“বই মনের খাদ্য।
বেশি বেশি বই পড়ুন,
মনকে সুস্থ রাখুন।।”

মোঃ কবিরুল ইসলাম
(DMC K-69)

www.facebook.com/kabiruldmc

kabirul.dmc@gmail.com

দ্বিতীয় বর্ষ, পৌষ, ১৩৭০] [সপ্তম সংখ্যা—পুণ্যাভিষেক যাত্রা

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথ-প্রবর্তিত।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভ মূল্যে দেওয়া সম্ভব হইয়াছে।

যুগ্ম-সম্পাদক—
মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য
শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫·০০ টাকা] [প্রতি সংখ্যা ১·৫০ টাকা

স্বত্বাধিকারী :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচার সঙ্ঘ
(জয়গুরু সম্প্রদায়)

সহ-সম্পূজকসঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ

শ্রীনারায়ণগোস্বামী ন্যায়াচার্য্য

শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্তৃক শ্রীসীতারাম-বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।৩, পি, ডব্লিউ, ডি রোড, কলিকাতা—৩৫ হইতে প্রকাশিত ও ১৫বি, রায়বাগান ষ্ট্রীট্, কলিকাতা—৬ ইন্দু-নারায়ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রাপিত। ১৫ই পৌষ, ১৩৭০।

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রময় মাসিক পত্র। প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ।

২। এই মাসিকপত্রে সমুদয় সংহিতা (স্মৃতি), শ্রীরামায়ণ-শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রীমহাভারত-শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ইত্যাদি যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। ইহার বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারত ও পাকিস্তানে সডাক ১৫·০০, প্রতি সংখ্যা ১·৫০ নঃ পঃ মাত্র; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০·০০, প্রতি সংখ্যা ২·০০ মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

৪। প্রতি বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ইহার একটি সংখ্যা প্রকাশিত হইবামাত্র গ্রাহকগণের নিকট পাঠান হয়। বাংলা মাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে উক্ত সংখ্যা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ লইয়া চতুর্থ সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতা কার্য্যালয়ে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলা মাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৫। মাসিক পত্র, বিজ্ঞাপন প্রভৃতি সংক্রান্ত যাবতীয় পত্রাদি এবং অর্থাদি "সঞ্চালক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬" এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

মনি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকের নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে অবশ্যই লিখিতে হইবে।

৬। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয়, কিন্তু প্রয়োজন না মনে করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে গ্রাহকগণকে জবাবী-পত্র অবশ্যই দিতে হইবে।

৭। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে, কার্য্যালয়ে আসিয়া বা ডাকযোগ ব্যতীত অন্যকোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৮। উল্লিখিত ৪-৭ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পত্র-পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

৯। অনিবার্য্য কারণবশতঃ যে সংখ্যা প্রকাশে বিলম্ব ঘটিয়াছে, তাহা যথাসম্ভব সত্বর প্রকাশের চেষ্টা চলিতেছে। তৎসম্পর্কে উক্ত নিয়মাবলী যথাসময়ে প্রযুজ্য বলিয়া গণ্য হইবে।

সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।৩, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, আলমবাজার।
কলিকাতা—৩৫

৺৭শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

পুষ্করমঠ
ভরতপুর-কুঞ্জ
গৌঘাট
৮।৫।৭০

যে মায়েরা বাবারা একে (ওঙ্কারকে) সত্যসত্য ভালবাসে, তারা নিত্য আর্য্যশাস্ত্র প'ড়্‌বে ও প্রাণপণে আর্য্যশাস্ত্র প্রচারের চেষ্টা ক'র্‌বে। আর্য্যশাস্ত্রের সেবায় জগতের মহাকল্যাণ সাধিত হবেই হবে।

ওঙ্কার

(আর্য্যশাস্ত্রে প্রকাশিত শ্রীমদ্‌বাল্মীকীয় রামায়ণের)

সূচীপত্র

আদিকাণ্ড

অযোধ্যাকাণ্ড

অরণ্যকাণ্ড

কিষ্কিন্ধাকাণ্ড

সূচীপত্র—কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড

সুন্দরকাণ্ড

যুদ্ধ (লঙ্কা) কাণ্ড

উত্তরকাণ্ড

প্রক্ষিপ্ত সর্গ

বাল্মীকি-রামায়ণের সূচীপত্র সমাপ্ত

অবশ্য পাঠ্য

আর্য্যশাস্ত্রে প্রকাশিত বাল্মীকিরামায়ণে মুদ্রাকরের অনবধানতাবশতঃ একটি শ্লোক ও অন্যত্র একটি শ্লোকের অর্দ্ধাংশ বাদ পড়িয়াছে। সহৃদয় পাঠকগণ উহা যথাস্থানে সংযোজিত করিয়া লইবেন।

আদিকাণ্ডের ৪২ পৃষ্ঠায় চতুর্দশ সর্গের ২য় শ্লোকের প্রথমার্দ্ধাংশ,—

ঋষ্যশৃঙ্গং পুরস্কৃত্য কর্ম চক্রুর্দ্বিজর্ষভাঃ।

আদিকাণ্ডের ১০১ পৃষ্ঠায় ষট্‌ত্রিংশসর্গের ২০ সংখ্যক শ্লোকটি, যথা :—

পূজয়ামাসুরত্যর্থং সুপ্রীতমনসস্তদা।
অথ শৈলসুতা রাম ত্রিদশানিদমব্রবীৎ ॥২০

অশুদ্ধি-শুদ্ধিপ্রকরণের শুদ্ধিগণনাকার্য্যে সর্গনাম, পৃষ্ঠাঙ্ক, সর্গসংক্ষেপবাক্য ও বিভজনচিহ্নকে পঙ্‌ক্তি গণনায় ধর্‌য়া হয় নাই। একই পৃষ্ঠায় শ্লোক ও তাহার বঙ্গানুবাদ দুই ভাগে বিভক্ত থাকায় ক্রমানুসারে দুইভাবে পঙ্‌ক্তি গণনা করা হইয়াছে।

অশুদ্ধি-শুদ্ধিপ্রকরণ

বিষয়—শ্রীবাল্মীকি-রামায়ণমাহাত্ম্য

ষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	শ্লোকসংখ্যা	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
১	৩	১	রামাত্বপ্যতি	রামাৎ ত্রস্যতি
১	৪	৫	কেন স স্মৃতঃ	কতমঃ স্মৃতঃ
২	৪	৮	পরা	পরাঃ
২	১১	১২	শিরঃ কণ্ডুয়নং	শিরঃকণ্ডূয়নং
২	২৪		কর্কশভাযিণী	কর্কশভাষিণী
২	২৮		লোলপ	লোলুপ
২	৩০		বিছু	কিছু
৫	২	৭	সিতাখ্যাং	সীতাখ্যাং
৫	২	৭	প্রহিতৌজসঃ	প্রথিতৌজসঃ
৫	১৭		সিতানাম্নী	সীতানাম্নী
৭	৪	২৬	প্রভাবেন	প্রভাবেণ
৭	৩	৩৩	হুকারি চ	চকার সঃ
৭	৬	৩৪	ময়া দেবঃ	মহাদেবঃ
৭	৮	৩৫	কচিদঃ	কোবিদঃ
৭	১০	৩৬	সর্বদর্শিন্‌সুরেশ্বরঃ	সর্বদর্শিন্ সুরেশ্বর
৭	১৬		আনন্দবেধ	আনন্দবোধ
৮	৩	৪৬	তেনাসীত্তু ভয়ঙ্করঃ	তেনাসীদ্ ভূর্ভয়ঙ্করঃ
১৩	৩	৩১	সংস্থিতোঽহম্	সংস্থিতো হ্যেবম্
১৩	৬	৩২	বনম্	বনে
১৩	৯	৩৪	মহৎ সরঃ	মহৎসরঃ
১৩	২৩	১৬	বসিষ্ঠ	বশিষ্ঠ
১৪	৪	৩৮	বিন্ধ্যদেশে সমুদ্ভবা	বিন্ধ্যদেশসমুদ্ভবা
১৪	১৭		পাপচারিণী	পাপাচারিণী
১৫	৫	৫৩	মহান্ ভোগান্	মহাভোগান্
১৫	২৭		পৃথিবাতে	পৃথিবীতে
১৫	২৪		বিপেন্দ্রগণ	বিপ্রেন্দ্রগণ
১৫	(২৯ এর পর শেষ লাইন)		রামায়ণমাহত্ম্যের	রামায়ণমাহাত্ম্যের
২০	১	১	বো মুনীশ্বরাঃ	বৈ মুনীশ্বরাঃ
২০	১২	৫	পঞ্চম্যামথমারভেৎ	পঞ্চম্যামথবারভেৎ
২৩	৩	৪৫	নাশয়ত্যাশুসত্তমাঃ	নাশয়াত্যাশু সত্তমাঃ

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	শ্লোকসংখ্যা	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
২৩	৪	৪৫	মদর্থকমিদং	তদর্থকমিদং
২৪	১৬		নাতিবিরুদ্ধ	নীতিবিরুদ্ধ
২৫	১৩		স্মাতগণের	স্মার্ত্তগণের

বিষয়—বাল্মীকি-রামায়ণ

১	(সর্গ সংক্ষেপে)		বাল্মীকেনারদং	বাল্মীকের্নারদং
৬	২৩		সুগ্রাব	সুগ্রীব
৮	১	৮৪	স দেবর্ষি	সদেবর্ষি
৮	৮	৮৭	হনুমন্তং	হনূমন্তং
৮	২৭		বাল্মাকি	বাল্মীকি
৯	১৫		না	(প্রথমে 'না'টি উঠিয়া যাইবে)
১২	১০	২৭	সাক্ষাল্লোকাপিতামহে	সাক্ষাল্লোকপিতামহে
১২	২	২৯	মূপশ্লোকং	মুপশ্লোকং
১২	১২	৫৪	প্রকাশ্যং	প্রকাশং
১৪	৯	১১	নানাচিত্রাঃ	নানা চিত্রাঃ
১৪	১২	১২	দুষ্টভাবনাম্	দুষ্টভাবতাম্
১৫	১১	১৮	অনসূয়াসমাস্যাঞ্চ	অনসূয়াসমাখ্যাঞ্চ
১৫	১৫		কৈকয়ীর	কৈকেয়ীর
১৫	৮	২২	হনুমদ্দর্শন	হনূমদ্দর্শন
১৬	৭	২৮	ছায়াগ্রাহস্য	চ্ছায়াগ্রাহস্য
১৬	২	৩৩	বধূনাং	মধূনাং
১৬	৫	৩৫	রবৌ	রাত্রৌ
১৭	৬	৩	কোম্বেতৎ	কো স্বেতৎ
১৭	৪	৭	পৌলস্ত্যবধ ইত্যেবং	পৌলস্ত্যবধমিত্যেবং
১৮	১২	২২	বৃষীমন্ত্যস্তদা	বৃসীমন্ত্যস্তদা
১৯	৫	২৫	বৃষীমন্ত্য	বৃসীমন্ত্য
২০	৪	৩৬	'হ'	হ' উঠিয়া যাইবে
২০	৮		মনুনিমিত্ত	মনুনির্মিত
২২	১৬		নগরাতে	নগরীতে
২৪	২৪		মত্তহস্তার	মত্তহস্তীর
২৪	২১		অযোধ্যানগরার	অযোধ্যানগরীর
২৬	৮	২১	প্রজাধর্ম্মেণ	প্রজা ধর্ম্মেণ
২৭	১	২৪	পার্থিবোদীপ্তি	পার্থিবো দীপ্তি

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	শ্লোকসংখ্যা	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
২৮	৪	১৬	প্রাপ্তময়ং	প্রাপ্তু ময়ং
২৯	১	২১	অনুজ্ঞতাস্ততঃ	অনুজ্ঞাতাস্ততঃ
২৯	১৫	১	রহং	রহঃ
২৯	১৪	৪	মুনিধনচরঃ	মুনির্বনচরঃ
৩১	২৩		আপনার কর্ত্তৃক	আপনাকর্ত্তৃক
৩৪	৯	১	দেবপ্ররঃ	দেবপ্রবরঃ
৩৭	৫	৩	রজানমুবাচ	রাজানমুবাচ
৩৭	৬	৩	বিমুচ্যতাম	বিমুচ্যতাম্
৩৯	১২	৬	বদ্ধান্	বৃদ্ধান্
৪০	৭	২১	॥২১	*॥২১
৪২	১০	১	রাজ্ঞে	রাজ্ঞো
৪২	১	৪১	যজ্ঞবাঢং	যজ্ঞবাটং
৪৪	৫	২১	কুশলা দ্বিজাঃ	কুশলো দ্বিজঃ
৪৪	১৫	৩৪	পতত্রিণা	পতৎত্রিণা
৪৫	৪	৩৬	পতত্রিণ	পতৎত্রিণ
৪৫	৭	৩৭	নির্মুদন্	নির্ণুদন্
৪৫	১১	৪৬	ইক্ষাকু	ইক্ষ্বাকু
৪৬	৭	৫১	দশকোটিঃ	দশকোটিং
৪৭	৮	৪	ভাবপ্রতি	ভাগপ্রতি
৪৭	৮	৯	দুর্দ্ধর্ষো	দুর্দ্ধর্ষো
৪৯	২৪		তাত্রপৌরুষবান্	তীব্রপৌরুষবান্
৫০	২৯		অতাবপ্রভামম	অতীবপ্রভাময়
৫৪	৭	১৬	হনুমান্নাম	হনূমান্নাম
৫৪	১৫		অশ্বিনাকুমারদ্বয়	অশ্বিনী...
৬১	২৬		মায়াবা	মায়াবী
৬৩	৩	৯	শার্দুল ন	শার্দুলং ন
৭১	২৫		পরমতপস্বা	পরমতপস্বী
৭৫	২২		অপরীমিত	অপরিমিত
৭৭	২৬		তাড়কবধরূপ	তাড়কাবধরূপ
৭৮	৪	১৪	চৌবভ্যভাবত	চৈবাভ্যভাবত
৮০	১৫	১৬	মদনং	মাদনং
৮১	৮	২০	মাবদম্	মাধবম্
৮২	৬	১৫	আদিত্যা	অদিত্যা

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	শ্লোকসংখ্যা	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
৮৫	২৪		মরাচির	মরীচির
৮৯	১৯		ঋযিগণের	ঋষিগণের
৮৯	১	২৫	দৃষ্টা	দষ্টা
৯২	১৫		পুরা	পুরী
৯২	২০		মধ্য	মধ্যে
৯৩	১		বাল্মীকিরামায়	বাল্মীকিরামায়ণম্
৯৪	২৮		করিয়	করিয়া
৯৪	৫	৯	ধর্মং	ধর্মঃ
৯৪	১৩		ক্ষমবান্	ক্ষমাবান্
৯৫	২	১৩	ধামষ্ঠা	ধর্মিষ্ঠা
৯৬	৯	১	বতমানায়াং	বর্তমানায়াং
৯৭	১২	১৪	নিদ্রামধ্যে হি	নিদ্রামভ্যেহি
৯৮	৬	১	শোণাকুলে	শোণাকূলে
১০৩	১৪	২২	সুবর্ণাং	সুবর্ণং
১০৭	১		ঊনানচত্বারিংশঃ	ঊনচত্বারিংশঃ
১১৫	১২	১৮	সলিলপাপ্লুয়ুঃ	সলিলমাপ্লুয়ুঃ
১১৫	১০	২৪	রাজন্নাগ্ন্যং	রাজন্ নাগ্ন্যং
১১৮	১২	৩০	স্পন্দন	স্যন্দন
১২০	৪	১৪	পুরুষশ্রেষ্ঠঃ	পুরুষশ্রেষ্ঠ
১২০	১২	১৮	নরশ্রেষ্ঠঃ	নরশ্রেষ্ঠ
১২১	৫	৩	নৌ	নো
১২২	৮	১৮	মমন্ত	মমস্তু
১২২	২১		দেগণকর্ত্তৃক	দেবগণকর্ত্তৃক
১২৫	২০		তপস্যকালে	তপস্যাকালে
১২৫	৩	১৪	ত্বৎকতে	ত্বৎকৃতে
১৩২	৩	১৯	পপ্প	পুষ্প
১৩৩	২৫		ঋত্বিকসমুহ	ঋত্বিক্‌সমুহ
১৩৪	২	২০	ভুষয়ন্তাবিমং	ভূষযন্তাবিমং
১৩৬	১৩	২৮	শোভিতা	শোভিতম্
১৩৭	২৮		মহাবলশালিন	মহাবলশালিন্
১৪২	৭	২২	পট্টিশধবৈহেম	পট্টিশধয়ৈর্হেম
১৪৩	৩০		অতাত	অতীত
১৪৫	১৩	৯	ক চ	ক চ

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	শ্লোকসংখ্যা	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
১৪৫	২৬		কর	কর্
„	১৮		কর	কর্
„	২৬		কালচক্র	কালচক্র
১৪৭	২	(সর্গ সংক্ষেপ)	প্রত্যাখ্যাতস্ত্রিশঙ্কো	প্রত্যাখ্যাতস্য ত্রিশঙ্কোঃ
১৪৯	১০	৫	ষাজনে	যাজনে
১৫২	২	১৯	সপ্তজাতি শতা	সপ্তজাতিশতান্যেব
„	৬	২১	নিষাদ ত্বং	নিষাদত্বং
১৫৩	৪	২	মা	মাং
„	৭	৪	প্রবত্ততাং	প্রবর্ত্যতাং
„	১৫		সশরারে	সশরীরে
„	১	৭	প্রবত্যতাং	প্রবর্ত্যতাং
„	২	৭	গচ্ছেদিক্ষাকু	গচ্ছেদিক্ষ্বাকু
১৫৬	১০	১১	মমাসান	মমাসীন
১৬০	(সর্গসমাপ্তিতে)		দ্বিষষ্টি	দ্বিষষ্টিতম
১৬৯	৩৪	(পাঠান্তরে)	সলিলমিদক	সলিলমিদমক
১৭২	২৮		দশরকে	দশরথকে
১৭৪	২১		আমারা	আমরা
১৭৮	২৭		কারবেন	করিবেন
১৮৬	৬	২৩	সমস্তার্য্য ?	সমন্তীর্য্য ??
„	২	২৯	মন্ত্রোদক পুরস্কৃতাম্	মন্ত্রোদকপুরস্কৃতাম্
„	৩	৩০	হর্ষেণাভি পরিপ্লুতঃ	হর্ষেণাভিপরিপ্লুতঃ
„	৫	৩১	মা ভূৎকালস্য	মা ভূৎ কালস্য
„	১০	৩৩	সুচিরত	সুচরিত
১৮৭	৯		ভ্রাতৃচতুস্টয়	ভ্রাতৃচতুষ্টয়
১৮৮	৪	১৫	ঋষয়শ্চাণ্যে	ঋষয়শ্চান্যে
১৯২	১৪	১১	নিবীর্য্যো	নির্বীর্য্যো
১৯৪	৩৪		অস্তপুরে	অন্তঃপুরে
„	৫	১৬	কৈকয়ীপুত্র	কৈকেয়ীপুত্র
১৯৮	১৩	১৯	গু´ণৈযুক্তঃ	গু´ণৈর্যুক্তঃ
১৯৮	১৬		বয়োজেষ্ঠ্যগণের	বয়োজ্যেষ্ঠগণের
১৯৯	২৩		অতিদক্ষরাম	অতিদক্ষ রাম
২০০	১৫		প্রাতিপ্রদ	প্রীতিপ্রদ
২০২	১৫		পারেনা	পারে না

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	শ্লোকসংখ্যা	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
২০৩	৯	৩১	শীলবানন সুয়কঃ	শীলবাননসূয়কঃ
„	১৮		সত্যসঙ্কল্প	সত্যসঙ্কল্প,
„	৩০		ধর্মাথনিপুণ	ধর্মার্থনিপুণ
২০৫	১৫		সর্বশত্রুনাশা	সর্বশত্রুনাশী
২০৬	৯	১১	শেতকুম্ভীনাং	শাতকুম্ভানাং
২০৭	২৮		কক্ষায়	কক্ষ্যায়
„	৩১		আসি	অসি
„	১১	২৪	রাম	রামঃ
২০৮	২৬		পত্নার	পত্নীর
২১২	২৫		সাতাকে	সীতাকে
„	৬	৩২	সুমিত্রয়ান্ বাস্তমানা	সুমিত্রয়াম্বাস্তমানা
২১৩	৬	৪৪	ভুঙ্‌ক্ষ্ব‌ভোগ	ভুঙ্‌ক্ষ্ব ভোগ
২১৪	১০	১০	নহুযো	নহুষো
২২০	৫	২২	কৈকয়ি	কৈকেয়ি
„	৩২		কতকগুলী	কতকগুলি
২২১	৯	৩০	কৈকয়ি	কৈকেয়ি
„	১০	৩৬	হ্যবোচস্ত্ব	হ্যবোচস্ত্ব
„	২১		দেখিনা	দেখি না
২২৪	১৮		অতিপ্রেত	অভিপ্রেত
২২৫	(সর্গ সংক্ষেপ ২)		কৈকয্যা	কৈকেয্যাঃ
২২৬	৫	১২	কৈকয়ী	কৈকেয়ি
„	„	„	দক্ষিণং	দক্ষিণাং
২২৭	১৩	৩৭	কৈকয়ী	কৈকেয়ী
২২৮	১৪	৪৪	ত্বমায়তাভ্যং	ত্বমায়তাভ্যাং
„	২০		প্রকারেয়র	প্রকারের
২২৯	১২	৫৭	কৈকয়ী	কৈকেয়ী
„	২১		থাকেনা	থাকে না
„	৩১		করিনা	করি না
„	৩২		করিনা	করি না
২৩০	(সর্গ সংক্ষেপে)		নিরাভরণা সতী	নিরাভরণায়াঃ সত্যাঃ
„	২০		ক্রোধগারে	ক্রোধাগারে
২৩১	২৭		জানেনা	জানে না
২৩২	২৩		কৈকয়াদেবী	কৈকেয়ীদেবী

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	শ্লোকসংখ্যা	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
২৩৩	১	৩৮	কৈকয়ি	কৈকেয়ি
২৩৪	৪	৭	কৈকয়ী	কৈকেয়ি
২৩৫	৩০		দ্বিতায়	দ্বিতীয়
২৩৬	১৮	৯	নিবোশিতা	নিবেশিতা
২৩৮	১৬		ন।।	না।
,,	১৭		মহাত্ম	মহাত্মা
২৩৯	১	৩৪	কৈকয়ি	কৈকেয়ি
,,	৫	৩৬	কৈকয়ি	কৈকেয়ি
,,	১০	৩৮	কৈকয়ি	কৈকেয়ি
২৪০	১৩	৫২	কৈকয়ীং	কৈকেয়ীং
২৪১	১৪	৭৪	দৃষ্টা	দৃষ্ট্বা
২৪৪	১৩	১০৩	পুনদেব	পুনর্দেব
২৪৫	১০	১১২	-বুভাবসং প্রাপ্য	-বুভাবসংপ্রাপ্য
২৪৬	৩	৭	প্রবাজিতো	প্রব্রাজিতো
২৪৭	২	১১	নামানুপশ্যেয়ং	নামানুপশ্যেয়ং
,,	৬	১৩	কৈকয়ি	কৈকেয়ি
,,	১৩		অবিকারী	অধিকারী
,,	১৫		দুংখ	দুঃখ
২৪৮	১	২৩	পরমবাষ্পসি	পরমবাষ্প্যসি
,,	৭	২৪	ভর্তুর্নৃশং সা	ভর্তুর্নৃশংসা
২৫১	২৯		বাজ	বীজ
২৫৩	২৩		বৃষহান	বৃষহীন
২৫৫	৮	১০	চন্দ্র...শমতাপত্রঞ্চ	চন্দ্র···শমাতপত্রঞ্চ
,,	৩১		আদেশনুসারে	আদেশানুসারে
,,	৮	১৫	মহাপতিম্	মহীপতিম্
,,	২৫		হইয়ছে	হইয়াছে
২৫৬	৫	২০	ব্যতিষ্ঠতঃ	ব্যতিষ্ঠত
২৫৮	(সর্গ সংক্ষেপ ১)		সমাসীনঃ	সমাসীন
,,	৩০		হিতাকঙ্ক্ষী	হিতাকাঙ্ক্ষী
২৬১	৪	৪৫	দুঃখ	দুঃখং
২৬৯	৩	২৪	কৈকয়ি	কৈকেয়ি
,,	১২	২৮	ককয্যা	কৈকেয্যা
২৭৩	৩৩		সবদা	সর্বদা

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	শ্লোকসংখ্যা	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
২৭৫	৯		বাল্মীকায়ে	বাল্মীকীয়ে
২৭৬	২৬		দেখিনা	দেখি না
২৭৭	২৭		সবান্তঃকরণে	সর্বান্তঃকরণে
,,	১২	২৩	মামিহস্থস্তং	মামিহস্থস্তং
২৭৯	১২	৪৪	ধর্মাত্রাশ্রয়	ধর্মমাশ্রয়
,,	১০	৫০	বৃদ্ধির্মম	বুদ্ধির্মম
২৮১	৩	৬৪	অথানূজং	অথানুজং
২৮৩	৯	১৫	দৃষ্টব্যো	দ্রষ্টব্যো
২৮৪	১৫		বিপয্যয়	বিপর্য্যয়
,,	৪	২৯	বসবাসী	বনবাসো
২৮৬	২	১২	বিগাহতম্	বিগর্হিতম্
,,	১২	১৭	সর্মথঃ	সমর্থঃ
,,	১	১৮	পুরুষ্যস্য	পুরুষস্য
,,	৮	২১	কৃৎস্না স্ত্রয়ো	কৃৎস্নাস্ত্রয়ো
২৮৭	৪	৩২	বক্সিনং	বজ্রিণং
২৮৯	২	৭	নিঃশ্বাসায়াসম্ভতবঃ	নিঃশ্বাসায়াসসম্ভবঃ
২৯০	৬	২২	প্রিয়ং বদঃ	প্রিয়ংবদঃ
,,	১১	২৫	সমহিতা	সমাহিতা
,,	২৫		স্ত্রালোকের	স্ত্রীলোকের
২৯১	৫	৩৫	আবিন্ধ্য	আবিধ্য
২৯২	১৪		সহধর্মিনী	সহধর্মিণী
,,	৪	৭	ক্ষুপাহ্রদাঃ	ক্ষুপা হ্রদাঃ
২৯৩	১২	১৬	মহাবানেহপি	মহাবনেহপি
২৯৪	১২	৩৭	বামমায়ত	রামমায়ত
২৯৫	১১	৪৪	মঙ্গলৈরূপ	মঙ্গলৈরুপ
২৯৬	(সর্গ সংক্ষেপ)		সাতাং	সীতাং
,,	৭	৯	শ্রীমানুক্ত	শ্রীমান্ যুক্তঃ
২৯৮	২৮		করিয়	করিয়া
২৯৯	৪	২	যে	মে
৩০৯	১১	৩৯	সন্নাহমতিঃ	সন্নাহমতিঃ
৩১০	১৯		রঘনন্দন	রঘুনন্দন
৩১৪	১	১	প্রিয়কবং	প্রিয়করং
,,	১৫		বন্ধুবদিগের	বন্ধুবর্গদিগের

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	শ্লোকসংখ্যা	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
৩১৪	১৩		(মাকরা)	(মাকরী)
৩১৫	১৯		জননা	জননী
৩১৬	৩	৩৩	ভৃগ্বঙ্গিরঃ সমং	ভৃগ্বঙ্গিরঃসমং
৩১৭	২	৩৮	পপাতোক্ষণ সন্নিধৌ	পপাতোক্ষণসন্নিধৌ
৩১৮	২৬		গ্রাষ্মের	গ্রীষ্মের
৩২০	১২	২৯	চ্চিকীষুঃ	চ্চিকীর্ষুঃ
৩২৪	২২		বমগমনের	বনগমনের
৩২৫	১৭	৬১	মুছাং	মূর্ছাং
৩২৬		(১ম লাইন)	অপরিবতনীয়ো	অপরিবর্তনীয়ো
৩২৬	২৫		হয	হয়
৩২৭	১৬		আচারগহিত	আচারগর্হিত
৩২৮	৯	২৯	বসুধীধিপঃ	বসুধাধিপঃ
৩৩০	১১	২০	রাজনমব্রুবন্	রাজানমব্রুবন্
৩৩১	১৩		রাখুন	রাখুন
৩৩৩	১১	১২	চারং	চীরং
„	১৮		নিলজ্জ	নির্লজ্জ
„	৫	১৫	চীরমুক্তসম্	চীরমুত্তমম্
৩৩৪	৭	২৯	তদ্‌ভবিতা	তদ্ ভবিতা
৩৩৫	১১		ষে	যে
৩৩৬	১২	৫	কাচিৎ	কাচিৎ
৩৩৭	২৪		পুত্রশোক	পুত্রশোক
৩৩৮	২৩		মহাবার	মহাবীর
৩৩৯	১৯		পরিত্রচিত্ত	পবিত্রচিত্ত
৩৪০	৬	৩৫	সুহৃদ্ বৃতম্	সুহৃদ্বৃতম্
৩৪১	(চত্বারিংশ সর্গ—সংক্ষেপে ১ম লাইন)		পিতুর্মাতৃণাঞ্চ	পিতুর্মাতৃণাঞ্চ
৩৪২	১৬		কিংব	কিংবা
৩৪৩	২১		মখদর্শন	মুখদর্শন
৩৪৫	৭	৪৮	চতং	চ তং
৩৪৮	১	(সংক্ষেপ)	পুত্রাদশনাম্মহা	পুত্রাদর্শনাম্মহা
„	১১	১২	রথবৎমসু	রথবর্ত্মসু
৩৫১	১	১	সমাক্ষ্য	সমীক্ষ্য
„	১৪		কৌসল্যার	কৌশল্যার
৩৫২	১৩		অষোধ্যা	অযোধ্যা

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	শ্লোকসংখ্যা	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
৩৫৫	৭	৩০	অশ্বাসয়ন্তা	আশ্বাসয়ন্তী
৩৫৫	৬	৩১	মেঘ ইবা	মেঘ ইব
৩৫৯	২৪		শন্য	শূন্য
”	১২		নরশ্রেষ্ঠ।	নরশ্রেষ্ঠ!
৩৬১	২২		রথিশ্রেষ্ঠ।	রথিশ্রেষ্ঠ!
৩৬৪	৪	২	উদ্গতানাব	উদ্গতানীব
৩৬৫	৪	১২	দশয়িষ্যন্তি	দর্শয়িষ্যন্তি
”	১২	১৬	নোঽ দূরাদম্নু	নোঽদূরাদম্নু
৩৬৯	৬	৩	পত্রা	পিত্রা।
”	২	৬	ক্কচিৎ	ক্বচিৎ
৩৭০	৬	১৩	অপ্সরোভির্হৃষ্টাভিঃ	অপ্সরোভির্হৃষ্টাভিঃ
”	১৭		মহাধীর	মহাবীর।
”	২	১৮	ক্কচিদা	ক্বচিদা
”	৮	২১	ক্‌চিৎ	ক্বচিৎ
৩৭১	১৫		নান।	নানা
”	৯	৩৫	তথো	ততো
৩৭২	৮	৪৬	ম্যহমাচতঃ	ম্যহমর্চিতঃ
৩৭৪	২৯		নিঃস্তব্ধ	নিস্তব্ধ।
”	৩৩		জাবিত	জীবিত।
”	১১	১৯	মতিক্রান্ত	মতিক্রান্ত
৩৭৫	৯	২৫	সাধং	সার্ধং
”	১৪		মখরিতা	মুখরিতা,
৩৭৬	(বস্তুসংক্ষেপ ২)		পিতৃমাতৃপ্রভৃতীনাং	পিতুর্মাতৃপ্রভৃতীনাঞ্চ
”	২	৬	নাবমুপাহরঃ	নাবমুপাহর।
৩৭৮	২	২৯	সাতাঞ্চ	সীতাঞ্চ
৩৮০	৪	৫১	তৎকৃতে নাহং	তৎকৃতেনাহং
৩৮২	১২	৮১	শীঘ্রে	শীঘ্রং
৩৮২	২৫		নদিতে	নদীতে
৩৮৩	৫	৯০	াহ	হি
”	৭	৯৮	প্রণষ্ট	প্রনষ্ট
”	২৪		দক্ষিণাদকে	দক্ষিণদিকে
”	১৩	১০০	অধর্ম প্রকর্ষাদ্	অধর্মপ্রকর্ষাদ
৩৮৪	৬	১০২	বরাহমৃশ্যং	বরাহমৃশ্যং

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	শ্লোকসংখ্যা	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
৩৮৪	১২	৬	ভবিতুমহতি	ভবিতুমর্হতি
৩৮৫	২	১৪	সৌম্যসংপ্রাপ্তা	সৌম্য সংপ্রাপ্তা
”	৭	১৭	সীতায়া	সীতয়া
”	৯	১৮	দ্বেষাদন্যায়মাচবেৎ	দ্বেষাদন্যায়মাচরেৎ
৩৮৬	৮	৩০	াবষাদয়সি	বিষাদয়সি
৩৮৭	(সর্গারম্ভ ১)		সগ	সর্গঃ
”	১০	৪	সৌমিত্রিমব্রবাৎ	সৌমিত্রিমব্রবীৎ
৩৮৯	৩	২৯	গোলাঙ্গুল	গোলাঙ্গূল
৩৯১	(বস্তুসংক্ষেপ ২)		পারেযমুনা	পরেযমুন
”	১১		বিপবীতগামিনা	বিপরীতগামিনী
৩৯২	১	১০	মহষিঃ	মহর্ষিঃ
”	১১	২২	শীঘ্রগামুামমালিনীম্	শীঘ্রগামূর্মিমালিনীম্
৩৯৬	২	২৩	বিধির্ধর্মনুমস্মর	বিধির্ধর্মমনুস্মর
”	১৫	৩০	ইষ্টা	ইষ্ট্বা
”	১০	৩৩	বিবশতুঃ	বিবিশতুঃ
৩৯৭	২	৩৫	মৈর্য্তে	মৈর্য্তে
”	৩		বাল্মীকায়ে	বাল্মীকীয়ে
”	২৪		শোকবেগে	শোকাবেগে
৩৯৮	১২	১২	যে নেহ	যেনেহ
৩৯৯	২৫		চালিয়া	চলিয়া
৪০০	৯		চতুর্দিক	চতুর্দিক্
৪০১	৫	১৫	মদ্ বচনাত্তস্য	মদ্বচনাত্তস্য
”	৭	১৬	মদ্ বচনাত্বয়া	মদ্বচনাত্বয়া
৪০৩	২৫		না!	না।
৪০৪	১	১৩	র্বিমলৈনৈত্রৈ	র্বিমলৈর্নৈত্রৈ
৪০৬	১৬	২	জাবিতুং	জীবিতুং
৪০৯	১৪		উপধান	উপাধান
৪১১	১৩		সহিস	সহিত
৪১৩	২৬		যমুনাভীরে	যমুনাতীরে
৪১৪	২	১	দশরথ	দশরথঃ
৪১৫	৫	২০	ধনুষ্মান্	ধনুষ্মান্
”	৮	২১	অদ্ বা	অদ্যদ্ বা
৪১৬	৩	২৬	কথমস্মদ্ বিধে	কথমস্মদ্বিধে

পৃষ্ঠা	পঙ্ক্তি	শ্লোকসংখ্যা	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
৪১৭	৪	৪৪	ষতো	যতো
৪১৮	১৫	৩	যথাখ্যাত পথং	যথাখ্যাতপথং
৪২০	১৩	২৪	সপ্তধাতু	সপ্তধাতু
৪২১	৭	৪৩	যাঃ	যা
৪২২	১৬		অগ্নিহোত্রকারা	অগ্নিহোত্রকারী
৪২৩	১১	৭০	তারধিপসমং	তারাধিপসমং
৪২৪	৪	৭২	সীদতেতরাম	সীদতেতরাম্
,,	৬	৭৩	রিপছন্তে	বিপছন্তে
৪২৫	৪	৭	উপতস্ত্র	উপতস্থু
৪২৬	১৯		যাইষা	যাইয়া
,,	৫	১৯	দেব্যো	দেব্যৌ
৪২৮	৪	২	কেকয়ীং	কৈকেয়ীং
,,	১৫		কৌসল্যার	কৌশল্যার
৪২৯	৬	২২	কমন্যং হাস্যতি	কমন্যং ন হাস্যতি
৪৩৫	১৯		ষাইয়া	যাইয়া
,,	২০		পঞ্চালদেশ	পাঞ্চালদেশে
৪৩৬	২২		বীণাবদন	বীণাবাদন
৪৩৮	(৩ বস্তু সংক্ষেপ)		রথমারুহ্য ভরতস্য	রথমারুহ্য ভরতস্য
৪৪১	(১ ,,)		নগরস্যোদান	নগরস্যোদ্যান
,,	(২ ,,)		রগ্রেসরায়ানুমুতিং	রগ্রেসরায়ানুমতিং
৪৪২	১০	২০	ব্রাহ্মণের্বেদ	ব্রাহ্মণৈর্বেদ
৪৪৩	১	২৩	সমস্তাদ্	সমন্তাদ্
,,	১১	৩৪	হৃদয়োদ্বাঃস্থং	হৃদয়ো দ্বাঃস্থং
৪৪৬	২১		কৌসল্যা	কৌশল্যা
৪৪৮	২০		কৈকেয়া	কৈকেয়ী
,,	৩০		মহাপতি	মহীপতি
৪৫২	৩	২	দুষ্টচারিনী	দুষ্টচারিণি
,,	৩	২	কৈকেয়ী	কৈকেয়ি
৪৫৩	১২		কৈকয়ীর	কৈকেয়ীর
৪৫৪	৩১		জাবন	জীবন
,,	২৯		দার্ঘশ্বাস	দীর্ঘশ্বাস
,,	৩০		নেত্রদ্বর	নেত্রদ্বয়
৪৫৬	৩	১২	বে	যে

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	শ্লোকসংখ্যা	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
৪৫৭	৭	২৮	ধামতা	ধীমতা
,,	২৭		ম্‌দ্গ	মুদ্গ
৪৫৯	১৮		প্রাথাদিগের	প্রার্থীদিগের
৪৬০	২	৬৫	প্রণষ্টবুদ্ধেঃ	প্রনষ্টবুদ্ধেঃ
৪৬৫	৬	৪	নার্য্যা	নার্য্যা
৪৬৬	২৩		নিণ্ডান্তদুঃখিত	নিতান্তদুঃখিত
৪৬৭	১৮		ধারে	ধীরে
৪৭০	২৫		সর্বাতোভাবে	সর্বতোভাবে
৪৭৪	৭		সম্প্রেক্ষ	সম্প্রেক্ষ্য
,,	২০		অর্যগণ	আর্য্যগণ
৪৭৭	১২	১২	শস্ত্রোপজাবিনঃ	শস্ত্রোপজীবিনঃ
৪৭৯	(সর্গসংক্ষেপে ২)		যুদ্ধাভিযান	যুদ্ধাভিযান
৪৮১	২৭			অব্রবীদ্‌
,,	২৭		নিষাদাধিপতি	নিষাদাধিপতিঃ
৪৮২	২৬		সমাহিস্তচিত্তে	সমাহিতচিত্তে
,,	২৭		সপারবারে	সপরিবারে
৪৮৭	৫	১৫	মম।	মম ।
,,	২৮		অতিক্রন্ত	অতিক্রান্ত
,,	২৮		ভগীরথাভীরে	ভাগীরথীতীরে
৪৮৫	৯		শক্রঘ্নো	শত্রুঘ্নো
৪৮৭	(সর্গসমাপ্তি)		বাল্যকি	বাল্মীকি
৪৯১	৭	১৬	দাশৈরধিষ্ঠিতাঃ	দাসৈরধিষ্ঠিতাঃ
,,	৩	২১	দাশৈঃ	দাসৈঃ
৪৯২	১৮		স্বগগমন	স্বর্গগমন
৪৯৫	১৯		মৈরের	মৈরেয়
৪৯৬	১	২১	মাল্যান	মাল্যানি
,,	২৯		অতুলনায়	অতুলনীয়
৪৯৭	২	৩৫	কৢপ্ত সর্বাসনং	কৢপ্তসর্বাসনং
৪৯৮	১	৪৯	মাদঙ্গিকা	মার্দঙ্গিকা
,,	৯	৬০	হস্ত্যশ্বারোহ বন্ধকাঃ	হস্ত্যশ্বারোহবন্ধকাঃ
৫০০	১৮		অম্ভুত	অদ্ভুত
,,	(সর্গসমাপ্তি ৭)		ইত্যার্যে	ইত্যার্ষে
,,			শ্রীমদ্রামায়নে	শ্রীমদ্রামায়ণে

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	শ্লোকসংখ্যা	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
৫০০	৮		হযোধ্যাকাণ্ডে	ইযোধ্যাকাণ্ডে
”	”		ত্রকনবতিতমঃ	একনবতিতমঃ
৫০১	(সর্গসংক্ষেপ)		প্রার্থনম	প্রার্থনম্
”	৫	৩	রাত্রিস্তবাস্মদ্ বিষয়ে	রাত্রিস্তবাস্মদ্বিষয়ে
৫০৩	২৪		হন্তা	হন্তী
৫০৫	৩	১৫	রেণর্দিবং	রেণুর্দিবং
৫০৭	১৩		চিত্রকূটপবতের	চিত্রকূটপর্বতের
৫০৮	৩২		অনকূল	অনুকূল
”	২৯		ভুক্তাব	ভুক্তাব—
৫১১	১২		অনুসন্ধীন	অনুসন্ধান
”	২৩		কয়িতে	করিতে
৫১৪	(সর্গসংক্ষেপ)		সদ্‌ভাবয়োবর্ণণম্	সদ্‌ভাবয়োর্বর্ণনম্
”	১৯		প্রণাধিক	প্রাণাধিক
৫১৫	২১		করিয়াছে’	করিয়াছে,
”	১৪	২৪	বারৌ	বীরৌ
”	২৮		বায়ুতুল্য	বায়ুতুল্য
৫১৭	৭	৯	পাথব ব্যঞ্জনান্বিতৌ	পার্থিবব্যঞ্জনান্বিতৌ
৫১৯	১৩		রক্ষাত	রক্ষিত
”	২২		বালয়াছিলেন	বলিয়াছিলেন
৫২০	১৫		ষাহাতে	যাহাতে
”	২৪		পারবৃত	পরিবৃত
”	২৮		নিামতআবরণ	নির্মিতআবরণ
৫২১	৩	৩১	প্রকৃতিভিভবেদ্	প্রকৃতিভির্ভবেদ্
৫২২	৭	৪৩	শক্রঘ্ন	শক্রঘ্ন
”	১১		সূর্য্য	সূর্য্য
৫২৪	১৩	১৭	কচ্চিৎ	কচ্চিৎ
”	৯	২৩	মুর্খাণাং	মুর্খাণাং
৫২৫	১	২৬	মহাঙ্গীচীন্	মহাঙ্গ চীন্
”	২	২৬	শ্রেষ্ঠাঙ্কেষ্ঠেষু	শ্রেষ্ঠাঙ্কে ষ্ঠেষু
”	”	”	নিয়োজয়ন্তি	নিয়োজয়সি
”	৬	২৮	উগ্রা	উগ্র
৫২৬	২	৪৪	সীমা পশুমান্	সীমাপশুমান্
”	২৪		পরিত্তক্ত	পরিত্যক্ত

পৃষ্ঠা	পঙ্ক্তি	শ্লোকসংখ্যা	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
৫২৬	২৮		প্রভিতিতে	প্রভৃতিতে
৫২৭	৮	৫৪	কো যো	কোষো
৫২৮	৩	৬৪	কোবিদঃ	কোবিদাঃ
,,	৪	৬৪	পৌরজনপদৈঃ	পৌরজানপদৈঃ
,,	১	৬৮	দশ পঞ্চ চতুর্বর্গান্	দশপঞ্চচতুর্বর্গান্
,,	৪	৬৯	কৃতং	কৃত্যং
৫২৯	৪	৭৪	কশ্চিদ্	কচ্চিদ্
,,	৭		আয়	আয়ু
৫৩০	৬	৩	প্রবিষ্টস্তং	প্রবিষ্টস্তং
,,	৭	৪	কাকুস্থেন	কাকুৎস্থেন
,,	৯	৫	পরিতজ্য	পরিত্যজ্য
,,	১১	৬	কৈকয্যা	কৈকেয্যা
৫৩১	৪	১৪	ভরতং	ভরতঃ
,,	১	১৯	আর্যাঃ	ভার্যাঃ
,,	৫	২১	ধর্মকৃতং	ধর্মকৃতাং
,,	১৪		আমারাও	আমরাও
,,	,,		তোমীর	তোমার
৫৩২	৪	২৭	বিবুধাধিপোমঃ	বিবুধাধিপোপমঃ
,,	৮	৪	ধর্মার্থসঞ্চিতং	ধর্মার্থসহিতং
,,	১০	৫	ততো	গতো
৫৩৩	২	৯	সংস্মরেম্নেব	সংস্মরন্নেব
৫৩৪	৮	৪	কূলপাত	কুলঘাত
,,	৬	৯	সময়া	স ময়া
,,	৯	১১	কৃতম্	কৃতাম্
৫৩৫	১৯		সীতে।	সীতে!
,,	৬	২১	গতিহেৃষা	গতির্হেষা
৫৩৬	৭	২৮	মন্দাকিনীতীরাৎ	মন্দাকিনীতীরং
,,	৯	৩৭	হতৈরন্যৈর্গ জৈরন্যে	হয়ৈরন্যে গজৈরন্যে
৫৩৭	৫	৪৩	রথাঙ্গ	রথাহ্ব
,,	১২	৪৬	মন্থরামহিতামপি	মন্থরাসহিতামপি
,,	১৯		করিল!	করিল।
৫৩৮	১১		চতুরাধিকশততম	চতুরধিকশততম
,,	১২		কৌসল্যা	কৌশল্যা

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	শ্লোকসংখ্যা	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
৫৩৯	১৩	২৪	বিদেহরাজস্য	বৈদেহরাজস্য
৫৪০	১১	২৭	জনন্যং	জঘন্যং
,,	(সর্গসমাপ্তি শেষ লাইন)		চতুরাধিকশততম	চতুরধিকশততম
৫৪২	২৬	২৮	সেচ্ছানুসারে	স্বেচ্ছানুসারে
৫৪৩	১২	২৮	প্রেতস্যাস্যনু	প্রেতস্যাস্ত্যনু
,,	১৬		যজ্ঞ	যজ্ঞ
,,	২২		যজ্ঞের	যজ্ঞের
,,	৩৪		ধৈর্য্যবান্	ধৈর্য্যবান্
৫৪৪	১৫		তুাম	তুমি
,,	১৭		কার্য্যেই	কার্য্যেই
,,	৪	৪০	ধামক	ধার্মিক
৫৪৫	৮	৪	সাৎ	স্যাৎ
,,	১২		প্রত্যাবর্ত্তন ও	প্রত্যাবর্ত্তন করিবার জন্য ও
৫৫৩	২৭		মিথ্য	মিথ্যা
৫৫৯	১২		রাজ	রাজ্য
৫৬১	১৭		করুণ	করুন
,,	২৭		লোপকরা	লোপ করা
৫৬২	৬	৮	তানৃষীনিভ্য	তানৃষীনভ্য-
৫৬৩	১	১১	রক্ষিতং	রক্ষিতুং
,,	২	১১	জানপদা	জানপদাং
,,	২৯		রঘুশ্রেষ্ঠ	রঘুশ্রেষ্ঠ !
৫৬৬	২২		ভরদ্বাজমুনি	ভরদ্বাজমুনি
৫৬৭	২৭		নদাব	নদীর
,,	২৫		উৎকণ্ঠায়	উৎকণ্ঠায়
৫৬৯	১	২৮	হনাং	হীনাং
,,	,,	,,	নীরেন্দ্রেণ	নরেন্দ্রেণ
৫৭৩	৪	৬	লক্ষ্মণস্যর্ষিভিদৃষ্টং	লক্ষণস্যর্ষিভিদৃষ্টং
,,	২৪		নিমত্তই	নিমিত্তই
৫৭৫	৭	১০	মুল	মুল
৫৭৬	২৬		সেচ্ছাচারী	স্বেচ্ছাচারী
৫৮০	২	৪০	স্বপ্নেম্বপি	স্বপ্নেম্বপি
৫৮২	২	৬	পবনোদ্ধতঃ	পবনোদ্ধতঃ
৫৮৭	৫	৩	শরণ্যঃ	শরণ্যং

পৃষ্ঠা	পঙ্ক্তি	শ্লোকসংখ্যা	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
৫৮৭	৮	৪	স্রুগ্ভরাণ্ডৈবজিনৈঃ	স্রুগ্ভাণ্ডৈরজিনৈঃ
,,	৭	৯	ব্রহ্মবিস্তির্মাহা	ব্রহ্মবিস্তির্মহা
৫৮৮	১	১১	অভিগমু	অভিজগমু
,,	১২	১৬	আজহ্নস্তে	আজহ্রুস্তে
,,	২৯		সমাদরপুর্ব্বক	সমাদরপূর্ব্বক
৫৮৯	২৫		করিয়া ছিস	করিয়াছিস্
,,	২৬		করিয়াছিস	করিয়াছিস্
৫৯০	১	১৭	নরেদ্রস্য	নরেন্দ্রস্য
,,	১৯		সীতাদেবার	সীতাদেবীর
৫৯১	১	২৩	নাথস্তং	নাথস্ত্বং
,,	৩	২৪	নিহতাস্তাস্ত	নিহতস্তাস্ত
৫৯২	৬	৯	বিমোক্ষসে	বিমোক্ষ্যসে
,,	১৯		আসিয়াছিস	আসিয়াছিস্
৫৯৪	১১		বঘুকুলশ্রেষ্ঠু	রঘুকুলশ্রেষ্ঠ
,,	৬	৭	চাপ্যেতং	চাপ্যেনং
৫৯৫	১৯		কৌসল্যাদেবী	কৌশল্যাদেবী
৫৯৬	১৪	৩৪	মৈথলীম্	মৈথিলীম্
৫৯৭	১৭		রথখানি	রথখানি
,,	২১		স্ত্রা	স্ত্রী
৬০০	(সর্গসমাপ্তি শেষ লাইন)		স্বর্গ	সর্গ
৬০১	৩	২	বৈখনসা	বৈখানসা
,,	৭	৯	বিশ্রুতস্ত্রিষ্ণু	বিশ্রুতস্ত্রিষু
,,	১২		প্রভৃতি	প্রভৃতি
৬০৫	২	১১	সর্ব্বল্লোঁকান্	সর্ব্বাল্লোঁকান্
,,	১১	১৬	মহার্ষিলোক	মহর্ষিলোক
,,	(সর্গসমাপ্তি শেষ লাইন)		স্বর্গ	সর্গ
৬০৬	৯	৫	ভগবংস্তুয়া	ভগবংস্ত্বয়া
,,	১০	৫	মুনয়স্তরয়ন্তি	মুনয়স্ত্বরয়ন্তি
৬০৭	২১		মহর্ষিকতৃক	মহর্ষিকর্তৃক
৬০৮	২	৬	নৃপত্মজ	নৃপাত্মজ
,,	৯	১০	প্রতিজ্ঞাতস্তয়া	প্রতিজ্ঞাতস্ত্বয়া
৬০৯	১৪	১৭	গচ্ছাদাশ্রমং	গচ্ছদাশ্রমং
৬১১	২	১	জনকীম্	জানকীম্

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	শ্লোকসংখ্যা	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
৬১১	৭	৪	চাতা	চার্তা
৬১২	১০	১৬	কৎস্ন্যেন	কাৎস্ন্যেন
”	১	১৯	মংশ্রুত্য	সংশ্রুত্য
”	৬	২১	শোভেন	শোভনে
”	৮	২২	ইতোবমুক্ত্বা	ইত্যেবমুক্ত্বা
”	৯	”	মৈথিলরাজ পুত্রীম্	মৈথিলরাজপুত্রীম্
”	১০	”	ধনুষ্মান্	ধনুষ্মান্
৬১৬	১১	৫২	তীর্থেষ্	তীর্থেষু
৬১৭	২৩		নিগত	নির্গত
৬১৯	১৪	৮৮	বৎস্যামহং	বৎস্যাম্যহং
৬২০	১০	৫	তথেত্যুক্তাহগ্নি	তথেত্যুক্ত্বাগ্নি
৬২১	২১		লক্ষ্মণ কে	লক্ষ্মণকে
৬২২	১২	৩২	বিশ্বকর্মণাঃ	বিশ্বকর্মণা
”	২৬		ঐ রূপবলিয়া	ঐরূপ বলিয়া
”	৬	৩৫	দীপ্তাং	দীপ্তাং
৬২৩	১৮		তোমরা	তোমার
”	২৩		প্রদাপ্ত	প্রদীপ্ত
৬২৪	৯	১৫	বৃতাস্তো	বৃত্তাস্তো
“	২৬		মিথিলারাজ দুহিতা	মিথিলারাজদুহিতা
”	৩২		তস্বিগণকেও	তপস্বিগণকেও
৬২৫	৬		সাতার	সীতার
৬২৭	৫	১৩	ভর্ত্তৃন্	ভর্তৃন্
”	৩২		গন্ধবা	গন্ধর্বী
৬৩০	৬	২১	দীর্ঘৈঃ	দীর্ঘৈঃ
৬৩৩	১	১১	সুনিহারাঃ	সুনীহারাঃ
”	১	১১	সহাহিতা	সমারুতাঃ
”	৫	২১	।দ্বরদঃ	দ্বিরদঃ
”	৮	২২	প্রগলভা	প্রগল্ভা
৬৩৪	৩১		বনেবাস	বনে বাস
৬৩৬	১৫		সূর্পণখার	শূর্পণখার
”	২৯		সুর্পণখা	শূর্পণখা
”	১২		জটমণ্ডলধারী	জটামণ্ডলধারী
৬৩৯	২১		বাকপটু	বাক্পটু

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	শ্লোকসংখ্যা	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
৬৩৯	২৫		অভিলায	অভিলাষ
”	২৭		সিদ্ধমনরথ	সিদ্ধমনোরথ
”	২১		বিকৃতকারা	বিকৃতাকারা
	২৮		সেইপরূ	সেইরূপ
৬৪১	২৮		কোন	কোন্
৬৪২	২২		তপস্মী	তপস্বী
৬৪৩	(সর্গসমাপ্তি)		স্বর্গ	সর্গ
৬৪৪	২২		চাস	চাস্
	২৩		কর	কর্
	৫	১৬	ইত্যেবমুক্ত্ব	ইত্যেবমুক্ত্বা
”	৬	১৬	অভিদুদ্রু বুঃ	অতিদুদ্রুবুঃ
৬৪৫	১২		শূপর্ণখা	শূর্পণখা
”	১২		হইয়।	হইয়া
৬৪৮	২৩		নীলমেঘসদৃশ,	নীলমেঘসদৃশ
৬৪৯	৪	১৩	বৈদুর্য্যময়	বৈদূর্য্যময়
”	১	১৯	কামুকৈঃ	কার্মুকৈঃ
৬৫১	২৭		ধামান্	ধীমান্
৬৫৩	২৯		প্রতীকার	প্রতিকার
৬৫৪	৭	১৬	সাতয়া	সীতয়া
৬৫৫	১৯		চতুর্দিক	চতুর্দিক্
”	২০		দুদর্শনীয়	দুর্দর্শনীয়
৬৫৭	১৩	১৯	আদ্রদ্	আদদৃ
৬৬৪	১২		কর	কর্
”	১	১৮	ত্রাণি	ত্রীণি
৬৬৫	২৩		তাক্ষ্ণগ্র	তীক্ষ্ণাগ্র
৬৬৬	৭	১৬	সপ্ত শবানাদায়	সপ্তশরানাদায়
”	২৭		পুনরার	পুনরায়
৬৬৮	১৯		করিয়াছিস	করিয়াছিস্
৬৬৯	১৯		করিয়াছিস	করিয়াছিস্
”	২৫		কর	কর্
”	১৯		করিতেছিস	করিতেছিস্
”	২৮		করিতেছিস	করিতেছিস্
৬৭০	৮		করিয়াছিস	করিয়াছিস্

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	শ্লোকসংখ্যা	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
৬৭০	১১		এইরূপবলিয়া	এইরূপ বলিয়া
”	১৩		বৃক্ষও	বৃক্ষ ও
৬৭১	২৩		পারিতেছিস	পারিতেছিস্
৬৭২	১৩	২৫	ধামতা	ধীমতা
৬৭৩	১৫		করিলেন	করিলেন।
৬৭৪	২৯		ষম	যম
৬৭৫	২৫		সামর্থ	সামর্থ্য
”	২৬		নদার	নদীর
৬৭৬	৮	৩০	সীমস্তিনী	সীমন্তিনী
৬৭৭	২৬		নইয়া	হইয়া
৬৭৮	১৯		লঙ্কাপুরাতে	লঙ্কাপুরীতে
”	২৩		বজ	বজ্র
”	২৭		ষিনি	যিনি
৬৭৯	১৫		মহামুদ্ধে	মহাযুদ্ধে
”	২০		ধমের	ধর্ম্মের
”	২১		ষিণি	যিনি
”	২৬		ভূষণ	ভূষণ
৬৮০	১২	৫	অযুক্তংচারং	অযুক্তচারং
”	১৩	৫	পঙ্কামব	পঙ্কমিব
৬৮২	১৫		রাজে	রাজ্যে
৬৮৩	১০	৫	জিনাস্বরঃ	জিনাম্বরঃ
”	১৩		রূপকামদেবের	রূপ কামদেবের
”	২২		মুহূর্ত্ত মধ্যে	মুহূর্ত্তমধ্যে
৬৮৪	৪	২০	পাতর্ব্বঃ	পতির্ব্বঃ
৬৮৫	১৫		প্রছন্নভাবে	প্রচ্ছন্নভাবে
৬৮৬	১৬	১৪	াকন্নরৈশ্চ	কিন্নরৈশ্চ
”	১৬		সুশোভিত	সুশোভিত
”	১৮		মাস	মাষ
”	৩১		অন্সরা	অপ্সরা
৬৮৭	২২		ধান্য	ধান্য,
৬৮৮	১৩		রক্ষাসং	রক্ষসাং
”	২৩		হইয়া ও	হইয়াও
৬৮৯	১৯		করিয়াছে	করিয়াছে।

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	শ্লোকসংখ্যা	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
৬৯০	১৯		উদ্যোগে	উদ্যোগ
৬৯৬	১৫		বলিতেছি	বলিতেছি,—
৬৯৭	২	১১	সুমহাচ্চাপং	সুমহচ্চাপং
"	১৪	১৭	রামমুস্ত্ মামি	রামমুস্ত্ মামি
৭০০	১৭		দণ্ডকারণে	দণ্ডকারণ্যে
৭০১	১২		মারীচ	মারীচ কর্তৃক
"	১৩		সাবধান করিলেন	সাবধান বাক্য উচ্চারণ
৭০৩	১৭		খড়গ্ধারী	খড়্গধারী
"	২৪		দুর্বুদ্ধিবশত	দুর্বুদ্ধিবশতঃ
"	১৮		যাইর।	যাইয়া
৭০৪	২৫		উদরেরবর্ণ	উদরের বর্ণ
৭০৫	১৬		স্নেহ সহকারে	স্নেহসহকারে
"	১৭		সেইমায়াময়	সেই মায়াময়
৭০৬	১৫		সাতার	সীতার
"	২৭		চতুর্দিক	চতুর্দিক্
"	২	৭	পরুষব্যাঘ্র	পুরুষব্যাঘ্র
৭০৭	২৮		হইবে	হইবে।
৭০৮	৩	৩৪	অথী	অর্থী
৭০৯	৩১		অগস্তের	অগস্ত্যের
৭১০	১৩		চাৎকার	চীৎকার
"	১২		উপতিত	উৎপতিত
৭১১	১১	১৬	মাবাচস্তৈব	মারীচস্তৈব
"	২৭		মৃয়মাণ	ম্রিয়মাণ
৭১৭	২৫		কোটিদেশ	কটিদেশ
৭১৮	২২		ভজমের	ভোজনের
৭২২	১৬		করিতেছিস	করিতেছিস্
"	১৭		হইয়াছিস	হইয়াছিস্
"	১৯		করিতেছিস	করিতেছিস্
৭২৩	১৪		গৃধে	গৃধ্রে
৭২৪	২২		পক্ষা	পক্ষী
৭২৫	২৪		করিতেছিস	করিতেছিস্
৭২৬	১৪		পারি !	পারি।
৭২৭	১৬		সংহে	সমূহে

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	শ্লোকসংখ্যা	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
৭২৮	৩৩		বৃক্ষসকলের !	বৃক্ষসকলের ?
৭৩০	১৪		নিবৃত্ত হইতে	নিবৃত্ত থাকিবার জন্য
”	১৯		বিশেষত	বিশেষতঃ
৭৩১	৩০		কর	কর্
৭৩৮	১৪		সূর্য্য ও	সূর্য্যও
৭৩৯	৩২		স্বর্ণনির্মিত	স্বর্ণ নির্ম্মিত
৭৪২	২৩		কর	কর্
৭৪৪	২৬		সম্ভ্রমবশত	সম্ভ্রমবশতঃ
৭৪৫	৪	১২	পুরাং	পুরীং
৭৫০	২২		ইক্ষাকু	ইক্ষ্বাকু
৭৫১	২১		ধর্মপত্না	ধর্মপত্নী
৭৫২	২২		কর	কর্
”	২৪		বাক্যনুসারে	বাক্যানুসারে
”	২৯		কর	কর্
”	২৯		রক্ষাকর	রক্ষা কর্
”	১৫		আমার	আমায়
৭৫৩	১২		তারে	তীরে
৭৫৪	১৬	২১	তথ	তথা
৭৫৫	১৫		ষীর	ক্ষীর
৭৫৭	১৪		আশ্রমে	আশ্রমের
৭৫৮	১৮		সহায়	স্বহায়
৭৫৯	১৭		কৈকয়ীদেবীর	কৈকেয়ীদেবীর
৭৬০	৬		রঘুদন্দন	রঘুনন্দন
৭৬০	১২	৫	এমুক্তস্তু	এবমুক্তস্তু
৭৬১	১৭		স্নেহবশত	স্নেহবশতঃ
”	৯	১৭	তবাত্যর্থং পাপ	তবাত্যর্থপাপ
৭৬৩	৮	১০	শ্রীমান্মুম্নস্ত	শ্রীমান্মুম্নস্ত
৭৬৪	২২		অহে	ওহে
”	২৬		অহে	ওহে
৭৬৭	১	১	প্রমাপদং	প্রমপদং
”	২৩		পাইব	পাইব।
”	২৭		মা	মা,
৭৬৮	২১		থাললে	বলিলে

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	শ্লোকসংখ্যা	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
৭৭০	২৫		কৈকয়ী	কৈকেয়ী
৭৭২	২৫		প্রদাপ্ত	প্রদীপ্ত
৭৭৪	৪	১৯	কর্মস্বতি দুষ্করেষু	কর্মস্বতিদুষ্করেষু
৭৭৬	১৩	১৭	নিরীক্ষ্ণু	নিরীক্ষন্
৭৭৭	৮	৩০	ক্ষুদ্র মৃগং	ক্ষুদ্রমৃগং
”	১১	৩৮	বিকীর্ণ	বিকীর্ণং
৭৭৮	২৪		সাতার	সীতার
”	৪	৪৭	ধুতিমান্	দ্যুতিমান্
৭৮০	২৩		কল	কাল
৭৮১	২	১	মুক্তং	যুক্তং
”	১২		কোন্	কোন
”	১৮		সমুহে	সমূহে
৭৮৩	২	১	পরিদ্যুান	পরিদ্যূন
”	৬	৩	নাাসি লঙ্কো	নাসীল্লঙ্কো
”	২৬		কোন	কোন্
”	২১		স্বভাবতই	স্বভাবতঃই
”	২৬		বসিষ্ঠের	বশিষ্ঠের
৭৮৪	১৫		ব্যতাত	ব্যতীত
৭৮৫	১০	৫	নির্দবা	নির্দরাঃ
”	১৯		পর্বত শিখরসদৃশ	পর্বতশিখরসদৃশ
৭৮৬	৬	১৫	দেবা	দেবী
৭৮৮	৩	২	যতমাসো	যতমানো
”	৩০		পক্ষিশ্রেষ্ঠ	পক্ষিশ্রেষ্ঠ !
”	২৮		মুহুর্তে	মুহূর্তে
৭৮৯	১	১৩	মুহূতোঽহংসৌ	মুহূর্তোঽহংসৌ
”	১২	২৫	৷বনাশো	বিনাশো
৭৯০	১৯		জাবদিগের	জীবদিগের
৭৯৩	১৩	২৯	অগ্নিজ্বালনিকাশেন	অগ্নিজ্বালানিকাশেন
”	১৪	২৯	নায়তেনন	নায়তেন
৭৯৪	৩১		রাসুমিত্রা	সুমিত্রা
৭৯৫	৪	৫১	দাশরিথঃ	দাশরথিঃ
”	২১		অরে	ওরে
”	৫		প্রতাপশালা	প্রতাপশালী

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	শ্লোকসংখ্যা	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
৭৯৫	৬		আলোকন	অবলোকন
”	১৫	৮	অছিন্দন্তাং	অচ্ছিন্দন্তাং
৭৯৬	৫	১১	দৃষ্টা	দৃষ্ট্বা
”	২৪		ভাগানুসারেই	ভাগ্যানুসারেই
৭৯৭	১৬		অচিন্তনীয়	অচিন্ত্যনীয়
”	১৮		ইন্দ্র,	ইন্দ্র
”	২৬		হইলে ও	হইলেও
৭৯৮	৫	১৩	বজ্রিণাহভি	বজ্রেণাভি
”	৬	১৩	শক্রো	শক্রো
৭৯৯	১৪		খনন	খনন করিয়া
৮০১	১২	১৬	শার্দুল	শার্দূল
”	১৪	১৭	গত্বাহস্থ	গত্বাস্থ
”	২২		প্রগলভ	প্রগল্‌ভ
”	২৪		বালি	বালী
”	১৮		বালির	বালীর
৮০২	১	২৫	পত্নী স্তে	পত্নীস্তে
”	(সর্গসংক্ষেপ ১ম লাইন)		দিব্যরূপধর কবন্ধেন	দিব্যরূপধরকবন্ধেন
৮০২	(সর্গসংক্ষেপ দ্বিতীয় লাইন)		মুনের্ব নস্য	মুনের্বনস্য
৮০৩	৪	১৫	স্তপ্তান	স্তপ্তান্
৮০৪	৪	২৯	বিধানাতচ্চ	বিধানাত্তচ্চ
৮০৫	২	৪২	স্তনুশস্তৈবং	স্তনুশাস্তৈবং
”	২৯		অদ্ভূত	অদ্ভুত
৮০৮	১৫		রঘুশ্রেষ্ঠ।	রঘুশ্রেষ্ঠ !
”	১৮		সেঁই	সেই
৮০৯	১৪		কথোপকথন	কথোপকথন এবং
”	১৮		অধিনে	অধীনে
৮১০	১৬		সমুহে	সমূহে
৮১২	১১	২৭	নবর্ষভ	নরর্ষভ
”	১৪	২৮	শক্যং সীতাং	সীতাং শক্যং
”	১৬	২৯	চেতসম্	চেতসঃ
”	১৭	২৯	নলিনীং মনো	নলিনীমনো
”	১৮	২৯	বঘূত্তমঃ	রঘুত্তমঃ
”	১৯	২৯	শোকবিষাদমন্বিতঃ	শোকবিষাদমন্বিত

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	শ্লোকসংখ্যা	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
৮১৪	৫	৭	রপিসংচ্ছন্না	রপি সংছন্না
৮১৫	৯		বৈদূর্য্য	বৈদূর্য্য
৮১৬	১৪	১৫	বামিলঃ	চামিলঃ
"	২৩		চতুর্দিক	চতুর্দিক্
"	৯	২০	সংচ্ছন্ন	সংছন্ন
"	১২	২১	সংচ্ছন্না	সংছন্না
৮১৭	১২	২৮	পুংকোকিল	পুংস্কোকিল
"	১৭		পুংকোকিল	পুংস্কোকিল
৮১৮	২৮		গমন হইতেছে	গমন করিতেছে
"	৩১		সহিতে	সহিত
"	১০	৪৬	আহবয়ন্ত	আহ্বয়ন্ত
৮১৯	১৮		প্রথমত	প্রথমতঃ
"	২৭		কমোন্মাদিনী	কামোন্মাদিনী
৮২০	২৩		চক্রবাক	চক্রবাক্
"	২৬		আন্দেলিত	আন্দোলিত
"	১৫		সমুহে	সমূহে
"	৩২		ইতস্তত	ইতস্ততঃ
৮২১	৩১		বরনাশ্চৈব	বরণাশ্চৈব
৮২২	৩	৯১	পুষ্পা	পুষ্প
"	১৩	৯৬	রমনীয়েযু	রমণীয়েষু
"	২৪		সেইস্থলপূর্ণ	সেইস্থল পূর্ণ
৮২৩	১	১০৪	সৌগিন্ধি	সৌগন্ধি
"	১১		ইতস্তত	ইতস্ততঃ
"	৩১		কোথায় !	কোথায় ?
"	১৫		ব্রাণহীন	ব্রণহীন
৮২৪	২৯		অচিন্ত্যনীয়	
৮২৬	২৩		সুগ্রীববের	বের
৮২৭	১৪	২৪	তাষণেন চ	ভাষণেন চ
৮২৯	১৮		সুগ্রাবের	সুগ্রীবের
৮৩১	১৩		বমমধ্যে	বনমধ্যে
"	১৭		করিতেছেন !	করিতেছেন।
"	১৩			ঈদৃশ
৮৩৪	১	১৮	বাসুত্তমং	চাসুত্তমং

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	শ্লোকসংখ্যা	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
৮৩৫	১৬		করুন।	করুন,—
”	২৭		পারত্যাগ	পরিত্যাগ
৮৩৭	৩০		সুগ্রাব	সুগ্রীব
৮৪১	১৩		কোনদেশে	কোন্‌দেশে
”	১২		বল ?	বল।
৮৪২	২		বাষ্প গদ্‌গদঃ	বাষ্পগদ্‌গদঃ
”	১৯		সামর্থ	সামর্থ্য
”	১	৬	বিহরঙ্গং	বিরহজ্বং
”	২৭		হয়	হয়,
৮৪৫	২	১	লক্ষ্মণাস্ত্রগ্রজং	লক্ষ্মণস্যাগ্রজং
”	৭	১০	তত্তথেস্ত্য	তত্তথেত্য
৮৪৬	২৪		করিলে	করিলেন
৮৪৭	৫	২৭	প্রাণি	পাণি
৮৫০	৩	১৮	ধ্বনিমে	ধ্বনির্মে
৮৫২	১৯		স্নেহবশত	স্নেহবশতঃ
”	২৬		মুন্ত্রিগণ	মন্ত্রিগণ
”	২৭		আপমার	আপনার
৮৫৩	১	১১	শুন্যদেশজিগিষয়া	শূন্যদেশজিগীষয়া
৮৫৪	৮	২৬	বিগতসধ্বরং	বিগতসাধ্বসঃ
”	১৯		করুন ?	করুন।
”	৩১		উৎক্কৃষ্ট	উৎকৃষ্ট
৮৫৫	১৬		সাল ভেদ	শালবৃক্ষ ভেদ
৮৫৬	৭	১৪	ভাত মিতি	ভীতামিতি
”	১১	১৬	শেতাম্বুদা	শ্বেতাম্বুদা
”	২১		অ সমর্থ	অসমর্থ
”	২৫		বল	বল্
৮৫৭	১	২৫	বেষং	বেশং
”	২৫		করিতেছিস	করিতেছিস্
”	৩২		কর	কর্
৮৫৮	২	৪১	শ্রোত্র্যামথ	শ্রোত্রাভ্যামথ
”	১৬		কর	কর্
”	২১		কর	কর্
”	৩০		কর	কর

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	শ্লোকসংখ্যা	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
৮৫৮	৪	৪৯	ক্রন্ধ	ক্রুদ্ধ
৮৬২	১০	৯১	আকর্ণ পূর্ণ	আকর্ণপূর্ণ
”	১১		পাদঙ্গুষ্ঠ	পাদাঙ্গুষ্ঠ
৮৬৩	১২		সুগ্রাবের	সুগ্রীবের
”	১২		পৃথীতলে	পৃথ্বীতলে
৮৬৫	৩০		সাতা	সীতা
৮৬৬	৯	৩৯	শুভলক্ষনাম্	শুভলক্ষণম্
৮৬৭	২	১	বালী বিক্রম	বালিবিক্রম
”	২	৮	কক্কুটৈঃ	কুক্কুটৈঃ
”	১৮		চক্রবাক	চক্রবাক্
৮৬৮	২৭		আহ্বনীয়	আহবনীয়
৮৭১	২৫		বিশেষত	বিশেষতঃ
৮৭৪	২৯		স্বভাবতই	স্বভাবতঃই
৮৭৬	৭	৪	সোঢ়ুং	সোঢ়ুং
”	১৫		সুবদনে।	সুবদনে!
”	১৭		না!	না।
৮৭৭	১৪	১১	সুগ্রীবেমবা	সুগ্রীবমেবা
”	৩	১৯	বালা	বালী
”	৩১		বালার	বালীর
৮৭৮	২৬		ক্রোধবশত	ক্রোধবশতঃ
৮৮১	৪	১৩	মহাবীয্যো	মহাবীর্য্যো
”	২১		বিশেষত	বিশেষতঃ
”	২৬		নিষেধ	নিষেধ
৮৮২	২	৩০	পুরুষত্বং	পুরুষত্বং
৮৮৩	২২		পরাপকারক	পরোপকারক
৮৮৪	১৭		নিয়মবশতই	নিয়মবশতঃই
৮৮৫	৯	৫	বুদ্ধিসংম্পান্নান্	বুদ্ধিসম্পান্নান্
৮৮৬	৫	১৩	জেষ্ঠো	জ্যেষ্ঠো
”	১৫		কোন	কোন্
”	১৯		সুগ্রাব	সুগ্রীব
৮৮৮	৭	৪৪	এবস্তুমুক্ত	এবমুক্তস্তু
”	১৩	৪৭	কুর্ত্তুং	কর্ত্তুং
৮৮৯	১৬	৫৪	চিন্তয়িত্	চিন্তয়িত্বা

পৃষ্ঠা	পংক্তি	শ্লোকসংখ্যা	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
৮৮৯	৩০		সুগ্রাব	সুগ্রীব
„	১১	৬০	াচন্ত্যা	চিন্ত্যা
৮৯১	৩	২	অশ্মাভিঃ	অশ্মভিঃ
„	২১		কোনস্থানে	কোন্ স্থানে
৮৯৪	১২		যষাক্রুবং	যৈষাক্রুবং
„	২৪		হপয়াষ	হওয়ায়
৮৯৭	৬	৩	শোচ্যোহস্তি	শোচ্যোহস্তি
৮৯৯	১৩		অনিন্দ্যনীয়	অনিন্দনীয়
„	১৮		পরিপুর্ণ	পরিপূর্ণ
৯০০	২৩		স্নেহবশত	স্নেহবশতঃ
„	৩৪		কোন	কোন্
৯০১	১৮		গোযুথপতি	গোযূথপতি
„	২০		বিনিহিত	বিনিহত
৯০৩	২৪		সুগ্রাবই	সুগ্রীবই
„	১৯		বীরভায্যা	বীরভার্য্যা
„	২৪		সুহৃদ	সুহৃদ্
„	২৬		হইলেন !	হইলেন।
৯৪২	(সর্গসমাপ্তি)		শ্রীমদ	শ্রীমদ্
৯৪৪	৩২		কার্য্যবশত	কার্য্যবশতঃ
৯৪৫	২৯		প্রথমত	প্রথমতঃ
৯৪৮	২৪		আত	আর্ত্ত,
„	২২		সুহৃদগণের	সুহৃদ্গণের
৯৪৯	৪	২	প্রালঞ্জয়ঃ	প্রাঞ্জলয়ঃ
„	২৪		সম্ভুত	সম্ভূত
„	২৭		শরত	শরভ,
৯৫১	২৮		সমাপে	সমীপে.
৯৫৫	২৮		প্রথমত	প্রথমতঃ
৯৫৭	১৩		সুগ্রাব	সুগ্রীব
৯৬৩	৫	১৫	সর্ব্বামরঃ	সর্ব্ববানরাঃ
„	৮	১৬	রাবরান্	বানরান্
৯৬৫	৬	৮	ততং	ততঃ
„	২৮		মস্তোকপরি	মস্তকোপরি
৯৬৬	১৬	১৮	হীরশ্বরম্	হরীশ্বরম্

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	শ্লোকসংখ্যা	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
৯৬৮	৯	১০	স্তীক্ষ্ণদংষ্ট্রে	তীক্ষ্ণদংষ্ট্রে
৯৭০	১৪		দুমু খ	দুর্মুখ
”	২০		সৈন্যর	সৈন্যের
৯৭১	১১		কোটী	কোটি
৯৭৩	১৫		সাতা	সীতা
”	৩০		সুগ্রাবকে	সুগ্রীবকে
”	৩১		ইতস্তত	ইতস্ততঃ
৯৭৪	৩০		যবদ্বাপ	যবদ্বীপ
৯৭৬	১৯		ত্রিশীরা	ত্রিশিরা
”	২১		অবন্তা	অবন্তী
৯৮৩	১৮		ইতস্তত	ইতস্ততঃ
”	১৫		রূপধারা	রূপধারী
৯৮৪	৩১		সুবণের	সুবর্ণের
৯৮৫	২৮		পাশধারা	পাশধারী
”	২৭		জানিনা	জানি না
৯৮৮	১৭		কম্বোজ	কাম্বোজ
৯৯০	৩২		সুকৃতকর্মশালা	সুকৃতকর্মশালী
৯৯১	১৭		অসিবে	আসিবে
”	৩৩		পরমনন্দে	পরমানন্দে
৯৯২	১৪		অঙ্গরা	অঙ্গুরী
”	২২		তোমায়	তোমার
”	১৩		সাতাকে	সীতাকে
”	১৫		হনুমান !	হনুমন্ !
৯৯৩	১৪		অঙ্গুরায়কের	অঙ্গুরীয়কের
৯৯৬	১৯		বর্ণনাকর	বর্ণনা কর
”	২০		সুগ্রাব	সুগ্রীব
৯৯৮	(সর্গারম্ভ)		সপ্তশ্চত্বারিংশ	সপ্তচত্বারিংশ
”	১৫		এক	একান্ত
”	২৩		সুগ্রাবের	সুগ্রীবের
১০০১	(সর্গসমাপ্তি)		স্বর্গ	সর্গ
১০০৩	১৭		শূন্য,	শূন্য
”	১৯		সুগ্রাব	সুগ্রীব
”	১৪		ইতস্তত	ইতস্ততঃ

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	শ্লোকসংখ্যা	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
১০০৩	২৬		ইতস্তত	ইতস্ততঃ
”	(সর্গসমাপ্তি)		বাল্মাকি	বাল্মীকি
”	১৮		জিজ্ঞাস্য	জিজ্ঞাসা
”	২২		তৎপার্শবর্ত্তী	তৎপার্শ্ববর্ত্তী
১০০৪	৩		বৃক্ষোর্দ্দদৃশু	বৃক্ষৈর্দ্দদৃশু
”	২২		সমুহ	সমূহ
”	২৮		প্রাণিসমুহে	প্রাণিসমূহে
১০০৫	১৭		করিয়।	করিয়া
”	৩০		লতাসমুহে	লতাসমূহে
১০০৬	২৮		ইতস্তত	ইতস্ততঃ
”	১৮		ইতস্তত	ইতস্ততঃ
”	২১		”	”
১০০৭	৬		ইমাংস্তেবং	ইমাংস্ত্বেবং
”	২৫		অদ্ভুত	অদ্ভুত
”	১৬		নিজেয়	নিজের
”	২৩		এবং	এক
১০০৯	(সর্গারম্ভ)		তাপসা	তাপসী
”	১৪		জিজ্ঞাসিত	জিজ্ঞাসিত
”	২৬		ইতস্তত	ইতস্ততঃ
”	২৮		পদ্মরেণ	পদ্মরেণু
১০১০	১৪		তরস্মিনাম	তরস্বিনাম্
”	৩০		ম্রিয়মান	ম্রিয়মাণ
১০১১	৫	৩২	ইত্যক্ত্বা	ইত্যুক্ত্বা
”	২২		স্বভাবতই	স্বভাবতঃই
১০১৪	৩	২৭	শত্বা	শ্রুত্বা
১০১৫	১৫		সুগ্রাবকে	সুগ্রীবকে
১০১৬	৩১		এইরূর	এইরূপ
১০১৮	১	১	ধর্মসিংহতম্	ধর্মসংহিতম্
”	৩	২	নৃশংসমথর্জিবম্	নৃশংস্যমথার্জবম্
”	২৭		ষিনি	যিনি
”	১২		কোন	কোন্
১০১৯	৪		হহৈব	ইহৈব
”	২২		সুগ্রীবে	সুগ্রীবের

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	শ্লোকসংখ্যা	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
১০২১	৬		উপবিষ্টান্	উপবিষ্টান্
১০২২	৩২		দার্ঘকালের	দীর্ঘকালের
১০২৪	৬	৩	ক্ষপ্রং	ক্ষিপ্রং
”	২	৬	বিশ্রত	বিশ্রুত
১০২৫	২৯		ক্রুদ্ধ	ক্রুদ্ধ
১০২৬	২৩		ইয়া	হইয়া
১০২৭	১	১১	ততোঽবীন্মহাতেজা	ততোঽব্রবীন্মহাতেজা
”	২৮		বাসস্থানে	বাসস্থানের
১০২৮	৫	৩০	স্মঃ	স্ম
১০৩০	১	১	গৃধ্রারাজেন	গৃধ্ররাজেন
”	১৯		কোন	কোন্
১০৩১	২	১৫	পস্থানম	পস্থানম্
১০৩২	৩	২১	ক্রোশন্তাং	ক্রোশন্তীং
”	৮	২৩	শাক্যং	শক্যং
১০৩৩	১১	১১	পারিলামনা	পারিলাম না
”	২১		সন্মানিত	সম্মানিত
১০৩৪	৩০		পারিতনা	পারিত না
১০৩৫	৪	২০	গৃহ্নীতাং	গৃহীতাং
১০৩৭	(সর্গসমাপ্তি)		বাল্মীকি প্রণীতআদিকাব্য	বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য
”	১২	৩	সুমৎকার্য্যং	সুমহৎকার্য্যং
১০৩৯	২৩		প্রীতি	প্রীত
১০৪০	১৩		সাতাকে	সীতাকে
১০৪১	৭		দোষন্তরঃ	দোষবত্তরঃ
১০৪২	১৪		হইবে।	হইবে?
১০৪৩	১৮		জাম্বুবান্	জাম্ববান্
১০৪৪	২২		ষৌবনকালে	যৌবনকালে
১০৪৫	৪	২৮	খদ্বিদমাস্মভিঃ	খদ্বিদমস্মাভিঃ
১০৪৬	১৯		বলিতেছনা	বলিতেছ না
১০৪৭	১	১১	বিচিত্রা	বিচিত্র
”	১২	১৬	ব্রদমিদং	ব্রতমিদং
১০৪৮	২৩		লাগিলেন	লাগিলেন।
”	২৮		বানরাহিণী	বানরবাহিনী
১০৪৯	৬		উপেক্ষ	উপেক্ষা

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	শ্লোকসংখ্যা	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
১০৪৯	২৩		প্রসংসা	প্রশংসা
„	৬		জাম্ববানকর্ত্তৃক	জাম্ববান্-কর্ত্তৃক
„	১৬	৮	হরান্	হরীন্
১০৫১	২৫		দেখিনা	দেখি না
„	২৮		যমন	যেমন
„	৩০		কোপীগণ	কপিগণ
„	৩২		সম্পাদান	সম্পাদন
১০৫২		৩৮	বিকার্ণেষু	বিকীর্ণেষু
„	১৫		তুদি	তুমি
১০৫৩	৮		বিস্তারপূবক	বিস্তারপূর্বক
„	৫		হওয়ার	হওয়ায়
„	(সর্গ সমাপ্তি)		সম্পূর্ণম	সম্পূর্ণম্

কিষ্কিন্ধাকাণ্ডের অশুদ্ধি-শুদ্ধি সমাপ্ত।

সুন্দরকাণ্ড

পৃষ্ঠা	পংক্তি	শ্লোকসংখ্যা	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
১০৫৭	৯		নমাম্যহ	নমাম্যহম্
”	১০		হনুমান্	হনুমানের
”	১৫		পরীক্ষার ও বুদ্ধি	ও বুদ্ধিপরীক্ষার
”	১৬		প্রেরণ	প্রেরণ,
”	১০		সাতার	সীতার
”	২৩		সমুহে	সমূহে
১০৫৮	১৮		ন্যার	ন্যায়
”	৩১		যায়না	যায় না
”	৩২		উলঙ্ঘনে	উল্লঙ্ঘনে
”	৪	১৫	নির্বতয়ামাস	নির্বর্তয়ামাস
”	১৭		পুম্পসকল	পুষ্পসকল
”	১৮		পুম্পসমুহে	পুষ্পসমূহে
”	২৩		সুবণ	সুবর্ণ
১০৫৯	৩১		খড়গ	খড়্গ
”	৮	৩০	প্রাপ্তমিচ্ছতি	প্রাপ্তুমিচ্ছতি
”	৩২		লাগিলন	লাগিলেন
১০৬১	২৫		সেইরূপ,	সেইরূপ
১০৬২	৮	৬১	শত্রুধ্বজ	শক্রধ্বজ
”	৩০		বিনর্গত	বিনির্গত
”	২২		তদায়	তদীয়
১০৬৪	৫	৮৬	তুষ্টবুর্যক্ষা	তুষ্টুবুর্যক্ষা
”	২৯		সামর্থ	সামর্থ্য
১০৬৬	২৬		সদস্ত	সদা
১০৬৭	৩১		করিওনা	করিও না
”	১৫		করিবনা	করিব না
১০৬৯	২৪		মৈমিলীকে	মৈথিলীকে
”	৭		কামরূপীণী	কামরূপিণী
১০৭০	১১		বক্রমণীভিং	বজ্রমণীভিং
”	১৬		দিয়্য	দিয়া
”	১৯		সঙ্গাত	সঙ্গীত
”	২৩		মহাত্মগণ	মহাত্মাগণ

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	াকসংখ্যা	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
১০৭৩	২১		মৃগগু	মৃগ ও
১০৭৪	১৮		চিকুটপর্বতের	চিত্রকূট পর্বতের
,,	২৮		উদ্যানসমূহস্ত	উদ্যানসমূহও
১০৭৫	২৫		তোরণসমুহ	তোরণসমূহ
,,	১৯		অট্টালিকাসমুহ	অট্টালিকাসমূহ
,,	২৭		শূলপটিশধারী	শূলপট্টিশধারী
১০৭৭	২৩		বিনিষ্ট	বিনষ্ট
,,	১৯		লঙ্কাপুরাতে	লঙ্কাপুরীতে
১০৭৯	১৯		লঙ্কানগবীর	লঙ্কানগরীর
১০৮০	২৮		সামর্থ	সামর্থ্য
,,	৩১		পারিবেনা	পারিবে না
১০৮১	৬	৩৬	শাকং	শাক্যং
,,	২২		পারিবেনা	পারিবে না
১০৮২	৬	৪৩	ততৌ	ততঃ
১০৮৪	১৮		ইতস্তত	ইতস্ততঃ
,,	৩০		খড়গধারী	খড়্গধারী
,,	২৬		মহাবলসম্পন্ন	মহাবলসম্পন্ন
১০৮৫	৪	২৮	ভূষিতৈঃ	ভূষিতৈ
,,	২০	২	সীতাংশুম	শীতাংশুম
,,	৪	৩০	রাবণাস্তঃ পুর	রাবণান্তঃপুর
,,	১৯	৪	গর্বিতকুঞ্জরস্থ	গর্বিতকুঞ্জরস্থ-
১০৮৬	১	৫	তাক্ষশৃঙ্গো	তীক্ষশৃঙ্গো
,,	৫	৬	বিনষ্টসীতাম্বু	বিনষ্টশীতাম্বু
,,	৩	৯	তন্ত্রাস্বরাঃ	তন্ত্রীস্বরাঃ
,,	৯	১০	চাপিসমাকুলানি	চাপি সমাকুলানি
১০৮৭	৭	১৩	স্বরূপবক্ত্রাশ্চ	সুরূপবক্ত্রাশ্চ
,,	৬	১৭	সুখভাবাঃ	সুস্বভাবাঃ
,,	১২	১৯	প্রিয়াঙ্ক	প্রিয়ঙ্কেষু
,,	১৬	২০	কশ্চিৎ	কাশ্চিৎ
,,	১৬	২০	পরার্ধা	পরার্ধ্যা
১০৮৮	১	২১	মনোভিরামান্	মনোঽভিরামান্
,,	২	২১	সুমনোভিরামাঃ	সুমনোঽভিরামাঃ
,,	৭	২২	বিভূষাণানাঞ্চ	বিভূষণানাঞ্চ

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	শ্লোকসংখ্যা	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
১০৮৮	১১	২৩	সাধু জাতাং	সাধুজাতাং
”	৩০		বিদ্যুন্মালার	বিদ্যুন্মালার
”	৩১		অলঙ্কারসমূহ	অলঙ্কারসমূহ
”	৬	২৬	পাংসু প্রদিগ্ধামিব	পাংসুপ্রদিগ্ধামিব
”	৮	২৬	হেমরেখাম্	মেঘরেখাম্।
”	১৫		ন্যার	ন্যায়
১০৮৯	১৬		পুর্ব্বক	পূর্ব্বক
”	১৩		অপ্রতিতহগতি	অপ্রতিহতগতি
১০৯০	৪	২৩	বিদ্যুদরূপস্য	বিদ্যুদ্রূপস্য
”	৮	২৫	দিজিহবানাং	দ্বিজিহ্বানাং
”	১৭	৩০	শূল মুগদর	শূল মুদগর
১০৯১	৬	৪১	শয়ন্যাসনানি	শয়নান্যাসনানি
১০৯২	১২	৩	কপিদর্দর্শ	কপির্দদর্শ
”	”	৩	স্ববলাজ্জিতানি	স্ববলার্জ্জিতানি
”	১৫	৮	যুক্তাকৃতচারুমেঘ	যুক্তীকৃতচারুমেঘ
১০৯৩	১৫	১২	চিতাশ্চ	চিত্রাশ্চ
”	২৯		নিমিত	নির্মিত
১০৯৬	১০	৫	রক্ষ্যমাণমুদাযুধৈঃ	রক্ষ্যমাণমুদায়ুধৈঃ
”	৭	১০	মধস্থবেশ্ম	মধ্যস্থবেশ্ম
১০৯৭	১০	১৭	মুক্তাভিস্তলে নাভি	মুক্তাভিস্তলেনাভি
”	১১	২৫	সংপ্রস্থি তামিব	সম্প্রস্থিতামিব
১১০০	২১		বমণাগণ	রমণীগণ
১১০২	১৮		মন্দোদবাঁকে	মন্দোদরীকে
”	২৩		সন্ধ্যাকালান	সন্ধ্যাকালীন
১১০৩	২৯		কুণ্ডালসমুজ্জল	কুণ্ডলসমুজ্জ্বল
”	৩০		লিক্ত	লিপ্ত
১১০৪	১৯		কৃষ্ণবণ	কৃষ্ণবর্ণ
১১০৫	১৬		ভামিনার	ভামিনীর
১১০৬	২১		সংলপনে	সংলাপনে
১১০৭	১৫		জিহার	জিহ্বার
”	১৭		কুস্কুমও	কুঙ্কুম ও
”	১৯		কেয়ুর	কেয়ূর
”	২৪		জাজ্যলমান	জাজ্বল্যমান

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	শ্লোকসংখ্যা	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
১১০৮	২৬		কতগুলি	কতকগুলি
১১০৯	১৮		হরণকারা	হরণকারী
”	২৬		বৈদিহাকে	বৈদেহীকে
”	১১		পরিনী	পারি না
১১১২	১১		নিরাক্ষণ	নিরীক্ষণ
১১১৩	২৫		পত্নাগণ	পত্নীগণ
১১১৫	৩১		শোচনায়া	শোচনীয়া
”	১৮		ধনও	ধন ও
১১১৬	৩০		সৌভাগ্যশালিনা	সৌভাগ্যশালিনী
১১১৭	২০		আনায়ন	আনয়ন
১১১৮	১	৬৫	হ্মা	ব্রহ্মা
”	১৪		করুণ	করুন
১১২১	৬	৩৪	।বশ্বকর্ম্মণা	বিশ্বকর্ম্মণা
“	১৮		নানাজাতায়	নানাজাতীয়
১১২৪	১১	১৬	প্রাসাদমূর্জিতাম্	প্রাসাদমূর্জিতম্
১১২৫	৫	২৯	কুর্ব্বন্তীং	কুর্ব্বতীং
”	১১	৩২	রাজতাম্	রাজতীম্
”	১৩	৪০	নিন্দিতাম	নিন্দিতাম্
১১২৬	১৭		নিরুদিষ্ট	নিরুদ্দিষ্ট
১১২৮	৫	৯	ভামকর্ম্মণাম্	ভীমকর্ম্মণাম্
১১২৯	১	২৩	প্রীতিমেষ্যতি	প্রীতিমেষ্যতি
”	২১		সাতাকে	সীতাকে
১১৩০	৩	২	শচিব্যমিব কুবন্	সাচিব্যমিব কুর্বন্
”	৪	২	ম	স
”	৬	৮	ভুগ্নবক্রাঙ্ক	ভগ্নবক্রাঙ্ক
১১৩১	৯	১৫	রাক্ষসার্ঘোর	রাক্ষসীর্ঘোর
”	৩১		মুদগায়হস্তা	মুদগারহস্তা
”	১৬		সংলিপ্তদেহ	সংলিপ্তদেহা
”	৩১		ক্রুরগ্রহগ্রস্তা	ক্রুরগ্রহগ্রস্তা
১১৩৩	১১		সর্গঃ	সর্গ
১১৩৫	৪	৬১	তথাপ্যুগ্রতেজাঃ	তথাপ্যুগ্রতেজাঃ স
”	১৪		তেজঃসম্পায়	তেজঃসম্পান্ন
১১৩৬	২৬		সামর্থে	সামর্থ্যে

পৃষ্ঠা	পঙ্ক্তি	শ্লোকসংখ্যা	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
১১৩৭	১৫		সুকুমরী	সুকুমারী
১১৩৮	২০		বির্শ্বাস	বিশ্বাস
১১৩৯	১৪	২৩	পৃথিবীং বা	পৃথিবীং বা ধনানি চ।
"	১৭		রমণাগণের	রমণীগণের
"	৩১		গাত্র	গাত্রে
১১৪০	১১	২৯	বিলাসান	বিলাসিনি
"	২২		পরাক্রসম্পদ	পরাক্রম সম্পদ
"	১	৩০	ক্লিষ্টকে	ক্লিষ্টকৌ
"	১৪		সেইরূপ	সেইরূপ
"	১৭	১৭	পারিতেছিনা	পারিতেছি না
১১৪১	১২		নিক্ষেপূর্বক	নিক্ষেপপূর্বক
"	১৬		নিকটক	নিকট
"	১৯		পারেনা	পারে না
১১৪২	২৭		বিপরাতা	বিপরীতা
"	২৯		পরিণামদর্শী	পরিণামদর্শী
"	৫	১৩	সকৃতৈ···	স্বকৃতৈঃ···
"	২৬		পারেনা	পারে না
১১৪৪	১১		পারেনা	পারে না
"	(সর্গ সমাপ্তি)		মমাপ্ত	সমাপ্ত
১১৪৬	৩১		মমে	মনে
"	৩১		পারেনা	পারে না
"	৩১		দশরথের	দশরথের
১১৪৭	৭		ইতুক্ত্বা মৈথিলীং	ইত্যুক্ত্বা মৈথিলীং
"	৯	৩৩	কর্ণপ্রাবরং	কর্ণপ্রাবরণাং
১১৪৯	৬	৩	বদেহীমিদমব্রুবন্	বৈদেহীমিদমব্রুবন্
"	২৫		সাতে।	সীতে।
১১৫০	১৫		অপরাঙ্মুখ	অপরাঙ্মুখ,
"	১৬		করিতেছনা	করিতেছ না
"	২১		করিবা	করিয়া
১১৫২	৬	১৩	সাতায়া	সীতায়া
"	২০		শ্রীমতা	শ্রীমতী
"	৩১		চতুর্দ্দিক	চতুর্দ্দিক্
"	২৫		চতুর্দ্দিক	চতুর্দ্দিক্

পৃষ্ঠা	পংক্তি	শ্লোকসংখ্যা	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
১১৫৬	১০	১৫	সীদমি	সীদামি
১১৫৭	২৩		পাপজাবনের	পাপজীবনের
১১৫৮	১৯	১৯	জানেনা	জানেন
১১৫৯	২২		হইতেছ	হইতেছে
"	১৯		রাক্ষসব.র শূন্যা	রাক্ষসবীরশূন্যা
১১৬৪	৩০		দগ্ধাভূতা	দগ্ধীভূতা
"	৩২		করিতেছ	করিতেছে
১১৬৫	১৭		ন্যার	ন্যায়
১১৬৬	২	১	তৎ	তদ্
"	২	১	প্রিয়মপ্রিয়াতা	প্রিয়মপ্রিয়ার্তা
"	৫	৫	ননং	নূনং
১১৬৭	১৫	১০	বত্রার্যপুত্রো	যত্রার্যপুত্রো
১১৬৮	১০	১৬	রামমুনুস্মরন্তী	রামমনুস্মরন্তী
"	১৯		সাতা	সীতা
"	২৪		পূর্বপরীক্ষিত	পূর্বপরীক্ষিত
১১৬৯	২০		হইরা	হইয়া
১১৭০	১৭		বৃত্তান্তদশী	বৃত্তান্তদর্শী
১১৭২	২৬		খড়গ	খড়্গ
১১৭৫	২	(সর্গারম্ভ)	রামচন্দ্রস্যা	রামচন্দ্রস্য
"	২	৬	সর্বধুনুষ্মতাম্	সর্বধনুষ্মতাম্
১১৭৬	২	১১	সীতামনিন্দিতাম	সীতামনিন্দিতাম্
১১৭৯	৪	৭	শ্রেষ্ঠাসর্বগুণাধিকা	শ্রেষ্ঠা সর্বগুণাধিকা
১১৮০	৫	১৩	চাপ্রতিমানুষম্	চাপ্যতিমানুষম্
"	৩	১৯	বাখবস্যাভিষেচনে	বাথবস্যাভিষেচনে
"	২	২৯	পুরাহধৃষ্টং	পুরাদৃষ্টং
"	১৫		প্রভাসম্পন্ন	প্রভাসম্পন্ন
"	২৭		সুগ্রাব	সুগ্রীব
"	১৬		সুগ্রাবের	সুগ্রীবের
১১৯০	২৩		তুাললা	তুলিল
১১৯১	১০		মহাম	মহীম্
১১৯৩	১৯		লঙ্ঘ	লঙ্ঘন
"	১১	৯০	বয়ু প্রভবো	বায়ুপ্রভবো
১১৯৫	২৭		উপায় জয়	উপায়দ্বয়

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	শ্লোকসংখ্যা	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
১২০০	৫	১৮	জালাংশুমাঙ্কুরঃ	জালাংশুমাঙ্কুরঃ
"	২২		ইন্দ্রের	ইন্দ্রের
১২০৩	৬	৫২	স্তুতৈস্তঃ	স্তুতস্তৈঃ
১২০৪	১৮		দমস্তই	সমস্তই
"	(সর্গসমাপ্তি)		কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে	সুন্দরকাণ্ডে
১	১		কপিশার্দ্দল	কপিশার্দ্দূল
"	২১		রাম কে	রামকে
১২০৯	১	৫৪	সমার্থে	মমার্থে
১২১০	২৩		থাকিবনা	থাকিব না
"	২০		কবিয়াছেলেন	করিয়াছিলেন
১২১৩	৩০		পাইতেছিনা	পাইতেছি না
"	১২		হর্য ক্ষোযু	হর্যক্ষেষু
১২১৪	২	৩১	তমুপপাদয়	ত্বমুপপাদয়
১২১৫	২		নশর্ম	ন শর্ম
১২১৬	১৭		স্বায়	স্বীয়
"	১৮		স্থার	স্থায়
১২১৭	৪	১০	নৃশাত্মজ	নৃপাত্মজ
"	১৬		সামর্থ	সমর্থ
১২১৯	১৬		শক্রসামর্থ	শক্রসামর্থ্য
১২২০	২৩		রথপরিব্যপ্তা	রথপরিব্যাপ্তা
"	৩১		ইতস্তত	ইতস্ততঃ
১২২১	১০	১৯	প্রণষ্টরূপং	প্রনষ্টরূপং
১২২২	১৭		কোনস্থান	কোন্ স্থান
১২২৪	৩	২৪	বীারান্	বীরান্
"	"	"	নামরাক্ষসান্	নাম রাক্ষসান্
"	১৫		বিধানের	বিধানের
১২২৬	৪	২	ইহি	ইতি
"	৩০		পারেনা	পারে না
১২২৭	২২		খড়গ	খড়্গ
"	২৯		পাইয়ত	পাইতে
"	১	২১	সুগ্রীবশবর্ত্তিনাম্	সুগ্রীববশবর্ত্তিনাম্
"	২১		কতগুলি	কতকগুলি
১২২৮	২২		বিস্মারণ	বিস্ফারণ

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	শ্লোকসংখ্যা	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
১২২৮	২৪		জাম্বমালীকে	জম্বুমালীকে
১২৩০	৫	৮	ততস্তাভি র্হনুমান্	ততস্তাভির্হনুমান্
১২৩২	৩	২	যুপাক্ষোদুর্ধর	যুপাক্ষৌ দুর্ধর
”	৬	৩	হনুমদ্ভ্রহণে	হনুমদ্গ্রহণে
১২৩৫	১২		াতল	তিল
১২৩৬	১	৪	সংগ্রহ সঞ্চয়াৰ্জিং	সংগ্রহসঞ্চয়ার্জিতং
১২৩৭	৬	১২	সমাসসাদাশু পরাক্রমঃ	সমাসসাদাশুপরাক্রমঃ
”	২৭		অতুলনায়	অতুলনীয়
১২৩৮	২০		তিনিটি	তিনটি
১২৩৯	১২	২৫	কুমারবর্ষেণ	কুমারবর্যে;ণ
১২৪০	২৯		সুগ্রাবের	সুগ্রীবের
”	২২		ধারে	ধীরে
১২৪১	৫		ক্রমাশালী	বিক্রমশালী
১২৪২	(সর্গারম্ভ)		হনুমতেন্দজিতো	হনুমতেন্দ্রজিতো
১২৪৩	২৩		ছিলনা	ছিল না
”	২০		তদরিক্ত	তদতিরিক্ত
১২৪৫	১৭		বিবস্ফারণ	বিস্ফারণ
১২৪৭	৩	৪৫	নগৃহ্য	নিগৃহ্য
১২৫১	(সর্গারম্ভ)		বনবিমনস্য	বলবিমর্দনস্য
”	১৭		কোন স্থান	কোন্‌স্থান
১২৫৩	১৪		সাতার	সীতার
১২৫৬	১৮		কালরাত্রী	কালরাত্রি
১২৫৯	৮		ত্বংহ্যত্তমঃ	ত্বং হ্যুত্তমঃ
১২৬০	৩		সুরলোক শত্রু	সুরলোকশত্রু
”	২০		বেগবান	বেগবান্
১২৬৫	(সর্গসমাপ্তি)		কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে	সুন্দরকাণ্ডে
১২৬৭	২৯		করিয়াছিলেন	করিয়াছিলেন
১২৬৯	৪	৪৮	ইবাচিমালী	ইবার্চিমালী
”	১৮		লঙ্কাপুরীর	লঙ্কাপুরীকে
১২৭২	৪	২৬	লাঙ্গূলংকথ	লাঙ্গূলং কথ
”	২৫		জন্যজলমধ্যে	জন্য জলমধ্যে
”	২১		প্রভাতি	প্রতীতি
১২৭৩	৪		হর্য্ক্ষোযু	হর্য্ক্ষেযু

পৃষ্ঠা	পংক্তি	শ্লোকসংখ্যা	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
১২৭৪	৫	১৩	তদ্‌যথা	তদ্ যথা
১২৭৬	১১		গাত্রমোটন	গাত্রমোচন
”	৯		সেইরূশ	সেইরূপ
”	২৬		বেলা ভূমির	বেলাভূমির
১২৭৭	৮		তনুবীরস্তথা	তনুর্বীরস্তথা
১২৭৮	১৩		লাঙ্গলং	লাঙ্গূলং
১২৮২	৩২		অবশেযে	অবশেষে
১২৮৮	৮	৯৬	অহমপ্যব্রবং	অহমপ্যক্রবং
”	১২	৯৮	সম্প্রহিতস্তুভ্যং	সম্প্রহিতস্তুভ্যং
”	২৯		হনুমান্ !	হনুমন্ !
১২৯৪	৯		যুধি	যুধি ॥৯
”	১০		বারুণস্তথা ।৯	বারুণস্তথা
১২৯৬	২	২২	চন্দ্ররেখেবানিষ্প্রভা	চন্দ্ররেখেব নিষ্প্রভা
১২৯৭	২৩		অশ্বিদ্বয়ের	অশ্বিপুত্রদ্বয়ের
”	১৮		একাজ	এ কাজ
১২৯৮	৫	১৯	কার্যসাস্য	কার্য্যস্যাস্য
”	২৪		সুগ্রাব	সুগ্রীব
১২৯৯	(সর্গারম্ভ)		কিষ্কিন্ধামভি গমনকারিণাং	কিষ্কিন্ধামভিগমনকারিণাং
”	”		প্রিয়তম-দুধিমুখরক্ষিত	প্রিয়তম দধিমুখরাক্ষিত
১৩০১	১৩		বৃদ্ধিপ্রাপ্তা হঙ্কার	বৃদ্ধিপ্রাপ্তাহঙ্কার
”	১	২৩	বার্যবগে	বার্য্যবগৈ
১৩০৪	২১		বিহ্বল পড়িলেন	বিহ্বল হইয়া পড়িলেন
১৩০৬	(সর্গারম্ভ ২)		বনারাণাঞ্চ	বানরাণাঞ্চ
১৩১০	২২		নহে	নহি
১৩১১	২৮		বেগশালা	বেগশালী
”	৭		কৌশল্যাসুপ্রজা	কৌশল্যা সুপ্রজা
১৩১২	১	৪১	মদান্বিতাঃ	মুদান্বিতাঃ
”	৯	৪৫	পরযোপেতো	পরয়োপেতো
”	১৯		পাতিব্রত	পাতিব্রত্য
”	২৬		পরমপ্রাতিযুক্ত	পরমপ্রীতিযুক্ত
১৩১৪	১৪	২৪	এতং	এবং
১৩১৫	১৮		প্রাতিলাভ	প্রীতিলাভ
”	৩	২৮	এবানুপূর্বাদ্	এবানুপূর্ব্যাদ্

পৃষ্ঠা	পঙ্ক্তি	শ্লোকসংখ্যা	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
১৩১৬	২	৬	বিভো	বিভোঃ
”	৮	৯	বৈদেহীমাগতং	বৈদেহীমাগতাং
”	২৫		সেচনকর	সেচন কর
১৩১৮	১৮		রাবণবধযোগ্য	রাবণ বধযোগ্য
১৩১৯	১০	১৫	ধরণ্যাং	শরণ্যঃ
১৩২০	১৪	২৭	নরশাদ্দূলৌ	নরশার্দ্দূলৌ
”	২৪		প্রাতিযুক্ত	প্রীতিযুক্ত
১৩২১	৪৪		ভবার্যা	ভবার্য্যা
১৩২২	৪	৮	হর্য্বৃক্ষ সৈন্যানি	হর্য্যৃক্ষসৈন্যানি
”	২৫		বার	বীর
১৩২৩	১১	১৭	হর্য ক্ষ	হর্য্যৃক্ষ
”	১৪		হয়না	হয় না
”	১৯		পৃথিবা	পৃথিবী
১৩২৪	৬	২৯	ভবাতি শোকেন	ভবাতিশোকেন
১৩২৭	৫	৩	যস্তরেৎ	যস্তরেত
”	৮	৯	কূর্যাদ্	কুর্য্যাদ্
১৩২৮	১২		ইইলে	হইল
১৩২৯	১৯		করিতেছন	করিতেছেন
”	২	৮	সমানযো	সমানেয়ো
”	২১		পারি ।	পারি ;
১৩৩০	১৭		জীবন্মত	জীবন্মৃত
১৩৩১	১৯		াবভাগ	বিভাগ
১৩৩২	২৪		চারিটি	চারিটি দ্বারের
”	২৯		যুযুৎসু	যুযুৎসু
১৩৩৩	(সর্গ সমাপ্তি)		মমাপ্ত	সমাপ্ত
১৩৩৪	৯	৪	পীত্বা বিষমিবাতুরঃ	পীত্বামৃতমিবাতুরঃ
”	১০	৫	উত্তর ফাল্গুনী	উত্তরাফাল্গুনী
”	১৬		হনুমান্	হনুমন্
১৩৩৫	৬	১৩	ঘোরং কৃত্যাং	কৃত্যাং ঘোরং
”	১২	২৪	হরিভিষযৌ	হরিভির্যযৌ
”	১৩	২৫	যান্তমনুযান্তি	যান্তমনুযান্তি
”	১৪	২৫	সুগ্রীবেণাভিপালিতাঃ	সুগ্রীবেণাপি পালিতাঃ
১৩৩৬	৮	৩০	শোধয়ন্তিস্ম	শোধয়ন্তি স্ম

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	শ্লোকসংখ্যা	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
১৩৩৬	১১	৩৯	বর্জয়ন্নগরাভ্যাসাং	বর্জয়ন্নাগরাভ্যাসাং
,,	১৬		সমভিব্যবহারে	সমভিব্যাহারে
১৩৩৭	১৩	৪৭	স্বরাশ্চামী	স্বরাশ্চেমে
,,	১৫	৪৮	প্রসন্নার্চিরণু	প্রসন্নার্চিরনু
১৩৩৮	১	৫৭	নির্বার্য্য	নিবার্য্য
	৪	৫৮	উত্তরস্ত্যাস্তু	উত্তরস্ত্যাশ্চ
	৪	৫৮	সস্তুতঃ	সততং
	২৪		কেহবা	কেহ বা
,,	২৫		কেহবা	কেহ বা
১৩৩৯	১১	৭৭	পর্বতঃ	সর্বতঃ
,,	৭	৮২	পর্যকুলীকৃতাঃ	পর্য্যাকুলাকৃতাঃ
,,	২৭		চক্রবাক	চক্রবাক্
১৩৪০	১১	৯১	প্রপতন্ত্যপি	প্রপিবন্ত্যপি
	১২	৯১	তৈস্ত	তৈস্তু
	৩০		কলম ধান্য পূর্ণ ক্ষেত্রের	কলমধান্যপূর্ণক্ষেত্রের
,,	২৬		মনোরঞ্জকারিগণের	মনোরঞ্জনকারিগণের
১৩৪১	১৫		করতঃ	করত
১৩৪২	৯		ছিলনা	ছিল না
১৩৪৩	২৭		পারিবেনা	পারিবে না
১৩৪৪	২	১৩	পাশ্যামি	পশ্যামি
১৩৪৪	১৯		বক্ষস্থল	বক্ষঃস্থল
১৩৪৬	১১		করতঃ	করত
১৩৪৬	১৮		হয়না	হয় না
,,	১৭		সৈন্যর	সৈন্যের
১৩৪৯	২০		প্রতগ	পতগ
১৩৫০	১০	১৭	অস্ত্রশস্ত্র	অস্ত্রশস্ত্র
১৩৫১	৪	২	ইন্দ্রশত্রুশ্চ	ইন্দ্রজিচ্চ
১৩৫২	৬	১৭	দাবয়তে	দারয়তে
	১০	১৯	পত্নী স্বয়ং যদি ন দীয়তে	পত্নী নঁ স্বয়ং যদি দীয়তে
১৩৫৩	১১	৬	গন্ধর্বা ণামি	গন্ধর্বাণামি
	১৯		প্রাবষ্ট	প্রবিষ্ট
১৩৫৪	২২		ধূমউদ্গীরণ	ধূম উদ্গীরণ
১৩৫৫	৬	২৮	মহাপ্রতঃ	মমাগ্রতঃ

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	শ্লোকসংখ্যা	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
১৩৫৫	৭		পাইতেছিনা	পাইতেছি না
১৩৫৯	২ (সর্গ সংক্ষেপ)		তৎসভাসদ্‌গণস্তোকত্র	তৎসভাসদ্‌গণ্যস্থৈকত্র
১৩৬০	৬	১৩	জয়াশীভিরিরিন্দমঃ	জয়াশীর্ভিররিন্দমঃ
১৩৬২	৩ (সর্গসংক্ষেপ)		নিদেশপ্রার্থনা	নির্দেশপ্রার্থনা
”	৩		প্রাথমং	প্রথমং
১৩৬৬	১২		মহাপার্শের	মহাপার্শ্বের
১৩৬৭	১০	১৫	নারোহয়ে	নারোহয়ে
১৩৬৮	১০		প্রাবষ্টঃ	প্রবিষ্টঃ
১৩৬৯	২৫		হয়না	হয় না
”	১৪	১৫	সমর্থাঃ	সমর্থঃ
”	২৪		সমুহ	সমূহ
”	২৫		তজন্য	তজ্জন্য
১৩৭০	১৯		স্বভাবত	স্বভাবতঃ
	২০		কার্য্যত	কার্য্যতঃ
	২১		কি নাশের	বিনাশের
১৩৭২	৩		ত্বয়াপাত্মবিনাশনায়	ত্বয়াপ্যাত্মবিনাশনায়
১৩৭২	২০		মুর্খ	মূর্খ
১৩৭৪	৩	১৯	ত্বম্ভ্রান্তোহসি	ত্বং ভ্রান্তোঽসি
”	৮	২১	পুরুষাঃ সুলভা	সুলভাঃ পুরুষাঃ
”	১১	২২	প্রদীপ্তঃ	প্রদীপ্তং
১৩৭৬	২৭		অস্ত্রশস্ত্রধারা	অস্ত্রশস্ত্রধারী
১৩৭৭	১২	১৮	রমং	রামং
১৩৭৮	২২		বিভাষণনামে	বিভীষণনামে
১৩৭৯	৯	৪১	অর্থানথৈ ৗ	অর্থানর্থে ৗ
”	৯	৪১	ভজেদিহ	ভজের্ভিহ
”	১৫		সামর্থবান্	সমর্থবান্
১৩৮০	১৩	৫৭	স এব দেশকালশ্চ ভবতীহ যথা তথা ।	এব দেশশ্চ কালশ্চ যথা তথা
১৩৮০	৬	৬০	মিথ্যাপৃষ্টং	মিথ্যা পৃষ্টং
১৩৮২	৭	৯	যাথাত্র	যথাত্র
১৩৮৩	১৩	২৩	পিশচাম্	পিশাচাম্
”	৩২		বিভাষণ	বিভীষণ
১৩৮৫	২	৩৬	যত্তমার্য্যাং	যত্ত্বমার্য্যাং

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	শ্লোকসংখ্যা	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
১৩৮৭	৯	১১	রামসেনাপতিস্তস্য	রামসেনাপতেস্তস্য
১৩৮৮	৩০		করতে	করিতে
১৩৮৯	(সর্গ সমাপ্তি)		বাল্মাকিপ্রণীতআদিকাব্য	বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য
১৩৯০	২৭		নিকঠ	নিকট
১৩৯২	৭	৩২	লুপ্যেন্তং	লুপ্যেন্তে
১৩৯৩	৩	৮	গোসহস্রদাতারং	গোসহস্রপ্রদাতারং
”	৮	১০	নিয়মাদশ্রমত্তস্য	নিয়মাদপ্রমত্তস্য
১৩৯৪	২৯		বাঁণ	বাণ
১৩৯৫	৩	২৮	তোয়বেগং	তোয়বেগঃ
”	২১		মৎস	মৎস্য
১৩৯৭	১৭		ইতস্তত	ইতস্ততঃ
”	৩১		পশ্চাদপসারণ	পশ্চাদপসরণ
”	২৮		করিয়াছিন	করিয়াছিল
১৩৯৯	২৮		সৌম	সৌম্য
১৪০০	১০	৫৯	সমাজহ্রিতস্ততঃ	সমাজহ্রিতস্ততঃ
”	৮	৬৫	কষ্ঠৈর্বন্দিরে	কাষ্ঠৈর্বন্দিরে
১৪০৩	১৭		ভীষণ	ভীষণ
১৪০৬	৭	১৬	দুধর্ষস্তরস্বী	দুর্ধর্ষস্তরস্বী
”	১৫		নানজাতি	নানাজাতি
”	১৬		করিব	করিবে
১৪০৭	১৩	২৯	শক্যাঃ	শক্যা
”	১৮		বন্ধ	বন্ধন
”	৩০		স্বভাবতই	স্বভাবতঃই
”	১১	৩৫	শূকস্য	শুকস্য
১৪০৮	৭	৪০	বেগা	বেগো
”	১৮		‘হা হতো স্মি’	হা হতোঽস্মি
১৪০৯	১৯		দশরথ নন্দন	দশরথনন্দন
”	১০	১১	পবনেষ্	পবনেষু
১৪১১	১৩		শরসমুহ	শরসমূহ
১৪১২	১	১	সারণেন্নাভিবিবিতম্	সারণেন্নাভিভাবিতম্
”	১	১	কোন	কোন্
১৪১৪	১৩	৩৩	কর্ণো	কর্ণৌ
১৪১৬	৬	৩	মামৈষ	মামৈষ

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	শ্লোকসংখ্যা	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
১৪১৬	২২		দীপ্তিমতা	দীপ্তিমতী
”	১৩		পরপারে	পরপারের
১৪১৭	৯	১৭	যং	যঃ
১৪১৮	২৫		বিকির্ণ	বিকীর্ণ
	২৬		সব্বপ্রধান	সর্ব্বপ্রধান
”	২৭		পিঙ্গলবর্ণ,	পিঙ্গলবর্ণ
১৪১৯	৯		গরা	গবয়
”	১৭		৪৩ ৪৮	৪৬-৪৮
১৪২০	১৪		দ্বিবিধ	দ্বিবিদ
”	১২		দ্বিবিধের	দ্বিবিদের
১৪২১	১৪		যস্থেযোহনন্তরঃ	যশ্চেযোহনন্তরঃ
১৪২২	৩	৩০	দুর্গাং	গুহাং
১৪২৪	১৪	১৫	সুব্রীড়ৌ	সব্রীড়ৌ
”	১৬		বলোৎকর্য	বলোৎকর্ষ
১৪২৬	৮	৪	ভযবিহ্বলঃ	ভয়বিক্লবঃ
”	১২	১২	লঙ্কামেবানিবর্ত্তে	লঙ্কামেবাতিবর্ত্তে
১৪২৮	১৬		দ্বিবিধ	দ্বিবিদ
১৪৩১	১৬		ইতস্তত	ইতস্ততঃ
”	১৮		ইতস্তত	ইতস্ততঃ
১৪৩২	১৭		বিদ্যুৎজ্জিহ্ব	বিদ্যুজ্জিহ্ব
”	(সর্গ সমাপ্তি)		বাল্মীকপ্রণীত	বাল্মীকিপ্রণীত
১৪৩৩	২৮		উন্মত	উন্মত্ত
১৪৩৪	১৫		শ্বশ্রূ বৎসলা	শ্বশ্রূবৎসলা
১৪৩৫	১৭		ইতস্তত	ইতস্ততঃ
”	৭	৩৬	সর্বৈং	সর্বৈঃ
১৪৩৯	২৫		করিয়া ছিলেন	করিয়াছিলেন
	২০		ইতস্তত	ইতস্ততঃ
	২৬		সন্তাপিতত	সন্তাপিত
১৪৪৬	২৪		পরিতক্ত	পরিত্যক্ত
১৪৪৮	২০		দ্বিবিধ	দ্বিবিদ
”	১৩		অনেকার্থবুক্ত	অনেকার্থযুক্ত
১৪৫৩	১৯		শাল	শাল,
	২০		নাগকেশর	নাগকেশর,

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	শ্লোকসংখ্যা	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
১৪৫৪	১৫	২৬	···বানরৈঃ ॥	···বানরৈঃ ॥২৬
”	৩০		কুঙ্কুমসমাকীর্ণ	কুসুমসমাকীর্ণ
১৪৫৫	২	২৭	বীর্য্যবান্ ॥২৬	বীর্য্যবান্ ॥২৭
”	১৬		বানরদলপতিগণসমভিবাহারে	বানরদলপতিগণসমভিব্যাহারে
”	২০		রম্য-কানন শোভিত	রম্য-কাননশোভিত
”	২	২৮	বলেন ॥২৭	বলেন ॥২৮
১৪৫৭	২০		াববিধস্থান	বিবিধস্থান
”	২৭		খণ্ডলগুলের	খণ্ডমগুলের
১৪৫৮	১১		বক্ষস্থলোপরি	বক্ষঃস্থলোপরি
১৪৫৯	২		সহিতম	সহিতম্
১৪৬১	৭	৪	মাং	মা
১৪৬৩	৮	২৬	প্রস্থিস্তঃ	প্রস্থিতঃ
”	২৯	২৯	হনুমান্ ঋক্ষরাজ	হনুমান, ঋক্ষরাজ
১৪৬৪	২৬		অঙ্গদ	অঙ্গদ,
১৪৬৫	১৪	৬১	মুমূর্ষং নষ্টচেতনম্	মুমূর্ষানষ্টচেতনম্
১৪৭১	৬	৩	অসংখে	অসংখ্যে
”	২৬		বিশাল নয়ন	বিশালনয়ন
১৪৭৩	১২	৪৩	নখৈর্দ দৈন্তেশ্চ	নখৈর্দন্তেশ্চ
১৪৭৭	১	৪৪	কুঞ্জরৈন্তের্মস্তথা	কুঞ্জরৈর্মন্তৈস্তথা
১৪৭৮	১৫		কতৃক	কর্তৃক
”	১৪		নিশাচরগণকে হইয়া দেদীপ্যমান	নিশাচরগণকে দেদীপ্যমান
১৪৮০	২৬		সুগ্রাব	সুগ্রীব
১৪৮১	১১		পুরুষ প্রধান	পুরুষপ্রধান
১৪৮৩	২৫		এরূপস্থান ছিল না	এরূপ স্থান ছিল না
১৪৮৫		৫	সর্পে া	সর্পৌ
১৪৮৬	৭	২৯	শরীরেসায়কৈশ্চিতে	শরীরে সায়কৈশ্চিতে
১৪৮৯	৫	৮	যদাশ্রয়াদষ্টব্ধা	যদাশ্রয়াদবষ্টব্ধা
১৪৯০	২৭		করাইছিল	করাইয়াছিল
১৪৯৫	১২		স্বর্গ	সর্গ
”	২১		অযোধ্যয়	অযোধ্যায়
১৪৯৭	২১		কজ্জল রাশির	কজ্জলরাশির
১৪৯৯	২৯		বানরাজ	বানররাজ

পৃষ্ঠা	পঙ্ক্তি	শ্লোকসংখ্যা	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
১৫০০	২৭		ইহাছিল	হইয়াছিল
১৫০২	২৭		সত্যপরক্রমশালিন্	সত্যপরাক্রমশালিন্
১৫০৫	৩	১২	তাবিন্দ্রমিতা	তাবিন্দ্রজিতা
১৫০৭	২২		মথিতও	মথিত ও
১৫১০	১৯		ত্রিপঞ্চাশঃ সর্গঃ	ত্রিপঞ্চাশ সর্গ
১৫১৪	২৩		কূর্ম, ও	কূর্ম ও
১৫১৭	১২	১২	শর্দুলসমবিক্রমঃ	শার্দুলসমবিক্রমঃ
১৫২৩	১৮		চতুর্দিক	চতুর্দিক্
১৫২৫	(পৃষ্ঠাঙ্ক)		১৪২৪	১৫২৪
১৫২৬	১১	৩৭	রুধিরঞ্চাস্যসিষিচুশ্চ	রুধিরঞ্চাস্য সিষিচুশ্চ
"	১৬		নির্গমণ	নির্গমন
১৫২৭	৫		সেনারদিকে	সেনার দিকে
১৫২৮	২৩		শর বর্ষণকারী	শরবর্ষণকারী
১৫৩১	১৫		শার্দ্দুলের	শার্দ্দূলের
"	৩২		সমবেদ্ধেচ্ছু যুমুষলযোধি	সমরে যুদ্ধেচ্ছু মুষলযোধি
"	১৬		বলহীন	বলহীন,
"	২৬		পারে না	পারে না,
১৫৩৩	১৭		মুখ্য	মুখ্য
১৫৩৪	২৮		ধনুধারণ	ধনু ধারণ
১৫৩৬	২১		ধর্নু গ্রহণ	ধনুর্গ্রহণ
১৫৩৭	২৪		জ্যোতির্মু খ	জ্যোতির্মুখ
"	২৪		ধনুগ্রহণ	ধনু গ্রহণ
১৫৩৮	৪	৫০	ধনুবাত্মানং	ধনুষাত্মানং
১৫৩৯	১৩	৬৮	যত্নান্মু মুষ্টি	যত্নান্মুষ্টি
১৫৪৩	২৮		বক্ষস্থলে	বক্ষঃস্থলে
"	২৩		বক্ষস্থলে	বক্ষঃস্থলে
"	২৪		ভগবানবিষ্ণুর	ভগবান্ বিষ্ণুর
১৫৪৬	২১		শ্রীরামচন্দর	শ্রীরামচন্দ্র
"	২৮		সেনা মধ্যে	সেনামধ্যে
"	(সর্গ সমাপ্তি)		উনষষ্ঠিতমঃ	উনষষ্টিতম
১৫৫০	১৭		কুম্ভবর্ণ	কুম্ভকর্ণ
১৫৫০	৯		সর্বপ্রাণৈরবণদয়ন্	সর্বপ্রাণৈরবাদয়ন্
"	৯	৪৬	এই রূপ	এইরূপ

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	শ্লোকসংখ্যা	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
১৫৫০	২২		সীতাহরণ সন্তপ্ত	সীতাহরণ-সন্তপ্ত
„	২৮		পুলস্ত্যকুল তনয়	পুলস্ত্যকুল-তনয়
১৫৫৪	৩০		শত্রু সংহারক	শত্রুসংহারক
১৫৫৫	২৪		ধনুগ্রহণ	ধনু গ্রহণ
১৫৬১	২৩		রূপদ্রাব	দ্রব্যরূপ
১৫৬৬	৭	১০	তব	তত্র
„	১৫		কোন	কোন্
১৫৬৮	২	২৩	শশ্রূম্নোপায়ৈঃ	শত্রূন্ নোপায়ৈঃ
১৫৭৫	৮	৩৬	ঘৃতাতপত্রঃ	ধৃতাতপত্রঃ
১৫৭৬	৩২		পুরা	পুরী
১৫৭৮	১৫		বিশম	বিষম
১৫৮০	১৯		নিকটবর্ত্তা	নিকটবর্ত্তী
„	১৪		ভামাক্ষ	ভীমাক্ষ
১৫৮২	২৩		শব্দয়মান	শব্দায়মান
১৫৮৬	৩০		ইতস্তত	ইতস্ততঃ
১৫৮৮	১২	৮৭	রদৈর্ন খৈশ্চ	রদৈর্ন খৈশ্চ
১৫৮৯	৩১		পযন্ত	পর্য্যন্ত
১৫৯১	২৬		ভামপরাক্রম	ভীমপরাক্রম
১৫৯২	২২		চতুর্দিক	চতুর্দিক্
„	১৩		স্বর্পরাজতুল্য	সর্পরাজতুল্য
১৫৯৫	২০		বড়বা নল	বড়বানল
১৬০০	১৫	২৭	বিরজাতা	বিরাজাতা
১৬০৭	১৭		সহোদর	মহোদর
১৬০৭	১৯		পুলস্তবংশজাত	পুলস্ত্যবংশজাত
„	২৬		দিকেগমন	দিকে গমন
„	১৭		সর্প বিশতুল্য	সর্পবিষতুল্য
১৬১০	১৯		খড়্গ	খড়্গ
„	২০		খড়্গ	খড়্গ
„	২৬		খড়্গ	খড়্গ
১৬১৩	২৫		কুণ্ডল ও	কুণ্ডলও
১৬১৪	১৭		খড়্গ	খড়্গ
„	২৪		অতুচ্চ	অত্যুচ্চ
১৬১৫	২০		খড়্গ	খড়্গ

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	শ্লোকসংখ্যা	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
১৬১৮	২৭		তেজঃপ্রদাপ্ত	তেজঃপ্রদীপ্ত
১৬২৫	১৮		খড়গাদিযুক্ত	খড়গাদিযুক্ত
১৬২৯	২৫		দ্বিবিধ	দ্বিবিদ
১৬৩৩	৩১		বিকার্ণ	বিকীর্ণ
১৬৩৫	১৫		বৃষং	বৃষং
”	২৪		দেখিয়	দেখিয়া
১৬৩৬	১৩		প্রবরৌষধানং	প্রবরৌষধীনাং
১৬৩৮	২৮		খড়গ	খড়্গা
১৬৩৯	৫	৩১	ব্যাপ্তসোচ্চৈর্বিনেদুষঃ	ব্যাপ্তস্তোচ্চৈর্বিনেদুষঃ
”	১১	৩৪	বিশল্যৌ	বিশল্যৌ
১৬৪১	৫	৫১	তারাধিপস্যভা	তারাধিপস্যাভা
”	”	”	ভ	ভা
”	৬	৫১	স্বালতা	জ্বলিতা
”	৬	৫৭	...সম্মোদিমানিলম্‌	সম্মোদিতমহানিলম্‌
”	৮	৫৮	বাক্ষসানং	রাক্ষসানাং
১৬৪৩	২৩		খড়্গ	খড়্গা
”	২৫		খড়্গ	খড়্গ
”	২৭		খড়্গ	খড়্গ
১৬৪৪	১৮		খড়েগ	খড়েগ
”	৩০		খগড়	খড়্গ
১৬৪৭	১৪	৬২	জলাশয়ান্‌	জলাশয়ম্‌
১৬৪৯	২৭		লইতে	হইতে
১৬৫৪	১১	১২	ফময়্যস্মি	ফময়াসি
১৬৫৫	১	২২	তাঙ্করাঙ্কর বর্ষেণ...	তাঙ্করাঙ্করবর্ষেণ
”	২৩		বিছিন্ন	বিচ্ছিন্ন
১৬৫৮	২২		বাবণনন্দন	রাবণনন্দন
১৬৬০	১৭		মায়াময়া	মায়াময়ী
১৬৬২	২০		খড়েগ	খড়্গো
১৬৬৪	২০		খড়্গ	খড়্গ
১৬৬৭	৫	২২	যত্তর্মেণ	যুদ্ধধর্মেণ
১৬৬৮	১৫		স্বীকারকরতঃ	স্বীকারকরত
১৬৭৪	১৬		খড়্গ	খড়্গ
১৬৭৫	২৬		বার	বীর

পৃষ্ঠা	পঙ্ক্তি	শ্লোকসংখ্যা	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
১৬৭৭	১৮		খড়্গ	খড়্গ
১৬৭৮	(সর্গসংক্ষেপ ২)		বিভীষণস্যেন্দজিতশ্চ	বিভীষণস্যেন্দ্রজিতশ্চ
„	২৬		করিতেছে	করিতেছ
১৬৭৯	৩০		বলিতেছে	বলিতেছ
১৬৮১	১৮		খড়্গ	খড়্গ
„	১৫		ভস্মাৎ	ভস্মসাৎ
১৬৮৯	২০		ধনুগ্রহণ	ধনু গ্রহণ
১৭৯০	২১		ধনুগ্রহণ	ধনু গ্রহণ
১৬৯৩	১৯		ধনুগ্রহণ	ধনু গ্রহণ
১৬৯৬	২৩		খড়্গ	খড়্গ
১৬৯৯	১১	৬	লক্ষ্মণেনমহাত্মনা	লক্ষ্মণেন মহাত্মনা
„	১৬		প্রভৃতিভি	প্রভৃতি
„	২৫		স্নেহবশত	স্নেহবশতঃ
১৭০২	১৮		হা !	হা
১৭০৩	২৫		স্বভাবতই	স্বভাবতঃই
১৭০৫	১৭		খড়্গহস্তে	খড়্গহস্তে
„	১৯		খড়্গ	খড়্গ
১৭০৭	১৭		খড়্গসকল	খড়্গসকল
১৭০৮	২০		খড়্গ	খড়্গ
১৭০৯	৩	৩০	নিম্নস্তং	নিম্নস্থং
১৭১০	৪	৮	কাথয়ামাস	কাময়ামাস
১৭১৩	২	৪০	ত্বমেব	তমেব
১৭১৫	২৬		চতুর্দ্দিক	চতুর্দ্দিক্
১৭১৬	১৪	৪৪	ঋিমেত্থশ্চাশিবাঃ	ঋিমেত্থশ্চাশিবং
১৭১৯	১৯		খড়্গ	খড়্গ
„	২৫		„	„
„	২৭		„	„
„	১৩		„	„
১৭২২	১৯		„	„
„	২৫		„	„
„	২৬		„	„
১৭২৮	২৫		বিদ্যুৎজিহ্বাসদৃশ	বিদ্যুজ্জিহ্বাসদৃশ
১৭৩৪	২২		ছটপট	ছট্‌পটঃ

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	শ্লোকসংখ্যা	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
১৭৩৫	২৬		পুত্রবৎসল।	পুত্রবৎসল
১৭৪১	৫	৪৩	বিমানহাস্তদা	বিমানস্থাস্তদা
”	৭	৭০	খেদং স আজিমধ্যে	খেদঞ্চ সমাজমধ্যে
১৭৪৫	৮	২৩	শরবর্ষৈরবাকিরৎ	শরবর্ষৈরবাকিরৎ
১৭৪৬	১২		পরপীড়িত	প্রপীড়িত
১৭৪৭	২৪		কর	কর্
১৭৪৮	৩২		করিয়াছ	করিয়াছি
”	৮	২২	স্নেহপরাতেন	স্নেহপরীতেন
১৭৭৯	২	২৫	শত্রূনিবর্তিষ্যতি	শত্রূন্ নিবর্তিষ্যতি
”	৪	২৬	হস্তাভরমমুত্তমম্	হস্তাভরণমুত্তমম্
”	৭		ফিরিল	ফিরিল।
১৭৫০	৩৩		বর্ম্মে	কর্ম্মে
১৭৫১	১৩		রেত	রেতঃ
”	৩৩		স্বভাবতই	স্বভাবতঃই
১৭৫২	২০		ব্রহ্মদ্বার পালও	ব্রহ্মদ্বারপালও
”	২৬		নমস্কার	নমস্কার
”	৩৩		পুনঃপুন	পুনঃপুনঃ
১৭৬২	২৮		অমিততেজস্বা	অমিততেজস্বী
১৭৬৬	২০		বারব্যক্তি	বীরব্যক্তি
১৭৬৮	৬	৭	গাত্রেষ্	গাত্রেষু
১৭৭১	১৮		বক্ষস্থল	বক্ষঃস্থল
১৭৭২	২২		মৈথিলা	মৈথিলী
”	৩২		অনরূপ	অনুরূপ
১৭৭৩	৮	৪৩	দাপ্তং	দীপ্তং
”	১২	৪৫	শলর্লৈর্যজ্বলদগ্নৈর্বাণৈ	শলর্লৈর্যজ্বল্ বাণৈর্ল মৈ
১৭৭৫	২৫		সাতাহরণরূপ	সীতাহরণরূপ
১৭৭৬	৩৪		ইত্যবসারে	ইত্যবসরে
১৭৭৯	৭		সৌম্যমুত্তি	সৌম্যমুর্ত্তি
১৭৮২	১৬		কবিয়াছি	করিয়াছি
”	১৭		ঐশর্য্য	ঐশ্বর্য্য
১৭৮৩	৬	২১	প্রগৃহীতাঞ্জলির্হর্যাৎ	প্রগৃহীতাঞ্জলির্হর্ষাৎ
”	২৬		পারেন!	পারেন।
১৭৮৫	২২		মিথিলা রাজনন্দিনী	মিথিলা-রাজনন্দিনী

পৃষ্ঠা	পঙ্ক্তি	শ্লোকসংখ্যা	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
১৭৮৬	১৬		ধনুধারিগণের	ধনুর্ধারিগণের
১৭৮৭	৩২		দিতেছে	দিতেছ
১৭৯৬	২৬		আপমি	আপনি
১৮০২	৩	২৬	কেকেয়ী	কেকয়ী
”	১৯		কৈকেয়া	কৈকেয়ী
১৮০৪	১৮		প্রাত্তিপূর্ণ	প্রীত্তিপূর্ণ
১৮০৫	১৪		প্রাত	প্রীত
১৮০৭	২৯		হইবেনা	হইবে না
১৮১১	২১		বানরও	বানর ও
১৮১২	২৮		দুর্দ্ধষ	দুর্দ্ধর্ষ
১৮১৩	২২		সাতে	সীতে
১৮১৫	২৭		কৈকয়ীপুত্র	কৈকেয়ীপুত্র
১৮২৩	২৯		খড়গদ্বারা	খড়্গদ্বারা
১৮৪১	১৫		সুখা	সুখী

উত্তরকাণ্ড

পৃষ্ঠা	পঙ্ক্তি	শ্লোকসংখ্যা	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
১৮৪৭	২৪		বার	বীর
১৮৪৮	১৩		ককুৎস্থবংশজাত ?	ককুস্থবংশজাত !
”	৩২		ভগ	ভাগ
”	২১		করিতেছিনা	করিতেছি না
১৮৫২	১৮		চরিত্রবান	চরিত্রবান্
১৮৫৪	২৯		স্বামা	স্বামী
১৮৬২	২৭		বসুদানাম্না	বসুদানাম্নী
”	১৯		মালার	মালীর
১৮৬৭	২৪		খড়গ	খড়্গ
১৮৬৮	২২		কাটগণ	কীটগণ
১৮৬৯	২৫		পৃথিব্যাতে	পৃথিবীতে
১৮৭০	১৬		শ্রামধুসূদন	শ্রীমধুসূদন
১৮৭২	২২		মেঘসমুহ	মেঘসমূহ

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	শ্লোকসংখ্যা	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
১৮৭৩	৩	৭	ময়াহভয়ম্	ময়াভয়ম
১৮৭৪	১৯		ক্রূদ্ধ	ক্রুদ্ধ
১৮৭৫	২৩		হইতনা	হইত না
১৮৯৫	৪	৮	সাচবা	সচিবা
১৮৯৭	৪	২৬	ব্যতিষ্ঠৎস	ব্যতিষ্ঠৎ স
১৯০০	৩৩		ভাষণ	ভীষণ
১৯০২	৯	৫	চ্ছতি	গচ্ছতি
"	১৪		খড়গ	খড়্গ
১৯০৪	১৫		স্বায়	স্বীয়
১৯০৬	১১		খড়গকে	খড়গকে
১৯০৯	২৪		পুরায়	পুনরায়
১৯১০	১০		অবতার্ণা	অবতীর্ণা
১৯১৪	২৪		পরাক্রমা	পরাক্রমী
১৯২০	১৬	২	যমঃ	যমং
১৯২১	২৭		দীপ্তমান্	দীপ্তিমান্
১৯২৭	২০		নিরাক্ষণ	নিরীক্ষণ
"	৩১		দিয়ছি	দিয়াছি
১৯২৮	২৯		উভয়ে	উভয়
১৯২৯	২৫		পটিশ	পট্টিশ
১৯৩৫	১৪		পাইতেছিনা	পাইতেছি না
১৯৩৮	২	১	ভগিনাঞ্চ	ভগিনীঞ্চ
১৯৪০	২২		কুম্ভনসী	কুম্ভীনসী
১৯৪৪	৪	১৯	রাবণে নোপলক্ষিতা	রাবণেনোপলক্ষিতা
"	৬	২০	স্ময়মানোঽভ্যভাষুত	স্ময়মানোঽভ্যভষত
১৯৫৫	২৭		ছিলনা	ছিল না
১৯৬০	৪	৪১	নগর মিতো	নগরমিতো
১৯৬১	৫	৩	তূষ্টোঽস্মি	তুষ্টোঽস্মি
"	২৬		পক্ষা	পক্ষী
১৯৬২	১৫	১৭	বিক্রমেম	বিক্রমেণ
"	৬	২০	শতক্রতো	শতক্রতো
১৯৬৪	১৯	৩৯	রূপবতা	রূপবতী
১৯৬৫	৭	৫৬	সমুত্থূতো	সমুদ্ভূতো
১৯৬৭	১১	২২	চক্রবাকযুগস্তনাম্	চক্রবাকযুগস্তনীম্

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	শ্লোকসংখ্যা	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
১৯৬৭	২৮		কলরবকারা	কলরবকারী
"	২৯		জলপক্ষা	জলপক্ষী
"	৩১		তারবর্ত্তী	তীরবর্ত্তী
১৯৬৯	৪	৩৬	নর্মদাযাং	নর্মদায়াং
১৯৭৫	৯	৭১	তত স্তৈরেব	ততস্তৈরেব
১৯৭৬	১০	৪	ইন্দ্রস্যেবামরাবতাম	ইন্দ্রস্যেবামরাবতীম্
১৯৮২	৬	৪৫	বৃতশ্চপি	বৃতশ্চাপি
"	১০		সর্গ	সর্গঃ
১৯৮৩	(সর্গসংক্ষেপ—২)		বাযুকোপেন	বায়ুকোপেন
১৯৮৭	৪	৫৪	প্রজা নাথ	প্রজানাথ
১৯৯১	৬	৩২	বাযুনা	বায়ুনা
১৯৯৫	১২		সহিত সহিত	সহিত
২০০১	৩২		মহাপরাক্রমশালা	মহাপরাক্রমশালী
২০০৭	১৩		নিশঙ্কচিত্তে	নিঃশঙ্কচিত্তে
২০১০	২২		সীতা দেবীও	সীতাদেবীও
"	২৮		সুহৃদগণের	সুহৃদ্গণের
২০১২	১	১	বিসৃত্য	বিসৃজ্য
২০১৮	২৪		রত্নরাদি	রত্নরাজি
২০৩৫	২৫		গাভাকে	গাভীকে
"	২৯		মহাবার্য্য	মহাবীর্য্য
২০৩৯	২৩		ভগবাম	ভগবান্
২০৪০	১৬		পূরুরবার	পুরূরবার
২০৪২	১৫		পূরুরবার	পুরূরবার
"	১৭		"	"
২০৪৯	১৫		তাকে	তাহাকে
"	২৪		ধর্ম্মনুসারে	ধর্ম্মানুসারে
২০৫৩	৩৩		সর্ব্বার্থ সিদ্ধ	সর্ব্বার্থসিদ্ধ
২০৫৮	৭	৩২	উলূকশ্চাব্রব্রবীৎ	উলূকশ্চাব্রবীৎ
২০৬৭	৭		মন্ত্রোচারণ পূর্ব্বক	মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক
২০৬৮	১০	৭	বক্ষ্যামিতি	বক্ষ্যামীতি
২০৬৯	১০	২১	অদৃশ্যাঃ	অদৃশ্যঃ
"	২৬		চতুর্দ্দিক	চতুর্দ্দিক্
২০৭০	১৫	৩	কাকুৎস্থং	কাকুৎস্থ

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	শ্লোকসংখ্যা	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
২০৭৫	১৯		পণশালায়	পর্ণশালায়
২০৭৭	২৯	১৫	বাসমভ্যষাৎ	বাসমভ্যয়াৎ
২০৯০	(সর্গ সংক্ষেপ)		বাল্মীকিসমীমাদ্	বাল্মীকিসমীপাৎ
২১০০	১৪		খড়্গ	খড়গ
২১০৫	২৬		অবত্তার্ণ	অবতীর্ণ
২১০৬	৮	৪	হতি	ইতি
২১০৭	৭	১৬	তেঃস্তি	তেঃস্তি
২১১৪	৩	১৪	যোজন পর্য্যন্তং	যোজনপর্য্যন্তং
২১১৯	২০		পৃথিবী	পৃথিবী
২১৪০	৩	১৪	ইমাস্তস্ত্রী:	ইমাস্তন্ত্রীঃ
২১৪৩	১৯		অরস্থান	অবস্থান
২১৪৭	১৭		করিনাই	করি নাই
২১৪৮	৯	১১	রাযুঃ	বায়ুঃ
২১৫৭	২২		খড্গ	খড়গ
২১৬৪	৩	১৮	কার্য্যার্থং	কার্য্যার্থাং
”	১৫		সকলজাবেরই	সকলজীবেরই
২১৭৮	২৮		স্বর্গবাম	স্বর্গধাম
২১৮১	(সর্গ সমাপ্তি)		সম্পূর্ণম	সম্পূর্ণম্
২১৮৭	১১	৮৫	ত্বাম্ স্তত্বা	ত্বাম্স্তত্বা
২১৯৭	১৩		(৩)	(৪)
২১৯৮	(সর্গারম্ভ) ১		(৪)	(৫)
”	১৫		(৪)	(৫)
”	৮	১১	ভামমাবদ্ধতূনীরং	ভামমাবদ্ধতূণীরং
২২০২	১৯		পারিবেনা	পারিবে না
২২০৩	(সর্গসমাপ্তি)		(৪)	(৫)
”	(সর্গারম্ভ ১)		(৫)	(৬)
”	১৫		(৫)	(৬)
২২০৭	(স্বর্গ সমাপ্তি)		(৫)	(৬)
২২০৮	(সর্গারম্ভ)		প্রাক্ষপ্তঃ	প্রক্ষিপ্তঃ
”	(”)		(৬)	(৭)
”	১৩		(৬)	(৭)
২২০৯	(সর্গ সমাপ্তি)		(৬)	(৭)
২২১০	(সর্গারম্ভ)		(৭)	(৮)

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	শ্লোকসংখ্যা	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
২২১০	১৫		(৭)	(৮)
২২১১	২৮		সাতা	সীতা
২২১২	(সর্গ সমাপ্তি)		(৭)	(৮)
„	(সর্গারম্ভ)		(৮)	(৯)
„	(সর্গারম্ভ)		বর্ণন	বর্ণনম্
„	২২		(৮)	(৯)
„	২৩		অগস্ত্য,	অগস্ত্য
২২১৩	(সর্গসমাপ্তি)		(৮)	(৯)
„	(সর্গারম্ভ)		(৯)	(১০)
„	১৬		(৯)	(১০)
২২১৬	২৬		লোকবাসা	লোকবাসী
২২১৭	১৪		(৯)	(১০)
২২১৯	১	৮	বৈষ্ণবাং	বৈষ্ণবীং

সমগ্র রামায়ণের অশুদ্ধি-শুদ্ধি সংশোধন সমাপ্ত।

শ্রীগণেশায় নমঃ।
শ্রীসীতা-রামচন্দ্রাভ্যাং নমঃ
শ্রীহনুমতে নমঃ ॥

শ্রীমদ্‌বাল্মীকি-রামায়ণ-মাহাত্ম্যম্।

পণ্ডিত শ্রীহরকান্তকৃত্য-স্মৃত-ব্যাকরণতীর্থকৃত--বঙ্গভাষানুবাদসহিতম্

প্রথমঃ অধ্যায়ঃ

শ্রীরামঃ শরণং সমস্তজগতাং রামং বিনা কা গতিঃ
রামেণ প্রতিহন্যতে কলিমলং রামায় কার্য্যং নমঃ।
রামাত্তৃপ্যতি কালভীমভুজগো রামস্য সর্বং বশে
রামে ভক্তিরখণ্ডিতা ভবতু মে রাম ত্বমেবাশ্রয়ঃ ॥১
চিত্রকূটালয়ং রামমিন্দিরানন্দমন্দিরম্।
বন্দে চ পরমানন্দং ভক্তানামভয়প্রদম্ ॥২
ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশাদ্যা যস্যাংশা লোকসাধকাঃ।
নমামি দেবং চিদ্রূপং বিশুদ্ধং পরমং ভজে ॥৩

ঋষয় উচুঃ—

ভগবন্! সর্বমাখ্যাতং যৎপৃষ্টং বিদুষা ত্বয়া।
সংসারপাশবদ্ধানাং দুঃখানি সুবহূনি চ ॥৪
এতৎসংসারপাশস্য ছেদকঃ কেন স স্মৃতঃ।
কলৌ বেদোক্তমার্গাশ্চ নশ্যন্তীতি ত্বয়োদিতাঃ ॥৫
অধর্মনিরতানাঞ্চ যাতনাশ্চ প্রকীর্তিতাঃ।
ঘোরে কলিযুগে প্রাপ্তে বেদমার্গবহিষ্কৃতে ॥৬

শ্রীগণেশকে নমস্কার, শ্রীসীতাদেবী ও শ্রীরামচন্দ্রকে নমস্কার, শ্রীহনুমান্‌কে নমস্কার।

শ্রীরাম নিখিলজগতের একমাত্র আশ্রয়স্থল। শ্রীরাম ভিন্ন জীবের আর অন্য কি উপায় আছে? যিনি এই কলিযুগের পাপ নষ্ট করেন, সেই শ্রীরামচন্দ্রকে নমস্কার করা জীবের অবশ্যকর্তব্য। কালরূপ ভয়ঙ্কর সর্পও রাম হইতে তৃপ্তিলাভ করে। এই জগতের সমস্তই শ্রীরামের বশীভূত। শ্রীরামের প্রতি আমার এরূপ সুদৃঢ় ভক্তি হউক, যাহা কখনও বিচ্ছিন্ন হইতে না পারে। হে রাম! তুমিই আমার একমাত্র আশ্রয়।১

চিত্রকূটপর্বতে যাঁহার আলয়, যিনি ইন্দিরার (লক্ষ্মীদেবীর) আনন্দমন্দির, যিনি ভক্তগণকে অভয় প্রদান করেন, সেই পরমানন্দময় শ্রীরামকে ভজনা করি। ত্রিলোকের হিতসাধক ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরাদি যাঁহার অংশ, যিনি চিন্ময় ও বিশুদ্ধ, সেই পরমদেবতাকে নমস্কার এবং ভজনা করি।২-৩

ঋষিগণ বলিলেন,—হে ভগবন্! হে তত্ত্বজ্ঞ! আমরা যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছি, আপনি তৎসমস্ত এবং সংসাররূপ পাশবন্ধনে বদ্ধ জীবগণের বহু দুঃখের কথা বলিয়াছেন। সংসাররূপ পাশবন্ধন ছেদন করিতে যিনি সমর্থ, কি উপায় অবলম্বন করিলে তাঁহাকে জানিতে পারা যায়? আপনি বলিয়াছেন যে, ধর্মোপার্জনের যে সমস্ত পথ বেদশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, কলিযুগে সে সমস্তই নষ্ট হইবে। অধর্মনিরতগণের

পাষণ্ডত্বং প্রসিদ্ধং বৈ সর্বৈশ্চ পরিকীর্তিতম্ ।
কামার্ত্তা হ্রস্বদেহাশ্চ লুব্ধা অন্যোন্যতৎপরাঃ ॥৭
কলৌ সর্বে ভবিষ্যন্তি স্বল্পায়ুর্বহুপুত্রকাঃ ।
স্ত্রিয়ঃ স্বপোষণপরা বেশ্যাচরণতৎপরাঃ।
দুঃশীলেষু করিষ্যন্তি পুরুষেষু সদা স্পৃহাম্ ॥৯
অসদ্বার্ত্তা ভবিষ্যন্তি পুরুষেষু কুলাঙ্গনাঃ
পরুষানৃত-ভাষিণ্যো দেহসংস্কারবর্জিতাঃ ॥১০
বাচালাশ্চ ভবিষ্যন্তি কলৌ প্রায়েণ যোষিতঃ ।
ভিক্ষবশ্চাপি মিত্রাদিস্নেহসম্বন্ধযন্ত্রিতাঃ ॥১১
অন্নোপাধিনিমিত্তেন শিষ্যান্ বধ্নন্তি লোলুপাঃ ।
উভাভ্যামপি পাণিভ্যাং শিরঃকণ্ডূয়নং স্ত্রিয়ঃ॥১২
কুর্বন্ত্যো গৃহভর্তৄণামাজ্ঞাং ভেৎস্যন্ত্যতন্দ্রিতাঃ ।

পাষণ্ডালাপনিরতাঃ পাষণ্ডজনসঙ্গিনঃ ॥১৩
যদা দ্বিজা ভবিষ্যন্তি তদা বৃদ্ধিং গতঃ কলিঃ ।
ঘোরে কলিযুগে ব্রহ্মন্ জনানাং পাপকর্মিণাম্ ॥১৪
মনঃশুদ্ধিবিহীনানাং নিষ্কৃতিশ্চ কথং ভবেৎ ।
যথা তুষ্যতি দেবেশো দেবদেবো জগদ্‌গুরুঃ ॥১৫
ততো বদস্ব সর্বজ্ঞ সূত ধর্মভৃতাং বর ।
বদ সূত মুনিশ্রেষ্ঠ সর্বমেতদশেষতঃ ॥১৬
কস্য নো জায়তে তুষ্টিঃ সূত ত্বদ্‌বচনামৃতাৎ ॥১৭

সূত উবাচ—

শৃণুধ্বং ঋষয়ঃ সর্বে যদিষ্টং বো বদাম্যহম্ ।
গীতং সনৎকুমারায় নারদেন মহাত্মনা ॥১৮

যে যাতনাভোগ হয়, তাহাও আপনি বলিয়াছেন। ঘোরকলিযুগ উপস্থিত হইলে তখন জীবের আচরণ বৈদিক রীতির অনুকূল হইবে না, ফলে সকলেই পাষণ্ড-মনোভাব প্রাপ্ত হইয়া আত্মপ্রকাশ করিবে। কলিকালে প্রায় সকলেই কামার্ত, খর্বদেহ ও লোভী হইবে এবং (স্ত্রী ও পুরুষ) পরস্পরের প্রতি তৎপর থাকিবে।৪-৭

কলিযুগে প্রায় সকলেই অল্পায়ু ও বহুপুত্রের জনক হইবে। প্রায় স্ত্রীলোকই আত্ম-পোষণপরায়ণ হইবে এবং বেশ্যার মত আচরণ অবলম্বন করিবে এবং দুশ্চরিত্র পুরুষের প্রতি সর্বদা স্পৃহাবতী হইবে।৮-৯

কলিযুগে কুলস্ত্রীগণ প্রায়শঃই পুরুষের সহিত অসৎ কথা আলোচনায় রত থাকিবে, তাহারা কর্কশভাষিণী ও মিথ্যাবাদিনী হইবে এবং তাহারা দেহের সংস্কার করিবে না।১০

কলিযুগে প্রায়ই স্ত্রীগণ বাচাল হইবে। সন্ন্যাসিগণ মিত্রাদির স্নেহ-সম্বন্ধ পরবশ হইবে।১১

অন্নাদি দ্রব্যের জন্য লোলুপগুরুগণ শিষ্যদিগকে বদ্ধ করিবে। কলিযুগে স্ত্রীলোকগণ দুইহাতে মাথা চুলকাইবে এবং নিয়তই স্বামীর আদেশ পালনে বিরত থাকিবে। যখন দ্বিজগণ পাষণ্ডগণের সঙ্গে মেলামেশা করিয়া তাহাদের আচারের মধ্যে নিমগ্ন হইবে, তাহাদের সহিত বাক্যালাপ করিবে, তখনই কলিকাল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে। হে ব্রহ্মন্! ঘোর কলিযুগ উপস্থিত হইলে মানুষের মনের শুদ্ধি বিলুপ্ত হইবে, মানুষ পাপকর্মের প্রতি আসক্ত হইবে। এইরূপ পাপাশয়গণের নিষ্কৃতিলাভের যাহা উপায় আছে, তাহা আপনি বলুন। হে ধর্মপরায়ণ শ্রেষ্ঠ, সর্বজ্ঞ, মুনিমুখ্য সূত! যিনি বিশ্বের গুরু, দেবশ্রেষ্ঠ দেবদেব, তাঁহার তুষ্টিবিধানের জন্য কিরূপ কার্য্য করিতে হইবে, তাহা বিশেষভাবে বলুন। হে সূত! আপনার বচনামৃত পান করিলে কাহার না প্রীতি জন্মে?১২-১৭

সূত বলিলেন,—হে ঋষিগণ! আপনারা শ্রবণ করুন, যেরূপ কার্য্য করিলে কলিযুগের জীবের মঙ্গল হইবে, তাহা বলিতেছি। এই কথা মহাত্মা নারদ সনৎকুমারের নিকট বলিয়াছেন। সকল বেদেই রামায়ণ 'মহাকাব্য' বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। ভুক্তি-মুক্তিফলপ্রদ এই রামায়ণ পাঠ করিলে জীবের পাপ নষ্ট হয়, দুষ্ট-গ্রহগণের কোপ নিবারিত হয় ও দুঃস্বপ্নদোষ নষ্ট হয়। শ্রীরামের কথা-সম্বলিত যাহা কিছু তৎসমস্তই সর্ববিধ মঙ্গল প্রদান করে।১৮-২০

রামায়ণং মহাকাব্যং সর্ববেদেষু সম্মতম্ ।
সর্বপাপপ্রশমনং দুষ্টগ্রহনিবারণম্ ॥১৯
দুঃস্বপ্ননাশনং ধন্যং ভুক্তি-মুক্তিফলপ্রদম্ ।
রামচন্দ্রকথোপেতং সর্বকল্যাণসিদ্ধিদম্ ॥২০
ধর্মার্থ-কাম-মোক্ষাণাং হেতুভূতং মহাফলম্ ।
অপূর্বং পুণ্যফলদং শৃণুধ্বং সুসমাহিতাঃ ॥২১
মহাপাতকযুক্তো বা যুক্তো বা সর্বপাতকৈঃ ।
শ্রুত্বৈতদার্ষং দিব্যং হি কাব্যং সিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ ॥২২
রামায়ণেন বর্ত্তন্তে সুতরাং যে জগদ্ধিতাঃ ।
ত এব কৃতকৃত্যাশ্চ সর্বশাস্ত্রার্থকোবিদাঃ ॥২৩
ধর্মার্থ-কাম-মোক্ষাণাং সাধনঞ্চ দ্বিজোত্তমাঃ ।
শ্রোতব্যঞ্চ সদা ভক্ত্যা রামায়ণপরামৃতম্ ॥২৪
পুরাঽর্জিতানি পাপানি নাশমায়ান্তি যস্য বৈ ।
রামায়ণে মহাপ্রীতিস্তস্য বৈ ভবতি ধ্রুবম্ ॥২৫

রামায়ণে বর্ত্তমানে পাপ-পাশেন যন্ত্রিতঃ ।
অনাদৃত্য অসদ্গাথাসক্তবুদ্ধিঃ প্রবর্ততে ॥২৬
রামায়ণং নাম পরং তু কাব্যং
সুপুণ্যদং বৈ শৃণুত দ্বিজেন্দ্রাঃ ।
যস্মিঞ্ছ্রুতে জন্ম-জরাদিনাশো
ভবত্যদোষঃ স নরোঽচ্যুতঃ স্যাৎ ॥২৭
বরং বরেণ্যং বরদং তু কাব্যং
সন্তারয়ত্যাশু চ সর্বলোকম্ ।
সঙ্কল্পিতার্থপ্রদমাদিকাব্যং
শ্রুত্বা চ রামস্য পদং প্রয়াতি ॥২৮
ব্রহ্মেশ-বিষ্ণ্বাখ্য-শরীরভেদৈ-
র্বিশ্বং সৃজত্যত্তি চ পাতি যশ্চ ।
তমাদিদেবং পরমং বরেণ্য-
মাধায় চেতস্যুপযাতি মুক্তিম্ ॥২৯

হে ঋষিগণ! আপনারা সুসমাহিতচিত্তে শ্রবণ করুন। এই রামায়ণ ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের হেতুভূত মহাফল এবং অপূর্ব পুণ্যফল প্রদান করে।২১

মহাপাতকযুক্ত হউক, কিংবা সর্বপাতকযুক্তই হউক না কেন, ঋষিবাল্মীকি-রচিত রামায়ণরূপ দিব্যকাব্য শ্রবণ করিলে জীব সর্বপাপ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হয়। এই জগতের হিতকারী সর্বশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞ যে সকল বিদ্বান্ ব্যক্তি আছেন, তাঁহারা রামায়ণ পাঠ করিয়া কৃতার্থ হইয়া থাকেন।২২-২৩

হে দ্বিজোত্তমগণ! ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষসাধনের উপায়ীভূত রামায়ণবর্ণিত পরম অমৃতময় শ্রীরামের চরিত্র ভক্তিসহকারে শ্রবণ করিবে।২৪

যাহার পূর্বার্জিত সকলপাপ নষ্ট হয়, তাহারই রামায়ণের প্রতি মহাপ্রীতি জন্মে,—ইহা সুনিশ্চিত। যে জীব পাপরূপ পাশবন্ধনে আবদ্ধ, সে রামায়ণ বর্ত্তমান থাকিতে তাহাকে অবজ্ঞা করিয়া অসদ্গাথায় মনোনিবেশপূর্বক চলিতে থাকে।২৫-২৬

হে দ্বিজেন্দ্রগণ! রামায়ণ পুণ্যপ্রদ মহাকাব্য, ইহা শ্রবণ করুন। ইহা শ্রবণ করিলে জীবের জন্ম ও জরা প্রভৃতি দোষ থাকেনা, জীব সর্বদোষমুক্ত হইয়া অচ্যুত-ভাব প্রাপ্ত হয়।২৭

শ্রেষ্ঠ, বরেণ্য ও বরপ্রদ এই কাব্য সকললোককে অতিশীঘ্র পরিত্রাণ করে। এই আদিকাব্য সঙ্কল্পিতার্থ-ফল প্রদান করে। ইহা শ্রবণ করিলে শ্রীরামের পাদপদ্ম লাভ করিতে পারা যায়। যিনি ব্রহ্মা, মহেশ্বর ও বিষ্ণুরূপ বিভিন্ন মূর্তিপরিগ্রহ করত বিশ্বের সৃষ্টি, সংহার ও পালনরূপ বিভিন্নকার্য্য করিতেছেন, পরম-বরেণ্য সেই আদিদেবকে মানসমন্দিরে বিশেষরূপে ধারণ করিলে মুক্তিলাভ হয়। যিনি নাম, জাতি প্রভৃতি বিকল্পবিহীন, যিনি পরাৎপর ও সুদূরগত অর্থাৎ কষ্টলভ্য পরমশ্রেষ্ঠ, যাঁহাকে বেদান্তবাক্য দ্বারা জানা যায়, যিনি স্বীয় জ্যোতিতে নিয়ত প্রকাশমান, বেদ ও পুরাণ-সমূহের উপদেশাবলী অনুধাবন করিলে তাঁহাকে জানিতে পারা যায়।২৮-৩০

হে দ্বিজসত্তমগণ! কার্ত্তিক, মাঘ ও চৈত্রমাসে নবদিনে রামায়ণকথামৃত শ্রবণ করিবে। যিনি এইভাবে

যো নাম-জাত্যাদিবিকল্পহীনঃ
পরাবরাণাং পরমঃ পরঃ স্যাৎ।
বেদান্তবেদ্যঃ স্বরুচা প্রকাশঃ
স বীক্ষ্যতে সর্বপুরাণ-বেদৈঃ ॥৩০
ঊর্জে মাঘে সিতে পক্ষে চৈত্রে চ দ্বিজসত্তমাঃ।
নবাহ্না খলু শ্রোতব্যং রামায়ণকথামৃতম্ ॥৩১
ইত্যেবং শৃণুয়াদ্ যস্তু শ্রীরামচরিতং শুভম্।
সর্বান্ কামানবাপ্নোতি পরত্রামুত্র চোত্তমান্ ॥৩২
ত্রিসপ্তকুলসংযুক্তঃ সর্বপাপবিবর্জিতঃ।
প্রযাতি রামভবনং যত্র গত্বা ন শোচতে ॥৩৩
চৈত্রে মাঘে কার্ত্তিকে চ সিতে পক্ষে চ বাচয়েৎ।
নবাহঃসু মহাপুণ্যং শ্রোতব্যঞ্চ প্রযত্নতঃ ॥৩৪
রামায়ণমাদিকাব্যং স্বর্গ-মোক্ষপ্রদায়কম্।
তস্মাদ্ ঘোরে কলিযুগে সর্বধর্মবহিষ্কৃতে ॥৩৫
নবভির্দিনৈঃ শ্রোতব্যং রামায়ণকথামৃতম্।
রামনামপরা যে তু ঘোরে কলিযুগে দ্বিজাঃ ॥৩৬
ত এব কৃতকৃত্যাশ্চ ন কলির্বাধতে হি তান্।
কথা রামায়ণস্যাপি নিত্যং ভবতি যদ্গৃহে ॥৩৭
তদ্গৃহং তীর্থরূপং হি দুষ্টানাং পাপনাশনম্।
তাবৎ পাপানি দেহেঽস্মিন্নিবসন্তি তপোধনাঃ ॥৩৮
যাবন্ন শ্রূয়তে সম্যক্ শ্রীমদ্রামায়ণং নরৈঃ।
দুর্লভৈব কথা লোকে শ্রীমদ্রামায়ণোদ্ভবা ॥৩৯
কোটিজন্মসমুত্থেন পুণ্যেনৈব তু লভ্যতে।
ঊর্জ্জে মাসি সিতে পক্ষে চৈত্রে চ দ্বিজসত্তমাঃ ॥৪০
যস্য শ্রবণমাত্রেণ সৌদাসাদয়ো মোচিতাঃ।
গৌতমশাপতঃ প্রাপ্তঃ সৌদাসো রাক্ষসীং তনুম্ ॥৪১
রামায়ণপ্রভাবেন বিমুক্তিং প্রাপ্তবান্ পুনঃ।
যস্ত্বেতচ্ছৃণুয়াদ্ভক্ত্যা রামভক্তিপরায়ণঃ ॥৪২
স মুচ্যতে মহাপাপৈঃ পুরুষঃ পাতকাদিভিঃ ॥৪৩
ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে উত্তরখণ্ডে নারদ-সনৎকুমার-
সংবাদে রামায়ণমাহাত্ম্যে কল্পানুকীর্ত্তনং
নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীরামের শুভচরিত্র শ্রবণ করিবেন, তিনি ইহলোকে ও পরলোকে সকল অভীষ্ট প্রাপ্ত হইবেন।৩১-৩২

রামায়ণ শ্রবণ করিলে মানব সর্বপাপ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া একবিংশতি পুরুষের সহিত শ্রীরাম-নিকেতনে গমন করে। শ্রীরাম-নিকেতনে গমনের পর তাহাকে আর শোক-যন্ত্রণা অভিভূত করিতে পারে না। চৈত্র, মাঘ ও কার্তিকমাসে শুক্লপক্ষে নয়দিনব্যাপী মহাপুণ্যপ্রদ শ্রীরামচরিত্র যত্নপূর্বক পাঠ করিবে বা শ্রবণ করিবে। আদিকাব্য রামায়ণ স্বর্গ ও মোক্ষপ্রদ। সর্বধর্মবহির্ভূত ঘোর কলিযুগে উক্ত নয়দিনব্যাপী এই রামায়ণকথামৃত শ্রবণ করিবে। যে সকল দ্বিজ ঘোরকলিযুগে রামনাম-পরায়ণ হন, তাঁহারা কৃতকৃত্য হন এবং ঘোর কলি তাঁহাদিগকে ধর্মকার্য্যে বাধাপ্রদান করিতে সমর্থ হয় না। যে গৃহে নিত্য রামায়ণী কথা আলোচিত হয়, সেই গৃহ তীর্থে পরিণত হইয়া দুরাত্মাদিগের পাপ নষ্ট করিয়া থাকে। হে তপোধনগণ! মানুষ যে পর্য্যন্ত রামায়ণী কথা শ্রবণ না করে, সে পর্য্যন্ত তাহার দেহ পাপরাশির আবাসভূমিরূপে গণ্য হয়। শ্রীরামায়ণ হইতে যে সকল পুণ্যকথা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা অতিদুর্লভ। সে সকল পুণ্যকথা কোটিজন্মের পুণ্যের ফলে জীব জানিতে সক্ষম হয়। হে দ্বিজসত্তমগণ! কার্তিক ও চৈত্রমাসে শুক্লপক্ষে রামায়ণী কথা শ্রবণ করিবে। সৌদাস প্রভৃতি এই রামায়ণী কথা শ্রবণ করিয়া মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। গুরু-গৌতমের অভিশাপে সৌদাস রাক্ষসতনু প্রাপ্ত হয় এবং রামায়ণ শ্রবণ করিয়া তাহারই পুণ্য-প্রভাবে পুনরায় মুক্তিলাভ করে। শ্রীরামের প্রতি যাহার ভক্তি আছে, তিনি যদি ভক্তিসহকারে রামায়ণ শ্রবণ করেন, তাহা হইলে অন্য পাতক, এমন কি মহাপাতক হইতেও নিষ্কৃতিলাভ করেন।৩৩-৪৩

স্কন্দপুরাণান্তর্গত উত্তরখণ্ডে নারদ-সনৎকুমারসংবাদে রামায়ণমাহাত্ম্যের কল্পানুকীর্তননামক প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ

ঋষয় ঊচুঃ—

কথং সনৎকুমারায় দেবর্ষির্নারদো মুনিঃ।
প্রোক্তবান্ কৃতবান্ ধর্ম্মান্ কথং তৌ মিলিতাবুভৌ ॥১
কস্মিন্ ক্ষেত্রে স্থিতৌ তাত তাবুভৌ ব্রহ্মবাদিনৌ।
যদুক্তং নারদেনাস্মৈ তত্ত্বং ব্রূহি মহামুনে ॥২

সূত উবাচ—

সনকাদ্যা মহাত্মানো ব্রহ্মণস্তনয়াঃ স্মৃতাঃ।
নির্ম্মমা নিরহঙ্কারাঃ সর্বে ত ঊর্ধ্বরেতসঃ ॥৩
তেষাং নামানি বক্ষ্যামি সনকশ্চ সনন্দনঃ।
সনৎকুমারশ্চ তথা সনাতন ইতি স্মৃতঃ ॥৪
বিষ্ণুভক্তা মহাত্মানো ব্রহ্মধ্যানপরায়ণাঃ।
সহস্রসূর্য্যসঙ্কাশাঃ সত্যবন্তো মুমুক্ষবঃ ॥৫
একদা ব্রহ্মণঃ পুত্রাঃ সনকাদ্যা মহৌজসঃ।
মেরুশৃঙ্গে সমাজগ্মুর্বীক্ষিতুং ব্রহ্মণঃ সভাম্ ॥৬
তত্র গঙ্গাং মহাপুণ্যাং বিষ্ণুপাদোদ্ভবাং নদীম্।
নিরীক্ষ্য স্নাতুমুদ্যুক্তাঃ সীতাখ্যাং প্রথিতৌজসঃ ॥৭
এতস্মিন্নন্তরে বিপ্রো দেবর্ষির্নারদো মুনিঃ।
আজগামোচ্চরন্নাম হরের্নারায়ণাদিকম্ ॥৮
নারায়ণাচ্যুতানন্ত বাসুদেব জনার্দন।
যজ্ঞেশ যজ্ঞপুরুষ রাম বিষ্ণো নমোঽস্তু তে ॥৯
ইত্যুচ্চরন্ হরের্নাম পাবয়ন্নখিলং জগৎ।
আজগাম স্তুবন্ গঙ্গাং মুনির্লোকৈকপাবনীম্ ॥১০
অথায়ান্তং সমুদ্বীক্ষ্য সনকাদ্যা মহৌজসঃ।
যথার্হমর্হণং চক্রুর্ববন্দে সোঽপি তান্ মুনীন্ ॥১১
অথ তত্র সভামধ্যে নারায়ণপরায়ণম্।
সনৎকুমারঃ প্রোবাচ নারদং মুনিপুঙ্গবম্ ॥১২

সনৎকুমার উবাচ—

সর্বজ্ঞোঽসি মহাপ্রাজ্ঞ মুনীশানাঞ্চ নারদ।
হরিভক্তিপরো যস্মাত্ত্বত্তো নাস্ত্যপরোঽধিকঃ ॥১৩

দ্বিতীয় অধ্যায়

ঋষিগণ বলিলেন,—দেবর্ষি নারদ কি কারণে সনৎকুমারকে ধর্মকথা শুনাইয়াছিলেন, কেনই বা তাঁহারা উভয়ে মিলিত হইয়াছিলেন ?১

হে তাত! হে মহামুনে! কোন্ স্থানে সেই ব্রহ্মবাদী নারদ ও সনৎকুমার উভয়ে অবস্থান করিতেন? দেবর্ষি নারদ সনৎকুমারকে যে তত্ত্বকথা বলিয়াছিলেন, তাহা আমাদের নিকট বলুন।২

সূত বলিলেন,—সনকাদি মহাত্মাগণ ব্রহ্মার পুত্র বলিয়া কথিত আছে। তাঁহারা সকলে মমতা ও অহঙ্কারশূন্য এবং ঊর্ধ্বরেতা, তাঁহাদের নামসমূহ বলিতেছি। সনক, সনন্দন, সনৎকুমার ও সনাতন নামে ইঁহারা প্রসিদ্ধ।৩-৪

সহস্ররবির দীপ্তির ন্যায় দীপ্তিমান, সত্যপরায়ণ ও মুমুক্ষু এই মহাত্মাগণ বিষ্ণুভক্ত ও ব্রহ্মধ্যানরত। ব্রহ্মার মহাতেজস্বী সনকাদি পুত্রগণ ব্রহ্মার সভা দর্শন করিবার জন্য একদিন মেরুশৃঙ্গে গমন করিয়াছিলেন।৫-৬

খ্যাতিমান্ ও তেজস্বী সেই সনকাদি ঋষিগণ সেখানে বিষ্ণুপাদোদ্ভবা সীতানাম্নী মহাপুণ্যা গঙ্গানদী নিরীক্ষণ করিয়া স্নান করিবার জন্য উদ্যোগী হইলেন।৭

এই সময়ে দেবর্ষি নারদ শ্রীহরির নারায়ণাদি নামকীর্তন করিতে করিতে সেখানে আগমন করিলেন। হে নারায়ণ, অচ্যুত, অনন্ত, বাসুদেব, জনার্দন, যজ্ঞেশ, যজ্ঞপুরুষ, রাম, বিষ্ণো! তোমাকে নমস্কার করিতেছি। শ্রীহরির পূর্বোক্ত নামসকল কীর্তন করিতে করিতে নারদ নিখিল জগৎ পবিত্র করত ত্রিলোকের একমাত্র পাবনী গঙ্গাদেবীর স্তব করিয়া তথায় আগমন করিলেন।৮-১০

অনন্তর নারদমুনিকে আসিতে দেখিয়া মহাদীপ্তিশালী সনকাদি ঋষিগণ তাঁহার যথাযোগ্য পূজা করিলেন। নারদমুনিও সনকাদি মুনিগণের অভিবাদন করিলেন।১১

অনন্তর সেই সভামধ্যে নারায়ণভক্ত নারদমুনিকে সনৎকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন।১২

যেনেদমখিলং জাতং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্।
গঙ্গা পাদোদ্ভবা যস্য কথং স জ্ঞায়তে হরিঃ ॥১৪
অনুগ্রাহ্যোঽস্মি যদি তে তত্ত্বতো বক্তুমর্হসি।

নারদ উবাচ—

নমঃ পরায় দেবায় পরাৎপরতরায় চ ॥১৫
পরাৎপরনিবাসায় সগুণায়াগুণায় চ।
জ্ঞানাজ্ঞানস্বরূপায় ধর্ম্মাধর্ম্মস্বরূপিণে।
বিদ্যাবিদ্যাস্বরূপায় স্ব-স্বরূপায় তে নমঃ ॥১৬
যো দৈত্যহন্তা নরকান্তকশ্চ
ভুজাগ্রমাত্রেণ চ ধর্ম্মগোপ্তা।
ভূভারসঞ্জাতবিনোদকামং
নমামি দেবং রঘুবংশদীপম্ ॥১৭
আবির্ভূতশ্চতুর্দ্ধা যঃ কপিভিঃ পরিবারিতঃ।
হতবান্ রাক্ষসানীকং রামং দাশরথিং ভজে ॥১৮
এবমাদীন্যনেকানি চরিতানি মহাত্মনঃ।
তেষাং নামানি সংখ্যাতুং শক্যতে নাব্দকোটিভিঃ ॥১৯
মহিমানং তু যন্নাম্নঃ পারং গন্তুং ন শক্যতে ॥২০
মনবোঽপি মুনীন্দ্রাশ্চ কথং তং ক্ষুল্লকো ভজেৎ।
যন্নাম্নঃ স্মরণেনাপি মহাপাতকিনোঽপি যে ॥২১
পাবনত্বং প্রপদ্যন্তে কথং স্মরামি ক্ষুল্লধীঃ।
রামায়ণপরা যে তু ঘোরে কলিযুগে দ্বিজাঃ ॥২২
ত এব কৃতকৃত্যাশ্চ তেষাং নিত্যং নমোঽস্তুতে।
ঊর্জে মাসি সিতে পক্ষে চৈত্রে মাঘে তথৈব চ ॥২৩
নবাহ্না কিল শ্রোতব্যং রামায়ণকথামৃতম্।
গৌতমশাপতঃ প্রাপ্তঃ সুদাসো রাক্ষসাধমঃ ॥২৪

সনৎকুমার বলিলেন,—হে মহাপ্রাজ্ঞ নারদ! শ্রেষ্ঠ-মুনিগণের মধ্যে আপনিই সর্ব্বজ্ঞ ও হরিভক্তি-পরায়ণ বলিয়া আপনার অপেক্ষা অধিক আর কেহই নাই।১৩

হরি স্থাবর-জঙ্গমাত্মক এই জগৎ সৃজন করিয়াছেন। তাঁহারই পাদপদ্ম হইতে গঙ্গার আবির্ভাব হইয়াছে। কি উপায় অবলম্বন করিলে সেই হরির সন্ধান পাওয়া যায়?১৪

হে নারদ! যথার্থরূপে হরির সন্ধানের উপায় বলিলে বড়ই অনুগৃহীত হইব। নারদ বলিলেন,—যিনি পর, পরাৎপর, পরাৎপরনিবাস, সগুণ, নির্গুণ, জ্ঞান ও অজ্ঞান এবং ধর্ম ও অধর্ম্মস্বরূপ, সেই দেবতাকে নমস্কার করিতেছি, যিনি বিদ্যা ও অবিদ্যাস্বরূপ তাঁহার সেই স্বরূপকে নমস্কার করিতেছি।১৫-১৬

যিনি দৈত্যকুলকে নিধন করিয়াছেন, নরকাসুরকে বধ করিয়াছেন, ভুজাগ্র দ্বারাই (দুষ্টদমনপূর্ব্বক) যিনি ধর্ম রক্ষা করেন, যিনি ভূলোকের ভারসমূহ হরণ করিতে ইচ্ছুক, যিনি চারি অংশে আবির্ভূত হইয়া বানরগণ-পরিবৃত হইয়াছেন, সেই রঘুকুলপ্রদীপকে নমস্কার করিতেছি। রাক্ষসসৈন্যগণ যাঁহার হস্তে নিহত হইয়াছে, যাঁহার চরিত্র মনোহর, সেই দশরথনন্দন রামচন্দ্রকে ভজনা করিতেছি।১৭-১৮

শ্রীরাম তাঁহার সুমধুরচরিত্রবলে বিশ্বের মঙ্গলজনক যে সকল অনুষ্ঠান করিয়াছেন, কোটিবর্ষেও সেই সকল অনুষ্ঠানের নাম ও তাঁহার মহিমা সম্যগ্‌রূপে বলা যায় না। মনু ও মুণীন্দ্রগণ যেই রামনামের সীমায় উপনীত হইতে সক্ষম হন নাই, ক্ষুদ্র জীব কিরূপে তাঁহার ভজনা করিতে সমর্থ হইবে? যাহারা মহাপাপে নিমগ্ন, তাহারাও সেই রামনাম স্মরণ করিয়া পবিত্র হয়। আমি ক্ষুদ্রবুদ্ধি, সেই রামনামের মহিমা স্মরণ করিতে আমি কি প্রকারে সমর্থ হইব? ঘোর কলিযুগে যে সকল দ্বিজ রামায়ণের অনুরাগী, তাঁহারাই কৃতার্থ, তাঁহাদের উদ্দেশ্যে আমি নমস্কার নিবেদন করিতেছি। কার্ত্তিক, চৈত্র ও মাঘমাসে শুক্লপক্ষে নয়দিনে রামায়ণকথামৃত শ্রবণ করিবে। গৌতম-মুনির অভিশাপে সুদাস রাক্ষসাধম হইয়াছিল। রাক্ষসদেহলাভের পর সুদাস রামায়ণ শ্রবণ করে এবং তাহারই প্রভাবে মুক্তিলাভ করে। হে মুনিসত্তম! যে রামায়ণ সর্ব্বধর্ম্মের ফল প্রদান করে, সেই রামায়ণ কাহার রচিত? কি কারণে সুদাস

রামায়ণপ্রভাবেন ... ং প্রা... নসৌ।
রামায়ণং কেন ... ং সর্বধর্মফলপ্রদম্ ॥২৫
শপ্তঃ কথং গৌতমেন সৌদাসো মুনিসত্তম।
রামায়ণপ্রভাবেন কথং ভূয়ো বিমোক্ষিতঃ ॥২৬
অনুগ্রাহ্যোঽস্মি যদি তে তত্ত্বতো বক্তুমর্হসি।
সর্বমেতদশেষেণ মুনে নো বক্তুমর্হসি ॥২৭
শৃণ্বতাং বদতাং চৈব কথাং পাপবিনাশিনীম্।
শৃণু রামায়ণং বিপ্র যদ্ বাল্মীকি-মুখোদ্গতম্ ॥২৮
নবাহ্না খলু শ্রোতব্যং রামায়ণকথামৃতম্।
আস্তে কৃতযুগে বিপ্রো ধর্ম-কর্মবিশারদঃ ॥২৯
সোমদত্ত ইতি খ্যাতো নাম্না ধর্মপরায়ণঃ।
বিপ্রস্তু গৌতমাখ্যেন মুনিনা ব্রহ্মবাদিনা ॥৩০
শ্রাবিতাঃ সর্বধর্মৈশ্চ গঙ্গাতীরে মনোরমে।
পুরাণশাস্ত্রকথনৈস্তেনাসৌ বোধিতোঽপি চ ॥৩১
শ্রুতবান্ সর্বধর্মান্ বৈ তেনোক্তানখিলানপি।
কদাচিৎ পরমেকান্তে পরিচর্য্যাপরোঽভবৎ ॥৩২
উপস্থিতায়াপি তস্মৈ প্রণামং ন... চ।
স তু শান্তো মহাবুদ্ধির্গৌতমস্তেজসাং নিধিঃ ॥৩৩
শাস্ত্রোদিতানি কর্মাণি করোতি স মুদং যযৌ।
যস্ত্বর্চিতো ... শিবঃ সর্ব জগদ্গুরুঃ ॥৩৪
গুর্ববজ্ঞাকৃতং পাপং রাক্ষসত্বে নিযুক্তবান্।
উবাচ প্রাঞ্জলিভূর্ত্বা বিনয়েষু চ ... ॥৩৫

(বিপ্র উবাচ)—

ভগবন্ সর্বধর্মজ্ঞ সর্বদর্শিন্ সুরেশ্বর।
ক্ষমস্ব ভগবন্ সর্বমপরাধং কৃতং ময়া ॥৩৬

গৌতম উবাচ—

ঊর্জে মাসে সিতে পক্ষে রামায়ণকথামৃতম্।
নবাহ্নৈচব শ্রোতব্যং ভক্তিভাবেন সাদরম্ ॥৩৭

গৌতমমুনির অভিশাপ প্রাপ্ত হয় এবং রামায়ণ-প্রভাবে কি ভাবেই বা মুক্তিলাভ করে? ১৯-২৬

যদি আমি আপনার অনুগ্রহের যোগ্য হই, তাহা হইলে আপনি সেই বৃত্তান্ত যথার্থরূপে বর্ণনা করুন। হে মুনে! যেই রামায়ণী কথা শ্রবণ করিলে পাপ বিনষ্ট হয়, সেই রামায়ণী কথা আমার নিকটে বিস্তৃতভাবে বলিবেন কি? হে বিপ্র! বাল্মীকিমুনির মুখনিঃসৃত রামায়ণ শ্রবণ করুন। এই রামায়ণকথামৃত নয়দিনব্যাপী শ্রবণ করিতে হয়। সত্যযুগে সোমদত্তনামে এক ধর্মপরায়ণ ব্রাহ্মণ ছিলেন। ধর্মীয় কর্মানুষ্ঠানে তাঁহার অতিশয় নিপুণতা ছিল। গঙ্গার মনোরম তীরে গৌতমনামে এক ব্রহ্মজ্ঞ মুনি সেই সোমদত্ত বিপ্রকে ধর্মসম্বন্ধীয় ও পুরাণাদি শাস্ত্রসম্বন্ধীয় বহু কথা শ্রবণ করান, এবং তদ্দ্বারা তাঁহার প্রভূত জ্ঞানের উদয় হয়। গৌতমমুনির সমস্ত উপদেশ তিনি শ্রবণ করেন। কোনও এক সময়ে সোমদত্ত গৃহের একপ্রান্তে পরিচর্য্যায় রত আছেন, এমন সময়ে অমিত-তেজস্বী, ধীমান্, শান্তস্বভাব গৌতমমুনি তথায় উপস্থিত হইলেন। সোমদত্ত গুরু গৌতমকে উপস্থিত দেখিয়াও তাঁহার প্রতি প্রণতিনিবেদন করেন নাই। কিন্তু গুরু গৌতম, শিষ্য শাস্ত্রবিহিত কর্ম করিতেছে, এইজন্য আনন্দবোধ করিলেন এবং তিনি ভাবিলেন—সমগ্র বিশ্বের যিনি গুরু সেই পরমমঙ্গলময় যে শিবের আমি আরাধনা করি, এও সেই শিবের আরাধনা করিতেছে। কিন্তু গুরুর প্রতি অবজ্ঞাপ্রদর্শন করায় তাহার যে পাপ হইল, তাহার ফলে গুরু গৌতম তাহাকে অভিশাপ দিলেন,—তুমি রাক্ষসশরীর লাভ কর। বিপ্র সোমদত্ত গুরুর অভিশাপ শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীতভাবে বলিলেন,—হে ভগবন্! সর্বধর্মজ্ঞানযুক্ত, সর্বদর্শিন্ সুরেশ্বর! আমার কৃত সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করুন।২৭-৩৬

গৌতম বলিলেন,—বৎস! কার্তিকমাসের শুক্লপক্ষে নয়দিনব্যাপী ভক্তিযুক্তচিত্তে সানন্দে রামায়ণকথামৃত শ্রবণ করিবে। ইহা দীর্ঘকাল শ্রবণ করিতে হইবে না, মাত্র দ্বাদশবর্ষকাল শ্রবণ করিবে। গুরুর বাক্যে প্রীতিলাভ করিয়া তাঁহার চরণযুগল বন্দনা করিলেন এবং বলিলেন,—হে মহাপ্রাজ্ঞ! রামায়ণ কে রচনা করিয়াছেন এবং সেই রামায়ণে কাহার চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে? হে দেব! সে সমস্ত বিষয় সংক্ষেপে আমাকে বলুন।৩৭-৩৯

নাত্যন্তিকং ভবেদেতদ্দ্বাদশাব্দং ভবিষ্যতি।
কেন রামায়ণং প্রোক্তং চরিতানি তু কস্য বৈ ॥৩৮
মনসা প্রীতিমাপন্নো ববন্দে চরণৌ গুরোঃ।
এতৎসর্বং মহাপ্রাজ্ঞ সংক্ষেপাদ্বক্তুমর্হসি ॥৩৯

গৌতম উবাচ—

শৃণু রামায়ণং বিপ্র বাল্মীকিমুনিনা কৃতম্।
যেন রামাবতারেণ রাক্ষসা রাবণাদয়ঃ ॥৪০
হতাস্তু দেবকার্য্যং হি চরিতং তস্য তচ্ছৃণু।
কার্ত্তিকে চ সিতে পক্ষে কথা রামায়ণস্য তু ॥৪১
নবমেঽহনি শ্রোতব্যা সর্বপাপপ্রণাশিনী।
ইত্যুক্ত্বা চার্থসম্পন্নো গৌতমঃ স্বাশ্রমং যযৌ ॥৪২
বিপ্রোঽপি দুঃখমাপন্নো রাক্ষসীং তনুমাশ্রিতঃ।
ক্ষুৎপীড়িতঃ পিপাসার্ত্তো নিত্যং ক্রোধপরায়ণঃ ॥৪৩
কৃষ্ণক্ষপাদ্যুতির্ভীমো বভ্রাম বিজনে বনে।
মৃগাংশ্চ বিবিধাংস্তত্র মনুষ্যাংশ্চ সরীসৃপান্ ॥৪৪
বিহগান্ প্লবগাংশ্চৈব প্রসভাত্তানভক্ষয়ৎ।
অস্থিভির্বহুভির্বিপ্রাঃ পীতরক্ত কলেবরৈঃ ॥৪৫
রক্তার্দ্রপ্রেতকৈশ্চৈব তেনাসীদ্ভুবি ভয়ঙ্করঃ।
ঋতুত্রয়ে স পৃথিবীং শতযোজনবিস্তরাম্ ॥৪৬
কৃত্বাঽতিদুঃখিতঃ পশ্চাদ্ বনান্তরমগাৎ পুনঃ।
তত্রাপি কৃতবান্নিত্যং নরমাংসাশনং তদা ॥৪৭
জগাম নর্মদাতীরে সর্বলোকভয়ঙ্করঃ।
এতস্মিন্নন্তরে প্রাপ্তঃ কশ্চিদ্ বিপ্রোঽতিধার্মিকঃ ॥৪৮
কলিঙ্গদেশসম্ভূতো নাম্না গর্গ ইতি স্মৃতঃ।
বহন্ গঙ্গাজলং স্কন্ধে স্তুবন্ বিশ্বেশ্বরং প্রভুম্ ॥৪৯
গায়ন্নামানি রামস্য সমায়াতোঽতিহর্ষিতঃ।
তমায়ান্তং মুনিং দৃষ্ট্বা সুদাসো নাম রাক্ষসঃ ॥৫০
প্রাপ্তা নঃ পারণেত্যুক্ত্বা ভুজাবুদ্যম্য তং যযৌ।
তেন কীর্তিতনামানি শ্রুত্বা দূরে ব্যবস্থিতঃ ॥৫১
অসক্তস্তং দ্বিজং হন্তুমিদমূচে স রাক্ষসঃ।

গৌতম বলিলেন,—হে বিপ্র! শ্রবণ কর। বাল্মীকিমুনি রামায়ণ রচনা করিয়াছেন। ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া যিনি রাবণাদি নিশাচরগণকে বধ করিয়াছেন, দেবতাগণের ন্যায় যাঁহার আচরণ, সেই শ্রীরামের চরিত্র শ্রবণ কর। কার্তিকমাসের শুক্লপক্ষে নয়দিনব্যাপী রামায়ণী কথা শ্রবণ করিবে। ইহা শ্রবণ করিলে সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়। এই কথা বলিয়া গৌতম স্বীয় আশ্রমে চলিয়া গেলেন।৪০-৪২

বিপ্র সোমদত্ত রাক্ষসদেহ লাভ করিয়া ক্ষুধায় ও পিপাসায় পীড়িত ও কাতর হইয়া দুঃখ পাইতে লাগিল। দিন দিন তাহার ক্রোধরিপু প্রবল হইয়া উঠিল। কৃষ্ণপক্ষীয় রাত্রির অন্ধকার যেরূপ ভয়াবহ, তাহার অঙ্গের দ্যুতিও সেইরূপ ভয়াবহ হইল। সে বিজনবনে ভ্রমণ করিতে লাগিল। ছয়মাসে শতযোজনবিস্তৃত পৃথিবীর বিবিধ মৃগ, মনুষ্য, সর্প, পক্ষী ও বানরদিগকে বলপূর্বক ধরিয়া ভক্ষণ করিতে লাগিল। হে বিপ্রগণ! বহু অস্থি, পীত, রক্ত, কলেবর ও রক্তসিক্ত প্রেতকলেবর দ্বারা সজ্জিত হওয়ায় তাহাকে ভয়ঙ্কর দেখাইতে লাগিল। এইরূপ কার্য্য করার পরে তাহার প্রাণে নিদারুণ দুঃখ উপস্থিত হইল। সে তখন এই বন পরিত্যাগ করিয়া অন্য বনে চলিয়া গেল এবং সেখানেও নিত্যই নরমাংস ভোজন করিতে লাগিল।৪৩-৪৭

অতঃপর সর্বলোকভয়ঙ্কর রাক্ষসদেহী সেই বিপ্র নর্মদা-নদীতীরে গমন করিল। সেখানে কলিঙ্গদেশজাত গর্গনামক এক ধার্মিক বিপ্রের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। দেখিল—সেই গর্গমুনির স্কন্ধে গঙ্গাজলপাত্র, মুখে বিশ্বেশ্বর উদ্দেশ্যে উচ্চারিত স্তুতিবাক্য ও শ্রীরামের নাম-গান এবং তাঁহার হৃদয়ে অপূর্ব আনন্দ যেন উথলিয়া উঠিয়াছে। গর্গমুনিকে আসিতে দেখিয়া সুদাস বাহুযুগল উদ্যত করত মুনির প্রাণনাশের জন্য তাঁহার দিকে গমন করিল এবং বলিল,—আজ আমার পারণ জুটিয়াছে। সুদাস দূর হইতে গর্গমুনির মুখনিঃসৃত রামনাম-কীর্তন শুনিয়া তাঁহাকে বধ করিবার ক্ষমতা হারাইল ও বলিতে লাগিল,—হে ভদ্র মহাভাগ! তুমি মহাত্মা, তোমাকে প্রণাম করিতেছি। আহা! কি আশ্চর্য্য! শ্রীরামের নাম স্মরণমাত্র রাক্ষসও দূরে

রাক্ষস উবাচ—

অহো ভদ্র মহাভাগ নমস্তুভ্যং মহাত্মনে ॥৫২

নামস্মরণমাত্রেণ রাক্ষসা অপি দূরগাঃ।

ময়া প্রভক্ষিতা পূর্বং বিপ্রাঃ কোটি-সহস্রশঃ ॥৫৩

নামপ্রাবরণং বিপ্র রক্ষতি ত্বাং মহাভয়াৎ।

নামস্মরণমাত্রেণ রাক্ষসা অপি ভো বয়ম্ ॥৫৪

পরাং শান্তিং সমাপন্না মহিমানোঽচ্যুতস্য হি।

সর্বথা ত্বং মহাভাগ রাগাদিরহিতো দ্বিজ ॥৫৫

রামকথাপ্রভাবেণ পাহ্যস্মাৎ পাতকোন্নতাৎ।

গুর্ববজ্ঞা ময়া পূর্বং কৃতা চ মুনিসত্তম ॥৫৬

কৃতাশ্চানুগ্রহঃ পশ্চাদ্ গুরুণোক্তমিদং বচঃ।

বাল্মীকিমুনিনা পূর্বং কথা রামায়ণস্য চ ॥৫৭

ঊর্জে মাসি সিতে পক্ষে শ্রোতব্যা চ প্রযত্নতঃ।

গুরুণাপি পুনঃ প্রোক্তং রম্যং তু শুভদং বচঃ ॥৫৮

নবাহ্না খলু শ্রোতব্যং রামায়ণকথামৃতম্।

তস্মাদ্ ব্রহ্মন্ মহাভাগ সর্বশাস্ত্রার্থকোবিদ ॥৫৯

কথাশ্রবণমাত্রেণ মুচ্যন্তে পাপকর্মভিঃ।

ততো রামায়ণং খ্যাতং রামমাহাত্ম্যমুত্তমম্ ॥৬০

নিশম্য বিস্ময়াবিষ্টো বভূব দ্বিজসত্তমঃ।

ততো বিপ্রঃ কৃপাবিষ্টো রামনামপরায়ণঃ ॥৬১

সুদাসরাক্ষসং নাম চেদং বাক্যমথাব্রবীৎ।

রাক্ষসেন্দ্র মহাভাগ মতিস্তে বিমলাঽভবৎ ॥৬২

অস্মিন্নূর্জে সিতে পক্ষে রামায়ণকথাং শৃণু।

শৃণু ত্বং রামমাহাত্ম্যং রামভক্তিপরায়ণ ॥৬৩

রামধ্যানপরাণাঞ্চ কঃ সমর্থঃ প্রবোধিতুম্।

রামভক্তিপরো যত্র তত্র ব্রহ্মা হরিঃ শিবঃ ॥৬৪

তত্র দেবাশ্চ সিদ্ধাশ্চ রামায়ণপরা নরাঃ।

তস্মাদূর্জে সিতে পক্ষে রামায়ণকথাং শৃণু ॥৬৫

চলিয়া যায়। হে বিপ্র! পূর্বে আমি সহস্র-সহস্রকোটি বিপ্র ভক্ষণ করিয়াছি। তোমার মুখে রামনাম শ্রবণ করিয়া তোমাকে বধ করিতে অক্ষম হইলাম। রামনামের মহিমা আজ তোমাকে রক্ষা করিয়াছে। রামনামের বর্ম পরিধান করিয়াছ বলিয়াই আজ মহাভয় হইতে রক্ষা পাইলে। হে বিপ্র! আমরা রাক্ষস হইয়াও রামনাম স্মরণমাত্র পরমশান্তি লাভ করিতেছি। আহা! সেই অচ্যুত শ্রীরামের কি অপূর্ব নামমহিমা! হে দ্বিজ! তুমি সর্বথা অনাসক্ত। হে মুনিসত্তম! পূর্বে আমি গুরুর বাক্যে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া মহাপাপ-পঙ্কে নিমগ্ন হইয়াছি। আপনি রাম-নামের মহিমা কীর্তন করিয়া আমাকে সেই পাপপঙ্ক হইতে উদ্ধার করুন। আমার ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইয়া গুরুদেব আমাকে অভিশাপ প্রদান করেন এবং আমার প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া বলিয়াছিলেন—কার্তিকমাসের শুক্লপক্ষে বাল্মীকিকৃত রামায়ণ-কথা যত্নপূর্বক শ্রবণ করিও। গুরুদেব আরও একটি শুভপ্রদ ও মনোরম উপদেশ প্রদান করেন।৪৮-৫৮

কার্তিকমাসের শুক্লপক্ষে নয়দিনব্যাপী রামায়ণ-কথামৃত শ্রবণ করিবে। হে ব্রহ্মন্! হে মহাভাগ! হে সর্বশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞ! গুরুদেবের কথা হইতে ইহাই বুঝিতে পারিয়াছি যে, রামায়ণী কথা শ্রবণ করিলে পাপিগণের পাপ বিদূরিত হয়। রাক্ষসের মুখে রামায়ণের মাহাত্ম্যকীর্তন শ্রবণ করিয়া সেই দ্বিজশ্রেষ্ঠ বিস্মিত হইলেন। তৎপর রামনামপরায়ণ সেই বিপ্র কৃপাপূর্বক সুদাসকে বলিলেন,—হে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ! মহাভাগ! তোমার বুদ্ধি নির্মল হইয়াছে।৫৯-৬২

এই কার্তিকমাসের শুক্লপক্ষে রামায়ণী কথা শ্রবণ কর। হে শ্রীরামভক্ত! তুমি শ্রীরামের মাহাত্ম্য শ্রবণ কর। শ্রীরামচন্দ্রধ্যানপরায়ণ ব্যক্তিকে কে জ্ঞানদান করিতে সমর্থ হইবে? কারণ, যেখানে শ্রীরামের ভক্ত আছেন, সেখানে ব্রহ্মা, হরি ও শিব বিরাজ করেন এবং দেবগণ, সিদ্ধগণ ও রামায়ণের অনুরাগিগণও সেখানে অবস্থান করেন। সেইহেতু তোমাকে বলিতেছি যে, সর্বদা অবহিতচিত্তে কার্তিকমাসের শুক্লপক্ষে নয়দিনব্যাপী রামায়ণী কথা শ্রবণ করিবে। এইরূপ

নবাহ্না খলু শ্রোতব্যং সাবধানঃ সদা ভব।
ইত্যুক্ত্বা কথয়ামাস রামায়ণকথাং মুনিঃ ॥৬৬
কথাশ্রবণমাত্রেণ রাক্ষসত্বমপাকৃতম্।
বিসৃজ্য রাক্ষসং ভাবমভবদ্দেবতোপমঃ ॥৬৭
কোটিসূর্য্যপ্রতীকাশো নারায়ণসমপ্রভঃ।
শঙ্খ-চক্র-গদাপাণির্হরেঃ সদ্ম জগাম সঃ ॥৬৮
স্তুবন্তং ব্রাহ্মণং সম্যক্ জগাম হরিমন্দিরম্ ॥৬৯

নারদ উবাচ—

তস্মাচ্ছৃণুধ্বং বিপ্রেন্দ্রা রামায়ণকথামৃতম্।
স তস্য মহিমা তত্র ঊর্জ্জে মাসি চ কীর্ত্যতে ॥৭০

যন্নামস্মরণাদেব মহাপাতককোটিভিঃ।
বিমুক্তঃ সর্বপাপেভ্যো নরো যাতি পরাং গতিম্ ॥৭১
রামায়ণে হি যন্নাম সকৃদপ্যুচ্যতে সদা।
তদৈব পাপনির্মুক্তো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥৭২
যে পঠন্তি সদাখ্যানং ভক্ত্যা শৃণ্বন্তি যে নরাঃ।
গঙ্গাস্নানাচ্ছতগুণং তেষাং সংজায়তে ফলম্ ॥৭৩

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে উত্তরখণ্ডে নারদ-সনৎকুমার-সংবাদে রামায়ণমাহাত্ম্যে রাক্ষসমোক্ষণং নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

উপদেশ প্রদান করিয়া গর্গমুনি সুদাসকে রামায়ণী কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। গর্গমুনির মুখ হইতে রামায়ণী কথা শ্রবণমাত্র সুদাসের রাক্ষসত্ব বিদূরিত হইল ও সে তখন দেবভাব প্রাপ্ত হইল।৬৩-৬৭

রাক্ষসত্ব দূরীভূত হওয়ার পর সুদাসের অঙ্গে কোটি সূর্য্যের দীপ্তির ন্যায় দীপ্তি প্রকাশ পাইতে লাগিল এবং সে তখন গর্গমুনির সবিশেষ স্তব করিতে করিতে নারায়ণসদৃশ প্রভায় প্রভান্বিত হইয়া শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারণপূর্বক শ্রীহরির আবাসে গমন করিল।৬৮-৬৯

নারদ বলিলেন,—হে বিপ্রশ্রেষ্ঠগণ! আপনারা রামায়ণকথামৃত শ্রবণ করুন। শাস্ত্রে এইরূপ কথিত হইয়াছে যে, কার্তিকমাসে রামায়ণকথামৃত শ্রবণ করিবে।৭০

জীব কোটি মহাপাপ করিলেও রামনাম স্মরণমাত্র সমস্ত পাপ হইতে মুক্তিলাভ করে এবং শ্রেষ্ঠগতি প্রাপ্ত হয়। যিনি প্রত্যহ একবার রামনাম উচ্চারণ করেন, তাঁহার সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয় এবং তিনি বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হন। যে সকল মানুষ সর্বদা ভক্তিসহকারে শ্রীরামের আখ্যায়িকা পাঠ ও শ্রবণ করে, তাহাদের গঙ্গাস্নান অপেক্ষা শতগুণ ফললাভ হয়।

শ্রীস্কন্দপুরাণান্তর্গত উত্তরখণ্ডে নারদ-সনৎকুমার-সংবাদে রামায়ণ-মাহাত্ম্যের রাক্ষসমোক্ষণনামক দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

বিবিধ ম
বলপূর্বক ধরিয়া
বহু অস্থি, পীত, র
দ্বারা সজ্জিত হওয়

তৃতীয়ঃ অধ্যায়ঃ

সনৎকুমার উবাচ—

অহো বিপ্র ইদং প্রোক্তমিতিহাসঞ্চ নারদ।
রামায়ণস্য মাহাত্ম্যং ত্বং পুনর্বদ বিস্তরাৎ ॥১
অন্যমাসস্য মাহাত্ম্যং কথয়স্ব প্রসাদতঃ।
কস্য নো জায়তে তুষ্টির্মুনে ত্বদ্‌বচনামৃতাৎ ॥২

নারদ উবাচ—

সর্বে যূয়ং মহাভাগাঃ কৃতার্থা নাত্র সংশয়ঃ।
যতঃ প্রভাবং রামস্য ভক্তিতঃ শ্রোতুমুদ্যতাঃ ॥৩
মাহাত্ম্যশ্রবণং যস্য রাঘবস্য কৃতাত্মনাম্।
দুর্লভং প্রাহুরত্যন্তং মুনয়ো ব্রহ্মবাদিনঃ ॥৪
শৃণুধ্বমৃষয়শ্চিত্রমিতিহাসং পুরাতনম্।
সর্বপাপপ্রশমনং সর্বরোগবিনাশনম্ ॥৫
আসীৎ পুরা দ্বাপরে চ সুমতির্নাম ভূপতিঃ।
সোমবংশোদ্ভবঃ শ্রীমান্ সপ্তদ্বীপৈকনায়কঃ ॥৬
ধর্মাত্মা সত্যসম্পন্নঃ সর্বসম্পদ্‌বিভূষিতঃ।
সদা রামকথাসেবী রামপূজা-পরায়ণঃ ॥৭
রামপূজাপরাণাঞ্চ শুশ্রূষুরনহঙ্কৃতিঃ।
পূজ্যেষু পূজানিরতঃ সমদর্শী গুণান্বিতঃ ॥৮
সর্বভূতহিতঃ শান্তঃ কৃতজ্ঞঃ কীর্তিমান্নৃপঃ।
তস্য ভার্য্যা মহাভাগা সর্বলক্ষণসংযুতা ॥৯
পতিব্রতা পতিপ্রাণা নাম্না সত্যবতী শ্রুতা।
তাবুভৌ দম্পতী নিত্যং রামায়ণ-পরায়ণৌ ॥১০
অন্নদানরতৌ নিত্যং জলদানপরায়ণৌ।
তড়াগারাম-প্রপাদীনসংখ্যাতানকারয়ৎ ॥১১

তৃতীয় অধ্যায়

সনৎকুমার বলিলেন,—হে বিপ্র নারদ! আপনি রামায়ণের মাহাত্ম্য ও তাহার ইতিকথা বর্ণনা করিয়াছেন, পুনরায় বিস্তৃতভাবে রামায়ণের মাহাত্ম্য বলুন।১

কার্তিকমাসে রামায়ণ শ্রবণ করিলে পুণ্যলাভ হয়—তাহা বলিয়াছেন। এক্ষণে কৃপাপূর্বক অন্যমাসের মাহাত্ম্য বলুন। হে মুনে! আপনার বচনামৃত শ্রবণ করিলে কাহার না আনন্দ হয়?২

নারদ বলিলেন,—হে মহাভাগগণ! আপনারা রামনামের ইতিহাস শ্রবণ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন বলিয়াই ভক্তিযুক্তভাবে রামমাহাত্ম্য শ্রবণ করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন, ইহা নিঃসন্দেহে বুঝিলাম।৩

ব্রহ্মবাদি-মুনিগণ বলেন যে, যাঁহারা আত্ম-সাক্ষাৎকারে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহাদের রামমাহাত্ম্য-শ্রবণ অতি দুর্লভ বলিয়া জানিবে।৪

হে ঋষিগণ! আপনারা সেই বিচিত্র পুরাতন ইতিহাস শ্রবণ করুন—যাহা শ্রবণ করিলে সমস্ত পাপ ও ব্যাধি বিনষ্ট হয়।৫

পুরাকালে দ্বাপরযুগে সুমতিনামে এক রাজা ছিলেন। সোমবংশসম্ভূত সেই রাজা সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর অধিনায়ক ছিলেন।৬

তিনি ধার্মিক, সত্যবাদী ও সর্বসম্পদে বিভূষিত ছিলেন। রামায়ণের কথা কীর্তন করা তাহার সর্বদা কর্তব্যকর্ম ছিল। তিনি স্বয়ং শ্রীরামের পূজা করিতেন এবং রামপূজা-পরায়ণদিগের সেবা করিতেন। অহঙ্কার-শূন্য হইয়া রামায়ণী কথা শ্রবণ করিতে তাঁহার আনন্দ হইত। সেই কীর্তিমান্ নৃপতি পূজনীয়গণের পূজা করিতেন। তিনি সমদর্শী ছিলেন এবং প্রাণিগণের হিতসাধন তাঁহার প্রধান গুণ ছিল। তিনি স্বভাবতঃ শান্ত ও কৃতজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার পত্নীর নাম সত্যবতী, তিনি মহাভাগা, সর্বলক্ষণান্বিতা, পতিব্রতা ও পতিপ্রাণা ছিলেন। নিত্য রামায়ণ-সেবা সেই রাজা ও রাণীর অবশ্য কর্তব্য কর্ম ছিল। সেই রাজা অন্নদান, জলদান, তড়াগখনন, উপবননির্মাণ, পথিপার্শ্বে জলসত্রস্থাপন প্রভৃতি বহু সদনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। মহাত্মা রাজা সুমতি ভক্তি-ভাবে ভাবিত হইয়া স্বয়ং রামায়ণ শ্রবণ করিতেন ও অন্যান্য ব্যক্তিগণ যাহাতে শ্রবণ করিতে পারে, তাহার

সোঽপি রাজা মহাভাগো রামায়ণপরায়ণঃ।
বাচয়েচ্ছৃণুয়াদ্ বাপি ভক্তিভাবেন ভাবিতঃ ॥১২
এবং রামপরো নিত্যং রাজা তু ধর্মকোবিদঃ।
তস্য প্রিয়া সত্যবতী দেবী অপি সদাঽস্তুবৎ ॥১৩
বিশ্রুতৌ ত্রিষু লোকেষু দম্পতী তৌ হি ধার্মিকৌ।
আযযৌ বহুভিঃ শিষ্যৈর্দ্রষ্টুকামো বিভাণ্ডকঃ ॥১৪
বিভাণ্ডকং মুনিং দৃষ্ট্বা সুখমাপ্তো জনেশ্বরঃ।
পাদ্যমর্ঘ্যং সপত্নীকঃ পূজাভির্বহুবিস্তরম্ ॥১৫
কৃতাতিথ্যক্রিয়ং শান্তং কৃতাসনপরিগ্রহম্।
নিজাসনগতো ভূপঃ প্রাঞ্জলির্মুনিমব্রবীৎ ॥১৬

রাজোবাচ—

ভগবন্! কৃতকৃত্যোঽদ্য ত্বদভ্যাগমনেন ভোঃ।
সতামাগমনং সন্তঃ প্রশংসন্তি সুখাবহম্ ॥১৭
যত্র স্যান্মহতাং প্রেম তত্র স্যুঃ সর্বসম্পদঃ।
তেজঃ কীর্তির্ধনং পুত্র ইতি প্রাহুর্বিপশ্চিতঃ ॥১৮
তত্র বৃদ্ধিং গমিষ্যন্তি শ্রেয়াংস্যনুদিনং মুনে।
যত্র সন্তঃ প্রকুর্বন্তি মহতীং করুণাং প্রভো ॥১৯
যো মূর্ধ্নি ধারয়দ্ ব্রহ্মন্ বিপ্রপাদতলোকদম্।
স স্নাতো সর্বতীর্থেষু পুণ্যবান্ নাত্র সংশয়ঃ ॥২০
মম পুত্রাশ্চ দারাশ্চ সম্পদশ্চ সমর্পিতাঃ।
সমাজ্ঞাপয় শান্তাত্মন্ বয়ং কিং করবাণি তে ॥২১
ইত্থং বদন্তং ভূপং তং স নিরীক্ষ্য মুনীশ্বরঃ।
স্পৃশন্ করেণ রাজানং প্রত্যুবাচাতিহর্ষিতঃ ॥২২

ঋষিরুবাচ—

রাজন্! যদুক্তং ভবতা তৎ সর্বং ত্বৎকুলোচিতম্
বিনয়াবনতাঃ সর্বে পরং শ্রেয়ো ভজন্তি হি ॥২৩

ব্যবস্থা করিতেন। সতত রামভক্তিপরায়ণ এই রাজা ধর্মবিষয়ে বহু জ্ঞান অর্জন করিয়াছিলেন। রাজার প্রিয়া ভার্য্যা সত্যবতীদেবীও সর্বদা শ্রীরামের স্তব করিতেন।৭-১৩

সেই রাজা ও রাণী ধর্মপরায়ণ বলিয়া ত্রিলোকে কীর্তিত ছিলেন। একদিন বিভাণ্ডকমুনি বহু শিষ্যের সহিত রাজার নিকটে আগমন করিলেন। বিভাণ্ডকমুনির দর্শনে রাজার প্রাণে আনন্দের উদয় হইল, তিনি সপত্নীক শান্তস্বভাব-মুনিকে পাদ্য অর্ঘ্য প্রভৃতি বিবিধ উপচারে অর্চনা করিলেন। অতঃপর মুনি আসনে উপবেশন করিলে মুনির প্রতি যথাবিধি আতিথ্যসম্পাদন করিয়া রাজা স্বীয় আসনে উপবেশন করত কৃতাঞ্জলি-পুটে মুনিকে বলিলেন,—হে ভগবন্! আজ আপনার আগমনে আমি কৃতার্থ হইয়াছি। সজ্জনগণের শুভাগমন শুভপ্রদ বলিয়া সদাশয়গণ এইরূপ আগমনের প্রশংসা করেন।১৪-১৭

জ্ঞানিগণ বলেন,—যেখানে মহাত্মাদিগের প্রীতি বিরাজ করে, সেখানেই সর্বসম্পদ্, তেজঃ, কীর্তি, ধন ও পুত্র অবস্থান করে অর্থাৎ মহাত্মাগণের প্রীতির দ্বারা উক্ত সম্পৎসমূহ প্রাপ্ত হওয়া যায়। হে মুনে! প্রভো! যে স্থানে সাধুগণের কৃপাদৃষ্টি নিপতিত হয়, সে স্থানের মঙ্গলস্বাভাবিকভাবেই যেন দিন দিন বর্ধিত হয়। হে ব্রহ্মন্! যে ব্যক্তি বিপ্রপাদোদক মস্তকে ধারণ করে, সে পুণ্যবান্, বিপ্রপাদোদক মস্তকে ধারণ করায় তাহার সর্বতীর্থস্নানের ফললাভ হয়—এবিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। হে শান্তাত্মন্! আমার পত্নী, পুত্র ও ঐশ্বর্য্য সমস্তই আপনাকে সমর্পণ করিলাম। আদেশ করুন, এখন আপনার প্রীতিসম্পাদনের জন্য কি কার্য্য করিতে হইবে।১৮-২১

রাজার বাক্য-সমাপ্তির পর মুনিবর বিভাণ্ডক রাজার প্রতি দৃষ্টিপাত করত তাঁহার করস্পর্শপূর্বক অত্যন্ত হৃষ্টচিত্তে বলিলেন,—হে রাজন্! তুমি বিনীতভাবে যে সকল কথা বলিয়াছ, সে সমস্তই তোমার কুলোচিত বাক্য। বিনয়াবনতব্যক্তিগণই পরমমঙ্গললাভের অধিকারী। হে ভূপাল! সৎপথে তোমার মতি দেখিয়া প্রীতিলাভ করিলাম। হে মহাভাগ! তোমার মঙ্গল হউক। এক্ষণে তোমাকে আমি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি, তাহা বল।২২-২৪

শ্রীহরির প্রীতিলাভের জন্য যে উপায় অবলম্বনীয়, সে সম্বন্ধে বহু পুরাণে বহু উপদেশ উল্লিখিত আছে। হে ভূপাল! তুমি রামায়ণভক্ত, তোমার এই সাধ্বী

প্রীতোঽস্মি তব ভূপাল সম্মার্গপরিবর্তিনঃ।
স্বস্তি তেঽস্তু মহাভাগ যৎ পৃচ্ছামি তদুচ্যতাম্ ॥২৪
হরিসন্তোষকাম্যাসন্ পুরাণানি বহূন্যপি।
মাঘে মাসি চোদ্যতোঽসি রামায়ণপরায়ণ ॥২৬
তব ভার্য্যাপি সাধ্বীয়ং নিত্যং রামপরায়ণা।
কিমর্থমেতদ্ বৃত্তান্তং যথাবদ্ বক্তুমর্হসি ॥২৬

রাজোবাচ—

শৃণুষ্ব ভগবন্ সর্বং যৎ পৃচ্ছসি বদামি তৎ।
আশ্চর্য্যং যদ্ধি লোকানামাবয়োশ্চরিতং মুনে ॥২৭
অহমাসং পুরা শূদ্রো মালতির্নাম সত্তম।
কুমার্গনিরতো নিত্যং সর্বলোকাহিতে রতঃ ॥২৮
পিশুনো ধর্মবিদ্বেষী দেবদ্রব্যাপহারকঃ।
মহাপাতকিসংসর্গী দেবদ্রব্যোপজীবকঃ ॥২৯

গোঘ্নশ্চ ব্রহ্মহা চৌরো নিত্যং প্রাণিবধে রতঃ।
নিত্যং নিষ্ঠুরবক্তা চ পাপী বেশ্যাপরায়ণঃ ॥৩০
কিঞ্চিৎ কালে সংস্থিতোঽহমনাদৃত্য মহদ্বচঃ।
সর্ববন্ধুপরিত্যক্তো দুঃখী বনমুপাগমম্ ॥৩১
মৃগমাংসাশনং নিত্যং তথা মার্গবিরোধকৃৎ।
একাকী দুঃখবহুলো নিবসন্নির্জনে বনম্ ॥৩২
একদা ক্ষুৎপরিশ্রান্তো নিদাঘান্তে পিপাসিতঃ।
বসিষ্ঠস্যাশ্রমং দৃষ্ট্বা অপশ্যম্ নির্জনং বনম্ ॥৩৩
হংসকারণ্ডবাকীর্ণং তৎসমীপে মহৎ-সরঃ।
পর্য্যন্তে বনপুষ্পৌঘৈশ্ছাদিতং তম্মুনীশ্বর ॥৩৪
অপিবং তত্র পানীয়ং তত্তটে বিগতশ্রমঃ।
উন্মূল্য বিল্বমূলানি ময়া ক্ষুচ্চ নিবারিতা ॥৩৫
বসিষ্ঠস্যাশ্রমং তিষ্ঠন্ নিবাসং কৃতবানহম্।
শীর্ণৈঃ স্ফটিকসঙ্ঘাতৈস্তত্র গৃহমকারিষম্ ॥৩৬

ভার্য্যাও রামায়ণ-পরায়ণা। মাঘমাসে রামায়ণ শ্রবণ করিবার জন্য তোমাদের উভয়েরই আগ্রহ দেখিতেছি। রামায়ণের প্রতি তোমাদের এইরূপ আসক্তির কারণ কি? রামায়ণের বৃত্তান্তই বা কি প্রকার তাহা আমাকে বল।২৫-২৬

রাজা বলিলেন,—হে ভগবন্! আপনি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তৎসমস্তই বলিতেছি, শ্রবণ করুন। হে মুনে! লোকসমাজে আমাদের কিরূপ আশ্চর্য্য চরিত্র ছিল, তাহা বলিতেছি। হে সত্তম! পূর্বে আমি মালতি-নামে এক শূদ্র ছিলাম। কুপথে গমন ও সর্বলোকের অহিত আচরণ আমার স্বভাব ছিল। আমি অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও ধর্মদ্বেষী ছিলাম। দেবগণের দ্রব্য অপহরণ আমার বৃত্তি ছিল। মহাপাতকিগণের সহিত একত্রে বসবাস করিতাম এবং দেবগণের উদ্দেশ্যে সংগৃহীত দ্রব্য বলপূর্বক অপহরণ করিয়া তদ্দারা জীবিকানির্বাহ করিতাম।২৭-২৯

নিত্য গোবধ, ব্রহ্মবধ ও অন্যান্য প্রাণি-বধ করিতাম। আমি নিত্য বেশ্যাসক্ত, নিষ্ঠুরভাষী ও পাপী ছিলাম।৩০

বন্ধুগণের সহিত অবস্থিতিকালে কোনও এক সময়ে মহাপুরুষগণের বাক্যের প্রতি সম্মানপ্রদর্শন করি নাই বলিয়া সমস্ত বন্ধুগণ আমাকে পরিত্যাগ করে। বন্ধুগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া দুঃখিতহৃদয়ে বনে গমন করি। নির্জনবনে নিত্য মৃগমাংস ভক্ষণ করিতাম ও ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ করিতাম। এইভাবে নির্জনবনে একাকী বাস করিয়া বহু কষ্ট পাইতে লাগিলাম।৩১-৩২

গ্রীষ্মশেষে একদিন পরিশ্রান্ত ও ক্ষুৎপিপাসায় ক্লান্ত হইয়া বসিষ্ঠমুনির আশ্রম দেখিতে পাইলাম। তাহারই নিকটে এক নির্জনবনে একটি বৃহৎ সরোবর ছিল। সেই সরোবরে হংস-কারণ্ডব বিচরণ করিত। বনপুষ্প দ্বারা সরোবরটি আচ্ছাদিত ছিল। হে মুনীশ্বর! সেই সরোবর আমার নয়নগোচর হইলে আমি তথায় যাইয়া তাহার জল পান করিয়া শ্রান্তি দূর করিলাম। বিল্বতরুর মূল তুলিয়া তদ্দারা ক্ষুধার জ্বালা দূর করিলাম। কিছুদিন বসিষ্ঠমুনির আশ্রমে অবস্থান করিয়া সেই নির্জনবনে বাস করিতে লাগিলাম। অতঃপর শীর্ণ স্ফটিকখণ্ডসমূহ, শুষ্কতৃণ, পত্র ও কাষ্ঠদ্বারা একখানি আবাসগৃহ নির্মাণ করিয়া

পর্ণৈস্তৃণৈশ্চ কাষ্ঠৈশ্চ গৃহং সম্যক্ প্রকল্পিতম্।
তত্রাহং ব্যাধসত্বস্থো হত্বা বহুবিধান্ মৃগান্ ॥৩৭
আজীবিকাঞ্চ কুর্বাণো বৎসরাণাঞ্চ বিংশতিম্।
অথোপনয়তা সাধ্বী বিন্ধ্যদেশ-সমুদ্ভবা ॥৩৮
নিষাদকুলসম্ভূতা নাম্না কালীতি বিশ্রুতা।
বন্ধুবর্গৈঃ পরিত্যক্তা দুঃখিতা জীর্ণবিগ্রহা ॥৩৯
ব্রহ্মন্ ক্ষুত্তৃট্পরিশ্রান্তা শোচতী মুক্তিকীং ক্রিয়াম্
দৈবযোগাৎ সমায়াতা ভ্রামন্তী বিজনে বনে ॥৪০
মাসে গ্রীষ্মে চ তাপার্তা হৃন্তস্তাপপ্রপীড়িতা।
ইমাং দুঃখবতীং দৃষ্ট্বা জাতা মে বিপুলা ঘৃণা ॥৪১
ময়া দত্তং জলঞ্চাস্যৈ মাংসং বনফলং তথা।
গতশ্রমা তু সা পৃষ্টা ময়া ব্রহ্মন্ যথাতথম্ ॥৪২
ন্যবেদয়ৎ স্বকর্মাণি তানি শৃণু মহামুনে।
ইয়ং কালী তু নাম্না বৈ নিষাদকুলসম্ভবা ॥৪৩
দাম্ভিকস্য সুতাং বিদ্ধি ন্যবসদ্ বিন্ধ্যপর্বতে।
পরস্বহারিণী নিত্যং সদা পৈশুন্যবাদিনী ॥৪৪
বন্ধুবর্গৈঃ পরিত্যক্তা যতোঽহং পাপচারিণী।
কান্তারে বিজনে ব্রহ্মংস্ত্বৎসমীপমুপাগতা ॥৪৫
ইত্যেবং স্বকৃতং কর্ম সর্বং মহ্যং ন্যবেদয়ৎ।
বসিষ্ঠস্যাশ্রমং পুণ্যং অহং চেয়ঞ্চ বৈ মুনে ॥৪৬
দম্পতিভাবমাশ্রিত্য স্থিতৌ মাংসাশিনৌ তদা।
উদ্যমার্থে গতৌ চৈব বসিষ্ঠস্যাশ্রমং তদা ॥৪৭
দৃষ্ট্বা চৈব সমাজঞ্চ দেবর্ষীণাঞ্চ সত্তম।
রামায়ণপরা বিপ্রা মাঘে দৃষ্টা দিনে দিনে ॥৪৮
নিরাহারৌ চ বিক্রান্তৌ ক্ষুৎ-পিপাসাপ্রপীড়িতৌ
অনিচ্ছয়া গতৌ তত্র বসিষ্ঠস্যাশ্রমং প্রতি ॥৪৯
রামায়ণকথাং শ্রোতুং নবাহ্না চৈব ভক্তিতঃ।
তৎকাল এব পঞ্চত্বমাবয়োরভবন্মুনে ॥৫০

বিশ বৎসর যাবৎ সেইস্থানে ব্যাধবৃত্তি অবলম্বন-পূর্বক বহুবিধ মৃগ বধ করত জীবনধারণ করিতে লাগিলাম। হে ব্রহ্মন্! অনন্তর বিন্ধ্যদেশীয় ব্যাধকুলসম্ভূতা কালী নামে পরিচিতা এক সাধ্বী মহিলা বন্ধুবর্গ কর্তৃক পরিত্যক্তা হওয়ায় মনোবেদনায় শীর্ণকায়া হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে দৈবযোগে একদিন এই নির্জনবনে আসিয়া উপস্থিত হইল। ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া সে শোকবিহ্বলচিত্তে মুক্তির উপায় ভাবিতেছে,—তাহাকে এইরূপে দেখিতে পাইলাম। গ্রীষ্মতাপে ও হৃদয়-তাপে অতিশয় পীড়িতা এই রমণীকে দেখিয়া আমার অন্তরে অতিশয় দুঃখ উপস্থিত হইল। হে ব্রহ্মন্! পান ও ভোজন করিবার জন্য আমি ইহাকে জল, মাংস ও বন্যফল প্রদান করিলাম। পান ও ভোজন করিবার পর ক্লান্তি বিদূরিত হইয়াছে দেখিয়া তাহাকে তাহার পুরাতন-কাহিনী জিজ্ঞাসা করিলাম। হে মহামুনে! তখন সেই নারী আমার নিকটে তাহার কৃতকর্মের কথা যাহা জানাইয়াছিল তাহা বলিতেছি—শ্রবণ করুন। কালী নাম্নী এই নারী নিষাদকুলে জন্মলাভ করে।৩১-৪৩

ইহাকে দাম্ভিকসুত: বলিয়া জানিবেন। সে বিন্ধ্যপর্বতে বাস করিত। নিত্য পরদ্রব্য চুরি করা ও নিষ্ঠুরের মত কথা বলা ইহার সহজাত মনোবৃত্তি ছিল। পাপচারিণী বলিয়া বন্ধুবর্গ তাহাকে পরিত্যাগ করে। হে ব্রহ্মন্! তখন সে এই নির্জনবনে আমার নিকট উপস্থিত হয় এবং নিজের সমস্ত কৃতকর্মের কাহিনী জানায়। হে মুনে! আমি এবং এই নারী মাংসভক্ষণ করিয়া বসিষ্ঠমুনির আশ্রমসন্নিধানে পতি-পত্নীভাবে অবস্থান করিতাম। একদিন উৎসাহিত হইয়া আমরা উভয়ে বসিষ্ঠমুনির আশ্রমে গমন করি।৪৪-৪৭

হে সত্তম! রামায়ণ-পরায়ণ দেবর্ষি ও বিপ্রগণকে সেখানে দেখিতে পাই। রামায়ণের প্রতি ইঁহাদের প্রীতি ও মাঘমাসে প্রতিদিন রামায়ণ শ্রবণ করিতেছে দেখিয়া ভোজনীয়দ্রব্যসংগ্রহের সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও আমরা উভয়ে অনিচ্ছাবশতঃ অনাহারে থাকিয়া ক্ষুৎপিপাসায় ক্লান্তদেহে বসিষ্ঠমুনির আশ্রমে গমন করি এবং ভক্তি-সহকারে নবদিনব্যাপী রামায়ণী কথা শ্রবণ করি। রামায়ণী কথা শ্রবণকালে একদিন আমাদের উভয়ের মৃত্যু হয়।৪৮-৫০

আমরা উভয়ে রামায়ণী কথা শ্রবণ করিয়াছিলাম

কর্মণা তেন তুষ্টাত্মা ভগবান্ মধুসূদনঃ।
স্বদূতান্ প্রেষয়ামাস মদাহরণকারণাৎ ॥৫১
আরোপ্য মাং বিমানে তু জগ্মুস্তে চ পরং পদম্।
আবাং সমীপমাপন্নৌ দেবদেবস্য চক্রিণঃ ॥৫২
ভুক্তবন্তৌ মহান্ ভোগান্ যাবৎ কালং শৃণুষ্ব মে
যুগকোটিসহস্রাণি যুগকোটিশতানি চ ॥৫৩
উষিত্বা রামভবনে ব্রহ্মলোকমুপাগতৌ।
তাবৎ কালঞ্চ তত্রাপি স্থিত্বৈন্দ্রপদমাগতৌ ॥৫৪
তত্রাপি তাবৎ কালঞ্চ ভুক্ত্বা ভোগাননুত্তমান্।
ততঃ পৃথ্বীং বয়ং প্রাপ্তাঃ ক্রমেণ মুনিসত্তম ॥৫৫
তত্রাপি সম্পদতুলা রামায়ণপ্রসাদতঃ।
অনিচ্ছয়া কৃতেনাপি প্রাপ্তমেবম্বিধং মুনে ॥৫৬
নবাহ্না কিল শ্রোতব্যা কথা রাময়ণস্য চ।
ভক্তিভাবেন ধর্মাত্মন্ জন্ম-মৃত্যু-জরাপহা ॥৫৭
অবশেনাপি যৎকর্ম কৃতং তু সুমহৎ ফলম্।
দদাতি শৃণু বিপেন্দ্র রামায়ণপ্রসাদতঃ ॥৫৮

নারদ উবাচ—

এতৎ সর্বং নিশম্যাসৌ বিভাণ্ডকো মুনীশ্বরঃ।
অভিনন্দ্য মহীপালং প্রযযৌ স্বতপোবনম্ ॥৫৯
তস্মাচ্ছৃণুধ্বং বিপ্রেন্দ্রা দেবদেবস্য চক্রিণঃ।
রামায়ণকথা চৈব কামধেনূপমা স্মৃতা ॥৬০
মাঘে মাসে সিতে পক্ষে রামায়ণং প্রযত্নতঃ।
নবাহ্না কিল শ্রোতব্যং সর্বধর্মফলপ্রদম্ ॥৬১
য ইদং পুণ্যমাখ্যানং সর্বপাপ প্রণাশনম্।
বাচয়েচ্ছৃণুয়াদ্ বাপি রামভক্তিশ্চ জায়তে ॥৬২
ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে উত্তরখণ্ডে নারদ-সনৎকুমার-
সংবাদে রামায়ণমাহাত্ম্যে মাঘফলানুকীর্তনং
নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥৩

বলিয়া শ্রীভগবান্ মধুসূদন আমাদের উভয়ের প্রতি প্রীত হন। আমাদের উভয়কে লইয়া যাইবার জন্য ভগবান্ নিজ দূত প্রেরণ করেন। আমাদিগকে মনোরম বিমানে উঠাইয়া দূতগণ পরমধামে আসিয়া উপস্থিত হয়। চক্রধারী শ্রীভগবানের সন্নিধানে আমাদের থাকিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট হয় ও সেখানে কতকাল যাবৎ মহানন্দ ভোগ করিয়াছি—তাহা শ্রবণ করুন। শতসহস্রকোটি যুগ যাবৎ শ্রীরামের আবাসে বাস করিয়া অতঃপর ব্রহ্মলোকে গমন করি। সেখানে তৎপরিমাণ কাল যাবৎ ভোগ করিবার পরে ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হই। ইন্দ্রলোকেও তৎপরিমাণ কাল যাবৎ উত্তমভোগ্য ভোগ করার পরে পুনরায় পৃথিবীতে আগমন করি। হে মুনিসত্তম! রামায়ণপ্রসাদে পৃথিবীতেও আমরা অতুলসম্পদের অধিকারী হইয়াছি। হে মুনে! অনিচ্ছা-বশতঃও রামায়ণ শ্রবণ করিয়া আমরা এইরূপ সুখভোগ করিতেছি।৫১-৫৬

হে ধর্মাত্মন্! নয়দিনব্যাপী এই রামায়ণী কথা ভক্তিযুক্তভাবে শ্রবণ করা কর্তব্য। ইহা শ্রবণ করিলে জন্ম, মৃত্যু ও জরার আক্রমণ হইতে অক্লেশে নিষ্কৃতিলাভ হয়। হে বিপ্রেন্দ্র! শ্রবণ করুন—অবশভাবেও যদি কেহ রামায়ণী কথা শ্রবণ করে, তাহা হইলেও রামায়ণপ্রসাদে উহা বিশেষ ফল দান করিয়া থাকে। নারদ বলিলেন,—মুনিবর বিভাণ্ডক এই সমস্ত কাহিনী শ্রবণ করিয়া মহীপালকে অভিনন্দিত করত স্বীয় তপোবনে চলিয়া গেলেন।৫৭-৫৯

হে বিপ্রেন্দ্রগণ! সেইহেতু আপনারা চক্রপাণি দেবদেবের রামায়ণী কথা শ্রবণ করুন। এই রামায়ণী কথা কামধেনুতুল্য। মাঘমাসে শুক্লপক্ষে নয়দিনব্যাপী যত্নপূর্বক সর্বধর্মফলপ্রদ রামায়ণশ্রবণ করণীয়। এই পুণ্য আখ্যান সর্বপাপ নষ্ট করে। ইহা পাঠ করিলে বা শ্রবণ করিলে অন্তরে রামভক্তির উদয় হয়।৬০-৬২

স্কন্দপুরাণান্তর্গত উত্তরখণ্ডের নারদ-সনৎকুমার-সংবাদে রামায়ণমাহাত্ম্যের মাঘফলানুকীর্তন-নামক তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থঃ অধ্যায়ঃ

নারদ উবাচ—

অন্যমাসং প্রবক্ষ্যামি শৃণুধ্বং সুসমাহিতাঃ।
সর্বপাপহরং পুণ্যং সর্বদুঃখনিবর্হণম্ ॥১
ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বিশাং শূদ্রাণাঞ্চৈব যোষিতাম্।
সমস্তকামফলদং সর্বব্রতফলপ্রদম্ ॥২
দুঃস্বপ্ননাশনং ধন্যং ভুক্তি-মুক্তিফলপ্রদম্।
রামায়ণস্য মাহাত্ম্যং শ্রোতব্যঞ্চ প্রযত্নতঃ ॥৩
অত্রেবোদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
পঠতাং শৃণ্বতাং চৈব সর্বপাপপ্রণাশনম্ ॥৪
আসীৎ পুরা কলিযুগে কলিকো নাম লুব্ধকঃ
পরদার-পরদ্রব্যহরণে সততং রতঃ ॥৫
পরনিন্দাপরো নিত্যং জন্তুপীড়াকরস্তথা।
হতবান্ ব্রাহ্মণান্ গাবঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥৬
দেবস্বহরণে নিত্যং পরস্বহরণে তথা।
তেন পাপান্যনেকানি কৃতানি সুমহান্তি চ ॥৭
ন তেষাং শক্যতে বক্তুং সংখ্যা বৎসরকোটিভিঃ
স কদাচিন্মহাপাপো জন্তূনামন্তকোপমঃ ॥৮
সৌবীরনগরং প্রাপ্তঃ সর্বৈশ্বর্য্যসমন্বিতম্।
যোষিদ্ভির্ভূষিতাভিশ্চ সরোভির্বিমলোদকৈঃ ॥৯
অলঙ্কৃতং বিপণিভির্যযৌ দেবপুরোপমম্।
তস্যোপবনমধ্যস্থং রম্যং কেশবমন্দিরম্ ॥১০

নারদ বলিলেন,—হে ঋষিগণ! আপনারা সুসমাহিতচিত্তে শ্রবণ করুন। এই রামায়ণ পুণ্যদায়ক ও সর্বদুঃখনাশক। অন্যমাসেও রামায়ণ শ্রবণ করিলে পুণ্যপ্রাপ্তি হয় এবং সর্বপাপ ও সর্বদুঃখ বিনষ্ট হয়।১

রামায়ণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চতুর্বর্ণের ও স্ত্রীজাতির সর্ববিধ কাম্য ও সর্ববিধ ব্রতের ফল প্রদান করে।২

রামায়ণ শ্রবণ করিলে দুঃস্বপ্নদোষ নষ্ট হয় ও ধন্য হয়। রামায়ণ ভোগ ও মুক্তিফল দান করে। রামায়ণের মাহাত্ম্যও বিশেষ যত্নসহকারে শ্রবণ করা কর্তব্য। যেই মাহাত্ম্যের পাঠক ও শ্রোতা সকলেরই পাপ নষ্ট হয়, এইস্থলে সেই রামায়ণমাহাত্ম্যের পুরাতন ইতিবৃত্ত উদাহৃত হইতেছে।৩-৪

কলিযুগে কলিক-নামে এক ব্যাধ ছিল। সে সর্বদা পরস্ত্রী ও পরদ্রব্য অপহরণ করিত। পরনিন্দা করিতে তাহার খুবই আনন্দ হইত। জীবজন্তুর পীড়া উৎপাদন তাহার নিত্যকর্ম ছিল। সেই কলিক ব্যাধ শত শত ব্রাহ্মণ হত্যা ও সহস্র সহস্র গো বধ করিয়াছিল। সে দেবতার স্বর্ণ এবং পরধন অপহরণ করিত। এইভাবে সে এত পাপ করিয়াছিল যে, তাহার সংখ্যা কোটিবৎসরেও বলা সম্ভব হয় না। জন্তুগণের পক্ষে যমসদৃশ মহাপাপী কলিক কোনও এক সময়ে সৌবীরনামক নগরে গিয়াছিল। সর্ববিধ ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত সৌবীরনগরের মহিলামণ্ডলীও বিবিধভূষণে ভূষিতা ছিল। নির্মলজলপূর্ণ সরোবর ও সুন্দর বিপণি-শ্রেণীপরিপূর্ণ সৌবীরনগরকে দেবপুরসদৃশ দেখা যাইত। তাহারই উপবনের মধ্যে ভগবান্ কেশবের একখানি মনোরম মন্দির ছিল।৫-১০

মন্দিরখানি স্বর্ণকলসে আচ্ছাদিত ছিল। স্বর্ণকলস দেখিয়া ব্যাধ আনন্দবোধ করিল এবং বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া স্থির করিল যে, যে কোনও উপায়েই হউক, এই কলসগুলি চুরি করিতে হইবে। এইরূপ মনে করিয়া স্বর্ণকলস চুরি করিবার জন্য লুব্ধ হইয়া শ্রীরামের মন্দিরে গমন করিল। সেখানে যাইয়া দেখিতে পাইল যে, উত্তঙ্কনামক এক দ্বিজবর শ্রীবিষ্ণুর পরিচর্য্যায় রত আছেন। সেই দ্বিজ শান্তস্বভাব, তত্ত্বার্থজ্ঞ, তপস্বী, দয়ালু, নিঃস্পৃহ, ধ্যানপ্রিয় ও একাকী। ব্যাধ ভাবিল—স্বর্ণকলস চুরি করিবার পথে এই দ্বিজই মহান্ প্রতিবন্ধক, (যাহা হউক এই প্রতিবন্ধক দূর করিতে হইবে।)

ছাদিতং হেমকলশৈর্দৃষ্ট্বা ব্যাধো মুদং যযৌ।
হরাম্যত্র সুবর্ণানি বহূনীতি বিনিশ্চিতঃ ॥১১
জগাম রামভবনং কলসশ্চৌর্য্যলোলুপঃ।
তত্রাপশ্যদ্ দ্বিজবরং শান্তং তত্ত্বার্থকোবিদম্ ॥১২
পরিচর্য্যাপরং বিষ্ণোরুত্তঙ্কং তপসাং নিধিম্।
একাকিনং দয়ালুঞ্চ নিঃস্পৃহং ধ্যানলোলুপম্ ॥১৩
দৃষ্ট্বাঽসৌ লুব্ধকো মেনে তং চৌর্য্যস্যান্তরায়িণম্।
দেবস্য দ্রব্যজাতং তু সমাদায় মহানিশি ॥১৪
উত্তঙ্কং হন্তুমারেভে উদ্যতাসির্মদোদ্ধতঃ।
পাদেনাক্রম্য তদ্বক্ষো গলং সংগৃহ্য পাণিনা ॥১৫
হন্তুং কৃতমতিং ব্যাধমুত্তঙ্কঃ প্রেক্ষ্য চাব্রবীৎ।

উত্তঙ্ক উবাচ—

ভো ভো সাধো বৃথা মাং ত্বং হনিষ্যসি নিরাগসম্ ॥১৬
ময়া কিমপরাদ্ধং তে তদ্ বদ ত্বঞ্চ লুব্ধকঃ।
বৃথাপরাধিনো লোকে হিংসাং কুর্বন্তি যত্নতঃ ॥১৭
ন হিংসন্তি বৃথা সৌম্য সজ্জনা অপি সাধবঃ।
বিরোধেষ্বপি মূর্খেষু নিরীক্ষ্যাবস্থিতান্ গুণান্ ॥১৮
বিরোধং নাধিগচ্ছন্তি সজ্জনাঃ শান্তচেতসঃ।
বহুধা বাচ্যমানোঽপি যো নরঃ ক্ষময়ান্বিতঃ ॥১৯
তমুত্তমং নরং প্রাহুর্বিষ্ণোঃ প্রিয়তরং তথা ॥২০
সজ্জনো ন যাতি বৈরং পরহিতরতো
বিনাশকালেঽপি।
ছেদেঽপি চন্দনতরুঃ সুরভীকরোতি
মুখং কুঠারস্য ॥২১
অহো বিধির্বৈ বলবান্ বাধতে বহুধা জনান্।
সর্বসঙ্গবিহীনোঽপি বাধ্যতে তু দুরাত্মনা ॥২২
অহো নিষ্কারণং লোকে বাধন্তে দুর্জনা জনান্।
ধীবরাঃ পিশুনা ব্যাধা লোকেঽকারণবৈরিণঃ ॥২৩
অহো বলবতী মায়া মোহয়ত্যখিলং জগৎ।
পুত্র-মিত্র-কলত্রাদ্যৈঃ সর্বদুঃখেন যোজ্যতে ॥২৪

উদ্ধতস্বভাব ব্যাধ স্বীয় মত্ততাবশতঃ ব্রাহ্মণ-উত্তঙ্কের বক্ষ পায়ের দ্বারা ও গলা হস্তদ্বারা চাপিয়া ধরিয়া খড়্গ উত্তোলনপূর্বক তাঁহাকে বধ করিতে উদ্যত হইল। ব্যাধকে তদবস্থায় দেখিয়া উত্তঙ্ক বলিতে লাগিলেন,—হে সাধো! আমার ত কোনও অপরাধ নাই, তবে কেন বৃথা আমাকে বধ করিবে? হে ব্যাধ! বল, আমি তোমার নিকটে কি অপরাধ করিয়াছি? দেখ, এ সংসারে দেখিতে পাওয়া যায় যে, যাহারা অপরাধী, তাহারাই নিরর্থক অন্যকে হিংসা করে। হে সৌম্য! যাহারা সজ্জন, যাহাদের প্রকৃতি স্বভাবতঃ সাধু, তাহারা অন্যকে বৃথা হিংসা করে না। মূর্খের সহিত বিবাদ উপস্থিত হইলে শান্তচিত্ত সজ্জনগণ যদি সেই মূর্খের মধ্যে গুণরাশি দেখিতে পান, তাহা হইলে তাহার সহিত বিবাদে লিপ্ত হন না। যিনি বহুপ্রকার কথা বলেন, তিনি যদি ক্ষমাবান্ হন, তাহা হইলে তিনি উত্তম মানুষ বলিয়া গণ্য হন ও শ্রীবিষ্ণুর প্রিয় হন।১১-২০

পরের হিতসাধন যাঁহার স্বাভাবিক ধর্ম, নিজের বিনাশকালেও তিনি অন্যের সহিত বৈরিতা করেন না। দেখ, যেই কুঠার চন্দনতরু ছেদন করে, চন্দনতরু সেই কুঠারের মুখকেই সুগন্ধযুক্ত করে। আহা! বিধির কি বিচিত্র লীলা! বলবান্ দুরাত্মা দুর্বলজনগণকে বহুপ্রকারে নির্য্যাতন করে। যিনি সর্ববিষয়ে আসক্তিবিহীন, দুরাত্মা তাহাকেও নির্য্যাতন করে।২১-২২

আহা! কি আর বলিব? দুর্জনগণ বিনা কারণেও সজ্জনগণকে নির্য্যাতন করে। দেখিতে পাওয়া যায়, এই সংসারে ধীবর, খল ও ব্যাধ ইহারা বিনা কারণেও বৈরিতা করে। আহা! বলবতী মায়ার কথা কি আর বলিব! এই মায়া অখিল জগৎকে মোহিত করে এবং পুত্র, মিত্র ও কলত্রাদি দ্বারা সর্বদুঃখে যোজিত করে।২৩-২৪

পরস্ব অপহরণ করিয়া পুত্র-কলত্রের প্রতিপালন করিলে কি হইবে? অন্তিমসময়ে সকলকে পরিত্যাগ

পরদ্রব্যাপহারেণ কলত্রং যোষিতঞ্চ যৎ।
অন্তে তৎসর্বমুৎসৃজ্য এক এব প্রয়াতি বৈ ॥২৫
মম মাতা মম পিতা মম ভার্য্যা মমাত্মজা।
মমেদমিতি জন্তূনাং মমতা বাধতে বৃথা ॥২৬
যাবদর্পয়তি দ্রব্যং তাবদ্ভবতি বান্ধবঃ।
অর্জ্জিতং তু ধনং সর্বে ভুঞ্জন্তে বান্ধবাঃ সদা ॥২৭
দুঃখমেকতমো মূঢ়স্তৎপাপফলমশ্নুতে।
ইতি ব্রুবাণং তমৃষিং বিমৃশ্য ভয়বিহ্বলঃ ॥২৮
কলিকঃ প্রাঞ্জলিঃ প্রাহ ক্ষমস্বেতি পুনঃ পুনঃ।
তৎসঙ্গস্য প্রভাবেণ হরিসন্নিধিমাত্রতঃ ॥২৯
গতপাপো লুব্ধকশ্চ সানুতাপোঽভবদ্ ধ্রুবম্।
ময়া কৃতানি পাপানি মহান্তি সুবহূনি চ ॥৩০
তানি সর্বাণি নষ্টানি বিপ্রেন্দ্র তব দর্শনাৎ।
অহং বৈ পাপধীর্নিত্যং মহাপাপং সমাচরন্ ॥৩১
কথং মে নিষ্কৃতির্ভূয়াৎ কং যামি শরণং বিভো।
পুনর্জন্মার্জ্জিতৈঃ পাপৈর্লুব্ধকত্বমবাপ্তবান্ ॥৩২
অত্রাপি পাপজালানি কৃত্বা কাং গতিমাপ্নুয়াম্।
ইতি বাক্যং সমাকর্ণ্য কলিকস্য মহাত্মনঃ ॥৩৩
উত্তঙ্কো নাম বিপ্রর্ষিরিদং বাক্যমথাব্রবীৎ।

উত্তঙ্ক উবাচ—

সাধু সাধু মহাপ্রাজ্ঞ মতিস্তেবিমলোজ্জ্বলা ॥৩৪
যস্মাৎ সংসারদুঃখানাং নাশোপায়মভীপ্সসি।
চৈত্রে মাসি সিতে পক্ষে কথা রামায়ণস্য চ ॥৩৫
নবাহ্না কিল শ্রোতব্যা ভক্তিভাবেন সাদরম্।
যস্য শ্রবণমাত্রেণ সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥৩৬
তস্মিন্ ক্ষণেঽসৌ কলিকো লুব্ধকো বীতকল্মষঃ।
রামায়ণকথাং শ্রুত্বা সদ্যঃ পঞ্চত্বমাগতঃ ॥৩৭

করিয়া একাই চলিয়া যাইবে। আমার মাতা, আমার পিতা, আমার ভার্য্যা, আমার দুহিতা ও আমার এই বস্তু ইত্যাদি মমত্ববোধ প্রাণিগণকে বৃথা আবদ্ধ করে।২৫-২৬

যে পর্য্যন্ত কাহাকেও কিছু দিতে পারা যায়, সে পর্য্যন্তই সেই ব্যক্তি তাহার বান্ধব থাকে। অর্জিত ধন বান্ধবগণ সর্বদাই ভোগ করে, কিন্তু যে মূর্খ পাপাচরণ করিয়া ঐ ধন অর্জন করে, কেবলমাত্র সেই মূর্খই কৃতপাপের ফল একাকী ভোগ করে। ঋষির এই সকল কথা শুনিয়া কলিকের প্রাণে নিদারুণ দুঃখ উপস্থিত হইল। সে ভয়ে কাতর হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ঋষিকে বার বার বলিতে লাগিল,—হে ঋষে! আমি অপরাধী, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। সেই ঋষির সঙ্গলাভের ফলে এবং শ্রীহরির সান্নিধ্যমাত্র লুব্ধকের পাপ দূরীভূত হইল। সে পূর্বকৃত পাপের কথা স্মরণ করিয়া অনুতাপ ভোগ করিতে লাগিল। তৎপর ঋষিকে লক্ষ্য করিয়া ব্যাধ বলিল,—হে বিপ্রেন্দ্র! আমি বহু মহাপাপ করিয়াছি। আজ আপনার দর্শন লাভ করায় আমার সমস্ত পাপ নষ্ট হইয়াছে। আমার বুদ্ধি পাপে পরিপূর্ণ, সর্বদাই মহাপাপ করিতেছি।২৭-৩১

হে বিভো! কি প্রকারে আমার নিষ্কৃতি হইবে? আমি কাহার শরণ লইব? পূর্বজন্মে বহু পাপানুষ্ঠান করিয়াছিলাম, তাহারই ফলে ব্যাধরূপে জন্মলাভ করিয়াছি। ইহজন্মেও বহুপাপ করিলাম, পুনর্জন্মে আবার কোন্ গতি হইবে? কলিকের এই সমস্ত কথা শুনিয়া বিপ্রর্ষি উত্তঙ্ক বলিতে আরম্ভ করিলেন,—হে মহাপ্রাজ্ঞ! বড়ই ভাল কথা যে, তোমার বুদ্ধি অতি নির্মল হইয়াছে।৩২-৩৪

সাংসারিক দুঃখনাশের উপায় জানিবার জন্য তোমার আগ্রহ জন্মিয়াছে। তুমি চৈত্রমাসের শুক্ল-পক্ষে নয়দিনব্যাপী ভক্তিযুক্তচিত্তে সমাদরের সহিত রামায়ণী কথা শ্রবণ করিবে—যাহা শ্রবণমাত্রই সর্বপাপ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারা যায়।৩৫-৩৬

সেই সময়ে ব্যাধ কলিক রামায়ণী কথা শ্রবণ করিয়া পাপমুক্ত হয় এবং তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। উত্তঙ্ক ব্যাধকে সেইরূপ অবস্থায় পতিত দেখিয়া তাহার প্রতি করুণাসম্পন্ন হইলেন। ব্যাধের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন ও শ্রীবিষ্ণুর স্তব করিতে লাগিলেন।৩৭-৩৮

উত্তঙ্কঃ পতিতং বীক্ষ্য লুব্ধকং তং দয়াপরঃ।
এতাদ্দৃষ্ট্বা বিস্মিতশ্চ অস্তৌষীৎ কমলাপতিম্ ॥৩৮
কথাং রামায়ণস্যাপি শ্রুত্বা চ বীতকল্মষঃ।
দিব্যং বিমানমারুহ্য মুনিমেতদথাব্রবীৎ ॥৩৯
বিমুক্তস্ত্বৎপ্রসাদেন মহাপাতকসঙ্কটাৎ।
তস্মান্নতোঽস্মি তে বিদ্বন্ যৎ কৃতং তৎ ক্ষমস্ব মে ॥৪০

সূত উবাচ—

ইত্যুক্ত্বা দেবকুসুমৈর্মুনিশ্রেষ্ঠমবাকিরন্।
প্রদক্ষিণত্রয়ং কৃত্বা নমস্কারং পুনঃ পুনঃ ॥৪১
ততো বিমানমারুহ্য সর্বকামসমন্বিতম্।
অপ্সরোগণসঙ্কীর্ণং প্রপেদে হরিমন্দিরম্ ॥৪২

তস্মাচ্ছৃণুধ্বং বিপ্রেন্দ্রাঃ কথাং রামায়ণস্য চ।
চৈত্রে মাসি সিতে পক্ষে শ্রোতব্যঞ্চ প্রযত্নতঃ ॥৪৩
নবাহ্না কিল রামস্য রামায়ণকথামৃতম্।
তস্মাদৃতুষু সর্বেষু হিতকৃদ্ধরিপূজকঃ ॥৪৪
ঈপ্সিতং মনসা যদ্ যৎ তদাপ্নোতি ন সংশয়ঃ।
সনৎকুমারৈর্যৎ পৃষ্টং তৎ সর্বং গদিতং ময়া ॥৪৫
রামায়ণস্য মাহাত্ম্যং কিমন্যচ্ছ্রোতুমিচ্ছসি ॥৪৬

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে উত্তরখণ্ডে নারদ-সনৎকুমার-সংবাদে রামায়ণ-মাহাত্ম্যে চৈত্রমাসফলানুকীর্তনং নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥৪

ব্যাধ রামায়ণী কথা শ্রবণ করিয়া পাপমুক্ত হইল, সে দিব্যবিমানে আরোহণ করিয়া মুনিকে উদ্দেশ করিয়া বলিল,—হে মুনিবর! আপনার প্রসাদে আজ আমি মহাপাপরূপ সঙ্কট হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছি। হে বিদ্বন্! আপনি আমাকে পাপসঙ্কট হইতে উদ্ধার করিয়াছেন বলিয়া আমি আপনাকে নমস্কার করিতেছি। আমি যাহা কিছু অপরাধ করিয়াছি, সমস্তই ক্ষমা করুন।৩৯-৪০

সূত বলিলেন, এই কথা বলিয়া মুনিবরের মস্তকোপরি দিব্যপুষ্প বর্ষণ করিলেন। তৎপর তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া পুনঃ পুনঃ নমস্কার করিলেন। সর্বকাম-সমন্বিত বিমানে আরোহণ করিয়া অপ্সরাগণ-পরিবেষ্টিত শ্রীহরিমন্দিরে অর্থাৎ বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন। হে বিপ্রেন্দ্রগণ! সেইহেতু বলিতেছি,—রামায়ণী কথা শ্রবণ করুন। চৈত্রমাসে শুক্লপক্ষে যত্নসহকারে নয়দিন অমৃত-সদৃশ রামায়ণী কথা শ্রবণ করিবেন। যিনি সমস্ত ঋতুতে শ্রীহরির পূজা করেন, তিনি হিতকর অনুষ্ঠানই করিলেন। মনোবাঞ্ছিত সমস্তই তাঁহার লভ্য হয়—এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। সনৎকুমার প্রভৃতি যাহা জানিতে ইচ্ছা করিয়াছে, সে সমস্তই বলিয়াছি। অন্যবিধ রামায়ণ-মাহাত্ম্য শুনিতে ইচ্ছা কর কি?৪০-৪৬

স্কন্দপুরাণান্তর্গত উত্তরখণ্ডে নারদ-সনৎকুমার-সংবাদে রামায়ণ-মাহাত্ম্যের চৈত্রমাসীয় ফলানু-কীর্তননামক চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চমঃ অধ্যায়ঃ

সূত উবাচ—

রামায়ণস্য মাহাত্ম্যং কথিতং বো মুনীশ্বরাঃ।
ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি বিধিং রামায়ণস্য চ ॥১
এতচ্চাপি মহাভাগ মুনে তত্ত্বার্থকোবিদ।
কৃপয়া পরয়াবিষ্টো যথাবদ্ বক্তুমর্হসি ॥২

নারদ উবাচ—

রামায়ণবিধিং চৈব শৃণুধ্বং সুসমাহিতাঃ।
সর্বলোকেষু বিখ্যাতং স্বর্গ-মোক্ষবিবর্ধনম্ ॥৩
বিধানং তস্য বক্ষ্যামি শৃণুধ্বং গদতো মম।
রামায়ণকথাং কুর্বন্ ভক্তিভাবেন চার্চিতাঃ ॥৪
যেন চীর্ণেন পাপানাং কোটিকোটিঃ প্রণশ্যতি।
চৈত্রে মাঘে কার্তিকে চ পঞ্চম্যামথমারভেৎ ॥৫
সঙ্কল্পং তু ততঃ কুর্য্যাৎ স্বস্তিবাচনপূর্বকম্।
অহোভির্নবভিঃ শ্রাব্যং রামায়ণকথামৃতম্ ॥৬
আদিতশ্চান্তপর্য্যন্তং নবাহ্না তৎকথামৃতম্।
প্রত্যহং শৃণুয়াদ্ যস্তু রামচন্দ্রপ্রসাদতঃ ॥৭-৮
প্রত্যহং দন্তকাষ্ঠঞ্চ অপামার্গস্য শাখয়া।
কৃত্বা স্নায়ীত বিধিবদ্ রামভক্তিপরায়ণঃ ॥৮
স্বয়ঞ্চ বন্ধুভিঃ সার্দ্ধং শৃণুয়াৎ প্রযতেন্দ্রিয়ঃ।
স্নানং কৃত্বা যথাচারং দন্তধাবনপূর্বকম্ ॥৯-১০
শুক্লাম্বরধরঃ শুদ্ধো গৃহমাগত্য বাগ্‌যতঃ।
প্রক্ষাল্য পাদাবাচম্য স্মরন্নারায়ণং প্রভুম্ ॥১০
নিত্যং দেবার্চনং কৃত্বা পশ্চাৎ সঙ্কল্পপূর্বকম্।
রামায়ণপুস্তকঞ্চ অর্চয়েদ্ভক্তিভাবতঃ ॥১১
আবাহনাসনাদ্যৈশ্চ গন্ধ-পুষ্পাদিভির্ব্রতী।
ওঁ নমো নারায়ণায়েতি পূজয়েদ্ভক্তিতৎপরঃ ॥১২
একবারং দ্বিবারং বা ত্রিবারং বাপি শক্তিতঃ।
হোমং কুর্য্যাৎ প্রযত্নেন সর্বপাপনিবৃত্তয়ে ॥১৩

সূত বলিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! আপনাদের নিকট রামায়ণের মাহাত্ম্য বলিলাম। (তৎপর মুনিশ্রেষ্ঠগণ বলিলেন) এক্ষণে আমরা রামায়ণের বিধি শুনিতে ইচ্ছা করি।১

হে তত্ত্বার্থজ্ঞ মহাভাগ! হে মুনে! আমাদের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া রামায়ণবিধি যথাযথরূপে বলুন।২

নারদ বলিলেন,—হে ঋষিগণ! যে রামায়ণবিধি সর্বলোকবিখ্যাত, যাহা স্বর্গ ও মোক্ষপ্রাপ্তির হেতু, আপনারা সুসমাহিতচিত্তে তাহা শ্রবণ করুন।৩

রামায়ণশ্রবণের বিধি বলিব, শ্রবণ করুন। ভক্তি-সহকারে অর্চনাপূর্বক রামায়ণী কথা উচ্চারণ করিবে। রামায়ণী কথা উচ্চারণ করিলে কোটি কোটি পাপ বিনষ্ট হয়। চৈত্রমাস অথবা কার্তিকমাসে পঞ্চমী তিথিতে রামায়ণশ্রবণ আরম্ভ করিবে। প্রথমে স্বস্তি-বাচন করিয়া তৎপর সঙ্কল্প করিবে। অমৃততুল্য রামায়ণী কথা নয়দিন ধরিয়া শ্রবণ করিবে। আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত নয়দিনে সেই কথামৃত শ্রবণ করিবে। যিনি প্রত্যহ রামায়ণ শ্রবণ করেন, তিনি শ্রীরামের প্রসাদ লাভ করেন। রাম-ভক্তি-পরায়ণ প্রত্যহ অপামার্গের শাখা দ্বারা দন্তকাষ্ঠ করিয়া বিধি অনুসারে স্নান করিবে।৪-৮

ইন্দ্রিয়সমূহকে সংযত করিয়া বন্ধুগণের সহিত রামায়ণ শ্রবণ করিবে। দন্তধাবনপূর্বক যথাবিধি স্নানান্তে গৃহে আগমন করত সংযতবাক্ হইয়া শুক্লবস্ত্র পরিধান করিবে এবং পাদযুগল প্রক্ষালন করিয়া আচমনান্তে জগৎপ্রভু নারায়ণকে স্মরণ করিবে। নিত্যকর্তব্য দেবার্চন সমাপ্ত করিয়া সঙ্কল্প করিবে। ভক্তি-সহকারে আসন, গন্ধ-পুষ্প প্রভৃতি দ্বারা অর্চনা করিবে। ভক্তিতৎপর হইয়া 'ওঁ নমো নারায়ণায়' এই মন্ত্রে পূজা করিবে। সর্বপাপ-নিবৃত্তির জন্য শক্তি অনুসারে একবার, দুইবার বা তিনবার সযত্নে হোম করিবে।৯-১৩

এবং যঃ প্রযতঃ কুর্য্যাদ্ রামায়ণবিধিং তথা।
স যাতি বিষ্ণুভবনং পুনরাবৃত্তিদুর্লভম্ ॥১৪
রামায়ণব্রতকর্ত্তা ধর্মকারী চ সত্তমঃ।
চাণ্ডালং পতিতং বাপি বস্ত্রান্নেনাপি নার্চয়েৎ ॥১৫
নাস্তিকান্ ভিন্নমর্য্যাদান্ নিন্দকান্ পিশুনানপি।
রামায়ণব্রতপরো বাঙ্মাত্রেণাপি নার্চয়েৎ ॥১৬
কুণ্ডাশিনং গায়কঞ্চ তথা দেবলকাশনম্।
ভিষজং কাব্যকর্ত্তারং দেব-দ্বিজবিরোধিনম্ ॥১৭
পরান্নলোলুপং চৈব পরস্ত্রীনিরতং তথা।
রামায়ণব্রতপরো বাঙ্মাত্রেণাপি নার্চয়েৎ ॥১৮
ইত্যেবমাদিভিঃ শুদ্ধো বশী সর্বহিতে রতঃ।
রামায়ণপরো ভূত্বা পরাং সিদ্ধিং গমিষ্যতি ॥১৯
নাস্তি গঙ্গাসমং তীর্থং নাস্তি মাতৃসমো গুরুঃ।
নাস্তি বিষ্ণুসমো দেবো নাস্তি রামায়ণাৎ পরম্ ॥২০

যিনি সংযতচিত্ত হইয়া রামায়ণবিধি পালন করেন, তিনি বিষ্ণুভবনে গমন করেন এবং তাহার আর পুনর্জন্ম হয় না। যিনি ব্রতরূপে রামায়ণশ্রবণ গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি ধার্মিক ও সজ্জনগণের অন্যতম। বস্ত্র ও অন্নদ্বারা চণ্ডাল ও পতিতের সেবা করিবে না; নাস্তিক, ধর্মত্যাগী, নিন্দুক এবং খলদিগেরও সেবা করিবে না, এমন কি, রামায়ণপরায়ণ ব্যক্তি সেই সকল নিন্দিত ব্যক্তির সহিত আলাপও করিবে না। জারজান্নভোজী, দেবলান্ন-ভোজী, গায়ক, ভিষক্, কাব্যকর্ত্তা, দেব-দ্বিজবিরোধী, পরান্নলোলুপ ও পরস্ত্রীনিরত ব্যক্তিগণের সহিত রামায়ণ-পরায়ণ ব্যক্তি বাক্যালাপও করিবে না। পূর্বোক্ত ব্যক্তিগণের সহিত আলাপে বিরতব্যক্তিকে পবিত্র, জিতেন্দ্রিয় ও সর্বপ্রাণীর হিতসাধনে রত বলিয়া জানিবে। এইরূপে রামায়ণপরায়ণ হইলে তাঁহার পরম সিদ্ধিলাভ হয়।১৪-১৯

যেরূপ গঙ্গাসম তীর্থ নাই, মাতৃসম গুরু নাই, বিষ্ণুতুল্য দেবতা নাই, সেইরূপ রামায়ণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। যেরূপ বেদসম শাস্ত্র নাই, শান্তিতুল্য সুখ নাই, শান্তিসম পরম জ্যোতি নাই, সেইরূপ রামায়ণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছুই নাই। যেরূপ ক্ষমার

নাস্তি বেদসমং শাস্ত্রং নাস্তি শান্তিসমং সুখম্।
নাস্তি শান্তিপরং জ্যোতির্নাস্তি রামায়ণাৎ পরম্॥২১
নাস্তি ক্ষমাসমং সারং নাস্তি কীর্তিসমং ধনম্।
নাস্তি জ্ঞানসমো লাভো নাস্তি রামায়ণাৎ পরম্ ॥২২
তদন্তে বেদবিদুষে গাং দদ্যাচ্চ সদক্ষিণাম্।
রামায়ণং পুস্তকঞ্চ বস্ত্রালঙ্কারণাদিকম্ ॥২৩
রামায়ণপুস্তকং যো বাচকায় প্রযচ্ছতি।
স যাতি বিষ্ণুভবনং যত্র গত্বা ন শোচতি ॥২৪
নবদিনফলং কর্তুঃ শৃণু ধর্মবিদাং বর।
পঞ্চমেঽহনি চারভ্য রামায়ণকথামৃতম্ ॥২৫
কথাশ্রবণমাত্রেণ সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
যদীহ যৎ কৃতং তস্য পুণ্ডরীকফলং লভেৎ ॥২৬
ব্রতধারী তু শ্রবণং যঃ কুর্য্যাৎ স জিতেন্দ্রিয়ঃ।
অশ্বমেধস্য যজ্ঞস্য দ্বিগুণং ফলমশ্নুতে ॥২৭

মত সার নাই, কীর্তিতুল্য ধন নাই, জ্ঞানলাভসম লাভ নাই, সেইরূপ রামায়ণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ লভ্য নাই।২০-২২

সেইহেতু অন্তিম সময় উপস্থিত হইলে বস্ত্রালঙ্কারযুক্ত রামায়ণগ্রন্থ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে প্রদান করিবে এবং ঐ দানের দক্ষিণারূপে গোদান করিবে। এইরূপ কথককে যিনি রামায়ণ-পুস্তক প্রদান করেন, তিনি বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হন। সেই বিষ্ণুলোকে গমন করিলে কোনও শোকভোগ করিতে হয় না। হে ধর্মজ্ঞোত্তম! পঞ্চম দিবসে (শুক্লপক্ষের পঞ্চমী হইতে) আরম্ভ করিয়া নয়দিন রামায়ণকথামৃত শ্রবণ করিলে কি ফল হয়, তাহা শ্রবণ কর। রামায়ণী কথা শ্রবণমাত্রই সকল পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। রামায়ণ শ্রবণ করিলে ইহলোকে পুণ্ডরীক-ফল লাভ হয়। ইন্দ্রিয়জয়ী ব্যক্তি ব্রতগ্রহণ-পূর্বক রামায়ণ শ্রবণ করিলে অশ্বমেধ-যজ্ঞের দ্বিগুণ ফল লাভ করিয়া থাকেন। হে মুনিসত্তমগণ! যিনি রামায়ণ শ্রবণ করেন এবং যিনি রামায়ণ পাঠ করেন, তিনি আটটি অগ্নিষ্টোম-যাগের পুণ্য লাভ করেন।২৩-২৮

যে মহাত্মা পাঁচবার এই রামায়ণশ্রবণরূপ ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি অগ্নিষ্টোম-যাগের অক্ষয় পুণ্যের

রামায়ণং শ্রুতং যেন কথিতং মুনিসত্তমাঃ।
স লভেৎ পরমং পুণ্যমগ্নিষ্টোমাষ্টসম্ভবম্ ॥২৮
পঞ্চকৃত্বো ব্রতমিদং যেন সর্বং মহাত্মনা।
অগ্নিষ্টোমাক্ষয়ং পুণ্যং দ্বিগুণং পুণ্যমাপ্নুয়াৎ ॥২৯
এবং ব্রতঞ্চ ষড়্‌বারং কুর্য্যাদ্ যস্তু সমাহিতঃ।
অগ্নিষ্টোমস্য যজ্ঞস্য ফলমষ্টগুণং লভেৎ ॥৩০
নারী বা পুরুষঃ কুর্য্যাদষ্টকৃত্বো মুনীশ্বরাঃ।
নরমেধস্য যজ্ঞস্য ফলং পঞ্চগুণং লভেৎ ॥৩১
নরো বাপ্যথ নারী বা নবরাত্রৌ সমাচরেৎ।
গোমেধসবজং পুণ্যং স লভেৎ ত্রিগুণং নরঃ ॥৩২
রামায়ণং তু যঃ কুর্য্যাচ্ছান্তাত্মা প্রযতেন্দ্রিয়ঃ।
স যাতি পরমানন্দং যত্র গত্বা ন শোচতি ॥৩৩
রামায়ণপরো নিত্যং গঙ্গাস্নানপরায়ণঃ।
ধর্মমার্গ-প্রবক্তারো মুক্তা এব ন সংশয়ঃ ॥৩৪
যতীনাং ব্রহ্মচারিণাং প্রবীরাণাঞ্চ সত্তমাঃ।
নবাহ্না কিল শ্রোতব্যা কথা রামায়ণস্য চ ॥৩৫

শ্রুত্বা নরো রামকথামেতদাপ্নোতি ভক্তিতঃ।
ব্রহ্মণঃ পদমাসাদ্য তত্রৈব পরিমোদতে ॥৩৬
তস্মাচ্ছৃণুধ্বং বিপ্রেন্দ্রা রামায়ণকথামৃতম্।
শ্রোতৄণাঞ্চ পরং শ্রাব্যং পবিত্রাণামনুত্তমম্ ॥৩৭
দুঃস্বপ্ননাশনং ধন্যং শ্রোতব্যঞ্চ প্রযত্নতঃ।
নরোঽত্র শ্রদ্ধয়া যুক্তঃ শ্লোকং শ্লোকার্ধমেব চ ॥৩৮
পঠনান্মুচ্যতে সদ্যো হ্যুপপাতককোটিভিঃ।
সতামেব প্রযোক্তব্যং গুহ্যাদ্ গুহ্যতমং তু যৎ ॥৩৯
বাচয়েদ্ রামভবনে পুণ্যক্ষেত্রে চ সংসদি।
ব্রহ্মদ্বেষরতানাঞ্চ দম্ভাচাররতাত্মনাম্ ॥৪০
লোকবঞ্চকবৃত্তীনাং ন ব্রুয়াদিদমুত্তমম্।
ত্যক্তকামাদিদোষাণাং রামভক্তিরতাত্মনাম্ ॥৪১
গুরুভক্তিরতানাঞ্চ বক্তব্যং মোক্ষসাধনম্।
সর্বদেবময়ো রামঃ স্মৃতশ্চার্তিপ্রণাশনম্ ॥৪২
সদ্ভক্তবৎসলো দেবো ভক্ত্যা তুষ্যতি নান্যথা।
অবশেনাপি যন্নাম কীর্তিতে বা স্মৃতেঽপি বা ॥৪৩

দ্বিগুণ পুণ্যফল লাভ করেন। যিনি সমাহিতচিত্তে ছয়বার রামায়ণ শ্রবণ করেন, তিনি অগ্নিষ্টোম-যাগের আটগুণ ফললাভ করেন। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! নারী হউক আর পুরুষই হউক, যদি আটবার রামায়ণ শ্রবণ করে, তাহা হইলে নরমেধ-যজ্ঞের পাঁচগুণ ফল লাভ হয়। নর বা নারী যিনি নবরাত্রে রামায়ণ শ্রবণ করেন, তিনি গোমেধ-যজ্ঞজন্য ফলের তিনগুণ ফল লাভ করেন। যাঁহার আত্মা শান্ত ও ইন্দ্রিয় সংযত, তিনি রামায়ণ শ্রবণ করিয়া পরমানন্দময় স্থানে গমন করেন। সেই পরমানন্দময় স্থানে গমন করিলে শোক থাকেনা।২৯-৩৩

রামায়ণশ্রবণে যাঁহার অতিশয় আসক্তি, নিত্য গঙ্গাস্নানে যাঁহার অধিক অনুরাগ, যাঁহারা ধর্মশাস্ত্রের উপদেষ্টা, তাঁহারা মুক্ত—এবিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।৩৪

হে দ্বিজসত্তমগণ! যতি, ব্রহ্মচারী ও শ্রেষ্ঠব্যক্তিগণের নয়দিনব্যাপী রামায়ণ শ্রবণ করা কর্তব্য।৩৫

মানুষ ভক্তিসহকারে রামের কথা শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইয়া সেই ব্রহ্মলোকে পরমানন্দ ভোগ করে।৩৬

হে বিপ্রেন্দ্রগণ! সেইহেতু বলিতেছি যে, রামায়ণ-কথামৃত শ্রবণ কর। শ্রোতৃগণের ইহা পরমশ্রাব্য। পবিত্র কথামধ্যে ইহা অপেক্ষা উত্তম আর কিছুই নাই।৩৭

রামায়ণ শ্রবণ করিলে দুঃস্বপ্নদোষ নষ্ট হয় বলিয়া যত্নসহকারে রামায়ণকথামৃত শ্রবণ করিবে। মানুষ শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া রামায়ণের একটি শ্লোক বা শ্লোকার্ধ পাঠ করিলে সদ্যঃ কোটি উপপাতক হইতে মুক্তিলাভ করে। গুহ্য হইতেও গুহ্যতম রামায়ণকথামৃত সজ্জন-গণের নিকটেই পাঠ করিবে।৩৮-৩৯

রামভবনে, পুণ্যক্ষেত্রে ও সজ্জনসঙ্ঘে রামায়ণ পাঠ করিবে। ব্রহ্মদ্বেষী, দাম্ভিক ও লোকবঞ্চকের নিকট এই অমৃতময়ী কথা পাঠ করিবে না। যাঁহারা কামাদি দোষ ত্যাগ করিয়াছেন এবং যাঁহারা রামের প্রতি ভক্তিপরায়ণ ও

বিমুক্তপাতকঃ সোঽপি পরমং পদমশ্নুতে ।
সংসার-ঘোরকান্তার-দাবাগ্নির্মধুসূদনঃ ॥৪৪
স্মরণং সর্বপাপানি নাশয়ত্যাশু সত্তমাঃ।
মদর্থকমিদং পুণ্যং কাব্যং শুশ্রাব চোত্তমম্ ॥৪৫
শ্রবণাৎ পঠনাদ্ বাপি সর্বপাপবিনাশকঃ।
যস্য রামরসে প্রীতির্বর্ততে ভক্তিসংযুতা ॥৪৬
স এব কৃতকৃত্যশ্চ সর্বশাস্ত্রার্থকোবিদঃ।
তদর্জিতং তপঃ পুণ্যং তৎসত্যং সফলং দ্বিজাঃ॥৪৭
যদর্থশ্রবণে প্রীতিরন্যথা ন হি বর্ততে।
রামায়ণপরা যে তু রামনামপরায়ণাঃ ॥৪৮
ত এব কৃত কৃত্যাশ্চ ঘোরে কলিযুগে দ্বিজাঃ।
নবাহ্না কিল শ্রোতব্যং রামায়ণকথামৃতম্ ॥৪৯
তে কৃতজ্ঞা মহাত্মানস্তেষাং নিত্যং নমো নমঃ।
রামনামৈব নামৈব নামৈব মম জীবনম্ ॥৫০
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।

সূত উবাচ—

এবং সনৎকুমারস্তু নারদেন মহাত্মনা ॥৫১
সম্যক্ প্রবোধিতঃ সদ্যঃ পরাং নির্বৃতিমাপ হ।
তস্মাচ্ছৃণুধ্বং বিপ্রেন্দ্র রামায়ণকথামৃতম্ ॥৫২
নবাহ্না কিল শ্রোতব্যং সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
শ্রুত্বা চৈতন্মহাকাব্যং বাচকং যস্তু পূজয়েৎ ॥৫৩
তস্য বিষ্ণুঃ প্রসন্নঃ স্যাচ্ছ্রিয়া সহ দ্বিজোত্তমাঃ।
বাচকে প্রীতিমাপন্নে ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বরাঃ ॥৫৪
প্রীতা ভবন্তি বিপ্রেন্দ্রা নাত্র কার্য্যা বিচারণা।
রামায়ণ-বাচকায় গাবো বাসাংসি কাঞ্চনম্ ॥৫৫
রামায়ণপুস্তকঞ্চ দদ্যাদ্ বিত্তানুসারতঃ।
তস্য পুণ্যফলং বক্ষ্যে শৃণুধ্বং সুসমাহিতাঃ ॥৫৬
ন বাধন্তে গ্রহাস্তস্য ভূত-বেতালকাদয়ঃ।

গুরুভক্ত, তাঁহাদের নিকট এই মোক্ষসাধনের উপায় বলিবে। শ্রীরাম জীবের দুঃখ বিনষ্ট করেন এবং তিনি সর্বদেবময় বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত আছে।৪০-৪২

সদ্‌ভক্তবৎসল রাম ভক্তিতেই তুষ্ট হন—এবিষয়ে কোন সংশয় নাই। অনিচ্ছাবশতঃও যদি কেহ রামনাম কীর্তন বা স্মরণ করে, তাহা হইলেও সে পাপমুক্ত হইয়া পরমপদ প্রাপ্ত হয়। কারণ, সংসাররূপ ঘোর কান্তারে মধুসূদন দাবাগ্নিতুল্য অর্থাৎ তিনি সমস্ত সংসারবীজ দগ্ধ করিয়া নামকারীকে মুক্তি দিয়া থাকেন।৪৩-৪৪

রামায়ণী কথা স্মরণমাত্রই সমস্ত পাপ শীঘ্র বিনষ্ট হয়। আমি আমার নিজের জন্যই এই পবিত্র উত্তম কাব্য শ্রবণ করিয়াছি। ইহা শ্রবণ ও পঠনমাত্রই সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়। রামচরিত্ররূপ মধুররসে যাঁহার ভক্তিযুক্ত-প্রীতি জন্মে, তিনি কৃতার্থ ও সর্বশাস্ত্রজ্ঞ। হে দ্বিজগণ! তাঁহার অর্জিত তপস্যা, পুণ্য ও সত্য সফল হয়। ঘোরকলিযুগে যে সকল দ্বিজ রামায়ণ ও রামনাম-পরায়ণ, তাঁহারাই কৃতার্থ। নয়দিন যাবৎ এই রামায়ণকথামৃত শ্রবণ করিবে।৪৫-৪৯

তাঁহারা কৃতজ্ঞ ও মহাত্মা; তাঁহাদের উদ্দেশ্যে আমি নিত্য নমস্কার জানাইতেছি। কেবলমাত্র রামনামই আমার জীবন, কলিযুগে রামনাম ভিন্ন আর অন্য কোনও গতিই নাই, নাই, নাই। সূত বলিলেন,—মহাত্মা নারদ সনৎকুমারকে এইভাবে প্রবোধিত করিলেন। সনৎকুমারও তৎক্ষণাৎ পরম মুক্তি প্রাপ্ত হইলেন। হে বিপ্রেন্দ্রগণ। সেইহেতু বলিতেছি যে, রামায়ণ-কথামৃত শ্রবণ কর। নয়দিনব্যাপী রামায়ণ শ্রবণ করিলে সকল পাপ হইতে মুক্তিলাভ হয়। হে দ্বিজোত্তমগণ! এই রামায়ণরূপ মহাকাব্য শ্রবণ করিয়া যিনি বাচককে সম্মানিত করেন, লক্ষ্মীযুক্ত শ্রীবিষ্ণু তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হন। বাচক প্রীত হইলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর প্রীত হন। হে বিপ্রেন্দ্রগণ। এই বিষয়ে আর কিছুই বিচার্য্য নাই। যিনি রামায়ণী কথা বলেন, আর্থিক অবস্থানুসারে দাতা তাঁহাকে গো, বস্ত্র, কাঞ্চন ও রামায়ণপুস্তক প্রদান করিবেন। এই দানের কি ফল, তাহা সুসমাহিতচিত্তে শ্রবণ কর।৫০-৫৬

যিনি রামচরিত্র শ্রবণ করেন, তাঁহার সর্ববিধ মঙ্গল বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং গ্রহগণ, ভূত, বেতালাদিগণ তাঁহার কোন অনিষ্ট করিতে পারে না। অগ্নি

তস্যৈব সর্বশ্রেয়াংসি বর্ধন্তে চরিতে শ্রুতে ॥৫৭
ন চাগ্নির্বাধতে তস্য ন চৌরাদিভয়ং তথা।
এতজ্জন্মার্জিতৈঃ পাপৈঃ সদ্য এব বিমুচ্যতে ॥৫৮
সপ্তবংশসমে তে তু দেহান্তে মোক্ষমাপ্নুয়াৎ।
ইত্যেতদ্ বঃ সমাখ্যাতং নারদেন প্রভাষিতম্ ॥৫৯
সনৎকুমারমুনয়ে পৃচ্ছতে ভক্তিতঃ পুরা।
রামায়ণমাদিকাব্যং সর্ববেদার্থসম্মতম্ ॥৬০
সর্বপাপহরং পুণ্যং সর্বদুঃখনিবর্হণম্।
সমস্তপুণ্যফলদং সর্বযজ্ঞফলপ্রদম্ ॥৬১
যে পঠন্ত্যত্র বিবুধাঃ শ্লোকং শ্লোকার্ধমেব চ।
ন তেষাং পাপবন্ধস্তু কদাচিদপি জায়তে ॥৬২
রামার্পিতমিদং পুণ্যং কাব্যং তু সর্বকামদম্।
ভক্ত্যা শৃণ্বন্তি বিদন্তি তেষাং পুণ্যফলং শৃণু ॥৬৩
শতজন্মার্জিতৈঃ পাপৈঃ সদ্য এব বিমোচিতাঃ।
সহস্রকুলসংযুক্তৈঃ প্রয়ান্তি পরমং পদম্ ॥৬৪
কিং তীর্থৈর্গোপ্রদানৈর্বা কিং তপোভিঃ কিমধ্বরৈঃ
অহন্যহনি রামস্য কীর্তনং পরিশৃণ্বতাম্ ॥৬৫
চৈত্রে মাঘে কার্তিকে চ রামায়ণকথামৃতম্।
নবৈরহোভিঃ শ্রোতব্যং রামায়ণকথামৃতম্ ॥৬৬
রামপ্রসাদজনকং রামভক্তিবিবর্ধনম্।
সর্বপাপক্ষয়করং সর্বসম্পদ্‌বিবর্ধনম্ ॥৬৭
যস্ত্বেতচ্ছৃণুয়াদ্ বাপি পঠেদ্ বা সুসমাহিতঃ।
সর্বপাপবিনির্মুক্তো বিষ্ণুলোকে স গচ্ছতি ॥৬৮

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে উত্তরখণ্ডে রামায়ণমাহাত্ম্যে নারদ-সনৎকুমার-সংবাদে ফলানুকীর্তনং নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

রামায়ণমাহাত্ম্যং সম্পূর্ণম্ ॥

তাঁহার কোন অমঙ্গল সৃষ্টি করিতে পারে না, চোরাদি হইতেও তাঁহার কিছুমাত্র ভয় থাকে না। ইহজন্মে নীতিবিরুদ্ধ কার্য্য করিয়া যে ব্যক্তি পাপভাগী হইয়াছে, রামচরিত্র শ্রবণ করিলে সে ব্যক্তি সমস্ত পাপ হইতে সদ্যই মুক্ত হয়। নারদ-কথিত এই কথা তোমাদের নিকট বলিলাম।৫৭-৫৯

আদিকাব্য রামায়ণে সর্ববেদার্থ সন্নিবেশিত আছে। এই রামায়ণ সমস্ত পাপ হরণ করে, সর্বদুঃখ বিনাশ করে, সমস্ত পুণ্য ও সমস্ত যজ্ঞের ফল প্রদান করে। পুরাকালে সনৎকুমার দেবর্ষি নারদকে ভক্তিযুক্তভাবে এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।৫৯-৬১

যে সকল জ্ঞানবান্ ব্যক্তি রামায়ণের একটি মাত্র শ্লোক বা শ্লোকার্ধ পাঠ করেন, তাঁহাদের কিছুমাত্র পাপ জন্মে না। পুণ্যকথায় পরিপূর্ণ এই কাব্য শ্রীরাম উদ্দেশ্যে অর্পিত হইয়াছে। ইহা সর্ববিধ কাম্য প্রদান করে। যাঁহারা ভক্তিপূর্বক রামায়ণ শ্রবণ করেন ও তদন্তর্গত বিষয় অবগত হন, তাঁহাদের কিরূপ পুণ্যফল লাভ হয়, তাহা শ্রবণ কর।৬২-৬৩

রামায়ণ-শ্রবণে শতজন্মার্জিত পাপ হইতে সদ্যই মুক্তিলাভ করিতে পারা যায়; সহস্রকুলের সহিত পরমপদপ্রাপ্তি হয়। যাঁহারা প্রতিদিন রামায়ণ কীর্তন বা শ্রবণ করেন, তাঁহাদের তীর্থগমন, গোদান, তপস্যা, কিংবা যজ্ঞ কিছুরই প্রয়োজন হয় না অর্থাৎ তাঁহারা রামায়ণ-পাঠাদি দ্বারাই পরমপদ লাভ করিয়া থাকেন।৬৪-৬৫

চৈত্র, মাঘ ও কার্তিকমাসে নয়দিনব্যাপী রামায়ণ-কথামৃত শ্রবণ করিবে। রামায়ণ শ্রবণ করিলে শ্রীরামের অনুগ্রহলাভ হয়, শ্রীরামের প্রতি ভক্তি বর্ধিত হয়, সর্বপ্রকার পাপক্ষয় হয় ও সর্বসম্পদ্ বিশেষরূপে বর্ধিত হয়। যিনি সুসমাহিতচিত্তে রামায়ণ শ্রবণ বা পাঠ করেন, তিনি সর্বপাপমুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করেন।৬৬-৬৮

স্কন্দপুরাণান্তর্গত উত্তরখণ্ডে রামায়ণ-মাহাত্ম্যে নারদ-সনৎকুমারসংবাদে ফলানুকীর্তন-নামক পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

পণ্ডিত—শ্রীহরকান্তকৃত্য-স্মৃতি-ব্যাকরণতীর্থকৃত বঙ্গভাষানুবাদসহিত-রামায়ণমাহাত্ম্য সম্পূর্ণ।

ওঁ তৎসৎ পরমাত্মনে নমঃ ॥

মঙ্গলাচরণম্

অথ স্মার্তানাং শ্রীরামায়ণপঠনোপক্রমানুসন্ধেয়ক্রমঃ

শ্রীমহাগণপতিধ্যানম্—

শুক্লাম্বরধরং দেবং শশিবর্ণং চতুর্ভুজম্।
প্রসন্নবদনং ধ্যায়েৎ সর্ববিঘ্নোপশান্তয়ে ॥১
বাগীশাদ্যাঃ সুমনসঃ সর্বার্থানামুপক্রমে।
যং নত্বা কৃতকৃত্যাঃ স্যুস্তং নমামি গজাননম্ ॥২
অনন্তরং শ্রীমচ্ছঙ্করভগবৎপাদাদি গুরু-
পরম্পরানুসন্ধেয়া।

সরস্বতীপ্রার্থনা—

দোর্ভির্যুক্তা চতুর্ভিঃ স্ফটিকমণিময়ীমক্ষমালাং দধানা
হস্তেনৈকেন পদ্মং সিতমপি চ শুকং
পুস্তকং চাপরেণ।
ভাসা কুন্দেন্দু-শঙ্খ-স্ফটিকমণিনিভা ভাসমানা
সা মে বাগেদবতেয়ং নিবসতু বদনে সর্বদা সুপ্রসন্না ॥৩

বাল্মীকিনমস্ক্রিয়া—

কূজন্তং রাম রামেতি মধুরং মধুরাক্ষরম্।
আরুহ্য কবিতাশাখাং বন্দে বাল্মীকিকোকিলম্ ॥৪
বাল্মীকের্মুনিসিংহস্য কবিতাবনচারিণঃ।
শৃণ্বন্ রামকথানাদং কো ন যাতি পরাং গতিম্ ॥৫
যঃ পিবন্ সততং রামচরিতামৃতসাগরম্।
অতৃপ্তস্তং মুনিং বন্দে প্রাচেতসমকল্মষম্ ॥৬

হনুমন্নমস্ক্রিয়া—

গোষ্পদীকৃতবারীশং মশকীকৃতরাক্ষসম্।
রামায়ণমহামালারত্নং বন্দেঽনিলাত্মজম্ ॥৭

মঙ্গলাচরণ—

অনন্তর স্মার্তগণের রামায়ণপাঠের প্রারম্ভিককৃত্য অনুসন্ধানের ক্রম বর্ণিত হইতেছে।

শ্রীমহাগণপতির ধ্যান।

যাঁহার পরিধানে শুভ্র বস্ত্র, চন্দ্রের বর্ণের ন্যায় যাঁহার বর্ণ, যাঁহার চারখানি হাত, যাঁহার মুখমণ্ডলে প্রসন্নতা বিরাজ করে, সর্ববিঘ্ন উপশমের জন্য সেই দেবকে ধ্যান করিবে। ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবতাগণ সমস্ত কার্যারম্ভে যাঁহাকে নমস্কার করিয়া কৃতার্থ হন, সেই গজাননকে নমস্কার করিতেছি।১-২

অনন্তর শ্রীমচ্ছঙ্করভগবৎপাদাদি গুরু পরম্পরার চিন্তা করিবে অর্থাৎ পূজা-বন্দনাদি দ্বারা তাঁহাদের প্রসন্নতাবিধান করিবে।

সরস্বতীপ্রার্থনা—

যাঁহার চারখানি হাত, যিনি এক হাতে স্ফটিক-মণিময়ী অক্ষমালা, অপর এক হাতে শ্বেত পদ্ম, এবং অপর হস্তদ্বয়ে শুক ও পুস্তক ধারণ করিয়াছেন, কুন্দ কুসুম, চন্দ্র, শঙ্খ ও স্ফটিকমণিতুল্য যাঁহার দীপ্তি, সর্বদা সুপ্রসন্না সেই বাগ্‌দেবী আমার বদনে বাস করুন।৩

বাল্মীকি-নমস্কার—

যিনি রামায়ণরূপ কবিতাশাখায় আরোহণ করিয়া কোকিলসদৃশ সুমধুর রাম রাম রব করেন, আমি সেই মহাকবি মুনিবর বাল্মীকিকে নমস্কার করিতেছি।৪

কবিতারূপ বনচারী মুনিসিংহ-বাল্মীকি হইতে যে রামায়ণী কথা ধ্বনিত হইতেছে, তাহা শ্রবণ করিলে কাহার না শ্রেষ্ঠ গতি লাভ হয়?৫

রামচরিতরূপ অমৃতসাগর হইতে সর্বদা অমৃতপানেও যাঁহার পরিতৃপ্তি নাই, যিনি প্রজাপতিবংশোদ্ভূত ও যিনি নিষ্পাপ, সেই বাল্মীকিকে বন্দনা করিতেছি।৬

হনুমানের প্রণাম—

যিনি গোষ্পদের মত মহাসমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়াছেন এবং রাক্ষসগণকে মশকতুল্য বধ

অঞ্জনানন্দনং বীরং জানকীশোকনাশনম্ ।
কপীশমক্ষহন্তারং বন্দে লঙ্কাভয়ঙ্করম্ ॥৮
উল্লঙ্ঘ্য সিন্ধোঃ সলিলং সলীলং
যঃ শোকবহ্নিং জনকাত্মজায়াঃ ।
আদায় তেনৈব দদাহ লঙ্কাং
নমামি তং প্রাঞ্জলিরাঞ্জনেয়ম্ ॥৯
আঞ্জনেয়মতিপাটলাননং
কাঞ্চনাদ্রিকমনীয়বিগ্রহম্ ।
পারিজাততরুমূলবাসিনং
ভাবয়ামি পবমান-নন্দনম্ ॥১০
যত্র যত্র রঘুনাথকীর্তনং
তত্র তত্র কৃতমস্তকাঞ্জলিম্ ।
বাষ্পবারিপরিপূর্ণলোচনং
মারুতিং নমত রাক্ষসান্তকম্ ॥১১
মনোজবং মারুততুল্যবেগং
জিতেন্দ্রিয়ং বুদ্ধিমতাং বরিষ্ঠম্ ।
বাতাত্মজং বানরযূথমুখ্যং
শ্রীরামদূতং শিরসা নমামি ॥১২

শ্রীরামায়ণ প্রার্থনা—

যঃ কর্ণাঞ্জলিসংপুটৈরহরহঃ সম্যক্ পিবত্যাদরাদ্
বাল্মীকের্বদনারবিন্দগলিতং রামায়ণাখ্যং মধু ।
জন্ম-ব্যাধি-জরা-বিপত্তি-মরণৈরত্যন্তসোপদ্রবং
সংসারং স বিহায় গচ্ছতি পুমান্
বিষ্ণোঃ পদং শাশ্বতম্ ॥১৩
তদুপগতসমাস-সন্ধিযোগং
সমমধুরোপনতার্থ-বাক্যবদ্ধম্ ।
রঘুবরচরিতং মুনিপ্রণীতং
দশশিরসশ্চ বধং নিশাময়ধ্বম্ ॥১৪
বাল্মীকিগিরিসম্ভূতা রামসাগরগামিনী ।
পুনাতু ভুবনং পুণ্যা রামায়ণমহানদী ॥১৫

করিয়াছেন, যিনি রামায়ণরূপমহামালার মধ্যস্থিত রত্নসদৃশ, সেই পবনপুত্র হনুমানকে নমস্কার করিতেছি। অঞ্জনানন্দন যে মহাবীর জানকীর শোক নিবারণ করিয়াছিলেন, কপিগণের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ, অক্ষনামক রাক্ষস যাঁহার হস্তে নিহত হইয়াছিল, যিনি লঙ্কাপুরীর ভীতি উৎপাদন করিয়াছিলেন, সেই হনুমান্‌কে নমস্কার করিতেছি। যে হনুমান্ হেলায় সমুদ্রসলিল উল্লঙ্ঘন করিয়া জনকনন্দিনীর শোকবহ্নি গ্রহণপূর্বক তদ্দারাই লঙ্কাপুরী দগ্ধ করিয়াছিলেন, সেই অঞ্জনানন্দন হনুমান্‌কে কৃতাঞ্জলিপুটে নমস্কার করিতেছি ।৮-৯

যাঁহার বদনমণ্ডল অতিশয় পাটল (গোলাপী) বর্ণ, সুবর্ণময়পর্বতের ন্যায় শরীর উজ্জ্বল, পারিজাত-তরুমূলে যাঁহার বসতি, সেই পবনতনয় অঞ্জনানন্দনকে ভাবনা করিতেছি ।১০

যে যে স্থানে রঘুনাথের কীর্তন হয়, সেই সেই স্থানে যিনি নতশিরে কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থান করেন, রঘুনাথের কীর্তনে যাঁহার নয়নযুগল অশ্রুবারিতে পরিপূর্ণ হয়, যিনি রাক্ষসহন্তা, সেই পবননন্দন হনুমান্‌কে তোমরা প্রণাম কর ।১১

যাঁহার গতিবেগ মন ও বায়ুর গতিবেগতুল্য, যিনি জিতেন্দ্রিয়, বুদ্ধিমান্‌ব্যক্তিগণের মধ্যে যাঁহার শ্রেষ্ঠ স্থান, বানরসঙ্ঘের যিনি প্রধান, যিনি শ্রীরামের দূত ও পবনের পুত্র, সেই হনুমান্‌কে অবনতমস্তকে নমস্কার করিতেছি ।১২

শ্রীরামায়ণ প্রার্থনা—

যিনি প্রতিদিন কর্ণরূপ অঞ্জলিসম্পুট দ্বারা বাল্মীকিমুনির মুখপদ্মবিগলিত রামায়ণরূপ মধু সমাদরের সহিত পান করেন, তিনি জন্ম, ব্যাধি, জরা, বিপত্তি ও মৃত্যু ইত্যাদি দ্বারা অত্যন্ত উপদ্রুত সংসার ত্যাগ করিয়া বিষ্ণুর শাশ্বত পদ প্রাপ্ত হন ।১৩

যে গ্রন্থ যথোপযুক্ত সমাস ও সন্ধি দ্বারা পরিশোভিত, যোগ্য অর্থ দ্বারা যুক্ত ও সুমধুর বাক্য দ্বারা নিবদ্ধ, মহামুনি বাল্মীকিপ্রণীত সেই দশানন রাবণের বধের কাহিনী সম্বলিত রামায়ণগ্রন্থ তোমরা শ্রবণ কর। পবিত্রতাপ্রদায়িনী যে রামায়ণমহানদী বাল্মীকি-পর্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া রামসাগরে গমন করিয়াছে, সেই রামায়ণ ভুবন পবিত্র করুক ।১৪-১৫

যে রামায়ণরূপসমুদ্রে শ্লোকসমূহ সারসের ন্যায় বিকীর্ণ হইয়া আছে, যে রামায়ণে সর্গসমূহ কল্লোলসদৃশ

শ্লোকসারসমাকীর্ণং সর্গকল্লোলসঙ্কুলম্ ।
কাণ্ডগ্রাহমহামীনং বন্দে রামায়ণার্ণবম্ ॥১৬

বেদবেদ্যে পরে পুংসি জাতে দশরথাত্মজে ।
বেদঃ প্রাচেতসাদাসীৎ সাক্ষাদ্ রামায়ণাত্মনা ॥১৭

শ্রীরামধ্যানক্রমঃ—

বৈদেহীসহিতং সুরদ্রুমতলে হৈমে মহামণ্ডপে
মধ্যে পুষ্পকমাসনে মণিময়ে বীরাসনে সুস্থিতম্ ।
অগ্রে বাচয়তি প্রভঞ্জনসুতে তত্ত্বং মুনিভ্যঃ পরং
ব্যাখ্যাতং ভরতাদিভিঃ পরিবৃতং রামং ভজে শ্যামলম্ ॥১৮

বামে ভূমিসুতা পুরশ্চ হনুমান্ পশ্চাৎ সুমিত্রাসুতঃ
শত্রুঘ্নো ভরতশ্চ পার্শ্বদলয়োর্বায়্বাদিকোণেষু চ ।
সুগ্রীবশ্চ বিভীষণশ্চ যুবরাট্ তারাসুতো জাম্ববান্
মধ্যে নীলসরোজকোমলরুচিং রামং ভজে শ্যামলম্ ॥১৯

নমোঽস্তু রামায় সলক্ষ্মণায়
দেব্যৈ চ তস্যৈ জনকাত্মজায়ৈ ।
নমোঽস্তু রুদ্রেন্দ্র-যমানিলেভ্যো-
নমোঽস্তু চন্দ্রার্ক-মরুদ্গণেভ্যঃ ॥২০

ততঃ শ্রীকোশোপরি শ্রীরামাবাহনাদি-নৈবেদ্যান্ত-পূজা বিধেয়া । পারায়ণাবসানে চ পুনঃ পূজা কর্তব্যা ॥

পারায়ণসমাপনসময়ানুসন্ধেয়শ্লোকক্রমঃ—

স্বস্তি প্রজাভ্যঃ পরিপালয়ন্তাং
ন্যায্যেন মার্গেণ মহীং মহীশাঃ ।
গো-ব্রাহ্মণেভ্যঃ শুভমস্তু নিত্যং
লোকাঃ সমস্তাঃ সুখিনো ভবন্তু ॥১

কালে বর্ষতু পর্জন্যঃ পৃথিবী শস্যশালিনী ।
দেশোঽয়ং ক্ষোভরহিতো ব্রাহ্মণাঃ সন্তু নির্ভয়াঃ ॥২

তুল্য, কাণ্ডসমূহ কুম্ভীর ও মহামৎস্যতুল্য, সেই রামায়ণকে নমস্কার করিতেছি ।১৬

বেদ অধ্যয়ন করিলে যাঁহাকে জানিতে পারা যায়, সেই পরমপুরুষ দশরথতনয় রামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিলে পর প্রাচেতস বাল্মীকিমুনি হইতে রামায়ণরূপে বেদ সাক্ষাদ্‌ভাবে প্রকাশিত হয় ।

শ্রীরামের ধ্যানক্রম—

যিনি সুরদ্রুমতলে হেমময়মহামণ্ডপমধ্যে মণিময় আসনে পুষ্পতুল্য হইয়া বীরাসনে সুখে অবস্থিত আছেন, যাঁহার সম্মুখভাগে হনুমান্ উপবিষ্ট থাকিয়া মুনিদিগের নিকট শাস্ত্রবর্ণিত পরতত্ত্বব্যাখ্যায় নিরত, যিনি ভরতাদি পরিবৃত, সেই শ্যামলরূপধারী রামচন্দ্রকে সীতার সহিত ভজনা করিতেছি ।১৮

যাঁহার বামভাগে ভূমিতনয়া সীতা, সম্মুখভাগে হনুমান্, পশ্চাতে সুমিত্রাপুত্র লক্ষ্মণ, পার্শ্বদ্বয়ে শত্রুঘ্ন ও ভরত, বায়ু আদি চতুষ্কোণে (যথাক্রমে) সুগ্রীব, বিভীষণ, তারাপুত্র যুবরাজ অঙ্গদ ও জাম্ববান্ ইহাদের মধ্যস্থলে অবস্থিত নীলপদ্মতুল্য কোমলকান্তি শ্যামলবর্ণ শ্রীরামকে ভজনা করিতেছি ।১৯

যিনি লক্ষ্মণের সহিত বিরাজমান, সেই শ্রীরামকে আমরা নমস্কার করিতেছি এবং জনকদুহিতা সীতাদেবীকে নমস্কার করিতেছি । রুদ্র, ইন্দ্র, যম, বায়ু, চন্দ্র, সূর্য্য ও মরুদ্গণকে নমস্কার করিতেছি ।২০

তৎপর শ্রীকোশের উপর শ্রীরামের আবাহনাদি নৈবেদ্যান্ত পূজা করিবে । পরায়ণসমাপ্তির পর পুনরায় পূজা করিবে ।২১

পারায়ণসমাপনসময়ে অনুসন্ধান করিবার শ্লোকক্রম লিখিত হইতেছে—

প্রজাগণের মঙ্গল হউক, মহীপতিগণ ন্যায়পথে থাকিয়া রাজ্য পালন করুন । গো ও ব্রাহ্মণের নিত্য মঙ্গল হউক । সমস্ত লোক সুখী হউক । মেঘ যথাকালে বর্ষণ করুক, পৃথিবী শস্যশালিনী হউক, এই দেশ ক্ষোভরহিত হউক, ব্রাহ্মণগণ নির্ভয়ে অবস্থান করুক, পুত্রহীনগণ পুত্রবান, পুত্রবান্‌গণ পৌত্রবান্ ও নির্ধনব্যক্তিরা ধনবান্ হউক এবং তাহারা শতায়ু হউক ।১-৩

রঘুনাথের চরিত্রমাহাত্ম্য শতকোটি বিস্তৃত, ইহার এক একটি অক্ষর মহাপাতক নষ্ট করে বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে ।৪

যিনি ভক্তিসহকারে রামায়ণের শ্লোকের এক পাদ বা একটি মাত্র পদ শ্রবণ করেন, তিনি ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন এবং ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মা কর্তৃক সমাদৃত হন ।৫

অপুত্রাঃ পুত্রিণঃ সন্তু পুত্রিণঃ সন্তু পৌত্রিণঃ।
অধনাঃ সধনাঃ সন্তু জীবন্তু শরদাং শতম্ ॥৩
চরিতং রঘুনাথস্য শতকোটিপ্রবিস্তরম্।
একৈকমক্ষরং প্রোক্তং মহাপাতকনাশনম্ ॥৪
শৃণ্বন্ রামায়ণং ভক্ত্যা যঃ পাদং পদমেব বা।
স যাতি ব্রহ্মণঃ স্থানং ব্রহ্মণা পূজ্যতে সদা ॥৫
রামায় রামভদ্রায় রামচন্দ্রায় বেধসে।
রঘুনাথায় নাথায় সীতায়াঃ পতয়ে নমঃ ॥৬
যন্মঙ্গলং সহস্রাক্ষে সর্বদেবনমস্কৃতে।
বৃত্রনাশে সমভবত্তত্তে ভবতু মঙ্গলম্ ॥৭
যন্মঙ্গলং সুপর্ণস্য বিনতাঽকল্পয়ৎ পুরা।
অমৃতং প্রার্থ্যমানস্য তত্তে ভবতু মঙ্গলম্ ॥৮
মঙ্গলং কোসলেন্দ্রায় মহনীয়গুণাত্মনে।
চক্রবর্তিতনূজায় সার্বভৌমায় মঙ্গলম্ ॥৯
অমৃতোৎপাদনে দৈত্যান্ ঘ্নতো বজ্রধরস্য যৎ।
অদিতির্মঙ্গলং প্রাদাত্তত্তে ভবতু মঙ্গলম্ ॥১০
ত্রিবিক্রমান্ প্রক্রমতো বিষ্ণোরমিততেজসঃ।
যদাসীন্মঙ্গলং রাম তত্তে ভবতু মঙ্গলম্ ॥১১
ঋতবঃ সাগরা দ্বীপা বেদা লোকা দিশশ্চ তে।
মঙ্গলানি মহাবাহো দিশন্তু তব সর্বদা ॥১২
কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্বা
বুদ্ধ্যাত্মনা বা প্রকৃতিস্বভাবাৎ।
করোমি যদ্ যৎ সকলং পরস্মৈ
নারায়ণায়েতি সমর্পয়ামি ॥১৩

রাম, রামভদ্র, রামচন্দ্র, ব্রহ্মা, রঘুনাথ, নাথ, সীতাপতি প্রভৃতি নামে যিনি প্রখ্যাত, তাঁহাকে নমস্কার করিতেছি।৬

বৃত্রাসুরবধের সময় সমস্ত দেবগণ যাঁহাকে নমস্কার করেন, সেই সহস্রাক্ষ ইন্দ্রের যেরূপ মঙ্গল হইয়াছিল তোমার সেইরূপ মঙ্গল হউক। পুরাকালে বিনতা অমৃতের জন্য প্রার্থিত পুত্র গরুড়ের যে মঙ্গল কল্পনা করিয়াছিলেন, তোমার সেই মঙ্গল হউক। যিনি মহনীয় গুণস্বরূপ, যিনি কোসলেন্দ্র, যিনি রাজচক্রবর্তীর ঔরসজাত এবং স্বয়ং সার্বভৌম, তাঁহার মঙ্গল হউক।৭-৯

অমৃত-উৎপাদনকালে দৈত্যবিনাশোদ্যত ইন্দ্রকে অদিতি যে মঙ্গল প্রদান করিয়াছিলেন, তোমার সেই মঙ্গল হউক।১০

অমিততেজের আধার ভগবান্ বিষ্ণু বামনরূপে বলিকে ছলনা করিয়া ত্রিপাদভূমি প্রার্থনার পর স্বীয় বৃহদ্বপু প্রদর্শন করিয়া যেরূপ মঙ্গলভাজন হইয়াছিলেন, হে রাম! তুমিও সেইরূপ মঙ্গলভাজন হও।১১

হে মহাবাহো! ঋতু, সাগর, দ্বীপ, বেদ, লোক ও দিক্‌সমূহ ইহারা সকলে সর্বদা তোমার মঙ্গল করুক।১২

শরীর বাক্য, মন, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও প্রকৃতির স্বভাববশতঃ অথবা আমি স্বয়ং যাহা যাহা করিতেছি, সমস্তই পরমব্রহ্ম নারায়ণে সমর্পণ করিতেছি।১৩

সপ্তকাণ্ড-রামায়ণপাঠ করার পূর্বে প্রতিকাণ্ডে যে বিনিয়োগ ও ঋষ্যাদিন্যাস-ক্রম আছে, এইস্থলে তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে।

আদিকাণ্ড-বিনিয়োগঃ

অথ ঋষ্যাদিন্যাসঃ—অস্য শ্রীআদিকাণ্ডমহামন্ত্রস্য ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষিঃ, অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ, দাশরথিঃ পরমাত্মা দেবতা, রাং বীজং, নমঃ শক্তিঃ রামায়েতি কীলকম্, শ্রীরামপ্রীত্যর্থে আদিকাণ্ডপারায়ণে বিনিয়োগঃ। ওঁ ঋষ্যশৃঙ্গ-ঋষয়ে নমঃ—শিরসি, ওঁ অনুষ্টুপ্ ছন্দসে নমঃ—মুখে, ওঁ দাশরথিপরমাত্মাদেবতায়ৈ নমঃ—হৃদি, ওঁ রাং বীজায় নমঃ—গুহ্যে, ওঁ নমঃ শক্তয়ে নমঃ—পাদয়োঃ, ওঁ রামায় কীলকায় নমঃ—সর্বাঙ্গে।

করন্যাসঃ—ওঁ সুপ্রসন্নায় অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ শান্তমনসে তর্জনীভ্যাং নমঃ, ওঁ সত্যসন্ধায় মধ্যমাভ্যাং নমঃ, ওঁ জিতেন্দ্রিয়ায় অনামিকাভ্যাং নমঃ, ওঁ ধর্মজ্ঞায় নয়সারজ্ঞায় কনিষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ রাজ্ঞে দাশরথয়ে জয়িনে করতলপৃষ্ঠাভ্যাং নমঃ। উক্ত মন্ত্র দ্বারা ঋষ্যাদিন্যাস করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র দ্বারা ধ্যান ও প্রণাম করিয়া 'বাল্মীকিরামায়ণে'র আদিকাণ্ড পাঠ করা কর্তব্য।

ধ্যান যথা—শ্রীরামমাশ্রিতজনামরভূরুহেশমানন্দশুদ্ধমখিলামরবন্দিতাঙ্ঘ্রিম্।
সীতাঙ্গনাসুমিলিতং সততং সুমিত্রাপুত্রান্বিতং ধৃতধনুঃ-শরমাদিদেবম্॥
ওঁ সুপ্রসন্নঃ শান্তমনাঃ সত্যসন্ধো জিতেন্দ্রিয়ঃ। ধর্মজ্ঞো নয়-সারজ্ঞো রাজা দাশরথির্জয়ী॥

অযোধ্যাকাণ্ড-বিনিয়োগঃ

অথ ঋষ্যাদিন্যাসঃ—অস্য অযোধ্যাকাণ্ডমহামন্ত্রস্য ভগবান্ বসিষ্ঠ ঋষিঃ, অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ, ভরতো দাশরথিঃ পরমাত্মা দেবতা, ভং বীজং, নমঃ শক্তি, ভরতায়েতি কীলকম্, মম ভরতপ্রসাদসিদ্ধ্যর্থমযোধ্যাকাণ্ডপারায়ণে বিনিয়োগঃ। ওঁ বসিষ্ঠায় ঋষয়ে নমঃ—শিরসি, ওঁ অনুষ্টুপ্ ছন্দসে নমঃ—মুখে, ওঁ দাশরথিভরতপরমাত্মদেবতায়ৈ নমঃ—হৃদি, ওঁ ভং বীজায় নমঃ—গুহ্যে, ওঁ নমঃ শক্তয়ে নমঃ—পাদয়োঃ, ওঁ ভরতায় কীলকায় নমঃ—সর্বাঙ্গে।

করন্যাসঃ—ওঁ ভরতায় নমস্তস্মৈ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ সারজ্ঞায় তর্জনীভ্যাং নমঃ, ওঁ মহাত্মনে মধ্যমাভ্যাং নমঃ, ওঁ তাপসায় অনামিকাভ্যাং নমঃ, ওঁ অতিশান্তায় কনিষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ শত্রুঘ্নসহিতায় চ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং নমঃ।

উক্ত প্রকারে ঋষ্যাদি ন্যাস করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র দ্বারা ধ্যান ও প্রণামপূর্বক 'বাল্মীকিরামায়ণে'র অযোধ্যাকাণ্ড পাঠ করা কর্তব্য।

শ্রীরামপাদদ্বয়পাদুকান্তসংসক্তচিত্তং কমলায়তাক্ষম্।
শ্যামং প্রসন্নবদনং কমলাবদাতং শত্রুঘ্নযুক্তমনিশং ভরতং নমামি॥
ভরতায় নমস্তস্মৈ সারজ্ঞায় মহাত্মনে। তাপসায়াতিশান্তায় শত্রুঘ্নসহিতায় চ॥

অরণ্যকাণ্ড-বিনিয়োগঃ

ঋষ্যাদি ন্যাসঃ—অস্য শ্রীমদরণ্যকাণ্ডমহামন্ত্রস্য ভগবান্ ঋষিঃ, অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ, শ্রীরামো দাশরথিঃ পরমাত্মা মহেন্দ্রো দেবতা, ঈং বীজং, নমঃ শক্তিঃ, ইন্দ্রায়েতি কীলকম্। ইন্দ্রপ্রসাদসিদ্ধ্যর্থমরণ্যকাণ্ডপারায়ণজপে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভগবদৃষয়ে নমঃ—শিরসি, ওঁ অনুষ্টুপ্ ছন্দসে নমঃ—মুখে, ওঁ দাশরথি-শ্রীরাম-পরমাত্মা-মহেন্দ্রদেবতায়ৈ নমঃ—হৃদি, ওঁ ঈং বীজায় নমঃ—গুহ্যে, ওঁ নমঃ শক্তয়ে নমঃ—পাদয়োঃ, ওঁ ইন্দ্রায় কীলকায় নমঃ—সর্বাঙ্গে।

করন্যাসঃ—ওঁ সহস্রনয়নায় অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ দেবায় তর্জনীভ্যাং নমঃ, ওঁ সর্বদেবনমস্কৃতায় মধ্যমাভ্যাং নমঃ, ওঁ দিব্যবজ্রধরায় অনামিকাভ্যাং নমঃ, ওঁ মহেন্দ্রায় কনিষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ শচীপতয়ে করতলপৃষ্ঠাভ্যাং নমঃ।

উপরোক্ত মন্ত্রের দ্বারা ঋষ্যাদিন্যাস করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রদ্বারা ধ্যান ও প্রণাম করিয়া 'বাল্মীকি-রামায়ণে'র অরণ্যকাণ্ড পাঠ করা কর্তব্য।

ধ্যান যথা—শচীপতিং সর্বসুরেশবন্দ্যং সর্বার্তিহর্তারমচিন্ত্যশক্তিম্।
শ্রীরামসেবানিরতং মহান্তং বন্দে মহেন্দ্রং ধৃতবজ্রমীড্যম্॥
সহস্রনয়নং দেবং সর্বদেবনমস্কৃতম্। দিব্য-বজ্রধরং বন্দে মহেন্দ্রঞ্চ শচীপতিম্॥

কিষ্কিন্ধাকাণ্ড-বিনিয়োগঃ

ঋষ্যাদিন্যাসঃ—অস্য শ্রীকিষ্কিন্ধাকাণ্ডমহামন্ত্রস্য ভগবান্ ঋষিঃ, অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ, সুগ্রীবো দেবতা, সুং বীজং, নমঃ শক্তিঃ, সুগ্রীবেতি কীলকম্, মম সুগ্রীবপ্রসাদসিদ্ধ্যর্থে কিষ্কিন্ধাপারায়ণে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভগবদৃষয়ে নমঃ—শিরসি, ওঁ অনুষ্টুপ্ ছন্দসে নমঃ—মুখে, ওঁ সুগ্রীবদেবতায়ৈ নমঃ—হৃদি, ওঁ সুং বীজায় নমঃ—গুহ্যে, ওঁ নমঃ শক্তয়ে নমঃ—পাদয়োঃ, ওঁ সুগ্রীবায় কীলকায় নমঃ—সর্বাঙ্গে।

করন্যাসঃ—ওঁ সুগ্রীবায় অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ সূর্য্যতনয়ায় তর্জনীভ্যাং নমঃ, ওঁ সর্ববানরপুঙ্গবায় মধ্যমাভ্যাং নমঃ, ওঁ বলবতে অনামিকাভ্যাং নমঃ, ওঁ রাঘবসখায় কনিষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ বশীরাজ্যং প্রযচ্ছতু ইতি করতলপৃষ্ঠাভ্যাং নমঃ।

উপরোক্ত মন্ত্র দ্বারা ঋষ্যাদিন্যাস করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র দ্বারা ধ্যান ও প্রণাম করিয়া 'বাল্মীকি-রামায়ণে'র কিষ্কিন্ধাকাণ্ড পাঠ করা কর্তব্য।

ধ্যান যথা—সুগ্রীবমর্কতনয়ং কপিবর্যবন্দ্যমারোপিতাচ্যুতপদাম্বুজমাদরেণ।
পাণিপ্রহারকুশলং বলপৌরুষাঢ্যমাশাসুদাসনিপুণং হৃদি ভাবয়ামি॥

সুং সুগ্রীবায় নমঃ, কিংবা—সুগ্রীবঃ সূর্য্যতনয়ঃ সর্ববানরপুঙ্গবঃ। বলবান্ রাঘবসখা বশী রাজ্যং প্রযচ্ছতু॥ এই বলিয়া প্রণাম করিবে।

সুন্দরকাণ্ড-বিনিয়োগঃ

ঋষ্যাদিন্যাসঃ—অস্য শ্রীমৎসুন্দরকাণ্ডমহামন্ত্রস্য ভগবান্ হনুমান্ ঋষিঃ, অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ; শ্রীজগন্মাতা সীতা দেবতা, শ্রীং বীজং, স্বাহা শক্তিঃ, সীতায়ৈ কীলকং, সীতাপ্রসাদসিদ্ধ্যর্থং সুন্দরকাণ্ডপারায়ণে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভগবদ্ধনুমদৃষয়ে নমঃ—শিরসি, ওঁ অনুষ্টুপ্ছন্দসে নমঃ—মুখে, শ্রীজগন্মাতৃসীতাদেবতায়ৈ নমঃ—হৃদি, ওঁ শ্রীং বীজায় নমঃ—গুহ্যে, ওঁ স্বাহাশক্তয়ে নমঃ—পাদয়োঃ, সীতায়ৈ কীলকায় নমঃ—সর্বাঙ্গে।

করন্যাসঃ—ওঁ সীতায়ৈ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ বিদেহরাজসুতায়ৈ, তর্জনীভ্যাং নমঃ, ওঁ রামসুন্দর্যৈ মধ্যমাভ্যাং নমঃ, ওঁ হনুমতা সমাশ্রিতায়ৈ অনামিকাভ্যাং নমঃ, ওঁ ভূমিসুতায়ৈ কনিষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ শরণং ভজে করতলপৃষ্ঠাভ্যাং নমঃ। উপরোক্ত মন্ত্র দ্বারা ঋষ্যাদিন্যাস করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে ধ্যান করা কর্তব্য।

ধ্যান যথা ঃ— সীতামুদারচরিতাং বিধি-সাম্ব-বিষ্ণুবন্দ্যাং ত্রিলোকজননীং শতকল্পবল্লীম্।
হেমৈরনেকমণিরঞ্জিতকোটিভাগৈর্ভূষাচয়ৈরনুদিনং সহিতাং নমামি॥

লঙ্কাকাণ্ড-বিনিয়োগঃ

ঋষ্যাদিন্যাসঃ—অস্য শ্রীযুদ্ধকাণ্ডমহামন্ত্রস্য বিভীষণ ঋষিঃ, অনুষ্টুপ্ছন্দঃ, বিধাতা দেবতা, বং বীজং, নমঃ শক্তিঃ, বিধাতেতি কীলকং, শ্রীধাতৃপ্রসাদসিদ্ধ্যর্থে যুদ্ধকাণ্ডপারায়ণে বিনিয়োগঃ। ওঁ বিভীষণ ঋষয়ে নমঃ—শিরসি, ওঁ অনুষ্টুপ্ ছন্দসে নমঃ—মুখে, ওঁ বিধাতৃদেবতায়ৈঃ নমঃ-হৃদি, ওঁ বং বীজায় নমঃ—গুহ্যে, ওঁ নমঃ শক্তয়ে নমঃ—পাদয়োঃ, ওঁ বিধাতেতি কীলকায় নমঃ—সর্বাঙ্গে।

করন্যাসঃ—ওঁ বিধাত্রে নমঃ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ মহাদেবায় তর্জনীভ্যাং নমঃ, ওঁ ভক্তানামভয়প্রদায় মধ্যমাভ্যাং নমঃ, ওঁ সর্বদেবপ্রীতিকরায় অনামিকাভ্যাং নমঃ, ওঁ ভগবৎপ্রিয়ায় কনিষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ ঈশ্বরায় করতল-পৃষ্ঠাভ্যাং নমঃ। উক্ত মন্ত্র দ্বারা ঋষ্যাদি ন্যাস করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র দ্বারা ধ্যান করা কর্তব্য।

ধ্যান যথা ঃ— দেবং বিধাতারমনন্তবীর্য্যং ভক্তাভয়ং শ্রীপরমাদিদেবম্।
সর্বামরপ্রীতিকরং প্রশান্তং বন্দে সদা ভূতপতিং সুভূতিম্॥
বিধাতারং মহাদেবং ভক্তানামভয়প্রদম্।
সর্বদেবপ্রীতিকরং ভগবৎপ্রিয়মীশ্বরম্॥

উত্তরকাণ্ড-বিনিয়োগঃ

উত্তরকাণ্ডের বিনিয়োগ ও ঋষ্যাদিন্যাস পৃথগ্ভাবে নির্দিষ্ট না থাকিলেও উত্তরকাণ্ড পাঠের পর যুদ্ধকাণ্ডের (লঙ্কাকাণ্ডের) শেষ সর্গ পাঠ করার বিধান থাকায় তাহার বিনিয়োগাদি যুদ্ধকাণ্ডের ন্যায়ই হইবে। কেবল যেস্থলে কাণ্ডের উল্লেখ করিতে হয়, সেইস্থলে 'উত্তরকাণ্ড' এই নাম উল্লেখ করিতে হইবে।

বাল্মীকি-রামায়ণম্

অধ্যাপক-শ্রীনারায়ণচন্দ্র গোস্বামি-ন্যায়াচার্য্য-এম্, এ,-কৃত-
বঙ্গভাষানুবাদসহিতম্

বৃহদ্ধর্মপুরাণে পূর্বখণ্ডে ২৬অধ্যায়ে প্রতিকাণ্ডের পৃথক্ পৃথক্ পাঠ দ্বারা যে ফল লাভের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, এইস্থলে তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

যথা ঃ—অনাবৃষ্টির্মহাপীড়া-গ্রহপীড়াপ্রপীড়িতাঃ।
আদিকাণ্ডং পঠেয়ুর্যে তে মুচ্যন্তে ততো ভয়াৎ॥
পুত্রজন্ম-বিবাহাদৌ গুরুদর্শন এব চ।
পঠেচ্চ শৃণুয়াচ্চৈব দ্বিতীয়ং কাণ্ডমুত্তমম্॥
বনে রাজকুলে বহ্নি-জলপীড়াযুগে নরঃ।
পঠেদারণ্যকং কাণ্ডং শৃণুয়াদ্ বা স মঙ্গলী॥
মিত্রলাভে তথা নষ্টদ্রব্যস্য চ গবেষণে।
শ্রুত্বা পঠিত্বা কৈষ্কন্ধ্যং কাণ্ডং তত্তৎ ফলং ভবেৎ॥
শ্রাদ্ধেষু দেবকার্য্যেষু পঠেৎ সুন্দরকাণ্ডকম্॥
শত্রোর্জয়ে সমুৎসাহে জনবাদে বিগর্হিতে।
লঙ্কাকাণ্ডং পঠেৎ কিংবা শৃণুয়াৎ স সুখী ভবেৎ॥
যঃ পঠেচ্ছৃণুয়াদ্ বাপি কাণ্ডমভ্যুদয়োত্তরম্।
আনন্দকার্য্যে যাত্রায়াং স জয়ী পরতোঽত্র চ॥
মোক্ষার্থী লভতে মোক্ষং ভক্ত্যাথা ভক্তিমেব চ
জ্ঞানার্থী লভতে জ্ঞানং ব্রহ্মতত্ত্বোপলম্ভকম্॥

সমগ্র রামায়ণ নয়দিনে পাঠ করিতে হয়।

প্রথমদিন—সম্পূর্ণ আদিকাণ্ড এবং অযোধ্যাকাণ্ডের ষষ্ঠ সর্গ পর্য্যন্ত।

দ্বিতীয়দিন—অযোধ্যাকাণ্ডের ৭ম সর্গ হইতে ৮০ সর্গ পর্য্যন্ত।

তৃতীয়দিন—অযোধ্যাকাণ্ডের ৮১ সর্গ হইতে সম্পূর্ণ অযোধ্যাকাণ্ড এবং অরণ্যকাণ্ডের ২০ সর্গ পর্য্যন্ত।

চতুর্থদিন—অরণ্যকাণ্ডের ২১ সর্গ হইতে সম্পূর্ণ অরণ্যকাণ্ড এবং কিষ্কিন্ধাকাণ্ডের ৪৬ সর্গ পর্য্যন্ত।

পঞ্চমদিন—কিষ্কিন্ধাকাণ্ডের ৪৭ সর্গ হইতে সম্পূর্ণ কিষ্কিন্ধাকাণ্ড এবং সুন্দরকাণ্ডের ৪৭ সর্গ পর্য্যন্ত।

ষষ্ঠদিন— সুন্দরকাণ্ডের ৪৮ সর্গ হইতে সম্পূর্ণ সুন্দরকাণ্ড এবং যুদ্ধকাণ্ডের (লঙ্কাকাণ্ডের) ৫০ সর্গ পর্য্যন্ত।

সপ্তমদিন—যুদ্ধকাণ্ডের ৫১ সর্গ হইতে ৯৯ সর্গ পর্য্যন্ত।

অষ্টমদিন—যুদ্ধকাণ্ডের ১০০ সর্গ হইতে সম্পূর্ণ যুদ্ধকাণ্ড এবং উত্তরকাণ্ডের ৩৬ সর্গ পর্য্যন্ত।

নবমদিন—উত্তরকাণ্ডের ৩৭ সর্গ হইতে সম্পূর্ণ উত্তরকাণ্ড এবং যুদ্ধকাণ্ডের শেষ সর্গটি পাঠ করিতে হয়।

বাল্মীকি-রামায়ণম্

অধ্যাপক-শ্রীনারায়ণচন্দ্র গোস্বামি-ন্যায়াচার্য্য-এম্, এ,-কৃত-বঙ্গভাষানুবাদসহিতম্

আদিকাণ্ডম্

প্রথমঃ সর্গঃ

আদিকবি-শ্রীবাল্মীকের্নারদং প্রতি প্রশ্নঃ।
তস্যোত্তররূপেণ সংক্ষেপতো নারদকৃতং রামচরিতবর্ণনং
তচ্ছ্রবণফলকথনঞ্চ।

তপঃ-স্বাধ্যায়নিরতং তপস্বী বাগ্‌বিদাং বরম্।
নারদং পরিপপ্রচ্ছ বাল্মীকির্মুনিপুঙ্গবম্ ॥১
কোঽন্বস্মিন্ সাম্প্রতং লোকে গুণবান্ কশ্চ বীর্য্যবান্।
ধর্মজ্ঞশ্চ কৃতজ্ঞশ্চ সত্যবাক্যো দৃঢ়ব্রতঃ ॥২

চারিত্রেণ চ কো যুক্তঃ সর্বভূতেষু কো হিতঃ।
বিদ্বান্ কঃ কঃ সমর্থশ্চ কশ্চৈকপ্রিয়দর্শনঃ ॥৩
আত্মবান্ কো জিতক্রোধো দ্যুতিমান্ কোঽনসূয়কঃ।
কস্য বিভ্যতি দেবাশ্চ জাতরোষস্য সংযুগে ॥৪

প্রথম সর্গ

আপদামপহর্তারং দাতারং সর্বসম্পদাম্।
লোকাভিরামং শ্রীরামং ভূয়ো ভূয়ো নমাম্যহম্ ॥

নারদের প্রতি আদিকবি বাল্মীকির প্রশ্ন। তাহার উত্তররূপে সংক্ষেপে নারদকৃত রামচরিতবর্ণন ও রামচরিত শ্রবণফল কথন।

(রাম অযোধ্যায় আসিয়াছেন। অযোধ্যাবাসী প্রজাবর্গ রামকে নিজেদের পালকরূপে পাইয়াছেন, এবং সকলেই নিজ নিজ কর্ত্তব্যপালনে ব্রতী হইয়াছেন। মুনিগণ নির্ভয়ে যজ্ঞাদি কর্মে দীক্ষিত হইতে পারিয়াছেন।) মহর্ষি নারদ নিজ আশ্রমে তপস্যা ও বেদাধ্যয়নে রত হইয়াছেন। এমন সময় একদিন তপস্বী বাল্মীকি ঐ আশ্রমে আসিয়া বেদজ্ঞশিরোমণি মহামুনি নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন।১

মুনিবর! বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবীতে এমন কোন্ ব্যক্তি আছেন, যিনি সকলগুণভূষিত ও অপরিমিত পরাক্রমের আশ্রয়, ধর্মের প্রকৃত রহস্য যিনি জানেন, সামান্য উপকার বা সেবাও চিরকাল যাঁহার মনে থাকে, যিনি কখনই মিথ্যাভাষণ করেন না, যাঁহার সংকল্প কখনই শিথিল হয় না?২

এই সংসারে কোন্ ব্যক্তি সর্বদা সদাচারপালন-রত ও সকল প্রাণীর হিতকারী। সকল শাস্ত্রে ও সমস্ত কার্য্যে কাহার অতিশয় দক্ষতা আছে? কাহাকে দর্শন করিলে সকলের সর্বদা সুখ হয়?৩

হে নারদ! আপনি সেই ব্যক্তির কথা কীর্ত্তন করুন, যাঁহার ধৈর্য্য সর্বথা প্রশংসনীয়, যিনি ক্রোধরূপী মহাশত্রুকে জয় করিয়াছেন, উজ্জ্বলকান্তিময় যে পুরুষ অন্যের গুণে কখনও দোষ অন্বেষণ করেন না, যুদ্ধক্ষেত্রে ক্রোধাবিষ্ট অবস্থায় যাঁহাকে দেখিলে দেবগণও ভীত হন। মুনিশ্রেষ্ঠ! এই সকল গুণের আশ্রয় সেই পুরুষের কথা আমি শুনিতে ইচ্ছা করি। আমার অতিশয় কৌতূহল হইয়াছে। আপনি ঐ পুরুষকে জানিতে সমর্থ। সুতরাং আমার কৌতূহল নিবৃত্তি করুন।৪-৫

এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং পরং কৌতূহলং হি মে।
মহর্ষে ত্বং সমর্থোঽসি জ্ঞাতুমেবংবিধং নরম্ ॥৫
শ্রুত্বা চৈতৎ ত্রিলোকজ্ঞো বাল্মীকের্নারদো বচঃ।
শ্রূয়তামিতি চামন্ত্র্য প্রহৃষ্টো বাক্যমব্রবীৎ ॥৬
বহবো দুর্ল্ভাশ্চৈব যে ত্বয়া কীর্তিতা গুণাঃ।
মুনে বক্ষ্যাম্যহং বুদ্ধ্যা তৈর্যুক্তঃ শ্রূয়তাং নরঃ ॥৭
ইক্ষ্বাকুবংশপ্রভবো রামো নাম জনৈঃ শ্রুতঃ।
নিয়তাত্মা মহাবীর্য্যো দ্যুতিমান্ ধৃতিমান্ বশী ॥৮
বুদ্ধিমান্ নীতিমান্ বাগ্মী শ্রীমান্ শত্রুনিবর্হণঃ।
বিপুলাংসো মহাবাহুঃ কম্বুগ্রীবো মহাহনুঃ ॥৯
মহোরস্কো মহেষ্বাসো গূঢ়জত্রুররিন্দমঃ।
আজানুবাহুঃ সুশিরাঃ সুললাটঃ সুবিক্রমঃ ॥১০
সমঃ সমবিভক্তাঙ্গঃ স্নিগ্ধবর্ণঃ প্রতাপবান্।
পীনবক্ষা বিশালাক্ষো লক্ষ্মীবাঞ্ছুভলক্ষণঃ ॥১১
ধর্মজ্ঞঃ সত্যসন্ধশ্চ প্রজানাঞ্চ হিতে রতঃ।
যশস্বী জ্ঞানসম্পন্নঃ শুচির্বশ্যঃ সমাধিমান্ ॥১২
প্রজাপতিসমঃ শ্রীমান্ ধাতা রিপুনিষূদনঃ।
রক্ষিতা জীবলোকস্য ধর্মস্য পরিরক্ষিতা ॥১৩
রক্ষিতা স্বস্য ধর্মস্য স্বজনস্য চ রক্ষিতা।
বেদ-বেদাঙ্গতত্ত্বজ্ঞো ধনুর্বেদে চ নিষ্ঠিতঃ ॥১৪
সর্বশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞঃ স্মৃতিমান্ প্রতিভানবান্।
সর্বলোকপ্রিয়ঃ সাধুরদীনাত্মা বিচক্ষণঃ ॥১৫
সর্বদাভিগতঃ সদ্ভিঃ সমুদ্র ইব সিন্ধুভিঃ।
আর্য্যঃ সর্বসমশ্চৈব সদৈব প্রিয়দর্শনঃ ॥১৬

ত্রিভুবনের সব কিছুই নারদের নখদর্পণে। বাল্মীকির প্রশ্ন শুনিয়া তিনি আনন্দিতই হইলেন এবং তাহাকে অবহিত করিয়া বলিলেন,—তোমার প্রশ্নের উত্তর শ্রবণ কর। মুনিবর! তুমি যে সকল গুণের উল্লেখ করিয়াছ, মানুষে ঐ সকল গুণ সত্যই দুর্লভ। আমি চিন্তা করিয়াই বলিতেছি। সর্বগুণান্বিত ঐরূপ পুরুষের কথা শ্রবণ কর।৬-৭

যিনি ইক্ষ্বাকুবংশে আবির্ভূত হইয়া জনসমাজে রামনামে খ্যাত হইয়াছেন। যিনি সতত বিকারহীন ও মহাবলবান, যাঁহার অঙ্গকান্তি অতিসমুজ্জ্বল ও যাঁহার ধৈর্য্য সর্বজনপ্রশংসিত। ইন্দ্রিয়জয়কারী যে পুরুষে বুদ্ধি, নীতি, বাগ্মিতা ও বিভূতি পূর্ণভাবে নিত্য বিরাজিত। শত্রুনাশকারী যে পুরুষের স্কন্ধদ্বয় সমুন্নত ও বাহুদ্বয় মহাবলযুক্ত। শঙ্খের মত তিনটি রেখা দ্বারা শোভিত যাঁহার গ্রীবাদেশ। যাঁহার হনুদ্বয় (গণ্ডের ঊর্ধ্বস্থান) সুপুষ্ট হওয়ায় শোভাবর্ধক হইয়াছে।৮-৯

যাঁহার বক্ষঃস্থল সুবিশাল, যিনি মহাধনুর্ধর। কৃশতা না থাকায় যাঁহার বক্ষঃ ও স্কন্ধদেশের মধ্যবর্তী অস্থি দেখা যায় না। যিনি শত্রুকে দমন করিতে সক্ষম। আজানুলম্বিতবাহু যে পুরুষের মস্তক ও ললাট উন্নত এবং সুন্দর। যাঁহার সিংহের মত শোভন গতি।১০

যাঁহার শরীর খুব হ্রস্বও নয় এবং খুব দীর্ঘও নয়। যাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যোগ্যভাবে বিভক্ত। স্নিগ্ধশ্যামবর্ণ প্রতাপশালী যে পুরুষের উন্নতবক্ষ ও বিশালনয়নদ্বয় শরীরের শোভা বৃদ্ধি করিয়াছে এবং যাঁহার মধ্যে সর্বদা সকল শুভলক্ষণ বিদ্যমান আছে।১১

যিনি ধর্মরহস্যবিৎ ও সত্যসঙ্কল্প হইয়া প্রজাগণের হিতসাধন করিতেছেন। যশস্বী, জ্ঞানবান্ ও অতিপবিত্র যে পুরুষ অতিশয় বিনীত এবং আশ্রিতবৎসল।১২

প্রজাপালনে কাহারও প্রতি পক্ষপাত না থাকায় প্রজাপতির সঙ্গেই যাঁহার তুলনা হয়। যিনি সকল ঐশ্বর্য্যের আধার, সকল জীবের পালক। রিপুনাশক যে পুরুষ প্রাণিমাত্রের বিপদ্ দূর করেন এবং আচার ও প্রচারের দ্বারা ধর্মের রক্ষাবিধান করেন।১৩

যিনি স্বধর্মপরায়ণ ও স্বজনপ্রতিপালক। বেদ ও বেদাঙ্গের গূঢ়রহস্য যিনি জানেন, বিশেষতঃ ধনুর্বেদে যিনি পরম পণ্ডিত।১৪

সর্বশাস্ত্রদর্শিতা, অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি, অপূর্ব প্রতিভা ও জনপ্রিয়তা যাঁহাকে আশ্রয় করিয়াছে। যাঁহার স্বভাব প্রশংসনীয় ও অন্তঃকরণ অতি মহৎ। যিনি সকল কর্মে নৈপুণ্যলাভ করিয়াছেন।১৫

স চ সর্বগুণোপেতঃ কৌশল্যানন্দবর্দ্ধনঃ।
সমুদ্র ইব গাম্ভীর্য্যে ধৈর্য্যেণ হিমবানিব ॥১৭
বিষ্ণুনা সদৃশো বীর্য্যে সোমবৎ প্রিয়দর্শনঃ।
কালাগ্নিসদৃশঃ ক্রোধে ক্ষময়া পৃথিবীসমঃ ॥১৮
ধনদেন সমস্ত্যাগে সত্যে ধর্ম ইবাপরঃ।
তমেবং গুণসম্পন্নং রামং সত্যপরাক্রমম্ ॥১৯
জ্যেষ্ঠং শ্রেষ্ঠগুণৈর্যুক্তং প্রিয়ং দশরথঃ সুতম্।
প্রকৃতীনাং হিতৈর্যুক্তং প্রকৃতিপ্রিয়কাম্যয়া ॥২০
যৌবরাজ্যেন সংযোক্তুমৈচ্ছৎ প্রীত্যা মহীপতিঃ।
তস্যাভিষেকসম্ভারান্ দৃষ্ট্বা ভার্য্যাথ কৈকয়ী ॥২১
পূর্বং দত্তবরা দেবী বরমেনমযাচত।
বিবাসনঞ্চ রামস্য ভরতস্যাভিষেচনম্ ॥২২

স সত্যবচনাদ্ রাজা ধর্মপাশেন সংযতঃ।
বিবাসয়ামাস সুতং রামং দশরথঃ প্রিয়ম্ ॥২৩
স জগাম বনং বীরঃ প্রতিজ্ঞামনুপালয়ন্।
পিতুর্বচননির্দেশাৎ কৈকেয্যাঃ প্রিয়কারণাৎ ॥২৪
তং ব্রজন্তং প্রিয়ো ভ্রাতা লক্ষ্মণোঽনুজগাম হ।
স্নেহাদ্ বিনয়সম্পন্নঃ সুমিত্রানন্দবর্দ্ধনঃ ॥২৫
ভ্রাতরং দয়িতো ভ্রাতুঃ সৌভ্রাত্রমনুদর্শয়ন্।
রামস্য দয়িতা ভার্য্যা নিত্যং প্রাণসমা হিতা ॥২৬
জনকস্য কুলে জাতা দেবমায়েব নির্মিতা।
সর্বলক্ষণসম্পন্না নারীণামুত্তমা বধূঃ ॥২৭
সীতাপ্যনুগতা রামং শশিনং রোহিণী যথা।
পৌরৈরনুগতো দূরং পিত্রা দশরথেন চ ॥২৮

নদনদীসমূহ যেমন সমুদ্রকে আশ্রয় করে, সেইরূপ সজ্জনগণ যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া থাকেন। সর্বজনমান্য সমদর্শী যিনি দর্শনকালে সকলের প্রীতিসম্পাদন করেন।১৬

সর্বগুণান্বিত সেই রাম পুত্ররূপে কৌশল্যার আনন্দ-বৃদ্ধি করিয়াছেন। যে রামের গাম্ভীর্য্য সমুদ্রসদৃশ এবং ধৈর্য্য হিমালয়তুল্য।১৭

চন্দ্রের মত প্রিয়দর্শন, বিষ্ণুর মত পরাক্রমশালী যে রাম ক্রুদ্ধ হইলে প্রলয়কালের অগ্নির মত ভীষণ হইয়া উঠেন, অথচ তাঁহার মত ক্ষমাশীল দেখা যায় না; ক্ষমাতে কেবল পৃথিবীর সঙ্গেই যাঁহার তুলনা হয়।১৮

অবিরত দান করিলেও যাঁহার ঐশ্বর্য্যভাণ্ডার শূন্য হয় না—কুবেরের ভাণ্ডারের মত সর্বদা পূর্ণই থাকে। যাঁহার সত্যনিষ্ঠা লক্ষ্য করিলে মনে হয়—ধর্মই যেন মূর্তিমান্ হইয়াছেন। এইরূপ সকলগুণভূষিত সর্বজন-রক্ষা-সমর্থ জ্যেষ্ঠপুত্র রাম যুবরাজোচিত যোগ্যতা অর্জন করিয়াছেন এবং প্রজাবর্গের হিতসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন —ইহা দেখিয়া মহীপতি দশরথ প্রজাগণের অভিপ্রেত কার্য্য করিতে উৎসুক হইলেন ও রামকে যুবরাজ-পদে অভিষিক্ত করিতে সঙ্কল্প করিলেন। মহারাজ দশরথের নিকট কৈকেয়ী পূর্বে দুইটি বর চাহিবার জন্য প্রতিশ্রুতি পাইয়াছিলেন। দশরথ রামকে অভিষিক্ত করিবার জন্য যখন বিবিধ দ্রব্যের আয়োজন করিতেছেন, তখন রাজমহিষী কৈকেয়ী ঐ সকল অভিষেক-সম্ভার দেখিয়া দুইটি বর প্রার্থনা করিলেন। প্রথমবরে রামের বনবাস, দ্বিতীয় বরে ভরতের অযোধ্যার রাজপদে অভিষেক।১৯-২২

দশরথ সত্যবাদী হওয়ায় ধর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া পড়িলেন এবং নিরুপায় হইয়া প্রিয়তম পুত্র রামকে বনে পাঠাইলেন।২৩

পিতার নির্দেশ অনুসারে কার্য্যসাধনের জন্য এবং কৈকেয়ীর প্রীতিবিধানের জন্য মহাবীর রাম প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন,—পিতা যাহা বলিবেন, তাহা অবশ্যই করিব। সেইদিন এই প্রতিজ্ঞা পালন করিবার জন্যই তিনি বনে গমন করিলেন।২৪

রামের অতিপ্রিয় অনুজ সুমিত্রাসুত লক্ষ্মণ অতি-বিনীত, রামকে বনে যাইতে দেখিয়া তিনি স্নেহবশতঃ অগ্রজের অনুগমন করিলেন। লক্ষ্মণ এই আচরণের দ্বারা অকপট ভ্রাতৃপ্রেম দেখাইলেন। জনকরাজকন্যা সীতা রামের প্রাণসমা প্রিয়তমা। সর্বদা রামের হিত-সাধনাই যাঁহার অভিপ্রেত, যিনি মূর্তিমতী দেবমায়া, সর্বশুভলক্ষণযুতা, রমণীশিরোমণি রঘুকুলবধূ, সেই

শৃঙ্গবেরপুরে সূতং গঙ্গাকূলে ব্যসর্জয়ৎ।
গুহমাসাদ্য ধর্মাত্মা নিষাদাধিপতিং প্রিয়ম্ ॥২৯
গুহেন সহিতো রামো লক্ষ্মণেন চ সীতয়া।
তে বনেন বনং গত্বা নদীস্তীর্ত্বা বহূদকাঃ ॥৩০
চিত্রকূটমনুপ্রাপ্য ভরদ্বাজস্য শাসনাৎ।
রম্যমাবসথং কৃত্বা রমমাণা বনে ত্রয়ঃ ॥৩১
দেব-গন্ধর্বসঙ্কাশাস্তত্র তে ন্যবসন্ সুখম্।
চিত্রকূটং গতে রামে পুত্রশোকাতুরস্তদা ॥৩২
রাজা দশরথঃ স্বর্গং জগাম বিলপন্ সুতম্।
গতে তু তস্মিন্ ভরতো বসিষ্ঠপ্রমুখৈর্দ্বিজৈঃ ॥৩৩
নিযুজ্যমানো রাজ্যায় নৈচ্ছদ্ রাজ্যং মহাবলঃ।
স জগাম বনং বীরো রামপাদপ্রসাদকঃ ॥৩৪

গত্বা তু স মহাত্মানং রামং সত্যপরাক্রমম্।
অযাচদ্ ভ্রাতরং রামমার্য্যভাবপুরস্কৃতঃ ॥৩৫
ত্বমেব রাজা ধর্মজ্ঞ ইতি রামং বচোঽব্রবীৎ।
রামোঽপি পরমোদারঃ সুমুখঃ সুমহাযশাঃ ॥৩৬
ন চৈচ্ছৎ পিতুরাদেশাদ্ রাজ্যং রামো মহাবলঃ।
পাদুকে চাস্য রাজ্যায় ন্যাসং দত্ত্বা পুনঃ পুনঃ ॥৩৭
নিবর্তয়ামাস ততো ভরতং ভরতাগ্রজঃ।
স কামমনবাপ্যৈব রামপাদাবুপস্পৃশন্ ॥৩৮
নন্দিগ্রামেঽকরোদ্ রাজ্যং রামাগমনকাঙ্ক্ষয়া।
গতে তু ভরতে শ্রীমান্ সত্যসন্ধো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥৩৯
রামস্তু পুনরালক্ষ্য নাগরস্য জনস্য চ।
তত্রাগমনমেকাগ্রো দণ্ডকান্ প্রবিবেশ হ ॥৪০

সীতাও রামের অনুগমন করিলেন। সেই দৃশ্য দেখিয়া মনে হয়—যেন রোহিণী চন্দ্রের অনুগমন করিতেছেন। অযোধ্যাবাসী নরনারীগণ এবং মহারাজ দশরথও কিছুদূর পর্য্যন্ত রামের অনুগমন করিয়াছিলেন ।২৫-২৮

ধর্মাত্মা রাম শৃঙ্গবেরপুরের নিকটবর্ত্তী গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইয়া প্রিয় সুহৃদ্ নিষাদপতি গুহের সঙ্গে মিলিত হইলেন এবং সুমন্ত্র-সারথিকে বিদায় দিলেন ।২৯

রাম গুহের সহিত মিলিত হইয়া লক্ষ্মণ ও সীতার সঙ্গে বন হইতে বনান্তরে গমন করিতে লাগিলেন এবং অগাধসলিলা বহু নদী পার হইয়া ভরদ্বাজমুনির নিকট উপস্থিত হইলেন। ভরদ্বাজ চিত্রকূটে বাস করিবার জন্য তাহাদিগকে আদেশ করিলে রাম ঐ আদেশ অনুসারে চিত্রকূটে গমন করিলেন। সেইখানে রমণীয় পর্ণকুটীর নির্মাণ করিয়া দেবগন্ধর্বতুল্য তাহারা তিনজন পরমসুখে বাস করিতে লাগিলেন। এইভাবে রাম যখন চিত্রকূট পর্বতে উপস্থিত হইয়াছেন, তখন পুত্রবিরহে অতি-কাতর দশরথ প্রিয়পুত্রের জন্য বিলাপ করিতে করিতে স্বর্গে গমন করিলেন। এই অবস্থায় বশিষ্ঠ প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ রাজ্যপালন করিবার জন্য ভরতকে নিযুক্ত করিতে চাহিলেন। কিন্তু ভরত রাজ্যপালনে সক্ষম হইয়াও বশিষ্ঠের প্রস্তাবে সম্পূর্ণ অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তিনি পূজনীয় অগ্রজকে প্রসন্ন করিবার জন্য বনেই গমন করিলেন ।৩০-৩৪

চিত্রকূটে রামের নিকট বিনীতবেশে উপস্থিত হইয়া ভরত অমোঘশক্তিশালী উদারহৃদয় রামকে রাজ্যভার-গ্রহণের প্রার্থনা জানাইলেন ।৩৫

ভরত বলিলেন,—আর্য্য! আপনি ত প্রকৃত ধর্মতত্ত্ব জানেন। ধর্মানুসারে আপনিই রাজা হইবার অধিকারী। ভরতের এইরূপ প্রার্থনা শুনিয়াও রাম রাজ্যগ্রহণে সম্মত হইলেন না। অতিউদার এবং অতুলনীয় যশের ও শক্তির অধিকারী রাম কোনরূপ ক্ষোভপ্রকাশ না করিয়া প্রসন্নমুখে পিতার আদেশ পালন করাই কর্ত্তব্য মনে করিলেন। ভরত পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে থাকিলে রাম রাজ্যপালনের জন্য প্রতিনিধি-স্বরূপ স্বীয় পাদুকাদ্বয় দান করিলেন এবং ভরতকে নানাভাবে বুঝাইয়া প্রতিনিবৃত্ত করিলেন। বহু চেষ্টা করিয়াও ভরত নিজের বাসনাপূর্ণ করিতে পারিলেন না। নিরুপায় হইয়া রামের চরণ-বন্দনার পর নন্দিগ্রামে ফিরিয়া আসিলেন। রামের প্রত্যাবর্তনের প্রতীক্ষায় নন্দিগ্রামে থাকিয়াই রামপাদুকাসেবক ভরত রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। ভরত ফিরিয়া গেলে পর সত্যসঙ্কল্প জিতেন্দ্রিয় রাম আশঙ্কা করিলেন

প্রবিশ্য তু মহারণ্যং রামো রাজীবলোচনঃ।
বিরাধং রাক্ষসং হত্বা শরভঙ্গং দদর্শ হ ॥৪১
সুতীক্ষ্ণং চাপ্যগস্ত্যঞ্চ অগস্ত্যভ্রাতরং তথা।
অগস্ত্যবচনাচ্চৈব জগ্রাহৈন্দ্রং শরাসনম্ ॥৪২
খড়্গঞ্চ পরমং প্রীতস্তূণী চাক্ষয়সায়কৌ।
বসতস্তস্য রামস্য বনে বনচরৈঃ সহ ॥৪৩
ঋষয়োঽভ্যাগমন্ সর্বে বধায়াসুররক্ষসাম্।
স তেষাং প্রতিশুশ্রাব রাক্ষসানাং তদা বনে ॥৪৪
প্রতিজ্ঞাতশ্চ রামেণ বধঃ সংযতি রক্ষসাম্।
ঋষীণামগ্নিকল্পানাং দণ্ডকারণ্যবাসিনাম্ ॥৪৫
তেন তত্রৈব বসতা জনস্থাননিবাসিনী।
বিরূপিতা শূর্পণখা রাক্ষসী কামরূপিণী ॥৪৬

ততঃ শূর্পণখাবাক্যাদ্ উদ্যুক্তান্ সর্বরাক্ষসান্।
খরং ত্রিশিরসং চৈব দূষণং চৈব রাক্ষসম্ ॥৪৭
নিজঘান রণে রামস্তেষাং চৈব পদানুগান্।
বনে তস্মিন্ নিবসতা জনস্থাননিবাসিনাম্ ॥৪৮
রক্ষসাং নিহতান্যাসন্ সহস্রাণি চতুর্দশ।
ততো জ্ঞাতিবধং শ্রুত্বা রাবণঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ ॥৪৯
সহায়ং বরয়ামাস মারীচং নাম রাক্ষসম্।
বার্য্যমাণঃ সুবহুশো মারীচেন স রাবণঃ ॥৫০
ন বিরোধো বলবতা ক্ষমো রাবণ! তেন তে।
অনাদৃত্য তু তদ্বাক্যং রাবণঃ কালচোদিতঃ ॥৫১
জগাম সহমারীচস্তস্যাশ্রমপদং তদা।
তেন মায়াবিনা দূরমপবাহ্য নৃপাত্মজৌ ॥৫২

—অযোধ্যাবাসী নাগরিকগণ ও ভরত হয়ত পুনর্বার আসিতে পারে। এইজন্য নিজসঙ্কল্পে দৃঢ় হইয়া তিনি বিশাল দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিলেন।৩৫-৪০

কমললোচন রাম ঐ মহারণ্যে প্রবেশ করিয়াই বিরাধনামক রাক্ষসকে নিহত করিলেন। তারপর শরভঙ্গ, সুতীক্ষ্ণ, অগস্ত্য ও অগস্ত্যভ্রাতার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। অগস্ত্যের কথা অনুসারে ইন্দ্রদত্ত ধনু, অক্ষয়শরের সহিত তূণীর ও খড়্গ গ্রহণ করিয়া রাম অতিশয় প্রীত হইলেন। এইভাবে তিনি যখন দণ্ডকারণ্যে বানপ্রস্থাশ্রমী মুনিগণের সহিত বাস করিতেছিলেন, তখন একদিন কতিপয় তপস্বী তাঁহার নিকট আসিয়া দুর্বৃত্ত রাক্ষসগণের বিনাশ করিবার জন্য আবেদন জানাইলেন। রাম ঐ সকল তপস্বীর আবেদন অনুসারে প্রতিশ্রুতি দিলেন।৪১ ৪৪

অগ্নিতুল্য তেজস্বী দণ্ডকারণ্যবাসী ঋষিগণের নিকট তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন,—আমি যুদ্ধে রাক্ষসগণকে অবশ্যই নিহত করিব।৪৫

রাম * ঐ দণ্ডকারণ্যে বাসের সময়েই জনস্থানবাসিনী মায়াবিনী শূর্পনখাকে নাসা-কর্ণচ্ছেদনের দ্বারা বিরূপা করিলেন।৪৬

তারপর শূর্পনখার নিকট সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া খর, ত্রিশিরা ও দূষণনামক রাক্ষসত্রয় নিজসহচরবর্গের সহিত সন্নদ্ধ হইয়া যুদ্ধ করিতে উপস্থিত হইল। রাম তাহাদের সকলকে ঐ যুদ্ধেই নিহত করিলেন। দণ্ডকারণ্যে অবস্থানকালে জনস্থানবাসী চতুর্দশসহস্র রাক্ষস রাম কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিল। অনন্তর রাবণ জ্ঞাতিগণের হত্যা-সংবাদ শুনিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া পড়িল। সে রামের ঐরূপ কার্য্যের প্রতিশোধ লইবার জন্য মারীচনামক রাক্ষসের নিকট সাহায্য চাহিল। কিন্তু মারীচ রাবণকে পুনঃ পুনঃ বারণ করিতে লাগিল।৪৭-৫০

মারীচ বলিল,—দশানন! রাম মহাবলবান্। তাহার সহিত বিরোধ করা তোমার উচিত নয়। কিন্তু কাল-গ্রস্ত রাবণ মারীচের ঐরূপ উপদেশ উপেক্ষা করিল এবং মারীচকে সঙ্গে লইয়াই রামের আশ্রমসমীপে উপস্থিত হইল। তারপর মায়াবী মারীচের সাহায্যে সে রাম ও লক্ষ্মণকে অতিদূরে সরাইয়া এবং সীতার রক্ষার্থে আগত জটায়ুকে নিহত করিয়া সীতাকে হরণ করিল। কিছুক্ষণ পর রাম নিজ কুটীরে আসিয়া অদূরে জটায়ুকে মৃতপ্রায়

* লক্ষ্মণই শূর্পনখাকে বিরূপা করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণ রামের দক্ষিণবাহুতুল্য। সেইজন্য লক্ষ্মণের কার্য্যকে রামের কার্য্য বলা হইয়াছে।

জহার ভার্য্যাং রামস্য গৃধ্রং হত্বা জটায়ুষম্।
গৃধ্রঞ্চ নিহতং দৃষ্ট্বা হৃতাং শ্রুত্বা চ মৈথিলীম্ ॥৫৩
রাঘবঃ শোকসন্তপ্তো বিললাপাকুলেন্দ্রিয়ঃ।
ততস্তেনৈব শোকেন গৃধ্রং দগ্ধ্বা জটায়ুষম্ ॥৫৪
মার্গমাণো বনে সীতাং রাক্ষসং সন্দদর্শ হ।
কবন্ধং নামরূপেণ বিকৃতং ঘোরদর্শনম্ ॥৫৫
তং নিহত্য মহাবাহুর্দদাহ স্বর্গতশ্চ সঃ।
স চাস্য কথয়ামাস শবরীং ধর্মচারিণীম্ ॥৫৬
শ্রমণাং ধর্মনিপুণামভিগচ্ছেতি রাঘব।
সোঽভ্যগচ্ছন্মহাতেজাঃ শবরীং শত্রুসূদনঃ ॥৫৭
শবর্য্যা পূজিতঃ সম্যগ্ রামো দশরথাত্মজঃ।
পম্পাতীরে হনুমতা সঙ্গতো বানরেণ হ ॥৫৮

হনুমদ্‌বচনাচ্চৈব সুগ্রীবেণ সমাগতঃ।
সুগ্রীবায় চ তৎসর্বং শংশদ্ রামো মহাবলঃ ॥৫৯
আদিতস্তদ্ যথা বৃত্তং সীতায়াশ্চ বিশেষতঃ।
সুগ্রীবশ্চাপি তৎসর্বং শ্রুত্বা রামস্য বানরঃ ॥৬০
চকার সখ্যং রামেণ প্রীতশ্চৈবাগ্নিসাক্ষিকম্।
ততো বানররাজেন বৈরানুকথনং প্রতি ॥৬১
রামায়াবেদিতং সর্বং প্রণয়াদ্দুঃখিতেন চ।
প্রতিজ্ঞাতঞ্চ রামেণ তদা বালিবধং প্রতি ॥৬২
বালিনশ্চ বলং তত্র কথয়ামাস বানরঃ।
সুগ্রীবঃ শঙ্কিতশ্চাসীন্নিত্যং বীর্য্যেণ রাঘবে ॥৬৩
রাঘবপ্রত্যয়ার্থং তু দুন্দুভেঃ কায়মুত্তমম্।
দর্শয়ামাস সুগ্রীবো মহাপর্বতসন্নিভম্ ॥৬৪

দেখিলেন এবং তাহার নিকট সীতাহরণ-সংবাদ শুনিয়া সীতার শোকে অতিশয় কাতর হইলেন। তিনি ঐ শোকের বেগে আকুলহৃদয়ে বিলাপ করিতে লাগিলেন। অনন্তর জটায়ুর দাহাদিকার্য্য করিয়া শোকার্তচিত্তে বনমধ্যে সীতার অন্বেষণ আরম্ভ করিলেন। কিছুদূর অগ্রসর হইতেই রাম কবন্ধনামক এক রাক্ষসকে দেখিতে পাইলেন। ঐ কবন্ধ যেমন কুৎসিত তেমনই ভয়ঙ্কর।৫১-৫৫

মহাবীর রাম তাহাকে নিহত করিয়া দাহকার্য্য করিলেন, ইহাতে সে স্বর্গে গমন করিল। গমনকালে সে রামকে বলিল,—রঘুনন্দন! এই বনে এক শবরী বাস করিতেছে। সে ধর্মের প্রকৃত রহস্য জানে ও আচরণ করে। তুমি ঐ তপস্যাকারিণী শবরীর নিকট গমন কর। দিব্যদেহধারী কবন্ধের এইরূপ কথা শুনিয়া শত্রুহন্তা তেজস্বী রাম শবরীর নিকট উপস্থিত হইলেন। শবরী যথাবিধি রামের অর্চনা করিলে পর রাম তাহার নিকট বিদায় লইয়া পম্পাসরোবরতীরে উপনীত হইলেন এবং সেইখানে হনুমান্‌নামক এক বানরের সহিত মিলিত হইলেন।৫৬-৫৮

অনন্তর হনুমানের প্রস্তাব অনুসারে সুগ্রীবের সহিত মিলিত হইলেন। শক্তিমান্ রাম সুগ্রীবের নিকট আদ্যোপান্ত আত্মকাহিনী বিবৃত করিলেন। সকল ঘটনা বলিতে গিয়া সীতার বৃত্তান্ত বিশেষভাবে উল্লেখ করিলেন। বানররাজ সুগ্রীব রামের সকল বৃত্তান্ত শুনিল, এবং নিজের মতই দুঃখী ব্যক্তিকে পাইয়া প্রীত হইল। তারপর অগ্নিসাক্ষী করিয়া রামের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিল। তখন রাম সুগ্রীবকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—বালীর সহিত শত্রুতার কারণ কি? রাজ্যনাশ ও পত্নী-বিরহে দুঃখিত সুগ্রীব বন্ধুত্ববশতঃ সকল সংবাদ রামের নিকট নিবেদন করিল। সুগ্রীবের কথা শুনিয়া রাম বালীর বিনাশসাধনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।৫৯-৬২

ইহাতে সুগ্রীব আশঙ্কান্বিত হইল যে, রাম বিক্রমে সমকক্ষ হইবেন কিনা? আশঙ্কার জন্যই সে রামের নিকট বালীর বিক্রমের বিস্তৃত বিবরণ বলিল এবং রামের অবিশ্বাস দূর করিবার জন্য বালিকর্তৃক নিহত দুন্দুভিনামক অসুরের বিশালপর্বততুল্য শরীরটি দেখাইল।৬৩-৬৪

মহাবাহু বীরশ্রেষ্ঠ রাম সুগ্রীবের মনোভাব বুঝিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন এবং অদূরে পতিত দুন্দুভির অস্থি-সমূহ দেখিয়া পাদাঙ্গুষ্ঠের দ্বারা পূর্ণ দশযোজন দূরে নিক্ষেপ করিলেন।৬৫

সুগ্রীবের বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য তিনি একটিমাত্র

উৎস্ময়িত্বা মহাবাহুঃ প্রেক্ষ্য চাস্থি মহাবলঃ ।
পাদাঙ্গুষ্ঠেন চিক্ষেপ সম্পূর্ণং দশযোজনম্ ॥৬৫
বিভেদ চ পুনস্তালান্ সপ্তৈকেন মহেষুণা ।
গিরিং রসাতলঞ্চৈব জনয়ন্ প্রত্যয়ং তদা ॥৬৬
ততঃ প্রীতমনাস্তেন বিশ্বস্তঃ স মহাকপিঃ ।
কিষ্কিন্ধাদ্ রামসহিতো জগাম চ গুহাং তদা ॥৬৭
ততোঽগর্জ্জদ্ধরিবরঃ সুগ্রীবো হেমপিঙ্গলঃ ।
তেন নাদেন মহতা নির্জগাম হরীশ্বরঃ ॥৬৮
অনুমান্য তদা তারাং সুগ্রীবেণ সমাগতঃ ।
নিজঘান চ তত্রৈনং শরেণৈকেন রাঘবঃ ॥৬৯
ততঃ সুগ্রীববচনাদ্ হত্বা বালিনমাহবে ।
সুগ্রীবমেব তদ্ রাজ্যে রাঘবঃ প্রত্যপাদয়ৎ ॥৭০
স চ সর্বান্ সমানীয় বানরান্ বানরর্ষভঃ ।
দিশঃ প্রস্থাপয়াস দিদৃক্ষুর্জনকাত্মজাম্ ॥৭১

ততো গৃধ্রস্য বচনাৎ সম্পাতের্হনুমান্ বলী ।
শতযোজনবিস্তীর্ণং পুপ্লুবে লবণার্ণবম্ ॥৭২
তত্র লঙ্কাং সমাসাদ্য পুরীং রাবণপালিতাম্ ।
দদর্শ সীতাং ধ্যায়ন্তীমশোকবনিকাং গতাম্ ॥৭৩
নিবেদয়িত্বাভিজ্ঞানং প্রবৃত্তিং বিনিবেদ্য চ ।
সমাশ্বাস্য চ বৈদেহীং মর্দয়ামাস তোরণম্ ॥৭৪
পঞ্চ সেনাগ্রগান্ হত্বা সপ্ত মন্ত্রিসুতানপি ।
শূরমক্ষঞ্চ নিষ্পিষ্য গ্রহণং সমুপাগমৎ ॥৭৫
অস্ত্রেণোন্মুক্তমাত্মানং জ্ঞাত্বা পৈতামহাদ্ বরাৎ ।
মর্ষয়ন্ রাক্ষসান্ বীরো যন্ত্রিণস্তান্ যদৃচ্ছয়া ॥৭৬
ততো দগ্ধ্বা পুরীং লঙ্কামৃতে সীতাঞ্চ মৈথিলীম্ ।
রামায় প্রিয়মাখ্যাতুং পুনরায়ান্মহাকপিঃ ॥৭৭
সোঽভিগম্য মহাত্মানং কৃত্বা রামং প্রদক্ষিণম্ ।
ন্যবেদয়দমেয়াত্মা দৃষ্টা সীতেতি তত্ত্বতঃ ।৭৮

মহাবাণ নিক্ষেপ করিয়া সাতটি বিশাল তালতরু, নিকটস্থ একটি পর্বত ও রসাতল ভেদ করিলেন ।৬৬

ইহা দেখিয়া সুগ্রীব অতিশয় প্রীত হইল এবং রামের বিক্রমে তাহার বিশ্বাস উৎপন্ন হইল। পরে রামকে সঙ্গে লইয়া কিষ্কিন্ধ্যানামক গুহায় গমন করিল ।৬৭

সুবর্ণের মত পিঙ্গলবর্ণ কপিপতি সুগ্রীব সেখানে উপস্থিত হইয়াই গর্জন করিতে লাগিল। বানররাজ বালী সুগ্রীবের ঘোরগর্জন শুনিয়া তারার অনুমতি গ্রহণের পর বাহিরে আসিল এবং সুগ্রীবের সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইল। এই অবস্থায় একটিমাত্র বাণের দ্বারা রাম বালীকে নিহত করিলেন ।৬৮-৬৯

সুগ্রীবের কথামত রণক্ষেত্রে বালীর সংহারসাধন করিয়া তিনি বালীর রাজ্যে সুগ্রীবকে স্থাপিত করিলেন। তখন বানররাজ সুগ্রীব বানরসকলকে আহ্বান করিল এবং জনক-তনয়া সীতার অন্বেষণের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া তাহাদিগকে চতুর্দিকে প্রেরণ করিল ।৭০-৭১

অনন্তর পরাক্রমশালী হনুমান্ সম্পাতিনামক পক্ষীর নির্দেশমত শতযোজনবিস্তীর্ণ লবণ-সমুদ্র উল্লঙ্ঘন করিলেন ।৭২

সমুদ্রের পারে রাবণকর্তৃক রক্ষিত লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করিয়া তিনি অশোকবনে অবস্থিতা রামধ্যানরতা সীতাকে দেখিতে পাইলেন ।৭৩

সীতার নিকট যাইয়া হনুমান্ রামপ্রদত্ত অঙ্গুরীয়ক অভিজ্ঞানটি দেখাইলেন এবং রামের সকল সংবাদ নিবেদন করিয়া তাঁহাকে আশ্বস্ত করিলেন। বৈদেহীকে নানাভাবে আশ্বাসদান করিয়া কপিবর অশোকবনের বহির্দ্বার ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন ।৭৪

অনন্তর পিঙ্গলনেত্র প্রভৃতি পাঁচজন সেনাপতি ও জম্বুমালী প্রভৃতি সাতজন মন্ত্রিপুত্রকে নিহত করিলেন এবং মহাবলবান্ অক্ষকে নিষ্পেষিত করিয়া ইন্দ্রজিতের ব্রহ্মাস্ত্রে বদ্ধ হইলেন * ।৭৫

'সকল অস্ত্র হইতে সর্বদা মুক্ত থাকিবে'—এইরূপ পিতামহদত্তবরপ্রভাবে নিজেকে মুক্ত জানিয়াও স্বেচ্ছায় ঐ বন্ধন স্বীকার করিলেন এবং বন্ধনকারী রাক্ষসগণকে ক্ষমা করিলেন ।৭৬

অনন্তর সীতার বাসস্থান ব্যতীত সমস্ত লঙ্কাপুরী দগ্ধ

* ইন্দ্রজিতের ব্রহ্মাস্ত্রে বদ্ধ হওয়ার কথা মূলে দেখা যায় না। কিন্তু টীকাকার ইহার উল্লেখ করায় আমরাও ঐরূপে ব্যাখ্যা করিলাম।

ততঃ সুগ্রীবসহিতো গত্বা তীরং মহোদধেঃ।
সমুদ্রং ক্ষোভয়ামাস শরৈরাদিত্যসন্নিভৈঃ ॥৭৯
দর্শয়ামাস চাত্মানং সমুদ্রঃ সরিতাং পতিঃ।
সমুদ্রবচনাচ্চৈব নলং সেতুমকারয়ৎ ॥৮০
তেন গত্বা পুরীং লঙ্কাং হত্বা রাবণমাহবে।
রামঃ সীতামনুপ্রাপ্য পরাং ব্রীড়ামুপাগমৎ ॥৮১
তামুবাচ ততো রামঃ পরুষং জনসংসদি।
অমৃষ্যমাণা সা সীতা বিবেশ জ্বলনং সতী ॥৮২
ততোঽগ্নিবচনাৎ সীতাং জ্ঞাত্বা বিগতকল্মষাম্।
অগ্রহীদমলাং রামো বচনাচ্চ গুরোস্তদা।
কর্ম্মণা তেন মহতা ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ॥৮৩
স-দেবর্ষিগণং তুষ্টং রাঘবস্য মহাত্মনঃ।
বভৌ রামঃ সম্প্রহৃষ্টঃ পূজিতঃ সর্বদৈবতৈঃ ॥৮৪
অভিষিচ্য চ লঙ্কায়াং রাক্ষসেন্দ্রং বিভীষণম্।
কৃতকৃত্যস্তদা রামো বিজ্বরঃ প্রমুমোদ হ ॥৮৫
দেবতাভ্যো বরং প্রাপ্য সমুত্থাপ্য চ বানরান্।
অযোধ্যাং প্রস্থিতো রামঃ পুষ্পকেণ সুহৃদ্‌বৃতঃ ॥৮৬
ভরদ্বাজাশ্রমং গত্বা রামঃ সত্যপরাক্রমঃ।
ভরতস্যান্তিকে রামো হনুমন্তং ব্যসর্জয়ৎ ॥৮৭
পুনরাখ্যায়িকাং জল্পন্ সুগ্রীবসহিতস্তদা।
পুষ্পকং তৎ সমারুহ্য নন্দিগ্রামং যযৌ তদা ॥৮৮
নন্দিগ্রামে জটাং হিত্বা ভ্রাতৃভিঃ সহিতোঽনঘঃ।

করিয়া রামের নিকট সকল সংবাদ বলিবার জন্য কিষ্কিন্ধ্যায় ফিরিয়া আসিলেন।৭৭

অপরিমিতপরাক্রমশালী হনুমান্ রামের নিকট যাইয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিলেন এবং নিবেদন করিলেন—আমি সত্যই সীতাকে দেখিয়া আসিয়াছি।৭৮

অতঃপর রাম সুগ্রীবের সহিত লবণসমুদ্রতীরে যাইয়া সূর্য্যসমান তেজোময় শরসমূহের দ্বারা সমুদ্রকে সংক্ষোভিত করিলেন।৭৯

সরিৎপতি নিজরূপ ধরিয়া রামের নিকট উপস্থিত হইলে রাম সমুদ্রের কথামত নলনামক বানরের দ্বারা সেতু বন্ধন করিলেন।৮০

ঐ সেতুর সাহায্যে তিনি লঙ্কায় যাইয়া যুদ্ধে রাবণের প্রাণসংহার করিলেন এবং সীতাকে প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় লজ্জিত হইলেন।৮১

পরে তিনি জনসমক্ষে সীতার প্রতি অতিশয় কঠোর বাক্য বলিতে থাকিলে পতিব্রতা সীতা তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া অগ্নিতে প্রবেশ করিলেন।৮২

অনন্তর অগ্নির কথায় সীতাকে পাপশূন্য জানিয়া রাম তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। মহাত্মা রাঘবের এই মহৎ কার্য্যে দেবতা, মুনি, স্থাবরজঙ্গমসহিত সমস্ত ত্রিভুবন সন্তোষ লাভ করিল। দেবতাগণকর্তৃক পূজিত হইয়া রামও সন্তুষ্ট হইলেন।৮৩-৮৪

অতঃপর রাক্ষসশ্রেষ্ঠ বিভীষণকে লঙ্কায় অভিষিক্ত করিয়া নিজ কর্তব্য সম্পন্ন করত নিশ্চিন্ত ও আনন্দিত হইলেন।৮৫

দেবতাগণের নিকট বরপ্রার্থনা করিয়া যুদ্ধে নিহত বানরগণকে পুনর্জীবিত করিলেন। তারপর সুগ্রীব, বিভীষণ প্রভৃতি বন্ধুগণের সহিত পুষ্পকরথে আরোহণ করিয়া অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন।৮৬

অব্যর্থশক্তি রাম ভরদ্বাজমুনির আশ্রমে যাইয়া হনুমানকে ভরতের নিকট পাঠাইলেন।৮৭

ভরদ্বাজের আশ্রম হইতে যাইবার সময় পুষ্পকরথে আরোহণ করিয়া সুগ্রীবের সহিত অতীতবৃত্তান্ত সম্বন্ধে আলাপ করিতে করিতে নন্দিগ্রামে গমন করিলেন।৮৮

সেখানে ভ্রাতৃগণের সহিত মিলিত হইয়া ধার্মিক রাম জটাভার ত্যাগ করিলেন এবং সীতাকে পার্শ্বে রাখিয়া পুনর্বার রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন। নারদ বাল্মীকিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—তপোধন! সেই রামই এখন রাজ্যপালন করিতেছেন। এই রামরাজ্যে সকল প্রজা প্রার্থিত বস্তু পাইয়া শান্তি ও সুখ প্রাপ্ত হইবে। সকলেই সন্তুষ্ট ও দারিদ্র্য-দুঃখরহিত হইবে। প্রজাগণের শারীরিক ব্যাধি, মানসিক সন্তাপ ও দুর্ভিক্ষজনিত ভয় থাকিবে না।৮৯-৯০

রামরাজ্যে কোন পিতাই পুত্রের মৃত্যুদর্শন করিবে না

রামঃ সীতামনুপ্রাপ্য রাজ্যং পুনরবাপ্তবান্* ॥৮৯
প্রহৃষ্টমুদিতো লোকস্তুষ্টঃ পুষ্টঃ সুধার্মিকঃ।
নিরাময়ো হ্যরোগশ্চ দুর্ভিক্ষভয়বর্জিতঃ ॥৯০
ন পুত্রমরণং কেচিদ্ দ্রক্ষ্যন্তি পুরুষাঃ ক্বচিৎ।
নার্য্যশ্চাবিধবা নিত্যং ভবিষ্যন্তি পতিব্রতাঃ ॥৯১
ন চাগ্নিজং ভয়ং কিঞ্চিন্নাপ্সু মজ্জন্তি জন্তবঃ।
ন বাতজং ভয়ং কিঞ্চিন্নাপি জ্বরকৃতং তথা ॥৯২
ন চাপি ক্ষুদ্ভয়ং তত্র ন তস্করভয়ং তথা।
নগরাণি চ রাষ্ট্রাণি ধন-ধান্যযুতানি চ ॥৯৩
নিত্যং প্রমুদিতাঃ সর্বে যথা কৃতযুগে তথা।
অশ্বমেধশতৈরিষ্ট্বা তথা বহুসুবর্ণকৈঃ ॥৯৪
গবাং কোট্যযুতং দত্ত্বা বিদ্বদ্ভ্যো বিধিপূর্বকম্।
অসংখ্যেয়ং ধনং দত্ত্বা ব্রাহ্মণেভ্যো মহাযশাঃ ॥৯৫
রাজবংশান্ শত গুণান্ স্থাপয়িষ্যতি রাঘবঃ।
চাতুর্বর্ণ্যঞ্চ লোকেঽস্মিন্ স্বে স্বে ধর্মে নিযোক্ষ্যতি ॥৯৬
দশ বর্ষসহস্রাণি দশ বর্ষশতানি চ।
রামো রাজ্যমুপাসিত্বা ব্রহ্মলোকং প্রযাস্যতি ॥৯৭
ইদং পবিত্রং পাপঘ্নং পুণ্যং বেদৈশ্চ সম্মিতম্।
যঃ পঠেদ্ রামচরিতং সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥৯৮
এতদাখ্যানমায়ুষ্যং পঠন্ রামায়ণং নরঃ।
সপুত্র-পৌত্রঃ সগণঃ প্রেত্য স্বর্গে মহীয়তে ॥৯৯
পঠন্ দ্বিজো বাগৃষভত্বমীয়াৎ
স্যাৎ ক্ষত্রিয়ো ভূমিপতিত্বমীয়াৎ।
বণিগ্‌জনঃ পণ্যফলত্বমীয়া-
জ্জনশ্চ শূদ্রোঽপি মহত্ত্বমীয়াৎ ॥১০০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে প্রথমঃ সর্গঃ ॥১

না। নারীগণ বৈধব্যদশা প্রাপ্ত হইবে না এবং ব্যাভিচারিণী হইবে না।৯১

রামের রাজ্যশাসন-সময়ে কোন প্রজারই অগ্নিভয় থাকিবে না এবং কেহই জলে নিমজ্জিত হইয়া বিপন্ন হইবে না। রামরাজ্যে ঝঞ্ঝাবাতের ভয়, ক্ষুধার পীড়া ও চৌরভয় কখনই হইবে না। নগরসমূহ ও সম্পূর্ণ রাজ্যই ধনধান্যে পরিপূর্ণ থাকিবে।৯২-৯৩

মুনিবর! অধিক কি বলিব? সকল প্রজাই সত্য-যুগের মত রামরাজ্যে সর্বদা আনন্দে থাকিবে। মহাযশস্বী রাম বহুসুবর্ণদক্ষিণা-সমন্বিত একশত অশ্ব-মেধযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন এবং বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণকে দশসহস্রকোটি গাভী দান করিবেন। অন্যান্য ব্রাহ্মণ-গণকেও অপরিমিত ধন দান করিবেন। অতঃপর প্রজাপালনের জন্য শতগুণ রাজবংশ স্থাপন করিবেন। নিজ নিজ ধর্মপালনের জন্য প্রজাগণকে তিনি প্রেরণা ও সাহায্যাদি দিবেন।৯৪-৯৬

এইভাবে এগারহাজারবৎসর রাজ্যপালন করিয়া রাম ব্রহ্মলোকে প্রয়াণ করিবেন।৯৭

মুনিশ্রেষ্ঠ! এই রামচরিত অতি পবিত্র ও পাপ-নাশকারী। ইহা পুণ্যময় ও বেদসমান। যে ব্যক্তি এই রামচরিত পাঠ করিবে, সে সকল পাপ হইতে মুক্তি পাইবে।৯৮

মানব যদি এই আয়ুষ্কর রামায়ণ পাঠ করে, তাহা হইলে সে পুত্র, পৌত্র ও স্বগণের সহিত স্বর্গলোকে পূজিত হয়। ব্রাহ্মণ এই রামায়ণ পড়িয়া শাস্ত্র-পারদর্শী হয়, ক্ষত্রিয় রাজ্যলাভ করে, বৈশ্য বাণিজ্যে অতিশয় লাভবান্ হয় এবং শূদ্র মহত্ত্ব প্রাপ্ত হয়।৯৯-১০০

* ৮৯ নং শ্লোকের পর নিম্নলিখিত শ্লোকটি গ্রন্থবিশেষে অধিক দেখা যায়—
"পালয়ামাস চৈবেমাঃ পিতৃবৎ মুদিতাঃ প্রজাঃ।
অযোধ্যাধিপতিঃ শ্রীমান্ রামো দশরথাত্মজঃ ॥"

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের আদিকাণ্ডে প্রথম সর্গ সমাপ্ত।

(বাল্মীকি-কৃতনারদপূজনম্। তত্র দৃষ্টক্রৌঞ্চমিথুনাৎ ক্রৌঞ্চস্য ব্যাধকৃতহননং দৃষ্ট্বাহহদিকবেশ্ছন্দোময়্যা বাচঃ প্রবৃত্তিঃ। তত আদিকবেঃ স্বশিষ্যেণ ভরদ্বাজেন সহাশ্রমং প্রত্যাগমনম্। ততো ব্রহ্মণ আগমনং রামচরিত-বর্ণনে উপদেশকরণঞ্চ ॥)

দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ

নারদস্য তু তদ্ বাক্যং শ্রুত্বা বাক্যবিশারদঃ।
পূজয়ামাস ধর্মাত্মা সহশিষ্যো মহামুনিম্ ॥১
যথাবৎ পূজিতস্তেন দেবর্ষির্নারদস্তথা।
আপৃচ্ছৈবাভ্যনুজ্ঞাতঃ স জগাম বিহায়সম্ ॥২
স মুহূর্তং গতে তস্মিন্ দেবলোকং মুনিস্তদা।
জগাম তমসাতীরং জাহ্নব্যাস্ত্ববিদূরত ॥৩
স তু তীরং সমাসাদ্য তমসায়া মুনিস্তদা।
শিষ্যমাহ স্থিতং পার্শ্বে দৃষ্ট্বা তীর্থমকর্দমম্ ॥৪
অকর্দমমিদং তীর্থং ভরদ্বাজ নিশাময়।
রমণীয়ং প্রসন্নাম্বু সন্মনুষ্যমনো যথা ॥৫
ন্যস্যতাং কলসস্তাত দীয়তাং বল্কলং মম।
ইদমেবাবগাহিষ্যে তমসাতীর্থমুত্তমম্ ॥৬
এবমুক্তো ভরদ্বাজো বাল্মীকেন মহাত্মনা।
প্রাযচ্ছত মুনেস্তস্য বল্কলং নিয়তো গুরোঃ ॥৭
স শিষ্যহস্তাদাদায় বল্কলং নিয়তেন্দ্রিয়ঃ।
বিচচার হ পশ্যংস্তৎ সর্বতো বিপুলং বনম্ ॥৮
তস্যাভ্যাসে তু মিথুনং চরন্তমনপায়িনম্।
দদর্শ ভগবাংস্তত্র ক্রৌঞ্চয়োশ্চারু নিঃস্বনম্ ॥৯
তস্মাত্তু মিথুনাদেকং পুমাংসং পাপনিশ্চয়ঃ।
জঘান বৈরনিলয়ো নিষাদস্তস্য পশ্যতঃ ॥১০

দ্বিতীয় সর্গ

(বাল্মীকি কর্তৃক নারদের পূজা। তমসাতীরে ক্রৌঞ্চযুগলের মধ্যে ব্যাধকর্তৃক ক্রৌঞ্চের হত্যা অবলোকন করত আদিকবির ছন্দোবদ্ধ-বাক্যস্ফুরণ। তারপর স্বীয়শিষ্য ভরদ্বাজের সহিত আশ্রমে প্রত্যাগমন। অনন্তর ব্রহ্মার আগমন এবং রামচরিত বর্ণনা করিবার জন্য বাল্মীকির প্রতি তাঁহার উপদেশ।)

বাল্মীকি স্বয়ং সুবক্তা ও ধর্মপ্রাণ। তিনি নারদের সেইসকল কথা শুনিলেন। শিষ্যগণকে সঙ্গে লইয়া মহামুনি (অতঃপর) নারদের অর্চনা করিলেন।১

দেবর্ষি নারদ বাল্মীকির পূজা গ্রহণ করিয়া বিদায় চাহিলেন এবং বাল্মীকির সম্মতি পাইয়া আকাশপথে স্বর্গে চলিয়া গেলেন। নারদের স্বর্গে যাওয়ার একমুহূর্ত পরে বাল্মীকি তমসানদীর তীরের দিকে অগ্রসর হইলেন। উহা গঙ্গার অনতিদূরে অবস্থিত। সেখানে উপস্থিত হইয়াই দেখিলেন—নদীর অবগাহন-স্থানটি কর্দমরহিত। তখন পার্শ্ববর্তী নিজ শিষ্যকে বলিলেন,—ভরদ্বাজ! লক্ষ্য কর, এই স্নানের স্থানটি পঙ্কশূন্য, সাধুব্যক্তির মনের মত এস্থানের জল অতিস্বচ্ছ ও সুন্দর। বৎস! এই স্থানেই কলসটি রাখ আমার বল্কল দাও। তমসার এই সুন্দর অবগাহন-স্থানটিতে (ঘাটে) আমি স্নান করি।২-৬

মহাপ্রাণ বাল্মীকি শিষ্যকে এই কথা বলিলে পর গুরুসেবাপরায়ণ ভরদ্বাজ গুরুর আদেশমত বল্কলটি অর্পণ করিলেন।৭

জিতেন্দ্রিয় মুনি শিষ্যের হস্ত হইতে বল্কলটি লইলেন। তারপর তমসা-নদীর তীরস্থিত বিশালবনের শোভা দেখিতে দেখিতে চারিদিকে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।৮

কিছুক্ষণ পরে স্নান করিবার স্থানে ফিরিয়া আসিলেন এবং দেখিলেন—অতিনিকটে একটি ক্রৌঞ্চমিথুন বিচরণ করিতেছে। উহারা মধুরস্বরে নিজভাব প্রকাশ করিতেছে এবং পরস্পর পরস্পরকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিতেছে না।৯

প্রাণিমাত্রের সহজশত্রু এক পাপবুদ্ধি-নিষাদ মহর্ষি

তং শোণিতপরীতাঙ্গং চেষ্টমানং মহীতলে।
ভার্য্যা তু নিহতং দৃষ্ট্বা রুরাব করুণাং গিরম্ ॥১১
বিযুক্তা পতিনা তেন দ্বিজেন সহচারিণা।
তাম্রশীর্ষেণ মত্তেন পত্রিণা সহিতেন বৈ ॥১২
তথাবিধং দ্বিজং দৃষ্ট্বা নিষাদেন নিপাতিতম্।
ঋষের্ধর্ম্মাত্মনস্তস্য কারুণ্যং সমপদ্যত ॥১৩
ততঃ করুণবেদিত্বাদধর্ম্মোঽয়মিতি দ্বিজঃ।
নিশাম্য রুদতীং ক্রৌঞ্চীমিদং বচনমব্রবীৎ ॥১৪
মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্ ॥১৫
তস্যেত্থং ব্রুবতশ্চিন্তা বভূব হৃদি বিক্ষতঃ।
শোকার্ত্তেনাস্য শকুনেঃ কিমিদং ব্যাহৃতং ময়া ॥১৬
চিন্তয়ন্ স মহাপ্রাজ্ঞশ্চকার মতিমান্ মতিম্।
শিষ্যঞ্চৈবাব্রবীদ্ বাক্যমিদং স মুনিপুঙ্গবঃ ॥১৭
পাদবদ্ধোঽক্ষরসমস্তন্ত্রীলয়সমন্বিতঃ।
শোকার্ত্তস্য প্রবৃত্তো মে শ্লোকো ভবতু নান্যথা ॥১৮
শিষ্যস্তু তস্য ব্রুবতো মুনের্বাক্যমনুত্তমম্।
প্রতিজগ্রাহ সন্তুষ্টস্তস্য তুষ্টোঽভবন্মুনিঃ ॥১৯
সোঽভিষেকং ততঃ কৃত্বা তীর্থে তস্মিন্ যথাবিধি।
তমেব চিন্তয়ন্নর্থমুপাবর্ত্তত বৈ মুনিঃ ॥২০
ভরদ্বাজস্ততঃ শিষ্যো বিনীতঃ শ্রুতবান্ গুরোঃ।
কলসং পূর্ণমাদায় পৃষ্ঠতোঽনুজগাম হ ॥২১
স প্রবিশ্যাশ্রমপদং শিষ্যেণ সহ ধর্ম্মবিৎ।
উপবিষ্টঃ কথাশ্চান্যাশ্চকার ধ্যানমাস্থিতঃ ॥২২

বাল্মীকির সম্মুখেই ঐ ক্রৌঞ্চদ্বয়ের মধ্যে পুরুষ-ক্রৌঞ্চটিকে মারিয়া ফেলিল।১০

তাহাকে রক্তাক্তশরীরে ভূমিতলে বিলুণ্ঠিত দেখিয়া ক্রৌঞ্চী অতিকরুণস্বরে বিলাপ করিতে লাগিল। ক্রৌঞ্চীর পতি ঐ ক্রৌঞ্চ সর্বদা তাহার সহচর ছিল। মিলনের আকাঙ্ক্ষায় যে মত্ত হইয়াছিল, যাহার মস্তক ছিল রক্ত বর্ণ, নিজ পক্ষদ্বয় বিস্তৃত করিয়া যে প্রণয়প্রকাশ করিতেছিল, এমন পতির শোকে ক্রৌঞ্চী কাতর হইয়া পড়িল।১১-১২

ব্যাধ কর্ত্তৃক নিহত ক্রৌঞ্চকে ঐভাবে ভূতলে ছট্‌ফট্ করিতে দেখিয়া দয়ালু বাল্মীকির হৃদয়ে দয়া হইল। তিনি দয়ার্দ্র হইয়া স্থির সিদ্ধান্ত করিলেন যে, এইভাবে ক্রৌঞ্চকে মারিয়া ফেলা অত্যন্ত অন্যায় হইয়াছে। ক্রৌঞ্চী তখনও করুণস্বরে কাঁদিতেছে দেখিয়া ব্রাহ্মণ বলিয়া উঠিলেন। ওরে নিষাদ! যেহেতু তুই এই ক্রৌঞ্চমিথুনের মধ্যে কামমত্ত ক্রৌঞ্চটিকে নিহত করিয়াছিস্, সেইহেতু তুই চিরকালে কোনদিনই প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ সুপ্রসিদ্ধ হইয়া কোথায়ও স্থান লাভ করিতে পারিবি না।১৩-১৫

এই কথা উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বাল্মীকির হৃদয়ে এক চিন্তা উপস্থিত হইল। যদিও তিনি তখনও ঐ দৃশ্যই দেখিতেছিলেন, তথাপি বিস্মিত হইয়া ভাবিলেন—একি! আমি এই ক্রৌঞ্চপক্ষীর শোকে কাতর হইয়া ইহা কি বলিলাম!১৬

বাল্মীকি স্বয়ং মহাপ্রাজ্ঞ ও অখিলশাস্ত্রজ্ঞ। নিজের মনে ঐরূপ চিন্তা করিয়া যাহা সিদ্ধান্ত করিলেন, তাহা পার্শ্বস্থ শিষ্যকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন। বৎস! আমি ক্রৌঞ্চের শোকে কাতর। এই অবস্থায় মুখে যাহা উচ্চারিত হইল, তাহা অন্য কোন শব্দে পরিচিত না হইয়া শ্লোক বলিয়া পরিচিত হউক। যেহেতু আমার ঐ বাক্যটি চারিপাদে নিবদ্ধ। প্রতিপাদেই আটটি করিয়া অক্ষর রহিয়াছে এবং উহা বীণা ও বাদ্যের সহিত গীত হইতে পারে।১৭-১৮

বাল্মীকি এইরূপ বলিলে পর শিষ্য গুরুর ঐ অতি উত্তম প্রস্তাব সন্তুষ্টচিত্তে স্বীকার করিলেন। ইহাতে বাল্মীকি নিজেও সন্তুষ্ট হইলেন।১৯

অনন্তর মুনিবর সেই তীর্থে বিধিমত অবগাহন করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। আসিবার সময়ও তিনি ঐ কথাই ভাবিতেছিলেন।২০

তাঁহার প্রিয়-শিষ্য ভরদ্বাজ অতিবিনীত ও বহুশাস্ত্রদর্শী। তিনি জলপূর্ণ কলস লইয়া গুরুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন।২১

আজগাম ততো ব্রহ্মা লোককর্তা স্বয়ং প্রভুঃ।
চতুর্মুখো মহাতেজা দ্রষ্টুং তং মুনিপুঙ্গবম্ ॥২৩
বাল্মীকিরথ তং দৃষ্ট্বা সহসোত্থায় বাগ্যতঃ।
প্রাঞ্জলিঃ প্রযতো ভূত্বা তস্থৌ পরমবিস্মিতঃ ॥২৪
পূজয়ামাস তং দেবং পাদ্যার্ঘ্যাসন-বন্দনৈঃ।
প্রণম্য বিধিবচ্চৈনং পৃষ্ট্বা চৈব নিরাময়ম্ ॥২৫
অথোপবিশ্য ভগবানাসনে পরমার্চিতে।
বাল্মীকয়ে চ ঋষয়ে সন্দিদেশাসনং ততঃ ॥২৬
ব্রাহ্মণা সমনুজ্ঞাতঃ সোঽপ্যুপাবিশদাসনে।
উপবিষ্টে তদা তস্মিন্ সাক্ষাল্লোকপিতামহে ॥২৭
তদ্গতেনৈব মনসা বাল্মীকির্ধ্যানমাস্থিতঃ।
পাপাত্মনা কৃতং কষ্টং বৈরগ্রহণবুদ্ধিনা ॥২৮
যস্তাদৃশং চারুরবং ক্রৌঞ্চং হন্যাদকারণাৎ।
শোচন্নেব পুনঃ ক্রৌঞ্চীমুপশ্লোকমিমং জগৌ ॥২৯
পুনরন্তর্গতমনা ভূত্বা শোকপরায়ণঃ।
তমুবাচ ততো ব্রহ্মা প্রহসন্ মুনিপুঙ্গবম্ ॥৩০
শ্লোক এবাস্ত্বয়ং বদ্ধো নাত্র কার্য্যা বিচারণা।
মচ্ছন্দাদেব তে ব্রহ্মন্ প্রবৃত্তেয়ং সরস্বতী ॥৩১
রামস্য চরিতং কৃৎস্নং কুরু ত্বমৃষিসত্তম।
ধর্মাত্মনো ভগবতো লোকে রামস্য ধীমতঃ ॥৩২
বৃত্তং কথয় রামস্য যথা তে নারদাচ্ছ্রুতম্।
রহস্যঞ্চ প্রকাশঞ্চ যদ্বৃত্তং তস্য ধীমতঃ ॥৩৩
রামস্য সহ সৌমিত্রে রাক্ষসানাঞ্চ সর্বশঃ।
বৈদেহ্যাশ্চৈব যদ্বৃত্তং প্রকাশং যদি বা রহঃ ॥৩৪

ধর্মজ্ঞ বাল্মীকি শিষ্যসহ আশ্রমে আসিয়া আসনে উপবেশন করিলেন এবং অন্তরে পূর্বোক্ত শ্লোকের কথা চিন্তা করিতে করিতে অন্যান্য কথা বলিতে লাগিলেন।২২

এমন সময় স্বয়ং চতুর্মুখব্রহ্মা মুনিশ্রেষ্ঠ বাল্মীকিকে দেখিবার জন্য ঐ আশ্রমে আসিলেন। ব্রহ্মা সকল লোকের সৃষ্টিকর্তা, মহাতেজস্বী ও শক্তিমান্। তিনি উপস্থিত হইয়াছেন দেখিয়া বাল্মীকি অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন এবং অতিসত্বর আসন ছাড়িয়া দাঁড়াইলেন। সংযতচিত্তে মৌন অবলম্বনপূর্বক ব্রহ্মার নিকট যাইয়া কৃতাঞ্জলি হইলেন।২৩-২৪

তিনি যথাবিধি ব্রহ্মাকে প্রণাম করিলেন। তারপর পাদ্য, অর্ঘ্য, আসন প্রভৃতির দ্বারা ও অবশেষে স্তুতির দ্বারা ব্রহ্মার পূজা করিলেন। ভগবান্ ব্রহ্মা বাল্মীকির কুশল জানিতে চাহিলেন এবং অতিউত্তম আসনে উপবেশন করিয়া তিনি বাল্মীকিকে আসনে বসিতে আদেশ করিলেন।২৫-২৬

সকল লোকের পিতামহ ব্রহ্মা বাল্মীকিদত্ত আসনে প্রত্যক্ষভাবে বসিলে পর ব্রহ্মার আদেশে ঋষি নিজেও আসনে বসিলেন।২৭

বসিয়াই বাল্মীকি তমসাতীরস্থ ক্রৌঞ্চপক্ষীটির কথা মনে মনে চিন্তা করিতে করিতে ধ্যনস্থ হইয়া গেলেন। তন্ময় হইয়া পুনর্বার বুঝিতে পারিলেন যে, পাপাত্মা হিংস্রবুদ্ধি ঐ ব্যাধ সত্যই অতিদুঃখজনক কার্য্য করিয়াছে। তমসাতীরে মনোহর কূজন করিতে করিতে যে ক্রৌঞ্চ বিহার করিতেছিল, তাহাকে অকারণে মারিয়া ফেলা অতিশয় গর্হিত হইয়াছে। এইরূপ চিন্তা করিতেই পতিশূন্যা ক্রৌঞ্চীর জন্যও তাহার হৃদয়ে শোক উপস্থিত হইল। শোকাভিভূত বাল্মীকি প্রায় বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া পুনর্বার সেই শ্লোকটি ব্রহ্মার সম্মুখে উচ্চারণ করিয়া ফেলিলেন। শ্লোকটি শুনিয়া ব্রহ্মা হাসিতে হাসিতে মুনিপ্রবরকে বলিলেন।২৮-৩০

ব্রহ্মন্! আমার ইচ্ছাতেই তোমার মুখ হইতে এই বাণী উচ্চারিত হইয়াছে। তোমার এই বাণী শ্লোকরূপেই পরিচিত হউক, ইহাতে পুনর্বার বিচার করিবার প্রয়োজন নাই।৩১

ঋষিশ্রেষ্ঠ! তুমি জানিয়াছ যে, রাম ধর্মাত্মা ও সকলগুণের আশ্রয়। তিনি মহামতি ও সর্বলোকপ্রিয়। তুমি তাঁহার চরিত্র বিস্তৃতভাবে বিবৃত কর।৩২

নারদের নিকট ধীরস্বভাব রামের কথা যেভাবে শুনিয়াছ—তাহা কীর্তন কর। বুদ্ধিমান্ রামের, সুমিত্রাসুত

তচ্চাপ্যবিদিতং সর্বং বিদিতং তে ভবিষ্যতি।
ন তে বাগনৃতা কাব্যে কাচিদত্র ভবিষ্যতি ॥৩৫
কুরু রামকথাং পুণ্যাং শ্লোকবদ্ধাং মনোরমাম্।
যাবৎ স্থাস্যন্তি গিরয়ঃ সরিতশ্চ মহীতলে ॥৩৬
তাবদ্ রামায়ণকথা লোকেষু প্রচরিষ্যতি।
যাবদ্ রামস্য চ কথা ত্বংকৃতা প্রচরিষ্যতি ॥৩৭
তাবদূর্ধ্বমধশ্চ ত্বং মল্লোকেষু নিবৎস্যসি।
ইত্যুক্ত্বা ভগবান্ ব্রহ্মা তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥
ততঃ সশিষ্যো ভগবান্ মুনির্বিস্ময়মাযযৌ ॥৩৮
তস্য শিষ্যাস্ততঃ সর্বে জগুঃ শ্লোকমিমং পুনঃ।
মুহুর্মুহুঃ প্রীয়মাণাঃ প্রাহুশ্চ ভৃশবিস্মিতাঃ ॥৩৯
সমাক্ষরৈশ্চতুর্ভির্যঃ পাদৈর্গীতো মহর্ষিণা।
সোঽনুব্যাহরণাদ্ ভূয়ঃ শোকঃ শ্লোকত্বমাগতঃ ॥৪০

তস্য বুদ্ধিরিয়ং জাতা মহর্ষের্ভাবিতাত্মনঃ।
কৃৎস্নং রামায়ণং কাব্যমীদৃশৈঃ করবাণ্যহম্ ॥৪১
উদারবৃত্তার্থপদৈর্মনোরমৈ-
স্তদাস্য রামস্য চকার কীর্ত্তিমান্।
সমাক্ষরৈঃ শ্লোকশতৈর্যশস্বিনো
যশস্করং কাব্যমুদারদর্শনঃ ॥৪২
তদুপগতসমাস-সন্ধিযোগং
সমমধুরোপনতার্থবাক্যবদ্ধম্।
রঘুবরচরিতং মুনিপ্রণীতং
দশশিরসশ্চ বধং নিশাময়ধ্বম্ ॥৪৩

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ ॥২

লক্ষ্মণের ও রাক্ষসগণের যে সকল কথা তোমার জানা আছে কিংবা যাহা জানা নাই এবং জনকসুতা সীতার যাহা প্রকাশ্য ও গোপনীয় কথা আছে, সে সব কথা তুমি প্রকাশ কর।৩৩-৩৪

আমি বলিতেছি, তোমার যাহা অবিদিত আছে, তাহা অবিদিত থাকিবে না, তুমি সকল রহস্যই জানিতে পারিবে। তুমি কাব্য রচনা করিলে তাহাতে একটি বাক্যও মিথ্যা হইবে না।৩৫

অতএব পুণ্যময় মনোহর রামের চরিত্র শ্লোকবদ্ধ করিয়া প্রকাশ কর। ভূতলে যতদিন পর্বতসমূহ উন্নতশিরে অবস্থিত থাকিবে এবং নদীসমূহ প্রবাহিত থাকিবে, ততদিন লোকমধ্যে তোমার রচিত রামকথাময় রামায়ণ প্রচারিত থাকিবে। তোমার রচিত রামায়ণ যতদিন পর্য্যন্ত প্রচারিত থাকিবে, তুমি অপ্রতিহতগতি হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করত ততদিন পর্য্যন্ত সেখানে বাস করিবে। এই কথা বলিয়াই ব্রহ্মা অন্তর্হিত হইলেন। ব্রহ্মার মুখে ঐ সকল কথা শুনিয়া এবং সহসা অন্তর্হিত হইতে দেখিয়া ভরদ্বাজ প্রভৃতি শিষ্যগণসহ বাল্মীকি অতিশয় বিস্মিত হইলেন।৩৬-৩৮

অনন্তর মুনির শিষ্যগণ প্রীতির সহিত পুনঃ পুনঃ পূর্বোক্ত শ্লোকটি উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। অতিশয় বিস্ময়যুক্ত তাহারা বলিলেন,—সমান অক্ষরযুক্ত চারিপাদবিশিষ্ট যে বাক্যটি শোকপ্রকাশের জন্য মহর্ষি উচ্চারণ করিয়াছেন, তাহাই শ্লোকত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। অনন্তর পবিত্রহৃদয় মহর্ষি নিশ্চয় করিলেন—এইরূপ ছন্দোবদ্ধ বাক্যের দ্বারাই সম্পূর্ণ রামায়ণ রচনা করিব।৩৯-৪১

যশস্বী বাল্মীকির অন্তর সংকীর্ণতামুক্ত, তাঁহার দৃষ্টি অতি উদার। তিনি যশস্বী রামচন্দ্রের কথাময় এই কাব্য রচনা করিলেন। এই কাব্য বহুশত শ্লোকের দ্বারা রচিত হইল এবং ইহার প্রতিটি শ্লোক প্রতিপাদে সমান অক্ষরযুক্ত ও উদারচরিত্র-বোধনসমর্থ পদবিশিষ্ট এবং সমস্ত শ্লোকই মনোরম।৪২

মানবগণ! তোমরা মহর্ষি বাল্মীকি-রচিত রঘুনন্দন রামের চরিতময় এই কাব্য শ্রবণ কর। ইহাতে বর্ণিত রাবণবধ-বৃত্তান্তও শ্রবণ কর। এই কাব্যে ব্যাকরণাদি শাস্ত্রের নিয়ম অনুসারে সমাস, সন্ধি, প্রকৃতি, প্রত্যয় প্রভৃতি বিহিত হইয়াছে। এই কাব্যের প্রতিটি শ্লোক সমান অক্ষরযুক্ত চারিপাদে নিবদ্ধ, মাধুর্য্যগুণযুক্ত ও সহজবোধ্য বাক্যসমূহের দ্বারা গ্রথিত।৪৩

মহর্ষি বাল্মীকি-প্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের আদিকাণ্ডে দ্বিতীয় সর্গ সমাপ্ত।

তৃতীয়ঃ সর্গঃ

(বাল্মীকিনা রামায়ণনিবদ্ধবিষয়াণাং সংক্ষেপত উপাখ্যানম্ ।)

শ্রুত্বা বস্তু সমগ্রং তদ্ধর্মার্থসহিতং হিতম্ ।
ব্যক্তমন্বেষতে ভূয়ো যদ্বৃত্তং তস্য ধীমতঃ ॥১
উপস্পৃশ্যোদকং সম্যঙ্ মুনিঃ স্থিত্বা কৃতাঞ্জলিঃ ।
প্রাচীনাগ্রেষু দর্ভেষু ধর্মেণান্বেষতে গতিম্ ॥২
রাম-লক্ষ্মণ-সীতাভী রাজ্ঞা দশরথেন চ ।
সভার্য্যেণ সরাষ্ট্রেণ যৎ প্রাপ্তং তত্র তত্ত্বতঃ ॥৩
হসিতং ভাষিতঞ্চৈব গতির্যাবচ্চ চেষ্টিতম্ ।
তৎ সর্বং ধর্মবীর্য্যেণ যথাবৎ সম্প্রপশ্যতি ॥৪
স্ত্রীতৃতীয়েন চ তথা যৎ প্রাপ্তং চরতা বনে ।
সত্যসন্ধেন রামেণ তৎসর্বঞ্চান্ববৈক্ষত ॥৫
ততঃ পশ্যতি ধর্মাত্মা তৎ সর্বং যোগমাস্থিতঃ ।
পুরা যত্তত্র নির্বৃত্তং পাণাবামলকং যথা ॥৬
তৎ সর্বং তত্ত্বতো দৃষ্ট্বা ধর্মেণ স মহামতিঃ ।
অভিরামস্য রামস্য তৎ সর্বং কর্ত্তুমুদ্যতঃ ॥৭
কামার্থগুণসংযুক্তং ধর্মার্থগুণবিস্তরম্ ।
সমুদ্রমিব রত্নাঢ্যং সর্বশ্রুতিমনোহরম্ ॥৮
স যথা কথিতং পূর্বং নারদেন মহাত্মনা ।
রঘুবংশস্য চরিতং চকার ভগবান্ মুনিঃ ॥৯
জন্ম রামস্য সুমহদ্ বীর্য্যং সর্বানুকূলতাম্ ।
লোকস্য প্রিয়তাং ক্ষান্তিং সৌম্যতাং সত্যশীলতাম্ ॥১০
নানাচিত্রাঃ কথাশ্চান্যা বিশ্বামিত্রসহায়নে ।
জানক্যাশ্চ বিবাহঞ্চ ধনুষশ্চ বিভেদনম্ ॥১১
রাম-রামবিবাদঞ্চ গুণান্ দাশরথেস্তথা ।
তথাভিষেকং রামস্য কৈকেয্যা দুষ্টভাবতাম্ ॥১২
বিঘাতঞ্চাভিষেকস্য রামস্য চ বিবাসনম্ ।

তৃতীয় সর্গ

(মহর্ষি বাল্মীকি কর্তৃক রামায়ণে নিবদ্ধ বিষয়সমূহের সংক্ষিপ্ত উপাখ্যান ।)

বাল্মীকি ধর্মার্থযুক্ত হিতকারী রামকথা সম্পূর্ণ শুনিয়াছেন, এক্ষণে তাহা স্পষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে উদ্যত হইলেন ।১

তিনি পূর্বাগ্রকুশাসনে বসিয়া যথাবিধি আচমন-পূর্বক মৌন হইলেন এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া যোগবলে রাম-সম্বন্ধীয় সকল ঘটনাই উপলব্ধি করিতে লাগিলেন ।২

রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা এবং প্রজা ও মহিষীসহিত রাজা দশরথের সঙ্গে সংশ্লিস্ট বা সম্বন্ধ সব কিছুই তিনি যোগশক্তি দ্বারা প্রত্যক্ষ করিলেন । কেবল তাহাই নয়, তাহাদের হাস্য-পরিহাস, কথাবার্তা ও নানাপ্রকার ব্যবহার ও গমনাদি ক্রিয়া স্পষ্টভাবে যথাযথই দেখিতে পাইলেন ।৩-৪

লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত বনে পর্য্যটন করিবার সময় সত্যনিষ্ঠ রাম যে আচরণ করিয়াছিলেন, তাহাও দেখিলেন ।৫

এইভাবে ধর্মাত্মা বাল্মীকি যোগবলে রামবিষয়ক অতীতঘটনাসমূহ হস্তস্থিত আমলক-ফলের মতই দেখিতে পাইলেন ।৬

তখন মহামতি বাল্মীকি মনোহর রামের সমস্ত বৃত্তান্ত সুস্পষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহা প্রকাশ করিতে উদ্যত হইলেন ।৭

মহাত্মা নারদ পূর্বে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই রামচরিত-কাব্যরূপে বাল্মীকি প্রকাশ করিলেন । এই রামকথাময় কাব্য ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের সাধক সমুদ্রের ন্যায় রত্নপূর্ণ । ইহা সকলজনের শ্রবণ ও মনের তৃপ্তিবিধানে সমর্থ ।৮-৯

বাল্মীকি এই কাব্যে প্রথমতঃ রামের জন্মবিবরণ, শক্তির পরিচয়, সর্বজনহিতকারিতা, সর্বজনপ্রিয়তা, ক্ষমা, শোভা ও সত্যনিষ্ঠা বর্ণনা করেন । তারপর বিশ্বামিত্রের সহিত গমনকালে পথে যে সকল বিচিত্র ঘটনা হইয়াছিল, সেই সকল বর্ণনা করিয়া হরধনুর্ভঙ্গের দ্বারা

রাজ্ঞঃ শোকং বিলাপঞ্চ পরলোকস্য চাশ্রয়ম্ ॥১৩
প্রকৃতীনাং বিষাদঞ্চ প্রকৃতীনাং বিসর্জনম্ ।
নিষাদাধিপসংবাদং সূতোপাবর্তনং তথা ॥১৪
গঙ্গায়াশ্চাপি সন্তারং ভরদ্বাজস্য দর্শনম্ ।
ভরদ্বাজাভ্যনুজ্ঞানাচ্চিত্রকূটস্য দর্শনম্ ॥১৫
বাস্তুকর্মনিবেশঞ্চ ভরতাগমনং তথা ।
প্রাসাদনঞ্চ রামস্য পিতুশ্চ সলিলক্রিয়াম্ ॥১৬
পাদুকাগ্র্যাভিষেকঞ্চ নন্দিগ্রামনিবাসনম্ ।
দণ্ডকারণ্যগমনং বিরাধস্য বধং তথা ॥১৭
দর্শনং শরভঙ্গস্য সুতীক্ষ্ণেণ সমাগমম্ ।
অনসূয়াসমাস্থাঞ্চ অঙ্গরাগস্য চার্পণম্ ॥১৮

দর্শনং চাপ্যগস্ত্যস্য ধনুষো গ্রহণং তথা ।
শূর্পণখ্যাশ্চ সংবাদং বিরূপকরণন্তথা ॥১৯
বধং খর-ত্রিশিরসোরুত্থানং রাবণস্য চ ।
মারীচস্য বধঞ্চৈব বৈদেহ্যা হরণন্তথা ॥২০
রাঘবস্য বিলাপঞ্চ গৃধ্ররাজনিবর্হণম্ ।
কবন্ধদর্শনঞ্চৈব পম্পায়াশ্চাপি দর্শনম্ ॥২১
শবরীদর্শনঞ্চৈব ফলমূলাশনন্তথা ।
প্রলাপঞ্চৈব পম্পায়াং হনুমদ্দর্শনন্তথা ॥২২
ঋষ্যমূকস্য গমনং সুগ্রীবেণ সমাগমম্ ।
প্রত্যয়োৎপাদনং সখ্যং বালি-সুগ্রীববিগ্রহম্ ॥২৩
বালিপ্রমথনঞ্চৈব সুগ্রীবপ্রতিপাদনম্ ।
তারাবিলাপং সময়ং বর্ষরাত্রনিবাসনম্ ॥২৪

জানকীর বিবাহ কিভাবে হইয়াছিল তাহাও বর্ণনা করেন ।১০-১১

তারপর রামের সহিত পরশুরামের বিবাদ, রামের গুণরাশি-ব্যাখ্যা, রাজ্যাভিষেক, কৈকয়ীর দুরভিসন্ধি, রাজ্যাভিষেকে বিঘ্ন, রামের নির্বাসন, দশরথের শোক ও পরলোকগমন এবং প্রজাগণের দুঃখের কথা বর্ণনা করেন । বন-গমনোদ্যত প্রজাগণকে নিবৃত্ত করার পর বনে নিষাদপতি গুহের সহিত মিলন, সুমন্ত্র-সারথির প্রত্যাবর্তন, গঙ্গার পরপারে গমন, ভরদ্বাজের দর্শন, তাঁহার নির্দেশে চিত্রকূট-দর্শন ও সেখানে কুটীর নির্মাণপূর্বক অবস্থান, চিত্রকূটে ভরতের আগমন, রামের প্রতি ভরতের প্রীতিবিধান-চেষ্টা ও দশরথের উদ্দেশে রামের তর্পণ বর্ণিত হইয়াছে ।১২-১৬

মহর্ষি এই কাব্যে পাদুকার অভিষেক, ভরতের নন্দিগ্রামে অবস্থান, শ্রীরামের দণ্ডকারণ্যগমন, বিরাধ-নামক রাক্ষসের বিনাশ, শরভঙ্গমুনির দর্শন, সুতীক্ষ্ণের সহিত মিলন, অনসূয়ার সহিত সীতার অবস্থান ও সীতার শরীরে অঙ্গরাগদানকথাও কীর্তন (১) করিয়াছেন ।১৭-১৮

অনন্তর অগস্ত্যমুনির দর্শন, তাঁহার নিকট হইতে ধনুর্গ্রহণ, শূর্পনখার অভিলাষপ্রকাশ ও তাহার নাসিকা-কর্ণচ্ছেদ, খর-ত্রিশিরাসংহার, সীতাহরণে রাবণের উদ্যোগ, মারীচের প্রাণসংহার, সীতাহরণ, রামের বিলাপ, জটায়ুর মৃত্যু, কবন্ধদর্শন, পম্পাসরোবরদর্শন, শবরীর সহিত মিলন ও ফলমূলভোজন, পম্পাতীরে বিলাপ, সেখানে হনুমানের সহিত সাক্ষাৎকার, ঋষ্যমূকপর্বতে গমন, সুগ্রীবের সহিত মিলন, সুগ্রীবের বিশ্বাস উৎপাদন ও মিত্রতাস্থাপন, বালি-সুগ্রীবযুদ্ধ, বালিবধ, সুগ্রীবের রাজ্যাভিষেক, তারার বিলাপ, রাম-সুগ্রীব-পরামর্শ, বর্ষাকালযাপন, রামচন্দ্রের ক্রোধ, বানরসৈন্য-সংগ্রহ ও চতুর্দিকে তাহাদের প্রেরণ, ভূগোলবর্ণন, রামের অঙ্গুরীয়ক-প্রদান ও বানরগণের ভল্লুকবিবরদর্শন, সমুদ্রতীরে অনশনে উপবেশন ও সম্পাতিদর্শন আদি বৃত্তান্তও এই কাব্যে বর্ণিত হইয়াছে ।১৯-২৬

তারপর হনুমানের পর্বতারোহণ, সাগরলঙ্ঘন, সমুদ্রের বাক্যে উত্থিত মৈনাকপর্বত দর্শন, রাক্ষসী-তর্জন, ছায়া-গ্রাহিণী সিংহিকার দর্শন ও বিনাশ, লঙ্কাপুরী ও মলয়ের দর্শন, রাত্রিকালে লঙ্কায় প্রবেশ, সহায়ক না থাকায় কর্তব্য-চিন্তা, রাবণের মদ্যপান স্থানে গমন ও অন্তঃপুর দর্শন রাবণের দর্শন ও পুষ্পকরথদর্শন, অশোকবনে গমন,

(১) ঘটনা বর্ণনাই এখানে জ্ঞাতব্য। ঘটনার ক্রম রক্ষা করা হয় নাই।

কোপং রাঘবসিংহস্য বলানামুপসংগ্রহম্ ।
দিশঃ প্রস্থাপনঞ্চৈব পৃথিব্যাশ্চ নিবেদনম্ ॥২৫
অঙ্গুলীয়কদানঞ্চ ঋক্ষস্য বিলদর্শনম্ ।
প্রায়োপবেশনঞ্চৈব সম্পাতেশ্চাপি দর্শনম্ ॥২৬
পর্বতারোহণঞ্চৈব সাগরস্যাপি লঙ্ঘনম্
সমুদ্রবচনাচ্চৈব মৈনাকস্য চ দর্শনম্ ॥২৭
রাক্ষসীতর্জনঞ্চৈবচ্ছায়াগ্রাহস্য দর্শনম্ ।
সিংহিকায়াশ্চ নিধনং লঙ্কা-মলয়দর্শনম ॥২৮
রাত্রৌ লঙ্কাপ্রবেশঞ্চ একস্যাপি বিচিন্তনম্ ।
অপানভূমিগমনমবরোধস্য দর্শনম্ ॥২৯
দর্শনং রাবণস্যাপি পুষ্পকস্য চ দর্শনম্ ।
অশোকবনিকাযানং সীতায়াশ্চাপি দর্শনম্ ॥৩০
অভিজ্ঞানপ্রদানঞ্চ সীতায়াশ্চাপি ভাষণম্ ।
রাক্ষসীতর্জনঞ্চৈব ত্রিজটাস্বপ্নদর্শনম্ ॥৩১
মণিপ্রদানং সীতায়া বৃক্ষভঙ্গস্তথৈব চ ।
রাক্ষসীবিদ্রবঞ্চৈব কিঙ্করাণাং নিবর্হণম্ ॥৩২
গ্রহণং বায়ুসূনোশ্চ লঙ্কাদাহাভিগর্জনম্ ।
প্রতিপ্লবনমেবাথ মধুনাং হরণন্তথা ॥৩৩
রাঘবাশ্বাসনং চৈব মণিনির্যাতনন্তথা ।
সঙ্গমঞ্চ সমুদ্রেণ নলসেতোশ্চ বন্ধনম্ ॥৩৪
প্রতারঞ্চ সমুদ্রস্য রবৌ লঙ্কাবরোধনম্ ।
বিভীষণেন সংসর্গং বধোপায়নিবেদনম্ ॥৩৫
কুম্ভকর্ণস্য নিধনং মেঘনাদনিবর্হণম্ ।
রাবণস্য বিনাশঞ্চ সীতাবাপ্তিমরেঃ পুরে ॥৩৬
বিভীষণাভিষেকঞ্চ পুষ্পকস্য চ দর্শনম্ ।
অযোধ্যায়াশ্চ গমনং ভরদ্বাজসমাগমম্ ॥৩৭
প্রেষণং বায়ুপুত্রস্য ভরতেন সমাগমম্ ।
রামাভিষেকাভ্যুদয়ং সর্বসৈন্যবিসর্জনম্ ॥
স্বরাষ্ট্ররঞ্জনঞ্চৈব বৈদেহ্যাশ্চ বিসর্জনম্ ॥৩৮
অনাগতঞ্চ যৎকিঞ্চিদ্ রামস্য বসুধাতলে ।
তচ্চকারোত্তরে কাব্যে বাল্মীকির্ভগবান্ ঋষিঃ ॥৩৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে তৃতীয়ঃ সর্গঃ ॥৩

তথায় সীতাদর্শন, রাম প্রদত্ত অঙ্গুরীয়ক সমর্পণ ও সীতার সহিত কথোপকথন, রাক্ষসী-তর্জন, ত্রিজটানাম্নী রাক্ষসীর স্বপ্নদর্শন-বর্ণন, সীতার মণি দান ও হনুমানের বনভঙ্গ, রাক্ষসীগণের পলায়ন, হনুমান্ কর্তৃক বহু রাবণভৃত্য বিনাশ, ইন্দ্রজিৎ কর্তৃক হনুমানের বন্ধন, লঙ্কাদাহকালে হনুমানের প্রচণ্ড গর্জন, সমুদ্রলঙ্ঘন, মধুহরণ, রামকে আশ্বাসদান ও মণি প্রদান, রামের সমুদ্রের সহিত মিলন, নল-বানর দ্বারা সেতুবন্ধন, সমুদ্রপারে গমন, রাত্রিকালে লঙ্কাবরোধ, বিভীষণের সহিত মিলন, বিভীষণকর্তৃক রাবণবধের উপায় কথন, কুম্ভকর্ণের সংহার, ইন্দ্রজিৎ-বধ ও রাবণবধ, সেখানে সীতাপ্রাপ্তি, বিভীষণের লঙ্কারাজ্যে অভিষেক, পুষ্পকরথদর্শন ও অযোধ্যা-যাত্রা, ভরদ্বাজমিলন, ভরতের নিকট হনুমান্‌কে প্রেরণ, ভরতের সহিত মিলন, রামের রাজ্যাভিষেক, সমস্ত-সৈন্যবিসর্জন, নিজ-প্রজারঞ্জন ও সীতা-নির্বাসন আদি বৃত্তান্ত নিজ কাব্যে বর্ণনা করিয়া মহর্ষি বাল্মীকি অনাগত অর্থাৎ ভবিষ্যতে যাহা ঘটিবে এমন রামলীলাও এই কাব্যের উত্তরভাগে বর্ণনা করিয়াছেন ।২৭-৩৯

মহর্ষি বাল্মীকি প্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডে তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত ।

চতুর্থঃ সর্গঃ।

(রামস্য রাজ্যপ্রাপ্ত্যনন্তরং পুত্রমুখাদেব স্বচরিতশ্রবণমিত্যেতাবদুপোদ্ঘাতরূপেণ বর্ণনম্ ।)

প্রাপ্তরাজ্যস্য রামস্য বাল্মীকির্ভগবান্ ঋষিঃ।
চকার চরিতং কৃৎস্নং বিচিত্রপদমর্থবৎ ॥১
চতুর্বিংশৎ সহস্রাণি শ্লোকানামুক্তবান্ ঋষিঃ।
তথা সর্গশতান্ পঞ্চষট্ কাণ্ডানি তথোত্তরম্ ॥২
কৃত্বা তু তন্মহাপ্রাজ্ঞঃ সভবিষ্যং সহোত্তরম্।
চিন্তয়ামাস কোন্বেতৎ প্রযুঞ্জীয়াদিতি প্রভুঃ ॥৩
তস্য চিন্তয়মানস্য মহর্ষের্ভাবিতাত্মনঃ।
অগৃহ্ণীতাং ততঃ পাদৌ মুনিবেষৌ কুশী-লবৌ ॥৪
কুশী-লবৌ তু ধর্মজ্ঞৌ রাজপুত্রৌ যশস্বিনৌ।
ভ্রাতরৌ স্বরসম্পন্নৌ দদর্শাশ্রমবাসিনৌ ॥৫

স তু মেধাবিনৌ দৃষ্ট্বা বেদেষু পরিনিষ্ঠিতৌ।
বেদোপবৃংহণার্থায় তাবগ্রাহয়ত প্রভুঃ ॥৬
কাব্যং রামায়ণং কৃৎস্নং সীতায়াশ্চরিতং মহৎ
পৌলস্ত্যবধমিত্যেবং চকার চরিতব্রতঃ ॥৭
পাঠ্যে গেয়ে চ মধুরং প্রমাণৈস্ত্রিভিরন্বিতম্।
জাতিভিঃ সপ্তভির্যুক্তং তন্ত্রীলয়সমন্বিতম্ ॥৮
রসৈঃ শৃঙ্গার-করুণ-হাস্য-রৌদ্র-ভয়ানকৈঃ।
বীরাদিভী রসৈর্যুক্তং কাব্যমেতদগায়তাম্ ॥৯
তৌ তু গান্ধর্বতত্ত্বজ্ঞৌ স্থানমূর্চ্ছনকোবিদৌ।
ভ্রাতরৌ স্বরসম্পন্নৌ গন্ধর্বাবিব রূপিণৌ ॥১০

চতুর্থ সর্গ

[রামের রাজ্যপ্রাপ্তির পর পুত্রমুখ হইতে নিজ [চ]রিত্র শ্রবণ এবং ইহাই প্রারম্ভিকরূপে বর্ণনা।]

মহামহিম ঋষি বাল্মীকি মহারাজ-রামচন্দ্রের চরিতময় [এ]ই মহাকাব্য রচনা করেন। ইহাতে শ্রুতিসুখকর [প]দসমূহ প্রযুক্ত হইয়াছে এবং সুসঙ্গত অর্থও বোধিত [হ]ইয়াছে। মহর্ষি এই কাব্যে চব্বিশহাজার শ্লোক সন্নিবিষ্ট [ক]রিয়াছেন। ইহা পাঁচশত সর্গে বিভক্ত। প্রথমে [প্র]থম ছয়টি কাণ্ড প্রণয়ন করিয়া পরে উত্তরকাণ্ড যোজিত [ক]রিয়াছেন।১-২

মহাপ্রাজ্ঞ শক্তিমান্ বাল্মীকি রামের ভবিষ্যৎ [আ]চরণযুক্ত উত্তরসহিত এই মহাকাব্য রচনা করিয়া [চি]ন্তা করিতে লাগিলেন—কে এই মহাকাব্যের প্রচার [ক]রিবে? ৩

এই চিন্তায় তিনি আবিষ্ট আছেন, এমন সময় মুনি-[বা]লকদের মত বেশযুক্ত কুশী ও লব আসিয়া তাঁহার [চ]রণবন্দনা করিলেন।৪

বাল্মীকি পাদবন্দনকারী কুশী-লবকে নিজকাব্য-[প্র]চারে যোগ্য বলিয়া মনে করিলেন। যেহেতু এই দুই ভ্রাতা রাজপুত্র হইয়াও আশ্রমে বাসপূর্বক বিদ্যাভ্যাসরত। গুরুশুশ্রূষা আদি ধর্মের মর্ম ইহারা জানে। বুদ্ধি ও শিক্ষার উৎকর্ষে ইহারা যশস্বী হইয়াছে, ইহাদের কণ্ঠস্বরও মধুর।৫

বাল্মীকি আরও লক্ষ্য করিলেন যে, এই কুশী-লব অতিশয় মেধাবী ও বেদাদি শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। তখন তিনি বেদশাস্ত্রের প্রকৃত রহস্য বুঝাইবার জন্য ঐ দুই ভ্রাতাকে এই রামচরিতময় ঐ মহাকাব্য অধ্যয়ন করাইলেন, যে মহাকাব্য পরমতপস্বী হইয়াও তিনি সীতার পবিত্র-চরিত্রযুক্ত রাবণবধবৃত্তান্তসহিত প্রণয়ন করিয়াছেন।৬-৭

এই মহাকাব্য পাঠ করিতেও মধুর, গান করিতেও মধুর। দ্রুত, মধ্য ও বিলম্বিততালে এবং ষড়্জ, মধ্যম, পঞ্চম আদি সপ্তস্বরে এই কাব্য গীত হইতে পারে। বীণাযন্ত্র ও মৃদঙ্গাদি-যোগেও ইহা সঙ্গত-ভাবেই গেয়। শৃঙ্গার, করুণ, হাস্য, রৌদ্র, ভয়ানক ও বীররসপূর্ণ এই মহাকাব্য। বাল্মীকির নিকট ঐ দুইভ্রাতা এই মহাকাব্যটিকে গানের মত করিয়া শিখিতে লাগিলেন।৮-৯

রূপ-লক্ষণসম্পন্নৌ মধুরস্বরভাষিণৌ

বিম্বাদিবোত্থিতৌ বিম্বৌ রামদেহাত্তথাপরৌ ॥১১

তৌ রাজপুত্রৌ কাৎস্ন্যেন ধর্ম্ম্যমাখ্যানমুত্তমম্।

বাচোবিধেয়ং তৎ সর্বং কৃত্বা কাব্যমনিন্দিতৌ ॥১২

ঋষীণাঞ্চ দ্বিজাতীনাং সাধূনাঞ্চ সমাগমে।

যথোপদেশং তত্ত্বজ্ঞৌ জগতুঃ সুসমাহিতৌ ॥১৩

মহাত্মানৌ মহাভাগৌ সর্বলক্ষণলক্ষিতৌ।

তৌ কদাচিৎ সমেতানামৃষীণাং ভাবিতাত্মনাম্ ॥১৪

মধ্যেসভং সমীপস্থাবিদং কাব্যমগায়তাম্।

তচ্ছ্রুত্বা মুনয়ঃ সর্বে বাষ্পপর্য্যাকুলেক্ষণাঃ ॥১৫

সাধু সাধ্বিতি তাবূচুঃ পরং বিস্ময়মাগতাঃ।

তে প্রীতমনসঃ সর্বে মুনয়ো ধর্মবৎসলাঃ ॥১৬

তাহারা দুইজনই সঙ্গীতশাস্ত্রে নিপুণ। তাল ও লয়-সম্বন্ধেও তাহাদের বিশেষ জ্ঞান ছিল। সপ্তস্বরের যোজনাতে দুই ভ্রাতাই কুশল। তাহাদিগকে মনুষ্যরূপধারী গন্ধর্ব বলিয়া মনে হয়। দুইজনেরই যেমন অপরূপ রূপ, তেমনই উভয়ের শরীরে সকল শুভলক্ষণ বর্তমান। রামের দেহ হইতে সম্ভূত বলিয়া সুমধুরভাষী দুইভ্রাতাকে রামের মতই মনে হয়। দর্পণে প্রতিফলিত প্রতিবিম্বের মত এই দুইজনও রামেরই প্রতিবিম্বতুল্য।১০-১১

এই কুশী-লব রাজপুত্র ও সুচরিত। দুইজনই ধর্মময় অত্যুৎকৃষ্ট রামায়ণ-কথা আদি হইতে অন্তপর্য্যন্ত কণ্ঠস্থ করিলেন। তারপর কোন কোন অবসরে মুনিগণ ও সদ্‌ব্রাহ্মণগণ সমবেত হইলে সঙ্গীতজ্ঞ দুইভ্রাতা একাগ্রচিত্তে বাল্মীকির উপদেশমত ঐ কথা গান করিতেন।১২-১৩

একদিন বিশুদ্ধচিত্ত মুনিগণের সভায় সর্বশুভ-লক্ষণান্বিত পরমভাগ্যবান্ দুইভ্রাতা মিলিতভাবে এই রামায়ণ-কথা গান করিতে লাগিলেন। ঐ গান শুনিয়া সভাস্থ মুনিগণ সকলেই অশ্রুপূর্ণলোচন ও অতিশয় বিস্মিত হইলেন। ধর্মপ্রিয় মুনিসকল প্রসন্নচিত্তে কুশী-লবকে 'সাধু' 'সাধু' বলিয়া অভিনন্দিত করিলেন।১৪-১৬

প্রশশংসুঃ প্রশস্তব্যৌ গায়মানৌ কুশী-লবৌ

অহো গীতস্য মাধুর্য্যং শ্লোকানাঞ্চ বিশেষতঃ ॥১৭

চিরনির্বৃত্তমপ্যেতৎ প্রত্যক্ষমিব দর্শিতম্।

প্রবিশ্য তাবুভৌ সুষ্ঠু তথা ভাবমগায়তাম্ ॥১৮

সহিতৌ মধুরং রক্তং সম্পন্নং স্বরসম্পদা।

এবং প্রশস্যমানৌ তৌ তপঃশ্লাঘ্যৈর্মহর্ষিভিঃ ॥১৯

সংরক্ততরমত্যর্থং মধুরং তাবগায়তাম্।

প্রীতঃ কশ্চিন্মুনিস্তাভ্যাং সংস্থিতঃ কলসং দদৌ ॥২০

প্রসন্নো বল্কলং কশ্চিদ্দদৌ তাভ্যাং মহাযশাঃ।

অন্যঃ কৃষ্ণাজিনমদাদ্ যজ্ঞসূত্রং তথাপরঃ।

কশ্চিৎ কমণ্ডলুং প্রাদান্মৌঞ্জীমন্যো

বৃসীমন্যস্তদা প্রাদাৎ কৌপীনমপরো

ঐ মুনিগণ প্রশংসনীয় গান করিতে লাগিলেন। তাঁহারা অপূর্ব মাধুর্য্যময় এই গান! বিশেষত আদিকাব্যে আরও অপূর্ব! এই দুইভ্রাতা কেমন তন্ময় হইয়া মধুরস্বরে ও সুনিয়মে রামায়ণ-গান করিতেছে। ইহাদের ভাবপূর্ণ গানের প্রভাবে অতীতকালীন ঘটনাগুলিও প্রত্যক্ষের মত মনে হইতেছে। এইভাবে মহাতপস্বী মহর্ষিগণ কুশী-লবের প্রশংসা করিলে তাহারা উভয়ে উচ্চৈঃস্বরে সুমধুরভাবে গান করিতে লাগিলেন। তখন ঐ গান-শ্রবণরত কোন মুনি সন্তুষ্ট হইয়া দুইভ্রাতাকে একটি কলস দান করিলেন।১৭-২০

একজন যশস্বী মুনি প্রসন্ন হইয়া বল্কল দান করিলেন। কেহ বা কৃষ্ণাজিন, কেহ বা যজ্ঞসূত্র দান করিলেন।২১

কোন মহামুনি কমণ্ডলু, কেহ বা মৌঞ্জী, কেহ বা আসন, কেহ বা কৌপীন দিলেন।২২

কোন মুনি অতিশয় হৃষ্ট হইয়া কুঠার দিলেন। একজন কাষায়বস্ত্র দিলেন, অন্যজন চীরবস্ত্র দিলেন।২৩

একজন জটাবন্ধনের জন্য রজ্জু দিলেন, অপরজন কাষ্ঠ আহরণের জন্য রজ্জু দিলেন। কেহ যজ্ঞপাত্র, কেহ বা কাষ্ঠভার দান করিলেন।২৪

তাভ্যাং দদৌ তদা হৃষ্টঃ কুঠারমপরো মুনিঃ।
কাষায়মপরো বস্ত্রং চীরমন্যো দদৌ মুনিঃ ॥২৩
জটাবন্ধনমন্যস্তু কাষ্ঠরজ্জুং মুদান্বিতঃ।
যজ্ঞভাণ্ডমৃষিঃ কশ্চিৎ কাষ্ঠভারং তথাপরঃ ॥২৪
ঔদুম্বরীং বৃষীমন্যঃ স্বস্তি কেচিত্তদাবদন্।
আয়ুষ্যমপরে প্রাহুর্মুদা তত্র মহর্ষয়ঃ ॥২৫
দদুশ্চৈবং বরান্ সর্বে মুনয়ঃ সত্যবাদিনঃ।
আশ্চর্য্যমিদমাখ্যানং মুনীনাং সংপ্রকীর্তিতম্ ॥২৬
পরং কবীনামাধারং সমাপ্তঞ্চ যথাক্রমম্।
অভিগীতমিদং গীতং সর্বগীতেষু কোবিদৌ ॥২৭
আয়ুষ্যং পুষ্টিজননং সর্বশ্রুতিমনোহরম্।
প্রশস্যমানৌ সর্বত্র কদাচিত্তত্র গায়কৌ ॥২৮
রথ্যাসু রাজমার্গেষু দদর্শ ভরতাগ্রজঃ।
স্ববেশ্ম চানীয় ততো ভ্রাতরৌ স কুশী-লবৌ ॥২৯
পূজয়ামাস পূজার্হৌ রামঃ শত্রুনিবর্হণঃ।
আসীনঃ কাঞ্চনে দিব্যে স চ সিংহাসনে প্রভুঃ ॥৩০
উপোপবিষ্টৈঃ সচিবৈর্ভ্রাতৃভিশ্চ সমন্বিতঃ।
দৃষ্ট্বা তু রূপসম্পন্নৌ বিনীতৌ ভ্রাতরাবুভৌ ॥৩১
উবাচ লক্ষ্মণং রামঃ শত্রুঘ্নং ভরতং তথা।
শ্রূয়তামেতদাখ্যানমনয়োর্দেববর্চসোঃ ॥৩২
বিচিত্রার্থপদং সম্যগ্ গায়কৌ সমচোদয়ৎ।
তৌ চাপি মধুরং রক্তং স্বচিত্তায়ত নিঃস্বনম্ ॥৩৩
তন্ত্রীলয়বদত্যর্থং বিশ্রুতার্থমগায়তাম্।
হ্লাদয়ৎসর্বগাত্রাণি মনাংসি হৃদয়ানি চ।
শ্রোত্রাশ্রয়সুখং গেয়ং তদ্বভৌ জনসংসদি ॥৩৪
ইমৌ মুনী পার্থিবলক্ষণান্বিতৌ
কুশী-লবৌ চৈব মহাতপস্বিনৌ।
মমাপি তদ্ভূতিকরং প্রচক্ষতে
মহানুভাবং চরিতং নিবোধত ॥৩৫

কোন মুনি উডুম্বরকাষ্ঠ (যজ্ঞডুমুর)-নির্মিত আসন দান করিলেন। গানশ্রবণে আহ্লাদিত কতিপয় মহর্ষি 'তোমাদের মঙ্গল হউক' এই কথা বলিলেন। অপর কতিপয় মহর্ষি 'তোমাদের আয়ুর্বৃদ্ধি হউক' এইরূপে আশীর্বাদ করিলেন।২৫

এইরূপে সভাস্থিত ঋষিগণ নিজ নিজ সামর্থ্য অনুসারে দুইভ্রাতাকে বিবিধ দ্রব্য দিলেন; বাল্মীকি-রচিত এই রামায়ণকথাও অতি চমৎকার। ইহা পরবর্তী কবিগণের অবলম্বনস্বরূপ, সকলজনগণের আয়ুঃ ও সৌভাগ্যের বর্ধক এবং সকলের শ্রুতিসুখকর। সঙ্গীত-কলায় প্রবীণ কুশী-লব এই সুমধুর রামায়ণকথা সমাপ্তি পর্য্যন্ত গান করিলেন। এইভাবে রামায়ণগানের দ্বারা তাহারা দুইজন সকলের প্রশংসা পাইতে লাগিলেন। কোন একদিন অযোধ্যার রাজপথে ও অন্যান্য পথে রামায়ণ-গায়ক দুইভ্রাতাকে রামচন্দ্র দেখিতে পাইলেন। তাহাদিগকে নিজগৃহে আনয়ন করিয়া শত্রুহন্তা রাম উচিতভাবে সমাদর করিলেন। তারপর সুবর্ণময় দিব্যসিংহাসনে উপবেশন করিলে নিজভ্রাতৃগণ ও মন্ত্রিগণ রামের সমীপে যথাযোগ্য আসনে উপবেশন করিলেন। তখন রামচন্দ্র সম্মুখস্থিত পরমরূপবান্ ও বিনীত কুশী-লবের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন ও ভরতকে বলিলেন,—তোমরা দেবতুল্যকান্তিমান্ এই দুইভ্রাতার বিচিত্রপদরচনা-সমন্বিত ও অপূর্ব অর্থবিশিষ্ট রামায়ণ-গান শ্রবণ কর। তারপর গাননিপুণ কুশী-লবকে গান করিতে বলিলেন। তাহারা দুইজন নিজশক্তি অনুসারে সুস্পষ্টরূপে উচ্চৈঃস্বরে নানারাগরাগিণীযোগে রামায়ণ-গান করিতে লাগিলেন। ঐ গান সমস্ত শ্রোতার শরীর, মন ও আত্মার পরম আহ্লাদজনক হইল। ঐ গানে ঐ সভাস্থ সকলের কর্ণেন্দ্রিয় সুখে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল।২৬-৩৪

ঐ সময় রাম নিজভ্রাতৃগণকে বলিলেন,—দেখ, মুনিবেশধারী এই কুশী-লব রাজোচিত সুলক্ষণযুক্ত এবং মহাতপস্বী। ইহারা যে মহামঙ্গলকর চরিত্রকথা কীর্তন করিতেছে, তাহা আমারও আনন্দজনক। ইহা তোমরা অবহিত হইয়া শ্রবণ কর।৩৫

রামচন্দ্র দুইভ্রাতাকে গান করিতে বলিলে তাঁহারা

ততস্তু তৌ রামবচঃ প্রচোদিতা-
বগায়তাং মার্গ-বিধানসম্পদা।
স চাপি রামঃ পরিষদ্গতঃ শনৈ-
র্বুভূষয়াসক্তমনা বভূব হ ॥৩৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে চতুর্থঃ সর্গঃ ॥৪

পঞ্চমঃ সর্গঃ।

(মনুনির্মিত-কোশলজনপদান্তর্বর্ত্যযোধ্যাবর্ণনম্)।

সর্বাপূর্বমিয়ং যেষামাসীৎ কৃৎস্না বসুন্ধরা।
প্রজাপতিমুপাদায় নৃপাণাং জয়শালিনাম্ ॥১
যেষাং স সগরো নাম সাগরো যেন খানিতঃ।
ষষ্টিপুত্রসহস্রাণি যং যান্তং পর্য্যবারয়ন্ ॥২
ইক্ষ্বাকূণামিদং তেষাং রাজ্ঞাং বংশে মহাত্মনাম্।
মহদুৎপন্নমাখ্যানং রামায়ণমিতি শ্রুতম্ ॥৩
তদিদং বর্তয়িষ্যাবঃ সর্বং নিখিলমাদিতঃ।
ধর্ম-কামার্থসহিতং শ্রোতব্যমনসূয়তা ॥৪
কোশলো নাম মুদিতঃ স্ফীতো জনপদো মহান্।
নিবিষ্টঃ সরযূতীরে প্রভূতধন-ধান্যবান্ ॥৫
অযোধ্যানামনগরী তত্রাসীল্লোকবিশ্রুতা।
মনুনা মানবেন্দ্রেণ যা পুরী নির্মিতা স্বয়ম্ ॥৬
আয়তা দশ চ দ্বে চ যোজনানি মহাপুরী।
শ্রীমতী ত্রীণি বিস্তীর্ণা সুবিভক্তমহাপথা ॥৭
রাজমার্গেণ মহতা সুবিভক্তেন শোভিতা।
মুক্তপুষ্পাবকীর্ণেন জলসিক্তেন নিত্যশঃ ॥৮
তাং তু রাজা দশরথো মহারাষ্ট্রবিবর্ধনঃ।
পুরীমাবাসয়ামাস দিবি দেবপতির্যথা ॥৯
কপাটতোরণবতীং সুবিভক্তান্তরায়ণাম্।
সর্বযন্ত্রায়ুধবতীমুষিতাং সর্বশিল্পিভিঃ ॥১০

সংস্কৃতগানের রীতি অনুসারে গান করিতে লাগিলেন। রাম সিংহাসন ত্যাগ করিয়া সভায় শ্রোতৃগণমধ্যে উপবিষ্ট হইয়া গানশ্রবণে ক্রমশঃ তন্ময় হইয়া গেলেন।৩৬

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের
আদিকাণ্ডে চতুর্থ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চম সর্গ।

[মনুনির্মিত কোশলজনপদমধ্যবর্তী অযোধ্যানগরীর বর্ণন]।

এই বিশাল বসুধা প্রজাপতি বৈবস্বত মনু হইতে আরম্ভ করিয়া যে সকল বিজয়ী নরপতির সকল সুখের কারণ ছিল, যাঁহাদের বংশে সগরনামক রাজা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যে সগররাজা ষাট্হাজার নিজ পুত্রগণের দ্বারা সমুদ্র খনন করাইয়াছিলেন, পুত্রগণ সর্বদা যাঁহার অনুগমন করিত, সেই সকল নরপতির বংশের নাম ইক্ষ্বাকুবংশ। ঐ ইক্ষ্বাকুবংশীয় মহাপ্রভাবশালী নৃপতিগণের বংশে রামায়ণনামে প্রসিদ্ধ এই সুমহৎ উপাখ্যান উৎপন্ন হইয়াছে।১-৩

এক্ষণে আমরা ধর্ম-কামার্থসাধন এই উপাখ্যান আদ্যোপান্ত গান করিব। অসূয়া পরিত্যাগ করিয়া এই উপাখ্যান শ্রবণ করিতে হয়।৪

সরযূনদীর তীরে কোশলনামক একটি প্রদেশ আছে। ঐ প্রদেশটি সতত সুখকর ও প্রচুরধনধান্যপূর্ণ। উহার বিশাল আয়তন ও মহতী সমৃদ্ধি। মানবশ্রেষ্ঠ মনু-কর্তৃক যে অযোধ্যানগরী নির্মিত হইয়াছে, ঐ প্রদেশেই সেই সুপ্রসিদ্ধ অযোধ্যা-নগরী অবস্থিত।৫-৬

যে মহানগরী দীর্ঘতায় দ্বাদশযোজন ও প্রস্থে তিনযোজন, সেই শোভাময়ী অযোধ্যার রাজপথসমূহ সুপরিকল্পিত। ঐ সকল পথ সর্বদা বিক্ষিপ্ত কুসুমসমূহের দ্বারা ও জলসিঞ্চনের দ্বারা সুগন্ধযুক্ত ও ধূলিশূন্য।৭-৮

দেবরাজ ইন্দ্র যেমন অমরাবতীনামক নগরীতে বাস করিয়া বহুজনের বসতিস্থাপন করেন, বিশাল রাষ্ট্রের কল্যাণকামী রাজা দশরথও তেমনিই অযোধ্যা-নগরীতে বাস করিয়া বহুজনের বসতি-বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।৯

ঐ অযোধ্যা-পুরী কপাট ও প্রবেশদ্বারসমূহের দ্বারা

সূত-মাগধসম্বাধাং শ্রীমতীমতুলপ্রভাম্ ।
উচ্চাট্টাল-ধ্বজবতীং শতঘ্নীশতসঙ্কুলাম্ ॥১১
বধূনাটকসঙ্ঘৈশ্চ সংযুক্তাং সর্বতঃ পুরীম্ ।
উদ্যানাম্রবনোপেতাং মহতীং সালমেখলাম্ ॥১২
দুর্গগম্ভীরপরিখাং দুর্গামন্যৈর্দুরাসদাম্ ।
বাজি-বারণসম্পূর্ণাং গোভিরুষ্ট্রৈঃ খরৈস্তথা ॥১৩
সামন্তরাজসঙ্ঘৈশ্চ বলিকর্মভিরাবৃতাম্ ।
নানাদেশনিবাসৈশ্চ বণিগ্‌ভিরুপশোভিতাম্ ॥১৪
প্রাসাদৈ রত্নবিকৃতৈঃ পর্বতৈরিব শোভিতাম্ ।
কূটাগারৈশ্চ সম্পূর্ণামিন্দ্রস্যেবামরাবতীম্ ॥১৫
চিত্রামষ্টাপদাকারাং বরনারীগণাযুতাম্ ।
সর্বরত্নসমাকীর্ণাং বিমানগৃহশোভিতাম্ ॥১৬
গৃহগাঢ়ামবিচ্ছিদ্রাং সমভূমৌ নিবেশিতাম্ ।
শালিতণ্ডুলসম্পূর্ণামিক্ষুকাণ্ডরসোদকাম্ ॥১৭
দুন্দুভীভির্মৃদঙ্গৈশ্চ বীণাভিঃ পণবৈস্তথা ।
নাদিতাং ভৃশমত্যর্থং পৃথিব্যাং তামনুত্তমাম্ ॥১৮
বিমানমিব সিদ্ধানাং তপসাধিগতং দিবি ।
সুনিবেশিতবেশ্মান্তাং নরোত্তমসমাবৃতাম্ ॥১৯
যে চ বাণৈর্ন বিধ্যন্তি বিবিক্তমপরাপরম্ ।
শব্দবেধ্যঞ্চ বিততং লঘুহস্তা বিশারদাঃ ॥২০
সিংহ-ব্যাঘ্র-বরাহাণাং মত্তানাং নদতাং বনে ।
হন্তারো নিশিতৈঃ শস্ত্রৈর্বলাদ্ বাহুবলৈরপি ॥২১

সুরক্ষিত এবং সুপরিকল্পিত আপণ (বাজার) সমূহে শোভিত ছিল। যেখানে সকলপ্রকার যন্ত্র ও অস্ত্রের রাশি বিরাজমান, সেই অযোধ্যায় শিল্প-বিদ্যাবিশারদগণও অবস্থান করিতেন।১০

ঐ নগরী রাজস্তুতিপাঠক সূত ও মাগধগণের আশ্রয়স্থান ছিল। অতুলনীয়শোভাসম্পন্ন ঐশ্বর্য্যপূর্ণ সেই নগরীর উন্নত অট্টালিকাশিখরে পতাকাসকল শোভা পাইত। সেখানে শত শত শতঘ্নীনামক যন্ত্র স্থাপিত ছিল। রমণীগণের নাট্যশালা, বহু উপবন, আম্রবন ও মেখলার ন্যায় শালতরুশ্রেণীর দ্বারা ঐ নগরী সুশোভিত ছিল। অযোধ্যাপুরী অগাধজলপূর্ণ দুর্গমপরিখার দ্বারা বেষ্টিত থাকায় কোন শত্রুই সেথায় প্রবেশ করিতে পারিত না। কর (খাজনা)-দানকারী অনেক সামন্ত নরপতি সেখানে উপস্থিত হইতেন ও নানাদেশ হইতে আগত বণিগ্‌গণ বাণিজ্য দ্বারা শোভাবৃদ্ধি করিতেন।১১-১৪

রত্ননির্মিত পর্বতসদৃশ বিশালপ্রাসাদসমূহের দ্বারা শোভাময়ী এই অযোধ্যায় ইন্দ্রের অমরাবতীর মতই স্ত্রীগণের ক্রীড়াগৃহ বিদ্যমান ছিল।১৫

বিস্ময়পূর্ণা নগরীর গৃহসকল স্বর্ণজলে শোধিত হওয়ায় স্বর্ণনির্মিতের মত মনে হইত কিংবা পাশা-খেলার শারিফলক (ছক) বলিয়া মনে হইত। সুন্দরী রমণীগণ সেখানে বাস করিতেন। বিবিধরত্ন-পরিব্যাপ্ত অযোধ্যায় সপ্ততলবিশিষ্ট গৃহসকল শোভাবৃদ্ধি করিত।১৬

সেখানে গৃহগুলি ঘনসন্নিবিষ্ট অর্থাৎ নিকটে নিকটে অবস্থিত ছিল। কোনস্থানই জনবসতিশূন্য ছিল না। ঐ নগরী সমতলভূমিতে অবস্থিত ছিল। ঐ অযোধ্যায় প্রত্যেকের গৃহ ধান্য ও তণ্ডুলে পরিপূর্ণ থাকিত। তথাকার জল ইক্ষুরসতুল্য সুস্বাদু ছিল।১৭

দুন্দুভি, মৃদঙ্গ, বীণা, পণব প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র অবিরত ধ্বনিত হওয়ায় অযোধ্যা-নগরী পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠনগরীরূপে খ্যাত হইয়াছিল।১৮

ইহা সিদ্ধগণের তপস্যালব্ধ স্বর্গীয়বিমানের মত ছিল। সেখানে গৃহসমূহের বহির্দেশ সুন্দরভাবে পরিকল্পিত ছিল। শ্রেষ্ঠমানবগণ সেখানে নিবাস করিতেন।১৯

এই নগরীতে অস্ত্রবিদ্যানিপুণ মহাবীরগণ অবস্থান করিতেন। তাঁহারা অগণিত ও শীঘ্রসন্ধানকারী হইলেও উদাসীন, অসহায়, পুত্ররহিত ও পিতৃহীন ব্যক্তিকে কখনও বাণবিদ্ধ করিতেন না। তাঁহারা গভীর অরণ্যে গর্জনকারী মত্ত সিংহ, ব্যাঘ্র ও বরাহগণকে তীক্ষ্ণশস্ত্র ও বাহুবলের দ্বারা নিহত করিতে সমর্থ। এইরূপ বীরগণ সর্বদা অযোধ্যাকে রক্ষা করিতেন। মহারাজ দশরথ ঐ অযোধ্যায় বসতিবৃদ্ধি করিয়াছিলেন।২০-২২

তাদৃশানাং সহস্রৈস্তামভিপূর্ণাং মহারথৈঃ।
পুরীমাবাসয়ামাস রাজা দশরথস্তদা ॥২২
তামগ্নিমদ্ভির্গুণবদ্ভিরাবৃতাং
দ্বিজোত্তমৈর্বেদ-ষড়ঙ্গপারগৈঃ।
সহস্রদৈঃ সত্যরতৈর্মহাত্মভি-
র্মহর্ষিকল্পৈঋষিভিশ্চ কেবলৈঃ ॥২৩
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে পঞ্চমঃ সর্গঃ ॥৫

যাঁহারা অগ্নিহোত্রাদি যাগের অনুষ্ঠান করিতেন, যাঁহারা সর্ব্বগুণপূর্ণ, বেদ ও ব্যাকরণাদি শাস্ত্রে পারঙ্গত, যাঁহারা সহস্রসহস্রদানকারী, সত্যনিষ্ঠ ও মানবগণের মধ্যে সর্ব্বথা শ্রেষ্ঠ—এমন বহু ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ও মহর্ষিতুল্য ঋষিগণের দ্বারা এই নগরী পরিপূর্ণ ছিল।২৩

মহর্ষি বাল্মীকি-প্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের
আদিকাণ্ডে পঞ্চম সর্গ সমাপ্ত।

ষষ্ঠঃ সর্গঃ।

(অযোধ্যায়াং দশরথস্য শাসনকালে তৎকালীনাখিলজনানাবস্থাবর্ণনম্)।

তস্যাং পূর্য্যামযোধ্যায়াং বেদবিৎ সর্ব্বসংগ্রহঃ।
দীর্ঘদর্শী মহাতেজাঃ পৌরজানপদপ্রিয়ঃ ॥১
ইক্ষ্বাকূণামতিরথো যজ্বা ধর্ম্মপরো বশী।
মহর্ষিকল্পো রাজর্ষিস্ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতঃ ॥২
বলবান্নিহতামিত্রো মিত্রবান্ বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
ধনৈশ্চ সঞ্চয়ৈশ্চান্যৈঃ শক্রবৈশ্রবণোপমঃ ॥৩
যথা মনুর্মহাতেজা লোকস্য পরিরক্ষিতা।
তথা দশরথো রাজা লোকস্য পরিরক্ষিতা ॥৪
তেন সত্যাভিসন্ধেন ত্রিবর্গমনুতিষ্ঠতা।
পালিতা সা পুরী শ্রেষ্ঠা ইন্দ্রেণেবামরাবতী ॥৫
তস্মিন্ পুরবরে হৃষ্টা ধর্ম্মাত্মানো বহুশ্রুতাঃ।
নরাস্তুষ্টা ধনৈঃ স্বৈঃ স্বৈরলুব্ধাঃ সত্যবাদিনঃ ॥৬

ষষ্ঠ সর্গ

[অযোধ্যায় দশরথের রাজত্বকালে তৎকালীন সমস্ত জনগণের অবস্থাবর্ণন]।

সেই অযোধ্যা-নগরীতে মহারাজ দশরথ বাস করিতেন। তিনি নিজে বেদাদিশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, শাস্ত্রজ্ঞপণ্ডিতগণের ও ধনুর্ব্বেদনিপুণ বীরগণের সংগ্রহকারী এবং সকলকার্য্যের পরিণাম চিন্তা করিতে সমর্থ। তিনি মহাতেজস্বী হইয়াও পুরবাসী ও দেশবাসী জনগণের অতিশয় প্রীতিভাজন ছিলেন।১

ইক্ষ্বাকুবংশীয় নৃপগণের মধ্যে তিনিই দশহাজার মহারথ-বীরগণের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে সমর্থ ছিলেন। বিধিপূর্ব্বক যজ্ঞানুষ্ঠাতা, নিজধর্ম্মের আচরণকারী, স্বাধীনচেতা ও মহর্ষিতুল্য দশরথ রাজর্ষি বলিয়া ত্রিভুবনে খ্যাত ছিলেন।২

তাঁহার প্রভূত বল ও অসংখ্য সুহৃদ্ ছিল, অথচ শত্রু ছিল না। ইন্দ্রিয়সমূহকেও তিনি সংযত করিয়াছিলেন। ঐশ্বর্য্য ও অন্যান্য সঞ্চয়ে তিনি ইন্দ্র ও কুবেরতুল্য ছিলেন। মহাতেজস্বী বৈবস্বতমনু যেমন ত্রিভুবনের পালক ছিলেন, তেমনই রাজা দশরথও এই জগতের পালনকারী ছিলেন। ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই পুরুষার্থত্রয়ের প্রাপ্তির জন্য সমুচিত অনুষ্ঠানকারী সত্যনিষ্ঠ রাজা দশরথ এই অযোধ্যা-নগরী যেভাবে ইন্দ্র অমরাবতী পালন করেন, সেইভাবে পালন করিতেন।৩-৫

সেই রমণীয় অযোধ্যাপুরীতে যাহারা বাস করিত, তাহারা সকলেই আনন্দে ছিল। নিজ নিজ ধর্ম্মাচরণে ও শাস্ত্রচর্চায় সকলেই প্রবীণ ছিল। অযোধ্যাবাসী জনগণ নিজ উপার্জিত অর্থেই সন্তুষ্ট থাকিত। অন্যের ধনে তাহাদের লোভ ছিল না। তাহারা সকলেই সত্যবাদী ছিল।৬

নাল্পসন্নিচয়ঃ কশ্চিদাসীত্তস্মিন্ পুরোত্তমে।
কুটুম্বী যো হ্যসিদ্ধার্থোঽগবাশ্ব-ধন-ধান্যবান্ ॥৭
কামী বা ন কদর্য্যো বা নৃশংসঃ পুরুষঃ ক্বচিৎ।
দ্রষ্টুং শক্যমযোধ্যায়াং নাবিদ্বান্ ন চ নাস্তিকঃ ॥৮
সর্বে নরাশ্চ নার্য্যশ্চ ধর্মশীলাঃ সুসংযুতাঃ।
মুদিতাঃ শীল-বৃত্তাভ্যাং মহর্ষয় ইবামলাঃ ॥৯
নাকুণ্ডলী নামুকুটী নাস্রগ্বী নাল্পভোগবান্।
নামৃষ্টো ন নলিপ্তাঙ্গো নাসুগন্ধশ্চ বিদ্যতে ॥১০
নামৃষ্টভোজী নাদাতা নাপ্যঙ্গদনিষ্কধৃক্।
নাহস্তাভরণো বাপি দৃশ্যতে নাপ্যনাত্মবান্ ॥১১
নানাহিতাগ্নির্নাযজ্বা ন ক্ষুদ্রো বা ন তস্করঃ।
কশ্চিদাসীদযোধ্যায়াং ন চাবৃত্তো ন সঙ্করঃ ॥১২
স্বকর্মনিরতা নিত্যং ব্রাহ্মণা বিজিতেন্দ্রিয়াঃ।
দানাধ্যয়নশীলাশ্চ সংযতাশ্চ প্রতিগ্রহে ॥১৩
নাস্তিকো নানৃতো বাপি ন কশ্চিদবহুশ্রুতঃ।
নাসূয়কো ন চাশক্তো নাবিদ্বান্ বিদ্যতে ক্বচিৎ ॥১৪
নাষড়ঙ্গবিদত্রাস্তি নাব্রতো নাসহস্রদঃ।
ন দীনঃ ক্ষিপ্তচিত্তো বা ব্যথিতো বাপি কশ্চন ॥১৫
কশ্চিন্নরো বা নারী বা নাশ্রীমান্নাপ্যরূপবান্।
দ্রষ্টুং শক্যমযোধ্যায়াং নাপি রাজন্যভক্তিমান্ ॥১৬
বর্ণেষ্বগ্র্যচতুর্থেষু দেবতাতিথিপূজকাঃ।
কৃতজ্ঞাশ্চ বদান্যাশ্চ শূরা বিক্রমসংযুতাঃ ॥১৭
দীর্ঘায়ুষো নরাঃ সর্বে ধর্মং সত্যঞ্চ সংশ্রিতাঃ।
সহিতাঃ পুত্র-পৌত্রৈশ্চ নিত্যং স্ত্রীভিঃ পুরোত্তমে ॥১৮

সেই শ্রেষ্ঠ নগরীতে কোন গৃহস্থই অল্পসঞ্চয়ী ছিল না কিংবা নিজ প্রয়োজনসাধনে অক্ষম ছিল না। কেহই গো-অশ্ব-ধন-ধান্যহীন ছিল না।৭

অযোধ্যায় কামুক, কুৎসিতস্বভাববান্ ও ক্রূর প্রকৃতির লোক দেখা যাইত না। সেখানে কোন ব্যক্তিই অবিদ্বান্ ও নাস্তিক ছিল না।৮

সকলনরনারীই ধর্মপরায়ণ ও জিতেন্দ্রিয় ছিল। স্বভাব ও আচরণে তাহারা মহর্ষিগণের ন্যায় মালিন্যহীন ও আনন্দপূর্ণ ছিল।৯

কুণ্ডল ও মুকুটরহিত, মাল্যবর্জিত, দরিদ্র, অস্নাত, চন্দনাদি-প্রলেপশূন্য এবং গন্ধদ্রব্যসেবনহীন কোন লোক অযোধ্যায় ছিল না।১০

অশুদ্ধান্নভোজী, কৃপণ, বাহুভূষণ-অঙ্গদহীন, বক্ষঃভূষণ-হাররহিত কিংবা অঙ্গুরীয়কবর্জিত লোকও অযোধ্যায় ছিল না। অধিবাসীদের মধ্যে অশুদ্ধবুদ্ধিও কেহ ছিল না।১১

অগ্নিহোত্রবর্জিত, যাগানুষ্ঠানহীন, ক্ষুদ্রচেতা, চৌর্য্যরত, সদাচারহীন ও বর্ণসঙ্কর কেহই ছিল না। সেখানে ব্রাহ্মণগণ নিজ নিজ নিত্যকর্মানুষ্ঠানরত, জিতেন্দ্রিয়, দাতা, অধ্যয়নশীল এবং দানগ্রহণে সংযত ছিলেন।১২-১৩

কোন ব্রাহ্মণই নাস্তিক, মিথ্যাবাদী অল্পশিক্ষিত, পরশ্রীকাতর, সামর্থ্যহীন এবং অবিদ্বান্ ছিলেন না। বেদবেদাঙ্গে অজ্ঞ, ব্রতহীন, বহুদানশূন্য, দীন, ক্ষিপ্ত ও ব্যথিত কেহই ছিলেন না।১৪-১৫

লাবণ্যহীন বা কুরূপ কোন নরনারীকে অযোধ্যায় দেখা যাইত না এবং রাজভক্তিশূন্য কোন প্রজাও ছিল না।১৬

ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণ মধ্যে যে সকল বীর ও বিক্রমশালী ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই দেবতা ও অতিথির সেবায় রত, কৃতজ্ঞ ও দাতা ছিলেন।১৭

অযোধ্যার নরনারীগণ সকলেই দীর্ঘজীবী, ধর্মরত ও সত্যনিষ্ঠ ছিল। পুত্র-পৌত্রগণসহ তাহারা সেই শ্রেষ্ঠ নগরীতে বাস করিত।১৮

ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণের অনুমতি লইত। বৈশ্যগণ ক্ষত্রিয়গণকে অনুসরণ করিত। শূদ্রগণ ব্রাহ্মণাদি তিনবর্ণের সেবা দ্বারা নিজ কর্তব্য পালন করিত।১৯

পুরাকালে বৈবস্বত মনু যেভাবে এই অযোধ্যা-নগরীর রক্ষা করিয়াছিলেন, ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা দশরথও সেই-ভাবেই রক্ষা করিয়াছিলেন।২০

অগ্নিতুল্যতেজস্বী, অকুটিল, পরাজয়ে অসহিষ্ণু

ক্ষত্রং ব্রহ্মমুখং চাসীৎ বৈশ্যাঃ ক্ষত্রমনুব্রতাঃ ।
শূদ্রাঃ স্বকর্ম্মনিরতাঃ ত্রীন্ বর্ণানুপচারিণঃ ॥১৯

সা তেনেক্ষ্বাকুনাথেন পুরী সুপরিরক্ষিতা ।
যথা পুরস্তান্মনুনা মানবেন্দ্রেণ ধীমতা ॥২০

যোধানামগ্নিকল্পানাং পেশলানামমর্ষিণাম্ ।
সম্পূর্ণ-কৃতবিদ্যানাং গুহা কেশরিণামিব ॥২১

কাম্বোজবিষয়ে জাতৈর্বাহ্লীকৈশ্চ হয়োত্তমৈঃ ।
বনায়ুজৈর্নদীজৈশ্চ পূর্ণা হরিহয়োত্তমৈঃ ॥২২

বিন্ধ্যপর্বতজৈর্মত্তৈঃ পূর্ণা হৈমবতৈরপি ।
মদান্বিতৈরতিবলৈর্মাতঙ্গৈঃ পর্বতোপমৈঃ ॥২৩

ঐরাবতকুলীনৈশ্চ মহাপদ্মকুলৈস্তথা ।
অঞ্জনাদপি নিষ্ক্রান্তৈর্বামনাদপি চ দ্বিপৈঃ ॥২৪

ভদ্রৈর্মন্দ্রৈর্মৃগৈশ্চৈব ভদ্রমন্দ্রমৃগৈস্তথা ।
ভদ্রমন্দ্রৈর্ভদ্রমৃগৈর্মৃগমন্দ্রৈশ্চ সা পুরী ॥২৫

নিত্যমত্তৈঃ সদা পূর্ণা নাগৈরচলসন্নিভৈঃ ।
সা যোজনে দ্বে চ ভূয়ঃ সত্যনামা প্রকাশতে ॥২৬

যস্যাং দশরথো রাজা বসন্ জগদপালয়ৎ ॥
তাং পুরীং স মহাতেজা রাজা দশরথো মহান্ ।
শশাস শমিতামিত্রো নক্ষত্রাণীব চন্দ্রমাঃ ॥২৭

তাং সত্যনামাং দৃঢ়তোরণার্গলাং
গৃহৈর্বিচিত্রৈরুপশোভিতাং শিবাম্ ।
পুরীমযোধ্যাং নৃসহস্রসঙ্কুলাং
শশাস বৈ শক্রসমো মহীপতিঃ ॥২৮

ইত্যার্ষে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে শ্রীমদ্রামায়ণে
আদিকাণ্ডে ষষ্ঠঃ সর্গঃ ।

ও ধনুর্বিদ্যাবিশারদ বীরগণে পূর্ণ থাকায় সিংহপূর্ণ গুহার মতই অযোধ্যাপুরী দুর্গম্য ছিল ।২১

কাম্বোজ, বাহ্লীক, বনায়ু ও সিন্ধুদেশজাত উচ্চৈঃশ্রবা-নামক ইন্দ্রের অশ্বের ন্যায় উৎকৃষ্ট অশ্বসমূহে পরিপূর্ণ ছিল ।২২

বিন্ধ্যাচলে ও হিমালয়ে উৎপন্ন পর্বততুল্য বিশাল মহাবলবান্ মদমত্ত হস্তিগণের দ্বারা অযোধ্যানগরী পূর্ণ ছিল ।২৩

ঐরাবত-হস্তী, পুণ্ডরীকনামক মহাপদ্ম-হস্তী এবং অঞ্জন ও বামননামক হস্তীর বংশজাত, এবং ভদ্র, মন্দ্র, মৃগ, ভদ্রমন্দ্রমৃগ, ভদ্রমন্দ্র, ভদ্রমৃগ, মৃগমন্দ্র প্রভৃতি মত্তহস্তীর দ্বারা সেই নগরী ব্যাপ্ত ছিল ।২৪-২৫

যদিও এই নগরী বিস্তারে তিনযোজন, তথাপি উহার দুইযোজনেই অযোধ্যা-নাম সার্থক। কোন যোদ্ধা আক্রমণ করিতে পারিত না বলিয়াই 'অযোধ্যা' নাম সঙ্গত হইয়াছিল। এই অযোধ্যায় দশরথ বাস করিতেন ও পৃথিবী পালন করিতেন ।২৬

নক্ষত্রাধিপতি চন্দ্রমা যেমন নক্ষত্রগণকে নিয়ন্ত্রণ করেন, সেইরূপ শক্রহন্তা মহাতেজস্বী রাজা দশরথ অযোধ্যানগরীর সকল প্রজাকে শাসন করিতেন ।২৭

অযোধ্যানগরীর নাম সার্থক হইলেও রাজা দশরথ সেখানে দৃঢ় বহির্দ্বার ও অর্গল নির্মাণ করাইয়াছিলেন। বহু বিচিত্র গৃহও সেখানে ছিল। সহস্র সহস্র মানব সেখানে বাস করিত। ইন্দ্রতুল্য মহীপতি দশরথ ঐ কল্যাণময়ী অযোধ্যার শাসন করিতেন ।২৮

মহর্ষিবাল্মীকি-প্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডে ষষ্ঠ সর্গ সমাপ্ত ।

সপ্তমঃ সর্গঃ

(দশরথস্যাষ্টামাত্যানামন্যেষাঞ্চ নীতিবর্ণনম্)।

তস্যামাত্যা গুণৈরাসন্নিক্ষ্বাকোঃ সুমহাত্মনঃ।
মন্ত্রজ্ঞাশ্চেঙ্গিতজ্ঞাশ্চ নিত্যং প্রিয়হিতে রতাঃ ॥১

অষ্টৌ বভূবুর্বীরস্য তস্যামাত্যা যশস্বিনঃ।
শুচয়শ্চানুরক্তাশ্চ রাজকৃত্যেষু নিত্যশঃ ॥২

ধৃষ্টির্জয়ন্তো বিজয়ঃ সুরাষ্ট্রো রাষ্ট্রবর্ধনঃ।
অকোপো ধর্মপালশ্চ সুমন্ত্রশ্চাষ্টমোঽর্থবিৎ ॥৩

ঋত্বিজৌ দ্বাবভিমতৌ তস্যাস্তামৃষিসত্তমৌ।
বসিষ্ঠো বামদেবশ্চ মন্ত্রিণশ্চ তথাপরে ॥৪

সুযজ্ঞোঽপ্যথ জাবালিঃ কাশ্যপোঽপ্যথ গৌতমঃ।
মার্কণ্ডেয়স্তু দীর্ঘায়ুস্তথা কাত্যায়নো দ্বিজঃ ॥৫

এতৈর্ব্রহ্মর্ষিভির্নিত্যমৃত্বিজস্তস্য পৌর্বকাঃ।
বিদ্যাবিনীতা হ্রীমন্তঃ কুশলা নিয়তেন্দ্রিয়াঃ ॥৬

শ্রীমন্তশ্চ মহাত্মানঃ শস্ত্রজ্ঞা দৃঢ়বিক্রমাঃ।
কীর্তিমন্তঃ প্রণিহিতাঃ যথাবচনকারিণঃ ॥৭

তেজঃ-ক্ষমা-যশঃপ্রাপ্তাঃ স্মিতপূর্বাভিভাষিণঃ।
ক্রোধাৎ কামার্থহেতোর্বা ন ব্রূয়ুরনৃতং বচঃ ॥৮

তেষামবিদিতং কিঞ্চিৎ স্বেষু নাস্তি পরেষু বা।
ক্রিয়মাণং কৃতং বাপি চারেণাপি চিকীর্ষিতম্ ॥৯

কুশলা ব্যবহারেষু সৌহৃদেষু পরীক্ষিতাঃ।
প্রাপ্তকালং যথাদণ্ডং ধারয়েয়ুঃ সুতেষ্বপি ॥১০

কোশসংগ্রহণে যুক্তা বলস্য চ পরিগ্রহে।

সপ্তম সর্গ

[রাজা দশরথের অষ্ট প্রধান মন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রিগণের নীতিবর্ণন।]

ইক্ষ্বাকুবংশজাত মহামতি বীর দশরথের সর্বদা প্রিয় ও হিতসাধনারত আটজন মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহারা কার্য্য ও অকার্য্যবিচারে নিপুণ এবং অন্যের অভিপ্রায় ইঙ্গিতের দ্বারাই বুঝিতে সমর্থ ছিলেন। যশ ও শুচিতা-ভূষিত মন্ত্রিগণ সব সময় রাজকার্য্যে অনুরক্ত থাকিতেন। মন্ত্রীর যেসব গুণ থাকা আবশ্যক, সেই সকল গুণ তাহাদের পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। তাঁহাদের নাম—ধৃষ্টি, জয়ন্ত, বিজয়, সুরাষ্ট্র, রাষ্ট্রবর্ধন, অকোপ, ধর্মপাল ও সুমন্ত্র। ইঁহাদের মধ্যে সুমন্ত্র অর্থশাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন।১-৩

ঋষিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ ও বামদেব মহারাজ-দশরথের মনোনীত প্রধান পুরোহিত ছিলেন। অন্যান্য ঋষিগণ ঋত্বিক্ হইয়াও রাজ্যপরিচালনায় মহারাজের সহায়তা করিতেন।৪

সুযজ্ঞ জাবালি, কাশ্যপ, গৌতম, দীর্ঘজীবী মার্কণ্ডেয় ও কাত্যায়ন ঋত্বিক্ হইয়াও মন্ত্রিত্ব করিতেন।৫

বংশানুক্রমিক অমাত্যগণ ও ঋত্বিগ্‌গণ ঐ সকল ব্রহ্মর্ষিগণের সহিত মিলিত হইয়া সকল কার্য্য করিতেন। মহারাজের অমাত্যগণ প্রত্যেকেই বিদ্বান, বিনীত, লজ্জাশীল, কর্মপটু ও জিতেন্দ্রিয় ছিলেন।৬

ইঁহাদের ঐশ্বর্য্য, প্রভাব, শস্ত্রনৈপুণ্য ও প্রবল পরাক্রম ছিল। ইঁহারা সকলেই কীর্তিমান, সতত সাবধান ও নিজবাক্যানুসারে কর্মকারী ছিলেন।৭

ইঁহারা তেজ, ক্ষমা ও যশের অধিকারী ছিলেন ও সহাস্যবদনে সকলের সহিত আলাপ করিতেন। ইঁহারা ক্রোধ, কাম কিংবা ধনের জন্য কখনও মিথ্যাকথা বলিতেন না।৮

স্বপক্ষের কিংবা শত্রুপক্ষের কোন ঘটনাই ঐ মন্ত্রিগণের অজ্ঞাত ছিল না, উভয়পক্ষেই যাহা করিতেছে, করিয়াছে কিংবা করিবে বলিয়া স্থির করিয়াছে, সেই সকল কার্য্যই চরের দ্বারা জানিতে পারিতেন।৯

মন্ত্রিগণ প্রত্যেকেই ব্যবহারনিপুণ। ইঁহাদের সৌহার্দ অকৃত্রিম বলিয়া প্রমাণিত। দোষ প্রমাণিত হইলে নিজ পুত্রেও দণ্ডপ্রয়োগ করিতে ইঁহারা বিরত হইতেন না।১০

অহিতং চাপি পুরুষং ন হিংস্যুরবিদূষকম্ ॥১১
বীরাশ্চ নিয়তোৎসাহা রাজশাস্ত্রমনুষ্ঠিতাঃ।
শুচীনাং রক্ষিতারশ্চ নিত্যং বিষয়বাসিনাম্ ॥১২
ব্রহ্ম-ক্ষত্রমহিংসন্তস্তে কোশং সমপূরয়ন্।
সুতীক্ষ্ণদণ্ডাঃ সংপ্রেক্ষ্য পুরুষস্য বলাবলম্ ॥১৩
শুচীনামেকবুদ্ধীনাং সর্বেষাং সংপ্রজানতাম্।
নাসীৎ পুরে রাষ্ট্রে বা মৃষাবাদী নরঃ ক্বচিৎ ॥১৪
কশ্চিন্ন দুষ্টস্তত্রাসীৎ পরদাররতির্নরঃ।
প্রশান্তং সর্বমেবাসীদ্ রাষ্ট্রং পুরবরঞ্চ তৎ ॥১৫
সুবাসসঃ সুবেশাশ্চ তে চ সর্বে শুচিব্রতাঃ।
হিতার্থাশ্চ নরেন্দ্রস্য জাগ্রতো নয়চক্ষুষা ॥১৬
গুরোর্গুণগৃহীতাশ্চ প্রখ্যাতাশ্চ পরাক্রমৈঃ
বিদেশেষ্বপি বিজ্ঞাতাঃ সর্বতো বুদ্ধিনিশ্চয়াঃ ॥১৭
অভিতো গুণবন্তশ্চ ন চাসন্ গুণবর্জিতাঃ।
সন্ধি-বিগ্রহতত্ত্বজ্ঞাঃ প্রকৃত্যা সম্পদান্বিতাঃ ॥১৮
মন্ত্রসংবরণে শক্তাঃ শক্তাঃ সূক্ষ্মাসু বুদ্ধিষু।
নীতিশাস্ত্রবিশেষজ্ঞাঃ সততং প্রিয়বাদিনঃ ॥১৯
ঈদৃশৈস্তৈরমাত্যৈশ্চ রাজা দশরথোঽনঘঃ।
উপপন্নো গুণোপেতৈরন্বশাসদ্ বসুন্ধরাম্ ॥২০
অবেক্ষ্যমাণশ্চারেণ প্রজাধর্মেণ রক্ষয়ন্।
প্রজানাং পালনং কুর্বন্নধর্মং পরিবর্জয়ন্ ॥২১
বিশ্রুতস্ত্রিষু লোকেষু বদান্যঃ সত্যসঙ্গরঃ।
স তত্র পুরুষব্যাঘ্রঃ শশাস পৃথিবীমিমাম্ ॥২২
নাধ্যগচ্ছদ্ বিশিষ্টং বা তুল্যং বা শত্রুমাত্মনঃ।

রাজার ঐশ্বর্য্যবৃদ্ধিতে ও সৈন্যসংগ্রহে সতত যত্নশীল অমাত্যসকল দোষহীন শত্রুকে পীড়া দিতেন না।১১

তাঁহারা সকলেই বীর, সর্বদা উৎসাহসম্পন্ন ও রাজনীতিশাস্ত্রের অনুসরণকারী ছিলেন এবং দেশবাসী সজ্জনগণের সতত রক্ষাবিধান করিতেন।১২

তাঁহারা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের হিংসা না করিয়া রাজার অর্থভাণ্ডার পূর্ণ করিয়াছিলেন। বিচারকালে দোষীর দোষ বিশেষভাবে অনুসন্ধান করিতেন এবং দোষী হইলে তীক্ষ্ণদণ্ডদান করিতেন। শুদ্ধস্বভাব, একমতাবলম্বী ও সকলবৃত্তান্তবিজ্ঞ মন্ত্রিগণের প্রভাবে নগরে কিংবা রাষ্ট্রে কোনস্থানেই মিথ্যাবাদী, দুষ্টস্বভাব ও পরদারগামী কোন পুরুষ ছিল না, ঐ অযোধ্যাপুরী ও সম্পূর্ণ রাজ্য সকল-উপদ্রবশূন্য ছিল।১৪-১৫

মহারাজ দশরথের অমাত্যগণ উত্তমবস্ত্রে ও মূল্যবান্ অলঙ্কারে শোভিত থাকিতেন। নৃপতির হিতসাধনের জন্য তাঁহারা সর্বদা নীতিরূপ চক্ষু উন্মীলিত করিয়া অবহিত থাকিতেন।১৬

তাঁহারা গুরুজনের গুণই গ্রহণ করিতেন। তাঁহাদের পরাক্রম সর্বত্র প্রসিদ্ধলাভ করিয়াছিল। বিদেশের সকল বৃত্তান্ত নিজবুদ্ধিবলে জানিতে সক্ষম মন্ত্রিগণ স্থিরবুদ্ধি ছিলেন। তাঁহারা সর্বগুণান্বিত ছিলেন, কেহই গুণহীন ছিলেন না। সন্ধি, বিগ্রহ প্রভৃতি বিষয়ে সকলেই অভিজ্ঞ ছিলেন ও স্বভাবতঃ ঐশ্বর্য্যশালী ছিলেন।১৭-১৮

মন্ত্রগোপনসমর্থ ও সূক্ষ্মবিচারে নিপুণ অমাত্যগণ নীতিশাস্ত্রের রহস্য বুঝিতে পারিতেন এবং সর্বদা প্রীতিকর বাক্য বলিতেন।১৯

এই প্রকার সকলগুণভূষিত অমাত্যবর্গের সাহায্যে মহারাজ দশরথ নিষ্পাপ হইয়া পৃথিবী শাসন করিতেন।২০

মহারাজ চরের সাহায্যে সকল সংবাদ অবগত হইয়া ও সকল প্রজাকে স্ব-স্ব-ধর্মে অনুরক্ত করিয়া প্রজাগণের শাসন করিতেন। তিনি সর্বদা অধর্মকে পরিহার করিয়া চলিতেন। ত্রিলোকবিখ্যাত দাতা ও সত্যনিষ্ঠ নরশ্রেষ্ঠ দশরথ অযোধ্যায় থাকিয়া পৃথিবীর শাসন করিতেন। ২১-২২

দশরথ রাজ্যশাসনকালে নিজের সমান বলবান্ বা অধিক বলবান্ শত্রু প্রাপ্ত হন নাই। বহু নরপতি তাঁহার মিত্রই ছিলেন। সামন্তনরপতিগণ তাঁহার নিকট অবনত থাকিত। নিজপ্রতাপের দ্বারা তিনি রাজ্যের সকল বিঘ্ন দূর করিয়াছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র যেমন স্বর্গরাজ্য

মিত্রবাম্নতসামন্তঃ প্রতাপহতকণ্টকঃ ॥
স শশাস জগদ্ রাজা দিবি দেবপতির্যথা ॥২৩
তৈর্মন্ত্রিভির্মন্ত্রহিতে নিবিষ্টৈ-
র্বৃতোঽনুরক্তৈঃ কুশলৈঃ সমর্থৈঃ ।
স পার্থিবো দীপ্তিমবাপ যুক্ত-
স্তেজোময়ৈর্গোভিরিবোদিতোঽর্কঃ ॥২৪
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে সপ্তমঃ সর্গঃ ॥৭

শাসন করেন, দশরথও সেইভাবে জগতের শাসন করিতেন ।২৩

উদয়কালীন সূর্য্য যেমন তেজময়রশ্মিসমূহের দ্বারা উজ্জ্বল হন, সেইরূপ মহারাজ দশরথও মন্ত্রণাকারী ও হিতকারী অনুরক্ত সূক্ষ্মদর্শী মন্ত্রিগণের দ্বারা পরিবৃত হইয়া সমুজ্জ্বল হইয়াছিলেন ।২৪

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডে সপ্তম সর্গ সমাপ্ত ।

অষ্টমঃ সর্গঃ

(তস্যাপুত্রত্বাদশ্বমেধকরণে সুমন্ত্রেণ সহ সংবাদঃ, তত্র সম্মিলিতানামমাত্যানাং সমীপেঽশ্বমেধপ্রশ্নঃ । তৎকরণে বসিষ্ঠাদীনামনুমতিঃ, অশ্বমোচনম্, সরযূত্তরতীরে যজ্ঞভূমিবিধানম্ । গৃহাগতরাজ্ঞো দারাণাং পুত্রপ্রাপ্ত্যর্থং দীক্ষাগ্রহণানুমতিশ্চ) ।

তস্য চৈবং প্রভাবস্য ধর্মজ্ঞস্য মহাত্মনঃ ।
সুতার্থং তপ্যমানস্য নাসীদ্ বংশকরঃ সুতঃ ॥১
চিন্তয়ানস্য তস্যৈবং বুদ্ধিরাসীন্মহাত্মনঃ ।
সুতার্থং বাজিমেধেন কিমর্থং ন যজাম্যহম্ ॥২
স নিশ্চিতাং মতিং কৃত্বা যষ্টব্যমিতি বুদ্ধিমান্ ।
মন্ত্রিভিঃ সহ ধর্মাত্মা সর্বৈরপি কৃতাত্মভিঃ ॥৩
ততোঽব্রবীন্মহাতেজাঃ সুমন্ত্রং মন্ত্রিসত্তমম্ ।
শীঘ্রমানয় মে সর্বান্ গুরূংস্তান্ সপুরোহিতান্ ॥৪
ততঃ সুমন্ত্রস্ত্বরিতং গত্বা ত্বরিতবিক্রমঃ ।
সমানয়ৎ স তান্ সর্বান্ সমস্তান্ বেদপারগান্ ॥৫
সুযজ্ঞং বামদেবঞ্চ জাবালিমথ কাশ্যপম্ ।
পুরোহিতং বসিষ্ঠঞ্চ যে চাপ্যন্যে দ্বিজোত্তমাঃ (ক)॥৬
তান্ পূজয়িত্বা ধর্মাত্মা রাজা দশরথস্তদা ।
ইদং ধর্মার্থসহিতং শ্লক্ষ্ণং বচনমব্রবীৎ ॥৭
মম লালপ্যমানস্য সুতার্থং নাস্তি বৈ সুখম্ ।
তদর্থং হয়মেধেন যক্ষ্যামীতি মতির্মম ॥৮
তদহং যষ্টুমিচ্ছামি শাস্ত্রদৃষ্টেন কর্মণা ।

অষ্টম সর্গ

[রাজা দশরথ অপুত্রক ছিলেন, সেইহেতু পুত্রলাভেচ্ছায় অশ্বমেধযজ্ঞ করিবার জন্য সুমন্ত্রের সহিত পারস্পরিক আলাপ এবং সম্মিলিত মন্ত্রিমণ্ডলীর নিকট অশ্বমেধবিষয়ে প্রশ্ন । যজ্ঞ করিবার জন্য বশিষ্ঠাদির অনুমতি দান, অশ্বমোচন এবং সরযূনদীর উত্তরতীরে যজ্ঞভূমি নির্ম্মাণ । গৃহাগতরাজা পুত্রপ্রাপ্তির জন্য পত্নীগণকে যজ্ঞে দীক্ষাগ্রহণের অনুমতি দান ।]

এই প্রকার প্রভাববান্ ধার্মিক মহাত্মা দশরথ পুত্রলাভের জন্য তপস্যা করিতে থাকিলেও বংশরক্ষাকারী পুত্র প্রাপ্ত হইলেন না । তখন পুত্র-চিন্তারত মহামতি দশরথের মনে এইরূপ সঙ্কল্প উদিত হইল—আমি পুত্রের জন্য অশ্বমেধ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছি না কেন ? ।১-২

দৃঢ়সঙ্কল্প নরপতি স্থিরবুদ্ধি-মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ পূর্বক 'অবশ্যই যাগানুষ্ঠান করিব' এইরূপ নিশ্চয় করিলেন এবং সুমন্ত্রনামক নিজ মন্ত্রিশ্রেষ্ঠকে বলিলেন,- মন্ত্রিবর ! বশিষ্ঠাদি পুরোহিতগণের সহিত অন্যান্য ঋষিগণকে শীঘ্রই এখানে আনয়ন কর ।৩-৪

অনন্তর ক্ষিপ্রকর্মা সুমন্ত্র অতিসত্বর যাইয়া বেদজ্ঞ ঋষিগণকে একসঙ্গে দশরথের নিকট আনয়ন করিলেন ।৫

সুযজ্ঞ বামদেব, জাবালি, কাশ্যপ, কুলপুরোহিত বশিষ্ঠ এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণকে সমাগত দেখিয়া রাজা তাঁহাদের পূজা করিলেন এবং ধর্ম ও অর্থযুক্ত বক্ষ্যমাণ মধুরবাক্য বলিলেন ।৬-৭

পাঠান্তর :—(ক) যে চান্যে দ্বিজসত্তমাঃ ।

কথং প্রাপ্স্যাম্যহং কামং বুদ্ধিরত্র বিচিন্ত্যতাম্ ॥৯
ততঃ সাধ্বিতি তদ্বাক্যং ব্রাহ্মণাঃ প্রত্যপূজয়ন্।
বসিষ্ঠপ্রমুখাঃ সর্বে পার্থিবস্য মুখেরিতম্ ॥১০
ঊচুশ্চ পরমপ্রীতাঃ সর্বে দশরথং বচঃ।
সম্ভারাঃ সম্ভ্রিয়ন্তাস্তে তুরগশ্চ বিমুচ্যতাম্ ॥১১
সরয্বাশ্চোত্তরে তীরে যজ্ঞভূমির্বিধীয়তাম্।
সর্বথা প্রাপ্স্যসে পুত্রানভিপ্রেতাংশ্চ পার্থিব ॥১২
যস্য তে ধার্মিকী বুদ্ধিরিয়ং পুত্রার্থমাগতা।
ততস্তুষ্টোঽভবদ্ রাজা শ্রুত্বৈতদ্দ্বিজভাষিতম্ ॥১৩
অমাত্যানব্রবীদ্ রাজা হর্ষ-ব্যাকুললোচনঃ।
সম্ভারাঃ সম্ভ্রিয়ন্তাং মে গুরূণাং বচনাদিহ ॥১৪

সমর্থাধিষ্ঠিতশ্চাশ্বঃ সোপাধ্যায়ো বিমুচ্যতাম্।
সরয্বাশ্চোত্তরে তীরে যজ্ঞভূমির্বিধীয়তাম্ ॥১৫
শান্তয়শ্চাপি বর্ধন্তাং যথাকল্পং যথাবিধি।
শক্যঃ প্রাপ্তুময়ং যজ্ঞঃ সর্বেণাপি মহীক্ষিতা ॥১৬
নাপরাধো ভবেৎ কষ্টো যদ্যস্মিন্ ক্রতুসত্তমে।
ছিদ্রং হি মৃগয়ন্তে স্ম বিদ্বাংসো ব্রহ্মরাক্ষসাঃ ॥১৭
বিধিহীনস্য যজ্ঞস্য সদ্যঃ কর্তা বিনশ্যতি।
তদ্‌যথা বিধিপূর্বং মে ক্রতুরেষ সমাপ্যতে ॥১৮
তথাবিধানং ক্রিয়তাং সমর্থাঃ সাধনেষ্বিতি (ক)।
তথেতি চাব্রুবন্ সর্বে মন্ত্রিণঃ প্রতিপূজিতাঃ ॥১৯
পার্থিবেন্দ্রস্য তদ্‌বাক্যং যথাপূর্বং নিশম্য তে।
তথা দ্বিজাস্তে ধর্মজ্ঞা বর্ধয়ন্তো নৃপোত্তমম্ ॥২০

মুনিগণ! আমি পুত্রলাভের জন্য অতিশয় ব্যথা অনুভব করিতেছি। এইজন্য রাজৈশ্বর্য্যে আমার সামান্যও সুখ হইতেছে না। আমি স্থির করিয়াছি—পুত্রের জন্য অশ্বমেধ-যাগের অনুষ্ঠান করিব।৮

শাস্ত্রানুমোদিত-বিধানে যজ্ঞ করিতে ইচ্ছা করি। আমি কিরূপে বাঞ্ছিত-বস্তু লাভ করিতে পারিব, আপনারা সেইরূপ উপায় চিন্তা করুন।৯

মহারাজের মুখনিঃসৃত এইরূপ বচন শ্রবণ করিয়া বশিষ্ঠ প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ 'সাধু' 'সাধু' বলিয়া ঐ বাক্যের প্রশংসা করিলেন।১০

তাঁহারা সকলে অতিশয় প্রীত হইয়া দশরথকে বলিলেন,—মহারাজ! অশ্বমেধ-যাগের সামগ্রী সংগ্রহ করুন এবং একটি অশ্বকে যদৃচ্ছা-ভ্রমণের জন্য ছাড়িয়া দিন।১১

সরযূর উত্তরতীরে যজ্ঞানুষ্ঠানের উপযুক্ত ভূমি নির্মাণ করুন। রাজন্! "আপনি অবশ্যই অভিলষিত পুত্রগণকে প্রাপ্ত হইবেন, যেহেতু পুত্রলাভের জন্য আপনার এইরূপ ধর্মবুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছে"। ব্রাহ্মণগণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া দশরথ সন্তুষ্ট হইলেন।১২-১৩

আনন্দবিহ্বল মহারাজ সচিবগণকে বলিলেন,—আপনারা আমার গুরুগণের আদেশানুসারে প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করুন। বলবান্ পুরুষগণ ও একজন শ্রেষ্ঠ-পুরোহিত-সহিত একটি অশ্ব ছাড়িয়া দিন এবং সরযূ নদীর উত্তরতটে যজ্ঞভূমি নির্মাণ করুন।১৪-১৫

বিঘ্ন দূর করিবার জন্য যথাক্রমে নিয়মানুসারে শান্তিকর্ম অনুষ্ঠিত হউক। এই অশ্বমেধনামক যজ্ঞশ্রেষ্ঠের অনুষ্ঠানে যদি কষ্টদায়ক কোন অপরাধ না হয়, তাহা হইলে সকল নরপতিই ইহার অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু ব্রহ্মরাক্ষসগণের যাগানুষ্ঠানপদ্ধতি জানা থাকায় তাহারা সর্বদা যজ্ঞানুষ্ঠানের ত্রুটি অন্বেষণ করিয়া থাকে।১৬-১৭

যে ব্যক্তি বিধিহীন যাগের অনুষ্ঠান করে, সে তৎক্ষণাৎ বিনাশপ্রাপ্ত হয়। সেইজন্য আমার এই অশ্বমেধযজ্ঞের বিধিপূর্বক অনুষ্ঠান যেভাবে সমাপ্ত হয়, সেইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করুন; যেহেতু আপনারা নির্বিঘ্নে যাগ সমাপ্ত করিতে সমর্থ। নরপতিকর্তৃক সম্মানিত মন্ত্রিগণ 'তথাস্তু' বলিয়া দশরথের নির্দেশ স্বীকার করিলেন।১৮-১৯

ধর্মবিৎ ব্রাহ্মণগণ মহারাজের ঐরূপ বচন যথাযথ শ্রবণ করিয়া আশীর্বাদের দ্বারা তাঁহাকে অভিনন্দিত করিলেন এবং তাঁহার অনুমতি লইয়া সকলে নিজ নিজ স্থানে

পাঠান্তর:—(ক) —সমর্থাঃ করণেষ্বিতি।

অনুজ্ঞাতাস্ততঃ সর্বে পুনর্জগ্মুর্যথাগতম্ ।
বিসর্জয়িত্বা তান্ বিপ্রান্ সচিবানিদমব্রবীৎ ॥২১
ঋত্বিগ্‌ভিরুপসংদিষ্টো যথাবৎ ক্রতুরাপ্যতাম্ ।
ইত্যুক্ত্বা নৃপশার্দূলঃ সচিবান্ সমুপস্থিতান্ ॥২২
বিসর্জয়িত্বা স্বং বেশ্ম প্রবিবেশ মহামতিঃ ।
ততঃ স গত্বা তাঃ পত্নীর্নরেন্দ্রো হৃদয়ঙ্গমাঃ ॥২৩

ফিরিয়া গেলেন। ব্রাহ্মণগণকে বিদায় দিয়া সচিবগণকে মহারাজ বলিলেন ।২০-২১

ঋত্বিগ্‌গণের উপদেশমত এই যজ্ঞ যথানিয়মে সম্পন্ন করুন। এই কথা বলিয়া রাজশ্রেষ্ঠ দশরথ সমাগত সচিবগণকে গৃহগমনের অনুমতি দিয়া নিজ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। সেখানে প্রিয়পত্নীগণের নিকট

উবাচ দীক্ষাং বিশত যক্ষ্যেঽহং সুতকারণাৎ ।
তাসাং তেনাতিকান্তেন বচনেন সুবর্চসাম্ ॥
মুখপদ্মান্যশোভন্ত পদ্মানীব হিমাত্যয়ে ॥২৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডেঽষ্টমঃ সর্গঃ ॥৮

যাইয়া বলিলেন,—তোমরা যজ্ঞদীক্ষা গ্রহণ কর ; আমি পুত্রের জন্য অশ্বমেধযাগের অনুষ্ঠান করিব। মহারাজ দশরথের অতিরমণীয় ঐরূপ বাক্যে তেজস্বিনী রাজমহিষীগণের মুখ হিমাবসানে পদ্মের ন্যায় অপূর্ব সৌন্দর্য্য ধারণ করিল ।২২-২৪

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের
আদিকাণ্ডে অষ্টম সর্গ সমাপ্ত।

নবমঃ সর্গঃ

(রাজ-সুমন্ত্রয়োঃ সংবাদঃ ।)

এতচ্ছ্রুত্বা রহঃ সূতো রাজানমিদমব্রবীৎ ।
শ্রূয়তাং তৎ পুরাবৃত্তং পুরাণে চ ময়া শ্রুতম্ ॥১
ঋত্বিগ্‌ভিরুপদিষ্টোঽয়ং পুরাবৃত্তো ময়া শ্রুতঃ ।
সনৎকুমারো ভগবান্ পূর্বং কথিতবান্ কথাম্ ॥২
ঋষীণাং সন্নিধৌ রাজংস্তব পুত্রাগমং প্রতি ।
কাশ্যপস্য চ পুত্রোঽস্তি বিভাণ্ডক ইতি শ্রুতঃ ॥৩

নবম সর্গ

[রাজা দশরথ ও মন্ত্রি-সুমন্ত্রের পরস্পর আলাপ।]

দশরথের অশ্বমেধযজ্ঞ অনুষ্ঠানের স্থিরসঙ্কল্পের কথা শুনিয়া সুমন্ত্র রাজাকে গোপনে বলিলেন,—মহারাজ! আমি পুরাণে যাহা শুনিয়াছি, সেই ইতিহাস বলিতেছি শ্রবণ করুন ।১

ঋষিগণকর্তৃক কথিত এই ইতিহাস আমি বহুপূর্বেই শুনিয়াছি। প্রথমে ভগবান্ সনৎকুমার ঋষিগণের নিকট আপনার পুত্রপ্রাপ্তির কথা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কাশ্যপ ঋষির একটি পুত্র আছেন, ঐ

ঋষ্যশৃঙ্গ ইতি খ্যাতস্তস্য পুত্রো ভবিষ্যতি ।
স বনে নিত্যসংবৃদ্ধো মুনির্বনচরঃ সদা ॥৪
নান্যং জানাতি বিপ্রেন্দ্রো নিত্যং পিত্রনুবর্তনাৎ ।
দ্বৈবিধ্যং ব্রহ্মচর্য্যস্য ভবিষ্যতি মহাত্মনঃ ॥৫
লোকেষু প্রথিতং রাজন্ বিপ্রৈশ্চ কথিতং সদা ।
তস্যৈবং বর্তমানস্য কালঃ সমভিবর্তত ॥৬
অগ্নিং শুশ্রূষমাণস্য পিতরঞ্চ যশস্বিনম্ ।

পুত্র বিভাণ্ডকনামে প্রসিদ্ধ। ঐ বিভাণ্ডকের ঋষ্যশৃঙ্গ-নামে খ্যাত একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে। তিনি সর্বদা বনবাসী হওয়ায় বনেই লালিত-পালিত হইবেন ।২-৪

পিতার সেবা ও অনুবর্তন ভিন্ন অন্য কিছুই তিনি জানিবেন না। ঐ মহাত্মা ঋষ্যশৃঙ্গ মুখ্যভাবে (১) ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে সমর্থ হইবেন ।৫

হে রাজন্! তাঁহার ব্রহ্মচর্য্যের কথা সংসারে

(১) মেখলা-দণ্ড-কমণ্ডলুধারণপূর্বক ব্রহ্মচর্য্যপালনই মুখ্যব্রহ্মচর্য্য। বিবাহিতব্যক্তির শাস্ত্রানুসারে ব্রহ্মচর্য্যপালন গৌণব্রহ্মচর্য্য।

এতস্মিন্নেব কালে তু রোমপাদঃ প্রতাপবান্ ॥৭
অঙ্গেষু প্রথিতো রাজা ভবিষ্যতি মহাবলঃ।
তস্য ব্যতিক্রমাদ্ রাজ্ঞো ভবিষ্যতি সুদারুণা ॥৮
অনাবৃষ্টিঃ সুঘোরা বৈ সর্বলোকভয়াবহা।
অনাবৃষ্ট্যাং তু বৃত্তায়াং রাজা দুঃখসমন্বিতঃ ॥৯
ব্রাহ্মণাঞ্ছ্রুতসংবৃদ্ধান্ সমানীয় প্রবক্ষ্যতি।
ভবন্তঃ শ্রুতকর্মাণো লোকচারিত্রবেদিনঃ ॥১০
সমাদিশন্তু নিয়মং প্রায়শ্চিত্তং যথা ভবেৎ।
ইত্যুক্তাস্তে ততো রাজা সর্বে ব্রাহ্মণসত্তমাঃ ॥১১
বক্ষ্যন্তি তে মহীপালং ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ।
বিভাণ্ডকসুতঃ রাজন্ সর্বোপায়ৈরিহানয় ॥১২

প্রসিদ্ধিলাভ করিবে এবং ব্রাহ্মণকর্তৃক সদা প্রশংসিত হইবে। এইভাবে ব্রহ্মচর্য্যপালনের দ্বারা অগ্নি ও যশস্বী পিতার সেবায় বহুদিন ব্যতীত হইবে। এই সময় অঙ্গদেশে মহাপ্রতাপশালী রোমপদনামে বিখ্যাত এক রাজা রাজ্যপালন করিবেন। তাঁহার দুরাচরণের জন্য অঙ্গরাজ্যে দারুণ অনাবৃষ্টি হইবে। ঐ ঘোরতর অনাবৃষ্টি সকললোকের নিকট ভয়ঙ্কররূপ ধারণ করিবে। সর্বলোকভীতিজনক এইরূপ অনাবৃষ্টি হইলে পর রাজা রোমপাদ অত্যন্ত দুঃখিত হইবেন এবং বহুশাস্ত্রদর্শী ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান করিয়া বলিবেন,—আপনারা এই অনাবৃষ্টির কারণস্বরূপ আমার দুরাচরণের কথা নিশ্চয়ই শুনিয়াছেন। আপনারা সকলেই লোকব্যবহারে অভিজ্ঞ। আমার দুরাচরণের প্রায়শ্চিত্ত যাহাতে হয়, আপনারা সেইরূপ অনুষ্ঠানের কথা আমাকে আদেশ করুন। এইভাবে রাজা রোমপাদ ব্রাহ্মণগণের নিকট নিবেদন করিলে বেদজ্ঞব্রাহ্মণগণ ভূপতিকে বলিবেন,—মহারাজ! আপনি যে কোন উপায়ে বিভাণ্ডক ঋষির পুত্রকে এখানে আনয়ন করুন।৬-১২

রাজন্! বেদপারগ নৈষ্ঠিকব্রহ্মচারী ঋষ্যশৃঙ্গকে অতিশয় সমাদরপূর্বক আনয়ন করিয়া শুদ্ধচিত্তে বিধিপূর্বক নিজকন্যা শান্তাকে তাঁহার নিকট সম্প্রদান করুন।১৩

আনায্য তু মহীপাল ঋষ্যশৃঙ্গং সুসৎকৃতম্।
বিভাণ্ডকসুতং রাজন্ ব্রাহ্মণং বেদপারগম্ ॥
প্রযচ্ছ কন্যাং শান্তাং বৈ বিধিনা সুসমাহিতঃ ॥১৩
তেষাং তু বচনং শ্রুত্বা রাজা চিন্তাং প্রপৎস্যতে।
কেনোপায়েন বৈ শক্যমিহানেতুং স বীর্য্যবান্ ॥১৪
ততো রাজা বিনিশ্চিত্য সহ মন্ত্রিভিরাত্মবান্।
পুরোহিতমমাত্যাংশ্চ প্রেষয়িষ্যতি সংকৃতান্ ॥১৫
তে তু রাজ্ঞো বচঃ শ্রুত্বা ব্যথিতাবনতাননাঃ।
ন গচ্ছেম ঋষের্ভীতা অনুনেষ্যন্তি তং নৃপম্ ॥১৬
বক্ষ্যন্তি চিন্তয়িত্বা তে তস্যোপায়াংশ্চ তান্ ক্ষমান্।
আনেষ্যামো বয়ং বিপ্রং ন চ দোষো ভবিষ্যতি ॥১৭
এবমঙ্গাধিপেনৈব গণিকাভিঋষেঃ সুতঃ।

রাজা রোমপাদ ব্রাহ্মণগণের উক্তবাক্য শ্রবণ করিয়া অতিশয় চিন্তিত হইবেন। নিয়তব্রহ্মচর্য্যরত ঋষ্যশৃঙ্গকে কি উপায়ে আনয়ন করা সম্ভব হইবে?১৪

অনন্তর ধীমান্ রোমপাদ নিজমন্ত্রিবর্গের সহিত পরামর্শ করিয়া নিজ পুরোহিত ও সচিবগণকে সম্মানিত করত ঋষ্যশৃঙ্গকে আনয়ন করিবার জন্য তাঁহাদিগকে প্রেরণ করিবেন।১৫

তাঁহারা সকলে রাজসম্মান প্রাপ্ত হইলেও রাজার নির্দেশবাক্য শুনিয়া অতিশয় ব্যথিত হইবেন এবং অবনতমস্তকে মহারাজকে সানুনয়ে বলিবেন,—রাজন্! আমরা ঋষ্যশৃঙ্গের ভয়ে ভীত হওয়ায় তাঁহাকে আনিতে যাইব না।১৬

তারপর তাঁহারা চিন্তা করিয়া রোমপাদকে ঋষ্যশৃঙ্গের আনয়নের উপযুক্ত উপায় স্থির করিয়া বলিবেন,—আমরা অবশ্যই ঐ ব্রাহ্মণকে আনয়ন করিব অথচ আমাদের কোন দোষ হইবে না।১৭

এইভাবে অঙ্গদেশাধিপতি রোমপাদ বেশ্যাগণের দ্বারা বিভাণ্ডক-মুনির পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গকে আনয়ন করিবেন। তারফলে রাজ্যে বৃষ্টি হইতে থাকিবে। রাজা নিজকন্যা শান্তাকে তাঁহার হস্তে সম্প্রদান করিবেন।১৮

আনীতোঽবর্ষয়দ্দেবঃ শান্তা চাস্মৈ প্রদীয়তে ॥১৮
ঋষ্যশৃঙ্গস্তু জামাতা পুত্রাংস্তব বিধাস্যতি ।
সনৎকুমারকথিতমেতাবদ্ ব্যাহৃতং ময়া ॥১৯

ঐ জামাতা (১) ঋষ্যশৃঙ্গ আপনার পুত্রপ্রাপ্তিসম্পাদন করিতে পারিবেন। সনৎকুমার যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই আমি আপনার নিকট উল্লেখ করিলাম ।১৯

(১) দশরথ নিজকন্যা শান্তাকে দত্তককন্যারূপে রোমপাদের নিকট প্রদান করিয়াছিলেন। সেইজন্য ঋষ্যশৃঙ্গ দশরথেরও জামাতৃস্থানীয়।

অথ হৃষ্টো দশরথঃ সুমন্ত্রং প্রত্যভাষত ।
যথর্ষ্যশৃঙ্গস্ত্বানীতো যেনোপায়েন সোচ্যতাম্ ॥২০
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে আদিকাণ্ডে নবমঃ সর্গঃ

অনন্তর রাজা দশরথ অতিশয় আনন্দিত হইয়া সুমন্ত্রকে বলিলেন,—যে উপায়ে যেভাবে ঋষ্যশৃঙ্গমুনি আনীত হইয়াছিলেন, তাহা আমার নিকটে বিবৃত কর ।২০

মহর্ষি বাল্মীকি-প্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডে নবম সর্গ সমাপ্ত।

দশমঃ সর্গঃ

(সনৎকুমারপ্রতিপাদিতর্ষ্যশৃঙ্গকথাবর্ণনম্ দশরথপ্রোৎসাহিত-সূতকৃত-তৎকথাকথনঞ্চ)

সুমন্ত্রশ্চোদিতো রাজ্ঞা প্রোবাচেদং বচস্তদা ।
যথর্ষ্যশৃঙ্গস্ত্বানীতো যেনোপায়েন মন্ত্রিভিঃ ॥
তন্মে নিগদিতং সর্বং শৃণু মে মন্ত্রিভিঃ সহ ॥১
রোমপাদমুবাচেদং সহামাত্যঃ পুরোহিতঃ ।
উপায়ো নিরপায়োঽয়মস্মাভিরভিচিন্তিতঃ ॥২

ঋষ্যশৃঙ্গো বনচরস্তপঃ-স্বাধ্যায়সংযুতঃ ।
অনভিজ্ঞস্তু নারীণাং বিষয়াণাং সুখস্য চ ॥৩
ইন্দ্রিয়ার্থৈরভিমতৈর্নরচিত্তপ্রমাথিভিঃ ।
পুরমানায়য়িষ্যামঃ ক্ষিপ্রঞ্চাধ্যবসীয়তাম্ ॥৪
গণিকাস্তত্র গচ্ছন্তু রূপবত্যঃ স্বলঙ্কৃতাঃ ।
প্রলোভ্য বিবিধোপায়ৈরানেষ্যন্তীহ সংকৃতাঃ ॥৫
শ্রুত্বা তথেতি রাজা চ প্রত্যুবাচ পুরোহিতম্ ।

দশম সর্গ

[সনৎকুমারপ্রতিপাদিত ঋষ্যশৃঙ্গের কথা বর্ণন ও দশরথকর্তৃক প্রোৎসাহিত হইয়া সুমন্ত্র যাহা বলিয়াছিল, তৎকথা যথাযথবর্ণন।]

মহারাজ দশরথকর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া সুমন্ত্র এই বাক্য বলিলেন,—মহারাজ! আপনি মন্ত্রিগণের সহিত শ্রবণ করুন। রোমপাদের মন্ত্রিগণ যেভাবে যে উপায় অবলম্বন করিয়া ঋষ্যশৃঙ্গকে আনিয়াছিলেন, তাহা আমি বিস্তৃতভাবে বলিতেছি ।১

অমাত্যগণের সহিত পুরোহিত রোমপাদ-নরপতিকে বলিলেন,—আমরা ঋষ্যশৃঙ্গকে আনিবার জন্য অব্যর্থ উপায় স্থির করিয়াছি ।২

ঐ ঋষ্যশৃঙ্গ চিরকাল বনবাসী, তপস্যা ও বেদপাঠে সর্বদা রত। তিনি স্ত্রীলোক-সম্বন্ধে ও শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রসাদি বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। সংসার-সুখ-সম্বন্ধে তাঁহার কোন ধারণাই নাই ।৩

লোকমনোহারী অভিলষিত ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুর সাহায্যে তাঁহাকে এই স্থানে শীঘ্রই আনয়ন করিব। আমরা যাহা বলিতেছি—তাহাই করুন ।৪

মহারাজ! আপনার-কর্তৃক প্রদত্ত বস্ত্র ও অলঙ্কার দ্বারা উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়া রূপবতী সুসজ্জিতা কতিপয় গণিকা ঐ বনে গমন করুক। তাহারা নানা উপায়ে ঋষ্যশৃঙ্গকে প্রলুব্ধ করিয়া এই স্থানে আনয়ন করিবে ।৫

এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া রোমপাদ নিজ পুরোহিতকে বলিলেন,—তাহাই হউক। তখন পুরোহিত ও মন্ত্রিগণ প্রয়োজনানুসারে কার্য্য করিলেন ।৬

পুরোহিতং মন্ত্রিণশ্চ তদা চক্রুশ্চ তে তথা ॥৬
বারমুখ্যাস্তু তচ্ছ্রুত্বা বনং প্রবিবিশুর্মহৎ।
আশ্রমস্যাবিদূরেঽস্মিন্ যত্নং কুর্বন্তি দর্শনে ॥৭
ঋষেঃ পুত্রস্য ধীরস্য নিত্যমাশ্রমবাসিনঃ।
পিতুঃ স নিত্যসন্তুষ্টো নাতিচক্রাম চাশ্রমাৎ ॥৮
ন তেন জন্মপ্রভৃতি দৃষ্টপূর্বং তপস্বিনা।
স্ত্রী বা পুমান্ বা যচ্চান্যৎ সত্ত্বং নগররাষ্ট্রজম্ ॥৯
ততঃ কদাচিৎ তং দেশমাজগাম যদৃচ্ছয়া।
বিভাণ্ডকসুতস্তত্র তাশ্চাপশ্যদ্ বরাঙ্গনাঃ ॥১০
তাশ্চিত্রবেষাং প্রমদা গায়ন্ত্যো মধুরস্বরম্।
ঋষিপুত্রমুপাগম্য সর্বা বচনমব্রুবন্ ॥১১
কস্ত্বং কিং বর্তসে ব্রহ্মন্ জ্ঞাতুমিচ্ছামহে বয়ম্।
একস্ত্বং বিজনে দূরে বনে চরসি শংস নঃ ॥১২
অদৃষ্টরূপাস্তাস্তেন কাম্যরূপা বনে স্ত্রিয়ঃ।
হার্দাত্তস্য মতির্জাতাশ্চাখ্যাতুং পিতরং স্বকম্ ॥১৩
পিতা বিভাণ্ডকোঽস্মাকং তস্যাহং সুত ঔরসঃ।
ঋষ্যশৃঙ্গ ইতি খ্যাতং নাম কর্ম চ মে ভুবি ॥১৪
ইহাশ্রমপদোঽস্মাকং সমীপে শুভদর্শনাঃ।
করিষ্যে বোঽত্র পূজাং বৈ সর্বেষাং* বিধিপূর্বকম্ ॥১৫
ঋষিপুত্রবচঃ শ্রুত্বা সর্বাসাং মতিরাস বৈ।
তদাশ্রমপদং দ্রষ্টুং জগ্মুঃ সর্বাস্ততোঽঙ্গনাঃ ॥১৬
গতানাং তু ততঃ পূজামৃষিপুত্রশ্চকার হ।
ইদমর্ঘ্যমিদং পাদ্যমিদং মূলং ফলঞ্চ নঃ ॥১৭
প্রতিগৃহ্য তু তাং পূজাং সর্বা এব সমুৎসুকাঃ।
ঋষের্ভীতাশ্চ শীঘ্রং তু গমনায় মতিং দধুঃ ॥১৮

পুরোহিত ও মন্ত্রিগণের আদেশ শুনিয়া বেশ্যাগণ গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিল। তাহারা বিভাণ্ডক-মুনির আশ্রমসমীপে যাইয়া উপস্থিত হইল এবং সর্বদা আশ্রমেই বাসকারী অতিধীর ঋষিপুত্র ঋষ্যশৃঙ্গকে দেখিবার জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। পিতৃসেবায় সদা তৃপ্ত ঋষ্যশৃঙ্গ কোন সময়েই আশ্রমের বাহিরে যাইতেন না।৭ ৮

পরমতপস্বী ঋষ্যশৃঙ্গ আজন্ম কোনদিনই স্ত্রী-পুরুষ, এমন কি বন্যপ্রাণীভিন্ন নগর-গ্রামস্থিত অন্য কোন প্রাণীকেও দেখেন নাই।৯

কিন্তু বিভাণ্ডক-তনয় ঐ ঋষি কোন এক সময় যেস্থানে বেশ্যাগণ প্রতীক্ষা করিতেছিল দৈববশতঃ সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি তাহাদিগকে দেখিতে লাগিলেন।১০

বিচিত্রবস্ত্রাভরণভূষিত গণিকাগণ অতিমধুরস্বরে গান করিতে করিতে ঋষ্যশৃঙ্গের নিকটে গমন করিল এবং সকলেই বলিতে লাগিল,—হে বহ্মন্! তুমি কে? কোন্ কর্মের অনুষ্ঠান কর? এই দূরবর্তী নির্জনবনে একাকী কেন ভ্রমণ করিতেছ? তাহা আমাদের নিকট বল।১১-১২

যদিও ঋষ্যশৃঙ্গ কখনও রমণীরূপদর্শন করেন নাই, তথাপি বনমধ্যে পরমসুন্দরী বেশ্যাবৃন্দকে দেখিয়া প্রীত হইলেন এবং সেইজন্য পিতার নাম প্রভৃতির দ্বারা নিজ পরিচয় দিতে ইচ্ছুক হইলেন।১৩

ঋষ্যশৃঙ্গ বলিলেন,—বিভাণ্ডক-মুনি আমার পিতা। আমি তাঁহার ঔরসপুত্র। আমার 'ঋষ্যশৃঙ্গ' এই নাম ও আমার তপস্যারূপকর্ম পৃথিবীতে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে।১৪

হে সুদর্শনগণ! অতিনিকটেই আমাদের আশ্রম আছে। ঐস্থানে আমি আপনাদের সকলের যথোচিত অভ্যর্থনা করিতে ইচ্ছা করি।১৫

ঋষ্যশৃঙ্গের এইরূপ বাক্য শুনিয়া বেশ্যাসমূহেরও ঐরূপ সঙ্কল্প হইল এবং তাহারা সকলে ঐ আশ্রম দেখিবার জন্য গমন করিল। তারপর 'আমাদের এই অর্ঘ্য, এই পাদ্য, এই মূল ও ফল' এইভাবে মুনিতনয় সমাগত বেশ্যাগণের অভ্যর্থনা করিলেন।১৬-১৭

তাহারা সকলে অতিশয় আগ্রহের সহিত ঋষ্যশৃঙ্গের অভ্যর্থনা গ্রহণ করিল, কিন্তু বিভাণ্ডক-মুনির ভয়ে ভীত হইয়া সেইস্থান হইতে অতিসত্বর চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল।১৮

যাইবার সময় ঋষ্যশৃঙ্গকে বলিল,—হে ব্রাহ্মণ!

* স্ত্রী-পুরুষভেদজ্ঞান না থাকায় ঋষ্যশৃঙ্গ বারবনিতাদিগের প্রতি 'সর্বেষাং' এই পুংলিঙ্গপদ প্রয়োগ করিয়াছেন।

অস্মাকমপি মুখ্যানি ফলানীমানি হে দ্বিজ !
গৃহাণ বিপ্র ভদ্রং তে ভক্ষয়স্ব চ মা চিরম্ ॥১৯
ততস্তাস্তং সমালিঙ্গ্য সর্বা হর্ষসমন্বিতাঃ।
মোদকান্ প্রদদুস্তস্মৈ ভক্ষ্যাংশ্চ বিবিধাঞ্শুভান্ ॥২০
তানি চাস্বাদ্য তেজস্বী ফলানীতি স্ম মন্যতে।
অনাস্বাদিতপূর্বাণি বনে নিত্যনিবাসিনাম্ ॥২১
আপৃচ্ছ্য চ তদা বিপ্রং ব্রতচর্য্যাং নিবেদ্য চ।
গচ্ছন্তি স্মাপদেশাত্তা ভীতাস্তস্য পিতুঃ স্ত্রিয়ঃ ॥২২
গতাসু তাসু সর্বাসু কাশ্যপস্যাত্মজো দ্বিজঃ।
অস্বস্থহৃদয়শ্চাসীদ্ দুঃখাচ্চ পরিবর্ততে ॥২৩
ততোঽপরেদ্যুস্তং দেশমাজগাম স বীর্য্যবান্।
বিভাণ্ডকসুতঃ শ্রীমান্ মনসা চিন্তয়ন্ মুহুঃ ॥২৪
মনোজ্ঞা যত্র তা দৃষ্টা বারমুখ্যাঃ স্বলঙ্কৃতাঃ।
দৃষ্ট্বৈব চ ততো বিপ্রমায়ান্তং হৃষ্টমানসাঃ ॥২৫
উপসৃত্য ততঃ সর্বাস্তাস্তমূচুরিদং বচঃ।
এহ্যাশ্রমপদং সৌম্য অস্মাকমিতি চাব্রুবন্ ॥২৬
চিত্রাণ্যত্র বহূনি স্যুর্মূলানি চ ফলানি চ।
তত্রাপ্যেষ বিশেষেণ বিধির্হি ভবিতা ধ্রুবম্ ॥২৭
শ্রুত্বা তু বচনং তাসাং সর্বাসাং হৃদয়ঙ্গমম্।
গমনায় মতিঞ্চক্রে তঞ্চ নিন্যুস্তথা স্ত্রিয়ঃ ॥২৮
তত্র চানীয়মানে তু বিপ্রে তস্মিন্মহাত্মনি।
ববর্ষ সহসা দেবো জগৎপ্রহ্লাদয়ংস্তদা ॥২৯
বর্ষেণৈবাগতং বিপ্রং তাপসং স নরাধিপঃ।
প্রত্যুদ্গম্য মুনিঃ প্রহ্বঃ শিরসা চ মহীং গতঃ ॥৩০

আমাদের এই সুমধুর ফলগুলি তুমিও গ্রহণ কর এবং বিলম্ব না করিয়া সত্বর ভক্ষণ কর, তোমার কল্যাণ হইবে।১৯

তারপর তাহারা অতিশয় আনন্দিত হইয়া ঋষ্যশৃঙ্গকে আলিঙ্গন করিল এবং নানাপ্রকার মনোহর মোদক প্রভৃতি ভক্ষ্যদ্রব্য প্রদান করিল।২০

তেজস্বী ঋষ্যশৃঙ্গ ঐ সকল ফল প্রভৃতি আস্বাদন করিয়া মনে করিলেন—সর্বদা বনবাসরত মাদৃশ ব্যক্তিগণের এই সকল বস্তু সর্বথা অনাস্বাদিত।২১

অতঃপর ঐ স্ত্রীগণ ঋষ্যশৃঙ্গের পিতার ভয়ে ভীত হইয়া বিদায় লইল, কিন্তু ছলনা করিয়া জানাইল যে, কোন ব্রতের অনুষ্ঠানের জন্যই তাহারা চলিয়া যাইতেছে।২২

বেশ্যাগণ চলিয়া গেলে পর বিভাণ্ডক-তনয় ঋষ্যশৃঙ্গের অন্তর অসুস্থ হইয়া পড়িল। অতিদুঃখবশতঃ তিনি ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন ২৩

ঋষ্যশৃঙ্গ এইভাবে ঐ বেশ্যাসমূহের বারংবার চিন্তা করিতে করিতে যেস্থানে সুসজ্জিতা সুন্দরীদিগকে দেখিয়াছিলেন, পরদিবসে সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যদিও তিনি তপস্বী ও শক্তিমান্, তথাপি আশ্রমে থাকিতে পারিলেন না। ব্রাহ্মণকে ঐভাবে আসিতে দেখিয়া বেশ্যাগণের মন আনন্দিত হইল।২৪-২৫

তাহারা সকলেই ঋষ্যশৃঙ্গের নিকট আসিয়া এই কথা বলিল,—হে সুন্দর! তুমি আমাদের আশ্রমে আগমন কর।২৬

যদিও এই বনে নানাবিধ ফল-মূল প্রচুরপরিমাণে পাওয়া যায়, তথাপি আমাদের আশ্রমে আপনার বিশেষভাবে সমাদর করা হইবে।২৭

গণিকাগণের এইরূপ মনোহর বচন শুনিয়া তাহাদের সহিত যাইতে ইচ্ছুক হইলে পর তাহারা ঋষ্যশৃঙ্গকে লইয়া চলিল।২৮

ঐ মহাত্মাকে অঙ্গরাজ্যে আনয়ন করায় তৎক্ষণাৎ সকলপ্রাণীকে আনন্দিত করিয়া পর্জন্যদেব বর্ষণ করিতে লাগিলেন।২৯

বৃষ্টিকে সঙ্গে লইয়াই ঋষ্যশৃঙ্গ রাজ্যে আসিয়াছেন বলিয়া রাজা রোমপাদ অতিবিনীতভাবে অগ্রসর হইলেন এবং ভূপতিত হইয়া ঋষিকে প্রণাম করিলেন। পরে আগ্রহান্বিত হইয়া তাঁহাকে বিধিপূর্বক অর্ঘ্যদান করিলেন এবং ছলনাপূর্বক আনয়ন করার জন্য ঋষির অন্তরে যেন ক্রোধের উদয় না হয়, সেইজন্য তাঁহার প্রসন্নতা প্রার্থনা করিলেন।৩০-৩১

অর্ঘ্যঞ্চ প্রদদৌ তস্মৈ ন্যায়তঃ সুসমাহিতঃ।
বব্রে প্রসাদং বিপ্রেন্দ্রাস্মা বিপ্রং মন্যুরাবিশেৎ ॥৩১
অন্তঃপুরং প্রবেশ্যাস্মৈ কন্যাং দত্ত্বা যথাবিধি।
শান্তাং শান্তেন মনসা রাজা হর্ষমবাপ সঃ ॥৩২

অনন্তর ঋষ্যশৃঙ্গকে অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন এবং বিধি অনুসারে নিজকন্যা শান্তাকে শুদ্ধমনে সমর্পণ করিয়া রাজা আনন্দ লাভ করিলেন।৩২

এবং স ন্যবসত্তত্র সর্বকামৈঃ সুপূজিতঃ।
ঋষ্যশৃঙ্গো মহাতেজাঃ শান্তয়া সহ ভার্য্যয়া ॥৩৩

ইত্যার্যে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে আদিকাণ্ডে দশমঃ সর্গঃ ॥

মহাতেজস্বী ঋষ্যশৃঙ্গ সকলকাম্যবস্তুর দ্বারা সৎকৃত হইয়া শান্তানাম্নী ভার্য্যার সহিত রোমপাদ-রাজ্যে বাস করিতে লাগিলেন।৩৩

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের আদিকাণ্ডে দশম সর্গ সমাপ্ত।

একাদশঃ সর্গঃ।

(সনৎকুমারোক্তকথায়া এব বর্ণনম্।)

ভূয় এব হি রাজেন্দ্র শৃণু মে বচনং হিতম্।
যথা স দেবপ্রবরঃ কথয়ামাস বুদ্ধিমান্ ॥১
ইক্ষ্বাকূণাং কুলে জাতো ভবিষ্যতি সুধার্মিকঃ।
নাম্না দশরথো রাজা শ্রীমান্ সত্যপ্রতিশ্রবাঃ ॥২
অঙ্গরাজেন সখ্যঞ্চ তস্য রাজ্ঞো ভবিষ্যতি।
কন্যা চাস্য মহাভাগা শান্তা নাম ভবিষ্যতি ॥৩

একাদশ সর্গ।

[সনৎকুমার-কথিত বিষয়ের বর্ণন।]

সুমন্ত্র দশরথকে বলিলেন,—মহারাজ! পরমজ্ঞানী প্রভাবশালী সনৎকুমার ঐ প্রসঙ্গে আরও যেভাবে ভবিষ্যৎ-কথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা পুনর্বার আপনি শ্রবণ করুন। এই বাক্য আপনার অতি হিতকর হইবে।১

সনৎকুমার বলিয়াছিলেন যে, ইক্ষ্বাকুবংশে দশরথনামে একজন ঐশ্বর্য্যশালী রাজা জন্মগ্রহণ করিবেন। তিনি পরমধার্মিক ও সদা সত্যনিষ্ঠ হইবেন।২

অঙ্গদেশের রাজার সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব হইবে। মহাসৌভাগ্যবতী শান্তানাম্নী একটি কন্যাও হইবে।৩

পুত্রস্ত্বঙ্গস্য রাজ্ঞস্তু রোমপাদ ইতি শ্রুতঃ।
তং স রাজা দশরথো গমিষ্যতি মহাযশাঃ ॥৪
অনপত্যোঽস্মি ধর্মাত্মন্ শান্তাভর্ত্তা মম ক্রতুম্।
আহরেত ত্বয়াজ্ঞপ্তঃ সন্তানার্থং কুলস্য চ ॥৫
শ্রুত্বা রাজ্ঞোঽথ তদ্বাক্যং মনসা চ বিচিন্ত্য চ।
প্রদাস্যতে পুত্রবন্তং শান্তাভর্ত্তারমাত্মবান্ ॥৬

অঙ্গরাজের পুত্র রোমপাদ-নামে পরিচিত হইবেন। মহাযশস্বী দশরথ রোমপাদের নিকট যাইয়া বলিবেন,—ধার্মিকশ্রেষ্ঠ! আমি নিঃসন্তান। আপনার জামাতা শান্তার পতি ঋষ্যশৃঙ্গকে আপনার আদেশমত যজ্ঞ করিতে বলুন। তাহা হইলে আমার বংশরক্ষা হয়।৪-৫

দশরথের এইরূপ বাক্য শুনিয়া রোমপাদ চিন্তা করত কর্তব্য স্থির করিবেন এবং স্ত্রী-পুত্রসহিত ঋষ্যশৃঙ্গকে তাঁহার সঙ্গে পাঠাইয়া দিবেন।৬

রাজা দশরথ নিশ্চিন্ত হইয়া ঋষ্যশৃঙ্গকে লইয়া আসিবেন এবং তাঁহার দ্বারা অভীষ্ট অশ্বমেধযজ্ঞ সানন্দে সম্পন্ন করিবেন।৭

প্রতিগৃহ্য চ তং বিপ্রং স রাজা বিগতজ্বরঃ।
আহরিষ্যতি তং যজ্ঞং প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা ॥৭
তঞ্চ রাজা দশরথো যশস্কামঃ কৃতাঞ্জলিঃ।
ঋষ্যশৃঙ্গং দ্বিজশ্রেষ্ঠং বরয়িষ্যতি ধর্মবিৎ ॥৮
যজ্ঞার্থং প্রসবার্থঞ্চ স্বর্গার্থঞ্চ নরেশ্বরঃ।
লভতে চ স তং কামং দ্বিজমুখ্যাদ্ বিশাম্পতিঃ ॥৯
পুত্রাশ্চাস্য ভবিষ্যন্তি চত্বারোঽমিতবিক্রমাঃ।
বংশপ্রতিষ্ঠানকরাঃ সর্বভূতেষু বিশ্রুতাঃ ॥১০
এবং স দেবপ্রবরঃ পূর্বং কথিতবান্ কথাম্।
সনৎকুমারো ভগবান্ পুরা দেবযুগে প্রভুঃ ॥১১

ধর্মজ্ঞ ও যশোলিপ্সু দশরথ কৃতাঞ্জলি হইয়া বিপ্রবর ঋষ্যশৃঙ্গকে পুত্রপ্রাপ্তি এবং তজ্জন্য স্বর্গপ্রাপ্তি-কামনায় যজ্ঞে বরণ করিবেন। নরপতি দশরথ ঋষ্যশৃঙ্গের সাহায্যে অভীষ্টফল লাভ করিবেন।৮-৯

ঐ যাগানুষ্ঠানের ফলে দশরথের চারিটি পুত্র হইবে। তাঁহারা প্রত্যেকে প্রভূতবিক্রমশালী, বংশরক্ষাকারী ও ত্রিলোকবিখ্যাত হইবে। দেবপ্রধান সনৎকুমার সত্যযুগে অনেকপূর্বেই এই সকল কথা বলিয়াছিলেন।১০-১১

হে নরশ্রেষ্ঠ! আপনি সৈন্য ও হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি লইয়া সাড়ম্বরে স্বয়ং সেখানে গমন করুন এবং পরমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া ঋষ্যশৃঙ্গকে আনয়ন করুন।১২

সুমন্ত্রের বাক্য শুনিয়া দশরথ অতিশয় আনন্দিত হইলেন। অনন্তর কুলপুরোহিত বশিষ্ঠকে সুমন্ত্রের সকল কথা জানাইয়া তাঁহার অনুমতি গ্রহণ করিলেন। তারপর অন্তঃপুরস্থিত মহিলাগণ ও সচিবগণের সহিত ঋষ্যশৃঙ্গের বাসস্থানগমনোদ্দেশে যাত্রা করিলেন। অনেক অরণ্য ও নদনদী অতিক্রম করিয়া যেস্থানে মুনিশ্রেষ্ঠ ঋষ্যশৃঙ্গ অবস্থান করিতেছিলেন, সেইস্থানে অতিধীরভাবে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অগ্রসর হইয়া সেখানে দীপ্যমান অনলের ন্যায় তেজস্বী মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গকে রোমপাদের সন্নিধানে দেখিতে পাইলেন। রাজা রোমপাদ বন্ধুত্বনিবন্ধন সানন্দে বিধিমত দশরথের বিশেষ অভ্যর্থনা করিলেন। অনন্তর ঋষিপুত্র ধীমান্ ঋষ্যশৃঙ্গের নিকট দশরথের সহিত স্বীয় বন্ধুত্ব ও সম্বন্ধের কথা বলিলেন।

স ত্বং পুরুষশার্দূল সমানয় সুসংস্কৃতম্।
স্বয়মেব মহারাজ গত্বা সবলবাহনঃ ॥১২
সুমন্ত্রস্য বচঃ শ্রুত্বা হৃষ্টো দশরথোঽভবৎ।
অনুমান্য বসিষ্ঠঞ্চ সূতবাক্যং নিশাম্য চ ॥১৩
সান্তঃপুরঃ সহামাত্যঃ প্রযযৌ যত্র স দ্বিজঃ।
বনানি সরিতশ্চৈব ব্যতিক্রম্য শনৈঃ শনৈঃ ॥১৪
অভিচক্রাম তং দেশং যত্র বৈ মুনিপুঙ্গবঃ।
আসাদ্য তং দ্বিজশ্রেষ্ঠং রোমপাদসমীপগম্ ॥১৫
ঋষিপুত্রং দদর্শাথ দীপ্যমানমিবানলম্।
ততো রাজা যথাযোগ্যং(ক)পূজাং চক্রে বিশেষতঃ ॥১৬

তাহা শুনিয়া ঋষ্যশৃঙ্গও দশরথের যথাযোগ্য সম্মাননা করিলেন। নরপতি দশরথ এইভাবে সৎকৃত হইয়া অঙ্গরাজের সহিত সাত-আটদিন অতিবাহিত করিলেন, এবং একদিন বন্ধু রোমপাদকে বলিলেন,—রাজন্! আমি একটি মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে উদ্যত হইয়াছি। আপনার কন্যা শান্তা পতিসহ মদীয় নগরী অযোধ্যায় গমন করুন—এই প্রার্থনা। রোমপাদ দশরথের কথায় সম্মত হইয়া ঋষ্যশৃঙ্গকে বলিলেন,—তুমি পত্নীর সহিত গমন কর। ঋষিপুত্র ঋষ্যশৃঙ্গ রোমপাদের কথায় নিজসম্মতি জানাইলেন।১৩-২১

তারপর নরপতি-রোমপাদের আদেশ অনুসারে ঋষ্যশৃঙ্গ ভার্য্যার সহিত অযোধ্যায় যাইতে উদ্যত হইলেন। সেই সময় রোমপাদ ও দশরথ কৃতাঞ্জলি হইলেন এবং স্নেহপূর্ণ-হৃদয়ে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া পরমানন্দ প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর রোমপাদের নিকট বিদায় লইয়া দশরথ অযোধ্যাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। গমনকালেই তিনি শীঘ্রগামী দূতগণকে অযোধ্যার পৌরজনের নিকট পাঠাইয়া দিলেন এবং নির্দেশ দিলেন—পুরবাসী সকলে অতিশীঘ্র সম্পূর্ণ অযোধ্যানগরীকে অলঙ্কৃত করুক। সকল রাজপথ সিক্ত, সম্মার্জিত, ধূপগন্ধে সুবাসিত ও পতাকাসমূহের দ্বারা সুশোভিত করুক। পৌরগণ

পাঠান্তর :—(ক) ততো রাজা যথান্যায়ং—।

সখিত্বাত্তস্য বৈ রাজ্ঞঃ প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা।
রোমপাদেন চাখ্যাতমৃষিপুত্রায় ধীমতে ॥১৭
সখ্যং সম্বন্ধকং চৈব তদা তং প্রত্যপূজয়ৎ।
এবং সুসৎকৃতস্তেন সহোষিত্বা নরর্ষভঃ ॥১৮
সপ্তাষ্ট দিবসান্ রাজা রাজানমিদমব্রবীৎ।
শান্তা তব সুতা রাজন্ সহ ভর্ত্রা বিশাম্পতে ॥১৯
মদীয়ং নগরং যাতু কার্য্যং হি মহদুদ্যতম্।
তথেতি রাজা সংশ্রুত্য গমনং তস্য ধীমতঃ ॥২০
উবাচ বচনং বিপ্রং গচ্ছ ত্বং সহ ভার্য্যয়া।
ঋষিপুত্রঃ প্রতিশ্রুত্য তথেত্যাহ নৃপং তদা ॥২১
স নৃপেণাভ্যনুজ্ঞাতঃ প্রযযৌ সহ ভার্য্যয়া।
তাবন্যোন্যাঞ্জলিং কৃত্বা স্নেহাৎ সংশ্লিষ্য চোরসা ॥২২
ননন্দতুর্দশরথো রোমপাদশ্চ বীর্য্যবান্।
ততঃ সুহৃদমাপৃচ্ছ্য প্রস্থিতো রঘুনন্দনঃ ॥২৩
পৌরেষু প্রেষয়ামাস দূতান্ বৈ শীঘ্রগামিনঃ।
ক্রিয়তাং নগরং সর্বং ক্ষিপ্রমেব স্বলঙ্কৃতম্ ॥২৪
ধূপিতং সিক্তসংমৃষ্টং পতাকাভিরলঙ্কৃতম্।
ততঃ প্রহৃষ্টাঃ পৌরাস্তে শ্রুত্বা রাজানমাগতম্ ॥২৫
তথা চক্রুশ্চ তৎসর্বং রাজ্ঞা যৎপ্রেষিতং তদা।
ততঃ স্বলঙ্কৃতং রাজা নগরং প্রবিবেশ হ ॥২৬
শঙ্খ-দুন্দুভিনির্হ্রাদৈঃ পুরস্কৃত্য দ্বিজর্ষভম্।
ততঃ প্রমুদিতাঃ সর্বে দৃষ্ট্বা বৈ নাগরা দ্বিজম্ ॥২৭
প্রবেশ্যমানং সৎকৃত্য নরেন্দ্রেণেন্দ্রকর্মণা।
যথা দিবি সুরেন্দ্রেণ সহস্রাক্ষেণ কাশ্যপম্ ॥২৮
অন্তঃপুরং প্রবেশ্যৈনং পূজাং কৃত্বা চ শাস্ত্রতঃ।
কৃতকৃত্যং তেনাত্মানং মেনে তস্যোপবাহনাৎ ॥২৯
অন্তঃপুরাণি সর্বাণি শান্তাং দৃষ্ট্বা তথাগতাম্।
সহ ভর্ত্রা বিশালাক্ষীং প্রীত্যানন্দমুপাগমৎ ॥৩০
পূজ্যমানা তু তাভিঃ সা রাজ্ঞা চৈব বিশেষতঃ।
উবাস তত্র সুখিতা কঞ্চিৎ কালং সহদ্বিজা ॥৩১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে একাদশঃ সর্গঃ।

দূতমুখে রাজার আগমন-বার্তা জানিয়া অতিশয় আনন্দিত হইল এবং তাঁহার আদেশমত সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিল। রাজা দশরথ দ্বিজশ্রেষ্ঠ ঋষ্যশৃঙ্গকে লইয়া শঙ্খ ও দুন্দুভিশব্দে মুখরিত শোভাময়ী নগরীতে প্রবেশ করিলেন। নগরবাসী সকলে ঋষ্যশৃঙ্গকে দেখিতে পাইয়া বিশেষ আনন্দলাভ করিল। ইন্দ্রের সাহায্যকারী দশরথ ঋষ্যশৃঙ্গকে অগ্রে লইয়া পুরীতে প্রবেশ করিতেছিলেন—দেখিয়া মনে হইতেছিল যেন, সহস্রলোচন দেবরাজ ইন্দ্র স্বর্গে বামনদেবকে লইয়া যাইতেছেন।২২-২৭

দশরথ ঋষ্যশৃঙ্গকে অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন এব যথাবিধি পূজা করিলেন। ঋষ্যশৃঙ্গকে নিকটে পাইয় রাজা নিজেকে কৃতার্থ মনে করিলেন। অন্তঃপুরস্থিত রমণীগণ বিশালনয়না শান্তাকে পতির সহিত সমাগত দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন। রাজা ও রাজ্ঞীগণ কর্তৃক অতিশয় আদৃত হইয়া শান্তা পতির সহিত পরমসুখে সেখানে কিছুকাল বাস করিতে লাগিলেন।২৮-৩১

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের
আদিকাণ্ডে একাদশ সর্গ সমাপ্ত।

দ্বাদশঃ সর্গঃ

(পুত্রপ্রাপ্ত্যর্থমশ্বমেধকরণে রাজানং প্রতি ঋষ্যশৃঙ্গস্যানুমতিঃ ।)

ততঃকালে বহুতিথে কস্মিংশ্চিৎ সুমনোহরে ।
বসন্তে সমনুপ্রাপ্তে রাজ্ঞো যষ্টুং মনোঽভবৎ ॥১
ততঃ প্রণম্য শিরসা তং বিপ্রং দেববর্ণিনম্ ।
যজ্ঞায় বরয়ামাস সন্তানার্থং কুলস্য চ ॥২
তথেতি চ স রাজানমুবাচ বসুধাধিপম্ ।
সম্ভারাঃ সম্ভ্রিয়ন্তাং তে তুরগশ্চ বিমুচ্যতাম্ ॥৩
সরয্বাশ্চোত্তরে তীরে যজ্ঞভূমির্বিধীয়তাম্ ।
ততোঽব্রবীন্নৃপো বাক্যং ব্রাহ্মণান্ বেদপারগান্ ॥৪
সুমন্ত্রাবাহয় ক্ষিপ্রমৃত্বিজো ব্রহ্মবাদিনঃ ।
সুযজ্ঞং বামদেবঞ্চ জাবালিমথ কাশ্যপম্ ॥৫
পুরোহিতং বসিষ্ঠঞ্চ যে চান্যে দ্বিজসত্তমাঃ ।
ততঃ সুমন্ত্রস্ত্বরিতং গত্বা ত্বরিতবিক্রমঃ ॥৬
সমানয়ৎ স তান্ সর্বান্ সমস্তান্ বেদপারগান্ ।
তান্ পূজয়িত্বা ধর্মাত্মা রাজা দশরথস্তদা ॥৭
ধর্মার্থসহিতং যুক্তং শ্লক্ষ্ণং বচনমব্রবীৎ ।
মম তাতপ্যমানস্য পুত্রার্থং নাস্তি বৈ সুখম্ ॥৮
পুত্রার্থং হয়মেধেন যক্ষ্যামীতি মতির্মম ।
তদহং যষ্টুমিচ্ছামি হয়মেধেন কর্মণা ॥৯
ঋষিপুত্রপ্রভাবেণ কামান্ প্রাপ্স্যামি চাপ্যহম্ ।
ততঃ সাধ্বিতি তদ্ বাক্যং ব্রাহ্মণাঃ প্রত্যপূজয়ন্ ॥১০
বসিষ্ঠপ্রমুখাঃ সর্বে পার্থিবস্য মুখাচ্চ্যুতম্ ।
ঋষ্যশৃঙ্গপুরোগাশ্চ প্রত্যূচুর্নৃপতিং তদা ॥১১
সম্ভারাঃ সম্ভ্রিয়ন্তাং তে তুরগশ্চ বিমুচ্যতাম্ ।
সরয্বাশ্চোত্তরে তীরে যজ্ঞভূমির্বিধীয়তাম্ ॥১২
সর্বথা প্রাপ্স্যসে পুত্রাংশ্চতুরোঽমিতবিক্রমান্ ।
যস্য তে ধার্মিকী বুদ্ধিরিয়ং পুত্রার্থমাগতা ॥১৩
ততঃ প্রীতোঽভবদ্ রাজা শ্রুত্বা তু দ্বিজভাষিতম্

দ্বাদশ সর্গ ।

[পুত্রপ্রাপ্তির জন্য অশ্বমেধযজ্ঞ করিতে দশরথের প্রতি ঋষ্যশৃঙ্গের অনুমতি ।]

এইভাবে অনেকদিন গত হইলে পর পরম মনোহর বসন্তকালে দশরথ যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে ইচ্ছা করিলেন ।১

তারপর তিনি দেবতুল্য-তেজস্বী ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ঋষ্যশৃঙ্গকে অবনতমস্তকে প্রণাম করিলেন এবং বংশরক্ষাকারী সন্তানের জন্য যজ্ঞ করিতে বরণ করিলেন ।২

'তথাস্তু' বলিয়া বরণ স্বীকারপূর্বক ঋষ্যশৃঙ্গ ভূপতিকে বলিলেন,—রাজন্ ! যজ্ঞোপযোগী দ্রব্যসকল সংগ্রহ করুন এবং অশ্ব পরিত্যাগ করুন । সরযূনদীর উত্তরতীরে যজ্ঞস্থল নির্মাণ করুন । ইহা শুনিয়া নরপতি বলিলেন,—সুমন্ত্র ! তুমি বেদপারঙ্গত ও বেদপাঠরত ঋত্বিগ্ দিগকে অতিশীঘ্র আনয়ন কর । সুযজ্ঞ, বামদেব, জাবালি, কাশ্যপ, কুলপুরোহিত বশিষ্ঠ এবং অন্যান্য শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণসমূহকে আনয়ন কর । অনন্তর ক্ষিপ্রগতি সুমন্ত্র অতিসত্বর যাইয়া বেদশাস্ত্রপারদর্শী ব্রাহ্মণগণকে আনয়ন করিলেন । তখন ধর্মাত্মা দশরথ সমাগত বিপ্রগণের পূজা করিয়া ধর্মার্থসহিত সময়োপযোগী মধুরবচনে বলিলেন,—হে বিপ্রগণ ! আমি পুত্র-কামনায় তপস্যারত হইয়াও সুখী হইতে পারি নাই ।৩-৮

এইজন্য ঐ কামনা পূর্ণ করিতে অশ্বমেধযাগের অনুষ্ঠান করিতে সঙ্কল্প করিয়াছি । এখন আমি সঙ্কল্পিত অশ্বমেধযাগের অনুষ্ঠান করিতে ইচ্ছা করি ।৯

আমার বিশ্বাস—বিভাণ্ডক-তনয় ঋষ্যশৃঙ্গের প্রভাবে আমি কাম্যবস্তু লাভ করিতে পারিব । দশরথের এইরূপ বাক্য শুনিয়া বশিষ্ঠ প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ সাধু সাধু বলিয়া মহারাজের বাক্যকে অভিনন্দিত করিলেন । তারপর ঋষ্যশৃঙ্গ আদি ঋষিগণ বলিলেন,—প্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহ সংগ্রহ করুন, অশ্ব মোচন করুন এবং সরযূর উত্তরতীরে যজ্ঞস্থল নির্মাণ করুন ।১০-১২

মহারাজ ! পুত্রলাভের জন্য তোমার ধর্মময়ী বুদ্ধি হইয়াছে, এইজন্য তুমি অবশ্যই অপরিমিতবলশালী চারিটি পুত্র লাভ করিবে ।১৩

অমাত্যানব্রবীদ্ রাজা হর্ষেণেদং শুভাক্ষরম্ ॥১৪
গুরূণাং বচনাচ্ছীঘ্রং সম্ভারাঃ সম্ভ্রিয়ন্তু মে।
সমর্থাধিষ্ঠিতশ্চাশ্বঃ সোপাধ্যায়ো বিমুচ্যতাম্ ॥১৫
সরয্বাশ্চোত্তরে তীরে যজ্ঞভূমির্বিধীয়তাম্।
শান্তয়শ্চাভিবর্দ্ধন্তাং যথাকল্পং যথাবিধি ॥১৬
শক্যঃ কর্তুমমং যজ্ঞঃ সর্বেণাপি মহীক্ষিতা।
নাপরাধো ভবেৎ কষ্টো যদ্যস্মিন্ ক্রতুসত্তমে ॥১৭
ছিদ্রং হি মৃগয়ন্ত্যেতে বিদ্বাংসো ব্রহ্মরাক্ষসাঃ।
বিধিহীনস্য যজ্ঞস্য সদ্যঃ কর্ত্তা বিনশ্যতি ॥১৮
তদ্‌যথা বিধিপূর্বং মে ক্রতুরেষ সমাপ্যতে।
তথা বিধানং ক্রিয়তাং সমর্থাঃ করণেষ্বিহ ॥১৯
তথেতি চ ততঃ সর্বে মন্ত্রিণঃ প্রত্যপূজয়ন্।
পার্থিবেন্দ্রস্য তদ্বাক্যং যথাজ্ঞপ্তমকুর্বত ॥২০
ততো দ্বিজাস্তে ধর্মজ্ঞমস্তুবন্ পার্থিবর্ষভম্।
অনুজ্ঞাতাস্ততঃ সর্বে পুনর্জগ্মুর্যথাগতম্ ॥২১
গতানাং তেষু বিপ্রেষু মন্ত্রিণস্তান্নরাধিপঃ।
বিসর্জয়িত্বা স্বং বেশ্ম প্রবিবেশ মহামতিঃ ॥২২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে দ্বাদশঃ সর্গঃ ॥১২

ব্রাহ্মণগণের এই সকল বাক্য শুনিয়া রাজা অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং মন্ত্রিগণকে হৃষ্টচিত্তে শুভবাক্য বলিতে লাগিলেন,—তোমরা গুরুজনের বচনানুরূপ সামগ্রী সংগ্রহ কর। শক্তিশালী পুরুষ ও পুরোহিতের তত্ত্বাবধানে অশ্বমোচন কর।১৪ ১৫

সরযূর উত্তরতটে যজ্ঞস্থল নির্মাণ কর। যথাক্রমে বিধিপূর্বক শান্তিকর্মের অনুষ্ঠান আরব্ধ হউক।১৬

সকল নরপতিই এই অশ্বমেধযাগ করিতে পারে—যদি এই শ্রেষ্ঠযাগে ক্লেশজনক কোন অপরাধ না হয়।১৭

ছিদ্রান্বেষণ-কুশল ব্রহ্মরাক্ষসগণ সর্বদা ছিদ্র অন্বেষণ করিয়া থাকে। বিধিহীন যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে অনুষ্ঠাতা বিনাশপ্রাপ্ত হয়। তোমরা সকলেই কার্য্যকুশল। আমার এই মহাযজ্ঞ যাহাতে বিধিপূর্বক সম্পন্ন হয়, তোমরা সেইরূপ চেষ্টা কর।১৮ ১৯

মন্ত্রিগণ নরপতির বাক্য শুনিয়া 'তথাস্তু' বলিয়া অভিনন্দন করিলেন এবং আদেশানুরূপ কার্য্য করিলেন।২০

অনন্তর ব্রাহ্মণগণ রাজশ্রেষ্ঠ পরমধার্মিক দশরথের প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং তাহার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া স্ব-স্ব-স্থানে প্রতিগমন করিলেন।২১

এইভাবে ব্রাহ্মণগণ চলিয়া গেলে পর দশরথ সমাগত মন্ত্রিগণকে বিদায় দিয়া নিজগৃহে প্রবেশ করিলেন।২২

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের আদিকাণ্ডে দ্বাদশ সর্গ সমাপ্ত।

ত্রয়োদশঃ সর্গঃ

রাজাজ্ঞয়াহ্ন্যমাণ্ডলিকানাং রাজ্ঞাঞ্চাহ্বানম্ অশ্বশালাদিকরণে তদনুশাসনঞ্চ।

পুনঃ প্রাপ্তে বসন্তে তু পূর্ণঃ সংবৎসরোঽভবৎ।
প্রসবার্থং ততো গন্তুং হয়মেধেন বীর্য্যবান্ ॥১

অভিবাদ্য বসিষ্ঠঞ্চ ন্যায়তঃ প্রতিপূজ্য চ।
অব্রবীৎ প্রশ্রিতং বাক্যং প্রসবার্থং দ্বিজোত্তমম্ ॥২

যজ্ঞো মে ক্রিয়তাং ব্রহ্মন্ যথোক্তং মুনিপুঙ্গব।
যথা ন বিঘ্নাঃ ক্রিয়ন্তে যজ্ঞাঙ্গেষু বিধীয়তাম্ ॥৩

ভবান্ স্নিগ্ধঃ সুহৃন্মহ্যং গুরুশ্চ পরমো মহান্।
বোঢ়ব্যো ভবতা চৈব ভারো যজ্ঞস্য চোদ্যতঃ (ক) ॥৪

তথেতি চ স রাজানমব্রবীদ্ দ্বিজসত্তমঃ।
করিষ্যে সর্বমেবৈতদ্ভবতা যৎ সমর্থিতম্ ॥৫

ততোঽব্রবীদ্দ্বিজান্ বৃদ্ধান্ যজ্ঞকর্মসু নিষ্ঠিতান্।
স্থাপত্যে নিষ্ঠিতাংশ্চৈব বৃদ্ধান্ পরমধার্মিকান্ ॥৬

কর্মান্তিকান্ শিল্পকরান্ বর্ধকীন্ খনকানপি।
গণকাঞ্ছিল্পিনশ্চৈব তথৈব নটনর্তকান্ ॥৭

তথা শুচীঞ্ছাস্ত্রবিদঃ পুরুষান্ সুবহুশ্রুতান্।
যজ্ঞকর্ম সমীহন্তাং ভবন্তো রাজশাসনাৎ ॥৮

ইষ্টকা বহুসাহস্রী শীঘ্রমানীয়তামিতি।
উপকার্য্যাঃ (খ) ক্রিয়ন্তাঞ্চ রাজ্ঞো বহুগুণান্বিতাঃ ॥৯

ব্রাহ্মণাবসথাশ্চৈব কর্তব্যাঃ শতশঃ শুভাঃ।
ভক্ষ্যান্নপানৈর্বহুভিঃ সমুপেতাঃ সুনিষ্ঠিতাঃ ॥১০

তথা পৌরজনস্যাপি কর্তব্যাশ্চ সুবিস্তরাঃ।
আগতানাং সুদূরাচ্চ পার্থিবানাং পৃথক্ পৃথক্ ॥১১

বাজি-বারণশালাশ্চ তথা শয্যাগৃহাণি চ।
ভট্টানাং মহদাবাসা বৈদেশিকনিবাসিনাম্ ॥১২

ত্রয়োদশ সর্গ।

[রাজা দশরথের অনুমতিক্রমে অশ্বমেধযজ্ঞে অন্যান্য মাণ্ডলিকগণ ও নরপতিগণের আহ্বান এবং অশ্বশালাদি করিবার জন্য যথোক্তবিধান বর্ণন।]

বসন্তকাল পুনবার সমাগত হওয়ায় একবৎসর পূর্ণ হইল। বীর্য্যবান্ দশরথ পুত্রলাভ-কামনায় অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবার জন্য বশিষ্ঠের নিকট গমন করিলেন।১

তিনি অভিবাদন ও বিধিমত পূজা করিয়া দ্বিজশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠকে বিনীতভাবে বলিলেন,—হে বেদজ্ঞ মুনিবর! আপনি শাস্ত্রানুসারে আমার অশ্বমেধযজ্ঞকার্য্য সম্পন্ন করুন। এমনভাবে কার্য্য করুন, যেন ব্রহ্মরাক্ষসগণ যজ্ঞের কোন অঙ্গে বিঘ্ন করিতে না পারে।২-৩

আপনি আমার হিতকারী বন্ধু ও পরম গুরু। সুতরাং এই উপস্থিত কার্য্যের সকলভার আপনাকেই গ্রহণ করিতে হইবে।৪

দশরথের এই বাক্য শুনিয়া দ্বিজোত্তম বশিষ্ঠ সম্মতি প্রকাশপূর্বক বলিলেন,—আপনার প্রার্থনানুসারে আমি সকলকার্য্যই সম্পন্ন করিব।৫

অনন্তর মহর্ষি যজ্ঞকর্মে নিপুণ বৃদ্ধব্রাহ্মণগণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—আপনারা ভূপতির আদেশে যজ্ঞকর্ম সম্পন্ন করুন। কেবল ব্রাহ্মণগণকেই নয়, পরমধার্মিক প্রবীণ স্থাপত্যবিদ্যায় নিপুণ ব্যক্তিগণকে, কর্মকারক ভৃত্যগণকে, সূত্রধর, খননকারী, গণক, নট, নর্তক ও বহুদর্শী পবিত্রস্বভাব পণ্ডিতগণকেও আহ্বান করিয়া বলিলেন,—তোমরা সকলে মহারাজের আদেশে যাগোপযোগী সকলকার্য্য সম্পন্ন কর।৬-৮

অতিশীঘ্রই বহুসহস্রসংখ্যক ইষ্টক আনয়ন কর। নিমন্ত্রিত রাজন্যবর্গের বাসের জন্য উপযুক্ত গৃহ নির্মাণ করিয়া বিবিধদ্রব্যে সজ্জিত কর। ব্রাহ্মণগণের জন্য নানাপ্রকার অন্ন-পানাদি দ্রব্যসমন্বিত অনেকগুলি রমণীয় গৃহ নির্মান কর।৯-১০

পুরবাসী জনগণের জন্য এবং বহুদূর হইতে সমাগত নরপতিগণের জন্যও পৃথক্ পৃথক্ বহুগৃহ নির্মাণ কর। অশ্বশালা, হস্তিশালা, শয়নগৃহ ও বিদেশাগত বীরগণের

পাঠান্তরঃ—(ক) —ভারো যজ্ঞস্য চোদ্ধৃতঃ।

(খ) উপকার্য্যাঃ

আবাসা বহুভক্ষ্যা বৈ সর্বকামৈরুপস্থিতাঃ।
তথা পৌরজনস্যাপি জনস্য বহুশোভনম্ ॥১৩
দাতব্যমন্নং বিধিবৎ সৎকৃত্য ন তু লীলয়া।
সর্বে বর্ণা যথা পূজাং প্রাপ্নুবন্তি সুসৎকৃতাঃ ॥১৪
ন চাবজ্ঞা প্রয়োক্তব্যা কাম-ক্রোধবশাদপি।
যজ্ঞকর্মসু যে ব্যগ্রাঃ পুরুষাঃ শিল্পিনস্তথা ॥১৫
তেষামপি বিশেষেণ পূজা কার্য্যা যথাক্রমম্।
যে স্যুঃ সংপূজিতাঃ সর্বে বসুভির্ভোজনেন চ ॥১৬
যথা সর্বং সুবিহিতং ন কিঞ্চিৎ পরিহীয়তে।
তথা ভবন্তঃ কুর্বন্তু প্রীতিযুক্তেন চেতসা* ॥১৭
ততঃ সর্বে সমাগম্য বসিষ্ঠমিদমব্রুবন্।
যথেষ্টং তৎ সুবিহিতং ন কিঞ্চিৎ পরিহীয়তে ॥১৮
যথোক্তং তৎ করিষ্যামো ন কিঞ্চিৎ পরিহাস্যতে।
ততঃ সুমন্ত্রমাহূয় বসিষ্ঠো বাক্যমব্রবীৎ ॥১৯
নিমন্ত্রয়স্ব নৃপতীন্ পৃথিব্যাং যে চ ধার্মিকাঃ।
ব্রাহ্মণান্ ক্ষত্রিয়ান্ বৈশ্যান্ শূদ্রাংশ্চৈব সহস্রশঃ ॥২০
সমানয়স্ব সৎকৃত্য সর্বদেশেষু মানবান্।
মিথিলাধিপতিং শূরং জনকং সত্যবাদিনম্।
নিষ্ঠিতং সর্বশাস্ত্রেষু তথা বেদেষু নিষ্ঠিতম্ ॥২১
তমানয় মহাভাগঃ স্বয়মেব সুসৎকৃতম্।
পূর্বং সম্বন্ধিনং জ্ঞাত্বা ততঃ পূর্বং ব্রবীমি তে ॥২২
তথা কাশীপতিং স্নিগ্ধং সততং প্রিয়বাদিনম্।
সদ্‌বৃত্তং দেবসঙ্কাশং স্বয়মেবানয়স্ব হ ॥২৩

জন্য বড় বড় গৃহ নির্মাণ কর। আবাসস্থানগুলি নানাবিধ ভক্ষ্যদ্রব্য ও বিবিধ উপকরণে পূর্ণ করিয়া রাখ। এই যজ্ঞে যে সকল অন্যজনপদবাসী উপস্থিত হইবে, তাহাদের জন্যও সুশোভিত গৃহসকল সংরক্ষিত কর।১১-১৩

যথাবিধি আদরপূর্বক সকলকে অন্নদান করিও, অবহেলা করিয়া তাহা করিও না। চারিবর্ণের ব্যক্তিগণ সকলেই যেন সমাদৃত হইয়া পূজাপ্রাপ্ত হয়। কাম বা ক্রোধবশতঃ কাহাকেও অবজ্ঞা করিও না। যে সকল শিল্পী ও অন্যান্যকর্মচারী ব্যক্তিগণ যাগকার্য্যে ব্যগ্র থাকিবে, তাহাদিগকেও যথাক্রমে বিশেষভাবে সৎকৃত করিও। যেহেতু যাহারা অর্থ ও ভোজ্যাদি দ্বারা সমাদৃত হয়, তাহাদের দ্বারা কার্য্যসকল সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে, কোনরূপ ত্রুটি হইবার সম্ভাবনা থাকে না। অতএব তোমরা সকলে আনন্দিত মনে নিজ নিজ কার্য্য অনুষ্ঠান কর।১৪-১৭

বশিষ্ঠ এইভাবে সকলকে আদেশ করিলে পর তাহারা তাঁহার নিকটে আসিয়া বলিল,—আপনার আদেশমত সকল কার্য্য অনুষ্ঠিত হইবে। কোন কার্য্যে কোনরূপ ত্রুটি হইবে না। আপনি যেরূপ বলিয়াছেন আমরা সেইরূপই করিব, কোনরূপ ব্যতিক্রম হইবে না। তখন বশিষ্ঠ সুমন্ত্রকে আহ্বান করিলেন এবং বলিলেন,—পৃথিবীতে যে সকল নরপতি ধর্মপরায়ণ, তাহাদিগকে নিমন্ত্রণ কর। আর যে সকল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র স্ব-স্ব-ধর্মাচরণে রত, তাঁহাদিগকে বিশেষ সম্মানপূর্বক নিমন্ত্রণ করিয়া আনয়ন কর। অন্যান্য দেশে যে সকল মানবগণ আছেন, তাঁহাদিগকেও আদরপূর্বক আনয়ন কর। সর্ববেদে এবং সর্বশাস্ত্রে নিপুণ, বীর ও সত্যবাদী মিথিলাপতি জনকরাজাকে স্বয়ং যাইয়া বিশেষ আদরপূর্বক আনয়ন কর। আমি জানিয়াছি—রাজর্ষি জনক বহুপূর্ব হইতেই রঘুবংশের সুহৃৎ। সেইজন্য তাঁহাকে প্রথমেই আনিতে বলিতেছি।১৮-২২

তারপর স্নেহশীল, সতত প্রিয়বাদী ও দেবতুল্য-সচ্চরিত্র কাশীরাজকে তুমি স্বয়ং যাইয়া আনয়ন কর এবং পরমধার্মিক বৃদ্ধ কেকয়-রাজকে আনয়ন কর। কেকয়রাজ আমাদের মহারাজ দশরথের শ্বশুর। তাঁহাকে আনয়ন করিবার কালে তাঁহার পুত্রকেও লইয়া আসিবে। অনন্তর মহারাজের পরমমিত্র মহাধনুর্ধারী অঙ্গদেশপতি সপুত্র রোমপাদকে বিশেষ সৎকারপূর্বক এখানে আনয়ন কর। তারপর কোশলরাজ ভানুমানকে এবং সর্বশাস্ত্রবিৎ, বীর, উদারপ্রকৃতি ও প্রজাপালন-

*১৭নং শ্লোকের পর নিম্নলিখিত শ্লোকার্ধটি অধিক দেখা যায়,—
'তে চ স্যুঃ সুহৃদঃ সর্ব্বে বসুভির্ভোজনেন চ।'

তথা কেকয়রাজানং বৃদ্ধং পরমধার্মিকম্ ।
শ্বশুরং রাজসিংহস্য সপুত্রং তমিহানয় ॥২৪

অঙ্গেশ্বরং মহেষ্বাসং রোমপাদং সুসংকৃতম্ ।
বয়স্যং রাজসিংহস্য সপুত্রং তমিহানয়* ॥২৫

তথা কোসলরাজানং ভানুমন্তং সুসংকৃতম্ ।
মগধাধিপতিং শূরং সর্বশাস্ত্রবিশারদম্ ॥২৬

প্রাপ্তিজ্ঞং পরমোদারং সংকৃতং পুরুষর্ষভম্ ।
রাজ্ঞঃ শাসনমাদায় চোদয়স্ব নৃপর্ষভান্ ॥

প্রাচীনান্ সিন্ধু-সৌবীরান্ সৌরাষ্ট্রেয়াংশ্চ পার্থিবান্ ॥২৭

দাক্ষিণাত্যান্ নরেন্দ্রাংশ্চ সমস্তানানয়স্ব হ ।
সন্তি স্নিগ্ধাশ্চ যে চান্যে রাজানঃ পৃথিবীতলে ॥২৮

তানানয় যথাক্ষিপ্রং সানুগান্ সহবান্ধবান্ ।
এতান্ দূতৈর্মহাভাগৈরানয়স্ব নৃপাজ্ঞয়া ॥২৯

বসিষ্ঠবাক্যং তচ্ছ্রুত্বা সুমন্ত্রস্ত্বরিতং তদা ।
ব্যাদিশৎ পুরুষাংস্তত্র রাজ্ঞামানয়নে শুভান্ ॥৩০

নিপুণ মগধরাজকে বিশেষ সম্মান দান করিয়া আনয়ন কর। অনন্তর মহারাজের নির্দেশ ও অনুশাসন লইয়া পূর্বদেশীয়, সিন্ধু-সৌবীরদেশীয়, সৌরাষ্ট্র ও দাক্ষিণাত্যদেশীয় প্রধান প্রধান নরপতিগণকে এবং অন্যান্য রাজগণকে আনয়ন কর। পৃথিবীতে যে সকল সহৃদয় নরপতি আছেন, তাহাদের সকলকেই অনুচর ও বান্ধবসহিত আনয়ন কর। ইহাদিগকে আনয়ন করিতে তুমি দশরথের আদেশানুসারে দূতগণকে প্রেরণ কর ।২৩-২৯

বশিষ্ঠের এইরূপ বাক্য শুনিয়া সুমন্ত্র নৃপতিগণকে আনয়ন করিবার জন্য উপযুক্ত দূতগণকে প্রেরণ করিলেন। অনন্তর মহামতি ধর্মপরায়ণ সুমন্ত্র নিজেও অবিলম্বে বশিষ্ঠের আদেশানুসারে রাজগণকে আনয়ন করিতে গমন করিলেন ।৩০-৩১

সম্পূর্ণকার্য্যসম্পাদনকারী ভৃত্যগণ যজ্ঞের জন্য যাহা আয়োজন করিয়াছিল, তাহা বশিষ্ঠকে নিবেদন করিল ।৩২

* কোন কোন গ্রন্থে এই শ্লোকটি নিম্নলিখিতরূপে দেখা যায়, যথা।—
তথা কোসলরাজানং ভানুমন্তং সুসংকৃতম্ ।
অঙ্গেশ্বরং মহেষ্বাসং রোমপাদং সুসংকৃতম্ ।
বয়স্যং রাজসিংহস্য সমানয় যশস্বিনম্ ॥২৫

স্বয়মেব হি ধর্মাত্মা প্রযযৌ (ক) মুনিশাসনাৎ ।
সুমন্ত্রস্ত্বরিতো ভূত্বা সমানেতুং মহামতিঃ ॥৩১

তে চ কর্মান্তিকাঃ সর্বে বসিষ্ঠায় মহর্ষয়ে ।
সর্বং নিবেদয়ন্তি স্ম যজ্ঞে যদুপকল্পিতম্ ॥৩২

ততঃ প্রীতো দ্বিজশ্রেষ্ঠস্তান্ সর্বান্ মুনিরব্রবীৎ ।
অবজ্ঞয়া ন দাতব্যং কস্যচিল্লীলয়াপি বা ॥৩৩

অবজ্ঞয়া কৃতং হন্যাদ্ দাতারং নাত্র সংশয়ঃ ।
ততঃ কৈশ্চদহোরাত্রৈরুপযাতা মহীক্ষিতঃ ॥৩৪

বহূনি রত্নান্যাদায় রাজ্ঞো দশরথস্য হ
ততো বসিষ্ঠঃ সুপ্রীতো রাজানমিদমব্রবীৎ ॥৩৫

উপযাতা নরব্যাঘ্র ! রাজানস্তব শাসনাৎ ।
ময়াপি সংকৃতাঃ সর্বে যথাহং রাজসত্তম ॥৩৬

যজ্ঞিয়ঞ্চ কৃতং সর্বং পুরুষৈঃ সুসমাহিতৈঃ ।
নির্যাতু চ ভবান্ যষ্টুং যজ্ঞায়তনমন্তিকাৎ ॥৩৭

সর্বকামৈরুপহৃতৈরুপেতং বৈ সমন্ততঃ ।
দ্রষ্টুমর্হসি রাজেন্দ্র মনসেব বিনির্মিতম্ ॥৩৮

তারপর ঐ সকল আয়োজিত বস্তু দেখিয়া দ্বিজশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ-ঋষি প্রীত হইলেন এবং সকলকে বলিলেন,—তোমরা কেহই অবজ্ঞা কিংবা অবহেলা করিয়া কাহাকেও দান করিও না। অবজ্ঞাপূর্বক দান করিলে ঐ দান দাতাকে বিনাশ করে—ইহাতে সন্দেহ নাই। অনন্তর কয়েকদিন পরেই নিমন্ত্রিত নরপতিগণ মহারাজ দশরথকে উপহার দিবার জন্য প্রচুর রত্নাদি লইয়া অযোধ্যায় উপস্থিত হইলেন। তখন আনন্দিত বশিষ্ঠদেব মহারাজকে বলিলেন,—নরোত্তম ! আপনার শাসনানুসারে নরপতিবৃন্দ আসিয়াছেন। রাজশ্রেষ্ঠ ! আমি ঐ সকল নরপতির উচিত অভ্যর্থনা করিয়াছি। সুদক্ষ ভৃত্যগণ প্রয়োজনীয় যজ্ঞসামগ্রী সংগ্রহ করিয়াছে। অতএব আপনি যজ্ঞে দীক্ষিত হইবার জন্য যজ্ঞভূমির নিকটে গমন করুন ।৩৩-৩৭

রাজেন্দ্র ! যজ্ঞস্থলের সর্বত্রই নানাবিধ কাম্যবস্তু স্থাপিত হইয়াছে। দেখিলেই মনে হইবে—যেন কল্পনা দ্বারা নির্মাণ করা হইয়াছে। আপনি স্বয়ং প্রত্যক্ষ করুন ।৩৮

পাঠান্তর :—(ক) স্বয়মেব হি ধর্মাত্মা প্রযাতো—।

তথা বসিষ্ঠবচনাদৃষ্যশৃঙ্গস্য চোভয়োঃ।
দিবসে শুভনক্ষত্রে নির্যাতো জগতীপতিঃ ॥৩৯

ততো বসিষ্ঠপ্রমুখাঃ সর্ব এব দ্বিজোত্তমাঃ।
ঋষ্যশৃঙ্গং পুরস্কৃত্য যজ্ঞকর্মারভংস্তদা ॥৪০

অনন্তর মহীপতি দশরথ বশিষ্ঠ ও ঋষ্যশৃঙ্গের সম্মতি লইয়া শুভনক্ষত্রযুক্ত দিবসে অযোধ্যাপুরী হইতে যজ্ঞস্থলে গমন করিলেন।৩৯

বশিষ্ঠ প্রভৃতি ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণ ঋষ্যশৃঙ্গকে অগ্রণী

যজ্ঞবাটং গতাঃ সর্বে যথাশাস্ত্রং যথাবিধি।
শ্রীমাংশ্চ সহপত্নীভী রাজা দীক্ষামুপাবিশৎ ॥৪১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে ত্রয়োদশঃ সর্গঃ।

করিয়া শাস্ত্রানুসারে যথাক্রমে বিশাল যজ্ঞশালায় গমনপূর্বক অশ্বমেধযজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। শ্রীমান্ দশরথও মহিষীগণসহ যজ্ঞদীক্ষা গ্রহণ করিলেন।৪১।

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের
আদিকাণ্ডে ত্রয়োদশ সর্গ সমাপ্ত।

চতুর্দশঃ সর্গঃ

(দশরথস্য হয়মেধস্য বর্ণনম্, ঋষ্যশৃঙ্গাচ্চতুঃসুতভবন-বরপ্রাপ্তিঃ।)

অথ সংবৎসরে পূর্ণে তস্মিন্ প্রাপ্তে তুরঙ্গমে
সরয্বাশ্চোত্তরে তীরে রাজ্ঞো যজ্ঞোঽভ্যবর্তত ॥১
অশ্বমেধে মহাযজ্ঞে রাজ্ঞোঽস্য সুমহাত্মনঃ ॥২
কর্ম কুর্বন্তি বিধিবদ্ যাজকা বেদপারগাঃ।
যথাবিধি যথান্যায়ং পরিক্রামন্তি শাস্ত্রতঃ ॥৩
প্রবর্গ্যং শাস্ত্রতঃ কৃত্বা তথৈবোপসদং দ্বিজাঃ।
চক্রুশ্চ বিধিবৎ সর্বমধিকং কর্ম শাস্ত্রতঃ ॥৪

অভিপূজ্য তদা হৃষ্টাঃ সর্বে চক্রুর্যথাবিধি।
প্রাতঃসবনপূর্বাণি কর্মাণি মুনিপুঙ্গবাঃ ॥৫
ঐন্দ্রশ্চ বিধিবদ্দত্তো রাজা চাভিষুতোঽনঘঃ।
মাধ্যন্দিনঞ্চ সবনং প্রাবর্তত যথাক্রমম্ ॥৬
তৃতীয়সবনঞ্চৈব রাজ্ঞোঽস্য সুমহাত্মনঃ।
চক্রুস্তে শাস্ত্রতো দৃষ্ট্বা যথা ব্রাহ্মণপুঙ্গবাঃ ॥৭
আহ্বয়াঞ্চক্রিরে তত্র শক্রাদীন্ বিবুধোত্তমান্।

চতুর্দশ সর্গ।

[রাজা দশরথের অশ্বমেধযজ্ঞের বর্ণন ও ঋষ্যশৃঙ্গের নিকট হইতে তাহার চারিটি পুত্রলাভের বরপ্রাপ্তি]।

অনন্তর সংবৎসর পূর্ণ হইলে একবৎসর পূর্বে মুক্ত যজ্ঞীয় অশ্বটি ফিরিয়া আসিল। তখন সরযূর উত্তরতীরে মহারাজের অশ্বমেধযজ্ঞ আরম্ভ হইল।১

মহাত্মা দশরথের এই অশ্বমেধনামক মহাযজ্ঞে বিপ্রশ্রেষ্ঠগণ ঋষ্যশৃঙ্গকে অগ্রে রাখিয়া অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন।২

বেদবিৎ যাজকগণ বিধিপূর্বক মীমাংসাশাস্ত্রানুসারে যথাক্রমে যথাসময়ে সকল কর্ম করিতে লাগিলেন, এবং যজ্ঞকর্মনিষ্পাদনের জন্য যথানিয়মে ইতস্ততঃ গমনাগমন করিতে লাগিলেন।৩

ঐ ব্রাহ্মণগণ শাস্ত্রানুসারে প্রবর্গ্যনামক কর্ম সম্পন্ন করিয়া উপসদনামক কর্মটি সম্পন্ন করিলেন। তারপর শাস্ত্রোক্ত অন্যান্য কর্মসমূহেরও বিধিমত অনুষ্ঠান করিলেন।৪

অনন্তর মুনিগণ পূর্বোক্ত কর্মসমূহের অধিপতি দেবতাগণের পূজা করিয়া আনন্দিত মনে প্রাতঃসবন প্রভৃতি ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন।৫

প্রথমেই ব্রাহ্মণবৃন্দ ইন্দ্রের উদ্দেশে পাপঘ্ন আহুতি দান করিলেন এবং প্রস্তর দ্বারা পেষণ করিয়া সোমলতার রস বাহির করিলেন। পরে যথাক্রমে মাধ্যন্দিন-সবন

ঋষ্যশৃঙ্গাদয়ো মন্ত্রৈঃ শিক্ষাক্ষরসমন্বিতৈঃ ॥৮
গীতিভির্মধুরৈঃ স্নিগ্ধৈর্মন্ত্রাহ্বানৈর্যথার্হতঃ।
হোতারো দদুরাবাহ্য হবির্ভাগান্ দিবৌকসাম্ ॥৯
ন চাহুতমভূত্তত্র স্খলিতং বা ন কিঞ্চন।
দৃশ্যতে ব্রহ্মবৎ সর্বং ক্ষেমযুক্তং হি চক্রিরে ॥১০
ন তেষ্বহঃসু শ্রান্তো বা ক্ষুধিতো বা ন দৃশ্যতে।
নাবিদ্বান্ ব্রাহ্মণঃ কশ্চিন্নাশতানুচরস্তথা ॥১১
ব্রাহ্মণা ভুঞ্জতে নিত্যং নাথবন্তশ্চ ভুঞ্জতে।
তাপসা ভুঞ্জতে চাপি শ্রমণাশ্চৈব ভুঞ্জতে ॥১২
বৃদ্ধাশ্চ ব্যাধিতাশ্চৈব স্ত্রীবালাশ্চ তথৈব চ।
অনিশং ভুঞ্জমানানাং ন তৃপ্তিরুপলভ্যতে ॥১৩

অর্থাৎ মধ্যদিবসের যাগ অনুষ্ঠান করিয়া তৃতীয়-সবনও সম্পন্ন করিলেন। মহারাজ দশরথের এই সকল কর্ম শাস্ত্রানুসারেই সম্পন্ন হইল।৬-৭

ঋষ্যশৃঙ্গ প্রভৃতি যাজ্ঞিকগণ শিক্ষাশাস্ত্রোক্ত উচ্চারণ-রীতি অনুসারে মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া ইন্দ্রাদি দেবতাগণকে আহ্বান করিলেন। সামবেদোক্ত সুমধুর স্নিগ্ধ যথাযোগ্য মন্ত্রের দ্বারা দেবতাগণকে আবাহন করা হইলে আহুতি-দানকারী ঋত্বিকসমূহ দেবতার নিজ নিজ যজ্ঞাংশ হবিঃ প্রদান করিলেন।৮-৯

এই মহাযজ্ঞে শাস্ত্রানুসারে সকল কর্ম অনুষ্ঠিত হওয়ায় অবৈধভাবে আহুতিদান হয় নাই এবং কোন-প্রকার ত্রুটিও হয় নাই। মন্ত্রপূত সকলকার্য্যই মঙ্গলপূর্ণ হইয়াছিল।১০

যজ্ঞানুষ্ঠানরত ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কাহাকেও দিবাভাগে শ্রান্ত বা ক্ষুধার্ত্ত হইতে দেখা যায় নাই। তাঁহাদের মধ্যে কেহই অবিদ্বান্ ছিলেন না এবং একশত অনুচর নাই এমন কেহও ছিলেন না।১১

অশ্বমেধযাগের সময় ঐ স্থানে ব্রাহ্মণগণ, ক্ষত্রিয়গণ, বৈশ্যগণ, শূদ্রগণ, ব্রহ্মচারিগণ ও সন্ন্যাসিগণ প্রতিদিন ভোজন করিতে লাগিল।১২

বৃদ্ধ, রুগ্ন, স্ত্রী ও বালকগণও প্রতিদিন ঐভাবে ভোজন করিত। অবিরাম ভোজনাদি চলিতে থাকিলেও ভোজ্যদ্রব্যের উৎকৃষ্টতার জন্য কাহারও অরুচি বা অনিচ্ছা হয় নাই।১৩

দীয়তাং দীয়তামন্নং বাসাংসি বিবিধানি চ।
ইতি সঞ্চোদিতাস্তত্র তথা চক্রুরনেকশঃ ॥১৪
অন্নকূটাশ্চ দৃশ্যন্তে বহবঃ পর্বতোপমাঃ।
দিবসে দিবসে তত্র সিদ্ধস্য বিধিবত্তদা ॥১৫
নানাদেশাদনুপ্রাপ্তাঃ পুরুষাঃ স্ত্রীগণাস্তথা।
অন্নপানৈঃ সুবিহিতাস্তস্মিন্ যজ্ঞে মহাত্মনঃ ॥১৬
অন্নং হি বিধিবৎ স্বাদু প্রশংসন্তি দ্বিজর্ষভাঃ।
অহো তৃপ্তাঃ স্ম ভদ্রং তে ইতি শুশ্রাব রাঘবঃ ॥১৭
স্বলঙ্কৃতাশ্চ পুরুষা ব্রাহ্মণান্ পর্য্যবেষয়ন্।
উপাসতে চ তানন্যে সুমৃষ্টমণিকুণ্ডলাঃ ॥১৮
কর্মান্তরে তদা বিপ্রা হেতুবাদান্ বহূনপি।

'নানাবিধ অন্ন ও বস্ত্র দান কর' এইরূপ নির্দেশ প্রাপ্ত হইয়া পরিবেষণকারী ব্যক্তিগণ নির্দেশানুসারে কার্য্য করিতেছিল।১৪

রন্ধনশাস্ত্রবিহিত প্রক্রিয়া অনুসারে প্রস্তুত অন্ন প্রভৃতির স্তূপসমূহ পর্বতাকারের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছিল। মহাত্মা দশরথের ঐ যজ্ঞে নানাদেশ হইতে আগত নরনারীগণ প্রচুর অন্ন-পানাদির দ্বারা তৃপ্তিলাভ করিয়াছিল। ভোজনকালে ব্রাহ্মণবৃন্দ সুন্দরভাবে প্রস্তুত সুস্বাদু ভোজ্য অন্নাদির প্রশংসা করিতেছিলেন। 'আমরা তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। মহারাজ! আপনার জয় হউক' ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক পুনঃ পুনঃ কথিত এইরূপ প্রশংসাদিসূচক বাক্য দশরথ শ্রবণ করিয়াছিলেন।১৫-১৭

অলঙ্কার-পরিধানকারী পুরুষগণ ব্রাহ্মণদিগকে পরিবেষণ করিতেছিল। অন্যান্য ব্যক্তিগণ উজ্জ্বলমণিময় কুণ্ডল ধারণ করিয়া পরিবেষণকারীদিগকে সাহায্য করিতেছিল।১৮

সুবক্তা ধীর ব্রাহ্মণগণ এক একটি কার্য্য সমাপ্তির পর অপর কার্য্যের আরম্ভের পূর্বে পরস্পরকে পরাজিত করিবার ইচ্ছায় নানাপ্রকার হেতু উল্লেখপূর্বক শাস্ত্রীয় বিচার করিতেছিলেন।১৯

প্রাহুঃ সুবাগ্মিনো ধীরাঃ পরস্পরজিগীষয়া ॥১৯
দিবসে দিবসে তত্র সংস্তরে কুশলা দ্বিজাঃ।
সর্বকর্মাণি চক্রুস্তে যথাশাস্ত্রং প্রচোদিতাঃ ॥২০
নাষড়ঙ্গবিদত্রাসীন্নাব্রতো নাবহুশ্রুতঃ।
সদস্যাস্তস্য বৈ রাজ্ঞো নাবাদকুশলা দ্বিজাঃ ॥২১
প্রাপ্তে যূপোচ্ছ্রয়ে তস্মিন্ ষড়্ বৈল্বাঃ খাদিরাস্তথা।
তাবন্তো বিল্বসহিতাঃ পর্ণিনশ্চ তথা পরে ॥২২
শ্লেষ্মাতকময়ো দিষ্টো দেবদারুময়স্তথা।
দ্বাবেব তত্র বিহিতৌ বাহুব্যস্তপরিগ্রহৌ ॥২৩
কারিতাঃ সর্ব এবৈতে শাস্ত্রজ্ঞৈর্যজ্ঞকোবিদৈঃ।
শোভার্থং তস্য যজ্ঞস্য কাঞ্চনালঙ্কৃতাভবন্ ॥২৪
একবিংশতিযূপাস্তে একবিংশত্যরত্নয়ঃ।
বাসোভিরেকবিংশদ্ভিরেকৈকং সমলঙ্কৃতাঃ ॥২৫
বিন্যস্তা বিধিবৎ সর্বে শিল্পিভিঃ সুকৃতা দৃঢ়াঃ।
অষ্টাশ্রয়ঃ সর্ব এব শ্লক্ষ্ণরূপসমন্বিতাঃ ॥২৬

যজ্ঞকর্মনিপুণ ব্রাহ্মণেরা শাস্ত্রানুসারে প্রবৃত্ত হইয়া প্রত্যহ যজ্ঞের সকলকার্য্য করিতে লাগিলেন।২০

যিনি শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ—এই ষড়ঙ্গসহিত বেদাধ্যয়ন করেন নাই, যিনি ব্রতপরায়ণ ও বহুশাস্ত্রজ্ঞ নহেন, এবং যাঁহার শাস্ত্রবিচারনৈপুণ্য নাই—এইরূপ কোন ব্রাহ্মণ মহারাজ দশরথের যজ্ঞে ব্রতী বা সদস্য হন নাই।২১

প্রারব্ধ অশ্বমেধযজ্ঞে যূপস্থাপনকালে শাস্ত্রজ্ঞ ও যজ্ঞকার্য্যকুশল ব্যক্তিগণের তত্ত্বাবধানে বিল্বকাষ্ঠ-নির্মিত ছয়টি, খদিরকাষ্ঠনির্মিত ছয়টি, পলাশকাষ্ঠনির্মিত ছয়টি, শ্লেষ্মাতকের (বৌহারের) একটি এবং প্রসারিতবাহুর মত দীর্ঘ দেবদারুনির্মিত দুইটি যূপকে যজ্ঞের শোভাবৃদ্ধির জন্য সুবর্ণে ভূষিত করা হইল। ঐ একবিংশতিসংখ্যক যূপগুলির প্রত্যেকটিই একবিংশতি অরত্নি-পরিমিত। অষ্টকোণবিশিষ্ট মসৃণ যূপগুলি পরিমাণানুরূপ বস্ত্রে আচ্ছাদিত হইয়া বিধিমত স্থাপিত হইল। শিল্পিগণ দৃঢ়ভাবে প্রোথিত করিলে পর বস্ত্র, গন্ধ ও পুষ্প প্রভৃতির দ্বারা পূজিত হইয়া স্বর্গে দীপ্তিমান্ সপ্তর্ষিদের মত শোভা পাইতে লাগিল।২২-২৭

আচ্ছাদিতাস্তে বাসোভিঃ পুষ্পৈর্গন্ধৈশ্চ পূজিতাঃ।
সপ্তর্ষয়ো দীপ্তিমন্তো বিরাজন্তে যথা দিবি ॥২৭
ইষ্টকাশ্চ যথান্যায়ং কারিতাশ্চ প্রমাণতঃ।
চিতোঽগ্নির্ব্রাহ্মণৈস্তত্র কুশলৈঃ শিল্পকর্মণি ॥২৮
স চিত্যো রাজসিংহস্য সঞ্চিতঃ কুশলৈর্দ্বিজৈঃ।
গরুড়ো রুক্মপক্ষো বৈ ত্রিগুণোঽষ্টাদশাত্মকঃ ॥২৯
নিযুক্তাস্তত্র পশবস্তত্তদুদ্দিশ্য দৈবতম্।
উরগাঃ পক্ষিণশ্চৈব যথাশাস্ত্রং প্রচোদিতাঃ ॥৩০
শামিত্রে তু হয়স্তত্র তথা জলচরাশ্চ যে।
ঋষিভিঃ (ক) সর্বমেবৈতন্নিযুক্তং শাস্ত্রতস্তদা ॥৩১
পশূনাং ত্রিশতং তত্র যূপেষু নিয়তং তদা।
অশ্বরত্নোত্তমং তত্র রাজ্ঞো দশরথস্য হ ॥৩২
কৌসল্যা তং হয়ং তত্র পরিচর্য্য সমন্ততঃ।
কৃপাণৈর্বিশশাসৈনং ত্রিভিঃ পরময়া মুদা ॥৩৩
পতত্রিণা তদা সার্ধং সুস্থিতেন চ চেতসা।

শিল্পকার্য্যে নৈপুণ্য থাকায় ব্রাহ্মণগণ নিজেরাই শাস্ত্রানুসারে নির্মিত ইষ্টকের দ্বারা অগ্নিকুণ্ড নির্মাণ করিয়াছিলেন।২৮

কুণ্ডনির্মাণকুশল ব্রাহ্মণগণকর্তৃক নির্মিত ঐ অগ্নিকুণ্ড গরুড়ের ন্যায় ত্রিকোণাকৃতি ও সুবর্ণপক্ষযুক্ত এবং অষ্টাদশ প্রস্তারযোগ্য হইল।২৯

যজ্ঞস্থলে শাস্ত্রীয় বিধানানুসারে দেবগণের উদ্দেশে নানাবিধ সর্প, পক্ষী, অশ্ব ও জলচরপ্রাণী পূর্বোক্ত যূপ-সমূহে নিবদ্ধ হইয়াছিল। যখন শামিত্র-নামক কর্মের সময় উপস্থিত হইল, তখন ঋষিগণ শাস্ত্রানুসারে নির্দিষ্ট বলি প্রদান করিলেন।৩০-৩১

পূর্বোক্ত যূপকাষ্ঠসমূহে তিনশত পশু ও মহারাজ দশরথের অশ্বরত্নটি নিবদ্ধ হইয়াছিল।৩২

প্রধানমহিষী কৌশল্যা প্রসন্নচিত্তে অশ্বটির পরিচর্য্যা করিয়া তিনবার খড়্গপ্রহারের দ্বারা ছেদন করিলেন।৩৩

তারপর তিনি ধর্মপ্রাপ্তির জন্য পক্ষবিশিষ্ট ঐ

পাঠান্তর:—(ক) ঋত্বিগ্‌ভিঃ—।

অবসদ্ রজনীমেকাং কৌসল্যা ধর্মকাম্যয়া ॥৩৪
হোতাঽধ্বর্য্যুস্তথোদ্গাতা হয়েন সমযোজয়ন্।
মাহিষ্যা পরিবৃত্ত্যাথ বাবাতামপরাং তথা ॥৩৫
পতত্রিণস্তস্য বপামুদ্ধৃত্য নিয়তেন্দ্রিয়ঃ।
ঋত্বিক্ পরমসম্পন্নঃ শ্রপয়ামাস শাস্ত্রতঃ ॥৩৬
ধূমগন্ধং বপায়াস্তু জিঘ্রতি স্ম নরাধিপঃ।
যথাকালং যথান্যায়ং নির্ণুদন্ পাপমাত্মনঃ ॥৩৭
হয়স্য যানি চাঙ্গানি তানি সর্বাণি ব্রাহ্মণাঃ।
অগ্নৌ প্রাস্যন্তি বিধিবৎ সমস্তাঃ ষোড়শর্ত্বিজঃ ॥৩৮
প্লক্ষশাখাসু যজ্ঞানামন্যেষাং ক্রিয়তে হবিঃ।
অশ্বমেধস্য যজ্ঞস্য বৈতসো ভাগ ইষ্যতে ॥৩৯
ত্র্যহোঽশ্বমেধঃ সংখ্যাতঃ কল্পসূত্রেণ ব্রাহ্মণৈঃ।
চতুষ্টোমমহস্তস্য প্রথমং পরিকল্পিতম্ ॥৪০
উক্থ্যং দ্বিতীয়ং সংখ্যাতমতিরাত্রং তথোত্তরম্।
কারিতাস্তত্র বহবো বিহিতাঃ শাস্ত্রদর্শনাৎ ॥৪১
জ্যোতিষ্টোমায়ুষী চৈবমতিরাত্রৌ চ নির্মিতৌ।
অভিজিদ্ বিশ্বজিচ্চৈবমপ্তোর্যামৌ মহাক্রতুঃ ॥৪২
প্রাচীং হোত্রে দদৌ রাজা দিশং স্বকুলবর্ধনঃ।
অধ্বর্য্যবে প্রতীচীং তু ব্রহ্মণে দক্ষিণাং দিশম্ ॥৪৩
উদ্গাত্রে তু তথোদীচীং দক্ষিণৈষা বিনির্মিতা।
অশ্বমেধে মহাযজ্ঞে স্বয়ম্ভুবিহিতে পুরা ॥৪৪
ক্রতুং সমাপ্য তু তদা ন্যায়তঃ পুরুষর্ষভঃ।
ঋত্বিগ্‌ভ্যো হি দদৌ রাজা ধরাং তাং কুলবর্ধনঃ ॥৪৫
এবং দত্ত্বা প্রহৃষ্টোঽভূচ্ছ্রীমানিক্ষ্বাকুনন্দনঃ।
ভগবানেব মহীং কৃৎস্নামেকো রক্ষিতুমর্হতি ॥
ন ভূম্যা কার্য্যমস্মাকং ন হি শক্তাঃ স্ম পালনে ॥৪৭

মৃত অশ্বের সহিত সেই স্থানে একরাত্রি যাপন করিলেন।৩৪

অনন্তর হোতা, অধ্বর্য্যু ও উদ্গাতা আদি ঋত্বিক্ রাজমহিষী এবং বৈশ্যজাতীয়া ও শূদ্রজাতীয়া পত্নীকে অশ্বের সহিত মিলিত করিলেন।৩৫

বৈদিককর্মকুশল সংযতেন্দ্রিয় ঋত্বিক্ পক্ষবিশিষ্ট ঐ অশ্বের বপা (চন্দ্রনামক একপ্রকার মেদ) উদ্ধরণ করিয়া পাক করিলেন।৩৬

তখন মহারাজ দশরথ নিজপাপনাশের জন্য শাস্ত্রানুসারে বপার ধূমগন্ধ আঘ্রাণ করিতে লাগিলেন।৩৭

তারপর ষোলজন ঋত্বিক্ সমবেতভাবে অশ্বের যজ্ঞযোগ্য অঙ্গ লইয়া অগ্নিতে আহুতি দিতে লাগিলেন।৩৮

অন্যান্য যজ্ঞে প্লক্ষশাখায় স্থাপিত করিয়া হবির্ভাগ আহুতি দিতে হয়, কিন্তু অশ্বমেধযজ্ঞে ঐ হবির্ভাগ বেতসকটে আহুতি দিতে হয়।৩৯

ব্রাহ্মণগণ কল্পসূত্রে ব্যবস্থাপিত করিয়াছেন যে, অশ্বমেধযজ্ঞে তিনদিন সবনক্রিয়া কর্তব্য। এইজন্য প্রথমদিনে অগ্নিষ্টোম, দ্বিতীয়দিনে উক্থ ও তৃতীয়দিনে অতিরাত্র-সবন যথাবিধি অনুষ্ঠিত হইল। অনন্তর জ্যোতিষ্টোম, আয়ুষ্টোম, অতিরাত্র, অভিজিৎ, বিশ্বজিৎ ও আপ্তোর্যাম—এই সকল বেদোক্ত যজ্ঞসমূহের শাস্ত্রোক্ত রীতিতে অনুষ্ঠান করা হইল। ইহাদের মধ্যে অতিরাত্র ও আপ্তোর্যামনামক যজ্ঞ দুইটি দুইবার অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।৪০-৪২

তারপর ইক্ষ্বাকুকুলবর্ধন দশরথ দক্ষিণাদানকালে হোতাকে পূর্বদিক্, অধ্বর্য্যুকে পশ্চিমদিক্, ব্রহ্মাকে দক্ষিণদিক্ ও উদ্গাতাকে উত্তরদিক্ দক্ষিণাস্বরূপ দান করিলেন, যেহেতু পূর্বকালে ব্রহ্মা অশ্বমেধযজ্ঞের এইরূপ দক্ষিণারই বিধান করিয়াছিলেন।৪৩ ৪৪

এইভাবে যজ্ঞ সমাপ্ত করিয়া নরশ্রেষ্ঠ দশরথ অন্যান্য ঋত্বিগ্‌দিগকে সমস্ত পৃথিবী দক্ষিণারূপে দান করিলেন।৪৫

দক্ষিণাদান সম্পন্ন হইলে ইক্ষ্বাকুনন্দন দশরথ অতিশয় আনন্দিত হইলেন। সেই সময় ঋত্বিক্‌সমূহ নিষ্পাপ নরপতিকে বলিতে লাগিলেন,—মহারাজ! আপনি একাকী এই সম্পূর্ণ পৃথিবীকে রক্ষা করিতে সমর্থ। আমাদের পৃথিবীগ্রহণের প্রয়োজন নাই। আমরা পৃথিবীর পালনে অসমর্থ। রাজন্! আমরা সর্বদা

রতাঃ স্বাধ্যায়করণে বয়ং নিত্যং হি ভূমিপ।
নিষ্ক্রয়ং কিঞ্চিদেবেহ প্রযচ্ছতু ভবানিতি ॥৪৮
মণিরত্নং সুবর্ণং বা গাবো যদ্ বা সমুদ্যতম্।
তৎ প্রযচ্ছ নৃপশ্রেষ্ঠ ধরণ্যা ন প্রয়োজনম্ ॥৪৯
এবমুক্তো নরপতির্ব্রাহ্মণৈর্বেদপারগৈঃ।
গবাং শত সহস্রাণি দশ তেভ্যো দদৌ নৃপঃ ॥৫০
দশকোটিং সুবর্ণস্য রজতস্য চতুর্গুণম্।
ঋত্বিজস্তু ততঃ সর্বে প্রদদুঃ সহিতা বসু ॥৫১
ঋষ্যশৃঙ্গায় মুনয়ে বসিষ্ঠায় চ ধীমতে।
ততস্তে ন্যায়তঃ কৃত্বা প্রবিভাগং দ্বিজোত্তমাঃ ॥৫২
সুপ্রীতমনসঃ সর্বে প্রত্যূচুর্মুদিতা ভৃশম্।
ততঃ প্রসর্পকেভ্যস্তু হিরণ্যং সুসমাহিতঃ ॥৫৩
জাম্বূনদং কোটিসংখ্যং ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ তদা।
দরিদ্রায় দ্বিজায়াথ হস্তাভরণমুত্তমম্ ॥৫৪
কস্মৈচিদ্ যাচমানায় দদৌ রাঘবনন্দনঃ।
ততঃ প্রীতেষু বিধিবদ্দ্বিজেষু দ্বিজবৎসলঃ ॥৫৫
প্রণামমকরোত্তেষাং হর্ষ-ব্যাকুলিতেন্দ্রিয়ঃ।
তস্যাশিষোঽথ বিবিধা ব্রাহ্মণৈঃ সমুদাহৃতাঃ ॥৫৬
উদারস্য নৃবীরস্য ধরণ্যাং পতিতস্য চ।
ততঃ প্রীতমনা রাজা প্রাপ্য যজ্ঞমনুত্তমম্ ॥৫৭
পাপাপহং স্বর্নয়নং দুস্তরং পার্থিবর্ষভৈঃ।
ততোঽব্রবীদৃষ্যশৃঙ্গং রাজা দশরথস্তদা ॥৫৮
কুলস্য বর্ধনং তত্তু কর্ত্তুমর্হসি সুব্রত।
তথেতি চ স রাজানমুবাচ দ্বিজসত্তমঃ।
ভবিষ্যন্তি সুতা রাজংশ্চত্বারস্তে কুলোদ্বহাঃ ॥৫৯
স তস্য বাক্যং মধুরং নিশম্য
প্রণম্য তস্মৈ প্রযতো নৃপেন্দ্রঃ।
জগাম হর্ষং পরমং মহাত্মা
তমৃষ্যশৃঙ্গং পুনরপ্যুবাচ ॥৬০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে চতুর্দশঃ সর্গঃ।

বেদাধ্যয়নে নিরত থাকি। অতএব এই পৃথিবীর যৎকিঞ্চিৎ মূল্য আপনি আমাদিগকে প্রদান করুন।৪৬-৪৮

মণি, রত্ন, স্বর্ণ, গোধনাদি যাহা সম্ভব হয়, তাহাই প্রদান করুন, আমাদের পৃথিবীর প্রয়োজন নাই।৪৯

বেদবিৎ বিপ্রবর্গ এইরূপ বলিলে মাহারাজ দশরথ তাঁহাদিগকে দশলক্ষ ধেনু, দশকোটি সুবর্ণ ও সুবর্ণের চতুর্গুণ অর্থাৎ চল্লিশকোটি রজত দান করিলেন। ব্রাহ্মণেরা নিজ নিজ নির্দিষ্ট ভাগ পাইবার জন্য ঐ সকল দ্রব্য ঋষি ঋষ্যশৃঙ্গ ও বুদ্ধিমান্ বশিষ্ঠ-মহর্ষির নিকট উপস্থাপিত করিলেন। তারপর নিজ নিজ ভাগ প্রাপ্ত হইয়া ব্রাহ্মণগণ হৃষ্টচিত্তে দশরথকে বলিলেন,—মহারাজ! আমরা পরম সন্তুষ্ট হইয়াছি। অনন্তর দশরথ একাগ্রচিত্ত হইয়া অভ্যাগত ব্রাহ্মণগণকে কোটি সুবর্ণ দান করিলেন। অবশেষে একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ আসিয়া প্রার্থী হইলে রাজা ঐ ব্রাহ্মণকে উত্তম হস্তাভরণ দান করিলেন। এইভাবে সকলব্রাহ্মণ বিশেষ পরিতুষ্ট হইলে পর ব্রাহ্মণবৎসল রাজা আনন্দবিচলিতচিত্তে ব্রাহ্মণগণকে প্রণাম করিলেন। তাঁহারাও উদারপ্রকৃতি এবং ভূমিতে প্রণাম-পরায়ণ ভূপতিকে বহুবিধ আশীর্বাদ করিলেন। অন্যান্য প্রধান-নরপতিগণের পক্ষে দুঃসাধ্য পাপবিনাশকারী ও স্বর্গপ্রদ এই অত্যুত্তম অশ্বমেধযজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া রাজা অতিশয় প্রীত হইলেন। অনন্তর ঋষ্যশৃঙ্গের নিকট যাইয়া দশরথ বলিলেন,—হে সুব্রত! যাহাতে আমার বংশরক্ষা হয়, আপনি সেইরূপ কর্মের অনুষ্ঠান করুন। দ্বিজশ্রেষ্ঠ ঋষ্যশৃঙ্গ 'তথাস্তু' বলিয়া দশরথের বাক্যে সম্মতিপ্রকাশ করিয়া বলিলেন,—মহারাজ! আপনার বংশরক্ষাকারী চারিটি পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে। সংযতচিত্ত নরপতি ঋষ্যশৃঙ্গের এইরূপ মধুর বচন শুনিয়া তাঁহাকে প্রণামপূর্বক অতিশয় প্রীতিলাভ করিলেন, এবং মহাত্মা দশরথ পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন,—আপনি সেই কর্ম করুন, যাহাতে আমার বংশরক্ষা হয়।৫০-৬০

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের আদিকাণ্ডে চতুর্দশ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চদশঃ সর্গঃ।

(ঋষ্যশৃঙ্গেন দশরথস্য পুত্রেষ্টিবিধানম্। দেবৈ রাবণবধার্থং ব্রহ্মণঃ সমীপে প্রার্থনা। ব্রহ্মণা দশরথগৃহেঽবতীর্য্য রাবণং জহীতি বিষ্ণুসমীপে প্রার্থনা।)

মেধাবী তু ততো ধ্যাত্বা স কিঞ্চিদিদমুত্তরম্।
লব্ধসংজ্ঞস্ততস্তং তু বেদজ্ঞো নৃপমব্রবীৎ ॥১
ইষ্টিং তেঽহং করিষ্যামি পুত্রীয়াং পুত্রকারণাৎ।
অথর্বশিরসি প্রোক্তৈর্মন্ত্রৈঃ সিদ্ধাং বিধানতঃ ॥২
ততঃ প্রাক্রমদিষ্টিং তাং পুত্রীয়াং পুত্রকারণাৎ।
জুহাবাগ্নৌ চ তেজস্বী মন্ত্রদৃষ্টেন কর্মণা ॥৩
ততো দেবাঃ সগন্ধর্বাঃ সিদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ।
ভাগপ্রতিগ্রহার্থং বৈ সমবেতা যথাবিধি ॥৪
তাঃ সমেত্য যথান্যায়ং তস্মিন্ সদসি দেবতাঃ।
অব্রুবঁল্লোককর্তারং ব্রহ্মাণং বচনং ততঃ ॥৫

ভগবংস্তৎপ্রসাদেন রাবণো নাম রাক্ষসঃ।
সর্বান্নো বাধতে বীর্য্যাচ্ছাসি তু তং ন শক্নুমঃ ॥৬
ত্বয়া তস্মৈ বরো দত্তঃ প্রীতেন ভগবংস্তদা।
মানয়ন্তশ্চ তন্নিত্যং সর্বং তস্য ক্ষমামহে ॥৭
উদ্বেজয়তি লোকাংস্ত্রীনুচ্ছ্রিতান্ দ্বেষ্টি দুর্মতিঃ।
শক্রং ত্রিদশরাজানং প্রধর্ষয়িতুমিচ্ছতি ॥৮
ঋষীন্ যক্ষান্ সগন্ধর্বান্ ব্রাহ্মণানসুরাংস্তথা।
অতিক্রামতি দুর্ধর্ষো বরদানেন মোহিতঃ ॥৯
নৈনং সূর্য্যঃ প্রতপতি পার্শ্বে বাতি ন মারুতঃ।
চলোর্মিমালী তং দৃষ্ট্বা সমুদ্রোঽপি ন কম্পতে ॥১০

পঞ্চদশ সর্গ

[ঋষ্যশৃঙ্গকর্তৃক রাজা দশরথের পুত্রেষ্টিযজ্ঞবিধান, দেবগণকর্তৃক রাবণবধের জন্য ব্রহ্মার নিকট প্রার্থনা এবং 'দশরথের গৃহে অবতীর্ণ হইয়া রাবণকে বধ করুন' এইরূপে বিষ্ণুর নিকট ব্রহ্মার প্রার্থনা।]

মেধাবী বেদবিৎ ঋষ্যশৃঙ্গ কিছুক্ষণ যাবৎ সমাধিস্থ হইয়া নিজকর্তব্যবিষয়ে চিন্তা করিলেন এবং সমাধিভঙ্গের পর মহারাজ দশরথকে বলিলেন,—রাজন্! আমি আপনার পুত্রপ্রাপ্তির জন্য অথর্ববেদোক্ত মন্ত্রের দ্বারা যথাবিধি পুত্রেষ্টি-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব।১-২

এইরূপ বলিয়া ঋষ্যশৃঙ্গ মহারাজের পুত্রলাভের জন্য পুত্রেষ্টিযাগ আরম্ভ করিলেন এবং তেজস্বী ঋষি বেদোক্ত মন্ত্রের দ্বারা অগ্নিতে আহুতিদান করিতে লাগিলেন।৩

তখন গন্ধর্বগণের সহিত দেবতাগণ, সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ নিজ নিজ যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিবার জন্য যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইলেন।৪

যজ্ঞসভায় সমবেত দেবতাগণ যথানিয়মে অগ্রসর হইয়া ব্রহ্মার নিকট গমনপূর্বক সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাকে বলিলেন,—ভগবন্! আপনার প্রসন্নতা লাভ করিয়া রাবণনামক রাক্ষস বলপ্রয়োগের দ্বারা আমাদিগকে ব্যথিত করিতেছে। আমরা তাহাকে শাসন করিতে পারিতেছি না। ভগবন্! আপনি তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া বরপ্রদান করিয়াছেন। আমরা তাহা মান্য করিয়া তাহার সকল দৌরাত্ম্য সহ্য করিতেছি।৫-৭

ঐ দুরাত্মা রাবণ স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল এই তিনলোককেই উদ্বিগ্ন করিতেছে। সমৃদ্ধ ব্যক্তিদিগের প্রতি বিদ্বেষ করিতেছে। সে দেবরাজ ইন্দ্রকে নিগৃহীত করিতে ইচ্ছা করিতেছে। আপনি বরপ্রদান করায় ঐ দুর্ধর্ষ রাবণ মোহাচ্ছন্ন হইয়া ঋষি, যক্ষ, গন্ধর্ব, ব্রাহ্মণ ও অসুরদিগকে অতিক্রম করিয়াছে।৮-৯

সূর্য্য ঐ রাবণকে উত্তপ্ত করে না, বায়ু উহার পার্শ্বে বেগে প্রবাহিত হয় না। অতিচঞ্চলতরঙ্গময় সমুদ্রও রাবণকে দেখিয়া একটুও চঞ্চল হয় না অর্থাৎ তরঙ্গ-সঞ্চালন না করিয়া স্তব্ধ হইয়া যায়।১০

ঐ বিকটাকৃতি রাক্ষস হইতে আমাদের অতিশয় ভীতি উপস্থিত হইয়াছে। ভগবন্! আপনি সত্বর ঐ রাক্ষসের বিনাশের উপায় স্থির করুন।১১

তন্মহন্নো ভয়ং তস্মাদ্ রাক্ষসাদ্ ঘোরদর্শনাৎ ।
বধার্থং তস্য ভগবন্নুপায়ং কর্তুমর্হসি ॥১১
এবমুক্তঃ সুরৈঃ সর্বৈশ্চিন্তয়িত্বা ততোঽব্রবীৎ ।
হন্তায়ং বিদিতস্তস্য বধোপায়ো দুরাত্মনঃ ॥১২
তেন গন্ধর্ব-যক্ষাণাং দেবতানাঞ্চ রক্ষসাম্ ।
অবধ্যোঽস্মীতি বাগুক্তা তথেত্যুক্তঞ্চ তন্ময়া ॥১৩
নাকীর্তয়দবজ্ঞানাত্তদ্রক্ষো মানুষাংস্তদা ।
তস্মাৎ স মানুষাদ্ বধ্যো মৃত্যুর্নান্যোঽস্য বিদ্যতে ॥১৪
এতচ্ছ্রুত্বা প্রিয়ং বাক্যং ব্রহ্মণা সমুদাহৃতম্ ।
দেবা মহর্ষয়ঃ সর্বে প্রহৃষ্টাস্তেঽভবংস্তদা ॥১৫
এতস্মিন্নন্তরে বিষ্ণুরুপযাতো মহাদ্যুতিঃ ।
শঙ্খ-চক্র-গদাপাণিঃ পীতবাসা জগৎপতিঃ ॥১৬
বৈনতেয়ং সমারুহ্য ভাস্করস্তোয়দং যথা ।
তপ্তহাটককেয়ূরো বন্দ্যমানঃ সুরোত্তমৈঃ ॥১৭

দেবতাগণ ব্রহ্মাকে এইরূপ বলিলে পর তিনি কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন,—আমি দুর্বৃত্ত রাক্ষসের বিনাশের উপায় স্থির করিয়াছি ১২

'গন্ধর্ব, যক্ষ, দেবতা ও রাক্ষসগণের অবধ্য হইব' এইরূপ বর সে আমার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিল আমিও 'তথাস্তু' বলিয়া ঐরূপ বরই দিয়াছিলাম ।১৩

ঐ রাক্ষস রাবণ অবজ্ঞা করিয়া বরপ্রার্থনা-সময়ে, মানুষের উল্লেখ করে নাই। সুতরাং সে মানুষের দ্বারাই নিহত হইবে, অন্য উপায়ে উহার মৃত্যু হইতে পারে না ।১৪

ব্রহ্মার মুখ হইতে এইরূপ প্রিয়বাক্য শুনিয়া দেবতা ও ঋষি তখন অতিশয় প্রীত হইলেন ।১৫

ইত্যবসরে অপরূপ অঙ্গকান্তিমান্ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধারী পীতবসন জগদীশ্বর বিষ্ণু সেইস্থানে আগমন করিলেন ।১৬

উজ্জ্বলস্বর্ণময়বাহুভূষণধারী সকলদেববন্দিত ভগবান্ গরুড়ে আরোহণ করিয়া আসিয়াছিলেন, দেখিয়া মনে হইতেছিল যেন মেঘে আরোহণ করিয়া স্বয়ং সূর্য্যই আসিয়াছেন ।১৭

ব্রহ্মণা চ সমাগত্য তত্র তস্থৌ সমাহিতঃ ।
তমব্রুবন্ সুরাঃ সর্বে সমভিষ্টূয় সন্নতাঃ ॥১৮
ত্বাং নিয়োক্ষ্যামহে বিষ্ণো লোকানাং হিতকাম্যয়া ।
রাজ্ঞো দশরথস্য ত্বমযোধ্যাধিপতের্বিভো ॥১৯
ধর্মজ্ঞস্য বদান্যস্য মহর্ষিসমতেজসঃ ।
অস্য ভার্য্যাসু তিসৃষু হ্রী-শ্রী-কীর্ত্ত্যুপমাসু চ ॥২০
বিষ্ণো পুত্রত্বমাগচ্ছ কৃত্বাত্মানং চতুর্বিধম্ ।
তত্র ত্বং মানুষো ভূত্বা প্রবৃদ্ধং লোককণ্টকম্ ॥২১
অবধ্যং দৈবতৈর্বিষ্ণো সমরে জহি রাবণম্ ।
স হি দেবান্ সগন্ধর্বান্ সিদ্ধাংশ্চ ঋষিসত্তমান্ ॥২২
রাক্ষসো রাবণো মূর্খো বীর্য্যোদ্রেকেণ বাধতে ।
ঋষয়শ্চ ততস্তেন গন্ধর্বাপ্সরসস্তথা ॥২৩
ক্রীড়ন্তো নন্দনবনে রৌদ্রেণ বিনিপাতিতাঃ ।
বধার্থং বয়মায়াতাস্তস্য বৈ মুনিভিঃ সহ ॥২৪

ভগবান্ বিষ্ণু দশরথের যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়া দেবগণের প্রিয়কার্য্যসাধনে সঙ্কল্পপূর্বক ব্রহ্মার নিকটে উপবেশন করিলেন। তখন দেবগণ নতমস্তকে স্তুতি করিয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন,—হে বিষ্ণো! সকল-লোকের মঙ্গলকামনা করিয়া আমরা আপনাকে নিয়োগ করিতেছি। ভগবন্! অযোধ্যার অধিপতি মহারাজ দশরথ দানশীল, ধর্মপরায়ণ এবং মহর্ষিতুল্য তেজস্বী। তাঁহার লজ্জা, শ্রী ও কীর্তিসদৃশী তিনটি পত্নীতে পুত্ররূপে আপনি চারিভাগে বিভক্ত হইয়া প্রাদুর্ভূত হউন। হে দেব! আপনি মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়া উদ্ধত এবং সকললোকের কণ্টকতুল্যব্যথাদায়ক রাবণকে যুদ্ধে নিহত করুন, কারণ সে দেবগণের দ্বারা নিহত হইবে না। সেই মূর্খ রাক্ষস-রাবণ শক্তিমদে দেবতা, গন্ধর্ব, সিদ্ধ ও ঋষিশ্রেষ্ঠগণকে অতিশয় ব্যথিত করিতেছে। নন্দনকাননে ক্রীড়ারত ঋষি, অপ্সরা ও গন্ধর্বেরা রৌদ্রকর্মা রাবণকর্ত্তৃক নিহত হইতেছে। এক্ষণে তাহার বিনাশের জন্য মুনি, সিদ্ধ ও গন্ধর্বগণের সহিত আপনার নিকট আসিয়াছি। শত্রুসংহারক! প্রভো! আপনিই আমাদের সকলের একমাত্র আশ্রয় ।১৮-২৫

সিদ্ধ-গন্ধর্ব-যক্ষাশ্চ ততস্ত্বাং শরণং গতাঃ।
ত্বং গতিঃ পরমা দেব সর্বেষাং নঃ পরন্তপ ॥২৫
বধায় দেবশত্রূণাং নৃণাং লোকে মনঃ কুরু।
এবং স্তুতস্তু দেবেশো বিষ্ণুস্ত্রিদশপুঙ্গবঃ ॥২৬
পিতামহপুরোগাংস্তান্ সর্বলোকনমস্কৃতঃ।
অব্রবীত্রিদশান্ সর্বান্ সমেতান্ ধর্মসংহিতান্ ॥২৭
ভয়ং ত্যজত ভদ্রং বো হিতার্থং যুধি রাবণম্।
সপুত্র-পৌত্রং সামাত্যং সমন্ত্রি-জ্ঞাতি-বান্ধবম্ ॥২৮
হত্বা ক্রূরং দুরাধর্ষং দেবর্ষীণাং ভয়াবহম্।
দশ বর্ষসহস্রাণি দশ বর্ষশতানি চ ॥২৯
বৎস্যামি মানুষে লোকে পালয়ন্ পৃথিবীমিমাম্।
এবং দত্ত্বা বরং দেবো দেবানাং বিষ্ণুরাত্মবান্ ॥৩০
মানুষ্যে চিন্তয়ামাস জন্মভূমিমথাত্মনঃ।
ততঃ পদ্মপলাশাক্ষঃ কৃত্বাত্মানং চতুর্বিধম্ ॥৩১
পিতরং রোচয়ামাস তদা দশরথং নৃপম্।
ততো দেবর্ষি-গন্ধর্বাঃ সরুদ্রাঃ সাপ্সরোগণাঃ ॥
স্তুতিভির্দিব্যরূপাভিস্তুষ্টুবুর্মধুসূদনম্ ॥৩২
তমুদ্ধতং রাবণমুগ্রতেজসং
প্রবৃদ্ধদর্পং ত্রিদশেশ্বরদ্বিষম্।
বিরাবণং সাধু-তপস্বিকণ্টকং
তপস্বিনামুদ্ধর তং ভয়াবহম্ ॥৩৩
তমেব হত্বা সবলং সবান্ধবং
বিরাবণং রাবণমুগ্রপৌরুষম্।
স্বর্লোকমাগচ্ছ গতজ্বরশ্চিরং
সুরেন্দ্রগুপ্তং গতদোষ-কল্মষম্ ॥৩৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে পঞ্চদশঃ সর্গঃ ॥

আপনি দেবশত্রুগণের বিনাশের জন্য মনুষ্যলোকে অবতীর্ণ হইতে সঙ্কল্প করুন। দেবতাগণ এইভাবে স্তব ও প্রার্থনা করিলে দেবোত্তম-সর্বলোকপ্রণম্য-ভগবান্ বিষ্ণু সমাগত ধর্মভাবাপন্ন ব্রহ্মাদি দেবগণকে বলিলেন। ২৬-২৭

দেবগণ! তোমরা ভয় পরিত্যাগ কর। তোমাদের মঙ্গল হইবে। আমি তোমাদের সকলের মঙ্গলের জন্য দেবতা ও ঋষিগণের ভয়জনক অপরাজেয় ক্রূরহৃদয় রাবণকে পুত্র, পৌত্র, জ্ঞাতি, বান্ধব, মন্ত্রী ও অনুচরগণের সহিত যুদ্ধে নিহত করিব। এইজন্য আমি পৃথিবীপালনের ছলে একাদশসহস্রবৎসর মনুষ্যলোকে বাস করিব। ভগবান্ বিষ্ণু দেবতাগণকে এইরূপ বরপ্রদান করিয়া ভূলোকে নিজজন্মস্থান-সম্বন্ধে চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনন্তর পদ্মপলাশলোচন ভগবান্ নিজেকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া মহারাজ দশরথকেই পিতৃরূপে স্বীকার করিতে সঙ্কল্প করিলেন। তখন রুদ্র, দেব, ঋষি, গন্ধর্ব, অপ্সরা প্রভৃতি সকলেই মহত্ত্ব-প্রকাশক-বাক্যের দ্বারা মধুসূদন বিষ্ণুর স্তুতি করিতে লাগিলেন।২৭-৩২

ভগবন্! রাবণ উগ্রতেজস্বী, ইন্দ্রবিদ্বেষী, মহাদর্পশালী এবং তপস্বিগণের ও সাধুগণের ব্যথাদায়ক। আপনি উহাকে সমূলে উৎপাটিত করুন।৩৩

ঐ তীব্রপৌরুষবান্ লোকক্লেশকারী রাবণকে সৈন্য ও বান্ধবের সহিত বিনাশ করিলে আমাদের সকল সন্তাপ দূর হইবে। তখন আপনি রাগদ্বেষাদি-শূন্য দেবরক্ষিত এই স্বর্গলোকে পুনর্বার আগমন করিবেন।৩৪

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের আদিকাণ্ডে পঞ্চদশ সর্গ সমাপ্ত।

ষোড়শঃ সর্গঃ

[বিষ্ণু-সুরাণাং রাবণবিষয়কঃ সংবাদঃ, ব্রহ্মণঃ সকাশাদ্ রাবণস্য বরপ্রাপ্তিনিবেদনম্, বিষ্ণোরন্তর্ধানানন্তরং দশরথযজ্ঞভূমাবগ্নিতঃ প্রাদুর্ভূত-প্রাজাপত্যনরেণ দশরথায় পায়সদানম্। দশরথস্য ভাবিপুত্রপ্রাপ্ত্যর্থং পায়সস্য স্বদারান্ প্রতি যথাক্রমং বিভাগশ্চ]

ততো নারায়ণো বিষ্ণুর্নিযুক্তঃ সুরসত্তমৈঃ।
জানন্নপি সুরানেবং শ্লক্ষ্ণং বচনমব্রবীৎ ॥১

উপায়ঃ কো বধে তস্য রাক্ষসাধিপতেঃ সুরাঃ।
যমহং তং সমাস্থায় নিহন্যামৃষিকণ্টকম্ ॥২

এবমুক্তাঃ সুরাঃ সর্বে প্রত্যূচুর্বিষ্ণুমব্যয়ম্।
মানুষং রূপমাস্থায় রাবণং জহি সংযুগে ॥৩

স হি তেপে তপস্তীব্রং দীর্ঘকালমরিন্দমঃ।
যেন তুষ্টোঽভবদ্ ব্রহ্মা লোককৃল্লোকপূর্বজঃ ॥৪

সন্তুষ্টঃ প্রদদৌ তস্মৈ রাক্ষসায় বরং প্রভুঃ।
নানাবিধেভ্যো ভূতেভ্যো ভয়ং নান্যত্র মানুষাৎ ॥৫

অবজ্ঞাতাঃ পুরা তেন বরদানে হি মানবাঃ।
এবং পিতামহাত্তস্মাদ্ বরদানেন গর্বিতঃ ॥৬

উৎসাদয়তি লোকাংস্ত্রীন্ স্ত্রিয়শ্চাপ্যপকর্ষতি।
তস্মাত্তস্য বধো দৃষ্টো মানুষেভ্যঃ পরন্তপ ॥৭

ইত্যেতদ্ বচনং শ্রুত্বা সুরাণাং বিষ্ণুরাত্মবান্।
পিতরং রোচয়ামাস তদা দশরথং নৃপম্ ॥৮

স চাপ্যপুত্রো নৃপতিস্তস্মিন্ কালে মহাদ্যুতিঃ।
অযজৎ পুত্রিয়ামিষ্টিং পুত্রেপ্সুরিসূদনঃ ॥৯

স কৃত্বা নিশ্চয়ং বিষ্ণুরামন্ত্র্য চ পিতামহম্।
অন্তর্ধানং গতো দেবৈঃ পূজ্যমানো মহর্ষিভিঃ ॥১০

ষোড়শ সর্গ।

[রাবণের বিষয় লইয়া ভগবান বিষ্ণু এবং দেবতাগণের পরস্পর আলাপ, ব্রহ্মার নিকট হইতে রাবণের বরলাভ, বিষ্ণুর অন্তর্ধানের পর দশরথের যজ্ঞাগ্নি হইতে আবির্ভূত প্রাজাপত্যনামক দিব্যমনুষ্য কর্তৃক দশরথকে পায়স দান, এবং পুত্রপ্রাপ্তির জন্য সেই পায়স দশরথ কর্তৃক স্বীয় পত্নীগণকে যথাক্রমে বিভাগ ইত্যাদি বর্ণন।]

অনন্তর ভগবান্ বিষ্ণু প্রধানদেবতাগণ কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া নিজকর্তব্য-বিষয়ে স্বয়ং পরিজ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও তাহাদিগকে বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন।১

দেবগণ! রাক্ষসপতি রাবণের বিনাশের উপায় কি, যে উপায় অবলম্বন করিয়া ঋষিগণের কণ্টকতুল্য ব্যথা-দায়ক ঐ রাক্ষসকে সংহার করিব? ২

ভগবান্ এই প্রকার জিজ্ঞাসা করিলে তখন দেবগণ সেই অব্যয়স্বরূপ বিষ্ণুকে বলিলেন,—প্রভো! আপনি মানবরূপ ধারণ করিয়া যুদ্ধে রাবণকে নিহত করুন।৩

শত্রুদমনকারী রাবণ দীর্ঘকালব্যাপী কঠোর তপস্যা করিয়াছিল, সেইজন্য লোককর্তা সর্বাগ্রজাত ব্রহ্মা তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছিলেন।৪

শক্তিমান্ ব্রহ্মা প্রসন্ন হইয়া তাহাকে বরদান করিয়াছিলেন যে, ঐ রাক্ষসের মানুষভিন্ন অন্য কোন প্রাণী হইতে কোন ভয় থাকিবে না। বরদানকালে ঐ রাবণ মানুষকে অবজ্ঞা করায় মানুষের কথা উল্লেখ করে নাই। এইভাবে পিতামহ ব্রহ্মার নিকট বরপ্রাপ্ত হইয়া রাবণ অতিশয় গর্বিত হইয়াছে। এখন সে ত্রিভুবনকে বিপর্য্যস্ত করিতেছে এবং স্ত্রীগণকে অপহরণ করিতেছে। হে শত্রুনাশক প্রভো! মানুষ হইতেই তাহার মৃত্যু সুনিশ্চিত মনে হয়।৫-৭

সর্বেশ্বর বিষ্ণু দেবগণের এইরূপ বাক্য শুনিয়া মহারাজ দশরথকে পিতা বলিয়া স্বীকার করিতে সম্মত হইলেন।৮

শত্রুহন্তা দশরথও পুত্র না থাকার জন্য ঐ সময়েই পুত্রেষ্টিযাগের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ভগবান্ এইরূপ নিশ্চয় করিয়া পিতামহকে আমন্ত্রণ করিলেন এবং দেবতা ও মহর্ষিগণকর্তৃক পূজিত হইয়া অন্তর্হিত হইলেন।৯-১০

অনন্তর যজ্ঞে দীক্ষিত দশরথের যজ্ঞীয় অগ্নি হইতে অতীবপ্রভাময় এক পুরুষ প্রাদুর্ভূত হইলেন। ঐ

ততো বৈ যজমানস্য পাবকাদতুলপ্রভম্।
প্রাদুর্ভূতং মহদ্ভূতং মহাবীর্য্যং মহাবলম্ ॥১১
কৃষ্ণং রক্তাম্বরধরং রক্তাস্যং দুন্দুভিস্বনম্।
স্নিগ্ধহর্য্যক্ষতনুজ-শ্মশ্রুপ্রবরমূর্দ্ধজম্ ॥১২
শুভলক্ষণসম্পন্নং দিব্যাভরণভূষিতম্।
শৈলশৃঙ্গসমুৎসেধং দৃপ্তশার্দূলবিক্রমম্ ॥১৩
দিবাকরসমাকারং দীপ্তানলশিখোপমম্।
তপ্তজাম্বূনদময়ীং রাজতান্তপরিচ্ছদাম্ ॥১৪
দিব্যপায়সসম্পূর্ণাং পাত্রীং পত্নীমিব প্রিয়াম্।
প্রগৃহ্য বিপুলাং দোর্ভ্যাং স্বয়ং মায়াময়ীমিব ॥১৫
সমবেক্ষ্যাব্রবীদ্ বাক্যমিদং দশরথং নৃপম্।
প্রাজাপত্যং নরং বিদ্ধি মামিহাভ্যাগতং নৃপ ॥১৬
ততঃ পরং তদা রাজা প্রত্যুবাচ কৃতাঞ্জলিঃ।
ভগবন্ স্বাগতং তেঽস্তু কিমহং করবাণি তে ॥১৭

পুরুষের দেহ ও ইন্দ্রিয়ের শক্তি অপরিমিত। কৃষ্ণবর্ণ, রক্তবস্ত্রধারী ও রক্তমুখ ঐ পুরুষ দুন্দুভির ন্যায় শব্দকারী। তাঁহার শরীর সিংহের মত লোমযুক্ত, মুখমণ্ডল শ্মশ্রুযুক্ত ও কেশসমূহ অতিচিক্কণ। তিনি শুভলক্ষণযুক্ত ও দিব্যালঙ্কারে বিভূষিত। তাঁহার শরীর পর্বতশৃঙ্গের মত উন্নত এবং তাঁহার পরাক্রম দুর্দান্ত ব্যাঘ্রের মত। সূর্য্যতুল্য-জ্যোতির্ময় আকৃতিমান্ ঐ পুরুষের প্রজ্বলিত অগ্নিশিখার সহিতই উপমা হয়। তিনি দুইহস্তে প্রিয়তমা পত্নীকে ধারণ করার মত ভঙ্গীতে বিশুদ্ধস্বর্ণে নির্মিত ও রজতনির্মিত আচ্ছাদনযুক্ত দিব্যপায়সপূর্ণ বৃহৎপাত্র ধারণ করিয়া দশরথের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার হস্তস্থিত পাত্রটি ইন্দ্রজালনির্মিত বলিয়া মনে হইতেছিল। ঐ পুরুষ দশরথের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তাহাকে বলিলেন,—রাজন্! আমি প্রজাপতিকর্তৃক প্রেরিত হইয়া আপনার নিকট আসিয়াছি।১১-১৬

তারপর মহারাজ দশরথ কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিলেন,—ভগবন্। আপনার শুভাগমন হউক। আদেশ করুন, আমি কি করিব ?১৭

অথো পুনরিদং বাক্যং প্রাজাপত্যো নরোঽব্রবীৎ।
রাজন্নর্চ্চয়তা দেবানদ্য প্রাপ্তমিদং ত্বয়া ॥১৮
ইদং তু নৃপশার্দূল পায়সং দেবনির্মিতম্।
প্রজাকরং গৃহাণ ত্বং ধন্যমারোগ্যবর্ধনম্ ॥১৯
ভার্য্যাণামনুরূপাণামশ্নীতেতি প্রযচ্ছ বৈ।
তাসু ত্বং লপ্স্যসে পুত্রান্ যদর্থং যজসে নৃপ ॥২০
তথেতি নৃপতিঃ প্রীতঃ শিরসা প্রতিগৃহ্য তাম্।
পাত্রীং দেবান্নসম্পূর্ণাং দেবদত্তাং হিরণ্ময়ীম্ ॥২১
অভিবাদ্য চ তদ্ভূতমদ্ভুতং প্রিয়দর্শনম্।
মুদা পরময়া যুক্তশ্চকারাভিপ্রদক্ষিণম্ ॥২২
ততো দশরথঃ প্রাপ্য পায়সং দেবনির্মিতম্।
বভূব পরমপ্রীতঃ প্রাপ্য বিত্তমিবাধনঃ ॥২৩
ততস্তদদ্ভুতপ্রখ্যং ভূতং পরমভাস্বরম্।
সংবর্তয়িত্বা তৎকর্ম তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥২৪

অনন্তর প্রজাপতি-প্রেরিত ঐ পুরুষ পুনর্বার বলিলেন,—মহারাজ! আপনি দেবতাগণের অর্চনা করিয়া অদ্য এই পায়স প্রাপ্ত হইলেন।১৮

নরশ্রেষ্ঠ! দেবতানির্মিত, বংশরক্ষাকারী, প্রশংসনীয় ও আরোগ্যবর্ধক এই পায়স গ্রহণ করুন। আপনি সবর্ণা পত্নীগণকে 'ভক্ষণ কর' এইরূপ বলিয়া এই পায়স প্রদান করুন। ঐ সকল পত্নীতে আপনি পুত্রলাভ করিতে পারিবেন। যে অভিলাষে এই পুত্রেষ্টিযাগের অনুষ্ঠান করিতেছেন, তাহা সার্থক হইবে।১৯-২০

এই কথা শুনিয়া দশরথ 'তথাস্তু' বলিয়া দেবতাগণ-কর্তৃক প্রদত্ত দিব্যপায়সপূর্ণ সুবর্ণপাত্রটি মস্তকে ধারণ করিলেন এবং অতিশয় আনন্দিত হইয়া অদ্ভুতাকৃতি সুদর্শন দিব্যপুরুষকে অভিবাদন করিয়া পুনঃ পুনঃ প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন।২১-২২

ধনহীন ব্যক্তি ধন প্রাপ্ত হইয়া যেমন আনন্দ পায়, মহারাজ দশরথও দেবনির্মিত পায়স প্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দিত হইলেন। উজ্জ্বলকান্তি ও অদ্ভুতাকৃতি ঐ পুরুষ স্বকার্য্য সম্পন্ন করিয়া ঐ স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন।২৩-২৪

হর্ষরশ্মিভিরুদ্যোতং তস্যান্তঃ পুরমাবভৌ ।
শারদস্যাভিরামস্য চন্দ্রস্যেব নভোঽংশুভিঃ ॥২৫
সোঽন্তঃপুরং প্রবিশ্যৈব কৌসল্যামিদমব্রবীৎ ।
পায়সং প্রতিগৃহ্ণীষ্ব পুত্রীয়ং ত্বিদমাত্মনঃ ॥২৬
কৌসল্যায়ৈ নরপতিঃ পায়সার্ধং দদৌ তদা ।
অর্ধাদর্ধং দদৌ চাপি সুমিত্রায়ৈ নরাধিপঃ ॥২৭
কৈকেয্যৈ চাবশিষ্টার্ধং দদৌ পুত্রার্থকারণাৎ ।
প্রদদৌ চাবশিষ্টার্ধং পায়সস্যামৃতোপমম্ ॥২৮
অনুচিন্ত্য সুমিত্রায়ৈ পুনরেব মহামতিঃ ।
এবং তাসাং দদৌ রাজা ভার্য্যাণাং পায়সং পৃথক্ ॥২৯
তাশ্চৈবং পায়সং প্রাপ্য নরেন্দ্রস্যোত্তমাঃ স্ত্রিয়ঃ (ক) ।
সম্মানং মেনিরে সর্বাঃ প্রহর্ষোদিতচেতসঃ ॥৩০
ততস্তু তাঃ প্রাশ্য তদুত্তমস্ত্রিয়ো
মহীপতেরুত্তমপায়সং পৃথক্ ।
হুতাশনাদিত্যসমানতেজসোঽ-
চিরেণ গর্ভান্ প্রতিপেদিরে তদা ॥৩১
ততস্তু রাজা প্রতিবীক্ষ্য তাঃ স্ত্রিয়ঃ
প্ররূঢ়গর্ভাঃ প্রতিলব্ধমানসঃ ।
বভূব হৃষ্টস্ত্রিদিবে যথা হরিঃ
সুরেন্দ্র-সিদ্ধর্ষিগণাভিপূজিতঃ ॥৩২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে ষোড়শঃ সর্গঃ ॥১৬

শরৎকালের রমণীয় চন্দ্রমার কিরণে যেমন গগনমণ্ডল উদ্ভাসিত হয়, সেইরূপ পায়সপ্রাপ্তিবার্ত্তা শুনিয়া অন্তঃপুরের রমণীগণ হর্ষান্বিত হওয়ায় শোভিত হইয়াছিলেন ।২৫

রাজা পায়স লইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন এবং কৌশল্যাকে বলিলেন,—তুমি নিজের পুত্রোৎপত্তির জন্য এই পায়স গ্রহণ কর। এই কথা বলিয়া ঐ পায়সের অর্ধাংশ প্রদান করিলেন। অবশিষ্ট পায়সের অর্ধাংশের অর্ধ সুমিত্রাকে দিলেন। যাহা অবশিষ্ট রহিল তাহার দুইভাগ অর্থাৎ সম্পূর্ণ পায়সের চতুর্থ অংশ পুত্রলাভের জন্য কৈকেয়ীকে দিলেন। তারপর অবশিষ্ট সুধাতুল্য অষ্টমাংশ পায়স চিন্তাপূর্বক পুনরায় সুমিত্রাকেই দিলেন। রাজা এইভাবে ঐ দিব্যপায়স পত্নীদিগকে পৃথক্ পৃথগ্‌ভাবে দান করিলেন *। শ্রেষ্ঠরাজমহিষীগণ ঐ পায়স প্রাপ্ত হইয়া সকলে হৃষ্টচিত্তে নিজেকে সৌভাগ্যবতী মনে করিলেন ।২৬-৩০

অনন্তর তাঁহারা রাজপ্রদত্ত সেই উত্তম পায়স ভোজন করিয়া অগ্নি ও সূর্য্যতুল্য-তেজঃসম্পন্ন গর্ভধারণ করিলেন। রাজা দশরথ পত্নীগণকে গর্ভিণী দেখিয়া পূর্ণমনোরথ হইলেন এবং স্বর্গে প্রধানদেবগণ, সিদ্ধগণ ও ঋষিগণকর্ত্তৃক পূজিত দেবরাজের ন্যায় অতিশয় আনন্দিত হইলেন ।৩১ ৩২

পাঠান্তর—(ক) তাশ্চৈব পায়সং প্রাপ্য নরেন্দ্রস্যোত্তমস্ত্রিয়ঃ।

* এই পায়সভাগবর্ণনাত্মক শ্লোক তিনটির নানাপ্রকার অর্থ হয়। টীকাকারগণ তাহা দেখাইয়াছেন। কোন টীকাকারের মতে কৌশল্যা অর্ধাংশ, সুমিত্রা প্রথমে একচতুর্থাংশ ও পরে অষ্টমাংশ এবং কৈকেয়ী অষ্টমাংশ। কাহারও মতে কৌশল্যা অর্ধাংশ ও কৈকেয়ী অর্ধাংশ। পরে তাঁহারা উভয়ে নিজ নিজ অংশ হইতে এক চতুর্থাংশ সুমিত্রাকে দেন। এইমতে আটভাগের তিন অংশ কৌশল্যা, তিন অংশ কৈকেয়ী ও দুই অংশ সুমিত্রা পাইয়াছিলেন।

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডে ষোড়শ সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তদশঃ সর্গঃ।

[ভগবতো ব্রহ্মণো দেবৈঃ সহ সংবাদঃ।]

পুত্রত্বং তু গতে বিষ্ণৌ রাজ্ঞস্তস্য মহাত্মনঃ।
উবাচ দেবতাঃ সর্বাঃ স্বয়ম্ভূর্ভগবানিদম্ ॥১
সত্যসন্ধস্য বীরস্য সর্বেষাং নো হিতৈষিণঃ।
বিষ্ণোঃ সহায়ান্ বলিনঃ সৃজধ্বং কামরূপিণঃ ॥২
মায়াবিদশ্চ শূরাংশ্চ বায়ুবেগসমান্ জবে।
নয়জ্ঞান্ বুদ্ধিসম্পন্নান্ বিষ্ণুতুল্যপরাক্রমান্ ॥৩
অসংহার্য্যানুপায়জ্ঞান্ দিব্যসংহননান্বিতান্।
সর্বাস্ত্রগুণসম্পন্নানমৃতপ্রাশনানিব ॥৪
অপ্সরঃসু চ মুখ্যাসু গন্ধর্বীণাং তনূষু চ।
যক্ষ-পন্নগকন্যাসু ঋক্ষ-বিদ্যাধরীষু চ ॥৫
কিন্নরীণাঞ্চ গাত্রেষু বানরীণাং তনূষু চ।
সৃজধ্বং হরিরূপেণ পুত্রাংস্তুল্যপরাক্রমান্ ॥৬
পূর্বমেব ময়া সৃষ্টো জাম্ববানৃক্ষপুঙ্গবঃ।
জৃম্ভমাণস্য সহসা মম বক্ত্রাদজায়ত ॥৭
তে তথোক্তা ভগবতা তৎ প্রতিশ্রুত্য শাসনম্।
জনয়ামাসুরেবন্তে পুত্রান্ বানররূপিণঃ ॥৮
ঋষয়শ্চ মহাত্মানঃ সিদ্ধ-বিদ্যাধরোরগাঃ।
চারণাশ্চ সুতান্ বীরান্ সসৃজুর্বনচারিণঃ ॥৯
বানরেন্দ্রং মহেন্দ্রাভমিন্দ্রো বালিনমাত্মজম্।
সুগ্রীবং জনয়ামাস তপনস্তপতাং বরঃ ॥১০
বৃহস্পতিস্ত্বজনয়ত্তারং নাম মহাকপিম্।
সর্ববানরমুখ্যানাং বুদ্ধিমন্তমনুত্তমম্ ॥১১
ধনদস্য সুতঃ শ্রীমান্ বানরো গন্ধমাদনঃ।
বিশ্বকর্মা ত্বজনয়ন্নলং নাম মহাকপিম্ ॥১২

সপ্তদশ সর্গ।

[ভগবান্ ব্রহ্মা ও দেবগণের পরস্পর আলাপ।]

ভগবান্ বিষ্ণু মহাত্মা নরপতি দশরথের পুত্রত্ব স্বীকার করিলে ভগবান্ ব্রহ্মা দেবতাগণকে বলিলেন।১

বিষ্ণু আমাদের সকলের হিতকারী, সত্যসঙ্কল্প ও মহাবীর। তোমরা তাঁহার সাহায্যের জন্য মহাবলশালী সহায়কগণকে সৃজন কর। ঐ সকল সহায়কেরা যেন মায়াবী, শূর (বীর), গমনে বায়ুতুল্য, নীতিশাস্ত্রে পণ্ডিত, বুদ্ধিমান্, বিষ্ণুর তুল্য পরাক্রমশালী, অন্যের অবধ্য, বিবিধ উপায়জ্ঞাতা, দিব্যদেহবিশিষ্ট ও দেবতাগণের মত সকল অস্ত্রের প্রয়োগাদিতে নিপুণ হয়।২-৪

বানররূপ ধরিয়া সম্প্রতি তোমরা প্রধান প্রধান অপ্সরা, গন্ধর্বী, যক্ষী, পন্নগী, ভল্লুকী, বিদ্যাধরী, কিন্নরী ও বানরীতে স্বতুল্যপরাক্রমশালী পুত্রসমূহ উৎপন্ন কর।৫-৬

আমি বহুপূর্বেই জাম্ববান্-নামক ভল্লুকশ্রেষ্ঠকে সৃষ্টি করিয়াছি। আমার জৃম্ভণকালে মুখ হইতে হঠাৎ সে উৎপন্ন হইয়াছে।৭

ভগবান্ ব্রহ্মা এই কথা বলিলে পর দেবগণ তাহার আদেশ অঙ্গীকার করিলেন এবং বানররূপী পুত্রগণকে সৃষ্টি করিলেন। মহাত্মা ঋষিগণ, সিদ্ধ, বিদ্যাধর, উরগ (সর্প) ও চারণগণ সকলেই বলবান্ ও বনচারী পুত্রগণকে সৃষ্টি করিলেন।৮-৯

দেবরাজ ইন্দ্র স্বতুল্যপরাক্রমশালী বানররাজ বালীকে ও জ্যোতির্ময় সূর্যদেব সুগ্রীবকে উৎপন্ন করিলেন।১০

দেবগুরু বৃহস্পতি তার-নামক বানরকে সৃষ্টি করিলেন। তার-নামক বানর সর্ববানরমধ্যে বুদ্ধিশালী ও উত্তম বলিয়া কথিত। শ্রীমান্ গন্ধমাদন-নামক বানর কুবেরের পুত্র হইল। বিশ্বকর্মা নল-নামক বানরশ্রেষ্ঠকে সৃষ্টি করিলেন।১১-১২

অগ্নিতুল্যপ্রভাশালী শ্রীমান্ নীল অগ্নির পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিল। সে তেজ, যশ ও বীর্য্যপ্রভাবে

পাবকস্য সুতঃ শ্রীমান্নীলোঽগ্নিসদৃশপ্রভঃ।
তেজসা যশসা বীর্য্যাদত্যরিচ্যত বীর্য্যবান্ ॥১৩
রূপ-দ্রবিণসম্পন্নাবশ্বিনৌ রূপসম্মতৌ।
মৈন্দঞ্চ দ্বিবিদঞ্চৈব জনয়ামাসতুঃ স্বয়ম্ ॥১৪
বরুণো জনয়ামাস সুষেণং নাম বানরম্।
শরভং জনয়ামাস পর্জ্জন্যস্তু মহাবলঃ ॥১৫
মারুতস্যৌরসঃ শ্রীমান্ হনুমান্নাম বানরঃ।
বজ্রসংহননোপেতো বৈনতেয়সমো জবে ॥১৬
সর্ববানরমুখ্যেষু বুদ্ধিমান্ বলবানপি।
তে সৃষ্টা বহুসাহস্রা দশগ্রীববধোদ্যতাঃ ॥১৭
অপ্রমেয়বলা বীরা বিক্রান্তাঃ কামরূপিণঃ।
তে গজাচলসঙ্কাশা বপুষ্মন্তো মহাবলাঃ ॥১৮
ঋক্ষবানরগোপুচ্ছাঃ ক্ষিপ্রমেবাভিজজ্ঞিরে।
যস্য দেবস্য যদ্রূপং বেশো যশ্চ পরাক্রমঃ ॥১৯
অজায়ত সমস্তেন তস্য তস্য পৃথক্ পৃথক্।
গোলাঙ্গলেষু চোৎপন্নাঃ কিঞ্চিদুন্নতবিক্রমাঃ ॥২০
ঋক্ষীষু চ তথা জাতা বানরাঃ কিন্নরীষু চ।
দেবা মহর্ষি-গন্ধর্বাস্তার্ক্ষ্যা যক্ষা যশস্বিনঃ ॥২১
নাগাঃ কিম্পুরুষাশ্চৈব সিদ্ধ-বিদ্যাধরোরগাঃ।
বহবো জনয়ামাসুর্হৃষ্টাস্তত্র সহস্রশঃ ॥২২
চারণাশ্চ সুতান্ বীরান্ সসৃজুর্বনচারিণঃ।
বানরান্ সুমহাকায়ান্ সর্বান্ বৈ বনচারিণঃ ॥২৩
অপ্সরঃসু চ মুখ্যাসু তথা বিদ্যাধরীষু চ।
নাগকন্যাসু চ তদা গন্ধর্বাণাং তনূষু চ ॥
কাম-রূপ-বলোপেতা যথাকামবিচারিণঃ ।২৪
সিংহ-শার্দূলসদৃশা দর্পেণ চ বলেন চ।
শিলাপ্রহরণাঃ সর্বে সর্বে পর্বতযোধিনঃ ॥২৫
নখ-দংষ্ট্রায়ুধাঃ সর্বে সর্বে সর্বাস্ত্রকোবিদাঃ।

অগ্নিকে অতিক্রম করিল। সৌন্দর্য্যবান্ অশ্বিনীকুমারদ্বয় নিজ অনুরূপ মৈন্দ ও দ্বিবিদ-নামক দুইপুত্রকে উৎপন্ন করিলেন। বরুণ সুষেণনামক বানরকে সৃষ্টি করিলেন। মহাবলশালী পর্জ্জন্যদেব শরভনামক বানরের জন্মদাতা হইলেন।১৩-১৫

বায়ুর ঔরসে শ্রীমান্ হনুমান্ নামক বানর জন্মগ্রহণ করিল। তাহার শরীর বজ্রের ন্যায় দুর্ভেদ্য। সে বানরগণের মধ্যে অধিক বলবান্ ও বুদ্ধিমান্ এবং গরুড়ের তুল্য দ্রুতগামী। এইভাবে রাবণবধে উদ্যমযুক্ত বহুসহস্র বানর সৃষ্ট হইল। তাহারা সকলেই অপরিমিতবলশালী, পরাক্রমবান্, মায়াবী এবং হস্তী ও পর্বতের তুল্য বিশাল-দেহধারী।১৬-১৮

ভল্লুক ও গোপুচ্ছনামক বানরগণও ক্রমশঃ প্রাদুর্ভূত হইল। যে দেবতার যেমন রূপ, যেমন অবয়ব-সংস্থান ও যেরূপ পরাক্রম, সেই দেবতার তাদৃশ রূপ, অবয়বসংস্থান ও পরাক্রমবিশিষ্ট পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। গোলাঙ্গুল-জাতিতে যাহারা উৎপন্ন হইল, তাহাদের বিক্রম অন্যের অপেক্ষা সমধিক হইল। ঋক্ষীতে ও কিন্নরীতে যে সব বানর উৎপন্ন হইল, তাহাদের বিক্রমও সমধিক। যশস্বী দেবতা, মহর্ষি, গন্ধর্ব, গরুড়, যক্ষ, নাগ, কিন্নর, সিদ্ধ, বিদ্যাধর ও ভুজঙ্গগণ সকলেই হৃষ্টমনে সহস্র সহস্র পুত্র উৎপাদন করিলেন।১৯-২২

এইভাবে চারণগণও প্রধান প্রধান অপ্সরা, বিদ্যাধরী, নাগকন্যা ও গন্ধর্বীতে বৃহদাকারবিশিষ্ট মহাবীর বনচর বানরগণকে উৎপন্ন করিলেন।২৩-২৪

এই সকল বানরেরা ইচ্ছানুরূপ শক্তিমান্ ও স্বচ্ছন্দ-বিচরণশীল। ইহারা দর্পে ও বলে সিংহ ও ব্যাঘ্রতুল্য। শিলা ও পর্বত দ্বারাই ইহারা যুদ্ধ করিতে সমর্থ। নখ ও বৃহৎ দন্তই ইহাদের অস্ত্র। কিন্তু সকল অস্ত্রেই ইহারা নিপুণ। ইহারা বিশালপর্বতকে বিচালিত করিতে সক্ষম। ইহারা বৃহৎ বৃক্ষসমূহকে ভগ্ন করিতেও সক্ষম। ইহারা সরিৎপতি সমুদ্রকে বেগ দ্বারা আলোড়িত করিতে, পদক্ষেপের দ্বারা ধরণীকে বিদীর্ণ করিতে, সমুদ্রসকলকে লঙ্ঘন করিতে, আকাশে আরোহণ করিতে, মেঘসমূহকে ও ধাবমান্ মত্তহস্তিগণকে গ্রহণ করিতে এবং গর্জন করিয়া কোলাহলরত পক্ষীদিগকে ভূপাতিত করিতে সর্বথা সমর্থ। এইরূপ কামরূপী যূথপতি মহাবীর বানর এককোটি উৎপন্ন হইল। তাহারা

বিচালয়েয়ুঃ শৈলেন্দ্রান্ ভেদয়েয়ুঃ স্থিরান্ দ্রুমান্ ॥২৬
ক্ষোভয়েয়ুশ্চ বেগেন সমুদ্রং সরিতাং পতিম্।
দারয়েয়ুঃ ক্ষিতিং পদ্ভ্যামাপ্লবেয়ুর্মহার্ণবান্ ॥২৭
নভস্তলং বিশেয়ুশ্চ গৃহ্ণীয়ুরপি তোয়দান্।
গৃহ্ণীয়ুরপি মাতঙ্গান্ মত্তান্ প্রব্রজতো বনে ॥২৮
নর্দমানাংশ্চ নাদেন পাতয়েয়ুর্বিহঙ্গমান্।
ঈদৃশানাং প্রসূতানি হরীণাং কামরূপিণাম্ ॥২৯
শতং শতসহস্রাণি যূথপানাং মহাত্মনাম্।
তে প্রধানেষু যূথেষু হরীণাং হরিযূথপাঃ ॥
বভূবুর্যূথপশ্রেষ্ঠান্ বীরাংশ্চাজনয়ন্ হরীন্।
অন্যে ঋক্ষবতঃ প্রস্থানুপতস্থুঃ সহস্রশঃ ॥৩১
অন্যে নানাবিধান্ শৈলান্ কাননানি চ ভেজিরে।
সূর্য্যপুত্রঞ্চ সুগ্রীবং শক্রপুত্রঞ্চ বালিনম্ ॥৩২
ভ্রাতরাবুপতস্থুস্তে সর্বে চ হরিযূথপাঃ।
নলং নীলং হনুমন্তমন্যাংশ্চ হরিযূথপান্ ॥৩৩
তে তার্ক্ষ্যবলসম্পন্নাঃ সর্বে যুদ্ধবিশারদাঃ।
বিচরন্তোঽর্দয়ন্ সর্বান্ সিংহ-ব্যাঘ্র-মহোরগান্ ॥৩৪
মহাবলো মহাবাহুর্বালী বিপুলবিক্রমঃ।
জুগোপ ভুজবীর্য্যেণ ঋক্ষ-গোপুচ্ছবানরান্ ॥৩৫
তৈরিয়ং পৃথিবী শূরৈঃ সপর্বত-বনার্ণবা।
কীর্ণা বিবিধসংস্থানৈর্নানাব্যঞ্জনলক্ষণৈঃ ॥৩৬
তৈর্মেঘবৃন্দাচলকূটসন্নিভৈ-
র্মহাবলৈর্বানরযূথপাধিপৈঃ।
বভূব ভূর্ভীমশরীররূপৈঃ
সমাবৃতা রামসহায়হেতোঃ ॥৩৭

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে সপ্তদশঃ সর্গঃ।

প্রধানযূথপতিগণের যূথপতি হইয়াছিল এবং অনেক শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ বানরবীরকে সৃষ্টি করিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে সহস্র সহস্র বানর ঋক্ষবান্ পর্বতের সানুদেশ আশ্রয় করিল। অন্যান্য বানরগণ অপরাপর পর্বত ও বনমধ্যে বাস করিতে লাগিল। বানরযূথপতিগণ সকলেই সূর্য্যপুত্র সুগ্রীব ও ইন্দ্রপুত্র বালীর আশ্রয় গ্রহণ করিল। অনেকে নল, নীল ও হনুমানের অধীনতা স্বীকার করিল। গরুড়তুল্য বলশালী যুদ্ধপটু বানরগণ বিচরণ করিতে করিতে সিংহ, ব্যাঘ্র ও বৃহৎ বৃহৎ সর্পদিগকে পীড়িত করিতে লাগিল। মহাশক্তিমান্ অতুলবিক্রম মহাবাহু বালী বাহুবলে ঋক্ষ, গোপুচ্ছ আদি বানরগণকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। নানাপ্রকারদেহবিশিষ্ট পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণযুক্ত মহাবীর-বানরগণের দ্বারা পর্বত, বন ও সমুদ্রসহিত ভূমণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইল।২৫-৩৬

মেঘমালা ও পর্বতশৃঙ্গসদৃশ মহাবলবান্ ভয়ঙ্কর-দেহসম্পন্ন বানরযূথপতিগণ রামের সাহায্যের জন্য উৎপন্ন হইয়া পৃথিবীকে সমাচ্ছন্ন করিল।৩৭

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডে সপ্তদশ সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টাদশঃ সর্গঃ

[ক্রত্বনুষ্ঠানাদ্দ্বাদশে মাসি শ্রীরাম-লক্ষ্মণাদীনাং চোৎপত্তিঃ। অযোধ্যায়াং মহোৎসবশ্চ।]

নির্বৃত্তে তু ক্রতৌ তস্মিন্ হয়মেধে মহাত্মনঃ।
প্রতিগৃহ্যামরা ভাগান্ প্রতিজগ্মুর্যথাগতম্ ॥১
সমাপ্তদীক্ষানিয়মঃ পত্নীগণসমন্বিতঃ।
প্রবিবেশ পুরীং রাজা সভৃত্য বলবাহনঃ ॥২
যথার্হং পূজিতাস্তেন রাজ্ঞা চ পৃথিবীশ্বরাঃ।
মুদিতাঃ প্রযযুর্দেশান্ প্রণম্য মুনিপুঙ্গবম্ ॥৩
শ্রীমতাং গচ্ছতাং তেষাং স্বগৃহাণি পুরাত্ততঃ।
বলানি রাজ্ঞাং শুভ্রাণি প্রহৃষ্টানি চকাশিরে ॥৪
গতেষু পৃথিবীশেষু রাজা দশরথঃ পুনঃ।
প্রবিবেশ পুরীং শ্রীমান্ পুরস্কৃত্য দ্বিজোত্তমাঃ ॥৫
শান্তয়া প্রযযৌ সার্ধমৃষ্যশৃঙ্গঃ সুপূজিতঃ।
অনুগম্যমানো রাজ্ঞা চ সানুযাত্রেণ ধীমতা ॥৬
এবং বিসৃজ্য তান্ সর্বান্ রাজা সম্পূর্ণমানসঃ।
উবাস সুখিতস্তত্র পুত্রোৎপত্তিং বিচিন্তয়ন্ ॥৭
ততো যজ্ঞে সমাপ্তে তু ঋতূনাং ষট্ সমত্যয়ুঃ।
ততশ্চ দ্বাদশে মাসে চৈত্রে নাবমিকে তিথৌ ॥৮
নক্ষত্রেঽদিতিদৈবত্যে স্বোচ্চসংস্থেষু পঞ্চসু।
গ্রহেষু কর্কটে লগ্নে বাক্‌পতাবিন্দুনা সহ ॥৯
প্রোদ্যমানে জগন্নাথং সর্বলোকনমস্কৃতম্।
কৌসল্যাজনয়দ্ রামং দিব্যলক্ষণসংযুতম্ ॥১০
বিষ্ণোরর্ধং মহাভাগং পুত্রমৈক্ষ্বাকুনন্দনম্।
লোহিতাক্ষং মহাবাহুং রক্তোষ্ঠং দুন্দুভিস্বনম্ ॥১১
কৌসল্যা শুশুভে তেন পুত্রেণামিততেজসা।
যথা বরেণ দেবানামদিতির্বজ্রপাণিনা ॥১২

অষ্টাদশ সর্গ

[যজ্ঞানুষ্ঠানের দ্বাদশ মাসে শ্রীরাম, ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের উৎপত্তি এবং অযোধ্যায় মহোৎসবপালন।]

এইভাবে মহাত্মা দশরথের পুত্রেষ্টিযজ্ঞের সহিত অশ্বমেধযজ্ঞ সমাপ্ত হইল। দেবগণ নিজ নিজ যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিয়া স্ব-স্ব-স্থানে প্রস্থান করিলেন।১

দশরথও যজ্ঞদীক্ষাবিধি শেষ করিয়া মহিষীগণের সহিত অযোধ্যাপুরীতে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলেন। ভৃত্য, সৈন্য ও বাহনসমূহও তাঁহাকে অনুসরণ করিতে সচেষ্ট হইল।২

সমাগত নরপতিগণ দশরথকর্তৃক সম্মানিত হইয়া আনন্দিত হইলেন এবং মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ ও ঋষ্যশৃঙ্গকে প্রণাম করিয়া স্ব-স্ব-দেশে গমন করিলেন।৩

ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন ঐ সকল নরপতির গমনসময়ে তাঁহাদের সৈন্যসমূহ দশরথপ্রদত্ত বস্ত্রালঙ্কারে আনন্দিত ও শোভিত হইল।৪

নিমন্ত্রিত রাজন্যবর্গ এইভাবে স্ব-স্ব-দেশে গমন করিলে পর দশরথ বিশিষ্টব্রাহ্মণগণকে অগ্রে লইয়া সরযূতীরস্থিত যজ্ঞমণ্ডপ হইতে অযোধ্যায় প্রবেশ করিলেন।৫

ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষি শান্তার সহিত বিশেষভাবে পূজিত হইয়া অযোধ্যা হইতে যাত্রা করিলেন। অনুচরগণের সহিত মহারাজ দশরথ কিছুদূর পর্য্যন্ত তাঁহার অনুগামী হইলেন। তিনি এইরূপে সমাগত সকলকে বিদায় দিলেন এবং পূর্ণমনোরথ হইয়া পুত্রের জন্মচিন্তা করিতে করিতে সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।৬-৭

অশ্বমেধ সমাপ্ত হইবার পর ছয়টি ঋতু অতীত হইল। তারপর দ্বাদশমাসে চৈত্রমাসের নবমী তিথিতে, পুনর্বসু-নক্ষত্রে, রবির মেষরাশিতে, মঙ্গলের মকররাশিতে, শনির তুলারাশিতে, বৃহস্পতির চন্দ্র ও কর্কটরাশিতে এবং শুক্রের মীনরাশিতে অবস্থানকালে কর্কটলগ্নে কৌশল্যা দিব্যলক্ষণযুক্ত সর্বলোকনমস্কৃত জগন্নাথ-রামকে প্রসব করিলেন। তিনি বিষ্ণুর অর্ধাংশসম্ভূত। তাঁহার নেত্রের প্রান্তদেশ লোহিত এবং ওষ্ঠদ্বয় রক্তবর্ণ। তাঁহার কণ্ঠস্বর দুন্দুভির শব্দের ন্যায় গম্ভীর। তিনি মহাভাগ্যবান, পরাক্রমশালী ও ইক্ষ্বাকুবংশের আনন্দের কারণ।৮-১১

ভরতো নাম কৈকয্যাং জজ্ঞে সত্যপরাক্রমঃ।
সাক্ষাদ্ বিষ্ণোশ্চতুর্ভাগঃ সর্বৈঃ
সমুদিতো গুণৈঃ (ক) ॥১৩
অথ লক্ষ্মণ-শত্রুঘ্নৌ সুমিত্রাঽজনয়ৎ সুতৌ।
বীরৌ সর্বাস্ত্রকুশলৌ বিষ্ণোরর্ধসমন্বিতৌ ॥১৪
পুষ্যে জাতস্তু ভরতো মীনলগ্নে প্রসন্নধীঃ।
সার্পে জাতৌ তু সৌমিত্রী কুলীরেঽভ্যুদিতে
রবৌ ॥১৫
রাজ্ঞঃ পুত্রা মহাত্মানশ্চত্বারো জজ্ঞিরে পৃথক্।
গুণবন্তোঽনুরূপাশ্চ রুচ্যা প্রোষ্ঠপদোপমাঃ ॥১৬
জগুঃ কুলঞ্চ গন্ধর্বা ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ।
দেব-দুন্দুভয়ো নেদুঃ পুষ্পবৃষ্টিশ্চ খাৎ পতৎ ॥১৭
উৎসবশ্চ মহানাসীদযোধ্যায়াং জনাকুলঃ।
রথ্যাশ্চ জনসম্বাধা নট-নর্তকসঙ্কুলাঃ ॥১৮
গায়নৈশ্চ বিরাবিণ্যো বাদনৈশ্চ তথাপরৈঃ।
বিরেজুর্বিপুলাস্তত্র সর্বরত্নসমন্বিতাঃ ॥১৯
প্রদেয়াংশ্চ দদৌ রাজা সূত-মাগধ-বন্দিনাম্।
ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ বিত্তং গোধনানি সহস্রশঃ ॥২০
অতীত্যৈকাদশাহং তু নামকর্ম তথাকরোৎ।
জ্যেষ্ঠং রামং মহাত্মানং ভরতং কৈকয়ীসুতম্ ॥২১
সৌমিত্রিং লক্ষ্মণমিতি শত্রুঘ্নমপরন্তথা।
বসিষ্ঠঃ পরমপ্রীতো নামানি কুরুতে তদা ॥২২
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়ামাস পৌর-জানপদানপি।
অদদদ্ ব্রাহ্মণানাঞ্চ রত্নৌঘমমলং বহু ॥২৩
তেষাং জন্মক্রিয়াদীনি সর্বকর্মাণ্যকারয়ৎ।
তেষাং কেতুরিব জ্যেষ্ঠো রামো রতিকরঃ পিতুঃ ॥২৪
বভূব ভূয়ো ভূতানাং স্বয়ম্ভুরিব সম্মতঃ।
সর্বে বেদবিদঃ শূরাঃ সর্বে লোকহিতে রতাঃ ॥২৫

দেবরাজ ইন্দ্রকে পাইয়া যেমন দেবমাতা অদিতি শোভিতা হইয়াছিলেন, অপরিমিততেজস্বী পুত্রকে পাইয়া কৌশল্যাও সেইরূপ শোভিতা হইলেন।১২

তারপর কৈকেয়ীর গর্ভ হইতে সাক্ষাদ্‌বিষ্ণুর চতুর্থাংশ সত্যপরাক্রম সর্বগুণভূষিত ভরত জন্মগ্রহণ করিলেন।১৩

অনন্তর সুমিত্রা লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নকে প্রসব করিলেন। এই দুইজন মহাবীর, সর্বাস্ত্রকুশল ও বিষ্ণুর অর্ধাংশ-সম্ভূত।১৪

নির্মলবুদ্ধি ভরত মীনলগ্নে পুষ্যানক্ষত্রে, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন কর্কটলগ্নে অশ্লেষানক্ষত্রে মধ্যাহ্নকালে জন্মগ্রহণ করিলেন।১৫

এইভাবে রাজা দশরথের পুত্রচতুষ্টয়ের জন্ম হইল। পুত্রগণ প্রত্যেকেই মহাত্মা, গুণবান্, রূপবান্ এবং পূর্ব-ভাদ্রপদ ও উত্তরভাদ্রপদ-নক্ষত্রের মত প্রভাবসম্পন্ন।১৬

পুত্রগণের জন্মকালে গন্ধর্বগণ সুমধুর গান ও দেবস্ত্রীগণ নৃত্য করিতে লাগিলেন। স্বর্গে দেবতাগণ কর্তৃক দুন্দুভি নিনাদিত হইল। আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। অযোধ্যায় জন্মমহোৎসব অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। নগরীর সকলপথই নট-নর্তকের দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইল। লোকসমূহের দ্বারা সকল পথই রুদ্ধ হইয়া পড়িতেছিল।১৭-১৮

গীত, বাদ্য ও অন্যান্য শব্দে মুখরিত বিশাল পথসমূহ পুরস্কাররূপে প্রদত্ত নানাবিধ রত্নাদির দ্বারা শোভিত হইল। রাজা সুত, মাগধ ও বন্দিগণকে পারিতোষিক দান করিলেন এবং ব্রাহ্মণগণকে বহুধন ও সহস্র সহস্র গাভী দান করিলেন।১৯-২০

পুত্রজন্মের পর একাদশদিবস অতীত হইলে অর্থাৎ ত্রয়োদশদিবসে দশরথ পুত্রগণের নামকরণ করিলেন। পুরোহিত বশিষ্ঠ আনন্দিত হইয়া মহাশক্তিসম্পন্ন জ্যেষ্ঠপুত্রের রাম, কৈকেয়ীপুত্রের ভরত এবং সুমিত্রাসুত-দ্বয়ের লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন নাম রাখিলেন।২১-২২

এই উপলক্ষ্যে মহারাজ বহু ব্রাহ্মণ, নগরবাসী ও জনপদবাসী লোকগণকে ভোজন করাইলেন। ব্রাহ্মণ-গণকে দক্ষিণারূপে বহু উৎকৃষ্ট রত্ন দান করিলেন। বশিষ্ঠ পুত্রগণের জাতকর্ম ও নামকরণ আদি সকলকর্মের যথাবিধি অনুষ্ঠান করাইলেন। ঐ পুত্রগণের মধ্যে রাম

পাঠান্তর :—(ক) সর্বৈঃ সমুদিতৈর্গুণৈঃ।

সর্বে জ্ঞানোপসম্পন্নাঃ সর্বে সমুদিতা গুণৈঃ।
তেষামপি মহাতেজা রামঃ সত্যপরাক্রমঃ ॥২৬
ইষ্টঃ সর্বস্য লোকস্য শশাঙ্ক ইব নির্মলঃ।
গজস্কন্ধেঽশ্বপৃষ্ঠে চ রথচর্য্যাসু সম্মতঃ ॥২৭
ধনুর্বেদে চ নিরতঃ পিতুঃ শুশ্রূষণে রতঃ।
বাল্যাৎ প্রভৃতি সুস্নিগ্ধো লক্ষ্মণো লক্ষ্মিবর্ধনঃ ॥২৮
রামস্য লোকরামস্য ভ্রাতুর্জ্যেষ্ঠস্য নিত্যশঃ।
সর্বপ্রিয়করস্তস্য রামস্যাপি শরীরতঃ ॥২৯
লক্ষ্মণো লক্ষ্মিসম্পন্নো বহিঃপ্রাণ ইবাপরঃ।
ন চ তেন বিনা নিদ্রাং লভতে পুরুষোত্তমঃ ॥৩০
মৃষ্টমন্নমুপানীতমশ্নাতি ন হি তং বিনা।
যদা হি হয়মারূঢ়ো মৃগয়াং যাতি রাঘবঃ ॥৩১
অথৈনং পৃষ্ঠতোঽভ্যেতি সধনুঃ পরিপালয়ন্।
ভরতস্যাপি শত্রুঘ্নো লক্ষ্মণাবরজো হি সঃ ॥৩২
প্রাণৈঃ প্রিয়তরো নিত্যং তস্য চাসীৎ তথা প্রিয়ঃ।
স চতুর্ভির্মহাভাগৈঃ পুত্রৈর্দশরথঃ প্রিয়ৈঃ ॥৩৩
বভূব পরমপ্রীতো দেবৈরিব পিতামহঃ।
তে যদা জ্ঞানসম্পন্নাঃ সর্বে সমুদিতা গুণৈঃ ॥৩৪
হ্রীমন্তঃ কীর্তিমন্তশ্চ সর্বজ্ঞা দীর্ঘদর্শিনঃ।
তেষামেবং প্রভাবাণাং সর্বেষাং দীপ্ততেজসাম্ ॥৩
পিতা দশরথো হৃষ্টো ব্রহ্মা লোকাধিপো যথা।
তে চাপি মনুজব্যাঘ্রা বৈদিকাধ্যয়নে রতাঃ ॥৩৬
পিতৃশুশ্রূষণরতা ধনুর্বেদে চ নিষ্ঠিতাঃ।
অথ রাজা দশরথস্তেষাং দারক্রিয়াং প্রতি ॥৩৭

বংশের অভ্যুদয়-পতাকার তুল্য, পিতার বিশেষ আনন্দপ্রদ হইলেন ও ব্রহ্মার মত সকল প্রাণীরই পূজিত হইলেন। যদিও দশরথের পুত্রগণ সকলেই বেদবিৎ, মহাবীর, সর্বলোকহিতকারী, জ্ঞানী ও নানাগুণের আধার ছিলেন, তথাপি তাহাদের মধ্যে রাম মহাতেজস্বী, সত্যবিক্রম ও চন্দ্রের মত নির্মল ও সর্বপ্রিয়। হস্তী, অশ্ব ও রথারোহণে বিশেষ নিপুণ ও ধনুর্বেদে কুশল রাম পিতার শুশ্রূষাতে সর্বদা সচেষ্ট থাকিতেন। রামের শোভাবর্ধক লক্ষ্মণ বাল্যকাল হইতেই সর্বলোকপ্রিয় জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামের সর্বদা প্রীতিসাধনের জন্য তৎপর হইলেন। তিনি রামকে নিজশরীর হইতেও অতিপ্রিয় মনে করিতেন। শ্রীমান্ লক্ষ্মণ রামের বহিঃস্থিত প্রাণের ন্যায় ছিলেন। পুরুষোত্তম রামও লক্ষ্মণব্যতীত নিদ্রা যাইতে পারিতেন না এবং লক্ষ্মণ নিকটে না থাকিলে নিকটে আগত উৎকৃষ্ট খাদ্য গ্রহণ করিতেন না। রামচন্দ্র যখন অশ্বারোহণ করিয়া মৃগয়ায় যাইতেন, তখন লক্ষ্মণ ধনুর্ধারণ করিয়া রামকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার পশ্চাতে গমন করিতেন। লক্ষ্মণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শত্রুঘ্নও ভরতের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম হইলেন এবং ভরতও তাঁহার প্রাণ হইতেও প্রিয়তম হইলেন। পিতামহ ব্রহ্মা যেরূপ চতুষ্টয় দিক্‌পাল দ্বারা আনন্দ অনুভব করেন, সেইরূপ মহারাজ দশরথও মহাভাগ্যবান্ অতিপ্রিয় চারিটি পুত্রের দ্বারা পরমপ্রীত হইলেন। কুমারগণ যখন জ্ঞান, লজ্জা, কীর্তি ও দূরদর্শিতাদি সর্বগুণসম্পন্ন হইলেন, তখন তাহাদের প্রদীপ্ত প্রভাব ও সদ্‌গুণসকল দেখিয়া রাজা দশরথ লোকপতি-ব্রহ্মার ন্যায় আনন্দিত হইলেন। দশরথের তনয়গণও বেদাধ্যয়নে, ধনুর্বেদশিক্ষায় ও পিতার শুশ্রূষায় সর্বদা রত হইয়া শ্রেষ্ঠমানবরূপে পরিচিত হইলেন। অনন্তর ধর্মাত্মা মহারাজ দশরথ উপাধ্যায় ও বন্ধুজনের সহিত নিজপুত্রগণের বিবাহবিষয়ে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। মন্ত্রিগণমধ্যে মহাত্মা দশরথ যখন এইরূপ পরামর্শ করিতেছিলেন, সেই সময় মহাতেজস্বী মহামুনি বিশ্বামিত্র সেইখানে আগমন করিলেন। তিনি দশরথের দর্শনাভিলাষী হইয়া দৌবারিকগণকে বলিলেন,—আমি কুশিক-গোত্রজাত গাধির তনয় বিশ্বামিত্র আসিয়াছি, এই সংবাদ মহারাজকে সত্বর জানাও। বিশ্বামিত্রের এই বাক্যে প্রেরিত হইয়া দৌবারিকগণ সসম্ভ্রমে দ্রুতগতিতে রাজভবনে গমন করিল। রাজভবনে প্রবেশ করিয়া ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা দশরথকে জানাইল,—বিশ্বামিত্র ঋষি আগমন করিয়াছেন। তাহাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া তিনি অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং ইন্দ্র যেরূপ বৃহস্পতির প্রত্যুদ্‌গমন করেন, সেইরূপ শ্রদ্ধার সহিত পুরোহিতকে

চিন্তয়ামাস ধর্মাত্মা সোপাধ্যায়ঃ সবান্ধবঃ।
তস্য চিন্তয়মানস্য মন্ত্রিমধ্যে মহাত্মনঃ ॥৩৮
অভ্যাগচ্ছন্মহাতেজা বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ।
স রাজ্ঞো দর্শনাকাঙ্ক্ষী দ্বারাধ্যক্ষানুবাচ হ ॥৩৯
শীঘ্রমাখ্যাত মাং প্রাপ্তং কৌশিকং গাধিনঃ সুতম্।
তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য রাজ্ঞো বেশ্ম প্রদুদ্রুবুঃ ॥৪০
সম্ভ্রান্তমনসঃ সর্বে তেন বাক্যেন চোদিতাঃ।
তে গত্বা রাজভবনং বিশ্বামিত্রমৃষিং তদা ॥৪১
প্রাপ্তমাবেদয়ামাসুর্নৃপায়েক্ষ্বাকবে তদা।
তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা সপুরোধাঃ সমাহিতঃ ॥৪২
প্রত্যুজ্জগাম সংহৃষ্টো ব্রহ্মাণমিব বাসবঃ।
স দৃষ্ট্বা জ্বলিতং দীপ্ত্যা তাপসং সংশিতব্রতম্ ॥৪৩
প্রহৃষ্টবদনো রাজা ততোঽর্ঘ্যমুপহারয়ৎ।
স রাজ্ঞঃ প্রতিগৃহ্যার্ঘ্যং শাস্ত্রদৃষ্টেন কর্মণা ॥৪৪
কুশলং চাব্যয়ঞ্চৈব পর্য্যপৃচ্ছন্নরাধিপম্।
পুরে কোশে জনপদে বান্ধবেষু সুহৃৎসু চ ॥৪৫
কুশলং কৌশিকো রাজ্ঞঃ পর্য্যপৃচ্ছৎ সুধার্মিকঃ।
অপি তে সন্নতাঃ সর্বে সামন্তা রিপবো জিতাঃ(ক) ॥৪৬
দৈবঞ্চ মানুষং চৈব কর্ম তে সাধ্বনুষ্ঠিতম্।
বসিষ্ঠঞ্চ সমাগম্য কুশলং মুনিপুঙ্গবঃ ॥৪৭
ঋষীংশ্চ তান্ যথান্যায়ং মহাভাগ উবাচ হ।
তে সর্বে হৃষ্টমনসস্তস্য রাজ্ঞো নিবেশনম্ ॥৪৮
বিবিশুঃ পূজিতাস্তেন নিষেদুশ্চ যথার্হতঃ।
অথ হৃষ্টমনা রাজা বিশ্বামিত্রং মহামুনিম্ ॥৪৯
উবাচ পরমোদারো হৃষ্টস্তমভিপূজয়ন্।
যথামৃতস্য সম্প্রাপ্তির্যথা বর্ষমনূদকে ॥৫০
যথা সদৃশদারেষু পুত্রজন্মাঽপ্রজস্য বৈ।
প্রণষ্টস্য যথা লাভো যথা হর্ষো মহোদয়ঃ ॥৫১
তথৈবাগমনং মন্যে স্বাগতং তে মহামুনে।
কঞ্চ তে পরমং কামং করোমি কিমু হর্ষিতঃ ॥৫২
পাত্রভূতোঽসি মে ব্রহ্মন্ দিষ্ট্যা প্রাপ্তোঽসি মানদ।
অদ্য মে সফলং জন্ম জীবিতঞ্চ সুজীবিতম্ ॥৫৩
যস্মাদ্ বিপ্রেন্দ্রমদ্রাক্ষং সুপ্রভাতা নিশা মম।
পূর্বং রাজর্ষিশব্দেন তপসা দ্যোতিতপ্রভঃ ॥৫৪
ব্রহ্মর্ষিত্বমনুপ্রাপ্তঃ পূজ্যোঽসি বহুধা ময়া।
তদদ্ভুতমভূদ্ বিপ্র পবিত্রং পরমং মম ॥৫৫

লইয়া বিশ্বামিত্রের প্রত্যুদ্গমন করিলেন। বিশ্বামিত্র নিজতেজে প্রজ্বলিত, কঠোরনিয়মাবলম্বী ও মহাতপস্বী; তাঁহাকে দর্শন করিয়া দশরথের মুখ আনন্দোজ্জ্বল হইল, তিনি ঋষিকে অর্ঘ্য প্রদান করিলেন। সুধার্মিক বিশ্বামিত্রও মহারাজের শাস্ত্রানুসারে প্রদত্ত অর্ঘ্য গ্রহণ করিয়া নগর, রাজ্য, ধনভাণ্ডার, বান্ধব ও সুহৃদ্গণের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে চাহিলেন,-- রাজন্! সামন্ত-নরপতিগণ ও শত্রুগণ অবনত ও পরাজিত আছে ত? দৈবানুষ্ঠান ও মানবকল্যাণকারী কার্য্যসমূহ ঠিকমত অনুষ্ঠিত হইতেছে ত? অনন্তর মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের নিকট যাইয়া তাঁহার ও অন্যান্য ঋষিগণের যথোচিত কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। তারপর সকলে হৃষ্টমনে রাজভবনে প্রবেশ করিয়া যথাযোগ্য আসনে উপবিষ্ট ও পূজিত হইলেন। মহারাজ দশরথ উদারচেতা ও বিশ্বামিত্রের দর্শনে হৃষ্টচিত্ত; তিনি মহামুনি বিশ্বামিত্রকে পূজা করিয়া বলিলেন,— মুনিবর! আপনার শুভাগমন অমৃতপ্রাপ্তির তুল্য। নির্জলদেশে বৃষ্টির ন্যায়, অপুত্রব্যক্তির উপযুক্ত পত্নীর গর্ভে পুত্রজন্মের ন্যায়, নষ্টদ্রব্যের পুনঃপ্রাপ্তির ন্যায় ও মহোৎসবে আনন্দের ন্যায় আপনার আগমন পরমকাম্য। আপনার আগমন শুভজনক হউক। আপনি আদেশ করুন— আমি সানন্দে আপনার কি প্রিয়কার্য্য সম্পন্ন করিব? মানদ! মুনিশ্রেষ্ঠ! আপনি আমার সেবাগ্রহণের যোগ্য। আমার সৌভাগ্যবশতই আপনি আগমন করিয়াছেন। আজ আমার জন্ম ও জীবন সফল মনে হইতেছে। আজ আমার পক্ষে রাত্রি সুপ্রভাত হইয়াছে, যেহেতু আজ আপনাকে দেখিতে পাইলাম। আপনি প্রথমতঃ তপস্যাদ্বারা প্রভাবশালী হইয়া রাজর্ষিপদবাচ্য হন,

পাঠান্তর :—(ক)—সামন্তরিপবো জিতাঃ।

শুভক্ষেত্রগতশ্চাহং (ক) তব সন্দর্শনাৎ প্রভো।
ব্রূহি যৎ প্রার্থিতং তুভ্যং কার্য্যমাগমনং প্রতি ॥৫৬
ইচ্ছাম্যনুগৃহীতোঽহং ত্বদর্থং পরিবৃদ্ধয়ে।
কার্য্যস্য ন বিমর্শঞ্চ গন্তুমর্হসি সুব্রত ॥৫৭
কর্ত্তা চাহমশেষেণ দৈবতং হি ভবান্ মম।
মম চায়মনুপ্রাপ্তো মহানভ্যুদয়ো দ্বিজ ॥
তবাগমনজঃ কৃৎস্নো ধর্ম্মশ্চানুত্তমো দ্বিজ ॥৫৮

ইতি হৃদয়সুখং নিশম্য বাক্যং
শ্রুতিসুখমাত্মবতা বিনীতমুক্তম্।
প্রথিতগুণযশা গুণৈর্বিশিষ্টঃ
পরম ঋষিঃ পরমং জগাম হর্ষম্ ॥৫৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে অষ্টাদশঃ সর্গঃ ॥

অনন্তর পুনঃ তপস্যা করিয়া ব্রহ্মর্ষিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। এইজন্য আপনি সর্বতোভাবে আমার পূজনীয়। দ্বিজবর! আপনার দুর্লভ শুভাগমনে আমার পবিত্রতালাভ হইয়াছে। আপনাকে দর্শন করিয়া আমি পুণ্যতীর্থগমনফল প্রাপ্ত হইলাম আপনি কি উদ্দেশ্যে আগমন করিয়াছেন, এক্ষণে তাহা প্রকাশ করুন। হে সুব্রত! আমি আপনার অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া প্রার্থনানুরূপ কার্য্য করিতে ইচ্ছা করি। আপনার সন্দেহ বা সঙ্কোচ করা উচিত নয়, আপনি আমার দেবতা, আপনি আদেশ করিলে আমি ঠিকমত তাহা পালন করিব। বিপ্রবর! আপনার আগমনে অতিশয় অভ্যুদয় এবং অত্যুত্তম ও সম্পূর্ণ পুণ্যলাভ হইয়াছে। বিখ্যাতকীর্তি সর্বগুণসম্পন্ন বিশ্বামিত্র সহৃদয় দশরথের মুখ হইতে শ্রুতিসুখকর সুখদায়ক বিনয়পূর্ণ বচন শ্রবণ করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন।২৩-৫৯

পাঠান্তর :—(ক) শুভক্ষেত্রে গতশ্চাহং—।

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডে অষ্টাদশ সর্গ সমাপ্ত।

একোনবিংশঃ সর্গঃ

(বিশ্বামিত্র-দশরথয়োঃ সংবাদঃ, বিশ্বামিত্রকৃত-বিঘ্নকরমারীচ-সুবাহ্বোর্বর্ণনম্, তন্নিবারণায় রামং দেহীতি যাচনম্, ঋষিকৃতরামপ্রতাপবর্ণনঞ্চ।)

তচ্ছ্রুত্বা রাজসিংহস্য বাক্যমদ্ভুতবিস্তরম্।
হৃষ্টরোমা মহাতেজা বিশ্বামিত্রোঽভ্যভাষত ॥১

সদৃশং রাজশার্দূল তবৈব ভুবি নান্যতঃ।
মহাবংশপ্রসূতস্য বসিষ্ঠব্যপদেশিনঃ ॥২

যৎ তু মে হৃদ্গতং বাক্যং(ক) তস্য কার্য্যস্য নিশ্চয়ম্।
কুরুষ্ব রাজশার্দূল ভব সত্যপ্রতিশ্রবঃ ॥৩

অহং নিয়মমাতিষ্ঠে বিধ্যর্থং পুরুষর্ষভ (খ)।
তস্য বিঘ্নকরৌ দ্বৌ তু রাক্ষসৌ কামরূপিণৌ ॥৪

ব্রতে তু বহুশশ্চীর্ণে সমাপ্ত্যাং রাক্ষসাবিমৌ।
মারীচশ্চ সুবাহুশ্চ বীর্য্যবন্তৌ সুশিক্ষিতৌ ॥৫

তৌ মাংস-রুধিরৌঘেণ বেদিং তামভ্যবর্ষতাম্।
অবধূতে তথাভূতে তস্মিন্ নিয়মনিশ্চয়ে ॥৬

কৃতশ্রমো নিরুৎসাহস্তস্মাদ্ দেশাদপাক্রমে।
ন চ মে ক্রোধমুৎস্রষ্টুং বুদ্ধির্ভবতি পার্থিব ॥৭

তথাভূতা হি সা চর্য্যা ন শাপস্তত্র মুচ্যতে।
স্বপুত্রং রাজশার্দূল রামং সত্যপরাক্রমম্ ॥৮

কাকপক্ষধরং বীরং জ্যেষ্ঠং মে দাতুমর্হসি।
শক্তো হ্যেষ ময়া গুপ্তো দিব্যেন স্বেন তেজসা ॥৯

রাক্ষসা যে বিকর্ত্তারস্তেষামপি বিনাশনে।
শ্রেয়শ্চাস্মৈ প্রদাস্যামি বহুরূপং ন সংশয়ঃ ॥১০

ঊনবিংশ সর্গ।

[বিশ্বামিত্র ও দশরথের পরস্পর আলাপ, বিশ্বামিত্র-কৃত যজ্ঞবিঘ্নকারী মারীচ ও সুবাহুর বর্ণন, এবং বিঘ্ননিবারণের জন্য শ্রীরামচন্দ্রকে প্রার্থনা এবং ঋষিকৃত রামের প্রতাপবর্ণন।]

মহাতেজস্বী বিশ্বামিত্র রাজশ্রেষ্ঠ দশরথের বিচিত্র বাক্যসমূহ শ্রবণ করিয়া পুলকিত হইলেন এবং বলিলেন,—রাজশ্রেষ্ঠ! আপনি যে মহাবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে এইরূপ আচরণ আপনি ভিন্ন অন্য কেহই করিতে পারে না। আপনি মহর্ষি বশিষ্ঠের আদেশানুসারে চলেন, সেইজন্য এইরূপ শিষ্টাচার আপনার উপযুক্ত।১-২

মহারাজ! আমার মনোগত যে বক্তব্য আছে, তাহা পালন করিতে অঙ্গীকার করুন। আপনি অঙ্গীকৃত কার্য্যের জন্য যথার্থ প্রতিশ্রুতি দান করুন। নরবর! আমি একটি যজ্ঞ করিবার জন্য দীক্ষিত হইয়াছি। মায়াবী দুইটি রাক্ষস সেই যজ্ঞের বিঘ্ন করিতেছে। বহুবার যজ্ঞ প্রায় সমাপ্ত হইয়াছে, এমন সময় তাহারা আসিয়া রক্ত, মাংস প্রভৃতি অপবিত্রদ্রব্যে যজ্ঞবেদী পূর্ণ করিয়া দিতেছে। ঐ রাক্ষসদ্বয়ের নাম মারীচ ও সুবাহু। তাহারা দুইজনেই বলবান্ ও যুদ্ধবিশারদ। উহাদের দ্বারা বারংবার আমার নিয়মানুষ্ঠানের বিঘ্ন হওয়ায় আমার সকল পরিশ্রম বৃথা হইয়াছে এবং ভগ্নোৎসাহ হইয়া সেইস্থান হইতে চলিয়া আসিয়াছি। এই কার্য্যে ক্রোধপ্রকাশ করিতে আমার প্রবৃত্তি হয় না। যজ্ঞানুষ্ঠানকালে কাহাকে শাপও দেওয়া যায় না। মহারাজ! অতএব আপনি সত্যবিক্রম, বলবান্ ও কাকপক্ষধারী (জুলফিযুক্ত) জ্যেষ্ঠপুত্র রামকে আমার হস্তে সমর্পণ করুন। রামকে আমি রক্ষা করিব। রাম নিজ দিব্যতেজঃপ্রভাবে আমার যজ্ঞবিঘ্নকারী রাক্ষসগণের বিনাশ করিতে সমর্থ হইবেন। আমি রামের নানাপ্রকার কল্যাণসাধন করিব—ইহাতে সংশয় করিবেন না। এই কার্য্যের জন্য রাম ত্রিলোকে বিশেষ খ্যাতি প্রাপ্ত হইবেন। ঐ রাক্ষসদ্বয় রামের সম্মুখে কখনই দাঁড়াইতে পারিবে না। রাম ভিন্ন অন্য কেহই ঐ রাক্ষসদ্বয়কে বিনাশ করিতে উৎসাহপ্রাপ্ত হইতেছে না। উহারা অতিশয় পাপকারী ও বলগর্বিত হইলেও কালের কবলে পতিত হইয়াছে। মহারাজ!

পাঠান্তরঃ—(ক) যৎ তু হৃদ্গমতং বাক্যং—।
(খ) —সিধ্যর্থং পুরুষর্ষভ।

ত্রয়াণামপি লোকানাং যেন খ্যাতিং গমিষ্যতি।
ন চ তৌ রামমাসাদ্য শক্তৌ স্থাতুং কথঞ্চন ॥১১
ন চ তৌ রাঘবাদন্যো হন্তুমুৎসহতে পুমান্
বীর্য্যোৎসিক্তৌ হি তৌ পাপৌ কালপাশবশং গতৌ ॥১২
রামস্য রাজশার্দূল ন পর্য্যাপ্তৌ মহাত্মনঃ।
ন চ পুত্রগতং স্নেহং কর্তুমর্হসি পার্থিব* ॥১৩
অহং তে প্রতিজানামি হতৌ তৌ বিদ্ধি রাক্ষসৌ।
অহং বেদ্মি মহাত্মানং রামং সত্যপরাক্রমম্ ॥১৪
বসিষ্ঠোঽপি মহাতেজা যে চেমে তপসি স্থিতাঃ।
যদি তে ধর্মলাভং তু যশশ্চ পরমং ভুবি ॥১৫
স্থিরমিচ্ছসি রাজেন্দ্র রামং মে দাতুমর্হসি!
যদ্যভ্যনুজ্ঞাং কাকুৎস্থ দদতে তব মন্ত্রিণঃ ॥১৬
বসিষ্ঠপ্রমুখাঃ সর্বে ততো রামং বিসর্জয়।
অভিপ্রেতমসংসক্তমাত্মজং দাতুমর্হসি ॥১৭
দশরাত্রং হি যজ্ঞস্য রামং রাজীবলোচনম্।
নাত্যেতি কালো যজ্ঞস্য যথায়ং মম রাঘব ॥১৮
তথা কুরুষ্ব ভদ্রং তে মা চ শোকে মনঃ কৃথাঃ।
ইত্যেবমুক্ত্বা ধর্মাত্মা ধর্মার্থসহিতং বচঃ ॥১৯
বিররাম মহাতেজা বিশ্বামিত্রো মহামতিঃ।
স তন্নিশম্য রাজেন্দ্রো বিশ্বামিত্রবচঃ শুভম্ ॥২০
শোকেন মহতাবিষ্টশ্চচাল চ মুমোহ চ।
লব্ধসংজ্ঞস্তদোত্থায় ব্যষীদত ভয়ান্বিতঃ ॥২১
ইতি হৃদয়মনোবিদারণং মুনিবচনং তদতীব শুশ্রুবান্।
নরপতিরভবন্মহান্ মহাত্মা ব্যথিতমনাঃ প্রচচাল চাসনাৎ ॥২২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে একোনবিংশঃ সর্গঃ।

ঐ রাক্ষসদ্বয় কখনই মহাত্মা রামের সমকক্ষ হইবে না। রাজন্! আপনি নিজপুত্রের প্রতি এখন অতিশয় স্নেহ প্রকাশ করিবেন না।৩-১৩

আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, রামের দ্বারা ঐ রাক্ষসদ্বয়কে বিনষ্ট বলিয়া জানিয়া রাখুন। আমি সত্যপরাক্রম মহাত্মা রামকে ভালভাবেই জানি। মহাতেজস্বী বশিষ্ঠ ও তপস্যারত অন্যান্য ঋষিগণও রামকে জানেন। রাজেন্দ্র! যদি এই সংসারে আপনি শ্রেষ্ঠ-ধর্ম ও অক্ষয়কীর্তি কাম্য বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে রামকে আমার হস্তে সমর্পণ করুন। কাকুৎস্থবংশধর! যদি বশিষ্ঠ আদি আপনার পরামর্শদানকারী সকলে আমার প্রার্থনা অনুমোদন করেন, তাহা হইলে আমার অভিপ্রেত আসক্তিশূন্য রামকে আমার সহিত যাইতে দিন। যজ্ঞের দশদিনের জন্য কমললোচন-রামকে বিদায় দান করুন। মহারাজ! যেন আমার যজ্ঞের সময় অতীত হইয়া না যায়, আপনি সত্বর সেইরূপ ব্যবস্থা করুন। আপনার মঙ্গল হইবে। আপনি অকারণ শোক করিবেন না। মহাতেজস্বী বুদ্ধিমান্ ধার্মিক বিশ্বামিত্র এইরূপ ধর্মার্থযুক্ত বাক্য বলিয়া বিরত হইলেন। বিশ্বামিত্রের বচন শুভজনক হইলেও রাজেন্দ্র দশরথ তাহা শ্রবণ করিয়া গভীরশোকে চঞ্চল ও মোহপ্রাপ্ত হইলেন। কিছুক্ষণ পরে জ্ঞানলাভ করিয়া পুত্রবিরহ-ভয়ে কিংবা বিশ্বামিত্রের শাপভয়ে ভীত হইলেন এবং বিষণ্ণভাবে বসিয়া রহিলেন। দশরথ মনস্বী হইয়াও বিশ্বামিত্রের ঐ সকল হৃদয়বিদারক বাক্য শ্রবণ করিলেন, কিন্তু অতিশয় ব্যথিত হওয়ায় নিজ আসনে স্থিরভাবে বসিয়া থাকিতে পারিলেন না।১৪-২২

* কোন কোন গ্রন্থে ১৩নং শ্লোকের পর নিম্নলিখিত শ্লোকটি অধিক দেখা যায়,— দশরাত্রঞ্চ যজ্ঞশ্চ তস্মিন্ রামেণ রাক্ষসৌ।
হন্তব্যৌ বিঘ্নকর্তারৌ মম যজ্ঞস্য বৈরিণৌ ॥

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডে ঊনবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

বিংশঃ সর্গঃ

(রক্ষোভিঃ সহ যুদ্ধায় রামং প্রেষয়িতুমক্ষমেন দশরথেন বিশ্বামিত্রসমীপে স্বাভিপ্রায়বর্ণনম্।)

তচ্ছ্রুত্বা রাজশার্দূলো বিশ্বামিত্রস্য ভাষিতম্।
মুহূর্তমিব নিঃসংজ্ঞঃ সংজ্ঞাবানিদমব্রবীৎ ॥১
ঊনষোড়শবর্ষো মে রামো রাজীবলোচনঃ।
ন যুদ্ধযোগ্যতামস্য পশ্যামি সহ রাক্ষসৈঃ ॥২
ইয়মক্ষৌহিণী সেনা যস্যাহং পতিরীশ্বরঃ।
অনয়া সহিতো গত্বা যোদ্ধাহং তৈর্নিশাচরৈঃ ॥৩
ইমে শূরাশ্চ বিক্রান্তা ভৃত্যা মেঽস্ত্রবিশারদাঃ।
যোগ্যা রক্ষোগণৈর্যোদ্ধুং ন রামং নেতুমর্হসি ॥৪
অহমেব ধনুষ্পাণির্গোপ্তা সমরমূর্ধনি।
যাবৎ প্রাণান্ ধরিষ্যামি তাবদ্ যোৎস্যে নিশাচরৈঃ ॥৫
নির্বিঘ্না ব্রতচর্য্যা সা ভবিষ্যতি সুরক্ষিতা।
অহং তত্র গমিষ্যামি ন রামং নেতুমর্হসি ॥৬
বালো হ্যকৃতবিদ্যশ্চ ন চ বেত্তি বলাবলম্।
ন চাস্ত্রবলসংযুক্তো ন চ যুদ্ধবিশারদঃ ॥৭
ন চাসৌ রক্ষসাং যোগ্যঃ কূটযুদ্ধা হি রাক্ষসাঃ।
বিপ্রযুক্তো (ক) হি রামেণ মুহূর্তমপি নোৎসহে ॥৮
জীবিতুং মুনিশার্দূল ন রামং নেতুমর্হসি।
যদি বা রাঘবং ব্রহ্মন্ নেতুমিচ্ছসি সুব্রত ॥৯
চতুরঙ্গসমাযুক্তং ময়া সহ চ তং নয়।
ষষ্টির্বর্ষসহস্রাণি জাতস্য মম কৌশিক ॥১০
কৃচ্ছ্রেণোৎপাদিতশ্চায়ং ন রামং নেতুমর্হসি।
চতুর্ণামাত্মজানাং হি প্রীতিঃ পরমিকা মম ॥১১
জ্যেষ্ঠে ধর্মপ্রধানে চ ন রামং নেতুমর্হসি।
কিং বীর্য্যা রাক্ষসাস্তে চ কস্য পুত্রাশ্চ কে চ তে ॥১২
কথং প্রমাণাঃ কে চৈতান্ রক্ষন্তি মুনিপুঙ্গব।
কথঞ্চ প্রতিকর্তব্যং তেষাং রামেণ রক্ষসাম্ ॥১৩
মামকৈর্বা বলৈর্ব্রহ্মন্ ময়া বা কূটযোধিনাম্।
সর্বং মে শংস ভগবন্ কথং তেষাং ময়া রণে ॥১৪

বিংশতি সর্গ।

[রাক্ষসগণের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য রামকে প্রেরণ করিতে অক্ষম রাজা দশরথ কর্তৃক বিশ্বামিত্রের নিকট স্বীয় অভিপ্রায় বর্ণন।]

রাজশ্রেষ্ঠ দশরথ বিশ্বামিত্রের কথা শ্রবণ করিয়া মুহূর্তকাল সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িলেন। পরে চেতনা প্রাপ্ত হইয়া বিশ্বামিত্রকে বলিলেন,—আমার কমললোচন রামের ঊনষোড়শ অর্থাৎ পঞ্চদশবৎসর-মাত্র বয়স। রাক্ষসগণের সহিত যুদ্ধ করিবার মত যোগ্যতা তাহার আছে—ইহা মনে হয় না।১-২

আমার অক্ষৌহিণী পরিমিত সৈন্য আছে। আমিই তাহাদের অধিপতি। এই মহতী সেনার সহিত যাইয়া রাক্ষসগণের সহিত আমিই যুদ্ধ করিব।৩

অস্ত্রবিদ্যাপটু মহাবলবান্ বীরগণ আমার আদেশ-পালনকারী। ইহারা সকলেই রাক্ষসদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে সক্ষম। অতএব রামকে লইয়া যাওয়া ঠিক হইবে না।৪

আমার শরীরে যতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রাণ থাকিবে, আমি ততক্ষণ পর্য্যন্ত স্বহস্তে ধনুর্ধারণপূর্বক যজ্ঞরক্ষা করিবার জন্য রাক্ষসের সহিত যুদ্ধ করিব।৫

আমার দ্বারা সুরক্ষিত হইলে আপনার অনুষ্ঠান নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইবে। অতএব আমিই আপনার সঙ্গে যাইতেছি। রামকে লইয়া যাইবেন না।৬

রাম এখন বালক। সে ধনুর্বিদ্যায় এখনও অধিকার লাভ করে নাই। শত্রুর বলাবল বুঝিবার ক্ষমতাও তাহার হয় নাই। এখনও রাম অস্ত্রবিদ্যায় নিপুণ ও যুদ্ধে পারদর্শী হইয়া উঠে নাই। এইজন্য সে রাক্ষসগণের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে না, যেহেতু, রাক্ষসেরা কপটভাবে যুদ্ধ করিয়া থাকে। মুনিবর! আমি রামের বিরহে একমুহূর্তও জীবনধারণ করিতে পারিব না। অতএব রামকে লইয়া যাওয়া উচিত হইবে না। যদি একান্তই রামকে লইয়া

পাঠান্তর :—(ক) বিপ্রযুক্তো—।

স্থাতব্যং দুষ্টভাবানাং বীর্য্যোঽসিক্তা হি রাক্ষসাঃ।
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা বিশ্বামিত্রোঽভ্যভাষত ॥১৫
পৌলস্ত্যবংশপ্রভবো রাবণো নাম রাক্ষসঃ।
স ব্রহ্মণা দত্তবরস্ত্রৈলোক্যং বাধতে ভৃশম্ ॥১৬
মহাবলো মহাবীর্য্যো (ক) রাক্ষসৈর্বহুভির্বৃতঃ।
শ্রূয়তে চ মহারাজ রাবণো রাক্ষসাধিপঃ ॥১৭
সাক্ষাদ্ বৈশ্রবণভ্রাতা পুত্রো বিশ্রবসো মুনেঃ।
যদা ন খলু যজ্ঞস্য বিঘ্নকর্তা মহাবলঃ ॥১৮
তেন সংচোদিতৌ তৌ তু রাক্ষসৌ চ মহাবলৌ।
মারীচশ্চ সুবাহুশ্চ যজ্ঞবিঘ্নং করিষ্যতঃ ॥১৯
ইত্যুক্তো মুনিনা তেন রাজোবাচ মুনিং তদা।
নহি শক্তোঽস্মি সংগ্রামে স্থাতুং তস্য দুরাত্মনঃ ॥২০

স ত্বং প্রসাদং ধর্মজ্ঞ কুরুষ্ব মম পুত্রকে।
মম চৈবাল্পভাগ্যস্য দৈবতং হি ভবান্ গুরুঃ ॥২১
দেব-দানব-গন্ধর্বা যক্ষাঃ পতগ-পন্নগাঃ।
ন শক্তা রাবণং সোঢ়ুং কি পুনর্মানবা যুধি ॥২২
স তু বীর্য্যবতাং বীর্য্যমাদত্তে যুধি রাবণঃ।
তেন চাহং ন শক্তোঽস্মি সংযোদ্ধুং তস্য বা বলৈঃ॥২৩
সবলো বা মুনিশ্রেষ্ঠ সহিতো বা মমাত্মজৈঃ।
কথমপ্যমরপ্রখ্যং সংগ্রামাণামকোবিদম্ ॥২৪
বালং মে তনয়ং ব্রহ্মন্নৈব দাস্যামি পুত্রকম্।
অথ কালোপমৌ যুদ্ধে সুতৌ সুন্দোপসুন্দয়োঃ ॥২৫
যজ্ঞবিঘ্নকরৌ তৌ তে নৈব দাস্যামি পুত্রকম্
মারীচশ্চ সুবাহুশ্চ বীর্য্যবন্তৌ সুশিক্ষিতৌ ॥২৬

যাইতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে চতুরঙ্গসেনা সহিত রামকে আমার সঙ্গেই লইয়া চলুন। কৌশিক! আমার জন্মের পর ষাট্ হাজার বৎসর অতীত হইল, অতিকষ্টে রামকে প্রাপ্ত হইয়াছি। অতএব রামকে লইয়া যাইবেন না। বিশেষতঃ চারিটি পুত্রের মধ্যে ধার্মিক রামের উপর আমার অতিশয় স্নেহ। এইজন্য আপনি রামকে লইয়া যাইবেন না। মুনিশ্রেষ্ঠ! যজ্ঞবিঘ্নকারী রাক্ষসগণ কিরূপ বলবান্? তাহাদের পরিচয় কি? তাহারা কাহার পুত্র? তাহাদের আকৃতি কিরূপ? কাহারা এই রাক্ষসগণকে রক্ষা করিয়া থাকে? রাম কিরূপেই বা রাক্ষসগণের প্রতীকার করিবে? কপটতাপূর্ণ যুদ্ধ করিতে অভ্যস্ত ঐ রাক্ষসদের প্রতীকারে আমার সৈন্যগণ ও আমি কিরূপে সক্ষম হইব? ভগবন্! আপনি সকলবৃত্তান্ত আমার নিকট প্রকাশ করুন। যুদ্ধক্ষেত্রে ঐ দুষ্টপ্রকৃতি রাক্ষসগণের সম্মুখে কিভাবে অবস্থান করিতে হইবে? আমি জানি, রাক্ষসেরা অতিশয় বলবান্। দশরথের এইরূপ বচন শুনিয়া বিশ্বামিত্র বলিলেন,—পৌলস্ত্যবংশজাত রাবণনামে এক রাক্ষস আছে। সে ব্রহ্মার নিকটে বরপ্রাপ্ত হইয়া ত্রিলোককে বাধিত করিতেছে। মহাশক্তিসম্পন্ন রাবণ সর্বদা রাক্ষসগণের দ্বারা পরিবৃত হইয়া থাকে। আমি শুনিয়াছি, রাক্ষসরাজ রাবণ কুবেরের সাক্ষাৎ ভ্রাতা ও বিশ্রবামুনির পুত্র। যখন ঐ মহাপরাক্রমশীল রাবণ স্বয়ং যজ্ঞের বিঘ্ন করিতে বিরত হয়, তখন সে মারীচ ও সুবাহু-নামক রাক্ষসদ্বয়কে যজ্ঞধ্বংসের জন্য পাঠাইয়া দেয়।১৭-১৯

বিশ্বামিত্র এইরূপ বলিলে পর রাজা দশরথ তাঁহাকে বলিলেন,—আমি দুরাত্মা রাবণের সহিত যুদ্ধে স্থির থাকিতে পারিব না।২০

ধর্মজ্ঞ! আপনি আমার বালকপুত্র রামের প্রতি প্রসন্ন হউন। আপনি মাদৃশ হতভাগ্যব্যক্তির দেবতা ও গুরু। মুনিবর! দেব, দানব, গন্ধর্ব, যক্ষ, গরুড় ও নাগগণই যখন যুদ্ধক্ষেত্রে রাবণের প্রতাপ সহ্য করিতে পারে না, তখন মানুষের কথা আর কি বলিব?২১-২২

সেই রাবণ রণক্ষেত্রে বীর্য্যবান্ ব্যক্তিগণেরও বীর্য্যক্ষয় করিয়া থাকে। এইজন্য তাহার কিংবা তাহার সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে আমি সমর্থ হইব না। মুনিবর! যদি আমার সৈন্যসমূহ ও পুত্রগণ সঙ্গেও থাকে, তাহা হইলেও আমি রাবণের সহিত কখনই পারিয়া

পাঠান্তরঃ—(ক) মহাবাহুর্মহাবীর্য্যো—।

তয়োরন্যতরং যোদ্ধুং যাস্যামি সসুহৃদ্‌গণঃ।
অন্যথা ত্বনুনেষ্যামি ভবন্তং সহবান্ধবঃ (ক) ॥২৭
ইতি নরপতিজল্পনাদ্দ্বিজেন্দ্রং
কুশিকসুতং সুমহান্ বিবেশ মন্যুঃ।
সুহুত ইব মখেঽগ্নিরাজ্যসিক্তঃ
সমভবদুজ্জ্বলিতো মহর্ষিবহ্নিঃ ॥২৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে বিংশঃ সর্গঃ ॥২০

উঠিব না। এইরূপ অবস্থায় সংগ্রামে অপটু দেবতুল্য-সুন্দর বালক রামকে কোনরকমেই আপনার সহিত যাইতে দিতে পারিব না। সুন্দ ও উপসুন্দের পুত্র মারীচ ও সুবাহু যুদ্ধক্ষেত্রে যমতুল্য। তাহারা দুইজনেই যেমন বলবান্‌, তেমনই যুদ্ধবিদ্যায় নিপুণ। যেহেতু তাহারাই আপনার যজ্ঞের বিঘ্ন করিতেছে, সেইজন্য আমি রামকে যাইতে দিব না। আমি বান্ধবগণের সহিত ঐ রাক্ষসদ্বয়ের যে কোন একজনের সহিত যুদ্ধ করিতে যাইব। তাহা না হইলে সকলবান্ধব সহিত আমি অনুনয় করিয়া আপনাকে প্রসন্ন করিব।২৫-২৭

মহারাজ দশরথের এইরূপ বাক্য শুনিয়া কুশিক-গোত্র দ্বিজেন্দ্র বিশ্বামিত্রের প্রচণ্ড ক্রোধ হইল। মহর্ষি বিশ্বামিত্র অগ্নিতুল্যতেজস্বী। যজ্ঞের অগ্নি যেমন ঘৃতাদি আহুতিপ্রাপ্ত হইয়া অতিশয় প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, বিশ্বামিত্রও তেমনি দশরথের বাক্যে আশাভঙ্গ হওয়ায় তীব্রক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন।২৮

পাঠান্তর :—(ক) —ভবন্তং সসুহৃদ্‌গণঃ।

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের আদিকাণ্ডে বিংশ সর্গ সমাপ্ত।

একবিংশঃ সর্গঃ

[দশরথবাক্যং শ্রুত্বা বিশ্বামিত্রস্য ক্রোধপূর্ণবচনং তথা রাজ্ঞে দশরথায় বসিষ্ঠস্য প্রবোধদানম্]

তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য স্নেহপর্য্যাকুলাক্ষরম্।
সমন্যুঃ কৌশিকো বাক্যং প্রত্যুবাচ মহীপতিম্ ॥১
পূর্বমর্থং প্রতিশ্রুত্য প্রতিজ্ঞাং হাতুমিচ্ছসি।
রাঘবাণামযুক্তোঽয়ং কুলস্যাস্য বিপর্য্যয়ঃ ॥২
যদীদং তে ক্ষমং রাজন্ গমিষ্যামি যথাগতম্।
মিথ্যাপ্রতিজ্ঞঃ কাকুৎস্থ সুখী ভব সুহৃদ্‌বৃতঃ ॥৩
তস্য রোষপরীতস্য বিশ্বামিত্রস্য ধীমতঃ।
চচাল বসুধা কৃৎস্না দেবানাঞ্চ ভয়ং মহৎ ॥৪
ত্রস্তরূপং তু বিজ্ঞায় জগৎ সর্বং মহান্ ঋষিঃ
নৃপতিং সুব্রতো ধীরো বসিষ্ঠো বাক্যমব্রবীৎ ॥৫
ইক্ষ্বাকূণাং কুলে জাতঃ সাক্ষাদ্ ধর্ম ইবাপরঃ।
ধৃতিমান্ সুব্রতঃ শ্রীমান্ ন ধর্মং হাতুমর্হসি ॥৬

একবিংশ সর্গ।

[দশরথের বাক্য শ্রবণ করিয়া বিশ্বামিত্রের ক্রোধপূর্ণ উক্তি এবং দশরথকে বশিষ্ঠদেবের প্রবোধ দান।]

কুশিকবংশজাত বিশ্বামিত্র দশরথের পুত্রস্নেহ-গদ্‌গদ বাক্যশ্রবণে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন।১

রাজন্! আপনি প্রথমে প্রতিশ্রুতি দিয়া এখন প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিতেছেন। রঘুবংশজাত আপনাদের বংশের পক্ষে এই আচরণ নিতান্তই নিন্দার্হ।২

যদি প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করাই আপনি সঙ্গত মনে করেন, তাহা হইলে যেমন আসিয়াছি, তেমনই চলিয়া যাইতেছি। মিথ্যাপ্রতিজ্ঞ হইয়া বান্ধবগণের সহিত আপনি সুখী হউন। বিশ্বামিত্রের প্রবল ক্রোধ হওয়ায় সেই সময় সমগ্র পৃথিবী কম্পিত হইল এবং দেবগণের মহদ্ ভয় উপস্থিত হইল।৩-৪

সমস্ত সংসারকে সন্ত্রস্ত দেখিয়া তপস্বী অতিধীর মহামুনি বশিষ্ঠ দশরথকে বলিলেন।৫

ত্রিষু লোকেষু বিখ্যাতো ধর্মাত্মা ইতি রাঘবঃ।
স্বধর্মং প্রতিপদ্যস্ব নাধর্মং বোঢ়ুমর্হসি ॥৭
প্রতিশ্রুত্য করিষ্যেতি উক্তং বাক্যমকুর্বতঃ।
ইষ্টাপূর্তবধো ভূয়াৎ তস্মাদ্ রামং বিসর্জয় ॥৮
কৃতাস্ত্রমকৃতাস্ত্রং বা নৈনং শক্ষ্যন্তি রাক্ষসাঃ।
গুপ্তং কুশিকপুত্রেণ জ্বলনেনামৃতং যথা ॥৯
এষ বিগ্রহবান্ ধর্ম এষ বীর্য্যবতাং বরঃ।
এষ বিদ্যাধিকো লোকে তপসশ্চ পরায়ণম্ ॥১০
এষোঽস্ত্রান্ বিবিধান্ বেত্তি ত্রৈলোক্যে সচরাচরে।
নৈনমন্যঃ পুমান্ বেত্তি ন চ বেৎস্যন্তি কেচন ॥১১
ন দেবা নর্ষয়ঃ কেচিন্নামরা ন চ রাক্ষসাঃ।
গন্ধর্ব-যক্ষপ্রবরাঃ সকিন্নর-মহোরগাঃ ॥১২

রাজন্! আপনি ইক্ষ্বাকুবংশে মূর্তিমান্ ধর্মের ন্যায় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আপনি ধৈর্য্যবান্, সত্যনিষ্ঠ ও শ্রীমান্। আপনার ধর্ম পরিত্যাগ করা সঙ্গত হয় না। রঘুবংশজাত আপনি ধর্মাত্মা বলিয়া ত্রিলোকবিখ্যাত হইয়াছেন। অতএব আপনি স্বধর্ম রক্ষা করুন। অধর্ম অর্জন করা উচিত নয়।৬-৭

'অবশ্যই করিব' বলিয়া প্রতিশ্রুতিদানের পর যে ব্যক্তি প্রতিশ্রুতি পালন না করে, তাহার যজ্ঞ ও কূপখননাদি সৎকর্মের ফল বিনষ্ট হয়। এইজন্য আপনি রামকে বিশ্বামিত্রের সহিত যাইতে দিন ॥৮

রাম অস্ত্রবিদ্যাপটু হউন আর না হউন, রাক্ষসেরা তাঁহার কিছুই করিতে পারিবে না। অগ্নির দ্বারা যেমন অমৃত সুরক্ষিত হইয়াছিল, কুশিকবংশজাত বিশ্বামিত্রের দ্বারা রামও সেইরূপ রক্ষিত হইবেন। এই বিশ্বামিত্র মূর্তিমান্ ধর্মস্বরূপ। ইনি সর্বাপেক্ষা বলবান্ ও বিদ্বান্। ইনি তপস্যার আশ্রয়স্থান এবং ত্রিভুবনে বিবিধ অস্ত্রের একমাত্র জ্ঞাতা। এই পৃথিবীতে কেহই ঐ সকল অস্ত্রের সংবাদ জানেনা, কোনদিন জানিতে পারিবেও না।৯-১১

কেবল পৃথিবীর কেহই যে ঐ অস্ত্রসমূহের কথা জানে না, তাহাই নয়, দেবতা, ঋষি, অমর, রাক্ষস, গন্ধর্ব, যক্ষ, কিন্নর ও নাগগণের মধ্যেও কেহই জানে না।১২

সর্বাস্ত্রাণি কৃশাশ্বস্য পুত্রাঃ পরমধার্মিকাঃ।
কৌশিকায় পুরা দত্তা যদা রাজ্যং প্রশাসতি ॥১৩
তেঽপি পুত্রাঃ কৃশাশ্বস্য প্রজাপতিসুতাসুতাঃ।
নৈকরূপা মহাবীর্য্যা দীপ্তিমন্তো জয়াবহাঃ ॥১৪
জয়া চ সুপ্রভা চৈব দক্ষকন্যে সুমধ্যমে।
তে সূতেঽস্ত্রাণি শস্ত্রাণি শতং পরমভাস্বরম্ ॥১৫
পঞ্চাশতং সুতাঁল্লেভে জয়া লব্ধবরা বরান্।
বধায়াসুরসৈন্যানামপ্রমেয়ানরূপিণঃ ॥১৬
সুপ্রভাঽজনয়চ্চাপি পুত্রান্ পঞ্চশতং পুনঃ।
সংহারান্ নাম দুর্ধর্ষান্ দুরাক্রামান্ বলীয়সঃ ॥১৭
তানি চাস্ত্রাণি বেত্ত্যেষ যথাবৎ কুশিকাত্মজঃ।
অপূর্বাণাঞ্চ জননে শক্তো ভূয়শ্চ ধর্মবিৎ ॥১৮

পূর্বে ঐ অস্ত্রসমূহ কৃশাশ্ব প্রজাপতির পুত্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। বিশ্বামিত্রের রাজ্যশাসনকালে মহাদেব ঐ সকল অস্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন।১৩

নানারূপযুক্ত, মহাবীর্য্যবান, উজ্জ্বল ও জয়দায়ক ঐ অস্ত্রসকল প্রজাপতি কৃশাশ্বের ঔরসে দক্ষকন্যার গর্ভে উৎপন্ন হইয়াছে। দক্ষকন্যা জয়া ও সুপ্রভা অতিশয় উজ্জ্বল শতশত অস্ত্র প্রসব করেন।১৪-১৫

জয়া বরলাভ করিয়া অসুরসৈন্যগণের বিনাশের জন্য অদ্ভুতশক্তি অদৃশ্যমান্ উত্তম অস্ত্ররূপ পঞ্চাশৎ পুত্র প্রসব করেন।১৬

সুপ্রভাও অতিবলশালী দুরাধর্ষ অনতিক্রমণীয় সংহারনামক পঞ্চাশৎ পুত্র প্রসব করেন।১৭

ধর্মবিৎ বিশ্বামিত্র সেই সকল অস্ত্রবিষয়ে বিশেষ জ্ঞানবান। ইনি অপূর্ব অস্ত্রনির্মাণেও সমর্থ। রঘুবংশধর! রাজন্! এইজন্য ধর্মজ্ঞ মহাত্মা এই মহামুনি বিশ্বামিত্রের অতীত ও ভবিষ্যৎ কিছুই অবিদিত নাই।১৮-১৯

মহারাজ! বিশ্বামিত্র এইরূপ প্রভাবশালী, মহাতেজস্বী ও কীর্তিমান্। ইঁহার সহিত রামকে পাঠাইতে কোনরূপ সন্দেহ করিবেন না।২০

তেনাস্য মুনিমুখ্যস্য ধর্মজ্ঞস্য মহাত্মনঃ।
ন কিঞ্চিদস্ত্যবিদিতং ভূতং ভব্যঞ্চ রাঘব ॥১৯
এবং বীর্য্যো মহাতেজা বিশ্বামিত্রো মহাযশাঃ।
ন রামগমনে রাজন্ সংশয়ং গন্তুমর্হসি ॥২০
তেষাং নিগ্রহণে শক্তঃ স্বয়ঞ্চ কুশিকাত্মজঃ।
তব পুত্রহিতার্থায় ত্বামুপেত্যাভিযাচতে ॥২১

স্বয়ং বিশ্বামিত্রই রাক্ষসগণকে বিনাশ করিতে সক্ষম। কেবল আপনার পুত্রের হিতের জন্যই আপনার নিকট আসিয়া এইরূপ প্রার্থনা করিতেছেন।২১

বশিষ্ঠের এইরূপ কথা শুনিয়া বিখ্যাতকীর্তি রঘুশ্রেষ্ঠ মহারাজ দশরথ সন্তুস্ট ও আনন্দিত হইলেন

ইতি মুনিবচনাৎ প্রসন্নচিত্তো
রঘুবৃষভশ্চ মুমোদ পার্থিবাগ্র্যঃ (ক)।
গমনমভিরুরোচ রাঘবস্য
প্রতিথযশাঃ কুশিকাত্মজায় বুদ্ধ্যা ॥২২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে আদিকাণ্ডে একবিংশঃ সর্গঃ ॥

এবং কুশিকসুত বিশ্বামিত্রের সহিত রামকে যাইবার অনুমতি দিতে ইচ্ছুক হইলেন।২২

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের আদিকাণ্ডে একবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

পাঠান্তর :—(ক) রঘুবৃষভশ্চ মুমোদ পার্থিবঃ।

দ্বাবিংশঃ সর্গঃ

[রাজ্ঞা দশরথেন স্বস্তিবাচনপূর্বকং রাম-লক্ষ্মণয়োঃ কৌশিকেন সহ বনপ্রেষণম্, পথি তয়োঃ কৌশিকতো বলা অতিবলা চেতি বিদ্যাদ্বয়প্রাপ্তিঃ]

তথা বসিষ্ঠে ব্রুবতি রাজা দশরথঃ স্বয়ম্।
প্রহৃষ্টবদনো রামমাজুহাব সলক্ষ্মণম্ ॥১
কৃতস্বস্ত্যয়নং মাত্রা পিত্রা দশরথেন চ।
পুরোধসা বসিষ্ঠেন মঙ্গলৈরভিমন্ত্রিতম্ ॥২
স পুত্রং মূর্দ্ধ্যুপাঘ্রায় রাজা দশরথস্তদা।
দদৌ কুশিকপুত্রায় সুপ্রীতেনান্তরাত্মনা ॥৩

দ্বাবিংশ সর্গ।

[রাজা দশরথকর্তৃক স্বস্তিবাচনপূর্বক বিশ্বামিত্রের সহিত রাম-লক্ষ্মণকে বনে প্রেরণ এবং পথিমধ্যে বিশ্বামিত্রের নিকট হইতে রাম-লক্ষ্মণের 'বলা' ও 'অতিবলা'নামক দুইটি বিদ্যালাভ।]

মহর্ষি বশিষ্ঠ এইরূপ বলিলে পর দশরথের মুখমণ্ডল আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তিনি নিজেই লক্ষ্মণের সহিত রামকে আহ্বান করিলেন।১

তারপর মাতা কৌশল্যা ও পিতা দশরথ রামের মঙ্গল আচরণ করিলে পর কুলপুরোহিত বশিষ্ঠ মঙ্গলজনক মন্ত্রের দ্বারা রামকে অভিমন্ত্রিত করিলেন।২

ততো বায়ুঃ সুখস্পর্শো নীরজস্কো ববৌ তদা।
বিশ্বামিত্রগতং রামং দৃষ্ট্বা রাজীবলোচনম্ ॥৪
পুষ্পবৃষ্টির্মহত্যাসীদ্ দেবদুন্দুভিনিঃস্বনৈঃ।
শঙ্খ-দুন্দুভিনির্ঘোষঃ প্রয়াতে তু মহাত্মনি ॥৫
বিশ্বামিত্রো যযাবগ্রে ততো রামো মহাযশাঃ।
কাকপক্ষধরো ধন্বী তঞ্চ সৌমিত্রিরন্বগাৎ ॥৬

অনন্তর দশরথ পুত্রের মস্তক আঘ্রাণ করিয়া প্রীতিপূর্ণ-হৃদয়ে বিশ্বামিত্রের হস্তে রামকে সমর্পণ করিলেন। কমললোচন রাম বিশ্বামিত্রের অনুগমন করিতেছেন দেখিয়া সেই সময় ধূলিশূন্য ও আরামদায়ক বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল।৩-৪

রামের গমনকালে দেবতাগণের দুন্দুভিধ্বনির সহিত পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। অযোধ্যায় শঙ্খ প্রভৃতির শব্দ উত্থিত হইল। বিশ্বামিত্র অগ্রে যাইতেছেন, তারপর কীর্তিমান্ রাম, রামের পশ্চাতে কাকপক্ষধারী (জুলফি-শোভিত) লক্ষ্মণ ধনুর্ধারণ করিয়া গমন করিতেছেন।৫-৬

কলাপিনৌ ধনুষ্পাণী শোভয়ানৌ দিশো দশ।
বিশ্বামিত্রং মহাত্মানং ত্রিশীর্ষাবিব পন্নগৌ ॥৭
অনুজগ্মতুরক্ষুদ্রৌ পিতামহমিবাশ্বিনৌ।
অনুযাতৌ শ্রিয়া দীপ্তৌ শোভয়ন্তাবনিন্দিতৌ ॥৮
তদা কুশিকপুত্রন্তু ধনুষ্পাণী স্বলঙ্কৃতৌ।
বদ্ধগোধাঙ্গুলিত্রাণৌ খড়্গবন্তৌ মহাদ্যুতী ॥৯
কুমারৌ চারুবপুষৌ ভ্রাতরৌ রাম-লক্ষ্মণৌ।
অনুযাতৌ শ্রিয়া দীপ্তৌ শোভয়েতামনিন্দিতৌ ॥১০
স্থাণুং দেবমিবাচিন্ত্যং কুমারাবিব পাবকী।
অধ্যর্ধযোজনং গত্বা সরয্বা দক্ষিণে তটে ॥১১
রামেতি মধুরাং বাণীং বিশ্বামিত্রোঽভ্যভাষত।
গৃহাণ বৎস সলিলং মা ভূৎ কালস্য পর্য্যয়ঃ ॥১২
মন্ত্রগ্রামং গৃহাণ ত্বং বলামতিবলাং তথা।

পৃষ্ঠদেশে মস্তকের ন্যায় সমুন্নত তূণীরদ্বয় ধারণ করায় ত্রিশীর্ষসর্পের ন্যায় ধনুর্ধর ভ্রাতৃদ্বয় দশদিক্ উদ্ভাসিত করিয়া বিশ্বামিত্রের অনুগমন করিতে লাগিলেন। অশ্বিনীকুমারদ্বয় পিতামহ ব্রহ্মার অনুগমন করিলে যেরূপ শোভা হয়, সেইরূপ বিশ্বামিত্রের অনুগমনকালে উদারপ্রকৃতি রাম-লক্ষ্মণের উজ্জ্বল দীপ্তি ও অনিন্দিত শোভা প্রকাশিত হইয়াছিল।৭-৮

সুন্দরশরীরবিশিষ্ট উজ্জ্বলকান্তি রাম ও লক্ষ্মণ পরমশোভায় প্রশংসনীয় হইয়া বিশ্বামিত্রের পশ্চাতে চলিতেছেন। তাঁহারা উভয়েই নানা অলঙ্কার, ধনুঃ, খড়্গ ও গোধাচর্মনির্মিত অঙ্গুলিত্রাণ ধারণ করিয়াছেন। বিশ্বামিত্রের পশ্চাতে ইহাদের দুই ভ্রাতাকে যাইতে দেখিয়া মনে হইতেছিল—যেন অগ্নিপুত্র স্কন্দ ও বিশাখনামক কুমারদ্বয় অচিন্ত্যশক্তি রুদ্রের অনুগমন করিতেছেন। অনন্তর তাঁহাদের সহিত বিশ্বামিত্র সার্ধযোজন অর্থাৎ ছয়ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া সরযূর দক্ষিণতীরে উপস্থিত হইলেন এবং মধুরভাবে 'রাম' বলিয়া সম্বোধনপূর্বক বলিলেন—বৎস! রাম! এই নদীর জল লইয়া আচমন কর। তুমি কালবিলম্ব করিও না।৯-১২

ন শ্রমো ন জ্বরো বা তে ন রূপস্য বিপর্য্যয়ঃ ॥১৩
ন চ সুপ্তং প্রমত্তং বা ধর্ষয়িষ্যন্তি নৈর্ঋতাঃ।
ন বাহ্বোঃ সদৃশো বীর্য্যে পৃথিব্যামস্তি কশ্চন ॥১৪
ত্রিষু লোকেষু বা রাম ন ভবেৎ সদৃশস্তব।
বলামতিবলাঞ্চৈব পঠতস্তাত রাঘব ॥১৫
ন সৌভাগ্যে ন দাক্ষিণ্যে ন জ্ঞানে বুদ্ধিনিশ্চয়ে।
নোত্তরে প্রতিবক্তব্যে সমো লোকে তবানঘ ॥১৬
এতদ্বিদ্যাদ্বয়ে লব্ধে ন ভবেৎ সদৃশস্তব।
বলা চাতিবলা চৈব সর্বজ্ঞানস্য মাতরৌ ॥১৭
ক্ষুৎ-পিপাসে ন তে রাম ভবিষ্যেতে নরোত্তম।
বলামতিবলাং চৈব পঠতস্তাত রাঘব।
গৃহাণ সর্বলোকস্য গুপ্তয়ে রঘুনন্দন* ॥১৮
বিদ্যাদ্বয়মধীয়ানে যশশ্চাথ ভবেদ্ ভুবি।
পিতামহসুতে হ্যেতে বিদ্যে তেজঃসমন্বিতে ॥১৯

এখনই তুমি আমার নিকট হইতে বলা ও অতিবলা-নামক মন্ত্রসমূহ গ্রহণ কর। ইহার দ্বারা পরিশ্রম, জ্বর কিংবা রূপের কিছুমাত্র বিপর্য্যয় হইবে না।১৩

নিদ্রিত কিংবা কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত থাকার জন্য অসাবধান হইলেও রাক্ষসেরা তোমাকে নিগৃহীত করিতে পারিবে না, এবং পৃথিবীতে বাহুবলে তোমার তুল্য কেহই থাকিবে না।১৪

তাত! রাম! এই বলা ও অতিবলা-মন্ত্র পাঠ করিলে তোমার তুল্য ব্যক্তি ত্রিভুবনে কেহ থাকিবে না।১৫

এই বিদ্যা দুইটি প্রাপ্ত হইলে সৌভাগ্যে, দাক্ষিণ্যে, জ্ঞানে, কর্তব্যনির্ণয়ে ও প্রত্যুত্তরদানে তোমার সমান কেহই থাকিবে না। এই বলা ও অতিবলা-বিদ্যাসকল জ্ঞানের প্রসূতি। নরোত্তম! রাঘব! বলা ও অতিবলা-মন্ত্র পাঠ করিলে তোমার ক্ষুধা ও পিপাসা কখনই হইবে না। হে রঘুনন্দন! সকললোকের রক্ষার জন্য তুমি এই দুইটি বিদ্যা গ্রহণ কর।১৬-১৮

এই বিদ্যা দুইটির অধ্যয়নে ভূতলে তোমার কীর্তি বিস্তৃত হইবে। পিতামহ ব্রহ্মাকর্তৃক সৃষ্ট এই

* কোন কোন গ্রন্থে এই শ্লোকার্ধটি দেখা যায় না।

প্রদাতুং তব কাকুৎস্থ সদৃশস্ত্বং হি পাথিব।
কামং বহুগুণাঃ সর্বে ত্বয্যেতে নাত্র সংশয়ঃ ॥২০
তপসা সম্ভৃতে চৈতে বহুরূপে ভবিষ্যতঃ।
ততো রামো জলং স্পৃষ্ট্বা প্রহৃষ্টবদনঃ শুচিঃ ॥২১
প্রতিজগ্রাহ তে বিদ্যে মহর্ষের্ভাবিতাত্মনঃ।
বিদ্যাসমুদিতো রামঃ শুশুভে ভীমবিক্রমঃ ॥২২
সহস্ররশ্মির্ভগবান্ শরদীব দিবাকরঃ।
গুরুকার্য্যাণি সর্বাণি নিযুজ্য কুশিকাত্মজে (ক)।
উষুস্তাং রজনীং তত্র সরয্বাং সসুখং ত্রয়ঃ ॥২৩
দশরথনৃপসূনুসত্তমাভ্যাং
তৃণশয়নেঽনুচিতে তদোষিতাভ্যাম্।
কুশিকসুতবচোঽনুলালিতাভ্যাং
সুখমিব সা বিবভৌ বিভাবরী ॥২৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে দ্বাবিংশঃ সর্গঃ।

বিদ্যাদ্বয় অতিতেজসমন্বিত। এইজন্য তোমাকেই দিতে অভিলাষ করি। যদিও আমার সন্দেহ নাই যে, তোমাতে যথেষ্ট শ্রেষ্ঠগুণসমূহ রহিয়াছে, তথাপি তুমিই উপযুক্ত পাত্র বলিয়া আমি মনে করি। আমি তপস্যা দ্বারা এই দুইটি বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি। তোমাকে দান করিলে অধিক বিভূতিলাভ করিবে। বিশ্বামিত্রের এইরূপ বাক্য শুনিয়া প্রসন্নবদন রাম জলস্পর্শপূর্বক আচমন করিয়া পবিত্র হইলেন এবং পরমতপস্বী বিশ্বামিত্রের নিকট হইতে ঐ দুইটি বিদ্যা গ্রহণ করিলেন।

পাঠান্তরঃ (ক) —নিযুজ্য কুশিকাত্মজঃ।

প্রচণ্ডপরাক্রমশালী রাম বিদ্যাপ্রাপ্ত হইয়া শরৎ-কালের সহস্রকিরণ সূর্য্যের ন্যায় তেজ ধারণ করিলেন। ইহাতে রাম বিশেষভাবে শোভান্বিত হইলেন। বিদ্যাদানের পর কুশিকসুত বিশ্বামিত্র গুরুর প্রতি শিষ্যের করণীয় কর্তব্যসমূহের উপদেশ করিয়া রাম ও লক্ষ্মণের সহিত অতিসুখে সরযূতীরে রাত্রিযাপন করিলেন।১৯-২৩

দশরথের অতিগুণবান্ পুত্রদ্বয় অযোগ্য অর্থাৎ তাঁহাদের অনভ্যস্ত তৃণশয্যায় শয়ন করিলেন। কিন্তু বিশ্বামিত্রের মনোহর আলাপ-আলোচনার জন্য পরমসুখেই রাত্রি প্রভাত হইল।২৪

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডে দ্বাবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ত্রয়োবিংশঃ সর্গঃ

[রাম-লক্ষ্মণৌ প্রতি বিশ্বামিত্রস্য সন্ধ্যাকরণবিষয়ে উপদেশঃ, সরযূনদীতীরে রমণীয়াশ্রমদর্শনং তত্র বিশ্রামশ্চ।]

প্রভাতায়াং তু শর্বর্য্যাং বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ।
অভ্যভাসত কাকুৎস্থৌ শয়ানৌ পর্ণসংস্তরে ॥১

কৌসল্যা সুপ্রজা রাম পূর্বা সন্ধ্যা প্রবর্ততে।
উত্তিষ্ঠ নরশার্দূল কর্তব্যং দৈবমাহ্নিকম্ ॥২

তস্যর্ষেঃ পরমোদারং বচঃ শ্রুত্বা নরোত্তমৌ
স্নাত্বা কৃতোদকৌ বীরৌ জেপতুঃ পরমং জপম্ ॥৩

কৃতাহ্নিকৌ মহাবীর্য্যৌ বিশ্বামিত্রং তপোধনম্।
অভিবাদ্যাতিসংহৃষ্টৌ গমনায়াভিতস্থতুঃ ॥৪

তৌ প্রয়ান্তৌ (ক) মহাবীর্য্যৌ
দিব্যাং ত্রিপথগাং নদীম্।
দদৃশাতে ততস্তত্র সরয্বাঃ সঙ্গমে শুভে ॥৫

তত্রাশ্রমপদং পুণ্যমৃষীণাং ভাবিতাত্মনাম্।
বহুবর্ষসহস্রাণি তপ্যতাং পরমং তপঃ ॥৬

তং দৃষ্ট্বা পরমপ্রীতৌ রাঘবৌ পুণ্যমাশ্রমম্।
ঊচতুস্তং মহাত্মানং বিশ্বামিত্রমিদং বচঃ ॥৭

কস্যায়মাশ্রমঃ পুণ্যঃ কোঽন্বস্মিন্ বসতে পুমান্।
ভগবন্ শ্রোতুমিচ্ছাবঃ পরং কৌতূহলং হি নৌ ॥৮

তয়োস্তদ্বচনং শ্রুত্বা প্রহস্য মুনিপুঙ্গবঃ।
অব্রবীচ্ছ্রূয়তাং রাম যস্যায়ং পূর্ব আশ্রমঃ ॥৯

কন্দর্পো মূর্তিমানাসীৎ কাম ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ।
তপস্যন্তমিহ স্থাণুং নিয়মেন সমাহিতম্ ॥১০

কৃতোদ্বাহং তু দেবেশং গচ্ছন্তং সমরুদ্‌গণম্।
ধর্ষয়ামাস দুর্মেধা হুঙ্কৃতশ্চ মহাত্মনা ॥১১

ত্রয়োবিংশ সর্গ

[রাম-লক্ষ্মণের প্রতি বিশ্বামিত্রের সন্ধ্যাকরণবিষয়ে উপদেশ, সরযূনদীর তীরে মনোরম আশ্রমদর্শন ও সেই স্থানে বিশ্রামগ্রহণ।]

রাত্রি প্রভাত হইলে পর মহামুনি বিশ্বামিত্র পর্ণ-শয্যাশায়ী রাম ও লক্ষ্মণকে বলিলেন,—রাম! নরশ্রেষ্ঠ! তোমার দ্বারা কৌশল্যা সৎপুত্রবতী হইয়াছেন। এখন প্রাতঃসন্ধ্যার সময় উপস্থিত হইয়াছে। বৎস! তুমি শয্যাত্যাগ করিয়া উত্থিত হও। দৈবকর্ম ও আহ্নিকাদি সম্পন্ন করা কর্তব্য।১-২

মহর্ষির এইরূপ উদার বচন শুনিয়া নরোত্তম মহাবীর রাম ও লক্ষ্মণ স্নানাদিক্রিয়া সমাপন করিলেন এবং অর্ঘ্যাদি দান করত গায়ত্রীজপ করিতে লাগিলেন। এইভাবে আহ্নিকাদি কর্ম সম্পন্ন হইলে পর মহাবীর রাম ও লক্ষ্মণ তপস্বী বিশ্বামিত্রকে অভিবাদনপূর্বক অতিশয় আনন্দিত হইয়া গমনের জন্য উদ্যোগ করিলেন। বীর্য্যবান্ রাম ও লক্ষ্মণ যাইতে যাইতে সরযূর সহিত মিলনস্থানে ত্রিপথগামিনী গঙ্গাকে দেখিতে পাইলেন। গঙ্গার তটদেশে একটি পবিত্র আশ্রমও দেখিলেন। ঐ আশ্রমে শুদ্ধচিত্ত ও বহুসহস্রবর্ষব্যাপী উত্তমতপস্যায় রত ঋষিগণ বাস করেন। ঐ পুণ্য আশ্রম দর্শনে প্রীত হইয়া দুই ভ্রাতা বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন।৩-৭

ভগবন্! এই পুণ্য আশ্রম কাহার? এখানে কোন্ ঋষি বাস করেন? আমরা দুইজনেই তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি। আমাদের উভয়েরই অতিশয় কৌতূহল হইয়াছে।৮

তাহাদের উভয়ের বচন শুনিয়া মুনিশ্রেষ্ঠ ঈষৎ হাস্য করিলেন, তারপর বলিলেন,—রাম! এই আশ্রম পূর্বে যাহার ছিল, তাহার কথা শ্রবণ কর।৯

পূর্বে কন্দর্প মূর্তিমান্ ছিল। পণ্ডিতেরা তাহাকেই কাম বলিয়া থাকেন। একসময় মহাদেব এই আশ্রমে ধ্যানস্থ হইয়া তপস্যা করিতেছিলেন। তপস্যাসমাপ্তির পর পার্বতীকে বিবাহ করিয়া যখন তিনি দেবগণের সহিত রমণীয়স্থানে যাইতেছিলেন, সেই সময় দুর্বুদ্ধি কন্দর্প তাঁহাকে নিগৃহীত করিতে চেষ্টা করে। রুদ্রদেব

পাঠান্তরঃ—(ক) তৌ প্রযাতৌ—।

অবধ্যাতশ্চ রুদ্রেণ চক্ষুষা রঘুনন্দন।
ব্যশীর্য্যন্ত শরীরাৎ স্বাৎ সর্বগাত্রাণি দুর্মতেঃ ॥১২
তত্র গাত্রং হতং তস্য নির্দগ্ধস্য মহাত্মনা (ক)।
অশরীরঃ কৃতঃ কামঃ ক্রোধাদ্দেবেশ্বরেণ হ ॥১৩
অনঙ্গ ইতি বিখ্যাতস্তদা প্রভৃতি রাঘব।
স চাঙ্গবিষয়ঃ শ্রীমান্ যত্রাঙ্গং স মুমোচ হ ॥১৪
তস্যায়মাশ্রমঃ পুণ্যস্তস্যেমে মুনয়ঃ পুরা।
শিষ্যা ধর্মপরা বীর তেষাং পাপং ন বিদ্যতে ॥১৫
ইহাদ্য রজনীং রাম বসেম শুভদর্শন!
পুণ্যয়োঃ সরিতোর্মধ্যে শ্বস্তরিষ্যামহে বয়ম্ ॥১৬
অভিগচ্ছামহে সর্বে শুচয়ঃ পুণ্যমাশ্রমম্।
ইহ বাসঃ পরোঽস্মাকং সুখং বৎস্যামহে নিশাম্ ॥১৭
স্নাতাশ্চ কৃতজপ্যাশ্চ হুতহব্যা নরোত্তম।
তেষাং সংবদতাং তত্র তপোদীর্ঘেণ চক্ষুষা ॥১৮
বিজ্ঞায় পরমপ্রীতা মুনয়ো হর্ষমাগমন্।
অর্ঘ্যং পাদ্যং তথাতিথ্যং নিবেদ্য কুশিকাত্মজে ॥১৯
রাম-লক্ষ্মণয়োঃ পশ্চাদকুর্বন্নতিথিক্রিয়াম্।
সংকারং সমনুপ্রাপ্য কথাভিরভিরঞ্জয়ন্ ॥২০
যথার্হমজপন্ সন্ধ্যামৃষয়স্তে সমাহিতাঃ
তত্র বাসিভিরানীতা মুনিভিঃ সুব্রতৈঃ সহ ॥২১
ন্যবসৎ স সুখং তত্র কামাশ্রমপদে তদা।
কথাভিরভিরামাভিরভিরামৌ নৃপাত্মজৌ
রময়ামাস ধর্মাত্মা কৌশিকো মুনিপুঙ্গবঃ ॥২২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে ত্রয়োবিংশঃ সর্গঃ

ক্রুদ্ধ হইয়া হুঙ্কার করেন এবং উগ্রনয়নে তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করেন। তাহার ফলে দুর্মতি কন্দর্পের শরীরের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিশীর্ণ হইয়া যায়। শিবের ক্রোধাগ্নিতে দগ্ধ হওয়ায় কন্দর্পের সমস্ত অঙ্গ নষ্ট হইয়া যায়, অঙ্গহীনতার ফলে সেই সময় তাহার 'অনঙ্গ' নাম প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। যেস্থানে কন্দর্পের দেহ দগ্ধ হয়, সেই স্থানটি অঙ্গদেশ নামে খ্যাত হইয়াছে। এই আশ্রম মহাদেবের তপস্যাস্থান। এই আশ্রমস্থিত ধার্মিক মুনিগণ পরম্পরানুসারে মহাদেবের শিষ্য। ইঁহাদের লেশমাত্র পাপ নাই।১০-১৫

শুভদর্শন! বৎস! এস আজ আমরা এখানে পুণ্য-নদীদ্বয়ের সঙ্গমস্থিত এই আশ্রমে রাত্রিবাস করি। আগামীকল্য নদীপারে যাইব।১৬

অতএব এস আমরা পবিত্র হইয়া এই পুণ্য আশ্রমে প্রবেশ করি। এইস্থানে বাস করা ভাল বলিয়া মনে হইতেছে। সুখেই রাত্রি অতিবাহিত করিতে পারিব। নরোত্তম! এই আশ্রমে আমরা স্নান ও জপাদিক্রিয়া করিতে পারিব এবং অগ্নিতে আহুতিদানও সম্পন্ন করিব। এইভাবে রাম-লক্ষ্মণ ও বিশ্বামিত্র আলাপ করিতেছেন, এমন সময় আশ্রমবাসী মুনিগণ তপস্যালব্ধ দৃষ্টিতে বিশ্বামিত্রের আগমন বুঝিতে পারিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং হর্ষের সহিত অগ্রসর হইয়া বিশ্বামিত্রকে পাদ্য, অর্ঘ্য ও অতিথিসৎকারযোগ্য উপচার নিবেদন করিলেন। অনন্তর রাম ও লক্ষ্মণের যথাযোগ্য আতিথ্যবিধান করিলেন। অতিথিসৎকারপূর্বক মধুরবাক্যে কুশলজিজ্ঞাসাদির দ্বারা বিশ্বামিত্র প্রভৃতিকে প্রীত করিয়া স্ব-স্বকর্তব্য সন্ধ্যাবন্দনাদি ক্রিয়া স্থিরচিত্তে সম্পন্ন করিলেন। আশ্রমবাসী পরমতপস্বী ঋষিগণ কর্তৃক আনীত হইয়া রাম, লক্ষ্মণ ও বিশ্বামিত্র ঐ অনঙ্গাশ্রমে সুখে রাত্রিবাস করিলেন। মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্র মনোহর কথাপ্রসঙ্গের দ্বারা শ্রীমান্ রাম-লক্ষ্মণকে আনন্দিত করিয়াছিলেন।১৭-২২

(ক) — নির্দগ্ধস্য মহাত্মনঃ।

মহর্ষি বাল্মীকি-প্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডে ত্রয়োবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

চতুর্বিংশঃ সর্গঃ

[নৌকাযোগেন গচ্ছতো রামস্য গঙ্গাজলনিনাদবিষয়কঃ প্রশ্নঃ। বিশ্বামিত্রেণ তৎপ্রশ্নস্য উত্তরদানকালে অপূর্বমাখ্যায়িকাবর্ণনম্, তাড়কা-মারীচনিবাসস্থান-ঘোরবনবর্ণনঞ্চ।]

ততঃ প্রভাতে বিমলে কৃতাহ্নিকমরিন্দমৌ।
বিশ্বামিত্রং পুরস্কৃত্য নদ্যাস্তীরমুপাগতৌ ॥১

তে চ সর্বে মহাত্মানো মুনয়ঃ সংশিতব্রতাঃ
উপস্থাপ্য শুভাং নাবং বিশ্বামিত্রমথাব্রুবন্ ॥২

আরোহতু ভবান্নাবং রাজপুত্রপুরস্কৃতঃ
অরিষ্টং গচ্ছ পন্থানং মা ভূৎ কালস্য পর্য্যয়ঃ ॥৩

বিশ্বামিত্রস্তথেত্যুক্ত্বা তানৃষীন্ প্রতিপূজ্য চ।
ততার সহিতস্তাভ্যাং সরিতং সাগরঙ্গমাম্ ॥৪

তত্র শুশ্রাব বৈ শব্দং তোয়সংরম্ভবর্ধিতম্।
মধ্যমাগম্য তোয়স্য তস্য শব্দস্য নিশ্চয়ম্ ॥৫

জ্ঞাতুকামো মহাতেজাঃ সহ রামঃ কনীয়সা।
অথ রামঃ সরিন্মধ্যে পপ্রচ্ছ মুনিপুঙ্গবম্ ॥৬

বারিণো ভিদ্যমানস্য কিময়ং তুমুলো ধ্বনিঃ।
রাঘবস্য বচঃ শ্রুত্বা কৌতূহলসমন্বিতম্ ॥৭

কথয়ামাস ধর্মাত্মা তস্য শব্দস্য নিশ্চয়ম্।
কৈলাসপর্বতে রাম মনসা নির্মিতং পরম্ ॥৮

ব্রহ্মণা নরশার্দূল তেনেদং মানসং সরঃ।
তস্মাৎ সুস্রাব সরসঃ সাযোধ্যামুপগূহতে ॥৯

সরঃপ্রবৃত্তা সরযূঃ পুণ্যা ব্রহ্মসরশ্চ্যুতা।

চতুর্বিংশ সর্গ

[গঙ্গানদীবক্ষে নৌকাযোগে যাইতে যাইতে গঙ্গাজলের তুমুলধ্বনি শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্রের তদ্‌বিষয়ক প্রশ্ন, বিশ্বামিত্রকর্তৃক সেই প্রশ্নের উত্তরদান-প্রসঙ্গে অপূর্ব আখ্যায়িকাবর্ণন এবং তাড়কা ও মারীচের নিবাসস্থান ভয়ঙ্কর বন বর্ণন।]

অনন্তর নির্মল প্রভাতসময়ে শত্রুহন্তা রাম ও লক্ষ্মণ বিশ্বামিত্রের আহ্নিকক্রিয়া শেষ হইলে তাঁহাকে অগ্রবর্তী করিয়া গঙ্গার তীরে উপস্থিত হইলেন।১

এই অবসরে ঐ আশ্রমবাসী তপস্বী মহাত্মা মুনিগণ একখানি নৌকা আনিয়া বিশ্বামিত্রকে বলিলেন,—আপনি রাজপুত্রদ্বয়ের সহিত নৌকায় আরোহণ করুন ও নিরাপদে যাত্রা করুন। কালবিলম্ব করিবেন না।২-৩

মুনিগণের কথায় বিশ্বামিত্র 'তথাস্তু' বলিয়া সম্মতি জানাইলেন এবং তাঁহাদিগকে সম্মানিত করিয়া রাম ও লক্ষ্মণের সহিত সাগরগামিনী গঙ্গানদী পার হইতে লাগিলেন।৪

রাম গঙ্গার মধ্যস্থলে যাইয়া জলরাশির সংক্ষোভজনিত তুমুল শব্দ শুনিতে পাইলেন। ঐ শব্দের কারণ জানিবার জন্য অনুজের সহিত তেজস্বী রাম বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—মুনিশ্রেষ্ঠ! জলরাশির সঙ্ঘর্ষে যে তুমুল শব্দ হইতেছে, তাহার কারণ কি? রাঘবের কৌতূহলপূর্ণ প্রশ্ন শুনিয়া ধর্মাত্মা বিশ্বামিত্র জলরাশি হইতে উত্থিত শব্দের কারণ বলিতে আরম্ভ করিলেন। নরোত্তম রাম! শ্রবণ কর,—পুরাকালে ব্রহ্মা কৈলাস-পর্বতে মনের দ্বারা একটি সরোবর নির্মাণ করিয়াছিলেন। এইজন্য ঐ সরোবরের নাম মানসসরোবর। ঐ সরোবর হইতে উৎপন্ন হইয়া একটি নদী অযোধ্যানগরীকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে। ব্রহ্মার নির্মিত সরোবর হইতে প্রবাহিত হওয়ায় ঐ নদী অতিপবিত্র। সরোবর হইতে উৎপন্ন হওয়ায় সরযূনামে তাহা বিখ্যাত হইয়াছে। ঐ সরযূ নদী এইস্থানে গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। সরযূর জলরাশি গঙ্গায় পতিত হওয়ায় এই অদ্ভুত শব্দ হইতেছে। রাম! তুমি এই দুইনদীকে প্রণাম কর। বিশ্বামিত্রের কথামত অতিধার্মিক দুইভ্রাতা নদীদ্বয়কে প্রণাম করিয়া দ্রুতপদে গঙ্গার দক্ষিণতীরে গমন করিতে লাগিলেন। ইক্ষ্বাকুনন্দন রাম যাইতে যাইতে জনসঞ্চারশূন্য অতিভয়ঙ্কর অরণ্য দেখিয়া মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—অহো! এই অরণ্য কিরূপ দুর্গম? ইহা ঝিল্লিকানামক কীটসমূহে পরিপূর্ণ। এই বন ভয়ঙ্কর সিংহ-ব্যাঘ্রাদি হিংস্রজন্তুতে পরিব্যাপ্ত। বিকটশব্দকারী পক্ষী ও অন্যান্য নানাপ্রকার পক্ষীর

তস্যায়মতুলঃ শব্দো জাহ্নবীমভিবর্ততে ॥১০
বারিসংক্ষোভজো রাম প্রণামং নিয়তঃ কুরু।
তাভ্যাং তু তাবুভৌ কৃত্বা প্রণামমতিধার্মিকৌ ॥১১
তীরং দক্ষিণমাসাদ্য জগ্মতুর্লঘুবিক্রমৌ।
স বনং ঘোরসঙ্কাশং দৃষ্ট্বা নরবরাত্মজঃ ॥১২
অবিপ্রহতমৈক্ষ্বাকঃ পপ্রচ্ছ মনিপুঙ্গবম্।
অহো বনমিদং দুর্গং ঝিল্লিকাগণসংযুতম্ ॥১৩
ভৈরবৈঃ শ্বাপদৈঃ কীর্ণং শকুন্তৈর্দারুণারবৈঃ।
নানাপ্রকারৈঃ শকুনৈর্বাশ্যদ্ভির্ভৈরবস্বনৈঃ ॥১৪
সিংহ-ব্যাঘ্র-বরাহৈশ্চ বারণৈশ্চাপি শোভিতম্।
ধবাশ্বকর্ণ-ককুভৈর্বিল্ব-তিন্দুকপাটলৈঃ ॥১৫
সঙ্কীর্ণং বদরীভিশ্চ কিন্বিদং দারুণং বনম্।
তমুবাচ মহাতেজা বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ ॥১৬
শ্রূয়তাং বৎস কাকুৎস্থ যস্যৈতদ্দারুণং বনম্।
এতৌ জনপদৌ স্ফীতৌ পূর্বমাস্তাং নরোত্তম ॥১৭
মলদাশ্চ করূষাশ্চ দেবনির্মাণনির্মিতৌ।
পুরা বৃত্রবধে রাম মলেন সমভিপ্লুতম্ ॥১৮

ক্ষুধা চৈব সহস্রাক্ষং ব্রহ্মহত্যা সমাবিশৎ।
তমিন্দ্রং মলিনং দেবা ঋষয়শ্চ তপোধনাঃ ॥১৯
কলশৈঃ স্নাপয়ামাসুর্মলং চাস্য প্রমোচয়ন্।
ইহ ভূম্যাং মলং দত্ত্বা দেবাঃ কারূষমেব চ ॥২০
শরীরজং মহেন্দ্রস্য ততো হর্ষং প্রপেদিরে।
নির্মলো নিষ্করূষশ্চ শুদ্ধ ইন্দ্রো যথাহভবৎ ॥২১
ততো দেশস্য সুপ্রীতো বরং প্রাদাদনুত্তমম্।
ইমৌ জনপদৌ স্ফীতৌ খ্যাতিং লোকে গমিষ্যতঃ ॥২২
মলদাশ্চ করূষাশ্চ মমাঙ্গমলধারিণৌ।
সাধু সাধ্বিতি তং দেবাঃ পাকশাসনমব্রুবন্ ॥২৩
দেশস্য পূজাং তাং দৃষ্ট্বা কৃতাং শক্রেণ ধীমতা।
এতৌ জনপদৌ স্ফীতৌ দীর্ঘকালমরিন্দম ॥২৪
মলদাশ্চ করূষাশ্চ মুদিতা ধন-ধান্যতঃ।
কস্যচিত্ত্বথ কালস্য যক্ষিণী কামরূপিণী ॥২৫
বলং নাগসহস্রস্য ধারয়ন্তী তদা হ্যভূৎ।
তাড়কা নাম ভদ্রং তে ভার্য্যা সুন্দস্য ধীমতঃ ॥২৬

ভীতিজনক শব্দে মুখরিত এই বনে সিংহ, ব্যাঘ্র, বরাহ ও হস্তিসমূহ ইতস্ততঃ ধাবিত হইতেছে। ধব, অশ্বকর্ণ, ককুভ, বিল্ব, তিন্দুক, পাটল ও বদরীবৃক্ষের দ্বারা এই বন পরিপূর্ণ। এই ভীষণ বন কিভাবে ও কাহার অধীনে আছে? রামের প্রশ্ন শুনিয়া মহাতেজস্বী মহর্ষি বিশ্বামিত্র বলিলেন,—বৎস! এই দারুণ বন যাহার অধীনে আছে, তাহার কথা শ্রবণ কর। নরোত্তম! পূর্বে এই স্থানে মলদ ও করূষনামে সমৃদ্ধ ও দেবনির্মিত দুইটি জনপদ ছিল। পূর্বে দেবরাজ ইন্দ্র কর্তৃক বৃত্রাসুর নিহত হইলে মালিন্য ও ক্ষুধার দ্বারা আক্রান্ত ইন্দ্রের শরীরে ব্রহ্মহত্যা প্রবেশ করিয়াছিল। তাহা দেখিয়া দেবতা, তপস্বী ও ঋষিগণ কলসপূর্ণ গঙ্গাজলের দ্বারা মলিন ইন্দ্রকে স্নান করাইয়াছিলেন এবং তাহার মল ও ক্ষুধা দূর করিয়াছিলেন। তাঁহারা ইন্দ্রের শরীরস্থিত মল ও ক্ষুধা এইস্থানে নিক্ষেপ করিয়া আনন্দিত হইয়াছিলেন। ইন্দ্রও পূর্ববৎ নির্মল ও ক্ষুধারহিত হইয়া পবিত্র হইলেন।৫-২১

তারপর এই দুই জনপদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া দেবরাজ উৎকৃষ্ট বর প্রদান করিলেন। তিনি বলিলেন—এই মলদ ও করূষজনপদ যেহেতু আমার দেহের মল ধারণ করিয়াছে, সেইজন্য এই দুইটি স্থান মলদ ও করূষ-নামে সুসমৃদ্ধ দেশ বলিয়া বিখ্যাত হইবে। ইন্দ্রকে ঐ দেশের সম্মান করিতে দেখিয়া দেবতাবৃন্দ 'সাধু' 'সাধু' শব্দে ইন্দ্রের প্রশংসা করিলেন। শত্রুনাশক! রাম! সেই সময় হইতে বহুকাল পর্য্যন্ত এই দুইদেশ সমৃদ্ধ ও ধনধান্যপূর্ণতার জন্য আনন্দিত ছিল। সম্প্রতি কিছুকাল হইল, তাড়কানাম্নী এক যক্ষপত্নী এই স্থানকে অধিকারে রাখিয়াছে। ঐ তাড়কা সুন্দনামক দৈত্যের পত্নী। সহস্রহস্তীর বলধারিণী তাড়কার এক পুত্র আছে, তাহার

মারীচো রাক্ষসঃ পুত্রো যস্যাঃ শক্রপরাক্রমঃ।
বৃত্তবাহুর্মহাশীর্ষো বিপুলাস্য-তনুর্মহান্ ॥২৭
রাক্ষসো ভৈরবাকারো নিত্যং ত্রাসয়তে প্রজাঃ।
ইমৌ জনপদৌ নিত্যং বিনাশয়তি রাঘব ॥২৮
মলদাংশ্চ করূষাংশ্চ তাড়কা দুষ্টচারিণী।
সেয়ং পন্থানমাবৃত্য বসত্যত্যর্ধযোজনে ॥২৯
অত এব চ গন্তব্যং তাড়কায়া বনং যতঃ।
স্ববাহুবলমাশ্রিত্য জহীমাং দুষ্টচারিণীম্ ॥৩০
মন্নিয়োগাদিমং দেশং কুরু নিষ্কণ্টকং পুনঃ।
নহি কশ্চিদিমং দেশং শক্তো হ্যাগন্তুমীদৃশম্ ॥৩১
যক্ষিণ্যা ঘোরয়া রাম উৎসাদিতমসহ্যয়া।
এতত্তে সর্বমাখ্যাতং যথৈতদ্দারুণং বনম্ ॥
যক্ষ্যা চোৎসাদিতং সর্বমদ্যাপি ন নিবর্ততে ॥৩২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে চতুর্বিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪

নাম মারীচ। ঐ মারীচের বাহুদ্বয় বিশাল ও বর্তুল (গোলাকার), মস্তক অতিবৃহৎ এবং মুখ ও শরীর মহৎপরিমাণবিশিষ্ট। রাম! তোমার ভয় নাই। ঐ মারীচ ভীষণ আকৃতি ধারণ করিয়া প্রজাগণকে সর্বদা সন্ত্রস্ত করিতেছে। এই মলদ ও করূষজনপদকে ও তথাকার অধিবাসিগণকে দুষ্টচারিণী তাড়কাও প্রত্যহ বিনষ্ট করিতেছে। এইস্থান হইতে অর্ধযোজন দূরে ঐ তাড়কা পথ অবরোধ করিয়া রহিয়াছে।২২-২৯

ঐ তাড়কার অধিকৃত বনের পথেই আমাদিগকে যাইতে হইবে। রাম! তুমি নিজবাহুবল প্রকাশ করিয়া ঐ দুষ্টচারিণীকে নিহত কর এবং আমার নির্দেশে এই স্থানকে পুনর্বার নিষ্কণ্টক কর। এখন তাড়কার ভয়ে কেহই এই স্থানে আসিতে সমর্থ হয় না। অসহ্য-শক্তিধারিণী ঘোরাকৃতি যক্ষিণী এই স্থানকে নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। এই দারুণ বন কাহার অধিকারে আছে, তাহা তোমাকে বলিলাম। সবকিছু নষ্ট করিয়াও ঐ যক্ষিণী নিবৃত্ত হইতেছে না।৩০-৩২

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডে চতুর্বিংশ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চবিংশঃ সর্গঃ।

[বিশ্বামিত্রসমীপে শ্রীরামস্য তাড়কাবিষয়কঃ প্রশ্নঃ, বিশ্বামিত্রেণ তৎপ্রশ্নস্য উত্তরদানং তাড়কাবধে উৎসাহদানঞ্চ।]

অথ তস্যাপ্রমেয়স্য মুনের্বচনমুত্তমম্।
শ্রুত্বা পুরুষশার্দূলঃ প্রত্যুবাচ শুভাং গিরম্ ॥১

অল্পবীর্য্যা যদা যক্ষী শ্রূয়তে মুনিপুঙ্গব।
কথং নাগসহস্রস্য ধারয়ত্যবলা বলম্ ॥২

ইত্যুক্তং বচনং শ্রুত্বা রাঘবস্যামিতৌজসঃ।
হর্ষয়ন্ শ্লক্ষ্ণয়া বাচা সলক্ষ্মণমরিন্দমম্ ॥৩

বিশ্বামিত্রোঽব্রবীদ্ বাক্যং শৃণু যেন বলোৎকটা।
বরদানকৃতং বীর্য্যং ধারয়ত্যবলা বলম্ ॥৪

পূর্বমাসীন্মহাযক্ষঃ সুকেতুর্নাম বীর্য্যবান্।
অনপত্যঃ শুভাচারঃ স চ তেপে মহত্তপঃ ॥৫

পিতামহস্তু সুপ্রীতস্তস্য যক্ষপতেস্তদা।
কন্যারত্নং দদৌ রাম তাড়কাং নাম নামতঃ ॥৬

দদৌ নাগসহস্রস্য বলং চাস্যাঃ পিতামহঃ।
ন ত্বেব পুত্রং যক্ষায় দদৌ চাসৌ মহাযশাঃ ॥৭

তাং তু বালাং বিবর্ধন্তীং রূপ-যৌবনশালিনীম্।
জম্ভপুত্রায় (ক) সুন্দায় দদৌ ভার্য্যাং যশস্বিনীম্ ॥৮

কস্যচিত্ত্বথ কালস্য যক্ষী পুত্রং ব্যজায়ত।
মারীচং নাম দুর্ধর্ষং যঃ শাপাদ্ রাক্ষসোঽভবৎ ॥৯

সুন্দে তু নিহতে রাম অগস্ত্যমৃষিসত্তমম্ (খ)।
তাড়কা সহ পুত্রেণ প্রধর্ষয়িতুমিচ্ছতি ॥১০

ভক্ষার্থং জাতসংরম্ভা গর্জন্তী সাভ্যধাবত।
আপতন্তীং তু তাং দৃষ্ট্বা অগস্ত্যো ভগবান্ ঋষিঃ ॥১১

রাক্ষসত্বং ভজস্বেতি মারীচং ব্যাজহার সঃ।
অগস্ত্যঃ পরমামর্ষস্তাড়কামপি শপ্তবান্ ॥১২

পঞ্চবিংশ সর্গ

[বিশ্বামিত্রের নিকট শ্রীরামের তাড়কাবিষয়ক প্রশ্ন, বিশ্বামিত্র কর্তৃক তৎপ্রশ্নের উত্তরদান ও তাড়কাকে বধ করিবার জন্য উৎসাহদান।]

অপরিমিতশক্তিশালী বিশ্বামিত্রের এইরূপ উত্তম বচন শুনিয়া পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম তাঁহাকে এইরূপ শুভবচন বলিলেন।১

মুনিবর! আমি শুনিয়াছি, যক্ষজাতিরই বল অতি অল্প। তাহার মধ্যে তাড়কা অবলা স্ত্রী হইয়াও কিরূপে সহস্রহস্তীর বল ধারণ করিয়াছে? ২

অপরিমিতবলশালী রামের এইরূপ বাক্য শুনিয়া বিশ্বামিত্র শত্রুনাশকারী রাম ও লক্ষ্মণকে মধুরবচনে আনন্দিত করিলেন এবং সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—বৎস! এই তাড়কা যে কারণে অতিশয় বলবতী হইয়াছে, তাহা শ্রবণ কর। সে অবলা হইয়াও বরদানের প্রভাবে প্রভূতবল প্রাপ্ত হইয়াছে।৩-৪

পুরাকালে মহাবলবান্ সুকেতুনামক এক মহান্ যক্ষ ছিল। সে অপত্যহীন হওয়ায় শুদ্ধাচার পালনপূর্বক কঠোর তপস্যা করিয়াছিল। পিতামহ ব্রহ্মা তাহার তপস্যায় অতিশয় প্রীত হইয়া তাহাকে তাড়কানামক কন্যারত্নটি প্রদান করেন। পিতামহ ঐ কন্যাকে সহস্র-হস্তীর বলপ্রদান করিলেন কিন্তু তিনি লোকপীড়নের আশঙ্কায় সুকেতু-যক্ষকে পুত্রপ্রদান করিলেন না।৫-৭

ঐ বালিকা বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রূপ-যৌবনবতী হইয়া উঠিল। সুকেতু যশস্বিনী কন্যাকে জম্ভপুত্র সুন্দের হস্তে ভার্য্যারূপে দান করিল। কিছুদিন অতীত হইলে পর ঐ তাড়কা-যক্ষী মারীচনামক অপরাজেয় পুত্রকে প্রসব করিল। কিন্তু ঐ মারীচ শাপবশতঃ রাক্ষসত্ব প্রাপ্ত হইল।৮-৯

রাম! অগস্ত্যমুনির শাপে সুন্দ নিহত হইলে তাড়কা নিজপুত্রের সহিত অগস্ত্যকে নিগৃহীত করিতে চেষ্টা করে।১০

একদিন তাড়কা কুপিত হইয়া গর্জন করিতে করিতে

পাঠান্তর:- (ক) জম্ভুপুত্রায়—। (খ) — সাগস্ত্যমৃষিসত্তমম্।

পুরুষাদী মহাযক্ষী বিকৃতা বিকৃতাননা।
ইদং রূপং বিহায়াশু দারুণং রূপমস্তু তে ॥১৩
সৈষা শাপকৃতামর্ষা তাড়কা ক্রোধমূর্চ্ছিতা।
দেশমুৎসাদয়ন্ত্যেনমগস্ত্যাচরিতং শুভম্ ॥১৪
এনাং (ক) রাঘব দুর্বৃত্তাং যক্ষীং পরমদারুণাম্।
গো-ব্রাহ্মণহিতার্থায় জহি দুষ্টপরাক্রমাম্ ॥১৫
নহ্যেনাং (খ) শাপসংস্পৃষ্টাং কশ্চিদুৎসহতে পুমান্।
নিহন্তুং ত্রিষু লোকেষু ত্বামৃতে রঘুনন্দন ॥১৬
নহি তে স্ত্রীবধকৃতে ঘৃণা কার্য্যা নরোত্তম।
চাতুর্বর্ণ্যহিতার্থং হি কর্তব্যং রাজসূনুনা ॥১৭
নৃশংসমনৃশংসং বা প্রজারক্ষণকারণাৎ।
পাতকং বা সদোষং বা কর্তব্যং রক্ষতা সদা ॥১৮
রাজ্যভারনিযুক্তানামেষ ধর্মঃ সনাতনঃ।
অধর্ম্ম্যাং জহি কাকুৎস্থ ধর্মো হ্যস্যাং ন বিদ্যতে ॥১৯
শ্রূয়তে হি পুরা শক্রো বিরোচনসুতাং নৃপ।
পৃথিবীং হন্তুমিচ্ছন্তীং মন্থরামভ্যসূদয়ৎ ॥২০
বিষ্ণুনা চ পুরা রাম ভৃগুপত্নী পতিব্রতা।
অনিন্দ্রং (গ) লোকমিচ্ছন্তী কাব্যমাতা নিষূদিতা ॥২১
এতৈশ্চান্যৈশ্চ বহুভী রাজপুত্রৈর্মহাত্মভিঃ।
অধর্মসহিতা নার্য্যো হতাঃ পুরুষসত্তমৈঃ।
তস্মাদেনাং ঘৃণাং ত্যক্ত্বা জহি মচ্ছাসনান্নৃপ * ॥২২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে পঞ্চবিংশঃ সর্গঃ ॥২৫

অগস্ত্যকে ভক্ষণ করিবার জন্য ধাবিত হইল। মারীচের সহিত তাড়কাকে আসিতে দেখিয়া শক্তিমান ঋষি মারীচকে অভিসম্পাত দিলেন,—তুই রাক্ষসত্ব লাভ কর্। তিনি অতিশয় ক্রুদ্ধ হওয়ায় তাড়কাকেও অভিশাপ দিলেন। অগস্ত্য বলিলেন,—তুই বিকৃতভাব ও বিকটমুখ লাভ করিয়া রাক্ষসীমূর্তি ধারণ কর্। এই রূপ ত্যাগ কর, তোর রূপ ভয়ঙ্কর হ'ক।১১-১৩

অগস্ত্যের অভিশাপপ্রাপ্ত হইয়া ঐ তাড়কা অতিশয় ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হইয়াছে এবং অগস্ত্যের তপস্যাস্থান এই পবিত্র দেশকে উৎসন্ন করিয়াছে।১৪

রাম! দুরাচাররতা এই যক্ষী অতিভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছে। দুষ্টশক্তিমতী এই রাক্ষসীকে গো ও ব্রাহ্মণের হিতের জন্য তুমি নিহত কর।১৪

রঘুনন্দন! তুমি ভিন্ন ত্রিভুবনে কোন পুরুষই এই অভিশপ্ত রাক্ষসীকে নিহত করিতে সাহসী হইবে না। নরশ্রেষ্ঠ! স্ত্রীহত্যাভয়ে তাড়কাকে নিহত করিতে সঙ্কুচিত হইও না। চাতুর্বর্ণ্যের হিতের জন্য এই কাজ রাজপুত্রের কর্তব্য।১৬-১৭

প্রজাগণের রক্ষণের জন্য নৃশংস হউক কিংবা অনৃশংসই হউক, দোষযুক্ত হউক অথবা পাপযুক্তই হউক সকল কর্মই করিতে হয়। রাজ্যপালনে নিযুক্ত ব্যক্তিগণের ইহাই সনাতন ধর্ম। রাম! এই রাক্ষসীতে ধর্মের লেশমাত্রও নাই, তুমি অধর্মাচাররতা তাড়কাকে নিহত কর। শোনা যায় যে—পুরাকালে বিরোচন-কন্যা মন্থরা যখন পৃথিবীর সকল-প্রাণীকে নিহত করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিল, তখন ইন্দ্র পৃথিবীকে রক্ষা করিবার জন্য তাহাকে নিহত করেন। আরও শোনা যায় যে, মহর্ষি ভৃগুর পতিব্রতা পত্নী তথা শুক্রাচার্য্যের মাতা অসুরগণের উপর পক্ষপাতের জন্য স্বর্গলোককে ইন্দ্রশূন্য করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু ভগবান্ বিষ্ণু তাহার বিনাশসাধন করেন।১৮-২১

নরপালক রাম! এইভাবে অনেক শ্রেষ্ঠব্যক্তি, মহাত্মা ও রাজপুত্রগণ অধর্মচারিণী নারীদিগকে নিহত করিয়াছেন। এইজন্য আমার নির্দেশ অনুসারে তুমি সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়া এই দুষ্টরাক্ষসীকে নিহত কর।২২

পাঠান্তর—(ক) এতাং—। (খ) নহেতাং—।

(গ) অনিন্দ্রং—।

* কোন কোন গ্রন্থে এই শ্লোকাংশটি দেখা যায় না।

মহর্ষি বাল্মীকি-প্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডে পঞ্চবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ষড়্বিংশঃ সর্গঃ

[শ্রীরামেণ তাড়কায়া বধঃ]

মুনের্বচনমক্লীবং শ্রুত্বা নরবরাত্মজঃ।
রাঘবঃ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা প্রত্যুবাচ দৃঢ়ব্রতঃ ॥১

পিতুর্বচননির্দেশাৎ পিতুর্বচনগৌরবাৎ।
বচনং কৌশিকস্যেতি কর্তব্যমবিশঙ্কয়া ॥২

অনুশিষ্টোঽস্ম্যযোধ্যায়াং গুরুমধ্যে মহাত্মনা।
পিত্রা দশরথেনাহং নাবজ্ঞেয়ং হি তদ্‌বচঃ ॥৩

সোঽহং পিতুর্বচঃ শ্রুত্বা শাসনাদ্ ব্রহ্মবাদিনঃ।
করিষ্যামি ন সন্দেহস্তাড়কাবধমুত্তমম্ ॥৪

গো-ব্রাহ্মণহিতার্থায় দেশস্য চ হিতায় চ।
তব চৈবাপ্রমেয়স্য বচনং কর্তুমুদ্যতঃ ॥৫

এবমুক্ত্বা ধনুর্মধ্যে বদ্ধ্বা মুষ্টিমরিন্দমঃ।
জ্যাঘোষমকরোৎ তীব্রং দিশঃ শব্দেন নাদয়ন্ ॥৬

তেন শব্দেন বিত্রস্তাস্তাড়কাবনবাসিনঃ।
তাড়কা চ সুসংক্রুদ্ধা তেন শব্দেন মোহিতা ॥৭

তং শব্দমভিনিধ্যায় রাক্ষসী ক্রোধমূর্চ্ছিতা।
শ্রুত্বা চাভ্যদ্রবৎ ক্রুদ্ধা যত্র শব্দো বিনিঃসৃতঃ ॥৮

তাং দৃষ্ট্বা রাঘবঃ ক্রুদ্ধাং বিকৃতাং বিকৃতাননাম্।
প্রমাণেনাতিবৃদ্ধাঞ্চ লক্ষ্মণং সোঽভ্যভাষত ॥৯

পশ্য লক্ষ্মণ যক্ষিণ্যা ভৈরবং দারুণং বপুঃ।
ভিদ্যেরন্ দর্শনাদস্যা ভীরূণাং হৃদয়ানি চ ॥১০

এতাং পশ্য দুরাধর্ষাং মায়া-বলসমন্বিতাম্।
বিনিবৃত্তাং করোম্যদ্য হৃতকর্ণাগ্রনাসিকাম্ ॥১১

নহ্যেনামুৎসহে হন্তুং স্ত্রীস্বভাবেন রক্ষিতাম্।
বীর্য্যং চাস্যা গতিং চৈব হন্যামিতি হি মে মতিঃ ॥১২

ষড়্বিংশ সর্গ

[শ্রীরামকর্তৃক তাড়কা বধ।]

দশরথনন্দন রাম বিশ্বামিত্রের উত্তেজনাপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিলেন এবং দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে বলিলেন।১

পিতার আদেশ ও তাঁহার বাক্যের গৌরবের জন্য আপনি আমাকে যাহা করিতে বলিবেন, আমি নিঃসঙ্কোচে তাহা করিতে প্রস্তুত আছি। অযোধ্যায় গুরুজনসমক্ষে মহাত্মা পিতৃদেব আদেশ করিয়াছেন যে, আমি যেন বিনাবিচারে কৌশিকের আদেশ পালন করি। আমি তাঁহার বাক্য অবহেলা করিতে পারি না।২-৩

পিতার আদেশানুসারে এবং ব্রহ্মজ্ঞ ঋষির নির্দেশে গো, ব্রাহ্মণ ও দেশের মঙ্গলের জন্য তাড়কাবধরূপ প্রয়োজনীয় কার্য্য অবশ্যই করিব। আপনি অপরিমিত-প্রভাবসম্পন্ন ব্যক্তি। আমি আপনার কথামত কার্য্য করিতে উদ্যত হইলাম।৪-৫

এই বলিয়া শত্রুদমনকারী রাম দৃঢ়মুষ্টিতে ধনুর মধ্যদেশ ধারণ করিয়া শব্দের দ্বারা দশদিক্ প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিলেন এবং ধনুতে গুণযোজনা করিয়া ঘোরতর শব্দ করিলেন।৬

ঐ শব্দে তাড়কার বনস্থিত সকলজন্তু শঙ্কিত হইয়া পড়িল। ঐ শব্দ শুনিয়া তাড়কাও মোহবশতঃ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইল। ক্রোধমূর্চ্ছিতা রাক্ষসী কোন্‌দিক্ হইতে শব্দ আসিতেছে তাহা অনুসন্ধান করিতে লাগিল। পরে যেদিক্ হইতে ঐ শব্দ আসিতেছে ক্রোধবশতঃ সেইদিকে ধাবিত হইল। তখন রঘুনন্দন দূর হইতে বিকটাকৃতি বিকটমুখী বিশালদেহা ক্রুদ্ধা রাক্ষসীকে আসিতে দেখিয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন।৭-৯

লক্ষ্মণ! ভ্রাতঃ! ঐ যক্ষীর ভয়ঙ্কর শরীর দর্শন কর। উহার বিকট-শরীর দেখিলেই ভীরুব্যক্তিগণের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইবে।১০

কিন্তু আমি ঐ মায়াবিনী বলশালিনীর নাসিকা ও কর্ণচ্ছেদন করিয়া তাহাকে নিবৃত্ত অর্থাৎ যাহাতে সে আমাদের সম্মুখে আসিতে না পারে, তাহার চেষ্টা করিতেছি।১১

তাড়কা স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হইয়া রক্ষিত হইয়াছে, এইজন্য

এবং ক্রুবাণে রামে তু তাড়কা ক্রোধমূর্চ্ছিতা।
উদ্যম্য বাহুং গর্জন্তী রামমেবাভ্যধাবত ॥১৩
বিশ্বামিত্রস্তু ব্রহ্মর্ষিহুর্ঙ্কারেণাভিভর্ৎস্য তাম্।
স্বস্তি রাঘবয়োরস্তু জয়ং চৈবাভ্যভাষত ॥১৪
উদ্ধুন্বানা রজো ঘোরং তাড়কা রাঘবাবুভৌ।
রজোমেঘেন মহতা মুহূর্তং সা ব্যমোহয়ৎ ॥১৫
ততো মায়াং সমাস্থায় শিলাবর্ষেণ রাঘবৌ।
অবাকিরৎ সুমহতা ততশ্চুক্রোধ রাঘবঃ ॥১৬
শিলাবর্ষং মহত্তস্যাঃ শরবর্ষেণ রাঘবঃ।
প্রতিবার্য্যোপধাবন্ত্যাঃ করৌ চিচ্ছেদ পত্রিভিঃ ॥১৭
ততশ্ছিন্নভুজাং শ্রান্তামভ্যাসে (ক) পরিগর্জতীম্।
সৌমিত্রিরকরোৎ ক্রোধাদ্ধৃতকর্ণাগ্রনাসিকাম্ ॥১৮

কামরূপধরা সা তু কৃত্বা রূপাণ্যনেকশঃ।
অন্তর্ধানং গতা যক্ষী মোহয়ন্তী স্বমায়য়া ॥১৯
অশ্মবর্ষং বিমুঞ্চন্তী ভৈরবং বিচচার সা।
ততস্তাবশ্মবর্ষেণ কীর্য্যমাণৌ সমন্ততঃ ॥২০
দৃষ্ট্বা গাধিসুতঃ শ্রীমানিদং বচনমব্রবীৎ।
অলং তে ঘৃণয়া রাম পাপৈষা দুষ্টচারিণী ॥২১
যজ্ঞবিঘ্নকরী যক্ষী পুরা বর্ধেত মায়য়া।
বধ্যতাং তাবদেবৈষা পুরা সন্ধ্যা প্রবর্ততে ॥২২
রক্ষাংসি সন্ধ্যাকালে তু দুর্ধর্ষাণি ভবন্তি হি।
ইত্যুক্তঃ স তু তাং যক্ষীমশ্মবৃষ্ট্যাভিবর্ষিণীম্ ॥২৩
দর্শয়ঞ্ছব্দবেধিত্বং তাং রুরোধ সসায়কৈঃ।
সা রুদ্ধা বাণজালেন মায়াবলসমন্বিতা ॥২৪

আমি উহাকে নিহত করিতে চাই না। কিন্তু উহার বল ও গমনশক্তি নষ্ট করাই আমার ইচ্ছা।১২

রাম লক্ষ্মণকে এইরূপ বলিতেছেন এমন সময় অতিক্রুদ্ধা তাড়কা বাহুবিস্তারপূর্বক গর্জন করিতে করিতে রামের অভিমুখে ধাবিত হইল। তখন ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্র হুঙ্কার-শব্দে তাড়কাকে তিরস্কৃত করিয়া রাম ও লক্ষ্মণের প্রতি বলিলেন,—তোমাদের উভয়ের মঙ্গল ও জয়লাভ হউক।১৩-১৪

তাড়কা ঘোরতর ধূলিসমূহ উৎক্ষিপ্ত করিয়া চতুর্দিক্ আচ্ছাদিত করিল। বিশাল ধূলিময় মেঘের দ্বারা এক মুহূর্তের জন্য রাম ও লক্ষ্মণকে মোহিত করিয়া ফেলিল।১৫

তারপর রাক্ষসী মায়ার দ্বারা প্রচুর শিলাবর্ষণ করিতে লাগিল। ইহাতে রাম অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন।১৬

তিনি শরবর্ষণের দ্বারা তাড়কার প্রচুরশিলাবর্ষণ নিবারণ করিলেন। ইহাতে তাড়কা ক্রুদ্ধ হইয়া রামকে আক্রমণ করিতে ধাবিত হইল। তখন রাম বাণের দ্বারা তাহার হস্তদ্বয় ছেদন করিলেন। অনন্তর ছিন্নহস্তা রাক্ষসী নিকটে আসিয়া গর্জন করিতে থাকিলে সুমিত্রা-নন্দন লক্ষ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়া বাণের দ্বারা তাহার নাসিকা ও কর্ণের অগ্রভাগ ছেদন করিয়া ফেলিলেন।১৭-১৮

স্বেচ্ছারূপধারিণী ঐ রাক্ষসী নানাবিধ রূপ ধারণ করিতে লাগিল এবং পরে নিজমায়ার দ্বারা মোহিত করিয়া অন্তর্হিত হইল। অন্তরাল হইতে ভয়ানক শিলা-বর্ষণ করিতে করিতে বিচরণ করিতে লাগিল। রাম ও লক্ষ্মণের চতুর্দিকে শিলাবর্ষণের ফলে তাহাদের উভয়কে আবৃতপ্রায় দেখিয়া গাধিপুত্র শ্রীবিশ্বামিত্র বলিলেন,—রাম! তুমি ইহাকে স্ত্রীজাতি বলিয়া অবজ্ঞা করিও না। পাপীয়সী যজ্ঞের বিঘ্নকারিণী ও দুরাচাররতা এই তাড়কা সন্ধ্যার সময় নিজমায়ায় অতীব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এখন সন্ধ্যা আগতপ্রায়। সন্ধ্যায় সময় রাক্ষসেরা দুর্দান্ত হয়। সুতরাং সন্ধ্যাকালের পূর্বেই এই দুষ্টাকে নিহত কর। বিশ্বামিত্র এইরূপ বলিলে পর রাম শিলাবর্ষণকারিণী রাক্ষসীকে শব্দভেদী শরের প্রয়োগ করিয়া তাহার দ্বারা অবরুদ্ধ করিলেন। মায়াবলযুক্তা তাড়কা রামের বাণে রুদ্ধ হইয়া গর্জন করিতে করিতে রাম-লক্ষ্মণের দিকে ধাবিত হইল। বিক্রমশীলা নাগিনীর মত তাড়কাকে অতিবেগে আসিতে দেখিয়া রাম বাণের দ্বারা তাহার হৃদয়ে আঘাত করিলেন। তাহার ফলে সে ভূপতিত

পাঠান্তর :—(ক) ততশ্ছিন্ন ভুজাগ্রান্তামভ্যাসে—।

অভিদুদ্রাব কাকুৎস্থং লক্ষ্মণঞ্চ বিনেদুষী।
তামাপতন্তীং বেগেন বিক্রান্তামশনীমিব ॥২৫
শরেণোরসি বিব্যাধ সা পপাত মমার চ।
তাং হতাং ভীমসঙ্কাশাং দৃষ্ট্বা সুরপতিস্তদা ॥২৬
সাধু সাধ্বিতি কাকুৎস্থং সুরাশ্চাপ্যভিপূজয়ন্।
উবাচ পরমপ্রীতঃ সহস্রাক্ষঃ পুরন্দরঃ ॥২৭
সুরাশ্চ সর্বে সংহৃষ্টা বিশ্বামিত্রমথাব্রুবন্।
মুনেঃ কৌশিক ভদ্রং তে সেন্দ্রাঃ সর্বে মরুদ্গণাঃ ॥২৮
তোষিতাঃ কর্মণানেন স্নেহং দর্শয় রাঘবে।
প্রজাপতেঃ কৃশাশ্বস্য পুত্রান্ সত্যপরাক্রমান্ ॥২৯
তপোবলভৃতো ব্রহ্মন্ রাঘবায় নিবেদয়।
পাত্রভূতশ্চ তে ব্রহ্মংস্তবানুগমনে রতঃ ॥৩০
কর্তব্যং সুমহৎ কর্ম সুরাণাং রাজসূনুনা।
এবমুক্ত্বা সুরাঃ সর্বে জগ্মুর্হৃষ্টা বিহায়সম্ ॥৩১
বিশ্বামিত্রং পূজয়ন্তস্ততঃ সন্ধ্যা প্রবর্ততে।
ততো মুনিবরঃ প্রীতস্তাড়কাবধতোষিতঃ ॥৩২
মূর্ধ্নি রামমুপাঘ্রায় ইদং বচনমব্রবীৎ।
ইহাদ্য রজনীং রাম বসাম শুভদর্শন ॥৩৩
শ্বঃ প্রভাতে গমিষ্যামস্তদাশ্রমপদং মম।
বিশ্বামিত্রবচঃ শ্রুত্বা হৃষ্টো দশরথাত্মজঃ ॥৩৪
উবাস রজনীং তত্র তাড়কায়া বনে সুখম্।
মুক্তশাপং বনং তচ্চ তস্মিন্নেব তদাহনি।
রমণীয়ং বিবভ্রাজ যথা চৈত্ররথং বনম্ ॥৩৫
নিহত্য তাং যক্ষসুতাং স রামঃ
প্রশস্যমানঃ সুরসিদ্ধসঙ্ঘৈঃ।
উবাস তস্মিন্মুনিনা সহৈব
প্রভাতবেলাং প্রতিবোধ্যমানঃ ॥৩৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে ষড়্‌বিংশঃ সর্গঃ ॥৭

হইল ও প্রাণত্যাগ করিল। দেবরাজ ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবগণ ভয়ঙ্করী রাক্ষসীকে নিহত দেখিয়া সাধু সাধু শব্দে রামকে অভিনন্দিত করিলেন। অনন্তর সহস্রলোচন ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবতাবৃন্দ পরমানন্দলাভ করিয়া বিশ্বামিত্রকে বলিলেন,—কুশিককুলজাত! বিশ্বামিত্র! আমরা ইন্দ্র ও সকলদেবগণ রামের এই কার্য্যে অতীব সন্তোষলাভ করিয়াছি। তোমার মঙ্গল হউক। তুমি এখন রামের প্রতি বিশেষ স্নেহ প্রদর্শন কর। কৃশাশ্ব-প্রজাপতির তপোবলযুক্ত সত্যপরাক্রমসম্পন্ন অস্ত্ররূপ পুত্রগণকে রামের নিকট সমর্পণ কর। তোমার অনুগমনশীল এই রামই অস্ত্রলাভের উপযুক্ত অধিকারী।১৯-৩০

এই রাজপুত্র দেবতাগণের অতিশয়মহৎকর্ম সম্পন্ন করিবেন। এইভাবে নানাকথা বলিয়া দেবগণ বিশ্বামিত্রকে অভিনন্দিত করিলেন এবং আনন্দিত হইয়া স্বর্গে গমন করিলেন। তারপর সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইল। মুনিবর তাড়কার বধের জন্য অতিশয় প্রীত ও সন্তুষ্ট হইয়া রামের মস্তক আঘ্রাণপূর্বক বলিলেন,—সৌম্য রাম! আমরা এই রাত্রি এইস্থানেই অতিবাহিত করি। আগামীকল্য প্রভাতে আমার আশ্রমে গমন করিব। দশরথনন্দন রাম বিশ্বামিত্রের বাক্য শুনিয়া আনন্দিত হইলেন এবং তাড়কার বনে সুখেই রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। সেইদিন হইতে ঐ বন উপদ্রবহীন হওয়ায় চৈত্ররথবনের ন্যায় রমণীয় শোভা ধারণ করিল। রাম যক্ষকন্যা তাড়কাকে নিহত করায় দেবতা ও সিদ্ধগণ কর্তৃক প্রশংশিত হইলেন এবং মুনির সহিত রাত্রিযাপন করিলে পর প্রভাতে মুনিকর্তৃক প্রবোধিত হইলেন।৩১-৩৬

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের আদিকাণ্ডে ষড়্‌বিংশ সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তবিংশঃ সর্গঃ

(প্রীতেন বিশ্বামিত্রেণ শ্রীরামায় বহুবিধ-দিব্য-শস্ত্রদানম্ ।)

অথ তাং রজনীমুষ্য বিশ্বামিত্রো মহাযশাঃ ।
প্রহস্য রাঘবং বাক্যমুবাচ মধুরস্বরম্ ॥১
পরিতুষ্টোঽস্মি ভদ্রং তে রাজপুত্র মহাযশঃ ।
প্রীত্যা পরময়া যুক্তো দদাম্যস্ত্রাণি সর্বশঃ ॥২
দেবাসুরগণান্ বাপি সগন্ধর্বোরগান্ যুধি (ক) ।
যৈরমিত্রাদ্ প্রসহ্যাজৌ বশীকৃত্য জয়িষ্যসি ॥৩
তানি দিব্যানি ভদ্রং তে দদাম্যস্ত্রাণি সর্বশঃ ।
দণ্ডচক্রং মহদ্দিব্যং তব দাস্যামি রাঘব ॥৪
ধর্মচক্রং ততো বীর কালচক্রং তথৈব চ ।
বিষ্ণুচক্রং তথাত্যুগ্রমৈন্দ্রচক্রং তথৈব চ ॥৫
বজ্রমস্ত্রং নরশ্রেষ্ঠ শৈবং শূলবতং তথা ।
অস্ত্রং ব্রহ্মশিরশ্চৈব ঐষীকমপি রাঘব ॥৬
দদামি তে মহাবাহো ব্রাহ্মমস্ত্রমনুত্তমম্ ।
গদে দ্বে চৈব কাকুৎস্থ মোদকী শিখরী শুভে ॥৭
প্রদীপ্তে নরশার্দূল প্রযচ্ছামি নৃপাত্মজ !
ধর্মপাশমহং রাম কালপাশং তথৈব চ ॥৮
বারুণং পাশমস্ত্রঞ্চ দদাম্যহমনুত্তমম্ ।
অশনী দ্বে প্রযচ্ছামি শুষ্কার্দ্রে রঘুনন্দন ॥৯
দদামি চাস্ত্রং পৈনাকমস্ত্রং নারায়ণং তথা ।
আগ্নেয়মস্ত্রং দয়িতং শিখরং নাম নামতঃ ॥১০
বায়ব্যং প্রথমং রাম দদামি তব চানঘ ।
অস্ত্রং হয়শিরো নাম ক্রৌঞ্চমস্ত্রং তথৈব চ ॥১১
শক্তিদ্বয়ঞ্চ কাকুৎস্থ দদামি তব রাঘব ।
কঙ্কালং মুসলং ঘোরং কাপালমথ কিঙ্কিনীম্ ॥১২
বধার্থং রক্ষসাং যানি দদাম্যেতানি সর্বশঃ ।
বৈদ্যাধরং মহাস্ত্রঞ্চ নন্দনং নাম নামতঃ ॥১৩
অসিরত্নং মহাবাহো দদামি নৃবরাত্মজ ।
গান্ধর্বমস্ত্রং দয়িতং মোহনং নাম নামতঃ ॥১৪
প্রস্বাপনং প্রশমনং দদ্মি সৌম্যঞ্চ রাঘব ।
বর্ষণং শোষণঞ্চৈব সন্তাপন-বিলাপনে ॥১৫
মাদনং চৈব দুর্ধর্ষং কন্দর্পদয়িতং তথা ।
গান্ধর্বমস্ত্রং দয়িতং মানবং নাম নামতঃ ॥১৬

সপ্তবিংশ সর্গ

[রাক্ষসবধে তুষ্ট হইয়া বিশ্বামিত্রকর্তৃক শ্রীরামকে বহুবিধ দিব্য অস্ত্র দান।]

রাত্রি প্রভাত হইলে মহাযশস্বী বিশ্বামিত্র ঈষৎ হাস্যপূর্বক মধুরস্বরে রামকে বলিলেন,—রাজপুত্র! আমি তোমার প্রতি অতিশয় প্রীত হইয়াছি। তোমার মঙ্গল হউক। পরমপ্রীতিমান্ হইয়াই তোমাকে সকল অস্ত্র প্রদান করিতেছি। এই সকল অস্ত্রের দ্বারা দেবতা, অসুর, গন্ধর্ব ও নাগগণকে যুদ্ধস্থলে বলপূর্বক বশীভূত করিয়া জয়লাভ করিতে পারিবে।১-৩

এইরূপ প্রভাবসম্পন্ন দিব্য অস্ত্রসকল তোমাকে প্রদান করিতেছি। তোমার মঙ্গলই হইবে। রাঘব! দণ্ডচক্র, কালচক্র, ধর্মচক্র, অতিশয় উগ্র বিষ্ণুচক্র, অতিশয়-শক্তিযুক্ত ইন্দ্রচক্র, বজ্রাস্ত্র, শূলবতনামক শৈব অস্ত্র, ব্রহ্মশিরা অস্ত্র, ঐষীক অস্ত্র, অত্যুত্তম ব্রহ্মাস্ত্র, মোদকী ও শিখরীনাম্নী শুভদায়িনী দুইটি গদা, ধর্মপাশ, কালপাশ, শ্রেষ্ঠ বরুণপাশ, শুষ্ক ও আর্দ্র অশনিদ্বয়, পাশুপত অস্ত্র, নারায়ণ অস্ত্র; অতিপ্রিয় শিখরনামক আগ্নেয় অস্ত্র, হয়শির অস্ত্র, ক্রৌঞ্চ অস্ত্র, দুইটি শক্তি, কঙ্কাল, মুষল, কাপাল ও কিঙ্কিনীনামক অস্ত্রসমূহ তোমাকে দিতেছি।৪-১২

বীরবর! রাক্ষসগণের সংহারের জন্য এই সকল অস্ত্র এবং অন্যান্য অস্ত্রও গ্রহণ কর; বিদ্যাধর অস্ত্র, নন্দননামক খড়্গ, মোহননামক গন্ধর্ব অস্ত্র, প্রস্বাপন ও প্রশমননামক অস্ত্র, সৌম্য অস্ত্র, বর্ষণ, শোষণ, কন্দর্পপ্রিয় মাদনবাণ, মানবনামক গন্ধর্ববাণ, মোহননামক পৈশাচবাণ, মহাশক্তিযুক্ত তামস ও সৌমনবাণ, সম্বর্ত, মৌষল, সত্যাস্ত্র, শত্রুনাশী সৌরাস্ত্র, শিশিরনামক চান্দ্র অস্ত্র, অতিদারুণ ত্বাষ্ট্র অস্ত্র ও ভগদেবতার শীলেষুনামক দারুণ অস্ত্র দান করিতেছি। বীর রাম! এই সকল অস্ত্র

পাঠান্তর :—(ক) —ভুবি।

দ্বিতীয় বর্ষ, মাঘ, ১৩৭০]

[অষ্টম সংখ্যা—অল্যোদনী যাত্রা

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথ-প্রবর্তিত।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভ মূল্যে দেওয়া সম্ভব হইয়াছে।

---

* * *

যুগ্ম-সম্পূজক—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য

শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫'০০ টাকা।

[প্রতি সংখ্যা ১'৫০ টাকা

স্বত্বাধিকারী :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচার সঙ্ঘ
(জয়গুরু সম্প্রদায়)

সহ-সম্পূজকসঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ

শ্রীনারায়ণগোস্বামী ন্যায়াচার্য্য

শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্ত্তৃক শ্রীসীতারাম-বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।৩, পি, ডব্লিউ, ডি রোড, কলিকাতা—৩৫ হইতে প্রকাশিত ও ১৫বি, রায়বাগান ষ্ট্রীট্, কলিকাতা—৬ ইন্দু-নারায়ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রাপিত।
১৫ই মাঘ, ১৩৭০।

'আর্য্যশাস্ত্র'

[১৯৫৬ সালের সংবাদপত্রসমূহের রেজিষ্ট্রীকরণ (কেন্দ্রীয়) আইনের ৮ নং ধারা অনুসারে নিম্নলিখিত তথ্য প্রকাশিত হইল। ফর্ম নং ৪]

১। প্রকাশনস্থান— শ্রীশ্রীসীতারামবৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।৩, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫

২। প্রকাশনের কালক্রম— মাসিক

৩। মুদ্রাপকের নাম— শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
জাতি— ভারতীয়
ঠিকানা— ১৫বি, রায়বাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

৪। প্রকাশকের নাম— শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
জাতি— ভারতীয়
ঠিকানা— শ্রীসীতারামবৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।৩, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫

৫। যুগ্ম সম্পাদকের নাম— মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্তকালীপদতর্কাচার্য্য
জাতি— ভারতীয়
ঠিকানা— শান্তিনগর, পোঃ ভদ্রকালী, হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ
শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ
ভারতীয়
ভাটপাড়া, ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ

৬। স্বত্বাধিকারিগণের নাম ও ঠিকানা এবং মোট মূলধনের শতকরা এক বা তাহার বেশী সংখ্যক অংশের মালিকগণ। —শ্রীসত্যধর্মপ্রচারসঙ্ঘ (জয়গুরু সম্প্রদায়)
৭।৩, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫

আমি শ্রীরামরঞ্জনকাব্য-ব্যাকরণতীর্থ এতদ্ দ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরিপ্রদত্ত তথ্যগুলি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য।

স্বাক্ষর
শ্রীরামরঞ্জন কাব্যব্যাকরণতীর্থ
প্রকাশক

১।৩।৬৪

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রময় মাসিক পত্র। প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ।

২। এই মাসিকপত্রে সমুদয় সংহিতা (স্মৃতি), শ্রীরামায়ণ-শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রীমহাভারত-শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ইত্যাদি যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। ইহার বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারত ও পাকিস্তানে সডাক ১৫'০০, প্রতি সংখ্যা ১'৫০ নঃ পঃ মাত্র; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০'০০, প্রতি সংখ্যা ২'০০ মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

৪। প্রতি বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ইহার একটি সংখ্যা প্রকাশিত হইবামাত্র গ্রাহকগণের নিকট পাঠান হয়। বাংলা মাসের তৃতায় সপ্তাহের মধ্যে উক্ত সংখ্যা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ লইয়া চতুর্থ সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতা কার্য্যালয়ে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলা মাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৫। মাসিক পত্র, বিজ্ঞাপন প্রভৃতি সংক্রান্ত যাবতীয় পত্রাদি এবং অর্থাদি "সঞ্চালক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬" এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

মনি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকের নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে অবশ্যই লিখিতে হইবে।

৬। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয়, কিন্তু প্রয়োজন না মনে করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে গ্রাহকগণকে জবাবী-পত্র অবশ্যই দিতে হইবে।

৭। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে, কার্য্যালয়ে আসিয়া বা ডাকযোগ ব্যতীত অন্যকোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৮। উল্লিখিত ৪-৭ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পত্র-পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

৯। অনিবার্য্য কারণবশতঃ যে সংখ্যা প্রকাশে বিলম্ব ঘটিয়াছে, তাহা যথাসম্ভব সত্বর প্রকাশের চেষ্টা চলিতেছে। তৎসম্পর্কে উক্ত নিয়মাবলী যথাসময়ে প্রযুজ্য বলিয়া গণ্য হইবে।

সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।৩, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, আলমবাজার।
কলিকাতা—৩৫

পৈশাচমস্ত্রং দয়িতং মোহনং নাম নামতঃ।
প্রতীচ্ছ নরশার্দূল রাজপুত্র মহাযশঃ ॥১৭
তামসং নরশার্দূল সৌমনঞ্চ মহাবলম্।
সংবর্তঞ্চৈব দুর্ধর্ষং মৌসলঞ্চ নৃপাত্মজ ॥১৮
সত্যমস্ত্রং মহাবাহো তথা মায়াময়ং পরম্।
সৌরং তেজঃপ্রভং নাম পরতেজোঽপকর্ষণম্ ॥১৯
সোমাস্ত্রং শিশিরং নাম ত্বাষ্ট্রমস্ত্রং সুদারুণম্।
দারুণঞ্চ ভগস্যাপি শীতেষুমথ মানবম্ ॥২০
এতান্ রাম মহাবাহো কামরূপান্ মহাবলান্।
গৃহাণ পরমোদারান্ ক্ষিপ্রমেব নৃপাত্মজ ॥২১
স্থিতস্তু প্রাঙ্মুখো ভূত্বা শুচির্মুনিবরস্তদা।
দদৌ রামায় সুপ্রীতো মন্ত্রগ্রামমনুত্তমম্ ॥২২
সর্বসংগ্রহণং যেষাং দৈবতৈরপি দুর্লভম্।
তান্যস্ত্রাণি তদা বিপ্রো রাঘবায় ন্যবেদয়ৎ ॥২৩
জপতস্তু মুনেস্তস্য বিশ্বামিত্রস্য ধীমতঃ।
উপতস্থুর্মহার্হাণি সর্বাণ্যস্ত্রাণি রাঘবম্ ॥২৪
ঊচুশ্চ মুদিতা রামং সর্বে প্রাঞ্জলয়স্তদা।
ইমে চ পরমোদার! কিঙ্করাস্তব রাঘব ॥২৫
যদ্ যদিচ্ছসি ভদ্রং তে তৎসর্বং করবাম বৈ।
ততো রামঃ প্রসন্নাত্মা তৈরিত্যুক্তো মহাবলৈঃ ॥২৬
প্রতিগৃহ্য চ কাকুৎস্থঃ সমালভ্য চ পাণিনা।
মানসা মে ভবিষ্যধ্বমিতি তান্যভ্যচোদয়ৎ ॥২৭
ততঃ প্রীতমনা রামো বিশ্বামিত্রং মহামুনিম্।
অভিবাদ্য মহাতেজা গমনায়োপচক্রমে ॥২৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে সপ্তবিংশঃ সর্গঃ।

ইচ্ছানুসারে নানারূপ ধারণ করে। ইহারা মহাশক্তিশালী ও অতিবিশাল। অতএব হে রাজকুমার! তুমি অতি সত্বর এই অস্ত্রসমূহ আমার নিকট হইতে গ্রহণ কর। এই বলিয়া মুনিবর বিশ্বামিত্র পবিত্রভাবে পূর্বমুখে উপবেশন করিলেন। রামকে সম্মুখে বসাইয়া সন্তুষ্টমনে উত্তমমন্ত্রসমূহ দান করিলেন।১৩-২২

যে সকল অস্ত্রের সংগ্রহ করা দেবতাগণের পক্ষে সম্ভব হয় না, বিশ্বামিত্র রামকে সেই সকল অস্ত্র সমর্পণ করিলেন।২৩

অনন্তর বিশ্বামিত্র অস্ত্রস্বরূপ পূর্বোক্ত মন্ত্রসমূহ জপ করিতে লাগিলেন। জপের প্রভাবে মহাশক্তিযুক্ত অস্ত্রসকল সশরীরে রামের সম্মুখে উপস্থিত হইল। তাহারা প্রফুল্লচিত্তে কৃতাঞ্জলি হইয়া রামকে বলিতে লাগিল,—উদারচরিত রাম! এই আমরা সকলে তোমার অনুগত কিঙ্কর। তুমি যেরূপ আদেশ করিবে, আমরা তাহাই করিব। তোমার মঙ্গল হউক। শক্তিমান্ অস্ত্রসমূহ এইরূপ বলিলে প্রসন্নচিত্ত রাম তাহাদিগকে গ্রহণ করিলেন। নিজহস্তের দ্বারা তাহাদিগকে স্পর্শ করিয়া বলিলেন,—তোমরা সকলে আমার মানসে সর্বদা বিরাজ কর। রাম দিব্য অস্ত্রসমূহকে প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং পরে মহামুনি বিশ্বামিত্রকে অভিবাদনপূর্বক যাইতে উদ্যত হইলেন।২৪-২৮

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডে সপ্তবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টাবিংশঃ সর্গঃ

(বিশ্বামিত্রেণ রামং প্রতি শস্ত্রাণাং সংহারবিধেরুপদেশঃ, ততো রামচন্দ্রস্যান্যবিধাস্ত্রলাভশ্চ। বিশ্বামিত্রসমীপে রামস্য যজ্ঞস্থানাশ্রমবিষয়কঃ প্রশ্নঃ।)

প্রতিগৃহ্য ততোঽস্ত্রাণি প্রহৃষ্টবদনঃ শুচিঃ
গচ্ছন্নেব চ কাকুৎস্থো বিশ্বামিত্রমথাব্রবীৎ ॥১
গৃহীতাস্ত্রোঽস্মি ভগবন্ দুরাধর্ষঃ সুরৈরপি।
অস্ত্রাণাং ত্বহমিচ্ছামি সংহারান্মুনিপুঙ্গব ॥২
এবং ব্রুবতি কাকুৎস্থে বিশ্বামিত্রো মহাতপাঃ।
সংহারান্ ব্যাজহারাথ ধৃতিমান্ সুব্রতঃ শুচিঃ ॥৩
সত্যবন্তং সত্যকীর্তিং ধৃষ্টং রভসমেব চ।
প্রতিহারতরং নাম পরাঙ্মুখমবাঙ্মুখম্ ॥৪
লক্ষ্যালক্ষ্যাবিমৌ চৈব দৃঢ়নাভ-সুনাভকৌ।
দশাক্ষ-শতবক্ত্রৌ চ দশশীর্ষ-শতোদরৌ ॥৫
পদ্মনাভ-মহানাভৌ দুন্দুনাভ-স্বনাভকৌ।
জ্যোতিষং শকুনং চৈব নৈরাশ্যবিমলাবুভৌ ॥৬
যৌগন্ধর-বিনিদ্রৌ চ দৈত্যপ্রমথনৌ তথা।
শুচিবাহুর্মহাবাহুর্নিষ্কলির্বিরুচস্তথা ॥
সার্চিমালী ধৃতিমালী বৃত্তিমান্ রুচিরস্তথা ॥৭
পিত্র্যঃ সৌমনসশ্চৈব বিধূত-মকরাবুভৌ।
করবীরং (ক) রতিং চৈব ধন-ধান্যৌ চ রাঘব ॥৮
কামরূপং কামরুচিং মোহমাবরণং তথা।
জৃম্ভকং সর্পনাথঞ্চ পন্থান-বরুণৌ তথা ॥৯
কৃশাশ্বতনয়ান্ রাম ভাস্বরান্ কামরূপিণঃ।
প্রতীচ্ছ মম ভদ্রন্তে পাত্রভূতোঽসি রাঘব ॥১০
বাঢ়মিত্যেব কাকুৎস্থঃ প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা।
দিব্যভাস্বরদেহাশ্চ মূর্তিমন্তঃ সুখপ্রদাঃ ॥১১
কেচিদঙ্গারসদৃশাঃ কেচিদ্ধূমোপমাস্তথা।
চন্দ্রার্কসদৃশাঃ কেচিৎ প্রহ্বাঞ্জলিপুটাস্তথা ॥১২

অষ্টাবিংশ সর্গ

[বিশ্বামিত্রকর্তৃক শ্রীরামচন্দ্রকে অস্ত্রসকলের সংহারবিধির উপদেশ এবং তাঁহার নিকট হইতে শ্রীরামের অন্যান্য অস্ত্রলাভ। বিশ্বামিত্রের নিকট শ্রীরামচন্দ্রের যজ্ঞস্থান ও আশ্রমবিষয়ক প্রশ্ন।]

অনন্তর রাম পবিত্রভাবে অস্ত্রসকল গ্রহণ করিয়া প্রফুল্লবদনে যাইতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে বিশ্বামিত্রকে বলিলেন,—ভগবন্! আমি ঐ সকল অস্ত্র প্রাপ্ত হইয়া দেবগণেরও দুরাধর্ষ হইয়াছি। কিন্তু মুনিবর! ঐ সকল অস্ত্রের উপসংহার জানিতে ইচ্ছা হইতেছে।১-২

রাম এইরূপ বলিলে পর মহাতপস্বী, সুব্রত ও ধৈর্য্যশীল বিশ্বামিত্র পবিত্রভাবে ঐ সকল অস্ত্রের উপসংহার মন্ত্রসমূহ রামকে বলিয়া দিলেন। রাম! তোমার মঙ্গল হউক। তুমিই অস্ত্রসকল গ্রহণের সৎপাত্র। আমার নিকট হইতে তুমি সত্যবান্, সত্যকীর্তি, ধৃষ্ট, রভস, প্রতীহারতর, পরাঙ্মুখ, অবাঙ্মুখ, লক্ষ্য, অলক্ষ্য, দৃঢ়নাভ, সুনাভ, দশাক্ষ, শতবক্ত্র, দশশীর্ষ, শতোদর, পদ্মনাভ, মহানাভ, দুন্দুনাভ, স্বনাভ, জ্যোতিষ, শকুন, নৈরাশ্য, বিমল, যৌগন্ধর, বিনিদ্র, দৈত্য-প্রমথন, শুচিবাহু, মহাবাহু, নিষ্কলি, বিরুচ, অর্চিমালী, ধৃতিমালী, বৃত্তিমান্, রুচির, পিত্র্য, সৌমনস, বিধূত, মকর, করবীর, রতি, ধন, ধান্য, কামরূপ, কামরুচি, মোহ, আবরণ, জৃম্ভক, সর্পনাথ, পন্থান ও বরুণ এই সকল কামরূপী ও তেজস্বী কৃশাশ্ব-প্রজাপতির পুত্ররূপী অস্ত্র গ্রহণ কর।৩-১০

রাম হৃষ্টচিত্তে ঐ সকল অস্ত্রকে 'তথাস্তু' বলিয়া গ্রহণ করিলেন। ঐ অস্ত্রসকল দিব্য উজ্জ্বলদেহধারী ও সুখপ্রদ। তাহাদের মধ্যে কতকগুলি অঙ্গারের মত কৃষ্ণবর্ণ, কতকগুলি ধূমের মত ধূসরবর্ণ এবং কতকগুলি চন্দ্র ও সূর্য্যের মত উজ্জ্বলপ্রভ। তাহারা সকলে নম্রভাবে কৃতাঞ্জলি হইয়া সুমধুর ভাষায় রামকে বলিল,—পুরুষশ্রেষ্ঠ! এই আমরা সকলে আপনার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছি। আপনি আদেশ করুন, আমরা কি কার্য্য করিব?১১-১৩

রাম বলিলেন,—তোমরা এখন ইচ্ছামত গমন

পাঠান্তর :—(ক) পরবীরং—।

রামং প্রাঞ্জলয়ো ভূত্বাঽব্রুবন্মধুরভাষিণঃ।
ইমে স্ম নরশার্দূল শাধি কিং করবাম তে ॥১৩
গম্যতামিতি তানাহ যথেষ্টং রঘুনন্দনঃ।
মানসাঃ কার্য্যকালেষু সাহায্যং মে করিষ্যথ ॥১৪
অথ তে রামমামন্ত্র্য কৃত্বা চাপি প্রদক্ষিণম্।
এবমস্ত্বিতি কাকুৎস্থমুক্ত্বা জগ্মুর্যথাগতম্ ॥১৫
স চ তান্ রাঘবো জ্ঞাত্বা বিশ্বামিত্রং মহামুনিম্।
গচ্ছন্নেবাথ মধুরং শ্লক্ষ্ণং বচনমব্রবীৎ ॥১৬
কিমেতন্মেঘসঙ্কাশং পর্বতস্যাবিদূরতঃ।
বৃক্ষষণ্ডমিতো ভাতি (ক) পরং কৌতূহলং হি মে ॥১৭
দর্শনীয়ং মৃগাকীর্ণং মনোহরমতীব চ।
নানাপ্রকারৈঃ শকুনৈর্বল্গুভাষৈরলঙ্কৃতম্ ॥১৮
নিঃসৃতাঃ স্মো মুনিশ্রেষ্ঠ কান্তারাদ্ রোমহর্ষণাৎ।
অনয়া ত্ববগচ্ছামি দেশস্য সুখবত্তয়া ॥১৯
সর্বং মে শংস ভগবন্ কস্যাশ্রমপদং ত্বিদম্।
সম্প্রাপ্তা যত্র তে পাপা ব্রহ্মঘ্না দুষ্টচারিণঃ ॥২০
তব যজ্ঞস্য বিঘ্নায় দুরাত্মানো মহামুনে।
ভগবংস্তস্য কো দেশঃ সা যত্র তব যাজ্ঞিকী ॥২১
রক্ষিতব্যা ক্রিয়া ব্রহ্মন্ ময়া বধ্যাশ্চ রাক্ষসাঃ।
এতৎ সর্বং মুনিশ্রেষ্ঠ শ্রোতুমিচ্ছাম্যহং প্রভো ॥২২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে অষ্টাবিংশঃ সর্গঃ।

কর, কার্য্যকালে আমার মানসস্থিত হইয়া সাহায্য করিও। অনন্তর ঐ সকল অস্ত্র রামবাক্যে সম্মতিজ্ঞাপন করিল এবং রামের অনুমতি গ্রহণপূর্বক তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া নিজ নিজ স্থানে চলিয়া গেল।১৪-১৫

রাম অস্ত্রসকলের প্রয়োগ ও উপসংহার অবগত হইয়া যাইতে যাইতে মহামুনি বিশ্বামিত্রকে কোমল ও মধুরভাবে বলিলেন, মুনিবর! ঐ পর্বতের অনতিদূরে মেঘসমূহের ন্যায় যে তরুরাজি দৃষ্ট হইতেছে, উহা কি? আমার খুবই কৌতূহল হইয়াছে। এই স্থানটি দেখিতে সুন্দর ও মনোহর। মৃগগণ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে, মধুরশব্দবিশিষ্ট নানাপ্রকার পক্ষিগণে এই স্থান অলঙ্কৃত হইয়াছে। ভয়াবহ বন হইতে আমরা বাহিরে আসিয়াছি। মুনিশ্রেষ্ঠ! এইজন্য স্থানটিকে সুখকর বলিয়া মনে করিতেছি।১৬-১৯

ভগবন্! এই আশ্রমস্থানটি কাহার? আপনি এই আশ্রম-সম্বন্ধীয় সকল কথা আমাকে বলুন। মহাত্মন্! যেস্থানে পাপিষ্ঠ দুরাচার ব্রাহ্মণদ্রোহী দুরাত্মা রাক্ষসগণ আপনার যজ্ঞক্রিয়ায় বিঘ্ন করে, যেস্থানে রাক্ষসগণকে নিহত করিয়া আমাকে যজ্ঞক্রিয়া রক্ষা করিতে হইবে, সেইস্থান কত দূরে? মুনিশ্রেষ্ঠ! প্রভো! আমি এই সকল বিষয় আপনার নিকট হইতে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি।২০-২২

পাঠান্তরঃ—(ক) বৃক্ষখণ্ডমিতো ভাতি—।

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের আদিকাণ্ডে অষ্টাবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ঊনত্রিংশঃ সর্গঃ

[শ্রীরামং প্রতি বিশ্বামিত্রেণ পৃষ্টপ্রশ্নস্যোত্তরদানম্, স্বীয়াশ্রমে যজ্ঞকরণঞ্চ ।]

অথ তস্যাপ্রমেয়স্য বচনং পরিপৃচ্ছতঃ ।
বিশ্বামিত্রো মহাতেজা ব্যাখ্যাতুমুপচক্রমে ॥১
ইহ রাম মহাবাহো বিষ্ণুর্দেবনমস্কৃতঃ ।
বর্ষাণি সুবহূনীহ তথা যুগশতানি চ ॥২
তপশ্চরণ-যোগার্থমুবাস সুমহাতপাঃ ।
এষ পূর্বাশ্রমো রাম বামনস্য মহাত্মনঃ ॥৩
সিদ্ধাশ্রম ইতি খ্যাতঃ সিদ্ধো হ্যত্র মহাতপাঃ ।
এতস্মিন্নেব কালে তু রাজা বৈরোচনির্বলিঃ ॥৪
নির্জিত্য দৈবতগণান্ সেন্দ্রান্ সহমরুদ্গণান্ ।
কারয়ামাস তদ্রাজ্যং ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতঃ ॥৫
যজ্ঞঞ্চকার সুমহানসুরেন্দ্রো মহাবলঃ ।
বলেস্তু যজমানস্য দেবাঃ সাগ্নিপুরোগমাঃ ॥
সমাগম্য স্বয়ঞ্চৈব বিষ্ণুমূচুরিহাশ্রমে ॥৬
বলির্বৈরোচনির্বিষ্ণো যজতে যজ্ঞমুত্তমম্ ।
অসমাপ্তব্রতে তস্মিন্ স্বকার্য্যমভিপদ্যতাম্ ॥৭
যে চৈনমভিবর্তন্তে যাচিতার ইতস্ততঃ ।
যচ্চ যত্র যথাবচ্চ সর্বং তেভ্যঃ প্রযচ্ছতি ॥৮
স ত্বং সুরহিতার্থায় মায়াযোগমুপাশ্রিতঃ ।
বামনত্বং গতো বিষ্ণো কুরু কল্যাণমুত্তমম্ ॥৯
এতস্মিন্নন্তরে রাম কশ্যপোঽগ্নিসমপ্রভঃ ।
অদিত্যা সহিতো রাম দীপ্যমান ইবৌজসা ॥১০
দেবীসহায়ো ভগবান্ দিব্যং বর্ষসহস্রকম্ ।
ব্রতং সমাপ্য বরদং তুষ্টাব মধুসূদনম্ ॥১১
তপোময়ং তপোরাশিং তপোমূর্ত্তিং তপাত্মকম্ ।
তপসা ত্বাং সুতপ্তেন পশ্যামি পুরুষোত্তমম্ ॥১২

ঊনত্রিংশ সর্গ

[শ্রীরামের প্রতি বিশ্বামিত্র কর্তৃক জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তরদান এবং স্বীয় আশ্রমে যজ্ঞকরণ ।]

অপরিমিতশক্তিশালী রাম এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে মহাতেজস্বী বিশ্বামিত্র বলিতে লাগিলেন,—শক্তিধর রাম! এই আশ্রমে সর্বদেববন্দিত বিষ্ণু বহুবৎসর ও বহুযুগকাল তপস্যা করিবার জন্য বাস করিয়াছিলেন। রাম! বিষ্ণু তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন বলিয়া এই আশ্রম সিদ্ধাশ্রমনামে বিখ্যাত হইয়াছে। ইহা মহাত্মা বামনদেবেরও আশ্রম। তিনিও এখানে পূর্বে তপস্যা করিয়াছিলেন। এই আশ্রমে ভগবান্ বিষ্ণু যে সময় তপস্যারত ছিলেন, সেই সময় বিরোচনের পুত্র বলি ইন্দ্র ও মরুদ্গণসহিত সকল দেবতাকে পরাজিত করিয়া ত্রিভুবনে বিখ্যাত হন এবং সেই রাজ্য পালন করিতে থাকেন। মহাবলশালী অসুরশ্রেষ্ঠ বলি সেই সময় একটি যজ্ঞের অনুষ্ঠান আরম্ভ করেন। বলির যজ্ঞানুষ্ঠান চলিতে থাকার সময় দেবতাগণ অগ্নিকে অগ্রবর্তী করিয়া এই আশ্রমে তপস্যারত বিষ্ণুর নিকট আসিলেন এবং বলিলেন,—ভগবন্ বিষ্ণো! বিরোচনপুত্র বলি একটি উত্তম যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছেন। ঐ যজ্ঞ সমাপ্ত হইবার পূর্বেই আপনি আপনার আশ্রিত দেবগণের কার্য্য সম্পাদন করুন।১-৭

ঐ যজ্ঞের উপলক্ষ্যে নানাদিক্ হইতে প্রার্থিগণ আসিয়া বলির নিকট উপস্থিত হইতেছে। তাহারা যেখানে যেভাবে যাহা যাহা চাহিতেছে, বলি তদনুরূপ দান করিতেছেন।৮

বিষ্ণো! দেবগণের হিতের জন্য আপনি মায়া আশ্রয় করিয়া মানবত্ব প্রাপ্ত হউন এবং আমাদের পরমমঙ্গলসাধন করুন।৯

বিশ্বামিত্র বলিলেন,—রাম! শ্রবণ কর। এই সময়েই অগ্নিতুল্যতেজস্বী কশ্যপ স্বীয়তেজে প্রদীপ্ত হইয়া অদিতিদেবীর সহিত সহস্রবর্ষব্যাপি-ব্রতসমাপনান্তে বরদাতা মধুসূদনকে স্তব করিতে থাকেন।১০-১১

শরীরে তব পশ্যামি জগৎ সর্বমিদং প্রভো।
ত্বমনাদিরনির্দেশ্যস্ত্বামহং শরণং গতঃ ॥১৩
তমুবাচ হরিঃ প্রীতঃ কশ্যপং গতকল্মষম্।
বরং বরয় ভদ্রং তে বরার্হোঽসি মতো মম ॥১৪
তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য মারীচঃ কশ্যপোঽব্রবীৎ।
অদিত্যা দেবতানাঞ্চ মম চৈবানুযাচিতম্ ॥১৫
বরং বরদ সুপ্রীতো দাতুমর্হসি সুব্রত।
পুত্রত্বং গচ্ছ ভগবন্নদিত্যা মম চানঘ ॥১৬
ভ্রাতা ভব যবীয়াংস্ত্বং শক্রস্যাসুরসূদন।
শোকার্তানাং তু দেবানাং সাহায্যং কর্তুমর্হসি ॥১৭
অয়ং সিদ্ধাশ্রমো নাম প্রসাদাত্তে ভবিষ্যতি।
সিদ্ধে কর্মণি দেবেশ উত্তিষ্ঠ ভগবন্নিতঃ ॥১৮

কশ্যপ বলিলেন,—প্রভো! আপনি তপোময়, তপোরাশি, তপোমূর্তি, তপঃস্বরূপ ও পুরুষোত্তম। আমি উত্তম তপস্যা দ্বারা আপনাকে দেখিতে পাইলাম। আপনার শরীরে নিখিল জগৎ প্রত্যক্ষ করিতেছি। আপনি অনাদি ও অনির্দেশ্য। আমি আপনার শরণাপন্ন হইলাম।১২-১৩

ভগবান্ হরি এইরূপ স্তুতিতে প্রীত হইয়া নিষ্পাপ কশ্যপকে বলিলেন,—তুমি বরপ্রার্থনা কর। তোমার মঙ্গল হউক। তুমি বরপ্রাপ্তির যোগ্যপাত্র—ইহা আমি মনে করি।১৪

শ্রীহরির বচন শুনিয়া মরীচির পুত্র কশ্যপ বলিলেন,—ভগবন্! আপনি সর্বদোষবর্জিত, সুব্রত ও সকলের বরদাতা। অদিতির, দেবতাগণের ও আমার প্রার্থিত এই বর আপনি প্রীত হইয়া দান করুন। আমাদের প্রার্থনা,—আপনি অদিতির ও আমার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করুন। অসুরনাশক! আপনি ইন্দ্রের কনিষ্ঠ হউন এবং শোকার্ত দেবতাগণের সাহায্য করুন।১৫-১৭

দেবেশ! ভগবন্! আপনার প্রসাদে এইস্থান সিদ্ধাশ্রম বলিয়া বিখ্যাত হইবে। আপনার কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে, অতএব দেবগণের কার্য্যসিদ্ধির জন্য এইস্থান হইতে উত্থিত হউন।১৮

অথ বিষ্ণুর্মহাতেজা অদিত্যাং সমজায়ত।
বামনং রূপমাস্থায় বৈরোচনিমুপাগমৎ ॥১৯
ত্রীন্ পদানথ ভিক্ষিত্বা প্রতিগৃহ্য চ মেদিনীম্।
আক্রম্য লোকাঁল্লোকার্থী সর্বলোকহিতে রতঃ ॥২০
মহেন্দ্রায় পুনঃ প্রাদান্নিয়ম্য বলিমোজসা।
ত্রৈলোক্যং স মহাতেজাশ্চক্রে শক্রবশং পুনঃ ॥২১
তেনৈব পূর্বমাক্রান্ত আশ্রমঃ শ্রমনাশনঃ।
ময়াপি ভক্ত্যা তস্যৈব বামনস্যোপভুজ্যতে ॥২২
এনমাশ্রমমায়ান্তি রাক্ষসা বিঘ্নকারিণঃ।
অত্র তে পুরুষব্যাঘ্র হন্তব্যা দুষ্টচারিণঃ ॥২৩
অদ্য গচ্ছামহে রাম সিদ্ধাশ্রমমনুত্তমম্।
তদাশ্রমপদং তাত তবাপ্যেতদ্ যথা মম ॥২৪

অনন্তর মহাতেজস্বী বিষ্ণু অদিতিগর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন এবং বামনরূপ ধারণ করিয়া বিরোচনপুত্র বলির নিকট গমন করিলেন। সর্বলোকের হিতকারী বিষ্ণু বলির নিকট ত্রিপাদ-ভূমি প্রার্থনা করিয়া ত্রিলোক-আক্রমণে ইচ্ছুক হইলেন এবং পৃথিবীসহিত সমস্ত লোক গ্রহণ করিয়া বলপূর্বক বলিকে বন্ধন করিলেন। পরে তিনি ইন্দ্রকে পুনর্বার ত্রিলোকের আধিপত্য প্রদান করিলেন। মহাতেজস্বী বামন ত্রিভুবনকে ইন্দ্রের অধীন করিয়া দিলেন।১৯-২১

পূর্বকালে সকলশ্রমনাশক এই আশ্রমে ভগবান্ বামনদেব অবস্থিতি করিয়াছিলেন, এখন আমি তাঁহার প্রতি ভক্তিমান্ হওয়ায় এই আশ্রমে বাস করিতেছি।২২

যজ্ঞবিঘ্নকারী রাক্ষসেরা এই স্থানেই আসিয়া থাকে। এই স্থানেই তোমাকে ঐ দুষ্টরাক্ষসগণের বিনাশসাধন করিতে হইবে। রাম! আজই আমরা সিদ্ধাশ্রমে গমন করিতেছি। বৎস! এই আশ্রম যেমন আমার, তোমারও তেমনই। এইরূপ বলিয়া পরমপ্রীত বিশ্বামিত্র রাম ও লক্ষ্মণকে সঙ্গে লইয়া আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। পুনর্বসুনামক নক্ষত্রদ্বয়ের সহিত মিলিত নির্মলচন্দ্রের যেরূপ শোভা হয়, রাম-

ইত্যুক্ত্বা পরমপ্রীতো গৃহ্য রামং সলক্ষ্মণম্ ।
প্রবিশন্নাশ্রমপদং ব্যরোচত মহামুনিঃ ॥
শশীব গতনীহারঃ পুনর্বসুসমন্বিতঃ ॥২৫
তং দৃষ্ট্বা মুনয়ঃ সর্বে সিদ্ধাশ্রমনিবাসিনঃ ।
উৎপত্যোৎপত্য সহসা বিশ্বামিত্রমপূজয়ন্ ॥২৬
যথার্হং চক্রিরে পূজাং বিশ্বামিত্রায় ধীমতে ।
তথৈব রাজপুত্রাভ্যামকুর্বন্নতিথিক্রিয়াম্ ॥২৭
মুহূর্তমথ বিশ্রান্তৌ রাজপুত্রাবরিন্দমৌ ।
প্রাঞ্জলী মুনিশার্দূলমূচতু রঘুনন্দনৌ ॥২৮
অদ্যৈব দীক্ষাং প্রবিশ ভদ্রং তে মুনিপুঙ্গব ।
সিদ্ধাশ্রমোঽয়ং সিদ্ধঃ স্যাৎ সত্যমস্তু বচস্তব ॥২৯
এবমুক্তো মহাতেজা বিশ্বামিত্রো মহানৃষিঃ ।
প্রবিবেশ তদা দীক্ষাং নিয়তো নিয়তেন্দ্রিয়ঃ ॥৩০
কুমারাবপি তাং রাত্রিমুষিত্বা সুসমাহিতৌ ।
প্রভাতকালে চোত্থায় পূর্বাং সন্ধ্যামুপাস্য চ ॥৩১
প্রশুচী পরমং জাপ্যং সমাপ্য নিয়মেন চ ।
হুতাগ্নিহোত্রমাসীনং বিশ্বামিত্রমবন্দতাম্ ॥৩২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে একোনত্রিংশঃ সর্গঃ ॥২৯

লক্ষ্মণসমন্বিত বিশ্বামিত্রেরও তখন সেইরূপ শোভা হইয়াছিল ।২৩-২৫

সিদ্ধাশ্রমবাসী মুনিগণ দূর হইতে বিশ্বামিত্রকে দেখিতে পাইয়া প্রত্যেকে নিকটে গমন করিলেন এবং তাঁহার পূজা করিলেন ।২৬

তাঁহারা সুধী বিশ্বামিত্রের যথাযোগ্য পূজা করিয়া রাম-লক্ষ্মণেরও যথোচিত অতিথিসৎকার করিলেন ।২৭

অনন্তর শত্রুহন্তা রঘুকুলজাত রাজপুত্রদ্বয় সেই স্থানে মুহূর্তকাল বিশ্রাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্রকে বলিলেন ।২৮

মুনিবর ! আপনি অদ্যই যজ্ঞে দীক্ষিত হউন। আপনার মঙ্গল হইবে। এই সিদ্ধাশ্রম আপনার যজ্ঞ-সিদ্ধিতে পুনর্বার সার্থক হউক এবং আপনার বাক্য সত্য হউক ।২৯

মহাতেজস্বী জিতেন্দ্রিয় মহামুনি বিশ্বামিত্র সেই দিনেই যজ্ঞে দীক্ষিত হইলেন ।৩০

স্কন্দ ও বিশাখানামক কুমারদ্বয়ের তুল্য রাম ও লক্ষ্মণ রাত্রি অতিবাহিত করিয়া প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগ করিলেন এবং শুচি ও সমাহিত হইয়া প্রাতঃসন্ধ্যা উপাসনান্তে যথানিয়মে গায়ত্রীজপ করিলেন। অনন্তর যেখানে বিশ্বামিত্র অগ্নিহোত্র সমাপ্ত করিয়া উপবিষ্ট আছেন, সেইস্থানে যাইয়া মুনিকে অভিবাদন করিলেন ।৩১-৩২

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডে ঊনত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ত্রিংশঃ সর্গঃ

[শ্রীরামেণ যজ্ঞস্য রক্ষণম্, রাক্ষসানাং বধশ্চ ।]

অথ তৌ দেশ-কালজ্ঞৌ রাজপুত্রাবরিন্দমৌ ।
দেশে কালে চ বাক্যজ্ঞাবব্রূতাং কৌশিকং বচঃ ॥১
ভগবন্ শ্রোতুমিচ্ছাবো যস্মিন্ কালে নিশাচরৌ ।
সংরক্ষণীয়ৌ তৌ ব্রূহি নাতিবর্তেত তৎক্ষণম্ ॥২
এবং ব্রুবাণৌ কাকুৎস্থৌ ত্বরমাণৌ যুযুৎসয়া ।
সর্বে তে মুনয়ঃ প্রীতাঃ প্রশশংসুর্নৃপাত্মজৌ ॥৩
অদ্য প্রভৃতি ষড়্‌রাত্রং রক্ষতাং রাঘবৌ যুবাম্ ।
দীক্ষাং গতো হ্যেষ মুনির্মৌনিত্বঞ্চ গমিষ্যতি ॥৪
তৌ তু তদ্বচনং শ্রুত্বা রাজপুত্রৌ যশস্বিনৌ ।
অনিদ্রং ষড়হোরাত্রং তপোবনমরক্ষতাম্ ॥৫
উপাসাঞ্চক্রতুর্বীরৌ যত্তৌ পরমধন্বিনৌ ।
ররক্ষতুর্মুনিবরং বিশ্বামিত্রমরিন্দমৌ ॥৬
অথ কালে গতে তস্মিন্ ষষ্ঠেঽহনি তথাগতে ।
সৌমিত্রিমব্রবীদ্ রামো যত্তো ভব সমাহিতঃ ॥৭
রামস্যৈবং ব্রুবাণস্য ত্বরিতস্য যুযুৎসয়া ।
প্রজজ্বাল ততো বেদিঃ সোপাধ্যায়পুরোহিতা ॥৮
সদর্ভ-চমস-স্রুক্কা সসমিৎ-কুসুমোচ্চয়া ।
বিশ্বামিত্রেণ সহিতা বেদির্জজ্বাল সর্ত্বিজা ॥৯
মন্ত্রবচ্চ যথান্যায়ং যজ্ঞোঽসৌ সংপ্রবর্ততে ।
আকাশে চ মহাঞ্ছব্দঃ প্রাদুরাসীদ্ভয়ানকঃ ॥১০

ত্রিংশ সর্গ

[শ্রীরামকর্তৃক যজ্ঞরক্ষা ও রাক্ষসসংহার ।]

অনন্তর দেশ-কালোচিত ব্যবহারে নিপুণ শত্রুনাশকারী রাম ও লক্ষ্মণ যথাস্থানে ও যথাসময়ে বিশ্বামিত্রকে বলিলেন ।১

ভগবন্! যে সময়ে যজ্ঞরক্ষার জন্য মারীচ ও সুবাহু-নামক রাক্ষসদ্বয়ের গতিরোধ করিতে হইবে, সেই সময়ের নির্দেশ শুনিতে ইচ্ছা করি—যেন সেই সময়টি অতীত না হইয়া যায় ।২

এইরূপ কথা বলিয়া কাকুৎস্থ রাম ও লক্ষ্মণ যুদ্ধ করিবার ইচ্ছায় ত্বরান্বিত হইলেন। আশ্রমবাসী মুনিগণ দুইভ্রাতাকে যুদ্ধোদ্যত দেখিয়া প্রশংসা করিতে লাগিলেন ।৩

তারপর তাঁহারা বলিলেন,—রঘুনন্দন রাম ও লক্ষ্মণ! শ্রবণ কর। আজ হইতে ছয়দিন তোমাদিগকে যজ্ঞ-কার্য্য রক্ষা করিতে হইবে। বিশ্বামিত্র যজ্ঞদীক্ষায় দীক্ষিত হইয়াছেন এবং এই ছয়দিন মৌনভাবে অবস্থান করিবেন ।৪

যশস্বী রাম-লক্ষ্মণ মুনিগণের বচন শুনিয়া নিদ্রা পরিত্যাগপূর্বক ছয়রাত্রি পর্য্যন্ত তপোবন রক্ষা করিতে লাগিলেন ।৫

একাগ্রচিত্ত শ্রেষ্ঠধনুর্ধারী বীর রাম ও লক্ষ্মণ এই কয়দিন সর্বদা বিশ্বামিত্রের নিকটেই থাকিতে লাগিলেন এবং শত্রুনাশী মুনিবর বিশ্বামিত্রকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। এইভাবে পাঁচদিন অতীত হইল। ষষ্ঠদিবস সমাগত হইলে রাম লক্ষ্মণকে বলিলেন,—তুমি এখন সতর্কভাবে সজ্জিত হইয়া থাক ।৬-৭

রাম যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া লক্ষ্মণকে ঐরূপ বলিতেছিলেন, এমন সময় উপাধ্যায় ও পুরোহিতগণ কর্তৃক পরিব্যাপ্ত বেদীতে অগ্নি প্রজ্বলিত হইল ।৮

ঐ বেদীতে কুশ, চমসপাত্র, স্রুক্‌পাত্র, সমিধ ও কুসুমসমূহ স্থাপিত রহিয়াছে। সেখানে ঋত্বিগ্‌গণ সহ বিশ্বামিত্র উপবিষ্ট আছেন। এই অবস্থায় সেখানে অগ্নি প্রজ্বলিত হইল ।৯

অতঃপর যথানিয়মে বেদমন্ত্র দ্বারা ঐ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। এমন সময় আকাশে ভীতিজনক ভীষণ শব্দ উত্থিত হইল ।১০

বর্ষাকালে যেরূপ আকাশকে আচ্ছাদিত করিয়া মেঘমালাকে ধাবিত হইতে দেখা যায়, সেইরূপে মারীচ

আবার্য্য গগনং মেঘো যথা প্রাবৃষি দৃশ্যতে।
তথা মায়াং বিকুর্বাণৌ রাক্ষসাবভ্যধাবতাম্ ॥১১
মারীচশ্চ সুবাহুশ্চ তয়োরনুচরাস্তথা।
আগম্য ভীমসঙ্কাশা রুধিরৌঘানবাসৃজন্ ॥১২
তাং তেন রুধিরৌঘেণ বেদিং বীক্ষ্য সমুক্ষিতাম্!
সহসাভিদ্রুতো রামস্তানপশ্যত্ততো দিবি ॥১৩
তাবাপতন্তৌ সহসা দৃষ্ট্বা রাজীবলোচনঃ।
লক্ষ্মণং ত্বভিসংপ্রেক্ষ্য রামো বচনমব্রবীৎ ॥১৪
পশ্য লক্ষ্মণ দুর্বৃত্তান্ রাক্ষসান্ পিশিতাশনান্।
মানবাস্ত্রসমাধূতাননিলেন যথা ঘনান্ ॥১৫
করিষ্যামি ন সন্দেহো নোৎসহে হন্তুমীদৃশান্।
ইত্যুক্ত্বা বচনং রামশ্চাপে সন্ধায় বেগবান্ ॥১৬
মানবং পরমোদারমস্ত্রং পরমভাস্বরম্।
চিক্ষেপ পরমক্রুদ্ধো মারীচোরসি রাঘবঃ ॥১৭
স তেন পরমাস্ত্রেণ মানবেন সমাহতঃ।
সম্পূর্ণং যোজনশতং ক্ষিপ্তঃ সাগরসংপ্লবে ॥১৮
বিচেতনং বিঘূর্ণন্তং শীতেষুবলপীড়িতম্।
নিরস্তং দৃশ্য মারীচং রামো লক্ষ্মণমব্রবীৎ ॥১৯
পশ্য লক্ষ্মণ শীতেষুং মানবং মনুসংহিতম্।
মোহয়িত্বা নয়ত্যেনং ন চ প্রাণৈর্বিযুজ্যতে ॥২০
ইমানপি বধিষ্যামি নির্ঘৃণান্ দুষ্টচারিণঃ।
রাক্ষসান্ পাপকর্মস্থান্ যজ্ঞঘ্নান্ রুধিরাশনান্ ॥২১
ইত্যুক্ত্বা লক্ষ্মণঞ্চাশু লাঘবং দর্শয়ন্নিব।
বিগৃহ্য সুমহচ্চাস্ত্রমাগ্নেয়ং রঘুনন্দনঃ ॥২২

ও সুবাহুনামক রাক্ষসদ্বয় মায়া বিস্তারপূর্বক আকাশ আবৃত করিয়া ধাবিত হইল।১১

মারীচ, সুবাহু ও তাহাদের অনুচরেরা ভীষণ শরীর ধারণপূর্বক আকাশপথে আসিয়া যজ্ঞস্থলে রক্তধারা বর্ষণ করিতে লাগিল।১২

প্রচুর রক্তধারায় যজ্ঞবেদীর নিকটবর্তী স্থানটিকে প্লাবিত হইতে দেখিয়া রাম অতিদ্রুতপদে অগ্রসর হইলেন এবং আকাশে সেই দুরাচার রাক্ষসগণকে দেখিতে পাইলেন।১৩

কমললোচন রাম মারীচ ও সুবাহুকে সহসা আসিতে দেখিয়া লক্ষ্মণের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন এবং বলিলেন।১৪

দেখ, লক্ষ্মণ! এই রাক্ষসগণ স্বভাবতই দুরাচার ও মাংসাশী। আমি ইহাদিগকে নিহত করিতে ইচ্ছা করি না। বেগবান্ বায়ু যেমন আকাশস্থিত মেঘকে দূরে সরাইয়া দেয়, আমি সেইভাবে মানবাস্ত্র প্রয়োগ করিয়া রাক্ষসদিগকে দূরে সরাইয়া দিতেছি, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ক্ষিপ্রকারী রাম এই কথা বলিতে বলিতে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং অত্যুত্তমতেজস্বী মানববাণ ধনুতে যোজনা করিয়া মারীচের বক্ষে নিক্ষেপ করিলেন।১৫-১৭

মারীচ ঐ মানবনামক মহাস্ত্রের দ্বারা আহত হইয়া শতযোজন-দূরবর্তী সমুদ্রগর্ভে পতিত হইল। রাম শীতেষুনামক মানবাস্ত্রের দ্বারা আহত মারীচকে মূর্চ্ছিত, বিঘূর্ণিত ও যুদ্ধে নিরস্ত দেখিয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন।১৮-১৯

দেখ, লক্ষ্মণ! মনুপ্রযুক্ত শীতেষুনামক মানবাস্ত্রের কিরূপ শক্তি! মারীচকে মোহিত করিয়া দূরে লইয়া যাইতেছে, কিন্তু তাহাতে মারীচের প্রাণবিয়োগ হইতেছে না।২০

অন্যান্য রাক্ষসেরা নির্দয়, দুরাচার, পাপকর্মকারী, যজ্ঞনাশক ও রক্তপানশীল। এইজন্য আমি ইহাদিগকে অবশ্যই বিনাশ করিব।২১

এই কথা বলিয়া রাম অনুজকে নিজহস্তের শীঘ্র-কারিতা দেখাইবার জন্য তৎক্ষণাৎ সুমহৎ আগ্নেয় অস্ত্র গ্রহণ করিলেন এবং সুবাহুনামক রাক্ষসের বক্ষস্থলে নিক্ষেপ করিলেন। সে অস্ত্রবিদ্ধ হইয়া ভূতলে পতিত হইল। মহাযশস্বী অতিশয় উদার রাম বায়ব্য অস্ত্র গ্রহণ করিয়া অবশিষ্ট রাক্ষসদিগকে নিহত করিলেন। ইহাতে মুনিগণের বিশেষ আনন্দ হইল।২২-২৩

সুবাহুরসি চিক্ষেপ স বিদ্ধঃ প্রাপতদ্ভুবি।
শেষান্ বায়ব্যমাদায় নিজঘান মহাযশাঃ ॥
রাঘবঃ পরমোদারো মুনীনাং মুদমাবহন্ ॥২৩
স হত্বা রাক্ষসান্ সর্বান্ যজ্ঞঘ্নান্ রঘুনন্দনঃ।
ঋষিভিঃ পূজিতস্তত্র যথেন্দ্রো বিজয়ে পুরা ॥২৪
অথ যজ্ঞে সমাপ্তে তু বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ।
নিরীতিকা দিশো দৃষ্ট্বা কাকুৎস্থমিদমব্রবীৎ ॥২৫
কৃতার্থোঽস্মি মহাবাহো কৃতং গুরুবচস্তয়া।
সিদ্ধাশ্রমমিদং সত্যং কৃতং বীর মহাযশঃ ॥
স হি রামং প্রশস্যৈবং তাভ্যাং সন্ধ্যামুপাগমৎ ॥২৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে ত্রিংশঃ সর্গঃ ॥৩০

পুরাকালে দেবরাজ ইন্দ্র বিজয়লাভ করিলে পর তিনি যেরূপ দেবগণকর্তৃক পূজিত হইয়াছিলেন, সেইরূপ রঘুনন্দন রামও যজ্ঞনাশকারী রাক্ষসসমূহকে বিনষ্ট করিয়া বিজয়লাভ করিলে পর ঋষিগণকর্তৃক পূজিত হইলেন।২৪

যজ্ঞানুষ্ঠান সমাপ্ত হইলে মহামুনি বিশ্বামিত্র সমস্ত দিক্ বিঘ্নহীন দেখিয়া রামকে বলিলেন,—মহাবীর! আমি কৃতার্থ হইলাম। তুমি গুরুবাক্য প্রতিপালন করিয়াছ। তুমি নিজপ্রভাবে এই সিদ্ধাশ্রমের নাম সার্থক করিলে। এইভাবে বিশ্বামিত্র রামের প্রশংসা করিলেন এবং তাঁহাদের দুইজনকেই সঙ্গে লইয়া সন্ধ্যা উপাসনা করিলেন।২৫-২৬

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডে ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

একত্রিংশঃ সর্গঃ

[সর্ষি-রাম-লক্ষ্মণ-বিশ্বামিত্রস্য মিথিলাং প্রতি প্রস্থানম্, সায়ং শোণভদ্রতটোপরি বিশ্রামশ্চ।]

অথ তাং রজনীং তত্র কৃতার্থৌ রাম-লক্ষ্মণৌ।
ঊষতুর্মুদিতৌ বীরৌ প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা ॥১
প্রভাতায়াং তু শর্বর্য্যাং কৃতপৌর্বাহ্ণিকক্রিয়ৌ।
বিশ্বামিত্রমৃষীংশ্চান্যান্ সহিতাবভিজগ্মতুঃ ॥২
অভিবাদ্য মুনিশ্রেষ্ঠং জ্বলন্তমিব পাবকম্।
ঊচতুঃ পরমোদারং বাক্যং মধুরভাষিণৌ ॥৩
ইমৌ স্ম মুনিশার্দূল কিঙ্করৌ সমুপাগতৌ।
আজ্ঞাপয় মুনিশ্রেষ্ঠ শাসনং করবাব কিম্ ॥৪
এবমুক্তে তয়োর্বাক্যে সর্ব এব মহর্ষয়ঃ।
বিশ্বামিত্রং পুরস্কৃত্য রামং বচনমব্রুবন্ ॥৫
মৈথিলস্য নরশ্রেষ্ঠ জনকস্য ভবিষ্যতি
যজ্ঞঃ পরমধর্মিষ্ঠস্তত্র যাস্যামহে বয়ম্ ॥৬

একত্রিংশ সর্গ

[রাম, লক্ষ্মণ ও ঋষিগণের সহিত বিশ্বামিত্রের মিথিলা যাত্রা এবং পথে শোণভদ্রনদীর তীরে বিশ্রাম গ্রহণ।]

মহাবীর রাম-লক্ষ্মণ কৃতকার্য্য হইয়া আনন্দিত হইলেন এবং হৃষ্টচিত্তে ঐ আশ্রমে সেই রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। রাত্রি প্রভাত হইলে পর তাঁহারা আহ্নিকাদি ক্রিয়া সমাপ্ত করিলেন, তারপর উভয়ে মিলিত হইয়া বিশ্বামিত্র ও ঋষিগণের নিকট গমন করিলেন।১-২

প্রজ্বলিত অগ্নিতুল্য বিশ্বামিত্রকে অভিবাদন করিয়া মিষ্টভাষী দুই ভ্রাতা মধুরবাক্যে বলিলেন,—মুনিশ্রেষ্ঠ! আপনার কিঙ্কর দুইজন উপস্থিত হইয়াছে। আদেশ করুন, আমরা আপনার কোন্ অনুশাসন পালন করিব? রাম ও লক্ষ্মণ এই কথা বলায় মহর্ষিগণ বিশ্বামিত্রকে অগ্রবর্তী করিয়া রামকে বলিলেন।৩-৫

নরশ্রেষ্ঠ! মিথিলার অধিপতি জনকরাজার উত্তম-

ত্বঞ্চৈব নরশার্দূল সহাস্মাভির্গমিষ্যসি।
অদ্ভুতঞ্চ ধনূরত্নং তত্র ত্বং দ্রষ্টুমর্হসি ॥৭
তদ্ধি পূর্বং নরশ্রেষ্ঠ দত্তং সদসি দৈবতৈঃ।
অপ্রমেয়বলং ঘোরং মখে পরমভাস্বরম্ ॥৮
নাস্য দেবা ন গন্ধর্বা নাসুরা ন চ রাক্ষসাঃ।
কর্তুমারোপণং শক্তা ন কথঞ্চন মানুষাঃ ॥৯
ধনুষস্তস্য বীর্য্যং হি জিজ্ঞাসন্তো মহীক্ষিতঃ।
ন শেকুরারোপয়িতুং রাজপুত্রা মহাবলাঃ ॥১০
তদ্ধনুর্নরশার্দূল মৈথিলস্য মহাত্মনঃ।
তত্র দ্রক্ষ্যসি কাকুৎস্থ যজ্ঞঞ্চ পরমাদ্ভুতম্ ॥১১
তদ্ধি যজ্ঞফলং তেন মৈথিলেনোত্তমং ধনুঃ।
যাচিতং নরশার্দূল সুনাভং সর্বদৈবতৈঃ ॥১২
আযাগভূতং নৃপতেস্তস্য বেশ্মনি রাঘব।
অর্চিতং বিবিধৈর্গন্ধৈর্ধূপৈশ্চাগুরুগন্ধিভিঃ ॥১৩

এবমুক্ত্বা মুনিবরঃ প্রস্থানমকরোত্তদা।
সর্ষিসঙ্ঘঃ সকাকুৎস্থ আমন্ত্র্য বনদেবতাঃ ১৪
স্বস্তি বোঽস্তু গমিষ্যামি সিদ্ধঃ সিদ্ধাশ্রমাদহম্।
উত্তরে জাহ্নবীতীরে হিমবন্তং শিলোচ্চয়ম্ ॥১৫
ইত্যুক্ত্বা মুনিশার্দূলঃ কৌশিকঃ স তপোধনঃ।
উত্তরাং দিশমুদ্দিশ্য প্রস্থাতুমুপচক্রমে ॥১৬
তং ব্রজন্তং মুনিবরমন্বগাদনুসারিণাম্।
শকটীশতমাত্রন্তু প্রয়াণে ব্রহ্মবাদিনাম্ ॥১৭
মৃগ-পক্ষিগণাশ্চৈব সিদ্ধাশ্রমনিবাসিনঃ।
অনুজগ্মুর্মহাত্মানো বিশ্বামিত্রং তপোধনম্ ॥১৮
নিবর্তয়ামাস ততঃ সর্ষিসঙ্ঘঃ স পক্ষিণঃ।
তে গত্বা দূরমধ্বানং লম্বমানে দিবাকরে ॥১৯
বাসং চক্রুর্মুনিগণাঃ শোণাকূলে সমাহিতাঃ।
তেঽস্তং গতে দিনকরে স্নাত্বা হুতহুতাশনাঃ ॥২০

ধর্মময় একটি যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইবে। আমরা সেই স্থানে গমন করিতেছি। নরোত্তম! আমাদের সহিত তুমিও তথায় চল। সেখানে বিস্ময়জনক একটি শ্রেষ্ঠধনু আছে, তাহা তুমি দেখিতে পাইবে।৬-৭

রাম! পূর্বকালে যজ্ঞস্থলের সভায় দেবতাগণ অপরিমিতবলযুক্ত ভয়ঙ্কর ও সমুজ্জ্বল এই ধনুটি জনককে প্রদান করিয়াছিলেন।৮

দেবতা, গন্ধর্ব, অসুর, রাক্ষস ও মানুষের মধ্যে কেহই এই ধনুতে গুণযোজনা করিতে সমর্থ হয় না।৯

মহাবলবান্ রাজন্যবর্গ ও রাজপুত্রগণ এই ধনুর শক্তির পরিচয় জানিতে ইচ্ছুক হইয়াছিল, কিন্তু তাহারা ধনুতে গুণযোজনা করিতে পারে নাই।১০

রঘুনন্দন! মহাত্মা মিথিলাপতির ঐ অদ্ভুতধনু ও উৎকৃষ্ট যজ্ঞ দেখিতে পাইবে।১১

মহারাজ জনক দেবতাগণের নিকট ঐ সুনাভনামক ধনু যজ্ঞের ফলরূপে প্রার্থনা করেন। দেবতাগণ তাহা প্রদান করায় ঐ ধনু জনকের নিকটে রক্ষিত আছে।১২

জনকের ভবনে যজনীয় দেবতারূপে ঐ ধনু গন্ধ ধূপ, অগুরু প্রভৃতি নানা উপচারে পূজিত হইতেছে এই সকল কথা বলিয়া বিশ্বামিত্র ঋষিগণকে ও রাম লক্ষ্মণকে সঙ্গে লইয়া মিথিলার উদ্দেশে গমন করিলেন যাইবার সময় বনদেবতাসমূহকে আমন্ত্রণপূর্বক বলিলেন,— আমি এই সিদ্ধাশ্রমের তপস্যা হইতেই সিদ্ধিলাভ করিয়াছি। তোমাদের মঙ্গল হউক। এখন আমি গঙ্গার উত্তরতীরবর্তী হিমালয়পর্বতে যাইতেছি। তারপর মুনিশ্রেষ্ঠ তপস্বী বিশ্বামিত্র উত্তরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।১৩-১৬

সেই সময় বিশ্বামিত্রের অনুগমনকারী ঋষিগণের অগ্নিহোত্রাদি দ্রব্যসমূহ শতশকটে পূর্ণ করা হইল। ঐ শকটসমূহের সহিত ঋষিগণ ও সিদ্ধাশ্রমবাসী পশু পক্ষী বিশ্বামিত্রের অনুগমন করিল। বিশ্বামিত্র অনুগমনকারী ঋষিগণের সহিত কোনপ্রকারে পক্ষিসমূহকে নিবৃত্ত করিলেন। তারপর সমস্ত দিবস দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া সূর্য্যের অস্তগমনসময়ে তাঁহারা সকলে শোণনদের তীরে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় বাস করিতে ইচ্ছুক হইলেন। সূর্য্য অস্তগমন করিলে পর তাঁহার

বিশ্বামিত্রং পুরস্কৃত্য নিষেদুরমিতৌজসঃ।
রামোঽপি সহসৌমিত্রির্মুনীংস্তানভিপূজ্য চ ॥২১
অগ্রতো নিষসাদাথ বিশ্বামিত্রস্য ধীমতঃ।
অথ রামো মহাতেজা বিশ্বামিত্রং তপোনিধিম্(ক) ॥২২
পপ্রচ্ছ মুনিশার্দূলং কৌতূহলসমন্বিতম্।
ভগবন্ কোঽন্বয়ং দেশঃ সমৃদ্ধবনশোভিতঃ ॥২৩
শ্রোতুমিচ্ছামি ভদ্রং তে বক্তুমর্হসি তত্ত্বতঃ।
চোদিতো রামবাক্যেন কথয়ামাস সুব্রতঃ।
তস্য দেশস্য নিখিলমৃষিমধ্যে মহাতপাঃ ॥২৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে একত্রিংশঃ সর্গঃ

স্নান করিয়া সন্ধ্যাকালের হোমাদি সমাপ্ত করিলেন। অনন্তর অতিতেজস্বী মুনিগণ বিশ্বামিত্রকে সম্মুখে রাখিয়া উপবিষ্ট হইলেন। লক্ষ্মণের সহিত রামও মুনিগণকে অভিবাদন করিয়া বিশ্বামিত্রের সম্মুখে উপবেশন করিলেন। তারপর তেজস্বী রাম কৌতূহলবশতঃ তপস্বী মুনিবর বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভগবন্! সমৃদ্ধবনের দ্বারা সুশোভিত এই দেশের নাম কি? আমি ইহা শুনিতে ইচ্ছা করি। আপনার শুভ হউক। আপনি যথার্থরূপে তৎসমস্ত প্রকাশ করুন। সুব্রত বিশ্বামিত্র রামের প্রশ্নে প্রেরিত হইয়া ঋষিগণের সম্মুখে সেই দেশের সকল বিবরণ বলিতে লাগিলেন।১৭-২৪

পাঠান্তর:——(ক) বিশ্বামিত্রং তপোধনম্।

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডে একত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

দ্বাত্রিংশঃ সর্গঃ

[ব্রহ্মপুত্র-কুশস্য পুত্রচতুষ্টয়ানাং বর্ণনম্, তেষু কুশনাভস্য শতকন্যালাভঃ, বায়ুনা তাসাং দেহসৌষ্ঠবস্য হরণম্।

ব্রহ্মযোনির্মহানাসীৎ কুশো নাম মহাতপাঃ।
অক্লিষ্টব্রতধর্মজ্ঞঃ সজ্জনপ্রতিপূজকঃ ॥১
স মহাত্মা কুলীনায়াং যুক্তায়াং সুমহাবলান্।
বৈদর্ভ্যাং জনয়ামাস চতুরঃ সদৃশান্ সুতান্ ॥২
কুশাম্বং কুশনাভঞ্চ অসূর্তরজসং বসুম্।
দীপ্তিযুক্তান্ মহোৎসাহান্ ক্ষত্রধর্মচিকীর্ষয়া ॥৩
তানুবাচ কুশঃ পুত্রান্ ধর্মিষ্ঠান্ সত্যবাদিনঃ।
ক্রিয়তাং পালনং পুত্রা ধর্মং প্রাপ্স্যথ পুষ্কলম্ ॥৪
কুশস্য বচনং শ্রুত্বা চত্বারো লোকসত্তমাঃ।
নিবেশং চক্রিরে সর্বে পুরাণাং নৃবরাস্তদা ॥৫
কুশাম্বস্তু মহাতেজাঃ কৌশাম্বীমকরোৎ পুরীম্।
কুশনাভস্তু ধর্মাত্মা পুরং চক্রে মহোদয়ম্ ॥৬

দ্বাত্রিংশ সর্গ

[ব্রহ্মপুত্র কুশের চারিটি পুত্রের বর্ণন। তাহাদের মধ্যে কুশনাভের শতকন্যা লাভ এবং বায়ু কর্তৃক তাহাদের দেহের শোভা নাশ।]

রাম! শ্রবণ কর। পুরাকালে কুশনামে একজন অতিতপস্বী নরপতি ছিলেন। তিনি দৃঢ়সঙ্কল্প, সজ্জন-প্রতিপালক ও ব্রহ্মার পুত্র ছিলেন। ঐ মহাত্মা নরপতি নিজসদৃশী কুলীনা বৈদর্ভীনাম্নী পত্নীর গর্ভে স্বতুল্য চারিটি পুত্র উৎপাদন করেন। তাহাদের নাম কুশাম্ব, কুশনাভ, অসূর্তরজাঃ ও বসু। মহারাজ কুশ ক্ষত্রিয়ধর্ম-প্রচারের উদ্দেশ্যে দীপ্তিমান্ উৎসাহযুক্ত ধর্মনিষ্ঠ ও সত্যবাদী পুত্রচতুষ্টয়কে বলিলেন,—বৎসগণ। তোমরা প্রজাগণের পালন কর, সম্পূর্ণ ধর্মলাভ করিবে।১-৪

কুশের এইরূপ বচন শুনিয়া নরশ্রেষ্ঠ রাজপুত্রগণ প্রজাপালনের জন্য চারিটি নগর সংস্থাপন করিলেন। মহাতেজস্বী কুশাম্ব কৌশাম্বীনাম্নী, ধর্মনিষ্ঠ কুশনাভ মহোদয়নাম্নী, মহামতি অসূর্তরজা ধর্মারণ্যনাম্নী

অসূর্ত্তরজসো নাম ধর্ম্মারণ্যং মহামতিঃ।
চক্রে পুরবরং রাজা বসুনাম গিরিব্রজম্ ॥৭
এষা বসুমতী নাম বসোস্তস্য মহাত্মনঃ।
এতে শৈলবরাঃ পঞ্চ প্রকাশন্তে সমন্ততঃ ॥৮
সুমাগধী নদী রম্যা মাগধান্ বিশ্রুতা যযৌ।
পঞ্চানাং শৈলমুখ্যানাং মধ্যে মালেব শোভতে ॥৯
সৈষা হি মাগধী রাম বসোস্তস্য মহাত্মনঃ।
পূর্বাভিচরিতা রাম সুক্ষেত্রা শস্যমালিনী ॥১০
কুশনাভস্তু রাজর্ষিঃ কন্যাশতমনুত্তমম্।
জনয়ামাস ধর্ম্মাত্মা ঘৃতাচ্যাং রঘুনন্দন ॥১১
তাস্তু যৌবনশালিন্যো রূপবত্যঃ স্বলঙ্কৃতাঃ।
উদ্যানভূমিমাগম্য প্রাবৃষীব শতহ্রদাঃ ॥১২
গায়ন্ত্যো নৃত্যমানাশ্চ বাদয়ন্ত্যস্তু রাঘব।
আমোদং পরমং জগ্মুর্বরাভরণভূষিতাঃ ॥১৩

এবং মহারাজ বসু গিরিব্রজনাম্নী পুরী সংস্থাপিত করিলেন।৫-৭

রাম! মহাত্মা বসুর এই প্রদেশটি বসুমতীনামে পরিচিত। ইহার চতুর্দিকে পাঁচটি পর্বত বিরাজিত রহিয়াছে। সুমাগধীনাম্নী সুন্দরী প্রসিদ্ধা নদী মগধদেশে প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে। পাঁচটি শ্রেষ্ঠপর্বতের মধ্য ঐ নদী প্রবাহিত হওয়ায় মালার ন্যায় শোভাপ্রাপ্ত হইয়াছে।৮-৯

ঐ মাগধী নদী মহাত্মা বসুর নগরীর পূর্বদিক্ দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে, এইজন্য ইহার উভয় তটভূমি উর্বর ও শস্যপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে।১০

রঘুনন্দন! ধর্মনিষ্ঠ রাজর্ষি কুশনাভ ঘৃতাচীর গর্ভে অতুত্তম শতকন্যা উৎপাদন করেন। কালক্রমে কন্যাগণ রূপযৌবনযুক্ত ও বিবিধভূষণে ভূষিত হইয়া একদিন বর্ষাকালের বিদ্যুতের ন্যায় আলোকিত করত উদ্যানভূমিতে গমন করিল। সেখানে উত্তমালঙ্কারধারিণী সকল কন্যা সঙ্গীত, নৃত্য, বাদ্য প্রভৃতির অনুষ্ঠানে পরমানন্দ লাভ করিতেছিল।১১-১৩

অথ তাশ্চারু সর্বাঙ্গ্যো রূপেণাপ্রতিমা ভুবি।
উদ্যানভূমিমাগম্য তারা ইব ঘনান্তরে ॥১৪
তাঃ সর্বা গুণসম্পন্না রূপ-যৌবনসংযুতাঃ।
দৃষ্ট্বা সর্বাত্মকো বায়ুরিদং বচনমব্রবীৎ ॥১৫
অহং বঃ কাময়ে সর্বা ভার্য্যা মম ভবিষ্যথ।
মানুষস্ত্যজ্যতাং ভাবো দীর্ঘমায়ুরবাপ্স্যথ ॥১৬
চলং হি যৌবনং নিত্যং মানুষেষু বিশেষতঃ।
অক্ষয়ং যৌবনং প্রাপ্তা অমর্য্যশ্চ ভবিষ্যথ ॥১৭
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা বায়োরক্লিষ্টকর্মণঃ।
অপহাস্য ততো বাক্যং কন্যাশতমথাব্রবীৎ ॥১৮
অন্তশ্চরসি ভূতানাং সর্বেষাং সুরসত্তম।
প্রভাবজ্ঞাশ্চ তে সর্বাঃ কিমর্থমবমন্যসে ॥১৯
কুশনাভসুতা দেব সমস্তাঃ সুরসত্তম।
স্থানাচ্চ্যাবয়িতুং দেবং রক্ষামস্তু তপো বয়ম্ ॥২০

ঐ কন্যারা সর্বাঙ্গসুন্দরী, রূপসৌন্দর্য্যে পৃথিবীতে অনুপমা। তাহারা উপবনে আসিয়া মেঘান্তরালস্থিত তারার ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছে। রূপ, যৌবন ও গুণের দ্বারা মণ্ডিত কন্যাসমূহকে দেখিয়া সর্বত্রগতি বায়ু তাহাদিগকে বলিলেন।১৪-১৫

কন্যাগণ! আমি তোমাদের সকলকে কামনা করিতেছি। তোমরা আমার ভার্য্যা হও। এই মানুষভাব পরিত্যাগ কর। দীর্ঘ আয়ু লাভ করিতে পারিবে। যৌবন স্বভাবতই চঞ্চল, বিশেষতঃ মানুষের যৌবন অতি চঞ্চল। তোমরা অক্ষয় যৌবন প্রাপ্ত হইয়া দেবপত্নী হইতে পারিবে।১৬-১৭

দৃঢ়বিক্রম বায়ুর এইরূপ বচন শুনিয়া উপেক্ষাসূচক হাস্যের সহিত কন্যাগণ তাঁহাকে বলিল।১৮

দেবশ্রেষ্ঠ! তুমি সকল প্রাণীর অন্তরে বিচরণ করিয়া থাক। আমরা সকলে তোমার প্রভাব জানি। তুমি আমাদের নিকট প্রার্থনা জানাইয়া অবমানিত করিতেছ কেন? সুরশ্রেষ্ঠ! আমরা কুশনাভ-নরপতির দুহিতা। আমরা তোমাকে স্থানচ্যুত করিতে পারি।

মা ভূৎ স কালো দুর্মেধঃ পিতরং সত্যবাদিনম্।
অবমন্য স্বধর্মেণ স্বয়ং বরমুপাস্মহে ॥২১
পিতা হি প্রভুরস্মাকং দৈবতং পরমঞ্চ সঃ॥
যস্য নো দাস্যতি পিতা স নো ভর্তা ভবিষ্যতি ॥২২
তাসাং তু বচনং শ্রুত্বা হরিঃ পরমকোপনঃ।
প্রবিশ্য সর্বগাত্রাণি বভঞ্জ ভগবান্ প্রভুঃ ॥২৩
অরত্নিমাত্রাকৃতয়ো ভগ্নগাত্রা ভয়ার্দিতাঃ।
তাঃ কন্যা বায়ুনা ভগ্না বিবিশুর্নৃপতের্গৃহম্।
প্রবিশ্য চ সুসম্ভ্রান্তাঃ সলজ্জাঃ সাশ্রুলোচনাঃ ॥২৪
স চ তা দয়িতা ভগ্নাঃ কন্যাঃ পরমশোভনাঃ।
দৃষ্ট্বা দীনাস্তদা রাজা সম্ভ্রান্ত ইদমব্রবীৎ ॥২৫
কিমিদং কথ্যতাং পুত্র্যঃ কো ধর্মমবমন্যতে।
কুব্জাঃ কেন কৃতাঃ সর্বাশ্চেষ্টন্ত্যো নাভিভাষথ।
এবং রাজা বিনিঃশ্বস্য সমাধিং সন্দধে ততঃ ॥২৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে দ্বাত্রিংশঃ সর্গঃ ॥

কিন্তু নিজেদের তপস্যা রক্ষা করিতেছি, সেইজন্য তাহা করিতে ইচ্ছা করি না। অশুভচিত্ত! পবন! সত্যবাদী পিতাকে অবজ্ঞা করিয়া কামনাবশতঃ স্বয়ংবরা হইব, এইরূপ সময় যেন আমাদের জীবনে না আসে। পিতাই আমাদের প্রভু ও পরমদেবতা; তিনি যাঁহার নিকট আমাদিগকে সমর্পণ করিবেন, তিনিই আমাদের পতি হইবেন।১৯-২২

কন্যাগণের এইরূপ অবজ্ঞাসূচক বচন শুনিয়া বায়ু অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তাহাদের শরীরে প্রবেশ করিয়া অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহকে ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন। বায়ুকর্তৃক আক্রান্ত হইয়া ভগ্নাকৃতি খর্বদেহ ভীত কন্যাগণ রাজভবনে প্রবেশ করিল। সেখানে উদ্বিগ্ন কন্যাগণ লজ্জায় ও সাশ্রুনয়নে অবস্থান করিতে লাগিল। পরমসুশ্রী প্রিয়কন্যাগণকে ভগ্নগাত্র ও দৈনযুক্ত দেখিয়া উদ্বিগ্ন কুশনাভ জিজ্ঞাসা করিলেন।২৩-২৫

পুত্রীগণ! তোমাদের এই অবস্থার কারণ কি তাহা বল। কোন্ ব্যক্তি ধর্মের অবমাননা করিয়াছে? কে তোমাদিগকে কুব্জা করিয়াছে? তোমরা চেষ্টা করিয়াও বলিতে পারিতেছ না কেন? কুশনাভ এইরূপ জিজ্ঞাসা করিয়া দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন এবং কারণ জানিবার জন্য অবহিত হইলেন।২৬

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডে দ্বাত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ত্রয়স্ত্রিংশঃ সর্গঃ

[রাজ্ঞা কুশনাভেন স্ব-তনয়ানাং ক্ষমায়াঃ প্রশংসনম্, মহামতি-ব্রহ্মদত্তেন সহ তাসাং বিবাহদানঞ্চ ।]

তস্য তদ্‌বচনং শ্রুত্বা কুশনাভস্য ধীমতঃ।
শিরোভিশ্চরণৌ স্পৃষ্ট্বা কন্যাশতমভাষত ॥১
বায়ুঃ সর্বাত্মকো রাজন্ প্রধর্ষয়িতুমিচ্ছতি।
অশুভং মার্গমাস্থায় ন ধর্মং প্রত্যবেক্ষতে ॥২
পিতৃমত্যঃ স্ম ভদ্রং তে স্বচ্ছন্দে ন বয়ং স্থিতাঃ।
পিতরং নো বৃণীষ্ব ত্বং যদি নো দাস্যতে তব ॥৩
তেন পাপানুবন্ধেন বচনং ন প্রতীচ্ছতা।
এবং ব্রুবন্ত্যঃ সর্বাঃ স্ম বায়ুনাভিহতা ভৃশম্ ॥৪
তাসাং তু বচনং শ্রুত্বা রাজা পরমধার্মিকঃ।
প্রত্যুবাচ মহাতেজাঃ কন্যা শতমনুত্তমম্ ॥৫
ক্ষান্তং ক্ষমাবতাং পুত্র্যঃ কর্তব্যং সুমহৎ কৃতম্।
ঐকমত্যমুপাগম্য কুলং চাবেক্ষিতং মম ॥৬
অলঙ্কারো হি নারীণাং ক্ষমা তু পুরুষস্য বা।
দুষ্করং তচ্চ বৈ ক্ষান্তং ত্রিদশেষু বিশেষতঃ ॥৭
যাদৃশী বঃ ক্ষমা পুত্র্যঃ সর্বাসামবিশেষতঃ।
ক্ষমা দানং ক্ষমা সত্যং ক্ষমা যজ্ঞাশ্চ পুত্রিকাঃ ॥৮
ক্ষমা যশঃ ক্ষমা ধর্মঃ ক্ষমায়াং বিষ্ঠিতং জগৎ।
বিসৃজ্য কন্যাঃ কাকুৎস্থ রাজা ত্রিদশবিক্রমঃ ॥৯
মন্ত্রজ্ঞো মন্ত্রয়ামাস প্রদানং সহ মন্ত্রিভিঃ।
দেশে কালে চ কর্তব্যং সদৃশে প্রতিপাদনম্ ॥১০
এতস্মিন্নেব কালে তু চূলী নাম মহাদ্যুতিঃ।
ঊর্ধ্বরেতাঃ শুভাচারো ব্রাহ্মং তপ উপাগমৎ ॥১১
তপস্যন্তমৃষিং তত্র গন্ধর্বী পর্যুপাসতে।
সোমদা নাম ভদ্রং তে ঊর্মিলাতনয়া তদা ॥১২

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ

[রাজা কুশনাভকর্তৃক নিজ কন্যাগণের ক্ষমাগুণের প্রশংসা এবং মহামতি ব্রহ্মদত্তের সহিত তাহাদের বিবাহদান।]

বুদ্ধিমান্ কুশনাভের বচন শুনিয়া কন্যাগণ নিজমস্তক দ্বারা তাঁহার চরণ স্পর্শ করিলেন এবং পিতাকে বলিলেন,—মহারাজ ! সর্বব্যাপী বায়ু অশুভজনক পথ অবলম্বন করিয়া আমাদিগকে ধর্ষিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল। সে ধর্মের প্রতি দৃষ্টিপাত করে নাই।১-২

আমরা বায়ুকে বলিয়াছিলাম যে—আমাদের পিতা বর্তমান আছেন। আমরা কেহই স্বমতে থাকি না। তুমি পিতার নিকট যাইয়া প্রার্থনা কর, যদি তিনি তোমার নিকট আমাদিগকে সমর্পণ করেন, তাহা হইলে আমরা তোমারই ভার্য্যা হইব। তোমার মঙ্গল হউক। আমরা এইরূপ বলিতেছিলাম, কিন্তু পাপমতি বায়ু আমাদের কথা অগ্রাহ্য করিয়া সকলকে ভগ্ন ও বিকৃতদেহ করিয়াছে। পরমধার্মিক অতিতেজস্বী মহারাজ কুশনাভ কন্যাগণের কথা শুনিয়া তাহাদিগকে বলিলেন।৩-৫

পুত্রীগণ ! ক্ষমবান্ ব্যক্তিগণের পক্ষে ক্ষমা অবশ্য কর্তব্য। তোমরা যে একমত হইয়া ক্ষমাপ্রদর্শন করিয়াছ, তাহাতে আমার কুলগৌরব রক্ষিত হইয়াছে। ক্ষমাপ্রদর্শন মহৎ কর্তব্য। স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের পক্ষেই ক্ষমা অলঙ্কারস্বরূপ। তোমরা যেরূপ ক্ষমা দেখাইয়াছ, সেইরূপ ক্ষমা দেবতামধ্যেও দুর্লভ। পুত্রীগণ ! ক্ষমাই দান, ক্ষমাই সত্য, ক্ষমাই যজ্ঞ, ক্ষমাই যশ, ক্ষমাই ধর্ম, ক্ষমাতেই এই সংসার প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। রঘুনন্দন ! ইন্দ্রতুল্যপরাক্রমী রাজা কুশনাভ নিজকন্যাগণকে এইরূপ বলিয়া বিদায় দিলেন। তারপর মন্ত্রণাকুশল রাজা মন্ত্রিগণের সহিত কন্যাগণের বিবাহবিষয়ে পরামর্শ করিতে লাগিলেন, যেহেতু পিতার কর্তব্য হইল—দেশ ও কাল চিন্তা করিয়া যোগ্যপাত্রে কন্যাদান করা।৬-১০

এই সময়ে মহাদ্যুতি ঊর্ধ্বরেতা সদাচারসম্পন্ন চূলীনামক তপস্বী ব্রহ্মবিষয়ক একাগ্রতার জন্য তপস্যা করিতেছিলেন। সেখানে ঊর্মিলার কন্যা সোমদানাম্নী গন্ধর্বী তপস্যার সহায়তার জন্য চূলীর সেবা করিতে থাকে। ধর্মভাবাপন্না সোমদা প্রণতভাবে চূলীর শুশ্রূষা

সা চ তং প্রণতা ভূত্বা শুশ্রূষণপরায়ণা।
উবাস কালে ধর্মিষ্ঠা তস্যাস্তুষ্টোঽভবদ্ গুরুঃ ॥১৩
স চ তাং কালযোগেন প্রোবাচ রঘুনন্দন।
পরিতুষ্টোঽস্মি ভদ্রং তে কিং করোমি তব প্রিয়ম্॥১৪
পরিতুষ্টং মুনিং জ্ঞাত্বা গন্ধর্বী মধুরস্বরম্।
উবাচ পরমপ্রীতা বাক্যজ্ঞা বাক্যকোবিদম্ ॥১৫
লক্ষ্ম্যা সমুদিতো ব্রাহ্ম্যা ব্রহ্মভূতো মহাতপাঃ।
ব্রাহ্মেণ তপসা যুক্তং পুত্রমিচ্ছামি ধার্মিকম্ ॥১৬
অপতিশ্চাস্মি ভদ্রং তে ভার্য্যা চাস্মি ন কস্যচিৎ।
ব্রাহ্মেণোপগতায়াশ্চ দাতুমর্হসি মে সুতম্ ॥১৭
তস্যাঃ প্রসন্নো ব্রহ্মর্ষির্দদৌ ব্রাহ্মমনুত্তমম্।
ব্রহ্মদত্ত ইতি খ্যাতং মানসং চূলিনঃ সুতম্ ॥১৮

স রাজা ব্রহ্মদত্তস্তু পুরীমধ্যবসত্তদা।
কাম্পিল্যাং পরয়া লক্ষ্ম্যা দেবরাজো যথা দিবম্ ॥১৯
স বুদ্ধিং কৃতবান্ রাজা কুশনাভঃ সুধার্মিকঃ।
ব্রহ্মদত্তায় কাকুৎস্থ দাতুং কন্যাশতং তদা ॥২০
তমাহূয় মহাতেজা ব্রহ্মদত্তং মহীপতিঃ।
দদৌ কন্যাশতং রাজা সুপ্রীতেনান্তরাত্মনা ॥২১
যথাক্রমং তদা পাণিং জগ্রাহ রঘুনন্দন।
ব্রহ্মদত্তো মহীপালস্তাসাং দেবপতির্যথা ॥২২
স্পৃষ্টমাত্রে তদা পাণৌ বিকুব্জা বিগতজ্বরাঃ।
যুক্তং পরময়া লক্ষ্ম্যা বভৌ কন্যাশতং তদা ॥২৩
স দৃষ্ট্বা বায়ুনা মুক্তাঃ কুশনাভো মহীপতিঃ।
বভূব পরমপ্রীতো হর্ষং লেভে পুনঃ পুনঃ ॥২৪

করিতে করিতে বহুদিন অতিবাহিত করিল। কালক্রমে তপস্বী গুরু চূলী তাহার প্রতি তুষ্ট হইলেন এবং বলিলেন,—শুশ্রূষাকারিণি! আমি তোমার প্রতি অতীব সন্তুষ্ট হইয়াছি। তোমার মঙ্গল হউক। আমি তোমার কি প্রিয়কার্য্য করিব? ১১-১৪

বাক্‌চতুরা সোমদা বাক্যকুশল মুনিকে সন্তুষ্ট জানিয়া অতিশয় আনন্দিত হইল এবং মধুরস্বরে বলিল,—আপনি ব্রহ্মতেজঃসম্পন্ন ও মহাতপস্বী। আপনি ব্রহ্মস্বরূপতা লাভ করিয়াছেন। আমি আপনার নিকট ব্রহ্মতেজঃসম্পন্ন ধার্মিক একটি পুত্র প্রার্থনা করিতেছি।১৫-১৬

আমি কাহাকেও পতিরূপে গ্রহণ করি নাই, কাহারও ভার্য্যা হইব না। আপনার শুশ্রূষার জন্য অনুগতা হইয়াছি। আপনি ব্রাহ্মনিয়মে* আমাকে মনোমত পুত্র প্রদান করুন। ব্রহ্মর্ষি চূলী সোমদা-গন্ধর্বীর প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাহাকে অতিশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মতেজোমণ্ডিত নিজ মানসজাত পুত্র প্রদান করিলেন। ঐ পুত্র ব্রহ্মদত্ত-নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিল।১৭-১৮

ব্রহ্মদত্ত রাজা হইয়া কাম্পিল্যনগরে বাস করিতে লাগিলেন। স্বর্গে দেবরাজ ইন্দ্রের মত পরম সমৃদ্ধিতে তিনিও পূর্ণ হইলেন। পরমধার্মিক নরপতি কুশনাভ নিজকন্যাগণকে ঐ ব্রহ্মদত্তের হস্তে সম্প্রদান করিতে সঙ্কল্প করিলেন।১৯-২০

মহাতেজস্বী কুশনাভ ব্রহ্মদত্তকে আহ্বান করিয়া হৃষ্টচিত্তে নিজকন্যাগণকে সম্প্রদান করিলেন। রঘুনন্দন! দেবরাজতুল্য নরপতি ব্রহ্মদত্ত যথাক্রমে তাহাদের পাণিগ্রহণ করিলেন।২১-২২

ব্রহ্মদত্ত কন্যাগণের পাণি স্পর্শ করিবামাত্র তাহাদের কুব্জভাব দূর হইল। দুশ্চিন্তাও বিগত হইল। পরমসৌন্দর্য্যে যুক্ত হইয়া শতকন্যাই পরমশোভা ধারণ করিল। কুশনাভ নরপতি নিজ কন্যাগণকে বায়ুর আক্রমণ হইতে মুক্ত দেখিয়া পরমপ্রীত হইলেন এবং বারংবার আনন্দপ্রকাশ করিতে লাগিলেন। ২৩-২৪

অতঃপর তিনি বিবাহিত ভূপতি ব্রহ্মদত্তকে পত্নীগণ ও উপাধ্যায়গণের সহিত কাম্পিল্যনগরে প্রেরণ করিলেন। ব্রহ্মদত্তের মাতা সোমদা নিজপুত্রের উপযুক্ত

* সনক-সনন্দন যেমন ব্রহ্মার মানসপুত্র, সেইরূপ মানসপুত্র আমি প্রার্থনা করি।

কৃতোদ্বাহং তু রাজানং ব্রহ্মদত্তং মহীপতিম্ ।
সদারং প্রেষয়ামাস সোপাধ্যায়গণং তদা ॥২৫
সোমদাপি সুতং দৃষ্ট্বা পুত্রস্য সদৃশীং ক্রিয়াম্ ।
যথান্যায়ঞ্চ গন্ধর্ব্বী স্নুষাস্তাঃ প্রত্যনন্দত ॥
স্পৃষ্ট্বা স্পৃষ্ট্বা চ তাঃ কন্যাঃ কুশনাভং প্রপস্য চ॥২৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে,
আদিকাণ্ডে ত্রয়স্ত্রিংশঃ সর্গঃ ॥

বিবাহ দেখিয়া হৃষ্ট হইলেন এবং যথারীতি পুত্রবধূগণকে অভিনন্দিত করিলেন। বধূগণের গাত্রস্পর্শ করিয়া তিনি বারংবার কুশনাভের প্রশংসা করিতে লাগিলেন।২৫-২৬

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডে ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

চতুস্ত্রিংশঃ সর্গঃ

[পরমধার্মিকস্য গাধেরুৎপত্তিঃ, বিশ্বামিত্রেণ কৌশিক্যাঃ প্রশংসনম্, মধ্যরাত্রস্য বর্ণনঞ্চ ।]

কৃতোদ্বাহে গতে তস্মিন্ ব্রহ্মদত্তে চ রাঘব ।
অপুত্রঃ পুত্রলাভায় পৌত্রীমিষ্টিমকল্পয়ৎ ॥১
ইষ্ট্যাং তু বর্ত্তমানায়াং কুশনাভং মহীপতিম্ ।
উবাচ পরমোদারঃ কুশো ব্রহ্মসুতস্তদা ॥২
পুত্রস্তে সদৃশঃ পুত্র ভবিষ্যতি সুধার্মিকঃ ।
গাধিং প্রাপ্স্যসি তেন ত্বং কীর্তিং লোকে চ শাশ্বতীম্॥৩
এবমুক্ত্বা কুশো রাম কুশনাভং মহীপতিম্ ।
জগামাকাশমাবিশ্য ব্রহ্মলোকং সনাতনম্ ॥৪
কস্যচিত্ত্বথ কালস্য কুশনাভস্য ধীমতঃ ।
জজ্ঞে পরমধর্মিষ্ঠো গাধিরিত্যেব নামতঃ ॥৫
স পিতা মম কাকুৎস্থ গাধিঃ পরমধার্মিকঃ ।
কুশবংশপ্রসূতোঽস্মি কৌশিকো রঘুনন্দন ॥৬
পূর্বজা ভগিনী চাপি মম রাঘব সুব্রতা ।
নাম্না সত্যবতী নাম ঋচীকে প্রতিপাদিতা ॥৭
সশরীরা গতা স্বর্গং ভর্তারমনুবর্তিনী ।
কৌশিকী পরমোদারা প্রবৃত্তা চ মহানদী ॥৮

চতুস্ত্রিংশ সর্গ

[পরমধার্মিক গাধির উৎপত্তি, বিশ্বামিত্র কর্তৃক স্বীয় জ্যেষ্ঠা কৌশিকীর প্রশংসা ও মধ্যরাত্রের বর্ণন ।]

রঘুনন্দন! ব্রহ্মদত্ত বিবাহিত হইয়া গমন করিলে পর অপুত্রক কুশনাভ পুত্রলাভের জন্য পুত্রেষ্টিযাগের আয়োজন করিলেন। পুত্রেষ্টিযাগের অনুষ্ঠান চলিতে থাকার সময় উদারস্বভাব ব্রহ্মপুত্র কুশ সেখানে আসিয়া নিজপুত্র কুশনাভকে বলিলেন,—বৎস! তোমার একটি যোগ্য পরমধার্মিক পুত্র হইবে। তুমি গাধিনামে একটি পুত্র প্রাপ্ত হইবে। সেই পুত্রের দ্বারা অক্ষয়কীর্তিলাভ করিতে পারিবে।১-৩

এই কথা বলিয়া কুশ আকাশপথে সনাতন ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। তারপর কিছুকাল অতীত হইলে ধীমান্ কুশনাভের গাধিনামে প্রসিদ্ধ পরমধার্মিক পুত্র হইল। রাম! সেই পরমধর্মপরায়ণ গাধি আমার পিতা। রঘুনন্দন! আমি কুশের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, সেইজন্য কৌশিক বলিয়া পরিচিত।৪-৬

সদাচারসম্পন্না সত্যবতীনাম্নী আমার জ্যেষ্ঠা ভগিনী ছিলেন। ঋচীকের নিকট তাহাকে সম্প্রদান করা হইয়াছিল। উদারপ্রকৃতি সত্যবতী পতির অনুগামিনী হইয়া সশরীরে স্বর্গে গিয়াছেন। তিনি লোকসমাজের কল্যাণের জন্য প্রবৃত্ত হইয়া মহানদীরূপে পরিণত হইয়াছেন এবং হিমালয়পর্বতকে আশ্রয় করিয়া ঐ মহানদী প্রশংসনীয় শোভাময় ও পবিত্র বারিযুক্ত

দিব্যা পুণ্যোদকা (ক) রম্যা হিমবন্তমুপাশ্রিতা।
লোকস্য হিতকার্য্যার্থং প্রবৃত্তা ভগিনী মম ॥৯
ততোহহং হিমবৎপার্শ্বে বসামি নিয়তঃ সুখম্।
ভগিন্যাং স্নেহসংযুক্তঃ কৌশিক্যাং রঘুনন্দন ॥১০
সা তু সত্যবতী পুণ্যা সত্যে ধর্মে প্রতিষ্ঠিতা।
পতিব্রতা মহাভাগা কৌশিকী সরিতাং বরা ॥১১
অহং হি নিয়মাদ্ রাম হিত্বা তাং সমুপাগতঃ।
সিদ্ধাশ্রমমনুপ্রাপ্য (খ) সিদ্ধোহস্মি তব তেজসা ॥১২
এষা রাম মমোৎপত্তিঃ স্বস্য বংশস্য কীর্তিতা।
দেশস্য হি মহাবাহো যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি ॥১৩
গতোহর্ধরাত্রঃ কাকুৎস্থ কথাঃ কথয়তো মম।
নিদ্রামভ্যেহি ভদ্রং তে মা ভূদ্ বিঘ্নোহধ্বনীহ নঃ ॥১৪
নিষ্পন্দাস্তরবঃ সর্বে নিলীনা মৃগ-পক্ষিণঃ।
নৈশেন তমসা ব্যাপ্তা দিশশ্চ রঘুনন্দন ॥১৫
শনৈর্বিসৃজ্যতে সন্ধ্যা নভো নেত্রৈরিবাবৃতম্।
নক্ষত্র-তারাগহনং জ্যোতির্ভিরবভাসতে ॥১৬
উত্তিষ্ঠতে চ শীতাংশুঃ শশী লোকতমোনুদঃ।
হ্লাদয়ন্ প্রাণিনাং লোকে মনাংসি প্রভয়া স্বয়া ॥১৭
নৈশানি সর্বভূতানি প্রচরন্তি ততস্ততঃ।
যক্ষ-রাক্ষসসঙ্ঘাশ্চ রৌদ্রাশ্চ পিশিতাশনাঃ ॥১৮
এবমুক্ত্বা মহাতেজা বিররাম মহামুনিঃ।
সাধু সাধ্বিতি তে সর্বে মুনয়ো হ্যভ্যপূজয়ন্ ॥১৯
কুশিকানাময়ং বংশো মহান্ ধর্মপরঃ সদা।
ব্রহ্মোপমা মহাত্মানঃ কুশবংশ্যা নরোত্তমাঃ ॥২০
বিশেষেণ ভবানেব বিশ্বামিত্র মহাযশঃ।
কৌশিকী সরিতাং শ্রেষ্ঠা কুলোদ্দ্যোতকরী তব ॥২১

হইয়াছে। রঘুনন্দন! আমার ভগিনী কৌশিকীর প্রতি স্নেহবশতঃ আমি হিমালয়ের পার্শ্বদেশে সর্বদা সুখে অবস্থান করি।৭-১০

আমার ভগিনী সত্যবতী সত্যই পুণ্যবতী। সে সত্য ও ধর্মে সর্বথা প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। সে পতিব্রতা ও ভাগ্যবতী, এখন মহানদীরূপে প্রবাহিত হইতেছে।১১

আমি যজ্ঞে সিদ্ধিলাভ করিবার জন্য তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া সিদ্ধাশ্রমে আসিয়াছিলাম। সেখানে তোমার প্রভাবে সিদ্ধিলাভ করিয়াছি।১২

রাম! আমি তোমার নিকটে আমার জন্ম ও বংশপরিচয় বিবৃত করিলাম। এই দেশের কথা তুমি যাহা জানিতে চাহিয়াছিলে, তাহাও বলিলাম। কাকুৎস্থ! এই সকল কথা বলিতে বলিতে অর্ধরাত্র অতীত হইল। এখন তুমি নিদ্রিত হও। আগামী কল্য পথপর্যটনে যেন বিঘ্ন না হয়। তোমার মঙ্গল হউক। দেখ, রাম! এই মধ্যরাত্রিতে তরুসমূহ নিষ্পন্দ এবং মৃগ ও পক্ষিগণ নিদ্রাভিভূত। রাত্রির নিবিড় অন্ধকারে দশদিক্ সমাচ্ছন্ন হইয়াছে; রাত্রি সার্ধপ্রহর অতীত হইয়াছে। অন্ধকারাবৃত আকাশ নেত্রতুল্য নক্ষত্র ও তারাগণের দ্বারা পূর্ণ হইয়া প্রভাময় হইয়াছে।১৩-১৬

সংসারের অন্ধকারনাশকারী শুভ্রকিরণ চন্দ্রমা নিজ জ্যোৎস্নার দ্বারা প্রাণিগণের চিত্ত প্রফুল্ল করিয়া উদিত হইতেছে। যক্ষ, রাক্ষস আদি ভয়ঙ্কর মাংসাহারী প্রাণিগণ ও অন্যান্য নিশাচর জন্তু ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। এইরূপ বলিয়া মহামুনি বিশ্বামিত্র নীরব হইলেন। তখন মুনিগণ সকলে সাধু সাধু শব্দের দ্বারা তাঁহাকে অভিনন্দিত করিলেন এবং বলিলেন,—এই কুশিকবংশ অতিশয় ধর্মপরায়ণ ও মহান্। যাঁহারা এই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই মহাত্মা, শ্রেষ্ঠমানব ও ব্রহ্মতুল্য। বিশেষতঃ আপনি এই বংশে সত্যই ব্রহ্মতুল্য ও মহাযশস্বী। আপনার ভগিনী মহানদী কৌশিকীও বংশের গৌরবরক্ষা করিয়াছেন।১৭-২১

এইভাবে আনন্দিত ও মুনিবর্য্যগণকর্তৃক প্রশংসিত

পাঠান্তর:—(ক) দিব্যা পুণ্যোদকা—। (খ) সিদ্ধাশ্রমমনুপ্রাপ্তঃ—

মুদিতৈর্মুনিশার্দূলৈঃ প্রশস্তঃ কুশিকাত্মজঃ।
নিদ্রামুপাগমচ্ছ্রীমানস্তং গত ইবাংশুমান্ ॥২২
রামোঽপি সহসৌমিত্রিঃ কিঞ্চিদাগতবিস্ময়ঃ।
প্রশস্য মুনিশার্দূলং নিদ্রাং সমুপসেবতে ॥২৩
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে চতুস্ত্রিংশঃ সর্গঃ।

হইয়া বিশ্বামিত্র অস্তগত সূর্য্যের ন্যায় নিদ্রিত হইলেন। সুমিত্রানন্দনের সহিত রাম কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া বিশ্বামিত্রের প্রশংসা করত নিদ্রাভিভূত হইলেন।২২-২৩

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের আদিকাণ্ডে চতুস্ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চত্রিংশঃ সর্গঃ।

[গঙ্গোমযোরুৎপত্তিবর্ণনম্।]

উপাস্য রাত্রিশেষং তু শোণাকুলে মহর্ষিভিঃ।
নিশায়াং সুপ্রভাতায়াং বিশ্বামিত্রোঽভ্যভাষত ॥১
সুপ্রভাতা নিশা রাম পূর্বা সন্ধ্যা প্রবর্ততে।
উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভদ্রং তে গমনায়াভিরোচয় ॥২
তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য কৃতপূর্বাহ্নিকক্রিয়ঃ।
গমনং রোচয়ামাস বাক্যঞ্চেদমুবাচ হ ॥৩
অয়ং শোণঃ শুভজলোঽগাধঃ পুলিনমণ্ডিতঃ।
কতরেণ পথা ব্রহ্মন্ সন্তরিষ্যামহে বয়ম্ ॥৪
এবমুক্তস্তু রামেণ বিশ্বামিত্রোঽব্রবীদিদম্।
এষ পন্থা ময়োদ্দিষ্টো যেন যান্তি মহর্ষয়ঃ ॥৫
তে গত্বা দূরমধ্বানং গতেঽর্দ্ধদিবসে তদা।
জাহ্নবীং সরিতাং শ্রেষ্ঠাং দদৃশুর্মুনিসেবিতাম্ ॥৬
তাং দৃষ্ট্বা পুণ্যসলিলাং হংস-সারসসেবিতাম্।
বভূবুর্মুনয়ঃ সর্বে মুদিতাঃ সহরাঘবাঃ ॥৭
তস্যাস্তীরে তদা সর্বে চক্রুর্বাসপরিগ্রহম্।
ততঃ স্নাত্বা যথান্যায়ং সন্তর্প্য পিতৃদেবতাঃ ॥৮

পঞ্চত্রিংশ সর্গ

[গঙ্গাদেবী ও উমাদেবীর উৎপত্তি বর্ণন।]

বিশ্বামিত্র মহর্ষিগণের সহিত শোণনদীর তীরে অবশিষ্ট রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। রাত্রি সুপ্রভাত হইলে পর তিনি রামকে বলিলেন,—রাম! রাত্রি প্রভাত হইয়াছে। প্রাতঃসন্ধ্যার সময় উপস্থিত। তুমি গাত্রোত্থান কর, যাইবার জন্য উদ্যোগী হও। বিশ্বামিত্রের বচন শুনিয়া রাম পূর্বাহ্নিক ক্রিয়া সমাপ্ত করিলেন। তারপর যাইতে লাগিলেন এবং বিশ্বামিত্রকে বলিলেন।১-৩

ব্রহ্মন্! এই শোণ নদ অগাধ ও পুলিনশোভিত। ইহার জল অতিস্বচ্ছ। আমরা কোন্ পথ দিয়া পরপারে যাইব। রামকর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া বিশ্বামিত্র বলিলেন;—যে পথ দিয়া মহর্ষিরা গমন করিয়া থাকেন, আমিও সেই পথই নির্দিষ্ট করিয়াছি। অনন্তর তাঁহারা বহুদূরপথ অতিক্রম করিয়া মধ্যাহ্নসময় অতীত হইলে পর মুনিজনসেবিত নদীশ্রেষ্ঠ গঙ্গাকে দেখিতে পাইলেন।৪-৬

হংস, সারস আদি পক্ষিশোভিতা পুণ্যজলা গঙ্গাকে দেখিয়া রামের সহিত তাঁহারা সকলে আনন্দিত হইলেন। সকলে গঙ্গার তীরে সেই সময় অবস্থান করিতে ইচ্ছা করিলেন। তারপর তাঁহারা যথাবিধি স্নান করত পিতৃগণের ও দেবগণের তর্পণ করিলেন। অনন্তর অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান করিয়া অমৃততুল্য যজ্ঞশেষ ভক্ষণ করিলেন। অতঃপর সদাচারসম্পন্ন সকলেই হৃষ্টচিত্তে গঙ্গাতীরে স্বনির্মিত-বাসস্থানে প্রবেশ করিলেন।৭-৯

হুত্বা চৈবাগ্নিহোত্রাণি প্রাশ্য চামৃতবদ্ধবিঃ।
বিবিশুর্জাহ্নবীতীরে শুভাঃ মুদিতমানসাঃ ॥৯

বিশ্বামিত্রং মহাত্মানং পরিবার্য্য সমন্ততঃ।
বিষ্ঠিতাশ্চ যথান্যায়ং রাঘবৌ চ যথার্হত ॥১০

সম্প্রহৃষ্টমনা রামো বিশ্বামিত্রমথাব্রবীৎ।

ভগবন্ শ্রোতুমিচ্ছামি গঙ্গাং ত্রিপথগাং নদীম্।
ত্রৈলোক্যং কথমাক্রম্য গতা নদ-নদীপতিম্ ॥১১

চোদিতো রামবাক্যেন বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ।
বৃদ্ধিং জন্ম চ গঙ্গায়া বক্তুমেবোপচক্রমে ॥১২

শৈলেন্দ্রো হিমবান্ রাম ধাতূনামাকরো মহান্।
তস্য কন্যাদ্বয়ং রাম রূপেণাপ্রতিমং ভুবি ॥১৩

যা মেরুদুহিতা রাম তয়োর্মাতা সুমধ্যমা।
নাম্না মেনা মনোজ্ঞা বৈ পত্নী হিমবতঃ প্রিয়া ॥১৪

তস্যাং গঙ্গেয়মভবজ্জ্যেষ্ঠা হিমবতঃ সুতা।
উমা নাম দ্বিতীয়াভূৎ কন্যা তস্যৈব রাঘব ॥১৫

অথ জ্যেষ্ঠাং সুরাঃ সর্বে দেবকার্য্যচিকীর্ষয়া।
শৈলেন্দ্রং বরয়ামাসুর্গঙ্গাং ত্রিপথগাং নদীম্ ॥১৬

দদৌ ধর্মেণ হিমবাংস্তনয়াং লোকপাবনীম্।
স্বচ্ছন্দপথগাং গঙ্গাং ত্রৈলোক্যহিতকাম্যয়া ॥১৭

প্রতিগৃহ্য ত্রিলোকার্থং ত্রিলোকহিতকাঙ্ক্ষিণঃ।
গঙ্গামাদায় তেঽগচ্ছন্ কৃতার্থেনান্তরাত্মনা ॥১৮

যা চান্যা শৈলদুহিতা কন্যাসীদ্ রঘুনন্দন।
উগ্রং সুব্রতমাস্থায় তপস্তেপে তপোধনা ॥১৯

উগ্রেণ তপসা যুক্তাং দদৌ শৈলবরঃ সুতাম্।
রুদ্রায়াপ্রতিরূপায় উমাং লোকনমস্কৃতাম্ ॥২০

এতে তে শৈলরাজস্য সুতে লোকনমস্কৃতে।
গঙ্গা চ সরিতঃ শ্রেষ্ঠা উমাদেবী চ রাঘব ॥২১

এতত্তে সর্বমাখ্যাতং যথা ত্রিপথগামিনী।
খং গতা প্রথমং তাত গতিং গতিমতাং বর ॥২২

সৈষা সুরনদী রম্যা শৈলেন্দ্রতনয়া তদা।
সুরলোকং সমারূঢ়া বিপাপা জলবাহিনী ॥২৩

ইত্যার্যে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে পঞ্চত্রিংশঃ সর্গঃ

সেখানে ঋষিগণ মহাত্মা বিশ্বামিত্রকে বেষ্টন করিয়া যথানিয়মে উপবেশন করিলেন। রাম-লক্ষ্মণও যথাযোগ্য স্থানে উপবিষ্ট হইলেন। আনন্দিতমনে রাম বিশ্বামিত্রকে বলিলেন—ভগবন্! ত্রিপথগামিনী গঙ্গার বিষয়ে কিছু শুনিতে ইচ্ছা করি। এই গঙ্গা কিভাবে ত্রিলোকে ব্যাপ্ত হইয়া সমুদ্রে পতিত হইয়াছেন। এইভাবে রামকর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া মহামুনি বিশ্বামিত্র গঙ্গার বৃদ্ধি ও উৎপত্তির কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। সর্বধাতুর আকর হিমবান্-নামক অতিমহান্ পর্বতরাজ আছেন। রাম! পৃথিবীতে রূপে তুলনারহিত তাঁহার দুইটি কন্যা আছেন। সুমেরুপর্বতের কন্যা ও হিমালয়ের মনোজ্ঞা প্রিয়া ভার্য্যা মেনকা ঐ কন্যাদ্বয়ের জননী। সেই মেনকার গর্ভে এই গঙ্গা হিমালয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা হইয়া জন্মগ্রহণ করেন এবং উমানাম্নী কন্যা কনিষ্ঠা হইয়াছেন।১০-১৫

অনন্তর দেবগণ নিজকার্য্যসিদ্ধির জন্য পর্বতরাজ হিমালয়ের নিকট জ্যেষ্ঠকন্যা ত্রিপথগামিনী গঙ্গাকে প্রার্থনা করিলেন। হিমবান্ ত্রিভুবনের হিতের জন্য লোকপাবনী স্বচ্ছন্দগামিনী নিজতনয়া গঙ্গাকে ধর্মানুসারে দেবগণের নিকট সমর্পণ করিলেন। ত্রিভুবনের হিতৈষী দেবগণ সকলের কল্যাণের জন্য গঙ্গাকে গ্রহণ করিয়া কৃতার্থচিত্তে স্বর্গে গমন করিলেন।১৬-১৮

রঘুনন্দন! সেই হিমালয়ের যে কনিষ্ঠা কন্যা ছিলেন, তিনি তপস্বিনী হইয়া কঠোরব্রতগ্রহণপূর্বক তপস্যা করিয়াছিলেন। কঠোরতপস্যারতা সর্বলোকবন্দিতা উমাকে হিমালয় অদ্বিতীয় রুদ্রদেবের হস্তে সম্প্রদান করেন। রাঘব! নদীশ্রেষ্ঠা গঙ্গাদেবী ও উমাদেবী—ইঁহারা সর্বলোকবন্দিতা এবং পর্বতরাজ হিমালয়ের কন্যা।১৯-২১

সর্বশ্রেষ্ঠ! রাম! ত্রিপথগামিনী গঙ্গা যেভাবে প্রথমে আকাশে গমন করিয়াছিলেন, আমি তাহা সবই তোমার নিকট বলিলাম। এই সেই দেবনদী—অতিরমণীয়া হিমালয়কন্যা। পাপনাশিনী প্রবাহময়ী এই গঙ্গা স্বর্গলোকে আরোহণ করিয়াছিলেন।২২

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডে পঞ্চত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ষট্‌ত্রিংশঃ সর্গঃ

[উমাদেব্যা বৃত্তান্তবর্ণনম্]

উক্তবাক্যে মুনৌ তস্মিন্নুভৌ রাঘব-লক্ষ্মণৌ ।
প্রতিনন্দ্য কথাং বীরাবূচতুর্ম্মুনিপুঙ্গবম্ ॥১
ধর্ম্মযুক্তমিদং ব্রহ্মন্ কথিতং পরমং ত্বয়া ।
দুহিতুঃ শৈলরাজস্য জ্যেষ্ঠায়া বক্তুমর্হসি ।
বিস্তরং বিস্তরজ্ঞোঽসি দিব্যমানুষসম্ভবম্ ॥২
ত্রীন্ পথো হেতুনা কেন প্লাবয়েল্লোকপাবনী ।
কথং গঙ্গা ত্রিপথগা বিশ্রুতা সরিদুত্তমা ॥৩
ত্রিষু লোকেষু ধর্মজ্ঞ কর্মভিঃ কৈঃ সমন্বিতা ।
তথা ব্রুবতি কাকুৎস্থে বিশ্বামিত্রস্তপোধনঃ ॥৪
নিখিলেন কথাং সর্বামৃষিমধ্যে ন্যবেদয়ৎ ।
পুরা রাম কৃতোদ্বাহঃ শিতিকণ্ঠো মহাতপাঃ ॥৫
দৃষ্ট্বা চ ভগবান্ দেবীং মৈথুনায়োপচক্রমে ।
তস্য সংক্রীড়মানস্য মহাদেবস্য ধীমতঃ ॥
শিতিকণ্ঠস্য দেবস্য দিব্যং বর্ষশতং গতম্ ॥৬
ন চাপি তনয়ো রাম তস্যামাসীৎ পরন্তপ ।
সর্বে দেবাঃ সমুদ্যুক্তাঃ পিতামহপুরোগমাঃ ॥৭
যদিহোৎপদ্যতে ভূতং কস্তৎ প্রতিসহিষ্যতি ।
অভিগম্য সুরাঃ সর্বে প্রণিপত্যেদমব্রুবন্ ॥৮
দেবদেব মহাদেব লোকস্যাস্য হিতে রত ।
সুরাণাং প্রণিপাতেন প্রসাদং কর্তুমর্হসি ॥৯
ন লোকা ধারয়িষ্যন্তি তব তেজঃ সুরোত্তম ।
ব্রাহ্মেণ তপসা যুক্তো দেব্যা সহ তপশ্চর ॥১০

ষট্‌ত্রিংশ সর্গ

[উমাদেবীর বৃত্তান্তবর্ণন]

বিশ্বামিত্র এই সকল কথা বলিলে পর মহাবীর রাম ও লক্ষ্মণ উভয়েই তাঁহার কথাকে অভিনন্দিত করিয়া বলিলেন,—ব্রহ্মন্! আপনি ধর্মযুক্ত উত্তম আখ্যান কীর্তন করিলেন। এখন আপনি পর্বতরাজ হিমালয়ের জ্যেষ্ঠকন্যা গঙ্গার কথা বিস্তৃতভাবে বলুন। আপনি সকলবিষয়ই বিশেষভাবে অবগত আছেন। এইজন্য আপনি এই লোকপাবনী গঙ্গার দেবলোক ও মানুষ-লোকের সহিত যে সম্বন্ধ, তাহা বিস্তৃত করিয়া বলুন। লোকের পবিত্রতাদায়িনী কি কারণে তিনপথে প্রবাহিত হইয়াছেন এবং এই মহানদী কেনই বা ত্রিপথগা-নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন? কোন্ কর্মের দ্বারা এইরূপ হইয়াছেন, তাহা প্রকাশ করুন। কাকুৎস্থ রাম বিশ্বামিত্রকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে তপস্বী বিশ্বমিত্র ঋষিগণের সমক্ষে বিস্তৃতভাবে সকল কথা কীর্তন করিতে লাগিলেন। বিশ্বামিত্র বলিলেন,—রাম! পূর্বকালে মহাতপস্বী ভগবান্ নীলকণ্ঠ বিবাহিত হইয়া একদা দেবীকে দর্শন করিবার পর তাঁহার সহিত বিহার করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে দেবীর সহিত নিবিড়ভাবে বিহার করিতে করিতে ধীমান্ নীলকণ্ঠ-মহাদেবের দেবপরিমিত শতবর্ষ অতীত হইল, কিন্তু দেবীর গর্ভে পুত্র উৎপন্ন হইল না। সেই সময় পিতামহ ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ সকলে উদ্বিগ্ন হইয়া ভাবিতে লাগিলেন,—শিববীর্য্যে যে সন্তান উৎপন্ন হইবে, কে তাহাকে ধারণ বা সহন করিবে? এইরূপ চিন্তা করিয়া দেবতাসকল মহাদেবের নিকট গমন করত তাঁহাকে প্রণাম করিলেন, তারপর বলিলেন,—দেবদেব মহাদেব! আপনি ত এই সংসারের কল্যাণ-সাধন করেন। আপনি দেবতাগণের প্রণিপাতে তাহাদের প্রতি প্রসন্ন হউন। সুরোত্তম! এই সংসারে কেহই আপনার তেজ ধারণ করিতে পারিবে না। অতএব বৈদিকতপস্যায় ব্রতী হইয়া দেবীর সহিত তপশ্চরণ করুন। আপনি ত্রিলোকের মঙ্গলকামনা করিয়া নিজশরীরে ঐ তেজ ধারণ করুন। সকল লোককে রক্ষা করুন, সকল লোককে বিনাশ করা

ত্রৈলোক্যহিতকামার্থং তেজস্তেজসি ধারয়।
রক্ষ সর্বানিমাঁল্লোকান্নালোকং কর্তুমর্হসি ॥১১
দেবতানাং বচঃ শ্রুত্বা সর্বলোকমহেশ্বরঃ।
বাঢ়মিত্যব্রবীৎ সর্বান্ পুনশ্চেদমুবাচ হ ॥১২
ধারয়িষ্যাম্যহং তেজস্তেজসৈব সহোময়া।
ত্রিদশাঃ পৃথিবী চৈব নির্বাণমধিগচ্ছতু ॥১৩
যদিদং ক্ষুভিতং স্থানান্মম তেজো হ্যনুত্তমম্।
ধারয়িষ্যতি কস্তন্মে ব্রুবন্তু সুরসত্তমাঃ ॥১৪
এবমুক্তাস্ততো দেবাঃ প্রত্যুচুর্বৃষভধ্বজম্।
যত্তেজঃ ক্ষুভিতং তেঽদ্য (ক) তদ্ধরা ধারয়িষ্যতি ॥১৫
এবমুক্তঃ সুরপতিঃ প্রমুমোচ মহাবলঃ।
তেজসা পৃথিবী যেন ব্যাপ্তা সগিরি-কাননা ॥১৬
ততো দেবাঃ পুনরিদমূচুশ্চাপি হুতাশনম্।
আবিশ ত্বং মহাতেজো রৌদ্রং বায়ুসমন্বিতঃ ॥১৭
তদগ্নিনা পুনর্ব্যাপ্তং সঞ্জাতং শ্বেতপর্বতম্।
দিব্যং শরবনঞ্চৈব পাবকাদিত্য-সন্নিভম্ ॥১৮
যত্র জাতো মহাতেজাঃ কার্তিকেয়োঽগ্নিসম্ভবঃ।
অথোমাঞ্চ (খ) শিবঞ্চৈব দেবাঃ সর্ষিগণাস্তথা ॥১৯
[illegible]
সমন্যুরশপৎ সর্বান্ ক্রোধসংরক্তলোচনা।
যস্মান্নিবারিতা চাহং সঙ্গতা পুত্রকাম্যয়া ॥২১
অপত্যং স্বেষু দারেষু নোৎপাদয়িতুমর্হথ।
অদ্য প্রভৃতি যুষ্মাকমপ্রজাঃ সন্তু পত্নয়ঃ।
পত্ন্যো ন জনয়িষ্যন্তি অদ্য প্রভৃতি চাত্মজান্ ॥২২
এবমুক্ত্বা সুরান্ সর্বান্ শশাপ পৃথিবীমপি।
অবনে নৈকরূপা ত্বং বহুভার্য্যা ভবিষ্যসি ॥২৩
ন চ পুত্রকৃতাং প্রীতিং মৎক্রোধকলুষীকৃতা।
প্রাপ্স্যসে ত্বং সুদুর্মেধে মম পুত্রমনিচ্ছতী ॥২৪

উচিত হইবে না। দেবতাগণের বাক্য শুনিয়া সর্বলোকেশ্বর মহাদেব 'তথাস্তু' বলিয়া সম্মত হইলেন এবং তাহাদিগকে বলিলেন।১-১২

দেবগণ! আমি নিজশক্তিতেই উমার সহিত নিজতেজ ধারণ করিব। পৃথিবী শান্তিলাভ করুক।১৩

কিন্তু যে শ্রেষ্ঠতেজ ক্ষুব্ধ হইয়া স্থানচ্যুত হইয়াছে, তাহা কে ধারণ করিবে? তোমরা এই বিষয়ে চিন্তা করিয়া নির্দেশ কর।১৪

বৃষভবাহন এইরূপ বলিলে পর দেবতাগণ তাঁহাকে বলিলেন,—এখন আপনার যে তেজ ক্ষুব্ধ হইয়াছে, তাহা পৃথিবী ধারণ করিবে। দেবগণ এই কথা বলায় মহাবলশালী দেবাদিদেব নিজতেজ ত্যাগ করিলেন। ঐ তেজের দ্বারা পর্বত ও অরণ্যসহিত সমস্ত পৃথিবী পরিব্যাপ্ত হইল।১৫-১৬

ইহা দেখিয়া দেবতারা অগ্নিকে বলিলেন,—তুমি বায়ুর সহিত রুদ্রের মহাতেজে প্রবেশ কর। অনন্তর অগ্নি প্রবেশ করিলে পর অগ্নিব্যাপ্ত হইয়া ঐ তেজ শ্বেতপর্বতরূপে ও শরবণরূপে পরিণত হইল। ঐ পর্বত ও বন অগ্নি এবং সূর্য্যের মত উজ্জ্বল হইল। ঐ শরবনে মহাতেজস্বী অগ্নিপুত্র কার্তিকেয় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তখন দেবতাগণ ও ঋষিগণ অতিশয় আনন্দিতমনে উমা ও মহেশ্বরের পূজা করিলেন। কিন্তু শৈলপুত্রী উমা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন, তিনি রোষরক্তনয়নে সকল দেবতাকে শাপ দিয়া বলিলেন,—আমি পুত্রকামনায় স্বামীর সহিত মিলিত হইয়াছিলাম। যেহেতু তোমরা তাহাতে ব্যাঘাত সৃষ্টি করিয়াছ, এইজন্য অদ্য হইতে তোমরা নিজপত্নীতে সন্তান উৎপাদন করিতে পারিবে না, তোমাদের পত্নীগণ অপুত্রক হইবে। দেবগণকে এইরূপ শাপপ্রদান করিয়া রুদ্রতেজ ধারণ করার জন্য পৃথিবীকেও শাপ দিলেন যে—পৃথ্বি! তুমি বহুরূপিণী ও বহুভোগ্যা হইবে। যেহেতু তুমি আমার পুত্রলাভ অনুমোদন করিলে না, সেইজন্য তুমি কখনই পুত্রপ্রাপ্তির সুখভোগ করিতে পারিবে না। তুমি মন্দবুদ্ধি বলিয়া আমার ক্রোধে মলিনতা প্রাপ্ত হও।১৭-২৪

অনন্তর দেবাদিদেব শিব দেবগণকে ব্যথিত দেখিয়া সেইস্থান হইতে পশ্চিমাভিমুখে গমন করিলেন। মহাদেব

পাঠান্তর :—(ক) যত্তেজঃ ক্ষুভিতং হ্যদ্য।

(খ) অথোবাহ—

তান্ সর্বান্ পীড়িতান্ দৃষ্ট্বা সুরান্ সুরপতিস্তদা।
গমনায়োপচক্রাম দিশং বরুণপালিতাম্ ॥২৫
স গত্বা তপ আতিষ্ঠৎ পার্শ্বে তস্যোত্তরে গিরেঃ।
হিমবৎপ্রভবে শৃঙ্গে সহ দেব্যা মহেশ্বরঃ ॥২৬
এষ তে বিস্তরো রাম শৈলপুত্র্যা নিবেদিতঃ।
গঙ্গায়াঃ প্রভবং চৈব শৃণু মে সহলক্ষ্মণঃ ॥২৭
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে ষট্ত্রিংশঃ সর্গঃ ॥৩৬

সেখানে যাইয়া হিমালয়ের উত্তরপার্শ্বে অবস্থিত হিমবৎ-প্রভবনামক শৃঙ্গে দেবীর সহিত তপস্যায় রত হইলেন। রাম! আমি শৈলনন্দিনী উমার কথা বিস্তৃতভাবে তোমার নিকট বলিলাম। এখন তুমি লক্ষ্মণের সহিত আমার নিকট গঙ্গার উৎপত্তিবৃত্তান্ত শ্রবণ কর।২৫-২৭

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডে ষট্‌ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তত্রিংশঃ সর্গঃ

[গঙ্গাদেব্যা বৃত্তান্তবর্ণনম্, গঙ্গাগর্ভে কার্ত্তিকেয়োৎপত্তিশ্চ।]

তপ্যমানে তদা দেবে সেন্দ্রাঃ সাগ্নিপুরোগমাঃ।
সেনাপতিমভীপ্সন্তঃ পিতামহমুপাগমন্ ॥১
ততোঽব্রুবন্ সুরাঃ সর্বে ভগবন্তং পিতামহম্।
প্রণিপত্য সুরা রাম সেন্দ্রাঃ সাগ্নিপুরোগমাঃ ॥২
যেন সেনাপতির্দেব দত্তো ভগবতা পুরা।
স তপঃ পরমাস্থায় তপ্যতে স্ম সহোমযা ॥৩
যদত্রানন্তরং কার্য্যং লোকানাং হিতকাম্যয়া।
সংবিধৎস্ব বিধানজ্ঞ ত্বং হি নঃ পরমা গতিঃ ॥৪
দেবতানাং বচঃ শ্রুত্বা সর্বলোকপিতামহঃ।
সান্ত্বয়ন্মধুরৈর্বাক্যৈস্ত্রিদশানিদমব্রবীৎ ॥৫
শৈলপুত্র্যা যদুক্তং তন্ন প্রজাঃ স্বাসু পত্নিষু।
তস্যা বচনমক্লিষ্টং সত্যমেব ন সংশয়ঃ ॥৬
ইয়মাকাশগঙ্গা চ যস্যাং পুত্রং হুতাশনঃ।
জনয়িষ্যতি দেবানাং সেনাপতিমরিন্দমম্ ॥৭
জ্যেষ্ঠা শৈলেন্দ্রদুহিতা মানয়িষ্যতি তং সুতম্।
উমায়াস্তদ্বহুমতং ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥৮

সপ্তত্রিংশ সর্গ।

[গঙ্গাদেবীর বৃত্তান্তবর্ণন ও গঙ্গার গর্ভে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের জন্ম]

মহাদেব তপস্যায় রত হইলে ইন্দ্র, অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ সেনাপতি পাইবার জন্য লোকপিতামহ ব্রহ্মার সমীপে গমন করিলেন। রাম! সমস্তদেবতা ভগবান্ পিতামহকে প্রণাম করিয়া বলিলেন।১-২

দেব! পূর্বে আপনি আমাদিগকে যে সেনাপতি দিয়াছেন, তিনি উমার সহিত পরমতপস্যায় নিমগ্ন আছেন। আপনি উপায়বিৎ ও আমাদের একমাত্র আশ্রয়। অতএব সকললোকের হিতের জন্য এবিষয়ে যাহা কর্ত্তব্য—তাহার বিধান করুন। সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা দেবতাগণের বচন শুনিয়া মধুরবাক্যে তাহাদিগকে সান্ত্বনাপ্রদানপূর্বক বলিলেন,—দেবগণ! শৈলসুতাদেবী বলিয়াছেন যে, তোমাদের পত্নীগণের গর্ভে সন্তান হইবে না। এই কথা সর্বথা সত্য—ইহাতে সন্দেহ নাই; তাঁহার বাক্য অব্যর্থ। তোমরা এই যে আকাশগঙ্গাকে দেখিতেছ, অগ্নি ইঁহাতে শত্রুনাশী দেবসেনাপতি-পুত্রকে উৎপাদন করিবে। হিমালয়ের জ্যেষ্ঠকন্যা গঙ্গা ঐ পুত্রকে সম্মতির সহিত গ্রহণ করিবেন। উমারও এইরূপ ব্যবস্থা বিশেষভাবে অনুমোদিত হইবে।৩-৮

তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য কৃতার্থা রঘুনন্দন।
প্রণিপত্য সুরাঃ সর্বে পিতামহমপূজয়ন্ ॥৯

তে গত্বা পর্বতং রাম (ক) কৈলাসং ধাতুমণ্ডিতম্।
অগ্নিং নিয়োজয়ামাসুঃ পুত্রার্থং সর্বদেবতাঃ ॥১০

দেবকার্য্যমিদং দেব সমাধৎস্ব হুতাশন।
শৈলপুত্র্যাং মহাতেজো গঙ্গায়াং তেজ উৎসৃজ ॥১১

দেবতানাং প্রতিজ্ঞায় গঙ্গামভ্যেত্য পাবকঃ।
গর্ভং ধারয় বৈ দেবি দেবতানামিদং প্রিয়ম্ ॥১২

ইত্যেতদ্ বচনং শ্রুত্বা দিব্যং রূপমধারয়ৎ।
স তস্যা মহিমাং দৃষ্ট্বা সমন্তাদবশীর্য্যতঃ ॥১৩

সমন্ততস্তদা দেবীমভ্যষিঞ্চত পাবকঃ।
সর্বস্রোতাংসি পূর্ণানি গঙ্গায়া রঘুনন্দন ॥১৪
তমুবাচ ততো গঙ্গা সর্বদেবপুরোগমম্।
অশক্তা ধারণে দেব তেজস্তব সমুদ্ধতম্ ॥১৫

দহ্যমানাগ্নিনা তেন সংপ্রব্যথিতচেতনা।
অথাব্রবীদিদং গঙ্গাং সর্বদেবহুতাশনঃ ॥১৬

ইহ হৈমবতে পার্শ্বে গর্ভোহয়ং সংনিবেশ্যতাম্।
শ্রুত্বা ত্বগ্নিবচো গঙ্গা তং গর্ভমতিভাস্বরম্ ॥১৭

উৎসসর্জ মহাতেজাঃ স্রোতোভ্যো হি তদানঘ।
যদস্যা নির্গতং তস্মাত্তপ্তজাম্বুনদপ্রভম্ ॥১৮

কাঞ্চনং ধরণীং প্রাপ্তং হিরণ্যমতুলপ্রভম্।
তাম্রং কার্ষ্ণায়সঞ্চৈব (খ) তৈক্ষ্ণ্যাদেবাভিজায়ত ॥১৯

মলং তস্যাভবত্তত্র ত্রপু সীসকমেব চ।
তদেতদ্ধরণীং প্রাপ্য নানাধাতুরবর্ধত ॥২০

নিক্ষিপ্তমাত্রে গর্ভে তু তেজোভিরভিরঞ্জিতম্।
সর্বং পর্বতসন্নদ্ধং সৌবর্ণমভবদ্ বনম্ ॥২১
জাতরূপমিতি খ্যাতং তদাপ্রভৃতি রাঘব।
সুবর্ণাং পুরুষব্যাঘ্র হুতাশনসমপ্রভম্* ॥২২

রঘুনন্দন! এইরূপ বচন শ্রবণ করিয়া দেবতাগণ কৃতার্থ হইলেন এবং প্রণামপূর্বক পিতামহ ব্রহ্মার পূজা করিলেন। রাম! অনন্তর সকলদেবতা নানাধাতুভূষিত কৈলাসপর্বতে গমন করিলেন এবং সকলে পুত্রোৎপত্তির জন্য অগ্নিকে নিয়োগ করিলেন।৯-১০

দেবতারা বলিলেন,—দেব! হুতাশন! তুমি দেবগণের এই কার্য্যটি সম্পন্ন কর। শৈলসুতা গঙ্গাতে শৈবতেজ নিক্ষেপ কর। দেবতাগণের বাক্য শুনিয়া অগ্নি প্রতিশ্রুতি দান করিলেন এবং গঙ্গার নিকট আগমন করিয়া তাঁহাকে বলিলেন,—দেবি! দেবতাগণের প্রিয় এই গর্ভ তুমি ধারণ কর।১১-১২

অগ্নির বচন শুনিয়া গঙ্গা দিব্যস্ত্রীরূপ ধারণ করিলেন। অগ্নি গঙ্গার সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া বীর্য্য ধারণ করিতে অবশ হইলেন। তখন তিনি নিজশরীরে ধৃত শিববীর্য্যের দ্বারা গঙ্গাকে অভিষিক্ত করিলেন। রঘুনন্দন! অগ্নিনিক্ষিপ্ত শিবতেজের দ্বারা গঙ্গার সকলস্রোত পূর্ণ হইয়া গেল।১৩-১৪

অনন্তর গঙ্গা অগ্নিতুল্য শিবতেজে দগ্ধ হইয়া হৃদয়ে অতিশয় ব্যথা অনুভব করিতে লাগিলেন। তিনি সকল দেবতার অগ্রগামী ও হিতকর অগ্নিকে বলিলেন,—দেব! তোমার এই অতিশয় উগ্রতেজ ধারণ করিবার শক্তি আমার নাই। গঙ্গার এইরূপ বাক্য শুনিয়া সর্বদেবময় অগ্নি বলিলেন,—তুমি হিমালয়ের এই পার্শ্বদেশে এই গর্ভটি পরিত্যাগ কর। অগ্নির কথা শ্রবণ করিয়া গঙ্গা নিজস্রোত হইতে সমুজ্জ্বল গর্ভটিকে ত্যাগ করিলেন। ঐ শিববীর্য্য গঙ্গা হইতে নির্গত হইয়া ভূমিতে পতিত হওয়ায় তাহা তপ্তসুবর্ণরূপে ও প্রভাময় রজতরূপে পরিণত হইল। উহার তীক্ষ্ণতার জন্য তাম্র ও লৌহ উৎপন্ন হইল। উহার মল হইতে ত্রপু ও সীসক উৎপন্ন হইল। ঐ শিবতেজ পৃথিবীতে পতিত হওয়ায় নানাবিধ ধাতুর বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ঐ গর্ভ নিক্ষিপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পর্বতসমীপস্থ সকলবন গর্ভের তেজে অভিরঞ্জিত হইল এবং সুবর্ণরূপতা প্রাপ্ত হইল। রাঘব! এইজন্য সেই সময় হইতে অগ্নিতুল্যপ্রভাবময় সুবর্ণ 'জাতরূপ' বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে।১৫-২২

পাঠান্তর :—(ক) তে গত্বা পরমং রাম—।

(খ) কাষ্ণং তাম্রায়সঞ্চৈব —।

* এইস্থলে ২২ নং শ্লোকের পর নিম্নলিখিত শ্লোকাংশটি গ্রন্থবিশেষে দেখা যায়,—

তৃণ-বৃক্ষ-লতা-গুল্মং সর্বং ভবতি কাঞ্চনম্।

তং কুমারং ততো জাতং সেন্দ্রাঃ সহমরুদ্গণাঃ।
ক্ষীরসম্ভাবনার্থায় কৃত্তিকাঃ সমযোজয়ন্ ॥২৩
তাঃ ক্ষীরং জাতমাত্রস্য কৃত্বা সময়মুত্তমম্।
দদুঃ পুত্রোঽয়মস্মাকং সর্বাসামিতি নিশ্চিতাঃ ॥২৪
ততস্তু দেবতাঃ সর্বাঃ কার্তিকেয় ইতি ব্রুবন্।
পুত্রস্ত্রৈলোক্যবিখ্যাতো ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥২৫
তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা স্কন্নং গর্ভপরিস্রবে।
স্নাপয়ন্ পরয়া লক্ষ্ম্যা দীপ্যমানং যথানলম্ ॥২৬
স্কন্দ ইত্যব্রুবন্ দেবাঃ স্কন্নং গর্ভপরিস্রবে।
কার্তিকেয়ং মহাবাহুং কাকুৎস্থ জ্বলনোপমম্ ॥২৭
প্রাদুর্ভূতং ততঃ ক্ষীরং কৃত্তিকানামনুত্তমম্।
ষণ্ণাং ষড়াননো ভূত্বা জগ্রাহ স্তনজং পয়ঃ ॥২৮
গৃহীত্বা ক্ষীরমেকাহ্না সুকুমারবপুস্তদা।
অজয়ৎ স্বেন বীর্য্যেণ দৈত্যসৈন্যগণান্ বিভুঃ ॥২৯
সুরসেনাগণপতিমভ্যষিঞ্চন্মহাদ্যুতিম্।
ততস্তমমরাঃ সর্বে সমেত্যাগ্নিপুরোগমাঃ ॥৩০
এষ তে রাম গঙ্গায়া বিস্তরোঽভিহিতো ময়া।
কুমারসম্ভবশ্চৈব ধন্যঃ পুণ্যস্তথৈব চ ॥৩১
ভক্তশ্চ যঃ কার্তিকেয়ে কাকুৎস্থ ভুবি মানবঃ।
আয়ুষ্মান্ পুত্র-পৌত্রৈশ্চ স্কন্দসালোক্যতাং ব্রজেৎ ॥৩২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে সপ্তত্রিংশঃ সর্গঃ ॥৩৭

অনন্তর ঐ গর্ভ হইতে একটি শিশু জন্মগ্রহণ করিল। তখন ইন্দ্রাদি দেবতাগণ ঐ শিশুকে দুগ্ধপান করাইবার জন্য কৃত্তিকা প্রভৃতি নক্ষত্রগণকে নিযুক্ত করিলেন। তাঁহারা দেবতাগণের নিকট নিশ্চিতভাবে জানিয়া লইলেন যে, ঐ শিশু তাহাদের সকলের পুত্র। তখন সকলে নিয়ম করিয়া উৎপন্ন শিশুকে দুগ্ধপান করাইতে লাগিলেন।২৩-২৪

অনন্তর দেবতাগণ কৃত্তিকাগণকে বলিলেন—, তোমাদের এই পুত্র কার্তিকেয় নামে ত্রিলোকে বিখ্যাত হইবে। দেবতাগণের বাক্য শুনিয়া কৃত্তিকাগণ গর্ভক্লেদ-মধ্যস্থিত অতিশয়শোভায় উজ্জ্বল অগ্নিতুল্য শিশুর স্নানকার্য্য সম্পন্ন করিলেন। তারপর দেবগণ বলিলেন যে, যেহেতু অগ্নিতুল্য মহাবলবান্ কার্তিকেয় গঙ্গাকর্তৃক পরিত্যক্ত গর্ভ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সেইজন্য ইহার 'স্কন্দ' এই নাম হইবে। দুগ্ধ পান করাইবার সময় ছয় কৃত্তিকার স্তনেই উত্তমদুগ্ধ সঞ্চার হইল। ঐ শিশু ছয় মুখ প্রকাশ করিয়া অর্থাৎ ষড়ানন হইয়া তাহাদের স্তন্য পান করিতে লাগিলেন। কার্তিকেয় সুকোমলদেহ হইলেও একদিনমাত্র স্তন্যপান করিয়াই মহাবলশালী হইলেন এবং নিজশক্তির দ্বারা দানবগণকে পরাজিত করিলেন।২৫-২৯

অনন্তর অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ কার্তিকেয়ের নিকটে আসিয়া মহাদ্যুতিসম্পন্ন কার্তিকেয়কে দেবতাগণের সেনাপতিরূপে অভিষিক্ত করিলেন। রাম! আমি তোমার নিকট গঙ্গার বিস্তৃত বৃত্তান্ত এবং কুমার কার্তিকেয়ের প্রশংসনীয় ও পুণ্যময় জন্মকথা বর্ণন করিলাম। কাকুৎস্থ! ভূতলে যে মানব কার্তিকেয়ের প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইবে, সে ইহলোকে দীর্ঘ আয়ু লাভ করিয়া পুত্র-পৌত্রাদিসম্পন্ন হয় এবং পরলোকে স্কন্দলোকে গমন করে।৩০-৩২

মহর্ষি বাল্মীকি-প্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডে সপ্তত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টত্রিংশঃ সর্গঃ

[তপসা তুষ্ট-ভৃগুমুনিসমীপতঃ সগরস্য পুত্রপ্রাপ্তিবরলাভঃ, কিয়ৎকালং সংসারধর্মপ্রতিপালনানন্তরং যজ্ঞকরণে স্পৃহা চ।]

তাং কথাং কৌশিকো রামে নিবেদ্য মধুরাক্ষরাম্।
পুনরেবাপরং বাক্যং কাকুৎস্থমিদমব্রবীৎ ॥১
অযোধ্যাধিপতির্বীরঃ পূর্বমাসীন্নরাধিপঃ।
সগরো নাম ধর্মাত্মা প্রজাকামঃ স চাপ্রজঃ ॥২
বৈদর্ভদুহিতা রাম কেশিনী নাম নামতঃ।
জ্যেষ্ঠা সগরপত্নী সা ধর্মিষ্ঠা সত্যবাদিনী ॥৩
অরিষ্টনেমিদুহিতা সুপর্ণভগিনী তু সা।
দ্বিতীয়া সগরস্যাসীৎ পত্নী সুমতিসংজ্ঞিতা ॥৪
তাভ্যাং সহ মহারাজঃ পত্নীভ্যাং তপ্তবাংস্তপঃ।
হিমবন্তং সমাসাদ্য ভৃগুপ্রস্রবণে গিরৌ ॥৫
অথ বর্ষশতে পূর্ণে তপসারাধিতো মুনিঃ।
সগরায় বরং প্রাদাদ্ ভৃগুঃ সত্যবতাং বরঃ ॥৬
অপত্যলাভঃ সুমহান্ ভবিষ্যতি তবানঘ।
কীর্তিঞ্চাপ্রতিমাং লোকে প্রাপ্স্যসে পুরুষর্ষভ ॥৭
একা জনয়িতা তাত পুত্রং বংশকরং তব।
ষষ্টিং পুত্রসহস্রাণি অপরা জনয়িষ্যতি ॥৮
ভাষমাণং নরব্যাঘ্রং রাজপুত্র্যৌ প্রসাদ্য তম্।
ঊচতুঃ পরমপ্রীতে কৃতাঞ্জলিপুটে তদা ॥৯
একঃ কস্যাঃ সুতো ব্রহ্মন্ কা বহূন্ জনয়িষ্যতি।
শ্রোতুমিচ্ছাবহে ব্রহ্মন্ সত্যমস্তু বচস্তব ॥১০
তয়োস্তদ্বচনং শ্রুত্বা ভৃগুঃ পরমধার্মিকঃ।
উবাচ পরমাং বাণীং স্বচ্ছন্দোঽত্র বিধীয়তাম্ ॥১১
একো বংশকরো বাঽস্তু বহবো বা মহাবলাঃ।
কীর্তিমন্তো মহোৎসাহাঃ কা বা কং বরমিচ্ছতি ॥১২
মুনেস্তু বচনং শ্রুত্বা কেশিনী রঘুনন্দন।
পুত্রং বংশকরং রাম জগ্রাহ নৃপসন্নিধৌ ॥১৩
ষষ্টিং পুত্রসহস্রাণি (ক) সুপর্ণভগিনী তদা।
মহোৎসাহান্ কীর্তিমতো জগ্রাহ সুমতিঃ সুতান্ ॥১৪

অষ্টত্রিংশ সর্গ

[তপস্যার দ্বারা তুষ্ট ভৃগুমনির নিকট হইতে সগররাজার পুত্রপ্রাপ্তি বরলাভ ও কিছুকাল সংসারধর্ম প্রতিপালনের পর যজ্ঞ করিবার ইচ্ছা।]

কৌশিকমুনি রামের নিকট পূর্বোক্ত মাধুর্য্যপূর্ণ কথা বলিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন,—বীর! রাম! পূর্বকালে সগরনামক নরপতি অযোধ্যার অধিপতি ছিলেন। তিনি ধর্মপরায়ণ ও পুত্রলাভার্থী হইয়াও অপুত্রক ছিলেন। তাঁহার দুই মহিষী। প্রথমা মহিষী বিদর্ভরাজকন্যা কেশিনী যেমন সত্যবাদিনী তেমনই ধর্মপরায়ণা। দ্বিতীয়া মহিষী সুমতি কশ্যপের কন্যা ও সুপর্ণের ভগিনী। পুত্রহীন সগররাজা এই দুই পত্নীর সহিত হিমালয়পর্বতে গমন করিয়া ভৃগুপ্রস্রবণ- নামক পর্বতপ্রদেশে তপস্যা করিতে থাকেন। একশত বৎসর পূর্ণ হইলে পর সত্যবাদিশ্রেষ্ঠ ভৃগুমুনি তপস্যার দ্বারা প্রসন্ন হইয়া সগররাজাকে বরদান করিলেন।১-৬

মুনি বলিলেন,—পুরুষশ্রেষ্ঠ! তুমি নিষ্পাপ হইয়াছ। তোমার বহুপুত্রলাভ হইবে। তাহার ফলে পৃথিবীতে তুমি অনুপম যশ প্রাপ্ত হইবে। রাজন্! তোমার এক মহিষী বংশরক্ষাকারী একটি পুত্র প্রসব করিবে, অন্য মহিষী ষষ্টিসহস্র (ষাট্‌হাজার) পুত্র প্রসব করিবে।৭-৮

নরশ্রেষ্ঠ ভৃগু এইরূপ বলিলে রাজমহিষীদ্বয় অতীব আনন্দিত হইলেন এবং মুনিকে প্রসন্ন করিয়া কৃতাঞ্জলি-পুটে বলিলেন,—ব্রহ্মন্! আপনার বাক্য সত্য হউক। কিন্তু আমরা শুনিতে ইচ্ছা করি, আমাদের উভয়ের মধ্যে কাহার একটি পুত্র হইবে এবং কে বহুপুত্র প্রসব করিবে? ৯-১০

পরম ধার্মিক ভৃগু মহিষীদিগের ঐরূপ বাক্য শুনিয়া উদার বচন বলিলেন,—এ বিষয়ে তোমাদের ইচ্ছা প্রকাশ কর। 'একটি বংশরক্ষাকারী পুত্র হউক' অথবা 'কীর্তিমান উৎসাহযুক্ত মহাবলশালী বহুপুত্র হউক' এই

পাঠান্তর:—(ক) ষষ্টিং পুত্র সহস্রাণাং—।

প্রদক্ষিণমৃষিং কৃত্বা শিরসাভিপ্রণম্য তম্ ।
জগাম স্বপুরং রাজা সভার্য্যো রঘুনন্দন ॥১৫
অথ কালে গতে তস্য জ্যেষ্ঠা পুত্রং ব্যজায়ত ।
অসমঞ্জ ইতি খ্যাতং কেশিনী সগরাত্মজম্ ॥১৬
সুমতিস্তু নরব্যাঘ্র গর্ভতুম্বং ব্যজায়ত ।
ষষ্টিং পুত্রসহস্রাণি তুম্বভেদাদ্ বিনিঃসৃতা ॥১৭
ঘৃতপূর্ণেষু কুম্ভেষু ধাত্র্যস্তান্ সমবর্দ্ধয়ন্ ।
কালেন মহতা সর্বে যৌবনং প্রতিপেদিরে ॥১৮
অথ দীর্ঘেণ কালেন রূপ-যৌবনশালিনঃ ।
ষষ্টিঃ পুত্রসহস্রাণি সগরস্যাভবংস্তদা ॥১৯
স চ জ্যেষ্ঠো নরশ্রেষ্ঠঃ সগরস্যাত্মসম্ভবঃ ।
বালান্ গৃহীত্বা তু জলে সরয্বা রঘুনন্দন ॥৩০
প্রক্ষিপ্য প্রাহসন্নিত্যং মজ্জতস্তান্নিরীক্ষ্য বৈ ।
এবং পাপসমাচারঃ সজ্জনপ্রতিবাধকঃ ॥২১
পৌরাণামহিতে যুক্তঃ পিত্রা নির্বাসিতঃ পুরাৎ ।
তস্য পুত্রোংহংশুমান্নাম অসমঞ্জস্য বীর্য্যবান্ ॥২২
সম্মতঃ সর্বলোকস্য সর্বস্যাপি প্রিয়ম্বদঃ ।
ততঃ কালেন মহতা মতিঃ সমভিজায়ত ॥২৩
সগরস্য নরশ্রেষ্ঠ যজেয়মিতি নিশ্চিতা
স কৃত্বা নিশ্চয়ং রাজা সোপাধ্যায়গণস্তদা ॥
যজ্ঞকর্মণি বেদজ্ঞো যষ্টুং সমুপচক্রমে ॥২৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডেহষ্টত্রিংশঃ সর্গঃ ॥৩৮

দুইটি বরের মধ্যে কে কোনটি ইচ্ছা কর? রঘুনন্দন! ভৃগুমুনির বচন শুনিয়া কেশিনী সগররাজের সম্মুখেই তাঁহার নিকট বংশধর একপুত্র প্রার্থনা করিলেন। অনন্তর সুপর্ণভগিনী সুমতি উৎসাহযুক্ত কীর্তিমান্ ষষ্টিসহস্র পুত্র প্রার্থনা করিলেন।১১-১৪

রাম! পত্নীদ্বয়ের সহিত মহারাজ সগর ভৃগুমুনিকে প্রদক্ষিণ ও অবনত মস্তকে প্রণাম করিয়া স্বরাজ্যে অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিলেন। অনন্তর কিছুকাল অতীত হইলে জ্যেষ্ঠা মহিষী কেশিনী অসমঞ্জনামে পরিচিত সগরপুত্রকে প্রসব করিলেন। পুরুষশ্রেষ্ঠ! রাম! সগরের দ্বিতীয়া মহিষী সুমতি যথাসময়ে তুম্বফলাকৃতি একটি গর্ভপিণ্ড প্রসব করিলেন। ঐ তুম্ব ভেদ করিয়া ষষ্টিসহস্র পুত্র নির্গত হইল। ধাত্রীগণ ঘৃতপূর্ণকুম্ভে রাখিয়া তাহাদিগকে বর্দ্ধিত করিতে লাগিল। দীর্ঘকাল অতীত হইলে ঐ পুত্রগণ যৌবনপ্রাপ্ত হইল। দীর্ঘকালে সগরের ষষ্টিসহস্র পুত্র রূপযৌবনসম্পন্ন হইয়া উঠিল। রাম! নরবর সগরের জ্যেষ্ঠপুত্র অসমঞ্জ অন্যান্য বালকগণকে লইয়া সরযূজলে নিক্ষেপ করিত এবং তাহাদিগকে জলমগ্ন হইতে দেখিয়া হাস্য করিতে থাকিত। এইরূপ পাপাচারী সজ্জনদ্রোহী ও পুরবাসীদের অনিষ্টকারক অসমঞ্জকে মহারাজ সগরপুরী অযোধ্যা হইতে নির্বাসিত করিলেন। ঐ অসমঞ্জের বীর্য্যবান্ পুত্র অংশুমান্ সর্বলোকপ্রিয় ও সকলের নিকট প্রিয়বাদী হইলেন। নরবর রাম! এইভাবে অনেককাল অতীত হইলে পর মহারাজ সগরের 'আমি যাগানুষ্ঠান করিব' এইরূপ দৃঢ় সঙ্কল্প হইল। বেদবিদ্ রাজা উপাধ্যায়গণের সহিত মিলিত হইলেন এবং নিজের দৃঢ়সঙ্কল্পানুসারে যজ্ঞের আয়োজন করিতে লাগিলেন।১৫-২৪

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের আদিকাণ্ডে অষ্টত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ঊনচত্বারিংশঃ সর্গঃ

[ইন্দ্রেণ যজ্ঞাশ্বস্য হরণম্, সগরপুত্রৈঃ পৃথিব্যাঃ সর্বত্রান্বেষণম্, দেবগণেন ব্রহ্মণঃ সমীপে তদ্বৃত্তান্তস্য বর্ণনঞ্চ ।]

বিশ্বামিত্রবচঃ শ্রুত্বা কথান্তে রঘুনন্দনঃ ।
উবাচ পরমপ্রীতো মুনিং দীপ্তমিবানলম্ ॥১
শ্রোতুমিচ্ছামি ভদ্রং তে বিস্তরেণ কথামিমাম্ ।
পূর্বজো মে কথং ব্রহ্মন্ যজ্ঞং বৈ সমুপাহরৎ (ক) ॥২
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা কৌতূহলসমন্বিতঃ ।
বিশ্বামিত্রস্তু কাকুৎস্থমুবাচ প্রহসন্নিব ॥৩
শ্রূয়তাং বিস্তরো রাম সগরস্য মহাত্মনঃ ।
শঙ্করশ্বশুরো নাম্না হিমবানিতি বিশ্রুতঃ ॥৪
বিন্ধ্যপর্বতমাসাদ্য নিরীক্ষেতে পরস্পরম্ ।
তয়োর্মধ্যে সমভবদ্ যজ্ঞঃ স পুরুষোত্তম ॥৫
স হি দেশো নরব্যাঘ্র প্রশস্তো যজ্ঞকর্মণি ।
তস্যাশ্চর্য্যাং তু কাকুৎস্থ দৃঢ়ধন্বা মহারথঃ ॥৬
অংশুমানকরোত্তাত সগরস্য মতে স্থিতঃ ।
তস্য পর্বণি তং যজ্ঞং যজমানস্য বাসবঃ ॥৭
রাক্ষসীং তনুমাস্থায় যজ্ঞিয়াশ্বমপাহরৎ ।
হ্রিয়মাণে তু কাকুৎস্থ তস্মিন্নশ্বে মহাত্মনঃ ॥৮
উপাধ্যায়গণাঃ সর্বে যজমানমথাব্রুবন্ ।
অয়ং পর্বণি বেগেন যজ্ঞিয়াশ্বোঽপনীয়তে ॥৯
হর্তারং জহি কাকুৎস্থ হয়শ্চৈবোপনীয়তাম্ ।
যজ্ঞচ্ছিদ্রং ভবত্যেতৎ সর্বেষামশিবায় নঃ ॥১০

ঊনচত্বারিংশ সর্গ

[ইন্দ্র কর্তৃক সগররাজার যজ্ঞীয় অশ্বের অপহরণ, সগরপুত্র দ্বারা সমস্ত পৃথিবী অন্বেষণ ও দেবগণকর্তৃক ব্রহ্মার নিকট সমস্ত সংবাদ বর্ণন ।]

রঘুনন্দন রাম বিশ্বামিত্রের বাক্য শুনিয়া অতিশয় প্রীত হইলেন এবং কথাশেষে প্রজ্বলিত অগ্নিতুল্য মুনিকে বলিলেন,—ব্রহ্মন্ ! আমার পূর্বপুরুষ মহারাজ সগর কিভাবে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহা আমি বিস্তৃতরূপে শুনিতে ইচ্ছা করি। আপনার মঙ্গল হউক ।১-২

রামের এইরূপ বাক্য শুনিয়া বিশ্বামিত্রও কৌতূহল-সমন্বিত হইলেন এবং সাধারণ লোকের মত রামেরও নিজবংশ প্রীতি দেখিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—রাম ! মহাত্মা সগরের যজ্ঞানুষ্ঠানের কথা বিস্তৃতভাবে শ্রবণ কর। মহাদেবের শ্বশুর হিমালয়নামে বিখ্যাত পর্বত বিন্ধ্যপর্বতের সমান উচ্চতা লাভ করিয়াছে। সেইজন্য তাহারা পরস্পর পরস্পরকে অবলোকন করিয়া থাকে। নরোত্তম ! এই দুই পর্বতের মধ্যবর্তী স্থানে সগরের যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। নরশ্রেষ্ঠ ! কাকুৎস্থ ! যাগানুষ্ঠানের জন্য ঐ দেশ প্রশস্ত। মহাধনুর্ধর মহারথ অংশুমান্ সগরের অনুগত ছিলেন বলিয়া অশ্বমেধযজ্ঞের অশ্বের রক্ষকরূপে অনুগমন করিলেন। যজ্ঞানুষ্ঠাতা মহারাজ সগরের অনুষ্ঠানক্রমে অশ্বের আলম্ভন (বলিদান) দিবস উপস্থিত হইল। ঐ দিবসে আলম্ভনের পূর্বে ইন্দ্র রাক্ষসমূর্তি ধারণ করিয়া যজ্ঞস্থল হইতে যজ্ঞীয় অশ্বটিকে অপহরণ করিলেন। কাকুৎস্থ ! মহাত্মা সগরের যজ্ঞীয় অশ্ব অপহৃত হইল দেখিয়া উপাধ্যায়গণ সকলে যজমান সগরকে বলিলেন,—আজ অশ্বালম্ভনদিনে যজ্ঞীয় অশ্ব অপহৃত হইয়াছে। কাকুৎস্থ সগর ! ঐ অশ্বহরণকারীকে নিহত কর এবং অশ্বটিকে সত্বর আনয়ন কর। অশ্বের অভাবে যজ্ঞের অঙ্গহানি হইতেছে, ইহাতে আমাদের সকলের অশুভ হইবে ।৩-১০

রাজন্ ! যাহাতে যজ্ঞানুষ্ঠান দোষহীন হয়, আপনি সেইরূপ ব্যবস্থা করুন। উপাধ্যায়গণের এইরূপ বচন শুনিয়া মহারাজ সগর ঐ সভাতেই ষষ্টিসহস্র পুত্রকে বলিলেন,—পুত্রগণ ! তোমরা সকলেই শ্রেষ্ঠপুরুষ। এই যজ্ঞস্থলে রাক্ষসের আগমনের কোন সম্ভাবনা আমি দেখিতেছি না, যেহেতু মন্ত্রপূত মহাভাগ ঋত্বিক্‌সকল এই অশ্বমেধ মহাযজ্ঞ সম্পন্ন করিতেছেন। অতএব

পাঠান্তরঃ—(ক) যজ্ঞং বৈ সমুপাহরন্ ।

তত্তথা ক্রিয়তাং রাজন্ যজ্ঞোঽচ্ছিদ্রঃ কৃতো ভবেৎ।
সোপাধ্যায়বচঃ শ্রুত্বা তস্মিন্ সদসি পার্থিবঃ ॥১১
ষষ্টিঃ পুত্রসহস্রাণি বাক্যমেতদুবাচ হ।
গতিং পুত্রা ন পশ্যামি রক্ষসাং পুরুষর্ষভাঃ ॥১২
মন্ত্রপূতৈর্মহাভাগৈরাস্থিতোঽপি মহাক্রতুঃ।
তদ্গচ্ছথ বিচিন্বধ্বং পুত্রকা ভদ্রমস্তু বঃ ॥১৩
সমুদ্রমালিনীং সর্বাং পৃথিবীমনুগচ্ছথ।
একৈকং যোজনং পুত্রা বিস্তারমভিগচ্ছথ ॥১৪
যাবত্তুরগসন্দর্শস্তাবৎ খনত মেদিনীম্।
তমেব হয়হর্তারং মার্গমাণা মমাজ্ঞয়া ॥১৫
দীক্ষিতঃ পৌত্রসহিতঃ সোপাধ্যায়গণস্ত্বহম্।
ইহ স্থাস্যামি ভদ্রং বো যাবত্তুরগদর্শনম্ ॥১৬
তে সর্বে হৃষ্টমনসো রাজপুত্রা মহাবলাঃ।
জগ্মুর্মহীতলং রাম পিতুর্বচনযন্ত্রিতাঃ ॥১৭
গত্বা তু পৃথিবীং সর্বামদৃষ্ট্বা তং মহাবলাঃ* ॥
যোজনায়ামবিস্তারমেকৈকো ধরণীতলম্।
বিভিদুঃ পুরুষব্যাঘ্রা বজ্রস্পর্শসমৈর্ভুজৈঃ ॥১৮
শূলৈরশনিকল্পৈশ্চ হলৈশ্চাপি সুদারুণৈঃ।
ভিদ্যমানা বসুমতী ননাদ রঘুনন্দন ॥১৯
নাগানাং বধ্যমানানামসুরাণাঞ্চ রাঘব।
রাক্ষসানাং দুরাধর্ষং সত্ত্বানাং নিনদোঽভবৎ ॥২০
যোজনানাং সহস্রাণি ষষ্টিস্তু রঘুনন্দন।
বিভিদুর্ধরণীং রাম রসাতলমনুত্তমম্ ॥২১
এবং পর্বতসম্বাধং জম্বুদ্বীপং নৃপাত্মজাঃ।
খনন্তো নৃপশার্দূল সর্বতঃ পরিচক্রমুঃ ॥২২
ততো দেবাঃ সগন্ধর্বাঃ সাসুরাঃ সহপন্নগাঃ।
সম্ভ্রান্তমনসঃ সর্বে পিতামহমুপাগমন্ ॥২৩

তোমরা যাও, অশ্বহরণকারীকে অন্বেষণ কর। তোমাদের মঙ্গল হউক।১১-১৩

পুত্রগণ! তোমরা আমার আদেশে অশ্বটির অনুসন্ধান করিতে করিতে সমুদ্রবেষ্টিত সম্পূর্ণ ভূমণ্ডল ভ্রমণ কর। একযোজনস্থানে বিশেষভাবে অন্বেষণ করিয়া যোজনান্তরে অন্বেষণ করিবে। এইভাবে অগ্রসর হইয়াও যদি অশ্বকে না দেখিতে পাও, তাহা হইলে যতক্ষণ অশ্বকে না দেখিবে ততক্ষণ পৃথিবীকে খনন করিতে থাকিবে। আমি যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়াছি। যতক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ অশ্বকে দেখিতে না পাই, ততক্ষণ পর্য্যন্ত পৌত্রগণ ও উপাধ্যায়গণের সহিত এই স্থানেই অপেক্ষা করিয়া রহিতেছি।১৪-১৬

বিশ্বামিত্র বলিলেন,—রাম! মহাবলবান্ রাজপুত্রগণ পিতার বচনে অতিশয় হৃষ্ট হইলেন এবং তাঁহার নির্দেশমত ভূমণ্ডল ভ্রমণে গমন করিলেন। সম্পূর্ণ ভূমণ্ডল ভ্রমণ করিয়াও অশ্বের অপহরণকারীকে যখন তাঁহারা পাইলেন না, তখন রসাতলে অন্বেষণের জন্য প্রত্যেকে একযোজনবিস্তীর্ণ ভূভাগকে বজ্রতুল্যকঠিন বাহু দ্বারা খনন করিতে লাগিলেন। রঘুনন্দন! বজ্রসম সুদারুণ শূল ও হলের দ্বারা বিদীর্ণ হইয়া ভূমি আর্তনাদ করিতে লাগিল। রাঘব! পৃথিবীখননসময়ে তীক্ষ্ণ অস্ত্রে ম্রিয়মাণ নাগ, অসুর, রাক্ষস ও অন্যান্য প্রাণীগণের বিকট শব্দ উত্থিত হইল। রাম! সগরপুত্রগণ অশ্বের জন্য ষষ্টিসহস্রযোজন পরিমিত ভূমিকে সুন্দর রসাতল পর্য্যন্ত খনন করিয়া ফেলিলেন। নরশ্রেষ্ঠ! রাজপুত্রগণ এই ভাবে পর্বতসঙ্কুল সমগ্র জম্বুদ্বীপ খনন করিয়া সর্বত্র অশ্বের জন্য ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।১৭-২২

তখন দেবতা, গন্ধর্ব, অসুর ও নাগগণ মিলিত হইয়া বিহ্বলচিত্তে পিতামহ ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন। অতিশয়ভীত বিষণ্ণবদন দেব, গন্ধর্ব প্রভৃতি সকলে তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া বলিলেন,—ভগবন্! সগরের পুত্রগণ সমগ্র পৃথিবীকে খনন করিতেছে এবং তজ্জন্য বৃহৎশরীরধারী অনেক জলচর আদি প্রাণী নিহত

---

* পুস্তকবিশেষে এই শ্লোকার্ধটি দেখা যায় না—

তে প্রসাদ্য মহাত্মানং বিষণ্ণবদনাস্তদা।
উচুঃ পরমসন্ত্রস্তাঃ পিতামহমিদং বচঃ ॥২৪
ভগবন্ পৃথিবী সর্বা খন্যতে সগরাত্মজৈঃ।
বহবশ্চ মহাত্মানো বধ্যন্তে জলচারিণঃ ॥২৫
অয়ং যজ্ঞহরোঽস্মাকমনেনাশ্বোঽপনীয়তে।
ইতি তে সর্বভূতানি হিংসন্তি সগরাত্মজাঃ ॥২৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে একোনচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥৩৯

হইতেছে। এই প্রাণীই আমাদের যজ্ঞনাশকারী এবং অশ্বের অপহরণও ইহারই কার্য্য—এইরূপ মনে করিয়া তাহারা সমস্ত প্রাণীকে নিহত করিতেছে। ২৩-২৬

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডে একোনচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

চত্বারিংশঃ সর্গঃ

[সগরপুত্রাণাং যজ্ঞীয়াশ্বান্বেষণং, কপিলদেবস্য ক্রোধবহ্নিনা তেষাং বিনাশশ্চ।]

দেবতানাং বচঃ শ্রুত্বা ভগবান্ বৈ পিতামহঃ।
প্রত্যুবাচ সুসন্ত্রস্তান্ কৃতান্তবলমোহিতান্ ॥১
যস্যেয়ং বসুধা কৃৎস্না বাসুদেবস্য ধীমতঃ।
মহিষী মাধবস্যৈষা স এষ ভগবান্ প্রভুঃ ॥২
কাপিলং (ক) রূপমাস্থায় ধারয়ত্যনিশং ধরাম্।
তস্য কোপাগ্নিনা দগ্ধা ভবিষ্যন্তি নৃপাত্মজাঃ ॥৩
পৃথিব্যাশ্চাপি নির্ভেদো দৃষ্ট এব সনাতনঃ।
সগরস্য চ পুত্রাণাং বিনাশো দীর্ঘদর্শিনাম্ ॥৪
পিতামহবচঃ শ্রুত্বা ত্রয়স্ত্রিংশদরিন্দমাঃ।
দেবাঃ পরমসংহৃষ্টাঃ পুনর্জগ্মুর্যথাগতম্ ॥৫
সগরস্য চ পুত্রাণাং প্রাদুরাসীন্মহাস্বনঃ।
পৃথিব্যাং ভিদ্যমানায়াং নির্ঘাতসমনিঃস্বনঃ ॥৬
ততো ভিত্ত্বা মহীং সর্বাং কৃত্বা চাপি প্রদক্ষিণম্।
সহিতাঃ সাগরাঃ সর্বে পিতরং বাক্যমব্রুবন্ ॥৭
পরিক্রান্তা মহী সর্বা সত্ত্ববন্তশ্চ সূদিতাঃ।
দেব-দানব-রক্ষাংসি পিশাচোরগ-পন্নগাঃ ॥৮

চত্বারিংশ সর্গ

[সগরপুত্রগণ কর্তৃক যজ্ঞীয় অশ্বের অন্বেষণ ও কপিলদেবের ক্রোধবহ্নিদ্বারা তাহার বিনাশ।]

ভগবান্ পিতামহ দেবতাগণের বচন শুনিলেন। অনন্তর বহু প্রাণীর সংহারক সগর পুত্রগণের শক্তিতে মোহিত ও অতিশয় ভয়প্রাপ্ত দেব গন্ধর্ব আদি সকলকে বলিলেন,—যে ধীমান্ বাসুদেবের পালিতা এই সমগ্র পৃথিবী; এই পৃথিবী সেই বাসুদেব-মাধবের মহিষী, সেই ভগবান্ই ইহার একমাত্র অধীশ্বর। তিনি কপিলমূর্তি ধারণ করিয়া সর্বদা এই ধরিত্রীকে ধারণ করিতেছেন। তাঁহার ক্রোধাগ্নিতে রাজপুত্রগণ দগ্ধ হইবে। এইভাবে পৃথিবীর বিদারণ প্রতিকল্পেই হওয়ায় ইহা অবশ্যম্ভাবী এবং কোপিলের কোপে সগরতনয়গণ বিনষ্ট হইবে—ইহাও দূরদর্শীদের সুবিদিত। ১-৪

পিতামহের বাক্য শুনিয়া শত্রুনাশকারী তেত্রিশজন দেবতা ও অন্যান্য সকলে অতিহৃষ্ট হইলেন এবং স্ব-স্থানে গমন করিলেন। ৫

এদিকে সগরপুত্রগণের পৃথিবীবিদারণ চলিতে থাকায় নির্ঘাততুল্য ভীষণ কোলাহল হইতে লাগিল। এইভাবে সমস্ত পৃথিবী খনন করিয়া তলদেশে অন্বেষণ করিতে করিতে সর্বত্র পরিভ্রমণ করিলেন, অবশেষে অকৃতকার্য্য হইয়া সগর পুত্রগণ সকলেই পিতার নিকট ফিরিয়া

পাঠান্তর:—(ক) কপিলং—।

ন চ পশ্যামহেঽশ্বং তে (ক) অশ্বহর্ত্তারমেব চ।
কিং করিষ্যাম ভদ্রং তে বুদ্ধিরত্র বিচার্য্যতাম্ ॥৯
তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা পুত্রাণাং রাজসত্তমঃ।
সমন্যুরব্রবীদ্ বাক্যং সগরো রঘুনন্দন ॥১০
ভূয়ঃ খনত ভদ্রং বো বিভেদ্য বসুধাতলম্ (খ)।
অশ্বহর্ত্তারমাসাদ্য কৃতার্থাশ্চ নিবর্তত ॥১১
পিতুর্বচনমাসাদ্য সগরস্য মহাত্মনঃ।
ষষ্টিঃ পুত্রসহস্রাণি রসাতলমভিদ্রবন্ ॥১২
খন্যমানে ততস্তস্মিন্ দদৃশুঃ পর্বতোপমম্।
দিশাগজং বিরূপাক্ষং ধারয়ন্তং মহীতলম্ ॥১৩
সপর্বতবনাং কৃৎস্নাং পৃথিবীং রঘুনন্দন।
ধারয়ামাস শিরসা বিরূপাক্ষো মহাগজঃ ॥১৪

যদা পর্বণি কাকুৎস্থ বিশ্রামার্থং মহাগজঃ।
খেদাচ্চালয়তে শীর্ষং ভূমিকম্পস্তদা ভবেৎ ॥১৫
তে তং প্রদক্ষিণং কৃত্বা দিশাপালং মহাগজম্।
মানয়ন্তো হি তে রাম জগ্মুর্ভিত্ত্বা রসাতলম্ ॥১৬
ততঃ পূর্বাং দিশং ভিত্ত্বা দক্ষিণাং বিভিদুঃ পুনঃ।
দক্ষিণস্যামপি দিশি দদৃশুস্তে মহাগজম্ ॥১৭
মহাপদ্মং মহাত্মানং সুমহৎপর্বতোপমম্।
শিরসা ধারয়ন্তং গাং বিস্ময়ং জগ্মুরুত্তমম্ ॥১৮
তে তং প্রদক্ষিণং কৃত্বা সগরস্য মহাত্মনঃ।
ষষ্টিঃ পুত্রসহস্রাণি পশ্চিমাং বিভিদুর্দিশম্ ॥১৯
পশ্চিমায়ামপি দিশি মহান্তমচলোপমম্।
দিশাগজং সৌমনসং দদৃশুস্তে মহাবলাঃ ॥২০

আসিলেন এবং বলিলেন,—দেব, দানব, রাক্ষস, পিশাচ, উরগ, পন্নগ আদি বহুপ্রাণীর প্রাণনাশ করিয়াছি, কিন্তু আপনার যজ্ঞীয় অশ্ব ও অশ্বের অপহর্ত্তাকে দেখিতে পাই নাই। এখন আমরা কি করিব, তাহা চিন্তা করিয়া বলুন। আপনার মঙ্গল হউক। রঘুনন্দন! পুত্রগণের এইরূপ বাক্য শুনিয়া রাজশ্রেষ্ঠ সগর অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,—তোমরা পুনর্বার পৃথিবী খনন কর, পৃথিবী ভেদ করত অশ্বহর্ত্তাকে অন্বেষণ কর এবং তাহাকে প্রাপ্ত হইলে কৃতকার্য্য হইয়া ফিরিয়া আসিও। তোমাদের মঙ্গল হউক। মহাত্মা সগরের ষষ্টিসহস্র পুত্র পিতার আদেশ পাইয়া রসাতলের দিকে ধাবিত হইলেন।৬-১২

তারপর পৃথিবী খনন করিতে করিতে তাঁহারা পৃথিবীধারণকারী পর্বততুল্য বিরূপাক্ষনামক দিগ্‌হস্তীকে দেখিতে পাইলেন। ঐ বিরূপাক্ষ-মহাগজ নিজমস্তকে পর্বত ও অরণ্য সহিত সমগ্র ভূতলকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। যে সময় ঐ মহাগজ ক্লান্ত হইয়া বিশ্রামের জন্য মস্তক সঞ্চালন করে, সেই সময়ে ভূমিকম্প হইয়া থাকে।১৩-১৫

পাঠান্তর :—(ক) ন চ পশ্যামহেঽশ্বং তং—।
(খ) —নির্ভিন্ন বসুধাতলম্।

রাম! সগরতনয়গণ ঐ দিক্‌পাল মহাগজকে প্রদক্ষিণ ও সম্মান করিয়া পৃথিবীখননের ফলে রসাতলে উপস্থিত হইলেন। তারপর রসাতলেও পূর্বদিক্ ভেদ করিয়া দক্ষিণদিক্ ভেদ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা দক্ষিণদিকেও একটি মহাগজকে দেখিতে পাইলেন। সুবৃহৎপর্বততুল্য-বিশালদেহ পৃথিবীধারণকারী মহাপদ্ম নামক ঐ হস্তীকে দেখিয়া তাঁহারা অতিশয় বিস্ময়ান্বিত হইলেন। মহাত্মা সগরের পুত্রগণ ঐ মহাগজকে প্রদক্ষিণ করিয়া পশ্চিমদিক্ ভেদ করিতে লাগিলেন। বলবান্ রাজপুত্রগণ সেইদিকেও পর্বততুল্য বিশাল সৌমনস নামক দিগ্‌গজকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহারা ঐ হস্তীকে প্রদক্ষিণপূর্বক কুশলজিজ্ঞাসা করিয়া খনন করিতে করিতে উত্তরদিকে চলিলেন। রঘুশ্রেষ্ঠ! তাঁহারা উত্তরদিকেও তুষারশুভ্রসুন্দর শরীর দ্বারা এই ধরাকে ধারণকারী ভদ্রনামক মহাহস্তীকে দেখিতে পাইলেন। ঐ হস্তীকে স্পর্শ ও প্রদক্ষিণ করিয়া ষষ্টি-সহস্র সগরপুত্রেরা পৃথিবী খনন করিতে লাগিলেন। অনন্তর পূর্ব ও উত্তরদিকের মধ্যস্থিত ঈশাননামে বিখ্যাত দিকে গমন করিয়া তাঁহারা সকলে মিলিতভাবে

তে তং প্রদক্ষিণং কৃত্বা পৃষ্ট্বা চাপি নিরাময়ম্।
খনন্তঃ সমুপাক্রান্তা দিশং সোমবতীং তদা ॥২১
উত্তরস্যাং রঘুশ্রেষ্ঠ দদৃশুর্হিমপাণ্ডুরম্।
ভদ্রং ভদ্রেণ বপুষা ধারয়ন্তং মহীমিমাম্ ॥২২
সমালভ্য ততঃ সর্বে কৃত্বা চৈনং প্রদক্ষিণম্।
ষষ্টিঃ পুত্রসহস্রাণি বিভিদুর্বসুধাতলম্ ॥২৩
ততঃ প্রাগুত্তরাং গত্বা সাগরাঃ প্রথিতাং দিশম্।
রোষাদভ্যখনন্ সর্বে পৃথিবীং সগরাত্মজাঃ ॥২৪
তে তু সর্বে মহাত্মানো ভীমবেগা মহাবলাঃ।
দদৃশুঃ কপিলং তত্র বাসুদেবং সনাতনম্ ॥২৫
হয়ঞ্চ তস্য দেবস্য চরন্তমবিদূরতঃ।
প্রহর্ষমতুলং প্রাপ্তাঃ সর্বে তে রঘুনন্দন ॥২৬

তে তং যজ্ঞহনং জ্ঞাত্বা ক্রোধপর্য্যাকুলেক্ষণাঃ।
খনিত্র-লাঙ্গলধরা নানাবৃক্ষ-শিলাধরাঃ ॥২৭
অভ্যধাবন্ত সংক্রুদ্ধাস্তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাব্রুবন্।
অস্মাকং ত্বং হি তুরগং যজ্ঞিয়ং হৃতবানসি ॥২৮
দুর্মেধস্ত্বং হি সংপ্রাপ্তান্ বিদ্ধি নঃ সগরাত্মজান্।
শ্রুত্বা তদ্বচনং তেষাং কপিলো রঘুনন্দন ॥২৯
রোষেণ মহতাবিষ্টো হুঙ্কারমকরোত্তদা।
ততস্তেনাপ্রমেয়েণ কপিলেন মহাত্মনা ॥
ভস্মরাশীকৃতাঃ সর্বে কাকুৎস্থ সগরাত্মজাঃ ॥৩০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে চত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥৪০

ক্রোধবশতঃ পৃথিবী খনন করিতে আরম্ভ করিলেন। ১৬-২৪

অতিবেগবান্, মহাবলশালী ও প্রযত্নযুক্ত রাজপুত্রগণ কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াই কপিলরূপী সনাতনবাসুদেবকে ও তাঁহার অনতিদূরে যজ্ঞীয় অশ্বটিকে বিচরণ করিতে দেখিয়া অতীব আনন্দ প্রাপ্ত হইলেন। রঘুনন্দন! তাঁহারা সকলে কপিলদেবকে যজ্ঞনাশকারী মনে করিয়া ক্রোধে রক্তচক্ষু হইলেন এবং খনিত্র, লাঙ্গল, নানাবিধ বৃক্ষ ও শিলা ধারণ করত অতিক্রোধে "তিষ্ঠ তিষ্ঠ" অর্থাৎ "থাম্ থাম্" বলিতে বলিতে ধাবিত হইলেন এবং কপিলের নিকটে যাইয়া বলিতে লাগিলেন, দুরাত্মন্! তুই আমাদের যজ্ঞের অশ্ব অপহরণ করিয়াছিস্। আমরা সগররাজার পুত্রেরা এখানে উপস্থিত হইয়াছি, ইহা জানিয়া রাখ। রঘুনন্দন! সগরপুত্রগণের এইরূপ বচন শুনিয়া কপিলদেব অতিশয় ক্রোধান্বিত হইলেন এবং হুঙ্কার-গর্জন করিলেন। কাকুৎস্থ! অপরিমিত-শক্তি মহাত্মা কপিলের হুঙ্কারে মহারাজ সগরের ষষ্টি-সহস্র পুত্র ভস্মীভূত হইয়া গেলেন।২৫-৩০

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডে চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত

একচত্বারিংশঃ সর্গঃ

[রাজ্ঞা সগরেণ প্রেষিতস্যাংশুমতো যজ্ঞীয়াশ্বানয়নম্, পিতৄণাং নিধনবার্তাজ্ঞাপনঞ্চ]

পুত্রাংশ্চিরগতান্ জ্ঞাত্বা সগরো রঘুনন্দন।
নপ্তারমব্রবীদ্ রাজা দীপ্যমানং স্বতেজসা ॥১
শূরশ্চ কৃতবিদ্যশ্চ পূর্বৈস্তুল্যোঽসি তেজসা।
পিতৄণাং গতিমন্বিচ্ছ যেন চাশ্বোঽপবাহিতঃ ॥২
অন্তর্ভৌমানি সত্ত্বানি বীর্য্যবন্তি মহান্তি চ।
তেষাং তু প্রতিঘাতার্থং সাসিং গৃহ্ণীষ্ব কার্মুকম্ ॥৩
অভিবাদ্যাভিবাদ্যাংশ্চ হত্বা বিঘ্নকরানপি।
সিদ্ধার্থঃ সন্নিবর্ত্তস্ব মম যজ্ঞস্য পারগঃ ॥৪
এবমুক্তোংঽশুমান্ সম্যক্ সাগরেণ মহাত্মনা।
ধনুরাদায় খড়্গঞ্চ জগাম লঘুবিক্রমঃ ॥৫
স খাতং পিতৃভির্মার্গমন্তর্ভৌমং মহাত্মভিঃ।
প্রাপদ্যত নরশ্রেষ্ঠ তেন রাজ্ঞাভিচোদিতঃ ॥৬
দেব-দানব-রক্ষোভিঃ পিশাচ-পতগোরগৈঃ।
পূজ্যমানং মহাতেজা দিশাগজমপশ্যত ॥৭
স তং প্রদক্ষিণং কৃত্বা পৃষ্ট্বা চৈব নিরাময়ম্।
পিতৄন্ স পরিপপ্রচ্ছ বাজিহর্তারমেব চ ॥৮
দিশাগজস্তু তচ্ছ্রুত্বা প্রত্যুবাচ মহামতিঃ।
আসমঞ্জ কৃতার্থস্ত্বং সহাশ্বঃ শীঘ্রমেষ্যসি ॥৯
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা সর্বানেব দিশাগজান্।
যথাক্রমং যথান্যায়ং প্রষ্টুং সমুপচক্রমে ॥১০

একচত্বারিংশ সর্গ।

[সাগররাজ কর্তৃক প্রেষিত অংশুমানের যজ্ঞীয়াশ্ব আনয়ন ও পিতৃগণের নিধনবার্তা জ্ঞাপন।]

রঘুনন্দন! এদিকে মহারাজ সগর বহুদিন অতীত হইলেও পুত্রগণকে ফিরিয়া আসিতে না দেখিয়া নিজ-তেজে দীপ্যমান অংশুমান্-নামক নিজপৌত্রকে বলিলেন, বৎস! তুমি বীর ও ধনুর্বিদ্যাবিশারদ, তেজস্বিতায় পূর্বপুরুষগণের তুল্য। অতএব পিতৃব্যগণের ও যজ্ঞীয় অশ্বের অপহরণকারীর অনুসন্ধান কর। পৃথিবীগর্ভে যেসকল বলবান্ বিশাল প্রাণী আছে, তাহাদের বিনাশের জন্য খড়্গ ও ধনুর্বাণ্ সঙ্গে লও। প্রণম্যগণকে প্রণাম করিয়া এবং বিঘ্নকারীদিগকে নিহত করিয়া কৃতকার্য্য হওয়ার পর প্রতিনিবৃত্ত হও। তুমিই আমার যজ্ঞের সমাপ্তি করিতে সমর্থ। মহাত্মা সগর এইরূপ বলিলে পর দ্রুতগতি অংশুমান্ ধনু ও খড়্গ লইয়া গমন করিলেন। সগররাজার প্রেরণায় অগ্রসর হইয়া শক্তিমান্ পিতৃব্যগণ কর্তৃক নির্মিত ভূগর্ভস্থিত একটি পথ দেখিতে পাইলেন। ঐ পথে যাইতে যাইতে মহাতেজস্বী অংশুমান্ দেব, দানব, রাক্ষস, পিশাচ, পক্ষী ও উরগগণ পূজ্যমান একটি দিগ্‌গজকে দেখিলেন।১-৭

হস্তীকে দেখিয়া অংশুমান্ তাঁহাকে প্রদক্ষিণ ও কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন অনন্তর পিতৃব্যগণের ও অশ্বাপহারীর সংবাদ জানিতে চাহিলেন। মহামতি দিগ্‌গজ অংশুমানের বাক্য শুনিয়া বলিলেন,—অসমঞ্জ-পুত্র! তুমি কৃতকার্য্য হইয়া অশ্বের সহিত শীঘ্রই প্রতিনিবৃত্ত হইবে। ঐ হস্তীর বচন শ্রবণ করিয়া অংশুমান্ যথাক্রমে যথারীতি সকল দিগ্ হস্তীতেই জিজ্ঞাসা করিলেন। বাক্যনিপুণ পরচিত্তজ্ঞাতা দিক্‌পাল সকল হস্তীই বলিলেন, তুমি সম্মানিত হইয়া অশ্বের সহিত ফিরিয়া আসিবে।৮-১১

দিগ্‌হস্তীদিগের বচন শুনিয়া দ্রুতগামী অংশুমান্ যেস্থানে সগরপুত্র পিতৃব্যগণ ভস্মরাশিতে পরিণত হইয়া রহিয়াছেন, সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন। তথায় পিতৃব্যগণের নিধনবার্তা শুনিয়া অসমঞ্জপুত্র অংশুমান্ অতিশয় দুঃখে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন এবং অত্যন্ত আর্ত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন। শোকে ও দুঃখে অভিভূত হইয়া নরোত্তম অংশুমান্ অল্পদূরে বিচরণরত যজ্ঞীয় অশ্বটিকেও দেখিতে পাইলেন।১২-১৪

অনন্তর অংশুমান্ সগর রাজার পুত্রগণের উদ্দেশ্যে জলাঞ্জলির দ্বারা তর্পণ করিতে ইচ্ছুক হইলেন, কিন্তু

তৈশ্চ সর্বৈর্দিশাপালৈর্বাক্যজ্ঞৈর্বাক্যকোবিদৈঃ।
পূজিতঃ সহয়শ্চৈবাগন্তাসীত্যভিচোদিতঃ ॥১১
তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা জগাম লঘুবিক্রমঃ।
ভস্মারাশীকৃতা যত্র পিতরস্তস্য সাগরাঃ ॥১২
স দুঃখবশমাপন্নস্ত্বসমঞ্জসুতস্তদা।
চুক্রোশ পরমার্তস্তু বধাত্তেষাং সুদুঃখিতঃ ॥১৩
যজ্ঞিয়ঞ্চ হয়ং তত্র চরন্তমবিদূরতঃ।
দদর্শ পুরুষব্যাঘ্রো দুঃখ-শোকসমন্বিতঃ ॥১৪
স তেষাং রাজপুত্রাণাং কর্তুকামো জলক্রিয়াম্।
স জলার্থী মহাতেজা ন চাপশ্যজ্জলাশয়ম্ ॥১৫
বিসার্য্য নিপুণাং দৃষ্টিং ততোহপশ্যৎ খগাধিপম্।
পিতৃণাং মাতুলং রাম সুপর্ণমনিলোপমম্ ॥১৬
স চৈনমব্রবীদ্ বাক্যং বৈনতেয়ো মহাবলঃ।
মা শুচঃ পুরুষব্যাঘ্র বধোহয়ং লোকসম্মতঃ ॥১৭
কপিলেনাপ্রমেয়েণ দগ্ধা হীমে মহাবলাঃ।
সলিলং নার্হসি প্রাজ্ঞ দাতুমেষাং হি লৌকিকম্ ॥১৮
গঙ্গা হিমবতো জ্যেষ্ঠা দুহিতা পুরুষর্ষভ।
তস্যাং কুরু মহাবাহো পিতৃণাং সলিলক্রিয়াম্ ॥১৯
ভস্মরাশীকৃতানেতান্ প্লাবয়েল্লোকপাবনী।
তয়া ক্লিন্নমিদং ভস্ম গঙ্গয়া লোককান্তয়া
ষষ্টিং পুত্রসহস্রাণি স্বর্গলোকং গমিষ্যতি ॥২০
নির্গচ্ছাশ্বং মহাভাগ সংগৃহ্য পুরুষর্ষভ।
যজ্ঞং পৈতামহং বীর নির্বর্তয়িতুমর্হসি ॥২১
সুপর্ণবচনং শ্রুত্বা সোঽংশুমানতিবীর্য্যবান্।
ত্বরিতং হয়মাদায় পুনরায়াম্মহাতপাঃ ॥২২
ততো রাজানমাসাদ্য দীক্ষিতং রঘুনন্দন।
ন্যবেদয়দ্ যথা বৃত্তং সুপর্ণবচনং তথা ॥২৩
তচ্ছ্রুত্বা ঘোরসঙ্কাশং বাক্যমংশুমতো নৃপঃ।
যজ্ঞং নির্বর্তয়ামাস যথাকল্পং যথাবিধি ॥২৪
স্বপুরং ত্বগমচ্ছ্রীমানিষ্টযজ্ঞো মহীপতিঃ।
গঙ্গায়াশ্চাগমে রাজা নিশ্চয়ং নাধ্যগচ্ছত ॥২৫
অগত্বা নিশ্চয়ং রাজা কালেন মহতা মহান্।
ত্রিংশদ্বর্ষসহস্রাণি রাজ্যং কৃত্বা দিবং গতঃ ॥২৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে একচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥৪১

জল অন্বেষণ করিতে যাইয়া সেইস্থানে কোন জলাশয় দেখিতে পাইলেন না। রাম! চতুর্দিকে নিপুণ দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া তিনি গরুড়কে দেখিতে পাইলেন। এই পক্ষিরাজ বায়ুতুল্যবেগবান্ এবং পিতৃব্যগণের মাতুল। মহাবলবান্ বিনতানন্দন গরুড় অংশুমানের নিকট আসিয়া বলিলেন,—নরশ্রেষ্ঠ! তুমি পিতৃব্যগণের নিধনে শোক করিও না। সগরপুত্রগণের বিনাশ সকললোকের হিতকর হইয়াছে। অপরিমিতশক্তি-সম্পন্ন কপিলকর্তৃক মহাবলশালী রাজপুত্রগণ ভস্মীভূত হইয়াছে। বৎস! তুমি প্রাজ্ঞ, নিজপিতৃব্যগণকে তৃপ্ত করিতে সাধারণ জল দেওয়া তোমার উচিত হইবে না। নরশ্রেষ্ঠ! গঙ্গা হিমালয়পর্বতের জ্যেষ্ঠা কন্যা। মহাবীর! তুমি ঐ গঙ্গাতেই পিতৃব্যগণের তর্পণক্রিয়া সম্পন্ন কর। সর্বলোকপাবনী গঙ্গা যদি ভস্মীভূত রাজপুত্রগণকে প্লাবিত করেন, তাহা হইলে সকললোক-কাম্যা ঐ গঙ্গার দ্বারা তোমার পিতৃব্যগণের ভস্ম সিক্ত হইবে। বৎস! তাহার ফলে ষষ্টিসহস্র সগরপুত্র স্বর্গলোকে গমন করিবে।১৫-২০

নরশ্রেষ্ঠ! তুমি মহাভাগ্যবান্। তুমি অশ্বটিকে লইয়া প্রতিনিবৃত্ত হও। বীর! পিতামহের যজ্ঞ সম্পন্ন করা তোমার কর্তব্য। অতিশয় বীর্য্যবান্ অংশুমান গরুড়ের বচন শুনিয়া অশ্বকে গ্রহণ করিলেন এবং সত্বর যজ্ঞস্থলে ফিরিয়া আসিলেন। রঘুনন্দন! অংশুমান্ ব্রতী সগরের নিকট উপস্থিত হইয়া পিতৃব্যগণের সংবাদ ও গরুড়ের কথা নিবেদন করিলেন। মহারাজ সগর অংশুমানের নিকট ঐরূপ নিদারুণ বচন শুনিলেন, তারপর বিধিমত ক্রমানুসারে অশ্বমেধযজ্ঞ সমাপ্ত করিলেন। মহীপতি সগর যজ্ঞশেষ করিয়া অযোধ্যা-পুরীতে গমন করিলেন, কিন্তু গঙ্গার আনয়নের কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিলেন না। বহুদিন যাবৎ চিন্তা করিয়াও কোন উপায় স্থির করিতে না পারিয়া মহারাজ সগর ত্রিংশৎসহস্র (ত্রিশহাজার) বৎসর কাল রাজ্যপালন করিয়া স্বর্গলোকে গমন করিলেন।২১-২৬

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডে একচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

দ্বিচত্বারিংশঃ সর্গঃ

[গঙ্গায়ৈ অংশুমদ্-ভগীরথয়োস্তপশ্চরণম্, ব্রহ্মণা ভগীরথায় বরদানম্, গঙ্গায়া ধারণার্থং শঙ্করস্যাঙ্গীকারায় উপদেশঃ।]

কালধর্মং গতে রাম সগরে প্রকৃতীজনাঃ।
রাজানং রোচয়ামাসুরংশুমন্তং সুধার্মিকম্ ॥১
স রাজা সুমহানাসীদংশুমান্ রঘুনন্দন।
তস্য পুত্রো মহানাসীদ্দিলীপ ইতি বিশ্রুতঃ ॥২
তস্মৈ রাজ্যং সমাদিশ্য দিলীপে রঘুনন্দন।
হিমবচ্ছিখরে রম্যে তপস্তেপে সুদারুণম্ ॥৩
দ্বাত্রিংশচ্ছতসাহস্রং বর্ষাণি সুমহাযশাঃ।
তপোবনগতো রাজা স্বর্গং লেভে তপোধনঃ ॥৪
দিলীপস্তু মহাতেজাঃ শ্রুত্বা পৈতামহং বধম্।
দুঃখোপহতয়া বুদ্ধ্যা নিশ্চয়ং নাধ্যগচ্ছত ॥৫
কথং গঙ্গাবতরণং কথং তেষাং জলক্রিয়া।
তারয়েয়ং কথং চৈতানিতি চিন্তাপরোঽভবৎ ॥৬
তস্য চিন্তয়তো নিত্যং ধর্মেণ বিদিতাত্মনঃ।
পুত্রো ভগীরথো নাম জজ্ঞে পরমধার্মিকঃ ॥৭
দিলীপস্তু মহাতেজা যজ্ঞৈর্বহুভিরিষ্টবান্।
ত্রিংশদ্বর্ষসহস্রাণি রাজা রাজ্যমকারয়ৎ ॥৮
অগত্বা নিশ্চয়ং রাজা তেষামুদ্ধরণং প্রতি।
ব্যাধিনা নরশার্দূল কালধর্মমুপেয়িবান্ ॥৯
ইন্দ্রলোকং গতো রাজা স্বার্জিতেনৈব কর্মণা।
রাজ্যে ভগীরথং পুত্রমভিষিচ্য নরর্ষভঃ ॥১০
ভগীরথস্তু রাজর্ষির্ধার্মিকো রঘুনন্দন।
অনপত্যো মহারাজঃ প্রজাকামঃ স চ প্রজাঃ ॥১১
মন্ত্রিষ্বাধায় তদ্রাজ্যং গঙ্গাবতরণে রতঃ।
তপো দীর্ঘং সমাতিষ্ঠদ্ গোকর্ণে রঘুনন্দন ॥১২

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ।

[গঙ্গা আনয়নের জন্য অংশুমান্ ও ভগীরথের তপস্যা, ব্রহ্মাকর্তৃক ভগীরথকে বরদান ও গঙ্গার পতনবেগ ধারণ করিবার জন্য মহাদেবের প্রতিশ্রুতিগ্রহণের উপদেশ।]

মহারাজ সগর কালধর্ম অর্থাৎ মৃত্যু প্রাপ্ত হইলে পর প্রজাবর্গ অতিধার্মিক অংশুমান্‌কে রাজা করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল। রঘুনন্দন! সেই অংশুমান্ অতি-মহৎ রাজা ছিলেন। অংশুমানের পুত্র মহাত্মা দিলীপও বিখ্যাত হইয়াছিলেন। রাঘব! অংশুমান্ দিলীপের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া হিমালয়ের সুরম্য শিখরে কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। মহাকীর্তিমান্ তপস্বী অংশুমান্ তপোবনে বাস করিয়া দ্বাত্রিংশ (বত্রিশ) লক্ষবৎসর যাবৎ তপস্যা করিলেন এবং তারপর স্বর্গলোকে গমন করিলেন।১-৪

মহাতেজস্বী দিলীপ পিতামহগণের বিনাশবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া দুঃখে অভিভূত হইলেন, কিন্তু বিহ্বলমনে কোন উপায় স্থির করিতে পারিলেন না। গঙ্গার অবতরণ কিরূপে হইবে? কিরূপেই বা পিতৃপুরুষগণের তর্পণ হইবে? কি উপায়ে ইঁহাদের উদ্ধারসাধন করিতে পারিব—এই চিন্তায় তিনি তন্ময় হইয়া পড়িলেন। এইভাবে সদা চিন্তাপরায়ণ পরমধার্মিক দিলীপের ভগীরথনামে একটি ধর্মপরায়ণ পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। মহাতেজা দিলীপ বহুযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন এবং ত্রিংশৎসহস্র (ত্রিশহাজার) বৎসর রাজ্য-পালন করিয়াছিলেন।৫-৮

নরোত্তম রাম! রাজা দিলীপ নিজ পূর্বপুরুষগণের উদ্ধারের কোন উপায় করিতে না পারিয়া ব্যাধির আক্রমণে কালধর্ম অর্থাৎ মৃত্যু প্রাপ্ত হইলেন। নরশ্রেষ্ঠ রাজা দিলীপ নিজপুত্র ভগীরথকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া স্বোপার্জিত কর্মের দ্বারা ইন্দ্রলোকে গমন করিলেন।৯-১০

রঘুনন্দন! রাজর্ষি ভগীরথ পরমধার্মিক ছিলেন, কিন্তু সন্তানহীন হওয়ায় সন্তানকামনায় তিনি মন্ত্রীদিগের উপর রাজ্যভার সমর্পণ করিলেন এবং গোকর্ণক্ষেত্রে যাইয়া পুত্রপ্রাপ্তি ও গঙ্গানয়নের উদ্দেশ্যে দীর্ঘকালানুষ্ঠেয় তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি ঊর্ধ্ববাহু হইয়া পঞ্চাগ্নিমধ্যে থাকিয়া তপশ্চরণ করিতেছিলেন,

ঊর্ধ্ববাহুঃ পঞ্চতপা মাসাহারো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
তস্য বর্ষসহস্রাণি ঘোরে তপসি তিষ্ঠতঃ ॥১৩
অতীতানি মহাবাহো তস্য রাজ্ঞো মহাত্মনঃ।
সুপ্রীতো ভগবান্ ব্রহ্মা প্রজানাং প্রভুরীশ্বরঃ ॥১৪
ততঃ সুরগণৈঃ সার্ধমুপাগম্য পিতামহঃ।
ভগীরথং মহাত্মানং তপ্যমানমথাব্রবীৎ ॥১৫
ভগীরথ মহারাজ প্রীতস্তেঽহং জনাধিপ।
তপসা চ সুতপ্তেন বরং বরয় সুব্রত ॥১৬
তমুবাচ মহাতেজাঃ সর্বলোকপিতামহম্।
ভগীরথো মহাবাহুঃ কৃতাঞ্জলিপুটঃ স্থিতঃ ॥১৭
যদি মে ভগবান্ প্রীতো যদ্যস্তি তপসঃ ফলম্।
সগরস্যাত্মজাঃ সর্বে মত্তঃ সলিলমাপ্নুয়ুঃ ॥১৮
গঙ্গায়াঃ সলিলক্লিন্নে ভস্মন্যেষাং মহাত্মনাম্।
স্বর্গং গচ্ছেয়ুরত্যন্তং সর্বে চ প্রপিতামহাঃ ॥১৯
দেব যাচে হ সন্তত্যৈ নাবসীদেৎ কুলঞ্চ নঃ।
ইক্ষ্বাকূণাং কুলে দেব এষ মেঽস্তু বরঃ পরঃ ॥২০
উক্তবাক্যং তু রাজানং সর্বলোকপিতামহঃ।
প্রত্যুবাচ শুভাং বাণীং মধুরাং মধুরাক্ষরাম্ ॥২১
মনোরথো মহানেষ ভগীরথ মহারথ।
এবং ভবতু ভদ্রং তে ইক্ষ্বাকুকুলবর্ধন ॥২২
ইয়ং হৈমবতী জ্যেষ্ঠা গঙ্গা হিমবতঃ সুতা।
তাং বৈ ধারয়িতুং রাজন্ হরস্তত্র নিযুজ্যতাম্ ॥২৩
গঙ্গায়াঃ পতনং রাজন্ পৃথিবী ন সহিষ্যতে।
তাং বৈ ধারয়িতুং রাজন্নান্যং পশ্যামি শূলিনঃ ॥২৪
তমেবমুক্ত্বা রাজানং গঙ্গাং চাভাষ্য লোককৃৎ।
জগাম ত্রিদিবং দেবৈঃ সর্বৈঃ সহ মরুদ্গণৈঃ ॥২৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে দ্বিচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥৪২

ইন্দ্রিয়সংযম করিবার জন্য মাসান্তে একবার আহার করিতে থাকেন। এইভাবে কঠোর তপস্যা করিতে করিতে তাঁহার সহস্রবৎসর অতিবাহিত হইল। অনন্তর লোকাধিপতি সর্বশক্তিমান্ ব্রহ্মা ভগীরথের তপস্যায় অতিশয় প্রীত হইলেন। তিনি অন্যান্য দেবতাগণের সহিত আসিয়া তপস্যারত মহাত্মা ভগীরথকে বলিলেন। ১১-১৫

মহারাজ ভগীরথ! তুমি সুব্রত ও জননায়ক। তোমার সুন্দরভাবে আচরিত তপস্যায় আমি প্রীত হইয়াছি। তুমি আমার নিকট বরপ্রার্থনা কর। মহাতেজস্বী ভগীরথ কৃতাঞ্জলি হইয়া সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মাকে বলিলেন,—ভগবান্ যদি আমার প্রতি প্রীত হইয়া থাকেন, যদি আমার তপস্যার ফল-সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে সগরপুত্রেরা সকলে আমার নিকট হইতে তর্পণজলাঞ্জলি লাভ করুন।১৬-১৮

ঐ মহাত্মাদিগের ভস্ম গঙ্গার সলিলের দ্বারা প্লাবিত হইলে আমার ঐ সকল পিতামহ অক্ষয় স্বর্গ প্রাপ্ত হইবেন। দেব! আমার দ্বিতীয় প্রার্থনা এই যে, আমি ইক্ষ্বাকুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, আমি সন্তানের জন্য প্রার্থনা করিতেছি—যেন আমার এই বংশ লুপ্ত না হয়। মহারাজ ভগীরথ এইরূপ বলিলে পর সর্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মা তাঁহাকে মঙ্গলজনক সুমধুর স্নিগ্ধবাক্য বলিলেন—মহাবীর! ভগীরথ! তুমি ইক্ষ্বাকুবংশের বৃদ্ধিকারী। তোমার মহতী মনোবাসনা পূর্ণ হউক, তোমার মঙ্গল হউক। হিমালয়সমীপস্থিতা তদীয় জ্যেষ্ঠা-কন্যা গঙ্গা। মর্তলোকে এই গঙ্গাকে ধারণ করিবার জন্য মহাদেবকে নিয়োজিত কর। রাজন্! গঙ্গার পতনের বেগ সহ্য করিতে পৃথিবী সক্ষম হইবে না। মহাদেব ভিন্ন অন্যকেহ তাহা ধারণ করিতে পারিবে বলিয়া মনে করিনা। মহারাজ ভগীরথকে এইরূপ বলিয়া এবং গঙ্গাকে রাজার প্রতি অনুগ্রহ করিতে নির্দেশ দান করিয়া সকলদেবতার সহিত ব্রহ্মা স্বর্গে গমন করিলেন।১৯-২৫

মহর্ষিবাল্মীকি প্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডে দ্বিচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ত্রিচত্বারিংশঃ সর্গঃ

[ভগীরথতপস্তুষ্টেন শিবেন গঙ্গায়া ধারণম্, গঙ্গায়া অহঙ্কারখণ্ডনম্, ততো বিন্দুসরোবরে নিক্ষেপণম্, গঙ্গায়াঃ সপ্তধারায়া বিবরণম্, জহ্নুসন্দেশঃ, ভগীরথস্য পূর্বপুরুষাণাং মুক্তিলাভশ্চ।]

দেবদেবে গতে তস্মিন্ সোঽঙ্গুষ্ঠাগ্রনিপীড়িতাম্।
কৃত্বা বসুমতীং রাম বৎসরং সমুপাসত ॥১

অথ সংবৎসরে পূর্ণে সর্বলোকনমস্কৃতঃ।
উমাপতিঃ পশুপতী রাজানমিদমব্রবীৎ ॥২

প্রীতস্তেঽহং নরশ্রেষ্ঠ করিষ্যামি তব প্রিয়ম্।
শিরসা ধারয়িষ্যামি শৈলরাজসুতামহম্ ॥৩

ততো হৈমবতী জ্যেষ্ঠা সর্বলোকনমস্কৃতা।
তদা সাতিমহদ্রূপং কৃত্বা বেগঞ্চ দুঃসহম্ ॥৪

আকাশাদপতদ্ রাম শিবে শিবশিরস্যুত।
অচিন্তয়চ্চ সা দেবী গঙ্গা পরমদুর্ধরা ॥৫

বিশাম্যহং হি পাতালং স্রোতসা গৃহ্য শঙ্করম্।
তস্যাবলেপনং (ক) জ্ঞাত্বা ক্রুদ্ধস্তু ভগবান্ হরঃ ॥৬

তিরোভাবয়িতুং বুদ্ধিং চক্রে ত্রিনয়নস্তদা।
সা তস্মিন্ পতিতা পুণ্যা পুণ্যে রুদ্রস্য মূর্ধনি ॥৭

হিমবৎপ্রতিমে রাম জটামণ্ডলগহ্বরে।
সা কথঞ্চিন্ মহীং গন্তুং নাশক্নোদ্ যত্নমাস্থিতা ॥৮

নৈব সা নির্গমং লেভে জটামণ্ডলমন্ততঃ।
তত্রৈবাবভ্রমদ্দেবী সংবৎসরগণান্ বহূন্ ॥৯

তামপশ্যৎ পুনস্তত্র তপঃ পরমমাস্থিতঃ।
স তেন তোষিতশ্চাসীদত্যন্তং রঘুনন্দন ॥১০

বিসসর্জ ততো গঙ্গাং হরো বিন্দুসরঃ প্রতি।
তস্যাং বিসৃজ্যমানায়াং সপ্ত স্রোতাংসি জজ্ঞিরে ॥১১

হ্লাদিনী পাবনী চৈব নলিনী চ তথৈব চ।
তিস্রঃ প্রাচীং দিশং জগ্মুর্গঙ্গাঃ শিবজলাঃ শুভাঃ ॥১২

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ

[ভগীরথের তপস্যায় তুষ্ট শিবকর্তৃক গঙ্গার পতনবেগ ধারণ, গঙ্গাদেবীর অহঙ্কার খণ্ডন, তারপর বিন্দুসরোবরে নিক্ষেপ, গঙ্গার সপ্ত ধারার বিবরণ, জহ্নুমুনির সংবাদ এবং ভগীরথের পূর্বপুরুষগণের মুক্তিলাভ।]

রাম! বরদান করিয়া ব্রহ্মা দেবলোকে গমন করিলে পর মহারাজ ভগীরথ পদাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা পৃথিবী স্পর্শ করিয়া একবৎসর শিবের আরাধনা করিলেন। একবৎসর পূর্ণ হইলে সর্বজনবন্দিত উমাপতি মহাদেব ভগীরথকে বলিলেন—নরশ্রেষ্ঠ! আমি তোমার প্রতি প্রীত হইয়াছি। তোমার প্রিয়কার্য্যের অনুষ্ঠান অবশ্যই করিব। আমি হিমালয়-কন্যা গঙ্গাকে মস্তকে ধারণ করিব। অনন্তর হিমালয়-নন্দিনী সর্বলোক-বন্দিতা গঙ্গা বৃহদ্দেহ ধারণ করিলেন এবং দুঃসহ বেগবতী হইয়া শোভাময় শিবমস্তকে নিপতিত হইলেন। অতিবেগবতী হওয়ায় গঙ্গাকে ধারণ করা সম্ভব নয়। শিবমস্তকে নিপতিত হইবার সময় গঙ্গা ভাবিলেন—আমি প্রবল স্রোতের দ্বারা শঙ্করকে ভাসাইয়া লইয়া পাতালে প্রবেশ করিব। ভগবান্ হর গঙ্গার অহঙ্কারের কথা বুঝিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন এবং ত্রিলোচন গঙ্গাকে নিজজটামধ্যে গোপন করিয়া রাখিতে সঙ্কল্প করিলেন। লোকপাবনী গঙ্গা পবিত্রতম হিমালয়সদৃশ শিবমস্তকে নিপতিত হইয়া জটাজূটরূপ গহ্বরে তিরোহিতা হইলেন। বহুযত্ন করিয়াও কোন প্রকারেই পৃথিবীতে যাইতে পারিলেন না।১-৮

এমন কি জটামণ্ডলের প্রান্তভাগেও আসিতে পারিলেন না। শিবমস্তকে বহুবৎসর যাবৎ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। গঙ্গাকে শিবজটামধ্যে তিরোহিত দেখিয়া ভগীরথ পুনর্বার তপস্যা আরম্ভ করিলেন। রঘুনন্দন! ভগীরথ তপস্যা দ্বারা মহাদেবকে অতিশয় সন্তুষ্ট করিলেন।৯-১০

অনন্তর মহাদেব নিজমস্তক হইতে গঙ্গাকে বিন্দু সরোবরে নিক্ষেপ করিলেন। শিবকর্তৃক নিক্ষিপ্ত হওয়ায় ঐ সময় গঙ্গার সপ্তধারা উৎপন্ন হইল। শুভকরী পবিত্রবারি হ্লাদিনী, পাবনী ও নলিনীনামে তিনটি ধারা পূর্বদিকে প্রবাহিত হইল। সুচক্ষু, সীতা ও সিন্ধুনামে তিনটি শুভকরী ধারা পশ্চিমদিকে প্রবাহিত হইল। গঙ্গার সপ্তমধারাটি ভগীরথের রথকে অনুসরণ করিল।

পাঠান্তরঃ—(ক) স্বস্যাবলেবনং—।

সুচক্ষুশ্চৈব সীতা চ সিন্ধুশ্চৈব মহানদী।
তিস্রশ্চৈতা দিশং জগ্মুঃ প্রতীচীং তু দিশং শুভাঃ (ক) ॥১৩
সপ্তমী চান্বগাত্তাসাং ভগীরথরথং তদা।
ভগীরথোঽপি রাজর্ষির্দিব্যং স্যন্দনমাস্থিতঃ ॥১৪
প্রায়াদগ্রে মহাতেজা গঙ্গা তং চাপ্যনুব্রজেৎ।
গগনাচ্ছঙ্করশিরস্ততো ধরণিমাগতা ॥১৫
অসর্পত জলং তত্র তীব্রশব্দপুরস্কৃতম্।
মৎস্য-কচ্ছপসঙ্ঘৈশ্চ শিশুমারগণৈস্তথা ॥১৬
পতদ্ভিঃ পতিতৈশ্চৈব ব্যরোচত বসুন্ধরা।
ততো দেবর্ষি-গন্ধর্বা যক্ষ-সিদ্ধ-গণাস্তথা ॥১৭
ব্যলোকয়ন্ত তে তত্র গগনাদ্ গাঙ্গতাং তদা।
বিমানৈর্নগরাকারৈর্হয়ৈর্গজবরৈস্তদা ॥১৮
পারিপ্লবগতাশ্চাপি দেবতাস্তত্র বিষ্ঠিতাঃ।
তদদ্ভুতমিমং লোকে গঙ্গাবতরমুত্তমম্ ॥১৯
দিদৃক্ষবো দেবগণাঃ সমীয়ুরমিতৌজসঃ।
সংপতদ্ভিঃ সুরগণৈস্তেষাং চাভরণৌজসা ॥২০
শতাদিত্যমিবাভাতি গগনং গততোয়দম্।
শিশুমারোরগগণৈ (খ) র্মীনৈরপি চ চঞ্চলৈঃ ॥২১
বিদ্যুদ্ভিরিব বিক্ষিপ্তৈরাকাশমভবত্তদা।
পাণ্ডুরৈঃ সলিলোৎপীড়ৈঃ কীর্য্যমাণৈঃ সহস্রধা ॥২২
শারদাভ্রৈরিবাকীর্ণং গগনং হংসসম্প্লবৈঃ।
ক্বচিদ্ দ্রুততরং যাতি কুটিলং ক্বচিদায়তম্ ॥২৩
বিনতঃ ক্বচিদুদ্ভুতং ক্বচিদ্ যাতি শনৈঃ শনৈঃ।
সলিলেনৈব সলিলং ক্বচিদভ্যাহতং পুনঃ ॥২৪

মহাতেজস্বী রাজর্ষি ভগীরথও দিব্যরথে আরোহণ করিয়া অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিলেন, গঙ্গাও তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। গঙ্গাদেবী প্রথমে আকাশ হইতে শিবের মস্তকে এবং সেখান হইতে পৃথিবীতে আগমন করিলেন।১১-১৫

সেই সময় গঙ্গার জল তুমুলশব্দে অগ্রসর হইতে লাগিল। গঙ্গার স্রোতে স্থিত মৎস্য, কচ্ছপ ও শিশুমার- (বানরের মত জলজন্তু বিশেষ) সমূহ ভূপতিত এবং পতনোন্মুখ হওয়ায় পৃথিবী শোভান্বিত হইল। তখন দেবতা, ঋষি, গন্ধর্ব, যক্ষ ও সিদ্ধগণ নগরতুল্যবিমানে, অশ্বে কিংবা হস্তীতে আরোহণ করিয়া আকাশ হইতে ভূপতিতা গঙ্গাকে দেখিতে আসিলেন। দেবতাগণ নিজবাহনে স্থিত হইয়া অতি-সম্ভ্রমের সহিত পৃথিবীতে অতি অদ্ভুত গঙ্গাবতরণ দেখিতে লাগিলেন। অপরিমিততেজস্বী দেবগণ ঐ দৃশ্য দেখিবার জন্য আসিলে তাঁহাদের তেজে ও তদীয় অঙ্গাভরণের প্রভায় মেঘশূন্য আকাশ শতসূর্য্যোদয়ের ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। চঞ্চলস্বভাব শিশুমার, সর্প ও মৎস্যসমূহ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হওয়ায় মনে হইতেছিল—আকাশ যেন বিদ্যুতের দ্বারা শোভিত হইয়াছে। শুভ্রবর্ণ ফেনাসমূহ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ায় বোধ হইতেছিল যেন হংসমালা-শোভিত শরৎকালীন মেঘে গগন ব্যাপ্ত হইয়াছে। গঙ্গার ধারা কোথাও অতিদ্রুতভাবে, কোথাও কুটিলভাবে, কোথাও বিস্তৃতভাবে, কোথাও সঙ্কীর্ণভাবে এবং কোথাও বা অতিধীরভাবে প্রবাহিত হইতেছিল। আবার কোনস্থানে জলের দ্বারা জল ব্যাহত হইয়া বারংবার উপরদিকে উঠিতেছিল এবং ভূমিতে পতিত হইতেছিল। শঙ্করের মস্তক হইতে পতিত বারি পুনঃ পুনঃ ভূপতিত হইলে ঐ নির্মল নিষ্পাপ বারি শোভান্বিত হইল। সেই সময় ঋষিগণ, গন্ধর্বগণ ও পৃথিবীবাসিগণ শিব-শিরোভ্রষ্ট বারিকে পবিত্র মনে করিয়া স্পর্শ করিলেন। যাহারা শাপগ্রস্ত হওয়ায় স্বর্গলোক হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পৃথিবীতে বাস করিতেছিল, তাহারা গঙ্গাপ্রবাহে অবগাহন করিয়া পাপশূন্য হইল এবং ঐ বারিস্পর্শে নিষ্পাপ ও মঙ্গলভাজন হইয়া আকাশপথে নিজ নিজ লোকে গমন করিল। ঐ প্রভাবসম্পন্ন জলে অবগাহন করিয়া সকললোক অতিশয় আনন্দিত ও নিষ্পাপ হইল। রাজর্ষি ভগীরথ দিব্যরথে আরোহণ করিয়া অগ্রে যাইতে লাগিলেন, গঙ্গা তাঁহাকে অনুগমন করিতে করিতে চলিলেন। রাম! দেবতা, ঋষি, দৈত্য, দানব, রাক্ষস, গন্ধর্ব, যক্ষ, কিন্নর, নাগ, সর্প ও অপ্সরা-

পাঠান্তরঃ—(ক)—প্রতীচীং তু শুভোদকাঃ।

(খ) শিংশুমারোরগগণৈ—।

মুহুরূর্দ্ধ্বপথং গত্বা পপাত বসুধাং পুনঃ।
তচ্ছঙ্করশিরোভ্রষ্টং ভ্রষ্টং ভূমিতলে পুনঃ ॥২৪
ব্যরোচত তদা তোয়ং নির্মলং গতকল্মষম্।
তত্রর্ষিগণ-গন্ধর্বা বসুধাতলবাসিনঃ ॥২৬
ভবাঙ্গপতিতং তোয়ং পবিত্রমিতি পস্পৃশুঃ।
শাপাৎ প্রপতিতা যে চ গগনাদ্ বসুধাতলম্ ॥২৭
কৃত্বা তত্রাভিষেকং তে বভূবুর্গতকল্মষাঃ।
ধূতপাপাঃ পুনস্তেন তোয়েনাথ শুভান্বিতাঃ ॥২৮
পুনরাকাশমাবিশ্য স্বাঁল্লোকান্ প্রতিপেদিরে।
মুমুদে মুদিতো লোকস্তেন তোয়েন ভাস্বতা ॥২৯
কৃতাভিষেকো গঙ্গায়াং বভূব গতকল্মষঃ।
ভগীরথো হি রাজর্ষির্দিব্যং স্যন্দনমাস্থিতঃ ॥৩০
প্রয়াদগ্রে মহারাজস্তং গঙ্গা পৃষ্ঠতোঽন্বগাৎ।
দেবাঃ সর্ষিগণাঃ সর্বে দৈত্য-দানব-রাক্ষসাঃ ॥৩১
গন্ধর্ব-যক্ষপ্রবরাঃ সকিন্নর-মহোরগাঃ।
সর্বাশ্চাপ্সরসো রাম ভগীরথরথানুগাঃ ॥৩২
গঙ্গামন্বগমন্ প্রীতাঃ সর্বে জলচরাশ্চ যে।
যতো ভগীরথো রাজা ততো গঙ্গা যশস্বিনী ॥৩৩
জগাম সরিতাং শ্রেষ্ঠা সর্বপাপপ্রণাশিনী।
ততো হি যজমানস্য জহ্নোরদ্ভুতকর্মণঃ ॥৩৪
গঙ্গা সংপ্লাবয়ামাস যজ্ঞবাটং মহাত্মনঃ।
তস্যাবলেপনং জ্ঞাত্বা ক্রুদ্ধো জহ্নুশ্চ রাঘব ॥৩৫
অপিবত্তু জলং সর্বং গঙ্গায়াঃ পরমাদ্ভুতম্।
ততো দেবাঃ সগন্ধর্বা ঋষয়শ্চ সুবিস্মিতাঃ ॥৩৬
পূজয়ন্তি মহাত্মানং জহ্নুং পুরুষসত্তমম্।
গঙ্গা চাপি নয়ন্তি স্ম দুহিতৃত্বে মহাত্মনঃ ॥৩৭
ততস্তুষ্টো মহাতেজাঃ শ্রোত্রাভ্যামসৃজৎ প্রভুঃ।
তস্মাজ্জহ্নুসুতা গঙ্গা প্রোচ্যতে জাহ্নবীতি চ ॥৩৮
জগাম চ পুনর্গঙ্গা ভাগীরথরথানুগা।
সাগরং চাপি সংপ্রাপ্তা সা সরিৎ প্রবরা তদা ॥৩৯
রসাতলমুপাগচ্ছৎ সিদ্ধ্যর্থং তস্য কর্মণঃ।
ভগীরথোঽপি রাজর্ষির্গঙ্গামাদায় যত্নতঃ ॥৪০
পিতামহান্ ভস্মকৃতানপশ্যদ্ গতচেতনঃ।
অথ তদ্ভস্মনাং রাশিং গঙ্গাসলিলমুত্তমম্।
প্লাবয়ৎ পূতপাপ্মানঃ স্বর্গং প্রাপ্তা রঘূত্তম ॥৪১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে ত্রিচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥

সকল ভগীরথের রথের পশ্চাদ্‌গামী হইয়া গঙ্গাকে অনুসরণ করিতে লাগিলেন। সমস্ত জলজন্তুরাও ঐভাবে চলিতে লাগিল। রাজা ভগীরথ যে পথে যাইতেছিলেন, সর্বপাপনাশিনী যশস্বিনী নদীশ্রেষ্ঠা গঙ্গাও সেই পথে যাইতে লাগিলেন। এইভাবে যাইতে যাইতে গঙ্গাদেবী যজ্ঞানুষ্ঠানরত অদ্ভুতকর্মা মহাত্মা জহ্নুর যজ্ঞস্থলকে প্লাবিত করিয়া দিলেন। রাঘব! জহ্নু গঙ্গার গর্বিতভাব বুঝিতে পারিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং গঙ্গার সমস্ত জল অদ্ভুতভাবে পান করিয়া ফেলিলেন। ইহাতে দেবতা, গন্ধর্ব ও ঋষিগণ অতিশয় বিস্মিত হইয়া নরশ্রেষ্ঠ মহাত্মা জহ্নুর পূজা করিলেন এবং গঙ্গাকেও ঐ মহাত্মার কন্যা বলিয়া স্বীকার করিলেন।১৬-৩৭

অনন্তর মহাতেজস্বী শক্তিমান্ জহ্নু সন্তুষ্ট হইয়া কর্ণপথে গঙ্গাকে নিষ্কাশিত করিলেন। সেইজন্য গঙ্গা 'জহ্নুসুতা' ও 'জাহ্নবী' নামে উল্লিখিত হইয়া থাকেন। তারপর পুনর্বার গঙ্গা ভগীরথের রথানুগতা হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। ঐ নদীশ্রেষ্ঠা গঙ্গা যাইতে যাইতে সমুদ্রের সহিত মিলিত হইলেন। অনন্তর ভগীরথের পূর্বপুরুষগণের উদ্ধারের জন্য রসাতলে গমন করিলেন। রাজর্ষি ভগীরথ অতিযত্নের সহিত গঙ্গাকে লইয়া গেলেন। সেখানে তিনি নিজপূর্বপুরুষগণকে ভস্মীভূত দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। রঘুশ্রেষ্ঠ! পরম পবিত্র গঙ্গাজল সগরপুত্রগণের ভস্মরাশিকে প্লাবিত করিল। তাহার ফলে তাঁহারা সকলে পাপশূন্য হইলেন এবং স্বর্গে গমন করিলেন।৩৮-৪১

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের আদিকাণ্ডে ত্রিচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

চতুশ্চত্বারিংশঃ সর্গঃ

[ব্রহ্মণা ভগীরথস্য প্রশংসনম্, তং প্রতি পিতৃণাং সলিলক্রিয়োপদেশঃ, গঙ্গামহিমবর্ণনঞ্চ ।]

স গত্বা সাগরং রাজা গঙ্গয়ানুগতস্তদা ।
প্রবিবেশ তলং ভূমের্যত্র তে ভস্মসাৎকৃতাঃ ॥১

ভস্মন্যথাপ্লুতে রাম গঙ্গায়াঃ সলিলেন বৈ ।
সর্বলোকপ্রভুর্ব্রহ্মা রাজানমিদমব্রবীৎ ॥২

তারিতা নরশার্দূল দিবং যাতাশ্চ দেববৎ ।
ষষ্টিঃ পুত্রসহস্রাণি সগরস্য মহাত্মনঃ ॥৩

সাগরস্য জলং লোকে যাবৎ স্থাস্যতি পার্থিব ।
সগরস্যাত্মজাঃ সর্বে দিবি স্থাস্যন্তি দেববৎ ॥৪

ইয়ঞ্চ দুহিতা জ্যেষ্ঠা তব গঙ্গা ভবিষ্যতি ।
ত্বৎকৃতেন চ নাম্নাথ লোকে স্থাস্যতি বিশ্রুতা ॥৫

গঙ্গা ত্রিপথগা নাম দিব্যা ভাগীরথীতি চ ।
ত্রীন্ পথো ভাবয়ন্তীতি তস্মাৎ ত্রিপথগা স্মৃতা ॥৬

পিতামহানাং সর্বেষাং ত্বমত্র মনুজাধিপ ।
কুরুষ্ব সলিলং রাজন্ প্রতিজ্ঞামপবর্জয় ॥৭

পূর্বকেণ হি তে রাজংস্তেনাতিযশসা তদা ।
ধর্মিণাং প্রবরেণাথ নৈষ প্রাপ্তো মনোরথঃ ॥৮

তথৈবাংশুমতা বৎস লোকেঽপ্রতিমতেজসা ।
গঙ্গাং প্রার্থয়তা নেতুং প্রতিজ্ঞা নাপবর্জিতা ॥৯

রাজর্ষিণা গুণবতা মহর্ষিসমতেজসা ।
মত্তুল্যতপসা চৈব ক্ষত্রধর্মস্থিতেন চ ॥১০

দিলীপেন মহাভাগ তব পিত্রাতিতেজসা ।
পুনর্ন শকিতা নেতুং গঙ্গাং প্রার্থয়তানঘ ॥১১

সা ত্বয়া সমতিক্রান্তা প্রতিজ্ঞা পুরুষর্ষভ ।
প্রাপ্তোঽসি পরমং লোকে যশঃ পরমসম্মতম্ ॥১২

চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ

[ব্রহ্মাকর্তৃক ভগীরথের প্রশংসা, তাহার প্রতি পিতৃগণের উদ্দেশে তর্পণ করিবার উপদেশ ও গঙ্গামহিমা বর্ণন ।]

এইভাবে রাজা ভগীরথ গঙ্গা কর্তৃক অনুসৃত হইয়া যেখানে তাঁহার পূর্বপুরুষগণ ভস্মীভূত হইয়াছিলেন, সেই ভূমির তলদেশে প্রবেশ করিলেন । রাম ! গঙ্গার বারির দ্বারা ঐ ভস্মরাশি প্লাবিত হইলে সর্বলোকপতি ব্রহ্মা ভগীরথকে বলিলেন,—নরশ্রেষ্ঠ ! তুমি মহাত্মা সগরের ষষ্টিসহস্র পুত্রকে উদ্ধার করিলে । এখন তাহারা দেবতার মত স্বর্গে গমন করিল । রাজন্ ! সাগরের জল যতদিন পর্য্যন্ত থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত সমস্ত সগরপুত্রগণ দেবতার ন্যায় স্বর্গে বাস করিবে ।১-৪

এখন এই গঙ্গা তোমার জ্যেষ্ঠা কন্যা হইলেন এবং তোমার নামযুক্ত হইয়া পৃথিবীতে বিখ্যাত হইবেন অর্থাৎ ভগীরথ কর্তৃক আনীত হওয়ায় "ভাগীরথী" নামে খ্যাত হইবেন । এই পুণ্যময়ী গঙ্গা ত্রিপথগামী ও ভাগীরথী-নাম প্রাপ্ত হইবেন । ইনি তিনটি পথ অবলম্বন করিয়া প্রবাহিত হইয়াছেন, সেইজন্য 'ত্রিপথগা' নামে পরিচিত হইবেন । নরাধিপ । তোমার পিতামহ-সকলের তর্পণক্রিয়া এই জলে সম্পন্ন কর । নিজ প্রতিজ্ঞা পূর্ণ কর । রাজন্ ! অতিযশস্বী পরমধার্মিক তোমার পূর্বপুরুষ সগর নিজমনোরথ পূর্ণ করিতে পারেন নাই । বৎস ! অপরিমিততেজস্বী অংশুমান্ গঙ্গাকে আনয়ন করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াও প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিতে সমর্থ হন নাই । মহর্ষিতুল্য তেজস্বী সর্বগুণবান্ দিলীপ রাজর্ষি তোমার পিতা । তিনি আমার তুল্য তপস্বী, অতিতেজস্বী ও ক্ষত্রিয়ধর্মপালনরত হইয়াও গঙ্গানয়নের প্রতিজ্ঞা পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়াও পূর্ণ করিতে সক্ষম হন নাই । নরবর ! মহাভাগ ! তুমি গঙ্গানয়নের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিয়াছ । সেইজন্য সংসারে সর্বজনবাঞ্ছিত নির্মল যশ প্রাপ্ত হইলে । শত্রুনাশক ! তুমি যেহেতু গঙ্গাকে মর্ত্যলোকে অবতীর্ণ করাইয়াছ, সেইহেতু তুমি ধর্মলভ্য মহৎস্থান প্রাপ্ত হইবে । নরোত্তম ! সর্বদা স্নানযোগ্য এই পুণ্য সলিলে নিজেকে প্লাবিত কর । পুরুষশ্রেষ্ঠ ! তুমি শুচি হইয়া পুণ্যফল লাভ কর । তুমি নিজ পিতামহগণের উদ্দেশ্যে সলিলক্রিয়া (তর্পণ) কর । তোমার মঙ্গল হউক । আমি নিজ স্থানে গমন করিতেছি । তুমিও স্নান-তর্পণ সম্পন্ন করিয়া নিজরাজ্যে

তচ্চ গঙ্গাবতরণং ত্বয়া কৃতমরিন্দম।
অনেন চ ভবান্ প্রাপ্তো ধর্মস্যায়তনং মহৎ ॥১৩
প্লাবয়স্ব ত্বমাত্মানং নরোত্তম সদোচিতে।
সলিলে পুরুষশ্রেষ্ঠঃ শুচিঃ পুণ্যফলো ভব ॥১৪
পিতামহানাং সর্বেষাং কুরুস্ব সলিলক্রিয়াম্।
স্বস্তি তেঽস্তু গমিষ্যামি স্বং লোকং গম্যতাং নৃপ ॥১৫
ইত্যেবমুক্ত্বা দেবেশঃ সর্বলোকপিতামহঃ।
যথাগতং তথাগচ্ছদ্দেবলোকং মহাযশাঃ ॥১৬
ভগীরথস্তু রাজর্ষিঃ কৃত্বা সলিলমুত্তমম্।
যথাক্রমং যথান্যায়ং সাগরাণাং মহাযশাঃ ॥১৭
কৃতোদকঃ শুচী রাজা স্বপুরং প্রবিবেশ হ।
সমৃদ্ধার্থো নরশ্রেষ্ঠঃ স্বরাজ্যং প্রশশাস হ ॥১৮
প্রমুমোদ চ লোকস্তং নৃপমাসাদ্য রাঘব।
নষ্টশোকঃ সমৃদ্ধার্থো বভূব বিগতজ্বরঃ ॥১৯
এষ তে রাম গঙ্গায়া বিস্তরোঽভিহিতো ময়া।
স্বস্তি প্রাপ্নুহি ভদ্রং তে সন্ধ্যাকালোঽতিবর্ততে ॥২০
ধন্যং যশস্যমায়ুষ্যং পুত্র্যং স্বর্গ্যমথাপি চ।
যঃ শ্রাবয়তি বিপ্রেষু ক্ষত্রিয়েষ্বিতরেষু চ ॥২১
প্রীয়ন্তে পিতরস্তস্য প্রীয়ন্তে দৈবতানি চ।
ইদমাখ্যানমায়ুষ্যং গঙ্গাবতরণং শুভম্ ॥২২
যঃ শৃণোতি চ কাকুৎস্থ সর্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ।
সর্বে পাপাঃ প্রণশ্যন্তি আয়ুঃ কীর্তিশ্চ বর্ধতে ॥২৩

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে চতুশ্চত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥৪৪

গমন কর। মহাযশস্বী সর্বলোকপিতামহ দেবপতি ব্রহ্মা ভগীরথকে এইরূপ বলিয়া যেভাবে আসিয়াছিলেন, সেই-ভাবেই দেবলোকে গমন করিলেন। কীর্তিমান্ রাজর্ষি ভগীরথও সগরতনয়গণের যথাক্রমে বিধিমত তর্পণক্রিয়া সমাপন করিলেন, অনন্তর অন্যান্য পরিচিত মৃতগণের উদ্দেশ্যে জলাঞ্জলি দান করত শুচিতা লাভ করিয়া নিজ-নগরে প্রবেশ করিলেন। নরশ্রেষ্ঠ রাম! ভগীরথ পূর্ণ-মনোরথ হইয়া নিজরাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। রাঘব! প্রজাবর্গ তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় আনন্দিত হইল। তাহাদের শোক ও চিন্তা দূরীভূত হইল, এবং অভিলাষ পূর্ণ হইল। রাম! আমি তোমার নিকট গঙ্গার বৃত্তান্ত এইভাবে বিস্তৃত করিয়া বর্ণন করিলাম। তুমি মঙ্গলপ্রাপ্ত হও। তোমার কল্যাণ হউক। এক্ষণে সন্ধ্যাকাল অতীত হইয়া যাইতেছে।৫-২০

এই আখ্যানটি কীর্তিদানকারী, আয়ুর্বর্ধক, পুত্রপ্রদ ও স্বর্গদানসমর্থ। যে ব্যক্তি এই প্রশংসনীয় আখ্যানটি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় কিংবা অন্যান্য ব্যক্তিগণকে শ্রবণ করাইয়া থাকেন, তাঁহার প্রতি পিতৃগণ ও দেবগণ প্রসন্ন হইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি গঙ্গার অবতরণরূপ আয়ুষ্কর শুভ আখ্যান শ্রবণ করেন, কাকুৎস্থ! তিনি সকল অভিলষিত বস্তু প্রাপ্ত হন, তাঁহার সকল পাপ বিনষ্ট হয় এবং তাহার আয়ু ও কীর্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।২১-২৩

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডে চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চচত্বারিংশঃ সর্গঃ

[স্ববংশবৃত্তান্তশ্রবণেন জাতবিস্ময়স্য রামস্য বিশালানগরীদর্শনম্, তদ্বিষয়কঃ প্রশ্নশ্চ ; বিশ্বামিত্রেণ তৎপ্রশ্নস্যোত্তরদানম্। সুরাসুরৈঃ ক্ষীরসমুদ্রস্য মন্থনম্, রুদ্রস্য হলাহলপানম্, বিষ্ণোঃ কামঠরূপধারণম্ সমুদ্রমন্থনঞ্চ, ধন্বন্তরিঃ, অপ্সরসঃ, বারুণী, উচ্চৈঃশ্রবাঃ, কৌস্তুভশ্চেত্যেদীনামুৎপত্তিঃ। দেবাসুরসংগ্রামঃ; ইন্দ্রস্য স্বর্গরাজ্যলাভঃ।]

বিশ্বামিত্রবচঃ শ্রুত্বা রাঘবঃ সহলক্ষ্মণঃ।
বিস্ময়ং পরমং গত্বা বিশ্বামিত্রমথাব্রবীৎ ॥১

অত্যদ্ভুতমিদং ব্রহ্মন্ কথিতং পরমং ত্বয়া।
গঙ্গাবতরণং পুণ্যং সাগরস্যাপি পূরণম্ ॥২

ক্ষণভূতেব নৌ রাত্রিঃ সংবৃত্তেয়ং পরন্তপ।
ইমাং চিন্তয়তঃ সর্বাং নিখিলেন কথাং তব ॥৩

তস্য সা শর্বরী সর্বা মম সৌমিত্রিণা সহ।
জগাম চিন্তয়ানস্য বিশ্বামিত্রকথাং শুভাম্ ॥৪

ততঃ প্রভাতে বিমলে বিশ্বামিত্রং তপোধনম্।
উবাচ রাঘবো বাক্যং কৃতাহ্নিকমরিন্দমঃ ॥৫

গতা ভগবতী রাত্রিঃ শ্রোতব্যং পরমাদ্ভুতম্।
তরাম সরিতাং শ্রেষ্ঠাং পুণ্যাং ত্রিপথগাং নদীম্ ॥৬

নৌরেষা হি সুখাস্তীর্ণা ঋষীণাং পুণ্যকর্মণাম্।
ভগবন্তমিহ প্রাপ্তং জ্ঞাত্বা ত্বরিতমাগতা ॥৭

তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা রাঘবস্য মহাত্মনঃ।
সন্তারং কারয়ামাস সর্ষিসঙ্ঘস্য কৌশিকঃ ॥৮

উত্তরং তীরমাসাদ্য সংপূজ্যর্ষিগণং ততঃ।
গঙ্গাকূলে নিবিষ্টাস্তে বিশালাং দদৃশুঃ পুরীম্ ॥৯

ততো মুনিবরস্তূর্ণং জগাম সহরাঘবঃ।
বিশালাং নগরীং রম্যাং দিব্যাং স্বর্গোপমাং তদা ॥১০

অথ রামো মহাপ্রাজ্ঞো বিশ্বামিত্রং মহামুনিম্।
পপ্রচ্ছ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা বিশালামুত্তমাং পুরীম্ ॥১১

কতমো রাজবংশোঽয়ং বিশালায়াং মহামুনে।
শ্রোতুমিচ্ছামি ভদ্রং তে পরং কৌতূহলং হি মে ॥১২

তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা রামস্য মুনিপুঙ্গবঃ।
আখ্যাতুং তৎ সমারেভে বিশালায়াঃ পুরাতনম্ ॥১৩

শ্রূয়তাং রাম শক্রস্য কথাং কথয়তঃ শ্রুতাম্।
অস্মিন্ দেশে হি যদ্ বৃত্তং শৃণু তত্ত্বেন রাঘব ॥১৪

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ

[স্বীয় বংশবৃত্তান্ত শ্রবণে বিস্ময়াপন্ন শ্রীরামচন্দ্রের বিশালানগরী দর্শন এবং সেই বিষয়ে প্রশ্ন, বিশ্বামিত্র কর্তৃক সেই প্রশ্নের উত্তর দান। সুরাসুরকর্তৃক ক্ষীর-সমুদ্র মন্থন, রুদ্রের বিষ পান, বিষ্ণুর কচ্ছপমূর্তি ধারণ ও সমুদ্রমন্থন, ধন্বন্তরি, অপ্সরাগণ, বারুণী, উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব ও কৌস্তুভমণি প্রভৃতির উৎপত্তি। দেবাসুরের সংগ্রাম, ইন্দ্রের স্বর্গরাজ্যলাভ।]

বিশ্বামিত্রের বাক্য শুনিয়া রাম লক্ষ্মণের সহিত অতিশয় বিস্মিত হইলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন,—ব্রহ্মন্! আপনি গঙ্গার পুণ্যময় অবতরণ ও তাহার দ্বারা সাগরের পূরণবৃত্তান্ত যাহা বলিলেন, তাহা অতিশয় অদ্ভুত। শত্রুনাশক! মুনিবর! আপনার এই সকল কথা চিন্তা করিতে করিতে আমাদের এই রাত্রি ক্ষণকাল বলিয়া মনে হইতেছে। এইরূপ বলিয়া রাম লক্ষ্মণের সহিত বিশ্বামিত্রবর্ণিত মঙ্গলময় বৃত্তান্ত চিন্তা করিতে লাগিলেন ; তাহাতেই রাত্রি অতিবাহিত হইয়া গেল। নির্মল প্রভাতকাল সমাগত হইলে তপোধন বিশ্বামিত্র আহ্নিক-ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন, পরে রাঘব তাঁহাকে বলিলেন,—শত্রুনাশক! ঋষিশ্রেষ্ঠ! সৎকথাযুক্তা পুণ্যময়ী রাত্রি অতিবাহিত হইয়াছে। অতিশয় অদ্ভুত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছি। এক্ষণে আমরা নদীশ্রেষ্ঠা পুণ্যময়ী ত্রিপথগা-গঙ্গার পরপারে যাই। ভগবন্! আপনি আসিয়াছেন—ইহা জানিতে পারিয়া পুণ্যকর্মা ঋষিগণের নৌকা অতিশীঘ্র আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ইহাতে সুখকর আস্তরণ (শয্যা) আছে। সুতরাং নৌকায় আরোহণ করুন। মহাত্মা রাঘবের বচন শুনিয়া বিশ্বামিত্র ঋষিগণের সহিত গঙ্গা পার হইলেন।১-৮

তাঁহারা গঙ্গার উত্তরতীরে আসিয়া সেই স্থানে ঋষিগণের অভ্যর্থনা করিলেন। পরে গঙ্গাতটে উপবিষ্ট হইয়া বিশালা নগরীকে দেখিতে পাইলেন। তারপর বিশ্বামিত্র রাম ও লক্ষ্মণের সহিত রমণীয় স্বর্গতুল্য দিব্য-

পূর্বং কৃতযুগে রাম দিতেঃ পুত্রামহাবলাঃ।
অদিতেশ্চ মহাভাগা বীর্য্যবন্তঃ সুধার্মিকাঃ ॥১৫
ততস্তেষাং নরব্যাঘ্র বুদ্ধিরাসীন্মহাত্মনাম্।
অমরা বিজরাশ্চৈব কথং স্যামো নিরাময়াঃ ॥১৬
তেষাং চিন্তয়তাং তত্র বুদ্ধিরাসীদ্ বিপশ্চিতাম্।
ক্ষীরোদমথনং কৃত্বা রসং প্রাপ্স্যাম তত্র বৈ ॥১৭
ততো নিশ্চিত্য মথনং যোক্ত্রং কৃত্বা চ বাসুকিম্।
মন্থানং মন্দরং কৃত্বা মমন্থুরমিতৌজসঃ ॥১৮
অথ বর্ষসহস্রেণ যোক্ত্রসর্পশিরাংসি চ।
বমন্তোঽতিবিষং তত্র দদংশুর্দশনৈঃ শিলাঃ ॥১৯
উৎপপাতাগ্নিসঙ্কাশং হালাহলমহাবিষম্।
তেন দগ্ধং জগৎ সর্বং সদেবাসুর-মানুষম্ ॥২০

অথ দেবা মহাদেবং শঙ্করং শরণার্থিনঃ।
জগ্মুঃ পশুপতিং রুদ্রং ত্রাহি ত্রাহীতি তুষ্টুবুঃ ॥২১
এবমুক্তস্ততো দেবৈর্দেবদেবেশ্বরঃ প্রভুঃ।
প্রাদুরাসীত্ততোঽত্রৈব শঙ্খ-চক্রধরো হরিঃ ॥২২
উবাচৈনং স্মিতং কৃত্বা রুদ্রং শূলধরং হরিঃ।
দৈবতৈর্মথ্যমানে তু যৎপূর্বং সমুপস্থিতম্ ॥২৩
তত্ত্বদীয়ং সুরশ্রেষ্ঠ সুরাণামগ্রতো হি যৎ।
অগ্রপূজামিহ স্থিত্বা গৃহাণেদং বিষং প্রভো ॥২৪
ইত্যুক্ত্বা চ সুরশ্রেষ্ঠস্তত্রৈবান্তরধীয়ত।
দেবতানাং ভয়ং দৃষ্ট্বা শ্রুত্বা বাক্যং তু শার্ঙ্গিণঃ ॥২৫
হালাহলং বিষং ঘোরং সংজগ্রাহামৃতোপমম্।
দেবান্ বিসৃজ্য দেবেশো জগাম ভগবান্ হরঃ ॥২৬

নগরীর অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তখন মহাপ্রাজ্ঞ রাম কৃতাঞ্জলি হইয়া মহামুনি বিশ্বামিত্রকে উত্তম বিশালা পুরী সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন,—মুনিবর! বিশালা নগরীতে সম্প্রতি কোন্ রাজবংশ রাজত্ব করিতেছেন, তাহা আমি শুনিতে ইচ্ছা করি। আমার অতিশয় কৌতূহল হইয়াছে। আপনার মঙ্গল হউক। মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্র রামের বাক্য শুনিয়া বিশালা-নগরীর পুরাতন বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন,—রাম! এই প্রদেশে পূর্বে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা আমি ইন্দ্রের নিকট শ্রবণ করিয়াছি। আমার নিকট তুমি সমস্তই শ্রবণ কর। রাম! পূর্বে সত্যযুগে দিতির মহাবলশালী পুত্রগণ ও অদিতির ভাগ্যবান্ বল ও ধর্মযুক্ত পুত্রগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। নরশ্রেষ্ঠ! একদা মহাবুদ্ধিমান্ দিতি-পুত্র ও অদিতি-পুত্রগণের এইরূপ চিন্তা হইল— আমরা কিরূপে মৃত্যু, জরা ও রোগশূন্য হইব? এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে বিজ্ঞ দৈত্য ও আদিত্যগণ স্থির করিলেন—ক্ষীরোদসমুদ্র মন্থন করিয়া মৃত্যু জরা-ব্যাধিনাশক রস লাভ করিব। এইভাবে সমুদ্রমন্থনের নিশ্চয় করিয়া অপরিমিততেজস্বী দৈত্য ও আদিত্যগণ বাসুকিনাগকে মন্থনরজ্জু ও মন্দরগিরিকে মন্থনদণ্ড করিয়া ক্ষীরোদসমুদ্রকে মন্থন করিতে আরম্ভ করিলেন। সহস্রবৎসরকাল মন্থন চলিতে থাকায় মন্থন-রজ্জু বাসুকির মস্তকসমূহ তীব্রবিষ উদ্গিরণ করিতে লাগিল এবং দন্তের দ্বারা মন্দরপর্বতের শিলাতে দংশন করিতে লাগিল। তাহার ফলে হলাহলনামক অগ্নিসম মহাবিষ উত্থিত হইল। ঐ বিষের তেজে দেবতা, অসুর ও মানুষসহিত সমস্ত সংসার দগ্ধ হইতে আরম্ভ করিল। তখন দেবগণ শরণার্থী হইয়া সর্বমঙ্গলকারী মহাদেবের নিকট গমন করিলেন এবং 'ত্রাহি, ত্রাহি' অর্থাৎ 'রক্ষা করুন, রক্ষা করুন' বলিয়া পশুপতি রুদ্রের স্তুতি করিতে লাগিলেন। দেবগণকর্তৃক প্রার্থিত হইয়া দেবদেবেশ্বর প্রভু মহাদেব সেই স্থানে প্রাদুর্ভূত হইলেন। এমন সময় শঙ্খ-চক্রধারী হরিও তথায় প্রাদুর্ভূত হইলেন। অনন্তর হরি ঈষদ্‌হাস্য করিয়া শূলধারী রুদ্রকে বলিলেন,—দেবতা-কর্তৃক ক্ষীরসমুদ্র মথিত হওয়ায় প্রথমে যাহা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা আপনারই প্রাপ্য, যেহেতু আপনি দেবগণের অগ্রগণ্য। সেইজন্য আপনি এইস্থানে অবস্থান করিয়া অগ্রপূজাস্বরূপ এই বিষ গ্রহণ করুন।৯-২৪

এইরূপ বলিয়া দেবশ্রেষ্ঠ হরি সেইস্থানে অন্তর্হিত হইলেন। তখন মহাদেব দেবতাগণের ভয় দেখিয়া ও শার্ঙ্গধারী বিষ্ণুর কথা শুনিয়া অমৃতের মত হলাহল-বিষকে গ্রহণ করিলেন। তারপর ভগবান্ হর দেবগণকে ত্যাগ করিয়া স্বস্থানে গমন করিলেন।২৫-২৬

রঘুনন্দন! অনন্তর দেব ও অসুরগণ মিলিত হইয়া

ততো দেবাঃ সুরাঃ সর্বে মমন্থুঃ রঘুনন্দন।
প্রবিবেশাথ পাতালং মন্থানঃ পর্বতোত্তমঃ ॥২৭
ততো দেবাঃ সগন্ধর্বাস্তুষ্টুবুর্মধুসূদনম্।
ত্বং গতিঃ সর্বভূতানাং বিশেষেণ দিবৌকসাম্ ॥২৮
পালয়াস্মান্ মহাবাহো গিরিমুদ্ধর্তুমর্হসি।
ইতি শ্রুত্বা হৃষীকেশঃ কামঠং রূপমাস্থিতঃ ॥২৯
পর্বতং পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা শিশ্যে তত্রোদধৌ হরিঃ
পর্বতাগ্রং তু লোকাত্মা হস্তেনাক্রম্য কেশবঃ ॥৩০
দেবানাং মধ্যতঃ স্থিত্বা মমন্থ পুরুষোত্তমঃ।
অথ বর্ষসহস্রেণ আয়ুর্বেদময়ঃ পুমান্ ॥৩১
উদতিষ্ঠৎ সুধর্মাত্মা সদণ্ডঃ সকমণ্ডলুঃ।
অথ ধন্বন্তরির্নাম (ক) অপ্সরাশ্চ সুবর্চসঃ ॥৩২
অপ্সু নির্মথনাদেব রসাত্তস্মাদ্ বারস্ত্রিয়ঃ।
উৎপেতুর্মনুজশ্রেষ্ঠ তস্মাদপ্সরসোঽভবন্ ॥৩৩
ষষ্টিঃ কোট্যোঽভবংস্তাসামপ্সরাণাং সুবর্চসাম্।
অসংখ্যেয়াস্তু কাকুৎস্থ যাস্তাসাং পরিচারিকাঃ ॥৩৪
ন তাঃ স্ম প্রতিগৃহ্ণন্তি সর্বে তে দেব-দানবাঃ।
অপ্রতিগ্রহণাদেব তা বৈ সাধারণাঃ স্মৃতাঃ ॥৩৫
বরুণস্য ততঃ কন্যা বারুণী রঘুনন্দন।
উৎপপাত মহাভাগা মার্গমাণা পরিগ্রহম্ ॥৩৬
দিতেঃ পুত্রা ন তাং রাম জগৃহুর্বরুণাত্মজাম্।
অদিতেস্তু সুতা বীর জগৃহুস্তামনিন্দিতাম্ ॥৩৭
অসুরাস্তেন দৈতেয়াঃ সুরাস্তেনাদিতেঃ সুতাঃ।
হৃষ্টাঃ প্রমুদিতাশ্চাসন্ বারুণীগ্রহণাৎ সুরাঃ ॥৩৮
উচ্চৈঃশ্রবা হয়শ্রেষ্ঠো মণিরত্নঞ্চ কৌস্তুভম্।
উদতিষ্ঠন্নরশ্রেষ্ঠ তথৈবামৃতমুত্তমম্ ॥৩৯
অথ তস্য কৃতে রাম মহানাসীৎ কুলক্ষয়ঃ।
অদিতেস্তু ততঃ পুত্রা দিতিপুত্রানযোধয়ন্ ॥৪০

ক্ষীরসাগরকে পুনর্বার মন্থন করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু মন্থনদণ্ড পর্বতশ্রেষ্ঠ মন্দর পাতালে প্রবেশ করিল। তখন গন্ধর্বগণের সহিত দেবতাবৃন্দ মধুসূদনের স্তুতি করিতে করিতে বলিলেন,—প্রভো! আপনি সকল প্রাণীরই আশ্রয়, বিশেষতঃ দেবগণের একমাত্র আশ্রয়। মহাভুজ! আপনি আমাদিগকে রক্ষা করুন। এই মন্দরপর্বতকে উদ্ধার করুন। দেবতাগণের এইরূপ কাতরবাক্য শুনিয়া হৃষীকেশ বিষ্ণু এক অংশে কচ্ছপের রূপ ধারণ করিলেন এবং পৃষ্ঠদেশে মন্দরগিরি ধারণ করিয়া সেই ক্ষীরসমুদ্রে শয়ন করিলেন। সর্বাত্মা কেশব স্বয়ং দেবগণের মধ্যে থাকিয়া নিজহস্ত দ্বারা পর্বতের অগ্রভাগ ধারণপূর্বক মন্থন করিতে লাগিলেন।২৭-৩০

পুরুষোত্তম হরি দেবতাগণের মধ্যে থাকিয়া মন্থন করিতেছেন—এইভাবে সহস্রবৎসর অতীত হইল। অনন্তর সেই সমুদ্র হইতে আয়ুর্বেদনিপুণ পরমধার্মিক ধন্বন্তরিনামক পুরুষ দণ্ড-কমণ্ডলুধারণপূর্বক উত্থিত হইলেন এবং উত্তমকান্তিমতী বহুরমণীও উত্থিত হইল। নরশ্রেষ্ঠ! ক্ষীররূপ অপ্ (জল) মন্থনের ফলে যে সারভূত রস উত্থিত হইয়াছিল, সেই রস হইতে উৎপন্ন হওয়ায় ঐ রমণীগণ 'অপ্সরা' নামে পরিচিত হইল। ঐ সুন্দরী অপ্সরাদের সংখ্যা ষাট্ কোটি। কাকুৎস্থ! ঐ অপ্সরাদের পরিচারিকা অসংখ্য। দেবগণ ও দানবগণের কেহই উহাদিগকে গ্রহণ করিলেন না, সেইজন্য উহারা সাধারণ স্ত্রী বলিয়া গণ্য হইল। রঘুনন্দন! অনন্তর সমুদ্র হইতে সুরার অধিষ্ঠাত্রী বরুণকন্যা বারুণী গ্রহীতা পুরুষকে অন্বেষণ করিতে করিতে উত্থিত হইল।৩১-৩৬

দিতির পুত্রগণ অনিন্দিতা বরুণকন্যাকে গ্রহণ করিলেন না। কিন্তু অদিতির পুত্রগণ তাহাকে গ্রহণ করিলেন। রাম! সুরাকে গ্রহণ না করার জন্য দিতির পুত্রগণ অসুর ও সুরা-গ্রহণ করায় অদিতির পুত্রগণ সুর বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেন। সুরগণ বারুণীকে গ্রহণ করিয়া অতিশয় হৃষ্ট ও পুলকিত হইলেন।৩৭-৩৮

পুরুষশ্রেষ্ঠ! অনন্তর সমুদ্র হইতে উচ্চৈঃশ্রবানামক শ্রেষ্ঠ অশ্ব, কৌস্তুভনামক শ্রেষ্ঠ মণি ও অবশেষে উত্তম অমৃত উত্থিত হইল। রাম! তারপর ঐ অমৃতের জন্য বংশধ্বংসকারী মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল। অদিতির পুত্রগণ দৈত্যগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। অসুরগণ

পাঠান্তর:—(ক) পূর্বং ধন্বন্তরির্নাম—।

একতামগমন্ সর্বে অসুরা রাক্ষসৈঃ সহ।
যুদ্ধমাসীন্মহাঘোরং বীর ত্রৈলোক্যমোহনম্ ॥৪১
যদা ক্ষয়ং গতং সর্বং তদা বিষ্ণুর্মহাবলঃ।
অমৃতং সোঽহরত্তূর্ণং মায়ামাস্থায় মোহিনীম্ ॥৪২
যে গতাভিমুখং বিষ্ণুমক্ষরং পুরুষোত্তমম্।
সংপিষ্টাস্তে তদা যুদ্ধে বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা ॥৪৩
অদিতেরাত্মজা বীরা দিতেঃ পুত্রান্ নিজঘ্নিরে।
অস্মিন্ ঘোরে মহাযুদ্ধে দৈতেয়াদিত্যয়োর্ভৃশম্ ॥৪৪
নিহত্য দিতিপুত্রাংস্তু রাজ্যং প্রাপ্য পুরন্দরঃ।
শশাস মুদিতো লোকান্ সর্ষিসঙ্ঘান্ সচারণান্ ॥৪৫
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে আদিকাণ্ডে পঞ্চচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥

রাক্ষসগণের সহিত মিলিত হইল। বীর! সর্বলোক-বিস্ময়কারী মহাঘোর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। যখন দেবতা ও অসুর উভয়পক্ষই দুর্বল হইয়া পড়িল, তখন মহাবলবান্ বিষ্ণু মোহিনী মায়া আশ্রয় করিয়া সত্বর অমৃত হরণ করিলেন। সেই সময় যাহারা অক্ষয় পুরুষোত্তম বিষ্ণুর অভিমুখে গমন করিয়াছিল, প্রভাবশালী বিষ্ণুকর্তৃক তাহারা সকলে যুদ্ধে নিহত হইল। দৈত্য ও আদিত্যগণের ঘোর মহাযুদ্ধে অদিতির পুত্রগণ দিতির পুত্রগণকে বহুল পরিমাণে নিহত করিলেন। তারপর ইন্দ্র দিতির পুত্রগণকে নিহত করিয়া স্বর্গরাজ্য প্রাপ্ত হইলেন এবং ঋষিগণ ও চারণগণ-সহিত সমস্তলোককে শাসন করিতে লাগিলেন।৩৯-৪৫

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডে পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ষট্‌চত্বারিংশঃ সর্গঃ

[পুত্রাণাং বধেন দুঃখিতায়া দিতেঃ কশ্যপসমীপে ইন্দ্রহন্তৃপুত্রপ্রার্থনা, পুত্রার্থিনীং দিতিং প্রতি তপশ্চরণায় কশ্যপস্যোপদেশঃ, কুশপ্লবস্থানে দিতেস্তপশ্চরণম্, তপোনিরতায়া দিতেঃ সেবায়ৈ ইন্দ্রস্যাত্মনিয়োগঃ, ইন্দ্রেণ দিতের্গর্ভস্য সপ্তধা ছেদনম্, দিতেঃ সমীপে ক্ষমাপ্রার্থনঞ্চ।]

হতেষু তেষু পুত্রেষু দিতিঃ পরমদুঃখিতা।
মারীচং কশ্যপং নাম ভর্ত্তারমিদমব্রবীৎ ॥১
হতপুত্রাস্মি ভগবংস্তব পুত্রৈর্মহাত্মভিঃ।
শক্রহন্তারমিচ্ছামি পুত্রং দীর্ঘতপোঽর্জিতম্ ॥২
সাহং তপশ্চরিষ্যামি গর্ভং মে দাতুমর্হসি।
ঈশ্বরং শক্রহন্তারং ত্বমনুজ্ঞাতুমর্হসি ॥৩
তস্যাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা মারীচঃ কশ্যপস্তদা।
প্রত্যুবাচ মহাতেজা দিতিং পরমদুঃখিতাম্ ॥৪
এবং ভবতু ভদ্রং তে শুচির্ভব তপোধনে।
জনয়িষ্যসি পুত্রং ত্বং শক্রহন্তারমাহবে ॥৫
পূর্ণে বর্ষসহস্রে তু শুচির্যদি ভবিষ্যসি।
পুত্রং ত্রৈলোক্যহন্তারং মত্তস্ত্বং জনয়িষ্যসি ॥৬

ষট্‌চত্বারিংশ সর্গ

[পুত্রগণের বধে দুঃখিতা দিতির কশ্যপসমীপে ইন্দ্রহন্তা পুত্র প্রার্থনা, কশ্যপকর্তৃক পুত্রার্থিনী দিতির প্রতি তপশ্চরণের উপদেশ, কুশপ্লবস্থানে তাহার তপস্যা, তপোনিরতা দিতির সেবা করিবার জন্য ইন্দ্রের আত্মনিয়োগ, ইন্দ্রকর্তৃক দিতির গর্ভের সপ্তধা ছেদন ও দিতির নিকট ইন্দ্রের ক্ষমাপ্রার্থনা।]

নিজপুত্রগণ নিহত হইলে পর দিতি অতিশয় দুঃখিত হইয়া মরীচপুত্র স্বীয়পতি কশ্যপকে বলিলেন,—ভগবন্! আপনার বলবান্ পুত্রগণ আমাকে পুত্রহীন করিয়াছে। আমি সুদীর্ঘ তপস্যার দ্বারা প্রাপ্ত ইন্দ্রহন্তা-পুত্র পাইতে ইচ্ছা করি। আমি তপস্যা আচরণ করিব, আপনি আমার গর্ভে ইন্দ্রহন্তা পুত্র উৎপাদন করুন। দিতির এইরূপ বচন শুনিয়া মরীচপুত্র তেজস্বী কশ্যপ অতি-দুঃখিতা দিতিকে বলিলেন,—তপস্যাকারিণি! তোমার অভিলাষ পূর্ণ হইবে, তোমার মঙ্গল হউক। তুমি পবিত্রভাবে অবস্থান কর। যুদ্ধে ইন্দ্রকে নাশ করিতে সমর্থ এইরূপ পুত্র প্রাপ্ত হইবে। সম্পূর্ণ সহস্রবর্ষকাল যদি পবিত্র হইয়া থাকিতে পার, তাহা হইলে আমার নিকট হইতে ত্রিলোকনাশ-সমর্থ পুত্র প্রাপ্ত হইবে। মহাতেজস্বী

এবমুক্ত্বা মহাতেজাঃ পাণিনা সংমমার্জ তাম্ ।
তামালভ্য ততঃ স্বস্তি ইত্যুক্ত্বা তপসে যযৌ ॥৭
গতে তস্মিন্নরশ্রেষ্ঠ দিতিঃ পরমহর্ষিতা ।
কুশপ্লবং সমাসাদ্য তপস্তেপে সুদারুণম্ ॥৮
তপস্তস্যাং হি কুর্বত্যাং পরিচর্য্যাং চকার হ ।
সহস্রাক্ষো নরশ্রেষ্ঠ পরয়া গুণসম্পদা ॥৯
অগ্নিং কুশান্ কাষ্ঠমপঃ ফলং মূলং তথৈব চ ।
ন্যবেদয়ৎ সহস্রাক্ষো যচ্চান্যদপি কাঙ্ক্ষিতম্ ॥১০
গাত্রসংবাহনৈশ্চৈব শ্রমাপনয়নৈস্তথা ।
শক্রঃ সর্বেষু কালেষু দিতিং পরিচচার হ ॥১১
পূর্ণে বর্ষসহস্রে সা দশোনে রঘুনন্দন ।
দিতিঃ পরমসংহৃষ্টা সহস্রাক্ষমথাব্রবীৎ ॥১২
তপশ্চরন্ত্যা বর্ষাণি দশ বীর্য্যবতাং বর ।
অবশিষ্টানি ভদ্রং তে ভ্রাতরং দ্রক্ষ্যসে ততঃ ॥১৩
যমহং ত্বৎকৃতে পুত্র তমাধাস্যে জয়োৎসুকম্ ।
ত্রৈলোক্যবিজয়ং পুত্র সহ ভোক্ষ্যসি বিজ্বরঃ ॥১৪
যাচিতেন সুরশ্রেষ্ঠ পিত্রা তব মহাত্মনা ।
বরো বর্ষসহস্রান্তে মম দত্তঃ সুতং প্রতি ॥১৫
ইত্যুক্ত্বা চ দিতিস্তত্র প্রাপ্তে মধ্যং দিনেশ্বরে ।
নিদ্রয়াপহৃতা দেবী পাদৌ কৃত্বাথ শীর্ষতঃ ॥১৬
দৃষ্ট্বা তামশুচিং শক্রঃ পাদয়োঃ কৃতমূর্দ্ধজাম্ ।
শিরঃস্থানে কৃতৌ পাদৌ জহাস চ মুমোদ চ ॥১৭
তস্যাঃ শরীরবিবরং প্রবিবেশ পুরন্দরঃ ।
গর্ভঞ্চ সপ্তধা রাম চিচ্ছেদ পরমাত্মবান্ ॥১৮

কশ্যপ দিতিকে এইরূপ বলিয়া হস্তদ্বারা তাহার অঙ্গমার্জন করিলেন এবং তাহাকে স্পর্শ করিয়া বলিলেন,—তোমার মঙ্গল হউক। তারপর কশ্যপ তপস্যা করিতে গমন করিলেন।১-৭

নরশ্রেষ্ঠ! রাম! কশ্যপ প্রস্থান করিলে পর দিতি অতিশয় আনন্দিত হইয়া কুশপ্লবনামক স্থানে গমন করত কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন।৮

নরবর! দিতির তপস্যাকালে সহস্রনেত্র ইন্দ্র আসিয়া অতীব যত্ন ও বিনয়-সহকারে তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। ইন্দ্র দিতির অভিলাষমত অগ্নি, কুশ, কাষ্ঠ, জল, ফল, মূল এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তু সংগ্রহ করিয়া দিতে লাগিলেন। কঠোর তপস্যায় শ্রান্ত হইলে শ্রম দূর করিবার জন্য ইন্দ্র ব্যজনাদির দ্বারা সেবা ও গাত্রসংবাহনও করিয়া দিতেন। এইরূপে সর্বদা সেবারত হইয়া ইন্দ্র দিতির পরিচর্য্যা করিতে উদ্‌যুক্ত রহিলেন। এইভাবে একসহস্রবৎসর পূর্ণ হইতে দশবৎসরকালমাত্র অবশিষ্ট থাকিতে একদিন দিতি সহস্রলোচন ইন্দ্রকে বলিলেন,—বীরশ্রেষ্ঠ! আমার তপস্যার নিয়মিত সময় পূর্ণ হইতে মাত্র দশবৎসর অবশিষ্ট আছে। এই দশবৎসর অতীত হইলে তুমি ভ্রাতাকে দেখিতে পাইবে। বৎস! আমি তোমাকে নিহত করিবার জন্য পুত্রের আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলাম, দেবরাজ! তোমার মহাত্মা পিতা আমাকে বরদান করিয়া বলিয়াছিলেন,—তপস্যার দ্বারা সহস্রবৎসর অতীত হইলে ঐরূপ পুত্র হইবে। কিন্তু বৎস! আমি ঐ পুত্রকে তোমার বিজয়াভিলাষী করিয়া দিব। তুমি ঐ ভ্রাতার সাহায্যে ত্রিলোক জয় করিয়া নিশ্চিন্তভাবে সুখভোগ করিতে পারিবে।৯-১৫

দিতি ইন্দ্রকে এইরূপ বলিলেন। অনন্তর মধ্যাহ্ন-কাল উপস্থিত হইলে শয্যায় মস্তক রাখিবার স্থানে পদদ্বয় এবং পদদ্বয় রাখিবার স্থানে মস্তক রাখিয়া বিপরীত ভাবে নিদ্রায় অভিভূতা হইলেন। ব্রতপালনাবস্থায় দিবানিদ্রা এবং পাদস্থানে মস্তক ও মস্তকস্থানে পাদস্থাপন করায় দিতিকে অশুচি দেখিয়া ইন্দ্র হাসিলেন এবং আনন্দিত হইলেন। তারপর পুরন্দর (ইন্দ্র) দিতির শরীর-ছিদ্রে প্রবেশ করিলেন এবং সাবধান হইয়া দিতির গর্ভকে সাতভাগে খণ্ডিত করিয়া ফেলিলেন।১৬-১৭

রাম! শতপর্ব-বজ্র দ্বারা খণ্ডিত হইয়া গর্ভস্থ শিশু উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল। ইহাতে দিতির নিদ্রাভঙ্গ হইল। কিন্তু ইন্দ্র গর্ভস্থ শিশুকে বারংবার বলিতে লাগিলেন—কাঁদিও না। মহাতেজস্বী ইন্দ্র এইরূপ বলিয়া ক্রন্দনকারী শিশুকে পুনর্বার খণ্ডিত করিতে

ভিদ্যমানস্ততো গর্ভো বজ্রেণ শতপর্বণা।
রুরোদ সুস্বরং রাম ততো দিতিরবুধ্যত ॥১৯
মা রুদো মা রুদশ্চেতি গর্ভং শক্রোঽভ্যভাষত।
বিভেদ চ মহাতেজা রুদন্তমপি বাসবঃ ॥২০
ন হন্তব্যং ন হন্তব্যমিত্যেব দিতিরব্রবীৎ।
নিষ্পপাত ততঃ শক্রো মাতুর্বচনগৌরবাৎ ॥২১

প্রাঞ্জলির্বজ্রসহিতো দিতিং শক্রোঽভ্যভাষত।
অশুচির্দেবি সুপ্তাসি পাদয়োঃ কৃতমূর্ধজা ॥২২
তদন্তরমহং লব্ধ্বা শক্রহন্তারমাহবে।
অভিন্দং সপ্তধা দেবি তন্মে ত্বং ক্ষন্তুমর্হসি ॥২৩
ইত্যার্ষে শ্রীমদরামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে ষট্চত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥

লাগিলেন। তখন দিতি বলিলেন,—মারিয়া ফেলিও না, মারিয়া ফেলিও না। এই কথা শুনিয়া মাতৃবাক্যের গৌরব-রক্ষার জন্য ইন্দ্র দিতির গর্ভ হইতে নির্গত হইলেন।১৯-২১

অনন্তর বজ্রধারী ইন্দ্র কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে বলিলেন,—দেবি! আপনি পাদস্থাপনের স্থানে মস্তক রাখিয়া অশুচি অবস্থায় নিদ্রিতা হইলেন, আমি এই সুযোগে যুদ্ধে ইন্দ্রনিধনকারী ভাবী শত্রুকে সাতভাগে ছিন্ন করিয়াছি। দেবি! আপনি আমার অপরাধ ক্ষমা করুন।২২-২৩

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডে ষট্চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত

সপ্তচত্বারিংশঃ সর্গঃ

[দিত্যা সপ্তধা-বিভক্ত স্বপুত্রাণাং 'মারুত' ইতি নামকরণম্, যথাযথস্থানে তেষাং নিয়োগঃ, বিশালানগরী নৃপাণাং বর্ণনঞ্চ।]

সপ্তধা তু কৃতে গর্ভে দিতিঃ পরমদুঃখিতা।
সহস্রাক্ষং দুরাধর্ষং বাক্যং সানুনয়াব্রবীৎ ॥১
মমাপরাধাদ্ গর্ভোঽয়ং সপ্তধা শকলীকৃতঃ।
নাপরাধো হি দেবেশ তবাত্র বলসূদন ॥২
বাতস্কন্ধা ইমে সপ্ত চরন্তু দিবি পুত্রক।
মরুতাং সপ্ত সপ্তানাং স্থানপালা ভবন্তু তে ॥৩
প্রিয়ং ত্বৎকৃতমিচ্ছামি মম গর্ভবিপর্য্যয়ে।
মারুতা ইতি বিখ্যাতা দিব্যরূপা মমাত্মজাঃ ॥৪

ব্রহ্মলোকং চরত্বেক ইন্দ্রলোকং তথাপরঃ।
দিব্যবায়ুরিতি খ্যাতস্তৃতীয়োঽপি মহাযশাঃ ॥৫
চত্বারস্তু সুরশ্রেষ্ঠ দিশো বৈ তব শাসনাৎ।
সঞ্চরিষ্যন্তি ভদ্রং তে কালেন হি মমাত্মজাঃ ॥৬
ত্বৎকৃতেনৈব নাম্না বৈ মারুতা ইতি বিশ্রুতাঃ।
তস্যাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা সহস্রাক্ষঃ পুরন্দরঃ ॥৭

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ

[সপ্তধা বিভক্ত স্বীয় পুত্রগণের দিতিকর্তৃক 'মারুত' এই নামকরণ এবং যথাযথস্থানে তাহাদের নিয়োগ। বিশালানগরীর নৃপগণের বর্ণন।]

ইন্দ্রকর্তৃক দিতির গর্ভ সপ্তধা ছিন্ন হইলে দিতি অতি দুঃখিত হইয়া অপরাজেয় সহস্রাক্ষকে বিনয়নম্রভাবে বলিলেন,—দেবরাজ! বলসূদন! আমার অপরাধের জন্যই এই গর্ভ সাতভাগে ছিন্ন হইয়াছে। তোমার কোন অপরাধ নাই। গর্ভের বিপর্য্যয় হইলেও যাহাতে তোমার ও আমার প্রিয় হয়, তাহা করিতে ইচ্ছা করি। আমার এই সাতটি পুত্র সাতটি বায়ুলোকের রক্ষাকারী হউক। পুত্র! দিব্যরূপী আমার পুত্রগণ মারুতনামে বিখ্যাত হইয়া বাতস্কন্ধনামে সপ্তধা বিভক্ত আকাশে বিচরণ করুক। ইহাদের মধ্যে একজন ব্রহ্মলোকে, অন্য জন ইন্দ্রলোকে, অপরজন দিব্যবায়ুনামে খ্যাত হইয়া আকাশে এবং অবশিষ্ট চারিজনও তোমার শাসনানুসারে চারিদিকে বিচরণ করুক। বৎস! তোমার মঙ্গল হউক। তুমি "মা রুদঃ" এই কথা বলিয়াছিলে। এইজন্য তোমার কৃত 'মারুত' নামে ইহারা পরিচিত হইবে। দিতির এইরূপ বচন শুনিয়া বলাসুরের নিহন্তা ইন্দ্র কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিলেন,—আপনি যাহা বলিবেন, তাহাই হইবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। আপনার পুত্রগণ দিব্যরূপী হইয়া বিচরণ করিবে। আপনার মঙ্গল হউক। রাম!

উবাচ প্রাঞ্জলির্বাক্যমিতীদং বলসূদনঃ ।
সর্বমেতদ্ যথোক্তং তে ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥৮
বিচরিষ্যন্তি ভদ্রং তে দেবরূপাস্তবাত্মজাঃ ।
এবং তৌ নিশ্চয়ং কৃত্বা মাতাপুত্রৌ তপোবনে ॥৯
জগ্মতুস্ত্রিদিবং রাম কৃতার্থাবিতি নঃ শ্রুতম্ ।
এষ দেশঃ স কাকুৎস্থ মহেন্দ্রাধ্যুষিতঃ পুরা ॥১০
দিতিং যত্র তপঃসিদ্ধামেবং পরিচচার সঃ ।
ইক্ষ্বাকোস্তু নরব্যাঘ্র পুত্রঃ পরমধার্মিকঃ ॥১১
অলম্বুষায়ামুৎপন্নো বিশাল ইতি বিশ্রুতঃ ।
তেন চাসীদিহ স্থানে বিশালেতি পুরী কৃতা ॥১২
বিশালস্য সুতো রাম হেমচন্দ্রো মহাবলঃ ।
সুচন্দ্র ইতি বিখ্যাতো হেমচন্দ্রাদনন্তরঃ ॥১৩
সুচন্দ্রতনয়ো রাম ধূম্রাশ্ব ইতি বিশ্রুতঃ ।
ধূম্রাশ্বতনয়শ্চাপি সৃঞ্জয়ঃ সমপদ্যত ॥১৪
সৃঞ্জয়স্য সুতঃ শ্রীমান্ সহদেবঃ প্রতাপবান্ ।
কুশাশ্বঃ সহদেবস্য পুত্রঃ পরমধার্মিকঃ ॥১৫
কুশাশ্বস্য মহাতেজাঃ সোমদত্তঃ প্রতাপবান্ ।
সোমদত্তস্য পুত্রস্তু কাকুৎস্থ ইতি বিশ্রুতঃ ॥১৬
তস্য পুত্রো মহাতেজাঃ সংপ্রত্যেষ পুরীমিমাম্ ।
আবসৎ পরমপ্রখ্যঃ সুমতির্নাম দুর্জয়ঃ ॥১৭
ইক্ষ্বাকোস্তু প্রসাদেন সর্বে বৈশালিকা নৃপাঃ ।
দীর্ঘায়ুষো মহাত্মানো বীর্য্যবন্তঃ সুধার্মিকাঃ ॥১৮
ইহাদ্য রজনীমেকাং সুখং স্বপ্স্যামহে বয়ম্ ।
শ্বঃ প্রভাতে নরশ্রেষ্ঠ জনকং দ্রষ্টুমর্হসি ॥১৯
সুমতিস্তু মহাতেজা বিশ্বামিত্রমুপাগতম্ ।
শ্রুত্বা নরবরশ্রেষ্ঠঃ প্রত্যাগচ্ছন্মহাযশাঃ ॥২০
পূজাঞ্চ পরমাং কৃত্বা সোপাধ্যায়ঃ সবান্ধবঃ ।
প্রাঞ্জলিঃ কুশলং পৃষ্ট্বা বিশ্বামিত্রমথাব্রবীৎ ॥২১
ধন্যোঽস্ম্যনুগৃহীতোঽস্মি যস্য মে বিষয়ং মুনে ।
সংপ্রাপ্তো দর্শনং চৈব নাস্তি ধন্যতরো মম ॥২২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে সপ্তচত্বারিংশঃ সর্গঃ ।

বিমাতা দিতি ও পুত্র ইন্দ্র উভয়ে তপোবনে এইরূপ নিশ্চয় করত কৃতার্থ হইয়া স্বর্গলোকে গমন করিলেন। আমি এইরূপ কথা পূর্বে শুনিয়াছি। কাকুৎস্থ! যে স্থানে বাস করিয়া মহেন্দ্র পূর্বকালে তপস্যাকারিণী দিতির সেবা করিয়াছিলেন, এইটি সেই স্থান। নরশ্রেষ্ঠ! ইক্ষ্বাকু-নরপতির অলম্বুষানাম্নী পত্নীর গর্ভে পরমধার্মিক বিশাল-নামক পুত্র হইয়াছিল। ঐ বিশাল এইস্থানে বিশালা-নামে একটি নগরী স্থাপন করেন।১-১২

রাম! বিশালের পুত্র মহাবলশালী হেমচন্দ্র। হেমচন্দ্রের পর তাহার পুত্র সুচন্দ্রনামে খ্যাত হন। সুচন্দ্রের পুত্র ধূম্রাশ্বনামে প্রসিদ্ধিলাভ করেন। সৃঞ্জয় নামে ধূম্রাশ্বের পুত্র উৎপন্ন হয়। সৃঞ্জয়ের পুত্র প্রতাপ-সম্পন্ন সহদেব। সহদেবের পুত্র কুশাশ্ব পরমধার্মিক। কুশাশ্বের পুত্র মহাতেজস্বী প্রতাপশালী সোমদত্ত। সোমদত্তের পুত্র কাকুৎস্থনামে খ্যাত। ঐ কাকুৎস্থের পুত্র মহাতেজস্বী দেবতুল্য দুর্জয় সুমতি বর্তমানে এই পুরীতে বাস করিতেছেন। ইক্ষ্বাকুনৃপতির প্রসাদে বিশালার সকল রাজাই দীর্ঘায়ু, মহাত্মা, বলবান্ ও পরম-ধার্মিক।১৩-১৮

যাহাই হউক! রাম! অদ্য আমরা এই স্থানে এই রাত্রি সুখেই অতিবাহিত করিব। নরশ্রেষ্ঠ! আগামী কল্য প্রভাতে জনকরাজাকে দেখিতে পাইবে। এমন সময় মহাতেজস্বী মহাযশস্বী নৃপতিশ্রেষ্ঠ সুমতি বিশ্বামিত্র আসিয়াছেন শুনিয়া তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিলেন। উপাধ্যায়গণ ও বন্ধুগণের সহিত বিশেষভাবে পূজা করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বিশ্বামিত্রের কুশলজিজ্ঞাসা করিলেন এবং বলিলেন,—মুনিবর! আমি ধন্য হইলাম, আমার রাজ্যে আপনার আগমনে অনুগৃহীত হইলাম। আমি আপনার দর্শন লাভ করিলাম। ইহাতে মনে হইতেছে— আমা অপেক্ষা ধন্যতর কেহ নাই।১৯-২২

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডে সপ্তচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টচত্বারিংশঃ সর্গঃ

[বিশ্বামিত্রসমীপে বিশালাধিপতিসুমতেঃ প্রশ্নঃ, বিশ্বামিত্রেণ তৎপ্রশ্নস্যোত্তরদানম্, মিথিলায়ামুপবনমেকং দৃষ্ট্বা রামচন্দ্রস্য প্রশ্নঃ, তৎপ্রশ্নস্যোত্তরদানপ্রসঙ্গেন বিশ্বামিত্রস্য অহল্যোপাখ্যানবর্ণনম্ ।]

পৃষ্ট্বা তু কুশলং তত্র পরস্পরসমাগমে ।
কথান্তে সুমতির্বাক্যং ব্যাজহার মহামুনিম্ ॥১
ইমৌ কুমারৌ ভদ্রং তে দেবতুল্যপরাক্রমৌ ।
গজসিংহগতী বীরৌ শার্দূলবৃষভোপমৌ ॥২
পদ্মপত্রবিশালাক্ষৌ খড়্গ-তূণ-ধনুর্ধরৌ ।
অশ্বিনাবিব রূপেণ সমুপস্থিতযৌবনৌ ॥৩
যদৃচ্ছয়েব গাং প্রাপ্তৌ দেবলোকাদিবামরৌ ।
কথং পদ্ভ্যামিহ প্রাপ্তৌ কিমর্থং কস্য বা মুনে ॥৪
ভূষয়ন্তাবিমং দেশং চন্দ্র-সূর্য্যাবিবাম্বরম্ ।
পরস্পরেণ সদৃশৌ প্রমাণেঙ্গিত-চেষ্টিতৈঃ ॥৫
কিমর্থঞ্চ নরশ্রেষ্ঠৌ সংপ্রাপ্তৌ দুর্গমে পথি ।
বরায়ুধধরৌ বীরৌ শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ॥৬
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা যথাবৃত্তং ন্যবেদয়ৎ * ।
বিশ্বামিত্রবচঃ শ্রুত্বা রাজা পরমবিস্মিতঃ ॥৭
অতিথী পরমং প্রাপ্তৌ পুত্রৌ দশরথস্য তৌ ।
পূজয়ামাস বিধিবৎ সৎকারার্হৌ মহাবলৌ ॥৮
ততঃ পরমসৎকারং সুমতেঃ প্রাপ্য রাঘবৌ ।
উষ্য তত্র নিশামেকাং জগ্মতুর্মৈথিলাং ততঃ ॥৯
তাং দৃষ্ট্বা মুনয়ঃ সর্বে জনকস্য পুরীং শুভাম্ ।

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ

[বিশ্বামিত্রের নিকট বিশালাধিপতি সুমতির প্রশ্ন এবং বিশ্বামিত্রকর্তৃক তৎপ্রশ্নের উত্তর দান। মিথিলায় এক উপবন দেখিয়া শ্রীরামের প্রশ্ন এবং এই প্রশ্নের উত্তরদানপ্রসঙ্গে বিশ্বামিত্রকর্তৃক অহল্যার উপাখ্যান বর্ণন।]

সুমতি ও বিশ্বামিত্র পরস্পর মিলিত হইলে সুমতি মুনিবরের কুশলজিজ্ঞাসা করিলেন। অনন্তর কথাবসরে তাঁহাকে বলিলেন,—মুনিবর! আপনার মঙ্গল হউক। এই রাজপুত্রদ্বয় দেবতুল্যপরাক্রমশালী, হস্তী ও সিংহের ন্যায় ধীর ও অপ্রতিহতগতি, শৌর্য্যে ব্যাঘ্র ও বৃষভতুল্য এবং মহাবীর। ইঁহাদের নেত্র পদ্মপত্রের ন্যায় আয়ত। খড়্গ, তূণ ও ধনুর্ধারণকারী এই কুমারদ্বয় নবযৌবনে পদার্পণ করিয়া রূপে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের সদৃশ হইয়াছেন। মনে হয়, যেন স্বর্গলোক হইতে দুইটি দেবতা স্বেচ্ছায় পৃথিবীতে আসিয়াছেন। ইঁহারা পদব্রজে আসিয়াছেন কেন? কেনই বা এখানে আসিয়াছেন? ইঁহারা কাহার তনয়? চন্দ্র ও সূর্য্য যেমন আকাশকে শোভিত করেন, তেমনই ইঁহারা এই স্থানকে শোভিত করিয়াছেন। ইঁহারা উভয়ে আকৃতি, ইঙ্গিত ও আচরণে পরস্পরের সদৃশ। এই দুই নরশ্রেষ্ঠ ও বীরশ্রেষ্ঠ অস্ত্র ধারণ করত এই দুর্গম পথে কেন আসিয়াছেন, তাহা বিস্তৃতভাবে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি।১-৬

সুমতির এইরূপ বচন শুনিয়া বিশ্বামিত্র রাম-লক্ষ্মণের আনুপূর্বিক সকল কথা বলিলেন। বিশ্বামিত্রের কথা শুনিয়া রাজা অতিশয় বিস্মিত হইলেন। অনন্তর মহাবলশালী সৎকারযোগ্য দশরথপুত্রদ্বয় বিশিষ্ট অতিথি-রূপে উপস্থিত হইয়াছেন দেখিয়া তিনি বিধিপূর্বক তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিলেন। সুমতির নিকট সমুচিত সৎকার লাভ করিয়া রাম-লক্ষ্মণ একরাত্রি সেইস্থানে বাস করিলেন, পরদিন মিথিলাভিমুখে গমন করিলেন। বিশ্বামিত্রসঙ্গী মুনিগণ জনকের মঙ্গলময়ী নগরীকে দর্শন করিয়া 'সাধু' 'সাধু' শব্দ উচ্চারণপূর্বক মিথিলার প্রশংসা করিলেন। রঘুনন্দন রাম মিথিলার উপবনে পুরাতন নির্জন মনোরম একটি আশ্রম দেখিয়া মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্বা-মিত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভগবন্! এই স্থানটি একটি আশ্রমের মত মনে হইতেছে, অথচ এই স্থানে মুনিগণ

* কোন কোন গ্রন্থে ৭ নং শ্লোকার্ধের পর নিম্নলিখিত শ্লোকার্ধটি দেখা যায়;—
'সিদ্ধাশ্রমনিবাসঞ্চ রাক্ষসানাং বধং যথা'।

সাধু সাধ্বিতি শংসন্তো মিথিলাং সমপূজয়ন্ ॥১০
মিথিলোপবনে তত্র আশ্রমং দৃশ্য রাঘবঃ।
পুরাণং নির্জনং রম্যং পপ্রচ্ছ মুনিপুঙ্গবম্ ॥১১
ইদমাশ্রমসঙ্কাশং কিং ন্বিদং মুনিবর্জিতম্।
শ্রোতুমিচ্ছামি ভগবন্ কস্যায়ং পূর্ব আশ্রমঃ ॥১২
তচ্ছ্রুত্বা রাঘবেণোক্তং বাক্যং বাক্যবিশারদঃ।
প্রত্যুবাচ মহাতেজা বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ ॥১৩
হন্ত তে কথয়িষ্যামি শৃণু তত্ত্বেন রাঘব।
যস্যৈতদাশ্রমপদং শপ্তং কোপান্মহাত্মনঃ ॥১৪
গৌতমস্য নরশ্রেষ্ঠ পূর্বমাসীন্মহাত্মনঃ।
আশ্রমো দিব্যসঙ্কাশঃ সুরৈরপি সুপূজিতঃ ॥১৫
স চাত্র তপ আতিষ্ঠদহল্যাসহিতঃ পুরা।
বর্ষপূগাণ্যনেকানি রাজপুত্র মহাযশঃ ॥১৬
তস্যান্তরং বিদিত্বা চ সহস্রাক্ষঃ শচীপতিঃ।
মুনিবেষধরো ভূত্বা অহল্যামিদমব্রবীৎ ॥১৭
ঋতুকালং প্রতীক্ষন্তে নার্থিনঃ সুসমাহিতে।
সঙ্গমং ত্বহমিচ্ছামি ত্বয়া সহ সুমধ্যমে ॥১৮
মুনিবেষং সহস্রাক্ষং বিজ্ঞায় রঘুনন্দন।
মতিঞ্চকার দুর্মেধা দেবরাজকুতূহলাৎ ॥১৯
অথাব্রবীৎ সুরশ্রেষ্ঠং কৃতার্থেনান্তরাত্মনা।
কৃতার্থাস্মি সুরশ্রেষ্ঠ গচ্ছ শীঘ্রমিতঃ প্রভো ॥২০
আত্মানং মাঞ্চ দেবেশ সর্বথা রক্ষ গৌতমাৎ।
ইন্দ্রস্তু প্রহসন্ বাক্যমহল্যামিদমব্রবীৎ ॥২১
সুশ্রোণি পরিতুষ্টোঽস্মি গমিষ্যামি যথাগতম্।
এবং সঙ্গম্য তু তদা নিশ্চক্রামোটজাত্ততঃ ॥২২
স সম্ভ্রমাত্ত্বরন্ রাম শঙ্কিতো গৌতমং প্রতি।
গৌতমং সন্দদর্শাথ প্রবিশন্তং মহামুনিম্ ॥২৩
দেব-দানবদুর্ধর্ষং তপো-বলসমন্বিতম্।
তীর্থোদকপরিক্লিন্নং দীপ্যমানমিবানলম্ ॥২৪

থাকেন না কেন? পূর্বে এই আশ্রম কাহার ছিল, ইহা আমি শুনিতে ইচ্ছা করি। রাঘবের এইরূপ বচন শুনিয়া বাগ্মী মহাতেজস্বী মহর্ষি বিশ্বামিত্র বলিলেন,— রাঘব! যে মহাত্মার ক্রোধবশতঃ এই আশ্রম অভিশপ্ত হইয়াছে, তাঁহার সকল কথা তোমার নিকট বলিতেছি, শ্রবণ কর।৭-১৪

নরোত্তম! স্বর্গাশ্রমতুল্য দেবগণপূজিত এই আশ্রম পূর্বে মহাত্মা গৌতমের বাসস্থান ছিল। তিনি নিজ-পত্নী অহল্যার সহিত এই আশ্রমে বহুবৎসর তপস্যা করিয়াছিলেন। একদিন গৌতমের অনুপস্থিতির সুযোগ পাইয়া শচীপতি ইন্দ্র গৌতমের অনুরূপ বেশ ধারণপূর্বক অহল্যার নিকটে আসিয়া বলিলেন,— তপস্বিনি! রমণার্থীরা ঋতুকালের প্রতীক্ষা করিতে পারে না। ক্ষীণকটি সুন্দরি! আমি এখনই তোমার সহিত সঙ্গম করিতে ইচ্ছা করি। রঘুনন্দন! দুর্বুদ্ধি অহল্যা মুনিবেশধারীকে ইন্দ্র বলিয়া জানিয়াও দেবরাজের সহিত রতিক্রীড়ায় কৌতুহলবশতঃ ঐ কর্মে সম্মতি দিলেন। অনন্তর প্রহৃষ্টমনে দেবরাজকে বলিলেন,— সুরশ্রেষ্ঠ! অমি কৃতার্থা হইয়াছি। এখন তুমি অতি শীঘ্র এই স্থান হইতে পলায়ন কর।১৫-২০

দেবরাজ! তুমি গৌতম হইতে নিজেকে ও আমাকে সর্বতোভাবে রক্ষা কর। তখন ইন্দ্র হাসিতে হাসিতে অহল্যাকে বলিলেন,—নিতম্বিনি! আমি অতি সন্তুষ্ট হইয়াছি। যেমন আসিয়াছি, তেমনই চলিয়া যাইতেছি। এইরূপ বলিয়া অহল্যার সহিত সঙ্গমপূর্বক কুটির হইতে নির্গত হইলেন। রাম! গৌতমের আগমনের আশঙ্কা করিয়া সভয়ে সত্বর বহির্গত হইবার সময় ইন্দ্র দেখিতে পাইলেন যে, মহামুনি গৌতম আশ্রমে প্রবেশ করিতেছেন। দেব-দানবকর্তৃক অপরাজেয় তপোবলযুক্ত প্রজ্বলিতবহ্নিতুল্য গৌতমকে তীর্থজলস্নাতশরীরে কুশ ও সমিধ্-গ্রহণপূর্বক আসিতে দেখিয়া দেবরাজ অতীব ভীত হইলেন এবং তাঁহার মুখ বিষাদে ছাইয়া গেল।২১-২৫

তারপর সদালাপরত গৌতম অসদাচারী ইন্দ্রকে

গৃহীতসমিধং তত্র সকুশং মুনিপুঙ্গবম্ ।
দৃষ্ট্বা সুরপতিস্ত্রস্তো বিষণ্ণবদনোঽভবৎ ॥২৫
অথ দৃষ্ট্বা সহস্রাক্ষং মুনিবেষধরং মুনিঃ ।
দুর্বৃত্তং বৃত্তসম্পন্নো রোষাদ্ বচনমব্রবীৎ ॥২৬
মম রূপং সমাস্থায় কৃতবানসি দুর্মতে ।
অকর্তব্যমিদং যস্মাদ্ বিফলস্ত্বং ভবিষ্যসি ॥২৭
গৌতমেনৈবমুক্তস্য সরোষেণ মহাত্মনা ।
পেততুর্বৃষণৌ ভূমৌ সহস্রাক্ষস্য তৎক্ষণাৎ ॥২৮
তথা শপ্ত্বা চ বৈ শক্রং ভার্য্যামপি চ শপ্তবান্ ।
ইহ বর্ষসহস্রাণি বহূনি নিবসিষ্যসি ॥২৯
বাতভক্ষা নিরাহারা তপ্যন্তী ভস্মশায়িনী ।
অদৃশ্যা সর্বভূতানামাশ্রমেঽস্মিন্ বসিষ্যসি ॥৩০
যদা ত্বেতদ্ বনং ঘোরং রামো দশরথাত্মজঃ ।
আগমিষ্যতি দুর্ধর্ষস্তদা পূতা ভবিষ্যসি ॥৩১
তস্যাতিথ্যেন দুর্বৃত্তে লোভ-মোহবিবর্জিতা ।
মৎসকাশং মুদা যুক্তা স্বং বপুর্ধারয়িষ্যসি ॥৩২
এবমুক্ত্বা মহাতেজা গৌতমো দুষ্টচারিণীম্ ।
ইমমাশ্রমমুৎসৃজ্য সিদ্ধ-চারণসেবিতে ॥৩৩
হিমবচ্ছিখরে রম্যে তপস্তেপে মহাতপাঃ ॥৩৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে অষ্টচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥

মুনিবেশধারী দেখিয়া অতিক্রুদ্ধভাবে বলিলেন,—দুষ্ট ! তুই আমার বেশ ধারণ করিয়া এইরূপ অকর্তব্য কর্ম করিয়াছিস্, এইজন্য তুই অণ্ডকোষহীন হইবি। অতি-রোষবশতঃ মহাত্মা গৌতম এইরূপ বলার সঙ্গে সঙ্গে তৎক্ষণাৎ ইন্দ্রের অণ্ডদ্বয় ভূতলে পতিত হইল। ইন্দ্রকে ঐরূপ শাপ প্রদান করিয়া অহল্যাকেও শাপ দিয়া বলিলেন,—দুরাচারিণি ! তুই এই আশ্রমে বহুসহস্রবৎসর বাস করিবি। নিজকার্য্যের জন্য অনুতপ্ত হইয়া নিরাহারে বায়ুভক্ষণপূর্বক সর্বপ্রাণীর অদৃশ্যভাবে ভস্ম-শয্যায় শয়ন করত এই স্থানে বাস কর্ ।২৬-৩০

দশরথনন্দন অপরাজেয় রাম যখন এই নিবিড় বনে আগমন করিবেন, তখনই তুই পবিত্রতালাভ করিতে পারিবি। দুষ্টে ! তুই রামের আতিথ্যসৎকার দ্বারা লোভ মোহশূন্য হইয়া আমার নিকটে আগমন করিবার যোগ্য নিজ শরীর ধারণ করিবি। মহাতেজস্বী গৌতম দুষ্টচারিণী পত্নীকে এইরূপ বলিয়া এই আশ্রম পরিত্যাগ করত সিদ্ধ-চারণসেবিত রম্য হিমালয়-শৃঙ্গে গমনপূর্বক তপস্যা করিতে লাগিলেন ।৩১-৩৪

মহর্ষিবাল্মীকি-প্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডে অষ্টচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ।

ঊনপঞ্চাশঃ সর্গঃ

[মুষ্কহীনপুরন্দরস্য মেষবৃষণলাভঃ, শ্রীরামদর্শনেন অহল্যায়াঃ শাপমুক্তিঃ, অহল্যয়া সহ গৌতমস্য পুনর্মিলনম্, উভয়াভ্যাং শ্রীরামস্য সৎকারশ্চ]

অফলস্তু ততঃ শক্রো দেবানগ্নিপুরোগমান্।
অব্রবীত্রস্তনয়নঃ সিদ্ধ-গন্ধর্ব-চারণান্ ॥১
কুর্বতা তপসো বিঘ্নং গৌতমস্য মহাত্মনঃ।
ক্রোধমুৎপাদ্য হি ময়া সুরকার্য্যমিদং কৃতম্ ॥২
অফলোঽস্মি কৃতস্তেন ক্রোধাৎ সা চ নিরাকৃতা।
শাপমোক্ষেণ মহতা তপোঽস্যাপহৃতং ময়া ॥৩
তস্মাৎ সুরবরাঃ সর্বে সর্ষিসঙ্ঘাঃ সচারণাঃ।
সুরকার্য্যকরং যূয়ং সফলং কর্তুমর্হথ ॥৪
শতক্রতোর্বচঃ শ্রুত্বা দেবাঃ সাগ্নিপুরোগমাঃ।
পিতৃদেবানুপেত্যাহুঃ সর্বে সহ মরুদ্গণৈঃ ॥৫
অয়ং মেষঃ সবৃষণঃ শক্রো হ্যবৃষণঃ কৃতঃ।
মেষস্য বৃষণৌ গৃহ্য শক্রায়াশু প্রযচ্ছত ॥৬
অফলস্তু কৃতো মেষঃ পরাং তুষ্টিং প্রদাস্যতি।
ভবতাং হর্ষণার্থঞ্চ যে চ দাস্যন্তি মানবাঃ ॥
অক্ষয়ং হি ফলং তেষাং যূয়ং দাস্যথ পুষ্কলম্ ॥৭
অগ্নেস্তু বচনং শ্রুত্বা পিতৃদেবাঃ সমাগতাঃ।
উৎপাট্য মেষবৃষণৌ সহস্রাক্ষে ন্যবেশয়ন্ ॥৮
তদা প্রভৃতি কাকুৎস্থ পিতৃদেবাঃ সমাগতাঃ।
অফলান্ ভুঞ্জতে মেষান্ ফলৈস্তেষামযোজয়ন্ ॥৯
ইন্দ্রস্তু মেষবৃষণস্তদাপ্রভৃতি রাঘব।
গৌতমস্য প্রভাবেণ তপসা চ মহাত্মনঃ ॥১০
তদাগচ্ছ মহাতেজ আশ্রমং পুণ্যকর্মণঃ।
তারয়ৈনাং মহাভাগামহল্যাং দেবরূপিণীম্ ॥১১
বিশ্বামিত্রবচঃ শ্রুত্বা রাঘবঃ সহলক্ষ্মণঃ।

ঊনপঞ্চাশ সর্গ

[মুষ্কহীন ইন্দ্রের মেষবৃষণ লাভ ও শ্রীরামদর্শনে অহল্যার শাপমুক্তি, গৌতম ও অহল্যার পুনর্মিলন এবং উভয়ের দ্বারা শ্রীরামের সৎকার।]

অনন্তর কোষহীন ইন্দ্র ভীতনয়নে অগ্নি প্রভৃতি দেবতা, গন্ধর্ব, সিদ্ধ ও চারণগণকে বলিলেন,—আমি মহাত্মা গৌতমের তপস্যায় বিঘ্নসম্পাদনের জন্য তাঁহার ক্রোধ উৎপাদন করিয়া দেবকার্য্য সাধন করিয়াছি। তিনি ক্রোধবশতঃ আমাকে কোষহীন করিয়াছেন এবং অহল্যাকে শাপদানপূর্বক ত্যাগ করিয়াছেন। এইরূপ ক্রোধবশতঃ অভিশাপদান করাইয়া আমি তাঁহার তপোবল অপহরণ করিয়াছি। আমি দেবতাগণের কার্য্য করিয়াছি। এখন দেবগণ, ঋষিগণ ও চারণগণ তোমরা সকলে আমাকে কোষযুক্ত কর। ইন্দ্রের বাক্য শুনিয়া অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ মরুদ্গণের সহিত পিতৃদেবগণের নিকট গমন করিয়া বলিলেন,—ইন্দ্র কোষহীন হইয়াছেন। এই মেষটি কোষযুক্ত আছে। মেষের কোষদ্বয় গ্রহণ করিয়া তোমরা ইন্দ্রকে প্রদান কর। কোষহীন মেষ তোমাদিগকে পরম তৃপ্তি দান করিবে। যে সকল মানব তোমাদের তৃপ্তির জন্য কোষহীন মেষ দান করিবে, তোমরা তাহাদিগকে অক্ষয় ও প্রচুর ফল দান করিবে।১-৭

অগ্নির বচন শুনিয়া উপস্থিত পিতৃদেবগণ মেষের কোষদ্বয় উৎপাটিত করিয়া ইন্দ্রের যথাস্থানে সন্নিবেশ করিলেন। কাকুৎস্থ! সেই সময় হইতে পিতৃদেবগণ কোষরহিত মেষ ভক্ষণ করিয়া থাকেন, কিন্তু কোষযুক্ত-মেষদানের ফলই দিয়া থাকেন। রাঘব! মহাত্মা গৌতমের তপস্যাপ্রভাবে তখন হইতে ইন্দ্র মেষের কোষদ্বয় দ্বারা যুক্ত হইলেন। রাম! তুমি মহাতেজস্বী। এখন পুণ্যকর্মা গৌতমের আশ্রমে প্রবেশ কর এবং মহাভাগা দেবরূপিণী অহল্যাকে উদ্ধার কর। বিশ্বামিত্রের

বিশ্বামিত্রং পুরস্কৃত্য আশ্রমং প্রবিবেশ হ ॥১২
দদর্শ চ মহাভাগাং তপসা দ্যোতিতপ্রভাম্ ।
লোকৈরপি সমাগম্য দুর্নিরীক্ষ্যাং সুরাসুরৈঃ ॥১৩
প্রযত্নান্নির্মিতাং ধাত্রা দিব্যাং মায়াময়ীমিব ।
ধূমেনাভিপরীতাঙ্গীং দীপ্তামগ্নিশিখামিব ॥১৪
সতুষারাবৃতাং সাভ্রাং পূর্ণচন্দ্রপ্রভামিব ।
মধ্যেঽম্ভসো দুরাধর্ষাং দীপ্তাং সূর্য্যপ্রভামিব ॥১৫
সা হি গৌতমবাক্যেন দুর্নিরীক্ষ্যা বভূব হ ।
ত্রয়াণামপি লোকানাং যাবদ্ রামস্য দর্শনম্ ॥
শাপস্যান্তমুপাগম্য তেষাং দর্শনমাগতা ॥১৬
রাঘবৌ তু তদা তস্যাঃ পাদৌ জগৃহতুর্মুদা ।
স্মরন্তী গৌতমবচঃ প্রতিজগ্রাহ সা হি তৌ ॥১৭

পাদ্যমর্ঘ্যং তথাতিথ্যং চকার সুসমাহিতা ।
প্রতিজগ্রাহ কাকুৎস্থো বিধিদৃষ্টেন কর্মণা ॥১৮
পুষ্পবৃষ্টির্মহত্যাসীদ্দেবদুন্দুভিনিঃস্বনৈঃ ।
গন্ধর্বাপ্সরসাং চৈব মহানাসীৎ সমুৎসবঃ ॥১৯
সাধু সাধ্বিতি দেবাস্তামহল্যাং সমপূজয়ন্ ।
তপো-বলবিশুদ্ধাঙ্গীং গৌতমস্য বশানুগাম্ ॥২০
গৌতমোঽপি মহাতেজা অহল্যাসহিতঃ সুখী ।
রামং সংপূজ্য বিধিবত্তপস্তেপে মহাতপাঃ ॥২১
রামোঽপি পরমাং পূজাং গৌতমস্য মহামুনেঃ ।
সকাশাদ্ বিধিবৎ প্রাপ্য জগাম মিথিলাং ততঃ ॥২২
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে একোনপঞ্চাশঃ স্বর্গঃ ॥৪৫

বাক্য শুনিয়া রাম লক্ষ্মণের সহিত বিশ্বামিত্রকে অগ্রে করিয়া আশ্রমে প্রবেশ করিলেন ।৮-১২

সেখানে মহাভাগা অহল্যাকে দেখিতে পাইলেন। তপস্যার প্রভাবে অহল্যার প্রভা সেইস্থানকে উদ্ভাসিত করিয়াছে। মানুষের কথা দূরে থাকুক, দেব-দানবগণও তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে পারে না। দেখিলে মনে হয়, যেন বিধাতা অতিযত্নে এই মায়াময়ী দিব্যরমণী-মূর্তি নির্মাণ করিয়াছেন। ধূমাচ্ছাদিত দীপ্ত অগ্নিশিখার মত, তুষারাবৃত ও মেঘযুক্ত পূর্ণচন্দ্রের প্রভার মত এবং জলমধ্যে পতিত দুর্দর্শনীয় দীপ্তসূর্য্যপ্রভার মত অহল্যা ঐ আশ্রমে অবস্থিতা রহিয়াছেন। ঐ অহল্যা রামের দর্শন না পাওয়া পর্য্যন্ত গৌতমের শাপে ত্রিলোকবাসীর অদৃশ্য হইয়াছিলেন। এখন রামের দর্শনে শাপের অবসান হওয়ায় অহল্যা দৃষ্টিগোচরা হইলেন। তখন রাম ও লক্ষ্মণ সানন্দে অহল্যার চরণবন্দনা করিলেন। অহল্যাও গৌতমের বাক্য স্মরণ করিয়া রাম-লক্ষ্মণকে মাননীয় অতিথিরূপে গ্রহণ করিলেন। তিনি একাগ্রচিত্তে পাদ্য-অর্ঘ্য দ্বারা অতিথিসৎকার করিলেন। রাম অহল্যার আতিথ্য শাস্ত্রবিধানানুসারে গ্রহণ করিলেন। ঐ সময় দেবদুন্দুভিশব্দের সহিত প্রচুর পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। গন্ধর্ব ও অপ্সরাদিগের মহোৎসব হইতে লাগিল। তপস্যাপ্রভাবে পবিত্রদেহা গৌতমানুগামিনী অহল্যাকে সাধু সাধু শব্দে অভিনন্দিত করিয়া দেবগণ তাঁহার বিশেষ প্রশংসা করিতে লাগিলেন। মহাতেজস্বী ও মহাতপস্বী গৌতম অহল্যার সহিত মিলিত হইয়া সুখী হইলেন এবং বিধিপূর্বক রামচন্দ্রের সম্বর্ধনা করিয়া তদনন্তর তপস্যায় মনোনিবেশ করিলেন। শ্রীরামচন্দ্রও মহর্ষি গৌতমের নিকট হইতে যথাবিধি সাদর সম্বর্ধনা লাভ করিয়া মিথিলানগরীতে প্রবেশ করিলেন ।১৩-২২

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের আদিকাণ্ডে ঊনপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চাশঃ সর্গঃ

[সরাম-লক্ষ্মণ-বিশ্বামিত্রস্য মিথিলাগমনং, রাজ্ঞা জনকেন বিশ্বামিত্রস্য সৎকারঃ, রাম-লক্ষ্মণয়োঃ পরিচয়লাভশ্চ ।]

ততঃ প্রাগুত্তরাং গত্বা রামঃ সৌমিত্রিণা সহ ।
বিশ্বামিত্রং পুরস্কৃত্য যজ্ঞবাটমুপাগমৎ ॥১
রামস্তু মুনিশার্দূলমুবাচ সহলক্ষ্মণঃ ।
সাধ্বী যজ্ঞসমৃদ্ধির্হি জনকস্য মহাত্মনঃ ॥২
বহূনীহ সহস্রাণি নানাদেশনিবাসিনাম্ ।
ব্রাহ্মণানাং মহাভাগ বেদাধ্যয়নশালিনাম্ ॥৩
ঋষিবাটাশ্চ দৃশ্যন্তে শকটীশতসঙ্কুলাঃ ।
দেশো বিধীয়তাং ব্রহ্মন্ যত্র বৎস্যামহে বয়ম্ ॥৪
রামস্য বচনং শ্রুত্বা বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ ।
নিবাসমকরোদ্দেশে বিবিক্তে সলিলান্বিতে ॥৫
বিশ্বামিত্রমনুপ্রাপ্তং শ্রুত্বা নৃপবরস্তদা ।
শতানন্দং পুরস্কৃত্য পুরোহিতমনিন্দিতঃ ॥৬

ঋত্বিজোঽপি মহাত্মানস্ত্বর্ঘ্যমাদায় সত্বরম্ ।
প্রত্যুজ্জগাম সহসা বিনয়েন সমন্বিতঃ ॥৭
বিশ্বামিত্রায় ধর্মেণ দদৌ ধর্মপুরস্কৃতম্ ।
প্রতিগৃহ্য তু তাং পূজাং জনকস্য মহাত্মনঃ ॥৮
পপ্রচ্ছ কুশলং রাজ্ঞো যজ্ঞস্য চ নিরাময়ম্ ।
স তাংশ্চাথ মুনীন্ পৃষ্ট্বা সোপাধ্যায়পুরোধসঃ ॥৯
যথার্হমৃষিভিঃ সর্বৈঃ সমাগচ্ছৎ প্রহৃষ্টবৎ ।
অথ রাজা মুনিশ্রেষ্ঠং কৃতাঞ্জলিরভাষত ॥১০
আসনে ভগবানাস্তাং সহৈভির্মুনিপুঙ্গবৈঃ ।
জনকস্য বচঃ শ্রুত্বা নিষসাদ মহামুনিঃ ॥১১
পুরোধা ঋত্বিজশ্চৈব রাজা চ সহ মন্ত্রিভিঃ ।
আসনেষু যথান্যায়মুপবিষ্টাঃ সমন্ততঃ ॥১২

পঞ্চাশ সর্গ

[রাম-লক্ষ্মণ সহ বিশ্বামিত্রের মিথিলাগমন, রাজা জনককর্তৃক বিশ্বামিত্রের সৎকার ও রাম-লক্ষ্মণের পরিচয় লাভ ।]

অনন্তর রাম লক্ষ্মণের সহিত বিশ্বামিত্রকে অগ্রবর্তী করিয়া উত্তরপূর্বাভিমুখে কিয়দ্দূর গমনপূর্বক জনকের যজ্ঞশালায় উপস্থিত হইলেন। লক্ষ্মণের সহিত রাম মুনিবরকে বলিলেন,—মহাত্মা জনকের যজ্ঞের সামগ্রী অতিপ্রচুর ও প্রশংসনীয়। নানাদেশবাসী বেদাধ্যয়নরত বহুসহস্রসংখ্যক ব্রাহ্মণ উপস্থিত হইয়াছেন। শত শত শকটে পরিপূর্ণ ঋষিগণের বাসস্থল দেখিতেছি। ব্রহ্মন্! যেখানে আমরা বাস করিব, সেই স্থান স্থির করুন ।১-৪

রামের বচন শুনিয়া মহর্ষি বিশ্বামিত্র জলসুলভ নির্জন-স্থানে বাস করিবার স্থির করিলেন। বিশ্বামিত্রের আগমনবার্তা পাইয়া নৃপশ্রেষ্ঠ জনক ত্বরান্বিত হইয়া পুরোহিত শতানন্দ ও মহাত্মা ঋত্বিগ্‌দিগকে অগ্রে লইয়া বিনীতভাবে যথারীতি অর্ঘ্যাদি গ্রহণপূর্বক বিশ্বামিত্রের প্রত্যুদ্গমন করিলেন। অনন্তর শাস্ত্র-বিধানানুসারে ধর্মানুমোদিত অর্ঘ্য প্রদান করিলেন। বিশ্বামিত্রও পূজা গ্রহণ করিয়া মহাত্মা জনকের কুশল ও যজ্ঞের বিঘ্নহীনতার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। পরে উপাধ্যায়, পুরোহিত প্রভৃতি সকলের কুশলজিজ্ঞাসা করিয়া আনন্দের সহিত যথাযোগ্যভাবে সকল ঋষির সহিত মিলিত হইলেন। অনন্তর রাজা জনক মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে বলিলেন,—ভগবন্! আপনি সমাগত মুনিগণের সহিত আসনে উপবেশন করুন। মহর্ষি বিশ্বামিত্র জনকের বচন শুনিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। পুরোহিত ও ঋত্বিকসমূহ এবং মন্ত্রিগণের সহিত রাজা জনক যথাযোগ্যভাবে চারিদিকে আসনে উপবিষ্ট হইলেন ।৫-১২

অনন্তর নরপতি বিশ্বামিত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন,—অদ্য দেবগণকর্তৃক আমার যজ্ঞের

দৃষ্ট্বা স নৃপতিস্তত্র বিশ্বামিত্রমথাব্রবীৎ।
অদ্য যজ্ঞসমৃদ্ধির্মে সফলা দৈবতৈঃ কৃতা ॥১৩
অদ্য যজ্ঞফলং প্রাপ্তং ভগবদ্দর্শনান্ময়া।
ধন্যোঽস্ম্যনুগৃহীতোঽস্মি যস্য মে মুনিপুঙ্গব ॥১৪
যজ্ঞোপসদনং ব্রহ্মন্ প্রাপ্তোঽসি মুনিভিঃ সহ।
দ্বাদশাহং তু ব্রহ্মর্ষে দীক্ষামাহুর্মনীষিণঃ (ক) ॥১৫
ততো ভাগার্থিনো দেবান্ দ্রষ্টুমর্হসি কৌশিক।
ইত্যুক্ত্বা মুনিশার্দুলং প্রহৃষ্টবদনস্তদা ॥১৬
পুনস্তং পরিপপ্রচ্ছ প্রাঞ্জলিঃ প্রয়তো নৃপঃ।
ইমৌ কুমারৌ ভদ্রন্তে দেবতুল্যপরাক্রমৌ ॥১৭
গজতুল্যগতী (খ) বীরৌ শার্দুল-বৃষভোপমৌ।
পদ্মপত্রবিশালাক্ষৌ খড়্গ-তূণী-ধনুর্ধরৌ ॥
অশ্বিনাবিব রূপেণ সমুপস্থিতযৌবনৌ ॥১৮
যদৃচ্ছয়েব গাং প্রাপ্তৌ দেবলোকাদিবামরৌ।
কথং পদ্ভ্যামিহ প্রাপ্তৌ কিমর্থং কস্য বা মুনে ॥১৯
বরায়ুধধরৌ বীরৌ কস্য পুত্রৌ মহামুনে।
ভূষয়ন্তাবিমং দেশং চন্দ্র-সূর্য্যাবিবাম্বরম্ ॥২০
পরস্পরস্য সদৃশৌ প্রমাণেঙ্গিত-চেষ্টিতৈঃ।
কাকপক্ষধরৌ বীরৌ শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ॥২১
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা জনকস্য মহাত্মনঃ।
ন্যবেদয়দমেয়াত্মা পুত্রৌ দশরথস্য তৌ ॥২২
সিদ্ধাশ্রমনিবাসঞ্চ রাক্ষসানাং বধং তথা।
তত্রাগমনমব্যগ্রং বিশালায়াশ্চ দর্শনম্ ॥২৩
অহল্যাদর্শনঞ্চৈব গৌতমেন সমাগমম্।
মহাধনুষি জিজ্ঞাসাং কর্ত্তুমাগমনং তথা ॥২৪
এতৎ সর্বং মহাতেজা জনকায় মহাত্মনে।
নিবেদ্য বিররামাথ বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ ॥২৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে পঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥৫০॥

আয়োজন সফল হইল। ব্রহ্মন্! আমি আপনাকে দর্শন করিয়া অদ্যই যজ্ঞফল প্রাপ্ত হইলাম। আমি ধন্য ও অনুগৃহীত হইলাম, যেহেতু আপনি মুনিগণের সহিত আমার যজ্ঞস্থলে আগমন করিয়াছেন। ঋষিশ্রেষ্ঠ! মনীষিগণ আমাকে বলিয়াছেন যে, দীক্ষার নিয়মিত-কালের দ্বাদশদিনমাত্র অবশিষ্ট আছে। কৌশিক! আপনি দ্বাদশদিন পরে যজ্ঞভাগার্থী দেবগণকে দেখিতে পাইবেন। মুনিবরকে এইরূপ বলিয়া প্রহৃষ্টবদনে সংযতভাবে কৃতাঞ্জলিপুটে পুনর্বার জিজ্ঞাসা করিলেন,—মুনিবর! আপনার মঙ্গল হউক। এই কুমারদ্বয় দেবতুল্যপরাক্রমশালী, হস্তীর তুল্য ধীরগতি, ব্যাঘ্র ও বৃষভের তুল্য মহাবীর। ইঁহাদের নেত্র পদ্মপত্রের ন্যায় আয়ত। খড়্গ, তূণ ও ধনুর্ধারী এই কুমারদ্বয় নব-যৌবনে পদার্পণ করিয়া রূপে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের সদৃশ হইয়াছেন। দেখিয়া মনে হয়—যেন দুইটি দেবতা স্বর্গলোক হইতে স্বেচ্ছায় পৃথিবীতে আসিয়াছেন। ইঁহারা পদব্রজে আসিয়াছেন কেন? কেনই বা এখানে আসিয়াছেন? ইঁহারা কাহার তনয়? চন্দ্র ও সূর্য্য যেমন আকাশকে শোভিত করেন, ইঁহারাও তেমনই এই স্থানকে শোভিত করিয়াছেন। ইঁহারা উভয়ে আকৃতি, ইঙ্গিত ও আচরণে পরস্পরের সদৃশ। এই কাকপক্ষ-(জুলফি) ধারী বীরদ্বয়ের পরিচয় যথার্থভাবে শুনিতে ইচ্ছা করি। মহাত্মা জনকের এইরূপ বচন শুনিয়া অপরিমিত-শক্তি বিশ্বামিত্র বলিলেন,—ইঁহারা মহারাজ দশরথের পুত্র। ইঁহারা সিদ্ধাশ্রমে বাস করিয়া বহুরাক্ষসের বিনাশসাধন করিয়াছেন। নির্বিঘ্নে আগমন করত বিশালানগরী দর্শন করিয়াছেন, অনন্তর অহল্যাকে শাপ-মুক্ত করিয়া গৌতমের সহিত মিলিত করিয়াছেন, অতঃপর আপনার শ্রেষ্ঠ ধনুর বিষয় জানিবার জন্য এখানে আসিয়াছেন—ইত্যাদি সকল বিবরণ জনকের নিকট নিবেদন করিয়া মহাতেজস্বী মহর্ষি বিশ্বামিত্র বিরত হইলেন।১৩-২৫

পাঠান্তরঃ—(ক) দীক্ষামাহুর্মনস্বিনঃ—।
(খ) গজ-সিংহগতী—।

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডে পঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

একপঞ্চাশঃ সর্গঃ

[রামদর্শনতুষ্টশতানন্দেন বিশ্বামিত্রসমীপে প্রশ্নঃ, বিশ্বামিত্রেণ তৎপ্রশ্নস্যোত্তরদানম্, রামসমীপে শতানন্দেন বিশ্বামিত্রস্য জীবনচরিতবর্ণনঞ্চ ।]

তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা বিশ্বামিত্রস্য ধীমতঃ ।
হৃষ্টরোমা মহাতেজাঃ শতানন্দো মহাতপাঃ ॥১
গৌতমস্য সুতো জ্যেষ্ঠস্তপসা দ্যোতিতপ্রভঃ ।
রামসন্দর্শনাদেব পরং বিস্ময়মাগতঃ ॥২
এতৌ নিষণ্ণৌ সংপ্রেক্ষ্য শতানন্দো নৃপাত্মজৌ ।
সুখাসীনৌ মুনিশ্রেষ্ঠং বিশ্বামিত্রমথাব্রবীৎ ॥৩
অপি তে মুনিশার্দূল মম মাতা যশস্বিনী ।
দর্শিতা রাজপুত্রায় তপো-দীর্ঘমুপাগতা ॥৪
অপি রামে মহাতেজা (ক) মম মাতা যশস্বিনী ।
বন্যৈরুপাহরৎ পূজাং পূজার্হে সর্বদেহিনাম্ ॥৫
অপি রামায় কথিতং যদ্বৃত্তং তৎপুরাতনম্ ।
মম মাতুর্মহাতেজো দেবেন দুরনুষ্ঠিতম্ ॥৬
অপি কৌশিক ভদ্রং তে গুরুণাহমসঙ্গতা ।
মম মাতা মুনিশ্রেষ্ঠ রামসন্দর্শনাদিতঃ ॥৭
অপি মে গুরুণা রামঃ পূজিতঃ কুশিকাত্মজ ।
ইহাগতো মহাতেজাঃ পূজাং প্রাপ্য মহাত্মনঃ ॥৮
অপি শান্তেন মনসা গুরুর্মে কুশিকাত্মজ ।
ইহাগতেন রামেণ পূজিতেনাভিবাদিতঃ ॥৯
তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ ।
প্রত্যুবাচ শতানন্দং বাক্যজ্ঞো বাক্যকোবিদম্ ॥১০
নাতিক্রান্তং মুনিশ্রেষ্ঠ যৎকর্তব্যং কৃতং ময়া ।
সঙ্গতা মুনিনা পত্নী ভার্গবেণেব রেণুকা ॥১১
তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য বিশ্বামিত্রস্য ধীমতঃ ।
শতানন্দো মহাতেজা রামং বচনমব্রবীৎ ॥১২

একপঞ্চাশ সর্গ

[রামদর্শনে আনন্দিত শতানন্দকর্তৃক বিশ্বামিত্রের নিকট প্রশ্ন, বিশ্বামিত্রকর্তৃক তৎপ্রশ্নের উত্তরদান ও রামের নিকট শতানন্দ দ্বারা বিশ্বামিত্রের জীবনচরিত্র বর্ণন ।]

ধীমান্ বিশ্বামিত্রের বাক্য শুনিয়া শতানন্দ পুলকিত হইলেন এবং রামকে দর্শন করিয়া অতীব বিস্ময়ান্বিত হইলেন। মহাতেজস্বী ও মহাতপস্বী শতানন্দ গৌতমের জ্যেষ্ঠপুত্র। তপস্যার প্রভায় তাঁহার দেহ উদ্ভাসিত হইয়াছে। তিনি রাজকুমার রাম-লক্ষ্মণকে সুখোপবিষ্ট দেখিয়া মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে বলিলেন,—মুনিবর ! এই রাজপুত্রের সকাশে দীর্ঘকালতপস্যাকারিণী যশস্বিনী আমার জননীকে দেখাইয়াছেন ত ? যশস্বিনী তেজস্বিনী মদীয়া জননী সকল প্রাণীর পূজ্য রামকে বন্য ফল-পুষ্পাদির দ্বারা অর্চনা করিয়াছেন ত ? পূর্বে যাহা ঘটিয়াছিল, সেই সকল পুরাতন ইন্দ্রানুষ্ঠিত দুরাচরণের কথা আপনি রামকে বলিয়াছেন কি ? কুশিকতনয় ! আপনার মঙ্গল হউক। রামকে দর্শন করার পর আমার মাতা অহল্যা পিতা গৌতমের সহিত মিলিত হইয়াছেন ত ? কৌশিক ! মহাতেজস্বী রাম মদীয় পিতৃদেব কর্তৃক পূজিত হইয়াছেন ত ? মহাত্মার পূজা গ্রহণ করিয়া এখানে আসিবার পূর্বে শান্তমনে আমার পিতাকে অভিবাদন করিয়াছেন ত ? শতানন্দের এইরূপ বচন শুনিয়া বচনকুশল মহর্ষি বিশ্বামিত্র বাক্য বিশারদ শতানন্দকে বলিলেন ।১ ১০

মুনিবর ! আমার যাহা করণীয় তাহা সমস্তই করিয়াছি, কিছুই বিস্মৃত হই নাই। জমদগ্নির সহিত রেণুকা যেরূপ মিলিত হইয়াছিলেন, অহল্যাও সেইরূপ গৌতমের সহিত মিলিত হইয়াছেন। ধীমান্ বিশ্বামিত্রের বচন শুনিয়া তেজস্বী শতানন্দ রামকে বলিলেন,—নরশ্রেষ্ঠ ! রাঘব ! তোমার শুভাগমন হউক। আমার সৌভাগ্যবশতই তুমি অপরাজেয় মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে অগ্রবর্তী করিয়া এখানে আসিয়াছ। এই ব্রহ্মর্ষি মহাতেজস্বী। তপস্যার দ্বারা ইনি অভাবনীয় কার্য্য করিয়াছেন। ইঁহার প্রভাবের সীমা নাই। ইঁহাকে আমাদের পরম আশ্রয় মনে করি। যে

পাঠান্তরঃ—(ক) অপি রামে মহাভাগা— ।

স্বাগতং তে নরশ্রেষ্ঠ দিষ্ট্যা প্রাপ্তোঽসি রাঘব।
বিশ্বামিত্রং পুরস্কৃত্য মহর্ষিমপরাজিতম্ ॥১৩
অচিন্ত্যকর্মা তপসা ব্রহ্মর্ষিরমিতপ্রভঃ।
বিশ্বামিত্রো মহাতেজা বেত্স্যেনং পরমাং গতিম্(ক)॥১৪
নাস্তি ধন্যতরো রাম ত্বত্তোঽন্যো ভুবি কশ্চন।
গোপ্তা কুশিকপুত্রস্তে যেন তপ্তং মহত্তপঃ ॥১৫
শ্রূয়তাং চাভিধাস্যামি কৌশিকস্য মহাত্মনঃ।
যথাবলং যথাতত্ত্বং তন্মে নিগদতঃ শৃণু ॥১৬
রাজাসীদেষ ধর্মাত্মা দীর্ঘকালমরিন্দমঃ।
ধর্মজ্ঞঃ কৃতবিদ্যশ্চ প্রজানাঞ্চ হিতে রতঃ ॥১৭
প্রজাপতিসুতস্ত্বাসীৎ কুশো নাম মহীপতিঃ।
কুশস্য পুত্রো বলবান্ কুশনাভঃ সুধার্মিকঃ ॥১৮
কুশনাভসুতস্ত্বাসীদ্ গাধিরিত্যেব বিশ্রুতঃ।
গাধেঃ পুত্রো মহাতেজা বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ ॥১৯
বিশ্বামিত্রো মহাতেজাঃ পালয়ামাস মেদিনীম্।
বহুবর্ষসহস্রাণি রাজা রাজ্যমকারয়ৎ ॥২০
কদাচিত্তু মহাতেজা যোজয়িত্বা বরূথিনীম্।
অক্ষৌহিণীপরিবৃতঃ পরিচক্রাম মেদিনীম্ ॥২১
নগরাণি চ রাষ্ট্রাণি পরিতশ্চ মহাগিরীন্।
আশ্রমান্ ক্রমশো রাজা বিচরন্নাজগাম হ ॥২২
বসিষ্ঠস্যাশ্রমপদং নানাপুষ্পলতাদ্রুমম্।
নানামৃগগণাকীর্ণং সিদ্ধ-চারণসেবিতম্ ॥২৩
দেব-দানব-গন্ধর্বৈঃ কিন্নরৈরুপশোভিতম্।
প্রশান্তহরিণাকীর্ণং দ্বিজসঙ্ঘনিষেবিতম্ ॥২৪
ব্রহ্মর্ষিগণসঙ্কীর্ণং দেবর্ষিগণসেবিতম্।
তপশ্চরণসংসিদ্ধৈরগ্নিকল্পৈর্মহাত্মভিঃ ॥২৫
সততং সঙ্কুলং শ্রীমদ্‌ব্রহ্মকল্পৈর্মহাত্মভিঃ।
অব্ভক্ষৈর্বায়ুভক্ষৈশ্চ শীর্ণ-পর্ণাশনৈস্তথা ॥২৬
ফল-মূলাশনৈর্দান্তৈর্জিতদোষৈর্জিতেন্দ্রিয়ৈঃ।
ঋষিভির্বালখিল্যৈশ্চ জপ-হোমপরায়ণৈঃ ॥২৭
অন্যৈর্বৈখানসৈশ্চৈব সমন্তাদুপশোভিতম্।
বসিষ্ঠস্যাশ্রমপদং ব্রহ্মলোকমিবাপরম্ ॥
দদর্শ জয়তাং শ্রেষ্ঠো বিশ্বামিত্রো মহাবলঃ ॥২৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে আদিকাণ্ডে একপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥৫১॥

বিশ্বামিত্র কঠোর তপস্যা করিয়াছেন, তিনি তোমার রক্ষক হইয়াছেন। রাম! তোমার অপেক্ষা ধন্যতর অন্য কেহ এই ভূমণ্ডলে নাই। ১১-১৫

এই মহাত্মা কুশিক-তনয়ের যেরূপ শক্তি আছে, তাহা আমি তোমার নিকট যথাযথভাবে বিবৃত করিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। এই ধার্মিক বিশ্বামিত্র পূর্বে দীর্ঘকাল যাবৎ অরিদমনকারী রাজা ছিলেন। ইনি ধর্মরহস্যবিৎ, বিদ্বান্ ও প্রজাহিতৈষী ছিলেন। পূর্বকালে প্রজাপতির কুশনামক এক পুত্র রাজা হইয়াছিলেন। কুশের পুত্র পরমধার্মিক ও বলবান্ কুশনাভ। কুশনাভের তনয় গাধিনামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। ঐ গাধির পুত্র হইলেন মহর্ষি বিশ্বামিত্র। মহাতেজস্বী রাজা বিশ্বামিত্র বহুসহস্র বৎসর পৃথিবীকে পালন ও রাজ্যশাসন করিলেন।১৬-২০

রাজ্যশাসনকালে একদা তেজস্বী বিশ্বামিত্র হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি লইয়া অক্ষৌহিণী-পরিমিত সৈন্যের সহিত পৃথিবী ভ্রমণ করেন। ইনি ক্রমশঃ বহু নগর, রাষ্ট্র, নদী, মহাপর্বত ও আশ্রম পর্য্যটন করিয়া মহর্ষি বশিষ্ঠের আশ্রমে উপস্থিত হন। ঐ আশ্রম বিবিধলতা-পুষ্প-বৃক্ষসমন্বিত। অসংখ্য নানাজাতীয় হরিণ সেখানে বিচরণ করিতেছে। সিদ্ধ, চারণ, দেব, গন্ধর্ব, দানব, কিন্নর প্রভৃতির দ্বারা ঐ আশ্রমের শোভাবৃদ্ধি হইয়াছে। শান্ত হরিণসমূহ ইতস্ততঃ উপবিষ্ট রহিয়াছে। ব্রাহ্মণগণ ঐ আশ্রমের সেবা করিতেছেন। ব্রহ্মর্ষি ও দেবর্ষিগণও সেখানে অবস্থান করিতেছেন। অগ্নিতুল্যতেজস্বী ও ব্রহ্মতুল্য মহাত্মা মহর্ষিগণের দ্বারা ঐ আশ্রম পরিব্যাপ্ত। জলাহারী, বায়ুভোজী, গলিতপত্রভোজী, ফল-মূলাহারী, জিতেন্দ্রিয়, সর্বদোষশূন্য ও সর্বদা জপ-হোমরত বালখিল্য ও বৈখানস আদি ঋষিগণের জন্য ঐ আশ্রম শোভান্বিত হইয়া দ্বিতীয় ব্রহ্মলোকতুল্য হইয়াছে। বিজয়ি-শ্রেষ্ঠ বলবান্ বিশ্বামিত্র ঐ আশ্রম দর্শন করিলেন।২১-২৮

পাঠান্তরঃ—(ক) —বেৎস্যেনং পরমাং গতিম্।

মহর্ষিবাল্মীকি-প্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের আদিকাণ্ডে একপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

দ্বিপঞ্চাশঃ সর্গঃ

[বসিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রয়োঃ সংবাদঃ, অতিথিসংকারায় বসিষ্ঠদেবেন হোমধেনোরাহ্বানম্, তৎপ্রতি অন্ন-পানীয়াদীনাং নির্মাণে নির্দেশশ্চ।]

তং দৃষ্ট্বা পরমপ্রীতো বিশ্বামিত্রো মহাবলঃ।
প্রণতো বিনয়াদ্ বীরো বসিষ্ঠং জপতাং বরম্ ॥১
স্বাগতং তব চেত্যুক্তো বসিষ্ঠেন মহাত্মনা।
আসনং চাস্য ভগবান্ বসিষ্ঠো ব্যাদিদেশ হ ॥২
উপবিষ্টায় চ তদা বিশ্বামিত্রায় ধীমতে।
যথান্যায়ং মুনিবরঃ ফল-মূলমুপাহরৎ ॥৩
প্রতিগৃহ্য তু তাং পূজাং বসিষ্ঠাদ্ রাজসত্তমঃ।
তপোঽগ্নিহোত্রশিষ্যেষু কুশলং পর্য্যপৃচ্ছত ॥৪
বিশ্বামিত্রো মহাতেজা বনস্পতিগণে তদা।
সর্বত্র কুশলং প্রাহ বসিষ্ঠো রাজসত্তমম্ ॥৫
সুখোপবিষ্টং রাজানং বিশ্বামিত্রং মহাতপাঃ।
পপ্রচ্ছ জপতাং শ্রেষ্ঠো বসিষ্ঠো ব্রহ্মণঃ সুতঃ ॥৬
কচ্চিত্তে কুশলং রাজন্ কচ্চিদ্ধর্মেণ রঞ্জয়ন্।
প্রজাঃ পালয়সে রাজন্ রাজবৃত্তেন ধার্মিক ॥৭
কচ্চিত্তে সম্ভৃতা ভৃত্যাঃ কচ্চিত্তিষ্ঠন্তি শাসনে।
কচ্চিত্তে বিজিতাঃ সর্বে রিপবো রিপুসূদন ॥৮
কচ্চিদ্ বলেষু কোশেষু মিত্রেষু চ পরন্তপ।
কুশলং তে নরব্যাঘ্র পুত্র-পৌত্রে তথানঘ ॥৯
সর্বত্র কুশলং রাজা বসিষ্ঠং প্রত্যুদাহরৎ।
বিশ্বামিত্রো মহাতেজা বসিষ্ঠং বিনয়ান্বিতম্ ॥১০
কৃত্বা তৌ সুচিরং কালং ধর্মিষ্ঠৌ তাঃ কথাস্তদা।
মুদা পরময়া যুক্তৌ প্রীয়েতাং তৌ পরস্পরম্ ॥১১
ততো বসিষ্ঠো ভগবান্ কথান্তে রঘুনন্দন।
বিশ্বামিত্রমিদং বাক্যমুবাচ প্রহসন্নিব ॥১২

দ্বিপঞ্চাশ সর্গ

[বশিষ্ঠ এবং বিশ্বামিত্রের পরস্পর আলাপ, অতিথি-সৎকারের জন্য বশিষ্ঠদেব কর্তৃক হোমধেনুর আহ্বান, ও তাহার প্রতি অন্ন-পানীয়াদির প্রস্তুতের জন্য নির্দেশ।]

মহাবলবান্ বীর বিশ্বামিত্র ঐ আশ্রম দর্শন করিয়া অতিশয় প্রীত হইলেন এবং বিনয়বশতঃ মুনিবর বশিষ্ঠের নিকট যাইয়া প্রণাম করিলেন। তখন মহাত্মা বশিষ্ঠ স্বাগত প্রশ্ন করিয়া বসিবার জন্য আসন দিতে শিষ্যগণকে আদেশ করিলেন। ধীমান্ বিশ্বামিত্র আসনে উপবিষ্ট হইলে মহর্ষি যথারীতি তাঁহাকে ফল-মূল উপহার দিলেন। রাজশ্রেষ্ঠ তেজস্বী বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠপ্রদত্ত পূজা গ্রহণ করিয়া তপস্যা, অগ্নিহোত্র ও শিষ্যবর্গের কুশলজিজ্ঞাসা করিলেন। অনন্তর আশ্রমস্থিত বৃক্ষগণেরও কুশল জানিতে চাহিলেন। বশিষ্ঠও সকলের সম্বন্ধেই কুশল জানাইলেন।১-৫

কুশলজ্ঞাপনান্তে ব্রহ্মসুত সুতপস্বী জপ-পরায়ণ বশিষ্ঠ পরমসুখে উপবিষ্ট বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—রাজন্! আপনার মঙ্গল ত? আপনি রাজধর্মানুসারে প্রজাগণের মনোরঞ্জন করিয়া যথাযথ-ভাবে তাহাদিগকে পালন করিতেছেন ত? বেতন-প্রাপ্ত ভৃত্যগণ সর্বথা আপনার শাসনানুসারে আছে ত? অরিদমন! আপনার সকল শত্রু পরাজিত হইয়াছে ত? আপনার সৈন্য, কোষ, মিত্র, পুত্র, পৌত্র প্রভৃতির সর্বথা কুশল ত? বশিষ্ঠ এইরূপ প্রশ্ন করিলে মহাতেজা বিশ্বামিত্র বিনীতভাবে সকলবিষয়ের কুশলসংবাদ বশিষ্ঠের নিকট নিবেদন করিলেন।৬-১০

অনন্তর পরমধার্মিক বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র অতীব আনন্দের সহিত নানাকথার আলোচনায় বহুক্ষণ অতিবাহিত করিয়া পরস্পর প্রীতিলাভ করিলেন। রঘুনন্দন! কথান্তে ভগবান্ বশিষ্ঠ হাসিতে হাসিতে বিশ্বামিত্রকে বলিলেন,—মহাবলশালিন্ রাজন্! আপনার

আতিথ্যং কর্তুমিচ্ছামি বলস্যাস্য মহাবল।
তব চৈবাপ্রমেয়স্য যথার্হং সংপ্রতীচ্ছ মে ॥১৩
সৎক্রিয়াং হি ভবানেতাং প্রতীচ্ছতু ময়া কৃতাম্।
রাজংস্ত্বমতিথিশ্রেষ্ঠঃ পূজনীয়ঃ প্রযত্নতঃ ॥১৪
এবমুক্তো বসিষ্ঠেন বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ।
কৃতমিত্যব্রবীদ্ রাজা পূজাবাক্যেন মে ত্বয়া ॥১৫
ফলমূলেন ভগবন্ বিদ্যতে যত্তবাশ্রমে।
পাদ্যেনাচমনীয়েন ভগবদ্দর্শনেন চ ॥১৬
সর্বথা চ মহাপ্রাজ্ঞ পূজার্হেণ সুপূজিতঃ।
নমস্তেঽস্তু গমিষ্যামি মৈত্রেণেক্ষস্ব চক্ষুষা ॥১৭
এবং ব্রুবন্তং রাজানং বসিষ্ঠঃ পুনরেব হি।
ন্যমন্ত্রয়ত ধর্মাত্মা পুনঃ পুনরুদারধীঃ ॥১৮
বাঢ়মিত্যেব গাধেয়ো বসিষ্ঠং প্রত্যুবাচ হ।
যথাপ্রিয়ং ভগবতস্তথাস্তু মুনিপুঙ্গব ॥১৯
এবমুক্তস্তথা তেন বসিষ্ঠো জপতাং বরঃ (ক)।
আজুহাব ততঃ প্রীতঃ কল্মাষীং ধূতকল্মষাম্ ॥২০
এহ্যেহি শবলে ক্ষিপ্রং শৃণু চাপি বচো মম।
সবলস্যাস্য রাজর্ষেঃ কর্তুং ব্যবসিতোঽস্ম্যহম্ ॥
ভোজনেন মহার্হেণ সৎকারং সংবিধৎস্ব মে ॥২১
যস্য যস্য যথাকামং ষড্‌রসেষ্বভিপূজিতম্।
তৎসর্বং কামধুগ্ দিব্যে অভিবর্ষ কৃতে মম ॥২২
রসেনান্নেন পানেন লেহ্য-চোষ্যেণ সংযুতম্।
অন্নানাং নিচয়ং সর্বং সৃজস্ব শবলে ত্বর ॥২৩

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে দ্বিপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥৫২॥

সৈন্যগণের ও আপনার যথাযোগ্য আতিথ্য করিতে ইচ্ছা করি। আপনি সম্মত হউন। রাজন্! আপনি মৎকৃত এই অতিথিসৎকার গ্রহণ করুন। যেহেতু আপনি শ্রেষ্ঠ অতিথি, সেইহেতু অতিযত্নে আপনার পূজা করা উচিত। বশিষ্ঠ এইরূপ বলিলে মহামতি বিশ্বামিত্র বলিলেন,—ভগবন্! আপনার অতিথি-সৎকারানুকূল-কথাতেই আমার সৎকার সম্পাদিত হইয়াছে। আপনার আশ্রমস্থিত ফল-মূল এবং পাদ্য আচমনীয়ের দ্বারা. বিশেষভাবে আপনার দর্শনের দ্বারা আমি সৎকৃত হইয়াছি। মহাপ্রাজ্ঞ! পূজাযোগ্য বস্তুর দ্বারাই সুপূজিত হইয়াছি। আপনাকে প্রণাম করিতেছি। আমি এখন গমন করি। আপনি স্নেহদৃষ্টিতে আমাকে দেখিবেন।১১-১৭

বিশ্বামিত্র এইভাবে অনুনয়বাক্য বলিলেও উদারচেতা ধার্মিক বশিষ্ঠ নিমন্ত্রণগ্রহণের জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তখন গাধিপুত্র 'বাঢ়ম্' বলিয়া সম্মতি জানাইলেন এবং বলিলেন,—মুনিশ্রেষ্ঠ! ভগবন্! যাহা আপনার অভিপ্রেত, তাহাই হউক। বিশ্বামিত্র এইরূপ বলিলে তপস্বী বশিষ্ঠ অতিশয় প্রীত হইয়া পাপ-রহিতা চিত্রবর্ণা হোমধেনুকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—শবলে! তুমি অতিশীঘ্র আগমন কর এবং আমার বাক্য শ্রবণ কর। আমি সৈন্যসমন্বিত রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের আতিথ্যসৎকার করিতে উদ্যত হইয়াছি। তুমি উৎকৃষ্ট ভোজ্যপ্রদানের দ্বারা সৎকার করিতে সাহায্য কর। ছয়প্রকার রসের মধ্যে যাহার যাহাতে অভিরুচি, তাহার সন্তোষের জন্য সেই রস প্রদান কর। শবলে! তুমি আমার অনুরোধে সরস অন্ন, পানীয়, লেহ্য, চোষ্য প্রভৃতি ভোজ্যসমূহ অতিশীঘ্র নির্মাণ কর।১৮-২৩

পাঠান্তরঃ—(ক) —জয়তাং বরঃ।

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের আদিকাণ্ডে দ্বিপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

ত্রিপঞ্চাশঃ সর্গঃ

[শবলাধেনুত উত্তমোত্তমানি বিবিধানি ভোজ্যানি প্রাপ্য রাজ্ঞো বিশ্বামিত্রস্য তৎসৈন্যানাঞ্চ পরমতৃপ্তিলাভঃ, বসিষ্ঠসমীপে বিশ্বামিত্রস্য কামধেনু-প্রার্থনম্, প্রার্থনপূরণে বসিষ্ঠস্যাস্বীকারশ্চ ।]

এবমুক্তা বসিষ্ঠেন শবলা শত্রুসূদন ।
বিদধে কামধুক্কামান্ যস্য যস্যেপ্সিতং যথা ॥১
ইক্ষূন্ মধূংস্তথা লাজান্ মৈরেয়াংশ্চ বরাসবান্ ।
পানানি চ মহার্হাণি ভক্ষ্যাংশ্চোচ্চাবচানপি ॥২
উষ্ণাঢ্যস্যৌদনস্যাত্র রাশয়ঃ পর্বতোপমাঃ ।
মৃষ্টান্যন্নানি সূপাংশ্চ দধিকুল্যাস্তথৈব চ ॥৩
নানাস্বাদুরসানাঞ্চ খাণ্ডবানাং তথৈব চ ।
ভোজনানি সুপূর্ণানি গৌড়ানি চ সহস্রশঃ ॥৪
সর্বমাসীৎ সুসন্তুষ্টং হৃষ্ট-পুষ্টজনাযুতম্ ।
বিশ্বামিত্রবলং রাম বসিষ্ঠেন সুতর্পিতম্ ॥৫
বিশ্বামিত্রো হি রাজর্ষিহৃ´ষ্ট-পুষ্টস্তদাভবৎ ।
সান্তঃপুরবরো রাজা সব্রাহ্মণ-পুরোহিতঃ ॥৬
সামাত্যো মন্ত্রিসহিতঃ সভৃত্যঃ পূজিতস্তদা ।
যুক্তঃ পরমহর্ষেণ বসিষ্ঠমিদমব্রবীৎ ॥৭
পূজিতোঽহং ত্বয়া ব্রহ্মন্ পূজার্হেণ সুসৎকৃতঃ ।
শ্রূয়তামভিধাস্যামি বাক্যং বাক্যবিশারদ ॥৮
গবাং শতসহস্রেণ দীয়তাং শবলা মম ।
রত্নং হি ভগবন্নেতদ্ রত্নহারী চ পার্থিবঃ ॥৯
তস্মান্মে শবলাং দেহি মমৈষা ধর্মতো দ্বিজ ।
এবমুক্তস্তু ভগবান্ বসিষ্ঠো মুনিপুঙ্গবঃ ॥১০
বিশ্বামিত্রেণ ধর্মাত্মা প্রত্যুবাচ মহীপতিম্ ।
নাহং শতসহস্রেণ নাপি কোটিশতৈর্গবাম্ ॥১১
রাজন্ দাস্যামি শবলাং রাশিভী রজতস্য বা ।
ন পরিত্যাগমর্হেয়ং মৎসকাশাদরিন্দম ॥১২

ত্রিপঞ্চাশ সর্গ

[শবলা-ধেনু হইতে প্রাপ্ত উত্তম হইতেও উত্তম বিবিধ খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করিয়া রাজা বিশ্বামিত্র ও তাঁহার সৈন্যগণের পরমতৃপ্তি লাভ। বশিষ্ঠের নিকট বিশ্বামিত্রের কামধেনু প্রার্থনা ও প্রার্থনা-পূরণে বশিষ্ঠের অস্বীকার।]

অরিদমন! রাম! বশিষ্ঠকর্তৃক আদিষ্ট হইয়া কামধেনু শবলা যাহার যেরূপ অভিরুচি তদনুসারে নানাবিধ কাম্যবস্তু উৎপাদন করিল। ইক্ষু, মধু, লাজ (খই), মৈরেয় মদ্য, অন্যান্য উত্তম মদ্য, নানাবিধ মূল্যবান্ পানীয় ও বহুপ্রকার ভক্ষ্যদ্রব্য সৃষ্ট হইল। পর্বততুল্য উষ্ণ অন্নরাশি, পায়স, সূপ, দধিকুল্যা এবং নানাবিধ সুস্বাদু সরস খাদ্য ও খাণ্ডবনামক খাদ্যদ্রব্যে পরিপূর্ণ সহস্র সহস্র রজতপাত্র সৃষ্ট হইল। রাম! বশিষ্ঠকর্তৃক তর্পিত হইয়া বিশ্বামিত্রের সৈন্যগণ সন্তোষ ও পুষ্টিলাভ করিল।১-৫

রাজর্ষি বিশ্বামিত্রও ব্রাহ্মণ পুরোহিত ও অন্তঃপুরবাসীদের সহিত আনন্দ ও পুষ্টিলাভ করিলেন। তিনি অমাত্য, মন্ত্রী ও ভৃত্যগণের সহিত এইভাবে সৎকৃত হইয়া পরমানন্দিত হইলেন এবং বশিষ্ঠকে বলিলেন,—ব্রহ্মন্! আপনিই আমার পূজনীয়। তথাপি আপনা কর্তৃক সম্যগ্‌ভাবে সৎকৃত হইয়াছি। বাক্যবিশারদ! আমি আপনাকে একটি কথা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। ভগবন্! একলক্ষ ধেনুর বিনিময়ে আপনি আমাকে এই শবলাধেনুটি প্রদান করুন। এই ধেনুটি রত্নস্বরূপ। রাজাই রত্নগ্রহণের অধিকারী। অতএব আপনি শবলাকে প্রদান করুন! ন্যায়ানুসারে এই ধেনু আমারই প্রাপ্য। বিশ্বামিত্র এইরূপ বলিলে পর ধর্মাত্মা মুনিশ্রেষ্ঠ ভগবান্ বশিষ্ঠ নরপতিকে বলিলেন,—রাজন্! শতসহস্র কিংবা শতকোটি ধেনুর বিনিময়ে অথবা রাশীকৃত রজতের বিনিময়েও শবলাকে দিতে পারিব না। অরিদমন! আমার নিকট হইতে এই ধেনু দূরে থাকিবার যোগ্য নয়। মনস্বীব্যক্তির কীর্তির

শাশ্বতী শবলা মহ্যং কীর্তিরাত্মবতো যথা।
অস্যাং হব্যঞ্চ কব্যঞ্চ প্রাণযাত্রা তথৈব চ ॥১৩
আয়ত্তমগ্নিহোত্রঞ্চ বলির্হোমস্তথৈব চ।
স্বাহাকার-বষট্কারৌ বিদ্যাশ্চ বিবিধাস্তথা ॥১৪
আয়ত্তমত্র রাজর্ষে সর্বমেতন্ন সংশয়ঃ।
সর্বস্বমেতৎ সত্যেন মম তুষ্টিকরী তথা ॥১৫
কারণৈর্বহুভী রাজন্ন দাস্যে শবলাং তব।
বসিষ্ঠেনৈবমুক্তস্তু বিশ্বামিত্রেঽব্রবীত্তদা ॥১৬
সংরব্ধতরমত্যর্থং বাক্যং বাক্যবিশারদঃ।
হৈরণ্যকক্ষ্য-গ্রৈবেয়ান্ সুবর্ণাঙ্কুশভূষিতান্।
দদামি কুঞ্জরাণাং তে সহস্রাণি চতুর্দশ ॥১৭
হৈরণ্যানাং রথানাঞ্চ শ্বেতাশ্বানাং চতুর্যুজাম্ ॥১৮
দদামি তে শতান্যষ্টৌ কিঙ্কিণী কবিভূষিতান্।
হয়ানাং দেশজাতানাং কুলজানাং মহৌজসাম্ ১৯
সহস্রমেকং দশ চ দদামি তব সুব্রত।
নানাবর্ণবিভক্তানাং বয়ঃস্থানাং তথৈব চ ॥
দদাম্যেকাং গবাং কোটিং শবলা দীয়তাং মম ॥২০
যাবদিচ্ছসি রত্নানি হিরণ্যং বা দ্বিজোত্তম।
তাবদ্দদামি তে সর্বং দীয়তাং শবলা মম ॥২১
এবমুক্তস্তু ভগবান্ বিশ্বামিত্রেণ ধীমতা।
ন দাস্যামীতি শবলাং প্রাহ রাজন্ কথঞ্চন ॥২২
এতদেব হি মে রত্নমেতদেব হি মে ধনম্।
এতদেব হি সর্বস্বমেতদেব হি জীবিতম্ ॥২৩
দর্শশ্চ পৌর্ণমাসশ্চ যজ্ঞাশ্চৈবাপ্তদক্ষিণাঃ।
এতদেব হি মে রাজন্ বিবিধাশ্চ ক্রিয়াস্তথা ॥২৪
অতো মূলাঃ ক্রিয়াঃ সর্বা মম রাজন্ন সংশয়ঃ।
বহুনা কিং প্রলাপেন ন দাস্যে কামদোহিনীম্ ॥২৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে ত্রিপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥৫৩॥

মত এই শবলা আমার নিত্যসহচরী। ইহাতেই হব্য, কব্য ও আমার জীবনযাত্রা অবলম্বিত হইয়াছে। অগ্নিহোত্র, বলি, হোম, স্বাহা ও বষট্কারপ্রযুক্ত যজ্ঞ ও বিবিধ বিদ্যা এই ধেনুরই অধীন। রাজন্! আমার সমস্তই এই ধেনুর অধীন—ইহাতে সন্দেহ নাই। আমি সত্য করিয়া বলিতেছি, এই ধেনু আমার সর্বস্ব ও সন্তোষের একমাত্র হেতু। এইরূপ নানা কারণে শবলাকে প্রদান করিতে পারিতেছি না। বশিষ্ঠ এইরূপ বলিলে পর বিশ্বামিত্র অতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করিয়া বলিলেন,—আমি সুবর্ণের কণ্ঠভূষণ ও সুবর্ণ-নির্মিত অঙ্কুশাদি ভূষিত চতুর্দশসহস্র হস্তী, চারিটি শ্বেত অশ্বযুক্ত সুবর্ণনির্মিত কিঙ্কিণীভূষিত অষ্টশত রথ, সুদেশোৎপন্ন সৎকুলজাত মহাতেজস্বী একসহস্র দশটি অশ্ব এবং বিবিধবর্ণের প্রাপ্তবয়স্কা এককোটি ধেনু প্রদান করিতেছি, আপনি আমাকে এই শবলা ধেনুটি প্রদান করুন।১৬-২০

দ্বিজোত্তম! আপনি যত রত্ন ও সুবর্ণ লইতে ইচ্ছা করেন, আমি সবই দিতে প্রস্তুত আছি। আপনি শবলাকে দান করুন! এইভাবে বিশ্বামিত্র বলিলে পর ভগবান্ বশিষ্ঠ বলিলেন,—রাজন্! আমি কোন-প্রকারেই শবলাকে দান করিতে পারিব না। এই ধেনুই আমার রত্ন, এই ধেনুই আমার সম্পত্তি। ইহাই আমার সর্বস্ব, ইহাই আমার প্রাণ। রাজন্! এই ধেনু দর্শ, পৌর্ণমাস ও অন্যান্য দক্ষিণা-যুক্ত যাগের নিদান। ইহাই আমার সকল ক্রিয়ার মূল—ইহাতে কোন সংশয় নাই। বেশী প্রলাপের প্রয়োজন নাই। আমি এই কামধেনুকে প্রদান করিব না।২১-২৫

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডে ত্রিপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

চতুঃপঞ্চাশঃ সর্গঃ

[বিশ্বামিত্রেণ বলপূর্বকং কামধের্নোগ্রহণম্, দুঃখিতায়াঃ শবলায়া বসিষ্ঠসমীপে তৎপ্রতীকারপ্রার্থনম্, বসিষ্ঠানুজ্ঞয়া শবলাসঞ্জাত-সশস্ত্র-শক-যবন-পহ্লবপ্রভৃতীনাং বিশ্বামিত্রস্য সৈন্যসংহারশ্চ ।]

কামধেনুং বসিষ্ঠোঽপি যদা ন ত্যজতে মুনিঃ ।
তদাস্য শবলাং রাম বিশ্বামিত্রোঽন্বকর্ষত ॥১
নীয়মানা তু শবলা রাম রাজ্ঞা মহাত্মনা ।
দুঃখিতা চিন্তয়ামাস রুদন্তী শোককর্ষিতা ॥২
পরিত্যক্তা বসিষ্ঠেন কিমহং সুমহাত্মনা ।
যাহং রাজভৃতৈর্দীনা হ্রিয়েয়ং ভৃশদুঃখিতা ॥৩
কিং ময়াপকৃতং তস্য মহর্ষের্ভাবিতাত্মনঃ ।
যন্মামনাগসং দৃষ্ট্বা ভক্তাং ত্যজতি ধার্মিকঃ ॥৪
ইতি সঞ্চিন্তয়িত্বা তু নিঃশ্বস্য চ পুনঃ পুনঃ ।
জগাম বেগেন তদা বসিষ্ঠং পরমৌজসম্ ॥৫
নির্ধূয় তাংস্তদা ভৃত্যাঞ্শতশঃ শত্রুসূদন ।
জগামানিলবেগেন পাদমূলং মহাত্মনঃ ॥৬
শবলা সা রুদন্তী চ ক্রোশন্তী চেদমব্রবীৎ ।
বসিষ্ঠস্যাগ্রতঃ স্থিত্বা রুদন্তী মেঘনিস্বনা ॥৭
ভগবন্ কিং পরিত্যক্তা ত্বয়াহং ব্রহ্মণঃসুত ।
যস্মাদ্ রাজভৃতা (ক) মাং হি নয়ন্তে ত্বৎসকাশতঃ ॥৮
এবমুক্তস্তু ব্রহ্মর্ষিরিদং বচনমব্রবীৎ ।
শোকসন্তপ্তহৃদয়াং স্বসারমিব দুঃখিতাম্ ॥৯
ন ত্বাং ত্যজামি শবলে নাপি মেঽপকৃতং ত্বয়া ।
এষ ত্বাং নয়তে রাজা বলান্মত্তো মহাবলঃ ॥১০
নহি তুল্যং বলং মহ্যং রাজা ত্বদ্য বিশেষতঃ ।
বলী রাজা ক্ষত্রিয়শ্চ পৃথিব্যাঃ পতিরেব চ ॥১১
ইয়মক্ষৌহিণী পূর্ণা গজ-বাজি-রথাকুলা ।
হস্তি-ধ্বজসমাকীর্ণা তেনাসৌ বলবত্তমঃ ॥১২

চতুঃপঞ্চাশ সর্গ ।

[বিশ্বামিত্রকর্তৃক বলপূর্বক কামধেনু গ্রহণ, দুঃখিতা শবলা কর্তৃক বশিষ্ঠের নিকট ইহার প্রতীকার প্রার্থনা এবং বশিষ্ঠের আজ্ঞায় শবলা হইতে উৎপন্ন সশস্ত্র শক, যবন, পহ্লব প্রভৃতির দ্বারা বিশ্বামিত্রের সৈন্য-সংহার ।]

শতানন্দ বলিলেন,—রাম! এইভাবে বশিষ্ঠমুনি যখন কিছুতেই কামধেনুকে ছাড়িতে চাহিলেন না, তখন বিশ্বামিত্র বলপূর্বক বশিষ্ঠের ধেনু শবলাকে লইয়া চলিলেন। রাম! বিশ্বামিত্র যখন শবলাকে লইয়া যাইতেছিলেন, তখন দুঃখিতা শোকসন্তপ্তা শবলা কাঁদিতে কাঁদিতে চিন্তা করিতে লাগিল—মহাত্মা বশিষ্ঠ-কর্তৃক আমি কি পরিত্যক্ত হইলাম? অন্যথা রাজভৃত্যগণ তীব্র যন্ত্রণা দিতে দিতে আমাকে লইয়া যাইতেছে কেন? আমি জিতেন্দ্রিয় মহর্ষির এমন কি অপকার করিয়াছি! তিনি ধার্মিক হইয়া পাপশূন্যা অনুগতা আমাকে পরিত্যাগ করিতেছেন! এইরূপ চিন্তা করিয়া পুনঃ পুনঃ দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক অতিবেগে রাজপুরুষ-দিগের বেষ্টন হইতে সবেগে বশিষ্ঠের নিকট গমন করিল, বায়ুবেগে মহাত্মা বশিষ্ঠের নিকট যাইয়া তাঁহার পাদমূলে পতিত হইল।১-৬

অনন্তর শবলা উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে বশিষ্ঠের সম্মুখে দাঁড়াইয়া মেঘের মত গম্ভীর শব্দে বলিল,—ভগবন্! ব্রহ্মতনয়! আপনি কি আমাকে ত্যাগ করিয়াছেন, যাহার জন্য রাজভৃত্যগণ আমাকে আপনার নিকট হইতে লইয়া যাইতেছে? শবলা এইরূপ বলিলে বশিষ্ঠ শোকাক্রান্তা দুঃখিতা ভগিনীর মত শবলাকে বলিলেন,—শবলে! আমি তোমাকে ত্যাগ করি নাই। তুমিও আমার কোনরূপ অপকার কর নাই। মহাপরাক্রান্ত প্রমত্ত এই নরপতি বল-পূর্বক তোমাকে লইয়া যাইতেছেন।৭-১০

ইঁহার তুল্য শক্তি ত আমার নাই। বিশেষতঃ

পাঠান্তরঃ—(ক) যস্মাদ্ রাজভটা-—।

এবমুক্তা বসিষ্ঠেন প্রত্যুবাচ বিনীতবৎ।
বচনং বচনজ্ঞা সা ব্রহ্মর্ষিমতুলপ্রভম্ ॥১৩
ন বলং ক্ষত্রিয়স্যাহুর্ব্রাহ্মণাঃ বলবত্তরাঃ।
ব্রহ্মন্ ব্রহ্মবলং দিব্যং ক্ষত্রাচ্চ বলবত্তরম্ ॥১৪
অপ্রমেয়ং বলং তুভ্যং ন ত্বয়া বলবত্তরঃ।
বিশ্বামিত্রো মহাবীর্য্যস্তেজস্তব দুরাসদম্ ॥১৫
নিযুঙ্‌ক্ষ্ব মাং মহাতেজস্ত্বং ব্রহ্মবলসম্ভৃতাম্।
তস্য দর্পং বলং যত্নং নাশয়ামি দুরাত্মনঃ ॥১৬
ইত্যুক্তস্তু তয়া রাম বসিষ্ঠস্তু মহাযশাঃ।
সৃজস্বেতি তদোবাচ বলং পরবলার্দনম্ ॥১৭
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা সুরভিঃ সাসৃজত্তদা।
তস্যা হুম্ভারবোৎসৃষ্টাঃ পহ্লবাঃ শতশো নৃপ ॥১৮
নাশয়ন্তি বলং সর্বং বিশ্বামিত্রস্য পশ্যতঃ।
স রাজা পরমক্রুদ্ধঃ ক্রোধবিস্ফারিতেক্ষণঃ ॥১৯
পহ্লবান্নাশয়ামাস শস্ত্রৈরুচ্চাবচৈরপি।
বিশ্বামিত্রার্দিতান্ দৃষ্ট্বা পহ্লবাঞ্ছতশস্তদা ॥২০
ভূয় এবাসৃজদ্ ঘোরাঞ্ছকান্ যবনমিশ্রিতান্।
তৈরাসীৎ সংবৃতা ভূমিঃ শকৈর্যবনমিশ্রিতৈঃ ॥২১
প্রভাবদ্ভির্মহাবীর্য্যৈর্হেম-কিঞ্জল্কসন্নিভৈঃ।
তীক্ষ্ণাসি-পট্টিশধরৈর্হেমবর্ণাম্বরাবৃতৈঃ ॥২২
নির্দগ্ধং তদ্বলং সর্বং প্রদীপ্তৈরিব পাবকৈঃ।
ততোঽস্ত্রাণি মহাতেজা বিশ্বামিত্রো মুমোচ হ ॥
তৈস্তে যবনকাম্বোজা বর্বরাশ্চাকুলীকৃতাঃ ॥৩২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে চতুঃপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥৫৪

ইনি রাজা। বিশ্বামিত্র বলবান্ ক্ষত্রিয়রাজা এবং পৃথিবীর অধিপতি। হস্তী, অশ্ব, রথ প্রভৃতিতে সমারূঢ় অক্ষৌহিণী পরিমিত সৈন্যের প্রভু বিশ্বামিত্র আমার অপেক্ষা অধিক বলবান্। বশিষ্ঠ এইরূপ বলিলে বাক্যপটু শবলা বিনীতভাবে অতুলনীয় প্রভাবান্ ব্রহ্মর্ষিকে বলিল,—ব্রহ্মন্! ক্ষত্রিয় অল্প বলবান্। ব্রাহ্মণই তদপেক্ষা অধিক বলবান্। ব্রাহ্মণের বল দিব্য বল, ক্ষত্রিয়ের বল অপেক্ষা বলবত্তর, এই কথা বুধগণ বলিয়া থাকেন। আপনার বল অপরিমিত, ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্র আপনার অপেক্ষা অধিক বলবান্ নহেন। যদিও বিশ্বামিত্র মহাবলবান্, কিন্তু আপনার তেজ তাঁহার পক্ষে সহ্য করা কিছুতেই সম্ভব নয়।১১-১৫

তেজস্বিপ্রবর! আমি ব্রহ্মবলসমন্বিতা। আপনি আমাকে নিয়োগ করুন। আমি ঐ দুরাত্মার অহঙ্কার, সৈন্য ও যত্ন বিনাশ করিব। রাম! শবলা এইরূপ বলিলে মহাযশস্বী বশিষ্ঠ তখন বলিলেন,—তুমি পরসৈন্যবিনাশক সৈন্য সৃষ্টি কর। বশিষ্ঠের বচন শুনিয়া শবলা সৈন্যসৃষ্টি করিতে লাগিল। জনপালক রাম! ঐ ধেনুর হম্বা-শব্দে শত শত পহ্লবনামক ম্লেচ্ছ উৎপন্ন হইল এবং বিশ্বামিত্রের সাক্ষাতেই সকল সৈন্যকে নাশ করিতে লাগিল। তখন বিশ্বামিত্রের নেত্রদ্বয় ক্রোধে বিস্ফারিত হইল, তিনি অতিশয় কুপিত হইয়া নানাবিধ শস্ত্রের দ্বারা পহ্লবগণকে নিহত করিলেন। শত শত পহ্লবগণকে বিশ্বামিত্রকর্তৃক বিনাশিত হইতে দেখিয়া শবলা পুনর্বার ভয়ানক যবন-জাতীয় শকগণকে সৃষ্টি করিলেন। ঐ সকল যবন-জাতীয় শকসৈন্যের দ্বারা সম্পূর্ণ পৃথিবী আচ্ছাদিত হইয়া গেল। তাহারা সকলে বীর্য্যবান্, প্রভাসম্পন্ন ও চম্পককেসরতুল্যবর্ণ। প্রত্যেকেই তীক্ষ্ণ খড়্গ এবং পট্টিশ ধারণ করিয়াছে। সকলেই পীত বস্ত্রধারী ও প্রজ্বলিত অগ্নির তুল্য দীপ্তিমান্। তাহারা বিশ্বামিত্রের সৈন্যগণকে দগ্ধ করিতে লাগিল। তখন মহাতেজা বিশ্বামিত্র তাহাদের উপর অস্ত্রসমূহ নিক্ষেপ করিলেন। ঐ অস্ত্রসমূহের দ্বারা যবন কাম্বোজ ও বর্বরগণ ব্যাকুল হইয়া পড়িল।১৬-২৩

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের আদিকাণ্ডে চতুঃপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চপঞ্চাশঃ সর্গঃ

[বসিষ্ঠস্য হুঙ্কারেণ বিশ্বামিত্রস্য শতপুত্রবিনাশঃ, পরাজিত-বিশ্বামিত্রস্য তপশ্চরণম্, মহাদেবানুগ্রহান্নানাবিধ-দিব্যাস্ত্রলাভঃ, প্রতিশোধায় বসিষ্ঠাশ্রমে বিশ্বামিত্রস্য পুনরাগমনম্, বিশ্বামিত্রায় সমুচিতশিক্ষাপ্রদানার্থং বসিষ্ঠস্য ব্রহ্মদণ্ডধারণঞ্চ।]

ততস্তানাকুলান্ দৃষ্ট্বা বিশ্বামিত্রাস্ত্রমোহিতান্।
বসিষ্ঠশ্চোদয়ামাস কামধুক্ সৃজ যোগতঃ ॥১
তস্যা হুঙ্কারতো জাতাঃ কাম্বোজা রবিসন্নিভাঃ।
ঊধসশ্চাথ সম্ভূতা বর্বরাঃ শস্ত্রপাণয়ঃ ॥২
যোনিদেশাচ্চ যবনা শকৃদ্দেশাচ্ছকাঃ স্মৃতাঃ।
রোমকূপেষু ম্লেচ্ছাশ্চ হারীতাঃ সকিরাতকাঃ ॥৩
তৈস্তন্নিষূদিতং সর্বং বিশ্বামিত্রস্য তৎক্ষণাৎ।
সপদাতি-গজং সাশ্বং সরথং রঘুনন্দন ॥৪
দৃষ্ট্বা নিষূদিতং সৈন্যং বসিষ্ঠেন মহাত্মনা।
বিশ্বামিত্রসুতানাং তু শতং নানাবিধায়ুধম্ ॥৫
অভ্যধাবৎ সুসংক্রুদ্ধং বসিষ্ঠং জপতাং বরম্।
হুঙ্কারেণৈব তান্ সর্বান্নির্দদাহ মহানৃষিঃ ॥৬
তে সাশ্ব-রথ-পাদাতা বসিষ্ঠেন মহাত্মনা।
ভস্মীকৃতা মুহূর্তেন বিশ্বমিত্রসুতাস্তথা ॥৭
দৃষ্ট্বা বিনাশিতান্ সর্বান্ বলঞ্চ সুমহাযশাঃ।
সব্রীড়ং চিন্তয়াবিষ্টো বিশ্বামিত্রোঽভবত্তদা ॥৮
সমুদ্র ইব নির্বেগো ভগ্নদংষ্ট্র ইবোরগঃ।
উপরক্ত ইবাদিত্যঃ সদ্যো নিষ্প্রভতাং গতঃ ॥৯
হতপুত্রবলো দীনো লূনপক্ষ ইব দ্বিজঃ।
হতসর্ববলোৎসাহো নির্বেদং সমপদ্যত ॥১০
স পুত্রমেকং রাজ্যায় পালয়েতি নিযুজ্য চ।
পৃথিবীং ক্ষত্রধর্মেণ বনমেবাভ্যপদ্যত ॥১১
স গত্বা হিমবৎপার্শ্বে কিন্নরোরগসেবিতে।
মহাদেবপ্রসাদার্থং তপস্তেপে মহাতপাঃ ॥১২

পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ

[বশিষ্ঠের হুঙ্কারে বিশ্বামিত্রের শতপুত্রের বিনাশ, পরাজিত বিশ্বামিত্রের তপস্যা ও মহাদেবের প্রসাদে নানাবিধ দিব্যাস্ত্র প্রাপ্তি, প্রতিশোধগ্রহণার্থ বশিষ্ঠাশ্রমে বিশ্বামিত্রের পুনরাগমন এবং বিশ্বামিত্রকে সমুচিত শিক্ষাপ্রদানার্থ বশিষ্ঠেরও ব্রহ্মদণ্ড ধারণ।]

বিশ্বামিত্রের অস্ত্রের দ্বারা মোহিত ও পলায়নরত সৈন্যগণকে দেখিয়া বশিষ্ঠ শবলাকে প্রেরণা দিলেন—বৎসে! তুমি কামধেনু, সুতরাং যোগবলে পুনর্বার সৈন্য সৃষ্টি কর। অনন্তর শবলার হুঙ্কার হইতে সূর্য্য-তুল্যতেজস্বী বহু কাম্বোজসৈন্য উৎপন্ন হইল। তাহার স্তন হইতে শস্ত্রধারী বর্বরসৈন্য, যোনিদেশ হইতে অনেক যবনসৈন্য, গুহ্যদেশ হইতে অনেক শকসৈন্য এবং রোমকূপ হইতে অনেক হারীত ও কিরাত ম্লেচ্ছসৈন্য উৎপন্ন হইল। রঘুনন্দন! এই সকল সৈন্য অল্প সময়েই হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি সহিত বিশ্বামিত্রের সকল সৈন্যকে নিহত করিল। মহাত্মা বশিষ্ঠকর্তৃক এইভাবে সৈন্যগণকে নিহত দেখিয়া বিশ্বামিত্রের একশত পুত্র অতিক্রোধে নানাবিধ অস্ত্র ধারণপূর্বক অগ্রসর হইল। তপস্বী মহর্ষি বশিষ্ঠ হুঙ্কার দ্বারা তাহাদিগকে দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। মহাত্মা অশ্ব, রথ, পদাতি সহিত সৈন্যগণকে ও বিশ্বামিত্র পুত্রগণকে একমুহূর্তে ভস্মীভূত করিলেন। মহাযশস্বী বিশ্বামিত্র নিজসৈন্যগণকে ও পুত্রগণকে বিনষ্ট দেখিয়া সলজ্জভাবে চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। তিনি তরঙ্গশূন্য সমুদ্রের ন্যায়, বিষদন্তশূন্য সর্পের ন্যায় এবং রাহুগ্রস্ত সূর্য্যের ন্যায় তেজঃশূন্য হইয়া গেলেন। পুত্র ও সৈন্য বিনষ্ট হওয়ায় ছিন্নপক্ষ পক্ষীর মত শক্তি ও উৎসাহহীন হইয়া নির্বেদ প্রাপ্ত হইলেন।১-১০

তিনি একটি পুত্রকে "ক্ষত্রিয়ধর্মানুসারে পৃথিবী পালন কর" এই বলিয়া নিযুক্ত করিয়া বনে গমন করিলেন। মহাতপস্বী বিশ্বামিত্র কিন্নর-নাগসেবিত হিমালয়পার্শ্বে গমন করিয়া মহাদেবের প্রসন্নতার জন্য তপস্যা করিতে লাগিলেন। কিছুকাল অতীত হইলে

কেনচিত্ত্বথ কালেন দেবেশো বৃষভধ্বজঃ।
দর্শয়ামাস বরদো বিশ্বামিত্রং মহামুনিম্ ॥১৩
কিমর্থং তপ্যসে রাজন্ ব্রূহি যত্তে বিবক্ষিতম্।
বরদোঽস্মি বরো যস্তে কাঙ্ক্ষিতঃ সোঽভিধীয়তাম্ ॥১৪
এবমুক্তস্তু দেবেন বিশ্বামিত্রো মহাতপাঃ।
প্রণিপত্য মহাদেবং বিশ্বামিত্রোঽব্রবীদিদম্ ॥১৫
যদি তুষ্টো মহাদেব ধনুর্বেদো মমানঘ।
সাঙ্গোপাঙ্গোপনিষদঃ সরহস্যঃ প্রদীয়তাম্ ॥১৬
যানি দেবেষু চাস্ত্রাণি দানবেষু মহর্ষিষু।
গন্ধর্ব-যক্ষ-রক্ষঃসু প্রতিভান্তু মমানঘ ॥১৭
তব প্রসাদাদ্ ভবতু দেবদেব মমেপ্সিতম্।
এবমস্ত্বিতি দেবেশো বাক্যমুক্ত্বা গতস্তদা ॥১৮
প্রাপ্য চাস্ত্রাণি দেবেশাদ্ বিশ্বামিত্রো মহাবলঃ।
দর্পেণ মহতা যুক্তো দর্পপূর্ণোঽভবত্তদা ॥১৯

দেবাদিদেব বৃষভবাহন বরদাতা হইয়া মহর্ষি বিশ্বামিত্রের নিকট আত্মপ্রকাশ করিলেন এবং বলিলেন,—রাজন্! তুমি কি জন্য তপস্যা করিতেছ? তোমার অভিপ্রায় কি তাহা প্রকাশ কর। আমি বরদান করিবার জন্য আসিয়াছি। তোমার যাহা অভীষ্ট, তাহা আমার নিকট প্রার্থনা কর। মহাদেব এইরূপ বলিলে পর তপস্বী বিশ্বামিত্র মহাদেবকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, ।১১ ১৫

মহাদেব! অনঘ! যদি আপনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তাহা হইলে অঙ্গ, উপাঙ্গ ও রহস্যের সহিত সম্পূর্ণ ধনুর্বেদ আমাকে প্রদান করুন। দেব, দানব, মহর্ষি, গন্ধর্ব, যক্ষ ও রাক্ষসদিগের মধ্যে যে সকল অস্ত্র আছে, সেই সকল অস্ত্র আপনার প্রসাদে আমাতে প্রতিভাত হউক, ইহাই আমার একমাত্র অভীষ্ট। বিশ্বামিত্র প্রার্থনা করিলে দেবদেব শঙ্কর তথাস্তু' অর্থাৎ 'তাহাই হউক' বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। মহাবল বিশ্বামিত্র মহাদেবের নিকট হইতে অস্ত্রলাভ করিয়া অতিদর্পে দর্পিত হইলেন, এবং বীর্য্যপ্রভাবে পূর্বদিনের সমুদ্রের ন্যায় বর্ধিত হইয়া উঠিলেন। রাম!

বিবর্ধমানো বীর্য্যেণ সমুদ্র ইব পর্বণি।
হতং মেনে তদা রাম বসিষ্ঠমৃষিসত্তমম্ ॥২০
ততো গত্বাশ্রমপদং মুমোচাস্ত্রাণি পার্থিবঃ।
যৈস্তত্তপোবনং নাম নির্দগ্ধং চাস্ত্রতেজসা ॥২১
উদীর্য্যমাণমস্ত্রং তদ্ বিশ্বামিত্রস্য ধীমতঃ।
দৃষ্ট্বা বিপ্রদ্রুতা ভীতা মুনয়ঃ শতশো দিশঃ ॥২২
বসিষ্ঠস্য চ যে শিষ্যা যে চ বৈ মৃগ-পক্ষিণঃ।
বিদ্রবন্তি ভয়াদ্ ভীতা নানাদিগ্‌ভ্যঃ সহস্রশঃ ॥২৩
বসিষ্ঠস্যাশ্রমপদং শূন্যমাসীন্মহাত্মনঃ।
মুহূর্তমিব নিঃশব্দমাসীদীরিণসন্নিভম্ ॥২৪
বদতো বৈ বসিষ্ঠস্য মা ভৈরিতি মুহুর্মুহুঃ।
নাশয়াম্যদ্য গাধেয়ং নীহারমিব ভাস্করঃ ॥২৫

তখন বিশ্বামিত্র ঋষিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠকে নিহত বলিয়াই মনে করিলেন ।১৬-২০

অনন্তর বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের আশ্রমে যাইয়া অস্ত্রসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ঐ সকল অস্ত্রের তেজে বশিষ্ঠের তপোবন দগ্ধ হইয়া গেল। ধীমান্ বিশ্বামিত্রের নিক্ষিপ্ত অস্ত্রসমূহকে দেখিয়া আশ্রমবাসী মুনিগণ অতিভীত হইয়া দিগ্‌বিদিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন। বশিষ্ঠের শিষ্যগণ ও আশ্রমস্থ পশু-পক্ষিগণ ভয়ে ভীত হইয়া দলে দলে নানাদিকে পলায়ন করিতে লাগিল। মহাত্মা বশিষ্ঠের আশ্রমটি একমুহূর্তে শূন্য হইয়া গেল। নিঃশব্দ ঐ আশ্রম উষরভূমির ন্যায় প্রতীত হইতে লাগিল। যদিও বশিষ্ঠ বারংবার বলিতেছিলেন যে 'ভয় করিও না, ভীত হইও না, সূর্য্য যেমন শিশির বিনাশ করেন, সেইরূপে আমিও গাধিপুত্রকে বিনাশ করিতেছি', তথাপি কেহই তাহা শ্রবণ করে নাই ।২১-২৫

তপস্বিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ এইরূপে সকলকে আশ্বাসদান করিয়া অতিশয় ক্রোধের সহিত বিশ্বামিত্রকে বলিলেন,— ওরে দুরাচার! তুই অতি নির্বোধ। তুই যখন আমার বহুকালপালিত ও বর্ধিত আশ্রম নষ্ট করিয়াছিস,

এবমুক্ত্বা মহাতেজা বসিষ্ঠো জপতাং বরঃ।
বিশ্বামিত্রং তদা বাক্যং সরোষমিদমব্রবীৎ ॥২৬
আশ্রমং চিরসংবৃদ্ধং যদ্বিনাশিতবানসি।
দুরাচারো হি যন্মূঢ়স্তস্মাত্ত্বং ন ভবিষ্যসি ॥২৭
ইত্যুক্ত্বা পরমক্রুদ্ধো দণ্ডমুদ্যম্য সত্বরঃ।
বিধূম ইব কালাগ্নির্যমদণ্ডমিবাপরম্ ॥২৮
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে পঞ্চপঞ্চাশঃ সর্গঃ।

তখন আর তুই জীবিত থাকিতে পারিবি না। এইরূপ বলিয়া সবেগে যমদণ্ডের ন্যায় একটি দণ্ড উত্তোলন করিয়া অতিক্রোধে ধূমহীন প্রলয়াগ্নির মত ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিলেন।২৬-২৮

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডে পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

ষট্পঞ্চাশঃ সর্গঃ

[বিশ্বামিত্রেণ বসিষ্ঠোপরি নানাবিধ-দিব্যাস্ত্রাণাং প্রয়োগঃ, বসিষ্ঠেন ব্রহ্মদণ্ডদ্বারা প্রযুক্তাস্ত্রাণাং দমনম্, ব্রাহ্মণত্বলাভায় বিশ্বামিত্রস্য তপশ্চরণাভিলাষশ্চ।]

এবমুক্তো বসিষ্ঠেন বিশ্বামিত্রো মহাবলঃ।
আগ্নেয়মস্ত্রমুদ্দিশ্য তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাব্রবীৎ ॥১
ব্রহ্মদণ্ডং সমুদ্যম্য কালদণ্ডমিবাপরম্।
বসিষ্ঠো ভগবান্ ক্রোধাদিদং বচনমব্রবীৎ ॥২
ক্ষত্রবন্ধো স্থিতোহস্ম্যেষ যদ্বলং তদ্ বিদর্শয়।
নাশয়াম্যদ্য তে দর্পং শস্ত্রস্য তব গাধিজ ॥৩
ক্ব চ তে ক্ষত্রিয়বলং ক্ব চ ব্রহ্মবলং মহৎ।
পশ্য ব্রহ্মবলং দিব্যং মম ক্ষত্রিয়পাংসন ।৪
তস্যাস্ত্রং গাধিপুত্রস্য ঘোরমাগ্নেয়মুত্তমম্।
ব্রহ্মদণ্ডেন তচ্ছান্তমগ্নের্বেগ ইবাম্ভসা ॥৫
বারুণং চৈব রৌদ্রঞ্চ ঐন্দ্রং পাশুপতং তথা।
ঐষীকং চাপি চিক্ষেপ কুপিতো গাধিনন্দনঃ ॥৬
মানবং মোহনং চৈব গান্ধর্বং স্বাপনং তথা।
জৃম্ভণং মোহনঞ্চৈব সন্তাপন-বিলাপনে ॥৭
শোষণং দারুণঞ্চৈব বজ্রমস্ত্রং সুদুর্জয়ম্।
ব্রহ্মপাশং কালপাশং বারুণং পাশমেব চ ॥৮
পিনাকমস্ত্রং দয়িতং শুষ্কার্দ্রে অশনী তথা।
দণ্ডাস্ত্রমথ পৈশাচং ক্রৌঞ্চমস্ত্রং তথৈব চ ॥৯

ষট্পঞ্চাশ সর্গ।

[বিশ্বামিত্রকর্তৃক বশিষ্ঠদেবের উপর নানাবিধ-দিব্য অস্ত্রসকলের প্রয়োগ, বশিষ্ঠকর্তৃক ব্রহ্মদণ্ড দ্বারা প্রযুক্ত অস্ত্রসকলের দমন ও ব্রাহ্মণত্বলাভের জন্য বিশ্বামিত্রের তপস্যা করিবার অভিলাষ।]

বশিষ্ঠ এইরূপ বলিলে পর মহাবলবান্ বিশ্বামিত্র আগ্নেয় অস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন এবং 'তিষ্ঠ তিষ্ঠ' অর্থাৎ 'দাঁড়াও দাঁড়াও' বলিয়া আস্ফালন করিতে লাগিলেন। তখন ভগবান্ বশিষ্ঠ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া কালদণ্ডের ন্যায় ব্রহ্মদণ্ড উত্তোলন করিলেন এবং বলিলেন,—রে ক্ষত্রিয়াধম! এই আমি দাঁড়াইলাম, তোর যত যত শক্তি আছে প্রকাশ কর্। আমি অদ্য তোর অস্ত্রের দর্প চূর্ণ করিব। ওরে ক্ষত্রিয়কুলাঙ্গার! কোথায় তোর তুচ্ছ ক্ষত্রিয়শক্তি আর কোথায় আমার মহতী ব্রহ্মশক্তি! তুই আমার অলৌকিক ব্রহ্মশক্তি প্রত্যক্ষ কর্।১-৪

জলের দ্বারা যেমন অগ্নি শান্ত হয়, সেইরূপ বিশ্বামিত্রের অতিভয়ঙ্কর আগ্নেয় অস্ত্র বসিষ্ঠের ব্রহ্মদণ্ডের দ্বারা শান্ত হইয়া গেল। তখন গাধিতনয় অতি কুপিত হইয়া বারুণ, ভয়দ ঐন্দ্র, পাশুপত, ঐষীক, মানব, মোহনরূপ গান্ধর্ব, স্বাপন, জৃম্ভণ, মোহন, সন্তাপন, বিলাপন, শোষণ, দারুণ ও সুদুর্জয় বজ্রাস্ত্র, ব্রহ্মপাশ, কালপাশ, বারুণপাশ, প্রিয় পিনাকাস্ত্র, শুষ্ক ও আর্দ্র বজ্রদ্বয়, দণ্ডাস্ত্র, পিশাচাস্ত্র, ক্রৌঞ্চাস্ত্র, ধর্মচক্র, কালচক্র

ধর্মচক্রং কালচক্রং বিষ্ণুচক্রং তথৈব চ।
বায়ব্যং মথনঞ্চৈব অস্ত্রং হয়শিরস্তথা ॥১০
শক্তিদ্বয়ঞ্চ চিক্ষেপ কঙ্কালং মুসলং তথা।
বৈদ্যাধরং মহাস্ত্রঞ্চ কালাস্ত্রমথ দারুণম্ ॥১১
ত্রিশূলমস্ত্রং ঘোরঞ্চ কাপালমথ কঙ্কণম্।
এতান্যস্ত্রাণি চিক্ষেপ সর্বাণি রঘুনন্দন ॥১২
বসিষ্ঠে জপতাং শ্রেষ্ঠে তদদ্ভুতমিবাভবৎ।
তানি সর্বাণি দণ্ডেন গ্রসতে ব্রহ্মণঃ সুতঃ ॥১৩
তেষু শান্তেষু ব্রহ্মাস্ত্রং ক্ষিপ্তবান্ গাধিনন্দনঃ।
তদস্ত্রমুদ্যতং দৃষ্ট্বা দেবাঃ সাগ্নিপুরোগমাঃ ॥১৪
দেবর্ষয়শ্চ সম্ভ্রান্তা গন্ধর্বাঃ সমহোরগাঃ।
ত্রৈলোক্যমাসীৎ সন্ত্রস্তং ব্রহ্মাস্ত্রে সমুদীরিতে ॥১৫
তদপ্যস্ত্রং মহাঘোরং ব্রাহ্মং ব্রাহ্মেণ তেজসা।
বসিষ্ঠো গ্রসতে সর্বং ব্রহ্মদণ্ডেন রাঘব ॥১৬
ব্রহ্মাস্ত্রং গ্রসমানস্য বসিষ্ঠস্য মহাত্মনঃ।
ত্রৈলোক্যমোহনং রৌদ্রং রূপমাসীৎ সুদারুণম্ ॥১৭
রোমকূপেষু সর্বেষু বসিষ্ঠস্য মহাত্মনঃ।
মরীচ্য ইব নিষ্পেতুরগ্নের্ধূমাকুলার্চিষঃ ॥১৮
প্রাজ্বলদ্ ব্রহ্মদণ্ডশ্চ বসিষ্ঠস্য করোদ্যতঃ।
বিধূম ইব কালাগ্নির্যমদণ্ড ইবাপরঃ ॥১৯
ততোঽস্তুবন্ মুনিগণা বসিষ্ঠং জপতাং বরম্ (ক)।
অমোঘং তে বলং ব্রহ্মংস্তেজো ধারয় তেজসা ॥২০
নিগৃহীতস্ত্বয়া ব্রহ্মন্ বিশ্বামিত্রো মহাবলঃ।
অমোঘং তে বলং শ্রেষ্ঠ লোকাঃ সন্তু গতব্যথাঃ ॥২১
এবমুক্তো মহাতেজাঃ শমং চক্রে মহাবলঃ।
বিশ্বামিত্রো বিনিকৃতো বিনিঃশ্বস্যেদমব্রবীৎ ॥২২
ধিগ্ বলং ক্ষত্রিয়বলং ব্রহ্মতেজোবলং বরম্।
একেন ব্রহ্মদণ্ডেন সর্বাস্ত্রাণি হতানি মে ॥২৩
তদেতৎ প্রসমীক্ষ্যাহং প্রসন্নেন্দ্রিয়মানসঃ।
তপো মহৎ সমাস্থাস্যে যদ্বৈ ব্রহ্মত্বকারণম্ ॥২৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে ষট্পঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥৫৬

বিষ্ণুচক্র, বায়ব্য ও মথনাস্ত্র, হয়শীর্ষাস্ত্র, কঙ্কাল ও মুষলনামক শক্তিদ্বয়, বিদ্যাধর মহাস্ত্র, দারুণ কালাস্ত্র, অতি ভয়ানক ত্রিশূল, কাপাল ও কঙ্কণাস্ত্র প্রভৃতি অস্ত্রসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। রঘুনন্দন! বশিষ্ঠের উপর ঐ সকল অস্ত্র নিক্ষিপ্ত হইলে পর একটি অদ্ভুত ব্যাপার হইল। ব্রহ্মপূত বশিষ্ঠ ব্রহ্মদণ্ডের দ্বারাই ঐ সকল অস্ত্রকে নিবারণ করিয়া ফেলিলেন। সকল অস্ত্রের প্রয়োগ ব্যর্থ হইল দেখিয়া গাধিনন্দন ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। ঐ অস্ত্রকে পতনোন্মুখ দেখিয়া অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ, দেবর্ষি, গন্ধর্ব ও নাগগণ বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করায় ত্রিলোকস্থিত সকলে অতিশয় ভীত হইয়া উঠিল।৫-১৫

রাঘব! বশিষ্ঠ ব্রাহ্মতেজের প্রভাবে ব্রহ্মদণ্ড দ্বারাই ঐ মহাঘোর ব্রহ্মাস্ত্রকেও সম্পূর্ণ গ্রাস করিয়া ফেলিলেন। ব্রহ্মাস্ত্র গ্রাস করিবার সময় মহাত্মা বশিষ্ঠের মূর্তি ত্রিলোকের মোহজনক অতি দারুণ ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। মহাত্মা বশিষ্ঠের সমস্ত রোমকূপ হইতে ধূমযুক্ত অগ্নির জ্বালার ন্যায় স্ফুলিঙ্গসকল নির্গত হইতে লাগিল। তাঁহার হস্তস্থিত যমদণ্ডতুল্য ব্রহ্মদণ্ড ধূমশূন্য প্রলয়াগ্নির ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল। তখন আশ্রমস্থিত মুনিগণ তপস্বিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠের স্তুতি করিয়া বলিলেন,—ব্রহ্মন্! আপনার শক্তি অব্যর্থ; কিন্তু আপনি নিজ মহিমায় তেজ সম্বৃত করুন।১৬-২০

ব্রহ্মন্! মহাবলবান্ বিশ্বামিত্রও আপনার দ্বারা নিগৃহীত হইলেন! আপনার বল অব্যর্থ। কিন্তু এখন সকল লোক নিশ্চিন্ত হউক। ঋষিগণ এইরূপ বলিলে মহাবলবান্ বশিষ্ঠ শান্তভাব ধারণ করিলেন। পরাজিত বিশ্বামিত্র দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া নিজমনে বলিতে লাগিলেন—ক্ষত্রিয়ের শক্তিকে ধিক্কার দিই। ব্রাহ্মণের শক্তিই একমাত্র শক্তি, একটি মাত্র ব্রহ্মদণ্ডের দ্বারা আমার সকল অস্ত্র প্রতিহত হইয়া গেল। এইরূপ ঘটনা দেখিয়া আমি শুদ্ধমনে ইন্দ্রিয়জয়পূর্বক মহাতপস্যা করিব, যে তপস্যা আমার ব্রাহ্মণত্বলাভের কারণ হইবে।২১-২৪

পাঠান্তর:—(ক)—জয়তাং বরম্।

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডে ষট্পঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তপঞ্চাশঃ সর্গঃ

[বিশ্বামিত্রস্য তপশ্চরণম্, সশরীরস্বর্গগমনায় যজ্ঞং কর্ত্তুং বসিষ্ঠসমীপে রাজ্ঞস্ত্রিশঙ্কোর্গমনম্, বসিষ্ঠেন প্রত্যাখ্যাতস্যত্রিশঙ্কোস্তৎপুত্রগণসমীপে গমনম্।]

ততঃ সন্তপ্তহৃদয়ঃ স্মরন্নিগ্রহমাত্মনঃ।
বিনিশ্বস্য বিনিশ্বস্য কৃতবৈরো মহাত্মনা ॥১
স দক্ষিণাং দিশং গত্বা মহিষ্যা সহ রাঘব।
ততাপ পরমং ঘোরং বিশ্বামিত্রো মহাতপাঃ ॥২
ফল-মূলাশনো দান্তশ্চচার পরমং তপঃ।
অথাস্য জজ্ঞিরে পুত্রাঃ সত্য-ধর্মপরায়ণাঃ ॥৩
হবিষ্যন্দো মধুষ্যন্দো দৃঢ়নেত্রো মহারথঃ।
পূর্ণে বর্ষসহস্রে তু ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ॥৪
অব্রবীন্মধুরং বাক্যং বিশ্বামিত্রং তপোধনম্।
জিতা রাজর্ষিলোকাস্তে তপসা কুশিকাত্মজ ॥৫
অনেন তপসা ত্বাং হি রাজর্ষিরিতি বিদ্মহে।
এবমুক্ত্বা মহাতেজা জগাম সহ দৈবতৈঃ ॥৬
ত্রিবিষ্টপং ব্রহ্মলোকং লোকানাং পরমেশ্বরঃ।
বিশ্বামিত্রোঽপি তচ্ছ্রুত্বা হ্রিয়া কিঞ্চিদবাঙ্মুখঃ ॥৭
দুঃখেন মহতাবিষ্টঃ সমন্যুরিদমব্রবীৎ।
তপশ্চ সুমহত্তপ্তং রাজর্ষিরিতি মাং বিদুঃ ॥৮
দেবাঃ সর্ষিগণাঃ সর্বে নাস্তি মন্যে তপঃফলম্।
এবং নিশ্চিত্য মনসা ভূয় এব মহাতপাঃ ॥৯
তপশ্চচার ধর্মাত্মা কাকুৎস্থ পরমাত্মবান্।
এতস্মিন্নেব কালে তু সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥১০
ত্রিশঙ্কুরিতি বিখ্যাত ইক্ষ্বাকুকুলবর্ধনঃ।
তস্য বুদ্ধিঃ সমুৎপন্না যজেয়মিতি রাঘব ॥১১
গচ্ছেয়ং সশরীরেণ দেবতানাং পরাং গতিম্।
বসিষ্ঠং স সমাহূয় কথয়ামাস চিন্তিতম্ ॥১২
অশক্যমিতি চাপ্যুক্তো বসিষ্ঠেন মহাত্মনা।
প্রত্যাখ্যাতো বসিষ্ঠেন স যযৌ দক্ষিণাং দিশম্ ॥১৩
ততস্তৎকর্ম সিদ্ধ্যর্থং পুত্রাংস্তস্য গতো নৃপঃ।
বাসিষ্ঠা দীর্ঘতপসস্তপো যত্র হি তেপিরে ॥১৪

সপ্তপঞ্চাশ সর্গ।

[বিশ্বামিত্রের তপস্যা, সশরীরে স্বর্গে গমনের জন্য যজ্ঞ করিবার অভিপ্রায়ে রাজা ত্রিশঙ্কুর বশিষ্ঠদেবের নিকট গমন এবং বশিষ্ঠ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া তাঁহার পুত্রগণের নিকট ত্রিশঙ্কুর গমন।]

মহাত্মা বশিষ্ঠের সহিত বৈরিতা করিয়া নিজ পরাজয়ের কথা ভাবিতে ভাবিতে বিশ্বামিত্রের হৃদয় অতি সন্তপ্ত হইল, তিনি বারংবার দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। রাঘব! মহাতপস্বী বিশ্বামিত্র নিজ মহিষীর সহিত দক্ষিণ দিকে যাইয়া অতি কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। অন্যান্য ভক্ষ্য বর্জনপূর্বক কেবল ফল-মূল ভক্ষণ করিয়া তপশ্চরণ করিতে লাগিলেন। সেই সময় বিশ্বামিত্রের হবিষ্যন্দ, মধুষ্যন্দ, দৃঢ়নেত্র ও মহারথ নামক সত্য ও ধর্মপরায়ণ চারিটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। তপস্যা করিতে করিতে সহস্র বৎসর অতীত হইলে পর লোকপিতামহ ব্রহ্মা তপস্বী বিশ্বামিত্রকে মধুর বাক্য বলিলেন—কুশিকতনয়! তুমি তপস্যা দ্বারা রাজর্ষিলোক জয় করিয়াছ। এই তপস্যার ফলে আমরা তোমাকে রাজর্ষি বলিয়া বুঝিলাম। এইরূপ বলিয়া তেজস্বী সকল-লোকপ্রভু ব্রহ্মা দেবগণের সহিত দেবলোকে গমন করিলেন। ব্রহ্মার বচন শুনিয়া বিশ্বামিত্র লজ্জায় কিঞ্চিৎ নতমুখ হইলেন এবং অতিশয় দুঃখিত হইয়া ক্রোধের সহিত বলিলেন,—আমি এত সুকঠোর তপস্যা করিলাম, তাহাতেও দেবতা ও ঋষিগণ আমাকে রাজর্ষিই মনে করিলেন। আমার মনে হয় তপস্যায় কোন ফল হয় নাই। মহাতপস্বী ধার্মিক জিতেন্দ্রিয়

ত্রিশঙ্কুস্তু মহাতেজাঃ শতং পরমভাস্বরম্।
বসিষ্ঠপুত্রান্ দদৃশে তপ্যমানান্মনস্বিনঃ ॥১৫
সোঽভিগম্য মহাত্মানঃ সর্বানেব গুরোঃ সুতান্।
অভিবাদ্যানুপূর্বেণ হ্রিয়া কিঞ্চিদবাঙ্মুখঃ ॥১৬
অব্রবীৎ স মহাত্মানঃ সর্বানেব কৃতাঞ্জলিঃ।
শরণং বঃ প্রপন্নোঽহং শরণ্যান্ শরণং গতঃ ॥১৭
প্রত্যাখ্যাতো হি ভদ্রং বো বসিষ্ঠেন মহাত্মনা।
যষ্টুকামো মহাযজ্ঞং তদনুজ্ঞাতুমর্হথ ॥১৮
গুরুপুত্রানহং সর্বান্নমস্কৃত্য প্রসাদয়ে।
শিরসা প্রণতো যাচে ব্রাহ্মণাংস্তপসি স্থিতান্ ॥১৯
তে মাং ভবন্তঃ সিদ্ধ্যর্থং যাজয়ন্তু সমাহিতাঃ।
সশরীরো যথাহং বৈ দেবলোকমবাপ্নুয়াম্ ॥২০
প্রত্যাখ্যাতো বসিষ্ঠেন গতিমন্যাং তপোধনাঃ।
গুরুপুত্রানৃতে সর্বানাহং পশ্যামি কাঞ্চন ॥২১
ইক্ষ্বাকূণাং হি সর্বেষাং পুরোধাঃ পরমা গতিঃ।
তস্মাদনন্তরং সর্বে ভবন্তো দৈবতং মম ॥২২
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে সপ্তপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥

বিশ্বামিত্র নিজ মনে এইরূপ দৃঢ় নিশ্চয় করিয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন। এই সময় ইক্ষ্বাকুবংশবর্ধন জিতেন্দ্রিয় ও সত্যবাদী ত্রিশঙ্কুনামে বিখ্যাত রাজার সঙ্কল্প হয়—"আমি এইরূপ যাগানুষ্ঠান করিব" যে যজ্ঞের দ্বারা সশরীরে দেবগণের স্থান স্বর্গলোকে গমন করিতে পারি"। অনন্তর বশিষ্ঠকে আহ্বান করিয়া নিজ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। মহাত্মা বশিষ্ঠ ত্রিশঙ্কুর অভিপ্রায় শুনিয়া বলিলেন যে, সশরীরে স্বর্গগমন অসম্ভব। বশিষ্ঠকর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া তিনি দক্ষিণদিকে গমন করিলেন। ত্রিশঙ্কু স্বকর্মসিদ্ধির জন্য সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন, যেখানে দীর্ঘতপা বশিষ্ঠ-পুত্রেরা তপস্যা করিতেছেন। মহাতেজস্বী ত্রিশঙ্কু অতিসমুজ্জ্বল, মনস্বী ও তপস্যারত শতসংখ্যক বশিষ্ঠ-পুত্রগণকে দেখিতে পাইলেন।১-১৫

মহাত্মা গুরুপুত্রগণের নিকট যাইয়া যথাক্রমে সকলকে সে অভিবাদন করিয়া লজ্জাবশতঃ কিঞ্চিৎ অবনত-মুখ হইলেন। অনন্তর কৃতাঞ্জলি হইয়া মহাত্মাদিগকে বলিলেন, আমি আপনাদের শরণাগত হইলাম, আপনারা আমার একমাত্র শরণ। সেইজন্য আপনাদের শরণ লইলাম। আপনাদের মঙ্গল হউক। আমি যজ্ঞ করিতে ইচ্ছুক হইয়া মহাত্মা বশিষ্ঠকর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়াছি, আপনারা আমাকে অনুমতি প্রদান করুন। আপনারা আমার গুরুপুত্র। আপনাদের সকলকে নমস্কার করিয়া প্রসন্ন করিতেছি। আমি অবনতমস্তকে তপস্যারত আপনাদের মত ব্রাহ্মণগণের নিকট প্রার্থনা করিতেছি—আমার ইষ্টসিদ্ধির জন্য আপনারা একাগ্র হইয়া যাগানুষ্ঠান করাইয়া দিন, যাহাতে আমি সশরীরে স্বর্গগমন করিতে পারি। তপোধনগণ বশিষ্ঠকর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া গুরুপুত্রগণকে ছাড়িয়া অন্যকোন উপায় দেখিতেছি না। ইক্ষ্বাকুবংশীয়গণের পুরোহিতই একমাত্র আশ্রয়। তাহার পর আপনারা সকলে আমার প্রধান দেবতা।১৬-২২

মহর্ষি-বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডে সপ্তপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টপঞ্চাশঃ সর্গঃ

[বশিষ্ঠপুত্রাণাং শাপেন ত্রিশঙ্কোশ্চাণ্ডালরূপধারণম্, তস্য বিশ্বামিত্রসমীপে গমনং স্বাভিপ্রায়জ্ঞাপনঞ্চ।]

ততস্ত্রিশঙ্কোর্বচনং শ্রুত্বা ক্রোধসমন্বিতম্।
ঋষিপুত্রশতং রাম রাজানমিদমব্রবীৎ ॥১
প্রত্যাখ্যাতোঽসি দুর্মেধো গুরুণা সত্যবাদিনা।
তং কথং সমতিক্রম্য শাখান্তরমুপেয়িবান্ ॥২
ইক্ষ্বাকূণাং হি সর্বেষাং পুরোধাঃ পরমা গতিঃ।
ন চাতিক্রমিতুং শক্যং বচনং সত্যবাদিনঃ ॥৩
অশক্যমিতি সোবাচ বসিষ্ঠো ভগবানৃষিঃ।
তং বয়ং বৈ সমাহর্তুং ক্রতুং শক্তাঃ কথঞ্চ ন ॥৪
বালিশস্ত্বং নরশ্রেষ্ঠ গম্যতাং স্বপুরং পুনঃ।
যাজনে ভগবান্ শক্তস্ত্রৈলোক্যস্যাপি পার্থিব ॥৫
অবমানং কথং কর্তুং তস্য শক্ষ্যামহে বয়ম্।
তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা ক্রোধপর্য্যাকুলাক্ষরম্ ॥৬
স রাজা পুনরেবৈতানিদং বচনমব্রবীৎ।
প্রত্যাখ্যাতো ভগবতা গুরুপুত্রৈস্তথৈব চ ॥৭
অন্যাং গতিং গমিষ্যামি স্বস্তি বোঽস্তু তপোধনাঃ।
ঋষিপুত্রাস্তু তচ্ছ্রুত্বা বাক্যং ঘোরাভিসংহিতম্ ॥৮
শেপুঃ পরমসংক্রুদ্ধাশ্চণ্ডালত্বং গমিষ্যসি।
ইত্যুক্ত্বা তে মহাত্মানো বিবিশুঃ স্বং স্বমাশ্রমম্ ॥৯
অথ রাত্র্যাং ব্যতীতায়াং রাজা চণ্ডালতাং গতঃ।
নীলবস্ত্রধরো নীলঃ পরুষো ধ্বস্তমূর্দ্ধজঃ ॥১০
চিত্যমাল্যাঙ্গরাগশ্চ আয়সাভরণোঽভবৎ।
তং দৃষ্ট্বা মন্ত্রিণঃ সর্বে ত্যক্ত্বা চণ্ডালরূপিণম্ ॥১১
প্রাদ্রবন্ সহিতা রাম পৌরা যেঽস্যানুগামিনঃ।
একো হি রাজা কাকুৎস্থ জগাম পরমাত্মবান্ ॥১২

অষ্টপঞ্চাশ সর্গ।

[বশিষ্ঠপুত্রগণের শাপে রাজা ত্রিশঙ্কুর চণ্ডালরূপ ধারণ, বিশ্বামিত্রের নিকট ত্রিশঙ্কুর গমন ও স্বীয় অভিপ্রায় জ্ঞাপন।]

রাম! বশিষ্ঠের একশত পুত্র ত্রিশঙ্কুরাজার এইরূপ বচন শুনিয়া অতিশয় ক্রোধান্বিত হইলেন এবং রাজাকে বলিলেন,—দুষ্টচিত্ত! সত্যনিষ্ঠ পিতৃদেব তোমাকে প্রত্যাখান করিয়াছেন। অতএব তুমি তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া কিরূপে অন্যের আশ্রয় লইতে চাহিতেছ? ইক্ষ্বাকুবংশীয়গণের পুরোহিত বশিষ্ঠই একমাত্র আশ্রয়, ঐ সত্যবাদী বশিষ্ঠের বচন লঙ্ঘন করা কোনরূপেই উচিত নহে। ভগবান্ মহর্ষি বশিষ্ঠ যখন ইহা অসাধ্য বলিয়াছেন, তখন আমরা কোনরূপই এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে সক্ষম হইব না। নরশ্রেষ্ঠ! তুমি এই বিষয়ে অজ্ঞ। তুমি নিজ পুরীমধ্যে প্রবেশ কর। রাজন্! ভগবান্ বশিষ্ঠ ত্রিলোকের সকল যজ্ঞ করাইতে সমর্থ। আমরা কিরূপে তাঁহার অবমাননা করিব? এইভাবে বশিষ্ঠের পুত্রগণ ক্রোধপূর্ণ বাক্য বলিলে পর রাজা ত্রিশঙ্কু তাঁহাদিগকে পুনর্বার বলিলেন,—আমি ভগবান্ বশিষ্ঠকর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়াছি, এখন তাঁহার পুত্রগণকর্তৃকও প্রত্যাখ্যাত হইলাম। আপনাদের মঙ্গল হউক। তাপসগণ! আমি অন্য উপায় অনুসন্ধান করিব। ত্রিশঙ্কুর দুরভিপ্রায়সূচক এইরূপ বাক্য শুনিয়া বশিষ্ঠতনয়গণ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং 'তুমি চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইবে' এইরূপ অভিশাপ প্রদান করিলেন। অনন্তর ঐ মহাত্মা ঋষিপুত্রগণ নিজ নিজ আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। রাত্রি অতীত হইলে পর ত্রিশঙ্কু চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইলেন। তিনি নীলবর্ণদেহ ও নীলবর্ণবস্ত্রধারণকারী হইলেন। তাঁহার কেশসমূহ রুক্ষ ও খর্ব হইল। চিতার মালা ও চিতাভস্মে শরীর ভূষিত হইল এবং লৌহনির্মিত অলঙ্কার শরীরের ভূষণ হইল। রাম! ত্রিশঙ্কুর মন্ত্রিগণ, অন্যান্য অনুচরগণ ও পুরবাসিগণ তাঁহাকে চণ্ডালরূপী দেখিয়া পরিত্যাগ করত পলায়ন করিলেন। কাকুৎস্থ! অতি ধৈর্য্যবান্ রাজা ত্রিশঙ্কু একাকী দুঃখে দগ্ধ হইয়া তপস্বী বিশ্বামিত্রের নিকট গমন করিলেন। বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠকর্তৃক প্রত্যাখ্যাত চণ্ডালত্বপ্রাপ্ত ত্রিশঙ্কু রাজাকে দেখিয়া অতিশয় দয়ান্বিত

দহ্যমানো দিবারাত্রং বিশ্বামিত্রং তপোধনম্।
বিশ্বামিত্রস্তু তং দৃষ্ট্বা রাজানং বিফলীকৃতম্ ॥১৩
চণ্ডালরূপিণং রাম মুনিঃ কারুণ্যমাগতঃ।
কারুণ্যাৎ স মহাতেজা বাক্যং পরমধার্মিকঃ ॥১৪
ইদং জগাদ ভদ্রন্তে রাজানং ঘোরদর্শনম্।
কিমাগমনকার্য্যং তে রাজপুত্র মহাবল ॥১৫
অযোধ্যাধিপতে বীর শাপাচ্চণ্ডালতাং গতঃ।
অথ তদ্বাক্যমাকর্ণ্য রাজা চণ্ডালতাং গতঃ ॥১৬
অব্রবীৎ প্রাঞ্জলির্বাক্যং বাক্যজ্ঞো বাক্যকোবিদম্।
প্রত্যাখ্যাতোঽস্মি গুরুণা গুরুপুত্রৈস্তথৈব চ ॥১৭
অনবাপ্যৈব তং কামং ময়া প্রাপ্তো বিপর্য্যয়ঃ।
সশরীরো দিবং যায়ামিতি যে সৌম্যদর্শন ॥১৮
ময়া চেষ্টং ক্রতুশতং তচ্চ নাবাপ্যতে ফলম্।
অনৃতং নোক্তপূর্বং মে ন চ বক্ষ্যে কদাচন ॥১৯
কৃচ্ছ্রেষ্বপি গতঃ সৌম্য ক্ষত্রধর্মেণ তে শপে।
যজ্ঞৈর্বহুবিধৈরিষ্টং প্রজা ধর্মেণ পালিতাঃ ॥২০
গুরবশ্চ মহাত্মানঃ শীলবৃত্তেন তোষিতাঃ।
ধর্মে প্রযতমানস্য যজ্ঞং চাহর্তুমিচ্ছতঃ ॥২১
পরিতোষং ন গচ্ছন্তি গুরবো মুনিপুঙ্গব।
দৈবমেব পরং মন্যে পৌরুষং তু নিরর্থকম্ ॥২২
দৈবেনাক্রম্যতে সর্বং দৈবং হি পরমা গতিঃ।
তস্য মে পরমার্তস্য প্রসাদমভিকাঙ্ক্ষতঃ ॥
কর্তুমর্হসি ভদ্রন্তে দৈবোপহতকর্মণঃ ॥২৩
নান্যাং গতিং গমিষ্যামি নান্যচ্ছরণমস্তি মে।
দৈবং পুরুষকারেণ নিবর্তয়িতুমর্হসি ॥২৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডেঽষ্টপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥

হইলেন। পরমধার্মিক মহাতেজস্বী বিশ্বামিত্র করুণাবশতঃ বিকটাকৃতি রাজাকে বলিলেন,—তোমার মঙ্গল হউক। রাজনন্দন! তোমার এখানে আগমনের প্রয়োজন কি? মহাবলবান্ অযোধ্যাপতি তুমি শাপবশতঃ চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইয়াছ। চণ্ডালত্বপ্রাপ্ত রাজা ত্রিশঙ্কু বাগ্মী বিশ্বামিত্রের বাক্য শুনিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন,—প্রিয়দর্শন! মুনিবর! আমি পুরোহিত বশিষ্ঠ ও তদীয় পুত্রগণ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়াছি। আমার প্রার্থিত বস্তু লাভ না করিয়া আমি এইরূপ বিপর্য্যয় দশা প্রাপ্ত হইয়াছি, অথচ আমার ইচ্ছা ছিল "সশরীরে স্বর্গে যাইব"। আমি একশত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছি। কিন্তু তাহার ফল পাইলাম না। আমি কখনও মিথ্যাকথা বলি নাই। যত বিপদে বা কষ্টে পতিত হই না কেন, কখনই মিথ্যা বলিব না। সৌম্য! ক্ষত্রিয়ধর্ম উল্লেখ করিয়া শপথ করিতেছি, বহুবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছি, ধর্মানুসারে প্রজাগণের পালন করিয়াছি, মহাত্মা গুরুজনদিগকে সদ্‌গুণ ও সদাচারের দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়াছি, আমি ধর্মরক্ষায় প্রযত্নশীল হইয়া বহু যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে ইচ্ছা করি, কিন্তু মুনিবর! আমার গুরু বশিষ্ঠ ও তদীয় পুত্রগণ সন্তুষ্ট হইতেছেন না। এখন আমি মনে করিতেছি—দৈবই প্রধান, পুরুষকার অকিঞ্চিৎকর।১-২২

দৈবই সকলকে আয়ত্ত করিয়া রাখিয়াছে। দৈবই একমাত্র গতি। দৈবের দ্বারা আমার সকল কর্ম বিফল হইয়াছে। আমি অতিশয় আর্তভাবে আপনার প্রসন্নতা প্রার্থনা করিতেছি। আপনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন। আপনার মঙ্গল হউক। আমি অন্য উপায় অবলম্বন করিব না। আপনি ব্যতীত আমার আশ্রয় কেহ নাই। আপনি পুরুষকারপ্রভাবে দৈবশক্তি রোধ করিতে সমর্থ।২৩-২৪

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের আদিকাণ্ডে অষ্টপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

ঊনষষ্টিতমঃ সর্গঃ

[ত্রিশঙ্কোর্যজ্ঞকরণায় বিশ্বামিত্রস্যাঙ্গীকারঃ, পুত্রাণাং শিষ্যাণাং যজ্ঞদ্রব্যসংগ্রহায় ব্রাহ্মণাদীনাং নিমন্ত্রণায় চ প্রেষণম্ , বসিষ্ঠপুত্রবাক্যং শ্রুত্বা বিশ্বামিত্রস্য ক্রোধঃ, তেষাং নাশশ্চ ।]

উক্তবাক্যন্তু রাজানং কৃপয়া কুশিকাত্মজঃ ।
অব্রবীন্মধুরং বাক্যং সাক্ষাচ্চণ্ডালতাং গতম্ ॥১
ইক্ষ্বাকো স্বাগতং বৎস জানামি ত্বাং সুধার্মিকম্ ।
শরণং তে প্রদাস্যামি মা ভৈষীর্নৃপপুঙ্গব ॥২
অহমামন্ত্রয়ে সর্বান্মহর্ষীন্ পুণ্যকর্মণঃ ।
যজ্ঞসাহ্যকরান্ রাজংস্ততো যক্ষ্যসি নির্বৃতঃ ॥৩
গুরুশাপকৃতং রূপং যদিদং ত্বয়ি বর্ততে ।
অনেন সহ রূপেণ সশরীরো গমিষ্যসি ॥৪
হস্তপ্রাপ্তমহং মন্যে স্বর্গং তব নরাধিপ ।
যস্ত্বং কৌশিকমাগম্য শরণ্যং শরণাগতঃ ॥৫
এবমুক্ত্বা মহাতেজাঃ পুত্রান্ পরমধার্মিকান্ ।
ব্যাদিদেশ মহাপ্রাজ্ঞান্ যজ্ঞসম্ভারকারণাৎ ॥৬
সর্বান্ শিষ্যান্ সমাহূয় বাক্যমেতদুবাচ হ ।
সর্বানৃষীন্ সবাসিষ্ঠানানয়ধ্বং মমাজ্ঞয়া ॥৭
সশিষ্যান্ সুহৃদশ্চৈব সর্ত্বিজঃ সুবহুশ্রুতান্ ।
যদন্যো বচনং ব্রূয়ান্মদ্বাক্যবলচোদিতঃ ॥৮
তৎসর্বমখিলেনোক্তং মমাখ্যেয়মনাদৃতম্ ।
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা দিশো জগ্মুস্তমাজ্ঞয়া ॥৯
আজগ্মুরথ দেশেভ্যঃ সর্বেভ্যো ব্রহ্মবাদিনঃ ।
তে চ শিষ্যাঃ সমাগম্য মুনিং জ্বলিততেজসম্ ॥১০
ঊচুশ্চ বচনং সর্বং সর্বেষাং ব্রহ্মবাদিনাম্ ।
শ্রুত্বা তে বচনং সর্বে সমায়ান্তি দ্বিজাতয়ঃ ॥১১
সর্বদেশেষু চাগচ্ছন্ বর্জয়িত্বা মহোদয়ম্ ।
বাসিষ্ঠং যচ্ছতং সর্বং ক্রোধপর্য্যাকুলাক্ষরম্ ॥১২

ঊনষষ্টিতম সর্গ

[ত্রিশঙ্কুর যজ্ঞ করিতে বিশ্বামিত্রের স্বীকার, যজ্ঞদ্রব্য সংগ্রহ এবং ব্রাহ্মণ ও ঋত্বিগ্‌গণকে নিমন্ত্রণের জন্য পুত্র এবং শিষ্যগণকে প্রেরণ, বশিষ্ঠপুত্রগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া বিশ্বামিত্রের ক্রোধ এবং তাহাদিগের বিনাশ ।]

ত্রিশঙ্কু এইরূপ বলিলে পর কুশিকনন্দন বিশ্বামিত্র করুণাবশতঃ চণ্ডালত্বপ্রাপ্ত রাজাকে মধুরভাবে বলিলেন,—বৎস ! ইক্ষ্বাকুকুলনন্দন ! তোমার আগমন শুভ হউক, আমি তোমাকে পরমধার্মিক বলিয়া জানি। আমি তোমাকে আশ্রয়দান করিলাম,—নরশ্রেষ্ঠ ! তুমি ভীত হইও না। রাজন্ ! আমি তোমার যজ্ঞের সাহায্য করিবার জন্য পুণ্যকর্মা মহর্ষিগণকে আমন্ত্রণ করিব। তুমি তাঁহাদের সাহায্যে নিশ্চিন্ত হইয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে পারিবে। যদিও গুরুপুত্রগণের অভিশাপে তোমার শরীর বিরূপ হইয়াছে, তথাপি তুমি এই শরীরে স্বর্গে যাইতে পারিবে।১-৪

নরাধিপ ! তুমি যখন শরণাগতবৎসল কৌশিকের শরণ লইয়াছ, তখন স্বর্গ তোমার হস্তগত হইয়াছে বলিয়াই মনে করি। মহাতেজস্বী বিশ্বামিত্র রাজাকে এইরূপ বলিয়া পরমধার্মিক মহাপ্রাজ্ঞ পুত্রগণকে যজ্ঞের সামগ্রী সংগ্রহ করিতে আদেশ করিলেন। অনন্তর শিষ্যগণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—তোমরা আমার আদেশে বশিষ্ঠপুত্রগণকে এবং শিষ্য ও বান্ধবসহিত অন্যান্য বহু শাস্ত্রজ্ঞ ঋত্বিগ্‌দিগকে আনয়ন কর। আমার আহ্বানে অনাদর করিয়া কেহ নিন্দাসূচক মন্তব্য করিলে, তাহা আমার নিকট অবিকল নিবেদন করিও। বিশ্বামিত্রের এইরূপ আদেশ শুনিয়া শিষ্যগণ আদেশমত নানাদিকে গমন করিলেন। অনন্তর নানাদেশ হইতে ব্রহ্মবাদী মহর্ষিগণ আসিতে লাগিলেন। বিশ্বামিত্রের

যথাহ বচনং সর্বং শৃণু ত্বং মুনিপুঙ্গব।
ক্ষত্রিয়ো যাজকো যস্য চণ্ডালস্য বিশেষতঃ ॥১৩
কথং সদসি ভোক্তারো হবিস্তস্য সুরর্ষয়ঃ।
ব্রাহ্মণা বা মহাত্মানো ভুক্ত্বা চাণ্ডালভোজনম্ ॥১৪
কথং স্বর্গং গমিষ্যন্তি বিশ্বামিত্রেণ পালিতাঃ
এতদ্ বচনং নৈষ্ঠুর্য্যমূচুঃ সংরক্তলোচনাঃ ॥১৫
বাসিষ্ঠা মুনিশার্দূল সর্বে সহমহোদয়াঃ।
তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা সর্বেষাং মুনিপুঙ্গবঃ ॥১৬
ক্রোধসংরক্তনয়নঃ সরোষমিদমব্রবীৎ।
যদ্দূষয়ন্ত্যদুষ্টং মাং তপ উগ্রং সমাস্থিতম্ ॥১৭
ভস্মীভূতা দুরাত্মানো ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ।
অদ্য যে কালপাশেন নীতা বৈবস্বতক্ষয়ম্ ॥১৮
সপ্তজাতি-শতান্যেব মৃতপাঃ সম্ভবন্তু তে।
শ্বমাংসনিয়তাহারা মুষ্টিকা নাম নির্ঘৃণাঃ ॥১৯
বিকৃতাশ্চ বিরূপাশ্চ লোকাননুচরন্ত্বিমান্।
মহোদয়শ্চ দুর্বুদ্ধির্মামদূষ্যং হ্যদূষয়ৎ ॥২০
দূষিতঃ সর্বলোকেষু নিষাদ-ত্বং গমিষ্যতি।
প্রাণাতিপাতনিরতো নিরনুক্রোশতাং গতঃ ॥২১
দীর্ঘকালং মম ক্রোধাদ্দুর্গতিং বর্তয়িষ্যতি।
এতাবদুক্ত্বা বচনং বিশ্বামিত্রো মহাতপাঃ ॥
বিররাম মহাতেজা ঋষিমধ্যে মহামুনিঃ ॥২২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে একোনষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥

শিষ্যগণও প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তেজোদীপ্ত বিশ্বামিত্রকে ব্রহ্মবাদী মুনিগণের কথা জানাইলেন। তাঁহারা বলিলেন,—আপনার আহ্বান শুনিয়াই সকলদেশের ব্রাহ্মণগণ আসিতেছেন, কেবল মহোদয়নামক মুনি ও বশিষ্ঠপুত্রগণ আসিতে চাহিলেন না। তাঁহারা সকলে ক্রোধান্বিত হইয়া যে সকল কথা বলিয়াছেন, মুনিশ্রেষ্ঠ! তাহা আপনি শ্রবণ করুন। যে যজ্ঞের যাজক ক্ষত্রিয়, বিশেষতঃ চণ্ডাল-যজমানের যজ্ঞস্থলে দেবতা ও ঋষিগণ কিরূপে যজ্ঞভাগ ভোজন করিবেন? মহাত্মা ব্রাহ্মণগণই বা চণ্ডালের অন্নাদি ভোজন করিয়া বিশ্বামিত্রকর্তৃক পালিত হইলেও কিরূপে স্বর্গে গমন করিবেন? মুনিশ্রেষ্ঠ! মহোদয়সহিত বশিষ্ঠপুত্রগণ ক্রোধে রক্তচক্ষু হইয়া এইরূপ নিষ্ঠুর বাক্য বলিয়াছেন। শিষ্যগণের বাক্য শুনিয়া মুনিবর বিশ্বামিত্র ক্রোধপূর্ণনেত্রে কঠোরভাবে বলিলেন,—আমি উগ্র তপস্যায় রত আছি, কোনও অন্যায় করি নাই, তথাপি যখন দুরাচার বশিষ্ঠপুত্রগণ আমাকে দূষিত করিয়াছে, তখন অবশ্যই তাহারা ভস্মীভূত হইবে—ইহাতে কোন সংশয় নাই। অদ্যই তাহারা কালপাশে বদ্ধ হইয়া যমলোকে গমন করিবে। সেখানে সাতশত জন্ম পর্য্যন্ত মুষ্টিক (ডোম) হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে। কুকুরমাংসই উহাদের আহার্য্য হইবে। বিকৃতরূপ ও বিকৃত আচার প্রাপ্ত হইয়া অতি নির্দয়ভাবে শববস্ত্রাদি আহরণ করিবে। এইভাবে তাহারা যমলোকে কাল কাটাইবে। দুর্বুদ্ধি মহোদয়ও যেহেতু বিনা দোষে আমাকে দূষিত করিয়াছে, সেও এই সকললোকের নিকট দূষিত হইয়া ব্যাধত্ব প্রাপ্ত হইবে। অতি নিষ্ঠুরতা প্রাপ্ত হইয়া প্রাণিগণের প্রাণ-নাশ করত আমার ক্রোধের জন্যই দীর্ঘকাল দুর্গতি ভোগ করিবে। এইরূপ বলিয়া মহাতেজস্বী মহর্ষি বিশ্বামিত্র মৌনভাব ধারণ করিলেন।৫-২২

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডে ঊনষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

ষষ্টিতমঃ সর্গঃ

[সশরীরস্বর্গাভিলাষিণস্ত্রিশঙ্কোর্যজ্ঞকরণায় ঋষীন্ প্রতি বিশ্বামিত্রস্যানুরোধঃ, ঋষিভির্যজ্ঞস্যারম্ভঃ, ত্রিশঙ্কোঃ সশরীরেণ স্বর্গগমনম্, ইন্দ্রেণ স স্বর্গচ্যুতঃ, তেন ক্রোধাকুল-বিশ্বামিত্রস্যাপর-স্বর্গসর্জনম্, দেবানামনুরোধেন ততো বিরামশ্চ ।]

তপোবলহতান্ জ্ঞাত্বা বাসিষ্ঠান্ সমহোদয়ান্ ।
ঋষিমধ্যে মহাতেজা বিশ্বামিত্রোঽভ্যভাষত ॥১
অয়মিক্ষ্বাকুদায়াদস্ত্রিশঙ্কুরিতি বিশ্রুতঃ ।
ধর্মিষ্ঠশ্চ বদান্যশ্চ মাং চৈব শরণং গতঃ ॥২
স্বেনানেন শরীরেণ দেবলোকজিগীষয়া ।
যথায়ং স্বশরীরেণ দেবলোকং গমিষ্যতি ॥৩
তথা প্রবর্ত্যতাং যজ্ঞো ভবদ্ভিশ্চ ময়া সহ ।
বিশ্বামিত্রবচঃ শ্রুত্বা সর্ব এব মহর্ষয়ঃ ॥৪
উচুঃ সমেতাঃ সহসা ধর্মজ্ঞা ধর্মসংহিতম্ ।
অয়ং কুশিকদায়াদো মুনিঃ পরমকোপনঃ ॥৫
যদাহ বচনং সম্যগেতৎ কার্য্যং ন সংশয়ঃ ।
অগ্নিকল্পো হি ভগবান্ শাপং দাস্যতি রোষতঃ ॥৬
তস্মাৎ প্রবর্ত্যতাং যজ্ঞঃ সশরীরো যথা দিবি ।
গচ্ছেদিক্ষ্বাকুদায়াদো বিশ্বামিত্রস্য তেজসা ॥৭
ততঃ প্রবর্ত্যতাং যজ্ঞঃ সর্বে সমধিতিষ্ঠত ।
এবমুক্ত্বা চ ঋষয়ঃ (ক) সংজহ্রুস্তাঃ ক্রিয়াস্তদা ॥৮
যাজকশ্চ মহাতেজা বিশ্বামিত্রোঽভবৎ ক্রতৌ ।
ঋত্বিজশ্চানুপূর্ব্যেণ মন্ত্রবন্মন্ত্রকোবিদাঃ ॥৯
চক্রুঃ সর্বাণি কর্মাণি যথাকল্পং যথাবিধি ।
ততঃ কালেন মহতা বিশ্বামিত্রো মহাতপাঃ ॥১০
চকারাবাহনং তত্র ভাগার্থং সর্বদেবতাঃ ।
নাভ্যাগমংস্তদা তত্র ভাগার্থং সর্বদেবতাঃ ॥১১
ততঃ কোপসমাবিষ্টো বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ ।
স্রুবমুদ্যম্য সক্রোধস্ত্রিশঙ্কুমিদমব্রবীৎ ॥১২

ষষ্টিতম সর্গ

[সশরীরে স্বর্গগমনাভিলাষী ত্রিশঙ্কুর যজ্ঞ করিবার জন্য ঋষিগণের নিকট বিশ্বামিত্রের অনুরোধ, ঋষিগণ কর্তৃক যজ্ঞারম্ভ, ত্রিশঙ্কুর সশরীরে স্বর্গে গমন, ইন্দ্রকর্তৃক স্বর্গ হইতে ত্রিশঙ্কুর বিচ্যুতি, সেইহেতু ক্রোধাকুল বিশ্বামিত্রের অন্য একটি স্বর্গ সৃজন ও দেবগণের অনুরোধে তাহা হইতে বিরতি ।]

অনন্তর বিশ্বামিত্র মহোদয়সহিত বশিষ্ঠপুত্রগণকে স্বীয় তপস্যাপ্রভাবে নিহত জানিয়া ঋষিগণসমক্ষে বলিলেন,—ত্রিশঙ্কুনামে বিখ্যাত এই রাজা ইক্ষ্বাকু-বংশজাত দাতা ও ধার্মিক। ইনি সশরীরে স্বর্গে গমন করিবার ইচ্ছায় আমার শরণাগত হইয়াছেন। অতএব ইনি যাহাতে সশরীরে স্বর্গে গমন করিতে পারেন, আপনারা আমার সহিত সেইরূপে যাগের অনুষ্ঠান করুন। বিশ্বামিত্রের এইরূপ বচন শুনিয়া ধর্মজ্ঞ মহর্ষিগণ সকলে মিলিত হইলেন এবং পরস্পর আলোচনা করিয়া ধর্মসঙ্গত বাক্য বলিলেন,—কুশিকনন্দন বিশ্বামিত্র মুনি হইয়াও অতিক্রুদ্ধপ্রকৃতি। তিনি যাহা বলিয়াছেন, বিনা দ্বিধায় তাহা করা আমাদের কর্তব্য। অন্যথা অগ্নিতুল্য ভগবান্ বিশ্বামিত্র আমাদিগকে অভিশাপ প্রদান করিবেন ।১-৬

অতএব যজ্ঞের অনুষ্ঠান আরম্ভ হউক। যাহাতে বিশ্বামিত্রের প্রভাবে ইক্ষ্বাকুবংশধর ত্রিশঙ্কু সশরীরে স্বর্গে গমন করেন, সেইরূপ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হউক। সকলে নিজ নিজ কার্য্য করিতে উদ্যত হউন। এইরূপ আলোচনা করিয়া ঋষিগণ যজ্ঞকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। মহাতেজা বিশ্বামিত্র সেই যজ্ঞে পুরোহিত (অধ্বর্য্যু) হইলেন। মন্ত্রবিৎ ঋত্বিক্‌সমূহ আনুপূর্বিক সম্পূর্ণমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া কল্পশাস্ত্রোক্ত নিয়মানুসারে বিধিমত সকল কর্ম করিতে লাগিলেন। এইরূপ অনুষ্ঠানে বহুসময় অতীত হইলে পর মহাতপস্বী বিশ্বামিত্র যজ্ঞভাগ গ্রহণের জন্য দেবগণকে আবাহন করিলেন। কিন্তু দেবগণের মধ্যে কেহই ঐ যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিতে আসিলেন না। তখন মহর্ষি বিশ্বামিত্র অতিশয় কুপিত হইলেন এবং অতিক্রোধে স্রুব উত্তোলন করিয়া ত্রিশঙ্কুকে বলিলেন ।৭-১২

পাঠান্তর :—(ক) এবমুক্ত্বা মহর্ষয়ঃ— ।

পশ্য মে তপসো বীর্য্যং স্বার্জিতস্য নরেশ্বর।
এষ ত্বাং স্বশরীরেণ নয়ামি স্বর্গমোজসা ॥১৩
দুষ্প্রাপং স্বশরীরেণ স্বর্গং গচ্ছ নরেশ্বর।
স্বার্জিতং কিঞ্চিদপ্যস্তি ময়া হি তপসঃ ফলম্ ॥১৪
রাজংস্ত্বং তেজসা তস্য সশরীরো দিবং ব্রজ।
উক্তবাক্যে মুনৌ তস্মিন্ সশরীরো নরেশ্বরঃ ॥১৫
দিবং জগাম কাকুৎস্থ মুনীনাং পশ্যতাং তদা।
স্বর্গলোকং গতং দৃষ্ট্বা ত্রিশঙ্কুং পাকশাসনঃ ॥১৬
সহ সর্বৈঃ সুরগণৈরিদং বচনমব্রবীৎ।
ত্রিশঙ্কো গচ্ছ ভূয়স্ত্বং নাস্তি স্বর্গকৃতালয়ঃ ॥১৭
গুরুশাপহতো মূঢ় পত ভূমিমবাক্শিরাঃ ॥
এবমুক্তো মহেন্দ্রেণ ত্রিশঙ্কুরপতৎ পুনঃ ॥১৮
বিক্রোশমানস্ত্রাহীতি বিশ্বামিত্রং তপোধনম্।
তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য ক্রোশমানস্য কৌশিকঃ ॥১৯
রোষমাহারয়ত্তীব্রং তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাব্রবীৎ।
ঋষিমধ্যে স তেজস্বী প্রজাপতিরিবাপরঃ ॥২০
সৃজন্ দক্ষিণমার্গস্থান্ সপ্তর্ষীনপরান্ পুনঃ।
নক্ষত্রবংশমপরমসৃজৎ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ ॥২১
দক্ষিণাং দিশমাস্থায় ঋষিমধ্যে মহাযশাঃ।
সৃষ্ট্বা নক্ষত্রবংশঞ্চ ক্রোধেন কলুষীকৃতঃ ॥২২
অন্যমিন্দ্রং করিষ্যামি লোকো বা স্যাদনিন্দ্রকঃ।
দৈবতান্যপি স ক্রোধাৎ স্রষ্টুং সমুপচক্রমে ॥২৩
ততঃ পরমসম্ভ্রান্তাঃ সর্ষিসঙ্ঘাঃ সুরাসুরাঃ।
বিশ্বামিত্রং মহাত্মানমূচুঃ সানুনয়ং বচঃ ॥২৪
অয়ং রাজা মহাভাগ গুরুশাপপরিক্ষতঃ।
সশরীরো দিবং যাতুং নার্হত্যেব তপোধন ॥২৫
তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা দেবানাং মুনিপুঙ্গবঃ।
অব্রবীৎ সুমহদ্বাক্যং কৌশিকঃ সর্বদেবতাঃ ॥২৬

নরাধিপ! তুমি আমার উপার্জিত তপস্যার শক্তি দেখ। এই আমি নিজশক্তিতে সশরীরে তোমাকে স্বর্গে লইতেছি। নরেশ্বর! সশরীরে স্বর্গগমন সম্ভব হয় না, তথাপি তুমি সশরীরে স্বর্গে গমন কর। আমার অনুষ্ঠিত তপস্যায় যদি কিঞ্চিৎ ফল হইয়া থাকে, রাজন্! তুমি সেই তপস্যার ফলে সশরীরে স্বর্গে গমন কর। বিশ্বামিত্র এইরূপ বাক্য বলিলে পর ত্রিশঙ্কুরাজা সশরীরে স্বর্গে গমন করিলেন। কাকুৎস্থ! সমবেত মুনিগণ ঐ দৃশ্য দর্শন করিলেন। ত্রিশঙ্কুকে স্বর্গে আগত দেখিয়া পাকশাসন ইন্দ্র দেবতাবৃন্দের সহিত তাঁহাকে বলিলেন,—ত্রিশঙ্কো! মূঢ়! তুমি পুনর্বার মর্ত্তলোকে গমন কর, তুমি স্বর্গে বাসযোগ্য নহ। তুমি গুরুর অভিশাপে পতিত হইয়াছ, সুতরাং অধোমস্তকে ভূতলে পতিত হও। ইন্দ্র এইরূপ বলিলে ত্রিশঙ্কু পুনর্বার ভূতলে নিপতিত হইলেন, পতনকালে বিশ্বামিত্রমুনিকে উদ্দেশ্য করিয়া 'ত্রাহি ত্রাহি'—'রক্ষা করুন, রক্ষা করুন' শব্দে চীৎকার করিতে লাগিলেন। কুশিকতনয় বিশ্বামিত্র আর্ত ত্রিশঙ্কুর করুণ শব্দ শুনিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং 'তিষ্ঠ তিষ্ঠ' বলিয়া আস্ফালন করিতে লাগিলেন। ঋষিগণমধ্যে অবস্থিত তেজস্বী বিশ্বামিত্র ক্রোধে অন্ধ হইয়া দ্বিতীয় প্রজাপতির ন্যায় দক্ষিণদিক্ অবলম্বনপূর্বক অন্য সপ্তর্ষিমণ্ডল সৃষ্টি করিলেন এবং সপ্তবিংশতি-সংখ্যক নক্ষত্রমালাও সৃষ্টি করিলেন। নক্ষত্রসমূহ সৃষ্টি করিয়া যশস্বী বিশ্বামিত্র ক্রোধবশতঃ স্থির করিলেন—এই স্থানে অন্য ইন্দ্র সৃষ্টি করিব অথবা এইস্থান ইন্দ্রশূন্য থাকিবে। এইরূপ স্থির করিয়া দেবতাগণের সৃষ্টি করিতে উদ্যত হইলেন।১৩-২৩

তখন ঋষি, দেবতা ও অসুরগণ অতিব্যাকুলভাবে মহাত্মা বিশ্বামিত্রের নিকট উপস্থিত হইয়া অনুনয়-বিনয় করত বলিলেন,—মহাভাগ! তপোধন! এই ত্রিশঙ্কু রাজা গুরুর শাপে ক্ষীণ হইয়াছে, সশরীরে স্বর্গে যাইবার যোগ্যতা ইহার নাই। মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্র দেবতাগণের এইরূপ বাক্য শুনিয়া তাঁহাদিগকে এই সুমহৎ বাক্য বলিলেন,—আমি এই ত্রিশঙ্কুনরপতির সশরীরে স্বর্গে আরোহণের প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। এই প্রতিজ্ঞা মিথ্যা করিতে ইচ্ছা করি না। আপনাদের মঙ্গল হউক। এখন এই ত্রিশঙ্কুর সশরীরে চিরকাল স্বর্গবাস হউক। আমার সৃষ্ট নক্ষত্রসকলও চিরকাল

সশরীরস্য ভদ্রং বস্ত্রিশঙ্কোরস্য ভূপতেঃ।
আরোহণং প্রতিজ্ঞাতং নানৃতং কর্তুমুৎসহে ॥২৭
স্বর্গোঽস্তু সশরীরস্য ত্রিশঙ্কোরস্য শাশ্বতঃ।
নক্ষত্রাণি চ সর্বাণি মামকানি ধ্রুবাণ্যথ ॥২৮
যাবল্লোকা ধরিষ্যন্তি তিষ্ঠন্ত্বেতানি সর্বশঃ।
মৎ কৃতানি সুরাঃ সর্বে তদনুজ্ঞাতুমর্হথ ॥২৯
এবমুক্তাঃ সুরাঃ সর্বে প্রত্যূচুর্মুনিপুঙ্গবম্।
এবং ভবতু ভদ্রন্তে তিষ্ঠন্ত্বেতানি সর্বশঃ ॥৩০
গগনে তান্যনেকানি বৈশ্বানরপথাদ্ বহিঃ।
নক্ষত্রাণি মুনিশ্রেষ্ঠ তেষু জ্যোতিঃষু জাজ্বলন্ ॥৩১
অবাকৃশিরাস্ত্রিশঙ্কুশ্চ তিষ্ঠত্বমরসন্নিভঃ।
অনুযাস্যন্তি চৈতানি জ্যোতীংষি নৃপসত্তমম্ ॥৩২
কৃতার্থং কীর্তিমন্তঞ্চ স্বর্গলোকগতং যথা।
বিশ্বামিত্রস্তু ধর্মাত্মা সর্বদেবৈরভিষ্টুতঃ ॥৩৩
ঋষিমধ্যে মহাতেজা বাঢ়মিত্যেব দেবতাঃ।
ততো দেবা মহাত্মানঃ ঋষয়শ্চ তপোধনাঃ ॥
জগ্মুর্যথাগতং সর্বে যজ্ঞস্যান্তে নরোত্তম ॥৩৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে ষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥৬০

অবস্থিত থাকুক। যতদিন এই সংসার থাকিবে, ততদিন এই নক্ষত্রসমূহও থাকিবে। দেবগণ! আমি যাহা করিয়াছি, আপনারা তাহা অনুমোদন করুন।২৪-২৯

বিশ্বামিত্র এইরূপ বলিলে পর দেবগণ মুনিবরকে বলিলেন,—তাহাই হউক। তোমার মঙ্গল হউক। তোমার সৃষ্ট নক্ষত্রসমূহ গগনে জ্যোতিশ্চক্রের গতির বহির্দেশে অবস্থিত থাকুক। মুনিবর! ঐ জ্যোতির্ময় নক্ষত্রমধ্যে উজ্জ্বল হইয়া ত্রিশঙ্কু অধোমস্তকে দেবতার ন্যায় অবস্থিতি করুক। এই নক্ষত্রসমূহ স্বর্গগত কীর্তিমান্ কৃতার্থ ত্রিশঙ্কুর অনুগমন করুক। এইরূপ বলিয়া দেবগণ ধর্মাত্মা বিশ্বামিত্রের স্তুতি করিলেন। তখন ঋষিগণমধ্যে অবস্থিত বিশ্বামিত্র "তথাস্তু" বলিয়া দেবতাগণের বাক্যে সম্মতি জানাইলেন। নরশ্রেষ্ঠ! রাম! অনন্তর দেবগণ ও তপস্বী মহাত্মা ঋষিগণ যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ণ হওয়ার পর যথাস্থানে গমন করিলেন।৩০-৩৪

মহর্ষিবাল্মীকি-প্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডে ষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

একষষ্টিতমঃ সর্গঃ

[পুষ্করতীর্থে বিশ্বামিত্রস্য তপশ্চরণম্, রাজর্ষিণাম্বরীষেণ ঋচীকস্য মধ্যমপুত্রস্য শুনঃশেফস্য যজ্ঞপশুরূপেণ ক্রয়পূর্বকমানয়নঞ্চ ।]

বিশ্বামিত্রো মহাতেজাঃ প্রস্থিতান্ বীক্ষ্য তানৃষীন্ ।
অব্রবীন্নরশার্দূলঃ সর্বাংস্তান্ বনবাসিনঃ ॥১
মহাবিঘ্নঃ প্রবৃত্তোঽয়ং দক্ষিণামাস্থিতো দিশম্ ।
দিশমন্যাং প্রপৎস্যামস্তত্র তপ্স্যামহে তপঃ ॥২
পশ্চিমায়াং বিশালায়াং পুষ্করেষু মহাত্মনঃ ।
সুখং তপশ্চরিষ্যামঃ সুখং তদ্ধি তপোবনম্ ॥৩
এবমুক্ত্বা মহাতেজাঃ পুষ্করেষু মহামুনিঃ ।
তপ উগ্রং দুরাধর্ষং তেপে মূল-ফলাশনঃ ॥৪
এতস্মিন্নেব কালে তু অযোধ্যাধিপতির্মহান্ ।
অম্বরীষ ইতি খ্যাতো যষ্টুং সমুপচক্রমে ॥৫
তস্য বৈ যজমানস্য পশুমিন্দ্রো জহার হ ।
প্রনষ্টে তু পশৌ বিপ্রো রাজানমিদমব্রবীৎ ॥৬

পশুরভ্যাহৃতো রাজন্ প্রনষ্টস্তব দুর্নয়াৎ ।
অরক্ষিতারং রাজানং ঘ্নন্তি দোষা নরেশ্বর ॥৭
প্রায়শ্চিত্তং মহদ্ধ্যেতন্নরং বা পুরুষর্ষভ ।
আনয়স্ব পশুং শীঘ্রং যাবৎ কর্ম প্রবর্ততে ॥৮
উপাধ্যায়বচঃ শ্রুত্বা স রাজা পুরুষর্ষভঃ ।
অন্বিয়েষ মহাবুদ্ধিঃ পশুং গোভিঃ সহস্রশঃ ॥৯
দেশান্ জনপদাংস্তাংস্তান্নগরাণি বনানি চ ।
আশ্রমাণি চ পুণ্যানি মার্গমাণো মহীপতিঃ ॥১০
স পুত্রসহিতং তাত সভার্য্যং রঘুনন্দন ।
ভৃগুতুঙ্গে মমাসীনমৃচীকং সন্দদর্শ হ ॥১১
তমুবাচ মহাতেজাঃ প্রণম্যাভিপ্রসাদ্য চ
মহর্ষিং তপসা দীপ্তং রাজর্ষিরমিতপ্রভঃ ॥১২

একষষ্টি সর্গ

[পুষ্করতীর্থে বিশ্বামিত্রের তপস্যা এবং রাজর্ষি অম্বরীষ কর্তৃক ঋচীকের মধ্যমপুত্র শুনঃশেফকে যজ্ঞপশুরূপে ক্রয়পূর্বক আনয়ন ।]

নরোত্তম ! মহাতেজা বিশ্বামিত্র বনবাসী ঋষিগণকে নিজ নিজ স্থানে যাইতে উদ্যত দেখিয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন,—দক্ষিণদিকে অবস্থান করার জন্য তপস্যায় মহাবিঘ্ন উপস্থিত হইল। এখন অন্যদিকে গমন করিব এবং সেইস্থানে তপস্যা কবিব। মহাত্মগণ! বিশাল-তপোবনযুক্ত পশ্চিমদিকে পুষ্করক্ষেত্রে যাইয়া সুখে তপস্যা করিতে পারিব। ঐ তপোবন অতিসুখকর। মহাতেজা মহর্ষি বিশ্বামিত্র ঋষিগণকে এইরূপ বলিয়া পুষ্করে গমন করিলেন এবং ফল-মূল ভক্ষণ করিয়া অপরাজেয় কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন ।১-৪

ঐ সময়ে অম্বরীষনামে খ্যাত অযোধ্যার মহারাজ যজ্ঞ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। যজ্ঞানুষ্ঠানকালে যজমান রাজার যজ্ঞীয় অশ্বটিকে ইন্দ্র অপহরণ করিলেন। অশ্বটি অপহৃত হইলে পুরোহিত রাজাকে বলিলেন,—রাজন্! যে যজ্ঞীয় পশু আনীত হইয়াছিল, তাহা আপনার দুর্নীতির জন্যই অপহৃত হইল। নরাধিপ! যে রাজা রক্ষাকার্য্যে অসমর্থ হয়, প্রত্যবায়সমূহ তাহাকে বিনষ্ট করে। পুরুষশ্রেষ্ঠ! এই দোষের জন্য একটি মহৎ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। আপনার এই যজ্ঞানুষ্ঠান যতকাল প্রচলিত আছে, তাবৎকালের মধ্যে ঐ পশুর প্রতিনিধি প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ একটি মনুষ্য আনয়ন করুন ।৫-৮

পুরোহিতের এইরূপ বাক্য শুনিয়া নরশ্রেষ্ঠ মহাবুদ্ধি অম্বরীষ সহস্র সহস্র ধেনুর বিনিময়ে নরপশুকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। এইজন্য মহীপতি নানাদেশ, জনপদ, নগর, অরণ্য ও বহু পুণ্য আশ্রমে ভ্রমণ করিলেন। বৎস! রঘুনন্দন! এইভাবে সর্বত্র অন্বেষণ করিতে করিতে ভৃগুতুঙ্গনামক পর্বতশৃঙ্গে অবস্থিত পত্নী-পুত্রসহিত ঋচীককে দেখিতে পাইলেন। তেজস্বী উজ্জ্বলকান্তি রাজর্ষি অম্বরীষ তপস্যাপ্রভাবে দীপ্তিমান্ ঋচীকের নিকট গমন করিয়া প্রণাম করিলেন এবং তাঁহার প্রসন্নতাবিধান করিয়া কুশলজিজ্ঞাসার পর বলিলেন,—মুনিবর!

পৃষ্ট্বা সর্বত্র কুশলমৃচীকং তমিদং বচঃ।
গবাং শতসহস্রেণ বিক্রীণীষে সুতং যদি ॥১৩
পশোরর্থে মহাভাগ কৃতকৃত্যোঽস্মি ভার্গব।
সর্বে পরিগতা দেশা যজ্ঞিয়ং ন লভে পশুম্ ॥১৪
দাতুমর্হসি মূল্যেন সুতমেকমিতো মম।
এবমুক্তো মহাতেজা ঋচীকস্ত্বব্রবীদ্ বচঃ ॥১৫
নাহং জ্যেষ্ঠং নরশ্রেষ্ঠ বিক্রীণীয়াং কথঞ্চন।
ঋচীকস্য বচঃ শ্রুত্বা তেষাং মাতা মহাত্মনাম্ ॥১৬
উবাচ নরশার্দূলমম্বরীষমিদং বচঃ।
অবিক্রেয়ং সুতং জ্যেষ্ঠং ভগবানাহ ভার্গবঃ ॥১৭
মমাপি দয়িতং বিদ্ধি কনিষ্ঠং শুনকং প্রভো।
তস্মাৎ কনীয়সং পুত্রং ন দাস্যে তব পার্থিব ॥১৮
প্রায়েণ হি নরশ্রেষ্ঠ জ্যেষ্ঠাঃ পিতৃষু বল্লভাঃ।
মাতৃণাঞ্চ কনীয়াংসস্তস্মাদ্ রক্ষ্যে কনীয়সম্ ॥১৯
উক্তবাক্যে মুনৌ তস্মিন্ মুনিপত্ন্যাং তথৈব চ।
শুনঃশেফঃ স্বয়ং রাম মধ্যমো বাক্যমব্রবীৎ ॥২০
পিতা জ্যেষ্ঠমবিক্রেয়ং মাতা চাহ কনীয়সম্।
বিক্রেয়ং মধ্যমং মন্যে রাজপুত্র নয়স্ব মাম্ ॥২১
অথ রাজা মহাবাহো বাক্যান্তে ব্রহ্মবাদিনঃ।
হিরণ্যস্য সুবর্ণস্য কোটিভী রত্নরাশিভিঃ ॥২২
গবাং শতসহস্রেণ শুনঃশেফং নরেশ্বরঃ।
গৃহীত্বা পরমপ্রীতো জগাম রঘুনন্দন ॥২৩
অম্বরীষস্তু রাজর্ষী রথমারোপ্য সত্বরঃ।
শুনঃশেফং মহাতেজা জগামাশু মহাযশাঃ ॥২৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে একষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥

মহাভাগ! আমার যজ্ঞীয় পশু হইবার জন্য যদি আপনি শতসহস্র ধেনুর বিনিময়ে নিজপুত্রকে বিক্রয় করেন, তাহা হইলে আমি কৃতার্থ হইব। ভৃগুনন্দন! আমি যজ্ঞীয় পশুর জন্য সকল দেশ ভ্রমণ করিয়াছি, কিন্তু যজ্ঞীয় পশু প্রাপ্ত হই নাই। এইজন্য মূল্যের পরিবর্তে একটি পুত্রকে প্রদান করুন। অম্বরীষ এইরূপ বলিলে পর মহাতেজা ঋচীক বলিলেন,—নরশ্রেষ্ঠ! আমি আমার জ্যেষ্ঠপুত্রকে কখনই বিক্রয় করিব না। ঋচীকের বচন শুনিয়া ঐ মহাত্মা পুত্রগণের জননী নরশ্রেষ্ঠ অম্বরীষকে বলিলেন,—ভগবান্ ভৃগুনন্দন বলিলেন, 'জ্যেষ্ঠপুত্র বিক্রীত হইবে না।' রাজন্! এই কনিষ্ঠতনয় শুনক আমার অতিশয়স্নেহপাত্র, এইজন্য কনিষ্ঠকে আমি কিছুতেই দান করিতে পারিব না।৯-১৮

নরশ্রেষ্ঠ! জ্যেষ্ঠপুত্র প্রায়ই পিতার প্রীতিপাত্র হয় এবং কনিষ্ঠপুত্র মাতার প্রীতিপাত্র হয়, এইজন্য আমি কনিষ্ঠকে নিজের নিকটে রাখিতে চাই। রাম! ঋচীকমুনি ও তদীয় পত্নী ঐরূপ বলিলে শুনঃশেফ-নামক মধ্যমপুত্র নিজেই রাজাকে বলিলেন,—পিতা জ্যেষ্ঠকে ও মাতা কনিষ্ঠকে বিক্রয়যোগ্য বলিয়া মনে করিতেছেন না। ইহাতে মনে হইতেছে যে মধ্যমপুত্রই বিক্রয়যোগ্য। রাজন্! আপনি আমাকে লইয়া চলুন। মহাবীর! রঘুনন্দন! ব্রহ্মবাদী শুনঃশেফের কথা শেষ হইলে পর নরপতি অম্বরীষ বহুকোটি সুবর্ণরত্নসমূহ ও শতসহস্রধেনুর পরিবর্তে শুনঃশেফকে লইয়া গমন করিলেন। নিজ রথে শুনঃশেফকে লইয়া মহাতেজা যশস্বী রাজর্ষি অতিসত্বর গমন করিতে লাগিলেন।১৯-২৪

মহর্ষি বাল্মীকি-প্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের আদিকাণ্ডে একষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

দ্বিষষ্টিতমঃ সর্গঃ

[শুনঃশেফস্য রক্ষণায় বিশ্বামিত্রস্যামোঘপ্রযত্নঃ, পুষ্করক্ষেত্রে পুনস্তপশ্চরণঞ্চ ।]

শুনঃশেফং নরশ্রেষ্ঠ গৃহীত্বা তু মহাযশাঃ ।
ব্যশ্রমৎ পুষ্করে রাজা মধ্যাহ্নে রঘুনন্দন ॥১
তস্য বিশ্রমমাণস্য শুনঃশেফো মহাযশাঃ ।
পুষ্করং জ্যেষ্ঠমাগম্য বিশ্বামিত্রং দদর্শ হ ॥২
তপ্যন্তমৃষিভিঃ সার্ধং মাতুলং পরমাতুরঃ ।
বিষণ্ণবদনো দীনস্তৃষ্ণয়া চ শ্রমেণ চ ॥৩
পপাতাঙ্কে মুনে রাম বাক্যং চেদমুবাচ হ ।
ন মেঽস্তি মাতা ন পিতা জ্ঞাতয়ো বান্ধবাঃ কুতঃ ॥৪
ত্রাতুমর্হসি মাং সৌম্য ধর্মেণ মুনিপুঙ্গব ।
ত্রাতা ত্বং হি নরশ্রেষ্ঠ সর্বেষাং ত্বং হি ভাবনঃ ॥৫
রাজা চ কৃতকার্য্যঃ স্যাদহং দীর্ঘায়ুরব্যয়ঃ ।
স্বর্গলোকমুপাশ্নীয়াং তপস্তপ্‌ত্বা হ্যনুত্তমম্ ॥৬
স মে নাথো হ্যনাথস্য ভব ভব্যেন চেতসা ।
পিতেব পুত্রং ধর্মাত্মংস্ত্রাতুমর্হসি কিল্বিষাৎ ॥৭
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা বিশ্বামিত্রো মহাতপাঃ ।
সান্ত্বয়িত্বা বহুবিধং পুত্রানিদমুবাচ হ ॥৮
যৎকৃতে পিতরঃ পুত্রান্ জনয়ন্তি শুভার্থিনঃ ।
পরলোকহিতার্থায় তস্য কালোঽয়মাগতঃ ॥৯
অয়ং মুনিসুতো বালো মত্তঃ শরণমিচ্ছতি ।
অস্য জীবিতমাত্রেণ প্রিয়ং কুরুত পুত্রকাঃ ॥১০
সর্বে সুকৃতকর্মাণঃ সর্বে ধর্মপরায়ণাঃ ।
পশুভূতা নরেন্দ্রস্য তৃপ্তিমগ্নেঃ প্রযচ্ছত ॥১১
নাথবাংশ্চ শুনঃশেফো যজ্ঞশ্চাবিঘ্নতো ভবেৎ ।
দেবতাস্তর্পিতাশ্চ স্যুর্মম চাপি কৃতং বচঃ ॥১২

দ্বিষষ্টি সর্গ

[শুনঃশেফের রক্ষাবিধানার্থ বিশ্বামিত্রের সফল প্রযত্ন ও পুষ্করক্ষেত্রে বিশ্বামিত্রের পুনর্বার তপস্যা।]

নরশ্রেষ্ঠ! রঘুনন্দন! মহাযশস্বী রাজা অম্বরীষ শুনঃশেফকে লইয়া যাইতে যাইতে মধ্যাহ্নকালে পুষ্কর-ক্ষেত্রে আসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। তিনি বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময় যশস্বী শুনঃশেফ দেখিতে পাইলেন, যে তাঁহার জ্যেষ্ঠমাতুল বিশ্বামিত্র পুষ্করতীর্থে আসিয়া ঋষিগণের সহিত তপস্যা করিতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়া পিপাসায় কাতর ও পরিশ্রমে বিষণ্ণবদন শুনঃশেফ তাঁহার ক্রোড়ে পতিত হইলেন এবং বলিলেন,—আমার মাতা ও পিতা নাই, সুতরাং জ্ঞাতি ও বন্ধু কিরূপে থাকিবে? মুনিবর! সৌম্য! ধর্ম্মানুসারে আমাকে রক্ষা করুন। নরশ্রেষ্ঠ! আপনিই আমার রক্ষাকর্তা। আপনি সকলের অভিলাষ পূর্ণ করিয়া থাকেন। আমার অভিলাষ এই যে, রাজা অম্বরীষ কৃতকার্য্য হউন আর আমি দীর্ঘায়ু ও নীরোগ হইয়া উত্তম তপস্যার অনুষ্ঠান করত স্বর্গলোকে গমন করিতে পারি। অনাথ আমি, অতএব আপনি প্রসন্নচিত্তে আমার রক্ষক হউন। পিতা যেমন পুত্রকে রক্ষা করেন, ধর্ম্মাত্মন্! আপনি সেইরূপ আমাকে বিপদ্ হইতে রক্ষা করুন।১-৭

মহাতপস্বী বিশ্বামিত্র শুনঃশেফের এইরূপ কাতর বচন শুনিয়া তাহাকে বহুভাবে সান্ত্বনা দিলেন এবং নিজ পুত্রগণকে বলিলেন,—পুত্রগণ! শুভার্থী পিতৃগণ যে পরলোকের মঙ্গলের জন্য পুত্র উৎপাদন করিয়া থাকেন, তোমাদের নিকট পরলোকে মঙ্গলসাধনের সেই সময় উপস্থিত হইয়াছে। এই ঋষিকুমার আমার শরণাগত হইয়াছে। তোমরা ইহার প্রাণরক্ষা করিয়া আমার প্রিয়কার্য্য সম্পন্ন কর। তোমরা সকলেই কৃতকর্ম্মা ও ধর্ম্মপরায়ণ। এক্ষণে রাজা অম্বরীষের যজ্ঞের পশু হইয়া অগ্নির তৃপ্তিবিধান কর। এইরূপ করিলে

মুনেস্তদ্বচনং শ্রুত্বা মধুচ্ছন্দাদয়ঃ সুতাঃ।
সাভিমানং নরশ্রেষ্ঠ সলীলমিদমব্রুবন্ ॥১৩

কথমাত্মসুতান্ হিত্বা ত্রায়সেঽন্যসুতং বিভো।
অকার্য্যমিব পশ্যামঃ শ্বমাংসমিব ভোজনে ॥১৪

তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা পুত্রাণাং মুনিপুঙ্গবঃ।
ক্রোধসংরক্তনয়নো ব্যাহর্তুমুপচক্রমে ॥১৫

নিঃসাধ্বসমিদং প্রোক্তং ধর্মাদপি বিগর্হিতম্।
অতিক্রম্য তু মদ্বাক্যং দারুণং রোমহর্ষণম্ ॥১৬

শ্বমাংসভোজিনঃ সর্বে বাসিষ্ঠা ইব জাতিষু।
পূর্ণং বর্ষসহস্রন্তু পৃথিব্যামনুবৎস্যথ ॥১৭

কৃত্বা শাপসমাযুক্তান্ পুত্রান্মুনিবরস্তদা।
শুনঃশেফমুবাচার্তং কৃত্বা রক্ষাং নিরাময়াম্ ॥১৮

পবিত্রপাশৈরাবদ্ধো রক্তমাল্যানুলেপনঃ।
বৈষ্ণবং যূপমাসাদ্য বাগ্‌ভিরগ্নিমুদাহর ॥১৯

ইমে চ গাথে দ্বে দিব্যে গায়েথা মুনিপুত্রক।
অম্বরীষস্য যজ্ঞেঽস্মিংস্ততঃ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি ॥২০

শুনঃশেফো গৃহীত্বা তে দ্বে গাথে সুসমাহিতঃ।
ত্বরয়া রাজসিংহং তমম্বরীষমুবাচ হ ॥২১

রাজসিংহ মহাবুদ্ধে শীঘ্রং গচ্ছাবহে বয়ম্।
নির্বর্তয়স্ব রাজেন্দ্র দীক্ষাঞ্চ সমুদাহর ॥২২

তদ্বাক্যমৃষিপুত্রস্য শ্রুত্বা হর্ষসমন্বিতঃ।
জগাম নৃপতিঃ শীঘ্রং যজ্ঞবাটমতন্দ্রিতঃ ॥২৩

সদস্যানুমতে রাজা পবিত্রকৃতলক্ষণম্।
পশুং রক্তাম্বরং কৃত্বা যূপে তং সমবন্ধয়ৎ ॥২৪

শুনঃশেফ অনাথ হইবে না। রাজার যজ্ঞ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইবে, দেবতাবৃন্দ তৃপ্ত হইবেন এবং আমার কথাও রক্ষিত হইবে। নরশ্রেষ্ঠ! রাম! বিশ্বামিত্রের এইরূপ বাক্য শুনিয়া মধুচ্ছন্দ প্রভৃতি পুত্রগণ অভিমান ও পরিহাসের সহিত বলিতে লাগিল,—বিভো! আপনি নিজপুত্রগণকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যের পুত্রকে রক্ষা করিতেছেন কেন? উৎকৃষ্ট পায়সাদি প্রাপ্ত হইলেও যদি কেহ তাহা ত্যাগ করিয়া কুক্কুরমাংস ভোজন করে, তাহা যেমন অতি অকার্য্য, সেইরূপ গুণবান্ নিজপুত্রকে পরিত্যাগপূর্বক অন্যের পুত্রকে রক্ষা করাও অকার্য্যই মনে করি। মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্র নিজপুত্রগণের এইরূপ বচন শুনিয়া ক্রোধে রক্তচক্ষু হইলেন এবং বলিতে লাগিলেন।৮-১৫

তোরা আমার বচন লঙ্ঘন করিয়া নির্ভয়ে ধর্মবিগর্হিত রোমহর্ষণকর এইরূপ বাক্য বলিয়াছিস্। এইজন্য তোরা সকলেই বশিষ্ঠপুত্রগণের ন্যায় মুষ্টিকজাতিতে জন্মগ্রহণপূর্বক কুক্কুরমাংসভোজী হইয়া সহস্রবৎসর যাবৎ পৃথিবীতে বিচরণ করিতে থাক্। এইভাবে নিজ পুত্রগণকে অভিশপ্ত করিয়া ব্যথিত শুনঃশেফকে দুঃখনাশক-রক্ষাবিধানপূর্বক বলিলেন,—বৎস! তুমি রক্তমাল্য ও রক্তচন্দনাদির দ্বারা ভূষিত হইয়া রাজার যজ্ঞস্থলে যখন পবিত্রপাশে বদ্ধ হইবে এবং বৈষ্ণবযূপের নিকট নীত হইবে, সেই সময় আগ্নেয়মন্ত্রের দ্বারা অগ্নির স্তুতি করিও। মুনিপুত্র! তুমি স্তুতিরূপে এই দুইটি দিব্য গাথাও গান করিও, তাহা হইলে সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। শুনঃশেফ অবহিতভাবে দুইটি গাথা গ্রহণ করিলেন। অনন্তর রাজশ্রেষ্ঠ অম্বরীষের নিকট সত্বর আসিয়া বলিলেন,—রাজশ্রেষ্ঠ! মহাপ্রাজ্ঞ! এখন আমরা তাড়াতাড়ি গমন করি। আপনি যজ্ঞানুষ্ঠানের দীক্ষা গ্রহণ করুন এবং সত্বর যজ্ঞ সম্পন্ন করুন। ঋষিপুত্র শুনঃশেপের এইরূপ বাক্য শুনিয়া আনন্দিত নরপতি আলস্যত্যাগপূর্বক অতিসত্বর যজ্ঞস্থলে গমন করিলেন। অনন্তর অম্বরীষ সদস্যদিগের অনুমতিক্রমে পবিত্রপাশে বদ্ধ ও রক্তবস্ত্রপরিহিত শুনঃশেফকে পশুর মত যূপে বন্ধন করিলেন। তখন পাশবদ্ধ শুনঃশেফ প্রথমে অগ্নির স্তুতি করিয়া উৎকৃষ্ট ভাষায় ইন্দ্র ও ইন্দ্রানুজ বিষ্ণুর যথারীতি স্তুতি করিতে লাগিলেন।১৬-২৫

স বদ্ধো বাগ্‌ভিরগ্র্যাভিরভিতুষ্টাব বৈ সুরৌ।
ইন্দ্রমিন্দ্রানুজঞ্চৈব যথাবন্মুনিপুত্রকঃ ॥২৫
ততঃ প্রীতঃ সহস্রাক্ষো রহস্যস্তুতিতোষিতঃ।
দীর্ঘমায়ুস্তদা প্রাদাচ্ছুনঃশেফায় বাসবঃ ॥২৬
স চ রাজা নরশ্রেষ্ঠ যজ্ঞস্য চ সমাপ্তবান্।
ফলং বহুগুণং রাম সহস্রাক্ষপ্রসাদজম্ ॥২৭
বিশ্বামিত্রোঽপি ধর্ম্মাত্মা ভূয়স্তেপে মহাতপাঃ।
পুষ্করেষু নরশ্রেষ্ঠ দশবর্ষ শতানি চ ॥২৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে আদিকাণ্ডে দ্বিষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥

রহস্যপূর্ণ স্তুতিবাক্যে তুষ্ট ও প্রীত সহস্রলোচন ইন্দ্র শুনঃশেফকে দীর্ঘ আয়ু প্রদান করিলেন। নরশ্রেষ্ঠ! রাম! রাজা অম্বরীষও ইন্দ্রের প্রসন্নতার জন্য যজ্ঞের বহুগুণ ফললাভ করিলেন। নরশ্রেষ্ঠ! মহাতপস্বী ধর্ম্মাত্মা বিশ্বামিত্র পুনর্বার ঐ পুষ্করক্ষেত্রে সহস্রবৎসর তপস্যা করিলেন।২৬-২৮

মহর্ষিবাল্মীকি-প্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের আদিকাণ্ডে দ্বিষষ্টিসর্গ সমাপ্ত।

ত্রিষষ্টিতমঃ সর্গঃ

[বিশ্বামিত্রস্য 'ঋষিঃ মহর্ষি'শ্চেতি পদপ্রাপ্তিঃ, মেনকয়া তস্য তপোভঙ্গঃ, ব্রহ্মর্ষিপদলাভায় দুষ্করং তপশ্চরণঞ্চ।]

পূর্ণে বর্ষসহস্রে তু ব্রতস্নাতং মহামুনিম্।
অভ্যগচ্ছন্ সুরাঃ সর্বে তপঃফলচিকীর্ষবঃ ॥১
অব্রবীৎ সুমহাতেজা ব্রহ্মা সুরুচিরং বচঃ।
ঋষিস্ত্বমসি ভদ্রন্তে স্বার্জিতৈঃ কর্ম্মভিঃ শুভৈঃ ॥২
তমেবমুক্ত্বা দেবেশস্ত্রিদিবং পুনরভ্যগাৎ।
বিশ্বামিত্রো মহাতেজা ভূয়স্তেপে মহত্তপঃ ॥৩
ততঃ কালেন মহতা মেনকা পরমাপ্সরাঃ।
পুষ্করেষু নরশ্রেষ্ঠ স্নাতুং সমুপচক্রমে ॥৪
তাং দদর্শ মহাতেজা মেনকাং কুশিকাত্মজঃ।
রূপেণাপ্রতিমাং তত্র বিদ্যুতং জলদে যথা ॥৫
কন্দর্পদর্পবশগো মুনিস্তামিদমব্রবীৎ।
অপ্সরঃ স্বাগতং তেঽস্তু বস চেহ মমাশ্রমে ॥৬
অনুগৃহ্ণীষ্ব ভদ্রং তে মদনেন বিমোহিতম্।
ইত্যুক্ত্বা সা বরারোহা তত্র বাসমথাকরোৎ ॥৭
তপসো হি মহাবিঘ্নো বিশ্বামিত্রমুপাগমৎ।
তস্যাং বসন্ত্যাং বর্ষাণি পঞ্চ পঞ্চ চ রাঘব ॥৮

ত্রিষষ্টিতম সর্গ

[বিশ্বামিত্রের ঋষি ও মহর্ষি-পদপ্রাপ্তি, মেনকা কর্তৃক তাঁহার তপোভঙ্গ এবং ব্রহ্মর্ষি-পদলাভের জন্য বিশ্বামিত্রের দুষ্কর তপস্যা।]

সহস্র বৎসর পূর্ণ হইলে বিশ্বামিত্র ব্রতোদ্‌যাপনের স্নান করিলেন। তখন ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবতাবৃন্দ তপস্যার ফল প্রদান করিবার জন্য তাঁহার নিকট আগমন করিলেন। অনন্তর অতিতেজস্বী ব্রহ্মা সুমধুর বচনে বলিলেন,—তুমি অনুষ্ঠিত শুভকর্মের দ্বারা ঋষিত্বলাভ করিয়াছ। তোমার মঙ্গল হউক। দেবপতি ব্রহ্মা বিশ্বামিত্রকে এইরূপ বলিয়া স্বর্গে চলিয়া গেলেন। মহাতেজা বিশ্বামিত্রও পুনর্বার অতিকঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। বহুকাল অতিবাহিত হওয়ার পর একদিন সুন্দরী অপ্সরা মেনকা পুষ্করতীর্থে স্নান করিবার জন্য উদ্যত হইল। মহাতেজা কুশিকতনয় মেঘমধ্যে বিদ্যুতের ন্যায় অতুলনীয় রূপবতী মেনকাকে দেখিতে পাইলেন। দেখিবামাত্র মুনি কামপীড়িত হইয়া তাহাকে বলিলেন,—সুন্দরি! তোমার আগমন শুভ হউক। তুমি

বিশ্বামিত্রাশ্রমে সৌম্যে সুখেন ব্যতিচক্রমুঃ।
অথ কালে গতে তস্মিন্ বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ ॥৯
সব্রীড় ইব সংবৃত্তশ্চিন্তাশোকপরায়ণঃ।
বুদ্ধির্মুনেঃ সমুৎপন্না সামর্ষা রঘুনন্দন ॥১০
সর্বং সুরাণাং কর্মৈতত্তপোঽপহরণং মহৎ।
অহোরাত্রাপদেশেন গতাঃ সংবৎসরা দশ ॥১১
কাম-মোহাভিভূতস্য বিঘ্নোঽয়ং প্রত্যুপস্থিতঃ।
স নিঃশ্বসন্মুনিবরঃ পশ্চাত্তাপেন দুঃখিতঃ ॥১২
ভীতামপ্সরসং দৃষ্ট্বা বেপন্তীং প্রাঞ্জলিং স্থিতাম্।
মেনকাং মধুরৈর্বাক্যৈর্বিসৃজ্য কুশিকাত্মজঃ ॥১৩
উত্তরং পর্বতং রাম বিশ্বামিত্রো জগাম হ।
স কৃত্বা নৈষ্ঠিকীং বুদ্ধিং জেতুকামো মহাযশাঃ ॥১৪
কৌশিকীতীরমাসাদ্য তপস্তেপে দুরাসদম্।
তস্য বর্ষসহস্রাণি ঘোরং তপ উপাসতঃ ॥১৫
উত্তরে পর্বতে রাম দেবতানামভূদ্ভয়ম্।
আমন্ত্রয়ন্ সমাগম্য সর্বে সর্ষিগণাঃ সুরাঃ ॥১৬
মহর্ষিশব্দং লভতাং সাধ্বয়ং কুশিকাত্মজঃ।
দেবতানাং বচঃ শ্রুত্বা সর্বলোকপিতামহঃ ॥১৭
অব্রবীন্মধুরং বাক্যং বিশ্বামিত্রং তপোধনম্।
মহর্ষে স্বাগতং বৎস তপসোগ্রেণ তোষিতঃ ॥১৮
মহত্ত্বমৃষিমুখ্যত্বং দদামি তব কৌশিক।
ব্রহ্মণস্তু বচঃ শ্রুত্বা বিশ্বামিত্রস্তপোধনঃ ॥১৯
প্রাঞ্জলিঃ প্রণতো ভূত্বা প্রত্যুবাচ পিতামহম্।
ব্রহ্মর্ষিশব্দমতুলং স্বার্জিতৈঃ কর্মভিঃ শুভৈঃ ॥২০
যদি মে ভগবন্নাহ ততোঽহং বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
তমুবাচ ততো ব্রহ্মা ন তাবৎ ত্বং জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥২১

আমার এই আশ্রমে বাস কর এবং কামশরতপ্ত আমাকে অনুগৃহীত কর। তোমার মঙ্গল হউক। বিশ্বামিত্র এইরূপ বলিলে মেনকা সেইস্থানে বাস করিতে লাগিল।১-৭

রাঘব! এইভাবে বিশ্বামিত্রের তপস্যায় মহাবিঘ্ন উপস্থিত হইল। তিনি রমণীয় নিজাশ্রমে অপ্সরাকে সঙ্গে লইয়া বাস করিতে লাগিলেন। পরমসুখে দশবৎসরকাল অতীত হইয়া গেল। অনন্তর মহর্ষি বিশ্বামিত্র তপস্যার কথা ভাবিয়া চিন্তিত ও শোকযুক্ত হওয়ায় নিজের নিকটই লজ্জিত হইলেন। রঘুনন্দন! তখন দেবগণের প্রতি বিশ্বামিত্রের ক্রোধপূর্ণ ভাব উদিত হইল। তিনি স্থির করিলেন—আমার তপস্যানাশকে মহৎকার্য্য মনে করিয়া দেবতাগণই এইরূপ করিয়াছে; এইজন্য দশবৎসরকাল অহোরাত্রের ন্যায় অতীত হইয়া গেল।৮-১১

কামমোহে অভিভূত হওয়াতেই আমার এইরূপ বিঘ্ন উপস্থিত হইল। এইরূপ ভাবিয়া দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক অনুতাপে ব্যথিত হইলেন। বিশ্বামিত্রের তাদৃশভাব দেখিয়া মেনকা ভীতা ও কম্পিতা হইল এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। কুশিকনন্দন তাহাকে ঐরূপ দেখিয়া মধুরবচনে বিদায় দিলেন এবং উত্তরপর্বতে গমন করিলেন। মহাযশস্বী বিশ্বামিত্র কামজয় করিবার ইচ্ছায় অতিদৃঢ় সঙ্কল্প করিলেন এবং কৌশিকীনদীর তীরে দুষ্কর তপস্যা করিতে লাগিলেন। রাম! উত্তরপর্বতে অতিঘোর তপস্যা করিতে করিতে বিশ্বামিত্রের সহস্রবৎসর অতীত হইয়া গেল। এই তপস্যায় দেবতাগণের মহাভয় হইল। তখন তাহারা ঋষিগণের সহিত মিলিত হইয়া ব্রহ্মার নিকট গমন করত বলিলেন,—এই কুশিকনন্দন বিশ্বামিত্র সঙ্গতভাবেই মহর্ষিত্ব লাভ করুন। সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা দেবতাগণের বচন শুনিয়া বিশ্বামিত্রের নিকট গমন করিলেন এবং তপস্বী বিশ্বামিত্রকে এই মধুর বাক্য বলিলেন,—বৎস! কৌশিক! আমি তোমার উগ্রতপস্যায় তুষ্ট হইয়াছি। তোমার মঙ্গল হউক। আমি তোমাকে মহত্ত্ব ও ঋষি-শ্রেষ্ঠত্বপদ প্রদান করিলাম। ব্রহ্মার এইরূপ বাক্য শুনিয়া তপস্বী বিশ্বামিত্র প্রণত হইলেন এবং কৃতাঞ্জলি-পুটে পিতামহকে বলিলেন,—আমার অনুষ্ঠিত শুভ-

যতশ্চ মুনিশার্দূল ইত্যুক্ত্বা ত্রিদিবং গতঃ।
বিপ্রস্থিতেষু দেবেষু বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ ॥২২
ঊর্দ্ধবাহুর্নিরালম্বো বায়ুভক্ষস্তপশ্চরন্।
ঘর্মে পঞ্চতপা ভূত্বা বর্ষাস্বাকাশসংশ্রয়ঃ ॥২৩
শিশিরে সলিলেশায়ী রাত্র্যহানি তপোধনঃ।
এবং বর্ষসহস্রং হি তপো ঘোরমুপাগমৎ ॥২৪
তস্মিন্ সন্তপ্যমানে তু বিশ্বামিত্রে মহামুনৌ।
সন্তাপঃ সুমহানাসীৎ সুরাণাং বাসবস্য চ ॥২৫
রম্ভামপ্সরসং শক্রঃ সর্বৈঃ সহ মরুদ্‌গণৈঃ।
উবাচাত্মহিতং বাক্যমহিতং কৌশিকস্য চ ॥২৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে ত্রিষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥৬৩

কর্মের দ্বারা প্রাপ্য দুর্লভ ব্রহ্মর্ষি-শব্দ আমাকে উদ্দেশ করিয়া আপনি প্রয়োগ করেন নাই, ইহাতেই বুঝিতে পারিলাম যে, আমি এখনও জিতেন্দ্রিয় হইতে পারি নাই। তখন ব্রহ্মা বলিলেন,—তুমি এখনও জিতেন্দ্রিয় হইতে পার নাই, এই বিষয়ে যত্ন কর। এই কথা বলিয়া ব্রহ্মা স্বর্গলোকে গমন করিলেন। দেবতাগণও প্রস্থান করিলে মহামুনি বিশ্বামিত্র ঊর্দ্ধবাহু, অবলম্বনহীন ও বায়ুমাত্রভোজন করিয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন। তিনি গ্রীষ্মকালে চতুর্দিকে অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া সূর্য্যের প্রতি দৃষ্টিস্থাপনপূর্বক, বর্ষাকালে অনাবৃত স্থানে থাকিয়া এবং শীতকালে বহু অহোরাত্র জলে আকণ্ঠ নিমগ্ন হইয়া তপশ্চরণ আরম্ভ করিলেন। এইরূপে সহস্রবৎসর যাবৎ তপস্যা চলিতে থাকিল। বিশ্বামিত্রকে এইরূপ তপস্যা করিতে দেখিয়া দেবগণের ও দেবরাজ ইন্দ্রের সন্তাপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। তিনি মরুৎ প্রভৃতি দেবতাগণের সহিত মিলিতভাবে রম্ভানাম্নী অপ্সরার নিকট গমনপূর্বক নিজেদের হিতকর এবং বিশ্বামিত্রের অনিষ্টকর বাক্য বলিলেন।১২-২৬

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের আদিকাণ্ডে ত্রিষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

চতুঃষষ্টিতমঃ সর্গঃ

[বিশ্বামিত্রস্যাভিশাপেন রম্ভায়াঃ প্রস্তরমূর্তিধারণম্, ব্রাহ্মণত্বলাভায় বিশ্বামিত্রস্য পুনদুর্ষ্করং তপশ্চরণম্ ।]

সুরকার্য্যমিদং রম্ভে কর্তব্যং সুমহত্ত্বয়া ।
লোভনং কৌশিকস্যেহ কামমোহসমন্বিতম্ ॥১
তথোক্তা সাপ্সরা রাম সহস্রাক্ষেণ ধীমতা ।
ব্রীড়িতা প্রাঞ্জলির্বাক্যং প্রত্যুবাচ সুরেশ্বরম্ ॥২
অয়ং সুরপতে ঘোরো বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ ।
ক্রোধমুৎস্রক্ষ্যতে ঘোরং ময়ি দেব ন সংশয়ঃ ॥৩
ততো হি মে ভয়ং দেব প্রসাদং কর্তুমর্হসি ।
এবমুক্তস্তয়া রাম সভয়ং ভীতয়া তদা ॥৪
তামুবাচ সহস্রাক্ষো বেপমানাং কৃতাঞ্জলিম্ ।
মা ভৈষী রম্ভে ভদ্রং তে কুরুষ্ব মম শাসনম্ ॥৫
কোকিলো হৃদয়গ্রাহী মাধবে রুচিরদ্রুমে ।
অহং কন্দর্পসহিতঃ স্থাস্যামি তব পার্শ্বতঃ ॥৬
ত্বং হি রূপং বহুগুণং কৃত্বা পরমভাস্বরম্ ।
তমৃষিং কৌশিকং ভদ্রে ভেদয়স্ব তপস্বিনম্ ॥৭
সা শ্রুত্বা বচনং তস্য কৃত্বা রূপমনুত্তমম্ ।
লোভয়ামাস ললিতা বিশ্বামিত্রং শুচিস্মিতা ॥৮
কোকিলস্য তু শুশ্রাব বল্গু ব্যাহরতঃ স্বনম্ ।
সংপ্রহৃষ্টেন মনসা স চৈনামন্ববৈক্ষত ॥৯
অথ তস্য চ শব্দেন গীতেনাপ্রতিমেন চ ।
দর্শনেন চ রম্ভায়া মুনিঃ সন্দেহমাগতঃ ॥১০

চতুঃষষ্টিতম সর্গ

[বিশ্বামিত্রের অভিশাপে রম্ভার পাষাণরূপে পরিণতি এবং ব্রাহ্মণত্বলাভের জন্য পুনরায় বিশ্বামিত্রের ঘোরতর তপশ্চরণের প্রতিজ্ঞা ।]

সুন্দরি ! তুমি অতিমহৎ দেবতাগণের হিতকর এই কার্য্যটি সাধন কর। কামজনিত মোহের সহিত বিশ্বামিত্রের লোভ উৎপন্ন কর। রাম ! বিজ্ঞ সহস্র-নেত্র ইন্দ্রকর্তৃক আদিষ্ট হইয়া রম্ভা সলজ্জভাবে কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে বলিল,—দেবরাজ ! এই বিশ্বামিত্র মহর্ষি অতিভয়ঙ্কর। তাঁহার নিকট গমন করিলে তিনি আমার উপর অতিশয় ক্রোধ করিবেন—ইহাতে সন্দেহ নাই। দেব ! এইজন্য আমার ভয় হইতেছে। আপনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন। রাম ! রম্ভা বিশ্বামিত্রের ভয়ে ভীত হইয়া ইন্দ্রকে এইরূপ বাক্য বলিল।১-৪

তখন ইন্দ্র রম্ভাকে কৃতাঞ্জলি ও কম্পিতদেহে অবস্থান করিতে দেখিয়া বলিলেন,—রম্ভে ! তুমি ভয় করিও না। তোমার মঙ্গল হউক। তুমি আমার আদেশ পালন কর। আমি সুশোভনবৃক্ষযুক্ত বসন্তকালে মনোহর কোকিল হইয়া কামের সহিত তোমার পার্শ্বে অবস্থান করিব। ভদ্রে ! তুমি স্বীয় সৌন্দর্য্য বহুগুণে বর্ধিত ও অতিশয় উজ্জ্বল করিয়া তপস্যারত বিশ্বামিত্রের চিত্তকে চঞ্চল কর। রম্ভাসুন্দরী ইন্দ্রের এইরূপ বচন শুনিয়া অতিশয় সুন্দররূপ ধারণ করিল এবং বিশ্বামিত্রের নিকটে যাইয়া মনোহর হাস্য করিতে করিতে তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টিত হইল। ঐ সময় কলকণ্ঠ কোকিলের কূজন বিশ্বামিত্রের কর্ণে প্রবিষ্ট হইল। তিনি অতিহৃষ্টচিত্তে চক্ষু উন্মীলিত করিয়া রম্ভাকে দেখিতে পাইলেন।৫-৯

অকস্মাৎ কোকিলকূজন ও তুলনারহিত সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া এবং রম্ভাকে দেখিয়া বিশ্বামিত্র সংশয় করিলেন। মুনিশ্রেষ্ঠ কুশিকতনয় বুঝিতে পারিলেন যে, এই সব সহস্রলোচন দেবরাজের কার্য্য। ইহা বুঝিয়া তিনি কুপিত হইয়া রম্ভাকে অভিশাপ দিলেন—রম্ভে ! আমি কাম-ক্রোধ জয় করিতে সঙ্কল্প করিয়াছি।

সহস্রাক্ষস্য তৎসর্বং বিজ্ঞায় মুনিপুঙ্গবঃ।
রম্ভাং ক্রোধসমাবিষ্টঃ শশাপ কুশিকাত্মজঃ ॥১১
যস্মাং লোভয়সে রম্ভে কাম-ক্রোধজয়ৈষিণম্।
দশবর্ষসহস্রাণি শৈলী স্থাস্যসি দুর্ভগে ॥১৩
ব্রাহ্মণঃ সুমহাতেজাস্তপোবলসমন্বিতঃ।
উদ্ধরিষ্যতি রম্ভে ত্বাং মৎক্রোধকলুষীকৃতাম্ ॥১৩
এবমুক্ত্বা মহাতেজা বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ।
অশক্নুবন্ ধারয়িতুং কোপং সন্তাপমাত্মনঃ ॥১৪
তস্য শাপেন মহতা রম্ভা শৈলী তদাভবৎ।
বচঃ শ্রুত্বা চ কন্দর্পো মহর্ষেঃ স চ নির্গতঃ ॥১৫
কোপেন চ মহাতেজাস্তপোঽপহরণে কৃতে।
ইন্দ্রিয়ৈরজিতৈ রাম ন লেভে শান্তিমাত্মনঃ ॥১৬
বভূবাস্য মনশ্চিন্তা তপোঽপহরণে কৃতে।
নৈবং ক্রোধং গমিষ্যামি ন চ বক্ষ্যে কথঞ্চন ॥১৭
অথবা নোচ্ছ্বসিষ্যামি সংবৎসরশতান্যপি।
অহং হি শোষয়িষ্যামি আত্মানং বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥১৮
তাবদ্ যাবদ্ধি মে প্রাপ্তং ব্রাহ্মণ্যং তপসার্জিতম্।
অনুচ্ছ্বসন্নভুঞ্জানস্তিষ্ঠেয়ং শাশ্বতীঃ সমাঃ ॥১৯
নহি মে তপ্যমানস্য ক্ষয়ং যাস্যন্তি মূর্তয়ঃ।
এবং বর্ষসহস্রস্য দীক্ষাং স মুনিপুঙ্গবঃ ॥
চকারাপ্রতিমাং লোকে প্রতিজ্ঞাং রঘুনন্দন ॥২০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে চতুঃষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥৬৪

তুই আমাকে প্রলোভিত করিতে আসিয়াছিস্? ভাগ্যরহিতে! তুই দশসহস্রবৎসর পাষাণময়ী হইয়া অবস্থান কর্। আমার ক্রোধবশত তোর যে দুরবস্থা হইল, তাহা হইতে অতিতেজস্বী তপস্যাবলসম্পন্ন কোন ব্রাহ্মণ তোকে উদ্ধার করিবেন। মহাতেজা মহর্ষি বিশ্বামিত্র ক্রোধসংবরণ করিতে অসমর্থ হইয়া রম্ভাকে শাপ দিলেন, কিন্তু পরে অনুতপ্ত হইলেন।১০-১৪

বিশ্বামিত্রের অভিশাপে রম্ভা শিলাময়ী হইল। ইন্দ্র ও কন্দর্প বিশ্বামিত্রের কথা শুনিয়া তাঁহার নিকট হইতে প্রস্থান করিলেন। রাম! ক্রোধের দ্বারা তপস্যা-শক্তি বিনষ্ট হইলে পর বিশ্বামিত্র ইন্দ্রিয় জয় না হওয়ার জন্য চিত্তে শান্তি পাইলেন না। তপস্যা-শক্তি নষ্ট হওয়ায় তাঁহার মনে চিন্তা হইল। তিনি চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন—আর কখনই ক্রোধপ্রকাশ করিব না এবং কোনমতেই অভিশাপ-বাক্য বলিব না।১৫-১৭

কিংবা আমি শত শত বৎসর যাবৎ নিশ্বাস রোধ করিয়া থাকিব। আমি ইন্দ্রিয়সমূহকে পরাজিত করিয়া এই শরীরকে শোষণ করিব। যাবৎকাল পর্য্যন্ত আমি তপস্যার দ্বারা অর্জিত ব্রাহ্মণত্ব লাভ না করিতে পারিতেছি, তাবৎকাল পর্য্যন্ত নিশ্বাস রোধ করিয়া এবং ভোজন না করিয়া থাকিব। এইরূপে তপস্যা করিতে থাকিলে আমার শরীর ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে না। রঘুনন্দন! বিশ্বামিত্র এইরূপ বলিয়া সহস্রবৎসরব্যাপী তপশ্চরণের প্রতিজ্ঞা করিলেন। পৃথিবীতে এইরূপ প্রতিজ্ঞার তুলনা নাই।১৮-২০

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের আদিকাণ্ডে চতুষষ্ঠিতম সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চষষ্টিতমঃ সর্গঃ

[বিশ্বামিত্রস্য সুকঠোরং তপশ্চরণম্, ব্রাহ্মণত্বলাভঃ, বসিষ্ঠেন সহ সখ্যস্থাপনম্, রাজ্ঞা জনকেন তস্য প্রশংসনঞ্চ]

অথ হৈমবতীং রাম দিশং ত্যক্ত্বা মহামুনিঃ।
পূর্বাং দিশমনুপ্রাপ্য তপস্তেপে সুদারুণম্ ॥১
মৌনং বর্ষসহস্রস্য কৃত্বা ব্রতমনুত্তমম্।
চকারাপ্রতিমং রাম তপঃ পরমদুষ্করম্ ॥২
পূর্ণে বর্ষসহস্রে তু কাষ্ঠভূতং মহামুনিম্।
বিঘ্নৈর্বহুভিরাধূতং ক্রোধো নান্তরমাবিশৎ ॥৩
স কৃত্বা নিশ্চয়ং রাম তপ আতিষ্ঠতাব্যয়ম্।
তস্য বর্ষসহস্রস্য ব্রতে পূর্ণে মহাব্রতঃ ॥৪
ভোক্তুমারব্ধবানন্নং তস্মিন্ কালে রঘূত্তম।
ইন্দ্রো দ্বিজাতির্ভূত্বা তং সিদ্ধমন্নমযাচত ॥৫
তস্মৈ দত্ত্বা তদা সিদ্ধং সর্বং বিপ্রায় নিশ্চিতঃ।
নিঃশেষিতেঽন্নে ভগবানভুক্ত্বৈব মহাতপাঃ ॥৬
ন কিঞ্চিদবদদ্ বিপ্রং মৌনব্রতমুপাস্থিতঃ।
তথৈবাসীৎ পুনর্মৌনমনুচ্ছ্বাসং চকার হ ॥৭
অথ বর্ষসহস্রঞ্চ নোচ্ছ্বসন্মুনিপুঙ্গবঃ।
তস্যানুচ্ছ্বসমানস্য মূর্ধ্নি ধূমো ব্যজায়ত ॥৮
ত্রৈলোক্যং যেন সম্ভ্রান্তমাতাপিতমিবাভবৎ।
ততো দেবর্ষি-গন্ধর্বাঃ পন্নগোরগ-রাক্ষসাঃ ॥৯
মোহিতাস্তপসা তস্য তেজসা মন্দরশ্ময়ঃ।
কশ্মলোপহতাঃ সর্বে পিতামহমথাব্রুবন্ ॥১০
বহুভিঃ কারণৈর্দেব বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ।
লোভিতঃ ক্রোধিতশ্চৈব তপসা চাভিবর্ধতে ॥১১
নহ্যস্য বৃজিনং কিঞ্চিদ্দৃশ্যতে সূক্ষ্মমপ্যত।
ন দীয়তে যদি ত্বস্য মনসা যদভীপ্সিতম্ ॥১২

পঞ্চষষ্টিতম সর্গ

[বিশ্বামিত্রের সুকঠোর তপস্যা, ব্রাহ্মণত্বলাভ, বশিষ্ঠের সহিত সখ্যতাস্থাপন এবং রাজা জনককর্তৃক বিশ্বামিত্রের প্রশংসা।]

শতানন্দ বলিলেন,—রাম! মহামুনি বিশ্বামিত্র উত্তর-দিক্ পরিত্যাগ করিয়া পূর্বদিকে গমন করিলেন এবং সেখানে অতিকঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। তিনি সহস্রবৎসর পর্যন্ত উৎকৃষ্ট মৌনব্রত গ্রহণ করিয়া অতি-দুঃসাধ্য তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। এইভাবে সহস্র-বৎসর অতীত হইলে বিশ্বামিত্র শুষ্ককাষ্ঠতুল্য হইয়া গেলেন। যদিও তিনি বহুপ্রকার বিঘ্নে উপদ্রুত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার অন্তরে ক্রোধের উদয় হয় নাই। রাম! বিশ্বামিত্র দৃঢ়সঙ্কল্পানুসারে এইরূপ দীর্ঘকালব্যাপী অক্ষয় তপস্যা করিলেন। সহস্রবর্ষ পূর্ণ হইলে পর মহাব্রতকারী মুনি ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া অন্নভোজন করিতে উদ্যত হইলেন। রঘুনন্দন! সেই সময় দেবরাজ ইন্দ্র ব্রাহ্মণবেশ ধারণ করিয়া তাঁহার নিকট আসিলেন এবং সিদ্ধ অন্ন প্রার্থনা করিলেন। বিশ্বামিত্র বিনা দ্বিধায় ঐ ব্রাহ্মণবেশধারীকে সমস্ত সিদ্ধ অন্ন প্রদান করিলেন। মহাতপস্বী মুনিবর অন্ন নিঃশেষিত হওয়ায় অভুক্তই রহিলেন; কিন্তু মৌনব্রত অবলম্বনের জন্য ঐ ব্রাহ্মণকে কিছুই বলিলেন না, এবং পূর্বের মতই মৌনব্রতী হইয়া নিশ্বাসনিরোধপূর্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন। মুনিবর এইভাবে নিশ্বাস রোধ করিয়া সহস্রবৎসর থাকিলেন। অনন্তর নিশ্বাসরোধকারী বিশ্বামিত্রের মস্তক হইতে ধূমসহিত অগ্নি উৎপন্ন হইতে লাগিল। ঐ অগ্নির তেজে ত্রিভুবন সন্তপ্ত ও ব্যাকুল হইয়া পড়িল। অনন্তর দেবতা, ঋষি, গন্ধর্ব, পন্নগ, উরগ ও রাক্ষসগণ ঐ তেজে নিষ্প্রভ ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া ব্যথিতচিত্তে পিতামহ ব্রহ্মার নিকট গমনপূর্বক বলিলেন।৬-১০

দেব! রম্ভাকে পাঠাইয়া বিশ্বামিত্রকে প্রলুব্ধ এবং

বিনাশয়তি ত্রৈলোক্যং তপসা সচরাচরম্।
ব্যাকুলাশ্চ দিশঃ সর্বা ন চ কিঞ্চিৎ প্রকাশতে ॥১৩
সাগরাঃ ক্ষুভিতাঃ সর্বে বিশীর্য্যন্তে চ পর্বতাঃ।
প্রকম্পতে চ বসুধা বায়ুর্বাতীহ সঙ্কুলঃ ॥১৪
ব্রহ্মন্ন প্রতিজানীমো নাস্তিকো জায়তে জনঃ।
সংমূঢমিব ত্রৈলোক্যং সম্প্রক্ষুভিতমানসম্ ॥১৫
ভাস্করো নিষ্প্রভশ্চৈব মহর্ষেস্তস্য তেজসা।
বুদ্ধিং ন কুরুতে যাবন্নাশে দেব মহামুনিঃ ॥১৬
তাবৎ প্রসাদো ভগবন্নগ্নিরূপো মহাদ্যুতিঃ।
কালাগ্নিনা যথাপূর্বং ত্রৈলোক্যং দহ্যতেঽখিলম্ ॥১৭
দেবরাজ্যং চিকীর্ষেত দীয়তামস্য যন্মনঃ।
ততঃ সুরগণাঃ সর্বে পিতামহপুরোগমাঃ ॥১৮
বিশ্বামিত্রং মহাত্মানং বাক্যং মধুরমব্রুবন্।
ব্রহ্মর্ষে স্বাগতং তেঽস্তু তপসা স্ম সুতোষিতাঃ ॥১৯
ব্রাহ্মণ্যং তপসোগ্রেণ প্রাপ্তবানসি কৌশিক।
দীর্ঘমায়ুশ্চ তে ব্রহ্মন্ দদামি সমরুদ্গণঃ ॥২০
স্বস্তি প্রাপ্নুহি ভদ্রং তে গচ্ছ সৌম্য যথাসুখম্।
পিতামহবচঃ শ্রুত্বা সর্বেষাং ত্রিদিবৌকসাম্ ॥২১
কৃত্বা প্রণামং মুদিতো ব্যাজহার মহামুনিঃ।
ব্রাহ্মণ্যং যদি মে প্রাপ্তং দীর্ঘমায়ুস্তথৈব চ ॥২২
ওঁকারোঽথ বষট্‌কারো বেদাশ্চ বরয়ন্তু মাম্।
ক্ষত্রবেদবিদাং শ্রেষ্ঠো ব্রহ্মবেদবিদামপি ॥২৩
ব্রহ্মপুত্রো বসিষ্ঠো মামেবং বদতু দেবতাঃ।
যদ্যেবং পরমঃ কামঃ কৃতো যান্তু সুরর্ষভাঃ ॥২৪
ততঃ প্রসাদিতো দেবৈর্বসিষ্ঠো জপতাং বরঃ।
সখ্যং চকার ব্রহ্মর্ষিরেবমস্ত্বিতি চাব্রবীৎ ॥২৫
ব্রহ্মর্ষিস্ত্বং ন সন্দেহঃ সর্বং সম্পদ্যতে তব।

অন্নপ্রার্থনাদির দ্বারা ক্রুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু তাঁহার তপস্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্তই হইতেছে। আমরা তাঁহার অতি অল্প পাপও দেখিতেছি না। তথাপি যদি আপনি তাঁহাকে বাঞ্ছিত বস্তু প্রদান না করেন, তাহা হইলে তপস্যাপ্রভাবে তিনি স্থাবর-জঙ্গমসহিত ত্রিভুবনকে বিনষ্ট করিয়া ফেলিবেন। বিশ্বামিত্রের তপঃপ্রভায় দিক্‌সমূহ অভিভূত হইয়াছে, কিছুই প্রকাশ পাইতেছে না। সমুদ্রসকল ক্ষোভিত ও পর্বতসমূহ বিশীর্ণ হইতেছে। বসুধা কম্পিত ও বায়ু বিক্ষুব্ধ হইতেছে। ব্রহ্মন্! আমরা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। সকল লোক নাস্তিক (দীর্ঘকাল কঠোর তপস্যা করিয়াও ফল পাওয়া যাইতেছে না। এইজন্য কেহই ঐরূপ তপস্যাকে সার্থক মনে করিতে পারিতেছে না) হইয়া পড়িতেছে। ইহাতে ত্রিভুবন ক্ষুব্ধচিত্ত ও নিশ্চেষ্ট-প্রায় হইতেছে। মহর্ষির তেজে সূর্য্যও নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছে। দেব! মহামুনির ত্রিভুবননাশের সঙ্কল্প করিবার পূর্বেই আপনি তাঁহার নিকট গমন করুন এবং অগ্নিতুল্য মহাতেজা মুনিকে প্রসন্ন করুন। ভগবন্! পূর্বে কালাগ্নি যেমন সকল সংসারকে দগ্ধ করিয়াছিল, ঐরূপ হওয়ার পূর্বেই প্রতীকার করুন। তিনি যদি স্বর্গরাজ্য পাইতে ইচ্ছা করেন কিংবা অন্য কিছু প্রার্থনা করেন, আপনি তাহা প্রদান করুন। অনন্তর দেবগণ ব্রহ্মাকে অগ্রবর্তী করিয়া মহাত্মা বিশ্বামিত্রের নিকট গমন করিলেন এবং মধুর বাক্যে বলিলেন,—ব্রহ্মর্ষে! তোমার মঙ্গল হউক। তোমার তপস্যায় আমরা অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। কুশিকনন্দন! উগ্র তপস্যা করিয়া তুমি ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছ। ব্রহ্মন্! আমরা সকলেই তোমাকে দীর্ঘ আয়ু প্রদান করিতেছি।১১-২০

তুমি শান্তিলাভ কর। তোমার মঙ্গল হউক। সৌম্য! তুমি হৃষ্টচিত্তে স্বস্থানে গমন কর। বিশ্বামিত্র মহামুনি দেবগণসহিত পিতামহ ব্রহ্মার বাক্য শুনিয়া আনন্দিত হইলেন এবং প্রণাম করিয়া বলিলেন,—যদি আমি ব্রাহ্মণত্ব ও দীর্ঘজীবনই প্রাপ্ত হইলাম, তাহা হইলে ওঁকার, বষট্‌কার ও সমুদায় বেদ আমাকে বরণ করুক। ধনুর্বেদবিৎ ও চতুর্বেদবিদ্‌গণের শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মপুত্র বশিষ্ঠ আমাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করুন। দেবগণ! যদি আপনারা আমার এইরূপ অভিলাষ পূর্ণ করেন, তাহা হইলে আপনারা স্বস্থানে গমন করিতে পারেন। তখন দেবতাবৃন্দ তপস্বিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠকে প্রসন্ন করিলেন। অনন্তর বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিলেন

ইত্যুক্ত্বা দেবতাশ্চাপি সর্বা জগ্মুর্যথাগতম্ ॥২৬
বিশ্বামিত্রোঽপি ধর্মাত্মা লব্ধ্বা ব্রাহ্মণ্যমুত্তমম্ ।
পূজয়ামাস ব্রহ্মর্ষিং বসিষ্ঠং জপতাং বরম্ ॥২৭
কৃতকামো মহীং সর্বাং চচার তপসি স্থিতঃ ।
এবং ত্বনেন ব্রাহ্মণ্যং প্রাপ্তং রাম মহাত্মনা ॥২৮
এষ রাম মুনিশ্রেষ্ঠ এষ বিগ্রহবাংস্তপঃ ।
এষ ধর্মঃ পরো নিত্যং বীর্য্যস্যৈব পরায়ণম্ ॥২৯
এবমুক্ত্বা মহাতেজা বিররাম দ্বিজোত্তমঃ ।
শতানন্দবচঃ শ্রুত্বা রাম-লক্ষ্মণসন্নিধৌ ॥৩০
জনকঃ প্রাঞ্জলির্বাক্যমুবাচ কুশিকাত্মজম্ ।
ধন্যোঽস্ম্যনুগৃহীতোঽস্মি যস্য মে মুনিপুঙ্গব ॥৩১
যজ্ঞং কাকুৎস্থসহিতঃ প্রাপ্তবানসি কৌশিক ।
পাবিতোঽহং ত্বয়া ব্রহ্মন্ দর্শনেন মহামুনে ॥৩২
গুণা বহুবিধাঃ প্রাপ্তাস্তব সন্দর্শনাম্ময়া ।
বিস্তরেণ চ বৈ ব্রহ্মন্ কীর্ত্যমানং মহত্তপঃ ॥৩৩
শ্রুতং ময়া মহাতেজো রামেণ চ মহাত্মনা ।
সদস্যৈঃ প্রাপ্য চ সদঃ শ্রুতাস্তে বহবো গুণাঃ ॥৩৪
অপ্রমেয়ং তপস্তুভ্যমপ্রমেয়ঞ্চ তে বলম্ ।
অপ্রমেয়া গুণাশ্চৈব নিত্যং তে কুশিকাত্মজ ॥৩৫
তৃপ্তিরাশ্চর্য্যভূতানাং কথানাং নাস্তি মে বিভো ।
কর্মকালো মুনিশ্রেষ্ঠ লম্বতে রবিমণ্ডলম্ ॥৩৬
শ্বঃ প্রভাতে মহাতেজো দ্রষ্টুমর্হসি মাং পুনঃ ।
স্বাগতং জপতাং শ্রেষ্ঠ মামনুজ্ঞাতুমর্হসি ॥৩৭

এবং বলিলেন,—তাহাই হউক। তুমি ব্রহ্মর্ষি হইয়াছ—ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ব্রাহ্মণত্বলাভে যাহা যাহা অপেক্ষিত, সেই সকল বস্তু তোমার অধিগত হইবে। বশিষ্ঠ এইরূপ বলিলে পর দেবতাগণও ঐরূপ বলিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।২১-২৬

ধর্মাত্মা বিশ্বামিত্র এইভাবে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণত্বলাভ করিয়া তপস্বিশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠের পূজা করিলেন এবং তপস্যার দ্বারা পূর্ণমনোরথ হইয়া সমস্ত পৃথিবী পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। শতানন্দ বলিলেন,—রাম! এই মহাত্মা বিশ্বামিত্র এইভাবে ব্রাহ্মণত্বলাভ করিয়াছেন। রামচন্দ্র! এই মুনিশ্রেষ্ঠ তপস্যার মূর্তি। ইনি পরম ধার্মিক ও পরাক্রমের একমাত্র আশ্রয়। এইভাবে বিশ্বামিত্রের কথা বলিয়া তেজস্বী দ্বিজবর শতানন্দ বিরত হইলেন। শতানন্দের বাক্য শুনিয়া জনকরাজা কৃতাঞ্জলি হইয়া রাম ও লক্ষ্মণের সাক্ষাতেই কুশিকনন্দন বিশ্বামিত্রকে বলিলেন,–মুনিবর! আমি ধন্য ও অনুগৃহীত হইলাম। আমার যজ্ঞস্থলে রাম-লক্ষ্মণ-সহিত আপনি আগমন করিয়াছেন। ব্রহ্মন্! মুনিবর! আপনি দর্শনদান করিয়া আমাকে পবিত্র করিলেন। আপনাকে দর্শন করিয়া আমি বহু পুণ্য ও সদ্গুণের অধিকারী হইলাম। তেজস্বিশ্রেষ্ঠ! ব্রহ্মন্! শতানন্দ আপনার কঠোর তপস্যার বিবরণ বিস্তৃতভাবে কীর্তন করিলেন, আমি তাহা শ্রবণ করিলাম, মহাত্মা রাম ও অন্যান্য সভাসদ্গণও শুনিলেন। আপনার তপস্যা অপরিসীম। কুশিকনন্দন! আপনার বল ও গুণসমূহ পৃথিবীতে সত্যই অতুলনীয়।২৭-৩৫

মুনিশ্রেষ্ঠ! আপনার বিস্ময়কর গুণকথা শুনিয়া উৎকণ্ঠার নিবৃত্তি হইতেছে না। কিন্তু এখন রবিমণ্ডল অস্তাচলগামী হইয়াছেন। নিত্যক্রিয়ার সময় অতীত হইয়া যাইতেছে। তেজস্বিবর! আগামীকল্য প্রভাতে পুনর্বার সাক্ষাৎ হইবে। মুনিশ্রেষ্ঠ! আপনি সুখে বিশ্রাম করুন। আমাকেও অনুমতি দান করুন। এইরূপ কথা শুনিয়া মুনিবর বিশ্বামিত্র পুরুষশ্রেষ্ঠ জনকের প্রশংসা করিলেন এবং প্রীতিপূর্ণচিত্তে তাঁহাকে যাইতে অনুমতি দিলেন। তখন মিথিলাধিপতি জনক

এবমুক্তো মুনিবরঃ প্রশস্য পুরুষর্ষভম্ ।
বিসসর্জাশু জনকং প্রীতং প্রীতমনাস্তদা ॥৩৮
এবমুক্ত্বা মুনিশ্রেষ্ঠং বৈদেহো মিথিলাধিপঃ ।
প্রদক্ষিণং চকারাশু সোপাধ্যায়ঃ সবান্ধবঃ ॥৩৯

বিশ্বামিত্রোঽপি ধর্মাত্মা সহরামঃ সলক্ষ্মণঃ ।
স্ববাসমভিচক্রাম পূজ্যমানো মহাত্মভিঃ ॥৪০
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে পঞ্চষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥

উপাধ্যায় ও বান্ধবগণের সহিত বিশ্বামিত্রকে প্রদক্ষিণ করিলেন। রাম-লক্ষ্মণের সহিত ধর্মাত্মা বিশ্বামিত্রও মহাত্মাদের দ্বারা পূজিত হইয়া নিজেদের আবাসগৃহে গমন করিলেন।৩৬-৪০

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডে পঞ্চষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

ষট্‌ষষ্টিতমঃ সর্গঃ

[মহারাজেন জনকেন বিশ্বামিত্র-রাম-লক্ষ্মণানামর্চনম্, রক্ষিতধনুষ ইতিবৃত্তবর্ণনম্, ধনুষি গুণযোজন-সমর্থায় শ্রীরামায় অযোনিসম্ভবায়াঃ সীতাদেব্যাঃ সম্প্রদানবার্ত্তাজ্ঞাপনঞ্চ ।]

ততঃ প্রভাতে বিমলে কৃতকর্মা নরাধিপঃ
বিশ্বামিত্রং মহাত্মানমাজুহাব সরাঘবম্ ॥১
তমর্চয়িত্বা ধর্মাত্মা শাস্ত্রদৃষ্টেন কর্মণা ।
রাঘবৌ চ মহাত্মানৌ তদা বাক্যমুবাচ হ ॥২
ভগবন্ স্বাগতং তেঽস্তু কিং করোমি তবানঘ ।
ভবানাজ্ঞাপয়তু মামাজ্ঞাপ্যো ভবতা হ্যহম্ ॥৩
এবমুক্তঃ স ধর্মাত্মা জনকেন মহাত্মনা ।
প্রত্যুবাচ মুনিশ্রেষ্ঠো বাক্যং বাক্যবিশারদঃ ॥৪

পুত্রৌ দশরথস্যেমৌ ক্ষত্রিয়ৌ লোকবিশ্রুতৌ ।
দ্রষ্টুকামৌ ধনুঃশ্রেষ্ঠং যদেতত্ত্বয়ি তিষ্ঠতি ॥৫
এতদ্দর্শয় ভদ্রং তে কৃতকামৌ নৃপাত্মজৌ ।
দর্শনাদস্য ধনুষো যথেষ্টং প্রতিযাস্যতঃ (ক) ॥৬
এবমুক্তস্তু জনকঃ প্রত্যুবাচ মহামুনিম্ ।
শ্রূয়তামস্য ধনুষো যদর্থমিহ তিষ্ঠতি ॥৭
দেবরাত ইতি খ্যাতো নিমের্জ্যেষ্ঠো মহীপতিঃ ।
ন্যাসোঽয়ং তস্য ভগবন্ হস্তে দত্তো মহাত্মনঃ ॥৮

ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ

[মহারাজ জনক কর্তৃক বিশ্বামিত্র ও রাম-লক্ষ্মণের অর্চনা, আপনার নিকট রক্ষিত ধনুর ইতিবৃত্তান্ত বর্ণন, ধনুতে গুণযোজনা করিতে পারিলে শ্রীরামের হস্তে স্বীয় অযোনিসম্ভবা কন্যা সীতার সম্প্রদানের কথা জ্ঞাপন ।]

অনন্তর নির্মল প্রভাতকালে রাজা জনক প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া রাম-লক্ষ্মণসহিত মহাত্মা বিশ্বামিত্রকে আহ্বান করিলেন। ধার্মিক রাজা শাস্ত্রবিধি অনুসারে মহর্ষি বিশ্বামিত্রের ও রাম-লক্ষ্মণের অর্চনা করিয়া বিশ্বামিত্রকে বলিলেন,—ভগবন্! আপনার আগমন শুভজনক হউক। পুণ্যাত্মন্! আমি আপনার অভিপ্রেত কোন্ কার্য্য সম্পন্ন করিব? আপনি আমাকে আদেশ করুন। আপনার আদেশ পালন করা আমার কর্তব্য। মহাত্মা জনক এইরূপ বলিলে পর ধর্মাত্মা সুবক্তা মুনিবর প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—এই দুইটি ক্ষত্রিয়কুমার, মহারাজ দশরথের পুত্র ও সর্বলোকবিখ্যাত। আপনার নিকট যে শ্রেষ্ঠ ধনু আছে, তাহা দেখিবার জন্য ইঁহারা দুই-জনেই উৎসুক। আপনি ইঁহাদিগকে সেই ধনুটি প্রদর্শন করান। ইঁহারা ধনুটিকে দেখিয়া পূর্ণমনোরথে স্বেচ্ছায় চলিয়া যাইবেন। বিশ্বামিত্র এইরূপ বলিলে রাজা জনক মুনিবরকে বলিলেন,—যে কারণে ঐ ধনু আমার নিকট রহিয়াছে, তাহা শ্রবণ করুন।১-৭

পাঠান্তর:—(ক) —প্রতিপৎস্যত।

দক্ষযজ্ঞবধে পূর্ব্বং ধনুরায়ম্য বীর্য্যবান্।
বিধ্বংস্য ত্রিদশান্ রোষাৎ সলীলমিদমব্রবীৎ (ক) ॥৯
যস্মাদ্ভাগার্থিনো ভাগং নাকল্পয়ত মে সুরাঃ।
বরাঙ্গানি মহার্হাণি ধনুষা শাতয়ামি বঃ ॥১০
ততো বিমনসঃ সর্ব্বে দেবা বৈ মুনিপুঙ্গব।
প্রসাদয়ন্ত দেবেশং তেষাং প্রীতোহভবদ্ভবঃ ॥১১
প্রীতিযুক্তস্তু সর্ব্বেষাং দদৌ তেষাং মহাত্মনাম্।
তদেতদ্দেবদেবস্য ধনূরত্নং মহাত্মনঃ ॥১২
ন্যাসভূতং তদা ন্যস্তমস্মাকং পূর্ব্বজে বিভো।
অথ মে কৃষতঃ ক্ষেত্রং লাঙ্গলাদুত্থিতা ততঃ ॥১৩
ক্ষেত্রং শোধয়তা লব্ধা নাম্না সীতেতি বিশ্রুতা।
ভূতলাদুত্থিতা সা তু ব্যবর্দ্ধত মমাত্মজা ॥১৪
বীর্য্যাশুল্কেতি মে কন্যা স্থাপিতেয়মযোনিজা।
ভূতলাদুত্থিতাং তাং তু বর্দ্ধমানাং মমাত্মজাম্ ॥১৫
বরয়ামাসুরাগত্য রাজানো মুনিপুঙ্গব।
তেষাং বরয়তাং কন্যাং সর্ব্বেষাং পৃথিবীক্ষিতাম্ ॥১৬
বীর্য্যশুল্কেতি ভগবন্ন দদামি সুতামহম্।
ততঃ সর্ব্বে নৃপতয়ঃ সমেত্য মুনিপুঙ্গব ॥১৭
মিথিলামপ্যুপাগম্য বীর্য্যং জিজ্ঞাসবস্তদা।
তেষাং জিজ্ঞাসমানানাং শৈবং ধনুরুপাহৃতম্ ॥১৮
ন শেকুর্গ্রহণে তস্য ধনুষস্তোলনেহপি বা।
তেষাং বীর্য্যবতাং বীর্য্যমল্পং জ্ঞাত্বা মহামুনে ॥১৯
প্রত্যাখ্যাতা নৃপতয়স্তন্নিবোধ তপোধন।
ততঃ পরমকোপেন রাজানো মুনিপুঙ্গব ॥২০
অরুন্ধন্মিথিলাং সর্ব্বে বীর্য্যসন্দেহমাগতাঃ।
আত্মানমবধূতং মে বিজ্ঞায় নৃপপুঙ্গবাঃ ॥২১

পুরাকালে নিমির জ্যেষ্ঠপুত্র দেবরাত-নামে বিখ্যাত নরপতি ছিলেন। ভগবন্! সেই মহাত্মার হস্তে এই ধনু ন্যাসস্বরূপে অর্পিত হইয়াছিল। পূর্ব্বে দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করিবার সময় বীর্য্যবান্ মহাদেব এই ধনু আকর্ষণ করিয়া যজ্ঞনাশপূর্ব্বক দেবতাগণকে ক্রোধের সহিত বলিয়াছিলেন,—দেবগণ! আমি বিধিমতে যজ্ঞভাগ পাইবার অধিকারী। তথাপি তোমরা আমাকে যজ্ঞভাগ প্রদান কর নাই, এইজন্য এই ধনু দ্বারাই তোমাদের সর্ব্বজনপূজ্য মস্তক ছেদন করিব। মুনিবর! তাহা শুনিয়া দেবগণ অতিশয় উদ্বিগ্ন হইলেন এবং মহাদেবকে প্রসন্ন করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি দেবতাগণের প্রতি প্রীত হইলেন। প্রীতিযুক্ত হইয়া মহাদেব ঐ ধনু দেবতাগণকে দান করিলেন। মহাত্মা মহাদেবের সেই শ্রেষ্ঠ ধনুই আমার নিকট আছে। দেবতাগণ এই ধনুটি আমার পূর্ব্বপুরুষ দেবরাতের নিকট ন্যাসস্বরূপে রাখিয়াছিলেন। একদা ক্ষেত্রকর্ষণ করিবার সময় আমার হলাগ্র হইতে একটি কন্যারত্ন উত্থিত হয়। ক্ষেত্রশোধন করিতে থাকা-কালে প্রাপ্ত হওয়ায় সেই কন্যা সীতা নামে পরিচিত হইয়াছে। ভূতল হইতে উত্থিত হইলেও আমার কন্যারূপেই সে ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। এই অযোনিসম্ভবা আমার কন্যাকে বীর্য্যশুল্কা (যিনি সমুচিত বল দেখাইবেন, তিনিই কন্যালাভ করিবেন—এইরূপ পণবদ্ধা) বলিয়া স্থির করিলাম। মুনিবর! ভূতলসম্ভূতা আমার কন্যা ক্রমশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া বিবাহযোগ্য হইলে বহু নরপতি আসিয়া সীতাকে বরণ করিতে চাহিলেন। কিন্তু ভগবন্! আমার কন্যা বীর্য্যশুল্কা বলিয়া সমুচিত বল প্রদর্শন না করার জন্য উৎসুক-নরপতিগণের মধ্যে কাহাকেও কন্যাদান করি নাই। মুনিবর! তখন সকল ভূপতি মিলিত হইয়া মিথিলায় গমন করিলেন এবং নিজ নিজ বীর্য্য প্রদর্শন করিবার জন্য পণ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি ঐ সকল নরপতির নিকট শৈব ধনু উপস্থাপিত করিলাম। কিন্তু নরপতিগণ ঐ ধনুটিকে গ্রহণ ও উত্তোলন করিতে পারিলেন না। মুনিবর! ঐ নরপতিগণের বীর্য্য অল্প দেখিয়া আমি তাহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছি। এই প্রত্যাখ্যানের ফলে যাহা হইল, তাহা শ্রবণ করুন। মুনিশ্রেষ্ঠ! রাজন্যবর্গ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া নিজেদের বীর্য্যবিষয়ে সন্দেহান্বিত হইলেন এবং আমার মিথিলানগরী অবরোধ করিলেন। আমি তাঁহাদিগকে অবজ্ঞা

পাঠান্তরঃ—(ক) —সলীলমিদমুক্তবান্।

রোষেণ মহতাবিষ্টাঃ পীড়য়ন্মিথিলাং পুরীম্ ।
ততঃ সংবৎসরে পূর্ণে ক্ষয়ং যাতানি সর্বশঃ ॥২২
সাধনানি মুনিশ্রেষ্ঠ ততোঽহং ভৃশদুঃখিতঃ ।
ততো দেবগণান্ সর্বাংস্তপসাহং প্রসাদয়ম্ ॥২৩
দদুশ্চ পরমপ্রীতাশ্চতুরঙ্গবলং সুরাঃ ।
ততো ভগ্না নৃপতয়ো হন্যমানা দিশো যযুঃ ॥২৪
অবীর্য্যা বীর্য্যসন্দিগ্ধাঃ সামাত্যাঃ পাপকারিণঃ ।
তদেতন্মুনিশার্দূল ধনুঃ পরমভাস্বরম্ ॥২৫
রাম-লক্ষ্মণয়োশ্চাপি দর্শয়িষ্যামি সুব্রত ।
যদ্যস্য ধনুষো রামঃ কুর্য্যাদারোপণং মুনে ॥
সুতামযোনিজাং সীতাং দদ্যাং দাশরথেরহম্ ॥২৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে ষট্‌ষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥

করিয়াছি—এইরূপ মনে করিয়া তাহারা অতিক্রোধে মিথিলাকে পীড়ন করিতে লাগিলেন। মুনিবর! সংবৎসর পূর্ণ হইতেই আমার সকল যুদ্ধসাধন সৈন্যাদি ক্ষয় প্রাপ্ত হইল। এইজন্য আমি অতিশয় দুঃখিত হইলাম। অনন্তর তপস্যা দ্বারা আমি দেবতাগণকে প্রসন্ন করিলাম। দেবতাগণ আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া চতুরঙ্গ সৈন্য প্রদান করিলেন। ঐ চতুরঙ্গ সৈন্যের দ্বারা পরাস্ত ও নিহতপ্রায় হইয়া বীর্য্যহীন ও সন্দিগ্ধবীর্য্য পাপিষ্ঠ নরপতিগণ নানাদিকে গমন করিল। মুনিশ্রেষ্ঠ! তপস্বিপ্রবর! পরম উজ্জ্বল সেই ধনু আমি রাম-লক্ষ্মণকে দেখাইতেছি। মুনিবর! যদি রাম ঐ ধনুতে জ্যা আরোপণ (গুণযোজনা) করিতে পারেন, তাহা হইলে এই দশরথনন্দনের হস্তে অযোনিজা কন্যা সীতাকে সম্প্রদান করিব।৮-২৬

মহর্ষি-বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের
আদিকাণ্ডে ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তষষ্টিতমঃ সর্গঃ

[শ্রীরামেণ ধনুষো ভঙ্গঃ, বিশ্বামিত্রস্যানুজ্ঞয়া জনকেন অযোধ্যাধিপতি-দশরথস্য সমীপে মন্ত্রিণাং প্রেরণঞ্চ।]

জনকস্য বচঃ শ্রুত্বা বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ।
ধনুর্দর্শয় রামায় ইতি হোবাচ পার্থিবম্ ॥১
ততঃ স রাজা জনকঃ সচিবান্ ব্যাদিদেশ হ।
ধনুরানীয়তাং দিব্যং গন্ধমাল্যানুলেপিতম্ ॥২
জনকেন সমাদিষ্টাঃ সচিবাঃ প্রাবিশন্ পুরম্।
তদ্ধনুঃ পুরতঃ কৃত্বা নির্জগ্মুরমিতৌজসঃ ॥৩
নৃণাং শতানি পঞ্চাশদ্ ব্যায়তানাং মহাত্মনাম্।
মঞ্জুষামষ্টচক্রাং তাং সমূহুস্তে কথঞ্চন ॥৪
তামাদায় সুমঞ্জুষামায়সীং যত্র তদ্ধনুঃ।
সুরোপমং তে জনকমুচুর্নৃপতিমন্ত্রিণঃ ॥৫
ইদং ধনুর্বরং রাজন্ পূজিতং সর্বরাজভিঃ।
মিথিলাধিপ রাজেন্দ্র দর্শনীয়ং যদীচ্ছসি ॥৬
তেষাং নৃপো বচঃ শ্রুত্বা কৃতাঞ্জলিরভাষত।
বিশ্বামিত্রং মহাত্মানং তাবুভৌ রাম-লক্ষ্মণৌ ॥৭
ইদং ধনুর্বরং ব্রহ্মন্ জনকৈরভিপূজিতম্।
রাজভিশ্চ মহাবীর্যৈরশক্তৈঃ পূরিতুং তদা (ক) ॥৮
নৈতৎসুরগণাঃ সর্বে সাসুরা ন চ রাক্ষসাঃ।
গন্ধর্ব-যক্ষপ্রবরাঃ সকিন্নর-মহোরগাঃ ॥৯
ক্ব গতির্মানুষাণাঞ্চ ধনুষোঽস্য প্রপূরণে।
আরোপণে সমাযোগে বেপনে তোলনে তথা ॥১০
তদেতদ্ধনুষাং শ্রেষ্ঠমানীতং মুনিপুঙ্গব।
দর্শয়ৈতন্মহাভাগ অনয়ো রাজপুত্রয়োঃ ॥১১
বিশ্বামিত্রঃ সরামস্তু (খ) শ্রুত্বা জনকভাষিতম্।
বৎস রাম ধনুঃ পশ্য ইতি রাঘবমব্রবীৎ ॥১২

সপ্তষষ্টিতম সর্গ

[শ্রীরাম কর্তৃক ধনুর্ভঙ্গ এবং বিশ্বামিত্রের সম্মতিক্রমে জনক কর্তৃক অযোধ্যায় রাজা দশরথের নিকট মন্ত্রিগণের প্রেরণ।]

মহামুনি বিশ্বামিত্র জনকের বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—আপনি রামকে সেই ধনু দর্শন করিতে দিন। অনন্তর রাজা জনক মন্ত্রিগণকে আদেশ করিলেন—তোমরা মাল্য-চন্দনাদিভূষিত দিব্য ধনু আনয়ন কর। জনকের আদেশ প্রাপ্ত হইয়া পরাক্রম-শালী মন্ত্রিগণ পুরীতে প্রবেশ করিলেন এবং ধনুটিকে অগ্রে লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। অষ্টচক্রবিশিষ্ট মঞ্জুষায় (সিন্দুকে) সুরক্ষিত ঐ ধনুটিকে পাঁচহাজার দীর্ঘকায় বলবান্ পুরুষ অতিকষ্টে বহন করিয়া আনয়ন করিল। দিব্য ধনুর আধার লৌহনির্মিত মঞ্জুষাটি জনকের সম্মুখে স্থাপন করিয়া মন্ত্রিগণ দেবতুল্য নরপতিকে বলিলেন ।১-৫

রাজন্! সর্বনরপতিপূজ্য এই ধনু আপনার নিকট আনয়ন করিয়াছি। মিথিলাধীশ্বর! মহারাজ! আপনার ইচ্ছা হইলে ইঁহাদিগকে দেখাইতে পারেন। মন্ত্রিগণের বাক্য শুনিয়া মহারাজ কৃতাঞ্জলিপুটে মহাত্মা বিশ্বামিত্র ও রাম-লক্ষ্মণের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—ব্রহ্মন্! এই দিব্য ধনু জনকবংশজাত নরপতিগণের সম্পূজিত। যখন নানাদেশীয় রাজন্যবর্গ বীর্যবত্তা দেখাইবার জন্য আসিয়া এই ধনু উত্তোলন করিতে পারিলেন না, তখন তাঁহারাও এই ধনুর পূজা করিয়াছিলেন। দেবতা, অসুর, রাক্ষস, গন্ধর্ব, যক্ষ, কিন্নর ও নাগগণের মধ্যে কেহই এই ধনুটিকে উত্তোলন, আকর্ষণ, সঞ্চালন, গুণযোজন বা শরযোজন করিতে পারেন নাই, মানুষের যে সামর্থ নাই তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। মুনিবর! মহাভাগ! সেই অদ্ভুত শ্রেষ্ঠধনু আপনার সম্মুখে আনীত হইয়াছে। আপনি

পাঠান্তরঃ—(ক) —পূরিতং তদা। (খ) বিশ্বামিত্রঃ সধর্মাত্মা—।

মহর্ষের্বচনাদ্ রামো যত্র তিষ্ঠতি তদ্ধনুঃ।
মঞ্জূষাং তামপাবৃত্য দৃষ্ট্বা ধনুরথাব্রবীৎ ॥১৩
ইদং ধনুর্বরং দিব্যং সংস্পৃশামীহ পাণিনা।
যত্নবাংশ্চ ভবিষ্যামি তোলনে পূরণেঽপি বা ॥১৪
বাঢ়মিত্যব্রবীদ্ রাজা মুনিশ্চ সমভাষত।
লীলয়া স ধনুর্মধ্যে জগ্রাহ বচনান্মুনেঃ ॥১৫
পশ্যতাং নৃসহস্রাণাং বহূনাং রঘুনন্দনঃ।
আরোপয়ৎ স ধর্মাত্মা সলীলমিব তদ্ধনুঃ ॥১৬
আরোপয়িত্বা মৌর্বীঞ্চ পূরয়ামাস তদ্ধনুঃ।
তদ্বভঞ্জ ধনুর্মধ্যে নরশ্রেষ্ঠো মহাযশাঃ ॥১৭
তস্য শব্দো মহানাসীন্নির্ঘাতসমনিঃস্বনঃ।
ভূমিকম্পশ্চ সুমহান্ পর্বতস্যেব দীর্য্যতঃ ॥১৮
নিপেতুশ্চ নরাঃ সর্বে তেন শব্দেন মোহিতাঃ।
বর্জয়িত্বা মুনিবরং রাজানং তৌ চ রাঘবৌ ॥১৯

প্রত্যাশ্বস্তে জনে তস্মিন্ রাজা বিগতসাধ্বসঃ।
উবাচ প্রাঞ্জলির্বাক্যং বাক্যজ্ঞো মুনিপুঙ্গবম্ ॥২০
ভগবন্ দৃষ্টবীর্য্যো মে রামো দশরথাত্মজঃ।
অত্যদ্ভুতমচিন্ত্যঞ্চ অতর্কিতমিদং ময়া ॥২১
জনকানাং কুলে কীর্তিমাহরিষ্যতি মে সুতা।
সীতাভর্ত্তারমাসাদ্য রামং দশরথাত্মজম্ ॥২২
মম সত্যা প্রতিজ্ঞা সা বীর্য্যশুল্কেতি কৌশিক।
সীতা প্রাণৈর্বহুমতা দেয়া রামায় মে সুতা ॥২৩
ভবতোঽনুমতে ব্রহ্মন্ শীঘ্রং গচ্ছন্তু মন্ত্রিণঃ
মম কৌশিক ভদ্রন্তে অযোধ্যাং ত্বরিতা রথৈঃ ॥২৪
রাজানং প্রশ্রিতৈর্বাক্যৈরানয়ন্তু পুরং মম।
প্রদানং বীর্য্যশুল্কায়াঃ কথয়ন্তু চ সর্বশঃ ॥২৫

এই দুই রাজপুত্রকে ধনু দর্শন করিতে বলুন। রামের সহিত বিশ্বামিত্র জনকের বাক্য শুনিয়া রঘুনন্দন রামকে বলিলেন,—বৎস! রাম! তুমি এই ধনু দর্শন কর।৮-১২

বিশ্বামিত্রের বাক্যানুসারে রাম ধনুর আধারস্বরূপ ঐ লৌহনির্মিত মঞ্জূষা উদ্‌ঘাটিত করিয়া ধনুটিকে দর্শন করিলেন ও বলিলেন,—আমি দিব্য ধনুশ্রেষ্ঠকে হস্তের দ্বারা স্পর্শ করিতেছি এবং এই ধনু উত্তোলন করিতে ও গুণযোজনা করিতে চেষ্টা করিতেছি। রাজা জনক 'বাঢ়ম্' বলিয়া সম্মতি জানাইলেন, বিশ্বামিত্রও তাহাই করিলেন। তখন রাম বিশ্বামিত্রের বাক্যানুসারে অবলীলাক্রমে ধনুর মধ্যভাগ গ্রহণ করিলেন এবং সহস্র সহস্র দর্শকের সম্মুখে অনায়াসেই ঐ ধনুতে গুণযোজনা করিলেন। গুণযোজনা করত ঐ ধনুতে শরসন্ধান করিবার জন্য আকর্ষণ করিয়াই যশস্বী রাম ধনুর মধ্যস্থল ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। ঐ সময় বজ্রশব্দের ন্যায় ঘোর শব্দ হইল। পর্বত বিদীর্ণ হইলে যেরূপ ভূমিকম্প হয়, ধনুর্ভঙ্গকালে সেইরূপ ভূমিকম্প হইল। ঐ সময় রাজা জনক, বিশ্বামিত্র ও রাম-লক্ষ্মণ ভিন্ন সকল লোকই বিকট শব্দে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ পর সকল লোক আশ্বস্ত হইলে পর রাজা জনক নিশ্চিন্ত হইলেন এবং বাগ্মী নরপতি কৃতাঞ্জলি হইয়া মুনিশ্রেষ্ঠকে বলিলেন। ১৩-২০

ভগবন্! আমি দশরথনন্দন রামের শক্তি দর্শন করিলাম। এই অতিশয় অদ্ভুত চিন্তাতীত ব্যাপার রামের দ্বারা সম্পন্ন হইবে—ইহা আমি সম্ভাবনাও করিতে পারি নাই। আমার কন্যা সীতা দশরথতনয় রামকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়া জনকবংশে কীর্তিবৃদ্ধি করিবে। কুশিকনন্দন! আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম—আমার কন্যা সীতা বীর্য্যশুল্কা। সেই প্রতিজ্ঞা অদ্য সত্য হইল। আমি প্রাণাধিকা কন্যাকে রামের হস্তে সম্প্রদান করিব। ব্রহ্মন্! আপনার অনুমতি হইলে আমার মন্ত্রিগণ অতিসত্বর অযোধ্যায় গমন করিতে পারে। মুনিবর! আপনার মঙ্গল হউক। আপনি অনুমতি করুন, আমার মন্ত্রিগণ ত্বরান্বিত হইয়া বিনীত বাক্যে সন্তুষ্ট করিয়া মহারাজ দশরথকে রথের দ্বারা আনয়ন করিতে পারে। তাহারা অযোধ্যায় যাইয়া বীর্য্যশুল্কা সীতার সম্প্রদানবৃত্তান্ত ও বিশ্বামিত্রের দ্বারা

মুনিগুপ্তৌ চ কাকুৎস্থৌ কথয়ন্তু নৃপায় বৈ।
প্রীতিযুক্তং তু রাজানমানয়ন্তু সুশীঘ্রগাঃ ॥২৬
কৌশিকস্তু তথেত্যাহ রাজা চাভাষ্য মন্ত্রিণঃ।
অযোধ্যাং প্রেষয়ামাস ধর্মাত্মা কৃতশাসনান্॥
যথাবৃত্তং সমাখ্যাতুমানেতুঞ্চ নৃপং তথা ॥২৭
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে সপ্তষষ্টিতমঃ সর্গঃ।

সুরক্ষিত রাম-লক্ষ্মণের সংবাদ মহারাজকে নিবেদন করুক। অনন্তর অতিসত্বর প্রীত দশরথকে এখানে আনয়ন করুক। বিশ্বামিত্র 'তথাস্তু' বলিয়া সম্মতি জানাইলে পর জনক মন্ত্রিগণকে কর্তব্যকর্মের অনুশাসন করিয়া সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করিতে ও দশরথকে আনয়ন করিতে অযোধ্যায় প্রেরণ করিলেন।২১-২৭

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডে সপ্তষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টষষ্টিতমঃ সর্গঃ

[জনকরাজেন প্রেষিতানাং মন্ত্রিণাং সমীপতো রাম-লক্ষ্মণয়োঃ সন্দেশং প্রাপ্য রাজ্ঞো দশরথস্য মিথিলাযাত্রোদ্যমঃ।]

জনকেন সমাদিষ্টা দূতাস্তে ক্লান্তবাহনাঃ।
ত্রিরাত্রমুষিতা মার্গে তেঽযোধ্যাং প্রাবিশন্ পুরীম্ ॥১
তে রাজবচনাদ্ গত্বা রাজবেশ্ম প্রবেশিতাঃ।
দদৃশুর্দেবসঙ্কাশং বৃদ্ধং দশরথং নৃপম্ ॥২
বদ্ধাঞ্জলিপুটাঃ সর্বে দূতা বিগতসাধ্বসাঃ।
রাজানং প্রশ্রিতং বাক্যমব্রুবন্ মধুরাক্ষরম্ ॥৩
মৈথিলো জনকো রাজা সাগ্নিহোত্রপুরস্কৃতঃ।
মুহুর্মুহুর্মধুরয়া স্নেহসংরক্তয়া গিরা ॥৪
কুশলং চাব্যয়ং চৈব সোপাধ্যায়পুরোহিতম্।
জনকস্ত্বাং মহারাজ পৃচ্ছতে সপুরঃসরম্ ॥৫
পৃষ্ট্বা কুশলমব্যগ্রং বৈদেহো মিথিলাধিপঃ।
কৌশিকানুমতে বাক্যং ভবন্তমিদমব্রবীৎ ॥৬
পূর্বং প্রতিজ্ঞা বিদিতা বীর্যশুল্কা মমাত্মজা।
রাজানশ্চ কৃতামর্ষা নির্বীর্য্যা বিমুখীকৃতাঃ ॥৭
সেয়ং মম সুতা রাজন্ বিশ্বামিত্রপুরস্কৃতৈঃ।
যদৃচ্ছয়াগতৈ রাজন্নির্জিতা তব পুত্রকৈঃ ॥৮
তচ্চ রত্নং ধনুর্দিব্যং মধ্যে ভগ্নং মহাত্মনা।
রামেণ হি মহাবাহো মহত্যাং জনসংসদি ॥৯
অস্মৈ দেয়া ময়া সীতা বীর্যশুল্কা মহাত্মনে।
প্রতিজ্ঞাং তর্তুমিচ্ছামি তদনুজ্ঞাতুমর্হসি ॥১০

অষ্টষষ্টিতম সর্গ

[জনকরাজ কর্তৃক প্রেরিত মন্ত্রিগণের মুখে রাম-লক্ষ্মণের সংবাদ পাইয়া অযোধ্যাধিপতি দশরথের মিথিলা-যাত্রার উদ্যম।]

জনকের আদেশপ্রাপ্ত দূতগণ বাহনসমূহের ক্লান্তির জন্য পথে তিনরাত্রি অতিবাহিত করিয়া অযোধ্যা-পুরীতে প্রবেশ করিল। অনন্তর দ্বাররক্ষীর দ্বারা মহারাজ দশরথের অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া ঐ দূতগণ রাজভবনে আনীত হইল। সেখানে তাহারা দেবতুল্য বৃদ্ধ দশরথনরপতিকে দেখিতে পাইল। দেখিয়াই দূতগণ ভয়-সঙ্কোচশূন্য হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে মহারাজ দশরথকে বিনীতভাবে মধুর বচন বলিলেন,— অযোধ্যাধিপ! মিথিলাপতি মহারাজ জনক অগ্নিহোত্র-কারী ঋত্বিক্‌সমূহের সহিত স্নেহপূর্ণবাক্যে বারংবার আপনার ও আপনার পুরোহিত, উপাধ্যায় ও ভৃত্যগণের অক্ষয়কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন।১-৫

বিদেহরাজ জনক আপনার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া বিশ্বামিত্রের সম্মতিক্রমে আপনাকে বলিয়াছেন— 'আমার কন্যা সীতা বীর্যশুল্কা অর্থাৎ উৎকর্ষপূর্ণ বীর্য্য প্রদর্শনকারীই সীতাকে বিবাহ করিতে পারিবে'

সোপাধ্যায়ো মহারাজ পুরোহিতপুরস্কৃতঃ।
শীঘ্রমাগচ্ছ ভদ্রন্তে দ্রষ্টুমর্হসি রাঘবৌ ॥১১
প্রতিজ্ঞা মম রাজেন্দ্র নির্বর্তয়িতুমর্হসি।
পুত্রয়োরুভয়োরের প্রীতিং ত্বমুপলপ্স্যসে ॥১২
এবং বিদেহাধিপতির্মধুরং বাক্যমব্রবীৎ।
বিশ্বামিত্রাভ্যনুজ্ঞাতঃ শতানন্দমতে স্থিতঃ ॥১৩
দূতবাক্যন্তু তচ্ছ্রুত্বা রাজা পরমহর্ষিতঃ।
বসিষ্ঠং বামদেবঞ্চ মন্ত্রিণশ্চৈবমব্রবীৎ ॥১৪
গুপ্তঃ কুশিকপুত্রেণ কৌসল্যানন্দনবর্ধনঃ।
লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা বিদেহেষু বসত্যসৌ ॥১৫

দৃষ্টবীর্য্যস্তু কাকুৎস্থো জনকেন মহাত্মনা।
সম্প্রদানং সুতায়াস্তু রাঘবে কর্তুমিচ্ছতি ॥১৬
যদি বো রোচতে বৃত্তং জনকস্য মহাত্মনঃ।
পুরীং গচ্ছামহে শীঘ্রং মা ভূৎ কালস্য পর্য্যয়ঃ ॥১৭
মন্ত্রিণো বাঢ়মিত্যাহুঃ সহ সর্বৈর্মহর্ষিভিঃ।
সুপ্রীতশ্চাব্রবীদ্ রাজা শ্বো যাত্রেতি চ মন্ত্রিণঃ ॥১৮
মন্ত্রিণস্তু সুরেন্দ্রস্য রাত্রিং পরমসৎকৃতাঃ।
ঊষুঃ প্রমুদিতাঃ সর্বে গুণৈঃ সর্বৈঃ সমন্বিতাঃ ॥১৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে অষ্টষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥৬৮

আমি এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম। আপনি নিশ্চয়ই ইহা অবগত আছেন। আমার ঐরূপ প্রতিজ্ঞার ফলে অনেক নরপতি বীর্য্যহীনতার জন্য প্রত্যাখ্যাত হইয়া আমার উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। রাজন্! এক্ষণে বিশ্বামিত্রের অনুবর্তী হইয়া রাম যদৃচ্ছাক্রমে মিথিলায় আসিয়াছেন এবং আমার কন্যাকে জয় করিয়াছেন। মহাবীর! মহতী জনসভায় মহাত্মা রাম আমার গৃহস্থিত দিব্য শৈবধনুর মধ্যভাগ ভগ্ন করিয়াছেন। আমি মহাত্মা রামকে বীর্য্যশুল্কা কন্যা দান করিতে ইচ্ছা করি। এই সময়ে আমার পূর্ব প্রতিজ্ঞা পালন করিতে ইচ্ছা হইয়াছে। আপনি অনুমতি প্রদান করুন।৬-১০

মহারাজ! আপনি উপাধ্যায় ও পুরোহিতগণকে সঙ্গে লইয়া অতিসত্বর মিথিলায় আগমন করুন এবং আপনার পুত্রদ্বয়কে দর্শন করুন। রাজেন্দ্র! আমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিবার সুযোগ দান করুন। আপনি এখানে উভয়পুত্রেরই বিবাহনিবন্ধন প্রীতিলাভ করিবেন। বিশ্বামিত্রের সম্মতিপ্রাপ্ত ও পুরোহিত শতানন্দের উপদেশপ্রাপ্ত মহারাজ জনক আপনাকে এইরূপ মধুর বাক্য বলিয়াছেন। দূতগণের বাক্য শুনিয়া দশরথ অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং বশিষ্ঠ, বামদেব ও মন্ত্রিগণকে বলিলেন,—কৌশল্যার আনন্দবর্ধনকারী রাম বিশ্বামিত্রকর্তৃক সুরক্ষিত হইয়া অনুজ লক্ষ্মণের সহিত বিদেহনগরে বাস করিতেছেন। সেখানে মহাত্মা জনক রামের বীর্য্যশক্তি দর্শন করিয়াছেন। সেইজন্য তিনি রামকে কন্যাদান করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। যদি মহাত্মা জনকের এই প্রস্তাব আপনাদের অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয়, তাহা হইলে শীঘ্রই আমরা মিথিলায় গমন করি। কালবিলম্বে প্রয়োজন নাই। সকল মহর্ষির সহিত মন্ত্রিগণ 'বাঢ়ম্' বলিয়া সম্মতি জানাইলেন। তখন রাজা দশরথ আনন্দিত হইয়া মন্ত্রিগণকে বলিলেন,—আগামী কল্য যাত্রা করিব। অনন্তর মহারাজ জনকের সর্বগুণভূষিত মন্ত্রিগণ সুখপ্রদ দৌত্যকার্য্যের জন্য দশরথকর্তৃক সমাদৃত হইয়া আনন্দের সহিত রাত্রি অতিবাহিত করিলেন।১১-১৯

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের আদিকাণ্ডে অষ্টষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

একোনসপ্ততিতমঃ সর্গঃ

[বসিষ্ঠাদিমুনিভিঃ চতুরঙ্গসৈন্যৈশ্চ সহ প্রভূতধনসমন্বিতস্য সবান্ধবস্য রাজ্ঞো দশরথস্য মিথিলাগমনম্, তত্র রাজ্ঞা জনকেন তেষাং স্বাগতসৎকারশ্চ ।]

ততো রাত্র্যাং ব্যতীতায়াং সোপাধ্যায়ঃ সবান্ধবঃ ।
রাজা দশরথো হৃষ্টঃ সুমন্ত্রমিদমব্রবীৎ ॥১
অদ্য সর্বে ধনাধ্যক্ষা ধনমাদায় পুষ্কলম্ ।
ব্রজন্ত্বগ্রে সুবিহিতা নানারত্নসমন্বিতাঃ ॥২
চতুরঙ্গবলঞ্চাপি শীঘ্রং নির্যাতু সর্বশঃ ।
মমাজ্ঞাসমকালঞ্চ যানং যুগ্যমনুত্তমম্ ॥৩
বসিষ্ঠো বামদেবশ্চ জাবালিরথ কশ্যপঃ ।
মার্কণ্ডেয়স্তু দীর্ঘায়ুঋর্ষিঃ কাত্যায়নস্তথা ॥৪
এতে দ্বিজাঃ প্রযান্ত্বগ্রে স্যন্দনং যোজয়স্ব মে ।
যথা কালাত্যয়ো ন স্যাদ্দূতা হি ত্বরয়ন্তি মাম্ ॥৫
বচনাচ্চ নরেন্দ্রস্য সেনা চ চতুরঙ্গিণী ।
রাজানমৃষিভিঃ সার্ধং ব্রজন্তং পৃষ্ঠতোঽন্বগাৎ ॥৬
গত্বা চতুরহং মার্গে বিদেহানভ্যুপেয়িবান্ ।
রাজা চ জনকঃ শ্রীমান্ শ্রুত্বা পূজামকল্পয়ৎ ॥৭
ততো রাজানমাসাদ্য বৃদ্ধং দশরথং নৃপম্ ।
মুদিতো জনকো রাজা প্রহর্ষং পরমং যযৌ ॥৮
উবাচ বচনং শ্রেষ্ঠো নরশ্রেষ্ঠং মুদান্বিতম্ ।
স্বাগতং তে নরশ্রেষ্ঠ দিষ্ট্যা প্রাপ্তোঽসি রাঘব ॥৯
পুত্রয়োরুভয়োঃ প্রীতিং লপ্স্যসে বীর্যনির্জিতাম্ ।
দিষ্ট্যা প্রাপ্তো মহাতেজা বসিষ্ঠো ভগবান্ ঋষিঃ ॥১০
সহ সর্বৈর্দ্বিজশ্রেষ্ঠৈর্দেবৈরিব শতক্রতুঃ ।
দিষ্ট্যা মে নির্জিতা বিঘ্না দিষ্ট্যা মে পূজিতং কুলম্ ॥১১
রাঘবৈঃ সহ সম্বন্ধাদ্ বীর্যশ্রেষ্ঠৈর্মহাবলৈঃ ।
শ্বঃ প্রভাতে নরেন্দ্র ত্বং সংবর্তয়িতুমর্হসি ॥১২

একোনসপ্ততিতম সর্গ

[বশিষ্ঠাদি ঋষি, চতুরঙ্গ সৈন্য ও প্রচুর ধন-রত্নাদি লইয়া সবান্ধব রাজা দশরথের মিথিলা গমন এবং তথায় রাজা জনক কর্তৃক তাঁহাদের স্বাগত সৎকার ।]

অনন্তর ঐ রাত্রি অতীত হইলে উপাধ্যায় ও বান্ধবগণ সহিত মহারাজ দশরথ আনন্দিত হইয়া সুমন্ত্রকে বলিলেন,—অদ্য কোষাধ্যক্ষগণ প্রচুর ধন ও নানাবিধ রত্নাদির সহিত সুরক্ষিতভাবে অগ্রে অগ্রে গমন করুক। অতিশীঘ্র চতুরঙ্গ সৈন্য নির্গত হউক। এখনই উৎকৃষ্ট শিবিকা, দোলা প্রভৃতিও নির্গত হউক। বশিষ্ঠ, বামদেব, জাবালি, কাশ্যপ, চিরজীবী মার্কণ্ডেয় ও কাত্যায়ন ঋষি—এই সকল ব্রাহ্মণেরা অগ্রে গমন করুন। তুমি আমার রথ যোজনা কর। জনকরাজার দূতগণ আমাকে ত্বরান্বিত করিতেছে। যাহাতে কালবিলম্ব না হয় সেইরূপ ব্যবস্থা কর।১-৫

তখন দশরথের আদেশে চতুরঙ্গিণী সেনা ঋষিগণ-সহিত গমনকারী মহারাজকে অনুসরণ করিয়া চলিল। চারিদিনে পথ অতিক্রম করিয়া দশরথ বিদেহনগরে উপস্থিত হইলেন। শ্রীমান্ জনক দশরথের আগমন-সংবাদ শুনিয়া অভ্যর্থনার আয়োজন করিলেন। অনন্তর বৃদ্ধ দশরথ রাজার নিকট গমন করিয়া অতিশয় আনন্দলাভ করিলেন। মহারাজ জনক অতিহৃষ্ট নরশ্রেষ্ঠ দশরথকে বলিলেন,—রঘুবংশজাত! নরাধিপ! আপনার শুভাগমন হউক। আমি সৌভাগ্যবশতঃ আপনাকে প্রাপ্ত হইয়াছি। আপনি নিজপুত্রগণের শক্তির দ্বারা উপার্জিত প্রীতি লাভ করিবেন। দেবগণ-বেষ্টিত হইয়া ইন্দ্র যেরূপ আগমন করেন, সেইরূপ মহাতেজস্বী ভগবান্ বশিষ্ঠ মহর্ষি ও ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণপরিবৃত হইয়া আমার সৌভাগ্যবশতই এখানে আগমন করিয়াছেন। এই পুণ্যবলে আমার সকল বিঘ্ন দূরীভূত হইল। ভাগ্যপ্রভাবে আমার কন্যার বিবাহসম্বন্ধ

যজ্ঞস্যান্তে নরশ্রেষ্ঠ বিবাহমৃষিসত্তমৈঃ ।
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা ঋষিমধ্যে নরাধিপঃ ॥১৩
বাক্যং বাক্যবিদাং শ্রেষ্ঠঃ প্রত্যুবাচ মহীপতিম্ ।
প্রতিগ্রহো দাতৃবশঃ শ্রুতমেতন্ময়া পুরা ॥১৪
যথা বক্ষ্যসি ধর্মজ্ঞ তৎ করিষ্যামহে বয়ম্ ।
তদ্ধর্মিষ্ঠং যশস্যঞ্চ বচনং সত্যবাদিনঃ ॥১৫
শ্রুত্বা বিদেহাধিপতিঃ পরং বিস্ময়মাগতঃ ।
ততঃ সর্বে মুনিগণাঃ পরস্পরসমাগমে ॥১৬
হর্ষেণ মহতা যুক্তাস্তাং রাত্রিমবসন্ সুখম্ ।
[অথ রামো মহাতেজা লক্ষ্মণেন সমং যযৌ ।
বিশ্বামিত্রং পুরস্কৃত্য পিতুঃ পাদাবুপস্পৃশন্ ॥]
রাজা চ রাঘবৌ পুত্রৌ নিশাম্য পরিহর্ষিতঃ ॥১৭
উবাস পরমপ্রীতো জনকেনাভিপূজিতঃ ।
জনকোঽপি মহাতেজাঃ ক্রিয়াধর্মেণ তত্ত্ববিৎ ॥
যজ্ঞস্য চ সুতাভ্যাঞ্চ কৃত্বা রাত্রিমুবাস হ ॥১৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে একোনসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥৬৯

মহাবলশালী মহাবীর রঘুবংশীয়গণের সহিত হওয়ায় আমার বংশ সম্মানিত হইবে। নরপতিশ্রেষ্ঠ! আগামী কল্য ঋষিগণের সহিত যজ্ঞ সমাপ্ত করিয়া বিবাহক্রিয়া সম্পন্ন করুন। সুবক্তা অযোধ্যাপতি দশরথ মহারাজ জনকের এইরূপ বাক্য শুনিয়া ঋষিগণ-সমক্ষে বলিলেন,—বিদেহাধিপ! ধর্মজ্ঞ! আমি পূর্বে শুনিয়াছি যে, কোন বস্তুর প্রতিগ্রহ দাতারই অধীন। সুতরাং আপনি যেরূপ বলিলেন, আমরা সেইরূপই করিব। সত্যবাদী দশরথের এইরূপ ধর্মযুক্ত যশস্কর বচন শুনিয়া বিদেহপতি জনক অতিশয় বিস্ময়যুক্ত হইলেন। অনন্তর পরস্পর-মিলনে মুনিগণ পরমানন্দ-সমন্বিত হইয়া সুখে সেই রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। মহাতেজস্বী রাম লক্ষ্মণের সহিত বিশ্বামিত্রকে অগ্রবর্তী করিয়া দশরথের পাদবন্দনা করিতে গমন করিলেন। রাজা দশরথ পুত্রদ্বয়কে দেখিয়া অতিশয় হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন এবং জনককর্তৃক পূজিত হইয়া পরমপ্রীতিসহকারে রাত্রিযাপন করিলেন। মহাতেজস্বী তত্ত্বজ্ঞানবান্ জনক যজ্ঞের অবশিষ্ট কার্য্য সম্পন্ন করিলেন এবং কন্যাদ্বয়ের বিবাহে পূর্বদিবসে অনুষ্ঠানোচিত ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া রাত্রি অতিবাহিত করিলেন।৬-১৮

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডে একোনসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

সপ্ততিতমঃ সর্গঃ

[জনকস্যেচ্ছয়া সাঙ্কাশ্যানগরীতঃ স্বীয়ভ্রাতুঃ কুশধ্বজস্যানয়নম্, রাজ্ঞো দশরথস্যানুরোধেন বসিষ্ঠেন সূর্য্যবংশস্য পরিচয়দানম্, শ্রীরাম-লক্ষ্মণয়োর্হস্তে জনককন্যায়াঃ সীতায়াঃ ঊর্মিলায়াশ্চ সম্প্রদানবিষয়ে বসিষ্ঠস্যানুমোদনম্।]

ততঃ প্রভাতে জনকঃ কৃতকর্মা মহর্ষিভিঃ।
উবাচ বাক্যং বাক্যজ্ঞঃ শতানন্দং পুরোহিতম্ ॥১
ভ্রাতা মম মহাতেজা বীর্য্যবানতিধার্মিকঃ।
কুশধ্বজ ইতি খ্যাতঃ পুরীমধ্যবসচ্ছুভাম্ ॥২
বার্য্যাফলকপর্যন্তাং পিবন্নিক্ষুমতীং নদীম্।
সাঙ্কাশ্যাং পুণ্যসঙ্কাশাং বিমানমিব পুষ্পকম্ ॥৩
তমহং দ্রষ্টুমিচ্ছামি যজ্ঞগোপ্তা স মে ততঃ।
প্রীতিং সোঽপি মহাতেজা ইমাং ভোক্তা ময়া সহ ॥৪
এবমুক্তে তু বচনে শতানন্দস্য সন্নিধৌ।
আগতাঃ কেচিদব্যগ্রা জনকস্তান্ সমাদিশৎ ॥৫
শাসনাত্তু নরেন্দ্রস্য প্রযযুঃ শীঘ্রবাজিভিঃ।
সমানেতুং নরব্যাঘ্রং বিষ্ণুমিন্দ্রাজ্ঞয়া যথা ॥৬
সাঙ্কাশ্যাং তে সমাগম্য দদৃশুশ্চ কুশধ্বজম্।
ন্যবেদয়ন্ যথাবৃত্তং জনকস্য চ চিন্তিতম্ ॥৭
তদ্‌বৃত্তং নৃপতিঃ শ্রুত্বা দূতশ্রেষ্ঠৈর্মহাজবৈঃ।
আজ্ঞয়া তু নরেন্দ্রস্য আজগাম কুশধ্বজঃ ॥৮
স দদর্শ মহাত্মানং জনকং ধর্মবৎসলম্।
সোঽভিবাদ্য শতানন্দং জনকং চাতিধার্মিকম্ ॥৯
রাজার্হং পরমং দিব্যমাসনং সোঽধ্যরোহত।
উপবিষ্টাবুভৌ তৌ তু ভ্রাতরাবমিতদ্যুতী ॥১০

সপ্ততিতম সর্গ

[জনকরাজার ইচ্ছায় স্বীয়ভ্রাতা কুশধ্বজকে সাঙ্কাশ্যানগরী হইতে আনয়ন, দশরথ রাজার অনুরোধে বশিষ্ঠকর্ত্তৃক সূর্য্যবংশের পরিচয় প্রদান এবং শ্রীরাম ও লক্ষ্মণের হস্তে জনককন্যা সীতা ও ঊর্মিলার সম্প্রদান-বিষয়ে বশিষ্ঠের সাদর অনুমোদন।]

অনন্তর প্রাতঃকালে বাগ্মী জনকরাজা মহর্ষিগণের সহিত প্রাতঃকৃত্য সম্পন্ন করিয়া পুরোহিত শতানন্দকে বলিলেন,—আমার ভ্রাতা কুশধ্বজ অতিধার্মিক, তেজস্বী ও মহাবলবান্। তিনি পুষ্পকবিমানের মত মনোহর কল্যাণময়ী সাঙ্কাশ্যানগরীতে বাস করিতেছেন। ঐ নগরীর প্রান্তদেশ পরিখারূপে ইক্ষুমতী নদীর দ্বারা বেষ্টিত। আমার ভ্রাতা ঐ নদীর জল পান করেন। ঐ কুশধ্বজ আমার যজ্ঞাদি কার্য্যের রক্ষাকর্তা। এই সময় আমি তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা করি। তিনি এখানে আসিয়া আমার সহিত এই উৎসবে আনন্দলাভ করুন। শতানন্দের নিকট জনক এইরূপ বলিলে পর কয়েকজন কর্মপটু পুরুষ সেইস্থানে উপস্থিত হইল। মহারাজ জনক তাহাদিগকে আদেশ করিলেন।১-৫

ইন্দ্রের আদেশে দেবদূতগণ যেভাবে বিষ্ণুকে আনয়ন করিতে গমন করিয়াছিল, সেইভাবে জনকের আদেশানুসারে ঐ পুরুষগণ দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ করিয়া কুশধ্বজকে আনয়ন করিতে গমন করিল। তাহারা সাঙ্কাশ্যানগরীতে উপস্থিত হইয়া কুশধ্বজকে দর্শন করিল। অনন্তর মহারাজ জনকের মনোভাব যথাযথভাবে নিবেদন করিল। দ্রুতগামী দূতগণের নিকট জনকের অভিপ্রায় বুঝিয়া তাঁহার আজ্ঞানুসারে কুশধ্বজ মিথিলায় আগমন করিলেন। আসিয়াই ধর্মপ্রিয় মহাত্মা জনককে দর্শন করিলেন এবং পরমধার্মিক শতানন্দকে ও জনককে অভিবাদন করিলেন। অনন্তর কুশধ্বজ রাজোচিত দিব্য আসনে উপবেশন করিলেন। অতিশয় দীপ্তিমান্ দুই ভ্রাতা—জনক ও কুশধ্বজ নিজ নিজ আসনে উপবিষ্ট হইয়া মন্ত্রিপ্রবর সুদামনকে আদেশ করিলেন,—মন্ত্রিশ্রেষ্ঠ! তুমি শীঘ্র গমন কর। অপরিমিত-প্রভাবান্ অপরাজেয় ইক্ষ্বাকুনন্দন রাজা দশরথকে পুত্র ও মন্ত্রিগণের সহিত এই স্থানে আনয়ন কর। মন্ত্রিপ্রবর সুদামন শিবিরে গমন করিয়া রঘুকুলবর্ধন দশরথকে দর্শন করিলেন এবং অবনতমস্তকে অভিবাদন করিয়া

প্রেষয়ামাসতুর্বীরৌ মন্ত্রিশ্রেষ্ঠং সুদামনম্ ।
গচ্ছ মন্ত্রিপতে শীঘ্রমিক্ষ্বাকুমমিতপ্রভম্ ॥১১
আত্মজৈঃ সহ দুর্ধর্ষমানয়স্ব সমন্ত্রিণম্ ।
ঔপকার্য্যাং স গত্বা তু রঘুণাং কুলবর্ধনম্ ॥১২
দদর্শ শিরসা চৈনমভিবাদ্যেদমব্রবীৎ ।
অযোধ্যাধিপতে বীর বৈদেহো মিথিলাধিপঃ ॥১৩
স ত্বাং দ্রষ্টুং ব্যবসিতঃ সোপাধ্যায়-পুরোহিতম্ ।
মন্ত্রিশ্রেষ্ঠবচঃ শ্রুত্বা রাজা সর্ষিগণস্তদা ॥১৪
সবন্ধুরগমত্তত্র জনকো যত্র বর্ততে ।
রাজা চ মন্ত্রিসহিতঃ সোপাধ্যায়ঃ সবান্ধবঃ ॥১৫
বাক্যং বাক্যবিদাং শ্রেষ্ঠো বৈদেহমিদমব্রবীৎ ।
বিদিতং তে মহারাজ ইক্ষ্বাকুকুলদৈবতম্ ॥১৬
বক্তা সর্বেষু কৃত্যেষু বসিষ্ঠো ভগবান্ ঋষিঃ ।
বিশ্বামিত্রাভ্যনুজ্ঞাতঃ সহ সর্বৈর্মহর্ষিভিঃ ॥১৭
এষ বক্ষ্যতি ধর্মাত্মা বসিষ্ঠো মে যথাক্রমম্ ।
তূষ্ণীভূতে দশরথে বসিষ্ঠো ভগবান্ ঋষিঃ ॥১৮
উবাচ বাক্যং বাক্যজ্ঞো বৈদেহং সপুরোধসম্ ।
অব্যক্তপ্রভবো ব্রহ্মা শাশ্বতো নিত্য অব্যয়ঃ ॥১৯
তস্মান্মরীচিঃ সংজজ্ঞে মরীচেঃ কশ্যপঃ সুতঃ ।
বিবস্বান্ কশ্যপাজ্জজ্ঞে মনুর্বৈবস্বতঃ স্মৃতঃ ॥২০
মনুঃ প্রজাপতিঃ পূর্বমিক্ষ্বাকুশ্চ মনোঃ সুতঃ ।
তমিক্ষ্বাকুমযোধ্যায়াং রাজানং বিদ্ধি পূর্বকম্ ॥২১
ইক্ষ্বাকোস্তু সুতঃ শ্রীমান্ কুক্ষিরিত্যেব বিশ্রুতঃ ।
কুক্ষেরথাত্মজঃ শ্রীমান্ বিকুক্ষিরুদপদ্যত ॥২২
বিকুক্ষেস্তু মহাতেজা বাণঃ পুত্রঃ প্রতাপবান্ ।
বাণস্য তু মহাতেজা অনরণ্যঃ প্রতাপবান্ ॥২৩
অনরণ্যাৎ পৃথুর্জজ্ঞে ত্রিশঙ্কুস্তু পৃথোরপি ।
ত্রিশঙ্কোরভবৎ পুত্রো ধুন্ধুমারো মহাযশাঃ ॥২৪

বলিলেন,—অযোধ্যাধিপ ! বীরবর ! মিথিলাপতি জনক উপাধ্যায় ও পুরোহিতের সহিত আপনাকে দেখিতে অভিলাষী হইয়াছেন। মন্ত্রিশ্রেষ্ঠের এইরূপ বাক্য শুনিয়া রাজা দশরথ ঋষিগণের সহিত বন্ধুগণকে সঙ্গে লইয়া গমন করিলেন। জনকরাজা যেস্থানে অবস্থিত আছেন, উপাধ্যায়, মন্ত্রী ও বন্ধুজনের সহিত সেইস্থানে উপস্থিত হইয়া সুবক্তা দশরথ জনককে বলিলেন,—মহারাজ ! আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে, মহর্ষি ভগবান্ বশিষ্ঠ ইক্ষ্বাকুগণের কুলদেবতা। তিনি সকলকার্য্যেই আমার বক্তব্যবিষয় সুন্দরভাবে বর্ণনা করেন। এখন বিশ্বামিত্র ও অন্যান্য ঋষিগণের সম্মতি হইলে তিনি যথাক্রমে আমার বংশপরিচয় বর্ণন করিবেন। এইরূপ বলিয়া দশরথ মৌনভাব অবলম্বন করিলে পর ভগবান্ বাগ্মিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ পুরোহিতসহিত জনককে বলিলেন,—মায়া-সমন্বিত ব্রহ্ম হইতে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার উৎপত্তি হইয়াছে। ঐ ব্রহ্মা দ্বিপরার্ধকাল পর্য্যন্ত থাকেন বলিয়া আমাদের অপেক্ষায় নিত্য ও অক্ষয়। ব্রহ্মা হইতে মরীচি, মরীচি হইতে কশ্যপ, কশ্যপ হইতে বিবস্বান, বিবস্বান্ হইতে মনুনামক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। ঐ মনু প্রজাপতি বলিয়া খ্যাত হইয়াছিলেন। মনুর ইক্ষ্বাকু নামে পুত্র হয়। ঐ ইক্ষ্বাকুকেই অযোধ্যা-পুরীর প্রথম রাজা বলিয়া জানিবেন। ইক্ষ্বাকুর পুত্র শ্রীমান্ "কুক্ষি" নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। কুক্ষির পুত্র বিকুক্ষি, বিকুক্ষির পুত্র বাণ অতিশয় তেজস্বী ও প্রতাপশালী ছিলেন। তাহার পুত্র অনরণ্যও মহাতেজা এবং প্রতাপবান্ ছিলেন। অনরণ্য হইতে পৃথু, পৃথু হইতে ত্রিশঙ্কু, ত্রিশঙ্কু হইতে মহাযশস্বী ধুন্ধুমার, ধুন্ধুমার হইতে মহাবীর যুবনাশ্ব, যুবনাশ্ব হইতে মহীপতি মান্ধাতা, মান্ধাতা হইতে শ্রীমান্ সুসন্ধি জন্মগ্রহণ করে। অনন্তর সুসন্ধি হইতে ধ্রুবসন্ধি ও প্রসেনজিৎ নামে দুইটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। ধ্রুবসন্ধির পুত্র যশস্বী ভরত। ভরতের পুত্র মহাতেজা অসিত। হৈহয়, তালজঙ্ঘ ও শশবিন্দু আদি বীরগণ ভরতপুত্র অসিতের শত্রু হইয়াছিল। তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া অসিতরাজা সৈন্যের অল্পতার জন্য পরাজিত ও নির্বাসিত হইয়াছিলেন। তিনি ভার্য্যাদ্বয়ের সহিত হিমালয়ে গমন করেন এবং সৈন্য না থাকায় রাজ্য উদ্ধার করিতে না পারিয়া প্রাণত্যাগ করেন। শোনা

ধুন্ধুমারান্মহাতেজা যুবনাশ্বো মহারথঃ।
যুবনাশ্বসুতশ্চাসীন্মান্ধাতা পৃথিবীপতিঃ ॥২৫
মান্ধাতুস্তু সুতঃ শ্রীমান্ সুসন্ধিরুদপদ্যত।
সুসন্ধেরপিপুত্রৌ দ্বৌ ধ্রুবসন্ধিঃ প্রসেনজিৎ ॥২৬
যশস্বী ধ্রুবসন্ধেস্তু ভরতো নাম নামতঃ।
ভরতাত্তু মহাতেজা অসিতো নাম জায়ত ॥২৭
যস্যৈতে প্রতিরাজান উদপদ্যন্ত শত্রবঃ।
হৈহয়াস্তালজঙ্ঘাশ্চ শূরাশ্চ শশবিন্দবঃ ॥২৮
তাংশ্চ সম্প্রতিযুধ্যন্ বৈ যুদ্ধে রাজা প্রবাসিতঃ।
হিমবন্তমুপাগম্য ভার্য্যাভ্যাং সহিতস্তদা ॥২৯
অসিতোঽল্পবলো রাজা কালধর্ম্মমুপেয়িবান্।
দ্বে চাস্য ভার্য্যে গর্ভিণ্যৌ বভূবতুরিতি শ্রুতিঃ ॥৩০
একা গর্ভবিনাশার্থং সপত্ন্যৈ সগরং দদৌ।
ততঃ শৈলবরে রম্যে বভূবাভিরতো মুনিঃ ॥৩১
ভার্গবশ্চ্যবনো নাম হিমবন্তমুপাশ্রিতঃ।
তত্র চৈকা মহাভাগা ভার্গবং দেববর্চসম্ ॥৩২
ববন্দে পদ্মপত্রাক্ষী কাঙ্ক্ষন্তী সুতমুত্তমম্।
তমৃষিঃ সাভ্যুপাগম্য কালিন্দী চাভ্যবাদয়ৎ ॥৩৩

স তামভ্যবদদ্ বিপ্রঃ পুত্রেপ্সুং পুত্রজন্মনি।
তব কুক্ষৌ মহাভাগে সুপুত্রঃ সুমহাবলঃ ॥৩৪
মহাবীর্য্যো মহাতেজা অচিরাৎ সংজনিষ্যতি।
গরেণ সহিতঃ শ্রীমান্ মা শুচঃ কমলেক্ষণে ॥৩৫
চ্যবনঞ্চ নমস্কৃত্য রাজপুত্রী পতিব্রতা।
পতিনা রহিতা তস্মাৎ (ক) পুত্রং দেবী ব্যজায়ত ॥৩৬
সপত্ন্যা তু গরস্তস্যৈ দত্তো গর্ভজিঘাংসয়া।
সহ তেন গরেণৈব সঞ্জাতঃ সগরোঽভবৎ ॥৩৭
সগরস্যাসমঞ্জস্তু অসমঞ্জাদথাংশুমান্।
দিলীপোঽংশুমতঃ পুত্রো দিলীপস্য ভগীরথঃ ॥৩৮
ভগীরথাৎ ককুৎস্থশ্চ ককুৎস্থাচ্চ রঘুস্তথা।
রঘোস্তু পুত্রস্তেজস্বী প্রবৃদ্ধঃ পুরুষাদকঃ ॥৩৯
কল্মাষপাদোঽপ্যভবত্তস্মাজ্জাতস্তু শঙ্খণঃ।
সুদর্শনঃ শঙ্খণস্য অগ্নিবর্ণঃ সুদর্শনাৎ ॥৪০
শীঘ্রগস্ত্বগ্নিবর্ণস্য শীঘ্রগস্য মরুঃ সুতঃ।
মরোঃ প্রশুশ্রুকস্তাসীদম্বরীষঃ প্রশুশ্রুকাৎ ॥৪১

যায় যে, ঐ সময় অসিতের দুই পত্নীই গর্ভবতী ছিলেন।৬-৩০

তাহাদের মধ্যে একজন সপত্নীর গর্ভনাশ করিবার জন্য তাহাকে বিষপ্রদান করেন। সেই সময় ঐ রমণীয় হিমালয়পর্বতে ভৃগুপুত্র চ্যবন তপস্যারত ছিলেন। একদিন কমললোচনা ভাগ্যবতী কালিন্দী দেবতুল্য-তেজস্বী চ্যবনের নিকট যাইয়া তাঁহাকে বন্দনা করিল এবং উত্তমপুত্র কামনা করিয়া তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিল। তখন বিপ্রবর চ্যবন পুত্রার্থিনী কালিন্দীকে পুত্রজন্মসম্বন্ধে বলিলেন,—ভাগ্যবতি! তোমার গর্ভে মহাবলবান্ মহাতেজা মহাবীর উত্তম পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে। কমলনয়নে! তুমি শোক করিও না। তোমার পুত্র বিষের সহিত ভূমিষ্ঠ হইবে। এই কথা শুনিয়া পতিব্রতা পতিহীনা রাজপুত্রী কালিন্দী চ্যবনকে প্রণাম করিলেন। কিছুদিন পরে ঐ কালিন্দী একটি পুত্র প্রসব করেন। সপত্নী কালিন্দীর গর্ভনাশ করিবার জন্য বিষদান করিয়াছিল। ঐ বিষের (গর) সহিত পুত্র ভূমিষ্ঠ হওয়ায় পুত্রটি 'সগর' নামে পরিচিত হইল।৩১-৩৭

সগরের পুত্র অসমঞ্জ, অসমঞ্জের পুত্র অংশুমান্, অংশুমানের পুত্র দিলীপ, দিলীপের পুত্র ভগীরথ, এইরূপ ভগীরথের ককুৎস্থ, ককুৎস্থের রঘু ও রঘুর পুত্র তেজস্বী প্রবৃদ্ধ। এই প্রবৃদ্ধ শাপবশতঃ রাক্ষসত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং কল্মাষপাদ নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। কল্মাষপাদের পুত্র শঙ্খণ, শঙ্খণের পুত্র সুদর্শন, সুদর্শনের পুত্র অগ্নিবর্ণ, অগ্নিবর্ণের শীঘ্রগ পুত্র হয়। অনন্তর শীঘ্রগের পুত্র মরু, মরুর পুত্র প্রশুশ্রুক,

(ক) পত্যা বিরহিতা তস্মাৎ—।

অম্বরীষস্য পুত্রোঽভূন্নহুষশ্চ মহীপতিঃ ।
নহুষস্য যযাতিস্তু নাভাগস্তু যযাতিজঃ ॥৪২
নাভাগস্য বভূবাজঃ অজাদ্দশরথোঽভবৎ ।
অস্মাদ্দশরথাজ্জাতৌ ভ্রাতরৌ রাম-লক্ষ্মণৌ ॥৪৩
আদিবংশবিশুদ্ধানাং রাজ্ঞাং পরমধর্মিণাম্ ।
ইক্ষ্বাকুকুলজাতানাং বীরাণাং সত্যবাদিনাম্ ॥৪৪
রাম-লক্ষ্মণয়োরর্থে ত্বৎসুতে বরয়ে নৃপ ।
সদৃশাভ্যাং নরশ্রেষ্ঠ সদৃশে দাতুমর্হসি ॥৪৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে সপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥

প্রশুশ্রুকের পুত্র অম্বরীষ, অম্বরীষের পুত্র নহুষরাজা, নহুষের পুত্র যযাতি, যযাতির পুত্র নাভাগ, নাভাগের পুত্র অজ, অজের পুত্র দশরথ। এই দশরথ হইতে রাম ও লক্ষ্মণ দুই ভ্রাতা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। নরনাথ! চিরকালবিশুদ্ধ পরমধার্মিক মহাবীর ও সত্যবাদী ইক্ষ্বাকু-বংশীয়গণের বংশে জাত রাম ও লক্ষ্মণের জন্য আপনার কন্যাদ্বয়কে প্রার্থনা করিতেছি। নরশ্রেষ্ঠ! উপযুক্ত পাত্রে উপযুক্ত কন্যাদ্বয়কে সম্প্রদান করুন।৩৮-৪৫

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণে আদিকাণ্ডে সপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

একসপ্ততিতমঃ সর্গঃ

[রাজ্ঞা জনকেন স্ববংশস্য কীর্তনম্, শ্রীরাম-লক্ষ্মণয়োর্হস্তে সীতায়া ঊর্মিলায়াশ্চ সম্প্রদানবিষয়ে প্রতিজ্ঞা।]

এবং ব্রুবাণং জনকঃ প্রত্যুবাচ কৃতাঞ্জলিঃ ।
শ্রোতুমর্হসি ভদ্রং তে কুলং নঃ পরিকীর্তিতম্ ॥১
প্রদানে হি মুনিশ্রেষ্ঠ কুলং নিরবশেষতঃ ।
বক্তব্যং কুলজাতেন তন্নিবোধ মহামতে ॥২
রাজা ভূৎ ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতঃ স্বেন কর্মণা ।
নিমিঃ পরমধর্মাত্মা সর্বসত্ত্ববতাং বরঃ ॥৩
তস্য পুত্রো মিথির্নাম জনকো মিথিপুত্রকঃ ।
প্রথমো জনকো রাজা জনকাদপ্যুদাবসুঃ ॥৪
উদাবসোস্তু ধর্মাত্মা জাতো বৈ নন্দিবর্ধনঃ ।
নন্দিবর্ধসুতঃ শূরঃ সুকেতুর্নাম নামতঃ ॥৫
সুকেতোরপি ধর্মাত্মা দেবরাতো মহাবলঃ ।
দেবরাতস্য রাজর্ষের্বৃহদ্রথ ইতি স্মৃতঃ ॥৬

একসপ্ততিতম সর্গ

[রাজা জনককর্তৃক নিজবংশপরিচয়কীর্তন এবং শ্রীরাম ও লক্ষ্মণের হস্তে যথাক্রমে সীতা ও ঊর্মিলাকে সম্প্রদানের প্রতিজ্ঞা।]

দশরথের বংশপরিচয়প্রদানকারী বশিষ্ঠকে মহারাজ জনক কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন,—মুনিবর! আপনার মঙ্গল হউক। আমি নিজবংশপরিচয় কীর্তন করিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন। জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ! কন্যাদানকালে বংশপরিচয়কীর্তন করা সৎকুলজাত ব্যক্তিমাত্রেরই কর্তব্য। সেইজন্য আমি বলিতেছি, আপনি অবহিত হউন। পুরাকালে নিমি-নামে একজন রাজা ছিলেন। তিনি পরমধার্মিক ও বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। স্বীয়কর্মপ্রভাবে তিনি ত্রিলোকে বিশেষভাবে খ্যাত হইয়াছিলেন। নিমির পুত্র মিথি, মিথির পুত্র জনক। এই জনকই প্রথম জনকরাজনামে পরিচিত হন। তাঁহার নামানুসারে এই বংশের সকলেই জনকনামে খ্যাত হইয়া থাকেন। জনক হইতে উদাবসু, উদাবসু হইতে ধার্মিক নন্দবর্ধন, নন্দিবর্ধনের পুত্র মহাবীর সুকেতু, সুকেতুর পুত্র ধার্মিক ও মহাবলবান দেবরাত, দেবরাতের পুত্র রাজর্ষি বৃহদ্রথ, বৃহদ্রথের পুত্র বলবান্

বৃহদ্রথস্য শূরোঽভূন্মহাবীরঃ প্রতাপবান্।
মহাবীরস্য ধৃতিমান্ সুধৃতিঃ সত্যবিক্রমঃ ॥৭
সুধৃতেরপি ধর্মাত্মা ধৃষ্টকেতুঃ সুধার্মিকঃ।
ধৃষ্টকেতোশ্চ রাজর্ষের্হর্য্যশ্ব ইতি বিশ্রুতঃ ॥৮
হর্য্যশ্বস্য মরুঃ পুত্রো মরোঃ পুত্রঃ প্রতীন্ধকঃ।
প্রতীন্ধকস্য ধর্মাত্মা রাজা কীর্তিরথঃ সুতঃ ॥৯
পুত্রঃ কীর্তিরথস্যাপি দেবমীঢ় ইতি স্মৃতঃ।
দেবমীঢ়স্য বিবুধো বিবুধস্য মহীধ্রকঃ ॥১০
মহীধ্রকসুতো রাজা কীর্তিরাতো মহাবলঃ।
কীর্তিরাতস্য রাজর্ষের্মহারোমা ব্যজায়ত ॥১১
মহারোম্নস্তু ধর্মাত্মা স্বর্ণরোমা ব্যজায়ত।
স্বর্ণরোম্নস্তু রাজর্ষের্হ্রস্বরোমা ব্যজায়ত ॥১২
তস্য পুত্রদ্বয়ং রাজ্ঞো ধর্মজ্ঞস্য মহাত্মনঃ।
জ্যেষ্ঠোঽহমনুজো ভ্রাতা মম বীরঃ কুশধ্বজঃ ॥১৩
মান্তু জ্যেষ্ঠং পিতা রাজ্যে সোঽভিষিচ্য পিতা মম।
কুশধ্বজং সমাবেশ্য ভারং ময়ি বনং গতঃ ॥১৪
বৃদ্ধে পিতরি স্বর্যাতে ধর্মেণ ধুরমাবহম্।
ভ্রাতরং দেবসঙ্কাশং স্নেহাৎ পশ্যন্ কুশধ্বজম্ ॥১৫
কস্যচিত্ত্বথ কালস্য সাঙ্কাশ্যাদাগতঃ পুরাৎ।
সুধন্বা বীর্য্যবান্ রাজা মিথিলামবরোধকঃ ॥১৬
স চ মে প্রেষয়ামাস শৈবং ধনুরনুত্তমম্।
সীতা চ কন্যা পদ্মাক্ষী মহ্যং বৈ দীয়তামিতি ॥১৭
তস্যাপ্রদানান্মহর্ষে (ক) যুদ্ধমাসীন্ময়া সহ।
স হতো বিমুখো (খ) রাজা সুধন্বা তু ময়া রণে ॥১৮
নিহত্য তং মুনিশ্রেষ্ঠ সুধন্বানং নরাধিপম্।
সাঙ্কাশ্যে ভ্রাতরং শূর (গ) মভ্যষিঞ্চং কুশধ্বজম্ ॥১৯
কনীয়ানেষ মে ভ্রাতা অহং জ্যেষ্ঠো মহামুনে।
দদামি পরমপ্রীতো বধ্বৌ তে মুনিপুঙ্গব ॥২০
সীতাং রামায় ভদ্রং তে ঊর্মিলাং লক্ষ্মণায় বৈ।
বীর্য্যশুল্কাং মম সুতাং সীতাং সুরসুতোপমাম্ ॥২১
দ্বিতীয়ামূর্মিলাং চৈব ত্রির্বদামি ন সংশয়ঃ।
দদামি পরমপ্রীতো বধ্বৌ তে মুনিপুঙ্গব ॥২২

প্রতাপশালী মহাবীর নামে খ্যাত হন। মহাবীরের পুত্র ধৈর্য্যবান্ পরাক্রমী সুধৃতি, সুধৃতির পুত্র ধার্মিক ধৃষ্টকেতু, রাজর্ষি ধৃষ্টকেতুর পুত্র হর্য্যশ্ব, হর্য্যশ্বের পুত্র মরু, মরুর পুত্র প্রতীন্ধক, প্রতীন্ধকের পুত্র রাজা কীর্তিরথ, কীর্তিরথের পুত্র দেবমীঢ়, দেবমীঢ়ের পুত্র বিবুধ, বিবুধের পুত্র মহীধ্রক, মহীধ্রকের পুত্র কীর্তিরাত, রাজর্ষি কীর্তিরাতের পুত্র ছিলেন মহারোমা। মহারোমার পুত্র স্বর্ণরোমা, স্বর্ণরোমার পুত্র হ্রস্বরোমা, হ্রস্বরোমার দুই পুত্র—আমি জ্যেষ্ঠ ও এই কুশধ্বজ কনিষ্ঠ। আমি জ্যেষ্ঠপুত্র বলিয়া আমাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া এবং কুশধ্বজের ভার আমার উপর অর্পণ করিয়া মদীয় পিতৃদেব বনে গমন করেন।১-১৪

বৃদ্ধপিতা স্বর্গগমন করিলে পর দেবসদৃশ ভ্রাতা কুশধ্বজকে স্নেহের সহিত পালন করিতে করিতে ধর্মানুসারে রাজ্যভার বহন করিতেছি। এইভাবে কিছুকাল অতীত হইলে একদা সাঙ্কাশ্যানগরী হইতে আসিয়া মহাবলবান্ সুধন্বানামক রাজা মিথিলা অবরোধ করেন। তিনি দূত পাঠাইয়া নিজ অভিপ্রায় জানাইলেন—শ্রেষ্ঠ শৈবধনু ও কমললোচনা সীতাকে আমার হস্তে প্রদান কর। ঋষিশ্রেষ্ঠ! আমি তাঁহার প্রার্থিত বস্তু প্রদান না করায় আমার সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়। ঐ যুদ্ধে সুধন্বাকে বিমুখ করত নিহত করিয়াছিলাম। মুনিবর! সুধন্বাকে নিহত করিয়া কনিষ্ঠভ্রাতা মহাবীর কুশধ্বজকে সাঙ্কাশ্যাপুরীতে অভিষিক্ত করিলাম। এই আমার কনিষ্ঠ-ভ্রাতা ও আমি জ্যেষ্ঠ। মুনিশ্রেষ্ঠ! আমি কন্যাদ্বয়কে রঘুবংশের বধূ করিবার জন্য প্রীতির সহিত দান করিতেছি। দেবকন্যাসদৃশী বীর্য্যশুল্কা আমার কন্যা সীতাকে রামের হস্তে এবং ঊর্মিলাকে লক্ষ্মণের হস্তে সম্প্রদান করিতেছি। এই কথা ত্রিসত্য করিয়া

পাঠান্তরঃ—(ক) তস্যাপ্রদানাদ্ ব্রহ্মর্ষে—।
(খ) হতোঽভিমুখো—। (গ) —অভিষিঞ্চ্য

রাম-লক্ষ্মণয়ো রাজন্ গোদানং কারয়স্ব হ।
পিতৃকার্য্যঞ্চ ভদ্রং তে ততো বৈবাহিকং কুরু ॥২৩
মঘা হ্যদ্য মহাবাহো তৃতীয়দিবসে প্রভো।
ফাল্গুন্যামুত্তরে রাজংস্তস্মিন্ বৈবাহিকং কুরু ॥
রাম-লক্ষ্মণয়োরর্থে দানং কার্য্যং সুখোদয়ম্ ॥২৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে একসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥

বলিতেছি—ইহাতে কোনরূপ সংশয় নাই। আমি প্রীত হইয়াই দান করিতেছি। মহারাজ! দশরথ! রাম-লক্ষ্মণের নিমিত্ত গোদান, পিতৃকার্য্য, নান্দীমুখ-শ্রাদ্ধাদি করুন। মহাবীর! আজ মঘানক্ষত্র, সেইজন্য আগামী তৃতীয়দিবসে উত্তরফাল্গুনীনক্ষত্রে আপনি বিবাহকার্য্য সম্পন্ন করুন। এই অবসরে রাম ও লক্ষ্মণের মঙ্গলের জন্য সুখজনক স্বর্ণাদি দ্রব্য দান করা উচিত।১৫-২৪

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডে একসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

দ্বিসপ্ততিতমঃ সর্গঃ

[বসিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রয়োর্ভরত-শত্রুঘ্নাভ্যাং জনকভ্রাতৃসুতে দাতুং জনকং প্রত্যুক্তিঃ, বসিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রপূজনং, দশরথস্য জনক-কুশধ্বজপ্রশংসা, আবাসগমনম্, শ্রাদ্ধাদিকরণঞ্চ।]

তমুক্তবন্তং বৈদেহং বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ।
উবাচ বচনং বীরং বসিষ্ঠসহিতো নৃপম্ ॥১
অচিন্ত্যান্যপ্রমেয়াণি কুলানি নরপুঙ্গব।
ইক্ষ্বাকূণাং বিদেহানাং নৈষাং তুল্যোঽস্তি কশ্চন ॥২
সদৃশো ধর্ম্মসম্বন্ধঃ সদৃশো রূপসম্পদা।
রাম-লক্ষ্মণয়ো রাজন্ সীতা চোর্মিলয়া সহ ॥৩
বক্তব্যঞ্চ নরশ্রেষ্ঠ শ্রূয়তাং বচনং মম।
ভ্রাতা যবীয়ান্ ধর্ম্মজ্ঞ এষ রাজা কুশধ্বজঃ ॥৪
অস্য ধর্ম্মাত্মনো রাজন্ রূপেণাপ্রতিমং ভুবি।
সুতাদ্বয়ং নরশ্রেষ্ঠ পত্ন্যর্থং বরয়ামহে ॥৫
ভরতস্য কুমারস্য শত্রুঘ্নস্য চ ধীমতঃ।
বরয়ে তে সুতে রাজংস্তয়োরর্থে মহাত্মনোঃ ॥৬
পুত্রা দশরথস্যেমে রূপ-যৌবনশালিনঃ।
লোকপালসমাঃ সর্ব্বে দেবতুল্যপরাক্রমাঃ ॥৭
উভয়োরপি রাজেন্দ্র সম্বন্ধেনানুবধ্যতাম্।
ইক্ষ্বাকুকুলমব্যগ্রং ভবতঃ (ক) পুণ্যকর্ম্মণঃ ॥৮

দ্বিসপ্ততিতম সর্গ

[জনকভ্রাতা কুশধ্বজের সুতাদ্বয়কে ভরত ও শত্রুঘ্নের হস্তে সম্প্রদানের জন্য জনকের প্রতি বশিষ্ঠ এবং বিশ্বামিত্রের উক্তি, বসিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের পূজা, দশরথ কর্ত্তৃক জনক ও কুশধ্বজের প্রশংসা, বাসস্থানে গমন ও শ্রাদ্ধাদি করণ।]

বিদেহরাজ জনক এই বলিতে থাকিলে মহামুনি বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের সহিত মহাবীর জনককে বলিলেন,—নরশ্রেষ্ঠ! ইক্ষ্বাকু ও বিদেহবংশ অচিন্তনীয় ও অপ্রমেয়। এই দুই বংশের তুল্য অন্য কোন বংশ নাই। এই দুই বংশে পরস্পর বিবাহসম্বন্ধ অতি উপযুক্ত। রামের পক্ষে সীতা ও লক্ষ্মণের পক্ষে উর্মিলা রূপ-সৌন্দর্য্যে পরস্পরের অনুরূপ হইয়াছে। নরশ্রেষ্ঠ! এক্ষণে আমার একটি বক্তব্য আছে, তাহা শ্রবণ করুন। আপনার কনিষ্ঠভ্রাতা কুশধ্বজ ধর্ম্মপরায়ণ। রাজন্! এই ধার্মিক কুশধ্বজের দুইটি কন্যা আছে। তাহারা রূপে পৃথিবীতে তুলনারহিত। ঐ দুইটি কন্যাকে রঘুবংশের বধূরূপে বরণ করিতে ইচ্ছা করি।১-৫

কুমার ভরত ও শত্রুঘ্ন অতিশয় বুদ্ধিমান্। সেই দুই মহাত্মার জন্য ঐ দুইটি কন্যা প্রার্থনা করিতেছি। মহারাজ দশরথের চারিটি পুত্রই রূপযৌবনসম্পন্ন, লোক-পালতুল্য এবং দেবতুল্যবিক্রমশালী। রাজেন্দ্র! আপনি

পাঠান্তরঃ—(ক)—ভবন্তঃ পুণ্যকর্ম্মণঃ।

বিশ্বামিত্রবচঃ শ্রুত্বা বসিষ্ঠস্য মতে তদা।
জনকঃ প্রাঞ্জলির্বাক্যমুবাচ মুনিপুঙ্গবৌ ॥৯
কুলং ধন্যমিদং মন্যে যেষাং তৌ মুনিপুঙ্গবৌ।
সদৃশং কুলসম্বন্ধং যদাজ্ঞাপয়তঃ স্বয়ম্ ॥১০
এবং ভবতু ভদ্রং বঃ কুশধ্বজসুতে ইমে।
পত্ন্যৌ ভজেতাং সহিতৌ শত্রুঘ্ন-ভরতাবুভৌ ॥১১
একাহ্না রাজপুত্রীণাং চতসৃণাং মহামুনে।
পাণীন্ গৃহ্ণন্তু চত্বারো রাজপুত্রা মহাবলাঃ ॥১২
উত্তরে দিবসে ব্রহ্মন্ ফল্গুনীভ্যাং মনীষিণঃ।
বৈবাহিকং প্রশংসন্তি ভগো যত্র প্রজাপতিঃ ॥১৩
এবমুক্ত্বা বচঃ সৌম্যং প্রত্যুত্থায় কৃতাঞ্জলিঃ।
উভৌ মুনিবরৌ রাজা জনকো বাক্যমব্রবীৎ ॥১৪
পরো ধর্ম্মঃ কৃতো মহ্যং শিষ্যোঽস্মি ভবতোস্তথা।
ইমান্যাসনমুখ্যানি আস্যতাং মুনিপুঙ্গবৌ ॥১৫

যথা দশরথস্যেয়ং তথাঽযোধ্যা পুরী মম।
প্রভুত্বে নাস্তি সন্দেহো যথার্হং কর্তুমর্হথঃ ॥১৬
তথা ব্রুবতি বৈদেহে জনকে রঘুনন্দনঃ।
রাজা দশরথো হৃষ্টঃ প্রত্যুবাচ মহীপতিম্ ॥১৭
যুবামসংখ্যেয়গুণৌ ভ্রাতরৌ মিথিলেশ্বরৌ।
ঋষয়ো রাজসঙ্ঘাশ্চ ভবদ্ভ্যামভিপূজিতাঃ ॥১৮
স্বস্তি প্রাপ্নুহি ভদ্রং তে গমিষ্যামঃ স্বমালয়ম্।
শ্রাদ্ধকর্ম্মাণি বিধিবদ্ বিধাস্য ইতি চাব্রবীৎ ॥১৯
তমাপৃষ্ট্বা নরপতিং রাজা দশরথস্তদা।
মুনীন্দ্রৌ তৌ পুরস্কৃত্য জগামাশু মহাযশাঃ ॥২০
স গত্বা নিলয়ং রাজা শ্রাদ্ধং কৃত্বা বিধানতঃ।
প্রভাতে কাল্যমুত্থায় চক্রে গোদানমুত্তমম্ ॥২১
গবাং শতসহস্রঞ্চ ব্রাহ্মণেভ্যো নরাধিপঃ।
একৈকশো দদৌ রাজা পুত্রানুদ্দিশ্য ধর্মতঃ ॥২২

উভয়ের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া নিজপুণ্যবলে ইক্ষ্বাকু-বংশকে ঘনিষ্ঠতাসূত্রে আবদ্ধ করুন। বশিষ্ঠের অনুমোদিত বিশ্বামিত্রের বাক্য শুনিয়া জনক কৃতাঞ্জলি-পুটে মুনিদ্বয়কে বলিলেন,—আমার বংশকে ধন্য বলিয়া মনে করিতেছি, যেহেতু মুনিশ্রেষ্ঠ আপনারা দুইজন উপযুক্ত কুলে সম্বন্ধ স্থাপন করিতে আজ্ঞা করিতেছেন। আপনারা যেরূপ বলিতেছেন, সেইরূপই হউক। কুশধ্বজের কন্যাদ্বয় ভরত ও শত্রুঘ্নের পত্নী হইয়া উভয়কে ভজন করুক। মুনিবর! একদিনেই মহাবলবান্ রাজপুত্রচতুষ্টয় চারিটি রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করুন। ব্রহ্মন্! আগামী পরশ্বদিবসে উত্তরফাল্গুনীনক্ষত্র হইবে। ঐ নক্ষত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ভগ-নামক প্রজাপতি। মনীষিগণ ঐ দিবসে অনুষ্ঠিত বিবাহকার্য্যের প্রশংসা করেন। এইরূপ মনোহর বাক্য বলিয়া গাত্রোত্থান-পূর্বক কৃতাঞ্জলিপুটে রাজা জনক উভয়মুনিকে বলিলেন,—মুনিশ্রেষ্ঠদ্বয়! আপনারা উভয়ে আমার পরমধর্ম সম্পাদন করিলেন। আমি আপনাদের শিষ্য। আপনারা এই উত্তম আসনে উপবেশন করুন।৯-১৫

এক্ষণে এই মিথিলানগরী যেরূপ দশরথের নিজস্ব হইয়াছে, সেইরূপ অযোধ্যাপুরীও আমার নিজস্ব হইয়াছে। সুতরাং আপনাদের প্রভুত্বস্বীকারে আমাদের কোনরূপ সন্দেহ নাই। যাহা যোগ্য বলিয়া মনে করিবেন, তাহাই করিবেন। বিদেহপতি জনক এইরূপ বলিতে থাকিলে রঘুনন্দন দশরথ অতিশয় হর্ষান্বিত হইয়া মহারাজ জনককে বলিলেন,—মিথিলাপতি আপনারা উভয়ভ্রাতাই অসংখ্যগুণান্বিত। আপনারা ঋষিগণের ও রাজগণের সম্মান করিয়া থাকেন। আপনারা কল্যাণলাভ করুন। আপনাদের মঙ্গল হউক। এক্ষণে আমরা স্বীয় আবাসে গমন করি। বিধিপূর্বক শ্রাদ্ধকর্মের অনুষ্ঠান করিতে হইবে—এই কথাও বলিলেন। যশস্বী রাজা দশরথ জনককে আমন্ত্রণ-পূর্বক বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রকে অগ্রে লইয়া স্বীয় আবাসে সত্বর গমন করিলেন। সেখানে গমন করিয়া দশরথ বিধিপূর্বক শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পাদন করিলেন এবং প্রাতঃকালে অনুষ্ঠেয় উত্তম গোদান-ক্রিয়া নির্বাহ করিলেন। নরপতি দশরথ পুত্রগণের মঙ্গলের জন্য ধর্মানুসারে প্রত্যেক পুত্রের

সুবর্ণশৃঙ্গাঃ সম্পন্নাঃ সবৎসাঃ কাংস্যদোহনাঃ।
গবাং শতসহস্রাণি চত্বারি পুরুষর্ষভঃ ॥২৩

বিত্তমন্যচ্চ সুবহু দ্বিজেভ্যো রঘুনন্দনঃ।
দদৌ গোদানমুদ্দিশ্য পুত্রাণাং পুত্রবৎসলঃ ॥২৪

স সুতৈঃ কৃতগোদানৈর্বৃতঃ সন্ নৃপতিস্তদা।
লোকপালৈরিবাভাতি বৃতঃ সৌম্যঃ প্রজাপতিঃ ॥২৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে দ্বিসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥

উদ্দেশে ব্রাহ্মণগণকে একলক্ষসংখ্যক ধেনু দান করিলেন। এইভাবে সুবর্ণশৃঙ্গবতী বৎস-সহিতা দুগ্ধবতী চারিলক্ষ ধেনু কাংস্যনির্মিত দোহনপাত্রসহিত দান করিলেন। পুত্রবৎসল অযোধ্যাপতি গোদান-ক্রিয়া উপলক্ষ্যে প্রচুরপরিমাণে ধন দান করিলেন। অনন্তর গোদানক্রিয়াকারী পুত্রগণের দ্বারা পরিবৃত হইয়া মহারাজ দশরথ লোকপালবেষ্টিত প্রজাপতির ন্যায় শোভিত হইলেন।১৬-২৫

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডে দ্বিসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

ত্রিসপ্ততিতমঃ সর্গঃ

[যুধাজিতো দশরথসন্নিধাবাগমনম্, দশরথস্য জনকযজ্ঞভূমিগমনম্, বসিষ্ঠ-জনকয়োরুক্তি-প্রত্যুক্তী, জনক-বাক্যেন বসিষ্ঠস্য পৌরহিত্যকরণম্, রামাদীনাং বিবাহশ্চ।]

যস্মিংস্তু দিবসে রাজা চক্রে গোদানমুত্তমম্।
তস্মিংস্তু দিবসে বীরো যুধাজিৎ সমুপেয়িবান্ ॥১

পুত্রঃ কেকয়রাজস্য সাক্ষাদ্ ভরতমাতুলঃ।
দৃষ্ট্বা পৃষ্ট্বা চ কুশলং রাজানমিদমব্রবীৎ ॥২

কেকয়াধিপতী রাজা স্নেহাৎ কুশলমব্রবীৎ।
যেষাং কুশলকামোঽসি তেষাং সম্প্রত্যনাময়ম্ ॥৩

স্বস্রীয়ং মম রাজেন্দ্র দ্রষ্টুকামো মহীপতিঃ।
তদর্থমুপযাতোঽহমযোধ্যাং রঘুনন্দনঃ ॥৪

শ্রুত্বা ত্বহমযোধ্যায়াং বিবাহার্থং তবাত্মজান্।
মিথিলামুপয়াতাংস্তু ত্বয়া সহ মহীপতে ॥৫

ত্বরয়াভ্যুপযাতোঽহং দ্রষ্টুকামঃ স্বসুঃ সুতম্।
অথ রাজা দশরথঃ প্রিয়াতিথিমুপস্থিতম্ ॥৬

ত্রিসপ্ততিতম সর্গ

[দশরথের সমীপে যুধাজিতের আগমন, জনকের যজ্ঞভূমিতে দশরথের গমন, বশিষ্ঠ এবং জনকের মধ্যে উভয়ের উক্তি-প্রত্যুক্তি, জনকের বাক্যানুসারে বশিষ্ঠের পৌরহিত্যকরণ ও রামাদির বিবাহ।]

যেদিন রাজা দশরথ গোদান-নামক শ্রেষ্ঠকার্য্য সম্পন্ন করিলেন, সেই দিন মহাবীর যুধাজিৎ মিথিলায় উপস্থিত হইলেন। এই যুধাজিৎ কেকয়রাজার পুত্র ও ভরতের মাতুল। তিনি দশরথকে দর্শন ও কুশল-জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন,—রাজন্! কেকয়রাজ স্নেহবশতঃ আপনার কুশলজিজ্ঞাসা করিয়াছেন এবং আপনি যাহাদের কুশল কামনা করেন, তাঁহাদের কুশলসংবাদ জানাইয়াছেন। রাজেন্দ্র কেকয়রাজ আমার ভাগিনেয় ভরতকে দেখিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। সেইজন্য আমি অযোধ্যায় গমন করিয়াছিলাম। আপনার পুত্রগণ বিবাহের জন্য মিথিলায় আপনার সহিত আসিয়াছেন—এই কথা অযোধ্যায় শুনিয়া আমি ভাগিনেয়কে দেখিবার জন্য সত্বর এখানে আসিয়াছি। তখন রাজা দশরথ সম্মাননীয় প্রিয় অতিথিকে যথোচিত উপচারে সম্মানিত করিলেন। অনন্তর মহাত্মা পুত্রগণের সহিত তিনি সেই রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগপূর্বক প্রাতঃকৃত্য সম্পন্ন করিয়া ক্রিয়ানিপুণ

দৃষ্ট্বা পরমসংকারৈঃ পূজনার্হমপূজয়ৎ ।
ততস্তামুষিতো রাত্রিং সহ পুত্রৈর্মহাত্মভিঃ ॥৭
প্রভাতে পুনরুত্থায় কৃত্বা কর্মাণি তত্ত্ববিৎ ।
ঋষীংস্তদা পুরস্কৃত্য যজ্ঞবাটমুপাগমৎ ॥৮
যুক্তে মুহূর্তে বিজয়ে সর্বাভরণভূষিতৈঃ ।
ভ্রাতৃভিঃ সহিতো রামঃ কৃতকৌতুকমঙ্গলঃ ॥৯
বসিষ্ঠং তু পুরস্কৃত্য মহর্ষীনপরানপি ।
বসিষ্ঠো ভগবানেত্য বৈদেহমিদমব্রবীৎ ॥১০
রাজা দশরথো রাজন্ কৃতকৌতুকমঙ্গলৈঃ ।
পুত্রৈর্নরবরশ্রেষ্ঠো দাতারমভিকাঙ্ক্ষতে ॥১১
দাতৃ-প্রতিগ্রহীতৃভ্যাং সর্বার্থাঃ সম্ভবন্তি হি ।
স্বধর্মং প্রতিপদ্যস্ব কৃত্বা বৈবাহ্যমুত্তমম্ ॥১২
ইত্যুক্তঃ পরমোদারো বসিষ্ঠেন মহাত্মনা ।
প্রত্যুবাচ মহাতেজা বাক্যং পরমধর্মবিৎ ॥১৩

কঃ স্থিতঃ প্রতিহারো মে কস্যাজ্ঞাং সংপ্রতীক্ষতে ।
স্বগৃহে কো বিচারোঽস্তি যথা রাজ্যমিদং তব ॥১৫
কৃতকৌতুকসর্বস্বা বেদিমূলমুপাগতাঃ ।
মম কন্যা মুনিশ্রেষ্ঠ দীপ্তা বহ্নেরিবার্চিষঃ ॥১৫
সদ্যোঽহং ত্বৎপ্রতীক্ষোঽস্মি বেদ্যামস্যাং প্রতিষ্ঠিতঃ ।
অবিঘ্নং ক্রিয়তাং সর্বং কিমর্থং হি বিলম্ব্যতে ॥১৬
তদ্বাক্যং জনকেনোক্তং শ্রুত্বা দশরথস্তদা ।
প্রবেশয়ামাস সুতান্ সর্বানৃষিগণানপি ॥১৭
ততো রাজা বিদেহানাং বসিষ্ঠমিদমব্রবীৎ ।
কারয়স্ব ঋষে সর্বামৃষিভিঃ সহ ধার্মিকঃ ॥১৮
রামস্য লোকরামস্য ক্রিয়াং বৈবাহিকীং প্রভো ।
তথেত্যুক্ত্বা তু জনকং বসিষ্ঠো ভগবান্ ঋষিঃ ॥১৯
বিশ্বামিত্রং পুরস্কৃত্য শতানন্দঞ্চ ধার্মিকম্ ।
প্রপামধ্যে তু বিধিবদ্ বেদিং কৃত্বা মহাতপাঃ ॥২০

দশরথ ঋষিগণের সহিত যজ্ঞস্থলে গমন করিলেন। বিবাহের পূর্বে অনুষ্ঠেয় সূত্রবন্ধনাদি মাঙ্গলিক কার্য্য অনুষ্ঠিত হইলে সর্বাভরণভূষিত ভ্রাতৃগণের সহিত শুভ লগ্নে বিজয়মুহূর্তে বশিষ্ঠ ও অন্যান্য মহর্ষিগণকে অগ্রবর্তী করিয়া রামও ঐ যজ্ঞস্থলে গমন করিলেন। তখন ভগবান্ বশিষ্ঠ বিদেহরাজ জনককে বলিলেন।১-১০

রাজন্! নরশ্রেষ্ঠ রাজা দশরথ মাঙ্গলিক আচারসম্পন্ন পুত্রগণের সহিত আসিয়া দাতার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন। দাতা ও প্রতিগ্রহীতা উপস্থিত হইলে দানক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়। অতএব এই উত্তম বিবাহকর্ম সম্পন্ন করিয়া আপনার দাতৃধর্ম রক্ষা করুন। মহাত্মা বশিষ্ঠ এইরূপ বলিলে উদারপ্রকৃতি পরমধার্মিক মহাতেজা জনক বলিলেন,—দ্বারদেশে দ্বাররক্ষক কে আছে—যে দশরথের আগমনে বাধা দিতেছে? তিনি কাহার আদেশের প্রতীক্ষা করিতেছেন? নিজগৃহে প্রবেশ করিতে দ্বিধা-ভাব কেন? এই রাজ্য অযোধ্যা-রাজ্যের মত তাঁহারই। মুনিশ্রেষ্ঠ! আমার কন্যাগণ মাঙ্গলিক আচার সম্পন্ন করিয়া উজ্জ্বল অগ্নিশিখার ন্যায় বেদিমধ্যে অবস্থান করিতেছে। আমিও বেদিতে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহার প্রতীক্ষায় রহিয়াছি। তিনি নির্বিঘ্নে সকল কার্য্য সম্পন্ন করুন, বিলম্ব করিতেছেন কেন? রাজা দশরথ জনকের বক্তব্য বশিষ্ঠের নিকট শুনিয়া ঋষিগণকে ও পুত্রগণকে সভাস্থলে আনয়ন করিলেন। তখন বিদেহরাজ বশিষ্ঠকে বলিলেন,—পরম-ধার্মিক! মুনিবর! আপনি ঋষিগণের সহিত জনপ্রিয় রামের বিবাহসম্বন্ধী কার্য্যসমূহ সম্পাদন করুন। ভগবান্ বশিষ্ঠ জনককে তথাস্তু বলিয়া সম্মতি জানাইলেন এবং ধর্মজ্ঞ বিশ্বামিত্রও শতানন্দকে সঙ্গে লইয়া বিবাহ-মণ্ডপে যথাবিধি বেদি নির্মাণ করিলেন। অনন্তর সেই বেদির চারিদিক্ গন্ধ, পুষ্প ও সুবর্ণনির্মিত পালিকার দ্বারা অলঙ্কৃত করিলেন। পরে যথাস্থানে যথাবিধি অঙ্কুর সমন্বিত চিত্রিতকুম্ভ, অঙ্কুরযুক্ত শরাব, ধূপযুক্ত ধূপপাত্র, শঙ্খপাত্র, স্রুব, স্রুক্ প্রভৃতি অর্ঘ্যযুক্ত পাত্র, লাজ (খই) পূর্ণপাত্র, সংস্কারযুক্ত আতপতণ্ডুল ও কুশসমূহ স্থাপন করিলেন। অনন্তর মুনিশ্রেষ্ঠ মহাতেজা বশিষ্ঠ বিধি অনুসারে মন্ত্র উচ্চারণ করত ঐ বেদিতে অগ্নিস্থাপন করিলেন এবং শাস্ত্রবিধানানুসারে মন্ত্রের সহিত ঐ অগ্নিতে আহুতি দিলেন। এই কার্য্যটি সমাপ্ত

অলঞ্চকার তাং বেদিং গন্ধ-পুষ্পৈঃ সমন্ততঃ।
সুবর্ণপালিকাভিশ্চ চিত্রকুম্ভৈশ্চ সাঙ্কুরৈঃ ॥২১
অঙ্কুরাঢ্যৈঃ শরাবৈশ্চ ধূপপাত্রৈঃ সধূপকৈঃ।
শঙ্খপাত্রৈঃ স্রুবৈঃ স্রুগ্‌ভিঃ পাত্রৈরর্ঘ্যাদি পূজিতৈঃ ॥২২
লাজপূর্ণৈশ্চ পাত্রীভিরক্ষতৈরপি সংস্কৃতৈঃ।
দর্ভৈঃ সমৈঃ সমাস্তার্য্য বিধিবন্মন্ত্রপূর্বকম্ ॥২৩
অগ্নিমাধায় তাং বেদ্যাং বিধিমন্ত্রপুরস্কৃতম্।
জুহাবাগ্নৌ মহাতেজা বসিষ্ঠো মুনিপুঙ্গবঃ ॥২৪
ততঃ সীতাং সমানীয় সর্বাভরণভূষিতাম্।
সমক্ষমগ্নেঃ সংস্থাপ্য রাঘবাভিমুখে তদা ॥২৫
অব্রবীজ্জনকো রাজা কৌশল্যানন্দবর্ধনম্।
ইয়ং সীতা মম সুতা সহধর্মচরী তব ॥২৬
প্রতীচ্ছ চৈনাং ভদ্রং তে পাণিং গৃহ্ণীষ্ব পাণিনা।
পতিব্রতা মহাভাগা ছায়েবানুগতা সদা ॥২৭
ইত্যুক্ত্বা প্রাক্ষিপদ্ রাজা মন্ত্রপূতং জলং তদা।
সাধু সাধ্বিতি দেবানামৃষীণাং বদতাং তদা ॥২৮
দেবদুন্দুভিনির্ঘোষঃ পুষ্পবর্ষো মহানভূৎ।
এবং দত্ত্বা সুতাং সীতাং মন্ত্রোদক-পুরস্কৃতাম্ ॥২৯
অব্রবীজ্জনকো রাজা হর্ষেণাভি-পরিপ্লুতঃ।
লক্ষ্মণাগচ্ছ ভদ্রং তে ঊর্মিলামুদ্যতাং ময়া ॥৩০
প্রতীচ্ছ পাণিং গৃহ্ণীষ্ব মা ভূৎকালস্য পর্য্যয়ঃ।
তমেবমুক্ত্বা জনকো ভরতং চাভ্যভাষত ॥৩১
গৃহাণ পাণিং মাণ্ডব্যাঃ পাণিনা রঘুনন্দন।
শত্রুঘ্নং চাপি ধর্মাত্মা অব্রবীন্মিথিলেশ্বরঃ ॥৩২
শ্রুতকীর্তের্মহাবাহো পাণিং গৃহ্ণীষ্ব পাণিনা।
সর্বে ভবন্তঃ সৌম্যাশ্চ সর্বে সুচিরতব্রতাঃ ॥৩৩
পত্নীভিঃ সন্তু কাকুৎস্থা মা ভূৎ কালস্য পর্য্যয়ঃ।
জনকস্য বচঃ শ্রুত্বা পাণীন্ পাণিভিরস্পৃশন্।
চত্বারস্তে চতুর্ণাং বসিষ্ঠস্য মতে স্থিতাঃ।
অগ্নিং প্রদক্ষিণং কৃত্বা বেদিং রাজানমেব চ ॥৩৫
ঋষীংশ্চাপি মহাত্মানঃ সহভার্য্যা রঘূদ্বহাঃ।
যথোক্তেন ততশ্চক্রুর্বিবাহং বিধিপূর্বকম্ ॥৩৬
পুষ্পবৃষ্টির্মহত্যাসীদন্তরিক্ষাৎ সুভাস্বরা।
দিব্যদুন্দুভিনির্ঘোষৈর্গীতবাদিত্রনিঃস্বনৈঃ ॥৩৭

হইলে জনকরাজা সকলাভরণভূষিতা সীতাকে আনয়ন করিলেন এবং অগ্নির সাক্ষাতে রামের অভিমুখে তাহাকে বসাইয়া কৌশল্যানন্দবর্ধন রামকে বলিলেন,—আমার কন্যা সীতা তোমার সহধর্মিণী হউক। তুমি ইহাকে গ্রহণ কর, তোমার মঙ্গল হউক। এখন তুমি নিজ হস্ত দ্বারা ইহার হস্ত ধারণ কর। এই সীতা পতিব্রতা হইয়া ছায়ার ন্যায় তোমার অনুগামিনী হইবে। এইরূপ বলিয়া রাজা জনক মন্ত্রপূত জল রামের হস্তে নিক্ষেপ করিলেন। সেই সময় দেবতা ও ঋষিগণ সাধু সাধু বলিয়া হর্ষপ্রকাশ করিলেন। দেবদুন্দুভির নিনাদ ও পুষ্পবৃষ্টি হইল। এইভাবে মন্ত্রপূত জল দ্বারা কন্যা সীতাকে রামের হস্তে সমর্পণ করিয়া অতিশয় হৃষ্ট জনক বলিলেন,—লক্ষ্মণ! তুমি এইস্থানে আগমন কর। তোমাকে পতিরূপে গ্রহণ করিতে উদ্যতা ঊর্মিলাকে তুমি গ্রহণ কর। ইহার হস্ত গ্রহণ কর, শুভ সময় অতীত না হইয়া যায়। লক্ষ্মণকে এইরূপ বলিয়া জনক ভরতকে বলিলেন।১১-৩১

রঘুনন্দন ভরত! তুমি নিজ হস্ত দ্বারা মাণ্ডবীর পাণিগ্রহণ কর। অনন্তর মিথিলাপতি ধার্মিক রাজা শত্রুঘ্নকে বলিলেন,—মহাবীর! তুমিও নিজ হস্ত দ্বারা শ্রুতকীর্তির পাণিগ্রহণ কর। তোমরা চারিভ্রাতা সকলেই প্রিয়দর্শন ও ব্রহ্মচর্য্যাদি ব্রতপালনকারী। তোমরা এখন পত্নী গ্রহণ কর। বিলম্বের প্রয়োজন নাই। জনকের বাক্য শুনিয়া চারি ভ্রাতা বশিষ্ঠের সম্মতি অনুসারে নিজহস্ত দ্বারা চারিটি রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করিলেন। অনন্তর তাঁহারা ভার্য্যাদিগের সহিত অগ্নিবেদি জনকরাজা ও ঋষিগণকে প্রদক্ষিণ করিলেন। এইভাবে মহাত্মা রঘুকুলকুমারগণ শাস্ত্রোক্ত নিয়মানুসারে বিধিপূর্বক বিবাহ করিলেন। সেই সময় অত্যুজ্জ্বল পুষ্পসমূহের বর্ষণ হইতে লাগিল। দেবদুন্দুভি-

ননৃতুশ্চাপ্সরঃসঙ্ঘা গন্ধর্বাশ্চ জগুঃ কলম্‌ ।
বিবাহে রঘুমুখ্যানাং তদদ্ভুতমদৃশ্যত ॥৩৮
ঈদৃশে বর্তমানে তু তূর্যোদ্‌ঘুষ্টনিনাদিতে (ক) ।
ত্রিরগ্নিং তে পরিক্রম্য ঊহুর্ভার্য্যা মহৌজসঃ ॥৩৯

শব্দ, সঙ্গীত ও বাদ্যশব্দের সহিত অপ্সরাগণ নৃত্য করিতে লাগিল এবং গন্ধর্বগণ গান করিতে লাগিল। রঘুনন্দনগণের বিবাহকালে সকল ব্যাপারই অদ্ভুত বলিয়া প্রতীত হইল। তূর্য্য প্রভৃতি বাদ্যের ধ্বনিতে মুখরিত ঐ সময়ে মহাবলবান্‌ ভ্রাতৃচতুষ্টয় অগ্নিকে

পাঠান্তরঃ—(ক) তূর্যোৎকৃষ্টে নিনাদিতে।

অথোপকার্য্যং জগ্মুস্তে সভার্য্যা রঘুনন্দনাঃ ।
রাজাপ্যনুযযৌ পশ্যন্‌ সর্ষিসঙ্ঘঃ সবান্ধবঃ ॥৪০
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে ত্রিসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥

তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া পত্নীগণকে গ্রহণ করিলেন। অনন্তর তাঁহারা ভার্য্যাগণের সহিত শিবিরে গমন করিলেন। রাজা দশরথও ঋষিগণ ও বন্ধুগণের সহিত তাঁহাদিগকে দেখিতে দেখিতে অনুগমন করিলেন।৩২-৪০

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের আদিকাণ্ডে ত্রিসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

চতুঃসপ্ততিতমঃ সর্গঃ

[বিশ্বামিত্রস্য প্রস্থানম্‌, দশরথস্য অযোধ্যাগমনম্‌, দশরথসমীপে পরশুরামস্যাগমনম্‌, ঋষিদত্তার্ঘগ্রহণঞ্চ ।]

অথ রাত্র্যাং ব্যতীতায়াং বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ ।
আপৃষ্ট্বা তৌ চ রাজানৌ জগামোত্তরপর্বতম্‌ ॥১
বিশ্বামিত্রে গতে রাজা বৈদেহং মিথিলাধিপম্‌ ।
আপৃষ্ট্বৈব জগামাশু রাজা দশরথঃ পুরীম্‌ ॥২
[গচ্ছন্তং তং তু রাজানমন্বগচ্ছন্নরাধিপঃ]
অথ রাজা বিদেহানাং দদৌ কন্যাধনং বহু ।
গবাং শতসহস্রাণি বহূনি মিথিলেশ্বরঃ ॥৩
কম্বলানাঞ্চ মুখ্যানাং ক্ষৌম্যান্‌ কোট্যম্বরাণি চ ।
হস্ত্যশ্ব-রথ-পাদাতং দিব্যরূপং স্বলঙ্কৃতম্‌ ॥৪
দদৌ কন্যাশতং তাসাং দাসীদাসমনুত্তমম্‌ ।
হিরণ্যস্য সুবর্ণস্য মুক্তানাং বিদ্রুমস্য চ ॥৫
দদৌ রাজা সুসংহৃষ্টঃ কন্যাধনমনুত্তমম্‌ ।
দত্ত্বা বহুবিধং রাজা সমনুজ্ঞাপ্য পার্থিবম্‌ ॥৬
প্রবিবেশ স্বনিলয়ং মিথিলাং মিথিলেশ্বরঃ ।

চতুঃসপ্ততিতম সর্গ

[বিশ্বামিত্রের প্রস্থান, দশরথের অযোধ্যাগমন ও তাঁহার সমীপে পরশুরামের আগমন, ঋষিপ্রদত্ত অর্ঘ গ্রহণ]

অনন্তর রাত্রি প্রভাত হইলে মহামুনি বিশ্বামিত্র মহারাজ দশরথ ও মহারাজ জনকের নিকট বিদায় লইয়া উত্তরপর্বতে প্রস্থান করিলেন। বিশ্বামিত্র গমন করিলে পর দশরথ বিদেহমতি জনকের নিকট বিদায় লইয়া অতিসত্বর অযোধ্যায় যাইতে আয়োজন করিতে লাগিলেন। বিদেহরাজ জনক কন্যাদিগকে একলক্ষ ধেনু, বহু উৎকৃষ্ট কম্বল, অনেক ক্ষৌমবস্ত্র, কোটিসংখ্যক সাধারণ বস্ত্র, হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি-সমন্বিত সৈন্য, সুন্দরী এবং আভরণসহিতা শতসংখ্যক দাসী ও বহুভৃত্য, রজত, সুবর্ণ, মুক্তা ও প্রবালসমূহ এবং উৎকৃষ্ট অলঙ্কার স্ত্রীধনরূপে প্রদান করিলেন। অনন্তর দশরথ গমন করিতে আরম্ভ করিলে মিথিলাধীশ্বর তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দশরথের অনুমতিক্রমে প্রত্যাবর্তন করত মিথিলায় নিজ ভবনে প্রবেশ করিলেন। মহাত্মা পুত্রগণের সহিত অযোধ্যাপতি দশরথও সকল মহর্ষিকে অগ্রবর্তী করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সৈন্যসমূহ অনুগমন

রাজাপ্যযোধ্যাধিপতিঃ সহ পুত্রৈর্মহাত্মভিঃ ॥৭
ঋষীন্ সর্বান্ পুরস্কৃত্য জগাম সবলানুগঃ।
গচ্ছন্তং তু নরব্যাঘ্রং সর্ষিসঙ্ঘং সরাঘবম্ ॥৮
ঘোরাস্তু পক্ষিণো বাচো ব্যাহরন্তি সমন্ততঃ।
ভৌমাশ্চৈব মৃগাঃ সর্বে গচ্ছন্তি স্ম প্রদক্ষিণম্ ॥৯
তান্ দৃষ্ট্বা রাজশার্দূলো বসিষ্ঠং পর্য্যপৃচ্ছত।
অসৌম্যাঃ পক্ষিণো ঘোরা মৃগাশ্চাপি প্রদক্ষিণাঃ ॥১০
কিমিদং হৃদয়োৎকম্পি মনো মম বিষীদতি।
রাজ্ঞো দশরথস্যৈতচ্ছ্রুত্বা বাক্যং মহান্ ঋষিঃ ॥১১
উবাচ মধুরাং বাণীং শ্রূয়তামস্য যৎফলম্।
উপস্থিতং ভয়ং ঘোরং দিব্যং পক্ষিমুখাচ্চ্যুতম্ ॥১২
মৃগাঃ প্রশময়ন্ত্যেতে সন্তাপস্ত্যজ্যতাময়ম্।
তেষাং সংবদতাং তত্র বায়ুঃ প্রাদুর্বভূব হ ॥১৩

কম্পয়ন্ মেদিনীং সর্বাং পাতয়ংশ্চ মহাদ্রুমান্।
তমসা সংবৃতঃ সূর্য্যঃ সর্বে নাবেদিষুর্দিশঃ ॥১৪
ভস্মনা চাবৃতং সর্বং সংমূঢ়মিব তদ্বলম্।
বসিষ্ঠ ঋষয়শ্চান্যে রাজা চ সসুতস্তদা ॥১৫
সসংজ্ঞা ইব তত্রাসন্ সর্বমন্যদ্ বিচেতনম্।
তস্মিংস্তমসি ঘোরে তু ভস্মচ্ছন্নেব সা চমূঃ ॥১৬
দদর্শ ভীমসঙ্কাশং জটামণ্ডলধারিণম্।
ভার্গবং জামদগ্নেয়ং রাজা রাজবিমর্দনম্ ॥১৭
কৈলাসমিব দুর্ধর্ষং কালাগ্নিমিব দুঃসহম্।
জ্বলন্তমিব তেজোভির্দুর্নিরীক্ষ্যং পৃথগ্‌জনৈঃ ॥১৮
স্কন্ধে চাসজ্য পরশুং ধনুর্বিদ্যুদ্গণোপমম্।
প্রগৃহ্য শরমুগ্রঞ্চ ত্রিপুরঘ্নং যথা শিবম্ ॥১৯

করিতে লাগিল। এই সময়ে চারিদিকে পক্ষিসমূহ বিকট শব্দ ও ভূমিতে মৃগগণ তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া গমন করিতে লাগিল। তাহাদিগকে দেখিয়া রাজশ্রেষ্ঠ দশরথ বশিষ্ঠকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—অশুভসূচক পক্ষিগণ বিকট-শব্দ করিতেছে, মৃগগণ প্রদক্ষিণ করিতেছে, হৃৎকম্পজনক এইরূপ ঘটনা কেন হইতেছে? ইহা দেখিয়া আমার মন অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে। দশরথের বাক্য শুনিয়া মহর্ষি মধুর বাক্য বলিলেন, এইরূপ ঘটনার ফল শ্রবণ কর। আমাদের সম্মুখে অতিভীষণ ঘোরতর ভয় উপস্থিত হইতেছে, ইহাই পক্ষীদের মুখনিঃসৃত শব্দে জানা যাইতেছে। কিন্তু মৃগগণ প্রদক্ষিণ করিতেছে, ইহাতে ঐ ভয় প্রশমিত হইবে—ইহাও সূচিত হইতেছে। অতএব আপনি দুশ্চিন্তা পরিত্যাগ করুন। তাঁহারা উভয়ে এইরূপ আলাপ করিতেছেন, এমন সময়ে প্রবল বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল। বায়ুর প্রভাবে পৃথিবী কম্পিত, সুবৃহৎ বৃক্ষসমূহ উৎপাটিত হইল এবং সূর্য্য অন্ধকারে আবৃত হইয়া গেল। কেহই দিক্‌নির্ণয় করিতে পারিতেছিল না। চতুর্দিক ভস্মে আচ্ছাদিত হইল, সৈন্যসমূহ অচেতনপ্রায় হইয়া পড়িল। বশিষ্ঠ, অন্যান্য ঋষিগণ ও পুত্রগণ সহিত দশরথ সচেতন রহিলেন, অন্যান্য সকলেই চৈতন্যহীন হইয়া পড়িল। ঐ নিবিড় অন্ধকারে সৈন্যগণ ভস্মাচ্ছাদিতের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিল। এইরূপ অবস্থায় দশরথ ভীষণাকৃতি জটাধারী ভৃগুবংশজাত ক্ষত্রিয়নাশকারী জমদগ্নিপুত্র পরশুরামকে দেখিতে পাইলেন। ঐ পরশুরাম কৈলাসগিরির মত বিশালদেহসম্পন্ন, প্রলয়-কালের অগ্নির ন্যায় দুঃসহ, নিজপ্রভায় সমুজ্জ্বল এবং সাধারণজনের দৃষ্টি যাঁহার দর্শনে অসমর্থ। তিনি স্বীয় স্কন্ধদেশে পরশু (কুঠার), হস্তে বিদ্যুৎপুঞ্জসদৃশ ধনু ও ভীষণ বাণ ধারণ করিয়া ত্রিপুরনাশকারী মহাদেবের মত অতিভয়ঙ্কর হইয়াছেন।১-১৯

প্রজ্বলিত অগ্নির তুল্য ভীমমূর্তি পরশুরামকে সম্মুখে আসিতে দেখিয়া জপ-হোমকারী বশিষ্ঠ প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ ও মুনিগণ মিলিত হইলেন এবং পরস্পর বলিতে লাগিলেন—পিতৃহত্যাজনিত ক্রোধের জন্য ইনি কি ক্ষত্রিয়কুল নির্মূল করিবেন? পূর্বে ত ক্ষত্রিয়গণকে সংহার করিয়া ক্রোধশূন্য ও প্রসন্ন হইয়াছিলেন। এখন কি পুনর্বার ইঁহার ক্ষত্রিয়বংশ ধ্বংস করিবার ইচ্ছা হইয়াছে? এইরূপ পরস্পর আলোচনা করিয়া মুনিগণ অর্ঘ্যপাত্র গ্রহণপূর্বক তাঁহার নিকট অগ্রসর হইলেন।

তং দৃষ্ট্বা ভীমসঙ্কাশং জ্বলন্তমিব পাবকম্।
বসিষ্ঠপ্রমুখা বিপ্রা জপ-হোমপরায়ণাঃ ॥২০
সঙ্গতা মুনয়ঃ সর্বে সংজজল্পুরথো মিথঃ।
কচ্চিৎ পিতৃবধামর্ষী ক্ষত্রং নোৎসাদয়িষ্যতি ॥২১
পূর্বং ক্ষত্রবধং কৃত্বা গতমন্যুর্গতজ্বরঃ।
ক্ষত্রস্যোৎসাদনং ভূয়ো ন খল্বস্য চিকীর্ষিতম্ ॥২২

এবমুক্ত্বার্ঘ্যমাদায় ভার্গবং ভীমদর্শনম্।
ঋষয়ো রাম রামেতি মধুরং বাক্যমব্রুবন্ ॥২৩
প্রতিগৃহ্য তু তাং পূজামৃষিদত্তাং প্রতাপবান্।
রামং দাশরথিং রামো জামদগ্ন্যোঽভ্যভাষত ॥২৪
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে চতুঃসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥

তাঁহাকে অর্ঘ্যাদি সমর্পণ করিয়া রাম! রাম! এই নামে সম্বোধন ও শান্ত করিতে লাগিলেন। প্রতাপশালী জামদগ্নিতনয় পরশুরাম ঋষিগণ কর্তৃক প্রদত্ত পূজা গ্রহণ করিলেন এবং দশরথনন্দন রামকে বলিতে লাগিলেন।২০-২

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডে চতুঃসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চসপ্ততিতমঃ সর্গঃ

[পরশুরামস্য রামং প্রত্যুক্তিঃ, তং প্রতি দশরথস্যানুনয়ঃ, তস্য দশরথবাক্যানদরঃ, রামং প্রতি পুনরুক্তিশ্চ।]

রাম দাশরথে বীর বীর্য্যং তে শ্রূয়তেঽদ্ভুতম্।
ধনুষো ভেদনং চৈব নিখিলেন ময়া শ্রুতম্ ॥১
তদদ্ভুতমচিন্ত্যঞ্চ ভেদনং ধনুষস্তথা।
তচ্ছ্রুত্বাহমনুপ্রাপ্তো ধনুর্গৃহ্যাপরং শুভম্ ॥২
তদিদং ঘোরসঙ্কাশং জামদগ্ন্যং মহদ্ধনুঃ।
পূরয়স্ব শরেণৈব স্ববলং দর্শয়স্ব চ ॥৩
তদহং তে বলং দৃষ্ট্বা ধনুষোঽপ্যস্য পূরণে।
দ্বন্দ্বযুদ্ধং প্রদাস্যামি বীর্য্যশ্লাঘ্যমহং তব ॥৪

তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা রাজা দশরথস্তদা।
বিষণ্ণবদনো দীনঃ প্রাঞ্জলির্বাক্যমব্রবীৎ ॥৫
ক্ষত্ররোষাৎ প্রশান্তস্ত্বং ব্রাহ্মণশ্চ মহাতপাঃ।
বালানাং মম পুত্রাণামভয়ং দাতুমর্হসি ॥৬
ভার্গবাণাং কুলে জাতঃ স্বাধ্যায়-ব্রতশালিনাম্।
সহস্রাক্ষে প্রতিজ্ঞায় শস্ত্রং প্রক্ষিপ্তবানসি ॥৭
স ত্বং ধর্মপরো ভূত্বা কশ্যপায় বসুন্ধরাম্।
দত্ত্বা বনমুপাগম্য মহেন্দ্রকৃতকেতনঃ ॥৮

পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ

[রামের প্রতি পরশুরামের উক্তি, তাঁহার প্রতি দশরথের অনুনয়, পরশুরামের দশরথ বাক্যানদর ও রামের প্রতি পুনরুক্তি]।

বীর! দশরথনন্দন! তোমার অদ্ভুত শক্তির কথা শুনিয়াছি এবং শৈবধনু-ভঙ্গের কথাও সমস্তই শুনিয়াছি। ধনুর্ভঙ্গ অদ্ভুত ও অচিন্তনীয় ব্যাপার। আমি ঐ সংবাদ শুনিয়া অন্য একটি উত্তম ধনু লইয়া তোমার নিকট আসিয়াছি। এই মহাধনু জমদগ্নির নিকট প্রাপ্ত ও অতিভীষণ। তুমি এই ধনুতে বাণযোজনা কর এবং নিজশক্তি প্রদর্শন কর। এই ধনুতে বাণযোজনা করিতে পারিলে আমি তোমার শক্তি বুঝিতে পারিব, তখন তোমার সহিত বীরজন-প্রশংসিত মল্লযুদ্ধ করিব। পরশুরামের ঐরূপ বাক্য শুনিয়া রাজা দশরথ বিষণ্ণ-বদনে অতিদীনভাবে কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিলেন,—ভগবন্! আপনি ত এখন ক্ষত্রিয়গণের প্রতি জাত-ক্রোধ ত্যাগ করিয়া শান্ত হইয়াছেন। আপনি স্বয়ং মহাতপস্বী ব্রাহ্মণ এবং বেদাধ্যয়ন ও তপস্যাসমন্বিত ভৃগুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। অতএব আমার

মম সর্ববিনাশায় সংপ্রাপ্তস্ত্বং মহামুনে।
ন চৈকস্মিন্ হতে রামে সর্বে জীবামহে বয়ম্ ॥৯
ব্রুবত্যেবং দশরথে জামদগ্ন্যঃ প্রতাপবান্।
অনাদৃত্য তু তদ্বাক্যং রামমেবাভ্যভাষত ॥১০
ইমে দ্বে ধনুষী শ্রেষ্ঠে দিব্যে লোকাভিপূজিতে।
দৃঢ়ে বলবতী মুখ্যে সুকৃতে বিশ্বকর্মণা ॥১১
অনুসৃষ্টং সুরৈরেকং ত্র্যম্বকায় যুযুৎসবে।
ত্রিপুরঘ্নং নরশ্রেষ্ঠ ভগ্নং কাকুৎস্থ যত্ত্বয়া ॥১২
ইদং দ্বিতীয়ং দুর্ধর্ষং বিষ্ণোর্দত্তং সুরোত্তমৈঃ।
তদিদং বৈষ্ণবং রাম ধনুঃ পরপুরঞ্জয়ম্ ॥১৩
সমানসারং কাকুৎস্থ রৌদ্রেণ ধনুষা ত্বিদম্।
তদা তু দেবতাঃ সর্বাঃ পৃচ্ছন্তি স্ম পিতামহম্ ॥১৪
শিতিকণ্ঠস্য বিষ্ণোশ্চ বলাবলনিরীক্ষয়া।
অভিপ্রায়ং তু বিজ্ঞায় দেবতানাং পিতামহঃ ॥১৫

বিরোধং জনয়ামাস তয়োঃ সত্যবতাং বরঃ।
বিরোধে তু মহদ্‌যুদ্ধমভবদ্ রোমহর্ষণম্ ॥১৬
শিতিকণ্ঠস্য বিষ্ণোশ্চ পরস্পরজয়ৈষিণোঃ।
তদা তু জৃম্ভিতং শৈবং ধনুর্ভীমপরাক্রমম্ ॥১৭
হুংকারেণ মহাদেবঃ স্তম্ভিতোঽথ ত্রিলোচনঃ।
দেবৈস্তদা সমাগম্য সর্ষিসঙ্ঘৈঃ সচারণৈঃ ॥১৮
যাচিতৌ প্রশমং তত্র জগ্মতুস্তৌ সুরোত্তমৌ।
জৃম্ভিতং তদ্ধনুর্দৃষ্ট্বা শৈবং বিষ্ণুপরাক্রমৈঃ ॥১৯
অধিকং মেনিরে বিষ্ণুং দেবাঃ সর্ষিগণাস্তথা।
ধনূ রুদ্রস্তু সংক্রুদ্ধো বিদেহেষু মহাযশাঃ ॥২০
দেবরাতস্য রাজর্ষের্দদৌ হস্তে সসায়কম্।
ইদঞ্চ বৈষ্ণবং রাম ধনুঃ পরপুরঞ্জয়ম্ ॥২১
ঋচীকে ভার্গবে প্রাদাদ্ বিষ্ণুঃ স ন্যাসমুত্তমম্।
ঋচীকস্তু মহাতেজাঃ পুত্রস্যাপ্রতিকর্মণঃ ॥২২

বালক-পুত্রগণকে অভয়দান করুন। ইন্দ্রের সাক্ষাতে প্রতিজ্ঞা করিয়া অস্ত্র-শস্ত্রত্যাগ করিয়াছেন। এখন আপনি ত ধর্মপরায়ণ হইয়া কশ্যপকে পৃথিবীদানপূর্বক বনে গমন করিয়াছেন এবং মহেন্দ্রপর্বতে বাস করিতেছেন। মুনিবর! আপনি কি আমার সর্বনাশ করিবার জন্য আসিয়াছেন? এক রাম না থাকিলেই আমরা কেহই জীবিত থাকিব না। দশরথ এইরূপ কাতরভাবে বলিতে থাকিলেও প্রতাপশালী পরশুরাম তাঁহার বাক্য উপেক্ষা করিয়াই রামকে বলিলেন,—নরশ্রেষ্ঠ! বিশ্বকর্মা অতিযত্নসহকারে সুন্দরভাবে দুইটি ধনু নির্মাণ করিয়াছিল। দুইটি ধনুই উৎকৃষ্ট, সুদৃঢ়, শ্রেষ্ঠ ও সর্বলোকপূজ্য। কাকুৎস্থ! ঐ ধনু দুইটির মধ্যে একটি ধনু ত্রিপুরকে নাশ করিবার জন্য যুদ্ধোদ্যত শিবকে দেবগণ দান করিয়াছিলেন—যে ধনুটি তুমি ভগ্ন করিয়াছ। আমার হস্তস্থিত এই ধনুটি দ্বিতীয়, দেবগণ বিষ্ণুকে এই ধনু প্রদান করিয়াছিলেন। রাম! এই বৈষ্ণব ধনু শত্রুনগর-বিজয়ে সর্বথা সক্ষম।১-১৩

এই ধনু শৈবতেজঃ সমন্বিত এবং সেই ধনুর তুল্য সারযুক্ত। সেই সময় একদিন দেবগণ মহাদেব ও বিষ্ণুর বলাবল বুঝিবার জন্য ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করেন। পিতামহ দেবতাদের অভিপ্রায় বুঝিয়া শিব ও বিষ্ণুর মধ্যে বিরোধ ঘটাইয়া দেন। বিরোধ উপস্থিত হইলে তাঁহাদের উভয়ের রোমহর্ষণ তুমুল যুদ্ধ হয়। তাঁহারা পরস্পর পরস্পরকে পরাজিত করিবার জন্য যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অবশেষে বিষ্ণুর হুঙ্কারে ত্রিলোচন মহাদেব স্তম্ভিত হইয়া পড়েন এবং ভীমপরাক্রমে শৈবধনু শিথিল হইয়া পড়ে। সেই সময় দেবগণ ঋষি ও চারণ সমূহের সহিত সেই স্থানে গমন করিলেন এবং শান্ত হইতে প্রার্থনা জানাইলেন। তখন শিব ও বিষ্ণু শান্ত হইলেন। বিষ্ণুর পরাক্রমে শৈবধনুটিকে শিথিল দেখিয়া দেবগণ ও ঋষিগণ বিষ্ণুকেই অধিক শক্তিমান্ মনে করিলেন। মহাযশস্বী রুদ্র ক্রুদ্ধ হইয়া বাণ সহিত ঐ ধনু বিদেহস্থিত রাজর্ষি দেবরাতের হস্তে সমর্পণ করেন। রাম! শত্রুপুরজয়ী এই বৈষ্ণব ধনুটিকে ভগবান্ বিষ্ণু ভৃগুবংশীয় ঋচীককে ন্যাসরূপে দান করেন। মহাতেজা ঋচীক প্রতিশোধ-বাসনাশূন্য নিজপুত্র মহাত্মা জমদগ্নিকে ঐ ধনু দান করেন। আমার পিতা ঐ জমদগ্নি তপস্যাবলে বলীয়ান্ হওয়ায় শস্ত্র ত্যাগ করেন। এইজন্য

পিতুর্মম দদৌ দিব্যং জমদগ্নের্মহাত্মনঃ।
ন্যস্তশস্ত্রে পিতরি মে তপোবলসমন্বিতে ॥২৩
অর্জুনো বিদধে মৃত্যুং প্রাকৃতাং বুদ্ধিমাস্থিতঃ।
বধমপ্রতিরূপন্তু পিতুঃ শ্রুত্বা সুদারুণম্ ॥
ক্ষত্রমুৎসাদয়ং রোষাজ্জাতং জাতমনেকশঃ ॥২৪
পৃথিবীং চাখিলাং প্রাপ্য কশ্যপায় মহাত্মনে।
যজ্ঞস্যান্তে দদৌ রামো দক্ষিণাং পুণ্যকর্মণে ॥২৫
দত্ত্বা মহেন্দ্রনিলয়স্তপোবলসমন্বিতঃ।
শ্রুত্বা তু ধনুষো ভেদং ততোঽহং দ্রুতমাগতঃ ॥২৬
তদেবং বৈষ্ণবং রাম পিতৃপৈতামহং মহৎ।
ক্ষত্রধর্মং পুরস্কৃত্য গৃহ্নীষ্ব ধনুরুত্তমম্ ॥২৭
যোজয়স্ব ধনুঃশ্রেষ্ঠে শরং পরপুরঞ্জয়ম্।
যদি শক্তোঽসি কাকুৎস্থ দ্বন্দ্বং দাস্যামি তে ততঃ ॥২৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে পঞ্চসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥৭৫

কার্তবীর্য্য-অর্জুন নীচবুদ্ধি অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে নিহত করে। তখন আমি অতিদারুণ ও বিসদৃশ পিতৃহত্যার সংবাদ শুনিয়া ক্রোধবশতঃ অনেকবার ক্ষত্রিয়জাতিকে নিহত করিয়াছি। অনন্তর সম্পূর্ণ পৃথিবী প্রাপ্ত হইয়া আমি যজ্ঞানুষ্ঠান করি এবং যজ্ঞশেষে পুণ্যকর্মা মহাত্মা কশ্যপকে দক্ষিণারূপে পৃথিবী দান করিয়াছি। অনন্তর মহেন্দ্রপর্বতে তপস্যাশক্তিসমন্বিত হইয়া বাস করিতেছি। এমন সময় শুনিলাম যে, তুমি হরধনু ভঙ্গ করিয়াছ, শুনিয়াই আমি অতি দ্রুতগতিতে এখানে আসিয়াছি।১৪-২৬

রাম! এই সেই বৈষ্ণব ধনু—আমি পিতৃপিতামহক্রমে প্রাপ্ত হইয়াছি। ক্ষত্রিয়ধর্মের গৌরব-রক্ষা করিয়া তুমি এই উত্তম ধনু গ্রহণ কর, এবং শত্রুপুরজয়ী বাণ এই শ্রেষ্ঠ ধনুতে যোজনা কর। কাকুৎস্থ! যদি তুমি ইহা করিতে সমর্থ হও, তাহা হইলে আমি মল্লযুদ্ধ করিবার সুযোগ দিব।২৭-২৮

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের আদিকাণ্ডে পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

ষট্‌সপ্ততিতমঃ সর্গঃ

[রামস্য পরশুরামং প্রতি বাক্যং, তত্তেজোহরণং, তৎপ্রার্থনয়া তত্তপস্যাজিতলোকনাশঃ, পরশুরামস্য প্রস্থানং, দেবানাঞ্চ রামপ্রশংসা।]

শ্রুত্বা তু জামদগ্ন্যস্য বাক্যং দাশরথিস্তদা।
গৌরবাদ্ যন্ত্রিতকথঃ পিতু রামমথাব্রবীৎ ॥১
কৃতবানসি যৎকর্ম কৃতবানস্মি ভার্গব (ক)।
অনুরুধ্যামহে ব্রহ্মন্ পিতুরানৃণ্যমাস্থিতঃ ॥২
বীর্য্যহীনমিবাশক্তং ক্ষত্রধর্মেণ ভার্গব।
অবজানাসি মে তেজঃ পশ্য মেঽদ্য পরাক্রমম্ ॥৩
ইত্যুক্ত্বা রাঘবঃ ক্রুদ্ধো ভার্গবস্য বরায়ুধম্।
শরঞ্চ প্রতিজগ্রাহ হস্তাল্লঘুপরাক্রমঃ ॥৪

ষট্ সপ্ততিতম সর্গ।

[পরশুরামের প্রতি রামের বাক্য, তাঁহার তেজ হরণ, পরশুরামের প্রার্থনায় তাঁহার তপস্যার্জিত লোক নাশ, পরশুরামের প্রস্থান ও দেবগণ কর্তৃক রামের প্রশংসা।]

জমদগ্নিপুত্রের এইরূপ বাক্য শুনিয়া দশরথনন্দন পিতৃগৌরব-প্রদর্শনের জন্য বাক্‌সংযম করত তাঁহাকে বলিলেন,—ব্রহ্মন্! ভৃগুকুলজাত! আপনি পিতৃবধের প্রতিশোধ লইবার জন্য যে কার্য্য করিয়াছেন, তাহা আমি শুনিয়াছি। আপনার ঐ কার্য্যকে উচিত বলিয়া অঙ্গীকারও করিতেছি। কিন্তু আপনি বীর্য্যহীনের ন্যায় ক্ষত্রিয়ধর্মপালনে অক্ষম মনে করিয়া আমাকেও অবজ্ঞা করিতেছেন। আপনি এখন আমার তেজ-পরাক্রম দর্শন করুন। এইরূপ বলিয়া শীঘ্রবিক্রম রাম অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং পরশুরামের হস্ত হইতে ঐ শ্রেষ্ঠধনু ও শর গ্রহণ করিলেন।১-৪

পাঠান্তর:—(ক) কৃতবানসি যৎ কর্ম শ্রুতবানস্মি ভার্গব।

আরোপ্য স ধনূ রামঃ শরং সজ্যং চকার হ ।
জামদগ্ন্যং ততো রামং রামঃ ক্রুদ্ধোঽব্রবীদিদম্ ॥৫
ব্রাহ্মণোঽসীতি পূজ্যো মে বিশ্বামিত্রকৃতেন চ ।
তস্মাচ্ছক্তো ন তে রাম মোক্তুং প্রাণহরং শরম্ ॥৬
ইমাং বা ত্বদ্‌গতিং রাম তপোবলসমর্জিতান্ ।
লোকানপ্রতিমান্ বাপি হনিষ্যামীতি মে মতিঃ ॥৭
ন হ্যয়ং বৈষ্ণবো দিব্যঃ শরঃ পরপুরঞ্জয়ঃ ।
মোঘঃ পততি বীর্য্যেণ বলদর্পবিনাশনঃ ॥৮
বরায়ুধধরং রামং দ্রষ্টুং সর্ষিগণাঃ সুরাঃ ।
পিতামহং পুরস্কৃত্য সমেতাস্তত্র সর্বশঃ ॥৯
গন্ধর্বাপ্সরসশ্চৈব সিদ্ধ-চারণ-কিন্নরাঃ ।
যক্ষ-রাক্ষস-নাগাশ্চ তদ্দ্রষ্টুং মহদদ্ভুতম্ ॥১০
জড়ীকৃতে তদা লোকে রামে বরধনুর্ধরে ।
নির্বীর্য্যো জামদগ্ন্যোঽসৌ রামো রামমুদৈক্ষত ॥১১
তেজোভির্গতবীর্য্যত্বাজ্জামদগ্ন্যো জড়ীকৃতঃ ।
রামং কমলপত্রাক্ষং মন্দং মন্দমুবাচ হ ॥১২

কাশ্যপায় ময়া দত্তা যদা পূর্বং বসুন্ধরা ।
বিষয়ে মে ন বস্তব্যমিতি মাং কাশ্যপোঽব্রবীৎ ॥১৩
সোঽহং গুরুবচঃ কুর্বন্ পৃথিব্যাং ন বসে নিশাম্ ।
তদাপ্রভৃতি কাকুৎস্থ কৃতা মে কাশ্যপস্য হ ॥১৪
তামিমাং মদ্‌গতিং বীর হন্তুং নার্হসি রাঘব ।
মনোজবং গমিষ্যামি মহেন্দ্রং পর্বতোত্তমম্ ॥১৫
লোকাস্ত্বপ্রতিমা রাম নির্জিতাস্তপসা ময়া ।
জহি তাঞ্ছরমুখ্যেন মা ভূৎকালস্য পর্য্যয়ঃ ॥১৬
অক্ষয্যং মধুহন্তারং জানামি ত্বাং সুরেশ্বরম্ ।
ধনুষোঽস্য পরামর্শাৎ স্বস্তি তেঽস্তু পরন্তপ ॥১৭
এতে সুরগণাঃ সর্বে নিরীক্ষন্তে সমাগতাঃ ।
ত্বামপ্রতিমকর্মাণমপ্রতিদ্বন্দ্বমাহবে ॥১৮
ন চেয়ং তব কাকুৎস্থ ব্রীড়া ভবিতুমর্হতি ।
ত্বয়া ত্রৈলোক্যনাথেন যদহং বিমুখীকৃতঃ ॥১৯
শরমপ্রতিমং রাম মোক্তুমর্হসি সুব্রত ।
শরমোক্ষে গমিষ্যামি মহেন্দ্রং পর্বতোত্তমম্ ॥২০

ধনুতে গুণযোজনা করিয়া শরসন্ধান করিলেন এবং অতিক্রুদ্ধ হইয়া জমদগ্নিপুত্রকে বলিলেন,—রাম! আপনি ব্রাহ্মণ বলিয়াই আমার পূজ্য, বিশেষতঃ গুরু বিশ্বামিত্রের ভগিনীর পৌত্র হওয়ায় অবশ্য পূজ্য। সেইজন্য আপনার প্রাণবিনাশী বাণ পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না। রাম! আমার ইচ্ছা হইতেছে যে—আমি এই বাণের দ্বারা আপনার এইরূপ উদ্ধত গতিশক্তি বিনাশ করি, যেহেতু নিজপ্রভাবে শত্রুপুরজয়ী দিব্য এই বৈষ্ণব শর কখনই নিষ্ফল হয় না। সেই সময় শ্রেষ্ঠধনুর্ধারী রামকে দর্শন করিবার জন্য ব্রহ্মাকে অগ্রবর্তী করিয়া ঋষিগণের সহিত দেবগণ, অপ্সরাগণ, সিদ্ধগণ, চারণগণ, কিন্নরগণ, যক্ষ-রাক্ষস ও নাগগন সেইস্থানে সমবেত হইলেন এবং অতি অদ্ভুত দৃশ্য দেখিলেন। শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধারী রামের মধ্যে পরশুরামের বৈষ্ণব তেজ লীন হওয়ায় তেজের অভাবে পরশুরাম জড়ের মত হইয়া গেলেন। তখন বীর্য্যহীন জমদগ্নিনন্দন কিছুক্ষণ যাবৎ রামকে অবলোকন করিতে লাগিলেন। বিষ্ণুতেজ ও তপস্যাশক্তি-রহিত হওয়ায় জড়তুল্য জামদগ্ন্য কমলনয়ন রামকে মৃদুভাবে বলিলেন,—পূর্বে আমি যখন কশ্যপকে পৃথিবী দান করিয়াছিলাম, তখন কশ্যপ আমাকে বলিয়াছিলেন যে, 'আমার রাজ্যে তুমি বাস করিও না।' যেদিন আমি কশ্যপকে পৃথিবীদান করিলাম, সেই দিন হইতে গুরু কশ্যপের বাক্যানুসারে একরাত্রিও পৃথিবীতে বাস করি না। রাঘব! বীর! তুমি আমার এই গতিশক্তি বিনষ্ট করিও না। আমি মনের মত অতিদ্রুতগতিতে শ্রেষ্ঠ মহেন্দ্রপর্বতে গমন করিব। রাম! আমি তপস্যা দ্বারা যে সকল দিব্যলোক উপার্জন করিয়াছি, তুমি এই শ্রেষ্ঠবাণের দ্বারা ঐ লোকসমূহ বিনষ্ট কর। কালবিলম্ব যেন না হয়। তুমি যে দেবশ্রেষ্ঠ অবিনাশী মধুসূদন, তাহা এই বৈষ্ণবধনু আকর্ষণ করাতেই আমি জানিতে পারিয়াছি। শত্রুনাশন! তোমার মঙ্গল হউক ।১৫-১৭

তুমি অদ্ভুতকর্মকারী ও যুদ্ধে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। এই দেবগণ সমবেত হইয়া তোমাকে দর্শন করিতেছেন। কাকুৎস্থ! তুমি ত্রিভুবনের অধীশ্বর। তুমি যে আমাকে বিমুখ

তথা ব্রুবতি রামে তু জামদগ্ন্যে প্রতাপবান্।
রামো দাশরথিঃ শ্রীমাংশ্চিক্ষেপ শরমুত্তমম্ ॥২১
স হতান্ দৃশ্য রামেণ স্বাঁল্লোকাংস্তপসার্জিতান্।
জামদগ্ন্যো জগামাশু মহেন্দ্রং পর্বতোত্তমম্ ॥২২
ততো বিতিমিরাঃ সর্বা দিশশ্চোপদিশস্তথা।
সুরাঃ সর্ষিগণা রামং প্রশশংসুরুদায়ুধম্ ॥২৩
রামং দাশরথিং রামো জামদগ্ন্যঃ প্রপূজিতঃ।
ততঃ প্রদক্ষিণীকৃত্য জগামাত্মগতিং প্রভুঃ ॥২৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে ষট্সপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥

করিয়াছ—ইহাতে আমার লজ্জা হইতে পারে না। সুব্রত রাম! তুমি এই অদ্ভুত শরত্যাগ কর। শর পরিত্যাগ করিলে আমি মহেন্দ্রপর্বতে গমন করিব। জমদগ্নিতনয় পরশুরাম এইরূপ বলিতে থাকিলে প্রতাপশালী শ্রীমান্ দশরথনন্দন শ্রেষ্ঠ বাণটি নিক্ষেপ করিলেন।১৮-২১

তখন পরশুরাম তপস্যা দ্বারা উপার্জিত স্বীয় দিব্য লোকসমূহকে বিনষ্ট দেখিয়া মহেন্দ্রপর্বতে গমন করিলেন। পরশুরাম চলিয়া যাওয়ায় দিক্সমূহ অন্ধকারনাশের ফলে নির্মল হইল। ঋষিগণসহিত সকল দেবতা ধনুর্ধারী রামের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। মহাবীর পরশুরাম পূজিত হইয়া দশরথতনয় রামকে প্রদক্ষিণ করত স্বস্থানে গমন করিলেন।২২-২৪

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডে ষট্সপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তসপ্ততিতমঃ সর্গঃ

[রামবাক্যেন দশরথস্যাযোধ্যাগমনম্, অন্তঃপুরপ্রবেশঃ, তৎপত্নীনাঞ্চ বধূবরণম্, ভরতস্য পিতৃ-নির্দেশেন মাতুলালয়গমনম্, রামস্য চ পিতৃশুশ্রূষাদি।]

গতে রামে প্রশান্তাত্মা রামো দাশরথির্ধনুঃ।
বরুণায়াপ্রমেয়ায় দদৌ হস্তে মহাযশাঃ ॥১
অভিবাদ্য ততো রামো বসিষ্ঠপ্রমুখান্ ঋষীন্।
পিতরং বিকলং দৃষ্ট্বা প্রোবাচ রঘুনন্দনঃ ॥২
জামদগ্ন্যো গতো রামঃ প্রযাতু চতুরঙ্গিণী।
অযোধ্যাভিমুখী সেনা ত্বয়া নাথেন পালিতা ॥৩
রামস্য বচনং শ্রুত্বা রাজা দশরথঃ সুতম্।
বাহুভ্যাং সংপরিষ্বজ্য মূর্ধ্ন্যুপাঘ্রায় রাঘবম্ ॥৪
গতো রাম ইতি শ্রুত্বা হৃষ্টঃ প্রমুদিতো নৃপঃ।
পুনর্জাতং তদা মেনে পুত্রমাত্মানমেব চ ॥৫
চোদয়ামাস তাং সেনাং জগামাশু ততঃ পুরীম্।
পতাকাধ্বজিনীং রম্যাং তূর্যোদ্ঘুষ্টনিনাদিতাম্ ॥৬

সপ্তসপ্ততিতম সর্গ

[রামের বাক্যানুসারে দশরথের অযোধ্যাগমন, অন্তঃপুরপ্রবেশ এবং তাঁহার (দশরথের) পত্নীগণের বধূবরণ, পিতার আদেশে ভরতের মাতুলালয়গমন ও রামের পিতৃশুশ্রূষাদি।]

পরশুরাম গমন করিলে পর দাশরথি রাম শান্ত হইলেন এবং সমাগত দেবগণমধ্যে অবস্থিত অপরিমিত-শক্তি বরুণকে ঐ বৈষ্ণবধনু প্রদান করিলেন। অনন্তর বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষিগণকে অভিবাদনপূর্বক দশরথকে বিহ্বল দেখিয়া রঘুনন্দন রাম বলিলেন,—জমদগ্নিনন্দন পরশুরাম চলিয়া গিয়াছেন। এখন এই চতুরঙ্গিণী সেনা আপনার দ্বারা রক্ষিত হইয়া অযোধ্যাভিমুখে গমন করুক। রাজা দশরথ রামের বাক্য শুনিয়া তাঁহাকে বাহুদ্বারা আলিঙ্গনপূর্বক তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ করিলেন। পরশুরাম চলিয়া গিয়াছেন শুনিয়া আনন্দিত ও পুলকিত রাজা দশরথ নিজেকে ও পুত্র রামকে পুনর্জন্ম প্রাপ্ত মনে করিলেন।১-৫

অনন্তর তিনি সৈন্যগণকে যাইতে আদেশ দিলেন

সিক্তরাজপথারম্যাং প্রকীর্ণকুসুমোৎকরাম্ ।
রাজপ্রবেশসুমুখৈঃ পৌরৈর্মঙ্গলপাণিভিঃ ॥৭
সম্পূর্ণাং প্রাবিশদ্ রাজা জনৌঘৈঃ সমলঙ্কৃতাম্ ।
পৌরৈঃ প্রত্যুদ্গতো দূরং দ্বিজৈশ্চ পুরবাসিভিঃ ॥৮
পুত্রৈরনুগতঃ শ্রীমান্ শ্রীমদ্ভিশ্চ মহাযশাঃ ।
প্রবিবেশ গৃহং রাজা হিমবৎ সদৃশং প্রিয়ম্ ॥৯
ননন্দ স্বজনৈ রাজা গৃহে কামৈঃ সুপূজিতঃ ।
কৌসল্যা চ সুমিত্রা চ কৈকেয়ী চ সুমধ্যমা ॥১০
বধূপ্রতিগ্রহে যুক্তা যাশ্চান্যা রাজযোষিতঃ ।
ততঃ সীতাং মহাভাগামূর্মিলাঞ্চ যশস্বিনীম্ ॥১১
কুশধ্বজসুতে চোভে জগৃহুর্নৃপযোষিতঃ ।
মঙ্গলালাপনৈর্হোমৈঃ শোভিতাঃ ক্ষৌমবাসসঃ ॥১২
দেবতায়তনান্যাশু সর্বাস্তাঃ প্রত্যপূজয়ন্ ।
অভিবাদ্যাভিবাদ্যাংশ্চ সর্বা রাজসুতাস্তদা ॥১৩
রেমিরে মুদিতাঃ সর্বা ভর্তৃভিঃ সহিতা রহঃ ।
কৃতদারাঃ কৃতাস্ত্রাশ্চ (ক) সধনাঃ সসুহৃজ্জনাঃ ॥১৪
শুশ্রূষমাণাঃ পিতরং বর্তয়ন্তি নরর্ষভাঃ ।
কস্যচিত্ত্বথ কালস্য রাজা দশরথঃ সুতম্ ॥১৫
ভরতং কৈকেয়ীপুত্রমব্রবীদ্ রঘুনন্দনঃ ।
অয়ং কৈকয়রাজস্য পুত্রো বসতি পুত্রক ॥১৬
ত্বাং নেতুমাগতো বীরো যুধাজিন্মাতুলস্তব ।
শ্রুত্বা দশরথস্যৈতদ্ ভরতঃ কৈকয়ীসুতঃ ॥১৭
গমনায়াভিচক্রাম শত্রুঘ্নসহিতস্তদা ।
আপৃচ্ছ্য পিতরং শূরো রামং চাক্লিষ্টকারিণম্ ॥১৮
মাতৃশ্চাপি নরশ্রেষ্ঠঃ শত্রুঘ্নসহিতো যযৌ ।
যুধাজিৎপ্রাপ্য ভরতং সশত্রুঘ্নং প্রহর্ষিতঃ ॥১৯

এবং অতিসত্বর অযোধ্যায় উপস্থিত হইলেন। ঐ সময় অযোধ্যানগরী ক্ষুদ্র বৃহৎ বিচিত্র পতাকাসমূহে রমণীয় শোভা ধারণ করিয়াছে। তূর্য্য আদি বাদ্যের ধ্বনিতে মুখরিত হইয়াছে। রাজপথসমূহ সিক্ত ও কুসুমরাশি দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। মাঙ্গলিক দ্রব্য হস্তে ধারণ করিয়া পুরবাসিগণ দশরথের প্রবেশের জন্য প্রসন্নমুখে অপেক্ষা করিতেছে। রাজা অগণিত জনগণকর্তৃক পরিব্যাপ্ত অযোধ্যায় প্রবেশ করিলেন। পৌরজন ও পুর-বাসী ব্রাহ্মণগণ দূর হইতে রাজার প্রত্যুদ্গমন করিলেন। মহাযশস্বী দশরথ শ্রীমান্ পুত্রগণের দ্বারা বেষ্টিত হইয়া হিমালয়তুল্য নিজভবনে প্রবেশ করিলেন। সেখানে স্বজনগণ কর্তৃক বহু কাম্যবস্তু দ্বারা পূজিত হইয়া আনন্দিত হইলেন। এদিকে অন্তঃপুরে রাজমহিষী কৌশল্যা সুমিত্রা ও কৈকেয়ী বধূগণকে বরণপূর্বক গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলেন। অন্যান্য রাজমহিষীগণও সেই কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিলেন। অনন্তর রাজমহিষীগণ সৌভাগ্য-বতী সীতাকে, যশস্বিনী ঊর্মিলাকে ও কুশধ্বজকন্যা মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্তিকে গ্রহণ করিলেন। বধূগণ সকলেই পট্টবস্ত্রধারিণী ও মাঙ্গলিক চন্দনাদি দ্বারা শোভিতা ছিলেন। রাজকন্যাগণ অন্তঃপুরে প্রণম্যগণকে প্রণাম করিয়া দেবমন্দিরে শীঘ্র গমন করত পূজাদি সম্পন্ন করিলেন।৬-১৩

পরে একান্তে নিজ পতির সহিত মিলিত হইয়া আনন্দের সহিত রমণ করিতে লাগিলেন। বিবাহিত অস্ত্রবিৎ ধনবান্ সুহৃৎপরিবৃত রাজপুত্রগণ পিতার শুশ্রূষা করিতে করিতে কাল অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। এইভাবে কিছুদিন অতীত হইলে রঘুনন্দন রাজা দশরথ কৈকেয়ীপুত্র ভরতকে বলিলেন,—বৎস! কেকয়রাজের পুত্র তোমার মাতুল বীর যুধাজিৎ তোমাকে লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছেন। কৈকেয়ীতনয় ভরত দশরথের বাক্য শুনিয়া শত্রুঘ্নের সহিত মাতুলালয়ে যাইতে উদ্যত হইলেন। মহাবীর নরশ্রেষ্ঠ ভরত ও শত্রুঘ্ন পিতাকে, মাতৃগণকে ও অক্লিষ্টকারী রামকে আমন্ত্রণ করিয়া গমন করিলেন। যুধাজিৎ শত্রুঘ্নসহিত ভরতকে প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন। তাহাদিগকে লইয়া তিনি স্বীয় নগরীতে প্রবেশ করিলেন। ইহাতে তাঁহার

নিম্নলিখিত শ্লোকার্ধটি গ্রন্থবিশেষে ১৪ নং শ্লোকের মধ্যে দেখা যায়—

কুমারাশ্চ মহাত্মানো বীর্য্যেণাপ্রতিমা ভুবি ॥

পাঠান্তর :—(ক) কৃতদারাঃ কৃতজ্ঞাশ্চ— ।

স্বপুরং প্রাবিশদ্ বীরঃ পিতা তস্য তুতোষ হ।
গতে চ ভরতে রামো লক্ষ্মণশ্চ মহাবলঃ ॥২০
পিতরং দেবসঙ্কাশং পূজয়ামাসতুস্তদা।
পিতুরাজ্ঞাং পুরস্কৃত্য পৌরকার্য্যাণি সর্বশঃ ॥২১
চকার রামঃ সর্বাণি প্রিয়াণি চ হিতানি চ।
মাতৃভ্যো মাতৃকার্য্যাণি কৃত্বা পরমযন্ত্রিতঃ ॥২২
গুরূণাং গুরুকার্য্যাণি কালে কালেঽন্ববৈক্ষত।
এবং দশরথঃ প্রীতো ব্রাহ্মণা নৈগমাস্তথা ॥২৩
রামস্য শীলবৃত্তেন সর্বে বিষয়বাসিনঃ।
তেষামতিযশা লোকে রামঃ সত্যপরাক্রমঃ ॥২৪
স্বয়ম্ভূরিব ভূতানাং বভূব গুণবত্তরঃ।
রামশ্চ সীতয়া সার্ধং বিজহার বহূন্ ঋতূন্ ॥২৫
মনস্বী তদ্গতমনাস্তস্যা হৃদি সমর্পিতঃ।
প্রিয়া তু সীতা রামস্য দারাঃ পিতৃকৃতা ইতি ॥২৬
গুণাদ্ রূপ-গুণাচ্চাপি প্রীতির্ভূয়োঽভিবর্ধতে।
তস্যাশ্চ ভর্তা দ্বিগুণং হৃদয়ে পরিবর্ত্ততে ॥২৭
অন্তর্গতমপি ব্যক্তমাখ্যাতি হৃদয়ং হৃদা।
তস্য ভূয়ো বিশেষেণ মৈথিলী জনকাত্মজা ॥
দেবতাভিঃ সমা রূপে সীতা শ্রীরিব রূপিণী ॥২৮
তয়া স রাজর্ষিসুতোঽভিকাময়া
সমেয়িবানুত্তমরাজকন্যয়া।
অতীব রামঃ শুশুভে মুদান্বিতো
বিভুঃ শ্রিয়া বিষ্ণুরিবামরেশ্বরঃ ॥২৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
আদিকাণ্ডে সপ্তসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥

আদিকাণ্ডং সম্পূর্ণম্।

বালকাণ্ডে তু সর্গাণাং কথিতা সপ্তসপ্ততিঃ। শ্লোকানাং দ্বে সহস্রে চ পঞ্চাশচ্চ শতদ্বয়ম্ ॥১
বালে বালেন কল্পেন কৃত্বা সংরক্ষণং ক্রতোঃ। সীতা অঙ্কে ধৃতা যেন স রামঃ পাতু নঃ সদা ॥২

পিতা কেকয়রাজ সন্তুষ্ট হইলেন। ভরত মাতুলালয়ে গমন করিলে মহাবলবান্ রাম ও লক্ষ্মণ দেবতুল্য পিতাকে পূজা করিতে লাগিলেন। পিতার আদেশ গ্রহণ করিয়া পুরবাসীদের প্রিয় ও হিতকর কার্য্যসমূহ সর্বতোভাবে সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। শাস্ত্রবিধি-নিয়ন্ত্রিত হইয়া যথাসময়ে মাতৃগণের প্রিয়কার্য্য অনুষ্ঠান পূর্বক অন্যান্য গুরুজনের যথাবিহিত কর্তব্যকর্ম করিতে লাগিলেন। রামের স্বভাব ও আচরণে দশরথ অতীব প্রীত হইলেন। ব্রাহ্মণ হইতে বণিক্ পর্য্যন্ত রাজ্যবাসী সকল প্রজাই অতি প্রীত হইলেন। ভ্রাতৃগণের মধ্যে রাম অধিক যশস্বী ও যথার্থ বিক্রমশালী। প্রাণীদের মধ্যে যেমন ব্রহ্মা সমধিক গুণবান্, ভ্রাতৃগণের মধ্যে রামও ঐরূপ অধিকগুণবান্। মনস্বী রাম সীতার হৃদয়ে বাস করত সীতাতে মন সমর্পণপূর্বক তাঁহার সহিত দ্বাদশবৎসর যাবৎ বিহার করিলেন। সীতা জনকরাজ-কর্তৃক প্রদত্তা পত্নী বলিয়াই রামের অতি প্রিয়া, তাহার উপর আবার রূপ ও গুণের আধিক্য থাকায় সীতার প্রতি রামের প্রীতি দিন দিন বর্ধিত হইতে লাগিল। মূর্তিমতী লক্ষ্মীস্বরূপা দেবতাসদৃশরূপলাবণ্যবতী জনকতনয়া নিজহৃদয়ে রামের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিতেন বলিয়া মনে হইত যেন, তাঁহার হৃদয়ে পতি দ্বিগুণভাবে বর্ধিত হইতেছেন। রাজর্ষি দশরথের পুত্র রাম মনোমুগ্ধকারিণী শ্রেষ্ঠরাজকন্যা সীতার সহিত মিলিত হইয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। দেবশ্রেষ্ঠ বিভু বিষ্ণু লক্ষ্মীর সহিত মিলিত হইয়া যেরূপ শোভিত হন, জানকীর সহিত মিলনে রামও সেইরূপ শোভিত হইলেন।১৪-২৯

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডে সপ্তসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

আদিকাণ্ড সম্পূর্ণ।

দ্বিতীয় বর্ষ, ফাল্গুন, ১৩৭০]

[নবম সংখ্যা—দোলযাত্রা

ষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ।

। এই মাসিকপত্রে সমুদয় সংহিতা (স্মৃতি), শ্রীরামায়ণ-

রত-শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ইত্যাদি যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথ-প্রবর্ত্তিত।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভ মূল্যে দেওয়া সম্ভব হইয়াছে।

* * *

যুগ্ম-সম্পাদক—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য

শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫'০০ টাকা]

[প্রতি সংখ্যা ১'৫০ টাকা

স্বত্বাধিকারী :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচার সঙ্ঘ
(জয়গুরু সম্প্রদায়)

সহ-সম্পূজকসঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ
শ্রীনারায়ণগোস্বামী ন্যায়াচার্য্য
শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্তৃক শ্রীসীতারাম-বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।৩, পি, ডব্লিউ, ডি রোড, কলিকাতা—৩৫ হইতে প্রকাশিত ও ১৫বি, রায়বাগান ষ্ট্রীট্, কলিকাতা—৬ ইন্দু-নারায়ণ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রাপিত
১৫ই ফাল্গুন, ১৩৭০।

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রময় মাসিক পত্র। প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ।

২। এই মাসিকপত্রে সমুদয় সংহিতা (স্মৃতি), শ্রীরামায়ণ-শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রীমহাভারত-শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ইত্যাদি যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। ইহার বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারত ও পাকিস্তানে সডাক ১৫·০০, প্রতি সংখ্যা ১·৫০ নঃ পঃ মাত্র; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০·০০, প্রতি সংখ্যা ২·০০ মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

৪। প্রতি বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ইহার একটি সংখ্যা প্রকাশিত হইবামাত্র গ্রাহকগণের নিকট পাঠান হয়। বাংলা মাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে উক্ত সংখ্যা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ লইয়া চতুর্থ সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতা কার্য্যালয়ে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলা মাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৫। মাসিক পত্র, বিজ্ঞাপন প্রভৃতি সংক্রান্ত যাবতীয় পত্রাদি এবং অর্থাদি "সঞ্চালক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি. বিধান সরণী, কলিকাতা—৬" এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

মনি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকের নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে অবশ্যই লিখিতে হইবে।

৬। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয়, কিন্তু প্রয়োজন না মনে করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে গ্রাহকগণকে জবাবী-পত্র অবশ্যই দিতে হইবে।

৭। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে, কার্য্যালয়ে আসিয়া বা ডাকযোগ ব্যতীত অন্যকোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৮। উল্লিখিত ৪-৭ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পত্র-পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

৯। অনিবার্য্যকারণবশতঃ যে সংখ্যা প্রকাশে বিলম্ব ঘটিয়াছে, তাহা যথাসম্ভব সত্বর প্রকাশের চেষ্টা চলিতেছে। তৎসম্পর্কে উক্ত নিয়মাবলী যথাসময়ে প্রযুজ্য বলিয়া গণ্য হইবে।

সম্পূজক—**আর্য্যশাস্ত্র**

শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।৩, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, আলমবাজার।
কলিকাতা—৩৫

৺৭শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

পুষ্করমঠ
ভরতপুর-কুঞ্জ
গৌঘাট
৮।৫।৭০

যে মায়েরা বাবারা একে (ওঙ্কারকে) সত্যসত্য ভালবাসে, তারা নিত্য আর্য্যশাস্ত্র প'ড়্‌বে ও প্রাণপণে আর্য্যশাস্ত্র প্রচারের চেষ্টা ক'র্‌বে। আর্য্যশাস্ত্রের সেবায় জগতের মহাকল্যাণ সাধিত হবেই হবে।

ওঙ্কার

নিবেদন

শ্রীশ্রীঠাকুর দিগম্বুই সাধনসমিতির সুবর্ণ-জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে ও পরমগুরুদেবের আবির্ভাবতিথি উপলক্ষে আর্য্যশাস্ত্রের বহুল প্রচার কামনায় প্রথম বৎসরের আর্য্যশাস্ত্রের বার্ষিক মূল্য ১৫'০০ টাকার স্থলে ১০'০০ টাকা করিয়া দিয়াছেন।

অযোধ্যাকাণ্ডম্

প্রথমঃ সর্গঃ

[শত্রুঘ্নেন সহ ভরতস্য মাতুলালয়গমনম্, রামস্য জন্মহেতুকথনম তদ্গুণকীর্তনঞ্চ, রামস্যাভিষেকার্থং দশরথস্য চিন্তা, অমাত্যৈঃ সহ সংমন্ত্র্য যৌবরাজ্যাভিষেকে নিশ্চয়ঃ, মহীপালানামন্ত্রয়িতুম্ অমাত্যং প্রতি দশরথস্যাদেশঃ, দশরথসমীপে রাজ্ঞাং গমনঞ্চ]

গচ্ছতা মাতুলকুলং ভরতেন তদানঘঃ।
শত্রুঘ্নো নিত্যশত্রুঘ্নো নীতঃ প্রীতিপুরস্কৃতঃ ॥১

স তত্র ন্যবসদ্ ভ্রাত্রা সহ সংকারসংকৃতঃ।
মাতুলেনাশ্বপতিনা পুত্রস্নেহেন লালিতঃ ॥২

তত্রাপি নিবসন্তৌ তৌ তর্প্যমাণৌ চ কামতঃ।
ভ্রাতরৌ স্মরতাং বীরৌ বৃদ্ধং দশরথং নৃপম্ ॥৩

রাজাপি তৌ মহাতেজাঃ সস্মার প্রোষিতৌ সুতৌ।
উভৌ ভরত-শত্রুঘ্নৌ মহেন্দ্র-বরুণোপমৌ ॥৪

সর্ব এব তু তস্যেষ্টাশ্চত্বারঃ পুরুষর্ষভাঃ।
স্বশরীরাদ্ বিনির্বৃত্তাশ্চত্বার ইব বাহবঃ ॥৫

তেষামপি মহাতেজা রামো রতিকরঃ পিতুঃ।
স্বয়ম্ভূরিব ভূতানাং বভূব গুণবত্তরঃ ॥৬

স হি দেবৈরুদীর্ণস্য রাবণস্য বধার্থিভিঃ।
অর্থিতো মানুষে লোকে জজ্ঞে বিষ্ণুঃ সনাতনঃ ॥৭

কৌসল্যা শুশুভে তেন পুত্রেণামিততেজসা।
যথা বরেণ দেবানামদিতির্বজ্রপাণিনা ॥৮

স হি রূপোপপন্নশ্চ বীর্য্যবানসূয়কঃ।
ভূমাবনুপমঃ সূনুর্গুণৈর্দশরথোপমঃ ॥৯

স চ নিত্যং প্রশান্তাত্মা মৃদুপূর্বঞ্চ ভাষতে।
উচ্যমানোঽপি পুরুষং নোত্তরং প্রতিপদ্যতে ॥১০

কদাচিদুপকারেণ কৃতেনৈকেন তুষ্যতি।
ন স্মরত্যপকারাণাং শতমপ্যাত্মবত্তয়া ॥১১

শীলবৃদ্ধৈর্জ্ঞানবৃদ্ধৈর্বয়োবৃদ্ধৈশ্চ সজ্জনৈঃ।
কথয়ন্নাস্ত বৈ নিত্যমস্ত্রযোগ্যান্তরেষ্বপি ॥১২

প্রথম সর্গ

[শত্রুঘ্নের সহিত ভরতের মাতুলালয় গমন, সেইস্থানে অবস্থান, রামের জন্মহেতু কথন ও তাঁহার গুণকীর্তন, রামের অভিষেকের জন্য দশরথের চিন্তা, অমাত্যগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া যৌবরাজ্যে অভিষেকের জন্য নিশ্চয়তা, মহীপালগণকে আমন্ত্রণ করিবার জন্য অমাত্যের প্রতি দশরথের আদেশ এবং দশরথের নিকট রাজগণের গমন।]

ভরত মাতুলালয়ে গমন করিবার সময় কামক্রোধাদি সহজ শত্রুজয়কারী নিষ্পাপ শত্রুঘ্নকে প্রীতিবশতঃ সঙ্গে লইয়া গেলেন। মাতুলালয়ে ভরত ভ্রাতার সহিত নানাবিধ সংকারে সংকৃত হইয়া বাস করিতে লাগিলেন এবং মাতুল যুধাজিৎ পুত্রতুল্য স্নেহে তাহাদের দুই ভ্রাতাকে লালন করিতে লাগিলেন। কিন্তু বীর ভরত ও শত্রুঘ্ন ইচ্ছানুরূপ ভোগ্যবস্তু পাইয়া তৃপ্ত হইলেও এবং বহুদূরে কেকয়দেশে বাস করিতে থাকিলেও বৃদ্ধ পিতা দশরথকে সর্বদা স্মরণ করিতেন। মহাতেজা রাজা দশরথও ইন্দ্র ও বরুণতুল্য বিদেশস্থিত দুইপুত্রকে স্মরণ করিতেন। মহারাজ দশরথের নরোত্তম চারিটী পুত্রই অতিশয় প্রিয় ছিলেন। চতুর্ভুজ পুরুষের চারিটী বাহু যেমন নিজ শরীর হইতে উৎপন্ন হয়, সেইরূপ দশরথের শরীর হইতে চারিটি পুত্রই উৎপন্ন হইয়াছিলেন! কিন্তু সকল পুত্রের মধ্যে মহাতেজা রাম পিতা দশরথের অতিশয় সুখপ্রদ ছিলেন! যেহেতু প্রাণিগণের মধ্যে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার ন্যায় রাম সর্বাপেক্ষা অধিক গুণভূষিত ছিলেন। রাম স্বয়ং সনাতন বিষ্ণু। উদ্ধত রাবণের সংহারেচ্ছু দেবগণের প্রার্থনায় তিনি মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

বুদ্ধিমান্ মধুরাভাষী পূর্বভাষী প্রিয়ংবদঃ।
বীর্য্যবান্ন চ বীর্য্যেণ মহতা স্বেন বিস্মিতঃ ॥১৩
ন চানৃতকথো বিদ্বান্ বৃদ্ধানাং প্রতিপূজকঃ।
অনুরক্তঃ প্রজাভিশ্চ প্রজাশ্চাপ্যনুরজ্যতে ॥১৪
সানুক্রোশো জিতক্রোধো ব্রাহ্মণপ্রতিপূজকঃ।
দীনানুকম্পী ধর্মজ্ঞো নিত্যং প্রগ্রহবান্ শুচিঃ ॥১৫
কুলোচিতমতিঃ ক্ষাত্রং স্বধর্মং বহু মন্যতে।
মন্যতে পরয়া কীর্ত্ত্যা (ক) মহৎ স্বর্গফলং ততঃ ॥১৬
নাশ্রেয়সি রতো যশ্চ ন বিরুদ্ধকথারুচিঃ।
উত্তরোত্তরযুক্তীনাং বক্তা বাচস্পতির্যথা ॥১৭
অরোগস্তরুণো বাগ্মী বপুষ্মান্ দেশ-কালবিৎ।
লোকে পুরুষসারজ্ঞঃ সাধুরেকো বিনির্মিতঃ ॥১৮
স তু শ্রেষ্ঠৈর্গুণৈর্যুক্তঃ প্রজানাং পার্থিবাত্মজঃ।
বহিশ্চর ইব প্রাণো বভূব গুণতঃ প্রিয়ঃ ॥১৯
সর্ববিদ্যাব্রতস্নাতো যথাবৎ সাঙ্গবেদবিৎ।
ইষ্বস্ত্রে চ পিতুঃ শ্রেষ্ঠো বভূব ভরতাগ্রজঃ ॥২০
কল্যাণাভিজনঃ সাধুরদীনঃ সত্যবাগৃজুঃ।
বৃদ্ধৈরভিবিনীতশ্চ দ্বিজৈর্ধর্মার্থদর্শিভিঃ ॥২১
ধর্ম-কামার্থতত্ত্বজ্ঞঃ স্মৃতিমান্ প্রতিভানবান্।
লৌকিকে সময়াচারে কৃতকল্পো বিশারদঃ ॥২২
নিভৃতঃ সংবৃতাকারো গুপ্তমন্ত্রঃ সহায়বান্।
অমোঘক্রোধ-হর্ষশ্চ ত্যাগ-সংযমকালবিৎ ॥২৩
দৃঢ়ভক্তিঃ স্থিরপ্রজ্ঞো নাসদ্গ্রাহী ন দুর্বচঃ।
নিস্তন্দ্রীরপ্রমত্তশ্চ স্বদোষ-পরদোষবিৎ ॥২৪
শাস্ত্রজ্ঞশ্চ কৃতজ্ঞশ্চ পুরুষান্তরকোবিদঃ।
যঃ প্রগ্রহানুগ্রহয়োর্যথান্যায়ং বিচক্ষণঃ ॥২৫
সৎসংগ্রহানুগ্রহণে স্থানবিন্নিগ্রহস্য চ।
আয়কর্মণ্যুপায়জ্ঞঃ সন্দৃষ্টব্যয়কর্মবিৎ ॥২৬

দেবমাতা অদিতি যেমন দেবশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রের দ্বারা শোভিত হইয়া থাকেন, অপরিমিততেজস্বী রামের দ্বারা কৌশল্যাও সেইরূপ শোভিত হইয়াছেন। মহাবীর রাম পরম সৌন্দর্য্যবান্ ও অসূয়ারহিত ছিলেন। পৃথিবীতে তাঁহার গুণের উপমা ছিলনা। তিনি সর্ববিষয়ে দশরথের তুল্য ছিলেন, সর্বদা শান্তস্বভাব রাম মৃদুভাবে কথা বলিতেন। কেহ যদি তাঁহার প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ করিত, তিনি নিরুত্তর থাকিতেন।১-১০

কেহ যদি কখনও কিঞ্চিৎ উপকার করিত, তাহা হইলে ঐ একটি মাত্র উপকারের দ্বারাই চিরকাল সন্তুষ্ট থাকিতেন। কিন্তু কেহ যদি শত শত অপকার করিত, তাহা হইলেও তিনি উদারতা-বশতঃ তার অপকারের কথা মনে রাখিতেন না। শ্রীমান্ রাম অস্ত্রবিদ্যাভ্যাসে রত থাকিলেও অবসর সময়ে সৎস্বভাবসম্পন্ন, জ্ঞানবৃদ্ধ ও সজ্জন বয়োবৃদ্ধব্যক্তিগণের সহিত মিলিত হইয়া সর্বদা নানাবিষয় আলাপ করিতেন। বুদ্ধিমান্ রাম মধুরভাবে হিতকর বাক্য বলিতেন। সাধারণ ব্যক্তির সহিত ব্যবহারেও তিনি প্রথমেই কথা বলিতেন। তিনি মহাবীর ছিলেন, কিন্তু বীরত্বের জন্য গর্বিত ছিলেন না। বিদ্বান্ রাম কখনও মিথ্যা কথা বলিতেন না। সর্বদা বয়োজ্যেষ্ঠগণের সম্মান করিতেন। তিনি প্রজাগণের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন, প্রজাগণও তাঁহার প্রতি অতিশয় অনুরক্ত ছিল। সকলের প্রতি সদয় থাকিলেও দীনজনের প্রতি সর্বদা তাঁহার দয়াদৃষ্টি ছিল। পরমপবিত্র রাম ক্রোধশূন্য, ব্রাহ্মণপূজাকারী, ধর্মপরায়ণ ও অধর্মের নিগ্রহকারী ছিলেন। তিনি বংশানুরূপ বুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া ক্ষত্রিয়ধর্মকেই শ্রেষ্ঠ মনে করিতেন এবং ঐ ক্ষত্রিয়ধর্ম পালন করিলেই শ্রেষ্ঠ কীর্তি ও মহৎ স্বর্গফল লাভ হয়, ইহাও মনে করিতেন। তিনি অমঙ্গলজনক কর্মে প্রবৃত্ত হইতেন না। ধর্ম বিরুদ্ধ আলাপে রুচিহীন ছিলেন। বিবাদ সময়ে তিনি বৃহস্পতির ন্যায় ক্রমশঃ বিবিধ যুক্তি প্রদর্শন করিতেন। অপরূপদেহসম্পন্ন তরুণ রাম সর্বদা ব্যাধিশূন্য সুবক্তা দেশকালজ্ঞ ও পুরুষগণের বলাবলনির্বাচনে সমর্থ ছিলেন। তিনি এই সংসারে অদ্বিতীয় সাধুরূপে প্রকাশিত হইয়াছিলেন। সর্বগুণভূষিত দাশরথি রাম প্রজাগণের বহিশ্চর প্রাণতুল্য ছিলেন ও নিজগুণপ্রভাবে প্রাণতুল্য প্রিয় হইয়াছিলেন। ভরতাগ্রজ শ্রীমান্ রাম যথারীতি

পাঠান্তরঃ—(ক) মন্যতে পরয়া প্রীত্যা—।

শ্রৈষ্ঠ্যং চাস্ত্রসমূহেষু প্রাপ্তো ব্যামিশ্রকেষু চ।
অর্থ-ধর্মৌ চ সংগৃহ্য সুখতন্ত্রো ন চালসঃ ॥২৭
বৈহারিকাণাং শিল্পানাং বিজ্ঞাতার্থবিভাগবিৎ।
আরোহে বিনয়ে চৈব যুক্তো বারণ-বাজিনাম্ ॥২৮
ধনুর্বেদবিদাং শ্রেষ্ঠো লোকেঽতিরথসম্মতঃ।
অভিযাতা প্রহর্তা চ সেনানয়বিশারদঃ ॥২৯
অপ্রধৃষ্যশ্চ সংগ্রামে ক্রুদ্ধৈরপি সুরাসুরৈঃ।
অনসূয়ো জিতক্রোধো ন দৃপ্তো ন চ মৎসরী ॥৩০
নাবজ্ঞেয়শ্চ ভূতানাং ন চ কালবশানুগঃ।
এবং শ্রেষ্ঠৈর্গুণৈর্যুক্তঃ প্রজানাং পার্থিবাত্মজঃ ॥৩১
সম্মতস্ত্রিষু লোকেষু বসুধায়াঃ ক্ষমাগুণৈঃ।
বুদ্ধ্যা বৃহস্পতেস্তুল্যো বীর্য্যে চাপি শচীপতেঃ ॥৩২
তথা সর্বপ্রজাকান্তৈঃ প্রীতিসঞ্জননৈঃ পিতুঃ।
গুণৈর্বিরুরুচে রামো দীপ্তঃ সূর্য্য ইবাংশুভিঃ ॥৩৩
তমেবং বৃত্তসম্পন্নমপ্রধৃষ্যপরাক্রমম্।
লোকনাথোপমং নাথমকাময়ত মেদিনী ॥৩৪
এতৈস্তু বহুভির্যুক্তং গুণৈরনুপমৈঃ সুতম্।
দৃষ্ট্বা দশরথো রাজা চক্রে চিন্তাং পরন্তপঃ ॥৩৫
অথ রাজ্ঞো বভূবৈবং বৃদ্ধস্য চিরজীবিনঃ।
প্রীতিরেষাং কথং রামো রাজা স্যান্ ময়ি জীবতি ॥৩৬

বেদাঙ্গ সহিত সকল বেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। সকল বিদ্যা গ্রহণের পর সমাবর্তন করিয়াছিলেন। কিন্তু ধনুর্বিদ্যায় পিতা দশরথ হইতেও অধিক নৈপুণ্যলাভ করিয়াছিলেন।১১-২০

কল্যাণের আকর, সাধুচরিত্র, সর্বদা দৈন্যরহিত, সত্যবাদী, সরল রাম ধর্মার্থদর্শী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণকর্তৃক বিশেষভাবে শিক্ষিত হইয়াছিলেন। তিনি ধর্ম, কাম ও অর্থবিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার স্মৃতিশক্তি ও প্রতিভা ছিল উল্লেখযোগ্য। তিনি লৌকিক ব্যবহার প্রভৃতি বিষয়ে সুদক্ষ ছিলেন। সর্বত্রই তাঁহার বিশেষ নৈপুণ্য ছিল। শ্রীমান্ রাম বিনীত হইলেও তাঁহার অভিপ্রায় অতিনিগূঢ় ছিল, তিনি মন্ত্রণাদিবিষয় গোপনে রাখিতে পারিতেন এবং বহু সহায়যুক্ত হইয়া থাকিতেন। তাঁহার ক্রোধ ও হর্ষ নিষ্ফল ছিল না। তিনি অর্থের ব্যয় ও উপার্জনের বিধি সম্যগ্রূপে জানিতেন। গুরুজনের প্রতি অতিশয় ভক্তিমান্ এবং দৃঢ়সঙ্কল্প রাম কখনও অসদ্বস্তু গ্রহণ করিতেন না এবং দুর্বাক্য বলিতেন না। তিনি সর্বদা আলস্যহীন ও প্রমাদ শূন্য থাকিতেন। নিজের ও অপরের দোষ জানিবার শক্তি তাঁহার ছিল।২১-২৪

তিনি ছিলেন শাস্ত্রবিৎ, কৃতজ্ঞ ও অন্যের মনোভাব বুঝিতে সমর্থ। বিধান অনুসারে নিগ্রহ করিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল। তিনি সজ্জনগণের সংগ্রহে ও পালনে এবং দুষ্টগণের দমনে দেশ ও কালের অনুরূপ ব্যবস্থা করিতে পারিতেন। ভ্রমর যেমন পুষ্পকে পীড়িত না করিয়া মধু আহরণ করে, সেইরূপ রামও প্রজাগণকে পীড়িত না করিয়া রাজস্বগ্রহণ করিতে পটু ছিলেন। যেমন অর্থ উপার্জনের সকল উপায় জানিতেন, তেমনই নিয়মানুসারে অর্থ ব্যয় করিতেও জানিতেন। তাঁহার নানা শাস্ত্রে ও বিবিধভাষায় লিখিত নাটক প্রভৃতিতে শ্রেষ্ঠতা ছিল। বিলাসিতার জন্য প্রয়োজনীয় নানাবিধ সঙ্গীতাদি শিল্পবিদ্যায় তিনি বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। হস্তী ও অশ্বের শিক্ষাদানে ও আরোহণে তাঁহার বিশেষ নৈপুণ্য ছিল। ধনুর্বেদনিপুণ ব্যক্তিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইয়া রাম সংসারে অতিরথ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। সৈন্য পরিচালনায় অতিদক্ষরাম শত্রুকে আক্রমণ ও প্রতিহত করিতে পারিতেন। যুদ্ধক্ষেত্রে দেবতা অসুর প্রভৃতি কুপিত হইয়া ও তাঁহাকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইত না। তিনি অসূয়াশূন্য ছিলেন এবং ক্রোধকে জয় করিয়াছিলেন। দর্প ও মাৎসর্য তাঁহার ছিলনা। শ্রীমান্ রাম কাহারও অবজ্ঞার পাত্র ছিলেন না, এবং কালের বশীভূত ছিলেন না। দশরথতনয় এই সকল শ্রেষ্ঠগুণে ভূষিত হওয়ায় প্রজাগণের অতিশয় প্রিয় ও ত্রিলোকপূজ্য হইয়াছিলেন। তিনি ক্ষমাগুণে পৃথিবীতুল্য, বুদ্ধিতে বৃহস্পতিতুল্য ও বীরত্বে ইন্দ্রের তুল্য ছিলেন। ২৫-৩২

এষা হ্যস্য পরা প্রীতির্হৃদি সংপরিবর্ত্ততে।
কদা নাম সুতং দ্রক্ষ্যাম্যভিষিক্তমহং প্রিয়ম্ ॥৩৭
বৃদ্ধিকামো হি লোকস্য সর্বভূতানুকম্পকঃ।
মত্তঃ প্রিয়তরো লোকে পর্জন্য ইব বৃষ্টিমান্ ॥৩৮
যম-শক্রসমো বীর্য্যে বৃহস্পতিসমো মতৌ।
মহীধরসমো ধৃত্যাং মত্তশ্চ গুণবত্তরঃ ॥৩৯
মহীমহমিমাং কৃৎস্নামধিতিষ্ঠন্তমাত্মজম্।
অনেন বয়সা দৃষ্ট্বা যথা স্বর্গমবাপ্নুয়াম্ ॥৪০
ইত্যেবং বিবিধৈস্তৈস্তৈরন্যপার্থিবদুর্লভৈঃ।
শিষ্টৈরপরিমেয়ৈশ্চ লোকে লোকোত্তমৈর্গুণৈঃ ॥৪১
তং সমীক্ষ্য তদা রাজা যুক্তং সমুদিতৈর্গুণৈঃ।
নিশ্চিত্য সচিবৈঃ সার্দ্ধং যৌবরাজ্যমমন্যত ॥৪২
দিব্যন্তরিক্ষে ভূমৌ চ ঘোরমুৎপাতজং ভয়ম্।
সংচচক্ষেঽথ মেধাবী শরীরে চাত্মনো জরাম্ ॥৪৩
পূর্ণচন্দ্রাননস্যাথ শোকাপনুদমাত্মনঃ।
লোকে রামস্য বুবুধে সম্প্রিয়ত্বং মহাত্মনঃ ॥৪৪
আত্মনশ্চ প্রজানাঞ্চ শ্রেয়সে চ প্রিয়েণ চ।
প্রাপ্তে কালে স ধর্মাত্মা ভক্ত্যা ত্বরিতবান্নৃপঃ ॥৪৫
নানানগর-বাস্তব্যান্ পৃথগ্ জানপদানপি।
সমানিনায় মেদিন্যাং প্রধানান্ পৃথিবীপতিঃ ॥৪৬
তান্ বেশ্ম নানাভরণৈর্যথার্হং প্রতিপূজিতান্।
দদর্শালঙ্কৃতো রাজা প্রজাপতিরিব প্রজাঃ ॥৪৭
ন তু কেকয়রাজানং জনকং বানরাধিপঃ।
ত্বরয়া চানয়ামাস পশ্চাত্তৌ শ্রোষ্যতঃ প্রিয়ম্ ॥৪৮
অথোপবিষ্টে নৃপতৌ তস্মিন্ পরপুরার্দনে।
ততঃ প্রবিবিশুঃ শেষা রাজানো লোকসম্মতাঃ ॥৪৯

প্রদীপ্ত সূর্য্য যেরূপ নিজ কিরণসমূহের দ্বারা শোভা ধারণ করে, পিতার প্রীতিপ্রদ, প্রজাগণের কাম্য, সদ্‌গুণ-সম্পন্ন ও অকুণ্ঠশক্তি লোকপাল-তুল্য হওয়ায় বসুন্ধরা তাঁহাকে অধিপতিরূপে কামনা করিয়াছিলেন। অতুলনীয় বহুগুণের দ্বারা নিজপুত্রকে ভূষিত দেখিয়া শত্রুজয়ী রাজা দশরথ মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, আমি বহুকাল যাবৎ রাজ্য পালন করিতে করিতে বৃদ্ধ হইয়াছি। আমি জীবিত থাকিতে রাম কিরূপে রাজা হইতে পারে এবং তাহার ফলে আমার যে আনন্দ হইবে,তাহারই বা উপায় কি? 'আমি প্রিয়পুত্র রামকে কবে অভিষিক্ত হইতে দেখিব' এই কথা ভাবিয়া আমার হৃদয়ে অতিশয় আনন্দ হইতেছে। সকললোকের উন্নতিকারী ও সর্বভূতে দয়াবান্ রাম বর্ষণকারী মেঘের ন্যায় জনপ্রিয়তায় আমাকেও অতিক্রম করিয়াছে। সে শক্তিতে যম ও ইন্দ্রের তুল্য, বুদ্ধিতে বৃহস্পতিতুল্য, ধৈর্য্যে পর্বতসদৃশ এবং আমা অপেক্ষাও অধিক গুণসম্পন্ন হইয়াছে। আমি এই বৃদ্ধ-বয়সে রামকে সমস্ত ভূমণ্ডল পালন করিতে দেখিয়া কি প্রকারে যথাসময়ে স্বর্গে গমন করিব। এইরূপ স্বগত চিন্তা করিয়া দশরথ রামের গুণের কথাই আলোচনা করিতে লাগিলেন। অন্যনরপতিদুর্লভ অতিশ্রেষ্ঠ বিবিধ সদ্‌গুণসমূহের দ্বারা রামকে ভূষিত দেখিয়া তিনি অবশেষে মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন এবং রামকে যুবরাজপদে অভিষিক্ত করিতে নিশ্চয় করিলেন। বুদ্ধিমান্ রাজা মন্ত্রীদিগকে বলিলেন,—স্বর্গে, অন্তরীক্ষে ও ভূতলে নানা প্রকার উৎপাত দেখা যাইতেছে, সেইজন্য আমার অতিশয় ভয় হইতেছে। আমার শরীরেও জরার আক্রমণ হইয়াছে। পূর্ণচন্দ্রের মত মুখ শ্রীসম্পন্ন রামই তাঁহার শোক দুর করিতে সমর্থ, মহাত্মা রামই সকল প্রজারও অতিশয় প্রিয়, ইহাই দশরথ বুঝিলেন। অনন্তর তিনি উপযুক্ত সময়ে নিজের ও প্রজাগণের মঙ্গল ও প্রীতির জন্য হর্ষের সহিত রামকে যুবরাজ পদে অভিষিক্ত করিতে তরান্বিত হইলেন। পৃথিবীপতি দশরথ নানা-নগরে বাসকারী ও গ্রামবাসী জনগণকে এবং পৃথিবীস্থিত শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ রাজন্যবর্গকে ও প্রধান নাগরিকগণকে আমন্ত্রণ করিলেন। সমাগত ব্যক্তিগণকে উত্তমগৃহ ও বিবিধ আভরণাদি উপহারের দ্বারা যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করাইলেন এবং প্রজাপতি ব্রহ্মা যেরূপ প্রজাগণকে দর্শন করেন, সেইরূপ দশরথও শোভিত হইয়া তাঁহাদিগকে দর্শন করিলেন।৩৩-৪৭

অথ রাজবিতীর্ণেষু বিবিধেষ্বাসনেষু চ।
রাজানমেবাভিমুখা নিষেদুর্নিয়তা নৃপাঃ ॥৫০

স লব্ধমানৈর্বিনয়ান্বিতৈর্নৃপৈঃ
পুরালয়ৈর্জানপদৈশ্চ মানবৈঃ।

উপোপবিষ্টৈর্নৃপতির্বৃতো বভৌ
সহস্রচক্ষুর্ভগবানিবামরৈঃ ॥৫১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে প্রথমঃ সর্গঃ ॥১

কিন্তু অতিসত্বর অভিষেক-কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে বলিয়া কেকয়রাজকে ও মিথিলাধিপতি জনককে আময়ন করিলেন না, যেহেতু তাঁহারা উভয়ে রামের অভিষেক-সংবাদ পরে শ্রবণ করিতে পারিবেন। শত্রু-সৈন্যনাশী দশরথ উপবেশন করিয়াছেন এমন সময় সমাগত লোকমান্য নরপতিগণ সেখানে আগমন করিলেন। অনন্তর তাঁহারা দশরথপ্রদত্ত নানাবিধ আসনে সংযত-ভাবে দশরথকে সম্মুখে রাখিয়া উপবেশন করিলেন। সেই সময় দশরথ সম্মানিত ও বিনীত নরপতি, নগরবাসী, গ্রামবাসী ও নিকটে উপবিষ্ট মানবগণ কর্তৃক বেষ্টিত হওয়ায় দেবগণপরিবৃত ভগবান্ ইন্দ্রের মত অতিশয় শোভিত হইলেন।৪৮-৫১

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে প্রথম সর্গ সমাপ্ত।

দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ

[রাজ্ঞা দশরথেন শ্রীরামচন্দ্রস্য রাজ্যাভিষেকস্য প্রস্তাবোত্থাপনম্, যুক্তিপ্রদর্শনপূর্বকং গুণকীর্তনকারি-সভাসদ্বর্গৈরুক্তপ্রস্তাবস্য সর্বথা সমর্থনম্।]

ততঃ পরিষদং সর্বামামন্ত্র্য বসুধাধিপঃ।
হিতমুদ্ধর্ষণং চৈবমুবাচ প্রথিতং বচঃ ॥১

দুন্দুভিস্বরকল্পেন গম্ভীরেণানুনাদিনা।
স্বরেণ মহতা রাজা জীমূত ইব নাদয়ন্ ॥২

রাজলক্ষণযুক্তেন কান্তেনানুপমেন চ।
উবাচ রসযুক্তেন স্বরেণ নৃপতির্নৃপান্ ॥৩

বিদিতং ভবতামেতদ্ যথা মে রাজ্যমুত্তমম্।
পূর্বকৈর্মম রাজেন্দ্রৈঃ সুতবৎ পরিপালিতম্ ॥৪

সোঽহমিক্ষ্বাকুভিঃ সর্বৈর্নরেন্দ্রৈঃ প্রতিপালিতম্।
শ্রেয়সা যোক্তুমিচ্ছামি সুখার্হমখিলং জগৎ ॥৫

ময়াপ্যাচরিতং পূর্বৈঃ পন্থানমনুগচ্ছতা।
প্রজা নিত্যমনিদ্রেণ যথাশক্ত্যভিরক্ষিতাঃ ॥৬

ইদং শরীরং কৃৎস্নস্য লোকস্য চরতা হিতম্।
পাণ্ডুরস্যাতপত্রস্য চ্ছায়ায়াং জরিতং ময়া ॥৭

প্রাপ্য বর্ষসহস্রাণি বহূন্যায়ুংষি জীবিতঃ।
জীর্ণস্যাস্য শরীরস্য বিশ্রান্তিমভিরোচয়ে ॥৮

দ্বিতীয় সর্গ।

[রাজা দশরথ কর্তৃক শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক-প্রস্তাব উত্থাপন এবং শ্রীরামের গুণকীর্তনকারী সভাসদ্বর্গকর্তৃক যুক্তিপ্রদর্শনপূর্বক উক্ত প্রস্তাবের সর্বপ্রকারে সমর্থন।]

অনন্তর রাজা দশরথ দুন্দুভিশব্দের ন্যায় গম্ভীর প্রতিধ্বনিযুক্ত, রাজোচিত, অতুলনীয়, কমনীয় ও সরস স্বরে মেঘের মত দিক্সমূহ মুখরিত করিয়া সভাসদ্গণকে সম্বোধন করিলেন এবং হিতকর, প্রীতিজনক ও সকলের শ্রবণযোগ্য বাক্য বলিলেন,—সভ্যগণ! আপনারা সকলেই অবগত আছেন যে, আমার পূর্বপুরুষ নরপতিশ্রেষ্ঠগণ এই উত্তম রাজ্যকে পুত্রের মত পরিপালন করিয়াছেন। আমি ইক্ষ্বাকুবংশীয় নরেন্দ্রগণকর্তৃক প্রতিপালিত সাম্রাজ্যকে পরমমঙ্গলযুক্ত করিতে ইচ্ছা করি, ইহাতে সকল সংসার সুখান্বিত হইবে। আমিও পূর্বপুরুষগণের অনুসৃত পথ অবলম্বনপূর্বক আলস্য বর্জন করিয়া যথাশক্তি প্রজাগণকে রক্ষা করিয়াছি। সকল লোকের মঙ্গলসাধনে ব্রতী হইয়া শুভ্ররাজচ্ছত্রের ছায়ায় আমি নিজ শরীর জীর্ণ করিয়াছি। বহুসহস্রবৎসর আয়ুলাভ করিয়া আমি জীবিত আছি। এক্ষণে শরীরের জরাজীর্ণতার জন্য বিশ্রাম করিতে ইচ্ছা করি।

রাজপ্রভাবজুষ্টাঞ্চ দুর্বহামজিতেন্দ্রিয়ৈঃ।
পরিশ্রান্তোঽস্মি লোকস্য গুর্বীং ধর্মধুরং বহন্ ॥৯
সোঽহং বিশ্রামমিচ্ছামি পুত্রং কৃত্বা প্রজাহিতে।
সন্নিকৃষ্টানিমান্ সর্বাননুমান্য দ্বিজর্ষভান্ ॥১০
অনুজাতো হি মাং সর্বৈর্গুণৈঃ শ্রেষ্ঠো মমাত্মজঃ।
পুরন্দরসমো বীর্য্যে রামঃ পরপুরঞ্জয়ঃ ॥১১
তং চন্দ্রমিব পুষ্যেণ যুক্তং ধর্মভৃতাং বরম্।
যৌবরাজ্যে নিযোক্তাস্মি প্রাতঃ পুরুষপুঙ্গবম্ ॥১২
অনুরূপঃ স বো নাথো লক্ষ্মীবাঁল্লক্ষ্মণাগ্রজঃ।
ত্রৈলোক্যমপি নাথেন যেন স্যান্নাথবত্তরম্ ॥১৩
অনেন শ্রেয়সা সদ্যঃ সংযোক্ষ্যেঽহমিমাং মহীম্।
গতক্লেশো ভবিষ্যামি সুতে তস্মিন্নিবেশ্য বৈ ॥১৪

যদিদং মেঽনুরূপার্থং ময়া সাধু সুমন্ত্রিতম্।
ভবন্তো মেঽনুমন্যন্তাং কথং বা করবাণ্যহম্ ॥১৫
যদ্যপ্যেষা মম প্রীতির্হিতমন্যদ্ বিচিন্ত্যতাম্।
অন্যা মধ্যস্থচিন্তা তু বিমর্দাভ্যধিকোদয়া ॥১৬
ইতি ব্রুবন্তং মুদিতাঃ প্রত্যনন্দন্ নৃপা নৃপম্।
বৃষ্টিমন্তং মহামেঘং নর্দন্ত ইব বর্হিণঃ ॥১৭
স্নিগ্ধোঽনুনাদঃ সঞ্জজ্ঞে ততো হর্ষসমীরিতঃ।
জনৌঘোদ্‌ঘুষ্টসন্নাদো মেদিনীং কম্পয়ন্নিব ॥১৮
তস্য ধর্মার্থবিদুষো ভাবমাজ্ঞায় সর্বশঃ।
ব্রাহ্মণা বলমুখ্যাশ্চ পৌর-জানপদৈঃ সহ ॥১৯
সমেত্য তে মন্ত্রয়িতুং সমতাগতবুদ্ধয়ঃ।
ঊচুশ্চ মনসা জ্ঞাত্বা বৃদ্ধং দশরথং নৃপম্ ॥২০

শৌর্য্যবীর্য্য আদি রাজোচিত প্রভাবের দ্বারাই এই গুরুতর ভার বহন করা সম্ভব হয়। ইন্দ্রিয়বশীভূত ব্যক্তিরা কখনই এইভার বহন করিতে পারেনা। আমি নিজশক্তিতে ধর্মানুসারে প্রজাপালনরূপ এই ভার দীর্ঘকাল বহন করিয়া শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি। এইজন্য এখানে উপস্থিত দ্বিজশ্রেষ্ঠগণের অনুমতিগ্রহণ-পূর্বক নিজপুত্রকে প্রজাগণের হিতসাধনে নিযুক্ত করিয়া বিশ্রাম করিতে ইচ্ছা করি।১-১০

আমার জ্যেষ্ঠপুত্র রাম আমার সকলগুণই প্রাপ্ত হইয়াছে। সে ইন্দ্রের তুল্য পরাক্রমশালী ও শত্রুনগর-বিজয়ী। পুষ্যানক্ষত্র উদিত চন্দ্রের ন্যায় সর্বকার্য্যসাধন-কুশল, ধার্মিকশ্রেষ্ঠ ও নরোত্তম রামকে যুবরাজপদে আগামী প্রাতঃকালে অভিষিক্ত করিব।১১-১২

লক্ষ্মীবান্ লক্ষ্মণাগ্রজ রামই আপনাদের উপযুক্ত পালক। আমার মনে হয়—রামকে পালকরূপে পাইলে ত্রিভুবনই নিজপালকের জন্য গর্ববোধ করিবে। আমি অতিসত্বর এই পৃথিবীর সহিত রামের অভিষেকরূপ পরমমঙ্গলের সম্বন্ধ করিতে ইচ্ছা করি। রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া সকলক্লেশমুক্ত হইব। এক্ষণে আমার এই প্রস্তাব যদি আপনাদের অনুকূল ও সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে আপনারা আমাকে অনুমোদন করুন, অন্যথা আমি কি করিব তাহা বলুন। এই প্রস্তাব যদি আমারই প্রীতিদায়ক মনে করেন, তাহা হইলে যাহাতে সকলের হিত হয়—এমন অন্য কিছু চিন্তা করুন। সাধারণতঃ মধ্যস্থব্যক্তিগণের চিন্তা পূর্বপক্ষ ও উত্তরপক্ষ অবলম্বনে প্রবৃত্ত হয় বলিয়া উৎকৃষ্ট নির্ণয় করিতে সমর্থ হয়। বর্ষণরত মহামেঘকে দর্শন করিয়া ময়ূরসমূহ কেকাধ্বনি দ্বারা যেমন অভি-নন্দিত করে, সেইরূপ রামের অভিষেকবার্তা-কীর্তনরত দশরথকে উপস্থিত নরপতিগণ আনন্দিত হইয়া অভি-নন্দিত করিলেন। তখন ঐ সভায় স্নেহসূচক আনন্দময় কোলাহল উত্থিত হইল। জনগণের কণ্ঠ হইতে নিঃসৃত উচ্চশব্দে পৃথিবী যেন কম্পিত হইতে লাগিল। অনন্তর ধর্মার্থতত্ত্ববিৎ দশরথের অভিপ্রায় বুঝিয়া ব্রাহ্মণগণ ও সেনাপতিগণ নগরবাসী ও গ্রামবাসীদের সহিত মিলিত হইয়া মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। অবশেষে প্রত্যেকেই নিজমনে বুঝিতে পারিলেন যে রাজা দশরথ সত্যই বৃদ্ধ হইয়াছেন। অনন্তর সকলে একমত হইয়া দশরথকে বলিলেন,—মহারাজ! আপনার বয়স বহুসহস্রবৎসর হইয়াছে, সত্যই আপনি বৃদ্ধ হইয়াছেন। অতএব আপনি রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করুন। মহাবীর মহাবাহু রাম যুবরাজ হইয়া বিশালহস্তীতে আরোহণপূর্বক

অনেকবর্ষসাহস্রো বৃদ্ধস্ত্বমসি পার্থিব।
স রামং যুবরাজানমভিষিঞ্চস্ব পার্থিবম্ ॥২১
ইচ্ছামো হি মহাবাহুং রঘুবীরং মহাবলম্।
গজেন মহতা যান্তং রামং ছত্ত্রাবৃতাননম্ ॥২২
ইতি তদ্বচনং শ্রুত্বা রাজা তেষাং মনঃ প্রিয়ম্।
অজানন্নিব জিজ্ঞাসুরিদং বচনমব্রবীৎ ॥২৩
শ্রুত্বৈতদ্ বচনং যন্মে রাঘবং পতিমিচ্ছতঃ।
রাজানঃ সংশয়োঽয়ং মে তদিদং ব্রূত তত্ত্বতঃ ॥২৪
কথং ন ময়ি ধর্মেণ পৃথিবীমনুশাসতি।
ভবন্তো দ্রষ্টুমিচ্ছন্তি যুবরাজং মহাবলম্ ॥২৫
তে তমূচুর্মহাত্মানঃ পৌর-জানপদৈঃ সহ।
বহবো নৃপ কল্যাণগুণাঃ সন্তি সুতস্য তে ॥২৬

গুণান্ গুণবতো দেব দেবকল্পস্য ধীমতঃ।
প্রিয়ানানন্দনান্ কৃৎস্নান্ প্রবক্ষ্যামোঽদ্য তান্ শৃণু ॥২৭
দিব্যৈর্গুণৈঃ শক্রসমো রামঃ সত্যপরাক্রমঃ।
ইক্ষ্বাকুভ্যোঽপি সর্বেভ্যো হ্যতিরিক্তো বিশাম্পতে ॥২৮
রামঃ সৎপুরুষো লোকে সত্যঃ সত্যপরায়ণঃ।
সাক্ষাদ্ রামাদ্ বিনির্বৃত্তো ধর্মশ্চাপি শ্রিয়া সহ ॥২৯
প্রজাসুখত্বে চন্দ্রস্য বসুধায়াঃ ক্ষমাগুণৈঃ।
বুদ্ধ্যা বৃহস্পতেস্তুল্যো বীর্য্যে সাক্ষাচ্ছচীপতেঃ ॥৩০
ধর্মজ্ঞঃ সত্যসন্ধশ্চ শীলবাননসূয়কঃ।
ক্ষান্তঃ সান্ত্বয়িতা শ্লক্ষ্ণঃ কৃতজ্ঞো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥৩১
মৃদুশ্চ স্থিরচিত্তশ্চ সদা ভব্যোঽনসূয়কঃ।
প্রিয়বাদী চ ভূতানাং সত্যবাদী চ রাঘবঃ ॥৩২

রাজচ্ছত্রে শোভিত হইয়া গমন করিতেছেন—এইরূপ দৃশ্য দেখিতে আমরা অভিলাষ করিতেছি। তখন দশরথ যুবরাজপদে রামের অভিষেক তাহাদের সকলের প্রিয় জানিয়াও যেন ঠিক জানিতে পারেন নাই—এইরূপ ভাব প্রকাশ করিলেন এবং স্পষ্টভাবে জানিবার জন্য বলিতে লাগিলেন,—নরপতিগণ! আপনারা আমার প্রস্তাব অনুসারে রামকে পালকরূপে পাইতে ইচ্ছা করিতেছেন। ইহাতে আপনাদের মনোভাব যথার্থভাবে প্রকাশিত হয় নাই বলিয়া আমার সন্দেহ হইতেছে। আপনারা নিজ মনোভাব স্পষ্টভাবে প্রকাশিত করুন। আমি ত ধর্মানুসারে এই পৃথিবীকে পালন করিতেছি, তথাপি আপনারা কেন মহাবলবান্ রামকে যুবরাজপদে অভিষিক্ত দেখিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন?১৩-২৫

দশরথ এইরূপ বলিলে পর নগরবাসী ও গ্রামবাসীদের সহিত নৃপতিগণ তাঁহাকে বলিলেন,—রাজন্! আপনার পুত্রের অনেক মঙ্গলময় সদ্গুণ আছে। দেব! বহুগুণ-সম্পন্ন বুদ্ধিমান্ দেবতুল্য রামের সর্বজনপ্রীতিদায়ক সর্বজনকাম্য গুণসমূহ আপনার নিকট অদ্য কীর্তন করিতেছি। শ্রীমান্ রাম নিজ দিব্যগুণসমূহের দ্বারা ইন্দ্রতুল্য, তাঁহার পরাক্রম কখনও বিফল হয় না। তিনি ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি পূর্বপুরুষগণ হইতেও শ্রেষ্ঠ। পুরুষোত্তম রাম সংসারে সত্যনিষ্ঠ বলিয়া খ্যাত হইয়াছেন। ধর্ম ও অর্থ সাক্ষাদ্ভাবে রামের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রজাগণের আনন্দবিধানে তিনি চন্দ্রতুল্য ও ক্ষমাগুণে পৃথিবীসদৃশ। তিনি বুদ্ধিতে বৃহস্পতির তুল্য। শক্তিতে তাঁহার ইন্দ্রের সহিতই তুলনা হয়। শ্রীমান্ রাম ধার্মিক, সত্যসঙ্কল্প, সচ্চরিত্র, অসূয়াশূন্য, ক্ষমাশীল, সান্ত্বনাদাতা, প্রিয়ভাষী, কৃতজ্ঞ ও জিতেন্দ্রিয়। তিনি কোমলস্বভাব, দৃঢ়চিত্ত ও মঙ্গলময় এবং সকল লোককে তিনি প্রিয় ও সত্যবাক্য বলিতে অভ্যস্ত। বহুশাস্ত্রদর্শী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণের শুশ্রূষারত বলিয়া তাঁহার অনুপম কীর্তি, যশ ও তেজ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। তিনি দেবতা, অসুর ও মনুষ্যলোকের সকল অস্ত্রে পরম পটুতা অর্জন করিয়াছেন। তাঁহার বিদ্যাগ্রহণাদিরূপ ব্রতানুষ্ঠানের পর সমাবর্তন হইয়াছে। তিনি ষড়ঙ্গসহিত সকল বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন। ভরতাগ্রজ রাম সঙ্গীতবিদ্যায় পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন। মহামতি উদারচিত্ত সাধুস্বভাব রাম সকল মঙ্গলের আশ্রয়। তিনি ধর্মার্থনিপুণ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকর্তৃক শিক্ষিত হইয়াছেন। তিনি যদি যুদ্ধের জন্য গ্রামে বা নগরে লক্ষ্মণের সহিত গমন করেন, তবে শত্রুকে পরাজিত না করিয়া কখনই প্রতিনিবৃত্ত হন

বহুশ্রুতানাং বৃদ্ধানাং ব্রাহ্মণানামুপাসিতা ।
তেনাস্যেহাতুলা কীর্ত্তির্যশস্তেজশ্চ বর্দ্ধতে ॥৩৩
দেবাসুর-মনুষ্যাণাং সর্বাস্ত্রেষু বিশারদঃ ।
সম্যগ্ বিদ্যাব্রতস্নাতো যথাবৎ সাঙ্গবেদবিৎ ॥৩৪
গান্ধর্বে চ ভুবি শ্রেষ্ঠো বভূব ভরতাগ্রজঃ ।
কল্যাণাভিজনঃ সাধুরদীনাত্মা মহামতিঃ ॥৩৫
দ্বিজৈরভিবিনীতশ্চ শ্রেষ্ঠৈর্ধর্মার্থ নৈপুণৈঃ ।
যদা ব্রজতি সংগ্রামং গ্রামার্থে নগরস্য বা ॥৩৬
গত্বা সৌমিত্রিসহিতো নাবিজিত্য নিবর্ততে ।
সংগ্রামাৎ পুনরাগত্য কুঞ্জরেণ রথেন বা ॥৩৭
পৌরান্ স্বজনবন্নিত্যং কুশলং পরিপৃচ্ছতি ।
পুত্রেষ্বগ্নিষু দারেষু প্রেষ্যশিষ্যগণেষু চ ॥৩৮
নিখিলেনানুপূর্ব্যা চ পিতা পুত্রানিবৌরসান্ ।
শুশ্রূষন্তে চ বঃ শিষ্যাঃ কচ্চিদ্ বর্মসু দংশিতাঃ ॥৩৯
ইতি বঃ পুরুষব্যাঘ্র সদা রামোঽভিভাষতে ।
ব্যসনেষু মনুষ্যাণাং ভৃশং ভবতি দুঃখিতঃ ॥৪০
উৎসবেষু চ সর্বেষু পিতেব পরিতুষ্যতি ।
সত্যবাদী মহেষ্বাসো বৃদ্ধসেবী জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥৪১
স্মিতপূর্বাভিভাষী চ ধর্মং সর্বাত্মনাশ্রিতঃ ।
সম্যগ্ যোক্তা শ্রেয়সঞ্চ ন বিগৃহ্য কথারুচিঃ ॥৪২
উত্তরোত্তরযুক্তৌ চ বক্তা বাচস্পতির্যথা ।
সুভ্রূরায়ততাম্রাক্ষঃ সাক্ষাদ্ বিষ্ণুরিব স্বয়ম্ ॥৪৩
রামো লোকাভিরামোঽয়ং শৌর্য্য-বীর্য্যপরাক্রমৈঃ ।
প্রজাপালনসংযুক্তো ন রাগোপহতেন্দ্রিয়ঃ ॥৪৪
শক্তস্ত্রৈলোক্যমপ্যেষ ভোক্তুং কিং নু মহীমিমাম্ ।
নাস্য ক্রোধঃ প্রসাদশ্চ নিরর্থোঽস্তি কদাচন ॥৪৫
হন্ত্যেষ নিয়মাদ্ বধ্যানবধ্যেষু ন কুপ্যতি ।
যুনক্ত্যর্থৈঃ প্রহৃষ্টশ্চ তমসৌ যত্র তুষ্যতি ॥৪৬

না। যুদ্ধক্ষেত্র হইতে রথে কিংবা হস্তীতে আরোহণ করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হন এবং স্বজনগণের মত সকল পুরবাসীকে কুশলজিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন। তাহাদের প্রত্যেকের পুত্র, অগ্নি, স্ত্রী, শিষ্য ও ভৃত্যবর্গের সকল সংবাদ আনুপূর্বিক জিজ্ঞাসা করেন। পিতা যেমন নিজপুত্রগণের কুশলজিজ্ঞাসা করেন, সেইভাবে 'আপনাদের শিষ্যগণ একাগ্রচিত্তে আপনাদের শুশ্রূষা করে ত' এইরূপ বাক্যে নরোত্তম রাম সর্বদা প্রজাগণের সহিত কথা বলেন। মানুষের বিপদ্ উপস্থিত হইলে তিনি অতিশয় দুঃখিত হন।২৬-৪০

মানুষের আনন্দ উপস্থিত হইলে তিনি পিতার মত সন্তোষলাভ করেন। তিনি ঈষদ্হাস্যযুক্ত মুখে সর্বদা কথা বলেন। তিনি সর্বতোভাবে ধর্মকে আশ্রয় করিয়াছেন। তিনি সকলের কল্যাণপ্রদাতা। বৃথাতর্কে তাঁহার রুচি নাই, অথচ নিজমতস্থাপনে উত্তরোত্তর যুক্তিপ্রয়োগে তিনি বৃহস্পতিসদৃশ নিপুণ। বিশালনয়ন উত্তম-ভ্রূসম্পন্ন লোকপ্রিয় রাম শৌর্য্য, বীর্য্য ও পরাক্রমে সাক্ষাৎ বিষ্ণুর তুল্য। তিনি সর্বদা প্রজাপালনে রত। বিষয়ের আসক্তিতে তাঁহার ইন্দ্রিয় অভিভূত হয় নাই। পৃথিবী পালনের কি কথা, তিনি ত্রিভুবন পালন করিতে সমর্থ। তাঁহার ক্রোধ ও প্রসন্নতা কখনও বিফল হয় না। তিনি নিয়মানুসারে বধ্যগণকে নিহত করেন, কিন্তু অবধ্যগণের প্রতি কুপিত হন না। যাহার উপর সন্তুষ্ট হন, তাহাকে সানন্দে বহু অর্থ প্রদান করেন। সূর্য্য যেমন নিজরশ্মির দ্বারা প্রদীপ্ত হন, সেইরূপ নিজচিত্তরোধসমর্থ সর্বজন-কাম্য আনন্দপ্রদ গুণসমূহের দ্বারা শ্রীমান্ রাম প্রদীপ্ত হইয়াছেন। এই সকলগুণসমন্বিত সত্যপরাক্রম লোকপালতুল্য রামকে অধিপতিরূপে পাইতে পৃথিবীও কামনা করিতেছেন। আপনার পুত্র শ্রীমান্ রাম সৌভাগ্যবশতই আমাদের মঙ্গলসাধনে তৎপর হইয়াছেন। আপনারও ইহা অত্যন্ত সৌভাগ্য যে, আপনার পুত্র মরীচিতনয় কশ্যপের মত পুত্রোচিত নিখিলগুণের আকর হইয়াছেন। দেবতা, অসুর, মনুষ্য, গন্ধর্ব ও নাগগণের মধ্যে সকলেই সর্বজনবিখ্যাত রামের বল, আরোগ্য ও দীর্ঘজীবন কামনা করিয়া থাকে। পুরবাসী, রাষ্ট্রবাসী, গ্রামবাসী, অন্তরঙ্গ, বহিরঙ্গ, স্ত্রী, বৃদ্ধ, যুবতি প্রভৃতি সকলেই প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে মনস্বী রামের

দান্তৈঃ সর্বপ্রজাকান্তৈঃ প্রীতি সংজননৈর্নৃণাম্ ।
গুণৈর্বিরোচতে রামো দীপ্তঃ সূর্য্য ইবাংশুভিঃ ॥৪৭
তমেবং গুণসম্পন্নং রামং সত্যপরাক্রমম্ ।
লোকপালোপমং নাথমকাময়ত মেদিনী ॥৪৮
বৎসঃ শ্রেয়সি জাতস্তে দিষ্ট্যাসৌ তব রাঘবঃ ।
দিষ্ট্যা পুত্রগুণৈর্যুক্তো মারীচ ইব কশ্যপঃ ॥৪৯
বলমারোগ্যমায়ুশ্চ রামস্য বিদিতাত্মনঃ ।
দেবাসুর-মনুষ্যেষু সগন্ধর্বোরগেষু চ ॥৫০
আশংসতে জনঃ সর্বে রাষ্ট্রে পুরবরে তথা ।
আভ্যন্তরশ্চ বাহ্যশ্চ পৌরজানপদো জনঃ ॥৫১
স্ত্রিয়ো বৃদ্ধাস্তরুণ্যশ্চ সায়ং প্রাতঃ সমাহিতাঃ ।
সর্বা দেবান্নমস্যন্তি রামস্যার্থে মনস্বিনঃ ॥৫২
তেষাং তদ্ যাচিতং দেব ত্বৎপ্রসাদাৎ সমৃধ্যতাম্ ।
রামমিন্দিবরশ্যামং সর্বশত্রুনিবর্হণম্ ॥
পশ্যামো যৌবরাজ্যস্থং তব রাজোত্তমাত্মজম্ ॥৫৩
তং দেবদেবো পরমাত্মজং তে
সর্বস্য লোকস্য হিতে নিবিষ্টম্ ।
হিতায় নঃ ক্ষিপ্রমুদারজুষ্টং
মুদাভিষেক্তুং বরদ ত্বমর্হসি ॥৫৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ ॥২

মঙ্গলের জন্য দেবতাগণকে একাগ্রচিত্তে প্রণাম করিয়া থাকে। মহারাজ! সকল লোকের রামাভিষেক-কামনা আপনার আনুকূল্যে সফল হউক।৪১-৫২

নরপতিশ্রেষ্ঠ! নীলকমলকান্তি সর্বশত্রুনাশী রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত দেখিতে ইচ্ছা করি। সকল লোকের হিতসম্পাদনরত উদার গুণমণ্ডিত আপনার পুত্র শ্রীমান্ রাম ভগবান্ বিষ্ণুর সমান। আপনি আমাদের প্রতি বরদাতা হইয়া সানন্দে অতিসত্বর তাঁহাকে আমাদের হিতের জন্য যুবরাজপদে অভিষিক্ত করুন।৫৩-৫৪

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে দ্বিতীয় সর্গ সমাপ্ত।

তৃতীয়ঃ সর্গঃ

[রাজ্ঞো দশরথস্য বসিষ্ঠসমীপে রামস্যাভিষেকায় প্রয়োজনীয়োপকরণং সংগ্রহীতুমাদেশপ্রার্থনম্, রাজসেবকান্ প্রতি বসিষ্ঠস্যানুমতিদানম্, রাজাজ্ঞয়া সুমন্ত্রেণানীতং পুত্রং রামং প্রতি দশরথস্যোপদেশবাক্যম্।]

তেষামঞ্জলিপদ্মানি প্রগৃহীতানি সর্বশঃ।
প্রতিগৃহ্যাব্রবীদ্ রাজা তেভ্যঃ প্রিয়হিতং বচঃ ॥১
অহোঽস্মি পরমপ্রীতঃ প্রভাবশ্চাতুলো মম।
যন্মে জ্যেষ্ঠং প্রিয়ং পুত্রং যৌবরাজ্যস্থমিচ্ছথ ॥২
ইতি প্রত্যর্চিতান্ রাজা ব্রাহ্মণানিদমব্রবীৎ।
বসিষ্ঠং বামদেবঞ্চ তেষামেবোপশৃণ্বতাম্ ॥৩
চৈত্রঃ শ্রীমানয়ং মাসঃ পুণ্যঃ পুষ্পিতকাননঃ।
যৌবরাজ্যায় রামস্য সর্বমেবোপকল্প্যতাম্ ॥৪
রাজ্ঞস্তূপরতে বাক্যে জনঘোষো মহানভূৎ।
শনৈস্তস্মিন্ প্রশান্তে চ জনঘোষে জনাধিপঃ ॥৫
বসিষ্ঠং মুনিশার্দূলং রাজা বচনমব্রবীৎ।
অভিষেকায় রামস্য যৎ কর্ম সপরিচ্ছদম্ ॥৬
তদদ্য ভগবন্ সর্বমাজ্ঞাপয়িতুমর্হসি।
তচ্ছ্রুত্বা ভূমিপালস্য বসিষ্ঠো মুনিসত্তমঃ ॥৭
আদিদেশাগ্রতো রাজ্ঞঃ স্থিতান্ যুক্তান্ কৃতাঞ্জলীন্।
সুবর্ণাদীনি রত্নানি বলীন্ সর্বৌষধীরপি ॥৮
শুক্লমাল্যানি লাজাংশ্চ পৃথক্ চ মধুসর্পিষী।
অহতানি চ বাসাংসি রথং সর্বায়ুধান্যপি ॥৯
চতুরঙ্গবলং চৈব গজঞ্চ শুভলক্ষণম্।
চামরব্যজনে চোভে ধ্বজং ছত্রঞ্চ পাণ্ডুরম্ ॥১০
শতঞ্চ শাতকুম্ভানাং কুম্ভানামগ্নিবর্চসাম্।
হিরণ্যশৃঙ্গমৃষভং সমগ্রং ব্যাঘ্রচর্ম চ ॥১১
যচ্চান্যৎ কিঞ্চিদেষ্টব্যং তৎ সর্বমুপকল্প্যতাম্।
উপস্থাপয়ত প্রাতরগ্ন্যাগারে মহীপতিঃ ॥১২

তৃতীয় সর্গ

[রাজা দশরথকর্তৃক বশিষ্ঠের নিকট রামের রাজ্যাভিষেকের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহের আদেশ প্রার্থনা, বশিষ্ঠকর্তৃক রাজসেবকগণকে তদনুরূপ আদেশ দান এবং রাজাজ্ঞায় সুমন্ত্রকর্তৃক আনীত পুত্র রামের প্রতি দশরথের উপদেশবাক্য।]

সভাস্থিত সকলেই কৃতাঞ্জলি হইয়া এইরূপ প্রার্থনা করিলে দশরথ তাঁহাদের শ্রদ্ধা বিনয়গ্রহণপূর্বক হিতকর মধুর বাক্য বলিলেন্। অহো! আমি অদ্য অতিশয় আনন্দিত হইলাম। আমি বুঝিলাম যে, আমার প্রভাব অতুলনীয়, যেহেতু আপনারা আমার অতিপ্রিয় জ্যেষ্ঠ-পুত্রকে যুবরাজপদে অভিষিক্তরূপে দেখিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। রাজা দশরথ এইভাবে সভাসদ্‌গণকে অভিনন্দিত করিয়া বশিষ্ঠ, বামদেব এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণগণকে সর্বজনসমক্ষে বলিলেন। অতিশোভাময় শুভচৈত্রমাস উপস্থিত। এই সময়ে সকল কাননই কুসুমিত হইয়াছে। এই মাসেই আপনারা রামের যুবরাজ-পদে অভিষেকের জন্য সকল সামগ্রী সংগ্রহ করুন। দশরথের বাক্য সমাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জনগণের আনন্দধ্বনিতে মহাকোলাহল উত্থিত হইল। ক্রমশঃ ঐ কোলাহল শান্ত হইলে জননায়ক দশরথ মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠকে বলিলেন,—ভগবন্! রামের অভিষেকের জন্য যে সকল উপকরণ সংগ্রহ করিতে হইবে, অদ্যই আপনি ঐ সকলের সংগ্রহের জন্য আদেশ করুন। নরপতির বাক্য শুনিয়া মুনিবর বশিষ্ঠ দশরথের সম্মুখে কৃতাঞ্জলিপুটে স্থিত রাজকার্য্যে নিযুক্ত সচিবগণকে আদেশ করিলেন—তোমরা সুবর্ণাদি রত্নসমূহ, প্রয়োজনীয় পূজাসামগ্রী, সর্বৌষধি, শুভ্রপুষ্পমাল্য, লাজ (খই), পৃথক্ পৃথক্ পাত্রে মধু ও ঘৃত, দশা (পাড়) বিশিষ্ট নূতনবস্ত্র, রথ, সকলপ্রকার অস্ত্র, চতুরঙ্গ সৈন্য, শুভলক্ষণান্বিত হস্তী, দুইটি চামর-ব্যজন, পতাকা, শ্বেতছত্র, অগ্নির মত উজ্জ্বল একশত সুবর্ণকুম্ভ সুবর্ণনির্মিত-শৃঙ্গখচিত একটি বৃষভ, অখণ্ড ব্যাঘ্রচর্ম এবং অন্যান্য

অন্তঃপুরস্য দ্বারাণি সর্বস্য নগরস্য চ।
চন্দন-স্রগ্ভিরর্চ্যন্তাং ধূপৈশ্চ ঘ্রাণহারিভিঃ ॥১৩
প্রশস্তমন্নং গুণবদ্দধি-ক্ষীরোপসেচনম্।
দ্বিজানাং শতসাহস্রং যৎপ্রকামমলং ভবেৎ ॥১৪
সংকৃত্য দ্বিজমুখ্যানাং শ্বঃ প্রভাতে প্রদীয়তাম্।
ঘৃতং দধি চ লাজশ্চ দক্ষিণাশ্চাপি পুষ্কলাঃ ॥১৫
সূর্যেঽভ্যুদিতমাত্রে শ্বো ভবিতা স্বস্তিবাচনম্।
ব্রাহ্মণাশ্চ নিমন্ত্র্যন্তাং কল্প্যন্তামাসনানি চ ॥১৬
আবধ্যন্তাং পতাকাশ্চ রাজমার্গশ্চ সিচ্যতাম্।
সর্বে চ তালাপচরা গণিকাশ্চ স্বলঙ্কৃতাঃ ॥১৭
কক্ষ্যাং দ্বিতীয়ামাসাদ্য তিষ্ঠন্তু নৃপবেশ্মনঃ।
দেবায়তনচৈত্যেষু সান্নভক্ষ্যাঃ সদক্ষিণা ॥১৮
উপস্থাপয়িতব্যাঃ স্যুর্মাল্যযোগ্যাঃ পৃথক্ পৃথক্।
দীর্ঘাসিবদ্ধগোধাশ্চ সন্নদ্ধা মৃষ্টবাসসঃ ॥১৯
মহারাজাঙ্গনং শূরাঃ প্রবিশন্তু মহোদয়ম্।
এবং ব্যাদিশ্য বিপ্রৌ তৌ ক্রিয়াস্তত্র বিনিষ্ঠিতৌ ॥২০
চক্রতুশ্চৈব যচ্ছেষং পার্থিবায় নিবেদ্য চ।
কৃতমিত্যেব চাব্রূতামভিগম্য জগৎপতিম্ ॥২১
যথোক্তবচনং প্রাপ্তৌ হর্ষযুক্তৌ দ্বিজোত্তমৌ।
ততঃ সুমন্ত্রং দ্যুতিমান্ রাজা বচনমব্রবীৎ ॥২২
রামং তত্রানয়াঞ্চক্রে রথেন রথিনাং বরম্।
অথ তত্র সহাসীনাস্তদা দশরথং নৃপম্ ॥২৩
রামং কৃতাত্মা ভবতা শীঘ্রমানীয়তামিতি।
স তথেতি প্রতিজ্ঞায় সুমন্ত্রো রাজশাসনাৎ* ॥২৪

প্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহ সংগ্রহ কর। অনন্তর মহারাজের অগ্নিহোত্রগৃহে আগামী প্রাতঃকালে ঐ সকল সংগৃহীত সামগ্রী উপস্থাপিত করিও। অন্তঃপুরের ও সমস্ত অযোধ্যানগরের দ্বারসমূহ চন্দন, মালা ও অতিসুগন্ধযুক্ত ধূপের দ্বারা সুশোভিত কর। উৎকৃষ্ট সুপক্ক বহু অন্ন দধি, ক্ষীর আদি উপকরণসহিত এত প্রচুর প্রস্তুত করিয়া রাখ, যাহা লক্ষ ব্রাহ্মণের পরিতৃপ্তি করিতে পারে। আগামীকল্য প্রভাতে শ্রেষ্ঠব্রাহ্মণগণকে সৎকারপূর্বক ঘৃত, দধি, লাজ (খই) ও প্রচুর দক্ষিণা প্রদান করিও। আগামী কল্য সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই স্বস্তিবাচন হইবে। অদ্যই ব্রহ্মণগণকে নিমন্ত্রণ কর এবং তাঁহাদের উপবেশনের জন্য আসনের ব্যবস্থা কর। প্রতিগৃহে পতাকা উত্তোলন করিতে নির্দেশ দাও, রাজপথসকল সিক্ত করার ব্যবস্থা কর। সঙ্গীতজীবী ও বেশ্যাগণ বিবিধভূষণে ভূষিত হইয়া রাজভবনের দ্বিতীয় কক্ষায় আসিয়া এখনই উপস্থিত হউক। সকল দেবালয়ে ও চতুষ্পথে অন্নাদি ভক্ষ্যদ্রব্য, মাল্যাদি পূজা-সামগ্রী ও দক্ষিণা উপস্থাপিত কর। বীরগণ নিজ নিজ যোগ্য পরিষ্কৃত বস্ত্র পরিধানপূর্বক বৃহৎ অসি, চর্ম ও কবচ ধারণ করিয়া মহোৎসবযুক্ত রাজপ্রাঙ্গণে প্রবেশ করুক। রাজকার্যে নিযুক্ত ব্যক্তিগণকে বশিষ্ঠ এইরূপ নির্দেশ দিলেন। অনন্তর বশিষ্ঠ ও বামদেব অবশিষ্ট কর্তব্য-বিষয়ে দশরথকে নিবেদন করিয়া রাজগৃহে অবস্থানপূর্বক পুরোহিত-কার্য্য করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে পৃথিবীপতি দশরথের নিকট যাইয়া বলিলেন—আপনার কথা অনুসারে সকল কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। অনন্তর দ্যুতিমান্ দশরথ সুমন্ত্রকে বলিলেন,—তুমি শুদ্ধাত্মা রামকে শীঘ্রই এই স্থানে আনয়ন কর। সুমন্ত্র তথাস্তু বলিয়া সম্মতি জানাইলেন এবং মহারাজের নির্দেশমত মহারথ রামকে রথে আরোহণ করাইয়া লইয়া আসিতে গমন করিলেন। সেই সময় ঐ স্থানে দশরথ-নরপতির নিকটে উপবিষ্ট পূর্বদেশীয়, পশ্চিমদেশীয়, উত্তরদেশীয় ও দক্ষিণদেশীয় নরপতিগণ, ম্লেচ্ছগণ, আর্য্যগণ, বনবাসী ও পর্বতবাসী ব্যক্তিগণ সকলে যেভাবে দেবগণ দেবরাজ ইন্দ্রের সেবা করেন। সেইভাবে দশরথের সেবা করিতেছিলেন, দেবগণ-মধ্যস্থিত ইন্দ্রের ন্যায় সমাগত-নরপতিগণের মধ্যে অবস্থিত মহারাজ দশরথ প্রাসাদে স্থিত হইয়া নিজপুত্র রামকে আসিতে দেখিলেন। শ্রীমান্ রাম গন্ধর্বরাজতুল্য, সংসারে তাঁহার বীরত্ব বিখ্যাত হইয়াছে। তিনি আজানুলম্বিত-ভুজ, মহাবলবান্ ও মত্তহস্তীর মত ধীরগতিশীল। চন্দ্রের মত কমনীয় তাঁহার বদন।

* কোন কোন গ্রন্থে ২৪ নং শ্লোকটি ২৩ নম্বরে এবং ২৩ নম্বর শ্লোকটি ২৪ নম্বরে দেখা যায়।

প্রাচ্যোদীচ্যাঃ প্রতীচ্যাশ্চ দাক্ষিণাত্যাশ্চ ভূমিপাঃ।
ম্লেচ্ছাশ্চার্য্যাশ্চ যে চান্যে বনশৈলান্তবাসিনঃ ॥২৫
উপাসাঞ্চক্রিরে সর্বে তং দেবা বাসবং যথা।
তেষাং মধ্যে স রাজর্ষির্মরুতামিব বাসবঃ ॥২৬
প্রসাদস্থো দশরথো দদর্শায়ান্তমাত্মজম্।
গন্ধর্ববরাজপ্রতিমং লোকে বিখ্যাতপৌরুষম্ ॥২৭
দীর্ঘবাহুং মহাসত্ত্বং মত্তমাতঙ্গগামিনম্।
চন্দ্রকান্তাননং রামমতীব প্রিয়দর্শনম্ ॥২৮
রূপৌদার্য্যগুণৈঃ পুংসাং দৃষ্টিচিত্তাপহারিণম্।
ঘর্মাভিতপ্তাঃ পর্জন্যং হ্লাদয়ন্তমিব প্রজাঃ ॥২৯
ন ততর্প সমায়ান্তং পশ্যমানো নরাধিপঃ।
অবতার্য্য সুমন্ত্রস্তু রাঘবং স্যন্দনোত্তমাৎ ॥৩০
পিতুঃ সমীপং গচ্ছন্তং প্রাঞ্জলিঃ পৃষ্ঠতোঽন্বগাৎ।
স তং কৈলাসশৃঙ্গাভং প্রাসাদং রঘুনন্দনঃ ॥৩১
আরুরোহ নৃপং দ্রষ্টুং সহসা তেন রাঘবঃ।
স প্রাঞ্জলিরভিপ্রেত্য প্রণতঃ পিতুরন্তিকে ॥৩২
নাম স্বং শ্রাবয়ন্ রামো ববন্দে চরণৌ পিতুঃ।
তং দৃষ্ট্বা প্রণতং পার্শ্বে কৃতাঞ্জলিপুটং নৃপঃ ॥৩৩
গৃহ্যাঞ্জলৌ সমাকৃষ্য সস্বজে প্রিয়মাত্মজম্।
তস্মৈ চাভ্যুদ্যতং সম্যঙ্ মণি-কাঞ্চনভূষিতম্ ॥৩৪
দিদেশ রাজা রুচিরং রামায় পরমাসনম্।
তদাসনবরং প্রাপ্য ব্যপদীপ্যত রাঘবঃ ॥৩৫
স্বয়ৈব প্রভয়া মেরুমুদয়ে বিমলো রবিঃ।
তেন বিভ্রাজিতা তত্র সা সভাপি ব্যরোচত ॥৩৬
বিমলগ্রহ-নক্ষত্রা শারদী দ্যৌরিবেন্দুনা।
তং পশ্যমানো নৃপতিস্তুতোষ প্রিয়মাত্মজম্ ॥৩৭
অলঙ্কৃতমিবাত্মানমাদর্শতলসংস্থিতম্।
স তং সুস্থিতমাভাষ্য পুত্রং পুত্রবতাং বরঃ ॥৩৮
উবাচেদং বচো রাজা দেবেন্দ্রমিব কশ্যপঃ।
জ্যেষ্ঠায়ামসি মে পত্ন্যাং সদৃশ্যাং সদৃশঃ সুতঃ ॥৩৯

অতিশয় সুন্দর দেহ-বিশিষ্ট তিনি সৌন্দর্য্য, ঔদার্য্যাদি গুণের দ্বারা সকললোকের নয়ন ও মন হরণ করেন। গ্রীষ্মসন্তপ্ত প্রজাগণকে মেঘ যেমন আনন্দ দান করে, সেইরূপ তিনি সকল লোককে আনন্দদান করিয়া থাকেন। এইরূপ গুণসম্পন্ন রামকে আসিতে দেখিয়া দশরথের আশা মিটিতেছিল না। উত্তম রথ হইতে রামকে নামাইয়া সুমন্ত্র কৃতাঞ্জলিপুটে পিতৃসমীপে গমনকারী রামের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। রঘুনন্দন রাম পিতাকে দেখিবার জন্য কৈলাস-শিখরতুল্য প্রাসাদে সুমন্ত্রের সহিত অতিত্বরায় আরোহণ করিলেন। পিতার নিকটে যাইয়া রাম কৃতাঞ্জলি-পুটে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন এবং নিজনাম উল্লেখ করিয়া পিতার চরণস্পর্শ করিলেন। প্রণামান্তে কৃতাঞ্জলি হইয়া পার্শ্বদেশে দণ্ডায়মান প্রিয়পুত্রকে দশরথ হস্তে ধারণ করিলেন এবং টানিয়া নিকটে লইয়া আলিঙ্গন করিলেন। অনন্তর রাজা দশরথ মণিকাঞ্চন-ভূষিত উৎকৃষ্ট উন্নত আসনে বসিবার জন্য রামকে আদেশ করিলেন। ঐ উৎকৃষ্ট আসনে বসিয়া রাম বিশেষ শোভান্বিত হইলেন এবং এমনভাবে আসনটিকে উজ্জ্বল করিলেন, যেমনভাবে উদয়কালে সূর্য্য নিজ-প্রভায় মেরুপর্বতকে উজ্জ্বল করেন। নির্মল গ্রহ নক্ষত্র-পূর্ণ শরৎকালীন আকাশ চন্দ্রের দ্বারা যেমন শোভিত হয়, সেইরূপ রামের দ্বারা আলোকিত ঐ সভাও অতিশয় শোভিত হইল। মানুষ স্বীয় অলঙ্কৃতশরীরের প্রতিবিম্ব দর্পণে দর্শন করিয়া যেরূপ তৃপ্তিলাভ করে, প্রিয় তনয়কে দর্শন করিয়া দশরথও সেইরূপ তৃপ্তিলাভ করিতে লাগিলেন। মহর্ষি কশ্যপ যেরূপে ইন্দ্রকে বলিয়া থাকেন, সেইরূপে স্থিরভাবে উপবিষ্ট নিজপুত্রকে সম্বোধন করিয়া সৎপুত্রবান্ দশরথ বলিলেন,—রাম! বৎস! তুমি আমার জ্যেষ্ঠা ও যোগ্যা পত্নীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। তুমি আমার যোগ্যপুত্র ও সকলপুত্রের মধ্যে অতিশয়গুণান্বিত। তুমি আমার বিশেষ প্রিয় হইয়াছ। যেহেতু তুমি নিজগুণসমূহের দ্বারা প্রজাগণকে অনুরঞ্জিত করিয়াছ, সেইজন্য পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত শুভ সময়ে যুবরাজপদ লাভ কর। তুমি স্বভাবতই অতিশয় গুণসম্পন্ন বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছ। গুণবান্ হইলেও তোমার প্রতি স্নেহবশতঃ আমি তোমাকে হিতকর বাক্য বলিতেছি। বৎস! যদিও তুমি

উৎপন্নস্ত্বং গুণৈর্জ্যেষ্ঠো মম রামাত্মজঃ প্রিয়ঃ।
ত্বয়া যতঃ প্রজাশ্চেমাঃ সগুণৈরনুরঞ্জিতাঃ ॥৪০
তস্মাত্ত্বং পুষ্যযোগেন যৌবরাজ্যমবাপ্নুহি।
কামতস্ত্বং প্রকৃত্যৈব নির্ণীতো গুণবানিতি ॥৪১
গুণবত্যপি তু স্নেহাৎ পুত্র বক্ষ্যামি তে হিতম্।
ভূয়ো বিনয়মাস্থায় ভব নিত্যং জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥৪২
কাম-ক্রোধসমুত্থানি ত্যজস্ব ব্যসনানি চ।
পরোক্ষয়া বর্তমানো বৃত্ত্যা প্রত্যক্ষয়া তথা ॥৪৩
আমাত্যপ্রভৃতীঃ সর্বাঃ প্রজাশ্চৈবানুরঞ্জয়।
কোষ্ঠাগারায়ুধাগারৈঃ কৃত্বা সন্নিচয়ান্ বহূন্ ॥৪৪
ইষ্টানুরক্তপ্রকৃতির্যঃ পালয়তি মেদিনীম্।
তস্য নন্দন্তি মিত্রাণি লব্ধ্বামৃতমিবামরাঃ ॥৪৫
তস্মাৎ পুত্র ত্বমাত্মানং নিয়ম্যৈবং সমাচর।
তচ্ছ্রুত্বা সুহৃদস্তস্য রামস্য প্রিয়কারিণঃ ॥৪৬
ত্বরিতাঃ শীঘ্রমাগত্য কৌসল্যায়ৈ ন্যবেদয়ন্।
সা হিরণ্যঞ্চ গাশ্চৈব রত্নানি বিবধানি চ ॥৪৭
ব্যাদিদেশ প্রিয়াখ্যেভ্যঃ কৌসল্যা প্রমদোত্তমা।
অথাভিবাদ্য রাজানং রথমারুহ্য রাঘবঃ ॥
যযৌ স্বং দ্যুতিমদ্ বেশ্ম জনৌঘৈঃ প্রতিপূজিতঃ ॥৪৮
তে চাপি পৌরা নৃপতের্বচস্ত-
চ্ছ্রুত্বা তদা লাভমিবেষ্টমাশু।
নরেন্দ্রমামন্ত্র্য গৃহাণি গত্বা
দেবান্ সমানর্চুরভিপ্রহৃষ্টাঃ ॥৪৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে তৃতীয়ঃ সর্গঃ ॥

বিনীত, তথাপি আরও অধিক বিনয় অবলম্বন করিয়া সর্বদা জিতেন্দ্রিয় হইও। কাম ও ক্রোধ হইতে যে সকল ব্যসন উৎপন্ন হয়, তুমি তাহাদের ত্যাগ করিও। তুমি দূতমুখে পরোক্ষভাবে ও স্বয়ং প্রত্যক্ষভাবে অনুসন্ধান ও বিচার করিয়া অমাত্য প্রভৃতি প্রজাগণকে অনুরঞ্জিত কর। যে নরপতি বহুধনভাণ্ডার, অস্ত্রগৃহ প্রভৃতি পরিপূর্ণ করিয়া প্রজাগণকে প্রীত ও অনুরক্ত করত পৃথিবীপালন করেন, অমৃতলাভে দেবতাগণের ন্যায় তাঁহার মিত্রগণ তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া আনন্দলাভ করেন।১৭-৪৫

বৎস! তুমি আত্মসংযম করিয়া কর্ত্তব্য-কর্মের আচরণ কর। দশরথের এইরূপ বাক্য শুনিয়া রামের হিতৈষী বন্ধুগণ সত্বর কৌশল্যার নিকট যাইয়া এই সংবাদ নিবেদন করিলেন। রাজমহিষী কৌশল্যা সুখকর-সংবাদ-দানকারীদিগকে সুবর্ণ, বিবিধরত্ন ও ধেনু প্রদান করিলেন। অনন্তর রাম দশরথকে প্রণাম করিয়া রথে আরোহণ এবং জনগণকর্তৃক পূজিত হইয়া স্বকীয় সমুজ্জ্বল গৃহে গমন করিলেন। সভাস্থিত পৌরগণ দশরথের বাক্য শুনিয়া ইষ্টবস্তুপ্রাপ্তিস্বরূপ মনে করিলেন এবং অতিশয় হৃষ্টমনে দশরথের নিকট বিদায়গ্রহণ-পূর্বক নিজ নিজগৃহে গমন করিলেন। তাঁহারা সকলে রামের অভিষেক-কার্য্য নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হওয়ার জন্য দেবতাগণের অর্চনা করিলেন।৪৬-৪৯

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত।

চতুর্থঃ সর্গঃ

[দশরথস্য রামাভিষেকমন্ত্রণা, পিতৃসকাশাদ্ রামস্য স্বকীয়ান্তঃপুরগমনম্, কৌসল্যাসমীপে স্বীয়াভিষেক-বার্তাজ্ঞাপনম্, মাতুরাশীর্বাদলাভঃ, মাতৃ-ভ্রাতৃভ্যাং সহ কথোপকথনঞ্চ।]

গতেষ্বথ নৃপো ভূয়ঃ পৌরেষু সহমন্ত্রিভিঃ।
মন্ত্রয়িত্বা ততশ্চক্রে নিশ্চয়জ্ঞঃ স নিশ্চয়ম্ ॥১
শ্ব এব পুষ্যো ভবিতা শ্বোঽভিষেচ্যস্তু মে সুতঃ।
রামো রাজীবপত্রাক্ষো যুবরাজ ইতি প্রভুঃ ॥২
অথান্তর্গৃহমাবিশ্য রাজা দশরথস্তদা।
সূতমামন্ত্রয়ামাস রামং পুনরিহানয় ॥৩
প্রতিগৃহ্য তু তদ্বাক্যং সূতঃ পুনরুপাযযৌ।
রামস্য ভবনং শীঘ্রং রামমানয়িতুং পুনঃ ॥৪
দ্বাঃস্থৈরাবেদিতং তস্য রামায়াগমনং পুনঃ।
শ্রুত্বৈব চাপি রামস্তং প্রাপ্তং শঙ্কান্বিতোঽভবৎ ॥৫
প্রবেশ্য চৈনং ত্বরিতো রামো বচনমব্রবীৎ।
যদাগমনকৃত্যং তে ভূয়স্তদ্‌ব্রূহ্যশেষতঃ ॥৬
তমুবাচ ততঃ সূতো রাজা ত্বং দ্রষ্টুমিচ্ছতি।
শ্রুত্বা প্রমাণং তত্র ত্বং গমনায়েতরায় বা ॥৭
ইতি সূতবচঃ শ্রুত্বা রামোঽপি ত্বরয়ান্বিতঃ।
প্রযযৌ রাজভবনং পুনর্দ্রষ্টুং নরেশ্বরম্ ॥৮
তং শ্রুত্বা সমনুপ্রাপ্তং রামং দশরথো নৃপঃ।
প্রবেশয়ামাস গৃহং বিবক্ষুঃ প্রিয়মুত্তমম্ ॥৯
প্রবিশন্নেব চ শ্রীমান্ রাঘবো ভবনং পিতুঃ।
দদর্শ পিতরং দূরাৎ প্রণিপত্য কৃতাঞ্জলিঃ ॥১০

চতুর্থ সর্গ

[রাজা দশরথের রামাভিষেক মন্ত্রণা, পিতার নিকট হইতে রামচন্দ্রের স্বীয় অন্তঃপুর গমন, কৌশল্যার নিকট স্বীয় অভিষেকবার্তা জ্ঞাপন, মাতার আশীর্বাদ লাভ এবং মাতা ও ভ্রাতার সহিত কথোপকথন।]

পুরবাসীরা নিজ নিজ গৃহে গমন করিলে পর দেশ-কাল-সম্বন্ধে অভিজ্ঞ দশরথ পুনর্বার মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন—আগামীকল্য পুষ্যানক্ষত্র হইবে, এইজন্য কল্যই আমার পুত্র অভিষিক্ত হইবে, কমললোচন রাম যুবরাজ হইবে। এইরূপ বলিয়া রাজা অন্তঃপুরে গমন করিলেন এবং সুমন্ত্রকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—রামকে পুনর্বার এইস্থানে আনয়ন কর। দশরথের আদেশ গ্রহণ করিয়া সুমন্ত্র রামকে আনয়ন করিবার জন্য সত্বর তাঁহার গৃহে গমন করিলেন। দ্বারপালগণ সুমন্ত্রের আগমনবার্তা রামের নিকট জানাইল। সুমন্ত্র আসিয়াছেন শুনিয়াই রাম অতিশয় শঙ্কিত হইয়া পড়িলেন। দ্বারপালগণ অতিশীঘ্র সুমন্ত্রকে গৃহমধ্যে লইয়া আসিলে রাম ত্বরান্বিত হইয়া বলিলেন,—তোমার পুনর্বার আগমনের প্রয়োজন বিস্তৃতভাবে বিবৃত কর। সুমন্ত্র বলিলেন,—মহারাজ আপনাকে দেখিতে ইচ্ছা করিতেছেন। যাওয়া উচিত কিংবা না যাওয়া উচিত, তাহা আপনিই স্থির করুন। সুমন্ত্রের এইরূপ বাক্য শুনিয়া রাম ত্বরান্বিত হইয়া পুনর্বার নরপতি দশরথকে দর্শন করিবার জন্য রাজভবনে গমন করিলেন। দৌবারিকের নিকট রামের আগমন-বার্তা শুনিয়া রাজা দশরথ অতিশয় প্রিয় বক্তব্য বলিবার জন্য রামকে গৃহমধ্যে আনয়ন করিলেন। শ্রীমান্ রঘুনন্দন পিতৃগৃহে প্রবেশ করিয়াই দূর হইতেই পিতাকে প্রণাম করিলেন এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে লাগিলেন।১-১০

ভূমিপতি দশরথ প্রণত পুত্রকে ভূমি হইতে উঠাইলেন এবং আলিঙ্গন করিলেন। অনন্তর উপবেশনের জন্য

প্রণমন্তং সমুত্থাপ্য সংপরিষ্বজ্য ভূমিপঃ।
প্রদিশ্য চাসনং চাস্মৈ রামঞ্চ পুনরব্রবীৎ ॥১১
রাম বৃদ্ধোঽস্মি দীর্ঘায়ুর্ভুক্তা ভোগা যথেপ্সিতাঃ।
অন্নবদ্ভিঃ ক্রতুশতৈর্যথেষ্টং ভূরিদক্ষিণৈঃ ॥১২
দত্তমিষ্টমধীতঞ্চ ময়া পুরুষসত্তম ॥১৩
অনুভূতানি চেষ্টানি ময়া বীর সুখান্যপি।
দেবর্ষি-পিতৃ-বিপ্রাণামনৃণোঽস্মি তথাত্মনঃ ॥১৪
ন কিঞ্চিন্মম কর্তব্যং তবান্যত্রাভিষেচনাৎ।
অতো যত্ত্বামহং ব্রূয়াং তন্মে ত্বং কর্তুমর্হসি ॥১৫
অদ্য প্রকৃতয়ঃ সর্বাস্ত্বামিচ্ছন্তি নরাধিপম্।
অতস্ত্বাং যুবরাজানমভিষেক্ষ্যামি পুত্রক ॥১৬
অপি চাদ্যাশুভান্ রাম স্বপ্নান্ পশ্যামি রাঘব।
সনির্ঘাতা দিবোল্কাশ্চ পতন্তি হি মহাস্বনাঃ ॥১৭

অনুমতি দিয়া তাঁহাকে বলিলেন,—বৎস! রাম! আমি বৃদ্ধ হইয়াছি। দীর্ঘজীবন প্রাপ্ত হইয়া বাঞ্ছিত বস্তুসকল ভোগ করিয়াছি। বহু অন্নময় প্রচুরদক্ষিণা-যুক্ত শত শত যজ্ঞের যথাবিধি অনুষ্ঠান করিয়াছি। পৃথিবীতে তুলনাহীন বহুপ্রার্থিত তুমি আমার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। আমি প্রার্থীদিগকে অভীস্ট বস্তু দান করিয়াছি। পুরুষোত্তম! বৎস! আমি সকল শাস্ত্রের অধ্যয়নও করিয়াছি। বীর! আমি সকল প্রকার অভীষ্ট সুখভোগ করিয়াছি। এখন আমি দেবঋণ, ঋষিঋণ, পিতৃঋণ, ব্রাহ্মণঋণ ও আত্মঋণ হইতে মুক্তিপ্রাপ্ত হইয়াছি। এক্ষণে তোমার অভিষেক ভিন্ন আমার অন্য কোন কর্তব্য অবশিষ্ট নাই। এইজন্য আমি তোমাকে যাহা বলিব, তাহা তোমার অবশ্যই করা উচিত।১১-১৫

এক্ষণে প্রজাবর্গ তোমাকে নরপতিরূপে পাইতে কামনা করিতেছে। বৎস! এইজন্য আমি তোমাকে যুবরাজরূপে অভিষিক্ত করিব। রাম! আমি অদ্য অতি অশুভ স্বপ্ন দর্শন করিয়াছি। আকাশ হইতে বিকটশব্দময়ী উল্কা পতিত হইতেছে এবং বজ্রপতন-শব্দ হইতেছে। বৎস! দৈবজ্ঞগণ বলিতেছেন যে, আমার

অবষ্টব্ধঞ্চ মে রাম নক্ষত্রং দারুণগ্রহৈঃ।
আবেদয়ন্তি দৈবজ্ঞাঃ সূর্য্যাঙ্গারকরাহুভিঃ ॥১৮
প্রায়েণ চ (ক) নিমিত্তানামীদৃশানাং সমুদ্ভবে।
রাজা হি মৃত্যুমাপ্নোতি ঘোরাং চাপদমৃচ্ছতি ॥১৯
তদ্‌যাবদেব মে চেতো ন বিমুহ্যতি রাঘব।
তদ্‌যাবদেবাভিষিঞ্চস্ব চলা হি প্রাণিনাং মতিঃ ॥২০
অদ্য চন্দ্রোঽভ্যুপগমৎপুষ্যাৎ পূর্বং পুনর্বসুম্।
শ্বঃ পুষ্যযোগং নিয়তং বক্ষ্যন্তে দৈবচিন্তকাঃ ॥২১
তত্র পুষ্যেঽভিষিঞ্চস্ব মনস্ত্বরয়তীব মাম্।
শ্বস্ত্বাহমভিষেক্ষ্যামি যৌবরাজ্যে পরন্তপ ॥২২
তস্মাত্ত্বয়াদ্য প্রভৃতি নিশেয়ং নিয়তাত্মনা।
সহ বধ্বোপবস্তব্যা দর্ভপ্রস্তরশায়িনা ॥২৩

জন্মনক্ষত্র সূর্য্য, মঙ্গল ও রাহুনামক বিরুদ্ধগ্রহের দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে। এইরূপ অশুভলক্ষণ উপস্থিত হইলে প্রায়শঃ রাজা মৃত্যুমুখে পতিত হন কিংবা ঘোর বিপদে পতিত হন। রাঘব! এইজন্য যে পর্য্যন্ত আমার চিত্ত মোহপ্রাপ্ত না হয়, সেই সময়ের মধ্যেই তুমি নিজেকে অভিষিক্ত কর, যেহেতু প্রাণীদিগের বুদ্ধি পরিবর্তিত হইয়া যায়।১৬-২০

দৈবজ্ঞগণ বলিতেছেন যে, চন্দ্র অদ্য পুষ্যানক্ষত্রের পূর্ববর্তী পুনর্বসুনক্ষত্রে গমন করিয়াছেন, আগামী কল্য পুষ্যানক্ষত্রে অবশ্যই গমন করিবেন। ঐ পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত কালে তুমি নিজেকে অভিষিক্ত কর। আমার মন আমাকে যেন অতিশয় ত্বরান্বিত করিতেছে। শত্রুনাশক! রাম! আমি আগামীকল্য যুবরাজপদে তোমাকে অভিষিক্ত করিব। অতএব অদ্য প্রদোষ-সময় হইতে তুমি সংযতচিত্তে কুশনির্মিত ভূশয্যায় শয়ন করিয়া পত্নীর সহিত উপবাসের দ্বারা এই রাত্রি অতিবাহিত কর। তোমার বন্ধুবর্গ সাবধান হইয়া সর্বতোভাবে অদ্য তোমাকে রক্ষা করুক। এইরূপ কার্য্য বহুবিধ বিঘ্ন দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে। এক্ষণে ভরত অযোধ্যা হইতে দূরে

পাঠান্তর :—(ক) প্রায়েণ বৈ—।

সুহৃদশ্চাপ্রমত্তাস্ত্বাং রক্ষন্তত্ব সমততঃ।
ভবন্তি বহুবিঘ্নানি কার্য্যাণ্যেবং বিধানি হি ॥২৪
বিপ্রোষিতশ্চ ভরতো যাবদেব পুরাদিতঃ।
তাবদেবাভিষেকস্তে প্রাপ্তে কালো মতো মম ॥২৫
কামং খলু সতাং বৃত্তে ভ্রাতা তে ভরতঃ স্থিতঃ।
জ্যেষ্ঠানুবর্ত্তী ধর্মাত্মা সানুক্রোশো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥২৬
কিন্তু চিত্তং মনুষ্যাণামনিত্যমিতি মে মতম্।
সতঞ্চ ধর্মনিত্যানাং কৃতশোভি চ রাঘব ॥২৭
ইত্যুক্তঃ সোঽভ্যনুজ্ঞাতঃ শ্বোভাবিন্যভিষেচনে।
ব্রজেতি রামঃ পিতরমভিবাদ্যাভ্যয়াদ্‌গৃহম ॥২৮
প্রবিশ্য চাত্মনো বেশ্ম রাজ্ঞাদিষ্টেঽভিষেচনে।
তৎক্ষণাদেব নিষ্ক্রম্য মাতুরন্তঃপুরং যযৌ ॥২৯

তত্র তাং প্রবণামেব মাতরং ক্ষৌমবাসিনীম্।
বাগ্‌যতাং দেবতাগারে দদর্শাযাচতীং শ্রিয়ম্ ॥৩০
প্রাগেব চাগতা তত্র সুমিত্রা লক্ষ্মণস্তথা।
সীতা চানয়িতা শ্রুত্বা প্রিয়ং রামাভিষেচনম্ ॥৩১
তস্মিন্ কালেঽপি কৌসল্যা তস্থাবামীলিতেক্ষণা।
সুমিত্রয়ান্বাস্যমানা সীতয়া লক্ষ্মণেন চ ॥৩২
শ্রুত্বা পুষ্যে চ পুত্রস্য যৌবরাজ্যেঽভিষেচনম্।
প্রাণায়ামেন পুরুষং ধ্যায়মানা জনার্দনম্ ॥৩৩
তথা সনিয়মামেব সোঽভিগম্যাভিবাদ্য চ।
উবাচ বচনং রামো হর্ষয়ংস্তামিদং বরম্ ॥৩৪
অম্ব পিত্রা নিযুক্তোঽস্মি প্রজাপালনকর্মণি।
ভবিতা শ্বোঽভিষেকো মে যথা মে শাসনং পিতুঃ ॥৩৫

বিদেশে মাতুলালয়ে আছে; এই সময়েই তোমার অভিষেক হওয়া উচিত বলিয়া আমি মনে করি*। যদিও তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভরত সর্বথা সদাচাররত, ধর্মপরায়ণ, দয়ালু, জিতেন্দ্রিয় ও তোমার অনুগত, তথাপি আমার মনে হয়, কারণ উপস্থিত হইলে মনুষ্যদিগের মন বিকার-ভাব প্রাপ্ত হইয়াই থাকে। রাঘব! সর্বদা ধর্মপরায়ণ সজ্জনগণের মনও কখন কখন রাগ-দ্বেষাদি দ্বারা আক্রান্ত হইয়া পড়ে। দশরথ এইরূপ বলিলে পর রাম পিতার অভিপ্রায় অনুসারে আগামী দিবসে অনুষ্ঠেয় অভিষেকে সম্মতি দিলেন এবং "এক্ষণে গমন কর" এইরূপ অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া পিতার নিকট বিদায়গ্রহণপূর্বক নিজভবনে গমন করিলেন। মহারাজ দশরথের আদেশযুক্ত অভিষেক-সংবাদ সীতাকে বলিবার ইচ্ছা সত্ত্বেও নিজভবনে সীতাকে দেখিতে পাইলেন না। সেইজন্য তৎক্ষণাৎ নিজভবন হইতে নির্গত হইয়া মাতার অন্তঃপুরে গমন করিলেন। শ্রীমান্ রাম সেখানে যাইয়া দেখিলেন—মাতা কৌশল্যা পট্টবস্ত্র ধারণ করিয়া দেবতার সম্মুখে ধ্যানরতা আছেন, তিনি মৌন অবলম্বন করিয়া নিজপুত্রের রাজশ্রী প্রার্থনা করিতেছেন।২১-৩০

লোকমুখে রামের অভিষেক হইবার সংবাদ শুনিয়া সুমিত্রা ও লক্ষ্মণ পূর্বেই কৌশল্যার নিকটে আসিয়াছেন। কৌশল্যা সুখদায়ক রামাভিষেক-সংবাদ শুনিয়া সেই স্থানে সীতাকে আনয়ন করিয়াছেন। রামের মাতৃ-ভবনে প্রবেশসময়ে কৌশল্যা নয়ন মুদ্রিত করিয়া উপবেশন করিয়াছিলেন এবং সুমিত্রা, সীতা ও লক্ষ্মণ তাঁহার পশ্চাতে উপবিষ্ট ছিলেন। 'যুবরাজপদে নিজপুত্রের অভিষেক আগামীকল্য পুষ্যানক্ষত্রে হইবে' এই সংবাদ শুনিয়া তিনি প্রাণায়ামপূর্বক পরমপুরুষ জনার্দনের ধ্যান করিতেছিলেন। এইভাবে নিয়মপালন-কারিণী নিজজননীর নিকট গমনপূর্বক রাম তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। অনন্তর শুভসংবাদপ্রদানে আনন্দিত করিয়া মধুরভাবে বলিলেন,—জননি! পিতা আমাকে প্রজা-পালনকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন। আগামীকল্য আমার অভিষেক হইবে। পিতার যেরূপ আদেশ হইয়াছে, সেই অনুসারে আমার সহিত সীতাকেও এই রাত্রি উপবাসে অতিবাহিত করিতে হইবে। উপাধ্যায়গণ

* কৈকেয়ীর পুত্রই রাজা হইবে। এইরূপ প্রতিশ্রুতির দ্বারা কেকয়রাজকে সন্তুষ্ট করিয়া দশরথ কৈকেয়ীকে বিবাহ করিয়া-ছিলেন। সেই কথা মনে করিয়াই ভরতকে আশঙ্কা করিতেছেন।

সীতয়াপ্যুপবস্তব্যা রজনীয়ং ময়া সহ।
এবমুক্তমুপাধ্যায়ৈঃ স হি মামুক্তবান্ পিতা ॥৩৬
যানি যান্যত্র যোগ্যানি শ্বো ভাবিন্যভিষেচনে।
তানি মে মঙ্গলান্যদ্য বৈদেহ্যাশ্চৈব কারয় ॥৩৭
এতচ্ছ্রুত্বা তু কৌসল্যা চিরকালাভিকাঙ্ক্ষিতম্।
হর্ষবাষ্পাকুলং বাক্যমিদং রামমভাষত ॥৩৮
বৎস রাম চিরং জীব হতাস্তে পরিপন্থিনঃ।
জ্ঞাতীন্মে ত্বং শ্রিয়া যুক্তঃ সুমিত্রায়াশ্চ নন্দয় ॥৩৯
কল্যাণে বত নক্ষত্রে ময়া জাতোঽসি পুত্রক।
যেন ত্বয়া দশরথো গুণৈরারাধিতঃ পিতা ॥৪০
অমোঘং বত মে ক্ষান্তং পুরুষে পুষ্করেক্ষণে।
যেয়মিক্ষ্বাকুরাজশ্রীঃ পুত্রত্বাং সংশ্রয়িষ্যতি ॥৪১
ইত্যেবমুক্তো মাত্রা তু রামো ভ্রাতরমব্রবীৎ।
প্রাঞ্জলিং প্রহ্বমাসীনমভিবীক্ষ্য স্ময়ন্নিব ॥৪২
লক্ষ্মণেমাং ময়া সার্ধং প্রশাধি ত্বং বসুন্ধরাম্।
দ্বিতীয়ং মেঽন্তরাত্মানং ত্বামিয়ং শ্রীরুপস্থিতা ॥৪৩
সৌমিত্রে ভুঙ্‌ক্ষ্ব ভোগাংস্ত্বমিষ্টান্ রাজ্যফলানি চ।
জীবিতং চাপি রাজ্যঞ্চ ত্বদর্থমভিকাময়ে ॥৪৪
ইত্যুক্ত্বা লক্ষ্মণং রামো মাতরাবভিবাদ্য চ।
অভ্যনুজ্ঞাপ্য সীতাঞ্চ যযৌ স্বঞ্চ নিবেশনম্ ॥৪৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে চতুর্থঃ সর্গঃ ॥৪

এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন বলিয়া পিতা ঐরূপে থাকিতে বলিয়াছেন। ৩১-৩৬

আগামী দিবসের অভিষেক উপলক্ষ্যে অন্য যে সকল মঙ্গলকার্য্যের অনুষ্ঠান করা উচিত, সেই সকল অনুষ্ঠান আমার ও সীতার জন্য পুরোহিতের দ্বারা সম্পাদন করুন। বহুপূর্ব্ব হইতেই আকাঙ্ক্ষিত রামের অভিষেক-সংবাদ শুনিয়া কৌশল্যা আনন্দাশ্রুসিক্তবাক্যে রামকে বলিলেন,—বৎস! রাম! তুমি দীর্ঘজীবী হও। তোমার বিরোধকারী ব্যক্তিরা নিহত হউক। তুমি রাজ্যশ্রী প্রাপ্ত হইয়া আমার ও সুমিত্রার বন্ধুগণকে আনন্দিত কর। বৎস! অতিশুভনক্ষত্রে আমি তোমাকে প্রসব করিয়াছি, কারণ তুমি নিজগুণসমূহের দ্বারা পিতাকে তুষ্ট করিয়াছ। আমি পদ্মপলাশলোচন পুরুষোত্তম শ্রীহরির প্রসন্নতার জন্য যে সকল ব্রত উপবাস করিয়াছি, তাহা সার্থক হইয়াছে। বৎস! সেইজন্যই এই ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজলক্ষ্মী তোমাকে আশ্রয় করিতেছেন। জননী কৌশল্যা এইরূপ বলিলে পর রাম বিনীত ও কৃতাঞ্জলি হইয়া উপবিষ্ট কনিষ্ঠভ্রাতাকে দেখিয়া ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক বলিলেন,—ভ্রাতঃ! লক্ষ্মণ! তুমি আমার সহিত এই পৃথিবী শাসন কর। তুমি আমার দ্বিতীয় অন্তরাত্মা। এইজন্য তোমাকে রাজলক্ষ্মী আশ্রয় করিতেছেন। সুমিত্রানন্দন! তুমি অভিলষিত ভোগ্য-বস্তুসমূহ ভোগ কর এবং রাজ্যপালনের ফল ধর্ম ও অর্থ প্রাপ্ত হও। আমি তোমারই জন্য জীবন ও রাজ্য প্রার্থনা করি। শ্রীমান্ রাম অনুজ লক্ষ্মণকে এইরূপ বলিয়া কৌশল্যা ও সুমিত্রা দুই জননীকে প্রণাম করিলেন এবং তাঁহাদের নিকট বিদায় লইয়া সীতার সহিত নিজগৃহে গমন করিলেন। ৩৭-৪৫

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে চতুর্থ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চমঃ সর্গঃ

[বসিষ্ঠস্য রামসমীপে গমনং, রামসকাশাৎ দশরথসমীপে গমনঞ্চ ।]

সন্দিশ্য রামং নৃপতিঃ শ্বো ভাবিন্যভিষেচনে ।
পুরোহিতং সমাহূয় বসিষ্ঠমিদমব্রবীৎ ॥১
গচ্ছোপবাসং কাকুৎস্থং কারয়াদ্য তপোধন ।
শ্রেয়সে রাজ্যলাভায় বধ্বা সহ যতব্রত ॥২
তথেতি চ স রাজানমুক্ত্বা বেদবিদাং বরঃ ।
স্বয়ং বসিষ্ঠো ভগবান্ যযৌ রামনিবেশনম্ ॥৩
উপবাসয়িতুং বীরং মন্ত্রবিন্মন্ত্রকোবিদন্ ।
ব্রাহ্মং রথবরং যুক্তমাস্থায় সুধৃতব্রতঃ ॥৪
স রামভবনং প্রাপ্য পাণ্ডুরাভ্রঘনপ্রভম্ ।
তিস্রঃ কক্ষ্যা রথেনৈব বিবেশ মুনিসত্তমঃ ॥৫
তমাগতমৃষিং রামস্ত্বরন্নিব সসম্ভ্রমম্ ।
মানয়িষ্যন্ স মানার্হং নিশ্চক্রাম নিবেশনাৎ ॥৬
অভ্যেত্য ত্বরমাণোঽথ রথাভ্যাসং মনীষিণঃ ।
ততোঽবতারয়ামাস পরিগৃহ্য রথাৎ স্বয়ম্ ॥৭
স চৈনং প্রশ্রিতং দৃষ্ট্বা সম্ভাষ্যাভিপ্রসাদ্য চ ।
প্রিয়ার্হং হর্ষয়ন্ রামমিত্যুবাচ পুরোহিতঃ ॥৮
প্রসন্নস্তে পিতা রাম যত্ত্বং রাজ্যমবাপ্স্যসি ।
উপবাসং ভবানদ্য করোতু সহ সীতয়া ॥৯
প্রাতস্ত্বামভিষেক্তা হি যৌবরাজ্যে নরাধিপঃ ।
পিতা দশরথঃ প্রীত্যা যযাতিং নহুষো যথা ॥১০

পঞ্চম সর্গ

[বসিষ্ঠের রামসমীপে গমন ও রামের নিকট হইতে দশরথসমীপে গমন ।]

এদিকে রাজা দশরথ আগামী দিবসের অভিষেক-বিষয়ে কর্তব্য-সম্বন্ধে রামকে নির্দেশ দিয়া কুলপুরোহিত বশিষ্ঠকে আহ্বানপূর্বক বলিলেন,—তপোধন ! আপনি রামের নিকট গমন করুন। আপনি স্বয়ং ব্রতাচরণরত। মঙ্গলজনক রাজ্যলাভের জন্য রামকে সীতার সহিত অদ্য উপবাস করিতে প্রবৃত্ত করুন। বেদজ্ঞশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ 'তথাস্তু' বলিয়া দশরথের কথায় সম্মতি জানাইলেন এবং রামের ভবনে গমন করিলেন। ব্রাহ্মণের আরোহণযোগ্য উত্তমরথে আরোহণ করিয়া মন্ত্রজ্ঞ ও ব্রতানুষ্ঠাননিপুণ বশিষ্ঠ মন্ত্রবিৎ বীরবর রামকে উপবাস করাইতে চলিলেন। তিনি শুভ্রমেঘের ন্যায় প্রভাময় রামভবনে উপস্থিত হইয়া রথের দ্বারাই তিনটি কক্ষা অতিক্রম করিলেন। মুনিবর বশিষ্ঠকে সমাগত দেখিয়া রাম অতিসম্ভ্রমের সহিত সত্বর সম্মাননীয় মহর্ষিকে সম্মানিত করিবার জন্য নিজগৃহ হইতে বাহিরে আসিলেন। অতিশীঘ্রগতিতে মনীষী বশিষ্ঠের রথের নিকট আসিয়া স্বয়ং তাঁহার হস্তধারণ করত রথ হইতে নামাইলেন। অনন্তর পুরোহিত বশিষ্ঠ প্রিয়কথাযোগ্য রামকে বিনীত দেখিয়া কুশলজিজ্ঞাসা করিলেন এবং প্রশংসা-বাক্যে প্রসন্নতা ও হর্ষ-সম্পাদন করিয়া বলিলেন,—রাম ! তোমার পিতা তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন, যেহেতু তুমি আগামী কল্য রাজ্যপ্রাপ্ত হইবে। তুমি সীতার সহিত অদ্য উপবাস কর। যেভাবে নহুষ নিজপুত্র যযাতিকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন, সেইভাবে নরপতি দশরথ আগামী প্রাতঃকালে তোমাকে যুবরাজপদে অভিষিক্ত করিবেন।১-১০

এইরূপ বলিয়া নিয়মিতব্রতকারী শুদ্ধাত্মা বশিষ্ঠ সীতাসহিত রামকে মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক উপবাসের সঙ্কল্প করাইলেন। অনন্তর রাজগুরু বশিষ্ঠ রামকর্তৃক যথাবিধি অর্চ্চিত হইলেন এবং রামের নিকট বিদায় লইয়া রাম-ভবন হইতে গমন করিলেন। অনন্তর রাম প্রিয়ভাষী বন্ধুগণের সহিত কিছুক্ষণ থাকিয়া তাহাদিগকে বিদায় দিলেন এবং নিজেও তাহাদের দ্বারা সমাদৃত হইয়া স্বগৃহে প্রবেশ করিলেন। বিকসিতকমলপূর্ণ ও

ইত্যুক্ত্বা স তদা রামমুপবাসং যতব্রতঃ।
মন্ত্রবৎ কারয়ামাস বৈদেহ্যা সহিতং শুচিঃ ॥১১
ততো যথাবদ্ রামেণ স রাজ্ঞো গুরুরর্চিতঃ।
অভ্যনুজ্ঞাপ্য কাকুৎস্থং যযৌ রামনিবেশনাৎ ॥১২
সুহৃদ্ভিস্তত্র রামোঽপি সহাসীনঃ প্রিয়ংবদৈঃ।
সভাজিতো বিবেশাথ তাননুজ্ঞাপ্য সর্বশঃ ॥১৩
হৃষ্টনারীনরযুতং রামবেশ্ম তদা বভৌ।
যথা মত্তদ্বিজগণং প্রফুল্লনলিনং সরঃ ॥১৪
স রাজভবনপ্রখ্যাত্তস্মাদ্ রামনিবেশনাৎ।
নির্গত্য দদৃশে মার্গং বসিষ্ঠো জনসংবৃতম্ ॥১৫
বৃন্দবৃন্দৈরযোধ্যায়াং রাজমার্গাঃ সমন্ততঃ।
বভূবুরভিসংবাধাঃ কুতূহলজনৈর্বৃতাঃ ॥১৬
জনবৃন্দোর্মিসংঘর্ষহর্ষস্বনবতস্তদা।
বভূব রাজমার্গস্য সাগরস্যেব নিঃস্বনঃ ॥১৭
সিক্তসংমৃষ্টরথ্যা হি তথা চ বনমালিনী।
আসীদযোধ্যা তদহঃ সমুচ্ছ্রিত গৃহধ্বজা ॥১৮
তদা হ্যযোধ্যানিলয়ঃ সস্ত্রীবালাকুলো জনঃ।
রামাভিষেকমাকাঙ্ক্ষন্নাকাঙ্ক্ষন্নুদয়ং রবে ॥১৯
প্রজালঙ্কারভূতঞ্চ জনস্যানন্দবর্ধনম্।
উৎসুকোঽভূজ্জনো দ্রষ্টুং তমযোধ্যামহোৎসবম্ ॥২০
এবং তজ্জনসংবাধং রাজমার্গং পুরোহিতঃ।
ব্যূহন্নিব জনৌঘং তং শনৈ রাজকুলং যযৌ ॥২১
সিতাভ্রশিখরপ্রখ্যং প্রাসাদমধিরুহ্য চ।
সমীয়ায় নরেন্দ্রেণ শক্রেণেব বৃহস্পতিঃ ॥২২
তমাগতমভিপ্রেক্ষ্য হিত্বা রাজাসনং নৃপঃ।
পপ্রচ্ছ স্বমতং তস্মৈ কৃতমিত্যভিবেদয়ৎ ॥২৩
তেন চৈব তদা তুল্যং সহাসীনাঃ সভাসদঃ।
আসনেভ্যঃ সমুত্তস্থুঃ পূজয়ন্তঃ পুরোহিতম্ ॥২৪

মত্তবিহঙ্গমুখরিত সরোবরের ন্যায় আনন্দিত-নরনারী-পূর্ণ রামের গৃহ অতিশয় শোভিত হইয়াছিল। এদিকে মহর্ষি বশিষ্ঠ রাজভবনসদৃশ রামভবন হইতে নির্গত হইয়া দেখিলেন যে, সকল পথই মানুষের দ্বারা আবৃত হইয়া গিয়াছে। কুতূহল-সমন্বিত লোকেরা দলে দলে চারিদিক্ হইতে আসিয়া অযোধ্যার সকল রাজপথ অবরুদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে।১১-১৬

তরঙ্গসমূহের ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে সমুদ্রে যেমন তুমুল কোলাহল হইয়া থাকে, সেইরূপ জনসমূহের হর্ষাতিশয্যের জন্য সংঘর্ষের ফলে রাজপথেও তুমুল কোলাহল হইতেছে। অযোধ্যার সকল পথই জলসিক্ত ও পরিষ্কৃত হইয়াছে। সকল গৃহের দ্বারদেশ বনমালায় ভূষিত হইয়াছে এবং প্রতিটি গৃহে পতাকা উত্তোলন করা হইয়াছে। সেই সময় অযোধ্যাবাসী বালক, বৃদ্ধ, স্ত্রী প্রভৃতি সকলেই রামের অভিষেক-কামনা করিয়া সূর্যোদয়ের প্রতীক্ষা করিতেছে। অযোধ্যায় আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই সর্বজনসুখবর্ধক মহামহোৎসব দর্শন করিতে অতিশয় উৎসুক হইয়াছে, যেহেতু এই মহোৎসব সমস্ত প্রজার বিশেষশোভা সম্পাদন করিবে। পুরোহিত বশিষ্ঠ এইরূপ জনগণের দ্বারা অবরুদ্ধ রাজপথে আসিলেন এবং জন-সমূহকে নির্দিষ্ট-ভাবে ব্যবস্থিত করিয়া মৃদুগতিতে রাজভবনে প্রবেশ করিলেন। হিমালয়শৃঙ্গতুল্য রাজপ্রাসাদে আরোহণ করিয়া বশিষ্ঠ ইন্দ্রের সহিত বৃহস্পতির মিলিত হওয়ার ন্যায় নরপতির সহিত মিলিত হইলেন। দশরথ মহর্ষি বশিষ্ঠকে সমাগত দেখিয়া রাজসিংহাসন পরিত্যাগ করিলেন এবং দণ্ডায়মান হইয়া অভিমতকার্য্য-সম্পাদনের কথা জানিতে চাহিলেন। বশিষ্ঠ জানাইলেন যে, সকল কার্য্যই অনুষ্ঠিত হইয়াছে। দশরথের আসন-ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে সমবেত সকল সভাসদ্ই পুরোহিত বশিষ্ঠকে সম্মানিত করিবার জন্য নিজ নিজ আসন ত্যাগ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। অনন্তর ভূপতি দশরথ বশিষ্ঠের অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া সভাসদ্গণকে বিদায় দিলেন এবং পর্বতগুহায় সিংহের প্রবেশের ন্যায় অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। তারাগণবেষ্টিত আকাশের

গুরুণা ত্বভ্যনুজ্ঞাতো মনুজৌঘং বিসৃজ্য তম্।
বিবেশান্তঃপুরং রাজা সিংহো গিরিগুহামিব ॥২৫
তদগ্র্যবেষপ্রমদাজনাকুলং
মহেন্দ্রবেশ্মপ্রতিমং নিবেশনম্।
ব্যদীপয়ংশ্চারু বিবেশ পার্থিবঃ
শশীব তারাগণসঙ্কুলং নভঃ ॥২৬
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে পঞ্চমঃ সর্গঃ

মধ্যভাগে চন্দ্রমা যেমন প্রবেশ করেন, উত্তমবেশভূষায় সজ্জিত মহিলাগণের দ্বারা ব্যাপ্ত ইন্দ্রভুবনতুল্য সুন্দর অন্তঃপুর শোভিত করিয়া দশরথও সেইরূপ প্রবেশ করিলেন।১৭-২৬

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে পঞ্চম সর্গ সমাপ্ত।

ষষ্ঠঃ সর্গঃ

[রামস্য বিষ্ণূপাসনা, পৌরাণাং নগরশোভাকরণং পরস্পরং সহর্ষকথোপকথনঞ্চ।]

গতে পুরোহিতে রামঃ স্নাতো নিয়তমানসঃ।
সহ পত্ন্যা বিশালাক্ষ্যা নারায়ণমুপাগমৎ ॥১
প্রগৃহ্য শিরসা পাত্রীং হবিষো বিধিবত্ততঃ।
মহতে দৈবতায়াজ্যং জুহাব জ্বলিতানলে ॥২
শেষঞ্চ হবিষস্তস্য প্রাশ্যাশাস্যাত্মনঃ প্রিয়ম্।
ধ্যায়ন্নারায়ণং দেবং স্বাস্তীর্ণে কুশসংস্তরে ॥৩
বাগ্যতঃ সহ বৈদেহ্যা ভূত্বা নিয়তমানসঃ।
শ্রীমত্যায়তনে বিষ্ণোঃ শিশ্যে নরবরাত্মজঃ ॥৪
একযামাবশিষ্টায়াং রাত্র্যাং প্রতিবিবুধ্য সঃ।
অলঙ্কারবিধিং সম্যক্ কারয়ামাস বেশ্মনঃ ॥৫
তত্র শৃণ্বন্ সুখা বাচঃ সূত-মাগধ-বন্দিনাম্।
পূর্বাং সন্ধ্যামুপাসীনো জজাপ সুসমাহিতঃ ॥৬
তুষ্টাব প্রণতশ্চৈব শিরসা মধুসূদনম্।
বিমলক্ষৌমসংবীতো বাচয়ামাস স দ্বিজান্ ॥৭
তেষাং পুণ্যাহঘোষোঽথ গম্ভীরমধুরস্তথা।
অযোধ্যাং পূরয়ামাস তূর্য্যঘোষানুনাদিতঃ ॥৮

ষষ্ঠ সর্গ

[শ্রীরামের বিষ্ণূপাসনা, পুরবাসিগণকর্তৃক নগরের শোভাকরণ এবং আনন্দের সহিত পারস্পরিক কথোপকথন।]

পুরোহিত প্রস্থান করিলে পর শ্রীমান্ রাম স্নান করিলেন এবং বিশালনয়না সীতার সহিত একাগ্রচিত্তে নারায়ণের আরাধনা করিলেন। অনন্তর ঘৃতপূর্ণ পাত্র মস্তকে ধারণ করিয়া পরমদেবতা নারায়ণের উদ্দেশে প্রজ্বলিত অগ্নিতে বিধি অনুসারে আহুতি প্রদান করিলেন। পরে হোমশেষ ঘৃত ভক্ষণ করিলেন এবং নিজমঙ্গল প্রার্থনা করিয়া ইষ্টদেব নারায়ণের ধ্যান করিতে করিতে ঐ সুন্দর বিষ্ণুমন্দিরে কুশের দ্বারা নিজেই শয্যা নির্মাণ করিলেন। অনন্তর মৌন হইয়া সংযতচিত্তে সীতার সহিত স্বনির্মিত কুশশয্যায় শয়ন করিলেন। একপ্রহর রাত্রি অবশিষ্ট থাকিতেই শ্রীমান্ রাম জাগ্রত হইলেন। ভৃত্যাদির দ্বারা নিজগৃহ পরিষ্কৃত ও অলঙ্কৃত করাইলেন। ঐ সময়ে স্বকার্য্যরত সূত, মাগধ ও বন্দিগণের সুমধুর মাঙ্গলিক গান শুনিতে শুনিতে প্রাতঃসন্ধ্যা সমাপ্ত করিয়া একাগ্রচিত্তে গায়ত্রী জপ করিতে লাগিলেন। জপ সমাপ্ত হইলে অবনতমস্তকে মধুসূদনকে প্রণামপূর্বক স্তুতি করিলেন। অনন্তর

কৃতোপবাসস্তু তদা বৈদেহ্যা সহ রাঘবম্ ।
অযোধ্যানিলয়ঃ শ্রুত্বা সর্বঃ প্রমুদিতো জনঃ ॥৯
ততঃ পৌরজনঃ সর্বঃ শ্রুত্বা রামাভিষেচনম্ ।
প্রভাতাং রজনীং দৃষ্ট্বা চক্রে শোভয়িতুং পুরীম্ ॥১০
সিতাভ্রশিখরাভেষু দেবতায়তনেষু চ ।
চতুষ্পথেষু রথ্যাসু চৈত্যেষ্বট্টালকেষু চ ॥১১
নানাপণ্যসমৃদ্ধেষু বণিজামাপণেষু চ ।
কুটুম্বিনাং সমৃদ্ধেষু শ্রীমৎসু ভবনেষু চ ॥১২
সভাসু চৈব সর্বাসু বৃক্ষেম্বালক্ষিতেষু চ ।
ধ্বজাঃ সমুচ্ছ্রিতাঃ সাধু পতাকাশ্চাভবংস্তথা ॥১৩
নট-নর্তকসঙ্ঘানাং গায়কানাঞ্চ গায়তাম্ ।
মনঃ-কর্ণসুখা বাচঃ শুশ্রাব জনতা ততঃ ॥১৪
রামাভিষেকযুক্তাশ্চ কথাশ্চক্রুর্মিথো জনাঃ ।
রামাভিষেকে সংপ্রাপ্তে চত্বরেষু গৃহেষু চ ॥১৫
বালা অপি ক্রীড়মানা গৃহদ্বারেষু সঙ্ঘশঃ ।
রামাভিষবসংযুক্তাশ্চক্রুরেব কথা মিথঃ ॥১৬
কৃতপুষ্পোপহারশ্চ ধূপ-গন্ধাধিবাসিতঃ ।
রাজমার্গঃ কৃতঃ শ্রীমান্ পৌরৈ রামাভিষেচনে ॥১৭
প্রকাশকরণার্থঞ্চ নিশাগমনশঙ্কয়া ।
দীপবৃক্ষাংস্তথা চক্রুরনুরথ্যাসু সর্বশঃ ॥১৮
অলঙ্কারং পুরস্যৈবং কৃত্বা তৎ পুরবাসিনঃ ।
আকাঙ্ক্ষমাণা রামস্য যৌবরাজ্যাভিষেচনম্ ॥১৯
সমেত্য সঙ্ঘশঃ সর্বে চত্বরেষু সভাসু চ ।
কথয়ন্তো মিথস্তত্র প্রশশংসুর্জনাধিপম্ ॥২০

পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া ব্রাহ্মণকর্তৃক স্বস্তিবাচন করাইলেন। ব্রাহ্মণগণের গম্ভীর ও মধুর পুণ্যাহশব্দ তূর্য্যশব্দের সহিত সম্মিলিত হইয়া অযোধ্যাকে মুখরিত করিল। বিদেহরাজকন্যা সীতার সহিত রাম উপবাস করিয়া রহিয়াছেন—এই সংবাদ শুনিয়া অযোধ্যাবাসী সকললোক অতিশয় আনন্দিত হইল। অনন্তর পুরবাসী সকলেই রামের অভিষেক আরম্ভ হইবে শুনিয়া এবং রাত্রি প্রভাত হইয়াছে দেখিয়া অযোধ্যাপুরীকে সুশোভিত করিতে লাগিল।১-১০

হিমালয়শৃঙ্গতুল্য সমুন্নত দেবালয়, চতুষ্পথ, রথ্যা, চৈত্য, অট্টালিকা, বহুবিধপণ্যদ্রব্যপূর্ণ বিপণি, সুসমৃদ্ধ সুশ্রী গৃহস্থ-গৃহ ও বণিগ্‌দের গৃহ, সভাগৃহ ও অত্যুন্নত বৃক্ষসমূহে নানাবিধচিহ্নযুক্ত ও চিহ্নরহিত পতাকাসমূহ উত্তোলিত হইল। অযোধ্যার জনগণ নট, নর্তক ও গায়কগণের মনোহর শ্রবণসুখকর গান শ্রবণ করিতে লাগিল। রামের অভিষেক-সময় উপস্থিত হইতেছে দেখিয়া সকলেই চত্বরে ও গৃহে সর্বত্র রামাভিষেক-বিষয়ক কথা পরস্পর আলোচনা করিতে লাগিল। ক্রীড়াপরায়ণ বালকগণ গৃহদ্বারে দলবদ্ধ হইয়া পরস্পর রামাভিষেক-বিষয়ে নানাচর্চা করিতে লাগিল। রামাভিষেকের উপলক্ষ্যে পৌরগণ অযোধ্যার রাজপথ-সমূহকে পুষ্পভূষিত ও ধূপগন্ধের দ্বারা অধিবাসিত করিল। অভিষেক-কার্য্য সম্পন্ন হইতে যদি রাত্রি হইয়া যায় এইরূপ আশঙ্কা করিয়া তাহারা অযোধ্যাকে আলোকিত করিবার জন্য সকল পথের উভয় পার্শ্বে বৃক্ষতুল্য দীপস্তম্ভ-সমূহ প্রস্তুত করিল। অযোধ্যাবাসী নাগরিকগণ এই ভাবে নগরীকে অলঙ্কৃত করিয়া রামের যৌবরাজ্যে অভিষেক কামনা করিতে করিতে সভায় ও চত্বরে দলে দলে মিলিত হইতে লাগিলেন এবং পরস্পর নানা প্রকার আলাপ করিয়া জনাধিপ দশরথের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। আহা! আমাদের মহারাজ ইক্ষ্বাকু-বংশের প্রদীপতুল্য। তিনি সত্যই মহাত্মা, যেহেতু নিজে বৃদ্ধ হইয়াছেন জানিয়া রামকে যুবরাজপদে অভিষিক্ত করিতেছেন।১১-২১

আমরা সকলে অতিশয় অনুগৃহীত হইয়াছি, যেহেতু রাম ভূপতি হইতেছেন। সকল লোকের দোষ-গুণ বুঝিতে সক্ষম রাম চিরকাল আমাদিগকে রক্ষা করিবেন। শান্তপ্রকৃতি, বিদ্বান্, ধার্মিক ও ভ্রাতৃবৎসল রাম নিজ ভ্রাতৃগণের প্রতি যেরূপ স্নেহশীল, আমাদের প্রতিও সেইরূপ স্নেহশীল। যাঁহার অনুগ্রহে আমরা রামকে অভিষিক্ত দেখিব, সেই নিষ্পাপ ধর্মপরায়ণ মহারাজ দশরথ দীর্ঘজীবী হউন। এইভাবে পৌরগণ নানাকথা

অহো মহাত্মা রাজায়মিক্ষ্বাকুকুলনন্দনঃ।
জ্ঞাত্বা বৃদ্ধং স্বমাত্মানং রামং রাজ্যেঽভিষেক্ষ্যতি ॥২১
সর্বে হ্যনুগৃহীতাঃ স্ম যন্নো রামো মহীপতিঃ।
চিরায় ভবিতা গোপ্তা দৃষ্টলোকপরাবরঃ ॥২২
অনুদ্ধতমনা বিদ্বান্ ধর্মাত্মা ভ্রাতৃবৎসলঃ।
যথা চ ভ্রাতৃষু স্নিগ্ধস্তথাস্মাস্বপি রাঘবঃ ॥২৩
চিরং জীবতু ধর্মাত্মা রাজা দশরথোঽনঘঃ।
যৎপ্রসাদেনাভিষিক্তং রামং দ্রক্ষ্যামহে বয়ম্ ॥২৪
এবংবিধং কথয়তাং পৌরাণাং শুশ্রুবুঃ পরে।
দিগ্‌ভ্যো বিশ্রুতবৃত্তান্তাঃ প্রাপ্তা জানপদা জনাঃ ॥২৫
তে তু দিগ্‌ভ্যঃ পুরীং প্রাপ্তা দ্রষ্টুং রামাভিষেচনম্।
রামস্য পূরয়ামাসুঃ পুরীং জানপদা জনাঃ ॥২৬
জনৌঘৈস্তৈর্বিসর্পদ্ভিঃ শুশ্রুবে তত্র নিঃস্বনঃ।
পর্বসূদীর্ণবেগস্য সাগরস্যেব নিঃস্বনঃ ॥২৭
ততস্তদিন্দ্রক্ষয়সন্নিভং পুরং
দিদৃক্ষুভির্জানপদৈরুপাহিতৈঃ।
সমন্ততঃ সস্বনমাকুলং বভৌ
সমুদ্রযাদোভিরিবার্ণবোদকম্ ॥২৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে ষষ্ঠঃ সর্গঃ

আলোচনা করিতেছিল। সেই সময় রামের অভিষেক-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া গ্রামবাসী জনগণ নানাদিক হইতে উপস্থিত হইল এবং পৌরগণের আলাপ শ্রবণ করিতে লাগিল। গ্রামবাসী জনগণ রামের অভিষেক দেখিতে নানাদিক্ হইতে আসিয়া রামের অযোধ্যাকে পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিল। পূর্ণিমাদিবসে অতিবেগবান্ সমুদ্রের যেরূপ শব্দ শ্রুত হয়, অযোধ্যায় প্রবেশকারী জনসমূহেরও সেইরূপ শব্দ শ্রুত হইতেছিল। জল-জন্তুসমূহের দ্বারা আলোড়িত সমুদ্রের জলরাশি শব্দায়মান হইয়া যেরূপ শোভা ধারণ করে, ইন্দ্র-পুরীতুল্য অযোধ্যানগরীকে দর্শন করিতে ইচ্ছুক সমাগতগ্রামবাসী জনসমূহের দ্বারা পরিব্যাপ্ত ও কোলাহলপূর্ণ অযোধ্যাও সেইরূপ শোভা ধারণ করিল।২২-২৮

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ষষ্ঠ সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তমঃ সর্গঃ

[অযোধ্যাশোভাং দৃষ্ট্বা রামধাত্রীং প্রতি মন্থরায়া জিজ্ঞাসা, মন্থরাং প্রতি ধাত্রীবাক্যং, তদ্‌বাক্যং শ্রুত্বা অমর্ষিতায়া মন্থরায়াঃ কৈকয়ীং প্রতি বাক্যম্, কৈকয্যাস্তাং প্রতি বিষাদকারণজিজ্ঞাসা, মন্থরায়াশ্চ তৎকথনম্, কৈকয্যা মন্থরায়ৈ পারিতোষিকদানম্, তাং প্রতি উক্তিশ্চ।]

জ্ঞাতিদাসী যতো জাতা কৈকেয্যা তু সহোষিতা।
প্রাসাদং চন্দ্রসঙ্কাশমারুরোহ যদৃচ্ছয়া ॥১

সিক্তরাজপথাং কৃৎস্নাং প্রকীর্ণকমলোৎপলাম্।
অযোধ্যাং মন্থরা তস্মাৎ প্রাসাদাদন্ববৈক্ষত ॥২

পতাকাভির্বরার্হাভির্ধ্বজৈশ্চ সমলঙ্কৃতাম্।
সিক্তাং চন্দনতোয়ৈশ্চ শিরঃস্নাতজনৈর্যুতাম্ ॥৩

মাল্য-মোদকহস্তৈশ্চ দ্বিজেন্দ্রৈরভিনাদিতাম্।
শুক্লদেবগৃহদ্বারাং সর্ববাদিত্রনাদিতাম্ ॥৪

সংপ্রহৃষ্টজনাকীর্ণাং ব্রহ্মঘোষনিনাদিতাম্।
প্রহৃষ্টবরহস্ত্যশ্বাং সংপ্রণর্দিতগোবৃষাম্ ॥৫

হৃষ্টপ্রমুদিতৈঃ পৌরৈরুচ্ছ্রিতধ্বজমালিনীম্।
অযোধ্যাং মন্থরা দৃষ্ট্বা পরং বিস্ময়মাগতা ॥৬

সা হর্ষোৎফুল্লনয়নাং পাণ্ডুরক্ষৌমবাসিনীম্।
অবিদূরে স্থিতাং দৃষ্ট্বা ধাত্রীং পপ্রচ্ছ মন্থরা ॥৭

উত্তমেনাভিসংযুক্তা হর্ষেণার্থপরা সতী।
রামমাতা ধনং কিং নু জনেভ্যঃ সংপ্রযচ্ছতি ॥৮

অতিমাত্রং প্রহর্ষং কিং জনস্যাস্য চ শংস মে।
কারয়িষ্যতি কিং বাপি সংপ্রহৃষ্টো মহীপতি ॥৯

বিদীর্য্যমাণা হর্ষেণ ধাত্রী তু পরয়া মুদা।
আচচক্ষেঽথ কুব্জায়ৈ ভূয়সীং রাঘবে শ্রিয়ম্ ॥১০

শ্বঃ পুষ্যেণ জিতক্রোধং যৌবরাজ্যেন চানঘম্।
রাজা দশরথো রামমভিষেক্তা হি রাঘবম্ ॥১১

ধাত্র্যাস্তু বচনং শ্রুত্বা কুব্জা ক্ষিপ্রমমর্ষিতা।
কৈলাসশিখরাকারাৎ প্রাসাদাদবরোহত ॥১২

সা দহ্যমানা ক্রোধেন মন্থরা পাপদর্শিনী।
শয়ানামেব কৈকেয়ীমিদং বচনমব্রবীৎ ॥১৩

সপ্তম সর্গ

[অযোধ্যার শোভা দেখিয়া রামের ধাত্রীর প্রতি তাহার কারণ জিজ্ঞাসা, মন্থরার প্রতি ধাত্রীর বাক্য, ধাত্রীর বাক্যশ্রবণে অমর্ষিতা মন্থরার কৈকেয়ীর প্রতি উক্তি, কৈকেয়ীর তাহার প্রতি বিষাদকারণ জিজ্ঞাসা, মন্থরাকর্তৃক বিষাদকারণবর্ণন, কৈকেয়ীকর্তৃক মন্থরাকে পারিতোষিক দান ও তাহার প্রতি উক্তি।]

কৈকেয়ীর দ্বারা প্রতিপালিত মন্থরানাম্নী এক দাসী ছিল। সে কৈকেয়ীর পিতৃগৃহ হইতে সঙ্গে আসিয়াছিল। তাহার গৃহ, বংশ ও স্বভাবের কোন পরিচয় কেহই জানিত না। রামের অভিষেকের পূর্বদিবসে ঐ মন্থরা ইচ্ছাক্রমে চন্দ্রতুল্যশুভ্র ও সুন্দর প্রাসাদে আরোহণ করিল। সেই প্রাসাদ হইতে মন্থরা দেখিল যে, অযোধ্যার রাজপথসমূহ ধৌত হইয়াছে। শুভ্রকমল ও নীলকমলে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে এবং চিহ্নযুক্ত ও চিহ্নরহিত পতাকায় সকল গৃহ অলঙ্কৃত হইয়াছে এবং চন্দনমিশ্রিত জলের দ্বারা সিক্ত হইয়াছে। স্নানের দ্বারা শোভিত জনগণকে দেখা যাইতেছে। মাল্য-মোদকাদি দ্রব্য হস্তে লইয়া স্তুতি-পাঠকারী ব্রাহ্মণগণের ধ্বনিতে অযোধ্যা প্রতিধ্বনিত হইতেছে। দেবমন্দিরের দ্বারদেশ শুভ্র করা হইয়াছে। সকলপ্রকার বাদ্যযন্ত্র বাদিত হইতেছে। আনন্দিত জনগণের দ্বারা পরিব্যাপ্ত অযোধ্যাপুরী বেদধ্বনিতে মুখরিত হইতেছে। অতিশয় উত্তম হস্তী, অশ্ব, ধেনু ও বৃষগণ হৃষ্ট হইয়া আনন্দধ্বনি করিতেছে। অযোধ্যা-পুরবাসী সকলে আনন্দে পুলকিত হইয়া পতাকা ও মালার দ্বারা সম্পূর্ণ পুরীকে শোভিত করিয়াছে। অযোধ্যাপুরীকে এইরূপ শোভান্বিত দেখিয়া মন্থরা অতিশয় বিস্মিত হইয়া গেল। অনন্তর ঐ মন্থরা অল্পদূরে অবস্থিত রামধাত্রীকে দেখিতে পাইল। রামধাত্রীর নেত্রদ্বয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছে এবং সে শুভ্রপট্টবস্ত্র পরিধান করিয়াছে। তাহাকে দেখিয়া মন্থরা জিজ্ঞাসা করিল,—অতিশয় আনন্দে পূর্ণ হইয়া অর্থবতী রাম-মাতা কিজন্য লোকদিগকে দান করিতে-

উত্তিষ্ঠ মূঢ়ে কিং শেষে ভয়ং ত্বামভিবর্ততে।
উপপ্লুতমঘৌঘেন নাত্মানমববুধ্যসে ॥১৪
অনিষ্টে সুভগাকারে সৌভাগ্যেন বিকত্থসে।
চলং হি তব সৌভাগ্যং নদ্যাঃ স্রোত ইবোষ্ণগে ॥১৫
এবমুক্তা তু কৈকেয়ী রুষ্টয়া পরুষং বচঃ।
কুব্জয়া পাপদর্শিন্যা বিষাদমগমৎ পরম্ ॥১৬
কৈকেয়ী ত্বব্রবীৎ কুব্জাং কচ্চিৎ ক্ষেমং ন মন্থরে।
বিষণ্ণবদনাং হি ত্বাং লক্ষয়ে ভৃশদুঃখিতাম্ ॥১৭
মন্থরা তু বচঃ শ্রুত্বা কৈকেয্যা মধুরাক্ষরম্।
উবাচ ক্রোধসংযুক্তা বাক্যং বাক্যবিশারদা ॥১৮
সা বিষণ্ণতরা ভূত্বা কুব্জা তস্যাং হিতৈষিণী।
বিষাদয়ন্তী প্রোবাচ ভেদয়ন্তী চ রাঘবম্ ॥১৯

অক্ষয়ং সুমহদ্দেবি প্রবৃত্তং ত্বদ্‌বিনাশনম্।
রামং দশরথো রাজা যৌবরাজ্যেঽভিষেক্ষ্যতি ॥২০
সাম্প্যগাধে ভয়ে মগ্না দুঃখ-শোকসমন্বিতা।
দহ্যমানানলেনেব ত্বদ্ধিতার্থমিহাগতা ॥২১
তব দুঃখেন কৈকেয়ি মম দুঃখং মহদ্ভবেৎ।
ত্বদ্‌বৃদ্ধৌ মম বৃদ্ধিশ্চ ভবেদিহ ন সংশয়ঃ ॥২২
নরাধিপকুলে জাতা মহিষী ত্বং মহীপতেঃ।
উগ্রত্বং রাজধর্ম্মাণাং কথং দেবি ন বুধ্যসে ॥২৩
ধর্ম্মবাদী শঠো ভর্ত্তা শ্লক্ষ্ণবাদী চ দারুণঃ।
শুদ্ধভাবেন জানীষে তেনৈবমতিসন্ধিতা ॥২৪
উপস্থিতঃ প্রযুঞ্জানস্ত্বয়ি সান্ত্বমনর্থকম্।
অর্থে নৈবাদ্য তে ভর্ত্তা কৌসল্যাং যোজয়িষ্যতি ॥২৫

ছেন? সকললোকের অতিশয় আনন্দেরই বা কারণ কি, তাহা আমাকে বল। ভূপতি দশরথ অতি হৃষ্ট হইয়া কোন কার্য্য করাইবেন না কি? মন্থরার প্রশ্ন শুনিয়া রামের ধাত্রী অতিশয় আনন্দে বিগলিত হইয়া রামের মহতী রাজলক্ষ্মী-লাভের কথা কুব্জা মন্থরাকে বলিল। ধাত্রী পুনর্বার বলিল,—মহারাজ দশরথ আগামীকল্য পুষ্যানক্ষত্রে নিষ্পাপ ও ক্রোধরহিত রামকে যুবরাজপদে অভিষিক্ত করিবেন। রামধাত্রীর বাক্য শুনিয়া মন্থরা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইল এবং অতিদ্রুতগতিতে কৈলাসশৃঙ্গতুল্য উচ্চ প্রাসাদ হইতে অবতরণ করিল। পাপদর্শিনী মন্থরা অতিশয় ক্রোধে দগ্ধপ্রায় হইয়া শয়নগৃহে গমনপূর্বক শয়ানা কৈকেয়ীকে বলিল,—মূঢ়ে! কৈকেয়ি! তুমি কিরূপে শয়ন করিয়া রহিয়াছ? তোমার সম্মুখে ভয় উপস্থিত হইতেছে। তুমি দুঃখরাশির দ্বারা আক্রান্ত হইয়াও নিজেকে জানিতে পারিতেছ না। যেজন অন্তরে তোমার প্রতি প্রতিকূল অথচ বাহিরে তোমার প্রতি অনুকূল, সেই পতির জন্য তুমি নিজসৌভাগ্যের শ্লাঘা করিয়া থাক, কিন্তু গ্রীষ্মকালের স্রোতের ন্যায় তোমার সৌভাগ্য অচিরে নাশপ্রাপ্ত হইবে। ক্রুদ্ধা পাপদর্শিনী কুব্জা মন্থরা এইরূপ রূঢ়বাক্য বলিলে পর কৈকেয়ী অতিশয় বিষাদপ্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর কৈকেয়ী কুব্জাকে বলিলেন,—মন্থরে! তোমার কি কোন অমঙ্গল হইয়াছে? তোমাকে অতিশয় বিষণ্ণ ও দুঃখিত দেখিতেছি। কৈকেয়ীর মধুর বাক্য শুনিয়া বাক্যনিপুণা ক্রুদ্ধা মন্থরা বলিল। কৈকেয়ীর হিতাকাঙ্ক্ষিণী মন্থরা নিজেকে অতিশয় বিষাদযুক্ত করিয়া কৈকেয়ীকেও বিষাদগ্রস্ত করিতে করিতে রামের প্রতি স্নেহ দূর করিবার ইচ্ছায় বলিতে লাগিল—দেবি! তোমার বিনাশ উপস্থিত হইয়াছে, ইহার প্রতীকার নাই। রাজা দশরথ রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতেছেন। আমি দুঃখে ও শোকে অভিভূত হইয়া অগাধ ভয়ে নিমগ্ন হইয়াছি। অগ্নিতে দগ্ধপ্রায় হইয়াই তোমার হিতের জন্য এখানে আসিয়াছি। কৈকেয়ি! তোমার দুঃখে আমার অতিশয় দুঃখ হইবে। তোমার উন্নতি হইলে আমারও উন্নতি হইবে—ইহাতে সন্দেহ নাই। তুমি রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ এবং রাজার মহিষী হইয়াছ। দেবি! তুমি রাজধর্মের উগ্রতা কেন বুঝিতে পারিতেছ না? তোমার ভর্তা মুখে ধর্মকথা বলেন, কিন্তু কার্য্যে তিনি অতি শঠ। তাঁহার মুখে মধুর বাক্য, কিন্তু হৃদয় অতি-ক্রূর। তুমি তাঁহাকে বিশুদ্ধস্বভাব বলিয়া মনে কর, সেইজন্য বঞ্চিত হইতেছ। তোমার স্বামী তোমার নিকট উপস্থিত হইয়া কতকগুলি অনর্থক প্রিয়বাক্য বলেন। তিনিই অদ্য রাজ্যৈশ্বর্য্য কৌশল্যাকে প্রদান করিয়া তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতেছেন।১-২৫

দুষ্টপ্রকৃতি নরপতি ভরতকে তোমার পিতৃগৃহে প্রবাসে পাঠাইয়া আগামীকল্য নিষ্কণ্টক রাজ্যে রামকে স্থাপন করিতেছেন। মুগ্ধে! মাতা যেরূপ পুত্রের মঙ্গল-

অপবাহ্য তু দুষ্টাত্মা ভরতং তব বন্ধুষু।
কাল্যে স্থাপয়িতা রামং রাজ্যে নিহতকণ্টকে ॥২৬
শত্রুঃ পতিপ্রবাদেন মাত্রেব হিতকাম্যয়া।
আশীবিষ ইবাঙ্গেন বালে পরিধৃতস্ত্বয়া ॥২৭
যথা হি কুর্য্যাচ্ছত্রুর্বা সর্পো বা প্রত্যুপেক্ষিতঃ।
রাজ্ঞা দশরথেনাদ্য সপুত্রা ত্বং তথা কৃতা ॥২৮
পাপেনানৃতসান্ত্বেন বালে নিত্যং সুখোচিতা।
রামং স্থাপয়তা রাজ্যে সানুবন্ধা হতা হ্যসি ॥২৯
সা প্রাপ্তকালং কৈকেয়ি ক্ষিপ্রং কুরু হিতং তব।
ত্রায়স্ব পুত্রমাত্মানং মাঞ্চ বিস্ময়দর্শনে ॥৩০
মন্থরায়া বচঃ শ্রুত্বা শয়নাৎ সা শুভাননা।
উত্তস্থৌ হর্ষসম্পূর্ণা চন্দ্রলেখেব শারদী ॥৩১
অতীব সা তু সন্তুষ্টা কৈকয়ী বিস্ময়ান্বিতা।
দিব্যমাভরণং তস্মৈ কুব্জায়ৈ প্রদদৌ শুভম্ ॥৩২
দত্ত্বা ত্বাভরণং তস্মৈ কুব্জায়ৈ প্রমদোত্তমা।
কৈকয়ী মন্থরাং হৃষ্টা পুনরেবাব্রবীদিদম্ ॥৩৩
ইদং তু মন্থরে মহ্যমাখ্যাতং পরমং প্রিয়ম্।
এতন্মে প্রিয়মাখ্যাতং কিং বা ভূয়ঃ করোমি তে ॥৩৪
রামে বা ভরতে বাহহং বিশেষং নোপলক্ষয়ে।
তস্মাত্তুষ্টাস্মি যদ্রাজা রামং রাজ্যেহভিষেক্ষ্যতি ॥৩৫
ন মে পরং কিঞ্চিদিতো বরং পুনঃ
প্রিয়ং প্রিয়ার্হে সুবচং বচোঽমৃতম্।
তথা হ্যবোচস্ত্বমতঃ প্রিয়োত্তরং
বরং পরং তে প্রদদামি তং বৃণু ॥৩৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে সপ্তমঃ সর্গঃ ॥৭

কামনা পোষণ করেন, সেইরূপ মঙ্গলকামনার সহিত তুমি সর্পের ন্যায় ক্রূরশত্রুকে পতিবোধে অঙ্গে ধারণ করিয়াছ। শত্রু ও সর্প উপেক্ষিত হইলে যেরূপ আচরণ করিয়া থাকে, অদ্য রাজা দশরথও তোমার পুত্রের প্রতি সেইরূপ আচরণ করিতেছেন।২৬-২৮

তুমি সর্বদা সুখভোগে অভ্যস্ত হইয়াছ, কিন্তু মুগ্ধে! পাপকার্য্যকারী মিথ্যা অথচ মধুরবাক্যের বক্তা দশরথ রামকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তোমাকে সপরিজনে নিহত করিতেছেন। কৈকেয়ি! এই সময় তোমার হিতসাধক কার্য্য অতিশীঘ্র সম্পন্ন কর। তোমাকে দেখিয়া আমি বিস্মিত হইতেছি, যেহেতু এই দুঃসংবাদ শুনিয়াও তোমার আনন্দের চিহ্ন দেখিতেছি। কিন্তু তুমি নিজেকে, নিজপুত্রকে ও আমাকে রক্ষা কর। শুভমুখী কৈকেয়ী মন্থরার কথা শুনিয়া অতিশয় আনন্দে পূর্ণ হইলেন এবং শরৎকালীন চন্দ্রকলার ন্যায় প্রকাশমান হইয়া শয্যা হইতে উঠিলেন। রামের অভিষেক-বার্তা শুনিয়া সন্তুষ্ট ও বিস্মিত হইয়া ঐ কুব্জাকে দিব্য উত্তম আভরণ প্রদান করিলেন। কুব্জাকে আভরণ প্রদান করিয়া রমণীশ্রেষ্ঠা কৈকেয়ী আনন্দের সহিত পুনর্বার মন্থরাকে বলিলেন,—মন্থরে! তুমি আমাকে অতিসুখকর সংবাদ শুনাইলে: এই যে প্রিয়সংবাদ তুমি বলিলে, ইহার জন্য আমি তোমাকে আর কি দান করিব? আমি ত রামে ও ভরতে কোন পার্থক্য দেখি না। যেহেতু রাজা দশরথ রামকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিতেছেন, সেইজন্য আমি সন্তুষ্টই হইয়াছি। রামের অভিষেক-সংবাদ অপেক্ষা অধিকপ্রীতিকর সংবাদ আমার নিকট কিছুই হইতে পারে না। তুমি ঐ সংবাদ আমাকে বলিয়াছ, এইজন্য তুমি উত্তম প্রিয়বস্তু পাইবার যোগ্য। অতিসুখকর শ্রেষ্ঠসংবাদ তুমি বলিয়াছ, অতএব তোমাকে শ্রেষ্ঠবস্তু দান করিব, তুমি প্রার্থনা কর।২৯-৩৬

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে সপ্তম সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টমঃ সর্গঃ

[রামাভিষেকমধিকৃত্য কৈকয়ী-মন্থরয়োরুক্তি-প্রত্যুক্তী।]

মন্থরা ত্বভ্যসূয়্যৈনামুৎসৃজ্যাভরণং হি তৎ ॥
উবাচেদং ততো বাক্যং কোপ-দুঃখসমন্বিতা ॥১
হর্ষং কিমর্থমস্থানে কৃতবত্যসি বালিশে।
শোকসাগরমধ্যস্থং নাত্মানমববুধ্যসে ॥২
মনসা প্রসহামি ত্বাং দেবি দুঃখার্দিতা সতী।
যচ্ছোচিতব্যে হৃষ্টাসি প্রাপ্য ত্বং ব্যসনং মহৎ ॥৩
শোচামি দুর্মতিত্বং তে কা হি প্রাজ্ঞা প্রহর্ষয়েৎ।
অরেঃ সপত্নীপুত্রস্য বৃদ্ধিং মৃত্যোরিবাগতাম্ ॥৪
ভরতাদেব রামস্য রাজ্যসাধারণাদ্ভয়ম্।
তদ্ বিচিন্ত্য বিষণ্ণাস্মি ভয়ং ভীতাদ্ধি জায়তে ॥৫
লক্ষ্মণো হি মহাবাহু রামং সর্বাত্মনা গতঃ।
শত্রুঘ্নশ্চাপি ভরতং কাকুৎস্থং লক্ষ্মণো যথা ॥৬
প্রত্যাসন্নক্রমেণাপি ভরতস্যৈব ভামিনি।
রাজ্যক্রমো বিসৃষ্টস্তু তয়োস্তাবদ্ যবীয়সোঃ ॥৭
বিদুষঃ ক্ষত্রচারিত্রে প্রাজ্ঞস্য প্রাপ্তকারিণঃ।
ভয়াৎ প্রবেপে রামস্য চিন্তয়ন্তী তবাত্মজম্ ॥৮
সুভগা কিল কৌসল্যা যস্যাঃ পুত্রোঽভিষেক্ষ্যতে।
যৌবরাজ্যেন মহতা শ্বঃ পুষ্যেণ দ্বিজোত্তমৈঃ ।১১
প্রাপ্তাং বসুমতীং প্রীতিং প্রতীতাং হতবিদ্বিষম্।
উপস্থাস্যসি কৌসল্যাং দাসীবত্বং কৃতাঞ্জলিঃ ॥১০
এবঞ্চ ত্বং সহাস্মাভিস্তস্যাঃ প্রেষ্যা ভবিষ্যসি।
পুত্রশ্চ তব রামস্য প্রেষ্যত্বং হি গমিষ্যতি ॥১১
হৃষ্টা খলু ভবিষ্যন্তি রামস্য পরমাঃ স্ত্রিয়ঃ।
অপ্রহৃষ্টা ভবিষ্যন্তি স্নুষাস্তে ভরতক্ষয়ে ॥১২

অষ্টম সর্গ

[রামাভিষেক-সম্বন্ধে কৈকেয়ী এবং মন্থরার উক্তি-প্রত্যুক্তি।]

ক্রোধে ও দুঃখে অভিভূত মন্থরা কৈকেয়ীপ্রদত্ত আভরণ ফেলিয়া দিয়া অসূয়াপ্রদর্শনপূর্বক বলিল,—বুদ্ধিরহিতে! তুমি দুঃখের সময়ে কিজন্য আনন্দ-প্রকাশ করিতেছ? তুমি শোকসাগরমধ্যে পতিত হইয়াও নিজে বুঝিতে পারিতেছ না। দেবি! তোমার দুঃখে মর্মাহত হইয়াও মনে মনে হাস্য করিতেছি এই কারণে যে, তুমি ঘোরবিপদের সম্মুখীন হইয়াও শোকের পরিবর্তে হর্ষপ্রকাশ করিতেছ। তোমার দুর্মতির জন্য আমি অনুশোচনা করিতেছি। মৃত্যুতুল্য সপত্নীপুত্ররূপ শত্রুর উন্নতিতে কোন্ বুদ্ধিমতী মহিলা আনন্দ লাভ করে? রাজ্য সকলভ্রাতার সাধারণভোগ্য। এই কারণে ভরত হইতেই রামের ভয় হইয়াছে। এইরূপ চিন্তা করিয়া আমি বিষণ্ণ হইয়াছি। কেননা ভীতব্যক্তি হইতে বেশী ভয় হইয়া থাকে (ভীতব্যক্তি ভয়দাতার প্রতি প্রতিশোধ লইতে সর্বদা চেষ্টা করে)। মহাবাহু লক্ষ্মণ সর্বতোভাবে রামের অনুগত। লক্ষ্মণ যেরূপ রামের অনুগত, শত্রুঘ্নও সেইরূপ ভরতের অনুগত। সুতরাং ঐ দুই ভ্রাতা হইতে রামের কোনরূপ ভয় নাই। ভামিনি! উৎপত্তিক্রমানুসারে ভরতের রাজ্য আক্রমণ করা সম্ভব। কনিষ্ঠ বলিয়া লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন হইতে এরূপ কোন আশঙ্কা নাই। রাম পরমবিদ্বান্ ও ক্ষত্রিয়োচিত কার্য্যসাধনে নিপুণ। তাঁহার নিকট হইতে তোমার পুত্রের প্রতি অবশ্যম্ভাবী অনর্থের কথা চিন্তা করিয়া আমি ভয়ে কম্পিত হইতেছি। যাহার পুত্র দুর্লভ যুবরাজ-পদে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণকর্তৃক কল্য অভিষিক্ত হইবে, সেই কৌশল্যা সত্যই সৌভাগ্যবতী। কৌশল্যা সম্পূর্ণ পৃথিবীকে প্রাপ্ত হইবেন এবং তজ্জন্য পরমপ্রীতিলাভ করিবেন, তাঁহার শত্রু কেহ থাকিবে না। তুমি দাসীর ন্যায় কৃতাঞ্জলি হইয়া কৌশল্যার সেবা করিতে বাধ্য হইবে।১-১০

এইভাবে আমাদের সহিত তুমিও কৌশল্যার

তাং দৃষ্ট্বা পরমপ্রীতাং ব্রুবন্তীং মন্থরাং ততঃ।
রামস্যৈব গুণান্ দেবী কৈকয়ী প্রশশংস হ ॥১৩
ধর্ম্মজ্ঞো গুণবান্ দান্তঃ কৃতজ্ঞঃ সত্যবাক্ শুচিঃ।
রামো রাজসুতো জ্যেষ্ঠো যৌবরাজ্যমতোঽর্হতি ॥১৪
ভ্রাতৄন্ ভৃত্যাংশ্চ দীর্ঘায়ুঃ পিতৃবৎ পালয়িষ্যতি।
সন্তপ্যসে কথং কুব্জে শ্রুত্বা রামাভিষেচনম্ ।১৫
ভরতশ্চাপি রামস্য ধ্রুবং বর্ষশতাৎ পরম্।
পিতৃ-পৈতামহং রাজ্যমবাপ্স্যতি নরর্ষভঃ ॥১৬
সা ত্বমভ্যুদয়ে প্রাপ্তে দহ্যমানেব মন্থরে।
ভবিষ্যতি চ কল্যাণে কিমিদং পরিতপ্যসে ॥১৭
যথা বৈ ভরতো মান্যস্তথা ভূয়োঽপি রাঘবঃ।
কৌসল্যাতোঽতিরিক্তঞ্চ মম শুশ্রূষতে বহু ॥১৮
রাজ্যং যদি হি রামস্য ভরতস্যাপি তত্তদা।
মন্যতে হি যথাত্মানং তথা ভ্রাতৄংস্তু রাঘবঃ ॥১৯
কৈকয্যা বচনং শ্রুত্বা মন্থরা ভৃশদুঃখিতা।
দীর্ঘমুষ্ণং বিনিঃশ্বস্য কৈকয়ীমিদমব্রবীৎ ।২০
অনর্থদর্শিনী মৌর্খ্যান্নাত্মানমববুধ্যসে।
শোক-ব্যসনবিস্তীর্ণে মজ্জন্তী দুঃখসাগরে ।২১
ভবিতা রাঘবো রাজা রাঘবস্য চ যঃ সুতঃ।
রাজবংশাত্তু ভরতঃ কৈকয়ি পরিহাস্যতে ॥২২
নহি রাজ্ঞঃ সুতাঃ সর্বে রাজ্যে তিষ্ঠন্তি ভামিনি।
স্থাপ্যমানেষু সর্বেষু সুমহাননয়ো ভবেৎ ॥২৩
তস্মাজ্জ্যেষ্ঠে হি কৈকয়ি রাজ্যতন্ত্রাণি পার্থিবাঃ।
স্থাপয়ন্ত্যনবদ্যাঙ্গি গুণবৎস্বিতরেষ্বপি ॥২৪

পরিচারিকা হইবে এবং তোমার পুত্র ভরতও রামের দাসত্ব করিবে। রামের পত্নী সীতা সখীগণের সহিত অতিশয় হর্ষ প্রাপ্ত হইবেন এবং ভরতের বিপত্তিতে তোমার পুত্রবধূ সখীগণের সহিত দুঃখিত হইবেন। এইরূপ কটুভাষিণী মন্থরাকে রামের প্রতি বিদ্বেষভাবযুক্ত দেখিয়া দেবী কৈকেয়ী রামের সদ্গুণসমূহের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কৈকেয়ী বলিলেন,—মন্থরে! তুমি কি জান না যে, শ্রীমান্ রাম পরমধার্মিক, সর্বসদ্গুণ-সম্পন্ন, সুশিক্ষিত, কৃতজ্ঞ, সত্যনিষ্ঠ ও অতিপবিত্রচেতা। মহারাজের পুত্রগণের মধ্যে রামই জ্যেষ্ঠ। অতএব সে যৌবরাজ্য পাইবার যোগ্য। শ্রীমান্ রাম দীর্ঘজীবী হইয়া পিতার ন্যায় ভ্রাতৃগণকে ও ভৃত্যগণকে পালন করিতে থাকিবে। কুব্জে! রামের অভিষেক-সংবাদ শুনিয়া তুমি এত সন্তপ্ত হইতেছ কেন? রামের শতবর্ষ রাজ্যপালনের পর নরশ্রেষ্ঠ ভরতও পিতৃ-পিতামহপালিত রাজ্য প্রাপ্ত হইবে। মন্থরে! ভবিষ্যৎকালের মঙ্গলের হেতু এই মহোৎসব সময়ে তুমি অগ্নিদগ্ধ হওয়ার মত কেন পরিতাপ ভোগ করিতেছ? আমি যেরূপ ভরতের শুভার্থিনী, সেইরূপ, অথবা তাহা হইতে অধিকতর রামের শুভার্থিনী। শ্রীমান্ রাম নিজজননী কৌশল্যা অপেক্ষা আমাকে অধিকতর শ্রদ্ধা ও আদর করে। যদি রামের রাজ্যপ্রাপ্তি হয়, তাহা হইলে ভরতেরও ত রাজ্যপ্রাপ্তি হইয়াই গেল, যেহেতু রাম ভ্রাতাদিগকে নিজশরীরের মত মনে করে। কৈকেয়ীর এইরূপ বাক্য শুনিয়া মন্থরা অত্যন্ত দুঃখিত হইল এবং তপ্তদীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া কৈকেয়ীকে পুনর্বার বলিতে লাগিল,—কৈকেয়ি! তুমি মূর্খতাবশত নিজস্বার্থ দেখিতেছ না, এইজন্য নিজের দুরবস্থা তুমি বুঝিতে পারিতেছ না। শোক-বিপৎপূর্ণ দুঃখসমুদ্রে নিমগ্ন হইতেছ। এক্ষণে রাম রাজা হইতেছেন, ইহার পরে তাঁহার পুত্র রাজা হইবেন। এইরূপ হইলে অবশ্যই রাজবংশ হইতে ভরত অপসারিত হইবেন। ভামিনি! রাজার সকল পুত্রই রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় না। সকল পুত্রকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিলে অতিশয় দুর্নীতি প্রকাশ পায়। সুন্দরি! কৈকেয়ি! এইজন্যই ভূপতিগণ অন্যান্য পুত্রেরা সদ্গুণ-সম্পন্ন হইলেও জ্যেষ্ঠপুত্রের উপরই রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া থাকেন। পুত্রবৎসলে! তোমার পুত্র অনাথ-বালকের মত সকল সুখ ও রাজবংশ হইতে অত্যন্ত বঞ্চিত হইবেন।১১-২৫

আমি তোমার স্বার্থেই এখানে আসিয়াছি, কিন্তু তুমি আমার অভিপ্রায় বুঝিতেছ না। এইজন্য সপত্নীর শ্রীবৃদ্ধিতেও তুমি আমাকে উত্তম পারিতোষিক দান

অসাবত্যন্তনির্ভগ্নস্তব পুত্রো ভবিষ্যতি।
অনাথবৎ সুখেভ্যশ্চ রাজবংশাচ্চ বৎসলে ॥২৫
সাহং ত্বদর্থে সম্প্রাপ্তা ত্বং তু মাং নাববুধ্যসে।
সপত্নিবৃদ্ধৌ যা মে ত্বং প্রদেয়ং দাতুমর্হসি ॥২৬
ধ্রুবং তু ভরতং রামঃ প্রাপ্য রাজ্যমকণ্টকম্।
দেশান্তরং নায়য়িত্বা লোকান্তরমথাপি বা ॥২৭
বাল এব তু মাতুল্যং ভরতো নায়িতস্ত্বয়া।
সন্নিকর্ষাচ্চ সৌহার্দং জায়তে স্থাবরেষ্বিব ॥২৮
ভরতানুবশাৎ সোহপি শত্রুঘ্নস্তৎসমং গতঃ।
লক্ষ্মণো হি যথা রামং তথায়ং ভরতং গতঃ ॥২৯
শ্রূয়তে হি দ্রুমঃ কশ্চিচ্ছেত্তব্যো বনজীবিনৈঃ।
সন্নিকর্ষাদিষীকাভির্মোচিতঃ পরমাদ্ভয়াৎ ॥৩০
গোপ্তা হি রামং সৌমিত্রির্লক্ষ্মণং চাপি রাঘবঃ।
অশ্বিনোরিব সৌভ্রাত্রং তয়োর্লোকেষু বিশ্রুতম্ ॥৩১
তস্মান্ন লক্ষ্মণে রামঃ পাপং কিঞ্চিৎ করিষ্যতি।
রামস্তু ভরতে পাপং কুর্য্যাদেব ন সংশয়ঃ ॥৩২
তস্মাদ্ রাজগৃহাদেব বনং গচ্ছতু রাঘবঃ।
এতদ্ বিরোচতে মহ্যং ভৃশং চাপি হিতং তব ॥৩৩
এবং তে জ্ঞাতিপক্ষস্য শ্রেয়শ্চৈব ভবিষ্যতি।
যদি চেদ্ ভরতো ধর্মাৎ পিত্র্যং রাজ্যমবাপ্স্যতি ॥৩৪
স তে সুখোচিতো বালো রামস্য সহজো রিপুঃ।
সমৃদ্ধার্থস্য নষ্টার্থো জীবিষ্যতি কথং বশে ॥৩৫
অভিদ্রুতমিবারণ্যে সিংহেন গজযূথপম্।
প্রচ্ছাদ্যমানং রামেণ ভরতং ত্রাতুমর্হসি ॥৩৬
দর্পান্নিরাকৃতা পূর্বং ত্বয়া সৌভাগ্যবত্তয়া।
রামমাতা সপত্নী তে কথং বৈরং ন যাপয়েৎ ॥৩৭
যদা চ রামঃ পৃথিবীমবাপ্স্যতে
প্রভূতরত্নাকরশৈলসংযুতাম্।

করিতে উদ্যত হইয়াছ। রাম নিষ্কণ্টক-রাজ্যলাভ করিয়া ভরতকে নিশ্চয়ই দেশান্তরে নির্বাসিত কিংবা পরলোকে প্রেরিত করিবেন। তুমি ভরতকে বালক অবস্থা হইতে মাতুলালয়ে প্রেরণ করিয়া রাখিয়াছ। ভরত যদি দশরথের নিকটে থাকিতেন, তাহা হইলে রামের ন্যায় তাঁহার প্রতিও দশরথের স্নেহভাব প্রকাশ পাইত। স্থাবরবস্তুও নিকটে থাকিলে লোকের তাহাতে মমতা হয়। ভরতের প্রতি আনুগত্য থাকায় শত্রুঘ্নও তাঁহার সহিত গিয়াছেন। লক্ষ্মণ যেরূপ রামের অনুগত, শত্রুঘ্নও সেইরূপ ভরতের অনুগত। লোকমুখে শোনা যায় যে—বন হইতে কাষ্ঠ আহরণ করিয়া জীবিকানির্বাহকারী ব্যক্তিগণ একটি বৃক্ষকে ছেদন করিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু বল্কণ্টকে বেষ্টিত থাকায় অতিশয় ভয়ে ঐ বৃক্ষকে ত্যাগ করিয়াছিল।২৬-৩০

সুমিত্রানন্দন রামকে রক্ষা করিবেন এবং রাম তাঁহাকে রক্ষা করিবেন। অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের ন্যায় তাঁহাদের উভয়ের ভ্রাতৃপ্রেম লোকবিখ্যাত হইয়াছে। এইজন্য রাম লক্ষ্মণের প্রতি কোনরূপ পাপাচরণ করিবেন না, কিন্তু রাম ভরতের প্রতি পাপাচরণ করিবেনই—তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এখন আমার নিকট ইহাই অভিপ্রেত মনে হইতেছে যে, রামের নিকট হইতে পাপাচরণ হইতে পারে বলিয়া রঘুনন্দন ভরত মাতুল-গৃহ হইতেই বনে গমন করুন (*)। ইহাই তোমার পক্ষে বর্তমানে হিতকর। যদি ভরত পিতার অনুমতিক্রমে রাজ্যপ্রাপ্ত হন, তাহা হইলে তোমার জ্ঞাতিগণের মঙ্গল হইবে। রাজসুখযোগ্য তোমার তনয় রামের সহজ-শত্রু। রাজ্যনাশ হইলে তিনি কিরূপে ঐশ্বর্য্যবান্ রামের অধীনে থাকিবেন? অরণ্যে সিংহের দ্বারা আক্রান্ত যূথপতি হস্তীর ন্যায় রামের দ্বারা আক্রান্ত ভরতকে রক্ষা করা তোমার কর্তব্য। নিজসৌভাগ্যের জন্য তুমি সপত্নী রাম-মাতাকে গর্ববশতঃ পূর্বে অবজ্ঞা করিয়াছ। এখন তিনি বৈরিতার প্রতিশোধ লইবেন না কেন? ভামিনি! প্রচুররত্নপূর্ণ সমুদ্র ও পর্বতের দ্বারা বেষ্টিত পৃথিবীকে রাম যখন প্রাপ্ত হইবেন, তখন তুমি নিজপুত্রের সহিত অতিদীনভাবে অমঙ্গলজনক পরাজয়

* ৩৩ নং শ্লোকের ব্যাখ্যাতে কেহ কেহ 'রাঘব' পদের অর্থ 'শ্রীরামচন্দ্র' করিয়া তাঁহারই বনগমন—এইরূপ দেখাইয়াছেন। কিন্তু টীকাকার বলিয়াছেন—'রাজগৃহ' অর্থাৎ তদাখ্যমাতুলগৃহ হইতে ভরতের বনগমন; কারণ, মন্থরার আশঙ্কা হইল—রামচন্দ্র রাজা হইয়া ভরতকে ধ্বংস করিবেন। মৃত্যু অপেক্ষা বনে যাইয়া জীবনধারণ শ্রেয়। 'জীবন্ ভদ্রাণি পশ্যতি'—ইহা শাস্ত্রবাক্য।

তদা গমিষ্যস্যশুভং পরাভবং
সহৈব দীনা ভরতেন ভামিনি ॥৩৮
যদা হি রামঃ পৃথিবীমবাপ্স্যতে
ধ্রুবং প্রণষ্টো ভরতো ভবিষ্যতি।
অতো হি সংচিন্তয় রাজ্যমাত্মজে
পরস্য চৈবাস্য বিবাসকারণম্ ॥৩৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে অষ্টমঃ সর্গঃ ॥

প্রাপ্ত হইবে। রাম যখন পৃথিবী প্রাপ্ত হইবেন, তখন ভরত নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবেন। অতএব চিন্তা করিয়া স্থির কর, কিরূপে তোমার পুত্রের উপর রাজ্যভার ন্যস্ত হয় এবং রামের নির্বাসন হয়।৩১-৩৯

মহর্ষিবাল্মীকি-প্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে অষ্টম সর্গ সমাপ্ত।

নবমঃ সর্গঃ

[রামাভিষেচনপ্রতিবন্ধকোপায়ং চিন্তয়িতুং মন্থরাং প্রতি কৈকেয্যাঃআদেশঃ, মন্থরায়াশ্চ তদুপায়কথনম্, কৈকেয্যা ক্রোধাগারং প্রবিশ্য মন্থরয়া সহ কথোপকথনং ভূমিশয়নঞ্চ।]

এবমুক্তা তু কৈকেয়ী ক্রোধেন জ্বলিতাননা।
দীর্ঘমুষ্ণং বিনিঃশ্বস্য মন্থরামিদমব্রবীৎ ॥১

অদ্য রামমিতঃ ক্ষিপ্রং বনং প্রস্থাপয়াম্যহম্।
যৌবরাজ্যেন ভরতং ক্ষিপ্রমদ্যাভিষেচয়ে ॥২

ইদং ত্বিদানীং সম্পশ্য কেনোপায়েন সাধয়ে।
ভরতঃ প্রাপ্নুয়াদ্ রাজ্যং ন তু রামঃ কথঞ্চন ॥৩

এবমুক্তা তু সা দেব্যা মন্থরা পাপদর্শিনী।
রামার্থমুপহিংসন্তী কৈকেয়ীমিদমব্রবীৎ ॥৪

হন্তেদানীং প্রপশ্য ত্বং কৈকেয়ি শ্রূয়তাং বচঃ।
যথা তে ভরতো রাজ্যং পুত্রঃ প্রাপ্স্যতি কেবলম্ ॥৫

কিং ন স্মরসি কৈকেয়ি স্মরন্তী বা নিগূহসে।
যদুচ্যমানমাত্মার্থং মত্তস্ত্বং শ্রোতুমিচ্ছসি ॥৬

ময়োচ্যমানং যদি তে শ্রোতুং ছন্দো বিলাসিনি।
শ্রূয়তামভিধাস্যামি শ্রুত্বা চৈতদ্ বিধীয়তাম্ ॥৭

শ্রুত্বৈবং বচনং তস্যা মন্থরায়াস্তু কৈকেয়ী।
কিঞ্চিদুত্থায় শয়নাৎ স্বাস্তীর্ণাদিদমব্রবীৎ ॥৮

কথয়স্ব মমোপায়ং কেনোপায়েন মন্থরে।
ভরতঃ প্রাপ্নুয়াদ্ রাজ্যং ন তু রামঃ কথঞ্চন ॥৯

নবম সর্গ

[রামের অভিষেক বন্ধ করিবার উপায় চিন্তা করিবার জন্য মন্থরার প্রতি কৈকেয়ীর আদেশ, মন্থরার তদুপায়কথন, ক্রোধাগারে প্রবেশ করিয়া কৈকেয়ীর মন্থরার সহিত কথোপকথন ও ভূমিশয়ন।]

মন্থরা এইরূপ বলিলে পর কৈকেয়ী ক্রোধে আরক্ত-মুখী হইয়া তপ্তদীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক মন্থরাকে বলিলেন,—আমি অদ্যই রামকে অযোধ্যা হইতে অরণ্যে সত্বর প্রেরণ করিব এবং অদ্যই ভরতকে যৌবরাজ্যে শীঘ্রই অভিষিক্ত করিব। কি উপায় অবলম্বন করিলে ভরত রাজ্যপ্রাপ্ত হইবে এবং রাম কখনই পাইবে না, তুমি এখন সেই উপায় স্থির কর। কৈকেয়ী এইরূপ বলিলে পাপদর্শিনী মন্থরা রামের অভিষেকে বিঘ্ন করিবার জন্য কৈকেয়ীকে বলিল,—কৈকেয়ি! যে উপায়ে তোমার পুত্র ভরতই রাজ্যপ্রাপ্ত হয়, তাহা এখন আমি বলিতেছি। আমার কথা শ্রবণ কর এবং বিচার করিয়া দেখ। কৈকেয়ি! তুমি কি স্মরণ করিতে পারিতেছ না কিংবা স্মরণ করিয়াও গোপন করিতেছ, যেজন্য নিজ-হিতের প্রয়োজনে আমার নিকট হইতে উপায় শুনিতে চাহিতেছ? বিলাসিনি! আমার নিকট হইতে শুনিতেই যদি তোমার একান্ত ইচ্ছা, তবে আমি বলিতেছি, শ্রবণ কর এবং অনন্তর তদনুসারে কার্য্য কর। মন্থরার এইরূপ বাক্য শুনিয়া কৈকেয়ী উত্তম শয্যা হইতে কিঞ্চিৎ উত্থিত হইলেন এবং তাহাকে বলিলেন,—

এবমুক্তা তদা দেব্যা মন্থরা পাপদর্শিনী।
রামার্থমুপহিংসন্তী কৈকয়ীমিদমব্রবীৎ ॥১০
পুরা দেবাসুরে যুদ্ধে সহ রাজর্ষিভিঃ পতিঃ।
অগচ্ছত্ত্বামুপাদায় দেবরাজস্য সাহ্যকৃৎ ॥১১
দিশমাস্থায় কৈকেয়ি দক্ষিণাং দণ্ডকান্ প্রতি।
বৈজয়ন্তমিতি খ্যাতং পুরং যত্র তিমিধ্বজঃ ॥১২
স শম্বর ইতি খ্যাতঃ শতমায়ো মহাসুরঃ।
দদৌ শক্রস্য সংগ্রামং দেবসঙ্ঘৈরনিন্দিতঃ ॥১৩
তস্মিন্মহতি সংগ্রামে পুরুষান্ ক্ষতবিক্ষতান্।
রাত্রৌ প্রসুপ্তান্ ঘ্নন্তি স্ম তরসাপাস্য রাক্ষসাঃ ॥১৪
তত্রাকরোন্মহাযুদ্ধং রাজা দশরথস্তদা।
অসুরৈশ্চ মহাবাহুঃ শস্ত্রৈশ্চ শকলীকৃতঃ ॥১৫
অপবাহ্য ত্বয়া দেবি সংগ্রামান্নষ্টচেতনঃ।
তত্রাপি বিক্ষতঃ শস্ত্রৈঃ পতিস্তে রক্ষিতস্ত্বয়া ॥১৬
তুষ্টেন তেন দত্তৌ তে দ্বৌ বরৌ শুভদর্শনে।
স ত্বয়োক্তঃ পতির্দেবি যদেচ্ছেয়ং তদা বরম্ ॥১৭
গৃহ্ণীয়াং তু তদা ভর্তস্তথেত্যুক্তং মহাত্মনা।
অনভিজ্ঞা হ্যহং দেবি ত্বয়ৈব কথিতং পুরা ॥১৮
কথৈষা তব তু স্নেহান্মনসা ধার্য্যতে ময়া।
রামাভিষেকসম্ভারান্নিগৃহ্য বিনিবর্তয় ॥১৯
তৌ চ যাচস্ব ভর্তারং ভরতস্যাভিষেচনম্।
প্রব্রাজনঞ্চ রামস্য বর্ষাণি চ চতুর্দশ ॥২০
চতুর্দশ হি বর্ষাণি রামে প্রব্রাজিতে বনম্।
প্রজাভাবগতস্নেহঃ স্থিরঃ পুত্রো ভবিষ্যতি ॥২১
ক্রোধাগারং প্রবিশ্যাদ্য ক্রুদ্ধেবাশ্বপতেঃ সুতে।
শেষ্বানন্তর্হিতায়াং ত্বং ভূমৌ মলিনবাসিনী ॥২২
মাস্মৈনং প্রত্যুদীক্ষেথা মা চৈনমভিভাষথাঃ।
রুদন্তী পার্থিবং দৃষ্ট্বা জগত্যাং শোকলালসা ॥২৩

মন্থরে! তুমি আমাকে সেই উপায় বল, যে উপায় অবলম্বন করিলে ভরত রাজ্য পায় এবং রাম না পায়। কৈকেয়ী এরূপ বলিলে পাপদর্শিনী মন্থরা রামের অভিষেকে ব্যাঘাত সৃষ্টির জন্য তাঁহাকে বলিল,—অনেকদিন পূর্বে দেবতা ও অসুরের যুদ্ধ আরম্ভ হইলে তোমার পতি দেবরাজ ইন্দ্রের সাহায্যকারী হইয়া রাজর্ষিগণের সহিত গমন করিয়াছিলেন। তিনি তোমাকেও লইয়া গিয়াছিলেন। কৈকেয়ি! দক্ষিণদিকে দণ্ডকনামক দেশে বৈজয়ন্তনামে বিখ্যাত নগর আছে। তিমিধ্বজনামক দৈত্য ঐ নগরের অধিপতি। ঐ দৈত্য অতিশয় মায়াবী ও বলবান্। সে শম্বরনামেও বিখ্যাত। ঐ শম্বর-দৈত্য দেবগণসহিত ইন্দ্রকে সংগ্রামে আহ্বান করিয়াছিল। শম্বরের সহিত মহাযুদ্ধ চলিতে থাকায় ক্ষতবিক্ষত সৈন্যগণ রাত্রিকালে সুপ্ত হইলে রাক্ষসগণ সত্বর আসিয়া বলপূর্বক আকর্ষণ করত তাহাদিগকে নিহত করিত। ঐ যুদ্ধক্ষেত্রে মহারাজ দশরথ তুমুলসংগ্রাম করিয়াছিলেন। কিন্তু অবশেষে অসুরগণ শস্ত্রের দ্বারা তাঁহাকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া ফেলে। তিনি সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িলে তুমি যুদ্ধক্ষেত্র হইতে তাঁহাকে অপসারিত করিয়াছিলে এবং সেখানে শস্ত্রের দ্বারা ক্ষতবিক্ষত পতিকে রক্ষা করিয়াছিলে। দেবি! শুভদর্শনে! তোমার পতি ইহাতে অতিতুষ্ট হইয়া তোমাকে দুইটি বর দিতে চাহিয়াছিলেন। তখন তুমি বলিয়াছিলে যে—যখন ইচ্ছা হইবে, তখন বরগ্রহণ করিব। ইহাতে তোমার মহাত্মা স্বামী 'তথাস্তু' বলিয়া সম্মতি দিয়াছিলেন। অবশ্য আমি এই বিষয়ের কিছুই জানিতাম না, পূর্বে তুমিই আমাকে এই সব বলিয়াছিলে। তোমার প্রতি স্নেহবশত আমি এই সকল কথা মনে করিয়া রাখিয়াছি। এখন তুমি রামের অভিষেক হইতে মহারাজকে বলপূর্বক নিবৃত্ত কর। তুমি পতির নিকট সেই দুইটি বর প্রার্থনা কর, এক বরে ভরতের রাজ্যাভিষেক, অন্য বরে চতুর্দশবৎসর যাবৎ রামের নির্বাসন।১-২০

চতুর্দশবৎসর যাবৎ রাম যদি বনে নির্বাসিত হন, তাহা হইলে তোমার পুত্র প্রজাগণের প্রীতিভাজন হইয়া রাজ্যে অটল হইতে পারিবে। অশ্বপতিনন্দিনি! অদ্য তুমি ক্রুদ্ধা হইয়া ক্রোধাগারে প্রবেশ কর এবং মলিন-বস্ত্র ধারণ করিয়া শয্যাহীন-ভূমিতে শয়ন করিয়া থাক।

দয়িতা ত্বং সদা ভর্তুরত্র মে নাস্তি সংশয়ঃ।
ত্বৎকৃতে চ মহারাজো বিশেদপি হুতাশনম্ ॥২৪
ন ত্বাং ক্রোধয়িতুং শক্তো ন ক্রুদ্ধাং প্রত্যুদীক্ষিতুম্।
তব প্রিয়ার্থং রাজা তু প্রাণানপি পরিত্যজেৎ ॥২৫
ন হ্যতিক্রমিতুং শক্তস্তব বাক্যং মহীপতিঃ।
মন্দস্বভাবে বুধ্যস্ব সৌভাগ্যবলমাত্মনঃ ॥২৬
মণি-মুক্তা-সুবর্ণানি রত্নানি বিবিধানি চ।
দদ্যাদ্ দশরথো রাজা মাস্ম তেষু মনঃ কৃথাঃ ॥২৭
যৌ তৌ দেবাসুরে যুদ্ধে বরৌ দশরথো দদৌ।
তৌ স্মারয় মহাভাগে সোঽর্থো ন ত্বা ক্রমেদতি ॥২৮
যদা তু তে বরং দদ্যাৎ স্বয়মুত্থাপ্য রাঘবঃ।
ব্যবস্থাপ্য মহারাজং ত্বমিমং বৃণুয়া বরম্ ॥২৯
রামপ্রব্রজনং দূরং নব বর্ষাণি পঞ্চ চ।
ভরতঃ ক্রিয়তাং রাজা পৃথিব্যাং পার্থিবর্ষভ ॥৩০
চতুর্দশ হি বর্ষাণি রামে প্রব্রাজিতে বনম্।
রূঢ়শ্চ কৃতমূলশ্চ শেষং স্থাস্যতি তে সুতঃ ॥৩১
রামপ্রব্রাজনং চৈব দেবি যাচস্ব তং বরম্।
এবং সেৎস্যন্তি পুত্রস্য সর্বার্থাস্তব কামিনি ॥৩২
এবং প্রব্রাজিতশ্চৈব রামোঽরামো ভবিষ্যতি।
ভরতশ্চ গতামিত্রস্তব রাজা ভবিষ্যতি ॥৩৩
যেন কালেন রামশ্চ বনাৎ প্রত্যাগমিষ্যতি।
অন্তর্বহিশ্চ পুত্রস্তে কৃতমূলো ভবিষ্যতি ॥৩৪
সংগৃহীতমনুষ্যশ্চ সুহৃদ্ভিঃ সাকমাত্মবান্।
প্রাপ্তকালং নু মন্যেঽহং রাজানং বীতসাধ্বসা ॥৩৫
রামাভিষেকসঙ্কল্পান্নিগৃহ্য বিনিবর্তয়।
অনর্থমর্থরূপেণ গ্রাহিতা সা ততস্তয়া ॥৩৬
হৃষ্টা প্রতীতা কৈকেয়ী মন্থরামিদমব্রবীৎ।
সা হি বাক্যেন কুব্জায়াঃ কিশোরীবোৎপথং গতা ॥৩৭

দশরথকে সমাগত দেখিয়া শোকাবেগে রোদন করিও, তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিও না এবং তাঁহার সঙ্গে কোন কথাও বলিও না। তুমি পতির প্রিয়তমা পত্নী—ইহাতে আমার সংশয় নাই। মহারাজ তোমার জন্য অগ্নিতেও প্রবেশ করিতে পারেন। তিনি তোমার ক্রোধ উৎপাদন করিতে পারেন না। তুমি ক্রুদ্ধ হইলে তিনি তোমার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে সাহসী হইবেন না। তোমার প্রীতির জন্য রাজা প্রাণও পরিত্যাগ করিতে পারেন। ভূপতি কখনই তোমার কথা অতিক্রম করিতে সমর্থ হইবেন না। কৈকেয়ি! তুমি অতিমন্দবুদ্ধি, সেইজন্য বলিতেছি যে, তুমি নিজের সৌভাগ্য-শক্তির বিষয় চিন্তা করিয়া দেখ। রাজা দশরথ তোমাকে নানাবিধ মণি, মুক্তা, রত্ন ও সুবর্ণ দিতে চাহিবেন, কিন্তু তুমি ঐসব বস্তুতে অভিলাষ করিও না। মহাভাগ্যবতি! রাজা দশরথ দেবাসুরযুদ্ধকালে যে দুইটি বর দিয়াছিলেন, সেই দুইটি বরের কথা মহারাজকে স্মরণ করাইও। তুমি প্রার্থিতব্য বিষয় দুইটি ভুলিয়া যাইও না। রঘুনন্দন দশরথ যখন তোমাকে ভূমি হইতে উঠাইয়া বর দিতে উদ্যত হইবেন, তখন তুমি মহারাজকে শপথ করাইয়া এই বর প্রার্থনা করিবে যে—রাজেন্দ্র! চতুর্দশবৎসর যাবৎ দূরস্থিত অরণ্যে রামকে নির্বাসিত করুন এবং পৃথিবীতে ভরতকে রাজা করুন।২১-৩০

রাম যদি চতুর্দশবৎসর বনে নির্বাসিত হন, তাহা হইলে তোমার পুত্র সকলকে বশীভূত করিয়া নিষ্কণ্টকে চিরকাল রাজ্যে থাকিতে পারিবে। দেবি! তুমি রামের নির্বাসনরূপ ঐ বর প্রার্থনা কর, তাহা হইলে তোমার পুত্রের সকল অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। নির্বাসিত হইলে রাম কালক্রমে প্রজাগণের প্রীতি হইতে বঞ্চিত হইবেন। তখন তোমার ভরত শত্রুহীন রাজা হইতে পারিবেন। চতুর্দশবর্ষ পরে রাম যে সময় বন হইতে ফিরিয়া আসিবেন, ততদিনে ভরত স্বাধীনসৈন্য ও সুহৃদ্গণের সহিত প্রজাগণের অন্তরে ও বাহিরে প্রভুশক্তি সমূলে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবেন। এইজন্য আমি উপযুক্ত সময়ে বলিতেছি যে, তুমি নির্ভয়ে রামের অভিষেক-সঙ্কল্প হইতে মহারাজকে বলপূর্বক নিবৃত্ত কর। এইভাবে অতিশয় অনর্থকে স্বার্থ বলিয়া বুঝাইয়া মন্থরা কৈকেয়ীকে তাহা গ্রহণ করাইল। কুব্জা মন্থরার বাক্যে কৈকেয়ী বিপথে প্রবৃত্ত হইলেন। শিশু অশ্বের

কৈকয়ী বিস্ময়ং প্রাপ্য পরং পরমদর্শনা।
প্রজ্ঞাং তে নাবজানামি শ্রেষ্ঠে শ্রেষ্ঠাভিধায়িনি ॥৩৮
পৃথিব্যামসি কুব্জানামুত্তমা বুদ্ধিনিশ্চয়ে।
ত্বমেব তু মমার্থেষু নিত্যযুক্তা হিতৈষিণী ॥৩৯
নাহং সমববুধ্যেয়ং কুব্জে রাজ্ঞশ্চিকীর্ষিতম্।
সন্তি দুঃসংস্থিতাঃ কুব্জাঃ বক্রাঃ পরমপাপিকাঃ ॥৪০
ত্বং পদ্মমিব বাতেন সন্নতা প্রিয়দর্শনা।
উরস্তেঽভিনিবিষ্টং বৈ যাবৎ স্কন্ধাৎ সমুন্নতম্ ॥৪১
অধস্তাচ্চোদরং শান্তং সুনাভমিব লজ্জিতম্।
প্রতিপূর্ণঞ্চ জঘনং সুপীনৌ চ পয়োধরৌ ॥৪২
বিমলেন্দুসমং বক্রমহো রাজসি মন্থরে।
জঘনং তব নির্ঘুষ্টং রশনা-দামভূষিতম্ ॥৪৩
জঙ্ঘে ভৃশমুপন্যস্তে পাদৌ চ ব্যায়তাবুভৌ।
ত্বমায়তাভ্যাং সক্থিভ্যাং মন্থরে ক্ষৌমবাসিনি ॥৪৪
অগ্রতো মম গচ্ছন্তী রাজসেঽতীব শোভনে।
আসন্ যাঃ শম্বরে মায়াঃ সহস্রমসুরাধিপে ॥৪৫
হৃদয়ে তে নিবিষ্টাস্তা ভূয়শ্চান্যাঃ সহস্রশঃ।
তদেব স্থগু যদ্দীর্ঘং রথঘোণমিবায়তম্ ॥৪৬
মতয়ঃ ক্ষত্রবিদ্যাশ্চ মায়াশ্চাত্র বসন্তি তে।
অত্র তেঽহং প্রমোক্ষ্যামি মালাং কুব্জে হিরণ্ময়ীম্ ॥৪৭
অভিষিক্তে চ ভরতে রাঘবে চ বনং গতে।
জাত্যেন চ সুবর্ণেন সুনিষ্টপ্তেন সুন্দরি ॥৪৮
লব্ধার্থা চ প্রতীতা চ লেপয়িষ্যামি তে স্থগু।
মুখে চ তিলকং চিত্রং জাতরূপময়ং শুভম্ ॥৪৯
কারয়িষ্যামি তে কুব্জে শুভান্যাভরণানি চ।
পরিধায় শুভে বস্ত্রে দেবতেব চরিষ্যসি ॥৫০
চন্দ্রমাহ্বয়মানেন (ক) মুখেনাপ্রতিমাননা।
গমিষ্যসি গতিং মুখ্যাং গর্বয়ন্তী দ্বিষজ্জনে ॥৫১

মাতা যেমন কশাঘাত প্রাপ্ত হইয়াও পুত্রের জন্য বিপথে যায়, সেইরূপ কৈকেয়ীও নিজপুত্রের জন্য ধর্মপথ ত্যাগ করিয়া বিপথে গেলেন। পরমা সুন্দরী কৈকেয়ী মন্থরার বাক্যে বিশ্বাস করিয়া আনন্দিত হইলেন এবং অতিশয় বিস্ময় প্রাপ্ত হইয়া মন্থরাকে বলিলেন,—হিতভাষিণি! এতদিন পর্য্যন্ত তোমার এমন বুদ্ধি জানিতে পারি নাই। আমার মনে হয়, কর্তব্য-অকর্তব্য-নির্ণয়ে পৃথিবীস্থিত কুব্জাদিগের মধ্যে তুমিই সর্বশ্রেষ্ঠ। তুমি হিতৈষিণী হইয়া আমার সমস্ত স্বার্থবিষয়ে সর্বদা অবহিত রহিয়াছ। কুব্জে! আমি ত রাজার দুরভিসন্ধি * বুঝিতেই পারি নাই। কুব্জে! আমার মনে হয়, পৃথিবীতে বিকলাঙ্গী পাপীয়সী অনেক কুব্জা আছে, কিন্তু তুমিই বায়ুবেগে অবনত পদ্মিনীর ন্যায় সর্বাপেক্ষা সুন্দরী। তোমার বক্ষঃস্থল স্কন্ধ হইতে উন্নত হইয়া কুব্জাকৃতি হইয়াছে। তোমার জঘন পরিপূর্ণ ও স্তনদ্বয় অতিস্থূল। তোমার বদন নির্মলচন্দ্রমার মত সুন্দর। মন্থরে! আহা! কিরূপ শোভিত হইয়াছ! তোমার জঘনদেশ বিস্তীর্ণ, নির্দোষ ও কাঞ্চীদামশোভিত। তোমার জঙ্ঘাদ্বয় অতিসুন্দর ও পদদ্বয় সুদীর্ঘ। যখন বিশালজঙ্ঘাবতী তুমি পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া আমার সম্মুখে গমন কর, তখন তোমার অতিশয় শোভাবৃদ্ধি হয়। অসুরাধিপতি শম্বরের সহস্রপ্রকারের মায়া এবং অন্যান্য সহস্র সহস্র প্রকারেরই মায়া তোমার হৃদয়ে নিবিষ্ট রহিয়াছে। তোমার শরীরে রথচক্রসদৃশ যে স্থগুনামক (কুঁজ) বিরাট মাংসপিণ্ড আছে, তাহাতে বুদ্ধি, ক্ষত্রবিদ্যা ও মায়াসমূহ সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। ভরতের অভিষেক হইলে এবং রাম বনগমন করিলে আমি তোমার ঐ মাংসপিণ্ডে (কুঁজে) সুবর্ণনির্মিত মালা পরাইয়া দিব। অভিপ্রেতসিদ্ধি হইলে সন্তুষ্ট হইয়া আমি তোমার ঐ স্থগু (কুঁজ) উৎকৃষ্ট গলিতসুবর্ণের দ্বারা বাঁধাইয়া দিব। কুব্জে! আমি তোমার জন্য বহুবিধ উত্তম আভরণ ও মুখের শোভার জন্য রত্নখচিত উত্তম সুবর্ণনির্মিত তিলক প্রস্তুত করাইব। উত্তম বস্ত্রদ্বয় পরিধান করিয়া তুমি দেবতার ন্যায় বিচরণ করিবে। ৩১-৫০

অতুলনীয় মুখের দ্বারা চন্দ্রের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা

* রামের রাজ্যাভিষেক-সময়ে ভরতকে মাতুলালয় হইতে আনয়ন না করা।

পাঠান্তর :—(ক) চন্দ্রমাহ্বয়মানেন—।

তবাপি কুব্জাঃ কুব্জায়াঃ সর্বাভরণভূষিতা।
পাদৌ পরিচরিষ্যন্তি যথৈব ত্বং সদা মম ॥৫২
ইতি প্রশস্যমানা সা কৈকেয়ীমিদমব্রবীৎ।
শয়ানাং শয়নে শুভ্রে বেদ্যামগ্নিশিখামিব ॥৫৩
গতোদকে সেতুবন্ধো ন কল্যাণি বিধীয়তে।
উত্তিষ্ঠ কুরু কল্যাণং রাজানমনুদর্শয় ॥৫৪
তথা প্রোৎসাহিতা দেবী গত্বা মন্থরয়া সহ।
ক্রোধাগারং বিশালাক্ষী সৌভাগ্যমদগর্বিতা ॥৫৫
অনেকশতসাহস্রং মুক্তাহারং বরাঙ্গনা।
অবমুচ্য বরার্হাণি শুভান্যাভরণানি চ ॥৫৬
তদা হেমোপমা তত্র কুব্জাবাক্যবশং গতা।
সংবিশ্য ভূমৌ কৈকেয়ী মন্থরামিদমব্রবীৎ ॥৫৭
ইহ বা মাং মৃতাং কুব্জে নৃপায়াবেদয়িষ্যসি।
বনং তু রাঘবে প্রাপ্তে ভরতঃ প্রাপ্স্যতে ক্ষিতিম্ ॥৫৮
সুবর্ণেন ন মে হ্যর্থো ন রত্নৈর্ন চ ভোজনৈঃ।
এষ মে জীবিতস্যান্তো রামো যদ্যভিষিচ্যতে ॥৫৯
অথো পুনস্তাং মহিষীং মহীক্ষিতো
বচোভিরত্যর্থমহাপরাক্রমৈঃ।
উবাচ কুব্জা ভরতস্য মাতরং
হিতং বচোরামমুপেত্য চাহিতম্ ॥৬০
প্রপৎস্যতে রাজ্যমিদং হি রাঘবো
যদি ধ্রুবং ত্বং সসুতা চ তপ্স্যসে।
ততো হি কল্যাণি যতস্ব তত্তথা
যথা সুতস্তে ভরতোঽভিষেক্ষ্যতে ॥৬১
তথাতিবিদ্ধা মহিষীতি কুব্জয়া
সমাহতা বাগিষুভির্মুহুর্মুহুঃ।
বিধায় হস্তৌ হৃদয়েঽতিবিস্মিতা
শশংস কুব্জাং কুপিতা পুনঃ পুনঃ ॥৬২

করিয়া তুমি শত্রুজনের নিকট গর্বপ্রকাশ করিতে করিতে শ্রেষ্ঠ অবস্থা লাভ করিবে। তুমি যেমন আমার পদসেবা করিয়া থাক, সেইরূপ অনেক কুব্জা নানাভূষণে ভূষিত হইয়া তোমার পদসেবা করিবে। এইভাবে প্রশংসিত হইয়া মন্থরা বেদিমধ্যস্থিত অগ্নিশিখার ন্যায় শুভ্রশয্যাশায়িনী কৈকেয়ীকে বলিল,—কল্যাণি! জল নির্গত হইয়া গেলে সেতুবন্ধন করার প্রয়োজন থাকেনা। অতএব গাত্রোত্থান কর। নিজের কল্যাণসাধন কর। ক্রোধাগারে যাইয়া পূর্বোক্তরীতিতে নিজেকে রাজার নিকট উপস্থিত কর। এইভাবে প্রোৎসাহিত হইয়া সৌভাগ্যগর্বিতা বিশালনেত্রা কৈকেয়ীদেবী মন্থরার সহিত ক্রোধাগারে গমন করিলেন। সেখানে বহুমূল্য মুক্তাহার ও অন্যান্য উৎকৃষ্ট আভরণসমূহ ত্যাগ করিয়া স্বর্ণবর্ণা সুন্দরী কৈকেয়ী মন্থরার কথানুসারে ভূমিতে শয়ন করিলেন এবং পরে মন্থরাকে বলিলেন,—'রাম বনে গমন করিবে এবং ভরত পৃথিবীলাভ করিবে' এই সংবাদ তুমি আমাকে জানাইবে, নতুবা আমার মৃত্যুসংবাদ মহারাজকে নিবেদন করিবে। সুবর্ণ, রত্ন ও ভোগ্যবস্তুতে আমার প্রয়োজন নাই। রাম যদি অভিষিক্ত হয়, তাহা হইলে এইভাবেই আমার জীবনের সমাপ্তি হইবে। অনন্তর মন্থরা রাজমহিষী ভরতমাতা কৈকেয়ীকে অতিশয় শক্তিশালী বাক্যের দ্বারা ভরতের হিত ও রামের অহিতবিষয়ে বলিতে লাগিল,—যদি রাম এই রাজ্য প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে পুত্রের সহিত তুমি নিশ্চয়ই সন্তপ্ত হইবে। কল্যাণি! এইজন্য তুমি সেইরূপ চেষ্টা কর, যাহাতে তোমার পুত্র ভরত অভিষিক্ত হয়। এইভাবে মন্থরার বাক্যবাণে অতিশয় বিদ্ধ ও আহত হইয়া রাজমহিষী কৈকেয়ী হৃদয়ে হস্তস্থাপনপূর্বক বিস্ময়প্রকাশ করিলেন এবং মহারাজের প্রতারণা বুঝিতে পারিয়া অতিক্রোধে মন্থরাকে বারংবার বলিতে লাগিলেন,—কুব্জে! দীর্ঘকালের জন্য রাম বনে গমন করিলে ভরতের মনোরথ পূর্ণ হইবে। নতুবা আমি এইস্থান হইতে যমালয়ে গমন করিয়াছি—ইহা দেখিয়া মহারাজকে জানাইয়া দিবে। রাম যদি অযোধ্যা হইতে বনে গমন না করেন, তাহা হইলে আমি শয্যা, মালা, চন্দন, অঞ্জন, পানভোজন প্রভৃতি কিছুই ইচ্ছা করি না, এমন কি বাঁচিয়া থাকিতেও ইচ্ছা করি না। কৈকেয়ী এইরূপ অতিদারুণ বচন বলিয়া ও সকল আভরণ ত্যাগ করিয়া শয্যাশূন্য ভূমিতে স্বর্গভ্রষ্ট

যমস্য বা মাং বিষয়ং গতামিতো
নিশম্য কুব্জে প্রতিবেদয়িষ্যসি।
বনং গতে বা সুচিরায় রাঘবে
সমৃদ্ধকামো ভরতো ভবিষ্যতি ॥৬৩
অহং হি নৈবাস্তরণানি ন স্রজো
ন চন্দনং নাঞ্জনপানভোজনম্।
ন কিঞ্চিদিচ্ছামি ন চেহ জীবনং
ন চেদিতো গচ্ছতি রাঘবো বনম্ ॥৬৪
অথৈবমুক্ত্বা বচনং সুদারুণং
নিধায় সর্বাভরণানি ভামিনী।
অসংস্কৃতামাস্তরণেন মেদিনীং
তদাধিশিশ্যে পতিতেব কিন্নরী ॥৬৫
উদীর্ণসংরম্ভতমোবৃতাননা
তদাবমুক্তোত্তমমাল্যভূষণা।
নরেন্দ্রপত্নী বিমলা বভূব সা
তমোবৃতা দ্যৌরিব মগ্নতারকা ॥৬৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে নবমঃ সর্গঃ।

কিন্নরীর ন্যায় শয়ন করিলেন। উৎকট-ক্রোধান্ধকারে আবৃতবদনা উত্তমমাল্য ও ভূষণত্যাগকারিণী দশরথ-মহিষী অতিশয় বিমনা হইলেন। তারকাহীন অন্ধকারাবৃত আকাশের মত কৈকেয়ীর অবস্থা হইল।৫১-৬৬

মহর্ষি-বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে নবম সর্গ সমাপ্ত।

দশমঃ সর্গঃ

[কুব্জাপরামর্শানুসারেণ কৃত্রিমরোষভরেণ কৈকয্যাঃ ক্রোধাগারে গমনম্, নিরাভরণায়াস্তস্যাঃ ভূতলে শয্যাগ্রহণঞ্চ, কৈকয়ীভবনং গত্বা কৈকয়ীঞ্চানবলোক্য চিন্তিতস্য বিস্মিতস্য চ রাজ্ঞো দশরথস্য ক্রোধাগারপ্রবেশঃ, ভূতলশায়িনীং কৈকয়ীঞ্চ দৃষ্ট্বা দুঃখপ্রকাশঃ, নানাপ্রকারেণ তস্যৈ সান্ত্বনাদানঞ্চ।]

বিদর্শিতা যদা দেবী কুব্জয়া পাপয়া ভৃশম্।
তদা শেতে স্ম সা ভূমৌ দিগ্ধবিদ্ধেব কিন্নরী ॥১
নিশ্চিত্য মনসা কৃত্যং সা সম্যগিতি ভামিনী।
মন্থরায়ৈ শনৈঃ সর্বমাচচক্ষে বিচক্ষণা ॥২
সা দীনা নিশ্চয়ং কৃত্বা মন্থরাবাক্যমোহিতা।
নাগকন্যেব নিঃশ্বস্য দীর্ঘমুষ্ণঞ্চ ভামিনী ॥৩
মুহূর্তং চিন্তয়ামাস মার্গমাত্মসুখাবহম্।
সা সুহৃচ্চার্থকামা চ তং নিশম্য বিনিশ্চয়ম্ ॥৪

দশম সর্গ

[কুব্জার পরামর্শ অনুসারে কৃত্রিমরোষভরে কৈকেয়ীর ক্রোধাগারে গমন ও নিরাভরণা হইয়া ভূতলে শয্যাগ্রহণ, কৈকেয়ীভবনে যাইয়া কৈকেয়ীকে না দেখিয়া চিন্তিত ও বিস্মিত রাজা দশরথের ক্রোধাগারে প্রবেশ ও ভূতলশায়িনী কৈকেয়ীকে দর্শন করিয়া দুঃখপ্রকাশ এবং তাহাকে নানাপ্রকার সান্ত্বনা দান।]

যখন পাপীয়সী কুব্জা দৃঢ়ভাবে কৈকেয়ীকে বিপরীত কার্য্য করিতে বুঝাইয়া দিল, তখন তিনি বিষলিপ্ত বাণের দ্বারা আহত কিন্নরীর (কাম ও সৌন্দর্য্যপূর্ণ পার্বত্য-স্ত্রীর) ন্যায় ভূমিতে শয়ন করিলেন। অতিনিপুণা ক্রুদ্ধা কৈকেয়ী মনে মনে ইতিকর্ত্তব্য সম্বন্ধে দৃঢ় নিশ্চয় করিয়া ধীরে ধীরে মন্থরাকে সব কথা বলিলেন। অনন্তর মন্থরা-বাক্যে মোহিত হইয়া স্বকর্ত্তব্য-বিষয়ে দৃঢ়নিশ্চয় করত কৈকেয়ী অতিদীনভাবে নাগকন্যার ন্যায় উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন এবং মুহূর্ত্তকাল নিজসুখকর উপায় চিন্তা করিলেন। কৈকেয়ীর হিতাকাঙ্ক্ষিণী বান্ধবী মন্থরা তাঁহার দৃঢ়নিশ্চয়তা দেখিয়া

বভূব পরমপ্রীতা সিদ্ধিং প্রাপ্যেব মন্থরা।
অথ সা রুষিতা দেবী সম্যক্ কৃত্বা বিনিশ্চয়ম্ ॥৫
সংবিবেশাবলা ভূমৌ নিবেশ্য ভ্রুকুটিং মুখে।
ততশ্চিত্রাণি মাল্যানি দিব্যান্যাভরণানি চ ॥৬
অপবিদ্ধানি কৈকয্যা তানি ভূমিং প্রপেদিরে।
তয়া তান্যপবিদ্ধানি মাল্যান্যাভরণানি চ ॥৭
অশোভয়ন্ত বসুধাং নক্ষত্রাণি যথা নভঃ।
ক্রোধাগারে চ পতিতা সা বভৌ মলিনাম্বরা ॥৮
একবেণীং দৃঢ়াং বদ্ধ্বা গতসত্ত্বেব কিন্নরী।
আজ্ঞাপ্য তু মহারাজো রাঘবস্যাভিষেচনম্ ॥৯
উপস্থানমনুজ্ঞাপ্য প্রবিবেশ নিবেশনম্।
অদ্য রামাভিষেকো বৈ প্রসিদ্ধ ইতি জজ্ঞিবান্ ॥১০
প্রিয়ার্হাং প্রিয়মাখ্যাতুং বিবেশান্তঃপুরং বশী।
স কৈকয্যা গৃহং শ্রেষ্ঠং প্রবিবেশ মহাযশাঃ ॥১১
পাণ্ডুরাভ্রমিবাকাশং রাহুযুক্তং নিশাকরঃ।
শুক-বর্হিসমাযুক্তং ক্রৌঞ্চ-হংসরুতাযুতম্ ॥১২
বাদিত্ররবসঙ্ঘুষ্টং কুব্জাবামনিকাযুতম্।
লতাগৃহৈশ্চিত্রগৃহৈশ্চম্পকাশোকশোভিতৈঃ ॥১৩
দান্ত-রাজত-সৌবর্ণবেদিকাভিঃ সমাযুতম্।
নিত্যপুষ্পফলৈর্বৃক্ষৈর্বাপীভিরুপশোভিতম্ ॥১৪
দান্ত-রাজত-সৌবর্ণৈঃ সংবৃতং পরমাসনৈঃ।
বিবিধৈরন্নপানৈশ্চ ভক্ষ্যৈশ্চ বিবিধৈরপি ॥১৫
উপপন্নং মহার্হৈশ্চ ভূষণৈস্ত্রিদিবোপমম্।
স প্রবিশ্য মহারাজঃ স্বমন্তঃপুরমৃদ্ধিমৎ ॥১৬

স্বীয়কামনা-পূর্তিজনিত আনন্দিত হওয়ার ন্যায় অতিশয় আনন্দিত হইল। অতিক্রুদ্ধা কৈকেয়ী দৃঢ়ভাবে নিশ্চয় করিয়া ভ্রূকুটিপূর্ণমুখে ভূমিতে শয়ন করিলেন। বিচিত্রমালা ও দিব্য আভরণসমূহ পরিত্যক্ত হইয়া ভূমিতে ছড়াইয়া পড়িল। নক্ষত্রসমূহ যেরূপ আকাশকে শোভিত করে, কৈকেয়ী পরিত্যক্ত মাল্য ও আভরণসমূহও সেইরূপ ভূতলকে শোভিত করিল। মলিনবস্ত্রা কৈকেয়ী ক্রোধাগারে পতিত হইয়া মস্তকে একটিমাত্র বেণী দৃঢ়ভাবে বন্ধনপূর্বক অচেতনা কিন্নরীর ন্যায় শোভাধারণ করিলেন। এদিকে মহারাজ দশরথ রামের অভিষেকের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করিতে আদেশ করিয়া সভাস্থিত ব্যক্তিগণকে স্ব স্ব গৃহে যাইতে অনুমতি দিলেন, অনন্তর স্বয়ং অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। রামের রাজ্যাভিষেক অদ্যই নিশ্চিত হইয়াছে (এখনও কৈকেয়ী এই সংবাদ জানেন না বোধ হয়) ইহা বুঝিয়া প্রীতিজনক সংবাদ জানাইবার জন্য জিতেন্দ্রিয় দশরথ কৈকেয়ীর অন্তঃপুরেই প্রবেশ করিলেন, যেহেতু কৈকেয়ী এই প্রীতিজনক সংবাদ শুনিবার অধিকারিণী। মহাযশস্বী রাজা অন্তঃপুরে যাইয়া কৈকেয়ীর বিশালগৃহে প্রবেশ করিলেন; ইহাতে মনে হইল যেন, শুভ্রমেঘযুক্ত রাহুসমাক্রান্ত আকাশে চন্দ্রমা উপস্থিত হইলেন। কৈকেয়ীর অন্তঃপুর শুক ও ময়ূরপক্ষীর দ্বারা শোভিত, ক্রৌঞ্চ-হংসাদির শব্দে পূর্ণ, নানাবিধ-বাদ্যশব্দে মুখরিত এবং অনেক কুব্জা ও খর্বাকৃতি দাসী দ্বারা পরিব্যাপ্ত। চম্পক ও অশোকবৃক্ষের দ্বারা শোভিত লতাগৃহ ও বিচিত্র গৃহসমূহের দ্বারা ঐ অন্তঃপুর সমৃদ্ধ ছিল। গজদন্তনির্মিত, সুবর্ণনির্মিত ও রজতনির্মিত বেদীসকল অন্তঃপুরের শোভাবৃদ্ধি করিয়াছিল। সর্বদা পুষ্প-ফলসমন্বিত বৃক্ষ ও সরোবরসমূহবিশিষ্ট ঐ অন্তঃপুর গজদন্ত, সুবর্ণ ও রজতের দ্বারা নির্মিত অনেক আসনে পূর্ণ ছিল। নানাপ্রকারের অন্ন, পানীয় ও অন্যান্য রকমের বহু ভক্ষ্যদ্রব্য সেখানে সংগৃহীত ছিল। মহামূল্য অলঙ্কারসমূহে শোভিত স্বর্গতুল্য ও সমৃদ্ধিযুক্ত ঐ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া মহারাজ দশরথ কৈকেয়ীর গৃহে যাইয়া উত্তম শয্যায় প্রিয়তমা পত্নীকে দেখিতে পাইলেন না। কামবাণপীড়িত রমণার্থী নরপতি প্রিয়তমা ভার্য্যাকে দেখিতে না পাইয়া অতিশয় বিষণ্ণ হইলেন এবং অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কৈকেয়ীদেবী পূর্বে কখনই অন্যস্থানে থাকিয়া রাজার আগমন-সময় অতিক্রম করেন নাই। দশরথও কখনও শূন্যগৃহে প্রবেশ করেন নাই। অনন্তর গৃহস্থিত রাজা বিবেক-শূন্যা স্বার্থপরা কৈকেয়ী কোন্ স্থানে আছেন তাহা

ন দদর্শ স্ত্রিয়ং রাজা কৈকয়ীং শয়নোত্তমে।
স কামবলসংযুক্তো রত্যর্থী মনুজাধিপঃ ॥১৭
অপশ্যন্ দয়িতাং ভার্য্যাং পপ্রচ্ছ বিষসাদ চ।
নহি তস্য পুরা দেবী তাং বেলামত্যবর্ত্তত ॥১৮
ন চ রাজা গৃহং শূন্যং প্রবিবেশ কদাচন।
ততো গৃহগতো রাজা কৈকয়ীং পর্য্যপৃচ্ছত ॥১৯
যথা পুরমবিজ্ঞায় স্বার্থলিপ্সুমপণ্ডিতাম্।
প্রতীহারী ত্বথোবাচ সন্ত্রস্তা তু কৃতাঞ্জলিঃ ॥২০
দেব দেবী ভৃশং ক্রুদ্ধা ক্রোধাগারমভিদ্রুতা।
প্রতীহার্য্যা বচঃ শ্রুত্বা রাজা পরমদুর্মনাঃ ॥২১
বিষসাদ পুনর্ভূয়ো লুলিত-ব্যাকুলেন্দ্রিয়ঃ।
তত্র তাং পতিতাং ভূমৌ শয়ানামতথোচিতাম্ ॥২২
প্রতপ্ত ইব দুঃখেন সোঽপশ্যজ্জগতীপতিঃ।
স বৃদ্ধস্তরুণীং ভার্য্যাং প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সীম্ ॥২৩
অপাপঃ পাপসঙ্কল্পাং দদর্শ ধরণীতলে।
লতামিব বিনিষ্কৃত্তাং পতিতাং দেবতামিব ॥২৪
কিন্নরীমিব নির্ধূতাং চ্যুতামপ্সরসং যথা।
মায়ামিব পরিভ্রষ্টাং হরিণীমিব সংযতাম্ ॥২৫
করেণুমিব দিগ্ধেন বিদ্ধাং মৃগয়ুনা বনে।
মহাগজ ইবারণ্যে স্নেহাৎ পরমদুঃখিতাম্ ॥২৬
পরিমৃজ্য চ পাণিভ্যামভিসন্ত্রস্তচেতনঃ।
কামী কমলপত্রাক্ষীমুবাচ বনিতামিদম্ ॥২৭
ন তেঽহমভিজানামি ক্রোধমাত্মনি সংশ্রিতম্।
দেবি কেনাভিযুক্তাসি কেন বাসি বিমানিতা ॥২৮
যদিদং মম দুঃখায় শেষে কল্যাণি পাংশুষু।
ভূমৌ শেষে কিমর্থং ত্বং ময়ি কল্যাণচেতসি ॥২৯
ভূতোপহতচিত্তেব মম চিত্তপ্রমাথিনি।
সন্তি মে কুশলা বৈদ্যাস্ত্বভিতুষ্টাশ্চ সর্বশঃ ॥৩০
সুখিতাং ত্বাং করিষ্যন্তি ব্যাধিমাচক্ষ ভামিনি।
কস্য বাপি প্রিয়ং কার্য্যং কেন বা বিপ্রিয়ং কৃতম্ ॥৩১
কঃ প্রিয়ং লভতামদ্য কো বা সুমহদপ্রিয়ম্।
মা রোৎসীর্মা চ কার্ষীস্ত্বং দেবি সংপরিশোষণম্ ॥৩২
অবধ্যো বধ্যতাং কো বা বধ্যঃ কো বা বিমুচ্যতাম্।
দরিদ্রঃ কো ভবেদাঢ্যো দ্রব্যবান্ বাপ্যকিঞ্চনঃ ॥৩৩

জানিতে না পারিয়া দ্বাররক্ষিণীকে তাহার বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। দ্বাররক্ষিণী অতিভীত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিল।১-২০

দেব! কৈকেয়ীদেবী অতিশয় ক্রুদ্ধা হইয়া দ্রুত-গতিতে ক্রোধাগারে প্রবেশ করিয়াছেন। দ্বারপালিকার কথা শুনিয়া রাজা অত্যন্ত ব্যাকুল ও ক্ষুব্ধ হইয়া অধিকতর বিষাদপ্রাপ্ত হইলেন। পৃথিবীপতি দশরথ দুঃখে দগ্ধ-প্রায় হইয়া ক্রোধাগারে প্রবেশ করিলেন এবং ভূতল যাহার যোগ্য শয্যা নয়, সেই কৈকেয়ীকে ভূতলে শয়ানাবস্থায় পতিত থাকিতে দেখিলেন। নিষ্পাপ বৃদ্ধ-নরপতি প্রাণ হইতেও প্রিয়তমা পাপমতি তরুণী ভার্য্যাকে ভূতলে পতিত দেখিলেন; তাঁহার মনে হইল—একটি ছিন্নলতা, স্বর্গভ্রষ্টা দেবী, ভূপতিতা কিন্নরী, স্বর্গচ্যুতা অপ্সরা, দেবলোকভ্রষ্টা মায়া ও পাশবদ্ধা হরিণীর মত কৈকেয়ী শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। অরণ্যে ব্যাধকর্তৃক বিষলিপ্তবাণের দ্বারা বিদ্ধা হস্তিনীর মত পরমদুঃখিতা পত্নীকে মহাগজতুল্য নরপতি স্নেহবশতঃ স্বহস্তে মার্জন করিতে লাগিলেন। কামী দশরথ অতিশয় সন্ত্রস্ত হইয়া কমলনয়না প্রিয়তমাকে বলিলেন,—দেবি! তোমার ক্রোধের কারণ আমি কিছুই জানি না। কে তোমাকে পরাভূত কিংবা তিরস্কৃত করিয়াছে? কল্যাণি! তুমি ধূলিতে শয়ন করিয়া রহিয়াছ, ইহাতে আমার অতিশয় দুঃখ হইতেছে। আমি সর্বদা তোমার কল্যাণসাধনে কৃতসঙ্কল্প আছি, তথাপি তুমি কিজন্য ভূতলে শয়ন করিয়াছ? ভূতাবিষ্টার ন্যায় এইভাবে ধূলিধূসরিত হইয়া আমার চিত্তকে মথিত করিতেছ। ভামিনি! তোমার কি ব্যাধি হইয়াছে, তাহা বল। মৎপালিত অভিজ্ঞ বহু চিকিৎসক আছেন। তাঁহারা তোমাকে সুস্থ করিবেন। কাহার প্রিয়কার্য্য করা তোমার অভিপ্রেত? কে তোমার অপ্রিয়কার্য্য করিয়াছে? কোন্ ব্যক্তি অভীষ্ট লাভ করিবে? কোন্ ব্যক্তি

অহঞ্চ হি মদীয়াশ্চ সর্বে তব বশানুগাঃ।
ন তে কঞ্চিদভিপ্রায়ং ব্যাহন্তুমহমুৎসহে ॥৩৪
আত্মনো জীবিতেনাপি ব্রূহি যন্মনসি স্থিতম্।
বলমাত্মনি জানন্তী ন মাং শঙ্কিতুমর্হসি ॥৩৫
করিষ্যামি তব প্রীতিং সুকৃতেনাপি তে শপে।
যাবদাবর্ত্ততে চক্রং তাবতী মে বসুন্ধরা ॥৩৬
দ্রাবিড়াঃ সিন্ধুসৌবীরাঃ সৌরাষ্ট্রা দক্ষিণাপথাঃ।
বঙ্গাঙ্গ-মগধা মৎস্যাঃ সমৃদ্ধাঃ কাশি-কোসলাঃ ॥৩৭
তত্র জাতং বহুদ্রব্যং ধন-ধান্যমজাবিকম্।
ততো বৃণীষ কৈকেয়ি যদ্‌যত্ত্বং মনসেচ্ছসি ॥৩৮
কিমায়াসেন তে ভীরু উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ শোভনে।
তত্ত্বং মে ব্রূহি কৈকেয়ি যতস্তে ভয়মাগতম্ ॥৩৯
তত্তে ব্যপনয়িষ্যামি নীহারমিব রশ্মিবান্।
তথোক্তা সা সমাশ্বস্তা বক্তুকামা তদপ্রিয়ম্।
পরিপীড়য়িতুং ভূয়ো ভর্তারমুপচক্রমে ॥৪০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে দশমঃ সর্গঃ।

বা অতিশয় অনিষ্ট লাভ করিবে, তাহা আমার নিকট প্রকাশ কর। দেবি! তুমি রোদন করিও না। এইভাবে শরীর শোষণ করিও না। কোন্ অবধ্যব্যক্তিকে বধ করিতে হইবে এবং কোন্ বধ্যকে মুক্তি দিতে হইবে? কোন্ দরিদ্রকে ধনবান্ এবং কোন্ ধনবান্‌কে দরিদ্র করিতে হইবে, তাহা তুমি বল। আমি ও আমার সকল পরিজন তোমার অধীন ও অনুগত। আমি তোমার কোন অভিপ্রায়কে ব্যাহত করিতে সাহস করি না। তোমার মনে যাহা আছে—প্রকাশ কর, আমি নিজপ্রাণ দিয়া তাহা সম্পাদন করিব। তুমি ত নিজসৌভাগ্যবল জান। এইজন্য আমার প্রতি আশঙ্কা করা উচিত নয়। আমি নিজপুণ্যরাশি স্মরণ করিয়া শপথ করিতেছি যে, অবশ্যই তোমার প্রীতিসাধন করিব। সূর্য্যমণ্ডল যতদূর পর্য্যন্ত প্রকাশিত করে, ততদূর পর্য্যন্ত আমার রাজ্য বিস্তৃত। দ্রাবিড়, সিন্ধু, সৌবীর, সৌরাষ্ট্র, দক্ষিণাপথ, বঙ্গ, অঙ্গ, মগধ, মৎস্য, কাশী, কোশল প্রভৃতি সমৃদ্ধদেশসমূহ আমার অধীন। ঐ সকল দেশে ধন, ধান্য, ছাগ, মেষ প্রভৃতি বহুদ্রব্য উৎপন্ন হইয়া থাকে; তাহাতেও আমারই অধিকার। কৈকেয়ি! তুমি যাহা যাহা কামনা কর, তাহা আমার নিকট প্রার্থনা কর। ভীরু! তোমার কষ্টভোগের প্রয়োজন কি? সুন্দরি! ভূমি হইতে উত্থিত হও, গাত্রোত্থান কর। যে কারণে তোমার ভয় হইয়াছে, তাহা স্পষ্ট করিয়া বল। সূর্য্য যেমন শিশির নষ্ট করিয়া থাকেন, আমি সেইরূপ তোমার ভয় নষ্ট করিব। দশরথ এইরূপ বলিলে পর কৈকেয়ী সমাশ্বস্ত হইলেন এবং সেই অপ্রিয়কথা বলিতে ইচ্ছুক হইয়া পতিকে অধিকতর ব্যথিত করিবার জন্য উপক্রম করিলেন।২১-৪০

মহর্ষিবাল্মীকি-প্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে দশম সর্গ সমাপ্ত।

একাদশঃ সর্গঃ

[কৈকেয়ী-দশরথয়োরুক্তি-প্রত্যুক্তী, কৈকয্যা রামনির্বাসন-ভরতাভিষেচনরূপ-বরদ্বয়প্রার্থনঞ্চ ।]

তং মন্মথশরৈর্বিদ্ধং কামবেগবশানুগম্ ।
উবাচ পৃথিবীপালং কৈকয়ী দারুণং বচঃ ।১
নাস্মি বিপ্রকৃতা দেব কেনচিন্নাবমানিতা ।
অভিপ্রায়স্তু মে কশ্চিত্তমিচ্ছামি ত্বয়া কৃতম্ ॥২
প্রতিজ্ঞাং প্রতিজানীষ্ব যদি ত্বং কর্ত্তুমিচ্ছসি ।
অথ তে ব্যাহরিষ্যামি যথাভিপ্রার্থিতং ময়া ॥৩
তামুবাচ মহারাজঃ কৈকয়ীমীসদুৎস্ময়ঃ ।
কামী হস্তেন সংগৃহ্য মূর্দ্ধজেষু ভুবি স্থিতাম্ ॥৪
অবলিপ্তে ন জানাসি ত্বত্তঃ প্রিয়তরো মম ।
মনুজো মনুজব্যাঘ্রাদ্ রামাদন্যো ন বিদ্যতে ॥৫
তেনাজয্যেন মুখ্যেন রাঘবেণ মহাত্মনা ।
শপে তে জীবনার্হেণ ব্রূহি যন্মনসেপ্সিতম্ ॥৬
যং মুহূর্তমপশ্যংস্তু ন জীবেয়মহং ধ্রুবম্ ।
তেন রামেণ কৈকেয়ি শপে তে বচনক্রিয়াম্ ॥৭
আত্মনা চাত্মজৈশ্চান্যৈর্বৃণে যং মনুজর্ষভম্ ।
তেন রামেণ কৈকেয়ি শপে তে বচনক্রিয়াম্ ॥৮
ভদ্রে হৃদয়মপ্যেতদনুমৃশ্যোদ্ধরস্ব মে ।
এতৎ সমীক্ষ্য কৈকেয়ি ব্রূহি যৎ সাধু মন্যসে ॥৯
বলমাত্মনি পশ্যন্তী ন বিশঙ্কিতুমর্হসি ।
করিষ্যামি তব প্রীতিং সুকৃতেনাপি তে শপে ॥১০

একাদশ সর্গ

[কৈকেয়ী এবং দশরথের উক্তি-প্রত্যুক্তি, রামের নির্বাসন ও ভরতের রাজ্যাভিষেক—কৈকেয়ীর এই দুইটি বরপ্রার্থনা ।]

কন্দর্পবাণবিদ্ধ কামাতুর ভূপতিকে কৈকেয়ী এই নিদারুণ বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন,—মহারাজ ! কোন ব্যক্তি কর্তৃক আমি পরাজিত বা অপমানিত হই নাই। আমার একটি অভিপ্রায় আছে, তাহা আপনার দ্বারা পূর্ণ হউক, ইহাই আমি ইচ্ছা করি। যদি আপনি আমার অভিপ্রায় পূর্ণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আমার নিকট প্রতিজ্ঞা করুন। পরে আমার যাহা অভিপ্রেত তাহা আপনাকে বলিব। কামী মহারাজ দশরথ ঈষৎ হাস্য করিয়া ভূপতিতা কৈকেয়ীর কেশসমূহে হস্তসঞ্চালন করিতে করিতে বলিলেন,—সৌভাগ্যগর্বিতে ! তুমি কি জান না যে, নরোত্তম রাম ব্যতীত তোমা অপেক্ষা অধিক প্রিয় আমার কেহ নাই। আমি প্রাণাধিক অপরাজিত মহাত্মা রামের শপথ করিতেছি। তোমার অভিলাষ প্রকাশ কর। আমি যাহাকে একমুহূর্ত না দেখিলে আমি নিশ্চয়ই বাঁচিতে পারিব না, আমি সেই রামের শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আমি তোমার বাক্য রক্ষা করিব। আমি নিজদেহ, পুত্রগণ ও অন্যান্য বন্ধুগণের পরিবর্তে যে রামকে অঙ্গীকার করি, সেই রামের শপথ করিয়া বলিতেছি, কৈকেয়ি ! তোমার কথা রক্ষা করিব। ভদ্রে ! তুমি আমার বাক্য অনুসারে আমার হৃদয়কেও বিচার করিয়া দেখ এবং এই দুঃখ হইতে আমাকে উদ্ধার কর। কৈকেয়ি ! এই সব চিন্তা করিয়া যাহা ভাল মনে কর, তাহা আমার নিকট বল। তোমাতে আমার আসক্তি আছে জানিয়া কোনরূপ আশঙ্কা করিতে পার না। আমি ধর্মের শপথ করিয়া বলিতেছি যে, অবশ্যই তোমার প্রীতিসাধন করিব ।১-১০

স্বার্থসাধনরতা কৈকেয়ী নিজ অভীষ্টসাধনে দশরথের আগ্রহ বুঝিয়া স্বীয়পুত্রের উপর পক্ষপাতবশতঃ আনন্দিতভাবে সর্বথা অযোগ্য কথা বলিতে উপক্রম করিলেন। তিনি দশরথের শপথবাক্যে অতিশয় আনন্দিত হইয়া সমাগত যমের ন্যায় প্রাণহর মহাঘোর স্বীয় অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। কৈকেয়ী বলিলেন,—রাজন্ ! যেরূপ ক্রমানুসারে আপনি শপথ করিতেছেন এবং আমাকে বরদান করিতেছেন, তাহা ইন্দ্রাদি

সা তদর্থমনা দেবী তমভিপ্রায়মাগতম্।
নির্মাধ্যস্থ্যাচ্চ হর্ষাচ্চ বভাষে দুর্বচং বচঃ ॥১১
তেন বাক্যেন সংহৃষ্টা তমভিপ্রায়মাত্মনঃ।
ব্যাজহার মহাঘোরমভ্যাগতমিবান্তকম্ ॥১২
যথাক্রমেণ শপসে বরং মম দদাসি চ।
তচ্ছৃণ্বন্তু ত্রয়স্ত্রিংশদ্দেবাঃ সেন্দ্রপুরোগমাঃ ॥১৩
চন্দ্রাদিত্যৌ নভশ্চৈব গ্রহা রাত্র্যহনী দিশঃ।
জগচ্চ পৃথিবী চেয়ং সগন্ধর্বা সরাক্ষসা ॥১৪
নিশাচরাণি ভূতানি গৃহেষু গৃহদেবতাঃ।
যানি চান্যানি ভূতানি জানীয়ুর্ভাষিতং তব ॥১৫
সত্যসন্ধো মহাতেজা ধর্মজ্ঞঃ সত্যবাক্ শুচিঃ।
বরং মম দদাত্যেষ সর্বে শৃণ্বন্তু দৈবতাঃ ॥১৬
ইতি দেবী মহেষ্বাসং পরিগৃহ্যাভিশস্য চ।
ততঃ পরমুবাচেদং বরদং কামমোহিতম্ ॥১৭

স্মর রাজন্ পুরা বৃত্তং তস্মিন্ দেবাসুরে রণে।
তত্র ত্বাং চ্যাবযচ্ছত্রুস্তব জীবিতমন্তরা ॥১৮
তত্র চাপি ময়া দেব যত্ত্বং সমভিরক্ষিতঃ।
জাগ্রত্যা যতমানায়াস্ততো মে প্রদদৌ বরৌ ॥১৯
তৌ দত্তৌ চ বরৌ দেব নিক্ষেপৌ মৃগয়াম্যহম্।
তবৈব পৃথিবীপাল সকাশে রঘুনন্দন ॥২০
তৎ প্রতিশ্রুত্য ধর্মেণ ন চেদ্দাস্যসি মে বরম্।
অদ্যৈব হি প্রহাস্যামি জীবিতং ত্বদ্ বিমানিতা ॥২১
বাঙ্মাত্রেণ তদা রাজা কৈকয্যা স্ববশে কৃতঃ।
প্রচস্কন্দ বিনাশায় পাশং মৃগ ইবাত্মনঃ ॥২২
ততঃ পরমুবাচেদং বরদং কামমোহিতম্।
বরৌ মে যৌ ত্বয়া দেব তদা দত্তৌ মহীপতে ॥২৩
তৌ তাবদহমদ্যৈব বক্ষ্যামি শৃণু মে বচঃ।
অভিষেকসমারম্ভো রাঘবস্যোপকল্পিতঃ ॥২৪

ত্রিশদেবতা শ্রবণ করুন। চন্দ্র, সূর্য্য, আকাশ, গ্রহ, রাত্রি, দিবস, দিক্‌সমূহ, জগৎ, পৃথিবী, গন্ধর্ব, রাক্ষস, নিশাচরপ্রাণী, গৃহস্থিত দেবতা ও অন্যান্য জীবগণ সকলে আপনার বাক্য অবগত হউন।১১-১৫

দেবতাগণ! আপনারা শ্রবণ করুন। সত্যপ্রতিজ্ঞ মহাতেজস্বী ধার্মিক সত্যবাদী শুদ্ধস্বভাব মহারাজ দশরথ আমাকে বরপ্রদান করিতেছেন। রাজমহিষী কৈকেয়ী মহাধনুর্ধারী কামমোহিত বরদানকারী রাজাকে এইভাবে বিবশ ও প্রশংসা দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া বলিলেন,—রাজন্! অনেকদিন পূর্বে দেবাসুরযুদ্ধে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা স্মরণ করুন। সেই যুদ্ধে শম্বর নামক শত্রু আপনার প্রাণনাশ না করিয়া সর্বতোভাবে আপনাকে আহত করিয়াছিল। দেব! সেখানে আমি সাবধানে যত্নের সহিত আপনাকে রক্ষা করিয়াছিলাম। আপনি আমার সাবধানতা ও যত্নের জন্য দুইটি বর প্রদান করিয়াছিলেন। দেব! তখন আমি প্রাপ্তবর দুইটি আপনার নিকট নিক্ষেপ অর্থাৎ গচ্ছিত রাখিয়াছিলাম। রঘুকুলনন্দন! মহারাজ! এক্ষণে আমি সেই দুইটি বর প্রার্থনা করিতেছি। আপনি ধর্মানুসারে প্রতিজ্ঞা করিয়া যদি এক্ষণে সেই বর দুইটি প্রদান না করেন, তাহা হইলে আপনার দ্বারা অপমানিত হইয়া আমি এখনই প্রাণত্যাগ করিব। হরিণ যেমন ব্যাধের অনুকরণ-শব্দে বশীভূত হইয়া আত্মবিনাশের জন্য পাশের (জাল) নিকট গমন করে, রাজা দশরথও কৈকেয়ীর বাক্য-মাত্রে বশীভূত হইয়া আত্মবিনাশের জন্য বরদান করিতে অগ্রসর হইলেন। অনন্তর কৈকেয়ী কামমোহিত বরদানোদ্যত মহারাজকে বলিলেন,—রাজন্! আপনি যে দুইটি বর দিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা অদ্যই দিতে হইবে। সেই দুইটি বর আমি চাহিতেছি। আপনি আমার বাক্য শ্রবণ করুন। মহারাজ! রামের অভিষেকের জন্য যে সকল সামগ্রী সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার দ্বারা ভরতকে যুবরাজপদে অভিষিক্ত করুন। দেব! আপনি প্রীত হইয়া সেই দেবাসুরযুদ্ধের সময় আমাকে যে দ্বিতীয় বর দিয়াছিলেন, ঐ দ্বিতীয় বরপ্রার্থনারও সময় উপস্থিত হইয়াছে। ধৈর্য্যবান্ রাম বল্কল ও মৃগচর্ম ধারণ করিয়া চতুর্দশবৎসরকাল দণ্ডকারণ্যে বাস করত তপস্বী হউক। ভরত অদ্যই

অনেনৈবাভিষেকেণ ভরতো মেঽভিষিচ্যতাম্।
যো দ্বিতীয়ো বরো দেব দত্তঃ প্রীতেন মে ত্বয়া ॥২৫
তদা দেবাসুরে যুদ্ধে তস্য কালোঽয়মাগতঃ।
নব পঞ্চ চ বর্ষাণি দণ্ডকারণ্যমাশ্রিতঃ ॥২৬
চীরাজিনধরো ধীরো রামো ভবতু তাপসঃ।
ভরতো ভজতামদ্য যৌবরাজ্যমকণ্টকম্ ॥২৭
এষ মে পরমঃ কামো দত্তমেব বরং বৃণে।
অদ্য চৈব হি পশ্যেয়ং প্রয়ান্তং রাঘবং বনে ॥২৮
স রাজরাজো ভব সত্যসঙ্গরঃ
কুলঞ্চ শীলঞ্চ হি জন্ম রক্ষ চ।
পরত্র বাসে হি বদন্ত্যনুত্তমং
তপোধনাঃ সত্যবচো হিতং নৃণাম্ ॥২৯
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যকাণ্ডে একাদশঃ সর্গঃ।

নিষ্কণ্টক যৌবরাজ্য লাভ করুক। আপনি বর দিয়াছিলেন বলিয়াই প্রার্থনা করিলাম। ইহাই আমার একমাত্র অভিলাষ। রাম বনে যাইতেছে—ইহা আমি অদ্যই দেখিতে ইচ্ছা করি। অতএব মহারাজ আপনি সত্যপ্রতিজ্ঞ হউন। নিজ বংশ, স্বভাব ও জন্মপরিচয় রক্ষা করুন। তপস্বী পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, মানবগণের সত্যবাক্য পরলোকে অতিশয় হিতকর হয়।১৬-২৯

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে একাদশ সর্গ সমাপ্ত।

দ্বাদশঃ সর্গঃ

[কৈকয়ীবাক্যশ্রবণকারিণো দশরথস্য বিলাপোক্তিঃ।]

ততঃ শ্রুত্বা মহারাজঃ কৈকেয্যা দারুণং বচঃ।
চিন্তামভিসমাপেদে মুহূর্তং প্রততাপ চ ॥১
কিন্নু মেঽয়ং দিবাস্বপ্নশ্চিত্তমোহোঽপি বা মম।
অনুভূতোপসর্গো বা মনসো বাপ্যুপদ্রবঃ ॥২
ইতি সঞ্চিন্ত্য তদ্ রাজা নাধ্যগচ্ছত্তদা সুখম্।
প্রতিলভ্য ততঃ সংজ্ঞাং কৈকেয়ীবাক্যতাপিতঃ ॥৩
ব্যথিতো বিক্লবশ্চৈব ব্যাঘ্রীং দৃষ্ট্বা যথা মৃগঃ।
অসংবৃতায়ামাসীনো জগত্যাং দীর্ঘমুচ্ছ্বসন্ ॥৪
মণ্ডলে পন্নগো রুদ্ধো মন্ত্রৈরিব মহাবিষঃ।
অহো ধিগিতি সামর্ষো বাচমুক্ত্বা নরাধিপঃ ॥৫
মোহমাপেদিবান্ ভূয়ঃ শোকোপহতচেতনঃ।
চিরেণ তু নৃপঃ সংজ্ঞাং প্রতিলভ্য সুদুঃখিতঃ ॥৬
কৈকেয়ীমব্রবীৎ ক্রুদ্ধো নির্দহন্নিব তেজসা।
নৃশংসে দুষ্টচারিত্রে কুলস্যাস্য বিনাশিনি ॥৭
কিং কৃতং তব রামেণ পাপে পাপং ময়াপি বা।
সদা তে জননীতুল্যাং বৃত্তিং বহতি রাঘবঃ ॥৮
তস্যৈবং ত্বমনর্থায় কিং নিমিত্তমিহোদ্যতা।
ত্বং ময়াত্মবিনাশায় ভবনং স্বং নিবেশিতা ॥৯

দ্বাদশ সর্গ

[কৈকেয়ীর বাক্য শ্রবণ করিয়া দশরথের বিলাপোক্তি।]

মহারাজ দশরথ কৈকেয়ীর এই প্রকার দারুণ বচন শুনিয়া একমুহূর্তকাল মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। চৈতন্য ফিরিয়া আসিলে চিন্তা করিতে লাগিলেন—ইহা কি আমার দিবাস্বপ্ন অথবা চিত্তবিভ্রম কিংবা ভূতাবিষ্টতার জন্য মনের অস্বাভাবিকতা? দশরথ এইরূপ চিন্তা করিয়াও স্বস্তিলাভ করিতে না পারিয়া পুনরায় মূর্চ্ছিত হইলেন। কিছুক্ষণ পর সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া কৈকেয়ীবাক্যসন্তপ্ত রাজা অতিশয় ব্যথিত হইলেন এবং হরিণ যেমন ব্যাঘ্রীকে দেখিয়া ব্যাকুল হয়, সেইরূপ কৈকেয়ীকে দেখিয়া ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। তিনি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে অনাবৃত ভূতলেই বসিয়া পড়িলেন। মন্ত্ররচিত গণ্ডীমধ্যে অবরুদ্ধ বিষধর সর্পের ন্যায় মহারাজের দশা হইল। অভিমানক্রুদ্ধ

অবিজ্ঞানান্নৃপসুতা ব্যালা তীক্ষ্ণবিষা যথা।
জীবলোকো যদা সর্বো রামস্যাহ গুণস্তবম্ ॥১০
অপরাধং কমুদ্দিশ্য ত্যক্ষ্যামীষ্টমহং সুতম্।
কৌসল্যাঞ্চ সুমিত্রাঞ্চ ত্যজেয়মপি বা শ্রিয়ম্ ॥১১
জীবিতং চাত্মনো রামং ন ত্বেব পিতৃবৎসলম্।
পরা ভবতি মে প্রীতির্দৃষ্ট্বা তনয়মগ্রজম্ ॥১২
অপশ্যতস্তু মে রামং নষ্টং ভবতি চেতনম্।
তিষ্ঠেল্লোকো বিনা সূর্য্যং শস্যং বা সলিলং বিনা ॥১৩
ন তু রামং বিনা দেহে তিষ্ঠেত্তু মম জীবিতম্।
তদলং ত্যজ্যতামেষ নিশ্চয়ঃ পাপনিশ্চয়ে ॥১৪
অপি তে চরণৌ মূর্দ্ধা স্পৃশাম্যেষ প্রসীদ মে।
কিমর্থং চিন্তিতং পাপে ত্বয়া পরমদারুণম্ ॥১৫
অথ জিজ্ঞাসসে মাং ত্বং ভরতস্য প্রিয়াপ্রিয়ে।
অস্তু যত্তত্ত্বয়া পূর্বং ব্যাহৃতং রাঘবং প্রতি ॥১৬
স মে জ্যেষ্ঠসুতঃ শ্রীমান্ ধর্মজ্যেষ্ঠ ইতীব মে।
তত্ত্বয়া প্রিয়বাদিন্যা সেবার্থং কথিতং ভবেৎ ॥১৭
তচ্ছ্রুত্বা শোকসন্তপ্তা সন্তাপয়সি মাং ভৃশম্।
আবিষ্টাসি গৃহে শূন্যে সা ত্বং পরবশং গতা ॥১৮
ইক্ষ্বাকূণাং কুলে দেবি সংপ্রাপ্তঃ সুমহানয়ম্।
অনয়ো নয়সম্পন্নে যত্র তে বিকৃতা মতিঃ ॥১৯
নহি কিঞ্চিদযুক্তং বা বিপ্রিয়ং বা পুরা মম।
অকরোস্ত্বং বিশালাক্ষি তেন ন শ্রদ্দধামি তে ॥২০
ননু তে রাঘবস্তুল্যো ভরতেন মহাত্মনা।
বহুশো হি স্ম বালে ত্বং কথাঃ কথয়সে মম ॥২১

নরপতি 'আমাকে ধিক্' 'আমাকে ধিক্' এইরূপ বলিয়া শোকবশতঃ চৈতন্যলোপ পাওয়ায় পুনর্বার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। বহুক্ষণ পরে সংজ্ঞালাভ করিয়া দুঃখিত ও ক্রুদ্ধ ভূপতি তেজের দ্বারা দগ্ধ করিয়াই যেন কৈকেয়ীকে বলিলেন,—কৈকেয়ি! তুমি অতিনৃশংস-প্রকৃতি, তুমি দুশ্চরিত্রা, তুমি এই রঘুবংশের বিনাশ-কারিণী। ওরে পাপীয়সি! রাম তোমার কি অপকার করিয়াছে? আমিই বা তোমার কি অপকার করিয়াছি? রাম ত তোমার প্রতি নিজজননীতুল্য ব্যবহার করিয়া থাকে। তাহার অনিষ্টের জন্য তুমি কি কারণে উদ্যত হইয়াছ? আমি না জানিয়া আত্মবিনাশের জন্য তীক্ষ্ণবিষযুক্তা কালসর্পীর ন্যায় তোমাকে নিজগৃহে আনয়ন করিয়াছি। সংসারের সকল লোকই যখন রামের গুণের প্রশংসা করিতেছে, তখন আমি এমন প্রিয়তম পুত্রকে কোন্ অপরাধে পরিত্যাগ করিব? আমি কৌশল্যা, সুমিত্রা এবং রাজলক্ষ্মীকে ত্যাগ করিতে পারি, এমন কি স্বয়ং প্রাণ পরিত্যাগ করিতেও পারি, কিন্তু পিতৃবৎসল রামকে পরিত্যাগ করিতে পারিব না। জ্যেষ্ঠপুত্রকে দেখিয়া আমার অতিশয় আনন্দ হয়। রামকে না দেখিলে আমার চৈতন্য লোপ পায়। হয়ত সূর্য্য না থাকিলেও সংসার থাকিতে পারে, হয়ত জল না থাকিলেও শস্য থাকিতে পারে, কিন্তু রামকে ছাড়িলে আমার দেহে প্রাণ কখনই থাকিবে না। অতএব পাপীয়সি! তুমি রাম-নির্বাসনরূপ নিশ্চয় অর্থাৎ দুরাগ্রহ পরিত্যাগ কর। আমি নিজমস্তক দ্বারা তোমার চরণস্পর্শ করিতেছি। তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। পাপিষ্ঠে! তুমি কি জন্য এইরূপ অতিভয়ঙ্কর সঙ্কল্প করিয়াছ? ১-১৫

ভরতের প্রতি আমার প্রীতি আছে কিংবা বিদ্বেষ আছে, ইহাই যদি তুমি জানিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে ভরতের সম্বন্ধে যাহা তুমি প্রার্থনা করিয়াছ, তাহাই হউক। পূর্বে তুমি আমার নিকট প্রায়ই বলিতে যে, 'শ্রীমান্ রাম ধার্মিকশ্রেষ্ঠ, রামই আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র।' কিন্তু এখন আমার মনে হইতেছে যে, তুমি ঐরূপ প্রিয় বাক্য বলিতে কেবল নিজ অভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্য, যেহেতু রামের অভিষেক-বার্তা শুনিয়াই শোকান্বিত হইয়া পড়িলে এবং আমাকে অতিশয় সন্তাপ দিলে। আমার মনে হয়, শূন্যগৃহে থাকার জন্য তুমি ভূতগ্রস্ত হইয়াছ এবং বিবশ হইয়া পড়িয়াছ। দেবি! তুমি ত নীতিশাস্ত্রে পারদর্শিনী। তোমার বুদ্ধি বিকৃত হইয়াছে, আর ইহাতেই মনে হয় ইক্ষ্বাকুবংশে অতিশয় অন্যায় প্রবেশ করিতেছে। বিশালনেত্রে! তুমি ত

তস্য ধর্মাত্মনো দেবি বনে বাসং যশস্বিনঃ।
কথং রোচয়সে ভীরু নব বর্ষাণি পঞ্চ চ ॥২২
অত্যন্তসুকুমারস্য তস্য ধর্মে কৃতাত্মনঃ।
কথং রোচয়সে বাসমরণ্যে ভৃশদারুণে ॥২৩
রোচয়স্যভিরামস্য রামস্য শুভলোচনে।
তব শুশ্রূষমাণস্য কিমর্থং বিপ্রবাসনম্ ॥২৪
রামো হি ভরতাদ্ভূয়স্তব শুশ্রূষতে সদা।
বিশেষং ত্বয়ি তস্মাত্তু ভরতস্য ন লক্ষয়ে ॥২৫
শুশ্রূষাং গৌরবং চৈব প্রমাণং বচনক্রিয়াম্।
কস্তু ভূয়স্তরং কুর্য্যাদন্যত্র পুরুষর্ষভাৎ ॥২৬
বহূনাং স্ত্রীসহস্রাণাং বহূনাং চোপজীবিনাম্।
পরিবাদোঽপবাদো বা রাঘবে নোপপদ্যতে ॥২৭

সান্ত্বয়ন্ সর্বভূতানি রামঃ শুদ্ধেন চেতসা।
গৃহ্ণাতি মনুজব্যাঘ্রঃ প্রিয়ৈর্বিষয়বাসিনঃ ॥২৮
সত্যেন লোকান্ জয়তি দ্বিজান্ দানেন রাঘবঃ।
গুরূঞ্ছুশ্রূষয়া বীরো ধনুষা যুধি শাত্রবান্ ॥২৯
সত্যং দানং তপস্ত্যাগো মিত্রতা শৌচমার্জবম্।
বিদ্যা চ গুরুশুশ্রূষা ধ্রুবাণ্যেতানি রাঘবে ॥৩০
তস্মিন্নার্জবসম্পন্নে দেবি দেবোপমে কথম্।
পাপমাশংসসে রামে মহর্ষিসমতেজসি ॥৩১
ন স্মরাম্যপ্রিয়ং বাক্যং লোকস্য প্রিয়বাদিনঃ।
স কথং ত্বৎকৃতে রামং বক্ষ্যামি প্রিয়মপ্রিয়ম্ ॥৩২
ক্ষমা যস্মিংস্তপস্ত্যাগঃ সত্যং ধর্মঃ কৃতজ্ঞতা।
অপ্যহিংসা চ ভূতানাং তমৃতে কা গতির্মম ॥৩৩

পূর্বে কোনদিনই কোন অন্যায় বা আমার অপ্রীতিকর কার্য্য কর নাই। এইজন্য অদ্য অতিদুঃখপ্রদ নীতিশূন্য তোমার প্রার্থনায় আমি বিশ্বাসস্থাপন করিতে পারিতেছি না। কৈকেয়ি! তুমি ত আমার নিকট বহুবার এই কথা বলিয়াছ যে, তোমার নিকট মহাত্মা ভরত যেরূপ প্রিয়, রামও সেইরূপ প্রিয়। দেবি! ধর্মাত্মা যশস্বী সেই রামের চতুর্দশবৎসর যাবৎ বনে বাস তোমার রুচিকর হইল কিরূপে? ধর্মনিষ্ঠ অতিশয় কোমল রামের অতিভীষণ অরণ্যে বাস তুমি প্রার্থনা করিতেছ কিরূপে? শুভনেত্রে! রাম ত সর্বদা তোমার শুশ্রূষা করিয়া থাকে, তাহা হইলে তুমি কেন সর্বজনপ্রিয় রামের নির্বাসন প্রার্থনা করিতেছ? রাম তোমায় ভরত অপেক্ষা সর্বদা অধিক শুশ্রূষা করিয়া থাকে। আমি তোমার প্রতি ভক্তিভাব-বিষয়ে রাম অপেক্ষা ভরতের কোন বৈশিষ্ট্য দেখি না।১৬-২৫

পুরুষোত্তম রাম ব্যতীত কোন্ ব্যক্তি এত অধিক তোমার শুশ্রূষা, মর্য্যাদা, পূজা ও আদেশপালন করিয়া থাকে? আমার অন্তঃপুরে বহুসহস্র মহিলা ও ভৃত্যগণ আছে, কিন্তু তাহারা কেহই রামের সম্বন্ধে কোনরূপ অপবাদ করে না। নরোত্তম রাম সরলমনে সকল প্রাণীকে সান্ত্বনাদান করে এবং প্রীতিপূর্ণ ব্যবহারের দ্বারা রাজ্যবাসী জনগণকে বশীভূত করিয়াছে। শ্রীমান্ রাম সত্যগুণের দ্বারা সকল লোককে, ধনদানের দ্বারা ব্রাহ্মণগণকে এবং শুশ্রূষার দ্বারা গুরুজনকে জয় করিয়াছে। মহাবীর রাঘব যুদ্ধে ধনুর দ্বারা শত্রুদিগকে পরাজিত করিয়া থাকে। সত্য, দান, তপস্যা, নির্লোভতা, মিত্রতা, শুচিতা, সরলতা, বিদ্যা ও গুরুশুশ্রূষা—এই সকল গুণ সর্বদা শ্রীরামে বিদ্যমান। মহর্ষিতুল্যতেজস্বী সরলচিত্ত দেবসদৃশ শ্রীমান্ রামের সম্বন্ধে তুমি এইরূপ অনিষ্ট আচরণে ইচ্ছুক হইয়াছ কেন? সকল লোকের সহিত প্রিয়বাক্য বলিতে অভ্যস্ত রামের মুখে কখনও কোন অপ্রিয়বাক্য শুনিয়াছি বলিয়া আমার মনে পড়ে না। তবে তোমার জন্য এমন প্রিয়পুত্রকে আমি কিরূপে অপ্রিয়বাক্য বলিব? ক্ষমা, তপস্যা, নির্লোভতা, সত্যনিষ্ঠা, ধর্ম, কৃতজ্ঞতা ও সকল প্রাণীর প্রতি অহিংসাদি গুণ যে রামে সর্বথা বিরাজিত, সেই রাম না থাকিলে আমার কি গতি হইবে? কৈকেয়ি! আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, অন্তিমকাল নিকটবর্তী হওয়ায় আমার শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। আমি দীনভাবে তোমার নিকটে বিলাপ করিতেছি, এক্ষণে আমার উপর করুণা প্রকাশ করা উচিত। সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত পৃথিবীতে যে সকল বস্তু পাওয়া যায়,

মম বৃদ্ধস্য কৈকেয়ি গতাস্তস্য তপস্বিনঃ।
দীনং লালপ্যমানস্য কারুণ্যং কর্তুমর্হসি ॥৩৪
পৃথিব্যাং সাগরান্তায়াং যৎকিঞ্চিদধিগম্যতে।
তৎ সর্বং তব দাস্যামি মা চ ত্বং মৃত্যুমাবিশ (ক) ॥৩৫
অঞ্জলিং কুর্মি কৈকেয়ি পাদৌ চাপি স্পৃশামি তে।
শরণং ভব রামস্য মাধর্মো মামিহ স্পৃশেৎ ॥৩৬
ইতি দুঃখাভিসন্তপ্তং বিলপন্তমচেতনম্।
ঘূর্ণমানং মহারাজং শোকেন সমভিপ্লুতম্ ॥৩৭
পারং শোকার্ণবস্যাশু প্রার্থয়ন্তং পুনঃ পুনঃ।
প্রত্যুবাচাথ কৈকেয়ী রৌদ্রা রৌদ্রতরং বচঃ ॥৩৮
যদি দত্ত্বা বরৌ রাজন্ পুনঃ প্রত্যনুতপ্যসে।
ধার্মিকত্বং কথং বীর পৃথিব্যাং কথয়িষ্যসি ॥৩৯
যদা সমেতা বহবস্ত্বয়া রাজর্ষয়ঃ সহ।
কথয়িষ্যন্তি ধর্মজ্ঞ তত্র কিং প্রতিবক্ষ্যসি ॥৪০
যস্যাঃ প্রসাদে জীবামি যা চ মামভ্যপালয়ৎ।
তস্যাঃ কৃতা ময়া মিথ্যা কৈকেয্যা ইতি বক্ষ্যসি ॥৪১
কিল্বিষং ত্বং নরেন্দ্রাণাং করিষ্যসি নরাধিপ।
যো দত্ত্বা বরমদ্যৈব পুনরন্যানি ভাষসে ॥৪২
শৈব্যঃ শ্যেন-কপোতীয়ে স্বমাংসং পক্ষিণে দদৌ।
অলর্কশ্চক্ষুষী দত্ত্বা জগাম গতিমুত্তমাম্ ॥৪৩
সাগরঃ সময়ং কৃত্বা ন বেলামতিবর্ততে।
সময়ং মানৃতং কার্ষীঃ পূর্ববৃত্তমনুস্মরন্ ॥৪৪
স ত্বং ধর্মং পরিত্যজ্য রামং রাজ্যেঽভিষিচ্য চ।
সহ কৌসল্যয়া নিত্যং রন্তুমিচ্ছসি দুর্মতে ॥৪৫

আমি সেই সকল বস্তু তোমাকে দান করিব, তুমি আমার মৃত্যুস্বরূপ এই অভিলাষ পরিত্যাগ কর।২৬-৩৫

কৈকেয়ি! আমি কৃতাঞ্জলি হইতেছি, তোমার পাদদ্বয় স্পর্শ করিতেছি। তুমি রামকে রক্ষা কর, আমাকে যেন অধর্ম স্পর্শ না করে। এইভাবে অতিশয় দুঃখে সন্তপ্ত মহারাজ দশরথ বিলাপ করিতেছেন, কখনও অচেতন হইয়া পড়িতেছেন, কখনও শোকে অভিভূত হইয়া অস্থির হইতেছেন, এবং শোকসমুদ্র পার হইবার জন্য পুনঃ পুনঃ কৈকেয়ীকে নানাভাবে প্রার্থনা করিতেছেন। দশরথের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া অতিনিষ্ঠুরপ্রকৃতি কৈকেয়ী তাঁহাকে অতিভয়ঙ্কর কথা বলিতে লাগিলেন—রাজন্! যদি আপনি আমাকে বর দুইটি দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া এক্ষণে অনুতপ্ত হন, তাহা হইলে পৃথিবীতে নিজেকে ধার্মিকরূপে কিভাবে পরিচিত করিবেন? ধর্মজ্ঞ! যখন বহু রাজর্ষি আপনার সহিত মিলিত হইয়া আমার বরদানাদি বিষয়ে প্রকৃত ঘটনা জানিতে চাহিবেন, তখন আপনি কি উত্তর দিবেন? আপনি কি তখন এই কথা বলিবেন যে,—"যে কৈকেয়ীর অনুগ্রহে আমি বাঁচিয়া আছি, যে কৈকেয়ী আমাকে রক্ষা করিয়াছে, সেই কৈকেয়ীর নিকট যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, তাহা সত্য করি নাই।" নরাধিপ! আপনি স্ববংশীয় পূর্বতন নরপতিগণের কলঙ্কঘোষণা করিতেছেন, যেহেতু বরদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া পরক্ষণেই পুনর্বার অন্যরূপ বলিতেছেন। শ্যেনপক্ষীর সহিত কপোতের বিবাদ উপস্থিত হইলে রাজা শৈব্য নিজ-প্রতিজ্ঞা-রক্ষার জন্য স্বীয়মাংস প্রদান করিয়াছিলেন। রাজা অলর্ক প্রতিশ্রুতিপালনের জন্য নিজ নেত্রদ্বয় অন্ধ-ব্রাহ্মণকে দান করিয়া দিব্যগতি লাভ করিয়াছিলেন। সমুদ্র দেবগণের নিকট প্রতিজ্ঞা করার জন্য কখনও তীরভূমি অতিক্রম করে না। রাজন্! এই সকল পুরাতন বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া নিজ প্রতিজ্ঞা মিথ্যা করিবেন না। মহারাজ! আপনার দুর্মতি হইয়াছে, সেইজন্য আপনি ধর্মত্যাগ করিয়া রামকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিতেছেন। রামকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া কৌশল্যার সহিত সর্বদা বিহার করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন।৩৬-৪৫

রামের নির্বাসন ও ভরতের অভিষেক ধর্মই হউক কিংবা অধর্মই হউক, সত্যই হউক বা মিথ্যাই হউক, আপনি যখন প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, তখন তাহার অন্যথা হইতে পারে না। রাম যদি অভিষিক্ত হয়, তাহা হইলে আমি এখনই আপনার সম্মুখেই প্রচুর-পরিমাণে বিষপান করিয়া প্রাণত্যাগ করিব। আমি

পাঠান্তর :—(ক) মন্যুমাবিশ। (খ) প্রলপন্তং পুনঃ পুনঃ।

ভবত্বধর্মো ধর্মো বা সত্যং বা যদি বানৃতম্ ।
যত্ত্বয়া সংশ্রুতং মহ্যং তস্য নাস্তি ব্যতিক্রমঃ ॥৪৬
অহং হি বিষমদ্যৈব পীত্বা বহু তবাগ্রতঃ ।
পশ্যতস্তে মরিষ্যামি রামো যদ্যভিষিচ্যতে ॥৪৭
একাহমপি পশ্যেয়ং যদ্যহং রামমাতরম্ ।
অঞ্জলিং প্রতিগৃহ্ণন্তীং শ্রেয়ো ননু মৃতির্মম ॥৪৮
ভরতেনাত্মনা চাহং শপে তে মনুজাধিপ ।
যথা নান্যেন তুষ্যেয়মৃতে রামবিবাসনাৎ ॥৪৯
এতাবদুক্ত্বা বচনং কৈকয়ী বিররাম হ ।
বিলপন্তঞ্চ রাজানং ন প্রতিব্যাজহার সা ॥৫০
শ্রুত্বা তু রাজা কৈকয্যা বাক্যং পরমশোভনম্ ।
রামস্য চ বনে বাসমৈশ্বর্য্যং ভরতস্য চ ॥৫১
নাভ্যভাষত কৈকেয়ীং মুহূর্ত্তং ব্যাকুলেন্দ্রিয়ঃ ।
প্রৈক্ষতানিমিষো দেবীং প্রিয়ামপ্রিয়বাদিনীম্ ॥৫২
তাং হি বজ্রসমাং বাচমাকর্ণ্য হৃদয়াপ্রিয়াম্ ।
দুঃখশোকময়ীং শ্রুত্বা রাজা ন সুখিতোঽভবৎ ॥৫৩
স দেব্যা ব্যবসায়ঞ্চ ঘোরঞ্চ শপথং কৃতম্ ।
ধ্যাত্বা রামেতি নিঃশ্বস্য ছিন্নস্তরুরিবাপতৎ ॥৫৪
নষ্টচিত্তো যথোন্মত্তো বিপরীতো যথাতুরঃ ।
হৃততেজা যথা সর্পো বভূব জগতীপতিঃ ॥৫৫
দীনয়াতুরয়া বাচা ইতি হোবাচ কৈকয়ীম্ ।
অনর্থমিমমর্থাভং কেন ত্বমুপদেশিতা ॥৫৬
ভূতোপহতচিত্তেব ব্রুবন্তী মাং ন লজ্জসে ।
শীল-ব্যসনমেতত্তে নাভিজানাম্যহং পুরা ॥৫৭
বালায়াস্তত্ত্বিদানীং তে লক্ষয়ে বিপরীতবৎ ।
কুতো বা তে ভয়ং জাতং যা ত্বমেবংবিধং বরম্ ॥৫৮
রাষ্ট্রে ভরতমাসীনং বৃণীষে রাঘবং বনে ।
বিরমৈতেন ভাবেন ত্বমেতেনানৃতেন চ ॥৫৯
যদি ভর্ত্তুঃ প্রিয়ং কার্য্যং লোকস্য ভরতস্য চ ।
নৃশংসে পাপসঙ্কল্পে ক্ষুদ্রে দুষ্কৃতকারিণি ॥৬০
কিন্নু দুঃখমলীকং বা ময়ি রামে চ পশ্যসি ।
ন কথঞ্চিদৃতে রামাদ্ভরতো রাজ্যমাবসেৎ ॥৬১

যদি রামমাতা কৌশল্যাকে রাজমাতা বলিয়া সাধারণ-লোকের কৃতাঞ্জলি নমস্কার গ্রহণ করিতে একদিনও দেখি, তাহা হইলে আমার মরণই মঙ্গল। মহারাজ! আমি প্রাণস্বরূপ ভরতের শপথ করিয়া আপনার নিকট বলিতেছি যে, রামের বনবাস ভিন্ন অন্য কোন উপায়েই আমি সুখী হইব না। এই সকল কথা বলিয়া কৈকেয়ী নীরব হইলেন। দশরথ কাতরভাবে বিলাপ করিতে থাকিলেও কোনরূপ প্রত্যুত্তর দিলেন না। অনন্তর রাজা দশরথ রামের নির্বাসন ও ভরতের রাজ্যপ্রাপ্তি প্রার্থনা-রূপ অতিশয় অশোভন বাক্য শুনিয়া কৈকেয়ীকে কোন কথা বলিতে পারিলেন না, ক্ষুব্ধচিত্তে নিমেষশূন্যনেত্রে অপ্রিয়ভাষিণী পত্নীর দিকে মুহূর্তকাল তাকাইয়া রহিলেন। দুঃখ-শোকজনক বজ্রতুল্যভয়ঙ্কর অপ্রিয়-বাক্য শুনিয়া রাজা অতিশয় দুঃখিত হইলেন। তিনি রামের নির্বাসনে কৈকেয়ীর দৃঢ়নিশ্চয়ের কথা ও নিজের অতিভীষণ শপথের কথা চিন্তা করিয়া ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় পড়িয়া গেলেন। তখন বিকৃতচিত্ত উন্মত্তের ন্যায়, বিকারপ্রাপ্ত রোগীর ন্যায় ও মন্ত্রের দ্বারা নিস্তেজ সর্পের ন্যায় মহারাজের অবস্থা হইল।৪৬-৫৫

কিছুক্ষণ পর তিনি দৈন্যযুক্ত আতুরবাক্যে বলিলেন,—কৈকেয়ি! এই অনর্থকর বিষয়টিকে প্রয়োজনীয় বলিয়া কে তোমাকে বুঝাইয়াছে? ভূতাবিষ্ট ব্যক্তির ন্যায় আমার নিকট এইরূপ অনর্থকর বাক্য বলিতে লজ্জিত হইতেছ না? আমি পূর্বে কখনও তোমার এইরূপ স্বভাব ও ব্যবহার জানিতে পারি নাই, যদিও তখন তোমার বয়স অল্প ছিল। কিন্তু এই প্রৌঢ়বয়সে তোমার স্বভাব ও ব্যবহার বিপরীত বলিয়া মনে হইতেছে। কি কারণে রাম হইতে তোমার ভয় উপস্থিত হইয়াছে, যেজন্য তুমি এইরূপ বর প্রার্থনা করিতেছ,—ভরতকে রাজাসনে বসাইতে হইবে এবং রামকে বনে পাঠাইতে হইবে? কৈকেয়ি! পাপকারিণি! তোমার হৃদয় অতিনিষ্ঠুর, তোমার সঙ্কল্প পাপপূর্ণ। তুমি অতিক্ষুদ্রপ্রকৃতি। যদি তুমি নিজপতির, সকললোকের এবং ভরতের

রামাদপি হি তং মন্যে ধর্ম্মতো বলবত্তরম্।
কথং বক্ষ্যসি রামস্য বনং গচ্ছেতি ভাষিতে ॥৬২
মুখবর্ণং বিবর্ণং তু যথৈবেন্দুমুপপ্লুতম্।
তাং তু মে সুকৃতাং বুদ্ধিং সুহৃদ্ভিঃ সহ নিশ্চিতাম্ ॥৬৩
কথং দ্রক্ষ্যাম্যপাবৃত্তাং পরৈরিব হতাং চমূম্।
কিং মাং বক্ষ্যন্তি রাজানো নানাদিগ্‌ভ্যঃ সমাগতাঃ ॥৬৪
বালো বতায়মৈক্ষ্বাকশ্চিরং রাজ্যমকারয়ৎ।
যদা হি বহবো বৃদ্ধা গুণবন্তো বহুশ্রুতাঃ ॥৬৫
পরিপ্রক্ষ্যন্তি কাকুৎস্থং বক্ষ্যামি কিমিয়ং তদা (ক)।
কৈকেয্যা ক্লিশ্যমানেন পুত্রঃ প্রব্রাজিতো ময়া ॥৬৬
যদি সত্যং ব্রবীম্যেতত্তদসত্যং ভবিষ্যতি।
কিং মাং বক্ষ্যতি কৌসল্যা রাঘবে বনমাস্থিতে ॥৬৭

প্রীতিজনক কার্য্য করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে ভরতের অভিষেক ও রামের নির্বাসনরূপ মন্দ সঙ্কল্প হইতে নিবৃত্ত হও।৫৬-৬০

আমার মধ্যে তোমার দুঃখের কারণ বা অপরাধ কি দেখিয়াছ? রামের মধ্যেই বা তোমার দুঃখের কিংবা অপরাধের কি আচরণ দেখিয়াছ? রামকে ছাড়িয়া ভরত কখনই রাজ্যে রাজা হইয়া বসিবে না। আমি ভরতকে রাম অপেক্ষাও অধিক ধার্মিক বলিয়া মনে করি। "তুমি বনে গমন কর" এই কথা রামকে বলিব কিরূপে? এইরূপ বলিলে পর রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের ন্যায় বিবর্ণ রামের মুখ আমি কিরূপে দেখিব? আমি নিজে দৃঢ়ভাবে যে সঙ্কল্প করিয়াছি, বন্ধুগণের সহিত পরামর্শ করিয়া যাহার নিশ্চয় করিয়াছি, এক্ষণে শত্রুকর্তৃক পরাজিত সৈন্যের ন্যায় তোমার দ্বারা কিভাবে বিপর্য্যস্ত হইতে দেখিব? নানাদিক্ হইতে আগত নৃপতিগণ আমাকে কি বলিবেন? তাঁহারা হয়ত বলিবেন—ইক্ষ্বাকুনন্দন দশরথ অতিশিশু। ইনি এতদিন কিভাবে রাজ্য-পালন করিলেন? যখন বহুশাস্ত্রদর্শী গুণবান্ বৃদ্ধগণ আমার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিবেন—কাকুৎস্থ শ্রীমান্ রাম কোথায় আছেন? তখন আমি তাঁহাদিগকে

পাঠান্তর :—(ক) বক্ষ্যামীহ কথং তদা।

কিঞ্চৈনাং প্রতিবক্ষ্যামি কৃত্বা বিপ্রিয়মীদৃশম্।
যদা যদা চ কৌসল্যা দাসীব চ সখীব চ ॥৬৮
ভার্য্যাবদ্ভগিনীবচ্চ মাতৃবচ্চোপতিষ্ঠতি।
সততং প্রিয়কামা মে প্রিয়পুত্রা প্রিয়ংবদা ॥৬৯
ন ময়া সৎকৃতা দেবী সৎকারার্হা কৃতে তব।
ইদানীং তত্তপতি মাং যন্ময়া সুকৃতং ত্বয়ি ॥৭০
অপথ্যব্যঞ্জনোপেতং ভুক্তমন্নমিবাতুরম্।
বিপ্রকারঞ্চ রামস্য সংপ্রয়াণং বনস্য চ ॥৭১
সুমিত্রা প্রেক্ষ্য বৈ ভীতা কথং মে বিশ্বসিষ্যতি।
কৃপণং বত বৈদেহী শ্রোষ্যতি দ্বয়মপ্রিয়ম্ ॥৭২
মাঞ্চ পঞ্চত্বমাপন্নং রামঞ্চ বনমাশ্রিতম্।
বৈদেহী বত মে প্রাণাঞ্ছোচন্তী ক্ষপয়িষ্যতি ॥৭৩
হীনা হিমবতঃ পার্শ্বে কিন্নরেণেব কিন্নরী।
নহি রামমহং দৃষ্ট্বা প্রবসন্তং মহাবনে ॥৭৪

কি বলিব? যদি আমি সত্য কথাই বলি যে, কৈকেয়ীর পীড়নের জন্য আমি প্রিয়পুত্রকে নির্বাসিত করিয়াছি। আমার এই কথায় তাঁহাদের বিশ্বাস হইবে না। রাম বনে গমন করিলে কৌশল্যা আমাকে কি বলিবেন? এইরূপ অপ্রিয় কার্য্য করিয়া আমিই বা তাঁহাকে কি বলিব? যখন যেরূপ প্রয়োজন, সেই অনুসারে কৌশল্যা আমার সেবা করেন। তিনি শুশ্রূষায় দাসীর ন্যায়, ক্রীড়া-সময়ে সখীর ন্যায়, ধর্ম্মাচরণে পত্নীর ন্যায়, কল্যাণ-কামনায় ভগিনীর ন্যায় ও স্নেহপ্রদানে মাতার ন্যায় সর্বদা আমার প্রিয়কামনা করিয়া থাকেন। আমার অতিপ্রিয়পুত্রের জননী প্রিয়ভাষিণী কৌশল্যাদেবী সত্যই আমার সমাদর পাইবার অধিকারিণী, কিন্তু আমি তোমার জন্যই তাঁহার সমাদর করিতে পারি নাই। রোগগ্রস্ত ব্যক্তি অপথ্য-ব্যঞ্জনাদিসহ অন্নভোজন করিয়া যেরূপ কষ্ট পায়, আমি পূর্বে তোমার প্রতি যে সদ্ ব্যবহার করিয়াছি, তাহাতে সেইরূপ আমিও কষ্ট পাইতেছি। রামের অভিষেক-নিবৃত্তি ও বনগমন দেখিয়া সুমিত্রা অতীব ভয়প্রাপ্ত হইবেন এবং নিজের পুত্রের বিষয়ে আমাকে বিশ্বাস করিবেন না। আমি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছি এবং রাম বনে গমন

কস্তেদং দারুণং বাক্যমেবংবিধমপীরিতম্ ।
রামস্যারণ্যগমনং ভরতস্যাভিষেচনম্ ॥৯৯
ধিগস্তু যোষিতো নাম শঠাঃ স্বার্থপরায়ণাঃ ।
ন ব্রবীমি স্ত্রিয়ঃ সর্বা ভরতস্যৈব মাতরম্ ॥১০০
অনর্থভাবেঽর্থপরে নৃশংসে
মমানুতাপায় নিবেশিতাসি ।
কিমপ্রিয়ং পশ্যসি মন্নিমিত্তং
হিতানুকারিণ্যথবাপি রামে ॥১০১
পরিত্যজেয়ুঃ পিতরোঽপি পুত্রান্
ভার্য্যাঃ পতীংশ্চাপি কৃতানুরাগাঃ ।
কৃৎস্নং হি সর্বং কুপিতং জগৎ স্যাদ্
দৃষ্ট্বৈব রামং ব্যসনে নিমগ্নম্ ॥১০২
অহং পুনর্দেবকুমাররূপ-
মলঙ্কৃতং তং সুতমাব্রজন্তম্ ।
নন্দামি পশ্যন্নিব দর্শনেন
ভবামি দৃষ্ট্বৈব পুনর্যুবেব ॥১০৩
বিনা হি সূর্য্যেণ ভবেৎ প্রবৃত্তি-
রবর্ষতা বজ্রধরেণ বাপি ।
রামং তু গচ্ছন্তমিতঃ সমীক্ষ্য
জীবেন্ন কশ্চিত্ত্বিতি চেতনা মে ॥১০৪
বিনাশকামামহিতামমিত্রা-
মাবাসয়ং মৃত্যুমিবাত্মনস্ত্বাম্ ।
চিরং বতাঙ্কেন ধৃতাসি সর্পী
মহাবিষা তেন হতোঽস্মি মোহাৎ ॥১০৫
ময়া চ রামেণ সলক্ষ্মণেন
প্রশাস্তু হীনো ভরতস্ত্বয়া সহ ।
পুরঞ্চ রাষ্ট্রঞ্চ নিহত্য বান্ধবান্
মমাহিতানাঞ্চ ভবাভিভাষিণী (ক) ॥১০৬

অতিবাহিত করিবে ? মহামূল্য পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া যে রাম চিরদিন সুখে কাটাইয়াছে, সেই রাম কিরূপে কাষায়-বস্ত্র পরিধান করিবে ? রামের বনে গমন ও ভরতের অভিষেক-প্রার্থনারূপ এই দারুণ কথা কে বলিল ? বুঝিলাম, স্ত্রীজাতি অতিশয় স্বার্থপরায়ণ ও শঠ-প্রকৃতি ; তাহাদিগকে শতবার ধিক্কার। অবশ্য আমি সকল স্ত্রীলোককে এইরূপ বলিতেছি না, কেবল ভরতের মাতাকেই বলিতেছি ।৮১-১০০

ওরে কৈকেয়ি ! তোমার প্রকৃতি অতিহিংস্র। তুমি অতিশয় স্বার্থপর। আমার অনুতাপের জন্যই তোমার এই অনর্থময় অভিপ্রায়ে অভিনিবেশ হইয়াছে। আমার জন্য তোমার কি অপ্রিয় হইতে দেখিতেছ ? সর্বলোক-হিতকারী রামেতেই বা কি অপ্রিয় কার্য্য দেখিয়াছ ? আমি তোমাকে বলিতেছি যে, রামকে এইভাবে বিপদে মগ্ন দেখিয়া পিতারা পুত্রদিগকে ত্যাগ করিবে, অনুরক্তা পত্নীরা নিজ নিজ পতিকে ত্যাগ করিবে এবং সংসারে সকল জীবই অতিশয় ক্রুদ্ধ হইবে। দেবকুমারসদৃশ সৌন্দর্য্যবান্ অলঙ্কৃত রামকে আমার অভিমুখে আগমনকারী শুনিয়াই সাক্ষাদ্দর্শনের মত আনন্দলাভ করি। যখন তাহাকে দর্শন করি, তখন যেন পুনরায় যুবক হইয়া যাই। সূর্য্য উদিত না হইলেও হয়ত সংসারের জীবনযাত্রানির্বাহ হইতে পারে, বজ্রধর ইন্দ্র বর্ষণ না করিলেও জীবনধারণ সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু অযোধ্যা হইতে রামকে বনে যাইতে দেখিলে কেহই জীবনধারণ করিতে পারিবে না—ইহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস। কৈকেয়ি ! তুমি আমার অহিতকর কার্য্যের দ্বারা আমাকে বিনাশ করিতে কামনা করিতেছ, এইজন্য তুমি আমার বিষমশত্রু। আমি নিজের মৃত্যুরূপিণী তোমাকে নিজগৃহে বাস করিতে দিয়াছি। আমি মোহবশতঃ তীব্রবিষময়ী সর্পীকে নিজক্রোড়ে ধারণ করিয়াছি, সেই জন্যই অদ্য নিহত হইতেছি। রাম, লক্ষ্মণ ও আমি থাকিব না—এইরূপ অবস্থায় ভরত তোমার সহিত রাজ্যশাসন করুক। তুমি পুররাষ্ট্র ও আমার প্রিয়জনগণকে বিনষ্ট করিয়া শত্রুপক্ষের সহিত সম্ভাষণ কর। কৈকেয়ি ! তোমার আচরণ অতিশয় ক্রুর। তুমি এইরূপ বিপদ সৃষ্টি করিয়া আমাকে প্রহার করিতেছ এবং পতি-পত্নীর সম্বন্ধের কথা ভুলিয়া যেরূপ কথা বলিতেছ, তাহাতেও তোমার দন্তসমূহ সহস্রভাগে বিদীর্ণ হইয়া মুখ হইতে ভূতলে পতিত হইতেছে না কেন ? রাম ত তোমাকে কোনরূপ অহিতকর অপ্রিয়বাক্য বলে নাই। রাম যে কঠোর-বাক্য বলিতে জানে না। তুমি সর্বগুণসমন্বিত প্রিয়ভাষী

পাঠান্তর :—(ক)—ভবাভিহর্ষিণী ।

নৃশংসবৃত্তে ব্যসনপ্রহারিণি
প্রসহ্য বাক্যং যদিহাদ্য ভাষসে।
ন নাম তে কেন (ক) মুখাৎ পতন্ত্যধো
বিশীর্য্যমাণা দশনাঃ সহস্রধা ॥১০৭
ন কিঞ্চিদাহাহিতমপ্রিয়ং বচো
ন বেত্তি রামঃ পরুষাণি ভাষিতুম্।
কথং তু রামে হ্যভিরামবাদিনি
ব্রবীষি দোষান্ গুণনিত্যসম্মতে ॥১০৮
প্রতাম্য বা প্রজ্বল বা প্রণশ্য বা
সহস্রশো বা স্ফুটিতাং মহীং ব্রজ।
ন তে করিষ্যামি বচঃ সুদারুণং
মমাহিতং কেকয়রাজপাংসনে ॥১০৯
ক্ষুরোপমাং নিত্যমসৎ প্রিয়ংবদাং
প্রদুষ্টভাবাং স্বকুলোপঘাতিনীম্।
ন জীবিতুং ত্বাং বিষহেঽমনোরমাং
দিধক্ষমাণাং হৃদয়ং সবন্ধনম্ ॥১১০
ন জীবিতাং মেঽস্তি কুতঃ পুনঃ সুখং
বিনাত্মজেনাত্মবতাং কুতো রতিঃ।
মমাহিতং দেবি ন কর্তুমর্হসি
স্পৃশামি পাদাবপি তে প্রসীদ মে ॥১১১
স ভূমিপালো বিলপন্ননাথবৎ
স্ত্রিয়া গৃহীতো হৃদয়েঽতিমাত্রয়া।
পপাত দেব্যাশ্চরণৌ প্রসারিতা-
বুভাবসং-প্রাপ্য যথাতুরস্তথা ॥১১২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে
আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে দ্বাদশঃ সর্গঃ ॥১২

রামের দোষের কথা কিরূপে বলিতেছ? কেকয়কুল-কলঙ্কিনি! কৈকেয়ি! তুমি গ্লানিতে মগ্নাই হও কিংবা অগ্নিতে প্রজ্বলিতই হও, অথবা বিনাশপ্রাপ্ত হও কিংবা সহস্রধার নিজশরীরে আঘাত করিয়া ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হও, তথাপি তোমার অতিদারুণ বাক্যানুসারে কার্য্য করিব না, যেহেতু তাহা আমার অতীব অহিতকর। তুমি শাণিতক্ষুরের ন্যায় আমার হৃদয়চ্ছেদন করিতে উদ্যত। অনর্থকর প্রিয়বাক্য বলাই তোমার স্বভাব। তুমি দুষ্টপ্রকৃতি ও স্ববংশঘাতিনী। রূপলাবণ্যে মনোহারিণী হইয়া আমার প্রাণ ও হৃদয়কে দগ্ধ করিতেছ, এইজন্য আমি তোমার জীবিত থাকা সহ্য করিতে পারিতেছি না। রাম ব্যতীত আমার জীবনই থাকিবে না, সুখেরও সম্ভাবনাই নাই। আত্মবান্ ব্যক্তিদের আত্মজ ব্যতীত কিরূপে সুখ হইবে? দেবি! আমার অহিত করা তোমার উচিত নয়, আমি তোমার চরণস্পর্শ করিতেছি, আমার প্রতি প্রসন্ন হও। মর্য্যাদালঙ্ঘন-কারিণী কৈকেয়ীর বশীভূত হইয়া ভূপতি দশরথ অনাথের ন্যায় বিলাপ করিতে করিতে তাঁহার প্রসারিত চরণদ্বয় স্পর্শ করিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু চরণদ্বয় স্পর্শ করিতে না পারিয়া আতুরের ন্যায় মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন।১০১-১২

পাঠান্তরঃ—(ক) ন নাম তেন—।

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে দ্বাদশ সর্গ সমাপ্ত।

লভতামসিতাপাঙ্গে যশঃ পরমবাপ্স্যসি।
মম রামস্য লোকস্য গুরূণাং ভরতস্য চ।
প্রিয়মেতদ্ গুরুশ্রোণি কুরু চারুমুখে ক্ষণে ॥২৩
বিশুদ্ধভাবস্য হি দুষ্টভাবা
দীনস্য তাম্রাশ্রুকলস্য রাজ্ঞঃ।
শ্রুত্বা বিচিত্রং করুণং বিলাপং
ভর্তুর্নৃশংসা ন চকার বাক্যম্ ॥২৪
অতঃ স রাজা পুনরেব মূর্চ্ছিতঃ
প্রিয়ামতুষ্টাং প্রতিকূলভাষিণীম্।
সমীক্ষ্য পুত্রস্য বিবাসনং প্রতি
ক্ষিতৌ বিসংজ্ঞো নিপপাত দুঃখিতঃ ॥২৫
ইতীব রাজ্ঞো ব্যথিতস্য সা নিশা
জগাম ঘোরং শ্বসতো মনস্বিনঃ।
বিবোধ্যমানঃ প্রতিবোধনং তদা
নিবারয়ামাস স রাজসত্তমঃ ॥২৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে ত্রয়োদশঃ সর্গঃ ॥

বিলাপ করিতে থাকায় বিশুদ্ধস্বভাব দশরথের নেত্রদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইল এবং দীর্ঘসময় যাবৎ রোদনের জন্য রক্তবর্ণ হইল। কিন্তু দুষ্টবুদ্ধি ক্রূরপ্রকৃতি কৈকেয়ী অতিদৈন্যযুক্ত স্বীয়পতির করুণ ও বিচিত্র বিলাপ শুনিয়া তদনুসারে কার্য্য করিলেন না। দশরথ নিজ পত্নীকে কিছুতেই সন্তুষ্ট করিতে পারিলেন না, বরং তাহাকে নিজপুত্রের নির্বাসন-বিষয়ে প্রতিকূলভাষিণী হইতে দেখিলেন। ইহাতে দুঃখিত হইয়া দশরথ মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইলেন এবং সংজ্ঞাশূন্য হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন। মনস্বী মহারাজ অতিশয় ব্যথিত হইয়া ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। এইভাবেই সেই রাত্রি অতীত হইল। বৈতালিকগণ সঙ্গীত ও স্তুতির দ্বারা প্রতিবোধিত করিতে উদ্যত হইলে রাজশ্রেষ্ঠ দশরথ তাহাদিগকে নিবারণ করিলেন।১১-২৬

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে ত্রয়োদশ সর্গ সমাপ্ত।

চতুর্দশঃ সর্গঃ

[দৃঢ়প্রতিজ্ঞো ভবিতুং মহারাজং প্রতি কৈকয্যাঃ প্ররোচনাদানম্, প্রার্থিতবরলাভায় তস্যা দুরাগ্রহপ্রকাশঃ, অন্তঃপুরস্য দ্বারদেশে মহর্ষি-বসিষ্ঠস্যাগমনম্, তদনুজ্ঞয়া মহারাজসমীপে সুমন্ত্রস্য গমনম্, ততো রাজাজ্ঞয়া রামমাহ্বয়িতুং তৎসমীপে সুমন্ত্রস্য গমনঞ্চ]

পুত্রশোকার্দিতং পাপা বিসংজ্ঞং পতিতং ভুবি।
বিচেষ্টমানমুৎপ্রেক্ষ্য ঐক্ষ্বাকুমিদমব্রবীৎ ॥১
পাপং কৃত্বেব কিমিদং মম সংশ্রুত্য সংশ্রবম্।
শেষে ক্ষিতিতলে সন্নঃ স্থিত্যাং স্থাতুং ত্বমর্হসি ॥২
আহুঃ সত্যং হি পরমং ধর্মং ধর্মবিদো জনাঃ।
সত্যমাশ্রিত্য চ ময়া ত্বং ধর্মং প্রতিচোদিতঃ ॥৩
সংশ্রুত্য শৈব্যঃ শ্যেনায় স্বাং তনুং জগতীপতিঃ।
প্রদায় পক্ষিণে রাজা জগাম গতিমুত্তমাম্ ॥৪
তথা হ্যলর্কস্তেজস্বী ব্রাহ্মণে বেদপারগে।
যাচমানে স্বকে নেত্রে উদ্ধৃত্যাবিমনা দদৌ ॥৫
সরিতাং তু পতিঃ স্বল্পাং মর্যাদাং সত্যমন্বিতঃ।
সত্যানুরোধাৎ সময়ে বেলাং স্বাং নাতিবর্ততে ॥৬
সত্যমেকপদং ব্রহ্ম সত্যে ধর্ম প্রতিষ্ঠিতঃ।
সত্যমেবাক্ষয়া বেদাঃ সত্যেনাবাপ্যতে পরম্ ॥৭
সত্যং সমনুবর্তস্ব যদি ধর্মে ধৃতা মতিঃ।
স বরঃ সফলো মেঽস্তু বরদো হ্যসি সত্তম ॥৮

চতুর্দশ সর্গ

[দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়ার জন্য মহারাজের প্রতি কৈকেয়ীর প্ররোচনা দান, প্রার্থিত বরপূরণের জন্য জন্য কৈকেয়ীর দুরাগ্রহ প্রকাশ, অন্তঃপুরের দ্বারদেশে মহর্ষি বশিষ্ঠের আগমন, বশিষ্ঠের আজ্ঞায় মহারাজের নিকট সুমন্ত্রের গমন ও অতঃপর রাজাদেশে রামকে ডাকিয়া আনিবার জন্য সুমন্ত্রের গমন]।

অনন্তর পুত্রশোককাতর অচেতনরূপে ভূতলে পতিত ইক্ষ্বাকুনন্দন দশরথকে চেষ্টাযুক্ত দেখিয়া পাপিষ্ঠা কৈকেয়ী বলিলেন,—মহারাজ: আপনি আমাকে বর দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া এখন মনে করিতেছেন যে, যেন পাপ করিয়াছেন। এখন অবসন্ন হইয়া ভূতলে শয়ন করিতেছেন কেন? সত্যপালনরূপ কুলমর্য্যাদা পালন করা আপনার অবশ্য কর্তব্য। ধর্মজ্ঞব্যক্তিগণ সত্যপালনকেই পরমধর্ম বলিয়া থাকেন। আমি সত্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আপনাকেও সত্যপালনরূপ ধর্মানুষ্ঠানের প্রেরণা দিতেছি। শৈব্যনামক ভূপতি প্রতিশ্রুতি দান করিয়া নিজশরীর শ্যেনপক্ষীকে প্রদান করিয়াছিলেন এবং তজ্জন্য পরমগতিলাভ করিয়াছিলেন। অতিতেজস্বী রাজা অলর্ক বেদবিদ্‌-ব্রাহ্মণপ্রার্থীকে নিজনয়নযুগল উৎপাটিত করিয়া প্রসন্নচিত্তে প্রদান করিয়াছিলেন। 'সীমালঙ্ঘন করিব না' বলিয়া প্রতিশ্রুত সমুদ্র সত্যরক্ষার অনুরোধেই পূর্ণিমা প্রভৃতি পর্বসময়েও অতিশয় সামান্য তীরভূমিও অতিক্রম করেন না। সত্যই প্রণবস্বরূপ ব্রহ্ম। ধর্ম সত্যেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। সত্যই অক্ষয়বেদস্বরূপ। সত্যের আশ্রয়ে পরমপদপ্রাপ্তি হয়। রাজন্! যদি ধর্মে আপনার আস্থা থাকে, তাহা হইলে সত্যের অনুবর্তন করুন। আপনি যখন আমার প্রতি বরদানে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, তখন আপনার দ্বারা আমার ঐ বরপ্রার্থনা সফল হউক। নিজের ধর্মবুদ্ধির জন্য ও আমার প্রার্থনাপূরণের জন্য আপনি নিজপুত্র রামকে নির্বাসিত করুন—এই কথা আমি তিনবার বলিতেছি*। আর্য্য! যদি আপনি প্রতিজ্ঞাত কার্য্য সম্পন্ন না করেন,

* 'রামকে নির্বাসিত করুন, রামকে নির্বাসিত করুন, রামকে নির্বাসিত করুন' ইহাই দৃঢ়লক্ষ্য। কোন মতেই রামকে নিবৃত্ত করিতে পারিবেন না।

ধর্ম্মস্তৈবাভিকামার্থং মম চৈবাভিচোদনাৎ।
প্রব্রাজয় সুতং রামং ত্রিঃ খলু ত্বাং ব্রবীম্যহম্ ॥৯

সময়ঞ্চ মমার্য্যেমং যদি ত্বং ন করিষ্যসি।
অগ্রতস্তে পরিত্যক্তা পরিত্যক্ষ্যামি জীবিতম্ ॥১০

এবং প্রচোদিতো রাজা কৈকয্যা নির্বিশঙ্কয়া।
নাশকৎ পাশমুন্মোক্তুং বলিরিন্দ্রকৃতং যথা ॥১১

উদভ্রান্তহৃদয়শ্চাপি বিবর্ণবদনোঽভবৎ।
স ধুর্য্যো বৈ পরিস্পন্দন্ যুগচক্রান্তরং যথা ॥১২

বিকলাভ্যাঞ্চ নেত্রাভ্যামপশ্যন্নিব ভূমিপঃ।
কৃচ্ছ্রাদ্ধৈর্য্যেণ সংস্তভ্য কৈকয়ীমিদমব্রবীৎ ॥১৩

যস্তে মন্ত্রকৃতঃ পাণিরগ্নৌ পাপে ময়া ধৃতঃ।
সংত্যজামি স্বজঞ্চৈব তব পুত্রং সহ ত্বয়া ॥১৪

প্রযাতা রজনী দেবী সূর্য্যস্যোদয়নং প্রতি।
অভিষেকায় হি জনস্ত্বরয়িষ্যতি মাং ধ্রুবম্ ॥১৫

রামাভিষেকসম্ভারৈস্তদর্থমুপকল্পিতৈঃ।
রামঃ কারয়িতব্যো মে মৃতস্য সলিলক্রিয়াম্ ॥১৬

সপুত্রয়া ত্বয়া নৈব কর্ত্তব্যা সলিলক্রিয়া।
ব্যাহন্তাস্যশুভাচারে যদি রামাভিষেচনম্ ॥১৭

ন শক্তোঽস্ম্যাস্ম্যহং দ্রষ্টুং দৃষ্ট্বা পূর্বং তথামুখম্।
হতহর্ষং তথানন্দং পুনর্জনমবাঙ্মুখম্ ॥১৮

তাং তথা ব্রুবতস্তস্য ভূমিপস্য মহাত্মনঃ।
প্রভাতা শর্বরী পুণ্যা চন্দ্র-নক্ষত্রমালিনী ॥১৯

ততঃ পাপসমাচারা কৈকয়ী পার্থিবং পুনঃ।
উবাচ পরুষং বাক্যং বাক্যজ্ঞা রোষমূর্চ্ছিতা ॥২০

কিমিদং ভাষসে রাজন্ বাক্যং গররুজোপমম্।
আনায়য়িতুমক্লিষ্টং পুত্রং রামমিহার্হসি ॥২১

তাহা হইলে আমি আপনার উপেক্ষা বা অপমানের জন্য আপনার সম্মুখেই প্রাণত্যাগ করিব।১-১০

কৈকেয়ী শঙ্কাশূন্য হইয়া এইভাবে দশরথকে প্রেরণা দিলেন। ইন্দ্র কর্তৃক প্রেরিত বামনদেবের পাশে বদ্ধ বলি রাজা যেমন পাশ হইতে মুক্ত হইতে পারেন নাই, মহারাজ দশরথও সত্যপাশে বদ্ধ হওয়ায় কৈকেয়ীর নিকট মুক্ত হইতে পারিলেন না। তিনি ধাবমান চক্রদ্বয়ের মধ্যে স্থিত বৃষের মত উদ্‌ভ্রান্ত ও বিষণ্ণমুখ হইলেন। দীর্ঘকাল রোদন করায় রাজা অতিবিহ্বল নেত্রদ্বয়ের দ্বারা যেন কিছুই দেখিতে পাইতেছেন না। বহু কষ্টে ধৈর্য্যের দ্বারা চিত্তকে স্থির করিয়া কৈকেয়ীকে বলিলেন,—পাপীয়সি! আমি অগ্নির সম্মুখে মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক তোমার যে হস্ত ধারণ করিয়াছিলাম, তাহা পরিত্যাগ করিলাম এবং আমার ঔরস-জাত তোমার পুত্রকে তোমার সহিত পরিত্যাগ করিলাম। এক্ষণে রাত্রি প্রভাত হইয়াছে, এখন সূর্য্যোদয় দেখিলেই সকল লোক রামের অভিষেকের জন্য নিশ্চয়ই আমাকে ত্বরান্বিত করিবে। রামের অভিষেকের জন্য সংগৃহীত এই সকল সামগ্রী যদি তোমার বাধার জন্য রামের অভিষেকে না লাগে, তাহা হইলে ঐ সকল সামগ্রী দ্বারাই রাম যেন আমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করে। অশুভাচারিণি! যদি রামের অভিষেকে তুমি ব্যাঘাত সৃষ্টি কর, তাহা হইলে তুমি নিজপুত্রের সহিত আমার তর্পণাদি ক্রিয়া করিও না। রামের অভিষেক-সংবাদশ্রবণে সকল লোককে যেরূপ আনন্দিত দেখিয়াছি, এক্ষণে ঐ কার্য্যের ব্যাঘাতে নিরানন্দ উৎসাহহীন অধোবদন ঐ সকল লোককে আমি পুনর্বার কিরূপে দর্শন করিব? এইভাবে বহু কথা মহাত্মা দশরথ কৈকেয়ীকে বলিলেন। এদিকে চন্দ্র-তারকাময়ী রাত্রি প্রভাত হইল। অনন্তর পাপ-চারিণী বাক্যনিপুণা কৈকেয়ী ক্রোধে বিবেচনাশূন্য হইয়া দশরথকে অতি কর্কশ বাক্যে বলিলেন।১১-২০

রাজন্! বিষ ও শূলরোগসদৃশ মর্মভেদী এই সকল বাক্য কেন বলিতেছেন? এক্ষণে আপনার বিনাক্লেশে রামকে এখানে আনয়ন করা উচিত। আমার পুত্রকে রাজ্যে স্থাপিত করিয়া এবং রামকে বনে পাঠাইয়া আমাকে শত্রুশূন্য করুন, তাহা হইলে আপনার সত্য প্রতিপালন হইবে। কৈকেয়ীর এইরূপ বাক্য শুনিয়া দশরথ তীক্ষ্ণ কশার (চাবুক) দ্বারা আহত উত্তম অশ্বের ন্যায় মর্মাহত হইলেন এবং কৈকেয়ীর দ্বারা বারংবার

স্থাপ্য রাজ্যে মম সুতং কৃত্বা রামং বনেচরম্।
নিঃসপত্নাঞ্চ মাং কৃত্বা কৃতকৃত্যো ভবিষ্যসি ॥২২
স তুন্ন ইব তীক্ষ্ণেন প্রতোদেন হয়োত্তমঃ।
রাজা প্রচোদিতোঽভীক্ষ্ণং কৈকয্যা বাক্যমব্রবীৎ॥২৩
ধর্মবন্ধেন বদ্ধোঽস্মি নষ্টা চ মম চেতনা।
জ্যেষ্ঠং পুত্রং প্রিয়ং রামং দ্রষ্টুমিচ্ছামি ধার্মিকম্ ।২৪
ততঃ প্রভাতাং রজনীমুদিতে চ দিবাকরে।
পুণ্যে নক্ষত্রযোগে চ মুহূর্তে চ সমাগতে ॥২৫
বসিষ্ঠো গুণসম্পন্নঃ শিষ্যৈঃ পরিবৃতস্তথা।
উপাগৃহ্যাশু সম্ভারান্ প্রবিবেশ পুরোত্তমম্ ॥২৬
সিক্তসম্মার্জিতপথাং পতাকোত্তমভূষিতাম্।
সংহৃষ্টমনুজোপেতাং সমৃদ্ধবিপণাপণাম্ ॥২৭
মহোৎসবসমাযুক্তাং রাঘবার্থে সমুৎসুকাম্।
চন্দনাগুরুধূপৈশ্চ সর্বতঃ পরিধূপিতাম্ ॥২৮

তাং পুরীং সমতিক্রম্য পুরন্দরপুরোপমাম্।
দদর্শান্তঃপুরং শ্রীমান্ নানাধ্বজগণাযুতম্ ॥২৯
পৌর-জানপদাকীর্ণং ব্রাহ্মণৈরুপশোভিতম্।
যষ্টিমদ্ভিঃ সুসম্পূর্ণং সদশ্বৈঃ পরমার্চিতৈঃ ॥৩০
তদন্তঃপুরমাসাদ্য ব্যতিচক্রাম তং জনম্।
বসিষ্ঠঃ পরমপ্রীতঃ পরমর্ষিভিরাবৃতঃ ॥৩১
স ত্বপশ্যদ্ বিনিষ্ক্রান্তং সুমন্ত্রং নাম সারথিম্।
দ্বারে মনুজসিংহস্য সচিবং প্রিয়দর্শনম্ ॥৩২
তমুবাচ মহাতেজাঃ সূতপুত্রং বিশারদম্।
বসিষ্ঠঃ ক্ষিপ্রমাচক্ষ্ব নৃপতের্মামিহাগতম্ ॥৩৩
ইমে গঙ্গোদকঘটাঃ সাগরেভ্যশ্চ কাঞ্চনাঃ।
ঔডুম্বরং ভদ্রপীঠমভিষেকার্থমাহৃতম্ ॥৩৪
সর্ববীজানি গন্ধাশ্চ রত্নানি বিবিধানি চ।
ক্ষৌদ্রং দধি ঘৃতং লাজা দর্ভাঃ সুমনসঃ পয়ঃ ॥৩৫
অষ্টৌ চ কন্যা রুচিরা মত্তশ্চ বরবারণঃ।
চতুরশ্বো রথঃ শ্রীমান্ নিস্ত্রিংশো ধনুরুত্তমম্ ॥৩৬

প্রেরিত হইয়া বলিলেন,—আমি সত্যপাশে আবদ্ধ হইয়াছি। আমার চেতনা লুপ্ত হইয়াছে। এক্ষণে জ্যেষ্ঠতনয় অতিপ্রিয় ধার্মিক রামকে দেখিতে ইচ্ছা করি। এদিকে রাত্রি প্রভাত হইয়াছে। সূর্য্য উদিত হইয়াছেন। পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত শুভমুহূর্ত হইয়াছে। তখন শিষ্যগণপরিবৃত গুণবান্ বশিষ্ঠ প্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহ লইয়া সত্বর অযোধ্যায় প্রবেশ করিলেন। সেই সময়েই অযোধ্যার পথসমূহ সিক্ত ও সম্মার্জিত হইয়াছে। শ্রেষ্ঠ পতাকার দ্বারা প্রতিগৃহ সুশোভিত হইয়াছে। সেখানে সকলমানুষই আনন্দিত ও সকল বিপণিই নানাদ্রব্যে সমৃদ্ধ। সর্বত্র নানাবিধ মহোৎসবের অনুষ্ঠান হইতেছে। সকলেই রামের অভিষেকের জন্য উৎসুক হইয়া রহিয়াছে। সকলস্থানই চন্দন, অগুরু ও ধূপের দ্বারা সুবাসিত হইয়াছে। ইন্দ্রপুরীসদৃশ অযোধ্যাপুরী অতিক্রম করিয়া বশিষ্ঠ নানাবিধ ধ্বজ-পতাকাশোভিত অন্তঃপুরের নিকটে আসিলেন। সেখানে আসিয়া দেখিলেন যে, পুরবাসী ও গ্রামবাসী লোকগণ সমবেত হইয়াছেন। পরমপূজিত সদশ্বগণ ও দণ্ডধারী ব্রাহ্মণগণের দ্বারা স্থানটি পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া সকললোককে অতিক্রমপূর্বক শ্রেষ্ঠ-ঋষিগণপরিবৃত বশিষ্ঠ আনন্দিতচিত্তে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সেখানে মানবশ্রেষ্ঠ দশরথের সারথি প্রিয়-সচিব সুমন্ত্রকে অন্তঃপুর হইতে বাহিরে আসিতে দেখিলেন। তখন মহাতেজা বশিষ্ঠ কার্য্যপটু সারথিকে বলিলেন,—তুমি শীঘ্রই রাজার নিকট সংবাদ দাও যে, আমি এখানে আসিয়াছি।২১-৩৩

রামের অভিষেকের জন্য গঙ্গাজলপূর্ণ ঘট, সমুদ্র-জলপূর্ণ সুবর্ণ ঘট, উডুম্বরকাষ্ঠনির্মিত উত্তম উন্নত আসন, সর্বপ্রকার বীজ, গন্ধদ্রব্য, বিবিধরত্ন, মধু, দধি, ঘৃত, লাজ (খই), কুশ, পুষ্প, দুগ্ধ, আটটি সুন্দরী কন্যা, মদমত্ত হস্তী, অশ্বচতুষ্টয়যোজিত রথ, সুন্দর খড়্গ, উত্তমধনু, শিবিকা, চন্দ্রতুল্য শ্বেতচ্ছত্র, শুভ্রচামরদ্বয়, সুবর্ণভৃঙ্গার, স্বর্ণমালাভূষিত পাণ্ডুবর্ণ বৃষ, দন্তচতুষ্টয়যুক্ত সিংহ, মহাবলশালী উত্তম ঘোটক, সিংহাসন, ব্যাঘ্রচর্ম, সমিধ্,

কোন কোন গ্রন্থে ২৭ নং শ্লোকে নিম্নলিখিত শ্লোকার্ধটি অধিক দেখা যায়,—

বিচিত্রকুসুমাকীর্ণাং নানাস্রগিভির্বিরাজিতাম্।

বাহনং নরসংযুক্তং ছত্রঞ্চ শশিসন্নিভম্ ।
শ্বেতে চ বালব্যজনে ভৃঙ্গারঞ্চ হিরণ্ময়ম্ ॥৩৭

হেমদামপিনদ্ধশ্চ ককুদ্মান্ পাণ্ডুরো বৃষঃ ।
কেসরী চ চতুর্দংষ্ট্রো হরিশ্রেষ্ঠো মহাবলঃ ॥৩৮

সিংহাসনং ব্যাঘ্রতনুঃ সমিধশ্চ হুতাশনঃ ।
সর্বে বাদিত্রসঙ্ঘাশ্চ বেশ্যাশ্চালঙ্কৃতাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥৩৯

আচার্য্যা ব্রাহ্মণা গাবঃ পুণ্যাশ্চ মৃগ-পক্ষিণঃ ।
পৌর-জানপদশ্রেষ্ঠা নৈগমাশ্চ গণৈঃ সহ ॥৪০

এতে চান্যে চ বহবঃ প্রীয়মাণাঃ প্রিয়ংবদাঃ ।
অভিষেকায় রামস্য সহ তিষ্ঠন্তি পার্থিবৈঃ ॥৪১

ত্বরয়স্ব মহারাজং যথা সমুদিতেঽহনি ।
পুষ্যে নক্ষত্রযোগে চ রামো রাজ্যমবাপ্নুয়াৎ ॥৪২

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা সূতপুত্রো মহাবলঃ ।
স্তুবন্নৃপতিশার্দূলং প্রবিবেশ নিবেশনম্ ॥৪৩

তং তু পূর্বোদিতং বৃদ্ধং দ্বারস্থা রাজসম্মতাঃ ।
ন শেকুরভিসংরোদ্ধুং রাজ্ঞঃ প্রিয়চিকীর্ষবঃ ॥৪৪

স সমীপস্থিতো রাজ্ঞস্তামবস্থামজজ্ঞিবান্ ।
বাগ্‌ভিঃ পরমতুষ্টাভিরভিষ্টোতুং প্রচক্রমে ॥৪৫

ততঃ সূতো যথাপূর্বং পার্থিবস্য নিবেশনে ।
সুমন্ত্রঃ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা তুষ্টাব জগতীপতিম্ ॥৪৬

যথা নন্দতি তেজস্বী সাগরো ভাস্করোদয়ে ।
প্রীতঃ প্রীতেন মনসা তথা নন্দয় নস্ততঃ ॥৪৭

ইন্দ্রমস্যাং তু বেলায়ামভিতুষ্টাব মাতলিঃ ।
সোঽজয়দ্দানবান্ সর্বাংস্তথা ত্বাং বোধয়াম্যহম্ ॥৪৮

বেদাঃ সহাঙ্গা বিদ্যাশ্চ যথা হ্যাত্মভুবং প্রভুম্ ।
ব্রাহ্মণং বোধয়ন্ত্যদ্য তথা ত্বাং বোধয়াম্যহম্ ॥৪৯

আদিত্যঃ সহ চন্দ্রেণ যথা ভূতধরাং শুভাম্ ।
বোধয়ত্যদ্য পৃথিবীং তথা ত্বাং বোধয়াম্যহম্ ॥৫০

উত্তিষ্ঠ সুমহারাজ কৃতকৌতুকমঙ্গলঃ ।
বিরাজমানো বপুষা মেরোরিব দিবাকরঃ ॥৫১

সোম-সূর্য্যৌ চ কাকুৎস্থ শিব-বৈশ্রবণাবপি ।
বরুণশ্চাগ্নিরিন্দ্রশ্চ বিজয়ং প্রদিশন্তু তে ॥৫২

অগ্নি, সকলপ্রকার বাদ্যযন্ত্র, অলঙ্কৃত বেশ্যাগণ ও সধবা স্ত্রীগণ সমানীত হইয়াছে। আচার্য্য, ব্রাহ্মণ, ধেনু, শুভ-সূচক পশু-পক্ষী, নগরবাসী ও গ্রামবাসী মুখ্যব্যক্তিগণ বণিক্‌সমূহের সহিত উপস্থিত হইয়াছেন। এইভাবে আরও অন্যান্য প্রিয়ভাষী বহুলোক নরপতিগণের সহিত রামের অভিষেকের জন্য আনন্দে পূর্ণ হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছেন। সুমন্ত্র! তুমি মহারাজকে ত্বরান্বিত কর, যাহাতে অদ্য শুভদিনে পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত সময়ে রাম রাজ্য-লাভ করেন। মহাবলবান্ সুমন্ত্র বশিষ্ঠের এইরূপ বাক্য শুনিয়া নরপতিশ্রেষ্ঠ দশরথের প্রশংসা করিতে করিতে তাঁহার গৃহের দিকে অগ্রসর হইলেন। রাজার অনুমতি বহুপূর্ব হইতেই প্রদত্ত ছিল বলিয়া বৃদ্ধ সুমন্ত্রকে রাজ-নিযুক্ত রাজহিতৈষী দ্বারপালগণ বাধা দিতে পারিল না। সুমন্ত্র গৃহে প্রবেশ করিয়া দশরথের সমীপবর্ত্তী হইলেন এবং রাজার তৎকালিক অবস্থা জানিতে না পারিয়া সন্তোষজনক বাক্যে স্তব করিতে লাগিলেন।৩৪-৪৫

সুমন্ত্র পূর্বে যেভাবে রাজার স্তব করিতেন, সেই ভাবে অদ্যও কৃতাঞ্জলি হইয়া দশরথের গৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। রাজন্! সূর্য্যের উদয়ে যেরূপ সমুদ্র সূর্য্যকিরণে অনুরঞ্জিত হইয়া দর্শকগণের আনন্দবৃদ্ধি করেন, সেইরূপ আপনিও প্রীতচিত্তে আমাদিগের আনন্দ বৃদ্ধি করুন। ইন্দ্রের সারথি মাতলি সূর্য্যোদয়কালে যেভাবে ইন্দ্রকে স্তুতির দ্বারা প্রবোধিত করিয়া থাকেন, যাহার ফলে ইন্দ্র দানবগণকে জয় করিয়াছেন, আমিও সেইভাবে আপনাকে স্তুতির দ্বারা প্রবোধিত করিতেছি। বেদ, বেদাঙ্গ ও অন্যান্য বিদ্যা যেভাবে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মাকে প্রবোধিত করেন, অদ্য আমি সেইভাবে আপনাকে প্রবোধিত করিতেছি। চন্দ্রের সহিত সূর্য্য যেভাবে পৃথিবীর সকল লোককে প্রবোধিত করেন, আমি সেইভাবে আপনাকে প্রবোধিত করিতেছি। মহারাজ! সুমেরুপর্বত হইতে সূর্য্যের উত্থানের ন্যায় আপনি শয্যা হইতে উত্থিত হউন। রামাভিষেকের জন্য মাঙ্গলিক বস্ত্রালঙ্কার ধারণ করিয়া শোভিত হউন। কাকুৎস্থনন্দন! চন্দ্র, সূর্য্য, মহাদেব, কুবের, বরুণ, অগ্নি ও ইন্দ্র আপনাকে বিজয়ী করুন। মঙ্গলময়ী রাত্রি অতীত হইয়াছে। আপনার

গতা ভগবতী রাত্রিঃ কৃতং কৃত্যমিদং তব।
বুধ্যস্ব নৃপশার্দূল কুরু কার্য্যমনন্তরম্ ॥৫৩
উদতিষ্ঠতঃ রামস্য সমগ্রমভিষেচনম্।
পৌর-জানপদাশ্চাপি নৈগমশ্চ কৃতাঞ্জলিঃ ॥৫৪
স্বয়ং বসিষ্ঠো ভগবান্ ব্রাহ্মণৈঃ সহ তিষ্ঠতি।
ক্ষিপ্রমাজ্ঞাপ্যতাং রাজন্! রাঘবস্যাভিষেচনম্ ॥৫৫
যথা হ্যপালাঃ পশবো যথা সেনা হ্যনায়কাঃ।
যথা চন্দ্রং বিনা রাত্রির্যথা গাবো বিনা বৃষম্ ॥৫৬
এবং হি ভবিতা রাষ্ট্রং যত্র রাজা ন দৃশ্যতে।
এবং তস্য বচঃ শ্রুত্বা সান্ত্বপূর্বমিবার্থবৎ ॥৫৭
অভ্যকীর্য্যত শোকেন ভূয় এব মহীপতিঃ।
ততস্তু রাজা তং সূতং সন্নহর্ষঃ সুতং প্রতি ॥৫৮
শোকরক্তেক্ষণঃ শ্রীমানুদ্বীক্ষ্যোবাচ ধার্মিকঃ।
বাক্যৈস্তু খলু মর্মাণি মম ভূয়ো নিকৃন্তসি ॥৫৯
সুমন্ত্রঃ করুণং শ্রুত্বা দৃষ্ট্বা দীনঞ্চ পার্থিবম্।
প্রগৃহীতাঞ্জলিঃ কিঞ্চিত্তস্মাদ্দেশাদপাক্রমৎ ॥৬০
যদা বক্তুং স্বয়ং দৈন্যান্ন শশাক মহীপতিঃ।
তদা সুমন্ত্রং মন্ত্রজ্ঞা কৈকয়ী প্রত্যুবাচ হ ॥৬১
সুমন্ত্র রাজা রজনীং রামহর্ষসমুৎসুকঃ।
প্রজাগরপরিশ্রান্তো নিদ্রাবশমুপাগতঃ ॥৬২
তদ্ গচ্ছ ত্বরিতং সূত রাজপুত্রং যশস্বিনম্।
রামমানয় ভদ্রং তে নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥৬৩
অশ্রুত্বা রাজবচনং কথং গচ্ছামি ভামিনি।
তচ্ছ্রুত্বা মন্ত্রিণো বাক্যং রাজা মন্ত্রিণমব্রবীৎ ॥৬৪
সুমন্ত্র রামং দ্রক্ষ্যামি শীঘ্রমানয় সুন্দরম্।
স মন্যমানঃ কল্যাণং হৃদয়েন ননন্দ চ ॥৬৫
নির্জগাম চ স প্রীত্যা ত্বরিতো রাজশাসনাৎ।
সুমন্ত্রশ্চিন্তয়ামাস ত্বরিতং চোদিতস্তয়া ॥৬৬

আদিষ্ট কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে। নৃপশ্রেষ্ঠ! আপনি নিদ্রাত্যাগ করুন এবং পরবর্তী কার্য্যের অনুষ্ঠান করুন। রামের অভিষেকের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগৃহীত হইয়াছে। পুরবাসী, গ্রামবাসী ও বণিক্‌সমূহ কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছে। রাজন্! অন্যান্য ব্রাহ্মণগণের সহিত ভগবান্ বশিষ্ঠ উপস্থিত হইয়াছেন। আপনি সত্বর রামের অভিষেকের আদেশ প্রদান করুন। যেমন পালকহীন পশু, নায়কহীন সৈন্য, চন্দ্রহীন রাত্রি ও বৃষহীন ধেনুর দুরবস্থা হয়, সেইরূপ রাজা না থাকিলে রাষ্ট্রের দুরবস্থা হইয়া থাকে। অতএব আপনি অতিশীঘ্র শয্যা ত্যাগ করুন। ভূপতি দশরথ সারথির সান্ত্বনাপূর্ণ অর্থযুক্ত বাক্য শুনিয়া পুনর্বার শোকে নিমগ্ন হইলেন। অনন্তর ধার্মিক নরপতি শোকবিহ্বল হইয়া রোদন করায় রক্তনেত্রে সারথির দিকে দৃষ্টিপাতপূর্বক দুঃখের সহিত বলিলেন,—সুমন্ত্র! তুমি স্তুতিবাক্য দ্বারা আমার আরও মর্মচ্ছেদ করিতেছ। রাজার এইরূপ কাতরবাক্য শুনিয়া এবং তাঁহাকে দৈন্যযুক্ত দেখিয়া সুমন্ত্র কৃতাঞ্জলি-পুটে সেই স্থান হইতে চলিয়া গেলেন। মহীপতি এই ভাবে বিষণ্ণ হওয়ায় নিজে সুমন্ত্রকে যখন কিছুই বলিতে পারিলেন না, তখন মন্ত্রণাপটু কৈকেয়ী সুমন্ত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন।৪৬-৬১

সুমন্ত্র! মহারাজ রামের অভিষেকের আনন্দে অতিশয় উৎসুক হওয়ায় রাত্রিজাগরণ করিয়াছেন, এখন পরিশ্রান্ত হইয়া নিদ্রিত হইয়াছেন। অতএব তুমি সত্বর গমন কর, যশস্বী রাজপুত্র রামকে এইস্থানে আনয়ন কর। তোমার মঙ্গল হউক। এখন রামকে আনয়ন করা উচিত কি না, তাহা তোমার বিচার করার প্রয়োজন নাই। কৈকেয়ীর বাক্য শুনিয়া সুমন্ত্র বলিলেন,—ভামিনি! আমি মহারাজের আদেশ না পাইলে কিরূপে যাইব? সুমন্ত্র-মন্ত্রীর বাক্য শুনিয়া রাজা তাঁহাকে বলিলেন,—সুমন্ত্র! আমি রামকে দেখিতে ইচ্ছা করি। তুমি আমার সুন্দর রামকে আনয়ন কর। দশরথের বাক্যে কল্যাণসাধন হইবে মনে করিয়া সুমন্ত্র অন্তরে আনন্দিত হইলেন এবং রাজার আদেশমত সত্বর সানন্দে বাহিরে আসিলেন। কৈকেয়ী রামকে আনিবার জন্য বিশেষভাবে প্রেরণা দেওয়ায় সুমন্ত্র চিন্তা করিলেন যে, নিশ্চয়ই ধর্মরাজ দশরথ রামের অভিষেকের জন্য অতিশয় প্রয়াসী হইয়াছেন। সুমন্ত্র এইরূপ নিশ্চয়

ব্যক্তং রামাভিষেকার্থে ইহায়াস্যতি ধর্ম্মরাট্।
ইতি সূতো মতিং কৃত্বা হর্ষেণ মহতা পুনঃ ॥৬৭
নির্জগাম মহাতেজা রাঘবস্য দিদৃক্ষয়া।
সাগরহ্রদসঙ্কাশাৎ সুমন্ত্রোঽন্তঃপুরাচ্ছুভাৎ।
নিষ্ক্রম্য জনসম্বাধং দদর্শ দ্বারমগ্রতঃ ॥৬৮
ততঃ পুরস্তাৎ সহসা বিনিঃসৃতো
মহীপতের্দ্বারগতান্ বিলোকয়ন্।
দদর্শ পৌরান্ বিবিধান্ মহাজনান্
উপস্থিতান্ দ্বারমুপেত্য বিষ্ঠিতান্ ॥৬৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে
আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে চতুর্দশঃ সর্গঃ।

করিয়া অতিশয় আনন্দে রামকে দর্শন করিবার জন্য নির্গত হইলেন। সাগরমধ্যবর্ত্তী হ্রদের ন্যায় শুভ অন্তঃপুর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সুমন্ত্র দ্বারদেশে বিশালজনতাকে দেখিলেন। অন্তঃপুরের বাহিরে আসিয়া দ্বারদেশে দ্বারপালগণকে দেখিলেন। অনন্তর দ্বারদেশে সমবেত পুরবাসী ও অন্যান্য ধনবান্ ব্যক্তিগণকে দেখিলেন।৬২-৬৯

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে চতুর্দশ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চদশঃ সর্গঃ

[রাজ্যাভিষেকায় সমানীতানাং বিবিধানাং দ্রব্যাণাং বর্ণনম্, মহারাজ-দশরথস্যানুপস্থিতৌ সর্বেষাং জিজ্ঞাসা, সন্দেশং জ্ঞাতুং সুমন্ত্রস্য গমনম্, সুমন্ত্রং প্রতি দশরথস্যানুযোগঃ, রামমাহ্বয়িতুং রাজ্ঞ আদেশঃ, বিচিত্রশোভাময়রামভবনে সুমন্ত্রস্যাগমনঞ্চ।]

তে তু তাং রজনীমুষ্য ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ।
উপতস্থুরুপস্থানং সহ রাজপুরোহিতাঃ ॥১
অমাত্যা বলমুখ্যাশ্চ মুখ্যা যে নিগমস্য চ।
রাঘবস্যাভিষেকার্থং প্রীয়মাণাঃ সুসঙ্গতাঃ ॥২
উদিতে বিমলে সূর্য্যে পুষ্যে চাভ্যাগতেঽহনি।
লগ্নে কর্কটকে প্রাপ্তে জন্ম রামস্য চ স্থিতে ॥৩
অভিষেকায় রামস্য দ্বিজেন্দ্রৈরুপকল্পিতম্।
কাঞ্চনা জলকুম্ভাশ্চ ভদ্রপীঠং স্বলঙ্কৃতম্ ॥৪
রথশ্চ সম্যগাস্তীর্ণো ভাস্বতা ব্যাঘ্রচর্ম্মণা।
গঙ্গা-যমুনয়োঃ পুণ্যাৎ সঙ্গমাদাহৃতং জলম্ ॥৫
যাশ্চান্যাঃ সরিতঃ পুণ্যা হ্রদাঃ কূপাঃ সরাংসি চ।
প্রাগ্‌বহাশ্চোর্দ্ধবাহাশ্চ তির্য্যগ্‌বাহাশ্চ ক্ষীরিণঃ ॥৬

পঞ্চদশ সর্গ

[রাজ্যাভিষেকের জন্য সমানীত বিবিধ দ্রব্যের বর্ণনা, মহারাজ দশরথের অনুপস্থিতিতে সকলের জিজ্ঞাসা, সংবাদ জানিবার জন্য সুমন্ত্রের গমন, সুমন্ত্রের প্রতি দশরথের অনুযোগ ও সত্বর রামকে ডাকিয়া আনিবার জন্য আদেশ এবং বিচিত্র শোভাময় রামভবনে সুমন্ত্রের আগমন]।

এদিকে দশরথের আদেশে বেদপারগামী ব্রাহ্মণেরা রাত্রি অতিবাহিত করিয়া রাজপুরোহিতগণের সহিত রাজদ্বারে উপস্থিত হইয়াছেন। অমাত্যগণ, সেনাপতিগণ এবং বণিগ্‌গণও রামের অভিষেক দর্শন করিবার জন্য সানন্দে সেইস্থানে উপস্থিত হইয়াছেন। নির্ম্মল সূর্য্য উদিত হইয়াছে এবং পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত ও কর্কটলগ্নসমন্বিত রামের জন্মসময় উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া ব্রাহ্মণগণ রামের অভিষেকের জন্য সামগ্রী আনয়ন করিয়াছেন। সুবর্ণনির্মিত জলকুম্ভ, অলঙ্কৃত ভদ্রপীঠ, ব্যাঘ্রচর্ম্মের আস্তরণ-সমাচ্ছাদিত রথ, অতিপবিত্র গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থল হইতে আনীত জল, অন্যান্য পবিত্র নদী, হ্রদ, কূপ, সরোবর, পূর্ববাহিনী, ঊর্দ্ধবাহিনী ও বক্রগামিনী জলপূর্ণা নদী হইতে এবং সমুদ্র হইতে আনীত জল, মধু, দধি, ঘৃত, লাজ, কুশ, পুষ্প, দুগ্ধ, আটটি সুন্দরী কন্যা, মদমত্ত হস্তী,

তাভ্যশ্চৈবাহৃতং তোয়ং সমুদ্রেভ্যশ্চ সর্বশঃ।
ক্ষৌদ্রং দধি ঘৃতং লাজা দর্ভাঃ সুমনসঃ পয়ঃ ॥৭
অষ্টৌ চ কন্যা রুচিরা মত্তশ্চ বরবারণঃ।
সজলাঃ ক্ষীরিভিশ্ছন্না ঘটাঃ কাঞ্চন-রাজতাঃ ॥৮
পদ্মোৎপলযুতা ভান্তি পূর্ণাঃ পরমবারিণা।
চন্দ্রাংশুবিকচপ্রখ্যং পাণ্ডুরং রত্নভূষিতম্ ॥৯
সজ্জং তিষ্ঠতি রামস্য বালব্যজনমুত্তমম্।
চন্দ্রমণ্ডলসঙ্কাশমাতপত্রঞ্চ পাণ্ডুরম্ ॥১০
সজ্জং দ্যুতিকরং শ্রীমদভিষেকপুরঃসরম্।
পাণ্ডুরশ্চ বৃষঃ সজ্জঃ পাণ্ডুরাশ্বশ্চ সংস্থিতঃ ॥১১

বাদিত্রাণি চ সর্বাণি বন্দিনশ্চ তথাপরে।
ইক্ষ্বাকূণাং যথা রাজ্যে সংভ্রিয়েতাভিষেচনম্ ॥১২
তথাজাতীয়মাদায় রাজপুত্রাভিষেচনম্।
তে রাজবচনাত্তত্র সমবেতা মহীপতিম্ ॥১৩
অপশ্যন্তোঽব্রুবন্ কো নু রাজ্ঞো নঃ প্রতিবেদয়েৎ।
ন পশ্যামশ্চ রাজানমুদিতশ্চ দিবাকরঃ ॥১৪
যৌবরাজ্যাভিষেকশ্চ সজ্জো রামস্য ধীমতঃ।
ইতি তেষু ব্রুবাণেষু সর্বাংস্তাংশ্চ মহীপতিম্ ॥১৫
অব্রবীত্তানিদং বাক্যং সুমন্ত্রো রাজসৎকৃতঃ।
রামং রাজ্ঞো নিয়োগেন ত্বরয়া প্রস্থিতো হ্যহম্ ॥১৬
পূজ্যা রাজ্ঞো ভবন্তশ্চ রামস্য তু বিশেষতঃ।
অয়ং পৃচ্ছামি বচনাৎ সুখমায়ুষ্মতামহম্ ॥১৭

ক্ষীরিবৃক্ষপল্লবাচ্ছাদিত জলপূর্ণ রজত ও কাঞ্চনের দ্বারা নির্মিত ঘট, সুগন্ধিজলপূর্ণ ঘটে স্থাপিত নানাবিধ পদ্ম, চন্দ্রকিরণতুল্যশুভ্ররত্নভূষিত রামের জন্য নির্মিত চামর, চন্দ্রমণ্ডলতুল্যশুভ্র ও উজ্জ্বল অতিসুন্দর একটি ছত্র, শ্বেত বৃষ, শ্বেত অশ্ব, সকলরকম বাদ্যযন্ত্র এবং বন্দী প্রভৃতি স্তুতিগীতকারী ব্যক্তিগণ সমানীত হইয়াছে। ইক্ষ্বাকুবংশীয়গণের রাজ্যাভিষেকে যে সকল সামগ্রীর প্রয়োজন হয়, সেই সকল সামগ্রী লইয়া রাজপুত্র রামের অভিষেকের জন্য সকলে দশরথের নির্দেশমত আসিয়াছেন, কিন্তু আসিয়া দশরথকে দেখিতে পাইলেন না। তখন তাঁহারা বলিতে লাগিলেন—আমাদের আগমন-সংবাদ মহারাজকে কে নিবেদন করিবে? সূর্য্য উদিত হইয়াছেন, অথচ মহারাজকে দেখিতেছি না। ধীমান্ রামের রাজ্যাভিষেক-সামগ্রী ত সংগৃহীত হইয়াছে। দ্বারস্থিত নৃপতিগণ ও অন্যান্য সকলে যখন এইভাবে কথা বলিতেছিলেন, তখন রাজপ্রেরিত সুমন্ত্র তাঁহাদিগকে বলিলেন,—আমি মহারাজের আদেশে রামকে আনিবার জন্য অতিসত্বর গমন করিতেছি। আপনারা মহারাজের এবং বিশেষভাবে রামের পূজনীয়, সেইজন্য আপনাদের আদেশানুসারে আমিই মহারাজের কুশলজিজ্ঞাসা করিয়া আসি এবং তিনি প্রবুদ্ধ হইয়া কেন এখানে আসিতেছেন না, তাহাও জানিয়া আসি। অতিবৃদ্ধ সুমন্ত্র দ্বারস্থ ব্যক্তিগণকে এইরূপ বলিয়া অন্তঃপুরের দ্বারদেশে আসিলেন। সেখানে বারণ না থাকায় তিনি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া মহারাজের বংশের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহারাজের শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়া রাজসমীপে গমন করত যবনিকার (পর্দা, চিক্) অন্তরালে দাঁড়াইলেন এবং গুণযুক্ত আশীর্বচনের দ্বারা এইরূপে স্তুতি করিতে লাগিলেন—চন্দ্র, সূর্য্য, মহাদেব, কুবের, বরুণ, অগ্নি ও ইন্দ্র আপনাকে জয়লক্ষ্মী প্রদান করুন। ভগবতী রাত্রি অতিবাহিত হইয়াছে। মঙ্গলময় দিন উপস্থিত হইয়াছে। নৃপতিশ্রেষ্ঠ! আপনি নিদ্রাত্যাগ করুন, আবশ্যকীয় কার্য্য সম্পন্ন করুন। ব্রাহ্মণগণ, সেনাপতিগণ ও বণিগ্‌গণ সকলেই দ্বারদেশে সমবেত হইয়াছেন। সকলেই আপনার দর্শনে অভিলাষী। অতএব আপনি জাগ্রত হউন। এইভাবে মন্ত্রজ্ঞ সুমন্ত্র সারথিকে স্তুতি করিতে দেখিয়া রাজা জাগ্রত হইলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন,—রামকে আনয়ন করিবার জন্য আমি তোমাকে আদেশ করিয়াছিলাম, কিন্তু কিজন্য তুমি আমার আদেশ পালন করিলে না? আমি এখন নিদ্রিত নহি। তুমি সত্বর এখানে রামকে

*গ্রন্থবিশেষে নিম্নলিখিত শ্লোকটি ১১ নং শ্লোকের পর অধিক দেখা যায়,—
প্রসৃতশ্চ গজঃ শ্রীমনৌপবাহ্যঃ প্রতীক্ষতে।
অষ্টৌ চ কন্যা মাঙ্গল্যাঃ সর্বাভরণভূষিতা।

রাজ্ঞঃ সংপ্রতিবুদ্ধস্য চানাগমনকারণম্ ।
ইত্যুক্ত্বাস্তঃপুরদ্বারমাজগাম পুরাণবিৎ ॥১৮
সদাসক্তঞ্চ তদ্বেশ্ম সুমন্ত্রঃ প্রবিবেশ হ ।
তুষ্টাবাস্য তদা বংশং প্রবিশ্য স বিশাম্পতেঃ ॥১৯
শয়নীয়ং নরেন্দ্রস্য তদাসাদ্য ব্যতিষ্ঠত ।
সোহত্যাসাদ্য তু তদ্বেশ্ম তিরস্করণিমন্তরা ॥২০
আশীর্ভিগুণযুক্তাভিরভিতুষ্টাব রাঘবম্ ।
সোম-সূর্য্যৌ চ কাকুৎস্থ শিব-বৈশ্রবণাবপি ॥২১
বরুণশ্চাগ্নিরিন্দ্রশ্চ বিজয়ং প্রদিশন্তু তে ।
গতা ভগবতী রাত্রিরহঃ শিবমুপস্থিতম্ ॥২২
বুধ্যস্ব রাজশার্দূল কুরু কার্য্যমনন্তরম্ ।
ব্রাহ্মণা বলমুখ্যাশ্চ নৈগমাশ্চাগতাস্ত্বিহ ॥২৩
দর্শনং তেঽভিকাঙ্ক্ষন্তে প্রতিবুধ্যস্ব রাঘব ।
স্তুবন্তং তং তদা সূতং সুমন্ত্রং মন্ত্রকোবিদম্ ॥২৪
প্রতিবুধ্য ততো রাজা ইদং বচনমব্রবীৎ ।
রামমানয় সূতেতি যদস্যভিহিতো ময়া ॥২৫
কিমিদং কারণং যেন মমাজ্ঞা প্রতিহন্যতে (ক) ।
ন চৈব সংপ্রসুপ্তোঽহমানয়েহাশু রাঘবম্ ॥২৬
ইতি রাজা দশরথঃ সূতং তত্রান্বশাৎ পুনঃ ।
স রাজবচনং শ্রুত্বা শিরসা প্রতিপূজ্য তম্ ॥২৭
নির্জগাম নৃপাবাসান্মন্যমানঃ প্রিয়ং মহৎ ।
প্রপন্নো রাজমার্গঞ্চ পতাকা-ধ্বজশোভিতম্ ॥২৮
হৃষ্টঃ প্রমুদিতঃ সূতো জগামাশু বিলোকয়ন্ ।
স সূতস্তত্র শুশ্রাব রামাধিকরণাঃ কথাঃ ॥২৯
অভিষেচনসংযুক্তাঃ সর্বলোকস্য হৃষ্টবৎ ।
ততো দদর্শ রুচিরং কৈলাসসদৃশপ্রভম্ ॥৩০
রামবেশ্ম সুমন্ত্রস্তু শক্রবেশ্মসমপ্রভম্ ।
মহাকপাটপিহিতং বিতর্দিশতশোভিতম্ ॥৩১
কাঞ্চনপ্রতিমৈকাগ্রং মণি-বিদ্রুমতোরণম্ ।
শারদাভ্রঘনপ্রখ্যং দীপ্তং মেরুগুহাসমম্ ॥৩২
মণিভির্বরমাল্যানাং সুমহদ্ভিরলঙ্কৃতম্ ।
মুক্তামণিভিরাকীর্ণং চন্দনাগুরুভূষিতম্ ॥৩৩

আনয়ন কর। রাজা দশরথ এইভাবে পুনর্বার সুমন্ত্রকে আদেশ দিলেন। সুমন্ত্র রাজার বাক্য শুনিয়া নতমস্তকে আদেশগ্রহণপূর্বক অতিশয়কল্যাণজনক মনে করিতে করিতে রাজগৃহ হইতে নির্গত হইলেন। অনন্তর সুমন্ত্র পতাকা-ধ্বজশোভিত রাজপথে উপস্থিত হইলেন। পুলকিত ও আনন্দিত সুমন্ত্র চতুর্দিক্ অবলোকন করিতে করিতে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তিনি যাইতে যাইতে রামের অভিষেক-বিষয়ক নানা আলোচনা সকললোকের মুখেই সানন্দে শুনিতে পাইলেন। অনন্তর কিছুদূর অগ্রসর হইয়া কৈলাসতুল্যশোভাময় রামভবন দেখিতে পাইলেন। ইন্দ্রভবনসদৃশ ঐ ভবনের দ্বারদেশ বৃহৎকপাটের দ্বারা অবরুদ্ধ। ইতস্ততঃ শত শত বেদিকা তাহার শোভাবৃদ্ধি করিতেছে। সেখানে বহু কাঞ্চননির্মিত প্রতিমা রহিয়াছে। ঐ ভবনের বহির্দ্বার মণি ও বিদ্রুমের দ্বারা খচিত। শরৎকালের মেঘের মত সুন্দর, সুমেরুপর্বতের গুহার ন্যায় উজ্জ্বল, উত্তমমণি-সমূহের দ্বারা গ্রথিত মালার দ্বারা অলঙ্কৃত, মণিমুক্তার দ্বারা সমাকীর্ণ এবং চন্দন ও অগুরুর দ্বারা সুবাসিত। মনোহর ও গন্ধপূর্ণ হওয়ায় চন্দনগিরির শিখরতুল্য ঐ ভবন সারস, ময়ূর প্রভৃতি কূজনকারী পক্ষিসমূহের দ্বারা সুশোভিত। ভবনের অভ্যন্তরে কোনস্থানে স্বর্ণনির্মিত ব্যাঘ্র বিরাজিত, কোন কোন স্থান কাষ্ঠশিল্পিগণের কৃত সূক্ষ্মচিত্রকার্য্যযুক্ত কাষ্ঠফলকে সুশোভিত। চন্দ্র-সূর্য্যতুল্য উজ্জ্বল ঐ ভবন স্বীয় প্রভাদ্বারা প্রাণিগণের মন ও চক্ষুকে আকর্ষণ করে। কুবের-ভবনতুল্য রামের প্রাসাদটি নানাবিধ পক্ষীর দ্বারা পূর্ণ। ইন্দ্রগৃহতুল্য কিংবা সুমেরুশৃঙ্গতুল্য ঐ ভবনকে সারথি সুমন্ত্র দেখিতে পাইলেন। ঐ ভবনের দ্বারদেশে যাইয়া দেখিলেন—রামের অভিষেকের জন্য উন্মুখ জনগণ নানাবিধ উপহার লইয়া সমাগত হইয়া উৎকণ্ঠার সহিত কৃতাঞ্জলিপুটে প্রতীক্ষা করিতেছেন। হৃষ্টবদন লোকগণের সমাগমে ঐ স্থান বিশেষশোভাপ্রাপ্ত হইয়াছে। মহামেঘতুল্য উন্নত, সুশোভিত ও নানা মণিরত্নপূর্ণ ভবন কুব্জভৃত্যগণে পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। ১-৩৯

পাঠান্তর :—(ক) —প্রতিবাহ্যতে।

গন্ধাঢ্যমনোজ্ঞান্ বিসৃজদ্দার্দুরং শিখরং যথা।
সারসৈশ্চ ময়ূরৈশ্চ বিনর্দদ্ভির্বিরাজিতম্ ॥৩৪
সুকৃতেহামৃগাকীর্ণং সূৎকীর্ণং ভক্তিভিস্তথা।
মনশ্চক্ষুশ্চ ভূতানামাদদত্তিগ্মতেজসা ॥৩৫
চন্দ্র-ভাস্করসঙ্কাশং কুবেরভবনোপমম্।
মহেন্দ্রধামপ্রতিমং নানাপক্ষিসমাকুলম্ ॥৩৬
মেরুশৃঙ্গসমং সূতো রামবেশ্ম দদর্শ হ।
উপস্থিতৈঃ সমাকীর্ণং জনৈরঞ্জলিকারিভিঃ ॥৩৭
উপাদায় সমাক্রান্তৈস্তদা জানপদৈর্জনৈঃ।
রামাভিষেকসুমুখৈরুন্মুখৈঃ সমলঙ্কৃতম্ ॥৩৮
মহামেঘসমপ্রখ্যমুদগ্রং সুবিরাজিতম্।
নানারত্নসমাকীর্ণং কুব্জকৈরপি চাবৃতম্ ॥৩৯
স বাজিযুক্তেন রথেন সারথিঃ
সমাকুলং রাজকুলং বিরাজয়ন্।
বরূথিনা রাজগৃহাভিপাতিনা
পুরস্য সর্বস্য মনাংসি হর্ষয়ন্ ॥৪০
ততঃ সমাসাদ্য মহাধনং মহৎ
প্রহৃষ্টরোমা স বভূব সারথিঃ।
মৃগৈর্ময়ূরৈশ্চ সমাকুলোল্বণং
গৃহং বরার্হস্য শচীপতেরিব ॥৪১
স তত্র কৈলাসনিভাঃ স্বলঙ্কৃতাঃ
প্রবিশ্য কক্ষাস্ত্রিদশালয়োপমাঃ।
প্রিয়ান্নরান্ রামমতে স্থিতান্ বহূন্
ব্যপোহ্য শুদ্ধান্তমুপস্থিতো রথী ।৪২
স তত্র শুশ্রাব চ হর্ষযুক্তা
রামাভিষেকার্থকৃতাং জনানাম্।
নরেন্দ্রসূনোরভিমঙ্গলার্থাঃ
সর্বস্য লোকস্য গিরঃ প্রহৃষ্টাঃ ॥৪৩
মহেন্দ্রসদ্মপ্রতিমঞ্চ বেশ্ম রামস্য রম্যং মৃগপক্ষিজুষ্টম্।
দদর্শ মেরোরিব শৃঙ্গমুচ্চং
বিভ্রাজমানং প্রভয়া সুমন্ত্রঃ ॥৪৪
উপস্থিতৈরঞ্জলিকারিভিশ্চ
সোপায়নৈর্জানপদৈর্জনৈশ্চ।
কোট্যাপরার্ধৈশ্চ বিমুক্তযানৈঃ
সমাকুলং দ্বারপদং দদর্শ ॥৪৫
ততো মহামেঘমহীধরাভং প্রভিন্নমত্যঙ্কুশমত্যসহ্যম্।
রামোপবাহ্যং রুচিরং দদর্শ
শত্রুঞ্জয়ং নাগমুদগ্রকায়ম্ ॥৪৬
স্বলঙ্কৃতান্ সাশ্বরথান্ সকুঞ্জরান্
অমাত্যমুখ্যাংশ্চ দদর্শ বল্লভান্।
ব্যপোহ্য সূতঃ সহিতান্ সমন্ততঃ
সমৃদ্ধমন্তঃপুরমাবিবেশ হ ॥৪৭
ততোঽদ্রিকূটাচলমেঘসন্নিভং
মহাবিমানোপমবেশ্মসংযুতম্।
অবার্যমাণঃ প্রবিবেশ সারথিঃ
প্রভূতরত্নং মকরো যথার্ণবম্ ॥৪৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে পঞ্চদশঃ সর্গঃ।

সারথি সুমন্ত্র অশ্বযুক্ত, রক্ষকবেষ্টিত ও রাজভবনগমনাভিমুখী রথের দ্বারা জনতাপূর্ণ রাজভবন শোভিত করিয়া এবং সেখানে উপস্থিত সকলের চিত্তকে আনন্দিত করিয়া ভবনে প্রবেশ করিলেন। তিনি ইন্দ্রালয়তুল্য সুন্দর মৃগ-ময়ূরশোভিত ও নানাধনসমৃদ্ধ ভবনে প্রবেশ করিয়া আনন্দে পুলকিত হইলেন। রথের দ্বারাই কৈলাসপর্বততুল্য শোভাময় এবং স্বর্গতুল্য সুন্দর ও অলঙ্কৃত কয়েকটি প্রকোষ্ঠ অতিক্রম করিলেন এবং সেখানে রামের মতানুবর্তী ও প্রিয় শ্রেষ্ঠব্যক্তিগণকেও অতিক্রম করিলেন। অনন্তর সুমন্ত্র অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইলেন। তিনি সেখানে সমবেত জনগণের মুখে রাজনন্দন রামের মঙ্গলকামনাময় আনন্দপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিলেন। মৃগপক্ষিসমন্বিত ইন্দ্রগৃহতুল্য রামের গৃহটিকে সুমন্ত্র সুমেরুশৃঙ্গের ন্যায় উন্নত ও উজ্জ্বলপ্রভাময় দেখিলেন।৪০-৪৪

রামগৃহের দ্বারদেশে অসংখ্য মনুষ্য স্ব স্ব বাহনাদি পরিত্যাগ করিয়া নানাবিধ উপহারসহিত কৃতাঞ্জলি হইয়া অবস্থিত রহিয়াছে। তাহাদের উপস্থিতিতে দ্বারদেশ পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। দ্বারদেশে রামের বাহনযোগ্য বিশালমেঘবর্ণপর্বতের তুল্য অসহ্যপরাক্রমশালী ও বিশালদেহবিশিষ্ট মদমত্ত নিরঙ্কুশ হস্তীকে দেখিলেন। অপরদিকে অলঙ্কৃত অশ্বসহিত রথ, হস্তী ও প্রিয় অমাত্যশ্রেষ্ঠগণকেও দেখিলেন। অনন্তর তাহাদের সকলকে অতিক্রম করিয়া সমৃদ্ধ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে অগ্রসর হইলেন। অগ্রসর হইয়া প্রচুররত্নসমন্বিত সমুদ্রে মকর যেমন প্রবেশ করে, সেইরূপ পর্বতশৃঙ্গ ও অচলমেঘের তুল্য এবং বিশালবিমানতুল্যগৃহসমন্বিত অন্তঃপুরে অবারিতভাবে সুমন্ত্র প্রবেশ করিলেন।৪৫-৪৮

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে পঞ্চদশ সর্গ সমাপ্ত।

ষোড়শঃ সর্গঃ

[সীতয়া সহ সমাসীনং রামসমীপে সুমন্ত্রেণ জ্যেষ্ঠ্যপুত্রদর্শনাভিলাষি-মহারাজদশরথস্য মহীষ্যা কৈকয্যা সহাবস্থানকথায়া জ্ঞাপনম্, রামেণ স্বীয়রাজ্যাভিষেকস্যানুমানম্, সীতাদেব্যা আনন্দপ্রকাশঃ, মাঙ্গল্যাচরণম্, লক্ষ্মণেন সহ রামস্য রথেন যাত্রা, জনতায়া আনন্দকোলাহলঃ, গবাক্ষস্থানে সম্মিলিতানাং স্ত্রীণাং পরস্পরং সীতায়াঃ সৌভাগ্যমধিকৃত্যালাপঃ, ভাবিশাসক-রামংপ্রতি প্রজানাং সম্মতিপূর্ণবাক্যব্যবহারশ্চ।]

স তদন্তঃপুরদ্বারং সমতীত্য জনাকুলম্।
প্রবিবিক্তাস্ততঃ কক্ষ্যামাসসাদ পুরাণবিৎ ॥১

প্রাসকার্মুকবিভ্রদ্ভির্যুবভির্মৃষ্টকুণ্ডলৈঃ।
অপ্রমাদিভিরেকাগ্রৈঃ স্বানুরক্তৈরধিষ্ঠিতাম্ ॥২

তত্র কাষায়িণো বৃদ্ধান্ বেত্রপাণীন্ স্বলঙ্কৃতান্।
দদর্শ বিষ্ঠিতান্ দ্বারি স্ত্র্যধ্যক্ষান্ সুসমাহিতান্ ॥৩

তে সমীক্ষ্য সমায়ান্তং রামপ্রিয়চিকীর্ষবঃ।
সহসোৎপতিতাঃ সর্বে হ্যাসনেভ্যঃ সসংভ্রমাঃ ॥৪

তানুবাচ বিনীতাত্মা সূতপুত্রঃ প্রদক্ষিণঃ।
ক্ষিপ্রমাখ্যাত রামায় সুমন্ত্রো দ্বারি তিষ্ঠতি ॥৫

তে রামমুপসঙ্গম্য ভর্তুঃ প্রিয়চিকীর্ষবঃ।
সভার্য্যায় চ রামায় ক্ষিপ্রমেবাচচক্ষিরে ॥৬

প্রতিবেদিতমাজ্ঞায় সূতমভ্যন্তরং পিতুঃ।
তত্রৈবানায়য়ামাস রাঘবঃ প্রিয়কাম্যয়া ॥৭

তং বৈশ্রবণসঙ্কাশমুপবিষ্টং স্বলঙ্কৃতম্।
দদর্শ সূতঃ পর্য্যঙ্কে সৌবর্ণে সোত্তরচ্ছদে ॥৮

বরাহরুধিরাভেণ শুচিনা চ সুগন্ধিনা।
অনুলিপ্তং পরার্ধ্যেন চন্দনেন পরন্তপম্ ॥৯

স্থিতয়া পার্শ্বতশ্চাপি বালব্যজনহস্তয়া।
উপেতং সীতয়া ভূয়শ্চিত্রয়া শশিনং যথা ॥১০

তং তপন্তমিবাদিত্যমুপপন্নং স্বতেজসা।
ববন্দে বরদং বন্দী বিনয়জ্ঞো বিনীতবৎ ॥১১

প্রাঞ্জলিঃ সুমুখং দৃষ্ট্বা বিহার-শয়নাসনে।
রাজপুত্রমুবাচেদং সুমন্ত্রো রাজসৎকৃতঃ ॥১২

ষোড়শ সর্গ

[সীতাসহ সমাসীন রামসমীপে সুমন্ত্র কর্তৃক জ্যেষ্ঠ-পুত্রদর্শনাভিলাষী মহারাজ দশরথের মহিষী কৈকেয়ীসহ অবস্থানের কথা জ্ঞাপন, রাম কর্তৃক স্বীয় রাজ্যাভিষেকের অনুমান, সীতাদেবীর আনন্দপ্রকাশ ও মাঙ্গলিক আচরণ, লক্ষ্মণসহ রামের রথে করিয়া যাত্রা, জনতার আনন্দ-কোলাহল, গবাক্ষস্থানে সম্মিলিতা স্ত্রীগণের পরস্পর সীতার সৌভাগ্য-সম্বন্ধে আলাপ ও ভাবী শাসনকর্তা রামের প্রতি প্রজাবৃন্দের আস্থাপূর্ণ বাক্য-ব্যবহার।]

অতিবৃদ্ধ সুমন্ত্র জনতাপূর্ণ অন্তঃপুরদ্বার অতিক্রম করিয়া কোলাহলশূন্য রামের প্রকোষ্ঠে উপনীত হইলেন। প্রাস ও কার্মুকধারী সমুজ্জ্বলকুণ্ডলশোভিত প্রমাদশূন্য অনুরক্ত বিশ্বস্ত যুবকগণ রক্ষকরূপে সেইস্থানে উপস্থিত রহিয়াছে। ঐ প্রকোষ্ঠের দ্বারদেশে কুসুম্ভাদি রক্তদ্রব্যে রঞ্জিতবস্ত্রধারী, অলঙ্কৃত, সাবধান ও স্ত্রীজন-রক্ষক বৃদ্ধগণ বেত্রযষ্টিহস্তে অবস্থান করিতেছে। সুমন্ত্র রামের প্রকোষ্ঠের দ্বারদেশে আসিয়া এইরূপ দেখিলেন। রামের হিতাকাঙ্ক্ষী দ্বারস্থব্যক্তিগণ সুমন্ত্রকে আসিতে দেখিয়া সম্ভ্রমের সহিত সত্বর আসন হইতে উঠিয়া পড়িল। সর্বকার্য্যনিপুণ অতিবিনীত সুমন্ত্র তাহাদিগকে বলিলেন,—সত্বর রামকে নিবেদন কর যে, সুমন্ত্র দ্বারদেশে উপস্থিত। রামের প্রিয়কারী ব্যক্তিগণ রামের নিকট যাইয়া সীতাসহিত রামকে সত্বর ঐ সংবাদ জানাইল। ঐ সংবাদ পাইয়াই সুমন্ত্রের প্রীতির জন্য রাম পিতার অন্তরঙ্গ বন্ধু সারথিকে নিজগৃহেই আনয়ন করাইলেন। সেখানে প্রবেশ করিয়া সুমন্ত্র উৎকৃষ্ট আস্তরণে আচ্ছাদিত সুবর্ণপর্য্যঙ্কে উপবিষ্ট বিবিধভূষণে ভূষিত কুবেরতুল্য রামকে দর্শন করিলেন। তাঁহার অঙ্গ বরাহরক্তের ন্যায় অতিলোহিত এবং সুগন্ধি ও পবিত্র উৎকৃষ্টচন্দনে অনুলিপ্ত। রাম চামরধারিণী ও বামপার্শ্বে উপবিষ্টা সীতার দ্বারা শোভিত, মনে হয় যেন চিত্রানক্ষত্রের দ্বারা চন্দ্র শোভিত হইয়াছেন।১-১০

নীতিজ্ঞ সারথি সুমন্ত্র আদিত্যের ন্যায় স্বীয়তেজে উদ্ভাসিত বরদ রামকে বিনীতভাবে বন্দনা করিলেন। তাঁহাকে বিহারশয্যায় উপবিষ্ট ও প্রসন্ন দেখিয়া সুমন্ত্র কৃতাঞ্জলিপুটে রাজনন্দনকে বলিলেন,—রাম! আপনাকে

কৌসল্যা সুপ্রজা রাম পিতা ত্বাং দ্রষ্টুমিচ্ছতি।
মহিষ্যাপি হি কৈকয্যা গম্যতাং তত্র মা চিরম্ ॥১৩
এবমুক্তস্তু সংহৃষ্টো নরসিংহো মহাদ্যুতিঃ।
ততঃ সংমানয়ামাস সীতামিদমুবাচ হ ॥১৪
দেবি দেবশ্চ দেবী চ সমাগম্য মদন্তরে।
মন্ত্রয়েতে ধ্রুবং কিঞ্চিদভিষেচনসংহিতম্ ॥১৫
লক্ষয়িত্বা হ্যভিপ্রায়ং প্রিয়কামা সুদক্ষিণা।
সঞ্চোদয়তি রাজানং মদর্থমসিতেক্ষণা ॥১৬
সা প্রহৃষ্টা মহারাজং হিতকামানুবর্তিনী।
জননী চার্থকামা মে কৈকয়াধিপতেঃ সুতা ॥১৭
দিষ্ট্যা খলু মহারাজো মহিষ্যা প্রিয়য়া সহ।
সুমন্ত্রং প্রাহিণোদ্দূতমর্থ-কামকরং মম ॥১৮
যাদৃশী পরিষত্তত্র তাদৃশো দূত আগতঃ।
ধ্রুবমদ্যৈব মাং রাজা যৌবরাজ্যেঽভিষেক্ষ্যতি ॥১৯

হন্ত শীঘ্রমিতো গত্বা দ্রক্ষ্যামি চ মহীপতিম্।
সহ ত্বং পরিবারেণ সুখমাস্ব রমস্ব চ ॥২০
পতিসম্মানিতা সীতা ভর্তারমসিতেক্ষণা।
আ দ্বারমনুবব্রাজ মঙ্গলান্যভিদধ্যুষী ॥২১
রাজ্যং দ্বিজাতিভির্জুষ্টং রাজসূয়াভিষেচনম্।
কর্তুমর্হতি তে রাজা বাসবস্যেব লোককৃৎ ॥২২
দীক্ষিতং ব্রতসম্পন্নং বরাজিনধরং শুচিম্।
কুরঙ্গশৃঙ্গপাণিঞ্চ পশ্যন্তী ত্বাং ভজাম্যহম্ ॥২৩
পূর্বাং দিশং বজ্রধরো দক্ষিণাং পাতু তে যমঃ।
বরুণঃ পশ্চিমামাশাং ধনেশস্তূত্তরাং দিশাম্ ॥২৪
অথ সীতামনুজ্ঞাপ্য কৃতকৌতুকমঙ্গলঃ।
নিশ্চক্রাম সুমন্ত্রেণ সহ রামো নিবেশনাৎ ॥২৫
পর্বতাদিব নিষ্ক্রম্য সিংহো গিরিগুহাশয়ঃ।
লক্ষ্মণং দ্বারি সোঽপশ্যৎ প্রহ্বাঞ্জলিপুটং স্থিতম্ ॥২৬

পুত্ররূপে পাইয়া কৌশল্যা সৎপুত্রবতী। আপনার পিতা দশরথ মহিষী কৈকেয়ীর সহিত আপনাকে দেখিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। আপনি অবিলম্বে সেখানে গমন করুন। অতিদ্যুতিমান্ নরোত্তম রাম সুমন্ত্রের বাক্য শুনিয়া তাহাকে স্বীকৃতি জানাইলেন এবং সীতাকে বলিলেন,—দেবি! পিতৃদেব ও মাতৃদেবী আমার জন্য মিলিত হইয়া অভিষেকের সম্বন্ধে কোনরূপ পরামর্শ করিতেছেন বোধ হয়। সীতে! আমার মনে হইতেছে যে, হিতৈষিণী অতিনিপুণা স্নিগ্ধদৃষ্টি জননী কৈকেয়ী মহারাজের অভিপ্রায় বুঝিয়া আমার জন্য তাঁহাকে প্রেরণা দিতেছেন। কেকয়রাজনন্দিনী মহারাজ দশরথের অনুবর্তিনী, আমার হিতাকাঙ্ক্ষিণী জননী নিশ্চয়ই অভিষেকসংবাদশ্রবণে আনন্দিত হইয়াছেন এবং মহারাজের নিকট আমার জন্য কিছু প্রার্থনা করিয়াছেন। ইহা আমার সৌভাগ্য যে, মহারাজ প্রিয়মহিষীর সহিত আমার স্বার্থসাধনকারী সুমন্ত্রকে দূতরূপে পাঠাইয়াছেন। অন্তঃপুরে যেভাবে সকলে সমবেত হইয়াছেন এবং যেরূপ দূত আগমন করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, নিশ্চয় অদ্যই মহারাজ আমাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন। দেবি! সীতে! আমি অতিসত্বর এই স্থান হইতে যাইয়া মহারাজকে দর্শন করি। তুমি পরিজনের সহিত সুখে থাক এবং আরাম কর।১১-২০

এইরূপ বলিয়া রাম যাইতে উদ্যত হইলে পতি-সমাদৃতা সুন্দরী সীতা যাত্রাকালে উচ্চারণযোগ্য মাঙ্গলিক বচন বলিতে বলিতে দ্বারদেশ পর্যন্ত রামের অনুগমন করিলেন। সীতা বলিতে লাগিলেন—প্রজাপতি ব্রহ্মা যেরূপে ইন্দ্রকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন, সেইরূপে মহারাজ দশরথ ব্রাহ্মণসেবিত-রাজ্যে তোমাকে রাজসূয়-যোগ্য আয়োজনের সহিত অভিষিক্ত করুন। আমি তোমাকে দীক্ষিত, ব্রতসম্পন্ন, মৃগচর্মধারী, পবিত্র ও কুরঙ্গশৃঙ্গধারী দেখিয়া ভজনা করিব। গমনকালে বজ্রধর ইন্দ্র তোমার পূর্বদিক্ রক্ষা করুন। যম দক্ষিণদিক্, বরুণ পশ্চিমদিক্ ও কুবের উত্তরদিক্ রক্ষা করুন। এইভাবে মাঙ্গলিক আচার সম্পন্ন হইলে সীতার অনুমতি লইয়া রাম সুমন্ত্রের সহিত নিজগৃহ হইতে নির্গত হইলেন। গিরিগুহাশায়ী সিংহ যেমন পর্বত হইতে বহির্গত হয়, সেইভাবে রাম বহির্গত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থিত লক্ষ্মণকে দ্বারদেশে দেখিতে পাইলেন। অনন্তর

অথ মধ্যমকক্ষ্যায়াং সমাগচ্ছৎ সুহৃজ্জনৈঃ।
স সর্বানর্থিনো দৃষ্ট্বা সমেত্য প্রতিনন্দ্য চ ॥২৭
ততঃ পাবকসঙ্কাশমারুরোহ রথোত্তমম্।
বৈয়াঘ্রং পুরুষব্যাঘ্রো রাজিতং রাজনন্দন ॥২৮
মেঘনাদমসংবাধং মণি-হেমবিভূষিতম্।
মুষ্ণন্তমিব চক্ষূংষি প্রভয়া মেরুবর্চসম্ ॥২৯
করেণুশিশুকল্পৈশ্চ যুক্তং পরমবাজিভিঃ।
হরিযুক্তং সহস্রাক্ষো রথমিন্দ্র ইবাশুগম্ ॥৩০
প্রযযৌ তূর্ণমাস্থায় রাঘবো জ্বলিতঃ শ্রিয়া।
স পর্জন্য ইবাকাশে স্বনবানভিনাদয়ন্ ॥৩১
নিকেতান্নির্যযৌ শ্রীমান্মহাভ্রাদিব চন্দ্রমাঃ।
চিত্রচামরপাণিস্তু লক্ষ্মণো রাঘবানুজঃ ॥৩২
জুগোপ ভ্রাতরং ভ্রাতা রথমাস্থায় পৃষ্ঠতঃ।
ততো হলহলাশব্দস্তুমুলঃ সমজায়ত ॥৩৩
তস্য নিষ্ক্রমমাণস্য জনৌঘস্য সমন্ততঃ।
ততো হয়বরা মুখ্যা নাগাশ্চ গিরিসন্নিভাঃ ॥৩৪
অনুজগ্মুস্তথা রামং শতশোঽথ সহস্রশঃ।
অগ্রতশ্চাস্য সন্নদ্ধাশ্চন্দনাগুরুভূষিতাঃ ॥৩৫
খড়্গ-চাপধরাঃ শূরা জগ্মুরাশংসবো জনাঃ।
ততো বাদিত্রশব্দাশ্চ স্তুতিশব্দাশ্চ বন্দিনাম্ ॥৩৬
সিংহনাদাশ্চ শূরাণাং ততঃ শুশ্রুবিরে পথি।
হর্ম্য-বাতায়নস্থাভির্ভূষিতাভিঃ সমন্ততঃ ॥৩৭
কীর্য্যমাণঃ সুপুষ্পৌঘৈর্যযৌ স্ত্রীভিররিন্দমঃ।
রামং সর্বানবদ্যাঙ্গ্যো রামপিপ্রীষয়া ততঃ ॥৩৮
বচোভিরগ্র্যৈর্হর্ম্যস্থাঃ ক্ষিতিস্থাশ্চ ববন্দিরে।
নূনং নন্দতি তে মাতা কৌসল্যা মাতৃনন্দন ॥৩৯
পশ্যন্তী সিদ্ধযাত্রং ত্বাং পিত্র্যং রাজ্যমুপস্থিতম্।
সর্বসীমন্তিনীভ্যশ্চ সীতাং সীমন্তিনীং বরাম্ ॥৪০

মধ্যমপ্রকোষ্ঠে যাহারা দর্শন করিতে উৎসুক হইয়া অপেক্ষা করিতেছেন, সেই সকল সুহৃৎ ও দর্শনপ্রার্থী ব্যক্তিগণের সহিত মিলিত হইলেন এবং তাহাদিগকে অভিনন্দিত করিলেন। রাজপুত্র রাম সকলের সহিত সময়োচিত ব্যবহার করিয়া অগ্নিসদৃশ দিব্যরথে আরোহণ করিলেন। সেই রথটি রজতের দ্বারা নির্মিত এবং ব্যাঘ্রচর্মে সমাবৃত, তাহার শব্দ মেঘের মত। স্বর্ণ-মণিখচিত, অবাধগতি, সুমেরুতুল্য উজ্জ্বল রথটি নিজ-প্রভায় সকলের চক্ষুকে প্রতিহত করে। হস্তিশাবক-সদৃশ উৎকৃষ্ট অশ্ব-সংযোজিত রথটি ইন্দ্রের রথের ন্যায়। ইন্দ্র যেমন ত্বরিতগামী দিব্য অশ্বযুক্ত রথে আরোহণ করিয়া গমন করেন, সেইরূপ রামও তাদৃশ রথে আরোহণ করিয়া গমন করিলেন। শ্রীমান্ রাঘব নিজ প্রভায় উজ্জ্বল হইয়া আকাশে মেঘের মত সবদিক্ মুখরিত করিয়া সত্বর অগ্রসর হইলেন। মহামেঘের অভ্যন্তর হইতে চন্দ্রের ন্যায় রাম নিজভবন হইতে নির্গত হইলেন। রামানুজ লক্ষ্মণ বিচিত্রচামর হস্তে লইয়া রথোপরি রামের পশ্চাদ্ভাগে উপবেশনপূর্বক অগ্রজকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। রাম যখন এইভাবে ভবন হইতে নির্গত হইতেছিলেন, তখন সেখানে অপেক্ষারত জনতার তুমুল কোলাহল উত্থিত হইল। রামের পশ্চাতে শত শত উৎকৃষ্ট অশ্ব সহস্রসংখ্যক পর্বতসদৃশ হস্তী গমন করিতে লাগিল এবং চন্দন ও অগুরুভূষিত, খড়গ ও চাপধারী কবচপরিহিত রামহিতৈষী বীরগণ অগ্রে গমন করিতে লাগিল। সেই সময় পথে নানাবিধ বাদ্যধ্বনি, বন্দীদিগের স্তুতিশব্দ এবং বীরগণের সিংহনাদ শ্রবণ-গোচর হইতেছিল। চতুর্দিকে হর্ম্যগবাক্ষস্থিত অলঙ্কৃত স্ত্রীলোকগণ রামের উপর পুষ্পনিক্ষেপ করিতে লাগিল। রামকে প্রীত করিবার জন্য ভূতলস্থিত ও হর্ম্যস্থিত সৌন্দর্য্যমণ্ডিত ভদ্রমহিলাগণ উত্তমবাক্যে রামের বন্দনা করিতে লাগিল। তাহারা বলিতে লাগিল—কৌশল্যা-সুখবর্ধন! রাম! তোমার যাত্রা সফল হউক। তুমি পৈতৃক রাজ্যে অধিষ্ঠিত হইলে তোমার জননী কৌশল্যা অবশ্যই আনন্দিত হইবেন। অনন্তর ঐ মহিলাগণ মনে করিলেন যে, রামের প্রিয়া সীতা পৃথিবীস্থিত সকল রমণীর মধ্যে শ্রেষ্ঠরমণী। সীতাদেবী পূর্বে নিশ্চয়ই অতিশয় তপস্যা করিয়াছিলেন, সেইজন্যই চন্দ্রের সহিত রোহিণীর ন্যায় তিনি রামের সহিত মিলিত হইয়াছেন।

অমন্যন্ত হি তা নার্য্যো রামস্য হৃদয়প্রিয়াম্।
তয়া সুচরিতং দেব্যা পুরা নূনং মহত্তপঃ ॥৪১
রোহিণীব শশাঙ্কেন রামসংযোগমাপ যা।
ইতি প্রাসাদশৃঙ্গেষু প্রমদাভির্নরোত্তমঃ।
শুশ্রাব রাজমার্গস্থঃ প্রিয়া বাচ উদাহৃতাঃ ॥৪২
স রাঘবস্তত্র তদাপ্রলাপান্
শুশ্রাব লোকস্য সমাগতস্য।
আত্মাধিকারা বিবিধাশ্চ বাচঃ
প্রহৃষ্টরূপস্য পুরে জনস্য ॥৪৩
এষ শ্রিয়ং গচ্ছতি রাঘবোঽদ্য
রাজপ্রসাদাদ্ বিপুলাং গমিষ্যন্।
এতে বয়ং সর্বসমৃদ্ধকামা
যেষাময়ং নো ভবিতা প্রশাস্তা ॥৪৪
লাভো জনস্যাস্য যদেষ সর্বং
প্রপৎস্যতে রাষ্ট্রমিদং চিরায়।
ন হ্যপ্রিয়ং কিঞ্চন জাতু কশ্চিৎ
পশ্যেন্ন দুঃখং মনুজাধিপেঽস্মিন্ ॥৪৫
স ঘোষবদ্ভিশ্চ হয়ৈঃ সুনাগৈঃ
পুরঃসরৈঃ স্বস্তিক-সূত-মাগধৈঃ।
মহীয়মানঃ প্রবরৈশ্চ বাদিকৈ-
রভিষ্টুতো বৈশ্রবণো যথা যযৌ ॥৪৬
করেণু-মাতঙ্গ-রথাশ্বসঙ্কুলং
মহাজনৌঘৈঃ পরিপূর্ণচত্বরম্।
প্রভূতরত্নং বহুপণ্যসঞ্চয়ং
দদর্শ রামো বিমলং মহাপথম্ ॥৪৭

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে
আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে ষোড়শঃ সর্গঃ ॥

রাজমার্গে যাইবার সময় রাম প্রাসাদ, গবাক্ষ প্রভৃতি স্থানে অবস্থিত স্ত্রীজনের প্রিয়বাক্য শ্রবণ করিলেন। ২১-৪২

কিছুদূর অগ্রসর হইয়া সমাগত অতিশয় আনন্দিত পুরবাসী ব্যক্তিগণের মুখে নিজের বিষয়ে বিবিধ আলাপ শ্রবণ করিতে লাগিলেন। তাহারা বলিতেছিল—এই রঘুনন্দন রাম রাজা দশরথের প্রসাদে বিপুল-রাজ্যশ্রী লাভ করিবার জন্য গমন করিতেছেন। ইনি আমাদের সকলের শাসনকর্তা হইবেন, তাহাতে আমাদের সকল মনোরথ সর্বথা সফল হইবে। এই রাম চিরকালের জন্য রাজ্যলাভ করিতেছেন, ইহাতে আমাদের সকলের পরম লাভ হইবে। ইনি সকল মনুষ্যের পালক হইলে কেহ কখনই অপ্রিয় ও দুঃখপ্রাপ্ত হইবে না। এইরূপ আলাপ শুনিতে শুনিতে রাম শব্দায়মান অশ্ব, হস্তী, অগ্রগামী বীরগণ কর্তৃক বেষ্টিত হইয়া এবং সূত, মাগধ প্রভৃতি স্তুতিপাঠকগণ কর্তৃক স্তুত হইয়া কুবেরের ন্যায় অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অনন্তর হস্তী, হস্তিনী, রথ ও অশ্বে পরিপূর্ণ, বিপুলজনতার দ্বারা পরিব্যাপ্ত, নানাবিধ প্রচুর রত্ন ও বহুবিধ পণ্যদ্রব্যপূর্ণ নির্মল রাজপথ দেখিতে পাইলেন। ৪২-৪৭

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ষোড়শ সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তদশঃ সর্গঃ

[রাজপথস্য শোভাং পরিপশ্যতঃ সজ্জনানাং বাক্যালাপং শৃণ্বতো রামস্য পিতৃভবনে প্রবেশঃ।]

স রামো রথমাস্থায় সংপ্রহৃষ্ট-সুহৃজ্জনঃ।
পতাকা-ধ্বজসম্পন্নং মহার্হাগুরুধূপিতম্ ॥১

অপশ্যন্নগরং শ্রীমান্নানাজনসমন্বিতম্ (ক)।
স গৃহৈরভ্রসঙ্কাশৈঃ পাণ্ডুরৈরুপশোভিতম্ ॥২

রাজমার্গং যযৌ রামো মধ্যেনাগুরুধূপিতম্।
চন্দনানাঞ্চ মুখ্যানামগুরূণাঞ্চ সঞ্চয়ৈঃ ॥৩

উত্তমানাঞ্চ গন্ধানাং ক্ষৌম-কৌশাম্বরস্য চ।
আবিদ্ধাভিশ্চ মুক্তাভিরুত্তমৈঃ স্ফাটিকৈরপি ॥৪

শোভমানমসংবাধং তং রাজপথমুত্তমম্।
সংবৃতং বিবিধৈঃ পুষ্পৈর্ভক্ষ্যৈরুচ্চাবচৈরপি ॥৫

দদর্শ তং রাজপথং দিবি দেবপতির্যথা।
দধ্যক্ষত-হবির্লাজৈর্ধূপৈরগুরুচন্দনৈঃ ॥৬

নানামাল্যোপগন্ধৈশ্চ সদাভ্যর্চিতচত্বরম্।
অশীর্বাদান্ বহূন্ শৃণ্বন্ সুহৃদ্ভিঃ তমুদীরিতান্ ॥৭

যথার্হঞ্চাপি সম্পূজ্য সর্বানেব নরান্ যযৌ।
পিতামহৈরাচরিতং তথৈব প্রপিতামহৈঃ ॥৮

অদ্যোপাদায় তং মার্গমভিষিক্তোঽনুপালয়।
যথা স্ম পোষিতাঃ পিত্রা যথা সর্বৈঃ পিতামহৈঃ।

ততঃ সুখতরং সর্বে রামে বৎস্যাম রাজনি ॥৯
অলমদ্য হি ভুক্তেন পরমার্থৈরলঞ্চ নঃ।

যথা পশ্যাম নির্যান্তং রামং রাজ্যে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥১০
ততো হি নঃ প্রিয়তরং নান্যৎ কিঞ্চিদ্ভবিষ্যতি।

যথাভিষেকো রামস্য রাজ্যেনামিততেজসঃ ॥১১
এতাশ্চান্যাশ্চ সুহৃদামুদাসীনঃ শুভাঃ কথাঃ।
আত্মসম্পূজনীঃ শৃণ্বন্ যযৌ রামো মহাপথম্ ॥১২

সপ্তদশ সর্গ

[রাজপথের শোভাদর্শন করিতে করিতে ও সজ্জনবৃন্দের বাক্যালাপ শুনিতে শুনিতে শ্রীরামের পিতৃভবনে প্রবেশ।]

শ্রীমান্ রাম সুহৃদ্‌বর্গকে আনন্দিত করিয়া রথারোহণপূর্বক অযোধ্যানগরকে দর্শন করিতে লাগিলেন। দেখিলেন যে, প্রতিটি গৃহে ধ্বজ পতাকা উত্তোলিত হইয়াছে। মহামূল্য অগুরু ও ধূপের দ্বারা সুবাসিত হইয়াছে। বহুজনাকীর্ণ মেঘতুল্য উন্নত ও শুভ্র গৃহসমূহের দ্বারা শোভিত হইয়াছে। অযোধ্যানগর দর্শন করিতে করিতে রাজপথে উপস্থিত হইলেন। ঐ রাজপথ অগুরু ও ধূপের গন্ধে সুবাসিত, উৎকৃষ্ট চন্দন, অগুরু ও অন্যান্য সুগন্ধি দ্রব্যের দ্বারা আমোদিত, স্থানে স্থানে পট্ট প্রভৃতি বস্ত্রের দ্বারা সুশোভিত, মধ্যে মধ্যে মুক্তাস্তবক ও স্ফটিকমালা বিরাজিত, নানাবিধ রাশেষ ও ভক্ষ্যদ্রব্যপরিবৃত। এই সকল উপকরণ ঐ রাজপথের শোভাবৃদ্ধি করিয়াছে। দেবরাজ ইন্দ্র স্বর্গে যেমন সুন্দর প্রশস্ত রাজপথ দর্শন করেন, রামও সেইরূপ ঐ রাজপথটিকে দেখিতে লাগিলেন। ঐ রাজপথের চত্বরসমূহ সর্বদা দধি, অক্ষত, ঘৃত, লাজ, ধূপ, অগুরু, চন্দন, নানাপ্রকার মাল্য ও গন্ধদ্রব্যে সুশোভিত ছিল। রাজপথে যাইতে যাইতে বহুজনের বহুবিধ আশীর্বাদবাক্য শুনিতে লাগিলেন এবং তাহাদিগকে যথাযোগ্যভাবে সম্মান করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। রাজপথস্থিত জনগণ রামকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিল—রাম! আপনার প্রপিতামহ ও পিতামহ প্রভৃতি পূর্বপুরুষ যে পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া প্রজাপালন করিয়াছেন, আপনি সেই পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া আমাদিগকে পালন করুন। অনন্তর তাহারা পরস্পর আলোচনা করিতে লাগিল—রামের পিতা, পিতামহ প্রভৃতি আমাদিগকে যেরূপ প্রতিপালন করিয়া সুখী করিয়াছেন, রাম রাজা হইলে আমরা তদপেক্ষা অধিক সুখে থাকিব। যদি রাজ্যে

(ক) সমাকুলম্।

ন হি তস্মান্মনঃ কশ্চিচ্চক্ষুষী বা নরোত্তমাৎ।
নরঃ শক্নোত্যপাক্রষ্টুমতিক্রান্তেঽপি রাঘবে ॥১৩
যশ্চ রামং ন পশ্যেত্তু যঞ্চ রামো ন পশ্যতি।
নিন্দিতঃ সর্বলোকেষু স্বাত্মাপ্যেনং বিগর্হতে ॥১৪
সর্বেষাং স হি ধর্মাত্মা বর্ণানাং কুরুতে দয়াম্।
চতুর্ণাং হি বয়ঃস্থানাং তেন তে তমনুব্রতাঃ ॥১৫
চতুষ্পথান্ দেবপথাংশ্চৈত্যাংশ্চায়তনানি চ।
প্রদক্ষিণং পরিহরন্ জগাম নৃপতেঃ সুতঃ ॥১৬
স রাজকুলমাসাদ্য মেঘসংঘোপমৈঃ শুভৈঃ।
প্রাসাদশৃঙ্গৈর্বিবিধৈঃ কৈলাসশিখরোপমৈঃ ॥১৭
আবারয়দ্ভির্গগনং বিমানৈরিব পাণ্ডুরৈঃ।
বর্ধমানগৃহৈশ্চাপি রত্নজালপরিষ্কৃতৈঃ ॥১৮
তৎপৃথিব্যাং গৃহবরং মহেন্দ্রসদনোপমম্।
রাজপুত্রঃ পিতুর্বেশ্ম প্রবিবেশ শ্রিয়া জ্বলন্ ॥১৯
স কক্ষ্যা ধন্বিভিগু'প্তাস্তিস্রোঽতিক্রম্য বাজিভিঃ।
পদাতিরপরে কক্ষ্যে দ্বে জগাম নরোত্তমঃ ॥২০
স সর্বাঃ সমতিক্রম্য কক্ষ্যা দশরথাত্মজঃ।
সন্নিবর্ত্য জনং সর্বং শুদ্ধান্তঃপুরমত্যগাৎ ॥২১
তস্মিন্ প্রবিষ্টে পিতুরন্তিকং তদা
জনঃ স সর্বো মুদিতো নৃপাত্মজে।
প্রতীক্ষতে তস্য পুনঃ স্ম নির্গমং
যথোদয়ং চন্দ্রমসঃ সরিৎপতিঃ ॥২২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে সপ্তদশঃ সর্গঃ।

অভিষিক্ত হওয়ার পর রাজভবন হইতে রামকে বহির্গত হইতে দেখিতে পাই, তাহা হইলে অদ্য আমাদের ভোজনের প্রয়োজন নাই, অন্য কোন পরমার্থেও প্রয়োজন নাই। অপরিমিততেজঃসম্পন্ন রামের রাজ্যাভিষেক যেরূপ প্রীতিকর হইবে, তদপেক্ষা অধিক প্রীতিকর আর কিছুই হইতে পারে না। এইভাবে রাজপথস্থিত বন্ধুব্যক্তিগণের মুখে স্বীয়প্রশংসা ও শুভকথা উদাসীনভাবে শুনিতে শুনিতে রাম রাজপথে গমন করিতে লাগিলেন।১-১২

তিনি সকলকে অতিক্রম করিয়া চলিলেও কেহই ঐ নরোত্তম হইতে মন বা দৃষ্টি অপসারিত করিতে পারে নাই। সেই সময় যে ব্যক্তি রামকে দর্শন করিতে পারে নাই এবং যে ব্যক্তি রামের দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই, সে সকললোকের নিকট নিন্দিত হইয়াছিল, নিজের দুর্ভাগ্যের জন্য সে নিজেই নিজেকে নিন্দা করিয়াছিল। ধার্মিক রাম ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি-নির্বিশেষে সকলের প্রতি যথাযোগ্য দয়া করেন, সেইজন্য সকলেই তাঁহার অনুগত ছিল। নৃপতিতনয় রাম চতুষ্পথ, দেবালয়, চৈত্য ও সভাগৃহসকল দক্ষিণপার্শ্বে রাখিয়া যাইতে লাগিলেন। অবশেষে রাজভবনের নিকট উপস্থিত হইলেন। ঐ রাজভবন মেঘসমূহতুল্য মনোরম, কৈলাস-শিখরসদৃশ উন্নত ও বহু প্রাসাদশোভিত এবং গগনস্পর্শী বিমানসদৃশ শুভ্র ও বহুরত্নখচিত ক্রীড়াগৃহসমন্বিত। রাজকুমার রাম নিজতেজে প্রদীপ্ত হইয়া পৃথিবীতে ইন্দ্রালয়তুল্য অত্যুত্তম পিতৃভবনে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর ধনুর্ধারী বীরগণকর্তৃক রক্ষিত তিনটি প্রকোষ্ঠ অশ্বযোজিত রথের দ্বারা অতিক্রম করিয়া পুরুষোত্তম রাম পদব্রজে অপর দুইটি প্রকোষ্ঠ অতিক্রম করিলেন। দশরথতনয় এইভাবে সকল প্রকোষ্ঠ অতিক্রম করত অনুগামী লোকদিগকে গমনে নিবৃত্ত করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। রাজকুমার পিতার নিকট গমন করিলে সকলেই অতিশয় আনন্দিত হইল। সমুদ্র যেমন চন্দ্রের উদয়ের প্রতীক্ষা করে, সেইরূপ সকললোক রামের বহিরাগমনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।১৩-২২

মহর্ষিবাল্মীকি-প্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে সপ্তদশ সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টাদশঃ সর্গঃ

[চিন্তিতং পিতরং দৃষ্ট্বা তৎকারণং কৈকয্যাঃ সমীপে রামস্য জিজ্ঞাসা, কঠিনহৃদয়-কৈকয্যা স্বীয়-প্রার্থিতবরবৃত্তান্তস্য বর্ণনম্, বনং গন্তুং শ্রীরামায় প্রেরণাদানঞ্চ।]

স দদর্শাসনে রামো নিষণ্ণং পিতরং শুভে।
কৈকয্যা সহিতং দীনং মুখেন পরিশুষ্যতা ॥১
স পিতুশ্চরণৌ পূর্বমভিবাদ্য বিনীতবৎ।
ততো ববন্দে চরণৌ কৈকয্যাঃ সুসমাহিতঃ ॥২
রামেত্যুক্ত্বা তু বচনং বাষ্পপর্য্যাকুলেক্ষণঃ।
শশাক নৃপতির্দীনো নেক্ষিতুং নাভিভাষিতুম্ ॥৩
তদপূর্বং নরপতের্দৃষ্ট্বা রূপং ভয়াবহম্।
রামোঽপি ভয়মাপন্নঃ পদা স্পৃষ্ট্বেব পন্নগম্ ॥৪
ইন্দ্রিয়ৈরপ্রহৃষ্টৈস্তং শোকসন্তাপকর্শিতম্।
নিঃশ্বসন্তং মহারাজং ব্যথিতাকুলচেতসম্ ॥৫
ঊর্মিমালিনমক্ষোভ্যং ক্ষুভ্যন্তমিব সাগরম্।
উপপ্লুতমিবাদিত্যমুক্তানৃতমৃষিং যথা ॥৬
অচিন্ত্যকল্পং নৃপতেস্তং শোকমুপধারয়ন্।
বভূব সংরব্ধতরঃ সমুদ্র ইব পর্বণি ॥৭
চিন্তয়ামাস চতুরো রামঃ পিতৃহিতে রতঃ।
কিংস্বিদদ্যৈব নৃপতির্ন মাং প্রত্যভিনন্দতি ॥৮
অন্যদা মাং পিতা দৃষ্ট্বা কুপিতোঽপি প্রসীদতি।
তস্য মামদ্য সংপ্রেক্ষ্য কিমায়াসঃ প্রবর্ততে ॥৯
স দীন ইব শোকার্তো বিষণ্ণবদনদ্যুতিঃ।
কৈকয়ীমভিবাদ্যৈব রামো বচনমব্রবীৎ ॥১০

অষ্টাদশ সর্গ

[পিতাকে চিন্তিত দেখিয়া তৎকারণ সম্বন্ধে কৈকেয়ীর নিকট রামের জিজ্ঞাসা, কঠিনহৃদয়া কৈকেয়ী কর্তৃক স্বীয় প্রার্থিত বরের বৃত্তান্ত বর্ণন ও বনগমনের জন্য শ্রীরামকে প্রেরণাদান।]

অনন্তর রাম রাজা দশরথকে দীনভাবে শুষ্ক বিষণ্ণ-বদনে কৈকেয়ীর সহিত উৎকৃষ্ট আসনে বসিয়া থাকিতে দেখিলেন। তিনি প্রথমে অতিবিনীতভাবে পিতার চরণবন্দনা করিলেন, পরে একাগ্রচিত্তে কৈকেয়ীর চরণ-বন্দনা করিলেন। দৈন্যযুক্ত মহারাজ "রাম" এই কথা বলিয়া আর কোন কথা বলিতে পাইলেন না এবং নেত্রদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হওয়ায় রামকে দেখিতে পারিলেন না। মহারাজের এইরূপ অদৃষ্টপূর্ব ভয়ঙ্কর রূপ দেখিয়া পদাহত সর্পকে দর্শন করার মত রাম অতিশয় ভীত হইলেন। মহারাজ দশরথের সকল ইন্দ্রিয়ই অপ্রসন্ন হইয়াছে। তিনি শোকে তাপে ব্যথিত হইয়া দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন। মর্মস্পর্শী ব্যথায় তাঁহার চিত্ত অতিশয় ব্যাকুল। ক্ষোভহীন সমুদ্রের ক্ষুব্ধ হওয়ার মত তিনি অতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়া রহিয়াছেন। রাহুগ্রস্ত সূর্য্যের মত এবং মিথ্যাভাষণে হতপ্রভ ঋষির মত তাঁহার সমস্ত তেজ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এইরূপ অবস্থায় পতিত পিতাকে দেখিয়া রাম তাঁহার অচিন্তনীয় শোকের কারণ চিন্তা করিতে করিতে পর্বকালীন সমুদ্রের মত উদ্বেলিত হইলেন। পিতৃহিতৈষী বুদ্ধিমান্ রাম ভাবিতে লাগিলেন—মহারাজ অদ্যই আমাকে অভিনন্দিত করিতেছেন না কেন? অন্যদিন তিনি ক্রুদ্ধ থাকিলেও আমাকে দেখিয়া প্রসন্ন হন, কিন্তু অদ্য আমাকে দেখিয়া তিনি খেদপ্রাপ্ত হইলেন কেন? এইরূপ মনে ভাবিয়া শোকার্ত ম্লানমুখকান্তি রাম অনাথের মত অসহায়-ভাবে কৈকেয়ীকে অভিবাদন করিলেন এবং বলিলেন,—আমি অজ্ঞানতাবশত পিতার নিকট কোন অপরাধ করি নাই ত? যে অপরাধের জন্য তিনি আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, তাহা আপনি জানিলে আমাকে বলুন এবং পিতাকে প্রসন্ন করুন। যিনি সর্বদা আমার প্রতি বাৎসল্যপরায়ণ, তিনি অদ্য আমার প্রতি অপ্রসন্নচিত্ত কেন? যিনি আমাকে দেখিলে সব সময় সম্ভাষণ

কচ্চিন্ময়া নাপরাদ্ধমজ্ঞানাদ্ যেন মে পিতা।
কুপিতস্তন্মমাচক্ষ্ব ত্বমেবৈনং প্রসাদয় ॥১১
অপ্রসন্নমনাঃ কিং নু সদা মাং প্রতি বৎসলঃ।
বিষণ্ণবদনো দীনঃ নহি মাং প্রতি ভাষতে ॥১২
শারীরো মানসো বাপি কচ্চিদেনং ন বাধতে।
সন্তাপো বাভিতাপো বা দুর্লভং হি সদা সুখম্ ॥১৩
কচ্চিন্ন কিঞ্চিদ্ভরতে কুমারে প্রিয়দর্শনে।
শত্রুঘ্নে বা মহাসত্ত্বে মাতৃণাং বা মমাশুভম্ ॥১৪
অতোষয়ন্মহারাজমকুর্বন্ বা পিতুর্বচঃ।
মুহূর্তমপি নেচ্ছেয়ং জীবিতুং কুপিতে নৃপে ॥১৫
যতো মূলং নরঃ পশ্যেৎ প্রাদুর্ভাবমিহাত্মনঃ।
কথং তস্মিন্ন বর্তেত প্রত্যক্ষে সতি দৈবতে ॥১৬
কচ্চিত্তে পরুষং কিঞ্চিদভিমানাৎ পিতা মম।
উক্তো ভবত্যা রোষেণ যেনাস্য লুলিতং মনঃ ॥১৭
এতদাচক্ষ্ব মে দেবি তত্ত্বেন পরিপৃচ্ছতঃ।
কিং নিমিত্তমপূর্বোঽয়ং বিকারো মনুজাধিপে ॥১৮

এবমুক্তা তু কৈকেয়ী রাঘবেণ মহাত্মনা।
উবাচেদং সুনির্লজ্জা ধৃষ্টমাত্মহিতং বচঃ ॥১৯
ন রাজা কুপিতো রাম ব্যসনং নাস্য কিঞ্চন।
কিঞ্চিন্মনোগতং ত্বস্য ত্বদ্ভয়ান্নানুভাষতে ॥২০
প্রিয়ং ত্বামপ্রিয়ং বক্তুং বাণী নাস্য প্রবর্ততে।
তদবশ্যং ত্বয়া কার্য্যং যদনেন শ্রুতং মম ॥২১
এষ মহ্যং বরং দত্ত্বা পুরা মামভিপূজ্য চ।
স পশ্চাৎ তপ্যতে রাজা যথান্যঃ প্রাকৃতস্তথা ॥২২
অতিসৃজ্য দদামীতি (ক) বরং মম বিশাম্পতিঃ।
স নিরর্থং গতজলে সেতুং বন্ধিতুমিচ্ছতি ॥২৩
ধর্মমূলমিদং রাম বিদিতঞ্চ সতামপি।
তৎসত্যং ন ত্যজেদ্ রাজা কুপিতস্ত্বৎকৃতে যথা ॥২৪
যদি তদ্বক্ষ্যতে রাজা শুভং বা যদি বাঽশুভম্।
করিষ্যসি ততঃ সর্বমাখ্যাস্যামি পুনস্ত্বহম্ ॥২৫
যদি ত্বভিহিতং রাজ্ঞা ত্বয়ি তন্ন বিপৎস্যতে।
ততোঽহমভিধাস্যামি ন হ্যেষ ত্বয়ি বক্ষ্যতি ॥২৬

করিয়া থাকেন, তিনি এক্ষণে বিষণ্ণবদনে দীনভাবে রহিয়াছেন কেন ?১১-১২

শরীরে কোন ব্যাধি কিংবা মনে কোন শোক প্রভৃতি উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে ব্যথিত করিতেছে না ত ? মানবের সর্বদা সুখ দুর্লভ। প্রিয়দর্শন কুমার ভরত, মহাবলবান্ শত্রুঘ্ন কিংবা আমার মাতৃগণের কোনরূপ অশুভ হয় নাই ত ? আমি পিতাকে অসন্তুষ্ট করিয়া কিংবা তাঁহার বাক্যপালন না করিয়া এক মুহূর্তও বাঁচিতে ইচ্ছা করি না। যদি তিনি আমার প্রতি কোন কারণবশত ক্রুদ্ধ হন, তাহা হইলেও আমি বাঁচিতে ইচ্ছা করি না। যাঁহা হইতে মানুষ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে, যিনি প্রত্যক্ষ দেবতাস্বরূপ, কোন্ ব্যক্তি তাঁহার বাধ্য হইয়া না থাকে ? দেবি ! আপনি অভিমানিনী হইয়া ক্রোধবশত পিতার প্রতি কোনরূপ কটুবাক্য বলেন নাই ত, যাহার জন্য ইহার মন অবসন্ন হইয়াছে ? জননি ! আমি জানিতে ইচ্ছা করি, আপনি যথার্থরূপে প্রকাশ করুন। মহারাজের এইরূপ অদৃষ্টপূর্ব চিত্ত-বিকারের কারণ কি ? মহাত্মা রাম এইরূপ বলিলে পর নির্লজ্জা কৈকেয়ী নিজহিতকর ধৃষ্টবাক্য বলিলেন—রাম ! মহারাজ কুপিত হন নাই। ইঁহার কোনরূপ দুঃখও হয় নাই। তবে ইঁহার মনোগত কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে কিন্তু তাহা তোমার ভয়ে বলিতে পারিতেছেন না।১৩-২০

তুমি অতিশয় প্রিয়, এইজন্য তোমাকে অপ্রিয়বাক্য বলিতে ইঁহার রসনা প্রবৃত্ত হইতেছে না। কিন্তু ইনি আমার নিকটে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, তাহা পালন করা তোমার অবশ্য কর্তব্য। এই মহারাজ পূর্বে প্রশংসাপূর্বক আমাকে বরদান করিয়াছেন, কিন্তু এখন সাধারণলোকের ন্যায় অনুতাপ করিতেছেন। 'বরদান করিব' এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়া মহারাজ জলনির্গমনের পর সেতুবন্ধনের ন্যায় বৃথা অনুতাপ করিতেছেন। রাম ! সত্যই ধর্মের মূল—এই কথা সজ্জনেরা অবশ্যই

পাঠান্তর :—(ক) অতি সৃজ্য দদামীতি—।

এতত্তু বচনং শ্রুত্বা কৈকয্যা সমুদাহৃতম্ ।
উবাচ ব্যথিতো রামস্তাং দেবীং নৃপসন্নিধৌ ॥২৭
অহো ধিঙ্ নার্হসে দেবি বক্তুং মামীদৃশং বচঃ ।
অহং হি বচনাদ্ রাজ্ঞঃ পতেয়মপি পাবকে ॥২৮
ভক্ষয়েয়ং বিষং তীক্ষ্ণং মজ্জেয়মপি চার্ণবে ।
নিযুক্তো গুরুণা পিত্রা নৃপেণ চ হিতেন চ ॥২৯
তদ্‌ব্রূহি বচনং দেবি রাজ্ঞো যদভিকাঙ্ক্ষিতম্ ।
করিষ্যে প্রতিজানে চ রামো দ্বির্নাভিভাষতে ॥৩০
তমার্জবসমাযুক্তমনার্য্যা সত্যবাদিনম্ ।
উবাচ রামং কৈকয়ী বচনং ভৃশদারুণম্ ॥৩১
পুরা দেবাসুরে যুদ্ধে পিত্রা তে মম রাঘব ।
রক্ষিতেন বরৌ দত্তৌ সশল্যেন মহারণে ॥৩২
তত্র মে যাচিতো রাজা ভরতস্যাভিষেচনম্ ।
গমনং দণ্ডকারণ্যে তব চৈবাদ্য রাঘব ॥৩৩
যদি সত্যপ্রতিজ্ঞং ত্বং পিতরং কর্তুমিচ্ছসি ।
আত্মানঞ্চ নরশ্রেষ্ঠ মম বাক্যমিদং শৃণু ॥৩৪
সন্নিদেশে পিতুস্তিষ্ঠ যথানেন প্রতিশ্রুতম্ ।
ত্বয়ারণ্যং প্রবেষ্টব্যং নব বর্ষাণি পঞ্চ চ ॥৩৫
ভরতশ্চাভিষিচ্যেত যদেতদভিষেচনম্ ।
ত্বদর্থে বিহিতং রাজ্ঞা তেন সর্বেণ রাঘব ॥৩৬
সপ্ত সপ্ত চ বর্ষাণি দণ্ডকারণ্যমাশ্রিতঃ ।
অভিষেকমিদং ত্যক্ত্বা জটাচীরধরো ভব ॥৩৭
ভরতঃ কোসলপুরে (ক) প্রশাস্তু বসুধামিমাম্ ।
নানারত্নসমাকীর্ণাং সবাজি-রথ-সঙ্কুলাম্ (খ) ॥৩৮
এতেন ত্বাং নরেন্দ্রোঽয়ং কারুণ্যেন সমাপ্লুতঃ ।
শোকৈঃ সংক্লিষ্টবদনো ন শক্নোতি নিরীক্ষিতুম্ ॥৩৯

জানেন। অতএব এক্ষণে তোমার জন্য আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া রাজা যেন সত্য পরিত্যাগ না করেন। মহারাজ যাহা বলিবেন, তাহা শুভই হউক অথবা অশুভই হউক, যদি তুমি তাহা অঙ্গীকার কর, তাহা হইলে আমি সমস্তই বলিতে পারি। মহারাজের যাহা বক্তব্য, তাহা যদি বৃথা না হয়, তাহা হইলে তোমাকে আমিই বলিব। ইনি তোমাকে কিছুই বলিতে পারিবেন না। কৈকেয়ীর এইরূপ বাক্য শুনিয়া ব্যথিত রাম মহারাজের সম্মুখেই কৈকেয়ীকে বলিলেন,—অহো! আমাকে ধিক্। দেবি! আপনার আমাকে এইরূপ সন্দেহসূচক বাক্য বলা উচিত নয়। মহারাজের আদেশে আমি অগ্নিতে প্রবেশ করিতে পারি, তীক্ষ্ণ বিষ ভক্ষণ করিতে পারি, সমুদ্রে নিমজ্জিত হইতে পারি। মহারাজ আমার পিতা, গুরু ও হিতৈষী। তাঁহার নিয়োগে আমি সবই করিতে পারি। দেবি! মহারাজের যাহা অভিলষিত, তাহা আপনি আমাকে বলুন। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, তাহা অবশ্যই অঙ্গীকার করিব। আপনি বিশ্বাস করুন যে, রাম কখনও দুইপ্রকার কথা বলে না।২১-৩০

তখন অনার্য্যা কৈকেয়ী সরলস্বভাব সত্যবাদী রামকে অতিশয় নিষ্ঠুর বাক্য বলিলেন—রাঘব! পূর্বে দেবতা ও অসুরের মহাযুদ্ধে তোমার পিতা শল্যদ্বারা ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছিলেন, আমা-কর্তৃক রক্ষিত হওয়ায় তখন আমাকে দুইটি বর দিতে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। অদ্য আমি সেই বর দুইটি প্রার্থনা করিয়াছি। একটি বর—ভরতের রাজ্যে অভিষেক এবং অপরটি—অদ্যই তোমার দণ্ডকারণ্যে গমন। নরশ্রেষ্ঠ! যদি তুমি পিতাকে ও নিজেকে সত্যপ্রতিজ্ঞ করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে আমার বাক্য শ্রবণ কর। তোমার পিতা যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা তুমি পালন কর। চতুর্দশবৎসরকাল তোমাকে অরণ্যে থাকিতে হইবে। রাঘব! মহারাজ তোমার অভিষেকের জন্য যে সকল আয়োজন করিয়াছেন, ঐ সকল আয়োজনের দ্বারা ভরত অভিষিক্ত হইবে। তুমি এই সকল অভিষেক-সম্ভার ত্যাগ করিয়া চতুর্দশবৎসর যাবৎ জটা-চীরধারণপূর্বক দণ্ডকারণ্যে বাস কর। নানাবিধরত্নপূর্ণ অশ্ব-রথসমন্বিত এই রাজ্যকে ভরত শাসন করুক। রাজা এইরূপ বরপ্রদান করায় তোমার প্রতি কারুণ্যপূর্ণ হইয়াছেন এবং

পাঠান্তরঃ—(ক) ভরতঃ কোসলপতেঃ—।
(খ)—সবাজি-রথ-কুঞ্জরাম্।

এতৎ কুরু নরেন্দ্রস্য বচনং রঘুনন্দন।
সত্যেন মহতা রাম তারয়স্ব নরেশ্বরম্ ॥৪০
ইতীব তস্যাং পরুষং বদন্ত্যাং
ন চৈব রামঃ প্রবিবেশ শোকম্।
প্রবিব্যথে চাপি মহাপ্রভাবো (ক)
রাজা চ পুত্রব্যসনাভিতপ্তঃ ॥৪১
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে অষ্টাদশঃ সর্গঃ ॥২

শোকে শুষ্কবদন হইয়া তোমাকে দেখিতে পারিতেছেন না। রঘুনন্দন! তুমি মহারাজের অভিপ্রেত কার্য্য কর। এই মহাসত্য পালন করিয়া তাঁহাকে পরিত্রাণ কর। কৈকেয়ী এইভাবে নিষ্ঠুর বাক্য বলিতে থাকিলেও রামের অল্পও শোক বা ব্যথা হইল না। কিন্তু মহানুভব দশরথ অচিরভাবী পুত্রবিরহে অতিশয় ব্যথিত হইলেন।৩১-৪১

পাঠান্তর :—(ক) প্রবিব্যথে চাপি মহানুভাবো

মহর্ষি-বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে অষ্টাদশ সর্গ সমাপ্ত।

ঊনবিংশঃ সর্গঃ

[রাম-কৈকয্যোরুক্তি-প্রত্যুক্তী, দশরথান্তঃপুরান্নিষ্ক্রম্য রামস্য সুহৃজ্জনদর্শনং, লক্ষ্মণস্যাপি তদনুগমনং, রামস্য মাতৃসমীপে গমনঞ্চ।]

তদপ্রিয়মমিত্রঘ্নো বচনং মরণোপমম্।
শ্রুত্বা ন বিব্যথে রামঃ কৈকয়ীং চেদমব্রবীৎ ॥১
এবমস্তু গমিষ্যামি বনং বস্তুমহং ত্বিতঃ।
জটাচীরধরো রাজ্ঞঃ প্রতিজ্ঞামনুপালয়ন্ ॥২
ইদন্তু জ্ঞাতুমিচ্ছামি কিমর্থং মাং মহীপতিঃ।
নাভিনন্দতি দুর্ধর্ষো যথাপূর্বমরিন্দমঃ ॥৩
মন্যুর্ন চ ত্বয়া কার্য্যো দেবি ব্রূমি তবাগ্রতঃ।
যাস্যামি ভব সুপ্রীতা বনং চীরজটাধরঃ ॥৪
হিতেন গুরুণা পিত্রা কৃতজ্ঞেন নৃপেণ চ।
নিযুজ্যমানো বিশ্রব্ধঃ কিং ন কুর্য্যামহং প্রিয়ম্ ॥৫
অলীকং মানসং ত্বেকং হৃদয়ং দহতীব মে (ক)।
স্বয়ং যন্নাহ মাং রাজা ভরতস্যাভিষেচনম্ ॥৬
অহং হি সীতাং রাজ্যঞ্চ প্রাণানিষ্টান্ ধনানি চ।
হৃষ্টো ভ্রাত্রে স্বয়ং দদ্যাং ভরতায় প্রচোদিতঃ ॥৭
কিং পুনর্মনুজেন্দ্রেণ স্বয়ং পিত্রা প্রচোদিতঃ।
তব চ প্রিয়কামার্থং প্রতিজ্ঞামনুপালয়ন্ ॥৮

ঊনবিংশ সর্গ

[রাম এবং কৈকেয়ীর উক্তি-প্রত্যুক্তি, দশরথের অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইয়া শ্রীরামের সুহৃজ্জন পরিদর্শন, লক্ষ্মণেরও রামের অনুগমন এবং শ্রীরামের মাতৃসমীপে গমন।]

শত্রুহন্তা রাম মৃত্যুতুল্যকষ্টদায়ক এই অপ্রিয় বাক্য শুনিয়া ব্যথিত হইলেন না। তিনি কৈকেয়ীকে বলিলেন,—এইরূপই হউক। আমি মহারাজের প্রতিজ্ঞা পালন করিবার জন্য জটা-বল্কল ধারণ করিয়া বনে বাস করিতে এইস্থান হইতে গমন করিতেছি। কিন্তু আমি জানিতে ইচ্ছা করি যে, অপরাজেয় শত্রুহন্তা মহারাজ আমাকে পূর্বের ন্যায় অভিনন্দিত করিতেছেন না কেন? দেবি! আপনি রুষ্ট হইবেন না। আপনি প্রসন্ন হউন। আমি আপনার সম্মুখে বলিতেছি যে, জটা-বল্কলধারী হইয়া অবশ্যই বনে গমন করিব। রাজা দশরথ আমার পিতা, গুরু, হিতৈষী ও কৃতজ্ঞ। আমি তাঁহার নিয়োগে বিশ্বস্তচিত্তে কোন্ প্রিয়কার্য্য না করিতে পারি? কিন্তু এই মনোদুঃখে আমার অন্তর দগ্ধ হইতেছে যে, মহারাজ স্বয়ং আমাকে ভরতের অভিষেকের কথা বলিলেন না। ভরত আমার ভ্রাতা। আমি আপনার প্রীতির জন্যই ভরতকে রাজ্য, প্রাণ, অন্যান্য প্রার্থিত বস্তু, ঐশ্বর্য্য এমন কি সীতাকেও

পাঠান্তর :—(ক) দহতে মম।

তদাশ্বাসয় হ্রীমন্তং কিং ত্বিদং যন্মহীপতিঃ।
বসুধাসক্তনয়নো মন্দমশ্রূণি মুঞ্চতি ॥৯
গচ্ছন্তু চৈবানয়িতুং দূতাঃ শীঘ্রজবৈর্হয়ৈঃ।
ভরতং মাতুলকুলাদদ্যৈব নৃপশাসনাৎ ॥১০
দণ্ডকারণ্যমেষোঽহং গচ্ছাম্যেব হি সত্বরঃ।
অবিচার্য্য পিতুর্বাক্যং সমাবস্তুং চতুর্দশ ॥১১
সা হৃষ্টা তস্য তদ্বাক্যং শ্রুত্বা রামস্য কৈকয়ী।
প্রস্থানং শ্রদ্দধানা সা ত্বরয়ামাস রাঘবম্ ॥১২
এবং ভবতু যাস্যন্তি দূতাঃ শীঘ্রজবৈর্হয়ৈঃ।
ভরতং মাতুলকুলাদিহাবর্ত্তয়িতুং নরাঃ ॥১৩
তব ত্বহং ক্ষমং মন্যে নোৎসুকস্য বিলম্বনম্।
রাম তস্মাদিতঃ শীঘ্রং বনং ত্বং গন্তুমর্হসি ॥১৪
ব্রীড়ান্বিতঃ স্বয়ং যচ্চ নৃপস্ত্বাং নাভিভাষতে।
নৈতৎকিঞ্চিন্নরশ্রেষ্ঠ মন্যুরেষোঽপনীয়তাম্ ॥১৫
যাবত্ত্বং ন বনং যাতঃ পুরাদস্মাদতিত্বরম্।
পিতা তাবন্ন তে রাম স্নাস্যতে ভোক্ষ্যতেঽপি বা ॥১৬
ধিক্কষ্টমিতি নিঃশ্বস্য রাজা শোকপরিপ্লুতঃ।
মূর্চ্ছিতো ন্যপতত্তস্মিন্ পর্য্যঙ্কে হেমভূষিতে ॥১৭
রামোঽপ্যুত্থাপ্য রাজানং কৈকয্যাভিপ্রচোদিতঃ।
কশয়েব হতো বাজী বনং গন্তুং কৃতত্বরঃ ॥১৮
তদপ্রিয়মনার্য্যায়া বচনং দারুণোদয়ম্।
শ্রুত্বা গতব্যথো রামঃ কৈকয়ীং বাক্যমব্রবীৎ ॥১৯
নাহমর্থপরো দেবি লোকমাবস্তুমুৎসহে।
বিদ্ধি মামৃষিভিস্তুল্যং বিমলং ধর্মমাস্থিতম্ ॥২০
যত্তত্রভবতঃ কিঞ্চিচ্ছক্যং কর্তুং প্রিয়ং ময়া।
প্রাণানপি পরিত্যজ্য সর্বথা কৃতমেব তৎ ॥২১
ন হ্যতো ধর্মচরণং কিঞ্চিদস্তি মহত্তরম্।
যথা পিতরি শুশ্রূষা তস্য বা বচনক্রিয়া ॥২২

দান করিতে পারি, ইহাতে আমার আনন্দই হইবে। মহারাজ দশরথ আমার পিতা, তাঁহার নিয়োগে তদীয় প্রতিজ্ঞাপালনের জন্য এই সব বস্তু ভরতকে আমি স্বচ্ছন্দে দান করিতে পারি। আপনি মহারাজকে আশ্বস্ত করুন। ইনি লজ্জিত হইয়া ভূতলে দৃষ্টিপাত করত কিজন্য অল্প অল্প অশ্রুমোচন করিতেছেন? মহারাজের আদেশে মাতুলগৃহ হইতে ভরতকে আনয়ন করিবার জন্য দূতগণ দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ করিয়া অদ্যই গমন করুক।১-১০

এই আমি পিতার বাক্য নির্বিচারে স্বীকার করিয়া চতুর্দশবৎসরকাল বাস করিবার জন্য অতিসত্বর দণ্ডকারণ্যে যাইতেছি। রামের এইরূপ বাক্য শুনিয়া কৈকেয়ী আনন্দিত হইলেন। রামের বনগমনে বিশ্বাস করিয়াও তাঁহাকে ত্বরা দিতে লাগিলেন। কৈকেয়ী বলিলেন—রাম! তুমি যাহা বলিতেছ, তাহাই হউক। মাতুলালয় হইতে ভরতকে আনিবার জন্য দ্রুতগামী অশ্বের দ্বারা দূতগণ গমন করিবে। কিন্তু তুমি যখন বনগমনে উৎসুক হইয়াছ, তখন তোমার বিলম্ব করা আমি উচিত বলিয়া মনে করি না। অতএব রাম! শীঘ্রই তোমার এখান হইতে বনে যাওয়া উচিত। নরশ্রেষ্ঠ! মহারাজ লজ্জিত হইয়াছেন বলিয়াই নিজে তোমাকে কিছু বলিতে পারিতেছেন না। ইহা অতি সামান্য ব্যাপার, ধর্তব্যই নয়। তুমি এইজন্য মনঃক্ষোভ দূর কর। তুমি ত্বরান্বিত হইয়া যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই পুরী হইতে বনে গমন না কর, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তোমার পিতা স্নানও করিবেন না, ভোজনও করিবেন না। কৈকেয়ীর এইরূপ কথা শুনিয়া শোকার্ত্ত দশরথ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে "উঃ কি কষ্ট! আমাকে ধিক্।" এইরূপ বলার সঙ্গে সঙ্গে স্বর্ণ-পালঙ্কে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। রাম মহারাজকে উত্থাপিত করিলেন, কিন্তু সেই সময় পুনর্বার কৈকেয়ীর তাদৃশ বাক্য শুনিয়া কশাদ্বারা আহত অশ্বের ন্যায় বনে গমন করিতে বিলম্ব করিলেন না। অনার্য্য কৈকেয়ীর এইরূপ অপ্রিয় নিষ্ঠুর বাক্য শুনিয়া ব্যথাহীন রাম কৈকেয়ীকে বলিলেন—দেবি! আমি স্বার্থপর হইয়া এই সংসারে বাস করিতে ইচ্ছা করি না। আপনি আমাকে ঋষিতুল্য মনে করুন। আমি ঋষিগণের মত শুদ্ধ ধর্মকেই একমাত্র আশ্রয় করিয়াছি। আমি প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াও যদি

অনুক্তোঽপ্যত্রভবতা ভবত্যা বচনাদহম্।
বনে বৎস্যামি বিজনে বর্ষাণীহ চতুর্দশ ॥২৩
ন নূনং ময়ি কৈকেয়ি কিঞ্চিদাশংসসে গুণম্ (ক)।
যদ্ রাজানমবোচস্ত্বং মমেশ্বরতরা সতী ॥২৪
যাবন্মাতরমাপৃচ্ছে সীতাং চানুনয়াম্যহম্।
ততোঽদ্যৈব গমিষ্যামি দণ্ডকানাং মহদ্বনম্ ॥২৫
ভরতঃ পালয়েদ্ রাজ্যং শুশ্রূষেচ্চ পিতুর্যথা।
তথা ভবত্যা কর্তব্যং স হি ধর্মঃ সনাতনঃ ॥২৬
রামস্য তু বচঃ শ্রুত্বা ভৃশং দুঃখগতঃ পিতা।
শোকাদশক্নুবন্ বক্তুং প্ররুরোদ মহাস্বনম্ ॥২৭
বন্দিত্বা চরণৌ রাজ্ঞো বিসংজ্ঞস্য পিতুস্তদা।
কৈকেয্যাশ্চাপ্যনার্য্যা যা নিষ্পপাত মহাদ্যুতিঃ ॥২৮

স রামঃ পিতরং কৃত্বা কৈকেয়ীঞ্চ প্রদক্ষিণম্।
নিষ্ক্রম্যান্তঃপুরাত্তস্মাৎ স্বং দদর্শ সুহৃজ্জনম্ ॥২৯
তং বাষ্পপরিপূর্ণাক্ষঃ পৃষ্ঠতোঽনুজগাম হ।
লক্ষ্মণঃ পরমক্রুদ্ধঃ সুমিত্রানন্দবর্ধনঃ ॥৩০
অভিষেচনিকং ভাণ্ডং কৃত্বা রামঃ প্রদক্ষিণম্।
শনৈর্জগাম সাপেক্ষো দৃষ্টিং তত্রাবিচালয়ন্ ॥৩১
ন চাস্য মহতীং লক্ষ্মীং রাজ্যনাশোঽপকর্ষতি।
লোককান্তস্য কান্তত্বাচ্ছীতরশ্মেরিব ক্ষয়ঃ ॥৩২
ন বনং গন্তুকামস্য ত্যজতশ্চ বসুন্ধরাম্।
সর্বলোকাতিগস্যেব লক্ষ্যতে চিত্তবিক্রিয়া ॥৩৩
প্রতিষিধ্য শুভং ছত্রং ব্যজনে চ স্বলঙ্কৃতে।
বিসর্জয়িত্বা স্বজনং রথং পৌরাংস্তথা জনান্ ॥৩৪

পূজনীয় কোন প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করিতে পারি, তাহা হইলে তাহা করাই হইয়াছে মনে করিবেন। পিতার শুশ্রূষা কিংবা তাঁহার আদেশপালন মহত্তম ধর্মাচরণ। ইহা অপেক্ষা অন্য কোন প্রধান ধর্মাচরণ নাই। পিতৃদেব না বলিলেও আমি আপনার কথা অনুসারেই চতুর্দশবৎসর নির্জনবনে বাস করিব। কৈকেয়ি! মাতঃ! আপনি কি আমাতে কোন গুণই দেখিতে পান নাই, যার জন্য আমার উপর আপনার পূর্ণ আধিপত্য থাকিলেও এইরূপ কার্য্যের জন্য মহারাজকে বলিয়াছেন, আমাকে বলিতে ইচ্ছা করেন নাই? যাহাই হউক, আমি মাতার নিকট বিদায়গ্রহণ করি এবং সীতাকে অনুনয় করিয়া তাহার নিকট হইতে অনুমতি গ্রহণ করি। পরে অদ্যই দণ্ডকনামক মহারণ্যে গমন করিব।১১-২৫

আপনি সেইরূপ ব্যবস্থা করিবেন, যাহাতে ভরত রাজ্যপালন করে এবং পিতার শুশ্রূষা করে, যেহেতু ইহাই হইল আমাদের সনাতন ধর্ম। রামের এইরূপ বাক্য শুনিয়া পিতা দশরথ অতিশয় দুঃখিত হইলেন, শোকের তীব্রতায় কিছু বলিতে না পারিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন। তখন দ্যুতিমান্ রাম সংজ্ঞাহীন পিতার ও অনার্য্যা কৈকেয়ীর চরণবন্দনা করিয়া এবং উভয়কে প্রদক্ষিণ করিয়া অন্তঃপুর হইতে নির্গত হইলেন। বাহিরে আসিয়া নিজ সুহৃদ্গণকে দর্শন করিলেন। সুমিত্রানন্দবর্ধন লক্ষ্মণ * অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া অশ্রুপূর্ণনেত্রে রামের অনুগমন করিতে লাগিলেন। বনগমনে উদ্যত রাম অভিষেকের জন্য সংগৃহীত দ্রব্যসম্ভারকে প্রদক্ষিণ করত সেদিকে দৃষ্টিপাত না করিয়াই ধীরে ধীরে গমন করিতে লাগিলেন। চন্দ্রের ক্ষয়ের ন্যায় রাজ্যের অপ্রাপ্তি রামের অনুপম শোভার বিন্দুমাত্র অপকর্ষ করিতে পারে নাই, যেহেতু রাম সর্বলোকাভিরাম এবং অতি কমনীয়। তিনি বসুন্ধরাকে ত্যাগ করিতেছেন এবং বনে গমন করিতে উদ্যত হইয়াছেন, কিন্তু জীবন্মুক্ত ব্যক্তির ন্যায় তাঁহার কোনরূপ চিত্তবিকার দেখা যায় নাই। রাম শুভ ছত্র ও অলঙ্কৃত চামরদ্বয়ের ব্যবহার করিতে নিষেধ করিয়া সমস্ত স্বজন পুরবাসী ও রথকে বিসর্জন দিলেন এবং অন্তরে দুঃখবেগ ধারণ করিয়া ইন্দ্রিয়নিরোধপূর্বক অপ্রিয় সংবাদ বলিবার জন্য জননী কৌশল্যার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।২৬-৩৫

উৎসব-সময়ে সমাগত সুসজ্জিত ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহই সত্যবাদী শ্রীমান্ রামের মুখে কোনরূপ পরিবর্তন লক্ষ্য করিতে পারে নাই। শরৎকালীন পূর্ণচন্দ্রমা

পাঠান্তর :—(ক)—গুণান্।

* লক্ষ্মণ নিকটে থাকিয়া সকল বৃত্তান্ত জানিয়াছিলেন, যেহেতু তিনি সর্বদা রামের সহচর।

ধারয়ন্মনসা দুঃখমিন্দ্রিয়াণি নিগৃহ্য চ।
প্রবিবেশাত্মবান্ বেশ্ম মাতুরপ্রিয়শংসিবান্ ॥৩৫
সর্বোঽপ্যভিজনঃ শ্রীমাঞ্ছ্রীমতঃ সত্যবাদিনঃ।
নালক্ষয়ত রামস্য কঞ্চিদাকারমাননে ॥৩৬
উচিতঞ্চ মহাবাহুর্ন জহৌ হর্ষমাত্মবান্।
শারদঃ সমুদীর্ণাংশুশ্চন্দ্রস্তেজ ইবাত্মজম্ ॥৩৭
বাচা মধুরয়া রামঃ সর্বং সম্মানয়ঞ্জনম্।
মাতুঃ সমীপং ধর্মাত্মা প্রবিবেশ মহাযশাঃ ॥৩৮
তং গুণৈঃ সমতাং প্রাপ্তো ভ্রাতা বিপুলবিক্রমঃ।
সৌমিত্রিরনুবব্রাজ ধারয়ন্ দুঃখমাত্মজম্ ॥৩৯
প্রবিশ্য বেশ্মাতিভৃশং মুদাযুতং
সমীক্ষ্য তাং চার্থবিপত্তিমাগতম্।
ন চৈব রামোঽত্র জগাম বিক্রিয়াং
সুহৃজ্জনস্যাত্মবিপত্তিশঙ্কয়া ॥৪০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে
ঊনবিংশঃ সর্গঃ।

যেমন নিজের স্বাভাবিক শোভা ত্যাগ করেন না, সেই-রূপ মহাবাহু শুদ্ধাত্মা রাম স্বকীয় স্বাভাবিক হর্ষ ত্যাগ করেন নাই। ধর্মাত্মা যশস্বী রাম মধুর বাক্যে সমাগত সকল ব্যক্তিকে সম্মানিত করিয়া মাতার নিকটে উপস্থিত হইলেন। গুণের দ্বারা রামের সমতাপ্রাপ্ত বিপুলবিক্রম সুমিত্রানন্দন নিজদুঃখ অন্তরে ধারণ করিয়া তাঁহার অনুগমন করিলেন। রাম অতিশয় আনন্দপূর্ণ মাতৃগৃহে প্রবেশ করিলেন। নিজের বিপদ্ আগতপ্রায় জানিয়াও স্বজনগণের প্রাণনাশের আশঙ্কায় তিনি বিন্দুমাত্র বিকার প্রাপ্ত হইলেন না।৩৬-৪০

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ঊনবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

বিংশঃ সর্গঃ

[দশরথান্তঃপুরিকাণাং বিলাপঃ, আশীর্বাচয়ন্তীং কৌসল্যাং প্রতি রামস্য আত্মনো বনগমনবৃত্তান্তকথনম্, তচ্ছ্রুত্বা কৌশল্যায়া ভূতলে পতনং বিলাপশ্চ।]

তস্মিংস্তু পুরুষব্যাঘ্রে নিষ্ক্রামতি কৃতাঞ্জলৌ।
আর্তশব্দো মহাঞ্জজ্ঞে স্ত্রীণামন্তঃপুরে তদা ॥১
কৃত্যেষ্বচোদিতঃ পিত্রা সর্বস্যান্তঃপুরস্য চ।
গতির্যঃ শরণং চাসীৎ স রামোঽদ্য প্রবৎস্যতি ॥২
কৌসল্যায়াং যথাযুক্তো জনন্যাং বর্ততে সদা।
তথৈব বর্ততেঽস্মাসু জন্ম প্রভৃতি রাঘবঃ ॥৩
ন ক্রুধ্যত্যভিশপ্তোঽপি ক্রোধনীয়ানি বর্জয়ন্।
ক্রুদ্ধান্ প্রসাদয়ন্ সর্বান্ স সুতোঽদ্য প্রবৎস্যতি ॥৪
অবুদ্ধির্বত নো রাজা জীবলোকং চরত্যয়ম্।
যো গতিং সর্বভূতানাং পরিত্যজতি রাঘবম্ ॥৫
ইতি সর্বা মহিষ্যস্তা বিবৎসা ইব ধেনবঃ।
পতিমাচুক্রুশুশ্চাপি সস্বনং চাপি চুক্রুশুঃ ॥৬

স হি চান্তঃপুরে ঘোরমার্তশব্দং মহীপতিঃ।
পুত্রশোকাভিসন্তপ্তঃ শ্রুত্বা ব্যালীয়তাসনে ॥৭
রামস্তু ভৃশমায়স্তো নিঃশ্বসন্নিব কুঞ্জরঃ।
জগাম সহিতো ভ্রাতা মাতুরন্তঃপুরং বশী ॥৮
সোঽপশ্যৎ পুরুষং তত্র বৃদ্ধং পরমপূজিতম্।
উপবিষ্টং গৃহদ্বারি তিষ্ঠতশ্চাপরান্ বহূন্ ॥৯
দৃষ্ট্বৈব তু তদা রামং তে সর্বে সমুপস্থিতাঃ।
জয়েন জয়তাং শ্রেষ্ঠং বর্ধয়ন্তি স্ম রাঘবম্ ॥১০
প্রবিশ্য প্রথমাং কক্ষ্যাং দ্বিতীয়ায়াং দদর্শ সঃ।
ব্রাহ্মণান্ বেদসম্পন্নান্ বৃদ্ধান্ রাজ্ঞাভিসৎকৃতান্ ॥১১
প্রণম্য রামস্তান্ বৃদ্ধাংস্তৃতীয়ায়াং দদর্শ সঃ।
স্ত্রিয়ো বালাশ্চ বৃদ্ধাশ্চ দ্বাররক্ষণতৎপরাঃ ॥১২

বিংশ সর্গ

[দশরথান্তঃপুরস্ত্রীগণের বিলাপ, আশীর্বাদকারিণী কৌশল্যার প্রতি শ্রীরামের স্বীয় বনগমনবৃত্তান্ত বর্ণন, তৎকথা শ্রবণে কৌশল্যার ভূতলে পতন ও বিলাপ।]

পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম কৃতাঞ্জলি হইয়া যখন কৈকেয়ীর অন্তঃপুর হইতে বাহিরে আসিলেন, তখন সেখানে দশরথের অন্যান্য মহিষীগণের অতিশয় আর্তনাদ সমুত্থিত হইল। "যে রাম পিতার আদেশ না পাইলেও আমাদের সকলের তত্ত্বাবধান করিতেন, যিনি আমাদের অভিভাবক ও আশ্রয়, হায়! হায়! সেই রাম অদ্য বনে গমন করিবেন। শ্রীমান্ রাম নিজজননী কৌশল্যার প্রতি যেরূপ ব্যবহার সর্বদা করেন, আমাদের প্রতিও জন্মাবধি সেইরূপ ব্যবহারই করিয়া আসিতেছেন। যিনি অভিশপ্ত হইলেও ক্রোধপ্রকাশ করেন না, ক্রোধের হেতুভূত কটুকথা মনে না রাখিয়া ক্রুদ্ধব্যক্তিগণকে প্রসন্ন করেন, তিনি অযোধ্যা হইতে চলিয়া যাইবেন? হায়! মহারাজ দশরথ সত্যই বুদ্ধিহীন। তিনি সকল লোককে বিনাশ করিতেছেন, যেহেতু সর্বলোকগতি শ্রীমান্ রামকে পরিত্যাগ করিতেছেন।" রাজমহিষীগণ বৎসবিহীনা ধেনুর ন্যায় এইরূপ বলিতে বলিতে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন এবং পতির নিন্দা করিতে লাগিলেন। অন্তঃপুরে এই প্রকার ঘোর আর্তনাদ শুনিয়া দশরথ পুত্রশোকে অতিশয় অভিভূত হইলেন এবং দুঃখ ও লজ্জার জন্য বস্ত্রদ্বারা দেহ আবৃত করিয়া শয্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। এদিকে জিতেন্দ্রিয় রাম আত্মীয়-স্বজনের দুঃখে খিন্ন হইয়া হস্তীর ন্যায় নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে লক্ষ্মণের সহিত মাতার অন্তঃপুরে গমন করিলেন। সেখানে উপস্থিত হইয়া দ্বারদেশে উপবিষ্ট অতিশয়সৎকারপ্রাপ্ত বৃদ্ধ দ্বারাধ্যক্ষকে ও অন্যান্য অনেককে দেখিতে পাইলেন। তাহারা সকলেই রামকে দেখিয়াই তাঁহার নিকটে গমন করিল এবং বিজয়ি-শ্রেষ্ঠকে সংবর্ধনা জানাইল।১-১০

বর্দ্ধয়িত্বা প্রহৃষ্টাস্তাঃ প্রবিশ্য চ গৃহং স্ত্রিয়ঃ।
ন্যবেদয়ন্ত ত্বরিতং রামমাতুঃ প্রিয়ং তদা ॥১৩
কৌসল্যাপি তদা দেবী রাত্রিং স্থিত্বা সমাহিতা।
প্রভাতে ত্বকরোৎ পূজাং বিষ্ণোঃ পুত্রহিতৈষিণী ॥১৪
স ক্ষৌমবসনা হৃষ্টা নিত্যং ব্রতপরায়ণা।
অগ্নিং জুহোতি স্ম তদা মন্ত্রবৎ কৃতমঙ্গলা ॥১৫
প্রবিশ্য তু তদা রামো মাতুরন্তঃপুরং শুভম্।
দদর্শ মাতরং তত্র হাবয়ন্তীং হুতাশনম্ ॥১৬
দেবকার্য্যনিমিত্তঞ্চ তত্রাপশ্যৎ সমুদ্যতম্।
দধ্যক্ষত-ঘৃতং চৈব মোদকান্ হবিষস্তথা ॥১৭
লাজান্মাল্যানি শুক্লানি পায়সং কৃসরং তথা।
সমিধঃ পূর্ণকুম্ভাংশ্চ দদর্শ রঘুনন্দনঃ ॥১৮
তাং শুক্ল-ক্ষৌমসংবীতাং ব্রতযোগেন কর্শিতাম্।
তর্পয়ন্তীং দদর্শাদ্ভির্দেবতাং বরবর্ণিনীম্ ॥১৯
সা চিরস্যাত্মজং দৃষ্ট্বা মাতৃনন্দনমাগতম্।
অভিচক্রাম সংহৃষ্টা কিশোরং বড়বা যথা ॥২০
স মাতরমুপক্রান্তামুপসংগৃহ্য রাঘবঃ।
পরিষ্বক্তশ্চ বাহুভ্যামবঘ্রাতশ্চ মূর্দ্ধনি ॥২১
তমুবাচ দুরাধর্ষং রাঘবং সুতমাত্মনঃ।
কৌসল্যা পুত্রবাৎসল্যাদিদং প্রিয়হিতং বচঃ ॥২২
বৃদ্ধানাং ধর্ম্মশীলানাং রাজর্ষীণাং মহাত্মনাম্।
প্রাপ্নুহ্যায়ুশ্চ কীর্ত্তিঞ্চ ধর্ম্মং চাপ্যুচিতং কুলে ॥২৩
সত্যপ্রতিজ্ঞং পিতরং রাজানং পশ্য রাঘব।
অদ্যৈব ত্বাং স ধর্ম্মাত্মা যৌবরাজ্যেঽভিষেক্ষ্যতি ॥২৪
দত্তমাসনমালভ্য ভোজনেন নিমন্ত্রিতঃ।
মাতরং রাঘবঃ কিঞ্চিৎপ্রসার্য্যাঞ্জলিমব্রবীৎ ॥২৫
স স্বভাববিনীতশ্চ গৌরবাচ্চ তদানতঃ।
প্রস্থিতো দণ্ডকারণ্যমাপ্রষ্টুমুপচক্রমে ॥২৬

অনন্তর রাম প্রথম প্রকোষ্ঠ পার হইয়া দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে রাজাকর্তৃক সমাদৃত বেদজ্ঞ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণকে উপবিষ্ট দেখিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া তৃতীয় প্রকোষ্ঠে স্ত্রী, বালক ও বৃদ্ধাগণকে দ্বাররক্ষায় নিযুক্ত দেখিলেন। সেই সকল মহিলারা রামকে সংবর্দ্ধিত করিয়া সত্বর গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল এবং রাম-মাতাকে প্রিয়-সংবাদ জানাইল। পুত্রকল্যাণকামা জননী কৌশল্যাদেবী সংযতভাবে রাত্রিযাপন করিয়া প্রাতঃকালে বিষ্ণুপূজা করিতেছিলেন। সর্ব্দা ব্রতাচরণ-রতা পট্টবস্ত্রধারিণী সানন্দে মাঙ্গলিক আচার সমাপন করিয়া মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক অগ্নিতে আহুতি দেওয়াইতে-ছিলেন। এমন সময় রাম মাতার শুভ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন এবং মাতাকে ঋত্বিগ্‌গণ দ্বারা হবন করিতে দেখিলেন। তিনি সেখানে দেখিলেন যে, দৈব কার্য্যের জন্য দধি, অক্ষত (আতপতণ্ডুল), ঘৃত, মোদক, হবনদ্রব্য, লাজ, শুক্লপুষ্পমালা, পায়স, কৃশর (তিল, মুদ্গ ও তণ্ডুলের মিশ্রণে পাক করা দ্রব্য), সমিধ্‌ প্রভৃতি আনীত হইয়াছে, অপরদিকে অনেকগুলি পূর্ণকুম্ভও দেখিতে পাইলেন। অনন্তর জননীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন যে, শ্বেতপট্টবস্ত্রধারিণী উপবাসকৃশাঙ্গী গৌরাঙ্গী কৌশল্যা জলদ্বারা দেবতাতর্পণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কৌশল্যা বহুক্ষণ পরে আনন্দদায়ক তনয়কে দেখিয়া নিজশাবকের প্রতি ধাবিত ঘোটকীর ন্যায় সানন্দে তাঁহার নিকট দ্রুতগমন করিলেন। শ্রীমান্ রাম নিকটে আগত জননীর চরণবন্দনা করিলেন, জননীও পুত্রকে বাহুদ্বারা আলিঙ্গন করিলেন এবং তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ করিলেন। অনন্তর কৌশল্যা পুত্রবাৎসল্যবশতঃ অপরাজেয় নিজপুত্র রামকে প্রিয় ও হিতকর বাক্য বলিলেন,—বৎস! তুমি ধার্ম্মিক মহাত্মা বৃদ্ধরাজর্ষিগণের তুল্য দীর্ঘ আয়ু, কীর্ত্তি ও কুলোচিত ধর্ম্ম লাভ কর। রাম! লক্ষ্য কর—তোমার পিতা মহারাজ দশরথ কিরূপ সত্যপ্রতিজ্ঞ! ধর্ম্মাত্মা মহারাজ অদ্যই তোমাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন, এইরূপ বলিয়া মাতা নিজ প্রিয়তনয়কে বসিবার জন্য আসন দিলেন এবং কিঞ্চিৎ ভোজনের জন্য বলিলেন। স্বভাববিনীত রাম মাতার প্রতি গৌরবরক্ষার্থে আসনটি স্পর্শ করিলেন, অনন্তর অবনতমস্তকে কৃতাঞ্জলি হইয়া দণ্ডকারণ্যগমনের অনুমতি

দেবি নূনং ন জানীষে মহদ্ভয়মুপস্থিতম্।
ইদং তব চ দুঃখায় বৈদেহ্যা লক্ষ্মণস্য চ ॥২৭
গমিষ্যে দণ্ডকারণ্যং কিমনেনাসনেন মে।
বিষ্টরাসনযোগ্যো হি কালোঽয়ং মামুপস্থিতঃ ॥২৮
চতুর্দশঃ হি বর্ষাণি বৎস্যামি বিজনে বনে।
কন্দ-মূল-ফলৈর্জীবন্ হিত্বা মুনিবদামিষম্ ॥২৯
ভরতায় মহারাজো যৌবরাজ্যং প্রযচ্ছতি।
মাং পুনর্দণ্ডকারণ্যং বিবাসয়তি তাপসম্ ॥৩০
স ষড়ষ্টৌ চ বর্ষাণি বৎস্যামি বিজনে বনে।
আসেবমানো বন্যানি ফল-মূলৈশ্চ বর্তয়ন্ ॥৩১
সা নিকৃত্তেব শালস্য যষ্টিঃ পরশুনা বনে।
পপাত সহসা দেবী দেবতেব দিবশ্চ্যুতা ॥৩২
তামদুঃখোচিতাং দৃষ্ট্বা পতিতাং কদলীমিব।
রামস্তূত্থাপয়ামাস মাতরং গতচেতসম্ ॥৩৩

লইতে উপক্রম করিলেন, এবং সেইজন্য মাতাকে বলিলেন,—জননি! নিশ্চয়ই আপনি জানেন না যে, আপনার, সীতার ও লক্ষ্মণের দুঃখজনক ভয়ানক ব্যাপার উপস্থিত হইয়াছে। আমার এই আসনের প্রয়োজন নাই। আমি ত দণ্ডকারণ্যে যাইতেছি। কুশনির্মিত আসনে উপবেশনের সময় উপস্থিত হইয়াছে। আমিষত্যাগ করিয়া মুনিগণের মত কন্দফল-মূল দ্বারা জীবনধারণপূর্বক নির্জনবনে চতুর্দশবৎসরকাল বাস করিব। মহারাজ ভরতকে যৌবরাজ্য দান করিতেছেন, এবং আমাকে তপস্বীর বেশে দণ্ডকারণ্যে নির্বাসিত করিতেছেন।১১-৩০

আমি জটা-বল্কলধারী হইয়া ফল-মূলে আহারনির্বাহপূর্বক চতুর্দশবৎসর নির্জনবনে বাস করিব। বনে কুঠার দ্বারা মূল ছিন্ন হইলে পর শালতরু যেমন পতিত হয়, রামের বাক্যে দেবী কৌশল্যাও সেইভাবে অকস্মাৎ ভূপতিত হইলেন। মনে হইল, যেন স্বর্গ হইতে কোন দেবতা পতিত হইলেন। যাঁহার কখনই দুঃখ হওয়া উচিত নয়, সেই কৌশল্যা মহাদুঃখে কদলীর ন্যায় পতিত হইলেন দেখিয়া রাম চৈতন্যহীনা মাতাকে ধরিয়া

পাঠান্তর:—(ক) ষট্ চাষ্টৌ চ বর্ষাণি— ।

উপাবৃত্ত্যোত্থিতাং দীনাং বড়বামিব বাহিতাম্।
পাংশুগুণ্ঠিতসর্বাঙ্গীং বিমমর্শ চ পাণিনা ॥৩৪
সা রাঘবমুপাসীনমসুখার্তা সুখোচিতা।
উবাচ পুরুষব্যাঘ্রমুপশৃণ্বতি লক্ষ্মণে ॥৩৫
যদি পুত্র ন জায়েথা মম শোকায় রাঘব।
ন স্ম দুঃখমতো ভূয়ঃ পশ্যেয়মহমপ্রজাঃ ॥৩৬
এক এব হি বন্ধ্যায়াঃ শোকো ভবতি মানসঃ।
অপ্রজাস্মীতি সন্তাপো ন হ্যন্যঃ পুত্র বিদ্যতে ॥৩৭
ন দৃষ্টপূর্বং কল্যাণং সুখং বা পতিপৌরুষে।
অপি পুত্রে বিপশ্যেয়মিতি রামাস্থিতং ময়া ॥৩৮
সা বহূন্যমনোজ্ঞানি বাক্যানি হৃদয়চ্ছিদাম্।
অহং শ্রোষ্যে সপত্নীনামবরাণাং পরা সতী ॥৩৯
অতো দুঃখতরং কিন্নু প্রমদানাং ভবিষ্যতি।
মম শোকো বিলাপশ্চ যাদৃশোঽয়মনন্তকঃ ॥৪০

উঠাইলেন। ভারবহনে ক্লান্ত ঘোটকী যেমন ভূমিতে লুণ্ঠিত ও সর্বাঙ্গে ধূলিধূসরিত হয়, কৌশল্যাও সেইরূপ ভূমিলুণ্ঠনে সর্বাঙ্গে ধূলিধূসরিত হইয়াছেন। রাম জননীকে উঠাইয়া নিজহস্তের দ্বারা তাঁহার ধূলি মুছাইতে লাগিলেন। সর্বদা সুখভোগযোগ্যা কৌশল্যা অতিদুঃখে ব্যথিত হইয়া নিকটে উপবিষ্ট পুরুষোত্তম রামকে লক্ষ্মণের সমক্ষেই বলিলেন,—বৎস! রাম! ওরে! তুই যদি আমাকে এইরূপ দুঃখ দিবার জন্য আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ না ক'রতিস্, তাহা হইলে আমি বন্ধ্যা থাকিতাম, কিন্তু এত দুঃসহ দুঃখ পাইতাম না। বন্ধ্যানারীর মনে একটিমাত্র দুঃখ থাকে যে, সে পুত্রহীনা। ইহা ছাড়া অন্য কোন দুঃখ তাহার থাকে না। আমি পতির অনুরাগ পাইয়া সুখ ও ঐশ্বর্য্য কখনও দেখিতে পাই নাই। আশা করিয়াছিলাম যে, পুত্রের দ্বারা তাহা দেখিতে পাইব। রাম! এইজন্যই এতদিন জীবনধারণ করিতেছি। কিন্তু এখন জ্যেষ্ঠা রাজমহিষী হইয়াও কনিষ্ঠসপত্নীগণের বহু কর্কশবাক্য শ্রবণ করিতে বাধ্য হইব, যেহেতু তাহারা আমার হৃদয়বিদারক আচরণে সর্বদা অভ্যস্ত। সপত্নীগণের মর্মস্পর্শী কঠোর বাক্য

ত্বয়ি সন্নিহিতেঽপ্যেবমহমাসং নিরাকৃতা।
কিং পুনঃ প্রোষিতে তাত ধ্রুবং মরণমেব মে ॥৪১
অত্যন্তং নিগৃহীতাস্মি ভর্তুর্নিত্যমসম্মতা।
পরিবারেণ কৈকেয্যাঃ সমা বাপ্যথবাবরা ॥৪২
যো হি মাং সেবতে কশ্চিদপি বাপ্যনুবর্ততে।
কৈকেয্যাঃ পুত্রমন্বীক্ষ্য স জনো নাভিভাষতে ॥৪৩
নিত্যক্রোধতয়া তস্যাঃ কথং নু খরবাদিনম্ (ক)।
কৈকেয্যা বদনং দ্রষ্টুং পুত্র শক্ষ্যামি দুর্গতা ॥৪৪
দশ সপ্ত চ বর্ষাণি জাতস্য তব রাঘব।
অতীতানি প্রকাঙ্ক্ষন্ত্যা ময়া দুঃখপরিক্ষয়ম্ ॥৪৫
তদক্ষয়ং মহদ্দুঃখং নোৎসহে সহিতুং চিরাৎ।
বিপ্রকারং সপত্নীনামেবং জীর্ণাপি রাঘব ॥৪৬
অপশ্যন্তী তব মুখং পরিপূর্ণ-শশিপ্রভম্।
কৃপণা বর্তয়িষ্যামি কথং কৃপণজীবিকা ॥৪৭
উপবাসৈশ্চ যোগৈশ্চ বহুভিশ্চ পরিশ্রমৈঃ।
দুঃখসংবর্ধিতো মোঘং ত্বং হি দুর্গতয়া ময়া ॥৪৮
স্থিরং নু হৃদয়ং মন্যে মমেদং যন্ন দীর্য্যতে।
প্রাবৃষীব মহানদ্যাঃ স্পৃষ্টং কূলং নবাম্ভসা ॥৪৯
মমৈব নূনং মরণং ন বিদ্যতে
ন চাবকাশোঽস্তি যমক্ষয়ে মম।
যদন্তকোঽদ্যৈব ন মাং জিহীর্ষতি
প্রসহ্য সিংহে রুদতীং মৃগীমিব ॥৫০
স্থিরং হি নূনং হৃদয়ং মমায়সং
ন ভিদ্যতে যদ্ভুবি নো বিদীর্য্যতে।

শ্রবণ অপেক্ষা মহিলাগণের অধিকতর দুঃখ কি হইতে পারে? আমার শোক ও বিলাপ বলার অযোগ্য। কোনদিনই ইহার শেষ হইবে না। বাবা! তুই আমার নিকটে আছিস্, তথাপি আমি উপেক্ষিত ও অনাদৃত হইয়া আছি। তুই বনে চলিয়া গেলে আমার কি হইবে? নিশ্চয়ই আমার মৃত্যু হইবে। পতির আনুকূল্য না পাইয়া আমি অতিশয় নিগ্রহভোগ করিয়াছি, আমি কৈকেয়ীর পরিচারিকার তুল্য কিংবা তদপেক্ষাও হীন হইয়া রহিয়াছি। যে আমার সেবা করে কিংবা আমাকে মানিয়া চলে, সে কৈকেয়ীর পুত্রকে দেখিলে আমার সহিত কথা বলে না। বৎস! কৈকেয়ী সর্বদাই ক্রুদ্ধ থাকিয়া কর্কশবাক্য বলে। আমি এই দুরবস্থায় পড়িয়া কিরূপে তাহার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিব? রাম! তোমার উপনয়নের পর সপ্তদশবর্ষ অতীত হইল, আমি নিজদুঃখের অবসান কামনা করিয়া এতদিন অতিবাহিত করিলাম। রাম! এখন আমি জরাজীর্ণ হইয়াছি, আমি অসীম দুঃসহ দুঃখ ও সপত্নীগণের দুর্ব্যবহার বেশী-দিন সহ্য করিতে পারিব না। বৎস! আমি তোমার পূর্ণচন্দ্রতুল্য মুখখানি না দেখিয়া কিরূপে দীনভাবে এই শোচনীয় জীবন ধারণ করিব? বাবা! আমি হত-ভাগিনী, বহু উপবাস, বহু দেবার্চনা ও বহু পরিশ্রমের দ্বারা অনেক কষ্টে তোকে পালিত ও বর্ধিত করিয়াছি, কিন্তু আমার সবই বৃথা হইল। বর্ষাকালে মহানদীর নূতন জলপ্রবাহে যেমন তীর বিদীর্ণ হয়, তোর বনবাসের কথায় যে আমার হৃদয় সেইরূপ বিদীর্ণ হইল না, তাহাতে মনে হয়, নিশ্চয়ই আমার হৃদয় অতিশয় কঠিন। হায়! নিশ্চয়ই আমার মরণ নাই এবং যমালয়ে আমার জন্য অল্পও স্থান নাই। সিংহ যেমন ক্রন্দনরতা হরিণীকে বলপূর্বক লইয়া যায়, সেইরূপ যম আমাকে বলপূর্বক লইয়া যাইতেছে না কেন? নিশ্চয়ই আমার এই কঠিন হৃদয় লৌহনির্মিত, যেহেতু এই দুঃখেও আমার হৃদয় ভিন্ন হইতেছে না, ভূপতিত হইলেও তাহা বিদীর্ণ হইতেছে না। এইরূপ কঠোর দুঃখেও যখন দেহ পতন হইল না, তখন নিশ্চয়ই মনে হয়, অকালে কখনই মৃত্যু হয় না। আমি পুত্রের উদ্দেশে যে সকল ব্রত, দান, সংযম ও তপস্যা করিয়াছি, ঊষরভূমিতে নিক্ষিপ্তবীজের ন্যায় সে সকল ক্রিয়া সম্পূর্ণ নিষ্ফল হইল, ইহাই আমার একমাত্র দুঃখ। যদি কোন ব্যক্তি গুরুতর দুঃখে ব্যথিত হইয়া অকালেও স্বেচ্ছায় মরিতে পারিত, তাহা হইলে আমি বৎসহীনা ধেনুর ন্যায় তোর অভাবে অদ্যই যমালয়ে গমন করিতাম। চন্দ্রবদন! রাম! তোর অভাবে এখন

পাঠান্তর:—(ক) খরবাদি তৎ

অনেন দুঃখেন চ দেহমর্পিতং
ধ্রুবং হ্যকালে মরণং ন বিদ্যতে ॥৫১
ইদং তু দুঃখং যদনর্থকানি মে
ব্রতানি দানানি চ সংযমাশ্চ হি।
তপশ্চ তপ্তং যদপত্যকাম্যয়া
সুনিষ্ফলং বীজমিবোপ্তমূষরে ।৫২
যদি হ্যকালে মরণং যদৃচ্ছয়া
লভেত কশ্চিদ্ গুরুদুঃখকর্ষিতঃ।
গতাহমদ্যৈব পরেতসংসদং
বিনা ত্বয়া ধেনুরিবাত্মজেন বৈ ॥৫৩

অথাপি কিং জীবিতমদ্য মে বৃথা
ত্বয়া বিনা চন্দ্রনিভাননপ্রভম্ ।
অনুব্রজিষ্যামি বনং ত্বয়ৈব গৌঃ
সুদুর্বলা বৎসমিবাভিকাঙ্ক্ষয়া ॥৫৪
ভৃশমসুখমমর্ষিতা যদা বহু
বিললাপ সমীক্ষ্য রাঘবম্ ।
ব্যসনমুপনিশাম্য সা মহৎ
সুতমিব বদ্ধমবেক্ষ্য কিন্নরী ॥৫৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে বিংশঃ সর্গঃ ॥২০

আমার জীবনই বৃথা। ধেনু যেমন অত্যন্ত দুর্বল হইয়াও বৎসের অনুগমন করে, সেইরূপ সামর্থ্য না থাকিলেও আমি বনে তোর অনুগমন করিব। কৌশল্যা মহাবিপদের কথা শুনিয়া তজ্জনিত দুঃসহ দুঃখ সহ্য করিতে পারিতেছিলেন না। তিনি সত্যপাশবদ্ধ পুত্রকে দর্শন করিয়া বহুভাবে বিলাপ করিতে লাগিলেন, যেন কিন্নরী নিজপুত্রের জন্য বিলাপ করিতেছে।৪৫-৫৫

মহর্ষিবাল্মীকি-প্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে বিংশ সর্গ সমাপ্ত।

একবিংশঃ সর্গঃ

[কৌসল্যাসন্তাপং দৃষ্ট্বা রাজাদীনুদ্দিশ্য লক্ষ্মণস্য ক্রোধোক্তিঃ, কৌসল্যায়া রামং প্রতি বনগমননিষেধশ্চ]।

তথা তু বিলপন্তীং তাং কৌসল্যাং রামমাতরম্।
উবাচ লক্ষ্মণো দীনস্তৎকালসদৃশং বচঃ ॥১

ন রোচতে মমাপ্যেতদার্য্যে যদ্ রাঘবো বনম্।
ত্যক্ত্বা রাজ্যশ্রিয়ং গচ্ছেৎ স্ত্রিয়ো বাক্যবশঙ্গতঃ ॥২

বিপরীতশ্চ বৃদ্ধশ্চ বিষয়ৈশ্চ প্রধর্ষিতঃ।
নৃপঃ কিমিব ন ব্রূয়াচ্চোদ্যমানঃ সমন্মথঃ ॥৩

নাস্যাপরাধং পশ্যামি নাপি দোষং তথাবিধম্।
যেন নির্বাস্যতে রাষ্ট্রাদ্ বনবাসায় রাঘবঃ ॥৪

ন তং পশ্যাম্যহং লোকে পরোক্ষমপি যো নরঃ।
স্বমিত্রোঽপি নিরস্তোঽপি যোঽস্য
দোষমুদাহরেৎ ॥৫

দেবকল্পমৃজুং দান্তং রিপূণামপি বৎসলম্।
অবেক্ষমাণঃ কো ধর্ম্মং ত্যজেৎ পুত্রমকারণাৎ ॥৬

তদিদং বচনং রাজ্ঞঃ পুনর্বাল্যমুপেয়ুষঃ।
পুত্রঃ কো হৃদয়ে কুর্য্যাদ্ রাজবৃত্তমনুস্মরন্ ॥৭

যাবদেব ন জানাতি কশ্চিদর্থমিমং নরঃ।
তাবদেব ময়া সার্ধমাত্মস্থং কুরু শাসনম্ ॥৮

ময়া পার্শ্বে সধনুষা তব গুপ্তস্য রাঘব।
কঃ সমর্থোঽধিকং কর্ত্তুং কৃতান্তস্যেব তিষ্ঠতঃ ॥৯

নির্ম্মনুষ্যামিমাং সর্বামযোধ্যাং মনুজর্ষভ।
করিষ্যামি শরৈস্তীক্ষ্ণৈর্যদি স্থাস্যতি বিপ্রিয়ে ॥১০

একবিংশ সর্গ

[কৌশল্যার সন্তাপ দেখিয়া রাজা প্রভৃতির উদ্দেশে লক্ষ্মণের ক্রোধোক্তি, এবং কৌশল্যার রামের প্রতি বনগমননিষেধ]।

অনন্তর দীন লক্ষ্মণ বিলাপকারিণী রামমাতা কৌশল্যাকে সময়োচিত বাক্য বলিলেন,—জননি! ইহা আমারও রুচিকর হইতেছে না যে, রাম স্ত্রীলোকের কথায় বাধ্য হইয়া রাজ্যশ্রী পরিত্যাগপূর্বক বনে যাইবেন। রাজা বৃদ্ধ হওয়ায় বিপরীতবুদ্ধি হইয়াছেন, বিষয়ের প্রতি তাঁহার আসক্তি বাড়িয়াছে। কামবশবর্ত্তী হইয়া স্ত্রীর অনুগত ও নির্দেশপালনকারী হওয়ায় তিনি কি না বলিতে পারেন? আমি রঘুনন্দন রামের কোন অপরাধ কিংবা সেইরূপ কোন দোষ দেখিতেছি না, যাহার জন্য রাজ্য হইতে বনবাসের নিমিত্ত তাঁহাকে নির্বাসিত করা হইতেছে। সংসারে এমন কোন লোক দেখিনা, যে অসাক্ষাতেও রামের দোষকীর্তন করে। অন্যের কথা কি, শত্রুও পরাজিত বা তিরস্কৃত হইয়া তাঁহার দোষকীর্তন করে না। ধর্মে আস্থাবান্ কোন্ ব্যক্তি বিনা কারণে দেবতুল্যসরলস্বভাব, জিতেন্দ্রিয় ও শত্রুর প্রতিও স্নেহপরায়ণ পুত্রকে পরিত্যাগ করে? সুতরাং মনে হয়, মহারাজ পুনর্বার বালকের মত বিচার-শক্তি হারাইয়াছেন। সেইজন্য এইরূপ বাক্য বলিয়াছেন, কিন্তু পূর্ববর্ত্তী নরপতিগণের আচরণ স্মরণ করিয়া কোন্ পুত্র তাঁহার এই আদেশ হৃদয়ে গ্রহণ করিবে? রাম! যাবৎপর্য্যন্ত এই ব্যাপারটি কেহ জানিতে না পারে, তাহার পূর্বেই আপনি আমার সাহায্যে রাজ্যশাসন নিজের অধীনে আনয়ন করুন। আমি সাক্ষাৎ যমের ন্যায় ধনুর্ধারণপূর্বক পার্শ্বে থাকিয়া আপনাকে রক্ষা করিলে কোন্ ব্যক্তি (বাড়াবাড়ি) আধিক্য দেখাইতে সমর্থ হইবে? যদি অযোধ্যাবাসী মানুষ আপনার প্রতিকূলতা করে, তাহা হইলে আমি তীক্ষ্ণবাণসমূহ দ্বারা সম্পূর্ণ অযোধ্যাকে মনুষ্যশূন্য করিব। নরশ্রেষ্ঠ! আপনি জানেন যে, মৃদুব্যক্তিকে সকলেই পরাভূত করিয়া থাকে, সেইজন্য আমি বলিতেছি—যে যে ব্যক্তি ভরতের পক্ষাবলম্বী, কিংবা যে যে ভরতের হিতকামনা করে, তাহাদের সকলকে আমি বধ করিব। আর পিতা দশরথ যদি কৈকেয়ী কর্ত্তৃক উৎসাহিত হইয়া সন্তুষ্টমনে আমাদের

ভরতস্যাথ পক্ষ্যো বা যো বাস্য হিতমিচ্ছতি।
সর্বাংস্তাংশ্চ বধিষ্যামি মৃদুর্হি পরিভূয়তে ॥১১
প্রোৎসাহিতোঽয়ং কৈকয্যা সন্তুষ্টো যদি নঃ পিতা।
অমিত্রভূতো নিঃসঙ্গং বধ্যতাং বধ্যতামপি ॥১২
গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ।
উৎপথং প্রতিপন্নস্য কার্য্যং ভবতি শাসনম্ ॥১৩
বলমেষ কিমাশ্রিত্য হেতুং বা পুরুষোত্তম।
দাতুমিচ্ছতি কৈকয্যা উপস্থিতমিদং তব ॥১৪
ত্বয়া চৈব ময়া চৈব কৃত্বা বৈরমনুত্তমম্।
কাস্য শক্তিঃ শ্রিয়ং দাতুং ভরতায়ারিশাসন ॥১৫
অনুরক্তোঽস্মি ভাবেন ভ্রাতরং দেবি তত্ত্বতঃ।
সত্যেন ধনুষা চৈব দত্তেনেষ্টেন তে শপে ॥১৬
দীপ্তমগ্নিমরণ্যং বা যদি রামঃ প্রবেক্ষ্যতি।
প্রবিষ্টং তত্র মাং দেবি ত্বং পূর্বমবধারয় ॥১৭

হরামি বীর্য্যাদ্ দুঃখং তে তমঃ সূর্য্য ইবোদিতঃ।
দেবী পশ্যতু মে বীর্য্যং রাঘবশ্চৈব পশ্যতু ॥১৮
হনিষ্যে পিতরং বৃদ্ধং কৈকয্যাসক্তমানসম্।
কৃপণঞ্চ স্থিতং বাল্যে বৃদ্ধভাবেন গর্হিতম্ ॥১৯
এতত্তু বচনং শ্রুত্বা লক্ষ্মণস্য মহাত্মনঃ।
উবাচ রামং কৌসল্যা রুদতী শোকলালসা ॥২০
ভ্রাতুস্তে বদতঃ পুত্র লক্ষ্মণস্য শ্রুতং ত্বয়া।
যদত্রানন্তরং তত্ত্বং কুরুষ্ব যদি রোচতে ॥২১
ন চাধর্ম্যং বচঃ শ্রুত্বা সপত্ন্যা মম ভাষিতম্।
বিহায় শোকসন্তপ্তাং গন্তুমর্হসি মামিতঃ ॥২২
ধর্মজ্ঞ ইতি ধর্মিষ্ঠ ধর্মং চরিতুমিচ্ছসি।
শুশ্রূষ মামিহস্থস্ত্বং চর ধর্মমনুত্তমম্ ॥২৩
শুশ্রূষুর্জননীং পুত্র স্বগৃহে নিয়তো বসন্।
পরেণ তপসা যুক্তঃ কাশ্যপস্ত্রিদিবং গতঃ ॥২৪

শত্রু হইয়া যান, তবে নিঃসঙ্গ অবস্থায় তাঁহাকে বধ করিব কিংবা বন্ধন করিব।১-১২

যেহেতু গুরুও যদি গর্বিত হন, কার্য্য ও অকার্য্য সম্বন্ধে যদি তাঁহার জ্ঞান না থাকে এবং তিনি যদি বিপথগামী হন, তাহা হইলে তাহাকে শাসন করা উচিত। নরোত্তম! মহারাজ কোন্ যুক্তিবলে আপনার ন্যায্যপ্রাপ্য অধিকার কৈকেয়ীকে প্রদান করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন? শত্রুনাশক! রাম! আপনার সহিত ও আমার সহিত প্রবল শত্রুতা সৃষ্টি করিয়া ভরতকে রাজ্যশ্রী প্রদান করিবার কি শক্তি তাঁহার আছে? অনন্তর লক্ষ্মণ কৌশল্যাকে বলিলেন,—দেবি! আমি সর্বান্তঃকরণে অকপটভাবে রামের প্রতি অনুরক্ত। আমি সত্য, ধনু, দানাদি সৎকর্ম ও অভীষ্টবস্তুর শপথ করিয়া এই কথা বলিতেছি। মাতঃ! যদি অগ্রজ রাম প্রজ্বলিত অগ্নি কিংবা গভীর অরণ্যে প্রবেশ করেন, তাহা হইলে আপনি বিশ্বাস করুন যে, আমি রামের প্রবেশের পূর্বেই সেখানে প্রবেশ করিয়াছি। সূর্য্য যেমন উদিত হইয়া অন্ধকার নাশ করেন, আমিও সেইরূপ নিজ শক্তিতে আপনার দুঃখনাশ করিব। আপনি এবং অগ্রজ আমার শক্তি দর্শন করুন। আমি বৃদ্ধ পিতাকে নিহত করিব, যেহেতু তিনি কৈকেয়ীতে অতিশয় আসক্ত এবং আমাদের প্রতি উদাসীন বা নির্দয়। অতিবার্ধক্যের জন্য তিনি শিশুর মত হইয়া গর্হিত কার্য্য করিতেছেন।১৩-১৯

মহাত্মা লক্ষ্মণের এইরূপ বাক্য শুনিয়া শোকাকুল-চিত্তে কাঁদিতে কাঁদিতে কৌশল্যা রামকে বলিলেন—বৎস! তোমার ভ্রাতা লক্ষ্মণ যাহা বলিতেছে, তাহা শুনিতেছ ত? যদি ইহা তোমার অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে এক্ষণে যাহা করণীয়, তাহা কর। আমার সপত্নীর উচ্চারিত অধর্মপূর্ণ বাক্য শুনিয়া শোকদগ্ধ মাতাকে পরিত্যাগপূর্বক এখান হইতে গমন করা কখনই উচিত নয়। ধর্মনিষ্ঠ বৎস! তুমি ধর্মের প্রকৃত রহস্য বুঝিতে পারিয়াছ বলিয়া যদি ধর্মাচরণ করিতেই ইচ্ছা কর, তাহা হইলে এইস্থানে থাকিয়া আমার শুশ্রূষা কর, ইহাই তোমার শ্রেষ্ঠ ধর্ম। দেখ, বৎস! কাশ্যপ স্বগৃহে থাকিয়া নিয়মপূর্বক মাতৃশুশ্রূষা করিয়াছিলেন, এবং এই পরম তপস্যার দ্বারাই তিনি স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন।২০-২৪

যথৈব রাজা পূজ্যস্তে গৌরবেণ তথা হ্যহম্।
ত্বাং সাহং নানুজানামি ন গন্তব্যমিতো বনম্ ॥২৫
ত্বদ্ বিয়োগান্ন মে কার্য্যং জীবিতেন সুখেন চ।
ত্বয়া সহ মম শ্রেয়স্তৃণানামপি ভক্ষণম্ ॥২৬
যদি ত্বং যাস্যসি বনং ত্যক্ত্বা মাং শোকলালসাম্।
অহং প্রায়মিহাশিষ্যে ন চ শক্ষ্যামি জীবিতুম্ ॥২৭
ততস্ত্বং প্রাপ্স্যসে পুত্র নিরয়ং লোকবিশ্রুতম্।
ব্রহ্মহত্যামিবাধর্মাৎ সমুদ্রঃ সরিতাং পতিঃ ॥২৮
বিলপন্তীং তথা দীনাং কৌসল্যাং জননীং ততঃ।
উবাচ রামো ধর্মাত্মা বচনং ধর্মসংহিতম্ ॥২৯
নাস্তি শক্তিঃ পিতুর্বাক্যং সমতিক্রমিতুং মম।
প্রসাদয়ে ত্বাং শিরসা গন্তুমিচ্ছাম্যহং বনম্ ॥৩০
ঋষিণা চ পিতুর্বাক্যং কুর্বতা বনচারিণা।
গৌর্হতা জানতাধর্মং কণ্ডুনা চ বিপশ্চিতা ॥৩১
অস্মাকং তু কুলে পূর্বং সাগরস্যাজ্ঞয়া পিতুঃ।
খনদ্ভিঃ সাগরৈর্ভূমিমবাপ্তঃ সুমহান্ বধঃ ॥৩২
জামদগ্ন্যেন রামেণ রেণুকা জননী স্বয়ম্।
কৃত্তা পরশুনাঽরণ্যে পিতুর্বচনকারণাৎ ॥৩৩
এতৈরন্যৈশ্চ বহুভির্দেবি দেবসমৈঃ কৃতম্।
পিতুর্বচনমক্লীবং করিষ্যামি পিতুর্হিতম্ ॥৩৪
ন খল্বেতন্ময়ৈকেন ক্রিয়তে পিতৃশাসনম্।
এতৈরপি কৃতং দেবি যে ময়া পরিকীর্তিতাঃ ।৩৫
নাহং ধর্মমপূর্বং তে প্রতিকূলং প্রবর্তয়ে।
পূর্বৈরয়মভিপ্রেতো গতো মার্গোঽনুগম্যতে ॥৩৬
তদেতত্তু ময়া কার্য্যং ক্রিয়তে ভুবি নান্যথা।
পিতুর্হি বচনং কুর্বন্ন কশ্চিন্নাম হীয়তে ॥৩৭
তামেবমুক্ত্বা জননীং লক্ষ্মণং পুনরব্রবীৎ।
বাক্যং বাক্যবিদাং শ্রেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠঃ সর্বধনুষ্মতাম্ ॥৩৮

পিতা দশরথ তোমার যেরূপ পূজনীয়, আমিও মাতৃরূপে সেইরূপই পূজা পাইবার যোগ্য। আমি তোমাকে বনে যাইতে অনুমতি দিতেছি না, অতএব তোমার বনে যাওয়া উচিত নয়। তোমার বিয়োগে আমার সুখেরও প্রয়োজন নাই, জীবনেরও প্রয়োজন নাই। তোমার সহিত থাকিয়া তৃণভক্ষণ করাও আমার শ্রেয়স্কর। তথাপি যদি তুমি আমাকে শোকব্যাকুল অবস্থায় ত্যাগ করিয়া বনে গমন কর, তাহা হইলে আমি অনশন-ব্রত করিব, কিছুতেই জীবনধারণ করিতে পারিব না। নদীপতি সমুদ্র মাতৃদুঃখজনক অধর্মাচরণ করিয়া যেরূপ ব্রহ্মহত্যাতুল্য পাপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তুমিও মাতার মৃত্যুর কারণ হইয়া সর্বলোকপ্রসিদ্ধ নরক-দুঃখ প্রাপ্ত হইবে।২৫-২৮

এইভাবে অতিশয় দৈন্যের সহিত জননী কৌশল্যা বিলাপ করিতে থাকিলে ধর্মপ্রাণ রাম তাঁহাকে ধর্মসঙ্গত বাক্যে বলিলেন,—জননি! পিতার বাক্য লঙ্ঘন করিবার সামর্থ্য আমার নাই। আমি বনে যাইতে ইচ্ছা করি এবং তজ্জন্য নতমস্তকে আপনার প্রসন্নতা প্রার্থনা করিতেছি। বনবাসী সুপণ্ডিত কণ্ডু ঋষি ধর্মজ্ঞ হইয়াও পিতার বাক্যপালন করিবার জন্য গোহত্যা করিয়াছিলেন। পূর্বকালে আমাদের বংশেই পিতা সগরের আদেশে তদীয় পুত্রগণ পৃথিবীখনন করিয়া অদ্ভুতভাবে বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। জমদগ্নিতনয় রাম পিতার আদেশের জন্য আশ্রমে কুঠার দ্বারা নিজমাতাকে ছেদন করিয়াছিলেন। ইঁহারা এবং অন্যান্য দেবতুল্য বহুব্যক্তি বিনা দ্বিধায় পিতার আদেশ পালন করিয়াছিলেন। অতএব আমি পিতার আদেশপালনের দ্বারা তাঁহার প্রীতিসাধন করিব। জননি! আমিই যে কেবল পিতার আদেশ পালন করিতেছি—তাহা নয়, যাঁহাদের কথা উল্লেখ করিলাম, তাঁহারাও করিয়াছেন। দেবি! আমি আপনার দুঃখজনক কোন অপূর্বধর্মের প্রবর্তন করিতেছি না। আমি যাহা করিতেছি, তাহা পূর্বতন মহাপুরুষগণের অনুমোদিত ও আচরিত। আমি তাঁহাদের অনুসৃত মার্গে অনুগমন করিতেছি মাত্র।২৯-৩৬

এই সংসারে যাহা সকলের কর্তব্য, আমি তাহাই করিতেছি, বিপরীত কিছুই করিতেছি না। পিতৃবাক্য পালন করিলে কেহই হীন হয় না। শ্রীমান্ রাম বাগ্মিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং ধনুর্ধারীদের মধ্যে প্রধান।

তব লক্ষ্মণ জানামি ময়ি স্নেহমনুত্তমম্ ।
বিক্রমং চৈব সত্ত্বঞ্চ তেজশ্চ সুদুরাসদম্ ॥৩৯
মম মাতুর্মহদ্ দুঃখমতুলং শুভলক্ষণ ।
অভিপ্রায়ং ন বিজ্ঞায় সত্যস্য চ শমস্য চ ॥৪০
ধর্মো হি পরমো লোকে ধর্মে সত্যং প্রতিষ্ঠিতম্ ।
ধর্মসংশ্রিতমপ্যেতৎ পিতুর্বচনমুত্তমম্ ॥৪১
সংশ্রুত্য চ পিতুর্বাক্যং মাতুর্বা ব্রাহ্মণস্য বা ।
ন কর্তব্যং বৃথা বীর ধর্মমাশ্রিত্য তিষ্ঠতা ॥৪২
সোঽহং ন শক্ষ্যামি পুনর্নিয়োগমতিবর্তিতুম্ ।
পিতুর্হি বচনাদ্ বীর কৈকেয্যাহং প্রচোদিতঃ ॥৪২
তদেতাং বিসৃজানার্য্যাং ক্ষত্রধর্মাশ্রিতাং মতিম্ ।
ধর্মমাশ্রয় মা তৈক্ষ্ণ্যং মদ্বুদ্ধিরনুগম্যতাম্ ॥৪৪
তমেবমুক্ত্বা সৌহার্দাদ্ ভ্রাতরং লক্ষ্মণাগ্রজঃ ।
উবাচ ভূয়ঃ কৌসল্যাং প্রাঞ্জলিঃ শিরসা নতঃ ॥৪৫

তিনি নিজজননী কৌশল্যাকে এইরূপ বলিয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন,—লক্ষ্মণ! আমাতে যে তোমার প্রগাঢ় প্রীতি আছে, তাহা আমি জানি। তোমার যে বল, বিক্রম ও দুর্দ্ধর্ষ তেজ আছে, তাহাও আমি জানি। শুভলক্ষণ! ভ্রাতঃ! আমার সত্য ও শান্ত অভিপ্রায় মাতা বুঝিতে পারেন নাই, এইজন্য তাঁহার অতুলনীয় গভীর দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে।৩৭-৪০

দেখ, লক্ষ্মণ! এই সংসারে ধর্মই শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকৃত। ধর্মেতেই সত্যের প্রতিষ্ঠা। পিতৃদেবের আদেশ প্রকৃতধর্মানুমোদিত। বীর! প্রতিজ্ঞা করার পর পিতার, মাতার কিংবা ব্রাহ্মণের বাক্য লঙ্ঘন করা ধর্মাশ্রয়ী ব্যক্তির কর্তব্য নয়। ভ্রাতঃ! আমি পিতার আদেশেই কৈকেয়ীকর্তৃক বনে বাস করিতে প্রবর্তিত হইয়াছি। অতএব পিতার আদেশ লঙ্ঘন করিতে কোনরূপেই সমর্থ হইব না। লক্ষ্মণ! তুমি ক্ষত্রিয়-ধর্মানমুমত অনার্য্য-বুদ্ধি ত্যাগ কর, প্রকৃত ধর্মকে আশ্রয় কর এবং উগ্রতা পরিহার কর। আমার বুদ্ধির অনুগামী হও।৪১-৪৭

লক্ষ্মণাগ্রজ রাম সৌহার্দবশতঃ অনুজ লক্ষ্মণকে

অনুমন্যস্ব মাং দেবি গমিষ্যন্তমিতো বনম্ ।
শাপিতাসি মম প্রাণৈঃ কুরু স্বস্ত্যয়নানি মে ॥৪৬
তীর্ণপ্রতিজ্ঞশ্চ বনাৎ পুনরেষ্যাম্যহং পুরীম্ ।
যযাতিরিব রাজর্ষিঃ পুরা হিত্বা পুনর্দিবম্ ॥৪৭
শোকঃ সন্ধার্য্যতাং মাতর্হৃদয়ে সাধু মা শুচঃ ॥
বনবাসাদিহৈষ্যামি পুনঃ কৃত্বা পিতুর্বচঃ ॥৪৮
ত্বয়া ময়া চ বৈদেহ্যা লক্ষ্মণেন সুমিত্রয়া ।
পিতুর্নিয়োগে স্থাতব্যমেষ ধর্মঃ সনাতনঃ ॥৪৯
অম্ব সংহৃত্য সম্ভারান্ দুঃখং হৃদি নিগৃহ্য চ ॥
বনবাসকৃতা বুদ্ধির্মম ধর্ম্যানুবর্ত্যতাম্ ॥৫০
এতদ্ বচস্তস্য নিশম্য মাতা
সুধর্ম্যমব্যগ্রমবিক্লবঞ্চ ।
মৃতেব সংজ্ঞাং প্রতিলভ্য দেবী
সমীক্ষ্য রামং পুনরিত্যুবাচ ॥৫১

এইরূপ বলিয়া অবনতমস্তকে কৃতাঞ্জলিপুটে কৌশল্যা দেবীকে পুনর্বার বলিতে লাগিলেন,—দেবি! আমি অযোধ্যা হইতে বনে যাইতেছি। আপনি আমাকে অনুমতি দান করুন। আমার প্রাণের শপথ (দিব্য) দিতেছি। আপনি আমার বনগমনের সময়ে করণীয় মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান করুন। পূর্বকালে রাজর্ষি যযাতি যেমন স্বর্গভ্রষ্ট হইয়াও পুনর্বার স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন, সেইরূপে আমিও প্রতিজ্ঞাপালন করিয়া বন হইতে পুনর্বার অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করিব। মাতঃ! আপনি শোক করিবেন না। মনোমধ্যে শোক সংবরণ করুন। বনবাস করিয়া পিতার আদেশপালনপূর্বক পুনর্বার এখানে ফিরিয়া আসিব। আপনার, আমার, সীতার, লক্ষ্মণের ও সুমিত্রার অবশ্যই পিতার আদেশ পালন করা কর্তব্য। ইহাই আমাদের সনাতনধর্ম। আমার রাজ্যাভিষেকের আয়োজন পরিহার করুন। হৃদয়েই দুঃখনিগ্রহ করুন এবং ধর্মানুমোদিত আমার বনবাসের প্রবৃত্তির অনুবর্তিনী হউন।৪৫-৫০

রামের এইরূপ ধর্মযুক্ত ধৈর্য্যপূর্ণ কাতরতাশূন্য বাক্য শুনিয়া মাতা কৌশল্যা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ

যথৈব তে পুত্র পিতা তথাহং
গুরুঃ স্বধর্মেণ সুহৃত্তয়া চ।
ন ত্বানুজানামি ন মাং বিহায়
সুদুঃখিতামর্হসি গন্তুমেব (ক) ॥৫২
কিং জীবিতেনেহ বিনা ত্বয়া মে
লোকেন বা কিং স্বধয়ামৃতেন।
শ্রেয়ো মুহূর্ত্তং তব সন্নিধানং
মমৈব কৃৎস্নাদপি জীবলোকাৎ ॥৫৩
নরৈরিবোল্কাভিরপোহ্যমানো
মহাগজো ধ্বান্তমভিপ্রবিষ্টঃ।
ভূয়ঃ প্রজজ্বাল বিলাপমেবং
নিশম্য রামঃ করুণং জনন্যাঃ ॥৫৪
স মাতরং চৈব বিসংজ্ঞকল্পা-
মার্তঞ্চ সৌমিত্রিমভিপ্রতপ্তম্।
ধর্মে স্থিতো ধর্ম্ম্যমুবাচ বাক্যং
যথা স এবার্হতি তত্র বক্তুম্ ॥৫৫
অহং হি তে লক্ষ্মণ নিত্যমেব
জানামি ভক্তিঞ্চ পরাক্রমঞ্চ।
মম ত্বভিপ্রায়মসংনিরিক্ষ্য
মাত্রা সহাভ্যর্দসি মা সুদুঃখম্ ॥৫৬

ধর্মার্থ-কামাঃ খলু জীবলোকে
সমীক্ষিতা ধর্মফলোদয়েষু।
যে তত্র সর্বে স্যুরসংশয়ং মে
ভার্য্যেব বশ্যাভিমতা সপুত্রা ॥৫৭
যস্মিংস্তু সর্বে স্যুরসন্নিবিষ্টা
ধর্মো যতঃ স্যাত্তদুপক্রমেত।
দ্বেষ্যো ভবত্যর্থপরো হি লোকে
কামাত্মতা খল্বপি ন প্রশস্তা ॥৫৮
গুরুশ্চ রাজা চ পিতা চ বৃদ্ধঃ
ক্রোধাৎ প্রহর্ষাদথবাপি কামাৎ।
যদ্ ব্যাদিশেৎ কার্য্যমবেক্ষ্য ধর্মং
কস্তং ন কুর্য্যাদনৃশংসবৃত্তিঃ ॥৫৯
ন তেন শক্নোমি পিতুঃ প্রতিজ্ঞা-
মিমাং ন কর্ত্তুং সকলাং যথাবৎ।
স হ্যাবয়োস্তাত গুরুর্নিয়োগে
দেব্যাশ্চ ভর্ত্তা স গতিশ্চ ধর্মঃ ॥৬০
তস্মিন্ পুনর্জীবতি ধর্মরাজে
বিশেষতঃ স্বে পথি বর্তমানে।
দেবী ময়া সার্ধমিতোঽভিগচ্ছেৎ
কথং স্বিদন্যা বিধবেব নারী ॥৬১

পর সংজ্ঞালাভ করিয়া রামকে অবলোকন করিতে করিতে বলিলেন—বৎস! তোমার পিতা যেমন তোমার গুরু, তোমাকে স্নেহের সহিত পালন করিয়াছি বলিয়া আমিও তোমার সেইরূপ গুরু। আমি তোমাকে বনগমনে অনুমতি দিতেছি না। পুত্র! আমি অতিশয় দুঃখভাগিনী। আমাকে ত্যাগ করিয়া বনে যাওয়া তোমার উচিত হইবে না। তুমি আমার নিকটে না থাকিলে আমার জীবনের কি প্রয়োজন? অন্যান্য স্বজন, দেবতা ও পিতৃগণের পূজা এবং অমৃতেরই বা কি প্রয়োজন? সকল লোকের সান্নিধ্য অপেক্ষা মুহূর্তকাল তোমার সান্নিধ্য আমার মঙ্গলের কারণ। মনুষ্যগণ কর্তৃক উল্কা দ্বারা বিতাড়িত হইয়া অন্ধকারে প্রবিষ্ট মহাহস্তী যেরূপ প্রজ্বলিত হয়, জননীর সকরুণ বিলাপ শুনিয়া রামও সেইরূপ প্রজ্বলিত হইলেন। ধর্মপথে স্থিত শ্রীমান রাম এইভাবে শোকমূর্চ্ছিত মাতাকে এবং দুঃখিত ও ক্রোধসন্তপ্ত লক্ষ্মণকে ধর্মসঙ্গত বাক্য বলিলেন। এইরূপ অবস্থায় রামই ঐরূপ বলিতে পারেন। শ্রীমান্ রাম বলিলেন—লক্ষ্মণ! তোমার অদ্ভুত পরাক্রম ও আমার প্রতি অবিচলিত ভক্তি আছে, তাহা আমি জানি। কিন্তু অদ্য তুমি জননীর মতই আমার অভিপ্রায় না বুঝিয়াই আমাকে অতিশয় ব্যথিত করিতেছ। ভ্রাতঃ! এই সংসারে পূর্বকৃত ধর্মাচরণের ফলরূপেই ধর্ম, অর্থ ও কাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। যেরূপ আচরণ করিলে ধর্ম, অর্থ ও কাম পাওয়া যায়, তাহা অবশ্যই করণীয়—ইহাতে সন্দেহ নাই। ভার্য্যা যেমন

পাঠান্তরঃ—(ক) সুদুঃখিতামর্হসি পুত্র গন্তুম্ ॥

সা মানুমন্যস্ব বনং ব্রজন্তং
　　কুরুষ্ব নঃ স্বস্ত্যয়নানি দেবি।
যথা সমাপ্তে পুনরাব্রজেয়ং
　　যথা হি সত্যেন পুনর্যযাতিঃ ॥৬২
যশো হ্যহং কেবলরাজ্যকারণা-
　　ন্ন পৃষ্ঠতঃ কর্ত্তুমলং মহোদয়ম্।
অদীর্ঘকালেন তু দেবি জীবিতে
　　বৃণেঽবরামদ্য মহীমধর্মতঃ ॥৬৩

প্রসাদয়ন্নরবৃষভঃ স মাতরং
　　পরাক্রমাজ্জিগমিষুরেব দণ্ডকান্।
অথানুজং ভৃশমনুশাস্য দর্শনং
　　চকার তাং হৃদি জননীং প্রদক্ষিণম্ ॥৬৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে একবিংশঃ সর্গঃ।

বশীভূত হইয়া ধর্ম, সৌন্দর্য্যাদি দ্বারা অভিমত হইয়া কাম এবং পুত্রের জননী হইয়া অর্থ উৎপাদন করে, সেইরূপ এতাদৃশ আচরণ ধর্ম, অর্থ ও কাম উৎপাদন করিয়া থাকে। যে কার্য্যে ধর্ম, অর্থ ও কামের কোন সম্বন্ধ নাই, তাদৃশ কার্য্য করিবে না। অন্ততঃ যাহাতে ধর্ম আছে—তাহাই করিবে। ধর্মশূন্য কাম ও অর্থযুক্ত কার্য্য করিবে না, যেহেতু যে কার্য্যে কেবল অর্থের সম্বন্ধ আছে, তাহা করিলে লোকের বিদ্বেষভাজন হইতে হয়, এবং যে কার্য্যে কেবল কামের সম্বন্ধ আছে, তাহাতে প্রবৃত্ত হইলে লোকের প্রশংসা পাওয়া যায় না। লক্ষ্মণ! মহারাজ দশরথ আমার পিতা। তিনি গুরুজন। এখন বৃদ্ধ হইয়াছেন। তিনি ক্রোধবশতঃ কিংবা হর্ষবশতঃ যেরূপ কার্য্য করিতে আদেশ করিবেন, কোন্ ভদ্রসন্তান ধর্মের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তাহার অনুষ্ঠান না করিবে? অতএব আমি পিতার এই প্রতিজ্ঞা সম্পূর্ণভাবে পালন না করিয়া থাকিতে পারিব না। তিনি আমাদের উভয়ের প্রতি সকলপ্রকার আদেশ দিতে পারেন। জননী কৌশল্যার তিনি পতি, একমাত্র আশ্রয় ও ধর্ম। সেই ধর্মরাজ মহারাজ দশরথ জীবিত আছেন, বিশেষতঃ তিনি ধর্মপথেই বর্ত্তমান আছেন। এই অবস্থায় তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া মাতা সাধারণ বিধবা রমণীর মত আমার সহিত কিভাবে এইস্থান হইতে গমন করিবেন? অতএব জননি! বনগমনে প্রবৃত্ত পুত্রকে অনুমতি প্রদান করুন। যযাতি যেমন সত্যের দ্বারা পুনর্বার স্বর্গে গিয়াছিলেন, সেইরূপ আমিও সত্যরক্ষা সম্পূর্ণ করিয়া যেন পুনর্বার ফিরিয়া আসিতে পারি, আপনি তাদৃশ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন করুন। কেবল রাজ্যের জন্য আমি অতিশয় উৎকৃষ্ট যশে উপেক্ষা করিতে পারি না। এই জীবন দীর্ঘকাল থাকিবে না। এই অবস্থায় অধর্মানুসারে তুচ্ছ রাজ্য প্রার্থনা করি না। নরশ্রেষ্ঠ রাম নিজশক্তিতে দণ্ডকারণ্যে যাইতে ইচ্ছুক হইয়া নিজজননীকে এইভাবে প্রসন্ন করিলেন এবং অনুজ লক্ষ্মণকে বহুভাবে ধর্মবিষয়ক উপদেশ দান করিয়া মনে মনে কৌশল্যাকে প্রদক্ষিণ করিলেন।৫১-৬৪

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে একবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

দ্বাবিংশঃ সর্গঃ

[রামস্য কৌসল্যা-লক্ষ্মণাভ্যাং ধর্ম্মোপদেশদানম্ ।]

অথ তং ব্যথয়া দীনং সবিশেষমমর্ষিতম্ ।
সরোষমিব নাগেন্দ্রং রোষবিস্ফারিতেক্ষণম্ ॥১
আসাদ্য রামঃ সৌমিত্রিং সুহৃদং ভ্রাতরং প্রিয়ম্ ।
উবাচেদং স ধৈর্য্যেণ ধারয়ন্ সত্ত্বমাত্মবান্ ॥২
নিগৃহ্য রোষং শোকঞ্চ ধৈর্য্যমাশ্রিত্য কেবলম্ ।
অবমানং নিরস্যৈনং গৃহীত্বা হর্ষমুত্তমম্ ॥৩
উপক্লৃপ্তং যদৈতন্মে অভিষেকার্থমুত্তমম্ ।
সর্বং নিবর্তয় ক্ষিপ্রং কুরু কার্য্যং নিরব্যয়ম্॥৪
সৌমিত্রে যোঽভিষেকার্থে মম সম্ভারসম্ভ্রমঃ ।
অভিষেকনিবৃত্ত্যর্থে সোঽস্তু সম্ভারসম্ভ্রমঃ ॥৫

যস্যা মদভিষেকার্থে মানসং পরিতপ্যতে ।
মাতা নঃ সা যথা ন স্যাৎ সবিশঙ্কা তথা কুরু ॥৬
তস্যাঃ শঙ্কাময়ং দুঃখং মুহূর্তমপি নোৎসহে ।
মনসি প্রতিসঞ্জাতং সৌমিত্রেঽহমুপেক্ষিতুম্ ॥৭
ন বুদ্ধিপূর্বং নাবুদ্ধং স্মরামীহ কদাচন ।
মাতৃণাং বা পিতুর্বাহং কৃতমল্পঞ্চ বিপ্রিয়ম্ ॥৮
সত্যঃ সত্যাভিসন্ধশ্চ নিত্যং সত্যপরাক্রমঃ ।
পরলোকভয়াদ্ভীতো নির্ভয়োঽস্তু পিতা মম ॥৯
তস্যাপি হি ভবেদস্মিন্ কর্মণ্যপ্রতিসংহৃতে ।
সত্যং নেতি মনস্তাপস্তস্য তাপস্তপেচ্চ মাম্ ॥১০

দ্বাবিংশ সর্গ

[রামের কৌশল্যা ও লক্ষ্মণকে ধর্ম্মোপদেশদান ।]

রাম বনগমনে উদ্যত হইলে লক্ষ্মণ অতিশয় কষ্টে কাতর হইয়া পড়িলেন। অন্যান্য সকলের অপেক্ষা তিনিই বিশেষ অসহ্যবোধ করিতে লাগিলেন। অতিশয় ক্রোধে তাঁহার নেত্রদ্বয় বিস্ফারিত হইয়া উঠিল, তিনি কুপিত মহাগজের ন্যায় ভীষণ হইয়া উঠিলেন। তখন জিতেন্দ্রিয় রাম ধৈর্য্যের দ্বারা চিত্তসংযম করিয়া প্রিয়ভ্রাতা সুমিত্রাতনয়কে বন্ধুর মত সম্বোধনপূর্বক বলিলেন,—ভ্রাতঃ ! তুমি ক্রোধ ও শোকসংবরণ কর। সর্বদা ধৈর্য্যধারণ কর। এই অপমানকে হৃদয়ে স্থান দিও না। আমার অভিষেকের জন্য যে যে উত্তম আয়োজন হইয়াছে, অতিশয় আনন্দের সহিত সেই সকল বর্জন কর এবং আমার বনগমনের উদ্যোগ বিনাবিঘ্নে সত্বর সফল কর। সুমিত্রানন্দন ! আমার অভিষেকের জন্য দ্রব্যসংগ্রহে তোমাদের যে প্রচেষ্টা, তাহা এখন আমার অভিষেক-নিবৃত্তিতে প্রয়োগ কর ।১-৫

আমার অভিষেকের জন্য যাঁহার অন্তর অতিশয় সন্তপ্ত হইতেছে, আমাদের মাতা সেই কৈকেয়ী আমার বনগমনে যাহাতে কোনরূপ আশঙ্কা না করেন, তুমি সেইরূপ কার্য্য কর। বনগমনে আশঙ্কার ফলে তাঁহার যে দুঃখ হইবে, তাহা আমি একমুহূর্তও দেখিতে ইচ্ছা করি না। তাঁহার মনোদুঃখ উপেক্ষা করা চলে না। ভ্রাতঃ ! আমার মনে হয় না যে, আমি বুদ্ধিপূর্বক কিংবা অজ্ঞানবশতঃ মাতৃগণের অথবা পিতার অপ্রীতিকর কোন কার্য্য অল্পও করিয়াছি। সত্যবাদী, সর্বদা সত্যবাক্য, অব্যর্থপরাক্রম ও পরলোকভীত পিতা এক্ষণে ভয়শূন্য হউন। আমার অভিষেকের এই আয়োজন নিবৃত্ত না হইলে "আমার বাক্য সত্য হইল না" এইরূপ ভাবিয়া পিতা মনস্তাপ পাইবেন। তাঁহার মনস্তাপ আমাকে অতিশয় কষ্টদান করিবে ।৬-১০

লক্ষ্মণ ! এইজন্যই আমি অভিষেক-বিধানের নিবৃত্তি করিয়া অতিসত্বর এখান হইতে বনে যাইতে ইচ্ছা করি ।

অভিষেকবিধানন্তু তস্মাৎ সংহৃত্য লক্ষ্মণ।
অন্বগেবাহমিচ্ছামি বনং গন্তুমিতঃ পুরঃ ॥১১
মম প্রব্রাজনাদদ্য কৃতকৃত্যা নৃপাত্মজা।
সুতং ভরতমব্যগ্রমভিষেচয়তাং ততঃ ॥১২
ময়ি চীরাজিনধরে জটামণ্ডলধারিণি।
গতেঽরণ্যঞ্চ কৈকেয্যা ভবিষ্যতি মনঃসুখম্ ॥১৩
বুদ্ধিঃ প্রণীতা যেনেয়ং মনশ্চ সুসমাহিতম্।
তত্তু নার্হামি সংক্লেষ্টুং প্রব্রজিষ্যামি মা চিরম্ ॥১৪
কৃতান্ত এব সৌমিত্রে দ্রষ্টব্যো মৎপ্রবাসনে।
রাজ্যস্য চ বিতীর্ণস্য পুনরেব নিবর্তনে ॥১৫
কৈকেয্যাঃ প্রতিপত্তির্হি কথং স্যান্মম বেদনে।
যদি তস্যা ন ভাবোঽয়ং কৃতান্তবিহিতো ভবেৎ ॥১৬

আমার বনগমনে রাজনন্দিনী কৈকেয়ী কৃতকার্য্য হইবেন এবং নিঃশঙ্কভাবে নিজপুত্র ভরতকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিতে পারিবেন। আমি বল্কল ও জটা ধারণ করিয়া বনে গমন করিলে কৈকেয়ীর অন্তরে আনন্দ হইবে। পরমেশ্বরের প্রেরণায় কৈকেয়ীর এইরূপ বুদ্ধি হইয়াছে এবং মনও নিজকরণীয় বিষয়ে দৃঢ়নিশ্চয় হইয়াছে। তাঁহাকে কষ্ট দিতে আমি পারি না। অতএব অচিরেই বনগমন করিব। ভ্রাতঃ! আমার প্রাপ্তপ্রায় রাজ্যের নিবৃত্তিতে ও নির্বাসনে দৈবকেই কারণ বলিয়া মনে কর।১১-১৫

যদি কৈকেয়ীর এতাদৃশ মনোভাব দৈবকৃত না হইত, তাহা হইলে আমাকে ব্যথা দিতে তাঁহার দৃঢ়সঙ্কল্প কিরূপে হইত? সৌম্য! তুমি ত জান যে, মাতৃগণের প্রতি আমার ব্যবহারের তারতম্য কোন দিনই হয় নাই। কৈকেয়ীরও আমাতে ও নিজপুত্র ভরতে কোন পার্থক্য-বোধ ছিল না। এই অবস্থায় আমার অভিষেক-নিবৃত্তির জন্য এবং আমাকে নির্বাসিত করিবার জন্য তিনি যে সকল কটু ও কঠোর দুর্বাক্য বলিয়াছেন, তাহাতে দৈব-ভিন্ন অন্য কাহাকেও কারণ বলিয়া মনে করিতে পারি না। ভ্রাতঃ! দৈব যদি কারণ না হইত, তাহা হইলে সৎস্বভাববতী স্নেহাদিগুণশালিনী রাজনন্দিনী

জানামি হি যথা সৌম্য ন মাতৃষু মমান্তরম্।
ভূতপূর্বং বিশেষো বা তস্যা ময়ি সুতেঽপি বা ॥১৭
সোঽভিষেকনিবৃত্ত্যর্থৈঃ প্রবাসার্থৈশ্চ দুর্বচৈঃ।
উগ্রৈর্বাক্যৈরহং তস্যা নান্যদ্দৈবাৎ সমর্থয়ে ॥১৮
কথং প্রকৃতিসম্পন্না রাজপুত্রী তথাগুণা।
ব্রূয়াৎ সা প্রাকৃতেব স্ত্রী মৎপীড়াং ভর্তৃসন্নিধৌ ॥১৯
যদচিন্ত্যং তু তদ্দৈবং ভূতেষ্বপি ন হন্যতে।
ব্যক্তং ময়ি চ তস্যাঞ্চ পতিতো হি বিপর্য্যয়ঃ ॥২০
কশ্চ দৈবেন সৌমিত্রে যোদ্ধুমুৎসহতে পুমান্।
যস্য ন গ্রহণং কিঞ্চিৎ কর্মণোঽন্যন্ন দৃশ্যতে ॥২১
সুখ-দুঃখে ভয়-ক্রোধৌ লাভালাভৌ ভবাভবৌ।
যস্য কিঞ্চিত্তথাভূতং ননু দৈবস্য কর্ম তৎ ॥২২

কিরূপে স্বামীর সাক্ষাতে সাধারণ স্ত্রীলোকের ন্যায় আমার পীড়াজনক বাক্য বলিতে পারেন? যাহা চিন্তার অগোচর এবং যাহার প্রভাব কোন প্রাণীতেই প্রতিহত হয় না, তাহাই দৈব। এই দৈবের জন্যই আমাতে ও কৈকেয়ীতে এইরূপ বিপর্য্যয় উপস্থিত হইয়াছে।১৬-২০

সুমিত্রানন্দন! ভ্রাতঃ! দৈবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে কোন্ ব্যক্তি সাহসী হইবে? কারণ কর্মফল পাইবার পূর্বে দৈবকে জানিবার অন্য কোন উপায় নাই। সুখ-দুঃখ, ভয়-ক্রোধ, লাভ-ক্ষতি, উৎপত্তি-বিনাশ প্রভৃতি বিষয়ে যে দুর্জ্ঞেয় ব্যাপার হয়, তাহা দৈবের কার্য্য। অতিকঠোর তপস্যারত ঋষিগণও দৈবপ্রেরিত হইয়া কঠোর ব্রতনিয়ম পরিত্যাগপূর্বক কাম-ক্রোধাদির দ্বারা ভ্রষ্ট হইতে বাধ্য হন। আরব্ধকার্য্য প্রতিহত করিয়া অকস্মাৎ অসঙ্কল্পিত কোন কার্য্য যদি প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে তাহা দৈবেরই কার্য্য বলিতে হইবে। ভ্রাতঃ! আমি এইরূপ তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা নিজেই নিজেকে সংযত করিয়াছি। সেইজন্য অভিষেক ব্যাহত হইলেও আমার পরিতাপ হইতেছে না। অতএব তুমিও এক্ষণে পরিতাপশূন্য হইয়া আমার মতের অনুসরণ কর। অতি সত্বর আমার অভিষেকের আয়োজন-ক্রিয়ার নিবৃত্তি কর। লক্ষ্মণ! আমার অভিষেকের জন্য যে সকল

ঋষয়োঽপ্যুগ্রতপসো দৈবেনাভিপ্রচোদিতাঃ।
উৎসৃজ্য নিয়মাংস্তীব্রান্ ভ্রশ্যন্তে কাম-মন্যুভিঃ ॥২৩
অসঙ্কল্পিতমেবেহং যদকস্মাৎ প্রবর্ত্ততে।
নিবর্ত্ত্যারব্ধমারম্ভৈর্নন্বু দৈবস্য কর্ম তৎ ॥২৪
এতয়া তত্ত্বয়া বুদ্ধ্যা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।
ব্যাহতেঽপ্যভিষেকে মে পরিতাপো ন বিদ্যতে ॥২৫
তস্মাদপরিতাপঃ সন্ ত্বমপ্যনুবিধায় মাম্।
প্রতিসংহারয় ক্ষিপ্রমাভিষেচনিকীং ক্রিয়াম্ ॥২৬
এভিরেব ঘটৈঃ সর্বৈরভিষেচনসম্ভৃতৈঃ।
মম লক্ষ্মণ তাপস্যে ব্রতস্নানং ভবিষ্যতি ॥২৭
অথবা কিং মমৈতেন রাজ্যদ্রব্যময়েন তু।
উদ্ধৃতং মে স্বয়ং তোয়ং ব্রতাদেশং করিষ্যতি ॥২৮
মা চ লক্ষ্মণ সন্তাপং কার্ষীর্লক্ষ্ম্যা বিপর্য্যয়ে।
রাজ্যং বা বনবাসো বা বনবাসো মহোদয়ঃ ॥২৯
ন লক্ষ্মণাস্মিন্ মম রাজ্যবিঘ্নে
মাতা যবীয়স্যভিশঙ্কিতব্যা।
দৈবাভিপন্না ন পিতা কথঞ্চি-
জ্জানাসি দৈবং হি তথা প্রভাবম্ ॥৩০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে দ্বাবিংশঃ সর্গঃ ॥২২

জলপূর্ণ ঘট আনীত হইয়াছে, সেই সকল ঘটের জলের দ্বারা আমার তাপসব্রতের স্নান সম্পন্ন হইবে। অথবা রাজ্যাভিষেক-সামগ্রীতে আমার কি প্রয়োজন? স্বহস্তে উদ্ধৃত জলই আমার ব্রতস্নান সম্পন্ন করিবে। লক্ষ্মণ! আমার রাজলক্ষ্মীলাভে বিপর্য্যয় হওয়ায় দুঃখ করিও না। রাজ্যলাভ ও বনবাস এই দুইটির মধ্যে বনবাসই আমার মহাফলদায়ক। ভ্রাতঃ! আমার রাজ্যলাভে এইরূপ বিঘ্ন হওয়ায় কনিষ্ঠা মাতা * কৈকেয়ী ও পিতা দশরথকে দোষী বলিয়া আশঙ্কা করিও না। যেহেতু তাঁহারা উভয়েই দৈবপ্রেরিত হইয়া এই কার্য্য করিয়াছেন। তুমি ত জানিতে পারিয়াছ যে, দৈব কিরূপ অপ্রতিহতপ্রভাবসম্পন্ন।২১-৩০

* কৌশল্যা, সুমিত্রা ও কৈকেয়ীর মধ্যে কৈকেয়ী কনিষ্ঠা। কোনস্থলে অন্যান্য মাতৃগণকে লক্ষ্য করিয়া মধ্যমা মাতা বলা হইয়াছে।

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে দ্বাবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ত্রয়োবিংশঃ সর্গঃ

[রামসমীপে ভরতাদীনুদ্দিশ্য লক্ষ্মণস্য সক্রোধবাক্যম্।]

ইতি ব্রুবতি রামে তু লক্ষ্মণোঽবাক্‌শিরা ইব।
ধ্যাত্বা মধ্যং জগামাশু মনসা দৈন্য-হর্ষয়োঃ ॥১
তথা তু বদ্ধা ভ্রুকুটীং ভ্রুবোর্মধ্যে নরর্ষভঃ।
নিশশ্বাস মহাসর্পো বিলস্থ ইব রোষিতঃ ॥২
তস্য দুষ্প্রতিবীক্ষং তদ্‌ভ্রুকুটীসহিতং তদা।
বভৌ ক্রুদ্ধস্য সিংহস্য মুখস্য সদৃশং মুখম্ ॥৩
অগ্রহস্তং বিধুন্বংস্তু হস্তী হস্তমিবাত্মনঃ।
তির্য্যগূর্দ্ধ্বং শরীরে চ পাতয়িত্বা শিরোধরাম্ ॥৪
অগ্রাক্ষ্ণা বীক্ষমাণস্তু তির্য্যগ্‌ভ্রাতরমব্রবীৎ।
অস্থানে সম্ভ্রমো যস্য জাতো বৈ সুমহানয়ম্ ॥৫
ধর্মদোষপ্রসঙ্গেন লোকস্যানতিশঙ্কয়া।
কথং হ্যেতদসম্ভ্রান্তস্ত্বদ্বিধো বক্তুমর্হতি ॥৬
যথা হ্যেবমশৌণ্ডীরং (ক) শৌণ্ডীরঃ ক্ষত্রিয়র্ষভঃ।
কিং নাম কৃপণং দৈবমশক্তমভিশংসসি ॥৭
পাপয়োস্তে কথং নাম তয়োঃ শঙ্কা ন বিদ্যতে।
সন্তি ধর্মোপধাসক্তা ধর্মাত্মন্ কিং ন বুধ্যসে ॥৮
তয়োঃ সুচরিতং স্বার্থং শাঠ্যাৎ পরিজিহীর্ষতোঃ।
যদি নৈবং ব্যবসিতং স্যাদ্ধি প্রাগেব রাঘব।
তয়োঃ প্রাগেব দত্তশ্চ স্যাদ্বরঃ প্রকৃতশ্চ সঃ ॥৯
লোকবিদ্বিষ্টমারব্ধং ত্বদন্যস্যাভিষেচনম্।
নোৎসহে সহিতুং বীর তত্র মে ক্ষন্তুমর্হসি ॥১০
যেনৈবমাগতা দ্বৈধং তব বুদ্ধির্মহামতে।
সোঽপি ধর্মো মম দ্বেষ্যো যৎপ্রসঙ্গাদ্ বিমুহ্যসি ॥১১

ত্রয়োবিংশ সর্গ

[ভরত প্রভৃতিকে উদ্দেশ্য করিয়া রামের নিকট লক্ষ্মণের সক্রোধ বাক্য।]

শ্রীমান্ রাম এই সকল কথা বলিলে পর লক্ষ্মণ অবনতমস্তকে কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া দুঃখ ও হর্ষের মধ্যবর্ত্তী অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর নরোত্তম লক্ষ্মণ ভ্রূকুটী করিয়া গর্তস্থিত ক্রুদ্ধ মহাসর্পের ন্যায় দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার ভ্রূকুটীযুক্ত দুর্দর্শনীয়-মুখ ক্রুদ্ধসিংহের মুখের ন্যায় প্রতীয়মান হইল। হস্তী যেমন নিজ শুণ্ডটিকে নানাভাবে সঞ্চালিত করে, লক্ষ্মণও সেইরূপ নিজ দক্ষিণহস্তকে নানাভাবে সঞ্চালিত করিতে লাগিলেন, এবং সর্বাঙ্গে গ্রীবাভঙ্গী করিয়া কটাক্ষ দ্বারা বক্রভাবে রামকে অবলোকনপূর্বক বলিতে আরম্ভ করিলেন,—আর্য্য! ধর্মহানি-সম্ভাবনায় এবং পিতৃবাক্যপালন না করিয়া লোকমর্য্যাদা লঙ্ঘন করিলে লোকেরা সৎপথভ্রষ্ট হইবে—এই আশঙ্কায় আপনার বনগমনে যে নিতান্ত ব্যগ্রতা হইয়াছে, তাহা সত্যই অসঙ্গত। আপনার মত বীর নির্ভীক ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ কিরূপে এই সকল কথা বলিতেছেন? কেনই বা দুর্বল অকিঞ্চিৎকর দৈবের এত প্রশংসা করিতেছেন? মহারাজ দশরথও তদীয় পত্নী কৈকেয়ী অতিশয় পাপকার্য্য করিতেছেন, তথাপি তাঁহাদের প্রতি আপনার আশঙ্কা হইতেছে না কেন? ধর্মজ্ঞ! আপনি একথা কেন বুঝিতেছেন না যে, সংসারে অনেকে ধর্মাচরণের ছলনা বা ভান করিয়া থাকে। আমার মনে হয়, তাঁহারা স্বার্থের জন্য শঠতা করিয়া বিনা দোষে আপনাকে পরিত্যাগ করিতেছেন। রঘুনন্দন! যদি তাঁহাদের এইরূপ অভিপ্রায় পূর্ব হইতেই না থাকিত, তাহা হইলে কৈকেয়ীর প্রতি বরদান বহু পূর্বেই হইতে পারিত, এবং তাহাই সঙ্গত হইত। বীর! এক্ষণে আপনার অভিষেক না হইয়া যদি অন্যের অভিষেক হয়, তাহাতে সকল

পাঠান্তর:—(ক) যথা হ্যেবমশৌণ্ডীনাং—।

কথং ত্বং কর্ম্মণা শক্তঃ কৈকয়ীবশবর্তিনঃ।
করিষ্যসি পিতুর্বাক্যমধর্ম্মিষ্ঠং বিগর্হিতম্ ॥১২
যদয়ং কিল্বিষাদ্ভেদঃ কৃতোঽপ্যেবং ন গৃহ্যতে।
জায়তে তত্র মে দুঃখং ধর্মসঙ্গশ্চ গর্হিতঃ ॥১৩
তবায়ং ধর্মসংযোগো লোকস্যাস্য বিগর্হিতঃ।
মনসাপি কথং কামং কুর্য্যাৎ ত্বাং কামবৃত্তয়োঃ।
তয়োস্ত্বহিতয়োর্নিত্যং শত্র্বোঃ পিত্রভিধানয়োঃ ॥১৪
যদ্যপি প্রতিপত্তিস্তে দৈবী চাপি তয়োর্মতম্।
তথাপ্যুপেক্ষণীয়ং তে ন মে তদপি রোচতে ॥১৫
বিক্লবো বীর্য্যহীনো যঃ স দৈবমনুবর্ততে।
বীরাঃ সম্ভাবিতাত্মানো ন দৈবং পর্য্যুপাসতে ॥১৬
দৈবং পুরুষকারেণ যঃ সমর্থঃ প্রবাধিতুম্।
ন দৈবেন বিপন্নার্থঃ পুরুষঃ সোঽবসীদতি ॥১৭
দ্রক্ষ্যন্তি ত্বদ্য দৈবস্য পৌরুষং পুরুষস্য চ।
দৈব-মানুষয়োরদ্য ব্যক্তাব্যক্তির্ভবিষ্যতি ॥১৮
অদ্য মৎপৌরুষহতং (ক) দৈবং দ্রক্ষ্যন্তি বৈ জনাঃ।
যৈর্দৈবাদাহতং তেঽদ্য দৃষ্টং রাজ্যাভিষেচনম্ ॥১৯
অত্যঙ্কুশমিবোদ্দামং গজং মদজলোদ্ধতম্।
প্রধাবিতমহং দৈবং পৌরুষেণ নিবর্তয়ে ॥২০
লোকপালাঃ সমস্তাস্তে নাদ্য রামাভিষেচনম্।
ন চ কৃৎস্নাস্ত্রয়ো লোকা বিহন্যুঃ কিং পুনঃ পিতা ॥২১
যৈর্বিবাসস্তবারণ্যে মিথো রাজন্ সমর্থিতঃ।
অরণ্যে তে বিবৎস্যন্তি চতুর্দশ সমাস্তথা ॥২২
অহং তদাশান্ ধক্ষ্যামি পিতুস্তস্যাশ্চ যা তব।
অভিষেকবিঘাতেন পুত্ররাজ্যায় বর্ততে ॥২৩

লোকের বিদ্বেষ উৎপন্ন হইবে! আমি ইহা কিছুতেই সহ্য করিতে পারিতেছি না, সেইজন্য আমাকে ক্ষমা করা উচিত।১-১০

আপনি সত্যই তীক্ষ্ণবুদ্ধি। তথাপি আমি বলিতেছি যে, যে ধর্মের দ্বারা আপনার বুদ্ধিবিপর্য্যয় হইয়াছে, যাহার দ্বারা আপনার মোহাবেশ হইয়াছে, আমি সেই ধর্মকে বিদ্বেষ করি। আপনি কার্য্যসাধনে সক্ষম, তথাপি কৈকেয়ীর বশীভূত নরপতির অধর্মপূর্ণ লোক-নিন্দিত আদেশ কিরূপে পালন করিবেন? আপনার রাজ্যাভিষেকে কপটতার দ্বারা ব্যাঘাত সৃষ্টি করা হইয়াছে। ইহা আপনি বুঝিতেছেন না, অপরন্তু ঐ গর্হিত কার্য্যকে ধর্ম বলিয়া বুঝিতেছেন—ইহাই আমার দুঃখ। আপনার এইরূপ কার্য্যে ধর্মভাব আরোপ করা সর্বলোকনিন্দিত। রাজা দশরথ ও কৈকেয়ী নামেই পিতা-মাতা, বস্তুতঃ তাঁহারা আপনার বৈরী ও অহিতকারী। আপনি ভিন্ন এমন কে আছে, যে এইরূপ যদৃচ্ছাচারী ব্যক্তিদের কথা মনেও স্থান দেয়? পিতা-মাতার এতাদৃশী বুদ্ধি দৈবের দ্বারাই হইয়াছে, ইহাই যদি আপনার ধারণা হইয়া থাকে, তাহা হইলেও বলিতেছি যে, আপনার ঐ ধারণার প্রতি উপেক্ষা করা উচিত, যেহেতু আমি দৈবকে পছন্দ করি না। যে ব্যক্তি অতিশয় কাতর ও দুর্বল, সেই ব্যক্তিই দৈবের অনুগমন করে। যাহারা বীর ও সংসারে পুরুষ বলিয়া সম্মানিত, তাহারা কখনও দৈবের উপাসনা করেন না। যিনি নিজ পুরুষকারের দ্বারা দৈবকে বাধিত করিতে সমর্থ, তিনি দৈবের জন্য কদাচিৎ হতাশ হইলেও অবসন্ন হন না। অদ্য সকলেই দৈব ও পুরুষের পৌরুষ দুইটিকেই দেখিতে পাইবে। অদ্যই দৈব ও মানুষের শক্তির উৎকর্ষ ও অপকর্ষ পরীক্ষিত হইবে। যাহারা আপনার রাজ্যাভিষেক-ক্রিয়াকে যে দৈবের প্রভাবে প্রতিহত হইতে দেখিয়াছে, অদ্য তাহারা সকলেই আমার পৌরুষের দ্বারা সেই দৈবকে প্রতিহত হইতে দেখিবে। আমি নিজপৌরুষের দ্বারা নিরঙ্কুশ উচ্ছৃঙ্খল মদমত্ত হস্তীর ন্যায় দুর্বারগতি দৈবকে নিয়ন্ত্রিত করিব।১১-২০

অগ্রজ! পিতা দশরথের কথা দূরে থাকুক, সকল লোকপাল এবং ত্রিলোকবাসী প্রাণিগণও আপনার অভিষেকে বাধা দিতে পারিবে না। রাজন্! যাহারা পরস্পর আলোচনার দ্বারা আপনার বনবাস সমর্থন করিয়াছে, তাহারাই চতুর্দশবৎসর যাবৎ বনবাস করিতে

পাঠান্তর:—(ক) অদ্য মে পৌরুষহতং—।

মদ্‌বলেন বিরুদ্ধায় ন স্যাদ্দৈববলং তথা।
প্রভবিষ্যতি দুঃখায় যথোগ্রং পৌরুষং মম ॥২৪
ঊর্ধ্বং বর্ষসহস্রান্তে প্রজাপাল্যমনন্তরম্।
আর্য্যপুত্রাঃ করিষ্যন্তি বনবাসং গতে ত্বয়ি ॥২৫
পূর্বরাজর্ষিবৃত্ত্যা হি বনবাসো বিধীয়তে।
প্রজা নিক্ষিপ্য পুত্রেষু পুত্রবৎ পরিপালনে ॥২৬
স চেদ্ রাজন্যনেকাগ্রে রাজ্যবিভ্রমশঙ্কয়া।
নৈবমিচ্ছসি ধর্মাত্মন্ রাজ্যং রাম ত্বমাত্মনি ॥২৭
প্রতিজানে চ তে বীর মা ভূবং বীরলোকভাক্।
রাজ্যঞ্চ তব রক্ষেয়মহং বেলেব সাগরম্ ॥২৮
মঙ্গলৈরভিষিঞ্চস্ব তত্র ত্বং ব্যাপৃতো ভব।
অহমেকো মহীপালানলং বারয়িতুং বলাৎ ॥২৯
ন শোভার্থাবিমৌ বাহূ ন ধনুর্ভূষণায় মে।
নাসিরাবন্ধনার্থায় ন শরাঃ স্তম্ভহেতবঃ ॥৩০

অমিত্রমথনার্থং মে সর্বমেতচ্চতুষ্টয়ম্।
ন চাহং কাময়েঽত্যর্থং যঃ স্যাচ্ছত্রুর্মতো মম ॥৩১
অসিনা তীক্ষ্ণধারেণ বিদ্যুচ্চলিতবর্চসা।
প্রগৃহীতেন বৈ শত্রুং বজ্রিণং বা ন কল্পয়ে ॥৩২
খড়্গনিষ্পেষনিষ্পিষ্টৈর্গহনা দুশ্চরা চ মে।
হস্ত্যশ্ব-রথি-হস্তোরু-শিরোভির্ভবিতা মহী ॥৩৩
খড়্গধারাহতা মেঽদ্য দীপ্যমানা ইবাগ্নয়ঃ।
পতিষ্যন্তি দ্বিষো ভূমৌ মেঘা ইব সবিদ্যুতঃ ॥৩৪
বদ্ধগোধাঙ্গুলিত্রাণে প্রগৃহীতশরাসনে।
কথং পুরুষমানী স্যাৎ পুরুষাণাং ময়ি স্থিতে ॥৩৫
বহুভিশ্চৈকমত্যস্যন্নেকেন চ বহূন্ জনান্।
বিনিয়োক্ষ্যাম্যহং বাণান্ন্-বাজি-গজ-মর্মসু ॥৩৬
অদ্য মেঽস্ত্রপ্রভাবস্য প্রভাবঃ প্রভবিষ্যতি।
রাজ্ঞশ্চাপ্রভুতাং কর্তুং প্রভুত্বঞ্চ তব প্রভো ॥৩৭

বাধা হইবে। যে কৈকেয়ী আপনার অভিষেকে বিঘ্ন সৃষ্টি করিয়া নিজপুত্রকে রাজ্য দিতে চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহার ও পিতার ঐ আশা আমি বিফল করিব। যে ব্যক্তি আমার বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইবে, আমার উগ্র পৌরুষ তাহাকে যেরূপ দুঃখ প্রদান করিবে, দৈববল তাহাকে সেইরূপ দুঃখ হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না। আর্য্য! আপনি প্রজাপালন করিয়া সহস্রবৎসর পরে যখন বনগমন করিবেন, তখন আপনার পুত্রগণ প্রজাপালন করিতে থাকিবে।২১-২৫

পুত্রগণের উপর পুত্রোচিতভাবে পালনের জন্য প্রজাগণকে সমর্পণ করিয়া পূর্বপুরুষ রাজর্ষিগণের প্রথানুসারে বনগমনই আপনার কর্তব্য। ধর্মজ্ঞ! অগ্রজ! মহারাজ দশরথ অস্থিরচিত্ত। এইরূপ অবস্থায় রাষ্ট্রবিপ্লবের আশঙ্কা করিয়া আপনি যদি নিজের উপর রাজ্যভার লইতে ইচ্ছা না করেন, তাহা হইলে আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি যে, তীরভূমি যেরূপ সমুদ্রকে রক্ষা করে, আমি সেইরূপ আপনার রাজ্য রক্ষা করিব। যদি তাহা না করি, তাহা হইলে আমার বীরলোকে যেন গমন না হয়। আপনি সংগৃহীত মাঙ্গলিকদ্রব্যের দ্বারা নিজেকে অভিষিক্ত করুন। ঐ কার্য্যে সত্বর ব্যাপৃত হউন। আমি একাকীই নিজশক্তিতে সকল নরপতিকে নিবারণ করিতে সমর্থ। আমার বাহুদ্বয় শোভাবৃদ্ধির জন্য নহে, আমার এই ধনু অলঙ্কাররূপে ধারণ করা হয় নাই, কটিদেশে বাঁধিয়া রাখিবার জন্যই এই খড়্গ নহে এবং শরসমূহ শুধু তূণে স্থাপন করিবার জন্যই নহে।২৬-৩০

আমার বাহু, ধনু, খড়্গ ও শর এই চারিটি বস্তু শত্রুনাশের জন্যই রহিয়াছে। যে আমার তুল্য শক্তিশালী শত্রু, তাহাকেও বিনষ্ট করিতে আমি অধিক কামনা করি না। বিদ্যুতের মত প্রদীপ্ত তীক্ষ্ণধার অসি গ্রহণ করিলে আমি কোন শত্রুকে এমন কি ইন্দ্রকে গ্রাহ্য করি না। আমার খড়্গের আঘাতে ছিন্ন ভিন্ন হস্তী, অশ্ব ও রথারোহিগণের হস্ত, উরু ও মস্তকের দ্বারা এই পৃথিবী সমাবৃত হইয়া যাইবে, তাহার ফলে পৃথিবীতে বিচরণ করা দুঃসাধ্য হইবে। অগ্নিতুল্যতেজস্বী শত্রুগণ অদ্য আমার খড়্গরূপ বৃষ্টিধারার দ্বারা আহত হইয়া বিদ্যুৎসমন্বিত মেঘের ন্যায় ভূতলে পতিত হইবে। আমি গোধানামক অঙ্গুলিরক্ষাকারী কবচ ধারণ করিয়া দিব্য-

অদ্য চন্দনসারস্য কেয়ূরামোক্ষণস্য চ।
বসূনাঞ্চ বিমোক্ষস্য সুহৃদাং পালনস্য চ ॥৩৮
অনুরূপাবিমৌ বাহূ রাম কর্ম করিষ্যতঃ।
অভিষেচনবিঘ্নস্য কর্ত্তৄণাং তে নিবারণে ॥৩৯
ব্রবীহি কোঽদ্যৈব ময়া বিযুজ্যতাং
তবাসু-হৃৎ-প্রাণযশঃ-সুহৃজ্জনৈঃ।
যথা তবেয়ং বসুধা বশা ভবেৎ
তথৈব মাং শাধি তবাস্মি কিঙ্করঃ ॥৪০

ধনুর্ধারণপূর্বক দণ্ডায়মান হইলে পৃথিবীস্থিত পুরুষগণের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি নিজেকে পৌরুষবান্ বলিয়া কিরূপে মনে করিবে ?৩১-৩৫

আমি বহুবাণের দ্বারা একজনকে এবং একমাত্র বাণের দ্বারা বহুজনকে পরাজিত করিয়া মনুষ্য, হস্তী ও অশ্বগণের মর্মস্থানে বাণসমূহ নিক্ষেপ করিব। প্রভো! অদ্য রাজা দশরথের প্রভুত্বলোপের জন্য এবং আপনার প্রভুত্বস্থাপনের জন্য আমার অস্ত্রশক্তির প্রতাপ প্রকাশিত হইবে। আমার বাহুদ্বয় এতদিন চন্দনলেপন, কেয়ূরধারণ, ধনবিতরণ ও সুহৃদ্‌গণের পালনের উপযুক্ত ছিল। অগ্রজ! আমার এই বাহুদ্বয় আপনার অভিষেকে ব্যাঘাতকারীদিগের নিবারণে সমুচিত কার্য্য করিবে। আপনি আদেশ করুন, অদ্য আমি আপনার কোন্ শত্রুকে প্রাণ, যশ ও বন্ধুগণ হইতে বিযুক্ত করিব? সম্পূর্ণ পৃথিবী যাহাতে আপনার আয়ত্তে আসে, সেইরূপ আদেশ প্রদান করুন। আমি আপনার ভৃত্য। লক্ষ্মণের বাক্য শুনিয়া রঘুকুলবর্ধন শ্রীমান্ রাম প্রিয় অনুজের অশ্রুমার্জন করত বারংবার সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন এবং পরে বলিলেন,—সৌম্য! ভ্রাতঃ! তুমি জানিও যে, আমি পিতা-মাতার বাক্যপালনে দৃঢ়সঙ্কল্প, আমি পিতৃবাক্যপালনকেই সমীচীন পথ* বলিয়া মনে করি।

বিমৃজ্য বাষ্পং পরিসান্ত্ব্য চাসকৃৎ
স লক্ষ্মণং রাঘববংশবর্ধনঃ।
উবাচ পিত্রোর্বচনে ব্যবস্থিতং
নিবোধ মামেষ হি সৌম্য সৎপথঃ ॥৪১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে ত্রয়োবিংশঃ সর্গঃ ॥

* পিতার জীবিতকালে আদেশানুবর্তী হওয়া, দেহত্যাগের পর প্রতিবৎসর ভূরিভোজন করান, গয়ায় পিণ্ডদান—এই তিনটির দ্বারা পুত্রের সার্থক জীবন।
"জীবতো বাক্যকরণাৎ প্রত্যব্দং ভূরিভোজনাৎ।
গয়ায়াং পিণ্ডদানাচ্চ ত্রিভিঃ পুত্রস্য পুত্রতা ॥"

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ত্রয়োবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

চতুর্বিংশঃ সর্গঃ

[বনগমনেচ্ছুনা রামেণ সহ গন্তুং বিলাপরতায়াঃ কৌসল্যায়া অভিলাষপ্রকাশঃ, 'পতিসেবৈব নারীধর্মঃ' এবং বোধয়িত্বা রামেণ সা প্রতিনিবৃত্তা, মাতুঃ সমীপাৎ স্বীয়বনগমনস্যানুমতিলাভশ্চ ।]

তং সমীক্ষ্য ব্যবসিতং পিতুর্নির্দেশপালনে ।
কৌসল্যা বাষ্পসংরুদ্ধা বচো ধর্মিষ্ঠমব্রবীৎ ॥১
অদৃষ্টদুঃখো ধর্মাত্মা সর্বভূতপ্রিয়ংবদঃ ।
ময়ি জাতো দশরথাৎ কথমুঞ্ছেন বর্তয়েৎ ॥২
যস্য ভৃত্যাশ্চ দাসাশ্চ মৃষ্টান্যন্নানি ভুঞ্জতে ।
কথং স ভোক্ষ্যতে রামো বনে মূল-ফলান্যয়ম্ ॥৩
ক এতচ্ছ্রদ্দধেচ্ছ্রুত্বা কস্য বা ন ভবেদ্ভয়ম্ ।
গুণবান্ দয়িতো রাজ্ঞঃ কাকুৎস্থো যদ্ বিবাস্যতে ॥৪
নূনং তু বলবাঁল্লোকে কৃতান্তঃ সর্বমাদিশন্ ।
লোকে রামাভিরামস্ত্বং বনং যত্র গমিষ্যসি ॥৫
অয়ং তু মামাত্মভবস্তবাদর্শনমারুতঃ ।
বিলাপ-দুঃখসমিধো রুদিতাশ্রুহুতাহুতিঃ ॥৬
চিন্তাবাষ্পমহাধূমস্তবাগমনচিন্তজঃ ।
কর্শয়িত্বাধিকং পুত্র (ক) নিঃশ্বাসায়াসসম্ভবঃ ॥৭
ত্বয়া বিহীনামিহ মাং শোকাগ্নিরতুলো মহান্ ।
প্রধক্ষ্যতি যথা কক্ষ্যং চিত্রভানুর্হিমাত্যয়ে ॥৮
কথং হি ধেনুঃ স্বং বৎসং গচ্ছন্তমনুগচ্ছতি ।
অহং ত্বানুগমিষ্যামি যত্র বৎস গমিষ্যসি ।৯
যথা নিগদিতং মাত্রা তদ্বাক্যং পুরুষর্ষভঃ ।
শ্রুত্বা রামোঽব্রবীদ্ বাক্যং মাতরং ভৃশদুঃখিতাম্॥১০
কৈকেয্যা বঞ্চিতো রাজা ময়ি চারণ্যমাশ্রিতে ।
ভবত্যা চ পরিত্যক্তো ন নূনং বর্তয়িষ্যতি ॥১১
ভর্তুঃ পুনঃ পরিত্যাগো নৃশংসঃ কেবলং স্ত্রিয়াঃ ।
স ভবত্যা ন কর্তব্যো মনসাপি বিগর্হিতঃ ॥১২

চতুর্বিংশ সর্গ

[বনগমনোদ্যত রামের সঙ্গে যাইবার জন্য বিলাপরতা কৌশল্যার আগ্রহপ্রকাশ, 'পতির সেবাই নারীর ধর্ম' এইরূপ বুঝাইয়া রামকর্তৃক মাতাকে নিবৃত্তকরণ এবং মাতার নিকট হইতে স্বীয় বনগমনের অনুমতি লাভ ।]

সেই সময় কৌশল্যা ধর্মাত্মা রামকে পিতৃবাক্য-পালনে কৃতনিশ্চয় দেখিয়া বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন,—যে রাম মহারাজ দশরথের ঔরসে আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, যে কখনও সামান্য দুঃখও পায় নাই, যে রাম পরমধার্মিক ও সকললোকের সহিত সর্বদা প্রিয়ভাষী, সেই রাম কিরূপে উঞ্ছবৃত্তি দ্বারা জীবনধারণ করিবে ? যে রামের ভৃত্য ও পরিচারকগণ উৎকৃষ্ট অন্ন ভোজন করে, সেই রাম বনে কিরূপে ফলমূল ভোজন করিবে। রাজার প্রিয়পুত্র গুণনিধি রাম নির্বাসিত হইতেছেন—এই সংবাদ শুনিয়া কে বিশ্বাস করিবে? বিশ্বাস করিলেও কাহার না ভয় হইবে? বৎস! রাম! এই সংসারে সর্বনিয়ন্তা দৈবই বলবান্, যেহেতু তুমি সংসারে সর্বজনপ্রিয় হইয়াও বনে গমন করিতেছ। বৎস! গ্রীষ্মকালে দাবানল যেমন বনস্থিত-তৃণগুল্মকে দগ্ধ করে, সেইরূপ তোমার বিরহজাত তুলনারহিত ভয়ঙ্কর শোকানল আমাকে দগ্ধ করিবে। তোমার অদর্শনই বায়ু এবং বিলাপ ও দুঃখ কাষ্ঠ হইয়া ঐ শোকাগ্নিকে প্রজ্বালিত করিবে। আমার অশ্রুবারি ঘৃতাহুতির মত ঐ অগ্নিকে বাড়াইয়া দিবে। বৎস! তুমি কবে ফিরিয়া আসিবে—এই চিন্তা ও তজ্জন্য দীর্ঘশ্বাস ধূমের মত ঐ অগ্নিকে ব্যাপ্ত করিবে। এই শোকাগ্নি প্রথমে আমাকে শোষণ করিবে, অনন্তর দগ্ধ করিয়া ফেলিবে। ধেনু যেমন অগ্রগামী বৎসের অনুগমন করে, বৎস! সেইরূপ তুমি যেখানে যাইবে,

পাঠান্তর :—(ক) কর্ষয়িত্বা ভৃশং পুত্র— ।

যাবজ্জীবতি কাকুৎস্থঃ পিতা মে জগতী পতিঃ।
শুশ্রূষা ক্রিয়তাং তাবৎ স হি ধর্মঃ সনাতনঃ ॥১৩
এবমুক্তা তু রামেণ কৌসল্যা শুভদর্শনা।
তথেত্যুবাচ সুপ্রীতা রামমক্লিষ্টকারিণম্ ॥১৪
এবমুক্তস্তু বচনং রামো ধর্মভৃতাং বরঃ।
ভূয়স্তামব্রবীদ্ বাক্যং মাতরং ভৃশদুঃখিতাম্ ॥১৫
ময়া চৈব ভবত্যা চ কর্তব্যং বচনং পিতুঃ।
রাজা ভর্তা গুরুঃ শ্রেষ্ঠঃ সর্বেষামীশ্বরঃ প্রভুঃ ॥১৬
ইমানি তু মহারণ্যে বিহৃত্য নব পঞ্চ চ।
বর্ষাণি পরমপ্রীত্যা স্থাস্যামি বচনে তব ॥১৭
এবমুক্তা প্রিয়ং পুত্রং বাষ্পপূর্ণাননা তদা।
উবাচ পরমার্তা তু কৌসল্যা সুতবৎসলা ॥১৮
আসাং রাম সপত্নীনাং মধ্যে বস্তুং ন মে ক্ষমম্।
নয় মামপি কাকুৎস্থ বনং বন্যাং মৃগীমিব ॥১৯
যদি তে গমনে বুদ্ধিঃ কৃতা পিতুরপেক্ষয়া।
তাং তথা রুদতীং রামো রুদন্ বচনমব্রবীৎ ॥২০
জীবন্ত্যা হি স্ত্রিয়া ভর্তা দৈবতং প্রভুরেব চ।
ভবত্যা মম চৈবাদ্য রাজা প্রভবতি প্রভুঃ ॥২১
ন হ্যনাথা বয়ং রাজ্ঞা লোকনাথেন ধীমতা।
ভরতশ্চাপি ধর্মাত্মা সর্বভূতপ্রিয়ংবদঃ ॥২২
ভবতীমনুবর্তেত স হি ধর্মরতঃ সদা।
যথা ময়ি তু নিষ্ক্রান্তে পুত্রশোকেন পার্থিবঃ ॥২৩
শ্রমং নাবাপ্নুয়াৎ কিঞ্চিদপ্রমত্তা তথা কুরু।
দারুণশ্চাপ্যয়ং শোকো যথৈনং ন বিনাশয়েৎ ॥২৪
রাজ্ঞো বৃদ্ধস্য সততং হিতং চর সমাহিতা।
ব্রতোপবাসনিরতা যা নারী পরমোত্তমা ॥২৫
ভর্তারং নানুবর্তেত সা চ পাপগতির্ভবেৎ।
ভর্তুঃ শুশ্রূষয়া নারী লভতে স্বর্গমুত্তমম্ ॥২৬

আমিও সেইখানেই তোমার অনুগমন করিব। পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম এই সকল বাক্য শুনিয়া অতিশয় দুঃখিতা জননীকে বলিলেন।১-১০

মাতঃ! কৈকেয়ী মহারাজকে বঞ্চিত করিয়াছেন। আমি অরণ্যে গমন করিতেছি, আপনিও যদি তাঁহাকে ত্যাগ করেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই জীবিত থাকিবেন না। স্বামীকে পরিত্যাগ করা স্ত্রীলোকের অতিশয় নিষ্ঠুর কার্য্য। যে কার্য্য মনে করাও নিন্দিত, তাহা আপনি কখনই করিবেন না। পৃথিবীপতি পিতা দশরথ যতদিন জীবিত থাকেন, ততদিন তাঁহার শুশ্রূষা করুন, ইহাই সনাতন ধর্ম। শ্রীমান্ রাম এইরূপ বলিলে পর শুভদর্শনা কৌশল্যা প্রীতমনে শুভকর্মকারী নিজপুত্রকে বলিলেন—বৎস! 'তথাস্তু' তোমার কথানুসারেই কার্য্য হইবে। ধার্মিকপ্রবর রাম এইরূপ বাক্য শুনিয়া অত্যন্তদুঃখিতা মাতাকে পুনর্বার বলিলেন।১১-১৫

জননি! সর্বলোকশ্রেষ্ঠ রাজা দশরথ সকলের নিয়ন্তা ও অধিপতি। বিশেষতঃ তিনি আপনার পতি এবং আমার পিতা, সুতরাং উভয়েরই গুরু। অতএব তাঁহার আদেশ পালন করা আমাদের কর্তব্য। আমি অতিশয় আনন্দে চতুর্দশবৎসর মহারণ্যে বাস করিয়া প্রত্যাগমনপূর্বক আপনার নির্দেশ অনুসারে চলিব। পুত্রবাৎসল্যবতী অতিদুঃখিতা কৌশল্যা প্রিয়পুত্রের কথা শুনিয়া অশ্রুপূর্ণনয়নে তাঁহাকে বলিলেন,—রাম! পিতার ইচ্ছানুসারে যদি তোমার বনগমনই নিশ্চিত হইল, তাহা হইলে আমাকে বন্যা হরিণীর ন্যায় সঙ্গে লইয়া চল। আমি এই সকল সপত্নীদিগের মধ্যে বাস করিতে পারিব না। রামকে এইরূপ বলিয়া কৌশল্যা রোদন করিতে থাকিলে রাম নিজমতে দৃঢ় থাকিয়াই তাঁহাকে বলিলেন। ১৬-২০

জননি! জীবিত স্ত্রীলোকের পতিই গুরু ও দেবতা। মহারাজ দশরথ বর্তমান সময়ে আপনার ও আমার প্রভুরূপে ইচ্ছামত ব্যবহার করিতে পারেন। সর্বলোকপতি বুদ্ধিমান্ মহারাজ থাকিতে আমরা অনাথ হইব না। সকলের প্রতি প্রিয়ভাষী ধর্মাত্মা ভরতও আপনার আজ্ঞাবহ হইবে, যেহেতু সে সর্বদা ধর্মাচরণে নিরত থাকে। আমি বনে গমন করিলে যাহাতে পুত্রশোকে মহারাজ সামান্যও কষ্ট প্রাপ্ত না হন,

অপি যা নির্নমস্কারা নিবৃত্তা দেবপূজনাৎ।
শুশ্রূষামেব কুর্বীত ভর্তুঃ প্রিয়হিতে রতা ॥২৭
এষ ধর্মঃ স্ত্রিয়া নিত্যো বেদে লোকে শ্রুতঃ স্মৃতঃ।
অগ্নিকার্য্যেষু চ সদা সুমনোভিশ্চ দেবতাঃ ॥২৮
পূজ্যাস্তে মৎকৃতে দেবি ব্রাহ্মণাশ্চৈব সংকৃতাঃ।
এবং কালং প্রতীক্ষস্ব মমাগমনকাঙ্ক্ষিণী ॥২৯
নিয়তা নিয়তাহারা ভর্তুঃ শুশ্রূষণে রতা।
প্রাপ্স্যসে পরমং কাম্যং ময়ি প্রত্যাগতে সতি ॥৩০
যদি ধর্মভৃতাং শ্রেষ্ঠো ধারয়িষ্যতি জীবিতম্।
এবমুক্তা তু রামেণ বাষ্প-পর্য্যাকুলেক্ষণা ॥৩১
কৌশল্যা পুত্রশোকার্তা রামং বচনমব্রবীৎ।
গমনে সুকৃতাং বুদ্ধিং ন তে শক্নোমি পুত্রক ।৩২
বিনিবর্তয়িতুং বীর নূনং কালো দুরত্যয়ঃ।
গচ্ছ পুত্র ত্বমেকাগ্রো ভদ্রং তেঽস্তু সদা বিভো ॥৩৩
পুনস্ত্বয়ি নিবৃত্তে তু ভবিষ্যামি গতক্লমা।
প্রত্যাগতে মহাভাগে কৃতার্থে চরিতব্রতে।
পিতুরানৃণ্যতাং প্রাপ্তে স্বপিষ্যে পরমং সুখম্ ॥৩৪
কৃতান্তস্য গতিঃ পুত্র দুর্বিভাব্যা সদা ভুবি।
যস্ত্বাং সংচোদয়তি মে বচ আবিদ্ধ্য রাঘব ॥৩৫
গচ্ছেদানীং মহাবাহো ক্ষেমেণ পুনরাগতঃ।
নন্দয়িষ্যসি মাং পুত্র সাম্না শ্লক্ষ্ণেন চারুণা ॥৩৬
অপীদানীং স কালঃ স্যাদ্বনাৎ প্রত্যাগতং পুনঃ।
যত্ত্বাং পুত্রক পশ্যেয়ং জটাবল্কলধারিণম্ ॥৩৭
তথাহি রামং বনবাসনিশ্চিতং
দদর্শ দেবী পরমেণ চেতসা।
উবাচ রামং শুভলক্ষণং বচো
বভূব চ স্বস্ত্যয়নাভিকাঙ্ক্ষিণী ॥৩৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে চতুর্বিংশঃ সর্গঃ।

আপনি প্রমাদ না করিয়া সেইরূপ কার্য্য করুন, যেন নিদারুণ পুত্রশোক তাঁহাকে বিনষ্ট না করে। আপনি সমাহিতচিত্তে বৃদ্ধনরপতির সর্বদা হিতাচরণ করুন। যে নারী ব্রত-উপবাসকারিণী ও উৎকৃষ্টগুণবতী হইয়াও পতির অনুবর্তন করে না, সেই নারী পাপকারীদের তুল্য গতি লাভ করে। যে নারী দেবতাকে নমস্কার করে না, দেবপূজা হইতেও নিবৃত্ত হইয়া থাকে, সেই নারী পতির শুশ্রূষার দ্বারাই উত্তমস্বর্গলাভ করে। "পতির প্রিয় ও হিতসাধনে রত থাকিয়া সর্বদা তাঁহার শুশ্রূষা করিবে" ইহাই বেদাদি শাস্ত্র ও লোকাচারসম্মত স্ত্রীলোকের নিত্যধর্ম। আপনি এই ধর্মপালনপূর্বক আমার মঙ্গলের জন্য অগ্নিহোত্রাদি অনুষ্ঠানে পুষ্পের দ্বারা দেবতাগণের অর্চনা করুন। এইভাবে সংযতচিত্তে আহার সংযমপূর্বক পতির শুশ্রূষায় রত থাকুন এবং আমার প্রত্যাবর্তন কামনা করিয়া নির্দিষ্ট সময়ের প্রতীক্ষা করুন। ধার্মিকশ্রেষ্ঠ দশরথ যদি জীবিত থাকেন, তবে আমি ফিরিয়া আসিলে আপনি পরম অভীষ্ট লাভ করিবেন। রাম এইরূপ বলিলে পুত্রশোক-কাতরা কৌশল্যা অশ্রুপূর্ণনয়নে তাঁহাকে বলিলেন—পুত্র! তোমার বনগমনে সুদৃঢ় সঙ্কল্পের নিবৃত্তি করিতে আমি পারিলাম না, ইহাতে মনে হয় যে, দৈবকে অতিক্রম করা অতি কঠিন। বৎস! তুমি বনগমনে দৃঢ়চিত্ত, অতএব গমন কর। শক্তিধর! রাম! তোমার সর্বদা মঙ্গল হউক। তুমি ফিরিয়া আসিলেই আমার কষ্ট দূর হইবে। মহাভাগ্যবান্ তুমি পিতৃসত্যপালনপূর্বক কৃতার্থ হইয়া পিতাকে অঋণী করত ফিরিয়া আসিলে তখনই আমি সুখে নিদ্রিত হইতে পারিব ।২১-৩৪

বৎস! এই সংসারে দৈবের গতি চিরকালই অচিন্তনীয়। আমার বাক্য অতিক্রম করিয়া ঐ দৈবই তোমাকে বনগমনে প্রেরণা দিতেছে। মহাবীর! তুমি গমন কর। মঙ্গলের সহিত পুনর্বার এখানে প্রত্যাবর্তন কর। বৎস! প্রত্যাবর্তন করিয়া মধুর কোমলবাক্যে সান্ত্বনাপূর্বক আমাকে আনন্দিত করিও। যে সময় তুমি জটা-বল্কলধারণপূর্বক বন হইতে ফিরিয়া আসিবে এবং আমি তোমাকে দেখিতে পাইব, সেই সময়টি এখনই উপস্থিত হউক। রামকে বনগমনে দৃঢ়-সংকল্প দেখিয়া কৌশল্যা সাদরচিত্তে এই সকল কথা বলিলেন, কিছুক্ষণ যাবৎ শুভলক্ষণ পুত্রকে দেখিতে লাগিলেন, অনন্তর তাহার মঙ্গলের জন্য মাঙ্গলিক স্বস্ত্যয়ন প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিতে ইচ্ছুক হইলেন ।৩৫-৩৮

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে চতুর্বিংশ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চবিংশঃ সর্গঃ

[শ্রীরামস্য বনযাত্রায়াং মঙ্গলকামিন্যা কৌসল্যায়াঃ স্বস্তিবাচনসম্পাদনম্, মাতরং প্রণম্য সহধর্মিণ্যা সীতয়া সহ দ্রষ্টুকামস্য রামস্য গমনঞ্চ।]

সা বিনীয় তমায়াসমুপস্পৃশ্য জলং শুচি।
চকার মাতা রামস্য মঙ্গলানি মনস্বিনী ॥১
ন শক্যসে বারয়িতুং গচ্ছেদানীং রঘূত্তম।
শীঘ্রঞ্চ বিনিবর্তস্ব বর্তস্ব চ সতাং ক্রমে ॥২
যং পালয়সি ধর্মং ত্বং প্রীত্যা চ নিয়মেন চ।
স বৈ রাঘবশার্দূল ধর্মস্ত্বামভিরক্ষতু ॥৩
যেভ্যঃ প্রণমসে পুত্র দেবেষ্বায়তনেষু চ।
তে চ ত্বামভিরক্ষন্তু বনে সহ মহর্ষিভিঃ ॥৪
যানি দত্তানি তেঽস্ত্রাণি বিশ্বামিত্রেণ ধীমতা।
তানি ত্বামভিরক্ষন্তু গুণৈঃ সমুদিতং সদা ॥৫
পিতৃশুশ্রূষয়া পুত্র মাতৃশুশ্রূষয়া তথা।
সত্যেন চ মহাবাহো চিরং জীবাভিরক্ষিতঃ ॥৬
সমিৎ-কুশ-পবিত্রাণি বেদ্যশ্চায়তনানি চ।
স্থণ্ডিলানি চ বিপ্রাণাং শৈলা বৃক্ষাৎ ক্ষুপাহ্রদাঃ ॥
পতঙ্গাঃ পন্নগাঃ সিংহাস্ত্বাং রক্ষন্তু নরোত্তম ॥৭
স্বস্তি সাধ্যাশ্চ বিশ্বে চ মরুতশ্চ মহর্ষিভিঃ।
স্বস্তি ধাতা বিধাতা চ স্বস্তি পূষা ভগোঽর্য্যমা ॥৮
লোকপালাশ্চ তে সর্বে বাসবপ্রমুখাস্তথা।
ঋতবঃ ষট্ চ তে সর্বে মাসাঃ সংবৎসরাঃ ক্ষপাঃ।
দিনানি চ মুহূর্তাশ্চ স্বস্তি কুর্বন্তু তে সদা ॥৯

পঞ্চবিংশ সর্গ

[শ্রীরামের বনযাত্রার মঙ্গলকামনা করিয়া মাতা কৌশল্যার স্বস্তিবাচন সম্পাদন এবং মাতাকে প্রণাম করিয়া সহধর্মিনী সীতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য রামের গমন।]

মনস্বিনী রামমাতা পুত্রবিরহের দুঃখ ত্যাগ করিয়া পবিত্রজলে আচমনপূর্বক রামের উদ্দেশে বহুবিধ মাঙ্গলিক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন। অনন্তর পুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—রাঘবশ্রেষ্ঠ! আমি তোমাকে নিবারণ করিতে পারিতেছি না। তুমি এক্ষণে বনে গমন কর, এবং শীঘ্রই ফিরিয়া আসিও। বৎস! সাধুগণের অবলম্বিত পথে অবস্থান কর। তুমি প্রীতিমনে নিয়মপূর্বক যে ধর্মকে রক্ষা করিতেছ, রাঘবশ্রেষ্ঠ! সেই ধর্মই তোমাকে রক্ষা করুন। তুমি দেবমন্দিরে যে সকল দেবতাকে প্রণাম করিয়া থাক, তাঁহারা মহর্ষিগণসহিত তোমার বনবাসকালে তোমাকে রক্ষা করুন। ধীমান্ বিশ্বামিত্র যে সকল অস্ত্র তোমাকে প্রদান করিয়াছেন, গুণাকর! রাম! ঐ সকল অস্ত্র তোমাকে রক্ষা করুন। পিতৃশুশ্রূষা, মাতৃশুশ্রূষা ও সত্যনিষ্ঠার দ্বারা রক্ষিত হইয়া তুমি চিরজীবী হও। পুরুষোত্তম! প্রিয়পুত্র! সমিধ, কুশ, পবিত্র, বেদী, দেবালয়, ব্রাহ্মণগণের স্থণ্ডিল (অর্চনাস্থান), পর্বত, মহাবৃক্ষ, ক্ষুদ্রশাখাযুক্তবৃক্ষ, হ্রদ, পক্ষী, সর্প ও সিংহগণ তোমাকে রক্ষা করুক। সাধ্য, বিশ্বদেব, দেবতা, মহর্ষি, ধাতা, বিধাতা, পূষা, ভগ, অর্য্যমা, ইন্দ্রাদি লোকপাল, ষট্‌ঋতু, দ্বাদশমাস, সংবৎসর, রাত্রি, দিন ও মুহূর্ত এবং এই সকলের অধিষ্ঠাতৃ দেবগণ সর্বদা তোমার মঙ্গলসাধন করুন। শ্রুতি, স্মৃতি ও ধর্ম সর্বতোভাবে তোমাকে রক্ষা করুন। ভগবান্ স্কন্দদেব, চন্দ্র, বৃহস্পতি, নারদ ও সপ্তর্ষিগণ ইঁহারা সকলে সর্বতোভাবে তোমাকে রক্ষা করুন। দিক্‌পতিগণসহিত প্রসিদ্ধদিক্‌সমূহ আমার স্তুতিতে তুষ্ট হইয়া সর্বদা বনে তোমাকে রক্ষা

শ্রুতিঃ স্মৃতিশ্চ ধর্মশ্চ পাতু ত্বাং পুত্র সর্বতঃ ॥১০
স্কন্দশ্চ ভগবান্ দেবঃ সোমশ্চ সবৃহস্পতিঃ।
সপ্তর্ষয়ো নারদশ্চ তে ত্বাং রক্ষন্তু সর্বতঃ ॥১১
তে চাপি সর্বতঃ সিদ্ধা দিশশ্চ সদিগীশ্বরাঃ।
স্তুতা ময়া বনে তস্মিন্ পান্তু ত্বাং পুত্র নিত্যশঃ ॥১২
শৈলাঃ সর্বে সমুদ্রাশ্চ রাজা বরুণ এব চ।
দ্যৌরন্তরীক্ষং পৃথিবী বায়ুশ্চ সচরাচরঃ ॥১৩
নক্ষত্রাণি চ সর্বাণি গ্রহাশ্চ সহ দৈবতৈঃ।
অহোরাত্রে তথা সন্ধ্যে পান্তু ত্বাং বনমাশ্রিতম্ ॥১৪
ঋতবশ্চাপি ষট্ চান্যে মাসাঃ সংবৎসরাস্তথা।
কলাশ্চ কাষ্ঠাশ্চ তথা তব শর্ম দিশন্তু তে ॥১৫
মহাবনেঽপি চরতো মুনিবেষস্য ধীমতঃ।
তথা দেবাশ্চ দৈত্যাশ্চ ভবন্তু সুখদাঃ সদা ॥১৬
রাক্ষসানাং পিশাচানাং রৌদ্রাণাং ক্রূরকর্মণাম্।
ক্রব্যাদানাঞ্চ সর্বেষাং মা ভূৎ পুত্রক তে ভয়ম্ ॥১৭
প্লবগা বৃশ্চিকা দংশা মশকাশ্চৈব কাননে।
সরীসৃপাশ্চ কীটাশ্চ মা ভূবন্ গহনে তব ॥১৮
মহাদ্বিপাশ্চ সিংহাশ্চ ব্যাঘ্রা ঋক্ষাশ্চ দংষ্ট্রিণঃ।
মহিষাঃ শৃঙ্গিণো রৌদ্রা ন তে দ্রুহ্যন্তু পুত্রক ॥১৯
নৃমাংসভোজনা রৌদ্রা যে চান্যে সর্বজাতয়ঃ।
মা চ ত্বাং হিংসিষুঃ পুত্র ময়া সংপূজিতাস্তিহ ॥২০
আগমাস্তে শিবাঃ সন্তু সিধ্যন্তু চ পরাক্রমাঃ।
সর্বসম্পত্তয়ো রাম স্বস্তিমান্ গচ্ছ পুত্রক ॥২১
স্বস্তি তেঽস্ত্বন্তরিক্ষেভ্যঃ পার্থিবেভ্যঃ পুনঃ পুনঃ।
সর্বেভ্যশ্চৈব দেবেভ্যো যে চ তে পরিপন্থিনঃ ॥২২
শুক্রঃ সোমশ্চ সূর্য্যশ্চ ধনদোঽথ যমস্তথা।
পান্তু ত্বামর্চিতা রাম দণ্ডকারণ্যবাসিনম্ ॥২৩
অগ্নির্বায়ুস্তথা ধূমো মন্ত্রাশ্চর্ষিমুখাচ্চ্যুতাঃ।
উপস্পর্শনকালে তু পান্তু ত্বাং রঘুনন্দন ॥২৪

করুন। পর্বত, সমুদ্র, সমুদ্রপতি বরুণ, স্বর্গ, অন্তরীক্ষ, পৃথিবী, বায়ু, স্থাবর, জঙ্গম, নক্ষত্র, দেবগণসহিত গ্রহগণ, অহোরাত্র ও সন্ধ্যাকাল বনবাসরত তোমাকে রক্ষা করুন। ষট্ঋতু, দ্বাদশ মাস, সংবৎসর, কলা-কাষ্ঠাদি মুহূর্ত তোমার মঙ্গল বিধান করুন।১-১৫

বুদ্ধিমান্ তুমি যখন মুনির মত বেশধারণ করিয়া মহারণ্যে বিচরণ করিবে, তখন দেবগণ ও দৈত্যগণ তোমার সুখপ্রদ হউন। নিষ্ঠুর রাক্ষস, পিশাচ, অতি-ভীষণ ক্রব্যাদ (মাংসভোজী) প্রভৃতি হইতে যেন তোমার কোনরূপ ভয় না হয়। বানর, বৃশ্চিক, মশক, বনমক্ষিকা (বোল্‌তা), সর্প প্রভৃতি সরীসৃপ ও কীটসমূহ যেন গহনবনে তোমার হিংসাকারী না হয়। বন্যহস্তী, সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, মহিষ, বিশালদন্তবিশিষ্ট ও বিশাল-শৃঙ্গবিশিষ্ট প্রাণিগণ যেন তোমার প্রতি দ্রোহ না করে। আরও যে সকল অতিভীষণ নরমাংসভোজী হিংস্রজন্তু আছে, আমি তাহাদের পূজা করিতে থাকিব, তাহার ফলে তাহারা যেন তোমার হিংসা না করে।১৬-২০

বৎস! তোমার গমনপথ মঙ্গলময় হউক, তোমার পরাক্রম সফল হউক এবং বনবাসে প্রয়োজনীয় ফল-মূলাদি সুলভ হউক, পুত্র! এক্ষণে তুমি নির্বিঘ্নে বনগমন কর। অন্তরীক্ষচারী ও পৃথিবীচারী প্রাণী, সমস্ত দেবতা এবং তোমার বিরোধী প্রাণিগণ হইতে সর্বদা তোমার মঙ্গল হউক। শুক্র, চন্দ্র, সূর্য্য, কুবের ও যমকে পূজা করিলাম, বৎস! তুমি দণ্ডকারণ্যবাসী হইলে ইঁহারা তোমাকে রক্ষা করুন। রঘুনন্দন! অগ্নি, বায়ু, ধূম ও মহর্ষিগণ কর্তৃক উচ্চারিত মন্ত্রসমূহ অস্পৃশ্যবস্তুর স্পর্শকালে তোমাকে রক্ষা করুন। সর্বলোকপতি সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা, ঋষিগণ এবং অন্যান্য দেবগণ বনবাসকালে তোমাকে রক্ষা করুন। এইভাবে আশীর্বাণী উচ্চারণ করিয়া যশস্বিনী বিশালনেত্রা কৌশল্যা মালা, গন্ধ ও যথাযোগ্য স্তুতির দ্বারা দেবতাগণের অর্চনা করিলেন। অনন্তর রামের মঙ্গলের জন্য মহাত্মা ব্রাহ্মণগণের দ্বারা অগ্নি আহরণ করিয়া হোম করাইলেন। হোমের জন্য ঘৃত, শ্বেতপুষ্পমাল্য, সমিধ্ ও শ্বেতসর্ষপ কৌশল্যাদেবী সংগ্রহ করিয়াছিলেন। উপাধ্যায় রামের বিঘ্নাভাব ও শান্তির উদ্দেশে বিধিপূর্বক হবন করিয়া হুতাবশিষ্ট দ্রব্যের দ্বারা বহির্দেশে লোকপালগণকে বলি (ভোজ্য উপহার)

সর্বলোকপ্রভুর্ব্রহ্মা ভূতকর্তা তথর্ষয়ঃ।
যে চ শেষাঃ সুরাস্তে তু রক্ষন্তু বনবাসিনম্ ॥২৫
ইতি মাল্যৈঃ সুরগণান্ গন্ধৈশ্চাপি যশস্বিনী।
স্তুতিভিশ্চানুরূপাভিরানর্চায়তলোচনা ॥২৬
জ্বলনং সমুপাদায় ব্রাহ্মণেন মহাত্মনা।
হাবয়ামাস বিধিনা রামমঙ্গলকারণাৎ ॥২৭
ঘৃতং শ্বেতানি মাল্যানি সমিধঃ শ্বেতসর্ষপান্ (ক)।
উপসম্পাদয়ামাস কৌসল্যা পরমাঙ্গনা ॥২৮
উপাধ্যায়ঃ স বিধিনা হুত্বা শান্তিমনাময়ম্।
হুত-হব্যাবশেষেণ বাহ্যং বলিমকল্পয়ৎ ॥২৯
মধু-দধ্যক্ষত-ঘৃতৈঃ স্বস্তিবাচ্যং দ্বিজাংস্ততঃ।
বাচয়ামাস রামস্য বনে স্বস্ত্যয়নক্রিয়াম্ ॥৩০
ততস্তস্মৈ দ্বিজেন্দ্রায় রামমাতা যশস্বিনী।
দক্ষিণাং প্রদদৌ কাম্যাং রাঘবং চেদমব্রবীৎ ॥৩১

যন্মঙ্গলং সহস্রাক্ষে সর্বদেবনমস্কৃতে।
বৃত্রনাশে সমভবত্তত্তে ভবতু মঙ্গলম্ ॥৩২
যন্মঙ্গলং সুপর্ণস্য বিনতাকল্পয়ৎ পুরা।
অমৃতং প্রার্থয়ানস্য তত্তে ভবতু মঙ্গলম্ ॥৩৩
অমৃতোৎপাদনে দৈত্যান্ ঘ্নতো বজ্রধরস্য যৎ।
অদিতির্মঙ্গলং প্রাদাত্তত্তে ভবতু মঙ্গলম্ ॥৩৪
ত্রিবিক্রমান্ প্রক্রমতো বিষ্ণোরতুলতেজসঃ।
যদাসীন্মঙ্গলং রাম তত্তে ভবতু মঙ্গলম্ ॥৩৫
ঋষয়ঃ সাগরা দ্বীপা বেদা লোকা দিশশ্চ তাঃ।
মঙ্গলানি মহাবাহো দিশন্তু শুভমঙ্গলম্ ॥৩৬
ইতি পুত্রস্য শেষাশ্চ কৃত্বা শিরসি ভামিনী।
গন্ধৈশ্চাপি সমালভ্য রামমায়তলোচনা ॥৩৭
ওষধীঞ্চ সুসিদ্ধার্থাং বিশল্যকরণীং শুভাম্।
চকার রক্ষাং কৌসল্যা মন্ত্রৈরভিজজাপ চ ॥৩৮

দান করিলেন। অনন্তর তিনি মধু, দধি, ঘৃত ও অক্ষত (আতপতণ্ডুল) ব্রাহ্মণগণের হস্তে প্রদান করিয়া স্বস্তিবাচন ও রামের মঙ্গলপ্রার্থনা করাইলেন।২১-৩০

অনন্তর যশস্বিনী রাম-মাতা দ্বিজশ্রেষ্ঠ সেই উপাধ্যায়কে ইচ্ছানুরূপ দক্ষিণা দান করিলেন এবং রামকে বলিলেন,—বৎস! বৃত্রাসুরের বিনাশ-সময়ে সর্বদেববন্দিত সহস্রলোচন দেবরাজের যেরূপ মঙ্গল হইয়াছিল, তোমার সেইরূপ মঙ্গল হউক। পূর্বে অমৃতের আহরণকারী গরুড়ের উদ্দেশে তদীয়মাতা বিনতা যে মঙ্গলকামনা করিয়াছিলেন, সেই মঙ্গল তোমার হউক। অমৃতপ্রাপ্তিসময়ে দৈত্যগণহন্তা বজ্রধর ইন্দ্রের উদ্দেশে অদিতি যেরূপ মঙ্গল প্রদান করিয়াছিলেন, সেইরূপ মঙ্গল তোমার হউক। বৎস! ত্রিপদদ্বারা ত্রিভুবন আক্রমণকারী অতিতেজস্বী বামনরূপী বিষ্ণুর যে মঙ্গল হইয়াছিল, তোমার সেইরূপ মঙ্গল হউক। মহাবীর! ঋষিগণ, সমুদ্রসমূহ, দ্বীপসকল, বেদসমূহ, লোকগণ ও দিক্‌সমূহ তোমার মঙ্গলবিধান করুন।৩১-৩৬

এইরূপ বলিয়া বিশালনেত্রা কৌশল্যা পুত্রের মস্তকে অক্ষত প্রদান করিলেন এবং অঙ্গে চন্দনাদি গন্ধদ্রব্য লেপন করিলেন। তাহার পর তাঁহার হস্তে প্রত্যক্ষ-ফলপ্রদ ঔষধি ও শুভকরী বিশল্যকরণীর রক্ষাবন্ধন করিলেন এবং এই সকল অনুষ্ঠানের সময় মন্ত্রোচ্চারণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর দুঃখবশবর্তিনী রামজননী নিজদুঃখ অন্তরে রাখিয়া বাহিরে আনন্দপ্রকাশপূর্বক গদগদ স্বরে রামকে বলিলেন। তিনি কথা বলিবার পূর্বে রামের মস্তক অবনত করত আঘ্রাণ করিলেন এবং তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। তিনি পরে বলিলেন,—বৎস! তুমি সুখী হইয়া গমন কর, তোমার অভিলাষ পূর্ণ হউক। তুমি সুস্থদেহে সকলকার্য্যসাধন করিয়া পুনর্বার অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিবে এবং রাজকার্য্যে মনোযোগ করিবে। তখন আমি তোমাকে দেখিয়া সুখ পাইব। তুমি বন হইতে ফিরিয়া আসিলে তোমার পূর্ণচন্দ্রতুল্য বদন দর্শন করিব। তখন আমার সকল দুঃখ-দুশ্চিন্তা দূর হইবে এবং আনন্দে আমার মুখ প্রফুল্ল হইবে। বৎস! পিতৃবাক্যপালন করিয়া বনবাস হইতে প্রত্যাবর্তনপূর্বক অযোধ্যায় তুমি আগত হইয়াছ, ইহাই

পাঠান্তর:—(ক) সমিধশ্চৈব সর্ষপান্।

উবাচাপি প্রহৃষ্টেব সা দুঃখবশবর্তিনী।
বাঙ্‌মাত্রেণ ন ভাবেন বাচা সংসজ্জমানয়া ॥৩৯
আনম্য মূর্ধ্নি চাঘ্রায় পরিষ্বজ্য যশস্বিনী।
অবদৎ পুত্রমিষ্টার্থো গচ্ছ রাম যথাসুখম্ ॥৪০
অরোগং সর্বসিদ্ধার্থমযোধ্যাং পুনরাগতম্।
পশ্যামি ত্বাং সুখং বৎস সন্ধিতং রাজবর্ত্মসু ॥৪১
প্রণষ্টদুঃখসঙ্কল্পা হর্ষবিদ্যোতিতাননা।
দ্রক্ষ্যামি ত্বাং বনাৎ প্রাপ্তং পূর্ণচন্দ্রমিবোদিতম্ ॥৪২
ভদ্রাসনগতং রাম বনবাসাদিহাগতম্।
দ্রক্ষ্যামি চ পুনস্ত্বাং তু তীর্ণবন্তং পিতুর্বচঃ ॥৪৩
মঙ্গলৈরুপসম্পন্নো বনবাসাদিহাগতঃ।
বধ্বাশ্চ মম নিত্যং ত্বং কামান্ সংবর্ধয়াহি ভোঃ ॥৪৪

ময়ার্চিতা দেবগণাঃ শিবাদয়ো
মহর্ষয়ো ভূতগণাঃ সুরোরগাঃ।
অভিপ্রয়াতস্য বনং চিরায় তে
হিতানি কাঙ্ক্ষন্তু দিশশ্চ রাঘব ॥৪৫
অতীব চাশ্রুপ্রতিপূর্ণলোচনা
সমাপ্য চ স্বস্ত্যয়নং যথাবিধি।
প্রদক্ষিণং চাপি চকার রাঘবং
পুনঃ পুনশ্চাপি নিরীক্ষ্য সস্বজে ॥৪৬
তয়া হি দেব্যা চ কৃতপ্রদক্ষিণো
নিপীড্য মাতুশ্চরণৌ পুনঃ পুনঃ।
জগাম সীতানিলয়ং মহাযশাঃ
স রাঘবঃ প্রজ্বলিতস্তয়া শ্রিয়া ॥৪৭

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে পঞ্চবিংশঃ সর্গঃ।

আমি দেখিতে ইচ্ছা করি। পুত্র! তুমি গমন কর, সত্বর বনবাস হইতে ফিরিয়া আসিয়া রাজোচিত বস্ত্রালঙ্কারে শোভিত হও এবং বধূমাতা জানকীর অভিলাষ সতত পূরণ কর।৩৭-৪৪

আমি শিব প্রভৃতি দেবতা, দিক্, মহর্ষি, ভূত ও দেবনাগগণের অর্চনা করিয়াছি; তোমার দীর্ঘকালযাবৎ বনবাস-সময়ে তাঁহারা হিতকামনা করুন। কৌশল্যাদেবী অশ্রুপরিপূর্ণনয়নে রামের স্বস্ত্যয়ন অনুষ্ঠান যথানিয়মে সম্পন্ন করিলেন। অনন্তর রামকে প্রদক্ষিণ করিলেন এবং তাঁহাকে দেখিতে দেখিতে বারংবার আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। কৌশল্যা রামকে প্রদক্ষিণ করিলে পর শ্রীমান্ রাম মাতার চরণে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিলেন। অনন্তর মহাযশস্বী রঘুপতি মাঙ্গলদ্রব্যধারণ-জনিত শোভায় উজ্জ্বল হইয়া সীতার ভবনাভিমুখে গমন করিলেন।৪৫-৪৭

পাঠান্তর :—(ক) ভদ্রং ভদ্রাসনগতং।

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে পঞ্চবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ষড়্‌বিংশঃ সর্গঃ

[চিন্তাক্রান্তং রামং দৃষ্ট্বা সীতায়াস্তৎকারণজিজ্ঞাসা, বৃদ্ধ-শ্বশুরৌ সেবমানা সর্বেষাং প্রীতিনিলয়া সতী গৃহে অবস্থাতুং সীতাং প্রতি স্বীয়বনযাত্রায়াঃ পূর্ববৃত্তান্তবর্ণনাকারিণো রামস্য হিতোপদেশঃ ।]

অভিবাদ্য তু কৌসল্যাং রামঃ সংপ্রস্থিতো বনম্ ।
কৃতস্বস্ত্যয়নো মাত্রা ধর্মিষ্ঠে বর্ত্মনি স্থিতঃ ॥১
বিরাজয়ন্ রাজসুতো রাজমার্গং নরৈর্বৃতম্ ।
হৃদয়ান্যামমন্থেব জনস্য গুণবত্তয়া ॥২
বৈদেহী চাপি তৎসর্বং ন শুশ্রাব তপস্বিনী ।
তদেব হৃদি তস্যাশ্চ যৌবরাজ্যাভিষেচনম্ ॥৩
দেবকার্য্যং স্ম সা কৃত্বা কৃতজ্ঞা হৃষ্টচেতনা ।
অভিজ্ঞা রাজধর্মাণাং রাজপুত্রী প্রতীক্ষতি ॥৪
প্রবিবেশাথ রামস্তু স্ববেশ্ম সুবিভূষিতম্ ।
প্রহৃষ্টজনসম্পূর্ণং হ্রিয়া কিঞ্চিদবাঙ্মুখঃ ॥৫

অথ সীতা সমুৎপত্য বেপমানা চ তং পতিম্ ।
অপশ্যচ্ছোকসন্তপ্তং চিন্তাব্যাকুলিতেন্দ্রিয়ম্ ॥৬
তাং দৃষ্ট্বা স হি ধর্মাত্মা ন শশাক মনোগতম্ ।
তং শোকং রাঘবঃ সোঢ়ুং ততো বিবৃততাং গতঃ ॥৭
বিবর্ণবদনং দৃষ্ট্বা তং প্রস্বিন্নমমর্ষণম্ ।
আহ দুঃখাভিসন্তপ্তা কিমিদানীমিদং প্রভো ॥৮
অদ্য বার্হস্পতঃ শ্রীমান্যুক্তঃ পুষ্যেণ রাঘব ।
প্রোচ্যতে ব্রাহ্মণৈঃ প্রাজ্ঞৈঃ কেন ত্বমসি দুর্মনাঃ ।৯
ন তে শতশলাকেন জলফেননিভেন চ ।
আবৃতং বদনং বল্গু চ্ছত্রেণাভিবিরাজতে ॥১০

ষড়্‌বিংশ সর্গ

[শ্রীরামকে চিন্তাযুক্ত দেখিয়া সীতাকর্তৃক ইহার কারণ জিজ্ঞাসা এবং বৃদ্ধ শ্বশুর-শাশুড়ীর সেবা করিয়া ও সকলের প্রীতিভাজন হইয়া গৃহে অবস্থান করিবার জন্য সীতার প্রতি স্বীয় বনযাত্রার পূর্ববৃত্তান্তবর্ণনকারী রামের হিতোপদেশ ।]

ধর্মপথস্থিত রাম কৌশল্যাকে প্রণাম করিলেন। পুত্রের উদ্দেশে স্নেহময়ী জননীর স্বস্ত্যয়ন করা সমাপ্ত হইলে রাম বনগমনে উদ্যত হইলেন। মনুষ্যপরিপূর্ণ রাজপথ আলোকিত করিয়া গমন করিবার সময় রাম নিজের গুণপ্রভাবে সকলের হৃদয়কে আলোড়িত করিতে লাগিলেন। এদিকে তপস্বিনী সীতা এখন পর্য্যন্ত রামের বনগমন-বিষয়ে কোন কথাই শ্রবণ করেন নাই। রামের যৌবরাজ্যে অভিষেক হইবে—এই বিষয়টিই তাঁহার হৃদয়ে জাগরূক রহিয়াছে। রাজধর্ম-নিপুণা রাজনন্দিনী প্রসন্নচিত্তে কৃতজ্ঞতার সহিত দেবার্চনা করিয়া রামের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। এমন সময় রাম লজ্জায় কিঞ্চিৎ অধোমুখ হইয়া আনন্দিতজনগণে পূর্ণ সুশোভিত নিজভবনে প্রবেশ করিলেন ।১-৫

রামকে সমাগত দেখিয়া সীতা সত্বর তাঁহার নিকটে গমন করিলেন এবং নিজপতিকে শোকসন্তপ্ত ও চিন্তা-বিমূঢ় দেখিয়া কাঁপিতে লাগিলেন। ধর্মাত্মা রাম সীতাকে দেখিয়া মনোগত শোক গোপন করিতে পারিলেন না, তাহা প্রকাশিত হইয়া পড়িল। (রাজ্যত্যাগ বা বনবাসজন্য শোক নয়, কিন্তু সীতার মর্মস্পর্শী দুঃখ হইবে এইজন্য) রামের বদন বিবর্ণ হইয়াছে, কলেবর ঘর্মাক্ত হইয়াছে। এই অবস্থায় পতিকে ব্যাকুল দেখিয়া সীতা অতিশয় দুঃখিত হইয়া বলিলেন,—প্রভো ! এই সময়ে আপনার এইরূপ অবস্থার কারণ কি ? অদ্য বৃহস্পতি কর্তৃক অধিষ্ঠিত পুষ্যানক্ষত্রের সহিত চন্দ্র মিলিত হইয়াছেন, বিজ্ঞব্রাহ্মণগণ এই

ব্যজনাভ্যাঞ্চ মুখ্যাভ্যাং শতপত্রনিভেক্ষণম্।
চন্দ্রহংসপ্রকাশাভ্যাং বীজ্যতে ন তবাননম্ ॥১১
বাগ্মিনো বন্দিনশ্চাপি প্রহৃষ্টাস্ত্বাং নরর্ষভ।
স্তুবন্তো নাদ্য দৃশ্যন্তে মঙ্গলৈঃ সূত-মাগধাঃ ॥১২
ন তে ক্ষৌদ্রঞ্চ দধি চ ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ।
মূর্ধ্নি মূর্ধাভিষিক্তস্য দদাতি স্ম বিধানতঃ ॥১৩
ন ত্বাং প্রকৃতয়ঃ সর্বাঃ শ্রেণীমুখ্যাশ্চ ভূষিতাঃ।
অনুব্রজিতুমিচ্ছন্তি পৌরজানপদাস্তথা ॥১৪
চতুর্ভির্বেগসম্পন্নৈর্হয়ৈঃ কাঞ্চনভূষণৈঃ।
মুখ্যঃ পুষ্পরথো যুক্তঃ কিং ন গচ্ছতি তেঽগ্রতঃ ॥১৫
ন হস্তী চাগ্রতঃ শ্রীমান্ সর্বলক্ষণপূজিতঃ।
প্রয়াণে লক্ষ্যতে বীর কৃষ্ণমেঘগিরিপ্রভঃ ॥১৬
ন চ কাঞ্চনচিত্রং তে পশ্যামি প্রিয়দর্শন।
ভদ্রাসনং পুরস্কৃত্য যান্তং বীর পুরঃসরম্ ॥১৭

অভিষেকো যদা সজ্জঃ কিমিদানীমিদং তব।
অপূর্বো মুখবর্ণশ্চ ন প্রহর্ষশ্চ লক্ষ্যতে ॥১৮
ইতীব বিলপন্তীং তাং প্রোবাচ রঘুনন্দনঃ।
সীতে তত্র ভবাংস্তাতঃ প্রব্রাজয়তি মাং বনম্ ॥১৯
কুলে মহতি সম্ভূতে ধর্মজ্ঞে ধর্মচারিণি।
শৃণু জানকি যেনেদং ক্রমেণাদ্যাগতং মম ॥২০
রাজ্ঞা সত্যপ্রতিজ্ঞেন পিত্রা দশরথেন বৈ।
কৈকেয্যৈ মম মাত্রে তু পুরা দত্তৌ মহাবরৌ ॥২১
তয়াদ্য মম সজ্জেঽস্মিন্নভিষেকে নৃপোদ্যতে।
প্রচোদিতঃ স সময়ো ধর্মেণ প্রতিনির্জিতঃ ॥২২
চতুর্দশ হি বর্ষাণি বস্তব্যং দণ্ডকে ময়া।
পিত্রা মে ভরতশ্চাপি যৌবরাজ্যে নিয়োজিতঃ ॥২৩
সোঽহং ত্বামাগতো দ্রষ্টুং প্রস্থিতো বিজনং বনম্।
ভরতস্য সমীপে তে নাহং কথ্যঃ কদাচন ॥২৪

সময়কে শুভকার্যো প্রশস্ত বলিয়াছেন। তবে তুমি কিজন্য বিষণ্ণ হইয়াছ? শতশলাকারচিত জলফেন-তুল্য শ্বেতচ্ছত্রে তোমার কমনীয় মুখমণ্ডল কেন সুশোভিত হইতেছে না?৬-১০

চন্দ্রহংসসদৃশদ্যুতিযুক্ত উৎকৃষ্ট চামরদ্বয়ে পদ্ম-পত্রতুল্য নয়নসমন্বিত তোমার বদনে ব্যজন করা হইতেছে না কেন? নরোত্তম! বাক্যনিপুণ বন্দী, সূত ও মাগধগণকে আনন্দিতমনে তোমার মঙ্গলপূর্ণ স্তুতি করিতে দেখিতেছি না কেন? বেদপারগ ব্রাহ্মণগণ তোমার মস্তকে যথাবিধি মধু ও দধি প্রদান করিতেছেন না কেন? মুখ্য মুখ্য সামাজিক ব্যক্তিগণ, পৌরগণ, জনপদবাসী জনগণ ও প্রজাবর্গ তোমার অনুগমন করিতেছেন না কেন? বেগবান্ সুবর্ণ ভূষণ-ভূষিত চারিটি অশ্বের দ্বারা বাহিত শ্রেষ্ঠ পুষ্পরথ তোমার অগ্রে অগ্রে ধাবিত হইতেছে না কেন? বীর! কৃষ্ণ-বর্ণমেঘ ও পর্বতের তুল্য সর্বশুভলক্ষণবিশিষ্ট শোভাশান্ হস্তী তোমার অগ্রে যাইতেছে না কেন? প্রিয়দর্শন! কাঞ্চননির্মিত ভদ্রাসন গ্রহণপূর্বক কোন ভৃত্যকে তোমার অগ্রে যাইতে দেখিতেছি না কেন? যখন তোমার অভিষেকের সমস্ত সামগ্রী সংগৃহীত হইয়াছে, তখন তোমার অভূতপূর্ব মুখ-বিবর্ণতা দেখিতেছি কেন? কেন তোমার আনন্দ লক্ষ্য করিতেছি না? এইভাবে বিলাপ-কারিণী জনকনন্দিনীকে রঘুনন্দন বলিলেন,—সীতে! পূজ্যপাদ পিতৃদেব আমাকে বনে নির্বাসিত করিতেছেন। জানকি! তুমি মহাবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। তুমি ধর্মের রহস্য জান এবং ধর্মাচরণ করিয়া থাক। যেভাবে আমার এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা শ্রবণ কর।১১-২০

পূর্বে কোন সময় সত্যপ্রতিজ্ঞ পিতৃদেব মহারাজ আমার বিমাতা কৈকেয়ীকে দুইটি অব্যর্থ বরপ্রদান করিয়াছিলেন। এক্ষণে মহারাজের উদ্যোগে আমার অভিষেকের সকল সামগ্রী সংগৃহীত হইলে কৈকেয়ী মাতা সেই দুইটি বরের কথা স্মরণ করাইয়া পিতৃদেবকে বশীভূত করিয়াছেন। আমি চতুর্দশবৎসরকাল দণ্ডকারণ্যে বাস করিব, পিতৃদেব আমাকে এইরূপ আদেশ করিয়া ভরতকে যৌবরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। অতএব আমি বনগমনে উদ্যত হইয়া তোমাকে দেখিতে আসিয়াছি। তুমি ভরতের নিকট কখনও আমার প্রশংসা করিও না। সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তিরা অন্যের

ঋদ্ধিযুক্তা হি পুরুষা ন সহন্তে পরস্তবম্ ।
তস্মান্ন তে গুণাঃ কথ্যা ভরতস্যাগ্রতো মম ॥২৫
অহং তে নানুবক্তব্যো বিশেষেণ কদাচন ।
অনুকূলতয়া শক্যং সমীপে তস্য বর্তিতুম্ ॥২৬
তস্মৈ দত্তং নৃপতিনা যৌবরাজ্যং সনাতনম্ ।
স প্রসাদ্যস্ত্বয়া সীতে নৃপতিশ্চ বিশেষতঃ ॥২৭
অহং চাপি প্রতিজ্ঞাং তাং গুরোঃ সমনুপালয়ন্ ।
বনমদ্যৈব যাস্যামি স্থিরীভব মনস্বিনি ॥২৮
যাতে চ ময়ি কল্যাণি বনং মুনিনিষেবিতম্ ।
ব্রতোপবাসপরয়া ভবিতব্যং ত্বয়ানঘে ॥২৯
কল্যমুত্থায় দেবানাং কৃত্বা পূজাং যথাবিধি ।
বন্দিতব্যো দশরথঃ পিতা মম জনেশ্বরঃ ॥৩০
মাতা চ মম কৌসল্যা বৃদ্ধা সন্তাপকর্শিতা ।
ধর্মমেবাগ্রতঃ কৃত্বা ত্বত্তঃ সম্মানমর্হতি ॥৩১
বন্দিতব্যাস্ত্বয়া নিত্যং (ক) যাঃ শেষা মম মাতরঃ ।
স্নেহপ্রণয়সম্ভোগৈঃ সমা হি মম মাতরঃ ॥৩২
ভ্রাতৃপুত্রসমৌ চাপি দ্রষ্টব্যৌ চ বিশেষতঃ ।
উভৌ ভরত-শত্রুঘ্নৌ (খ) প্রাণৈঃ প্রিয়তরৌ মম ॥৩৩
বিপ্রিয়ঞ্চ ন কর্তব্যং ভরতস্য কদাচন ।
স হি রাজা চ বৈদেহি দেশস্য চ কুলস্য চ ॥৩৪
আরাধিতা হি শীলেন প্রযত্নৈশ্চোপসেবিতাঃ ।
রাজানঃ সংপ্রসীদন্তি প্রকুপ্যন্তি বিপর্য্যয়ে ॥৩৫
ঔরসানপি পুত্রান্ হি ত্যজন্ত্যহিতকারিণঃ ।
সমর্থান্ প্রতিগৃহ্নন্তি জনানপি নরাধিপাঃ ॥৩৬
সা ত্বং বসেহ কল্যাণি রাজ্ঞঃ সমনুবর্তিনী ।
ভরতস্য রতা ধর্মে সত্যব্রতপরায়ণা ॥৩৭
অহং গমিষ্যামি মহাবনং প্রিয়ে
ত্বয়া হি বস্তব্যমিহৈব ভামিনি ।
যথা ব্যলীকং কুরুষে ন কস্যচিৎ
তথা ত্বয়া কার্য্যমিদং বচো মম ॥৩৮

* * *

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে ষড়্‌বিংশঃ সর্গঃ ॥২৬

প্রশংসা সহ্য করিতে পারে না। সেইজন্য ভরতের সম্মুখে আমার গুণকীর্তন করিও না।২১-২৫

তুমি কখনই বিশেষভাবে আমার কথাও বলিও না। ভরতের অনুকূল আচরণ করিয়াই তাহার নিকট তোমাকে থাকিতে হইবে। রাজা দশরথ ভরতকে যুবরাজপদ প্রদান করিয়াছেন। ভরতই এখন রাজা। অতএব সীতে! তাহাকে প্রসন্ন করা তোমার কর্তব্য। আমি পিতার প্রতিজ্ঞাপালনের জন্য অদ্যই বনে গমন করিব। মনস্বিনি! তুমি স্থির হও। কল্যাণি! তুমি সর্বথা পাপশূন্যা। আমি মুনিগণসেবিত বনে গমন করিলে পর তুমি সর্বদা ব্রত উপবাস অনুষ্ঠানে কালাতিপাত করিও। তুমি প্রত্যহ প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিয়া যথাবিধি দেবতাগণের পূজা করিও এবং পূজার পর নরাধিপতি মদীয় পিতৃদেব দশরথের বন্দনা করিও। আমার জননী কৌশল্যা বৃদ্ধা। তিনি আমার শোকে অতিশয় কাতর হইয়া পড়িয়াছেন। তুমি ধর্মের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া তাঁহার সম্মান অবশ্য করিও। আমার অন্যান্য মাতৃগণকেও তুমি বন্দনা করিও। তাঁহারা স্নেহ, প্রীতি ও প্রতিপালন করায় আমার নিকট সকলেই সমান। ভরত ও শত্রুঘ্ন আমার প্রাণ হইতেও প্রিয়তম। তুমি তাহাদের উভয়কে বিশেষভাবে ভ্রাতা ও পুত্রের মত দেখিবে। তুমি কখনও ভরতের অপ্রিয় কার্য্য করিবে না। বৈদেহি! এক্ষণে ভরতই ত আমাদের বংশের ও দেশের রাজা হইয়াছেন। সৎস্বভাব ও প্রযত্নের দ্বারা সেবিত হইলে নরপতিগণ প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহার অন্যথা হইলে কুপিত হইয়া থাকেন। নরপতিগণ নিজ ঔরসজাত পুত্রগণকেও অহিতকারী দেখিলে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন এবং সম্পর্কহীন ব্যক্তিগণকেও হিতকারী দেখিলে গ্রহণ করিয়া থাকেন। কল্যাণি! এই জন্যই তোমাকে বলিতেছি যে, তুমি ধর্ম ও সত্যব্রতপালনরতা হইয়া রাজা ভরতের অনুবর্তিনী হও এবং এইভাবেই এইস্থানে বাস কর। আমার প্রিয়ে! আমি মহারণ্যে গমন করিতেছি, তুমি এই স্থানে অবস্থান কর। আমার বক্তব্য এই যে, যে কার্য্য করিলে কাহারও অনিষ্ট হয় না, সেইরূপ কার্য্যই করিও।২৬-৩৮

পাঠান্তর :—(ক) বন্দিতব্যাশ্চ তে নিত্যং— । (খ) ত্বয়া ভরত-শত্রুঘ্নৌ— ।

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ষড়্‌বিংশ সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তবিংশঃ সর্গঃ

[শ্রীরামচন্দ্রস্য বনবাসসঙ্গিনী ভবিতুং সীতাদেব্যা প্রার্থনম্।]

এবমুক্তা তু বৈদেহী প্রিয়ার্হা প্রিয়বাদিনী।
প্রণয়াদেব সংক্রুদ্ধা ভর্তারমিদমব্রবীৎ ॥১
কিমিদং ভাষসে রাম বাক্যং লঘুতয়া ধ্রুবম্।
ত্বয়া যদপহাস্যং মে শ্রুত্বা নরবরোত্তম ॥২
বীরাণাং রাজপুত্রাণাং শস্ত্রাস্ত্রবিদুষাং নৃপ।
অনর্হমযশস্যঞ্চ ন শ্রোতব্যং ত্বয়েরিতম্ ॥৩
আর্য্যপুত্র পিতা মাতা ভ্রাতা পুত্রস্তথা স্নুষা।
স্বানি পুণ্যানি ভুঞ্জানাঃ স্বং স্বং ভাগ্যমুপাসতে ॥৪
ভর্ত্তুর্ভাগ্যন্তু নার্য্যেকা প্রাপ্নোতি পুরুষর্ষভ।
অতশ্চৈবাহমাদিষ্টা বনে বস্তব্যমিত্যপি ॥৫

সপ্তবিংশ সর্গ

[শ্রীরামচন্দ্রের বনবাসের সঙ্গিনী হইবার জন্য সীতাদেবীর প্রার্থনা।]

শ্রীমান্ রাম এইরূপ বলিলে পর প্রিয়বাক্যশ্রবণে যোগ্যা প্রিয়ভাষিণী বৈদেহী প্রণয়-কোপ প্রকাশপূর্বক তাঁহাকে বলিলেন,—সর্বমানবশ্রেষ্ঠ! রাজপুত্র! তুমি এইরূপ লঘু ও অসার কথা বলিতেছ কেন? তোমার কথা শুনিয়া আমার হাস্যসংবরণ করা সম্ভব হইতেছে না। এমন কথা তুমি বলিলে, যাহা শাস্ত্র ও অস্ত্রে নিপুণ বীর্য্যবান্ রাজপুত্রগণের পক্ষে সর্বথা অযোগ্য ও অকীর্তিকর। অতএব তাহা শুনিবার যোগ্যই নয়। আর্য্যপুত্র! পিতা, মাতা, ভ্রাতা, পুত্র, পুত্রবধূ—ইঁহারা সকলে নিজ নিজ ভাগ্যানুসারে পাপ-পুণ্যময় কর্মফল ভোগ করিয়া থাকেন। নরশ্রেষ্ঠ! নারীই একমাত্র নিজপতির ভাগ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তোমার বনবাসের আদেশে আমিও বনবাসের আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি, অতএব আমাকেও বনে বাস করিতে হইবে।১-৫

ন পিতা নাত্মজো বাত্মা ন মাতা ন সখীজনঃ।
ইহ প্রেত্য চ নারীণাং পতিরেকো গতিঃ সদা ॥৬
যদি ত্বং প্রস্থিতো দুর্গং বনমদ্যৈব রাঘব।
অগ্রতস্তে গমিষ্যামি মৃদ্নন্তী কুশকণ্টকান্ ॥৭
ঈর্ষ্যাং রোষং (ক) বহিষ্কৃত্য ভুক্তশেষমিবোদকম্।
নয় মাং বীর বিস্রব্ধঃ পাপং ময়ি ন বিদ্যতে ॥৮
প্রাসাদাগ্রে বিমানৈর্বা বৈহায়সগতেন বা।
সর্বাবস্থাগতা (খ) ভর্তুঃ পাদচ্ছায়া বিশিষ্যতে ॥৯
অনুশিষ্টাস্মি মাত্রা চ পিত্রা চ বিবিধাশ্রয়ম্।
নাস্মি সংপ্রতিবক্তব্যা বর্তিতব্যং যথা ময়া ॥১০

পিতা, মাতা, পুত্র, সখীজন এমন কি আত্মাও স্ত্রীলোকের সদ্গতি বিধান করিতে অসমর্থ। একমাত্র পতিই ইহলোকে ও পরলোকে সর্বদা স্ত্রীলোকের সদ্গতিবিধানে সমর্থ। রঘুনন্দন! যদি তুমি অদ্যই দুর্গম অরণ্যে গমন কর, তাহা হইলে পথস্থিত কুশ-কণ্টক দলন করিতে করিতে আমি তোমার অগ্রে অগ্রে গমন করিব। মহাবীর! স্ত্রীলোকের বন-গমনের সাহস দেখিয়া ঈর্ষ্যা করিও না এবং তোমার কথা শুনিতেছি না বলিয়া ক্রোধ করিও না। পথিক যেমন জলপান করার পর অবশিষ্ট জল সঙ্গে লইয়া যায়, সেইরূপ তুমিও ঈর্ষ্যা ও ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে আমাকে সঙ্গে লইয়া চল, আমাতে কোনপ্রকার পাপ নাই। প্রাসাদশিখরে অবস্থান ও বিমানে করিয়া আকাশভ্রমণ অপেক্ষা সকল অবস্থায় পতির পদচ্ছায়াই স্ত্রীলোকের একমাত্র শ্রেষ্ঠকাম্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। আমার পিতা-মাতা নানাবস্থায় স্ত্রীর কর্তব্য-সম্বন্ধে আমাকে বহু উপদেশ দিয়াছেন। সুতরাং এক্ষণে আমাকে কিভাবে কিরূপ আচরণ করিতে হইবে, তাহা বলিতে হইবে না।৬-১০

পাঠান্তর :—(ক) ঈর্ষ্যা-রোষৌ—। (খ) সর্বাবস্থাগতা—।

অহং দুর্গং গমিষ্যামি বনং পুরুষবর্জিতম্ ।
নানামৃগগণাকীর্ণং শার্দূলগণসেবিতম্ ॥১১
সুখং বনে নিবৎস্যামি যথৈব ভবনে পিতুঃ ।
অচিন্তয়ন্তী ত্রীংল্লোকাংশ্চিন্তয়ন্তী পতিব্রতম্ ॥১২
শুশ্রূষমাণা তে নিত্যং নিয়তা ব্রহ্মচারিণী ।
সহ রংস্যে ত্বয়া বীর বনেষু মধুগন্ধিষু ॥১৩
ত্বং হি কর্ত্তুং বনে শক্তো রাম সংপরিপালনম্ ।
অন্যস্যাপি জনস্যেহ কিং পুনর্ম্মম মানদ ॥১৪
সাহং ত্বয়া গমিষ্যামি বনমদ্য ন সংশয়ঃ ।
নাহং শক্যা মহাভাগ নিবর্ত্তয়িতুমুদ্যতা ॥১৫
ফল-মূলাশনা নিত্যং ভবিষ্যামি ন সংশয়ঃ ।
ন তে দুঃখং করিষ্যামি নিবসন্তী ত্বয়া সহ ॥১৬
অগ্রতস্তে গমিষ্যামি ভোক্ষ্যে ভুক্তবতি ত্বয়ি ।
ইচ্ছামি সরিতঃ শৈলান্ পল্বলানি সরাংসি চ ॥১৭
দ্রষ্টুং সর্বত্র নির্ভীতা ত্বয়া নাথেন ধীমতা ।
হংস-কারণ্ডবাকীর্ণাঃ পদ্মিনীঃ সাধুপুষ্পিতাঃ ॥১৮
ইচ্ছেয়ং সুখিনী দ্রষ্টুং ত্বয়া বীরেণ সঙ্গতা ।
অভিষেকং করিষ্যামি তাসু নিত্যমনুব্রতা ॥১৯
সহ ত্বয়া বিশালাক্ষ রংস্যে পরমনন্দিনী ।
এবং বর্ষসহস্রাণি শতং বাপি ত্বয়া সহ ॥২০
ব্যতিক্রমং ন বেৎস্যামি স্বর্গোঽপি হি ন মে মতঃ ।
স্বর্গেঽপি চ বিনা বাসো ভবিতা যদি রাঘব ।
ত্বয়া বিনা নরব্যাঘ্র নাহং তদপি রোচয়ে ॥২১
অহং গমিষ্যামি বনং সুদুর্গমং
মৃগাযুতং বানর-বারণৈশ্চ ।
বনে নিবৎস্যামি যথা পিতৃর্গৃহে
তবৈব পাদাবুপগৃহ্য সম্মতা ॥২২

প্রিয় ! আমি মনুষ্যবর্জিত নানাবিধপশুপূর্ণ ব্যাঘ্র-বিশিষ্ট দুর্গমবনে গমন করিব। ত্রিভুবনের সকল ঐশ্বর্য্য উপেক্ষা করিয়াও পাতিব্রত্য-ধর্মের কথা ভাবিয়া অতিসুখে বনে বাস করিব। পূর্বে শৈশবে পিতৃগৃহে যেমন সুখে ছিলাম, বনেও সেইরূপই থাকিব। আমি সর্বদা তোমার শুশ্রূষা করিব, তোমার মত নিয়মপালনপূর্বক তপস্যা করিব এবং মধুগন্ধ-সুবাসিত বনে তোমার সহিত বিহার করিব। প্রিয় ! তুমি ঐ বনে অন্যান্য সকল লোকেরই পরিপালনে সম্পূর্ণ সমর্থ, আমাকে প্রতিপালন করিতে যে তুমি সমর্থ, তাহাতে সন্দেহ কি ? আমি অদ্য তোমার সহিত বনে গমন করিব—ইহাতে কোন সংশয় নাই। মহাভাগ ! আমি যখন বনগমনে উদ্যতা হইয়াছি, তখন তুমি আমাকে কিছুতেই নিবৃত্ত করিতে পারিবে না।।১১-১৫

তুমি আমার বিষয়ে কোনরূপ আশঙ্কা করিও না, আমি প্রত্যহ ফল-মূল ভক্ষণ করিয়াই থাকিব। তোমার সহিত বনবাসিনী হইয়াও তোমাকে কোন কষ্ট দিব না। আমি তোমার অগ্রে অগ্রে গমন করিব এবং তোমার ভোজন করা হইলে পর ভোজন করিব। আমি তোমাকে নিজপ্রভুরূপে নিকটে পাইলে সর্বথা ভয়শূন্য থাকি, সুতরাং ঐ বনে চারিদিকে পর্বত, বৃহৎ ও ক্ষুদ্র জলাশয় এবং নদীসমূহ দর্শন করিতে ইচ্ছা করি। তোমার সহিত মিলিত হইয়া অতিসুখে হংস-কারণ্ডব (জলকুক্কুট) পক্ষিগণপূর্ণ প্রস্ফুটিতপুষ্পাবিশিষ্ট পদ্মিনীসমূহকে দেখিতে ইচ্ছা করি। বিশালনয়ন ! ঐ সকল জলাশয়ে তোমার অনুগামিনী হইয়া প্রত্যহ স্নান করিব এবং অতিশয় আনন্দিতভাবে তোমার সহিত বিহার করিব। আমি এইরূপে তোমার সহিত শতবৎসর বা সহস্রবৎসর যাবৎ বনবাস করিলেও সামান্যও কষ্টবোধ করিব না। রঘুনন্দন ! তোমা-ব্যতিরেকে স্বর্গও আমার কাম্য নয়। নরোত্তম ! তোমাকে ছাড়িয়া যদি আমাকে স্বর্গে বাস করিতে হয়, তাহা হইলে ঐ স্বর্গ আমি কখনই প্রার্থনা করিব না। অতএব আমি মৃগ-বানর-হস্তিপূর্ণ অতিদুর্গম অরণ্যে গমন করিব। তোমার অনুবর্তিনী হইয়া, তোমার পদসেবা করিয়া পিতৃগৃহে বাস করবার মতই আনন্দে বনে বাস করিব। আমি অন্যকোন বিষয়ে আসক্ত নহি, আমার চিত্ত তোমাতেই অনুরক্ত। আমি তোমা-

অনন্যভাবামনুরক্তচেতসং
ত্বয়া বিযুক্তাং মরণায় নিশ্চিতাম্ ।
নয়স্ব মাং সাধু কুরুষ্ব যাচনাং
নাতো ময়া তে গুরুতা ভবিষ্যতি ॥২৩
তথা ব্রুবাণামপি ধর্মবৎসলাং
ন চ স্ম সীতাং নৃবরো নিনীষতি ।
উবাচ চৈনাং বহু সন্নিবর্তনে
বনে নিবাসস্য চ দুঃখিতাং প্রতি ॥২৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে সপ্তবিংশঃ অধ্যায়ঃ ॥

কর্তৃক পরিত্যক্ত হইলে মৃত্যুবরণ করিতে দৃঢ় সঙ্কল্প করিব, অতএব তুমি আমাকে সঙ্গে লইয়া চল। আমার প্রার্থনা সফল কর। এই অনুগামিনীর দ্বারা তোমার ভার বাড়িবে না, কষ্টও হইবে না। সীতা এইরূপে বলিতে লাগিলেন, কিন্তু পুরুষোত্তম রাম ধর্মপ্রিয়া সীতাকে সঙ্গে লইতে ইচ্ছা করিলেন না। তাঁহাকে বনবাস হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য বনে বাস করার দুঃখসমূহ বিস্তৃতভাবে বলিতে লাগিলেন।১৬ ২৪

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে সপ্তবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টাবিংশঃ সর্গঃ

[শ্রীরামেণ বনবাসস্য সম্ভাবিতক্লেশসমূহানাং বর্ণনম্, বনগমনে স্বামিসঙ্গাভিলাষি-সীতাদেবীং নিবর্তিতুং রামচন্দ্রস্য প্রয়াসশ্চ ।]

স এবং ব্রুবতীং সীতাং ধর্মজ্ঞাং ধর্মবৎসলঃ ।
ন নেতুং কুরুতে বুদ্ধিং বনে দুঃখানি চিন্তয়ন্ ॥১
সান্ত্বয়িত্বা ততস্তাং তু বাষ্পদূষিতলোচনাম্ ।
নিবর্তনার্থে ধর্মাত্মা বাক্যমেতদুবাচ হ ॥২
সীতে মহাকুলীনাসি ধর্মে নিরতা সদা ।
ইহাচরস্ব ধর্মং ত্বং যথা মে মনসঃ সুখম্ ॥৩
সীতে যথা ত্বাং বক্ষ্যামি তথা কার্য্যং ত্বয়াঽবলে ।
বনে দোষা হি বহবো বসতস্তান্নিবোধ মে ॥৪
সীতে বিমুচ্যতামেষা বনবাসকৃতা মতিঃ ।
বহুদোষং হি কান্তারং বনমিত্যভিধীয়তে ॥৫
হিতবুদ্ধ্যা খলু বচো ময়ৈতদভিধীয়তে ।
সদা সুখং ন জানামি দুঃখমেব সদা বনম্ ॥৬

অষ্টাবিংশ সর্গ

[শ্রীরামকর্তৃক বনবাসের সম্ভাবিত ক্লেশসমূহের বর্ণন ও বনগমনে স্বামিসঙ্গাভিলাষিণী সীতাদেবীকে নিবৃত্ত করিবার জন্য রামচন্দ্রের প্রয়াস।]

ধর্মপ্রিয় শ্রীমান্ রাম সীতার এইরূপ বাক্য শুনিলেন, কিন্তু তাঁহাকে ধর্মপরায়ণা বলিয়া বুঝিলেও বনবাসের দুঃখসমূহের কথা ভাবিয়া সঙ্গে লইতে ইচ্ছা করিলেন না। এই অবস্থায় সীতার নেত্রদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইয়াছে। ধর্মাত্মা রাম তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। অনন্তর বনগমন হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য বলিলেন,—সীতে! তুমি শ্রেষ্ঠকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ এবং সর্বদা ধর্মাচরণে রত হইয়া রহিয়াছ। তুমি এইস্থানে থাকিয়াই ধর্মাচরণ কর, ইহাতে আমার মনে সুখ হইবে। সীতে! প্রিয়ে! আমি তোমাকে যেরূপ বলিতেছি, তোমার সেইরূপ কার্য্য করাই কর্তব্য। বনে বাসকারীর বহু দোষ উপস্থিত হয়, আমি সেই সকল দোষের কথা বলিতেছি,

গিরিনির্ঝরসম্ভূতা গিরিনির্দরিবাসিনাম্ ।
সিংহানাং নিনদা দুঃখাঃ শ্রোতুং দুঃখমতো বনম্ ॥৭
ক্রীড়মানাশ্চ বিস্রব্ধা মত্তাঃ শূন্যে তথা মৃগাঃ ।
দৃষ্ট্বা সমভিবর্তন্তে সীতে দুঃখমতো বনম্ ॥৮
সগ্রাহাঃ সরিতশ্চৈব পঙ্কবত্যঃ সুদুস্তরাঃ (ক) ।
মত্তৈরপি গজৈর্নিত্যমতো দুঃখতরং বনম্ ॥৯
লতা-কণ্টকসংকীর্ণাঃ কৃকবাকূপনাদিতাঃ ।
নিরপাশ্চ সুদুঃখাশ্চ মার্গা দুঃখমতো বনম্ ॥১০
সুপ্যতে পর্ণশয্যাসু স্বয়ং ভগ্নাসু ভূতলে ।
রাত্রিষু শ্রমখিন্নেন তস্মাদ্দুঃখতরং বনম্ ॥১১
অহোরাত্রঞ্চ সন্তোষঃ কর্তব্যো নিয়তাত্মনা ।
ফলৈর্বৃক্ষাবপতিতৈঃ সীতে দুঃখমতো বনম্ ॥১২
উপবাসশ্চ কর্তব্যো যথা প্রাণেন মৈথিলি ।
জটাভারশ্চ কর্তব্যো বল্কলাম্বরধারণম্ ॥১৩
দেবতানাং পিতৃণাঞ্চ কর্তব্যং বিধিপূর্বকম্ ।
প্রাপ্তানামতিথীনাঞ্চ নিত্যশঃ প্রতিপূজনম্ ॥১৪
কার্য্যস্ত্রিরভিষেকশ্চ কালে কালে চ নিত্যশঃ ।
চরতাং নিয়মেনৈব তস্মাদ্দুঃখতরং বনম্ ॥১৫
উপহারশ্চ কর্তব্যঃ কুসুমৈঃ স্বয়মাহৃতৈঃ ।
আর্ষেণ বিধিনা বেদ্যাং সীতে দুঃখমতো বনম্ ॥১৬
যথা লব্ধেন কর্তব্যঃ সন্তোষস্তেন মৈথিলি ।
যথাহারৈর্বনচরৈঃ সীতে দুঃখমতো বনম্ ॥১৭
অতীব বাতস্তিমিরং বুভুক্ষা চাস্তি নিত্যশঃ ।
ভয়ানি চ মহান্ত্যত্র অতো দুঃখতরং বনম্ ॥১৮

শ্রবণ কর। প্রিয়ে! তুমি বনবাস করিবার এই বাসনা বিসর্জন দাও। অভিজ্ঞব্যক্তিগণ বলেন—গহনবন বহু-দোষের আকর। তোমাকে রক্ষা করিতে আমার কষ্ট হইবে—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া আমি এই কথা বলিতেছি না, কিন্তু তোমার হিতকামনা করিয়াই বলিতেছি যে, বন কোনকালেই সুখকর হয় না, তাহা চিরকালই দুঃখের কারণ হইয়া থাকে। প্রিয়ে! পর্বতস্থিত জলধারার পতন-শব্দের দ্বারা দ্বিগুণীকৃত পর্বতগুহাস্থিত-সিংহগণের গর্জন-শ্রবণে অতিশয় দুঃখ হইয়া থাকে, এই জন্য বন দুঃখের কারণ। নির্জনবনে হিংস্রপশুগণ নিঃশঙ্ক হইয়া উন্মত্ত-ভাবে ক্রীড়া করিতে থাকে, তাহারা মনুষ্য দেখিলেই আক্রমণ করিতে ধাবিত হয়, এইজন্য বন দুঃখের কারণ। সেখানে নদীসমূহ মকর, কুম্ভীর প্রভৃতি হিংস্রজলজন্তু-দ্বারা পরিপূর্ণ এবং পঙ্কময়, মত্তহস্তীরাও ঐ নদীসমূহে অতিকষ্টে অবতীর্ণ হইতে পারে। এইজন্য বন অতীব দুঃখের কারণ। বনের পথসমূহ লতা ও কণ্টকে পরিব্যাপ্ত, বন্যকুক্কুট-শব্দে প্রতিধ্বনিত এবং জলশূন্য। ঐ সকল পথে ভ্রমণ করা অতিশয় কষ্টকর। এইজন্য বন দুঃখের কারণ।১-১০

সমস্ত দিন ভ্রমণের পরিশ্রমে কাতর হইয়া আপনা হইতে পতিত পত্রের দ্বারা নির্মিত শয্যায় রাত্রিকালে শয়ন করিতে হয়, এইজন্য বন দুঃখের কারণ। জানকি! বনে অন্যান্যবিষয়ে লোভ ত্যাগ করত বৃক্ষচ্যুত ফলের দ্বারাই দিবসে ও রাত্রিতে নিজেকে সন্তুষ্ট রাখিতে হয়, এইজন্যই বন দুঃখের কারণ। মৈথিলি! বনবাস-কালে সামর্থ্যানুসারে উপবাস করিতে হয়। মস্তকে জটাভার ও শরীরে বল্কল ধারণ করিতে হয়, সেখানে দেবতা ও পিতৃগণের বিধিপূর্বক পূজা করা অবশ্য কর্তব্য, সমাগত অতিথিগণেরও প্রত্যহই অর্চনা করিতে হয়। বনে প্রত্যহ যথাসময়ে তিনবার স্নান করা কর্তব্য। এই সকল নিয়ম পালন করিয়াই বনে বাস কর্তব্য বলিয়া বন অতিশয় দুঃখের কারণ।১১-১৫

স্বহস্তে চয়ন করা পুষ্পের দ্বারা ঋষিগণ-কথিত নিয়মে বেদিতে উপহার দিতে হয়। মিথিলারাজ-নন্দিনি! যাহারা বনে বিচরণ করিবে, তাহাদিগকে যথালব্ধ যৎকিঞ্চিৎ ফলমূল প্রভৃতির দ্বারা আহারনির্বাহ করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। সেখানে প্রবলবেগে বায়ু সর্বদা প্রবাহিত হয়। প্রায় সকল সময়ই নিবিড় অন্ধকারে সেইস্থান আবৃত থাকে। অরণ্যে ক্ষুধাও তীব্র-ভাবে হইয়া থাকে। আরও অন্যান্য মহাভয়সমূহ ত আছেই। এইজন্য বন অতীব দুঃখের কারণ। প্রিয়ে! বনমধ্যে বহুরূপী বহু সরীসৃপ (সর্প প্রভৃতি) সদর্পে পথে পথে বিচরণ করে। সেখানে নদীর ন্যায় বক্রগতি নদী-

পাঠান্তর:—(ক)—পঙ্কবত্যস্তু দুস্তরাঃ।

সরীসৃপাশ্চ বহবো বহুরূপাশ্চ ভামিনি।
চরন্তি পথি তে দর্পাত্ততো দুঃখতরং বনম্ ॥১৯
নদীনিলয়নাঃ সর্পা নদীকুটিলগামিনঃ।
তিষ্ঠন্ত্যাবৃত্য পন্থানমতো দুঃখতরং বনম্ ॥২০
পতঙ্গা বৃশ্চিকাঃ কীটা দংশাশ্চ মশকৈঃ সহ।
বাধন্তে নিত্যমবলে সর্বং দুঃখমতো বনম্ ॥২১
দ্রুমাঃ কণ্টকিনশ্চৈব কুশাঃ কাশাশ্চ ভামিনি।
বনে ব্যাকুলশাখাগ্রাস্তেন দুঃখমতো বনম্ ॥২২
কায়ক্লেশাশ্চ বহবো ভয়ানি বিবিধানি চ।
অরণ্যবাসে বসতো দুঃখমেব সদা বনম্ ॥২৩
ক্রোধ-লোভৌ বিমোক্তব্যৌ কর্তব্যা তপসে মতিঃ।
ন ভেতব্যঞ্চ ভেতব্যে দুঃখং নিত্যমতো বনম্ ॥২৪
তদলং তে বনং গত্বা ক্ষেমং নহি বনং তব।
বিমৃশন্নিব পশ্যামি বহুদোষকরং বনম্ ॥২৫
বনং তু নেতুং ন কৃতা মতির্যদা
বভূব রামেণ তদা মহাত্মনা।
ন তস্য সীতাবচনং চকার তং
ততোঽব্রবীদ্ রামমিদং সুদুঃখিতা ॥২৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে অষ্টাবিংশঃ সর্গঃ ॥

মধ্যবর্তী জলচর সর্পগণ গমনপথ অবরুদ্ধ করিয়া অবস্থিতি করে। এইজন্য বন অতীব দুঃখের কারণ।১৬-২০

সীতে! পতঙ্গ, বৃশ্চিক, কীট, দংশ (বনমক্ষিকা) ও মশকসমূহ বনবাসীকে সর্বদা যন্ত্রণা প্রদান করে। অরণ্যে সকল বৃক্ষই কণ্টকাকীর্ণ। বনভূমির সর্বত্র কুশ ও কাশের প্রাচুর্য্য। কণ্টকময় বৃক্ষ, কুশ ও কাশের শাখা ও অগ্রভাগ এমনভাবে আন্দোলিত হয়, তাহার জন্য বন অতিশয় দুঃখজনক হয়। এতদ্‌ভিন্ন আরও বহু অসুবিধা আছে। অরণ্যবাসীর শারীরিক কষ্ট যথেষ্টভাবে হইয়া থাকে। বহুবিধ ভয়ও উপস্থিত হয়। এইজন্য বন সর্বদা দুঃখের কারণ। বনে বাস করিতে হইলে ক্রোধ ও লোভ পরিত্যাগ করিতে হয়, তপস্যাতেই মনস্থির করিতে হয় এবং ভয়ের কারণ উপস্থিত হইলেও ভীতিশূন্য থাকিতে হয়, এই সকল কারণে বন সর্বদা দুঃখজনক। প্রিয়ে! এইজন্যই তোমাকে বলিতেছি, তুমি বনে যাইও না। বনবাস তোমার মঙ্গলদায়ক হইবে না। আমি বিশেষ চিন্তা করিয়াই বলিতেছি যে, বন বহুদোষের কারণ। এইরূপ বলিয়া মহাত্মা রাম সীতাকে বনে লইয়া যাইতে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। কিন্তু সীতা রামের বচন অঙ্গীকার করিলেন না। তখন তিনি অতিশয় দুঃখে রামকে বলিতে লাগিলেন।২১-২৬

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে অষ্টাবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ঊনত্রিংশঃ সর্গঃ

[সীতয়া স্ত্রীয়ঃ স্বাধিকার-প্রশ্নস্যোত্থাপনম্, পত্যুর্বনগমনে স্ত্রিয়াস্তদনুসরণস্যৌচিত্যপ্রদর্শনম্ ।]

এতত্তু বচনং শ্রুত্বা সীতা রামস্য দুঃখিতা ।
প্রসক্তাশ্রুমুখী মন্দমিদং বচনমব্রবীৎ ॥১
যে ত্বয়া কীর্তিতা দোষা বনে বস্তব্যতাং প্রতি ।
গুণানিত্যেব তান্ বিদ্ধি তব স্নেহপুরস্কৃতা ॥২
মৃগাঃ সিংহা গজাশ্চৈব শার্দূলাঃ শরভাস্তথা ।
চমরাঃ সৃমরাশ্চৈব যে চান্যে বনচারিণঃ ॥৩
অদৃষ্টপূর্বরূপত্বাৎ সর্বে তে তব রাঘব ।
রূপং দৃষ্ট্বাঽপসর্পেয়ুস্তব সর্বে হি বিভ্যতি ॥৪
ত্বয়া চ সহ গন্তব্যং ময়া গুরুজনাজ্ঞয়া ।
ত্বদ্ বিয়োগেন মে রাম ত্যক্তব্যমিহ জীবিতম্ ॥৫
নহি মাং ত্বৎসমীপস্থামপি শক্রোঽপি রাঘব ।
সুরাণামীশ্বরঃ শক্তঃ প্রধর্ষয়িতুমোজসা ॥৬
পতিহীনা তু যা নারী সা ন শক্ষ্যতি জীবিতুম্ ।
কামমেবংবিধং রাম ত্বয়া মম নিদর্শিতম্ ॥৭
অথাপি চ মহাপ্রাজ্ঞ ব্রাহ্মণানাং ময়া শ্রুতম্ ।
পুরা পিতৃগৃহে সত্যং বস্তব্যং কিল মে বনে ॥৮
লাক্ষণেভ্যো (ক) দ্বিজাতিভ্যঃ শ্রুত্বাহং বচনং গৃহে ।
বনবাসকৃতোৎসাহা নিত্যমেব মহাবল ॥৯
আদেশো বনবাসস্য প্রাপ্তব্যঃ স ময়া কিল ।
সা ত্বয়া সহ ভর্ত্রাঽহং যাস্যামি প্রিয় নান্যথা ॥১০

ঊনত্রিংশ সর্গ

[সীতা কর্তৃক স্ত্রীর স্বাধিকারের প্রশ্ন উত্থাপন ও পতির বনগমনে স্ত্রীর তদনুসরণের ঔচিত্য প্রদর্শন ।]

জনকনন্দিনী রামের বচন শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন। অশ্রুধারায় তাঁহার বদন প্লাবিত হইল। এই অবস্থায় মৃদুস্বরে তিনি রামকে বলিলেন,—আর্যাপুত্র! বনবাস-সম্বন্ধে যে সকল দোষের কথা তুমি বলিতেছ, আমার পক্ষে সেই সকল দোষকে তুমি গুণ বলিয়া মনে করিতে পার, যেহেতু আমি তব স্নেহধন্যা। (যে তোমার স্নেহ পায়, তাহার নিকট দোষ বলিয়া কিছু থাকে না, সব কিছুই গুণ হইয়া যায়।) বনে যে সকল মৃগ, সিংহ, হস্তী, ব্যাঘ্র, শরভ (অষ্টসংখ্যাকপদযুক্ত হিংস্রজন্তু), চমর ও গবয় এবং অন্যান্য বন্যজন্তু আছে। রঘুনন্দন! তোমার এই অদৃষ্টপূর্ব রূপ দর্শন করিয়া তাহারা পলায়ন করিবে, যেহেতু সকল প্রাণীই তোমাকে ভয় করিয়া থাকে। আমি গুরুজনের অনুমতিক্রমে তোমার সহিত অবশ্যই যাইব। প্রিয়! তোমার বিরহে আমি নিশ্চয়ই প্রাণ পরিত্যাগ করিব।১-৫

রঘুনন্দন! আমি যদি তোমার নিকটে অবস্থান করি, তাহা হইলে দেবগণের অধিপতি ইন্দ্রও আমাকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হইবে না। প্রিয়! তুমিই ত আমাকে এইরূপ বহু উপদেশ দিয়াছ যে, যে নারী পতিহীনা হয়, সে কখনও জীবিত থাকিতে পারে না। মহাপ্রাজ্ঞ! বনবাস বহুদোষযুক্ত হইলেও আমাকে নিশ্চয়ই বনে বাস করিতে হইবে—এই কথা পূর্বে পিতৃগৃহে থাকার সময় আমি ব্রাহ্মণগণের নিকট শুনিয়াছি। মহাবীর! হস্তরেখা প্রভৃতিতে অভিজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের কথা শুনিয়া সেই সময় হইতেই সর্বদা বনে বাস করিতে আমার উৎসাহ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। ব্রাহ্মণগণ যখন বলিয়াছেন যে, আমাকে বনবাস করিতেই হইবে, তখন তাহা অবশ্যই কর্তব্য। প্রিয়! আমি তোমার সহিত যাইব, ইহার অন্যথা হইতে পারে না।৬-১০

আমি ব্রাহ্মণগণের বাক্য পালন করিব, সেইজন্য তোমার সহিত বনে গমন করিব। এক্ষণে আমার বনগমনের সময় উপস্থিত হইয়াছে। সুতরাং ব্রাহ্মণগণ

পাঠান্তর :—(ক) লক্ষণিভ্যো—।

কৃতাদেশা ভবিষ্যামি গমিষ্যামি ত্বয়া সহ।
কালশ্চায়ং সমুৎপন্নঃ সত্যবাগ্ ভবতু দ্বিজঃ ॥১১
বনবাসে হি জানামি দুঃখানি বহুধা কিল।
প্রাপ্যন্তে নিয়তং বীর পুরুষৈরকৃতাত্মভিঃ ॥১২
কন্যয়া চ পিতুর্গেহে বনবাসঃ শ্রুতো ময়া।
ভিক্ষিণ্যাঃ শমবৃত্তায়া মম মাতুরিহাগ্রতঃ ॥১৩
প্রসাদিতশ্চ বৈ পূর্বং ময়া বহুতিথং প্রভো (ক)
গমনং বনবাসস্য কাঙ্ক্ষিতং হি সহ ত্বয়া ॥১৪
কৃতক্ষণাহং ভদ্রং তে গমনং প্রতি রাঘব।
বনবাসস্য শূরস্য মম চর্য্যা হি রোচতে ॥১৫
শুদ্ধাত্মন্ প্রেমভাবাদ্ধি ভবিষ্যামি বিকল্মষা।
ভর্তারমনুগচ্ছন্তী ভর্তা হি মমদৈবতম্ (খ) ॥১৬
প্রেত্যভাবে হি কল্যাণঃ সঙ্গমো মে সদা ত্বয়া।
শ্রুতিহি শ্রূয়তে পুণ্যা ব্রাহ্মণানাং যশস্বিনাম্ ॥১৭
ইহ লোকে চ পিতৃভির্যা স্ত্রী যস্য মহাবল।
অদ্ভির্দত্তা স্বধর্মেণ প্রেত্যভাবেঽপি তস্য সা ॥১৮
এবমস্মাৎ স্বকাং নারীং সুবৃত্তাং হি পতিব্রতাম্।
নাভিরোচয়সে নেতুং ত্বং মাং কেনেহ হেতুনা ॥১৯
ভক্তাং পতিব্রতাং দীনাং মাং সমাং সুখ-দুঃখয়োঃ।
নেতুমর্হসি কাকুৎস্থ সমানসুখ-দুঃখিনীম্ ॥২০
যদি মাং দুঃখিতামেবং বনং নেতুং ন চেচ্ছসি।
বিষমগ্নিং জলং বাহমাস্থাস্যে মৃত্যুকারণাৎ ॥২১

সত্যবাদী হউন। বনবাসে বহুপ্রকারের দুঃখসমূহ উপস্থিত হয়, তাহা আমি জানি। মহাবীর! অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিরা ঐ সকল দুঃখ ভোগ করে। আমার কন্যাবস্থায় পিতৃগৃহে থাকা-কালে আমার মাতার নিকট সদাচার-সম্পন্না তপস্বিনী এক মহিলা বনবাসের কথা বলিয়াছিলেন। আমি সেই সময় সেই কথা শুনিয়াছিলাম। প্রভো! আমি তোমাকে অনেকবার প্রসন্ন করিয়াছি। তোমার সহিত বনবাসে গমন আমার অতীব প্রার্থনার বিষয়। রঘুনন্দন! আমি বনে গমন করিবার জন্য সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছি। তোমার মঙ্গল হউক। আমাকে গমনে অনুমতি দাও। পিতৃসত্য-পালনে বনবাসী তুমি মহাবীর। তোমার পরিচর্য্যা আমার অতিশয় আনন্দের কারণ।১১-১৫

প্রিয়! তুমি বিশুদ্ধাত্মা ও আমার পতি, আমি প্রীতিবশত তোমার অনুগামিনী হইলে অতিশয় শুচি হইব, যেহেতু ভর্তাই স্ত্রীলোকের একমাত্র দেবতা। আমি তোমার অনুগামিনী হইলে পরলোকেও তোমার মঙ্গলময় সঙ্গ লাভ করিতে পারিব। আমি যশস্বী ব্রাহ্মণগণের মুখে উত্তম শাস্ত্রবাক্য শুনিয়াছি যে—ইহলোকে পিতামাতা প্রভৃতি স্বজনবর্গ স্ব স্ব ধর্মানুসারে সঙ্কল্পের দ্বারা যে কন্যাকে যাহার নিকট প্রদান করেন, সেই কন্যা ইহলোকে সেই পুরুষের স্ত্রী এবং পরলোকেও তাঁহারই স্ত্রী। আমি তোমার পত্নী। আমি সচ্চরিত্রা ও পতিব্রতা। তথাপি কি কারণে তুমি আমাকে সঙ্গে লইতে ইচ্ছুক হইতেছ না? কাকুৎস্থ! আমি পতিব্রতা ও তোমার সেবিকা। তোমার বিরহে আমার দৈন্যের সীমা থাকিবে না। আমি সুখে ও দুঃখে একরূপই থাকি এবং তোমার সুখকে সুখ ও তোমার দুঃখকেই দুঃখ মনে করি। অতএব আমাকে সঙ্গে লওয়া তোমার কর্তব্য।১৬-২০

আমাকে এইরূপ দুঃখিত দেখিয়াও যদি বনে সঙ্গে লইতে ইচ্ছা না কর, তাহা হইলে মৃত্যুর জন্য বিষপান করিব কিংবা অগ্নিতে প্রবেশ করিব অথবা জলে নিমজ্জিত হইব। সীতাদেবী এইরূপে বহুভাবে রামের নিকট বনগমনের প্রার্থনা জানাইলেন, কিন্তু মহাবাহু রাম নির্জনবনে তাঁহাকে লইয়া যাইতে সম্মত হইলেন না। রামের অসম্মতিসূচক বাক্য শুনিয়া সীতা অতিশয় চিন্তিত হইলেন। তিনি তাঁহার নয়ন হইতে বিগলিত

পাঠান্তর:—(ক)—ত্বং মে বহুতিথং প্রভো। (খ)—ভর্তা হি পরদৈবতম্।

এবং বহুবিধং তং সা যাচতে গমনং প্রতি।
নানুমেনে মহাবাহুস্তাং নেতুং বিজনং বনম্ ॥২২
এবমুক্তা তু সা চিন্তাং মৈথিলী সমুপাগতা।
স্নাপয়ন্তীব গামুষ্ণৈরশ্রুভির্নয়নচ্যুতৈঃ ॥২৩
চিন্তয়ন্তীং তদা তাং তু নিবর্ত্তয়িতুমাত্মবান্।
ক্রোধাবিষ্টাস্তু বৈদেহীং কাকুৎস্থো বহু সান্ত্বয়ন্(ক)॥২৪
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে ঊনত্রিংশঃ সর্গঃ।

উষ্ণ অশ্রুধারায় পৃথিবীকে যেন সিক্ত করিতে লাগিলেন। চিন্তাপরায়ণা ও কুপিতা সীতাকে বনগমন হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য ধৈর্য্যবান্ রাম বহুভাবে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন।২১-২৪

পাঠান্তর :—(ক)—বহুসান্ত্বয়ৎ।

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ঊনত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ত্রিংশঃ সর্গঃ

[সীতয়া সহ বনগমনে রামস্য সম্মতিঃ।]

সান্ত্ব্যমানা তু রামেণ মৈথিলী জনকাত্মজা।
বনবাসনিমিত্তার্থং ভর্ত্তারমিদমব্রবীৎ ॥১
সা তমুত্তমসংবিগ্না সীতা বিপুলবক্ষসম।
প্রণয়াচ্চাভিমানাচ্চ পরিচিক্ষেপ রাঘবম্ ॥২
কিং ত্বামন্যত বৈদেহঃ পিতা মে মিথিলাধিপঃ।
রাম জামাতরং প্রাপ্য স্ত্রিয়ং পুরুষবিগ্রহম্ ॥৩
অনৃতং বত লোকোঽয়মজ্ঞানাদ্ যদি বক্ষ্যতি।
তেজো নাস্তি পরং রামে তপতীব দিবাকরে ॥৪
কিং হি কৃত্বা বিষণ্ণস্ত্বং কুতো বা ভয়মস্তি তে।
যৎ পরিত্যক্তু কামস্ত্বং মামনন্যপরায়ণাম্ ॥৫
দ্যুমৎসেনসুতং বীরং সত্যবন্তমনুব্রতাম্।
সাবিত্রীমিব মাং বিদ্ধি ত্বমাত্মবশবর্ত্তিনীম্ ॥৬
ন ত্বহং মনসা ত্বন্যং দ্রষ্টাস্মি ত্বদৃতেঽনঘ।
ত্বয়া রাঘব গচ্ছেয়ং যথান্যা কুলপাংসনী ॥৭
স্বয়ং তু ভার্য্যাং কৌমারীং চিরমধ্যুষিতাং সতীম্।
শৈলূষ ইব মাং রাম পরেভ্যো দাতুমিচ্ছসি ॥৮

ত্রিংশ সর্গ

[সীতার সহিত বনগমনে রামের সম্মতি।]

রাম এইভাবে সান্ত্বনা দিতে থাকিলে মিথিলারাজপুত্রী জানকী বনবাসের অনুমতিলাভের জন্য স্বামীকে বলিলেন। সেই সময় তিনি অতিশয় উদ্বেগযুক্ত হইয়া প্রণয় ও অভিমানের বশে বিশালবক্ষঃস্থলবিশিষ্ট রামকে বিদ্রূপ করিতে লাগিলেন। সীতা বলিলেন,—সুন্দর! তুমি পুরুষের আকৃতিবিশিষ্ট স্ত্রীলোক, ইহা জানিয়াই কি আমার পিতৃদেব মিথিলাপতি জনক তোমাকে জামাতা হইবার যোগ্য মনে করিয়াছিলেন? দেখ, তুমি যদি আমাকে সঙ্গে না লইয়া যাও, তাহা হইলে সাধারণলোক প্রকৃত ঘটনা না জানিয়া তোমার সম্বন্ধে মিথ্যা অপবাদ রটাইবে। সাধারণলোক বলিবে যে—রাম দীপ্তদিবাকরতুল্য হইলেও বস্তুতঃ তাঁহার সামান্য তেজও নাই। রাজপুত্র! তুমি কি চিন্তা করিয়া বিষণ্ণ হইতেছ? তোমার ভয়ের কারণ কি?—যাহার জন্য একমাত্র তোমাতেই অনুরাগবতী পতিব্রতা পত্নীকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে চাহিতেছ?১-৫

দ্যুমৎসেন রাজার পুত্র বীর্য্যবান্ সত্যবানের অনুগামিনী সাবিত্রীর মত তুমি আমাকে ত্বদীয় বশীভূতা ও অনুগামিনী বলিয়া জানিও। নিষ্পাপ! প্রিয়!

যস্য পথ্যঞ্চ রামাত্থ যস্য চার্থেঽবরুধ্যসে।
ত্বং তস্য ভব বশ্যশ্চ বিধেয়শ্চ সদানঘ ॥৯
স মামনাদায় বনং ন ত্বং প্রস্থাতুমর্হসি।
তপো বা যদি বাঽরণ্যং স্বর্গো বা স্যাত্ত্বয়া সহ ॥১০
ন চ মে ভবিতা তত্র কশ্চিৎ পথি পরিশ্রমঃ।
পৃষ্ঠতস্তব গচ্ছন্ত্যা বিহারশয়নেষ্বিব ॥১১
কুশ-কাশ-শরেষীকা যে চ কণ্টকিনো দ্রুমাঃ।
তূলাজিনসমস্পর্শা মার্গে মম সহ ত্বয়া ॥১২
মহাবাতসমুদ্ভূতং যন্মামবকরিষ্যতি।
রজো রমণ তন্মন্যে পরার্ধ্যমিব চন্দনম্ ॥১৩
শাদ্বলেষু যদা শিশ্যে বনান্তর্বনগোচরা।
কুথাস্তরণযুক্তেষু কিং স্যাৎ সুখতরং ততঃ ॥১৪
পত্রং মূলং ফলং যত্তু অল্পং বা যদি বা বহু।
দাস্যসে স্বয়মাহৃত্য তন্মেঽমৃতরসোপমম্ ॥১৫
ন মাতুর্ন পিতুস্তত্র স্মরিষ্যামি ন বেশ্মনঃ।
আর্তবান্যুপভুঞ্জানা পুষ্পাণি চ ফলানি চ ॥১৬
ন চ তত্র ততঃ কিঞ্চিদ্দ্রষ্টুমর্হসি বিপ্রিয়ম্।
মৎকৃতে ন চ তে শোকো ন ভবিষ্যামি দুর্ভরা ॥১৭
যস্ত্বয়া সহ স স্বর্গো নিরয়ো যস্ত্বয়া বিনা।
ইতি জানন্ পরাং প্রীতিং গচ্ছ রাম ময়া সহ ॥১৮
অথ মামেবমব্যগ্রাং বনং নৈব নয়িষ্যসে।
বিষমদ্যৈব পাস্যামি মা বশং দ্বিষতাং গমম্ ॥১৯
পশ্চাদপি হি দুঃখেন মম নৈবাস্তি জীবিতম্।
উজ্ঝিতায়াস্ত্বয়া নাথ তদৈব মরণং বরম্ ॥২০
ইমং হি সহিতুং শোকং মুহূর্তমপি নোৎসহে।
কিং পুনর্দশবর্ষাণি ত্রীণি চৈকঞ্চ দুঃখিতা ॥২১

আমি কুলটা নারীর মত মনেও তোমা-ভিন্ন অন্যপুরুষকে কখনও দর্শন করিনা। অতএব আমি তোমার সহিত গমন করিব। আমি কুমারী অবস্থাতেই তোমার ভার্য্যা হইয়াছি। পতিব্রতা হইয়া বহুদিন তোমার নিকট বাস করিতেছি। কিন্তু অদ্য তুমি ইহা কি করিতেছ? যাহারা নিজপত্নীকে অন্যের নিকট রাখিয়া জীবিকানির্বাহ করে, তাহাদের ন্যায় তুমি আমাকে অপরের নিকট রাখিতে চাহিতেছ? পাপমুক্ত! রঘুনন্দন! যে ভরতের অনুকূল আচরণ করিতে তুমি আমাকে নির্দেশ দিলে, যাহার জন্য তোমার অভিষেক স্থগিত হইয়াছে, তুমিই তাহার বশবর্ত্তী ও হিতকারী হও। আমি দৃঢ়ভাবে বলিতেছি, আমাকে সঙ্গে না লইয়া তুমি কখনই বনে যাইতে পারিবে না। তপস্যা, অরণ্যবাস কিংবা স্বর্গলাভ, যাহাই আমার হউক না কেন, তাহা তোমার সহিতই হইবে, তোমাকে ছাড়িয়া নহে।৬-১০

তোমার পশ্চাতে গমন করিতে থাকিলে বনপথে আমার কিছুমাত্র পরিশ্রম হইবে না, বরং বিহারশয্যায় গমনের ন্যায় সুখকরই হইবে। তোমার সহিত গমন করিলে পথিস্থিত কুশ, কাশ, শর, ঈষীকা ও অন্যান্য কণ্টকময় বৃক্ষসমূহ আমার নিকট তূলা ও মৃগচর্মের ন্যায় সুখস্পর্শ হইবে। প্রিয়! প্রবলবায়ুর প্রবাহে উত্থিত ধূলিসমূহ যখন আমাকে আচ্ছাদিত করিবে, তখন আমি মনে করিব যে, ঐ ধূলিসমূহ উৎকৃষ্ট চন্দনের অনুলেপন। বনে গমন করিয়া যখন বনমধ্যে দূর্বাদি-তৃণপূর্ণ ভূমিতে তোমার সহিত শয়ন করিব, তখন আমার যে সুখ হইবে, তুমি কি মনে কর যে, বিচিত্রকম্বল ও আস্তরণযুক্ত শয্যায় শয়ন করিলে তদপেক্ষা অধিক সুখ হয়? তুমি নিজে সংগ্রহ করিয়া পত্র, মূল, ফল যাহা দিবে, তাহা অল্পই হউক আর অধিকই হউক, আমার নিকট তাহা অমৃত-তুল্য মধুর হইবে।১১-১৫

ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে নানাবিধ পুষ্প ও ফল উপভোগ করিতে করিতে মাতা, পিতা ও গৃহের কথাও স্মরণ করিব না। আমি তোমার সঙ্গে গেলে আমার জন্য তোমাকে কোনরূপ ক্লেশ পাইতে হইবে না, আমার জন্য শোকও পাইতে হইবে না। আমার ভরণপোষণে কিছুমাত্র কষ্ট হইবে না। প্রিয়! তোমার সহিত থাকাই আমার স্বর্গ, তোমার বিরহই আমার নরক। তুমি আমার এইরূপ দৃঢ় প্রণয় জানিয়া আমার সহিতই গমন কর। বনে যাইতে আমার কিছুমাত্র উদ্বেগ বা ভয় নাই, তথাপি যদি তুমি আমাকে সঙ্গে না লইয়া যাও, তাহা হইলে আমি অদ্যই বিষপান করিব, কিছুতেই শত্রুজনের বশে যাইব না। নাথ! তুমি এখানে আমাকে

ইতি সা শোকসন্তপ্তা বিলপ্য করুণং বহু।
চুক্রোশ পতিমায়স্তা ভৃশমালিঙ্গ্য সস্বরম্ ॥২২
সা বিদ্ধা বহুভির্বাক্যৈর্দিগ্ধৈরিব গজাঙ্গনা।
চিরসন্নিয়তং বাষ্পং মুমোচাগ্নিমিবারণিঃ ॥২৩
তস্যাঃ স্ফটিকসঙ্কাশং বারি সন্তাপসম্ভবম্।
নেত্রাভ্যাং পরিসুস্রাব পঙ্কজাভ্যামিবোদকম্ ॥২৪
তৎসিতামলচন্দ্রাভং মুখমায়তলোচনম্।
পর্য্যশুষ্যত বাষ্পেণ জলোদ্ধৃতমিবাম্বুজম্ ॥২৫
তাং পরিষ্বজ্য বাহুভ্যাং বিসংজ্ঞামিব দুঃখিতাম্।
উবাচ বচনং রামঃ পরিবিশ্বাসয়ংস্তদা ॥২৬
ন দেবি তব দুঃখেন স্বর্গমপ্যভিরোচয়ে।
নহি মেঽস্তি ভয়ং কিঞ্চিৎ স্বয়ম্ভোরিব সর্বতঃ ॥২৭

রাখিয়া বনগমন করিলে পরবর্তী কালে তোমার বিরহ-দুঃখে আমার মরণ যখন সুনিশ্চিতই, তখন তোমার বনগমন-সময়ে তোমার সম্মুখে মৃত্যুবরণ করাই শ্রেষ্ঠ মনে করি।১৬-২০

অধিক কি বলিব, চতুর্দশবৎসরের কথা দূরে থাকুক, দুঃখিনী আমি তোমার বিরহের শোক একমুহূর্ত্তও সহ্য করিতে পারিব না। শোকসন্তপ্তা সীতাদেবী অতিশয় খেদে এইভাবে বহুপ্রকার করুণ বিলাপ করিয়া নিজপ্রিয়তমকে দৃঢ়তার সহিত আলিঙ্গনপূর্বক উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তিনি বনগমন-নিবর্তক বহুতর বাক্যবাণে আহত হইয়া বিষলিপ্তবাণের দ্বারা বিদ্ধ হস্তিনীর ন্যায় কাতর হইয়া পড়িলেন। অরণিকাষ্ঠ যেমন অগ্নি উদ্‌গিরণ করে, সেইরূপ তিনি বহুক্ষণ যাবৎ নিরুদ্ধ অশ্রুধারা মোচন করিলেন। জল হইতে উদ্ধৃত পদ্মদ্বয় হইতে যেমন জলবিন্দু নিঃসৃত হয়, রামপ্রিয়ার নয়নদ্বয় হইতে সেইরূপ স্ফটিকতুল্য শুভ্র সন্তাপজাত অশ্রুবিন্দু নিঃসৃত হইতে লাগিল। নির্মলপূর্ণচন্দ্র-তুল্য বিশালনয়নসমন্বিত তাঁহার মুখমণ্ডল বহুক্ষণ পূর্বে জল হইতে উদ্ধৃত পদ্মের ন্যায় শুষ্ক হইয়া গেল।২১-২৫

তখন প্রায়সংজ্ঞাহীনা অতিদুঃখিতা প্রিয়াকে দুই বাহুদ্বারা আলিঙ্গন করিয়া রাম তাঁহাকে সঙ্গিনী করিবেন বলিয়া বিশ্বাস উৎপাদনপূর্বক বলিলেন,—দেবি!

তব সর্বমভিপ্রায়মবিজ্ঞায় শুভাননে।
বাসং ন রোচয়েঽরণ্যে শক্তিমানপি রক্ষণে ॥২৮
যৎ সৃষ্টাসি ময়া সার্ধং বনবাসায় মৈথিলি।
ন বিহাতুং ময়া শক্যা প্রীতিরাত্মবতা যথা ॥২৯
ধর্মস্তু গজনাসোরু সদ্ভিরাচরিতঃ পুরা।
তং চাহমনুবর্তিষ্যে যথা সূর্য্যং সুবর্চলা ॥৩০
ন খল্বহং ন গচ্ছেয়ং বনং জনকনন্দিনি।
বচনং তন্নয়তি মাং পিতুঃ সত্যোপবৃংহিতম্ ॥৩১
এষ ধর্মশ্চ সুশ্রোণি পিতুর্মাতুশ্চ বশ্যতা।
আজ্ঞাং চাহং ব্যতিক্রম্য নাহং জীবিতুমুৎসহে ॥৩২
অস্বাধীনং কথং দৈবং প্রকারৈরভিরাধ্যতে।
স্বাধীনং সমতিক্রম্য মাতরং পিতরং গুরুম্ ॥৩৩

তোমাকে দুঃখ দিয়া আমি স্বর্গও কামনা করি না। তুমি জানিও যে, স্বয়ম্ভূব্রহ্মার ন্যায় কাহারও নিকট হইতে আমার সামান্যও ভয় হয় না। অরণ্যে তোমার রক্ষণে আমি সর্বথা সমর্থ। সুমুখি! তথাপি তোমার মনোভাব সম্পূর্ণভাবে না জানিয়া তোমাকে বনবাসে সঙ্গে লইতে ইচ্ছা করি নাই। মৈথিলি! আমার সহিত বনবাস করিবার জন্যই বিধাতা তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। আত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি যেমন সর্বভূতে দয়া পরিত্যাগ করিতে পারেন না, সেইরূপ আমি তোমাকে কখনই পরিত্যাগ করিতে পারি না। হস্তিশুণ্ডতুল্য উরুদ্বয়বতি! সুন্দরি! পূর্বকালে সজ্জন রাজর্ষিগণ বনমধ্যে সপত্নীক হইয়া যে ধর্মের আচরণ করিয়াছিলেন, আমিও সপত্নীক হইয়া সেই ধর্মের অনুষ্ঠান করিব। সুবর্চলার সূর্য্যের অনুগমনের ন্যায় তুমি আমার অনুগমন কর।২৬-৩০

জনকনন্দিনি! আমি বনে যাইব না—ইহা ত কিছুতেই সম্ভব নয়, পিতার প্রতিজ্ঞারূপ বাক্যই আমাকে বনে লইয়া যাইতেছে। নিতম্বিনি! পিতামাতার বাধ্য হওয়া পুত্রের প্রধান ধর্ম। তাঁহাদের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া আমি জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করিনা। পিতামাতা প্রত্যক্ষ দেবতা, তাঁহারা শ্রেষ্ঠ গুরু। তাঁহাদিগকে অতিক্রম করিয়া মানুষ অপ্রত্যক্ষ দৈবের বহুভাবে

দ্বিতীয় বর্ষ, চৈত্র, ১৩৭০]

[দশম সংখ্যা—মদনভঞ্জিকাযাত্রা

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথ-প্রবর্তিত।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভ মূল্যে দেওয়া সম্ভব হইয়াছে।

---

*　　*　　*

যুগ্ম-সম্পাদক—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য

শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫'০০ টাকা।

[প্রতি সংখ্যা ১'৫০ টাকা

স্বত্বাধিকারী :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(জয়গুরু সম্প্রদায়)

সহ-সম্পূজকসঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ

শ্রীনারায়ণগোস্বামী ন্যায়াচার্য্য

শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্ত্তৃক শ্রীসীতারাম-বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।৩, পি, ডব্লিউ, ডি রোড, কলিকাতা—৩৫ হইতে প্রকাশিত ও ১৫বি, রায়বাগান ষ্ট্রীট্, কলিকাতা—৬ ইন্দু-নারায়ণ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রাপিত।

১৫ই চৈত্র, ১৩৭০।

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রময় মাসিক পত্র। প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ।

২। এই মাসিকপত্রে শ্রীরামায়ণ-শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রীমহাভারত-শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ইত্যাদি যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। ইহার বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারত ও পাকিস্তানে সডাক ১৫·০০, প্রতি সংখ্যা ১·৫০ নঃ পঃ মাত্র; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০·০০, প্রতি সংখ্যা ২·০০ মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

৪। প্রতি বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ইহার একটি সংখ্যা প্রকাশিত হইবামাত্র গ্রাহকগণের নিকট পাঠান হয়। বাংলা মাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে উক্ত সংখ্যা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ লইয়া চতুর্থ সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতা কার্য্যালয়ে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

ঠিকানা-পরিবর্ত্তন পূর্ববর্ত্তী বাংলা মাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৫। মাসিক পত্র, বিজ্ঞাপন প্রভৃতি সংক্রান্ত যাবতীয় পত্রাদি এবং অর্থাদি "সঞ্চালক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬" এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

মনি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকের নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে অবশ্যই লিখিতে হইবে।

৬। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয়, কিন্তু প্রয়োজন না মনে করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে গ্রাহকগণকে জবাবী-পত্র অবশ্যই দিতে হইবে।

৭। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে, কার্য্যালয়ে আসিয়া বা ডাকযোগ ব্যতীত অন্যকোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৮। উল্লিখিত ৪-৭ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পত্র-পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

৯। অনিবার্য্যকারণবশতঃ যে সংখ্যা প্রকাশে বিলম্ব ঘটিয়াছে, তাহা যথাসম্ভব সত্বর প্রকাশের চেষ্টা চলিতেছে। তৎসম্পর্কে উক্ত নিয়মাবলী যথাসময়ে প্রযুজ্য বলিয়া গণ্য হইবে।

১০। এই আর্য্যশাস্ত্রের প্রথমবর্ষে মন্বাদি বিংশতি সংহিতা ও অন্যান্য দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীঠাকুর আর্য্যশাস্ত্রের বহুল প্রচার-কামনায় তাহার বার্ষিক মূল্য ১৫·০০ টাকার স্থলে ১০·০০ টাকা করিয়া দিয়াছেন।

সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।৩, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, আলমবাজার।
কলিকাতা—৩৫

ওঁশ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

পুষ্করমঠ
ভরতপুর-কুঞ্জ
গৌঘাট
৮।৫।৭০

যে মায়েরা বাবারা একে (ওঙ্কারকে) সত্য-সত্য ভালবাসে, তারা নিত্য আর্য্যশাস্ত্র প'ড়্বে ও প্রাণপণে আর্য্যশাস্ত্র প্রচারের চেষ্টা ক'র্বে। আর্য্যশাস্ত্রের সেবায় জগতের মহাকল্যাণ সাধিত হবেই হবে।

ওঙ্কার

নিবেদন

আর্য্যশাস্ত্রপ্রেমী মহাপ্রাণ গ্রাহকবর্গের নিকট সবিনয় নিবেদন এই যে, পরমপূজ্য শ্রীশ্রীঠাকুর সীতারামদাস ওঙ্কারনাথমহারাজের নির্দেশানুযায়ী পূর্বে বিঘোষিত আর্য্যশাস্ত্রের প্রতিসংখ্যা ১৮ ফরমা স্থলে প্রকাশন-সৌকর্য্যের জন্য বর্তমানে কোন মাসে সাড়ে ১৪ ফরমা, কোন মাসে ২১ ফরমা ও কোন মাসে তদপেক্ষা ন্যূন ফরমায় প্রকাশিত হইতেছে। আমাদের এই অপরিহার্য্য নীতিপরিবর্তনের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি ও সহৃদয় গ্রাহকবর্গের কৃপাদৃষ্টি প্রার্থনা করিতেছি।

যত্র ত্রয়ং ত্রয়ো লোকাঃ পবিত্রং তৎসমং ভুবি।
নান্যদস্তি শুভাপাঙ্গে তেনেদমভিরাধ্যতে ॥৩৪
ন সত্যং দান-মানৌ বা যজ্ঞো বাপ্যাপ্তদক্ষিণাঃ।
তথা বলকরাঃ সীতে যথা সেবা পিতুর্মতা ॥৩৫
স্বর্গো ধনং বা ধান্যং বা বিদ্যাঃ পুত্রাঃ সুখানি চ।
গুরুবৃত্ত্যনুরোধেন ন কিঞ্চিদপি দুর্লভম্ ॥৩৬
দেব-গন্ধর্ব-গোলোকান্ ব্রহ্মলোকাংস্তথাপরান্।
প্রাপ্নুবন্তি মহাত্মানো মাতাপিতৃপরায়ণাঃ ॥৩৭
স মাং পিতা যথা শাস্তি সত্যধর্মপথে স্থিতঃ।
তথা বর্তিতুমিচ্ছামি স হি ধর্মঃ সনাতনঃ ॥৩৮
মম সন্নাহমতিঃ সীতে নেতুং ত্বাং দণ্ডকাবনম্।
বসিষ্যামীতি সা ত্বং মামনুযাতুং সুনিশ্চিতা ॥৩৯

সা হি দিষ্টানবদ্যাঙ্গি বনায় মদিরেক্ষণে।
অনুগচ্ছস্ব মাং ভীরু সহধর্মচরী ভব ॥৪০
সর্বথা সদৃশং সীতে মম স্বস্য কুলস্য চ।
ব্যবসায়মনুক্রান্তা কান্তে ত্বমতিশোভনম্ ॥৪১
আরভস্ব শুভশ্রোণি বনবাসক্ষমাঃ ক্রিয়াঃ।
নেদানীং ত্বদৃতে সীতে স্বর্গোঽপি মম রোচতে ॥৪২
ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ রত্নানি ভিক্ষুকেভ্যশ্চ ভোজনম্।
দেহি চাশংসমানেভ্যঃ সংত্বরস্ব চ মা চিরম্ ॥৪৩
ভূষণাদি মহার্হাণি বরবস্ত্রাণি যানি চ।
রমণীয়াশ্চ যে কেচিৎ ক্রীড়ার্থাশ্চাপ্যুপস্করাঃ ॥৪৪
শয়নীয়ানি যানানি মম চান্যানি যানি চ।
দেহি স্বভৃত্যবর্গস্য ব্রাহ্মণানামনন্তরম্ ॥৪৫

ও অনুগামিনী বলিয়া জানিও। নিষ্পাপ! প্রিয়! আরাধনা করে কেন? সুনয়নে! পিতামাতার আরাধনায় ধর্ম, অর্থ ও কাম পাওয়া যায়, তাহাতেই ত ত্রিলোক লাভ হয়। পিতামাতার আরাধনাতুল্য পবিত্রকার্য্য সংসারে আর নাই। এইজন্য আমি তাঁহাদের আরাধনা করিতেছি। প্রিয়ে! পিতৃসেবা যেরূপ পারলৌকিক সুখদান করে, সত্য, দান, মান ও বহুদক্ষিণাবিশিষ্ট যজ্ঞও ঐরূপ পারলৌকিক সুখদান করিতে পারে না।৩১-৩৪

পিতামাতার অভিপ্রায় অনুসারে চলিলে স্বর্গ, ধন, ধান্য, বিদ্যা, পুত্র ও সুখ কিংবা অন্য কিছুই দুর্লভ হয় না। মাতাপিতার সেবাপরায়ণ মহাত্মা ব্যক্তিগণ দেবলোক, গন্ধর্বলোক, গোলোক, ব্রহ্মলোক ও অন্যান্যলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সত্যনিষ্ঠ ধর্মপথে স্থিত পিতৃদেব আমাকে যেরূপ আদেশ করিয়াছেন, আমি সেইরূপই করিতে ইচ্ছা করি, ইহাই আমার নিকট সনাতন-ধর্ম। প্রেয়সি! "আমি বনবাস করিব" এই বলিয়া তুমি যখন আমার অনুগমনে দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়াছ, তখন তোমাকে দণ্ডকারণ্যে লইতে আমার অনিচ্ছা পরিত্যাগ করিলাম। শুভাঙ্গি! সুলোচনে! আমি বনে যাইতে তোমাকে অনুমতি দিতেছি, তুমি আমার অনুগমন কর এবং সহধর্মচারিণী হও।৩৫-৩৯

প্রিয়ে! সীতে! তুমি যে আমার অনুগমন করিতে নিশ্চয় করিয়াছ, ইহা আমার ও তোমার বংশের উপযুক্তই হইয়াছে। ইহা অতিশয় সুন্দর কার্য্য। সুন্দরি! তুমি এক্ষণে বনবাসের পূর্বে করণীয়-কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে আরম্ভ কর। তোমাকে ছাড়িয়া এক্ষণে আমার স্বর্গে স্পৃহা নাই। তুমি ব্রাহ্মণগণকে রত্ন প্রভৃতি এবং প্রার্থী ভিক্ষুকগণকে ভোজ্যদ্রব্য প্রদান কর। সকল কার্য্যই সত্বর সম্পন্ন কর, বিলম্ব করিও না। তোমার ও আমার যে সকল মহামূল্য অলঙ্কার, উত্তম উত্তম বস্ত্র, রমণীয় স্বর্ণাদিনির্মিত ক্রীড়া-সামগ্রী, শয্যা, যান এবং অন্যান্য ব্যবহার্য্য যে সকল বস্তু আছে, সেই সকল বস্তু ব্রাহ্মণগণকে দান করার পর নিজভৃত্যগণকেও প্রদান কর। তখন সীতাদেবী নিজের বনগমন পতির অনুকূল হইয়াছে জানিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং সত্বর দানাদিকার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

অনুকূলং তু সা ভর্ত্তুর্জ্ঞাত্বা গমনমাত্মনঃ।
ক্ষিপ্রং প্রমুদিতা দেবী দাতুমেব প্রচক্রমে ॥৪৬
ততঃ প্রহৃষ্টা প্রতিপূর্ণমানসা
যশস্বিনী ভর্ত্তুরবেক্ষ্য ভাষিতম্।
ধনানি রত্নানি চ দাতুমঙ্গনা
প্রচক্রমে ধর্মভৃতাং মনস্বিনী ॥৪৭*

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে
আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে ত্রিংশঃ সর্গঃ।

যশস্বিনী জানকী পতির বাক্য শুনিয়া হৃষ্ট হইলেন। তাঁহার মনোবাসনা পূর্ণ হইল। মনস্বিনী রামপ্রিয়া বিলম্ব না করিয়া ধার্মিকগণকে ধন ও রত্নসমূহ দান করিতে উপক্রম করিলেন।৪০-৪৬

* কোন কোন গ্রন্থে ৪৭ নং শ্লোকটি অতিরিক্ত দেখা যায়।

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

একত্রিংশঃ সর্গঃ

[রামং প্রতি বনগমনাকাঙ্ক্ষি-লক্ষ্মণস্যোক্তিঃ, রামস্য লক্ষ্মণং প্রতি বনগমন-নিবারণার্থমুপদেশঃ, তয়োরুক্তি-প্রত্যুক্তী চ।]

এবং শ্রুত্বা স সংবাদং লক্ষ্মণঃ পূর্বমাগতঃ।
বাষ্পপর্য্যাকুলমুখঃ শোকং সোঢ়ুমশক্নুবন্ ॥১
স ভ্রাতুশ্চরণৌ গাঢ়ং নিপীড্য রঘুনন্দনঃ।
সীতামুবাচাতিযশাং রাঘবঞ্চ মহাব্রতম্ ॥২
যদি গন্তুং কৃতা বুদ্ধির্বনং মৃগ-গজাযুতম্।
অহং ত্বানুগমিষ্যামি বনমগ্রে ধনুর্ধরঃ ॥৩
ময়া সমেতোঽরণ্যানি রম্যাণি বিচরিষ্যসি।
পক্ষিভির্ভৃঙ্গযূথৈশ্চ (ক) সংঘুষ্টানি সমন্ততঃ ॥৪
ন দেবলোকাক্রমণং নামরত্বমহং বৃণে।
ঐশ্বর্য্যং চাপি লোকানাং কাময়ে ন ত্বয়া বিনা ॥৫
এবং ব্রুবাণঃ সৌমিত্রির্বনবাসায় নিশ্চিতঃ।
রামেণ বহুভিঃ সান্ত্বৈর্নিষিদ্ধঃ পুনরব্রবীৎ ॥৬
অনুজ্ঞাতস্তু ভবতা পূর্বমেব যদস্ম্যহম্।
কিমিদানীং পুনরপি ক্রিয়তে মে নিবারণম্ ॥৭

একত্রিংশ সর্গ

[রামের প্রতি বনগমনাভিলাষি-লক্ষ্মণের উক্তি, লক্ষ্মণের প্রতি বনগমন-নিবারণার্থ রামের উপদেশ ও তাঁহাদের উক্তি-প্রত্যুক্তি।]

লক্ষ্মণ পূর্বেই সেইস্থানে আসিয়া রাম ও সীতার কথোপকথন শ্রবণ করিলেন। তাহাতে অশ্রুজলে তাঁহার মুখমণ্ডল প্লাবিত হইয়া গেল। রঘুনন্দন লক্ষ্মণ রামের বিরহজাত শোকাবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া অগ্রজের চরণদ্বয় দৃঢ়ভাবে জড়াইয়া ধরিলেন এবং অগ্রজকে ও যশস্বিনী জানকীকে বলিলেন,—যদি আপনারা মৃগ-হস্তী আদি পশুপরিপূর্ণ বনে যাইতেই নিশ্চয় করিয়াছেন, তাহা হইলে আমি ধনুর্ধারী হইয়া আপনাদের অগ্রে অগ্রে গমন করিব। অগ্রজ! আপনি আমার সহিত পক্ষীদের কূজনে ও ভ্রমরের গুঞ্জনে মুখরিত রমণীয় অরণ্যে বিচরণ করিবেন। আমি আপনাকে ছাড়িয়া দেবলোকে গমন বা দেবত্ব কামনা করি না। আপনার সান্নিধ্য না পাইলে ত্রিভুবনের ঐশ্বর্য্যও আমার কামনা-বিষয় হইতে পারে না।১-৫

রামের সহিত বনবাস করিতে নিশ্চয় করিয়া সুমিত্রা-

পাঠান্তর:—(ক) পক্ষিভির্মৃগযূথৈশ্চ—।

যদর্থং প্রতিষেধো মে ক্রিয়তে গন্তুমিচ্ছতঃ।
এতদিচ্ছামি বিজ্ঞাতুং সংশয়ো হি মমানঘ ॥৮
ততোঽব্রবীন্মহাতেজা রামো লক্ষ্মণমগ্রতঃ।
স্থিতং প্রাগ্‌গামিনং ধীরং যাচমানং কৃতাঞ্জলিম্ ॥৯
স্নিগ্ধো ধর্মরতো ধীরঃ সততং সৎপথে স্থিতঃ।
প্রিয়ঃ প্রাণসমো বশ্যো বিজেয়শ্চ সখা চ মে ॥১০
ময়াদ্য সহ সৌমিত্রে ত্বয়ি গচ্ছতি তদ্বনম্।
কোঽভজিষ্যতি কৌসল্যাং সুমিত্রাং বা যশস্বিনীম্ ॥১১
অভিবর্ষতি কামৈর্যঃ পর্জন্যঃ পৃথিবীমিব।
স কামপাশপর্য্যস্তো মহাতেজা মহীপতিঃ ॥১২
সা হি রাজ্যমিদং প্রাপ্য নৃপস্যাশ্বপতেঃ সুতা।
দুঃখিতানাং সপত্নীনাং ন করিষ্যতি শোভনম্ ॥১৩
ন ভরিষ্যতি কৌসল্যাং সুমিত্রাঞ্চ সুদুঃখিতাম্।
ভরতো রাজ্যমাসাদ্য কৈকয্যাং পর্য্যবস্থিতঃ ॥১৪
তামার্য্যাং স্বয়মেবেহ রাজানুগ্রহণেন বা।
সৌমিত্রে ভর কৌসল্যামুক্তমর্থমমুঞ্চর ॥১৫
এবং ময়ি চ তে ভক্তির্ভবিষ্যতি সুদর্শিতা।
ধর্মজ্ঞ গুরুপূজায়াং ধর্মশ্চাপ্যতুলো মহান্ ॥১৬
এবং কুরুষ্ব সৌমিত্রে মৎকৃতে রঘুনন্দন।
অস্মাভির্বিপ্রহীণায়া মাতুর্নো ন ভবেৎ সুখম্ ॥১৭
এবমুক্তস্তু রামেণ লক্ষ্মণঃ শ্লক্ষ্ণয়া গিরা।
প্রত্যুবাচ তদা রামং বাক্যজ্ঞো বাক্যকোবিদম্।
তবৈব তেজসা বীর ভরতঃ পূজয়িষ্যতি।
কৌসল্যাঞ্চ সুমিত্রাঞ্চ প্রয়তো নাস্তি সংশয়ঃ ॥১৯

নন্দন এইরূপ বলিলে পর শ্রীমান্ রাম বহুবিধ সান্ত্বনা-বাক্য বলিয়া নিষেধ করিলেন। তখন লক্ষ্মণ পুনর্বার বলিলেন,—অগ্রজ! আপনি পূর্বেই বলিয়াছেন যে, আমি যেন সকল সময় আপনার অনুগামী হই। তাহা হইলে এক্ষণে কেন আমাকে অনুগামী হইতে নিষেধ করিতেছেন? নিষ্পাপ! আমি গমন করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি, তথাপি আপনি যে কারণে আমাকে নিষেধ করিতেছেন, তাহা জানিতে ইচ্ছা করি। পূর্বে আপনার অনুমতি এবং এক্ষণে অসম্মতি হওয়ায় সন্দেহ হইতেছে। এইরূপ বলিয়া লক্ষ্মণ রামের সম্মুখে কৃতাঞ্জলিপুটে উপবেশন করিলেন এবং পূর্ব হইতেই গমনোদ্যত হইয়া ধীরভাবে তিনি অগ্রজের অনুমতিপ্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তখন মহাতেজা রাম তাঁহাকে বলিলেন,—ভ্রাতঃ! আমি জানি, তুমি আমার প্রতি স্নেহবান্। তুমি ধৈর্য্যবান্ ও ধার্মিক। তুমি যে সর্বদা সৎপথে অবস্থিত আছ, তাহাও আমি জানি। এইজন্যই তুমি আমার প্রাণসমান প্রিয়। তুমি যে আমার অধীন ও আমার বাধ্য, তাহাতে আমি তোমাকে সখার মতই মনে করি।৮-১০

কিন্তু সুমিত্রানন্দন! ভ্রাতঃ! আমার সহিত তুমি অদ্য বনে গমন করিলে পর কৌশল্যা ও সুমিত্রা এই যশস্বিনী মাতৃদ্বয়ের সেবা কে করিবে? মেঘ যেমন পৃথিবীকে জলদান করে, সেইরূপ মহারাজ দশরথ এতদিন পর্য্যন্ত সকলের প্রার্থিত বস্তু প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু বর্তমান সময়ে ঐ মহাতেজস্বী ভূপতি কামাধীন হইয়া কৈকেয়ীর অনুরাগে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। সুতরাং তিনি এক্ষণে আমাদের মাতৃদ্বয়ের পালনে পরাঙ্মুখ। আর, অশ্বপতিকন্যা কৈকেয়ী এই সাম্রাজ্য পাইয়া দুঃখিনী সপত্নীদের প্রতি ভাল ব্যবহার করিবেন না। ভরতও রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া কৈকেয়ীর বাধ্য থাকিবে, তখন সে দুঃখিনী কৌশল্যা ও সুমিত্রার ভরণপোষণ করিবে না। সুমিত্রানন্দন! তুমি এখানে থাকিয়া স্বয়ং কিংবা তাঁহাদের প্রতি মহারাজের অনুগ্রহ সম্পাদন করিয়া মাতৃদ্বয়কে পালন কর। আমি যাহা বলিলাম, তাহাই কর। তাহা করিলেই আমার প্রতি তোমার দৃঢ়ভক্তি প্রদর্শিত হইবে। ধর্মজ্ঞ! গুরুজনের পূজা বা শুশ্রূষা করিলে তুলনারহিত শ্রেষ্ঠধর্ম লাভ হইবে। রঘুনন্দন! ভ্রাতঃ! তুমি আমার জন্য এই কার্য্য কর। আমাদের বিরহপ্রাপ্ত হইলে মাতৃগণের সুখের লেশ থাকিবে না। বাগ্মী রাম লক্ষ্মণকে এইরূপ বলিলে পর বক্তৃতাপটু লক্ষ্মণ মনোহর বাক্যে তাঁহাকে বলিলেন,—মহাবীর! আপনার প্রভাবের জন্যই ভরত

যদি দুঃস্থো ন রক্ষেত ভরতো রাজ্যমুত্তমম্।
প্রাপ্য দুর্মনসা বীর গর্বেণ চ বিশেষতঃ ॥২০
তমহং দুর্মতিং ক্রূরং বধিষ্যামি ন সংশয়ঃ।
তৎপক্ষানপি তান্ সর্বাংস্ত্রৈলোক্যমপি কিন্তু সা ॥২১
কৌসল্যা বিভৃয়াদার্য্যা সহস্রং মদ্‌বিধানপি।
যস্যাঃ সহস্রং গ্রামাণাং সংপ্রাপ্তমুপজীবিনাম্ ॥২২
তদাত্মভরণে চৈব মম মাতুস্তথৈব চ।
পর্য্যাপ্তা মদ্বিধানাঞ্চ ভরণায় মনস্বিনী ॥২৩
কুরুষ্ব মামনুচরং বৈধর্ম্যং নেহ বিদ্যতে।
কৃতার্থোঽহং ভবিষ্যামি তব চার্থঃ প্রকল্প্যতে ॥২৪
ধনুরাদায় সগুণং খনিত্র-পিটকাধরঃ।
অগ্রতস্তে গমিষ্যামি পন্থানং তব দর্শয়ন্ ॥২৫
আহরিষ্যামি তে নিত্যং মূলানি চ ফলানি চ।
বন্যানি চ তথান্যানি স্বাহার্হাণি তপস্বিনাম্ ॥২৬
ভবাংস্তু সহ বৈদেহ্যা গিরিসানুষু রংস্যসে।
অহং সর্বং করিষ্যামি জাগ্রতঃ স্বপতশ্চ তে ॥২৭
রামস্তুনেন বাক্যেন সুপ্রীতঃ প্রত্যুবাচ তম্।
ব্রজাপৃচ্ছস্ব সৌমিত্রে সর্বমেব সুহৃজ্জনম্ ॥২৮
যে চ রাজ্ঞো দদৌ দিব্যে মহাত্মা বরুণঃ স্বয়ম্।
জনকস্য মহাযজ্ঞে ধনুষী রৌদ্রদর্শনে ॥২৯
অভেদ্যে কবচে দিব্যে তূণী চাক্ষয্য-সায়কৌ।
আদিত্যবিমলাভৌ দ্বৌ খড়্গৌ হেমপরিষ্কৃতৌ ॥৩০
সৎকৃত্য নিহিতং সর্বমেতদাচার্য্যসদ্মনি।
সর্বমায়ুধমাদায় ক্ষিপ্রমাব্রজ লক্ষ্মণ ॥৩১

নিয়মিতভাবেই কৌশল্যা ও সুমিত্রার পূজা করিবেন—ইহাতে সন্দেহ নাই। এই উত্তম রাজ্য লাভ করিয়া ভরত যদি মন্দপথে পরিচালিত হন, যদি বিশেষভাবে গর্বিত হইয়া কৈকেয়ীর পরামর্শে নীচমনে আমাদের মাতৃগণের রক্ষণাবেক্ষণ না করেন, তাহা হইলে ঐ দুষ্টবুদ্ধি নিষ্ঠুর ভরতকে নিহত করিব। যদি ত্রিলোকের সকল ব্যক্তি ভরতের পক্ষ অবলম্বন করে, তাহা হইলেও আমি তাহাদের সকলকেই নিহত করিব। কিন্তু অগ্রজ! এই সকল চিন্তার প্রয়োজন নাই। পূজনীয়া কৌশল্যা-মাতা আমাদের মত সহস্রব্যক্তির ভরণপোষণ করিতে পারেন। তিনি নিজভৃত্য ও আশ্রিতজনের প্রতি-পালনের জন্য সহস্রগ্রাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। সুতরাং মনস্বিনী কৌশল্যাদেবী নিজের, আমার জননীর ও আমাদের মত সহস্রব্যক্তির ভরণপোষণে সমর্থা। অতএব সে-বিষয়ে চিন্তা না করিয়া আপনি আমাকে নিজ অনুচর করুন। ইহাতে আপনার কোন অধর্ম হইবে না। ইহাতে আমি কৃতার্থ হইব এবং আপনারও ফল-মূলাদি সংগ্রহের কিঞ্চিৎ সুবিধা হইবে। আর্য্য! আমি খনিত্র (খুন্তী, কোদাল) ও পিটক (ফলসংগ্রহের জন্য বাঁশের ঝুড়ি) লইয়া গুণযোজিত ধনুক ধারণপূর্বক আপনার প্রদর্শকরূপে অগ্রে অগ্রে যাইব। আমি প্রত্যহ আপনার পথ জন্য মূল, ফল ও তপস্বীদের হোমযোগ্য অন্যান্য বন্যবস্তু আহরণ করিব। আপনি সীতাদেবীর সহিত পর্বতসমূহের শিখরদেশে বিহার করিবেন। আপনার জাগরণ-সময়ে ও নিদ্রিতাবস্থায় সকল সময়ে আপনার সকলকার্য্য সম্পাদন করিব।১১-২৭

লক্ষ্মণের এই বাক্যে রাম অতিশয় প্রীত হইলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন,—সুমিত্রানন্দন! প্রিয়! আমার সহিত চল, কিন্তু তাহার পূর্বে সকল বন্ধুজনের সম্মতি গ্রহণ কর। ভ্রাতঃ! মহাত্মা বরুণদেব রাজর্ষি জনকের মহাযজ্ঞে আসিয়া তাঁহাকে যে দুইটি অতিভয়ানক দিব্য-ধনু, দিব্য ও অভেদ্যকবচদ্বয়, অক্ষয়বাণ-সমন্বিত দুইটি তূণীর ও সূর্য্যতুল্য উজ্জ্বল সুবর্ণখচিত খড়্গদ্বয় প্রদান করিয়াছিলেন, ঐ সকল অস্ত্রাদি যৌতুকরূপে আমরা পাইয়াছিলাম। আমি ঐ সকল অস্ত্রের অর্চনা করিয়া আচার্য্যের গৃহে স্থাপন করিয়া রাখিয়াছি। তুমি ঐ সকল অস্ত্র লইয়া সত্বর আগমন কর। বনবাস করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প লক্ষ্মণ নিজবন্ধুবর্গের সম্মতি লইলেন এবং ইক্ষ্বাকু-কুলগুরু বশিষ্ঠের নিকট যাইয়া উৎকৃষ্ট অস্ত্রসমূহ গ্রহণ করিলেন। অনন্তর ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণ মাল্যভূষিত পূজিত দিব্য অস্ত্রসমূহ লইয়া রামকে দেখাইলেন। বিশুদ্ধাত্মা রাম সমাগত প্রিয় অনুজকে বলিলেন—

স সুহৃজ্জনমামন্ত্র্য বনবাসায় নিশ্চিতঃ।
ইক্ষ্বাকুগুরুমাগম্য জগ্রাহায়ুধমুত্তমম্ ॥৩২
তদ্দিব্যং রাজশার্দূলঃ সৎকৃতং মাল্যভূষিতম্।
রামায় দর্শয়ামাস সৌমিত্রিঃ সর্বমায়ুধম্ ॥৩৩
তমুবাচাত্মবান্ রামঃ প্রীত্যা লক্ষ্মণমাগতম্।
কালে ত্বমাগতঃ সৌম্য কাঙ্ক্ষিতে মম লক্ষ্মণ ॥৩৪
অহং প্রদাতুমিচ্ছামি যদিদং মামকং ধনম্।
ব্রাহ্মণেভ্যস্তপস্বিভ্যস্ত্বয়া সহ পরন্তপ ॥৩৫
বসন্তীহ দৃঢ়ং ভক্ত্যা গুরুষু দ্বিজসত্তমাঃ।
তেষামপি চ মে ভূয়ঃ সর্বেষাং চোপজীবিনাম্ ॥৩৬
বশিষ্ঠপুত্রং তু সুযজ্ঞমার্য্যং
ত্বমানয়াশু প্রবরং দ্বিজানাম্।
অপি প্রয়াস্যামি বনং সমস্তান্
অভ্যর্চ্য শিষ্টানপরান্ দ্বিজাতীন্ ॥৩৭
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে
আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে একত্রিংশঃ সর্গঃ ॥

সৌম্য! ভ্রাতঃ! আমার অভিলষিত সময়েই তুমি আমার নিকট আসিয়াছ! শত্রুনাশক! আমার যে সকল ধনরত্নাদি আছে, সেই সকল আমি তোমার সহিত মিলিত হইয়া তপস্বী ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করিতে ইচ্ছা করি। গুরুজনে দৃঢ়ভাবে ভক্তিপরায়ণ শ্রেষ্ঠব্রাহ্মণগণ আমার নিকটে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহাদিগকে অর্থাদি প্রদান করিব, অনন্তর অনুজীবীদিগকেও প্রদান করিব। ভ্রাতঃ! তুমি দ্বিজশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠপুত্র আর্য্য সুযজ্ঞকে সত্বর এখানে আনয়ন কর। আমি তাঁহাকে ও অন্যান্য শিষ্ট দ্বিজাতিগণকে সম্যক্ পূজিত করিয়া বনে গমন করিব।২৮-৩৭

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে একত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

দ্বাত্রিংশঃ সর্গঃ

[বশিষ্ঠপুত্র-সুযজ্ঞায়, ব্রহ্মণেভ্যঃ, ব্রহ্মচারিভ্যঃ, সেবকেভ্যঃ, ত্রিজটনামক-দরিদ্র-ব্রাহ্মণায় বন্ধুবর্গেভ্যশ্চ শ্রীরামেণ ধন-রত্ন-ধেনু-ভূষণপ্রভৃতীনাং প্রদানম্ ।]

ততঃ শাসনমাজ্ঞায় ভ্রাতুঃ প্রিয়করং হিতম্ ।
গত্বা স প্রবিবেশাশু সুযজ্ঞস্য নিবেশনম্ ॥১
তং বিপ্রমগ্ন্যগারস্থং বন্দিত্বা লক্ষ্মণোঽব্রবীৎ ।
সখেঽভ্যাগচ্ছ পশ্য ত্বং বেশ্ম দুষ্করকারিণঃ ॥২
ততঃ সন্ধ্যামুপাস্যায় গত্বা সৌমিত্রিণা সহ ।
ঋদ্ধং স প্রাবিশল্লক্ষ্ম্যা রম্যং রামনিবেশনম্ ॥৩
তমাগতং বেদবিদং প্রাঞ্জলিঃ সীতয়া সহ ।
সুযজ্ঞমভিচক্রাম রাঘবোঽগ্নিমিবার্চিতম্ ॥৪
জাতরূপময়ৈর্মুখ্যৈরঙ্গদৈঃ কুণ্ডলৈঃ শুভৈঃ ।
সহেমসূত্রৈর্মণিভিঃ কেয়ূরৈর্বলয়ৈরপি ॥৫
অন্যৈশ্চ রত্নৈর্বহুভিঃ কাকুৎস্থঃ প্রত্যপূজয়ৎ ।
সুযজ্ঞং স তদোবাচ রামঃ সীতাপ্রচোদিতঃ ॥৬
হারঞ্চ হেমসূত্রঞ্চ ভার্য্যায়ৈ সৌম্য হারয় ।
রশনাং চাথ সা সীতা দাতুমিচ্ছতি তে সখী ॥৭
অঙ্গদানি চ চিত্রাণি কেয়ূরাণি শুভানি চ ।
প্রযচ্ছতি সখী তুভ্যং ভার্য্যায়ৈ গচ্ছতী বনম্ ॥৮
পর্য্যঙ্কমগ্র্যাস্তরণং নানারত্নবিভূষিতম্ ।
তমপীচ্ছতি বৈদেহী প্রতিষ্ঠাপয়িতুং ত্বয়ি ॥৯
নাগঃ শত্রুঞ্জয়ো নাম মাতুলো যং দদৌ মম ।
তং তে নিষ্কসহস্রেণ দদামি দ্বিজপুঙ্গব ॥১০
ইত্যুক্তঃ স তু রামেণ সুযজ্ঞঃ প্রতিগৃহ্য তৎ ।
রাম-লক্ষ্মণ-সীতানাং প্রযুযোজাশিষঃ শিবাঃ ॥১১
অথ ভ্রাতরমব্যগ্রং প্রিয়ং রামঃ প্রিয়ংবদম্ ।
সৌমিত্রিং তমুবাচেদং ব্রহ্মেব ত্রিদশেশ্বরম্ ॥১২

দ্বাত্রিংশ সর্গ

[বশিষ্ঠপুত্র সুযজ্ঞ, বহু ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মচারী, সেবক, ত্রিজটনামক এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ ও বন্ধুবর্গদিগের মধ্যে শ্রীরাম কর্তৃক ধন, রত্ন, ভূষণ, ধেনু প্রভৃতি বিতরণ ।]

অনন্তর লক্ষ্মণ অগ্রজের প্রীতিকর ও হিতকর আদেশ শুনিয়া সত্বর গমন করত সুযজ্ঞের গৃহে প্রবেশ করিলেন। সেখানে তিনি অগ্নিহোত্রগৃহে উপবিষ্ট দ্বিজবর সুযজ্ঞের চরণবন্দনা করিয়া বলিলেন,—সখে! রাজ্যত্যাগ ও বনবাসরূপ দুষ্করকার্য্যকারী মদীয় অগ্রজের গৃহে আপনি আগমন করুন এবং তাঁহাকে দর্শন করুন। লক্ষ্মণের বাক্য শুনিয়া সুযজ্ঞ সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপ্ত করিয়া লক্ষ্মণের সহিত গমন করিলেন এবং ঐশ্বর্য্যসমৃদ্ধ রমণীয় রামভবনে প্রবেশ করিলেন। আহুতিদানকালে অগ্নির অভ্যর্থনার ন্যায় রাম সীতার সহিত কৃতাঞ্জলি হইয়া সমাগত বেদজ্ঞ সুযজ্ঞের অভ্যর্থনা করিলেন। অনন্তর সুযজ্ঞকে সুবর্ণনির্মিত উৎকৃষ্ট অঙ্গদ (অনন্ত), সুন্দর কুণ্ডল (মাকরী), সুবর্ণসূত্রে গ্রথিত মণিমালা, কেয়ূর (বাজু), বলয় (বালা) ও অন্যান্য বহুরত্নের দ্বারা পূজা করিলেন। পরে সীতার প্রেরণানুসারে রাম সুযজ্ঞকে বলিলেন,—সৌম্য! আপনার সখী সীতাদেবী আমার সহিত বনগমন করিতেছেন, এইজন্য আপনার ভার্য্যাকে হার, হেমসূত্র (তাগা), কাঞ্চী (কটিভূষণ), বিচিত্র অঙ্গদ, সুন্দর কেয়ূর ও নানারত্নবিভূষিত শ্রেষ্ঠ আস্তরণযুক্ত পর্য্যঙ্ক (পালঙ্ক) প্রদান করিতেছেন। আপনি ভৃত্যের দ্বারা এই সকল দ্রব্য তাঁহার নিকট প্রেরণ করুন। এই সকল দ্রব্য সীতা আপনাকে সমর্পণ করিতেছেন। দ্বিজবর! আমার মাতুল আমাকে যে শত্রুঞ্জয়নামক হস্তীটি প্রদান করিয়াছিলেন, আমি সহস্রসুবর্ণমুদ্রার সহিত ঐ হস্তী আপনাকে প্রদান করিতেছি।১-১০

রাম এইরূপ বলিলে পর সুযজ্ঞ সেই সকল দ্রব্য গ্রহণ করিলেন। অনন্তর রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাকে

অগস্ত্যং কৌশিকং চৈব তাবুভৌ ব্রাহ্মণোত্তমৌ।
অর্চয়াহূয় সৌমিত্রে রত্নৈঃ শস্যমিবাম্বুভিঃ ॥১৩
তর্পয়স্ব মহাবাহো গোসহস্রেণ রাঘব।
সুবর্ণ-রজতৈশ্চৈব মণিভিশ্চ মহাধনৈঃ ॥১৪
কৌসল্যাঞ্চ য আশীর্ভির্ভক্তঃ পর্য্যুপতিষ্ঠতি।
আচার্য্যস্তৈত্তিরীয়াণামভিরূপশ্চ বেদবিৎ ॥১৫
তস্য যানঞ্চ দাসীশ্চ সৌমিত্রে সংপ্রদাপয়।
কৌশেয়ানি চ বস্ত্রাণি যাবত্তুষ্যতি স দ্বিজঃ ॥১৬
সূতশ্চিত্ররথশ্চার্য্যঃ সচিবঃ সুচিরোষিতঃ।
তোষয়ৈনং মহার্হৈশ্চ রত্নৈর্বস্ত্রৈর্ধনৈস্তথা ॥১৭
পশুকাভিশ্চ সর্বাভির্গবাং দশশতেন চ।
যে চেমে কঠকালাপা বহবো দণ্ডমানবাঃ ॥১৮
নিত্যস্বাধ্যায়শীলত্বান্নান্যৎ কুর্বন্তি কিঞ্চন।
অলসাঃ স্বাদুকামাশ্চ মহতাং চাপি সম্মতাঃ ॥১৯
তেষামশীতিযানানি রত্নপূর্ণানি দাপয়।
শালিবাহসহস্রঞ্চ দ্বে শতে ভদ্রকাংস্তথা ॥২০
ব্যঞ্জনার্থঞ্চ সৌমিত্রে গোসহস্রমুপাকুরু।
মেখলানাং মহাসঙ্ঘঃ কৌসল্যাং সমুপস্থিতঃ ॥২১
তেষাং সহস্রং সৌমিত্রে প্রত্যেকং সংপ্রদাপয়।
অম্বা যথা নো নন্দেচ্চ কৌসল্যা মম দক্ষিণাম্ ॥২২
তথা দ্বিজাতীংস্তান্ সর্বাংল্লক্ষ্মণার্চয় সর্বশঃ।
ততঃ পুরুষশার্দূলস্তদ্ধনং লক্ষ্মণঃ স্বয়ম্ ॥২৩
যথোক্তং ব্রাহ্মণেন্দ্রাণামদদাদ্ধনদো যথা।
অথাব্রবীদ্ বাষ্পগলাংস্তিষ্ঠতশ্চোপজীবিনঃ ॥২৪
স প্রদায় বহুদ্রব্যমেকৈকস্যোপজীবনম্।
লক্ষ্মণস্য চ যদ্বেশ্ম গৃহঞ্চ যদিদং মম ॥২৫
অশূন্যং কার্য্যমেকৈকং যাবদাগমনং মম।

শুভাশীর্বাদ করিলেন। পরে ব্রহ্মা যেরূপে দেবরাজকে বলিয়াছেন, সেইরূপে রাম নিজভক্ত প্রিয়ভাষী ধীর লক্ষ্মণকে বলিলেন,—ভ্রাতঃ! অগস্ত্য ও কৌশিক ইঁহারা উভয়েই ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ। তুমি ইঁহাদের উভয়কে আহ্বান কর এবং জলধারার দ্বারা শস্যের তৃপ্তির মত রত্নাদির দ্বারা অর্চনা করত সহস্র ধেনু, সুবর্ণ, রজত ও মহামূল্য মণিসমূহের প্রদানে ইঁহাদের তৃপ্তিবিধান কর। অনন্তর তৈত্তিরীয় শাখার আচার্য্য বেদবিৎ মনস্বী যে ব্রাহ্মণ কৌশল্যাদেবীর শ্রদ্ধাভাজন হইয়া তাঁহাকে আশীর্বাদের দ্বারা সন্তুষ্ট করেন, সেই ব্রাহ্মণ যত যান, দাসী ও পট্টবস্ত্র পাইলে তুষ্ট হন, তাঁহাকে তত যান, দাসী ও পট্টবস্ত্র প্রদান কর। আর্য্য চিত্ররথ আমাদের সারথি ও সচিব। তিনি বহুকাল আমাদের নিকট রহিয়াছেন। মহামূল্য রত্ন, বস্ত্র, ধন, দশসহস্র ধেনু ও ছাগ প্রভৃতি বহু পশু প্রদান করিয়া তাঁহাকে তুষ্ট কর। আমার আশ্রিত কঠশাখাধ্যয়নরত উপনয়নকাল হইতেই দণ্ডধারী যে সকল ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁহারা সর্বদাই বেদাধ্যয়ন করিয়া থাকেন বলিয়া অন্য কোন কার্য্য করেন না। তাঁহারা অলস ও স্বাদুদ্রব্যভোজন-লালস হইলেও মহাত্মাদিগের অনুমোদিত। তুমি তাঁহাদিগকে রত্নভারপূর্ণ অশীতি (৮০) সংখ্যক উষ্ট্র, ধান্যবাহী সহস্রসংখ্যক বৃষ, চণক (ছোলা), মুদ্গ (মুগ) প্রভৃতি উপকরণ ও দধি-দুগ্ধের জন্য সহস্রসংখ্যক ধেনু প্রদান কর। লক্ষ্মণ! যে সকল মেখলাধারী ব্রহ্মচারী জননী কৌশল্যার নিকট উপস্থিত হইয়াছেন, তুমি তাঁহাদের বিবাহের জন্য প্রত্যেককে সহস্রসংখ্যক মুদ্রা প্রদান কর। আমার জননী কৌশল্যাদেবী যাহাতে সন্তোষলাভ করেন, সেইরূপ প্রচুর দক্ষিণা প্রদান করিয়া সকল ব্রাহ্মণের অর্চনা কর। রাম এইরূপ বলিলে পর পুরুষশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণ স্বয়ং সেই সকল ধন কুবেরের ন্যায় রামের নির্দেশানুসারে ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করিলেন। অনন্তর রাম বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে অবস্থিত ভৃত্যগণকে প্রত্যেকের জীবিকানির্বাহের উপযোগী বহু দ্রব্য প্রদান করিয়া বলিলেন,—যতদিন পর্য্যন্ত আমরা বন হইতে ফিরিয়া না আসি, ততদিন পর্য্যন্ত তোমরা আমার ও লক্ষ্মণের গৃহে সর্বদা অবস্থান করিও। রামের বিরহে দুঃখিত ভৃত্যবর্গকে এইরূপ বলিয়া রাম ধনাধ্যক্ষকে বলিলেন,—আমার ধনসমূহ আনয়ন কর। অনন্তর

ইত্যুক্ত্বা দুঃখিতং সর্বং জনং তমুপজীবিনম্ ॥২৬
উবাচেদং ধনাধ্যক্ষং ধনমানীয়তাং মম।
ততোঽস্য ধনমাজহ্রুঃ সর্ব এবোপজীবিনঃ ॥২৭
স রাশিঃ সুমহাংস্তত্র দর্শনীয়ো হ্যদৃশ্যত।
ততঃ স পুরুষব্যাঘ্রস্তদ্ধনং সহলক্ষ্মণঃ।
দ্বিজেভ্যো বাল-বৃদ্ধেভ্যঃ কৃপণেভ্যো হ্যদাপয়ৎ ॥২৮
তত্রাসীৎ পিঙ্গলো গার্গ্যস্ত্রিজটো নাম বৈ দ্বিজঃ।
ক্ষতবৃত্তির্বনে নিত্যং ফাল-কুদ্দাল-লাঙ্গলী ॥২৯
তং বৃদ্ধং তরুণী ভার্য্যা বালানাদায় দারকান্।
অব্রবীদ্ ব্রাহ্মণং বাক্যং স্ত্রীণাং ভর্তা হি দেবতা ॥৩০
অপাস্যফালং কুদ্দালং কুরুষ্ব বচনং মম।
রামং দর্শয় ধর্মজ্ঞং যদি কিঞ্চিদবাপ্স্যসি ॥৩১

স ভার্য্যায়া বচঃ শ্রুত্বা শাটীমাচ্ছাদ্য দুশ্ছদাম্।
স প্রাতিষ্ঠত পন্থানং যত্র রামনিবেশনম্ ॥৩২
ভৃগ্বঙ্গিরঃ-সমং দীপ্ত্যা ত্রিজটং জনসংসদি।
আপঞ্চমায়াঃ কক্ষ্যায়া নৈনং কশ্চিদবারয়ৎ ॥৩৩
স রামমাসাদ্য তদা ত্রিজটো বাক্যমব্রবীৎ।
নির্ধনো বহুপুত্রোঽস্মি রাজপুত্র মহাবল ॥৩৪
ক্ষতবৃত্তির্বনে নিত্যং প্রত্যবেক্ষস্ব মামিতি।
তমুবাচ ততো রামঃ পরিহাসসমন্বিতম্ ॥৩৫
গবাং সহস্রমপ্যেকং ন চ বিশ্রাণিতং ময়া।
পরিক্ষিপসি দণ্ডেন যাবত্তাবদবাপ্স্যসে ॥৩৬
স শাটীং পরিতঃ কট্যাং সম্ভ্রান্তঃ পরিবেষ্ট্যতাম্।
আবিধ্য দণ্ডং চিক্ষেপ সর্বপ্রাণেন বেগতঃ ॥৩৭

ভৃত্যগণ রামের সকল ধন সেইস্থানে আনয়ন করিল। বিরাট্ স্তূপাকার ধনরাশি সকলের দর্শনযোগ্যরূপে পরিদৃশ্যমান হইল। পরে নরশ্রেষ্ঠ রাম লক্ষ্মণের সহিত ঐ ধনরাশি ব্রাহ্মণ, বালক, বৃদ্ধ আদি দীন-দুঃখীদিগকে দান করিলেন।১১-২৮

সেই সময় অযোধ্যার নিকটস্থিত বনপ্রদেশে পিঙ্গলবর্ণ গর্গগোত্রীয় ত্রিজটনামক এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি মৃত্তিকা-খননের দ্বারা লব্ধ কন্দমূল প্রভৃতির দ্বারা জীবিকানির্বাহ করিতেন। সেইজন্য সর্বদা কুঠার, কুদ্দাল ও লাঙ্গলাকৃতি দণ্ড লইয়া থাকিতেন। লোকমুখে রামের দানের কথা শুনিয়া ঐ ত্রিজট-ব্রাহ্মণের তরুণী ভার্য্যা শিশুপুত্রগণকে সঙ্গে লইয়া ত্রিজটের নিকট গমন করিলেন। যেহেতু স্ত্রীলোকের পতিই দেবতা, সেইজন্য তিনি দারিদ্র্যদুঃখনাশের নিমিত্ত তাঁহাকেই বলিলেন,—এই ফাল ও কুদ্দাল পরিত্যাগ করিয়া আমার কথা শ্রবণ কর। তুমি ধর্মজ্ঞ রামের নিকট যাইয়া নিজের অবস্থা নিবেদন কর, হয়ত কিছু লাভ করিতে পারিবে। পত্নীর বাক্য শুনিয়া ত্রিজট পরিধানের অযোগ্য জীর্ণ ও ছিদ্রবিশিষ্ট শাটীর (শাড়ীর) দ্বারা কোনপ্রকারে শরীর আচ্ছাদন করিলেন এবং রামগৃহে যাইবার পথ ধরিয়া চলিলেন। ঐ ত্রিজট জনসভায় গেলে ভৃগু ও অঙ্গিরার মত দীপ্তিমান্ হইতেন। এইজন্য তিনি রামভবনের পাঁচটি কক্ষা পার হইয়া গেলেন, কেহই তাঁহাকে বারণ করিল না। অনন্তর ত্রিজট রামের নিকট যাইয়া বলিলেন,—রাজপুত্র! মহাবীর! আমি অতিদরিদ্র, কিন্তু বহুপুত্রের পিতা। আমি মৃত্তিকাখনন করিয়া প্রাপ্ত কন্দমূলাদির দ্বারাই সর্বদা জীবিকানির্বাহ করি। আপনি আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। ব্রাহ্মণের বাক্য শুনিয়া রাম পরিহাসের সহিত বলিলেন,—আমার বহুসহস্র ধেনু আছে, তাহাদের মধ্যে একসহস্র আমি এখনও দান করি নাই। আপনি এই দণ্ড নিক্ষেপ করিয়া যতগুলি ধেনুকে অতিক্রম করিতে পারিবেন, ততগুলি ধেনুই প্রাপ্ত হইবেন। রামের বাক্যে সম্ভ্রান্ত হইয়া ঐ ব্রাহ্মণ কটিদেশে শাটীবেষ্টন করিলেন এবং দণ্ডটিকে ঘূর্ণিত করিয়া প্রাণপণে অতিবেগে নিক্ষেপ করিলেন। ত্রিজটের হস্তচ্যুত দণ্ড সরযূর পরপারে বহুসহস্রধেনু অতিক্রম করিয়া বৃষগণের আবাসগোষ্ঠে পতিত হইল। ইহা দেখিয়া রাম ত্রিজটকে আলিঙ্গন করিলেন। অনন্তর ধর্মাত্মা রঘুনন্দন সরযূতীর হইতে ধেনুসমূহকে ত্রিজটের আশ্রমে পাঠাইয়া দিলেন এবং গর্গগোত্রীয় ঐ বিপ্রকে সান্ত্বনাদানপূর্বক বলিলেন,—আপনি ক্রুদ্ধ

স তীর্ত্বা সরযূপারং দণ্ডস্তস্য করাচ্চ্যুতঃ।
গোব্রজে বহুসাহস্রে পপাতোক্ষণ-সন্নিধৌ ॥৩৮
তং পরিষ্বজ্য ধর্মাত্মা আ তস্মাৎ সরযূতটাৎ।
আনয়ামাস তা গাবস্ত্রিজটস্যাশ্রমং প্রতি ॥৩৯
উবাচ চ তদা রামস্তং গার্গ্যমভিসান্ত্বয়ন্।
মন্যুর্ন খলু কর্তব্যঃ পরিহাসো হ্যয়ং মম ॥৪০
ইদং হি তেজস্তব যদ্দুরত্যয়ং
তদেব জিজ্ঞাসিতুমিচ্ছতা ময়া।
ইমং ভবানর্থমভিপ্রচোদিতো
বৃণীষ্ব কিঞ্চেদপরং ব্যবস্যসি ॥৪১
ব্রবীমি সত্যেন ন তেঽস্তি যন্ত্রণাং (ক)
ধনং হি যদ্‌যন্মম বিপ্রকারণাৎ।
ভবৎসু সম্যক্ প্রতিপাদনেন
ময়ার্জিতং চৈব যশস্করং ভবেৎ ॥৪২

ততঃ সভার্য্যস্ত্রিজটো মহামুনি-
র্গবামনীকং প্রতিগৃহ্য মোদিতঃ।
যশো-বল-প্রীতি-সুখোপবৃংহিণী-
স্তদাশিষঃ প্রত্যবদন্মহাত্মনঃ ॥৪৩
স চাপি রামঃ প্রতিপূর্ণপৌরুষো
মহধনং ধর্মবলৈরুপার্জিতম্।
নিয়োজয়ামাস সুহৃজ্জনেঽচিরাদ্
যথার্হসম্মানবচঃ প্রচোদিতঃ ॥৪৪
দ্বিজঃ সুহৃদ্ভৃত্যজনোঽথবা তদা
দরিদ্রভিক্ষাচরণশ্চ যো ভবেৎ।
ন তত্র কশ্চিন্ন বভূব তর্পিতো
যথার্হসম্মাননদানসংভ্রমৈঃ ॥৪৫
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে দ্বাত্রিংশঃ সর্গঃ ॥৩২

হইবেন না, আমি আপনার সহিত পরিহাস করিয়াছি। ব্রাহ্মণ! আপনার এই দূরদেশপর্য্যন্ত দণ্ডনিক্ষেপ-শক্তি বস্তুতই আছে কিনা তাহা জানিবার জন্যই আপনাকে এইরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত করিয়াছিলাম। যদি আপনার অন্য কোন প্রার্থনীয় থাকে, তাহাও বলুন, সঙ্কোচ করিবেন না। আমি সত্যের শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আমার যে ধন আছে, তাহা ব্রাহ্মণের জন্য ব্যবহৃত হইবে। আমি যাহা উপার্জন করিব, তাহা আপনাদিগকে প্রদান করিলে আমার যশোবৃদ্ধি হইবে।

পাঠান্তর :—(ক) ব্রবীমি সত্যেন ন তে স্ম যন্ত্রণাং।

তখন ত্রিজটনামক মহামুনি ভার্য্যার সহিত রামের নিকট সহস্রধেনু গ্রহণ করিয়া আনন্দিত হইলেন এবং যশ, বল, প্রীতি ও সুখবৃদ্ধির জন্য বহু আশীর্বাদবাক্য মহাত্মা রামের উদ্দেশে বলিলেন। ত্রিজট গমন করিলে পর প্রবলপৌরুষ-পূর্ণ রাম ধর্মানুসারে স্বশক্তিতে উপার্জিত মহামূল্য ধনরাশি বন্ধুবর্গকে প্রদান করিলেন এবং বন্ধুবর্গ কর্তৃক যথাযোগ্য সম্মান-বাক্য দ্বারা আপ্যায়িত হইলেন। সেই সময় সেইস্থানে যে সকল ব্রাহ্মণ, সুহৃদ্, ভৃত্য, দরিদ্র ও ভিক্ষুক ছিলেন, তাহারা সকলেই যথাযোগ্য সম্মান, দান ও সমাদরের দ্বারা তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলেন।২৯-৪৫

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে দ্বাত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ত্রয়স্ত্রিংশঃ সর্গঃ

[দুঃখিতপুরবাসিনাং নানা বাক্যালাপং শৃণ্বতঃ পিতরং দ্রষ্টুকামস্য সীতা-লক্ষ্মণাভ্যাং সহ শ্রীরামস্য কৈকয়ীভবনগমনম্ ।]

দত্ত্বা তু সহ বৈদেহ্যা ব্রাহ্মণেভ্যো ধনং বহু ।
জগ্মতুঃ পিতরং দ্রষ্টুং সীতয়া সহ রাঘবৌ ॥১
ততো গৃহীতে প্রেষ্যাভ্যামশোভেতাং তদায়ুধে ।
মালাদামভিরাসক্তে সীতয়া সমলঙ্কৃতে ॥২
ততঃ প্রাসাদ-হর্ম্যাণি বিমানশিখরাণি চ ।
অভিরুহ্য জনঃ শ্রীমানুদাসীনো ব্যলোকয়ৎ ॥৩
ন হি রথ্যাঃ সুশক্যন্তে গন্তুং বহুজনাকুলাঃ ।
আরুহ্য তস্মাৎ প্রাসাদাদ্দীনাঃ পশ্যন্তি রাঘবম্ ॥৪
পদাতিং সানুজং দৃষ্ট্বা সসীতঞ্চ জনাস্তদা ।
ঊচুর্বহুজনা বাচঃ শোকোপহতচেতসঃ ॥৫
যং যান্তমনুযাতি স্ম চতুরঙ্গবলং মহৎ ।
তমেকং সীতয়া সার্ধমনুযাতি স্ম লক্ষ্মণঃ ॥৬
ঐশ্বর্য্যস্য রসজ্ঞঃ সন্ কামানাং চাকরো মহান্ ।
নেচ্ছত্যেবানৃতং কর্তুং বচনং ধর্মগৌরবাৎ ॥৭
যা ন শক্যা পুরা দ্রষ্টুং ভূতৈরাকাশগৈরপি ।
তামদ্য সীতাং পশ্যন্তি রাজমার্গগতা জনাঃ ॥৮
অঙ্গরাগোচিতাং সীতাং রক্তচন্দনসেবিনীম্ ।
বর্ষমুষ্ণঞ্চ শীতঞ্চ নেষ্যন্ত্যাশু বিবর্ণতাম্ ॥৯
অদ্য নূনং দশরথঃ সত্ত্বমাবিশ্য ভাষতে ।
ন হি রাজা প্রিয়ং পুত্রং বিবাসয়িতুমর্হতি ॥১০
নির্গুণস্যাপি পুত্রস্য কথং স্যাদ্ বিনিবাসনম্ ।
কিং পুনর্যস্য লোকোঽয়ং জিতো বৃত্তেন কেবলম্ ॥১১
আনৃশংস্যমনুক্রোশঃ শ্রুতং শীলং দমঃ শমঃ ।
রাঘবং শোভয়ন্ত্যেতে ষড় গুণাঃ পুরুষর্ষভম্ ॥১২

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ

[দুঃখিত পুরবাসীদিগের বিভিন্ন বাক্যালাপ শুনিতে শুনিতে পিতাকে দর্শন করিবার জন্য সীতা ও লক্ষ্মণসহ শ্রীরামের কৈকেয়ী-ভবনে গমন ।]

রঘুনন্দন রাম ও লক্ষ্মণ সীতার সহিত ব্রাহ্মণগণকে বহু ধনসম্পত্তি বিতরণ করিয়া পিতা দশরথকে দেখিবার জন্য গমন করিলেন। যে সকল অস্ত্রকে সীতাদেবী স্বহস্তে মাল্য-চন্দনাদি দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, সেই অস্ত্রসমূহকে লইয়া রাম-লক্ষ্মণের ভৃত্যদ্বয় চলিতেছিল। সেই সময় অস্ত্রসমূহ অতিশয় উজ্জ্বল হইয়াছিল। তখন অযোধ্যাবাসীরা প্রাসাদ (দেবালয় ও রাজগৃহ), হর্ম্য (ধনীদের গৃহ) ও বিমানের (সপ্ততল গৃহ) শিখরে আরোহণ করিয়া উদাসমনে ঐ দৃশ্য দেখিতে লাগিল। সেই সময় পথসমূহ জনপরিপূর্ণ হওয়ায় দুর্গম হইয়া পড়িল। সকলে নিজ নিজ প্রাসাদে আরোহণ করিয়া দীনভাবে রামকে দেখিতে লাগিল। রামকে অনুজ লক্ষ্মণ ও পত্নী সীতার সহিত পদব্রজে যাইতে দেখিয়া অনেকে শোকাভিভূত হইয়া পড়িল এবং বলিতে লাগিল—যাঁহার গমনকালে চতুরঙ্গ সৈন্য অনুগমন করিত, অদ্য সীতার সহিত লক্ষ্মণ সেই রামের অনুগমন করিতেছেন। শ্রীমান্ রাম রাজৈশ্বর্য্য-ভোগের সুখ অবগত আছেন। তিনি প্রজাগণের কাম্য-বস্তু প্রদান করেন। তথাপি অদ্য ধর্মগৌরববশতঃ পিতার বাক্যের অন্যথাচরণ করিতে পারিলেন না। আকাশগামী প্রাণীরাও পূর্বে কখনও যে সীতাকে দেখিতে পারে নাই, অদ্য রাজপথস্থিত সকল লোকই সেই সীতাকে দেখিতেছে। হায়! যে সীতা নানাবিধ অঙ্গরাগ-ব্যবহারের যোগ্যা, যিনি রক্তচন্দনের অনুলেপন করিয়া থাকেন, সেই সীতাকে বর্ষার জল-ধারা, গ্রীষ্মের উত্তাপ ও শীতের শীতলতা বিবর্ণ করিয়া ফেলিবে। আমাদের মনে হয়, নিশ্চয়ই রাজা দশরথ ভূতাক্রান্ত হইয়া এইরূপ বলিতেছেন। তাহা না হইলে

তস্মাত্তস্যোপঘাতেন প্রজাঃ পরমপীড়িতাঃ।
ঔদকানীব সত্ত্বানি গ্রীষ্মে সলিলসংক্ষয়াৎ ॥১৩
পীড়য়া পীড়িতং সর্বং জগদস্য জগৎপতেঃ।
মূলস্যেবোপঘাতেন বৃক্ষঃ পুষ্পফলোপগঃ ॥১৪
মূলং হ্যেষ মনুষ্যাণং ধর্মসারো মহাদ্যুতিঃ।
পুষ্পং ফলঞ্চ পত্রঞ্চ শাখাশ্চাস্যেতরে জনাঃ ॥১৫
তে লক্ষ্মণ ইব ক্ষিপ্রং সপত্ন্যঃ সহবান্ধবাঃ।
গচ্ছন্তমনুগচ্ছামো যেন গচ্ছতি রাঘবঃ ॥১৬
উদ্যানানি পরিত্যজ্য ক্ষেত্রাণি চ গৃহাণি চ।
একদুঃখসুখা রামমনুগচ্ছাম ধার্মিকম্ ॥১৭
সমুদ্ধৃতনিধানানি পরিধ্বস্তাজিরাণি চ।
উপাত্তধনধান্যানি হৃতসারাণি সর্বশঃ ॥১৮
রজসাভ্যবকীর্ণানি পরিত্যক্তানি দৈবতৈঃ।
মূষকৈঃ পরিধাবদ্ভিরুদ্বিলৈরাবৃতানি চ ॥১৯
অপেতোদকধূমানি হীনসম্মার্জনানি চ।
প্রণষ্টবলিকর্মেজ্যামন্ত্র-হোম-জপানি চ ॥২০
দুষ্কালেনেব ভগ্নানি ভিন্নভাজনবন্তি চ।
অস্মত্ত্যক্তানি বেশ্মানি কৈকয়ী প্রতিপদ্যতাম্ ॥২১
বনং নগরমেবাস্তু যেন গচ্ছতি রাঘবঃ।
অস্মাভিশ্চ পরিত্যক্তং পুরং সম্পদ্যতাং বনম্ ॥২২
বিলানি দংষ্ট্রিণঃ সর্বে সানূনি মৃগপক্ষিণঃ।
ত্যজন্ত্বস্মদ্ভয়াদ্ভীতা গজাঃ সিংহা বনান্যপি ॥২৩
অস্মত্ত্যক্তং প্রপদ্যন্ত সেব্যমানং ত্যজন্ত চ।
তৃণ-মাংস-ফলাদানাং দেশং ব্যালমৃগদ্বিজম্ ॥২৪

তিনি এইরূপ প্রিয়পুত্রকে নির্বাসিত করিতে পারিতেন না।১-১০

যিনি নিজ সদাচরণের দ্বারা সকললোককে বশীভূত করিয়াছেন, সেই রামকে নির্বাসিত করা দূরে থাকুক, কোন্ পিতা নির্গুণ পুত্রকেই বা কিরূপে নির্বাসিত করিতে পারেন? অহিংসা, দয়া, শাস্ত্রজ্ঞান, সুশীলতা, ইন্দ্রিয়-সংযম ও শান্তি এই ছয়টি গুণ পুরুষোত্তম রামকে শোভিত করিতেছে। গ্রীষ্মকালে জলের অভাবে জলজন্তু যেরূপ ভীষণ পীড়িত হয়, অদ্য রামের অভিষেকে বিঘ্ন হওয়ায় সকলপ্রজাই সেইরূপ পীড়িত হইতেছে। এই জগৎপতি রামের পীড়াতে সকল জগৎ পীড়িত হইয়াছে। বৃক্ষের মূলের আঘাতে যেমন পুষ্প-ফলসমন্বিত বৃক্ষেরই আঘাত হয়, সেইরূপ রামের দুঃখে সকলের দুঃখ হয়, যেহেতু ধর্মাত্মা মহাদ্যুতি রাম সকলমানবের মূলস্বরূপ। অন্যান্য মনুষ্যসকল ইঁহার পুষ্প, ফল, পত্র ও শাখাস্বরূপ। ১১-১৫

অতএব রঘুনন্দন রাম যে পথে গমন করিবেন, আমরা সকলে পত্নী ও বান্ধবগণের সহিত লক্ষ্মণের ন্যায় সত্বর সেইপথে বনগমনকারী রামের অনুগমন করিব। আমরা রামের সুখেই সুখ ও রামের দুঃখেই দুঃখ জ্ঞান করিয়া উদ্যান, ক্ষেত্র ও গৃহসমূহ পরিত্যাগপূর্বক ধার্মিক রামের অনুগমন করিব। আমরা গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে গৃহাভ্যন্তরে ভূগর্ভে প্রোথিত ধন-রত্নাদি অন্যলোকের দ্বারা উদ্ধৃত ও গৃহীত হইবে। গৃহের প্রাঙ্গণসমূহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। গৃহের সকল ধন-ধান্য লোকেরা গ্রহণ করিবে। সকল সারবস্তু (ধেনু প্রভৃতি) অপহৃত হইবে। গৃহসমূহ ধূলিসমাকীর্ণ ও দেবতাদের দ্বারা পরিত্যক্ত হইবে। গৃহের চতুর্দিকে মূষিকসমূহ ধাবমান হইবে এবং মূষিকের গর্তে সকল গৃহই পরিব্যাপ্ত হইবে। সেখানে জল থাকিবে না এবং রন্ধন না হওয়ার জন্য ধূম দেখা যাইবে না। সকল গৃহই অমার্জিত থাকিবে। কোন গৃহেই বলিকর্ম, দেবপূজা, মন্ত্রময় হোম, জপাদি ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইবে না। রাষ্ট্রবিপ্লব বা ভূকম্পাদি হইলে যেমন সকলগৃহ ও গৃহস্থিত সকল পাত্রাদি দ্রব্য ভগ্ন হয়, আমাদের পরিত্যাগে আমাদের গৃহসমূহও সেইরূপ হইবে। তখন আমাদের পরিত্যক্ত গৃহসমূহ কৈকেয়ী যেন গ্রহণ করেন।১৬-২১

রঘুনন্দন রাম যে বনে গমন করিবেন, তাহাই নগর হইবে এবং আমরা ত্যাগ করিলে এই নগরী অরণ্যের অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। আমাদের ভয়ে ভীত হইয়া সর্পগণ গর্ত ত্যাগ করিবে, মৃগ ও পক্ষিগণ পর্বতশিখর ত্যাগ

প্রপদ্যতাং হি কৈকয়ী সপুত্রা সহ বান্ধবৈঃ।
রাঘবেণ বয়ং সর্বে বনে বৎস্যাম নির্বৃতাঃ ॥২৫
ইত্যেবং বিবিধা বাচো নানাজনসমীরিতাঃ।
শুশ্রাব রাঘবঃ শ্রুত্বা ন বিচক্রেঽস্য মানসম্ ॥২৬
স তু বেশ্ম পুনর্মাতুঃ (ক) কৈলাসশিখরপ্রভম্।
অভিচক্রাম ধর্মাত্মা মত্তমাতঙ্গবিক্রমঃ ॥২৭
বিনীতবীরপুরুষং প্রবিশ্য তু নৃপালয়ম্।
দদর্শাবস্থিতং দীনং সুমন্ত্রমবিদূরতঃ ॥২৮
প্রতীক্ষমাণোঽভিজনং তদার্ত-
মনার্তরূপঃ প্রহসন্নিবাথ।
জগাম রামঃ পিতরং দিদৃক্ষুঃ
পিতুর্নিদেশং বিধিবচ্চিকীর্ষুঃ ॥২৯
তৎপূর্বমৈক্ষ্বাকসুতো মহাত্মা
রামো গমিষ্যন্ বনমার্তরূপম্।
ব্যতিষ্ঠত প্রেক্ষ্য তদা সুমন্ত্রং
পিতুর্মহাত্মা প্রতিহারণার্থম্ ॥৩০
পিতুর্নিদেশেন তু ধর্মবৎসলো
বনপ্রবেশে কৃতবুদ্ধিনিশ্চয়ঃ।
স রাঘবঃ প্রেক্ষ্য সুমন্ত্রমব্রবী-
ন্নিবেদয়স্বাগমনং নৃপায় মে ॥৩১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে ত্রয়স্ত্রিংশঃ সর্গঃ।

করিবে এবং হস্তী, সিংহ প্রভৃতি বনভূমি ত্যাগ করিবে। তাহারা আমাদের সেবিত বনস্থলী ত্যাগ করিয়া এই পরিত্যক্ত গৃহসমূহে আগমন করুক। তাহা হইলে এইদেশ তৃণভোজী মৃগ প্রভৃতি, মাংসভোজী ব্যাঘ্র প্রভৃতি ও ফলভোজী পক্ষী, বানর প্রভৃতির নিবাস-স্থল হইবে। সর্প, পশু ও পক্ষীতে পরিপূর্ণ হইবে। তখন পুত্রের সহিত ও বান্ধবগণের সহিত কৈকেয়ী এই দেশ লাভ করুন। আমরা অতিশয় আনন্দে রামের সহিত বনে বাস করিব। শ্রীমান্ রাম পিতৃভবনে যাইতে যাইতে অনেক লোকের মুখে এইরূপ নানাপ্রকার কথা শুনিলেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার চিত্তে কোনরূপ বিকার উপস্থিত হইল না। মত্তহস্তীর মত ধীরগতি ধর্মাত্মা রাম কৈকেয়ীর কৈলাসশিখরসদৃশ গৃহের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। যেখানে বীরপুরুষগণ সকলেই বিনীত, সেই রাজভবনে প্রবেশ করিয়া অদূরে অতিদীনভাবে উপবিষ্ট সুমন্ত্রকে দেখিতে পাইলেন।২২-২৮

সেখানে উপস্থিত সকললোককে অতিশয় দুঃখিত দেখিয়াও রাম দুঃখিত হইলেন না। পিতার আদেশ নিয়মিতভাবে পালন করিতে ইচ্ছুক হইয়া পিতৃদর্শন-কামনায় প্রসন্নমনে তিনি তাঁহার নিকট গমন করিলেন। কিন্তু অতিদুঃখিত পিতার নিকট গমন করিবার পূর্বে ইক্ষ্বাকুনন্দন মহাত্মা রাম তাঁহার নিকট সংবাদপ্রেরণের জন্য সুমন্ত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দ্বারদেশে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ধর্মপ্রিয় রাম পিতার আদেশে বনবাসের দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া সুমন্ত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন এবং বলিলেন,—নরপতির নিকট আমার আগমন-সংবাদ নিবেদন করুন।২০-৩১

পাঠান্তর :—(ক) স তু পিতুর্দুবাৎ—।

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

চতুস্ত্রিংশঃ সর্গঃ

[মহিষীগণপরিবৃতস্য রাজ্ঞো দশরথস্য সমীপে সহ সীতা-লক্ষ্মণাভ্যাং রামচন্দ্রস্য বনগমনপ্রার্থনম্, রাজ্ঞঃ শোকঃ বিসংজ্ঞশ্চ, রামেণ প্রবোধিতস্য মহারাজস্য প্রিয়পুত্রায়ালিঙ্গনদানম্, পুনর্বিসংজ্ঞশ্চ ।]

ততঃ কমলপত্রাক্ষঃ শ্যামো নিরুপমো মহান্ ।
উবাচ রামস্তং সূতং পিতুরাখ্যাহি মামিতি ॥১
স রামপ্রেষিতঃ ক্ষিপ্রং সন্তাপ-কলুষেন্দ্রিয়ম্ ।
প্রবিশ্য নৃপতিং সূতো নিঃশ্বসন্তং দদর্শ হ ॥২
উপরক্তমিবাদিত্যং ভস্মচ্ছন্নমিবানলম্ ॥
তটাকমিব নিস্তোয়মপশ্যজ্জগতীপতিম্ ॥৩
আবোধ্য চ মহাপ্রাজ্ঞঃ পরমাকুলচেতনম্ ।
রামমেবানুশোচন্তং সূতঃ প্রাঞ্জলিরব্রবীৎ ॥৪
তং বর্দ্ধয়িত্বা রাজানং পূর্বং সূতো জয়াশিষা ।
ভয়বিক্লবয়া বাচা মন্দয়া শ্লক্ষ্ণয়াঽব্রবীৎ ॥৫
অয়ং স পুরুষব্যাঘ্রো দ্বারি তিষ্ঠতি তে সুতঃ ।
ব্রাহ্মণেভ্যো ধনং দত্ত্বা সর্বং চৈবোপজীবিনাম্ ॥৬
স ত্বাং পশ্যতু ভদ্রং তে রামঃ সত্যপরাক্রমঃ ।
সর্বান্ সুহৃদ আপৃচ্ছ্য ত্বাং হীদানীং দিদৃক্ষতে ॥৭
গমিষ্যতি মহারণ্যং তং পশ্য জগতীপতে ।
বৃতং রাজগুণৈঃ সর্বৈরাদিত্যমিব রশ্মিভিঃ ॥৮
স সত্যবাক্যো ধর্মাত্মা গাম্ভীর্য্যাৎ সাগরোপমঃ ।
আকাশ ইব নিষ্পঙ্কো নরেন্দ্রঃ প্রত্যুবাচ তম্ ॥৯
সুমন্ত্রানয় মে দারান্ যে কেচিদিহ মামকাঃ
দারৈঃ পরিবৃতঃ সর্বৈর্দ্রষ্টুমিচ্ছামি রাঘবম্ ॥১০
সোঽন্তঃপুরমতীত্যৈব স্ত্রিয়স্তা বাক্যমব্রবীৎ ।
আর্য্যো হ্বয়তি বো রাজা গম্যতাং তত্র মা চিরম্ ॥১১
এবমুক্তাঃ স্ত্রিয়ঃ সর্বাঃ সুমন্ত্রেণ নৃপাজ্ঞয়া ।
প্রচক্রমুস্তদ্ভবনং ভর্তুরাজ্ঞায় শাসনম্ ॥১২

চতুস্ত্রিংশ সর্গ

[মহিষীগণ-পরিবৃত রাজা দশরথের নিকট সীতা ও লক্ষ্মণসহ রামের বনগমননিমিত্ত বিদায়প্রার্থনা, রাজার শোক ও মূর্ছা, রামকর্তৃক প্রবোধিত মহারাজের প্রিয়পুত্রকে আলিঙ্গনদান ও পুনরায় মূর্ছা।]

অনন্তর কমললোচন দূর্বাদলশ্যামল অতুলনীয় মহাত্মা রাম সুমন্ত্রকে বলিলেন,—"আমি আসিয়াছি" এই সংবাদ পিতৃদেবকে বলুন। তখন এইভাবে রামকর্তৃক প্রেরিত হইয়া সুমন্ত্র সত্বর গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেখানে দেখিলেন যে, মহারাজ দশরথ সন্তাপে আকুলচিত্ত হইয়া বারংবার দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন। ভূপতি দশরথ রাহুগ্রস্ত সূর্য্যের মত, ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির মত ও জলশূন্য সরোবরের মত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি অতিব্যাকুলচিত্তে রামের জন্য অনুশোচনা করিতেছেন। মহারাজকে এইরূপ অবস্থায় দর্শন করিয়া মহাপ্রাজ্ঞ সুমন্ত্র কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন। সুমন্ত্র প্রথমে জয়সূচক আশীর্বাদবাক্যে প্রোৎসাহিত করিয়া ভয়বিহ্বলবাক্যে ধীরে ধীরে বলিলেন।১-৫

মহারাজ! আপনার পুত্র নরোত্তম রাম ব্রাহ্মণগণকে ও অনুজীবিগণকে সকল ধনৈশ্বর্য্য বিতরণ করিয়া দ্বারদেশে অপেক্ষা করিতেছেন। তিনি আপনাকে দর্শন করুন—আপনার মঙ্গল হউক। শ্রীমান্ সত্যপরাক্রম রাম সকল সুহৃদ্বর্গের নিকট বিদায় লইয়া আপনাকে দর্শন করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। মহারাজ! কিরণসমন্বিত সূর্য্যের ন্যায় সকল রাজগুণসমন্বিত রাম মহারণ্যে গমন করিবেন। এই সময়ে আপনি তাঁহাকে একবার দর্শন করুন। সুমন্ত্রের কথা শুনিয়া সত্যবাদী, ধার্মিক, সমুদ্রতুল্যগাম্ভীর্য্যসম্পন্ন ও আকাশসদৃশ নির্মল নরপতি

অর্ধসপ্তশতাস্তত্র প্রমদাস্তাম্রলোচনাঃ।
কৌসল্যাং পরিবার্য্যাথ শনৈর্জগ্মুর্ধৃতব্রতাঃ ॥১২
আগতেষু চ দারেষু সমবেক্ষ্য মহীপতিঃ।
উবাচ রাজা তং সূতং সুমন্ত্রানয় মে সুতম্ ॥১৪
স সূতো রামমাদায় লক্ষ্মণং মৈথিলীং তথা।
জগামাভিমুখস্তূর্ণং সকাশং জগতীপতেঃ ॥১৫
স রাজা পুত্রমায়ান্তং দৃষ্ট্বা দূরাৎ কৃতাঞ্জলিম্ (ক)।
উৎপপাতাসনাত্তূর্ণমার্তঃ স্ত্রীজনসংবৃতঃ ॥১৬
সোঽভিদুদ্রাব বেগেন রামং দৃষ্ট্বা বিশাম্পতিঃ।
তমসং প্রাপ্য দুঃখার্তঃ পপাত ভুবি মূর্ছিতঃ ॥১৭
তং রামোঽভ্যপতৎ ক্ষিপ্রং লক্ষ্মণশ্চ মহারথঃ।
বিসংজ্ঞমিব দুঃখেন সশোকং নৃপতিং তথা ॥১৮
স্ত্রীসহস্রনিনাদশ্চ সংজজ্ঞে রাজবেশ্মনি।
হা হা রামেতি সহসা ভূষণধ্বনিমিশ্রিতঃ ॥১৯

দশরথ তাঁহাকে বলিলেন,—সুমন্ত্র! এই ভবনে আমার যে সকল পত্নী রহিয়াছেন, প্রথমে তাঁহাদিগকে আনয়ন কর। আমি পত্নীগণপরিবৃত হইয়া রামকে দেখিতে ইচ্ছা করি। তখন সুমন্ত্র অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া রাজমহিষীগণকে বলিলেন,—মাননীয় মহারাজ আপনাদিগকে আহ্বান করিতেছেন। আপনারা সেখানে গমন করুন, বিলম্ব করিবেন না। সুমন্ত্র এইরূপ বলিলে পর রাজমহিষীগণ সকলেই মহারাজের আদেশ স্বীকার করিয়া সেই ভবনে যাইতে লাগিলেন। রামের জন্য রোদন করায় আরক্তচক্ষু ব্রতচারিণী সার্ধত্রিশত (সাড়ে তিন শত) সংখ্যক রাজমহিষীগণ কৌশল্যাকে বেষ্টন করিয়া ধীরে ধীরে দশরথের নিকট গমন করিলেন। পত্নীগণকে আগত দেখিয়া ভূপতি দশরথ সুমন্ত্রকে বলিলেন,—সুমন্ত্র! আমার পুত্রকে আনয়ন কর। তখন সুমন্ত্র অতিসত্বর রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাকে সঙ্গে লইয়া দশরথের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন।৬-১৫

স্ত্রীগণপরিবৃত দশরথ পুত্রকে দূর হইতে কৃতাঞ্জলিপুটে আসিতে দেখিয়া দুঃখিতচিত্তে অতিসত্বর আসন

পাঠান্তর:—(ক)—দৃষ্ট্বা চারাৎ কৃতাঞ্জলিম্।

তং পরিষ্বজ্য বাহুভ্যাং তাবুভৌ রাম-লক্ষ্মণৌ।
পর্য্যঙ্কে সীতয়া সার্ধং রুদন্তঃ সমবেশয়ন্ ॥২০
অথ রামো মুহূর্তস্য লব্ধসংজ্ঞং মহীপতিম্।
উবাচ প্রাঞ্জলির্বাষ্পশোকার্ণবপরিপ্লুতম্ ॥২১
আপৃচ্ছে ত্বাং মহারাজ সর্বেষামীশ্বরোঽসি নঃ।
প্রস্থিতং দণ্ডকারণ্যং পশ্য ত্বং কুশলেন মাম্ ॥২২
লক্ষ্মণং চানুজানীহি সীতা চান্বেতু মাং বনম্॥
কারণৈর্বহুভিস্তথ্যৈর্বার্যমাণৌ ন চেচ্ছতঃ ॥২৩
অনুজানীহি সর্বান্নঃ শোকমুৎসৃজ্য মানদ।
লক্ষ্মণং মাঞ্চ সীতাঞ্চ প্রজাপতিরিবাত্মজান্ ॥২৪
প্রতীক্ষমাণমব্যগ্রমনুজ্ঞাং জগতীপতেঃ।
উবাচ রাজা সংপ্রেক্ষ্য বনবাসায় রাঘবম্ ॥২৫
অহং রাঘব কৈকেয্যা বরদানেন মোহিতঃ।
অযোধ্যায়াং ত্বমেবাদ্য ভব রাজা নিগৃহ্য মাম্ ॥২৬

হইতে উঠিলেন। প্রজাপালক মহারাজ রামকে দেখিয়া অতিবেগে ধাবিত হইলেন। অতিদুঃখিত রাজা রামের নিকট পর্য্যন্ত না যাইয়াই মূর্ছিত হইয়া ভূপতিত হইলেন। মহাবীর রাম ও লক্ষ্মণ অতিদুঃখে সংজ্ঞাহীন শোকাচ্ছন্ন ভূপতিত নরপতির নিকট সত্বর গমন করিলেন। ঐ সময় রাজভবনে সহসা অলঙ্কার-শব্দসহিত সকল মহিলাগণের 'হা রাম! হা রাম!' ধ্বনি উত্থিত হইল। সীতার সহিত রাম ও লক্ষ্মণ উভয়ে রাজাকে বাহুদ্বারা আলিঙ্গন করিলেন এবং তিনজনেই কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহাকে পর্য্যঙ্কে (পালঙ্কে) শয়ন করাইলেন।১৬-২০

মুহূর্তকাল পরে মহারাজের সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিলে রাম কৃতাঞ্জলি হইয়া শোকাশ্রুধারা-প্লাবিত মহারাজকে বলিলেন,—মহারাজ! আমি বনে যাইতে আপনার অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি। আপনি আমাদের সকলের প্রভু। আমি দণ্ডকারণ্যে প্রস্থান করিতেছি। আপনি শুভদৃষ্টিতে আমাকে একবার অবলোকন করুন। আপনি লক্ষ্মণকে অনুমতিপ্রদান করুন। সীতাও আমার অনুগমন করুন—ইহাতেও আপনি সম্মতি প্রদান করুন। নানাপ্রকার সঙ্গত কারণ দেখাইয়া

এবমুক্তো নৃপতিনা রামো ধর্মভৃতাং বরঃ।
প্রত্যুবাচাঞ্জলিং কৃত্বা পিতরং বাক্যকোবিদঃ ॥২৭
ভবান্ বর্ষসহস্রায়ুঃ পৃথিব্যা নৃপতে পতিঃ।
অহং ত্বরণ্যে বৎস্যামি ন মে রাজ্যস্য কাঙ্ক্ষিতা ॥২৮
নব পঞ্চ চ বর্ষাণি বনবাসে বিহৃত্য তে।
পুনঃ পাদৌ গ্রহীষ্যামি প্রতিজ্ঞান্তে নরাধিপ ॥২৯
রুদন্নার্তঃ প্রিয়ং পুত্রং সত্যপাশেন সংবৃতঃ।
কৈকেয্যা চোদ্যমানস্তু মিথো রাজা তমব্রবীৎ ॥৩০
শ্রেয়সে বৃদ্ধয়ে তাত পুনরাগমনায় চ।
গচ্ছস্বারিষ্টমব্যগ্রঃ পন্থানমকুতোভয়ম্ ॥৩১
ন হি সত্যাত্মনস্তাত ধর্মাভিমনসস্তব।
সন্নিবর্তয়িতুং বুদ্ধিঃ শক্যতে রঘুনন্দন ॥৩২
অদ্য ত্বিদানীং রজনীং পুত্র মা গচ্ছ সর্বথা।
একাহং দর্শনেনাপি সাধু তাবচ্চরাম্যহম্ ॥৩৩
মাতরং মাঞ্চ সংপশ্যন্ বসেমামদ্য শর্বরীম্।
তর্পিতঃ সর্বকামৈস্ত্বং শ্বঃ কাল্যে সাধয়িষ্যসি ॥৩৪
দুষ্করং ক্রিয়তে পুত্র সর্বথা রাঘব প্রিয়।
ত্বয়া হি মৎপ্রিয়ার্থং তু বনমেবমুপাশ্রিতম্ ॥৩৫
ন চৈতন্মে প্রিয়ং পুত্র শপে সত্যেন রাঘব।
ছন্নয়া চলিতস্ত্বস্মি স্ত্রিয়া ভস্মাগ্নিকল্পয়া ॥৩৬
বঞ্চনা যা তু লব্ধা মে তাং ত্বং নিস্তর্তুমিচ্ছসি।
অনয়া বৃত্তসাদিন্যা কৈকেয্যাভিপ্রচোদিতঃ ॥৩৭
ন চৈতদাশ্চর্যতমং যত্ত্বং জ্যেষ্ঠঃ সুতো মম।
অপানৃতকথং পুত্র পিতরং কর্তুমিচ্ছসি ॥৩৮

আমি ইঁহাদের দুইজনকেই নিষেধ করিয়াছি, কিন্তু ইঁহারা এখানে থাকিতে ইচ্ছা করিতেছেন না। প্রজাপতি ব্রহ্মা যেমন সনক, সনৎকুমার প্রভৃতি নিজপুত্রগণকে বনে যাইতে (তপস্যার জন্য) অনুমতি দিয়াছিলেন, আপনিও শোকত্যাগ করিয়া সেইভাবে আমাদের তিনজনকে বনে যাইতে অনুমতি দান করুন, যেহেতু আপনি সকলেরই মর্য্যাদাদানকারী। বনবাসে গমনোদ্যত শান্তপ্রকৃতি প্রিয়পুত্রকে অনুমতিপ্রার্থনা করিতে দেখিয়া ভূপতি দশরথ বলিলেন।২১-২৫

বৎস! রঘুনন্দন! আমি কৈকেয়ীর বরদান-বিষয়ে অতিশয় মোহগ্রস্ত হইয়াছি। তুমি আমাকে নিগৃহীত করিয়া নিজেই এই অযোধ্যায় রাজা হও। নরপতি এইরূপ বলিলে পর ধার্মিকশ্রেষ্ঠ বাগ্মী রাম কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে বলিলেন,—মহারাজ! আপনি সহস্রবৎসর আয়ু লাভ করিয়া পৃথিবীর পতি হইয়া থাকুন। আমি অরণ্যেই বাস করিব। আমার রাজ্যের প্রতি স্পৃহা নাই। চতুর্দশবৎসর বনে বাস করিয়া প্রতিজ্ঞা পালনের পর পুনর্বার আপনার চরণস্পর্শ করিব। সত্যপাশবদ্ধ মহারাজ দশরথ রামের বাক্য শুনিয়া আর্তভাবে রোদন করিতে লাগিলেন। এই সময় রামকে সত্বর বনগমনের অনুমতিপ্রদানের জন্য কৈকেয়ী অন্যের অলক্ষ্যে দশরথকে ইঙ্গিত করিতেছিলেন। ঐ ইঙ্গিতের ফলে দশরথ বিবশ হইয়া প্রিয়তম পুত্রকে বলিলেন।২৬-৩০

তাত! তুমি ধার্মিক ও সত্যনিষ্ঠ। তোমার বুদ্ধিকে পরিবর্তিত করিবার সাধ্য আমার নাই। অতএব তুমি ইহলোক ও পরলোকের মঙ্গললাভের জন্য বনে গমন কর। তুমি সত্বর পুনরাগমনের জন্য ভয়শূন্য পথে মঙ্গলের সহিত গমন কর। বৎস! কিন্তু অদ্য তুমি গমন করিও না। এই রাত্রিটি তুমি এইখানেই অবস্থান কর। কারণ, তোমাকে দেখিয়া একটি দিনও সুখে থাকিতে পারিব। তুমি আমাকে ও তোমার জননীকে দেখিয়া এই রাত্রি এইখানেই অতিবাহিত কর। আমি সমস্ত কাম্যবস্তুর দ্বারা তোমাকে তৃপ্ত করিব। তুমি কল্য প্রাতে নিজের অভিপ্রেত কার্য্য করিও। প্রিয়পুত্র! তুমি অত্যন্ত দুষ্কর কার্য্যসাধনে উদ্যত হইয়াছ, আমার প্রীতিসম্পাদনের জন্য নির্জন অরণ্যে গমন করিতেছ। কিন্তু তোমার এই বনগমন আমার অভিপ্রেত নহে। আমি সত্যের শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আমি গুপ্তস্বভাবা ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নিসদৃশী কৈকেয়ী কর্তৃক বঞ্চিত হইয়াছি। আমি যে বঞ্চনা প্রাপ্ত হইয়াছি, তুমি বংশমর্য্যাদানাশিনী কৈকেয়ীর সেই বঞ্চনার নিষ্কৃতি করিতে ইচ্ছুক হইয়াছ।

অথ রামস্তদা শ্রুত্বা পিতুরার্তস্য ভাষিতম্।
লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা দীনো বচনমব্রবীৎ ॥৩৯
প্রাপ্স্যামি যানদ্য গুণান্ কো মে শ্বস্তান্ প্রদাস্যতি।
অপক্রমণমেবাতঃ সর্বকামৈরহং বৃণে ॥৪০
ইয়ং সরাষ্ট্রা সজনা ধন-ধান্যসমাকুলা।
ময়া বিসৃষ্টা বসুধা ভরতায় প্রদীয়তাম্ ॥৪১
বনবাসকৃতা বুদ্ধির্ন চ মেঽদ্য চলিষ্যতি।
যস্তু যুদ্ধে বরো দত্তঃ কৈকয্যৈ বরদ ত্বয়া ॥৪২
দীয়তাং নিখিলেনৈব সত্যস্ত্বং ভব পার্থিব।
অহং নিদেশং ভবতো যথোক্তমনুপালয়ন্ ॥৪৩
চতুর্দশ সমা বৎস্যে বনে বনচরৈঃ সহ।
মা বিমর্শো বসুমতী ভরতায় প্রদীয়তাম্ ॥৪৪

নহি মে কাঙ্ক্ষিতং রাজ্যং সুখমাত্মনি বা প্রিয়ম্।
যথা নিদেশং কর্তুং বৈ তবৈব রঘুনন্দন ॥৪৫
অপগচ্ছতু তে দুঃখং মা ভূর্বাষ্পপরিপ্লুতঃ।
ন হি ক্ষুভ্যতি দুর্ধর্ষঃ সমুদ্রঃ সরিতাং পতিঃ ॥৪৬
নৈবাহং রাজ্যমিচ্ছামি ন সুখং ন চ মেদিনীম্।
নৈব সর্বানিমান্ কামান্ন স্বর্গং ন চ জীবিতুম্ ॥৪৭
ত্বামহং সত্যমিচ্ছামি নানৃতং পুরুষর্ষভ।
প্রত্যক্ষং তব সত্যেন সুকৃতেন চ তে শপে ॥৪৮
ন চ শক্যং ময়া তাত স্থাতুং ক্ষণমপি প্রভো।
স শোকং ধারয়স্বেমং নহি মেঽস্তি বিপর্য্যয়ঃ ॥৪৯
অর্থিতো হ্যস্মি কৈকয্যা বনং গচ্ছেতি রাঘব।
ময়া চোক্তং ব্রজামীতি তৎ সত্যমনুপালয়ে ॥৫০

বৎস! তুমি আমার জ্যেষ্ঠ তনয়, তুমি যে আমাকে সত্যবাদী করিতে অভিলাষ করিয়াছ, তাহা আশ্চর্য্য নহে। শ্রীমান্ রাম দুঃখার্ত্ত পিতার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অনুজ লক্ষ্মণের সহিত অতিদীনভাবে বলিলেন,—পিতঃ! অদ্য আমি যে সমস্ত কাম্যবস্তু লাভ করিব, আগামীকল্য তাহা আমাকে কে দিবে? অতএব আমি এখান হইতে প্রস্থান করিবার জন্য সর্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি। মহারাজ! আমি এই রাজ্য পরিত্যাগ করিলাম। ধন-ধান্যপূর্ণ প্রজাবর্গসমন্বিত এই রাজ্য আপনি ভরতকে প্রদান করুন। আমার বনগমনের সঙ্কল্প কখনই অন্যরূপ হইবে না। আপনি বাঞ্ছিতপ্রদ; পূর্বে কৈকেয়ীর প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে যে বর দিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রদান করিয়া আপনি সত্যবাদী হউন। আমি আপনার আদেশ সর্বতোভাবে পালন করিতে চতুর্দশবৎসর যাবৎ বনচরগণের সহিত বনে বাস করিব। আপনি দ্বিধাশূন্য হইয়া ভরতকে রাজ্য প্রদান করুন। মহারাজ! আমি নিজের সুখের জন্য অথবা স্বজনের প্রীতিসম্পাদনের জন্য রাজ্যকামনা করি নাই। আমি যে রাজ্য গ্রহণ করিতে অভিলাষ করিয়াছিলাম, তাহা কেবল আপনার আদেশ পালন করিবার জন্যই। পিতঃ! আপনার দুঃখ দূর হউক, আপনি অশ্রুধারায় প্লাবিত হইবেন না। অপরাজেয় নদ-নদী-পতি সাগর সহসা ক্ষুব্ধ হন্ না। আমি আপনার সম্মুখে সত্য ও আমার পুণ্যের দ্বারা শপথ করিয়া বলিতেছি—আমি রাজ্যপ্রার্থনা করি না, আমি সুখ চাই না। এই পৃথিবীর সমস্ত কাম্যবস্তু, স্বর্গ, এমন কি জীবনও চাই না, আমি কেবল আপনাকে সত্যবাদী করিতে চাই, মিথ্যামুক্ত করিতে চাই। প্রভো! আমি আর একক্ষণও এইস্থানে বাস করিতে পারি না। আপনি শোক সম্বরণ করুন। আমার সঙ্কল্প কখনও বিপর্য্যস্ত হইবে না। জননী কৈকেয়ী প্রার্থনা করিয়াছিলেন—রাঘব! তুমি বনে গমন কর, তখন আমি বলিয়াছিলাম—"বনে গমন করিব"। আমি নিজের এই প্রতিশ্রুতি অনুসারেই কাজ করিতে ইচ্ছা করি।৩০-৫০

পিতৃদেব! আপনি উৎকণ্ঠিত হইবেন না। হরিণপূর্ণ, নানাবিধ পক্ষিধ্বনি-মুখরিত শান্তবনে আমরা সুখেই বিহার করিব। তাত! আপনি তো জানেন যে পিতাই দেবতাগণেরও দেবতা—ইহা ধর্মশাস্ত্রে উল্লিখিত আছে। আমি আপনাকে পরমদেবতা মনে করিয়াই আপনার আদেশ পালন করিব। নৃপতিশ্রেষ্ঠ! চতুর্দশবর্ষ অতীত হইলে পর আমি ফিরিয়া আসিব, তখন আপনি আমাকে আবার দেখিতে পাইবেন। আপনি দুঃখ

মা চোৎকণ্ঠাং বৃথা দেব বনে রংস্যামহে বয়ম্।
প্রশান্তহরিণাকীর্ণে নানাশকুনিনাদিতে ॥৫১
পিতা হি দৈবতং তাত দেবতানামপি স্মৃতম্।
তস্মাদ্দৈবতমিত্যেব করিষ্যামি পিতুর্বচঃ ॥৫২
চতুর্দশসু বর্ষেষু গতেষু নৃপসত্তম।
পুনর্দ্রক্ষ্যসি মাং প্রাপ্তং সন্তাপোঽয়ং
বিমুচ্যতাম্ ॥৫৩
যেন সংস্তম্ভনীয়োঽয়ং সর্বো বাষ্পাকুলো জনঃ।
স ত্বং পুরুষশার্দূল কিমর্থং বিক্রিয়াং গতঃ ॥৫৪
পুরঞ্চ রাষ্ট্রঞ্চ মহী চ কেবলা
ময়া বিসৃষ্টা ভরতায় দীয়তাম্।
অহং নিদেশং ভবতোঽনুপালয়ন্
বনং গমিষ্যামি চিরায় সেবিতুম্ ॥৫৫
ময়া বিসৃষ্টাং ভরতো মহীমিমাং
সশৈলখণ্ডাং সপুরোপকাননাম্।
শিবাসু সীমাস্বনুশাস্তু কেবলং
ত্বয়া যদুক্তং নৃপতে তথাস্তু তৎ ॥৫৬
ন মে তথা পার্থিব দীয়তে মনো
মহৎসু কামেষু ন চাত্মনঃ প্রিয়ে।
যথা নিদেশে তব শিষ্টসম্মতে
ব্যপৈতু দুঃখং তব মৎকৃতেঽনঘ ॥৫৭
তদদ্য নৈবানঘ রাজ্যমব্যয়ং
ন সর্বকামান্ বসুধাং ন মৈথিলীম্।
ন চিন্তিতং ত্বামনৃতেন যোজয়ন্
বৃণীয় সত্যং ব্রতমস্তু তে তথা ॥৫৮
ফলানি মূলানি চ ভক্ষয়ন্ বনে
গিরীংশ্চ পশ্যন্ সরিতঃ সরাংসি চ।
বনং প্রবিশ্যৈব বিচিত্রপাদপং
সুখী ভবিষ্যামি তবাস্তু নির্বৃতিঃ ॥৫৯
এবং স রাজা ব্যসনাভিপন্ন-
স্তাপেন দুঃখেন চ পীড্যমানঃ।
আলিঙ্গ্য পুত্রং সুবিনষ্টসংজ্ঞো
ভূমিং গতো নৈব বিবেদ কিঞ্চিৎ ॥৬০
দেব্যঃ সমস্তা রুরুদুঃ সমেতা-
স্তাং বর্জয়িত্বা নরদেবপত্নীম্।
রুদন্ সুমন্ত্রোঽপি জগাম মূর্ছাং
হাহাকৃতং তত্র বভূব সর্বম্ ॥৬১
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে চতুস্ত্রিংশঃ সর্গঃ।

পরিত্যাগ করুন। আপনিই ত রোদন-পরায়ণ সমস্ত মাতৃগণকে ও পরিজনকে সান্ত্বনা প্রদান করিবেন। নরবর! এই অবস্থায় আপনি কেন এত বিকারপ্রাপ্ত হইতেছেন? আমি রাষ্ট্র, অযোধ্যানগরী ও এই পৃথিবী পরিত্যাগ করিলাম। আপনি ইহা ভরতকে প্রদান করুন। আমি আপনার আদেশ পালন করিবার জন্য বহুকাল যাবৎ বনে বাস করিতে গমন করিতেছি। আমা-কর্তৃক পরিত্যক্ত নগর, উদ্যান, পর্বতসমন্বিত পৃথিবীকে ভরত পালন করুক। রাজ্যপালনে ভরত মনু প্রভৃতি পূর্বপুরুষগণের মর্য্যাদা নিশ্চয়ই অনুসরণ করিবে। সুতরাং আপনি যাহা যাহা বলিয়াছেন, সেই সমস্তই অনুষ্ঠিত হউক। মহারাজ! আপনার আদেশ পালন করা সজ্জনসম্মত। তাহাতে আমার মন যেরূপ নিবিষ্ট হইয়া আছে, অতি উত্তম কাম্যবস্তুতেও কিংবা নিজের অন্যকোন প্রিয়বিষয়েও তাদৃশ নিবিষ্ট নহে। অতএব আমার জন্য আপনার দুঃখ করিবার প্রয়োজন নাই। নিষ্পাপ! মহারাজ! আপনাকে মিথ্যাবাদী করিয়া আমি কোন কাম্যবস্তু প্রার্থনা করি না। এই অখণ্ড রাজ্য চাই না। এই পৃথিবী চাই না। এমন কি, প্রিয়তমা জানকীকেও চাহি না। আমি সর্বান্তঃকরণে ইহাই কামনা করি যে, আপনার ব্রত বা প্রতিজ্ঞা সফল হউক। বনে বাস করিবার সময় আমি যথালব্ধ ফলমূল ভক্ষণ করিয়া পর্বত, নদী ও সরোবরসমূহ দেখিতে দেখিতে সুখেই থাকিব। বহুবিধ বৃক্ষ-বিরাজিত বন আমাদের সুখের কারণ হইবে। আপনি শান্তিলাভ করুন। শ্রীমান্ রাম এইরূপ বলিলে পর বিপদাপন্ন রাজা দশরথ সন্তাপে ও দুঃখে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। তিনি প্রিয়পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া জ্ঞান হারাইলেন এবং ভূতলে পতিত হইলেন। তিনি আর কিছুই জানিতে পারিলেন না। তখন সেখানে কৈকেয়ী ব্যতীত অন্যান্য রাজ-মহিষীগণ সমবেতভাবে রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন। সারথি সুমন্ত্র সেখানে রোদন করিতে করিতে মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। সেখানে উপস্থিত অন্যান্যসকলের মুখ হইতে হাহাকার-ধ্বনি নির্গত হইতে লাগিল।৫০-৬১

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে চতুস্ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চত্রিংশঃ সর্গঃ

[সুমন্ত্রস্য তীব্র-শ্লেষপূর্ণবাক্যেনাপি কৈকেয্যা অপরিবর্তনীয়ো মনোভাবঃ ।]

ততো নিধূয় সহসা শিরো নিঃশ্বস্য চাসকৃৎ ।
পাণিং পাণৌ বিনিষ্পিষ্য দন্তান্ কটকটায্য চ ॥১
লোচনে কোপসংরক্তে বর্ণং পূর্বোচিতং জহৎ ।
কোপাভিভূতঃ সহসা সন্তাপমশুভং গতঃ ॥২
মনঃ সমীক্ষমাণশ্চ সূতো দশরথস্য সঃ (ক) ।
কম্পয়ন্নিব কৈকেয্যা হৃদয়ং বাক্‌শরৈঃ শিতৈঃ ॥৩
বাক্যবজ্রৈরনুপমৈর্নির্ভিন্দন্নিব চাশুভৈঃ ।
কৈকেয্যাঃ সর্বমর্মাণি সুমন্ত্রঃ প্রত্যভাষত ॥৪
যস্যাস্তব পতিস্ত্যক্তো রাজা দশরথঃ স্বয়ম্ ।
ভর্তা সর্বস্য জগতঃ স্থাবরস্য চরস্য চ ॥৫
নহ্যকার্য্যতমং কিঞ্চিত্তব দেবীহ বিদ্যতে ।
পতিঘ্নীং ত্বামহং মন্যে কুলঘ্নীমপি চান্ততঃ ॥৬
যন্মহেন্দ্রমিবাজয্যং দুষ্প্রকম্প্যমিবাচলম্ ।
মহোদধিমিবাক্ষোভ্যং সন্তাপয়সি কর্মভিঃ ॥৭
মাবমংস্থা দশরথং ভর্তারং বরদং পতিম্ ।
ভর্তুরিচ্ছা হি নারীণাং পুত্রকোট্যা বিশিষ্যতে ॥৮
যথা বয়ো হি রাজ্যানি প্রাপ্নুবন্তি নৃপক্ষয়ে ।
ইক্ষ্বাকুকুলনাথেঽস্মিংস্তং লোপয়িতুমিচ্ছসি ॥৯
রাজা ভবতু তে পুত্রো ভরতঃ শাস্তু মেদিনীম্ ।
বয়ং তত্র গমিষ্যামো যত্র রামো গমিষ্যতি ॥১০
ন চ তে বিষয়ে কশ্চিদ্ ব্রাহ্মণো বস্তুমর্হতি ।
তাদৃশং ত্বমমর্য্যাদমদ্য কর্ম করিষ্যসি ॥১১
নূনং সর্বে গমিষ্যামো মার্গং রামনিষেবিতম্ ।
ত্যক্তা যা বান্ধবৈঃ সর্বৈঃ ব্রাহ্মণৈঃ সাধুভিঃ সদা ॥১২

[সুমন্ত্রের তীব্র শ্লেষপূর্ণবাক্যেও কৈকেয়ীর অপরিবর্তনীয় মনোভাব ।]

অনন্তর সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া সুমন্ত্র অতিশয় ক্রোধে অভিভূত হইলেন এবং বারংবার দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তিনি অস্থির হইয়া নিজমস্তক কম্পিত করত হস্তের দ্বারা হস্তপীড়ন করিতে লাগিলেন। তাঁহার নেত্রদ্বয় পূর্বরূপ পরিত্যাগ করিয়া ক্রোধে রক্তবর্ণ হইল। তিনি অতিশয় আশঙ্কাজনক সন্তাপ ভোগ করিতে লাগিলেন এবং তীব্রক্রোধে দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহারাজ দশরথের মনোভাব বুঝিয়া অতিতীক্ষ্ণ বাক্যবাণের দ্বারা কৈকেয়ীর হৃদয় প্রকম্পিত করিতে লাগিলেন। বজ্রের দ্বারা যেমন শরীর বিদীর্ণ হয়, সুমন্ত্র সেইরূপে অতিভয়ঙ্কর বাক্যরূপ বজ্রের দ্বারা কৈকেয়ীর মর্মভেদ করিতে করিতে বলিলেন—দেবি! এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সম্পূর্ণ ভূমণ্ডলের পালক মহারাজ দশরথ স্বয়ম্। তিনি তোমার স্বামী। তুমি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলে। এই সংসারে তোমার অকরণীয় কিছুই নাই। আমি তোমাকে পতিঘাতিনী ও শেষ পর্য্যন্ত বংশনাশিনী বলিয়া মনে করি।১-৬

কারণ তুমি ইন্দ্রতুল্য অপরাজেয়, সমুদ্রসদৃশ গম্ভীর ও পর্বতের তুল্য স্থির মহারাজ দশরথকে নিজ-দুরাচারের দ্বারা সন্তপ্ত করিতেছ। তোমার পোষণকারী বরপ্রদ পতির অবমাননা করিও না। কোটিপুত্রের ইচ্ছা অপেক্ষা পতির ইচ্ছানুসারে কার্য্য করাই স্ত্রীলোকের বিশেষ কর্তব্য। দেখ, নরপতির অবর্তমানে তাঁহার পুত্রগণ জ্যেষ্ঠক্রমে রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, ইহাই কুলমর্য্যাদা। কিন্তু ইক্ষ্বাকুকুলপতি দশরথ জীবিত থাকিতেই তুমি তাহা লোপ করিতে চাহিতেছ।

পাঠান্তর :—(ক)—সূতো দশরথস্য চ।

কা প্রীতী রাজ্যলাভেন তব দেবি ভবিষ্যতি।
তাদৃশং ত্বমমর্য্যাদং কর্ম কর্ত্তুং চিকীর্ষসি ॥১৩
আশ্চর্য্যমিব পশ্যামি যস্যাস্তে বৃত্তমীদৃশম্।
আচরন্ত্যা ন বিদৃতা সদ্যো ভবতি মেদিনী ॥১৪
মহাব্রহ্মর্ষিসৃষ্টা বা জ্বলন্তো ভীমদর্শনাঃ।
ধিগ্‌বাগ্দণ্ডা ন হিংসন্তি রামপ্রব্রাজনে স্থিতাম্ ॥১৫
আম্রং ছিত্ত্বা কুঠারেণ নিম্বং পরিচরেত্তু যঃ।
যশ্চৈনং পয়সা সিঞ্চেন্নৈবাস্য মধুরো ভবেৎ ॥১৬
আভিজাত্যং হি তে মন্যে যথা মাতুস্তথৈব তে (ক)।
ন হি নিম্বাৎ স্রবেৎ ক্ষৌদ্রং লোকে নিগদিতং বচঃ॥১৭
তব মাতুরসদ্‌গ্রাহং বিদ্ম পূর্বং যথাশ্রুতম্।
পিতুস্তে বরদঃ কশ্চিদ্দদৌ বরমনুত্তমম্ ॥১৮
সর্বভূতরুতং তস্মাৎ সংজজ্ঞে বসুধাধিপঃ।
তেন তির্য্যগ্‌গতানাঞ্চ ভূতানাং বিদিতং বচঃ ॥১৯
ততো জৃম্ভস্য শয়নে বিরুতাদ্ভূরিবর্চসঃ।
পিতুস্তে বিদিতো ভাবঃ স তত্র বহুধাহহসৎ ॥২০
তত্র তে জননী ক্রুদ্ধা মৃত্যুপাশমভীপ্সতী।
হাসং তে নৃপতে সৌম্য জিজ্ঞাস্যমিতি চাব্রবীৎ(খ)॥২১
নৃপশ্চোবাচ তাং দেবীং হাসং শংসামি তে যদি।
ততো মে মরণং সদ্যো ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥২২
মাতা তে পিতরং দেবী পুনঃ কেকয়মব্রবীৎ।
শংস মে জীব বা মা বা ন মাং ত্বং প্রহসিষ্যসি ॥২৩
প্রিয়য়া চ তথোক্তঃ স কেকয়ঃ পৃথিবীপতিঃ।
তস্যৈ তং বরদায়ার্থং কথয়ামাস তত্ত্বতঃ ॥২৪

তোমার পুত্র ভরতই রাজা হউক। সে-ই পৃথিবী শাসন করুক। কিন্তু আমরা সেইস্থানেই গমন করিব, যেস্থানে রাম গমন করিবে।৭-১০

অদ্য তুমি এমন আচারগর্হিত অকার্য্য করিতেছ, যাহার জন্য তোমার রাজ্যে কোন ব্রাহ্মণ কখনই বাস করিতে পারেন না। আমরা সকলেই রামের অনুসৃত পথেই গমন করিব। তুমি বান্ধবগণ, ব্রাহ্মণগণ ও সাধুগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইবে। তখন তোমার এই রাজ্য-লাভের দ্বারা কি সুখ হইবে? তুমি এইরূপ মর্য্যাদা-বিরুদ্ধ নীচকার্য্য করিতে ইচ্ছা করিয়াছ। তুমি যেরূপ গর্হিতকার্য্য করিতেছ, তাহাতে এই পৃথিবী সহসা বিদীর্ণ হইতেছে না দেখিয়া আমি বিস্ময়বোধ করিতেছি। তুমি রামকে নির্বাসিত করিতে উদ্যত হইয়াছ। ইহা দেখিয়া ব্রহ্মর্ষিগণ কর্ত্তৃক উচ্চারিত অতিভয়ঙ্কর অগ্নিতুল্য ধিক্কারবাক্যরূপ দণ্ড তোমাকে নিহত করিতেছে না, ইহাতেও আমি বিস্ময়বোধ করিতেছি।১১-১৫

এমন কোন ব্যক্তি আছে, যে কুঠারের দ্বারা আম্রবৃক্ষ ছেদন করিয়া নিম্ববৃক্ষের পরিচর্য্যা করে? দুগ্ধের দ্বারা নিম্ববৃক্ষকে সেচন করিলেও তাহার ফল মধুর হয় না। আমি মনে করি যে, তোমার মাতার যেরূপ আভিজাত্য, তোমারও সেইরূপ। তুমি তোমার মাতার মতই হইয়াছ। লোকে এই কথা বলিয়া থাকে যে, নিম্ব হইতে কখনও মধুক্ষরণ হয় না। তোমার মাতার দুরভিসন্ধির কথা আমি জানি। পূর্বে যেরূপ শুনিয়াছিলাম, তাহা বলিতেছি—কোন এক বরদান-সমর্থ ব্রাহ্মণ তোমার পিতাকে উত্তমবর প্রদান করেন। ঐ বরের প্রভাবে তোমার পিতা পৃথিবীপতি কেকয়রাজ সকল প্রাণীর ভাষা বুঝিবার শক্তি পাইয়াছিলেন। ঐ শক্তির দ্বারা তিনি পশু-পক্ষীর ভাষা বুঝিতে পারিতেন। একদিন তোমার পিতা শয়ন করিয়া আছেন, এমন সময় সুবর্ণকান্তি জৃম্ভনামক পক্ষীর শব্দের অর্থ বুঝিতে পারিয়া তোমার পিতা বারংবার হাসিতে থাকেন।১৬-২০

সেখানে তোমার জননী উপস্থিত ছিলেন। মৃত্যুপাশে বদ্ধ হইতে ইচ্ছা করিয়া অতিকুপিতা তোমার জননী তোমার পিতাকে বলিলেন,—সৌম্য! মহারাজ! আপনার এই হাস্যের কারণ কি তাহা জানিতে ইচ্ছা করি। তখন নরপতি বলিলেন,—আমি যদি ইহার কারণ তোমাকে বলি, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ আমার মৃত্যু হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। ইহাতে তোমার মাতৃদেবী কেকয়রাজকে বলিলেন,—তুমি জীবিতই থাক আর নাই থাক, আমাকে তোমার হাস্যের কারণ বল।

পাঠান্তর :—(ক)—যথা মাতুস্তথৈব চ।

(খ)—জিজ্ঞাসামীতি চাব্রবীৎ।

ততঃ স বরদঃ সাধু রাজানং প্রত্যভাষত।
ম্রিয়তাং ধ্বংসতাং বেয়ং মা শংসীস্ত্বং মহীপতে ॥২৫
স তচ্ছ্রুত্বা বচস্তস্য প্রসন্নমনসো নৃপঃ।
মাতরং তে নিরস্যাশু বিজহার কুবেরবৎ ॥২৬
তথা ত্বমপি রাজানং দুর্জনাচরিতে পথি।
অসদ্‌গ্রাহমিমং মোহাৎ কুরুসে পাপদর্শিনী ॥২৭
সত্যশ্চাত্র প্রবাদোঽয়ং লৌকিকঃ প্রতিভাতি মা।
পিতৃন্ সমনুজায়ন্তে নরা মাতরমঙ্গনাঃ ॥২৮
নৈবং ভব গৃহাণেদং যদাহ বসুধাধিপঃ।
ভর্তুরিচ্ছামুপাস্বেহ জনস্যাস্য গতির্ভব ॥২৯

তাহাতে তুমি আর কখনও আমাকে উপহাস করিতে পারিবে না। নিজ প্রিয়তমার এই বাক্য শুনিয়া ভূপতি কেকয় বরদানকারী ব্রাহ্মণের নিকট গমনপূর্বক তাঁহাকে আনুপূর্বিক সকল বৃত্তান্ত জানাইলেন। তখন সেই বরদানকারী সাধুপ্রকৃতি ব্রাহ্মণ রাজাকে বলিলেন,—মহারাজ! তোমার স্ত্রী মরিয়াই যাউক কিংবা স্থানান্তরেই যাউক, তুমি ঐ গূঢ়রহস্য প্রকাশ করিও না।২১-২৫

তখন মহারাজ কেকয় ঐ প্রসন্নচিত্ত বরদ ব্রাহ্মণের বাক্য শুনিয়া তোমার মাতাকে উপেক্ষা করত কুবেরের মত বিহার করিয়াছিলেন। এক্ষণে তোমার মাতার মত পাপদর্শিনী তুমিও মোহবশত দুর্জনগণের আচরিত রীতি অবলম্বন করিয়া রাজা দশরথকে অসৎকার্য্যে পরিচালিত করিতেছ। পুত্রগণ পিতার স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করে এবং কন্যাগণ মাতার স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করে—এইরূপ লৌকিক প্রবাদ আমার নিকট অদ্য অতিসত্য বলিয়া বোধ হইতেছে। যাহাই হউক, আমি বলিতেছি, তুমি তোমার মাতার মত হইও না। মহারাজ দশরথ যাহা বলিতেছেন, তাহা গ্রহণ কর। পতির ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিয়া আমাদের সকলের আশ্রয় হও। পাপবুদ্ধি ব্যক্তিগণের দ্বারা উৎসাহপ্রাপ্ত হইয়া দেবরাজতুল্যতেজস্বী সর্বলোক-

মা ত্বং প্রোৎসাহিতা পাপৈর্দেবরাজসমপ্রভম্।
ভর্তারং লোকভর্তার (ক) মসদ্ধর্মমুপাদধ ॥৩০
নহি মিথ্যা প্রতিজ্ঞাতং করিষ্যতি তবানঘঃ।
শ্রীমান্ দশরথো রাজা দেবি রাজীবলোচনঃ ॥৩১
জ্যেষ্ঠো বদান্যঃ কর্মণ্যঃ স্বধর্মস্যাপি রক্ষিতা।
রক্ষিতা জীবলোকস্য বলী রামোঽভিষিচ্যতাম্ ॥৩২
পরিবাদো হি তে দেবি মহাংল্লোকে চরিষ্যতি।
যদি রামো বনং যাতি বিহায় পিতরং নৃপম্ ॥৩৩
স্বরাজ্যং রাঘবঃ পাতু ভব ত্বং বিগতজ্বরা।
নহি তে রাঘবাদন্যঃ ক্ষমঃ পুরবরে বসন্ ॥৩৪

পালক নিজপতিকে অসৎকার্য্যে প্রবৃত্ত করিও না।২৬-৩০

দেবি! কমলনয়ন পাপহীন শ্রীমান্ দশরথ তোমার নিকট যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা মিথ্যা হইবে না অর্থাৎ দুই বরের দ্বারা তুমি বহু বাঞ্ছিতবস্তু পাইবে। দেখ, রাম তোমাদের পুত্রগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ। তাঁহারই অভিষেক হওয়া উচিত। বিশেষতঃ রাম অতিশয় উদার, সর্বকর্মে নিপুণ, স্বধর্মরক্ষাকারী, মহাবলবান্ ও সর্বজনরক্ষক, সুতরাং রামকেই অভিষিক্ত কর। যদি রাম পিতাকে ছাড়িয়া বনে গমন করেন, তাহা হইলে সংসারে তোমার ভয়ঙ্কর অপবাদ প্রচারিত হইবে। অতএব রঘুনন্দন রাম নিজরাজ্য রক্ষা করুন। তুমি দুশ্চিন্তাশূন্য হও। এই অযোধ্যায় রাজপদে বসিয়া রাম ভিন্ন অন্য কেহই তোমার অনুকূল হইবে না। রাম যুবরাজপদে অভিষিক্ত হইলে মহাধনুর্ধর রাজা দশরথ পূর্বপুরুষগণের আচরণ স্মরণ করিয়া বনে প্রস্থান করিবেন। (দশরথ বানপ্রস্থাশ্রমে গেলে রাম রাজা হইবেন এবং ভরত যুবরাজ হইবেন)। দশরথের সম্মুখে এইভাবে শান্ত ও তীক্ষ্ণবাক্যের প্রয়োগ করিয়া কৃতাঞ্জলি সুমন্ত্র কৈকেয়ীকে অতিশয় ক্ষুব্ধ করিতে

পাঠান্তর :—(ক) ভর্তারং লোককর্তার—।

রামে হি যৌবরাজ্যস্থে রাজা দশরথো বনম্‌।
প্রবেক্ষ্যতি মহেষ্বাসঃ পূর্ববৃত্তমনুস্মরন্‌ ॥৩৫
ইতি সান্ত্বৈশ্চ তীক্ষ্ণৈশ্চ কৈকয়ীং রাজসংসদি।
ভূয়ঃ সংক্ষোভয়ামাস সুমন্ত্রস্তু কৃতাঞ্জলিঃ ॥৩৬
নৈব সা ক্ষুভ্যতে দেবী ন চ স্ম পরিদূয়তে।
ন চাস্যা মুখবর্ণস্য লক্ষ্যতে বিক্রিয়া তদা ॥৩৭
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে পঞ্চত্রিংশঃ সর্গঃ ॥

লাগিলেন। কিন্তু সুমন্ত্রের এই সকল শান্ত ও তীক্ষ্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়াও কৈকেয়ী একটুও ক্ষুব্ধ হইলেন না, সামান্যও ব্যথিত হইলেন না। সেই সময় তাঁহার মুখের বর্ণে অল্পও বিকৃতি দেখা গেল না।৩১-৩৭

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে পঞ্চত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ষট্‌ত্রিংশঃ সর্গঃ

[বনগমনসম্বন্ধ-রামেণ সহ সেনাবাহিনী ধনরত্নপ্রেরণায় রাজ্ঞো দশরথস্যাদেশঃ, তত্র কৈকয্যা বিরোধিতা, সিদ্ধার্থস্য সদ্‌যুক্তিপ্রদর্শনম্‌, রামেণ সহ বনগমনায় রাজ্ঞো দশরথস্য ইচ্ছাপ্রকাশশ্চ]

ততঃ সুমন্ত্রমৈক্ষ্বাকঃ পীড়িতোঽত্র প্রতিজ্ঞয়া।
সবাষ্পমতিনিঃশ্বস্য জগাদেদং পুনর্বচঃ ॥১
সূত রত্নসুসম্পূর্ণা চতুর্বিধবলা চমূঃ।
রাঘবস্যানুযাত্রার্থং ক্ষিপ্রং প্রতিবিধীয়তাম্‌ ॥২
রূপাজীবাশ্চ বাদিন্যো বণিজশ্চ মহাধনাঃ।
শোভয়ন্তু কুমারস্য বাহিনীঃ সুপ্রসারিতাঃ ॥৩
যে চৈনমুপজীবন্তি রমতে যৈশ্চ বীর্য্যতঃ।
তেষাং বহুবিধং দত্ত্বা তানপ্যত্র নিয়োজয় ॥৪
আয়ুধানি চ মুখ্যানি নাগরাঃ শকটানি চ।
অনুগচ্ছন্তু কাকুৎস্থং ব্যাধাশ্চারণ্যকোবিদাঃ ॥৫
নিঘ্নন্‌ মৃগান্‌ কুঞ্জরাংশ্চ পিবংশ্চারণ্যকং মধু।
নদীশ্চ বিবিধাঃ পশ্যন্ন রাজ্যং সংস্মরিষ্যতি ॥৬
ধান্যকোশশ্চ যঃ কশ্চিদ্ধনকোশশ্চ মামকঃ।
তৌ রামমনুগচ্ছেতাং বসন্তং নির্জনে বনে ॥৭
যজন্‌ পুণ্যেষু দেশেষু বিসৃজংশ্চাপ্তদক্ষিণাঃ।
ঋষিভিশ্চাপি সঙ্গম্য প্রবৎস্যতি সুখং বনে ॥৮

ষট্‌ত্রিংশ সর্গ

[বনগমনোদ্যত রামের সঙ্গে সেনাবাহিনী ও ধনরত্ন প্রেরণ করিবার জন্য রাজা দশরথের আদেশ, তাহাতে কৈকেয়ীর বিরোধিতা, সিদ্ধার্থের সদ্‌যুক্তিপ্রদর্শন এবং রামের সঙ্গে বনে চলিয়া যাইবার জন্য রাজা দশরথের ইচ্ছাপ্রকাশ।]

অনন্তর ইক্ষ্বাকুনন্দন দশরথ নিজপ্রতিজ্ঞার জন্য অতিশয় ব্যথিত হইয়া সাশ্রুনয়নে দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে সুমন্ত্রকে বলিলেন,—সুমন্ত্র! রামের অনুবর্তী হইবার জন্য চতুর্বিধসৈনিকপুরুষবিশিষ্ট সেনাবাহিনীকে নানাবিধ রত্নে সমৃদ্ধ করিয়া নিয়োগ কর। প্রিয়ভাষিণী বেশ্যা ও ধনবান্‌ বণিকেরা নিজেদের পণ্যদ্রব্য প্রসারিত করিয়া রামের সেনাবাহিনীকে শোভিত করুক। যে মল্লগণ রামের আশ্রয়ে জীবিকা-নির্বাহ করে, যাহাদের শারীরিক শক্তিতে রাম তৃপ্তি-লাভ করে, তুমি বহুধন প্রদান করিয়া সেই মল্লগণকে রামের সঙ্গে যাইতে নিয়োগ কর। যে সমস্ত ব্যাধগণ অরণ্যের পথসম্বন্ধে অভিজ্ঞ, তাহারা এই নগর হইতে অস্ত্র ও শকটসমূহ সঙ্গে লইয়া রামের অনুগামী হউক।১-৫

শ্রীমান্‌ রাম অরণ্যে মৃগ ও হস্তিগণকে নিহত করিয়া

ভরতশ্চ মহাবাহুরযোধ্যাং পালয়িষ্যতি।
সর্বকামৈঃ পুনঃ শ্রীমান্ রামঃ সংসাধ্যতামিতি ॥৯
এবং ব্রুবতি কাকুৎস্থে কৈকয্যা ভয়মাগতম্।
মুখং চাপ্যগমচ্ছোষং স্বরশ্চাপি ব্যরুধ্যত ॥১০
সা বিষণ্ণা চ সন্ত্রস্তা মুখেন পরিশুষ্যতা।
রাজানমেবাভিমুখী কৈকয়ী বাক্যমব্রবীৎ ॥১১
রাজ্যং গতধনং সাধো পীতমণ্ডাং সুরামিব।
নিরাস্বাদ্যতমং শূন্যং ভরতো নাভিপৎস্যতে ॥১২
কৈকয্যাং মুক্তলজ্জায়াং বদন্ত্যামতিদারুণম্।
রাজা দশরথো বাক্যমুবাচায়তলোচনাম্ ॥১৩
বহন্তং কিং তুদসি মাং নিযুজ্য ধুরিমাহিতে।
অনার্য্যে কৃত্যমারব্ধং কিং ন পূর্বমুপারুধঃ ॥১৪

তস্যৈতৎ ক্রোধসংযুক্তমুক্তং শ্রুত্বা বরাঙ্গনা।
কৈকয়ী দ্বিগুণং ক্রুদ্ধা রাজানমিদমব্রবীৎ ॥১৫
তবৈব বংশে সগরো জ্যেষ্ঠপুত্রমুপারুধৎ।
অসমঞ্জ ইতি খ্যাতং তথায়ং গন্তুমর্হতি ॥১৬
এবমুক্তো ধিগিত্যেব রাজা দশরথোঽব্রবীৎ।
ব্রীড়িতশ্চ জনঃ সর্বঃ সা চ তন্নাববুধ্যত ॥১৭
তত্র বৃদ্ধো মহামাত্রঃ সিদ্ধার্থো নাম নামতঃ।
শুচির্বহুমতো রাজ্ঞঃ কৈকয়ীমিদমব্রবীৎ ॥১৮
অসমঞ্জো গৃহীত্বা তু ক্রীড়তঃ পথিদারকান্।
সরয্বাং প্রক্ষিপন্নপ্সু রমতে তেন দুর্মতিঃ ॥১৯
তং দৃষ্ট্বা নাগরাঃ সর্বে ক্রুদ্ধা রাজানমব্রুবন্।
অসমঞ্জং বৃণীষ্বৈকমস্মান্ বা রাষ্ট্রবর্ধন ॥২০

বন্যমধু পান করত এবং রমণীয় বিবিধ নদী দর্শন করত এই রাজ্যের কথা ভুলিয়াই যাইবে। আমার যে সঞ্চিত ধনরাশি ও ধান্যরাশি আছে, তাহা নির্জন বনে বাস করিতে উদ্যত রামের অনুগমন করুক। শ্রীমান্ রাম অরণ্যে ঋষিগণের সহিত মিলিত হইয়া পুণ্যময় স্থানে যাগানুষ্ঠান করিবে এবং ঐ ধনরাশির দ্বারা সঙ্গত দক্ষিণা প্রদান করত সুখে থাকিবে। মহাবীর ভরত অযোধ্যাপালন করিতে থাকুক। সমস্ত বাঞ্ছিতবস্তুর সহিত রামকে বনে প্রেরণ কর। মহারাজ দশরথ এইরূপ বলিতে থাকিলে কৈকেয়ীর অন্তরে ভয় হইল, তাহার মুখ শুষ্ক হইয়া গেল এবং কণ্ঠস্বর অবরুদ্ধ হইয়া যাইল।৬-১০

কৈকেয়ী অতিশয় ভীতা ও বিষণ্ণা হইয়া দশরথের অভিমুখী হইলেন এবং শুষ্কমুখে দশরথকে বলিলেন,—সদাশয় মহারাজ! সমস্ত সম্পত্তি যদি রামের সঙ্গে যায়, তাহা হইলে সারশূন্য সুরার ন্যায় আস্বাদহীন ধনশূন্য এইরাজ্য ভরত গ্রহণ করিবে না। লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া কৈকেয়ী যখন এইরূপ নিদারুণ বাক্য বলিতেছিলেন, তখন দশরথ বিশালাক্ষী কৈকেয়ীকে বলিলেন—কৈকেয়ি! তোমার প্রকৃতি অনার্য্যজনোচিত। তুমি আমাকে যে ভার বহন করিতে নিযুক্ত করিতেছ, আমিতো তাহাই বহন করিতেছি, তবে তুমি কেন আর আমার মর্মস্থান ভেদ করিতেছ? আমি যাহা করিতেছি, পূর্বেই কেন তুমি আমাকে তাহা করিতে নিষেধ কর নাই? মহারাজ দশরথের এই প্রকার ক্রোধপূর্ণ কথা শুনিয়া দর্পিতা কৈকেয়ী দ্বিগুণ ক্রুদ্ধ হইলেন এবং রাজাকে বলিলেন।১১-১৫

মহারাজ! তোমার এই বংশে তোমার পূর্বপুরুষ সগর নিজ জ্যেষ্ঠপুত্র অসমঞ্জকে নির্বাসিত করিয়াছিলেন। তুমিও পূর্বপুরুষের অনুসরণ করিয়া জ্যেষ্ঠপুত্র রামকে নির্বাসিত কর। কৈকেয়ী এইরূপ বলিলে পর দশরথ বলিলেন—ধিক্ ধিক্। ইহাতে সেখানে উপস্থিত সকল লোকই অতিশয় লজ্জিত হইল, কিন্তু কৈকেয়ী রাজার ধিকার ও সাধারণের লজ্জার মর্ম বুঝিলেন না। সেই সময় দশরথের অনুমোদিত প্রিয় পবিত্র সিদ্ধার্থনামক একজন প্রবীণব্যক্তি কৈকেয়ীকে বলিলেন—রাজমহিষি! সগরের জ্যেষ্ঠপুত্র অসমঞ্জ অতিশয় দুষ্টবুদ্ধি সম্পন্ন ছিল। সে পথে ক্রীড়ারত বালকগণকে ধরিয়া সরযূনদীর জলে নিক্ষেপ করিত এবং তাহাতে সে আনন্দিত হইত। অসমঞ্জকে এইরূপ নিষ্ঠুরকার্য্য করিতে দেখিয়া নাগরিকগণ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং সগররাজাকে বলিলেন—রাষ্ট্রপালক মহারাজ! আপনি

তানুবাচ ততো রাজা কিং নিমিত্তমিদং ভয়ম্।
তাশ্চাপি রাজ্ঞা সংপৃষ্টা বাক্যং প্রকৃতয়োঽব্রুবন্ ॥২১
ক্রীড়তস্ত্বেষ নঃ পুত্রান্ বালানুদ্‌ভ্রান্তচেতসঃ।
সরয্‌বাং প্রক্ষিপন্মৌর্খ্যাদতুলাং প্রীতিমশ্নুতে ॥২২
স তাসাং বচনং শ্রুত্বা প্রকৃতীনাং নরাধিপঃ।
তং তত্যাজাহিতং পুত্রং তাসাং প্রিয়চিকীর্ষয়া ॥২৩
তং যানং শীঘ্রমারোপ্য সভার্য্যং সপরিচ্ছদম্।
যাবজ্জীবং বিবাস্যোঽয়মিতি তানন্বশাৎ পিতা ॥২৪
স ফালপিটকং গৃহ্য গিরিদুর্গাণ্যলোকয়ৎ।
দিশঃ সর্বাস্ত্বনুচরন্ স যথা পাপকর্মকৃৎ ॥২৫
ইত্যেনমত্যজদ্রাজা সগরো বৈ সুধার্মিকঃ।
রামঃ কিমকরোৎ পাপং যেনৈবমুপরুধ্যতে ॥২৬
নহি কঞ্চন পশ্যামো রাঘবস্যাগুণং বয়ম্।
দুর্লভো হ্যস্য নিরয়ঃ শশাঙ্কস্যেব কল্মষম্ ॥২৭
অথবা দেবি ত্বং কঞ্চিদ্দোষং পশ্যসি রাঘবে।
তমদ্য ব্রূহি তত্ত্বেন তদা রামো বিবাস্যতে ॥২৮
অদুষ্টস্য হি সন্ত্যাগঃ সৎপথে নিরতস্য চ।
নির্দহেদপি শক্রস্য দ্যুতিং ধর্মবিরোধনাৎ ॥২৯
তদলং দেবি রামস্য শ্রিয়া বিহতয়া ত্বয়া।
লোকতোঽপি হি তে রক্ষ্যঃ পরিবাদঃ শুভাননে ॥৩০
শ্রুত্বা তু সিদ্ধার্থবচো রাজা শ্রান্ততরস্বরঃ।
শোকোপহতয়া বাচা কৈকয়ীমিদমব্রবীৎ ॥৩১
এতদ্বচো নেচ্ছসি পাপরূপে
হিতং ন জানাসি মমাত্মনোঽথবা।

কেবল অসমঞ্জকেই নিজের নিকটে রাখুন, আমাদিগকে পরিত্যাগ করুন, অথবা আমাদিগকে নিকটে রাখিয়া অসমঞ্জকে পরিত্যাগ করুন।১৬-২০

নাগরিকগণের এই প্রকার কথা শুনিয়া সগররাজা তাহাদিগকে বলিলেন,—কি জন্য তোমাদের এইরূপ ভয় হইয়াছে? রাজা জিজ্ঞাসা করিলে পর প্রজাগণ বলিলেন—মহারাজ! আপনার চঞ্চলচিত্ত দুষ্টপুত্র অসমঞ্জ আমাদের ক্রীড়ারত শিশুপুত্রগণকে সরযূনদীতে নিক্ষেপ করে এবং নিজের মূর্খতার জন্য এই নিষ্ঠুরকার্য্যের দ্বারা অতিশয় আনন্দ পায়। নরপতি সগর প্রজাগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাদিগের প্রীতিসাধনের জন্য দুষ্টপুত্র অসমঞ্জকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। প্রজাগণের ঐ প্রকার কাতরোক্তি শুনিয়াই সগর তৎক্ষণাৎ নিজপুত্রকে ভার্য্যার সহিত বনবাসোপযোগী উপকরণ প্রদান করিলেন এবং তাহাকে শকটে আরোহণ করাইয়া ভৃত্যগণকে আদেশ করিলেন,—তোমরা ইহাকে যাবজ্জীবন অরণ্যে নির্বাসিত কর। সেই অসমঞ্জ যেরূপ পাপ করিয়াছিলেন, তাহাকে সেইরূপ ফলভোগ করিবার জন্য কুঠার ও পেটী গ্রহণপূর্বক দুর্গম পর্বত ও অরণ্যে বাস করিয়া চতুর্দিকে ভ্রমণ করিতে হইয়াছিল।২১-২৫

কৈকেয়ি! অতিধার্ম্মিক সগররাজা পুত্রের এই প্রকার আচরণের জন্য তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীমান্ রাম কি পাপ করিয়াছেন, যাহার জন্য তিনি নির্বাসিত হইবেন? আমরা ত রঘুনন্দনের সামান্য দোষ দেখিতে পাই না। চন্দ্রে কলঙ্কের অস্তিত্ব আছে, কিন্তু রামে কোন দোষ বা কলঙ্ক দেখিতে পাওয়া যায় না। দেবি! সত্যই যদি আপনি রামের আচরণে কোনও দোষ দেখিয়া থাকেন, তবে এখনই তাহা স্পষ্ট করিয়া বলুন। তাঁহার দোষ দেখাইলেই নির্বাসিত করিতে পারিবেন, অন্যথা তাঁহাকে নির্বাসিত করা অন্যায় হইবে। যিনি সর্বদা সৎপথাবলম্বী এবং সর্বদোষরহিত, তাঁহাকে ইন্দ্রতুল্যব্যক্তিও যদি পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে ঐ ইন্দ্রতুল্যব্যক্তিরও মহিমা বিনষ্ট হয়। অতএব রাজমহিষি! আপনি রামের রাজ্যশ্রীলাভের বিরোধিতা করিবেন না। সুমুখি! সর্ব্বজনমধ্যে আপনার যে অপবাদ হইবে, তাহার প্রতিকার করা উচিত।২৬-৩০

প্রবীণ সিদ্ধার্থের কথা শুনিয়া দশরথ অতিক্ষীণস্বরে শোকপূর্ণবাক্যে কৈকেয়ীকে বলিলেন,—পাপীয়সি! তুমি এইরূপ সঙ্গতবাক্য গ্রহণ করিতেছ না, এবং নিজের ও আমার হিত বুঝিতেছ না। তুমি কুপথ অবলম্বন করিয়া কুৎসিত আচরণ করিতেছ। তোমার এই আচরণ

আস্থায় মার্গং কৃপণং কুচেষ্টা
চেষ্টা হি তে সাধুপথাদপেতা ॥৩২
অনুব্রজিষ্যাম্যহমদ্য রামং
রাজ্যং পরিত্যজ্য সুখং ধনঞ্চ।
সর্বে চ রাজ্ঞা ভরতেন চ ত্বং
যথাসুখং ভুঙ্‌ক্ষ্ব চিরায় রাজ্যম্ ॥৩৩
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে ষট্‌ত্রিংশঃ সর্গঃ।

সৎপথবহির্ভূত। আমি অদ্য রাজ্য, সুখ ও ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া রামের অনুগমন করিব। তোমার পুত্র ভরত আসিয়া রাজা হউক এবং পুত্রের সহিত তুমি এইরাজ্য চিরকাল সুখে ভোগ কর।৩১-৩৩

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ষট্‌ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তত্রিংশঃ সর্গঃ

[শ্রীরামপ্রভৃতীনাং বল্কলধারণম্, সীতাদেব্যা বল্কলপরিধানেন অন্তঃপুরবাসিনীনাং রমণীনামশ্রুত্যাগঃ, কৈকয়ীং প্রতি বশিষ্ঠদেবস্য ক্রোধপূর্ণোক্তিঃ, তেন চ সীতাদেব্যা বল্কলধারণস্যানৌচিত্যপ্রদর্শনম্ ।]

মহামাত্রবচঃ শ্রুত্বা রামো দশরথং তদা।
অভ্যভাষত বাক্যং তু বিনয়জ্ঞো বিনীতবৎ ॥১
ত্যক্তভোগস্য মে রাজন্ বনে বন্যেন জীবতঃ।
কিং কার্য্যমনুযাত্রেণ ত্যক্তসঙ্গস্য সর্বতঃ ॥২
যো হি দত্ত্বা দ্বিপশ্রেষ্ঠং কক্ষ্যায়াং কুরুতে মনঃ।
রজ্জুস্নেহেন কিং তস্য ত্যজতঃ কুঞ্জরোত্তমম্ ॥৩
তথা মম সতাং শ্রেষ্ঠ কিং ধ্বজিন্যা জগৎপতে।
সর্বাণ্যেবানুজানামি চীরাণ্যেবানয়ন্তু মে ॥৪
খনিত্র-পিটকে চোভে সমানযত গচ্ছত।
চতুর্দশ বনে বাসং বর্ষাণি বসতো মম ॥৫
অথ চীরাণি কৈকেয়ী স্বয়মাহৃত্য রাঘবম্।
উবাচ পরিধৎস্বেতি জনৌঘে নিরপত্রপা ॥৬

সপ্তত্রিংশ সর্গ

[শ্রীরাম প্রভৃতির বল্কলধারণ, সীতাদেবীর বল্কল-পরিধানে অন্তঃপুরবাসিনী রমনীগণের অশ্রুত্যাগ, কৈকেয়ীর প্রতি বশিষ্ঠদেবের ক্রোধপূর্ণ উক্তি ও তৎকর্তৃক সীতাদেবীর বল্কলধারণের অনৌচিত্য-প্রদর্শন।]

সিদ্ধার্থের ও দশরথের নীতিপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীমান্ রাম বিনীতভাবে দশরথকে বলিলেন,—মহারাজ! আমি সমস্ত ভোগ ত্যাগ করিয়াছি। বনে থাকিয়া বন্যফল-মূলের দ্বারা জীবনধারণ করিব। কোন বস্তুতেই আমার আসক্তি নেই। অতএব আমার অনুযাত্রী সৈন্য প্রভৃতির কি প্রয়োজন? যে ব্যক্তি শ্রেষ্ঠহস্তীটিকে প্রদান করিয়া হস্তীবন্ধন-রজ্জুতে লুব্ধ হয়, তাহার শ্রেষ্ঠ-হস্তীটিকে পরিত্যাগ করার পর ঐ রজ্জুর প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার সার্থকতা কি? সজ্জনশ্রেষ্ঠ মহারাজ! আমার অনুগামী সৈন্যের কি প্রয়োজন? সেই সমস্তই আমি ভরতকে প্রদান করিয়াছি। এক্ষণে আপনি বনোবাসোপ-

স চীরে পুরুষব্যাঘ্রঃ কৈকয্যাঃ প্রতিগৃহ্য তে।
সূক্ষ্মবস্ত্রমবক্ষিপ্য মুনিবস্ত্রাণ্যবস্ত হ ॥৭
লক্ষ্মণশ্চাপি তত্রৈব বিহায় বসনে শুভে।
তাপসাচ্ছাদনে চৈব জগ্রাহ পিতুরগ্রতঃ ॥৮
অথাত্মপরিধানার্থং সীতা কৌশেয়বাসিনী।
সংপ্রেক্ষ্য চীরং সন্ত্রস্তা পৃষতী বাগুরামিব ॥৯
সা ব্যপত্রপমাণেব প্রগৃহ্য চ সুদুর্মনাঃ।
কৈকয্যাঃ কুশচীরে তে জানকী শুভলক্ষণা ॥১০
অশ্রুসম্পূর্ণনেত্রা চ ধর্মজ্ঞা ধর্মদর্শিনী।
গন্ধর্বরাজপ্রতিমং ভর্তারমিদমব্রবীৎ ॥১১
কথং নু চীরং বধ্নন্তি মুনয়ো বনবাসিনঃ।
ইতি হ্যকুশলা সীতা সা মুমোহ মুহুর্মুহুঃ ॥১২
কৃত্বা কণ্ঠে স্ম সা চীরমেকমাদায় পাণিনা।
তস্থৌ হ্যকুশলা তত্র ব্রীড়িতা জনকাত্মজা ॥১৩
তস্যাস্তৎক্ষিপ্রমাগত্য রামো ধর্মভৃতাং বরঃ।
চীরং ববন্ধ সীতায়াঃ কৌশেয়স্যোপরি স্বয়ম্ ॥১৪
রামং প্রেক্ষ্য তু সীতায়া বধ্নন্তং চীরমুত্তমম্।
অন্তঃপুরচরা নার্য্যো মুমুচুর্বারি নেত্রজম্ ॥১৫
ঊচুশ্চ পরমায়ত্তা রামং জ্বলিততেজসম্।
বৎস নৈবং নিযুক্তেয়ং বনবাসে মনস্বিনী ॥১৬
পিতুর্বাক্যানুরোধেন গতস্য বিজনং বনম্।
তাবদ্দর্শনমস্যা নঃ সফলং ভবতু প্রভো ॥১৭
লক্ষ্মণেন সহায়েন বনং গচ্ছস্ব পুত্রক।
নেয়মর্হতি কল্যাণী বস্তুং তাপসবদ্ বনে ॥১৮

যোগী বল্কল প্রভৃতি আনিতে বলুন। অনন্তর ভৃত্যগণের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রাম বলিলেন,—আমাকে চতুর্দশ-বৎসর বনে বাস করিতে হইবে, এইজন্য তোমরা খনিত্র (কোদাল) ও পেটী দুইটি আনয়ন কর, বিলম্ব করিও না।১-৫

রাম এইরূপ বলিলে পর সকলের সাক্ষাতে নির্লজ্জা কৈকেয়ী নিজেই বল্কল লইয়া রামকে বলিলেন,—বল্কল আনিয়াছি, পরিধান কর। নরোত্তম রাম কৈকেয়ীর নিকট হইতে বল্কল (চীর) লইলেন, এবং সূক্ষ্মবস্ত্র পরিত্যাগপূর্বক মুনিজনোচিত ঐ চীর পরিধান করিলেন। তখন শ্রীমান্ লক্ষ্মণও নিজের পরিহিত উত্তমবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া পিতার সম্মুখে তপস্বিগণের বেশ ধারণ করিলেন। অনন্তর পট্টবস্ত্রধারিণী জানকী নিজের পরিধানের জন্য ঐ চীর গ্রহণ করিলেন। তিনি ঐ চীর দেখিয়াই পাশ (জাল) দর্শনে হরিণীর ন্যায় ভয় পাইলেন। জনকনন্দিনী সীতা কৈকেয়ীর নিকট হইতে কুশ ও দুইখণ্ড চীরবস্ত্র গ্রহণ করিয়া অতিশয় চিন্তিত ও লজ্জিত হইলেন। তিনি ধর্মপরায়ণা এবং ধর্মের প্রকৃত রহস্য বুঝিয়াছেন। শুভলক্ষণসম্পন্না সীতা অশ্রুপূর্ণ-নেত্রে গন্ধর্বরাজতুল্য নিজপতিকে বলিলেন,—প্রিয়! বনবাসী মুনিগণ কিভাবে চীর পরিধান করেন? এই কথা বলিয়া নিজের অপটুতার জন্য সীতা বারংবার বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। বল্কলপরিধানে অনভ্যস্তা জনকনন্দিনী একটি চীর কণ্ঠে ধারণ করিয়া এবং একটি চীর হস্তে গ্রহণ করিয়া লজ্জিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ধার্মিকশ্রেষ্ঠ রাম সত্বর সীতার নিকটে আসিয়া তাঁহার পট্টবস্ত্রের উপরেই চীরবন্ধন করিয়া দিলেন। রাম সীতাকে চীর পরাইয়া দিতেছেন দেখিয়া অন্তঃপুরবাসিনী রমণীরা অশ্রুপরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।৬-১৫

তাঁহারা অত্যন্তখেদের সহিত তেজস্বী রামকে বলিলেন,—বৎস! মনস্বিনী সীতা ত এইরূপ বনবাসে নিযুক্তা হন নাই। পিতৃসত্যপালনের জন্য তুমি নির্জন বনে গমন করিতে উদ্যত হইয়াছ। অতএব যতদিন পর্য্যন্ত তুমি প্রত্যাবর্তন না কর, ততদিন পর্য্যন্ত আমাদের জীবন সীতাদেবীকে দর্শন করিয়াই সফল হউক। বৎস! তুমি লক্ষ্মণকে সঙ্গে লইয়া বনে গমন কর। কিন্তু এই কল্যাণী জানকী তপস্বীনীর মত বনে বাস করিতে কখনই পারিবেন না। রাম! তুমি আমাদের প্রার্থনা পূরণ কর। যদি তুমি ধর্মনিষ্ঠ হইয়া নিজে অযোধ্যায় থাকিতে ইচ্ছুক না হও, তাহা হইলে মঙ্গলময়ী সীতাই অযোধ্যায় অবস্থান করুন।

কুরু নো যাচনাং পুত্র সীতা তিষ্ঠতু ভামিনী।
ধর্মনিত্যঃ স্বয়ং স্থাতুং ন হীদানীং ত্বমিচ্ছসি ॥১৯
তাসামেবংবিধা বাচঃ শৃণ্বন্ দশরথাত্মজঃ।
ববন্ধৈব তথা চীরং সীতয়া তুল্যশীলয়া ॥২০
চীরে গৃহীতে তু তয়া সবাষ্পো নৃপতেগুরুঃ।
নিবার্য্য সীতাং কৈকেয়ীং বসিষ্ঠো বাক্যমব্রবীৎ ॥২১
অতিপ্রবৃত্তে দুর্মেধে কৈকয়ি কুলপাংসনি।
বঞ্চয়িত্বা তু রাজানং ন প্রমাণেঽবতিষ্ঠসি ॥২২
ন গন্তব্যং বনং দেব্যা সীতয়া শীলবর্জিতে।
অনুষ্ঠাস্যতি রামস্য সীতা প্রকৃতমাসনম্ ॥২৩
আত্মা হি দারাঃ সর্বেষাং দারসংগ্রহবর্তিনাম্।
আত্মেয়মিতি রামস্য পালয়িষ্যতি মেদিনীম্ ॥২৪
অথ যাস্যতি বৈদেহী বনং রামেণ সঙ্গতা।
বয়মত্রানুযাস্যামঃ পুরং চেদং গমিষ্যতি ॥২৫
অন্তপালাশ্চ যাস্যন্তি সদারো যত্র রাঘবঃ।
সহোপজীব্যং রাষ্ট্রঞ্চ পুরঞ্চ সপরিচ্ছদম্ ॥২৬
ভরতশ্চ সশত্রুঘ্নশ্চীরবাসা বনেচরঃ।
বনে বসন্তং কাকুৎস্থমনুবৎস্যতি পূর্বজম্ ॥২৭
ততঃ শূন্যাং গতজনাং বসুধাং পাদপৈঃ সহ।
ত্বমেকা শাধি দুর্বৃত্তা প্রজানামহিতে স্থিতা ॥২৮
নহি তদ্ভবিতা রাষ্ট্রং যত্র রামো ন ভূপতিঃ।
তদ্বনং ভবিতা রাষ্ট্রং যত্র রামো নিবৎস্যতি ॥২৯
ন হ্যদত্তাং মহীং পিত্রা ভরতঃ শাস্তুমিচ্ছতি।
ত্বয়ি বা পুত্রবদ্ বস্তুং যদি জাতো মহীপতেঃ ॥৩০
যদ্যপি ত্বং ক্ষিতিতলাদ্ গগনং চোৎপতিষ্যসি।
পিতৃবংশচরিত্রজ্ঞঃ সোঽন্যথা ন করিষ্যতি ॥৩১
তত্ত্বয়া পুত্রগর্ধিন্যা পুত্রস্য কৃতমপ্রিয়ম্।
লোকে নহি স বিদ্যেত যো ন রামমনুব্রতঃ ॥৩২

অন্তঃপুরবাসিনীগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া দশরথনন্দন রাম সমস্বভাববতী সীতার শরীরে চীরবন্ধন করিতে লাগিলেন।১৬-২০

এইভাবে সীতাকে চীরগ্রহণ করিতে দেখিয়া দশরথের গুরু বশিষ্ঠ সজলনয়নে তাঁহাকে নিবারণ করিলেন এবং কৈকেয়ীকে বলিলেন,—কুলকলঙ্কিনি! কৈকেয়ি! তুমি দুর্বুদ্ধিবশতঃ নিজের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ। তুমি মহারাজকে বঞ্চিত করিয়াছ এবং মর্য্যাদা পালন করিতেছ না। তুমি স্বভাব-সৌজন্য পরিত্যাগ করিয়াছ বলিয়া এইরূপ ক্রূর হইয়াছ। সীতা-দেবীকে বনে যাইতে হইবে না। তিনিই ন্যায়তঃ রামের প্রাপ্য আসনে উপবেশন করিবেন। গৃহস্থব্যক্তির পত্নী আত্মস্বরূপ, সীতা রামের আত্মস্বরূপ বলিয়া রামের রাজ্য তিনি পালন করিবেন। শেষ পর্য্যন্ত যদি জানকী রামের সঙ্গে বনে গমনই করেন, তাহা হইলে আমরা তাঁহার অনুগমন করিব এবং অযোধ্যার নরনারীগণও অনুগমন করিবে।২১-২৫

যেখানে সীতার সহিত রাম গমন করিবেন, অন্তঃপুররক্ষকগণ ও অন্যান্য সকলে ধন-ধান্য, দাস-দাসী প্রভৃতি লইয়া সেইস্থানে গমন করিবে। আমি বলিতেছি যে, ভরত ও শত্রুঘ্ন দুইভ্রাতাই চীরধারী হইয়া বনবাস করিতে ইচ্ছুক হইবে এবং বনবাসী অগ্রজের অনুগমন করিবে। তখন ঐশ্বর্য্যশূন্য মনুষ্যরহিত এই রাজ্য বৃক্ষ-সমূহে পূর্ণ হইবে। প্রজাগণের অহিতকারিণী দুষ্ট-প্রকৃতি তুমি তখন এই রাজ্য শাসন করিও। যেখানে রাম রাজা হইতেছেন না, তাহা আর রাজ্য থাকিবে না, বনে পরিণত হইবে। যে বনে রাম বাস করিবেন, সেই বন রাজ্যে পরিণত হইবে। আরও বলিতেছি যে, যদি মহারাজ দশরথের ঔরসে ভরত জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি কখনই তোমার সহিত পুত্রের মত ব্যবহার করিবেন না এবং পিতা স্বেচ্ছায় দান না করিয়া তোমার অনুরোধে যে রাজ্য দান করিতেছেন, সেই রাজ্য শাসন করিতে চাহিবেন না।২৬-৩০

তুমি যদি পৃথিবী হইতে আকাশে গমন কর অর্থাৎ মৃত্যুবরণ কর, তথাপি পিতৃবংশের আচরণে অভিজ্ঞ ভরত কখনই বিপরীত আচরণ করিবেন না। তুমি নিজ-পুত্রের হিতকর কার্য্য করিতে অভিলাষ করিয়া তাহার অপ্রিয়কার্য্যই করিয়াছ। এই সংসারে এমন কোন

দ্রক্ষ্যস্যদ্যৈব কৈকেয়ি পশুব্যালমৃগদ্বিজান্।
গচ্ছতঃ সহ রামেণ পাদপাংশ্চ তদুন্মুখান্ ॥৩৩
অথোত্তমান্যাভরণানি দেবি
দেহি স্নুষায়ৈ ব্যপনীয় চীরম্।
ন চীরমস্যাঃ প্রবিধীয়তেতি
ন্যবারয়ত্তদ্বসনং বসিষ্ঠঃ ॥৩৪
একস্য রামস্য বনে নিবাস-
স্ত্বয়া বৃতঃ কেকয়রাজপুত্রি।
বিভূষিতেয়ং প্রতিকর্মনিত্যা
বসত্বরণ্যে সহ রাঘবেণ ॥৩৫
যানৈশ্চ মুখ্যৈঃ পরিচারকৈশ্চ
সুসংবৃতা গচ্ছতু রাজপুত্রী।
বস্ত্রৈশ্চ সর্বৈঃ সহিতৈর্বিধানৈ-
র্নেয়ং বৃতা তে বরসম্প্রদানে ॥৩৬
তস্মিংস্তথা জল্পতি বিপ্রমুখ্যে
গুরৌ নৃপস্যাপ্রতিমপ্রভাবে।
নৈব স্ম সীতা বিনিবৃত্তভাবা
প্রিয়স্য ভর্তুঃ প্রতিকারকামা ॥৩৭
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে সপ্তত্রিংশঃ সর্গঃ ॥৩৭

লোক নাই, যে রামের প্রতি অনুরক্ত নহে। কৈকেয়ি! তুমি এখনই দেখিতে পাইবে যে, পশু, সর্প, মৃগ ও পক্ষি-সমূহ রামের সহিত গমন করিতেছে। অধিক কি বলিব? বৃক্ষসমূহ রামের জন্য উন্মুখ হইয়া থাকিবে। অতএব দেবি! কৈকেয়ি! তুমি পুত্রবধূর চীরবস্ত্র অপসারণ করিয়া তাঁহাকে উত্তম আভরণ দান কর। এই চীরবস্ত্র সীতাদেবীর শরীরে ধারণের অনুপযুক্ত। এইরূপ বলিয়া বশিষ্ঠদেব চীরবস্ত্র প্রদান করিতে কৈকেয়ীকে নিষেধ করিলেন।৩১-৩৪

পুনশ্চ বশিষ্ঠদেব বলিলেন,—কেকয়রাজনন্দিনি! তুমি একমাত্র রামেরই বনবাস প্রার্থনা করিয়াছ, সীতার বনবাস প্রার্থনা কর নাই। অতএব রাজপুত্রী সীতা বস্ত্রালঙ্কার প্রভৃতির দ্বারা শোভাময়ী হইয়া রামের সহিত অরণ্যে বাস করুন। তিনি উত্তম শকট প্রভৃতিতে আরোহণ করিয়া পরিচারকগণের সহিত গমন করুন। তাঁহার উত্তম বস্ত্র ও অন্যান্য উপকরণ লইয়াই রামের সহিত যাওয়া উচিত। অপরিমিততেজস্বী ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ রাজগুরু বশিষ্ঠ এইরূপ বলিতে লাগিলেন। কিন্তু সীতাদেবী প্রিয়তম পতির সর্বতোভাবে অনুকরণ করিতে ইচ্ছুক হওয়ায় চীরবস্ত্র ধারণ করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না।৩৫-৩৭

মহর্ষিবাল্মীকি প্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে সপ্তত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টত্রিংশঃ সর্গঃ

[কৈকয়ীং প্রতি দশরথস্য বিলাপোক্তিঃ, কৌসল্যায়া রক্ষণাবেক্ষণার্থং দশরথং প্রতি রামস্যানুরোধশ্চ।]

তস্যাং চীরং বসানায়াং নাথবত্যামনাথবৎ।
প্রচুক্রোশ জনঃ সর্বো ধিক্ ত্বাং দশরথং ত্বিতি ॥১
তেন তত্র প্রণাদেন দুঃখিতঃ স মহীপতিঃ।
চিচ্ছেদ জীবিতে শ্রদ্ধাং ধর্মে যশসি চাত্মনঃ ॥২
স নিঃশ্বস্যোষ্ণমৈক্ষ্বাকস্তাং ভার্য্যামিদমব্রবীৎ।
কৈকয়ি কুশচীরেণ ন সীতা গন্তুমর্হতি ॥৩
সুকুমারী চ বালা চ সততঞ্চ সুখোচিতা।
নেয়ং বনস্য যোগ্যেতি সত্যমাহ গুরুর্মম ॥৪
ইয়ং হি কস্যাপি করোতি কিঞ্চিৎ
তপস্বিনী রাজ-বরস্য পুত্রী।
যা চীরমাসাদ্য বনস্য মধ্যে
জাতা বিসংজ্ঞা শ্রমণীব কাচিৎ ॥৫
চীরাণ্যপাস্যাজ্জনকস্য কন্যা
নেয়ং প্রতিজ্ঞা মম দত্তপূর্বা।
যথাসুখং গচ্ছতু রাজপুত্রী
বনং সমগ্রা সহ সর্বরত্নৈঃ ॥৬
অজীবনার্হেণ ময়া নৃশংসা
কৃতা প্রতিজ্ঞা নিয়মেন তাবৎ।
ত্বয়া হি বাল্যাৎ প্রতিপন্নমেতৎ।
তন্মা দহেদ্ বেণুমিবাত্মপুষ্পম্ ॥৭
রামেণ যদি তে পাপে কিঞ্চিৎকৃতমশোভনম্।
অপকারং কিমিব তে বৈদেহ্যা দর্শিতোঽধমে ॥৮
মৃগীবোৎফুল্লনয়না মৃদুশীলা মনস্বিনী।
অপকারঃ ক ইব তে করোতি জনকাত্মজা ॥৯

অষ্টত্রিংশ সর্গ

[কৈকেয়ীর প্রতি রাজা দশরথের বিলাপোক্তি এবং বৃদ্ধাজননী কৌশল্যার রক্ষণাবেক্ষণ করিবার জন্য পিতা দশরথের প্রতি রামের অনুরোধ।]

সীতানাথ রাম নিকটে থাকা সত্ত্বেও সীতাদেবী অনাথার ন্যায় চীরবস্ত্র পরিধান করিতে থাকিলে সেখানে উপস্থিত সকললোকই চীৎকার করিতে লাগিল এবং এই অবস্থায় দশরথ মৌন রহিয়াছেন দেখিয়া তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিল—দশরথ নরপতিকে শত ধিক্। জনগণের ঐরূপ ধিক্কার-শব্দে ভূপতি দশরথ অতিশয় দুঃখিত হইলেন এবং ধর্ম ও যশের প্রতি আগ্রহ ত্যাগ করিলেন এবং জীবনধারণেও অনিচ্ছুক হইলেন। তখন ইক্ষ্বাকুনন্দন দশরথ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ভার্য্যাকে বলিলেন,—কৈকেয়ি! কুশ ও চীরবস্ত্র ধারণ করিয়া সীতা বনে গমন করিতে পারেন না। সর্বদা সুখভোগের অধিকারিণী কোমলাঙ্গী জানকী বালিকা। এইজন্য সে বনবাসের যোগ্যা নহে—এই কথা আমার গুরুদেব বলিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ সত্য। পতিব্রতা জনকরাজতনয়া সীতা কি কাহারও কিছুমাত্র অনিষ্ট করিয়াছেন? কখনই তাহা করেন নাই। তাহা হইলে তিনি চীর গ্রহণ করিয়া অপরিচিতা ভিক্ষুকীর ন্যায় বনবাসিনী হইতেছেন কেন? এইজন্য আমি বলিতেছি যে, জনকনন্দিনী চীরবস্ত্র পরিত্যাগ করুন। কৈকেয়ি! আমি ত পূর্বে তোমাকে এইরূপ কোন প্রতিশ্রুতি দান করি নাই যে, সীতাকেও চীরবস্ত্র পরিধান করিয়া বনে যাইতে হইবে। সুতরাং রাজকন্যা সীতা সমস্ত রত্ন প্রভৃতি ভূষণের সহিত স্বচ্ছন্দে বনে গমন করুন।১-৫

আমি মুমূর্ষু হইয়াই তোমার নিকট দৃঢ়ভাবে এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে, "তুমি যাহা চাহিবে, তাহাই

নন্বু পর্য্যাপ্তমেতত্তে পাপে রামবিবাসনম্।
কিমেভিঃ কৃপণৈর্ভূয়ঃ পাতকৈরপি তে কৃতৈঃ ॥১০
প্রতিজ্ঞাতং ময়া তাবত্ত্বয়োক্তং দেবি শৃণ্বতা।
রামং যদভিষেকায় ত্বমিহাগতমব্রবীঃ ॥১১
তত্ত্বেতৎ সমতিক্রম্য নিরয়ং গন্তুমিচ্ছসি।
মৈথিলীমপি যা হি ত্বমীক্ষসে চীরবাসিনীম্ ॥১২
ইতীব রাজা বিলপন্মহাত্মা
শোকস্য নান্তং স দদর্শ কিঞ্চিৎ।
ভৃশাতুরত্বাচ্চ পপাত ভূমৌ
তেনৈব পুত্রবৎসলে নিমগ্নঃ ॥১৩
এবং ব্রুবন্তং পিতরং রামঃ সংপ্রস্থিতো বনম্।
অবাক্‌শিরসমাসীনমিদং বচনমব্রবীৎ ॥১৪
ইয়ং ধার্মিক কৌসল্যা মম মাতা যশস্বিনী।
বৃদ্ধা চাক্ষুদ্রশীলা চ ন চ ত্বাং দেব গর্হতে ॥১৫
ময়া বিহীনাং বরদ প্রপন্নাং শোকসাগরম্।
অদৃষ্টপূর্বব্যসনাং ভূয়ঃ সংমন্তুমর্হসি ॥১৬
পুত্রশোকং যথা নচ্ছেৎ ত্বয়া পূজ্যেন পূজিতা।
মাং হি সঞ্চিন্তয়ন্তী সা ত্বয়ি জীবেৎ তপস্বিনী ॥১৭
ইমাং মহেন্দ্রোপম জাতগর্ধিনীং
তথা বিধাতুং জননীং মহার্হসি।
যথা বনস্থে ময়ি শোককর্ষিতা
ন জীবিতং ন্যস্য যমক্ষয়ং ব্রজেৎ ॥১৮
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে অষ্টত্রিংশঃ সর্গঃ ॥

দিব"। তুমি নিজের মন্দবুদ্ধির জন্য রামের বনবাস নিশ্চয় করিলে। বংশবৃক্ষে পুষ্প হইলে ঐ পুষ্প যেমন বংশবৃক্ষকে দগ্ধ করে, সেইরূপ আমার প্রতিজ্ঞা আমাকে দগ্ধ করিতেছে। পাপীয়সি! যদি রাম তোমার বিন্দুমাত্র অপকার করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাকে দণ্ডদান কর। কিন্তু বৈদেহীর দ্বারা তোমার কি অপকার হইয়াছে? হরিণীর ন্যায় প্রফুল্লনয়না কোমলস্বভাবা মনস্বিনী জানকী তোমার কি অপকার করিয়াছেন? পাপিনি! রামকে নির্বাসিত করিয়া যথেষ্ট পাপকার্য্য করিয়াছ, ইহার পরে আর এই সকল ঘোর পাপের অনুষ্ঠানের কি প্রয়োজন? দেবি! রাম অভিষিক্ত হইবার জন্য আমার নিকট আসিলে পর তুমি আমার সম্মুখে তাঁহাকে যাহা বলিয়াছিলে, আমি তাহা শুনিয়াই কোনরূপ চিন্তা না করিয়াই তোমার কথায় সম্মতি দিয়াছিলাম। এক্ষণে তুমি নিজের কথা অতিক্রম করিয়া নরকে গমন করিতে ইচ্ছা করিয়াছ, যেহেতু সীতাদেবীকে চীরবস্ত্রধারিণী করিয়া বনে প্রেরণ করিতেছ।৬ ১২

মহাত্মা দশরথ এইভাবে বিলাপ করিতে লাগিলেন, শোক-নিবারণের কোন উপায় খুঁজিয়া পাইলেন না। প্রিয়তম পুত্রের বিপদে মুহ্যমান ও অতিশয় কাতর হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। অবনতমস্তকে উপবিষ্ট মহারাজ দশরথ ঐ সকল কথা বলিতে থাকিলে বনগমনে উদ্যত রাম তাঁহাকে বলিলেন,—ধর্মপরায়ণ! মহারাজ! আমার জননী যশস্বিনী কৌশল্যাদেবী বৃদ্ধা হইয়াছেন। তাঁহার স্বভাব সঙ্কীর্ণ নহে, আমার বনগমন-বার্তা শুনিয়াও তিনি আপনার নিন্দা ত করিতেছেন না। বরপ্রদ! পিতৃদেব! আমার জননী কখনও কোন দুঃখ পান নাই, এক্ষণে আমার বিরহে শোকসাগরে নিমগ্ন হইতেছেন। অতএব তাঁহাকে অধিক সম্মান দেওয়া আপনার কর্তব্য। আপনার দ্বারা তিনি সম্মানিতা হউন, যাহাতে পুত্রশোক তাঁহাকে স্পর্শ না করে। তিনি আমার কথা চিন্তা করিতে করিতে আপনার উপর নির্ভর করিয়াই জীবন-ধারণ করিবেন। দেবরাজতুল্য! মহারাজ! নিজপুত্রের সকলবিষয়ে অতিশয় অভিলাষিণী মদীয়া জননীর প্রতি আপনি অবশ্যই সেইরূপ ব্যবহার করিবেন, যাহাতে আমি বনে গমন করিলে পর পুত্রশোককাতরা মাতার প্রাণবিয়োগ না হয়।১৩-১৫

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে অষ্টত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ঊনচত্বারিংশঃ সর্গঃ

[মুনিবেশধারিণং রামং সমীক্ষ্য দশরথস্য বিলাপঃ, তদাদেশাৎ সুমন্ত্রস্য চ রথানয়নম্, সীতায়ৈ বসনাভরণানি প্রদানার্থং কোষাধ্যক্ষং প্রতি দশরথস্যাদেশঃ, সীতাং পরিষ্বজ্য তাং প্রতি কৌসল্যায়া উপদেশঃ, সীতায়াঃ প্রতিবচনঞ্চ, কৌসল্যাং প্রতি রামস্য আশ্বাসবাক্যং, মাতৃগণানামামন্ত্রণঞ্চ।]

রামস্য তু বচঃ শ্রুত্বা মুনিবেষধরঞ্চ তম্।
সমীক্ষ্য সহ ভার্য্যাভী রাজা বিগতচেতনঃ ॥১
নৈনং দুঃখেন সন্তপ্তঃ প্রত্যবৈক্ষত রাঘবম্।
ন চৈনমভিসংপ্রেক্ষ্য প্রত্যভাষত দুর্মনাঃ ॥২
স মুহূর্তমিবাসংজ্ঞো দুঃখিতশ্চ মহীপতিঃ।
বিললাপ মহাবাহু রামমেবানুচিন্তয়ন্ ॥৩
মন্যে খলু ময়া পূর্বং বিবৎসা বহবঃ কৃতাঃ।
প্রাণিনো হিংসিতা বাপি তস্মামিদমুপস্থিতম্ ॥৪
ন ত্বেবানাগতে কালে দেহাচ্চ্যবতি জীবিতম্।
কৈকয্যা ক্লিশ্যমানস্য মৃত্যুর্মম ন বিদ্যতে ॥৫
যোঽহং পাবকসঙ্কাশং পশ্যামি পুরতঃ স্থিতম্।
বিহায় বসনে সূক্ষ্মে তাপসাচ্ছাদমাত্মজম্ ॥৬
একস্যাঃ খলু কৈকয্যাঃ কৃতোঽয়ং খিদ্যতে জনঃ।
স্বার্থে প্রযতমানায়াঃ সংশ্রিত্য নিকৃতিং ত্বিমাম্ ॥৭
এবমুক্ত্বা তু বচনং বাষ্পেণ পিহিতেন্দ্রিয়ঃ।
রামেতি সকৃদেবোক্ত্বা ব্যাহর্তুং ন শশাক সঃ ॥৮
সংজ্ঞাং তু প্রতিলভ্যৈব মুহূর্তাৎ স মহীপতিঃ।
নেত্রাভ্যামশ্রুপূর্ণাভ্যাং সুমন্ত্রমিদমব্রবীৎ ॥৯
ঔপবাহ্যং রথং যুক্ত্বা ত্বমায়াহি হয়োত্তমৈঃ।
প্রাপয়ৈনং মহাভাগমিতো জনপদাৎ পরম্ ॥১০

ঊনচত্বারিংশ সর্গ

[মুনিবেশধারী রামকে দেখিয়া দশরথের বিলাপ, তাঁহার আদেশে সুমন্ত্রের রথ আনয়ন, সীতাকে বসন ও আভরণসকল প্রদান করিবার জন্য কোষাধ্যক্ষের প্রতি দশরথের আদেশ, সীতাকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার প্রতি কৌশল্যার উপদেশ, সীতার প্রত্যুক্তি, কৌশল্যার প্রতি রামের আশ্বাস-বাক্য ও মাতৃগণকে আমন্ত্রণ।]

পত্নীগণের সহিত রাজা দশরথ মুনিবেশধারী রামকে দেখিয়া এবং তাঁহার কথা শুনিয়া সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িলেন। তিনি এত গভীর দুঃখে অভিভূত হইলেন যে, পুনর্বার রামের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে পারিলেন না এবং কোন কথাও বলিতে পারিলেন না। মহাবীর দশরথ অতিদুঃখে মুহূর্তকাল অচৈতন্য থাকিয়া রামকে চিন্তা করিতে করিতে বিলাপ করিতে লাগিলেন। দশরথ বলিতে লাগিলেন—আমি বোধ হয় পূর্বে অনেক ধেনুকে বৎসহীন করিয়াছিলাম এবং অনেক প্রাণীকেও নিহত করিয়াছিলাম। সেই পাপের জন্য আমার এই দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে। যথাসময় উপস্থিত না হইলে দেহ হইতে কখনই প্রাণ বাহির হয় না। এইজন্য কৈকেয়ী আমাকে এইরূপ দুঃসহ ক্লেশ দেওয়া সত্ত্বেও আমার মৃত্যু হইতেছে না। এই দুঃসহ দুঃখে প্রাণ গেল না বলিয়াই সম্মুখে অগ্নিতুল্যতেজস্বী ও পবিত্র প্রিয়পুত্রকে উত্তমবস্ত্র-পরিত্যাগী মুনিবেশধারী দেখিলাম, মৃত্যু হইলে ইহা দেখিতে হইত না। একমাত্র স্বার্থ-সাধনরতা ছলপরায়ণা কৈকেয়ীর জন্যই সকলে এত কষ্ট পাইতেছে। বিহ্বলেন্দ্রিয় দশরথ সজলনেত্রে এই সমস্ত কথা বলিয়া 'রাম' এই শব্দটি একবারমাত্র উচ্চারণ করিলেন, কিন্তু আর কোন কথাই বলিতে পারিলেন না, অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন। মুহূর্তকাল পরে সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া অশ্রুপূর্ণনেত্রে সুমন্ত্রকে বলিলেন,—সুমন্ত্র! তুমি রাজযোগ্য রথ উৎকৃষ্ট অশ্বগণের দ্বারা যোজিত করিয়া সেই রথে রামকে আরোহণ করাও এবং অযোধ্যানগরী হইতে লইয়া যাও।১-১০

শ্রীমান্ রাম মহাবীর ও সচ্চরিত্র হইয়াও যে পিতা-মাতাকর্তৃক নির্বাসিত হইতেছেন, ইহাতে আমার মনে হয়, গুণবান্ ব্যক্তিগণের গুণের ইহাই প্রকৃষ্ট ফল। শীঘ্রগতি সুমন্ত্র নৃপতির বচন শুনিয়া অশ্বের দ্বারা রথ যোজনা করত ফিরিয়া আসিলেন এবং রামের সম্মুখে রথ

এবং মন্যে গুণবতাং গুণানাং ফলমুচ্যতে।
পিত্রা মাত্রা চ যৎসাধুর্বীরো নির্বাস্যতে বনম্ ॥১১
রাজ্ঞো বচনমাজ্ঞায় সুমন্ত্রঃ শীঘ্রবিক্রমঃ।
যোজয়িত্বা যযৌ তত্র রথমশ্বৈরলঙ্কৃতম্ ॥১২
তং রথং রাজপুত্রায় সূত কনকভূষিতম্।
আচচক্ষেঽঞ্জলিং কৃত্বা যুক্তং পরমবাজিভিঃ ॥১৩
রাজা সত্বরমাহূয় ব্যাপৃতং বিত্তসঞ্চয়ে।
উবাচ দেশ-কালজ্ঞো নিশ্চিতং সর্বতঃ শুচিঃ ॥১৪
বাসাংসি চ বরার্হাণি ভূষণানি মহান্তি চ।
বর্ষাণ্যেতানি সংখ্যায় বৈদেহ্যাঃ ক্ষিপ্রমানয় ॥১৫
নরেন্দ্রেণৈবমুক্তস্তু গত্বা কোশগৃহং ততঃ।
প্রাযচ্ছৎ সর্বমাহৃত্য সীতায়ৈ ক্ষিপ্রমেব তৎ ॥১৬
সা সুজাতা সুজাতানি বৈদেহী প্রস্থিতা বনম্।
ভূষয়ামাস গাত্রাণি তৈর্বিচিত্রৈর্বিভূষণৈঃ ॥১৭
ব্যরাজয়ত বৈদেহী বেশ্ম তৎসুবিভূষিতা।
উদ্যতোংঽশুমতঃ কালে খং প্রভবে বিবস্বতঃ ॥১৮

তাং ভুজাভ্যাং পরিষ্বজ্য শ্বশ্রূর্বচনমব্রবীৎ।
অনাচরন্তীং কৃপণং মূর্ধ্ন্যুপাঘ্রায় মৈথিলীম্ ॥১৯
অসত্যঃ সর্বলোকেঽস্মিন্ সততং সংকৃতাঃ প্রিয়ৈঃ।
ভর্তারং নাভিমন্যন্তে (ক) বিনিপাতগতং স্ত্রিয়ঃ ॥২০
এষ স্বভাবো নারীণামনুভূয় পুরা সুখম্।
অল্পামপ্যাপদং প্রাপ্য দুষ্যন্তি প্রজহত্যপি ॥২১
অসত্যশীলা বিকৃতা দুর্গা অহৃদয়াঃ সদা।
অসত্যঃ পাপসঙ্কল্পাঃ ক্ষণমাত্রবিরাগিণঃ ॥২২
ন কুলং ন কৃতং বিদ্যা ন দত্তং নাপি সংগ্রহঃ।
স্ত্রীণাং গৃহ্ণাতি হৃদয়মনিত্যহৃদয়া হি তাঃ ॥২৩
সাধ্বীনাং তু স্থিতানাং তু শীলে সত্যে শ্রুতে স্থিতে।
স্ত্রীণাং পবিত্রং পরমং পতিরেকো বিশিষ্যতে ॥২৪
স ত্বয়া নাবমন্তব্যঃ পুত্রঃ প্রব্রাজিতো বনম্।
তব দেবসমস্ত্বেষ নির্ধনঃ সধনোঽপি বা ॥২৫
বিজ্ঞায় বচনং সীতা তস্যা ধর্মার্থসংহিতম্।
কৃতাঞ্জলিরুবাচেদং শ্বশ্রূমভিমুখে স্থিতা ॥২৬

উপস্থাপিত করিয়া তিনি কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিলেন,—সুবর্ণভূষিত রথে উৎকৃষ্ট অশ্ব যোজনা করা হইয়াছে। তখন পবিত্রচিত্ত দেশকালবিষয়ে অভিজ্ঞ দশরথ অতিসত্বর কোষাধ্যক্ষকে অভিপ্রেত বাক্য বলিলেন,—চতুর্দশবৎসরের উপযোগী গণনা করিয়া সীতার উপযুক্ত মূল্যবান্ উত্তমবস্ত্র ও আভরণসমূহ শীঘ্র আনয়ন কর। দশরথ এইরূপ বলিলে কোষাধ্যক্ষ কোষ-গৃহে প্রবেশ করিয়া সমস্ত উত্তম দ্রব্য গ্রহণপূর্বক অতি সত্বর সীতার নিকট সমর্পণ করিলেন। সুজাতা সীতা শুভলক্ষণযুক্ত নিজ অঙ্গকে নানাবিধ ভূষণের দ্বারা ভূষিত করিলেন। উৎকৃষ্ট ভূষণসমূহের দ্বারা ভূষিত হইয়া সীতা সেই গৃহটিকে আলোকিত করিলেন। প্রভাময় সূর্য্যের উদয়কালে আকাশের যেরূপ শোভা হয়, সীতার অলঙ্কার-ভূষিত শরীরের দ্বারা গৃহটির সেইরূপ শোভা হইল। তখন সীতার শ্বশ্রূমাতা কৌশল্যা উত্তমচেষ্টাবতী বধূকে দুইবাহুর দ্বারা আলিঙ্গন করিলেন ও মস্তক আঘ্রাণ করিলেন। অনন্তর বলিলেন,—পতিকর্তৃক সতত সম্মানিত হইয়াও যে সকল স্ত্রীলোক বিপৎকালে পতির সমাদর করে না, পরন্তু অবজ্ঞা করে, সেইসমস্ত স্ত্রীলোক বস্তুতঃই অসতী।১১-২০

ঐ সমস্ত অসতী নারীর এইরূপ স্বভাব যে, তাহারা পূর্বে যথেষ্ট সুখভোগ করিয়া বিপৎকালে স্বল্পমাত্র দুঃখ পাইলে পতির প্রতি দুর্বাক্য প্রয়োগ করে ও পতিকে পরিত্যাগ করে। এইরূপ দুষ্টস্বভাবসম্পন্না পাপিষ্ঠা স্ত্রীর অন্তরের ভাব কেহই জানিতে পারে না, যেহেতু তাহাদের কোন বিষয়েই দৃঢ় অনুরাগ হয় না পরন্তু ক্ষণে ক্ষণে নানা-বস্তুতে বিরাগ ও অনুরাগ হইয়া থাকে। তাহারা পতির বংশ, বিদ্যা, উপকার, অলঙ্কারপ্রদান ও ক্ষমা প্রভৃতি সদ্গুণসমূহকে অনুমোদন করে না। হৃদয় চঞ্চল হওয়ায় তাহাদের কোন সদ্গুণে মনোনিবেশ হয় না। কিন্তু যাঁহারা পবিত্রস্বভাব, সত্যনিষ্ঠা প্রভৃতিতে রুচিসম্পন্না, তাঁহাদের কখনই পূর্বোক্ত আচরণ

পাঠান্তর :—(ক) ভর্তারং নানুমন্যন্তে—।

করিষ্যে সর্বমেবাহমার্য্যা যদনুশাস্তি মাম্ ।
অভিজ্ঞাস্মি যথা ভর্তুর্বর্তিতব্যং শ্রুতঞ্চ মে ॥২৭
ন মামসজ্জনেনার্য্যা সমানয়িতুমর্হতি ।
ধর্ম্মাদ্ বিচলিতুং নাহমলং চন্দ্রাদিব প্রভা ॥২৮
নাতন্ত্রী বিদ্যতে বীণা নাচক্রো বিদ্যতে রথঃ ।
নাপতিঃ সুখমেধেত যা স্যাদপি শতাত্মজা ॥২৯
মিতং দদাতি হি পিতা মিতং ভ্রাতা মিতং সুতঃ ।
অমিতস্য তু দাতারং ভর্তারং কা ন পূজয়েৎ ॥৩০
সাহমেবং গতা শ্রেষ্ঠা শ্রুতধর্ম্মপরা বরা ।
আর্য্যে কিমবমন্যেয়ং স্ত্রীণাং ভর্তা হি দৈবতম্ ॥৩১
সীতায়া বচনং শ্রুত্বা কৌসল্যাহৃদয়ঙ্গমম্ ।
শুদ্ধসত্ত্বা মুমোচাশ্রু সহসা দুঃখহর্ষজম্ ॥৩২
তাং প্রাঞ্জলিরভিপ্রেক্ষ্য মাতৃমধ্যেঽতিসৎকৃতাম্ ।
রামঃ পরমধর্ম্মাত্মা মাতরং বাক্যমব্রবীৎ ॥৩৩
অম্ব মা দুঃখিতা ভূত্বা পশ্যেস্ত্বং পিতরং মম ।
ক্ষয়োঽপি বনবাসস্য ক্ষিপ্রমেব ভবিষ্যতি ॥৩৪
সুপ্তায়াস্তে গমিষ্যন্তি নব বর্ষাণি পঞ্চ চ ।
সমগ্রমিহ সংপ্রাপ্তং মাং দ্রক্ষ্যসি সুহৃদ্-বৃতম্ ॥৩৫
এতাবদভিনীতার্থমুক্ত্বা স জননীং বচঃ ।
ত্রয়ঃ শতশতার্ধা হি দদর্শাবেক্ষ্য মাতরঃ ॥৩৬
তাশ্চাপি স তথৈবার্তা মাতৃর্দশরথাত্মজঃ ।
ধর্মযুক্তমিদং বাক্যং নিজগাদ কৃতাঞ্জলিঃ ॥৩৭
সংবাসাৎ পরুষং কিঞ্চিদজ্ঞানাদপি যৎকৃতম্ ।
তন্মে সমুপজানীত সর্বাশ্চামন্ত্রয়ামি বঃ ॥৩৮

হয় না। তাঁহারা সকলের প্রশংসনীয়; তাঁহাদের পতিই অতিশয় প্রিয় হন। অতএব মাতঃ জানকি! আমার পুত্র বনে যাইতেছে, সে ধনী হউক, নির্ধনই হউক, তুমি তাহাকে দেবতা বলিয়া মনে করিও, কখনও অবজ্ঞা করিও না। শ্বশ্রূমাতার সম্মুখে অবস্থিতা সীতা তাঁহার ধর্ম্মার্থযুক্ত বচন শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন—আর্য্যে! আপনি আমাকে যে সকল আদেশ দিলেন, আমি তৎসমস্তই পালন করিব। আমি সেইরূপ জ্ঞানলাভ করিয়াছি, যাহাতে পতির প্রতি উত্তমব্যবহার করা যায়। আপনি আমাকে অনার্য্যরমণীর সহিত তুলনা করিবেন না। চন্দ্র হইতে জ্যোৎস্না যেমন বিচ্যুত হয় না, সেইরূপ আমিও নিজধর্ম হইতে কখনও বিচ্যুত হইব না। যেমন তন্ত্রীবিহীন বীণা বাজে না, যেমন চক্রবিহীন রথ চলিতে পারে না, সেইরূপ পতিবিহীনা রমণী শতপুত্রের জননী হইলেও সুখলাভ করে না। পিতা, ভ্রাতা ও পুত্র যাহা দান করেন, তাহা পরিমিত, কিন্তু পতি যাহা দান করেন, তাহা অপরিমিত। সুতরাং কোন্ স্ত্রী অপরিমিতদানকারী পতিকে সম্মান করিবে না? তাঁহাকে অবশ্যই সম্মান করা কর্তব্য।২১-৩০

আর্য্যে! আমি গুরুজনের নিকট পতিব্রতাগণের সামান্য ও বিশেষধর্মের কথা শুনিয়াছি। পতিই নারীগণের দেবতা—ইহা আমি জানি। সুতরাং আমি কি পতির অবমাননা করিতে পারি? সত্ত্বগুণবতী কৌশল্যা সীতার এইরূপ মনোহরবাক্য শুনিয়া যুগপৎ দুঃখ ও হর্ষপ্রাপ্ত হওয়ায় তজ্জনিত নয়নজল বিসর্জন করিতে লাগিলেন। অনন্তর পরমধার্মিক রাম কৃতাঞ্জলি হইয়া মাতৃগণমধ্যে পরমপূজ্যা জননী কৌশল্যাকে বলিলেন,—জননি! আপনি দুঃখিত হইয়া আমার বনবাসের জন্য পিতৃদেবকে কুদৃষ্টিতে দেখিবেন না। আমার বনবাসকাল অতিসত্বর সমাপ্ত হইবে। আপনি নিদ্রা হইতে উঠিয়াই (অতিশীঘ্রই) দেখিতে পাইবেন যে, আমি বন্ধুজন-পরিবৃত হইয়া এখানে ফিরিয়া আসিয়াছি। এই চতুর্দশ-বৎসর অনায়াসেই অতীত হইয়া যাইবে।৩১-৩৫

শ্রীমান্ রাম জননী কৌশল্যাকে এইরূপ সঙ্গত সময়োচিত নীতিপূর্ণ বাক্য বলিয়া সেইস্থানে অবস্থিত সার্ধত্রিশত (সাড়ে তিনশত) মাতৃগণকে দর্শন করিলেন। মাতৃগণও রামকে দর্শন করিলেন। দশরথনন্দন রাম মাতৃগণকে কৌশল্যার মতই অতিশয় দুঃখিত দেখিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাদিগকে ধর্ম্মযুক্তবাক্য বলিলেন,—জননীগণ! সর্বদা একত্র অবস্থান করার জন্য কিংবা আমার অজ্ঞানতার জন্য যদি আমি কখনও আপনাদিগকে কর্কশ কথা বলিয়া থাকি, অথবা অশিষ্টব্যবহার করিয়া

বচনং রাঘবস্যৈতদ্ধর্ম্মযুক্তং সমাহিতম্ ।
শুশ্রুবুস্তাঃ স্ত্রিয়ঃ সর্বাঃ শোকোপহতচেতসঃ ॥৩৯
জজ্ঞেঽথ তাসাং সন্নাদঃ ক্রৌঞ্চীনামিব নিঃস্বনঃ ।
মানবেন্দ্রস্য ভার্য্যাণামেবং বদতি রাঘবে ॥৪০
মুরজপণবমেঘঘোষবদ্
দশরথবেশ্ম বভূব যৎ পুরা ।
বিলপিতপরিদেবনাকুলং
ব্যসনগতং তদভূৎ সুদুঃখিতম্ ॥৪১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে ঊনচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥

...থাকি বলিয়া আপনারা মনে করেন, তাহা হইলে আমি প্রার্থনা করিতেছি, আপনারা আমার সেই দোষ ক্ষমা করুন। রামের এইরূপ ধর্মময় সুসঙ্গত কথা শুনিয়া ...শরথ ও মহিষীগণ সকলেই শোকে অতিশয় বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। ক্রৌঞ্চপত্নীগণের বিলাপধ্বনি যেরূপ করুণ ও উৎকট হইয়া থাকে, রাম এইরূপ বলিতে থাকিলে দশরথপত্নীগণেরও সেইরূপ করুণ ও উৎকট বিলাপধ্বনি উত্থিত হইল। মহারাজ দশরথের যে গৃহটি পূর্বে মুরজ, পণব ও মেঘনামক বাদ্যযন্ত্রের ধ্বনিতে মুখরিত থাকিত, এক্ষণে সেই গৃহটি রাজপত্নীগণের বিলাপ ও আর্তনাদে প্রতিধ্বনিত হইয়া বিপদের মধ্যে পতিত হইল। গৃহটি এক্ষণে অতিশয় দুঃখে পরিপূর্ণ হইল।৩৯-৪১

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ঊনচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

চত্বারিংশঃ সর্গঃ

[সসীতয়ো রাম-লক্ষ্মণয়োঃ পিতুর্মাতৃণাঞ্চ পাদবন্দনম্, রাম-সীতয়োরনুগমনায় লক্ষ্মণং প্রতি সুমিত্রায়া আদেশঃ, সুমন্ত্রপ্রার্থনয়া রামাদীনাং রথারোহণম্, সীতায়ৈ দশরথস্য বস্ত্রাভরণাদিদানম্, পৌরাণাং রাম-রথানুগমনম্, রামং দ্রষ্টুং স্ত্রীভিঃ সহ দশরথস্য পুরান্নির্গমনম্, পৌরাণাং বিলাপশ্চ ।]

অথ রামশ্চ সীতা চ লক্ষ্মণশ্চ কৃতাঞ্জলিঃ ।
উপসংগৃহ্য রাজানং চক্রুর্দীনাঃ প্রদক্ষিণম্ ॥১
তং চাপি সমনুজ্ঞাপ্য ধর্মজ্ঞঃ সহ সীতয়া ।
রাঘবঃ শোকসম্মূঢ়ো জননীমভ্যবাদয়ৎ ॥২
অন্বক্ষং লক্ষ্মণো ভ্রাতুঃ কৌসল্যামভ্যবাদয়ৎ ।
অপি মাতুঃ সুমিত্রায়া জগ্রাহ চরণৌ পুনঃ ॥৩
তং বন্দমানং রুদতী মাতা সৌমিত্রিমব্রবীৎ ।
হিতকামা মহাবাহুং মূর্দ্ধ্যুপাঘ্রায় লক্ষ্মণম্ ॥৪

চত্বারিংশ সর্গ

[সীতার সহিত রাম ও লক্ষ্মণ কর্তৃক পিতা এবং মাতৃগণের চরণবন্দনা, রাম-সীতার অনুগমন করিবার জন্য লক্ষ্মণের প্রতি সুমিত্রার আদেশ, সুমন্ত্রের প্রার্থনায় রাম প্রভৃতির রথারোহণ, সীতাকে দশরথের বস্ত্রাভরণাদি দান, পুরবাসিগণের রামচন্দ্রের রথের অনুগমন, রামকে দেখিবার জন্য স্ত্রীগণের সহিত দশরথের অন্তঃপুর হইতে বহির্গমন ও পুরবাসিগণের বিলাপ।]

অনন্তর রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ কৃতাঞ্জলিপুটে দীন-ভাবে মহারাজকে প্রণাম করিয়া প্রদক্ষিণ করিলেন। ধর্মজ্ঞ রাম তাঁহার নিকট বনগমনের অনুমতি লইয়া সীতার সহিত নিজজননীর নিকটে যাইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। রাম প্রণাম করিলে পর লক্ষ্মণ প্রথমে কৌশল্যাদেবীকে অভিবাদন করিলেন। অনন্তর লক্ষ্মণ নিজ জননী সুমিত্রাদেবীর চরণবন্দনা করিলেন। পুত্রহিতৈষিণী সুমিত্রা রোদন করিতে করিতে মহাবীর প্রণতপুত্রের মস্তক আঘ্রাণপূর্বক তাঁহাকে বলিলেন,—বৎস! সকলস্বজনের প্রতি তুমি অনুরক্ত থাকিলেও আমি তোমাকে বনবাসের জন্য অনুমতি দিতেছি।

সৃষ্টস্ত্বং বনবাসায় স্বনুরক্তঃ সুহৃজ্জনে।
রামে প্রমাদং মা কার্ষীঃ পুত্র ভ্রাতরি গচ্ছতি ॥৫
ব্যসনী বা সমৃদ্ধো বা গতিরেষ তবানঘ।
এষ লোকে সতাং ধর্ম্মো যজ্জ্যেষ্ঠবশগো ভবেৎ ॥৬
ইদং হি বৃত্তমুচিতং কুলস্যাস্য সনাতনম্।
দানং দীক্ষা চ যজ্ঞেষু তনুত্যাগো মৃধেষু হি ॥৭
লক্ষ্মণং ত্বেবমুক্ত্বাসৌ সংসিদ্ধং প্রিয়রাঘবম্।
সুমিত্রা গচ্ছ গচ্ছেতি পুনঃ পুনরুবাচ তম্ ॥৮
রামং দশরথং বিদ্ধি মাং বিদ্ধি জনকাত্মজাম্।
অযোধ্যামটবীং বিদ্ধি গচ্ছ তাত যথাসুখম্ ॥৯
ততঃ সুমন্ত্রঃ কাকুৎস্থং প্রাঞ্জলির্বাক্যমব্রবীৎ।
বিনীতো বিনয়জ্ঞশ্চ মাতলির্বাসবং যথা ॥১০

তোমার অগ্রজ ভ্রাতা রাম বনে যাইতেছেন, এই সময় তুমি প্রমাদ করিও না। (তাঁহার অনুগমন না করিলে ভুল হইবে)।১-৫

নিষ্পাপ! পুত্র! শ্রীমান্ রাম বিপন্নই হউন কিংবা ঐশ্বর্য্যবান্ই হউন, তোমার একমাত্র আশ্রয়। জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতার বশবর্ত্তী হওয়া এই সংসারে সজ্জনসম্মত ধর্ম। এইরূপ আচরণ এই বংশের উপযুক্ত এবং প্রাচীনকাল হইতে এইরূপ রীতি চলিয়া আসিতেছে। দান-যজ্ঞে ব্রতী হওয়া ও যুদ্ধে প্রাণত্যাগ প্রভৃতিও এই বংশেরই প্রাচীন রীতি। সুমিত্রাদেবী এইরূপ বলিয়া বনগমনে দৃঢ়সঙ্কল্প রামভক্ত লক্ষ্মণকে পুনঃ পুনঃ বলিলেন—বৎস! গচ্ছ, গচ্ছ—রামের সহিত যাও, যাও। পুনশ্চ প্রিয়পুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—তাত! তুমি রামকে পিতা দশরথের তুল্য মনে করিও আর জনকনন্দিনীকে আমার মত অর্থাৎ মাতৃতুল্য মনে করিও এবং তোমার বাসভূমি অরণ্যকে অযোধ্যাসদৃশ মনে করিও। বৎস! তুমি সানন্দে স্বচ্ছন্দে রামের সহিত গমন কর। এই সময় সুমন্ত্র রামের সম্মুখে আসিলেন। ইন্দ্রের সারথি মাতলি যেমনভাবে ইন্দ্রকে বলেন, সেইভাবে বিনয়পটু সুমন্ত্র নম্রভাবে কৃতাঞ্জলি হইয়া রামকে বলিলেন।৬-১০

রথমারোহ ভদ্রং তে রাজপুত্র মহাযশঃ।
ক্ষিপ্রং ত্বাং প্রাপয়িষ্যামি যত্র মাং রাম বক্ষ্যসে ॥১১
চতুর্দশ হি বর্ষাণি বস্তব্যানি বনে ত্বয়া।
তান্যুপক্রমিতব্যানি যানি দেব্যা প্রচোদিতঃ ॥১২
তং রথং সূর্য্যসঙ্কাশং সীতা হৃষ্টেন চেতসা।
আরুরোহ বরারোহা কৃত্বালঙ্কারমাত্মনঃ ॥১৩
বনবাসং হি সংখ্যায় বাসাংস্যাভরণানি চ।
ভর্ত্তারমনুগচ্ছন্ত্যৈ সীতায়ৈ শ্বশুরো দদৌ ॥১৪
তথৈবায়ুধজাতানি ভ্রাতৃভ্যাং কবচানি চ।
রথোপস্থে প্রবিন্যস্য সচর্ম কঠিনঞ্চ যৎ ॥১৫
অথো জ্বলনসঙ্কাশং চামীকরবিভূষিতম্।
তমারুরুহতুস্তূর্ণং ভ্রাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ ॥১৬

শ্রীমন্ দশরথনন্দন! আপনার মঙ্গল হউক। আপনি রথে আরোহণ করুন। আপনি আমাকে যেখানে লইয়া যাইতে বলিবেন, অতিসত্বর সেইস্থানে লইয়া যাইব। আপনি কৈকেয়ীর নিয়োগানুসারে চতুর্দ্দশবৎসর বনে বাস করিবেন, অদ্য হইতে তাহা আরম্ভ হউক। তখন জানকী আনন্দিতমনে নিজেকে অলঙ্কৃত করিয়া সূর্য্য-তুল্য উজ্জ্বলরথে আরোহণ করিলেন। সীতার শ্বশুর দশরথ বনগমনরতা পুত্রবধূর জন্য বনবাসের দিন গণনা করিয়া তদুপযুক্ত বস্ত্র ও আভরণ প্রদান করিলেন। ঐ সমস্ত দ্রব্য এবং রাম ও লক্ষ্মণের অস্ত্র ও কবচ প্রভৃতি চর্মনির্মিত-পেটিকায় স্থাপনপূর্বক রথের একদেশে রাখিলেন। অনন্তর রাম-লক্ষ্মণ দুইভ্রাতা অতিসত্বর স্বর্ণভূষিত অগ্নিতুল্য রথে আরোহণ করিলেন।১১-১৬

রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা তিনজনেই রথে আরোহণ করিয়াছেন দেখিয়া সুমন্ত্র-সারথি বায়ুতুল্যদ্রুতগামী অশ্বসমূহকে চালনা করিলেন। বনাভিমুখে রথ অগ্রসর হইতে লাগিল। দীর্ঘকালের জন্য রাম নিবিড়বনে যাইতে প্রবৃত্ত হইলে অযোধ্যাবাসীরা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। সমস্ত সৈন্যগণ চৈতন্য হারাইল। অযোধ্যায় সমস্ত মানুষ আকুল ও বিহ্বল হইয়া পড়িল। হস্তিগণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল। অশ্বগণ নিজ নিজ ভূষণের শব্দ

সীতাতৃতীয়ানারূঢ়ান্ দৃষ্ট্বা রথমচোদয়ৎ।
সুমন্ত্রঃ সম্মতানশ্বান্ বায়ুবেগসমাঞ্জবে ॥১৭
প্রযাতে তু মহারণ্যং চিররাত্রায় রাঘবে।
বভূব নগরে মূর্চ্ছা বলমূর্চ্ছা জনস্য চ ॥১৮
তৎ সমাকুলসম্ভ্রান্তং মত্ত-সংকুপিতদ্বিপম্।
হয়সিঞ্জিতনির্ঘোষং পুরমাসীন্মহাস্বনম্ ॥১৯
ততঃ সবালবৃদ্ধা সা পুরী পরমপীড়িতা।
রামমেবাভিদুদ্রাব ঘর্মার্তঃ সলিলং যথা ॥২০
পার্শ্বতঃ পৃষ্ঠতশ্চাপি লম্বমানাস্তদুন্মুখাঃ।
বাষ্পপূর্ণমুখাঃ সর্বে তমূচুর্ভৃশনিঃস্বনাঃ ॥২১
সংগচ্ছ বাজিনাং রশ্মীন্ সূত যাহি শনৈঃ শনৈঃ।
মুখং দ্রক্ষ্যাম রামস্য দুর্দর্শং নো ভবিষ্যতি ॥২২

আয়সং হৃদয়ং নূনং রামমাতুরসংশয়ম্।
যদ্দেবগর্ভপ্রতিমে বনং যাতি ন ভিদ্যতে ॥২৩
কৃতকৃত্যা হি বৈদেহী ছায়েবানুগতা পতিম্।
ন জহাতি রতা ধর্মে মেরুমর্কপ্রভা যথা ॥২৪
অহো লক্ষ্মণ সিদ্ধার্থঃ সততং প্রিয়বাদিনম্।
ভ্রাতরং দেবসঙ্কাশং যস্ত্বং পরিচরিষ্যসি ॥২৫
মহত্যেষা হি তে বুদ্ধিরেষ চাভ্যুদয়ো মহান্।
এষ স্বর্গস্য মার্গশ্চ যদেনমনুগচ্ছসি ॥২৬
এবং বদন্তস্তে সোঢ়ুং ন শেকুর্বাষ্পমাগতম্।
নরাস্তমনুগচ্ছন্তি প্রিয়মিক্ষ্বাকুনন্দনম্ ॥২৭
অথ রাজা বৃতঃ স্ত্রীভির্দীনাভির্দীনচেতনঃ।
নির্জগাম প্রিয়ং পুত্রং দ্রক্ষ্যামীতি ব্রুবন্ গৃহাৎ ॥২৮

করিয়া অযোধ্যাকে মুখরিত করিল। অতিগ্রীষ্মে সন্তপ্ত ব্যক্তি যেমন জলের দিকে ধাবিত হয়, সেইরূপ বালক, বৃদ্ধ প্রভৃতি অযোধ্যাবাসিগণ অতিদুঃখিত হইয়া রামের দিকে ধাবিত হইতে লাগিল।১৭-২০

অনেকে রামের রথপার্শ্বে, অনেকে রথের পৃষ্ঠদেশে আশ্রয় লইয়া চলিতে লাগিল। তাহারা ঊর্ধ্বমুখ হইয়া সজলনয়নে উচ্চৈঃস্বরে সুমন্ত্রকে বলিল,—সুমন্ত্র! অশ্বগণের রজ্জু সংযত কর। ধীরে ধীরে অগ্রসর হও। আমরা একবার রামের মুখদর্শন করিতে ইচ্ছা করি, যেহেতু রামমুখচন্দ্র আমাদের নিকট বহুদিন যাবৎ দুর্লভ হইবে। এই দেবকুমারতুল্য রাম বনে যাইতেছেন দেখিয়াও যে কৌশল্যার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে না, ইহাতে আমাদের মনে হয়, কৌশল্যার হৃদয় লৌহনির্মিত। ছায়ার মত পতির অনুসরণ করিয়া জানকী কৃতকার্য্য হইয়াছেন। সূর্য্যপ্রভা যেমন মেরুপর্বতকে পরিত্যাগ করে না, সেইরূপ ধর্মপরায়ণা সীতাও পতিকে পরিত্যাগ করিতেছেন না। অনুযাত্রীরা লক্ষ্মণকে লক্ষ্য করিয়া বলিল,—লক্ষ্মণ! তুমি কৃতার্থ হইয়াছ, যেহেতু নিয়তপ্রিয়ভাষী দেবতুল্য প্রিয় অগ্রজের পরিচর্য্যা করিতে অনুগমন করিতেছ। তোমার এই বুদ্ধি অতি উত্তম। তোমার অতিশয় অভ্যুদয় হইবে। তুমি যে রামের অনুগমন করিতেছ, ইহা তোমার স্বর্গপ্রাপ্তির পন্থা। অযোধ্যাবাসিগণ এইরূপ বলিতে বলিতে অশ্রুসংবরণ করিতে পারিতেছিল না। তাহারা সকলে তাহাদের প্রিয় রঘুনন্দন রামের অনুগমন করিতে লাগিল। এদিকে অতিকাতর মহিলাগণের দ্বারা বেষ্টিত দীনচিত্ত দশরথ "প্রিয়পুত্রকে দর্শন করিব" এই কথা বলিতে বলিতে বাহিরে আসিলেন। তিনি অগ্রসর হইয়াই যূথপতি হস্তী বদ্ধ হইলে হস্তিনীগণের চীৎকারের ন্যায় রোদনপরায়ণা মহিলাগণের ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণ করিলেন। পূর্ণশশী রাহুর দ্বারা আক্রান্ত হইলে যেমন বিষণ্ণ ও মালিন্যময় হইয়া পড়েন, সেইরূপ শ্রীমান্ দশরথ নরপতিও সেই সময় অতিশয় অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। ২১-৩০

অপূর্বশক্তিমান্ দশরথনন্দন শ্রীমান্ রাম সুমন্ত্রকে বলিলেন,—অতিসত্বর রথ চালিত কর। রাম বলিতেছেন 'সত্বর চল' কিন্তু অযোধ্যাবাসীরা বলিতেছে 'রথ থামাও'। সুমন্ত্র এই উভয়কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া পথিমধ্যে কোন কার্য্যই যথার্থভাবে করিতে পারিলেন না। মহাবীর রাম অযোধ্যাপুরী হইতে বহির্গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলে পুরবাসিগণের অশ্রুধারায় পথের ধূলিসমূহ প্রশান্ত হইয়া গেল। সমস্ত নগরীই অশ্রুজলসিক্ত,

শুশ্রুবে চাগ্রতঃ স্ত্রীণাং রুদতীনাং মহাস্বনঃ।
যথা নাদঃ করেণূনাং বদ্ধে মহতি কুঞ্জরে ॥২৯
পিতা হি রাজা কাকুৎস্থঃ শ্রীমান্ সন্নস্তদা বভৌ।
পরিপূর্ণঃ শশী কালে গ্রহেণোপপ্লুতো যথা ॥৩০
স চ শ্রীমানচিন্ত্যাত্মা রামো দশরথাত্মজঃ।
সূতং সংচোদয়ামাস ত্বরিতং বাহ্যতামিতি ॥৩১
রামো যাহীতি তং সূতং তিষ্ঠেতি চ জনস্তদা।
উভয়ং নাশকৎ সূতঃ কর্তুমধ্বনি চোদিতঃ ॥৩২
নির্গচ্ছতি মহাবাহৌ রামে পৌরজনাশ্রুভিঃ।
পতিতৈরভ্যবহিতং প্রণনাশ মহীরজঃ ॥৩৩
রুদিতাশ্রুপরিদ্যূনং হাহাকৃতমচেতনম্।
প্রয়াণে রাঘবস্যাসীৎ পুরং পরমপীড়িতম্ ॥৩৪
সুস্রাব নয়নৈঃ স্ত্রীণামস্রমায়াসসম্ভবম্।
মীনসংক্ষোভচলিতৈঃ সলিলং পঙ্কজৈরিব ॥৩৫
দৃষ্ট্বা তু নৃপতিঃ শ্রীমানেকচিত্তগতং পুরম্।
নিপপাতৈব দুঃখেন কৃত্তমূল ইব দ্রুমঃ ॥৩৬
ততো হলহলাশব্দো জজ্ঞে রামস্য পৃষ্ঠতঃ।
নরাণাং প্রেক্ষ্য রাজানং সীদন্তং ভৃশদুঃখিতম্ ॥৩৭
হা রামেতি জনাঃ কেচিদ্ রামমাতেতি চাপরে।
অন্তঃপুরসমৃদ্ধঞ্চ ক্রোশন্তং পর্য্যদেবয়ন্ ॥৩৮
অন্বীক্ষমাণো রামস্তু বিষণ্ণং ভ্রান্তচেতসম্।
রাজানং মাতরং চৈব দদর্শানুগতৌ পথি ॥৩৯
স বদ্ধ ইব পাশেন কিশোরো মাতরং যথা।
ধর্মপাশেন সংযুক্তঃ প্রকাশং নাভ্যুদৈক্ষতঃ ॥৪০
পদাতিনৌ চ যানার্হাবদুঃখার্হৌ সুখোচিতৌ।
দৃষ্ট্বা সংচোদয়ামাস শীঘ্রং যাহীতি সারথিম্ ॥৪১
নহি তৎ পুরুষব্যাঘ্রো দুঃখজং দর্শনং পিতুঃ।
মাতুশ্চ সহিতুং শক্তস্তোত্ত্রৈর্নুন্ন ইব দ্বিপঃ ॥৪২
প্রত্যগারমিবায়ান্তী সবৎসা বৎসকারণাৎ।
বদ্ধবৎসা যথা ধেনূ রামমাতাভ্যধাবত ॥৪৩
তথা রুদন্তীং কৌসল্যাং রথং তমনুধাবতীম্।
ক্রোশন্তীং রাম রামেতি হা সীতে লক্ষ্মণেতি চ ॥৪৪

হাহাকার-ধ্বনিযুক্ত, চৈতন্যহীন ও অতিশয় দুঃখিত হইয়া পড়িল। অতিদুঃখের জন্য নারীগণের নয়নের অশ্রু মৎস্যচালিত কমল হইতে ক্ষরিত জলের ন্যায় পতিত হইতে লাগিল। শ্রীমান্ দশরথ পুরবাসিগণকে এইরূপ একচিত্ত ও বিহ্বল দেখিয়া ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় অতিদুঃখে ভূপতিত হইলেন। মহারাজ দশরথকে অবসন্ন ও অতি-দুঃখিত দেখিয়া রামের পৃষ্ঠগামী লোকগণের তুমুল আর্তনাদ উত্থিত হইল। কেহ কেহ 'হা রাম' 'হা রাম' বলিয়া, কেহ বা 'হা রাম-জননি' 'হা রাম-জননি' বলিয়া, কেহ 'হা সীতে' 'হা লক্ষ্মণ' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। শ্রীরাম উদ্‌ভ্রান্তচিত্ত ও অতিবিষণ্ণ পিতাকে ও মাতাকে অনুগমন করিতে দেখিলেন। কিন্তু দৃঢ়পাশে আবদ্ধ অশ্বশাবক যেমন নিজজননীর প্রতি স্পষ্টভাবে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে পারে না, সেইরূপ তিনিও ধর্মপাশে আবদ্ধ হওয়ায় স্পষ্টভাবে পিতা-মাতাকে দেখিতে পারিলেন না।৩১-৪০

যাঁহাদের সর্বদা বাহনে গমন করা উচিত এবং সর্বদা সুখভোগের যোগ্যতা আছে, তাঁহারা পদব্রজে অতিদুঃখে রামের অনুসরণ করিতেছেন দেখিয়া রাম সারথিকে বলিলেন,—অতিসত্বর রথ চালনা কর। অঙ্কুশবিদ্ধ হস্তী যেমন ঐ তীব্র আঘাত সহ্য করিতে পারে না, সেইরূপ পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম মাতা-পিতার ঐরূপ দুঃখদায়ী দর্শন সহ্য করিতে পারিলেন না। সেই সময় সন্তানবৎসলা ধেনু যেমন গোপকর্তৃক গৃহাভিমুখে চালিত হইয়াও বৎসের দিকে ধাবিত হয়, সেইরূপ রাম-জননী কৌশল্যা রামের দিকে ধাবিত হইতে লাগিলেন। তিনি সাশ্রুনেত্রে 'হা রাম' 'হা সীতে' 'হা লক্ষ্মণ' এইরূপ বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে রামের পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার নিমিত্ত অশ্রুধারা ত্যাগ করিতে করিতে মাতা কৌশল্যা অগ্রসর হইতেছেন। তিনি যেন নৃত্য করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছেন—ইহা রাম দূর হইতে বারংবার দেখিতে লাগিলেন। দশরথ উচ্চৈঃস্বরে

রাম-লক্ষ্মণ-সীতার্থং স্রবন্তীং বারি নেত্রজম্ ।
অসকৃৎ প্রৈক্ষত স তাং নৃত্যন্তীমিব মাতরম্ ॥৪৫
তিষ্ঠেতি রাজা চুক্রোশ যাহি যাহীতি রাঘবঃ ।
সুমন্ত্রস্য বভূবাত্মা চক্রয়োরিব চান্তরা ॥৪৬
নাশ্রৌষমিতি রাজানমুপালব্ধোঽপি বক্ষ্যসি ।
চিরং দুঃখস্য পাপিষ্ঠমিতি রামস্তমব্রবীৎ ॥৪৭
স রামস্য বচঃ কুর্বন্নুজ্ঞাপ্য চ তং জনম্ ।
ব্রজতোঽপি হয়ান্ শীঘ্রং চোদয়ামাস সারথিঃ ॥৪৮
ন্যবর্ত্তত জনো রাজ্ঞো রামং কৃত্বা প্রদক্ষিণম্ ।
মনসাপ্যাশুবেগেন ন ন্যবর্ত্তত মানুষম্ ॥৪৯
যমিচ্ছেৎ পুনরায়াতং নৈনং দূরমনুব্রজেৎ ।
ইত্যমাত্যা মহারাজমূচুর্দশরথং বচঃ ॥৫০
তেষাং বচঃ সর্বগুণোপপন্নঃ
প্রস্বিন্নগাত্রঃ প্রবিষণ্ণরূপঃ ।
নিশম্য রাজা কৃপণঃ সভার্য্যো
ব্যবস্থিতস্তং সুতমীক্ষমাণঃ ॥৫১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে চত্বারিংশঃ সর্গঃ ।

সুমন্ত্রকে বলিতে লাগিলেন—দাঁড়াও দাঁড়াও। রাম বলিতে লাগিলেন—চল চল। দুইটি চক্রের মধ্যে পতিত নরের ন্যায় সুমন্ত্র কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। রাম সুমন্ত্রকে বলিলেন—বহুকালস্থায়ী দুঃখ অতিশয় অসহ্য হইয়া থাকে। সুতরাং দ্রুত গমন কর। আমাকে বনে রাখিয়া ফিরিয়া আসিলে পর রথ না থামানোর জন্য মহারাজ দশরথ কর্তৃক তিরস্কৃত হইলে তখন বলিও যে আপনার কথা শুনিতে পাই নাই। সুমন্ত্র রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাই করিবেন স্থির করিলেন এবং অনুগামিগণকে নিবৃত্ত হইতে বলিয়া অশ্বগণকে অতিবেগে চালনা করিলেন। দশরথের প্রিয়জন রামের অনুগামিগণ রামকে প্রদক্ষিণ করিয়া রামের পশ্চাদ্‌গমনে নিবৃত্ত হইলেন। কিন্তু তাহাদের অন্তর অত্যন্ত বেগবান্ বলিয়া রামের অনুগমন হইতে নিবৃত্ত হইল না। অমাত্যগণ মহারাজ দশরথের নিকট আসিয়া বলিলেন—যাহার পুনরাগমন কামনা করা হয়, বেশীদূর পর্য্যন্ত তাহার অনুগমন করা উচিত নয়। সর্বগুণসম্পন্ন মহারাজ দশরথ অতিবিষণ্ণ ও ঘর্মাক্তশরীরে বিহ্বলভাবে অবস্থিতি করিতেছিলেন। অতিকাতর মহারাজ অমাত্যগণের এইরূপ বচন শুনিয়া পত্নীগণের সহিত অবস্থিত থাকিয়া বনগামী পুত্রকে দেখিতে লাগিলেন।৪১-৫১

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

একচত্বারিংশঃ সর্গঃ

[শ্রীরামস্য বনগমনেনান্তঃপুরনারীণাং বিলাপঃ, পুরবাসিনাং শোকাকুলাবস্থাবর্ণনম্, অরন্ধনপালনঞ্চ ।]

তস্মিংস্তু পুরুষব্যাঘ্রে নিষ্ক্রামতি কৃতাঞ্জলৌ ।
আর্তশব্দো হি সংজজ্ঞে স্ত্রীণামন্তঃপুরে মহান্ ॥১
অনাথস্য জনস্যাস্য দুর্বলস্য তপস্বিনঃ ।
যো গতিঃ শরণং চাসীৎ স নাথঃ ক্ব নু গচ্ছতি ॥২
ন ক্রুধ্যত্যভিশস্তোঽপি ক্রোধানীয়ানি বর্জয়ন্ ।
ক্রুদ্ধান্ প্রসাদয়ন্ সর্বান্ সমদুঃখঃ ক্ব গচ্ছতি ॥৩
কৌসল্যায়াং মহাতেজা যথা মাতরি বর্ততে ।
তথা যো বর্ততেঽস্মাসু মহাত্মা ক্ব নু গচ্ছতি ॥৪
কৈকয্যা ক্লিশ্যমানেন রাজ্ঞা সংচোদিতো বনম্ ।
পরিত্রাতা জনস্যাস্য জগতঃ ক্ব নু গচ্ছতি ॥৫
অহো নিশ্চেতনো রাজা জীবলোকস্য সংক্ষয়ম্ ।
ধর্ম্যং সত্যব্রতং রামং বনবাসে প্রবৎস্যতি ॥৬
ইতি সর্বা মহিষ্যস্তা বিবৎসা ইব ধেনবঃ ।
রুরুদুশ্চৈব দুঃখার্তাঃ সস্বরঞ্চ বিচুক্রুশুঃ ॥৭
স ত্বমন্তঃপুরে ঘোরমার্তশব্দং মহীপতিঃ ।
পুত্রশোকাভিসন্তপ্তঃ শ্রুত্বা চাসীৎ সুদুঃখিতঃ ॥৮
নাগ্নিহোত্রাণ্যহূয়ন্ত নাপচন্ গৃহমেধিনঃ ।
অকুর্বন্ ন প্রজাঃ কার্য্যং সূর্য্যশ্চান্তরধীয়ত ॥৯
ব্যসৃজন্ কবলান্নাগা গাবো বৎসান্ন পায়য়ন্ ।
পুত্রং প্রথমজং লব্ধ্বা জননী নাভ্যনন্দত ॥১০

একচত্বারিংশ সর্গ

[শ্রীরামের বনগমনে অন্তঃপুরবাসিনী স্ত্রীগণের বিলাপ এবং পুরবাসিগণের শোকাকুল অবস্থা ও অরন্ধন পালন ।]

পুরুষোত্তম রাম কৃতাঞ্জলি হইয়া বহির্গমন করিতে থাকিলে সেইসময় অন্তঃপুরে অন্তঃপুরবাসিনী মহিলাগণের অতিশয় আর্তনাদ উত্থিত হইল। 'যে রাম এই সকল অনাথ দুর্বল ও শোচনীয় ব্যক্তির একমাত্র আশ্রয় ও রক্ষাকর্ত্তা ছিলেন, অদ্য আমাদের প্রভু সেই রাম কোথায় যাইতেছেন ? যিনি ক্রোধজনক কার্য্য ত্যাগ করিয়া ক্রোধের কারণ থাকিলেও ক্রুদ্ধ হইতেন না, সকলের দুঃখে দুঃখিত হইয়া যিনি ক্রুদ্ধব্যক্তিগণকে প্রসন্ন করিতেন, তিনি অদ্য কোথায় যাইতেছেন ? মহাতেজস্বী মহাত্মা যে রাম নিজজননী কৌশল্যার সহিত যেরূপ ব্যবহার করেন, আমাদের সকলের সহিতও সেইরূপ ব্যবহার করেন, তিনি কোথায় যাইতেছেন ? যিনি জগতের সকলের পরিত্রাণকর্তা, সেই রাম কৈকেয়ীকর্তৃক নিপীড়িত রাজা দশরথের নিয়োগে অরণ্যাভিমুখে কোথায় যাইতেছেন ?১-৫

হায় ! হায় ! মহারাজ দশরথ বিচার-বুদ্ধি হারাইয়াছেন ! কেননা তিনি সকলজীবের আশ্রয় সত্যনিষ্ঠ ধর্মপরায়ণ রামকে অরণ্যে নির্বাসিত করিতেছেন—এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে অন্তঃ-পুরবাসিনীগণ বৎসহীনা ধেনুর ন্যায় অতিদুঃখে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। অন্তঃপুরে এইরূপ ভীষণ আর্তনাদ শ্রবণ করিয়া ভূপতি দশরথ পুত্রশোকে সন্তপ্ত থাকা সত্ত্বেও আরও দুঃখিত হইলেন। রামের বনগমন দিবসে অযোধ্যায় অগ্নিহোত্র প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইল না। গৃহস্থগণ রন্ধনাদি কার্য্য করিলেন না। কোন প্রজাই সেইদিন কোন কার্য্য করিতে পারিলেন না। সূর্য্য অসময়ে অস্তগমন করিলেন। হস্তিগণ নিজ নিজ গ্রাস ত্যাগ করিল। ধেনুগণ নিজ নিজ বৎসকে দুগ্ধপান করাইল না। জননী প্রথমপুত্র লাভ করিয়া সেই পুত্রকে অভিনন্দিত

ত্রিশঙ্কুর্লোহিতাঙ্গশ্চ বৃহস্পতি-বুধাবপি।
দারুণাঃ সোমমভ্যেত্য গ্রহাঃ সর্বে ব্যবস্থিতাঃ ॥১১
নক্ষত্রাণি গতার্চীংষি গ্রহাশ্চ গততেজসঃ।
বিশাখাশ্চ সধূমাশ্চ নভসি প্রচকাশিরে ॥১২
কালিকানিলবেগেন মহোদধিরিবোত্থিতঃ।
রামে বনং প্রব্রজিতে নগরং প্রচচাল তৎ ॥১৩
দিশঃ পর্য্যাকুলাঃ সর্বাস্তিমিরেণেব সংবৃতাঃ।
ন গ্রহো নাপি নক্ষত্রং প্রচকাশে ন কিঞ্চন ॥১৪
অকস্মান্নাগরঃ সর্বো জনো দৈন্যমুপাগমৎ।
আহারে বা বিহারে বা ন কশ্চিদকরোন্মনঃ ॥১৫
শোকপর্য্যায়সন্তপ্তঃ সততং দীর্ঘমুচ্ছ্বসন্।
অযোধ্যায়াং জনঃ সর্বশ্চুক্রোশ জগতীপতিম্ ॥১৬
বাষ্পপর্য্যাকুলমুখো রাজমার্গগতো জনঃ।
ন হৃষ্টো লভ্যতে কশ্চিৎ সর্বঃ শোকপরায়ণঃ ॥১৭

ন বাতি পবনঃ শীতো ন শশী সৌম্যদর্শনঃ।
ন সূর্য্যস্তপতে লোকং সর্বং পর্য্যাকুলং জগৎ ॥১৮
অনর্থিনঃ সুতাঃ স্ত্রীণাং ভর্তারো ভ্রাতরস্তথা।
সর্বে সর্বং পরিত্যজ্য রামমেবান্বচিন্তয়ন্ ॥১৯
যে তু রামস্য সুহৃদঃ সর্বে তে মূঢ়চেতসঃ।
শোকভারেণ চাক্রান্তাঃ শয়নং নৈব ভেজিরে ॥২০
ততস্ত্বযোধ্যা রহিতা মহাত্মনা
পুরন্দরেণেব মহী সপর্বতা।
চচাল ঘোরং ভয়শোকদীপিতা
সনাগযোধাশ্বগণা ননাদ চ ॥২১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে একচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥

করিলেন না। ত্রিশঙ্কু, মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতি এই সকল দারুণ গ্রহগণ চন্দ্রের নিকটে অবস্থিতি করিতে লাগিল।৬-১১

নক্ষত্রসমূহ ও গ্রহসমূহ প্রভাশূন্য নিস্তেজ হইয়া পড়িল। গ্রহগণ বিপরীত পথে গমন করিতে লাগিল। তাহারা ধূমসদৃশ হইয়া প্রকাশিত হইল। মেঘরাশি বায়ুবেগে চালিত হইয়া মহাসমুদ্রের ন্যায় দৃষ্ট হইল। রাম বনে গমন করিতে অগ্রসর হইলে অযোধ্যাপুরী কম্পিত হইতে লাগিল। দিক্‌সমূহ অতিশয় ভয়ানক ও অন্ধকার সমাবৃতের ন্যায় প্রতীয়মান হইল। কোন গ্রহ ও কোন নক্ষত্রই প্রকাশিত হইল না। অযোধ্যাবাসী নাগরিকসকল অকস্মাৎ অতিশয় দৈন্য অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন। কোন ব্যক্তিই আহারে ও বিহারে ইচ্ছা করিলেন না। অযোধ্যাবাসী সকললোকই অতিশয় শোকে সন্তপ্ত হইলেন এবং সর্বদা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সকলে দশরথের প্রতি আক্রোশ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।১২-১৬

রাজপথে অবস্থিত ব্যক্তিগণের বদন অশ্রুধারা-প্লাবিত। কাহাকেও আনন্দিত দেখা যাইতেছিল না। সকলেই শোকে অতিশয় আকুল। তখন শীতল বায়ু প্রবাহিত হইতেছিল না, চন্দ্রের দর্শনও সুখকর ছিল না এবং সূর্য্য লোকসমূহকে তাপিত করিতেছিলেন না। সেই সময় সমস্ত সংসার অতিশয় বিহ্বল হইয়া পড়িল। পুত্রগণ পিতা-মাতার অপেক্ষা করিল না, পতিগণ পত্নীগণের অপেক্ষা করিল না, ভ্রাতৃবৃন্দ ভ্রাতৃবৃন্দের অপেক্ষা করিল না। সকলেই সকলবিষয় পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র রামকেই চিন্তা করিতে লাগিল। যাঁহারা রামের সুহৃৎ ছিলেন, তাঁহারা সকলে শোকবেগে আহত হইয়া বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন এবং রাত্রিতে নিদ্রিত হইতে পারিলেন না। বজ্রধারী ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে পর্বতসহিতা পৃথিবী যেমন কম্পিত হইয়াছিল, মহাত্মা রাম কর্তৃক পরিত্যক্তা অযোধ্যাও সেইরূপ কম্পিত হইল। ভয় ও শোকে বিহ্বলা ঐ নগরী হস্তী, যোদ্ধা ও অশ্বগণের চীৎকারে অস্থির হইয়া উঠিল।১৭-২১

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে একচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

দ্বিচত্বারিংশঃ সর্গঃ

[পুত্রাদর্শনান্মহারাজ-দশরথস্য ভূতলে পতনম্, কৈকয়ীং প্রতি বিরক্তিপ্রকাশঃ, রামায় বিলাপঃ, ভৃত্যানাং সহায়েন কৌসল্যা-ভবনে গমনম্, রামায় দারুণং শোকানুভবশ্চ।]

যাবত্তু নির্যতস্তস্য রজোরূপমদৃশ্যত।
নৈবেক্ষ্বাকুবরস্তাবৎ সংজহারাত্মচক্ষুষী ॥১
যাবদ্ রাজা প্রিয়ং পুত্রং পশ্যত্যত্যন্তধার্মিকম্।
তাবদ্ ব্যবর্ধতে বাস্য ধরণ্যাং পুত্রদর্শনে ॥২
ন পশ্যতি রজোঽপ্যস্য যদা রামস্য ভূমিপঃ।
তদার্তশ্চ বিষণ্ণশ্চ পপাত ধরণীতলে ॥৩
তস্য দক্ষিণমন্বাগাৎ কৌসল্যা বাহুমঙ্গনা।
পরং চাস্যান্বগাৎ পার্শ্বং কৈকেয়ী সা সুমধ্যমা ॥৪
তাং নয়েন চ সম্পন্নো ধর্মেণ বিনয়েন চ।
উবাচ রাজা কৈকেয়ীং সমীক্ষ্য ব্যথিতেন্দ্রিয়ঃ ॥৫
কৈকয়ি মামকাঙ্গানি মা স্প্রাক্ষীঃ পাপনিশ্চয়ে।
নহি ত্বাং দ্রষ্টুমিচ্ছামি ন ভার্য্যা ন চ বান্ধবী ॥৬
যে চ ত্বামনুজীবন্তি নাহং তেষাং ন তে মম।
কেবলার্থপরাং হি ত্বাং ত্যক্তধর্মাং ত্যজাম্যহম্ ॥৭
অগৃহ্ণাং যচ্চ তে পাণিমগ্নিং পর্য্যণয়ঞ্চ যৎ।
অনুজানামি তৎ সর্বমস্মিংল্লোকে পরত্র চ ॥৮
ভরতশ্চেৎ প্রতীতঃ স্যাদ্ রাজ্যং প্রাপ্যৈতদব্যয়ম্।
যন্মে স দদ্যাৎ পিত্রর্থং মা মাং তদ্দত্তমাগমৎ ॥৯
অথ রেণুসমুদ্ধস্তং সমুত্থাপ্য নরাধিপম্।
ন্যবর্তত তদা দেবী কৌসল্যা শোককর্শিতা ॥১০
হত্বেব ব্রাহ্মণং কামাৎ স্পৃষ্ট্বাগ্নিমিব পাণিনা।
অন্বতপ্যত ধর্মাত্মা পুত্রং সঞ্চিন্ত্য রাঘবম্ ॥১১
নিবৃত্ত্যৈব নিবৃত্ত্যৈব সীদতো রথবৎ মস্তু।
রাজ্ঞো নাতিবভৌ রূপং গ্রস্তস্যাংশুমতো যথা ॥১২

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ

[পুত্রের অদর্শনে মহারাজ দশরথের ভূতলে পতন, কৈকেয়ীর প্রতি অত্যন্ত বিরক্তিপ্রকাশ, রামের জন্য বিলাপ, ভৃত্যগণের সহায়তায় কৌশল্যাভবনে গমন এবং রামের জন্য নিদারুণ শোকানুভব।]

বনগমনকারী রামের রথ হইতে উত্থিত ধূলিসমূহ যতক্ষণ পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছিল, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ইক্ষ্বাকুনন্দন দশরথ নিজের দৃষ্টিকে সেইদিক্ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন না। তিনি যতক্ষণ পর্য্যন্ত অতি-ধার্মিক প্রিয়তম পুত্রকে দেখিতে পাইতেছিলেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার দেহ ভূতলে অবস্থিত হইয়া পুত্রদর্শনার্থ যেন দীর্ঘ হইতেছিল। ভূপতি যখন রামের গমনের পথে ধূলিসমূহও দেখিতে পাইলেন না, তখন অতিশয় কাতর ও বিষণ্ণ হইয়া তিনি ভূতলে পতিত হইলেন। এই সময় রাজমহিষী কৌশল্যা তাঁহাকে উঠাইবার জন্য দক্ষিণহস্ত ধারণ করিলেন। সুন্দরী কৈকেয়ী রাজার বামপার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। নীতিমান্ ধার্মিক বিনীত দশরথ ব্যথিতচিত্তে কৈকেয়ীকে দেখিয়া বলিলেন,—পাপীয়সি। কৈকেয়ি! তুমি আমার অঙ্গ স্পর্শ করিও না। আমি তোমাকে দেখিতে ইচ্ছা করি না। এখন তুমি আমার ভার্য্যাও নহ, বান্ধবীও নহ। যাহারা তোমার আশ্রয়ে জীবিকানির্বাহ করিতেছে, আমি তাহাদের পালক নহি এবং তাহারাও আমার পাল্য নহে। তুমি নিজের স্বার্থমাত্রই দেখিতেছ, সেইজন্য ধর্মকেও পরিত্যাগ করিয়াছ। ধর্মত্যাগিনী হওয়ার জন্য আমি তোমাকে ত্যাগ করিলাম। আমি যে তোমার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলাম এবং অগ্নি-প্রদক্ষিণপূর্বক বিবাহ করিয়াছিলাম, ইহাতে ইহলোকে ও পরলোকে যাহা যাহা হইত, সেই সকল পরিত্যাগ করিলাম। ভরত এই অখণ্ডরাজ্য প্রাপ্ত হইয়া যদি সন্তুষ্ট হয়, তাহা হইলে সে আমার উদ্দেশে যে দ্রব্য দান করিবে, তাহা যেন আমার ভোগে না আসে। অনন্তর শোকবিহ্বলা কৌশল্যাদেবী ধূলিধূসরিত নরপতিকে উঠাইয়া গৃহাভিমুখে গমন করিতে

বিললাপ স দুঃখার্তঃ প্রিয়ং পুত্রমনুস্মরন্।
নগরান্তমনুপ্রাপ্তং বুদ্ধ্বা পুত্রমথাব্রবীৎ ॥১৩
বাহনানাঞ্চ মুখ্যানাং বহতাস্তং মমাত্মজম্।
পদানি পথি দৃশ্যন্তে স মহাত্মা ন দৃশ্যতে ॥১৪
যঃ সুখেনোপধানেষু শেতে চন্দনরূষিতঃ।
বীজ্যমানো মহার্হাভিঃ স্ত্রীভির্মম সুতোত্তমঃ ॥১৫
স নূনং কচিদেবাদ্য বৃক্ষমূলমুপাশ্রিতঃ।
কাষ্ঠং বা যদি বাশ্মানমুপধায় শয়িষ্যতে ॥১৬
উত্থাস্যতি চ মেদিন্যাঃ কৃপণঃ পাংসুগুণ্ঠিতঃ।
বিনিঃশ্বসন্ প্রস্রবণাৎ করেণূনামিবর্ষভঃ ॥১৭
দ্রক্ষ্যন্তি নূনং পুরুষা দীর্ঘবাহুং বনেচরাঃ।
রামমুত্থায় গচ্ছন্তং লোকনাথমনাথবৎ ॥১৮
সা নূনং জনকস্যেষ্টা সুতা সুখসদোচিতা।
কণ্টকাক্রমণক্লান্তা বনমদ্য গমিষ্যতি ॥১৯
অনভিজ্ঞা বনানাং সা নূনং ভয়মুপৈষ্যতি।
শ্বাপদানর্দিতং শ্রুত্বা গম্ভীরং রোমহর্ষণম্ ॥২০
সকামা ভব কৈকেয়ি বিধবা রাজ্যমাবস।
নহি তং পুরুষব্যাঘ্রং বিনা জীবিতুমুৎসহে ॥২১
ইত্যেবং বিলপন্ রাজা জনৌঘেনাভিসংবৃতঃ।
অপস্নাত ইবারিষ্টং প্রবিবেশ গৃহোত্তমম্ ॥২২
শূন্যচত্বরবেশ্মান্তাং সংবৃতাপণবেদিকাম্।
ক্লান্ত-দুর্বল-দুঃখার্তাং নাত্যাকীর্ণমহাপথাম্ ॥২৩
তামবেক্ষ্য পুরীং সর্বাং রামমেবানুচিন্তয়ন্।
বিলপন্ প্রাবিশদ্ রাজা গৃহং সূর্য্য ইবাম্বুদম্ ॥২৪

লাগিলেন। মহারাজ দশরথ প্রিয়পুত্রকে চিন্তা করিয়া স্বেচ্ছায় ব্রহ্মহত্যাকারী এবং হস্তদ্বারা অগ্নিস্পর্শকারী ব্যক্তির ন্যায় অতিশয় অনুতপ্ত হইলেন। তিনি পুনঃ পুনঃ নিবৃত্ত হইয়া রথগমনপথে অতিশয় অবসন্ন হইতে লাগিলেন। তখন তাঁহার শরীর রাহুগ্রস্তসূর্য্যের ন্যায় অতিমলিন হইয়াছিল। প্রিয়তম পুত্রকে স্মরণ করিয়া তিনি অতিদুঃখে বিলাপ করিতে লাগিলেন। এতক্ষণ হয়ত রাম অযোধ্যার প্রান্তভাগে উপস্থিত হইয়াছেন, ইহা মনে করিয়া বলিলেন,—যে সকল শ্রেষ্ঠ অশ্ব আমার পুত্রকে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে, আমি তাহাদের পদচিহ্ন দেখিতেছি, কিন্তু আমার মহাত্মা পুত্রকে দেখিতেছি না। যে রাম চন্দনচর্চিত হইয়া এবং সুন্দরী রমণীগণের ব্যজনে সেবিত হইয়া উৎকৃষ্ট উপধান-(বালিশ) সমন্বিত শয্যায় সুখে শয়ন করিত, আমার সেই চিরসুখী পুত্র অদ্য কোন এক বৃক্ষমূল আশ্রয়পূর্বক কাষ্ঠ কিংবা প্রস্তরে মস্তক স্থাপন করিয়া শয়ন করিবে।১-১৬

হস্তিনীগণের অধিপতি যেমন পার্বত্য জলাশয় হইতে কর্দমাক্ত দেহে উত্থিত হয়, সেইরূপ আমার প্রিয়পুত্র রাম অতিদীনভাবে ধূলিধূসরিত দেহে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে ভূশয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিবে। বনচরপুরুষগণ দীর্ঘবাহু লোকপতি রামকে অনাথের ন্যায় পদব্রজে গমন করিতে দেখিবে। হায়! হায়! জনকদুহিতা সীতা সর্বদা সুখভোগযোগ্যা হইয়াও নিশ্চয়ই অদ্য কণ্টকাঘাতে ক্লান্ত হইয়া বনে গমন করিবে। বধূমাতা বনের সম্বন্ধে কিছুই জানেন না। তিনি ঐ বনের হিংস্রজন্তুগণের রোমাঞ্চজনক গম্ভীর বিকট শব্দ শুনিয়া নিশ্চয়ই ভয় পাইবেন। পাপীয়সি! কৈকেয়ি! তোমার কামনা পূর্ণ হোক। তুমি বিধবা হইয়া রাজ্যভোগ কর। আমি নরোত্তম রাম ভিন্ন জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করি না। রাজা দশরথ এইভাবে বিলাপ করিতে করিতে জনসমুদ্রের দ্বারা বেষ্টিত হইয়া স্নানান্তে শবদাহকারী ব্যক্তির ন্যায় অতিদুঃখিতহৃদয়ে অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ১৭-২২

সেই সময় অযোধ্যানগরীর সমস্ত গৃহ ও চত্বর জনশূন্য হইয়াছিল। সমস্ত বিপণি ও অন্যান্য বাণিজ্যকেন্দ্র রুদ্ধ হইয়াছিল। ক্লান্ত, দুর্বল ও দুঃখিত ব্যক্তিগণের দ্বারা অযোধ্যানগরী পূর্ণ হইয়াছিল। সমস্ত রাজপথ জনস্রোতে অবরুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। রাজা দশরথ রামকে চিন্তা করিতে করিতে অযোধ্যানগরীর এই অবস্থা দর্শন করিলেন এবং সূর্য্য যেমন মেঘের মধ্যে

মহাহ্রদমিবাক্ষোভ্যং সুপর্ণেন হৃতোরগম্ ।
রামেণ রহিতং বেশ্ম বৈদেহ্যা লক্ষ্মণেন চ ॥২৫
অথ গদ্গদশব্দস্তু বিলপন্ বসুধাধিপঃ ।
উবাচ মৃদু মন্দার্থং বচনং দীনমস্বরম্ ॥২৬
কৌসল্যায়া গৃহং শীঘ্রং রামমাতুর্নয়ন্তু মাম্ ।
ন হ্যন্যত্র মমাশ্বাসো হৃদয়স্য ভবিষ্যতি ॥২৭
ইতি ব্রুবন্তং রাজানমনয়ন্ দ্বারদর্শিনঃ ।
কৌসল্যায়া গৃহং তত্র ন্যবেশ্যত বিনীতবৎ ॥২৮
ততস্তত্র প্রবিষ্টস্য কৌসল্যায়া নিবেশনম্ ।
অধিরুহ্যাপি শয়নং বভূব লুলিতং মনঃ ॥২৯
পুত্রদ্বয়বিহীনঞ্চ স্নুষয়া চ বিবর্জিতম্ ।
অপশ্যদ্ভবনং রাজা নষ্টচন্দ্রমিবাম্বরম্ ॥৩০
তচ্চ দৃষ্ট্বা মহারাজো ভুজমুদ্যম্য বীর্য্যবান্ ।
উচ্চৈঃস্বরেণ প্রাক্রোশদ্ধা রাম বিজহাসি নৌ ॥৩১
সুখিতা বত তং কালং জীবিষ্যন্তি নরোত্তমাঃ ।
পরিষ্বজন্তো যে রামং দ্রক্ষ্যন্তি পুনরাগতম্ ॥৩২
অথ রাত্র্যাং প্রপন্নায়াং কালরাত্র্যামিবাত্মনঃ ।
অর্দ্ধরাত্রে দশরথঃ কৌসল্যামিদমব্রবীৎ ॥৩৩
ন ত্বাং পশ্যামি কৌসল্যে সাধু মাং পাণিনা স্পৃশ ।
রামং মেঽনুগতা দৃষ্টিরদ্যাপি ন নিবর্ত্ততে ॥৩৪
তং রামমেবানুবিচিন্তয়ন্তং
সমীক্ষ্য দেবী শয়নে নরেন্দ্রম্ ।
উপোপবিশ্যাধিকমার্ত্তরূপা
বিনিঃশ্বসন্তং বিললাপ কৃচ্ছ্রম্ ॥৩৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে দ্বিচত্বারিংশঃ সর্গঃ ।

প্রবেশ করেন, তিনিও বিলাপ করিতে করিতে গৃহে প্রবেশ করিলেন। ঐ গৃহ রাম, সীতা ও লক্ষ্মণশূন্য হইয়া অদ্ভুত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল। গরুড় সমস্ত সর্পকে হরণ করিলে পর অগাধ মহাহ্রদের যেরূপ অবস্থা হয়, গৃহটির সেইরূপ অবস্থা হইয়াছিল। গৃহে আগমন করিয়া নরপতি দশরথ গদ্গদস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন এবং অতিদীনভাবে ক্ষীণকণ্ঠে মৃদুস্বরে গৃহভৃত্যকে বলিলেন,—তোমরা আমাকে রামজননী কৌশল্যার গৃহে সত্বর লইয়া চল। অন্যত্র কোথাও আমার মনের শান্তি হইবে না। ভূপতি দশরথ এইরূপ বলিতে থাকিলে দ্বারপ্রদর্শনকারী ভৃত্যগণ অতিবিনীতভাবে তাঁহাকে কৌশল্যাদেবীর গৃহে লইয়া গেল। তিনি পর্য্যঙ্কের (পালঙ্কের) উপর উপবেশন করিয়া কৌশল্যার গৃহে থাকিয়াও শান্তি পাইলেন না, তাঁহার মন অতিশয় চঞ্চল হইয়া উঠিল। দশরথ পুত্রদ্বয় ও পুত্রবধূশূন্য ঐ গৃহকে চন্দ্রহীন আকাশের মত অন্ধকারাবৃত বলিয়া দেখিতে লাগিলেন ।২৩-৩০

গৃহটিকে এইভাবে দেখিয়া বীর্য্যবান্ মহারাজ হস্ত উত্তোলনপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া বলিলেন,—হা রাম ! তুমি নিজ মাতা-পিতাকে পরিত্যাগ করিলে ? আহা ! যাহারা ততদিন পর্য্যন্ত জীবিত থাকিবে এবং বন হইতে প্রতিনিবৃত্ত রামকে আলিঙ্গন করিয়া দর্শন করিবে, তাহারাই সুখী ও ধন্য। এইভাবে দশরথ আক্ষেপ করিতে থাকিলে তাঁহার কালরাত্রির ন্যায় রাত্রিকাল উপস্থিত হইল। রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় দশরথ কৌশল্যাকে বলিলেন,—দেবি ! আমি তোমাকে দেখিতে পাইতেছি না। তুমি হস্তের দ্বারা দৃঢ়ভাবে আমাকে স্পর্শ কর। আমার দৃষ্টিশক্তি রামের অনুগমন করিয়াছে, এখনও ফিরিয়া আসে নাই। শয্যার উপর উপবেশন করিয়া মহারাজ দশরথ সর্ব্বদা এইভাবে রামেরই চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন। কৌশল্যাদেবী তাঁহাকে এইরূপ দেখিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন এবং তাঁহার নিকটে উপবেশন করিয়া কাতরভাবে অতিকষ্টে বিলাপ করিতে লাগিলেন ।৩১-৩৫

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে দ্বিচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ত্রিচত্বারিংশঃ সর্গঃ

[শোকাকুল-দশরথস্য সমীপে কৌসল্যায়া বিলাপঃ।]

ততঃ সমীক্ষ্য শয়নে সন্নং শোকেন পার্থিবম্।
কৌসল্যা পুত্রশোকার্তা তমুবাচ মহীপতিম্ ॥১
রাঘবে নরশার্দূলে বিষং ক্ষিপ্ত্বাহিজিহ্মগা (ক)।
বিচরিষ্যতি কৈকেয়ী নির্মুক্তেব হি পন্নগী ॥২
বিবাস্য রামং সুভগা লব্ধকামা সমাহিতা।
ত্রাসয়িষ্যতি মাং ভূয়ো দুষ্টাহিরিব বেশ্মনি ॥৩
অথাস্মিন্নগরে রামশ্চরন্ ভৈক্ষং গৃহে বসেৎ।
কামকারো বরং দাতুমপি দাসং মমাত্মজম্ ॥৪
পাতয়িত্বা তু কৈকেয্যা রামং স্থানাদ্ যথেষ্টতঃ।
প্রবিদ্ধো রক্ষসাং ভাগঃ পর্বণীবাহিতাগ্নিনা ॥৫
নাগরাজগতির্বীরো মহাবাহুর্ধনুর্ধরঃ।
বনমাবিশতে নূনং সভার্য্যঃ সহলক্ষ্মণঃ ॥৬

বনে ত্বদৃষ্টদুঃখানাং কৈকেয্যনুমতে ত্বয়া।
ত্যক্তানাং বনবাসায় কান্যাবস্থা ভবিষ্যতি ॥৭
তে রত্নহীনাস্তরুণাঃ ফলকালে বিবাসিতাঃ।
কথং বৎস্যন্তি কৃপণাঃ ফলমূলৈঃ কৃতাশনাঃ ॥৮
অপীদানীং স কালঃ স্যান্মম শোকক্ষয়ঃ শিবঃ।
সভার্য্যং যৎ সহ ভ্রাত্রা (খ) পশ্যেয়মিহ রাঘবম্ ॥৯
শ্রুত্বৈবোপস্থিতৌ বীরৌ কদাযোধ্যা ভবিষ্যতি।
যশস্বিনী হৃষ্টজনা সূচ্ছ্রিতধ্বজমালিনী ॥১০
কদা প্রেক্ষ্য নরব্যাঘ্রাবরণ্যাৎ পুনরাগতৌ।
ভবিষ্যতি পুরী হৃষ্টা সমুদ্র ইব পর্বণি ॥১১
কদাযোধ্যাং মহাবাহুঃ পুরীং বীরঃ প্রবেক্ষ্যতি।
পুরস্কৃত্য রথে সীতাং বৃষভো গোবধূমিব ॥১২

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ

[শোকাকুল দশরথের নিকট কৌশল্যার বিলাপ।]

পুত্রশোকে অবসন্ন শয্যাশায়ী দশরথকে বিহ্বল দেখিয়া পুত্রশোকাতুরা কৌশল্যাদেবী তাঁহাকে বলিলেন,—রাজন্! কুটিলবুদ্ধি কৈকেয়ী নিজ অন্তরের বিষ নরোত্তম রামের প্রতি ত্যাগ করিয়া নির্মোকমুক্তা নাগিনীর ন্যায় বিচরণ করিবে। সৌভাগ্যবতী নিজ-কার্য্যসাধনে সর্বদা সাবধান থাকিয়া অদ্য রামকে নির্বাসিত করত মনোবাসনা পূর্ণ করিয়াছে। এক্ষণে সে গৃহে অবস্থিত দুষ্টসর্পের ন্যায় আমাকে অতিশয় ভয়প্রদর্শন করিবে। এই অযোধ্যায় ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া রাম গৃহে অবস্থান করিবে। আমার পুত্র রাম কৈকেয়ীর দাস হইবে। যদি কৈকেয়ী এইরূপ বর-প্রার্থনা করিত, তাহা হইলে আমি স্বচ্ছন্দে অনুমোদন করিতাম। কিন্তু কৈকেয়ী তাহা করিল না। অগ্নি-হোত্রকারী যাজ্ঞিকব্যক্তি পর্বদিনে রাক্ষসগণের প্রাপ্য অংশ যেমন নিক্ষিপ্ত করেন, কৈকেয়ী স্বেচ্ছায় রামকে স্থানচ্যুত করিয়া অরণ্যে নিক্ষিপ্ত করিল।১-৫

গজতুল্যধীরগতি মহাবীর ধনুর্ধারী রাম সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত এতক্ষণে নিশ্চয়ই বনে প্রবেশ করিতেছেন। হায়! হায়! তাহাদিগকে বনবাসের দুঃখ কোনদিনই ভোগ করিতে হয় নাই। রাজন্! আপনি কৈকেয়ীর প্ররোচনায় তাহাদিগকে বনবাসের জন্য ত্যাগ করিলেন, এক্ষণে তাহাদের কি দুর্দশা হইবে! তাহারা বয়সে তরুণ, অথচ তাহাদের সঙ্গে রত্ন প্রভৃতি কিছুই নাই। প্রকৃতপক্ষে ভোগ করিবার সময়েই আপনি তাহাদিগকে নির্বাসিত করিলেন; তাহারা ফল-মূল আহার করিয়া অতিদীনভাবে কিরূপে কালযাপন করিবেন? এখনই কি আমার জীবনে সেই মঙ্গলময় সময় আসিবে, যাহাতে আমার সকল শোক ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে? আমি সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত সমাগত রামকে দেখিতে পাইব? রাম ও লক্ষ্মণ দুইভ্রাতা বন হইতে প্রতিনিবৃত্ত

পাঠান্তর:—(ক)—মুক্ত্বাহিজিহ্মগা।

(খ) সহভার্য্যং সহ ভ্রাত্রা—।

কদা প্রাণিসহস্রাণি রাজমার্গে মমাত্মজৌ।
লাজৈরবকরিষ্যন্তি প্রবিশন্তাবরিন্দমৌ ॥১৩

প্রবিশন্তৌ কদাযোধ্যাং দ্রক্ষ্যামি শুভকুণ্ডলৌ।
উদগ্রায়ুধ-নিস্ত্রিংশৌ সশৃঙ্গাবিব পর্বতৌ ॥১৪

কদা সুমনসঃ কন্যা দ্বিজাতীনাং ফলানি চ।
প্রদিশন্তঃ পুরীং হৃষ্টাঃ করিষ্যন্তি প্রদক্ষিণম্ ॥১৫

কদা পরিণতো বুদ্ধ্যা বয়সা চামরপ্রভঃ।
অভ্যুপৈষ্যতি ধর্মাত্মা সুবর্ষ ইব লালয়ন্ ॥১৬

নিঃসংশয়ং ময়া মন্যে পুরা বীরকদর্য্যয়া।
পাতুকামেষু বৎসেষু মাতৄণাং শাতিতাঃ স্তনাঃ ॥১৭

সাহং গৌরিব সিংহেন বিবৎসা বৎসলা কৃতা।
কৈকয্যা পুরুষব্যাঘ্র বালবৎসেব গৌর্বলাৎ ॥১৮

নহি তাবদ্গুণৈর্জুষ্টং সর্বশাস্ত্রবিশারদম্।
একপুত্রা বিনা পুত্রমহং জীবিতুমুৎসহে ॥১৯

নহি মে জীবিতে কিঞ্চিৎ সামর্থ্যমিহ কল্প্যতে।
অপশ্যন্ত্যাঃ প্রিয়ং পুত্রং লক্ষ্মণঞ্চ মহাবলম্ ॥২০

অয়ং হি মাং দীপয়তে সমুত্থিত-
স্তনূজশোকপ্রভবো হুতাশনঃ।
মহীমিমাং রশ্মিভিরুদ্ধতপ্রভো
যথা নিদাঘে ভগবান্ দিবাকরঃ (ক) ॥২১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে ত্রিচত্বারিংশঃ সর্গঃ।

হইলে তাহাদের উপস্থিতি-সংবাদে এই অযোধ্যা-নগরী যশস্বিনী হইবে। এখানে সকললোকই আনন্দিত হইবে এবং সকলগৃহ উত্তোলিত-পতাকাসমূহের দ্বারা শোভিত হইবে। হায়! এইরূপ সুসময় কখন আসিবে? নরশ্রেষ্ঠ রাম ও লক্ষ্মণ অরণ্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছেন, ইহা দেখিয়া কবে এই অযোধ্যা পূর্ণিমারাত্রির সমুদ্রের ন্যায় আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইবে? বৃষভ যেমন ধেনুকে অগ্রে লইয়া গৃহে প্রবেশ করে, সেইরূপ মহাবাহু বীর রাম কবে সীতাকে অগ্রে লইয়া রথারোহণে এই পুরীতে প্রবেশ করিবেন? কবে শত্রুদমনকারী আমার পুত্রদ্বয় অযোধ্যায় প্রবেশ করিতে থাকিলে রাজপথস্থিত লোকগণ তাঁহাদের মস্তকে লাজ (খই) নিক্ষেপ করিতে থাকিবে? আমার পুত্রদ্বয় কর্ণে উত্তমকুণ্ডল, উৎকৃষ্ট অস্ত্র ও খড়গ ধারণ করিয়া শৃঙ্গবিশিষ্ট পর্বতের ন্যায় এই অযোধ্যায় প্রবেশ করিতেছেন, এই দৃশ্য আমি কোন্‌দিন দেখিতে পাইব? রামের প্রত্যাবর্তনের জন্য আনন্দিত হইয়া ব্রাহ্মণকন্যাগণ কবে পুষ্প ও ফল গ্রহণপূর্বক অযোধ্যাকে প্রদক্ষিণ করিবে?৬-১৫

সুবৃষ্টি যেমন তাপিতব্যক্তিকে শান্তিদান করিতে উপস্থিত হয়, সেইরূপ কবে পরিণতবুদ্ধি দেবকান্তি ধর্মাত্মা পঞ্চবিংশতিবর্ষবয়স্ক রাম আমার শান্তির জন্য আসিয়া উপস্থিত হইবে? রাজন্! নিঃসন্দেহে আমার মনে হইতেছে যে, আমি পূর্বে কুৎসিতস্বভাবসম্পন্ন ছিলাম। বৎসগণ নিজ নিজ জননীর স্তন্যপান করিতে উদ্যত হইলে আমি নিশ্চয়ই স্তনচ্ছেদন করিয়া দিয়াছিলাম। সেইজন্য আমার এই দুর্দশা। রামের প্রতি প্রবলবাৎসল্য থাকা সত্ত্বেও আমি রামকে হারাইলাম। সিংহ যেমন বৎস অপহরণ করিয়া ধেনুকে বৎসরহিত করিয়া দেয়, নরশ্রেষ্ঠ! কৈকেয়ীও সেইরূপ বলপূর্বক আমাকে পুত্ররহিত করিয়াছে। রামই আমার একমাত্র পুত্র। সর্বগুণভূষিত সর্বশাস্ত্রবিশারদ সেই পুত্রকে না পাইলে আমি জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করি না। প্রিয়তম পুত্র রাম ও মহাবীর লক্ষ্মণকে দেখিতে না পাইলে আমার জীবনধারণে কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করিনা। গ্রীষ্মকালে তেজস্বী ভগবান্ সূর্য্য যেমন প্রখর কিরণের দ্বারা এই পৃথিবীকে দগ্ধ করেন, পুত্রশোকজাত অগ্নি অতিশয় অনিষ্টকারী হইয়া আমাকে অদ্য সেইভাবে দগ্ধ করিতেছে।১৬-২১

পাঠান্তর :—(ক) অয়ং হি মাং দীপয়তেঽদ্য বহ্নি—
স্তনূজশোকপ্রভবো মহাহিতঃ।
মহীমিমাং রশ্মিভিরুত্তমপ্রভো
যথা নিদাঘে ভগবান্ দিবাকরঃ ॥

মহর্ষিবাল্মীকি-প্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ত্রিচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

চতুশ্চত্বারিংশঃ সর্গঃ

[কৌসল্যাং প্রতি সুমিত্রাদেব্যা আশ্বাসবাক্যম্।]

বিলপন্তীং তথা তাং তু কৌসল্যাং প্রমদোত্তমাম্।
ইদং ধর্মে স্থিতা ধর্ম্ম্যং সুমিত্রা বাক্যমব্রবীৎ ॥১
তবার্য্যে সদ্গুণৈর্যুক্তঃ স পুত্রঃ পুরুষোত্তমঃ।
কিং তে বিলপিতেনৈবং কৃপণং রুদিতেন বা ॥২
যস্তবার্য্যে গতঃ পুত্রস্ত্যক্ত্বা রাজ্যং মহাবলঃ।
সাধু কুর্বন্মহাত্মানং পিতরং সত্যবাদিনম্ ॥৩
শিষ্টৈরাচরিতে সম্যক্ শশ্বৎ প্রেত্য ফলোদয়ে।
রামো ধর্মে স্থিতঃ শ্রেষ্ঠো ন স শোচ্যঃ কদাচন ॥৪
বর্ত্ততে চোত্তমাং বৃত্তিং লক্ষ্মণোঽস্মিন্ সদানঘঃ।
দয়াবান্ সর্বভূতেষু লাভস্তস্য মহাত্মনঃ ॥৫
অরণ্যবাসে যদ্দুঃখং জানন্তী বৈ সুখোচিতা (ক)।
অনুগচ্ছতি বৈদেহী ধর্মাত্মানং তবাত্মজম্ ॥৬
কীর্ত্তিভূতাং পতাকাং যো লোকে ভ্রাময়তি প্রভুঃ।
ধর্মঃ সত্যব্রতপরঃ কিং ন প্রাপ্তস্তবাত্মজঃ ॥৭
ব্যক্তং রামস্য বিজ্ঞায় শৌচং মাহাত্ম্যমুত্তমম্।
ন গাত্রমংশুভিঃ সূর্য্যঃ সন্তাপয়িতুমর্হতি ॥৮
শিবঃ সর্বেষু কালেষু কাননেভ্যো বিনিঃসৃতঃ।
রাঘবং যুক্তশীতোষ্ণঃ সেবিষ্যতি সুখোঽনিলঃ ॥৯
শয়ানমনঘং রাত্রৌ পিতেবাভিপরিষ্বজন্।
রশ্মিভিঃ সংস্পৃশন্ শীতৈশ্চন্দ্রমা হ্লাদয়িষ্যতি ॥১০
দদৌ চাস্ত্রাণি দিব্যানি যস্মৈ ব্রহ্মা মহৌজসে।
দানবেন্দ্রং হতং দৃষ্ট্বা তিমিধ্বজসুতং রণে ॥১১
স শূরঃ পুরুষব্যাঘ্রঃ স্ববাহুবলমাশ্রিতঃ।
অসন্ত্রস্তো হ্যরণ্যেঽসৌ বেশ্মনীব নিবৎস্যতে ॥১২

চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ

[কৌশল্যার প্রতি সুমিত্রাদেবীর আশ্বাসবাক্য।]

রমণীশ্রেষ্ঠা রামজননী কৌশল্যা এইভাবে বিলাপ করিতে থাকিলে ধর্মশীলা সুমিত্রাদেবী তাঁহাকে ধর্মসঙ্গত বাক্য বলিলেন,—দেবি! আপনার পুত্র রাম পুরুষোত্তম ও সর্বগুণভূষিত। তাঁহার জন্য অতিদীনভাবে বিলাপ বা রোদন করা সর্বথা অনুচিত। আর্য্যে! আপনার পুত্র নিজের মহাত্মা পিতাকে যথার্থভাবে সত্যবাদী করিবার জন্য রাজ্যত্যাগ করিয়া গমন করিয়াছেন। শ্রীমান্ রাম সজ্জনগণের আচরিত পারলৌকিক ফলদায়ক ধর্মপথে অবস্থিত, এইজন্য তিনি সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ। যিনি এইভাবে সতত ধর্মের আচরণে রত, তাঁহার জন্য কখনই শোক করা উচিত নয়। সর্বভূতে দয়াবান্ নিষ্পাপ লক্ষ্মণ ত মহাত্মা রামের সর্বদা উত্তম সেবা করিতেছেন।১-৫

পাঠান্তর:—(ক)—জানন্ত্যেব সুখোচিতা।

সর্বদা সুখভোগযোগ্যা সীতা বনবাসের দুঃখের কথা জানিয়াই আপনার পরমধার্মিক পুত্রের অনুগমন করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার জন্য চিন্তার প্রয়োজন নাই। দেবি! আপনার পুত্র পরমধার্মিক ও সত্যব্রতনিষ্ঠ। এমন কোন শ্রেয়স্কর বস্তু আছে, যাহা তিনি পাইবেন না? শক্তিমান্ রাম এই সংসারে যশের পতাকা উড্ডীন করিবেন। আমি বলিতেছি যে—সূর্য্য রঘুনন্দনের উত্তম পবিত্রভাব ও শ্রেষ্ঠ মহিমা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়া নিজ কিরণের দ্বারা কখনই তাঁহার শরীরকে সন্তপ্ত করিবেন না। রামের বনবাসকালে বনের বায়ু অতিশীতল কিংবা অতিশয় উষ্ণ হইবে না। সকলঋতুতে সুখস্পর্শ ঐ বায়ু রামের সুখসম্পাদন করত সেবা করিবে। রাত্রিকালে চন্দ্রমা স্নিগ্ধরশ্মির দ্বারা পিতার ন্যায় বনভূমিতে শয়ান নিষ্পাপ রামকে আলিঙ্গন করিয়া আনন্দিত করিবেন।৬-১০

ব্রহ্মা যুদ্ধস্থলে দানবশ্রেষ্ঠ তিমিধ্বজ-পুত্রকে নিহত

যস্যেষুপথমাসাদ্য বিনাশং যান্তি শত্রবঃ।
কথং ন পৃথিবী তস্য শাসনে স্থাতুমর্হতি ॥১৩
যা শ্রীঃ শৌর্য্যঞ্চ রামস্য যা চ কল্যাণসত্ত্বতা।
নিবৃত্তারণ্যবাসঃ স্বং ক্ষিপ্রং রাজ্যমবাপ্স্যতি ॥১৪
সূর্য্যস্যাপি ভবেৎ সূর্য্যো হ্যগ্নেরগ্নিঃ প্রভোঃ প্রভুঃ।
শ্রিয়াঃ শ্রীশ্চ ভবেদগ্র্যা কীর্ত্ত্যাঃ কীর্তিঃ ক্ষমা ক্ষমা॥১৫
দৈবতং দেবতানাঞ্চ ভূতানাং ভূতসত্তমঃ।
তস্য কে হ্যগুণা দেবি! বনে বাপ্যথবা পুরে ॥১৬
পৃথিব্যা সহ বৈদেহ্যা শ্রিয়া চ পুরুষর্ষভঃ।
ক্ষিপ্রং তিসৃভিরেতাভিঃ সহ রামোঽভিষেক্ষ্যতে ॥১৭
দুঃখজং বিসৃজত্যশ্রু নিষ্ক্রামন্তমুদীক্ষ্য যম্।
অযোধ্যায়াং জনঃ সর্বঃ শোকবেগসমাহতঃ ॥১৮
কুশ-চীরধরং দেবং (ক) গচ্ছন্তমপরাজিতম্।
সীতে বানুগতা লক্ষ্মীস্তস্য কিং নাম দুর্লভম্ ॥১৯

ধনুর্গ্রহবরো যস্য বাণ-খড়্গাস্ত্রভৃৎ স্বয়ম্।
লক্ষ্মণো ব্রজতি হ্যগ্রে তস্য কিং নাম দুর্লভম্ ॥২০
নিবৃত্তবনবাসং তং দ্রষ্টাসি পুনরাগতম্।
জহি শোকঞ্চ মোহঞ্চ দেবি সত্যং ব্রবীমি তে ॥২১
শিরসা চরণাবেতৌ বন্দমানমনিন্দিতে।
পুনর্দ্রক্ষ্যসি কল্যাণি পুত্রং চন্দ্রমিবোদিতম্ ॥২২
পুনঃ প্রবিষ্টং দৃষ্ট্বা তমভিষিক্তং মহাশ্রিয়ম্।
সমুৎস্রক্ষ্যসি নেত্রাভ্যাং শীঘ্রমানন্দজং জলম্ ॥২৩
মা শোকো দেবি দুঃখং বা ন রামে দৃশ্যতেঽশিবম্।
ক্ষিপ্রং দ্রক্ষ্যসি পুত্রং ত্বং সসীতং সহলক্ষ্মণম্ ॥২৪
ত্বয়াঽশেষো জনশ্চায়ং সমাশ্বাস্যো যতোঽনঘে।
কিমিদানীমিদং দেবি করোষি হৃদি বিক্লবম্ ॥২৫
নার্হা ত্বং শোচিতুং দেবি যস্যাস্তে রাঘবঃ সুতঃ।
নহি রামাৎ পরো লোকে বিদ্যতে সৎপথে স্থিতঃ ॥২৬

দেখিয়া মহাবলবান্ রামকে যে সকল দিব্যাস্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন, নিজবাহুবলের আশ্রয়ে ও সেই সকল অস্ত্রের সাহায্যে মহাবীর নরশ্রেষ্ঠ রাম নিজগৃহের মতই নির্ভয়ে অরণ্যে বাস করিবেন। যাঁহার অস্ত্র-পথে পতিত হইলে শত্রুগণ বিনাশপ্রাপ্ত হয়, সেই রামের শাসনে এই সম্পূর্ণ ভূমণ্ডল কেন থাকিবে না? রামের মধ্যে যে শোভা, যে শৌর্য্য ও যে কল্যাণজনক সামর্থ্য রহিয়াছে, তাহাতে তিনি নিশ্চয়ই বনবাস হইতে সত্বর প্রতিনিবৃত্ত হইয়া রাজ্য-লাভ করিবেন। তিনি সূর্য্যেরও সূর্য্য, অগ্নিরও অগ্নি, প্রভুরও প্রভু, সম্পদেরও সম্পদ্, কীর্তিরও কীর্তি এবং ক্ষমার ও ক্ষমা।১১-১৫

তিনি দেবতাগণেরও দেবতা এবং সকলপ্রাণীর মধ্যে সর্বোত্তম। দেবি! শ্রীমান্ রাম বনেই থাকুন কিংবা নগরেই থাকুন, তাঁহাব কোনরূপ অসুবিধা হইতে পারে না। অল্পদিনমধ্যেই রাম পৃথিবী, সীতা ও রাজ্যশ্রী এই তিনটির সহিত রাজ্যে অভিষিক্ত হইবেন। অযোধ্যাবাসী জনগণ শোকে সমাচ্ছন্ন হইয়া রামকে নগর হইতে বহির্গত হইতে দর্শন করত অতিদুঃখে অশ্রুবিসর্জন করিতেছে। অপরাজেয় মহাবীর রাম কুশ ও চীর ধারণ করিয়া বনে গমন করিতে থাকিলে সীতা সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় যখন তাঁহার অনুগমন করিয়াছেন, তখন তাঁহার কোন বস্তুই দুর্লভ হইবে না। ধনুর্দ্ধরশ্রেষ্ঠ বীর লক্ষ্মণ স্বয়ং বাণ, খড়্গ ও অস্ত্র গ্রহণ করিয়া যাঁহার অগ্রে অগ্রে গমন করিতেছেন, তাঁহার নিকট কোন্ বস্তু দুর্লভ হইবে?১৬-২০

দেবি! বনবাস-সমাপ্তির পর প্রতিনিবৃত্ত রামকে অচিরেই আপনি দেখিতে পাইবেন, ইহা আমি সত্যই বলিতেছি। অতএব আপনি শোক ও মোহ ত্যাগ করুন। কল্যাণি! আপনি সকলের প্রশংসার পাত্রী। অচিরে নিজপুত্রকে স্বমস্তকের দ্বারা আপনার চরণ-বন্দনা করিতে দেখিবেন। উদিতচন্দ্রের ন্যায় তিনি আপনার দৃষ্টিগোচর হইবেন। শ্রীমান্ রাম রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া অতিশয় শোভান্বিত হইলে আপনি তাঁহাকে দর্শন করিয়া আনন্দে অশ্রুবিসর্জন করিবেন।

পাঠান্তর :—(ক) কুশ-চীরধরং বীরং—।

অভিবাদয়মানং তং দৃষ্ট্বা সসুহৃদং সুতম্ ।
মুদাশ্রু মোক্ষ্যসে ক্ষিপ্রং মেঘরেখেব বার্ষিকী ॥২৭
পুত্রস্তে বরদঃ ক্ষিপ্রমযোধ্যাং পুনরাগতঃ ।
করাভ্যাং মৃদু-পীনাভ্যাং চরণৌ পীড়য়িষ্যতি ॥২৮
অভিবাদ্য নমস্যন্তং শূরং সসুহৃদং সুতম্ ।
মুদাস্রৈঃ প্রোক্ষসে পুত্রং মেঘরাজিরিবাচলম্ ॥২৯
আশ্বাসয়ন্তী বিবিধৈশ্চ বাক্যৈ-
র্বাক্যোপচারে কুশলানবদ্যা ।
রামস্য তাং মাতরমেবমুক্ত্বা
দেবী সুমিত্রা বিররাম রামা ॥৩০
নিশম্য তল্লক্ষ্মণমাতৃবাক্যং
রামস্য মাতুর্নরদেবপত্ন্যাঃ ।
সদ্যঃ শরীরে বিননাশ শোকঃ
শরদ্গতো মেঘ-ইবাল্পতোয়ঃ ॥৩১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে চতুশ্চত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥৪৪

অতএব আপনি দুঃখিত হইবেন না, আপনার রামের কোনরূপ অমঙ্গল হইবে না। অবিলম্বে সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত প্রতিনিবৃত্ত পুত্রকে দেখিতে পাইবেন। পুণ্যবতি ! এই সকল লোককে আশ্বস্ত করা আপনার কর্তব্য। এই অবস্থায় আপনি নিজহৃদয়ে এত ব্যাকুলতা আনিতেছেন কেন ?২১-২৫

দেবি ! রঘুনন্দন রাম আপনার পুত্র, এইজন্যই আপনার শোক করা উচিত নয়। সম্প্রতি এই সংসারে রামের ন্যায় সৎপথস্থিত ব্যক্তি অন্য কেহই নাই। আপনি বন্ধুজন-সমন্বিত পুত্রকে প্রণাম করিতে দেখিয়া বর্ষাকালের মেঘমালার ন্যায় আনন্দাশ্রু পরিত্যাগ করিবেন। সর্বজনবরপ্রদ শ্রীমান্ রাম অতিসত্বর অযোধ্যায় প্রতিনিবৃত্ত হইয়া কোমল ও স্থূল হস্তদ্বয়ের দ্বারা আপনার চরণদ্বয় স্পর্শ করিবেন। মেঘমালা যেমন পর্বতের উপর জলধারা বর্ষণ করে, সেইরূপ বন্ধুসহিত মহাবীর পুত্র আপনার চরণে প্রণত হইলে আপনি তাঁহার উপর আনন্দাশ্রুধারা বর্ষণ করিবেন। বাক্যরচনায় সুনিপুণা প্রশংসনীয়া সুমিত্রাদেবী এইভাবে নানাপ্রকার বাক্যে রামজননীকে আশ্বস্ত করিয়া বিরত হইলেন। লক্ষ্মণজননী সুমিত্রার এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া দশরথমহিষী রাম-মাতা কৌশল্যা শোক পরিত্যাগ করিলেন। শরৎকালের অল্পজল-সমন্বিত মেঘ যেমন বায়ুর দ্বারা দূরে চালিত হয়, সুমিত্রাদেবীর সান্ত্বনাবাক্যে কৌশল্যার পুত্রশোকও তৎক্ষণাৎ দূরে সরিয়া গেল।২৬-৩১

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চচত্বারিংশঃ সর্গঃ

[অনুগমনকারিণামযোধ্যাবাসিনাং সমীপে শ্রীরামেণ ভরতস্য গুণকীর্তনম্, তান্ নিবৃত্তান্ কর্তুং রামস্য হিতোপদেশঃ, বনগমনতো নিবৃত্তয়ে রামস্য সমীপে নগরস্য বৃদ্ধ-ব্রাহ্মণানাং প্রার্থনম্, পদচারি-ব্রাহ্মণান্ প্রতি সম্মানপ্রদর্শনায় রামস্য রথাদবতরণম্, পদ্ভ্যাং তমসাতীরং যাবদনুগমনঞ্চ।]

অনুরক্তা মহাত্মানং রামং সত্যপরাক্রমম্।
অনুজগ্মুঃ প্রযান্তং তং বনবাসায় মানবাঃ ॥১
নিবর্তিতেঽতীব বলাৎ সুহৃদ্ধর্মেণ রাজনি।
নৈব তে সংন্যবর্তন্ত রামস্যানুগতা রথম্ ॥২
অযোধ্যানিলয়ানাং হি পুরুষাণাং মহাযশাঃ।
বভূব গুণসম্পন্নঃ পূর্ণচন্দ্র ইব প্রিয়ঃ ॥৩
স যাচ্যমানঃ কাকুৎস্থস্তাভিঃ প্রকৃতিভিস্তদা।
কুর্বাণঃ পিতরং সত্যং বনমেবান্বপদ্যত ॥৪
অবেক্ষমাণঃ সস্নেহং চক্ষুষা প্রপিবন্নিব।
উবাচ রামঃ সস্নেহং তাঃ প্রজাঃ স্বাঃ প্রজা ইব ॥৫
যা প্রীতির্বহুমানশ্চ ময্যযোধ্যানিবাসিনাম্।
মৎপ্রিয়ার্থং বিশেষেণ ভরতে সা বিধীয়তাম্ ॥৬
স হি কল্যাণচারিত্রঃ কৈকেয্যানন্দবর্ধনঃ।
করিষ্যতি যথাবদ্ বঃ প্রিয়াণি চ হিতানি চ ॥৭
জ্ঞানবৃদ্ধো বয়োবালো মৃদুর্বীর্য্যগুণান্বিতঃ।
অনুরূপঃ স বো ভর্তা ভবিষ্যতি ভয়াপহঃ ॥৮
স হি রাজগুণৈর্যুক্তো যুবরাজঃ সমীক্ষিতঃ।
অপি চাপি ময়া শিষ্টৈঃ কার্য্যং বো ভর্তৃশাসনম্ ॥৯
ন সন্তপ্যেদ্ যথা চাসৌ বনবাসং গতে ময়ি।
মহারাজস্তথা কার্য্যো মম প্রিয়চিকীর্ষয়া ॥১০

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ

[অনুগমনকারী অযোধ্যাবাসিগণের নিকট রাম কর্তৃক ভরতের গুণকীর্তন, তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিবার জন্য রামের হিতোপদেশ, বনগমন হইতে বিরত হইবার জন্য রামের নিকট নগরের বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণের প্রার্থনা, পদচারী ব্রাহ্মণগণের প্রতি সম্মানপ্রদর্শনার্থ রামের রথ হইতে অবতরণ ও পদব্রজে তমসাতীর পর্য্যন্ত গমন।]

এদিকে অযোধ্যাবাসী জনগণ রামের প্রতি অনুরক্ত বলিয়া তাহারা সকলে বনগমনরত সত্যপরাক্রম মহাত্মা রামের অনুগমন করিতে লাগিলেন। "যাহার পুনরাগমন কাম্য হয়, বেশীদূর পর্য্যন্ত তাহার অনুগমন করা উচিত নয়" এই নিয়মানুসারে অমাত্যগণ কর্তৃক রাজা দশরথ রামের অনুগমনে নিবারিত হইলেন ! কিন্তু অযোধ্যাবাসী জনগন নিবৃত্ত হইলেন না, রামের পশ্চাতে গমন করিতে লাগিলেন। মহাযশস্বী গুণবান্ রাম পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় অযোধ্যাবাসী সকললোকের প্রিয় ছিলেন। এইজন্য তাঁহারা সকলে 'অযোধ্যায় ফিরিয়া চলুন' বলিয়া রামের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু শ্রীমান্ রাম পিতাকে সত্যবাদী করিবার জন্য অরণ্যাভিমুখেই যাইতে লাগিলেন। তিনি গমন-সময়ে স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে তাহাদিগকে দেখিতে লাগিলেন; যেন চক্ষুর দ্বারা তাহাদিগকে নিজ অন্তরে গ্রহণ করিতেছেন, এইভাবে তাহাদের উপর দৃষ্টিপাত করিয়া অতিস্নেহে নিজপুত্রের ন্যায় তাহাদিগকে বলিলেন।১-৫

অযোধ্যাবাসিগণ ! আমার প্রতি তোমাদের যেরূপ প্রীতি ও গৌরব-বুদ্ধি আছে, অদ্য হইতে তোমরা সকলে আমার প্রীতিসম্পাদনের জন্য তদপেক্ষা অধিক প্রীতি ও গৌরব-বুদ্ধি ভরতের প্রতি করিবে। কৈকেয়ীর আনন্দবর্ধনকারী সর্বজনকল্যাণকারী সৎস্বভাববান্ ভরত যথোচিতভাবে তোমাদের সকলের প্রিয় ও হিতকর কার্য্য করিবেন। শ্রীমান্ ভরত বয়সে প্রবীণ

যথা যথা দাশরথির্ধর্মমেবাশ্রিতো ভবেৎ।
তথা তথা প্রকৃতয়ো রামং পতিমকাময়ন্ ॥১১
বাষ্পেণ পিহিতং দীনং রামঃ সৌমিত্রিণা সহ।
চকর্ষেব গুণৈর্বদ্ধং জনং পুরনিবাসিনম্ ॥১২
তে দ্বিজাস্ত্রিবিধং বৃদ্ধা জ্ঞানেন বয়সৌজসা।
বয়ঃপ্রকম্পশিরসো দূরাদূচুরিদং বচঃ ॥১৩
বহন্তো জবনা রামং ভো ভো জাত্যাস্তুরঙ্গমাঃ।
নিবর্তধ্বং ন গন্তব্যং হিতা ভবত ভর্তরি ॥১৪
কর্ণবন্তি হি ভূতানি বিশেষেণ তুরঙ্গমাঃ।
যূয়ং তস্মান্নিবর্তধ্বং যাচনাং প্রতিবেদিতাঃ ॥১৫
ধর্মতঃ স বিশুদ্ধাত্মা বীরঃ শুভদৃঢ়ব্রতঃ।
উপবাহ্যস্তু বো ভর্তা নাপবাহ্যঃ পুরাদ্ বনম্ ॥১৬

এবমার্তপ্রলাপাংস্তান্ বৃদ্ধান্ প্রলপতো দ্বিজান্।
অবেক্ষ্য সহসা রামো রথাদবততার হ ॥১৭
পদ্ভ্যামেব জগামাথ সসীতঃ সহলক্ষ্মণঃ।
সন্নিকৃষ্টপদন্যাসো রামো বনপরায়ণঃ ॥১৮
দ্বিজাতীন্ হি পদাতীংস্তান্ রামশ্চারিত্রবৎসলঃ।
ন শশাক ঘৃণাচক্ষুঃ পরিমোক্তুং রথেন সঃ ॥১৯
গচ্ছন্তমেব তং দৃষ্ট্বা রামং সম্ভ্রান্তমানসাঃ।
ঊচুঃ পরমসন্তপ্তা রামং বাক্যমিদং দ্বিজাঃ ॥২০
ব্রাহ্মণ্যং কৃৎস্নমেতত্ত্বাং ব্রহ্মণ্যমনুগচ্ছতি।
দ্বিজস্কন্ধাধিরূঢ়াস্ত্বামগ্নয়োঽপ্যনুযান্ত্যমী ॥২১
বাজপেয়সমুত্থানি ছত্রাণ্যেতানি পশ্য নঃ।
পৃষ্ঠতোঽনুপ্রযাতানি মেঘানিব জলাত্যয়ে ॥২২

না হইলেও জ্ঞানে বিশেষভাবে প্রবীণ। বলবান্ ও বহুসদ্‌গুণান্বিত হইয়াও ভরত অতিকোমলস্বভাব। তিনি তোমাদের ভয়নাশকারী উপযুক্ত পালক হইবেন। ভরত রাজোচিত সর্বগুণসম্পন্ন, আমা অপেক্ষা অধিক গুণ তাঁহার আছে। তিনিই যুবরাজ হইবার যোগ্য। অতএব এইরূপ পালকের শাসনে বাধ্য হওয়া তোমাদের অবশ্য কর্তব্য। আমি বনে গমন করিলে পর মহারাজ দশরথ যাহাতে সন্তপ্ত না হন, আমার প্রীতিসম্পাদনের জন্য তোমরা সেইরূপ কার্য্য করিও।৬-১০

দশরথনন্দন যে যে ভাবে প্রজাগণের নিকট ধর্মকে আশ্রয় করিতেছিলেন, প্রজাগণও সেই সেই ভাবে রামকেই নিজেদের পালকরূপে পাইতে কামনা করিতে লাগিলেন। প্রজাগণ সকলেই অশ্রুপূর্ণনেত্রে দীনভাবে দণ্ডায়মান, লক্ষ্মণসহিত রাম নিজগুণসমূহের দ্বারা বদ্ধ করিয়া যেন তাহাদিগকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন তিনপ্রকারের বৃদ্ধ অর্থাৎ জ্ঞানে বৃদ্ধ, বয়সে বৃদ্ধ এবং তপস্যায় বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণ বার্ধক্যবশতঃ কম্পিতমস্তকে দূর হইতে বলিতে লাগিলেন,—রামবহনরত অশ্বগণ! তোমরা অতিদ্রুতগামী ও উৎকৃষ্টজাতিসম্ভূত। তোমরা আর গমন করিও না, নিবৃত্ত হও। নিজেদের প্রভুর হিতকারী হও। অশ্বগণ! প্রাণিমাত্রেরই কর্ণ আছে, বিশেষতঃ তোমাদের কর্ণ অধিক শক্তিমান্। অতএব আমার প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া তোমরা নিবৃত্ত হও।১১-১৫

তোমাদের প্রভু রাম বিশুদ্ধচিত্ত, মহাবীর, শুভকারী ও দৃঢ়ব্রত। অতএব ধর্মানুসারে তাঁহাকে পুরীমধ্যে লইয়া যাওয়াই তোমাদের কর্তব্য। পুরী হইতে বনে লইয়া যাওয়া উচিত নয়। শ্রীমান্ রাম বৃদ্ধব্রাহ্মণগণকে এইভাবে আর্তের ন্যায় প্রলাপ করিতে দেখিয়া অতিসত্বর রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত ধীরভাবে পদব্রজে বনাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। স্বাভাবিকস্নেহসম্পন্ন দয়াপূর্ণনয়ন রাম পদব্রজে আগমনকারী ব্রাহ্মণগণকে দ্রুতগামী রথের দ্বারা অতিক্রম করিতে পারিলেন না। রামকে ধীরগতিতে বনের দিকেই যাইতে দেখিয়া বিহ্বলচিত্ত ব্রাহ্মণগণ অতিশয় সন্তপ্ত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন।১৬-২০

রাম! তুমি ব্রাহ্মণগণের হিতকারী বলিয়া তাঁহারা সকলে তোমার অনুগমন করিতেছেন। অগ্নিসমূহও ব্রাহ্মণগণের স্কন্ধে আরোহণ করিয়া তোমার অনুগামী হইয়াছেন। শরৎকালের মেঘের ন্যায় শুভ্র ছত্রসমূহ আমরা বাজপেয়-যজ্ঞে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। ঐ ছত্রসমূহ

অনবাপ্তাতপত্রস্য রশ্মিসন্তাপিতস্য তে।
এভিশ্ছায়াং করিষ্যামঃ স্বচ্ছত্রৈর্বাজপেয়কৈঃ (ক) ॥২৩
যা হি নঃ সততঃ বুদ্ধির্বেদমন্ত্রানুসারিণী।
ত্বৎকৃতে সা কৃতা বৎস বনবাসানুসারিণী ॥২৪
হৃদয়েষ্ববতিষ্ঠন্তে বেদা যে নঃ পরং ধনম্।
বৎস্যন্ত্যপি গৃহেষ্বেব দারাশ্চারিত্ররক্ষিতাঃ ॥২৫
পুনর্ন নিশ্চয়ঃ (খ) কার্য্যস্ত্বদ্গতৌ সুকৃতা মতিঃ।
ত্বয়ি ধর্ম্মব্যপেক্ষে তু কিং স্যাদ্ধর্ম্মপথে স্থিতম্ ॥২৬
যাচিতো নো নিবর্তস্ব হংস-শুক্ল-শিরোরুহৈঃ।
শিরোভির্নিভৃতাচার মহীপতনপাংশুলৈঃ ॥২৭
বহূনাং বিততাং যজ্ঞা দ্বিজানাং য ইহাগতাঃ।
তেষাং সমাপ্তিরায়ত্তা তব বৎস নিবর্তনে ॥২৮
ভক্তিমন্তীহ ভূতানি জঙ্গমাজঙ্গমানি চ।
যাচমানেষু তেষু ত্বং ভক্তিং ভক্তেষু দর্শয় ॥২৯
অনুগন্তুমশক্তাস্ত্বাং মূলৈরুদ্ধতবেগিনঃ।
উন্নতা বায়ুবেগেন বিক্রোশন্তীব পাদপাঃ ॥৩০
নিশ্চেষ্টাহারসঞ্চারা বৃক্ষৈকস্থাননিশ্চিতাঃ।
পক্ষিণোঽপি প্রযাচন্তে সর্বভূতানুকম্পিনম্ ॥৩১
এবং বিক্রোশতাং তেষাং দ্বিজাতীনাং নিবর্তনে।
দদৃশে তমসা তত্র বারয়ন্তীব রাঘবম্ ॥৩২
ততঃ সুমন্ত্রোঽপি রথাদ্ বিমুচ্য
শ্রান্তান্ হয়ান্ সংপরিবর্ত্য শীঘ্রম্।
পীতোদকাংস্তোয়পরিপ্লুতাঙ্গান্
অচারয়দ্ বৈ তমসাবিদূরে ॥৩৩

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্ রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে পঞ্চচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥৪৫

আমাদের পশ্চাতে আসিতেছে। তোমার ত ছত্র নাই। যখন তুমি প্রখর সূর্য্যকিরণের দ্বারা সন্তপ্ত হইবে, তখন আমরা বাজপেয়-যজ্ঞে প্রাপ্ত ছত্রসমূহের দ্বারা তোমাকে ছায়ায় রাখিব। বৎস! আমাদের যে বুদ্ধি সর্বদা বেদ-মন্ত্রেরই অনুসরণ করিত, এক্ষণে তাহা তোমার জন্য বনবাস-বিষয়ে নিয়োগ করিলাম। যে বেদসমূহ আমাদের পরমসম্পত্তি, তাহা ত আমাদের হৃদয়েই অবস্থিত রহিয়াছে। আমাদের পত্নীগণ পাতিব্রত্যধর্মের দ্বারা আত্মরক্ষা করিয়া গৃহে থাকিতে পারিবেন।২০-২৫

তোমার অনুগমন করিতে আমাদের বুদ্ধি স্থির করিয়াছি। এই বিষয়ে পুনর্বার বিচার করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু তুমি ধর্মনিরপেক্ষ হইলে কেহই ধর্মপথে অবস্থিত থাকিবে না। সদাচারপালক! রাম! ভূতলে লুণ্ঠিত হওয়ায় ধূলিপূর্ণ হংসতুল্যশুভ্র-কেশবিশিষ্ট মস্তকের দ্বারা সম্মানপ্রদর্শন করিয়া আমরা প্রার্থনা করিতেছি—তুমি নিবৃত্ত হও। যে সকল ব্রাহ্মণ এখানে আসিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকেই যজ্ঞানুষ্ঠান আরম্ভ করিয়া চলিয়া আসিয়াছেন। বৎস! তোমার প্রত্যাবর্তনেই ঐ সকল যজ্ঞের সমাপ্তি নির্ভর করিতেছে। রাম! এই সংসারে স্থাবর-জঙ্গম সকলেই তোমাকে ভক্তি করিয়া থাকে। তাহারা সকলেই তোমার নিবর্তন প্রার্থনা করিতেছে। তুমি তাহাদের প্রতি স্নেহ প্রদর্শন কর। বৃক্ষসমূহ তোমার অনুগমন করিতে পারি-তেছে না, যেহেতু ভূগর্ভস্থিত মূলদেশের দ্বারা তাহাদের গমনশক্তি প্রতিহত হইয়া গিয়াছে। তথাপি তাহারা বায়ুবেগে উন্নতদেহকে সঞ্চালিত করিয়া যেন রোদন করিতে করিতে তোমাকে নিষেধ করিতেছে।২৬-৩০

দেখ, দেখ বৎস! পক্ষিসমূহও বৃক্ষের একই স্থানে দৃঢ়ভাবে উপবেশন করিয়া রহিয়াছে। তাহারা আহার-সংগ্রহে নিশ্চেষ্ট হইয়াছে। তুমি সকলপ্রাণীর প্রতি সর্বদা দয়াপ্রদর্শন করিয়া থাক বলিয়া ঐ পক্ষিগণ তোমার বনগমন-নিবৃত্তি কামনা করিতেছে। নিবৃত্তির জন্য ব্রাহ্মণগণ এইভাবে করুণ আকৃতি প্রকাশ করিতে থাকিলে শ্রীমান্ রাম অদূরে তমসা-নদীকে দেখিতে পাইলেন। ঐ তমসা-নদী যেন বনগমনের পথ অবরুদ্ধ করিয়া রামকে অগ্রসর হইতে নিষেধ করিতেছে। তখন সুমন্ত্র-সারথি শ্রান্ত অশ্বগণকে রথ হইতে বিযুক্ত করিলেন, শ্রমনিবৃত্তির জন্য তাহাদিগকে ভূলুণ্ঠন ও ভ্রমণ করাইয়া স্নান ও জলপান করাইলেন। পরে তমসাতীরের নিকটেই অশ্বগণকে তৃণভক্ষণ করাইতে লাগিলেন।৩১-৩৩

পাঠান্তর:—(ক)—স্বৈশ্ছত্রৈর্বাজপেয়কৈঃ। (খ) ন পুনর্নিশ্চয়ঃ—।

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ষট্‌চত্বারিংশঃ সর্গঃ

[তমসানদীতীরে সীতা-লক্ষ্মণাভ্যাং সহ শ্রীরামস্য রাত্রিযাপনম্, সীতয়া সহ রামে নিদ্রিতে সুমন্ত্রসমীপে নিদ্রাহীনেন লক্ষ্মণেন রামস্য গুণকীর্তনম্, প্রাতঃ নিদ্রিতপুরবাসিনামসমক্ষেণ রথমারুহ্য শ্রীরামপ্রভৃতীনাং বনমগমনম্।]

ততস্তু তমসাতীরং রম্যমাশ্রিত্য রাঘবঃ।
সীতামুদ্বীক্ষ্য সৌমিত্রিমিদং বচনমব্রবীৎ ॥১
ইয়মদ্য নিশা পূর্বা সৌমিত্রে প্রস্থিতা বনম্।
বনবাসস্য ভদ্রং তে ন চোৎকণ্ঠিতুমর্হসি ॥২
পশ্য শূন্যান্যরণ্যানি রুদন্তীব সমন্ততঃ।
যথা নিলয়মায়দ্ভির্নিলীনানি মৃগদ্বিজৈঃ ॥৩
অদ্যায়োধ্যা তু নগরী রাজধানী পিতুর্মম।
সস্ত্রী-পুংসা গতানস্মাঞ্ছোচিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥৪
অনুরক্তা হি মনুজা রাজানং বহুভির্গুণৈঃ।
ত্বাঞ্চ মাঞ্চ নরব্যাঘ্র শত্রুঘ্ন-ভরতৌ তথা ॥৫
পিতরং চানুশোচামি মাতরঞ্চ যশস্বিনীম্।
অপি নান্ধৌ ভবেতাং নৌ রুদন্তৌ তাবভীক্ষ্ণশঃ ॥৬
ভরতঃ খলু ধর্মাত্মা পিতরং মাতরঞ্চ মে।
ধর্মার্থ-কামসহিতৈর্বাক্যৈরাশ্বাসয়িষ্যতি ॥৭
ভরতস্যানৃশংসত্বং সঞ্চিন্ত্যাহং পুনঃ পুনঃ।
নানুশোচামি পিতরং মাতরঞ্চ মহাভুজ ॥৮
ত্বয়া কার্য্যং নরব্যাঘ্র মামনুব্রজতা কৃতম্।
অন্বেষ্টব্যা হি বৈদেহ্যা রক্ষণার্থং সহায়তা ॥৯
অদ্ভিরেব হি সৌমিত্রে বৎস্যাম্যত্র নিশামিমাম্।
এতদ্ধি রোচতে মহ্যং বন্যেঽপি বিবিধে সতি ॥১০

ষট্‌চত্বারিংশ সর্গ

[তমসানদীতীরে সীতা ও লক্ষ্মণসহ শ্রীরামের রাত্রিযাপন, সীতাসহ রাম নিদ্রিত হইলে সুমন্ত্রের নিকট নিদ্রাহীন লক্ষ্মণের রামগুণকীর্তন, প্রভাতে নিদ্রিত পুরবাসীদিগের অলক্ষ্যে রথে আরোহণ করিয়া শ্রীরাম প্রভৃতির বনাভিমুখে গমন।]

অনন্তর রঘুনন্দন রাম রমণীয় তমসাতীরে আশ্রয়লাভ করিয়া সীতার প্রতি দৃষ্টিপাত করত লক্ষ্মণকে বলিলেন,—সুমিত্রানন্দন! আমরা বনে প্রেরিত হইয়াছি। আমাদের বনবাসের এই প্রথম রাত্রি উপস্থিত হইতেছে। ভ্রাতঃ! তোমার মঙ্গল হউক। তুমি উৎকণ্ঠিত হইও না। দেখ, পশু-পক্ষিগণ নিজ নিজ বাসস্থানে আসিয়া কলরব করিতেছে। তাহারা বাহিরে না থাকায় অরণ্যটি শূন্য হইয়াছে এবং এই অরণ্য যেন রোদন করিতেছে। আমরা বনগমন করিয়াছি। এইজন্য আমার পিতার রাজধানী অযোধ্যানগরীর স্ত্রী-পুরুষ সকলেই শোকাকুল হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। নরশ্রেষ্ঠ! তাহারা সকলে বহুগুণবান্ মহারাজ দশরথের প্রতি অনুরক্ত এবং তোমার, আমার, ভরতের ও শত্রুঘ্নের প্রতিও অনুরক্ত।১-৫

আমি পিতা ও যশস্বিনী জননীর জন্য শোকান্বিত হইতেছি। তাঁহারা উভয়েই আমাদের জন্য সর্বদা রোদন করিতে করিতে অন্ধ না হইয়া যান। আমার মনে হয়, ভরত আমার পিতা-মাতাকে ধর্ম, অর্থ ও কামযুক্ত বাক্যে অবশ্যই আশ্বাসিত করিবেন, যেহেতু তিনি বস্তুতই ধার্মিক। মহাবীর! আমি ভরতের কোমলস্বভাবের কথা বারংবার চিন্তা করিতেছি। তাহাতে পিতামাতার জন্য অনুশোচনা হইতেছে না। নরশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণ! তুমি আমার অনুগমনকারী হইয়া ভালই করিয়াছ, অন্যথা সীতার রক্ষার জন্য অন্যের সাহায্য লইতে হইত। সুমিত্রানন্দন! যদিও এই বনে বহুপ্রকার ফল রহিয়াছে, তথাপি জলপান করিয়াই এই

এবমুক্ত্বা তু সৌমিত্রিং সুমন্ত্রমপি রাঘবঃ।
অপ্রমত্তস্ত্বমশ্বেষু ভব সৌম্যেত্যুবাচ হ ॥১১
সোঽশ্বান্ সুমন্ত্রঃ সংযম্য সূর্য্যেঽস্তং সমুপাগতে।
প্রভূতযবসান্ কৃত্বা বভূব প্রত্যনন্তরঃ ॥১২
উপাস্য তু শিবাং সন্ধ্যাং দৃষ্ট্বা রাত্রিমুপাগতাম্।
রামস্য শয়নং চক্রে সূতঃ সৌমিত্রিণা সহ ॥১৩
তাং শয্যাং তমসাতীরে বীক্ষ্য বৃক্ষদলৈর্কৃতাম্।
রামঃ সৌমিত্রিণা সার্দ্ধং সভার্য্যঃ সংবিবেশ হ ॥১৪
সভার্য্যং সংপ্রসুপ্তং তু শ্রান্তং সংপ্রেক্ষ্য লক্ষ্মণঃ।
কথয়ামাস সূতায় রামস্য বিবিধান্ গুণান্ ॥১৫
জাগ্রতোরেব তাং রাত্রিং সৌমিত্রে রুদিতো রবিঃ।
সূতস্য তমসাতীরে রামস্য ব্রুবতো গুণান্ ॥১৬
গোকুলাকুলতীরায়াস্তমসায়া বিদূরতঃ।
অবসত্তত্র তাং রাত্রিং রামঃ প্রকৃতিভিঃ সহ ॥১৭

উত্থায় চ মহাতেজাঃ প্রকৃতীস্তা নিশাম্য চ।
অব্রবীদ্ ভ্রাতরং রামো লক্ষ্মণং পুণ্যলক্ষণম্ ॥১৮
অস্মদ্ ব্যপেক্ষান্ সৌমিত্রে নির্ব্যপেক্ষান্ গৃহেষ্বপি।
বৃক্ষমূলেষু সংসক্তান্ পশ্য লক্ষ্মণ সাম্প্রতম্ ॥১৯
যথৈতে নিয়মং পৌরাঃ কুর্বন্ত্যস্মন্নিবর্তনে।
অপি প্রাণান্ন্যশিষ্যন্তি ন তু ত্যক্ষ্যন্তি নিশ্চয়ম্ ॥২০
যাবদেব তু সংসুপ্তাস্তাবদেব বয়ং লঘু।
রথমারুহ্য গচ্ছামঃ পন্থানমকুতোভয়ম্ ॥২১
অতো ভূয়োঽপি নেদানীমিক্ষ্বাকুপুরবাসিনঃ।
স্বপেয়ুরনুরক্তা মা বৃক্ষমূলেষু সংশ্রিতাঃ ॥২২
পৌরা হ্যাত্মকৃতাদ্দুঃখাদ্ বিপ্রমোচ্যা নৃপাত্মজৈঃ।
ন তু খল্বাত্মনা যোজ্যা দুঃখেন পুরবাসিনঃ॥২৩
অব্রবীল্লক্ষ্মণো রামং সাক্ষাদ্ধর্মমিব স্থিতম্।
রোচতে মে তথা প্রাজ্ঞ ক্ষিপ্রমারুহ্যতামিতি ॥২৪

রাত্রি অতিবাহিত করি। ইহাই আমার নিকট ভাল বলিয়া মনে হইতেছে।৬-১০

রঘুনন্দন রাম প্রিয়ভ্রাতাকে এইরূপ বলিয়া সুমন্ত্রকে বলিলেন,—সৌম্য! আপনি অশ্বগণের সম্বন্ধে সাবধান থাকিবেন। অনন্তর সূর্য্য অস্তগমন করিলে পর সুমন্ত্র অশ্বগণকে বন্ধন করিয়া প্রচুর তৃণভোজন করাইলেন, পরে রামের নিকটে আসিলেন। সেইস্থানে শুভপ্রদ সন্ধ্যাবন্দন সমাপ্ত করিয়া তিনি লক্ষ্মণের সহিত রামের শয্যা প্রস্তুত করিলেন। শ্রীমান্ রাম তমসানদীতীরে বৃক্ষপত্রদ্বারা শয্যা প্রস্তুত হইয়াছে দেখিয়া সীতার সহিত ঐ শয্যায় শয়ন করিলেন। অনন্তর পত্নীসহিত শয়ান অতিশ্রান্ত প্রিয় অগ্রজকে নিদ্রিত দেখিয়া লক্ষ্মণ সুমন্ত্র-সারথির নিকট রামের নানাবিধ গুণের কথা বলিতে লাগিলেন।১১-১৫

তমসাতীরে সুমন্ত্রের নিকট লক্ষ্মণ প্রিয় অগ্রজের গুণসমূহ কীর্তন করিতেছিলেন। রাত্রিতে সুমন্ত্র ও লক্ষ্মণ উভয়েই নিদ্রাহীন। এই অবস্থায় সূর্য্য উদিত হইলেন। তমসানদীর তীরদেশ গোসমূহে পরিপূর্ণ ছিল। তাহার কিছুদূরে রাম এইভাবে প্রজাগণের সহিত সেই রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। মহাতেজা রাম প্রভাতে শয্যাত্যাগ করিলেন এবং প্রজাগণকে তখনও নিদ্রিত থাকিতে দেখিয়া শুভলক্ষণান্বিত প্রিয় অনুজকে বলিলেন,—সুমিত্রানন্দন! দেখ, এই সকল প্রজা নিজগৃহ প্রভৃতির অপেক্ষা করিতেছে না, আমাদের প্রতি পক্ষপাত থাকায় এইভাবে বৃক্ষমূলে নিদ্রিত হইয়া রহিয়াছে। ইহারা সকলে আমাদিগকে ফিরাইয়া লইয়া যাইবার জন্য যেরূপ যত্ন করিতেছে, তাহাতে মনে হয়, ইহারা প্রাণ পরিত্যাগ করিতে পারে, কিন্তু কিছুতেই নিজেদের সঙ্কল্প ত্যাগ করিবে না।১৬-২০

ভ্রাতঃ! সেইজন্য আমি বলিতেছি যে, ইহারা যতক্ষণ নিদ্রিত থাকিবে, সেই সময়ের মধ্যে আমরা রথে আরোহণ করিয়া দ্রুতগতিতে ভয়হীন পথে প্রস্থান করি। অযোধ্যাবাসী জনগণ সকলেই আমার প্রতি অনুরক্ত। কিন্তু তাহারা যেন এইভাবে পুনর্বার বৃক্ষ-মূল আশ্রয় করিয়া শয়ন না করে। প্রজাগণকে স্বকৃত দুঃখ হইতে রক্ষা করা রাজপুত্রগণের কর্তব্য। কিন্তু তাহাদিগকে নিজদুঃখের দ্বারা দুঃখিত করা কখনই উচিত নয়। ইহা শুনিয়া লক্ষ্মণ মূর্তিমান্ ধর্মের ন্যায়

অথ রামোঽব্রবীৎ সূতঃ শীঘ্রং সংযুজ্যতাং রথঃ।
গমিষ্যামি ততোঽরণ্যং গচ্ছ শীঘ্রমিতঃ প্রভো ॥২৫
সূতস্ততঃ সংত্বরিতঃ স্যন্দনং তৈর্হয়োত্তমৈঃ।
যোজয়িত্বা তু রামস্য প্রাঞ্জলিঃ প্রত্যবেদয়ৎ ॥২৬
অয়ং যুক্তো মহাবাহো রথস্তে রথিনাং বর।
ত্বরয়ারোহ ভদ্রং তে সসীতঃ সহলক্ষ্মণঃ ॥২৭
তং স্যন্দনমধিষ্ঠায় রাঘবঃ সপরিচ্ছদঃ।
শীঘ্রগামাকুলাবর্তাং তমসামতরন্নদীম্ ॥২৮
স সন্তীর্য্য মহাবাহুঃ শ্রীমাঞ্ছিবমকণ্টকম্।
প্রাপদ্যত মহামার্গমভয়ং ভয়দর্শিনাম্ ॥২৯
মোহনার্থং তু পৌরাণাং সূতং রামোঽব্রবীদ্ বচঃ।
উদঙ্মুখঃ প্রয়াহি ত্বং রথমারুহ্য সারথে ॥৩০
মুহূর্তং ত্বরিতং গত্বা নিবর্তয় রথং পুনঃ।
যথা ন বিদ্যুঃ পৌরা মাং তথা কুরু সমাহিতঃ ॥৩১
রামস্য তু বচঃ শ্রুত্বা তথা চক্রে চ সারথিঃ।
প্রত্যাগম্য চ রামস্য স্যন্দনং প্রত্যবেদয়ৎ ॥৩২
তৌ সংপ্রযুক্তং তু রথং সমাস্থিতৌ
তদা সসীতৌ রঘুবংশবর্ধনৌ।
প্রচোদয়ামাস ততস্তুরঙ্গমান্
স সারথির্যেন পথা তপোবনম্ ॥৩৩
ততঃ সমাস্থায় রথং মহারথঃ
সসারথির্দাশরথির্বনং যযৌ।
উদঙ্মুখং তং তু রথং চকার স
প্রয়াণমাঙ্গল্যনিমিত্তদর্শনাৎ ॥৩৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্ রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে ষট্‌চত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥

অবস্থিত রামকে বলিলেন,—প্রাজ্ঞ অগ্রজ! আপনি যাহা বলিলেন, তাহা আমারও ভাল বলিয়া মনে হইতেছে। অতএব সত্বর রথে আরোহণ করুন। তখন রাম সুমন্ত্রকে বলিলেন,—আপনি অতিশীঘ্র রথযোজনা করুন। কার্য্য-কুশল সুমন্ত্র! আপনি সত্বর গমন করুন, আমি এইস্থান হইতে অরণ্যে গমন করিব।২১-২৫

রামের বচন শুনিয়া সুমন্ত্র অতিদ্রুত গমন করত শ্রেষ্ঠ অশ্বগণের দ্বারা রথযোজনা করিয়া কৃতাঞ্জলি-পুটে রামের নিকট নিবেদন করিলেন,—মহাবীর! রথিশ্রেষ্ঠ! আপনার জন্য রথ অশ্বযোজিত হইয়াছে। আপনি সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত সত্বর রথে আরোহণ করুন। আপনার মঙ্গল হউক। সুমন্ত্রের কথানুসারে পত্নী ও ভ্রাতাসহিত রাম ধনু প্রভৃতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি লইয়া রথে আরোহণ করিলেন এবং আবর্তপূর্ণা (ঘূর্ণিযুক্তা) অতিদ্রুত-গামিনী তমসা নদী অতিক্রম করিলেন। মহাবাহু শ্রীরাম নদীপার হইয়া ভীরুস্বভাব ব্যক্তিগণেরও ভয়-সম্ভাবনাশূন্য নিষ্কণ্টক শুভময় রাজপথ প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর তিনি পুরবাসী জনগণকে বঞ্চনা করিবার জন্য সারথিকে বলিলেন,—সুমন্ত্র! আপনি রথে আরোহণ করিয়া উত্তর মুখে কিছুদূর গমন করুন।২৬-৩০

মুহূর্তকাল উত্তরদিকে সত্বর গমন করত নিবৃত্ত হউন। রথ ফিরাইয়া প্রত্যাবর্তন করুন। যাহাতে পুরবাসিগণ বুঝিতে না পারে, সেইরূপ কার্য্য অতি সাবধানে করুন। রামের বচন শুনিয়া সারথি সুমন্ত্র সেইরূপ কার্য্যই করিলেন, উত্তরদিকে কিছুদূর যাইয়া প্রত্যাবর্তন করত রামকে জানাইলেন। অনন্তর রাম ও লক্ষ্মণ সীতার সহিত সুমন্ত্র প্রদর্শিত রথে আরোহণ করিলেন। তখন সুমন্ত্র অশ্বগণকে চালনা করিয়া সেই পথে চলিলেন, যে পথে তপোবনে যাওয়া যায়। সুমন্ত্র বনপ্রস্থানের মঙ্গলাচারের জন্য প্রথমে উত্তরমুখে রথচালনা করিলেন। অনন্তর মহারাজ দশরথনন্দন সেই রথে আরোহণ করিয়া সারথির সহিত বনে গমন করিতে লাগিলেন।৩১-৩৪

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ষট্‌চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তচত্বারিংশঃ সর্গঃ

[নিদ্রাত্যাগানন্তরং তাননবলোক্য পুরবাসিনাং বিলাপঃ, অযোধ্যায়াং প্রত্যাবর্তনঞ্চ।]

প্রভাতায়াং তু শর্বর্য্যাং পৌরাস্তে রাঘবং বিনা।
শোকোপহতনিশ্চেষ্টা বভূবুর্হতচেতসঃ ॥১
শোকজাশ্রুপরিদ্যূনা বীক্ষমাণাস্ততস্ততঃ।
আলোকমপি রামস্য ন পশ্যন্তি স্ম দুঃখিতাঃ ॥২
তে বিষাদার্তবদনা হরিতাস্তেন ধীমতা।
কৃপণাঃ করুণা বাচো বদন্তি স্ম মনীষিণঃ ॥৩
ধিগস্তু খলু নিদ্রাং তাং যয়াপহৃতচেতসঃ।
নাদ্য পশ্যামহে রামং পৃথূরস্কং মহাভুজম্ ॥৪
কথং রামো মহাবাহুঃ স তথাবিতথক্রিয়ঃ।
ভক্তং জনমভিত্যজ্য প্রবাসং তাপসো গতঃ ॥৫
যো নঃ সদা পালয়তি পিতা পুত্রানিবৌরসান্।
কথং রঘূনাং স শ্রেষ্ঠস্ত্যক্ত্বা নো বিপিনং গতঃ ॥৬
ইহৈব নিধনং যামো মহাপ্রস্থানমেব বা।
রামেণ রহিতানাং হি কিমর্থং জীবিতং হিতম্ ॥৭
সন্তি শুষ্কাণি কাষ্ঠানি প্রভূতানি মহান্তি চ।
তৈঃ প্রজ্বাল্য চিতাং সর্বে প্রবিশামোঽথবা বয়ম্ ॥৮
কিং বক্ষ্যামো মহাবাহুরনসূয়ঃ প্রিয়ংবদঃ।
নীতঃ স রাঘবোঽস্মাভিরিতি বক্তুং কথং ক্ষমম্ ॥৯
সা নূনং নগরী দীনা দৃষ্ট্বাস্মান্ রাঘবং বিনা।
ভবিষ্যতি নিরানন্দা সস্ত্রী-বাল-বয়োঽধিকা ॥১০
নির্যাতাস্তেন বীরেণ সহ নিত্যং মহাত্মনা।
বিহীনাস্তেন চ পুনঃ কথং দ্রক্ষ্যাম তাং পুরীম্ ॥১১
ইতীব বহুধা বাচো বাহুমুদ্যম্য তে জনাঃ।
বিলপন্তি স্ম দুঃখার্তা হৃতবৎসা ইবাগ্র্যগাঃ ॥১২

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ

[নিদ্রাভঙ্গের পর রামচন্দ্র প্রভৃতিকে না দেখিয়া পুরবাসীদিগের বিলাপ ও অযোধ্যানগরীতে তাঁহাদিগের প্রত্যাবর্তন।]

এদিকে রাত্রি প্রভাত হইলে পর অযোধ্যাবাসী জনগণ রঘুনন্দন রামকে দেখিতে না পাইয়া শোকাকুল, নিশ্চেষ্ট ও বিমূঢ় হইলেন। রামের বিরহে শোকাশ্রু-পূর্ণ হইয়া তাঁহারা অতিদুঃখিতভাবে চারিদিকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু রামকে পাওয়ার মত কোন চিহ্নই দেখিতে পাইলেন না। ধীমান্ রামকে হারাইয়া তাঁহারা অতিশয় বিষণ্ণ হইলেন, তাঁহাদের মুখমণ্ডল অতিম্লান হইল। তখন মনীষী পৌরগণ পরস্পর অতি-করুণভাবে বলিতে লাগিলেন—আমাদের নিদ্রাকে ধিক্। এই নিদ্রার জন্যই আমাদের চৈতন্য ছিল না। তাহার ফলে বিশালবক্ষা মহাবাহু রামকে আমরা এক্ষণে আর দেখিতে পাইতেছি না। শ্রীমান্ রাম সর্বদা মর্য্যাদা পালন করিয়া চলেন। তথাপি তিনি এই সকল অনুরক্ত ব্যক্তিগণকে পরিত্যাগপূর্বক তপস্বীর বেশে কিরূপে বনে গমন করিলেন ?১-৫

পিতা যেমন ঔরসজাত নিজপুত্রকে পালন করেন, যিনি সেইভাবে আমাদিগকে সর্বদা পালন করিতেন, রঘুশ্রেষ্ঠ সেই রাম কিরূপে আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া বনে গমন করিলেন ? আমরা এইস্থানেই মৃত্যুবরণ করিব কিংবা মহাপ্রস্থানে গমন করিব। আমরা যখন রামশূন্য হইয়াছি, তখন আর আমাদের জীবনধারণের কোন প্রয়োজনই নাই। অথবা আমরা দেখিতেছি যে, এই স্থানে বৃহৎ বৃহৎ প্রচুর শুষ্ককাষ্ঠ আছে। ঐ সকল শুষ্ক কাষ্ঠে চিতা প্রজ্বালিত করিয়া আমরা তাহাতে প্রবেশ করিব। অযোধ্যায় ফিরিয়া গেলে লোকেরা রামের সংবাদ জানিতে চাহিবে, তখন আমরা কি বলিব ? "অসূয়াহীন প্রিয়ভাষী রামকে আমরা বনে রাখিয়া আসিয়াছি" এইকথা আমরা কখনই বলিতে পারিব না।

ততো মার্গানুসারেণ গত্বা কিঞ্চিত্ততঃ ক্ষণম্ ।
মার্গনাশাদ্ বিষাদেন মহতা সমভিপ্লুতাঃ ॥১৩
রথমার্গানুসারেণ ন্যবর্তন্ত মনস্বিনঃ ।
কিমিদং কিং করিষ্যামো দৈবেনোপহতা ইতি ॥১৪
তদা যথাগতেনৈব মার্গেণ ক্লান্তচেতসঃ ।
অযোধ্যামগমন্ সর্বে পুরীং ব্যথিতসজ্জনাম্ ॥১৫
আলোক্য নগরীং তাঞ্চ ক্ষয়ব্যাকুলমানসাঃ ।
আবর্তয়ন্ত তেঽশ্রূণি নয়নৈঃ শোকপীড়িতৈঃ ॥১৬
এষা রামেণ নগরী রহিতা নাতিশোভতে ।
আপগা গরুড়েনেব হ্রদাদুদ্ধৃতপন্নগা ॥১৭
চন্দ্রহীনমিবাকাশং তোয়হীনমিবার্ণবম্ ।
অপশ্যন্নিহতানন্দং নগরং তে বিচেতসঃ ॥১৮
তে তানি বেশ্মানি মহাধনানি
দুঃখেন দুঃখোপহতা বিশন্তঃ ।
নৈব প্রজজ্ঞুঃ স্বজনং পরং বা
নিরীক্ষ্যমাণাঃ প্রবিনষ্টহর্ষাঃ ॥১৯
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে সপ্তচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥

রাম ব্যতিরেকে যদি আমরা অযোধ্যায় গমন করি, তাহা হইলে আমাদিগকে ঐ অবস্থায় দেখিয়া অযোধ্যা-নগরী অতিশয়দৈন্যভাব ধারণ করিবে। অযোধ্যার স্ত্রী, বালক, বৃদ্ধ সকলেই নিশ্চয়ই নিরানন্দ হইবে।৬-১০

আমরা সর্বদা সহচর হইয়া থাকিবার জন্য মহাত্মা বীর শ্রীমান্ রামের সহিত অযোধ্যা হইতে আসিয়াছিলাম। এক্ষণে রামশূন্য হইয়া কিরূপে পুনর্বার অযোধ্যাকে দর্শন করিব। দুঃখপীড়িত পৌরগণ হস্ত উত্তোলনপূর্বক বৎসহীনা ধেনুর ন্যায় এইভাবে নানাবিধ বাক্যে বিলাপ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহারা রথের চিহ্ন দেখিয়া সেই পথে কিছুদূর গমন করিলেন। কিন্তু কিছুদূর যাইয়া পথ-নির্ণয় করিতে পারিলেন না, তাহার ফলে অতিশয় বিষাদে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। মনস্বী পৌরগণ নিরুপায় হইয়া অবশেষে সেই পথেই প্রত্যাবর্তন করিলেন। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন—আমাদের একি হইল! এক্ষণে আমরা কি করিব? আমরা দৈব কর্তৃক হত হইয়াছি।১১-১৪

অনন্তর তাঁহারা যে পথে আসিয়াছিলেন, সেইপথেই অতিক্লান্তমনে অযোধ্যায় প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। তখন অযোধ্যায় সজ্জনগণ অতিব্যথিত হইয়াই অবস্থান করিতে-ছিলেন। তাঁহারা অযোধ্যানগরীকে ঐরূপ দেখিয়া রামের অভাবে ব্যাকুলচিত্ত হইলেন এবং শোক-পীড়িত নয়নে অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিলেন। গরুড় কর্তৃক হ্রদ হইতে সর্পগণ উদ্ধৃত হইলে নদীর যেমন শোভা থাকে না, সেইরূপ রাম না থাকায় অযোধ্যার কোনরূপ শোভা ছিল না। চন্দ্রহীন আকাশের ন্যায় ও জলহীন সমুদ্রের ন্যায় আনন্দহীন অযোধ্যাকে দর্শন করিয়া পৌরগণ বিহ্বল ও বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। দুঃখ-জর্জরিত পৌরগণ ধনপূর্ণ নিজ নিজ গৃহে বহুকষ্টের সহিত প্রবেশ করিলেন। তাঁহারা হর্ষশূন্য হইয়া এমন দশা প্রাপ্ত হইলেন, যাহার ফলে স্বজনকে ও অন্যকে দেখিয়াও চিনিতে পারিতেছিলেন না।১৫-১৯

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে সপ্তচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টচত্বারিংশঃ সর্গঃ

[পুরবাসিনীনাং রমণীনাং বিলাপঃ, প্রত্যাগতান্ পতীন্ প্রতি তাসাং ভর্ৎসনবাক্যঞ্চ ।]

তেষামেবং বিষণ্ণানাং পীড়িতানামতীব চ ।
বাষ্পবিপ্লুতনেত্রাণাং সশোকানাং মুমূর্ষয়া ॥১
অভিগম্য নিবৃত্তানাং রামং নগরবাসিনাম্ ।
উদ্গতানীব সত্ত্বানি বভূবুরমনস্বিনাম্ ॥২
স্বং স্বং নিলয়মাগম্য পুত্রদারৈঃ সমাবৃতাঃ ।
অশ্রূণি মুমুচুঃ সর্বে বাষ্পেণ পিহিতাননাঃ ॥৩
ন চাহৃষ্যন্ন চামোদন্ বণিজো ন প্রসারয়ন্ ।
ন চাশোভন্ত পণ্যানি নাপচন্ গৃহমেধিনঃ ॥৪
নষ্টং দৃষ্ট্বা নাভ্যনন্দন্ বিপুলং বা ধনাগমম্ ।
পুত্রং প্রথমজং লব্ধ্বা জননী নাভ্যনন্দত (ক) ॥৫

গৃহে গৃহে রুদত্যশ্চ ভর্তারং গৃহমাগতম্ ।
ব্যগর্হয়ন্ত দুঃখার্তা বাগ্‌ভিস্তোত্রৈরিব দ্বিপান্ ॥৬
কিং নু তেষাং গৃহৈঃ কার্য্যং কিং দারৈঃ কিং ধনেন বা ।
পুত্রৈর্বাপি সুখৈর্বাপি যে ন পশ্যন্তি রাঘবম্ ॥৭
একঃ সৎপুরুষো লোকে লক্ষ্মণঃ সহ সীতয়া ।
যোঽনুগচ্ছতি কাকুৎস্থং রামং পরিচরন্ বনে ॥৮
আপগাঃ কৃতপুণ্যাস্তাঃ পদ্মিন্যশ্চ সরাংসি চ ।
যেষু যাস্যতি কাকুৎস্থো বিগাহ্য সলিলং শুচি ॥৯
শোভয়িষ্যন্তি কাকুৎস্থমটব্যো রম্যকাননাঃ ।
আপগাশ্চ মহানূপাঃ সানুমন্তশ্চ পর্বতাঃ ॥১০

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ

[পুরবাসিনী রমণীদিগের বিলাপ ও প্রত্যাগত পতিগণের প্রতি ভর্ৎসনাবাক্য ।]

অযোধ্যাবাসীদের অতিবিষাদপূর্ণ অবস্থা উপস্থিত হইল। রামের বিরহে শোক হওয়ায় তাঁহারা মৃত্যু-কামনা করিতে লাগিলেন। অতিশয়ব্যথিত হইয়া সর্বদা অশ্রুধারা বিসর্জন করিতে লাগিলেন। রামের অনুগমন করিয়া নিবৃত্ত হওয়ার জন্য তাঁহারা সতত অন্যমনস্ক হইয়া পড়িতেছিলেন। যেন তাঁহাদের প্রাণ বহির্গত হইয়া যাইবে। নিজ নিজ গৃহে আসিয়া তাঁহারা পুত্র ও পত্নীর সহিত অশ্রুপরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। অশ্রুধারায় তাঁহাদের মুখমণ্ডল প্লাবিত হইয়া যাইতেছিল। সেই সময় কাহারও শরীরে আনন্দের চিহ্ন দেখা গেল না এবং কাহারও মনেও আনন্দ ছিল না। বণিকেরা বিপণি (দোকান প্রভৃতি) প্রসারিত করিল না। পণ্য-দ্রব্যসমূহও শোভিত হইল না। গৃহস্থেরা রন্ধনকার্য্য করিলেন না। নষ্টবস্তুর পুনর্লাভে কিংবা প্রচুরধনলাভে কেহই আনন্দিত হইলেন না। জননী স্বগর্ভজাত প্রথম-পুত্রকেও অভিনন্দিত করিলেন না ।১-৫

রামকে ত্যাগ করিয়া পতি নিজগৃহে আসিয়াছেন দেখিয়া প্রত্যেক গৃহে মহিলাগণ রোদন করিতে লাগিলেন এবং অতিদুঃখে ব্যাকুল হইয়া অঙ্কুশের দ্বারা হস্তীকে ব্যথিত করার ন্যায় কঠোর বাক্যে পতিকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। মহিলাগণ বলিলেন—যাহারা রামকে দর্শন করে না, তাহাদের গৃহ, ভার্য্যা, ধন, পুত্র ও সুখের কোন প্রয়োজন নাই। এই সংসারে শ্রীমান্ লক্ষ্মণই একমাত্র সৎপুরুষ, যিনি সীতা-সমন্বিত রঘুনন্দন রামের পরিচর্য্যা করিতে বনে অনুগমন করিয়াছেন। যাহাদের নির্মলজলে অবগাহন করিয়া শ্রীমান্ রাম বনে গমন করিবেন, সেই সকল নদী, পদ্মশোভিত পুষ্করিণী ও সরোবর পুণ্যবান্ ও ধন্য। রমণীয় তরুসমূহ-যুক্ত বনভূমি, জলপ্রায়তটদেশবর্তী নদী, উন্নতশৃঙ্গবিশিষ্ট পর্বতসমূহ রামকে অতিশয় শোভিত করিবে ।৬-১০

যে কাননে কিংবা যে পর্বতে রাম গমন করিবেন,

পাঠান্তর :—(ক)—নাপ্যনন্দত ।

কাননং বাপি শৈলং বা যং রামোঽনুগমিষ্যতি।
প্রিয়াতিথিমিব প্রাপ্তং নৈনং শক্ষ্যন্ত্যনর্চিতুম্ ॥১১
বিচিত্রকুসুমাপীড়া বহুমঞ্জরিধারিণঃ।
রাঘবং দর্শয়িষ্যন্তি নগা ভ্রমরশালিনঃ ॥১২
অকালে চাপি মুখ্যানি পুষ্পাণি চ ফলানি চ।
দর্শয়িষ্যন্ত্যনুক্রোশাদ্ গিরয়ো রামমাগতন্ ॥১৩
প্রস্রবিষ্যন্তি তোয়ানি বিমলানি মহীধরাঃ।
বিদর্শয়ন্তো বিবিধান্ ভূয়শ্চিত্রাংশ্চ নির্ঝরান্ ॥১৪
পাদপাঃ পর্বতাগ্রেষু রময়িষ্যন্তি রাঘবম্।
যত্র রামো ভয়ং নাত্র নাস্তি তত্র পরাভবঃ ॥১৫
স হি শূরো মহাবাহুঃ পুত্রো দশরথস্য চ।
পুরা ভবতি নোঽদূরাদনুগচ্ছাম রাঘবম্ ॥১৬
পাদচ্ছায়া সুখং ভর্তুস্তাদৃশস্য মহাত্মনঃ।
স হি নাথো জনস্যাস্য স গতিঃ স পরায়ণম্ ॥১৭
বয়ং পরিচরিষ্যামঃ সীতাং যূয়ঞ্চ রাঘবম্।
ইতি পৌরস্ত্রিয়ো ভর্তৃন্ দুঃখার্তাস্তত্তদব্রুবন্ ॥১৮
যুষ্মাকং রাঘবোঽরণ্যে যোগ-ক্ষেমং বিধাস্যতি।
সীতা নারীজনস্যাস্য যোগক্ষেমং করিষ্যতি ॥১৯
কো ন্বনেনাপ্রতীতেন সোৎকণ্ঠিতজনেন চ।
সংপ্রীয়েতামনোজ্ঞেন বাসেন হৃতচেতসা ॥২০
কৈকেয্যা যদি চেদ্ রাজ্যং স্যাদধর্ম্যমনাথবৎ।
নহি নো জীবিতেনার্থঃ কুতঃ পুত্রৈঃ কুতো ধনৈঃ ॥২১
যয়া পুত্রশ্চ ভর্তা চ ত্যক্তাবৈশ্বর্য্যকারণাৎ।
কং সা পরিহরেদন্যং কেকয়ী কুলপাংসনী ॥২২
কৈকেয্যা ন বয়ং রাজ্যে ভৃতকা হি বসেমহি।
জীবন্ত্যা জাতু জীবন্ত্যঃ পুত্রৈরপি শপামহে ॥২৩
যা পুত্রং পার্থিবেন্দ্রস্য প্রবাসয়তি নির্ঘৃণা।
কস্তাং প্রাপ্য সুখং জীবেদধর্ম্যাং দুষ্টচারিণীম্ ॥২৪

সেই কানন বা সেই পর্বত রামের অর্চনা না করিয়া থাকিতে পারিবে না। তাহারা রামকে প্রিয় অতিথির মত মনে করিবে। বনস্থিত বৃক্ষগণ বিচিত্র পুষ্পরাশির দ্বারা নিজমস্তক অলঙ্কৃত করিয়া বহুমঞ্জরী ও ভ্রমর-সমূহবিশিষ্ট হইয়া রামকে নিজেদের শোভা দর্শন করাইবে। পর্বতের নিকটে রাম আগমন করিলে পর্বতস্থিত বৃক্ষসমূহ অসময়েই উত্তম উত্তম পুষ্প ও ফল সদয়ভাবে প্রকাশ করিবে। পর্বতসমূহ নানাবিধ বিচিত্র নির্ঝর প্রকাশিত করিয়া রামকে নির্মলজল প্রদান করিবে। পর্বতোপরি অবস্থিত বৃক্ষগণ রঘুনন্দনকে আহ্লাদিত করিবে। যেখানে রাম থাকিবেন, সেখানে ভয় কিংবা পরাভব হইবার সম্ভাবনা নাই।১১-১৫

মহাবাহু বীর দশরথনন্দন এখনও বেশীদূর গমন করেন নাই। অতএব আমরা এখনই তাঁহার অনুগমন করি। আমাদের এইরূপ অধিপতি মহাত্মা রামের পদচ্ছায়ায় উপবেশন করা অতিসুখকর। তিনি আমাদের সকলের নাথ, পরমগতি ও পালক। আমরা সকলে সীতার পরিচর্য্যা করিব, তোমরা রঘুনন্দনের পরিচর্য্যা করিবে। অযোধ্যাবাসিনী রমণীরা অতিদুঃখে বিহ্বল হইয়া নিজ নিজ পতিকে পুনর্বার বলিতে লাগিলেন—বনে থাকিয়াও রাম তোমাদের এবং সীতাদেবী আমাদের সকলের যোগ (কাম্যবস্তুর প্রাপ্তি), ক্ষেম (প্রাপ্তবস্তুর রক্ষা ও ভোগ) সম্পাদন করিবেন। বল ত, কোন্ ব্যক্তি এইরূপ উৎকণ্ঠিতজনপূর্ণ অপ্রশস্ত অসুন্দর ঔদাস্য-সমন্বিত গৃহে বাস করিয়া প্রীতিলাভ করিবে ?১৬-২০

যদি এই রাজ্য কৈকেয়ীর হয়, তাহা হইলে এই রাজ্য অনাথ ও অধর্মাক্রান্ত হইবে। তখন ত পুত্র ও ধনের কথা দূরে থাকুক, আমাদের জীবনেরই কোন প্রয়োজন থাকিবে না। ঐশ্বর্য্যলাভের জন্য যে স্বামী ও পুত্রকে ত্যাগ করিল, সেই কুলকলঙ্কিনী কৈকেয়ী অন্য কাহাকে ত্যাগ না করিবে ? আমরা পুত্রগণের শপথ করিয়া বলিতেছি, কৈকেয়ী জীবিত থাকিতে সুন্দর-ভাবে পালিত হইলেও আমরা এই রাজ্যে বাস করিব না। আমাদের প্রাণ থাকিতে ইহা কখনই সম্ভব হইবে না। নিষ্ঠুরপ্রকৃতি যে কৈকেয়ী মহারাজ দশরথের পুত্রকে নির্বাসিত করিল, সেই ধর্মহীনা দুরাচার-রতার অধীনে কোন্ ব্যক্তি সুখে জীবনধারণ করিবে ? কৈকেয়ীর জন্যই এই রাজ্য অনাথ ও উপদ্রবপূর্ণ

উপদ্রুতমিদং সর্বমনালম্ভমনায়কম্ ।
কৈকয্যাস্তু কৃতে সর্বং বিনাশমুপযাস্যতি ॥২৫
নহি প্রব্রজিতে রামে জীবিষ্যতি মহীপতিঃ ।
মৃতে দশরথে ব্যক্তং বিলোপস্তদনন্তরম্ ॥২৬
তে বিষং পিবতালোড্য ক্ষীণপুণ্যাঃ সুদুঃখিতাঃ ।
রাঘবং বানুগচ্ছধ্বমশ্রুতিং বাপি গচ্ছত ॥২৭
মিথ্যাপ্রব্রাজিতো রামঃ সভার্য্যঃ সহলক্ষ্মণঃ ।
ভরতে সন্নিবদ্ধাঃ স্মঃ সৌনিকে পশবো যথা ॥২৮
পূর্ণচন্দ্রাননঃ শ্যামো গূঢ়জত্রুররিন্দমঃ ।
আজানুবাহুঃ পদ্মাক্ষো রামো লক্ষ্মণপূর্বজঃ ॥২৯
পূর্বাভিভাষী মধুরঃ সত্যবাদী মহাবলঃ ।
সৌম্যশ্চ সর্বলোকস্য চন্দ্রবৎ প্রিয়দর্শনঃ ॥৩০
নূনং পুরুষশার্দূলো মত্তমাতঙ্গবিক্রমঃ ।
শোভয়িষ্যত্যরণ্যানি বিচরন্ স মহারথঃ ॥৩১
তাস্তথা বিলপন্ত্যস্তু নগরে নাগরস্ত্রিয়ঃ ।
চুক্রুশুর্দুঃখসন্তপ্তা মৃত্যোরিব ভয়াগমে ॥৩২
ইত্যেবং বিলপন্তীনাং স্ত্রীণাং বেশ্মসু রাঘবম্ ।
জগামাস্তং দিনকরো রজনী চাভ্যবর্তত ॥৩৩
নষ্টজ্বলনসন্তাপা প্রশান্তাধ্যায়সৎকথা ।
তিমিরেণানুলিপ্তেব তদা সা নগরী বভৌ ॥৩৪
উপশান্তবণিক্‌পণ্যা নষ্টহর্ষা নিরাশ্রয়া ।
অযোধ্যানগরী চাসীন্নষ্টতারমিবাম্বরম্ ॥৩৫
তদা স্ত্রিয়ো রামনিমিত্তমাতুরা
যথা সুতে ভ্রাতরি বা বিবাসিতে ।

হইবে, এখানে যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান হইবে না। অবশেষে সমস্ত রাজ্যই বিনাশপ্রাপ্ত হইবে।২১-২৫

রাম বনবাসী হইয়াছেন, সুতরাং মহীপতি দশরথ আর জীবিত থাকিবেন না। তাঁহার মৃত্যু হইলে নিশ্চয়ই সমস্তই নিঃশেষে লোপ পাইবে। তোমাদের পুণ্যক্ষয় হইয়াছে ও অতিদুঃখের সময় আসিতেছে। এইরূপ অবস্থায় সপরিবারে বিষকে অতিতীক্ষ্ণ করিয়া পান কর কিংবা রঘুনন্দনের অনুগমন কর, অথবা এমন স্থানে গমন কর, যেখানে ঐ কৈকেয়ীর নামও শুনিতে পাওয়া যাইবে না। পত্নী ও ভ্রাতার সহিত রাম বৃথাই নির্বাসিত হইয়াছেন। পশুঘাতকের নিকট বধ্যপশুর ন্যায় ভরতের নিকট আমরা আবদ্ধ হইয়াছি। মহারথ রাম ভ্রমণ করিতে করিতে বনভূমিকে সুশোভিত করিবেন। তিনি দূর্বাদলশ্যাম ও শত্রুদমনকারী। তাঁহার মুখমণ্ডল পূর্ণচন্দ্রতুল্য এবং স্কন্ধ ও বক্ষঃস্থলের মধ্যবর্তী অস্থি নিগূঢ় (মাংসে আবৃত)। কমললোচন লক্ষ্মণাগ্রজ রামের বাহুদ্বয় দীর্ঘ অর্থাৎ জানুপর্য্যন্ত লম্বিত। তিনি সৌজন্যবশতঃ সকলের সহিত প্রথমেই আলাপ করেন। সর্বদা সত্য ও মধুর ভাষা ব্যবহার করাই তাঁহার স্বভাব। মহাবলবান্ সৌম্যপ্রকৃতি শ্রীমান্ রাম চন্দ্রের ন্যায় প্রিয় ও দর্শনীয়। মদমত্ত হস্তীর ন্যায় পরাক্রমশালী পুরুষোত্তমের দ্বারা অবশ্যই অরণ্যের শোভা হইবে। অযোধ্যানগরে নাগরিক-পত্নীগণ এইভাবে বিলাপ করিতে করিতে মৃত্যুর ভয় উপস্থিত হইলে মুমূর্ষু ব্যক্তির ন্যায় সন্তপ্ত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন।২৬-৩২

প্রত্যেক গৃহেই মহিলাগণ রামের উদ্দেশে এইরূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন। তখন সূর্য্যদেব অস্তগমন করিলেন। রাত্রি উপস্থিত হইল। সেদিন অযোধ্যায় হোমের জন্যও অগ্নি প্রজ্বলিত হইল না। বেদাধ্যয়ন ও সৎকথা-প্রসঙ্গ বন্ধ হইল। সেই সময় অযোধ্যানগরী অন্ধকারের দ্বারা যেন আবৃত বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। বাণিজ্যকারীদের পণ্য-দ্রব্যের ব্যবহার বা ক্রয়-বিক্রয় অবরুদ্ধ হইল। অযোধ্যানগরী নিরানন্দ ও নিরাশ্রয় হওয়ায় তারকাশূন্য আকাশের সাদৃশ্য প্রাপ্ত হইল। প্রিয় পুত্র কিংবা প্রিয় ভ্রাতা নির্বাসিত হইলে যেমন বিলাপ ও রোদন করা উচিত, অযোধ্যাপুরনারীগণ অতিদুঃখিত হইয়া রামের জন্য বিমূঢ় ও দীনভাবে সেইরূপ বিলাপ ও রোদন করিতে লাগিলেন, যেহেতু নিজপুত্র অপেক্ষা রাম তাঁহাদের অধিকতর প্রিয়

বিলপ্য দীনা রুরুদুর্বিচেতসঃ
সুতৈর্হি তাসামধিকোঽপি সোঽভবৎ ॥৩৬
প্রশান্তগীতোৎসবনৃত্যবাদনা
বিভ্রষ্টহর্ষা পিহিতাপণোদয়া।
তদাঽযোধ্যা নগরী বভূব সা
মহার্ণবঃ সঙ্ক্ষপিতোদকো (ক) যথা ॥৩৭

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে হষ্টচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥

ছিলেন। ঐ সময় অযোধ্যায় সঙ্গীত, উৎসব, নৃত্য, বাদ্য বন্ধ হইয়াছিল, আনন্দের লেশমাত্র ছিল না। সমস্ত বিপণি রুদ্ধ হইয়াছিল। তখন জলশূন্য সমুদ্রের ন্যায় অযোধ্যার অবস্থা হইয়াছিল। ৩৩-৩৭

পাঠান্তর :—(ক) মহার্ণবঃ সঙ্ক্ষুভিতোদকো যথা।

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে অস্টচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ঊনপঞ্চাশঃ সর্গঃ

[গ্রামবাসিনাং রামপ্রীতিমূলকং বাক্যং শৃণ্বতঃ শ্রীরামস্য কোশলজনপদাতিক্রমণং, বেদশ্রুতি-গোমতী-স্যান্দিকানদীনামুত্তরণঞ্চ।]

রামোঽপি রাত্রিশেষেণ তেনৈব মহদন্তরম্।
জগাম পুরুষব্যাঘ্রঃ পিতুরাজ্ঞামনুস্মরন্ ॥১
তথৈব গচ্ছতস্তস্য ব্যপায়াদ্ রজনী শিবা।
উপাস্য তু শিবাং সন্ধ্যাং বিষয়ানত্যগাহত (ক) ॥২
গ্রামান্ বিকৃষ্টসীমান্তান্ পুষ্পিতানি বনানি চ।
পশ্যন্নতিযযৌ শীঘ্রং শনৈরিব হয়োত্তমৈঃ ॥৩
শৃণ্বন্ বাচো মনুষ্যাণাং গ্রামসংবাসবাসিনাম্।
রাজানং ধিগ্ দশরথং কামস্য বশমাস্থিতম্ ॥৪
হা নৃশংসাদ্য কৈকেয়ী পাপা পাপানুবন্ধিনী।
তীক্ষ্ণা সংভিন্নমর্য্যাদা তীক্ষ্ণকর্ম্মণি বর্ততে ॥৫
যা পুত্রমীদৃশং রাজ্ঞঃ প্রবাসয়তি ধার্মিকম্।
বনবাসে মহাপ্রাজ্ঞং সানুক্রোশং জিতেন্দ্রিয়ম্ ॥৬

ঊনপঞ্চাশ সর্গ

[গ্রামবাসীদিগের রামপ্রীতিমূলক বাক্য শ্রবণ করিতে করিতে শ্রীরামের কোশলজনপদ অতিক্রম এবং বেদশ্রুতি, গোমতী ও স্যান্দিকা নদী উত্তরণ।]

এদিকে পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম পিতৃবাক্য স্মরণ করিয়া সেই অবশিষ্ট রাত্রিতেই বহুদূর গমন করিলেন। এইভাবে যাইতে যাইতে মঙ্গলময়ী রাত্রি প্রভাত হইল। তখন তিনি প্রাতঃসন্ধ্যা সমাপনান্তে উত্তরকোশল দেশের দক্ষিণসীমায় গমন করিলেন এবং কর্ষিত-ক্ষেত্র-সমন্বিত গ্রাম, পুষ্পশোভিত কাননসমূহ দেখিতে দেখিতে অতিক্রম করিতেছিলেন। যদিও তিনি শীঘ্রই যাইতেছিলেন, তথাপি রমণীয়দেশদর্শনের জন্য মনে হইতেছিল যেন ধীরগতিতে গমন করিতেছেন। গ্রামবাসী মনুষ্যগণের কথা শুনিতে শুনিতে রাম অগ্রসর হইতেছিলেন। তাঁহারা বলিতেছিলেন—কামের বশীভূত রাজা দশরথকে ধিক্। উঃ! ক্রূরপ্রকৃতি পাপীয়সী সর্বদা পাপকারিণী কৈকেয়ী অতীব উদ্ধত হইয়া অদ্য সকল মর্য্যাদা অতিক্রম করিয়াছে, সেইজন্য এইরূপ কঠোর কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে।১-৫

ঐ কৈকেয়ী পরমধার্মিক মহাপ্রাজ্ঞ দয়ালু ও জিতেন্দ্রিয় দশরথনন্দনকে বনবাসে প্রেরণ করিয়াছে। সর্বদা সুখভোগরতা ভাগাবতী জনকনন্দিনী সীতা কিরূপে বনবাসের দুঃখসমূহ ভোগ করিবেন? হায়!

পাঠান্তর :—বিষয়ান্ তৎ ব্যগাহত।

কথং নাম মহাভাগা সীতা জনকনন্দিনী।
সদা সুখেষ্বভিরতা দুঃখান্যনুভবিষ্যতি* ॥৭
অহো দশরথো রাজা নিঃস্নেহঃ স্বসুতং প্রতি।
প্রজানামনঘং রামং পরিত্যক্তমিহেচ্ছতি ॥৮
এতা বাচো মনুষ্যাণাং গ্রামসংবাসবাসিনাম্।
শৃণ্বন্নতিযযৌ বীরঃ কোসলান্ কোসলেশ্বরঃ ॥৯
ততো বেদশ্রুতিং নাম শিববারিবহাং নদীম্।
উত্তীর্য্যাভিমুখঃ প্রায়াদগস্ত্যাধ্যুষিতাং দিশম্ ॥১০
গত্বা তু সুচিরং কালং ততঃ শীতবহাং নদীম্।
গোমতীং গোযুতানূপামতরৎ সাগরঙ্গমাম্ ॥১১
গোমতীং চাপ্যতিক্রম্য রাঘবঃ শীঘ্রগৈর্হয়ৈঃ।
ময়ূর-হংসাভিরুতাং ততার স্যন্দিকাং নদীম্ ॥১২
স মহীং মনুনা রাজ্ঞা দত্তামিক্ষ্বাকবে পুরা।
স্ফীতাং রাষ্ট্রাবৃতাং রামো বৈদেহীমন্বদর্শয়ৎ ॥১৩
সূত ইত্যেব চাভাষ্য সারথিং তমভীক্ষ্ণশঃ।
হংসমত্তস্বরঃ শ্রীমানুবাচ পুরুষোত্তমঃ ॥১৪
কদাহং পুনরাগম্য সরয্বাঃ পুষ্পিতে বনে।
মৃগয়াং পর্য্যটিষ্যামি মাত্রা পিত্রা চ সঙ্গতঃ ॥১৫
নাত্যর্থমভিকাঙ্ক্ষামি মৃগয়াং সরযূবনে।
রতির্হ্যেষাতুলা লোকে রাজর্ষিগণসম্মতা ॥১৬
রাজর্ষীণাং হি লোকেঽস্মিন্ রত্যর্থং মৃগয়া বনে।
কালে কৃতাস্তাং মনুজৈর্ধন্বিনামভিকাঙ্ক্ষিতাম্ ॥১৭
স তমধ্বানমৈক্ষ্বাকঃ সূতং মধুরয়া গিরা।
তং তমর্থমভিপ্রেত্য যযৌ বাক্যমুদীরয়ন্ ॥১৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে ঊনপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥

রাজা দশরথ নিজপুত্রের প্রতি নিশ্চয়ই স্নেহহীন, যেহেতু প্রজাগণের হিতকারী রামকে পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিলেন। কোশলপতি রাম গ্রামবাসী জনগণের এই সকল কথা শুনিতে শুনিতে কোশলদেশ অতিক্রম করিলেন। অনন্তর পুণ্যসলিলা বেদশ্রুতি নাম্নী নদী পার হইয়া দক্ষিণদিকে যাইতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ গমন করিয়া শীতলজলবাহিনী সাগরগামিনী গোমতী নদী পার হইলেন। ঐ গোমতীর তটদেশ গোসমূহে পরিব্যাপ্ত ছিল। শীঘ্রগামী অশ্বসমূহের দ্বারা যোজিত রথে আরোহণ করিয়া গোমতী পার হইলেন। তাহার পর ময়ূর-হংস ধ্বনিমুখরিত স্যন্দিকানদীর পরপারে গমন করিলেন। পূর্বকালে মহারাজ মনু ইক্ষ্বাকুকে যে জনপদপূর্ণ বিস্তৃত প্রদেশ দান করিয়াছিলেন, শ্রীমান্ রাম সীতাকে সেই প্রদেশটি দেখাইলেন। অনন্তর মত্তহংস-তুল্যস্বরবিশিষ্ট শ্রীমান্ পুরুষোত্তম রাম সুমন্ত্রকে 'সূত' বলিয়া বারংবার সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন—সূত! আমি কবে বন হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া মাতা-পিতার সহিত মিলিত হইব এবং সরযূতীরস্থিত পুষ্পিত কাননে মৃগয়া করিব? যদিও সরযূতীরস্থ বনে মৃগয়া করা আমার খুববেশী কাম্য নয়, তথাপি পূর্বতন রাজর্ষিগণের অনুমোদিত হওয়ায় ক্রীড়া মনে করিয়া উপেক্ষা করি না। এই মৃগয়াতে রাজর্ষিগণের প্রীতি-লাভ হয়। এই সংসারে মৃগয়া-বিহার করিয়া ধনুর্ধারী রাজর্ষিগণ সন্তোষপ্রাপ্ত হন। এইজন্য আমিও তাহা করি। শ্রীমান্ রাম এইভাবে মধুর বাক্যে সেই সেই বিষয় উল্লেখ করিতে করিতে পথ অতিক্রম করিয়া যাইতে লাগিলেন।৬-১৭

* কোন কোন গ্রন্থে ৭নং শ্লোকটি দেখা যায় না।

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ঊনপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চাশঃ সর্গঃ

[রামস্য ভোজরাজ্যে গমনম্, গঙ্গাশোভাদর্শনম্, গঙ্গাসমীপে অবস্থাতুং সুমন্ত্রং প্রতি আদেশঃ, রামস্য রথাদবতরণং, রামস্যাগমনং শ্রুত্বা গুহস্য তৎসমীপে গমনম্, উভয়োঃ কথোপকথনম্, রামস্য তত্র রাত্রাববস্থানঞ্চ।]

বিশালান্ কোসলান্ রম্যান্ যাত্বা লক্ষ্মণপূর্বজঃ।
অযোধ্যাভিমুখো (ক) ধীমান্ প্রাঞ্জলির্বাক্যমব্রবীৎ ॥১
আপৃচ্ছে ত্বাং পুরিশ্রেষ্ঠে কাকুৎস্থপরিপালিতে।
দৈবতানি চ যানি ত্বাং পালয়ন্ত্যাবসন্তি চ ॥২
নিবৃত্তবনবাসস্ত্বামনৃণো জগতীপতেঃ।
পুনর্দ্রক্ষ্যামি মাত্রা চ পিত্রা চ সহ সঙ্গতঃ ॥৩
ততো রুচিরতাম্রাক্ষো ভুজমুদ্যম্য দক্ষিণম্।
অশ্রুপূর্ণমুখো দীনোঽব্রবীজ্জানপদং জনম্ ॥৪
অনুক্রোশো দয়া চৈব যথার্হং ময়ি বঃ কৃতঃ।
চিরং দুঃখস্য পাপী যো গম্যতামর্থসিদ্ধয়ে ॥৫

তেঽভিবাদ্য মহাত্মানং কৃত্বা চাপি প্রদক্ষিণম্।
বিলপন্তো নরা ঘোরং ব্যতিষ্ঠংশ্চ ক্বচিৎ ক্বচিৎ ॥৬
তথা বিলপতাং তেসামতৃপ্তানাং চ রাঘবঃ।
অচক্ষুর্বিষয়ং প্রায়াদ্ যথার্কঃ ক্ষণদামুখে ॥৭
ততো ধান্যধনোপেতান্ দানশীলজনাঞ্ছিবান্।
অকুতশ্চিদ্ভয়ান্ রম্যাংশ্চৈত্যযূপসমাবৃতান্ ॥৮
উদ্যানাম্রবনোপেতান্ সম্পন্নসলিলাশয়ান্।
তুষ্ট-পুষ্টজনাকীর্ণান্ গোকুলাকুলসেবিতান্ ॥৯
রক্ষণীয়ান্ নরেন্দ্রাণাং ব্রহ্মঘোষাভিনাদিতান্।
রথেন পুরুষব্যাঘ্রঃ কোসলানত্যবর্তত ॥১০

পঞ্চাশ সর্গ

[রামের ভোজরাজ্যে গমন, গঙ্গার শোভাদর্শন, গঙ্গার নিকটে অবস্থানের জন্য সুমন্ত্রের প্রতি আদেশ, রামের রথ হইতে অবতরণ, রামের আগমন শ্রবণ করিয়া গুহের তৎসমীপে গমন, উভয়ের কথোপকথন ও সেইস্থানে রামের রাত্রিযাপন।]

লক্ষ্মণাগ্রজ ধীমান্ রাম বিশাল কোশলদেশ অতিক্রম করিয়া অযোধ্যার দিকে সম্মুখ করিয়া দাঁড়াইলেন এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিলেন,—অযোধ্যা-নগরি! তুমি সকল নগরীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ! কাকুৎস্থ-গণ কর্তৃক তুমি চিরকাল প্রতিপালিত হইয়াছ। আমি তোমার নিকটে বিদায়প্রার্থনা সম্ভাষণ করিতেছি। যে সকল দেবতা তোমাকে রক্ষা করিতেছেন এবং তোমাতে বাস করিতেছেন, আমি তাঁহাদের নিকটও বিদায়-সম্ভাষণ জানাইতেছি। আমি পিতার আদেশ পালন করিয়া পিতৃঋণ হইতে মুক্তিলাভ করিব, বনবাস হইতে প্রত্যাগত হইয়া মাতা-পিতার সহিত মিলিত হইব, তাহার পর তোমাকে দর্শন করিব। অযোধ্যার উদ্দেশে এইরূপ বলার পর মনোহর ও ঈষদরক্তনেত্র রাম দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিয়া অশ্রুপূর্ণবদনে দীনভাবে জনপদ-বাসীদিগকে বলিলেন,—তোমরা আমার প্রতি যথোচিত সমাদর ও সদয়ব্যবহার করিয়াছ। এক্ষণে নিজ নিজ কার্য্যে গমন কর। বহুক্ষণ যাবৎ দুঃখিত হইয়া থাকা অনুচিত।১-৫

রামের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া জনপদবাসিগণ তাঁহাকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিলেন এবং বিলাপ করিতে করিতে কোন কোন সময় গমন করিতে পারিতেছিলেন না। রামের দর্শনে অতৃপ্ত বিলাপরত ব্যক্তিগণকে পশ্চাতে রাখিয়া শ্রীমান্ রাম সন্ধ্যাকালে সূর্য্যের ন্যায় তাঁহাদের দৃষ্টির অগোচরে গমন করিলেন। তিনি রথে আরোহণ করিয়া কোশলদেশ অতিক্রম করিলেন। কোশলদেশ ধনধান্যে পরিপূর্ণ। সেখানে বহু দানশীল ব্যক্তি বাস করেন। সেখানে অমঙ্গল ও ভয়ের কোন কারণ নাই। রমণীয় কোশলদেশটি চৈত্য, যূপ, উদ্যান ও আম্রবনের দ্বারা পরিব্যাপ্ত। সেখানের জনগণ সকলেই হৃষ্ট-পুষ্ট। ধেনুসমূহের দ্বারা বিশেষভাবে সেবিত সেইদেশ সুন্দরজলাশয়-সমন্বিত। বহুনরপতিকর্তৃক সুরক্ষিত কোশলদেশ সর্বদা বেদধ্বনিতে মুখরিত।৬-১০

পাঠান্তর :—(ক) অযোধ্যাসুমুখো—।

মধ্যেন মুদিতং স্ফীতং রম্যোদ্যানসমাকুলম্ ।
রাজ্যং ভোজ্যং নরেন্দ্রাণাং যযৌ ধৃতিমতাং বরঃ ॥১১
তত্র ত্রিপথগাং দিব্যাং শীততোয়ামশৈবলাম্ ।
দদর্শ রাঘবো গঙ্গাং রম্যামৃষিনিষেবিতাম্ ॥১২
আশ্রমৈরবিদূরস্থৈঃ শ্রীমদ্ভিঃ সমলঙ্কৃতাম্ ।
কালেঽপ্সরোভির্হৃষ্টাভিঃ সেবিতাম্ভোহ্রদাংশিবাম্ ॥১৩
দেব-দানব-গন্ধর্বৈঃ কিন্নরৈরুপশোভিতাম্ ।
নাগ-গন্ধর্বপত্নীভিঃ সেবিতাং সততং শিবাম্ ॥১৪
দেবাক্রীড়শতাকীর্ণাং দেবোদ্যানযুতাং নদীম্ ।
দেবার্থমাকাশগতাং (ক) বিখ্যাতাং দেবপদ্মিনীম্ ॥১৫
জলাঘাতাট্টহাসোগ্রাং ফেন-নির্মলহাসিনীম্ ।
ক্বচিদ্ বেণীকৃতজলাং কচিদাবর্তশোভিতাম্ ॥১৬
ক্বচিৎস্তিমিতগম্ভীরাং ক্বচিদ্ বেগসমাকুলাম্ ।
ক্বচিদ্গম্ভীরনির্ঘোষাং ক্বচিদ্ভৈরবনিঃস্বনাম্ ॥১৭
দেবসঙ্ঘাপ্লুতজলাং নির্মলোৎপলসঙ্কুলাম্ ।
ক্বচিদাভোগপুলিনাং ক্বচিন্নির্মলবালুকাম্ ॥১৮
হংসসারসসঙ্ঘুষ্টাং চক্রবাকোপশোভিতাম্ ।
সদা মত্তৈশ্চ বিহগৈরভিপন্নামনিন্দিতাম্ ॥১৯
ক্বচিত্তীররুহৈর্বৃক্ষৈর্মালাভিরিব শোভিতাম্ ।
ক্বচিৎ ফুল্লোৎপলচ্ছন্নাং ক্বচিৎ পদ্মবনাকুলাম্ ॥২০
ক্বচিৎ কুমুদখণ্ডৈশ্চ কুট্মলৈরুপশোভিতাম্ ।
নানাপুষ্পরজোধ্বস্তাং সমদামিব চ ক্বচিৎ ॥২১
ব্যপেত মলসঙ্ঘাতাং মণিনির্মলদর্শনাম্ ।
দিশাগজৈর্বনগজৈর্মত্তৈশ্চ বরবারণৈঃ ॥২২
দেবরাজোপবাহ্যৈশ্চ সন্নাদিতবনান্তরাম্ ।
প্রমদামিব যত্নেন ভূষিতাং ভূষণোত্তমৈঃ ॥২৩
ফল-পুষ্পৈঃ কিসলয়ৈর্বৃতাং গুল্মৈর্দ্বিজৈস্তথা ।
বিষ্ণুপাদচ্যুতাং দিব্যাং মহাপাপপ্রণাশিনীম্ (খ) ॥২৪

পথিমধ্যে আনন্দিত, সমৃদ্ধ, রমণীয়-উদ্যানবিশিষ্ট যে যে রাজ্য ছিল, অন্যান্য নরপতিগণের ভোগ্য সেই সেই রাজ্যের মধ্য দিয়া মহাবীর রাম গমন করিলেন। কোশলদেশ অতিক্রম করিয়া দক্ষিণদিকে অগ্রসর হইলে তিনি ত্রিপথগামিনী সুরধুনী গঙ্গাকে দেখিতে পাইলেন। শীতলজলবতী শৈবাল (শ্যাওলা)-বিহীনা গঙ্গা ঋষিগণ-সেবিতা ও পরমরমণীয়া। নিকটস্থিত সুন্দর আশ্রমসমূহের দ্বারা যাঁহার শোভাবৃদ্ধি হইয়াছে, আনন্দিত অপ্সরাগণ যাঁহার হ্রদে আসিয়া সময়ে সময়ে অবগাহন করিয়া থাকে, শুভপ্রদা দেব, দানব, গন্ধর্ব, কিন্নর, নাগ ও গন্ধর্বপত্নী কর্তৃক সেবিতা সর্বদা পুণ্যময়ী গঙ্গার উভয়তীরে দেবতাগণের শত শত ক্রীড়াস্থান ও উদ্যান বিরাজিত রহিয়াছে। গঙ্গা দেবতাগণের জন্য আকাশে গমন করিয়া তাঁহাদের প্রীত্যর্থে সুবর্ণময়কমলধারণ করিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন।১১-১৫

জলের আঘাতে ভীষণ শব্দ হওয়ায় যেন অট্টহাস্যের দ্বারা গঙ্গা উগ্রতা প্রকাশ করিতেছেন। কোনস্থানে ফেনসমূহের দ্বারা নির্মলহাস্য করিতেছেন। কোনস্থানে বেণীর আকারে প্রবাহিতা হইয়াছেন। কোনস্থানে আবর্তের (ঘূর্ণি) দ্বারা শোভান্বিতা হইয়াছেন। কোনস্থানে স্থির ও গভীর, কোনস্থানে প্রবলবেগবিশিষ্ট, কোনস্থানে গম্ভীরধ্বনি, কোনস্থানে ভয়ঙ্করধ্বনি। ঐ নির্মলকমলপূর্ণ গঙ্গাপ্রবাহে দেবগণ জলকেলি করিতেছেন। কোনস্থানে বিশাল পুলিনদেশ নির্মলবালুকারাশি সমন্বিত। হংস-সারস আদি পক্ষীর কলরবে পূর্ণ, চক্রবাকশোভিত অনিন্দিত গঙ্গাপ্রবাহ সর্বদা মত্ত পক্ষীদিগের ধ্বনিতে মুখরিত। কোন স্থানে তীরস্থিত বৃক্ষগণ মালার ন্যায় শোভাবৃদ্ধি করিতেছে। কোনস্থান প্রফুল্লকমলের দ্বারা আবৃত এবং পদ্মবনের দ্বারা সুশোভিত।১৬-২০

ঐ গঙ্গা কোনস্থানে কুমুদ, কোরক প্রভৃতির দ্বারা শোভিত হইয়াছেন। বিবিধপুষ্পরেণু-সমাচ্ছন্ন হইয়া মদবিহ্বলা মহিলার ন্যায় শোভাধারণ করিয়াছেন। যাহাতে কোনপ্রকার মালিন্য নাই, নির্মলমণির ন্যায় যিনি অতিস্বচ্ছ, মদমত্ত দিগ্‌হস্তী, বন্যহস্তী, অন্যান্য শ্রেষ্ঠ হস্তী এবং দেববহনযোগ্য হস্তি-সমূহের ধ্বনিতে

পাঠান্তর :—(ক) দৈবার্থমাকাশগমাং— ।

(খ) বিষ্ণুপাদচ্যুতংদিব্যামপাপাং পাপনাশিনীম্ ।

শিশুমারৈশ্চ নক্রৈশ্চ ভুজঙ্গৈশ্চ সমন্বিতাম্।
শঙ্করস্য জটাজূটাদ্ ভ্রষ্টাং সাগরতেজসা ॥২৫
সমুদ্রমহিষীং গঙ্গাং সারস-ক্রৌঞ্চনাদিতাম্।
আসসাদ মহাবাহুঃ শৃঙ্গবেরপুরং প্রতি ॥২৬
তামূর্মিকলিলাবর্তামন্ববেক্ষ্য মহারথঃ।
সুমন্ত্রমব্রবীৎ সূতমিহৈবাদ্য বসামহে ॥২৭
অবিদূরাদয়ং নদ্যা বহুপুষ্পপ্রবালবান্।
সুমহানিঙ্গুদীবৃক্ষো বসামোঽত্রৈব সারথে ॥২৮
প্রেক্ষামি সরিতাং শ্রেষ্ঠাং সম্মান্যসলিলাং শিবাম্।
দেব-মানব-গন্ধর্ব-মৃগ-পন্নগ-পক্ষিণাম্ ॥২৯
লক্ষ্মণশ্চ সুমন্ত্রশ্চ বাঢ়মিত্যেব রাঘবম্।
উক্ত্বা তমিঙ্গুদীবৃক্ষং তদোপযযতুর্হয়ৈঃ ॥৩০

রামোঽভিযায় তং রম্যং বৃক্ষমিক্ষ্বাকুনন্দনঃ।
রথাদবতরত্তস্মাৎ সভার্য্যঃ সহলক্ষ্মণঃ ॥৩১
সুমন্ত্রোঽপ্যবতীর্য্যাথ মোচয়িত্বা হয়োত্তমান্।
বৃক্ষমূলগতং রামমুপতস্থে কৃতাঞ্জলিঃ ॥৩২
তত্র রাজা গুহো নাম রামস্যাত্মসমঃ সখা।
নিষাদজাত্যো বলবান্ স্থপতিশ্চেতি বিশ্রুতঃ ॥৩৩
স শ্রুত্বা পুরুষব্যাঘ্রং রামং বিষয়মাগতম্।
বৃদ্ধৈঃ পরিবৃতোঽমাত্যৈর্জ্ঞাতিভিশ্চাপ্যুপাগতঃ ॥৩৪
ততো নিষাদাধিপতিং দৃষ্ট্বা দূরাদুপস্থিতম্।
সহ সৌমিত্রিণা রামঃ সমাগচ্ছদ্ গুহেন সঃ ॥৩৫
তমার্তঃ সংপরিষ্বজ্য গুহো রাঘবমব্রবীৎ।
যথাযোধ্যা তথেদং তে রাম কিং করবাণি তে ॥৩৬

সেই গঙ্গার তটদেশ প্রতিধ্বনিত। ফল, পুষ্প, কিসলয়, গুল্ম ও পক্ষীদিগের দ্বারা শোভিত হওয়ায় মনে হইতেছিল যে, গঙ্গানদী অতিযত্নে নানা আভরণে ভূষিতা রমণীর ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছেন। ঐ দিব্যনদী বিষ্ণুপাদ হইতে আবির্ভূতা, সর্বমালিন্য-রহিতা ও সর্বপাপনাশিনী। শিশুমার (শুশুনামক একপ্রকার জলজন্তু), নক্র (মকর) ও সর্পসমূহে পরিপূর্ণা ঐ গঙ্গা ভগীরথের তপস্যায় মহাদেবের জটাজূট হইতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সারস, ক্রৌঞ্চ প্রভৃতি পক্ষীর শব্দে মুখরিত সমুদ্র-পত্নী গঙ্গাকে দূর হইতে দেখিয়া মহাবাহু রাম শৃঙ্গবেরপুরের নিকটে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলেন। মহাবীর রাম তরঙ্গ ও আবর্তসমূহে পরিপূর্ণা গঙ্গাকে দেখিয়া সুমন্ত্রকে বলিলেন,—সূত! আমরা অদ্য এইস্থানে বাস করিব। সুমন্ত্র! গঙ্গার অনতিদূরে বহু পুষ্প-প্রবাল-সমন্বিত বিশাল ইঙ্গুদী বৃক্ষ রহিয়াছে। অতএব আমরা এই স্থানেই অদ্য বাস করি। দেব, মানব, গন্ধর্ব, পশু, পন্নগ ও পক্ষিসমূহও গঙ্গাজলের সম্মান করে। আমি অদ্য পুণ্যময়ী নদীশ্রেষ্ঠা গঙ্গাকে দর্শন করিব। শ্রীমান্ রামের বাক্য শুনিয়া লক্ষ্মণ ও সুমন্ত্র 'বাঢ়ম্' বলিয়া সম্মতি জানাইলেন এবং রথের দ্বারা সেই ইঙ্গুদীবৃক্ষের নিকট গমন করিলেন।২১-৩০

সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত রঘুনন্দন রাম রমণীয় ইঙ্গুদীবৃক্ষের নিকট গমন করিয়া রথ হইতে অবতরণ করিলেন। সুমন্ত্রও রথ হইতে অবতরণ করিয়া অশ্বগুলিকে মোচন করিলেন, অনন্তর বৃক্ষমূলে অবস্থিত রামের নিকট কৃতাঞ্জলি হইয়া উপস্থিত হইলেন। সেই প্রদেশে গুহনামক একজন রাজা ছিলেন। তিনি রামের প্রাণতুল্য প্রিয় সখা। নিষাদজাতীয় ঐ গুহ বিশেষ বলশালী ও 'স্থপতি' বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। পুরুষোত্তম রাম তাঁহার নিজের রাজ্যে আসিয়াছেন শুনিয়া নিষাদরাজ গুহ বৃদ্ধ, অমাত্য ও জ্ঞাতিগণে পরিবৃত হইয়া রামের নিকটে আসিলেন। শ্রীমান্ রাম দূর হইতে নিষাদপতি গুহকে আসিতে দেখিয়া সুমিত্রানন্দনের সহিত অগ্রসর হইলেন ও গুহের সহিত মিলিত হইলেন। গুহ রামকে আলিঙ্গন করিলেন এবং তাঁহার এইরূপ অবস্থা-দর্শনে কাতর হইয়া তাঁহাকে বলিলেন,—রাম! অযোধ্যার ন্যায় এই রাজ্যও আপনার। আমি আপনার জন্য কোন্ কার্য্য করিব, আদেশ করুন। মহাবীর! এইরূপ প্রিয় অতিথিকে কোন্ ব্যক্তি প্রাপ্ত হয়? যে ব্যক্তি প্রাপ্ত হয়, সে ভাগ্যবান্। অনন্তর নানাবিধ উৎকৃষ্ট অন্নব্যঞ্জনাদি ভোজ্যদ্রব্য ও অর্ঘ্যাদি সমর্পণ করিলেন এবং বলিলেন,—মহাবীর! আপনার শুভাগমন

ঈদৃশং হি মহাবাহো কঃ প্রাপ্স্যত্যতিথিং প্রিয়ম্ ।
ততো গুণবদন্নাদ্যমুপাদায় পৃথগ্বিধম্ ॥৩৭
অর্ঘ্যং চোপানয়ৎক্ষিপ্রং বাক্যং চেদমুবাচ হ ।
স্বাগতং তে মহাবাহো তবেয়মখিলা মহী ॥৩৮
বয়ং প্রেষ্যা ভবান্ ভর্তা সাধু রাজ্যং প্রশাধি নঃ ।
ভক্ষ্যং ভোজ্যঞ্চ পেয়ঞ্চ লেহ্যং চৈতদুপস্থিতম্ ।
শয়নানি চ মুখ্যানি বাজিনাং খাদনঞ্চ তে ॥৩৯
গুহমেবং ব্রুবাণং তু রাঘবঃ প্রত্যুবাচ হ ।
অর্চিতাশ্চৈব হৃষ্টাশ্চ ভবতা সর্বদা বয়ম্ ॥৪০
পদ্ভ্যামভিগমাচ্চৈব স্নেহসন্দর্শনেন চ ।
ভুজাভ্যাং সাধুবৃত্তাভ্যাং পীড়য়ন্ বাক্যমব্রবীৎ ॥৪১
দিষ্ট্যা ত্বাং গুহ পশ্যামি হ্যরোগং সহ বান্ধবৈঃ ।
অপি তে কুশলং রাষ্ট্রে মিত্রেষু চ বনেষু চ ॥৪২

যত্ত্বিদং ভবতা কিঞ্চিৎ প্রীত্যা সমুপকল্পিতম্ ।
সর্বং তদনুজানামি নহি বর্তে প্রতিগ্রহে ॥৪৩
কুশ-চীরাজিনধরং ফলমূলাশনঞ্চ মাম্ ।
বিদ্ধি প্রণিহিতং ধর্মে তাপসং বনগোচরম্ ॥৪৪
অশ্বানাং খাদনেনাহমর্থী নান্যেন কেনচিৎ ।
এতাবতাত্র ভবতা ভবিষ্যামি সুপূজিতঃ ॥৪৫
এতে হি দয়িতা রাজ্ঞঃ পিতুর্দশরথস্য মে ।
এতৈঃ সুবিহিতৈরশ্বৈর্ভবিষ্যাম্যহমর্চিতঃ ॥৪৬
অশ্বানাং প্রতিপানঞ্চ খাদনং চৈব সোঽন্বশাৎ ।
গুহস্তত্রৈব পুরুষাংস্ত্বরিতং দীয়তামিতি ॥৪৭
ততশ্চীরোত্তরাসঙ্গঃ সন্ধ্যামন্বাস্য পশ্চিমাম্ ।
জলমেবাদদে ভোজ্যং লক্ষ্মণেনাহৃতং স্বয়ম্ ॥৪৮
তস্য ভূমৌ শয়ানস্য পাদৌ প্রক্ষাল্য লক্ষ্মণঃ ।
সভার্য্যস্য ততোঽভ্যেত্য তস্থৌ বৃক্ষমুপাশ্রিতঃ ॥৪৯

হউক। আমার এই সম্পূর্ণ রাজ্য আপনারই। আমরা আপনার ভৃত্য, আপনি আমাদের ভর্তা। আপনি আমাদের এই রাজ্য সঙ্গতভাবে শাসন করুন। আপনার জন্য অন্ন, ব্যঞ্জন, পায়স প্রভৃতি দ্রব্য, উৎকৃষ্ট পানীয় ও আস্বাদ্য রসায়নাদি লেহ্যবস্তু আনীত হইয়াছে। উৎকৃষ্ট শয্যাসমূহ আনীত হইয়াছে এবং আপনার অশ্বগণের জন্যও খাদ্য আনয়ন করা হইয়াছে। গুহ এইরূপ বলিতে থাকিলে রাম তাঁহাকে বলিলেন,—গুহ! তুমি আমার প্রতি স্নেহপ্রদর্শনপূর্বক পদব্রজে আগমন করিয়াছ, ইহাতেই বিশেষভাবে আমরা অর্চিত ও প্রীত হইয়াছি। এইরূপ বলিয়া শ্রীমান্ রাম বিশাল বাহুদ্বয়ের দ্বারা গুহকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন এবং বলিলেন। গুহ! নিজবান্ধবগণের সহিত তোমাকে সুস্থ দেখিলাম, ইহা আমাদের সৌভাগ্য। তোমার রাজ্য, বন্ধু ও বন্য সম্পত্তি বিষয়ে সর্বথা কুশল ত? তুমি প্রীতিপূর্বক আমার জন্য যে সকল বস্তু আনয়ন করিয়াছ, সেই সকল বস্তুই আমি স্বীকার করিতেছি, কিন্তু প্রতিগ্রহ * করিতে পারিব না। আমি কুশচীর ধারণ করিয়াছি, বন্যফলমূলভক্ষণই আমার কর্তব্য। আমি বনে আসিয়া তপস্বীদিগের ব্রত অবলম্বন করিয়াছি, এইজন্য প্রতিগ্রহ করিব না জানিও। অশ্বগণের জন্য খাদ্য সংগ্রহ করা আমার প্রয়োজন। আমার অন্যকোন দ্রব্যে প্রয়োজন নাই। তুমি যে অশ্বগণের জন্য খাদ্য আনিয়াছ, ইহাতেই আমি অতিশয় সম্মানিত হইব। এই সকল অশ্ব আমার পিতা দশরথের অত্যন্ত প্রিয়। এই অশ্বদিগের স্বাচ্ছন্দ্যবিধান করিলেই আমি অর্চিত হইব। তখন গুহ নিজভৃত্যগণকে আদেশ করিলেন—তোমরা সত্বর অশ্বগণকে খাদ্য ও পানীয় প্রদান কর। অনন্তর বীরের উত্তরীয় ধারণ করিয়া শ্রীমান্ রাম সায়ং-সন্ধ্যা উপাসনা করিলেন, পরে লক্ষ্মণের স্বহস্তে আনীত গঙ্গাজল পান করিলেন। জলপানের পর সীতার সহিত রাম ভূমিতে শয়ন করিলে লক্ষ্মণ তাঁহাদের উভয়ের চরণ প্রক্ষালন করিয়া কিছুদূরে গমনপূর্বক একটি বৃক্ষের তলে আশ্রয় লইলেন। অতিসাবধান ধনুর্ধারী গুহ ও সুমন্ত্র সুমিত্রানন্দনের সহিত আলাপ করিতে করিতে সমস্ত রাত্রি জাগিয়া রহিলেন।

* ক্ষত্রিয়ের প্রতিগ্রহ নিষিদ্ধ। রামের প্রত্যাখ্যানের রীতিতে বুঝা যায় যে, গুহের আনীত দ্রব্যাদি অপবিত্র বা গ্রহণের অযোগ্য নয়।

গুহোঽপি সহ সূতেন সৌমিত্রিমনুভাষয়ন্।
অন্বজাগ্রত্ততো রামমপ্রমত্তো ধনুর্ধরঃ ॥৫০
তথা শয়ানস্য ততো যশস্বিনো
মনস্বিনো দাশরথের্মহাত্মনঃ।
অদৃষ্টদুঃখস্য সুখোচিতস্য সা
তদা ব্যতীতা সুচিরেণ শর্বরী ॥৫১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে পঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥

কীর্তিমান্ মনস্বী মহাত্মা শ্রীমান্ দশরথনন্দন কখনই দুঃখভোগ করেন নাই, তিনি সর্বদা পরমসুখে সংবর্ধিত কিন্তু তিনি অদ্য বনভূমিতে শয়ন করিয়াছেন, সেইজন্য রাত্রি বহুক্ষণ পরে প্রভাত হইল ।৪১-৫১

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে পঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ।

একপঞ্চাশঃ সর্গঃ

[নিষাদরাজ-গুহস্য সমীপে লক্ষ্মণস্য বিলাপঃ।]

তং জাগ্রতমদম্ভেন ভ্রাতুরর্থায় লক্ষ্মণম্।
গুহঃ সন্তাপসন্তপ্তো রাঘবং বাক্যমব্রবীৎ ॥১
ইয়ং তাত সুখা শয্যা ত্বদর্থমুপকল্পিতা।
প্রত্যাশ্বসিহি সাধ্বস্যাং রাজপুত্র যথাসুখম্ ॥২
উচিতোঽয়ং জনঃ সর্বঃ ক্লেশানাং ত্বং সুখোচিতঃ।
গুপ্ত্যর্থং জাগরিষ্যামঃ কাকুৎস্থস্য বয়ং নিশাম্ ॥৩
নহি রামাৎ প্রিয়তমো মমাস্তে ভুবি কশ্চন।
ব্রবীম্যেব চ তে সত্যং সত্যেনৈব চ তে শপে ॥৪
অস্য প্রসাদাদাশংসে লোকেঽস্মিন্ সুমহদ্ যশঃ।
ধর্মাবাপ্তিঞ্চ বিপুলামর্থ-কামৌ চ পুষ্কলৌ ॥৫
সোঽহং প্রিয়সখং রামং শয়ানং সহ সীতয়া।
রক্ষিষ্যামি ধনুষ্পাণিঃ সর্বথা জ্ঞাতিভিঃ সহ ॥৬

একপঞ্চাশ সর্গ

[নিষাদরাজ গুহের সমক্ষে লক্ষ্মণের বিলাপ।]

শোকসন্তপ্ত গুহ অগ্রজের রক্ষার জন্য লক্ষ্মণকে বিনীতভাবে জাগ্রত থাকিতে দেখিয়া তাঁহাকে বলিলেন, তাত! তোমার জন্য এই সুখকরী শয্যা রচিত হইয়াছে। রাজপুত্র! তুমি এই শয্যায় যথাসুখে শয়ন করিয়া শ্রান্তি দূর কর। আমরা সকলপ্রকার ক্লেশসহিষ্ণু, তুমি সুখভোগের অধিকারী। আমরা কাকুৎস্থ রামের রক্ষার জন্য রাত্রিজাগরণ করিব। আমি সত্যের দ্বারা শপথ করিয়া তোমার নিকট এই সত্যকথা বলিতেছি যে, এই পৃথিবীতে রাম অপেক্ষা প্রিয়তম আমার আর কেহই নাই। আমি এই রামের প্রসাদেই ইহলোকে সুমহৎ যশ, ধর্ম, প্রচুর অর্থ ও কাম্যবস্তু কামনা করি।১-৫

অতএব আমি ধনুর্ধারণ করিয়া জ্ঞাতিগণের সহিত সীতাদেবী-সহ শয়নকারী প্রিয়সখা রামকে রক্ষা করিব। আমি এই বনে সর্বদা ভ্রমণ করিয়া থাকি। সুতরাং এই বনে কিছুই আমার অজ্ঞাত নাই। অতি বলবান্ বিপুল চতুরঙ্গসৈন্যের বেগ সহন করিতে আমি সমর্থ। অনন্তর লক্ষ্মণ গুহকে বলিলেন,—নিষ্পাপ! গুহ! তুমি নিজধর্মের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আমাদিগকে রক্ষা করিলে আমরা কখনই ভীত হইব না। কিন্তু

ন মেঽস্ত্যবিদিতং কিঞ্চিদ্ বনেঽস্মিংশ্চরতঃ সদা।
চতুরঙ্গং হ্যপি বলং সুমহৎ সন্তরেমহি ॥৭
লক্ষ্মণস্তু ততোবাচ রক্ষ্যমাণাস্ত্বয়ানঘ।
নাত্র ভীতা বয়ং সর্বে ধর্মমেবানুপশ্যতা ॥৮
কথং দাশরথৌ ভূমৌ শয়ানে সহ সীতয়া।
শক্যা নিদ্রা ময়া লব্ধুং জীবিতং বা সুখানি বা ॥৯
যো ন দেবাসুরৈঃ সর্বৈঃ শক্যঃ প্রসহিতুং যুধি।
তং পশ্য সুখসংসুপ্তং তৃণেষু সহ সীতয়া ॥১০
যো মন্ত্রতপসা লব্ধো বিবিধৈশ্চ পরাক্রমৈঃ।
একো দশরথস্যৈব পুত্রঃ সদৃশলক্ষণঃ ॥১১
অস্মিন্ প্রব্রজিতে রাজা ন চিরং বর্তয়িষ্যতি।
বিধবা মেদিনী নূনং ক্ষিপ্রমেব ভবিষ্যতি ॥১২
বিনদ্য সুমহানাদং শ্রমেণোপরতাঃ স্ত্রিয়ঃ।
নির্ঘোষোপরতং ভ্রাতর্মন্যে রাজনিবেশনম্ ॥১৩
কৌসল্যা চৈব রাজা চ তথৈব জননী মম।
নাশংসে যদি জীবন্তি সর্বে তে শর্বরীমিমাম্ ॥১৪
জীবেদপি হি মে মাতা শত্রুঘ্নস্যান্ববেক্ষয়া।
তদ্দুঃখং যদি কৌসল্যা বীরসূর্বিনশিষ্যতি ॥১৫
অনুরক্তজনাকীর্ণা সুখা লোকপ্রিয়াবহা।
রাজব্যসনসংসৃষ্টা সা পুরী বিনশিষ্যতি ॥১৬
কথং পুত্রং মহাত্মানং জ্যেষ্ঠপুত্রমপশ্যতঃ।
শরীরং ধারয়িষ্যন্তি প্রাণা রাজ্ঞো মহাত্মনঃ ॥১৭
বিনষ্টে নৃপতৌ পশ্চাৎ কৌসল্যা বিনশিষ্যতি।
অনন্তরঞ্চ মাতাপি মম নাশমুপৈষ্যতি ॥১৮
অতিক্রান্তমতিক্রান্তমনবাপ্য মনোরথম্।
রাজ্যে রামমনিক্ষিপ্য পিতা মে বিনশিষ্যতি ॥১৯
সিদ্ধার্থাঃ পিতরং বৃত্তং তস্মিন্ কালে হ্যুপস্থিতে।
প্রেতকার্য্যেষু সর্বেষু সংস্করিষ্যন্তি রাঘবম্ ॥২০

দশরথতনয় রাম সীতার সহিত ভূতলে শয়ান থাকিতে আমি কিরূপে সুখশয্যায় নিদ্রা যাইব, কিরূপেই বা জীবনধারণ ও সুখভোগে প্রবৃত্ত হইব? দেবতা ও অসুর মিলিত হইয়াও যুদ্ধস্থলে যাঁহাকে সহ্য করিতে সমর্থ হয় না, সেই রাম সীতার সহিত তৃণশয্যায় সুখে নিদ্রিত হইয়াছেন। গুহ! তুমি এই বিসদৃশ দৃশ্য অবলোকন কর।৬-১০

রাজা দশরথ বিবিধ পরাক্রম, মন্ত্র ও তপস্যা-প্রভাবে যাঁহাকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন, যিনি দশরথের উপযুক্ত সর্বশুভলক্ষণান্বিত পুত্র, ইনি সেই রাম। এই রাম নির্বাসিত হইয়াছেন, অতএব দশরথ আর বেশীদিন জীবিত থাকিবেন না। আমার মনে হয় যে, এই পৃথিবী অতিশীঘ্রই পতিহীনা হইবে। গুহ! আমি মনে করি যে, অযোধ্যার রাজপুরী হয়ত এতক্ষণে নিঃস্তব্ধ হইয়াছে। অন্তঃপুরবাসিনী মহিলারা দীর্ঘ সময় যাবৎ অতিশয় চীৎকার করিয়া পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়াছেন। আমি কোনরূপ আশা করি না যে, অদ্য রাত্রিতে রামজননী কৌশল্যা, মহারাজ দশরথ ও মদীয় জননী সুমিত্রা—ইঁহারা সকলে জীবিত থাকিবেন। আমার জননী সুমিত্রা শত্রুঘ্নের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া হয়ত জীবিত থাকিতে পারেন। কিন্তু ইহা অতি দুঃসহ দুঃখ যে, বীরপ্রসবিনী কৌশল্যাদেবী এইরূপ পুত্রকে ছাড়িয়া অবশ্যই বিনাশপ্রাপ্ত হইবেন।১১-১৫

অযোধ্যানগরী রাজার প্রতি অনুরক্ত প্রজাগণের আবাসভূমি, সুখময়ী ও সর্বলোকপ্রীতিদায়িনী। কিন্তু রাজার বিপদ্ হইলে অযোধ্যাও বিনষ্ট হইবে। মহাত্মা জ্যেষ্ঠপুত্র রামকে না দেখিলে মহানুভব দশরথের শরীরে প্রাণ কিরূপে থাকিবে? মহারাজ দেহত্যাগ করিলে পরে কৌশল্যাদেবী বিনাশপ্রাপ্ত হইবেন, অনন্তর আমার মাতাও মৃত্যুমুখে পতিত হইবেন। 'রামকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করা হইল না। আমার মনোবাসনা সফল হইল না। আমার সব কিছুই নষ্ট হইল' এইরূপ বলিতে বলিতে আমার পিতৃদেব নিশ্চয়ই বিনাশপ্রাপ্ত হইবেন। সেই সময় মৃত পিতার নিকট আগমন করিয়া যাঁহারা প্রেতকার্য্যাদি সম্পন্ন করিবেন, তাঁহারা ভাগ্যবান্।১৬-২০

আমার পিতার রাজধানী অযোধ্যায় যাঁহারা বিচরণ করিবেন, তাঁহারা সকলেই পরমসুখী। ঐ অযোধ্যা

রম্য-চত্বরসংস্থানাং সুবিভক্তমহাপথাম্ ।
হর্ম্য-প্রাসাদসম্পন্নাং গণিকাবরশোভিতাম্ ॥২১
রথাশ্বগজসংবাধাং তূর্য্যনাদনিনাদিতাম্ ।
সর্বকল্যাণসম্পূর্ণাং হৃষ্ট-পুষ্ট-জনাকুলাম্ ॥২২
আরমোদ্যানসম্পন্নাং সমাজোৎসবশালিনীম্ ।
সুখিতা বিচরিষ্যন্তি রাজধানীং পিতুর্মম ॥২৩
অপি জীবেদ্দশরথো বনবাসাৎ পুনর্বয়ম্ ।
প্রত্যাগম্য মহাত্মানমপি পশ্যাম সুব্রতম্ ॥২৪
অপি সত্যপ্রতিজ্ঞেন সার্ধং কুশলিনো বয়ম্ ।

অতিসুন্দর চত্বরসমূহের দ্বারা শোভিতা, বৃহৎ ও প্রশস্ত রাজপথযুক্তা, ধনিগণের গৃহসমূহে এবং দেবগৃহ ও রাজগৃহসমূহে পরিপূর্ণা। সুন্দরীগণিকাগণের দ্বারা তাহার শোভাবৃদ্ধি হইয়া থাকে। রথ, অশ্ব ও হস্তি-সমূহে পরিপূর্ণা অযোধ্যা সর্বদা তূর্য্যধ্বনিতে মুখরিতা। সর্বকল্যাণময়ী নগরীর সকললোকই হৃষ্ট-পুষ্ট উপবন প্রভৃতির দ্বারা শোভিতা নগরীতে সর্বদা সামাজিক উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এইরূপ অযোধ্যায় বাস-কারাই সুখী। যদি সুব্রত মহাত্মা দশরথ জীবিত থাকেন, তাহা হইলে বনবাস হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া

নিবৃত্তে বনবাসেঽস্মিন্নযোধ্যাং প্রবিশেমহি ॥২৫
পরিদেবয়মানস্য দুঃখার্তস্য মহাত্মনঃ ।
তিষ্ঠতো রাজপুত্রস্য শর্বরী সাঽত্যবর্তত ॥২৬
তথাহি সত্যং ব্রুবতি প্রজাহিতে
নরেন্দ্রসূনৌ গুরুসৌহৃদাদ্ গুহঃ ।
মুমোচ বাষ্পং ব্যসনাভিপীড়িতো
জ্বরাতুরো নাগ ইব ব্যথাতুরঃ ॥২৭
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে একপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥

আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাইব। সত্যপ্রতিজ্ঞ রামের সহিত আমরা সকুশলে বনবাস সমাপ্ত করিয়া অযোধ্যায় প্রবেশ করিতে পারিব কি ?২১-২৫

মহাত্মা রাজপুত্র লক্ষ্মণ এইভাবে বিলাপ করিতে লাগিলেন। সেই অবস্থায় ঐ রাত্রি অতিবাহিত হইল। প্রজাহিতকারী দশরথনন্দন লক্ষ্মণ এইরূপ অতিসঙ্গত বাক্য বলিতে থাকিলে শ্রীমান্ গুহ রামের প্রতি অতিশয় সৌহার্দ্য থাকায় অতীব ব্যথিত হইলেন এবং জ্বরাক্রান্ত হস্তীর ন্যায় ব্যথিতচিত্তে অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিলেন। ২৬-২৭

মহর্ষি-বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে একপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

দ্বিপঞ্চাশঃ সর্গঃ

[শ্রীরামপ্রভৃতীনাং গঙ্গোত্তরণায় গুহেন নাবো ব্যবস্থা, অযোধ্যাপ্রত্যাবর্তনায় সুমন্ত্রং প্রতি রামস্যাদেশঃ, পিতৃ-মাতৃপ্রভৃতীনাঞ্চ চিন্তানাশায় স্বীয়সন্দেশদানম্, রামেণ সহ বনগমনায় সুমন্ত্রস্যাকাঙ্ক্ষা-প্রকাশঃ, রামস্য যুক্তিপ্রদর্শনং প্রবোধদানঞ্চ, গুহং প্রতি রামস্যোপদেশঃ, রামাদীনাং নৌকারোহণম্, গঙ্গাদেব্যাঃ সমীপে সীতায়াঃ প্রার্থনম্, শ্রীরামাদীনাং বৎসদেশে গমনম্, সায়ং বৃক্ষতলে আশ্রয়গ্রহণঞ্চ ।]

প্রভাতায়াং তু শর্বর্য্যা পৃথুবক্ষা মহাযশাঃ ।
উবাচ রামঃ সৌমিত্রিং লক্ষ্মণং শুভলক্ষণম্ ॥১
ভাস্করোদয়কালোঽসৌ গতা ভগবতী নিশা ।
অসৌ সুকৃষ্ণো বিহগঃ কোকিলস্তাত কূজতি ॥২
বর্হিণানাঞ্চ নির্ঘোষঃ শ্রূয়তে নদতাং বনে ।
তরাম জাহ্নবীং সৌম্য শীঘ্রগাং সাগরঙ্গমাম্ ॥৩
বিজ্ঞায় রামস্য বচঃ সৌমিত্রির্মিত্রনন্দনঃ ।
গুহমামন্ত্র্য সূতঞ্চ সোঽতিষ্ঠদ্ ভ্রাতুরগ্রতঃ ॥৪
স তু রামস্য বচনং নিশম্য প্রতিগৃহ্য চ ।
স্থপতিস্তূর্ণমাহূয় সচিবানিদমব্রবীৎ ॥৫
অস্য বাহনসংযুক্তাং কর্ণগ্রাহবতীং শুভাম্ ।
সুপ্রতারাং দৃঢ়াং তীর্থে শীঘ্রং নাবমুপাহর ॥৬
তং নিশম্য গুহাদেশং গুহামাত্যগণো মহান্ (ক)।
উপোহ্য রুচিরাং নাবং গুহায় প্রত্যবেদয়ৎ ॥৭
ততঃ স প্রাঞ্জলির্ভূত্বা গুহো রাঘবমব্রবীৎ ।
উপস্থিতেয়ং নৌর্দেব ভূয়ঃ কিং করবাণি তে ॥৮
তবামরসুতপ্রখ্য তর্তুং সাগরগামিনীম্ ।
নৌরিয়ং পুরুষব্যাঘ্র শীঘ্রমারোহ সুব্রত ॥৯
অথোবাচ মহাতেজা রামো গুহমিদং বচঃ ।
কৃতকামোঽস্মি ভবতা শীঘ্রমারোপ্যতামিতি ॥১০

দ্বিপঞ্চাশ সর্গ

[শ্রীরাম প্রভৃতির গঙ্গোত্তরণের জন্য গুহ কর্তৃক নৌকার ব্যবস্থা, অযোধ্যায় ফিরিয়া যাইবার জন্য সুমন্ত্রের প্রতি রামের আজ্ঞা এবং পিতা-মাতা প্রভৃতির চিন্তানাশের জন্য স্বীয় সংবাদ দান, সুমন্ত্রের বনগমনের আগ্রহ প্রকাশ, রামের যুক্তিপ্রদর্শন ও প্রবোধদান, গুহের প্রতি রামের উপদেশ, রাম প্রভৃতির নৌকারোহণ, গঙ্গাদেবীর নিকট সীতার প্রার্থনা,শ্রীরাম প্রভৃতির বৎসদেশে গমন এবং সায়ং-কালে এক বৃক্ষের নিম্নে অবস্থানের জন্য আশ্রয়গ্রহণ ।]

রাত্রি প্রভাত হইলে পর বিশালবক্ষা মহাযশা রাম সুমিত্রানন্দন শুভলক্ষণ লক্ষ্মণকে বলিলেন,—ভ্রাতঃ ! ভগবতী নিশা অতীত হইয়াছে। সূর্য্যোদয়-কাল উপস্থিত। ঐ অতিকৃষ্ণবর্ণ কোকিল কূজন করিতেছে। অরণ্যমধ্যে শব্দায়মান ময়ূরগণের কেকাধ্বনি শুনা যাইতেছে। সৌম্য ! এক্ষণে আমরা সাগরগামিনী খরস্রোতা জাহ্নবী নদী পার হই। বন্ধুপ্রীতিকারী সুমিত্রানন্দন অগ্রজের বাক্য শুনিয়া গুহ ও সুমন্ত্রকে আহ্বান করিলেন এবং শ্রীরামের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। স্থপতি গুহ রামের বাক্য শ্রবণ করিলেন এবং অভিপ্রায় অবগত হইয়া সত্বর অমাত্যগণকে আহ্বানপূর্বক বলিলেন,—মৃদুতা ও সরলতারও যে কোন ফল আছে, তাহা মনে হয় না। আমার প্রিয়বন্ধু এই রামের জন্য একটি নৌকা তীর্থে (ঘাটে) আনয়ন কর। ঐ নৌকায় যেন ক্ষেপণী থাকে এবং অভিজ্ঞ কর্ণধার (মাঝি) থাকে। ঐ নৌকা যেন সুশ্রী ও অনায়াসে পরপারগমনে সমর্থ হয়। তোমরা বিলম্ব করিও না। গুহের এইরূপ আদেশ শুনিয়া অমাত্যগণ একটি উত্তমনৌকা তীর্থে (ঘাটে) আনয়ন করিল এবং এই সংবাদ গুহকে জানাইল। অনন্তর গুহ কৃতাঞ্জলি হইয়া রামকে বলিলেন,—দেব ! আপনার জন্য নৌকা উপস্থিত করা হইয়াছে। এক্ষণে আমি অন্য কি কার্য্য করিব আদেশ করুন। পুরুষশ্রেষ্ঠ ! সুব্রত !

পাঠান্তর :—(ক) —গুহামাত্যো গতো মহান্ ।

ততঃ কলাপান্ সংনহ্য খড়্গৌ বদ্ধ্বা চ ধন্বিনৌ।
জগ্মতুর্যেন তাং গঙ্গাং সীতয়া সহ রাঘবৌ ॥১১
রামমেবং তু ধর্মজ্ঞমুপাগত্য বিনীতবৎ।
কিমহং করবাণীতি সূতঃ প্রাঞ্জলিরব্রবীৎ ॥১২
ততোঽব্রবীদ্দাশরথিঃ সুমন্ত্রং
স্পৃশন্ করেণোত্তমদক্ষিণেন।
সুমন্ত্র শীঘ্রং পুনরেব যাহি
রাজ্ঞঃ সকাশে ভব চাপ্রমত্তঃ ॥১৩
নিবর্তস্বেত্যুবাচৈনমেতাবদ্ধি কৃতং মম।
রথং বিহায় পদ্ভ্যাং তু গমিষ্যামো মহাবনম্ ॥১৪
আত্মানং ত্বভ্যনুজ্ঞাতমবেক্ষ্যার্তঃ স সারথিঃ।
সুমন্ত্রঃ পুরুষব্যাঘ্রমৈক্ষ্বাকমিদমব্রবীৎ ॥১৫

নাতিক্রান্তমিদং লোকে পুরুষেণেহ কেনচিৎ।
তব সভ্রাতৃভার্য্যস্য বাসঃ প্রাকৃতবদ্ বনে ॥১৬
ন মন্যে ব্রহ্মচর্য্যে বা স্বধীতে বা ফলোদয়ঃ।
মার্দবার্জবয়োর্বাপি ত্বাং চেদ্ ব্যসনমাগতম্ ॥১৭
সহ রাঘব বৈদেহ্যা ভ্রাতা চৈব বনে বসন্।
ত্বং গতিং প্রাপ্স্যসে বীর ত্রীঁল্লোঁকাংস্তু জয়ন্নিব ॥১৮
বয়ং খলু হতা রাম যে ত্বয়া হ্যুপবঞ্চিতাঃ।
কৈকেয্যা বশমেষ্যামঃ পাপায়া দুঃখভাগিনঃ ॥১৯
ইতি ব্রুবন্নাত্মসমং সুমন্ত্রঃ সারথিস্তথা।
দৃষ্ট্বা দূরগতং রামং দুঃখার্তো রুরুদে চিরম্ ॥২০
ততস্তু বিগতে বাষ্পে সূতং স্পৃষ্টোদকং শুচিম্।
রামস্তু মধুরং বাক্যং পুনঃ পুনরুবাচ তম্ ॥২১

আপনি দেবতনয়তুল্য। সাগরগামিনী গঙ্গার পরপারে যাইবার জন্য নৌকা আনীত হইয়াছে। আপনি সত্বর আরোহণ করুন। তখন মহাতেজস্বী রাম গুহকে বলিলেন,— তোমার দ্বারা আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। তুমি এক্ষণে শীঘ্র আমাদের দ্রব্যসমূহ নৌকায় তুলিয়া দাও।১-১০

অনন্তর রাম ও লক্ষ্মণ কবচধারণ করিলেন এবং যথাস্থানে খড়্গ, ধনু ও তূণীরসকল গ্রহণ করিয়া যে পথে গঙ্গাতীর্থে (ঘাটে) যাওয়া যায়, সীতার সহিত সেই পথে অগ্রসর হইলেন। তখন সুমন্ত্র-সারথি বনগমনরত ধর্মজ্ঞ রামের নিকট বিনীতভাবে গমন করিলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন,— এক্ষণে আমি কি করিব? ইহা শুনিয়া দশরথনন্দন উত্তম দক্ষিণহস্তের দ্বারা সুমন্ত্রকে স্পর্শ করিয়া বলিলেন,—সুমন্ত্র! তুমি রাজার নিকট গমন কর এবং প্রমাদশূন্য হইয়া তাঁহার নিকট অবস্থান কর। তুমি প্রতিনিবৃত্ত হও। ইহাতেই আমার যথেষ্ট কার্য্য করা হইবে। এক্ষণে আমরা রথ ত্যাগ করিয়া পদব্রজে মহারণ্যে গমন করিব। সুমন্ত্র-সারথি অযোধ্যায় প্রতিনিবৃত্ত হইতে আদিষ্ট হইয়া পুরুষশ্রেষ্ঠ ইক্ষ্বাকুনন্দনকে বলিলেন।১১-১৫

এই সংসারে কোন পুরুষই দৈবকে অতিক্রম করিতে পারে নাই। এই দৈবের জন্য ভ্রাতা ও ভার্য্যার সহিত আপনাকে সাধারণলোকের মত বনবাস করিতে হইতেছে। আপনার মত ব্যক্তিরও যদি এইরূপ দুঃখ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে আমি মনে করি না যে, ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানে কিংবা বেদাধ্যয়নে কোন ফললাভ হয়। মৃদুতা ও সরলতারও যে কোন ফল আছে, তাহা মনে হয় না। বীর রঘুনন্দন! আপনি সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত বনবাস করিয়া ত্রিলোক জয় করার ন্যায় কীর্তিলাভ করিবেন। রাম! আমরা আপনার সান্নিধ্য-লাভে বঞ্চিত হইয়া মৃতপ্রায় হইলাম। এক্ষণে আমরা দুঃখভাগী হইয়া পাপীয়সী কৈকেয়ীর বশীভূত হইব। সুমন্ত্র-সারথি এইভাবে নানাকথা বলিতে লাগিলেন, তথাপি প্রাণতুল্য রাম দূরে চলিয়া যাইতেছেন দেখিয়া দুঃখার্তচিত্তে বহুক্ষণ যাবৎ উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।১৬-২০

অনন্তর অশ্রুসংবরণ করিয়া জলস্পর্শে পবিত্র হইলে পর সুমন্ত্রকে মধুরভাবে সম্বোধন করিয়া শ্রীমান্ রাম মধুরবাক্যে পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন—ইক্ষ্বাকু-বংশীয়দিগের তোমার তুল্য সুহৃদ্ আর একটিও দেখিতেছি

ইক্ষ্বাকূণাং ত্বয়া তুল্যং সুহৃদং নোপলক্ষয়ে।
যথা দশরথো রাজা মাং ন শোচেত্তথা কুরু ॥২২
শোকোপহতচেতাশ্চ বৃদ্ধশ্চ জগতীপতিঃ।
কামভারাবসন্নশ্চ তস্মাদেতদ্ ব্রবীমি তে ॥২৩
যদ্ যথা জ্ঞাপয়েৎ কিঞ্চিৎ স মহাত্মা মহীপতিঃ।
কৈকেয্যাঃ প্রিয়কামার্থং কার্য্যং তদবিকাঙ্ক্ষয়া ॥২৪
এতদর্থং হি রাজ্যানি প্রশাসতি নরাধিপাঃ।
যদেষাং সর্বকৃত্যেষু মনো ন প্রতিহন্যতে ॥২৫
যদ্ যথা স মহারাজো নালীকমধিগচ্ছতি।
ন চ তাম্যতি শোকেন সুমন্ত্র কুরু তত্তথা ॥২৬
অদৃষ্টদুঃখং রাজানং বৃদ্ধমার্য্যং জিতেন্দ্রিয়ম্।
ব্রূয়াস্ত্বমভিবাদ্যৈব মম হেতোরিদং বচঃ ॥২৭
ন চাহমনুশোচামি লক্ষ্মণো ন চ শোচতি।
অযোধ্যায়াশ্চ্যুতাশ্চেতি বনে বৎস্যামহেতি চ ॥২৮
চতুর্দশসু বর্ষেষু নিবৃত্তেষু পুনঃ পুনঃ।
লক্ষ্মণং মাঞ্চ সীতাঞ্চ দ্রক্ষ্যসে শীঘ্রমাগতান্ ॥২৯
এবমুক্ত্বা তু রাজানং মাতরঞ্চ সুমন্ত্র মে।
অন্যাশ্চ দেবীঃ সহিতাঃ কৈকয়ীঞ্চ পুনঃ পুনঃ ॥৩০
আরোগ্যং ব্রূহি কৌসল্যামথ পাদাভিবন্দনম্।
সীতায়া মম চার্য্যস্য বচনাল্লক্ষ্মণস্য চ ॥৩১
ব্রূয়াশ্চাপি মহারাজং ভরতং ক্ষিপ্রমানয়।
আগতশ্চাপি ভরতঃ স্থাপ্যো নৃপমতে পদে ॥৩২
ভরতঞ্চ পরিষ্বজ্য যৌবরাজ্যেঽভিষিচ্য চ।
অস্মৎসন্তাপজং দুঃখং ন ত্বামভিভবিষ্যতি ॥৩৩
ভরতশ্চাপি বক্তব্যো যথা রাজনি বর্ত্তসে।
তথা মাতৃষু বর্ত্তেথাঃ সর্বাস্বেবাবিশেষতঃ ॥৩৪
যথা চ তব কৈকেয়ী সুমিত্রা চ বিশেষতঃ।
তথৈব দেবী কৌসল্যা মম মাতা বিশেষতঃ ॥৩৫

না। অতএব রাজা দশরথ যাহাতে আমার জন্য শোক না করেন, সেইরূপ কার্য্য কর। সেই বৃদ্ধ ভূপতি কাম-ভাবে অবসন্ন ও শোকাকুল। এইজন্য তোমাকে এইরূপ বলিতেছি। মহাত্মা ভূপতি কৈকেয়ীর প্রীতিবিধানের জন্য যাহা যাহা আদেশ করিবেন, তুমি সযত্নে তাহা পালন করিও। নরপতিগণ এইজন্যই রাজ্যশাসন করিয়া থাকেন যে, তাঁহাদের চিত্ত যেন কোন কার্য্যে ক্ষুব্ধ না হয়।২১-২৫

সুমন্ত্র! মহারাজ দশরথ যাহাতে অপ্রিয় লাভ না করেন এবং শোকে কাতর না হন, তুমি সে বিষয়ে অবহিত থাকিয়া কার্য্য করিও। মহারাজ কখনও দুঃখভোগ করেন নাই। তিনি বৃদ্ধ ও জিতেন্দ্রিয়। তুমি আমার হইয়া তাঁহাকে অভিবাদনপূর্বক এইকথা বলিও যে, অযোধ্যা হইতে নির্বাসিত হইয়া বনে বাস করিতেছি, এইজন্য আমি শোক করিতেছি না, লক্ষ্মণও শোক করিতেছে না। চতুর্দশবৎসর অতীত হইলে পর আমরা শীঘ্রই ফিরিয়া আসিব, তখন আপনি লক্ষ্মণকে, আমাকে ও সীতাকে পুনঃ পুনঃ দেখিতে পাইবেন। সুমন্ত্র! মহারাজকে এইরূপ বলিয়া আমার মাতৃদেবীকে, অন্যান্য মাতৃগণকে ও কৈকেয়ীকে পুনঃ পুনঃ এই কথা বলিও।২৬-৩০

তাঁহাদের সকলের নিকট আমার আরোগ্য-সংবাদ জানাইও এবং স্নেহময়ী কৌশল্যা-মাতাকে সীতার, আমার ও লক্ষ্মণের প্রণাম নিবেদন করিও। পুনশ্চ মহারাজকে বলিও যে—ভরতকে সত্বর আনয়ন করুন। ভরত আসিলে পর তাহাকে রাজোচিত সিংহাসনে স্থাপিত করুন। সুমন্ত্র! ভরতকে আলিঙ্গন করিয়া ও তাঁহাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া তুমি সুখী হইবে। আমাদের বিরহ-সন্তাপ তোমাকে অভিভূত করিতে পারিবে না। তুমি ভরতকে আমার এই কথাগুলি বলিও যে—তুমি রাজা দশরথের প্রতি যেরূপ ব্যবহার কর, কোনরূপ তারতম্য না করিয়া সমস্ত মাতৃগণের প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করিও। কৈকেয়ী যেমন তোমার মাতা, সুমিত্রাও সেইরূপ তোমার মাতা, আর আমার মাতৃদেবী কৌশল্যাও সেইরূপই তোমার মাতা।৩১-৩৫

তুমি পিতার প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করিবার জন্য রাজ্যপরিদর্শন করিয়া ইহলোকে ও পরলোকে সর্বদা

তাতস্য প্রিয়কামেন যৌবরাজ্যমবেক্ষতা ।
লোকয়োরুভয়োঃ শক্যং নিত্যদা সুখমেধিতুম্ ॥৩৬
নিবর্ত্যমানো রামেণ সুমন্ত্রঃ প্রতিবোধিতঃ ।
তৎ সর্বং বচনং শ্রুত্বা স্নেহাৎ কাকুৎস্থমব্রবীৎ ॥৩৭
যদহং নোপচারেণ ব্রূয়াং স্নেহাদবিক্লবম্ ।
ভক্তিমানিতি তত্তাবদ্ বাক্যং ত্বং ক্ষন্তুমর্হসি ॥৩৮
কথং হি ত্বদ্বিহীনোঽহং প্রতিযাস্যামি তাং পুরীম্ ।
তব তাত বিয়োগেন পুত্রশোকাতুরামিব ॥৩৯
সরামমপি তাবন্মে রথং দৃষ্ট্বা তদা জনঃ ।
বিনা রামং রথং দৃষ্ট্বা বিদীর্য্যেতাপি সা পুরী ॥৪০
দৈন্যং হি নগরী গচ্ছেদ্দৃষ্ট্বা শূন্যমিমং রথম্ ।
সূতাবশেষং স্বং সৈন্যং হতবীরমিবাহবে ॥৪১
দূরেঽপি নিবসন্তং ত্বাং মানসেনাগ্রতঃ স্থিতম্ ।
চিন্তয়ন্তোঽদ্য নূনং ত্বাং নিরাহারাঃ কৃতাঃ প্রজাঃ ॥৪২
দৃষ্টং তদ্ বৈ ত্বয়া রাম যাদৃশং ত্বৎপ্রবাসনে ।
প্রজানাং সঙ্কুলং বৃত্তং ত্বচ্ছোকক্লান্তচেতসাম্ ॥৪৩
আর্তনাদো হি যঃ পৌরৈরুন্মুক্তস্ত্বৎপ্রবাসনে ।
সরথং মাং নিশম্যৈব কুর্য্যুঃ শতগুণং ততঃ ॥৪৪
অহং কিং চাপি বক্ষ্যামি দেবীং তব সুতো ময়া ।
নীতোঽসৌ মাতুলকুলং সন্তাপং মা কৃথা ইতি ॥৪৫
অসত্যমপি নৈবাহং ব্রূয়াং বচনমীদৃশম্ ।
কথমপ্রিয়মেবাহং ব্রূয়াং সত্যমিদং বচঃ ॥৪৬
মম তাবন্নিয়োগস্থাস্ত্বদ্বন্ধুজনবাহিনঃ ।
কথং রথং ত্বয়া হীনং প্রবাহ্যন্তি হয়োত্তমাঃ ॥৪৭
তন্ন শক্ষ্যাম্যহং গন্তুমযোধ্যাং ত্বদৃতেঽনঘ ।
বনবাসানুযানায় মামনুজ্ঞাতুমর্হসি ॥৪৮
যদি মে যাচমানস্য ত্যাগমেব করিষ্যসি ।
সরথোঽগ্নিং প্রবেক্ষ্যামি ত্যক্তমাত্র ইহ ত্বয়া ॥৪৯

সুখলাভ করিতে পারিবে। সুমন্ত্র-সারথি এইভাবে রাম-কর্তৃক প্রতিবোধিত হইয়া নিবৃত্ত হইলেন এবং রামের বাক্যসমূহ শুনিয়া স্নেহ-সহকারে বলিলেন,—আমি স্নেহবশতঃ ব্যাকুল হইয়া প্রভু-ভৃত্যভাবে নিবেদনের রীতি পরিত্যাগপূর্বক আপনাকে যাহা বলিতেছি, আমি আপনাতে ভক্তিমান্ বলিয়াই বলিতেছি, ইহা মনে করিয়া আমাকে ক্ষমা করিবেন। তাত! এক্ষণে অযোধ্যানগরী আপনার বিয়োগে পুত্রশোকাতুরা জননীর মত হইয়াছে। আমি আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া সেই অযোধ্যা-নগরীতে প্রত্যাবর্তন করিব। অযোধ্যাবাসী জনগণ এতদিন আমার রথকে রামযুক্ত দেখিয়া আসিয়াছে। কিন্তু এক্ষণে রামশূন্য রথ দেখিয়া অযোধ্যাপুরীর সকলে বিদীর্ণ হইবে।৩৬-৪০

রণে বীর যোদ্ধা নিহত হইলে পর সারথিকে শূন্য রণে আসিতে দেখিলে সৈন্যগণ যেমন দীনভাবাপন্ন হয়, আমার এই রথকে রামশূন্য দেখিয়া অযোধ্যা-বাসী সকলে অতিদীনদশা প্রাপ্ত হইবে। যদিও আপনি দূরে বাস করিতেছেন, তথাপি প্রজাগণের মানসনেত্রে সম্মুখেই রহিয়াছেন। কিন্তু এই অবস্থায় আমি শূন্যরথ লইয়া গেলে আপনাকে চিন্তা করিতে করিতে তাহারা আহার ত্যাগ করিবে। রাম! আপনার অযোধ্যাত্যাগ-কালে আপনার শোকে ব্যাকুলচিত্ত প্রজাগণের যেরূপ দুর্দশা হইয়াছিল, তাহাতে আপনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। সেই সময় তাহাদের আর্তনাদ হইয়াছিল। শূন্যরথে আমাকে প্রতিনিবৃত্ত দেখিলে ঐ আর্তনাদ শত-গুণ হইবে। আর আমি কি কৌশল্যাদেবীর নিকট যাইয়া বলিব যে—দেবি! আমি আপনার পুত্রকে মাতুলগৃহে রাখিয়া আসিলাম? আপনি দুঃখ করিবেন না।৪১-৪৫

এইরূপ মিথ্যাকথা ত আমি তাঁহাকে বলিতে পারিব না। অথচ এই অপ্রিয়সত্যই বা কিরূপে বলিব যে 'আমি আপনার পুত্রকে বনে রাখিয়া আসিলাম'। এই উৎকৃষ্ট অশ্বগুলি আমার নিয়োগানুসারে সর্বদা আপনাকে অথবা আপনার বন্ধুজনকে বহন করে। কিন্তু এক্ষণে আপনাকে ত্যাগ করিয়া এই শূন্যরথ তাহারা কিরূপে বহন করিবে? অনঘ (নিষ্পাপ)! আমি আপনাকে ছাড়িয়া কিছুতেই অযোধ্যায় যাইতে পারিব না। সুতরাং বনবাসে অনুগমন করিতে আদেশ

ভবিষ্যন্তি বনে যানি তপোবিঘ্নকরাণি তে।
রথেন প্রতিবাধিষ্যে তানি সর্বাণি রাঘব ॥৫০
ত্বৎকৃতেন ময়া প্রাপ্তং রথচর্য্যাকৃতং সুখম্।
আশংসে ত্বৎকৃতে-নাহং বনবাসকৃতং সুখম্ ॥৫১
প্রসীদেচ্ছামি তেঽরণ্যে ভবিতুং প্রত্যনন্তরঃ।
প্রীত্যাভিহিতমিচ্ছামি ভব মে প্রত্যনন্তরঃ ॥৫২
ইমেঽপি চ হয়া বীর যদি তে বনবাসিনঃ।
পরিচর্য্যাং করিষ্যন্তি প্রাপ্স্যন্তি পরমাং গতিম্ ॥৫৩
তব শুশ্রূষণং মূর্দ্ধা করিষ্যামি বনে বসন্।
অযোধ্যাং দেবলোকং বা সর্বথা প্রজহাম্যহম্ ॥৫৪
ন হি শক্যা প্রবেষ্টুং সা ময়াঽযোধ্যা ত্বয়া বিনা।
রাজধানী মহেন্দ্রস্য যথা দুষ্কৃতকর্মণা ॥৫৫
বনবাসে ক্ষয়ং প্রাপ্তে মমৈষ হি মনোরথঃ।
যদনেন রথেনৈব ত্বাং বহেয়ং পুরীং পুনঃ ॥৫৬
চতুর্দশ হি বর্ষাণি সহিতস্য ত্বয়া বনে।
ক্ষণভূতানি যাস্যন্তি শতশস্তু ততোঽন্যথা (ক) ॥৫৭
ভৃত্যবৎসল তিষ্ঠন্তং ভর্তৃপুত্রগতে পথি।
ভক্তং ভৃত্যং স্থিতং স্থিত্যা ন মাং ত্বং হাতুমর্হসি ॥৫৮
এবং বহুবিধং দীনং যাচমানং পুনঃ পুনঃ।
রামো ভৃত্যানুকম্পী তু সুমন্ত্রমিদমব্রবীৎ ॥৫৯
জানামি পরমাং ভক্তিমহং তে ভর্তৃবৎসল।
শৃণু চাপি যদর্থং ত্বাং প্রেষয়ামি পুরীমিতঃ ॥৬০
নগরীং ত্বাং গতং দৃষ্ট্বা জননী মে যবীয়সী।
কৈকয়ী প্রত্যয়ং গচ্ছেদিতি রামো বনং গতঃ ॥৬১
বিপরীতে তুষ্টিহীনা (খ) বনবাসং গতে ময়ি।
রাজানং নাতিশঙ্কেত মিথ্যাবাদীতি ধার্মিকম্ ॥৬২
এষ মে প্রথমঃ কল্পো যদম্বা মে যবীয়সী।
ভরতারক্ষিতং স্ফীতং পুত্ররাজ্যমবাপ্নুয়াৎ (গ) ॥৬৩

বা সম্মতি প্রদান করুন। আমি আপনার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি, তথাপি যদি আপনি আমাকে পরিত্যাগই করেন, তাহা হইলে আপনা-কর্তৃক পরিত্যক্ত হইবামাত্র আমি এই রথের সহিত অগ্নিতে প্রবেশ করিব। রঘুনন্দন! আপনার বনবাসকালে যে সকল উৎপাত আপনার তপস্যায় বিঘ্ন করিবে, আমাকে সঙ্গে যাইতে অনুমতি দিলে আমি এই রথের দ্বারা সেই উৎপাতসমূহকে নিবারিত করিব।৪৬-৫০

আমি আপনার জন্যই রথচর্য্যার সুখলাভ করিয়াছি। এক্ষণে আপনার সান্নিধ্যের জন্য বনবাসের সুখলাভ করিতে অভিলাষ করিতেছি। অতএব আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। আমি অরণ্যে আপনার সহচর হইতে ইচ্ছা করি। এক্ষণে আমি আপনার এই প্রীতিপূর্ণ বাক্য শুনিতে অভিলাষ করি যে—"সুমন্ত্র! তুমি আমার সহচর হও"। বীর! এই অশ্বগণ যদি বনবাস করিতে থাকাকালে আপনার পরিচর্য্যা করিতে পারে, তাহা হইলে ইহারা পরমগতি লাভ করিবে। আর আমি যদি বনে বাস করিয়া নিজমস্তক দ্বারা আপনার শুশ্রূষা করিতে পারি, তাহা হইলে অযোধ্যা কিংবা দেবলোকের বাসনা পরিত্যাগ করিতে পারি। পুণ্যহীন অধার্মিক ব্যক্তি মহেন্দ্রের রাজধানী অমরাবতীতে যেমন প্রবেশ করিতে পারে না, তেমনই আপনাকে ছাড়িয়া আমি অযোধ্যানগরীতে প্রবেশ করিতে পারিব না।৫১-৫৫

প্রভো! আমার এই মনোবাসনা যে—বনবাসের সময় অতীত হইলে পর আমি এই রথের দ্বারাই আপনাকে অযোধ্যায় পুনর্বার লইয়া যাই। আপনার সহিত বনে থাকিলে চতুর্দশবৎসর চতুর্দশক্ষণের মত শীঘ্রই অতিবাহিত হইবে। কিন্তু আপনার সহিত থাকিতে না পাইলে এই চতুর্দশবৎসর চতুর্দশশতবৎসর হইবে। ভৃত্যবৎসল! আপনি আমার প্রভু দশরথের পুত্র। আমি প্রভুপুত্রের পথের পথিক হইতেছি। আমি আপনার ভক্ত ও ভৃত্য। আমি ভৃত্যের কর্তব্যপালনে উদ্যুক্ত হইয়াছি। আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিবেন না। এইভাবে বহুপ্রকারে দৈন্যের সহিত সুমন্ত্র পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিতে থাকিলে

পাঠান্তর :—(ক)—শতসংখ্যানি চান্যথা। (খ) যদি তুষ্টা হি সা দেবী। (গ) ভরতারক্ষিতং বৃত্তং পুত্ররাজ্যমবাপ্স্যতে।

মম প্রিয়ার্থং রাজ্ঞশ্চ সুমন্ত্র ত্বং পুরীং ব্রজ।
সন্দিষ্টশ্চাপি যানর্থাংস্তাংস্তান্ ব্রূয়াস্তথা তথা ॥৬৪
ইত্যুক্ত্বা বচনং সূতং সান্ত্বয়িত্বা পুনঃ পুনঃ।
গুহং বচনমক্লীবো রামো হেতুমদব্রবীৎ ॥৬৫
নেদানীং গুহ যোগ্যোঽয়ং বাসো মে সজনে বনে।
অবশ্যমাশ্রমে বাসঃ (ক) কর্তব্যস্তদ্গতো বিধিঃ ॥৬৬
সোঽহং গৃহীত্বা নিয়মং তপস্বিজনভূষণম্।
হিতকামঃ পিতুর্ভূয়ঃ সীতায়া লক্ষ্মণস্য চ ॥৬৭
জটাঃ কৃত্বা গমিষ্যামি ন্যগ্রোধক্ষীরমানয়।
তৎক্ষীরং রাজপুত্রায় গুহঃ ক্ষিপ্রমুপাহরৎ ॥৬৮
লক্ষ্মণস্যাত্মনশ্চৈব রামস্তেনাকরোজ্জটাঃ।
দীর্ঘবাহুর্নরব্যাঘ্রো জটিলত্বমধারয়ৎ ॥৬৯

ভৃত্যের প্রতি সদয় শ্রীরাম তাঁহাকে বলিলেন,—প্রভুভক্ত সুমন্ত্র! আমি জানি যে, আমার প্রতি তোমার প্রগাঢ় ভক্তি আছে। কিন্তু যেজন্য তোমাকে এখান হইতে অযোধ্যায় প্রেরণ করিতেছি, তাহা শ্রবণ কর।৫৬-৬০

তোমাকে অযোধ্যায় প্রতিনিবৃত্ত দেখিলে আমার কনিষ্ঠা জননী কৈকেয়ী বিশ্বাস করিবেন যে, রাম বনে গমন করিয়াছে। অন্যথা তিনি বিপরীত আশঙ্কা করিয়া অসন্তুষ্টা হইবেন। কিন্তু আমি বনবাসী হইয়াছি, ইহা জানিলে ধার্মিক মহারাজকে মিথ্যাবাদী বলিয়া শঙ্কা করিতে পারিবেন না। ইহাই আমার পরম ইচ্ছা যে, আমার কনিষ্ঠা মাতা নিজপুত্র ভরতের দ্বারা পালিত এই সমৃদ্ধ রাজ্য লাভ করুন। সুমন্ত্র! তুমি আমার ও মহারাজের প্রিয়কার্য্যের জন্য অযোধ্যায় গমন কর। আমি যে সকল কথা বলিতে আদেশ করিলাম, সেই সকল কথা তুমি ঠিকভাবে বলিও। এইভাবে সুমন্ত্রকে বলিয়া রাম তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। পরে উদারভাবে যুক্তিযুক্ত কথায় গুহকে বলিলেন,—গুহ! এক্ষণে এই আত্মীয়জন-সমন্বিত বনে বাস করা আমার উচিত নয়। কিন্তু নির্জন আশ্রমে বাস ও তদুপযুক্ত বিধি অনুসরণ করা কর্তব্য। অতএব

পাঠান্তর :—(ক) অবশ্যং হ্যাশ্রমে বাসঃ—।

তৌ তদা চীরসম্পন্নৌ জটামণ্ডলধারিণৌ।
অশোভেতামৃষিসমৌ ভ্রাতরৌ রাম-লক্ষ্মণৌ ॥৭০
ততো বৈখানসং মার্গমাস্থিতঃ সহলক্ষ্মণঃ (খ)।
ব্রতমাদিষ্টবান্ রামঃ সহায়ং গুহমব্রবীৎ ॥৭১
অপ্রমত্তো বলে কোশে দুর্গে জনপদে তথা।
ভবেথা গুহ রাজ্যং হি দুরারক্ষতমং মতম্ ॥৭২
ততস্তং সমনুজ্ঞাপ্য গুহমিক্ষ্বাকুনন্দনঃ।
জগাম তূর্ণমব্যগ্রঃ সভার্য্যঃ সহলক্ষ্মণঃ ॥৭৩
স তু দৃষ্ট্বা নদীতীরে নাবমিক্ষ্বাকুনন্দনঃ।
তিতীর্ষুঃ শীঘ্রগাং গঙ্গামিদং বচনমব্রবীৎ ॥৭৪
আরোহ ত্বং নরব্যাঘ্র স্থিতাং নাবমিমাং শনৈঃ।
সীতাঞ্চারোপয়াম্বক্ষং পরিগৃহ্য মনস্বিনীম্ ॥৭৫

আমি পিতা দশরথ, সীতা ও লক্ষ্মণের হিতকারী হইয়া তপস্বীদিগের অলঙ্কারস্বরূপ নিয়ম অবলম্বন করিব এবং জটাধারণ করিয়া নির্জনবনে গমন করিব। তুমি জটা-নির্মাণের জন্য বটবৃক্ষের ক্ষীর আনয়ন কর। এইরূপ নির্দেশ পাইয়া গুহ অতিসত্বর বটক্ষীর সংগ্রহপূর্বক রাজপুত্র রামকে প্রদান করিলেন। অনন্তর রাম নিজের ও লক্ষ্মণের জন্য ঐ বটক্ষীরের দ্বারা জটা-নির্মান করিলেন। দীর্ঘবাহু পুরুষোত্তম রাম এক্ষণে জটাজূটধারী হইলেন। তখন চীরবসন ও জটাধারণ করিয়া রাম-লক্ষ্মণ দুইভ্রাতা ঋষিদ্বয়ের ন্যায় শোভিত হইলেন।৬১-৭০

অনন্তর লক্ষ্মণসহিত শ্রীরাম বানপ্রস্থধর্ম অবলম্বন করিয়া তদুচিত নিয়মপালনের নিশ্চয় করিলেন এবং সাহায্যকারী গুহকে বলিলেন,—বন্ধুবর গুহ! সৈন্য, কোষ, দুর্গ ও জনপদ-বিষয়ে তুমি সর্বদা সাবধান থাকিও, যেহেতু রাজ্যরক্ষা করা অতিশয় কঠিন ব্যাপার মনে হয়। গুহকে এইভাবে অনুজ্ঞা করিয়া ইক্ষ্বাকুনন্দন রাম দৃঢ়চিত্তে ভ্রাতা ও পত্নীর সহিত সত্বর প্রস্থান করিলেন। তিনি গঙ্গাতীরে আসিয়া সেখানে নৌকা দেখিতে পাইলেন এবং শীঘ্র-

(খ)—মার্গমাস্থায় সহলক্ষ্মণঃ।

স ভ্রাতুঃ শাসনং শ্রুত্বা সর্বমপ্রতিকূলয়ন্।
আরোপ্য মৈথিলীং পূর্বমারুরোহাত্মবাংস্ততঃ ॥৭৬
অথারুরোহ তেজস্বী স্বয়ং লক্ষ্মণপূর্বজঃ।
ততো নিষাদাধিপতির্গুহো জ্ঞাতীনচোদয়ৎ ॥৭৭
রাঘবোঽপি মহাতেজা নাবমারুহ্য তাং ততঃ।
ব্রহ্মবৎ ক্ষত্রবচ্চৈব জজাপ হিতমাত্মনঃ ॥৭৮
আচম্য চ যথাশাস্ত্রং নদীং তাং সহ সীতয়া।
প্রণম্য প্রীতিসন্তুষ্টো লক্ষ্মণশ্চামিতপ্রভঃ (ক) ॥৭৯
অনুজ্ঞায় সুমন্ত্রঞ্চ সবলং চৈব তং গুহম্।
আস্থায় নাবং রামস্তু চোদয়ামাস নাবিকান্ ॥৮০
ততস্তৈশ্চালিতা নৌকা কর্ণধারসমাহিতা।
শুভস্ফ্যবেগাভিহতা শীঘ্রং সলিলমত্যগাৎ (খ) ॥৮১

মধ্যং তু সমনুপ্রাপ্য ভাগীরথ্যাস্ত্বনিন্দিতা।
বৈদেহী প্রাঞ্জলির্ভূত্বা তাং নদীমিদমব্রবীৎ ॥৮২
পুত্রো দশরথস্যায়ং মহারাজস্য ধীমতঃ।
নিদেশং পালয়ত্বেনং গঙ্গে ত্বদভিরক্ষিতঃ ॥৮৩
চতুর্দশ হি বর্ষাণি সমগ্রাণ্যুষ্য কাননে।
ভ্রাত্রা সহ ময়া চৈব পুনঃ প্রত্যাগমিষ্যতি ॥৮৪
ততস্ত্বাং দেবি সুভগে ক্ষেমেণ পুনরাগতা।
যক্ষ্যে প্রমুদিতা গঙ্গে সর্বকামসমৃদ্ধিনী ॥৮৫
ত্বং হি ত্রিপথগে দেবি ব্রহ্মলোকং সমক্ষসে।
ভার্য্যা চোদধিরাজস্য লোকেঽস্মিন্ সংপ্রদৃশ্যসে ॥৮৬
সা ত্বাং দেবি নমস্যামি প্রশংসামি চ শোভনে।
প্রাপ্তরাজ্যে নরব্যাঘ্রে শিবেন পুনরাগতে ॥৮৭

গামিনী গঙ্গার পরপারে যাইবার জন্য লক্ষ্মণকে বলিলেন,—নরশ্রেষ্ঠ! তুমি ধীরে ধীরে এই মনস্বিনী সীতাদেবীকে গ্রহণপূর্বক নৌকায় আরোহণ করাও এবং নিজে আরোহণ কর।৭১-৭৫

রামচিত্তানুসারী লক্ষ্মণ অগ্রজের আদেশ পাইয়া কোনরূপ দ্বিধা না করিয়া প্রথমে সীতাদেবীকে আরোহণ করাইলেন এবং পরে নিজে আরোহণ করিলেন। অনন্তর লক্ষ্মণাগ্রজ তেজস্বী রাম স্বয়ং নৌকায় আরোহণ করিলেন। তখন নিষাদপতি গুহ নিজজ্ঞাতিগণকে স্ব স্ব কার্য্যে উদ্যত হইতে আদেশ করিলেন। মহাতেজা রাম নৌকায় আরোহণ করিয়া আত্মহিতার্থে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের যোগ্য 'সুত্রামাণম্' ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। পরে সীতার সহিত শ্রীমান্ রাম ঐ নদীতে শাস্ত্রানুসারে আচমন করিলেন। অনন্তর মহাধীর সন্তুষ্টচিত্ত লক্ষ্মণ তাঁহাদের উভয়ের সহিত ভক্তিভাবে গঙ্গাকে প্রণাম করিলেন। পরে রথে উপবেশনপূর্বক সুমন্ত্র ও সৈন্যসহিত গুহকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে অনুজ্ঞা করিয়া নাবিকগণকে নৌকাচালনা করিতে বলিলেন। অনন্তর কর্ণধার (মাঝি)-সমন্বিতা নৌকা নাবিকগণ (মাল্লা) কর্তৃক চালিত হইয়া ও সুন্দর অরিত্রের (বইঠা) বেগে অভিহত হইয়া অতিশীঘ্রগতিতে গঙ্গাজল অতিক্রম করিতে লাগিল। অনিন্দিতা বৈদেহী ভাগীরথীর মধ্যপ্রদেশে যাইয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া গঙ্গানদীকে বলিলেন,—গঙ্গে! ধীমান্ মহারাজ দশরথের পুত্র এই রাম তোমা-কর্তৃক সুরক্ষিত হইয়া পিতৃসত্য পালন করুন। পূর্ণ চতুর্দশবৎসর বনে বাস করিয়া আমার ও লক্ষ্মণের সহিত পুনর্বার প্রত্যাবর্তন করিবেন। সৌভাগ্যদায়িনি দেবি গঙ্গে! আমি নির্বিঘ্নে ফিরিয়া আসিয়া সকল কাম্যবস্তুসম্ভারে সানন্দে তোমার অর্চনা করিব। ত্রিপথগামিনি! দেবি! তুমি ব্রহ্মলোক ব্যাপিয়া রহিয়াছ এবং সংসারে সমুদ্রের ভার্য্যারূপে পরিচিত হইয়াছ। শোভাধারিণি! জনকদুহিতা রামপত্নী সীতা আমি তোমাকে প্রণাম করিতেছি ও তোমার গুণকীর্তন করিতেছি। নরশ্রেষ্ঠ রাম সকুশলে ফিরিয়া আসিয়া রাজ্যলাভ করিলে তোমার প্রীতিসম্পাদনের জন্য ব্রাহ্মণগণকে শতসহস্র ধেনু, বিবিধ বস্ত্র ও প্রভূত অন্ন প্রদান করিব। দেবি! আমি অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করিয়া সহস্রসংখ্যক ঘট-পরিমিত সুরা ও পলান্নের দ্বারা তোমার অর্চনা করিব। তুমি আমাদিগের প্রতি প্রসন্নতা প্রকাশ কর। তোমার তীরে যে সকল দেবতা

পাঠান্তর :—(ক) প্রণম্য প্রীতিসংহৃষ্টো লক্ষ্মণশ্চ মহারথঃ।
(খ)—গঙ্গাসলিলমত্যগাৎ।

গবাং শতসহস্রঞ্চ বস্ত্রাণ্যন্নঞ্চ পেশলম্ ।
ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রদাস্যামি তব প্রিয়চিকীর্ষয়া ॥৮৮

সুরাঘটসহস্রেণ মাংসভূতৌ দনেন চ ।
যক্ষ্যে ত্বাং প্রীয়তাং দেবি পুরীং পুনরুপাগতা ॥৮৯

যানি ত্বত্তীরবাসীনি দৈবতানি চ সন্তি হি ।
তানি সর্বাণি যক্ষ্যামি তীর্থান্যায়তনানি চ ॥৯০

পুনরেব মহাবাহুর্ময়া ভ্রাত্রা চ সঙ্গতঃ ।
অযোধ্যাং বনবাসাত্তু প্রবিশত্বনঘোঽনঘে ॥৯১

তথা সম্ভাষমাণা সা সীতা গঙ্গামনিন্দিতা ।
দক্ষিণা দক্ষিণং তীরং ক্ষিপ্রমেবাভ্যুপাগমৎ ॥৯২

তীরং তু সমনুপ্রাপ্য নাবং হিত্বা নরর্ষভঃ ।
প্রাতিষ্ঠত সহ ভ্রাত্রা বৈদেহ্যা চ পরন্তপঃ ॥৯৩

অথাব্রবীন্মহাবাহুঃ সুমিত্রানন্দবর্ধনম্ ।
ভব সংরক্ষণার্থায় সজনে বিজনেঽপি বা ॥৯৪

অবশ্যং রক্ষণং কার্য্যং মদ্বিধৈর্বিজনে বনে ।
অগ্রতো গচ্ছ সৌমিত্রে সীতা ত্বামনুগচ্ছতু ॥৯৫

পৃষ্ঠতোঽনুগমিষ্যামি সীতাং ত্বাং চানুপালয়ন্ ।
অন্যোন্যস্য হি নো রক্ষা কর্তব্যা পুরুষর্ষভ ॥৯৬

নহি তাবদতিক্রান্তাঽসুকরা কাচন ক্রিয়া ।
অদ্য দুঃখং তু বৈদেহী বনবাসস্য বেৎস্যতি ॥৯৭

প্রনষ্টজনসংবাধং ক্ষেত্রারামবিবর্জিতম্ ।
বিষমঞ্চ প্রপাতঞ্চ বনমদ্য প্রবেক্ষ্যতি ॥৯৮

শ্রুত্বা রামস্য বচনং প্রতস্থে লক্ষ্মণোঽগ্রতঃ ।
অনন্তরঞ্চ সীতায়া রাঘবো রঘুনন্দনঃ ॥৯৯

গতং তু গঙ্গাপরপারমাশু
রামং সুমন্ত্রঃ সততং নিরীক্ষ্য ।
অধ্বপ্রকর্ষাদ্ বিনিবৃত্তদৃষ্টি-
র্মুমোচ বাষ্পং ব্যথিতস্তপস্বী ॥১০০

বাস করেন এবং যে সমস্ত তীর্থ ও পুণ্যক্ষেত্র আছে, আমি তাঁহাদের সকলের পূজা করিব ।৭৬-৯০

পাপনাশিনি! আমার ও লক্ষ্মণের সহিত মহাবাহু নিষ্পাপ শ্রীরাম বনবাস সমাপ্ত করিয়া পুনর্বার অযোধ্যায় যেন প্রত্যাবর্তন করেন। রামের অনুবর্তিনী অনিন্দিতা সীতা গঙ্গাকে এইরূপ বলিতে বলিতে অতিসত্বর দক্ষিণতীরে উপনীত হইলেন। শত্রুতাপন নরোত্তম রাম দক্ষিণতীরে আসিয়া নৌকা হইতে অবতরণ করিলেন এবং লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত দক্ষিণদিকে চলিতে লাগিলেন। অনন্তর শ্রীমান্ রাম সুমিত্রানন্দনকে বলিলেন,—জনসমন্বিত বনে কিংবা জনরহিত বনে যেখানেই থাকি, তুমি সীতার রক্ষণের জন্য সাবধান থাকিও। বিশেষতঃ নির্জনবনে মাদৃশব্যক্তির নিজভার্য্যাকে রক্ষা করা অবশ্য কর্তব্য। ভ্রাতঃ! তুমি অগ্রে অগ্রে গমন কর, সীতা তোমার পশ্চাতে গমন করুন। আমি সীতাকে ও তোমাকে রক্ষা করত তোমাদের পশ্চাতে গমন করিব। নরশ্রেষ্ঠ! এক্ষণে আমাদের পরস্পরের পরস্পরকে রক্ষা করিতে হইবে।৯১-৯৬

এতদিন পর্য্যন্ত কোনরূপ কষ্টকর কার্য্য করিতে হয় নাই। কিন্তু অদ্য জনকতনয়া সীতা বনবাসের দুঃখ বুঝিতে পারিবেন, যেহেতু তিনি অদ্যই জনসমাগমশূন্য ক্ষেত্র-উদ্যানাদিরহিত গর্তপূর্ণ বিষম (উন্নত ও অবনতস্থানযুক্ত) অরণ্যে প্রবেশ করিবেন! শ্রীরামের এইরূপ বাক্য শুনিয়া লক্ষ্মণ অগ্রে অগ্রে চলিলেন। অনন্তর রঘুনন্দন রাম সীতার পশ্চাতে চলিতে লাগিলেন। রাম গঙ্গার পরপারে গমন করিয়া দ্রুতগমন করিতে থাকিলেও সুমন্ত্র-সারথি একভাবে তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু পথের দূরত্বের জন্য যখন দৃষ্টি প্রতিহত হইল, তখন তিনি নিরুপায় হইয়া ব্যথিতচিত্তে অশ্রুত্যাগ করিতে লাগিলেন। লোকপালতুল্যপ্রভাবশালী মহাত্মা বরদাতা রাম মহানদী গঙ্গাকে অতিক্রম করিয়া সমৃদ্ধ উত্তমশস্যসমন্বিত প্রমুদিত বৎসদেশে অল্পসময়ের মধ্যেই উপস্থিত হইলেন। সেইস্থানে তাঁহারা

স লোকপালপ্রতিমপ্রভাব-
স্তীর্ত্বা মহাত্মা বরদো মহানদীম্ ।
ততঃ সমৃদ্ধাঞ্ছুভশস্যমালিনঃ
ক্ষণেন বৎসান্ মুদিতানুপাগমৎ ॥১০১
তৌ তত্র হত্বা চতুরো মহামৃগান্
বরাহমৃশ্যং পৃষতং মহারুরুম্ ।
আদায় মেধ্যং ত্বরিতং বুভুক্ষিতৌ
বাসায় কালে যযতুর্বনস্পতিম্ ॥১০২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে দ্বিপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥

দুইজনে অতিপবিত্র বরাহ, ঋষ্য, পৃষত ও রুরুনামক চারিটি মহামৃগ হনন করিলেন এবং তাহাদিগকে গ্রহণ করিয়া ক্ষুধার্ত্ত হইয়া সন্ধ্যার সময় বাস করিবার জন্য একটি বৃহৎ বৃক্ষের তলদেশে গমন করিলেন ।৯৭-১০২

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে দ্বিপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ।

ত্রিপঞ্চাশঃ সর্গঃ

[রামস্য খেদঃ, লক্ষ্মণস্য তদাশ্বাসনঞ্চ ।]

স তং বৃক্ষং সমাসাদ্য সন্ধ্যামন্বাস্য পশ্চিমাম্ ।
রামো রময়তাং শ্রেষ্ঠ ইতি হোবাচ লক্ষ্মণম্ ॥১
অদ্যেয়ং প্রথমা রাত্রির্যাতা জনপদাদ্ বহিঃ ।
যা সুমন্ত্রেণ রহিতা তাং নোৎকণ্ঠিতুমর্হসি ॥২
জাগর্তব্যমতন্দ্রিভ্যামদ্য প্রভৃতি রাত্রিষু ।
যোগ-ক্ষেমৌ হি সীতায়া বর্ত্তেতে লক্ষ্মণাবয়োঃ ॥৩
রাত্রিং কথঞ্চিদেবেমাং সৌমিত্রে বর্ত্তয়ামহে ।
অপবর্ত্তামহে ভূমাবাস্তীর্য্য স্বয়মর্জিতৈঃ ॥৪
স তু সংবিশ্য মেদিন্যাং মহার্হশয়নোচিতঃ ।
ইমাঃ সৌমিত্রয়ে রামো ব্যাজহার কথাঃ শুভাঃ ॥৫
ধ্রুবমদ্য মহারাজো দুঃখং স্বপিতি লক্ষ্মণ ।
কৃতকামা তু কৈকেয়ী তুষ্টা ভবিতুমর্হতি ॥৬

ত্রিপঞ্চাশ সর্গ

[রামের খেদ ও লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক তাঁহাকে আশ্বাসদান ।]

অনন্তর আনন্দদানকারীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রাম সেই বৃক্ষমূলে যাইয়া সায়ংসন্ধ্যা সমাপন করত লক্ষ্মণকে বলিলেন,—ভ্রাতঃ! জনপদের বাহিরে অদ্য এই প্রথম রাত্রি উপস্থিত হইয়াছে। এই রাত্রিতে সুমন্ত্রও আমাদের নিকটে নাই। কিন্তু তজ্জন্য তুমি উৎকণ্ঠিত হইও না। অদ্য হইতে প্রতিরাত্রিতেই আমাদিগকে তন্দ্রারহিত হইয়া জাগ্রত থাকিতে হইবে। লক্ষ্মণ! আমাদের উভয়ের উপরেই সীতার রক্ষণাবেক্ষণ নির্ভর করিতেছে। সৌমিত্রে! ভ্রাতঃ! আমরা কোনপ্রকারে এই রাত্রি অতিবাহিত করি। আইস, আমরা স্বয়ং আহৃত তৃণাদির দ্বারা ভূতলে শয্যানির্মাণ করিয়া শয়ন করি। এইরূপ বলিয়া মহামূল্যশয্যায় শয়নের যোগ্য রাম ভূমিতে উপবেশন করিলেন এবং সুমিত্রানন্দনকে এই সকল শুভকথা* বলিতে লাগিলেন—লক্ষ্মণ! অদ্য মহারাজ দশরথ নিশ্চয়ই

* লক্ষ্মণ কৈকেয়ীর নিন্দা করিলে রাম বলিবেন যে—লক্ষ্মণ! তুমি মধ্যমমাতা কৈকেয়ীর নিন্দা করিও না। তথাপি রাম যে এইরূপ বলিতেছেন—তাহা লক্ষ্মণের পরীক্ষার জন্য ।

সা হি দেবী মহারাজং কৈকয়ী রাজ্যকারণাৎ।
অপি ন চ্যাবয়েৎ প্রাণান্ দৃষ্ট্বা ভরতমাগতম্ ॥৭
অনাথশ্চ হি বৃদ্ধশ্চ ময়া চৈব বিনাকৃতঃ।
কিং করিষ্যতি কামাত্মা কৈকেয্যা বশমাগতঃ ॥৮
ইদং ব্যসনমালোক্য রাজ্ঞশ্চ মতিবিভ্রমম্।
কাম এবার্থ-ধর্মাভ্যাং গরীয়ানিতি মে মতিঃ ॥৯
কো হ্যবিদ্বানপি পুমান্ প্রমদায়াঃ কৃতে ত্যজেৎ।
ছন্দানুবর্তিনং পুত্রং তাতো মামিব লক্ষ্মণ ॥১০
সুখী বত সুভার্য্যশ্চ ভরতঃ কৈকয়ীসুতঃ।
মুদিতান্ কোসলানেকো যো ভোক্ষ্যত্যধিরাজবৎ ॥১১
স হি রাজ্যস্য সর্বস্য সুখমেকং ভবিষ্যতি।
তাতে তু বয়সাতীতে ময়ি চারণ্যমাশ্রিতে ॥১২
অর্থ-ধর্মৌ পরিত্যজ্য যঃ কামমনুবর্ততে।
এবমাপদ্যতে ক্ষিপ্রং রাজা দশরথো যথা ॥১৩
মন্যে দশরথান্তায় মম প্রব্রাজনায় চ।
কৈকয়ী সৌম্য সংপ্রাপ্তা রাজ্যায় ভরতস্য চ ॥১৪
অপীদানীং তু কৈকেয়ী সৌভাগ্যমদমোহিতা।
কৌসল্যাঞ্চ সুমিত্রাঞ্চ সা প্রবাধেত মৎকৃতে ॥১৫
মাতাস্মৎকারণাদ্দেবী সুমিত্রা দুঃখমাবসেৎ।
অযোধ্যামিত এব ত্বং কালে প্রবিশ লক্ষ্মণ ॥১৬
অহমেকো গমিষ্যামি সীতয়া সহ দণ্ডকান্।
অনাথায়া হি নাথস্ত্বং কৌসল্যায়া ভবিষ্যসি ॥১৭
ক্ষুদ্রকর্মা হি কৈকেয়ী দ্বেষাদন্যায়মাচরেৎ।
পরিদদ্যাদ্ধি ধর্মজ্ঞ গরং তে মম মাতরম্ ॥১৮
নূনং জাত্যন্তরে তাত স্ত্রিয়ঃ পুত্রৈর্বিয়োজিতাঃ।
জনন্যা মম সৌমিত্রে তদপ্যেতদুপস্থিতম্ ॥১৯
ময়া হি চিরপুষ্টেন দুঃখসংবর্ধিতেন চ।
বিপ্রযুজ্যত কৌসল্যা ফলকালে ধিগস্তু মাম্ ॥২০

অতিদুঃখে শয়ন করিতেছেন এবং কৈকেয়ী সফলমনোরথা হইয়া অবশ্যই সন্তুষ্টা হইয়াছেন। কৈকেয়ীদেবী ভরতকে উপস্থিত দেখিয়া রাজ্যলাভের জন্য মহারাজ দশরথের প্রাণহানি না করেন, এই আশঙ্কা। মহারাজ দশরথ বৃদ্ধ হইয়াছেন এবং আমা-কর্তৃক বিযুক্ত হইয়া সহায়-হীন হইয়াছেন। তিনি এক্ষণে অজিতেন্দ্রিয় ও কৈকেয়ীর বশীভূত। এই অবস্থায় তিনি কি করিবেন? তাঁহার এইরূপ দুঃখ ও মতিভ্রম দেখিয়া আমার মনে হইতেছে যে, অর্থ ও ধর্ম হইতে কামই প্রবল। কোন্ অবিদ্বান্ ব্যক্তি স্ত্রীর জন্য আমার ন্যায় আজ্ঞানুবর্তী পুত্রকে পরিত্যাগ করিতে পারে? ১-১০

কৈকেয়ীপুত্র ভরত পত্নীর সহিত সুখী হইবেন, যেহেতু তিনি একাকী অধিরাজের ন্যায় সমৃদ্ধ কোশল-রাজ্য উপভোগ করিবেন। পিতা দশরথ বার্ধক্য-নিবন্ধন পরলোকগমন করিলে এবং আমি অরণ্যবাসী হওয়ায় ভরতই একাকী সমস্ত রাজ্যসুখ ভোগ করিবেন। যে ব্যক্তি অর্থ ও ধর্ম ত্যাগ করিয়া কেবল কামের অনুবর্তন করে, সে অচিরে রাজা দশরথের ন্যায় বিপদ্‌গ্রস্ত হয়। সৌম্য! আমি মনে করি যে, দশরথের বিনাশের জন্য, আমার নির্বাসনের জন্য ও ভরতের রাজ্যপ্রাপ্তির জন্যই কৈকেয়ী আমাদের গৃহে আসিয়াছেন। আমার আশঙ্কা এই যে, সৌভাগ্যমদে মত্ত হইয়া কৈকেয়ী আমার জন্য এক্ষণে মাতা কৌশল্যা ও সুমিত্রাকে হয়ত কষ্ট দিতেছেন। ১১-১৫

আমাদের জন্য সুমিত্রাদেবীকে অতিদুঃখে বাস করিতে হইবে। লক্ষ্মণ! ভ্রাতঃ! এইজন্য তোমাকে বলিতেছি যে, তুমি এইস্থান হইতে আগামী প্রাতঃকালেই অযোধ্যায় প্রবেশ কর। আমি একাকী সীতার সহিত দণ্ডকারণ্যে গমন করিব। তুমি অযোধ্যায় যাইয়া অনাথা কৌশল্যাদেবীর রক্ষক হইবে। নীচকার্য্যরতা কৈকেয়ী বিদ্বেষবশতঃ অন্যায়কার্য্য করিতে পারেন। এমন কি, তিনি তোমার মাতাকে ও আমার মাতাকে বিষও দিতে পারেন। ভ্রাতঃ! সৌমিত্রে! আমার মনে হয়, আমার জননী জন্মান্তরে অনেক রমণীকে পুত্র-বিয়োজিত করিয়াছিলেন। তাহার জন্য অদ্য তাঁহার এইরূপ দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে। হায়! কৌশল্যাদেবী আমাকে বহুদুঃখে বর্ধিত করিয়াছেন। বহুকাল যাবৎ তিনি আমাকে পালন-পোষণ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি

মাস্ম সীমন্তিনী কাচিজ্জনয়েৎ পুত্রমীদৃশম্ ।
সৌমিত্রে যোঽহমম্বায়া দদ্মি শোকমনন্তকম্ ॥২১
মন্যে প্রীতিবিশিষ্টা সা মত্তো লক্ষ্মণ সারিকা ।
যত্তস্যাঃ শ্রূয়তে বাক্যং শুক পাদমরের্দশ ॥২২
শোচন্ত্যাশ্চাল্পভাগ্যায়া ন কিঞ্চিদুপকুর্বতা ।
পুত্রেণ কিমপুত্রায়া ময়া কার্য্যমরিন্দম ॥২৩
অল্পভাগ্যা হি মে মাতা কৌসল্যা রহিতা ময়া ।
শেতে পরমদুঃখার্তা পতিতা শোকসাগরে ॥২৪
একো হ্যহমযোধ্যাঞ্চ পৃথিবীং চাপি লক্ষ্মণ ।
তরেয়মিষুভিঃ ক্রুদ্ধো ননু বীর্য্যমকারণম্ ॥২৫
অধর্মভয়ভীতশ্চ পরলোকস্য চানঘ ।
তেন লক্ষ্মণ নাদ্যাহমাত্মানমভিষেচয়ে ॥২৬

এতদন্যচ্চ করুণং বিলপ্য বিজনে বহু ।
অশ্রুপূর্ণমুখো দীনো নিশি তুষ্ণীমুপাবিশৎ ॥২৭
বিলাপোপরতং রামং গতার্চিষমিবানলম্ ।
সমুদ্রমিব নির্বেগমাশ্বাসয়ত লক্ষ্মণঃ ॥২৮
ধ্রুবমদ্য পুরী রাম অযোধ্যায়ুধিনাং বর ।
নিষ্প্রভা ত্বয়ি নিষ্ক্রান্তে গতচন্দ্রেব শর্বরী ॥২৯
নৈতদৌপয়িকং রাম যদিদং পরিতপ্যসে ।
বিষাদয়সি সীতাঞ্চ মাং চৈব পুরুষর্ষভ ॥৩০
ন চ সীতা ত্বয়া হীনা না চাহমপি রাঘব ।
মুহূর্তমপি জীবাবো জলান্মৎস্যাবিবোদ্ধৃতৌ ॥৩১
নহি তাতং ন শত্রুঘ্নং ন সুমিত্রাং পরন্তপ ।
দ্রষ্টুমিচ্ছেয়মদ্যাহং স্বর্গং চাপি ত্বয়া বিনা ॥৩২

ফললাভ-সময়ে আমা হইতে বিয়োজিতা হইলেন। এইজন্য আমাকে ধিক্। কোন মহিলা যেন আমার মত দুঃখপ্রদ পুত্র প্রসব না করেন, কারণ আমি আমার মাতাকে অসীমদুঃখ-শোক প্রদান করিতেছি। লক্ষ্মণ! আমার জননী কর্তৃক পালিতা সারিকা তাঁহাকে আমা অপেক্ষা অধিক প্রীতি করিয়া থাকে, যেহেতু "শুক! তুমি শত্রুপদে দংশন কর" সারিকার এইরূপ কথা তিনি শুনিয়া থাকেন। শত্রুদমন! ভ্রাতঃ! আমি সেই অল্পভাগ্যবতী শোকাতুরা জননীর কোন উপকার করিতে পারিলাম না। পুত্র-হীনা মাতার আমাকে পুত্ররূপে পাওয়ায় কি ফল হইল? আমার মাতা কৌশল্যা নিশ্চয়ই অল্পভাগ্যবতী, যেহেতু আমার অভাবে পরমদুঃখে শোকসিন্ধুতে পতিত হইয়াছেন। লক্ষ্মণ! আমি ক্রুদ্ধ হইয়া একাকীই অযোধ্যা এমন কি সমস্ত পৃথিবীকে বাণের দ্বারা আয়ত্ত করিতে পারি। কিন্তু আমার বীরত্ব বৃথা হইতেছে।২১-২৫

নিষ্পাপ! ভ্রাতঃ! আমি অধর্ম ও পরলোকের ভয়ে ভীত বলিয়া অদ্যই রাজ্যে অভিষিক্ত হইতে পারিতেছি না। নির্জনবনে রাত্রিকালে এইভাবে অন্যান্য নানা কথা বলিয়া করুণভাবে বিলাপ করত রাম অশ্রুপূর্ণ মুখে মৌন অবলম্বন করিলেন। শিখাহীন অগ্নির মত ও বেগরহিত সমুদ্রের মত শ্রীরাম বিলাপ করিয়া নিবৃত্ত হইলে লক্ষ্মণ তাঁহাকে আশ্বাসদান করিবার জন্য বলিলেন,—অগ্রজ! আপনি অস্ত্রধারীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আপনি অযোধ্যা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছেন। এইজন্য নিশ্চয়ই অযোধ্যানগরী চন্দ্রহীনা রজনীর ন্যায় নিষ্প্রভ হইয়াছে। পুরুষোত্তম! আপনি আমাকে ও সীতাকে বিষাদিত করিয়া এইরূপ যে পরিতাপ করিতেছেন, ইহা আপনার পক্ষে উচিত হইতেছে না।১৬-৩০

সীতাদেবী ও আমি আপনার বিরহ প্রাপ্ত হইয়া জল হইতে উদ্ধৃত মৎস্যের ন্যায় একমুহূর্তও জীবিত থাকিব না। অদ্য আমি আপনাকে ছাড়িয়া পিতা, শত্রুঘ্ন কিংবা মাতাকেও দেখিতে ইচ্ছা করি না, এমন কি আপনাকে ছাড়িয়া আমি স্বর্গও দেখিতে ইচ্ছা করি না। শ্রীমান্ লক্ষ্মণ এইরূপ বলিলে পর ভূমিতে উপবিষ্ট ধর্মবৎসল রাম ও সীতা অনতিদূরে বটবৃক্ষ-তলে শয্যা রচিত হইয়াছে দেখিয়া তাহাতে শয়ন করিলেন। শত্রুদমন রাম প্রিয় অনুজের স্নেহপূর্ণ উপ-যুক্ত বাক্য শুনিয়া বানপ্রস্থধর্ম অবলম্বনপূর্বক পরমাদরে

ততস্তত্র সমাসীনৌ নাতিদূরে নিরীক্ষ্য তাম্ ।
ন্যগ্রোধে সুকৃতাং শয্যাং ভেজাতে ধর্মবৎসলৌ ॥৩৩
স লক্ষ্মণস্যোত্তমপুষ্কলং বচো
নিশম্য চৈবং বনবাসমাদরাৎ ।
সমাঃ সমস্তা বিদধে পরন্তপঃ
প্রপদ্য ধর্মং সুচিরায় রাঘবঃ ॥৩৪

ততস্তু তস্মিন্ বিজনে মহাবলৌ
মহাবনে রাঘববংশবর্দ্ধনৌ ।
ন তৌ ভয়ং সম্ভ্রমমভ্যুপেয়তু-
র্যথৈব সিংহৌ গিরিসানুগোচরৌ ॥৩৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে ত্রিপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥

দীর্ঘ চতুর্দশবৎসর যাবৎ বনবাস করিতে লাগিলেন। সেই নির্জন মহারণ্যে রঘুবংশবর্ধন মহাবলবান্ রাম ও লক্ষ্মণ গিরিতটচারী সিংহদ্বয়ের ন্যায় কোনরূপ ভয় বা বিহ্বলতা প্রাপ্ত হইলেন না ।৩১-৩৫

মহর্ষিবাল্মীকি-প্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ত্রিপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

চতুঃপঞ্চাশঃ সর্গঃ

[রামস্য ভরদ্বাজসমীপে গমনম্, তত্রাবস্থানঞ্চ, চিত্রকূটগমনায় ভরদ্বাজস্যাদেশশ্চ ।]

তে তু তস্মিন্মহাবৃক্ষে উষিত্বা রজনীং শুভাম্ ।
বিমলেঽভ্যুদিতে সূর্য্যে তস্মাদ্দেশাৎ প্রতস্থিরে ॥১
যত্র ভাগীরথীং গঙ্গাং যমুনাভিপ্রবর্ততে ।
জগ্মুস্তং দেশমুদ্দিশ্য বিগাহ্য সুমহদ্ বনম্ ॥২
তে ভূমিভাগান্ বিবিধান্ দেশাংশ্চাপি মনোহরান্ ।
অদৃষ্টপূর্বান্ পশ্যন্তস্তত্র তত্র যশস্বিনঃ ॥৩

যথা ক্ষেমেণ সংপশ্যন্ পুষ্পিতান্ বিবিধান্ দ্রুমান্ ।
নিবৃত্তমাত্রে দিবসে রামঃ সৌমিত্রিমব্রবীৎ ॥৪
প্রয়াগমভিতঃ পশ্য সৌমিত্রে ধূমমুত্তমম্ ।
অগ্নের্ভগবতঃ কেতুং মন্যে সন্নিহিতো মুনিঃ ॥৫
নূনং প্রাপ্তাঃ স্ম সম্ভেদং গঙ্গা-যমুনয়োর্বয়ম্ ।
তথাপি শ্রূয়তে শব্দো বারিণোর্বারিঘর্ষজঃ ॥৬

চতুঃপঞ্চাশ সর্গ

[শ্রীরামের ভরদ্বাজ-সমীপে গমন, সেইস্থানে অবস্থান এবং চিত্রকূটগমনের জন্য ভরদ্বাজের আদেশ ।]

রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা সেই বিশাল বটবৃক্ষের তলে সেই রাত্রিটি অতিবাহিত করিলেন এবং নির্মল সূর্য্যদেব উদিত হইলে পর সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। যে প্রদেশে যমুনানদী ভাগীরথী গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছেন, তাঁহারা নিবিড় অরণ্যের মধ্য দিয়া সেই প্রদেশের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা অদৃষ্টপূর্ব ভূখণ্ড ও নানাবিধ মনোহর প্রশংসনীয় দেশসমূহ দেখিতে দেখিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পথে যথাসুখে যাইতে যাইতে নানাবিধ পুষ্পিত বৃক্ষসমূহ দৃষ্টিপথে পতিত হইতেছিল। এইভাবে চলিতে চলিতে দিবা অবসান হইলে রাম সৌমিত্রকে বলিলেন,—ভ্রাতঃ। ঐ দেখ, প্রয়াগের পার্শ্বে ভগবান্ অগ্নির চিহ্নস্বরূপ উত্তম (সুগন্ধ) ধূম উত্থিত হইতেছে। মনে হইতেছে যে, ভরদ্বাজ সেখানে বর্তমান আছেন ।১-৫

নিশ্চয়ই আমরা গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থলে আসিয়া গিয়াছি। কেননা, দুইটি বারিধারার সংঘর্ষজাত শব্দ

দারূণি পরিভিন্নানি বনজৈরুপজীবিভিঃ ।
ছিন্নাশ্চাপ্যাশ্রমে চৈতে দৃশ্যন্তে বিবিধা দ্রুমাঃ ॥৭
ধন্বিনৌ তৌ সুখং গত্বা লম্বমানে দিবাকরে ।
গঙ্গা-যমুনয়োঃ সন্ধৌ প্রাপতুর্নিলয়ং মুনেঃ ॥৮
রামস্ত্বাশ্রমমাসাদ্য ত্রাসয়ন্মৃগপক্ষিণঃ ।
গত্বা মুহূর্তমধ্বানং ভরদ্বাজমুপাগমৎ ॥৯
ততস্ত্বাশ্রমমাসাদ্য মুনের্দর্শনকাঙ্ক্ষিণৌ ।
সীতয়ানুগতৌ বীরৌ দূরাদেবাবতস্থতুঃ ॥১০
স প্রবিশ্য মহাত্মানমৃষিং শিষ্যগণৈর্বৃতম্ ॥
সংশিতব্রতমেকাগ্রং তপসা লব্ধচক্ষুষম্ ॥১১
হুতাগ্নিহোত্রং দৃষ্ট্বৈব মহাভাগঃ কৃতাঞ্জলিঃ ।
রামঃ সৌমিত্রিণা সার্ধং সীতয়া চাভ্যবাদয়ৎ ॥১২
ন্যবেদয়ত চাত্মানং তস্মৈ লক্ষ্মণপূর্বজঃ ।
পুত্রৌ দশরথস্যাবাং ভগবন্ রাম-লক্ষ্মণৌ ॥১৩
ভার্য্যা মমেয়ং কল্যাণী বৈদেহী জনকাত্মজা ।
মাং চানুজাতা বিজনং তপোবনমনিন্দিতা ॥১৪
পিত্রা প্রব্রাজ্যমানং মাং সৌমিত্রিরনুজঃ প্রিয়ঃ ।
অয়মন্বগমদ্ভ্রাতা বনমেব ধৃতব্রতঃ ॥১৫
পিত্রা নিযুক্তা ভগবন্ প্রবেক্ষ্যাম তপোবনম্ ।
ধর্মমেবাচরিষ্যামস্তত্র মূলফলাশনাঃ ॥১৬
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা রাজপুত্রস্য ধীমতঃ ।
উপানয়ত ধর্মাত্মা গামর্ঘ্যমুদকং ততঃ ॥১৭
নানাবিধানন্নরসান্ বন্যমূলফলাশ্রয়ান্ ।
তেভ্যো দদৌ তপ্ততপা বাসং চৈবাভ্যকল্পয়ৎ ॥১৮
মৃগপক্ষিভিরাসীনো মুনিভিশ্চ সমন্ততঃ ।
রামমাগতমভ্যর্চ্য স্বাগতেনাগতং মুনিঃ ॥১৯
প্রতিগৃহ্য তু তামর্চামুপবিষ্টং স রাঘবম্ ।
ভরদ্বাজোঽব্রবীদ্ বাক্যং ধর্মযুক্তমিদং তদা ॥২০

কর্ণগোচর হইতেছে। বন্যফলাদি দ্বারা জীবিকা-নির্বাহকারী ব্যক্তিরা কাষ্ঠচ্ছেদন করিয়া ফেলিয়া রাখিয়াছে। দেখিতেছি, আশ্রম-নিকটে নানাবিধ বৃক্ষ ছিন্ন হইয়া পতিত রহিয়াছে। এইভাবে কথা বলিতে বলিতে অক্লেশে গমন করিয়া সূর্য্যাস্তসময়ে ধনুর্ধারী ভ্রাতৃদ্বয় গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থলে ভরদ্বাজমুনির আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর রাম আশ্রমস্থিত মৃগ ও পক্ষীদিগকে ভয়যুক্ত করিয়া একমুহূর্তকাল গমনপূর্বক ভরদ্বাজের নিকটবর্তী হইলেন। মহাবীর ভ্রাতৃদ্বয় সীতার সহিত আশ্রমে যাইয়া মুনির দর্শন প্রার্থনা করিলেন এবং কিছুদূরেই অবস্থান করিতে লাগিলেন।৬-১০

পরে অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া পর্ণকুটীরে প্রবেশ করত মহাভাগ রাম দেখিতে পাইলেন যে, মহাত্মা ভরদ্বাজ অগ্নিহোত্র সমাপন করিয়া শিষ্যগণবেষ্টিত হইয়া উপবিষ্ট রহিয়াছেন। কঠোরব্রতচারী একাগ্রচিত্ত তপস্যাপ্রভাবে ত্রিকালদর্শী ঋষিকে দর্শন করিবা-মাত্র লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত রাম কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। অনন্তর লক্ষ্মণাগ্রজ তাঁহার নিকট নিজপরিচয় দিতে বলিলেন,—ভগবন্! আমরা দুইভ্রাতা রাম ও লক্ষ্মণ মহারাজ দশরথের পুত্র। এই জনকনন্দিনী কল্যাণী সীতা আমার ভার্য্যা। অনিন্দিতা সীতা নির্জন তপোবনেও আমার অনুগামিনী হইয়াছেন। আমি পিতৃদেব কর্তৃক নির্বাসিত হইলে আমার প্রিয় অনুজ ভ্রাতা সৌমিত্র ব্রতধারণপূর্বক আমার সঙ্গে বনে আসিয়াছেন।১১-১৫

ভগবন্! এক্ষণে আমরা পিতার নিয়োগানুসারে তপোবনে প্রবেশ করিব এবং ফলমূলভোজী হইয়া সেখানে ধর্মানুষ্ঠান করিব। রাজপুত্র রামের বাক্য শুনিয়া ধর্মাত্মা ভরদ্বাজ তাঁহাদের তিনজনের জন্য গো, অর্ঘ্য ও উদক আনয়ন করাইলেন, এবং নানাবিধ বন্যফল-মূলাদিসম্ভূত ভোজ্যদ্রব্য প্রদান করিলেন। পরে বাসস্থানের ব্যবস্থা করিলেন। তপস্বী মুনিবর মৃগ, পক্ষী ও মুনিগণে পরিবৃত হইয়া স্বাগতবাক্যে সমাগত রামের এইরূপ অর্চনা করিলেন। মুনিপ্রদত্ত দ্রব্যাদি গ্রহণ করিয়া রঘুনন্দন রাম উপবিষ্ট হইলে পর ভরদ্বাজ ঋষি তাঁহাকে ধর্মযুক্ত বাক্যে বলিলেন।১৬-২০

চিরস্য খলু কাকুৎস্থ পশ্যাম্যহমুপাগতম্।
শ্রুতং তব ময়া চৈব বিবাসনমকারণম্ ॥২১
অবকাশো বিবিক্তোঽয়ং মহানদ্যোঃ সমাগমে।
পুণ্যশ্চ রমণীয়শ্চ বসত্বিহ ভবান্ সুখম্ ॥২২
এবমুক্তস্তু বচনং ভরদ্বাজেন রাঘবঃ।
প্রত্যুবাচ শুভং বাক্যং রামঃ সর্বহিতে রতঃ ॥২৩
ভগবন্নিত আসন্নঃ পৌর-জানপদো জনঃ।
সুদর্শমিহ মাং প্রেক্ষ্য মন্যেঽহমিমমাশ্রমম্ ॥২৪
আগমিষ্যতি বৈদেহীং মাং চাপি প্রেক্ষকো জনঃ।
অনেন কারণেনাহমিহ বাসং ন রোচয়ে ॥২৫
একান্তে পশ্য ভগবন্নাশ্রমস্থানমুত্তমম্।
রমতে যত্র বৈদেহী সুখার্হা জনকাত্মজা ॥২৬
এতচ্ছ্রুত্বা শুভং বাক্যং ভরদ্বাজো মহামুনিঃ।
রাঘবস্য তু তদ্ বাক্যমর্থগ্রাহকমব্রবীৎ ॥২৭
দশক্রোশ ইতস্তাত গিরির্যস্মিন্নিবৎস্যসি।
মহর্ষিসেবিতঃ পুণ্যঃ পর্বতঃ শুভদর্শনঃ ॥২৮
গোলাঙ্গুলানুচরিতো বানরর্ক্ষনিষেবিতঃ।
চিত্রকূট ইতি খ্যাতো গন্ধমাদনসন্নিভঃ ॥২৯
যাবতা চিত্রকূটস্য নরঃ শৃঙ্গাণ্যবেক্ষতে।
কল্যাণানি সমাধত্তে ন পাপে কুরুতে মনঃ ॥৩০
ঋষয়স্তত্র বহবো বিহৃত্য শরদাং শতম্।
তপসা দিবমারূঢ়াঃ কপালশিরসা সহ ॥৩১
প্রবিবিক্তমহং মন্যে তং বাসং ভবতঃ সুখম্।
ইহ বা বনবাসায় বস রাম ময়া সহ ॥৩২
স রামং সর্বকামৈস্তং ভরদ্বাজঃ প্রিয়াতিথিম্।
সভার্যং সহ চ ভ্রাত্রা প্রতিজগ্রাহ হর্ষয়ন্ ॥৩৩
তস্য প্রয়াগে রামস্য তং মহর্ষিমুপেয়ুষঃ।
প্রপন্না রজনী পুণ্যা চিত্রাঃ কথয়তঃ কথাঃ ॥৩৪

কাকুৎস্থ! রাম! আমি এই আশ্রমে বহুকাল হইতে তোমার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছি। আমি শুনিয়াছি যে, তুমি বিনা কারণে নির্বাসিত হইয়াছ। দুইটি মহানদীর মিলনস্থান এই প্রদেশটি নির্জন, পবিত্র ও রমণীয়। তুমি এইস্থানে সুখে বাস কর। ভরদ্বাজ মুনি এইরূপ বলিলে পর সর্বলোকহিতকারী রঘুনন্দন রাম তাঁহাকে শুভময় বাক্যে বলিলেন,—ভগবন্! অযোধ্যাবাসী ও গ্রামবাসী জনগণ আপনার এই আশ্রম হইতে বহুদূরবর্ত্তী নয়। আমার সহিত সাক্ষাৎকার করা অতিসহজ মনে করিয়া তাহারা আমাকে ও বৈদেহীকে দেখিতে ইচ্ছুক হইবে এবং এই আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইবে। এই কারণে এখানে থাকিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে না।২১-২৫

ভগবন্! আপনি জনগণের অগম্য স্থানে এমন একটি উত্তম আশ্রমস্থানের সন্ধান প্রদান করুন, যেখানে সুখোচিতা জনকনন্দিনী সীতা আনন্দে থাকিতে পারেন। মহামুনি ভরদ্বাজ শ্রীরামের এইরূপ শুভবাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য বলিলেন,—তাত! এই স্থান হইতে দশক্রোশ দূরে একটি পর্বত আছে। সেখানে তুমি বাস করিতে পারিবে। মহর্ষিগণসেবিত ঐ পর্বত পুণ্যময় ও শুভদর্শন। সেখানে গোলাঙ্গুল, বানর ও ঋক্ষগণ (ভল্লুক) বাস করিয়া থাকে। গন্ধমাদনতুল্য ঐ পর্বত চিত্রকূটনামে বিখ্যাত। চিত্রকূটের মহিমা এই যে, যে মানব যতদিন যাবৎ এই চিত্রকূটের শৃঙ্গসমূহ দর্শন করিবে, সে ততদিন পর্য্যন্ত কল্যাণলাভ করিবে, কিংবা কল্যাণকর কার্য্য করিবে এবং সে পাপে আসক্ত হইবে না।২৬-৩০

ঐ চিত্রকূটপর্বতে বহুসংখ্যক ঋষি শতবৎসর যাবৎ তপস্যানুষ্ঠানে বিহার করিয়া মৃতমনুষ্যের কপালতুল্য শুভ্রমস্তকে স্বর্গে গমন করিয়াছেন। রাম! আমি মনে করি যে, ঐ নির্জনস্থানে তুমি সুখে বাস করিতে পারিবে। অথবা বনবাসের জন্য তুমি এইস্থানেই আমার সহিত বাস কর। ভরদ্বাজ ঋষি এইভাবে মধুরবাক্যে আনন্দিত করিয়া ভার্য্যা ও ভ্রাতার সহিত আগত প্রিয় অতিথি রামকে সকলকাম্যবস্তুর দ্বারা আপ্যায়িত করিলেন। প্রয়াগে মহর্ষি ভরদ্বাজের নিকট গমন করিয়া ও তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া নানাবিধ বিচিত্র কথা বলিতে লাগিলেন। এই অবস্থায় পুণ্যময়ী রাত্রি

সীতা তৃতীয়ঃ কাকুৎস্থঃ পরিশ্রান্তঃ সুখোচিতঃ ।
ভরদ্বাজাশ্রমে রম্যে তাং রাত্রিমবসৎ সুখম্ ॥৩৫
প্রভাতায়াং তু শর্ব্বর্য্যাং ভরদ্বাজমুপাগমৎ ।
উবাচ নরশার্দূলো মুনিং জ্বলিততেজসম্ ॥৩৬
শর্ব্বরীং ভগবন্নদ্য সত্যশীল তবাশ্রমে ।
উষিতাঃ স্মোহহ বসতিমনুজানাতু নো ভবান্ ॥৩৭
রাত্র্যাং তু তস্যাং ব্যুষ্টায়াং ভরদ্বাজোহব্রবীদিদম্ ।
মধু-মূল-ফলোপেতং চিত্রকূটং ব্রজেতি হ ॥৩৮
বাসমৌপয়িকং মন্যে তব রাম মহাবল ।
নানানগগণোপেতঃ কিন্নরোরগসেবিতঃ ॥৩৯
ময়ূরনাদাভিরতো গজরাজনিষেবিতঃ ।
গম্যতাং ভবতা শৈলশ্চিত্রকূটঃ স বিশ্রুতঃ ॥৪০

উপস্থিত হইল। সর্বদা সুখভোগযোগ্য অতিশ্রান্ত রাম সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত ভরদ্বাজমুনির রমণীয় আশ্রমে সুখে সেই রাত্রি অতিবাহিত করিলেন।৩১-৩৫

রাত্রি প্রভাত হইলে নরশ্রেষ্ঠ রাম প্রজ্বলিত অগ্নিতুল্যতেজস্বী ভরদ্বাজ মুনির নিকট গমন করিয়া বলিলেন,—ভগবন্! আপনি সত্যপূতস্বভাবসম্পন্ন। আমরা আপনার আশ্রমে অদ্য এই রাত্রি অতিবাহিত করিলাম। এক্ষণে আমাদের বাসস্থানে যাইতে অনুজ্ঞা প্রদান করুন। রাত্রি প্রভাত হইয়াছে দেখিয়া ভরদ্বাজ মুনি রামকে বলিলেন,—তুমি মধু, মূল ও ফলসমন্বিত চিত্রকূটে গমন কর। মহাবল! রাম! আমি মনে করি যে, চিত্রকূটই তোমার বাসের যোগ্য স্থান। সেখানে নানাজাতীয় বৃক্ষ রহিয়াছে। কিন্নরগণ সর্বদা সেখানে বাস করে। ময়ূরের ধ্বনিতে ঐ স্থান মুখরিত। বিশালদেহ হস্তিসমূহ ঐ পর্বতে বিচরণ করিয়া থাকে। ঐ বিখ্যাত চিত্রকূটপর্বতে তুমি গমন কর।৩৬-৪০

পুণ্যশ্চ রমণীয়শ্চ বহুমূলফলাযুতঃ ।
তত্র কুঞ্জরযূথানি মৃগযূথানি চৈব হি ॥৪১
বিচরন্তি বনান্তেষু তানি দ্রক্ষ্যসি রাঘব ।
সরিৎপ্রস্রবণপ্রস্থান্ দরী-কন্দর-নির্ঝরান্ ।
চরতঃ সীতয়া সার্দ্ধং নন্দিষ্যতি মনস্তব ॥৪২
প্রহৃষ্টকোযষ্টিভকোকিলস্বনৈ-
বিনোদয়ন্তঞ্চ সুখং পরং শিবম্ ।
মৃগৈশ্চ মত্তৈর্বহুভিশ্চ কুঞ্জরৈঃ
সুরম্যমাসাদ্য সমাবসাশ্রয়ম্ ॥৪৩

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
চতুঃপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥

চিত্রকূটপর্বত পুণ্যময় ও রমণীয়স্থান, নানাপ্রকার ফলমূলে পরিপূর্ণ। রঘুনন্দন! হস্তিসমূহ ও হরিণসমূহ সেখানে বনমধ্যে সর্বদা বিচরণ করিতেছে। তুমি তাহাদিগকে দেখিতে পাইবে। তুমি সীতার সহিত ভ্রমণ করিবার সময় পার্বত্য নদী, প্রস্রবণ (ফোয়ারা), প্রস্থ (পর্বতস্থিত শিলা), দরী (কৃত্রিম গুহা), কন্দর (অকৃত্রিম গুহা) ও নির্ঝর (ঝর্ণা) দেখিবে, তাহাতে তোমার মন আনন্দিত হইবে। তুমি অতিহৃষ্ট টিট্টিভ ও কোকিলসমূহের কূজনে আনন্দদানসমর্থ এবং মদমত্ত হস্তী ও মৃগগণের দ্বারা শোভিত সুখকর মঙ্গলময় রমণীয় চিত্রকূটে আশ্রয় গ্রহণ কর এবং সুখে বাস কর।৪১-৪৩

নিম্নলিখিত শ্লোকটি কোন কোন গ্রন্থে ৪২ নং শ্লোকের পরে অধিক দেখা যায়—

যতো হ্লাদকরা এতে জন্তবো বনচারিণঃ ।

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে চতুঃপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত

পঞ্চপঞ্চাশঃ সর্গঃ

[শ্রীরামপ্রভৃতীনুদ্দিশ্য ভরদ্বাজমুনেঃ স্বস্তিবাচনম্, চিত্রকূটগমনমার্গস্য পরিচয়ঃ, তত্র গমনায় নির্দেশদানঞ্চ, স্বনির্মিতপ্লবেন শ্রীরামপ্রভৃতীনাং পারেযমুনাগমনম্, যমুনাদেব্যাঃ সমীপে শ্যামবটবৃক্ষস্য চ সমীপে সীতাদেব্যাঃ প্রার্থনম্, যমুনাকুলস্থিতবনে তেষাং বিচরণম্, সমতলভূমৌ রাত্রিযাপনঞ্চ।]

উষিত্বা রজনীং তত্র রাজপুত্রাবরিন্দমৌ।
মহর্ষিমভিবাদ্যাথ জগ্মতুস্তং গিরিং প্রতি ॥১
তেষাং স্বস্ত্যয়নং চৈব মহর্ষিঃ স চকার হ।
প্রস্থিতান্ প্রেক্ষ্যতাংশ্চৈব পিতাপুত্রানিবৌরসান্ ॥২
ততঃ প্রচক্রমে বক্তুং বচনং স মহামুনিঃ।
ভরদ্বাজো মহাতেজা রামং সত্যপরাক্রমম্ ॥৩
গঙ্গা-যমুনয়োঃ সন্ধিমাদায় মনুজর্ষভ (ক)।
কালিন্দীমনুগচ্ছেতাং নদীং পশ্চান্মুখাশ্রিতাম্ ॥৪
অথাসাদ্য তু কালিন্দীং প্রতিস্রোতঃসমাগতাম্।
তস্যাস্তীর্থং প্রচরিতং প্রকামং প্রেক্ষ্য রাঘব।
তত্র যূয়ং প্লবং কৃত্বা তরতাংশুমতীং নদীম্ ॥৫
ততো ন্যগ্রোধমাসাদ্য মহান্তং হরিতচ্ছদম্।
পরীতং বহুভির্বৃক্ষৈঃ শ্যামং সিদ্ধোপসেবিতম্ ॥৬
তস্মিন্ সীতাঞ্জলিং কৃত্বা প্রযুঞ্জীতাশিষঃ ক্রিয়াম্।
সমাসাদ্য চ তং বৃক্ষং বসেদ্ বাতিক্রমেত বা ॥৭
ক্রোশমাত্রং ততো গত্বা নীলং প্রেক্ষ্য চ কাননম্।
শল্লকী-বদরীমিশ্রং রাম বন্যৈশ্চ যামুনৈঃ ॥৮
স পন্থাশ্চিত্রকূটস্য গতস্য বহুশো ময়া।
রম্যো মার্দবযুক্তশ্চ দাবৈশ্চৈব বিবর্জিতঃ ॥৯

পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ

[শ্রীরাম প্রভৃতির উদ্দেশে ভরদ্বাজমুনির স্বস্তিবাচন, চিত্রকূটে যাইবার পথপরিচয় ও নির্দেশদান, স্বনির্মিত ভেলার সাহায্যে শ্রীরাম প্রভৃতির যমুনার পরপারে গমন, যমুনাদেবীর নিকট সীতার প্রার্থনা, শ্যামবটবৃক্ষের নিকট সীতাদেবীর আশীর্বাদ-যাচ্ঞা, যমুনার তীরবর্তী বনে বিচরণ ও সমতল তটদেশে রাত্রিযাপন।]

শত্রুদমন রাজপুত্রদ্বয় ঐ আশ্রমে রাত্রি অতিবাহিত করিয়া প্রভাতে মহর্ষি ভরদ্বাজকে অভিবাদনপূর্বক চিত্রকূটপর্বত অভিমুখে গমনে প্রবৃত্ত হইলেন। মহর্ষি তাঁহাদিগকে গমনোদ্যত দেখিয়া পিতা ঔরসজাত পুত্রগণের বিদেশগমনসময়ে যেমন স্বস্ত্যয়ন করিয়া থাকেন, সেইরূপ তাঁহাদের উদ্দেশে স্বস্ত্যয়ন করিলেন। অনন্তর মহাতেজস্বী মুনিবর ভরদ্বাজ সত্যপরাক্রম রামকে বলিতে লাগিলেন—নরোত্তম! তুমি গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমস্থলে যাইয়া গঙ্গাস্রোতের আঘাতে বিপরীতগামিনী যমুনানদীর অনুসরণ কর। রঘুনন্দন! যমুনার স্রোতের প্রতিকূলদিকে গমন করিয়া লোক-গমনাগমনচিহ্নযুক্ত তীর্থ (ঘাট) দেখিতে পাইবে। সেখানে তোমরা ভেলার সাহায্যে সূর্য্যতনয়া যমুনার পরপারে যাইও।১-৫

অনন্তর হরিদ্বর্ণ (সবুজ)-পত্রাচ্ছাদিত বহুবৃক্ষ-পরিবেষ্টিত সিদ্ধগণসেবিত শ্যামনামক বিশাল বটবৃক্ষের নিকট গমন করিও। সেখানে যাইয়া সীতা যেন কৃতাঞ্জলি হইয়া ঐ বৃক্ষের আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন। সীতা ঐ বৃক্ষসমীপে যাইয়া তথায় বাস করিতে পারেন, কিংবা ক্লান্তি না হইলে অতিক্রম করিয়াও যাইতে পারেন। পরে একক্রোশ পথ যাইয়া নীলবর্ণ কানন দেখিতে পাইবে। যমুনাতীরবর্তী বন্যবৃক্ষসমূহে পরিবৃত শল্লকী ও বদরীবৃক্ষসমন্বিত ঐ বনের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইবে। চিত্রকূটপর্বতে যাইবার সেইটিই পথ। আমি অনেকবার সেই পথে গিয়াছি। ঐ পথ রমণীয়, কোমল ও দাবানলবর্জিত। মহর্ষি ভরদ্বাজ এইভাবে

পাঠান্তর :—(ক)—সন্ধিমাসাদ্য মনুজর্ষভৌ।

ইতি পন্থানমাদিশ্য মহর্ষিঃ স ন্যবর্ত্তত (ক)।
অভিবাদ্য তথেত্যুক্ত্বা রামেণ বিনিবর্তিতঃ ॥১০
উপাবৃত্তে মুনৌ তস্মিন্ রামো লক্ষ্মণমব্রবীৎ।
কৃতপুণ্যাঃ স্ম ভদ্রং তে মুনির্যন্নোঽনুকম্পতে ॥১১
ইতি তৌ পুরুষব্যাঘ্রৌ মন্ত্রয়িত্বা মনস্বিনৌ।
সীতামেবাগ্রতঃ কৃত্বা কালিন্দীং জগ্মতুর্নদীম্ ॥১২
অথাসাদ্য তু কালিন্দীং শীঘ্রং স্রোতস্বিনীং নদীম্।
চিন্তামাপেদিরে সদ্যো নদীজলতিতীর্ষবঃ ॥১৩
তৌ কাষ্ঠসঙ্ঘাটমথো চক্রতুঃ সুমহাপ্লবম্।
শুষ্কৈর্ব্বংশৈঃ (খ) সমাকীর্ণমুশীরৈশ্চ সমাবৃতম্ ॥১৪
ততো বৈতসশাখাশ্চ জম্বুশাখাশ্চ বীর্য্যবান্।
চকার লক্ষ্মণশ্ছিত্ত্বা সীতায়াঃ সুখমাসনম্ ॥১৫
তত্র শ্রিয়মিবাচিন্ত্যাং রামো দাশরথিঃ প্রিয়াম্।
ঈষৎ সলজ্জমানাং তামধ্যারোপয়ত প্লবম্ ॥১৬
পার্শ্বে তত্র চ বৈদেহ্যা বসনে ভূষণানি চ।
প্লবে কঠিনকাজঞ্চ রামশ্চক্রে সমাহিতঃ ॥১৭
আরোপ্য সীতাং প্রথমং সংঘাটং পরিগৃহ্য তৌ ॥
ততঃ প্রতরেতুর্যত্তৌ প্রীতৌ দশরথাত্মজৌ ॥১৮
কালিন্দীমধ্যমায়াতা সীতা ত্বেনামবন্দত।
স্বস্তি দেবি তরামি ত্বাং পারয়েন্মে পতির্ব্রতম্ ॥১৯
যক্ষ্যে ত্বাং গোসহস্রেণ সুরাঘটশতেন চ।
স্বস্তি প্রত্যাগতে রামে পুরীমিক্ষ্বাকুপালিতাম্ ॥২০
কালিন্দীমথ সীতা তু যাচমানা কৃতাঞ্জলিঃ।
তীরমেবাভিসংপ্রাপ্তা দক্ষিণং বরবর্ণিনী ॥২১
ততঃ প্লবেনাংশুমতীং শীঘ্রগামূর্মিমালিনীম্।
তীরজৈর্বহুভির্বৃক্ষৈঃ সংতেরুর্যমুনাং নদীম্ ॥২২
তে তীর্ণাঃ প্লবমুৎসৃজ্য প্রস্থায় যমুনাবনাৎ।
শ্যামং ন্যগ্রোধমাসেদুঃ শীতলং হরিতচ্ছদম্ ॥২৩

রামের নিকট পথের পরিচয় ও নির্দেশ দিয়া নিবৃত্ত হইলেন। রাম 'তথাস্তু' বলিয়া মহর্ষির নির্দেশ গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া নিবৃত্ত করিলেন।৬ ১০

ভরদ্বাজমুনি নিবৃত্ত হইলে পর রাম লক্ষ্মণকে বলিলেন,—ভ্রাতঃ! আমরা নিশ্চয়ই পুণ্যজনক কার্য্য করিয়াছি, যেহেতু মুনি আমাদিগকে এইরূপ অনুকম্পা করিতেছেন। মনস্বী পুরুষশ্রেষ্ঠ দুইভ্রাতা এইরূপ আলোচনা করিয়া সীতাকে অগ্রে করিয়া যমুনার দিকে অগ্রসর হইলেন। অনন্তর খরস্রোতা যমুনানদীর তীরে আসিয়া নদীজলপ্রবাহ উত্তীর্ণ হইবার জন্য তাঁহারা চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরে রাম ও লক্ষ্মণ উভয়ে কাষ্ঠসমূহের দ্বারা একটি বৃহৎ ভেলা নির্ম্মাণ করিলেন এবং শুষ্ক বন্যপত্র ও বেনার মূলসমূহে সমাবৃত করিলেন। অনন্তর বীর্য্যবান্ লক্ষ্মণ বেতসশাখা ও জম্বুশাখা ছেদন করিয়া সীতার জন্য সুখকর আসন রচনা করিলেন। তখন দশরথনন্দন রাম অচিন্ত্যরূপিণী লক্ষ্মীতুল্যা ঈষৎলজ্জিতা প্রিয়তমাকে ঐ ভেলায় আরোহণ করাইলেন। পরে তিনি পার্শ্বে সীতার বসন ও অলঙ্কার-সমূহ স্থাপন করিলেন এবং অতি সাবধানে খনিত্র, পেটক ও অন্যান্য দ্রব্য ভেলার উপর রাখিলেন। দশরথনন্দন রাম ও লক্ষ্মণ প্রথমে সীতাকে ভেলার উপর উঠাইয়া সানন্দে বহিত্র (দাঁড়) চালনাপূর্বক যমুনাপারে যাইতে লাগিলেন। যমুনার মধ্যভাগে আসিয়া সীতা তাঁহাকে বন্দনা করিয়া বলিলেন,—দেবি! আমি আপনার উপর দিয়া পারে যাইতেছি। আমার পতি যেন নির্বিঘ্নে ব্রতপালন করিতে পারেন। তিনি সকুশলে ইক্ষ্বাকুপালিত অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলে আমি সহস্রধেনু ও একশত সুরাপূর্ণকলসের দ্বারা আপনার অর্চনা করিব।১১-২০

সুন্দরী সীতাদেবী কৃতাঞ্জলিপুটে যমুনার নিকট এইভাবে প্রার্থনা করিতে করিতে দক্ষিণতীরে উপস্থিত হইলেন। এইভাবে তীরদেশে উৎপন্ন বহুবৃক্ষে শোভাময়ী খরস্রোতা তরঙ্গযুক্তা সূর্য্যতনয়া যমুনার পরপারে তাঁহারা ভেলার দ্বারা আগমন করিলেন। তীরে আসিয়া তাঁহারা ভেলা পরিত্যাগ করিলেন এবং যমুনাতীরবর্ত্তী বন হইতে প্রস্থান করিয়া

পাঠান্তর :—(ক)—সন্ন্যবর্ত্তত। (খ) শুষ্কৈর্বংশৈঃ—।

ন্যগ্রোধং সমুপাগম্য বৈদেহী চাভ্যবন্দত।
নমস্তেঽস্তু মহাবৃক্ষ পারয়েন্মে পতিব্র্তম্ ॥২৪
কৌসল্যাং চৈব পশ্যেম সুমিত্রাঞ্চ যশস্বিনীম্।
ইতি সীতাঞ্জলিং কৃত্বা পর্য্যগচ্ছন্মনস্বিনী ॥২৫
অবলোক্য ততঃ সীতামাযাচন্তীমনিন্দিতাম্।
দয়িতাঞ্চ বিধেয়াঞ্চ রামো লক্ষ্মণমব্রবীৎ ॥২৬
সীতামাদায় গচ্ছ ত্বমগ্রতো ভরতানুজ।
পৃষ্ঠতোঽনুগমিষ্যামি সায়ুধো দ্বিপদাং বর ॥২৭
যদ্‌যৎ ফলং প্রার্থয়তে পুষ্পং বা জনকাত্মজা।
তত্তৎ প্রযচ্ছ বৈদেহ্যা যত্রাস্যা রমতে মনঃ ॥২৮
(গচ্ছতোস্তু তয়োর্মধ্যে বভূব জনকাত্মজা।
মাতঙ্গয়োর্মধ্যগতা শুভা নাগবধূরিব ॥)
একৈকং পাদপং গুল্মং লতাং বা পুষ্পশালিনীম্।
অদৃষ্টরূপাং পশ্যন্তী রামং পপ্রচ্ছ সাঽবলা ॥২৯
রমণীয়ান্ বহুবিধান্ পাদপান্ কুসুমোৎকরান্।
সীতাবচনসংরব্ধ আনয়ামাস লক্ষ্মণঃ ॥৩০
বিচিত্রবালুকজলাং হংস-সারসনাদিতান্।
রেমে জনকরাজস্য সুতা প্রেক্ষ্য তদা নদীম্ ॥৩১
ক্রোশমাত্রং ততো গত্বা ভ্রাতরৌ রাম-লক্ষ্মণৌ।
বহূন্ মেধ্যান্ মৃগান্ হত্বা চেরতুর্যমুনাবনে ॥৩২
বিহৃত্য তে বর্হিণযূথনাদিতে
শুভে বনে বারণ-বানরাযুতে।
সমং নদীবপ্রমুপেত্য সত্বরং
নিবাসমাজগ্মুরদীনদর্শনাঃ ॥৩৩

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে পঞ্চপঞ্চাশঃ সর্গঃ।

হরিদ্বর্ণ (সবুজ)-পত্রাচ্ছাদিত সুশীতল শ্যামনামক বটবৃক্ষের সমীপে আগমন করিলেন। বিদেহনন্দিনী সীতা বটবৃক্ষের নিকটে গমন করিয়া ঐ বৃক্ষকে অভিবাদন করিলেন এবং বলিলেন,—মহাবৃক্ষ! আমি আপনাকে প্রণাম করিতেছি। আমার পতি যেন ব্রতপালন করিতে পারেন। আমরা অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করিয়া যেন যশস্বিনী কৌশল্যা ও সুমিত্রাদেবীকে দেখিতে পাই, এই প্রার্থনা। মনস্বিনী সীতা কৃতাঞ্জলিপুটে এইভাবে নিবেদন করত ঐ মহাবৃক্ষকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন।২১-২৫

অনন্তর রাম অনিন্দিতা অনুকূলবর্তিনী প্রিয়তমা সীতাকে শ্যামবটের নিকট মঙ্গলকামনা করিতে দেখিয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন,—ভরতানুজ! তুমি সীতাকে লইয়া অগ্রে অগ্রে গমন কর। নরোত্তম! আমি অস্ত্রধারী হইয়া তোমাদের পশ্চাতে গমন করিব। এই জনকনন্দিনী যে যে ফল ও পুষ্প প্রার্থনা করেন, তুমি ইঁহাকে সেই সকল ফল ও পুষ্প প্রদান কর, যাহাতে ইঁহার মন আনন্দিত হয়। (গমনরত রাম-লক্ষ্মণের মধ্যবর্তিনী সীতা মত্তহস্তিদ্বয়ের মধ্যবর্তিনী নাগবধূর ন্যায় শোভিত হইলেন।) সীতা পথে যাইতে যাইতে অদৃষ্টপূর্ব বৃক্ষ, গুল্ম ও পুষ্পিতা লতাসমূহ দেখিতেছিলেন এবং তাহাদের প্রত্যেকের পরিচয় জানিবার জন্য রামকে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণও সীতার বাক্যানুসারে ত্বরান্বিত হইয়া কুসুমস্তবকশোভিত বহুবিধ রমণীয় বৃক্ষশাখা আনিয়া দিলেন।২৬-৩০

সেই সময়ে জনকরাজসুতা সীতা বিচিত্রবালুকা-শোভিতা হংস-সারসধ্বনি-মুখরিতা বিচিত্রজলময়ী যমুনাকে দেখিয়া প্রীতিলাভ করিলেন। অনন্তর রাম ও লক্ষ্মণ দুইভ্রাতা একক্রোশপথ গমন করিয়া বহুসংখ্যক যজ্ঞীয় পবিত্র মৃগ হনন করিলেন এবং যমুনাতীরবর্তী বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন। (কিংবা ঐ মৃগমাংস ভক্ষণ করিলেন)। তাঁহারা হস্তী ও বানরসেবিত ময়ূরশব্দ-মুখরিত মনোহর বনে ইচ্ছানুসারে বিহার করিয়া সায়াহ্নে নদীতীরবর্তী রমণীয় একটি সমতলপ্রদেশে যাইয়া অবস্থিতি করিলেন।৩১-৩৩

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

ষট্পঞ্চাশঃ সর্গঃ

[বনশোভাং পশ্যতাং শ্রীরামপ্রভৃতীনাং চিত্রকূটগমনম্, তত্র বাল্মীকি-মুনেঃ (নায়ং রামায়ণপ্রণেতা) দর্শনলাভঃ, লক্ষ্মণেন পর্ণশালায়া নির্মাণম্, মৃগমাংসদ্বারা বাস্তুপূজানন্তরং সর্বেষাং পর্ণশালায়াং প্রবেশশ্চ ।]

অথ রাত্র্যাং ব্যতীতায়ামবসুপ্তমনন্তরম্ ।
প্রবোধয়ামাস শনৈর্লক্ষ্মণং রঘুপুঙ্গবম্ ॥১
সৌমিত্রে শৃণু বন্যানাং বল্গু ব্যাহরতাং স্বনম্ ।
সংপ্রতিষ্ঠামহে কালঃ প্রস্থানস্য পরন্তপ ॥২
প্রসুপ্তস্তু ততো ভ্রাত্রা সময়ে প্রতিবোধিতঃ ।
জহৌ নিদ্রাঞ্চ তন্দ্রাঞ্চ প্রসক্তঞ্চ পরিশ্রমম্ ॥৩
তত উত্থায়তে সর্বে স্পৃষ্ট্বা নদ্যাঃ শিবং জলম্ ।
পন্থানমৃষিভির্জুষ্টং চিত্রকূটস্য তং যযুঃ ॥৪
ততঃ সম্প্রস্থিতঃ কালে রামঃ সৌমিত্রিণা সহ ।
সীতাং কমলপত্রাক্ষীমিদং বচনমব্রবীৎ ॥৫
আদীপ্তানিব বৈদেহি সর্বতঃ পুষ্পিতান্নগান্ ।
স্বৈঃ পুষ্পৈঃ কিংশুকান্ পশ্য মালিনঃ শিশিরাত্যয়ে ॥৬
পশ্য ভল্লাতকান্ বিল্বান্ নরৈরনুপসেবিতান্ ।
ফল-পুষ্পৈরবনতান্নূনং শক্ষ্যাম জীবিতুম্ ॥৭
পশ্য দ্রোণপ্রমাণানি লম্বমানানি লক্ষ্মণ ।
মধূনি মধুকারীভিঃ সম্ভৃতানি নগে নগে ॥৮
এষ ক্রোশতি নত্যুহস্তং শিখী প্রতিকূজতি ।
রমণীয়ে বনোদ্দেশে পুষ্পসংস্তরসঙ্কটে ॥৯
মাতঙ্গযূথানুসৃতং পক্ষিসংঘানুনাদিতম্ ।
চিত্রকূটমিমং পশ্য প্রবৃদ্ধশিখরং গিরিম্ ॥১০

ষট্পঞ্চাশ সর্গ

[বনশোভা দর্শন করিতে করিতে শ্রীরাম প্রভৃতির চিত্রকূটে গমন, তথায় বাল্মীকির (রামায়ণ-প্রণেতা নন) দর্শনলাভ, লক্ষ্মণ কর্তৃক পর্ণশালা নির্মাণ এবং মৃগমাংস দ্বারা বাস্তুপূজা করত সকলের কুটীরে প্রবেশ ।]

অনন্তর রাত্রি শেষ হইয়া আসিলে রঘুশ্রেষ্ঠ রাম নিদ্রাভঙ্গের পর তন্দ্রাযুক্ত ঈষৎসুপ্ত লক্ষ্মণকে ধীরে ধীরে জাগরিত করিয়া বলিলেন,—সৌমিত্রে! ভ্রাতঃ! শব্দায়মান বন্যপক্ষীদিগের মনোহর কূজন শ্রবণ কর। শত্রুদমন! আমরা এক্ষণে প্রস্থান করি। ইহাই প্রস্থানের উপযুক্ত সময়। প্রসুপ্ত লক্ষ্মণ অগ্রজকর্তৃক এইভাবে জাগরিত হইয়া নিদ্রা, তন্দ্রা ও দীর্ঘপথ অতিক্রমের পরিশ্রমজনিত ক্লান্তি দূর করিলেন। পরে তাঁহারা গাত্রোত্থান করিয়া পবিত্র নদীজলে প্রাতঃকৃত্য সমাপ্ত করিলেন এবং ঋষিগণসেবিত পথ অনুসারে চিত্রকূটের দিকে অগ্রসর হইলেন। ঐ সময়ে যাইতে যাইতে রাম লক্ষ্মণকে ও কমলনয়না সীতাকে বলিলেন।১-৫

জানকি! দেখ, বসন্তকাল উপস্থিত হওয়ায় সর্বতোভাবে পুষ্পসমন্বিত পলাশবৃক্ষসমূহ নিজ নিজ পুষ্পসমূহের মালা ধারণ করিয়াছে। মনে হইতেছে যেন বৃক্ষসমূহ প্রজ্বলিত হইতেছে। ভ্রাতঃ! লক্ষ্মণ! লক্ষ্য কর, কোন মনুষ্য কর্তৃক সেবিত না হওয়ায় ভল্লাতক ও বিল্ববৃক্ষসমূহ ফল-পুষ্পভারে অবনত হইয়া রহিয়াছে। আরও লক্ষ্য কর, প্রত্যেক বৃক্ষে মধুকরগণ কর্তৃক সঞ্চিত দ্রোণপরিমাণ (কয়েক সের) মধুপূর্ণ মধুচক্রসমূহ (মৌচাক) লম্বিত রহিয়াছে। এইস্থানে নিশ্চয়ই আমরা জীবনযাপন করিতে পারিব। ঐ দেখ, পুষ্পসম্ভারপূর্ণ রমণীয় বনভূমিতে দাত্যূহ (ডাহুক বা ডাক) পক্ষী শব্দ করিতেছে এবং ময়ূর ঐ শব্দের অনুরূপ শব্দ করিতেছে। হস্তি-সমূহপরিব্যাপ্ত পক্ষিগণধ্বনিমুখরিত উচ্চশিখরসমন্বিত চিত্রকূটপর্বতকে দূর হইতে দর্শন কর।৬-১০

সমভূমিতলে রম্যে দ্রুমৈর্বহুভিরাবৃতে।
পুণ্যে রংস্যামহে তাত চিত্রকূটস্য কাননে ॥১১
ততস্তৌ পাদচারেণ গচ্ছন্তৌ সহ সীতয়া।
রম্যমাসেদতুঃ শৈলং চিত্রকূটং মনোরমম্ ॥১২
তং তু পর্বতমাসাদ্য নানাপক্ষিগণায়ুতম্।
বহুমূল-ফলং রম্যং সম্পন্নসরসোদকম্ ॥১৩
মনোজ্ঞোঽয়ং গিরিঃ সৌম্য নানাদ্রুম-লতাযুতঃ।
বহুমূলফলো রম্যঃ স্বাজীবঃ প্রতিভাতি মে ॥১৪
মুনয়শ্চ মহাত্মানো বসন্ত্যস্মিন্ শিলোচ্চয়ে।
অয়ং বাসো ভবেত্তাত বয়মত্র বসেমহি ॥১৫
ইতি সীতা চ রামশ্চ লক্ষ্মণশ্চ কৃতাঞ্জলিঃ।
অভিগম্যাশ্রমং সর্বে বাল্মীকিমভিবাদয়ন্ ॥১৬

তান্মহর্ষিঃ প্রমুদিতঃ পূজয়ামাস ধর্ম্মবিৎ।
আস্যতামিতি চোবাচ স্বাগতং তং নিবেদ্য চ ॥১৭
ততোঽব্রবীন্মহাবাহুর্লক্ষ্মণং লক্ষ্মণাগ্রজঃ।
সংনিবেদ্য যথান্যায়মাত্মানমৃষয়ে প্রভুঃ ॥১৮
লক্ষ্মণানয় দারুণি দৃঢ়ানি চ বরাণি চ।
কুরুষ্বাবসথং সৌম্য বাসে মেঽভিরতং মনঃ ॥১৯
তস্য তদ্‌বচনং শ্রুত্বা সৌমিত্রির্বিবিধান্ দ্রুমান্।
আজহার ততশ্চক্রে পর্ণশালামরিন্দমঃ ॥২০
তাং নিষ্ঠিতাং বদ্ধকটাং দৃষ্ট্বা রামঃ সুদর্শনম্।
শুশ্রূষমানমেকাগ্রমিদং বচনমব্রবীৎ ॥২১
ঐণেয়ং মাংসমাহৃত্য শালাং যক্ষ্যামহে বয়ম্।
কর্তব্যং বাস্তুশমনং সৌমিত্রে চিরজীবিভিঃ ॥২২

ভ্রাতঃ! আমরা চিত্রকূটপর্বতে রমণীয় পুণ্যময় বহু-বৃক্ষশোভিত বনভূমিতে বিহার করিয়া আনন্দলাভ করিব। অনন্তর সীতার সহিত দুইভ্রাতা পদব্রজে গমন করিতে লাগিলেন এবং মনোরম শোভাময় চিত্র-কূটপর্বতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নানাবিধ পক্ষিগণে পূর্ণ বহুফল-মূলসমন্বিত সুস্বাদুজলবিশিষ্ট পর্বতে উপস্থিত হইয়া রাম লক্ষ্মণকে বলিলেন,—প্রিয়দর্শন ভ্রাতঃ! নানাবিধবৃক্ষলতাপূর্ণ এই পর্বত অতিমনোহর ও বিহারযোগ্য। এখানে বহুবিধ মূল ও ফল রহিয়াছে। সুতরাং আমাদের জীবনযাপন সুখকর হইবে বলিয়া মনে হইতেছে। লক্ষ্মণ! দেখ, এই পর্বতে মহাত্মা মুনি-গণও বাস করিতেছেন। ইহাই আমাদের বাসের উপযুক্ত, অতএব আমরা এইস্থানেই বাস করিব।১১-১৫

এইরূপ আলোচনা করিয়া সীতা রাম ও লক্ষ্মণ সেইস্থানে বাল্মীকির * আশ্রমে গমন করিলেন এবং সকলেই কৃতাঞ্জলিপুটে মহর্ষিকে অভিবাদন করিলেন। ধর্মজ্ঞ মহর্ষি অতিশয় আনন্দিত হইয়া তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিলেন এবং কুশল প্রশ্ন করিয়া উপবেশন করিতে বলিলেন। শক্তিমান্ মহাবাহু লক্ষ্মণাগ্রজ রাম মহর্ষির নিকট নিজপরিচয় ও বনাগমন-কারণ প্রভৃতি যথারীতি নিবেদন করিলেন এবং মহর্ষির নিকট হইতে বিদায় লইলেন। আশ্রমের বাহিরে আসিয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন,—ভ্রাতঃ! লক্ষ্মণ! তুমি দৃঢ় ও উৎকৃষ্ট কাষ্ঠসমূহ আনয়ন কর এবং বাসগৃহ নির্মাণ কর। সৌম্য! এইস্থানেই বাস করিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে। সুমিত্রানন্দন শত্রুদমন লক্ষ্মণ রামের এইরূপ বাক্য শুনিয়া বহুবিধ বৃক্ষ হইতে কাষ্ঠ আহরণ করিলেন এবং তাহার দ্বারা পর্ণশালা নির্মাণ করিলেন।১৬-২০

রৌদ্র-ঝড়-বৃষ্টিনিবারণসমর্থ, আচ্ছাদনবিশিষ্ট ও সুদৃঢ়-কাষ্ঠনির্মিত পর্ণশালা দেখিয়া রাম একাগ্রচিত্ত ও শুশ্রূষাকারী প্রিয় অনুজকে বলিলেন,—ভ্রাতঃ! হরিণ-মাংস আহরণ করিয়া আমরা এই পর্ণশালায় বাস্তুদেবতার পূজা করিব। যাহারা চিরজীবী হইতে ইচ্ছুক, বাস্তু-শান্তি করা তাহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। শুভদর্শন লক্ষ্মণ! তুমি মৃগহনন করিয়া শীঘ্র আনয়ন কর। তুমি ধর্মকে স্মরণ কর। শাস্ত্রোক্ত বিধান পালন করা কর্তব্য। শত্রুবীরহন্তা লক্ষ্মণ অগ্রজের বাক্য শ্রবণ করিয়া নির্দেশানুসারে কার্য্য করিলেন। তখন রাম তাহাকে পুনর্বার বলিলেন,—তুমি এই মৃগমাংস রন্ধন কর।

* এই বাল্মীকি রামায়ণ-প্রণেতা আদিকবি বাল্মীকি হইতে ভিন্নব্যক্তি।

মৃগং হত্বানয় ক্ষিপ্রং লক্ষ্মণেহ শুভেক্ষণ।
কর্তব্যঃ শাস্ত্রদৃষ্টো হি বিধির্ধর্মমনুস্মর ॥২৩
ভ্রাতুর্বচনমাজ্ঞায় লক্ষ্মণঃ পরবীরহা।
চকার চ যথোক্তং হি তং রামঃ পুনরব্রবীৎ ॥২৪
ঐণেয়ং শ্রপয়স্বৈতচ্ছালাং যক্ষ্যামহে বয়ম্।
ত্বর সৌম্য মুহূর্তোঽয়ং ধ্রুবশ্চ দিবসো হ্যয়ম্ ॥২৫
স লক্ষ্মণঃ কৃষ্ণমৃগং হত্বা মেধ্যং প্রতাপবান্।
অথ চিক্ষেপ সৌমিত্রিঃ সমিদ্ধে জাতবেদসি ॥২৬
তত্তু পক্বং সমাজ্ঞায় নিষ্টপ্তং ছিন্নশোণিতম্।
লক্ষ্মণঃ পুরুষব্যাঘ্রমথ রাঘবমব্রবীৎ ॥২৭
অয়ং সর্বঃ সমস্তাঙ্গঃ শৃতঃ কৃষ্ণমৃগো ময়া।
দেবতা দেবসঙ্কাশ যজস্ব কুশলো হ্যসি ॥২৮
রামঃ স্নাত্বা তু নিয়তো গুণবান্ জপ্যকোবিদঃ।
সংগ্রহে নাকরোৎ সর্বান্ মন্ত্রান্ সত্রাবসানিকান্ ॥২৯
ইষ্ট্বা দেবগণান্ সর্বান্ বিবেশাবসথং শুচিঃ।
বভূব চ মনোহ্লাদো রামস্যামিততেজসঃ ॥৩০
বৈশ্বদেববলিং কৃত্বা রৌদ্রং বৈষ্ণবমেব চ।
বাস্তুসংশমনীয়ানি মঙ্গলানি প্রবর্তয়ন্ ॥৩১
জপঞ্চ ন্যায়তঃ কৃত্বা স্নাত্বা নদ্যাং যথাবিধি।
পাপসংশমনং রামশ্চকার বলিমুত্তমম্ ॥৩২
বেদিস্থলবিধানানি চৈত্যান্যায়তনানি চ।
আশ্রমস্যানুরূপাণি স্থাপয়ামাস রাঘবঃ ॥৩৩

[বন্যৈর্মাল্যৈঃ ফলৈর্মূলৈঃ পক্বৈর্মাংসৈর্যথাবিধি।
অদ্ভির্জপৈশ্চ বেদোক্তৈর্দর্ভৈশ্চ সসমিৎকুশৈঃ।
তৌ তর্পয়িত্বা ভূতানি রাঘবৌ সহসীতয়া।
তদা বিবিশতুঃ শালাং সুশুভাং শুভলক্ষণৌ ॥]

তাং বৃক্ষপর্ণচ্ছদনাং মনোজ্ঞাং
যথাপ্রদেশং সুকৃতাং নিবাতাম্।
বাসায় সর্বে বিবিশুঃ সমেতাঃ
সভাং যথা দেবগণাঃ সুধর্মাম্ ॥৩৪

আমরা এখনই বাস্তুপূজা করিব। অদ্য ধ্রুবনক্ষত্রসমন্বিত দিবস। এই মুহূর্তও অতিশুভকর। অতএব কার্য্যে ত্বরান্বিত হও।২১-২৫

অনন্তর বীর্য্যবান্ সৌমিত্রি যজ্ঞীয় একটি কৃষ্ণমৃগ বধ করিয়া প্রজ্বলিত অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলেন। ঐ মৃগমাংস অতিশয় তপ্ত ও রক্তস্রাবশূন্য হইয়া পরিপক্ক হইয়াছে বুঝিয়া লক্ষ্মণ নরোত্তম রামকে বলিলেন,—দেবসদৃশ! অগ্রজ! আমি এই সর্ব-কার্য্যযোগ্য সর্বাঙ্গসম্পন্ন কৃষ্ণমৃগটিকে পাক করিয়াছি। আপনি যাগকার্য্যে কুশল, সুতরাং এক্ষণে দেবতার উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করুন। তখন অমিততেজা গুণবান্ মন্ত্রজ্ঞ রাম স্নানান্তে সংযত হইয়া সংক্ষেপে সমস্ত মন্ত্র পাঠপূর্বক যজ্ঞসমাপন করিলেন। পরে সমস্ত দেবতার পূজা করিয়া শুদ্ধচিত্তে কুটীরের নিকটে গমন করিলেন। অমিততেজস্বী রামের মনে ইহাতে আনন্দ-সঞ্চার হইল।২৬-৩০

অনন্তর তিনি বৈশ্বদেবগণকে, রুদ্রকে ও বিষ্ণুকে বলি উপহার করিয়া বাস্তুশান্তির জন্য যথাযোগ্য মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান করিলেন। নদীতে যথাবিধি স্নান করিয়া ও বিধিপূর্বক জপ করিয়া পাপনাশক উত্তমবলি-প্রদানরূপ কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। অনন্তর রাম আশ্রমোচিত বেদিস্থল, চৈত্য ও বিষ্ণু, গণেশ প্রভৃতি দেবতার আয়তন স্থাপন করিলেন। (বন্যফলমূল, মালা, পক্বমাংস, জল প্রভৃতির দ্বারা এবং বেদবিহিত জপাদি, কুশ ও কাষ্ঠ প্রভৃতির দ্বারা ভূতগণের তৃপ্তি-সাধন করিয়া সীতার সহিত রাম ও লক্ষ্মণ দুইভ্রাতা শোভান্বিত পর্ণশালায় প্রবেশ করিলেন)। দেবগণ যেরূপ সুধর্মা-সভায় প্রবেশ করেন, সেইরূপ তাঁহারা বৃক্ষপত্রে আচ্ছাদিত, উপযুক্তস্থানে সুনির্মিত ও বায়ুবেগ-নিরোধসমর্থ সুন্দরপর্ণকুটীরে প্রবেশ করিলেন। এইভাবে চিত্রকূটের বনভূমিতে জিতেন্দ্রিয় হইয়া তাঁহারা সুখে বিহার করিতে লাগিলেন। ঐ বনভূমি

(অনেক-নানামৃগপক্ষিসঙ্কুলে
বিচিত্র-পুষ্পস্তবকৈর্দ্রুমৈর্যুতে।
বনোত্তমে ব্যালমৃগানুনাদিতে
তদা বিজহ্রুঃ সুসুখং জিতেন্দ্রিয়াঃ।)
সুরম্যমাসাদ্য তু চিত্রকূটং
নদীঞ্চ তাং মালবতীং সুতীর্থাম্।
ননন্দ হৃষ্টো মৃগ-পক্ষিযুষ্টাং
জহৌ চ দুঃখং পুরবিপ্রবাসাৎ ॥৩৫

শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে
ষট্‌পঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥

নানাবিধ মৃগ ও পক্ষীর দ্বারা পূর্ণ এবং বিচিত্রপুষ্পস্তবক-সমন্বিত-বৃক্ষসমূহে আবৃত। শ্রীমান্ রাম রমণীয় চিত্রকূট-পর্বতে আসিয়া এবং মৃগপক্ষিগণসমন্বিত সুন্দরতীর্থ-(ঘাট) বিশিষ্ট মাল্যবতী নদীকে প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং অযোধ্যা হইতে চলিয়া আসার দুঃখ পরিত্যাগ করিলেন।৩১-৩৫

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ষট্‌পঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তপঞ্চাশঃ সর্গঃ

[সুমন্ত্রস্যাযোধ্যাপ্রত্যাবর্তনম্, শ্রীরামপ্রভৃতীনাং সন্দেশং শ্রুত্বা পুরবাসিনাং বিলাপঃ, রাজ্ঞো দশরথস্য কৌসল্যায়াশ্চ মূর্চ্ছা, অন্তঃপুরস্থিতানাং রমণীনাং বিলাপশ্চ।]

কথয়িত্বা তু দুঃখার্তঃ সুমন্ত্রেণ চিরং সহ।
রামে দক্ষিণকূলস্থে জগাম স্বগৃহং গুহঃ ॥১
ভরদ্বাজাভিগমনং প্রয়াগে চ সভাজনম্।
আ গিরের্গমনং তেষাং তত্রস্থৈরভিলক্ষিতম্ ॥২
অনুজ্ঞাতঃ সুমন্ত্রোঽথ যোজয়িত্বা হয়োত্তমান্।
অযোধ্যামেব নগরীং প্রযযৌ গাঢ়দুর্মনাঃ ॥৩
স বনানি সুগন্ধীনি সরিতশ্চ সরাংসি চ।
পশ্যন্ সূতো যযৌ শীঘ্রং গ্রামাণি নগরাণি চ ॥৪
ততঃ সায়াহ্নসময়ে দ্বিতীয়েঽহনি সারথিঃ।
অযোধ্যাং সমনুপ্রাপ্য নিরানন্দাং দদর্শ হ ॥৫
স শূন্যামিব নিঃশব্দাং দৃষ্ট্বা পরমদুর্মনাঃ।
সুমন্ত্রশ্চিন্তয়ামাস শোকবেগসমাহতঃ ॥৬

সপ্তপঞ্চাশ সর্গ

[সুমন্ত্রের অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন, শ্রীরাম প্রভৃতির সংবাদ শ্রবণ করিয়া পুরবাসীদিগের বিলাপ, রাজা দশরথ ও কৌশল্যার মূর্ছা এবং অন্তঃপুরবর্তিনী রমণীদিগের আর্তনাদ।]

এদিকে রাম গঙ্গার দক্ষিণতীরে উপস্থিত হইলে পর দুঃখার্ত গুহ সুমন্ত্রের সহিত বহুক্ষণ যাবৎ কথোপকথন করিয়া নিজগৃহে গমন করিলেন। সেখান হইতে নিজপ্রেরিতলোকের মুখে রামের প্রয়াগে ভরদ্বাজমুনির নিকট গমন, আতিথ্যসৎকারলাভ ও চিত্রকূটপর্বতে গমন প্রভৃতি সকল সংবাদ জানিতে পারিলেন। সুমন্ত্রও রামের ভরদ্বাজমিলন-সংবাদ অবগত হইয়া অতীব ব্যাকুলচিত্তে গুহের নিকট বিদায় লইলেন এবং উৎকৃষ্ট অশ্বগণকে রথে যোজনা করিয়া অযোধ্যানগরীর অভিমুখে গমন করিলেন। তিনি পথে সুগন্ধি বন, নদী, সরোবর, গ্রাম ও নগরসমূহ দেখিতে দেখিতে দ্রুতগতিতে গমন করিতে লাগিলেন। দ্বিতীয় দিবসে সন্ধ্যাকালে সুমন্ত্র অযোধ্যায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে—অযোধ্যায় আনন্দের লেশমাত্র নাই।১-৫

অতিবিষণ্নচিত্ত সুমন্ত্র শূন্যপ্রায় শব্দহীন অযোধ্যাকে এইরূপ দেখিয়া শোকবেগে অভিভূত হইলেন এবং

কচ্চিন্ন সগজা সাশ্বা সজনা সজনাধিপা।
রামসন্তাপদুঃখেন দগ্ধা শোকাগ্নিনা পুরী ॥৭
ইতি চিন্তাপরঃ সূতো বাজিভিঃ শীঘ্রযায়িভিঃ।
নগরদ্বারমাসাদ্য ত্বরিতঃ প্রবিবেশ হ ॥৮
সুমন্ত্রমভিধাবন্তঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ।
ক্ব রাম ইতি পৃচ্ছন্তঃ সূতমভ্যদ্রবন্নরাঃ ॥৯
তেষাং শশংস গঙ্গায়ামহমাপৃচ্ছ্য রাঘবম্।
অনুজ্ঞাতো নিবৃত্তোঽস্মি ধার্মিকেণ মহাত্মনা ॥১০
তে তীর্ণা ইতি বিজ্ঞায় বাষ্পপূর্ণমুখা নরাঃ।
অহো ধিগিতিনিঃশ্বস্য হা রামেতি বিচুক্রুশুঃ ॥১১
শুশ্রাব চ বচস্তেষাং বৃন্দং বৃন্দঞ্চ তিষ্ঠতাম্।
হতাঃ স্ম খলু যে-নেহ পশ্যাম ইতি রাঘবম্ ॥১২
দান-যজ্ঞ-বিবাহেষু সমাজেষু মহৎসু চ
ন দ্রক্ষ্যামঃ পুনর্জাতু ধার্মিকং রামমন্তরা ॥১৩
কিং সমর্থং জনস্যাস্য কিং প্রিয়ং কিং সুখাবহম্।
ইতি রামেণ নগরং পিত্রেব পরিপালিতম্ ॥১৪
বাতায়নগতানাঞ্চ স্ত্রীণামন্বন্তরাপণম্।
রামমেবাভিতপ্তানাং শুশ্রাব পরিদেবনাম্ ॥১৫
স রাজমার্গমধ্যেন সুমন্ত্রঃ পিহিতাননঃ।
যত্র রাজা দশরথস্তদেবোপযযৌ গৃহম্ ॥১৬
সোঽবতীর্য্য রথাচ্ছীঘ্রং রাজবেশ্ম প্রবিশ্য চ।
কক্ষ্যাঃ সপ্তাভিচক্রাম মহাজনসমাকুলাঃ ॥১৭
হর্ম্মৈর্বিমানৈঃ প্রাসাদৈরবেক্ষ্যাথ সমাগতম্।
হাহাকারকৃতা নার্য্যো রামাদর্শনকর্শিতাঃ ॥১৮
আয়তৈর্বিমলৈর্নেত্রৈরশ্রুবেগপরিপ্লুতৈঃ।
অন্যোন্যমভিবীক্ষন্তেঽব্যক্তমার্ততরাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥১৯
ততো দশরথস্ত্রীণাং প্রাসাদেভ্যস্ততস্ততঃ।
রামশোকাভিতপ্তানাং মন্দং শুশ্রাব জল্পিতম্ ॥২০

চিন্তা করিতে লাগিলেন—হায়! গজ, অশ্ব, মনুষ্য ও নৃপতিসহিত এই অযোধ্যানগরী কি রাম-বিরহজনিত দুঃখ ও শোকরূপ অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া গিয়াছে? এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে সুমন্ত্র শীঘ্রগামী অশ্বগণের সাহায্যে সত্বর নগরদ্বারে আসিলেন এবং প্রবেশ করিলেন। সেই সময় শত-শত সহস্র-সহস্র পুরবাসী লোকেরা "রাম কোথায়" "রাম কোথায়" এইরূপ জিজ্ঞাসা করিতে করিতে সুমন্ত্রের দিকে ধাবিত হইল। সুমন্ত্র তাঁহাদিগকে বলিলেন,—আমি গঙ্গাতীরে ধার্মিক মহাত্মা রাম কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া ও তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছি।৬-১০

রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা গঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়াছেন শুনিয়া অযোধ্যাবাসী সকলে অশ্রুপূর্ণমুখে "আমাদিগকে ধিক্" "আমাদিগকে ধিক্" এইরূপ বলিতে বলিতে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক রোদন করিতে লাগিল। নানাস্থানে দলে দলে অবস্থিত লোকেরা এইরূপ বলিতে লাগিল—আমরা যখন রামকে দেখিতে পাইতেছি না, তখন নিশ্চয়ই নিহত হইলাম। এইভাবে বিলাপরত লোকগণের বাক্য শুনিতে শুনিতে সুমন্ত্র অগ্রসর হইতে লাগিলেন। লোকেরা বলিতে লাগিল—দান, যজ্ঞ ও বিবাহ আদি সামাজিক মহৎ অনুষ্ঠানে পরমধার্মিক রামকে আর দেখিতে পাইব না। অযোধ্যাবাসী আমাদের কিরূপ হওয়া উচিত, কিরূপে আমাদের প্রিয়কার্য্য হইবে এবং আমাদের সুখ কিরূপে হইবে—এইরূপ চিন্তা করিয়া শ্রীমান্ রাম পিতার ন্যায় আমাদিগকে পালন করিতেন। সুমন্ত্র বিপণি-মধ্যদিয়া যাইতে যাইতে বাতায়ন-(জানালা) স্থিত রামশোকতপ্ত মহিলাগণের বিলাপধ্বনি শ্রবণ করিতে লাগিলেন।১১-১৫

সুমন্ত্র ঐ রাজপথবর্ত্তী হইয়া নিজমুখ আচ্ছাদিত করিলেন এবং যে গৃহে রাজা দশরথ অবস্থিত আছেন, সেই গৃহের দিকে অগ্রসর হইলেন। তিনি গৃহের দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং সত্বর রাজগৃহে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর বহুজন-সঙ্কুল সাতটি কক্ষ অতিক্রম করিলেন। তখন হর্ম্ম্য, বিমান ও প্রাসাদের উপর আরোহণ করত মহিলাগণ সুমন্ত্রকে একাকী প্রতিনিবৃত্ত দেখিয়া হাহাকার করিতে লাগিল। তাহারা আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিতে করিতে

সহ রামেণ নির্য্যাতো বিনা রামমিহাগতঃ।
সূতঃ কিং নাম কৌসল্যাং ক্রোশন্তীং প্রতিবক্ষ্যতি ॥২১
যথা চ মন্যে দুর্জীবমেবং ন সুকরং ধ্রুবম্।
আচ্ছিদ্য পুত্রে নির্য্যাতে কৌসল্যা যত্র জীবতি ॥২২
সত্যরূপং তু তদ্বাক্যং রাজস্ত্রীণাং নিশাময়ন্।
প্রদীপ্ত ইব শোকেন বিবেশ সহসা গৃহম্ ॥২৩
স প্রবিশ্যাষ্টমীং কক্ষ্যাং রাজানং দীনমাতুরম্।
পুত্রশোকপরিদ্যূনমপশ্যৎ পাণ্ডুরে গৃহে ॥২৪
অভিগম্য তমাসীনং রাজানমভিবাদ্য চ।
সুমন্ত্রো রামবচনং যথোক্তং প্রত্যবেদয়ৎ ॥২৫
স তূষ্ণীমেব তচ্ছ্রুত্বা রাজা বিদ্রুতমানসঃ।
মূর্চ্ছিতো ন্যপতদ্ ভূমৌ রামশোকাভিপীড়িতঃ ॥২৬

ততোঽন্তঃপুরমাবিদ্ধং মূর্চ্ছিতে পৃথিবীপতৌ।
উচ্ছ্রিত্য বাহূ চুক্রোশ নৃপতৌ পতিতে ক্ষিতৌ ॥২৭
সুমিত্রয়া তু সহিতা কৌসল্যা পতিতং পতিম্।
উত্থাপয়ামাস তদা বচনং চেদমব্রবীৎ ॥২৮
ইমং তস্য মহাভাগ দূতং দুষ্করকারিণঃ।
বনবাসাদনুপ্রাপ্তং কস্মান্ন প্রতিভাষসে ॥২৯
অদ্যেমমনয়ং কৃত্বা ব্যপত্রপসি রাঘব।
উত্তিষ্ঠ সুকৃতং তেঽস্তু শোকে ন স্যাৎ সহায়তা ॥৩০
দেব যস্যা ভয়াদ্ রামং নানুপৃচ্ছসি সারথিম্।
নেহ তিষ্ঠতি কৈকেয়ী বিশ্রব্ধং প্রতিভাষ্যতাম্ ॥৩১
সা তথোক্ত্বা মহারাজং কৌসল্যা শোকলালসা।
ধরণ্যাং নিপপাতাশু বাষ্পবিপ্লুতভাষিণী ॥৩২

অশ্রুধারাপ্লাবিত দীর্ঘ ও বিমল নয়নের দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে উদাসভাবে অবলোকন করিতে লাগিল। অনন্তর রামশোকসন্তপ্ত দশরথ-পত্নীগণের সেই সেই প্রাসাদ হইতে মৃদু মৃদু বিলাপধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল।১৬-২০

তাঁহারা বিলাপ করিতে করিতে বলিতেছেন—সুমন্ত্র-সারথি রামের সহিত অযোধ্যা হইতে বহির্গত হইয়া এক্ষণে রামশূন্য অবস্থায় একাকী এখানে ফিরিয়া আসিয়াছেন! তিনি রোদনকারিণী কৌশল্যাদেবীকে কি প্রত্যুত্তর দিবেন? আমাদের মনে হয় যে, জীবন-ধারণ করা যেরূপ সুখসাধ্য নহে, মৃত্যুবরণ করাও সেইরূপ সহজসাধ্য নহে। দেখ, এইরূপ প্রিয়তম পুত্র রাম কৌশল্যাকে ছাড়িয়া চালিয়া গেলেও তিনি জীবিত রহিয়াছেন। সুমন্ত্র দশরথপত্নীগণের এইরূপ যথার্থ বাক্য শুনিতে শুনিতে অতিশোকে দহ্যমান হইয়া সহসা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি অষ্টম প্রকোষ্ঠে যাইয়া শোভাহীন গৃহমধ্যে পুত্রশোকাতুর বিষণ্ণ দশরথকে দীনভাবে অবস্থান করিতে দেখিলেন। সুমন্ত্র নিকটে যাইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন এবং রাম যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, তৎসমস্ত অবিকল নিবেদন করিলেন।২১-২৫

দশরথ স্তব্ধভাবে থাকিয়া সমস্তই শ্রবণ করিলেন। ইহাতে তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি রামশোকে অভিভূত হইয়া মূর্ছিত হইলেন এবং ভূমিতে পড়িয়া গেলেন। ভূপতি দশরথ মূর্ছিত অবস্থায় ভূপতিত হইয়া পড়িয়া আছেন দেখিয়া অন্তঃপুরবাসিনী রমণীরা দুঃখে অভিভূত হইলেন। তাঁহারা বাহুদ্বয় উৎক্ষিপ্ত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তখন সুমিত্রার সহিত কৌশল্যাদেবী ভূপতিত পতিকে উঠাইলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন,—মহাভাগ! রাজন্! দুষ্করকার্য্যকারী রামের দূত হইয়া সুমন্ত্র বনবাস হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া আসিয়াছেন। আপনি তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিতেছেন না কেন? পূর্বে রামের প্রতি অন্যায় ব্যবহার করিয়া এক্ষণে লজ্জিত হইতেছেন কেন? শোক ত্যাগ করিয়া সুস্থির হউন। আপনার সত্য-পালনের পুণ্যলাভ হউক। আপনি এইভাবে শোক করিলে আপনার সকল পরিজন বিনাশপ্রাপ্ত হইবে, কিংবা এক্ষণে শোক করিলে রামের সাহায্য করা হইবে না।২৬-৩০

দেব! আপনি যাহার ভয়ে সুমন্ত্রকে রামের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন না, সেই কৈকেয়ী এখানে নাই। অতএব নিঃশঙ্কভাবে সুমন্ত্রের সহিত আলাপ

বিলপন্তীং তথা দৃষ্ট্বা কৌসল্যাং পতিতাং ভুবি।
পতিং চাবেক্ষ্য তাঃ সর্বাঃ সমন্তাদ্ রুরুদুঃ স্ত্রিয়ঃ ॥৩৩
ততস্তমন্তঃপুরনাদমুত্থিতং
সমীক্ষ্য বৃদ্ধাস্তরুণাশ্চ মানবাঃ।
স্ত্রিয়শ্চ সর্বা রুরুদুঃ সমন্ততঃ
পুরং তদাসীৎ পুনরেব সঙ্কুলম্ ॥৩৪
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে সপ্তপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥

করুন। শোকাতুরা কৌশল্যাদেবী বাষ্পগদ্‌গদস্বরে মহারাজ দশরথকে এইরূপ বলিয়াই তৎক্ষণাৎ ভূতলে পতিত হইলেন। সেইস্থানে উপস্থিত মহিলাগণ বিলাপকারিণী কৌশল্যাকে ভূপতিত এবং মহারাজ দশরথকেও তদবস্থায় দেখিয়া চতুর্দিক্ হইতে রোদন করিতে লাগিলেন। তাহাদের রোদনধ্বনি শুনিয়া বৃদ্ধ ও যুবকগণ এবং অন্যান্য মহিলাগণ রোদন করিতে লাগিলেন। সেই সময় এইভাবে সকলের রোদনধ্বনিতে সেই অন্তঃপুর পরিব্যাপ্ত হইয়া উঠিল।৩১-৩৪

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে সপ্তপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টপঞ্চাশঃ সর্গঃ

[মহারাজ-দশরথেন জিজ্ঞাসিতস্য সুমন্ত্রস্য যথাযথং রামবার্তা-পরিবেষণম্।]

প্রত্যাশ্বস্তো যদা রাজা মোহাৎ প্রত্যাগতস্মৃতিঃ।
তদা জুহাব তং সূতং রামবৃত্তান্তকারণাৎ ॥১
তদা সূতো মহারাজং কৃতাঞ্জলিরুপস্থিতঃ।
রামমেবানুশোচন্তং দুঃখশোকসমন্বিতম্ ॥২
বৃদ্ধং পরমসন্তপ্তং নবগ্রহমিবং দ্বিপম্।
বিনিঃশ্বসন্তং ধ্যায়ন্তমস্বস্থমিব কুঞ্জরম্ ॥৩
রাজ্ঞা তু রজসা সূতং ধ্বস্তাঙ্গং সমুপস্থিতম্।
অশ্রুপূর্ণমুখং দীনমুবাচ পরমার্তবৎ ॥৪
ক্ব নু বৎস্যতি ধর্মাত্মা বৃক্ষমূলমুপাশ্রিতঃ।
সোঽত্যন্তসুখিতঃ সূত কিমশিষ্যতি রাঘবঃ ॥৫
দুঃখস্যানুচিতো দুঃখং সুমন্ত্র শয়নোচিতঃ।
ভূমিপালাত্মজো ভূমৌ শেতে কথমনাথবৎ ॥৬

অষ্টপঞ্চাশ সর্গ

[মহারাজ দশরথ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া সুমন্ত্রের যথাযথ রামবার্তা পরিবেষণ।]

কিছুক্ষণ পর মূর্চ্ছাবস্থা দূর হইলে মহারাজ দশরথ সংজ্ঞালাভ করিলেন এবং কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া রামবৃত্তান্ত শ্রবণ করিবার জন্য সুমন্ত্রকে আহ্বান করিলেন। তখন সুমন্ত্র কৃতাঞ্জলি হইয়া মহারাজের নিকট উপস্থিত হইলেন। মহারাজ দশরথ দুঃখ-শোকাকুল হইয়া সর্বদা রামের জন্য অনুশোচনা করিতেছেন। অতিশয় শোকসন্তাপে বৃদ্ধ ভূপতি সদ্যধৃত হস্তীর ন্যায় দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন। তিনি অসুস্থহস্তীর মত চিন্তামগ্ন হইয়া রহিয়াছেন। এইরূপ অবস্থায় বর্তমান মহারাজ দশরথের নিকট সুমন্ত্র উপস্থিত হইলে তিনি সমীপস্থিত ধূলিধূসরিত অশ্রুপূর্ণমুখ অতিদীনভাবাপন্ন সুমন্ত্র-সারথিকে অতিশয় কাতর-ভাবে বলিলেন,—সুমন্ত্র! ধর্মাত্মা অতিশয়সুখী আমার রাম বৃক্ষমূল আশ্রয় করিয়া কোথায় থাকিবে? কিই বা ভোজন করিবে?১-৫

সুমন্ত্র! উত্তমশয্যায় শয়নযোগ্য রাম কখনও দুঃখ-ভোগ করে নাই। কিন্তু রাজপুত্র রাম এক্ষণে

যং যান্তমনুযান্তি স্ম পদাতি-রথ-কুঞ্জরাঃ।
স বৎস্যতি কথং রামো বিজনং বনমাশ্রিতঃ ॥৭
ব্যালৈর্মৃগৈরাচরিতং কৃষ্ণসর্পনিষেবিতম্।
কথং কুমারৌ বৈদেহ্যা সার্ধং বনমুপাশ্রিতৌ ॥৮
সুকুমার্য্যা তপস্বিন্যা সুমন্ত্র সহ সীতয়া।
রাজপুত্রৌ কথং পাদৈরবরুহ্য রথাদ্গতৌ ॥৯
সিদ্ধার্থঃ খলু সূত ত্বং যেন দৃষ্টৌ মমাত্মজৌ।
বনান্তং প্রবিশন্তৌ তাবশ্বিনাবিব মন্দরম্ ॥১০
কিমুবাচ বচো রামঃ কিমুবাচ চ লক্ষ্মণঃ।
সুমন্ত্র বনমাসাদ্য কিমুবাচ চ মৈথিলী ॥১১
আসিতং শয়িতং ভুক্তং সূত রামস্য কীর্তয়।
জীবিষ্যাম্যহমেতেন (ক) যযাতিরিব সাধুষু ।১২

অনাথের মত কিভাবে ভূতলে শয়ন করিবে? যাহার গমন সময়ে পদাতি, রথ ও হস্তীসকল অনুগমন করিত, সেই রাম নির্জনবনে একাকী কিরূপে বাস করিবে? হায়! হায়! যেখানে অজগর ও অন্যান্য হিংস্রপ্রাণী সর্বদা বিচরণ করে, কৃষ্ণসর্পসমূহ যেখানে সর্বদা বাস করে, সেই বনে সীতার সহিত রাম ও লক্ষ্মণ কিরূপে বাস করিবে? সুমন্ত্র! তপস্বিনী কোমলাঙ্গী সীতার সহিত রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া রাজপুত্রদ্বয় কিরূপে পদব্রজে গমন করিল? সুত! তুমি মন্দরপর্বত- প্রবেশকারী অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের মত আমার পুত্রদ্বয়কে বনে প্রবেশ করিতে দেখিয়াছ, ইহাতে তোমার মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে।৬-১০

সুমন্ত্র! বনে প্রবেশ করিয়া রাম কি বলিল? লক্ষ্মণই বা কি বলিল? মিথিলারাজনন্দিনী সীতা কি বলিলেন? তুমি রামের উপবেশন, ভোজন ও শয়নবিষয়ে সব কথা আমার নিকট বিশেষভাবে বল। সাধু-সমাগম দ্বারা যযাতির ন্যায় আমি রাম-বৃত্তান্ত দ্বারা প্রাণধারণ করিতে পারিব। রাজা দশরথ এইভাবে আদেশ করিলে পর সুমন্ত্র বাষ্পগদ্গদস্বরে স্খলিতবাক্যে বলিতে লাগিলেন—মহারাজ! ধর্ম-পালনকারী রাম কৃতাঞ্জলি হইয়া অবনতমস্তকে

পাঠান্তর :—(ক) জীবিষ্যাম্যহমেতেন—।

ইতি সূতো নরেন্দ্রেণ চোদিতঃ সজ্জমানয়া।
উবাচ বাচা রাজানং স বাষ্পপরিবদ্ধয়া ॥১৩
অব্রবীন্মে মহারাজ ধর্মমেবানুপালয়ন্।
অঞ্জলিং রাঘবঃ কৃত্বা শিরসাভিপ্রণম্য চ ॥১৪
সূত মদ্ বচনাত্তস্য তাতস্য বিদিতাত্মনঃ।
শিরসা বন্দনীয়স্য বন্দ্যৌ পাদৌ মহাত্মনঃ ॥১৫
সর্বমন্তঃপুরং বাচ্যং সূত মদ্ বচনাত্ত্বয়া।
আরোগ্যমবিশেষেণ যথার্হমভিবাদনম্ ॥১৬
মাতা চ মম কৌসল্যা কুশলং চাভিবাদনম্।
অপ্রমাদঞ্চ বক্তব্যা ব্রূয়াশ্চৈনামিদং বচঃ ॥১৭
ধর্মনিত্যা যথাকালমগ্ন্যাগারপরা ভব।
দেবি দেবস্য পাদৌ চ দেববৎ পরিপালয় ॥১৮

আপনাকে প্রণাম করত আমাকে এই কথা বলিয়াছেন যে—সুমন্ত্র! তুমি আমার নাম উচ্চারণ করিয়া প্রথমে মস্তকের দ্বারা পূজ্যচরণ মহাত্মা বিশুদ্ধচিত্ত পিতৃদেবের চরণবন্দনা করিও।১১-১৬

অনন্তর আমার কথামত অন্তঃপুরবাসীদিগকে বিশেষভাবে আমার যথাযোগ্য প্রণাম ও আরোগ্য-সংবাদ দিও। আমার জননী কৌশল্যাদেবীকে প্রণাম, আরোগ্য ও ধর্মপালনে সাবধানতার কথা নিবেদন করিয়া বলিও যে—দেবি! আপনি সর্বদা ধর্মপালনরতা হইয়া যথাসময়ে অগ্নিগৃহ-পরিচর্য্যা করিবেন এবং দেব-বুদ্ধিতে মহারাজের চরণসেবা করিবেন। মাতঃ! আপনি মান (বংশ ও সদ্গুণজনিত) ও অভিমান (প্রধান-মহিষীত্বজনিত) পরিত্যাগ করিয়া আমার অন্যান্য মাতৃগণের প্রতি সহজ ব্যবহার করিবেন এবং পূজনীয়া কৈকেয়ীদেবীকে মহারাজ দশরথের সহিত মিলিত হইতে দিবেন। আপনি কুমার ভরতের প্রতি রাজার প্রাপ্য ব্যবহার করিবেন। মাতঃ! আপনি রাজধর্ম স্মরণ করুন—জ্যেষ্ঠ না হইয়াও রাজা হইতে পারে।১৭-২০

সুমন্ত্র! তুমি ভরতকে আমার কুশলসংবাদ দিও এবং আমার কথামত বলিও—তুমি সকল জননী-দিগের সহিত যথোচিত ব্যবহার করিও। মহাবাহু

অভিমানঞ্চ মানঞ্চ ত্যক্ত্বা বর্তস্ব মাতৃষু।
অনুরাজানমার্য্যাঞ্চ কৈকেয়ীমম্ব কারয় ॥১৯
কুমারে ভরতে বৃত্তির্বর্তিতব্যা চ রাজবৎ।
অজ্যেষ্ঠা অপি রাজানো (ক) রাজধর্মমনুস্মর ॥২০
ভরতঃ কুশলং বাচ্যো বাচ্যো মদ্বচনেন চ।
সর্বাস্বেব যথান্যায়ং বৃত্তিং বর্তস্ব মাতৃষু ॥২১
বক্তব্যশ্চ মহাবাহুরিক্ষ্বাকুকুলনন্দনঃ।
পিতরং যৌবরাজ্যস্থো রাজ্যস্থমনুপালয় ॥২২
অতিক্রান্তবয়া রাজা মাস্মৈনং ব্যপরোরুধঃ।
কুমাররাজ্যে জীবস্ব তস্যৈবাজ্ঞাপ্রবর্তনাৎ ॥২৩
অব্রবীচ্চাপি মাং ভূয়ো ভৃশমশ্রূণি বর্তয়ন্।
মাতেব মম মাতা তে দ্রষ্টব্যা পুত্রগর্ধিনী ॥২৪
ইত্যেবং মাং মহাবাহুর্ব্রুবন্নেব মহাযশাঃ।
রামো রাজীবপত্রাক্ষো ভৃশমশ্রূণ্যবর্তয়ৎ ॥২৫

লক্ষ্মণস্তু সুসংক্রুদ্ধো নিঃশ্বসন্ বাক্যমব্রবীৎ।
কেনায়মপরাধেন রাজপুত্রো বিবাসিতঃ ॥২৬
রাজ্ঞা তু খলু কৈকেয্যা লঘু চাশ্রুত্য শাসনম্।
কৃতং কার্য্যমকার্য্যং বা বয়ং যেনাভিপীড়িতাঃ ॥২৭
যদি প্রব্রাজিতো রামো লোভকারণকারিতম্।
বরদাননিমিত্তং বা সর্বথা দুষ্কৃতং কৃতম্ ॥২৮
ইদং তাবদ্ যথাকামমীশ্বরস্য কৃতে কৃতম্।
রামস্য তু পরিত্যাগে ন হেতুমুপলক্ষয়ে ॥২৯
অসমীক্ষ্য সমারব্ধং বিরুদ্ধং বুদ্ধিলাঘবাৎ।
জনয়িষ্যতি সংক্রোশং রাঘবস্য বিবাসনম্ ॥৩০
অহং তাবন্মহারাজ পিতৃত্বং নোপলক্ষয়ে।
ভ্রাতা ভর্তা চ বন্ধুশ্চ পিতা চ মম রাঘবঃ ॥৩১
সর্বলোকপ্রিয়ং ত্যক্ত্বা সর্বলোকহিতে রতম্।
সর্বলোকোঽনুরজ্যেত কথং চানেন কর্মণা ॥৩২

ইক্ষ্বাকুকুলনন্দন ভরতকে ইহাও বলিও—তুমি যুবরাজপদে অভিষিক্ত হইয়া রাজ্যস্থিত মহারাজ দশরথকে পালন করিও। মহারাজ দশরথ অতিশয় বৃদ্ধ হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহাকে রাজ্যভ্রষ্ট করিও না। তুমি তাঁহার আদেশ পালন করত যুবরাজপদেই সন্তোষলাভ করিও। রাম অশ্রুবিসর্জন করিতে করিতে আমাকে বারংবার বলিলেন যে—তুমি (ভরত) পুত্রবৎসলা আমার জননী কৌশল্যাকে নিজ জননীর মত দেখিও। সুমন্ত্র বলিলেন,—মহারাজ! মহাযশস্বী মহাবাহু কমললোচন রাম আমাকে এইরূপ বলিতে বলিতে অবিরলধারায় অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিলেন।২১-২৫

তখন লক্ষ্মণ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে বলিলেন যে—এই রাজপুত্র রাম কোন্ অপরাধে নির্বাসিত হইয়াছেন? রাজা কৈকেয়ীর ক্ষুদ্র আদেশপালনে প্রতিশ্রুত হইয়া যে কার্য্য করিয়াছেন, তাহা অতিশয় অকার্য্য হইয়াছে। ঐ কার্য্যের দ্বারা আমরা অতিশয় পীড়িত হইয়াছি। এই যে রামকে বনে নির্বাসিত করা হইয়াছে, ইহা কৈকেয়ীর লোভবশতই হউক কিংবা বরদানের জন্যই হউক, অতিশয় দুষ্কার্য্য করা হইয়াছে। রামের নির্বাসিত হইবার মত কোন কারণ দেখিতেছি না। হয়ত ঈশ্বরের প্রেরণানুসারেই দশরথ এই স্বেচ্ছাচার করিয়াছেন। তিনি বুদ্ধির অল্পতার জন্য বিবেচনা না করিয়া বিপরীত কার্য্য করিয়াছেন। এই রামের নির্বাসন তাঁহার নিন্দা ও দুঃখের কারণ হইবে। আমি বর্তমান সময়ে মহারাজ দশরথের মধ্যে পিতৃত্ব দেখিতে পাইতেছি না। এক্ষণে রামই আমার ভ্রাতা, পালক, বন্ধু ও পিতা। রাম সর্বলোকপ্রিয় ও সর্বলোক হিতকারী। তাঁহার নির্বাসনরূপ কার্য্যের দ্বারা দশরথ কিরূপে সর্বলোকপ্রীতি লাভ করিবেন? সকলপ্রজার পরমপ্রিয় ধার্মিক রামকে নির্বাসিত করিয়া সকললোকের সহিত বিরোধ করত তিনি কিরূপে রাজপদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন? সুমন্ত্র বলিলেন,—মহারাজ! সেই সময় তপস্বিনী জনকনন্দিনী ভূতগ্রস্তব্যক্তির ন্যায় দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে বিস্মৃতচিত্তে স্থিরভাবে বসিয়াছিলেন। অদৃষ্টপূর্ব এই বিপদে পড়িয়া তিনি অতিদুঃখে রোদন করিতেছিলেন। আমাকে তিনি কোন কথাই বলেন নাই। আমাকে প্রত্যাবর্তন করিতে দেখিয়া

পাঠান্তর:—(ক) অপ্যজ্যেষ্ঠা হি রাজানো—।

সর্বপ্রজাভিরামং হি রামং প্রব্রজ্য ধার্মিকম্।
সর্বলোকবিরোধেন কথং রাজা ভবিষ্যতি ॥৩৩
জানকী তু মহারাজ নিঃশ্বসন্তী তপস্বিনী।
ভূতোপহতচিত্তেব বিষ্ঠিতা বিস্মৃতা স্থিতা ॥৩৪
অদৃষ্টপূর্বব্যসনা রাজপুত্রী যশস্বিনী।
তেন দুঃখেন রুদতী নৈব মাং কিঞ্চিদব্রবীৎ ॥৩৫
উদ্বীক্ষমাণা ভর্তারং মুখেন পরিশুষ্যতা।
মমোচ সহসা বাষ্পং প্রযান্তমুপবীক্ষ্য সা ॥৩৬
তথৈব রামোঽশ্রুমুখঃ কৃতাঞ্জলিঃ
স্থিতোঽব্রবীল্লক্ষ্মণ-বাহুপালিতঃ।
তথৈব সীতা রুদতী তপস্বিনী
নিরীক্ষতে রাজরথং তথৈব মাম্ ॥৩৭

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে অষ্টপঞ্চাশঃ সর্গঃ।

অতিশুষ্কবদনে স্বামীর মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করত সীতাদেবী সহসা কাঁদিয়া উঠিলেন। মহারাজ! লক্ষ্মণ কর্তৃক বাহু দ্বারা গৃহীত রাম কৃতাঞ্জলি হইয়া অশ্রুপূর্ণমুখে যতক্ষণ আমাকে সব কথা বলিলেন, তপস্বিনী সীতা-দেবী ততক্ষণ যাবৎ কাঁদিতে কাঁদিতে আমার দিকে ও আপনার রথের দিকে চাহিয়া রহিলেন।২৬-৩৭

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে অষ্টপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

ঊনষষ্টিতমঃ সর্গঃ

[সুমন্ত্রেণ শ্রীরামবিরহেণ কাতরাণামযোধ্যাবাসিনাং দুরবস্থবর্ণনম্, রাজ্ঞো দশরথস্য বিলাপশ্চ।]

মম ত্বশ্বা নিবৃত্তস্য ন প্রাবর্তন্ত বর্ত্মনি।
উষ্ণমশ্রু বিমুঞ্চন্তো রামে সংপ্রস্থিতে বনম্ ॥১
উভাভ্যাং রাজপুত্রাভ্যামথ কৃত্বাহমঞ্জলিম্।
প্রস্থিতো রথমাস্থায় তদ্দুঃখমপি ধারয়ন্ ॥২
গুহেন সার্ধং তত্রৈব স্থিতোঽস্মি দিবসান্ বহূন্।
আশয়া যদি মাং রামঃ পুনঃ শব্দাপয়েদিতি ॥৩
বিষয়ে তে মহারাজ রামব্যসনকর্শিতাঃ (ক)।
অপি বৃক্ষাঃ পরিম্লানাঃ সপুষ্পাঙ্কুরকোরকাঃ ॥৪
উপতপ্তোদকা নদ্যঃ পল্বলানি সরাংসি চ।
পরিশুষ্কপলাশানি বনান্যুপবনানি চ ॥৫
ন চ সর্পন্তি সত্ত্বানি ব্যালা ন প্রসরন্তি চ।
রামশোকাভিভূতং তং নিষ্কূজমিব তদ্বনম্ (খ) ॥৬

ঊনষষ্টিতম সর্গ

[শ্রীরামের বিরহে কাতর অযোধ্যাবাসিগণের দুরবস্থা সুমন্ত্রকর্তৃক বর্ণন এবং রাজা দশরথের বিলাপ।]

সুমন্ত্র বলিলেন,—মহারাজ! রাম পূর্বোক্ত কথাসমূহ বলিয়া বনে গমন করিতে উদ্যত হইলে আমি নিবৃত্ত হইলাম, কিন্তু আমার অশ্বগণ উষ্ণ অশ্রু ত্যাগ করিতে লাগিল এবং প্রত্যাবর্তন-পথে তাহারা কিছুতেই গমন করিতেছিল না। আমি রাম ও লক্ষ্মণের নিকট কৃতাঞ্জলি হইয়া ঐ গভীর দুঃখ সহ্য করত রথ লইয়া প্রস্থান করিলাম। রাম যদি লোকের দ্বারা আমাকে আহ্বান করেন—এই আশায় আমি গুহের সহিত শৃঙ্গবেরপুরে অনেকদিন অবস্থান করিলাম। মহারাজ! আমি যখন হতাশ হইলাম, তখন অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করিলাম। প্রত্যাবর্তন-পথে দেখিলাম যে, আপনার রাজ্যে বৃক্ষ-

পাঠান্তর :—(ক)—মহাব্যসনকর্ষিতাঃ।
(খ) নিষ্কূজমভবদ্ বনম্।

লীনপুষ্করপত্রাশ্চ নদ্যশ্চ কলুষোদকাঃ।
সন্তপ্তপদ্মাঃ পদ্মিন্যো লীনমীনবিহঙ্গমাঃ ॥৭
জলজানি চ পুষ্পাণি মাল্যানি স্থলজানি চ।
নাতিভান্ত্যল্পগন্ধীনি ফলানি চ যথাপুরম্ ॥৮
অত্রোদ্যানানি শূন্যানি প্রলীনবিহগানি চ।
ন চাভিরামানারামান্ পশ্যামি মনুজর্ষভ ॥৯
প্রবিশন্তমযোধ্যায়াং ন কশ্চিদভিনন্দতি।
নরা রামমপশ্যন্তো নিঃশ্বসন্তি মুহুর্মুহুঃ ॥১০
দেব রাজরথং দৃষ্ট্বা বিনা রামমিহাগতম্।
দূরাদশ্রুমুখঃ সর্বো রাজমার্গে গতো জনঃ ॥১১
হর্ম্যৈর্বিমানৈঃ প্রাসাদৈরবেক্ষ্য রথমাগতম্।
হাহাকারকৃতা নার্য্যো রামাদর্শনকর্শিতাঃ ॥১২

আয়তৈর্বিমলৈর্নেত্রৈরশ্রুবেগপরিপ্লুতৈঃ।
অন্যোন্যমভিবীক্ষন্তেঽব্যক্তমার্ত্ততরাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥১৩
নামিত্রাণাং ন মিত্রাণামুদাসীনজনস্য চ।
অহমার্ত্তয়া কঞ্চিদ্ বিশেষং নোপলক্ষয়ে ॥১৪
অপ্রহৃষ্টমনুষ্যা চ দীন-নাগ-তুরঙ্গমা।
আর্ত্তস্বরপরিম্লানা বিনিঃশ্বসিতনিঃস্বনা ॥১৫
নিরানন্দা মহারাজ রামপ্রব্রাজনাতুরা।
কৌসল্যা পুত্রহীনেব অযোধ্যা প্রতিভাতি মে ॥১৬
সূতস্য বচনং শ্রুত্বা বাচা পরমদীনয়া।
বাষ্পোপহতয়া সূতমিদং বচনমব্রবীৎ ॥১৭
কৈকয্যা বিনিযুক্তেন পাপাভিজনভাবয়া।
ময়া ন মন্ত্রকুশলৈর্বৃদ্ধৈঃ সহ সমর্থিতম্ ॥১৮

সকল রামনির্বাসনরূপ বিপদে ক্লিষ্ট হইয়াছে এবং পুষ্প, অঙ্কুর ও মুকুলসমূহ ম্লান হইয়াছে। নদী, পুষ্করিণী ও সরোবরসমূহের জল উষ্ণ হইয়াছে। বন ও উপবনের পত্রসমূহ শুষ্ক হইয়া গিয়াছে।১-৫

প্রাণিগণ গতিহীন হইয়া পড়িয়াছে। হিংস্রজন্তুগণও আহারের জন্য ধাবিত হইতেছে না। সকল প্রাণী রামশোকে অভিভূত হওয়ায় অরণ্য শব্দশূন্য ও নিস্তব্ধ হইয়াছে। নদীতে পদ্মপত্রসমূহ সঙ্কুচিত হইয়াছে এবং নদীর জল কলুষিত হইয়াছে। পদ্মিনীশোভিত সরোবরসমূহের পদ্মসমূহ শুষ্ক হইয়া গিয়াছে এবং মৎস্য ও জলচরপক্ষী সেখানে আর দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। জলজাত ও স্থলজাত পুষ্প ও মাল্যসমূহ প্রায় গন্ধশূন্য হইয়াছে; তাহাদের শোভা প্রকাশ পাইতেছে না। ফলসমূহও পূর্বের মত নাই। অযোধ্যায় উদ্যানসমূহ শূন্য হইয়া গিয়াছে, সেখানে পক্ষীরা মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া রহিয়াছে। উপবনসমূহকে মনোহর বলিয়া মনে হইতেছে না। আমি অযোধ্যায় প্রবেশ করিতেছি, কিন্তু কেহই আমাকে অভিনন্দিত করিল না। অযোধ্যাবাসী লোকেরা রামকে না দেখিয়া বারংবার দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিল।৬-১০

দেব! রামদর্শনে উৎকণ্ঠিত রাজপথস্থিত লোকগণ দূর হইতে রামরহিত রাজার রথটিকে আসিতে দেখিয়া অশ্রুপূর্ণমুখে অবস্থান করিতে লাগিল। রামদর্শনে উৎকণ্ঠিত হাহাকারকারী রমণীগণ হর্ম্য, প্রাসাদ ও বিমানে (সপ্ততলবিশিষ্ট গৃহ) আরোহণপূর্বক রামশূন্য রথটিকে আসিতে দেখিয়া অতিশয়ব্যথিতচিত্তে দীর্ঘ ও নির্মল অশ্রুপূর্ণনয়নের দ্বারা পরস্পরকে দেখিতে লাগিল। সকলেই এত দুঃখিত হইয়াছে, যাহার জন্য শত্রু, মিত্র ও উদাসীন ব্যক্তিগণের কোন বৈলক্ষণ্য বুঝিতে পারিলাম না। মহারাজ! আমার মনে হইতেছে যে, অযোধ্যার সকল মনুষ্য আনন্দরহিত হইয়াছে। এখানের হস্তী ও অশ্বগণ অতিশয় দীনভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহারা সকলেই আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিয়া ও দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া অতিশয় ম্লান হইয়াছে। রামের নির্বাসনে আনন্দহীনা অযোধ্যানগরী এত আতুর হইয়াছে যে, মনে হয় পুত্রহীনা কৌশল্যার মত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে।১১-১৬

মহারাজ দশরথ সুমন্ত্রের বাক্যসমূহ শ্রবণ করিয়া বাষ্পগদ্গদস্বরে অতিশয়দৈন্যযুক্ত বাক্যে সুমন্ত্রকে বলিলেন,—নীচবংশোদ্ভবা পাপচিন্তা কৈকেয়ী কর্তৃক নিয়োজিত হইয়া আমি মন্ত্রণাকুশল বৃদ্ধ অমাত্যগণের সহিত কোনরূপ পরামর্শ করিলাম না। আমি স্ত্রীর প্রতি

ন সুহৃদ্ভির্ন চামাত্যৈর্মন্ত্রয়িত্বা সনৈগমৈঃ (ক)।
ময়ায়মর্থঃ সংমোহাৎ স্ত্রীহেতোঃ সহসা কৃতঃ ॥১৯
ভবিতব্যতয়া নূনমিদং বা ব্যসনং মহৎ।
কুলস্যাস্য বিনাশায় প্রাপ্তং সূত যদৃচ্ছয়া ॥২০
সূত যদ্যস্তি তে কিঞ্চিন্ময়াপি সুকৃতং কৃতম্।
ত্বং প্রাপয়াশু মাং রামং প্রাণাঃ সংত্বরয়ন্তি মাম্ ॥২১
যদ্যদ্যাপি মমৈবাজ্ঞা নিবর্তয়তু রাঘবম্।
ন শক্ষ্যামি বিনা রামং মুহূর্তমপি জীবিতুম্ ॥২২
অথবাপি মহাবাহুর্গতো দূরং ভবিষ্যতি।
মামেব রথমারোপ্য শীঘ্রং রামায় দর্শয় ॥২৩
বৃত্তদংষ্ট্রো মহেষ্বাসঃ ক্বাসৌ লক্ষ্মণপূর্বজঃ।
যদি জীবামি সাধ্বেনং পশ্যেয়ং সীতয়া সহ ॥২৪

মোহাবিস্ট হইয়া সুহৃৎ, অমাত্য ও বেদজ্ঞগণের সহিত পরামর্শ না করিয়াই সহসা এই কার্য্য করিয়া ফেলিলাম। সুমন্ত্র! ভবিতব্যতার জন্যই এই বিপদ্ আসিয়াছে মনে হয়। এই বিপদ আমার বংশের বিনাশের জন্য যদৃচ্ছাক্রমে উপস্থিত হইয়াছে।১৭-২০

সুমন্ত্র! আমি যদি তোমার কখনও কোন উপকার করিয়াছি বলিয়া মনে কর, তাহা হইলে তুমি আমাকে শীঘ্রই রামের নিকট লইয়া চল। আমার প্রাণ বহির্গত হইবার জন্য আমাকে ত্বরান্বিত করিতেছে। যদি এখনও আমার আদেশই প্রবর্তিত হয়, তাহা হইলে তুমি রামকে নিবৃত্ত কর। আমি রাম ব্যতিরেকে এক মুহূর্তও প্রাণধারণ করিতে পারিব না। অথবা মহাবাহু রাম যদি অনেকদূরে চলিয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলে আমাকেই রথে আরোহণ করাইয়া লইয়া চল। শীঘ্রই রামের সহিত দেখা করাইয়া দাও। কুন্দপুষ্পমুকুলতুল্যদন্তে অপূর্বশোভাময় মহাধনুর্ধর লক্ষ্মণাগ্রজ রাম এক্ষণে কোথায়? যদি আমি বাঁচিয়া থাকি, তাহা হইলেই সীতার সহিত তাহাকে দেখিতে পাইব। (অরুণনয়ন মনিকুণ্ডলধারী মহাবাহু রামকে যদি দেখিতে না পাই, তাহা হইলে আমি যমালয়ে

পাঠান্তর:—(ক)—ন নৈগমৈঃ।

(লোহিতাক্ষং মহাবাহুমামুক্তমণিকুণ্ডলম্।
রামং যদি ন পশ্যেয়ং গমিষ্যামি যমক্ষয়ম্) ॥
অতো নু কিং দুঃখতরং যোঽহমিক্ষ্বাকুনন্দনম্।
ইমামবস্থামাপন্নো নেহ পশ্যামি রাঘবম্ ॥২৫
হা রাম রামানুজ হা হা বৈদেহি তপস্বিনি।
ন মাং জানীত দুঃখেন ম্রিয়মাণমনাথবৎ ॥২৬
স তেন রাজা দুঃখেন ভৃশমর্পিতচেতনঃ।
অবগাঢ়ঃ সুদুষ্পারং শোকসাগরমব্রবীৎ ॥২৭
রামশোকমহাবেগঃ সীতাবিরহপারগঃ।
শ্বসিতোর্মিমহাবর্তো বাষ্পবেগজলাবিলঃ ॥২৮
বাহুবিক্ষেপমীনোঽসৌ বিক্রন্দিতমহাস্বনঃ।
প্রকীর্ণকেশশৈবালঃ কৈকয়ীবড়বামুখঃ ॥২৯

গমন করিব)। আমি এমন দুরবস্থায় পতিত হইয়াছি যে, ইক্ষ্বাকুনন্দন রামকে দেখিতে পাইতেছি না—ইহা অপেক্ষা আমার আর অধিক দুঃখ কি হইতে পারে? হা রাম! হা রামানুজ লক্ষ্মণ! হা অপরাধশূন্যে সীতে! আমি এক্ষণে অনাথের ন্যায় অতিদুঃখে মরণদশা প্রাপ্ত হইতেছি, তোমরা তাহা জানিতে পারিতেছ না। অনন্তর মহারাজ দশরথ সেই দুঃখে পুনঃ পুনঃ চৈতন্যশূন্য হইয়া ও অপারশোকসাগরে নিমগ্ন হইয়া কৌশল্যাদেবীকে বলিলেন,—দেবি! আমি যে শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি, তাহাতে রামের বিরহই মহাবেগ উৎপন্ন করিয়াছে। সীতার বিরহই এই শোকসাগরের অন্তঃসীমা। আমার দীর্ঘশ্বাসই তরঙ্গময় আবর্তে (ঘূর্ণি) পরিণত হইয়াছে। অশ্রুধারার দ্বারা এই শোকসাগর বেগবান্ হইয়াছে। আমার উৎক্ষিপ্ত হস্ত মৎস্যতুল্য হইয়াছে। রোদনধ্বনি গর্জন, বিক্ষিপ্ত কেশসমূহ শৈবাল, কৈকেয়ী বড়বানল, মন্থরার বাক্য হিংস্রজলজন্তু, নিষ্ঠুরা কৈকেয়ীর বরপ্রার্থনা যাহা রাম-নির্বাসনের কারণ—তাহা এই শোকসাগরের তীরভূমি হইয়াছে।২১-৩০

কৌশল্যে! আমি রাম ব্যতিরেকে যে শোক-সাগরে নিমগ্ন হইয়াছি, মনে হয়, জীবিত থাকিতে এই শোক-

মমাশ্রুবেগপ্রভবঃ কুব্জাবাক্যমহাগ্রহঃ।
বরবেলো নৃশংসায়া রামপ্রব্রাজনা যতঃ ॥৩০
যস্মিন্ বত নিমগ্নোঽহং কৌসল্যে রাঘবং বিনা।
দুস্তরো জীবতা দেবি ময়ায়ং শোকসাগরঃ ॥৩১
অশোভনং যোঽহমিহাদ্য রাঘবং
দিদৃক্ষমাণো ন লভে সলক্ষ্মণম্।
ইতীব রাজা বিলপন্মহাযশঃ
পপাত তূর্ণং শয়নে সমূর্চ্ছিতঃ (ক) ॥৩২

ইতি বিলপতি পার্থিবে প্রনষ্টে
করুণতরং দ্বিগুণং চ রামহেতোঃ।
বচনমনুনিশম্য তস্য দেবী
ভয়মগমৎ পুনরেব রামমাতা ॥৩৩

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে ঊনষষ্টিতমঃ সর্গঃ।

সাগর উত্তীর্ণ হইতে পারিব না। আমি যে লক্ষ্মণসহিত রামকে দেখিতে অভিলাষী হইয়াও দেখিতে পাইতেছি না, ইহা অতিশয় অশোভন। মহাযশস্বী মহারাজ এইভাবে বিলাপ করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হইয়া তৎক্ষণাৎ শয্যায় পতিত হইলেন। রামের জন্য অতিশয় করুণভাবে বিলাপ করিতে করিতে দশরথ মূর্চ্ছিত হইলে রাজমহিষী কৌশল্যা মহারাজের ঐরূপ করুণবিলাপ শুনিয়া স্বামীর বিয়োগ আশঙ্কা করিয়া অতিশয় ভয় প্রাপ্ত হইলেন।৩১-৩৩

পাঠান্তর :—(ক)—স মূর্চ্ছিতঃ।

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ঊনষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

ষষ্টিতমঃ সর্গঃ

[সুমন্ত্রসমীপে কৌসল্যায়া বিলাপঃ, তাং প্রতি সুমন্ত্রস্যাশ্বাসনঞ্চ।]

ততো ভূতোপসৃষ্টেব বেপমানা পুনঃ পুনঃ।
ধরণ্যাং গতসত্ত্বেব কৌসল্যা সূতমব্রবীৎ ॥১
নয় মাং যত্র কাকুৎস্থঃ সীতা যত্র চ লক্ষ্মণঃ।
তান্ বিনা ক্ষণমপ্যদ্য জীবিতুং নোৎসহে হ্যহম্ ॥২
নিবর্তয় রথং শীঘ্রং দণ্ডকান্নয় মামপি।
অথ তাননুগচ্ছামি গমিষ্যামি যমক্ষয়ম্ ॥৩
বাষ্পবেগোপহতয়া স বাচা সজ্জমানয়া।
ইদমাশ্বাসয়ন্ দেবীং সূতঃ প্রাঞ্জলিরব্রবীৎ ॥৪
ত্যজ শোকঞ্চ মোহঞ্চ সম্ভ্রমং দুঃখজং তথা।
ব্যবধূয় চ সন্তাপং বনে বৎস্যতি রাঘবঃ ॥৫

ষষ্টিতম সর্গ

[সুমন্ত্রের নিকট কৌশল্যার বিলাপ ও তাঁহার প্রতি সুমন্ত্রের আশ্বাস।]

সেই সময় কৌশল্যাদেবী ভূতাবেশগ্রস্তার ন্যায় পুনঃ পুনঃ কম্পিতদেহে ভূপতিতা ও প্রায় চৈতন্যশূন্যা হইয়া সুমন্ত্রকে বলিলেন,—সুমন্ত্র! যেখানে শ্রীমান্ রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ আছে, আমাকে সেইস্থানে লইয়া চল। আমি তাহাদিগের অভাবে ক্ষণকালও বাঁচিতে ইচ্ছা করি না। তুমি শীঘ্রই রথ ফিরাইয়া লও। আমাকেও দণ্ডকারণ্যে লইয়া চল। যদি আমি তাহাদিগের অনুগামিনী না হইতে পারি, তাহা হইলে যমালয়ে গমন করিব। কৌশল্যার বাক্য শুনিয়া সুমন্ত্র কৃতাঞ্জলিপুটে বাষ্পবেগরুদ্ধকণ্ঠে রামবিষয়ক কথায় আশ্বাস প্রদান করত বলিলেন,—দেবি! আপনি শোক,

লক্ষ্মণশ্চাপি রামস্য পাদৌ পরিচরন্ বনে।
আরাধয়তি ধর্মজ্ঞঃ পরলোকং জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥৬
বিজনেঽপি বনে সীতা বাসং প্রাপ্য গৃহেষ্বিব।
বিস্রম্ভং লভতেঽভীতা রামে বিন্যস্তমানসা ॥৭
নাস্যা দৈন্যং কৃতং কিঞ্চিৎ সুসূক্ষ্মমপি লক্ষ্যতে।
উচিতেব প্রবাসানাং বৈদেহী প্রতিভাতি মে ॥৮
নগরোপবনং গত্বা যথা স্ম রমতে পুরা।
তথৈব রমতে সীতা নির্জ্জনেষু বনেষ্বপি ॥৯
বালেব রমতে সীতা বালচন্দ্রনিভাননা।
রামারামে হ্যদীনাত্মা বিজনেঽপি বনে সতী ॥১০
তদ্‌গতং হৃদয়ং যস্যাস্তদধীনঞ্চ জীবিতম্।
অযোধ্যা হি ভবেদস্যা রামহীনা তথা বনম্ ॥১১
পরিপৃচ্ছতি বৈদেহী গ্রামাংশ্চ নগরাণি চ।
গতিং দৃষ্ট্বা নদীনাঞ্চ পাদপান্ বিবিধানপি ॥১২
রামং বা লক্ষ্মণং বাপি দৃষ্ট্বা জানাতি জানকী।
অযোধ্যা ক্রোশমাত্রে তু বিহারমিব সাশ্রিতা ॥১৩
ইদমেব স্মরাম্যস্যাঃ সহসৈবোপজল্পিতম্।
কৈকয়ীসংশ্রিতং জল্পং নেদানীং প্রতিভাতি মাম্ ॥১৪
ধ্বংসয়িত্বা তু তদ্বাক্যং প্রমাদাৎ পর্য্যুপস্থিতম্।
হ্লাদনং বচনং সূতো দেব্যা মধুরমব্রবীৎ ॥১৫
অধ্বনা বাতবেগেন সম্ভ্রমেণাতপেন চ।
ন বিগচ্ছতি বৈদেহ্যাশ্চন্দ্রাংশুসদৃশী প্রভা ॥১৬
সদৃশং শতপত্রস্য পূর্ণচন্দ্রোপমপ্রভম্।
বদনং তদ্ বদান্যায়া বৈদেহ্যা ন বিকম্পতে ॥১৭
অলক্তরসরক্তাভাবলক্তরসবর্জিতৌ।
অদ্যাপি চরণৌ তস্যাঃ পদ্মকোশসমপ্রভৌ ॥১৮
নূপুরোৎকৃষ্টলীলেব খেলং গচ্ছতি ভামিনী।
ইদানীমপি বৈদেহী তদ্রাগান্যস্তভূষণা ॥১৯

মোহ ও দুঃখজনিত ব্যাকুলতা ত্যাগ করুন। রাম সকল সন্তাপ দূর করিয়া বনে বাস করিবেন।১-৫

জিতেন্দ্রিয় ধার্মিক লক্ষ্মণ বনে থাকিয়া রামের চরণ-সেবা করিতেছেন। ইহাতে তিনি পারলৌকিক কার্য্যই সম্পন্ন করিতেছেন। রামে সমর্পিতচিত্তা সীতা নির্ভয়েই নির্জনবনে বাস করিয়া গৃহবাসের ন্যায় আনন্দলাভ করিতেছেন। আমি সীতাদেবীর অতি-সামান্য দৈন্যও দেখিলাম না। আমার মনে হয় যে, তিনি অনায়াসেই প্রবাসে থাকিতে সমর্থা। অযোধ্যাবাস-কালে নগরের উপবনে গমন করিয়া যেভাবে প্রীতিলাভ করিতেন, এক্ষণে তিনি নির্জনবনে যাইয়া সেইভাবেই প্রীতিলাভ করিতেছেন। পূর্ণচন্দ্রমুখী সীতা নির্জনবনবাসিনী হইয়াও বালিকার মত বিহার করিতেছেন। সতী সীতা রাম-সমীপে থাকিয়া সকল দৈন্য ত্যাগ করিয়াছেন।৬-১০

যাঁহার মন রামে সমর্পিত, যাঁহার প্রাণ রামের অধীন, রাম না থাকিলে সেই সীতার নিকট এই অযোধ্যাও বন হইয়া যাইত। বনে যাইয়া জনকনন্দিনী গ্রাম, নগর, নানাবিধ বৃক্ষ ও নদীসমূহের গতির কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। রামকে কিংবা লক্ষ্মণকে জিজ্ঞাসা করিয়া সব বিষয় জানিতেছেন। অযোধ্যার একক্রোশদূরবর্ত্তী বিহার-কাননেই যেন তিনি রহিয়াছেন। দেবি! এক্ষণে আমি সীতার সম্বন্ধে এই সকল কথাই স্মরণ করিতেছি। তিনি কৈকেয়ী-সম্বন্ধে সহসা কি কথা বলিয়াছিলেন, তাহা আমার স্মরণে আসিতেছে না। এইরূপ বলিয়া সুমন্ত্র প্রমাদবশতঃ সমাগত কৈকেয়ীপ্রসঙ্গ উপসংহার করিলেন এবং প্রীতিপ্রদ বাক্যে কৌশল্যাকে বলিলেন।১১-১৫

দেবি! পথশ্রম, বায়ুবেগ, হিংস্রজন্তুভীতি ও আতপ-তাপের দ্বারা বৈদেহীর চন্দ্রকিরণতুল্যপ্রভা ম্লান হয় নাই। পদ্মের তুল্য ও পূর্ণচন্দ্রের মত প্রভাময় তাঁহার বদন। মধুরভাষিণী সীতার বদনমণ্ডল একটুও ম্লান হয় নাই। তাঁহার চরণদ্বয় অলক্তরসের ন্যায় রক্তবর্ণ, এক্ষণে অলক্তবিহীন হইয়াও পদ্মকেশরতুল্য প্রভা ধারণ করিয়াছে। জনকনন্দিনী সীতা রামের প্রতি অনুরাগবশতঃ বনবাসের সময়ও অলঙ্কার ত্যাগ করেন নাই। তিনি পাদধৃত নূপুররবে হংসাদির ধ্বনিকে তিরস্কৃত করিয়া বিলাসভরে গমন করিতেছেন।

গজং বা বীক্ষ্য সিংহং বা ব্যাঘ্রং বা বনমাশ্রিতা।
নাহারয়তি সন্ত্রাসং বাহূ রামস্য সংশ্রিতা ॥২০
ন শোচ্যাস্তে ন চাত্মা তে শোচ্যো নাপি জনাধিপঃ।
ইদং হি চরিতং লোকে প্রতিষ্ঠাস্যতি শাশ্বতম্ ॥২১
বিধূয় শোকং পরিহৃষ্টমানসা
মহর্ষিযাতে পথি সুব্যবস্থিতাঃ।
বনে রতা বন্যফলাশনাঃ পিতুঃ
শুভাং প্রতিজ্ঞাং প্রতিপালয়ন্তি তে ॥২২

তথাপি সূতেন সুযুক্তবাদিনা
নিবার্য্যমাণা সুতশোককর্ষিতা।
ন চৈব দেবী বিররাম কূজিতাৎ
প্রিয়েতি পুত্রেতি চ রাঘবেতি চ ॥২৩

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে ষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥

বনবাসিনী হইয়া রামের বাহুদ্বয় আশ্রয় করায় তিনি হস্তী, সিংহ কিংবা ব্যাঘ্র দেখিয়াও ভয় পাইতেছেন না।১৬-২০

অতএব আপনি তাঁহাদিগের জন্য ও মহারাজের জন্য শোক করিবেন না। রামের এই আচরণ বহুকাল যাবৎ জগতে প্রচারিত থাকিবে। তাঁহারা শোক ত্যাগ করিয়া অতিহৃষ্টচিত্তে মহর্ষিগণসেবিত পথে গমনরত হইয়াছেন এবং বনে থাকিয়া বন্যফল ভক্ষণ করত পিতার পবিত্র প্রতিজ্ঞা পালন করিতেছেন। যুক্তিযুক্তবাক্যবাদী সুমন্ত্র এইভাবে আশ্বাসবাক্যে নিবারণ করিলেও কৌশল্যাদেবী 'হা প্রিয়পুত্র!' 'হা রাঘব!' এইরূপ বিলাপ হইতে বিরত হইলেন না।২১-২৩

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

একষষ্টিতমঃ সর্গঃ

[রামমুদ্দিশ্য বিলপন্ত্যাঃ কৌসল্যায়া দশরথংপ্রতি পরুষোক্তিঃ ।]

বনং গতে ধর্মরতে রামে রময়তাং বরে ।
কৌসল্যা রুদতী চার্তা ভর্তারমিদমব্রবীৎ ॥১
যদ্যপি ত্রিষু লোকেষু প্রথিতং তে মহদ্ যশঃ ।
সানুক্রোশো বদান্যশ্চ প্রিয়বাদী চ রাঘবঃ ॥২
কথং নরবরশ্রেষ্ঠ পুত্রৌ তৌ সহ সীতয়া ॥
দুঃখিতৌ সুখসংবৃদ্ধৌ কথং দুঃখং সহিষ্যতঃ ॥৩
সা নূনং তরুণী শ্যামা সুকুমারী সুখোচিতা ।
কথমুষ্ণঞ্চ শীতঞ্চ মৈথিলী বিসহিষ্যতে ॥৪
ভুক্ত্বাশনং বিশালাক্ষী সূপদংশান্বিতং শুভম্ ।
বন্যং নৈবারমাহারং কথং সীতোপভোক্ষ্যতে ॥৫
গীত-বাদিত্রনির্ঘোষং শ্রুত্বা শুভসমন্বিতা ।
কথং ক্রব্যাদসিংহানাং শব্দং শ্রোষ্যত্যশোভনম্ ॥৬
মহেন্দ্রধ্বজসঙ্কাশঃ ক নু শেতে মহাভুজঃ ।
ভুজং পরিঘসঙ্কাশমুপাধায় মহাবলঃ ॥৭
পদ্মবর্ণং সুকেশান্তং পদ্মনিঃশ্বাসমুত্তমম্ ।
কদা দ্রক্ষ্যামি রামস্য বদনং পুষ্করেক্ষণম্ ॥৮
বজ্রসারময়ং নূনং হৃদয়ং মে ন সংশয়ঃ
অপশ্যন্ত্যা ন তং যদ্ বৈ ফলতীদং সহস্রধা ॥৯
যত্ত্বয়া কারুণং কর্ম ব্যপোহ্য মম বান্ধবাঃ ।
নিরস্তাঃ পরিধাবন্তি সুখার্হাঃ কৃপণা বনে ॥১০

একষষ্টিতম সর্গ

[রামের উদ্দেশে বিলাপ করিতে করিতে দশরথের প্রতি কৌশল্যার কর্কশ বাক্য ।]

সর্বলোকসুখপ্রদ ধর্মরত রাম বনে গমন করিলে অতীবকাতরা কৌশল্যা রোদন করিতে করিতে স্বামীকে বলিলেন,—রাজন্! আপনি দয়ালু, দানশীল, প্রিয়বাদী ও রঘুকুলভুষণ। এইজন্যই আপনার বিপুল যশ ত্রিলোকে বিস্তৃত হইয়াছে। নরবরশ্রেষ্ঠ! সীতার সহিত যে পুত্রদ্বয় অতিসুখে লালিত-পালিত হইয়াছে, তুমি তাহাদিগকে দুঃখিত করিলে? তাহারা কিরূপে এই দুঃখ সহ্য করিবে? মিথিলারাজনন্দিনী সীতা কোমলাঙ্গী ও সর্বদা সুখভোগযোগ্যা। এই তরুণবয়সে সেই গৌরাঙ্গী কিরূপে শীত ও গ্রীষ্ম সহ্য করিবে? বিশালনয়না জানকী সর্বদাই মনোহর নানাবিধ ব্যঞ্জনাদি উপচার-সমন্বিত অন্ন ভক্ষণ করিয়া এক্ষণে কিরূপে বন্য নীবারধান্যের অন্ন ভক্ষণ করিবে?১-৫

সকল সময় মনোহর গীতবাদ্যধ্বনি শ্রবণ করিয়া এক্ষণে কিরূপে মাংসভোজী সিংহাদি হিংস্রপশুগণের দারুণ গর্জন শ্রবণ করিবে? হায়! এক্ষণে মহাবল মহেন্দ্রধ্বজতুল্য রাম অর্গলসদৃশ বিশাল বাহু উপধান (বালিশ) করিয়া কোথায় শয়ন করিতেছে? আমি জানি না, আবার কবে পদ্মতুল্যমনোহরবর্ণবিশিষ্ট সুকোমলকুটিলকেশ-সমন্বিত পদ্মগন্ধিনিশ্বাসযুক্ত কমল-সদৃশনয়নশোভিত রামের মুখমণ্ডল দেখিতে পাইব। আমার হৃদয় নিশ্চয়ই বজ্রের তুল্য কঠোর—ইহাতে কোন সংশয় নাই, যেহেতু ইহা রামকে না দেখিয়াও সহস্রভাগে বিদীর্ণ হইতেছে না। মহারাজ! আপনি বৃদ্ধগণের সহিত পরামর্শ না করিয়া সহসা যে শোচনীয় কার্য্য করিলেন, তাহার ফলে সর্বতোভাবে সুখভোগ-যোগ্য আমার স্বজনগণ বিতাড়িত হইয়া অতিশয় দুঃখে অরণ্যে ভ্রমণ করিতেছে।৬-১০

যদিও রাম পঞ্চদশবর্ষে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করে,

যদি পঞ্চদশে বর্ষে রাঘবঃ পুনরেষ্যতি।
জহ্যাদ্ রাজ্যঞ্চ কোশঞ্চ ভরতো নোপলক্ষ্যতে ॥১১
ভোজয়ন্তি কিল শ্রাদ্ধে কেচিৎ স্বানেব বান্ধবান্।
ততঃ পশ্চাৎ সমীক্ষন্তে কৃতকার্য্যা দ্বিজোত্তমান্ ॥১২
তত্র যে গুণবন্তশ্চ বিদ্বাংসশ্চ দ্বিজাতয়ঃ।
ন পশ্চাত্তেঽভিমন্যন্তে সুধামপি সুরোপমাঃ ॥১৩
ব্রাহ্মণেষ্বপি বৃত্তেষু ভুক্তশেষং দ্বিজোত্তমাঃ।
নাভ্যুপেতুমলং প্রাজ্ঞাঃ শৃঙ্গচ্ছেদমিবর্ষভাঃ ॥১৪
এবং কনীয়সা ভ্রাত্রা ভুক্তং রাজ্যং বিশাম্পতে।
ভ্রাতা জ্যেষ্ঠো বরিষ্ঠশ্চ কিমর্থং নাবমন্যতে ॥১৫
ন পরেণাহৃতং ভক্ষ্যং ব্যাঘ্রঃ খাদিতুমিচ্ছতি।
এবমেব নরব্যাঘ্রঃ পরলীঢ়ং ন মংস্যতে ॥১৬
হবিরাজ্যং পুরোডাশঃ কুশা যূপাশ্চ খাদিরাঃ।
নৈতানি যাতযামানি কুর্বন্তি পুনরধ্বরে ॥১৭
তথা হ্যাত্তমিদং রাজ্যং হৃতসারাং সুরামিব।
নাভিমন্তুমলং রামো নষ্টসোমমিবাধ্বরম্ ॥১৮
নৈবংবিধমসৎকারং রাঘবো মর্ষয়িষ্যতি।
বলবানিব শার্দুলো বালধেরভিমর্শনম্ ॥১৯
নৈতস্য সহিতা লোকা ভয়ং কুর্য্যুর্মহামৃধে।
অধর্মং ত্বিহ ধর্মাত্মা লোকং ধর্মেণ যোজয়েৎ ॥২০
নন্বসৌ কাঞ্চনৈর্বাণৈর্মহাবীর্য্যো মহাভুজঃ।
যুগান্ত ইব ভূতানি সাগরানপি নির্দহেৎ ॥২১
স তাদৃশঃ সিংহবলো বৃষভাক্ষো নরর্ষভঃ।
স্বয়মেব হতঃ পিত্রা জলজেনাত্মজো যথা ॥২২
দ্বিজাতিচরিতো ধর্মঃ শাস্ত্রেঃ দৃষ্টঃ সনাতনৈঃ।
যদি তে ধর্মনিরতে ত্বয়া পুত্রে বিবাসিতে ॥২৩
গতিরেকা পতির্নার্য্যা দ্বিতীয়া গতিরাত্মজঃ।
তৃতীয়া জ্ঞাতয়ো রাজংশ্চতুর্থী নৈব বিদ্যতে ॥২৪

তখন ভরত যে রাজ্য ও ধনভাণ্ডার ছাড়িয়া দিবে, তাহা মনে হয় না। ছাড়িয়া দিলেও রাম তাহা গ্রহণ করিবে না। রাজন্! শ্রাদ্ধকালে যদি কোন ব্যক্তি প্রথমে নিজবান্ধবগণকে ভোজন করাইয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করে এবং পরে শ্রেষ্ঠব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে তখন দেবতুল্য বিদ্বান্ গুণবান্ ব্রাহ্মণগণ সুধাভক্ষণেও অভিলাষী হন না। বৃষ যেমন নিজশৃঙ্গচ্ছেদনে সম্মত হয় না, সেইরূপ জ্ঞানী ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণগণেরও ভোজনাবশিষ্ট অন্নভোজনে সম্মত হন না। রাজন্! গুণশ্রেষ্ঠ জ্যেষ্ঠভ্রাতা রাম কিপ্রকারে কনিষ্ঠের উপভুক্ত-রাজ্য গ্রহণে সম্মত হইবে ?১১-১৫

ব্যাঘ্র কখনও অন্যের দ্বারা উপভুক্ত খাদ্য গ্রহণ করে না। পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম ভরতের উচ্ছিষ্ট-রাজ্য গ্রহণ করিতে অভিলাষী হইবে না। যজ্ঞীয় ঘৃত আজ্য পুরোডাশ, কুশ ও যূপকাষ্ঠ একবার যজ্ঞে ব্যবহৃত হইলে ঐ সকল দ্রব্য পুনর্বার অন্য যজ্ঞে ব্যবহৃত হয় না। সারশূন্য সুরার ন্যায় ও সোমরসরহিত যজ্ঞের ন্যায় ভরত-কর্তৃক উপভুক্ত এই রাজ্য কখনই রাম গ্রহণ করিতে সম্মত হইবে না। কেহ লাঙ্গুল (লেজ) স্পর্শ করিলে বলবান্ ব্যাঘ্র যেমন তাহা সহ্য করে না, সেইরূপ রামও এইরূপ অপমান সহ্য করিবে না। মহাযুদ্ধে দেবতা, অসুর প্রভৃতি মিলিত হইয়াও রামের ভীতি-সম্পাদন করিতে পারে না। কিন্তু শ্রীমান্ রাম ধর্ম-পরায়ণ। সে সকললোককে অধর্ম হইতে নিবৃত্ত করিয়া ধর্মপথে প্রবৃত্ত করিয়া থাকে। সুতরাং সে কিরূপে অধর্ম করিবে ?১৬-২০

রাম মহাবাহু ও মহাবীর। সে সুবর্ণময় বাণের দ্বারা প্রলয়কালীন মহাকালের ন্যায় সকল প্রাণী ও সাগরসমূহকে দগ্ধ করিতে পারে। মৎস্য যেমন নিজ সন্তানকে নিহত করে, সেইরূপ নিজপিতাকর্তৃক সিংহতুল্যবলশালী বৃষনেত্র নরশ্রেষ্ঠ রাম নিহত হইয়াছে। যদি ধর্মপালনরত পুত্রকে নির্বাসিত করিয়া ঋষিগণ কর্তৃক নির্দিষ্ট দ্বিজাতিগণের আচরিতধর্ম পালন করিয়াছ মনে কর, তাহাতে আমি সর্বপ্রকারেই নষ্ট হইলাম। রাজন্! চিন্তা করিয়া দেখুন যে, স্ত্রীলোকের প্রথমগতি স্বামী, দ্বিতীয়গতি পুত্র, তৃতীয়গতি জ্ঞাতি-গণ, চতুর্থগতি হয় না। তন্মধ্যে আপনি আমার প্রথম-

তত্র ত্বং মম নৈবাসি রামশ্চ বনমাহিতঃ।
ন বনং গন্তুমিচ্ছামি সর্বথা হা হতা ত্বয়া ॥২৫
হতং ত্বয়া রাষ্ট্রমিদং সরাজ্যং
হতাঃ স্ম সর্বাঃ সহ মন্ত্রিভিশ্চ।
হতা সপুত্রাস্মি হতাশ্চ পৌরাঃ
সুতশ্চ ভার্য্যা চ তব প্রহৃষ্টৌ ॥২৬

ইমাং গিরং দারুণশব্দসংহিতাং
নিশম্য রামেতি মুমোহ দুঃখিতঃ।
ততঃ স শোকং প্রবিবেশ পার্থিবঃ
স্বদুষ্কৃতং চাপি পুনস্তথাস্মরৎ ॥২৭

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে একষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥

গতি হইলেও সপত্নীর বশীভূত হওয়ায় আমার নহেন। আমার দ্বিতীয়গতি রাম আপনা-কর্ত্তৃক বনে প্রেরিত হইয়াছে। আপনার বর্ত্তমানে আমি বনেও যাইতে ইচ্ছা করি না। এই অবস্থায় আমি আপনা-কর্ত্তৃক সর্বতোভাবে হত হইলাম।২১-২৫

মহারাজ! আপনি এই কার্য্য করিয়া রাজ্য সহিত সমস্ত নগর নষ্ট করিয়াছেন। মন্ত্রীর সহিত প্রজাবর্গকে নষ্ট করিয়াছেন। পুত্রের সহিত আমি নিহত হইয়াছি। পুরবাসী লোকেরা নিহত হইয়াছে। কেবলমাত্র আপনার ভার্য্যা কৈকেয়ী ও পুত্র ভরত আনন্দিত হইয়াছে। কৌশল্যার এই অতিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া অতীবদুঃখিত দশরথ "হা রাম" বলিয়া অচেতন হইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ পরে চৈতন্যলাভ করিয়া শোকসাগরে নিমগ্ন হইলেন এবং পূর্বকৃত দুষ্কর্মের কথা পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিতে লাগিলেন।২৬-২৭

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে একষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

দ্বিষষ্টিতমঃ সর্গঃ

[কৌসল্যাবাক্যং শ্রুত্বা তাংপ্রতি দশরথস্য প্রসাদনোক্তিঃ, কৌসল্যায়াঃ প্রতিপ্রসাদনঞ্চ।]

এবং তু ক্রুদ্ধয়া রাজা রামমাত্রা সশোকয়া।
শ্রাবিতঃ পরুষং বাক্যং চিন্তয়ামাস দুঃখিতঃ ॥১
চিন্তয়িত্বা স চ নৃপো মোহব্যাকুলিতেন্দ্রিয়ঃ।
অথ দীর্ঘেণ কালেন সংজ্ঞামাপ পরন্তপঃ ॥২
স সংজ্ঞামুপলভ্যৈব দীর্ঘমুষ্ণঞ্চ নিঃশ্বসন্।
কৌসল্যাং পার্শ্বতো দৃষ্ট্বা ততশ্চিন্তামুপাগমৎ ॥৩
তস্য চিন্তয়মানস্য প্রত্যভাৎ কর্ম দুষ্কৃতম্।
যদনেন কৃতং পূর্বমজ্ঞানাচ্ছব্দবোধিনা ॥৪
অমনাস্তেন শোকেন রামশোকেন চ প্রভুঃ।
দ্বাভ্যামপি মহারাজঃ শোকাভ্যামভিতপ্যতে ॥৫
দহ্যমানস্তু শোকাভ্যাং কৌসল্যামাহ দুঃখিতঃ।
বেপমানোঽঞ্জলিং কৃত্বা প্রসাদার্থমবাঙ্মুখঃ ॥৬
প্রসাদয়ে ত্বাং কৌসল্যে রচিতোঽয়ং ময়াঞ্জলিঃ।
বৎসলা চানৃশংসা চ ত্বং হি নিত্যং পরেষ্বপি ॥৭
ভর্তা তু খলু নারীণাং গুণবান্নির্গুণোঽপি বা।
ধর্মং বিমৃশমানানাং প্রত্যক্ষং দেবি দৈবতম্ ॥৮
সা ত্বং ধর্মপরা নিত্যং দৃষ্টলোকপরাবরা।
নার্হসে বিপ্রিয়ং বক্তুং দুঃখিতাপি সুদুঃখিতম্ ॥৯
তদ্বাক্যং করুণং রাজ্ঞঃ শ্রুত্বা দীনস্য ভাষিতম্।
কৌসল্যা ব্যসৃজদ্ বাষ্পং প্রণালীব নবোদকম্ ॥১০

দ্বিষষ্টিতম সর্গ

[কৌশল্যার বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহার প্রতি দশরথের প্রসাদনবাক্য ও দশরথের প্রতি কৌশল্যাদেবীর প্রতিপ্রসাদনবাক্য।]

শোকাতুরা ক্রোধান্বিতা রামজননী কৌশল্যার ঐরূপ কঠোর বাক্য শুনিয়া দুঃখিত রাজা চিন্তা করিতে লাগিলেন। চিন্তা করিতে থাকায় মোহবশতঃ তাঁহার ইন্দ্রিয়সমূহ বিকল হইয়া পড়িল। দশরথ অনেকক্ষণ পরে সংজ্ঞালাভ করিলেন। তিনি সংজ্ঞালাভ করিয়া দীর্ঘ ও উষ্ণনিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন এবং কৌশল্যাকে পার্শ্বদেশে দর্শন করিয়া পুনর্বার চিন্তাকুল হইলেন। এইভাবে চিন্তা করিতে করিতে যে দুষ্কর্ম তিনি অজ্ঞানবশতঃ শব্দবেধী বাণের দ্বারা বহুপূর্বে করিয়াছিলেন, সেই দুষ্কর্মের কথা স্মরণ করিলেন। মহারাজ দশরথ শক্তিমান্ হইয়াও ঐ দুষ্কর্ম-জনিত শোকে ও রামের শোকে অস্থিরচিত্ত হইয়া পড়িলেন এবং ঐ দুইটি শোকের দ্বারা অত্যন্ত সন্তপ্ত হইলেন।১-৫

ঐ দুইটি শোকে দহ্যমান অতিদুঃখিত দশরথ কৌশল্যাকে প্রসন্ন করিবার জন্য অবনতমস্তকে কৃতাঞ্জলি-পুটে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন,—কৌশল্যে! আমি কৃতাঞ্জলি হইয়া তোমাকে প্রসন্ন করিতেছি। তুমি পরের প্রতিও সর্বদা স্নেহপ্রকাশ করিয়া থাক, কখনও নির্দয়-ব্যবহার কর না। দেবি! স্বামী নির্গুণ হউন কিংবা গুণবান্ হউন, ধর্মপরায়ণা মহিলাদিগের তিনি প্রত্যক্ষদেবতা। তুমি সর্বদা ধর্মপরায়ণা। সংসারে কোন্ বিষয়টি হেয় এবং কোনটি উপাদেয়, তাহা তুমি অবগত আছ। অতএব তুমি দুঃখে পড়িয়া আমাকে এইরূপ অপ্রিয় বাক্য বলিতে পার না, যেহেতু আমি অতি দুঃখিত। দীনভাবাপন্ন মহারাজ দশরথের এইরূপ করুণবাক্য শ্রবণ করিয়া কৌশল্যা সেইভাবে অশ্রু-বিসর্জন করিতে লাগিলেন—যেভাবে প্রণালী বর্ষাজল বিসর্জন করে।৬-১০

সা মূর্ধ্নি বদ্ধ্বা রুদতী রাজ্ঞঃ পদ্মমিবাঞ্জলিম্ ।
সম্ভ্রমাদব্রবীৎ ত্রস্তা ত্বরমাণাক্ষরং বচঃ ॥১১
প্রসীদ শিরসা যাচে ভূমৌ নিপতিতাস্মি তে ।
যাচিতাস্মি হতা দেব ক্ষন্তব্যাহং নহি ত্বয়া ॥১২
নৈষা হি সা স্ত্রী ভবতি শ্লাঘনীয়েন ধীমতা ।
উভয়োর্লোকয়োর্লোকে পত্যা যা সংপ্রসাদ্যতে ॥১৩
জানামি ধর্মং ধর্মজ্ঞ ত্বাং জানে সত্যবাদিনম্ ।
পুত্রশোকার্তয়া তত্তু ময়া কিমপি ভাষিতম্ ॥১৪
শোকো নাশয়তে ধৈর্য্যং শোকো নাশয়তে শ্রুতম্ ।
শোকো নাশয়তে সর্বং নাস্তি শোকসমো রিপুঃ ॥১৫
শক্যমাপতিতঃ সোঢ়ুং প্রহারো রিপুহস্ততঃ ।
সোঢ়ুমাপতিতঃ শোকঃ সুসূক্ষ্মোঽপি ন শক্যতে ॥১৬
বনবাসায় রামস্য পঞ্চরাত্রোঽত্র গণ্যতে ।
যঃ শোকহতহর্ষায়াঃ পঞ্চবর্ষোপমো মম ॥১৭
ত্বং হি চিন্তয়মানায়াঃ শোকোঽয়ং হৃদি বর্ধতে ।
নদীনামিব বেগেন সমুদ্রসলিলং মহৎ ॥১৮
এবং হি কথয়ন্ত্যাস্তু কৌসল্যায়াঃ শুভং বচঃ ।
মন্দরশ্মিরভূৎ সূর্য্যো রজনী চাভ্যবর্তত ॥১৯
অথ প্রহ্লাদিতো বাক্যৈর্দেব্যা কৌসল্যয়া নৃপঃ ।
শোকেন চ সমাক্রান্তো নিদ্রায়া বশমেয়িবান্ ॥২০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে দ্বিষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥

তিনি রোদন করিতে করিতে মহারাজের পদ্মতুল্য অঞ্জলিবদ্ধ হস্তদ্বয় নিজমস্তকে ধারণ করিয়া ভীতভাবে সম্ভ্রমসহকারে দ্রুত উচ্চারিত বাক্যে বলিলেন,—দেব! আমি ভূলুণ্ঠিতা হইয়া মস্তক দ্বারা আপনার চরণস্পর্শ করত প্রার্থনা করিতেছি—আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। আপনি আমার নিকট ক্ষমা-প্রার্থনা করিলেন, ইহাতেই আমি নষ্ট হইলাম, যেহেতু আমার নিকট ক্ষমা-প্রার্থনা করা আপনার কখনই উচিত নয়। এই সংসারে সেই স্ত্রী কখনও কুলস্ত্রী হয় না, যে স্ত্রী ইহলোক ও পরলোকের গৌরবজনক ধীমান্ পতি-কর্তৃক এইভাবে অনুনীত ও প্রসাদিত হয়। ধর্মজ্ঞ। রাজন্! আমি ধর্মের স্বরূপ জানি এবং আপনাকেও সত্যবাদী বলিয়া জানি, কিন্তু পুত্রশোকে অতিশয় বিহ্বল হইয়াই আমি আপনাকে ঐ সব কথা বলিয়াছি। শোক মানুষের ধৈর্য্য নাশ করে, শোক জ্ঞানকে নাশ করে। শোক মানুষের সকলগুণ নাশ করে, শোকের সমান শত্রু নাই।১১-১৫

শত্রুহস্ত হইতে প্রহার প্রাপ্ত হইলে তাহা সহ্য করিতে পারা যায়, কিন্তু অতিসামান্য শোক উপস্থিত হইলে তাহা কিছুতেই সহ্য করিতে পারা যায় না। রামের বনবাসের এই পঞ্চরাত্রি অতীত হইল। কিন্তু শোকে আমার সকল আনন্দ নষ্ট হওয়ায় এই পঞ্চরাত্রি* পঞ্চবর্ষতুল্য হইয়াছে। যেমন নদীসমূহের বেগের দ্বারা সমুদ্রের বিশাল জলরাশি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, সেইরূপ রামের চিন্তায় আমার হৃদয়ে শোক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। কৌশল্যাদেবী এইভাবে মহারাজের দুঃখনাশী শুভবাক্য বলিতে লাগিলেন। এই অবস্থায় সূর্য্যের কিরণ ক্ষীণ হইয়া আসিতে লাগিল এবং রাত্রি উপস্থিত হইল। কৌশল্যা-দেবীর ঐরূপ বাক্যে আহ্লাদিত ও রামের শোকে আতুর রাজা দশরথ নিদ্রার বশীভূত হইলেন।১৬-২০

*রামের বনবাসের প্রথম রাত্রি তমসাতীরে, দ্বিতীয় রাত্রি শৃঙ্গবেরপুরে, তৃতীয় রাত্রি বৃক্ষমূলে, চতুর্থ রাত্রি ভরদ্বাজের আশ্রমে, পঞ্চম রাত্রি যমুনাতীরে, ষষ্ঠরাত্রি চিত্রকূটে অতিবাহিত হইয়াছে। ষষ্ঠদিবসে অপরাহ্নে সুমন্ত্রের প্রত্যাবর্তন ও রাত্রিকালে দশরথের দেহত্যাগ। কৌশল্যা অতীত পাঁচটি রাত্রির কথা বলিয়াছেন।

মহর্ষি-বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে দ্বিষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

ত্রিষষ্টিতমঃ সর্গঃ

[কৌসল্যা-সমীপে দশরথস্য শোকপ্রকাশঃ, অনবধানতয়া স্বস্য মুনিকুমারজীবননাশবৃত্তান্ত-কথনঞ্চ।]

প্রতিবুদ্ধো মুহূর্ত্তেন শোকোপহতচেতনঃ।
অথ রাজা দশরথঃস চিন্তামভ্যপদ্যত ॥১
রাম-লক্ষ্মণয়োশ্চৈব বিবাসাদ্ বাসবোপমম্।
আপেদে উপসর্গস্তং তমঃ সূর্য্যমিবাসুরম্ ॥২
সভার্য্যে হি গতে রামে কৌসল্যাং কোসলেশ্বরঃ।
বিবক্ষুরসিতাপাঙ্গীং স্মৃত্বা দুষ্কৃতমাত্মনঃ ॥৩
স রাজা রজনীং ষষ্ঠীং রামে প্রব্রাজিতে বনম্।
অর্দ্ধরাত্রে দশরথঃ সোঽস্মরদ্দুষ্কৃতং কৃতম্ ॥৪
স রাজা পুত্রশোকার্ত্তঃ স্মৃত্বা দুষ্কৃতমাত্মনঃ।
কৌসল্যাং পুত্রশোকার্ত্তামিদং বচনমব্রবীৎ ॥৫

যদাচরতি কল্যাণি শুভং বা যদি বাঽশুভম্।
তদেব লভতে ভদ্রে কর্ত্তা কর্ম্মজমাত্মনঃ ॥৬
গুরু-লাঘবমর্থানামারম্ভে কর্ম্মণাং ফলম্।
দোষং বা যো ন জানাতি স বাল ইতি হোচ্যতে ॥৭
কশ্চিদাম্রবনং ছিত্ত্বা পলাশাংশ্চ নিষিঞ্চতি।
পুষ্পং দৃষ্ট্বা ফলে গৃধ্নুঃ স শোচতি ফলাগমে ॥৮
অবিজ্ঞায় ফলং যো হি কর্ম্মত্বেবানুধাবতি।
স শোচেৎ ফলবেলায়াং যথা কিংশুকসেচকঃ ॥৯
সোঽহমাম্রবনং ছিত্ত্বা পলাশাংশ্চ ন্যষেচয়ম্।
রামং ফলাগমে ত্যক্ত্বা পশ্চাচ্ছোচামি দুর্ম্মতিঃ ॥১০

ত্রিষষ্টিতম সর্গ

[কৌশল্যার নিকট দশরথের শোকপ্রকাশ এবং অনবধানতাবশতঃ নিজ কর্তৃক মুনিকুমারের জীবননাশ-বৃত্তান্ত কথন।]

মুহূর্তকাল পরেই দশরথ জাগ্রত হইলেন। অনন্তর রামের শোকে হতচেতন হইয়া তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন। রাহুনামক অসুর সূর্য্যকে যেভাবে আক্রমণ করে, রাম-লক্ষ্মণের নির্বাসনের ফলে উৎপন্ন শোকরূপ উপসর্গ ইন্দ্রতুল্য দশরথকে সেইভাবে আক্রমণ করিল। সীতার সহিত রাম বনে গমন করিলে কোশলাধিপতি রাজা দশরথ নিজের পূর্বকৃত দুষ্কর্ম স্মরণ করিয়া অসিতাপাঙ্গী (কৃষ্ণনেত্রা অর্থাৎ কোপশূন্যা) কৌশল্যাকে সেই বৃত্তান্ত বলিতে ইচ্ছা করিলেন। রামের নির্বাসনের পর ষষ্ঠদিবসে অর্ধরাত্রি-সময়ে রাজা দশরথ পূর্বকৃত দুষ্কর্ম স্মরণ করিয়াছিলেন। পুত্রশোকার্ত দশরথ নিজদুষ্কর্মের কথা স্মরণ করিয়া পুত্রশোকাতুরা কৌশল্যাকে বলিলেন।১-৫

কল্যাণি! মানব শুভ বা অশুভ যে কার্য্যই করিবে, শুভাশুভকর্তা সেই মানব নিজকর্মের ফল অবশ্যই পাইবে। ভদ্রে! যে ব্যক্তি কার্য্য আরম্ভ করিবার সময় কার্য্যের লঘুত্ব-গুরুত্ব কিংবা দোষ-গুণ বিচারের দ্বারা অবগত হয় না, তাহাকে বালক বলা হয়। যদি কেহ পলাশপুষ্প দেখিয়া ঐ পুষ্পজাত ফলের জন্য লোভপ্রকাশ করে এবং আম্রবনচ্ছেদনপূর্বক পলাশমূলে জলসিঞ্চন করে, তাহা হইলে ফললাভের সময় অবশ্যই তাহাকে শোক পাইতে হইবে। যে ব্যক্তি ফলের বিষয় না ভাবিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, সে পলাশসেচনকারীর মত ফললাভ-কালে অবশ্যই শোকপ্রাপ্ত হইবে। কর্মফলবিচারশূন্য দুর্মতি আমি আম্রবন ছেদন করিয়া পলাশবৃক্ষে জলসেচন করিয়াছি। রামকেও ত্যাগ করিয়া ফললাভের সময় পশ্চাত্তাপ প্রাপ্ত হইতেছি।৬-১০

লব্ধশব্দেন কৌসল্যে কুমারেণ ধনুষ্মতা।
কুমারঃ শব্দবেধীতি ময়া পাপমিদং কৃতম্ ॥১১
তদিদং মেঽনুসংপ্রাপ্তং দেবি দুঃখং স্বয়ংকৃতম্।
সম্মোহাদিহ বালেন যথা স্যাদ্ভক্ষিতং বিষম্ ॥১২
যথান্যঃ পুরুষঃ কশ্চিৎ পলাশৈর্মোহিতো ভবেৎ।
এবং ময়াপ্যবিজ্ঞাতং শব্দবেধ্যমিদং ফলম্ ॥১৩
দেব্যনূঢ়া ত্বমভবো যুবরাজো ভবাম্যহম্।
ততঃ প্রাবৃড়নুপ্রাপ্তা মম কামবিবর্ধিনী ॥১৪
অপাস্য হি রসান্ ভৌমাংস্তপ্ত্বা চ জগদংশুভিঃ।
পরেতাচরিতাং ভীমাং রবিরাচরতে দিশম্ ॥১৫
উষ্ণমন্তর্দধে সদ্যঃ স্নিগ্ধা দদৃশিরে ঘনাঃ।
ততো জহৃষিরে সর্বে ভেক-সারঙ্গ-বর্হিণঃ ॥১৬
ক্লিন্নপক্ষোত্তরাঃ স্নাতাঃ কৃচ্ছ্রাদিব পতত্রিণঃ।
বৃষ্টিবাতাবধূতাগ্রান্ পাদপানভিপেদিরে ॥১৭
পতিতেনাম্ভসাচ্ছন্নঃ পতমানেন চাসকৃৎ।
আবভৌ মত্তসারঙ্গস্তোয়রাশিরিবাচলঃ ॥১৮
পাণ্ডুরারুণবর্ণানি স্রোতাংসি বিমলান্যপি।
সুস্রুবুর্গিরিধাতুভ্যঃ সভস্মানি ভুজঙ্গবৎ ॥১৯
তস্মিন্নতিসুখে কালে ধনুষ্মান্ ইষুমান্ রথী।
ব্যায়ামকৃতসংকল্পঃ সরযূমন্বগাং নদীম্ ॥২০
নিপানে মহিষং রাত্রৌ গজং বাভ্যাগতং মৃগম্।
অন্যদ্ বা শ্বাপদং কিঞ্চিজ্জিঘাংসুরজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥২১
অথান্ধকারে ত্বশ্রৌষং জলে কুম্ভস্য পূর্য্যতঃ।
অচক্ষুর্বিষয়ে ঘোষং বারণস্যেব নর্দতঃ ॥২২
ততোঽহং শরমুদ্ধৃত্য দীপ্তমাশীবিষোপমম্।
শব্দং প্রতি গজপ্রেপ্সুরভিলক্ষ্যমপাতয়ম্ ॥২৩
অমুঞ্চং নিশিতং বাণমহমাশীবিষোপমম্।
তত্র বাগুষসি ব্যক্তা প্রাদুরাসীদ্ বনৌকসঃ ॥২৪

কৌশল্যে! আমি কুমার অবস্থায় ধনুর্ধারী ও শব্দবেধী বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলাম। ঐ শব্দবেধী হওয়ার জন্যই আমি সেই পাপ করিয়াছিলাম। মোহবশতঃ বালক যেমন বিষভক্ষণ করে, সেইরূপ আমি মোহবশতঃ পাপানুষ্ঠান করিলাম। আমার স্বয়ংকৃত কর্মের ফলস্বরূপ এই দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে। সাধারণলোক যেমন পলাশপুষ্পেই মোহিত হয়, ফলের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না, আমিও সেইরূপ শব্দবেধী হওয়ার ফলের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া তাহাতে অনুরক্ত হইয়াছিলাম। দেবি! তোমার তখন বিবাহ হয় নাই। আমি যুবরাজ ছিলাম। সেই সময় আমার ঔৎসুক্যবর্ধক বর্ধাকাল উপস্থিত হইল। সূর্য্যদেব নিজ-প্রখরকিরণ দ্বারা পার্থিব রস শোষণ করিয়া এবং সমস্ত সংসারকে সন্তপ্ত করিয়া প্রেতগণসেবিত ভীতিপ্রদ দক্ষিণদিক্ আশ্রয় করিলেন।১১-১৫

তাহার ফলে সদ্যই গ্রীষ্মসন্তাপ অন্তর্হিত হইল। স্নিগ্ধমেঘমালা পরিদৃষ্ট হইল। তাহাতে ভেক, চাতক ও ময়ূরসমূহ আনন্দিত হইল। বর্ষাজলধারায় পক্ষীরা স্নাত হইতে লাগিল। তাহাদের পক্ষসমূহ সিক্ত হইল। তাহারা অতিকষ্টে বৃষ্টি ও বায়ুবেগে আন্দোলিত বৃক্ষ-সমূহকে আশ্রয় করিতে লাগিল। পতিত ও অবিরত পতনরত বর্ষাধারায় আচ্ছন্ন হওয়ায় পর্বতসকল সমুদ্রের ন্যায় শোভিত হইল। সেখানে চাতকগণ আহ্লাদমত্ত হইয়া বিচরণ করিতে লাগিল। ঐ পর্বতসকলের স্থানে স্থানে নির্মল জলস্রোত গৈরিকাদি বিবিধ ধাতুরাগে মিশ্রিত হইয়া ধূসর, পাণ্ডুর ও অরুণবর্ণ ধারণ করিল এবং সর্পের ন্যায় বক্রগতিতে ক্ষরিত হইতে লাগিল। সেই অতিসুখকর বর্ষাকালে ব্যায়াম করিতে সঙ্কল্প করিয়া ধনুক ও বাণ ধারণপূর্বক রথারোহণে আমি সরযূ-নদীতে গমন করিলাম।১৬-২০

অজিতেন্দ্রিয় আমি রাত্রিকালে নদীর অবতরণ-স্থানে (ঘাটে) জলপানার্থে সমাগত মহিষ, হস্তী, মৃগ ও অন্যান্য হিংস্রজন্তু বধ করিতে ইচ্ছুক হইলাম। অনন্তর ঘোর অন্ধকারময় চক্ষুর অগোচরস্থানে জল-মধ্যে গর্জনকারী হস্তীর শব্দের মত কুম্ভপূরণশব্দ শুনিতে পাইলাম। তখন আমি ঐ হস্তীকে নিহত করিবার জন্য তূণীর হইতে বিষধরসর্পসদৃশ অতিদীপ্তিমান্ শর উদ্ধৃত করিয়া শব্দ অনুসারে লক্ষ্য-

হা হেতি পততস্তোয়ে বাণাদ্ ব্যথিতমর্ম্মণঃ।
তস্মিন্নিপতিতে ভূমৌ বাগভূত্তত্র মানুষী ॥২৫
কথমস্মদ্‌বিধে শস্ত্রং নিপতেচ্চ তপস্বিনি।
প্রবিবিক্তাং নদীং রাত্রাবুদাহারোঽহমাগতঃ ॥২৬
ইষুণাঽভিহতঃ কেন কস্য বাপকৃতং ময়া।
ঋষেৰ্হি ন্যস্তদণ্ডস্য বনে বন্যেন জীবতঃ ॥২৭
কথং নু শস্ত্রেণ বধো মদ্‌বিধস্য বিধীয়তে।
জটাভারধরস্যৈব বল্কলাজিনবাসসঃ ॥২৮
কো বধেন মমার্থী স্যাৎ কিং বাস্যাপকৃতং ময়া।
এবং নিষ্ফলমারব্ধং কেবলানর্থসংহিতম্ ॥২৯
ন কশ্চিৎ সাধু মন্যেত যথৈব গুরুতল্পগম্।
নেমং তথানুশোচামি জীবিতক্ষয়মাত্মনঃ ॥৩০
মাতরং পিতরং চোভাবনুশোচামি মদ্‌বধে।
তদেতম্মিথুনং বৃদ্ধং চিরকালভৃতং ময়া ॥৩১
ময়ি পঞ্চত্বমাপন্নে কাং বৃত্তিং বর্ত্তয়িষ্যতি।
বৃদ্ধৌ চ মাতাপিতরাবহং চৈকেষুণা হতঃ ॥৩২
কেন স্ম নিহতাঃ সর্বে সুবালেনাকৃতাত্মনা।
তাং গিরং করুণং শ্রুত্বা মম ধর্মানুকাঙ্ক্ষিণঃ ॥৩৩
করাভ্যাং সশরং চাপং ব্যথিতস্যাপতদ্ ভুবি।
তস্যাহং করুণং শ্রুত্বা ঋষের্বিলপতো নিশি ॥৩৪
সংভ্রান্তঃ শোকবেগেন ভৃশমাসং বিচেতনঃ।
তং দেশমহমাগম্য দীনসত্ত্বঃ সুদুর্মনাঃ ॥৩৫
অপশ্যমিষুণা তীরে সরয্বাস্তাপসং হতম্।
অবকীর্ণজটাভারং প্রবিদ্ধকলসোদকম্ ॥৩৬

স্থির করত সেইদিকে শরনিক্ষেপ করিলাম। আমি যেখানে সর্পতুল্য তীক্ষ্ণবাণ নিক্ষেপ করিলাম, সেখানে কোন এক বনবাসীর 'হা! হা!' এইরূপ স্পষ্টধ্বনি শুনিতে পাইলাম। আমার তীক্ষ্ণবাণে তাহার মর্মদেশ বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। সে জলে পতনোন্মুখ হইয়াছিল। সে যখন ভূমিতে পতিত হইল, তখন হাহাকারময় এই মনুষ্যবাক্য নির্গত হইল।২১-২৫

"আমাদিগের মত তপস্বীর উপর কিপ্রকারে শস্ত্রাঘাত হইল? আমি রাত্রিশেষে নির্জন নদীতে জল লইবার জন্য আসিয়াছি। কে আমাকে বাণের দ্বারা আহত করিল? আমি কাহার অপকার করিয়াছি? আমি ঋষি হইয়া বন্যফলমূল দ্বারা জীবনধারণ করি, কাহাকেও দণ্ডপ্রদান করি না। জটাধারী, বল্কল ও মৃগচর্মপরিধানকারী মাদৃশ ব্যক্তিকে শস্ত্রের দ্বারা বধ করা কিরূপে সঙ্গত হয়? আমার বধের দ্বারা কাহার ইষ্টসিদ্ধি হইবে? আমি তাহার কি অপকার করিয়াছি? যে ব্যক্তি এই কার্য্য করিয়াছে, তাহার কোন ফললাভ হইবে না, বরং অনর্থই হইবে। গুরুপত্নী-গমনকারীকে যেমন কেহই সাধু বলিয়া মনে করে না, সেইরূপ আমার বধকারীকেও কেহ সাধু বলিয়া মনে করিবে না। আমি আমার প্রাণনাশের জন্য অনুতপ্ত হইতেছি না, কিন্তু আমার মৃত্যুতে আমার মাতাপিতার জন্যই অনুশোচনা করিতেছি। আমি বৃদ্ধ মাতাপিতাকে চিরকাল প্রতিপালিত করিতেছি।২৬-৩১

আমি মৃত্যুমুখে পতিত হইলে আমার মাতা-পিতা কিরূপে জীবনধারণ করিবেন? হায়! আমার বৃদ্ধ মাতা-পিতা ও আমি একটি বাণের দ্বারা নিহত হইলাম। কোন্ স্বল্পমতি অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি আমাদের সকলকে নিহত করিল?' দেবি! আমি সর্বদা ধর্মপরায়ণ। সুতরাং ঐরূপ করুণবাক্য শুনিয়া অতিশয় ব্যথিত হইলাম। আমার হস্ত হইতে বাণসহিত ধনু ভূতলে পড়িয়া গেল। সেই রাত্রিকালে বিলাপরত ঋষির করুণ বাক্য শুনিয়া আমি শোকাবেগে বিহ্বল ও বিচারবুদ্ধি-শূন্য হইয়া পড়িলাম। পরে দীনভাবাপন্ন ও অতি-দুঃখিত হইয়া সেইস্থানে গমন করিলাম। গমন করিয়া আমার বাণে নিহত সরযূতীরে পতিত তাপসকে দেখিতে পাইলাম। তাঁহার জটাভার বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। হস্ত হইতে জলকুম্ভ স্খলিত হইয়াছে। ধূলি ও শোণিতধারায় সকল শরীর পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। অস্ত্রবিদ্ধ হইয়া তিনি ভূতলে শয়ান রহিয়াছেন। তাঁহাকে দেখিয়া আমি ভীত ও ব্যাকুল হইলাম। তিনি নিজনেত্র দ্বারা দর্শন করত স্বীয়তেজে আমাকে

পাংসুশোণিতদিগ্ধাঙ্গং শয়ানং শল্যবেধিতম্।
স মামুদ্বীক্ষ্য নেত্রাভ্যাং ত্রস্তমস্বস্থচেতনম্ ॥৩৭
ইত্যুবাচ বচঃ ক্রূরং দিধক্ষন্নিব তেজসা।
কিং তবাপকৃতং রাজন্ বনে নিবসতা ময়া ॥৩৮
জিহীর্ষুরম্ভো গুর্বর্থং যদহং তাড়িতস্ত্বয়া।
একেন খলু বাণেন মর্মণ্যভিহিতে ময়ি ॥৩৯
দ্বাবন্ধৌ নিহতৌ বৃদ্ধৌ মাতা জনয়িতা চ মে।
তৌ নূনং দুর্বলাবন্ধৌ মৎপ্রতীক্ষৌ পিপাসিতৌ ॥৪০
চিরমাশাং কৃতাং কষ্টাং তৃষ্ণাং সংধারয়িষ্যতঃ।
ন নূনং তপসো বাস্তি ফলযোগঃ শ্রুতস্য বা ॥৪১
পিতা যন্মাং ন জানীতে শয়ানং পতিতং ভুবি।
জানন্নপি চ কিং কুর্য্যাদশক্তশ্চাপরিক্রমঃ ॥৪২
ভিদ্যমানমিবাশক্তস্ত্রাতুমন্যো নগো নগম্।
পিতুস্ত্বমেব মে গত্বা শীঘ্রমাচক্ষ্ব রাঘব ॥৪৩
ন ত্বামনুদহেৎ ক্রুদ্ধো বনমগ্নিরিবৈধিতঃ।
ইয়মেকপদী রাজন্ যতো মে পিতুরাশ্রমঃ ॥৪৪
তং প্রসাদয় গত্বা ত্বং ন ত্বাং সংকুপিতঃ শপেৎ।
বিশল্যং কুরু মাং রাজন্মর্মমে নিশিতঃ শরঃ ॥৪৫
রুণদ্ধি মৃদু সোৎসেধং তীরমম্বুরয়ো যথা।
সশল্যঃ ক্লিশ্যতে প্রাণৈর্বিশল্যো বিনশিষ্যতি ॥৪৬
ইতি মামবিশচ্চিন্তা তস্য শল্যাপকর্ষণে।
দুঃখিতস্য চ দীনস্য মম শোকাতুরস্য চ ॥৪৭
লক্ষয়ামাস স ঋষিশ্চিন্তাং মুনিসুতস্তদা।
তপ্যমানং (ক) স মাং কৃচ্ছ্রাদুবাচ পরমার্থবিৎ ॥৪৮

দগ্ধ করিয়াই যেন অতিক্রুরবাক্যে বলিলেন,—রাজন্! আমি বনে বাস করিতেছি। এই অবস্থায় আমি আপনার কি অপকার করিয়াছি? আমি মাতা-পিতার জন্য জল লইতে আসিয়াছিলাম। আপনি আমাকে বাণের দ্বারা আঘাত করিলেন এবং একটি বাণের দ্বারা আমার মর্মদেশে আঘাত করিয়া আমাকে ও আমার বৃদ্ধ অন্ধ-মাতাপিতাকে নিহত করিলেন। তাঁহারা দুইজনেই অন্ধ ও দুর্বল এবং পিপাসার্ত হইয়া আমার প্রতীক্ষা করিতেছেন। তাঁহারা আমার প্রত্যাবর্তনের প্রত্যাশায় অতিকষ্টে তৃষ্ণা সহ্য করিয়া রহিয়াছেন। আমি মনে করি যে, আমার তপস্যা ও বেদাধ্যয়নের কোন ফলই নাই, যেহেতু আমি ভূপতিত হইয়া শয়ান রহিয়াছি, ইহা পিতা জানিতে পারিতেছেন না। আর, জানিলেই বা তিনি কি করিবেন? তিনি স্বয়ং বৃদ্ধত্ব-নিবন্ধন অশক্ত এবং অন্ধত্ব নিবন্ধন গমনে অসমর্থ। একটি বৃক্ষ ভিদ্যমান হইলে যেমন অন্যবৃক্ষ তাহাকে রক্ষা করিতে অসমর্থ হয়, আমার পিতাও আমাকে রক্ষা করিতে অসমর্থ। রাঘব! বায়ুবর্ধিত অগ্নি যেমন বনকে দগ্ধ করে, আমার পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া যে পর্য্যন্ত সেইরূপে আপনাকে দগ্ধ না করেন, তন্মধ্যেই আপনি আমার পিতার নিকট সত্বর যাইয়া এই সংবাদ প্রদান করুন। রাজন্! এই যে সংকীর্ণপথ দেখিতেছেন, এই পথে আমার পিতার আশ্রমে যাওয়া যায়।৩২-৪৪

আপনি সেখানে যাইয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করুন—যাহাতে তিনি কুপিত হইয়া আপনাকে অভিশাপ না দেন। রাজন্! আপনি আমার মর্মস্থান হইতে এই বাণ উদ্ধৃত করিয়া আমাকে শল্যহীন করুন। নদীবেগ যেমন উন্নত বালুকাময় তীরদেশকে পীড়া দেয়, সেইরূপ আপনার এই তীক্ষ্ণ শর আমার মর্মদেশে পীড়া দিতেছে। কৌশল্যে! তপস্বীর এইসকল বাক্য শ্রবণ করিলে পর শল্যমোচনবিষয়ে আমার মনে চিন্তা হইল যে, মর্মবিদ্ধ এই শল্য ইঁহাকে ভীষণ যাতনা দিতেছে, কিন্তু এই শল্য উদ্ধৃত করিলে ইনি এখনই প্রাণত্যাগ করিবেন। আমি দুঃখিত দীনভাবাপন্ন ও শোকে ব্যাকুল হইয়া চিন্তা করিতেছি। মুনিতনয় সেই ঋষি তাহা লক্ষ্য করিলেন। পরমার্থতত্ত্বজ্ঞ বিকৃত-দেহ অবসন্ন চেষ্টাশূন্য মুনিকুমার আমাকে অতিশয় কাতর দেখিয়া অতিকষ্টে বলিলেন,—রাজন্! আমি ধৈর্য্যের দ্বারা শোকনিরোধ করিয়া স্থিরচিত্ত হইতেছি। আপনি ব্রহ্মহত্যাজনিত সন্তাপ হৃদয় হইতে দূর করুন। রাজন্! আমি দ্বিজাতি নহি। আপনার মনে ব্রহ্মহত্যার আশঙ্কা যেন না হয়। নরাধিপ! আমি

পাঠান্তর :—(ক) তাম্যমানং—।

সীদমানো বিবৃত্তাঙ্গোঽচেষ্টমানো গতঃ ক্ষয়ম্ ।
সংস্তভ্য শোকং ধৈর্য্যেণ স্থিরচিত্তো ভবাম্যহম্ ॥৪৯
ব্রহ্মহত্যাকৃতং তাপং হৃদয়াদপনীয়তাম্ ।
ন দ্বিজাতিরহং রাজন্ মা ভূত্তে মনসো ব্যথা ॥৫০
শূদ্রায়ামস্মি বৈশ্যেন জাতো নরবরাধিপ ।
ইতীব বদতঃ কৃচ্ছাদ্ বাণাভিহতমর্ম্মণঃ ॥৫১
বিঘূর্ণতো বিচেষ্টস্য বেপমানস্য ভূতলে ।
তস্য ত্বাতাম্যমানস্য তং বাণমহমুদ্ধরম্ ॥
সমামুদ্বীক্ষ্য সন্ত্রস্তো জহৌ প্রাণাংস্তপোধনঃ ॥৫২
জলার্দ্রগাত্রং তু বিলপ্য কৃচ্ছ্রং
মর্ম্মব্রণং সন্ততমুচ্ছ্বসন্তম্ ।
ততঃ সরয্বাং তমহং শয়ানং
সমীক্ষ্য ভদ্রে সুভৃশং বিষণ্ণঃ ॥৫৩
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে ত্রিষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥

বৈশ্যের ঔরসে শূদ্রাণীর গর্ভে জন্মিয়াছি। মর্ম্মস্থানে বাণবিদ্ধ চেষ্টারহিত কম্পিত ভূলুণ্ঠিত মুনিকুমার অতিকষ্টে এই পর্য্যন্ত বলিলে আমি অতিব্যথিত ঐ তাপসের বক্ষ হইতে শল্য উদ্ধৃত করিলাম। তিনি অতিভীত হইয়া আমার দিকে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিলেন। ভদ্রে! সরয়ূজলে সিক্তদেহ মর্ম্মবিদ্ধ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগকারী ঋষিকুমার কষ্টে বিলাপ করিয়া নদীতীরে শেষশয্যায় শয়ন করিলেন। তাঁহাকে ঐরূপে শয়ান দেখিয়া আমি অতিশয় বিষণ্ণ হইয়া পড়িলাম।৪৫-৫৩

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ত্রিষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত

চতুঃষষ্টিতমঃ সর্গঃ

[মুনিকুমারস্য জীবননাশেন রাজ্ঞো দশরথস্য ব্যাকুলতা, দশরথমুখাৎ পুত্রবধবার্ত্তামাকর্ণ্য বৃদ্ধমাতাপিত্রোর্বিলাপঃ, মৃতপুত্রেণ মুনিনা দশরথায় শাপদানম্, কৌসল্যাসমীপে এবং স্বীয়বৃত্তান্তং জ্ঞাপয়তো দশরথস্য পুত্রশোকেন প্রাণত্যাগশ্চ ।]

বধমপ্রতিরূপং তু মহর্ষেস্তস্য রাঘবঃ ।
বিলপন্নেব ধর্ম্মাত্মা কৌসল্যামিদমব্রবীৎ ॥১
তদজ্ঞানান্মহৎ পাপং কৃত্বা সংকুলিতেন্দ্রিয়ঃ ।
একস্ত্বচিন্তয়ং বুদ্ধ্যা কথং নু সুকৃতং ভবেৎ ॥২
ততস্তং ঘটমাদায় পূর্ণং পরমবারিণা ।
আশ্রমং তমহং প্রাপ্য যথাখ্যাত পথং গতঃ ॥৩
তত্রাহং দুর্ব্বলাবন্ধৌ বৃদ্ধাবপরিনায়কৌ ।
অপশ্যং তস্য পিতরৌ লূনপক্ষাবিব দ্বিজৌ ॥৪

চতুঃষষ্টিতম সর্গ

[মুনিকুমারের জীবননাশে রাজা দশরথের ব্যাকুলতা, তাঁহার মুখে পুত্রনিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া বৃদ্ধ মাতা-পিতার বিলাপ, মৃতপুত্র মুনি কর্তৃক দশরথকে শাপদান এবং কৌশল্যার নিকট এইরূপ নিজ বৃত্তান্ত বলিতে বলিতে পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ।]

ধর্ম্মাত্মা মহারাজ দশরথ সেই মহর্ষির বিসদৃশ হত্যা-বিবরণ স্মরণ করিয়া বিলাপ করিতে করিতে কৌশল্যাকে বলিলেন,—দেবি! আমি অজ্ঞানবশতঃ এইরূপ মহাপাপ করিয়া অতিশয় ব্যাকুলচিত্ত হইলাম এবং একাকীই মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলাম যে, কিরূপে আমার মঙ্গল হইবে। অনন্তর আমি স্বচ্ছ-জলপূর্ণ ঘটটি লইয়া ঋষিকুমার-কথিত পথে সেই আশ্রমে গমন করিলাম। সেখানে পক্ষহীন পক্ষীর ন্যায় উত্থানশক্তিশূন্য বৃদ্ধ অন্ধদম্পতীকে দেখিলাম। ইঁহারাই ঐ মুনিকুমারের মাতা-পিতা। ইঁহাদের অন্য কেহ রক্ষক নাই। পুত্র জল লইয়া আসিতেছে—এই আশা যদিও আমি চিরবিনষ্ট করিয়াছি, তথাপি তাঁহারা সেই আশায় অনাথের মত উপবেশন করিয়া পুত্রের কথা আলোচনা করিতেছেন এবং তাহাতে পরিশ্রম বোধ করিতেছেন না।১-৫

তন্নিমিত্তাভিরাসীনৌ কথাভিরপরিশ্রমৌ।
তামাশাং মৎকৃতে হীনাবুপাসীনাবনাথবৎ ॥৫
শোকোপহতচিত্তশ্চ ভয়সন্ত্রস্তচেতনঃ।
তচ্চাশ্রমপদং গত্বা ভূয়ঃ শোকমহং গতঃ ॥৬
পদশব্দং মে শ্রুত্বা মুনির্বাক্যমভাষত।
কিং চিরায়সি মে পুত্র পানীয়ং ক্ষিপ্রমানয় ॥৭
যন্নিমিত্তমিদং তাত সলিলে ক্রীড়িতং ত্বয়া।
উৎকণ্ঠিতা তে মাতেয়ং প্রবিশ ক্ষিপ্রমাশ্রমম্ ॥৮
যদ্ব্যলীকং কৃতং পুত্র মাত্রা তে যদি বা ময়া।
ন তন্মনসি কর্তব্যং ত্বয়া তাত তপস্বিনা ॥৯
ত্বং গতিস্ত্বগতীনাঞ্চ চক্ষুস্ত্বং হীনচক্ষুষাম্।
সমাসক্তাস্ত্বয়ি প্রাণাঃ কথং ত্বং নাভিভাষসে ॥১০
মুনিমব্যক্তয়া বাচা তমহং সজ্জমানয়া।
হীনব্যঞ্জনয়া প্রেক্ষ্য ভীতচিত্ত ইবাব্রুবম্ ॥১১
মনসঃ কর্ম চেষ্টাভিরভিসংস্তভ্য বাগ্‌বলম্।
আচচক্ষে ত্বহং তস্মৈ পুত্রব্যসনজং ভয়ম্ ॥১২
ক্ষত্রিয়োহহং দশরথো নাহং পুত্রো মহাত্মনঃ।
সজ্জনাবমতং দুঃখমিদং প্রাপ্তং স্বকর্মজম্ ॥১৩
ভগবংশ্চাপহস্তোহহং সরযূতীরমাগতঃ।
জিঘাংসুঃ শ্বাপদং কিঞ্চিন্নিপানে বাগতং গজম্ ॥১৪
ততঃ শ্রুতো ময়া শব্দো জলে কুম্ভস্য পূর্য্যতঃ।
দ্বিপোহয়মিতি মত্বাহং বাণেনাভিহতো ময়া ॥১৫
গত্বা তস্যাস্ততস্তীরমপশ্যমিষুণা হৃদি।
বিনির্ভিন্নং গতপ্রাণং শয়ানা ভুবি তাপসম্ ॥১৬
(ভগবঞ্ছব্দমালক্ষ্য ময়া গজজিঘাংসুনা।
বিসৃষ্টোহম্ভসি নারাচস্ততস্তে নিহতঃ সুতঃ ॥)
ততস্তস্যৈব বচনাদুপেত্য পরিতপ্যতঃ।
স ময়া সহসা বাণ উদ্ধৃতো মর্মতস্তদা ॥১৭

আমি মুনিকুমারের অবস্থায় শোকাকুলচিত্ত ও ভয়-বিহ্বলতায় প্রায় চৈতন্যশূন্য হইয়া পড়িয়াছিলাম। সেই আশ্রমে যাইয়া আমি শোকে অতিশয় কাতর হইলাম। ঐ অন্ধমুনি আমার পদশব্দ শুনিয়া বলিলেন,—বৎস! তুমি এত বিলম্ব করিলে কেন? শীঘ্র জল আনয়ন কর। তুমি যাঁহার জন্য জল আনিতে যাইয়া জল-ক্রীড়া করিতেছিলে, তোমার সেই মাতা অত্যন্ত উৎকণ্ঠিতা হইয়াছেন। তুমি শীঘ্র আশ্রমে প্রবেশ কর। পুত্র! তুমি ত তপস্বী। তোমার মাতা কিংবা আমি যদি তোমার কোনরূপ অপ্রিয়কার্য্য করিয়া থাকি, তাহা তুমি মনে স্থান দিও না। আমাদের তুমিই গতি ও চক্ষু, যেহেতু আমরা গতিহীন ও অন্ধ। আমাদের প্রাণ তোমাতেই নির্ভরশীল। বৎস! তুমি কথা বলিতেছ না কেন?৬-১০

সেই অন্ধমুনি এইভাবে অপরিস্ফুট স্খলিত ও গদ্‌গদবাক্যে পিপাসাকাতরস্বরে বলিতে থাকিলে আমি অতিশয়ভীতচিত্ত হইয়া তাঁহাকে বলিতে উদ্যত হইলাম। আমি বিশেষ চেষ্টার দ্বারা মনোভাব গোপন করিয়া বাক্যসংযমপূর্বক তাঁহাকে বলিলাম,—ভগবন! আমি ক্ষত্রিয়, আমার নাম দশরথ। মহাত্মন্! আমি আপনার পুত্র নহি। সাধুজনগর্হিত স্বকর্মজনিত দুঃখ আমার ও আপনার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ভগবন্! জলপান করিবার জন্য নিপানে (ঘাটে) সমাগত হস্তী কিংবা অন্য হিংস্রজন্তুকে নিহত করিবার ইচ্ছায় আমি ধনুর্বাণহস্তে সরযূতীরে আসিয়াছিলাম। অনন্তর সেখানে জলমধ্যে কুম্ভপূরণশব্দ শুনিতে পাইলাম। শব্দ শুনিয়া হস্তী সমাগত হইয়াছে মনে করিয়া তাহাকে আমি বাণের দ্বারা নিহত করিলাম।১১-১৫

পরে সরযূনদীর সেইস্থানে যাইয়া দেখিলাম যে, একজন তাপস মৃতপ্রায় হইয়া ভূতলে শয়ান রহিয়াছেন। আমার শরে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে। (ভগবন্! হস্তীকে নিহত করিবার জন্য সেই শব্দকে লক্ষ্য করিয়া যে বাণ জলের দিকে নিক্ষেপ করিয়াছিলাম, তাহাতেই আপনার পুত্র নিহত হইয়াছে)। আমি বাণ-বিদ্ধ অবস্থায় তাঁহাকে পরিতাপ করিতে দেখিয়া নিকটে গমন করিলাম এবং তাঁহার কথামত মর্মস্থান হইতে সহসা সেই বাণ উদ্ধৃত করিলাম। ভগবন্! সেই বাণ

স চোদ্ধৃতেন বাণেন সহসা স্বর্গমাস্থিতঃ।
ভগবন্তাবুভৌ শোচন্নন্ধাবিতি বিলপ্য চ ॥১৮
অজ্ঞানাদ্ভবতঃ পুত্রঃ সহসাভিহতো ময়া।
শেষমেবং গতে যৎ স্যাত্তৎ প্রসীদতু মে মুনিঃ ॥১৯
স তচ্ছ্রুত্বা বচঃ ক্রূরং ময়া তদঘশংসিনা।
নাশকত্তীব্রমায়াসং স কর্তুং ভগবানৃষিঃ ॥২০
সবাষ্পপূর্ণবদনো নিঃশ্বসঞ্ছোকমূর্চ্ছিতঃ।
মামুবাচ মহাতেজাঃ কৃতাঞ্জলিমুপস্থিতম্ ॥২১
যদ্যেতদশুভং কর্ম্ম ন স্ম মে কথয়েঃ স্বয়ম্।
ফলেন্মূর্ধা স্ম তে রাজন্ সদ্যঃ শতসহস্রধা ॥২২
ক্ষত্রিয়েণ বধো রাজন্ বানপ্রস্থে বিশেষতঃ।
জ্ঞানপূর্বং কৃতং স্থানাচ্চ্যাবয়েদপি বজ্রিণম্ ॥২৩
সপ্তধাতু ভবেন্মূর্ধা মুনৌ তপসি তিষ্ঠতি।
জ্ঞানাদ্ বিসৃজতঃ শস্ত্রং তাদৃশে ব্রহ্মবাদিনি ॥২৪
অজ্ঞানাদ্ধি কৃতং যস্মাদিদং তে তেন জীবসে।
অপি হ্যকুশলং ন স্যাদ্ রাঘবাণাং কুতো ভবান্ ॥২৫
নয় নৌ নৃপ তং দেশমিতি মাং চাভ্যভাষত।
অদ্য তং দ্রষ্টুমিচ্ছাবঃ পুত্রং পশ্চিমদর্শনম্ ॥২৬
রুধিরেণাবসিক্তাঙ্গং প্রকীর্ণাজিনবাসসম্।
শয়ানং ভুবি নিঃসংজ্ঞং ধর্মরাজবশং গতম্ ॥২৭
অথাহমেকস্তং দেশং নীত্বা তৌ ভৃশদুঃখিতৌ।
অস্পর্শয়মহং পুত্রং তং মুনিং সহ ভার্য্যয়া ॥২৮
তৌ পুত্রমাত্মনঃ স্পৃষ্ট্বা তমাসাদ্য তপস্বিনৌ।
নিপেততুঃ শরীরেঽস্য পিতা চৈনমুবাচ হ ॥২৯
নাভিবাদয়সে মাঽদ্য ন চ মামভিভাষসে।
কিঞ্চ শেষে তু ভূমৌ ত্বং বৎস কিং কুপিতো হ্যসি ॥৩০
নত্বহং তেঽপ্রিয়ঃ পুত্র মাতরং পশ্য ধার্মিকীম্।
কিঞ্চ নালিঙ্গসে পুত্র সুকুমারবচো বদ ॥৩১
কস্য বা পররাত্রেঽহং শ্রোষ্যামি হৃদয়ঙ্গমম্।
অধীয়ানস্য মধুরং শাস্ত্রং বান্যদ্বিশেষতঃ ॥৩২
কো মাং সন্ধ্যামুপাস্যৈব স্নাত্বা হুতহুতাশনঃ।
শ্লাঘয়িষ্যত্যুপাসীনঃ পুত্রশোকভয়াদিতম্ ॥৩৩

উদ্ধৃত হওয়ায় তিনি তৎক্ষণাৎ স্বর্গে গমন করিলেন। প্রাণত্যাগের পূর্বে "আপনারা উভয়েই অন্ধ, আপনাদের কি দশা হইবে" এইরূপে বিলাপ করিতেছিলেন। মুনিবর! আমি অজ্ঞানবশতঃ সহসা আপনার পুত্রকে নিহত করিয়াছি। যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে, এক্ষণে আমার এই কার্য্যে যাহা কর্তব্য তাহা করুন। আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। কৌশল্যে! আমি স্বকৃতপাপকার্য্য তাঁহার নিকট বলিলাম। আমার এইরূপ অতিদারুণ কথা শুনিয়া ভগবান্ মুনি আমাকে কঠোর শাপ দিতে পারিলেন না।১৬-২০

আমি কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহার নিকট অবস্থান করিতে থাকিলে সেই ঋষি অশ্রুপ্লাবিতবদনে শোকাকুল হইয়া দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে আমাকে বলিলেন,—রাজন্! যদি তুমি স্বয়ং আসিয়া আমাকে এই অশুভ সংবাদ প্রদান না করিতে, তাহা হইলে এখনই তোমার মস্তক শতসহস্রখণ্ডে বিদীর্ণ হইয়া যাইত। রাজন্! বানপ্রস্থধর্মাবলম্বীকে যদি কোন ক্ষত্রিয় জ্ঞানপূর্বক নিহত করে, তাহা হইলে যে পাতক হয়, তাহার দ্বারা ইন্দ্রতুল্যব্যক্তিও স্থানচ্যুত হয়। আমার পুত্রের ন্যায় ব্রহ্মবাদী তপস্বী মুনির উপর জ্ঞানপূর্বক শরনিক্ষেপ করিলে নিক্ষেপকারীর মস্তক সপ্তধা বিদীর্ণ হয়। তুমি অজ্ঞানবশতঃ এই কার্য্য করিয়াছ, সেইজন্য এখন জীবিত আছ। জ্ঞানপূর্বক এই কার্য্য করিলে তোমার কথা কি বলিব, এতক্ষণে রঘুবংশই নির্ম্মূল হইয়া যাইত।২১-২৫

এইরূপ বলিয়া মুনি আমাকে বলিলেন,—রাজন্! তুমি আমাদিগকে সেইস্থানে লইয়া চল। আমরা এক্ষণে রক্তপ্লাবিতশরীর অজিনবসনশূন্য সংজ্ঞারহিত ভূলুণ্ঠিত যমবশীভূত মৃতপুত্রকে দেখিতে ইচ্ছা করি। তখন আমি একাকীই ভার্য্যাসহিত সেই মুনিকে সেইস্থানে লইয়া গেলাম এবং অতিদুঃখিত মাতা-পিতাকে পুত্রের শরীর স্পর্শ করাইলাম। তাপসদম্পতী মৃতপুত্রের নিকটবর্তী হইয়া এবং তাহাকে স্পর্শ করিয়া উভয়েই

দ্বিতীয় বর্ষ, বৈশাখ, ১৩৭১]
[একাদশ সংখ্যা—চান্দনীযাত্রা

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথ-প্রবর্তিত।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভ মূল্যে দেওয়া সম্ভব হইয়াছে।

*   *   *

যুগ্ম-সম্পূজক—
মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য
শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫·০০ টাকা]
[প্রতি সংখ্যা ১·৫০ টাকা

স্বত্বাধিকারী ঃ—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(জয়গুরু সম্প্রদায়)

সহ-সম্পাদকসঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ

শ্রীনারায়ণগোস্বামী ন্যায়াচার্য্য

শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক বেদ-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্ত্তৃক শ্রীসীতারাম-বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭/৩, পি, ডব্লিউ, ডি রোড, কলিকাতা—৩৫ হইতে প্রকাশিত
৩ ১৫বি, রায়বাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬ ইন্দু-নারায়ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে মুদ্রাপিত
১৫ই বৈশাখ, ১৩৭০।

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রময় মাসিক পত্র। প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ।

২। এই মাসিকপত্রে শ্রীরামায়ণ-শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীমহাভারত-শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ইত্যাদি যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। ইহার বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারত ও পাকিস্থানে সডাক ১৫.০০, প্রতি সংখ্যা ১.৫০ নঃ পঃ মাত্র: অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০.০০, প্রতি সংখ্যা ২.০০ মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

৪। প্রতি বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ইহার একটি সংখ্যা প্রকাশিত হইবামাত্র গ্রাহকগণের নিকট পাঠান হয়। বাংলা মাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে উক্ত সংখ্যা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ লইয়া চতুর্থ সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতা কার্য্যালয়ে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

ঠিকানা-পরিবর্ত্তন পূর্ববর্ত্তী বাংলা মাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৫। মাসিক পত্র, বিজ্ঞাপন প্রভৃতি সংক্রান্ত যাবতীয় পত্রাদি এবং অর্থাদি "সম্পাদক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬" এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

মনি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকের নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে অবশ্যই লিখিতে হইবে।

৬। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয়, কিন্তু প্রয়োজন না মনে করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে গ্রাহকগণকে জবাবী পত্র অবশ্যই দিতে হইবে।

৭। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে, কার্য্যালয়ে আসিয়া বা ডাকযোগ ব্যতীত অন্যকোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৮। উল্লিখিত ৪-৭ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পত্র-পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

৯। অনিবার্য্যকারণবশতঃ যে সংখ্যা প্রকাশে বিলম্ব ঘটিয়াছে, তাহা যথাসম্ভব সত্বর প্রকাশের চেষ্টা চলিতেছে। তৎসম্পর্কে উক্ত নিয়মাবলী যথাসময়ে প্রযুজ্য বলিয়া গণ্য হইবে।

১০। এই আর্য্যশাস্ত্রের প্রথমবর্ষে মন্বাদি বিংশতি সংহিতা ও অন্যান্য দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীঠাকুর আর্য্যশাস্ত্রের বহুল প্রচার-কামনায় তাহার বার্ষিক মূল্য ১৫.০০ টাকার স্থলে ১০.০০ টাকা করিয়া দিয়াছেন।

সম্পূজক—**আর্য্যশাস্ত্র**

শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।৩, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, আলমবাজার।
কলিকাতা—৩৫

৺৭শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

পুষ্করমঠ
ভরতপুর-কুঞ্জ
গৌঘাট
৮।৫।৭০

যে মায়েরা বাবারা একে (ওঙ্কারকে) সত্যসত্য ভালবাসে, তারা নিত্য আর্য্যশাস্ত্র প'ড়্‌বে ও প্রাণপণে আর্য্যশাস্ত্র প্রচারের চেষ্টা ক'র্‌বে। আর্য্যশাস্ত্রের সেবায় জগতের মহাকল্যাণ সাধিত হবেই হবে।

ওঙ্কার

কন্দমূলফলং হৃত্বা যো মাং প্রিয়মিবাতিথিম্ ।
ভোজয়িষ্যত্যকর্মণ্যমপ্রগ্রহমনায়কম্ ॥৩৪
ইমামন্ধাঞ্চ বৃদ্ধাঞ্চ মাতরং তে তপস্বিনীম্ ।
কথং পুত্র ভরিষ্যামি কৃপণাং পুত্রগর্ধিনীম্ ॥৩৫
তিষ্ঠ মা মা গমঃ পুত্র যমস্য সদনং প্রতি ।
শ্বো ময়া সহ গন্তাসি জনন্যা চ সমেধিতঃ ॥৩৬
উভাবপি চ শোকার্তাবনাথৌ কৃপণৌ বনে ।
ক্ষিপ্রমেব গমিষ্যাবস্ত্বয়া হীনৌ যমক্ষয়ম্ ॥৩৭
ততো বৈবস্বতং দৃষ্ট্বা তং প্রবক্ষ্যামি ভারতীম্ ।
ক্ষমতাং ধর্মরাজো মে বিভৃয়াৎ পিতরাবয়ম্ ॥৩৮
দাতুমর্হতি ধর্মাত্মা লোকপালো মহাযশাঃ ।
ঈদৃশস্য মমাক্ষয্যামেকামভয়দক্ষিণাম্ ॥৩৯

অপাপোঽসি যথা পুত্র নিহতঃ পাপকর্মণা ।
তেন সত্যেন গচ্ছাশু যে লোকাঃ শস্ত্রযোধিনাম্(ক)॥৪০
যাং হি শূরা গতিং যান্তি সংগ্রামেষ্বনিবর্তিনঃ ।
হতাস্ত্বভিমুখাঃ পুত্র গতিং তাং পরমাং ব্রজ ॥৪১
যাং গতিং সগরঃ শৈব্যো দিলীপো জনমেজয়ঃ ॥
নহুষো ধুন্ধুমারশ্চ প্রাপ্তাস্তাং গচ্ছ পুত্রক ॥৪২
যাঃ গতিঃ সর্বভূতানাং স্বাধ্যায়াত্তপসশ্চ যাঃ।
ভূমিদস্যাহিতাগ্নেশ্চ একপত্নীব্রতস্য চ ॥৪৩
গোসহস্রপ্রদাতৄণাং গুরুসেবাভৃতামপি ।
দেহন্যাসকৃতাং যা চ তাং গতিং গচ্ছ পুত্রক ॥৪৪
ন হি ত্বস্মিন্ কুলে জাতো গচ্ছত্যকুশলাং গতিম্ ।
স তু যাস্যতি যেন ত্বং নিহতো মম বান্ধবঃ ॥৪৫

মৃতশরীরের উপর পতিত হইলেন। পরে বৃদ্ধ পিতা পুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন--বৎস! আমি তোমার নিকট আসিয়াছি, অথচ তুমি আমাকে অভিবাদন করিতেছ না। আমার সহিত কথাও বলিতেছ না। কিজন্য তুমি ভূতলে শয়ন করিয়াছ? তুমি কি আমার প্রতি কুপিত হইয়াছ?২৬-৩০

পুত্র! আমি হয়ত তোমার অপ্রিয় হইয়াছি, কিন্তু তোমার ধর্মরতা মাতাকে অবলোকন কর। বৎস! তুমি কিজন্য আলিঙ্গন করিতেছ না? তুমি সুমধুর বাক্যে আমাদের সহিত কথা বল। এক্ষণে আমি রাত্রিশেষে অধ্যয়নকারী কোন্ ব্যক্তির নিকট অতি-সুমধুর মনোহর শাস্ত্রপাঠ শ্রবণ করিব? বৎস! প্রাতঃ-স্নান করত সন্ধ্যা ও অগ্নিহোত্র সমাপন করিয়া কে আমার নিকট উপবিষ্ট হইবে এবং শোক ও ভয়ে আকুল হইলে আমাকে আহ্লাদিত করিবে? আমি অন্ধ হওয়ায় অকর্মণ্য হইয়া পড়িয়াছি, সেইজন্য জীবিকা-নির্বাহে সামর্থ্যশূন্য হইয়াছি। তুমি ভিন্ন আমার দ্বিতীয় পালক নাই। এই অবস্থায় এক্ষণে ফল-মূল সংগ্রহ করিয়া প্রিয় অতিথির মত কে আমাকে ভোজন করাইবে? আর তোমার এই জননী দৃষ্টিশক্তিরহিতা ও বৃদ্ধা। পুত্রের প্রতি ইঁহার মমতা অতিশয় অধিক। এই তপস্বিনী দুঃখিনীকে আমি কিরূপে পালন করিব?৩১-৩৫

অতএব বৎস! তুমি এখানেই থাক। যমালয়ে যাইও না। যদি যাইতে হয়, তাহা হইলে কিছু সময় অপেক্ষা কর। আগামী কল্য আমার ও ত্বদীয়-জননীর সহিতই গমন করিও। আমরা উভয়েই এই বনে অনাথ, দুঃখিত ও শোকাতুর। তুমি না থাকিলে আমরা অতি সত্বরই যমালয়ে গমন করিব। সেখানে গমন করিয়া সূর্যতনয় যমকে বলিব যে—ধর্মরাজ! আপনি আমার পুত্রশোকহেতুভূত দোষ ক্ষমা করুন। আমার এই পুত্র পিতা-মাতাকে পালন করুক। আমি বৃদ্ধ, অন্ধ ও অনাথ বলিয়া ধার্মিক মহাযশস্বী লোকপাল যমরাজ নিশ্চয়ই আমাকে এই অক্ষয় অভয়দান করিবেন। বৎস! তুমি পাপহীন হইয়াও এই পাপাচারীর হস্তে যখন নিহত হইয়াছ, তখন তুমি অবশ্যই সত্যপ্রভাবে সেই লোকে গমন কর—যেখানে অস্ত্রযোধী বীরগণ গমন করেন।৩৬-৪০

যাহারা পলায়ন না করিয়া সম্মুখযুদ্ধে নিহত হয়, সেই সকল বীর যে গতি লাভ করেন, তুমি সেই শ্রেষ্ঠগতি লাভ কর। বৎস! সগর, শিবিতনয়, দিলীপ, জনমেজয়, নহুষ ও ধুন্ধুমার যে গতিলাভ করিয়াছেন,

পাঠান্তর :—(ক) — যে লোকাস্ত্রযোধিনাম্।

এবং স কৃপণং তত্র পর্য্যদেবয়তাসকৃৎ।
ততোঽস্মৈ (ক) কর্ত্তুমুদকং প্রবৃত্তঃ সহ ভার্য্যয়া ॥৪৬
স তু দিব্যেন রূপেণ মুনিপুত্রঃ স্বকর্মভিঃ।
স্বর্গমধ্যারুহৎ ক্ষিপ্রং শক্রেণ সহ ধর্মবিৎ ॥৪৭
আবভাষে চ তৌ বৃদ্ধৌ শক্রেণ সহ তাপসঃ।
আশ্বস্য চ মুহূর্ত্তং তু পিতরং বাক্যমব্রবীৎ ॥৪৮
স্থানমস্মি মহৎ প্রাপ্তো ভবতোঃ পরিচারণাৎ।
ভবন্তাবপি চ ক্ষিপ্রং মম মূলমুপৈষ্যথঃ ॥৪৯
এবমুক্ত্বা তু দিব্যেন বিমানেন বপুষ্মতা।
আরুরোহ দিবং ক্ষিপ্রং মুনিপুত্রো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥৫০
স কৃত্বাথোদকং তূর্ণং তাপসঃ সহ ভার্য্যয়া।
মামুবাচ মহাতেজাঃ কৃতাঞ্জলিমুপস্থিতম্ ॥৫১
অদ্যৈব জহি মাং রাজন্ মরণে নাস্তি মে ব্যথা।
যঃ শরেণৈকপুত্রং মাং ত্বমকার্ষীরপুত্রকম্ ॥৫২
ত্বয়াপি চ যদজ্ঞানান্নিহতো মে স বালকঃ।
তেন ত্বামপি শপ্স্যেঽহং সুদুঃখমতিদারুণম্ ॥৫৩
পুত্রব্যসনজং দুঃখং যদেতন্মম সাম্প্রতম্।
এবং ত্বং পুত্রশোকেন রাজন্ কালং করিষ্যসি ॥৫৪
অজ্ঞানাত্তু হতো যস্মাৎ ক্ষত্রিয়েণ ত্বয়া মুনিঃ।
তস্মাত্ত্বাং নাবিশত্যাশু ব্রহ্মহত্যা নরাধিপ ॥৫৫
ত্বামপ্যেতাদৃশো ভাবঃ ক্ষিপ্রমেব গমিষ্যতি।
জীবিতান্তকরো ঘোরো দাতারমিব দক্ষিণাম্ ॥৫৬
এবং শাপং ময়ি ন্যস্য বিলপ্য করুণং বহু।
চিতামারোপ্য দেহং তন্মিথুনং স্বর্গমভ্যয়াৎ ॥৫৭
তদেতচ্চিন্তয়ানেন স্মৃতং পাপং ময়া স্বয়ম্।
তদা বাল্যাৎ কৃতং দেবি শব্দবেধ্যনুকর্ষিণা ॥৫৮

তুমি সেই গতি লাভ কর। নিয়তবেদাধ্যয়ন ও তপস্যা করিলে অধ্যয়নশীল তপস্বীর যে গতি হয়, তোমার সেই গতি হউক। ভূমিদানকারী, প্রত্যহ অগ্নিহোত্রকারী, একপত্নীরত-ব্যক্তি, সহস্রধেনুদাতা, গুরুসেবাপরায়ণ ও স্বেচ্ছায় সৎকার্য্যে দেহত্যাগকারী—ইঁহাদের যে গতি লাভ হয়, তুমি সেই গতি লাভ কর। এই তপস্বীর বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া কেহই অশুভগতি প্রাপ্ত হয় নাই। তুমি আমার একমাত্র বান্ধব। যে তোমাকে নিহত করিয়াছে, সেই ব্যক্তি অশুভগতি প্রাপ্ত হইবে।৴১-৪৫

কৌশল্যে! সেই মুনি বারংবার এইরূপ বিলাপ করিয়া ভার্য্যার সহিত পুত্রের উদকক্রিয়া করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই সময় ধর্মবিৎ মুনিকুমার নিজ-কর্মবলে দিব্যদেহ ধারণ করিয়া অতিসত্বর ইন্দ্রের সহিত স্বর্গে গমন করিতে উদ্যত হইলেন এবং ইন্দ্রের সহিত তিনি বৃদ্ধ মাতা-পিতাকে আশ্বস্ত করিয়া পিতাকে বলিলেন,—পিতৃদেব! আপনাদের উভয়ের পরিচর্য্যা করার জন্য আমি উত্তমগতি প্রাপ্ত হইলাম। আপনারাও অতিশীঘ্রই আমার নিকটে গমন করিবেন। পিতাকে এইরূপ বলিয়া দিব্য সুশোভন বিশালবিমানে করিয়া জিতেন্দ্রিয় মুনিতনয় সত্বর স্বর্গে আরোহণ করিলেন।৪৬-৫০

অনন্তর সেই মহাতেজস্বী তাপস ভার্য্যার সহিত অতিসত্বর পুত্রের তর্পণ-ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া আমাকে বলিলেন,—রাজন্! তুমি এখনই আমাকে বধ কর। মৃত্যুতে আমার আর ব্যথা নাই। আমার একটি মাত্র পুত্র ছিল। তুমি বাণের দ্বারা তাহাকে নিহত করিয়া আমাকে পুত্রহীন করিলে। তুমি অজ্ঞানবশতঃ আমার পুত্রকে নিহত করিয়াছ বলিয়া সদ্য ভস্মসাৎ না করিয়া আমি তোমাকে দুঃখজনক অতিদারুণ অভিশাপ প্রদান করিতেছি। রাজন্! এক্ষণে আমার যেমন পুত্র-বিয়োগজনিত দুঃখ হইতেছে, এইরূপ পুত্রশোকেই তুমি মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। তুমি ক্ষত্রিয় এবং অজ্ঞানবশতঃই ঋষিকে হত্যা করিয়াছ। এইজন্য ব্রহ্মহত্যা তোমাকে গ্রাস করিতেছে না।৫১-৫৫

নরবর! দাতা ব্যক্তি যেমন দক্ষিণাদানের ফল অবশ্যই প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ অচিরেই তুমি এই কার্য্যের ফলে প্রাণান্তকর ভয়ানক অবস্থা অবশ্যই প্রাপ্ত হইবে। কৌশল্যে! আমাকে এইভাবে অভিশাপ প্রদান করিয়া এবং করুণস্বরে বহু বিলাপ করিয়া সেই মুনি-

পাঠান্তর:—(ক) তথোক্ত্বা—।

তস্যায়ং কর্মণো দেবি বিপাকঃ সমুপস্থিতঃ।
অপথ্যৈঃ সহ সম্ভুক্তে ব্যাধিরন্নরসে যথা ॥৫৯
তস্মান্মামাগতং ভদ্রে তস্যোদারস্য তদ্বচঃ।
ইত্যুক্ত্বা স রুদংস্ত্রস্তো ভার্য্যামাহ তু ভূমিপঃ ॥৬০
যদহং পুত্রশোকেন সন্ত্যজিষ্যামি জীবিতম্।
চক্ষুর্ভ্যাং ত্বাং ন পশ্যামি কৌসল্যে ত্বং হি মাং স্পৃশ॥৬১
যমক্ষয়মনুপ্রাপ্তা দ্রক্ষ্যন্তি ন হি মানবাঃ।
যদি মাং সংস্পৃশেদ্ রামঃ সকৃদন্বারভেত বা ॥৬২
ধনং বা যৌবরাজ্যং বা জীবেয়মিতি মে মতিঃ।
ন তন্মে সদৃশং দেবি যন্ময়া রাঘবে কৃতম্ ॥৬৩
সদৃশং তত্তু তস্যৈব যদনেন কৃতং ময়ি।
দুর্বৃত্তমপি কঃ পুত্রং ত্যজেদ্ভুবি বিচক্ষণঃ ॥৬৪
কশ্চ প্রব্রাজ্যমানো বা নাসূয়েৎ পিতরং সুতঃ।
চক্ষুষা ত্বাং ন পশ্যামি স্মৃতির্মম বিলুপ্যতে ॥৬৫
দূতা বৈবস্বতস্যৈতে কৌসল্যে ত্বরয়ন্তি মাম্।
অতস্তু কিং দুঃখতরং যদহং জীবিতক্ষয়ে ॥৬৬
ন হি পশ্যামি ধর্মজ্ঞং রামং সত্যপরাক্রমম্।
তস্যাদর্শনজঃ শোকঃ সুতস্যাপ্রতিকর্মণঃ ॥৬৭
উচ্ছোষয়তি বৈ প্রাণান্ বারি স্তোকমিবাতপঃ।
ন তে মনুষ্যা দেবাস্তে যে চারুশুভকুণ্ডলম্ ॥৬৮
মুখং দ্রক্ষ্যন্তি রামস্য বর্ষে পঞ্চদশে পুনঃ।
পদ্মপত্রেক্ষণং সুভ্রু সুদংষ্ট্রং চারুনাসিকম্ ॥৬৯
ধন্যা দ্রক্ষ্যন্তি রামস্য তারাধিপসমং মুখম্।
সদৃশং শারদস্যেন্দোঃ ফুল্লস্য কমলস্য চ ॥৭০

দম্পতী চিতায় আরোহণপূর্বক স্বর্গে গমন করিলেন। দেবি! স্বয়ং আমি শব্দবেধী হইয়া অজ্ঞানবশতঃ পূর্বে যে পাপ করিয়াছিলাম, এক্ষণে চিন্তা করিতে করিতে তাহা স্মৃতিপথে উদিত হইল। মহিষি! অপথ্য-দ্রব্যের সহিত অন্নাদি ভোজন করিলে যেমন ব্যাধি হয়, সেইরূপ পূর্বকৃত পাপকর্মের ফলে আমার দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে। ভদ্রে! সেইজন্য অদ্য সেই উদারস্বভাব ঋষির বাক্য সফল হইতেছে। এইরূপ বলিয়া মহীপতি দশরথ অতিশয় ভীত হইলেন এবং রোদন করিতে করিতে কৌশল্যাকে বলিলেন।৫৬-৬০

কৌশল্যে! পুত্রশোকে আমার প্রাণ বহির্গত হইবে বলিয়া আমি এক্ষণে তোমাকে দেখিতে পাইতেছি না। তুমি আমাকে স্পর্শ কর। পরলোকে গমনকারীরা সে সময় কাহাকেও দেখিতে পায় না। দেবি! আমার মনে হইতেছে যে—যদি রাম আমাকে একবার স্পর্শ করিত কিংবা কিঞ্চিৎ অর্থাদি অথবা যৌবরাজ্য গ্রহণ করিত, তাহা হইলে আমি বাঁচিয়া যাইতাম। দেবি! আমি রঘুনন্দন রামের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছি, তাহা আমার উচিত হয় নাই। কিন্তু সে আমার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছে, তাহা তাহার উপযুক্তই হইয়াছে। পুত্র দুর্বৃত্ত হইলেও কোন্ বিচক্ষণ ব্যক্তি তাহাকে পরিত্যাগ করে? এমন কোন্ পুত্র আছে, যে নির্বাসিত হইয়াও নির্বাসনকারী পিতাকে বিদ্বেষ করে না? দেবি! আমি তোমাকে চক্ষুর দ্বারা দেখিতে পাইতেছি না। আমার স্মৃতিশক্তি লোপ পাইতেছে। ৬১-৬৫

কৌশল্যে! আমার মনে হইতেছে যে, যমদূতগণ আমাকে যমালয়গমনে ত্বরান্বিত করিতেছে। ইহা অপেক্ষা আর আমার দুঃখের বিষয় কি আছে যে, আমি এই মৃত্যুকালে ধর্মজ্ঞ সত্যপরাক্রম রামকে দেখিতে পাইতেছি না। সূর্য্যকিরণ যেমন অল্প জল শোষণ করে, সেইরূপ অনুপম-কর্মকারী পুত্রের অদর্শন-জনিত শোক আমাকে শোষণ করিতেছে। পঞ্চদশ-বর্ষে অর্থাৎ চতুর্দশবর্ষ পরে যাহারা সুন্দর-শুভকুণ্ডল-শোভিত রামবদন দর্শন করিবে, তাহারা সকলে দেবতা, মনুষ্য নহে। তাহারাই ধন্য—যাহারা সুন্দরভ্রূযুক্ত, শোভাপূর্ণ, নাসিকা-সমন্বিত, মনোহরদন্তশোভিত, পদ্ম-তুল্যনয়নবিশিষ্ট ও চন্দ্রসদৃশ প্রিয়দর্শন রামবদন দর্শন করিবে। শরৎকালের চন্দ্রের তুল্য সুন্দর ও বিকসিত কমলের তুল্য সুগন্ধি রামবদন যাহারা দর্শন করিবে, তাহারা ধন্য। নিজনির্দিষ্ট পথে সমাগত শুক্রের ন্যায় বনবাস হইতে নিবৃত্ত ও অযোধ্যায় পুনর্বার সমাগত

সুগন্ধি মম রামস্য ধন্যা দ্রক্ষ্যন্তি যে মুখম্।
নিবৃত্তবনবাসং তমযোধ্যাং পুনরাগতম্ ॥৭১
দ্রক্ষ্যন্তি সুখিনো রামং শুক্রং মার্গগতং যথা।
কৌসল্যে চিত্তমোহেন হৃদয়ং সীদতেতরাম্ ॥৭২
বেদয়ে ন চ সংযুক্তাঞ্ছব্দ-স্পর্শ-রসানহম্।
চিত্তনাশাদ্ বিপদ্যন্তে সর্বাণ্যেবেন্দ্রিয়াণি হি।
ক্ষীণস্নেহস্য দীপস্য সংরক্তা রশ্ময়ো যথা ॥৭৩
অয়মাত্মভবঃ শোকো মামনাথমচেতনম্।
সংসাধয়তি বেগেন যথাকূলং নদীরয়ঃ ॥৭৪
হা রাঘব মহাবাহো হা মমায়াসনাশন।
হা পিতৃপ্রিয় মে নাথ হাদ্য ক্বাসি গতঃ সুতঃ ॥৭৫
হা কৌসল্যে ন পশ্যামি হা সুমিত্রে তপস্বিনি।
হা নৃশংসে মমামিত্রে কৈকয়ি কুলপাংসনি ॥৭৬
ইতি মাতুশ্চ রামস্য সুমিত্রায়াশ্চ সন্নিধৌ।
রাজা দশরথঃ শোচন্ জীবিতান্তমুপাগমৎ ॥৭৭
তথা তু দীনঃ কথয়ন্নরাধিপঃ
প্রিয়স্য পুত্রস্য বিবাসনাতুরঃ।
গতেঽর্দ্ধরাত্রে ভৃশদুঃখপীড়িত-
স্তদা জহৌ প্রাণমুদারদর্শনঃ ॥৭৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে চতুঃষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥

রামকে যাহারা দর্শন করিবে, তাহারাই সুখী। কৌশল্যে! মনের বিহ্বলতার জন্য আমার হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে।৬৬-৭২

শব্দ, স্পর্শ, রস প্রভৃতি বস্তু ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইলেও আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আমার চিত্তের অবসাদের ফলে সকল ইন্দ্রিয়ই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তৈলের ক্ষয় হইলে প্রদীপের প্রভা যেমন বিনাশপ্রাপ্ত হয়, আমারও সেইরূপ হইয়াছে। নদীর বেগ যেমন তীরকে ভগ্ন করে, সেইরূপ আমার মানসিক শোক আমাকে ভগ্ন করিতেছে। এক্ষণে আমি অনাথ ও প্রায় সংজ্ঞাশূন্য। হা রঘুকুলনন্দন! হা মহাবাহো! হা ক্লেশনাশন! হা পিতৃবৎসল! তুমিই আমার রক্ষাকর্ত্তা, তুমিই আমার পুত্র! তুমি এই সময় কোথায় গেলে? হা কৌশল্যে! হা সুমিত্রে! তোমরা কোন দোষ কর নাই। আমি আর তোমাদিগকে দেখিতে পাইতেছি না। হা কৈকেয়ি! কুলকলঙ্কিনি! তুমি অতিশয়ক্রূরপ্রকৃতি এবং আমার পরমশত্রু। রাজা দশরথ রামজননী কৌশল্যা ও সুমিত্রার নিকট এইভাবে শোক করিতে করিতে শেষদশা প্রাপ্ত হইলেন। উদারদর্শন মহারাজ দশরথ অতিপ্রিয়-পুত্র রামের নির্বাসনে অতীব ব্যাকুল ও দৈন্যদশা প্রাপ্ত হইয়া এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে অর্ধরাত্র অতীত হইলে অতিদুঃখপীড়িত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। ৭৩-৭৮

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে চতুঃষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চষষ্টিতমঃ সর্গঃ

[প্রাতর্দশরথস্য প্রবোধনায় সূতাদীনাং স্তুতিপাঠকরণম্, নিদ্রামগ্নস্য তস্য গাত্রস্পর্শাদিনা তং মৃতং পরিজ্ঞায় রাজপত্নীনাং বিলাপশ্চ।]

অথ রাত্র্যাং ব্যতীতায়াং প্রাতরেবাপরেঽহনি।
বন্দিনঃ পর্য্যুপাতিষ্ঠংস্তৎ পার্থিবনিবেশনম্ ॥১
সূতাঃ পরমসংস্কারা মাগধাশ্চোত্তমশ্রুতাঃ।
গায়কাঃ শ্রুতিশীলাশ্চ নিগদন্তঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥২
রাজানং স্তুবতাং তেষামুদাত্তাভিহিতাশিষাম্।
প্রাসাদাভোগবিস্তীর্ণঃ স্তুতিশব্দো হ্যবর্ত্তত ॥৩
ততস্তু স্তুবতাং তেষাং সূতানাং পাণিবাদকাঃ।
অপদানান্যুদাহৃত্য পাণিবাদান্যবাদয়ন্ ॥৪
তেন শব্দেন বিহগাঃ প্রতিবুদ্ধাশ্চ সস্বনুঃ।
শাখাস্থাঃ পঞ্জরস্থাশ্চ যে রাজকুলগোচরাঃ ॥৫
ব্যাহৃতাঃ পুণ্যশব্দাশ্চ বীণানাং চাপি নিঃস্বনাঃ।
আশীর্গেয়ঞ্চ গাথানাং পূরয়ামাস বেশ্ম তৎ ॥৬
ততঃ শুচিসমাচারাঃ পর্য্যুপস্থানকোবিদাঃ।
স্ত্রীবর্ষবরভূয়িষ্ঠা উপতস্থুর্যথাপুরা ॥৭
হরিচন্দনসম্পৃক্তমুদকং কাঞ্চনৈর্ঘটৈঃ।
আনিন্যুঃ স্নানশিক্ষাজ্ঞা যথাকালং যথাবিধি ॥৮
মঙ্গলালম্ভনীয়ানি প্রাশনীয়ান্যুপস্করান্।
উপানিন্যুস্তথা পুণ্যাঃ কুমারীবহুলাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥৯
সর্বলক্ষণসম্পন্নং সর্বং বিধিবদর্চিতম্।
সর্বং সুগুণলক্ষ্মীবত্তদভূদাভিহারিকম্ ॥১০

পঞ্চষষ্টিতম সর্গ

[প্রাতঃকালে রাজা দশরথের নিদ্রাভঙ্গের জন্য সূতাদির স্তুতিপাঠ, নিদ্রামগ্ন দশরথের গাত্রস্পর্শাদি দ্বারা তাঁহাকে মৃত জানিয়া রাজপত্নীগণের বিলাপ।]

অনন্তর রাত্রি অতীত হইলে পরদিন প্রাতঃকালে বন্দী, ব্যাকরণাদিশাস্ত্রজ্ঞ সূত, বহুদর্শী মাগধ, স্তুতি-পাঠক ও গায়কগণ মহারাজ দশরথের ভবনে উপস্থিত হইল এবং নিজ নিজ রীতিতে পৃথক্ পৃথগ্‌ভাবে রাজ-গুণকীর্তন করিতে লাগিল। তাহারা উদাত্তস্বরে আশীর্বাদ-বাক্য উচ্চারণ করিয়া রাজার স্তুতি করিতে লাগিল। সেই স্তুতিশব্দ সম্পূর্ণ রাজপ্রাসাদকে মুখরিত করিল। পরে তাহাদের মধ্যে যাহারা পাণিবাদ্যে (মৃদঙ্গাদি বাদ্য) নিপুণ ছিল, তাহারা রাজার উৎকৃষ্ট কার্য্যসমূহ উল্লেখ করিয়া নিজ নিজ পাণিবাদ্য বাজাইতে লাগিল। তখন সেই শব্দে রাজার অন্তঃপুরস্থ বৃক্ষশাখায় ও পিঞ্জরে নিদ্রিত পক্ষীরা জাগরিত হইয়া কলরব করিতে লাগিল। ১-৫

সেই সময় উচ্চারিত পুণ্যশব্দে, বীণাধ্বনিতে ও গায়কগণের আশীর্বাদযুক্ত গীতশব্দে রাজভবন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। অনন্তর সদাচারসম্পন্ন পরিচর্য্যানিপুণ পরিচারকগণ পূর্বের ন্যায় তথায় উপস্থিত হইল। তাহাদের মধ্যে স্ত্রীলোক ও নপুংসকই অধিক ছিল। পরে স্নানবিধিদক্ষ পরিচারকগণ যথাসময়ে যথানিয়মে সুবর্ণকলসের দ্বারা হরিচন্দনমিশ্রিত জল আনয়ন করিল। অধিকসংখ্যক কুমারীর সহিত মহিলাগণ পবিত্রভাবে স্নানান্তে স্পর্শযোগ্য মঙ্গলজনক দ্রব্যসমূহ, আচমনীয় গঙ্গাদিতীর্থজল ও দর্পণ-বস্ত্রালঙ্কারাদি আনয়ন করিল। প্রাতঃকালে রাজার ব্যবহারের জন্য যে সকল দ্রব্য আহৃত হইল, সে সমস্তই সর্ববিধশুভলক্ষণ-সম্পন্ন, সুগুণসমন্বিত ও মনোহর। যথা নিয়মেই পরিষ্কৃতভাবে সেই সকল দ্রব্য সংগৃহীত হইল। ৬-১০

ততঃ সূর্য্যোদয়ং যাবৎ সর্বং পরিসমুৎসুকম্।
তস্থাবনুপসম্প্রাপ্তং কিং স্বিদিত্যুপশঙ্কিতম্ ॥১১
অথ যাঃ কোশলেন্দ্রস্য শয়নং প্রত্যনন্তরাঃ।
তাঃ স্ত্রিয়স্তু সমাগম্য ভর্তারং প্রত্যবোধয়ন্ ॥১২
অথাপ্যুচিতবৃত্তাস্তা বিনয়েন নয়েন চ।
ন হ্যস্য শয়নং স্পৃষ্ট্বা কিঞ্চিদপ্যুপলেভিরে ॥১৩
তাঃ স্ত্রিয়ঃ স্বপ্নশীলজ্ঞাশ্চেষ্টাং সঞ্চলনাদিষু।
তা বেপথুপরীতাশ্চ রাজ্ঞঃ প্রাণেষু শঙ্কিতাঃ ॥১৪
প্রতিস্রোতস্তৃণাগ্রাণাং সদৃশং সঞ্চকাশিরে।
অথ সন্দেহমানানাং স্ত্রীণাং দৃষ্ট্বা চ পার্থিবম্।
যত্তদাশঙ্কিতং পাপং তদা জজ্ঞে বিনিশ্চিয়ঃ ॥১৫
কৌসল্যা চ সুমিত্রা চ পুত্রশোকপরাজিতে।
প্রসুপ্তে ন প্রবুধ্যেতে যথাকালসমন্বিতে ॥১৬
নিষ্প্রভাসা বিবর্ণা চ সন্না শোকেন সন্নতা।
ন ব্যরাজত কৌসল্যা তারেব তিমিরাবৃতা ॥১৭
কৌসল্যানন্তরং রাজ্ঞঃ সুমিত্রা তদনন্তরম্।
ন স্ম বিভ্রাজতে দেবী শোকাশ্রুলুলিতাননা ॥১৮
তে চ দৃষ্ট্বা তদা সুপ্তে উভে দেব্যৌ চ তং নৃপম্।
সুপ্তমেবোদ্গতপ্রাণমন্তঃপুরমমন্যত (ক) ॥১৯
ততঃ প্রচুক্রুশুর্দীনাঃ সস্বরং তা বরাঙ্গনাঃ।
করেণব ইবারণ্যে স্থানপ্রচ্যুতযূথপাঃ ॥২০
তাসামাক্রন্দশব্দেন সহসোদ্গতচেতনে।
কৌসল্যা চ সুমিত্রা চ ত্যক্তনিদ্রে বভূবতুঃ ॥২১
কৌসল্যা চ সুমিত্রা চ দৃষ্ট্বা স্পৃষ্ট্বা চ পার্থিবম্।
হা ভর্তেতি (খ) পরিক্রুশ্য পেততুর্ধরণীতলে ॥২২

এইভাবে পরিচারকগণ রাজার দর্শন ও সেবার জন্য উৎসুক হইয়া সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিয়া রহিল। কিন্তু তখনও রাজা আসিতেছেন না দেখিয়া তাহারা আশঙ্কা করিতে লাগিল—এ কি হইল? এদিকে দশরথের যে সকল মহিষী সেই শয়নগৃহের সন্নিকটে ছিলেন, তাঁহারা দশরথের শয্যাপার্শ্বে যাইয়া তাঁহাকে জাগরিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অনন্তর প্রাণস্পন্দনাদিনির্ণয়সমর্থা (নাড়ীজ্ঞানাদিবিশিষ্টা) মহিলারা যথানিয়মে অতিসন্তর্পণে শয্যাস্থিত মহারাজকে স্পর্শ করিয়া প্রাণস্পন্দনের কোন চিহ্নই বুঝিতে পারিলেন না। নিদ্রিতব্যক্তির অবস্থা বুঝিতে তাহাদের দক্ষতা ছিল। তাঁহারা যখন রাজার শরীরে নাড়ীর স্পন্দন অনুভব করিলেন না, তখন তাঁহার জীবন-সম্বন্ধে আশঙ্কান্বিত হইয়া পড়িলেন এবং স্রোতঃস্থিত তৃণাগ্রের ন্যায় কাঁপিতে লাগিলেন। যাঁহারা মহারাজের জীবনে সন্দেহান্বিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা তাঁহাকে দর্শন করিয়া নিশ্চিতভাবে বুঝিলেন যে—যে পাপ আশঙ্কা হইয়াছিল, তাহা যথার্থ ঘটনায় পরিণত হইয়াছে। ১১-১৫

পুত্রশোকাভিভূতা কৌশল্যা ও সুমিত্রা কালগ্রস্ত-ব্যক্তির ন্যায় নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিলেন; তখনও তাঁহারা জাগরিত হন নাই। সেই সময় পুত্রশোকাতুরা মলিনবর্ণা শোকভারপীড়িতা কৌশল্যা অন্ধকারাবৃত তারার ন্যায় শোভাহীন হইয়াছিলেন। দশরথ যেমন সর্বথা শোভাশূন্য হইয়া পড়িয়াছিলেন, কৌশল্যাও সেইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সুমিত্রাও শোভা-শূন্য হইয়াছিলেন। শোকজনিত অশ্রুধারায় মুখমণ্ডল ব্যাপ্ত হওয়ায় মৃত-দশরথের সহিত তাঁহাদের বিশেষ পার্থক্য ছিল না। কৌশল্যা ও সুমিত্রাকে নিদ্রিত দেখিয়া এবং নিদ্রিত থাকা অবস্থায় মহারাজ প্রাণহীন হইয়াছেন বুঝিয়া সমস্ত অন্তঃপুর মৃতপ্রায় হইয়া উঠিল। তখন সেই সমস্ত শ্রেষ্ঠমহিলাগণ দীনভাবে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। দলপতি হস্তী স্থানভ্রষ্ট হইলে হস্তিনীরা যেভাবে চীৎকার করে, দশরথ- মহিষীগণও সেইভাবে চীৎকার করিতে লাগিলেন।১৬-২০

তাঁহাদের চীৎকার-শব্দে সহসা চৈতন্যলাভ করায় কৌশল্যা ও সুমিত্রা নিদ্রাত্যাগ করিলেন। অনন্তর তাঁহারা উভয়ে রাজাকে দর্শন ও স্পর্শ করিয়া 'হা স্বামিন্' বলিয়া চীৎকার করত ভূতলে পতিত হইলেন।

পাঠান্তরম্ :- (ক) —মন্তঃপুরমদৃশ্যত। (খ) হা নাথেতি—।

সা কোশলেন্দ্রদুহিতা চেষ্টমানা মহীতলে।
ন ভ্রাজতে রজোধ্বস্তা তারেব গগনচ্যুতা ॥২৩
নৃপে শান্তগুণে জাতে কৌসল্যাং পতিতাং ভুবি।
অপশ্যংস্তাঃ স্ত্রিয়ঃ সর্বা হতাং নাগবধূমিব ॥২৪
ততঃ সর্বা নরেন্দ্রস্য কৈকেয়ীপ্রমুখাঃ স্ত্রিয়ঃ।
রুদত্যঃ শোকসন্তপ্তা নিপেতুর্গতচেতনাঃ ॥২৫
তাভিঃ স বলবান্নাদঃ ক্রোশন্তীভিরনুদ্রুতঃ।
যেন স্ফীতীকৃতো ভূয়স্তদ্গৃহং সমনাদয়ৎ ॥২৬
তৎপরিত্রস্তসম্ভ্রান্তং পর্যুৎসুকজনাকুলম্।
সর্বতস্তুমুলাক্রন্দং পরিতাপার্তবান্ধবম্ ॥২৭
সদ্যো নিপতিতানন্দং দীনং বিক্লবদর্শনম্।
বভূব নরদেবস্য সদ্ম দিষ্টান্তমীয়ুষঃ ॥২৮
অতীতমাজ্ঞায় তু পার্থিবর্ষভং
যশস্বিনং তং পরিবার্য্য পত্নয়ঃ।
ভৃশং রুদত্যঃ করুণং সুদুঃখিতাঃ
প্রগৃহ্য বাহূ ব্যলপন্ননাথবৎ ।২৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে পঞ্চষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥

তখন কোশলরাজদুহিতা ধূলিধূসরিতদেহে ভূলুন্ঠিতা হইয়া আকাশভ্রষ্ট তারার ন্যায় শোভাহীন হইলেন। দশরথ প্রাণশূন্য হইয়াছেন বুঝিয়া কৌশল্যা যখন ভূতলে পতিত হইলেন, তখন সমস্ত মহিলারা তাঁহাকে নিহত নাগপত্নীর মত মনে করিলেন। অনন্তর কৈকেয়ী প্রভৃতি রাজমহিষীগণ শোকসন্তপ্তচিত্তে রোদন করিতে করিতে সেইস্থানে আসিয়া চৈতন্যশূন্যদেহে ভূতলে পতিত হইলেন।২১-২৫

প্রথমেই সমাগত মহিলাগণের তুমুল রোদনধ্বনি ও পশ্চাৎ প্রবিষ্ট কৈকেয়ী প্রভৃতির চীৎকারধ্বনি মিশ্রিত ও বর্ধিত হইয়া সেই গৃহকে পরিব্যাপ্ত করিয়া ফেলিল। মহারাজ দশরথ মৃত্যুমুখে পতিত হইলে সেই গৃহটি ভীতিপ্রদ ও দৈন্যময় হইয়া গেল। এক মুহূর্তেই সেই স্থানের সকল আনন্দ অন্তর্হিত হইল। সেখানে সকল বান্ধব আর্তভাবে পরিতাপ করিতে লাগিলেন। চতুর্দিকে তুমুল চীৎকার প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল এবং ভয়, বিহ্বলতা ও ঔৎসুক্যে সমস্ত জনগণ আকুল হইয়া উঠিল। যশস্বী মহারাজ দশরথ প্রাণহীন হইয়াছেন জানিয়া মহিষীগণ মৃতশরীরকে বেস্টন করিয়া অতিকরুণভাবে অতিশয় রোদন করিতে লাগিলেন এবং পরস্পরের হস্তধারণ করিয়া অনাথের ন্যায় বিলাপ করিতে লাগিলেন।২৬-২৯

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে পঞ্চষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

ষট্‌ষষ্টিতমঃ সর্গঃ

[দশরথং মৃতং দৃষ্ট্বা ভৃশং বিলপন্ত্যাঃ কৌসল্যায়াঃ কৈকয়ীং প্রতি ভৎর্সনবাক্যম্, অমাত্যানাং তৈলদ্রোণ্যাং রাজশরীরস্থাপনম্, পৌরাণাং বিলাপশ্চ ।]

তমগ্নিমিব সংশান্তমম্বুহীনমিবার্ণবম্ ।
গতপ্রভমিবাদিত্যং স্বর্গস্থং প্রেক্ষ্য ভূমিপম্ ॥১
কৌসল্যা বাষ্পপূর্ণাক্ষী বিবিধং শোককর্ষিতা ।
উপগৃহ্য শিরো রাজ্ঞঃ কৈকেয়ীং প্রত্যভাষত ॥২
সকামা ভব কৈকেয়ী ভুঙ্‌ক্ষ্ব রাজ্যমকণ্টকম্ ।
ত্যক্ত্বা রাজানমেকাগ্রা নৃশংসে দুষ্টচারিণি ॥৩
বিহায় মাং গতো রামে ভর্তা চ স্বর্গতো মম ।
বিপথে সার্থহীনেব নাহং জীবিতুমুৎসহে ॥৪
ভর্তারং তু পরিত্যজ্য কা স্ত্রী দৈবতমাত্মনঃ ।
ইচ্ছেজ্জীবিতুমন্যত্র কৈকেয্যাস্ত্যক্তধর্মণঃ ॥৫
ন লুব্ধো বুধ্যতে দোষান্ কিং পাকমিব ভক্ষয়ন্ ।
কুব্জানিমিত্তং কৈকেয্যা রাঘবাণাং কুলং হতম্ ॥৬
অনিয়োগে নিযুক্তেন রাজ্ঞা রামং বিবাসিতম্ ।
সভার্য্যং জনকঃ শ্রুত্বা পরিতপ্স্যত্যহং যথা ॥৭
স মামনাথাং বিধবাং নাদ্য জানাতি ধার্মিকঃ ।
রামঃ কমলপত্রাক্ষো জীবন্নাশমিতো গতঃ ॥৮
বিদেহরাজস্য সুতা তথা চারুতপস্বিনী ।
দুঃখস্যানুচিতা দুঃখং বনে পর্য্যুদ্বিজিষ্যতি ॥৯
নদতাং ভীমঘোষাণাং নিশাসু মৃগপক্ষিণাম্ ।
নিশম্যমানা সন্ত্রস্তা রাঘবং সংশ্রয়িষ্যতি ॥১০
বৃদ্ধশ্চৈবাল্পপুত্রশ্চ বৈদেহীমনুচিন্তয়ন্ ।
সোঽপি শোকসমাবিষ্টো নূনং ত্যক্ষ্যতি জীবিতম্ ॥১১
সাহমদ্যৈব দিষ্টান্তং গমিষ্যামি পতিব্রতা ।
ইদং শরীরমালিঙ্গ্য প্রবেক্ষ্যামি হুতাশনম্ ॥১২

ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ

[দশরথকে মৃত দেখিয়া অত্যন্ত বিলাপ করিতে করিতে কৌশল্যার কৈকেয়ীর প্রতি ভৎর্সনবাক্য, মন্ত্রিগণ কর্তৃক তৈলদ্রোণীতে রাজশরীর স্থাপন ও পুরবাসিগণের বিলাপ]

অনন্তর শিখাহীন অগ্নি, জলহীন সমুদ্র, ও প্রভাহীন সূর্য্যের ন্যায় ভূমিপতি দশরথ স্বর্গগত হইয়াছেন দেখিয়া অতিশয়শোকাতুরা কৌশল্যা তাঁহার মস্তকটি ক্রোড়ে রাখিয়া অশ্রুপূর্ণনয়নে কৈকেয়ীকে বলিলেন,—দুষ্টাচারিণি! কৈকেয়ি! তোমার স্বভাব অতিক্রূর। তুমি রাজাকে ত্যাগ করিয়া সুস্থচিত্তে নিষ্কণ্টক রাজ্য ভোগ কর। তোমার কামনা সফল হউক। রাম আমাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। এক্ষণে স্বামীও স্বর্গগত হইলেন। এই অবস্থায় দুর্গমপথে সাহায্যকারী সঙ্গীর অভাবে বিপন্ন পথিকের ন্যায় আমি আর বাঁচিতে ইচ্ছা করি না। তোমার মত ধর্মত্যাগিনী ভিন্ন অন্য কোন্ স্ত্রী নিজ-দেবতাস্বরূপ স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া বাঁচিতে ইচ্ছা করে? ১-৫

লুব্ধব্যক্তি অন্যের সম্পত্তিলাভের জন্য বিষান্নভোজন করাইলে তাহাতে যে দোষ হয়, তাহা বুঝিতে পারে না। হায়! কুব্জার জন্য কৈকেয়ী হইতে রঘুবংশ বিনষ্ট হইয়া গেল। কৈকেয়ী কর্তৃক অনুচিত কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া মহারাজ দশরথ সীতার সহিত রামকে নির্বাসিত করিয়াছেন—এই সংবাদ শুনিয়া রাজা জনক আমারই মত পরিতাপ করিবেন। হায়! কমললোচন ধার্মিক রাম জীবিত থাকিয়াও আমার দৃষ্টির অগোচরে চলিয়া গিয়াছে। সেইজন্য সে আমি যে অনাথা ও বিধবা হইলাম তাহা জানিতে পারিতেছে না। সদাচারব্রতী বৈদেহী দুঃখভোগের অধিকারিণী হইয়াও অরণ্যে নানাবিধদুঃখে নিতান্ত উদ্বেগ প্রাপ্ত হইতেছেন। রাত্রিকালে বিকটশব্দকারী পশু-পক্ষীদিগের শব্দ শ্রবণ করিয়া তিনি অতিশয় ভয় পাইবেন এবং নিশ্চয়ই বাহু দ্বারা রামকে আশ্রয় করিবেন। ৬-১০

তাং ততঃ সম্পরিষ্বজ্য বিলপন্তীং তপস্বিনীম্।
ব্যপনিন্যুঃ সুদুঃখার্তাং কৌসল্যাং ব্যাবহারিকাঃ ॥১৩
তৈলদ্রোণ্যাং তদামাত্যাঃ সংবেশ্য জগতীপতিম্।
রাজ্ঞঃ সর্বাণ্যথাদিষ্টাশ্চক্রুঃ কর্মাণ্যনন্তরম্ ॥১৪
ন তু সঙ্কালনং রাজ্ঞো বিনা পুত্রেণ মন্ত্রিণঃ।
সর্বজ্ঞাঃ কর্তুমীষুস্তে ততো রক্ষন্তি ভূমিপম্ ॥১৫
তৈলদ্রোণ্যাং শায়িতং তং সচিবৈস্তু নরাধিপম্।
হা মৃতোঽয়মিতি জ্ঞাত্বা স্ত্রিয়স্তাঃ পর্য্যদেবয়ন্ ॥১৬
বাহূনুচ্ছ্রিত্য কৃপণা নেত্রপ্রস্রবণৈর্মুখৈঃ।
রুদত্যঃ শোকসন্তপ্তাঃ কৃপণং পর্য্যদেবয়ন্ ॥১৭
হা মহারাজ রামেণ সন্ততং প্রিয়বাদিনা।
বিহীনাঃ সত্যসন্ধেন কিমর্থং বিজহাসি নঃ ॥১৮
কৈকয্যা দুষ্টভাবায়া রাঘবেণ বিবর্জিতাঃ।
কথং সপত্ন্যা বৎস্যামঃ সমীপে বিধবা বয়ম্ ॥১৯
স হি নাথঃ স চাস্মাকং তব চ প্রভুরাত্মবান্।
বনং রামো গতঃ শ্রীমান্ বিহায় নৃপতিশ্রিয়ম্ ॥২০
ত্বয়া তেন চ বীরেণ বিনা ব্যসনমোহিতাঃ।
কথং বয়ং নিবৎস্যামঃ কৈকয্যা চ বিদূষিতাঃ ॥২১
যয়া চ রাজা রামশ্চ লক্ষ্মণশ্চ মহাবলঃ।
সীতয়া সহ সন্ত্যক্তাঃ সা কমন্যং ন হাস্যতি ॥২২
তা বাষ্পেণ চ সংবীতাঃ শোকেন বিপুলেন চ।
ব্যচেষ্টন্ত নিরানন্দা রাঘবস্য বরস্ত্রিয়ঃ ॥২৩
নিশা নক্ষত্রহীনেব স্ত্রীব ভর্তৃবিবর্জিতা।
পুরী নারাজতাযোধ্যা হীনা রাজ্ঞা মহাত্মনা ॥২৪
বাষ্পপর্য্যাকুলজনা হাহাভূতকুলাঙ্গনা।
শূন্যচত্বর-বেশ্মান্তা ন বভ্রাজ যথাপুরম্ ॥২৫
গতে তু শোকাৎ ত্রিদিবং নরাধিপে
মহীতলস্থাসু নৃপাঙ্গনাসু চ।

বৃদ্ধ ও অল্পপুত্রশালী * জনক সীতার বিষয় চিন্তা করত শোকাকুল হইয়া নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিবেন। যাহাই হউক, আমি পাতিব্রত্যধর্মপালনের জন্য অদ্যই প্রাণত্যাগ করিব। স্বামীর মৃতশরীর আলিঙ্গন করিয়া অগ্নিতে প্রবেশ করিব। কৌশল্যা পতির মৃতদেহ আলিঙ্গন করিয়া এইভাবে বিলাপ করিতে লাগিলেন। তখন ব্যবহারনিপুণ অমাত্যগণ অতিদুঃখিতা তপস্বিনী কৌশল্যাকে অন্যান্য মহিলাগণের দ্বারা সেইস্থান হইতে অন্যত্র লইয়া গেলেন। অনন্তর তাহারা বশিষ্ঠ প্রভৃতির আদেশানুসারে তৈলপূর্ণ কটাহে (কড়াই) রাজার মৃতদেহ সংরক্ষিত করিলেন এবং সেই সময়ে করণীয় সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। সকল বিষয়ে অভিজ্ঞ অমাত্যগণ যে-কোন একজন দশরথপুত্রের অনুপস্থিতিতে মৃতদেহের দাহাদি-ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে ইচ্ছা করিলেন না। সেইজন্য মৃতদেহকে এইভাবে রক্ষা করিলেন। ১১-১৫

অমাত্যগণ তৈলপূর্ণকটাহে মৃতশরীরকে স্থাপন করিয়াছেন—ইহা জানিয়া "মহারাজ মৃত হইয়াছেন, হায়! হায়" এইভাবে মহিলাগণ বিলাপ করিতে লাগিলেন। "মহারাজ! সর্বদা প্রিয়ভাষী সত্যপ্রতিজ্ঞ রাম আমাদিগকে পূর্বেই ত্যাগ করিয়াছে। এক্ষণে আপনিও আমাদিগকে কিজন্য পরিত্যাগ করিতেছেন? হায়! আমরা বিধবা হইয়া রামহীন অবস্থায় দুষ্টস্বভাবা সপত্নী কৈকেয়ীর নিকটে কিরূপে বাস করিব? উদারচিত্ত শক্তিধর শ্রীমান্ রাম আমাদের ও আপনার একমাত্র রক্ষাকর্তা। সে ত রাজ্যসম্পদ্ ত্যাগ করিয়া বনে গমন করিয়াছে।" ১৬-২০

"অতএব তাহার ও আপনার বিরহে মহাবিপদ্‌গ্রস্তা ও কৈকেয়ীকর্তৃক তিরস্কৃতা হইয়া আমরা এইস্থানে কিরূপে অবস্থান করিব? হায়! যে কৈকেয়ী আপনাকে ও সীতা-সহিত রাম-লক্ষ্মণকে পরিত্যাগ করিতে পারিল, সে আর কাহাকে না পরিত্যাগ করিতে পারে?" দশরথমহিষীবৃন্দ অতিশয়শোকে বিহ্বল হইয়া নিরানন্দে অশ্রুপূর্ণনয়নে এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে ভূতলে লুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। নক্ষত্ররাজ চন্দ্রের অভাবে রাত্রির ন্যায় ও পতির বিরহে পত্নীর ন্যায় মহাত্মা দশরথের অভাবে অযোধ্যানগরী সর্ববিধ

* অল্প—এক, পুত্র—সন্তান। সীতাই একমাত্র সন্তান।

নিবৃত্তচারঃ সহসা গতো রবিঃ
প্রবৃত্তচারা রজনী হ্যুপস্থিতা ॥২৬
ঋতে তু পুত্রাদ্ দহনং মহীপতে-
র্নারোচয়ংস্তে সুহৃদঃ সমাগতাঃ।
ইতীব তস্মিঞ্ছয়নে ন্যবেশয়ন্
বিচিন্ত্য রাজানমচিন্ত্যদর্শনম্ ॥২৭
গতপ্রভা দ্যৌরিব ভাস্করং বিনা
ব্যপেতনক্ষত্রগণেব শর্বরী।
পুরী বভাসে রহিতা মহাত্মনা
কণ্ঠাস্রকণ্ঠাকুলমার্গচত্বরা ॥২৮
নরাশ্চ নার্য্যশ্চ সমেত্য সঙ্ঘশো
বিগর্হমাণা ভরতস্য মাতরম্।
তদা নগর্য্যাং নরদেবসংক্ষয়ে
বভূবুরার্তা ন চ শর্ম লেভিরে ॥২৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে ষট্‌ষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥

শোভাশূন্য হইয়া গেল। অযোধ্যার কোনস্থানেই পূর্ব্বের মত শোভা থাকিল না। সর্বত্রই পুরুষগণ অশ্রুপূর্ণনেত্রে অবস্থান করিতেছে এবং মহিলাগণ হাহাকার করিতেছে। সম্মার্জন-লেপাদির অভাবে গৃহ, চত্বর ও প্রাঙ্গণ প্রভৃতি অপরিষ্কৃত হইয়া রহিয়াছে।২১-২৫

পুত্রশোকের জন্য মহারাজ দশরথ স্বর্গগত হইলে এবং রাজমহিষীগণ ভূতলে লুণ্ঠিতা হইতে থাকিলে কিরণ-হ্রাসপূর্বক সূর্য্য সহসা অস্তমিত হইলেন। অনন্তর অন্ধকারের সহিত রাত্রি উপস্থিত হইল। সেই সময় রঘুবংশের হিতৈষী বন্ধুগণ সকলে মিলিত হইয়া আলোচনা করিতে লাগিলেন এবং পুত্রের অনুপস্থিতিতে দশরথের অগ্নিসংস্কারাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান কর্তব্য বলিয়া মনে করিলেন না। এইজন্য তাহারা তৈলকটাহরূপ শয্যায় মহারাজকে স্থাপিত করিয়া রাখিলেন, যেহেতু মহারাজের দর্শনের কথা আর চিন্তা করা যায় না। প্রভাময় সূর্য্যের অভাবে আকাশের ন্যায় ও নক্ষত্রগণের অভাবে রাত্রির ন্যায় মহাত্মা দশরথের অভাবে অযোধ্যানগরী প্রভাহীনা হইল। সেই সময় অযোধ্যার পথ ও চত্বরসমূহ অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠ জনগণে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। মহারাজ দশরথের মৃত্যু হইলে অযোধ্যাবাসী নরনারীগণ দলে দলে মিলিত হইয়া ভরতমাতা কৈকেয়ীর নিন্দা করিতে লাগিল। তাহারা সকলে অতিশয় কাতর হইয়া পড়িল—কিছুতেই স্বস্তিবোধ করিতেছিল না।২৬-২৯

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তষষ্টিতমঃ সর্গঃ

[মার্কণ্ডেয়প্রভৃতিভির্মুনিভিরমাত্যগণৈশ্চ অরাজকস্য রাজ্যস্য দুরবস্থায়া বর্ণনম্, অন্যস্য কস্যাপীক্ষ্বাকুবংশীয়-রাজকুমারস্য রাজপদে অভিষেকায় বশিষ্ঠসমীপে সর্বেষামনুরোধশ্চ।]

আক্রন্দিত-নিরানন্দা সাস্রকণ্ঠজনাবিলা।
অযোধ্যায়ামবততা সা ব্যতীয়ায় শর্বরী ॥১
ব্যতীতায়াং তু শর্বর্য্যামাদিত্যস্যোদয়ে ততঃ।
সমেত্য রাজকর্ত্তারঃ সভামীয়ুর্দ্বিজাতয়ঃ ॥২
মার্কণ্ডেয়োঽথ মৌদ্গল্যো বামদেবশ্চ কশ্যপঃ।
কাত্যায়নো গৌতমশ্চ জাবালিশ্চ মহাযশাঃ ॥৩
এতে দ্বিজাঃ মহামাত্যৈঃ পৃথগ্‌বাচমুদীরয়ন্।
বসিষ্ঠমেবাভিমুখাঃ শ্রেষ্ঠং রাজপুরোহিতম্ ॥৪
অতীতা শর্বরী দুঃখং যা নো বর্ষশতোপমা।
অস্মিন্ পঞ্চত্বমাপন্নে পুত্রশোকেন পার্থিবে ॥৫
স্বর্গস্থশ্চ মহারাজো রামশ্চারণ্যমাশ্রিতঃ।
লক্ষ্মণশ্চাপি তেজস্বী রামেণৈব গতঃ সহ ॥৬
উভৌ ভরত-শত্রুঘ্নৌ কেকয়েষু পরন্তপৌ।
পুরে রাজগৃহে রম্যে মাতামহনিবেশনে ॥৭
ইক্ষ্বাকূণামিহাদ্যৈব কশ্চিদ্ রাজা বিধীয়তাম্।
অরাজকং হি নো রাষ্ট্রং বিনাশং সমবাপ্নুয়াৎ ॥৮
নারাজকে জনপদে বিদ্যুন্মালী মহাস্বনঃ।
অভিবর্ষতি পর্জন্যো মহীং দিব্যেন বারিণা ॥৯
নারাজকে জনপদে বীজমুষ্টিঃ প্রকীর্য্যতে।
নারাজকে পিতুঃ পুত্রো ভার্য্যা বা বর্ততে বশে ॥১০

সপ্তষষ্টিতম সর্গ

[মার্কণ্ডেয় প্রভৃতি মুনি ও অমাত্যগণকর্তৃক রাজবিহীন রাজ্যের দুরবস্থাবর্ণন এবং অন্যকোন ইক্ষ্বাকু-বংশীয় কুমারকে রাজপদে অভিষিক্ত করিবার জন্য বশিষ্ঠের নিকট সকলের অনুরোধ।]

সেই রাত্রিটি অযোধ্যাবাসীদের নিকট অতিদীর্ঘ বলিয়া প্রতীত হইয়াছিল। অযোধ্যাবাসী নরনারী সকলেই সমস্ত রাত্রি রোদন করিয়াছিল। অশ্রুপূর্ণ-কণ্ঠে জনগণ আকুল হইয়া পড়িয়াছিল। সেই রাত্রিতে তাহাদের সকল আনন্দ অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছিল। অবশেষে এইভাবে সেই দীর্ঘরাত্রি অতীত হইল। রাত্রি অতীত হইলে সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই রাজকার্য্য-নির্বাহকারী ব্রাহ্মণগণ সভায় গমন করিলেন। মার্কণ্ডেয়, মৌদ্গল্য, বামদেব, কাশ্যপ, কাত্যায়ন, গৌতম, ও মহাযশস্বী জাবালি—এই সকল ব্রাহ্মণ অন্যান্য অমাত্যগণের সহিত শ্রেষ্ঠরাজপুরোহিত বশিষ্ঠের নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহার সাক্ষাতে পৃথক্ পৃথগ্‌ভাবে নিজেদের বক্তব্য বলিতে লাগিলেন। মহারাজ দশরথ পুত্রশোকের ফলে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইলে যে রাত্রি আমাদের নিকট শতবর্ষতুল্য হইয়াছিল, সেই রাত্রি অতিদুঃখে অতিবাহিত হইল।১-৫

মহারাজ স্বর্গে গমন করিলেন। রামও অরণ্য আশ্রয় করিয়াছেন। তেজস্বী লক্ষ্মণও রামের সহিত বনে গমন করিয়াছেন। শত্রুদমন ভরত ও শত্রুঘ্ন উভয়েই কেকয়রাজ্যে রমণীয় রাজগৃহনামক নগরে মাতামহের আলয়ে রহিয়াছেন। অদ্যই ইক্ষ্বাকুবংশীয় কোন ব্যক্তিকে রাজা করা হউক। অন্যথা আমাদের এই রাজ্য অরাজক হইয়া বিনাশপ্রাপ্ত হইবে। রাজ্য অরাজক হইলে সেখানে বিদ্যুন্মালাযুক্ত গর্জনকারী মেঘ শিলাবৃষ্টিশূন্য জলধারায় পৃথিবীকে সিক্ত করে না। সেইদেশে বীজ বপন করা হয় না, অরাজক দেশে পুত্র পিতার ও স্ত্রী স্বামীর বশীভূত হয় না।৬-১০

সেইদেশে কাহারও ধন থাকে না, ভার্য্যাও গৃহে বাস করে না। অরাজক-রাজ্যে এইরূপ অতিশয় ভয় উপস্থিত হয়। সেখানে সত্য-ব্যবহার কিরূপে সম্ভব হইবে? রাজশূন্য রাজ্যে লোকেরা আনন্দিত

অরাজকে ধনং নাস্তি নাস্তি ভার্য্যাপ্যরাজকে।
ইদমত্যাহিতং চান্যৎ কুতঃ সত্যমরাজকে ॥১১
নারাজকে জনপদে কারয়ন্তি সভাং নরাঃ।
উদ্যানানি চ রম্যাণি হৃষ্টাঃ পুণ্যগৃহাণি চ ॥১২
নারাজকে জনপদে যজ্ঞশীলা দ্বিজাতয়ঃ।
সত্রাণ্যন্বাসতে দান্তা ব্রাহ্মণাঃ সংশিতব্রতাঃ ॥১৩
নারাজকে জনপদে মহাযজ্ঞেষু যজ্বনঃ।
ব্রাহ্মণা বসুসম্পূর্ণা বিসৃজন্ত্যাপ্তদক্ষিণাঃ ॥১৪
নারাজকে জনপদে প্রহৃষ্টনট-নর্তকাঃ।
উৎসবাশ্চ সমাজাশ্চ বর্ধন্তে রাষ্ট্রবর্ধনাঃ ॥১৫
নারাজকে জনপদে সিদ্ধার্থা ব্যবহারিণঃ।
কথাভিরভিরজ্যন্তে কথাশীলাঃ কথাপ্রিয়ৈঃ ॥১৬
নারাজকে জনপদে তূদ্যানানি সমাগতাঃ।
সায়াহ্নে ক্রীড়িতুং যান্তি কুমার্য্যো হেমভূষিতাঃ ॥১৭

নারাজকে জনপদে ধনবন্তঃ সুরক্ষিতাঃ।
শেরতে বিবৃতদ্বারাঃ কৃষি-গোরক্ষজীবিনঃ ॥১৮
নারাজকে জনপদে বাহনৈঃ শীঘ্রবাহিভিঃ।
নরা নির্যান্ত্যরণ্যানি নারীভিঃ সহ কামিনঃ ॥১৯
নারাজকে জনপদে বদ্ধঘণ্টা বিষাণিনঃ।
অটন্তি রাজমার্গেষু কুঞ্জরাঃ ষষ্টিহায়নাঃ ॥২০
নারাজকে জনপদে শবান্ সন্ততমস্যতাম্।
শ্রূয়তে তলনির্ঘোষ ইষ্বস্ত্রাণামুপাসনে ॥২১
নারাজকে জনপদে বণিজো দূরগামিনঃ।
গচ্ছন্তি ক্ষেমমধ্বানং বহুপণ্যসমাচিতাঃ ॥২২
নারাজকে জনপদে চরত্যেকচরো বশী।
ভাবয়ন্নাত্মনাত্মানং যত্র সায়ং গৃহো মুনিঃ ॥২৩
নারাজকে জনপদে যোগক্ষেমঃ প্রবর্ততে।
ন চাপ্যরাজকে সেনা শত্রূন্ বিষহতে যুধি ॥২৪

হইয়া কোন সভাগৃহ নির্মাণ করে না। রমণীয় উদ্যান ও পুণ্যজনক গৃহও নির্মাণ করে না। অরাজক দেশে দৃঢ়ব্রত জিতেন্দ্রিয় যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞানুষ্ঠান করেন না। সেইদেশে বহুধনশালী ব্রাহ্মণেরা মহাযজ্ঞানুষ্ঠানে ঋত্বিগ্‌দিগকে উপযুক্ত দক্ষিণা দেন না। যে সকল অনুষ্ঠানে নট ও নর্তকগণ হৃষ্ট হয় এবং রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হয়, অরাজক-দেশে সেই সকল সামাজিক উৎসবের অনুষ্ঠান বৃদ্ধি পায় না।১১-১৫

অরাজক-দেশে ব্যবহারকারী (পণ্যবিক্রেতা) ব্যক্তিগণ সফলমনোরথ হয় না। পুরাণশাস্ত্রাদি শ্রবণে প্রীতিমান্ লোকেরা কথকগণের কথায় অনুরক্ত হয় না। রাজশূন্য রাজ্যে সুবর্ণালঙ্কারভূষিত কুমারীবৃন্দ সঙ্ঘবদ্ধভাবে সন্ধ্যাকালে ক্রীড়ার জন্য উদ্যানে গমন করে না। সেই দেশে ধনবান্ ব্যক্তিরা নিরাপদে থাকিতে পারে না। কৃষিজীবী ও গোরক্ষাজীবী লোকেরা গৃহদ্বার উন্মুক্ত করিয়া শয়ন করিতে পারে না। রাজ্য অরাজক হইলে সেই রাজ্যে বিলাসী নরগণ নারীগণের সহিত শীঘ্রগামী বাহনের দ্বারা বনবিহারে যাইতে পারে না। অরাজক-রাজ্যে বৃহদ্দন্তবিশিষ্ট ঘণ্টাধারী ষষ্টিবর্ষ (ষাট্‌বৎসর) বয়স্ক হস্তীসকল রাজপথে বিচরণ করে না।১৬-২০

সেই রাজ্যে বাণ ও অস্ত্রসকলের অভ্যাস-সময়ে অনবরত শরনিক্ষেপকারীদের করতল-শব্দ শ্রুতিগোচর হয় না। সেই রাজ্যে দূরদেশগামী বণিক্‌সমূহ বহুতর পণ্যদ্রব্য লইয়া নির্ভয়ে যাইতে পারে না। যে জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি মনে মনে পরমাত্মার চিন্তা করিতে করিতে একাকী বিচরণ করেন এবং যেখানে সন্ধ্যা হয় সেইস্থানকেই গৃহ মনে করেন, তিনিও অরাজক-রাজ্যে বিচরণ করিতে পারেন না। অরাজক-দেশে অপ্রাপ্তবস্তুর প্রাপ্তি ও প্রাপ্তবস্তুর রক্ষা হয় না। সেই দেশের সৈন্যগণ যুদ্ধে শত্রুদিগকে পরাজিত করিতে পারে না। সেই দেশে লোকেরা নানাভূষণে ভূষিত হইয়া হৃষ্ট ও উৎকৃষ্ট অশ্বের দ্বারা কিংবা রথের দ্বারা ইচ্ছামত ভ্রমণ করিতে পারে না।২১-২৫

অরাজক-রাজ্যে শাস্ত্রবিশারদ ব্যক্তিগণ শাস্ত্র-বিচাররত হইয়া বনে কিংবা উপবনে বাস করিতে পারেন না। সেই রাজ্যে ব্রতশীল লোকেরা দেবতার অর্চনার জন্য মালা, মোদক (মিষ্টদ্রব্য) ও দক্ষিণা

নারাজকে জনপদে হৃষ্টৈঃ পরমবাজিভিঃ।
নরাঃ সংযান্তি সহসা রথৈশ্চ প্রতিমণ্ডিতাঃ ॥২৫
নারাজকে জনপদে নরাঃ শাস্ত্রবিশারদাঃ।
সংবদন্তোপতিষ্ঠন্তে বনেষূপবনেষু বা ॥২৬
নারাজকে জনপদে মাল্য-মোদকদক্ষিণাঃ।
দেবতাভ্যর্চনার্থায় কল্প্যন্তে নিয়তৈর্জনৈঃ ॥২৭
নারাজকে জনপদে চন্দনাগুরুরূষিতাঃ।
রাজপুত্রা বিরাজন্তে বসন্ত ইব শাখিনঃ ॥২৮
যথা হ্যনুদকা নদ্যো যথা বাপ্যতৃণং বনম্।
অগোপালা যথা গাবস্তথা রাষ্ট্রমরাজকম্ ॥২৯
ধ্বজো রথস্য প্রজ্ঞানং ধূমো জ্ঞানং বিভাবসোঃ।
তেষাং যো নো ধ্বজো রাজা স দেবত্বমিতো গতঃ ॥৩০
নারাজকে জনপদে স্বকং ভবতি কস্যচিৎ।
মৎস্যা ইব জনা নিত্যং ভক্ষয়ন্তি পরস্পরম্ ॥৩১
যে হি সম্ভিন্নমর্য্যাদা নাস্তিকাশ্ছিন্নসংশয়াঃ।
তেঽপি ভাবায় কল্পন্তে রাজদণ্ডনিপীড়িতাঃ ॥৩২
যথা দৃষ্টিঃ শরীরস্য নিত্যমেব প্রবর্ততে।
তথা নরেন্দ্রো রাষ্ট্রস্য প্রভবঃ সত্য-ধর্ময়োঃ ॥৩৩
রাজা সত্যঞ্চ ধর্মশ্চ রাজা কুলবতাং কুলম্।
রাজা মাতা পিতা চৈব রাজা হিতকরো নৃণাম্ ॥৩৪
যমো বৈশ্রবণঃ শক্রো বরুণশ্চ মহাবলঃ।
বিশিষ্যন্তে নরেন্দ্রেণ বৃত্তেন মহতা ততঃ ॥৩৫
অহো তম ইবেদং স্যান্ন প্রজ্ঞায়েত কিঞ্চন।
রাজা চেন্ন ভবেল্লোকে বিভজন্ সাধ্বসাধুনী ॥৩৬
জীবত্যপি মহারাজে তবৈব বচনং বয়ম্।
নাতিক্রমামহে সর্বে বেলাং প্রাপ্যেব সাগরঃ ॥৩৭
স নঃ সমীক্ষ্য দ্বিজবর্য্য বৃত্তং
নৃপং বিনা রাষ্ট্রমরণ্যভূতম্।
কুমারমিক্ষ্বাকুসুতং তথান্যং
ত্বমেব রাজানমিহাভিষেচয় ॥৩৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে সপ্তষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥

প্রদান করে না। সেইস্থানে রাজপুত্রগণ চন্দন ও অগুরুচর্চিত হইয়া বসন্তকালের বৃক্ষের ন্যায় শোভিত হয় না। জলহীন নদীর ন্যায়, তৃণহীন বনের ন্যায় ও পালকহীন ধেনুর ন্যায় রাজহীন রাজ্য শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হয়। ধ্বজ যেমন রথের চিহ্ন, ধূম যেমন অগ্নির চিহ্ন, রাজাও আমাদের সেইরূপ চিহ্নস্বরূপ ছিলেন। কিন্তু তিনি এক্ষণে ইহলোক ত্যাগ করিয়া দেবত্ব প্রাপ্ত হইলেন।২৬-৩০

অরাজক-রাজ্যে কোন বস্তুই কাহারও নিজস্ব হয় না। মানুষেরা মৎস্যের ন্যায় সর্বদা পরস্পর পরস্পরকে ভক্ষণ করে। যে সকল নাস্তিক ব্যক্তি মর্য্যাদালঙ্ঘন করার জন্য পূর্বে রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল, তাহারাও অরাজক-রাজ্যে নিঃশঙ্কভাবে প্রভুত্ববিস্তার করিতে থাকে। দৃষ্টি যেমন সর্বদা শরীরের হিতসাধনে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, সত্য ও ধর্মের প্রবর্তক রাজাও সেইভাবে রাজ্যের হিতসাধনে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। রাজাই সত্য, রাজাই ধর্ম। রাজাই কুলীনগণের কুলস্বরূপ। রাজা মাতা ও পিতা, রাজাই সকলের হিতকারী। রাজা নিজ উৎকৃষ্ট আচরণের দ্বারা যম, কুবের, ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি মহাবলবান্ দেবগণকে অতিক্রম করেন।৩১-৩৫

সৎ ও অসৎকার্য্যের নির্ণয়কারী রাজা যদি এই সংসারে না থাকেন, তাহা হইলে এই সংসার অন্ধকারে পরিব্যাপ্ত হইত, সৎ বা অসৎ কিছুই জানা যাইত না। সমুদ্র যেমন তীরভূমি অতিক্রম করে না, মহারাজ দশরথের জীবিতাবস্থাতেও আমরা সেইরূপ আপনার বাক্য অতিক্রম করি নাই। দ্বিজবর! এক্ষণে দশরথ-রাজার অভাবে আমাদের এই রাজ্য অরণ্যে পরিণত হইয়াছে। সুতরাং আপনি সকল বিষয় চিন্তা করিয়া ইক্ষ্বাকুবংশীয় অন্য কোন কুমারকে রাজপদে অভিষিক্ত করুন।৩৬-৩৮

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে সপ্তষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টষষ্টিতমঃ সর্গঃ

[পুরোহিত-বসিষ্ঠেনানুজ্ঞাতানাং পঞ্চানাং দূতানামযোধ্যাতঃ কেকয়দেশস্থরাজগৃহনগরগমনম্ ।]

তেষাং তদ্ বচনং শ্রুত্বা বসিষ্ঠঃ প্রত্যুবাচ হ ।
মিত্রামাত্যজনান্ সর্বান্ ব্রাহ্মণাংস্তানিদং বচঃ ॥১
যদসৌ মাতুলকুলে দত্তরাজ্যঃ পরং সুখী ।
ভরতো বসতি ভ্রাত্রা শত্রুঘ্নেন মুদান্বিতঃ ॥২
তচ্ছীঘ্রং জবনা দূতা গচ্ছন্তু ত্বরিতং হয়ৈঃ ।
আনেতুং ভ্রাতরৌ বীরৌ কিং সমীক্ষামহে বয়ম্ ॥৩
গচ্ছন্ত্বিতি ততঃ সর্বে বসিষ্ঠং বাক্যমব্রুবন্ ।
তেষাং তদ্ বচনং শ্রুত্বা বসিষ্ঠো বাক্যমব্রবীৎ ॥৪
এহি সিদ্ধার্থ বিজয় জয়ন্তাশোকনন্দন ।
শ্রূয়তামিতি কর্তব্যং সর্বানেব ব্রবীমি বঃ ॥৫
পুরং রাজগৃহং গত্বা শীঘ্রং শীঘ্রজবৈর্হয়ৈঃ ।
ত্যক্তশোকৈরিদং বাচ্যঃ শাসনাদ্ ভরতো মম ॥৬
পুরোহিতস্ত্বাং কুশলং প্রাহ সর্বে চ মন্ত্রিণঃ ।
ত্বরমাণশ্চ নির্যাহি কৃত্যমাত্যয়িকং ত্বয়া ॥৭
মা চাস্মৈ প্রোষিতং রামং মা চাস্মৈ পিতরং মৃতম্ ।
ভবন্তঃ শংসিষুর্গত্বা রাঘবাণামিতঃ ক্ষয়ম্ ॥৮
কৌশেয়ানি চ বস্ত্রাণি ভূষণানি বরাণি চ ।
ক্ষিপ্রমাদায় রাজ্ঞশ্চ ভরতস্য চ গচ্ছত ॥৯
দত্তপথ্যশনা দূতা জগ্মুঃ স্বং স্বং নিবেশনম্ ।
কেকয়াংস্তে গমিষ্যন্তো হয়ানারুহ্য সম্মতান্ ॥১০

অষ্টষষ্টিতম সর্গ

[পুরোহিত বশিষ্ঠকর্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া পাঁচজন দূতের অযোধ্যা হইতে কেকয়দেশস্থ রাজগৃহনগরে গমন ।]

বশিষ্ঠ মুনি ঐ সকল মিত্র, অমাত্য ও ব্রাহ্মণগণের এইরূপ বাক্য শুনিয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন,—মহারাজ দশরথ যাহাকে রাজ্য দিতে বাধ্য হইয়াছেন, সেই ভরত এই সময় কনিষ্ঠভ্রাতা শত্রুঘ্নের সহিত পরমানন্দে মাতুলগৃহে বাস করিতেছেন। এইজন্য শীঘ্রগামী দূতগণ দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ করিয়া সেই বীর ভ্রাতৃদ্বয়কে আনিবার জন্য গমন করুক। এ বিষয়ে আমরা আর কি বিবেচনা করিব? বশিষ্ঠের বাক্য শুনিয়া তাঁহারা সকলে বলিলেন,—ভরত ও শত্রুঘ্নকে আনিবার জন্য দূতগণ গমন করুক। এইরূপ সম্মতি-বাক্য শুনিয়া বশিষ্ঠ দূতগণকে আহ্বানপূর্বক বলিলেন, ওহে সিদ্ধার্থ! বিজয়! জয়ন্ত! অশোক! নন্দন! আমি তোমাদের সকলকে বলিতেছি। তোমরা নিজের কর্তব্যবিষয় শ্রবণ কর।১-৫

অতিদ্রুতগামী অশ্বের দ্বারা অতিশীঘ্র রাজগৃহনগরে গমন কর এবং তোমরা শোক গোপন করিয়া আমার আদেশানুসারে ভরতকে এই কথা বল যে—পুরোহিত বশিষ্ঠ ও অন্যান্য মন্ত্রিগণ আপনার কুশল জিজ্ঞাসাপূর্বক বলিয়াছেন যে—আপনি অতিসত্বর এইস্থান হইতে অযোধ্যায় যাইতে প্রস্থান করুন। সেখানে আপনাকে এমন কার্য্য করিতে হইবে, যে কার্য্যে বিলম্ব করা অনুচিত। তোমরা ভরতের নিকট বলিও না যে—রাম বনে প্রেরিত হইয়াছেন এবং পিতা দশরথ দেহত্যাগ করিয়াছেন। রঘুবংশের এই সকল সর্বনাশকর সংবাদ তাহাকে বলিও না। কেকয়রাজের জন্য ও ভরতের জন্য পট্টবস্ত্র ও উৎকৃষ্ট আভরণ লইয়া তোমরা সত্বর প্রস্থান কর। এইরূপ বলিয়া বশিষ্ঠ তাহাদিগকে পাথেয় ভোজ্যাদি প্রদান করিলে পর মনোমত অশ্বে আরোহণ-পূর্বক কেকয়দেশে যাইতে দূতগণ উদ্যত হইল এবং গৃহস্থিত পরিজনের নিকট নিজের গমন-সংবাদ বলিবার জন্য স্ব স্ব গৃহে গমন করিল।৬-১০

অনন্তর প্রস্থানের জন্য আবশ্যক কার্য্যসমূহ সম্পন্ন

ততঃ প্রাস্থানিকং কৃত্বা কার্য্যশেষমনন্তরম্।
বসিষ্ঠেনাভ্যনুজ্ঞাতা দূতাঃ সংত্বরিতং যযুঃ ॥১১

ন্যন্তেনাপরতালস্য প্রলম্বস্যোত্তরং প্রতি।
নিষেবমাণাস্তে জগ্মুর্নদীং মধ্যেন মালিনীম্ ॥১২

তে হাস্তিনপুরে গঙ্গাং তীর্ত্বা প্রত্যঙ্মুখা যযুঃ।
পাঞ্চালদেশমাসাদ্য মধ্যেন কুরু-জাঙ্গলম্ ॥১৩

সরাংসি চ সুফুল্লানি নদীশ্চ বিমলোদকাঃ।
নিরীক্ষমাণা জগ্মুস্তে দূতাঃ কার্য্যবশাদ্ দ্রুতম্ ॥১৪

তে প্রসন্নোদকাং দিব্যাং নানাবিহগসেবিতাম্।
উপাতিজগ্মুর্বেগেন শরদণ্ডাং জলাকুলাম্ ॥১৫

নিকূলবৃক্ষমাসাদ্য দিব্যং সত্যোপযাচনম্।
অভিগম্যাভিবাদ্যং তং কুলিঙ্গাং প্রাবিশন্ পুরীম্ ॥১৬

অভিকালং ততঃ প্রাপ্য তেজোঽভিভবনাচ্চ্যুতাঃ।
পিতৃপৈতামহীং পুণ্যাং তেরুরিক্ষুমতীং নদীম্ ॥১৭

অবেক্ষ্যাঞ্জলিপানাংশ্চ ব্রাহ্মণান্ বেদপারগান্।
যযুর্মধ্যেন বাহ্লীকান্ সুদামানঞ্চ পর্বতম্ ॥১৮

বিষ্ণোঃ পদং প্রেক্ষ্যমাণা বিপাশাং চাপি শাল্মলীম্।
নদীর্বাপী-তটাকানি পল্বলানি সরাংসি চ ॥১৯

পশ্যন্তো বিবিধাংশ্চাপি সিংহান্ ব্যাঘ্রান্মৃগান্দ্বিপান্।
যযুঃ পথাতিমহতা শাসনং ভর্তুরীপ্সবঃ ॥২০

তে শ্রান্তবাহনা দূতা বিকৃষ্টেন সতা পথা।
গিরিব্রজং পুরবরং শীঘ্রমাসেদুরঞ্জসা ॥২১

ভর্তুঃ প্রিয়ার্থং কুলরক্ষণার্থং
ভর্তুশ্চ বংশস্য পরিগ্রহার্থম্।
অহেড়মানাস্ত্বরয়া স্ম দূতা
রাত্র্যাং তু তে তৎপুরমেব যাতাঃ ॥২২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে অষ্টষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥

করিয়া বশিষ্ঠের আদেশানুসারে অতিসত্বর কেকয়দেশ অভিমুখে প্রস্থান করিল। তাহারা অপরতালনামক জনপদের ও প্রলম্বনামক জনপদের (১) মধ্যে প্রবাহিত মালিনীনদীকে অনুসরণ করিয়া গমন করিতে লাগিল। এইভাবে হস্তিনাপুরে যাইয়া তাহারা গঙ্গার পারে গমন করিল এবং পাঞ্চালদেশ অতিক্রম করত কুরুজাঙ্গল-প্রদেশের (২) মধ্যবর্ত্তী পথ অনুসরণ করিয়া পশ্চিমমুখে যাইতে লাগিল। দূতগণ গমনকালে পথে প্রফুল্ল-পুষ্পশোভিত সরোবর ও নির্মলজলপূর্ণ নদীসমূহের শোভা দর্শন করিতেছিল। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ কার্য্যের জন্য তাহারা অতিদ্রুত গমন করিতে লাগিল। অনন্তর সেই দূতগণ স্বচ্ছজলপূর্ণা মনোহারিণী নানাবিধ জলচর-পক্ষীর আশ্রয় শরদণ্ডানদীকে সত্বর অতিক্রম করিল এবং ঐ নদীর পশ্চিমতীরস্থিত দেবতাধিষ্ঠান সত্যোপযাচন (যে বৃক্ষের নিকট প্রার্থনা কখনও বৃথা হয় না) নামক সর্বপূজ্য বৃক্ষের নিকট গমন করিল। পরে ঐ বৃক্ষকে প্রদক্ষিণ করিয়া কুলিঙ্গানগরীতে প্রবেশ করিল।১১-১৬

সেইস্থান হইতে ক্রমশঃ অভিকাল ও তেজোভিভবন-নামক দুইটি গ্রাম অতিক্রম করিয়া ইক্ষ্বাকুগণের পিতৃপিতামহগণ কর্তৃক অধিকৃত ইক্ষুমতী নাম্নী পুণ্যদায়িনী নদী পার হইল। ইক্ষুমতীর তীরে জলপানের দ্বারাই প্রাণরক্ষাকারী তপস্যারত বেদবিৎ ব্রাহ্মণগণকে দর্শন করিয়া দূতগণ বাহ্লীকদেশের মধ্যবর্ত্তী পথে সুদামাপর্বতে উপস্থিত হইল। তথায় বিষ্ণুর পদচিহ্ন, বিপাশা ও শাল্মলীনামক নদীদ্বয়, অন্যান্য নদী, সরোবর, তড়াগ, ক্ষুদ্রজলাশয়, পুষ্করিণী, সিংহ, ব্যাঘ্র, হরিণ, হস্তী প্রভৃতি নানাবিধ প্রাণী দর্শন করিতে করিতে অতিবৃহৎ পথ দিয়া প্রভুর শাসনপালনকারী দূতেরা গমন করিতে লাগিল।১৭-২০

বহুদূর পথ অতিক্রম করার জন্য যদিও তাহাদের বাহনসমূহ ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তথাপি তাহারা বিলম্ব না করিয়া অতিসত্বর গিরিব্রজনামক নগরে উপস্থিত হইল। এইভাবে ঐ দূতগণ প্রভুর প্রিয়কার্য্যসাধন, বংশ-রক্ষা ও প্রজাগণের রক্ষার জন্য কোনরূপ ঔদাসীন্য না করিয়াই রাত্রিকালেই সেই নগরে প্রবেশ করিল।২১-২২

১। কেহ বলেন—অপরতাল ও প্রলম্ব দুইটি পর্বতের নাম।
২। একাংশে কুরুগণের রাজ্য ও অন্যাংশে নিবিড় অরণ্য—এইজন্য ঐ প্রদেশের নাম কুরু-জাঙ্গল।

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে অষ্টষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

ঊনসপ্ততিতমঃ সর্গঃ

[ভরতস্য দুশ্চিন্তা, তস্য প্রসন্নতায়ৈ বন্ধূনাং প্রয়াসঃ, জিজ্ঞাসিতেন ভরতেন বন্ধূনাং সমীপে স্বেনৈব দৃষ্টস্য ভয়ঙ্করস্য দুঃস্বপ্নস্য বর্ণনঞ্চ।]

যামেব রাত্রিং তে দূতাঃ প্রবিশন্তি স্ম তাং পুরীম্।
ভরতেনাপি তাং রাত্রিং স্বপ্নো দৃষ্টোঽয়মপ্রিয়ঃ ॥১
ব্যুষ্টামেব তু তাং রাত্রিং দৃষ্ট্বা তং স্বপ্নমপ্রিয়ম্।
পুত্রো রাজাধিরাজস্য সুভৃশং পর্য্যতপ্যত ॥২
তপ্যমানং তমাজ্ঞায় বয়স্যাঃ প্রিয়বাদিনঃ।
আয়াসং বিনয়িষ্যন্তঃ সভায়াং চক্রিরে কথাঃ ॥৩
বাদয়ন্তি তদা শান্তিং লাসয়ন্ত্যপি চাপরে।
নাটকান্যপরে স্মাহুর্হাস্যানি বিবিধানি চ ॥৪
স তৈর্মহাত্মা ভরতঃ সখিভিঃ প্রিয়বাদিভিঃ।
গোষ্ঠীহাস্যানি কুর্বদ্ভির্ন প্রাহৃষ্যত রাঘবঃ ॥৫

তমব্রবীৎ প্রিয়সখো ভরতং সখিভির্বৃতম্।
সুহৃদ্ভিঃ পর্য্যুপাসীনঃ কিং সখে নানুমোদসে ॥৬
এবং ব্রুবাণং সুহৃদং ভরতঃ প্রত্যুবাচ হ।
শৃণু ত্বং যন্নিমিত্তং মে দৈন্যমেতদুপাগতম্ ॥৭
স্বপ্নে পিতরমদ্রাক্ষং মলিনং মুক্তমূর্ধজম্।
পতন্তমদ্রিশিখরাৎ কলুষে গোময়ে হ্রদে ॥৮
প্লবমানশ্চ মে দৃষ্টঃ স তস্মিন্ গোময়ে হ্রদে।
পিবন্নঞ্জলিনা তৈলং হসন্নিব মুহুর্মুহুঃ ॥৯
ততস্তিলোদনং ভুক্ত্বা পুনঃ পুনরধঃশিরাঃ।
তৈলেনাভ্যক্তসর্বাঙ্গস্তৈলমেবান্বগাহত ॥১০

ঊনসপ্ততিতম সর্গ

[ভরতের দুশ্চিন্তা, তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার জন্য বন্ধুদিগের প্রয়াস এবং জিজ্ঞাসিত হইয়া বন্ধুদিগের নিকট ভরতের নিজ কর্তৃক দৃষ্ট ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন বর্ণন।]

যে রাত্রিতে দূতগণ সেই নগরে প্রবেশ করিল। সেই রাত্রিতেই ভরত অতিশয় অশুভ স্বপ্ন দেখিলেন। রাত্রিশেষে এইরূপ অপ্রিয় স্বপ্ন দেখিয়া রাজাধিরাজ দশরথের পুত্র ভরত অত্যন্ত পরিতাপান্বিত হইলেন। তাঁহাকে অত্যন্ত পরিতপ্ত জানিয়া প্রিয়ভাষী বয়স্যগণ তাঁহার দুঃখ দূর করিবার জন্য সভাস্থলে নানাপ্রকার কথার অবতারণা করিতে লাগিলেন। কেহ ভরতের শান্তির জন্য বীণাবাদন করিতে লাগিলেন। কেহ নৃত্য করিতে লাগিলেন। কেহ বা হাস্যরসময় নানাবিধ নাটক আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। নানাবিধ পরিহাসে রত বন্ধুগণ ভরতের প্রীতির জন্য নানা উপায় অবলম্বন করিলেও মহাত্মা ভরত তাহাতে হৃষ্ট হইলেন না।১-৫

তাহা দেখিয়া একজন প্রিয়সখা বন্ধুগণপরিবেষ্টিত ভরতকে বলিলেন,—সখে! আমরা তোমার বন্ধুগণ তোমাকে আনন্দিত করিতেছি, কিন্তু তুমি তাহাতে মনোযোগ করিতেছ না কেন? প্রিয়সখা এইরূপ বলিতে থাকিলে ভরত প্রত্যুত্তর করিলেন—সখে! যে কারণে আমার এইরূপ ব্যাকুলতা আসিয়াছে, তাহা শ্রবণ কর। গতরাত্রিতে আমি স্বপ্নে দেখিলাম যে, আমার পিতা দশরথ মলিনবেশে আলুলায়িতকেশে পর্বতের শিখর হইতে কুৎসিত গোময়-হ্রদে পতিত হইতেছেন। আরও দেখিলাম যে, তিনি ঐ গোময়-হ্রদে সন্তরণ করিতে করিতে অঞ্জলি দ্বারা তৈল পান করিতেছেন এবং পুনঃ পুনঃ হাস্য করিতেছেন। পরে তিনি বারংবার তৈলমিশ্রিত অন্নভোজন করিয়া সর্বাঙ্গে তৈল মর্দনপূর্বক নতমস্তকে তৈলেই অবগাহন করিতেছেন।৬-১০

আমি স্বপ্নে আরও দেখিলাম যে,—সমুদ্র শুষ্ক

স্বপ্নেঽপি সাগরং শুষ্কং চন্দ্রঞ্চ পতিতং ভুবি।
উপরুদ্ধাঞ্চ জগতীং তমসেব সমাবৃতাম্ ॥১১
ঔপবাহ্যস্য নাগস্য বিষাণং শকলীকৃতম্।
সহসা চাপি সংশান্তা জ্বলিতা জাতবেদসঃ ॥১২
অবদীর্ণাঞ্চ পৃথিবীং শুষ্কাংশ্চ বিবিধান্ দ্রুমান্।
অহং পশ্যামি বিধ্বস্তান্ সধূমাংশ্চৈব পর্বতান্ ॥১৩
পীঠে কার্ষ্ণায়সে চৈব নিষণ্ণং কৃষ্ণবাসসম্।
প্রহরন্তি স্ম রাজানং প্রমদাঃ কৃষ্ণপিঙ্গলাঃ ॥১৪
ত্বরমাণশ্চ ধর্মাত্মা রক্তমাল্যানুলেপনঃ।
রথেন খরযুক্তেন প্রয়াতো দক্ষিণামুখঃ ॥১৫
প্রহসন্তীব রাজানং প্রমদা রক্তবাসিনী।
প্রকর্ষন্তী ময়া দৃষ্টা রাক্ষসী বিকৃতাননা ॥১৬
এবমেতন্ময়া দৃষ্টমিমাং রাত্রিং ভয়াবহাম্।
অহং রামোঽথবা রাজা লক্ষ্মণো বা মরিষ্যতি ॥১৭

নরো যানেন যঃ স্বপ্নে খরযুক্তেন যাতি হি।
অচিরাত্তস্য ধূম্রাগ্রং চিতায়াং সম্প্রদৃশ্যতে ॥১৮
এতন্নিমিত্তং দীনোঽহং ন বচঃ প্রতিপূজয়ে।
শুষ্যতীব চ মে কণ্ঠো ন স্বস্থমিব মে মনঃ ॥১৯
ন পশ্যামি ভয়স্থানং ভয়ং চৈবোপধারয়ে।
ভ্রষ্টশ্চ স্বরযোগো মে ছায়া চাপগতা মম।
জুগুপ্স ইব চাত্মানং ন চ পশ্যামি কারণম্ ॥২০
ইমাঞ্চ দুঃস্বপ্নগতিং নিশম্য হি
ত্বনেকরূপামবিতর্কিতাং পুরা।
ভয়ং মহত্তদ্ধৃদয়ান্ন যাতি মে
বিচিন্ত্য রাজানমচিন্ত্যদর্শনম্ ॥২১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে ঊনসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥

হইয়া গিয়াছে। চন্দ্র ভূতলে পতিত হইয়াছে। সম্পূর্ণ পৃথিবী যেন অন্ধকারে আবৃত হওয়ায় অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। রাজার বহনকারী হস্তীর দন্ত খণ্ডিত হইয়াছে। প্রজ্বলিত অগ্নিসমূহ সহসা নির্বাপিত হইয়াছে। পৃথিবী বিদীর্ণ হইয়াছে। বৃক্ষসকল শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। পর্বতসমূহ বিধ্বস্ত ও ধূমায়িত হইয়াছে। কৃষ্ণবর্ণলৌহনির্মিত পীঠে (উচ্চাসনে) কৃষ্ণবর্ণবস্ত্রধারী রাজা বসিয়া আছেন। কৃষ্ণবর্ণা ও পিঙ্গলবর্ণা রমণীরা তাঁহাকে প্রহার করিতেছে। আমি স্বপ্নে আরও দেখিলাম যে, ধর্মাত্মা রাজা রক্তমালা ও রক্তচন্দনাদি ধারণপূর্বক গর্দভযোজিত রথে আরোহণ করিয়া দ্রুতগতিতে দক্ষিণ-দিকে গমন করিতেছেন।১১-১৫

রক্তবস্ত্রধারিণী বিকটবদনা এক রাক্ষসী যেন হাস্য করিতে করিতে তাঁহাকে আকর্ষণ করিতেছে। আমি ভয়াবহ রাত্রিকালে এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছি। ইহাতে আমার মনে হয় যে, আমি, রাম, রাজা দশরথ ও লক্ষ্মণ এই চারিজনের মধ্যে কেহ অবশ্যই প্রাণত্যাগ করিবে। যে ব্যক্তিকে গর্দভযুক্তরথে আরোহণ করিয়া যাইতে স্বপ্নে দেখা যায়, অচিরেই সেই ব্যক্তির চিতায় ধূমশিখা দেখিতে পাওয়া যায়। এইজন্য আমি অতিশয় দৈন্যদশা প্রাপ্ত হইয়াছি। তোমাদের কথায় আনন্দলাভ করিতে পারিতেছি না। আমার কণ্ঠ যেন শুষ্ক হইয়া যাইতেছে, মন যেন কিছুতেই সুস্থ হইতেছে না। ভয়ের কারণ দেখিতেছি না, অথচ ভীষণ ভয় পাইতেছি। আমার কণ্ঠস্বর বিকৃত হইয়াছে এবং শরীরের শোভা নষ্ট হইয়াছে। আমার নিজেকে নিন্দনীয় মনে হইতেছে কিন্তু ইহার কোন কারণ দেখিতেছি না।১৬-২০

পূর্বে কখনও যাহা ভাবি নাই, এইরূপ নানাবিধ দুঃস্বপ্ন দর্শন করিয়া আমি অতিশয় ভীত হইয়াছি। মহারাজ দশরথকে হয়ত আর দেখিতে পাইব না, ইহাই চিন্তা করিতেছি। এইজন্য আমার হৃদয় হইতে ঐ মহদ্ ভয় দূর হইতেছে না।২১

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ঊনসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

সপ্ততিতমঃ সর্গঃ

[দূতগণেন ভরতহস্তে তদীয়মাতামহ-মাতুলানুদিশ্যানীতানামমূল্যানামুপহারাণাং সমর্পণম্, ভরতসমীপে পুরোহিতবসিষ্ঠেন কথিত-সন্দেশস্য জ্ঞাপনম্, ভরতস্য পিতাপ্রভৃতীনাং কুশলপৃচ্ছা, ততো মাতামহ-মাতুলসমীপতো ভরতস্যানুমতিগ্রহণম্, শত্রুঘ্নেন সহ রথমারুহ্যভরতস্য অযোধ্যাগমনঞ্চ।]

ভরতে ব্রুবতি স্বপ্নং দূতাস্তে ক্লান্তবাহনাঃ।
প্রবিশ্যাসহ্যপরিখং রম্যং রাজগৃহং পুরম্ ॥১
সমাগম্য চ রাজ্ঞা তে রাজপুত্রেণ চার্চিতাঃ।
রাজ্ঞঃ পাদৌ গৃহীত্বা চ তমূচুর্ভরতং বচঃ ॥২
পুরোহিতস্ত্বাং কুশলং প্রাহ সর্বে চ মন্ত্রিণঃ।
ত্বরমাণশ্চ নির্যাহি কৃত্যমাত্যয়িকং ত্বয়া ॥৩
ইমানি চ মহার্হাণি বস্ত্রাণ্যাভরণানি চ।
প্রতিগৃহ্য বিশালাক্ষ মাতুলস্য চ দাপয় ॥৪
অত্র বিংশতিকোট্যস্তু নৃপতের্মাতুলস্য তে।
দশকোট্যস্তু সম্পূর্ণাস্তথৈব চ নৃপাত্মজ ॥৫
প্রতিগৃহ্য তু তৎ সর্বং স্বনুরক্তঃ সুহৃজ্জনে।
দূতানুবাচ ভরতঃ কামৈঃ সম্প্রতিপূজ্য তান্ ॥৬
কচ্চিৎ স কুশলী রাজা পিতা দশরথো মম।
কচ্চিদারোগ্যতা রামে লক্ষ্মণে চ মহাত্মনি ॥৭
আর্য্যা চ ধর্মনিরতা ধর্মজ্ঞা ধর্মবাদিনী।
অরোগা চাপি কৌসল্যা মাতা রামস্য ধীমতঃ ॥৮
কচ্চিৎ সুমিত্রা ধর্মজ্ঞা জননী লক্ষ্মণস্য যা।
শত্রুঘ্নস্য চ বীরস্য অরোগা চাপি মধ্যমা ॥৯
আত্মকামা সদা চণ্ডী ক্রোধনা প্রাজ্ঞমানিনী।
অরোগা চাপি মে মাতা কৈকয়ী কিমুবাচ হ ॥১০

সপ্ততিতম সর্গ

[দূতগণ কর্তৃক ভরতের হস্তে তাঁহার মাতামহ ও মাতুলের উদ্দেশে আনীত মূল্যবান্ উপহারসামগ্রী অর্পণ, পুরোহিত বশিষ্ঠ কর্তৃক কথিত সন্দেশ ভরতের নিকট জ্ঞাপন, ভরতের পিতা প্রভৃতির কুশল জিজ্ঞাসা, অতঃপর মাতামহ ও মাতুলের নিকট হইতে ভরতের অনুমতি গ্রহণ এবং শত্রুঘ্নকে সঙ্গে লইয়া রথারোহণে অযোধ্যাভিমুখে গমন।]

ভরত সভামধ্যে বন্ধুগণের নিকট এইভাবে স্বপ্ন বৃত্তান্ত বলিতেছেন, এমন সময় ক্লান্তবাহন দূতগণ দুর্লঙ্ঘ্যপরিখাবেষ্টিত রমণীয় রাজগৃহে প্রবেশ করিল। অনন্তর তাহারা কেকয়রাজ ও তাঁহার পুত্র যুধাজিতের সহিত মিলিত হইল ও তাঁহাদের কর্তৃক সম্মানিত হইল। পরে নিজেদের রাজা ভরতের পাদস্পর্শ করিয়া তাঁহাকে বলিল,—কুলপুরোহিত বশিষ্ঠ ও অমাত্যগণ আপনার কুশলজিজ্ঞাসাপূর্বক বলিয়াছেন যে, আপনি সত্বর এইস্থান হইতে বহির্গত হউন। আপনাকে এমন কার্য্য করিতে হইবে যাহাতে বিলম্ব করা চলে না। বিশাললোচন! তাঁহারা এই সকল মূল্যবান্ বসন ও ভূষণ প্রদান করিয়াছেন। আপনি এই সকল গ্রহণ করুন এবং মাতুলকে প্রদান করুন। রাজপুত্র! এই সকল বসন-ভূষণের মধ্যে বিংশতিকোটি মূল্যের দ্রব্য আপনার মাতামহের জন্য আনীত এবং দশকোটি মূল্যের দ্রব্য আপনার মাতুলের জন্য আনীত হইয়াছে ।১-৫

সুহৃদ্‌গণের প্রতি অতীব অনুরক্ত ভরত ঐ সকল দ্রব্য গ্রহণ করিলেন এবং প্রার্থিত বস্তু প্রদান করিয়া দূতগণের সৎকার করিলেন। অনন্তর তিনি দূতগণকে বলিলেন,—আমার পিতা রাজা দশরথ কুশলে আছেন ত? মহাত্মা রাম-লক্ষ্মণ সুস্থ আছেন ত? সর্বদা ধর্মাচাররতা ধর্মবাদিনী ধর্মজ্ঞা পূজনীয়া রামমাতা কৌশল্যা সুস্থ আছেন ত? আমার মধ্যমা মাতা ধর্মজ্ঞা লক্ষ্মণ-শত্রুঘ্নজননী সুমিত্রা কুশলে আছেন ত? সর্বদা ক্রুদ্ধপ্রকৃতি স্বার্থাভিলাষিণী কুটস্বভাবা মদীয় জননী

এবমুক্তাস্তু তে দূতা ভরতেন মহাত্মনা।
উচুঃ সম্প্রশ্রিতং বাক্যমিদং তং ভরতং তদা ॥১১
কুশলাস্তে নরব্যাঘ্র যেষাং কুশলমিচ্ছসি।
শ্রীশ্চ ত্বাং বৃণুতে পদ্মা যুজ্যতাং চাপি তে রথঃ ॥১২
ভরতশ্চাপি তান্ দূতানেবমুক্তোঽভ্যভাষত।
আপৃচ্ছেঽহং মহারাজং দূতাঃ সন্ত্বরয়ন্তি মাম্ ॥১৩
এবমুক্ত্বা তু তান্ দূতান্ ভরতঃ পার্থিবাত্মজঃ।
দূতৈঃ সংচোদিতো বাক্যং মাতামহমুবাচ হ ॥১৪
রাজন্ পিতুর্গমিষ্যামি সকাশং দূতচোদিতঃ।
পুনরপ্যহমেষ্যামি যদা মে ত্বং স্মরিষ্যসি ॥১৫
ভরতেনৈবমুক্তস্তু নৃপো মাতামহস্তদা।
তমুবাচ শুভং বাক্যং শিরস্যাঘ্রায় রাঘবম্ ॥১৬
গচ্ছ তাতানুজানে ত্বাং কৈকয়ী সুপ্রজাস্ত্বয়া।
মাতরং কুশলং ব্রূয়াঃ পিতরঞ্চ পরন্তপ ॥১৭
পুরোহিতঞ্চ কুশলং যে চান্যে দ্বিজসত্তমাঃ।
তৌ চ তাত মহেষ্বাসৌ ভ্রাতরৌ রাম-লক্ষ্মণৌ ॥১৮
তস্মৈ হস্ত্যুত্তমাংশ্চিত্রান্ কম্বলানজিনানি চ।
সৎকৃত্য কেকয়ো রাজা ভরতায় দদৌ ধনম্ ॥১৯
অন্তঃপুরেঽতিসংবৃদ্ধান্ ব্যাঘ্রবীর্য্যবলোপমান্।
দংষ্ট্রাযুক্তান্ (ক) মহাকায়ান্ শুনশ্চোপায়নং দদৌ ॥২০
রুক্মনিষ্কসহস্রে দ্বে ষোড়শাশ্বশতানি চ।
সৎকৃত্য কেকয়ীপুত্রং কেকয়ো ধনমাদিশৎ ॥২১
তদামাত্যানভিপ্রেতান্ বিশ্বাস্যাংশ্চ গুণান্বিতান্।
দদাবশ্বপতিঃ শীঘ্রং ভরতায়ানুযায়িনঃ ॥২২
ঐরাবতানৈন্দ্রশিরান্ নাগান্ বৈ প্রিয়দর্শনান্।
খরান্ শীঘ্রান্ সুসংযুক্তান্ মাতুলোঽস্মৈ ধনং দদৌ॥২৩
স দত্তং কেকয়েন্দ্রেণ ধনং তন্নাভ্যনন্দত।
ভরতঃ কেকয়ীপুত্রো গমনত্বরয়া তদা ॥২৪

সুস্থ আছেন ত? প্রাজ্ঞমানিনী সেই কৈকেয়ীমাতা আমাকে কিছু বলিয়াছেন কি?৬-১০

মহাত্মা ভরত দূতগণকে এইরূপ বলিলে পর তাহারা সবিনয়ে ভরতকে বলিল,—নরশ্রেষ্ঠ! আপনি যাঁহাদের কুশলকামনা করিতেছেন, তাঁহারা সকলেই কুশলে আছেন। এক্ষণে পদ্মালয়া লক্ষ্মী আপনাকে বরণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। আপনার গমনের জন্য রথ যোজনা করা হউক। দূতগণ এইরূপ বলিলে ভরত তাহাদিগকে বলিলেন,—আমি মহারাজ কেকয়পতি মদীয় মাতামহের নিকট এই বলিয়া বিদায় লইয়া আসি যে—অযোধ্যা হইতে আগত দূতগণ অযোধ্যায় যাইবার জন্য আমাকে ত্বরান্বিত করিতেছে। দূতগণকে এইরূপ বলিয়া রাজপুত্র ভরত তাহাদের কর্তৃক প্রেরিত হইয়া মাতামহের নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন—মহারাজ! আমি দূতগণের কথামত পিতৃদেবের নিকট এক্ষণে গমন করিতেছি! আপনি যখনই আমাকে স্মরণ করিবেন, তখনই পুনর্বার আমি আসিয়া উপস্থিত হইব।১১-১৫

ভরত এই প্রকার বলিলে পর মাতামহ কেকয়রাজ তখন রঘুনন্দন ভরতের মস্তক আঘ্রাণপূর্বক শুভবাক্য বলিলেন,—বৎস! আমি অনুমতি দিতেছি, তুমি গমন কর। কৈকেয়ী তোমাকে পুত্ররূপে পাইয়া সৎপুত্রবতী হইয়াছে। শত্রুদমন! তুমি তোমার মাতাপিতার নিকট আমার কুশলসংবাদ দিও। বৎস! তোমাদের কুলপুরোহিত বশিষ্ঠ ও অন্যান্য ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠদিগকে আমাদের কুশল জানাইও। মহাধনুর্ধর রাম ও লক্ষ্মণ দুইভ্রাতার নিকট আমাদের কুশলসংবাদ বলিও। অনন্তর কেকয়রাজ ভরতকে সমাদরপূর্বক উত্তম হস্তী, বিচিত্র কম্বল, মৃগচর্ম ও বহুধন প্রদান করিলেন। এতদতিরিক্ত অন্তঃপুরে প্রতিপালিত ব্যাঘ্রতুল্য শক্তিমান্ বিশালদেহ তীক্ষ্ণদন্তসমন্বিত বহু কুক্কুর, দুইসহস্র স্বর্ণমুদ্রা ও ষোড়শশত অশ্ব সাদরে প্রদান করিলেন। অনন্তর মনোমত বিশ্বাসভাজন গুণবান্ অমাত্যগণকে ভরতের অনুগামী করিয়া দিলেন। তখন ভরতের মাতুল যুধাজিৎ ইন্দ্রশিরানামক দেশে জাত ঐরাবততুল্য সুদৃশ্য হস্তী ও বহনসমর্থ দ্রুতগামী গর্দ্দভ-সমূহ প্রদান করিলেন।১৬-২৩

পাঠান্তর:— (ক) দংষ্ট্রায়ুধান্—।

বভূব হ্যস্য হৃদয়ে চিন্তা সুমহতী তদা।
ত্বরয়া চাপি দূতানাং স্বপ্নস্যাপি চ দর্শনাৎ ॥২৫
স স্ববেশ্মাভ্যতিক্রম্য নর-নাগাশ্বসঙ্কুলম্।
প্রপেদে সুমহচ্ছ্রীমান্ রাজমার্গমনুত্তমম্ ॥২৬
অভ্যতীত্য ততোঽপশ্যদন্তঃপুরমনুত্তমম্।
ততস্তদ্ ভরতঃ শ্রীমানাবিবেশানিবারিতঃ ॥২৭
স মাতামহমাপৃচ্ছ্য মাতুলঞ্চ যুধাজিতম্।
রথমারুহ্য ভরতঃ শত্রুঘ্নসহিতো যযৌ ॥২৮
রথান্ মণ্ডলচক্রাংশ্চ যোজয়িত্বা পরঃশতম্।
উষ্ট্র-গোঽশ্ব-খরৈর্ভৃত্যা ভরতং যান্তমন্বযুঃ ॥২৯
বলেন গুপ্তো ভরতো মহাত্মা
সহার্য্যকস্যাত্মসমৈরমাত্যৈঃ।
আদায় শত্রুঘ্নমপেতশত্রু-
র্গৃহাদ্ যযৌ সিদ্ধ ইবেন্দ্রলোকাৎ ॥৩০
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে সপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥

কৈকেয়ীপুত্র ভরত অযোধ্যাগমনে ত্বরান্বিত হওয়ার জন্য কেকয়রাজ প্রদত্তদ্রব্যসমূহ অভিনন্দনপূর্ব্বক গ্রহণ করিতে পারিলেন না। দূতগণের শীঘ্রতা ও স্বপ্নদর্শনের জন্য তাঁহার হৃদয়ে অতিবিষম চিন্তা উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি অতিশীঘ্র নিজবাসস্থান হইতে নির্গত হইয়া মনুষ্য, হস্তী ও অশ্বপরিব্যাপ্ত প্রশস্তরাজপথে উপস্থিত হইলেন। রাজপথ অতিক্রম করিয়া তিনি সুশোভন অন্তঃপুর (১) দেখিতে পাইলেন। শ্রীমান্ ভরত বিনাবাধায় অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর মাতামহ ও মাতুল যুধাজিতের নিকট বিদায় লইয়া শত্রুঘ্নের সহিত রথারোহণপূর্ব্বক ভরত অযোধ্যায় গমন করিলেন। তখন ভৃত্যগণ উষ্ট্র, গো ও অশ্বযোজিত মণ্ডলাকারচক্রবিশিষ্ট শতাধিক রথ লইয়া ভরতের অনুগমন করিল। সিদ্ধপুরুষ যেমন ইন্দ্রলোক হইতে গমন করেন, সেইভাবে শত্রুঘ্নসহিত শত্রুহীন মহাত্মা ভরত সৈন্য ও স্বতুল্য অমাত্যগণ কর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইয়া মাতুলগৃহ হইতে গমন করিলেন।২৪-৩০

(১) মাতামহী প্রভৃতির নিকট বিদায় লইবার জন্যই ভরত গিয়াছিলেন।

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে সপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

একসপ্ততিতমঃ সর্গঃ

[রথ-পদাতিভিঃ সহ ভরতস্য যাত্রা, নানাদেশমতিক্রম্য উজ্জিহানানগরস্যোদ্যানমুপস্থায় পদাতীনাং শনৈঃ শনৈরগ্রেসরায়ানুমুতিং দত্ত্বা রথঞ্চারুহ্য ভরতস্য ক্ষিপ্রমগ্রগমনম্, শালবনমতিক্রম্য অযোধ্যাসমীপে আগমনম্, তৎস্থানাদযোধ্যায়া দুরবস্থাদর্শনম্, সারথিসমীপে দুঃখপূর্ণং স্বমনোভাবং জ্ঞাপয়তো ভরতস্য রাজভবনে গমনঞ্চ।]

স প্রাঙ্‌মুখো রাজগৃহাদভিনির্য্যায় বীর্য্যবান্।
ততঃ সুদামাং দ্যুতিমান্ সন্তীর্য্যাবেক্ষ্য তাং নদীম্ ॥১

হ্রাদিনীং দূরপারাঞ্চ প্রত্যক্‌স্রোতস্তরঙ্গিণীম্।
শতদ্রুমতরচ্ছ্রীমান্ নদীমিক্ষ্বাকুনন্দনঃ ॥২

ঐলধানে নদীং তীর্ত্বা প্রাপ্য চাপরপর্বতান্।
শিলামাকুর্বতীং তীর্ত্বা আগ্নেয়ং শল্যকর্ষণম্ ॥৩

সত্যসন্ধঃ শুচির্ভূত্বা প্রেক্ষমাণঃ শিলাবহাম্।
অভ্যগাৎ স মহাশৈলান্ বনং চৈত্ররথং প্রতি ॥৪

সরস্বতীঞ্চ গঙ্গাঞ্চ যুগ্মেন প্রতিপদ্য চ।
উত্তরান্ বীরমৎস্যানাং ভারুণ্ডং প্রাবিশদ্ বনম্ ॥৫

বেগিনীঞ্চ কুলিঙ্গাখ্যাং হ্রাদিনীং পর্বতাবৃতাম্।
যমুনাং প্রাপ্য সন্তীর্ণো বলমাশ্বাসয়ৎ তদা ॥৬

শীতীকৃত্য তু গাত্রাণি ক্লান্তানাশ্বাস্য বাজিনঃ।
তত্র স্নাত্বা চ পীত্বা চ প্রায়াদাদায় চোদকম্ ॥৭

রাজপুত্রো মহারণ্যমনভীক্ষ্ণোপসেবিতম্।
ভদ্রো ভদ্রেণ যানেন মারুতঃ খমিবাত্যগাৎ ॥৮

একসপ্ততিতম সর্গ

[রথ ও সৈন্যসহিত ভরতের যাত্রা, বিভিন্ন স্থান অতিক্রম করত উজ্জিহানানগরের উদ্যানে পৌঁছিয়া সেনাবাহিনীকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইবার আজ্ঞা দিয়া রথারোহণে ভরতের তীব্রবেগে অগ্রগমন ও শালবন অতিক্রম করিয়া অযোধ্যার নিকটে আগমন, সেখান হইতে অযোধ্যার দুরবস্থা দর্শন ও সারথির নিকট আপন দুঃখপূর্ণ মনোভাব ব্যক্ত করিতে করিতে ভরতের রাজ-ভবনে প্রবেশ।]

শ্রীমান্ মহাবীর ভরত রাজগৃহ হইতে পূর্বমুখে * নির্গত হইলেন এবং কিছুদূর অগ্রসর হইয়া সুদামানদী দর্শন করিলেন ও উত্তীর্ণ হইলেন। অনন্তর ইক্ষ্বাকুনন্দন ক্রমান্বয়ে অতিবিস্তৃতা পশ্চিমবাহিনী হ্রাদিনী ও শতদ্রু-নদীর পারে গমন করিলেন। ঐলধান নামক গ্রামের নিকট দিয়া যে নদী প্রবাহিত হইয়াছে, তাহা উত্তীর্ণ হইয়া সত্যপ্রতিজ্ঞ ভরত অপরপর্বতনামক দেশে উপনীত হইলেন। যে নদী প্রবাহে পতিত বস্তুসমূহকে শিলায় পরিণত করে, সেই নদী উত্তীর্ণ হইয়া অগ্নিকোণে অবস্থিত শল্যকর্ষণনামক স্থানে গমন করিলেন। সেইস্থানে পবিত্র হইয়া শিলাবহানদী দর্শন করত চৈত্ররথবনে যাইবার জন্য বৃহৎ বৃহৎ পর্বতসমূহ অতিক্রম করিলেন। অনন্তর সরস্বতী (পশ্চিমবাহিনী) ও গঙ্গা (সুচক্ষু, সীতানাম্নী পশ্চিমবাহিনী) নদীর সঙ্গমস্থলে যাইয়া বীরমৎস্য প্রদেশের উত্তরে অবস্থিত ভারুণ্ডনামক অরণ্যে প্রবেশ করিলেন।১-৫

শ্রীমান্ ভরত অতিবেগবতী সুখদায়িনী পর্বত-পরিবৃতা কুলিঙ্গানাম্নী নদীর পারে গমন করিলেন এবং যমুনার তীরে যাইয়া সৈন্যদিগকে বিশ্রাম করাইলেন। সেইস্থানে অশ্বগণের শরীর শীতল করিয়া ও তাহাদের ক্লান্তি দূর করিয়া সকলে স্নান-পানাদি সম্পন্ন করিলেন। পরে পবিত্র মনে করিয়া যমুনার জল গ্রহণপূর্বক সেইস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। বায়ু যেমন আকাশ অতিক্রম করে, রাজপুত্র সজ্জন ভরত ভদ্রজাতীয় হস্তীর দ্বারা (অথবা প্রশস্তরথের দ্বারা) সর্বথা মনুষ্যগমনাগমনশূন্য মহারণ্য সেইভাবে অতিক্রম করিলেন। পরে অংশুধান-নামকস্থানে প্রবাহিতা মহানদী ভাগীরথীর পরপারে যাওয়া অতিকষ্টকর মনে

* দূতগণ যে পথে অযোধ্যা হইতে আসিয়াছিল, ভরত সেইপথে যাইতেছেন না। দূতগণ সংকীর্ণ বনপথে আসায় শীঘ্রই পৌঁছাইয়াছিল। ভরতের সহিত বহুসৈন্যাদি আছে এইজন্য প্রশস্ত পথে যাইতেছেন। এই কথা টীকাকারগণ বলিয়াছেন।

ভাগীরথীং দুষ্প্রতরাং সোহংশুধানে মহানদীম্।
উপায়াদ্ রাঘবস্তূর্ণং প্রাগ্বটে বিশ্রুতে পুরে ॥৯
স গঙ্গাং প্রাগ্বটে তীর্ত্ত্বা সমায়াৎ কুটিকোষ্টিকাম্ *।
সবলস্তাং স তীর্ত্বাথ সমগাদ্ ধর্ম্মবর্ধনম্ ॥১০
তোরণং দক্ষিণার্ধেন জম্বুপ্রস্থং সমাগমৎ।
বরূথঞ্চ যযৌ রম্যং গ্রামং দশরথাত্মজঃ ॥১১
তত্র রম্যে বনে বাসং কৃত্বাসৌ প্রাঙ্মুখো যযৌ।
উদ্যানমুজ্জিহানায়াঃ প্রিয়কা যত্র পাদপাঃ ॥১২
স তাংস্তু প্রিয়কান্ প্রাপ্য শীঘ্রানাস্থায় বাজিনঃ।
অনুজ্ঞাপ্যাথ ভরতো বাহিনীং ত্বরিতো যযৌ ॥১৩
বাসং কৃত্বা সর্বতীর্থে তীর্ত্বা চোত্তরগাং নদীম্ (ক)।
অন্যা নদীশ্চ বিবিধৈঃ পার্বতীয়ৈস্তুরঙ্গমৈঃ ॥১৪
হস্তিপৃষ্ঠকমাসাদ্য কুটিকামপ্যবর্ত্তত।
ততার চ নরব্যাঘ্রো লোহিত্যে চ কপীবতীম্ ॥১৫
একসালে স্থাণুমতীং বিনতে গোমতীং নদীম্।
কলিঙ্গনগরে চাপি প্রাপ্য সালবনং তদা ॥১৬
ভরতঃ ক্ষিপ্রমাগচ্ছৎ সুপরিশ্রান্তবাহনঃ।
বনঞ্চ সমতীত্যাশু শর্বর্য্যামরুণোদয়ে ॥১৭
অযোধ্যাং মনুনা রাজ্ঞা নির্মিতাং স দদর্শ হ।
তাং পুরীং পুরুষব্যাঘ্রঃ সপ্তরাত্রোষিতঃ পথি ॥১৮
অযোধ্যামগ্রতো দৃষ্ট্বা সারথিং চেদমব্রবীৎ।
এষা নাতিপ্রতীতা মে পুণ্যোদ্যানা যশস্বিনী ॥১৯
অযোধ্যা দৃশ্যতে দূরাৎ সারথে পাণ্ডুমৃত্তিকা।
যজ্বিভির্গুণসম্পন্নৈর্ব্রাহ্মণৈর্বেদপারগৈঃ ॥২০
ভূয়িষ্ঠমৃদ্ধৈরাকীর্ণা রাজর্ষিবরপালিতা।
অযোধ্যায়াং পুরা শব্দঃ শ্রূয়তে তুমুলো মহান্ ॥২১
সমন্তান্নর-নারীণাং তমদ্য ন শৃণোম্যহম্।
উদ্যানানি হি সায়াহ্নে ক্রীড়িত্বোপরতৈর্নরৈঃ ॥২২

করিয়া ভরত সেইস্থান হইতে প্রাগ্বট নামক বিখ্যাত নগরে সত্বর গমন করিলেন। প্রাগ্বটে গঙ্গা পার হইয়া সৈন্যসহিত তিনি কুটিকোষ্টিকানাম্নী নদীর পারে গমন করিলেন এবং সেইস্থান হইতে ধর্ম্মবর্ধননামক গ্রামে উপস্থিত হইলেন।৬-১০

তদনন্তর তোরণগ্রামের দক্ষিণে অবস্থিত জম্বুপ্রস্থ গ্রামে গমন করিলেন। সেইস্থান হইতে তিনি রমণীয় বরূথগ্রামে উপস্থিত হইলেন। সেই গ্রামের পার্শ্ববর্তী অরণ্যে রাত্রি অতিবাহিত করিয়া উজ্জিহান-নগরীর মনোহর বৃক্ষ (কদম্ব) সমন্বিত উদ্যানে যাইবার জন্য পূর্বমুখে গমন করিলেন। সেখানে প্রিয়ক-(কদম্ব) বৃক্ষের নিকটে যাইয়া সৈন্যগণকে ধীরে ধীরে যাইতে অনুমতি দিলেন এবং দ্রুতগামী অশ্বযোজিত রথে তিনি অতিসত্বর গমন করিতে লাগিলেন। তিনি সর্বতীর্থ-নামক গ্রামে রাত্রি অতিবাহিত করিয়া পার্বত্য অশ্ব-সমূহের দ্বারা ঐ গ্রামের সমীপে প্রবাহিতা উত্তরবাহিনী ও অন্য নদী পার হইলেন। পরে তিনি হস্তিপৃষ্ঠক গ্রামে যাইয়া কুটিকানদীর ও লোহিত্যগ্রামের নিকটে কপীবতীনদীর পারে গমন করিলেন।১১-১৫

অনন্তর শ্রীমান্ ভরত একসালগ্রামের নিকটবর্তিনী স্থাণুমতী ও বিনতগ্রামের নিকটবর্তিনী গোমতীনদী পার হইয়া কলিঙ্গনগরের সমীপে সালবনে উপস্থিত হইলেন। যদিও তাঁহার বাহনসমূহ ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তথাপি তিনি সত্বর সেখানে আসিয়া রাত্রিকালেই সালবন অতিক্রম করিলেন এবং অরুণোদয়-কালে মহারাজ মনুর প্রতিষ্ঠিতা অযোধ্যানগরী দর্শন করিলেন। নরশ্রেষ্ঠ ভরত পথে সপ্তরাত্রি এইভাবে অতিবাহিত করিয়া অষ্টমদিবসে অযোধ্যার নিকটস্থ হইলেন। অনতিদূর হইতে অযোধ্যাকে দর্শন করিয়া তিনি সারথিকে বলিলেন,—সূত! পুণ্যময় উপবন-শালিনী যশস্বিনী এই অযোধ্যানগরীকে আনন্দহীন বলিয়া মনে হইতেছে। দেখ, গোময়াদি লেপনের অভাবে গৃহমৃত্তিকাসমূহ পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিয়াছে। রাজর্ষিশ্রেষ্ঠ দশরথকর্তৃক পালিতা এই নগরী যাজ্ঞিক, গুণবান্, বেদজ্ঞ ও সমৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণে পরিপূর্ণ থাকায় বিশেষ শোভাময়ী। পূর্বে এই নগরীর চারিদিকে নরনারীগণের

* কুটিকোষ্টিকা—রাম গঙ্গানদীর একটি ছোট শাখার নাম।
পাঠান্তর :—(ক) —চোত্তানিকাং নদীম্।

সমন্তাদ্ বিপ্রধাবদ্ভিঃ প্রকাশন্তে মমান্যথা।
তান্যদ্যানুরুদন্তীব পরিত্যক্তানি কামিভিঃ ॥২৩
অরণ্যভূতেব পুরী সারথে প্রতিভাতি মাম্।
ন হ্যত্র যানৈর্দৃশ্যন্তে ন গজৈর্ন চ বাজিভিঃ।
নির্যান্তো বাভিযান্তো বা নরমুখ্যা যথা পুরা ॥২৪
উদ্যানানি পুরা ভান্তি মত্তপ্রমুদিতানি চ।
জনানাং রতিসংযোগেম্বত্যন্তগুণবন্তি চ ॥২৫
তান্যেতান্যদ্য পশ্যামি নিরানন্দানি সর্বশঃ।
স্রস্তপর্ণৈরনুপথং বিক্রোশদ্ভিরিব দ্রুমৈঃ ॥২৬
নাদ্যাপি শ্রূয়তে শব্দো মত্তানাং মৃগ-পক্ষিণাম্।
সরক্তাং মধুরাং বাণীং কলং ব্যাহরতাং বহু ॥২৭
চন্দনাগুরুসম্পৃক্তো ধূপসম্মূর্চ্ছিতোঽমলঃ।
প্রবাতি পবনঃ শ্রীমান্ কিন্নু নাদ্য যথা পুরা ॥২৮

তুমুল কোলাহলধ্বনি শুনিতে পাওয়া যাইত। কিন্তু অদ্য তাহা শুনিতে পাইতেছি না। পূর্বে কামী পুরুষেরা ঐ সকল উদ্যানে সন্ধ্যাকালে প্রবেশ করিয়া সমস্ত রাত্রি ক্রীড়া করিত এবং ক্রীড়াশেষে প্রাতঃকালে ইতস্তত ধাবমান হইয়া উদ্যানের শোভাবৃদ্ধি করিত। অদ্য ঐ সকল উদ্যান যেন সেইরূপ শোভাধারণ করে নাই। কামী পুরুষগণ কর্তৃক ত্যক্ত হওয়ায় ঐ উদ্যানসকল আমাকে লক্ষ্য করিয়া যেন রোদন করিতেছে। সূত! এই অযোধ্যানগরী আমার নিকট অরণ্যের মত প্রতিভাত হইতেছে। প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণকে পূর্বের মত হস্তী, অশ্ব কিংবা অন্যবিধ যানে আরোহণপূর্বক অযোধ্যার বহির্দেশে যাইতে দেখিতেছি না এবং বহির্দেশ হইতে অযোধ্যায় প্রবেশ করিতেও দেখিতেছি না।১৬-২৪

পূর্বে ঐ সকল উদ্যান মধুমত্ত আনন্দিত কোকিলাদি ও তাদৃশ কামী পুরুষগণে সর্বদা শোভিত থাকিত। জনগণের বিহারোপযোগী নানাদ্রব্যে সুশোভিত ছিল, কিন্তু অদ্য ঐ সকল উদ্যানকে সর্বথা নিরানন্দ দেখিতেছি। পথিপার্শ্বে অবস্থিত বৃক্ষসমূহ পত্রমোচন করিয়া যেন রোদন করিতেছে। এখনও মৃগ ও পক্ষীদিগকে মত্তভাবে অনুরাগভরে মধুর অব্যক্তধ্বনি

ভেরী-মৃদঙ্গ-বীণানাং কোণসংঘট্টিতঃ পুনঃ।
কিমদ্য শব্দো বিরতঃ সদাদীনগতিঃ পুরা ॥২৯
অনিষ্টানি চ পাপানি পশ্যামি বিবিধানি চ।
নিমিত্তান্যমনোজ্ঞানি তেন সীদতি মে মনঃ ॥৩০
সর্বথা কুশলং সূত দুর্লভং মম বন্ধুষু (ক)।
তথা হ্যসতি সম্মোহে হৃদয়ং সীদতীব মে ॥৩১
বিষণ্ণঃ শ্রান্তহৃদয়স্ত্রস্তঃ সংলুলিতেন্দ্রিয়ঃ।
ভরতঃ প্রবিবেশাশু পুরীমিক্ষ্বাকুপালিতাম্ ॥৩২
দ্বারেণ বৈজয়ন্তেন প্রাবিশচ্ছ্রান্তবাহনঃ।
দ্বাঃস্থৈরুত্থায় বিজয়মুক্তস্তৈঃ সহিতো যযৌ ॥৩৩
স ত্বনেকাগ্রহৃদয়ো দ্বাঃস্থং প্রত্যর্চ্য তং জনম্।
সূতমশ্বপতেঃ ক্লান্তমব্রবীৎ তত্র রাঘবঃ ॥৩৪
কিমহং ত্বরয়ানীতঃ কারণেন বিনানঘ।

করিতে শুনিতেছি না। পূর্বের ন্যায় অদ্য চন্দন, অগুরু ও ধূপগন্ধে সুবাসিত শোভন সুনির্মল বায়ু কেন প্রবাহিত হইতেছে না? অদ্য ভেরী, মৃদঙ্গ, বীণা প্রভৃতি বাদ্যের বাদনদণ্ডের আঘাতে উৎপন্ন শব্দ স্তিমিত হইয়াছে কেন? পূর্বে ঐরূপ শব্দ ত সর্বদা অব্যাহত-ভাবে উত্থিত হইত। আমি অদ্য বহুবিধ অশুভ অনিষ্টসূচক দুর্নিমিত্ত দেখিতেছি। এইজন্য আমার মন অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে।২৫-৩০

সূত! বিহ্বল হওয়ার কারণ না থাকা সত্ত্বেও আমার চিত্ত যেন অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে। ইহাতে মনে হয় যে, আমার বান্ধবগণের কুশল সর্বতোভাবে দুর্লভ। অনন্তর বিষণ্ণ, শ্রান্তচিত্ত, ভীত ও ক্ষুব্ধ ভরত ইক্ষ্বাকুগণপালিত অযোধ্যায় সত্বর প্রবেশ করিলেন। তিনি বৈজয়ন্তনামক দ্বার দিয়া প্রবেশ করিলে দৌবারিকগণ দণ্ডায়মান হইয়া বিজয়প্রশ্ন করিল। ভরত তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ব্যাকুলচিত্ত ভরত দ্বারপালগণকে যথাযোগ্যভাবে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া অতিশয়ক্লান্ত অশ্বপতি সারথিকে বলিলেন,—অনঘ! বিনা কারণে কেন আমি এইস্থানে

পাঠান্তর:—(ক) —বহুষু।

অশুভাশঙ্কি হৃদয়ং শীলঞ্চ পততীব মে ॥৩৫
শ্রুতা নু যাদৃশাঃ পূর্বং নৃপতীনাং বিনাশনে।
আকারাংস্তানহং সর্বানিহ পশ্যামি সারথে ॥৩৬
সম্মার্জনবিহীনানি পরুষাণ্যুপলক্ষয়ে।
অসংযতকবাটানি শ্রীবিহীনানি সর্বশঃ ॥৩৭
বলিকর্মবিহীনানি ধূপসম্মোদনেন চ।
অনাশিতকুটুম্বানি প্রভাহীনজনানি চ ॥৩৮
অলক্ষ্মীকানি পশ্যামি কুটুম্বিভবনান্যহম্।
অপেতমাল্যশোভানি অসংমৃষ্টাজিরাণি চ ॥৩৯
দেবাগারাণি শূন্যানি ন ভান্তীহ যথা পুরা।
দেবতার্চাঃ প্রবিদ্ধাশ্চ যজ্ঞগোষ্ঠাস্তথৈব চ ॥৪০
মাল্যাপণেষু রাজন্তে নাদ্য পণ্যানি বা তথা।
দৃশ্যন্তে বণিজোঽপ্যদ্য ন যথা পূর্বমত্র বৈ ॥৪১
ধ্যানসংবিগ্নহৃদয়া নষ্টব্যাপারযন্ত্রিতাঃ।
দেবায়তনচৈত্যেষু দীনাঃ পক্ষিমৃগাস্তথা ॥৪২
মলিনঞ্চাশ্রুপূর্ণাক্ষং দীনং ধ্যানপরং কৃশম্।
সস্ত্রীপুংসঞ্চ পশ্যামি জনমুৎকণ্ঠিতং পুরে ॥৪৩
ইত্যেবমুক্ত্বা ভরতঃ সূতং তং দীনমানসঃ।
তান্যনিষ্টান্যযোধ্যায়াং প্রেক্ষ্য রাজগৃহং যযৌ ॥৪৪
তাং শূন্যশৃঙ্গাটকবেশ্মরথ্যাং
রজোঽরুণদ্বারকবাটযন্ত্রাম্।
দৃষ্ট্বা পুরীমিন্দ্রপুরীপ্রকাশাং
দুঃখেন সম্পূর্ণতরো বভূব ॥৪৫
বভূব পশ্যন্ মনসোঽপ্রিয়াণি
যান্যন্যদা নাস্যপুরে বভূবুঃ।
অবাক্‌শিরা দীনমনা ন হৃষ্টঃ
পিতুর্মহাত্মা প্রবিবেশ বেশ্ম ॥৪৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে একসপ্ততিতমঃ সর্গঃ।

সত্বর আনীত হইলাম—তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। আমার চিত্ত বহুবিধ অশুভ আশঙ্কা করিতেছে। আমার ধৈর্য্য নষ্ট হইয়া যাইতেছে।৩১-৩৫

সূত! রাজার বিনাশ হইলে রাজ্যে যে সকল অলক্ষণ হওয়ার কথা শুনিয়াছি, অদ্য অযোধ্যায় আমি সেই সকল অলক্ষণ দেখিতেছি। গৃহস্থগণের গৃহসমূহ সম্মার্জনহীন, ধূলিপূর্ণ, কবাটহীন ও শোভাহীন হইয়াছে। বলিকর্মের অনুষ্ঠান হইতেছে না ও ধূপের দ্বারা আমোদিত হইতেছে না, সেখানে কুটুম্বগণ অভুক্ত রহিয়াছে। সকলেরই শোভা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। গৃহস্থভবনসমূহকে লক্ষ্মীহীন দেখিতেছি। দেবালয়সমূহের প্রাঙ্গণ অপরিষ্কৃত রহিয়াছে। মালার দ্বারা শোভা বৃদ্ধি করা হয় নাই। দেবালয়সকল জনশূন্য হওয়ায় পূর্বের মত শোভা পাইতেছে না। দেবতাগণের অর্চ হইতেছে না এবং যজ্ঞভূমিতে যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইতেছে না।৩৬-৪০

মাল্যবিপণিসমূহে বিক্রয়যোগ্য পণ্যসমূহ দেখা যাইতেছে না। অদ্য বণিক্‌সমূহকে পূর্বের মত দেখিতেছি না। তাহারা ক্রয়-বিক্রয়কার্য্যরহিত হওয়ায় চিন্তিত হৃদয়ে অবস্থান করিতেছে। দেবালয় ও চৈত্যবৃক্ষসমূহে মৃগ ও পক্ষীসকল দীনভাবে রহিয়াছে। এই অযোধ্যায় সকল নরনারীকেই মলিন, অশ্রুপূর্ণনেত্র, দীন, চিন্তা-পরায়ণ, কৃশ ও উৎকণ্ঠিত দেখিতেছি। অযোধ্যায় এই সকল অনিষ্টসূচক লক্ষণ দেখিয়া দীনচিত্ত ভরত ঐ সারথিকে এইরূপ বলিয়া রাজভবনে প্রবেশ করিলেন। ইন্দ্রপুরীতুল্যা অযোধ্যার চতুষ্পথ, গৃহ ও পথসমূহ শূন্য হইয়া রহিয়াছে। দ্বারের কবাট ও যন্ত্রসকল ধূলিধূসরিত হইয়াছে। শ্রীমান্ ভরত এই দৃশ্য দেখিয়া দুঃখে পরিপূর্ণ হইয়া গেলেন। পূর্বে যাহা কখনও অযোধ্যায় ঘটে নাই। এমন অপ্রীতিজনক ঘটনাসমূহ দর্শন করিয়া ভরত হৃষ্ট হইলেন না, প্রত্যুত দীনচিত্তে অবনতমস্তকে পিতার গৃহে প্রবেশ করিলেন।৪১-৪৬

মহর্ষি-বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে একসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

দ্বিসপ্ততিতমঃ সর্গঃ

[কৈকয়ীভবনং প্রবিশ্য ভরতস্য মাতৃপ্রণামঃ, মাতুঃ সমীপতঃ পিতুর্মৃত্যুসন্দেশং লব্ধ্বা তস্য শোকো বিলাপশ্চ, শোকার্তভরতস্য রামবার্তাজিজ্ঞাসা, মাতুঃ কৈকয্যাঃ সমীপতো রামস্য বনগমনবৃত্তান্তশ্রবণঞ্চ।]

অপশ্যংস্তু ততস্তত্র পিতরং পিতুরালয়ে।
জগাম ভরতো দ্রষ্টুং মাতরং মাতুরালয়ে ॥১
অনুপ্রাপ্তং তু তং দৃষ্ট্বা কৈকয়ী প্রোষিতং সুতম্।
উৎপপাত তদা হৃষ্টা ত্যক্ত্বা সৌবর্ণমাসনম্ ॥২
স প্রবিশ্যৈব ধর্মাত্মা স্বগৃহং শ্রীবিবর্জিতম্।
ভরতঃ প্রেক্ষ্য জগ্রাহ জনন্যাশ্চরণৌ শুভৌ ॥৩
তং মূর্ধ্নি সমুপাঘ্রায় পরিষ্বজ্য যশস্বিনম্।
অঙ্কে ভরতমারোপ্য প্রষ্টুং সমুপচক্রমে ॥৪
অদ্য তে কতিচিদ্ রাত্র্যশ্চ্যুতস্যার্য্যকবেশ্মনঃ।
অপি নাধ্বশ্রমঃ শীঘ্রং রথেনাপততস্তব ॥৫
আর্য্যকস্তে সুকুশলী যুধাজিন্মাতুলস্তব।
প্রবাসাচ্চ সুখং পুত্র সর্বং মে বক্তুমর্হসি ॥৬
এবং পৃষ্টস্তু কৈকয্যা প্রিয়ং পার্থিবনন্দনঃ।
আচষ্ট ভরতঃ সর্বং মাত্রে রাজীবলোচনঃ ॥৭
অদ্য মে সপ্তমী রাত্রিশ্চ্যুতস্যার্য্যকবেশ্মনঃ।
অম্বায়াঃ কুশলী তাতো যুধাজিন্মাতুলশ্চ মে ॥৮
যন্মে ধনঞ্চ রত্নঞ্চ দদৌ রাজা পরন্তপঃ।
পরিশ্রান্তঃ পথ্যভবৎ ততোঽহং পূর্বমাগতঃ ॥৯
রাজবাক্যহরৈর্দূতৈস্ত্বর্য্যমাণোঽহমাগতঃ।
যদহং প্রষ্টুমিচ্ছামি তদম্বা বক্তুমর্হতি ॥১০

দ্বিসপ্ততিতম সর্গ

[কৈকেয়ীভবনে প্রবেশ করিয়া ভরতের মাতৃপ্রণাম, মাতার নিকট হইতে পিতার মৃত্যুসংবাদ পাইয়া ভরতের শোক ও বিলাপ, শোকার্ত্ত ভরতের রামবার্ত্তা জিজ্ঞাসা ও মাতা কৈকেয়ীর নিকট হইতে রামের বনগমনবৃত্তান্ত শ্রবণ।]

ভরত পিতার গৃহে পিতাকে দেখিতে না পাইয়া মাতাকে দেখিবার জন্য তাঁহার গৃহে গমন করিলেন। বিদেশস্থিত পুত্র গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছে দেখিয়া কৈকেয়ী আহ্লাদিত হইলেন এবং সুবর্ণনির্মিত আসন ত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। ধর্মাত্মা ভরত মাতৃগৃহে প্রবেশ করিয়া সকলদিকে শ্রীহীনতা দেখিলেন। অনন্তর জননীর শুভচরণ স্পর্শ করিলেন। কৈকেয়ী তখন যশস্বী ভরতকে আলিঙ্গন করিলেন এবং মস্তকআঘ্রাণ করিলেন। পরে ক্রোড়ে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—বৎস! অদ্য কয় রাত্রি হইল তুমি মাতামহ-গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছ? রথে আরোহণ করিয়া অতিশীঘ্র আসাতে তোমার পরিশ্রম হয় নাই ত? ১-৫

তোমার মাতামহ ও মাতুল যুধাজিৎ কুশলে আছেন ত? তুমি প্রবাসে থাকিয়া সুখে ছিলে ত? আমার নিকট সকল সংবাদ বর্ণন কর। কৈকেয়ী এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে কমললোচন রাজপুত্র ভরত মাতার নিকট সকল সংবাদ বলিলেন,—মাতঃ! অদ্য সাত রাত্রি হইল, আমি মাতামহ-গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছি। আপনার পিতা অশ্বপতি ও আমার মাতুল যুধাজিৎ কুশলে আছেন। শত্রুদমন কেকয়রাজ আমাকে যে সকল ধনরত্ন প্রদান করিয়াছেন, ঐ সকল ধনরত্নের বহনকারী ভৃত্যগণ পথিমধ্যে পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া আমি আগেই চলিয়া আসিয়াছি। রাজ-বার্ত্তাবাহী দূতগণ শীঘ্র আসিতে বলায় আমি অতিশীঘ্রই আসিয়াছি। এক্ষণে আমি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি, তাহা আপনি বলুন। ৬-১০

আপনার এই স্বর্ণভূষিত পর্য্যঙ্ক শূন্য রহিয়াছে

শূন্যোঽয়ং শয়নীয়স্তে পর্য্যঙ্কো হেমভূষিতঃ।
ন চায়মিক্ষ্বাকুজনঃ প্রহৃষ্টঃ প্রতিভাতি মে ॥১১
রাজা ভবতি ভূয়িষ্ঠমিহাম্বায়া নিবেশনে।
তমহং নাদ্য পশ্যামি দ্রষ্টুমিচ্ছন্নিহাগতঃ ॥১২
পিতুর্গ্রহীষ্যে পাদৌ চ তং মমাখ্যাহি পৃচ্ছতঃ।
আহোস্বিদম্বাজ্যেষ্ঠায়াঃ কৌসল্যায়া নিবেশনে ॥১৩
তং প্রত্যুবাচ কৈকেয়ী প্রিয়বদ্ ঘোরমপ্রিয়ম্।
অজানন্তং প্রজানন্তী রাজ্যলোভেন মোহিতা ॥১৪
যা গতিঃ সর্বভূতানাং তাং গতিং তে পিতা গতঃ।
রাজা মহাত্মা তেজস্বী যাযজূকঃ সতাং গতিঃ ॥১৫
তচ্ছ্রুত্বা ভরতো বাক্যং ধর্মাভিজনবাঞ্ছুচিঃ।
পপাত সহসা ভূমৌ পিতৃশোকবলাদিতঃ ॥১৬
হা হতোঽস্মীতি কৃপণাং দীনাং বাচমুদীরয়ন্।
নিপপাত মহাবাহুর্বাহূ নিক্ষিপ্য বীর্য্যবান্ (ক) ॥১৭

দেখিতেছি। ইক্ষ্বাকুবংশীয় কোন ব্যক্তিকেও আনন্দিত বলিয়া আমার মনে হইতেছে না। মহারাজ দশরথ অধিক সময়ই আপনার গৃহে অবস্থান করিয়া থাকেন। কিন্তু অদ্য তাঁহাকে এই স্থানে দেখিতেছি না। আমি ত তাঁহাকে দেখিবার জন্যই এইস্থানে আসিয়াছি। আমি তাঁহার পাদবন্দন করিব, সেইজন্য জিজ্ঞাসা করিতেছি—আপনি বলুন। তিনি কি এক্ষণে জ্যেষ্ঠমাতা কৌশল্যা দেবীর গৃহে আছেন? ভরত প্রকৃত বৃত্তান্ত না জানায় এইভাবে জিজ্ঞাসা করিতে থাকিলে রাজ্যলোভ-মোহিতা কৈকেয়ী সকল দুঃসংবাদ জানিয়াও শুভ-সংবাদের মত সেই অতি অপ্রিয় সংবাদ বলিলেন—বৎস! এই সংসারে সকল প্রাণীর যে গতি হয়, তোমার পিতা মহাত্মা, তেজস্বী, যাগশীল, সাধুগণপালক দশরথ সেই গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন।১১-১৫

ধার্মিকবংশজাত পবিত্রস্বভাব ভরত ঐ কথা শুনিয়া পিতৃশোকের আবেগে বিহ্বল হইলেন এবং সহসা ভূতলে পতিত হইলেন। মহাবীর ভরত বাহুদ্বয় উৎক্ষিপ্ত করিয়া ভূপতিত হইলেন এবং করুণস্বরে 'আমি নিহত

পাঠান্তর :—(ক) —বিক্ষিপ্য বীর্য্যবান্।

ততঃ শোকেন সংবীতঃ পিতুর্মরণদুঃখিতঃ।
বিললাপ মহাতেজা ভ্রান্তাকুলিতচেতনঃ ॥১৮
এতৎ সুরুচিরং ভাতি পিতুর্মে শয়নং পুরা।
শশিনেবামলং রাত্রৌ গগনং তোয়দাত্যয়ে ॥১৯
তদিদং ন বিভাত্যদ্য বিহীনং তেন ধীমতা।
ব্যোমেব শশিনা হীনমপ্শুষ্ক ইব সাগরঃ ॥২০
বাষ্পমুৎসৃজ্য কণ্ঠেন স্বাত্মনা পরিপীড়িতঃ।
প্রচ্ছাদ্য বদনং শ্রীমদ্ বস্ত্রেণ জয়তাং বরঃ।২১
তমার্তং দেবসঙ্কাশং সমীক্ষ্য পতিতং ভুবি।
নিকৃত্তমিব সালস্য স্কন্ধং পরশুনা বনে ॥২২
মাতা মাতঙ্গসঙ্কাশং চন্দ্রার্কসদৃশং সুতম্।
উত্থাপয়িত্বা শোকার্তং বচনং চেদমব্রবীৎ ॥২৩
উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ কিং শেষে রাজন্নত্র মহাযশঃ।
ত্বদ্বিধা নহি শোচন্তি সন্তঃ সদসি সম্মতাঃ ॥২৪

হইলাম' এইরূপ কাতরবাক্য উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। পিতার মৃত্যুতে অতিশয়শোককাতর ভ্রান্তচিত্ত মহাতেজা ভরত ঐ অবস্থায় বিলাপ করিতে লাগিলেন—আমার পিতার এই মনোহর শয্যা পূর্বে অতিশয় শোভা ধারণ করিত। শরৎকালের রাত্রিতে চন্দ্রের দ্বারা আকাশের যেরূপ শোভা হয়, আমার পিতার দ্বারা এই শয্যারও তাদৃশ শোভা হইত। চন্দ্ররহিত আকাশের মত ও জলশূন্য সমুদ্রের মত এই শয্যা অদ্য আমার পিতার অভাবে শোভিত হইতেছে না ১৬-২০

এইরূপ বলিয়া বীরপ্রবর ভরত অতিদুঃখে কাতর হইয়া পড়িলেন এবং মনোহর মুখমণ্ডল বস্ত্রের দ্বারা আবৃত করিয়া অশ্রুত্যাগপূর্বক বিলাপ করিতে লাগিলেন। দেবসদৃশ ভরতকে এইভাবে কাতর অবস্থায় ভূতলে পতিত দেখিয়া মনে হইতেছিল যেন অরণ্যে শাল-বৃক্ষের স্কন্ধ কুঠারের দ্বারা ছিন্ন হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। মাতঙ্গসদৃশ বলবান্ ও চন্দ্র-সূর্য্যতুল্য দ্যুতিমান্ প্রিয়পুত্রকে এইভাবে শোককাতর দেখিয়া কৈকেয়ী তাঁহাকে ভূতল হইতে উঠাইলেন এবং বলিলেন,—বৎস! তুমি মহাযশস্বী রাজপুত্র। তুমি কেন ভূমিতে শয়ন করিয়াছ? উঠিয়া

দানযজ্ঞাধিকারা হি শীল-শ্রুতি-তপোঽনুগা।
বুদ্ধিস্তে বুদ্ধিসম্পন্ন প্রভেবার্কস্য মন্দিরে ॥২৫
স রুদিত্বা চিরং কালং ভূমৌ পরিবিবৃত্য চ।
জননীং প্রত্যুবাচেদং শোকৈর্বহুভিরাবৃতঃ ॥২৬
অভিষেক্ষ্যতি রামং তু রাজা যজ্ঞন্তু যক্ষ্যতে।
ইত্যহং কৃতসঙ্কল্পো হৃষ্টো যাত্রামযাসিষম্ ॥২৭
তদিদং হ্যন্যথাভূতং ব্যবদীর্ণং মনো মম।
পিতরং যো ন পশ্যামি নিত্যং প্রিয়হিতে রতম্ ॥২৮
অম্ব কেনাত্যগাদ্ রাজা ব্যাধিনা ময্যনাগতে।
ধন্যা রামাদয়ঃ সর্বে যৈঃ পিতা সংকৃতঃ স্বয়ম্ (ক)॥২৯
ন নূনং মাং মহারাজঃ প্রাপ্তং জানাতি কীর্তিমান্।
উপজিঘ্রেৎ তু মাং মূর্ধ্নি তাতঃ সংনাম্য সত্বরম্ ॥৩০
ক্ব স পাণিঃ সুখস্পর্শস্তাতস্যাক্লিষ্টকর্মণঃ।
যো হি মাং রজসা ধ্বস্তমভীক্ষ্ণং পরিমার্জতি ॥৩১

যো মে ভ্রাতা পিতা বন্ধুর্যস্য দাসোঽস্মি সম্মতঃ।
তস্য মাং শীঘ্রমাখ্যাহি রামস্যাক্লিষ্টকর্মণঃ ॥৩২
পিতা হি ভবতি জ্যেষ্ঠো ধর্মমার্য্যস্য জানতঃ।
তস্য পাদৌ গ্রহীষ্যামি স হীদানীং গতির্মম ॥৩৩
ধর্মবিদ্ ধর্মশীলশ্চ মহাভাগো দৃঢ়ব্রতঃ।
আর্য্যে কিমব্রবীদ্ রাজা পিতা মে সত্যবিক্রমঃ ॥৩৪
পশ্চিমং সাধুসন্দেশমিচ্ছামি শ্রোতুমাত্মনঃ।
ইতি পৃষ্টা যথাতত্ত্বং কৈকেয়ী বাক্যমব্রবীৎ ॥৩৫
রামেতি রাজা বিলপন্ হা সীতে লক্ষ্মণেতি চ।
স মহাত্মা পরং লোকং গতো মতিমতাং বরঃ ॥৩৬
ইতীমাং পশ্চিমাং বাচং ব্যাজহার পিতা তব।
কালধর্মং পরিক্ষিপ্তঃ পাশৈরিব মহাগজঃ ॥৩৭
সিদ্ধার্থাস্তু নরা রামমাগতং সহ সীতয়া।
লক্ষ্মণঞ্চ মহাবাহুং দ্রক্ষ্যন্তি পুনরাগতম্ ॥৩৮

দাঁড়াও। তোমার মত সর্বমান্য সজ্জনেরা কখনও শোক করেন না। তুমি বুদ্ধিমান্—সূর্য্যের প্রভার ন্যায় তোমাতে দান, যজ্ঞ, সচ্চরিত্র, বেদ ও তপস্যাবিষয়িণী বুদ্ধি সতত বিদ্যমান রহিয়াছে।২১-২৫

বহুশোকে আকুল ভরত অনেকক্ষণ যাবৎ রোদন করিয়া এবং ভূতলে লুণ্ঠিত হইয়া জননীকে বলিলেন—মহারাজ দশরথ রামকে অভিষিক্ত করিবেন এবং যজ্ঞানুষ্ঠান করিবেন—এইরূপ মনে করিয়া আমি আনন্দিতচিত্তে মাতামহ-গৃহ হইতে যাত্রা করিয়াছিলাম। কিন্তু তাহার বিপরীত হইল। ইহাতে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। যিনি সর্বদা আমাদের প্রিয় ও হিতকর অনুষ্ঠান করিতেন, সেই পিতাকে দেখিতে পাইতেছি না! মাতঃ! পিতৃদেব কোন ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন? আমার অনুপস্থিতিতে রাম প্রভৃতি যাঁহারা পিতৃদেবের অন্তিমসংস্কার করিয়াছেন, তাঁহারাই ধন্য। আমি যে এখানে আসিয়াছি, কীর্তিমান্ মহারাজ দশরথ নিশ্চয়ই তাহা জানিতে পারিতেছেন না। জানিতে পারিলে তিনি অতিসত্বর আসিয়া আমার মস্তক নত করত আঘ্রাণ করিতেন।২৬-৩০

পাঠান্তর :—(ক) —যৈঃ পিতা সংস্কৃতঃ স্বয়ম্।

যিনি ইচ্ছাপূর্বক কাহারও কষ্টদায়ক কোন কার্য্য করেন নাই, সেই পিতার কোমলস্পর্শযুক্ত হস্ত এখন কোথায়? আমি ধূলিধূসরিত হইলে যে হস্ত আমার ধূলিসমূহ পরিষ্কার করিয়া দিত, যিনি আমার ভ্রাতা, পিতা ও বন্ধু এবং আমি যাঁহার মনোমত ভৃত্য, সেই অক্লিষ্টকর্মা রামের নিকট অতিশীঘ্র আমার আগমন-সংবাদ বলুন। ধর্মজ্ঞ আর্য্যব্যক্তির নিকট জ্যেষ্ঠভ্রাতা পিতৃতুল্য। আমি তাঁহার চরণবন্দন করিব, যেহেতু এক্ষণে তিনিই আমার একমাত্র গতি। আর্য্যে! ধর্মজ্ঞ, ধর্মাচরণরত, মহাভাগ্যবান্, দৃঢ়সঙ্কল্প ও সত্যবিক্রম মহারাজ দশরথ মৃত্যুকালে আমার সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন—তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি। (সত্যবিক্রম পিতা সন্তানগণের নিকট একমাত্র গুরু)। ভরত এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে পর কৈকেয়ী তাঁহাকে বলিলেন।৩১-৩৫

বুদ্ধিমানগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহাত্মা মহারাজ 'হা রাম!' 'হা সীতে!' 'হা লক্ষ্মণ!' এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে পরলোকে গমন করিয়াছেন। পাশ দ্বারা আবদ্ধ হস্তীর ন্যায় কালধর্মের বশবর্তী হইয়া তোমার পিতা এইরূপে অন্তিমবাক্য উচ্চারণ করিয়াছেন

তচ্ছ্রুত্বা বিষাদৈব দ্বিতীয়াপ্রিয়শংসনাৎ।
বিষণ্ণবদনো ভূত্বা ভূয়ঃ পপ্রচ্ছ মাতরম্ ॥৩৯
ক চেদানীং স ধর্ম্মাত্মা কৌসল্যানন্দবর্ধনঃ।
লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা সীতয়া চ সমাগতঃ ॥৪০
তথা পৃষ্টা যথান্যায়মাখ্যাতুমুপচক্রমে।
মাতাস্য যুগপদ্ বাক্যং বিপ্রিয়ং প্রিয়সংশয়া ॥৪১
স হি রাজসুতঃ পুত্র চীরবাসা মহাবনম্।
দণ্ডকান্ সহ বৈদেহ্যা লক্ষ্মণানুচরো গতঃ ॥৪২
তচ্ছ্রুত্বা ভরতস্ত্রস্তো ভ্রাতুশ্চারিত্রশঙ্কয়া।
স্বস্য বংশস্য মাহাত্ম্যাৎ প্রষ্টুং সমুপচক্রমে ॥৪৩
কচ্চিন্ন ব্রাহ্মণধনং হৃতং রামেণ কস্যচিৎ।
কচ্চিন্নাঢ্যো দরিদ্রো বা তেনাপাপো বিহিংসিতঃ ॥৪৪

—যাহারা সীতার সহিত রাম ও লক্ষ্মণকে পুনর্বার ফিরিয়া আসিতে দেখিবে, তাহারাই ধন্য। কৈকেয়ী এইভাবে দ্বিতীয় অপ্রিয়সংবাদ বলিলে তাহা শুনিয়া ভরত অতীব বিষণ্ণ হইলেন এবং মলিনবদনে পুনর্বার কৈকেয়ীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—মাতঃ! কৌশল্যার আনন্দবর্ধনকারী ধর্ম্মাত্মা রাম ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত এক্ষণে কোথায় গিয়াছেন?৩৬-৪০

ভরত এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে কৈকেয়ী যথাযথভাবে সকল বৃত্তান্ত বলিতে উপক্রম করিলেন এবং ভাবিলেন যে, এইরূপ অপ্রিয় বৃত্তান্ত শুনিলেও ভরতের প্রীতিই হইবে। কৈকেয়ী বলিলেন—বৎস! রাজপুত্র রাম চীরবসন পরিধানপূর্বক সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত দণ্ডকনামক মহারণ্যে গমন করিয়াছেন। এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া রামের চরিত্র সম্বন্ধে শঙ্কান্বিত হওয়ায় ভরত অতিশয় ভীত হইলেন এবং নিজের বংশের মহিমার কথা চিন্তা করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন—মাতঃ! রাম কোন ব্রাহ্মণের ধন অপহরণ করেন নাই ত? তিনি পাপহীন কোন ধনী কিংবা দরিদ্রকে নিহত করেন নাই ত? রাজপুত্র রাম পরস্ত্রীর প্রতি আসক্ত হন নাই ত? তবে কি কারণে ভ্রাতা রাম দণ্ডকারণ্যে নির্বাসিত হইয়াছেন?৪১-৪৫

কচ্চিন্ন পরদারান্ বা রাজপুত্রোঽভিমন্যতে।
কস্মাৎ স দণ্ডকারণ্যে ভ্রাতা রামো বিবাসিতঃ ॥৪৫
অথাস্য চপলা মাতা তৎ স্বকর্ম যথাযথম্।
তেনৈব স্ত্রীস্বভাবেন ব্যাহর্তুমুপচক্রমে ॥৪৬
এবমুক্তা তু কৈকেয়ী ভরতেন মহাত্মনা।
উবাচ বচনং হৃষ্টা বৃথাপণ্ডিতমানিনী ॥৪৭
ন ব্রাহ্মণধনং কিঞ্চিদ্ধৃতং রামেণ কস্যচিৎ।
কশ্চিন্নাঢ্যো দরিদ্রো বা তেনাপাপো বিহিংসিতঃ।
ন রামঃ পরদারান্ স চক্ষুর্ভ্যামপি পশ্যতি ॥৪৮
ময়া তু পুত্র শ্রুত্বৈব রামস্যেহাভিষেচনম্।
যাচিতস্তে পিতা রাজ্যং রামস্য চ বিবাসনম্ ॥৪৯
স স্ববৃত্তিং সমাস্থায় পিতা তে তৎ তথাকরোৎ।
রামস্তু সহসৌমিত্রিঃ প্রেষিতঃ সহ সীতয়া ॥৫০

অনন্তর চপলস্বভাবা কৈকেয়ী স্ত্রীস্বভাব-বশতঃ বিচারশূন্য হইয়া নিজকৃতকর্ম্মের বিবরণ যথাযথভাবে বলিতে উপক্রম করিলেন। কৈকেয়ী অকারণেই নিজেকে বিদুষী বলিয়া মনে করিতেন। সেইজন্য ভরত-কর্তৃক এইভাবে জিজ্ঞাসিতা হইয়া অতিশয় আনন্দিত-চিত্তে বলিলেন,—রাম কোন ব্রাহ্মণের অল্পধনও অপহরণ করেন নাই। তিনি নিষ্পাপ কোন ধনী বা দরিদ্রকে নিহত করেন নাই। শ্রীমান্ রাম কখনও পরস্ত্রীকে চক্ষুর দ্বারাও দর্শন করেন না, (আসক্ত হওয়া ত দূরের কথা)। পুত্র! রামের যৌবরাজ্যে অভিষেক হইবে—এই বার্ত্তা শুনিয়া আমি তোমার পিতার নিকট তোমার জন্য রাজ্য ও রামের নির্বাসন প্রার্থনা করি। তাহাতে তোমার পিতা স্বধর্ম্মনিষ্ঠার জন্য আমার প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছেন। রাম সুমিত্রানন্দন ও সীতার সহিত বনে প্রেরিত হইয়াছেন।৪৬-৫০

মহাযশস্বী মহীপতি দশরথ প্রিয়পুত্র রামকে দেখিতে না পাইয়া এবং পুত্রশোকে কাতর হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। ধর্ম্মজ্ঞ! বৎস! এক্ষণে তুমি এই রাজত্ব গ্রহণ কর। আমি তোমার জন্যই এই সকল কার্য্য এইভাবে সম্পন্ন করিয়াছি। পুত্র! তুমি শোক

তমপশ্যন্ প্রিয়ং পুত্রং মহীপালো মহাযশাঃ।
পুত্রশোকপরিদ্যূনঃ পঞ্চত্বমুপপেদিবান্ ॥৫১
ত্বয়া ত্বিদানীং ধর্ম্মজ্ঞ রাজত্বমবলম্ব্যতাম্।
ত্বৎকৃতে হি ময়া সর্বমিদমেবংবিধং কৃতম্ ॥৫২
মা শোকং মা চ সন্তাপং ধৈর্য্যমাশ্রয় পুত্রক।
ত্বদধীনা হি নগরী রাজ্যং চৈতদনাময়ম্ ॥৫৩
তৎ পুত্র শীঘ্রং বিধিনা বিধিজ্ঞৈ-
র্বসিষ্ঠমুখ্যৈঃ সহিতো দ্বিজেন্দ্রৈঃ।
সংকাল্য রাজানমদীনসত্ত্ব-
মাত্মানমুর্ব্যামভিষেচয়স্ব ॥৫৪
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে দ্বিসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥

ও সন্তাপ প্রকাশ করিও না, ধৈর্য্যধারণ কর। এই অযোধ্যানগরী ও এই রাজ্য নির্বিঘ্নেই তোমার অধীন হইয়াছে। বৎস! এক্ষণে তুমি বশিষ্ঠ প্রভৃতি শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের সহিত উদারচিত্ত মহারাজ দশরথের প্রেতকার্য্য সম্পন্ন কর এবং নিজেকে এই রাজ্যে অভিষিক্ত কর।৫১-৫৪

মহর্ষিবাল্মীকি-প্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে দ্বিসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

ত্রিসপ্ততিতমঃ সর্গঃ

[কৈকয়ীং প্রতি ভরতস্য ভৎ‍র্সনবাক্যম্।]

শ্রুত্বা চ স পিতুর্বৃত্তং ভ্রাতরৌ চ বিবাসিতৌ।
ভরতো দুঃখসন্তপ্ত ইদং বচনমব্রবীৎ ॥১
কিং নু কার্য্যং হতস্যেহ মম রাজ্যেন শোচতঃ।
বিহীনস্যাথ পিত্রা চ ভ্রাত্রা পিতৃসমেন চ ॥২
দুঃখে মে দুঃখমকরোর্ব্রণে ক্ষারমিবাদদাঃ।
রাজানং প্রেতভাবস্থং কৃত্বা রামঞ্চ তাপসম্ ॥৩
কুলস্য ত্বমভাবায় কালরাত্রিরিবাগতা।
অঙ্গারমুপগূহ্য স্ম পিতা মে নাববুদ্ধবান্ ॥৪
মৃত্যুমাপাদিতো রাজা ত্বয়া মে পাপদর্শিনি।
সুখং পরিহৃতং মোহাৎ কুলেঽস্মিন্ কুলপাংসনি ॥৫
ত্বাং প্রাপ্য হি পিতা মেঽদ্য সত্যসন্ধো মহাযশাঃ।
তীব্রদুঃখাভিসন্তপ্তো বৃত্তো দশরথো নৃপঃ ॥৬

ত্রিসপ্ততিতম সর্গ

[কৈকয়ীর প্রতি ভরতের ভৎ‍র্সনবাক্য।]

পিতার মরণ ও ভ্রাতৃদ্বয়ের নির্বাসনের সংবাদ শুনিয়া ভরত অতিশয় দুঃখে সন্তপ্ত হইলেন এবং বলিলেন,—হায়! পিতা ও পিতৃতুল্য ভ্রাতার অভাবে আমি শোকাক্রান্ত হইয়া নিহতপ্রায় হইলাম। এই অবস্থায় আমার রাজ্যের কি প্রয়োজন আছে? তুমি পিতাকে বিনষ্ট করিয়া এবং রামকে বনবাসী করিয়া ক্ষতস্থানে ক্ষারসংযোগের ন্যায় আমার দুঃখের উপর দুঃখ প্রদান করিয়াছ। এই বংশের বিনাশের জন্য তুমি কালরাত্রির ন্যায় আসিয়াছ। আমার পিতা প্রজ্বলিত অঙ্গার আলিঙ্গন করিয়াও জানিতে পারেন নাই। পাপদর্শিনি! বংশনাশিনি! তুমি মোহবশতঃ আমার পিতা মহারাজ দশরথের মৃত্যু ঘটাইয়াছ। এইজন্য এই বংশকেই সুখহীন করিয়াছ।১-৫

বিনাশিতো মহারাজঃ পিতা মে ধর্মবৎসলঃ।
কস্মাৎ প্রব্রাজিতো রামঃ কস্মাদেব বনং গতঃ ॥৭
কৌসল্যা চ সুমিত্রা চ পুত্রশোকাভিপীড়িতে।
দুষ্করং যদি জীবেতাং প্রাপ্য ত্বাং জননীং মম ।৮
নম্বার্য্যোঽপি চ ধর্মাত্মা ত্বয়ি বৃত্তিমনুত্তমাম্।
বর্ততে গুরুবৃত্তিজ্ঞো যথা মাতরি বর্ততে ॥৯
তথা জ্যেষ্ঠা হি মে মাতা কৌসল্যা দীর্ঘদর্শিনী।
ত্বয়ি ধর্মং সমাস্থায় ভগিন্যামিব বর্ততে ॥১০
তস্যাঃ পুত্রং মহাত্মানং চীর-বল্কলবাসসম্।
প্রস্থাপ্য বনবাসায় কথং পাপে ন শোচসে ॥১১
অপাপদর্শিনং শূরং কৃতাত্মানং যশস্বিনম্।
প্রব্রাজ্য চীরবসনং কিং নু পশ্যসি কারণম্ ॥১২
লুব্ধায়া বিদিতো মন্যে ন তেঽহং রাঘবং যথা।
তথা হ্যনর্থো রাজ্যার্থং ত্বয়ানীতো মহানয়ম্ ॥১৩
অহং হি পুরুষব্যাঘ্রাবপশ্যন্ রাম-লক্ষ্মণৌ।
কেন শক্তিপ্রভাবেণ রাজ্যং রক্ষিতুমুৎসহে ॥১৪
তং হি নিত্যং মহারাজো বলবন্তং মহৌজসম্।
উপাশ্রিতোঽভূদ্ ধর্মাত্মা মেরুর্মেরুবনং যথা ॥১৫
সোঽহং কথমিমং ভারং মহাধুর্য্যসমুদ্যতম্।
দম্যো ধুরমিবাসাদ্য সহেয়ং কেন চৌজসা ॥১৬
অথবা মে ভবেচ্ছক্তির্যোগৈর্বুদ্ধিবলেন বা।
সকামাং ন করিষ্যামি ত্বামহং পুত্রগর্ধিনীম্ ॥১৭
ন মে বিকাঙ্ক্ষা জায়েত ত্যক্তুং ত্বাং পাপনিশ্চয়াম্।
যদি রামস্য নাবেক্ষা ত্বয়ি স্যান্মাতৃবৎ সদা ॥১৮
উৎপন্না তু কথং বুদ্ধিস্তবেয়ং পাপদর্শিনি।
সাধুচারিত্রবিভ্রষ্টে পূর্বেষাং নো বিগর্হিতা ॥১৯
তস্মিন্ কুলে হি সর্বেষাং জ্যেষ্ঠো রাজ্যেঽভিষিচ্যতে।
অপরে ভ্রাতরস্তস্মিন্ প্রবর্তন্তে সমাহিতাঃ ॥২০

সত্যনিষ্ঠ মহাযশা পিতৃদেব তোমাকে লাভ করিয়া এক্ষণে অতিতীব্রদুঃখে সন্তপ্ত হইয়া পরলোকে গমন করিলেন। তুমি কিজন্য আমার পিতা ধর্মপ্রিয় মহারাজকে বিনষ্ট করিলে এবং কিজন্যই বা রামকে নির্বাসিত করিলে? তিনিই বা কেন বনে গমন করিলেন? কৌশল্যা ও সুমিত্রা পুত্রশোকে অতিশয় সন্তপ্তচিত্তে তোমার নিকটে থাকিয়া জীবিত থাকিবেন—ইহা প্রায় অসম্ভব। গুরুজনের প্রতি ব্যবহারে নিপুণ ধার্মিক আর্য্য রাম নিজজননীর সহিত যেমন ব্যবহার করেন, তোমার প্রতিও সেইরূপই উত্তম ব্যবহার করিতেন। দূরদর্শিনী জ্যেষ্ঠামাতা কৌশল্যাদেবীও ত ধর্মানুসারে নিজভগিনীর মতই তোমার সহিত ব্যবহার করেন।৬-১০

পাপীয়সি! তুমি তাঁহার পুত্র মহাত্মা রামকে চীর-বল্কলধারী করিয়া বনবাসে প্রেরণ করিয়াছ, অথচ এইজন্য অনুশোচনা করিতেছ না কেন? বিশুদ্ধচিত্ত অপাপদর্শী, বীর ও যশস্বী রামকে চীরধারী করিয়া বনে নির্বাসিত করত তুমি কি ফল লাভ করিলে? রামের প্রতি আমার যেরূপ অনুরাগ আছে, তুমি লুব্ধচিত্তা হওয়ায় তাহা বুঝিতে পার নাই, আমার মনে হয়—এইজন্যই রাজ্যলাভের আশায় তুমি মহান্ অনর্থ ঘটাইয়াছ। পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম ও লক্ষ্মণকে না দেখিয়া কোন্ শক্তির প্রভাবে এই রাজ্যের পালন করিতে উৎসাহী হইব? সুমেরুপর্বত যেমন আত্মরক্ষার জন্য স্বজাত অরণ্যকে আশ্রয় করে, ধর্মাত্মা মহারাজ দশরথও সেইভাবে আত্মরক্ষার জন্য বলবান্ মহাতেজস্বী রামকে আশ্রয় করিয়াছিলেন।১১-১৫

অতএব আমি কোন্ বীর্য্যবত্তার দ্বারা কি প্রকারে মহাবৃষভের বহনীয় এই গুরুভার অপ্রাপ্তবয়স্ক বৃষভের ন্যায় বহন করিব? অথবা হয়ত সামদানাদি, বুদ্ধিবল কিংবা অন্য উপায়ে ঐ ভার বহন করিতে পারি, তথাপি তুমি যেহেতু পুত্রের জন্য রাজ্যাভিলাষিণী হইয়াছ, সেইজন্য কখনই তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিব না। তোমার অভিপ্রায় অতিশয় পাপপূর্ণ। যদি তোমার প্রতি রামের মাতৃবৎ শ্রদ্ধা না থাকিত, তাহা হইলে তোমাকে পরিত্যাগ করিতে আমি পরাঙ্মুখ হইতাম না। পাপদর্শিনি! সদাচারনাশিনি! আমাদের পূর্বপুরুষগণ যে বুদ্ধির সর্বদা নিন্দা করেন, তোমার সেইরূপ বুদ্ধি

ন হি মন্যে নৃশংসে ত্বং রাজধর্মমবেক্ষসে।
গতিং বা ন বিজানাসি রাজবৃত্তস্য শাশ্বতীম্ ॥২১
সততং রাজপুত্রেষু জ্যেষ্ঠো রাজাভিষিচ্যতে (ক)।
রাজ্ঞামেতৎ সমং তৎ স্যাদিক্ষ্বাকূণাং বিশেষতঃ ॥২২
তেষাং ধর্মৈকরক্ষাণাং কুলচারিত্রশোভিনাম্।
অদ্য চারিত্রশৌটীর্য্যং (খ) ত্বাং প্রাপ্য বিনিবর্তিতম্ ॥২৩
তবাপি সুমহাভাগে জনেন্দ্রকুলপূর্বকে।
বুদ্ধিমোহঃ কথময়ং সম্ভূতস্ত্বয়ি গর্হিতঃ ॥২৪
ন তু কামং করিষ্যামি তবাহং পাপনিশ্চয়ে।
যয়া ব্যসনমারব্ধং জীবিতান্তকরং মম ॥২৫
এষ ত্বিদানীমেবাহমপ্রিয়ার্থং তবানঘম্।
নিবর্তয়িষ্যামি বনাদ্ ভ্রাতরং স্বজনপ্রিয়ম্ ॥২৬
নিবর্তয়িত্বা রামঞ্চ তস্যাহং দীপ্ততেজসঃ।
দাসভূতো ভবিষ্যামি সুস্থিতেনান্তরাত্মনা ॥২৭
ইত্যেবমুক্ত্বা ভরতো মহাত্মা
প্রিয়েতরৈর্বাক্যগণৈস্তুদংস্তাম্।
শোকার্দিতশ্চাপি ননাদ ভূয়ঃ
সিংহো যথা মন্দরকন্দরস্থঃ ॥২৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে ত্রিসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥

কিরূপে হইল? আমাদের এই বংশে সর্বজ্যেষ্ঠভ্রাতাই রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া থাকেন এবং অন্যান্য ভ্রাতারা অগ্রজের আনুগত্য স্বীকার করিয়া ব্যবহার করিয়া থাকেন।১৬-২০

তোমার প্রকৃতি অতিনৃশংস হইয়াছে, সেইজন্য তুমি রাজধর্মের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছ না এবং রাজাদের আচরণের চিরাচরিত রীতিও জানিতেছ না। রাজপুত্রগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠপুত্রই রাজা বলিয়া অভিষিক্ত হইয়া থাকেন, ইহা সকল রাজাই সমানভাবে স্বীকার করেন। বিশেষতঃ ইক্ষ্বাকুবংশীয়গণ এই নিয়ম সর্বতোভাবে স্বীকার করেন। ইক্ষ্বাকুগণ সর্বদা ধর্মকেই রক্ষা করিয়া থাকেন, বংশ ও চরিত্র তাঁহাদের শোভাবৃদ্ধি করিয়া রহিয়াছে। কিন্তু তোমার সংসর্গের জন্য তাঁহাদের সদাচার পালনের গর্ব অদ্য একেবারেই খর্ব হইয়া গেল। তুমিও ত উত্তম রাজবংশেই জন্মিয়াছ, সেইজন্য তুমি মহাসৌভাগ্যবতী। কিন্তু তোমার এইরূপ নিন্দিত মতিভ্রম কিরূপে হইল? তোমার অভিলাষ পাপপূর্ণ। তোমার জন্যই আমার এই প্রাণান্তকর বিপদ্ উপস্থিত হইয়াছে। এইজন্য আমি তোমার অভিলাষ কিছুতেই পূর্ণ করিব না।২১-২৫

পরন্তু তোমার অপ্রিয়সাধনের জন্য স্বজনবৎসল নিষ্পাপ রামকে আমি এখনই বন হইতে ফিরাইয়া আনিব। ফিরাইয়া আনিয়া আমি ভৃত্যের ন্যায় সমাহিতচিত্তে সেই তেজস্বী রামের সেবা করিব। মহাত্মা ভরত এইভাবে অপ্রিয়বাক্যসমূহের দ্বারা কৈকেয়ীকে ব্যথিত করিতে করিতে শোকে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন এবং মন্দরপর্বতের গুহায় স্থিত সিংহের ন্যায় পুনঃ পুনঃ চীৎকার (গর্জন) করিতে লাগিলেন।২৬-২৮

পাঠান্তর: (ক) —জ্যেষ্ঠো রাজ্যেঽভিষিচ্যতে।
(খ) অদ্য চারিত্রশৌণ্ডির্য্যং —।

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ত্রিসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

চতুঃসপ্ততিতমঃ সর্গঃ

[কৈকয়ীং প্রতি ভরতস্য তীব্রভর্ৎসনবাক্যম্ ।]

তাং তথা গর্হয়িত্বা তু মাতরং ভরতস্তদা ।
রোষেণ মহতাবিষ্টঃ পুনরেবাব্রবীদ্ বচঃ ॥১

রাজ্যাদ্ ভ্রংশস্ব কৈকেয়ী নৃশংসে দুষ্টচারিণী ।
পরিত্যক্তাসি ধর্মেণ মা মৃতং রুদতী ভব ॥২

কিং নু তেঽদূষয়দ্ রামো রাজা বা ভৃশধার্মিকঃ ।
যয়োর্মৃত্যুর্বিবাসশ্চ ত্বৎকৃতে তুল্যমাগতৌ ॥৩

ভ্রূণহত্যামসি প্রাপ্তা কুলস্যাস্য বিনাশনাৎ ।
কৈকয়ী নরকং গচ্ছ মা চ তাতসলোকতাম্ ॥৪

যত্ত্বয়া হীদৃশং পাপং কৃতং ঘোরেণ কর্মণা ।
সর্বলোকপ্রিয়ং হিত্বা মমাপ্যাপাদিতং ভয়ম্ ॥৫

ত্বৎকৃতে মে পিতা বৃত্তো রামশ্চারণ্যমাশ্রিতঃ ।
অযশো জীবলোকে চ ত্বয়াহং প্রতিপাদিতঃ ॥৬

মাতৃরূপে মমামিত্রে নৃশংসে রাজ্যকামুকে ।
ন তেঽহমভিভাষ্যোঽস্মি দুর্বৃত্তে পতিঘাতিনি ॥৭

কৌসল্যা চ সুমিত্রা চ যাশ্চান্যা মম মাতরঃ ।
দুঃখেন মহতাবিষ্টাস্ত্বাং প্রাপ্য কুলদূষিণীম্ ॥৮

ন ত্বমশ্বপতেঃ কন্যা ধর্মরাজস্য ধীমতঃ ।
রাক্ষসী তত্র জাতাসি কুলপ্রধ্বংসিনী পিতুঃ ॥৯

যৎ ত্বয়া ধার্মিকো রামো নিত্যং সত্যপরায়ণঃ ।
বনং প্রস্থাপিতো বীরঃ পিতাপি ত্রিদিবং গতঃ ॥১০

চতুঃসপ্ততিতম সর্গ

[কৈকেয়ীর প্রতি ভরতের তীব্র ভর্ৎসনবাক্য ।]

এইভাবে নিজমাতাকে নিন্দা করিতে করিতে ভরত অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং পুনর্বার বলিতে লাগিলেন—কৈকেয়ি! তুমি ক্রূরপ্রকৃতি ও দুরাচাররতা। তুমি রাজ্য হইতে নির্বাসিত হও। ধর্ম তোমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। এক্ষণে তুমি আর মৃত পতির জন্য রোদন করিও না। রাম ও মহারাজ দশরথ উভয়েই অতি-ধার্মিক। তাঁহারা তোমার কি অপকার করিয়াছিলেন—যাহার জন্য তোমার চেষ্টায় এককালেই তাঁহাদের একজনের মৃত্যু ও একজনের নির্বাসন ঘটিল? কৈকেয়ি! এই বংশকে বিনাশ করার জন্য তুমি ভ্রূণহত্যার পাপে লিপ্ত হইয়াছ। অতএব তুমি নরকে গমন কর। তোমার স্বামীর সালোক্য প্রাপ্ত হইও না, যেহেতু তুমি অতি ভয়ানক কার্য্য করিয়া অতিগুরুতর পাপ করিয়াছ এবং সর্বজনপ্রিয় রামকে নির্বাসিত করিয়া আমারও ভয়* জন্মাইয়া দিয়াছ। তোমার জন্যই পিতৃদেব পরলোকে ও রাম অরণ্যে গমন করিলেন। তোমারই জন্য সংসারে সকলের নিকট আমি দুর্নাম প্রাপ্ত হইলাম। তুমি আমার মাতৃরূপধারী শত্রু। তুমি অতিশয় ক্রূরপ্রকৃতি ও রাজ্যলুব্ধা। পতিঘাতিনি! তোমার স্বভাব অতি কদর্য্য, এইজন্যই তুমি আমার সহিত কথা বলিও না। তুমি এই বংশকে দূষিত করিয়াছ। তোমার জন্য কৌশল্যা, সুমিত্রা ও অন্যান্য মাতৃবৃন্দ মহাদুঃখে নিমগ্না হইয়াছেন। তুমি ধার্মিক মহাপ্রাজ্ঞ অশ্বপতি নরপতির কন্যা নহ। পিতার কুলগৌরবনাশকারিণী তুমি তাঁহার ঔরসে রাক্ষসীরূপে জন্মিয়াছ, যেহেতু তুমি সর্বদা সত্যনিষ্ঠ ধার্মিক রামকে বনে প্রেরণ করিয়াছ এবং পিতাকেও স্বর্গে প্রেরণ করিয়াছ।১-১০

* দুষ্টস্বভাবা মাতার পুত্ররূপে লোকসমাজে অপবাদ-ভয়, কিংবা তোমার দোষের জন্য রাম আমাকে ত্যাগ করিবেন—এই ভয়, অথবা তুমি মহাপাতক করিয়াছ, তোমার সংসর্গে আমার পঞ্চমপাতকী হইবার ভয়, কিংবা স্বামিবিনাশ ও সর্বজনপ্রিয় পুত্রের নির্বাসন করিয়াছ, তুমি সব কিছুই করিতে পার, এইজন্য আমার প্রাণভয় জন্মিয়াছে।

যৎ প্রধানাসি তৎ পাপং ময়ি পিত্রা বিনা কৃতে।
ভ্রাতৃভ্যাঞ্চ পরিত্যক্তে সর্বলোকস্য চাপ্রিয়ে ॥১১
কৌসল্যাং ধর্মসংযুক্তাং বিযুক্তাং পাপনিশ্চয়ে।
কৃত্বা কং প্রাপ্স্যসে হ্যদ্য লোকং নিরয়গামিনী ॥১২
কিং নাববুধ্যসে ক্রূরে নিয়তং বন্ধুসংশ্রয়ম্।
জ্যেষ্ঠং পিতৃসমং রামং কৌসল্যায়াত্মসম্ভবম্ ॥১৩
অঙ্গপ্রত্যঙ্গজঃ পুত্রো হৃদয়াচ্চাভিজায়তে।
তস্মাৎ প্রিয়তরো মাতুঃ প্রিয়া এব তু বান্ধবাঃ ॥১৪
অন্যদা কিল ধর্মজ্ঞা সুরভিঃ সুরসম্মতা।
বহমানৌ দদর্শোর্ব্যাং পুত্রৌ বিগতচেতসৌ ॥১৫
তাবর্ধদিবসং শ্রান্তৌ দৃষ্টা পুত্রৌ মহীতলে।
রুরোদ পুত্রশোকেন বাষ্পপর্য্যাকুলেক্ষণম্ ॥১৬
অধস্তাদ্ ব্রজতস্তস্যাঃ সুররাজ্ঞো মহাত্মনঃ।
বিন্দবঃ পতিতা গাত্রে সূক্ষ্মাঃ সুরভিগন্ধিনঃ ॥১৭

নিরীক্ষমাণস্তাং শক্রো দদর্শ সুরভিং স্থিতাম্।
আকাশে বিষ্ঠিতাং দীনাং রুদতীং ভৃশদুঃখিতাম্ ॥১৮
তাং দৃষ্ট্বা শোকসন্তপ্তাং বজ্রপাণির্যশস্বিনীম্।
ইন্দ্রঃ প্রাঞ্জলিরুদ্বিগ্নঃ সুররাজোঽব্রবীদ্ বচঃ ॥১৯
ভয়ং কচ্চিন্ন চাস্মাসু কুতশ্চিদ্ বিদ্যতে মহৎ।
কুতো নিমিত্তঃ শোকস্তে ব্রূহি সর্বহিতৈষিণি ॥২০
এবমুক্তা তু সুরভিঃ সুররাজেন ধীমতা।
প্রত্যুবাচ ততো ধীরা বাক্যং বাক্যবিশারদা ॥২১
শান্তং পাপং ন বঃ কিঞ্চিৎ কুতশ্চিদমরাধিপঃ।
অহং তু মগ্নৌ শোচামি স্বপুত্রৌ বিষমে স্থিতৌ ॥২২
এতৌ দৃষ্ট্বা কৃশৌ দীনৌ সূর্য্যরশ্মিপ্রতাপিতৌ।
বধ্যমানৌ বলীবর্দৌ কর্ষকেণ দুরাত্মনা ॥২৩
মম কায়াৎ প্রসূতৌ হি দুঃখিতৌ ভারপীড়িতৌ।
যৌ দৃষ্ট্বা পরিতপ্যেঽহং নাস্তি পুত্রসমঃ প্রিয়ঃ ॥২৪

তুমি যে মহাপাপ করিয়াছ, তাহা আমার উপর নিক্ষিপ্ত হইল, তাহার জন্য আমি পিতৃহীন, ভ্রাতৃদ্বয়শূন্য ও সকলের নিকট অপ্রিয় হইলাম। কৈকেয়ি! তোমার মনোভাব অতিকলুষিত। তুমি ধর্মরতা কৌশল্যাকে পতিপুত্রহীনা করিয়া কোন্ লোকে গমন করিবে? নিশ্চয়ই তুমি নরকগামিনী হইবে। ওরে নিষ্ঠুরচিত্তে! কৈকেয়ি! তুমি কি জান না যে, বন্ধুগণের আশ্রয় জিতেন্দ্রিয় কৌশল্যানন্দন রাম জ্যেষ্ঠভ্রাতা বলিয়া আমার পিতৃতুল্য। বান্ধবমাত্রই প্রিয় হইয়া থাকে, কিন্তু মাতার নিকট পুত্র সর্বাধিক প্রিয়, যেহেতু মাতার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও হৃদয় হইতে পুত্র জন্মলাভ করিয়া থাকে। শ্রবণ কর, একদিন দেবগণবন্দিতা ধর্মরতা গোমাতা সুরভি দেবলোক হইতে দেখিতে পাইলেন যে, ভূতলে তাঁহার পুত্রদ্বয় (দুইটি বৃষ) লাঙ্গল আকর্ষণ করিতে করিতে অচেতনপ্রায় হইয়া পড়িয়াছে।১১-১৫

অর্ধদিবস পর্য্যন্ত লাঙ্গল আকর্ষণে অতিপরিশ্রান্ত পুত্রদ্বয়কে দেখিয়া তিনি অশ্রুপূর্ণনেত্রে পুত্রশোকে রোদন করিতে লাগিলেন। সেই সময় দেবরাজ মহাত্মা ইন্দ্র অধোদেশ দিয়া গমন করিতেছিলেন। তাঁহার শরীরে ক্রন্দনরতা সুরভির সুগন্ধি অশ্রুবিন্দু পতিত হইল। দৃষ্টিপাত করিয়া ইন্দ্র আকাশে অবস্থিতা অতিদুঃখিতা কাতরা কামধেনুকে ক্রন্দনপরায়ণা দেখিলেন। বজ্রপাণি দেবরাজ যশস্বিনী সুরভিকে ঐভাবে শোকাকুল দেখিয়া অতিশয় উদ্বিগ্ন হইলেন এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিলেন,—সর্বলোকহিতকারিণি! মাতঃ! এখন ত আমাদের কাহারও নিকট হইতে কোনরূপ ভয় উপস্থিত হয় নাই। তবে কিজন্য তোমার এইরূপ শোক হইয়াছে, তাহা আমাকে বল।১৬-২০

প্রাজ্ঞ দেবরাজ এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে বাক্যনিপুণা ধৈর্য্যবতী সুরভি তাঁহাকে বলিলেন,—দেবরাজ! সকল পাপ শান্ত হউক*। কাহারও নিকট হইতেই তোমাদের কোনরূপ ভয় উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু আমার পুত্রদ্বয় বিষম অবস্থায় পতিত হইয়া দুঃখমগ্ন হইয়াছে, সূর্য্যকিরণে সন্তপ্ত, কাতর ও কৃশ পুত্রদ্বয়কে দুরাত্মা কর্ষক তাড়না করিতেছে। উহাদিগকে ঐভাবে

* 'শান্তং পাপং প্রতিহতমমঙ্গলম্' ইত্যাদি বাক্যপ্রয়োগের দ্বারা অনুচিতবৃত্তান্তশ্রবণের দোষ নিবৃত্তি হয়। যেমন বাংলা-ভাষায় বলা হয়—ষাট্, বালাই ইত্যাদি।

যস্যাঃ পুত্রসহস্রৈস্তু কৃৎস্নং ব্যাপ্তমিদং জগৎ।
তাং দৃষ্ট্বা রুদতীং শক্রো ন সুতান্ মন্যতে পরম্ ॥২৫
ইন্দ্রো হ্যশ্রুনিপাতং তং স্বগাত্রে পুণ্যগন্ধিনম্।
সুরভিং মন্যতে দৃষ্ট্বা ভূয়সীং তামিহেশ্বরঃ ॥২৬
সমাপ্রতিমবৃত্তায়া লোকধারণকাম্যয়া।
শ্রীমত্যা গুণমুখ্যায়াঃ স্বভাবপরিচেষ্টয়া ॥২৭
যস্যাঃ পুত্রসহস্রাণি সাপি শোচতি কামধুক্।
কিং পুনর্যা বিনা রামং কৌসল্যা বর্ত্তয়িষ্যতি ॥২৮
একপুত্রা চ সাধ্বী চ বিবৎসেয়ং ত্বয়া কৃতা।
তস্মাৎ ত্বং সততং দুঃখং প্রেত্য চেহ চ লপ্স্যসে ॥২৯
অহং ত্বপচিতিং ভ্রাতুঃ পিতুশ্চ সকলামিমাম্।
বর্দ্ধনং যশসশ্চাপি করিষ্যামি ন সংশয়ঃ ॥৩০
আনায্য চ মহাবাহুং কোসলেন্দ্রং মহাবলম্।
স্বয়মেব প্রবেক্ষ্যামি বনং মুনিনিষেবিতম্ ॥৩১
নহ্যহং পাপসঙ্কল্পে পাপে পাপং ত্বয়া কৃতম্।
শক্তো ধারয়িতুং পৌরৈরশ্রুকণ্ঠৈর্নিরীক্ষিতঃ ॥৩২
সা ত্বমগ্নিং প্রবিশ বা স্বয়ং বা বিশ দণ্ডকান্।
রজ্জুং বদ্ধাথবা কণ্ঠে নহি তেঽন্যৎ পরায়ণম্ ॥৩৩
অহমপ্যবনীং প্রাপ্তে রামে সত্যপরাক্রমে।
কৃতকৃত্যো ভবিষ্যামি বিপ্রবাসিতকল্মষঃ ॥৩৪
ইতি নাগ ইবারণ্যে তোমরাঙ্কুশতোদিতঃ।
পপাত ভুবি সংক্রুদ্ধো নিঃশ্বসন্নিব পন্নগঃ ॥৩৫
সংরক্তনেত্রঃ শিথিলাম্বরস্তথা
বিধূতসর্বাভরণঃ পরন্তপঃ।
বভূব ভূমৌ পতিতো নৃপাত্মজঃ
শচীপতেঃ কেতুরিবোৎসবক্ষয়ে ॥৩৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে চতুঃসপ্ততিতমঃ সর্গঃ।

দেখিয়া আমি অতিশয় শোকাকুল হইয়াছি। উহারা আমার শরীর হইতে জন্মলাভ করিয়াছে। সেইজন্য উহাদিগকে দুঃখিত ও ভারপীড়িত দেখিয়া আমার অতিশয় পরিতাপ হইতেছে। দেবরাজ! পুত্রের সমান প্রিয় আর কেহ হয় না। কৈকেয়ি! দেখ, এইরূপে যাহার সহস্র সহস্র পুত্রের দ্বারা সমস্ত সংসার ব্যাপ্ত রহিয়াছে, সেই সুরভিকে দুইটি পুত্রের জন্য রোদন করিতে দেখিয়া ইন্দ্র বুঝিলেন যে, এই জগতে পুত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছুই নাই।২০-২৫

ইন্দ্র নিজের শরীরে পতিত সুরভির সুগন্ধযুক্ত অশ্রু দেখিয়া সুরভিকে অতিশয় স্নেহবতী ও উৎকর্ষবতী মনে করিলেন। এই সুরভি লোকরক্ষার জন্য সমস্ত প্রাণীর প্রতি সমানভাবে অনুগ্রহ করিয়া থাকেন। অনুপমচরিত্রযুক্তা ও স্বাভাবিক চেষ্টার দ্বারা অতিগুণবতী এই ধেনু সহস্র সহস্র পুত্রবতী হইয়াও যখন দুইটি পুত্রের জন্য এইভাবে শোক করিতেছেন, তখন একমাত্র পুত্রের জননী কৌশল্যা রামকে ছাড়িয়া কিরূপে জীবনধারণ করিবেন? একমাত্রপুত্রবতী সাধ্বী কৌশল্যাকে তুমি পুত্রহীন করিয়াছ, এইজন্য ইহলোকে ও পরলোকে তোমাকে সর্বদা দুঃখভোগ করিতে হইবে। আমি পিতা ও ভ্রাতার নিকট নির্দোষ হইয়া তাঁহাদের পূজা করিব এবং যশোবর্ধন করিব—ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।২৬-৩০

কোশলাধিপতি মহাবাহু মহাবীর রামকে এখানে আনয়ন করিয়া আমি নিজে মুনিগণসেবিত অরণ্যে গমন করিব। কৈকেয়ি! পাপচারিণি! তোমার মনোভাব অতিশয় পাপপূর্ণ। তুমি যে পাপ করিয়াছ, তাহা আমি আর সহ্য করিতে পারিতেছি না। অযোধ্যাবাসী নরনারীগণ সকলেই অশ্রুপূর্ণনয়নে আমার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। পাপীয়সি! এক্ষণে তুমি অগ্নিতে প্রবেশ কর কিংবা দণ্ডকারণ্যে গমন কর অথবা কণ্ঠে রজ্জু বাঁধিয়া প্রাণত্যাগ কর। তোমার আর অন্য গতি নাই। সত্যপরাক্রম রাম পৃথিবীপতি হইলে আমি নিষ্কলঙ্ক হইয়া কৃতকৃতার্থ হইব। ভরত এইভাবে বিলাপ করিতে করিতে এবং অঙ্কুশাহত হস্তীর ন্যায় ও ক্রুদ্ধ সর্পের ন্যায় দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে ভূতলে পতিত হইলেন। সেই সময় তাঁহার নেত্রদ্বয় রোদনের জন্য রক্তবর্ণ হইয়াছিল। বসন শিথিল ও অলঙ্কারসমূহ স্খলিত হইয়া পড়িয়াছিল। রাজপুত্র শত্রুদমন ভরত বিহ্বল হইয়া উৎসবশেষে ভূপতিত ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন।৩১-৩৬

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে চতুঃসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চসপ্ততিতমঃ সর্গঃ

[কৌসল্যাসমীপে ভরতস্য বিবিধশপথবাক্যোচ্চারণম্ ।]

দীর্ঘকালাৎ সমুত্থায় সংজ্ঞাং লব্ধ্বা স বীর্য্যবান্ ।
নেত্রাভ্যামশ্রুপূর্ণাভ্যাং দীনামুদ্বীক্ষ্য মাতরম্ ॥১
সোঽমাত্যমধ্যে ভরতো জননীমভ্যকুৎসয়ৎ ।
রাজ্যং ন কাময়ে জাতু মন্ত্রয়ে নাপি মাতরম্ ॥২
অভিষেকং ন জানামি যোঽভূদ্ রাজ্ঞা সমীক্ষিতঃ ।
বিপ্রকৃষ্টে হ্যহং দেশে শত্রুঘ্নসহিতোঽভবম্ ॥৩
বনবাসং ন জানামি রামস্যাহং মহাত্মনঃ ।
বিবাসনঞ্চ সৌমিত্রেঃ সীতায়াশ্চ যথাভবৎ ॥৪
তথৈব ক্রোশতস্তস্য ভরতস্য মহাত্মনঃ ।
কৌসল্যা শব্দমাজ্ঞায় সুমিত্রাং চেদমব্রবীৎ ॥৫
আগতঃ ক্রূরকার্য্যায়াঃ কৈকয্যা ভরতঃ সুতঃ ।
তমহং দ্রষ্টুমিচ্ছামি ভরতং দীর্ঘদর্শিনম্ ॥৬
এবমুক্ত্বা সুমিত্রাং তাং বিবর্ণবদনা কৃশা ।
প্রতস্থে ভরতো যত্র বেপমানা বিচেতনা ॥৭
স তু রাজাত্মজশ্চাপি শত্রুঘ্নসহিতস্তদা ।
প্রতস্থে ভরতো যেন কৌসল্যায়া নিবেশনম্ ॥৮
ততঃ শত্রুঘ্ন-ভরতৌ কৌশল্যাং প্রেক্ষ্য দুঃখিতৌ ।
পর্য্যম্বজেতাং দুঃখার্ত্তাং পতিতাং নষ্টচেতনাম্ ॥৯
রুদন্তৌ রুদতী দুঃখাৎ সমেত্যার্য্যা মনস্বিনী ।
ভরতং প্রত্যুবাচেদং কৌসল্যা ভৃশদুঃখিতা ॥১০

পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ

[কৌশল্যার সমক্ষে ভরতের বিবিধ শপথবাক্য উচ্চারণ।]

অনন্তর বীর্য্যবান্ ভরত অনেকক্ষণ পরে সংজ্ঞালাভ করিলেন এবং উত্থিত হইয়া অশ্রুপূর্ণনেত্রে কৈকেয়ীর দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। আশাভঙ্গ হওয়ার জন্য কৈকেয়ী তখন অতিশয় দৈন্যপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ভরত তখন অমাত্যগণের * সমক্ষে তাঁহাকে অতিশয় ভৎ´সনা করিতে করিতে বলিলেন,—আমি কখনও রাজ্য কামনা করি নাই এবং রাজ্য পাইবার জন্য জননীকে আমি কোনরূপ পরামর্শও দিই নাই। রাজা দশরথ যে রামের অভিষেক করিতে চাহিয়াছিলেন, আমি সে সম্বন্ধে কিছুই জানি না। আমি শত্রুঘ্নের সহিত অতিদূরদেশে বাস করিতেছিলাম। মহাত্মা রাম, সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ ও সীতাদেবীর যেভাবে নির্বাসন ও বনবাস হইয়াছে, আমি সে সব ঘটনার কিছুই জানি না। মহাত্মা ভরত এইভাবে উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন। তখন কৌশল্যা ভরতের কণ্ঠস্বর বুঝিতে পারিয়া সুমিত্রাদেবীকে বলিলেন ।১-৫

নিষ্ঠুরকার্য্যকারিণী কৈকেয়ীর পুত্র ভরত আসিয়াছে। আমি দূরদর্শী ভরতের সহিত দেখা করিতে ইচ্ছা করি। বিষণ্ণবদনা শীর্ণদেহা প্রায় চৈতন্যশূন্যা কৌশল্যা সুমিত্রাকে এইরূপ বলিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে ভরতের নিকট গমন করিলেন। রাজপুত্র ভরতও শত্রুঘ্নের সহিত কৌশল্যার গৃহের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাঁহারা উভয়ে পথিমধ্যে কৌশল্যাদেবীকে আসিতে দেখিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন। কৌশল্যাদেবী দুঃখে কাতরা হইয়া অচেতনাবস্থায় ভূমিতে পড়িয়া গেলে ভরত ও শত্রুঘ্ন রোদন করিতে করিতে তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিলেন। অতিশয় দুঃখিতা মনস্বিনী জ্যেষ্ঠমাতা কৌশল্যা দুঃখের তীব্রতার জন্য কাঁদিতে লাগিলেন, তারপর ভরতকে বলিলেন ।৬-১০

* ভরতের আগমন-সংবাদ শুনিয়া সুমন্ত্র প্রভৃতি সেখানে আসিয়াছিলেন। কৈকেয়ীর কার্য্যের দ্বারা সকললোকের ন্যায় ভরতেরও অনিষ্ট হইয়াছে। ঐ কার্য্যে ভরতের অনুমোদন নাই। তিনি উহাতে জড়িতও নহেন—ইহা বুঝাইবার জন্যই সকলের সাক্ষাতে উক্তি।

ইদং তে রাজ্যকামস্য রাজ্যং প্রাপ্তমকণ্টকম্।
সম্প্রাপ্তং বত কৈকয্যা শীঘ্রং ক্রূরেণ কর্মণা ॥১১
প্রস্থাপ্য চীরবসনং পুত্রং মে বনবাসিনম্।
কৈকয়ী কং গুণং তত্র পশ্যতি ক্রূরদর্শিনী ॥১২
ক্ষিপ্রং মামপি কৈকেয়ী প্রস্থাপয়িতুমর্হতি।
হিরণ্যনাভো যত্রাস্তে সুতো মে সুমহাযশাঃ ॥১৩
অথবা স্বয়মেবাহং সুমিত্রানুচরা সুখম্।
অগ্নিহোত্রং পুরস্কৃত্য প্রস্থাস্যে যত্র রাঘবঃ ॥১৪
কামং বা স্বয়মেবাদ্য তত্র মাং নেতুমর্হসি।
যত্রাসৌ পুরুষব্যাঘ্রস্তপ্যতে মে সুতস্তপঃ ॥১৫
ইদং হি তব বিস্তীর্ণং ধন-ধান্যসমাচিতম্।
হস্ত্যশ্ব-রথসম্পূর্ণং রাজ্যং নির্যাতিতং তয়া ॥১৬
ইত্যাদিবহুভির্বাক্যৈঃ ক্রূরৈঃ সম্ভর্ৎসিতোহনঘঃ।
বিব্যথে ভরতোহতীব ব্রণে তুদ্যেব সূচিনা ॥১৭
পপাত চরণৌ তস্যাস্তদা সম্ভ্রান্তচেতনঃ।
বিলপ্য বহুধা সংজ্ঞো লব্ধসংজ্ঞস্তদাভবৎ ॥১৮
এবং বিলপমানাং তাং প্রাঞ্জলির্ভরতস্তদা।
কৌসল্যাং প্রত্যুবাচেদং শোকৈর্বহুভিরাবৃতাম্ ॥১৯
আর্য্যে কস্মাদজানন্তং গর্হসে মামকল্মষম্।
বিপুলাঞ্চ মম প্রীতিং স্থিতাং জানাসি রাঘবে ॥২০
কৃতশাস্ত্রানুগা বুদ্ধির্মা ভূৎ তস্য কদাচন।
সত্যসন্ধঃ সতাং শ্রেষ্ঠো যস্যার্য্যোহনুমতে গতঃ ॥২১
প্রৈষ্যং পাপীয়সাং যাতু সূর্য্যঞ্চ প্রতি মেহতু।
হন্তু পাদেন গাং সুপ্তাং যস্যার্য্যোহনুমতে গতঃ ॥২২
কারয়িত্বা মহৎ কর্ম ভর্তা ভৃত্যমনর্থকম্।
অধর্মো যোহস্য সোহস্যাস্তু যস্যার্য্যোহনুমতে গতঃ ॥২৩
পরিপালয়মানস্য রাজ্ঞো ভূতানি পুত্রবৎ।
ততস্তু দ্রুহ্যতাং পাপং যস্যার্য্যোহনুমতে গতঃ ॥২৪

বৎস! তুমি রাজ্যকামনা করিয়াছিলে, এক্ষণে নিষ্কণ্টক রাজ্য প্রাপ্ত হইলে। কৈকেয়ীর নিষ্ঠুর কার্য্যের দ্বারা অতিশীঘ্রই তুমি রাজ্য পাইয়াছ। কিন্তু আমার পুত্র রামকে চীরবসন পরাইয়া বনবাসী করত ক্রুরবুদ্ধি কৈকেয়ী বিশেষলাভ *১ কি দেখিল? যাহা হউক, এক্ষণে আমার পুত্র মহাযশস্বী হিরণ্যনাভ *২ রাম যেখানে আছে, কৈকেয়ী আমাকে সেইখানে অতিশীঘ্রই পাঠাইয়া দিতে পারে। অথবা যে পথে রাম গমন করিয়াছে, আমি সুমিত্রাকে সঙ্গে লইয়া অগ্নিহোত্র *৩ অগ্রে গ্রহণপূর্বক অতিসুখেই সেই পথে গমন করিব। কিংবা ইচ্ছা করিলে স্বয়ং তুমিই অদ্য আমাকে সেইস্থানে লইয়া যাইতে পার, যেস্থানে আমার পুত্র পুরুষোত্তম রাম তপস্যা করিতেছে।১১-১৫

এই রাজ্য হস্তী, অশ্ব ও রথে পরিপূর্ণ, ধনধান্য-সমন্বিত ও অতিবিশাল। কৈকেয়ী তোমাকে এই রাজ্য প্রদান করিয়াছে। কৌশল্যা এইরূপে বহুবিধ নিষ্ঠুর-বাক্যে ভর্ৎসনা করিলেন। ইহাতে নিষ্পাপ ভরত ব্রণের উপর (ক্ষতস্থানে) সূচির (শলাকা) দ্বারা আঘাতের তুল্য অতিশয় ব্যথা প্রাপ্ত হইলেন; উদ্বিগ্নচিত্ত ভরত তখন কৌশল্যার চরণযুগলে পতিত হইলেন এবং বহুভাবে বিলাপ করিয়া অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন এবং কিছুক্ষণ পরে সংজ্ঞালাভ করিলেন। বহুশোকে আকুলা কৌশল্যা বিলাপ করিতে থাকিলে ভরত কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে বলিলেন,—পূজনীয়ে! জননি! আমি এই বিষয়ে কিছুই জানি না। আমি সর্বথা নির্দোষ। অগ্রজ রামের প্রতি আমার যে বিপুল প্রীতি রহিয়াছে, তাহা ত আপনি জানেন, তথাপি আমাকে কেন ভর্ৎসনা করিতেছেন? ১৬-২০

সত্যনিষ্ঠ সজ্জনাগ্রগণ্য আর্য্য রাম যাহার মতানুসারে বনে গিয়াছেন, তাহার বুদ্ধি কখনও যেন সত্য ও শাস্ত্রের

*১ ঐভাবে রামকে নির্বাসিত না করিলেও কৈকেয়ী নিজ পুত্রকে রাজ্য দিতে পারিত। রামের নির্বাসনে কৈকেয়ীর চেষ্টা বৃথাই হইয়াছে।

*২ এখানে নাভি-শব্দের অর্থ শরীর এবং হিরণ্য-শব্দের অর্থ সুবর্ণ। হিরণ্যনাভ-শব্দের অর্থ—সুবর্ণের মত বাঞ্ছিত শরীর যাহার। রামের শরীর সুবর্ণের মত সর্বজনবাঞ্ছিত।

*৩ কৈকেয়ীর অনুসরণ করিলে ভরত যেন আমার প্রেতকার্য্য না করে,—এইরূপ নির্দেশ ছিল দশরথের। অগ্নিহোত্র জ্যেষ্ঠা মহিষীর নিকট থাকে। অগ্নিহোত্র সঙ্গে লইলে উহার দ্বারা ভরত প্রেতকার্য্য করিতে পারিবে না।

বলিষড়্ভাগমুদ্ধৃত্য নৃপস্যারক্ষিতুঃ প্রজাঃ।
অধর্মো যোঽস্য সোঽস্যাস্ত যস্যার্য্যোঽনুমতে গতঃ ॥২৫
সংশ্রুত্য চ তপস্বিভ্যঃ সত্রে বৈ যজ্ঞদক্ষিণাম্।
তাং চাপলতাং পাপং যস্যার্য্যোঽনুমতে গতঃ ॥২৬
হস্ত্যশ্ব-রথসংবাধে যুদ্ধে শস্ত্রসমাকুলে।
মাস্ম কার্ষীৎ সতাং ধর্মং যস্যার্য্যোঽনুমতে গতঃ ॥২৭
উপদিষ্টং সুসূক্ষ্মার্থং শাস্ত্রং যত্নেন ধীমতা।
স নাশয়তু দুষ্টাত্মা যস্যার্য্যোঽনুমতে গতঃ ॥২৮
মা চ তং ব্যূঢবাহ্বংসং চন্দ্রভাস্করতেজসম্।
দ্রাক্ষীদ্ রাজ্যস্থমাসীনং যস্যার্য্যোঽনুমতে গতঃ ॥২৯
পায়সং কৃসরং ছাগং বৃথা সোঽশ্নাতু নির্ঘৃণঃ।
গুরূংশ্চাপ্যবজানাতু যস্যার্য্যোঽনুমতে গতঃ ॥৩০
গাশ্চ স্পৃশতু পাদেন গুরূন্ পরিবদেত চ।
মিত্রে দ্রুহ্যেত সোঽত্যর্থং যস্যার্য্যোঽনুমতে গতঃ ॥৩১
বিশ্বাসাৎ কথিতং কিঞ্চিৎ পরিবাদং মিথঃ ক্বচিৎ।
বিবৃণোতু স দুষ্টাত্মা যস্যার্য্যোঽনুমতে গতঃ ॥৩২
অকর্তা চাকৃতজ্ঞশ্চ ত্যক্তাত্মা নিরপত্রপঃ।
লোকে ভবতু বিদ্বিষ্টো যস্যার্য্যোঽনুমতে গতঃ ॥৩৩
পুত্রৈর্দারৈশ্চ ভৃত্যৈশ্চ স্বগৃহে পরিবারিতঃ।
স একো মৃষ্টমশ্নাতু যস্যার্য্যোঽনুমতে গতঃ ॥৩৪
অপ্রাপ্য সদৃশান্ দারাননপত্যঃ প্রমীয়তাম্।
অনবাপ্য ক্রিয়াং ধর্ম্যাং যস্যার্য্যোঽনুমতে গতঃ ॥৩৫
মাত্মনঃ সন্ততিং দ্রাক্ষীৎ স্বেষু দারেষু দুঃখিতঃ।
আয়ুঃ সমগ্রমপ্রাপ্য যস্যার্য্যোঽনুমতে গতঃ ॥৩৬
রাজ-স্ত্রী-বাল-বৃদ্ধানাং বধে যৎ পাপমুচ্যতে।
ভৃত্যত্যাগে চ যৎ পাপং তৎ পাপং প্রতিপদ্যতাম্ ॥৩৭
লাক্ষয়া মধুমাংসেন লোহেন চ বিষেণ চ।
সদৈব বিভৃয়াদ্ ভৃত্যান্ যস্যার্য্যোঽনুমতে গতঃ ॥৩৮

অনুগামিনী *(১) না হয়। যাহার মতানুসারে রাম বনে গিয়াছেন, সেই ব্যক্তি পাপিষ্ঠগণের দাসত্ব লাভ করুক, সূর্য্যের অভিমুখে মলমূত্রাদি ত্যাগ করুক এবং নিদ্রিত ধেনুকে পদাঘাত করুক (অর্থাৎ এই সকল নিষিদ্ধ কর্ম করার জন্য যে পাপ হয়, তাহা প্রাপ্ত হউক)। বিনা বেতনে ভৃত্যের দ্বারা মহৎ কার্য্য করাইয়া লইলে প্রভুর যে অধর্ম হয়, পুত্রের ন্যায় প্রজাগণের পালনকারী রাজার প্রতি বিদ্রোহী প্রজার যে পাপ হয়, সেই অধর্ম ও পাপ তাহার হউক—যাহার অনুমতিক্রমে রাম বনে গিয়াছেন। প্রজাগণের নিকট ষষ্ঠাংশ কর (খাজনা) গ্রহণ করিয়া যে রাজা তাহাদিগের রক্ষায় পরাঙ্মুখ হয়, সেই রাজার যেরূপ পাপ হয়, সেইরূপ পাপ তাহার হউক—যাহার মতানুসারে রাম বনে গিয়াছেন।২১-২৫

যজ্ঞে তপস্বিগণকে দক্ষিণা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া যে তাহা অস্বীকার করে, তাহার যে পাপ হয়, যাহার মতানুসারে রাম বনে গিয়াছেন, তাহার সেই পাপ হউক। যাহার অনুমতিতে রাম বনে গিয়াছেন, সে যেন হস্তী, অশ্ব ও রথে পূর্ণ এবং শস্ত্রপরিব্যাপ্ত যুদ্ধক্ষেত্রে সজ্জনানুমোদিত ধর্ম (২) পালন করিতে না পারে। রাম যাহার মতানুসারে গিয়াছেন, সেই দুষ্টাত্মা ব্যক্তি প্রাজ্ঞগুরুকর্তৃক সযত্নে উপদিষ্ট অতিসূক্ষ্মবিষয়ক শাস্ত্র বিস্মৃত হউক। বিশালবাহু ও বিশালস্কন্ধ চন্দ্র-সূর্য্য-তুল্যতেজস্বী রাম অযোধ্যায় আসিয়া রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হইলে সেই দুষ্টব্যক্তি যেন তাঁহাকে দেখিতে না পায়—যাহার কথানুসারে রাম বনে গিয়াছেন। যাহার কথায় আর্য্য রাম বনে গিয়াছেন, সেই নির্দয় ব্যক্তি দেবতাকে নিবেদন না করিয়াই পায়স, তিল এবং মুদ্গ-সমন্বিত অন্ন ও ছাগমাংস ভক্ষণ করুক। যাহার জন্য রাম বনে গিয়াছেন, সেই ব্যক্তি যেন গুরুজনের অবজ্ঞা করে।২৬-৩০

যাহার মতানুসারে রাম বনে গিয়াছেন, সে ধেনুকে পাদদ্বারা স্পর্শ করুক, গুরুজনের নিন্দাকারী হউক এবং অতিশয় মিত্রদ্রোহী হউক। পরস্পর আলোচনা-কালে

(১)* যদি আমার মতানুসারে রাম বনে গিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার বুদ্ধি যেন সত্য ও শাস্ত্রের অনুগামিনী না হয়। অন্যান্য পাপগণের দোষও আমাতেই আশ্রিত হউক। ইহাই ভরতের অভিপ্রায়।

(২) সম্মুখযুদ্ধে পরাঙ্মুখ না হওয়া বীরগণের অতি পবিত্র কার্য্য।

সংগ্রামে সমুপোঢ়ে চ শত্রুপক্ষভয়ঙ্করে।
পলায়মানো বধ্যেত যস্যার্য্যোঽনুমতে গতঃ ॥৩৯
কপালপাণিঃ পৃথিবীমটতাং চীরসংবৃতঃ।
ভিক্ষমাণো যথোন্মত্তো যস্যার্য্যোঽনুমতে গতঃ ॥৪০
মদ্যপ্রসক্তো ভবতু স্ত্রীষ্বক্ষেষু চ নিত্যশঃ।
কাম-ক্রোধাভিভূতশ্চ যস্যার্য্যোঽনুমতে গতঃ ॥৪১
মাঽস্য ধর্মে মনো ভূয়াদধর্মং স নিষেবতাম্।
অপাত্রবর্ষী ভবতু যস্যার্য্যোঽনুমতে গতঃ ॥৪২
সঞ্চিতান্যস্য বিত্তানি বিবিধানি সহস্রশঃ।
দস্যুভির্বিপ্রলুপ্যন্তাং যস্যার্য্যোঽনুমতে গতঃ ॥৪৩

উভে সন্ধ্যে শয়ানস্য যৎপাপং পরিকল্প্যতে।
তচ্চ পাপং ভবেৎ তস্য যস্যার্য্যোঽনুমতে গতঃ ॥৪৪
যদগ্নিদায়কে পাপং যৎ পাপং গুরুতল্পগে।
মিত্রদ্রোহে চ যৎ পাপং তৎ পাপং প্রতিপদ্যতাম্ ॥৪৫
দেবতানাং পিতৃণাঞ্চ মাতাপিত্রোস্তথৈব চ।
মাস্য কার্ষীৎ স শুশ্রূষাং যস্যার্য্যোঽনুমতে গতঃ ॥৪৬
সতাং লোকাৎ সতাং কীর্ত্ত্যাঃ সজ্জুষ্টাৎ কর্মণস্তথা।
ভ্রশ্যতু ক্ষিপ্রমদ্যৈব যস্যার্য্যোঽনুমতে গতঃ ॥৪৭
অপাস্য মাতৃশুশ্রূষামনর্থে সোঽবতিষ্ঠতাম্।
দীর্ঘবাহুর্মহাবক্ষা যস্যার্য্যোঽনুমতে গতঃ ॥৪৮

বিশ্বাসবশতঃ গোপনে কথিত পরনিন্দাদি-বিষয়ক কথা (১) সেই ব্যক্তি প্রকাশ করুক,—যাহার কথায় রাম বনে গিয়াছেন। যাহার মতানুসারে রাম বনে গিয়াছেন, সেই ব্যক্তি এই সংসারে যেন কাহারও প্রত্যুপকার না করে, সে যেন কাহারও উপকার স্বীকার না করে। সেই নির্লজ্জ ব্যক্তি যেন সাধুগণপরিত্যক্ত ও সকলের বিদ্বেষভাজন হয়। যাহার মতানুসারে রাম বনে গিয়াছেন, সে যেন পত্নী-পুত্র ও ভৃত্যগণে পরিবেষ্টিত থাকিয়াও নিজগৃহে একাকী উত্তম অন্নাদি ভক্ষণ করে। যাহার কথায় রাম বনে গিয়াছেন, সে মনোমত পত্নী লাভ না করিয়া এবং ধর্মানুযায়ী ক্রিয়াসমূহের অনুষ্ঠান না করিয়া নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হউক।৩১-৩৫

যাহার মতানুসারে রাম বনে গিয়াছেন, সেই ব্যক্তি যেন নিজ পত্নীগর্ভে পুত্রের জন্ম দেখিতে না পায় এবং সম্পূর্ণ আয়ুঃ লাভ না করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। রাজা, স্ত্রী, বালক ও বৃদ্ধগণের হত্যায় যে পাপ হয় এবং অনুগত ভৃত্যকে ত্যাগ করিলে যে পাপ হয়, সেই পাপ যেন ঐ ব্যক্তির হয়। আর্য্য রাম যাহার মতানুসারে বনে গিয়াছেন, সে যেন সর্বদাই লাক্ষা, মধু, মাংস, লোহ ও বিষ প্রভৃতি পাতিত্যকারক দ্রব্যসমূহ বিক্রয় করিয়া পোষ্যগণের পোষণ করে। যুদ্ধে শত্রুপক্ষ বৃদ্ধিযুক্ত হইয়া ভয়ঙ্কর হইলে সে যেন পলায়মান অবস্থায় নিহত হয়। সে যেন জীর্ণ ও মলিনবস্ত্র পরিধানপূর্বক নরকপাল (মানুষের মাথার খুলি) হস্তে ধারণ করিয়া ভিক্ষার জন্য উন্মত্তের মত সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ করে।৩৬-৪০

আর্য্য রাম যাহার কথায় বনে গিয়াছেন, সে সর্বদা মদ্য, স্ত্রী ও অক্ষক্রীড়ায় (পাশাখেলা) আসক্ত এবং কাম ও ক্রোধে অভিভূত হউক। তাহার মন যেন ধর্মে আসক্ত না হয়। সে যেন সর্বদা অধর্মেরই সেবা করে এবং অপাত্রে ধনদান করে। তাহার সঞ্চিত নানাবিধ সহস্র সহস্র ধন যেন দস্যুগণ কর্তৃক বলপূর্বক গৃহীত হয়। প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে শয়নকারীর যে পাপ হয়, সেই পাপ তাহার হউক—যাহার মতক্রমে রাম বনে গিয়াছেন। অন্যের গৃহে অগ্নিসংযোগ করিলে যে পাপ হয়, গুরুপত্নীগমন করিলে যে পাপ হয় এবং মিত্রের প্রতি শত্রুতা করিলে যে পাপ হয়, সেই পাপ তাহার হউক।৪১-৪৫

যাহার মতানুসারে রাম বনে গিয়াছেন, সে যেন দেবতাগণের, পূর্বপুরুষগণের ও মাতাপিতার শুশ্রূষা করিতে না পারে। সে যেন সাধুগণের স্থান হইতে এবং সাধুগণের কীর্তি ও সাধুগণের আচরণ হইতে অবিলম্বে ভ্রষ্ট হয়। দীর্ঘবাহু বিশালবক্ষঃস্থল রাম যাহার মতানুসারে বনে গিয়াছেন, সেই ব্যক্তি যেন মাতৃসেবা পরিত্যাগ করিয়া অনর্থক কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে। সে

(১) বিশ্বাসভঙ্গজন্য পাপ প্রাপ্ত হউক—ইহাই তাৎপর্য্য।

বহুভৃত্যো দরিদ্রশ্চ জ্বররোগসমন্বিতঃ।
সমায়াৎ সততং ক্লেশং যস্যার্য্যোঽনুমতে গতঃ ॥৪৯
আশামাশংসমানানাং দীনানামূর্ধ্বচক্ষুষাম্।
অর্থিনাং বিতথাং কুর্য্যাদ্ যস্যার্য্যোঽনুমতে গতঃ ॥৫০
মায়য়া রমতাং নিত্যং পুরুষঃ পিশুনোঽশুচিঃ।
রাজ্ঞো ভীতস্ত্বধর্মাত্মা যস্যার্য্যোঽনুমতে গতঃ ॥৫১
ঋতুস্নাতাং সতীং ভার্য্যামৃতুকালানুরোধিনীম্।
অতিবর্ত্তেত দুষ্টাত্মা যস্যার্য্যোঽনুমতে গতঃ ॥৫২
বিপ্রলুপ্ত-প্রজাতস্য দুষ্কৃতং ব্রাহ্মণস্য যৎ।
তদেতৎ প্রতিপদ্যেত যস্যার্য্যোঽনুমতে গতঃ ॥৫৩
ব্রাহ্মণায়োদ্যতাং পূজাং বিহন্তু কলুষেন্দ্রিয়ঃ।
বালবৎসাঞ্চ গাং দোগ্ধুং যস্যার্য্যোঽনুমতে গতঃ ॥৫৪
ধর্মদারান্ পরিত্যজ্য পরদারান্ নিষেবতাম্।
ত্যক্তধর্মরতির্মূঢ়ো যস্যার্য্যোঽনুমতে গতঃ ॥৫৫
পানীয়দূষকে পাপং তথৈব বিষদায়কে।
যত্তদেকঃ স লভতাং যস্যার্য্যোঽনুমতে গতঃ ॥৫৬
তৃষার্তং সতি পানীয়ে বিপ্রলম্ভেন যোজয়ন্।
যৎ পাপং লভতে তৎ স্যাদ্
যস্যার্য্যোঽনুমতে গতঃ ॥৫৭
ভক্ত্যা বিবদমানেষু মার্গমাশ্রিত্য পশ্যতঃ।
তেন পাপেন যুজ্যেত যস্যার্য্যোঽনুমতে গতঃ ॥৫৮
এবমাশ্বাসয়ন্নেব দুঃখার্তোঽনুপপাত হ।
বিহীনাং পতি-পুত্রাভ্যাং কৌসল্যাং পার্থিবাত্মজঃ ॥৫৯
তদা তং শপথৈঃ কষ্টৈঃ শপমানমচেতনম্।
ভরতং শোকসন্তপ্তং কৌসল্যা বাক্যমব্রবীৎ ॥৬০
মম দুঃখমিদং পুত্র ভূয়ঃ সমুপজায়তে।
শপথৈঃ শপমানো হি প্রাণানুপরুণৎসি মে ॥৬১
দিষ্ট্যা ন চলিতো ধর্মাদাত্মা তে সহলক্ষণঃ।
বৎস সত্যপ্রতিজ্ঞো হি সতাং লোকানবাপ্স্যসি ॥৬২

যেন দরিদ্র, বহুভৃত্যসমন্বিত ও জ্বররোগযুক্ত হইয়া সর্বদা কষ্টভোগ করে। যাহার সম্মতিতে রাম বনে গিয়াছেন, সে যেন ঊর্ধ্বচক্ষু অর্থাৎ দাতার মুখনিরীক্ষণকারী ও নানাভাবে দাতার উৎকর্ষপ্রকাশরত দরিদ্র প্রার্থীদিগের প্রার্থনা বিফল করে।৪৬-৫০

সেই ক্রূরস্বভাব অপবিত্র অধার্মিক ব্যক্তি সর্বদা রাজভয়ে ভীত হইয়া বঞ্চনার দ্বারা দিন অতিবাহিত করুক। যাহার মতানুসারে রাম বনে গিয়াছেন, সেই দুষ্টাত্মা যেন ঋতুরক্ষার জন্য অনুরোধকারিণী ঋতুস্নাতা সতীভার্য্যার অনুরোধ উপেক্ষা করে। পুত্রহীন বা বংশহীন ব্রাহ্মণের যে পাপ হয়, সেই পাপ সেই ব্যক্তি প্রাপ্ত হউক—যাহার কথায় রাম বনে গিয়াছেন। অসংযতেন্দ্রিয় হইয়া সেই ব্যক্তি যেন ব্রাহ্মণগণের জন্য আয়োজিত পূজা বিনষ্ট করে এবং নববৎসা ধেনুকে দোহন করে। সেই মূঢ়ব্যক্তি যেন ধর্মাসক্তি ত্যাগপূর্বক ধর্মপত্নী পরিত্যাগ করিয়া পরস্ত্রী সেবন করে। ৫১-৫৫

পানীয় জল দূষিত করিলে এবং অন্যকে বিষপ্রদান করিলে যে পাপ হয়, সেই ব্যক্তি সেই পাপ একাকী লাভ করুক—যাহার কথায় রাম বনে গিয়াছেন। পানীয় জল থাকা সত্ত্বেও তৃষ্ণার্তব্যক্তিকে বঞ্চনাপূর্বক জল না দিলে যে পাপ হয়, সেই পাপে ঐ ব্যক্তি লিপ্ত হউক—যাহার মতানুসারে রাম বনে গিয়াছেন। নানাপ্রকার শাস্ত্রমার্গ আশ্রয় করিয়া নিজ নিজ অভীষ্ট-সিদ্ধান্তের প্রতি ভক্তিবশতঃ বিবাদপরায়ণ ব্যক্তিগণের যে পাপ হয় এবং সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে বিবাদ মিটাইয়া না দেয়, তাহার যে পাপ হয়, সেই পাপ ঐ ব্যক্তি প্রাপ্ত হউক—যাহার সম্মতিক্রমে আর্য্য রাম বনে গমন করিয়াছেন। রাজপুত্র ভরত পতিপুত্রবিহীনা কৌশল্যাকে এইভাবে আশ্বাস দিতে দিতেই অতিদুঃখে অভিভূত হইয়া পড়িয়া গেলেন। তিনি অতিকঠোর শপথসমূহ দ্বারা শপথ করিতে করিতে শোকসন্তপ্ত ও অচেতনপ্রায় হইয়া পড়িলে কৌশল্যা তাঁহাকে বলিলেন।৫৬-৬০

বৎস! তুমি এইভাবে বিবিধ শপথ করিয়া আমার প্রাণে পীড়া দিতেছ। ইহাতে আমার অতিশয় দুঃখ হইতেছে। তোমার মন শুভলক্ষণযুক্ত। ইহা পরম সৌভাগ্যের বিষয় যে, তোমার মন ধর্ম হইতে বিচলিত

ইত্যুক্ত্বা চাঙ্কমানীয় ভরতং ভ্রাতৃবৎসলম্ ।
পরিষ্বজ্য মহাবাহুং রুরোদ ভৃশদুঃখিতা ॥৬৩
এবং বিলপমানস্য দুঃখার্তস্য মহাত্মনঃ ।
মোহাচ্চ শোকসংরম্ভাদ্ বভূব লুলিতং মনঃ ॥৬৪
লালপ্যমানস্য বিচেতনস্য
প্রণষ্টবুদ্ধেঃ পতিতস্য ভূমৌ ।
মুহুর্মুহুর্নিঃশ্বসতশ্চ দীর্ঘং
সা তস্য শোকেন জগাম রাত্রিঃ ॥৬৫
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে পঞ্চসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥

হয় নাই। বৎস! তুমি যদি সত্যনিষ্ঠ হও, তাহা হইলে সাধুগণের গম্য লোকে গমন করিবে। অতি-দুঃখিতা কৌশল্যা এইরূপ বলিয়া মহাবাহু ভ্রাতৃবৎসল ভরতকে ক্রোড়ে লইয়া আলিঙ্গনপূর্বক রোদন করিতে লাগিলেন। সেই সময় বিলাপকারী দুঃখকাতর মহাত্মা ভরতের মনও মোহ ও শোকাবেগবশতঃ বিহ্বল হইয়া পড়িল। অচেতনপ্রায় অবস্থায় বিলাপ করিতে করিতে ক্ষুব্ধচিত্ত ভরত ভূতলে পতিত হইলেন এবং পুনঃ পুনঃ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন। এইরূপ অবস্থায় অতিশোকে সেই রাত্রি অতীত হইল।৬১-৬৫

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের আদিকাণ্ডে পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

ষট্‌সপ্ততিতমঃ সর্গঃ

[রাজ্ঞো দশরথস্যান্ত্যেষ্টিক্রিয়া ।]

তমেবং শোকসন্তপ্তং ভরতং কৈকয়ীসুতম্ ।
উবাচ বদতাং শ্রেষ্ঠো বসিষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠবাগৃষিঃ ॥১
অলং শোকেন ভদ্রং তে রাজপুত্র মহাযশঃ ।
প্রাপ্তকালং নরপতেঃ কুরু সংযানমুত্তমম্ ॥২
বসিষ্ঠস্য বচঃ শ্রুত্বা ভরতো ধরণীং গতঃ ।
প্রেতকৃত্যানি সর্বাণি কারয়ামাস ধর্মবিৎ ॥৩
উদ্ধৃত্য তৈলসংসেকাৎ স তু ভূমৌ নিবেশিতম্ ।
আ পীতবর্ণবদনং প্রসুপ্তমিব ভূমিপম্ ॥৪
সংবেশ্য শয়নে চাগ্র্যে নানারত্নপরিষ্কৃতে ।
ততো দশরথং পুত্রো বিললাপ সুদুঃখিতঃ ॥৫
কিং তে ব্যবসিতং রাজন্ প্রোষিতে ময্যনাগতে ।
বিবাস্য রামং ধর্মজ্ঞং লক্ষ্মণঞ্চ মহাবলম্ ॥৬

ষট্‌সপ্ততিতম সর্গ

[রাজা দশরথের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ।]

কৈকেয়ীতনয় ভরত এইভাবে শোকসন্তপ্ত হইলে বাগ্মিশ্রেষ্ঠ ন্যায়বাদী বশিষ্ঠ ঋষি তাঁহাকে বলিলেন,—রাজনন্দন! তুমি শোক করিও না। তুমি মহাযশস্বী। তোমার মঙ্গল হউক। এক্ষণে সময় উপস্থিত হইয়াছে, অতএব উত্তমভাবে মহারাজের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন কর। বশিষ্ঠের এইরূপ বাক্য শুনিয়া ভরত ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া আনুগত্য প্রকাশ করত (অথবা কথঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া) মন্ত্রিগণের সাহায্যে প্রেতকার্য্যসমূহ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি তৈলপূর্ণ কটাহ হইতে রাজার মৃতদেহ উদ্ধৃত করিয়া ভূতলে স্থাপিত করিলেন। বহুদিন যাবৎ তৈলের মধ্যে থাকায় রাজার মুখমণ্ডল ঈষৎ পীতবর্ণ হইয়াছিল, তথাপি তাঁহাকে নিদ্রিতের মত মনে হইতেছিল। অনন্তর নানারত্নভূষিত উত্তম শয্যায় শয়ন করাইয়া শোকভারাক্রান্ত ভরত বিলাপ করিতে লাগিলেন।১-৫

রাজন্! আপনার এ কি অভিপ্রায় হইয়াছে?

ক যাস্যসি মহারাজ হিত্বেমং দুঃখিতং জনম্ ।
হীনং পুরুষসিংহেন রামেণাক্লিষ্টকর্মণা ॥৭
যোগক্ষেমং তু তেঽব্যগ্রং কোঽস্মিন্ কল্পয়িতা পুরে ।
ত্বয়ি প্রয়াতে স্বস্তাত রামে চ বনমাশ্রিতে ॥৮
বিধবা পৃথিবী রাজংস্ত্বয়া হীনা ন রাজতে ।
হীনচন্দ্রেব রজনী নগরী প্রতিভাতি মাম্ ॥৯
এবং বিলপমানং তং ভরতং দীনমানসম্ ।
অব্রবীদ্ বচনং ভূয়ো বসিষ্ঠস্তু মহামুনিঃ ॥১০
প্রেতকার্য্যাণি যান্যস্য কর্তব্যানি বিশাম্পতেঃ ।
তান্যব্যগ্রং মহাবাহো ক্রিয়তামবিচারিতম্ ॥১১
তথেতি ভরতো বাক্যং বসিষ্ঠস্যাভিপূজ্য তৎ ।
ঋত্বিক্-পুরোহিতাচার্য্যাংস্ত্বরয়ামাস সর্বশঃ ॥১২

যে ত্বগ্নয়ো নরেন্দ্রস্য অগ্ন্যাগারাদ্ বহিষ্কৃতাঃ ।
ঋত্বিগ্‌ভির্যাজকৈশ্চৈব তে হূয়ন্তে যথাবিধি ॥১৩
শিবিকায়ামথারোপ্য রাজানং গতচেতনম্ ।
বাষ্পকণ্ঠা বিমনসস্তমূহুঃ পরিচারকাঃ ॥১৪
হিরণ্যঞ্চ সুবর্ণঞ্চ বাসাংসি বিবিধানি চ ।
প্রকিরন্তো জনা মার্গে নৃপতেরগ্রতো যযুঃ ॥১৫
চন্দনাগুরুনির্য্যাসান্ সরলং পদ্মকং তথা ।
দেবদারূণি চাহৃত্য ক্ষেপয়ন্তি তথাপরে ॥১৬
গন্ধানুচ্চাবচাংশ্চান্যাংস্তত্র গত্বাথ ভূমিপম্ ।
তত্র সংবেশয়ামাসুশ্চিতামধ্যে তমৃত্বিজঃ ॥১৭
তদা হুতাশনং হুত্বা জেপুস্তস্য তু ঋত্বিজঃ (ক) ।
জগুশ্চ তে যথাশাস্ত্রং তত্র সামানি সামগাঃ ॥১৮

আমি বিদেশে ছিলাম। আমার আগমনের পূর্বেই ধার্মিক রামকে ও মহাবীর লক্ষ্মণকে নির্বাসিত করিলেন এবং আমি অতিশয় দুঃখিত হওয়া সত্ত্বেও আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় যাইতেছেন? যাঁহার কার্য্যে কোন লোকের কষ্ট হয় না, সেই পুরুষসিংহ রাম আমাকে ছাড়িয়া গিয়াছেন। আপনি স্বর্গে গমন করিলেন এবং রাম অরণ্যবাসী হইলেন। এক্ষণে আপনার এই নগরীতে প্রজাগণের মঙ্গলবিধান ও রক্ষা কে করিবে? রাজন্! আপনার অবর্তমানে এই পৃথিবী বিধবা হওয়ায় শোভাহীনা হইয়াছে। চন্দ্রহীনা রাত্রির ন্যায় এই অযোধ্যা শোভাশূন্যা মনে হইতেছে। এইভাবে দীনচিত্তে বিলাপরত ভরতকে কর্তব্যনির্দেশের জন্য মহামুনি বশিষ্ঠ পুনর্বার বলিলেন।৬-১০

মহাবাহো! এক্ষণে বিহ্বলতা পরিত্যাগ করিয়া অবিচারিত চিত্তে মহারাজের যাবতীয় কর্তব্য প্রেতকার্য্য-সমূহ সম্পাদন কর। তখন ভরত "তথাস্তু" ("যে আজ্ঞা") বলিয়া বশিষ্ঠদেবের বাক্যকে মান্য করত ঋত্বিক্, পুরোহিত ও আচার্য্যগণকে * ত্বরান্বিত করিলেন। তখন দশরথের অগ্নিহোত্র-গৃহ হইতে যে সকল অগ্নি সেইস্থানে আনীত হইয়াছিল, ঋত্বিক্ ও যাজকগণ সেই অগ্নিতে যথাবিধি হোম করিলেন। অনন্তর ক্রন্দনরত দুঃখিতচিত্ত পরিচারকগণ চৈতন্যহীন দশরথের দেহটিকে শিবিকায় আরোহণ করাইয়া বহন করিতে লাগিল। বহুলোক সুবর্ণ, রৌপ্য ও নানাবিধ বস্ত্র ছড়াইতে ছড়াইতে ঐ শিবিকার অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিল।১১-১৫

সেই সময় অন্যান্যব্যক্তিগণ চন্দন, অগুরু, গুগ্‌গুল, সরল পদ্মক (সুগন্ধি কাষ্ঠ) ও দেবদারু প্রভৃতি উৎকৃষ্ট গন্ধদ্রব্যসমূহ চিতায় নিক্ষেপ করিতে লাগিল। অনন্তর ঋত্বিক্‌সকল সেই চিতাস্থানে যাইয়া চিতামধ্যে রাজার মৃতদেহ স্থাপন করিলেন। রাজকীয় ঋত্বিকেরা অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিলেন এবং তৎকালোচিত জপ সম্পন্ন করিলেন। সামবেদগানকারী ব্রাহ্মণগণ শাস্ত্রানুসারে সামগান করিতে লাগিলেন। দশরথের মহিষীগণ যথাযোগ্য শিবিকা ও বাহনের দ্বারা বৃদ্ধগণপরিবেষ্টিত হইয়া অযোধ্যা হইতে নির্গত হইলেন এবং চিতাস্থানে গমন করিলেন। তখন ঋত্বিক্‌সকল ও কৌশল্যা প্রভৃতি শোকাকুল মহিষীগণ অগ্নিব্যাপ্ত নরপতিকে প্রদক্ষিণ করিলেন।১৬-২০

সেই সময় করুণস্বরে রোদনকারিণী শোকার্তা সহস্র

* ঋত্বিক্—যজ্ঞকর্মে ব্রতী। পুরোহিত—দৈনন্দিন ধর্ম-কর্মের প্রবর্তক। আচার্য্য—বেদাদি শাস্ত্রের অধ্যাপক।

পাঠান্তর:—(ক) —জেপুস্তস্য তদৃত্বিজঃ।

শিবিকাভিশ্চ যানৈশ্চ যথার্হং তস্য যোষিতঃ।
নগরান্নির্যযুস্তত্র বৃদ্ধৈঃ পরিবৃতাস্তথা ॥১৯
প্রসব্যং চাপি তং চক্রুঋর্ত্বিজোঽগ্নিচিতং নৃপম্।
স্ত্রিয়শ্চ শোকসন্তপ্তাঃ কৌসল্যাপ্রমুখাস্তদা ॥২০
ক্রৌঞ্চীনামিব নারীণাং নিনাদস্তত্র শুশ্রুবে।
আর্ত্তানাং করুণং কালে ক্রোশন্তীনাং সহস্রশঃ ॥২১
ততো রুদন্ত্যো বিবশা বিলপ্য চ পুনঃ পুনঃ।

সহস্র রমণীর আর্ত্তধ্বনি ক্রৌঞ্চীদিগের আর্ত্তধ্বনির ন্যায় শোনা যাইতেছিল। এইভাবে রোদন করিতে করিতে অতিবিবশা নৃপমহিষীরা পুনঃ পুনঃ বিলাপ করিয়া নিজ নিজ বাহন হইতে সরযূতীরে অবতরণ করিলেন।

যানেভ্যঃ সরযূতীরমবতেরুর্নৃপাঙ্গনাঃ ॥২২
কৃত্বোদকং তে ভরতেন সার্ধং
নৃপাঙ্গনা মন্ত্রি-পুরোহিতাশ্চ।
পুরং প্রবিশ্যাশ্রুপরীতনেত্রা
ভূমৌ দশাহং ব্যনয়ন্ত দুঃখম্ ॥২৩
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে ষট্সপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥

অনন্তর ভরতের সহিত রাজমহিষীগণ এবং মন্ত্রী ও পুরোহিতগণ রাজার উদ্দেশ্যে তর্পণ করিলেন এবং অযোধ্যায় প্রবেশ করিয়া অশ্রুপূর্ণনয়নে ভূতলে অবস্থানপূর্বক অতিকষ্টে দশদিন অতিবাহিত করিলেন।২১-২৩

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ষট্সপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তসপ্ততিতমঃ সর্গঃ

[পিতৃশ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণেভ্যো ভরতস্য প্রভূতং ধন-রত্নাদিদানম্, ত্রয়োদসদিবসে অস্থিসংগ্রহায় চিতাস্থানং গত্বা ভরত-শত্রুঘ্নয়োর্বিলাপঃ, বশিষ্ঠস্য সান্ত্বনাদানঞ্চ।]

ততো দশাহেঽতিগতে কৃতশৌচো নৃপাত্মজঃ।
দ্বাদশেঽহনি সম্প্রাপ্তে শ্রাদ্ধকর্মাণ্যকারয়ৎ ॥১
ব্রাহ্মণেভ্যো ধনং রত্নং দদাবন্নঞ্চ পুষ্কলম্।
বাসাংসি চ মহার্হাণি রত্নানি বিবিধানি চ।
বাস্তিকং বহুশুক্লঞ্চ গাশ্চাপি বহুশস্তদা ॥২
দাসীর্দাসাংশ্চ যানানি বেশ্মানি সুমহান্তি চ।
ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ পুত্রো রাজ্ঞস্তস্যৌর্ধ্বদেহিকম্ ॥৩
ততঃ প্রভাতসময়ে দিবসে চ ত্রয়োদশে।
বিললাপ মহাবাহুর্ভরতঃ শোকমূর্চ্ছিতঃ ॥৪
শব্দাপিহিতকণ্ঠশ্চ শোধনার্থমুপাগতঃ।
চিতামূলে পিতুর্বাক্যমিদমাহ সুদুঃখিতঃ ॥৫
তাত যস্মিন্ নিসৃষ্টোঽহং ত্বয়া ভ্রাতরি রাঘবে।
তস্মিন্ বনং প্রব্রজিতে শূন্যে ত্যক্তোঽস্ম্যহং ত্বয়া ॥৬
যস্যা গতিরনাথায়া পুত্রঃ প্রব্রাজিতো বনম্।
তামম্বাং তাত কৌসল্যাং ত্যক্ত্বা ত্বং ক্ব গতো নৃপ ॥৭
দৃষ্ট্বা ভস্মারুণং তচ্চ দগ্ধাস্থিস্থানমণ্ডলম্।
পিতুঃ শরীরনির্বাণং নিষ্টনন্ বিষসাদ হ ॥৮
স তু দৃষ্ট্বা রুদন্ দীনঃ পপাত ধরণীতলে।
উত্থাপ্যমানঃ শক্রস্য যন্ত্রধ্বজ ইবোচ্ছ্রিতঃ ॥৯
অভিপেতুস্ততঃ সর্বে তস্যামাত্যাঃ শুচিব্রতম্।
অন্তকালে নিপতিতং যযাতিমৃষয়ো যথা ॥১০
শত্রুঘ্নশ্চাপি ভরতং দৃষ্ট্বা শোকপরিপ্লুতম্।
বিসংজ্ঞো ন্যপতদ্ ভূমৌ ভূমিপালমনুস্মরন্ ॥১১

সপ্তসপ্ততিতম সর্গ

[পিতৃশ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণদিগকে ভরতের প্রচুর ধনরত্নাদি দান, ত্রয়োদশদিবসে অস্থিসংগ্রহের জন্য চিতাস্থানে গমন করত ভরত ও শত্রুঘ্নের বিলাপ এবং বশিষ্ঠ কর্তৃক তাহাদিগের সান্ত্বনা প্রদান।]

অনন্তর দশাহ গত হইলে পর রাজপুত্র ভরত একাদশদিবসে অশৌচ ত্যাগ করিলেন এবং দ্বাদশদিবসে শ্রাদ্ধকার্য্যসমুদায় সম্পন্ন করিলেন। মহারাজ দশরথের পারলৌকিক কল্যাণের জন্য তিনি ব্রাহ্মণগণকে ধন, রত্ন, প্রচুর অন্ন (মহামূল্য বস্ত্র ও নানাবিধ মণি-মুক্তা-রত্নাদি), ছাগ, রজত, ধেনু, দাসী, দাস, বাহন, বিশাল গৃহ প্রভৃতি বহুপরিমাণে দান করিলেন। অনন্তর ত্রয়োদশদিবসে প্রভাতকালে মহাবাহু ভরত শোকে বিহ্বল হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। পরে পিতার অস্থিসংগ্রহের জন্য চিতার নিকটে যাইয়া তিনি বাষ্প-গদ্‌গদকণ্ঠে অতিদুঃখে পিতাকে সম্বোধনপূর্বক বলিলেন।১-৫

তাত! আপনি যাঁহার উপর আমার ভার অর্পণ করিয়াছিলেন, সেই রঘুনন্দন অগ্রজ রাম বনে গমন করিয়াছেন। এক্ষণে এই রামশূন্য অযোধ্যায় আপনিও আমাকে ত্যাগ করিলেন। অনাথা কৌশল্যার রামই একমাত্র গতি। সেই রাম বনবাসী হইয়াছেন। পিতঃ! আপনি আমাদের জননী সেই কৌশল্যাকে ত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিলেন? অনন্তর ভরত পিতার চিতা-স্থানটিকে দগ্ধ অস্থিসমূহে ব্যাপ্ত ভস্মাচ্ছন্ন ধূসরবর্ণ দেখিয়া অতিশয় বিলাপপূর্বক বিষণ্ণ হইলেন। অতিদৈন্যসম্পন্ন ভরত রোদন করিতে করিতে ভূতলে পতিত হইলেন। মনে হইল যেন উত্থাপনকালে বজ্রবদ্ধ ইন্দ্রধ্বজের মতই তিনি ভূপতিত হইলেন। যেরূপ পুণ্যক্ষয়কালে নিপতিত যযাতির নিকট যেভাবে ঋষিগণ আগমন করিয়াছিলেন, সেইরূপ পবিত্রব্রত ভরতের নিকটে অমাত্যগণ অতিসত্বর আগমন করিলেন।৬-১০

তখন শত্রুঘ্নও ভরতকে এইভাবে শোকাকুল দেখিয়া দশরথের কথা স্মরণ করত সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ভূপতিত

উন্মত্ত ইব নিশ্চিত্তো বিললাপ সুদুঃখিতঃ।
স্মৃত্বা পিতুর্গুণাঙ্গানি তানি তানি তদা তদা ॥১২
মন্থরাপ্রভবস্তীব্রঃ কৈকয়ীগ্রাহসঙ্কুলঃ।
বরদানময়োঽক্ষোভ্যোঽমজ্জয়চ্ছোকসাগরঃ ॥১৩
সুকুমারঞ্চ বালঞ্চ সততং লালিতং ত্বয়া।
ক্ব তাত ভরতং হিত্বা বিলপন্তং গতো ভবান্ ॥১৪
ননু ভোজ্যেষু পানেষু বস্ত্রেষ্বাভরণেষু চ।
প্রবারয়তি সর্বান্ নস্তন্নঃ কোঽন্য করিষ্যতি ॥১৫
অবদারণকালে তু পৃথিবী নাবদীর্য্যতে।
বিহীনা যা ত্বয়া রাজ্ঞা ধর্ম্মজ্ঞেন মহাত্মনা ॥১৬
পিতরি স্বর্গমাপন্নে রামে চারণ্যমাশ্রিতে।
কিং মে জীবিতসামর্থ্যং প্রবেক্ষ্যামি হুতাশনম্ ॥১৭
হীনো ভ্রাত্রা চ পিত্রা চ শূন্যামিক্ষ্বাকুপালিতাম্।
অযোধ্যাং ন প্রবেক্ষ্যামি প্রবেক্ষ্যামি তপোবনম্ ॥১৮
তয়োর্বিলপিতং শ্রুত্বা ব্যসনং চাপ্যবেক্ষ্য তৎ।
ভৃশমার্ততরা ভূয়ঃ সর্ব এবানুগামিনঃ ॥১৯
ততো বিষণ্ণৌ শ্রান্তৌ চ শত্রুঘ্ন-ভরতাবুভৌ।
ধরায়াং স্ম ব্যচেষ্টেতাং ভগ্নশৃঙ্গাবিবর্ষভৌ ॥২০
ততঃ প্রকৃতিমান্ বৈদ্যঃ পিতুরেষাং পুরোহিতঃ।
বসিষ্ঠো ভরতং বাক্যমুত্থাপ্য তমুবাচ হ ॥২১
ত্রয়োদশোঽয়ং দিবসঃ পিতুর্বৃত্তস্য তে বিভো।
সাবশেষাস্থিনিচয়ে কিমিহ ত্বং বিলম্বসে ॥২২
ত্রীণি দ্বন্দ্বানি ভূতেষু প্রবৃত্তান্যবিশেষতঃ।
তেষু চাপরিহার্য্যেষু নৈবং ভবিতুমর্হসি ॥২৩

হইলেন। তিনি পিতৃদেবের পূর্ব পূর্বকালীন সেই সেই গুণসমূহ স্মরণ করিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইলেন এবং সংজ্ঞাহীন হইয়া উন্মত্তের ন্যায় বিলাপ করিতে লাগিলেন,—হায়! বরদানরূপ এই অপার শোকসাগর আমাদিগকে নিমজ্জিত করিল। এই শোকসাগর মন্থরা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। কৈকেয়ী ইহাতে গ্রাহ (জলজন্তু) হইয়াছে। এইজন্য এই সাগর অতিভয়ানক হইয়াছে। পিতঃ! আপনি নিরন্তর যাঁহাকে লালন করিয়াছেন, সেই অতিকোমল শিশুস্বভাব ভরত এইভাবে বিলাপ করিতেছেন। আপনি ইহাকে ত্যাগ করিয়া কোথায় গেলেন? ভোজ্য, পানীয়, বস্ত্র, আভরণ প্রভৃতি বিষয়ে আপনি সর্বতোভাবে আমাদিগকে পরিতৃপ্ত করিতেন। এক্ষণে আর কে ঐরূপ করিবে?১১-১৫

আপনি ধার্মিক ও মহাত্মা। এই পৃথিবী আপনার বিরহে বিদীর্ণা হইতেছে না, কিন্তু এক্ষণে পৃথিবীর বিদীর্ণ হওয়ার সময় হইয়াছে। পিতা স্বর্গে গমন করিলেন, আর রাম অরণ্যের আশ্রয় লইলেন। এক্ষণে এই অবস্থায় আমার জীবিত থাকিবার শক্তি নাই, আমি অগ্নিতে প্রবেশ করিব। আমি ভ্রাতৃহীন ও পিতৃহীন অবস্থায় ইক্ষ্বাকুগণপালিতা শূন্যা অযোধ্যানগরীতে প্রবেশ করিব না, তপোবনেই প্রবেশ করিব। ভরত ও শত্রুঘ্ন এইভাবে বিলাপ করিতে থাকিলে তাহাদের বিলাপধ্বনি শুনিয়া এবং এইরূপ বিপদ্ উপস্থিত দেখিয়া অনুচরগণ সকলেই অতিমাত্রায় পুনঃ পুনঃ কাতর হইল। বিষণ্ণ ও শ্রান্ত দুইভ্রাতা ভরত ও শত্রুঘ্ন ভগ্নশৃঙ্গ বৃষভদ্বয়ের ন্যায় ভূতলে লুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন।১৬-২০

অনন্তর তাঁহাদের পিতার পুরোহিত সত্ত্বগুণময়-প্রকৃতি সর্বজ্ঞ বশিষ্ঠ ঋষি ভূলুণ্ঠনকারী ভরতকে উঠাইয়া বলিলেন,—শক্তিধর! বৎস! অদ্য ত্রয়োদশদিবস অতীত হইল তোমার পিতার দাহক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে। এক্ষণে অস্থিচয়নপূর্বক চিতাভূমি শোধন করিতে হইবে। ঐ কার্য্যে তুমি কেন বিলম্ব করিতেছ? এই সংসারে সকল প্রাণীরই তিনটি দ্বন্দ্ব অর্থাৎ অস্তিত্ব-উৎপত্তি, বৃদ্ধি-হ্রাস ও পরিণাম-বিনাশ সংঘটিত হইয়া থাকে—ইহার অন্যথা হয় না। এই সকল দ্বন্দ্বকে পরিহার করা সম্ভব নয়, সুতরাং ইহাতে তোমার এইরূপ অভিভূত হওয়া উচিত নয়। ঐ সময় তত্ত্বজ্ঞ সুমন্ত্রও শত্রুঘ্নকে ভূতল হইতে উঠাইয়া ও সান্ত্বনা প্রদান

সুমন্ত্রশ্চাপি শত্রুঘ্নমুত্থাপ্যাভিপ্রসাদ্য চ।
শ্রাবয়ামাস তত্ত্বজ্ঞঃ সর্বভূতভবাভবৌ ॥২৪
উত্থিতৌ তৌ নরব্যাঘ্রৌ প্রকাশেতে যশস্বিনৌ।
বর্ষাতপপরিগ্লানৌ পৃথগিন্দ্রধ্বজাবিব ॥২৫

করিয়া সকল প্রাণীর উৎপত্তি ও বিনাশের কথা বিবৃত করিলেন। অনন্তর যশস্বী নরশ্রেষ্ঠ দুইভ্রাতা ভূতল হইতে উত্থিত হইয়া বর্ষা ও আতপে মলিন দুইটি ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিলেন। সেই সময়

অশ্রূণি পরিমৃদন্তৌ রক্তাক্ষৌ দীন-ভাষিণৌ।
অমাত্যাস্ত্বরয়ন্তি স্ম তনয়ৌ চাপরাঃ ক্রিয়াঃ ॥২৬
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে সপ্তসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥

রাজপুত্রদ্বয় রক্তনেত্রে অশ্রুপরিত্যাগপূর্বক কাতরভাবে বিলাপ করিতে থাকিলে অমাত্যগণ তাঁহাদিগকে অন্যান্য কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য ত্বরান্বিত করিতে লাগিলেন।২১-২৬

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে সপ্তসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টসপ্ততিতমঃ সর্গঃ

[শত্রুঘ্নস্য রোষঃ, বলেন কুব্জামাকৃষ্য শাস্তিদানোপক্রমশ্চ, ভরতবাক্যেন তস্য স্ত্রীবধান্নিবৃত্তিঃ, মূর্চ্ছাগ্রস্তায়াঃ কুব্জায়াঃ কৈকয়ীপদে আশ্রয়গ্রহণঞ্চ।]

অথ যাত্রাং সমীহন্তং শত্রুঘ্নো লক্ষ্মণানুজঃ।
ভরতং শোকসন্তপ্তমিদং বচনমব্রবীৎ ॥১
গতির্যঃ সর্বভূতানাং দুঃখে কিং পুনরাত্মনঃ।
স রামঃ সত্ত্বসম্পন্নঃ স্ত্রিয়া প্রব্রাজিতো বনম্ ॥২
বলবান্ বীর্য্যসম্পন্নো লক্ষ্মণো নাম যোঽপ্যসৌ।
কিং ন মোচয়তে রামং কৃত্বাপি পিতৃনিগ্রহম্ ॥৩

অষ্ট সপ্ততিতম সর্গ

[শত্রুঘ্নের রোষ ও বলপূর্বক কুব্জাকে আকর্ষণ করত শাস্তিদানের উপক্রম, ভরতের বাক্যে শত্রুঘ্নের স্ত্রীবধ হইতে নিবৃত্তি এবং মূর্ছিতাবস্থায় কুব্জার কৈকেয়ী-পদপ্রান্তে আশ্রয়গ্রহণ।]

অনন্তর শোকসন্তপ্ত ভরত রামের নিকট গমন করিতে সঙ্কল্প করিলে পর লক্ষ্মণানুজ শত্রুঘ্ন বলিলেন—যিনি দুঃখের সময়ে সকল প্রাণীরই একমাত্র আশ্রয়, সেই রাম যে দুঃখের সময়ে আপনার আশ্রয় হইতেন,

পূর্বমেব তু বিগ্রাহ্যঃ সমবেক্ষ্য নয়ানয়ৌ।
উৎপথং যঃ সমারূঢ়ো নার্য্যা রাজা বশং গতঃ ॥৪
ইতি সম্ভাষমাণে তু শত্রুঘ্নে লক্ষ্মণানুজে।
প্রাগ্দ্বারেঽভূৎ তদা কুব্জা সর্বাভরণভূষিতা ॥৫
লিপ্তা চন্দনসারেণ রাজবস্ত্রাণি বিভ্রতী।
বিবিধং বিবিধৈস্তৈস্তৈর্ভূষণৈশ্চ বিভূষিতা ॥৬

ইহাতে সন্দেহ কি? এমন শক্তিমান্ রাম স্ত্রীলোক কর্তৃক বনে নির্বাসিত হইয়াছেন! লক্ষ্মণ ত বলবান্ ও বীর্য্যবান্ বলিয়া খ্যাত, তবে তিনি পিতাকে নিগৃহীত করিয়া রামকে মুক্ত করিলেন না কেন? রামের নির্বাসনের পূর্বেই রাজা যখন স্ত্রীর বশীভূত হইয়া নীতিগর্হিত পথ অবলম্বন করেন, তখনই লক্ষ্মণের উচিত ছিল—ন্যায় অন্যায় বিবেচনা করিয়া তাঁহার নিগ্রহ করা। লক্ষ্মণানুজ শত্রুঘ্ন এইরূপ বলিতেছেন, এমন সময় কুব্জা (মন্থরা) বহুবিধ অলঙ্কারে ভূষিতা হইয়া সেই গৃহের দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত হইল।১-৫

মেখলা-দামভিশ্চিত্রৈরন্যৈশ্চ বরভূষণৈঃ।
বভাসে বহুভির্বদ্ধা রজ্জুভিরিব বানরী ॥৭
তাং সমীক্ষ্য তদা দ্বাঃস্থো ভৃশং পাপস্য কারিণীম্।
গৃহীত্বা করুণং কুব্জাং শত্রুঘ্নায় ন্যবেদয়ৎ ॥৮
যস্যাঃ কৃতে বনে রামো ন্যস্তদেহশ্চ বঃ পিতা।
সেয়ং পাপা নৃশংসা চ তস্যাঃ কুরু যথামতি ॥৯
শত্রুঘ্নশ্চ তদাজ্ঞায় বচনং ভৃশদুঃখিতঃ।
অন্তঃপুরচরান্ সর্বানিত্যুবাচ ধৃতব্রতঃ ॥১০
তীব্রমুৎপাদিতং দুঃখং ভ্রাতৄণাং মে তথা পিতুঃ।
যথা সেয়ং নৃশংসস্য কর্মণঃ ফলমশ্নুতাম্ ॥১১
এবমুক্ত্বা চ তেনাশু সখীজনসমাবৃতা।
গৃহীতা বলবৎ কুব্জা সা তদ্গৃহমনাদয়ৎ ॥১২

ততঃ সুভৃশসন্তপ্তস্তস্যাঃ সর্বসখীজনঃ।
ক্রুদ্ধমাজ্ঞায় শত্রুঘ্নং ব্যপলায়ত সর্বশঃ ॥১৩
অমন্ত্রয়ত কৃৎস্নশ্চ তস্যাঃ সর্বঃ সখীজনঃ।
যথায়ং সমুপক্রান্তো নিঃশেষং নঃ করিষ্যতি ॥১৪
সানুক্রোশাং বদান্যাঞ্চ ধর্মজ্ঞাঞ্চ যশস্বিনীম্।
কৌসল্যাং শরণং যামঃ সা হি নোঽস্তি ধ্রুবা গতিঃ॥১৫
স চ রোষেণ সংবীতঃ শত্রুঘ্নঃ শত্রুশাসনঃ।
বিচকর্ষ তদা কুব্জাং ক্রোশন্তীং পৃথিবীতলে ॥১৬
তস্যাং হ্যাকৃষ্যমাণায়াং মন্থরায়াং ততস্ততঃ।
চিত্রং বহুবিধং ভাণ্ডং পৃথিব্যাং তদ্ ব্যশীর্য্যত ॥১৭
তেন ভাণ্ডেন বিস্তীর্ণং শ্রীমদ্‌রাজনিবেশনম্।
অশোভত তদা ভূয়ঃ শারদং গগনং যথা ॥১৮

সে অঙ্গে উৎকৃষ্ট চন্দন লেপন ও রাজযোগ্য বস্ত্র পরিধান করিয়া যথাস্থানে যথাযোগ্য নানাবিধ ভূষণের দ্বারা ভূষিতা হইয়াছিল। মেখলা (কটিদেশের ভূষণ) ও অন্যান্য শ্রেষ্ঠভূষণে ভূষিতা কুরূপা ঐ কুব্জা রজ্জুবদ্ধা বানরীর ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছিল। তখন দৌবারিক ঐ গুরুতর পাপকারিণী কুব্জাকে দেখিতে পাইয়া নির্দয়ভাবে আকর্ষণ করিতে করিতে শত্রুঘ্নের নিকট যাইয়া নিবেদন করিল—যাহার জন্য রাম বনবাসী হইয়াছেন এবং আপনাদের পিতা দেহত্যাগ করিয়াছেন, এই সেই পাপীয়সী নিষ্ঠুরহৃদয়া কুব্জা। আপনি এক্ষণে ইহার প্রতি ইচ্ছামত নিগ্রহ করুন। ধার্মিক নিতান্তদুঃখিত শত্রুঘ্ন দৌবারিকের কথা শুনিয়া কর্ত্তব্যনির্ণয়পূর্বক অন্তঃপুরচারী জনগণকে বলিতে লাগিলেন।৬-১০

এই কুব্জা আমার ভ্রাতৃগণের ও পিতৃদেবের দারুণ দুঃখ উৎপাদন করিয়াছে। এইজন্য এক্ষণে ঐ নিষ্ঠুর কার্য্যের সমুচিত ফলভোগ করুক। এইরূপ বলিয়াই শত্রুঘ্ন সখীগণপরিবেষ্টিতা কুব্জাকে বলপূর্বক ধরিয়া ফেলিলেন। তখন কুব্জা চীৎকার করিয়া সেই গৃহকে প্রতিধ্বনিত করিল। কুব্জার সখীগণ শত্রুঘ্নকে ঐরূপ ক্রুদ্ধ দেখিয়া অতিসন্তপ্ত হৃদয়ে চতুর্দিকে পলায়ন করিল। তাহারা সকলে এইরূপ আলোচনা করিতে লাগিল—শত্রুঘ্ন যেরূপ উপক্রম করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া মনে হইতেছে, তিনি অদ্য আমাদের সকলকেই শেষ করিবেন। অতএব এক্ষণে সেই দয়াশীলা সুভাষিণী ধর্মজ্ঞা যশস্বিনী কৌশল্যাদেবীর শরণ লওয়া আমাদের কর্ত্তব্য। তিনিই আমাদের একমাত্র আশ্রয়।১১-১৫

এদিকে শত্রুহন্তা শত্রুঘ্ন অতিশয়ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া ভূতলে লুণ্ঠিতা চীৎকাররতা কুব্জাকে টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিলেন। শত্রুঘ্ন কর্তৃক মন্থরা যখন ঐভাবে আকৃষ্যমাণা হইতেছিল, তখন তাহার ভূষণসমূহ শরীর হইতে বিচ্যুত হইয়া ভূতলে ইতস্ততঃ ছড়াইয়া পড়িল। পরমসুন্দর রাজভবন চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত ভূষণসমূহের দ্বারা নক্ষত্রশোভিত শরৎকালীন আকাশের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। পুরুষশ্রেষ্ঠ বলবান্ শত্রুঘ্ন ক্রুদ্ধ হইয়া বলপূর্বক কুব্জাকে গ্রহণ করিলেন এবং কৈকেয়ীকে ভৎর্সনা করত অতিকটুকথা বলিতে লাগিলেন। তখন শত্রুঘ্নের ঐ সকল অতিকর্কশ দুঃখজনক বাক্যে অতি-দুঃখিতা হইয়া কৈকেয়ী শত্রুঘ্নের ভয়ে অতিশয় ভীতা হইলেন এবং ভরতের শরণ লইলেন।১৬-২০

শত্রুঘ্নকে অতিশয় ক্রুদ্ধ দেখিয়া ভরত বলিলেন,—স্ত্রীলোক প্রাণিমাত্রেরই অবধ্য। অতএব তুমি ইহাদিগকে ক্ষমা কর। যদি ধার্মিক রাম মাতৃহন্তা বলিয়া আমার

স বলী বলবৎ ক্রোধাদ্ গৃহীত্বা পুরুষর্ষভঃ।
কৈকয়ীমভিনির্ভৎ‍র্স্য বভাষে পরুষং বচঃ ॥১৯
তৈর্বাক্যৈঃ পরুষৈর্দুঃখৈঃ কৈকেয়ী ভৃশদুঃখিতা।
শত্রুঘ্নভয়সন্ত্রস্তা পুত্রং শরণমাগতা ॥২০
তং প্রেক্ষ্য ভরতঃ ক্রুদ্ধং শত্রুঘ্নমিদমব্রবীৎ।
অবধ্যাঃ সর্বভূতানাং প্রমদাঃ ক্ষম্যতামিতি ॥২১
হন্যামহমিমাং পাপাং কৈকেয়ীং দুষ্টচারিণীম্।
যদি মাং ধার্মিকো রামো নাসূয়েন্মাতৃঘাতকম্ ॥২২
ইমামপি হতাং কুব্জাং যদি জানাতি রাঘবঃ॥
ত্বাঞ্চ মাং চৈব ধর্মাত্মা নাভিভাষিষ্যতে ধ্রুবম্ ॥২৩
ভরতস্য বচঃ শ্রুত্বা শত্রুঘ্নো লক্ষ্মণানুজঃ।
ন্যবর্ত্তত ততো দোষাৎ তাং মুমোচ চ মূর্চ্ছিতাম্ ॥২৪
সা পাদমূলে কৈকয্যা মন্থরা নিপপাত হ।
নিঃশ্বসন্তী সুদুঃখার্তা কৃপণং বিললাপ হ ॥২৫
শত্রুঘ্নবিক্ষেপবিমূঢ়সংজ্ঞাং
সমীক্ষ্য কুব্জাং ভরতস্য মাতা।
শনৈঃ সমাশ্বাসযদার্তরূপাং
ক্রৌঞ্চীং বিলগ্নামিব বীক্ষমাণাম্ ॥২৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে অষ্টসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥৭৮

প্রতি ক্রুদ্ধ না হইতেন, কিংবা তিরস্কার না করিতেন, তাহা হইলে আমি নিজেই পাপীয়সী দুরাচারপরায়ণা কৈকেয়ীকে এখনই মারিয়া ফেলিতাম। আর, এই কুব্জাকে আমরা মারিয়া ফেলিয়াছি—এই সংবাদ যদি রাম জানিতে পারেন, তাহা হইলে ঐ ধর্মাত্মা নিশ্চয়ই তোমার সহিত ও আমার সহিত বাক্যালাপ করিবেন না। ভরতের এইরূপ বাক্য শুনিয়া লক্ষ্মণানুজ শত্রুঘ্ন স্ত্রীহত্যারূপ পাপকর্ম হইতে নিবৃত্ত হইলেন এবং সংজ্ঞাহীনা কুব্জাকে ছাড়িয়া দিলেন। তখন মন্থরা কৈকেয়ীর পাদমূলে পড়িয়া দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিল এবং অতি দুঃখে কাতরা হইয়া করুণভাবে বিলাপ করিতে লাগিল। শত্রুঘ্নের আকর্ষণের ফলে কুব্জা অচেতনপ্রায় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে এবং অতীব ব্যাকুলতাপূর্ণা হইয়াছে। এই অবস্থায় সে যন্ত্রবদ্ধ ক্রৌঞ্চীর ন্যায় দৃষ্টিপাত করিতেছে। তখন ভরতমাতা কৈকেয়ী নিজপদতলে পতিতা কুব্জাকে ধীরে ধীরে আশ্বাস দিতে লাগিলেন।২১-২৬

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে অষ্টসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

ঊনাশীতিতমঃ সর্গঃ

[রাজ্যগ্রহণায় ভরতসমীপে মন্ত্রিণাং প্রস্তাবঃ, ভরতেনাভিষেকদ্রব্যাণাং প্রদক্ষিণম্, রাজ্যস্য প্রকৃতাধিকারিণং রামং বনাৎ প্রত্যাবর্তয়িতুং ভরতস্য সঙ্কল্পঃ, তেন সৈন্যসন্নদ্ধায় অরণ্যপথনির্মাণায় চ তস্যাদেশদানঞ্চ।]

ততঃ প্রভাতসময়ে দিবসেহথ চতুর্দশে।
সমেত্য রাজকর্তারো ভরতং বাক্যমব্রুবন্ ॥১
গতো দশরথঃ স্বর্গং যো নো গুরুতরো গুরুঃ।
রামং প্রব্রাজ্য বৈ জ্যেষ্ঠং লক্ষ্মণঞ্চ মহাবলম্ ॥২
ত্বমদ্য ভব নো রাজা রাজপুত্র মহাযশঃ।
সঙ্গত্যা নাপরাধ্নোতি রাজ্যমেতদনায়কম্ ॥৩
আভিষেচনিকং সর্বমিদমাদায় রাঘব।
প্রতীক্ষতে ত্বাং স্বজনঃ শ্রেণয়শ্চ নৃপাত্মজ ॥৪
রাজ্যং গৃহাণ ভরত পিতৃপৈতামহং ধ্রুবম্।
অভিষেচয় চাত্মানং পাহি চাস্মান্নরর্ষভ ॥৫
আভিষেচনিকং ভাণ্ডং কৃত্বা সর্বং প্রদক্ষিণম্।
ভরতস্তং জনং সর্বং প্রত্যুবাচ ধৃতব্রতঃ ॥৬
জ্যেষ্ঠস্য রাজতা নিত্যমুচিতা হি কুলস্য নঃ।
নৈবং ভবন্তো মাং বক্তুমর্হন্তি কুশলা জনাঃ ॥৭
রামঃ পূর্বো হি নো ভ্রাতা ভবিষ্যতি মহীপতিঃ।
অহং ত্বরণ্যে বৎস্যামি বর্ষাণি নব পঞ্চ চ ॥৮
যুজ্যতাং মহতী সেনা চতুরঙ্গমহাবলা।
আনয়িষ্যাম্যহং জ্যেষ্ঠং ভ্রাতরং রাঘবং বনাৎ ॥৯
আভিষেচনিকং চৈব সর্বমেতদুপস্কৃতম্।
পুরস্কৃত্য গমিষ্যামি রামহেতোর্বনং প্রতি ॥১০

ঊনাশীতিতম সর্গ

[রাজ্যগ্রহণ করিবার জন্য ভরতের নিকট মন্ত্রিগণের প্রস্তাব, ভরত কর্তৃক অভিষেকদ্রব্য প্রদক্ষিণ, রাজ্যের যথার্থ অধিকারী রামকে বন হইতে ফিরাইয়া আনিবার ভরতের সঙ্কল্প এবং তন্নিমিত্ত সৈন্য সন্নদ্ধ করিবার জন্য ও অরণ্যপথ নির্মাণ করিবার জন্য আদেশদান।]

অনন্তর চতুর্দশদিবসে প্রভাত-সময়ে রাজকার্য্যনির্বাহ-কারী অমাত্যগণ মিলিত হইয়া ভরতকে বলিলেন,—যিনি আমাদের গুরু হইতে অধিক মাননীয় ছিলেন, সেই রাজা দশরথ জ্যেষ্ঠপুত্র রাম ও মহাবলবান্ লক্ষ্মণকে নির্বাসিত করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন। এক্ষণে এইরাজ্য অভিভাবকহীন। 'রাজনন্দন! আপনি মহতী কীর্তির অধিকারী। আপনি পিতার অভিপ্রায়ানুসারে রাজ্য গ্রহণ করিলে অপরাধী হইবেন না (অথবা দৈববশতই রাজ্যবাসীরা অভিভাবকহীন হইয়া অপরাধ-মূলক কার্য্য করিতেছে না)। রঘুবংশীয় নৃপনন্দন! আত্মীয়গণ ও পৌরগণ এই সকল অভিষেকদ্রব্য লইয়া আপনার প্রতীক্ষা করিতেছেন। পুরুষশ্রেষ্ঠ! ভরত! আপনি পিতৃপিতামহপালিত স্থায়ী রাজ্য গ্রহণ করুন। নিজেকে অভিষিক্ত করিয়া আমাদিগকে পালন করুন।১-৫

অমাত্যগণের এইরূপ বাক্য শুনিয়া দৃঢ়সঙ্কল্প ভরত অভিষেকের জন্য সংগৃহীত দ্রব্যসমূহকে প্রদক্ষিণ করিলেন এবং সকলকে বলিলেন,—জ্যেষ্ঠের রাজ্যপ্রাপ্তিই আমাদের বংশের সর্বথা উচিত প্রথা—আপনারা সকলে এ বিষয়ে বিশেষ বিদিত আছেন। এইজন্য আমাকে ঐরূপ বলা আপনাদের উচিত নয়। রাম আমাদের জ্যেষ্ঠভ্রাতা, তিনিই রাজা হইবেন। আমি চতুর্দশবৎসর অরণ্যে বাস করিব। আপনারা চতুরঙ্গবলসমন্বিতা মহতী সেনা সন্নদ্ধ করুন। আমি জ্যেষ্ঠভ্রাতা রঘুনন্দন

তত্রৈব তং নরব্যাঘ্রমভিষিচ্য পুরস্কৃতম্।
আনয়িষ্যামি বৈ রামং হব্যবাহমিবাধ্বরাৎ ॥১১
ন সকামাং করিষ্যামি স্বামিমাং মাতৃগন্ধিনীম্ (ক)।
বনে বৎস্যাম্যহং দুর্গে রামো রাজা ভবিষ্যতি ॥১২
ক্রিয়তাং শিল্পিভিঃ পন্থাঃ সমানি বিষমাণি চ।
রক্ষিণশ্চানুসংযান্তু পথি দুর্গবিচারকাঃ ॥১৩
এবং সম্ভাষমাণং তং রামহেতোর্নৃপাত্মজম্।
প্রত্যুবাচ জনঃ সর্বঃ শ্রীমদ্ বাক্যমনুত্তমম্ ॥১৪
এবং তে ভাষমাণস্য পদ্মা শ্রীরুপতিষ্ঠতাম্।
যস্ত্বং জ্যেষ্ঠে নৃপসুতে পৃথিবীং দাতুমিচ্ছসি ॥১৫
অনুত্তমং তদ্বচনং নৃপাত্মজঃ
প্রভাষিতং সংশ্রবণে নিশম্য চ।
প্রহর্ষজাস্তং প্রতি বাষ্পবিন্দবো
নিপেতুরার্য্যাননেত্রসম্ভবাঃ ॥১৬
ঊচুস্তে বচনমিদং নিশম্য হৃষ্টাঃ
সামাত্যাঃ সপরিষদো বিযাতশোকাঃ।
প্রস্থানং নরবর ভক্তিমান্ জনশ্চ
ব্যাদিষ্টস্তব বচনাচ্চ শিল্পিবর্গঃ ॥১৭
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে ঊনাশীতিতমঃ সর্গঃ ॥

রামকে বন হইতে ফিরাইয়া আনিব। আপনাদের কর্তৃক আনীত এই সকল অভিষেকদ্রব্য সম্মুখে লইয়া রামকে আনিবার জন্য বনে গমন করিব।৬-১০

ঐ বনেই পুরুষোত্তম রামকে অভিষিক্ত করিয়া যজ্ঞশালা হইতে অগ্নির ন্যায় অগ্রে লইয়া আনয়ন করিব। আমি এই মাতৃনামধারিণী মাতার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিব না। আমি দুর্গম অরণ্যে বাস করিব এবং রামই রাজা হইবেন। এক্ষণে শিল্পিগণ পথ নির্মাণ করুক এবং পথিমধ্যে নিম্নোন্নতস্থানসমূহকে সমতল করুক। পথের দুর্গমস্থানেও গমন করিতে যে সকল রক্ষীরা সমর্থ, তাহারা রক্ষণকার্য্যে অনুগমন করুক। রাজপুত্র ভরত রামের নিমিত্ত এইরূপ বলিতে থাকিলে তত্রত্য সকলেই তাঁহাকে মনোহর উত্তমবাক্যে প্রত্যুত্তর করিলেন—আপনি জ্যেষ্ঠ রাজপুত্র রামকে পৃথিবী দান করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন এবং সেইজন্য যে সকল কথা আমার নিকট বলিতেছেন, তজ্জন্য পদ্মাসনা লক্ষ্মীদেবী আপনাকে আশ্রয় করুন।১১-১৫

রাজপুত্র ভরতকর্তৃক কথিত ঐরূপ অতিশয় উত্তমবাক্য শুনিয়া সমবেত আর্য্যগণের (ভদ্রমহোদয়গণের) নয়ন হইতে আনন্দাশ্রুধারা পতিত হইতে লাগিল। তখন অমাত্য ও পারিষদ-সহিত তাহারা শোকশূন্য ও আনন্দিত হইয়া বলিলেন,—নরশ্রেষ্ঠ! আপনার আদেশানুসারে অনুরক্ত রক্ষক ও শিল্পিগণকে পথ, নির্মাণের জন্য আদেশ দেওয়া হইল।১৬-১৭

(ক)—পুত্রগন্ধিনীম্।

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ঊনাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত।

অশীতিতমঃ সর্গঃ

[অযোধ্যাতো গঙ্গাতটং যাবৎ বিবিধশিল্পিভিঃ সুরম্যবাসস্থানৈঃ কূপাদিভিশ্চযুক্তস্য রাজমার্গস্য নির্মাণম্]

অথ ভূমিপ্রদেশজ্ঞাঃ সূত্রকর্মবিশারদাঃ।
স্বকর্মাভিরতাঃ শূরাঃ খনকা যন্ত্রকাস্তথা ॥১
কর্মান্তিকাঃ স্থপতয়ঃ পুরুষা যন্ত্রকোবিদাঃ।
তথা বর্ধকয়শ্চৈব মার্গিণো বৃক্ষতক্ষকাঃ ॥২
সূপকারাঃ সুধাকারা বংশচর্মকৃতস্তথা।
সমর্থা যে চ দ্রষ্টারঃ পুরতশ্চ প্রতস্থিরে ॥৩
স তু হর্ষাৎ তমুদ্দেশং জনৌঘো বিপুলঃ প্রয়ান্।
অশোভত মহাবেগঃ সাগরস্যেব পর্বণি ॥৪
তে স্ববারং সমাস্থায় বর্ত্মকর্মণি কোবিদাঃ।
করণৈর্বিবিধোপেতৈঃ পুরস্তাৎ সম্প্রতস্থিরে ॥৫
লতা বল্লীশ্চ গুল্মাংশ্চ স্থাণূনশ্মন এব চ।
জনাস্তে চক্রিরে মার্গং ছিন্দন্তো বিবিধান্ দ্রুমান্ ॥৬
অবৃক্ষেষু চ দেশেষু কেচিদ্ বৃক্ষানরোপয়ন্।
কেচিৎ কুঠারৈষ্টঙ্কৈশ্চ দাত্রৈশ্ছিন্দন্ ক্বচিৎ ক্বচিৎ ॥৭
অপরে বীরণস্তম্বান্ বলিনো বলবত্তরাঃ।
বিধমন্তি স্ম দুর্গাণি স্থলানি চ ততস্ততঃ ॥৮
অপরেঽপূরয়ন্ কূপান্ পাংসুভিঃ শ্বভ্রমায়তম্।
নিম্নভাগাংস্তথৈবাশু সমাংশ্চক্রুঃ সমন্ততঃ ॥৯
ববন্ধুর্বন্ধনীয়াংশ্চ ক্ষোদ্যান্ সংচুক্ষুদুস্তথা।
বিভিদুর্ভেদনীয়াংশ্চ তাংস্তান্ দেশান্ নরাস্তদা ॥১০

অশীতিতম সর্গ

[অযোধ্যা হইতে গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত বিবিধশিল্পিগণের দ্বারা সুরম্য বাসস্থান ও কূপাদিযুক্ত রাজপথ নির্মাণ।]

অনন্তর যাহারা (১) পরীক্ষার দ্বারা ভূতলের অধস্তন বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারে, যাহাদের (২) সূত্রের দ্বারা পরিমাণ করিবার দক্ষতা আছে, যাহারা খননপটু শৌর্য্যবান্ খনক, যন্ত্রপরিচালক (৩), বেতনোপজীবী (দৈনন্দিন পারিশ্রমিকজীবী), স্থপতি (৪), যন্ত্রনির্মাণপটু সূত্রধার (৫), মার্গরক্ষক, বৃক্ষচ্ছেদক, পাচক, সুধাকার (৬), বংশকার (৭) ও চর্মকার (৮), তাহারা সকলে পথনির্মাণের জন্য প্রেরিত হইল এবং পরিদর্শনপটু পরিদর্শকগণ তাহাদের অগ্রে অগ্রে প্রস্থান করিল। তখন সেই বিশালজনতা সানন্দে সেই প্রদেশের দিকে গমন করিতে লাগিল। তাহারা পর্বকালীন সমুদ্রের উচ্ছ্বসিত জলরাশির ন্যায় শোভাধারণ করিল। পথনির্মাণদক্ষ পুরুষগণ সমবেত হইয়া খনিত্র (কোদাল) প্রভৃতি নানাবিধ উপকরণের সহিত অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিল।১-৫

তাহারা বিবিধ বৃক্ষ, লতা, পথরোধক শাখাসমূহ, গুল্ম, স্থাণু (শাখা-পল্লবাদিহীন বৃক্ষ) ও প্রস্তরসমূহ ছেদন করিতে করিতে পথ প্রস্তুত করিতে লাগিল। কেহ কেহ বৃক্ষশূন্য স্থানে বৃক্ষরোপণ করিল, কেহ কেহ কুঠার, টঙ্ক (প্রস্তরচ্ছেদক অস্ত্র) ও দাত্র (দা) প্রভৃতির দ্বারা ছেদন করিতে করিতে চলিল। বিপুলবলশালী কতিপয় ব্যক্তি দৃঢ়মূল বীরণস্তম্বসমূহ (বেণাতৃণ) উপড়াইয়া উন্নত অবনতস্থলকে সমতল করিতে লাগিল। অন্যান্য অনেকে ধূলিসমূহের দ্বারা কূপ, বৃহৎ গর্ত্তসমূহ ও নিম্নস্থলসমূহকে সর্বতোভাবে অতিশীঘ্র সমতল করিল। তাহারা সেতুবন্ধনযোগ্য স্থানে সেতুনির্মাণ করিল। কঙ্করময় (কাঁকরযুক্ত উচ্চস্থান) স্থানসমূহকে

(১) ভূতত্ত্ববিৎ। (২) সূত্রপরিমাণদক্ষ—আমীন। (৩) যন্ত্রপরিচালক—জলপ্রবাহাদিনিয়ন্ত্রণসমর্থ। (৪) স্থপতি—প্রাসাদশিল্পী (ইঞ্জিনীয়ার)। (৫) বর্ধকি—সূত্রধার (ছুতার, বাড়ই)। (৬) সুধাকার—গৃহাদিলেপনকারী (চুনকামকারী)। (৭) বংশকার—বাঁশের দ্বারা কুলা, ডালা ইত্যাদি নির্মাণকারী। (৮) চর্মকার—অশ্বের লাগাম ও জুতা-নির্মাণকারী।

অচিরেণ তু কালেন পরিবাহান্ বহূদকান্।
চক্রুর্বহুবিধাকারান্ সাগরপ্রতিমান্ বহূন্ ॥১১

নির্জলেষু চ দেশেষু খানয়ামাসুরুত্তমান্।
উদপানান্ বহুবিধান্ বেদিকাপরিমণ্ডিতান্ ॥১২

সসুধাকুট্টিমতলঃ প্রপুষ্পিতমহীরুহঃ।
মত্তোদ্‌ঘুষ্টদ্বিজগণঃ পতাকাভিরলঙ্কৃতঃ ॥১৩

চন্দনোদকসংসিক্তো নানাকুসুমভূষিতঃ।
বহ্বশোভত সেনায়াঃ পন্থাঃ সুরপথোপমঃ ॥১৪

আজ্ঞাপ্যাথ যথাজ্ঞপ্তিযুক্তাস্তেঽধিকৃতা নরাঃ।
রমণীয়েষু দেশেষু বহুস্বাদুফলেষু চ ॥১৫

যো নিবেশস্ত্বভিপ্রেতো ভরতস্য মহাত্মনঃ।
ভূয়স্তং শোভয়ামাসুর্ভূষাভির্ভূষণোপমম্ ॥১৬

নক্ষত্রেষু প্রশস্তেষু মুহূর্তেষু চ তদ্বিদঃ।
নিবেশান্ স্থাপয়ামাসুর্ভরতস্য মহাত্মনঃ ॥১৭

বহুপাংশুচয়াশ্চাপি পরিখাঃ পরিবারিতাঃ।
তত্রেন্দ্রনীলপ্রতিমাঃ প্রতোলীবরশোভিতাঃ ॥১৮

প্রাসাদমালাসংযুক্তাঃ সৌধপ্রাকারসংবৃতাঃ।
পতাকাশোভিতাঃ সর্বে সুনির্মিতমহাপথাঃ ॥১৯

বিসর্পদ্ভিরিবাকাশে (ক) বিটঙ্কাগ্রবিমানকৈঃ।
সমুচ্ছ্রিতৈর্নিবেশাস্তে বভুঃ শক্রপুরোপমাঃ ॥২০

জাহ্নবীং তু সমাসাদ্য বিবিধদ্রুমকাননাম্।
শীতলামলপানীয়াং মহামীনসমাকুলাম্ ॥২১

সচন্দ্র-তারাগণমণ্ডিতং যথা
নভঃ ক্ষপায়ামমলং বিরাজতে।
নরেন্দ্রমার্গঃ স তদা ব্যরাজত
ক্রমেণ রম্যঃ শুভশিল্পিনির্মিতঃ ॥২২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে অশীতিতমঃ সর্গঃ ॥

চূর্ণিত করিল, জলরোধক উচ্চস্থানসমূহকে জলনির্গমনের জন্য ভেদন করিল।৬-১০

যেখানে জলোচ্ছ্বাস ছিল, অল্পসময়ের মধ্যে সেই স্থান বন্ধন করিয়া সাগরতুল্য বহুজলশালী বহু জলপ্রবাহ (ক্যানাল) নির্মাণ করিল। জলহীন স্থানে অতিশয় উত্তম নানাবিধ বেদিকাশোভিত সরোবর খনন করিল। পথিমধ্যে স্থানে স্থানে সুধাধবল (চুনকামকরা সাদা) বহু কুটীর নির্মাণ করিল এবং পথের উভয়পার্শ্বে পুষ্পিত বৃক্ষসকল শোভাধারণ করিল। সেখানে মত্ত পক্ষীরা নানাভাবে কূজন করিতে লাগিল। পথের স্থানে স্থানে পতাকার দ্বারা শোভাবিস্তার করা হইল। সমস্ত পথ চন্দনসলিলে সিক্ত ও নানাবিধ পুষ্পে বিভূষিত করা হইল। সেনাগণের গমনের জন্য নির্মিত ঐ পথ দেবপথের ন্যায় অতিশয় শোভাধারণ করিল।১১-১৪

কার্য্যাধ্যক্ষগণ ভরতের আজ্ঞানুসারে স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া অনুচরগণকে আদেশ করিল এবং নানাপ্রকার সুস্বাদুফলবিশিষ্ট রমণীয় স্থানসমূহে মহাত্মা ভরতের মনোমত শিবিরসকল নির্মাণ করিল। অনন্তর নানাবিধ ভূষণের দ্বারা ঐ মনোহর শিবিরসমূহকে অধিকতর শোভিত করিল। জ্যোতিষশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ব্যক্তিগণ শুভমুহূর্তে মহাত্মা ভরতের জন্য শিবিরসকল সংস্থাপন করিলেন। ঐ সকল শিবির সূক্ষ্মবালুকার দ্বারা ও পরিখার দ্বারা পরিব্যাপ্ত। সেখানে ইন্দ্রনীলমণিনির্মিত প্রতিমাসমূহ শোভিত হইল। উৎকৃষ্ট রথ্যা (প্রশস্তপথ) সমূহের দ্বারা ঐ সকল শিবিবের শোভাবৃদ্ধি হইল। অট্টালিকা-শ্রেণীর দ্বারা পূর্ণ ও অত্যুচ্চপ্রাচীরবেষ্টিত শিবিরসমূহ পতাকার দ্বারা অলঙ্কৃত হইল। উত্তমপথসমূহ শিবিরের চতুর্দিকে সুন্দরভাবে নির্মিত হইল। আকাশস্পর্শী সপ্ততলবিশিষ্ট গৃহসমূহের অগ্রভাগে কপোতপালিকা সকল বিরাজিত। ঐ সকল শিবির ইন্দ্রপুরীর ন্যায় শোভিত হইল।১৫-২০

যাহার তীরদেশে বিবিধ বৃক্ষলতাপূর্ণ অরণ্য রহিয়াছে, যাহার জল নির্মল, শীতল ও বিশালমৎস্যসমূহে পরিপূর্ণ, সেই ভাগীরথী পর্য্যন্ত বিস্তৃত রাজপথ সুদক্ষ শিল্পিগণ কর্তৃক নির্মিত হইল। ঐ রাজপথ রাত্রিকালে চন্দ্র ও তারকামণ্ডলশোভিত আকাশের ন্যায় শোভান্বিত হইল।২১-২২

পাঠান্তর :—(ক) বিতর্দিভিরিবাকাশে—।

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে অশীতিতম সর্গ সমাপ্ত।

একাশীতিতমঃ সর্গঃ

[প্রাতঃ মঙ্গলবাদ্যধ্বনিশ্রবণেন ভরতস্য দুঃখপ্রকাশঃ বিলাপশ্চ ; সভামধ্যে বসিষ্ঠস্যাগমনম্, ততস্তত্র ভরতং নেতুং দূতপ্রেষণে মন্ত্রিভ্যঃ তস্যানুমতিদানঞ্চ।]

ততো নান্দীমুখীং রাত্রিং ভরতং সূতমাগধাঃ।
তুষ্টুবুঃ সবিশেষজ্ঞাঃ স্তবৈর্মঙ্গলসংস্তবৈঃ ॥১

সুবর্ণকোণাভিহতঃ প্রাণদদ্যামদুন্দুভিঃ।
দধ্মুঃ শঙ্খাংশ্চ শতশো বাদ্যাংশ্চোচ্চাবচস্বরান্ ॥২

স তূর্য্যঘোষঃ সুমহান্ দিবমাপূরয়ন্নিব।
ভরতং শোকসন্তপ্তং ভূয়ঃ শোকৈররন্ধ্রয়ৎ ॥৩

ততঃ প্রবুদ্ধো ভরতস্তং ঘোষং সংনিবর্ত্ত্য চ।
নাহং রাজেতি চোক্ত্বা তং শত্রুঘ্নমিদমব্রবীৎ ॥৪

পশ্য শত্রুঘ্ন কৈকেয্যা লোকস্যাপকৃতং মহৎ।
বিসৃজ্য ময়ি দুঃখানি রাজা দশরথো গতঃ ॥৫

অস্যৈষা (ক) ধর্মরাজস্য ধর্মমূলা মহাত্মনঃ।
পরিভ্রমতি রাজশ্রীর্নৌরিবাকর্ণিকা জলে ॥৬

যো হি নঃ সুমহান্ নাথঃ সোঽপি প্রব্রাজিতো বনে।
অনয়া ধর্মমুৎসৃজ্য মাত্রা মে রাঘবঃ স্বয়ম্ ॥৭

ইত্যেবং ভরতং বীক্ষ্য বিলপন্তমচেতনম্।
কৃপণা রুরুদুঃ সর্বাঃ সুস্বরং যোষিতস্তদা ॥৮

তথা তস্মিন্ বিলপতি বসিষ্ঠো রাজধর্মবিৎ।
সভামিক্ষ্বাকুনাথস্য প্রবিবেশ মহাযশাঃ ॥৯

শাতকুম্ভময়ীং রম্যাং মণি-হেমসমাকুলাম্।
সুধর্মামিব ধর্মাত্মা সগণঃ প্রত্যপদ্যত ॥১০

পাঠান্তর :—(ক) তস্যৈষা—।

একাশীতিতম সর্গ

[প্রাতঃকালে মঙ্গলবাদ্যধ্বনি শ্রবণ করিয়া ভরতের দুঃখপ্রকাশ ও বিলাপ, সভামধ্যে বশিষ্ঠের আগমন, তারপর সেই সভায় ভরতকে আনিবার জন্য দূতপ্রেষণে মন্ত্রিগণকে বশিষ্ঠদেবের অনুমতি দান।]

বশিষ্ঠ যে দিবসে ভরতের অভিষেক হইবে বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন, তাহার পূর্বরাত্রি কিংবা রামকে আনয়ন করিবার জন্য যে দিবসে উদ্‌যোগ আরম্ভ হইয়াছিল, সেই রাত্রি অতীত হইতেছে দেখিয়া যথাযোগ্যস্তুতিবিষয়ে অভিজ্ঞ সূত ও মাগধগণ (স্তুতি-পাঠক) মঙ্গলময় স্তবসমূহের দ্বারা ভরতের স্তব করিতে লাগিল। প্রহরে প্রহরে যে দুন্দুভি বাদিত হইয়া থাকে, তাহা সুবর্ণদণ্ডের আঘাতে বাদিত হইতে লাগিল। শতশত শঙ্খ ও নানাপ্রকারধ্বনিবিশিষ্ট বাদ্যসমূহ ধ্বনিত হইতে থাকিল। সেই গম্ভীর বাদ্যধ্বনি যেন আকাশকে প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল এবং তাহা শোকসন্তপ্ত ভরতকে অতিশয় শোককাতর করিয়া তুলিল। অনন্তর ভরত প্রবুদ্ধ হইয়া (জাগরিত হইয়া, অথবা প্রকৃত ঘটনা বুঝিয়া) "আমি রাজা নহি" এইরূপ বলিয়া বাদ্যধ্বনি করিতে নিষেধ করিলেন। ধ্বনি-নিবারণপূর্বক তিনি শত্রুঘ্নকে বলিলেন,—শত্রুঘ্ন ! দেখ, কৈকেয়ী লোকের অতিশয় অপকার করিয়াছেন। আমার উপর সমস্ত দুঃখ নিক্ষেপ করিয়া রাজা দশরথ পরলোকে গমন করিলেন। সেই ধর্মরাজ মহাত্মা দশরথের ধর্মলব্ধ রাজশ্রী জলে নাবিকহীনা নৌকার মত পরিভ্রমণ করিতেছে। এইরূপ সময়ে যিনি আমাদের সুমহান্ রক্ষক ও আশ্রয় ছিলেন, আমার এই মাতা ধর্মত্যাগ পূর্বক স্বয়ং সেই রঘুনন্দন রামকে বনে নির্বাসিত করিয়াছেন। এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে অচেতন-প্রায় ভরতকে দেখিয়া মহিলাগণ দুঃখিতচিত্তে করুণভাবে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। ভরত বিলাপ করিতেছেন, এমন সময় রাজনীতিবিৎ মহাযশস্বী বশিষ্ঠ ইক্ষ্বাকুনাথের সভায় প্রবেশ করিলেন। ধর্মাত্মা বশিষ্ঠ শিষ্যগণের সহিত সুবর্ণনির্মিত মণিকাঞ্চনখচিত পরম-মনোহর সভাগৃহে উপস্থিত হইলেন। ঐ সভা সুধর্মার (দেবসভার) ন্যায় অতিসুন্দর।৬-১০

স কাঞ্চনময়ং পীঠং স্বস্ত্যাস্তরণসংবৃতম্।
অধ্যাস্ত সর্ববেদজ্ঞো দূতাননুশশাস চ ॥১১
ব্রাহ্মণান্ ক্ষত্রিয়ান্ যোধানমাত্যান্ গণবল্লভান্।
ক্ষিপ্রমানয়তাব্যগ্রাঃ কৃত্যমাত্যয়িকং হি নঃ ॥১২
সরাজপুত্রং শত্রুঘ্নং ভরতঞ্চ যশস্বিনম্।
যুধাজিতং সুমন্ত্রঞ্চ যে চ তত্র হিতা জনাঃ ॥১৩
ততো হলহলাশব্দো মহান্ সমুদপদ্যত।
রথৈরশ্বৈর্গজৈশ্চাপি জনানামুপগচ্ছতাম্ ॥১৪
ততো ভরতমায়ান্তং শতক্রতুমিবামরাঃ।
প্রত্যনন্দন্ প্রকৃতয়ো যথা দশরথং তথা ॥১৫
হ্রদ ইব তিমি-নাগসংবৃতঃ
স্তিমিতজলো মণি-শঙ্খ-শর্করঃ।
দশরথসুতশোভিতা সভা
সদশরথেব বভূব সা পুরা ॥১৬
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে একাশীতিতমঃ সর্গঃ ॥

সর্ববেদবিশারদ মহর্ষি বশিষ্ঠ স্বস্তিকাকার মণ্ডল-সদৃশ আস্তরণে * আবৃত স্বর্ণময়পীঠে উপবেশন করিয়া দূতগণকে আদেশ করিলেন—তোমরা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, অমাত্য, সৈনিক ও সেনানায়কগণকে এইস্থানে অতিশীঘ্র আনয়ন কর। এক্ষণে আমাদের অবিলম্বে করণীয় কার্য্য উপস্থিত হইয়াছে। তোমরা যশস্বী ভরতকে, শত্রুঘ্নকে, অন্যান্য রাজপুত্রগণকে, যুধাজিৎকে ও সুমন্ত্রকে আনয়ন কর। বশিষ্ঠের এইরূপ আদেশ হইলে পর রথ, অশ্ব ও হস্তীতে আরোহণপূর্বক সকলে আসিতে লাগিলেন। তাহাতে তুমুল হলহলাশব্দ (কোলাহল) উত্থিত হইল। অনন্তর ভরত আসিলেন। ইন্দ্রকে আসিতে দেখিয়া দেবগণ যেমন অভিনন্দিত করেন, ভরতকে আসিতে দেখিয়া প্রজাগণ সেইরূপে তাঁহাকে অভিনন্দিত করিলেন। প্রজাগণ পূর্বে দশরথকে যেভাবে অভিনন্দিত করিতেন, ভরতকেও সেইভাবে অভিনন্দিত করিলেন। দশরথনন্দন ভরতের দ্বারা শোভিত সেই সভাগৃহ পূর্বে দশরথের দ্বারা যেমন শোভিত হইত, সেইরূপ শোভান্বিত হইল। সভাসদ্‌গণের দ্বারা পূর্ণ হওয়ায় সেই সভাগৃহ তিমি-নাগপূর্ণ ও মণিশঙ্খ-শর্করসমন্বিত স্থির ও শান্ত সমুদ্রের ন্যায় প্রতীয়মান হইল।১১-১৬

* স্বস্তিকাকার মণ্ডলসদৃশ আস্তরণ—স্বস্তিকাচিহ্নিত ও তাদৃশাকৃতিবিশিষ্ট উৎকৃষ্ট আবরণ-বস্ত্র।

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে একাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত।

দ্ব্যশীতিতমঃ সর্গঃ

[রাজ্যাভিষিক্তায় ভরতং প্রতি রাজপুরোহিতস্য বসিষ্ঠস্যাদেশঃ, অনৌচিত্য-প্রদর্শনপূর্বকং তত্র ভরতস্যাস্বীকারঃ রামং বনাৎ প্রত্যাবর্তয়িতুং বনযাত্রোদ্যমায় সর্বান্ প্রতি ভরতস্য নির্দেশশ্চ ।]

তামার্য্যগণসম্পূর্ণাং ভরতঃ প্রগ্রহাং সভাম্ ।
দদর্শ বুদ্ধিসম্পন্নঃ পূর্ণচন্দ্রাং নিশামিব ॥১
আসনানি যথান্যায়মার্য্যাণাং বিশতাং তদা ।
বস্ত্রাঙ্গরাগপ্রভয়া দ্যোতিতা সা সভোত্তমা ॥২
সা বিদ্বজ্জনসম্পূর্ণা সভা সুরুচিরা তথা ।
অদৃশ্যত ঘনাপায়ে পূর্ণচন্দ্রেব শর্বরী ॥৩
রাজ্ঞস্তু প্রকৃতীঃ সর্বাঃ স সম্প্রেক্ষ্য চ ধর্মবিৎ ।
ইদং পুরোহিতো বাক্যং ভরতং মৃদু চাব্রবীৎ ॥৪
তাত রাজা দশরথঃ স্বর্গতো ধর্মমাচরন্ ।
ধন-ধান্যবতীং স্ফীতাং প্রদায় পৃথিবীং তব ॥৫
রামস্তথা সত্যবৃত্তিঃ সতাং ধর্মমনুস্মরন্ ।
নাজহাৎ পিতুরাদেশং শশী জ্যোৎস্নামিবোদিতঃ ॥৬
পিত্রা ভ্রাত্রা চ তে দত্তং রাজ্যং নিহতকণ্টকম্ ।
তদ্‌ভুঙ্ক্ষ্ব মুদিতামাত্যঃ ক্ষিপ্রমেবাভিষেচয় ॥৭
উদীচ্যাশ্চ প্রতীচ্যাশ্চ দাক্ষিণাত্যাশ্চ কেবলাঃ ।
কোট্যোঽপরান্তাঃ সামুদ্রা রত্নান্যুপহরন্তু তে ॥৮
তচ্ছ্রুত্বা ভরতো বাক্যং শোকেনাভিপরিপ্লুতঃ ।
জগাম মনসা রামং ধর্মজ্ঞো ধর্মকাঙ্ক্ষয়া ॥৯
সবাষ্পকলয়া বাচা কলহংসস্বরো যুবা ।
বিললাপ সভামধ্যে জগর্হে চ পুরোহিতম্ ॥১০

দ্ব্যশীতিতম সর্গ

[রাজ্যাভিষিক্ত হওয়ার জন্য ভরতের প্রতি রাজপুরোহিত বশিষ্ঠের আদেশ, অনৌচিত্য প্রদর্শন-পূর্বক ভরতের তাহাতে অস্বীকার এবং রামকে বন হইতে ফিরাইয়া আনিবার উদ্দেশে বনযাত্রার আয়োজন করিবার নিমিত্ত সকলের প্রতি ভরতের আদেশ দান।]

অনন্তর বুদ্ধিমান্ ভরত দেখিলেন যে, বশিষ্ঠ প্রভৃতির দ্বারা অধিষ্ঠিতা ও অন্যান্য আর্য্যজনপূর্ণা ঐ সভা পূর্ণচন্দ্রশোভিতা রাত্রির ন্যায় শোভা পাইতেছে। সভাপ্রবিষ্ট আর্য্যগণ যথারীতি নিজ নিজ আসনে উপবেশন করিলে তাঁহাদের অঙ্গরাগ ও বস্ত্রের শোভায় শোভিতা ঐ মহতী সভা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। শরৎ-কালে পূর্ণচন্দ্র-সমন্বিতা রজনী যেরূপ শোভাধারণ করে, বিদ্বজ্জনের সমাগমে ঐ সভা সেইরূপ শোভাধারণ করিয়াছিল। অনন্তর রাজপুরোহিত ধর্মবিৎ বশিষ্ঠ রাজার প্রজাবর্গকে অবলোকন করিয়া মৃদুস্বরে ভরতকে বলিলেন,—বৎস! ভরত! রাজা দশরথ ধনধান্যপূর্ণ ও সমৃদ্ধ এই রাজ্য তোমাকে প্রদান করিয়া ধর্মাচরণ করিতে করিতে স্বর্গগমন করিয়াছেন।১-৫

সত্যনিষ্ঠ রাম সাধুগণের সেবিত ধর্ম সর্বদা স্মরণ করেন। সেইজন্য উদিত চন্দ্র যেমন জ্যোৎস্নাকে পরিত্যাগ করেনা, সেইরূপ রামও পিতার আদেশ পরিত্যাগ করেন নাই।৬

এইভাবে পিতা ও ভ্রাতা তোমাকে এই নিষ্কণ্টক রাজ্য প্রদান করিয়াছেন। তুমি অমাত্যগণকে আনন্দিত করিয়া এই রাজ্য ভোগ কর এবং অতিসত্বর অভিষিক্ত হও। উত্তর, পশ্চিম, দক্ষিণ ও পূর্বদেশবাসী নরপতিগণ, সমুদ্রবর্তী দ্বীপে বাসকারী ও অন্যান্য সিংহাসনহীন সাধারণ নরপতিগণ তোমাকে কোটি কোটি রত্ন উপহার প্রদান করুক। ধর্মজ্ঞ ভরত এইরূপ বাক্য শুনিয়া অত্যন্ত শোকাভিভূত হইলেন এবং নিজধর্মলাভের আশায় মনে মনে রামকে স্মরণ করিলেন। কলহংসতুল্য-

চরিতব্রহ্মচর্য্যস্য বিদ্যাস্নাতস্য ধীমতঃ।
ধর্ম্মে প্রযতমানস্য কো রাজ্যং মদ্বিধো হরেৎ ॥১১
কথং দশরথাজ্জাতো ভবেদ্ রাজ্যাপহারকঃ।
রাজ্যং চাহঞ্চ রামস্য ধর্ম্মং বক্তুমিহার্হসি ॥১২
জ্যেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠশ্চ ধর্ম্মাত্মা দিলীপ-নহুষোপমঃ।
লব্ধুমর্হতি কাকুৎস্থো রাজ্যং দশরথো যথা ॥১৩
অনার্য্যজুষ্টমস্বর্গ্যং কুর্য্যাং পাপমহং যদি।
ইক্ষ্বাকূণামহং লোকে ভবেয়ং কুলপাংসনঃ ॥১৪
যদ্ধি মাত্রা কৃতং পাপং নাহং তদপি রোচয়ে।
ইহস্থো বনদুর্গস্থং নমস্যামি কৃতাঞ্জলিঃ ॥১৫
রামমেবানুগচ্ছামি স রাজা দ্বিপদাং বরঃ।
ত্রয়াণামপি লোকানাং রাঘবো রাজ্যমর্হতি ॥১৬
তদ্বাক্যং ধর্ম্মসংযুক্তং শ্রুত্বা সর্বে সভাসদঃ।
হর্ষান্মুমুচুরশ্রূণি রামে নিহিতচেতসঃ ॥১৭
যদি ত্বার্য্যং ন শক্ষ্যামি বিনিবর্ত্তয়িতুং বনাৎ।
বনে তত্রৈব বৎস্যামি যথার্য্যো লক্ষ্মণস্তথা ॥১৮
সর্বোপায়ং তু বর্তিষ্যে বিনিবর্ত্তয়িতুং বলাৎ।
সমক্ষমার্য্যমিশ্রাণাং সাধুনাং গুণবর্তিনাম্ ॥১৯
বিষ্টিকর্ম্মান্তিকাঃ সর্বে মার্গশোধক-দক্ষকাঃ।
প্রস্থাপিতা ময়া পূর্বং যাত্রা চ মম রোচতে ॥২০
এবমুক্ত্বা তু ধর্ম্মাত্মা ভরতো ভ্রাতৃবৎসলঃ।
সমীপস্থমুবাচেদং সুমন্ত্রং মন্ত্রকোবিদম্ ॥২১
তূর্ণমুত্থায় গচ্ছ ত্বং সুমন্ত্র মম শাসনাৎ।
যাত্রামাজ্ঞাপয় ক্ষিপ্রং বলং চৈব সমানয় ॥২২
এবমুক্তঃ সুমন্ত্রস্তু ভরতেন মহাত্মনা।
প্রহৃষ্টঃ সোহদিশৎ সর্বং যথাসন্দিষ্টমিষ্টবৎ ॥২৩
তাঃ প্রহৃষ্টাঃ প্রকৃতয়ো বলাধ্যক্ষা বলস্য চ।
শ্রুত্বা যাত্রাং সমাজ্ঞপ্তাং রাঘবস্য নিবর্ত্তনে ॥২৪

কণ্ঠস্বর যুবক ভরত সভামধ্যে বাষ্পগদ্গদবাক্যে বিলাপ করিতে লাগিলেন এবং কুলপুরোহিত বশিষ্ঠের নিন্দা করিলেন।৭-১০

ভরত বলিলেন,—যিনি ব্রহ্মচর্য্যপালনপূর্বক বিদ্যাধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়াছেন এবং সর্বদা ধর্ম্মাচরণে প্রযত্নশীল রহিয়াছেন, সেই প্রাজ্ঞ রামের এই রাজ্য মাদৃশ কোন্ ব্যক্তি হরণ করিবে? যে ব্যক্তি দশরথের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সে কিরূপে রাজ্যহরণকারী হইবে? এই রাজ্যও রামের এবং আমিও রামের। মুনিবর! এইস্থলে ধর্ম্মানুমোদিত বাক্য বলাই আপনার কর্তব্য। দিলীপ-নহুষতুল্য ধর্ম্মাত্মা রাম জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ। তিনিই দশরথের ন্যায় এই রাজ্যলাভের যোগ্য। আমি যদি অসাধুসেবিত স্বর্গবিরোধী এইরূপ পাপকার্য্য (রাজ্যগ্রহণ) করি, তাহা হইলে আমি ইক্ষ্বাকুবংশের কলঙ্কস্বরূপ হইব। আমার মাতা যে পাপকার্য্য করিয়াছেন, আমি তাহা অনুমোদন করি না। আমি এইস্থানে থাকিয়াই কৃতাঞ্জলিপুটে অরণ্যরূপ দুর্গমস্থানে অবস্থিত রামকে প্রণাম করিতেছি।১১-১৫

আমি রামেরই অনুগমন করিব। মনুষ্যশ্রেষ্ঠ রামই এই রাজ্যের রাজা। রঘুনন্দন রাম ত্রিলোকের রাজা হইবার যোগ্য। সেই সভায় অবস্থিত সভাসদ্গণ রামের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। ভরতের ঐরূপ ধর্ম্মসঙ্গত বাক্য শুনিয়া তাঁহারা সকলে আনন্দে অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিলেন। "আমি যদি আর্য্য রামকে বন হইতে ফিরাইয়া আনিতে না পারি, তাহা হইলে আর্য্য লক্ষ্মণের ন্যায় আমিও সেই বনেই বাস করিব। আমি সদ্গুণশালী সৎস্বভাব শ্রেষ্ঠব্যক্তিগণের সমক্ষেই রামকে বন হইতে বলপূর্বক প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য সমস্ত উপায় অবলম্বন করিব। আমি বৈতনিক, অবৈতনিক, সমস্ত পথনির্মাণ-নিপুণ ব্যক্তিদিগকে পথনির্মাণ করিবার জন্য প্রেরণ করিয়াছি। এক্ষণে আমার যাওয়াই অভিপ্রেত।"১৬-২০

ধর্ম্মাত্মা ভ্রাতৃবৎসল ভরত এইরূপ বলিয়া সমীপে অবস্থিত মন্ত্রণাকুশল সুমন্ত্রকে বলিলেন,—সুমন্ত্র! তুমি আমার আদেশানুসারে শীঘ্র উঠিয়া যাও। সকলকে আমার গমন-বার্তা জানাইয়া সৈন্যগণকে সত্বর আনয়ন কর। মহাত্মা ভরত এইরূপ বলিলে পর সুমন্ত্র সানন্দে অভীষ্টসংবাদের ন্যায় সকলকে ভরতের আদেশ জানাইলেন। রামকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য সৈন্য-

ততো যোধাঙ্গনাঃ সর্বা ভর্তৄন্ সর্বান্ গৃহে গৃহে।
যাত্রাগমনমাজ্ঞায় ত্বরয়ন্তি স্ম হর্ষিতাঃ ॥২৫
তে হয়ৈর্গোরথৈঃ শীঘ্রং স্যন্দনৈশ্চ মনোজবৈঃ।
সহযোষিদ্‌বলাধ্যক্ষা বলং সর্বমচোদয়ন্ ॥২৬
সজ্জং তু তদ্ বলং দৃষ্ট্বা ভরতো গুরুসন্নিধৌ।
রথং মে ত্বরয়স্বেতি সুমন্ত্রং পার্শ্বতোঽব্রবীৎ ॥২৭
ভরতস্য তু তস্যাজ্ঞাং পরিগৃহ্য প্রহর্ষিতঃ।
রথং গৃহীত্বোপযযৌ যুক্তং পরমবাজিভিঃ ॥২৮
স রাঘবঃ সত্যধৃতিঃ প্রতাপবান্
ব্রুবন্ সুযুক্তং দৃঢ়সত্যবিক্রমঃ।
গুরুং মহারণ্যগতং যশস্বিনং
প্রসাদয়িষ্যন্ ভরতোঽব্রবীৎ তদা ॥২৯
তূর্ণং ত্বমুত্থায় সুমন্ত্র গচ্ছ
বলস্য যোগায় বলপ্রধানান্।
আনেতুমিচ্ছামি হি তং বনস্থং
প্রসাদ্য রামং জগতো হিতায় ॥৩০
স সূতপুত্রো ভরতেন সম্যগ্
আজ্ঞাপিতঃ সম্পরিপূর্ণকামঃ।
শশাস সর্বান্ প্রকৃতিপ্রধানান্
বলস্য মুখ্যাংশ্চ সুহৃজ্জনঞ্চ ॥৩১
ততঃ সমুত্থায় কুলে কুলে তে
রাজন্য-বৈশ্যা বৃষলাশ্চ বিপ্রাঃ।
অযূযুজন্নুষ্ট্ররথান্ খরাংশ্চ
নাগান্ হয়াংশ্চৈব কুলপ্রসূতান্ ॥৩২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে দ্ব্যশীতিতমঃ সর্গঃ ॥

দিগকেও যাত্রা করিতে আদেশ করা হইয়াছে শুনিয়া প্রজাগণ ও সেনাধ্যক্ষগণ আনন্দিত হইলেন। তখন সৈন্যগণের স্ত্রীগণ নিজ নিজ গৃহে পতিগণকে রামের প্রত্যাবর্তনের জন্য যাইতে ত্বরান্বিত করিতে লাগিল। ঐ সময় তাহারা সকলে অতিশয় আনন্দিত হইয়াছিল।২১-২৫

সৈন্যাধ্যক্ষগণ অশ্ব, শকট ও মনের ন্যায় দ্রুতগামী রথদ্বারা সমস্ত সৈন্যগণকে নিজ নিজ পত্নীর সহিত যাইবার জন্য অনুমতি দিলেন। এইভাবে সৈন্যগণকে গমনোদ্যত দেখিয়া বশিষ্ঠের নিকটে উপবিষ্ট ভরত পার্শ্ববর্তী সুমন্ত্রকে বলিলেন,—আমার রথ সত্বর আনয়ন কর। সুমন্ত্র এইরূপ বাক্য শুনিয়া ভরতের আজ্ঞানুসারে উৎকৃষ্ট অশ্বযোজিত রথ সানন্দে আনয়ন করিলেন। রঘুনন্দন ভরত অতিশয় ধৈর্য্যবান্। তাঁহার সত্যনিষ্ঠা ও বিক্রম অতীব প্রশংসনীয়। তিনি অত্যন্ত প্রতাপশালী। পূজ্য মহারণ্যগত যশস্বী রামকে প্রসন্ন করিয়া ফিরাইয়া আনিবার ইচ্ছায় তিনি সুমন্ত্রকে বলিলেন,—সুমন্ত্র! আমি অরণ্যস্থিত রামকে প্রসন্ন করিয়া জগতের হিতের জন্য এই স্থানে আনয়ন করিতে ইচ্ছা করি। সুতরাং তুমি উঠিয়া শীঘ্র যাও। সৈন্যগণকে প্রস্তুত করিবার জন্য সৈন্যাধ্যক্ষগণকে আদেশ দাও। সূতপুত্র সুমন্ত্র ভরতকর্তৃক এইভাবে আদিষ্ট হইয়া পূর্ণমনোরথ হইলেন এবং প্রধান প্রধান প্রজা, সেনাধ্যক্ষ ও স্বজনগণকে ঐ আদেশ জানাইলেন। অনন্তর গৃহে গৃহে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ উৎসাহান্বিত হইয়া উষ্ট্র, রথ, গর্দভ, হস্তী ও সৎকুলজাত অশ্বসকল সজ্জিত করিলেন।২৬-৩২

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে দ্ব্যশীতিতম সর্গ সমাপ্ত।

ত্র্যশীতিতমঃ সর্গঃ

[ভরতস্য বনযাত্রা, শৃঙ্গবেরপুরে রাত্রিযাপনঞ্চ।]

ততঃ সমুত্থিতঃ কল্যামাস্থায় স্যন্দনোত্তমম্।
প্রযযৌ ভরতঃ শীঘ্রং রামদর্শনকাম্যয়া ॥১
অগ্রতঃ প্রযযুস্তস্য সর্বে মন্ত্রি-পুরোহিতাঃ।
অধিরুহ্য হয়ৈর্যুক্তান্ রথান্ সূর্য্যরথোপমান্ ॥২
নব নাগসহস্রাণি কল্পিতানি যথাবিধি।
অন্বযুর্ভরতং যান্তমিক্ষ্বাকুকুলনন্দনম্ ॥৩
ষষ্টী রথসহস্রাণি ধন্বিনো বিবিধায়ুধাঃ।
অন্বযুর্ভরতং যান্তং রাজপুত্রং যশস্বিনম্ ॥৪
শতং সহস্রাণ্যশ্বানাং সমারূঢ়ানি রাঘবম্।
অন্বযুর্ভরতং যান্তং রাজপুত্রং যশস্বিনম্ ॥৫
কৈকেয়ী চ সুমিত্রা চ কৌসল্যা চ যশস্বিনী।
রামানয়নসন্তুষ্টা যযুর্যানেন ভাস্বতা ।৬
প্রযাতাশ্চার্য্যসঙ্ঘাতা রামং দ্রষ্টুং সলক্ষ্মণম্।
তস্যৈব চ কথাশ্চিত্রাঃ কুর্বাণা হৃষ্টমানসাঃ ॥৭
মেঘশ্যামং মহাবাহুং স্থিরসত্ত্বং দৃঢ়ব্রতম্।
কদা দ্রক্ষ্যামহে রামং জগতঃ শোকনাশনম্ ॥৮
দৃষ্ট এব হি নঃ শোকমপনেষ্যতি রাঘবঃ।
তমঃ সর্বস্য লোকস্য সমুদ্যন্নিব ভাস্করঃ ॥৯
ইত্যেবং কথয়ন্তস্তে সম্প্রহৃষ্টাঃ কথাঃ শুভাঃ।
পরিষ্বজানাশ্চান্যোন্যং যযুর্নাগরিকাস্তদা ॥১০
যে চ তত্রাপরে সর্বে সম্মতা যে চ নৈগমাঃ।
রামং প্রতি যযুর্হৃষ্টাঃ সর্বাঃ প্রকৃতয়ঃ শুভাঃ ॥১১
মণিকারাশ্চ যে কেচিৎ কুম্ভকারাশ্চ শোভনাঃ।
সূত্রকর্মবিশেষজ্ঞা যে চ শস্ত্রোপজীবিনঃ ॥১২

ত্র্যশীতিতম সর্গ

[ভরতের বনযাত্রা ও শৃঙ্গবেরপুরে রাত্রিযাপন।]

অনন্তর ভরত প্রাতঃকালে শয্যা ত্যাগ করিয়া উৎকৃষ্ট রথে আরোহণপূর্বক রামদর্শনাভিলাষে সত্বর প্রস্থান করিলেন। অমাত্য ও পুরোহিতগণ সকলে অশ্বযোজিত সূর্য্যরথতুল্যপ্রভাশালী রথসমূহে আরোহণ করিয়া ভরতের অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিলেন। যথারীতি সুসজ্জিত নবসহস্র (নয় হাজার) হস্তী গমনকারী ইক্ষ্বাকুতনয় ভরতের অনুগামী হইল। এতদ্‌ভিন্ন ষাট্‌হাজার রথে ধনুর্ধারী ও নানাবিধ অস্ত্রধারী বীরগণ অনুগামী হইল এবং একলক্ষ অশ্বে আরোহণকারী সৈন্যগণও যশস্বী রাজপুত্রের অনুগমন করিল।১-৫

কৈকেয়ী, সুমিত্রা ও যশস্বিনী কৌশল্যা রামকে আনয়ন করিবার জন্য সন্তুষ্ট হইয়া উজ্জ্বল রথে আরোহণপূর্বক গমন করিলেন। অন্যান্য আর্য্যব্যক্তিগণ রামবিষয়ক নানাপ্রকার আলোচনা করিতে করিতে হৃষ্টচিত্তে লক্ষ্মণসহিত রামকে দেখিবার জন্য গমন করিতে লাগিলেন। "আমরা মেঘের ন্যায় শ্যামলকান্তি জিতেন্দ্রিয় মহাবাহু রামকে কবে দেখিতে পাইব? তিনি দৃঢ়সঙ্কল্প ও সকলের শোকনাশকারী। উদীয়মান সূর্য্য যেমন সকললোকের অন্ধকার নাশ করেন, রাম আমাদের দৃষ্টিগোচর হইয়া সেইরূপ সকল শোক নাশ করিবেন।" অযোধ্যাবাসী নাগরিকগণ সানন্দে এইরূপ শুভবাক্য উচ্চারণ করিতে করিতে এবং পরস্পরকে আলিঙ্গন করিতে করিতে গমন করিলেন।৬-১০

অযোধ্যায় অবস্থিত প্রসিদ্ধ ও অপ্রসিদ্ধ বণিক্‌সমূহ ও রাজানুগত প্রজাবর্গ রামের উদ্দেশে সানন্দে গমন করিল। মণিকার, সুদক্ষ কুম্ভকার, সূত্রকর্মনিপুণ তন্তুবায়, শস্ত্রনির্মাণকারী কর্মকার, ময়ূরপুচ্ছনির্মিত-ব্যজননির্মাণকারী, ক্রকচ (করাত)-ব্যবসায়ী, মণিমুক্তাদি-ছিদ্রকারী, কাচ প্রভৃতি নির্মাতা, দন্তব্যবসায়ী, গৃহলেপনকারী, গন্ধবণিক্, বিখ্যাত স্বর্ণকার, কম্বল-নির্মাণকারী, স্নাপক (যাহারা স্নান করায়), অঙ্গ-সংবাহনকারী, চিকিৎসক, ধূপব্যবসায়ী, মদ্যব্যবসায়ী,

মায়ূরকাঃ ক্রাকচিকা বেধকা রোচকাস্তথা।
দন্তকারাঃ সুধাকারা যে চ গন্ধোপজীবিনঃ ॥১৩

সুবর্ণকারাঃ প্রখ্যাতাস্তথা কম্বলকারকাঃ।
স্নাপকোষ্ণোদকা বৈদ্যা ধূপকাঃ শৌণ্ডিকাস্তথা ॥১৪

রজকাস্তুন্নবায়াশ্চ গ্রামঘোষমহত্তরাঃ।
শৈলুষাশ্চ সহ স্ত্রীভির্যান্তি কৈবর্তকাস্তথা ॥১৫

সমাহিতা বেদবিদো ব্রাহ্মণা বৃত্তসম্মতাঃ।
গোরথৈর্ভরতং যান্তমনুজগ্মুঃ সহস্রশঃ ॥১৬

সুবেশাঃ শুদ্ধবসনাস্তাম্রমৃষ্টানুলেপিনঃ।
সর্বে তে বিবিধৈর্যানৈঃ শনৈর্ভরতমন্বয়ুঃ ॥১৭

প্রহৃষ্টমুদিতা সেনা সান্বয়াৎ কৈকেয়ীসুতম্।
ভ্রাতুরানয়নে যাতং ভরতং ভ্রাতৃবৎসলম্ ॥১৮

তে গত্বা দূরমধ্বানং রথযানাশ্বকুঞ্জরৈঃ।
সমাসেদুস্ততো গঙ্গাং শৃঙ্গবেরপুরং প্রতি ॥১৯

যত্র রামসখা বীরো গুহো জ্ঞাতিগণৈর্বৃতঃ।
নিবসত্যপ্রমাদেন দেশং তং পরিপালয়ন্ ॥২০

উপেত্য তীরং গঙ্গায়াশ্চক্রবাকৈরলঙ্কৃতম্।
ব্যবতিষ্ঠত সা সেনা ভরতস্যানুযায়িনী ॥২১

নিরীক্ষ্যানুত্থিতাং সেনাং তাঞ্চ গঙ্গাং শিবোদকাম্।
ভরতঃ সচিবান্ সর্বানব্রবীদ্ বাক্যকোবিদঃ ॥২২

নিবেশয়ত মে সৈন্যমভিপ্রায়েণ সর্বতঃ।
বিশ্রান্তাঃ প্রতরিষ্যামঃ শ্ব ইমাং সাগরঙ্গমাম্ ॥২৩

দাতুঞ্চ তাবদিচ্ছামি স্বর্গতস্য মহীপতেঃ।
ঔর্ধ্বদেহনিমিত্তার্থমবতীর্য্যোদকং নদীম্ ॥২৪

তস্যৈবং ব্রুবতোঽমাত্যাস্তথেত্যুক্ত্বা সমাহিতাঃ।
ন্যবেশয়ংস্তাংশ্ছন্দেন স্বেন স্বেন পৃথক্ পৃথক্ ॥২৫

নিবেশ্য গঙ্গামনু তাং মহানদীং
চমূং বিধানৈঃ পরিবর্হশোভিনীম্।
উবাস রামস্য তদা মহাত্মনো
বিচিন্তমানো ভরতো নিবর্তনম্ ॥২৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে ত্র্যশীতিতমঃ সর্গঃ ॥

রজক, তুন্নবায় (সীবনকারী—যাহারা বস্ত্রাদি সীবন বা সেলাই করে), গ্রামস্থ ও আভীরপল্লীস্থ প্রধানব্যক্তি, নট (অভিনেতা) ও কৈবর্তগণ সকলে নিজ নিজ পত্নীর সহিত গমন করিল।১১-১৫

চরিত্রের দ্বারা পূজার্হ সমাহিতচিত্ত বেদবিৎ ব্রাহ্মণগণ বৃষযোজিত রথে আরোহণপূর্বক দলে দলে (সহস্র-সহস্র-সংখ্যায়) ভরতের অনুগমন করিতে লাগিলেন। তাহাদের সকলের সুন্দর বেশ, শুদ্ধ বস্ত্র ও তাম্রবর্ণ বিশুদ্ধ অনুলেপন ছিল। তাহারা সকলে পরিষ্কৃত যানে আরোহণ করিয়া ভরতের অনুগমন করিলেন। ভ্রাতৃবৎসল কৈকেয়ীতনয় ভরত যখন নিজ ভ্রাতা রামকে আনয়ন করিবার জন্য গমন করিতেছিলেন, তখন অতিশয় আনন্দিত সৈন্যগণও তাঁহার অনুগমন করিল। তাহারা সকলে রথ, শকট, অশ্ব ও হস্তীর দ্বারা বহুদূর গমন করিয়া শৃঙ্গবেরপুরের সমীপে গঙ্গাতটে উপস্থিত হইলেন। রামের সখা বীর গুহ জ্ঞাতিগণসহিত সাবধানে থাকিয়া যে দেশ প্রতিপালন করিতে করিতে বাস করিতেছেন, সকলে তথায় উপনীত হইলেন।১৬-২০

চক্রবাকশোভিত গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইয়া ভরতের অনুগামী সৈন্যগণ গমনে বিরত হইল। তাহাদিগকে গমননিবৃত্ত ও পুণ্যসলিলা গঙ্গাকে দেখিয়া বাক্যপটু ভরত মন্ত্রিগণকে বলিলেন—অদ্য এইস্থানে বিশ্রাম করিব এবং আগামী কল্য এই সাগরগামিনী গঙ্গার পরপারে যাইব। অতএব আমার সৈন্যগণকে তাহাদের অভিপ্রায়ানুসারে চতুর্দিকে সন্নিবেশিত কর। আমি নদীতে অবতীর্ণ হইয়া স্বর্গগত মহারাজের পারলৌকিক তৃপ্তির জন্য তর্পণ করিতে ইচ্ছা করি। ভরত এইরূপ বলিলে অমাত্যগণ "তথাস্তু" (তাহাই হউক) বলিয়া অবহিতচিত্তে সৈন্যদিগকে তাহাদের ইচ্ছানুসারে পৃথক্ পৃথগ্ভাবে সন্নিবেশিত করিলেন। সেই মহানদী গঙ্গার তীরে ভূষণাদিশোভিত সৈন্যগণকে সন্নিবেশিত করিয়া মহাত্মা রামের প্রত্যাবর্তনের কথা চিন্তা করিতে করিতে ভরত সেই স্থানে বাস করিলেন।২১-২৬

মহর্ষি-বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ত্র্যশীতিতম সর্গ সমাপ্ত।

চতুরশীতিতমঃ সর্গঃ

[নিষাদরাজ-গুহস্য ভরতসৈন্যদর্শনম্, রামেণ সহ যুদ্ধাভিযানমাশঙ্ক্য তস্য স্বীয়-জ্ঞাতীন্ প্রতি যুদ্ধায় সন্নদ্ধুং নির্দেশঃ, উপহারদ্রব্যৈঃ সহ ভরতসমীপে তস্য গমনম্, আতিথ্যং স্বীকর্তুং ভরতসমীপে তস্যানুরোধশ্চ।]

ততো নিবিষ্টাং ধ্বজিনীং গঙ্গামন্বাশ্রিতাং নদীম্।
নিষাদরাজো দৃষ্ট্বৈব জ্ঞাতীন্ স পরিতোঽব্রবীৎ ॥১
মহতীয়মিতঃ সেনা সাগরাভা প্রদৃশ্যতে।
নাস্যান্তমবগচ্ছামি মনসাপি বিচিন্তয়ন্ ॥২
যদা নু খলু দুর্বুদ্ধির্ভরতঃ স্বয়মাগতঃ।
স এষ হি মহাকায়ঃ কোবিদারধ্বজো রথে ॥৩
বন্ধয়িষ্যতি বা পাশৈরথ বাস্মান্ বধিষ্যতি।
অনু দাশরথিং রামং পিত্রা রাজ্যাদ্ বিবাসিতম্ ॥৪
সম্পন্নাং শ্রিয়মন্বিচ্ছংস্তস্য রাজ্ঞঃ সুদুর্লভাম্।
ভরতঃ কৈকয়ীপুত্রো হন্তং সমধিগচ্ছতি ॥৫
ভর্তা চৈব সখা চৈব রামো দাশরথির্মম।
তস্যার্থকামাঃ সন্নদ্ধা গঙ্গানূপেঽত্র তিষ্ঠত ॥৬
তিষ্ঠন্তু সর্বদাসাশ্চ গঙ্গামন্বাশ্রিতা নদীম্।
বলযুক্তা নদীরক্ষা মাংস-মূল-ফলাশনাঃ ॥৭
নাবাং শতানাং পঞ্চানাং কৈবর্তানাং শতং শতম্।
সন্নদ্ধানাং তথা যূনাং তিষ্ঠন্ত্বিত্যভ্যচোদয়ৎ ॥৮
যদি তুষ্টস্তু ভরতো রামস্যেহ ভবিষ্যতি।
ইয়ং স্বস্তিমতী সেনা গঙ্গামদ্য তরিষ্যতি ॥৯
ইত্যুক্ত্বোপায়নং গৃহ্য মৎস্য-মাংস-মধূনি চ।
অভিচক্রাম ভরতং নিষাদাধিপতির্গুহঃ ॥১০

চতুরশীতিতম সর্গ

[নিষাদরাজ গুহের ভরতসৈন্য দর্শন ও রামের সহিত যুদ্ধাভিযানের আশঙ্কা করিয়া স্বীয় জ্ঞাতিগণকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকিবার আদেশ দান, উপহার-সামগ্রী লইয়া ভরতের নিকট গুহের গমন ও আতিথ্য স্বীকার করিবার জন্য ভরতের নিকট গুহের অনুরোধ।]

অনন্তর চতুরঙ্গ (হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতি) সৈন্যগণ গঙ্গাতীর আশ্রয় করিয়া চতুর্দিকে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে দেখিয়া নিষাদরাজ গুহ জ্ঞাতিদিগকে বলিলেন,—এই গঙ্গাতীরে সাগরসদৃশী মহতী সেনা দেখিতেছি। আমি মনে চিন্তা করিয়াও ইহার অন্ত অবগত হইতে পারিতেছি না। ঐ রথে বিশাল কোবিদার-ধ্বজ (১) রহিয়াছে, তাহাতে মনে হয় যে দুর্বুদ্ধি (২) ভরত স্বয়ং আসিয়াছে। এই ভরত আমাদিগকে পাশদ্বারা বদ্ধ করিবে, কিংবা নিহত করিবে। অনন্তর দশরথকর্তৃক রাজ্য হইতে নির্বাসিত রামকে নিহত করিবার জন্য গমন করিবে। কৈকেয়ীপুত্র ভরতের এইরূপ ইচ্ছা হইয়াছে যে, সে মহারাজ দশরথের সুদুর্লভ রাজশ্রী সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিবে।১-৫

কিন্তু দশরথতনয় রাম আমার সখা ও প্রভু। তাঁহার প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য তোমরা সকলে সন্নদ্ধ হইয়া গঙ্গাতীরে অবস্থান কর। মাংস ও ফলমূলভোজী বলবান্ দাসগণ গঙ্গাকে রক্ষা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া তথায় অবস্থান করুক। পাঁচশত নৌকাবহনযোগ্য শত শত কৈবর্তগণ ও শত শত যুবক যোদ্ধারা সজ্জিত হইয়া অবস্থান করুক। এইরূপ আদেশ প্রদান করিয়া গুহ বলিলেন,—যদি ভরত রামের প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন, তাহা হইলে এই মহতী সেনা অদ্য নির্বিঘ্নে গঙ্গাপারে যাইতে পারিবে। এইরূপ বলিয়া নিষাদপতি গুহ মৎস্য, মাংস ও মধু উপঢৌকন গ্রহণপূর্বক ভরতের নিকট গমন করিলেন।৬-১০

(১) কোবিদার-ধ্বজ —ইক্ষ্বাকুবংশীয় নৃপতিগণের পরিচায়ক চিহ্নবিশিষ্ট পতাকা। কোবিদার-শব্দের অর্থ রক্তকাঞ্চনবৃক্ষ।

(২) রামের অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়াই এইরূপ বলা হইয়াছে।

তমায়ান্তং তু সম্প্রেক্ষ্য সূতপুত্রঃ প্রতাপবান্।
ভরতায়াচচক্ষেঽথ সময়জ্ঞো বিনীতবৎ ॥১১
এষ জ্ঞাতিসহস্রেণ স্থপতিঃ পরিবারিতঃ।
কুশলো দণ্ডকারণ্যে বৃদ্ধো ভ্রাতুশ্চ তে সখা ॥১২
তস্মাৎ পশ্যতু কাকুৎস্থ ত্বাং নিষাদাধিপো গুহঃ।
অসংশয়ং বিজানীতে যত্র তৌ রাম-লক্ষ্মণৌ ॥১৩
এতৎ তু বচনং শ্রুত্বা সুমন্ত্রাদ্ ভরতঃ শুভম্।
উবাচ বচনং শীঘ্রং গুহঃ পশ্যতু মামিতি ॥১৪
লব্ধ্বানুজ্ঞাং সম্প্রহৃষ্টো জ্ঞাতিভিঃ পরিবারিতঃ।

যথাসময়ে কার্য্যানুষ্ঠানে নিপুণ প্রতাপশালী সূতপুত্র সুমন্ত্র গুহকে আসিতে দেখিয়া বিনীতভাবে ভরতকে বলিলেন,—জ্ঞাতিসহস্রে পরিবৃত সাধুতম বৃদ্ধ নিষাদপতি গুহ আপনার ভ্রাতা রামের সখা। ইনি দণ্ডকারণ্যের সকল বৃত্তান্তই জানেন। এই সময় রাম-লক্ষ্মণ যেখানে আছেন, তাহা ইনি নিশ্চয়ই জানেন। কাকুৎস্থ! এইজন্য এই গুহ আপনার সহিত সাক্ষাৎ করুন। সুমন্ত্রের নিকট এইরূপ শুভ বাক্য শুনিয়া ভরত বলিলেন,—গুহ শীঘ্রই আমার সহিত সাক্ষাৎ করুন। জ্ঞাতিগণপরিবৃত গুহ ভরতের অনুমতি পাইয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং ভরতের নিকট যাইয়া অতিনম্রভাবে বলিলেন।১১-১৫

আগম্য ভরতং প্রহ্বো গুহো বচনমব্রবীৎ ॥১৫
নিষ্কুটশ্চৈব দেশোঽয়ং বঞ্চিতাশ্চাপি তে বয়ম্।
নিবেদয়াম তে সর্বং স্বকে দাসগৃহে বস ॥১৬
অস্তি মূলফলং চৈতন্নিষাদৈঃ স্বয়মর্জিতম্।
আর্দ্রং শুষ্কং তথা মাংসং বন্যং চোচ্চাবচং তথা ॥১৭
আশংসে স্বাশিতা সেনা বৎস্যত্যেনাং বিভাবরীম্।
অর্চিতো বিবিধৈঃ কামৈঃ শ্বঃ সসৈন্যো গমিষ্যসি ॥১৮
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে চতুরশীতিতমঃ সর্গঃ ॥

এখানে আগমনের পূর্বে আপনি আমাদিগকে কোনরূপ আজ্ঞা প্রদান করেন নাই, ইহাতে অনুগ্রহদানে আমাদিগকে বঞ্চিত করা হইয়াছে। যাহা হউক, আমি আপনাকে আমার সর্বস্ব সমর্পণ করিতেছি। আমার এই স্থান গৃহোদ্যানতুল্য। আপনি নিজের মনে করিয়া এই দাসগৃহে অবস্থান করুন। নিষাদগণ কর্তৃক স্বহস্তে সংগৃহীত ফলমূল, আর্দ্র ও শুষ্কমাংস এবং বনজাত অন্যান্য ভক্ষ্যদ্রব্য রহিয়াছে। আমি প্রার্থনা করি যে, আপনার সৈন্যগণ উত্তমরূপে আহার করত এই রাত্রি অতিবাহিত করুক। আপনিও কাম্যবস্তু দ্বারা মৎকর্তৃক অর্চিত হউন। পরে আগামীকল্য সসৈন্যে গমন করিবেন।১৬-১৮

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে চতুরশীতিতম সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চাশীতিতমঃ সর্গঃ

[গুহেন সহ ভরতস্যালাপঃ, তস্য শোকশ্চ ।]

এবমুক্তস্তু ভরতো নিষাদাধিপতিং গুহম্ ।
প্রত্যুবাচ মহাপ্রাজ্ঞো বাক্যং হেত্বর্থসংহিতম্ ॥১
ঊর্জিতঃ খলু তে কামঃ কৃতো মম গুরোঃ সখে ।
যো মে ত্বমীদৃশীং সেনামভ্যর্চয়িতুমিচ্ছসি ॥২
ইত্যুক্ত্বা স মহাতেজা গুহং বচনমুত্তমম্ ।
অব্রবীদ্ ভরতঃ শ্রীমান্ পন্থানং দর্শয়ন্ পুনঃ (ক) ॥৩
কতরেণ গমিষ্যামি ভরদ্বাজাশ্রমং যথা ।
গহনোঽয়ং ভৃশং দেশো গঙ্গানূপো দুরত্যয়ঃ ॥৪
তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা রাজপুত্রস্য ধীমতঃ ।
অব্রবীৎ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা গুহো গহনগোচরঃ ॥৫
দাশাস্ত্বনুগমিষ্যন্তি দেশজ্ঞাঃ সুসমাহিতাঃ ।
অহং চানুগমিষ্যামি রাজপুত্র মহাবল ॥৬
কচ্চিন্ন দুষ্টো ব্রজসি রামস্যাক্লিষ্টকর্মণঃ ।
ইয়ং তে মহতী সেনা শঙ্কাং জনয়তীব মে ॥৭
তমেবমভিভাষন্তমাকাশ ইব নির্মলঃ ।
ভরতঃ শ্লক্ষ্ণয়া বাচা গুহং বচনমব্রবীৎ ॥৮
মা ভূৎ স কালো যৎ কষ্টং ন মাং শঙ্কিতুমর্হসি ।
রাঘবঃ স হি মে ভ্রাতা জ্যেষ্ঠঃ পিতৃসমো মতঃ ॥৯
তং নিবর্তয়িতুং যামি কাকুৎস্থং বনবাসিনম্ ।
বুদ্ধিরন্যা ন মে কার্য্যা গুহ সত্যং ব্রবীমি তে ॥১০
স তু সংহৃষ্টবদনঃ শ্রুত্বা ভরতভাষিতম্ ।
পুনরেবাব্রবীদ্ বাক্যং ভরতং প্রতি হর্ষিতঃ ॥১১
ধন্যস্ত্বং ন ত্বয়া তুল্যং পশ্যামি জগতীতলে ।
অযত্নাদাগতং রাজ্যং যস্ত্বং ত্যক্তুমিহেচ্ছসি ॥১২

পঞ্চাশীতিতম সর্গ

[গুহের সহিত ভরতের আলাপ ও তাহার শোক ।]

নিষাদপতি গুহ এইরূপ বলিলে পর মহাপ্রাজ্ঞ ভরত তাঁহাকে যুক্তিযুক্ত ও প্রয়োজনীয় বাক্য বলিলেন—গুহ ! তুমি আমার গুরুর সখা। তোমার অভিপ্রায় অতি মহান্। তুমি যে আমার এই মহতী সেনার আতিথ্য-সৎকার করিতে ইচ্ছা করিয়াছ, ইহাতেই আমার সৎকার করা হইল। মহাতেজা শ্রীমান্ ভরত এইরূপ উত্তমবাক্যে গুহকে প্রশংসিত করিয়া অঙ্গুলি দ্বারা নিজগন্তব্যপথ দেখাইতে দেখাইতে পুনর্বার তাঁহাকে বলিলেন—গঙ্গাসলিল-প্লাবিত এই দেশ অতিগহন ও দুর্গম। আমি জানিতে ইচ্ছা করি যে, আমি কোন্ পথে ভরদ্বাজ ঋষির আশ্রমে গমন করিতে পারিব ? বুদ্ধিমান্ রাজপুত্র ভরতের এইরূপ বাক্য শুনিয়া নিবিড়বনবাসী গুহ কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন,—মহাবল রাজপুত্র ! আমি আপনার অনুগমন করিব। এই প্রদেশের সকলবিষয়ে অভিজ্ঞ দাসগণ সাবধান হইয়া আপনার অনুগমন করিবে। কিন্তু আমার জিজ্ঞাসা এই যে, সর্বজনসুখজনক-কর্মকারী রামের প্রতি কোনরূপ দুষ্টভাব লইয়া আপনি যাইতেছেন না ত ? আপনার এই মহতী সেনা আমার যেন আশঙ্কা উৎপাদন করিতেছে। গুহ এইরূপ বলিতে থাকিলে আকাশের ন্যায় নির্মলস্বভাব ভরত মধুরবাক্যে তাঁহাকে বলিলেন,—এইরূপ কষ্টজনক সন্দেহ উপস্থিত হয়, তেমন কাল যেন না আসে। তুমি আমাকে ঐরূপ আশঙ্কা করিও না। রঘুনন্দন রাম আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা, কিন্তু আমি তাঁহাকে পিতৃসম মনে করি। আমি বনবাসী কাকুৎস্থনন্দন রামকে ফিরাইবার জন্য যাইতেছি। আমি শপথ করিয়া সত্যকথা বলিতেছি। গুহ ! তুমি বিপরীত আশঙ্কা করিও না।১-১০

পাঠান্তর :—(ক) ইত্যুক্ত্বা স মহাতেজাঃ পন্থানং দর্শয়ন্ পুনঃ ।
অব্রবীদ্ ভরতঃ শ্রীমান্ নিষাদাধিপতিং পুনঃ ॥

শাশ্বতী খলু তে কীর্তির্লোকাননুচরিষ্যতি।
যস্ত্বং কৃচ্ছ্রগতং রামং প্রত্যানয়িতুমিচ্ছসি ॥১৩
এবং সম্ভাষমাণস্য গুহস্য ভরতং তদা।
বভৌ নষ্টপ্রভঃ সূর্য্যো রজনী চাভ্যবর্তত ॥১৪
সংনিবেশ্য স তাং সেনাং গুহেন পরিতোষিতঃ।
শত্রুঘ্নেন সমং শ্রীমাঞ্ছয়নং পুনরাগমৎ ॥১৫
রামচিন্তাময়ঃ শোকো ভরতস্য মহাত্মনঃ।
উপস্থিতো হ্যনর্হস্য ধর্মপ্রেক্ষস্য তাদৃশঃ ॥১৬
অন্তর্দাহেন দহনঃ সন্তাপয়তি রাঘবম্।
বনদাহাগ্নিসন্তপ্তং গূঢ়োঽগ্নিরিব পাদপম্ ॥১৭
প্রস্রুতঃ সর্বগাত্রেভ্যঃ স্বেদং শোকাগ্নিসম্ভবম্।
যথা সূর্য্যাংশুসন্তপ্তো হিমবান্ প্রস্রুতো হিমম্ ॥১৮
ধ্যাননির্দরশৈলেন বিনিঃশ্বসিতধাতুনা।
দৈন্যপাদপসঙ্ঘেন শোকায়াসাধিশৃঙ্গিণা ॥১৯
প্রমোহানন্তসত্ত্বেন সন্তাপৌষধিবেণুনা।
আক্রান্তো দুঃখশৈলেন মহতা (ক) কৈকয়ীসুতঃ ॥২০
বিনিঃশ্বসন্ বৈ ভৃশদুর্মনাস্ততঃ
প্রমূঢ়সংজ্ঞঃ পরমাপদং গতঃ।
শমং ন লেভে হৃদয়জ্বরার্দিতো
নরর্ষভো যূথহতো যথর্ষভঃ ॥২১
গুহেন সার্ধং ভরতঃ সমাগতো
মহানুভাবঃ সজনঃ সমাহিতঃ।
সুদুর্মনাস্তং ভরতং তদা পুন-
র্গুহঃ (খ) সমাশ্বাসয়দগ্রজং প্রতি ॥২২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে পঞ্চাশীতিতমঃ সর্গঃ ॥

ভরতের এইরূপ বাক্য শুনিয়া গুহ প্রসন্নমুখে আনন্দিতচিত্তে ভরতকে পুনর্বার বলিলেন,—আপনি ধন্য। পৃথিবীতে আপনার তুল্য কাহাকেও দেখি না, যেহেতু, আপনি অযত্নলব্ধ রাজ্য পরিত্যাগ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। আপনি যে ক্লেশপ্রাপ্ত রামকে ফিরাইয়া আনিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, ইহাতে আপনার অক্ষয়কীর্তি সর্বলোকে ব্যাপ্ত হইবে। গুহ ভরতকে এইভাবে বলিতে লাগিলেন, এমন সময় সূর্য্যকিরণ বিলুপ্ত হইল এবং রাত্রি আসিয়া উপস্থিত হইল। শ্রীমান্ ভরত গুহকর্ত্তৃক পরিতোষিত হইয়া সৈন্যগণকে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিলেন। অনন্তর শত্রুঘ্নের সহিত শয্যায় শয়ন করিলেন।১১-১৫

সেই সময় দুঃখভোগের অযোগ্য ধর্মনিরত মহাত্মা ভরতের রামচিন্তা-জনিত এমন শোক উপস্থিত হইল, যাহা বর্ণনা করা যায় না। কোটরস্থ অগ্নি দাবানলসন্তপ্ত বৃক্ষকে যেমন দগ্ধ করে, শোকাগ্নি সেইভাবে অন্তর্দাহের দ্বারা রঘুনন্দন ভরতকে সন্তপ্ত করিতে লাগিল। সূর্য্যতাপে তাপিত হিমালয় হইতে যেমন হিমজল ক্ষরিত হয়, শোকাগ্নিতাপিত ভরতের সর্বাঙ্গ হইতে সেইরূপ স্বেদ নির্গত হইতে লাগিল। ঐ সময় কৈকেয়ীতনয় ভরত দুঃখরূপী পর্বতের দ্বারা আক্রান্ত হইলেন। রামের জন্য চিন্তাই ঐ দুঃখরূপী পর্বতের কঠিন প্রস্তর, দীর্ঘশ্বাসই—ধাতুস্রাব, দীনভাবই—বৃক্ষসমূহ, শোকজনিত মানসিক অবসাদই—শৃঙ্গস্বরূপ, অতিশয় মোহই ঐ পর্বতের প্রাণি-সমূহ এবং সন্তাপই ঐ পর্বতস্থিত ওষধি ও বেণু। এইরূপ ভয়ঙ্কর দুঃখপর্বতের আঘাতে ভরতের মন ও ইন্দ্রিয়সমূহ শিথিল হইয়া পড়িল।১৬-২০

এইরূপে বিষমবিপদে পতিত নরশ্রেষ্ঠ ভরত অতিশয় ব্যাকুল হইলেন এবং দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িলেন। মানসজ্বরে অভিভূত হইয়া তিনি যূথভ্রষ্ট বৃষভের ন্যায় কিছুতেই শান্তিলাভ করিতে পারিলেন না। তখন মহানুভব ভরত সমাহিতচিত্তে সপরিবারে গুহের সহিত মিলিত হইলেন। ভরতের দুঃখ দেখিয়া ব্যাকুলচিত্ত গুহ রামের কথার দ্বারা তাঁহাকে ধীরে ধীরে আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন।২১-২২

পাঠান্তর :—(ক) —মজ্জতা—। (খ) শনৈঃ—।

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের পঞ্চাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত।

ষড়শীতিতমঃ সর্গঃ

[নিষাদরাজ-গুহেন লক্ষ্মণস্য রামভক্তের্মনোব্যথায়াশ্চ বর্ণনম্ ।]

আচচক্ষেঽথ সদ্ভাবং লক্ষ্মণস্য মহাত্মনঃ ।
ভরতায়াপ্রমেয়ায় গুহো গহনগোচরঃ ॥১
তং জাগ্রতং গুণৈর্যুক্তং বরচাপেষুধারিণম্ ।
ভ্রাতৃগুপ্ত্যর্থমত্যন্তমহং লক্ষ্মণমব্রুবম্ ॥২
ইয়ং তাত সুখা শয্যা ত্বদর্থমুপকল্পিতা ।
প্রত্যাশ্বসিহি শেষ্বাস্যাং সুখং রাঘবনন্দন ॥৩
উচিতোঽয়ং জনঃ সর্বো দুঃখানাং ত্বং সুখোচিতঃ ।
ধর্মাত্মংস্তস্য গুপ্ত্যর্থং জাগরিষ্যামহে বয়ম্ ॥৪
নহি রামাৎ প্রিয়তরো মমাস্তি ভুবি কশ্চন ।
মোৎসুকো ভূর্ব্রবীম্যেতদথ সত্যং তবাগ্রতঃ ॥৫
অস্য প্রসাদাদাশংসে লোকেঽস্মিন্ সুমহদ্ যশঃ ।
ধর্মাবাপ্তিঞ্চ বিপুলামর্থ-কামৌ চ কেবলৌ ॥৬
সোঽহং প্রিয়সখং রামং শয়ানং সহ সীতয়া ।
রক্ষিষ্যামি ধনুষ্পাণিঃ সর্বৈঃ স্বৈর্জ্ঞাতিভিঃ সহ ॥৭
নহি মেঽবিদিতং কিঞ্চিদ্ বনেঽস্মিংশ্চরতঃ সদা ।
চতুরঙ্গং হ্যপি বলং প্রসহেম বয়ং যুধি ॥৮
এবমস্মাভিরুক্তেন লক্ষ্মণেন মহাত্মনা ।
অনুনীতা বয়ং সর্বে ধর্মমেবানুপশ্যতা ॥৯
কথং দাশরথৌ ভূমৌ শয়ানে সহ সীতয়া ।
শক্যা নিদ্রা ময়া লব্ধুং জীবিতানি সুখানি বা ॥১০
যো ন দেবাসুরৈঃ সর্বৈঃ শক্যঃ প্রসহিতুং যুধি ।
তং পশ্য গুহ সংবিষ্টং তৃণেষু সহ সীতয়া ॥১১
মহতা তপসা লব্ধো বিবিধৈশ্চ পরিশ্রমৈঃ ।
একো দশরথস্যৈষ পুত্রঃ সদৃশলক্ষণঃ ॥১২

ষড়শীতিতম সর্গ

[নিষাদরাজ গুহকর্তৃক লক্ষ্মণের রামভক্তি ও মনোবেদনা বর্ণন ।]

বনবাসী গুহ অপরিমিতগুণসম্পন্ন ভরতের নিকট রামের প্রতি মহাত্মা লক্ষ্মণের সদ্‌ভাবের কথা বলিতে লাগিলেন। গুণশালী লক্ষ্মণ রামের রক্ষার জন্য উৎকৃষ্ট ধনুর্বাণ ধারণপূর্বক জাগিয়া রহিলে আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম—তাত! রঘুনন্দন! আপনার জন্য এই সুখদায়িনী শয্যা রচনা করা হইয়াছে। আপনি আশ্বস্ত হউন এবং এই শয্যায় সুখে শয়ন করুন। ধর্মাত্মন্! আপনি সুখভোগের যোগ্য। আমরা দুঃখসহনে অভ্যস্ত। অতএব আমরাই রামের রক্ষার জন্য জাগিয়া রহিব। আমি আপনার নিকট সত্য করিয়া বলিতেছি যে, এই সংসারে রাম অপেক্ষা প্রিয়তম আমার আর কেহই নাই। আপনি রামের রক্ষার জন্য রাত্রিজাগরণে উৎসুক হইবেন না।১-৫

আমি রামের অনুগ্রহে ইহলোকে বিপুল যশ, ধর্ম, অর্থ ও কামলাভের প্রত্যাশা করি। অতএব আমি সকল জ্ঞাতিগণের সহিত ধনুর্ধারী হইয়া সীতার সহিত শয়নকারী প্রিয়সখা রামকে রক্ষা করিব। আমি সর্বদা বনে বিচরণ করিয়া থাকি সুতরাং এখানের কিছুই আমার অবিদিত নাই। আমি যুদ্ধে চতুরঙ্গ সৈন্যের বেগও সহন করিতে সমর্থ। আমরা সকলে লক্ষ্মণকে এইরূপ বলিলে পর মহাত্মা লক্ষ্মণ স্বধর্মের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আমাদিগকে অনুনয় করিয়া বলিলেন—দশরথনন্দন রাম সীতার সহিত ভূতলে শয়ন করিয়া থাকিতে আমি কিরূপে নিদ্রা কিংবা জীবনোপায়-ভূত সুখভোগ করিতে পারিব?৬-১০

গুহ! দেখ, সকল দেবতা ও দানবেরা মিলিত হইয়াও যুদ্ধে যাঁহার বীর্য্য সহ্য করিতে সমর্থ হয় না, সেই রাম সীতার সহিত তৃণশয্যায় শয়ন করিয়া আছেন। মহারাজ দশরথ মহতী তপস্যা ও বিবিধ পরিশ্রমের ফলে এই রামকে পুত্ররূপে পাইয়াছেন। ইনি তাঁহার

অস্মিন্ প্রব্রাজিতে রাজা ন চিরং বর্ত্তয়িষ্যতি।
বিধবা মেদিনী নূনং ক্ষিপ্রমেব ভবিষ্যতি ॥১৩
বিনদ্য সুমহানাদং শ্রমেণোপরতাঃ স্ত্রিয়ঃ।
নির্ঘোষো বিরতো নূনমদ্য রাজনিবেশনে ॥১৪
কৌসল্যা চৈব রাজা চ তথৈব জননী মম।
নাশংসে যদি তে সর্বে জীবেয়ুঃ শর্বরীমিমাম্ ॥১৫
জীবেদপি চ মে মাতা শত্রুঘ্নস্যান্ববেক্ষয়া।
দুঃখিতা যা হি কৌসল্যা বীরসূর্বিনশিষ্যতি ॥১৬
অতিক্রান্তমতিক্রান্তমনবাপ্য মনোরথম্।
রাজ্যে রামমনিক্ষিপ্য পিতা মে বিনশিষ্যতি ॥১৭
সিদ্ধার্থাঃ পিতরং বৃত্তং তস্মিন্ কালে হ্যুপস্থিতে।
প্রেতকার্য্যেষু সর্বেষু সংস্করিষ্যন্তি ভূমিপম্ ॥১৮
রম্যচত্বরসংস্থানাং সুবিভক্তমহাপথাম্।
হর্ম্ম্যপ্রাসাদসম্পন্নাং সর্বরত্নবিভূষিতাম্ ॥১৯
গজাশ্ব-রথসংবাধাং তূর্য্যনাদবিনাদিতাম্।
সর্বকল্যাণসম্পূর্ণাং হৃষ্ট-পুষ্ট-জনাকুলাম্ ॥২০
আরামোদ্যানসম্পূর্ণাং সমাজোৎসবশালিনীম্।
সুখিতা বিচরিষ্যন্তি রাজধানীং পিতুর্মম ॥২১
অপি সত্যপ্রতিজ্ঞেন সার্দ্ধং কুশলিনা বয়ম্।
নিবৃত্তে সময়ে হ্যস্মিন্ সুখিতাঃ প্রবিশেমহি ॥২২
পরিদেবয়মানস্য তস্যৈবং হি মহাত্মনঃ।
তিষ্ঠতো রাজপুত্রস্য শর্বরী সাত্যবর্ত্তত ॥২৩
প্রভাতে বিমলে সূর্য্যে কারয়িত্বা জটা উভৌ।
অস্মিন্ ভাগীরথীতীরে সুখং সন্তারিতৌ ময়া ॥২৪
জটাধরৌ তৌ দ্রুমচীরবাসসৌ
মহাবলৌ কুঞ্জরযূথপোপমৌ।
বরেষুধী-চাপধরৌ পরন্তপৌ
ব্যপেক্ষমাণৌ সহ সীতয়া গতৌ ॥২৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে ষড়শীতিতমঃ সর্গঃ ॥

সর্বসুলক্ষণবিশিষ্ট একমাত্র পুত্র। এই রাম নির্বাসিত হওয়ায় মহারাজ বেশীদিন বাঁচিবেন না। আমার মনে হয় যে, এই পৃথিবী শীঘ্রই বিধবা হইবে। রাজমহিষীগণ সমস্ত দিবস উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া শ্রান্ত হওয়ায় নিবৃত্ত হইয়াছেন। নিশ্চয়ই এক্ষণে সমস্ত অন্তঃপুর নিঃশব্দ হইয়াছে। আমি আশা করিতে পারি না যে, কৌশল্যাদেবী, মহারাজ দশরথ ও আমার জননী সুমিত্রা-দেবী,—ইঁহারা এই রাত্রি জীবিত থাকিবেন।১০-১৫

আমার মাতা শত্রুঘ্নকে দেখিয়া বাঁচিয়া থাকিতেও পারেন, কিন্তু বীরপুত্রপ্রসবিনী কৌশল্যা এইরূপে দুঃখে নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিবেন। পিতৃদেব রামকে রাজ্যদান করিয়া যে সকল মনোরথ পূর্ণ করিতে চাহিয়া-ছিলেন, এক্ষণে তাহার সময় অতিক্রান্ত হইয়াছে। তিনি রামকে রাজপদে বসাইতে পারেন নাই, সুতরাং তিনি নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবেন। সেই সময় উপস্থিত হইলে পিতা যখন পরলোকগমন করিবেন, তখন যাহারা প্রেত-কার্য্য-অনুষ্ঠানের দ্বারা তাঁহার সংস্কার করিবে, তাহারাই ধন্য। যাহারা আমার পিতার রাজধানীতে বিচরণ করিবে, তাহারাই সুখী। ঐ রাজধানী রমণীয়চত্বর-সমন্বিতা, সুবিভক্ত রাজপথসমূহে শোভিতা, হর্ম্ম্য ও প্রাসাদে পূর্ণ, রত্নসমূহের দ্বারা পরিব্যাপ্তা, তূর্য্যধ্বনিতে মুখরিতা, সর্বপ্রকার কল্যাণজনক দ্রব্যে পরিপূর্ণা ও হৃষ্টপুষ্ট জনগণের দ্বারা পরিব্যাপ্তা। ঐ রাজধানী উদ্যান ও উপবনে পূর্ণা এবং সামাজিক উৎসবে সুশোভিতা। এই রাজধানীতে বাসকারী ব্যক্তিরা সকলেই সুখী। চতুর্দশবৎসর অন্তে ব্রতপালনের পর সত্যপ্রতিজ্ঞ সুস্থশরীর রামের সহিত নিরাপদে আমরা ঐ অযোধ্যায় প্রবেশ করিতে পারিব তং? ১৬-২২

রাজপুত্র মহাত্মা লক্ষ্মণ ধনুর্বাণহস্তে দাঁড়াইয়া থাকিয়া এইরূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন এবং এইভাবেই ঐ রাত্রি অতিবাহিত হইল। অনন্তর নির্মল প্রাতঃকালে সূর্য্য উদিত হইলে পর এই ভাগীরথীতীরে উভয়ে জটা নির্মাণ করাইলেন। পরে আমি তাঁহাদিগকে অনায়াসে গঙ্গাপার করাইয়া দিলাম। জটাধারী, বৃক্ষবল্কল-পরিধানকারী এবং মহাবলবান্ দুইভ্রাতা হস্তিযূথপতিতুল্য ও শত্রুদমনকারী। তাঁহারা উভয়ে উৎকৃষ্ট ধনু ও তূণধারণপূর্বক ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে করিতে সীতার সহিত গমন করিলেন।২৩-২৫

মহর্ষিবাল্মীকি-প্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ষড়শীতিতম সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তাশীতিতমঃ সর্গঃ

[ভরতস্য মূর্চ্ছা, তেন গুহস্য শত্রুঘ্নস্য মাতৃণাঞ্চ দুঃখম্, সংজ্ঞা-লাভাৎ পরং শ্রীরামপ্রভৃতীনাং ভোজন-শয়নাদিবিষয়ে ভরতস্য জিজ্ঞাসা, গুহস্য তদ্বর্ণনঞ্চ ।]

গুহস্য বচনং শ্রুত্বা ভরতো ভৃশমপ্রিয়ম্ ।
ধ্যানং জগাম তত্রৈব যত্র তচ্ছ্রুতমপ্রিয়ম্ ॥১
সুকুমারো মহাসত্ত্বঃ সিংহস্কন্ধো মহাভুজঃ ।
পুণ্ডরীকবিশালাক্ষস্তরুণঃ প্রিয়দর্শনঃ ॥২
প্রত্যাশ্বস্য মুহূর্ত্তং তু কালং পরমদুর্ম্মনাঃ ।
সসাদ সহসা তোত্রৈর্হৃদি বিদ্ধ ইব দ্বিপঃ ॥৩
ভরতং মূর্চ্ছিতং দৃষ্ট্বা বিবর্ণবদনো গুহঃ ।
বভূব ব্যথিতস্তত্র ভূমিকম্পে যথা দ্রুমঃ ॥৪
তদবস্থং তু ভরতং শত্রুঘ্নোঽনন্তরস্থিতঃ ।
পরিষ্বজ্য রুরোদোচ্চৈর্বিসংজ্ঞঃ শোককর্শিতঃ ॥৫

ততঃ সর্ব্বাঃ সমাপেতুর্মাতরো ভরতস্য তাঃ ।
উপবাসকৃশা দীনা ভর্ত্তৃব্যসনকর্শিতাঃ ॥৬
তাশ্চ তং পতিতং ভূমৌ রুদত্যঃ পর্য্যবারয়ন্ ।
কৌসল্যা ত্বনুসৃত্যৈনং দুর্ম্মনাঃ পরিষস্বজে ॥৭
বৎসলা স্বং যথা বৎসমুপগুহ্য তপস্বিনী ।
পরিপপ্রচ্ছ ভরতং রুদতী শোকলালসা ॥৮
পুত্র ব্যাধির্ন তে কচ্চিচ্ছরীরং প্রতিবাধতে ।
অস্য রাজকুলস্যাদ্য ত্বদধীনং হি জীবিতম্ ॥৯
ত্বাং দৃষ্ট্বা পুত্র জীবামি রামে সভ্রাতৃকে গতে ।
বৃত্তে দশরথে রাজ্ঞি নাথ একস্ত্বমদ্য নঃ ॥১০

সপ্তাশীতিতম সর্গ

[ভরতের মূর্চ্ছা, সেইজন্য গুহ, শত্রুঘ্ন ও মাতৃগণের দুঃখ, সংজ্ঞালাভান্তে শ্রীরামপ্রভৃতির ভোজন-শয়নাদি বিষয়ে ভরতের জিজ্ঞাসা ও গুহকর্তৃক তদ্বর্ণন ।]

ভরত গুহের নিকট অতি অপ্রিয় (রাম-লক্ষ্মণের জটাধারণ) বাক্য শুনিলেন। যেস্থানে বসিয়া তিনি ঐ সংবাদ শুনিলেন, সেইস্থানেই গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। তিনি অতিকোমল ও মহাবলবান্। তাঁহার স্কন্ধদ্বয় সিংহের স্কন্ধের ন্যায় উন্নত ও বাহুদ্বয় অতিবিশাল। তাঁহার নয়নদ্বয় পদ্মপত্রের ন্যায় আয়ত। তিনি যুবা ও প্রিয়দর্শন। ঐ সময় তিনি মুহূর্তের জন্য আশ্বস্ত হইয়া অতিদুঃখিতচিত্তে সহসা অঙ্কুশবিদ্ধ হস্তীর ন্যায় পুনর্বার অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। ভরতকে মূর্চ্ছিত দেখিয়া গুহ বিষণ্নমুখ হইলেন এবং ভূমিকম্প হইলে বৃক্ষ যেমন ব্যথিত হয়, সেইরূপ ব্যথিত হইলেন। ভরতকে ঐরূপ অবস্থায় পতিত দেখিয়া পার্শ্ববর্তী শত্রুঘ্ন শোকবিহ্বল ও অচেতনপ্রায় হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন-পূর্বক উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।১-৫

তখন উপবাসকৃশাঙ্গী পতিবিরহদুঃখিতা দীন-ভাবাপন্ন ভরতের জননীরা সকলে সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন। রোদন করিতে করিতে তাঁহারা সকলে ভূপতিত ভরতকে বেষ্টন করিলেন। কৌশল্যা অতিদুঃখিতচিত্তে ভরতের নিকট যাইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। পুত্রবৎসলা শোকাকুলা তপস্বিনী কৌশল্যা নিজপুত্রের ন্যায় ভরতকে আলিঙ্গন করিয়া রোদন করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন—পুত্র! কোন ব্যাধি তোমার শরীরকে পীড়িত করিতেছে না ত? এক্ষণে এই রাজবংশের অস্তিত্ব তোমার অধীন। লক্ষ্মণের সহিত রাম বনে গিয়াছে, রাজা দশরথ পরলোকে গিয়াছেন। এক্ষণে আমি তোমার দিকে তাকাইয়াই বাঁচিয়া আছি। তুমিই আমাদের একমাত্র গতি।৬-১০

কচ্চিন্ন লক্ষ্মণে পুত্র শ্রুতং তে কিঞ্চিদপ্রিয়ম্।
পুত্রে বা হ্যেকপুত্রায়াঃ সহভার্য্যে বনং গতে ॥১১
স মুহূর্তং সমাশ্বস্য রুদন্নেব মহাযশাঃ।
কৌসল্যাং পরিসান্ত্ব্যেদং গুহং বচনমব্রবীৎ ॥১২
ভ্রাতা মে ক্বাবসদ্ রাত্রৌ ক্ব সীতা ক্ব চ লক্ষ্মণঃ।
অস্বপচ্ছয়নে কস্মিন্ কিং ভুক্ত্বা গুহ শংস মে ॥১৩
সোঽব্রবীদ্ ভরতং হৃষ্টো নিষাদাধিপতির্গুহঃ।
যদ্বিধং প্রতিপেদে চ রামে প্রিয়হিতেঽতিথৌ ॥১৪
অন্নমুচ্চাবচং ভক্ষ্যাঃ ফলানি বিবিধানি চ (ক)।
রামায়াভ্যবহারার্থং বহুশোঽপহৃতং ময়া ॥১৫
তৎ সর্বং প্রত্যনুজ্ঞাসীদ্ রামঃ সত্যপরাক্রমঃ।
ন হি তৎ প্রত্যগৃহ্ণাৎ স ক্ষত্রধর্মমনুস্মরন্ ॥১৬
ন হ্যস্মাভিঃ প্রতিগ্রাহ্যং সখে দেয়ং তু সর্বদা।
ইতি তেন বয়ং সর্বে অনুনীতা মহাত্মনা ॥১৭
লক্ষ্মণেন যদানীতং পীতং বারি মহাত্মনা।
ঔপবাস্যং তদাকার্ষীদ্ রাঘবঃ সহ সীতয়া ॥১৮
ততস্তু জলশেষেণ লক্ষ্মণোঽপ্যকরোৎ তদা।
বাগ্‌যতাস্তে ত্রয়ঃ সন্ধ্যাং সমুপাসন্ত সংহিতাঃ ॥১৯
সৌমিত্রিস্তু ততঃ পশ্চাদকরোৎ স্বাস্তরং শুভম্।
স্বয়মানীয় বর্হীংষি ক্ষিপ্রং রাঘবকারণাৎ ॥২০
তস্মিন্ সমাবিশদ্ রামঃ স্বাস্তরে সহ সীতয়া।
প্রক্ষাল্য চ তয়োঃ পাদৌ ব্যপাক্রামৎ স লক্ষ্মণঃ ॥২১
এতৎ তদিঙ্গুদীমূলমিদমেব চ তৎ তৃণম্।
যস্মিন্ (খ)রামশ্চ সীতা চ রাত্রিং তাং শয়িতাবুভৌ॥২২
নিয়ম্য পৃষ্ঠে তু তলাঙ্গুলিত্রবাঞ্-
শরৈঃ সুপূর্ণাবিষুধী পরন্তপঃ।

বৎস! তুমি লক্ষ্মণের বিষয়ে কোন অপ্রিয়সংবাদ শুনিতে পাও নাই ত? অথবা ভার্য্যার সহিত বনবাসী রামের কোন অপ্রিয় সংবাদ শুনিতে পাও নাই ত? রামই আমার একমাত্র পুত্র। কৌশল্যা এইরূপ বলিতে থাকিলে মহাযশস্বী ভরত মুহূর্তমধ্যে আশ্বস্ত হইয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দান করিলেন। অনন্তর গুহকে বলিলেন,—গুহ! আমার ভ্রাতা রাম রাত্রিতে কোথায় বাস করিয়াছিলেন? সীতা ও লক্ষ্মণই বা কোথায় বাস করিয়াছিলেন? তাঁহারা কি আহার করিয়াছিলেন এবং কোন্ শয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন? সবকথা তুমি আমার নিকট বল। তখন নিষাদপতি গুহ অতিপ্রীত হইলেন এবং হিতকারী প্রিয় অতিথি রামের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা ভরতের নিকট বলিলেন—আমি আহারের জন্য বহুবিধ অন্ন, ফল, মূল ও অন্যান্য ভক্ষ্যদ্রব্য প্রচুর পরিমাণে রামকে দিয়াছিলাম। ১১-১৫

সত্যপরাক্রম রাম আমার প্রার্থনানুসারে অঙ্গীকার করিলেন, কিন্তু ক্ষত্রিয়ের ধর্ম (প্রতিগ্রহ না করা) স্মরণ করিয়া সেই সকল দ্রব্য আমাকেই প্রত্যর্পণ করিলেন। মহাত্মা রাম এই বলিয়া আমাদের সকলকে অনুনয় করিলেন—"সখে! আমরা ক্ষত্রিয়, সুতরাং আমাদের কর্তব্য সর্বদা দান করা। প্রতিগ্রহ করা আমাদের অনুচিত।" তখন মহাত্মা লক্ষ্মণকর্তৃক আনীত জল পান করিয়া রাম সীতার সহিত উপবাস করিয়া রহিলেন। লক্ষ্মণও তাঁহাদের পান করার পর অবশিষ্ট জলটুকু পান করিলেন। অনন্তর তাঁহারা তিনজনই সমাহিতচিত্তে মৌনভাবে সন্ধ্যাবন্দনাদি (১) করিলেন। পরে সুমিত্রানন্দন অতিশীঘ্র স্বহস্তে বহুতর কুশ আনয়ন করিয়া রামের জন্য শয্যা নির্মাণ করিলেন।১৬-২০

সীতাদেবীর সহিত রাম সেই শয্যায় শয়ন করিলেন। লক্ষ্মণ তাঁহাদের দুইজনের চরণ প্রক্ষালনপূর্বক সেইস্থান হইতে কিয়দ্দূরে গমন করিলেন।

পাঠান্তর :—(ক) —ফলমূলানি চৈব হি।

(১) পূর্বে বলা হইয়াছে—সন্ধ্যাবন্দনার পর জলপান। এই শ্লোকে বিপরীত বলা হইয়াছে। ইহার সঙ্গতি এই যে, নিষাদের প্রদত্ত খাদ্য লইলেন না, কেবল জলপান করিলেন। এইরূপ বলার ক্রমানুসরণ হয় নাই। গুহ বলিতেছেন যে, রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ ঐ রাত্রিতে জলপানই করিয়াছিলেন, অন্যকিছু আহার করেন নাই। বস্তুতঃ সন্ধ্যাবন্দনার পরই জলপান করিয়াছিলেন।

(খ) অস্মিন্ —।

মহদ্ধনুঃ সজ্জমুপোহ্য লক্ষ্মণো
নিশামতিষ্ঠৎ পরিতোঽস্য কেবলম্ ।২৩
ততস্ত্বহং চোত্তমবাণচাপভৃৎ
স্থিতোঽভবং তত্র স যত্র লক্ষ্মণঃ ।
অতন্দ্রিতৈর্জ্ঞাতিভিরাত্তকার্মুকৈ-
র্মহেন্দ্রকল্পং পরিপালয়ংস্তদা ॥২৪
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে সপ্তাশীতিতমঃ সর্গঃ ॥

এই সেই ইঙ্গুদীবৃক্ষের তল এবং এই সেই তৃণরাশি। সেই রাত্রিতে রাম ও সীতা এই স্থানে শয়ন করিয়াছিলেন। সেই রাত্রিতে শত্রুদমন লক্ষ্মণ পৃষ্ঠদেশে শরপূর্ণ দুইটি তূণীর ও হস্তে অঙ্গুলিত্রাণ আবদ্ধ করিয়া গুণযুক্ত বৃহদ্ ধনু ধারণপূর্বক চতুর্দিক্ অবলোকন করিতে করিতে অবস্থান করিয়াছিলেন। যেস্থানে লক্ষ্মণ অবস্থান করিয়াছিলেন, আমিও উত্তম ধনুর্বাণ ধারণপূর্বক সাবধান হইয়া ধনুর্ধারী জ্ঞাতিগণসহিত সেই মহেন্দ্র-সদৃশ রামকে রক্ষা করিবার জন্য সেইস্থানেই অবস্থান করিয়াছিলাম ।২১-২৪

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডে সপ্তাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টাশীতিতমঃ সর্গঃ

[শ্রীরামস্য কুশশয্যাং দৃষ্ট্বা ভরতস্য শোকবাক্যম্, বল্কল-জটাধারণপূর্বকং স্বীয়বনবাসস্য পর্য্যালোচনঞ্চ]

তচ্ছ্রুত্বা নিপুণং সর্বং ভরতঃ সহ মন্ত্রিভিঃ ।
ইঙ্গুদীমূলমাগম্য রামশয্যামবৈক্ষত ॥১
অব্রবীজ্জননীঃ সর্বা ইহ তস্য মহাত্মনঃ ।
শর্বরী শয়িতা ভূমাবিদমস্য বিমর্দিতম্ ॥২
মহারাজকুলীনেন মহাভাগেন ধীমতা ।
জাতো দশরথেনোর্ব্যাং ন রামঃ স্বপ্তুমর্হতি ॥৩
অজিনোত্তরসংস্তীর্ণে বরাস্তরণসঞ্চয়ে ।
শয়িত্বা পুরুষব্যাঘ্রঃ কথং শেতে মহীতলে ॥৪
প্রাসাদাগ্রবিমানেষু বলভীষু চ সর্বদা ।
হৈম-রাজত-ভৌমেষু বরাস্তরণশালিষু ॥৫
পুষ্পসঞ্চয়চিত্রেষু চন্দনাগুরুগন্ধিষু ।
পাণ্ডুরাভ্রপ্রকাশেষু শুকসঙ্ঘরুতেষু চ ॥৬

অষ্টাশীতিতম সর্গ

[শ্রীরামের কুশশয্যা দর্শন করিয়া ভরতের শোকবাক্য এবং বল্কল ও জটাধারণপূর্বক স্বীয় বনবাসের পর্য্যালোচনা।]

ভরত অবহিতভাবে গুহের কথাগুলি শুনিয়া মন্ত্রীদিগের সহিত ইঙ্গুদীবৃক্ষের তলে গমন করিলেন এবং রামের শয্যা অবলোকন করিলেন। তিনি মাতৃগণকে বলিলেন—মহাত্মা রাম রাত্রিতে এই ভূতলে শয়ন করিয়াছিলেন। এই তাঁহার অঙ্গমর্দনের চিহ্ন। যিনি মহারাজ-বংশজাত মহাভাগ্যবান্ ধীমান্ দশরথের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার ভূতলে শয়ন নিতান্ত অনুপযুক্ত। পুরুষোত্তম রাম উত্তম মৃগচর্মের আবরণ-শোভিত উৎকৃষ্ট আস্তরণবিশিষ্ট শয্যায় চিরকাল শয়ন করিয়াছেন। এক্ষণে তিনি কিরূপে মৃত্তিকায় শয়ন করিতেছেন? যিনি সর্বদা সমুন্নত উৎকৃষ্ট প্রাসাদসমূহে বাস করিয়াছেন, যে সকল প্রাসাদের শিখরভাগে বিমানসদৃশ উচ্চতর গৃহ আছে, যাহাদের ভিত্তিসমূহ

প্রাসাদবরবর্য্যেষু শীতবৎসু সুগন্ধিষু।
উষিত্বা মেরুকল্পেষু কৃতকাঞ্চনভিত্তিষু ॥৭
গীত-বাদিত্রনির্ঘোষৈর্বরাভরণনিঃস্বনৈঃ।
মৃদঙ্গবরশব্দৈশ্চ সততং প্রতিবোধিতঃ ॥৮
বন্দিভির্বন্দিতঃ কালে বহুভিঃ সূত-মাগধৈঃ।
গাথাভিরনুরূপাভিঃ স্তুতিভিশ্চ পরন্তপঃ ॥৯
অশ্রদ্ধেয়মিদং লোকে ন সত্যং প্রতিভাতি মা।
মুহ্যতে খলু মে ভাবঃ স্বপ্নোঽয়মিতি মে মতিঃ ॥১০
ন নূনং দৈবতং কিঞ্চিৎ কালেন বলবত্তরম্।
যত্র দাশরথী রামো ভূমাবেবমশেত সঃ ॥১১
যস্মিন্ বিদেহরাজস্য সুতা চ প্রিয়দর্শনা।
দয়িতা শয়িতা ভূমৌ স্নুষা দশরথস্য চ ॥১২
ইয়ং শয্যা মম ভ্রাতুরিদমাবর্তিতং শুভম্।
স্থণ্ডিলে কঠিনে সর্বং গাত্রৈর্বিমৃদিতং তৃণম্ ॥১৩
মন্যে সাভরণা সুপ্তা সীতাস্মিঞ্ছয়নে শুভা।
তত্র তত্র হি দৃশ্যন্তে সক্তাঃ কনকবিন্দবঃ ॥১৪
উত্তরীয়মিহাসক্তং সুব্যক্তং সীতয়া তদা।
তথা হ্যেতে প্রকাশন্তে সক্তাঃ কৌশেয়তন্তবঃ ॥১৫
মন্যে ভর্তুঃ সুখা শয্যা যেন বালা তপস্বিনী।
সুকুমারী সতী দুঃখং ন বিজানাতি মৈথিলী ॥১৬
হা হতোঽস্মি নৃশংসোঽস্মি যৎ সভার্য্যঃ কৃতে মম।
ঈদৃশীং রাঘবঃ শয্যামধিশেতে হ্যনাথবৎ ॥১৭
সার্বভৌমকুলে জাতঃ সর্বলোকসুখাবহঃ।
সর্বপ্রিয়করস্ত্যক্ত্বা রাজ্যং প্রিয়মনুত্তমম্ ॥১৮
কথমিন্দীবরশ্যামো রক্তাক্ষঃ প্রিয়দর্শনঃ।
সুখভাগী ন দুঃখার্হঃ শয়িতো ভুবি রাঘবঃ ॥১৯
ধন্যঃ খলু মহাভাগো লক্ষ্মণঃ শুভলক্ষণঃ।
ভ্রাতরং বিষমে কালে যো রামমনুবর্ততে ॥২০

সুবর্ণ-রজতনির্মিত, যে সকল প্রাসাদ উত্তম আস্তরণ-শোভিত ও পুষ্পস্তবকমণ্ডিত, চন্দন, অগুরু প্রভৃতির দ্বারা সুবাসিত ও শুভ্র আকাশতুল্য শুকপক্ষীদিগের শব্দে মুখরিত সুশীতলসুমেরুতুল্য ঐ প্রাসাদসমূহে যিনি বাস করিতেন, এক্ষণে তিনি এইরূপ স্থানে কিরূপে বাস করিতেছেন? গীতবাদ্যধ্বনি, উত্তম ভূষণধ্বনি ও উৎকৃষ্ট মৃদঙ্গশব্দে যিনি জাগরিত হইতেন, সূত, মাগধ ও বন্দীদিগের সময়োচিত গীত ও স্তুতিশব্দে যিনি জাগরিত হইতেন, তিনি এক্ষণে কিরূপে জাগরিত হইতেছেন? এই সকল কথা এই সংসারে সর্বথা বিশ্বাসের অযোগ্য। আমার নিকট ইহা সত্য বলিয়া প্রতীত হইতেছে না। আমার অন্তঃকরণ মোহাভিভূত হইতেছে। আমার মনে হয়—ইহা স্বপ্ন।১-১০

আমি বুঝিতেছি যে, কোন দেবতাই কাল হইতে অধিক বলশালী নহেন, যেহেতু দশরথতনয় রাম এইভাবে ভূমিতে শয়ন করিতেছেন, এবং বিদেহতনয়া ও দশরথের পুত্রবধূ প্রিয়দর্শনা সীতাদেবীও ভূমিতে শয়ন করিতেছেন। আমার ভ্রাতা রামের এই শয্যা। এই তাঁহার অঙ্গপরিবর্তনের মনোহর চিহ্ন। কঠিন ভূতলে তৃণসমূহ তাঁহার গাত্রের দ্বারা বিমর্দিত হইয়াছে। আমার মনে হয়—শুভময়ী সীতাদেবী অলঙ্কারসমূহ ধারণ করিয়াই এই শয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন, যেহেতু স্থানে স্থানে স্বর্ণকণাসমূহকে সংলগ্ন দেখিতেছি। তৎকালে সীতাদেবীর উত্তরীয় বস্ত্র নিশ্চয়ই এই স্থানে সংলগ্ন হইয়াছিল, যেহেতু কৌশেয় বস্ত্রের (রেশমবস্ত্র) সূত্রসকল সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে।১১-১৫

আমি মনে করি—স্বামীর শয্যাই মহিলাগণের সুখদায়িনী, যেহেতু পতিব্রতা সীতা অতিকোমলাঙ্গী হইয়াও এইরূপ কঠিন ভূমিতে শয়ন করিয়াও কিছুমাত্র দুঃখবোধ করিতেছেন না। হায়! আমি নিহত হইলাম। আমি অতিশয় নৃশংস। আমারই জন্য রঘুনন্দন রাম পত্নীর সহিত অনাথের ন্যায় এইরূপ শয্যায় শয়ন করিয়াছেন। যিনি সার্বভৌমবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যিনি সকল লোকের সুখদায়ক, সর্বজনপ্রিয়কারী, প্রিয়-দর্শন, সুখভোগযোগ্য ও দুঃখভোগের অনুপযুক্ত, সেই ইন্দীবরশ্যাম ও ঈষদ্রক্তবর্ণনেত্র রঘুনন্দন রাম উৎকৃষ্ট অভীষ্টরাজ্য ত্যাগ করিয়া কিরূপে ভূতলে শয়ন করিতেছেন? সর্বশুভলক্ষণযুক্ত মহাভাগ্যবান্ লক্ষ্মণই

সিদ্ধার্থা খলু বৈদেহী পতিং যাঽনুগতা বনম্ ।
বয়ং সংশয়িতাঃ সর্বে হীনাস্তেন মহাত্মনা ॥২১
অকর্ণধারা পৃথিবী শূন্যেব প্রতিভাতি মে ।
গতে দশরথে স্বর্গং রামে চারণ্যমাশ্রিতে ॥২২
ন চ প্রার্থয়তে কশ্চিন্মনসাপি বসুন্ধরাম্ ।
বনে নিবসতস্তস্য বাহুবীর্য্যাভিরক্ষিতাম্ ।২৩
শূন্যসংবরণারক্ষামযন্ত্রিতহয়দ্বিপাম্ ।
অনাবৃতপুরদ্বারাং রাজধানীমরক্ষিতাম্ ॥২৪
অপ্রহৃষ্টবলাং শূন্যাং বিষমস্থামনাবৃতাম্ ।
শত্রবো নাভিমন্যন্তে ভক্ষ্যান্ বিষকৃতানিব ॥২৫
অদ্য প্রভৃতি ভূমৌ তু শয়িষ্যেঽহং তৃণেষু বা ।
ফল-মূলাশনো নিত্যং জটাচীরাণি ধারয়ন্ ॥২৬
তস্যাহমুত্তরং কালং নিবৎস্যামি সুখং বনে ।
তৎপ্রতিশ্রুতমার্য্যস্য নৈব মিথ্যা ভবিষ্যতি ॥২৭
বসন্তং ভ্রাতুরর্থায় শত্রুঘ্নো মানুবৎস্যতি ।
লক্ষ্মণেন সহাযোধ্যামার্য্যো মে পালয়িষ্যতি ॥২৮
অভিষেক্ষ্যন্তি কাকুৎস্থমযোধ্যায়াং দ্বিজাতয়ঃ ।
অপি মে দেবতাঃ কুর্য্যুরিমং সত্যং মনোরথম্ ॥২৯
প্রসাদ্যমানঃ শিরসা ময়া স্বয়ং
বহুপ্রকারং যদি ন প্রপৎস্যতে ।
ততোঽনুবৎস্যামি চিরায় রাঘবং
বনেচরং নার্হতি মামুপেক্ষিতুম্ ॥৩০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে অষ্টাশীতিতমঃ সর্গঃ ।

ধন্য, যিনি বিপৎকালে অগ্রজ রামের অনুবর্তী হইয়াছেন ।১৬-২০

যিনি রামের অনুগামিনী হইয়া বনে গিয়াছেন, সেই বিদেহরাজকন্যা সীতার মনোবাসনা পূর্ণ হইয়াছে। কেবল আমরাই মহাত্মা রামকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া সংশয়দশায় পতিত হইয়াছি। রাজা দশরথ স্বর্গে গিয়াছেন এবং রাম অরণ্যে গিয়াছেন—এই অবস্থায় এই পৃথিবী কর্ণধারশূন্যা হওয়ায় আমার নিকট শূন্যপ্রায় মনে হইতেছে। রাম অরণ্যে বাস করিতেছেন, কিন্তু এই পৃথিবী তাঁহার ভুজবলরক্ষিতা বলিয়া কেহ মনে মনেও তাহা প্রার্থনা করিতে পারিতেছে না। সম্প্রতি অযোধ্যার প্রাচীরসমূহ রক্ষকহীন, হস্তী ও অশ্বগণ যথাবিধি নিয়ন্ত্রিত হইতেছে না, পুরদ্বারসকল অনাবৃত, সেখানে সমস্ত সৈন্য ক্ষুব্ধচিত্ত হইয়াছে। যদিও সেই অযোধ্যা-নগরী এক্ষণে শূন্যা ও বিপরীত অবস্থাযুক্তা ও অনাবৃতা রহিয়াছে, তথাপি রামের প্রভাবের জন্যই বিষমিশ্রিত ভক্ষ্যদ্রব্যের ন্যায় শত্রুগণও উহাকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইতেছে না।২১-২৫

আমি অদ্য হইতে ভূতলে কিংবা তৃণশয্যায় শয়ন করিব। জটা-চীরধারণপূর্বক নিত্য ফলমূল ভক্ষণ করিব। আমি তাঁহার হইয়া চতুর্দশবৎসর যাবৎ সুখে বনে বাস করিব। ইহাতে প্রতিশ্রুতি মিথ্যা হইবে না। আমি রামের জন্য বনবাসী হইলে শত্রুঘ্ন আমার সঙ্গে বাস করিবে। আমার আর্য্য রাম লক্ষ্মণের সহিত অযোধ্যা পালন করিবেন। দ্বিজাতিগণ কাকুৎস্থনন্দন রামকে অযোধ্যায় অভিষিক্ত করিবেন। দেবতাগণ আমার এইরূপ মনোরথ সফল করিবেন কি? আমি অবনতমস্তকে বহুপ্রকারে তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে থাকিলেও যদি তিনি প্রতিশ্রুতিপালনে নিবৃত্ত না হন, তাহা হইলে আমিও বনবাসী রাঘবের অনুচর হইয়া চিরকাল বনেই বাস করিব। তিনি কখনই আমাকে উপেক্ষা করিতে পারিবেন না।২৬-৩০

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে অষ্টাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত।

ঊননবতিতমঃ সর্গঃ

[সসৈন্য-ভরতস্য গঙ্গাপারম্, ভরদ্বাজমুনেরাশ্রমগমনঞ্চ ।]

ব্যুষ্য রাত্রিং তু তত্রৈব গঙ্গাকূলে স রাঘবঃ ।
কাল্যমুত্থায় শত্রুঘ্নমিদং বচনমব্রবীৎ ॥১
শত্রুঘ্নোত্তিষ্ঠ কিং শেষে নিষাদাধিপতিং গুহম্ ।
শীঘ্রমানয় ভদ্রং তে তারয়িষ্যতি বাহিনীম্ ॥২
জাগর্মি নাহং স্বপিমি তথৈবার্য্যং বিচিন্তয়ন্ ।
ইত্যেবমব্রবীদ্ ভ্রাতা শত্রুঘ্নো বিপ্রচোদিতঃ ॥৩
ইতি সংবদতোরেবমন্যোন্যং নরসিংহয়োঃ ।
আগম্য প্রাঞ্জলিঃ কালে গুহো বচনমব্রবীৎ ॥৪
কচ্চিৎ সুখং নদীতীরেঽবাৎসীঃ কাকুৎস্থ শর্বরীম্ ।
কচ্চিচ্চ সহসৈন্যস্য তব নিত্যমনাময়ম্ ॥৫
গুহস্য তৎ তু বচনং শ্রুত্বা স্নেহাদুদীরিতম্ ।
রামস্যানুবশো বাক্যং ভরতোঽপীদমব্রবীৎ ॥৬

সুখা নঃ শর্বরী ধীমন্ পূজিতাশ্চাপি তে বয়ম্ ।
গঙ্গাং তু নৌভির্বহ্বীভির্দাশাঃ সন্তারয়ন্তু নঃ ॥৭
ততো গুহঃ সন্ত্বরিতং শ্রুত্বা ভরতশাসনম্ ।
প্রতিপ্রবিশ্য নগরং তং জ্ঞাতিজনমব্রবীৎ ॥৮
উত্তিষ্ঠত প্রবুধ্যধ্বং ভদ্রমস্তু হি বঃ সদা ।
নাবঃ সমুপকর্ষধ্বং তারয়িষ্যামি বাহিনীম্ ॥৯
তে তথোক্তাঃ সমুত্থায় ত্বরিতা রাজশাসনাৎ ।
পঞ্চ নাবাং শতান্যেব সমানিন্যুঃ সমন্ততঃ ॥১০
অন্যাঃ স্বস্তিকবিজ্ঞেয়া মহাঘণ্টাধরাবরাঃ ।
শোভমানাঃ পতাকিন্যো যুক্তবাহাঃ সুসংহতাঃ ॥১১
ততঃ স্বস্তিকবিজ্ঞেয়াং পাণ্ডুকম্বলসংবৃতাম্ ।
সনন্দিঘোষাং কল্যাণীং গুহো নাবমুপাহরৎ ॥১২

ঊননবতিতম সর্গ

[সৈন্যসহ ভরতের গঙ্গাপার ও ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে গমন ।]

রঘুবংশজাত ভরত সেই গঙ্গাতীরেই রাত্রি অতিবাহিত করিয়া প্রত্যূষে গাত্রোত্থানপূর্বক শত্রুঘ্নকে এই কথা বলিলেন—শত্রুঘ্ন! তুমি এখনও শয়ন করিয়া রহিয়াছ কেন? তোমার মঙ্গল হউক। তুমি গাত্রোত্থান করিয়া নিষাদপতি গুহকে শীঘ্র আনয়ন কর। তিনি সৈন্যদিগকে পার করিয়া দিবেন। এইভাবে ভরতকর্তৃক আদিষ্ট হইয়া শত্রুঘ্ন তাঁহাকে বলিলেন—আর্য্য রামকে চিন্তা করিতে করিতে আমিও আপনার মতই জাগিয়া রহিয়াছি, নিদ্রিত হই নাই। নরশ্রেষ্ঠ ভরত ও শত্রুঘ্ন পরস্পর এইরূপ বলিতেছেন, এমন সময় গুহ সেইস্থানে আসিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন,—কাকুৎস্থ! এই নদীতীরে আপনি সুখে রাত্রি অতিবাহিত করিয়াছেন ত? সৈন্যগণের সহিত আপনার কোনরূপ কষ্ট হয় নাই ত? গুহ স্নেহবশতঃ এইরূপ বলিলে পর ঐ কথা শুনিয়া রামের অনুগত ভরত তাঁহাকে বলিলেন,—ধীমন্! এই রজনী সুখে অতিবাহিত হইয়াছে। তোমাকর্তৃক আমরা বিশেষভাবে সম্মানিত হইয়াছি। সম্প্রতি তোমার দাসগণ বহুসংখ্যক নৌকা দ্বারা আমাদিগকে গঙ্গাপারে লইয়া চলুক। ভরতের এইরূপ আদেশ শুনিয়া গুহ অতিসত্বর সেই স্থান হইতে নগরে প্রবেশপূর্বক জ্ঞাতিগণকে বলিলেন—তোমরা সকলে গাত্রোত্থান কর। নিদ্রা ত্যাগ কর। তোমাদের সর্বদা মঙ্গল হউক। কতকগুলি নৌকা নদীতীরে যথাস্থানে আনয়ন কর। ভরতের সৈন্যগণকে পার করিয়া দিব। গুহ এইরূপ বলিলে পর জ্ঞাতিগণ নিজেদের রাজার আদেশানুসারে সত্বর গাত্রোত্থান করিয়া চতুর্দিক হইতে পাঁচশত নৌকা আনয়ন করিল।১-১০

এতদতিরিক্ত আরও কতকগুলি নৌকা আনীত হইল। নৌকাগুলি স্বস্তিকনামে পরিচিত। ঐ

তামারুরোহ ভরতঃ শত্রুঘ্নশ্চ মহাবলঃ।
কৌসল্যা চ সুমিত্রা চ যাশ্চান্যা রাজযোষিতঃ ॥১৩
পুরোহিতশ্চ তৎপূর্বং গুরবো ব্রাহ্মণাশ্চ যে।
অনন্তরং রাজদারাস্তথৈব শকটাপণাঃ ॥১৪
আবাসমাদীপয়তাং তীর্থং চাপ্যবগাহতাম্।
ভাণ্ডানি চাদদানানাং ঘোষস্তু দিবমস্পৃশৎ ॥১৫
পতাকিন্যস্তু তা নাবঃ স্বয়ং দাশৈরধিষ্ঠিতাঃ।
বহন্ত্যো জনমারূঢ়ং তদা সম্পেতুরাশুগাঃ ॥১৬
নারীণামভিপূর্ণাস্তু কাশ্চিৎ কাশ্চিৎ তু বাজীনাম্।
কাশ্চিৎ তত্র বহন্তি স্ম যানযুগ্যং মহাধনম্ ॥১৭
তাস্তু গত্বা পরং তীরমবরোপ্য চ তং জনম্।
নিবৃত্তাঃ কাণ্ডচিত্রাণি ক্রিয়ন্তে দাশবন্ধুভিঃ ॥১৮
সবৈজয়ন্তাস্তু গজা গজারোহৈঃ প্রচোদিতাঃ।
তরন্তঃ স্ম প্রকাশন্তে সপক্ষা ইব পর্বতাঃ ॥১৯
নাবশ্চারুরুহুস্ত্বন্যে প্লবৈস্তেরুস্তথাপরে।
অন্যে কুম্ভঘটৈস্তেরুরন্যে তেরুশ্চ বাহুভিঃ ॥২০
সা পুণ্যা ধ্বজিনী গঙ্গাং দাশৈঃ সন্তারিতাঃ স্বয়ম্।
মৈত্রে মুহূর্তে প্রযযৌ প্রয়াগবনমুত্তমম্ ॥২১
আশ্বাসয়িত্বা চ চমূং মহাত্মা
নিবেশয়িত্বা চ যথোপজোষম্।
দ্রষ্টুং ভরদ্বাজমৃষিপ্রবর্য্য-
মৃত্বিক্‌সদস্যৈর্ভরতঃ প্রতস্থে ॥২২
স ব্রাহ্মণস্যাশ্রমমভ্যুপেত্য
মহাত্মনো দেবপুরোহিতস্য।
দদর্শ রম্যোটজবৃক্ষদেশং
মহদ্বনং বিপ্রবরস্য রম্যম্ ॥২৩

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে ঊননবতিতমঃ সর্গঃ ॥

নৌকাগুলির (১) অগ্রভাগ বৃহদ্‌ঘণ্টাযুক্ত, সুবর্ণরঞ্জিত-চিত্রসমূহ দ্বারা সুশোভিত, পতাকাবিরাজিত, দৃঢ়সন্নিবদ্ধ ও নাবিকসমন্বিত। ঐ সকল নৌকা অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট ‘স্বস্তিক’ নামধেয় একটি নৌকা গুহ স্বয়ং আনয়ন করিলেন। ঐ নৌকাটি শুভ্রবর্ণ কম্বলাস্তরণের দ্বারা সমাবৃত। উহার উপরিভাগ সর্বদা মঙ্গলময়বাদ্যসমন্বিত। ঐ নৌকা অতিশয় সুখকর ও নিরাপদ্। বীর ভরত ও শত্রুঘ্ন এবং কৌশল্যা, সুমিত্রা ও অন্যান্য রাজপত্নীগণ ঐ নৌকায় আরোহণ করিলেন। পুরোহিত, গুরু ও ব্রাহ্মণগণ পূর্বেই আরোহণ করিয়াছিলেন। তাহার পর অনুচর সহিত রাজপরিবারবর্গ এবং শকট ও পণ্যদ্রব্য-সমূহ পৃথক্ পৃথক্ নৌকায় স্থানপ্রাপ্ত হইল। সেই সময় সৈন্যগণ নিজ নিজ বাসস্থান দগ্ধ (২) করিতে লাগিল। তাহারা নদীতীর্থে (ঘাটে) অবতরণ করিতে লাগিল এবং নিজ নিজ দ্রব্যসামগ্রী সংগ্রহ করিয়া লইতে লাগিল। এই ব্যাপারে তাহাদের কোলাহলধ্বনি আকাশকে স্পর্শ করিল। পতাকাবিশিষ্ট শীঘ্রগামী নৌকাসমূহ দাসগণ কর্তৃক বাহিত হইয়া আরোহীদিগকে লইয়া পরপারে গমন করিল। কতকগুলি নৌকা স্ত্রীসমূহে পূর্ণা, কতকগুলি অশ্বসমূহে পূর্ণা ও কতকগুলি বহুমূল্য যানবাহনাদিপূর্ণা হইয়া পরপারে গমন করিল। পরপারে গমনপূর্বক সেখানে আরোহীদিগকে নামাইয়া নিবৃত্ত হইলে দাস বন্ধুগণ নৌকা লইয়া বিচিত্র জলক্রীড়া করিতে প্রবৃত্ত হইল। ঐ সময়ে গজারোহিগণ কর্তৃক চালিত হইয়া পতাকাভূষিত হস্তীসকল সন্তরণ করিতে থাকিলে তাহারা পক্ষবিশিষ্ট পর্বতের ন্যায় শোভিত হইয়াছিল। দাসগণের মধ্যে কেহ কেহ নৌকায় আরোহণ করিল, কতিপয় ব্যক্তি বেণু (বাঁশ) ও তৃণাদিনির্মিত ভেলায় আরোহণ করিল। কেহ কেহ বৃহৎ কলসী আদি ধরিয়া সন্তরণ করিতে লাগিল। অন্যান্যেরা বাহু দ্বারা সন্তরণ করিয়া পরপারে গমন করিল। এদিকে দাসগণের দ্বারা ভাগীরথীর পরপারে যাইয়া ভরতের পুণ্যবান্ সৈন্যগণ সূর্যোদয়ের তৃতীয় মুহূর্তমধ্যে রমণীয় প্রয়াগবনে উপস্থিত হইল। মহাত্মা ভরত সৈন্যগণকে যথাসুখে প্রয়াগবনে সংস্থাপিত ও আশ্বাসিত করিয়া সদস্য ও পুরোহিতবর্গ-সহিত ঋষিপ্রবর ভরদ্বাজকে দর্শন করিতে গেলেন। মহানুভব দেবপুরোহিত ব্রহ্মজ্ঞ দ্বিজশ্রেষ্ঠ ভরদ্বাজের আশ্রমের নিকট উপস্থিত হইয়া তিনি পর্ণকুটীর ও তরুগণমণ্ডিত মহদ্ বন দর্শন করিলেন।১১-২৩

(১) বৃহদ্ নৌকা যাহা "বজরা" নামে প্রসিদ্ধ।
(২) তৎকালে এইরূপ প্রথা ছিল। নিজ বাসস্থানে যাহাতে শত্রুরা বাস না করে।

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ঊননবতিতম সর্গ সমাপ্ত।

নবতিতমঃ সর্গঃ

[বশিষ্ঠমুনিমগ্রেকৃত্বা ভরতস্য ভরদ্বাজমুনেরাশ্রমাগমনম্, ভরদ্বাজেন উভয়োঃ সৎকারসাধনম্, ভরত-ভরদ্বাজয়োঃ কথোপকথনম্, ভরতেন স্বীয়বনগমনস্যোদ্দেশ্যবর্ণনম্, মুনের্ভরদ্বাজস্যানুরোধেন তদীয়াশ্রমে ভরতস্য রাত্রিবাস-সঙ্কল্পশ্চ ।]

ভরদ্বাজাশ্রমং গত্বা ক্রোশাদেব নরর্ষভঃ ।
জনং সর্বমবস্থাপ্য জগাম সহ মন্ত্রিভিঃ ॥১
পদ্ভ্যামেব তু ধর্মজ্ঞো ন্যস্তশস্ত্রপরিচ্ছদঃ ।
বসানো বাসসী ক্ষৌমে পুরোধায় পুরোহিতম্ ॥২
ততঃ সন্দর্শনে তস্য ভরদ্বাজস্য রাঘবঃ ।
মন্ত্রিণস্তানবস্থাপ্য জগামানুপুরোহিতম্ ॥৩
বসিষ্ঠমথ দৃষ্ট্বৈব ভরদ্বাজো মহাতপাঃ ।
সঞ্চচালাসনাৎ তূর্ণং শিষ্যানর্ঘ্যমিতি ব্রুবন্ ॥৪
সমাগম্য বসিষ্ঠেন ভরতেনাভিবাদিতঃ ।
অবুধ্যত মহাতেজাঃ সুতং দশরথস্য তম্ ॥৫
তাভ্যামর্ঘ্যঞ্চ পাদ্যঞ্চ দত্ত্বা পশ্চাৎ ফলানি চ ।
আনুপূর্ব্যাচ্চ ধর্মজ্ঞঃ পপ্রচ্ছ কুশলং কুলে ॥৬
অযোধ্যায়াং বলে কোশে মিত্রেষ্বপি চ মন্ত্রিষু ।
জানন্ দশরথং বৃত্তং ন রাজানমুদাহরৎ ॥৭
বসিষ্ঠো ভরতশ্চৈনং পপ্রচ্ছতুরনাময়ম্ ।
শরীরেঽগ্নিষু শিষ্যেষু বৃক্ষেষু মৃগপক্ষিষু ॥৮
তথেতি তু প্রতিজ্ঞায় ভরদ্বাজো মহাযশাঃ ।
ভরতং প্রত্যুবাচেদং রাঘবস্নেহবন্ধনাৎ ॥৯
কিমিহাগমনে কার্য্যং তব রাজ্যং প্রশাসতঃ ।
এতদাচক্ষ্ব সর্বং মে ন হি মে শুধ্যতে মনঃ ॥১০

নবতিতম সর্গ

[বশিষ্ঠমুনিকে অগ্রে লইয়া ভরতের ভরদ্বাজমুনির আশ্রমে আগমন, ভরদ্বাজকর্তৃক উভয়ের সৎকার সাধন, ভরত ও ভরদ্বাজের মধ্যে কথোপকথন, ভরত কর্তৃক স্বীয় বনাগমনের উদ্দেশ্য বর্ণন এবং ভরদ্বাজমুনির অনুরোধে তদীয় আশ্রমে ভরতের রাত্রিবাসের সঙ্কল্প ।]

পুরুষশ্রেষ্ঠ ভরত আশ্রমপীড়া পরিহারের জন্য ক্রোশপরিমিত দূরে সৈন্যসামন্ত স্থাপন করিয়া মন্ত্রীদিগের সহিত অগ্রসর হইলেন। ধর্মাত্মা ভরত শস্ত্র ও পরিচ্ছদ পরিত্যাগপূর্বক ক্ষৌমবস্ত্র (১) ও উত্তরীয় ধারণ করিলেন এবং পুরোহিতকে অগ্রে লইয়া পদব্রজেই চলিলেন। অনন্তর দূর হইতে ভরদ্বাজকে দেখিতে পাইয়া মন্ত্রিগণকে সেই স্থানে থাকিতে বলিলেন এবং বশিষ্ঠের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। মহাতপস্বী ভরদ্বাজ সম্মুখে বশিষ্ঠকে দেখিয়াই শিষ্যগণকে অর্ঘ্য আনয়নের জন্য আদেশ করিতে করিতে আসন হইতে উত্থিত হইলেন। তিনি বশিষ্ঠের সহিত মিলিত হইলে পর ভরত তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। মহাতেজা ভরদ্বাজ ভরতকে দশরথের পুত্র বলিয়া বুঝিতে পারিলেন।১-৫

ধর্মজ্ঞ ভরদ্বাজ অতিথিদ্বয়কে যথাক্রমে অর্ঘ্য, পাদ্য ও বিবিধ ফল প্রদানপূর্বক যথারীতি সকলবিষয়ে কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। অযোধ্যাপুরী, সৈন্যসামন্ত, ধনাগার, বন্ধুবান্ধব ও মন্ত্রিবর্গ প্রভৃতির সম্বন্ধে একে একে কুশলপ্রশ্ন করিলেন, কিন্তু রাজা দশরথ স্বর্গগমন করিয়াছেন জানিয়াও সে-বিষয়ের উল্লেখ করিলেন না। বশিষ্ঠ ও ভরত ভরদ্বাজের শরীর, অগ্নিহোত্রাদিক্রিয়া, শিষ্যগণ, বৃক্ষসমূহ ও আশ্রমবাসী পশুপক্ষীদিগের সম্বন্ধে অনাময় (কুশল) জিজ্ঞাসা করিলেন। মহাযশস্বী ভরদ্বাজ সকলবিষয়ে কুশলসংবাদ জানাইয়া রামের প্রতি স্নেহবন্ধনবশতঃ ভরতকে বলিলেন,—তুমি এক্ষণে রাজ্যশাসনে রত হইয়াছ। এখানে আগমনে তোমার কি প্রয়োজন ? তুমি আমার নিকট সকল কথা বল। আমার মন আশঙ্কামুক্ত হইতেছে না।৬-১০

(১) পূর্বে ভরত বলিয়াছিলেন যে, তিনিও রামের মত জটা-চীর ধারণ করিবেন। এই বর্ণনা দ্বারা জানা যায় যে, কথানুরূপ কার্য্য করিয়াছিলেন ভরদ্বাজের আশ্রমত্যাগের পর।

সুষুবে যমমিত্রঘ্নং কৌসল্যানন্দবর্ধনম্।
ভ্রাত্রা সহ সভার্য্যো যশ্চিরং প্রব্রাজিতো বনম্ ॥১১
নিযুক্তঃ স্ত্রীনিমিত্তেন পিত্রা যোঽসৌ মহাযশাঃ।
বনবাসী ভবেতীহ সমাঃ কিল চতুর্দশ ॥১২
কচ্চিন্ন তস্যাপাপস্য পাপং কর্তুমিহেচ্ছসি।
অকণ্টকং ভোক্তুমনা রাজ্যং তস্যানুজস্য চ ॥১৩
এবমুক্তো ভরদ্বাজং ভরতঃ প্রত্যুবাচ হ।
পর্য্যশ্রুনয়নো দুঃখাদ্ বাচা সংসজ্জমানয়া ॥১৪
হতোঽস্মি যদি মামেবং ভগবানপি মন্যতে।
মত্তো ন দোষমাশঙ্কে মৈবং মামনুশাধি হি ॥১৫
ন চৈতদিষ্টং মাতা মে যদবোচন্মদন্তরে।
নাহমেতেন তুষ্টশ্চ ন তদ্বচনমাদদে ॥১৬
অহন্তু তং নরব্যাঘ্রমুপযাতঃ প্রসাদকঃ।
প্রতিনেতুমযোধ্যায়াং পাদৌ চাস্যাভিবন্দিতুম্ ॥১৭
তং মামেবং গতং মত্বা প্রসাদং কর্তুমর্হসি।
শংস মে ভগবন্ রামঃ ক্ব সম্প্রতি মহীপতিঃ (ক) ॥১৮
বসিষ্ঠাদিভির্ঋত্বিগ্‌ভির্যাচিতো ভগবাংস্ততঃ।
উবাচ তং ভরদ্বাজঃ প্রসাদাদ্ ভরতং বচঃ ॥১৯
ত্বয্যেতৎ পুরুষব্যাঘ্র যুক্তং রাঘববংশজে।
গুরুবৃত্তির্দমশ্চৈব সাধূনাং চানুযায়িতা ॥২০
জানে চৈতন্মনঃস্থং তে দৃঢ়ীকরণমস্ত্বিতি।
অপৃচ্ছং ত্বাং তবাত্যর্থং কীর্তিং সমভিবর্ধয়ন্ ॥২১
জানে চ রামং ধর্মজ্ঞং সসীতং সহলক্ষ্মণম্।
অয়ং বসতি তে ভ্রাতা চিত্রকূটে মহাগিরৌ ॥২২

কৌশল্যা যে শত্রুহন্তা আনন্দবর্ধনকারী রামকে প্রসব করিয়াছেন, যিনি ভ্রাতা ও ভার্য্যার সহিত বহুকালের জন্য নির্বাসিত হইয়াছেন, যে মহাযশা রাম স্ত্রৈণ পিতার "চতুর্দশ বৎসর বনবাসী হও" এই আজ্ঞা পালন করিবার জন্য বনে বাস করিতে নিযুক্ত হইয়াছেন, তুমি নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ করিবার অভিলাষে সেই নিষ্পাপ রামের ও তাঁহার অনুজ লক্ষ্মণের কোন অনিষ্ট করিতে ইচ্ছা কর নাই ত? ভরদ্বাজ এইরূপ বলিলে পর ভরত অতিদুঃখে অশ্রুপূর্ণনেত্রে গদ্‌গদবাক্যে প্রত্যুত্তর করিলেন—আপনি সর্বজ্ঞ হইয়াও যদি আমাকে এই প্রকার ভাবেন, তাহা হইলে আমার জন্মই বৃথা হইল (আমি মৃতপ্রায় হইলাম)। আমা হইতে এইরূপ গর্হিত কার্য্য সংঘটিত হয় নাই এবং আমি কখনও এইরূপ চিন্তাও করি নাই। অতএব আপনি আমাকে এইরূপ শ্রুতিকটু কথা বলিবেন না।১১-১৫

আমার রাজ্যাভিষেক ও রামের বনবাস বিষয়ে আমার অনুপস্থিতিতে মাতা যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমার কোনমতেই অভিলষিত নয়। তাহাতে আমি সন্তুষ্ট হই নাই এবং তাঁহার কথা স্বীকারও করি নাই। আমি সেই পুরুষোত্তম রামকে প্রসন্ন করিব বলিয়া তাঁহার চরণদ্বয় বন্দনা করিতে আসিয়াছি এবং তাঁহাকে অযোধ্যায় লইয়া যাইতে আসিয়াছি। ভগবন্! আমার এইরূপ অভিপ্রায় জানিয়া আপনি এক্ষণে আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন এবং জানাইয়া দিন যে মহীপতি রাম সম্প্রতি কোন্‌স্থানে আছেন। অনন্তর বশিষ্ঠ প্রভৃতি পুরোহিতগণের প্রার্থনায় ভগবান্ ভরদ্বাজ প্রসন্ন হইয়া ভরতকে বলিলেন—নরশ্রেষ্ঠ! ভরত! তুমি রঘুবংশজাত বলিয়া তোমাতে গুরুশুশ্রূষা, জিতেন্দ্রিয়তা ও সাধুগণের আনুগত্য এই তিনিটি সম্ভব হইয়াছে।১৬-২০

তোমার এইরূপ মনোভাব আমি জানি। তাহা সকলের সম্মুখে প্রকাশিত হইয়া দৃঢ়তর হউক এবং তাহার দ্বারা তোমার কীর্তি অতিশয় বর্ধিত হউক—এই উদ্দেশ্যেই আমি তোমাকে ঐরূপ জিজ্ঞাসা করিয়াছি। সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত ধর্মজ্ঞ রামকেও আমি জানি। তোমার ভ্রাতা এক্ষণে মহাগিরি চিত্রকূটে বাস করিতেছেন। ধীমন্! তুমি ত অভিলষিত বস্তু প্রদানে সমর্থ। সেইজন্য আমি বলিতেছি যে, তুমি

পাঠান্তর:—(ক) —মহামতিঃ।

শ্বস্তু গন্তাসি তং দেশং বসাদ্য সহমন্ত্রিভিঃ।
এতং মে কুরু সুপ্রাজ্ঞ কামং কামার্থকোবিদ ॥২৩
ততস্তথেত্যেবমুদারদর্শনঃ
প্রতীতরূপো ভরতোঽব্রবীদ্ বচঃ।
চকার বুদ্ধিঞ্চ তদাশ্রমে তদা (ক)
নিশানিবাসায় নরাধিপাত্মজঃ ॥২৪
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে নবতিতমঃ সর্গঃ।

আগামী কল্য চিত্রকূটে যাইও। অদ্য মন্ত্রিগণের সহিত এইস্থানে অবস্থান কর। তুমি আমার এই অভিলাষ পূর্ণ কর। অনন্তর উদারদর্শন বিখ্যাতকীর্তি রাজপুত্র ভরত ভরদ্বাজকে বলিলেন—"তথাস্তু" অর্থাৎ তাহাই হউক। এইরূপ সম্মতি জানাইয়া মহর্ষির আশ্রমে রাত্রিযাপন করিতে মনস্থ করিলেন।২১-২৪

পাঠান্তর :—(ক) চকার বুদ্ধিঞ্চ মহাশ্রমে তদা।

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে নবতিতম সর্গ সমাপ্ত।

একনবতিতমঃ সর্গঃ

[ভরদ্বাজমুনিনা বিভূতিবলেন বহুসেনাসমন্বিত-ভরতস্য দিব্যসংকারসাধনম্।]

কৃতবুদ্ধিং নিবাসায় তত্রৈব স মুনিস্তদা।
ভরতং কৈকয়ীপুত্রমাতিথ্যেন ন্যমন্ত্রয়ৎ ॥১
অব্রবীদ্ ভরতস্ত্বেনং নন্বিদং ভবতা কৃতম্।
পাদ্যমর্ঘ্যমথাতিথ্যং বনে যদুপপদ্যতে ॥২
অথোবাচ ভরদ্বাজো ভরতং প্রহসন্নিব।
জানে ত্বাং প্রীতিসংযুক্তং তুষ্যেস্ত্বং যেন কেনচিৎ ॥৩
সেনায়াস্তু তবৈবাস্যাঃ কর্তুমিচ্ছামি ভোজনম্।
মম প্রীতির্যথারূপা ত্বমর্হো মনুজর্ষভ ॥৪
কিমর্থং চাপি নিক্ষিপ্য দূরে বলমিহাগতঃ।
কস্মান্নেহোপযাতোঽসি সবলঃ পুরুষর্ষভ ॥৫
ভরতঃ প্রত্যুবাচেদং প্রাঞ্জলিস্তং তপোধনম্।
ন সৈন্যেনোপযাতোঽস্মি ভগবন্ ভগবদ্ভয়াৎ ॥৬

একনবতিতম সর্গ

[বিভূতিবলে ভরদ্বাজমুনি কর্তৃক বহুসেনাসমন্বিত ভরতের দিব্য সৎকার সাধন।]

কৈকেয়ীনন্দন ভরত এইরূপে রাত্রিযাপন করিতে সঙ্কল্প করিলে পর ভরদ্বাজমুনি তাঁহাকে অতিথি-সৎকারার্থ নিমন্ত্রণ করিলেন। তখন ভরত বলিলেন—ভগবন্! বনে যেরূপ আতিথ্য করা সম্ভব হয়, আপনি সেইরূপে পাদ্য অর্ঘ্য প্রদানপূর্বক আমার আতিথ্যসৎকার করিয়াছেন। ইহা শুনিয়া ভরদ্বাজ হাসিতে হাসিতে বলিলেন—ভরত! আমি জানি যে তুমি আমার প্রতি প্রীতিযুক্ত। আমি একথাও জানি যে, তুমি যে-কোন সামান্য বস্তুতেই সন্তুষ্ট হইবে। তথাপি তোমার সৈন্যগণকে ভোজন করাইতে আমার ইচ্ছা হইতেছে। নরশ্রেষ্ঠ! যাহাতে আমার প্রীতি হয়, তাহাই তোমার কর্তব্য মনে করি। তুমি কিজন্য সৈন্যগণকে দূরে রাখিয়া আসিয়াছ? কিজন্য সৈন্যসামন্ত সঙ্গে লইয়া আসিলে না? ১-৫

তখন ভরত কৃতাঞ্জলি হইয়া তপস্বী ভরদ্বাজকে বলিলেন,—ভগবন্! আপনার আশ্রমপীড়ার আশঙ্কা করিয়া সৈন্যগণের সহিত এখানে আসি নাই। ভগবন্!

রাজ্ঞা হি ভগবন্ নিত্যং রাজপুত্রেণ বা তথা।
যত্নতঃ পরিহর্তব্যা বিষয়েষু তপস্বিনঃ ॥৭
বাজিমুখ্যা মনুষ্যাশ্চ মত্তাশ্চ বরবারণাঃ।
প্রচ্ছাদ্য ভগবন্ ভূমিং মহতীমনুযান্তি মাম্ ॥৮
তে বৃক্ষানুদকং ভূমিমাশ্রমেষূটজাংস্তথা।
ন হিংস্যুরিতি তেনাহমেক এবাগতস্ততঃ ॥৯
আনীয়তামিতঃ সেনেত্যাজ্ঞপ্তঃ পরমর্ষিণা।
তথানুচক্রে ভরতঃ সেনায়াঃ সমুপাগমম্ ॥১০
অগ্নিশালাং (ক) প্রবিশ্যাথ পীত্বাপঃ পরিমৃজ্য চ।
আতিথ্যস্য ক্রিয়াহেতোর্বিশ্বকর্মাণমাহ্বয়ৎ ॥১১
আহ্বয়ে বিশ্বকর্মাণমহং ত্বষ্টারমেব চ।
আতিথ্যং কর্তুমিচ্ছামি তত্র মে সংবিধীয়তাম্ ॥১২
আহ্বয়ে লোকপালাংস্ত্রীন্ দেবাঞ্ শক্রপুরোগমান্।
আতিথ্যং কর্তুমিচ্ছামি তত্র মে সংবিধীয়তাম্ ॥১৩

প্রাক্স্রোতসশ্চ যা নদ্যস্তির্য্যক্স্রোতস এব চ।
পৃথিব্যামন্তরিক্ষে চ সমায়ান্ত্বদ্য সর্বশঃ ॥১৪
অন্যাঃ স্রবন্তু মৈরেয়ং সুরামন্যাঃ সুনিষ্ঠিতাম্।
অপরাশ্চোদকং শীতমিক্ষুকাণ্ডরসোপমম্ ॥১৫
আহ্বয়ে দেব-গন্ধর্বান্ বিশ্বাবসু-হাহা-হুহূন্।
তথৈবাপ্সরসো দেব-গন্ধর্বৈশ্চাপি সর্বশঃ ॥১৬
ঘৃতাচীমথ বিশ্বাচীং মিশ্রকেশীমলম্বুষাম্।
নাগদন্তাঞ্চ হেমাঞ্চ সোমামদ্রিকৃতস্থলীম্ ॥১৭
শক্রং যাশ্চোপতিষ্ঠন্তি ব্রহ্মাণং যাশ্চ ভামিনীঃ।
সর্বাস্তুম্বুরুণা সার্ধমাহ্বয়ে সপরিচ্ছদাঃ ॥১৮
বনং কুরুষু যদ্দিব্যং বাসো ভূষণপত্রবৎ।
দিব্যনারীফলং শশ্বৎ তৎকৌবেরমিহৈব তু ॥১৯
ইহ মে ভগবান্ সোমো বিধত্তামন্নমুত্তমম্।
ভক্ষ্যং ভোজ্যঞ্চ চোষ্যঞ্চ লেহ্যঞ্চ বিবিধং বহু ॥২০

তপস্বীদের বাসস্থান যত্নপূর্বক পরিহার করা রাজা বা রাজপুত্রের অবশ্য কর্তব্য। ভগবন্! শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ অশ্ব, মদমত্ত বৃহৎ হস্তী ও মনুষ্যগণ অনেক স্থান জুড়িয়া (ব্যাপ্ত করিয়া) আমার অনুগমন করিতেছে। তাহারা যেন আশ্রমের বৃক্ষ, জলাশয়, ভূমি ও পর্ণকুটীরসমূহ নষ্ট না করে, এই ভাবিয়া আমি একাকী আসিয়াছি। ভরতের কথা শুনিয়া মহর্ষি আদেশ করিলেন—সৈন্যগণকে এইস্থানে আনয়ন কর। তখন ভরত সৈন্যগণকে সেই স্থানে আনয়ন করিলেন।৬-১০

অতঃপর ভরদ্বাজ অগ্নিগৃহে প্রবেশ করিলেন এবং আচমনপূর্বক মার্জনাদি করিয়া আতিথ্যক্রিয়া-সম্পাদনের জন্য বিশ্বকর্মাকে আহ্বান করিলেন—আমি ভরতের আতিথ্য করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, সেইজন্য গৃহনির্মাণ প্রভৃতি কার্য্যে নিপুণ বিশ্বকর্মাকে আহ্বান করিতেছি। তিনি আমার সকলবিষয়ে উপযুক্ত বিধান করুন। আমি ইন্দ্র, যম, বরুণ ও কুবের এই চারিজন লোকপালকে আহ্বান করিতেছি। এক্ষণে আমি যে আতিথ্য করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, তাঁহারা তাহার সম্যক্ সিদ্ধিবিধান করুন। পৃথিবীতে ও অন্তরীক্ষে যে সকল পূর্ববাহিনী ও তির্য্যগ্ (বক্র) বাহিনী নদী আছেন, তাহারা সকলে অদ্য এই স্থানে আগমন করুন। কোন কোন নদী মৈরেয় (একজাতীয় মদ্য) প্রবাহিত করুন। কোন নদী সুনিষ্পাদিত সুরা (একপ্রকার মদ্য) প্রবাহিত করুন। অন্যান্য সকল ইক্ষুরসের ন্যায় মধুর ও শীতল জল প্রবাহিত করুন।১১-১৫

আমি বিশ্বাবসু, হাহা, হুহু প্রভৃতি দেব-গন্ধর্বগণকে এবং সমস্ত দেবতা ও গন্ধর্বগণের সহিত অপ্সরাগণকে আহ্বান করিতেছি। ঘৃতাচী, বিশ্বাচী, মিশ্রকেশী, অলম্বুষা, নাগদন্তা, হেমা ও পর্বতবাসিনী সোমাকে আহ্বান করিতেছি। যাহারা ইন্দ্রের পরিচর্য্যা করে এবং যাহারা ব্রহ্মার পরিচর্য্যা করে, বেশভূষাসমন্বিত সেইসকল কামিনীগণকে তুম্বুরুর সহিত আহ্বান করিতেছি। উত্তরকুরুপ্রদেশে কুবেরের চৈত্ররথনামক যে উদ্যান আছে, যে উদ্যানস্থিত বৃক্ষসমূহের পত্রগুলি বস্ত্র ও অলঙ্কার-স্বরূপ এবং ফলগুলি দিব্যরমণীয় স্বরূপ, সেই উদ্যান অদ্য

পাঠান্তর :—(ক) অগ্রে শালাং—।

বিচিত্রাণি চ মাল্যানি পাদপ-প্রচ্যুতানি চ।
সুরাদীনি চ পেয়ানি মাংসানি বিবিধানি চ ॥২১
এবং সমাধিনা যুক্তস্তেজসাঽপ্রতিমেন চ।
শিক্ষাস্বরসমাযুক্তং সুব্রতশ্চাব্রবীন্মুনিঃ ॥২২
মনসা ধ্যায়তস্তস্য প্রাঙ্মুখস্য কৃতাঞ্জলেঃ।
আজগ্মুস্তানি সর্বাণি দৈবতানি পৃথক্ পৃথক্ ॥২৩
মলয়ং দর্দুরং চৈব ততঃ স্বেদনুদোঽনিলঃ।
উপস্পৃশ্য ববৌ যুক্ত্যা সুপ্রিয়াত্মা সুখং শিবঃ ॥২৪
ততোঽভ্যবর্ষন্ত ঘনা দিব্যাঃ কুসুমবৃষ্টয়ঃ।
দেব-দুন্দুভিঘোষশ্চ দিক্ষু সর্বাসু শুশ্রুবে ॥২৫
প্রববুশ্চোত্তমা বাতা ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ।
প্রজগুর্দেব-গন্ধর্বা বীণাঃ প্রমুমুচুঃ স্বরান্ ॥২৬
সশব্দো দ্যাঞ্চ ভূমিঞ্চ প্রাণিনাং শ্রবণানি চ।
বিবেশোচ্চাবচঃ শ্লক্ষ্ণঃ সমো লয়গুণান্বিতঃ ॥২৭

তস্মিন্নেবংগতে শব্দে দিব্যে শ্রোত্রসুখে নৃণাম্।
দদর্শ ভারতং সৈন্যং বিধানং বিশ্বকর্মণঃ ॥২৮
বভূব হি সমা ভূমিঃ সমন্তাৎ পঞ্চযোজনম্।
শাদ্বলৈর্বহুভিশ্ছন্না নীল-বৈদূর্য্যসন্নিভৈঃ ॥২৯
তস্মিন্ বিল্বাঃ কপিত্থাশ্চ পনসা বীজপূরকাঃ।
আমলক্যো বভূবুশ্চ চূতাশ্চ ফলভূষিতাঃ ॥৩০
উত্তরেভ্যঃ কুরুভ্যশ্চ বনং দিব্যোপভোগবৎ।
আজগাম নদী সৌম্যা তীরজৈর্বহুভির্বৃতা ॥৩১
চতুঃশালানি শুভ্রাণি শালাশ্চ গজবাজিনাম্।
হর্ম্য-প্রাসাদসংযুক্ততোরণানি শুভানি চ ॥৩২
সিতমেঘনিভং চাপি রাজবেশ্ম সুতোরণম্।
শুক্লমাল্যকৃতাকারং দিব্যগন্ধসমুক্ষিতম্ ॥৩৩
চতুরস্রমসম্বাধং শয়নাসনযানবৎ।
দিব্যৈঃ সর্বরসৈর্যুক্তং দিব্যভোজনবস্ত্রবৎ ॥৩৪

এইস্থানে উপস্থিত হউক। ভগবান্ সোমদেব উৎকৃষ্ট অন্ন, বহুবিধ ভক্ষ্য, ভোজ্য, চোষ্য, লেহ্য প্রভৃতি প্রস্তুত করুন।১৬-২০

তিনি বৃক্ষ হইতে স্বয়ং উৎপন্ন বিচিত্রমাল্য, সুরা প্রভৃতি পানীয় ও নানাবিধ মাংস প্রস্তুত করুন। সমাধিবান্ ও অতুলনীয়তেজঃপ্রভাববান্ সুব্রত ভরদ্বাজ মুনি এইভাবে উপযুক্ত স্বর ও সুপ্রযুক্ত বর্ণোচ্চারণপূর্বক সকলকে আহ্বান করিলেন। কৃতাঞ্জলিপূর্বক পূর্বমুখে বসিয়া মুনিবর মনে মনে ধ্যান করিতে থাকিলে একে একে সকল দেবতা আসিতে লাগিলেন। তখন আনন্দ-দায়ক প্রিয়তর স্বেদহর বায়ু মলয় ও দর্দ্দুর-নামক চন্দনপর্বতদ্বয়কে স্পর্শ করিয়া মৃদুভাবে প্রবাহিত হইতে লাগিল। দিব্যমেঘসমূহ বিচিত্রপুষ্পসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিল। সমস্ত দিকেই দেবদুন্দুভির ধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল।২১-২৫

মনোহর বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল। অপ্সরাগণ নৃত্য আরম্ভ করিল। দেবগন্ধর্বগণ গান করিতে লাগিল এবং বীণাসকল মধুর স্বরে বাজিয়া উঠিল। এইরূপে নৃত্যগীত প্রভৃতির লয়সমন্বিত নানাবিধ মধুরধ্বনি স্বর্গে ও পৃথিবীতে সমস্ত প্রাণীদের শ্রবণে প্রবিষ্ট হইল। মানব-গণের শ্রুতিসুখকর তাদৃশ দিব্য শব্দ এইভাবে উত্থিত হইলে ভরতের সৈন্যগণ বিশ্বকর্মার নির্মাণকৌশল দেখিতে লাগিল। চতুর্দিকে পঞ্চযোজন ব্যাপিয়া ভূমি সমান করা হইয়াছে এবং নীলবর্ণ বৈদূর্য্যমণিসদৃশ শাদ্বল (কোমলতৃণ) সমূহের দ্বারা ঐ ভূমি সমাচ্ছন্ন হইয়াছে। সেইস্থানে বিল্ব, কপিত্থ, পনস, বীজপূরক, আমলকী ও আম্রবৃক্ষ-সকল ফলসমূহের দ্বারা ভূষিত হইয়াছে।২৬-৩০

উত্তরকুরু হইতে দিব্য উপভোগ্য উদ্যান ও তীরজাতবৃক্ষসমূহবেষ্টিতা মনোহরা নদী আসিয়াছে। শ্বেতবর্ণ সুন্দর গৃহসমূহ, হস্তিশালা, অশ্বশালা, রমণীয় অট্টালিকা, প্রাসাদ, পুরদ্বার, সুন্দর তোরণবিশিষ্ট শ্বেত মেঘসদৃশ রাজভবন নির্মিত হইয়াছে। ঐ সকল ভবন শুভ্রমাল্য দ্বারা শোভিত, সুগন্ধজলসিক্ত, চতুষ্কোণ, শয্যা, আসন ও যানের দ্বারা সমন্বিত এবং মনোহররসযুক্ত দিব্য ভোজ্যদ্রব্য ও বস্ত্রসমূহে পরিপূর্ণ ছিল। সেই স্থানে সকলপ্রকার অন্ন (খাদ্য) ও পাত্রসমূহ ধৌত ও পরিষ্কৃত ছিল। আসনসমূহ সুবিন্যস্ত ও শয্যাসমূহ সুন্দরভাবে আস্তীর্ণ (বিছানো) ছিল।৩১-৩৫

উপকল্পিতসর্বান্নং ধৌতনির্মলভাজনম্।
কৢপ্ত-সর্বাসনং শ্রীমৎ স্বাস্তীর্ণশয়নোত্তমম্ ॥৩৫
প্রবিবেশ মহাবাহুরনুজ্ঞাতো মহর্ষিণা।
বেশ্ম তদ্ রত্নসম্পূর্ণং ভরতঃ কৈকয়ীসুতঃ ॥৩৬
অনুজগ্মুশ্চ তে সর্বে মন্ত্রিণঃ সপুরোহিতাঃ।
বভূবুশ্চ মুদা যুক্তাস্তং দৃষ্ট্বা বেশ্মসংবিধিম্ ॥৩৭
তত্র রাজাসনং দিব্যং ব্যজনং ছত্রমেব চ।
ভরতো মন্ত্রিভিঃ সার্ধমভ্যবর্তত রাজবৎ ॥৩৮
আসনং পূজয়ামাস রামায়াভিপ্রণম্য চ।
বালব্যজনমাদায় ন্যষীদৎ সচিবাসনে ॥৩৯
আনুপূর্ব্যান্নিষেদুশ্চ সর্বে মন্ত্রি-পুরোহিতাঃ।
ততঃ সেনাপতিঃ পশ্চাৎ প্রশাস্তা চ ন্যষীদত ॥৪০
ততস্তত্র মুহূর্তেন নদ্যঃ পায়সকর্দমাঃ।
উপাতিষ্ঠন্ত ভরতং ভরদ্বাজস্য শাসনাৎ ॥৪১
আসামুভয়তঃ কূলং পাণ্ডুমৃত্তিকলেপনাঃ।
রম্যাশ্চাবসথা দিব্যা ব্রাহ্মণস্য প্রসাদজাঃ ॥৪২
তেনৈব চ মুহূর্তেন দিব্যাভরণভূষিতাঃ।
আগুর্বিংশতিসাহস্রা ব্রহ্মণা প্রহিতাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥৪৩
সুবর্ণ-মণিমুক্তেন প্রবালেন চ শোভিতাঃ।
আগুর্বিংশতিসাহস্রাঃ কুবেরপ্রহিতাঃ স্ত্রিয়ঃ।
যাভির্গৃহীতঃ পুরুষঃ সোন্মাদ ইব লক্ষ্যতে।
আগুর্বিংশতিসাহস্রা নন্দনাদপ্সরোগণাঃ ॥৪৫
নারদস্তুম্বুরুর্গোপঃ প্রভয়া সূর্য্যবর্চসঃ।
এতে গন্ধর্বরাজানো ভরতস্যাগ্রতো জগুঃ ॥৪৬
অলম্বুষা মিশ্রকেশী পুণ্ডরীকাথ বামনা।
উপানৃত্যন্ত ভরতং ভরদ্বাজস্য শাসনাৎ ॥৪৭
যানি মাল্যানি দেবেষু যানি চৈত্ররথে বনে।
প্রয়াগে তান্যদৃশ্যন্ত ভরদ্বাজস্য তেজসা ॥৪৮

কৈকেয়ীতনয় মহাবাহু ভরত মহর্ষি ভরদ্বাজের অনুজ্ঞায় বিবিধরত্নপূর্ণ সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। পুরোহিতগণের সহিত মন্ত্রিবর্গ তাঁহার অনুগামী হইলেন। তাঁহারা সকলে গৃহব্যবস্থা দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন। সেই গৃহে যে রাজযোগ্য সিংহাসন, ব্যজন (চামর) ও ছত্র ছিল, মন্ত্রীদিগের সহিত ভরত তৎসমস্ত প্রদক্ষিণ করিলেন। সেই সিংহাসন রামের যোগ্য এবং তিনি তাহাতে অধিষ্ঠিত আছেন, এইরূপ ভাবিয়া ভরত রামকে প্রণাম করত ঐ আসনের পূজা করিলেন। অনন্তর তিনি বালব্যজন (চামর) হস্তে লইয়া মন্ত্রীর আসনে উপবেশন করিলেন। পুরোহিত ও মন্ত্রিগণ সকলেই যথাযোগ্য আসনে উপবেশন করিলে পর সেনাপতি ও শিবিররক্ষক যথাক্রমে উপবেশন করিলেন।৩৬-৪০

অনন্তর ভরদ্বাজের আদেশে মুহূর্তমধ্যে পায়সরূপ কর্দমে পূর্ণা নদীসকল ভরতের নিকট উপস্থিত হইল। ঐ নদীসমূহের উভয়তীরে শ্বেতমৃত্তিকার (চুণের) প্রলেপযুক্ত দিব্য রমণীয় গৃহসকল ভরদ্বাজের শক্তিতে শোভা পাইতে লাগিল। সেই মুহূর্তেই ব্রহ্মা-কর্তৃক প্রেরিত দিব্যাভরণভূষিত বিংশতিসহস্র রমণী আগমন করিল। কুবের কর্তৃক প্রেরিত সুবর্ণ, মণি, প্রবাল প্রভৃতির দ্বারা শোভিত বিংশতিসহস্র রমণী আগমন করিল। যাহাদের দর্শনে পুরুষ বশীভূত ও উন্মত্তের মত হইয়া যায়, সেইরূপ অপ্সরাগণ নন্দনকানন হইতে আগমন করিল।৪১-৪৫

অনন্তর সূর্য্যতুল্য দীপ্তিমান্ নারদ * তুম্বুরু, গোপ প্রভৃতি গন্ধর্বশ্রেষ্ঠগণ ভরতের সম্মুখে আসিয়া গান করিতে লাগিলেন। অলম্বুষা, মিশ্রকেশী, পুণ্ডরীকা ও বামনা ভরদ্বাজের আদেশানুসারে ভরতের সম্মুখে নৃত্য করিতে লাগিল। দেবলোকে ও চৈত্ররথ উদ্যানে যে সকল মাল্য পাওয়া যায়, ভরদ্বাজের প্রভাবে প্রয়াগ-ক্ষেত্রের আশ্রমে ঐ সকল মাল্য দৃষ্ট হইল। মহর্ষির তেজঃপ্রভাবে বিল্ববৃক্ষসকল মৃদঙ্গবাদক, বিভীতক-বৃক্ষসমূহ (বয়ড়া বৃক্ষ) তালবিশেষগ্রাহক ও অশ্বত্থ-বৃক্ষসমূহ নর্তকের রূপ ধারণ করিল। সরল, তাল,

---

* এই নারদ একজন গন্ধর্ব ও তুম্বুরুর সহচর। ইনি ব্রহ্মার পুত্র নহেন। ব্রহ্মপুত্র নারদ পর্বতমুনির সহচর।

বিল্বা মার্দঙ্গিকা আসংশ্ছম্যাগ্রাহা বিভীতকাঃ।
অশ্বত্থা নর্তকাশ্চাসন্ ভরদ্বাজস্য তেজসা ॥৪৯
ততঃ সরলতালাশ্চ তিলকাঃ সতমালকাঃ।
প্রহৃষ্টাস্তত্র সম্পেতুঃ কুব্জা ভূত্বাথ বামনাঃ ॥৫০
শিংশপামলকী জম্বুর্যাশ্চান্যাঃ কাননে লতাঃ।
মালতী মল্লিকা জাতির্যাশ্চান্যাঃ কাননে লতাঃ।
প্রমদা বিগ্রহং কৃত্বা ভরদ্বাজাশ্রমেঽবসন্ ॥৫১
সুরাং সুরাপাঃ পিবত পায়সঞ্চ বুভুক্ষিতাঃ।
মাংসানি চ সুমেধ্যানি ভক্ষ্যন্তাং যো যদিচ্ছতি ॥৫২
উচ্ছাদ্য স্নাপয়ন্তি স্ম নদীতীরেষু বল্গুষু।
অপ্যেকমেকং পুরুষং প্রমদাঃ সপ্ত চাষ্ট চ ॥৫৩
সংবাহন্ত্যঃ সমাপেতুর্নার্য্যো বিপুললোচনাঃ।
পরিমৃজ্য তদান্যোন্যং পায়য়ন্তি বরাঙ্গনাঃ ॥৫৪
হয়ান্ গজান্ খরানুষ্ট্রাংস্তথৈব সুরভেঃ সুতান্।
অভোজয়ন্ বাহনপাস্তেষাং ভোজ্যং যথাবিধি ॥৫৫
ইক্ষূংশ্চ মধু-লাজাংশ্চ ভোজয়ন্তি স্ম বাহনান্।
ইক্ষ্বাকুবরযোধানাং চোদয়ন্তো মহাবলাঃ ॥৫৬
নাশ্ববন্ধোঽশ্বমাজানান্ন গজং কুঞ্জরগ্রহঃ।
মত্তপ্রমত্তমুদিতা সা চমূস্তত্র সংবভৌ ॥৫৭
তর্পিতাঃ সর্বকামৈশ্চ রক্তচন্দনরুষিতাঃ।
অপ্সরোগণসংযুক্তাঃ সৈন্যা বাচমুদীরয়ন্ ॥৫৮
নৈবাযোধ্যাং গমিষ্যামো ন গমিষ্যাম দণ্ডকান্।
কুশলং ভরতস্যাস্তু রামস্যাস্তু তথা সুখম্ ॥৫৯
ইতি পাদাতযোধাশ্চ হস্ত্যশ্বারোহ-বন্ধকাঃ।
অনাথাস্তং বিধিং লব্ধ্বা বাচমেতামুদীরয়ন্ ॥৬০
সম্প্রহৃষ্টা বিনেদুস্তে নরাস্তত্র সহস্রশঃ।
ভরতস্যানুযাতারঃ স্বর্গোঽয়মিতি চাব্রুবন্ ॥৬১
নৃত্যন্তশ্চ হসন্তশ্চ গায়ন্তশ্চৈব সৈনিকাঃ।
সমন্তাৎ পরিধাবন্তো মাল্যোপেতাঃ সহস্রশঃ ॥৬২
ততো ভুক্তবতাং তেষাং তদন্নমমৃতোপমম্!

তিলক, তমাল প্রভৃতি তরুগণ প্রহৃষ্ট হইয়া কুব্জ ও বামনরূপে তথায় আগমন করিল।৪৬-৫০

শিংশপা (শ্যাওড়া), আমলকী, জম্বু ও কাননস্থিত অন্যান্য লতা সকল (মালতী, মল্লিকা ও অন্যান্য বন্যলতা) রমণীমূর্তি ধারণপূর্বক ভরদ্বাজের আশ্রমে বাস করিতে লাগিল। তাহারা বলিতে লাগিল—মদ্যপানকারিবৃন্দ! তোমরা মদ্যপান কর। ক্ষুধার্তগণ! তোমরা পায়স ও পবিত্র মাংস ভক্ষণ কর, অথবা যাহার যেরূপ ইচ্ছা হয়, সেইরূপই ভক্ষণ কর। অনন্তর সাত আটজন রমণী এক একজন পুরুষকে মনোহর নদীতীরে উদ্বর্তন (তৈলমর্দন) করাইয়া স্নাত করাইতে লাগিল। বিশাল-নয়না বরাঙ্গনাগণ স্নাত পুরুষগণের আর্দ্র অঙ্গ শুষ্কবস্ত্র দ্বারা মার্জিত করিয়া চরণসেবা করত সুধাপান করাইতে প্রবৃত্ত হইল। বাহনপালকগণ অশ্ব, হস্তী, গর্দভ, উষ্ট্র ও বৃষভগণকে যথাবিধানে তাঁহাদের ভোজ্যদ্রব্য ভোজন করাইতে লাগিল।৫১-৫৫

মহাবলবান্ পালকগণ ইক্ষ্বাকুবংশীয় প্রধান প্রধান যোদ্ধাদিগের বাহনগুলিকে আহারের জন্য প্রেরণ করিয়া ইক্ষু, মধু ও লাজ (খই) ভোজন করাইল। অশ্ববন্ধনকারী অশ্বের দিকে ও গজবন্ধনকারী গজের দিকে লক্ষ্য রাখিল না। সকল সৈন্য মাদকদ্রব্যসেবনে ও মধুপানে প্রমত্ত ও হৃষ্ট হইয়া অতিশয় শোভিত হইল। রক্ত-চন্দনরঞ্জিত সর্ববিধ ভোগ্যলাভে পরিতৃপ্ত সৈন্যগণ অপ্সরাগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া বলিতে লাগিল—আমরা অযোধ্যায় আর ফিরিয়া যাইব না, দণ্ডকারণ্যেও যাইব না। ভরতের মঙ্গল হউক এবং রামও সুখে থাকুন। গজারোহী, অশ্বারোহী, গজ-বন্ধনকারী, অশ্ববন্ধনকারী ও পদাতিক যোদ্ধারা তাদৃশ সৎকারলাভে স্বাধীনভাবাপন্ন হইয়া এইরূপ বলিতে লাগিল।৫৬-৬০

ভরতের অনুগামী সহস্র সহস্র লোক অতিশয় আহ্লাদিত হইল এবং "এই স্থানই স্বর্গ" "এই স্থানই স্বর্গ" এইরূপ বলিতে লাগিল। মাল্যভূষিত সহস্র সহস্র সৈন্য নাচিতে নাচিতে হাসিতে হাসিতে ও গান করিতে করিতে চারিদিকে ধাবিত হইতে লাগিল। অমৃততুল্য অন্ন ভক্ষণ করা সত্ত্বেও মনোহর ভক্ষ্যদ্রব্য দেখিয়া

দিব্যান্নুদ্বীক্ষ্য ভক্ষ্যাংস্তানভবদ্ ভক্ষণে মতিঃ ॥৬৩
প্রেষ্যাশ্চেট্যশ্চ বধ্বশ্চ বলস্থাশ্চাপি সর্বশঃ।
বভূবুস্তে ভৃশং প্রীতাঃ সর্বে চাহতবাসসঃ ॥৬৪
কুঞ্জরাশ্চ খরোষ্ট্রাশ্চ গোঽশ্বাশ্চ মৃগপক্ষিণঃ।
বভূবুঃ সুভৃতাস্তত্র নাতো হ্যন্যমকল্পয়ন্ ॥৬৫
নাশুক্লবাসাস্তত্রাসীৎ ক্ষুধিতো মলিনোঽপি বা।
রজসা ধ্বস্তকেশো বা নরঃ কশ্চিদদৃশ্যত ॥৬৬
আজৈশ্চাপি চ (ক) বারাহৈর্নিষ্ঠানবরসঞ্চয়ৈঃ।
ফলনির্যূহসংসিদ্ধৈঃ সূপৈর্গন্ধ-রসান্বিতৈঃ ॥৬৭
পুষ্পধ্বজবতীঃ পূর্ণাঃ শুক্লস্যান্নস্য চাভিতঃ।
দদৃশুর্বিস্মিতাস্তত্র নরা লৌহীঃ সহস্রশঃ ॥৬৮
বভূবুর্বনপার্শ্বেষু কূপাঃ পায়সকর্দমাঃ।
তাশ্চ কামদুঘা গাবো দ্রুমাশ্চাসন্ মধুচ্যুতঃ ॥৬৯
বাপ্যো মৈরেয়পূর্ণাশ্চ মৃষ্টমাংসচয়ৈর্বৃতাঃ।
প্রতপ্তপিঠরৈশ্চাপি মার্গমায়ূর-কৌক্কুটৈঃ ॥৭০

তাহাদের পুনর্বার ভোজনের ইচ্ছা হইতে লাগিল। সৈন্য-মণ্ডলে যে সকল দাস-দাসী ও স্ত্রীলোক ছিল, তাহারা সকলেই নূতন বস্ত্র পরিধান করিয়া অতিশয় প্রীতিলাভ করিল। হস্তী, গর্দভ, উষ্ট্র, গো, অশ্ব, মৃগ ও পক্ষীরা সকলেই প্রচুর পরিমাণে আহার করায় অন্য কোন দ্রব্য গ্রহণ করিল না।৬১-৬৫

সেই স্থানে মলিনবসন, ক্ষুধার্ত্ত, মলিনদেহ ও ধূলি-ধূসরিতকেশ কোন লোককে দেখা যায় নাই। ছাগ-মাংস, বরাহমাংস, উৎকৃষ্ট ব্যঞ্জনসমূহ, আম্র প্রভৃতি ফলের নির্য্যাসরস ও গন্ধরসযুক্ত সূপসমূহে পূর্ণ বহু রজতপাত্র ও স্বর্ণপাত্রসমূহ শুভ্রবর্ণ অন্নরাশির চতুর্দিকে বিচিত্র-পুষ্পনির্মিত ধ্বজযুক্ত হইয়া শোভা পাইতেছে—এইরূপ দৃশ্য সৈন্যগণ দেখিতে লাগিল। ঐ পঞ্চযোজনবিস্তৃত বনপ্রদেশের পার্শ্বস্থ কূপসকল পায়সের দ্বারা কর্দমবিশিষ্ট ও ধেনুসমূহ কামধেনু হইয়াছিল। সেই স্থানে সকল বৃক্ষই মধুস্রাবী হইয়াছিল। পুষ্করিণীসমূহ মৈরেয়নামক মদ্যে পূর্ণ ও উত্তপ্ত পাত্রসমূহ সুপক্ব পরিষ্কৃত মৃগ, ময়ূর ও কুক্কুটমাংসে পরিপূর্ণ ছিল।৬৬-৭০

পাঠান্তর:—(ক) আজৈশ্চাবিক—।

পাত্রীণাঞ্চ সহস্রাণি স্থালীনাং নিযুতানি চ।
ন্যর্বুদানি চ পাত্রাণি শাতকুম্ভময়ানি চ ॥৭১
স্থাল্যঃ কুম্ভ্যঃ করম্ভ্যশ্চ দধিপূর্ণাঃ সুসংস্কৃতাঃ।
যৌবনস্থস্য গৌরস্য কপিত্থস্য সুগন্ধিনঃ ॥৭২
হ্রদাঃ পূর্ণা রসালস্য দধ্নঃ শ্বেতস্য চাপরে।
বভূবুঃ পায়সস্যান্যে শর্করাণাঞ্চ সঞ্চয়াঃ ॥৭৩
কল্কাংশ্চূর্ণকষায়াংশ্চ স্নানানি বিবিধানি চ।
দদৃশুর্ভাজনস্থানি তীর্থেষু সরিতাং নরাঃ ॥৭৪
শুক্লানংশুমতশ্চাপি দন্তধাবনসঞ্চয়ান্।
শুক্লাংশ্চন্দনকল্কাংশ্চ সমুদ্গেষ্ববতিষ্ঠতঃ (খ) ॥৭৫
দর্পণান্ পরিমৃষ্টাংশ্চ বাসসাঞ্চাপি সঞ্চয়ান্।
পাদুকোপানহং চৈব যুগ্মান্যত্র সহস্রশঃ ॥৭৬
আঞ্জনীঃ কঙ্কতান্ কূর্চাংশ্ছত্রাণি চ ধনূংষি চ।
মর্মত্রাণানি চিত্রাণি শয়নান্যাসনানি চ ॥৭৭

স্বর্ণনির্মিত সহস্র সহস্র অন্নপাত্র, নিযুত নিযুত ভোজনপাত্র, অর্বুদসংখ্যক হস্তপ্রক্ষালনপাত্র, জলপান-পাত্র, সুপরিষ্কৃত দধিমন্থনপাত্র, মন্থনান্তে সুরক্ষিত সুগন্ধযুক্ত পীতবর্ণ তক্রের (ঘোল) দ্বারা পূর্ণ পাত্রসমূহ বিরাজিত ছিল। সেই স্থানে হ্রদসমূহ গুড়, আদা, জীরা আদি মিশ্রিত রসালনামক তক্রের দ্বারা, শ্বেতবর্ণ দধির দ্বারা ও শর্করা (চিনি) মিশ্রিত জলের দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়াছিল। লোকসকল নদীতীর্থে (ঘাটে) যাইয়া দেখিল যে—পাত্রসমূহে আমলকীচূর্ণমিশ্রিত নানাবিধ স্নানীয় দ্রব্য সুরক্ষিত রহিয়াছে। সেই স্থানে অগ্র-ভাগে শ্বেতবর্ণ কূর্চযুক্ত (লোমযুক্ত) দন্তকাষ্ঠসকল, সমুদ্গক (কৌটা) মধ্যে শ্বেতচন্দনানুলেপন, নির্মল দর্পণ-সমূহ, ধৌতবস্ত্ররাশি, সহস্র সহস্র কাষ্ঠপাদুকা (খড়ম), সহস্র সহস্র চর্মপাদুকা (জুতা), আঞ্জনী (কাজল লাগাইবার দ্রব্য), কঙ্কত (চিরুণি), কূর্চ (যাহা দ্বারা শ্মশ্রু অর্থাৎ দাড়ি মার্জনা করা হয়, ছত্র, ধনু, কবচ, বিচিত্র শয্যা ও আসনসমূহ সুরক্ষিত ছিল। ভুক্তদ্রব্য জীর্ণ করিবার জন্য যাহা পান করা যায়, এইরূপ রসপূর্ণ

(খ) —সমুদ্রেষ্ববতিষ্ঠতঃ।

প্রতিপানহ্রদান্ পূর্ণান্ খরোষ্ট্র-গজ-বাজিনাম্ ।
অবগাহ্য সুতীর্থাংশ্চ হ্রদান্ সোৎপলপুষ্করান্ ।
আকাশবর্ণপ্রতিমান্ স্বচ্ছতোয়ান্ সুখাপ্লবান্ ॥৭৮
নীলবৈদূর্য্যবর্ণাংশ্চ মৃদূন্ যবসসঞ্চয়ান্ ।
নির্বাপার্থং পশূনাং তে দদৃশুস্তত্র সর্বশঃ ॥৭৯
ব্যস্ময়ন্ত মনুষ্যাস্তে স্বপ্নকল্পং তদদ্ভুতম্ ।
দৃষ্ট্বাতিথ্যং কৃতং তাদৃগ্ ভরতস্য মহর্ষিণা (ক) ॥৮০
ইত্যেবং রমমাণানাং দেবানামিব নন্দনে ।
ভরদ্বাজাশ্রমে রম্যে সা রাত্রির্ব্যত্যবর্তত ॥৮১

প্রতিজগ্মুশ্চ তা নদ্যো গন্ধর্বাশ্চ যথাগতম্ ।
ভরদ্বাজমনুজ্ঞাপ্য তাশ্চ সর্বা বরাঙ্গনাঃ ॥৮২
তথৈব মত্তা মদিরোৎকটা নরা-
স্তথৈব দিব্যাগুরুচন্দনোক্ষিতাঃ ।
তথৈব দিব্যা বিবিধাঃ স্রগুত্তমাঃ
পৃথগ্বিকীর্ণা মনুজৈঃ প্রমর্দিতাঃ ॥৮৩

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে-
হযোধ্যাকাণ্ডে একনবতিতমঃ সর্গঃ ।

হ্রদও ছিল। গর্দভ, উষ্ট্র, হস্তী ও অশ্বগণ অবতরণ ও অবগাহন করিতে পারে এইরূপ তীর্থ (ঘাট) যুক্ত হ্রদ-সকলও সেইস্থানে ছিল। ঐ সকল হ্রদ ছিল পদ্ম, উৎপল প্রভৃতি পুষ্পে পরিপূর্ণ, আকাশের মত বর্ণবিশিষ্ট স্বচ্ছজলপূর্ণ ও সুখে অবগাহনযোগ্য।৭১-৭৮

সকলে দেখিতে পাইল যে—পশুদিগের ভক্ষণার্থ নীলবৈদূর্য্যবর্ণ কোমলতৃণরাশি প্রচুরপরিমাণে সজ্জিত রহিয়াছে। মহর্ষি ভরদ্বাজ কর্তৃক কৃত মনুষ্যদুর্লভ স্বপ্নতুল্য অদ্ভুত আতিথ্য দেখিয়া সকলে অতিশয় বিস্মিত হইল। নন্দনকাননে দেবতাগণের ন্যায় ভরদ্বাজের রমণীয় আশ্রমে এইভাবে আমোদবিহারকারী জনগণের সেই রাত্রি অতিবাহিত হইয়া গেল। অনন্তর সমাগত অপ্সরাগণ, গন্ধর্বগণ ও বারাঙ্গনাগণ ভরদ্বাজের অনুমতি লইয়া যথাস্থানে প্রতিগমন করিল। কিন্তু ভরতের অনুগামী লোকসকল সেইরূপই মদমত্ত, দৃপ্ত ও দিব্য অগুরু-চন্দনে চর্চিত হইয়া রহিল। মনোহর উৎকৃষ্ট নানাপ্রকার মাল্যসমূহ মনুষ্যগণ কর্তৃক বিমর্দিত হইয়া চতুর্দিকে বিক্ষিপ্তভাবে পড়িয়া রহিল।৭৯-৮৩

পাঠান্তর :— (ক) —তাবদ্ ভরদ্বাজমহর্ষিণা ।

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে একনবতিতম সর্গ সমাপ্ত।

দ্বিনবতিতমঃ সর্গঃ

[মুনের্ভরদ্বাজস্য সমীপে প্রত্যাবর্তনপ্রার্থনম্, শ্রীরামস্যাশ্রমং গন্তুং পথনির্দেশপ্রাপ্তিশ্চ, মুনিনা জিজ্ঞাসিতস্য ভরতস্য স্বীয়মাতৃণাং পরিচয়দানম্, তদনন্তরং সুবিশালসেনাবাহিন্যা সহ চিত্রকূটমভি ভরতস্য যাত্রা চ।]

ততস্তাং রজনীং ব্যুষ্য ভরতঃ সপরিচ্ছদঃ।
কৃতাতিথ্যো ভরদ্বাজং কামাদভিজগাম হ ॥১

তমৃষিঃ পুরুষব্যাঘ্রং প্রেক্ষ্য প্রাঞ্জলিমাগতম্।
হুতাগ্নিহোত্রো ভরতং ভরদ্বাজোঽভ্যভাষত ॥২

কচ্চিদত্র সুখা রাত্রিস্তবাস্মদ্বিষয়ে গতা।
সমগ্রস্তে জনঃ কচ্চিদাতিথ্যে শংস মেঽনঘ ॥৩

তমুবাচাঞ্জলিং কৃত্বা ভরতোঽভিপ্রণম্য চ।
আশ্রমাদুপনিষ্ক্রান্তমৃষিমুত্তমতেজসম্ ॥৪

সুখোষিতোঽস্মি ভগবন্ সমগ্রবলবাহনঃ।
বলবত্তর্পিতশ্চাহং বলবান্ ভগবংস্ত্বয়া ॥৫

অপেতক্লমসন্তাপাঃ সুভিক্ষাঃ সুপ্রতিশ্রয়াঃ।
অপি প্রেষ্যানুপাদায় সর্বে স্মঃ সুসুখোষিতাঃ ॥৬

আমন্ত্রয়েঽহং ভগবন্ কামং ত্বামৃষিসত্তম।
সমীপং প্রস্থিতং ভ্রাতুর্মৈত্রেণেক্ষস্ব চক্ষুষা ॥৭

আশ্রমং তস্য ধর্মজ্ঞ ধার্মিকস্য মহাত্মনঃ।
আচক্ষ্ব কতমো মার্গঃ কিয়ানিতি চ শংস মে ॥৮

ইতি পৃষ্টস্তু ভরতং ভ্রাতৃদর্শনলালসম্।
প্রত্যুবাচ মহাতেজা ভরদ্বাজো মহাতপাঃ ॥৯

ভরতার্ধতৃতীয়েষু যোজনেষ্বজনে বনে।
চিত্রকূটগিরিস্তত্র রম্যনির্ঝরকাননঃ ॥১০

দ্বিনবতিতম সর্গ

[ভরদ্বাজমুনির নিকট ভরতের বিদায়প্রার্থনা ও শ্রীরামের আশ্রমে যাইবার পথনির্দেশপ্রাপ্তি, মুনি কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া ভরতের স্বীয় মাতৃগণের পরিচয়প্রদান এবং তদনন্তর সুবিশাল সেনাদলসহ চিত্রকূটের পথে ভরতের যাত্রা।]

ভরত সপরিবারে এইভাবে আতিথ্যলাভ করিয়া সেই রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। প্রাতঃকালে তিনি রামকে প্রাপ্ত হইবার অভিলাষে ভরদ্বাজের নিকট গমন করিলেন। ভরদ্বাজ প্রাতঃকালে অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া বসিয়া আছেন, এমন সময় নরশ্রেষ্ঠ ভরতকে কৃতাঞ্জলি হইয়া আগত দেখিয়া তিনি তাঁহাকে বলিলেন,—আমার এই আশ্রমে এই রাত্রি সুখেই অতিবাহিত হইয়াছে ত? নিষ্পাপ * ভরত! তোমার লোকসকল আতিথ্যলাভে পরিতৃপ্ত হইয়াছে ত? আমাকে সকল বিষয় জ্ঞাত কর। এই বলিয়া অতিতেজস্বী মহর্ষি আশ্রমের বহির্দেশে আসিলে পর ভরত তাঁহাকে প্রণামপূর্বক কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন,—ভগবন্! আমি সৈন্য ও বাহনগণ সহিত সুখেই রাত্রিবাস করিয়াছি। আপনি তাহাদের সকলের সহিত আমাকে বিশেষভাবে পরিতৃপ্ত করিয়াছেন।১-৫

আমরা সকলেই ক্লান্তি ও সন্তাপশূন্য হইয়াছি। সুন্দরভাবেই ভোজনাদি করিয়াছি। অতিশয় সুখে বাস করিয়াছি। সমুদায় ভৃত্যের সহিত পরমসুখে রাত্রি অতিবাহিত করিয়াছি। ভগবন্! মুনিশ্রেষ্ঠ! আমি আগ্রহের সহিত আপনার নিকট অনুমতিপ্রার্থনা করিতেছি। আমি এক্ষণে ভ্রাতার নিকট গমন করিতেছি, আপনি আমাকে স্নেহদৃষ্টি দ্বারা অবলোকন করুন। ধর্মজ্ঞ! মহাত্মা ধার্মিক রামের আশ্রমে কোন্ পথে যাওয়া যায় এবং তাহা কতদূরে অবস্থিত, আপনি আমাকে বলিয়া দিন। মহাতেজা মহাতপস্বী ভরদ্বাজ এইভাবে জিজ্ঞাসিত হইয়া ভ্রাতৃদর্শনে উৎকণ্ঠিত ভরতকে বলিলেন—ভরত! এইস্থান হইতে সার্ধদ্বিযোজন দূরে

* রামের প্রতি ভক্তি না থাকিলে ভরত অবশ্যই ভোগপ্রবণ হইবে—এইরূপ ভাবিয়াই ঋষি আতিথ্য করিয়াছিলেন। ভরত রামভক্তিবশতঃ ভোগবিমুখ। সেই জন্য তিনি নিষ্পাপ।

উত্তরং পার্শ্বমাসাদ্য তস্য মন্দাকিনী নদী।
পুষ্পিতদ্রুমসংছন্না রম্যপুষ্পিতকাননা ॥১১
অনন্তরং তৎসরিতশ্চিত্রকূটঞ্চ পর্বতম্।
তয়োঃ পর্ণকুটীং তাত তত্র তৌ বসতো ধ্রুবম্ ॥১২
দক্ষিণেন চ মার্গেণ সব্য-দক্ষিণমেব চ।
গজবাজিসমাকীর্ণাং বাহিনীং বাহিনীপতে ॥১৩
বাহয়স্ব মহাভাগ ততো দ্রক্ষ্যসি রাঘবম্।
প্রয়াণমিতি চ শ্রুত্বা রাজরাজস্য যোষিতঃ ॥১৪
হিত্বা যানানি যানার্হা ব্রাহ্মণং পর্য্যবারয়ন্।
বেপমানা কৃশা দীনা সহ দেব্যা সুমিত্রয়া ॥১৫
কৌসল্যা তত্র জগ্রাহ করাভ্যাং চরণৌ মুনেঃ।
অসমৃদ্ধেন কামেন সর্বলোকস্য গর্হিতা ॥১৬

কৈকয়ী তত্র জগ্রাহ চরণৌ সব্যপত্রপা।
তং প্রদক্ষিণমাগম্য ভগবন্তং মহামুনিম্ ॥১৭
অদূরাদ্ ভরতস্যৈব তস্থৌ দীনমনাস্তদা।
তত্র পপ্রচ্ছ ভরতং ভরদ্বাজো মহামুনিঃ ॥১৮
বিশেষং জ্ঞাতুমিচ্ছামি মাতৃণাং তব রাঘব।
এবমুক্তস্তু ভরতো ভরদ্বাজেন ধার্মিকঃ ॥১৯
উবাচ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা বাক্যং বচনকোবিদঃ।
যামিমাং ভগবন্ দীনাং শোকানশনকর্শিতাম্ ॥২০
পিতুর্হি মহিষীং দেবীং দেবতামিব পশ্যসি।
এষা তং পুরুষব্যাঘ্রং সিংহবিক্রান্তগামিনম্ ॥২১
কৌসল্যা সুষুবে রামং ধাতারমদিতির্যথা।
অস্যা বামভুজং শ্লিষ্টা যা সা তিষ্ঠতি দুর্মনাঃ ॥২২

(১ যোজন—৪ ক্রোশ। সার্ধদ্বিযোজন—১০ ক্রোশ) জনশূন্য অরণ্যমধ্যে রমণীয় বিদীর্ণপাষাণ-যুক্ত ও রমণীয় বনময় চিত্রকূটপর্বত আছে।৬-১০

তাহার উত্তরপার্শ্বে মন্দাকিনী (গঙ্গা) নদী প্রবাহিত হইতেছে। ঐ নদীর উভয়তট পুষ্পিতবৃক্ষসমূহে ও পুষ্পিতবনসমূহে সুশোভিত। তাত! ঐ মন্দাকিনীর পরপারে চিত্রকূটপর্বত। সেই পর্বতে তাহাদের পর্ণকুটীর দেখিতে পাইবে। সেই কুটীরে তাঁহারা বাস করিতেছেন। মহাভাগ! তুমি এই বিশাল সেনাবাহিনীর অধিপতি। তুমি হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি পরিব্যাপ্ত সেনাকে যমুনার দক্ষিণতীরস্থ পথে কিছুদূর লইয়া যাও। পরে সেই পথের দুইটি শাখাপথের মধ্যে বামভাগে দক্ষিণাভিমুখী যে পথ আছে, সেই পথে সৈন্যগণকে পরিচালিত কর। তাহা হইলেই রঘুনন্দন রামকে দেখিতে পাইবে। তখন আশ্রম হইতে প্রস্থান করিতে হইবে শুনিয়া যানে আরোহণকারিণী দশরথ-মহিষীরা নিজ নিজ যান (রথপ্রভৃতি) পরিত্যাগপূর্বক প্রণাম করিবার জন্য মহর্ষি ভরদ্বাজকে বেষ্টন করিলেন। সুমিত্রাদেবীর সহিত কৃশাঙ্গী অতিদীনা কৌশল্যাও কাঁপিতে কাঁপিতে মহর্ষির নিকট আসিলেন।১১-১৫

প্রথমে সুমিত্রার সহিত কৌশল্যা স্বহস্তদ্বয়ের দ্বারা মহর্ষির চরণস্পর্শ করিলেন। অনন্তর বিফলমনোরথা সর্বজননিন্দিতা কৈকেয়ী অতিশয় লজ্জিতা হইয়া মহর্ষির চরণস্পর্শ করিলেন এবং ভগবান্ মহর্ষিকে প্রদক্ষিণ করিয়া অতিদীনচিত্তে ভরতের নিকট দাঁড়াইলেন। তখন মহামুনি ভরদ্বাজ ভরতকে জিজ্ঞাসা করিলেন,- রঘুনন্দন! তোমার মাতৃগণের পৃথক্ পৃথক্ পরিচয় জানিতে ইচ্ছা করি। ভরদ্বাজ এইরূপ বলিলে পর ধার্মিক বাগ্মী ভরত কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে বলিলেন,—ভগবন্! শোকে ও উপবাসে শীর্ণদেহা অতিদুঃখিতা এই যে দেবতারূপিণী জননীকে আপনি দেখিতেছেন, ইনি পিতৃদেবের প্রধানমহিষী কৌশল্যা। অদিতি যেমন উপেন্দ্রকে প্রসব করিয়াছেন, সেইরূপ এই কৌশল্যাদেবী সিংহসম গতিমান্ পুরুষোত্তম রামকে প্রসব করিয়াছেন। ইঁহার বামবাহু ধারণ করিয়া যিনি দুঃখিতচিত্তে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, ইনি মহারাজের মধ্যমা মহিষী সুমিত্রাদেবী। বনমধ্যে শীর্ণপুষ্পযুক্তা কর্ণিকার শাখার ন্যায় ইনি অতিদুঃখিতা হইয়াছেন। দেবতার ন্যায় রূপবান্ সত্যবিক্রম বীরবর কুমার লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন এই সুমিত্রাদেবীর পুত্র।১৬-২৪

যাহার জন্য নরশ্রেষ্ঠ রাম-লক্ষ্মণ মৃত্যুসম বিপদ্ প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং মহারাজ দশরথ পুত্রশোকে

ইয়ং সুমিত্রা দুঃখার্তা দেবী রাজ্ঞশ্চ মধ্যমা।
কর্ণিকারস্য শাখেব শীর্ণপুষ্পা বনান্তরে ॥২৩
এতস্যাস্তৌ সুতৌ দেব্যাঃ কুমারৌ দেববর্ণিনৌ।
উভৌ লক্ষ্মণ-শত্রুঘ্নৌ বীরৌ সত্য-পরাক্রমৌ ॥২৪
যস্যাঃ কৃতে নরব্যাঘ্রৌ জীবনাশমিতো গতৌ।
রাজা পুত্রবিহীনশ্চ স্বর্গং দশরথো গতঃ ॥২৫
ক্রোধনামকৃতপ্রজ্ঞাং দৃপ্তাং সুভগমানিনীম্।
ঐশ্বর্য্যকামাং কৈকেয়ীমনার্য্যামার্য্যরূপিণীম্ ॥২৬
মমৈতাং মাতরং বিদ্ধি নৃশংসাং পাপনিশ্চয়াম্।
যতো মূলং হি পশ্যামি ব্যসনং মহদাত্মনঃ ॥২৭
ইত্যুক্ত্বা নরশার্দূলো বাষ্পগদ্গদয়া গিরা।
বিনিঃশ্বস্য স তাম্রাক্ষঃ ক্রুদ্ধো নাগ ইব শ্বসন্ ॥২৮
ভরদ্বাজো মহর্ষিস্তং ব্রুবন্তং ভরতং তদা।
প্রত্যুবাচ মহাবুদ্ধিরিদং বচনমর্থবিৎ ॥২৯
ন দোষেণাবগন্তব্যা কৈকয়ী ভরত ত্বয়া।
রামপ্রব্রাজনং হ্যেতৎ সুখোদর্কং ভবিষ্যতি ॥৩০

দেবানাং দানবানাঞ্চ ঋষীণাং ভাবিতাত্মনাম্।
হিতমেব ভবিষ্যদ্ধি রামপ্রব্রাজনাদিহ ॥৩১
অভিবাদ্য তু সংসিদ্ধঃ কৃত্বা চৈনং প্রদক্ষিণম্।
আমন্ত্র্য ভরতঃ সৈন্যং যুজ্যতামিতি চাব্রবীৎ ॥৩২
ততো বাজিরথান্ যুক্ত্বা দিব্যান্ হেমবিভূষিতান্।
অধ্যারোহৎ প্রয়াণার্থং বহূন্ বহুবিধো জনঃ ॥৩৩
গজকন্যা গজাশ্চৈব হেমকক্ষ্যাঃ পতাকিনঃ।
জীমূতা ইব ঘর্মান্তে সঘোষাঃ সম্প্রতস্থিরে ॥৩৪
বিবিধান্যপি যানানি মহান্তি চ লঘূনি চ।
প্রযযুঃ সুমহার্হাণি পাদৈরপি পদাতয়ঃ ॥৩৫
অথ যানপ্রবেকৈস্তু কৌসল্যাপ্রমুখাঃ স্ত্রিয়ঃ।
রামদর্শনকাঙ্ক্ষিণ্যঃ প্রযযুর্মুদিতাস্তদা ॥৩৬
চন্দ্রার্কতরুণাভাসাং নিযুক্তাং শিবিকাং শুভাম্।
আস্থায় প্রযযৌ শ্রীমান্ ভরতঃ সপরিচ্ছদঃ ॥৩
সা প্রযাতা মহাসেনা গজ-বাজিসমাকুলা।
দক্ষিণাং দিশমাবৃত্য মহামেঘ ইবোত্থিতঃ ॥৩৮

স্বর্গগমন করিয়াছেন, সেই ক্রোধনা, অশিক্ষিতবুদ্ধি, গর্বিতা, সৌভাগ্যমদমত্তা, ঐশ্বর্য্যলুব্ধা ও অনার্য্যা হইয়াও আর্য্যার ন্যায় প্রতীয়মানা এই কৈকেয়ী। এই পাপসঙ্কল্পবতী নিষ্ঠুরস্বভাবাকে আমার মাতা বলিয়া জানিবেন। ইহারই জন্য আমার এইরূপ মহাবিপদ্ উপস্থিত হইয়াছে। নরশ্রেষ্ঠ ভরত বাষ্পগদ্গদবাক্যে এই প্রকার বলিয়া ক্রুদ্ধ সর্পের ন্যায় দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে ক্রোধে আরক্তনেত্র হইলেন। ভরত ঐভাবে কথা বলিতেছেন দেখিয়া মহামতি সর্বজ্ঞ মহর্ষি ভরদ্বাজ তাঁহাকে বলিলেন,—ভরত! এইরূপ দোষ (১) করার জন্য তুমি কৈকেয়ীকে অবজ্ঞা করিও না। এই রাম-নির্বাসন পরিণামে সুখজনক হইবে।১৫-৩০

(১) দেবতাগণের প্রেরণায় মন্থরার কথায় কৈকেয়ীর কঠোরতা আসিয়াছিল। কৈকেয়ী রামের প্রতি অতিস্নেহশীলা। দেবতাদের চক্রান্তে ইহা হইয়াছে, সুতরাং কৈকেয়ীর কোন দোষ নাই। ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষি তাহা বুঝিয়াই ভরতকে সাবধান করিলেন।

এই রাম-বনবাস হইতে দেবগণের, দানবগণের ও তত্ত্বজ্ঞ ঋষিগণের মঙ্গল সাধিত হইবে। তখন ভরত মহর্ষির অনুগ্রহলাভে সিদ্ধকাম হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করিলেন। অনন্তর তাঁহার অনুমতি লইয়া সৈন্যগণকে সজ্জিত হইতে বলিলেন। তখন বহুবিধ লোক বহুবিধ স্বর্ণভূষিত দিব্য অশ্ব ও রথ যোজনা করিয়া প্রস্থান করিবার জন্য আরোহণ করিল। স্বর্ণময় গলবন্ধন রজ্জু ও পতাকাবিশিষ্ট হস্তী ও হস্তিনীসকল গ্রীষ্মান্তে শব্দায়মান মেঘমালার ন্যায় দশদিক নিনাদিত করিয়া প্রস্থান করিল। ক্ষুদ্র বৃহৎ নানাপ্রকারের বহুমূল্য যানসমূহ ও পদাতিগণ পদব্রজে চলিতে লাগিল।৩০-৩৫

অনন্তর কৌশল্যা প্রভৃতি রাজমহিষীগণ রামদর্শনের ইচ্ছায় আনন্দিত হইয়া উৎকৃষ্ট যানে আরোহণপূর্বক প্রস্থান করিলেন। শ্রীমান্ ভরত নবোদিত চন্দ্র-সূর্য্যের শোভাময়ী সুশ্রী শিবিকায় আরোহণ করিয়া সপরিবারে

বনানি চ ব্যতিক্রম্য জুষ্টানি মৃগপক্ষিভিঃ।
গঙ্গায়াঃ পরবেলায়াং গিরিষ্বথ নদীষ্বপি ॥৩৯
সা সম্প্রহৃষ্টদ্বিপবাজিযূথা
বিত্রাসয়ন্তী মৃগপক্ষিসঙ্ঘান্।
মহদ্বনং তৎ প্রবিগাহমানা
ররাজ সেনা ভরতস্য তত্র ॥৪০
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে দ্বিনবতিতমঃ সর্গঃ।

প্রস্থান করিলেন। গজ-অশ্বপরিব্যাপ্ত বিশাল সৈন্যবৃন্দ সমুত্থিত মহামেঘের ন্যায় দক্ষিণদিক্ আচ্ছন্ন করিয়া গমন করিতে লাগিল। ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে অবস্থিত পর্বত ও নদীসমূহের নিকটে মৃগপক্ষিসেবিত অরণ্যসকল পার হইয়া যাইতে লাগিল। আহ্লাদিত হস্তী-অশ্বসমন্বিত সৈন্যবৃন্দ বনমধ্যস্থিত মৃগ ও পক্ষিগণকে ভীত করিতে লাগিল এবং গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিয়া অপূর্ব শোভা ধারণ করিল।৩৬-৪০

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে দ্বিনবতিতম সর্গ সমাপ্ত।

ত্রিনবতিতমঃ সর্গঃ

[সেনাবাহিনীভিঃ সহ ভরতস্য চিত্রকূটযাত্রা-বর্ণনম্।]

তয়া মহত্যা যায়িন্যা ধ্বজিন্যা বনবাসিনঃ।
অর্দিতা যূথপা মত্তাঃ সযূথাঃ সম্প্রদুদ্রুবুঃ ॥১
ঋক্ষাঃ পৃষতমুখ্যাশ্চ রুরবশ্চ সমন্ততঃ।
দৃশ্যন্তে বনবাটেষু গিরিষ্বসি নদীষু চ ॥২
স সম্প্রতস্থে ধর্মাত্মা প্রীতো দশরথাত্মজঃ।
বৃতো মহত্যা নাদিন্যা সেনয়া চতুরঙ্গয়া ॥৩
সাগরৌঘনিভা সেনা ভরতস্য মহাত্মনঃ।
মহীং সংছাদয়ামাস প্রাবৃষি দ্যামিবাম্বুদঃ ॥৪
তুরঙ্গৌঘৈরবততা বারণৈশ্চ মহাবলৈঃ।
অনালক্ষ্যা চিরং কালং তস্মিন্ কালে বভূব সা ॥৫
স গত্বা দূরমধ্বানং সম্পরিশ্রান্তবাহনঃ।
উবাচ বচনং শ্রীমান্ বসিষ্ঠং মন্ত্রিণাং বরম্ ॥৬

ত্রিনবতিতম সর্গ

[সেনাদলসহ ভরতের চিত্রকূটযাত্রার বর্ণনা।]

বনবাসী মত্ত যূথপতি হস্তীসকল গমনরত বিশাল সেনাদলকর্তৃক নিপীড়িত হইয়া দলে দলে ইতস্ততঃ ধাবিত হইতে লাগিল। বনস্থলে, পর্বতে ও নদীতীরে ভল্লুক, পৃষত (বিন্দুবিন্দুচিহ্নযুক্ত হরিণ) ও রুরু (চিহ্নহীন হরিণ) সমূহকে ব্যাকুলভাবে চারিদিকে ধাবিত হইতে দেখা গেল। ধর্মাত্মা দশরথতনয় ভরত কোলাহলকারী বিশাল চতুরঙ্গ সৈন্যসমূহে পরিবৃত হইয়া সানন্দে গমন করিতে লাগিলেন। বর্ষাকালে মেঘ যেমন আকাশকে আচ্ছন্ন করে, সেইরূপ মহাত্মা ভরতের সমুদ্রপ্রবাহতুল্য সৈন্যগণ পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করিল। সেই সময় মহাবলশালী অশ্ব ও হস্তীসকলের দ্বারা বিশেষভাবে আবৃত হওয়ায় পৃথিবী বহুক্ষণ যাবৎ লোকের দৃষ্টির অগোচর হইয়াছিল।১-৫

বহুদূর পথ অতিক্রম করায় বাহনসমূহ ক্লান্ত হইয়া পড়িলে শ্রীমান্ ভরত মন্ত্রিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠকে বলিলেন—আমি যেরূপ দেখিতেছি, পূর্বে আমি যেরূপ শুনিয়াছি এবং ভরদ্বাজ যে প্রকার বলিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছি যে, আমরা নির্দিষ্টস্থানে আসিয়াছি। এই

যাদৃশং লক্ষ্যতে রূপং যথা চৈব ময়া শ্রুতম্।
ব্যক্তং প্রাপ্তাঃ স্ম তং দেশং ভরদ্বাজো যমব্রবীৎ ॥৭
অয়ং গিরিশ্চিত্রকূটস্তথা মন্দাকিনী নদী।
এতৎ প্রকাশতে দূরান্নীলমেঘনিভং বনম্ ॥৮
গিরেঃ সানূনি রম্যাণি চিত্রকূটস্য সম্প্রতি।
বারণৈরবমৃদ্যন্তে মামকৈঃ পর্বতোপমৈঃ ॥৯
মুঞ্চন্তি কুসুমান্যেতে নগাঃ পর্বতসানুষু।
নীলা ইবাতপাপায়ে তোয়ং তোয়ধরা ঘনাঃ ॥১০
কিন্নরাচরিতং দেশং পশ্য শত্রুঘ্ন পর্বতে।
হয়ৈঃ সমন্তাদাকীর্ণং মকরৈরিব সাগরম্ ॥১১
এতে মৃগগণা ভান্তি শীঘ্রবেগাঃ প্রচোদিতাঃ।
বায়ুপ্রবিদ্ধাঃ শরদি মেঘজালা ইবাম্বরে ॥১২
কুর্বন্তি কুসুমাপীড়ান্ শিরঃসু সুরভীনমী।
মেঘপ্রকাশৈঃ ফলকৈর্দাক্ষিণাত্যা নরা যথা ॥১৩

সেই চিত্রকূটপর্বত, এই সেই মন্দাকিনী নদী। দূর হইতে নীলমেঘতুল্য ঐ বন প্রতিভাত হইতেছে। সম্প্রতি চিত্রকূটপর্বতের রমণীয় সানু (তটদেশ) সমূহ পর্বততুল্য মদীয় হস্তিগণের দ্বারা নিপীড়িত হইতেছে। বর্ষাকালে জলপূর্ণ নীলমেঘসমূহ যেমন জলধারা বর্ষণ করে, সেইভাবে পর্বততটদেশস্থিত বৃক্ষসমূহ হস্তিগণের আঘাতে কম্পিত হইয়া কুসুমরাশি বর্ষণ করিতেছে।৬-১০

ভ্রাতঃ শত্রুঘ্ন! এই পর্বতে কিন্নরগণের বাসস্থানগুলি অবলোকন কর। সমুদ্র যেমন মকরগণের দ্বারা সমাকীর্ণ হয়, ঐ স্থানগুলি আমাদের অশ্বসমূহের দ্বারা সেইভাবে সমাকীর্ণ হইয়াছে। শরৎকালে বায়ুচালিত হইয়া মেঘমালা যেমন আকাশে শোভা পায়, আমার সৈন্যগণ কর্তৃক প্রেরিত হইয়া শীঘ্রগামী হরিণসমূহ সেইরূপ শোভাপ্রাপ্ত হইতেছে। মেঘসমান প্রকাশমান অস্ত্র-নিবারণসমর্থ চর্মফলক (ঢাল)-সমন্বিত সৈন্যগণ দাক্ষিণাত্য-বাসী লোকের ন্যায় নিজ নিজ মস্তক সুগন্ধি পুষ্পে ভূষিত করিতেছে। এই ভীষণদর্শন অরণ্য স্বভাবতই নির্জন ও নিস্তব্ধ হইলেও সম্প্রতি আমাদের আগমনে জনাকীর্ণ অযোধ্যার ন্যায় মনে হইতেছে। অশ্বগণের

নিষ্কূজমিব ভূত্বেদং বনং ঘোরপ্রদর্শনম্।
অযোধ্যেব জনাকীর্ণা সম্প্রতি প্রতিভাতি মে ॥১৪
খুরৈরুদীরিতো রেণুর্দিবং প্রচ্ছাদ্য তিষ্ঠতি।
তং বহত্যনিলঃ শীঘ্রং কুর্বন্নিব মম প্রিয়ম্ ॥১৫
স্যন্দনাংস্তুরগোপেতান্ সূতমুখ্যৈরধিষ্ঠিতান্।
এতান্ সম্পততঃ শীঘ্রং পশ্য শত্রুঘ্ন কাননে ॥১৬
এতান্ বিত্রাসিতান্ পশ্য বর্হিণঃ প্রিয়দর্শনান্।
এবমাপততঃ শৈলমধিবাসং পতত্রিণঃ ॥১৭
অতিমাত্রময়ং দেশো মনোজ্ঞঃ প্রতিভাতি মে।
তাপসানাং নিবাসোঽয়ং ব্যক্তং স্বর্গপথোঽনঘ ॥১৮
মৃগা মৃগীভিঃ সহিতা বহবঃ পৃষতা বনে।
মনোজ্ঞরূপা লক্ষ্যন্তে কুসুমৈরিব চিত্রিতাঃ ॥১৯
সাধু সৈন্যাঃ প্রতিষ্ঠন্তাং বিচিন্বন্তু চ কাননম্।
যথা তৌ পুরুষব্যাঘ্রৌ দৃশ্যেতে রাম-লক্ষ্মণৌ ॥২০

খুরোত্থিত ধূলিসমূহে গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়াছে। বায়ু আমার প্রীতিসাধন করিবার জন্য চিত্রকূটদর্শনের বিঘ্নস্বরূপ ঐ ধূলিসমূহকে শীঘ্রই অপসারিত করিতেছে। ১১-১৫

শত্রুঘ্ন! দেখ, প্রধান প্রধান সারথিগণকর্তৃক অধিষ্ঠিত অশ্বযোজিত রথসমূহ বনমধ্যে অতিদ্রুতবেগে গমন করিতেছে। দেখ, প্রিয়দর্শন ময়ূরগণ ভীত হইয়া পক্ষি-গণের বাসস্থান এই পর্বতেই আসিতেছে। এই স্থান অতিশয় মনোজ্ঞ বলিয়া আমার মনে হইতেছে। তপস্বী ব্যক্তিগণ এইস্থানে অবস্থান করেন। নিশ্চয়ই ইহা স্বর্গপথের সমান। এইস্থানে চিত্রিত হরিণসমূহ হরিণীর সহিত মিলিত হইয়া অতিমনোজ্ঞরূপ ধারণ করিয়াছে। চিত্রিত হরিণসমূহকে দেখিয়া মনে হয়—তাহাদিগকে কুসুমের দ্বারা সজ্জিত করা হইয়াছে। এক্ষণে সৈন্যগণ সমুচিতভাবে অগ্রসর হউক, যেভাবে নরশ্রেষ্ঠ রাম-লক্ষ্মণ দৃষ্টিগোচর হন, সেইভাবে সমুদায় কানন অন্বেষণ করুক।১৬-২০

ভরতের কথা শুনিয়া শস্ত্রধারী বীরপুরুষগণ সেই বনে প্রবেশ করিল এবং ধূমশিখা দেখিতে পাইল।

ভরতস্য বচঃ শ্রুত্বা পুরুষাঃ শস্ত্রপাণয়ঃ।
বিবিশুস্তদ্বনং শূরা ধূমাগ্রং দদৃশুস্ততঃ ॥২১
তে সমালোক্য ধূমাগ্রমূচুর্ভরতমাগতাঃ।
নামনুষ্যে ভবত্যগ্নির্ব্যক্তমত্রৈব রাঘবৌ ॥২২
অথ নাত্র নরব্যাঘ্রৌ রাজপুত্রৌ পরন্তপৌ।
অন্যে রামোপমাঃ সন্তি ব্যক্তমত্র তপস্বিনঃ ॥২৩
তচ্ছ্রুত্বা ভরতস্তেষাং বচনং সাধুসম্মতম্।
সৈন্যানুবাচ সর্বাংস্তানমিত্রবলমর্দনঃ ॥২৪
যত্তা ভবন্তস্তিষ্ঠন্তু নেতো গন্তব্যমগ্রতঃ।
অহমেব গমিষ্যামি সুমন্ত্রো ধৃতিরেব চ ॥২৫
এবমুক্তাস্ততঃ সৈন্যাস্তত্র তস্থুঃ সমন্ততঃ।
ভরতো যত্র ধূমাগ্রং তত্র দৃষ্টিং সমাদধৎ ॥২৬
ব্যবস্থিতা যা ভরতেন সা চমূ-
নিরীক্ষমাণাপি চ ভূমিমগ্রতঃ।
বভূব হৃষ্টা নচিরেণ জানতী
প্রিয়স্য রামস্য সমাগমং তদা ॥২৭
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে ত্রিনবতিতমঃ সর্গঃ ॥

ধূমশিখা দেখিয়া ভরতের নিকট আগমনপূর্বক তাহারা নিবেদন করিল—মনুষ্যহীন স্থানে অগ্নি থাকিতে পারে না। অতএব রাম-লক্ষ্মণ এই স্থানেই আছেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। যদি শত্রুদমন বরশ্রেষ্ঠ রাম-লক্ষ্মণ এই স্থানে না থাকেন, তাহা হইলে রামতুল্য তপস্বিগণ * নিশ্চয়ই আছেন। শত্রুসৈন্যনাশী ভরত সৈন্যগণের সুন্দর ও সঙ্গত বাক্য শুনিয়া তাহাদের সকলকে বলিলেন—তোমরা সংযত হইয়া এইস্থানে অবস্থান কর, এইস্থান হইতে অগ্রসর হইও না। সুমন্ত্র ও ধৃতির (অশোক মন্ত্রী) সহিত আমিই নিজে যাইব ২১-২৫

ভরত এইরূপ বলিলে পর সৈন্যগণ সেই স্থানে চারিদিকে অবস্থান করিল। যেখানে ধূমশিখা দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল, ভরত সেই স্থানে দৃষ্টিপাত করিলেন। তৎকালে ভরতের আদেশে সৈন্যগণ যথানিয়মে অবস্থিত হইয়া সম্মুখদেশে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন। তাহারা জানিতে পারিলেন যে, প্রিয়তম রামের সহিত মিলনে বিলম্ব নাই। ইহাতে তাহারা অতিশয় আনন্দিত হইল।২৬-২৭

* রাম-লক্ষ্মণ না থাকিলেও তপস্বীদের নিকট তাঁহাদের সংবাদ পাওয়া যাইবে।

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ত্রিনবতিতম সর্গ সমাপ্ত।

চতুর্নবতিতমঃ সর্গঃ

[সীতাদেব্যাঃ সমীপে শ্রীরামেণ চিত্রকূটস্য শোভাপ্রদর্শনম্ ।]

দীর্ঘকালোষিতস্তস্মিন্ গিরৌ গিরিবরপ্রিয়ঃ ।
বৈদেহ্যাঃ প্রিয়মাকাঙ্ক্ষন্ স্বঞ্চ চিত্তং বিলোভয়ন্ ॥১
অথ দাশরথিশ্চিত্রং চিত্রকূটমদর্শয়ৎ ।
ভার্য্যামমর সঙ্কাশঃ শচীমিব পুরন্দরঃ ॥২
ন রাজ্যভ্রংশনং ভদ্রে ন সুহৃদ্ভির্বিনাভবঃ ।
মনো মে বাধতে দৃষ্ট্বা রমণীয়মিমং গিরিম্ ॥৩
পশ্যেমমচলং ভদ্রে নানাদ্বিজগণায়ুতম্ ।
শিখরৈঃ খমিবোদ্বিদ্ধৈর্ধাতুমদ্ভির্বিভূষিতম্ ॥৪
কেচিদ্ রজতসঙ্কাশাঃ কেচিৎ ক্ষতজসন্নিভাঃ ।
পীত-মাঞ্জিষ্ঠবর্ণাশ্চ কেচিন্মণিবরপ্রভাঃ ॥৫
পুষ্পার্ক-কেতকাভাশ্চ কেচিজ্জ্যোতীরসপ্রভাঃ ।
বিরাজন্তেঽচলেন্দ্রস্য দেশা ধাতুবিভূষিতাঃ ॥৬
নানামৃগগণৈর্দ্বীপিতরক্ষ্বৃক্ষগণৈর্বৃতঃ ।
অদুষ্টৈর্ভাত্যয়ং শৈলো বহুপক্ষিসমাকুলঃ ॥৭
আম্রজম্ব্বসনৈর্লোধ্রৈঃ প্রিয়ালৈঃ পনসৈর্ধবৈঃ ।
অঙ্কোলৈর্ভব্যতিনিশৈর্বিল্বতিন্দুকবেণুভিঃ ॥৮
কাশ্মর্য্যারিষ্টবরণৈর্মধূকৈস্তিলকৈরপি ।
বদর্য্যামলকৈর্নীপৈর্বেত্রধন্বনবীজকৈঃ ॥৯
পুষ্পবদ্ভিঃ ফলোপেতৈশ্ছায়াবদ্ভির্মনোরমৈঃ ।
এবমাদিভিরাকীর্ণঃ শ্রিয়ং পুষ্যত্যয়ং গিরিঃ ॥১০
শৈলপ্রস্থেষু রম্যেষু পশ্যেমান্ কামহর্ষণান্ ।
কিন্নরান্ দ্বন্দ্বশো ভদ্রে রমমাণান্ মনস্বিনঃ ॥১১
শাখাবসক্তান্ খড়্গাংশ্চ প্রবরাণ্যম্বরাণি চ ।
পশ্য বিদ্যাধরস্ত্রীণাং ক্রীড়োদ্দেশান্ মনোরমান্ ॥১২

চতুর্নবতিতম সর্গ

[সীতাদেবীর নিকট শ্রীরামকর্তৃক চিত্রকূটপর্বতের শোভা-প্রদর্শন ।]

এদিকে রাম সীতার প্রীতিসাধনের জন্য এবং নিজ চিত্তের বিনোদনের জন্য অনেকদিন সেই চিত্রকূটপর্বতে বাস করিতেছিলেন। ইন্দ্র যেমন শচীকে রমণীয় বস্তু দর্শন করাইয়া থাকেন, সেইভাবে দেবতুল্য রাম একদিন নিজ-পত্নীকে চিত্রকূটের রমণীয় শোভা দর্শন করাইয়া বলিতে লাগিলেন—কল্যাণি! এই পরমরমণীয় পর্বত দর্শন করিয়া আমার মনে রাজ্যভ্রংশ ও সুহৃদ্গণের বিয়োগজন্য দুঃখ হইতেছে না। ভদ্রে! অবলোকন কর, এই পর্বত নানাবিধ পক্ষিসমূহে পরিপূর্ণ। ইহার ধাতুরঞ্জিত শিখরসকল যেন আকাশ ভেদ করিয়া শোভা বৃদ্ধি করিতেছে।১-৪

ইহার কোন শিখর রজততুল্য, কোন শিখর রক্তুতুল্য, কোন শিখর পীত ও মঞ্জিষ্ঠলতার ন্যায় লোহিত-বর্ণ এবং কোন শিখর সুন্দর মণির ন্যায় প্রভাময়। এই পর্বতের বিবিধধাতুভূষিত প্রদেশের মধ্যে কোনস্থান পুষ্পরাগতুল্য, কোনস্থান স্ফটিকমণিসদৃশ, কোনস্থান কেতককুসুমসমান, কোনস্থান নক্ষত্রাদি তুল্য প্রভাশালী ও কোনস্থান পারদতুল্য শুভ্র। এই পর্বত শান্তস্বভাব নানাজাতীয় হরিণ, মহাব্যাঘ্র, ক্ষুদ্রব্যাঘ্র ও ভল্লূকসমূহে পরিব্যাপ্ত এবং বহুবিধ পক্ষীদ্বারা পরিপূর্ণ। ইহাতে এই পর্বতের বিশেষ শোভা হইতেছে। আম্র, জম্বু, অসন, লোধ্র, পিয়াল, পনস, ধব, অঙ্কোল, ভব্য, তিনিশ, বিল্ব, তিন্দুক, বেণু, কাশ্মরী, নিম্ব, বাণ, মধুক, তিলক, বদরী, আমলকী, কদম্ব, বেত্র, ইন্দ্রজব ও দাড়িম্ব ইত্যাদি পুষ্পভূষিত ফলসমন্বিত ছায়াবিশিষ্ট মনোহর বৃক্ষসমূহে পরিব্যাপ্ত হওয়ায় এই পর্বত নিজসৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতেছে।৫-১০

কল্যাণি! প্রিয়ে! দেখ, পর্বতের রমণীয় সানুদেশে

জলপ্রপাতৈরুদ্ভেদৈর্নিষ্পন্দৈশ্চ ক্বচিৎ ক্বচিৎ।
স্রবদ্ভির্ভাত্যয়ং শৈলঃ স্রবন্মদ ইব দ্বিপঃ ॥১৩
গুহাসমীরণো গন্ধান্ নানাপুষ্পভবান্ বহূন্।
ঘ্রাণতর্পণমভ্যেত্য কং নরং ন প্রহর্ষয়েৎ ॥১৪
যদীহ শরদোঽনেকাস্ত্বয়া সার্ধমনিন্দিতে।
লক্ষ্মণেন চ বৎস্যামি ন মাং শোকঃ প্রধর্ষ্যতি(ক)॥১৫
বহুপুষ্পফলে রম্যে নানাদ্বিজগণাযুতে।
বিচিত্রশিখরে হ্যস্মিন্ রতবানস্মি ভামিনি ॥১৬
অনেন বনবাসেন মম প্রাপ্তং ফলদ্বয়ম্।
পিতুশ্চানৃণ্যতা ধর্মে ভরতস্য প্রিয়ং তথা ॥১৭
বৈদেহি রমসে কচ্চিচ্চিত্রকূটে ময়া সহ।
পশ্যন্তী বিবিধান্ ভাবান্ মনোবাক্কায়সম্মতান্ ॥১৮

কিন্নরগণ যুগলভাবে মিলিত হইয়া বিহার করিতেছে। এই মনস্বী কিন্নরগণ কামভাবে মত্ত হওয়ায় অতিশয় হৃষ্ট হইয়াছে। কিন্নরগণের উৎকৃষ্ট খড়্গ ও বিদ্যাধরীগণের উত্তম বসনসমূহ রমণীয় ক্রীড়াস্থলে বৃক্ষসকলের শাখায় সংযুক্ত রহিয়াছে। স্থানে স্থানে জলপ্রপাতসমূহ ও নির্ঝরসমূহ ভূমিভেদ করত নির্গত হইয়া প্রবাহিত হওয়াতে এই পর্বত মদস্রাবী হস্তীর ন্যায় শোভিত হইতেছে। গুহাদ্বার হইতে প্রবাহিত বায়ু নানাবিধ পুষ্পের বিচিত্র গন্ধ বহন করত ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধন করিয়া কোনব্যক্তিকে সুখী না করিতেছে? অনিন্দিতে! আমি যদি তোমার সহিত ও লক্ষ্মণের সহিত এই পর্বতে বহুবৎসরও বাস করি, তথাপি শোক আমাকে ব্যথিত করিতে পারিবে না।১১-১৫

প্রিয়ে! বহুবিধফলপুষ্পসমন্বিত নানাজাতীয় বিহঙ্গপরিপূর্ণ বিচিত্রশৃঙ্গময় রমণীয় এই চিত্রকূটে আমি অতিশয় প্রীতিযুক্ত হইয়াছি। এই বনবাস দ্বারা আমার দুইটি ফল লাভ হইয়াছে। সত্যধর্মপালনে পিতার ঋণপরিশোধ ও ভরতের প্রীতিসাধন। বৈদেহি! তুমি আমার সহিত এই চিত্রকূটে থাকিয়া মন, বাক্য ও শরীরের অনুকূল নানাবিধ রমণীয় বস্তু দর্শন করত

পাঠান্তর :— (ক) —প্রধক্ষ্যতি।

ইদমেবামৃতং প্রাহু রাজ্ঞি রাজর্ষয়ঃ পরে।
বনবাসং ভবার্থায় প্রেত্য মে প্রপিতামহাঃ ॥১৯
শিলাঃ শৈলস্য শোভন্তে বিশালাঃ শতশোঽভিতঃ।
বহুলা বহুলৈর্বর্ণৈর্নীল-পীতসিতারুণৈঃ ॥২০
নিশি ভান্ত্যচলেন্দ্রস্য হুতাশনশিখা ইব।
ঔষধ্যঃ স্বপ্রভালক্ষ্ম্যা ভ্রাজমানাঃ সহস্রশঃ ॥২১
কেচিৎ ক্ষয়নিভা দেশাঃ কেচিদুদ্যানসন্নিভাঃ।
কেচিদেকশিলা ভান্তি পর্বতস্যাস্য ভামিনি ॥২২
ভিত্ত্বেব বসুধাং ভাতি চিত্রকূটঃ সমুত্থিতঃ।
চিত্রকূটস্য কূটোঽয়ং দৃশ্যতে সর্বতঃ শুভঃ ॥২৩
কুষ্ঠ-স্থগর-পুন্নাগ-ভূর্জপত্রোত্তরচ্ছদান্।
কামিনাং স্বাস্তরান্ পশ্য কুশেশয়দলাযুতান্ ॥২৪

প্রীতিলাভ করিতেছ ত? রাজর্ষিগণ বলিয়াছেন যে—রাজার পক্ষে এইরূপ নিয়মে বনবাস করা অমৃতস্বরূপ। আমার প্রপিতামহগণ এইরূপ বনবাসকেই পারলৌকিক মঙ্গলের কারণ বলিয়াছেন। নীল, পীত, শ্বেত, শোণিত প্রভৃতি নানাবর্ণে পর্বতের শত শত বিশাল শিলাসমূহ চতুর্দিকে শোভিত রহিয়াছে।১৬-২০

রাত্রিতে এই গিরিরাজের সঞ্জীবনী প্রভৃতি সহস্র সহস্র ওষধি স্বীয়প্রভায় প্রকাশমান হইয়া অগ্নিশিখার ন্যায় শোভাধারণ করিয়া থাকে। ভামিনি! এই পর্বতের কোন প্রদেশ বাসোপযুক্ত গৃহতুল্য, কোন প্রদেশ উদ্যানতুল্য এবং কোন প্রদেশ বহুজনের অবস্থানযোগ্য অখণ্ডশিলা দ্বারা শোভাধারণ করিয়াছে। এই চিত্রকূট যেন পৃথিবী ভেদ করিয়া উত্থিত হইয়াছে। চিত্রকূটের শৃঙ্গসমূহ চতুর্দিকে সুশোভন দৃষ্ট হইতেছে। ঐ দেখ, শতদল, উৎপল, পুন্নাগ ও ভূর্জপত্রাদিনির্মিত উত্তরচ্ছদ বিশিষ্ট শয্যাসকল কামি-জনের জন্য নির্মিত রহিয়াছে। কামিগণের উপভোগে মর্দিত ও পরিত্যক্ত পদ্মমালাসমূহ ও ভুক্তাবশিষ্ট বিবিধ ফল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দেখা যাইতেছে।২১-২

বহুবিধ ফল, মূল ও স্বচ্ছজলসম্পন্ন এই চিত্রকূটপর্বত কুবেরের অলকা, ইন্দ্রের অমরাবতী ও উত্তরকুরুদেশকে নিজশোভায় অতিক্রম করিয়াই যেন শোভা পাইতেছে।

মুদিতাশ্চাপবিদ্ধাশ্চ দৃশ্যন্তে কমলস্রজঃ।
কামিভির্বনিতে পশ্য ফলানি বিবিধানি চ ॥২৫
বস্বৌকসারাং নলিনীমতীত্যেবোত্তরান্ কুরূন্।
পর্বতশ্চিত্রকূটোঽসৌ বহুমূল-ফলোদকঃ ॥২৬
ইমং তু কালং বনিতে বিজহ্রিবাং-
স্ত্বয়া চ সীতে সহ লক্ষ্মণেন।
রতিং প্রপৎস্যে কুলধর্মবর্ধিনীং
সতাং পথি স্বৈর্নিয়মৈঃ পরৈঃ স্থিতঃ ॥২৭

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে চতুর্নবতিতমঃ সর্গঃ ॥

প্রিয়ে! আমি তোমার ও লক্ষ্মণের সহিত চতুর্দশবৎসর-কাল শ্রেষ্ঠনিয়মে সাধুগণের আচরিত পথে থাকিয়া এই চিত্রকূটে অতিবাহিত করিব, তাহা হইলে বংশ ও ধর্মের অভ্যুদয়বিশিষ্ট সুখলাভ করিতে পারিব।২৬-২৭

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে চতুর্নবতিতম সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চনবতিতমঃ সর্গঃ

[সীতাসমীপে রামেণ মন্দাকিন্যাঃ শোভায়া বর্ণনম্]

অথ শৈলাদ্ বিনিষ্ক্রম্য মৈথিলীং কোসলেশ্বরঃ।
অদর্শয়চ্ছুভজলাং রম্যাং মন্দাকিনীং নদীম্ ॥১
অব্রবীচ্চ বরারোহাং চন্দ্রচারুনিভাননাম্।
বিদেহরাজস্য সুতাং রামো রাজীবলোচনঃ ॥২
বিচিত্রপুলিনাং রম্যাং হংস-সারসসেবিতাম্।
কুসুমৈরুপসম্পন্নাং পশ্য মন্দাকিনীং নদীম্ ॥৩
নানাবিধৈস্তীররুহৈর্বৃতাং পুষ্প-ফলদ্রুমৈঃ।
রাজন্তীং রাজরাজস্য নলিনীমিব সর্বতঃ ॥৪
মৃগযূথনিপীতানি কলুষাম্ভাংসি সাম্প্রতম্।
তীর্থানি রমণীয়ানি রতিং সংজনয়ন্তি মে ॥৫
জটাজিনধরাঃ কালে বল্কলোত্তরবাসসঃ।
ঋষয়স্ত্ববগাহন্তে নদীং মন্দাকিনীং প্রিয়ে ॥৬
আদিত্যমুপতিষ্ঠন্তে নিয়মাদূর্ধ্ববাহবঃ।
এতে পরে বিশালাক্ষি! মুনয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥৭
মারুতোদ্ধূতশিখরৈঃ প্রনৃত্ত ইব পর্বতঃ।
পাদপৈঃ পুষ্পপত্রাণি সৃজদ্ভিরভিতো নদীম্ ॥৮

পঞ্চনবতিতম সর্গ

[সীতার নিকট রামকর্তৃক মন্দাকিনী-নদীর শোভাবর্ণন।]

অনন্তর কোশলেশ্বর রাম গিরিবর চিত্রকূটের মধ্যভাগ হইতে নির্গত হইয়া সীতাকে পবিত্রসলিলা রমণীয়া মন্দাকিনী-নদী দেখাইলেন। কমলনয়ন রাম পূর্ণচন্দ্রমুখী বরাঙ্গনা বৈদেহীকে বলিলেন,—প্রিয়ে! বিচিত্রপুলিনা হংস-সারস-সেবিতা রমণীয়া পদ্ম-কুমুদাদি পুষ্পপরিব্যাপ্তা মন্দাকিনীকে দর্শন কর। উভয়তীরে জাত পুষ্পফলযুক্ত নানাপ্রকার বৃক্ষসমূহে আবৃতা এই মন্দাকিনী রাজরাজ কুবেরের সৌগন্ধিকনামক সরোবরের ন্যায় শোভাধারণ করিয়াছে। এই মন্দাকিনীর তীর্থসমূহ (ঘাটসমূহ) আমার অতিশয় প্রীতি উৎপাদন করিতেছে, যদিও সম্প্রতি মৃগসমূহ জলপান করিবার জন্য অবতরণ করায় সেখানের জল কলুষিত হইয়াছে।১-৫

প্রিয়ে! ঐ দেখ, জটাজিনধারী ঋষিগণ বল্কলের উত্তরীয় ধারণপূর্বক যথাকালে মন্দাকিনী-জলে অবগাহন করিতেছেন। বিশালনয়নে! ঐ দেখ, অপরদিকে নিয়মপূর্বক দৃঢ়ব্রত মুনিগণ ঊর্ধ্ববাহু হইয়া সূর্যের

ক্বচিন্মণিনিকাশোদাং ক্বচিৎ পুলিনশালিনীম্ ।
ক্বচিৎ সিদ্ধজনাকীর্ণাং পশ্য মন্দাকিনীং নদীম্ ॥৯
নির্ধূতান্ বায়ুনা পশ্য বিততান্ পুষ্পসঞ্চয়ান্ ।
পোপ্লূয়মানানপরান্ পশ্য ত্বং তনুমধ্যমে ॥১০
পশ্যৈতদ্ বল্গুবচসো রথাঙ্গাহ্বয়না দ্বিজাঃ
অধিরোহন্তি কল্যাণি নিষ্কূজন্তঃ শুভা গিরঃ ॥১১
দর্শনং চিত্রকূটস্য মন্দাকিন্যাশ্চ শোভনে ।
অধিকং পুরবাসাচ্চ মন্যে তব চ দর্শনাৎ ॥১২
বিধূতকল্মষৈঃ সিদ্ধৈস্তপো-দম-শমান্বিতৈঃ ।
নিত্যবিক্ষোভিতজলাং বিগাহস্ব ময়া সহ ॥১৩
সখীবচ্চ বিগাহস্ব সীতে মন্দাকিনীং নদীম্ ।
কমলান্যবমজ্জন্তী পুষ্করাণি চ ভামিনি ॥১৪
ত্বং পৌরজনবদ্ ব্যালানযোধ্যামিব পর্বতম্ ।
মন্যস্ব বনিতে নিত্যং সরযূবদিমাং নদীম্ ॥১৫
লক্ষ্মণশ্চৈব ধর্মাত্মা মন্নিদেশে ব্যবস্থিতঃ ।
ত্বঞ্চানুকূলা বৈদেহি প্রীতিং জনয়তী মম ॥১৬
উপস্পৃশংস্ত্রিসবণং মধু-মূল-ফলাশনঃ ।
নাযোধ্যায়ৈ ন রাজ্যায় স্পৃহয়ে চ ত্বয়া সহ (ক)॥১৭
ইমং হি রম্যাং গজযূথলোড়িতাং
নিপীততোয়াং গজ-সিংহ-বানরৈঃ ।
সুপুষ্পিতাং পুষ্পভরৈরলঙ্কৃতাং
নসোঽস্তি যঃ স্যান্ন গতক্লমঃ সুখী ॥১৮
ইতীব রামো বহু সঙ্গতং বচঃ
প্রিয়াসহায়ঃ সরিতং প্রতি ব্রুবন্ ।
চচার রম্যং নয়নাঞ্জনপ্রভং
স চিত্রকূটং রঘুবংশবর্ধনঃ ॥১৯
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে পঞ্চনবতিতমঃ সর্গঃ ॥৯৫

উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এই মন্দাকিনীর চারিদিকে বৃক্ষসমূহ বিরাজিত রহিয়াছে। ঐ বৃক্ষসমূহের শীর্ষদেশ বায়ুবেগে কম্পিত হইতেছে এবং উহারা পুষ্প ও পত্র বর্ষণ করিতেছে। ইহাতে মনে হইতেছে যে, চিত্রকূটপর্বত যেন নৃত্য করিতে উদ্যত হইয়াছে। এই মন্দাকিনী কোনস্থানে মুক্তার ন্যায় স্বচ্ছজলবিশিষ্টা, কোনস্থানে পুলিনযুক্তা, কোনস্থানে বা সিদ্ধজন-পরিব্যাপ্ত। তুমি ইহাকে দর্শন কর। কৃশমধ্যে! দেখ, জলমধ্যে বিপুল পুষ্পরাশি বায়ুবেগে সঞ্চালিত হইতেছে এবং অপরদিকে বিপুল পুষ্পরাশি জলের উপর ভাসিতেছে।৬-১০

কল্যাণি! ঐ দেখ, মধুরভাষা চক্রবাকপক্ষীসকল মনোহর ধ্বনি করিতে করিতে মন্দাকিনী-পুলিনে অধিরোহণ করিতেছে। সুন্দরি! এই চিত্রকূট ও মন্দাকিনীর দর্শন অযোধ্যানগরে বাস ও তোমার দর্শন অপেক্ষা অধিক সুখকর মনে করিতেছি। তপস্যা, শম ও দমসমন্বিত নিষ্পাপ সিদ্ধপুরুষেরা যাহার জলে অবগাহন করিয়া থাকেন, এক্ষণে তুমি আমার সহিত সেই মন্দাকিনীতে অবগাহন কর। সীতে! ভামিনি! রক্তকমল ও শ্বেতকমলসমূহ নিক্ষেপ করিতে করিতে তুমি সখীর ন্যায় এই মন্দাকিনীতে অবতরণ কর প্রেয়সি! এই স্থানের হিংস্রজন্তুসমূহকে অযোধ্যাবাসীর ন্যায়, এই চিত্রকূটকে অযোধ্যার ন্যায় ও এই মন্দাকিনীকে সরযূর ন্যায় মনে কর।১১-১৫

বৈদেহি! ধর্মাত্মা লক্ষ্মণ সর্বদা আমার আজ্ঞাবহ। তুমি আমার অনুগামিনী পত্নী, আমার সর্বদা প্রীতিবিধান করিতেছ। আমি তোমার সহিত এই স্থানে ত্রিসন্ধ্যা স্নান, মধু ও ফলমূল ভক্ষণ করিয়া অযোধ্যা ও রাজ্যের প্রতি কোনরূপ স্পৃহা পোষণ করিনা। গজযূথকর্তৃক আলোড়িতা, সিংহ-হস্তী বানরসমূহকর্তৃক পীতজলা; পুষ্পিত-বনময়ী বিবিধকুসুমভূষিতা এই রমণীয়া নদীতে স্নান করিয়া সুখী ও ক্লান্তিহীন হয় না, এমন লোক নাই। রঘুবংশবর্ধন রাম মন্দাকিনী সম্বন্ধে এইরূপ নানাবিধ সুসঙ্গত কথা বলিতে বলিতে নয়নের অঞ্জনসদৃশ রমণীয় চিত্রকূটে সীতার সহিত বিচরণ করিতে লাগিলেন ১৬-১৯

পাঠান্তর :--(ক)—স্পৃহয়েয়ং ত্বয়া সহ।

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে পঞ্চনবতিতম সর্গ সমাপ্ত।

ষণ্ণবতিতমঃ সর্গঃ

[বন্যজন্তূনাং পলায়নকারণমনুসন্ধাতুং লক্ষ্মণং প্রতি শ্রীরামস্যাদেশঃ, বিশালশালবৃক্ষমারুহ্য ভরতস্য সেনা দৃষ্ট্বা তং প্রতি লক্ষ্মণস্য ভ্রান্ত-বুদ্ধিঃ, রামসমীপে স্বস্য ক্রোধপূর্ণ-মনোভাবজ্ঞাপনঞ্চ।]

তাং তদা দর্শয়িত্বা তু মৈথিলীং গিরিনিম্নগাম্।
নিষসাদ গিরিপ্রস্থে সীতাং মাংসেন ছন্দয়ন্ ॥১
ইদং মেধ্যমিদং স্বাদু নিষ্টপ্তমিদমগ্নিনা।
এবমাস্তে স ধর্মাত্মা সীতয়া সহ রাঘবঃ ॥২
তথা তত্রাসতস্তস্য ভরতস্যোপযায়িনঃ।
সৈন্যরেণুশ্চ শব্দশ্চ প্রাদুরাস্তাং নভস্পৃশৌ ॥৩
এতস্মিন্নন্তরে ত্রস্তঃ শব্দেন মহতা ততঃ।
অর্দিতা যূথপা মত্তাঃ সযূথাদ্ দুদ্রুবুর্দিশঃ ॥৪
স তং সৈন্যসমুদ্ভূতং শব্দং শুশ্রাব রাঘবঃ।
তাংশ্চ বিপ্রদ্রুতান্ সর্বান্ যূথপানন্ববৈক্ষত ॥৫
তাংশ্চ বিপ্রদ্রুতান্ দৃষ্ট্বা তঞ্চ শ্রুত্বা মহাস্বনম্।
উবাচ রামঃ সৌমিত্রিং লক্ষ্মণং দীপ্ততেজসম্ ॥৬
হন্ত লক্ষ্মণ পশ্যেহ সুমিত্রা সুপ্রজাস্ত্বয়া।
ভীমস্তনিতগম্ভীরং তুমুলঃ শ্রূয়তে স্বনঃ ॥৭
গজযূথানি বারণ্যে মহিষা বা মহাবনে।
বিত্রাসিতা মৃগাঃ সিংহৈঃ সহসা প্রদ্রুতা দিশঃ ॥৮
রাজা বা রাজপুত্রো বা মৃগয়ামটতে বনে।
অন্যদ্ বা শ্বাপদং কিঞ্চিৎ সৌমিত্রে জ্ঞাতুমর্হসি ॥৯
সুদুশ্চরো গিরিশ্চায়ং পক্ষিণামপি লক্ষ্মণ।
সর্বমেতদ্ যথাতত্ত্বমভিজ্ঞাতুমিহার্হসি ॥১০

ষণ্ণবতিতম সর্গ

[বন্যজন্তুদিগের পলায়নের কারণ অনুসন্ধান করিবার জন্য লক্ষ্মণের প্রতি শ্রীরামের আদেশ, বিশাল শাল-বৃক্ষে আরোহণপূর্বক ভরতের সৈন্যসমূহ দর্শন করিয়া লক্ষ্মণের ভরতসম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা এবং রামের নিকট স্বীয় ক্রোধপূর্ণ মনোভাব জ্ঞাপন।]

অনন্তর রাম জনকনন্দিনীকে গিরিনদী মন্দাকিনী দর্শন করাইয়া বিশেষ বিশেষ মাংসপ্রদর্শনের দ্বারা তাঁহার প্রীতি উৎপাদন করত পর্বতের একটি শিলায় উপবেশন করিলেন। তিনি তখন সীতাকে বলিলেন—এই মাংস অতিপবিত্র, অতিস্বাদু ও অগ্নি দ্বারা সুন্দর ভাবে তপ্ত করা হইয়াছে। এইভাবে ধার্মিক রাম সীতার সহিত চিত্রকূটে বাস করিতেছেন, এমন সময় তৎসমীপে গমনে উন্মুখ ভরতের সৈন্যগণের পদোত্থিত ধূলিরাশি ও কোলাহল আকাশ স্পর্শ করিয়া প্রাদুর্ভূত হইল। এই সময় সেই মহাশব্দে ভীত হইয়া মদমত্ত যূথপতি হস্তীসকল দলে দলে চতুর্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। রঘুনন্দন রাম সৈন্যসমুদ্ভূত ঐ শব্দ শ্রবণ করিলেন এবং যূথপতিগণকে ভীত অবস্থায় পলায়ন করিতে দেখিলেন।১-৫

হস্তীদিগকে ইতস্তত পলায়নরত দেখিয়া ও ঐরূপ তুমুলশব্দ শুনিয়া রাম দীপ্ততেজা সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণকে বলিলেন,—লক্ষ্মণ! মাতা সুমিত্রাদেবী তোমার দ্বারা সৎপুত্রবতী হইয়াছেন। ভ্রাতঃ! দেখ, ভয়ঙ্কর মেঘগর্জন-তুল্য তুমুলশব্দ শুনা যাইতেছে। এই মহারণ্যে হস্তী-সকল, মহিষগণ ও মৃগগণ, সিংহগণের সহিত ভীত হইয়া চতুর্দিকে দ্রুতগতিতে পলায়ন করিতেছে! ভ্রাতঃ! কোন রাজা কিংবা রাজপুত্র মৃগয়া করিতে এই বনে আসিয়াছে অথবা অন্যকোন হিংস্রজন্তু হইতে এইরূপ ঘটিয়াছে, তাহার অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। লক্ষ্মণ!

স লক্ষ্মণঃ সত্বরিতঃ সালমারুহ্য পুষ্পিতম্।
প্রেক্ষমাণো দিশঃ সর্বাঃ পূর্বাং দিশমবৈক্ষত ॥১১
উদঙ্মুখঃ প্রেক্ষমাণো দদর্শ মহতীং চমূম্।
গজাশ্ব-রথসম্বাধাং যত্তৈর্যুক্তাং পদাতিভিঃ ॥১২
তামশ্ব-রথসম্পূর্ণাং রথ-ধ্বজ-বিভূষিতাম্।
শশংস সেনাং রামায় বচনং চেদমব্রবীৎ ॥১৩
অগ্নিং সংশময়ত্বার্য্যঃ সীতা চ ভজতাং গুহাম্।
সজ্যং কুরুষ্ব চাপঞ্চ শরাংশ্চ কবচং তথা ॥১৪
তং রামঃ পুরুষব্যাঘ্রো লক্ষ্মণং প্রত্যুবাচ হ।
অঙ্গাবেক্ষস্ব সৌমিত্রে কস্যেমাং মন্যসে চমূম্ ॥১৫
এবমুক্তস্তু রামেণ লক্ষ্মণো বাক্যমব্রবীৎ।
দিধক্ষন্নিব তাং সেনাং রুষিতঃ পাবকো যথা ॥১৬

সম্পন্নং রাজ্যমিচ্ছংস্তু ব্যক্তং প্রাপ্যাভিষেচনম্।
আবাং হন্তুং সমভ্যেতি কৈকয্যা ভরতঃ সুতঃ ॥১৭
এষ বৈ সুমহাঞ্ছ্রীমান্ বিটপী সম্প্রকাশতে।
বিরাজত্যুজ্জ্বলস্কন্ধঃ কোবিদারধ্বজো রথে ॥১৮
ভজন্ত্যেতে যথাকামমশ্বানারুহ্য শীঘ্রগান্।
এতে ভ্রাজন্তি সংহৃষ্টা গজানারুহ্য সাদিনঃ ॥১৯
গৃহীতধনুষাবাবাং গিরিং বীর শ্রয়াবহে।
অথবেহৈব তিষ্ঠাবঃ সন্নদ্ধাবুদ্যতায়ুধৌ ॥২০
অপি নৌ বশমাগচ্ছেৎ কোবিদারধ্বজো রণে।
অপি দ্রক্ষ্যামি ভরতং যৎকৃতে ব্যসনং মহৎ ॥২১
ত্বয়া রাঘব সম্প্রাপ্তং সীতয়া চ ময়া তথা।
যন্নিমিত্তং ভবান্ রাজ্যাচ্চ্যুতো রাঘব শাশ্বতাৎ ॥২২

এই চিত্রকূট পর্বতে পক্ষিগণও অনায়াসে বিচরণ করিতে পারে না। অতএব এই স্থানে যাহা ঘটিয়াছে, তাহা যথার্থরূপে অনুসন্ধান কর।৬-১০

তখন লক্ষ্মণ অতিত্বরান্বিত হইয়া কুসুমিত শালবৃক্ষে আরোহণ করিলেন এবং চতুর্দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া পূর্বদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। অনন্তর উত্তর-দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়াই হস্তী, অশ্ব ও রথে পরিপূর্ণ সুসজ্জিত-পদাতিবিশিষ্ট বিশাল সৈন্যসমূহকে দেখিতে পাইলেন। তখন অশ্ব, রথ ও রথপতাকাশোভিত সৈন্যসমূহকে দর্শন করিয়া বিষয়টি রামের নিকট নিবেদন করিলেন এবং বলিলেন,—আর্য্য! আপনি অগ্নি নির্বাপিত করুন। সীতাদেবী গুহায় প্রবেশ করুন এবং আপনি ধনু ও বাণ সুসজ্জিত করিয়া কবচধারণ করুন। তখন পুরুষোত্তম রাম অনুজকে বলিলেন,—ভ্রাতঃ! সৌমিত্রে! ইহাদিগকে কাহার সৈন্য বলিয়া মনে করিতেছ?১১-১৫

রাম এইরূপ বলিলে পর লক্ষ্মণ ক্রোধে অগ্নিতুল্য হইয়া সৈন্যগণকে যেন দগ্ধ করিবার জন্য বলিলেন,—কৈকেয়ীনন্দন ভরত রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছে। এক্ষণে ঐ রাজ্য নিষ্কণ্টকে ভোগ করিতে ইচ্ছুক হইয়া আমাদের উভয়কে নিহত করিবার জন্য এইস্থানে আসিতেছে।

ঐ যে সুমহান্ বৃক্ষ দেখা যাইতেছে, উহারই নিকটে সমুজ্জ্বল স্কন্ধবিশিষ্ট কোবিদারধ্বজ ভরত রথের উপর বিরাজিত রহিয়াছে। ঐ দেখুন, অশ্বারোহিগণ দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ করিয়া স্বেচ্ছায় এই দিকেই আসিতেছে। গজারোহিগণও গজে আরোহণ করিয়া অতিহর্ষে শোভা-যুক্ত হইয়াছে। বীর! এক্ষণে আমার ধনুর্ধারণপূর্বক পর্বতকে আশ্রয় করি, অথবা সজ্জিত হইয়া অস্ত্রধারণপূর্বক এখানেই অবস্থান করি।১৬-২০

কোবিদারধ্বজ ভরত যুদ্ধে আমাদের বশীভূত হইবেই। যাহার জন্যে এই মহাবিপদ উপস্থিত হইয়াছে, সেই ভরতকে দেখিয়া লইব। রঘুনন্দন! আপনি যাহার জন্য সীতার সহিত ও আমার সহিত এই দুরবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং চিরস্থায়ী রাজ্য হইতে চ্যুত হইয়াছেন, সেই শত্রু ভরত উপস্থিত হইয়াছে, সে এক্ষণে আমাদের বধ্য। বীর! রঘুনন্দন! আমি ভরতের বধে কোন দোষই দেখিতেছি না। পূর্বে যে অপকার করিয়াছে, তাহার বিনাশে কোনরূপ অধর্মে লিপ্ত হইতে হয় না। ভরত আমাদের পূর্বাপকারী। সুতরাং তাহাকে বধ করিলে ধর্মই হইবে। এই ভরত নিহত হইলে আপনি সম্পূর্ণ বসুন্ধরা শাসন করিবেন। অদ্য যুদ্ধে রাজ্যকামুকা কৈকেয়ী হস্তীর দ্বারা ভগ্ন বৃক্ষের

সম্প্রাপ্তোঽয়মরির্বীর ভরতো বধ্য এব হি।
ভরতস্য বধে দোষং নাহং পশ্যামি রাঘব ॥২৩
পূর্বাপকারিণং হত্বা ন হ্যধর্মেণ যুজ্যতে।
পূর্বাপকারী ভরতস্ত্যাগেঽধর্মশ্চ রাঘব ॥২৪
এতস্মিন্ নিহতে কৃৎস্নামনুশাধি বসুন্ধরাম্।
অদ্য পুত্রং হতং সংখ্যে কৈকয়ী রাজ্যকামুকা ॥২৫
ময়া পশ্যেৎ সুদুঃখার্তা হস্তিভিন্নমিব দ্রুমম্।
কৈকয়ীঞ্চ বধিষ্যামি সানুবন্ধাং সবান্ধবাম্ ॥২৬
কলুষেণাদ্য মহতা মেদিনী পরিমুচ্যতাম্।
অদ্যেমং সংযতং ক্রোধমসৎকারঞ্চ মানদ ॥২৭
মোক্ষ্যামি শত্রুসৈন্যেষু কক্ষেষ্বিব হুতাশনম্।
অদ্যৈব চিত্রকূটস্য কাননং নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥২৮
ছিন্দঞ্ছত্রুশরীরাণি করিষ্যে শোণিতোক্ষিতম্।
শরৈর্নির্ভিন্নহৃদয়ান্ কুঞ্জরাংস্তুরগাংস্তথা ॥২৯
শ্বাপদাঃ পরিকর্ষন্তু নরাংশ্চ নিহতান্ ময়া।
শরাণাং ধনুষশ্চাহমনৃণোঽস্মিন্ মহাবনে।
সসৈন্যং ভরতং হত্বা ভবিষ্যামি ন সংশয়ঃ ॥৩০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে ষণ্ণবতিতমঃ সর্গঃ

ন্যায় আমার দ্বারা নিজপুত্রকে নিহত দেখিবে এবং তাহাতে সে অতিশয় দুঃখিতা হইবে। কুব্জার সহিত সবান্ধবা কৈকেয়ীকেও নিহত করিব।২১-২৬

এইরূপ করিলে পৃথিবী এই মহাপাপ হইতে মুক্ত হইবেন। মানদ! আমি এতদিন যে ক্রোধ সংবরণ করিয়াছিলাম, সেই ক্রোধকে ও তিরস্কারকে শুষ্ক তৃণরাশিতে অগ্নির ন্যায় শত্রুসৈন্যমধ্যে নিক্ষিপ্ত করিব। অদ্য চিত্রকূটের বনভূমিতে তীক্ষ্ণশরের দ্বারা শত্রুশরীর ছেদন করিয়া রক্তাক্ত করিব! আমার বাণসমূহের দ্বারা ছিন্নভিন্নদেহ হস্তী অশ্ব ও নিহত মনুষ্যদিগকে শ্বাপদগণ ইতস্তত আকর্ষণ করিতে থাকুক। এই মহাবনে সৈন্যসহিত ভরতকে নিহত করিয়া আমি নিজ ধনু ও বাণসমূহের অঋণী হইব, ইহাতে সন্দেহ নাই।২৭-৩০

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ষণ্ণবতিতম সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তনবতিতমঃ সর্গঃ

[রামেণ ভরতস্য সদিচ্ছা-সদ্‌ভাবয়োর্বর্ণনম্, তদ্‌বাক্যং শ্রুত্বা লক্ষ্মণস্য নিরতিশয়-ব্রীড়ালাভঃ, চিত্রকূটপর্বতস্য চতুর্দিক্ষু ভরতস্য সৈন্যানাং বাসস্থানকল্পনম্।]

সুসংরব্ধং তু ভরতং লক্ষ্মণং ক্রোধমূর্চ্ছিতম্।
রামস্তু পরিসান্ত্ব্যাথ বচনং চেদমব্রবীৎ ॥১
কিমত্র ধনুষা কার্য্যমসিনা বা সচর্মণা।
মহাবলে মহোৎসাহে ভরতে স্বয়মাগতে ॥২
পিতুঃ সত্যং প্রতিশ্রুত্য হত্বা ভরতমাহবে।
কিং করিষ্যামি রাজ্যেন সাপবাদেন লক্ষ্মণ ॥৩
যদ্‌দ্রব্যং বান্ধবানাং বা মিত্রাণাং বা ক্ষয়ে ভবেৎ।
নাহং তৎ প্রতিগৃহ্ণীয়াং ভক্ষান্ বিষকৃতানিব ॥৪
ধর্মমর্থঞ্চ কামঞ্চ পৃথিবীং চাপি লক্ষ্মণ।
ইচ্ছামি ভবতামর্থে এতৎ প্রতিশৃণোমি তে ॥৫
ভ্রাতৄণাং সংগ্রহার্থঞ্চ সুখার্থং চাপি লক্ষ্মণ।
রাজ্যমপ্যহমিচ্ছামি সত্যেনায়ুধমালভে ॥৬
নেয়ং মম মহী সৌম্য দুর্লভা সাগরাম্বরা।
নহীচ্ছেয়মধর্মেণ শক্রত্বমপি লক্ষ্মণ ॥৭
যদ্ বিনা ভরতং ত্বাঞ্চ শত্রুঘ্নং বাপি মানদ।
ভবেন্মম সুখং কিঞ্চিদ্ ভস্ম তৎ কুরুতাং শিখী ॥৮
মন্যেহহমাগতোহযোধ্যাং ভরতো ভ্রাতৃবৎসলঃ।
মম প্রাণৈঃ প্রিয়তরঃ কুলধর্মমনুস্মরন্ ॥৯
শ্রুত্বা প্রব্রাজিতং মাং হি জটাবল্কলধারিণম্।
জানক্যা সহিতং বীর ত্বয়া চ পুরুষোত্তম ॥১০

সপ্তনবতিতম সর্গ

[রাম কর্তৃক ভরতের সদিচ্ছা ও সদ্ভাব বিশ্লেষণ, তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণের অত্যন্ত লজ্জাপ্রাপ্তি এবং চিত্রকূটপর্বতের চতুর্দিকে ভরতের সৈন্যগণের বাসস্থান কল্পনা।]

ভরতের প্রতি যুদ্ধোদ্যত ক্রোধমূর্চ্ছিত লক্ষ্মণকে বিশেষভাবে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া রাম বলিলেন,—ভ্রাতঃ! মহাবলশালী অতিশয় উৎসাহসম্পন্ন ভরত স্বয়ং উপস্থিত হইলে ধনু, অসি ও চর্মধারণের কি প্রয়োজন? আমি পিতৃসত্যপালনের প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। অনন্তর যুদ্ধে ভরতকে নিহত করিয়া অপবাদপূর্ণ রাজ্য লইয়া কি করিব? আত্মীয় ও মিত্রগণের বিনাশের ফলে যে দ্রব্য পাওয়া যায়, আমি সেই দ্রব্য বিষমিশ্রিত ভক্ষ্যদ্রব্যের ন্যায় কখনও গ্রহণ করিব না। লক্ষ্মণ! আমি তোমার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি যে—তোমাদের মত ভ্রাতাদের জন্যই আমি ধর্ম, অর্থ, কাম ও পৃথিবী কামনা করি।১-৫

আমি এই আয়ুধ (ধনু) স্পর্শপূর্বক শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আমি ভ্রাতৃগণের পালন ও সুখসম্পাদনের জন্যই রাজ্যের অভিলাষ করি। সৌম্য! ভ্রাতঃ! এই সসাগরা পৃথিবী আমার নিকট দুর্লভ নহে, কিন্তু অধর্মের দ্বারা ইন্দ্রত্ব লাভ করিতেও ইচ্ছা করি না। মানদ! ভরতকে তোমাকে ও শত্রুঘ্নকে ছাড়িয়া যদি আমার কোনরূপ সুখ হয়, তাহা হইলে সেই সুখকে অগ্নি ভস্মে পরিণত করুক।৬-৮

আমি মনে করি, আমার প্রাণাধিক-প্রিয়তর ভ্রাতৃবৎসল ভরত অযোধ্যায় আসিয়াছে এবং 'জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতাই রাজ্যের অধিকারী' এইরূপ কুলধর্মের কথা স্মরণ করিয়াছে। নরশ্রেষ্ঠ! বীর লক্ষ্মণ! আমি জটাবল্কল ধারণ করিয়া সীতার ও তোমার সহিত বনে নির্বাসিত হইয়াছি, ইহা শুনিয়া স্নেহাকুলচিত্তে ও শোকবিহ্বল হৃদয়ে এই ভরতই আমাদিগকে দেখিতে আসিয়াছে, অন্য কোন উদ্দেশ্যে আসে নাই। শ্রীমান্ ভরত জননী

স্নেহেনাক্রান্তহৃদয়ঃ শোকেনাকুলিতেন্দ্রিয়ঃ।
দ্রষ্টুমভ্যাগতো হ্যেষ ভরতো নান্যথাগতঃ ॥১১
অম্বাঞ্চ কৈকয়ীং রুষ্য ভরতশ্চাপ্রিয়ং বদন্ (ক)।
প্রসাদ্য পিতরং শ্রীমান্ রাজ্যং মে দাতুমাগতঃ ॥১২
প্রাপ্তকালং যথৈযোঽস্মান্ ভরতো দ্রষ্টুমর্হতি।
অস্মাসু মনসাপ্যেষ নাহিতং কিঞ্চিদাচরেৎ ॥১৩
বিপ্রিয়ং কৃতপূর্বং তে ভরতেন কদা নু কিম্।
ঈদৃশং বা ভয়ং তেঽদ্য ভরতং যদ্ বিশঙ্কসে ॥১৪
নহি তে নিষ্ঠুরং বাচ্যো ভরতো নাপ্রিয়ং বচঃ।
অহং হ্যপ্রিয়মুক্তঃ স্যাং ভরতস্যাপ্রিয়ে কৃতে ॥১৫
কথং ন পুত্রাঃ পিতরং হন্যুঃ কস্যাঞ্চিদাপদি।
ভ্রাতা বা ভ্রাতরং হন্যাৎ সৌমিত্রে প্রাণমাত্মনঃ ॥১৬
যদি রাজ্যস্য হেতোস্ত্বমিমাং বাচং প্রভাষসে।
বক্ষ্যামি ভরতং দৃষ্ট্বা রাজ্যমস্মৈ প্রদীয়তাম্ ॥১৭
উচ্যমানো হি ভরতো ময়া লক্ষ্মণ তদ্বচঃ।
রাজ্যমস্মৈ প্রযচ্ছেতি বাঢ়মিত্যেব মংস্যতে ॥১৮
তথোক্তো ধর্মশীলেন ভ্রাত্রা তস্য হিতে রতঃ।
লক্ষ্মণঃ প্রবিবেশেব স্বানি গাত্রাণি লজ্জয়া ॥১৯
তদ্বাক্যং লক্ষ্মণঃ শ্রুত্বা ব্রীড়িতঃ প্রত্যুবাচ হ।
ত্বাং মন্যে দ্রষ্টুমায়াতঃ পিতা দশরথঃ স্বয়ম্ ॥২০
ব্রীড়িতং লক্ষ্মণং দৃষ্ট্বা রাঘবঃ প্রত্যুবাচ হ।
এষ মন্যে মহাবাহুরিহাস্মান্ দ্রষ্টুমাগতঃ ॥২১
অথবা নৌ ধ্রুবং মন্যে মন্যমানঃ সুখোচিতৌ।
বনবাসমনুধ্যায় গৃহায় প্রতিনেষ্যতি ॥২২
ইমাং চাপ্যেষ বৈদেহীমত্যন্তসুখসেবিনীম্।
পিতা মে রাঘবঃ শ্রীমান্ বনাদাদায় যাস্যতি ॥২৩
এতৌ তৌ সম্প্রকাশেতে গোত্রবন্তৌ মনোরমৌ।
বায়ুবেগসমৌ বীরৌ জবনৌ তুরগোত্তমৌ ॥২৪

কৈকেয়ীর প্রতি ক্রোধপ্রকাশপূর্বক কর্কশবাক্য প্রয়োগ করিয়া পিতার প্রসন্নতাসাধন করত আমাকে রাজ্য দান করিতে আসিয়াছে। ভরত যখন যথাসময়েই আমাদিগকে দেখিতে আসিতেছে, তখন সে যে মনে মনেও আমাদের প্রতি কোনরূপ অহিত আচরণ করিতে পারে, ইহা আমার মনে হয় না। ভরত কি পূর্বে কখনও তোমার কোনরূপ অনিষ্ট করিয়াছে, যাহার জন্য তোমার এইরূপ ভয় উপস্থিত হইয়াছে এবং তুমি ভরতের সম্বন্ধে এইরূপ আশঙ্কা করিতেছ? তুমি ভরতকে কোনরূপ নিষ্ঠুর বা অপ্রিয় কথা বলিও না। তাহাকে অপ্রিয় কথা বলিলে তাহা আমাকেই বলা হইবে।৯-১৫

লক্ষ্মণ! কোন বিপৎকালেও কি পুত্রেরা পিতাকে কিংবা ভ্রাতা নিজপ্রাণসম ভ্রাতাকে নিহত করিতে পারে? আর, রাজ্যের জন্যই যদি তুমি এইরূপ বলিয়া থাক, তাহা হইলে ভরতের সহিত দেখা হইলেই বলিবে যে—লক্ষ্মণকে রাজ্য প্রদান কর। লক্ষ্মণ! আমি তোমাকে রাজ্যদানের কথা বলিলে পর ভরত নিশ্চয়ই ইহাতে সম্মত হইবে। ধর্মশীল অগ্রজ রাম এইরূপ বলিলে পর রামের হিতৈষী লক্ষ্মণ লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া যেন স্বীয়গাত্রে প্রবেশ করিলেন। রামের বাক্য শুনিয়া অতিলজ্জিতভাবে প্রত্যুত্তর করিলেন, আমার মনে হইতেছে যে, পিতা দশরথ নিজেই আপনাকে দেখিবার জন্য আসিতেছেন।১৬-২০

লক্ষ্মণকে লজ্জিত দেখিয়া তাঁহার লজ্জা দূর করিবার জন্য তদীয় বাক্য সমর্থনপূর্বক রাম বলিলেন,—আমারও মনে হইতেছে, মহাবাহু পিতৃদেবই আমাদিগকে দেখিবার জন্য আসিতেছেন। অথবা ইহাও আমার মনে হইতেছে যে, আমাদিগকে সুখভোগে অভ্যস্ত ভাবিয়া বনবাসকষ্ট স্মরণপূর্বক অযোধ্যায় লইয়া যাইবেন। রঘুকুলজাত শ্রীমান্ পিতৃদেব অত্যন্তসুখসেবিনী বৈদেহীকে বন হইতে গৃহে নিশ্চয়ই লইয়া যাইবেন। উত্তমকুলজাত বায়ুতুল্য দ্রুতগামী বলশালী শ্রেষ্ঠ অশ্বদ্বয় দৃষ্টিগোচর হইতেছে। প্রাজ্ঞ পিতৃদেবের শত্রুঞ্জয়-নামক বিশালদেহ বৃদ্ধ হস্তীটি সৈন্যগণের অগ্রভাগে আসিতেছে।২১-২৫

কিন্তু মহাভাগ! লক্ষ্মণ! পিতার সেই শুভ্রবর্ণ লোকবিখ্যাত ছত্রটি দেখিতে পাইতেছি না, ইহাতে

পাঠান্তর:—(ক)—পুরুষঞ্চাপ্রিয়ং বদন্।

স এষ সুমহাকায়ঃ কম্পতে বাহিনীমুখে।
নাগঃ শত্রুঞ্জয়ো নাম বৃদ্ধস্তাতস্য ধীমতঃ ॥২৫
ন তু পশ্যামি তচ্ছত্রং পাণ্ডুরং লোকবিশ্রুতম্।
পিতুর্দিব্যং মহাভাগ সংশয়ো ভবতীহ মে ॥২৬
বৃক্ষাগ্রাদবরোহ ত্বং কুরু লক্ষ্মণ মদ্বচঃ।
ইতীব রামো ধর্মাত্মা সৌমিত্রিং তমুবাচ হ ॥২৭
অবতীর্য্য তু সালাগ্রাৎ তস্মাৎ স সমিতিঞ্জয়ঃ।
লক্ষ্মণঃ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা তস্থৌ রামস্য পার্শ্বতঃ ॥২৮
ভরতেনাথ সন্দিষ্টা সম্মর্দো ন ভবেদিতি।
সমন্তাৎ তস্য শৈলস্য সেনাবাসমকল্পয়ৎ ॥২৯
অধ্যর্ধমিক্ষ্বাকুচমূর্যোজনং পর্বতস্য হ।
পার্শ্বে ন্যবিশদাবৃত্য গজ-বাজি-নরাকুলা ॥৩০
সা চিত্রকূটে ভরতেন সেনা
ধর্মং পুরস্কৃত্য বিধূয় দর্পম্।
প্রসাদনার্থং রঘুনন্দনস্য
বিরোচতে নীতিমতা প্রণীতা ॥৩১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে সপ্তনবতিতমঃ সর্গঃ ॥

আমার সংশয় হইতেছে। ভ্রাতঃ! তুমি বৃক্ষ হইতে অবতরণ কর এবং আমার কথা অনুসারে কার্য্য কর। ধর্মাত্মা রাম সুমিত্রানন্দনকে এইরূপ বলিলেন। তখন সমরবিজয়ী লক্ষ্মণ সালবৃক্ষের শীর্ষদেশ হইতে অবতরণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে রামের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন। এদিকে রামের আশ্রমের কোনরূপ পীড়ন না হউক—এই উদ্দেশ্যে ভরতকর্তৃক আদেশ প্রাপ্ত হইয়া সৈন্যগণ চিত্রকূটের চতুর্দিকে কিছুদূরেই বাসস্থান রচনা করিল। হস্তী, অশ্ব ও পদাতিগণে পরিপূর্ণ ইক্ষ্বাকুসৈন্য পর্বতের পার্শ্বে সার্ধযোজন (ছয় ক্রোশ) পরিমিত স্থান ব্যাপিয়া অবস্থান করিতে লাগিল। নীতিজ্ঞ ভরত কর্তৃক সুশিক্ষিত সৈন্যগণ রঘুনন্দন রামের প্রসন্নতার জন্য দর্প পরিহার-পূর্বক ধর্মানুসারে সেইস্থানে অবস্থান করিলে তাহারা অতিশয় শোভিত হইয়াছিল।২৬-৩১

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে সপ্তনবতিতম সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টনবতিতমঃ সর্গঃ

[ভরতস্য নির্দেশেন শ্রীরামাশ্রমস্যানুসন্ধানারম্ভঃ, তেন শ্রীরামাশ্রমস্য প্রাপ্তিশ্চ।]

নিবেশ্য সেনাং তু বিভুঃ পদ্‌ভ্যাং পাদবতাং বরঃ।
অভিগন্তুং স কাকুৎস্থমিয়েষ গুরুবর্তকম্ ॥১
নিবিষ্টমাত্রে সৈন্যে তু যথোদ্দেশং বিনীতবৎ।
ভরতো ভ্রাতরং বাক্যং শত্রুঘ্নমিদমব্রবীৎ ॥২
ক্ষিপ্রং বনমিদং সৌম্য নরসঙ্ঘৈঃ সমন্ততঃ।
লুব্ধৈশ্চ সহিতৈরেভিস্ত্বমন্বেষিতুমর্হসি ॥৩
গুহো জ্ঞাতিসহস্রেণ শর-চাপাসিপাণিনা।
সমন্বেষতু কাকুৎস্থাবস্মিন্ পরিবৃতঃ স্বয়ম্ ॥৪
অমাত্যৈঃ সহ পৌরৈশ্চ গুরুভিশ্চ দ্বিজাতিভিঃ।
সহ সর্বং চরিষ্যামি পদ্‌ভ্যাং পরিবৃতঃ স্বয়ম্ ॥৫

যাবন্ন রামং দ্রক্ষ্যামি লক্ষ্মণং বা মহাবলম্।
বৈদেহীং বা মহাভাগাং ন মে শান্তির্ভবিষ্যতি ॥৬
যাবন্ন চন্দ্রসঙ্কাশং তদ্ দ্রক্ষ্যামি শুভাননম্।
ভ্রাতুঃ পদ্মবিশালাক্ষং ন মে শান্তির্ভবিষ্যতি ॥৭
সিদ্ধার্থঃ খলু সৌমিত্রির্যশ্চন্দ্রবিমলোপমম্।
মুখং পশ্যতি রামস্য রাজীবাক্ষং মহাদ্যুতিম্ ॥৮
যাবন্ন চরণৌ ভ্রাতুঃ পার্থিব-ব্যঞ্জনান্বিতৌ।
শিরসা প্রগ্রহীষ্যামি ন মে শান্তির্ভবিষ্যতি ॥৯
যাবন্ন রাজ্যে রাজ্যার্হঃ পিতৃ-পৈতামহে স্থিতঃ।
অভিষিক্তো জলক্লিন্নো ন মে শান্তির্ভবিষ্যতি ॥১০

অষ্টনবতিতম সর্গ

[ভরতের নির্দেশানুযায়ী শ্রীরামাশ্রমের অনুসন্ধান সুরু ও তাহাতে আশ্রমের সন্ধানলাভ।]

পরমশক্তিমান্ নরশ্রেষ্ঠ ভরত এইভাবে সৈন্যগণকে সন্নিবিস্ট করিয়া পিতৃসেবা-পরায়ণ রামের নিকটে পদব্রজে গমন করিতে ইচ্ছা করিলেন। সুশিক্ষিত সৈন্যগণ যথাস্থানে সন্নিবিস্ট হইবামাত্র ভরত প্রিয়ভ্রাতা শত্রুঘ্নকে বলিলেন,—সৌম্য ! তুমি এই সকল লোক ও ব্যাধগণের সহিত এই বনের চতুর্দিকে সত্বর অন্বেষণ আরম্ভ কর। শর, ধনু ও অসিহস্ত জ্ঞাতিসহস্রের দ্বারা পরিবৃত হইয়া গুহ নিজে এই বনে রাম-লক্ষ্মণের অন্বেষণ করুন। আমিও পৌরগণ, অমাত্যগণ, ব্রাহ্মণগণ ও গুরুগণের দ্বারা পরিবৃত হইয়া পদব্রজে সর্বত্র অন্বেষণ করিব।১-৫

যতক্ষণ পর্য্যন্ত মহাবলবান্ রাম, মহাবলবান্ লক্ষ্মণ ও ভাগ্যবতী জানকীকে দেখিতে না পাইতেছি, ততক্ষণ আমার কিছুতেই শান্তি হইবে না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত ভ্রাতার চন্দ্রতুল্যসুন্দর বদনমণ্ডল ও পদ্মসদৃশ বিশাল নয়ন দেখিতে না পাইব, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমার শান্তি হইবে না। সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ অতীব ধন্য, যেহেতু সে সর্বদাই রামের সুনির্মলচন্দ্রতুল্য কমলসদৃশনয়ন-শোভিত বদনমণ্ডল দর্শন করিতেছে। আমি যতক্ষণ পর্য্যন্ত রামের রাজচিহ্নাঙ্কিত চরণযুগল মস্তকে ধারণ না করিব, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমার শান্তি হইবে না। রাজ্যের অধিকারী রাম পিতৃপিতামহ-রাজ্যের সিংহাসনে উপবেশনপূর্বক যতদিন পর্য্যন্ত অভিষেক-সলিলে সিক্ত না হইবেন, ততদিন পর্য্যন্ত আমার শান্তি হইবে না।৮ ১০

জনকনন্দিনী সীতা মহাভাগ্যবতী ও ধন্যা, যেহেতু তিনি সসাগরা পৃথিবীর অধিপতি রামের অনুগামিনী হইয়াছেন। হিমালয়সদৃশ এই চিত্রকূটপর্বতও অতি-ধন্য, যেহেতু এই পর্বতে রাম নন্দনকাননে কুবেরের ন্যায় বাস করিতেছেন। হিংস্রজন্তুপূর্ণ এই দুর্গম অরণ্যও কৃতার্থ হইয়াছে, যেহেতু এই অরণ্যে শস্ত্রধরশ্রেষ্ঠ মহারাজ রাম বাস করিতেছেন। এইরূপ বলিয়া মহাবাহু

কৃতকৃত্যা মহাভাগা বৈদেহী জনকাত্মজা।
ভর্তারং সাগরান্তায়াঃ পৃথিব্যা যানুগচ্ছতি ॥১১
সুশুভশ্চিত্রকূটোঽসৌ গিরিরাজসমো গিরিঃ।
তস্মিন্ বসতি কাকুৎস্থঃ কুবের ইব নন্দনে ॥১২
কৃতকার্য্যমিদং দুর্গ-বনং ব্যালনিষেবিতন্।
যদধ্যাস্তে মহারাজো রামঃ শস্ত্রভৃতাং বরঃ ॥১৩
এবমুক্ত্বা মহাবাহুর্ভরতঃ পুরুষর্ষভঃ।
পদ্‌ভ্যামেব মহাতেজাঃ প্রবিবেশ মহদ্ বনম্ ॥১৪
স তানি দ্রুমজালানি জাতানি গিরিসানুষু।
পুষ্পিতাগ্রাণি মধ্যেন জগাম বদতাং বরঃ ॥১৫

মহাতেজা নরশ্রেষ্ঠ ভরত পদব্রজে মহাবনে প্রবেশ করিলেন।১১-১৪

বাগ্মী ভরত গিরিসানুজাত পুষ্পিতমস্তক বৃক্ষসমূহের মধ্য দিয়া গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর চিত্রকূট-পর্বতের সানুস্থিত একটি বিশাল সালবৃক্ষে সত্বর আরোহণ করিয়া রামের আশ্রমস্থিত অগ্নির ধূম উত্থিত হইতে দেখিলেন। তাহাতে শ্রীমান্ ভরত বান্ধবগণের সহিত

স গিরেশ্চিত্রকূটস্য সালমারুহ্য সত্বরম্।
রামাশ্রমগতস্যাগ্নের্দদর্শ ধ্বজমুচ্ছ্রিতম্ ॥১৬
তং দৃষ্ট্বা ভরতঃ শ্রীমান্ মুমোদ সহ বান্ধবঃ।
অত্র রাম ইতি জ্ঞাত্বা গতঃ পারমিবাম্ভসঃ ॥১৭
স চিত্রকূটে তু গিরৌ নিশম্য
রামাশ্রমং পুণ্যজনোপপন্নম্
গুহেন সার্ধং ত্বরিতো জগাম
পুনর্নিবেশ্যৈব চমূং মহাত্মা ॥১৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে অষ্টনবতিতমঃ সর্গঃ ॥

অতিশয় আনন্দিত হইলেন। এই স্থানেই রাম আছেন জানিয়া তিনি যেন মহাসাগরের পারে গমন করিলেন। মহাত্মা ভরত এইভাবে চিত্রকূটপর্বতে তপস্বিগণসেবিত রামের আশ্রম অবগত হইয়া অন্বেষণের জন্য নিয়োজিত সৈন্যগণকে পুনর্বার সন্নিবিষ্ট করিলেন এবং গুহের সহিত অতিসত্বর সেইস্থানে প্রস্থান করিলেন।১৫-১৮

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে অষ্টনবতিতম সর্গ সমাপ্ত।

নবনবতিতমঃ সর্গঃ

[শত্রুঘ্নপ্রভৃতিভিঃ সহ ভরতস্য শ্রীরামাশ্রমগমনম্, পর্ণশালামধ্যে চীর-বল্কলধারিণং রামাচন্দ্র-মুপবিষ্টং দৃষ্ট্বা শোকবিহ্বল-ভরত-শত্রুঘ্নয়োর্জ্যেষ্ঠভ্রাতৃ রামচন্দ্রস্য চরণতলে পতনম্, উভয়াভ্যামশ্রুমোচন-কারিণো রামচন্দ্রস্যালিঙ্গনদানম্, ততঃ সুমন্ত্রেণ গুহেন চ সহ রাম-লক্ষ্মণয়োর্মিলনঞ্চ।]

নিবিষ্টায়াং তু সেনায়ামুৎসুকো ভরতস্ততঃ।
জগাম ভ্রাতরং দ্রষ্টুং শত্রুঘ্নমনুদর্শয়ন্ ॥১
ঋষিং বসিষ্ঠং সন্দিশ্য মাতৄর্মে শীঘ্রমানয়।
ইতি ত্বরিতমগ্রে স জগাম গুরুবৎসলঃ ॥২
সুমন্ত্রস্ত্বপি শত্রুঘ্নমদূরাদন্বপদ্যত (ক)।
রামদর্শনজস্তর্ষো ভরতস্যেব তস্য চ ॥৩
গচ্ছন্নেবাথ ভরতস্তাপসালয়সংস্থিতাম্।
ভ্রাতুঃ পর্ণকুটীং শ্রীমানুটজঞ্চ দদর্শ হ ॥৪
শালায়াস্ত্বগ্রতস্তস্যা দদর্শ ভগবংস্তদা।
কাষ্ঠানি চাবভগ্নানি পুষ্পাণ্যপচিতানি চ ॥৫

স লক্ষ্মণস্য রামস্য দদর্শাশ্রমমেয়ুষঃ।
কৃতং বৃক্ষেম্বভিজ্ঞানং কুশচোরৈঃ ক্বচিৎ ক্বচিৎ ॥৬
দদর্শ চ বনে তস্মিন্ মহতঃ সঞ্চয়ান্ কৃতান্।
মৃগাণাং মহিষাণাঞ্চ করীষৈঃ শীতকারণাৎ ॥৭
গচ্ছন্নেব মহাবাহুর্দ্যুতিমান্ ভরতস্তদা।
শত্রুঘ্নং চাব্রবীদ্ধৃষ্টস্তানমাত্যাংশ্চ সর্বশঃ ॥৮
মন্যে প্রাপ্তাঃ স্ম তং দেশং ভরদ্বাজো যমব্রবীৎ।
নাতিদূরে হি মন্যেঽহং নদীং মন্দাকিনীমিতঃ ॥৯
উচ্চৈর্বদ্ধানি চীরাণি লক্ষ্মণেন ভবেদয়ম্।
অভিজ্ঞানকৃতঃ পন্থা বিকালে গন্তুমিচ্ছতা ॥১০

নবনবতিতম সর্গ

[শত্রুঘ্ন প্রভৃতির সহিত ভরতের শ্রীরামাশ্রমে গমন, পর্ণশালামধ্যে চীরবল্কলধারী রামচন্দ্রকে উপবিষ্ট দেখিয়া শোকবিহ্বল ভরত ও শত্রুঘ্নের জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামের চরণতলে পতন, উভয়কে অশ্রুমোচনকারী রামচন্দ্রের আলিঙ্গন দান এবং অতঃপর সুমন্ত্র ও গুহের সহিত রাম-লক্ষ্মণের মিলন।]

সৈন্যগণকে সন্নিবিষ্ট করিয়া উৎসুক ভরত শত্রুঘ্নকে রামের আশ্রমের চিহ্নসকল দেখাইতে দেখাইতে ভ্রাতার দর্শনের জন্য অগ্রসর হইলেন। "আমার জননীগণকে আনয়ন করুন" বশিষ্ঠকে এইরূপ বলিয়াই গুরুভক্ত ভরত সত্বর প্রস্থান করিলেন। সুমন্ত্রও শত্রুঘ্নের পশ্চাতে গমন করিতে লাগিলেন। রামদর্শনের উৎকণ্ঠা ভরতের ন্যায় তাঁহারও ছিল। শ্রীমান্ ভরত যাইতে যাইতে তপস্বীদিগের আলয়ের মধ্যবর্ত্তী ভ্রাতার পর্ণকুটীর (১) ও উটজ (২) দেখিতে পাইলেন। ঐ পর্ণকুটীরের সম্মুখদেশে হোমের জন্য ভগ্নকাষ্ঠসকল ও পূজার জন্য সংগৃহীত পুষ্পসমূহ রাক্ষিত হইয়াছে,—ইহা ভরত দেখিলেন।১-৫

আশ্রমে আসিতে যাহাতে সুবিধা হয়, সেইজন্য রাম ও লক্ষ্মণ কোন কোন স্থানে কুশ-চীর দ্বারা চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছেন। ভরত সেই সকল চিহ্ন দর্শন করিলেন। তিনি ইহাও দেখিলেন যে, শীত-নিবারণের জন্য মৃগ ও মহিষের রাশি রাশি করীষ (ঘুঁটে) স্তূপীকৃত রহিয়াছে। মহাবাহু ধৈর্য্যবান্ ভরত গমন করিতে করিতে সহর্ষে শত্রুঘ্নকে ও মন্ত্রিগণকে বলিলেন—মহর্ষি ভরদ্বাজ যে স্থানের কথা বলিয়াছিলেন, আমরা বোধ হয় সেইস্থানে উপস্থিত হইয়াছি। আমার মনে হয়, মন্দাকিনী-নদীও এই স্থান হইতে অল্পদূরেই রহিয়াছে। ঐ দেখ, চীরসকল বৃক্ষের উচ্চস্থানে বদ্ধ রহিয়াছে। সম্ভবতঃ লক্ষ্মণই এইরূপ করিয়াছে, কারণ

(১) পর্ণকুটীর :—পত্রের দ্বারা নির্মিত কুটীর। রামের দর্শনের জন্য আগত তপস্বীদিগের বসিবার জন্য নির্মিত। ইহা বহির্দেশেই ছিল।

পাঠান্তর :—(ক) —মদূরাদন্ববর্ত্তত।

(২) উটজ :—ভিত্তি (দেওয়াল), কপাট প্রভৃতির দ্বারা সুরক্ষিত কুটীর ; ইহা সীতার জন্য নির্মিত।

ইতশ্চোদাত্তদন্তানাং কুঞ্জরাণাং তরস্বিনাম্ ।
শৈলপার্শ্বে পরিক্রান্তমন্যোন্যমভিগর্জতাম্ ॥১১
যমেবাধাতুমিচ্ছন্তি তাপসাঃ সততং বনে ।
তস্যাসৌ দৃশ্যতে ধূমঃ সঙ্কুলঃ কৃষ্ণবর্ত্মনঃ ॥১২
অত্রাহং পুরুষব্যাঘ্রং গুরুসংকারকারিণম্ ।
আর্য্যং দ্রক্ষ্যামি সংহৃষ্টং মহর্ষিমিব রাঘবম্ ॥১৩
অথ গত্বা মুহূর্ত্তং তু চিত্রকূটং স রাঘবঃ ।
মন্দাকিনীমনুপ্রাপ্তস্তং জনং চেদমব্রবীৎ ॥১৪
জগত্যাং পুরুষব্যাঘ্র আস্তে বীরাসনে রতঃ ।
জনেন্দ্রো নির্জনং প্রাপ্য ধিঙ্ মে জন্ম সজীবিতম্ ॥১৫
মৎকৃতে ব্যসনং প্রাপ্তো লোকনাথো মহাদ্যুতিঃ ।
সর্বান্ কামান্ পরিত্যজ্য বনে বসতি রাঘবঃ ॥১৬
ইতি লোকসমাকৃষ্টঃ পাদেম্বদ্য প্রসাদয়ন্ ।
রামং তস্য পতিষ্যামি সীতায়া লক্ষ্মণস্য চ ॥১৭
এবং স বিলপংস্তস্মিন্ বনে দশরথাত্মজঃ ।
দদর্শ মহতীং পুণ্যাং পর্ণশালাং মনোরমাম্ ॥১৮
সাল-তালাশ্ব-কর্ণানাং পর্ণৈর্বহুভিরাবৃতাম্ ।
বিশালাং মৃদুভিস্তীর্ণাং কুশৈর্বেদিমিবাধ্বরে ॥১৯
শক্রায়ুধনিকাশৈশ্চ কার্ম্মুকৈর্ভারসাধনৈঃ ।
রুক্মপৃষ্ঠৈর্মহাসারৈঃ শোভিতাং শত্রুবাধকৈঃ ॥২০
অর্করশ্মিপ্রতীকাশৈর্ঘোরৈস্তূণগতৈঃ শরৈঃ ।
শোভিতাং দীপ্তবদনৈঃ সর্পৈর্ভোগবতীমিব ॥২১
মহারজত-বাসোভ্যামসিভ্যাঞ্চ বিরাজিতাম্ ।
রুক্মবিন্দুবিচিত্রাভ্যাং চর্মভ্যাং চাতিশোভিতাম্ ॥২২

অসময়ে গমনকালে (আশ্রম হইতে বাহির হইয়া দূরে জল প্রভৃতির অন্বেষণে গমন করিলে ফিরিবার পথে) এই সকল চিহ্ন যাঁহাতে পথ পরিচয়ের সাহায্য করে ।৬-১০

বিশালদন্তশালী বেগবান্ হস্তীসকল পরস্পর গর্জন করিতে করিতে পর্বতপার্শ্বস্থিত এই পথে সর্বদা যাতায়াত করে। তাপসেরা বনমধ্যে যে অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া থাকেন, সেই অগ্নির সুবিশাল ধূমরাশি দেখা যাইতেছে। এই স্থানেই আমি গুরুশুশ্রূষাকারী আর্য্য নরশ্রেষ্ঠ রামকে মহর্ষির ন্যায় হৃষ্টচিত্তে অবস্থান করিতে দেখিব। এইরূপ বলিয়া ভরত একমুহূর্তকাল অগ্রসর হইয়া মন্দাকিনীর সমীপবর্তী স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং অমাত্যাদি পরিজনকে বলিলেন,—এই জগতে যিনি পুরুষোত্তম ও জনগণের অধিপতি, সেই রাম এই নির্জনবনে বীরাসনে রত হইয়া আছেন। হায়! আমার জীবনে ও জন্মে ধিক্ ।১১-১৫

যিনি সকললোকের পালক, সেই মহাদ্যুতি রাম আমারই জন্য দারুণ দুরবস্থায় পতিত হইয়া সকলপ্রকার ভোগ্যবস্তু পরিত্যাগপূর্বক বনমধ্যে বাস করিতেছেন। আমি এইভাবে সকললোকের নিন্দাভাজন হইয়াছি। অদ্য আমি রামকে প্রসন্ন করিবার জন্য তাঁহার, সীতাদেবীর ও লক্ষ্মণের * পদতলে পতিত হইব। দশরথতনয় ভরত সেই বনে এইভাবে বিলাপ করিতে করিতে পরমপুণ্যময় মনোহর বৃহৎ পর্ণকুটীর দেখিতে পাইলেন। ঐ পর্ণকুটীরটি শাল, তাল ও অশ্বকর্ণপত্র সমূহের দ্বারা আচ্ছাদিত। যজ্ঞস্থলে বেদী যেমন মৃদু-বিস্তীর্ণ কুশসমূহের দ্বারা আবৃত থাকে, সেইভাবে ঐ পর্ণকুটীর নানাবিধ পত্রে আবৃত রহিয়াছে। স্বর্ণপৃষ্ঠ ইন্দ্রধনুর তুল্য ভারসাধন, শত্রুনিবারক ও মহাসার কার্মুকসমূহের দ্বারা তাহা শোভান্বিত হইয়াছে ।১৬-২০

ঐ পর্ণকুটীরে তূণীরমধ্যে সূর্য্যকিরণতুল্য ভয়ঙ্কর শর-সমূহ বিরাজিত রহিয়াছে এবং তাহাতে,দীপ্তমুখ সর্পসমূহে পরিবৃত নাগলোকের ন্যায় শোভা হইয়াছে। সেখানে সুবর্ণভূষণবিশিষ্ট দুইটি অসি (তরোয়াল) ও স্বর্ণবিন্দু-বিচিত্রিত চর্মদ্বয় (ঢাল) শোভাবিস্তার করিতেছে। বিচিত্রস্বর্ণভূষিত গোধা (ধনুর গুণাকর্ষণে সম্ভাব্য আঘাত নিবারণের জন্য চর্ম নির্মিতআবরণ) ও অঙ্গুলিত্র (অঙ্গুলি-রক্ষক, চর্মনির্মিত দস্তানার মত) সমূহ ঐ পর্ণকুটীরে

* লক্ষ্মণ ভরতের কনিষ্ঠ। তথাপি ভরত যে তাঁহার পদতলে পতিত হইবেন বলিতেছেন, তাহার কারণ—রামভক্ত লক্ষ্মণ বয়ঃকনিষ্ঠ হইলেও মহাভাগ্যবান্। নিজ অপরাধের জন্য ক্ষমা-প্রার্থনায় এই আচরণ শাস্ত্রানুমোদিত।

গোধাঙ্গুলিত্রৈরাসক্তৈশ্চিত্রৈঃ কাঞ্চনভূষিতৈঃ (ক)।
অরিসঙ্ঘৈরনাধৃষ্যাং মৃগৈঃ সিংহগুহামিব ॥২৩
প্রাগুদক্প্রবণাং বেদিং বিশালাং দীপ্তপাবকাম্।
দদর্শ ভরতস্তত্র পুণ্যাং রামনিবেশনে ॥২৪
নিরীক্ষ্য স মুহূর্তস্তু দদর্শ ভরতো গুরুম্।
উটজে রামমাসীনং জটামণ্ডলধারিণম্ ॥২৫
কৃষ্ণাজিনধরং তং তু চীরবল্কলবাসসম্।
দদর্শ রামমাসীনমভিতঃ পাবকোপমম্ ॥২৬
সিংহস্কন্ধং মহাবাহুং পুণ্ডরীকনিভেক্ষণম্।
পৃথিব্যাঃ সাগরান্তায়া ভর্তারং ধর্মচারিণম্ ॥২৭
উপবিষ্টং মহাবাহুং ব্রহ্মাণমিব শাশ্বতম্।
স্থণ্ডিলে দর্ভসংস্তীর্ণে সীতয়া লক্ষ্মণেন চ ॥২৮
তং দৃষ্ট্বা ভরতঃ শ্রীমান্ শোকমোহপরিপ্লুতঃ।
অভ্যধাবত ধর্মাত্মা ভরতঃ কৈকয়ীসুতঃ ॥২৯
দৃষ্ট্বৈব বিললাপার্তো বাষ্পসন্দিগ্ধয়া গিরা।
অশক্নুবন্ বারয়িতুং ধৈর্য্যাদ্ বচনমব্রুবন্ ॥৩০
যঃ সংসদি প্রকৃতিভির্ভবেদ্ যুক্ত উপাসিতুম্।
বন্যৈর্মৃগৈরুপাসীনঃ সোঽয়মাস্তে মমাগ্রজঃ ॥৩১
বাসোভির্বহুসাহস্রৈর্যো মহাত্মা পুরোচিতঃ।
মৃগাজিনে সোঽয়মিহ প্রবস্তে ধর্মমাচরন্ ॥৩২
অধারয়দ্ যো বিবিধাশ্চিত্রাঃ সুমনসঃ সদা।
সোঽয়ং জটাভারমিমং সহতে রাঘবঃ কথম্ ॥৩৩
যস্য যজ্ঞৈর্যথাদিষ্টৈর্যুক্তো ধর্মস্য সঞ্চয়ঃ।
শরীরক্লেশসম্ভূতং স ধর্মং পরিমার্গতে ॥৩৪
চন্দনেন মহার্হেণ যস্যাঙ্গমুপসেবিতম্।
মলেন তস্যাঙ্গমিদং কথমার্য্যস্য সেব্যতে ॥৩৫
মন্নিমিত্তমিদং দুঃখং প্রাপ্তো রামঃ সুখোচিতঃ।
ধিগ্ জীবিতং নৃশংসস্য মম লোকবিগর্হিতম্ ॥৩৬

লম্বমান রহিয়াছে। শত্রুগণকর্তৃক অপরাজেয় ঐ পর্ণকুটীর ঐ সকল অস্ত্রসমূহের দ্বারা শোভিত থাকায় মৃগগণের নিকট সিংহগুহার ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল। রামের ঐ পর্ণকুটীরের সম্মুখে অগ্রসর হইয়া ভরত প্রদীপ্ত অগ্নি-সমন্বিত ঈশানকোণভাগে নিম্ন পবিত্র সুপ্রশস্ত বেদী অবলোকন করিলেন। একমুহূর্তকাল ঐ বেদীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ভরত পর্ণকুটীরমধ্যে উপবিস্ট জটামণ্ডল-ধারী জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে দেখিতে পাইলেন। তিনি সম্মুখে গিয়া দেখিলেন যে, কৃষ্ণসারমৃগচর্মধারী চীর-বল্কলপরিধান কারী অগ্নিতুল্যতেজস্বী রাম উপবিস্ট রহিয়াছেন। সিংহের স্কন্ধের তুল্য স্কন্ধবিশিস্ট, আজানুলম্বিতবাহু, কমললোচন, পরমধর্মাচরণকারী ও সসাগরা পৃথিবীর অধিপতি রাম সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত কুশাস্তরণযুক্ত মৃত্তিকায় সনাতন ব্রহ্মার ন্যায় বসিয়া রহিয়াছেন।২১-২৮

রামকে ঐভাবে উপবিস্ট দেখিয়া ধর্মাত্মা শ্রীমান্ ভরত দুঃখে ও মোহে আচ্ছন্ন হইলেন এবং তাঁহার অভিমুখে ধাবিত হইলেন। রামকে দেখিবামাত্রই ভরত অতিশয় বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। ধৈর্য্যের দ্বারা কিছুতেই আত্মসংবরণ করিতে না পারিয়া বাষ্পগদ্গদবাক্যে বিলাপ করিতে লাগিলেন।২৯-৩০

যিনি সভামধ্যে প্রজাবর্গের দ্বারা সর্বদা উপাসিত হইবার যোগ্য, মদীয় সেই জ্যেষ্ঠভ্রাতা বন্যমৃগগণের দ্বারা বেষ্টিত হইয়া রহিয়াছেন। যে মহাত্মা পূর্বে বহুমূল্য বসনসমূহে অলঙ্কৃত থাকিতেন ও থাকিবার যিনি যোগ্য, তিনি এক্ষণে ধর্মাচরণের জন্য মৃগচর্মাসনে উপবেশন করিয়াছেন। যিনি সর্বদা নানাবিধ বিচিত্রপুষ্পসমূহ ধারণ করিতেন, তিনি এই জটাভার কিরূপে সহ্য করিতেছেন? শাস্ত্রবিহিত যাগানুষ্ঠানের দ্বারা ধর্মার্জন করা যাঁহার উচিত ছিল, তিনি শরীরক্লেশকর কার্য্যের দ্বারা ধর্মসঞ্চয় করিতেছেন। মহামূল্য চন্দনের দ্বারা যাঁহার অঙ্গ অনুলিপ্ত হইত, সেই আর্য্য রামের অঙ্গ ধূলিসমূহ দ্বারা লিপ্ত হইতেছে।৩১-৩৫

সুখভোগাধিকারী রাম আমার জন্যই এইরূপ দুঃখ প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমি অতিনিষ্ঠুর। আমার সর্বলোক-নিন্দিত এই জীবনে ধিক্। এইরূপে বিলাপ করিতে করিতে অতিদীন ভরতের মুখকমল ঘর্মাক্ত হইয়া উঠিল।

পাঠান্তর :—(ক)—শ্চিত্রকাঞ্চনভূষিতঃ।

ইত্যেবং বিলপন্ দীনঃ প্রস্বিন্নমুখপঙ্কজঃ।
পাদাবপ্রাপ্য রামস্য পপাত ভরতো রুদন্ ॥৩৭
দুঃখাভিতপ্তো ভরতো রাজপুত্রো মহাবলঃ।
উক্ত্বার্য্যেতি সকৃদ্দীনং পুনর্নোবাচ কিঞ্চন ॥৩৮
বাষ্পৈঃ পিহিতকণ্ঠশ্চ প্রেক্ষ্য রামং যশস্বিনম্।
আর্যেত্যেবাভিসংক্রুশ্য ব্যাহর্তুং নাশকৎ ততঃ ॥৩৯
শত্রুঘ্নশ্চাপি রামস্য ববন্দে চরণৌ রুদন্।
তাবুভৌ চ সমালিঙ্গ্য রামোহপ্যশ্রূণ্যবর্তয়ৎ ॥৪০
ততঃ সুমন্ত্রেণ গুহেন চৈব
সমীয়তু রাজসুতা বরণ্যা।
দিবাকরশ্চৈব নিশাকরশ্চ
যথাম্বরে শুক্র-বৃহস্পতিভ্যাম্ ॥৪১
তান্ পার্থিবান্ বারণযূথপার্হান্
সমাগতাংস্তত্র মহত্যরণ্যে।
বনৌকসস্তেঽভিসমীক্ষ্য সর্বে
ত্বশ্রূণ্যমুঞ্চন্ প্রবিহায় হর্ষম্ ॥৪২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে নবনবতিতমঃ সর্গঃ ॥

তিনি রামের চরণযুগল ধরিতে গেলেন কিন্তু ধরিতে না পারিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে পড়িয়া গেলেন। অতিদুঃখে অভিভূত মহাবল রাজপুত্র ভরত একবার মাত্র "আর্য্য" এই কথাটি উচ্চারণ করিয়া আর কোন কথা বলিতে পারিলেন না। তাঁহার কণ্ঠ বাষ্পভরে অবরুদ্ধ হইয়া গেল। যশস্বী রামকে অবলোকন করিয়া তিনি "আর্য্য" এই কথাটি বলিয়াই বাক্‌শক্তিশূন্য হইয়া গেলেন। শত্রুঘ্ন রোদন করিতে করিতে রামের চরণদ্বয় বন্দনা করিলেন। রাম তাঁহাদের উভয়কে আলিঙ্গন করিয়া অশ্রুত্যাগ করিতে লাগিলেন।৩৬-৪০

অনন্তর সূর্য্য ও চন্দ্র যেমন গগনে শুক্র ও বৃহস্পতির সহিত মিলিত হন, সেইভাবে রাজপুত্র রাম ও লক্ষ্মণ বনমধ্যে সুমন্ত্র ও গুহের সহিত মিলিত হইলেন। সেই সময় বনবাসীরা গজারোহী রাজন্যবর্গকে অরণ্যমধ্যে উপস্থিত দেখিয়া হর্ষত্যাগপূর্বক অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিল।৪১-৪২

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে নবনবতিতম সর্গ সমাপ্ত।

শততমঃ সর্গঃ

[কুশলজিজ্ঞাসাচ্ছলেন ভরতং প্রতি শ্রীরামস্য রাজনীতিবিষয়কোপদেশঃ।]

জটিলং চীরবসনং প্রাঞ্জলিং পতিতং ভুবি।
দদর্শ রামো দুর্দর্শং যুগান্তে ভাস্করং যথা ॥১
কথঞ্চিদভিবিজ্ঞায় বিবর্ণবদনং কৃশম্।
ভ্রাতরং ভরতং রামঃ পরিজগ্রাহ পাণিনা ॥২
আঘ্রায় রামস্তং মূর্ধ্নি পরিষ্বজ্য চ রাঘবম্।
অঙ্কে ভরতমারোপ্য পর্য্যপৃচ্ছত সাদরম্ ॥৩
ক নু তেঽভূৎ পিতা তাত যদরণ্যং ত্বমাগতঃ।
ন হি ত্বং জীবতস্তস্য বনমাগন্তুমর্হসি ॥৪
চিরস্য বত পশ্যামি দূরাদ্ ভরতমাগতম্।
দুষ্প্রতীকমরণ্যেঽস্মিন্ কিং তাত বনমাগতঃ ॥৫

কচ্চিন্ন ধরতে তাত রাজা যৎ ত্বমিহাগতঃ।
কচ্চিন্ন দীনঃ সহসা রাজা লোকান্তরং গতঃ ॥৬
কচ্চিৎ সৌম্য ন তে রাজ্যং ভ্রষ্টং বালস্য শাশ্বতম্।
কচ্চিচ্ছুশ্রূষসে তাত পিতুঃ সত্যপরাক্রম ॥৭
কচ্চিদ্ দশরথো রাজা কুশলী সত্যসঙ্গরঃ।
রাজসূয়াশ্বমেধানামাহর্তা ধর্মনিশ্চিতঃ ॥৮
স কশ্চিদ্ ব্রাহ্মণো বিদ্বান্ ধর্মনিত্যো মহাদ্যুতিঃ।
ইক্ষ্বাকূণামুপাধ্যায়ো যথাবৎ তাত পূজ্যতে ॥৯
তাত কচ্চিচ্চ কৌসল্যা সুমিত্রা চ প্রজাবতী।
সুখিনী কচ্চিদার্য্যা চ দেবী নন্দতি কৈকয়ী ॥১০

শততম সর্গ

[কুশল জিজ্ঞাসার মাধ্যমে ভরতের প্রতি শ্রীরামের রাজনীতি বিষয়ক উপদেশ।]

প্রলয়কালে ভূপতিত সূর্য্যের ন্যায় সুদর্শন চীর-বসনধারী জটাযুক্ত কৃতাঞ্জলি ভরতকে ভূতলে পতিত অবস্থায় রাম দর্শন করিলেন। তিনি বিবর্ণমুখ অতি-কৃশ ভরতকে কোনরূপে চিনিতে পারিয়া নিজহস্ত দ্বারা তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন এবং মস্তক আঘ্রাণ করিয়া আলিঙ্গনপূর্বক ক্রোড়ে ধারণ করিলেন। অনন্তর সাদর বাক্যে জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভ্রাতঃ! তোমার পিতা কোথায় আছেন? তুমি যে অরণ্যে আগমন করিলে? পিতার জীবিতাবস্থায় ত তুমি অরণ্যে আসিতে পার না। আমি বহুদিন পর সুদূর দেশ হইতে আগত ভরতকে দেখিলাম। ভ্রাতঃ! তুমি এত বিবর্ণ ও কৃশ হইয়াছ যে, আমি তোমাকে খুব কষ্টেই চিনিতে পারিলাম। ভরত! তুমি কিজন্য এই অরণ্যে আগমন করিয়াছ?১-৫

ভ্রাতঃ! পিতৃদেব মহারাজ দেহধারণ করিয়া রহিয়াছেন ত? তবে তুমি যে এই বনে চলিয়া আসিলে? মহারাজ পুত্রশোকে দৈন্যযুক্ত হইয়া হঠাৎ লোকান্তরে গমন করেন নাই ত? সৌম্য! ভরত! তুমি বালক বলিয়া তোমার হস্ত হইতে চিরস্থায়ী রাজ্য ভ্রষ্ট হয় নাই ত? সত্যপরাক্রম! ভরত! তুমি পিতার সেবায় নিযুক্ত আছ ত? রাজসূয়-অশ্বমেধাদি বহুযজ্ঞের অনুষ্ঠাতা ধর্মনিষ্ঠ সত্যপ্রতিজ্ঞ মহারাজ দশরথ কুশলে আছেন ত? ভ্রাতঃ! বশিষ্ঠদেব ইক্ষ্বাকুবংশীয়গণের উপাধ্যায়। :তিনি বিদ্বান্ ও নিত্যধর্মপরায়ণ। পরম-দ্যুতিমান্ ঐ ব্রাহ্মণ যথারীতি পূজিত হইতেছেন ত? ভরত! কৌশল্যাদেবী ও সৎপুত্রবতী সুমিত্রাদেবী সুখেই আছেন ত? পূজনীয়া দেবী কৈকেয়ী আনন্দপ্রকাশ করিতেছেন ত?।৬-১০

বিনয়ী সৎকুলপ্রসূত বহুশাস্ত্রবিৎ অসূয়াহীন সৎকর্ম-নিপুণ বশিষ্ঠপুত্র তোমার পুরোহিত সৎকৃত হইতেছেন ত? তোমার অগ্নিহোত্রকার্য্যে নিযুক্ত সকলহোম-বিধিজ্ঞ মতিমান সরলচেতা হোতা সতত হুত ও হবনীয় (পূর্বে কৃত ও পরে করণীয়) বিষয়সকল তোমাকে নিবেদন করেন ত? ভ্রাতঃ! তুমি দেবগণ, পিতৃগণ,

কচ্চিদ্ বিনয়সম্পন্নং কুলপুত্রো বহুশ্রুতঃ ।
অনসূয়ুরনুদ্রষ্টা সৎকৃতস্তে পুরোহিতঃ ॥১১
কচ্চিদগ্নিষু তে যুক্তো বিধিজ্ঞো মতিমানৃজুঃ ।
হুতঞ্চ হোষ্যমাণঞ্চ কালে বেদয়তে সদা ॥১২
কচ্চিদ্ দেবান্ পিতৄন্ ভৃত্যান্ গুরূন্ পিতৃসমানপি ।
বৃদ্ধাংশ্চ তাত বৈদ্যাংশ্চ ব্রাহ্মণাংশ্চাভিমন্যসে ॥১৩
ইষ্বস্ত্রবরসম্পন্নমর্থশাস্ত্রবিশারদম্ ।
সুধন্বানমুপাধ্যায়ং কচ্চিৎ ত্বং তাত মন্যসে ॥১৪
কচ্চিদাত্মসমাঃ শূরাঃ শ্রুতবন্তো জিতেন্দ্রিয়াঃ ।
কুলীনাশ্চেঙ্গিতজ্ঞাশ্চ কৃতাস্তে তাত মন্ত্রিণঃ ॥১৫
মন্ত্রো বিজয়মূলং হি রাজ্ঞাং ভবতি রাঘব ।
সুসংবৃতো মন্ত্রিধুরৈরমাত্যৈঃ শাস্ত্রকোবিদৈঃ ॥১৬
কচ্চিন্নিদ্রাবশং নৈষি কচ্চিৎ কালেঽববুধ্যসে ।
কচ্চিচ্চাপররাত্রেষু চিন্তয়স্যর্থ নৈপুণম্ ॥১৭
কচ্চিন্মন্ত্রয়সে নৈকঃ কচ্চিন্ন বহুভিঃ সহ ।
কচ্চিৎ তে মন্ত্রিতো মন্ত্রো রাষ্ট্রং ন পরিধাবতি ॥১৮
কচ্চিদর্থং বিনিশ্চিত্য লঘুমূলং মহোদয়ম্ ।
ক্ষিপ্রমারভসে কর্ম ন দীর্ঘয়সি রাঘব ॥১৯
কচ্চিন্নু সুকৃতান্যেব কৃতরূপাণি বা পুনঃ ।
বিদুস্তে সর্বকার্য্যাণি ন কর্তব্যানি পার্থিবাঃ॥২০
কচ্চিন্ন তর্কৈর্যুক্ত্যা বা যে চাপ্যপরিকীর্তিতাঃ ।
ত্বয়া বা তব বামাত্যৈর্বুধ্যতে তাত মন্ত্রিতম্ ॥২১
কচ্চিৎ সহস্রৈর্মূর্খাণামেকমিচ্ছসি পণ্ডিতম্ ।
পণ্ডিতো হ্যর্থকৃচ্ছ্রেষু কুর্য্যান্নিঃশ্রেয়সং মহৎ ॥২২
সাহস্রাণ্যপি মূর্খাণাং যদ্যুপাস্তে মহীপতিঃ ।
অথবাপ্যযুতান্যেব নাস্তি তেষু সহায়তা ॥২৩
একোঽপ্যমাত্যো মেধাবী শূরো দক্ষো বিচক্ষণঃ ।
রাজানং রাজপুত্রং বা প্রাপয়েন্মহতীং শ্রিয়ম্ ॥২৪
কচ্চিন্মুখ্যা মহৎস্বেব মধ্যমেষু চ মধ্যমাঃ ।
জঘন্যাশ্চ জঘন্যেষু ভৃত্যাস্তে তাত যোজিতাঃ ॥২৫

ভৃত্যগণ, গুরুগণ, পিতৃতুল্য বৃদ্ধগণ, বৈদ্যগণ ও ব্রাহ্মণগণকে সর্বতোভাবে মান্য করিতেছ ত? ভরত! বিনামন্ত্রে ও মন্ত্রের সহিত বাণপ্রয়োগে নিপুণ রাজনীতি-বিশারদ ধনুর্বেদাচার্য্য সুধন্বাকে তুমি সম্মান করিতেছ ত? শূর শাস্ত্রজ্ঞ জিতেন্দ্রিয় কুলীন ও ইঙ্গিতজ্ঞ আত্মসম ,ব্যক্তিগণকে তুমি মন্ত্রিরূপে নিযুক্ত করিয়াছ ত?১১-১৫

রঘুনন্দন! নীতিশাস্ত্রজ্ঞ মন্ত্রিশ্রেষ্ঠ ও অমাত্যগণ কর্তৃক যত্নপূর্বক সঙ্গোপিত মন্ত্রই নৃপতিগণের বিজয়ের মূল। ভ্রাতঃ! তুমি নিদ্রার বশীভূত হও না ত? তুমি যথাসময়ে জাগরিত হও ত? তুমি রাত্রিশেষে অর্থপ্রাপ্তির উপায় চিন্তা কর ত? তুমি একাকী অথবা বহুব্যক্তির সহিত মন্ত্রণা কর না ত? তোমার স্থিরীকৃত মন্ত্রসমূহ রাষ্ট্রমধ্যে প্রচারিত হয় না ত? রঘুনন্দন! কোন বিষয় নিশ্চয় করিয়া অল্পায়াসসাধ্য ও বহুফলপ্রদ কর্ম শীঘ্রই আরম্ভ কর ত? তাহাতে বিলম্ব কর না ত? অন্যান্য রাজন্যবর্গ তোমার সুসম্পন্ন কিংবা সম্পন্নপ্রায় কার্য্য-ভিন্ন কর্তব্যরূপে স্থিরীকৃত কার্য্যসমূহ জানিতে পারে না ত?১৬-২০

ভ্রাতঃ! তুমি কিংবা তোমার অমাত্যগণ যে মন্ত্রণা করিয়া থাক, যাহা তোমাদের দ্বারা প্রকাশিত হয় না, অন্যলোক যুক্তি ও তর্কদ্বারা তাহা বুঝিতে পারে না ত? তুমি সহস্র মূর্খের পরিবর্তে একজন পণ্ডিতকে কামনা কর ত? অর্থকষ্ট উপস্থিত হইলে ঐ পণ্ডিত-ব্যক্তিই তখন কল্যাণসাধন করিতে পারেন। রাজা যদি সহস্র অথবা অযুতসংখ্যক মূর্খের প্রতিপালন করেন, তথাপি তাহাতে তাহার কোন সাহায্য হয় না। মেধাবী, শূর, দক্ষ ও বিচক্ষণ একজন অমাত্যই রাজাকে অথবা রাজপুত্রকে মহতী সম্পত্তি প্রাপ্ত করাইতে পারেন। ভ্রাতঃ! তুমি উত্তমকার্য্যে প্রধান ভৃত্যগণকে, মধ্যম- কার্য্যে মধ্যমভৃত্যগণকে ও সাধারণকার্য্যে সাধারণ ভৃত্যগণকে নিযুক্ত করিয়াছ ত?২১-২৫

দ্বিতীয় বর্ষ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭১]

[দ্বাদশ সংখ্যা—স্নানযাত্রা

আৰ্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথ-প্রবর্তিত।

* * *

যুগ্ম-সম্পূজক—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য

শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫·০০ টাকা]

[প্রতি সংখ্যা ১·৫০ টাকা

স্বত্বাধিকারী ঃ—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(জয়গুরু সম্প্রদায়)

সহ-সম্পাদকসঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ
শ্রীনারায়ণগোস্বামী ন্যায়াচার্য্য
শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্ত্তৃক শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।৩, পি, ডব্লিউ, ডি রোড, কলিকাতা—৩৫ হইতে প্রকাশিত ও ১৫বি, রায়বাগান ষ্ট্রীট্, কলিকাতা—৬ ইন্দু-নারায়ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে মুদ্রাপিত। ১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭১।

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রময় মাসিক পত্র। প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ।

২। এই মাসিকপত্রে শ্রীরামায়ণ-শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রীমহাভারত-শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ইত্যাদি যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। ইহার বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারত ও পাকিস্তানে সডাক ১৫·০০, প্রতি সংখ্যা ১·৫০ নঃ পঃ মাত্র; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০·০০, প্রতি সংখ্যা ২·০০ মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

৪। প্রতি বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ইহার একটি সংখ্যা প্রকাশিত হইবামাত্র গ্রাহকগণের নিকট পাঠান হয়। বাংলা মাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে উক্ত সংখ্যা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ লইয়া চতুর্থ সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতা কার্য্যালয়ে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলা মাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৫। মাসিক পত্র, বিজ্ঞাপন প্রভৃতি সংক্রান্ত যাবতীয় পত্রাদি এবং অর্থাদি "সঞ্চালক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮/সি, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬" এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

মনি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকের নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে অবশ্যই লিখিতে হইবে।

৬। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয়, কিন্তু প্রয়োজন না মনে করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে গ্রাহকগণকে জবাবী-পত্র অবশ্যই দিতে হইবে।

৭। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে, কার্য্যালয়ে আসিয়া বা ডাকযোগ ব্যতীত অন্যকোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৮। উল্লিখিত ৪-৭ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পত্র-পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

৯। অনিবার্য্যকারণবশতঃ যে সংখ্যা প্রকাশে বিলম্ব ঘটিয়াছে, তাহা যথাসম্ভব সত্বর প্রকাশের চেষ্টা চলিতেছে। তৎসম্পর্কে উক্ত নিয়মাবলী যথাসময়ে প্রযুজ্য বলিয়া গণ্য হইবে।

১০। এই আর্য্যশাস্ত্রের প্রথমবর্ষে মন্বাদি বিংশতি সংহিতা ও অন্যান্য দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীঠাকুর আর্য্যশাস্ত্রের বহুল প্রচার-কামনায় তাহার বার্ষিক মূল্য ১৫·০০ টাকার স্থলে ১০·০০ টাকা করিয়া দিয়াছেন।

সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।৩, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, আলমবাজার।
কলিকাতা—৩৫

ওঁশ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

পুষ্করমঠ
ভরতপুর-কুঞ্জ
গৌহাটি
৮।৫।৭০

যে মায়েরা বাবারা একে (ওঙ্কারকে) সত্যসত্য ভালবাসে, তারা নিত্য আর্য্যশাস্ত্র প'ড়্‌বে ও প্রাণপণে আর্য্যশাস্ত্র প্রচারের চেষ্টা ক'র্‌বে। আর্য্যশাস্ত্রের সেবায় জগতের মহাকল্যাণ সাধিত হবেই হবে।

ওঙ্কার

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

অনুগ্রহ করিয়া ইহা অবশ্যই পাঠ করিবেন

১। আর্য্যশাস্ত্রকার্য্যালয় ছুটির দিন ব্যতীত প্রত্যহ বেলা ১০॥০টা হইতে ৫॥০টা পর্য্যন্ত খোলা থাকে। এই সময়ের মধ্যে না আসিলে সাক্ষাৎকার সম্ভব হয় না।

২। স্মরণ রাখিবেন আষাঢ় মাস হইতে নূতন বর্ষ আরম্ভ হইয়াছে। আপনার তৃতীয় বর্ষের গ্রাহকমূল্য এখনও যদি না দিয়া থাকেন সত্বর পাঠাইবেন। গ্রাহকমূল্য বাকী থাকিলে সাধারণতঃ স্মারকপত্র দেওয়া হয় বটে, কিন্তু আদায় না হইলে পত্রিকা পাঠান হয় না।

৩। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যা গ্রাহকগণকে ভি. পি.-যোগে পাঠাইতে হয়, কারণ ডাকবিভাগ ইহার জন্য কোন ডাকমাশুলের সুবিধা দান করেন না। অতএব ব্যয়ভার কমাইতে হইলে গ্রাহকগণ কার্য্যালয়ে আসিয়া অথবা লোকমাধ্যমে সংগ্রহ করিবেন।

৪। শ্রীশ্রীঠাকুর আর্য্যশাস্ত্রের প্রথম বর্ষের ১২টি সংখ্যা আগামী রথযাত্রার দিন পর্য্যন্ত এককালীন ১০৲ টাকা মূল্যে দিবার অনুমতি দিয়াছিলেন। এই সময় উত্তীর্ণ হওয়ায় এখন হইতে প্রথম বর্ষের জন্যও ১৫৲ টাকা দিতে হইবে।

৫। স্মরণ রাখিবেন অনিবার্য্যকারণবশতঃ আর্য্যশাস্ত্রের মাসিক সংখ্যাগুলি প্রায় দুইমাস পিছাইয়া প্রকাশিত হইতেছে ; সেই কারণ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যাটি শ্রাবণের মাঝামাঝি পাইবেন। ইহা ঠিক করিয়া লইতে কিছু সময় লাগিবে।

৬। আর্য্যশাস্ত্রের মাসিক সংখ্যা প্রতি বাংলা মাসের মাঝামাঝি (অর্থাৎ ইংরাজি মাসের শেষে) গ্রাহকগণকে পাঠান হয়। পত্রিকা না পাইলে ঐ বাংলা মাসের মধ্যে জানাইতে হইবে। মাসাধিককাল পরে জানাইলে পত্রিকা পাঠাইবার অসুবিধা ঘটিতে পারে।

৭। গ্রাহকগণ সর্ব্বক্ষেত্রে পত্র দিবার সময় ও যে কোন ব্যাপারে গ্রাহকসংখ্যা অবশ্যই উল্লেখ করিবেন এবং গ্রাহকমূল্যের মণিঅর্ডার, পত্রিকা সম্বন্ধীয় অনুসন্ধান ও যাবতীয় পত্রালাপ ৩৮সি, বিধান সরণী, এই ঠিকানায় করিবেন।

৮। গত পৌষসংখ্যা (১৩৭০) হইতে **বাল্মীকি রামায়ণের** প্রকাশন আরম্ভ হইয়াছে এবং তাহা সম্পূর্ণ হইতে অন্ততঃ দেড় বৎসর লাগিবে।

আর্য্যশাস্ত্র কার্য্যালয়
৩৮ সি, বিধান সরণী
কলিকাতা—৬

সম্পূজক, আর্য্যশাস্ত্র

অমাত্যানুপধাতীতান্ পিতৃ-পৈতামহাঞ্চুচীন্ ।
শ্রেষ্ঠাঞ্শ্রেষ্ঠেষু কচ্চিৎ ত্বং নিযোজয়সি কর্মসু ॥২৬
কচ্চিন্নোগ্রেণ দণ্ডেন ভৃশমুদ্বেজিতাঃ প্রজাঃ ।
রাষ্ট্রে তবাবজানন্তি মন্ত্রিণঃ কৈকয়ীসুত ॥২৭
কচ্চিৎ ত্বাং নাবজানন্তি যাজকাঃ পতিতং যথা ।
উগ্রপ্রতিগ্রহীতারং কাময়ানমিব স্ত্রিয়ঃ ॥২৮
উপায়কুশলং বৈদ্যং ভৃত্যসংদূষণে রতম্ ।
শূরমৈশ্বর্য্যকামঞ্চ যো হন্তি ন স হন্যতে ॥২৯
কচ্চিদ্ ধৃষ্টশ্চ শূরশ্চ ধৃতিমান্ মতিমাঞ্শুচিঃ ।
কুলীনশ্চানুরক্তশ্চ দক্ষঃ সেনাপতিঃ কৃতঃ ॥৩০
বলবন্তশ্চ কচ্চিৎ তে মুখ্যা যুদ্ধবিশারদাঃ ।
দৃষ্টাপদানা বিক্রান্তাস্ত্বয়া সংকৃত্য মানিতাঃ ॥৩১
কচ্চিদ্ বলস্য ভক্তঞ্চ বেতনঞ্চ যথোচিতম্ ।
সম্প্রাপ্তকালং দাতব্যং দদাসি ন বিলম্বসে ॥৩২
কালাতিক্রমণে হ্যেব ভক্ত-বেতনয়োর্ভৃতাঃ ।
ভর্তুঃ কুপ্যন্তি দুষ্যন্তি সোঽনর্থঃ সুমহান্ কৃতঃ ॥৩৩
কচ্চিৎ সর্বেঽনুরক্তাস্ত্বাং কুলপুত্রাঃ প্রধানতঃ ।
কচ্চিৎ প্রাণাংস্তবার্থেষু সন্ত্যজন্তি সমাহিতাঃ ॥৩৪
কচ্চিজ্জানপদো বিদ্বান্ দক্ষিণঃ প্রতিভানবান্ ।
যথোক্তবাদী দূতস্তে কৃতো ভরত পণ্ডিতঃ ॥৩৫
কচ্চিদষ্টাদশান্যেষু স্বপক্ষে দশ পঞ্চ চ ।
ত্রিভিস্ত্রিভিরবিজ্ঞাতৈর্বেৎসি তীর্থানি চারণৈঃ ॥৩৬

যে সকল অমাত্য উৎকোচ প্রভৃতি (ঘুষ প্রভৃতি) গ্রহণ করেন না, যাঁহারা পিতৃ-পিতামহাদিক্রমে মন্ত্রিত্ব করিয়া আসিতেছেন, যাঁহাদের বাহ্য ও আন্তরশুদ্ধি আছে, সেইসকল মন্ত্রিগণকে তুমি উত্তমকার্য্যে নিযুক্ত করিতেছ ত ? কৈকেয়ীনন্দন ! তোমার রাজ্যে প্রজাগণ কঠোর-দণ্ডে উৎপীড়িত হয় না ত ? মন্ত্রিগণ তোমাকে অবজ্ঞা করে না ত ? নীচজাতীয়া নারীকে পরিগ্রহ করিয়া কোন পুরুষ তাহার প্রতি অতিশয় আসক্ত হইলে কুলকামিনীগণ সেই পুরুষকে যেমন অবজ্ঞা করিয়া থাকেন, যাজকগণ সেইভাবে পতিত ব্যক্তির ন্যায় তোমাকে অবজ্ঞা করেন না ত? সাম-দানাদি উপায়ে সুচতুর বিদ্বান্ রাজনীতিজ্ঞ বলবান্ ও ঐশ্বর্য্যলুব্ধ ভৃত্যকে যে রাজা বিনষ্ট না করেন, তিনি ঐ ভৃত্যের দ্বারা নিহত হন (অথবা রাজার নিকট হইতে প্রচুর অর্থ প্রাপ্তির জন্য রোগবৃদ্ধির কৌশল নিপুণ বৈদ্য ও সাধুব্যক্তির দোষ দর্শনে রত ভৃত্য ও রাজৈশ্বর্য্যলুব্ধ বীরকে যে রাজা বিনষ্ট না করেন, তাহাদের দ্বারা তিনি বিনষ্ট হন)। বিপক্ষগণকে পরাজিত করিতে সমর্থ, বীর, ধৈর্য্যশীল, বুদ্ধিমান্, শুদ্ধচিত্ত কুলীন, অনুরক্ত ও নিপুণ ব্যক্তিকে সেনাপতি পদে বরণ করিয়াছ ত ? ২৬-৩০

যুদ্ধবিৎ বলবিক্রমশালী প্রধান ভৃত্যগণের পৌরুষ কার্য্য দুই তিন বার পরীক্ষা করিয়া তাহাদিগকে পুরস্কৃত ও সম্মানিত করিয়াছ ত ? সৈনিকগণের দৈনিক বা মাসিক যথাসময়ে প্রদেয় বেতন তুমি সময়মত প্রদান করিতেছ ত ? ইহাতে তোমার বিলম্ব হয় না ত ? যাহারা দৈনিক বা মাসিক বেতন পাইয়াই জীবিকা-নির্বাহের ব্যবস্থা করে, তাহারা যথাসময়ে বেতন না পাইলে প্রভুর প্রতি অতিশয় ক্রুদ্ধ হয়। এইভাবে ভৃত্যগণের বিরক্তি মহাবিপদের কারণ হইয়া উঠে। প্রধান প্রধান জ্ঞাতিগণ তোমার প্রতি অনুরক্ত আছেন ত ? তাহারা এক মত হইয়া তোমার জন্য প্রাণ দিতেও প্রস্তুত আছেন ত ? ভরত ! বিদ্বান্, সরলচিত্ত, প্রত্যুৎপন্ন-মতি, যথার্থবাদী, বিচক্ষণ ও জনপদবাসী ব্যক্তিকে দূতরূপে নিযুক্ত করিয়াছ ত ?৩১-৩৫

যাহারা পরস্পর পরস্পরকে জানে না, এইরূপ চরগণকে অন্যের অজ্ঞাতসারে এক একটি বিষয়ে তিনজনকে নিযুক্ত করিয়াছ ত ? এবং ঐ চরগণের দ্বারা শত্রুপক্ষের অষ্টাদশ (১) ও নিজ পক্ষের পঞ্চদশ রাজ্যরক্ষাসাধন বস্তুসমূহের যথাযথ সংবাদ অবগত

(১) শত্রুপক্ষের অষ্টাদশ :—মন্ত্রী, পুরোহিত, যুবরাজ, সেনাপতি, দৌবারিক, অন্তঃপুররক্ষাকারী, কারাধ্যক্ষ, ধনাধ্যক্ষ, রাজাজ্ঞাবাহক, প্রাড্‌বিবাক (ব্যবহারদর্শী বিচারক), ধর্মাসনাধিকারী, ব্যবহারনির্ণেতা, নেতাগণের বেতনাধ্যক্ষ, কর্মান্তে বেতনগ্রাহী, নগরাধ্যক্ষ, রাষ্ট্রান্তপাল, দুষ্টদিগের দণ্ডদানাধিকারী এবং জল-গিরি-বনস্থল-দুর্গপালগণ,—ইহাদের গতিবিধি ও স্বপক্ষের পঞ্চদশ :—মন্ত্রী, পুরোহিত ও যুবরাজ—এই তিনজন ভিন্ন উল্লিখিত পঞ্চদশের গতিবিধি গুপ্তচরের দ্বারা জ্ঞাতব্য।

কচ্চিদ্ ব্যপাস্তানহিতান্ প্রতিযাতাংশ্চ সর্বদা।
দুর্বলাননবজ্ঞায় বর্তসে রিপুসূদন ॥৩৭
কচ্চিন্ন লোকায়তিকান্ ব্রাহ্মণাংস্তাত সেবসে।
অনর্থকুশলা হ্যেতে বালাঃ পণ্ডিতমানিনঃ ॥৩৮
ধর্মশাস্ত্রেষু মুখ্যেষু বিদ্যমানেষু দুর্বুধাঃ।
বুদ্ধিমান্বীক্ষিকীং প্রাপ্য নিরর্থং প্রবদন্তি তে ॥৩৯
বীরৈরধ্যুষিতাং পূর্বমস্মাকং তাত পূর্বকৈঃ।
সত্যনামাং দৃঢ়দ্বারাং হস্ত্যশ্ব-রথসঙ্কুলাম্ ॥৪০
ব্রাহ্মণৈঃ ক্ষত্রিয়ৈর্বৈশ্যৈঃ স্বকর্মনিরতৈঃ সদা।
জিতেন্দ্রিয়ৈর্মহোৎসাহৈর্বৃতামার্য্যৈঃ সহস্রশঃ ॥৪১
প্রাসাদৈর্বিবিধাকারৈর্বৃতাং বৈদ্যজনাকুলাম্।
কচ্চিৎ সমুদিতাং স্ফীতামযোধ্যাং পরিরক্ষসে ॥৪২
কচ্চিচ্চৈত্যশতৈর্জুষ্টঃ সুনিবিষ্টজনাকুলঃ।
দেবস্থানৈঃ প্রপাভিশ্চ তটাকৈশ্চোপশোভিতঃ ॥৪৩
প্রহৃষ্টনর-নারীকঃ সমাজোৎসবশোভিতঃ।
সুকৃষ্টসীমা-পশুমান্ হিংসাভিরভিবর্জিতঃ ॥৪৪
অদেবমাতৃকো রম্যঃ শ্বাপদৈঃ পরিবর্জিতঃ।
পরিত্যক্তো ভয়ৈঃ সর্বৈঃ খনিভিশ্চোপশোভিতঃ ॥৪৫
বিবর্জিতো নরৈঃ পাপৈর্মম পূর্বৈঃ সুরক্ষিতঃ।
কচ্চিজ্জনপদঃ স্ফীতঃ সুখং বসতি রাঘব ॥৪৬
কচ্চিত্তে দয়িতাঃ সর্বে কৃষি গোরক্ষজীবিনঃ।
বার্তায়াং সংস্থিতস্তাত লোকোহয়ং সুখমেধতে ॥৪৭
তেষাং গুপ্তিপরীহারৈঃ কচ্চিৎ তে ভরণং কৃতম্।
রক্ষ্যা হি রাজ্ঞা ধর্মেণ সর্বে বিষয়বাসিনঃ ॥৪৮
কচ্চিৎ স্ত্রিয়ঃ সান্ত্বয়সে কচ্চিত্তাস্তে সুরক্ষিতাঃ।
কচ্চিন্ন শ্রদ্দধাস্যাসাং কচ্চিদ্ গুহ্যং ন ভাষসে ॥৪৯
কচ্চিন্নাগবনং গুপ্তং কচ্চিৎ তে সন্তি ধেনুকাঃ।
কচ্চিন্ন গণিকাশ্বানাং কুঞ্জরাণাঞ্চ তৃপ্যসি ॥৫০

হইয়া থাক ত? রিপুসূদন! ভরত! বিতাড়িত শত্রুগণ পুনর্বার আগমন করিলে তাহাদিগকে দুর্বল মনে করিয়া তুমি অবজ্ঞা কর না ত? ভ্রাতঃ! তুমি চার্বাকমতাবলম্বী কিংবা শুষ্কতার্কিক ব্রাহ্মণগণের সেবা করনা ত? ইহারা বালকের ন্যায় অজ্ঞ হইয়াও নিজেদিগকে পণ্ডিত বলিয়া মনে করে এবং সাধারণ জনগনের অনর্থসম্পাদনের কৌশল দেখায়। এই সকল দুষ্ট পণ্ডিতেরা উৎকৃষ্ট-প্রমাণসমর্থিত বেদাদি ধর্মশাস্ত্র থাকা সত্ত্বেও তর্কবিদ্যামার্জিত বুদ্ধির সাহায্যে নিরর্থক বাদানুবাদ করিয়া থাকে। ৩৬-৩৯

ভ্রাতঃ! আমাদের মহাবীর পূর্বপুরুষগণের বাসভূমি, সমৃদ্ধিশালিনী অযোধানগরীকে উত্তমরূপে রক্ষা করিতেছ ত? অযোধ্যার দ্বারসমূহ অতিসুদৃঢ়, সেই নগরী হস্তী, অশ্ব ও রথে পরিব্যাপ্ত, সহস্র সহস্র স্বকর্মরত জিতেন্দ্রিয় উৎসাহসম্পন্ন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণের দ্বারা সর্বদা পরিপূর্ণা সার্থকনামধারিণী অযোধ্যা বিবিধ আকারের প্রাসাদসমূহে ও বৈদ্যসমূহে পরিবৃত হইয়া আছে, সেই অযোধ্যাকে তুমি রক্ষা করিতেছ ত? রঘুনন্দন! শতশত চৈত্যবৃক্ষের দ্বারা যে স্থানের শোভা হইয়াছে, যে স্থানে জনগণ সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিতেছে, দেবালয়, প্রপা (জলসত্র) ও তড়াগসমূহে সুশোভিত যে স্থানে নরনারীগণ অতিশয় আনন্দিত রহিয়াছে, যে স্থানে নানাবিধ সামাজিক উৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছে, যাহার প্রান্তবর্তীপ্রদেশসমূহ সুন্দরভাবে কর্ষিত ও গো মহিষাদি পশুসমূহে পূর্ণ, যে স্থানে হিংসার লেশমাত্র নাই, হিংস্র জন্তুশূন্য সেইস্থানসমূহ অদেবমাতৃক (বৃষ্টির অপেক্ষা নাই, নদীর জলেই কৃষিকার্য্যাদি হয়, এমন স্থান) সর্ববিধ ভয়শূন্য ও স্বর্ণ রত্ন প্রভৃতির আকরসমূহে সুশোভিত, পাপিষ্ঠ নরগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত, সেই সমৃদ্ধ জনপদ সমূহ সুখে আছে ত? ৪০-৪৬

যাহারা কৃষি ও পশুপালন দ্বারা জীবিকানির্বাহ করে, সেই বৈশ্যগণের প্রতি তুমি সন্তুষ্ট আছ ত? ঐ সকল লোকেরা এক্ষণে বাণিজ্য প্রভৃতিতে নিযুক্ত থাকিয়া সুখ-সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইতেছে ত? তাহাদের অভিষ্টসাধন ও অনিষ্টপরিহার করিয়া তুমি তাহাদিগকে পোষণ করিতেছ ত? যেহেতু রাজ্যবাসী প্রজামাত্রই রাজার রক্ষণীয়। তুমি স্ত্রীলোকদিগকে সান্ত্বনা ও উত্তমভাবে রক্ষা করিয়া থাক ত? তুমি

কচ্চিদ্ দর্শয়সে নিত্যং মানুষাণাং বিভূষিতম্।
উত্থায়োত্থায় পূর্বাহ্ণে রাজপুত্র মহাপথে ॥৫১
কচ্চিন্ন সর্বে কর্মান্তাঃ প্রত্যক্ষাস্তেঽবিশঙ্কয়া।
সর্বে বা পুনরুৎস্রষ্টা মধ্যমেবাত্র কারণম্ ॥৫২
কচ্চিদ্ দুর্গাণি সর্বাণি ধন-ধান্যায়ুধোদকৈঃ।
যন্ত্রৈশ্চ প্রতিপূর্ণানি তথা শিল্পিধনুর্ধরৈঃ ॥৫৩
আয়স্তে বিপুলঃ কচ্চিৎ কচ্চিদল্পতরো ব্যয়ঃ।
অপাত্রেষু ন তে কচ্চিৎ কো যো গচ্ছতি রাঘব ॥৫৪
দেবতার্থে চ পিত্রর্থে ব্রাহ্মণাভ্যাগতেষু চ।
যোধেষু মিত্রবর্গেষু কচ্চিদ্ গচ্ছতি তে ব্যয়ঃ ॥৫৫
কচ্চিদার্য্যোঽপি শুদ্ধাত্মা ক্ষারিতশ্চাপকর্মণা।
অদৃষ্টঃ শাস্ত্রকুশলৈর্ন লোভাদ্ বধ্যতে শুচিঃ ॥৫৬

উহাদের কথায় আস্থা রাখ না ত? উহাদের নিকট গোপনীয় কথা প্রকাশ কর না ত? যে বনে হস্তী জন্মিয়া থাকে, তুমি সেইবনকে রক্ষা করিতেছ ত? তুমি ধেনুসমূহকে পালন কর ত? হস্তিনী, হস্তী ও অশ্বের সংগ্রহে তুমি তৃপ্তিলাভ (অল্পেই প্রমোদননিবৃত্তি) কর না ত? ৪৭-৫০

রাজপুত্র! তুমি প্রত্যহ পূর্বাহ্ণে উত্থিত হইয়া রাজবেশে বিভূষিত হও ত? এবং সেই অবস্থায় রাজপথে ও সভামধ্যে প্রজাগণকে দর্শন দিয়া থাক ত? কর্মচারিগণ নিঃসঙ্কোচে তোমার নয়নগোচর হয় না ত? অথবা সর্বদা তোমার দর্শন পরিহার করে না ত? কর্মচারিগণের সর্বদা দর্শন ও একান্ত অদর্শন এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী অবস্থা অবলম্বনই অভীষ্ট-সিদ্ধির কারণ। তোমার দুর্গসমূহ ধন-ধান্য, অস্ত্র-শস্ত্র, যন্ত্র, শিল্পী ও ধনুর্দ্ধরসমূহে পরিপূর্ণ আছে ত? রঘুনন্দন! তোমার অধিকপরিমাণ আয় ও অণু-পরিমাণ ব্যয় হইয়া থাকে ত? নট গায়ক প্রভৃতি (ইহাদিগকে অপরিমিত দান নিষিদ্ধ) অপাত্রে ব্যয়িত হওয়ায় তোমার ধনাগার ধনশূন্য হইতেছে না ত? দেবগণ, পিতৃগণ, ব্রাহ্মণ, অভ্যাগত, যোদ্ধা ও বন্ধুগণের জন্য তোমার অর্থব্যয় হইয়া থাকে ত? ৫১-৫৫

গৃহীতশ্চৈব পৃষ্টশ্চ কালে দৃষ্টঃ সকারণঃ।
কচ্চিন্ন মুচ্যতে চোরো ধনলোভান্নরর্ষভ ॥৫৭
ব্যসনে কচ্চিদাঢ্যস্য দুর্বলস্য চ রাঘব।
অর্থং বিরাগাঃ পশ্যন্তি তবামাত্যা বহুশ্রুতাঃ ॥৫৮
যানি মিথ্যাভিশস্তানাং পতন্ত্যশ্রূণি রাঘব।
তানি পুত্রপশূন্ ঘ্নন্তি প্রীত্যর্থমনুশাসতঃ ॥৫৯
কচ্চিদ্ বৃদ্ধাংশ্চ বালাংশ্চ বৈদ্যান্মুখ্যাংশ্চ রাঘব।
দানেন মনসা বাচা ত্রিভিরেতৈর্বুভূষসে ॥৬০
কচ্চিদ্ গুরূংশ্চ বৃদ্ধাংশ্চ তাপসান্ দেবতাতিথীন্।
চৈত্যাংশ্চ সর্বান্ সিদ্ধার্থান্ ব্রাহ্মণাংশ্চ নমস্যসি ॥৬১
কচ্চিদর্থেন বা ধর্মমর্থং ধর্মেণ বা পুনঃ।
উভৌ বা প্রীতিলোভেন কামেন ন বিবাধসে ॥৬২

সাধু সচ্চরিত্র ব্যক্তি মিথ্যাপবাদে দূষিত হওয়ায় বিচারের জন্য আনীত হইলে ধর্মশাস্ত্রজ্ঞ প্রাড়্‌বিবাক (বিচারক) কর্ত্তৃক যদি তাহার দোষ প্রমাণিত না হয়, তাহা হইলে নির্দোষব্যক্তিকে তুমি ধনলোভবশতঃ দণ্ডিত কর না ত? নরশ্রেষ্ঠ! ধনস্বামী কিংবা নগরপাল-কর্ত্তৃক ধৃত ও জিজ্ঞাসিত হইয়া চৌররূপে প্রমাণিত কিংবা চৌর্য্যের লক্ষণ সুস্পষ্টভাবে প্রকট হইয়াছে—এমন ব্যক্তিকে তোমার নিযুক্ত পালকগণ ধনলোভে ছাড়িয়া দেয় না ত? কোন ধনী ও দরিদ্রের পরস্পর বিবাদ উপস্থিত হইলে তোমার বহু শাস্ত্রবিৎ অমাত্যগণ ধনলাভবিষয়ে বৈরাগ্যভাবাপন্ন হইয়া বিচার করে ত? ভরত! মিথ্যাপবাদে অভিযুক্ত জনগণের প্রকৃত বিচার না হওয়ায় তাহাদের যে অশ্রুধারা পতিত হয়, তাহাই রাজ্যসুখভোগজন্য শাসনকারী নরপতির পুত্র ও পশু সমূহকে নষ্ট করিয়া থাকে। তুমি বৃদ্ধ, বালক ও প্রধান বৈদ্যগণকে অভিমত-বস্তুপ্রদান, সস্নেহ বাক্যালাপ ও কল্যাণকামনার দ্বারা বশীভূত করিতে ইচ্ছা কর ত? ৫৬-৬০

তুমি গুরুগণ, বৃদ্ধগণ, তপস্বীগণ, দেবগণ, অতিথিগণ, চৈত্যবৃক্ষসমূহ ও বিদ্যা, সদাচার এবং তপস্যাদ্বারা সিদ্ধকাম ব্রাহ্মণগণকে নমস্কার কর ত? ৬১

কচ্চিদর্থঞ্চ কামঞ্চ ধর্মঞ্চ জয়তাং বর।
বিভজ্য কালে কালজ্ঞ সর্বান্ বরদ সেবসে ॥৬৩
কচ্চিৎ তে ব্রাহ্মণাঃ শর্ম সর্বশাস্ত্রার্থকোবিদাঃ।
আশংসন্তে মহাপ্রাজ্ঞ পৌরজানপদৈঃ সহ ॥৬৪
নাস্তিক্যমনৃতং ক্রোধং প্রমাদং দীর্ঘসূত্রতাম্।
অদর্শনং জ্ঞানবতামালস্যং পঞ্চবৃত্তিতাম্ ॥৬৫
একচিন্তনমর্থানামনর্থজ্ঞৈশ্চ মন্ত্রণম্।
নিশ্চিতানামনারম্ভং মন্ত্রস্যাপরিরক্ষণম্ ॥৬৬
মঙ্গলাদ্যপ্রয়োগঞ্চ প্রত্যুত্থানঞ্চ সর্বতঃ।
কচ্চিৎ ত্বং বর্জয়স্যেতান্ রাজদোষাংশ্চতুর্দশ ॥৬৭

দশ-পঞ্চ-চতুর্বর্গান্ সপ্তবর্গঞ্চ তত্ত্বতঃ।
অষ্টবর্গং ত্রিবর্গঞ্চ বিদ্যাস্তিস্রশ্চ রাঘব ॥৬৮
ইন্দ্রিয়াণাং জয়ং বুদ্ধা ষাড়্গুণ্যং দৈবমানুষম্।
কৃত্যং বিংশতিবর্গঞ্চ তথা প্রকৃতিমণ্ডলম্ ॥৬৯
যাত্রাদণ্ডবিধানঞ্চ দ্বিযোনী সন্ধি-বিগ্রহৌ।
কচ্চিদেতান্ মহাপ্রাজ্ঞ যথাবদনুমন্যসে ॥৭০
মন্ত্রিভিস্ত্বং যথোদ্দিষ্টং চতুর্ভিস্ত্রিভিরেব বা।
কচ্চিৎ সমস্তৈর্ব্যস্তৈশ্চ মন্ত্রং মন্ত্রয়সে বুধ ॥৭১
কচ্চিৎ তে সফলা বেদাঃ কচ্চিৎ তে সফলাঃ ক্রিয়াঃ।
কচ্চিৎ তে সফলা দারাঃ কচ্চিৎ তে সফলং শ্রুতম্ ॥৭২

তুমি অর্থদ্বারা ধর্মকে ও ধর্মদ্বারা অর্থকে কিংবা বিষয়-ভোগলালসাবশতঃ কামদ্বারা ধর্ম ও অর্থকে বাধিত কর না ত? বিজয়িশ্রেষ্ঠ! কালজ্ঞ! বরদ! ভরত! অর্থ, কাম ও ধর্মকে বিভক্ত করিয়া যথাকালে তুল্যরূপে সকলের সেবা করিতেছ ত? ধীমন্! পুরবাসী ও জনপদবাসী লোকগণের সহিত সর্বশাস্ত্রবিদ্ ব্রাহ্মণগণ তোমার কল্যাণ কামনা করিয়া থাকেন ত? নাস্তিক্য, মিথ্যা, ক্রোধ, অনবধানতা, দীর্ঘসূত্রতা, জ্ঞানিব্যক্তিগণের অদর্শন, আলস্য, ইন্দ্রিয়পরায়ণতা, একাকী চিন্তাশীলতা, বিপরীতদর্শী ব্যক্তিগণের সহিত মন্ত্রণা, কর্তব্যরূপে নিশ্চিতকার্য্যের অনারম্ভ, মন্ত্রণাপ্রকাশ, প্রাতঃকালে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে অপ্রবৃত্তি এবং এককালে সর্বদিকে অবস্থিত শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ যাত্রা—এই চতুর্দশ প্রকার রাজনীতির দোষ তুমি পরিত্যাগ করিয়া থাকত? মহাপ্রাজ্ঞ! ভরত! মৃগয়া, অক্ষক্রীড়া, দিবানিদ্রা, পরীবাদ, অবৈধস্ত্রীসেবা, মদ্যপান, নৃত্য গীত ও বাদ্যে আসক্তি এবং বৃথাভ্রমণ—এই দশটি কামজ দোষ বা দশবর্গ। পঞ্চবর্গ অর্থাৎ জলদুর্গ, গিরিদুর্গ, বৃক্ষদ্বারা নির্মিত দুর্গ, মরুভূমিস্থিত দুর্গ ও উষ্ণকালে নির্মিত দুর্গ—এই পঞ্চপ্রকার দুর্গ। চতুর্বর্গ অর্থাৎ সাম,দান, ভেদ দণ্ড। সপ্তবর্গ অর্থাৎ রাজা, অমাত্য রাজ্য, সুহৃদ্, সৈন্য ও দুর্গ। অষ্টবর্গ অর্থাৎ ক্রূরতা, সাহস, দ্রোহ, ঈর্ষ্যা, অসূয়া, সাধুনিন্দা, বাগ্‌দণ্ড ও পরুষতা। ত্রিবর্গ অর্থাৎ ধর্ম, অর্থ ও কাম। বিদ্যাত্রয় অর্থাৎ বেদ, কৃষ্যাদি শাস্ত্র ও দণ্ডনীতি। ইন্দ্রিয়জয়ের উপায় যোগাভ্যাস। ষাড়্গুণ্য অর্থাৎ সন্ধি, যুদ্ধ, যুদ্ধযাত্রা, যুদ্ধের জন্য প্রতীক্ষা, বিপরীত পক্ষের মিত্রগণের পারস্পারিক ভেদসৃষ্টি ও বলবানের আশ্রয়। দৈববিপদ্—অগ্নি, জল, ব্যাধি, দুর্ভিক্ষ ও মড়ক। মানুষবিপদ্—রাজভয়, রাজপুরুষভয়, চৌরভয়, শত্রুভয় ও অধিকারি-ভয় (রাজার প্রিয়ব্যক্তি হইতে ভয়)। কৃত্য অর্থাৎ অল্পবেতন, লুব্ধ, মানী ও অপমানিত এই চতুর্বিধ ব্যক্তিকে ক্রুদ্ধ, কোপিত, ভীত ও ভীষিত করিবার কারণ স্বরূপ যে চারিটি রাজকৃত্য। বিংশতি বর্গ অর্থাৎ বালক, বৃদ্ধ, চিররোগী, জ্ঞাতিগণের বহিষ্কৃত, ভীরু, ভীরুজনক, লুব্ধ, লুব্ধজনক, প্রজাগণের বিরাগভাজন, ইন্দ্রিয়সুখে অত্যাসক্ত, বহুলোকের সহিত মন্ত্রণাকারী, দেব-ব্রাহ্মণ নিন্দারত, দৈববিড়ম্বিত, দৈবচিন্তক, দুর্ভিক্ষপীড়িত, সৈন্যক্ষয়ে বিপদাপন্ন, দূরদেশস্থ, বহুশত্রুসমন্বিত, যথাকালে কার্য্যে অনিযুক্ত, ও সত্যধর্মে অনাসক্ত—এই বিংশতিবর্গের সহিত কখনই সন্ধি করা উচিত নয়। প্রকৃতিবর্গ অর্থাৎ অমাত্য, রাষ্ট্র, দুর্গ, কোষ ও দণ্ড। রাজমণ্ডল অর্থাৎ অরি, মিত্র, অরির মিত্র, মিত্রের মিত্র, অরিমিত্রের মিত্র, বিজিগীষু প্রভৃতি দ্বাদশ প্রকার রাজা। পঞ্চবিধ যুদ্ধযাত্রা, ব্যূহরচনা, ভেদরূপ দণ্ডবিধান, সন্ধিবিগ্রহ প্রভৃতির মধ্যে শত্রুগণের পরস্পর ভেদসাধন ও বলবানের আশ্রয়,

কচ্চিদেষৈব তে বুদ্ধির্যথোক্তা মম রাঘব।
আয়ুষ্যা চ যশস্যা চ ধর্ম-কামার্থসংহিতা ॥৭৩
যাং বৃত্তিং বর্ত্ততে তাতো যাঞ্চ নঃ প্রপিতামহঃ।
তাং বৃত্তিং বর্ত্তসে কচ্চিদ্ যা চ সৎপথগা শুভা ॥৭৪
কচ্চিৎ স্বাদুকৃতং ভোজ্যমেকো নাশ্নাসি রাঘব।
কচ্চিদাশংসমানেভ্যো মিত্রেভ্যঃ সম্প্রযচ্ছসি ॥৭৫
রাজা তু ধর্মেণ হি পালয়িত্বা
মহীপতির্দণ্ডধরঃ প্রজানাম্।
অবাপ্য কৃৎস্নাং বসুধাং যথাবদ্
ইতশ্চ্যুতঃ স্বর্গমুপৈতি বিদ্বান্ ॥৭৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে শততমঃ সর্গঃ ॥

এই উভয়ের কারণ সন্ধি, এবং যান ও আসনের কারণ বিগ্রহ। এই সমস্ত বিষয়ের মধ্যে ত্যাজ্য ও গ্রাহ্য অংশসকল সম্যগ্‌ভাবে বিজ্ঞাত হইয়া ত্যাজ্যের ত্যাগ ও গ্রাহ্যের গ্রহণ করিতেছ ত? ধীমন্! নীতিশাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে চারিজন কিংবা তিনজন মন্ত্রীর সহিত পৃথগ্‌ভাবে অথবা মিলিতভাবে মন্ত্রণা করিয়া থাক ত? কর্ত্তব্যসমূহের অনুষ্ঠানের দ্বারা তোমার অধীত বেদ সফল হইতেছে ত? ক্রিয়াসমূহ বাঞ্ছিত-ফলদানের দ্বারা সফল হইতেছে ত? স্ত্রীগণ ধর্মানুষ্ঠানে সাহায্যের দ্বারা ও তোমার শাস্ত্রজ্ঞান-বিনয়ের দ্বারা সফল হইতেছে ত? ভরত! এই সকল উল্লিখিত বিষয়ে যেমন আমার আয়ু ও যশোবৃদ্ধিকর এবং ধর্ম-অর্থ-কামসমন্বিত জ্ঞান স্থিরতর আছে, তোমার জ্ঞানও সেইরূপ আছে ত? যে বৃত্তি অবলম্বন করিয়া পিতা জীবনযাপন করিতেছেন এবং পিতামহগণ জীবনযাপন করিয়াছিলেন, তুমি ত সেই বৃত্তি অবলম্বন করিতেছ? যেহেতু তাহা সৎপথানুগামিনী ও কল্যাণদায়িনী। রঘুনন্দন! তুমি সুস্বাদু ভোজ্যদ্রব্য একাকী ভোজন কর না ত? স্নেহবৃদ্ধিকামী মিত্রগণ যাহা ইচ্ছা প্রকাশ করে, তাহাদিগকে তাহা প্রদান কর ত? বিদ্বান্ মহীপতি ক্ষত্রিয় দণ্ডধারণপূর্বক ধর্মানুসারে প্রজাপালন করিয়া ও সমগ্র পৃথিবীকে ভোগ্যরূপে প্রাপ্ত হইয়া দেহত্যাগ করিলে স্বর্গে গমন করেন।৬২-৭৬

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে শততম সর্গ সমাপ্ত

একাধিকশততমঃ সর্গঃ

[রামস্য ভরতসমীপে বনগমনকারণজিজ্ঞাসা, রাম-ভরতয়োঃ পারস্পরিক-কথোপকথনঞ্চ।]

তং তু রামঃ সমাজ্ঞায় ভ্রাতরং গুরুবৎসলম্।
লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা প্রষ্টুং সমুপচক্রমে ॥১
কিমেতদিচ্ছেয়মহং শ্রোতং প্রব্যাহৃতং ত্বয়া।
যস্মাৎ ত্বমাগতো দেশমিমং চীরজটাজিনী ॥২
যন্নিমিত্তমিমং দেশং কৃষ্ণাজিনজটাধরঃ।
হিত্বা রাজ্যং প্রবিষ্টস্ত্বং তৎসর্বং বক্তুমর্হসি ॥৩
ইত্যুক্তঃ কৈকয়ীপুত্রঃ কাকুৎস্থেন মহাত্মনা।
প্রগৃহ্য বলবদ্ ভূয়ঃ প্রাঞ্জলির্বাক্যমব্রবীৎ ॥৪
আর্য্য তাতঃ পরিত্যজ্য কৃত্বা কর্ম সুদুষ্করম্।
গতঃ স্বর্গং মহাবাহুঃ পুত্রশোকাভিপীড়িতঃ ॥৫
স্ত্রিয়া নিযুক্তঃ কৈকেয্যা মম মাত্রা পরন্তপ।
চকার সা মহৎপাপমিদমাত্মযশোহরম্ ॥৬
সা রাজ্যফলমপ্রাপ্য বিধবা শোককর্শিতা।
পতিষ্যতি মহাঘোরে নরকে জননী মম ॥৭
তস্য মে দাসভূতস্য প্রসাদং কর্তুমর্হসি।
অভিষিঞ্চস্ব চাদ্যৈব রাজ্যেন মঘবানিব ॥৮
ইমাঃ প্রকৃতয়ঃ সর্বা বিধবা মাতরশ্চ যাঃ।
ত্বৎসকাশমনুপ্রাপ্তাঃ প্রসাদং কর্তুমর্হসি ॥৯
তথানুপূর্ব্যা যুক্তশ্চ যুক্তং চাত্মনি মানদ।
রাজ্যং প্রাপ্নুহি ধর্মেণ সকামান্ সুহৃদঃ কুরু ॥১০
ভবত্ববিধবা ভূমিঃ সমগ্রা পতিনা ত্বয়া।
শশিনা বিমলেনেব শারদী রজনী যথা ॥১১
এভিশ্চ সচিবৈঃ সার্ধং শিরসা যাচিতো ময়া।
ভ্রাতুঃ শিষ্যস্য দাসস্য প্রসাদং কর্তুমর্হসি ॥১২

একাধিকশততম সর্গ

[রামকর্তৃক ভরতের নিকটে বনগমনের কারণ জিজ্ঞাসা এবং রাম ও ভরতের পারস্পরিক কথোপকথন।]

গুরুবৎসল ভরতকে এইরূপে প্রশ্নচ্ছলে সর্বপ্রকার ধর্ম উপদেশ করিয়া লক্ষ্মণসহিত রাম পুনর্বার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। ভ্রাতঃ! তুমি জটাবল্কল ও মৃগচর্ম ধারণ করিয়া যেজন্য এইবনে আগমন করিয়াছ, তাহা সুস্পষ্ট-ভাবে বল,—আমি সেই সমস্ত শুনিতে ইচ্ছা করি। তুমি রাজ্যত্যাগ করিয়া কৃষ্ণাজিন ও জটাধারণপূর্বক যেজন্য এইস্থানে আগমন করিয়াছ, সেইসকল বিষয় আমার নিকট প্রকাশ কর। ককুৎস্থবংশোদ্ভব মহাত্মা-রাম এইরূপ বলিলে পর কৈকেয়ীতনয় ভরত অতিকষ্টে শোকাবেগ সংবরণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন,—আর্য্য! মহাবাহু পিতা দশরথ মদীয় মাতা কৈকেয়ীর অনুরোধে জ্যেষ্ঠতনয়কে অতিক্রমপূর্বক কনিষ্ঠকে রাজ্য দানরূপ দুষ্কর-কার্য্য করিয়া পুত্রশোকে অতিশয় পীড়িত হইয়াছিলেন এবং আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া স্বর্গলোকে গমন করিয়াছেন। আমার মাতা এই অকীর্ত্তিকর কার্য্য করিয়া মহাপাপ করিয়াছেন।১-৬

তিনি বিধবা শোকাকুলা ও রাজ্যফলে বঞ্চিতা হইয়া মহাঘোর নরকে পতিত হইবেন। আমি আপনার সেই দাসই রহিয়াছি। আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। অদ্যই আপনি ইন্দ্রের ন্যায় স্বরাজ্যে অভিষিক্ত হউন। সকল প্রজা ও বিধবা জননীগণ আপনাকে প্রসন্ন করিবার জন্য এইস্থানে আসিয়াছেন। অতএব আপনি প্রসন্ন হউন। মানদ! অগ্রজ! জ্যেষ্ঠত্ব অনুসারে আপনিই রাজ্যলাভের অধিকারী এবং আপনারই রাজ্যাভিষেক হওয়া উচিত। অতএব ধর্মানুসারে রাজ্য গ্রহণ করিয়া আপনি সুহৃদ্গণকে সফল মনোরথ করুন। ৭-১০

শারদীয়া রজনী যেমন নির্মল চন্দ্রের দ্বারা পতিমতী হইয়া থাকে, তেমনই এই সসাগরা ধরা আপনাকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়া সধবা হউক। আমি এই সচিব-গণের সহিত অবনতমস্তকে প্রার্থনা করিতেছি—আপনি

তদিদং শাশ্বতং পিত্র্যং সর্বং সচিবমণ্ডলম্ ।
পূজিতং পুরুষব্যাঘ্র নাতিক্রমিতুমর্হসি ॥১৩

এবমুক্ত্বা মহাবাহুঃ সবাষ্পঃ কৈকয়ীসুতঃ ।
রামস্য শিরসা পাদৌ জগ্রাহ ভরতঃ পুনঃ ॥১৪

তং মত্তমিব মাতঙ্গং নিঃশ্বসন্তং পুনঃ পুনঃ ।
ভ্রাতরং ভরতং রামঃ পরিষ্বজ্যেদমব্রবীৎ ॥১৫

কুলীনঃ সত্ত্বসম্পন্নস্তেজস্বী চরিতব্রতঃ ।
রাজ্যহেতোঃ কথং পাপমাচরেন্ মদ্বিধো জনঃ ॥১৬

ন দোষং ত্বয়ি পশ্যামি সূক্ষ্মমপ্যরিসূদন ।
ন চাপি জননীং বাল্যাৎ ত্বং বিগর্হিতুমর্হসি ॥১৭

কামকারো মহাপ্রাজ্ঞ গুরূণাং সর্বদানঘ ।
উপপন্নেষু দারেষু পুত্রেষু চ বিধীয়তে ॥১৮

বয়মস্য যথা লোকে সংখ্যাতাঃ সৌম্য সাধুভিঃ ।
ভার্যাঃ পুত্রাশ্চ শিষ্যাশ্চ ত্বমপি জ্ঞাতুমর্হসি ॥১৯

বনে বা চীরবসনং সৌম্য কৃষ্ণাজিনাম্বরম্ ।
রাজ্যে বাপি মহারাজো মাং বাসয়িতুমীশ্বরঃ ॥২০

যাবৎ পিতরি ধর্মজ্ঞ গৌরবং লোকসৎকৃতে ।
তাবদ্ ধর্মকৃতাং শ্রেষ্ঠ জনন্যামপি গৌরবম্ ॥২১

এতাভ্যাং ধর্ম-শীলাভ্যাং বনং গচ্ছেতি রাঘব ।
মাতাপিতৃভ্যামুক্তোঽহং কথমন্যৎ সমাচরে ॥২২

ত্বয়া রাজ্যমযোধ্যায়াং প্রাপ্তব্যং লোকসৎকৃতম্ ।
বস্তব্যং দণ্ডকারণ্যে ময়া বল্কলবাসসা ॥২৩

এবমুক্ত্বা মহারাজো বিভাগং লোকসন্নিধৌ ।
ব্যাদিশ্য চ মহারাজো দিবং দশরথো গতঃ ॥২৪

স চ প্রমাণং ধর্মাত্মা রাজা লোকগুরুস্তব ।
পিত্রা দত্তং যথাভাগমুপভোক্তুং ত্বমর্হসি ॥২৫

এই ভ্রাতার প্রতি এই শিষ্যের প্রতি আপনার এই দাসের প্রতি প্রসন্ন হউন। পুরুষোত্তম! বংশ-পরম্পরাগত পৈতৃব্যমান্য মন্ত্রিমণ্ডলও পুনঃ পুনঃ কামনা করিতেছেন, ইঁহাদিগের প্রার্থনা অতিক্রম করা উচিত নয়। মহাবাহু কৈকেয়ীনন্দন ভরত সবাষ্পকণ্ঠে এইরূপ বলিয়া মস্তকদ্বারা রামের চরণদ্বয় গ্রহণ করিলেন। তখন শ্রীমান্ রাম পুনঃপুনঃ মত্তহস্তীর ন্যায় দীর্ঘশ্বাসত্যাগকারী ভ্রাতা ভরতকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন। ১১-১৫

ভ্রাতঃ! আমার মত কুলীন সত্ত্বসম্পন্ন তেজস্বী ব্রতপালনরত ব্যক্তি কিরূপে রাজ্যের জন্য পিতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘনরূপ পাপ আচরণ করিবে। শত্রুদমন! আমি তোমাতে অণুমাত্রও দোষ দেখিতেছি না। তুমি বাল্যচপলতাবশতঃ জননীকে নিন্দা করিতে পার না। মহাপ্রাজ্ঞ! নিষ্পাপ! ভরত! পিত্রাদি গুরুজন অনুগত স্ত্রী ও পুত্রগণের প্রতি স্বেচ্ছানুরূপ ব্যবহার করিতে পারেন। সৌম্য! সাধুগণ লোকসমাজে স্ত্রী পুত্র ও শিষ্যগণকে যেমন নিয়োগার্হ বলিয়া গণ্য করেন, পিতার নিকট আমরাও সেইরূপ—ইহা তোমার জানা উচিত। প্রিয়দর্শন! ভ্রাতঃ! মহারাজ দশরথ আমাকে চীরবসন ও কৃষ্ণাজিন পরাইয়া বনেই হউক কিংবা রাজ্যেই হউক, যেস্থানে ইচ্ছা সেইস্থানেই বাস করাইতে পারেন। ১৬-২০

ধর্মজ্ঞ! ধার্মিকপ্রবর! সর্বলোকসৎকৃত পিতার প্রতি যেমন গৌরব প্রদর্শন করিতে হয়, মাতার প্রতিও সেইরূপ গৌরব প্রদর্শন করিতে হয়। ধার্মিক পিতামাতার "বনে যাও" এইরূপ বাক্যে আদিষ্ট হইয়া আমি কিরূপে তাহার অন্যথা আচরণ করিব? তুমি অযোধ্যায় সর্বলোকসৎকৃত রাজ্য প্রাপ্ত হইবে এবং আমি বল্কলবস্ত্রধারণপূর্বক দণ্ডকারণ্যে বাস করিব। দশরথ সর্বলোকসমক্ষে এইরূপ বিভাগ ব্যবস্থা এবং আমাদিগকে তদনুরূপ আদেশ করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন, এক্ষণে লোকগুরু ধর্মাত্মা রাজাই তোমার পক্ষে প্রমাণ। অতএব বিভাগানুসারে পিতৃদত্ত-রাজ্য ভোগ করাই তোমার কর্ত্তব্য। সৌম্য! আমি চতুর্দশবৎসর দণ্ডকারণ্যে থাকিয়া মহাত্মা পিতৃদেবের

চতুর্দশ সমাঃ সৌম্য দণ্ডকারণ্যমাশ্রিতঃ।
উপভোক্ষ্যে ত্বহং দত্তং ভাগং পিত্রা মহাত্মনা ॥২৬
যদব্রবীন্মাং নরলোকসৎকৃতঃ
পিতা মহাত্মা বিবুধাধিপোপমঃ।
তদেব মন্যে পরমাত্মনো হিতং
ন সর্বলোকেশ্বরভাবমব্যয়ম্ ॥২৭
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে একাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥

প্রদত্ত ভাগ ভোগ করিব। ইন্দ্রতুল্য লোকমান্য পিতা আমাকে যাহা বলিয়াছেন, তাহাই আমি নিজের পরম শুভ বলিয়া মনে করি। তদ্ভিন্ন সর্বলোকে অক্ষয় প্রভুত্ব শুভকর ও হিতকর মনে করি না। ২১-২৬

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে একাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত।

দ্ব্যধিকশততমঃ সর্গঃ

[ভরতেন রামসমীপে পিতুর্দশরথস্য মৃত্যুসন্দেশস্য জ্ঞাপনম্।]

রামস্য বচনং শ্রুত্বা ভরতঃ প্রত্যুবাচ হ।
কিং মে ধর্মাদ্ বিহীনস্য রাজধর্মঃ করিষ্যতি ॥১
শাশ্বতোঽয়ং সদা ধর্মঃ স্থিতোঽস্মাসু নরর্ষভ।
জ্যেষ্ঠে পুত্রে স্থিতে রাজা ন কনীয়ান্ ভবেন্নৃপঃ ॥২
স সমৃদ্ধাং ময়া সার্ধমযোধ্যাং গচ্ছ রাঘব।
অভিষেচয় চাত্মানং কুলস্যাস্য ভবায় নঃ ॥৩
রাজানং মানুষং প্রাহুর্দেবত্বে সম্মতো মম।
যস্য ধর্মার্থসহিতং বৃত্তমাহুরমানুষম্ ॥৪
কেকয়স্থে চ ময়ি তু ত্বয়ি চারণ্যমাশ্রিতে।
ধীমান্ স্বর্গং গতো রাজা যাযজূকঃ সতাং মতঃ ॥৫
নিষ্ক্রান্তমাত্রে ভবতি সহসীতে স লক্ষ্মণে।
দুঃখশোকাভিভূতস্তু রাজা ত্রিদিবমভ্যগাৎ ॥৬

দ্ব্যধিকশততম সর্গ

[ভরতকর্তৃক রামের নিকট পিতা দশরথের মৃত্যুসংবাদ জ্ঞাপন।]

রামের ঐরূপ বাক্য শুনিয়া ভরত প্রত্যুত্তর করিলেন যে—আমি যদি কুলধর্ম হইতেই (জ্যেষ্ঠপুত্রের রাজ্যলাভই কুলধর্ম) ভ্রষ্ট হইলাম, তাহা হইলে রাজ-ধর্ম আমার কি করিবে? নরশ্রেষ্ঠ! আমাদের পূর্বপুরুষগণে এই চিরন্তন ধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল যে, রাজাদের জ্যেষ্ঠপুত্র বর্তমান থাকিলে কনিষ্ঠ কখনও রাজ্যাধিকারী হয় না। অগ্রজ! এই জন্যই আমি বলিতেছি যে, আপনি সমৃদ্ধিশালিনী অযোধ্যায় আমার সহিত চলুন, এবং রঘুবংশের ও আমাদের সকলের কল্যাণের জন্য অভিষিক্ত হউন। সাধারণতঃ লোকেরা রাজাকে মনুষ্য বলিয়া মনে করে, কিন্তু আমার মতে রাজা দেবতাস্বরূপ। তাহার কারণ এই যে, রাজার ধর্মার্থসমন্বিত চরিত্র মানুষের মধ্যে কখনও সম্ভব হয় না।

উত্তিষ্ঠ পুরুষব্যাঘ্র ক্রিয়তামুদকং পিতুঃ।
অহং চায়ঞ্চ শত্রুঘ্নঃ পূর্বমেব কৃতোদকৌ ॥৭
প্রিয়েণ কিল দত্তং হি পিতৃলোকেষু রাঘব।
অক্ষয়ং ভবতীত্যাহুর্ভবাংশ্চৈব পিতুঃ প্রিয়ঃ ॥৮
তামেব শোচংস্তব দর্শনেপ্সু-
স্ত্বয্যেব সক্তামনিবর্ত্য বুদ্ধিম্।
ত্বয়া বিহীনস্তব শোকরুগ্ন-
স্ত্বাং সংস্মরেন্নেব গতঃ পিতা তে ॥৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে দ্ব্যধিকশততমঃ সর্গঃ।

আমি কেকয়রাজ্যে অবস্থান করিতেছিলাম, আপনি অরণ্য আশ্রয় করিয়াছেন, এই অবস্থায় সজ্জনসম্মত যাযজূক (সর্বদা যজ্ঞানুষ্ঠানরত) ধীমান্ মহারাজ স্বর্গে গমন করিয়াছেন। ১-৫

সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত আপনি অযোধ্যা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবামাত্র রাজা দশরথ দুঃখে ও শোকে অভিভূত হইয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন। নরোত্তম! এক্ষণে আপনি গাত্রোত্থান করুন এবং পিতার তর্পণাদি করুন। আমি ও এই শত্রুঘ্ন আমরা উভয়ে পূর্বে তর্পণাদি করিয়াছি। রঘুনন্দন! আপনি পিতার অতিপ্রিয় ও জ্যেষ্ঠ পুত্র। পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে—প্রিয়পুত্রপ্রদত্ত পিণ্ডাদি পিতৃলোকে অক্ষয় হইয়া থাকে। অন্তিমসময়ে পিতা আপনার জন্য শোক করিতে করিতে আপনাকে দর্শন করিবার ইচ্ছায় ব্যাকুল হইয়াছিলেন। আপনাতে তাঁহার চিত্ত আসক্ত হইয়াছিল, তিনি চিত্তকে আপনা হইতে নিবৃত্ত করিতে পারেন নাই। আপনার শোকে অতিবিহ্বল হইয়া এবং আপনাকে নিকটে না পাইয়া সর্বদা আপনাকে ভাবিতে ভাবিতেই তিনি পরলোকে গমন করিয়াছেন। ৬-৯

মহর্ষি-বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে দ্ব্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত।

ত্র্যধিকশততমঃ সর্গঃ

[ভরতমুখাৎ পিতুর্মৃত্যুসন্দেশং শ্রুত্বা রামস্য চৈতন্যলোপঃ, চৈতন্যলাভাৎ পরং তস্য বিলাপঃ, মন্দাকিনীনদীং গত্বা ইঙ্গুদি-তিলকল্কদ্বারা পিত্রে পিণ্ডদানম্, ভ্রাতৃভিঃ সহ আশ্রমাগমনঞ্চ]

তাং শ্রুত্বা করুণাং বাচং পিতুর্মরণসংহিতাম্ ।
রাঘবো ভরতেনোক্তাং বভূব গতচেতনঃ ॥১
তং তু বজ্রমিবোৎসৃষ্টমাহবে দানবারিণা ।
বাগ্বজ্রং ভরতেনোক্তমমনোজ্ঞং পরন্তপঃ ॥২
প্রগৃহ্য রামো বাহু বৈ পুষ্পিতাঙ্গ ইব দ্রুমঃ ।
বনে পরশুনা কৃত্তস্তথা ভুবি পপাত হ ॥৩
তথা হি পতিতং রামং জগত্যাং জগতীপতিম্ ।
কূলঘাতপরিশ্রান্তং প্রসুপ্তমিব কুঞ্জরম্ ॥৪
ভ্রাতরস্তে মহেষ্বাসং সর্বতঃ শোককর্শিতম্ ।
রুদন্তঃ সহ বৈদেহ্যা সিষিচুঃ সলিলেন বৈ ॥৫
স তু সংজ্ঞাং পুনর্লব্ধ্বা নেত্রাভ্যামশ্রুমুৎসৃজন্ ।
উপাক্রামত কাকুৎস্থঃ কৃপণং বহু ভাষিতুম্ ॥৬
স রামঃ স্বর্গতং শ্রুত্বা পিতরং পৃথিবীপতিম্ ।
উবাচ ভরতং বাক্যং ধর্মাত্মা ধর্মসংহিতম্ ॥৭
কিং করিষ্যাম্যযোধ্যায়াং তাতে দিষ্টাং গতিং গতে ।
কস্তাং রাজবরাদ্বীনামযোধ্যাং পালয়িষ্যতি ॥৮
কিন্নু তস্য ময়া কার্য্যং দুর্জাতেন মহাত্মনঃ ।
যো মৃতো মম শোকেন সময়া ন চ সংস্কৃতঃ ॥৯
অহো ভরত সিদ্ধার্থো যেন রাজা ত্বয়ানঘ ।
শত্রুঘ্নেন চ সর্বেষু প্রেতকৃত্যেষু সংকৃতঃ ॥১০
নিষ্প্রধানামনেকাগ্রাং নরেন্দ্রেণ বিনা কৃতাম্ ।
নিবৃত্তবনবাসোঽপি নাযোধ্যাং গন্তুমুৎসহে ॥১১
সমাপ্তবনবাসং মামযোধ্যায়াং পরন্তপ ।
কোঽনুশাসিষ্যতি পুনস্তাতে লোকান্তরং গতে ॥১২

ত্র্যধিকশততম সর্গ

[ভরতের মুখে পিতার মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া রামের চৈতন্য লোপ, চৈতন্য লাভের পর তাঁহার বিলাপ, মন্দাকিনীনদীতে যাইয়া ইঙ্গুদি ও তিলকল্ক দ্বারা পিতৃ উদ্দেশে পিণ্ডদান ও ভ্রাতৃগণের সহিত আশ্রম আগমন।]

ভরতকর্তৃক কথিত সেই শোকাবহ পিতৃমরণ সংবাদ শুনিয়া রঘুনন্দন রাম সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে ইন্দ্রের বজ্রনিক্ষেপের ন্যায় ভরত বজ্রতুল্য দুঃখদায়ক বাক্য বলিলে পর শত্রুদমন রাম বাহুদ্বয় অতিশয় শিথিল করিয়া অরণ্যমধ্যে কুঠারের দ্বারা ছেদিত পুষ্পিত-বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন। জগৎপতি মহাধনুর্ধর শোকাকুল রামকে নদীতটপতন-পরিশ্রান্ত ও নিদ্রিত হস্তীর ন্যায় ভূতলে পতিত দেখিয়া ভরত প্রভৃতি ভ্রাতৃগণ সীতার সহিত রোদন করিতে করিতে তাঁহার সর্বাঙ্গে জলসেচন করিতে লাগিলেন। ১-৫

পরে রাম চৈতন্যলাভ করিয়া নয়নদ্বয় হইতে অবিরত অশ্রুধারা বর্ষণ করিতে করিতে করুণভাবে বহুবিলাপ করিতে লাগিলেন। ধর্মাত্মা রাম পৃথিবীপতি দশরথ স্বর্গগত হইয়াছেন শুনিয়া ভরতকে ধর্মসঙ্গত বাক্য বলিতে লাগিলেন,—পিতা দৈবকল্পিত গতিলাভ করিয়াছেন, আমি এক্ষণে অযোধ্যায় যাইয়া কি করিব? মহারাজবিহীনা অযোধ্যাকে কে পালন করিবে? আমার জন্মই বৃথা, আমি মহাত্মা দশরথের কি কার্য্য করিব? যিনি আমার শোকে প্রাণত্যাগ করিলেন, আমি তাঁহার সৎকারও করিলাম না। নিষ্পাপ! ভরত! তুমি কৃতার্থ, যেহেতু তুমি ও শত্রুঘ্ন পারলৌকিক সকল-কার্য্যের দ্বারা পিতার সৎকার করিয়াছ। ৬-১০

আমি বনবাস হইতে নিবৃত্ত হইলেও সেই প্রধানপুরুষশূন্য বহুনায়ক রাজবিবর্জিত অযোধ্যায় যাইতে উৎসাহবোধ করিতেছি না। আমি বনবাস সমাপন করিয়া অযোধ্যায় গমন করিলে কে আমাকে হিতাহিত-

পুরা প্রেক্ষ্য সুবৃত্তং মাং পিতা যান্যাহ সান্ত্বয়ন্।
বাক্যানি তানি শ্রোষ্যামি কুতঃ কর্ণসুখান্যহম্ ॥১৩
এবমুক্ত্বাথ ভরতং ভার্য্যামভ্যেত্য রাঘবঃ।
উবাচ শোকসন্তপ্তঃ পূর্ণচন্দ্রনিভাননাম্ ॥১৪
সীতে মৃতস্তে শ্বশুরঃ পিতৃহীনোঽসি লক্ষ্মণ।
ভরতো দুঃখমাচষ্টে স্বর্গতিং পৃথিবীপতেঃ ॥১৫
ততো বহুগুণং তেষাং বাষ্পং নেত্রেষ্বজায়ত।
তথা ব্রুবতি কাকুৎস্থে কুমারাণাং যশস্বিনাম্ ॥১৬
ততস্তে ভ্রাতরঃ সর্বে ভৃশমাশ্বাস্য দুঃখিতম্।
অব্রুবঞ্জগতীভর্তুঃ ক্রিয়তামুদকং পিতুঃ ॥১৭
সা সীতা স্বর্গতং শ্রুত্বা শ্বশুরং তং মহানৃপম্।
নেত্রাভ্যামশ্রুপূর্ণাভ্যাং ন শশাকেক্ষিতুং প্রিয়ম্ ॥১৮

সান্ত্বয়িত্বা তু তাং রামো রুদন্তীং জনকাত্মজাম্।
উবাচ লক্ষ্মণং তত্র দুঃখিতো দুঃখিতং বচঃ ॥১৯
আনয়েঙ্গুদি-পিণ্যাকং চীরমাহর চোত্তরম্।
জলক্রিয়ার্থং তাতস্য গমিষ্যামি মহাত্মনঃ ॥২০
সীতা পুরস্তাদ্ ব্রজতু ত্বমেনামভিতো ব্রজ।
অহং পশ্চাদ্ গমিষ্যামি গতির্হ্যেষা সুদারুণা ॥২১
ততো নিত্যানুগস্তেষাং বিদিতাত্মা মহামতিঃ।
মৃদুর্দান্তশ্চ কান্তশ্চ রামে চ দৃঢ়ভক্তিমান্ ॥২২
সুমন্ত্রস্তৈর্নৃপসুতৈঃ সার্ধমাশ্বাস্য রাঘবম্।
অবতারয়দালম্ব্য নদীং মন্দাকিনীং শিবাম্ ॥২৩
তে সুতীর্থাংস্ততঃ কৃচ্ছ্রাদুপগম্য যশস্বিনঃ।
নদীং মন্দাকিনীং রম্যাং সদা পুষ্পিতকাননাম্ ॥২৪

বিষয়ে উপদেশ দিবেন ? কারণ, পিতৃদেব ত' পরলোকে গমন করিয়াছেন। পূর্বে আমাকে সুচরিত্র ও আজ্ঞা-পালনে অনুরক্ত দেখিয়া সান্ত্বনাপূর্বক যে সকল শ্রুতি-সুখকর মনোহর কথা বলিয়াছিলেন, আমি এক্ষণে কাহার নিকট ঐরূপ কথা শ্রবণ করিব ? শোকসন্তপ্ত রাম ভরতকে এইরূপ বলিয়া পূর্ণচন্দ্রবদনা সীতার নিকট যাইয়া বলিলেন—সীতে! তোমার শ্বশুর পরলোকে গমন করিয়াছেন। লক্ষ্মণ! তুমি পিতৃহীন হইয়াছ। রাজার স্বর্গগমনের সংবাদ ভরত অতিদুঃখের সহিত বলিতেছে। ১১-১৫

কাকুৎস্থ রাম এইরূপ বলিলে পর যশস্বী রাজকুমার-গণের নয়নে অশ্রুধারা বহুগুণে বর্ধিত হইল। অনন্তর ভ্রাতৃগণ দুঃখিত রামকে পুনঃ পুনঃ আশ্বাসিত করিয়া বলিলেন—"পৃথিবীপতি পিতৃদেবের উদকক্রিয়া (তর্পণাদি) সম্পন্ন করুন"। মহারাজ শ্বশুর স্বর্গগত হইয়াছেন শুনিয়া চক্ষুর্দ্বয় অশ্রুপ্লাবিত হওয়ায় সীতা প্রিয়তম রামকে কোন প্রকারেই দর্শন করিতে পারিলেন না। তখন অতিশয় রোদনকারিণী সীতাকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া অতিদুঃখিত রাম দুঃখিতভাবে লক্ষ্মণকে বলিলেন,—ভ্রাতঃ! ইঙ্গুদিফল পেষণ করিয়া আনয়ন কর এবং একখণ্ড নূতন চীর আনয়ন কর। আমি মহাত্মা পিতৃদেবের তর্পণাদির জন্য গমন করিব।১৬-২০

সীতা অগ্রে গমন করুন, তুমি তৎপশ্চাৎ গমন কর, আমি সকলের পশ্চাৎ গমন করিব। এইরূপ গমন অতিশয় দারুণ। তখন ইক্ষ্বাকুবংশের চিরন্তন অনুগত, সুপরিচিত, মহামতি, কোমলপ্রকৃতি, জিতেন্দ্রিয় ও সুশ্রী রামের প্রতি দৃঢ়ভক্তিমান্ সুমন্ত্র রাজকুমারগণের সহিত রামকে আশ্বাসিত করিয়া তাঁহাদের হস্ত ধারণপূর্বক নির্মলসলিলা মন্দাকিনীনদীতে অবতরণ করাইলেন। যশস্বী রাজপুত্রগণ সীতার সহিত অতিকষ্টে অবতরণস্থানের নিকট গমন করিয়া পুষ্পিতবনশোভাময়ী, খরস্রোতা ও রমণীয়া মন্দাকিনীর সুপ্রশস্ত কর্দমশূন্য অবতরণস্থানে (ঘাটে) নামিলেন এবং রাজাকে তর্পণজল দান করিয়া বলিলেন যে, এই জল আপনার হউক।২১-২৫

মহীপতি রাম দক্ষিণাভিমুখে দণ্ডায়মান হইয়া জলপূর্ণ অঞ্জলি গ্রহণপূর্বক রোদন করিতে করিতে বলিলেন—নৃপতিশ্রেষ্ঠ! আপনি পিতৃলোকে গমন করিয়াছেন। এক্ষণে আপনার উদ্দেশে মৎপ্রদত্ত এই নির্মলজল অক্ষয় হইয়া পিতৃলোকে উপস্থিত হউক।

শীঘ্রস্রোতং সমাসাদ্য তীর্থং শিবমকর্দমম্।
সিষিচুস্তূদকং রাজ্ঞে তত এতদ্ ভবত্বিতি ॥২৫
প্রগৃহ্য তু মহীপালো জলপূরিতমঞ্জলিম্।
দিশং যাম্যামভিমুখো রুদন্ বচনমব্রবীৎ ॥২৬
এতৎ তে রাজশার্দূল বিমলং তোয়মক্ষয়ম্।
পিতৃলোকগতস্যাদ্য মদ্দত্তমুপতিষ্ঠতু ॥২৭
ততো মন্দাকিনীতীরাৎ প্রত্যুত্তীর্য্য স রাঘবঃ।
পিতুশ্চকার তেজস্বী নির্বাপং ভ্রাতৃভিঃ সহ ॥২৮
ঐঙ্গুদং বদরৈর্মিশ্রং পিণ্যাকং দর্ভসংস্তরে।
ন্যস্য রামঃ সুদুঃখার্তো রুদন্ বচনমব্রবীৎ ॥২৯
ইদং ভুঙ্‌ক্ষ্ব মহারাজ প্রীতো যদশনা বয়ম্।
যদন্নাঃ পুরুষা রাজন্! তদন্নাঃ পিতৃদেবতাঃ ॥৩০
ততস্তেনৈব মার্গেণ প্রত্যুত্তীর্য্য সরিত্তটাৎ।
আরুরোহ নরব্যাঘ্রো রম্যসানুং মহীধরম্ ॥৩১
ততঃ পর্ণকুটীদ্বারমাসাদ্য জগতীপতিঃ।
পরিজগ্রাহ পাণিভ্যামুভৌ ভরত-লক্ষ্মণৌ ॥৩২
তেষাং তু রুদতাং শব্দাৎ প্রতিশব্দোঽভবদ্ গিরৌ।
ভ্রাতৃণাং সহ বৈদেহ্যা সিংহানাং নর্দতামিব ॥৩৩
মহাবলানাং রুদতাং কুর্বতামুদকং পিতুঃ।
বিজ্ঞায় তুমুলং শব্দং ত্রস্তা ভরতসৈনিকাঃ ॥৩৪
অব্রুবংশ্চাপি রামেণ ভরতঃ সঙ্গতো ধ্রুবম্।
তেষামেব মহাঞ্ছব্দঃ শোচতাং পিতরং মৃতম্ ॥৩৫
অথ বাহান্ পরিত্যজ্য তং সর্বেঽভিমুখাঃ স্বনম্।
অপ্যেকমনসো জগ্মুর্যথাস্থানং প্রধাবিতাঃ ॥৩৬
হয়ৈরন্যে গজৈরন্যে রথৈরন্যে স্বলঙ্কৃতৈঃ।
সুকুমারাস্তথৈবান্যে পদ্ভিরেব নরা যযুঃ ॥৩৭
অচিরপ্রোষিতং রামং চিরবিপ্রোষিতং যথা।
দ্রষ্টুকামো জনঃ সর্বো জগাম সহ সাশ্রমম্ ॥৩৮
ভ্রাতৃণাং ত্বরিতাস্তে তু দ্রষ্টুকামাঃ সমাগমম্।
যযুর্বহুবিধৈর্যানৈঃ খুরনেমিসমাকুলৈঃ ॥৩৯
সা ভূমির্বহুভির্যানৈ রথনেমিসমাহতা।
মুমোচ তুমুলং শব্দং দ্যৌরিবাভ্রসমাগমে ॥৪০

অনন্তর তেজস্বী রাম ভ্রাতৃগণের সহিত মন্দাকিনীতীরে আসিয়া পিতার উদ্দেশে পিণ্ডদান করিলেন। রাম কুশের আস্তরণের উপর বদরীফল মিশ্রিত তিলকল্কযুক্ত ইঙ্গুদিফলের পিণ্ড অর্পণ করিয়া অত্যন্ত দুঃখিতভাবে রোদন করিতে করিতে বলিলেন,—মহারাজ! আমাদের যাহা ভোজ্য, আপনিও তাহাই ভোজন করুন। মনুষ্য স্বয়ং যাহা আহার করিয়া থাকে, পিতৃগণ ও দেবগণ তাহাই আহার করেন।২৬-৩০

নরশ্রেষ্ঠ রাম যে পথে মন্দাকিনীতীরে গমন করিয়াছিলেন, পিণ্ডদানের পর সেই পথে সেই স্থান হইতে রম্যসানুসম্পন্ন চিত্রকূটের উপর আরোহণ করিলেন। অনন্তর পৃথিবীপতি রাম পর্ণকুটীরের দ্বার-দেশে আসিয়া দুইহস্তের দ্বারা ভরত ও লক্ষ্মণকে ধারণ করিলেন। সিংহের গর্জ্জনধ্বনির ন্যায় সীতার সহিত রোদনপরায়ণ ভ্রাতৃগণের রোদনধ্বনির প্রতিধ্বনি চিত্রকূটপর্বতে প্রাদুর্ভূত হইল। পিতার তর্পণক্রিয়া সম্পাদনকারী মহাবলবান্ রোদনরত ভ্রাতৃগণের তুমুল শব্দ শুনিয়া ভরতের সৈনিক ভীত হইয়া উঠিল। তাহারা বলিতে লাগিল যে, ভরত রামের সহিত নিশ্চয়ই মিলিত হইয়াছেন। তাঁহারা মৃত পিতার জন্য শোক করিতেছেন। সেইজন্য এই তুমুল শব্দ উত্থিত হইতেছে। ৩১-৩৫

অনন্তর সৈনিকগণ নিজ নিজ বাহন পরিত্যাগ করিয়া একাগ্রচিত্তে দ্রুতগতিতে সেই দিক্ অভিমুখে গমন করিতে লাগিল, যে দিকে রোদনধ্বনি হইতেছিল। সুকুমার-ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহ কেহ হস্তীতে কেহ কেহ বা অলঙ্কৃত রথে গমন করিল। অন্য সকলে পদব্রজেই গমন করিল। রাম অল্পদিন প্রবাসী হইলেও দীর্ঘকাল প্রবাসস্থিত ব্যক্তির মত তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছুক হইয়া সকল লোক দ্রুতগতিতে আশ্রমে যাইতে লাগিল। ত্বরান্বিত জনগণ ভ্রাতৃগণের মিলন দর্শনে ইচ্ছুক হইয়া রথ অশ্ব প্রভৃতি বহুপ্রকার যানের দ্বারা

তেন বিত্রাসিতা নাগাঃ করেণুপরিবারিতাঃ।
আবাসয়ন্তো গন্ধেন জগ্মুরন্যদ্ বনং ততঃ ॥৪১
বরাহ-মৃগ-সিংহাশ্চ মহিষাঃ সৃমরাস্তথা।
ব্যাঘ্র-গোকর্ণ-গবয়া বিত্রেষুঃ পৃষতৈঃ সহ ॥৪২
রথাঙ্গ-হংসানত্যূহাঃ প্লবাঃ কারণ্ডবাঃ পরে।
তথা পুংস্কোকিলাঃ ক্রৌঞ্চা বিসংজ্ঞা
ভেজিরে দিশঃ ॥৪৩
তেন শব্দেন বিত্রস্তৈরাকাশং পক্ষিভির্বৃতম্।
মনুষ্যৈরাবৃতা ভূমিরুভয়ং প্রবভৌ তদা ॥৪৪
ততস্তং পুরুষব্যাঘ্রং যশস্বিনমকল্মষম্।
আসীনং স্থণ্ডিলে রামং দদর্শ সহসা জনঃ ॥৪৫
বিগর্হমাণঃ কৈকেয়ীং মন্থরাসহিতামপি।
অভিগম্য জনো রামং বাষ্পপূর্ণমুখোঽভবৎ ॥৪৬

তান্ নরান্ বাষ্পপূর্ণাক্ষান্ সমীক্ষ্যাথ সুদুঃখিতান্।
পর্য্যস্বজত ধর্মজ্ঞঃ পিতৃবন্মাতৃবচ্চ সঃ ॥৪৭
স তত্র কাংশ্চিৎ পরিষস্বজে নরান্
নরাশ্চ কেচিত্তু তমভ্যবাদয়ন্।
চকার সর্বান্ সবয়স্য-বান্ধবান্
যথার্হমাসাদ্য তদা নৃপাত্মজঃ ॥৪৮
ততঃ স তেষাং রুদতাং মহাত্মনাং
ভুবঞ্চ খং চানুবিনাদয়ন্ স্বনঃ।
গুহা গিরীণাঞ্চ দিশশ্চ সন্ততং
মৃদঙ্গঘোষপ্রতিমো বিশুশ্রুবে ॥৪৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে ত্র্যধিকশততমঃ সর্গঃ ॥

গমন করিল। মেঘসমাগমে আকাশের ন্যায় রথ অশ্ব প্রভৃতি নানাবিধ যানে গমনকারী সৈন্যগণের গমনপথ তুমুল শব্দ প্রকাশ করিতে লাগিল।৩৬-৪০

হস্তিনীর সহিত হস্তিসমূহ ঐ শব্দে অতিশয় ত্রস্ত হইয়া মদগন্ধে চতুর্দিক্ আমোদিত করিতে করিতে অন্য বনে পলায়ন করিল। বরাহ, মৃগ, সিংহ, মহিষ, সৃমর (এক প্রকার হরিণ), ব্যাঘ্র, গোকর্ণ (একপ্রকার হরিণ), গবয় (চমরীগাভী) ও পৃষতনামক হরিণসমূহ অতিশয় ভীত হইয়া পড়িল। চক্রবাক, হংস, জলকুক্কুট, প্লব (একপ্রকার বক), কারণ্ডব (বালিহাঁস) ও পুংকোকিল ক্রৌঞ্চ প্রভৃতি পক্ষীরা সংজ্ঞাশূন্য হইয়া দশদিকে পলায়ন করিতে লাগিল। ঐ তুমুলশব্দে সন্ত্রস্ত পক্ষীদিগের দ্বারা আকাশ পরিব্যাপ্ত হইল এবং মনুষ্যগণের দ্বারা পৃথিবী পরিব্যাপ্ত হইল, তাহাতে আকাশ ও পৃথিবী উভয়ই শোভা ধারণ করিল। অনন্তর জনগণ সহসা নিষ্পাপ যশস্বী পুরুষশ্রেষ্ঠ রামকে মৃত্তিকায় উপবিষ্ট অবস্থায় দর্শন করিল।৪১-৪৫

তাহারা কৈকেয়ী ও অহিতকারিণী মন্থরাকে নিন্দা করিতে করিতে সম্মুখে গমন করিল, তখন তাহাদের মুখমণ্ডল অশ্রুধারায় প্লাবিত হইয়া গেল। ধর্মজ্ঞ রাম সেই সকল লোককে বাষ্পপূর্ণনয়ন ও অতিশয় দুঃখিত দেখিয়া পিতা ও মাতার ন্যায় সকলকে আলিঙ্গন করিলেন। রাজপুত্র রাম সমাগতদের মধ্যে আলিঙ্গন-যোগ্য কোন কোন ব্যক্তিকে আলিঙ্গন করিলেন, কেহ কেহ তাঁহাকে অভিবাদন করিল। তিনি বয়স্য ও বন্ধু-গণের সহিত মিলিত হইয়া যথাযোগ্য সম্ভাষণাদি ব্যবহার করিলেন। অনন্তর সেই মহাত্মাগণ অতিশয় রোদন করিতে থাকিলে তাঁহাদের রোদনধ্বনি ভূতল, আকাশ, দশ দিক্ ও পর্বতের গুহায় প্রতিধ্বনিত হইয়া মৃদঙ্গশব্দের ন্যায় শ্রুত হইতে লাগিল।৪৬-৪৯

মহর্ষি-বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ত্র্যধিকশততমসর্গ সমাপ্ত।

চতুরধিকশততমঃ সর্গঃ

[বসিষ্ঠেন সহ দশরথপত্নীনাং রামদর্শনে গমনম্, পথি কৌসল্যা-সুমিত্রাদেব্যোরুক্তি-প্রত্যুক্তী, কৌসল্যাদীনাং রামদর্শনম্, তেন সহ কথোপকথনঞ্চ।]

বসিষ্ঠঃ পুরতঃ কৃত্বা দারান্ দশরথস্য চ।
অভিচক্রাম তং দেশং রামদর্শনতর্ষিতঃ ॥১
রাজপত্ন্যশ্চ গচ্ছন্ত্যো মন্দং মন্দাকিনীং প্রতি।
দদৃশুস্তত্র তৎ তীর্থং রাম-লক্ষ্মণসেবিতম্ ॥২
কৌসল্যা বাষ্পপূর্ণেন মুখেন পরিশুষ্যতা।
সুমিত্রামব্রবীদ্ দীনাং যাশ্চান্যা রাজযোষিতঃ ॥৩
ইদং তেষামনাথানাং ক্লিষ্টমক্লিষ্টকর্মণাম্।
বনে প্রাক্‌লনং তীর্থং যে তে নির্বিষয়ীকৃতাঃ ॥৪
ইতঃ সুমিত্রে পুত্রস্তে সদা জলমতন্দ্রিতঃ।
স্বয়ং হরতি সৌমিত্রির্মম পুত্রস্য কারণাৎ ॥৫
জঘন্যমপি তে পুত্রঃ কৃতবান্ ন তু গর্হিতঃ।
ভ্রাতুর্যদর্থরহিতং সর্বং তদ্ গর্হিতং গুণৈঃ ॥৬
অদ্যায়মপি তে পুত্রঃ ক্লেশানামতথোচিতঃ।
নীচানর্থসমাচারং সজ্জং কর্ম প্রমুঞ্চতু ॥৭
দক্ষিণাগ্রেষু দর্ভেষু সা দদর্শ মহীতলে।
পিতুরিঙ্গুদি-পিণ্যাকং ন্যস্তমায়তলোচনা ॥৮
তং ভূমৌ পিতুরার্তেন ন্যস্তং রামেণ বীক্ষ্য সা (ক)।
উবাচ দেবী কৌসল্যা সর্বা দশরথস্ত্রিয়ঃ ॥৯
ইদমিক্ষ্বাকুনাথস্য রাঘবস্য মহাত্মনঃ।
রাঘবেণ পিতুর্দত্তং পশ্যতৈতদ্ যথাবিধি ॥১০

চতুরধিকশততম সর্গ

[বশিষ্ঠের সহিত দশরথপত্নীগণের রামদর্শনে গমন, পথে কৌশল্যা ও সুমিত্রাদেবীর উক্তি প্রত্যুক্তি, কৌশল্যাদির রামদর্শন ও তাহার সহিত কথোপকথন।]

এদিকে বশিষ্ঠদেব রামদর্শনে অভিলাষী হইয়া দশরথের পত্নীগণকে অগ্রে করিয়া গমন করিলেন। রাজপত্নীগণ মন্দাকিনীর দিকে ধীরে ধীরে গমন করিতে করিতে রামলক্ষ্মণব্যবহৃত জলানয়নপথে (নদীর ঘাট) দেখিতে পাইলেন, তখন কৌশল্যাদেবী শুষ্ক ও অশ্রুপূর্ণবদনে অতিদীনা সুমিত্রাকে এবং অন্যান্য রাজপত্নীগণকে বলিলেন—যাহারা রাজ্য হইতে নিষ্কাশিত হইয়াছে, সেই অক্লিষ্টকর্মা অনাথ রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার ব্যবহৃত এই নদীতে অবতরণ স্থান। সুমিত্রে! তোমার পুত্র লক্ষ্মণ সদা আলস্যশূন্য হইয়া আমার পুত্রের জন্য নিশ্চয়ই এই স্থান হইতে জল আহরণ করে।১-৫

কিন্তু এই প্রকার জঘন্য (ভৃত্যের করণীয়) কার্য্য করিলেও লক্ষ্মণ নিন্দনীয় হইতে পারে না। এইরূপ ভ্রাতার যাহা প্রয়োজনীয় হয় না, তাহাই নিন্দিত হইয়া থাকে। রাম অযোধ্যায় প্রত্যাবৃত্ত হইলে এইরূপ ক্লেশ-ভোগের অনধিকারী লক্ষ্মণ অতি সত্বর দুঃখাবহ নীচ জনযোগ্য কার্য্য পরিত্যাগ করিবে। এই প্রকার বলিতে বলিতে বিশালনয়না কৌশল্যা দেখিতে পাইলেন যে, দক্ষিণাগ্র (দক্ষিণদিকে অগ্রভাগ রহিয়াছে) কুশোপরি পিতার উদ্দেশে রামকর্ত্তৃক প্রদত্ত ইঙ্গুদি-ফলনির্মিত পিণ্ড ন্যস্ত রহিয়াছে। দুঃখার্ত্তরাম পিতার উদ্দেশে পিণ্ডদান করিয়াছে, তাহা ভূতলে পতিত রহিয়াছে দেখিয়া কৌশল্যা দেবী দশরথের পত্নীগণকে বলিলেন।৬-১০

যিনি ইক্ষ্বাকুগণের অধিপতি, সেই রঘুনন্দন মহাত্মা দশরথের উদ্দেশে রাম যথাবিধানে পিণ্ডদান করিয়াছে। দেখ, যিনি বিবিধ ভোগ্য বস্তু ভোগ করিয়াছেন, সেই দেবতুল্য মহাত্মা দশরথের এইরূপ ভোজন আমি কখনই

পাঠান্তর :—(ক) —ধর্মেণ বীক্ষসা

তস্য দেবসমানস্য পার্থিবস্য মহাত্মনঃ।
নৈতদৌপয়িকং মন্যে ভুক্তভোগস্য ভোজনম্ ॥১১
চতুরন্তাং মহীং ভুক্ত্বা মহেন্দ্রসদৃশো ভুবি।
কথমিঙ্গুদিপিণ্যাকং স ভুঙ্‌ক্তে বসুধাধিপঃ ॥১২
অতো দুঃখতরং লোকে ন কিঞ্চিৎ প্রতিভাতি মে।
যত্র রামঃ পিতুর্দদ্যাদিঙ্গুদীক্ষোদমৃদ্ধিমান্ ॥১৩
রামেণেঙ্গুদিপিণ্যাকং পিতুর্দত্তং সমীক্ষ্য মে।
কথং দুঃখেন হৃদয়ং ন স্ফোটতি সহস্রধা ॥১৪
শ্রুতিস্তু খল্বিয়ং সত্যা লৌকিকী প্রাতভাতি মে।
যদন্নঃ পুরুষো নূনং তদন্নাস্তস্য দেবতাঃ ॥১৫
এবমার্তাং সপত্ন্যস্তা জগ্মুরাশ্বাস্য তাং তদা।
দদৃশুশ্চাশ্রমে রামং স্বর্গচ্যুতমিবামরম্ ॥১৬
তং ভোগৈঃ সম্পরিত্যক্তং রামং সম্প্রেক্ষ্য মাতরঃ।
আর্তা মুমুচুরশ্রূণি সস্বরং শোককর্শিতাঃ ॥১৭

উপযুক্ত মনে করি না। পৃথিবীতে যিনি ইন্দ্রসদৃশ চারিটি সমুদ্র পরিবেষ্টিত এই বসুন্ধরাকে ভোগ করিয়াছেন, সেই মহারাজ কিরূপে ইঙ্গুদিফলের পিণ্ড ভোজন করিলেন? সমৃদ্ধিশালী রাম যে পিতাকে ইঙ্গুদিফলের পিণ্ডদান করিয়াছে, ইহা অপেক্ষা দুঃখজনক বিষয় এই সংসারে আমি আর কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। রাম পিতাকে ইঙ্গুদিফলের পিণ্ড দিয়াছে দেখিয়া আমার হৃদয় দুঃখে কেন সহস্রখণ্ডে বিদীর্ণ হইতেছে না? সংসারে যে যাহা আহার করে, তাহার পিতৃগণ এবং দেবগণও তাহাই আহার করেন, এই সর্বজনপ্রসিদ্ধ শ্রুতি আমার এক্ষণে সত্য বলিয়াই মনে হইতেছে। ১১-১৫

কৌশল্যা এইভাবে ব্যাকুল হইয়া পড়িলে সপত্নীগণ তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করত গমন করিলেন এবং আশ্রমে উপবিষ্ট রামকে স্বর্গভ্রষ্ট দেবতার ন্যায় দর্শন করিলেন। সর্ববিধভোগশূন্য রামকে দর্শন করিয়া শোকাকুল মাতৃবৃন্দ অতিশয় বিহ্বল হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদনপূর্বক অশ্রুত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন সত্যপ্রতিজ্ঞ রাম গাত্রোত্থান করিয়া মাতৃগণের সকলের

তাসাং রামঃ সমুত্থায় জগ্রাহ চরণাম্বুজান্।
মাতৃণাং মনুজব্যাঘ্রঃ সর্বাসাং সত্যসঙ্গরঃ ॥১৮
তাঃ পাণিভিঃ সুখস্পর্শৈর্মৃদ্বঙ্গুলিতলৈঃ শুভৈঃ।
প্রমমার্জু রজঃ পৃষ্ঠাদ্ রামস্যায়তলোচনাঃ ॥১৯
সৌমিত্রিরপি তাঃ সর্বা মাতৃঃ সম্প্রেক্ষ্য দুঃখিতঃ।
অভ্যবাদয়দাসক্তং শনৈ রামাদনন্তরম্ ॥২০
যথা রামে তথা তস্মিন্ সর্বা ববৃতিরে স্ত্রিয়ঃ।
বৃত্তিং দশরথাজ্জাতে লক্ষ্মণে শুভলক্ষণে ॥২১
সীতাপি চরণাংস্তাসামুপসংগৃহ্য দুঃখিতা।
শ্বশ্রূণামশ্রুপূর্ণাক্ষী সম্বভূবাগ্রতঃ স্থিতা ॥২২
তাং পরিষ্বজ্য দুঃখার্তা মাতা দুহিতরং যথা।
বনবাসকৃতাং দীনাং কৌশল্যা বাক্যমব্রবীৎ ॥২৩
বিদেহরাজস্য সুতা স্নুষা দশরথস্য চ।
রামপত্নী কথং দুঃখং সম্প্রাপ্তা বিজনে বনে ॥২৪

চরণকমল গ্রহণ করিলেন। আয়তলোচন মাতৃগণ সুকোমলাঙ্গুলি সুখস্পর্শ সুন্দর হস্তের দ্বারা রামের পৃষ্ঠদেশের ধূলি সুন্দরভাবে মার্জনা করিতে লাগিলেন। অতিদুঃখিত সুমিত্রানন্দন মাতৃগণকে দেখিয়া রামের পর সশ্রদ্ধচিত্তে অভিবাদন করিলেন। রাজপত্নীগণ রামের প্রতি যেমন ব্যবহার করিলেন, দশরথ হইতে জাত শুভলক্ষণ লক্ষ্মণের প্রতিও সেইরূপ ব্যবহার করিলেন। ১৬-২০

অতিদুঃখিতা সীতাদেবীও শ্বশ্রূগণের চরণ বন্দনা করিয়া অশ্রুপূর্ণনয়নে তাঁহাদের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। দুঃখিনীমাতা যেমন কন্যাকে আলিঙ্গন করেন, সেইভাবে সীতাকে আলিঙ্গন করিয়া কৌশল্যা বনবাসদুঃখিতা দীনা পুত্রবধূকে বলিলেন,—হায়! যিনি বিদেহরাজার কন্যা, দশরথের পুত্রবধূ ও রামের পত্নী, তিনি কিরূপে নির্জনবনে এইরূপ দুঃখ পাইতে পারেন? বৎসে! রৌদ্রসন্তপ্ত পদ্মের ন্যায়, পরিম্লান কমলের ন্যায়, ধূলিধূসরিত সুবর্ণের ন্যায় ও মেঘাচ্ছন্ন চন্দ্রের ন্যায় তোমার মুখ দেখিয়া শোকাগ্নি আমার হৃদয়কে সেইভাবে

পদ্মমাতপসন্তপ্তং পরিক্লিষ্টমিবোৎপলম্ ।
কাঞ্চনং রজসা ধ্বস্তং ক্লিষ্টং চন্দ্রমিবাম্বুদৈঃ ॥২৫
মুখং তে প্রেক্ষ্য মাং শোকো দহত্যগ্নিরিবাশ্রয়ম্ ।
ভৃশং মনসি বৈদেহি ব্যসনারণিসম্ভবঃ ॥২৬
ব্রুবন্ত্যামেবমার্তায়াং জনন্যাং ভরতাগ্রজঃ ।
পাদাবাসাদ্য জগ্রাহ বসিষ্ঠস্য চ রাঘবঃ ॥২৭
পুরোহিতস্যাগ্নিসমস্য তস্য বৈ
বৃহস্পতেরিন্দ্র ইবামরাধিপঃ ।
প্রগৃহ্য পাদৌ সুসমৃদ্ধতেজসঃ
সহৈব তেনোপবিবেশ রাঘবঃ ॥২৮
ততো জঘন্যং সহিতঃ স্বমন্ত্রিভিঃ
পুরপ্রধানৈশ্চ তথৈব সৈনিকৈঃ ।
জনেন ধর্মজ্ঞতমেন ধর্মবা-
নুপোপবিষ্টো ভরতস্তদাগ্রজম্ ॥২৯
উপোপবিষ্টস্তু তদাতিবীর্য্যবাং-
স্তপস্বিবেষেণ সমীক্ষ্য রাঘবম্ ।
শ্রিয়া জ্বলন্তং ভরতঃ কৃতাঞ্জলি-
র্যথা মহেন্দ্রঃ প্রযতঃ প্রজাপতিম্ ॥৩০
কিমেষ বাক্যং ভরতোঽদ্য রাঘবং
প্রণম্য সৎকৃত্য চ সাধু বক্ষ্যতি ।
ইতীব সত্যার্যজনস্য তত্ত্বতো (ক)
বভূব কৌতূহলমুত্তমং তদা ॥৩১
স রাঘবঃ সত্যধৃতিশ্চ লক্ষ্মণো
মহানুভাবো ভরতশ্চ ধার্মিকঃ ।
বৃতঃ সুহৃদ্ভিশ্চ বিরেজিরেঽধ্বরে
যথা সদস্যৈঃ সহিতাস্ত্রয়োঽগ্নয়ঃ ॥৩২
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে চতুরধিকশততমঃ সর্গঃ ॥

দগ্ধ করিতেছে, যেভাবে অগ্নি আশ্রয়ীভূত কাষ্ঠকে দগ্ধ করে। ২১-২৬

শোকবিহ্বলা জননী এইভাবে দুঃখপ্রকাশ করিতে থাকিলে ভরতাগ্রজ রাম বশিষ্ঠের নিকটস্থ হইয়া তাঁহার চরণদ্বয় বন্দনা করিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র যেমন বৃহস্পতির পাদবন্দনা করেন, সেইভাবে রাম অগ্নিতুল্য তেজস্বী পুরোহিত বশিষ্ঠের পদযুগল গ্রহণ করিয়া তাঁহার সহিত উপবিষ্ট হইলেন। তখন ধার্মিকপ্রবর ভরত নিজমন্ত্রিগণ, প্রধান-পৌরগণ, সৈনিকগণ ও ধর্মজ্ঞ জনগণের সহিত মিলিত হইয়া পশ্চাদ্‌ভাগে রামের নিকট উপবিষ্ট হইলেন। দেবরাজ ইন্দ্র যেমন ব্রহ্মার নিকট উপবেশন করেন, সেইভাবে ভরত রামের নিকটে উপবেশ করিলেন। রাম তপস্বীর বেশে থাকিলেও শোভায় অতিসমুজ্জ্বল হইয়াছিলেন। অতিবীর্য্যবান্ ভরত সংযতচিত্তে কৃতাঞ্জলিপুটে অগ্রজের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া অবস্থিত রহিলেন। সেই সময় সেইস্থানে উপস্থিত আর্য্যব্যক্তিগণের অন্তরে বস্তুত মহাকৌতূহল উৎপন্ন হইয়াছিল যে—রামকে প্রণাম ও সৎকার করার পর কিরূপ যুক্তিযুক্ত বাক্য ভরত এক্ষণে বলিবেন? সত্যধৃতি রাম, মহানুভব লক্ষ্মণ ও ধার্মিক ভরত বান্ধবগণে পরিবৃত হইয়া সেই সময়ে বহুসদস্য পরিবেষ্টিত তিনটি যজ্ঞাগ্নির অপূর্ব শোভা ধারণ করিলেন। ২৭-৩২

পাঠান্তরঃ—(ক)—সর্বতো

মহর্ষি বাল্মিকীপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে চতুরধিকশততম সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চাধিকশততমঃ সর্গঃ

[রাজ্যগ্রহণায় রামসমীপে ভরতস্য প্রার্থনম্, ভরতং প্রতি রামস্যোপদেশশ্চ।]

ততঃ পুরুষসিংহানাং বৃত্তানাং তৈঃ সুহৃদ্গণৈঃ।
শোচতামেব রজনী দুঃখেন ব্যত্যবর্তত ॥১
রজন্যাং সুপ্রভাতায়াং ভ্রাতরস্তে সুহৃদ্বৃতাঃ।
মন্দাকিন্যাং হুতং জপ্যং কৃত্বা রামমুপাগমন্ ॥২
তূষ্ণীং তে সমুপাসীনা ন কশ্চিৎ কিঞ্চিদব্রবীৎ।
ভরতস্তু সুহৃন্মধ্যে রামং বচনমব্রবীৎ ॥৩
সান্ত্বিতা মামিকা মাতা দত্তং রাজ্যমিদং মম।
তদ্ দদামি তবৈবাহং ভুঙ্‌ক্ষ্ব রাজ্যমকণ্টকম্ ॥৪
মহতেবাম্বুবেগেন ভিন্নঃ সেতুর্জলাগমে।
দুরাবরং ত্বদন্যেন রাজ্যখণ্ডমিদং মহৎ ॥৫
গতিং খর ইবাশ্বস্য তার্ক্ষ্যস্যেব পতত্রিণঃ।
অনুগন্তুং ন শক্তির্মে গতিং তব মহীপতে ॥৬
সুজীবং নিত্যশস্তস্য যঃ পরৈরুপজীব্যতে।
রাম তেন তু দুর্জীবং যঃ পরানুপজীবতি ॥৭
যথা তু রোপিতো বৃক্ষঃ পুরুষেণ বিবর্ধিতঃ।
হ্রস্বকেন দুরারোহো রূঢ়স্কন্ধো মহাদ্রুমঃ ॥৮
স যদা পুষ্পিতো ভূত্বা ফলানি ন বিদর্শয়েৎ।
স তাং নানুভবেৎ প্রীতিং যস্য হেতোঃ প্ররোপিতঃ ॥৯
এষোপমা মহাবাহো তদর্থং বেত্তুমর্হসি।
যত্র ত্বমস্মান্ বৃষভো ভর্তা ভৃত্যান্ ন শাধি হি ॥১০

পঞ্চাধিকশততম সর্গ

[রাজ্যগ্রহণ করিতে রামের নিকট ভরতের প্রার্থনা ও ভরতের প্রতি রামের উপদেশ।]

অনন্তর বান্ধবগণপরিবৃত পুরুষসিংহ শোকাকুলচিত্ত ভ্রাতৃগণের অতিদুঃখে রাত্রি অতিবাহিত হইল। প্রভাত হইলে পর ভ্রাতৃগণ বান্ধবগণে পরিবেষ্টিত হইয়া মন্দাকিনীতীরে জপ হোম সমাপনকরত রামের নিকটে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা সকলেই মৌন অবলম্বনপূর্বক বসিয়া রহিলেন, কেহই কিছু বলিলেন না। তখন ভরত বান্ধবগণসমক্ষে রামকে বলিতে লাগিলেন যে,—পিতা দশরথ প্রথমে আমার মাতা কৈকেয়ীকে রাজ্যদানপূর্বক সান্ত্বনাদান করেন, পরে আমার মাতা আমাকে ঐ রাজ্য দান করিয়াছেন, আমি এক্ষণে ঐ রাজ্য আপনাকে প্রদান করিতেছি, আপনি এই নিষ্কণ্টক রাজ্য ভোগ করুন। (১) বর্ষাকালে প্রবলবারিবেগে ভগ্ন সেতুর ন্যায় এই বিশাল কোশলরাজ্য আপনি ব্যতীত অন্য কেহ রক্ষা করিতে পারিবে না।১-৬

মহীপাল! অগ্রজ! গর্দভ যেমন অশ্বের গতির অনুকরণ করিতে পারে না, অন্যান্য পক্ষীরা যেমন গরুড়ের অনুকরণ করিতে পারে না, সেইরূপ আপনার রাজ্যপালনশক্তির অনুকরণ করার শক্তি আমার নাই। রাম! যাহাকে সর্বদা উপজীব্য করিয়া অপরলোক জীবন যাপন করে, তাহার জীবনই সার্থক। যে ব্যক্তি পরোপজীবী হইয়া থাকে, তাহার জীবন দুঃখময় ও বৃথা। যেমন কোন ব্যক্তি বৃক্ষ রোপণ করিলে পর যখন ঐ বৃক্ষ বামন (খর্বদেহ) ব্যক্তির দুরারোহ, স্থূলস্কন্ধ মহাবৃক্ষরূপে বর্ধিত ও পুষ্পিত হয়, কিন্তু যদি তাহা ফল দান না করে, তাহা হইলে যে উদ্দেশ্যে বৃক্ষরোপণকারী বৃক্ষরোপণ করিয়াছিল, তাহা সফল হয় না, সে প্রীতি লাভ করিতে পারে না। মহাবাহো—এই উপমা আপনার প্রতি প্রযোজ্য বলিয়া জানুন অর্থাৎ রাজা দশরথ প্রজাপালনের জন্য আপনাকে বর্দ্ধিত করিয়াছেন, যদি প্রজাপালনরূপ ফল না হয়, তাহা হইলে মহারাজ দশরথ প্রীতিলাভ করিবেন কিরূপে? আপনি আমাদের

(১) চতুর্থশ্লোকের অন্যরূপ অর্থও হয়—প্রথমতঃ পিতা আপনাকে রাজ্যদান করেন, পরে আমার মাতার সান্ত্বনার জন্য আমাকে রাজ্যদান করেন। বস্তুতঃ ঐ রাজ্য আপনারই প্রদত্ত। আপনার প্রদত্ত রাজ্য আমি প্রত্যর্পণ করিতেছি, আপনি তাহা ভোগ করুন।

শ্রেণয়স্ত্বাং মহারাজ পশ্যন্ত্বগ্র্যাশ্চ সর্বশঃ।
প্রতপন্তমিবাদিত্যং রাজ্যস্থিতমরিন্দমম্ ॥১১
তবানুযানে কাকুৎস্থ মত্তা নর্দন্তু কুঞ্জরাঃ।
অন্তঃপুরগতা নার্য্যো নন্দন্তু সুসমাহিতাঃ ॥১২
তস্য সাধ্বনুমন্যন্তে নাগরা বিবিধা জনাঃ।
ভরতস্য বচঃ শ্রুত্বা রামং প্রত্যনুযাচতঃ ॥১৩
তমেবং দুঃখিতং প্রেক্ষ্য বিলপন্তং যশস্বিনম্।
রামঃ কৃতাত্মা ভরতং সমাশ্বাসয়দাত্মবান্ ॥১৪
নাত্মনঃ কামকারো হি পুরুষোঽয়মনীশ্বরঃ।
ইতশ্চেতরতশ্চৈনং কৃতান্তঃ পরিকর্ষতি ॥১৫
সর্বে ক্ষয়ান্তা নিচয়াঃ পতনান্তাঃ সমুচ্ছ্রয়াঃ।
সংযোগা বিপ্রয়োগান্তা মরণান্তঞ্চ জীবিতম্ ॥১৬
যথা ফলানাং পক্বানাং নান্যত্র পতনাদ্ ভয়ম্।
এবং নরস্য জাতস্য নান্যত্র মরণাদ্ ভয়ম্ ॥১৭
যথাগারং দৃঢ়স্থূণং জীর্ণং ভূত্বাঽবসীদতি।
তথাবসীদন্তি নরা জরামৃত্যুবশং গতাঃ ॥১৮
অত্যেতি রজনী যাতু সা ন প্রতিনিবর্ততে।
যাত্যেব যমুনাপূর্ণং সমুদ্রমুদকার্ণবম্ ॥১৯
অহোরাত্রাণি গচ্ছন্তি সর্বেষাং প্রাণিনামিহ।
আয়ূংসি ক্ষপয়ন্ত্যাশু গ্রীষ্মে জলমিবাংশবঃ ॥২০
আত্মানমনুশোচ ত্বং কিমন্যমনুশোচসি।
আয়ুস্তে হীয়তে যস্য স্থিতস্যাস্য গতস্য চ ॥২১
সহৈব মৃত্যুর্ব্রজতি সহ মৃত্যুর্নিষীদতি।
গত্বা সুদীর্ঘমধ্বানং সহ মৃত্যুর্নিবর্ততে ॥২২

সকলের শ্রেষ্ঠ ও পালন করিতে সমর্থ, কিন্তু আপনি আমাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন না।৭-১০

মহারাজ! আপনি সূর্য্যের ন্যায় প্রভাশালী ও শত্রুদমনকারী। রাজ্যবাসী প্রধানব্যক্তিগণ ও প্রজাবর্গ সকলেই আপনাকে রাজ্যমধ্যে অবস্থিতি দেখুক। ককুৎস্থনন্দন! আপনার অনুগমন করিবার সময় মত্ত হস্তীগণ সগর্বে গর্জন করুক। অন্তঃপুরচারিণী রমণীরা একাগ্রচিত্তে আনন্দ প্রকাশ করুক। ভরত এইভাবে রামের নিকট প্রার্থনা করিলে পর নগরবাসী প্রধান অপ্রধান সকলেই 'সাধু' 'সাধু' বলিয়া ভরতের প্রার্থনা অনুমোদন করিল। যশস্বী ভরতকে অতিদুঃখিতভাবে বিলাপ করিতে দেখিয়া মহাপ্রাজ্ঞ ধৈর্য্যবান্ রাম তাঁহাকে আশ্বাসপ্রদানপূর্বক বলিলেন,—জীব স্বভাবতই পরাধীন, সে স্বেচ্ছানুসারে কোন কার্য্য করিতে পারে না। সর্বগ্রাসী কাল তাহাকে ইহলোকে ও পরলোকে সর্বদা পরিচালিত করিতেছে। ১১-১৫

এই সংসারে সঞ্চিত-বস্তু পরিণামে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, সকল উন্নতিই পতনে পরিণত হয়, সকল সংযোগেরই বিয়োগে পর্য্যবসান ও জীবনের পরিণাম মরণেই হয়। সুপক্বফলের বৃক্ষ হইতে পতন ভিন্ন অন্য কোন ভয় নাই, এইরূপ জন্মগ্রহণকারীর মৃত্যু ভিন্ন অন্য কোনভয় নাই। দৃঢ় স্তম্ভযুক্ত গৃহ যেমন জীর্ণ হইয়া অবসন্ন হয়, তেমনই মানবগণ জরা ও মৃত্যুর বশীভূত হইয়া অবসন্ন হয়। যে রাত্রি অতীত হয়, সে রাত্রি আর ফিরিয়া আসে না। যমুনানদীর পূর্ণজলরাশি সমুদ্রের দিকে গমনই করিতেছে, ফিরিয়া আসিতেছে না। গ্রীষ্মকালে সূর্য্যতেজ যেমন অতিশীঘ্রই জলকে শোষণ করে, তেমনই গমনশীল দিবারাত্রি সকল প্রাণীর জীবনকালকে ক্ষয় করিতেছে। ১৬-২০

ভরত! তুমি নিজের জন্য শোক কর, অন্যের জন্য শোক করিতেছ কেন? ইহলোকলোকেই থাকুক কিংবা পরলোকলোকেই থাকুক, প্রতিমুহূর্ত্তেই সকলের আয়ু ক্ষয় হইতেছে। মৃত্যু জীবের সহিত গমন করে,জীবের সহিত উপবেশন করে, জীবের সহিত সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া তহারই সহিত নিবৃত্ত হয়। জরাজীর্ণ পুরুষের শরীরের চর্ম শিথিল হয়, কেশসমূহ শুভ্র হয়, তখন সে কি করিয়া এই সকল অনর্থ নিবারণ করিবে? সূর্য্য উদিত হইলে ও অস্তগামী হইলে মানবগণ আনন্দিত হয়, কিন্তু নিজেদের যে জীবনকালের ক্ষয় হইতেছে, তাহারা উহা বুঝিতে পারে না। যে কোন ঋতুর প্রারম্ভে তাহাকে নূতন বলিয়া মনে করে এবং অতিশয় হৃষ্ট হয়, কিন্তু ঋতুপরিবর্ত্তনের দ্বারা যে

গাত্রেষু বলয়ঃ প্রাপ্তাঃ শ্বেতাশ্চৈব শিরোরুহাঃ।
জরয়া পুরুষো জীর্ণঃ কিং হি কৃত্বা প্রভাবয়েৎ ॥২৩
নন্দন্ত্যুদিত আদিত্যে নন্দন্ত্যস্তমিতেঽহনি।
আত্মনো নাববুধ্যন্তে মনুষ্যা জীবিতক্ষয়ম্ ॥২৪
হৃষ্যন্ত্যৃতুমুখং দৃষ্ট্বা নবং নবমিবাগতম্।
ঋতূনাং পরিবর্তেন প্রাণিনাং প্রাণসংক্ষয়ঃ ॥২৫
যথা কাষ্ঠঞ্চ কাষ্ঠঞ্চ সমেয়াতাং মহার্ণবে।
সমেত্য তু ব্যপেয়াতাং কালমাসাদ্য কঞ্চন ॥২৬
এবং ভার্য্যাশ্চ পুত্রাশ্চ জ্ঞাতয়শ্চ বসূনি চ।
সমেত্য ব্যবধাবন্তি ধ্রুবো হ্যেষাং বিনাভবঃ ॥২৭
নাত্র কশ্চিদ্ যথাভাবং প্রাণী সমতিবর্ততে।
তেন তস্মিন্নসামর্থ্যং প্রেতস্যাপ্যনুশোচতঃ ॥২৮
যথা হি সার্থং গচ্ছন্তং ব্রূয়াৎ কশ্চিৎ পথি স্থিতঃ।
অহমপ্যাগমিষ্যামি পৃষ্ঠতো ভবতামিতি ॥২৯
এবং পূর্বৈর্গতো মার্গং পৈতৃ-পিতামহৈর্ধ্রুবঃ।
তমাপন্নঃ কথং শোচেদ্ যস্য নাস্তি ব্যতিক্রমঃ ॥৩০
বয়সঃ পতমানস্য স্রোতসো বাঽনিবর্তিনঃ।
আত্মা সুখে নিয়োক্তব্যঃ সুখভাজঃ প্রজাঃ স্মৃতাঃ ॥৩১
ধর্মাত্মা সুশুভৈঃ কৃৎস্নৈঃ ক্রতুভিশ্চাপ্তদক্ষিণৈঃ।
(ধূতপাপো গতঃ স্বর্গং পিতা নঃ পৃথিবীপতিঃ।
ভৃত্যানাং ভরণাৎ সম্যক্ প্রজানাং পরিপালনাৎ ॥
অর্থাদানাচ্চ ধর্মেণ পিতা নস্ত্রিদিবং গতঃ।
কর্মভিস্তু শুভৈরিষ্টৈঃ ক্রতুভিশ্চাপ্তদক্ষিণৈঃ ॥
স্বর্গং দশরথঃ প্রাপ্তঃ পিতা নঃ পৃথিবীপতিঃ।
হৃষ্ট্বা বহুবিধৈর্যজ্ঞৈর্ভোগাংশ্চাবাপ্য পুষ্কলান্ ॥
উত্তমং চায়ুরাসাদ্য স্বর্গতঃ পৃথিবীপতিঃ।
আয়ুরুত্তমমাসাদ্য ভোগানপি চ রাঘবঃ ॥)
ন স শোচ্যঃ পিতা তাত স্বর্গতঃ সৎকৃতঃ সতাম্ ॥৩২

প্রাণীদের প্রাণক্ষয় হইতেছে তাহা বুঝিতে পারে না। ২১-২৫

যেমন মহাসাগরে ভাসমান কাষ্ঠদ্বয় কদাচিৎ পরস্পর মিলিত হয়, কিছুক্ষণ পরে পুনর্বার পৃথক্ হইয়া যায়, এইরূপই মানুষ ভার্য্যা, পুত্র, জ্ঞাতি ও অর্থ প্রভৃতি কিছুক্ষণের জন্য মিলিত হইয়া পুনর্বার বিযুক্ত হইয়া যায়, এই সকল বস্তুর বিয়োগ অবশ্যম্ভাবী। এই সংসারের এইরূপ স্বভাব, সুতরাং কোন প্রাণীই ইহাকে অতিক্রম করিতে পারে না। অতএব মৃতপিতার জন্য যে ব্যক্তি শোক করে, তাহার প্রেতত্বনিবারণের কোন শক্তিই নাই। কোন পথিক যেমন অগ্রগামী পথিকবৃন্দকে বলেন যে—আমিও তোমাদের পশ্চাৎ গমন করিতেছি, সেইরূপ পিতৃপিতামহগণ অবশ্যগন্তব্য যে পথে গমন করিয়াছেন, সেই পথে গমন করিতে প্রবৃত্ত ব্যক্তি কেন শোক করিবে? যেহেতু, এই অনুগমনের কোনরূপ ব্যতিক্রম হয় না। ২৬-৩০

প্রত্যাবর্তনশূন্য স্রোতের ন্যায় ক্ষয়শীল বয়স যাইতেছে কিন্তু ফিরিয়া আসিতেছে না। এই অবস্থায় আত্মাকে সুখসাধন কার্য্যে নিযুক্ত করা কর্তব্য। যেহেতু জীবগণ সুখভোগ করিবার জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। ধর্মাত্মা পিতা সুমঙ্গলদায়ক বহু দক্ষিণাসমন্বিত বহু যজ্ঞ করিয়া (পৃথিবীপতি দশরথ পাপশূন্য হইয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন। ভৃত্যগণকে ও প্রজাগণকে যথোচিতভাবে প্রতিপালন করিয়া এবং ধর্মানুসারে রাজস্ব গ্রহণ করিয়া আমাদের পিতা স্বর্গে গিয়াছেন। মঙ্গলদায়ক প্রচুর দক্ষিণাসমন্বিত বেদবোধিত বহু যজ্ঞাদি কর্মানুষ্ঠান করিয়া মহারাজ দশরথ স্বর্গে গিয়াছেন। বহুবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া এবং প্রচুর পরিমাণে রাজৈশ্বর্য্য ভোগ করিয়া দীর্ঘজীবন লাভপূর্বক মহারাজ স্বর্গে গিয়াছেন। রঘুনন্দন দশরথ উত্তম আয়ু ও উত্তম ভোগও প্রাপ্ত হইয়াছেন) স্বর্গে গমন করিয়াছেন। তিনি সজ্জনগণের মান্য, অতএব তাঁহার জন্য শোক করা উচিত নয়। আমাদের পিতা জীর্ণ মানবদেহ পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মলোক বিহারোপযোগী দৈবী সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছেন। কোন প্রাজ্ঞ ব্যক্তিই তাঁহার জন্য শোক করিতে পারে না। বিশেষতঃ তোমার ও আমার ন্যায় শাস্ত্রজ্ঞ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির কখনই শোক করা উচিত হয় না। তুমি প্রাজ্ঞ ও ধৈর্য্যবান্, সুতরাং এইরূপ নানাবিধ

স জীর্ণং মানুষং দেহং পরিত্যজ্য পিতা হি নঃ।
দৈবীমৃদ্ধিমনুপ্রাপ্তো ব্রহ্মলোকবিহারিণীম্ ॥৩৩
তং তু নৈবংবিধঃ কশ্চিৎ প্রাজ্ঞঃ শোচিতুমর্হসি।
ত্বদ্বিধো মদ্বিধশ্চাপি শ্রুতবান্ বুদ্ধিমত্তরঃ ॥৩৪
এতে বহুবিধাঃ শোকা বিলাপরুদিতে তদা।
বর্জনীয়া হি ধীরেণ সর্বাবস্থাসু ধীমতা ॥৩৫
স স্বস্থো ভব মা শোকো যাত্বা চাবস তাং পুরীম্।
তথা পিত্রা নিযুক্তোহসি বশিনা বদতাং বর ॥৩৬
যত্রাহমপি তেনৈব নিযুক্তঃ পুণ্যকর্মণা।
তত্রৈবাহং করিষ্যামি পিতুরার্য্যস্য শাসনম্ ॥৩৭
ন ময়া শাসনং তস্য ত্যক্তুং ন্যায্যমরিন্দম।
স ত্বয়াপি সদা মান্যঃ স বৈ বন্ধুঃ স নঃ পিতা ॥৩৮
তদ্বচঃ পিতুরেবাহং সম্মতং ধর্মচারিণাম্।
কর্মণা পালয়িষ্যামি বনবাসেন রাঘব ॥৩৯
ধার্মিকেণানৃশংসেন নরেণ গুরুবর্তিনা।
ভবিতব্যং নরব্যাঘ্র পরলোকং জিগীষতা ॥৪০
আত্মানমনুতিষ্ঠ ত্বং স্বভাবেন নরর্ষভ।
নিশাম্য তু শুভং বৃত্তং পিতুর্দশরথস্য নঃ ॥৪১
ইত্যেবমুক্ত্বা বচনং মহাত্মা
পিতুর্নিদেশপ্রতিপালনার্থম্।
যবীয়সং ভ্রাতরমর্থবচ্চ
প্রভুর্মুহূর্তাদ্ বিররাম রামঃ ॥৪২
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে পঞ্চাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥

শোক, বিলাপ ও রোদন সকল সময়েই বর্জন করা তোমার কর্তব্য।৩১-৩৫

বাগ্মিশ্রেষ্ঠ! ভরত! তুমি স্থির হও। তুমি বৃথা শোক করিও না। অযোধ্যায় যাইয়া বাস কর। সত্যনিষ্ঠ পিতৃদেবকর্তৃক তুমি এই কার্য্যেই নিযুক্ত হইয়াছ। আমিও পুণ্যকর্মা পিতৃদেবকর্তৃক যে কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছি, আমি সেই কার্য্যের দ্বারাই পিতার শাসন পালন করিব। শত্রুদমন! ভ্রাতঃ! পিতৃদেবের শাসন লঙ্ঘন করা আমার পক্ষে ন্যায়সঙ্গত হয় না। তাঁহাকে মান্য করা তোমারও কর্তব্য। যেহেতু তিনি আমাদের বন্ধু ও পিতা। রঘুনন্দন! আমি বনবাস দ্বারা ধর্মাচরণকারীদের অনুমোদিত সেই পিতৃবাক্য পালন করিব। নরশ্রেষ্ঠ! যে ব্যক্তি পরলোক জয় করিতে ইচ্ছা করে, সেই ব্যক্তি ধার্মিক ও অনৃশংস হইবে এবং গুরু আজ্ঞার অনুবর্ত্তী হইবে।৩৬-৪০

নরোত্তম! তুমি পিতৃদেবের পুণ্য চরিত্র আলোচনা করিয়া নিজ স্বভাবগুণে স্বীয় শুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান কর। মহাত্মা রাম পিতার আদেশ পালনের জন্য কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভরতকে এই প্রকার অর্থযুক্ত বাক্য বলিয়া মুহূর্ত ক্ষান্ত হইলেন।৪১-৪২

মহর্ষি বাল্মীকীপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে পঞ্চাধিক শততম সর্গ সমাপ্ত।

ষড়ধিকশততমঃ সর্গঃ

[অযোধ্যায়াং প্রত্যাবর্তনায় রাজ্যগ্রহণায় চ শ্রীরামসমীপে ভরতস্য পুনঃপ্রার্থনম্ ।]

এবমুক্ত্বা তু বিরতে রামে বচনমর্থবৎ ।
ততো মন্দাকিনীতীরে রামং প্রকৃতিবৎসলম্ ॥১
উবাচ ভরতশ্চিত্রং ধার্মিকো ধার্মিকং বচঃ ।
কো হি স্যাদীদৃশো লোকে যাদৃশস্ত্বমরিন্দম ॥২
ন ত্বাং প্রব্যথয়েদ্ দুঃখং প্রীতির্বা ন প্রহর্ষয়েৎ ।
সম্মতশ্চাপি বৃদ্ধানাং তাংশ্চ পৃচ্ছসি সংশয়ান্ ॥৩
যথা মৃতস্তথা জীবন্ যথাসতি তথা সতি ।
যস্যৈষ বুদ্ধিলাভঃ স্যাৎ পরিতপ্যেত কেন সঃ ॥৪
পরাবরজ্ঞো যশ্চ স্যাদ্ যথা ত্বং মনুজাধিপ ।
স এব ব্যসনং প্রাপ্য ন বিষীদিতুমর্হতি ॥৫

অমরোপমসত্ত্বস্ত্বং মহাত্মা সত্যসঙ্গরঃ ।
সর্বজ্ঞঃ সর্বদর্শী চ বুদ্ধিমাংশ্চাসি রাঘব ॥৬
ন ত্বামেবংগুণৈর্যুক্তং প্রভবাভবকোবিদম্ ।
অবিষহ্যতমং দুঃখমাসাদয়িতুমর্হতি ॥৭
প্রোষিতে ময়ি তৎপাপং মাত্রা মৎকারণাৎ কৃতম্ ।
ক্ষুদ্রয়া তদনিষ্টং মে প্রসীদতু ভবান্ মম ॥৮
ধর্মবন্ধেন বদ্ধোঽস্মি তেনেমাং নেহ মাতরম্ ।
হন্মি তীব্রেণ দণ্ডেন দণ্ডার্হাং পাপকারিণীম্ ॥৯
কথং দশরথাজ্জাতঃ শুভাভিজনকর্মণঃ ।
জানন্ ধর্মমধর্মঞ্চ কুর্য্যাং কর্ম জুগুপ্সিতম্ ॥১০

ষড়ধিক শততম সর্গ

[অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন ও রাজ্য গ্রহণ করিবার জন্য শ্রীরামের নিকট ভরতের পুনরায় প্রার্থনা ।]

রাম এইরূপ অর্থযুক্তবাক্য বলিয়া বিরত হইলে পর মন্দাকিনীতীরে ধার্মিক ভরত প্রজাবৎসল রামকে ধর্মসঙ্গত ও সকলের বিস্ময়কর বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন । অরিদমন ! আপনি যেরূপ গুণবান্, এই পৃথিবীতে সেইরূপ আর কে আছে ? দুঃখ আপনাকে ব্যথিত করিতে পারে না এবং প্রীতিও আপনাকে হৃষ্ট করিতে পারে না । বৃদ্ধগণ আপনাকে অনুমোদন করেন, তথাপি ধর্মবিষয়ে সন্দেহ হইলে আপনি তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন । মৃত ব্যক্তি যেমন স্ত্রী পুত্রাদি সম্বন্ধশূন্য, জীবিত ব্যক্তিও তদ্রূপ ; অবিদ্যমান বিষয়ে যেমন অনুরাগ থাকে না, বিদ্যমান বিষয়েও সেইরূপ অনুরাগ থাকে না,—এইরূপ জ্ঞান যাহার হইয়াছে, সে ব্যক্তি কি জন্য পরিতাপ করিবে ? নরাধিপ ! যে ব্যক্তি আপনার ন্যায় প্রপঞ্চ আত্মতত্ত্ব বিশেষরূপে অবগত হইয়াছেন, তিনি বিপদ্গ্রস্ত হইয়াও বিষণ্ণ হন না ।১-৫

রঘুনন্দন ! আপনি দেবতুল্যসত্ত্বসম্পন্ন, মহানুভব, সত্যপ্রতিজ্ঞ, সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী, বুদ্ধিমান্ ও প্রাণিগণের উৎপত্তি এবং প্রলয়সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানবান্ । আপনি এই সকল গুণসম্পন্ন বলিয়া অত্যন্ত অসহ্য দুঃখও আপনাকে অভিভূত করিতে পারে না । কিন্তু মাদৃশ ব্যক্তি যে বিষণ্ণ হইয়া বিহ্বল হইবে তাহাতে আর বিস্ময়ের কারণ কি ? আমি প্রবাসে ছিলাম বলিয়া ক্ষুদ্র প্রকৃতি মাতা কৈকেয়ী আমার জন্য যে পাপ করিয়াছেন, তাহা সর্বথা আমার অনভিপ্রেত । অতএব আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন । আমি ধর্মবন্ধনে (স্ত্রী হত্যা করা উচিত নয়) আবদ্ধ আছি, সেইজন্য এক্ষণে পাপকারিণী দণ্ডনীয়া মাতাকে কঠোর দণ্ডের দ্বারা নিহত করি নাই । সৎকর্মশীল সদ্বংশজাত দশরথের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করিয়া এবং ধর্ম ও অধর্মের স্বরূপ বুঝিয়া আমি কিরূপে এই গর্হিত কার্য্য করিব ?৬-১০

গুরু, ক্রিয়াবান্ ও বৃদ্ধ রাজা পিতৃদেব পরলোক গমন করিয়াছেন । আমি এই সভামধ্যে আমার পূজ্য

গুরুঃ ক্রিয়াবান্ বৃদ্ধশ্চ রাজা প্রেতঃ পিতেতি চ।
তাতং ন পরিগর্হেঽহং দৈবতং চেতি সংসদি ॥১১
কো হি ধর্মার্থয়োর্হীনমীদৃশং কর্ম কিল্বিষম্।
স্ত্রিয়ঃ প্রিয়চিকীর্ষুঃ সন্ কুর্য্যাদ্ ধর্মজ্ঞ ধর্মবিৎ ॥১২
অন্তকালে হি ভূতানি মুহ্যন্তীতি পুরা শ্রুতিঃ।
রাজ্ঞৈবং কুর্বতা লোকে প্রত্যক্ষা সা শ্রুতিঃ কৃতা ॥১৩
সাধ্বর্থমভিসন্ধায় ক্রোধান্মোহাচ্চ সাহসাৎ।
তাতস্য যদতিক্রান্তং প্রত্যাহরতু তদ্ ভবান্ ॥১৪
পিতুর্হি সমতিক্রান্তং পুত্রো যঃ সাধু মন্যতে।
তদপত্যং মতং লোকে বিপরীতমতোঽন্যথা ॥১৫
তদপত্যং ভবানস্তু মা ভবান্ দুষ্কৃতং পিতুঃ।
অতি যৎ তৎ কৃতং কর্ম লোকে ধীরবিগর্হিতম্ ॥১৬
কৈকেয়ীং মাঞ্চ তাতঞ্চ সুহৃদো বান্ধবাংশ্চ নঃ।
পৌর-জানপদান্ সর্বান্ ত্রাতুং সর্বমিদং ভবান্ ॥১৭

ক্ব চারণ্যং ক্ব চ ক্ষাত্রং ক্ব জটাঃ ক্ব চ পালনম্।
ঈদৃশং ব্যাহতং কর্ম ন ভবান্ কর্তুমর্হতি ॥১৮
এষ হি প্রথমো ধর্মঃ ক্ষত্রিয়স্যাভিষেচনম্।
যেন শক্যং মহাপ্রাজ্ঞ প্রজানাং পরিপালনম্ ॥১৯
কশ্চ প্রত্যক্ষমুৎসৃজ্য সংশয়স্থমলক্ষণম্।
আয়তিস্থং চরেদ্ধর্মং ক্ষত্রবন্ধুরনিশ্চিতম্ ॥২০
অথ ক্লেশজমেব ত্বং ধর্মং চরিতুমিচ্ছসি।
ধর্মেণ চতুরো বর্ণান্ পালয়ন্ ক্লেশমাপ্নুহি ॥২১
চতুর্ণামাশ্রমাণাং হি গার্হস্থ্যং শ্রেষ্ঠমুত্তমম্।
আয়ুর্ধর্মজ্ঞ ধর্মজ্ঞাস্তং কথং ত্যক্তুমিচ্ছসি ॥২২
শ্রুতেন বালঃ স্থানেন জন্মনা ভবতো হ্যহম্।
স কথং পালয়িষ্যামি ভূমিং ভবতি তিষ্ঠতি ॥২৩
হীনবুদ্ধিগুণো (ক) বালো হীনস্থানেন চাপ্যহম্।
ভবতা চ বিনাভূতো ন বর্ত্তয়িতুমুৎসহে ॥২৪

দেবতার নিন্দা করিতেছি না। কিন্তু ধর্মজ্ঞ! কোন্ ধার্মিক ব্যক্তি পত্নীর প্রীতিবিধানের জন্য এইরূপ ধর্মার্থবর্জিত অন্যায় কার্য্য করিতে পারে? প্রাচীন প্রবাদ আছে যে, অন্তকালে প্রাণিগণ মোহগ্রস্ত হয়, মহারাজ দশরথ এইরূপ কার্য্য করায় সকল লোকে ঐ প্রাচীন প্রবাদকে প্রত্যক্ষ করিল। কৈকেয়ীর প্রতি ক্রোধ, মোহ ও অবিমৃষ্যকারিতার জন্য পিতা যে গর্হিতকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, আপনি তাহার নিবৃত্তি করুন। যে পুত্র পিতার বিপরীতকার্য্যকে সাধুসম্মতভাবে শোধন করে, সেই পুত্র সমাজে সকলের প্রশংসা লাভ করে। কিন্তু তাহা না করিলে কখনই প্রশংসা লাভ করে না।১১-১৫

অতএব আপনি পিতার সেইরূপ সৎপুত্র হউন। পিতৃদেব লোকসমাজে ধর্মকে অতিক্রম করিয়া যে অসাধু কার্য্য করিয়াছেন, আপনি সেই কার্য্যের অনুসরণ করিবেন না। কৈকেয়ীকে, আমাকে এবং পিতা, সুহৃদ্‌গণ, বন্ধুগণ, পুরবাসী ও জনপদবাসী সকলকে রক্ষা করিতে আপনিই সমর্থ। ক্ষত্রিয় ধর্মই বা কোথায় আর নিবিড় অরণ্যই বা কোথায়? জটাধারণই বা কোথায় আর প্রজাপালনই বা কোথায়? পিতার আদিষ্ট এইরূপ বিরুদ্ধ কার্য্য করা আপনার উচিত নয়। মহাপ্রাজ্ঞ! যাহার দ্বারা প্রজাগণের পালন করিতে সমর্থ হওয়া যায়, সেই অভিষেকই ক্ষত্রিয়ের মুখ্য ধর্ম। কোন্ ক্ষত্রিয় এইরূপ প্রত্যক্ষ ধর্ম ত্যাগ করিয়া সংশয়স্থিত, লক্ষণরহিত, পরিণামে আচরণীয় ও অনিশ্চিতভাবাপন্ন ধর্মের আচরণ করিয়া থাকে?।১৬-২০

আপনি যদি ক্লেশকর ধর্ম আচরণ করিতে একান্তই ইচ্ছুক হইয়া থাকেন, তাহা হইলে ধর্মানুসারে ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণের পালনরূপ ক্লেশভোগ করুন। ধর্মজ্ঞ! ধর্মবিৎ ব্যক্তিগণ ব্রহ্মচর্য্যাদি চারিটি আশ্রমের মধ্যে গৃহস্থাশ্রমকেই শ্রেষ্ঠ বলেন। তবে আপনি কেন গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন? আমি বিদ্যায়, সম্বন্ধে ও জন্মে সকলদিকেই আপনার কনিষ্ঠ। আপনি বর্ত্তমান থাকিতে আমি কিরূপে পৃথিবী পালন করিব? আমি আপনার অপেক্ষা হীনবুদ্ধি, হীনগুণ ও হীনস্থানস্থিত বালক। আপনার অভাবে একাকী জীবনধারণ করিতে কিংবা কোন স্থানে থাকিতে ইচ্ছা

পাঠান্তর:—(ক) দীনবুদ্ধিগুণো—।

ইদং নিখিলমপ্যগ্র্যং রাজ্যং পিত্র্যমকণ্টকম্।
অনুশাধি সধর্মেণ ধর্মজ্ঞ সহ বান্ধবৈঃ ॥২৫
ইহৈব ত্বাভিষিঞ্চন্তু সর্বাঃ প্রকৃতয়ঃ সহ।
ঋত্বিজঃ সবসিষ্ঠাশ্চ মন্ত্রবিন্মন্ত্রকোবিদাঃ ॥২৬
অভিষিক্তস্ত্বমস্মাভিরযোধ্যাং পালনে ব্রজ।
বিজিত্য তরসা লোকান্ মরুদ্ভিরিব বাসবঃ ॥২৭
ঋণানি ত্রীণ্যপাকুর্বন্ দুর্হৃদঃ সাধুনির্দহন্।
সুহৃদস্তর্পয়ন্ কামৈস্ত্বমেবাত্রানুশাধি মাম্ ॥২৮
অদ্যার্য্য মুদিতাঃ সন্তু সুহৃদস্তেঽভিষেচনে।
অদ্য ভীতাঃ পলায়ন্তু দুষ্প্রদাস্তে দিশো দশ ॥২৯
আক্রোশং মম মাতুশ্চ প্রমৃজ্য পুরুষর্ষভ।
অদ্য তত্রভবন্তঞ্চ পিতরং রক্ষ কিল্বিষাৎ ॥৩০
শিরসা ত্বাভিযাচেঽহং কুরুষ্ব করুণাং ময়ি।
বান্ধবেষু চ সর্বেষু ভূতেষ্বিব মহেশ্বরঃ ॥৩১
অথবা পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা বনমেব ভবানিতঃ।
গমিষ্যতি গমিষ্যামি ভবতা সার্ধমপ্যহম্ ॥৩২
তথাহি রামো ভরতেন তাম্যতা
প্রসাদ্যমানঃ শিরসা মহীপতিঃ।
ন চৈব চক্রে গমনায় সত্ত্ববান্
মতিং পিতুস্তদ্বচনে প্রতিষ্ঠিতঃ ॥৩৩
তদদ্ভুতং স্থৈর্য্যমবেক্ষ্য রাঘবে
সমং জনো হর্ষমবাপ দুঃখিতঃ।
ন যাত্যযোধ্যামিতি দুঃখিতোঽভবৎ
স্থিরপ্রতিজ্ঞত্বমবেক্ষ্য হর্ষিতঃ ॥৩৪
তমৃত্বিজো নৈগমযূথবল্লভা-
স্তথাবিসংজ্ঞাশ্রুকলাশ্চ মাতরঃ।
তথা ব্রুবাণং ভরতং প্রতুষ্টুবুঃ
প্রণম্য রামঞ্চ যযাচিরে সহ ॥৩৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে ষড়ধিকশততমঃ সর্গঃ

করি না। আপনি ধর্মজ্ঞ, অতএব বান্ধবগণের সহিত ধর্মানুসারে উৎকৃষ্ট-সম্পূর্ণ-নিষ্কণ্টক-পৈতৃকরাজ্য শাসন করুন।২১-২৫

মন্ত্রবিৎ বশিষ্ঠের সহিত মন্ত্রজ্ঞ ঋত্বিক্‌সমূহ, অমাত্য সমূহ ও প্রজাবর্গ সকলে এই স্থানেই আপনার অভিষেক করুন। দেবরাজ ইন্দ্র যেমন নিজ প্রভাবে বিপক্ষ জয় করিয়া দেবগণের সহিত স্বর্গে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেইরূপ আপনিও অভিষিক্ত হইয়া নিজ বলে শত্রুনাশ-পূর্বক প্রজাপালনের জন্য আমাদের সহিত অযোধ্যায় গমন করুন। দেব-ঋণ পিতৃ-ঋণ ও ঋষি-ঋণ পরিশোধ-পূর্বক বিপক্ষগণের দহন ও সুহৃদ্‌গণের কাম্যবস্তু প্রদানের দ্বারা প্রীতিসম্পাদন করিয়া আমাকে অনুশাসন করুন। আর্য্য! অদ্য আপনার অভিষেকে সুহৃদ্‌গণ আনন্দিত হউন এবং বিপক্ষগণ ভীত হইয়া দশদিকে পলায়ন করুক। পুরুষোত্তম! অদ্য আপনি আমার মাতার লোকাপবাদ দূর করিয়া পূজ্যতম পিতৃদেবকে পাপ হইতে মুক্ত করুন।২৬-৩০

মহেশ্বর যেমন সর্বভূতে দয়া করিয়া থাকেন, সেইরূপ আপনি এই ভ্রাতার প্রতি দয়া করুন। আমি অবনত মস্তকে আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি। অথবা যদি আপনি আমার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিয়া বনান্তরে গমন করেন, তাহা হইলে আমিও আপনার সহিত গমন করিব। ভরত তাদৃশ কাতরভাবে অবনতমস্তকে রামের প্রসন্নতার জন্য প্রার্থনা করিলেও নয়নাভিরাম সত্ত্বসম্পন্ন মহীপতি রাম পিতৃদেবের আজ্ঞাপালনে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া অযোধ্যাগমনে সম্মত হইলেন না। ইহাতে সমবেত লোকগণ রামের অদ্ভুত স্থৈর্য্য দেখিয়া যুগপৎ হর্ষ ও দুঃখ প্রাপ্ত হইল। রাম অযোধ্যায় যাইতেছেন না বলিয়া দুঃখিত এবং তাঁহার স্থির প্রতিজ্ঞা দেখিয়া আনন্দিত হইল। পুরোহিতগণ, পুরবাসিগণ ও অচেতনপ্রায় অশ্রুপূর্ণ মাতৃগণ ভরতকে সাগ্রহে নতভাবে রামের নিকট ঐ প্রার্থনা করিতে দেখিয়া প্রশংসা করিলেন। তখন সকলে ভরতের সহিত মিলিত হইয়া অযোধ্যায় গমনের জন্য রামের নিকট প্রণতভাবে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।৩১-৩৫

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ষড়ধিকশততম সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তাধিকশততমঃ সর্গঃ

[ভরতবাক্যশ্রবণাৎ পরং তৎপ্রতি পিতৃসত্যরক্ষণায় শ্রীরামস্যোপদেশঃ ।]

পুনরেবং ব্রুবাণং তং ভরতং লক্ষ্মণাগ্রজঃ ।
প্রত্যুবাচ ততঃ শ্রীমান্ জ্ঞাতিমধ্যে সুসৎকৃতঃ ॥১
উপপন্নমিদং বাক্যং যত্ত্বমেবমভাষথাঃ ।
জাতঃ পুত্রো দশরথাৎ কৈকয্যাং রাজসত্তমাৎ ॥২
পুরা ভ্রাতঃ পিতা নঃ স মাতরং তে সমুদ্বহন্ ।
মাতামহে সমাশ্রৌষীদ্ রাজ্যশুল্কমনুত্তমম্ ॥৩
দেবাসুরে চ সংগ্রামে জনন্যৈ তব পার্থিবঃ ।
সম্প্রহৃষ্টো দদৌ রাজা বরমারাধিতঃ প্রভুঃ ॥৪
ততঃ সা সম্প্রতিশ্রাব্য তব মাতা যশস্বিনী ।
অযাচত নরশ্রেষ্ঠং দ্বৌ বরৌ বরবর্ণিনী ॥৫
তব রাজ্যং নরব্যাঘ্র মম প্রব্রাজনং তথা ।
তচ্চ রাজা তথা তস্যৈ নিযুক্তঃ প্রদদৌ বরম্ ॥৬
তেন পিত্রাহমপ্যত্র নিযুক্তঃ পুরুষর্ষভ ।
চতুর্দশ বনে বাসং বর্ষাণি বরদানিকম্ ॥৭
সোঽয়ং বনমিদং প্রাপ্তো নির্জনং লক্ষ্মণান্বিতঃ ।
সীতয়া চাপ্রতিদ্বন্দ্বঃ সত্যবাদে স্থিতঃ পিতুঃ ॥৮
ভবানপি তথেত্যেব পিতরং সত্যবাদিনম্ ।
কর্তুমর্হসি রাজেন্দ্র ক্ষিপ্রমেবাভিষিঞ্চনাৎ (ক) ॥৯
ঋণান্মোচয় রাজানং মৎকৃতে ভরত প্রভুম্ ।
পিতরং ত্রাহি ধর্মজ্ঞ মাতরং চাভিনন্দয় ॥১০
শ্রূয়তে ধীমতা তাত শ্রুতিগীতা যশস্বিনা ।
গয়েন যজমানেন গয়েষ্বের পিতৄন্ প্রতি ॥১১
পুন্নাম্নো নরকাদ্ যস্মাৎ পিতরং ত্রায়তে সুতঃ ।
তস্মাৎ পুত্র ইতি প্রোক্তঃ পিতৄন্ যঃ পাতি সর্ব্বতঃ ॥১২

সপ্তাধিক শততম সর্গ

[ভরতের বাক্য শ্রবণের পর তাঁহার প্রতি পিতৃসত্যরক্ষণের জন্য শ্রীরামের উপদেশ।]

ভরত পুনর্বার এইরূপ বলিতে থাকিলে পরম মাননীয় শ্রীমান্ রাম জ্ঞাতিগণসমক্ষে তাঁহাকে প্রত্যুত্তর করিলেন,—ভ্রাতঃ! তুমি নৃপশ্রেষ্ঠ দশরথের ঔরসে কৈকেয়ীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, সুতরাং তুমি যে সকল কথা বলিতেছ, তাহা তোমার উপযুক্ত ও যুক্তিসঙ্গত। ভরত! পূর্বে আমাদের পিতৃদেব যখন তোমার জননীকে বিবাহ করেন, তখন তোমার মাতামহের নিকট অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যে—"আপনার কন্যার গর্ভে যে সন্তান হইবে তাহাকেই রাজ্যদান করিব।" কিছুকাল পরে দেবাসুরযুদ্ধে তোমার জননীকর্তৃক বিশেষ শুশ্রূষা প্রাপ্ত হইয়া মহারাজ দশরথ অতিশয় প্রীত হইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে বর দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। এইজন্য তোমার যশস্বিনী গৌরাঙ্গী মাতা রাজাকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইয়া তাঁহার নিকট দুইটি বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন।১-৫

নরশ্রেষ্ঠ! সেই দুইটি বরের মধ্যে একটির দ্বারা তোমার রাজ্যলাভ ও অপরটির দ্বারা আমার নির্বাসন চাহিয়াছিলেন। মহারাজও তাঁহার প্রার্থনায় বাধ্য হইয়া তাঁহাকে ঐ দুইটি বর দান করিয়াছেন। নরশ্রেষ্ঠ! ঐ বরদানের জন্যই আমি চতুর্দশ বৎসর বনবাস করিতে পিতৃদেবকর্তৃক নিযুক্ত হইয়াছি। সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত আমি পিতার সত্যরক্ষার জন্য নির্বিবাদে এই বনে আসিয়াছি। রাজেন্দ্র! ভরত! তুমিও সত্বর রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া আমার মতই পিতৃদেবকে সত্যবাদী কর। ভরত! আমার জন্যই তুমি পিতাকে ঋণমুক্ত কর। তুমি ধর্মরহস্য জান। তুমি পিতৃদেবকে রক্ষা কর এবং মাতা কৈকেয়ীকে আনন্দিত কর।৬-১০

পাঠান্তর :—(ক) —ক্ষিপ্রমেবাভিষেচনাৎ।

এষ্টব্যা বহবঃ পুত্রা গুণবন্তো বহুশ্রুতাঃ।
তেষাং বৈ সমবেতানামপি কশ্চিদ্ গয়াং ব্রজেৎ ॥১৩
এবং রাজর্ষয়ঃ সর্বে প্রতীতা রঘুনন্দন।
তস্মাৎ ত্রাহি নরশ্রেষ্ঠ পিতরং নরকাৎ প্রভো ॥১৪
অযোধ্যাং গচ্ছ ভরত প্রকৃতীরনুরঞ্জয়।
শত্রুঘ্নসহিতো বীর সহ সর্বৈর্দ্বিজাতিভিঃ ॥১৫
প্রবেক্ষ্যে দণ্ডকারণ্যমহমপ্যবিলম্বয়ন্।
আভ্যাং তু সহিতো বীর বৈদেহ্যা লক্ষ্মণেন চ ॥১৬
ত্বং রাজা ভরত ভব স্বয়ং নরাণাং
বন্যানামহমপি রাজরাণ্মৃগাণাম্।
গচ্ছ ত্বং পুরবরমদ্য সম্প্রহৃষ্টঃ
সংহৃষ্টস্ত্বহমপি দণ্ডকান্ প্রবেক্ষ্যে ॥১৭

এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে—পূর্বে গয়া প্রদেশে বুদ্ধিমান্ যশস্বী গয়ানামক রাজা যজ্ঞানুষ্ঠান সময়ে পিতৃপুরুষের প্রীতির জন্য এইরূপ গাথা গান করিয়াছিলেন—যেহেতু পুত্র পিতাকে পুংনামক নরক হইতে ত্রাণ করে এবং ইষ্ট (যজ্ঞাদি), পূর্ত (কূপখননাদি) কর্মদ্বারা পিতাকে স্বর্গলোকে প্রেরণ করিয়া সর্বতোভাবে রক্ষা করে, এইজন্যই তাহাকে পুত্র নামে উল্লেখ করা হয়। এইজন্যই লোকে গুণবান্ ও বিদ্বান্ বহু পুত্র কামনা করিয়া থাকে, কারণ, সেই বহু পুত্রের মধ্যে একজনও গয়ায় যাইতে পারে। রঘুনন্দন! রাজর্ষিগণ সকলেই এইরূপ বিশ্বাস করিয়া থাকেন। নরশ্রেষ্ঠ! শক্তিধর! তুমি পিতাকে নরক হইতে পরিত্রাণ কর। বীর! ভরত! তুমি শত্রুঘ্ন ও সকল ব্রাহ্মণের সহিত অযোধ্যায় গমন কর এবং প্রজাবর্গকে প্রতিপালন কর।১১-১৫

ছায়াং তে দিনকরভাঃ প্রবাধমানং
বর্ষত্রং ভরত করোতু মূর্ধ্নি শীতাম্।
এতেষামহমপি কাননদ্রুমাণাং
ছায়াং তামতিশয়িনীং শনৈঃ শ্রয়িষ্যে ॥১৮
শত্রুঘ্নস্ত্বতুলমতিস্তু (ক) তে সহায়ঃ
সৌমিত্রির্মম বিদিতঃ প্রধানমিত্রম্।
চত্বারস্তনয়বরা বয়ং নরেন্দ্রং
সত্যস্থং ভরত চরাম মা বিষীদ ॥১৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে সপ্তাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥

বীর! আমি সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত অবিলম্বে দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিব। ভরত! তুমি স্বয়ং মনুষ্যগণের রাজা হও। আমিও বন্য পশুগণের মহারাজ হইব। তুমি আনন্দিত হইয়া শ্রেষ্ঠ নগরী অযোধ্যায় গমন কর, আমিও আনন্দিত হইয়া দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করি। ভরত! সূর্য্য-কিরণনিবারক রাজচ্ছত্র তোমার মস্তকে সুশীতল ছায়া বিধান করুক। আমি ধীরে ধীরে এই সকল বনতরুর নিবিড় ছায়া আশ্রয় করি। অসীম-বুদ্ধি শত্রুঘ্ন তোমার সহায় হউক। সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ তো আমার প্রধান সহায় বলিয়া প্রসিদ্ধই আছে। আমরা চারিটি ভ্রাতা মহারাজ দশরথের সুপুত্র, অতএব আমরা নরেন্দ্র পিতৃদেবকে সত্যপথে স্থায়ী করিব। ভরত! তুমি ইহাতে বিষণ্ণ হইও না।১৬-১৯

পাঠান্তরঃ—(ক) শত্রুঘ্নঃ কুশলমতিস্তু—।

মহর্ষিবাল্মীকি-প্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে সপ্তাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টাধিকশততমঃ সর্গঃ

[নাস্তিকমতমবলম্ব্য শ্রীরামং বোধয়িতুং জাবালেরুদ্যোগঃ ।]

আশ্বাসয়ন্তং ভরতং জাবালির্ব্রাহ্মণোত্তমঃ ।
উবাচ রামং ধর্মজ্ঞং ধর্মাপেতমিদং বচঃ ॥১
সাধু রাঘব মা ভূৎ তে বুদ্ধিরেবং নিরর্থিকা ।
প্রাকৃতস্য নরস্যেব হ্যার্য্যবুদ্ধেস্তপস্বিনঃ ॥২
কঃ কস্য পুরুষো বন্ধুঃ কিমাপ্যং কস্য কেনচিৎ ।
একো হি জায়তে জন্তুরেক এব বিনশ্যতি ॥৩
তস্মান্মাতা পিতা চেতি রাম সজ্জেত যো নরঃ ।
উন্মত্ত ইব স জ্ঞেয়ো নাস্তি কশ্চিদ্ধি কস্যচিৎ ॥৪
যথা গ্রামান্তরং গচ্ছন্ নরঃ কশ্চিদ্ বহির্বসেৎ ।
উৎসৃজ্য চ তমাবাসং প্রতিষ্ঠেতাপরেঽহনি ॥৫
এবমেব মনুষ্যাণাং পিতা মাতা গৃহং বসু ।
আবাসমাত্রং কাকুৎস্থ সজ্জন্তে নাত্র সজ্জনাঃ ॥৬
পিত্র্যং রাজ্যং সমুৎসৃজ্য স নার্হসি নরোত্তম ।
আস্থাতুং কাপথং দুঃখং বিষমং বহুকণ্টকম্ ॥৭
সমৃদ্ধায়ামযোধ্যায়ামাত্মানমভিষেচয় ।
একবেণীধরা হি ত্বা নগরী সম্প্রতীক্ষতে ॥৮
রাজভোগাননুভবন্ মহার্হান্ পার্থিবাত্মজ ।
বিহর ত্বমযোধ্যায়াং যথা শক্রস্ত্রিবিষ্টপে ॥৯
ন তে কশ্চিদ্ দশরথস্ত্বঞ্চ তস্য ন কশ্চন ।
অন্যো রাজা ত্বমন্যস্তু তস্মাৎ কুরু যদুচ্যতে ॥১০

অষ্টাধিকশততম সর্গ

[নাস্তিকমত অবলম্বন করিয়া শ্রীরামকে বুঝাইবার জন্য জাবালির উদ্যোগ।]

রাম ভরতকে এইভাবে আশ্বাস প্রদান করিতেছেন, এমন সময়ে দ্বিজবর জাবালি ধর্মজ্ঞ রামকে ধর্মবিরুদ্ধ এইরূপ বাক্য বলিতে লাগিলেন। রাম! তুমি আর্য্যজনোচিত বুদ্ধিসম্পন্ন ও তপস্বী। অতএব সামান্য মানুষের মত তোমার পিতৃবাক্য পালনবিষয়িণী এইরূপ ব্যর্থবুদ্ধি যেন না হয়। দেখ, এই জগতে কে কাহার বন্ধু? কাহার নিকট কোন্ ব্যক্তি কি পাইতে পারে? প্রাণী একাকীই জন্মগ্রণ করে এবং একাকীই বিনষ্ট হইয়া থাকে। রাম! এই জন্যই ইনি মাতা, ইনি পিতা—এইরূপ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া যে ব্যক্তি আসক্ত হয়, তাহাকে উন্মত্ত মনে কর। বস্তুতঃ কেহই কাহারও নয়। যেমন কোন লোক গ্রামান্তরে যাইয়া কোন গৃহের বহির্ভাগে বাস করে, পরদিন সেই বাসস্থান ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করে, সেইরূপ পিতা, মাতা, গৃহ ও সম্পত্তি মনুষ্যগণের সাময়িক আবাস মাত্র। কাকুৎস্থ! এইজন্য সজ্জনগণ এই সকল বিষয়ে আসক্ত হন না। ১-৬

নরোত্তম! পৈতৃক রাজ্য ত্যাগ করিয়া দুঃখময় ও বহু কণ্টকময় বিষম বনবাসকরা তোমার উচিত নয়। তুমি সমৃদ্ধিশালিনী অযোধ্যায় গমনপূর্বক নিজেকে রাজপদে অভিষিক্ত কর। অযোধ্যানগরী একবেণী-ধারিণী বিরহিণীর ন্যায় তোমার প্রতীক্ষা করিতেছে। রাজপুত্র! এক্ষণে তুমি স্বর্গে ইন্দ্রের ন্যায় অযোধ্যায় মহার্হ রাজভোগসমূহ উপভোগ করিয়া পরমসুখে বিহার কর। দশরথ তোমার কেহই নহেন। তুমিও তাঁহার কেহই নহ। রাজা অন্যব্যক্তি, তুমিও অন্য-ব্যক্তি। সেইজন্য আমি যাহা বলিতেছি, তাহাই কর। ৭-১০

জীবের জন্মবিষয়ে পিতা জীবমাত্র অর্থাৎ

বীজমাত্রং পিতা জন্তোঃ শুক্রং শোণিতমেব চ।
সংযুক্তমৃতুমন্মাত্রা পুরুষস্যেহ জন্ম তৎ ॥১১
গতঃ স নৃপতিস্তত্র গন্তব্যং যত্র তেন বৈ।
প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং ত্বং তু মিথ্যা বিহন্যসে ॥১২
অর্থ-ধর্মপরা যে যে তাংস্তান্ শোচামি নেতরান্।
তে হি দুঃখমিহ প্রাপ্য বিনাশং প্রেত্য লেভিরে ॥১৩
অষ্টকাপিতৃদৈবত্যমিত্যয়ং প্রসৃতো জনঃ।
অন্নস্যোপদ্রবং পশ্য মৃতো হি কিমশিষ্যতি ॥১৪
যদি ভুক্তমিহান্যেন দেহমন্যস্য গচ্ছতি।
দদ্যাৎ প্রবসতাং শ্রাদ্ধং ন তৎ পথ্যশনং ভবেৎ ॥১৫

নিমিত্তকারণ মাত্র। ঋতুমতী মাতার গর্ভে একত্রে মিলিত শুক্র ও শোণিতই উপাদান কারণ, ইহার ফলেই ইহলোকে জীবের জন্ম হয়। যে স্থানে তাঁহাকে অবশ্য গমন করিতে হইবে, রাজা দশরথ সেইস্থানেই গিয়াছেন। ইহাই সকল প্রাণীর স্বভাব কিন্তু তুমি পুরুষার্থভোগে উদাসীন হইয়া বৃথা নিজেকে বঞ্চিত করিতেছ। যাহারা প্রত্যক্ষসিদ্ধ রাজ্যভোগাদি পুরুষার্থ প্রাপ্ত হইলেও তাহা ত্যাগ করিয়া অপ্রত্যক্ষ ধর্মে নিযুক্ত হয়, তাহাদের জন্য আমার শোক হয়। অষ্টকাদি পিতৃদৈবতশ্রাদ্ধ করিতে যে ব্যক্তি রত হয়, তাহার ঐ সকল কর্মে রাশি রাশি অন্ন নষ্ট হয়। রাম! তুমি বিচার করিয়া দেখ, মৃতব্যক্তি কি কখনও ভোজন করে? এইস্থানে একজন লোক ভোজন করিলে ঐ ভুক্ত দ্রব্য যদি অন্যের উদরে যায়, তাহা হইলে প্রবাসগামী ব্যক্তির পাথেয় দেওয়ার প্রয়োজন হইবে না। ঐ প্রবাসগামীর জন্য

দানসংবননা হ্যেতে গ্রন্থা মেধাবিভিঃ কৃতাঃ।
যজস্ব দেহি দীক্ষস্ব তপস্তপ্যস্ব সন্ত্যজ ॥১৬
স নাস্তি পরমিত্যেতৎ কুরু বুদ্ধিং মহামতে।
প্রত্যক্ষং যৎ তদা তিষ্ঠ পরোক্ষং পৃষ্ঠতঃ কুরু ॥১৭
সতাং বুদ্ধিং পুরস্কৃত্য সর্বলোকনিদর্শিনীম্।
রাজ্যং ত্বং প্রতিগৃহ্ণীষ্ব (খ) ভরতেন প্রসাদিতঃ ॥১৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে অষ্টাধিকশততমঃ সর্গঃ।

গৃহে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করুক। কিন্তু ঐরূপে শ্রাদ্ধ করিলে ঐ ব্যক্তির তাহা পাথেয় হয় না। দেবপূজা কর, অন্নদান কর, যজ্ঞে দীক্ষা গ্রহণ কর, তপস্যা কর, সন্ন্যাস গ্রহণ কর, ইত্যাদি নানাপ্রকার উপদেশের একমাত্র উদ্দেশ্য কৌশলে লোকসমূহকে বশীভূত করিয়া দান করিতে বাধ্য করা এবং তাহারই উপায়স্বরূপ বেদ প্রভৃতি শাস্ত্র কতিপয় ধূর্ত-মেধাবী লোক প্রচার করিয়াছে। পামরগণকে বঞ্চিত করিয়া তাহাদের ধন গ্রহণ করাই ঐ সকল শাস্ত্রপ্রচারের প্রয়োজন। মহাপ্রাজ্ঞ! তুমি বিবেচনা করিয়া দেখ—ইহলোকভিন্ন পরলোক বলিয়া কিছুই নাই। যাহা প্রত্যক্ষ, তাহারই অনুষ্ঠান কর। যাহা অনুমান গ্রাহ্য বা পরোক্ষ, তাহাকে উপেক্ষা কর। ভরতকর্তৃক প্রসাদিত হইয়া প্রত্যক্ষবাদী সাধুগণের সর্বলোকসম্মত বুদ্ধিকে গ্রহণপূর্বক রাজ্য গ্রহণ কর।১১-১৮

(খ) রাজ্যং স ত্বং নিগৃহ্ণীষ্ব—।

মহর্ষি-বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে অষ্টাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত।

নবাধিকশততমঃ সর্গঃ

[জাবালের্নাস্তিকমতং খণ্ডয়িত্বা শ্রীরামেণাস্তিকমতস্য স্থাপনম্ ।]

জাবালেস্তু বচঃ শ্রুত্বা রামঃ সত্যপরাক্রমঃ ।
উবাচ পরয়া সূক্ত্যা বুদ্ধ্যাবিপ্রতিপন্নয়া ॥১
ভবান্ মে প্রিয়কামার্থং বচনং যদিহোক্তবান্ ।
অকার্য্যং কার্য্যসঙ্কাশমপথ্যং পথ্যসন্নিভম্ ॥২
নির্ম্মর্য্যাদস্তু পুরুষঃ পাপাচারসমন্বিতঃ ।
মানং ন লভতে সৎসু ভিন্নচারিত্রদর্শনঃ ॥৩
কুলীনমকুলীনং বা বীরং পুরুষমানিনম্ ।
চারিত্রমেব ব্যাখ্যাতি শুচিং বা যদি বাশুচিম্ ॥৪
অনার্য্যস্ত্বার্য্যসংস্থানঃ শৌচাদ্ধীনস্তথা শুচিঃ ।
লক্ষণ্যবদলক্ষণ্যো দুঃশীলঃ শীলবানিব ॥৫
অধর্ম্মং ধর্ম্মবেষেণ যদ্যহং লোকসঙ্করম্ ।
অভিপৎস্যে শুভং হিত্বা ক্রিয়াং বিধিবিবর্জ্জিতাম্ ॥৬
কশ্চেতয়ানঃ পুরুষঃ কার্য্যাকার্য্যবিচক্ষণঃ ।
বহু মন্যেত মাং লোকে দুর্ব্বৃত্তং লোকদূষণম্ ॥৭
কস্য যাস্যাম্যহং বৃত্তং কেন বা স্বর্গমাপ্নুয়াম্ ।
অনয়া বর্ত্তমানোঽহং বৃত্ত্যা হীনপ্রতিজ্ঞয়া ॥৮
কামবৃত্তোঽন্বয়ং লোকঃ কৃৎস্নঃ সমুপবর্ত্ততে ।
যদ্‌বৃত্তাঃ সন্তি রাজানস্তদ্‌বৃত্তাঃ সন্তি হি প্রজাঃ ॥৯
সত্যমেবানৃশংসঞ্চ রাজবৃত্তং সনাতনম্ ।
তস্মাৎ সত্যাত্মকং রাজ্যং সত্যে লোকঃ
প্রতিষ্ঠিতঃ ॥১০

নবাধিক শততম সর্গ

[জাবালির নাস্তিকমত খণ্ডন করিয়া শ্রীরামকর্ত্তৃক আস্তিকমত স্থাপন ।]

জাবালির বাক্য শুনিয়া সত্যপরাক্রম রাম অবিচলিতবুদ্ধিতে বেদশাস্ত্রসমর্থিত সাধুবাক্যে বলিলেন, —আপনি আমার প্রীতিকামনায় যে সকল কথা বলিলেন, তাহা কর্ত্তব্যের ন্যায় মনে হইলেও বস্তুতই অকর্ত্তব্য এবং পথ্য বলিয়া মনে হইলেও অপথ্যই। মর্য্যাদাহীন, পাপাচারপরায়ণ ও সাধুসম্মতশাস্ত্র ত্যাগ করিয়া নাস্তিকমতে শ্রদ্ধালু ব্যক্তি কখনই সজ্জনগণের নিকট সম্মান লাভ করিতে পারে না। মনুষ্য কুলীনই হউক কিংবা অকুলীনই হউক, বীরই হউক কিংবা বীরম্মন্যই হউক, শুচিই হউক কিংবা অশুচিই হউক, স্বীয় চরিত্রই (আচরণই) তাহার স্বরূপ প্রকাশ করিয়া দেয়, আমি যদি আপনার কথানুসারে কার্য্য করি, তাহা হইলে অসাধুব্যক্তি সাধুর ন্যায়, অশুচিব্যক্তি শুচির ন্যায়, লক্ষণহীন-ব্যক্তি সুলক্ষণবিশিষ্ট ব্যক্তির ও দুঃশীলব্যক্তি সুশীল ব্যক্তির ন্যায় আচরণ করিলে যে অবস্থা হয়, আমারও সেই অবস্থা হইবে। আমি ধার্মিক বেশ ধারণ করিয়া আপনার পরামর্শানুসারে যদি লোক-সঙ্করকারক অধর্মকে আশ্রয় করি, তাহা হইলে শুভফল ত্যাগপূর্বক অবৈধ ক্রিয়ানুষ্ঠান জন্য অশুভফল পাইতে হইবে।১-৬

আমি দুর্বৃত্ত হইয়া পরলোকদূষক পথ অবলম্বন করিলে কার্য্যাকার্য্য বিচক্ষণ সচেতন কোন্ পুরুষ এই সংসারে আমাকে সম্মান করিবে? আপনার কথানুসারে কার্য্য করিলে আমার সত্যপালনের প্রতিজ্ঞাহানি হইবে, আমি প্রতিজ্ঞাহীন হইয়া ব্যবহার করিলে কাহার চরিত্র অনুসরণ করিবে? (অথবা কোন্ মহাপুরুষের আদর্শ অনুসরণ করা হইবে?) কিরূপেই বা স্বর্গ লাভ করিতে পারিব? আমি যদি আপনার পরামর্শানুসারে যথেচ্ছাচারী হই, তাহা হইলে সকল লোকই যথেচ্ছাচারী হইবে। যেহেতু, রাজাদিগের আচরণ যেরূপ হয়, প্রজাদের আচরণও সেইরূপই হইয়া থাকে।

ঋষয়শ্চৈব দেবাশ্চ সত্যমেব হি মেনিরে।
সত্যবাদী হি লোকেঽস্মিন্ পরং গচ্ছতি চাক্ষয়ম্ ॥১১
উদ্বিজন্তে যথা সর্পান্নরাদনৃতবাদিনঃ।
ধর্মঃ সত্যপরো লোকে মূলং সর্বস্য চোচ্যতে ॥১২
সত্যমেবেশ্বরো লোকে সত্যে ধর্মঃ সদাশ্রিতঃ।
সত্যমূলানি সর্বাণি সত্যান্নাস্তি পরং পদম্ ॥১৩
দত্তমিষ্টং হুতং চৈব তপ্তানি চ তপাংসি চ।
বেদাঃ সত্যপ্রতিষ্ঠানাস্তস্মাৎ সত্যপরো ভবেৎ ॥১৪
একঃ পালয়তে লোকমেকঃ পালয়তে কুলম্।
মজ্জত্যেকো হি নিরয় একঃ স্বর্গে মহীয়তে ॥১৫
সোঽহং পিতুর্নিদেশং তু কিমর্থং নানুপালয়ে।
সত্যপ্রতিশ্রবঃ সত্যং সত্যেন সময়ীকৃতম্ ॥১৬

নৈব লোভান্ন মোহাদ্ বা ন চাজ্ঞানাৎ তমোঽন্বিতঃ।
সেতুং সত্যস্য ভেৎস্যামি গুরোঃ সত্যপ্রতিশ্রবঃ ॥১৭
অসত্যসন্ধস্য সতশ্চলস্যাস্থিরচেতসঃ।
নৈব দেবা ন পিতরঃ প্রতীচ্ছন্তীতি নঃ শ্রুতম্ ॥১৮
প্রত্যগাত্মমিমং ধর্মং সত্যং পশ্যাম্যহং ধ্রুবম্।
ভারঃ সৎপুরুষৈশ্চীর্ণস্তদর্থমভিনন্দ্যতে ॥১৯
ক্ষাত্রং ধর্মমহং ত্যক্ষ্যে হ্যধর্মং ধর্মসংহিতম্।
ক্ষুদ্রৈর্নৃশংসৈর্লুব্ধৈশ্চ সেবিতং পাপকর্মভিঃ ॥২০
কায়েন কুরুতে পাপং মনসা সম্প্রধার্য্য তৎ।
অনৃতং জিহ্বয়া চাহ ত্রিবিধং কর্ম পাতকম্ ॥২১
ভূমিঃ কীর্তির্যশো লক্ষ্মীঃ পুরুষং প্রার্থয়ন্তি হি।
সত্যং সমনুবর্তন্তে সত্যমেব ভজেৎ ততঃ ॥২২

সত্যবাক্য ও সর্বভূতে দয়াই সনাতন রাজচরিত্র (বা রাজাদিগের ধর্ম)। সুতরাং এই রাজ্য সত্যময়। সত্যেই সমস্ত লোক প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।৭-১০

ঋষিগণ ও দেবগণ সত্যকেই সম্মানিত করেন। এই সংসারে সত্যবাদী ব্যক্তিই অক্ষয় ব্রহ্মলোকে গমন করেন। সর্প হইতে যেমন লোক উদ্বিগ্ন হয়, সেইরূপ মিথ্যাবাদী ব্যক্তি হইতেও লোক উদ্বিগ্ন হয়। এই সংসারে সত্যাশ্রিত ধর্মই সকলের মূল বলিয়া কথিত হইয়াছে। ইহলোকে সত্যই ঈশ্বর। সত্যেই ধর্ম প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। এই সংসারের সকল বস্তুরই মূল-স্বরূপ সত্য। সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তু কিছু নাই। দান, যজ্ঞ, হোম, তপস্যাচরণ ও বেদশাস্ত্রাদি সত্যেই প্রতিষ্ঠিত। অতএব মনুষ্য মাত্রেরই সত্যপরায়ণ হওয়া কর্তব্য। মনুষ্য একাকী রাজ্যপালন করে, একাকীই বংশকে পালন করে, একাকী নরকে পতিত হয় এবং একাকীই স্বর্গে পূজিত হয়।১১-১৫

সত্যপ্রতিজ্ঞ ও সদাচাররত পিতা আমাকে সত্য-পালনের আদেশ দিয়াছেন। আমি ধর্মাধর্ম বুঝিয়াও কিরূপে পিতৃদেবের আদেশ পালনে পরাঙ্মুখ হইব? আমি সত্যপালনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আছি। অতএব লোভ, মোহ ও অজ্ঞতাবশতঃ মুগ্ধচিত্ত হইয়া পিতৃদেবের সত্য-মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিব না। আমি এই কথা শুনিয়াছি যে—অসত্যপ্রতিজ্ঞ, চঞ্চলস্বভাব ও অস্থির-চিত্তব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত হব্য-কব্য (হব্য—দেবভোগ্য। কব্য—পিতৃভোগ্য) দেবগণ ও পিতৃগণ গ্রহণ করেন না। জীবগণের উদ্দেশে প্রবৃত্ত সত্যপালনরূপ ধর্মকেই আমি সকলধর্মের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মনে করি। পূর্বতন সাধুগণ সত্যপালনের জন্যই জটাবল্কলাদি ধারণ করিয়াছিলেন, সেইজন্য আমি জটাবল্কলাদি ধারণের প্রশংসা করিতেছি। নীচাশয়, নৃশংস, লুব্ধ ও পাপাচারি-জনগণ ধর্মের মত প্রতীয়মান অধর্মেরই সেবা করিয়া থাকে, আমি ঐরূপ অধর্মকে পরিত্যাগ করিব। কিন্তু ক্ষত্রিয়ের প্রকৃত ধর্মকে পরিত্যাগ করিব না।১৬-২০

"এইরূপ কর্ম করিব" ইহা মনোমধ্যে স্থির করিয়া মনুষ্য শরীরদ্বারা পাপ করে, পরে তাহা গোপন করিবার জন্য মিথ্যা কথা বলে,—এই মানসিক, কায়িক, ও বাচনিক ভেদে পাপ তিন প্রকার। ভূমি, কীর্ত্তি (দানের জন্য সুনাম), যশ, (দৈহিক শক্তির জন্য সুনাম) ও লক্ষ্মী সত্যনিষ্ঠ পুরুষকে কামনা করে। ইহারা সত্যেরই অনুগমন করিয়া থাকে। অতএব সত্যেরই সেবা করা কর্তব্য। আপনি বিশেষভাবে অবধারণ-পূর্বক যুক্তিপূর্ণ বাক্যে বলিয়াছেন যে, "রাজ্যপালন কর,

শ্রেষ্ঠং হ্যনার্য্যমেব স্যাদ্ যদ্ ভবানবধার্য্য মাম্।
আহ যুক্তিকরৈর্বাক্যৈরিদং ভদ্রং কুরুষ্ব হ ॥২৩
কথং হ্যহং প্রতিজ্ঞায় বনবাসমিমং গুরোঃ।
ভরতস্য করিষ্যামি বচো হিত্বা গুরোর্বচঃ ॥২৪
স্থিরা ময়া প্রতিজ্ঞাতা প্রতিজ্ঞা গুরুসন্নিধৌ।
প্রহৃষ্টমানসা দেবী কৈকয়ী চাভবৎ তদা ॥২৫
বনবাসং বসন্নেব শুচির্নিয়তভোজনঃ।
মূল-পুষ্পফলৈঃ পুণ্যৈঃ পিতৄন্ দেবাংশ্চ তর্পয়ন্ ॥২৬
সন্তুষ্টপঞ্চবর্গোঽহং লোকযাত্রাং প্রবাহয়ে।
অকুহঃ শ্রদ্দধানঃ সন্ কার্য্যাকার্য্যবিচক্ষণঃ ॥২৭
কর্মভূমিমিমাং প্রাপ্য কর্তব্যং কর্ম যচ্ছুভম্।
অগ্নির্বায়ুশ্চ সোমশ্চ কর্মণা ফলভাগিনঃ ॥২৮
শতং ক্রতূনামাহৃত্য দেবরাট্ ত্রিদিবং গতঃ।
তপাংস্যুগ্রাণি চাস্থায় দিবং প্রাপ্তা মহর্ষয়ঃ ॥২৯
অমৃষ্যমাণঃ পুনরুগ্রতেজা
নিশম্য তন্নাস্তিকবাক্যহেতুম্।
অথাব্রবীৎ তং নৃপতেস্তনূজো
বিগর্হমাণো বচনানি তস্য ॥৩০
সত্যঞ্চ ধর্মঞ্চ পরাক্রমঞ্চ
ভূতানুকম্পাং প্রিয়বাদিতাঞ্চ।
দ্বিজাতি-দেবাতিথিপূজনঞ্চ
পন্থানমাহুস্ত্রিদিবস্য সন্তঃ ॥৩১
তেনৈবমাজ্ঞায় যথাবদর্থ-
মেকোদয়ং সম্প্রতিপদ্য বিপ্রাঃ।

ইহা তোমার হিতকর”—এই সকল কথা আমার নিকট ন্যায় সঙ্গত বলিয়া মনে হইতেছে না। আমি পিতার নিকট বনবাসের প্রতিজ্ঞা করিয়া এক্ষণে গুরুবাক্য পরিত্যাগপূর্বক কিরূপে ভরতের কথানুসারে কার্য্য করিব? আমি যখন পিতৃদেবের সম্মুখে দৃঢ়তর প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, তখন কৈকেয়ী দেবী অতিশয় হৃষ্টচিত্তা হইয়াছিলেন। অতএব আমি শুচি ও সংযতাহার হইয়া এই বনে বাসকরত পবিত্রফল, মূল ও পুষ্প দ্বারা পিতৃগণ ও দেবগণের তৃপ্তি সাধনপূর্বক নিজপ্রতিজ্ঞা পালন করিব। আমি ফলমূলভোজন দ্বারা পঞ্চেন্দ্রিয়ের সন্তোষসাধন করত অকপট শ্রদ্ধাশীল ও কার্য্যাকার্য্য বিচক্ষণ হইয়া পিতার সত্যপালনপূর্বক জীবনযাত্রা নির্বাহ করিব। এই কর্মভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়া কল্যাণকর কর্মানুষ্ঠানই কর্তব্য। যেহেতু অগ্নি, বায়ু ও সোম এই দেবতাত্রয় কর্মের ফলভাগী অর্থাৎ স্বীয় কর্মানুসারে ঐ তিনলোক পাওয়া যায়। দেবরাজ ইন্দ্র শতযজ্ঞ সম্পাদন করিয়া স্বর্গরাজ্য লাভ করিয়াছেন এবং মহর্ষিগণ উগ্র তপস্যা করিয়াই দেবলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। উগ্রতেজা নৃপসুত রাম জাবালির নাস্তিকতাপূর্ণ বাক্যসকল শুনিয়া অতিশয় অসহিষ্ণু হইলেন এবং তাঁহার বাক্যের নিন্দাপূর্বক পুনর্বার কহিলেন।২১-৩০

সত্য, ধর্ম, চান্দ্রায়ণাদি তপস্যা, সর্বজীবে দয়া, প্রিয়বাদিতা এবং ব্রাহ্মণ, দেবতা ও অতিথির সৎকারকেই সাধুগণ স্বর্গের কারণ বলিয়াছেন। আমার এই কথানুসারে অপ্রমত্ত ব্রাহ্মণগণ অনুকূল তর্ক অবলম্বনপূর্বক মুখ্যফলসমন্বিত বেদার্থ যথাবিধি অবগত হইয়া সকল ধর্ম আচরণ করত ব্রহ্মলোকাদি প্রাপ্তিতে আকাঙ্ক্ষা করিবেন। আপনি যে প্রত্যক্ষ প্রমাণবাদী চার্বাকের মতানুসারে বাক্যসমূহ বলিলেন এবং এইরূপ বুদ্ধির দ্বারা ধর্মভ্রষ্ট হইয়া যে নাস্তিকতা প্রকাশ করিতেছেন, তাহাতে মনে হয় যে, আপনার বুদ্ধি ভ্রংশ হইয়াছে। তথাপি পিতৃদেব যে আপনাকে যজ্ঞকার্য্যে বরণ করিয়াছিলেন, তজ্জন্য আমি তাঁহার ঐ কার্য্যকে নিন্দা করিতেছি। চোর যেমন দণ্ডনীয়, বুদ্ধও সেইরূপ। তথাগত বুদ্ধ নাস্তিক বলিয়া মনে করা উচিত। প্রজাগণের বুদ্ধি শুদ্ধির জন্য নাস্তিক-ব্যক্তিকে দণ্ড দান করা রাজার কর্তব্য। পণ্ডিতব্যক্তি অধার্মিক নাস্তিকের সহিত বাক্যালাপও করেন না, আপনার পূর্ববর্তী ব্যক্তিগণ ও ব্রাহ্মণগণ বহুবিধ শুভকর্মের অনুষ্ঠান করিয়াছেন।

ধর্মং চরন্তঃ সকলং যথাবৎ
কাঙ্ক্ষন্তি লোকাগমমপ্রমত্তাঃ ॥৩২
নিন্দাম্যহং কর্ম কৃতং পিতুস্তদ্
যত্ত্বামগৃহ্ণাদ্ বিষমস্থবুদ্ধিম্ ।
বুদ্ধ্যানয়ৈবং বিধয়া চরন্তং
সুনাস্তিকং ধর্মপথাদপেতম্ ॥৩৩
যথা হি চোরঃ স তথা হি বুদ্ধ-
স্তথাগতং নাস্তিকমত্র বিদ্ধি ।
তস্মাদ্ধি যঃ শক্যতমঃ প্রজানাং
স নাস্তিকে নাভিমুখো বুধঃ স্যাৎ ॥৩৪
ত্বত্তো জনাঃ পূর্বতরে দ্বিজাশ্চ
শুভানি কর্মাণি বহূনি চক্রুঃ ।
ছিত্ত্বা সদেমঞ্চ পরঞ্চ লোকং
তস্মাদ্ দ্বিজাঃ স্বস্তি কৃতং হুতঞ্চ ॥৩৫
ধর্মে রতাঃ সৎপুরুষৈঃ সমেতা-
স্তেজস্বিনো দান-গুণ প্রধানাঃ ।
অহিংসকা বীতমলাশ্চ লোকে
ভবন্তি পূজ্যা মুনয়ঃ প্রধানাঃ ॥৩৬
ইতি ব্রুবন্তং বচনং সরোষং
রামং মহাত্মানমদীনসত্ত্বম্ ।
উবাচ পথ্যং পুনরাস্তিকঞ্চ
সত্যং বচঃ সানুনয়ঞ্চ বিপ্রঃ ॥৩৭
ন নাস্তিকানাং বচনং ব্রবীম্যহং
ন নাস্তিকোঽহং ন চ নাস্তি কিঞ্চন ।
সমীক্ষ্য কালং পুনরাস্তিকোঽভবং
ভবেয় কালে পুনরেব নাস্তিকঃ ॥৩৮
স চাপি কালোঽয়মুপাগতঃ শনৈ-
র্যথা ময়া নাস্তিকবাগুদীরিতা ।
নিবর্তনার্থং তব রাম কারণাৎ
প্রসাদনার্থঞ্চ ময়ৈতদীরিতম্ ॥৩৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে নবাধিকশততমঃ সর্গঃ ।

ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কামনাশূন্য হইয়া তাঁহারা যে অহিংসা, সত্য, তপস্যা, দান, পরোপকারাদি ধর্ম ও যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাহাতেই বেদের প্রামাণ্য দেদীপ্যমান রহিয়াছে ।৩১-৩৫

যাঁহারা ধর্মরত, সৎপুরুষের সাহচর্য্য প্রাপ্ত, তেজস্বী, দানশীল, গুণবান, অহিংসক ও নির্মলচিত্ত মুনিশ্রেষ্ঠ, তাঁহারাই অর্থাৎ বশিষ্ঠাদি সেই সকল মুনিশ্রেষ্ঠরাই লোকসমাজে পূজিত হইয়া থাকেন। আপনার মত নাস্তিকমতাবলম্বী মুনি কখনও পূজিত হইতে পারেন না। মহামনা মহাত্মা রাম জাবালির বাক্যে নানাপ্রকার দোষ প্রদর্শনপূর্বক এইরূপ বলিতে থাকিলে দ্বিজবর জাবালি পুনর্বার অনুনয় সহকারে সত্য, সুপথ্য ও আস্তিক্যযুক্ত বাক্য বলিতে লাগিলেন—আমি নাস্তিকগণের মত প্রকাশ করিতেছি না, আমি নিজেও নাস্তিক নহি। পরলোক প্রভৃতি কিছুই নাই—একথা হইতে পারে না। সময় বুঝিয়া আমি পুনর্বার আস্তিক হইয়াছিলাম। সময়বিশেষে আমি নাস্তিক হইয়া থাকি। আমি যে সময়ে নাস্তিকের কথা বলিয়াছিলাম, সেই সময় ক্রমশঃ গত হইল। রাম! তোমাকে বনবাস হইতে নিবৃত্ত ও প্রসন্ন করিবার জন্যই আমি ঐরূপ বলিয়াছিলাম ।৩৬-৩৯

মহর্ষি-বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে নবাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত।

দশাধিকশততমঃ সর্গঃ

[সৃষ্টিপরম্পরয়া সহ ইক্ষ্বাকুকুলপরম্পরামুক্ত্বা জ্যেষ্ঠেনৈব রাজ্যং গ্রাহ্যমিতি নীত্যা প্রতিপাদ্য রাজ্যগ্রহণায় শ্রীরামং প্রতি বসিষ্ঠদেবস্যোপদেশঃ।]

ক্রুদ্ধমাজ্ঞায় রামং তু বসিষ্ঠঃ প্রত্যুবাচ হ।
জাবালিরপি জানীতে লোকস্যাস্য গতাগতিম্ ॥১
নিবর্তয়িতুকামস্তু তামেতদ্ বাক্যমব্রবীৎ।
ইমাং লোকসমুৎপত্তিং লোকনাথ নিবোধ মে ॥২
সর্বং সলিলমেবাসীৎ পৃথিবী তত্র নির্মিতা।
ততঃ সমভবদ্ ব্রহ্মা স্বয়ম্ভূর্দৈবতৈঃ সহ ॥৩
স বরাহস্ততো ভূত্বা প্রোজ্জহার বসুন্ধরাম্।
অসৃজচ্চ জগৎ সর্বং সহ পুত্রৈঃ কৃতাত্মভিঃ ॥৪
আকাশপ্রভবো ব্রহ্মা শাশ্বতো নিত্য অব্যয়ঃ।
তস্মান্মরীচিঃ সংজজ্ঞে মরীচেঃ কশ্যপঃ সুতঃ ॥৫
বিবস্বান্ কশ্যপাজ্জজ্ঞে মনুর্বৈবস্বতঃ স্বয়ম্।
স তু প্রজাপতিঃ পূর্বমিক্ষ্বাকুস্তু মনোঃ সুতঃ ॥৬
যস্যেয়ং প্রথমং দত্তা সমৃদ্ধা মনুনা মহী।
তমিক্ষ্বাকুমযোধ্যায়াং রাজানং বিদ্ধি পূর্বকম্ ॥৭
ইক্ষ্বাকোস্তু সুতঃ শ্রীমান্ কুক্ষিরিত্যেব বিশ্রুতঃ।
কুক্ষেরথাত্মজো বীরো বিকুক্ষিরুদপদ্যত ॥৮
বিকুক্ষেস্তু মহাতেজা বাণঃ পুত্রঃ প্রতাপবান্।
বাণস্য চ মহাবাহুরনরণ্যো মহাতপাঃ ॥৯
নানাবৃষ্টির্বভূবাস্মিন্ ন দুর্ভিক্ষং সতাং বরে।
অনরণ্যে মহারাজে তস্করো বাপি কশ্চন ॥১০
অনরণ্যান্মহারাজ পৃথু রাজা বভূব হ।
তস্মাৎ পৃথোর্মহাতেজাস্ত্রিশঙ্কুরুদপদ্যত ॥১১
স সত্যবচনাদ্ বীরঃ সশরীরো দিবং গতঃ।
ত্রিশঙ্কোরভবৎ সূনুর্ধুন্ধুমারো মহাযশাঃ ॥১২

দশাধিক শততম সর্গ

[সৃষ্টিপরম্পরার সহিত ইক্ষ্বাকুকুলপরম্পরার কথা বলিয়া জ্যেষ্ঠ পুত্রেরই রাজ্য গ্রহণ করা উচিত - ইহা নিতিশাস্ত্রদ্বারা প্রতিপাদন করিয়া রাজ্য গ্রহণের জন্য শ্রীরামের প্রতি বশিষ্ঠদেবের উপদেশ।]

রাম ক্রুদ্ধ হইয়াছেন দেখিয়া বশিষ্ঠদেব বলিলেন— রাম! জাবালি সংসারের লোকের ইহলোকে ও পরলোকে গতাগতির বিষয় বিশেষরূপেই জানেন। তোমাকে বনবাস হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্যই ইনি ঐ সকল কথা বলিয়াছেন। লোকনাথ! রাম! তুমি লোকসমূহের উৎপত্তির বিষয় আমার নিকট শ্রবণ কর। পূর্বে সমস্ত জলময় ছিল, সেই জলমধ্যে পৃথিবীর নির্মাণ হয়। অনন্তর দেবগণের সহিত স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা সমুদ্ভূত হন। পরে বিশ্বাত্মা বিষ্ণু বরাহরূপ ধারণ করিয়া জলমধ্য হইতে পৃথিবীকে উদ্ধার করেন এবং সৃষ্টিশক্তি-সম্পন্ন নিজ পুত্রগণের সহিত স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগতের সৃষ্টি করিলেন। কারণোপাধি পরব্রহ্ম হইতে আপেক্ষিক নিত্যতাযুক্ত অব্যয় ব্রহ্মা সম্ভূত হন। ব্রহ্মা হইতে মরীচি ও মরীচি হইতে কশ্যপ জন্মগ্রহণ করেন।১-৫

কশ্যপ হইতে বিবস্বান্ ও বিবস্বান্ হইতে বৈবস্বত মনু জন্মগ্রহণ করেন। এই বৈবস্বত মনুই প্রথম প্রজাপতি। ইঁহার পুত্র ইক্ষ্বাকু। মনু ইক্ষ্বাকুকেই প্রথমে সমৃদ্ধিশালিনী পৃথিবী দান করিয়াছিলেন। এই ইক্ষ্বাকুকে অযোধ্যার প্রথম রাজা বলিয়া জান। ইক্ষ্বাকুর পুত্র শ্রীমান্ কুক্ষিনামে বিখ্যাত ছিলেন। বীর! রাম! কুক্ষি হইতে বিকুক্ষি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বিকুক্ষির পুত্র মহাতেজা বাণ, বাণের পুত্র মহাবাহু অনরণ্য। তিনি মহাতপস্বী ছিলেন। সজ্জনশ্রেষ্ঠ মহারাজ অনরণ্যের রাজত্বকালে অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষ হয় নাই এবং কেহ চোর ছিল না।৬-১০

মহারাজ! অনরণ্য হইতে পৃথুরাজা জন্মগ্রহণ করেন। পৃথু হইতে মহাতেজা ত্রিশঙ্কু উৎপন্ন হন। বীর ত্রিশঙ্কু সত্যবাদী হওয়ায় সশরীরে স্বর্গে গমন করেন। ত্রিশঙ্কু হইতে মহাযশস্বী ধুন্ধুমার সম্ভূত হন। ধুন্ধুমার হইতে

ধুন্ধুমারান্মহাতেজা যুবনাশ্বো ব্যজায়ত।
যুবনাশ্বসুতঃ শ্রীমান্ মান্ধাতা সমপদ্যত ॥১৩
মান্ধাতুস্তু মহাতেজাঃ সুসন্ধিরুদপদ্যত।
সুসন্ধেরপি পুত্রৌ দ্বৌ ধ্রুবসন্ধিঃ প্রসেনজিৎ ॥১৪
যশস্বী ধ্রুবসন্ধেস্তু ভরতো রিপুসূদনঃ।
ভরতাৎ তু মহাবাহোরসিতো নাম জায়ত ॥১৫
যস্যৈতে প্রতিরাজান উদপদ্যন্ত শত্রবঃ।
হৈহয়াস্তালজঙ্ঘাশ্চ শূরাশ্চ শশবিন্দবঃ ॥১৬
তাংস্তু সর্বান্ প্রতিব্যূহ্য যুদ্ধে রাজা প্রবাসিতঃ।
স চ শৈলবরে রম্যে বভূবাভিরতো মুনিঃ ॥১৭
দ্বে চাস্য ভার্য্যে গর্ভিণ্যৌ বভূবতুরিতি শ্রুতিঃ।
তত্র চৈকা মহাভাগা ভার্গবং দেববর্চসম্ ॥১৮
ববন্দে পদ্মপত্রাক্ষী কাঙ্ক্ষিণী পুত্রমুত্তমম্।
একা গর্ভবিনাশায় সপত্ন্যৈ গরলং দদৌ ॥১৯
ভার্গবশ্চ্যবনো নাম হিমবন্তমুপাশ্রিতঃ।
তমৃষিং সাভ্যুপাগম্য কালিন্দীত্বভ্যবাদয়ৎ ॥২০
স তামভ্যবদৎ প্রীতো বরেপ্সুং পুত্রজন্মনি।
পুত্রস্তে ভবিতা দেবি মহাত্মা লোকবিশ্রুতঃ ॥২১
ধার্মিকশ্চ সুভীমশ্চ বংশকর্তাঽরিসূদনঃ।
গত্বা প্রদক্ষিণং কৃত্বা মুনিং তমনুমান্য চ ॥২২
পদ্মপত্রসমানাক্ষং পদ্মগর্ভসমপ্রভম্।
ততঃ সা গৃহমাগম্য পত্নী পুত্রমজায়ত ॥২৩
সপত্ন্যা তু গরস্তস্যৈ দত্তো গর্ভজিঘাংসয়া।
গরেণ সহ তেনৈব তস্মাৎ স সগরোঽভবৎ ॥২৪
স রাজা সগরো নাম যঃ সমুদ্রমখানয়ৎ।
ইষ্ট্বা পর্বণি বেগেন ত্রাসয়ান ইমাঃ প্রজাঃ ॥২৫
অসমঞ্জস্তু পুত্রোঽভূৎ সগরস্যেতি নঃ শ্রুতম্।
জীবন্নেব স পিত্রা তু নিরস্তঃ পাপকর্মকৃৎ ॥২৬

মহাতেজা যুবনাশ্ব ও যুবনাশ্ব হইতে শ্রীমান্ মান্ধাতা জন্মগ্রহণ করেন। মান্ধাতা হইতে মহাতেজা সুসন্ধি, সুসন্ধি হইতে ধ্রুবসন্ধি ও প্রসেনজিৎ নামে দুই পুত্র উদ্ভূত হন। ধ্রুবসন্ধি হইতে যশস্বী শত্রুদমনকারী ভরত এবং মহাবাহু ভরত হইতে অসিতনামক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন।১১-১৫

হৈহয়, তালজঙ্ঘ ও শশবিন্দুনামক বীরগণ যাঁহার শত্রুরূপে বিপক্ষ হইয়াছিলেন, সেই অসিত মহারাজ যুদ্ধে প্রতিপক্ষ বীরগণকে সসৈন্যে অবরোধ করেন; পরিশেষে প্রতিপক্ষের বলাধিক্য বুঝিয়া প্রবাসে গমন করেন এবং মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিয়া রমণীয় হিমালয়-পর্বতে তপস্যার জন্য অবস্থিতি করেন। শোনা যায় যে—ঐ সময় অসিতের দুই পত্নীই গর্ভবতী ছিলেন। তন্মধ্যে একজন মহাভাগ্যবতী পদ্মপলাশলোচনা রাজ্ঞী সৎসন্তান লাভের কামনা করিয়া দেবতুল্য তেজস্বী ভৃগুনন্দন চ্যবনকে বন্দনা করিয়াছিলেন। অপরা রাজ্ঞী গর্ভ নষ্ট করিবার জন্য সপত্নীকে বিষ প্রদান করিয়াছিলেন। ভৃগুপুত্র চ্যবন সেই সময় হিমালয়ে বসবাস করিতেন। কালিন্দীনাম্নী প্রথমা রাজ্ঞী সেই ঋষির নিকট যাইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন।১৬-২০

ঋষি চ্যবন রাজ্ঞীর অভিবাদনে প্রীত হইয়া ঐ সৎ পুত্রাভিলাষিণীকে বলিলেন—দেবি! লোকপ্রসিদ্ধ মহাত্মা এক পুত্র তোমার হইবে। ঐ পুত্র ধার্মিক, অতি ভীষণ প্রকৃতি, বংশরক্ষাকারী ও শত্রুনাশক হইবে। কালিন্দী রাজ্ঞী এইরূপ বরপ্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ-পূর্বক সম্মান করত গৃহে আগমন করিলেন এবং পদ্মপত্র-নেত্র ও পদ্মগর্ভসমপ্রভ একটি পুত্র প্রসব করিলেন। গর্ভনাশ করিবার জন্য সপত্নী যে বিষ প্রদান করিয়াছিল, সেই বিষের (গর) সহিত পুত্র ভূমিষ্ঠ হইল বলিয়া ঐ পুত্রের "সগর" নাম রাখা হইল। যে সগর রাজা অশ্বমেধযজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া খননবেগবলে প্রজাগণকে উদ্বেজিত করিয়া নিজ পুত্রগণের দ্বারা সমুদ্র খনন করাইয়াছিলেন।২১-২৫

আমরা শুনিয়াছি যে, সগরের অসমঞ্জনামক একটি পুত্র হইয়াছিল। ঐ পুত্র অতিশয় পাপপরায়ণ ছিল বলিয়া সগর জীবদ্দশাতেই তাঁহাকে পরিত্যাগ

অংশুমানপি পুত্রোঽভূদসমঞ্জশ্চ বীর্য্যবান্।
দিলীপোংঽশুমতঃ পুত্রো দিলীপস্য ভগীরথঃ ॥২৭
ভগীরথাৎ ককুৎস্থশ্চ কাকুৎস্থা যেন তু স্মৃতাঃ।
ককুৎস্থস্য তু পুত্রোঽভূদ্ রঘুর্যেন তু রাঘবাঃ ॥২৮
রঘোস্তু পুত্রস্তেজস্বী প্রবৃদ্ধঃ পুরুষাদকঃ।
কল্মাষপাদঃ সৌদাস ইত্যেবং প্রথিতো ভুবি ॥২৯
কল্মাষপাদ পুত্রোঽভূচ্ছঙ্খণস্ত্বিতি নঃ শ্রুতম্।
যস্তু তদ্বীর্যমাসাদ্য সহসৈন্যো ব্যনীনশৎ ॥৩০
শঙ্খণস্য তু পুত্রোঽভূচ্ছূরঃ শ্রীমান্ সুদর্শনঃ।
সুদর্শনস্যাগ্নিবর্ণ অগ্নিবর্ণস্য শীঘ্রগঃ ॥৩১
শীঘ্রগস্য মরুঃ পুত্রো মরোঃ পুত্রঃ প্রশুশ্রুবঃ।
প্রশুশ্রুবস্য পুত্রোঽভূদম্বরীষো মহামতিঃ ॥৩২
অম্বরীষস্য পুত্রোঽভূন্নহুষঃ সত্যবিক্রমঃ।
নহুষস্য চ নাভাগঃ পুত্রঃ পরমধার্মিকঃ ॥৩৩
অজশ্চ সুব্রতশ্চৈব নাভাগস্য সুতাবুভৌ।
অজস্য চৈব ধর্মাত্মা রাজা দশরথঃ সুতঃ ॥৩৪
তস্য জ্যেষ্ঠোঽসি দায়াদো রাম ইত্যভিবিশ্রুতঃ।
তদ্ গৃহাণ স্বকং রাজ্যমবেক্ষস্ব জগন্নৃপ ॥৩৫
ইক্ষ্বাকূণাং হি সর্বেষাং রাজা ভবতি পূর্বজঃ।
পূর্বজেনাবরঃ পুত্রো জ্যেষ্ঠো রাজাভিষিচ্যতে ॥৩৬
স রাঘবাণাং কুলধর্মমাত্মনঃ
সনাতনং নাদ্য বিহন্তুমর্হসি।
প্রভূতরত্নামনুশাধি মেদিনীং
প্রভূতরাষ্ট্রাং পিতৃবন্মহাযশঃ ॥৩৭

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে দশাধিকশততমঃ সর্গঃ।

করিয়াছিলেন। ঐ অসমঞ্জের পুত্র বীর্য্যবান্ অংশুমান্। অংশুমানের পুত্র দিলীপ, দিলীপের পুত্র ভগীরথ, ভগীরথের পুত্র ককুৎস্থ। এই ককুৎস্থের বংশধর বলিয়া তোমরা কাকুৎস্থ নামে বিখ্যাত হইয়াছ। ককুৎস্থের পুত্র রঘু এবং ঐ রঘুর বংশধর হওয়ায় তোমরা রাঘব বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছ। রঘুর পুত্র তেজস্বী সৌদাস। তিনি অভিসম্পাতবশতঃ কল্মাষপাদ, প্রবৃদ্ধ ও পুরুষাদক (নরভক্ষক) নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। আমরা শুনিয়াছি যে,—কল্মাষপাদের পুত্র শঙ্খণ। এই শঙ্খণ সুপ্রসিদ্ধ বলশালী হইয়াও সৈন্যসহিত নিহত হন।২৬-৩০

শঙ্খণের পুত্র শ্রীমান্ বীর সুদর্শন। সুদর্শনের পুত্র অগ্নিবর্ণ, অগ্নিবর্ণের পুত্র শীঘ্রগ। শীঘ্রগের পুত্র মরু, মরুর পুত্র প্রশুশ্রব। প্রশুশ্রবের পুত্র প্রাজ্ঞ অম্বরীষ। অম্বরীষের পুত্র পরাক্রমশালী নহুষ। নহুষের পরম ধার্মিক পুত্র নাভাগ। নাভাগের অজ ও সুব্রত নামে দুই পুত্র। অজের পুত্র ধর্মাত্মা রাজা দশরথ। এই দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্র তুমি রামনামে বিখ্যাত হইয়াছ। নরনাথ! তুমি নিজ রাজ্য গ্রহণ কর এবং এই সংসারকে অবলোকন কর। ইক্ষ্বাকুবংশে অগ্রজ সন্তানই রাজা হইয়া থাকেন। জ্যেষ্ঠ বর্ত্তমান থাকিতে কনিষ্ঠ কখনও রাজ্যাভিষিক্ত হয় না। তুমি রঘুবংশীয়গণের সনাতন কুলধর্ম বিনষ্ট করিতে পার না। অতএব পিতার ন্যায় মহাযশস্বী হইয়া প্রভূত রত্নশালিনী বিশালদেশময়ী এই পৃথিবীর শাসন কর।৩১-৩৭

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে দশাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত।

একাদশাধিকশততমঃ সর্গঃ

[রাজ্যগ্রহণায় রামং প্রতি বসিষ্ঠদেবস্যানুরোধঃ, পিতৃসত্যরক্ষণে দৃঢ়সঙ্কল্পস্য রামস্য তদ্‌গ্রহণে অনঙ্গীকারঃ, তেন ভরতস্য প্রায়োপবেশনোদ্যোগঃ, রামবচনেন ততঃ প্রতিনিবৃত্তস্য ভরতস্য স্বস্য চতুর্দশবৎসরং যাবদ্ বনবাসায় সঙ্কল্পঃ, তং প্রতি রামস্য পুনরুপদেশশ্চ।]

বসিষ্ঠঃ স তদা রামমুক্ত্বা রাজপুরোহিতঃ।
অব্রবীদ্ ধর্মসংযুক্তং পুনরেবাপরং বচঃ ॥১
পুরুষস্যেহ জাতস্য ভবন্তি গুরবস্ত্রয়ঃ (ক)।
আচার্য্যশ্চৈব কাকুৎস্থ পিতা মাতা চ রাঘব ॥২
পিতা হ্যেনং জনয়তি পুরুষং পুরুষর্ষভ।
প্রজ্ঞাং দদাতি চাচার্য্যস্তস্মাৎ স গুরুরুচ্যতে ॥৩
স তেঽহং পিতুরাচার্য্যস্তব চৈব পরন্তপ।
মম ত্বং বচনং কুর্বন্ নাতিবর্তেঃ সতাং গতিম্ ॥৪
ইমা হি তে পরিষদো জ্ঞাতয়শ্চ নৃপাস্তথা।
এষু তাত চরন্ ধর্মং নাতিবর্তেঃ সতাং গতিম্ ॥৫
বৃদ্ধায়া ধর্মশীলায়া মাতুর্নার্হস্যবর্তিতুম্।
তস্যা হি বচনং কুর্বন্ নাতিবর্তেঃ সতাং গতিম্ ॥৬
ভরতস্য বচঃ কুর্বন্ যাচমানস্য রাঘব।
আত্মানং নাতিবর্তেস্ত্বং সত্য-ধর্মপরাক্রমঃ ॥৭
এবং মধুরমুক্তঃ স গুরুণা রাঘব স্বয়ম্।
প্রত্যুবাচ সমাসীনং বসিষ্ঠং পুরুষর্ষভঃ ॥৮
যন্মাতাপিতরৌ বৃত্তং তনয়ে কুরুতঃ সদা।
ন সুপ্রতিকরং তৎ তু মাত্রা পিত্রা চ যৎকৃতম্ ॥৯
যথাশক্তিপ্রদানেন স্বাপনোচ্ছাদনেন চ।
নিত্যঞ্চ প্রিয়বাদেন তথা সংবর্ধনেন চ ॥১০

একাদশাধিক শততম সর্গ

[রাজ্য গ্রহণের জন্য রামের প্রতি বশিষ্ঠদেবের অনুরোধ, পিতৃসত্যপালনে দৃঢ়সঙ্কল্প রামের তদ্‌গ্রহণে অস্বীকার, সেইজন্য ভরতের প্রায়োপবেশনের উদ্যোগ, রামের বচনে তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া ভরতকর্তৃক স্বীয় চতুর্দশ বৎসর যাবৎ বনবাসের জন্য সঙ্কল্প, এবং তাঁহার প্রতি রামের পুনরায় উপদেশ।]

রাজপুরোহিত বশিষ্ঠ সেই সময় রামকে ঐরূপ বলিয়া পুনর্বার ধর্মসঙ্গত অন্য কথা বলিতে লাগিলেন—কাকুৎস্থ! রঘুনন্দন! পুরুষ জন্মগ্রহণ করিলে আচার্য্য পিতা ও মাতা এই তিন জন তাহার গুরু হন। নরোত্তম! পিতা তাহাকে জন্ম দিয়া থাকেন এবং আচার্য্য তাঁহাকে জ্ঞান দিয়া থাকেন, এইজন্য তাঁহারা গুরুপদবাচ্য হন। আমি তোমার পিতার ও তোমার আচার্য্য। অতএব তুমি আমার বাক্য প্রতিপালন করিলে কখনও সদ্‌গতি হইতে ভ্রষ্ট হইবে না। এই পৌরপরিষদ্‌গণ, জ্ঞাতিগণ ও নরপতিগণ সকলেই তোমার। তুমি ইহাঁদিগের প্রতি ধর্মাচরণ করিলে কখনও সৎপথ হইতে ভ্রষ্ট হইবে না।১-৫

বৃদ্ধা ও ধর্মশীলা জননীর বাক্য লঙ্ঘন করা তোমার উচিত হইবে না। তুমি ইহাঁর আদেশ পালন করিলে সৎপথভ্রষ্ট হইবে না। রঘুনন্দন! তুমি ধর্মপরায়ণ ও সত্যপরাক্রম, তোমাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিবার জন্য প্রার্থনাকারী ভরতের অনুরোধ রক্ষা করিলে তুমি সৎপথভ্রষ্ট হইবে না। গুরুদেব বশিষ্ঠ মধুরবাক্যে এইরূপ বলিয়া আসন গ্রহণ করিলে পুরুষোত্তম রাম প্রত্যুত্তর করিলেন। পিতামাতা সর্বদা সন্তানের যে উপকার করেন, তাহার প্রত্যুপকার বা পরিশোধ করা কখনই সম্ভাবিত নহে। যথাশক্তি দুগ্ধ ও অন্নাদি দান, যথাকালে শয়ন করান, তৈলাদি উদ্বর্তন (তৈল মর্দনাদি), সর্বদা প্রিয়বাক্যপ্রয়োগ ও লালনপালন প্রভৃতির দ্বারা পিতামাতা যেরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহার প্রতিদান কখনই সম্ভব হইতে পারে না।৬-১০

পাঠান্তর :—(ক) —ভবন্তি গুরবঃ সদা।

স হি রাজা দশরথঃ পিতা জনয়িতা মম।
আজ্ঞাপয়ন্মাং যৎ তস্য ন তন্মিথ্যা ভবিষ্যতি ॥১১
এবমুক্তস্তু রামেণ ভরতঃ প্রত্যনন্তরম্।
উবাচ বিপুলোরস্কঃ সূতং পরমদুর্ম্মনাঃ ॥১২
ইহ তু স্থণ্ডিলে শীঘ্রং কুশানাস্তর সারথে।
আর্য্যং প্রত্যুপবেক্ষ্যামি যাবন্মে সম্প্রসীদতি ॥১৩
নিরাহারো নিরালোকো ধনহীনো যথা দ্বিজঃ।
শয়ে পুরস্তাচ্ছালায়াং যাবন্মাং প্রতিযাস্যতি ॥১৪
স তু রামমবেক্ষন্তং সুমন্ত্রং প্রেক্ষ্য দুর্ম্মনাঃ।
কুশোত্তরমুপস্থাপ্য ভূমাবেবাস্থিতঃ স্বয়ম্ ॥১৫
তমুবাচ মহাতেজা রামো রাজর্ষিসত্তমঃ।
কিং মাং ভরত কুর্ব্বাণং তাত প্রত্যুপবেক্ষ্যসে ॥১৬
ব্রাহ্মণো হ্যেকপার্শ্বেন নরান্ রোদ্ধুমিহার্হতি।
ন তু মূর্দ্ধাভিষিক্তানাং বিধিঃ প্রত্যুপবেশনে ॥১৭
উত্তিষ্ঠ নরশার্দ্দূল হিত্বৈতদ্ দারুণং ব্রতম্।
পুরবর্য্যামিতঃ ক্ষিপ্রমযোধ্যাং যাহি রাঘব ॥১৮
আসীনস্ত্বেব ভরতঃ পৌরজানপদং জনম্।
উবাচ সর্ব্বতঃ প্রেক্ষ্য কিমার্য্যং নানুশাসথ ॥১৯
তে তদোচুর্ম্মহাত্মানং পৌর-জানপদা জনাঃ।
কাকুৎস্থমভিজানীমঃ সম্যগ্ বদতি রাঘবঃ ॥২০
এযোহপি হি মহাভাগঃ পিতুর্ব্বচসি তিষ্ঠতি।
অতএব ন শক্তাঃ স্মো ব্যাবর্ত্তয়িতুমঞ্জসা ॥২১
তেষামাজ্ঞায় বচনং রামো বচনমব্রবীৎ।
এবং নিবোধ বচনং সুহৃদাং ধর্ম্মচক্ষুষাম্ ॥২২

রাজা দশরথ আমার জন্মদাতা পিতা। তিনি আমাকে যাহা আদেশ করিয়াছেন, তাঁহার সেই আদেশ কখনই মিথ্যা হইবে না। রাম এই প্রকার বলিলে পর বিশালহৃদয় ভরত অতিশয় দুঃখিতচিত্তে সমীপবর্ত্তী সারথিকে বলিলেন—সুমন্ত্র! তুমি অতি সত্বর এই চত্বরে কুশ আস্তরণ করিয়া (বিছাইয়া) দাও। আর্য্য রাম যে পর্য্যন্ত আমার প্রতি প্রসন্ন না হন, তাবৎপর্য্যন্ত আমি (১) প্রায়োপবেশন করিব। অধমর্ণকর্তৃক (ঋণগ্রহীতৃকর্তৃক) ধনহীন ঋণদাতা ব্রাহ্মণ যেমন নিজ ধনের পুনঃ প্রাপ্তির কামনায় অনাহারে মুদ্রিতনয়নে অধমর্ণের দ্বারদেশে শয়ন করিয়া থাকে, সেইরূপ আর্য্য রাম যাবৎ পর্য্যন্ত আমার বাক্যানুসারে অযোধ্যায় গমন না করিবেন, তাবৎ পর্য্যন্ত পর্ণকুটীরের দ্বারদেশে ঐ ভাবে শয়ন করিয়া থাকিব। রামের অনুরোধে সুমন্ত্র কুশ আনয়নে বিলম্ব করিতেছেন দেখিয়া দুঃখিতচিত্ত ভরত নিজেই ভূতলে কুশাস্তরণ করিয়া অবস্থিতি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।১১-১৫

তখন রাজর্ষিশ্রেষ্ঠ মহাতেজা রাম ভরতকে বলিলেন—ভরত! ভ্রাতঃ! আমি কি অন্যায় করিয়াছি যে, তুমি আমার পর্ণকুটীরের দ্বারদেশে প্রায়োপবেশন করিতেছ? হৃতধন ব্রাহ্মণই ধনপ্রাপ্তির জন্য অধমর্ণের দ্বারদেশে এইভাবে প্রায়োপবেশন করিতে পারেন। অভিষিক্ত ক্ষত্রিয়গণের এইরূপ প্রায়োপবেশনের বিধান নাই। নরশ্রেষ্ঠ রঘুনন্দন! ভরত! তুমি গাত্রোত্থান কর, এই দারুণ ব্রত পরিত্যাগ করিয়া এই স্থান হইতে অযোধ্যায় অতি সত্বর গমন কর। তখন ভরত সেইভাবে উপবিষ্ট থাকিয়াই চতুর্দিকে অবস্থিত পুরবাসী ও জনপদবাসী জনগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন যে, তোমরা সকলে কিজন্য আর্য্য রামকে হিতকর বাক্য বলিতেছ না। ভরতের বাক্য শুনিয়া তাহারা সকলে মহাত্মা ভরতকে বলিল যে, আপনি রঘুবংশীয় ব্যক্তির উপযুক্ত বাক্যই কাকুৎস্থ রামকে সঙ্গতভাবে বলিয়াছেন।১৬-২০

কিন্তু মহানুভব রামও পিতৃবাক্যপালনে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছেন। অতএব আমরা সহসা তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে সমর্থ হইতেছি না। তখন রাম তাহাদিগের বাক্য অনুমোদন করিয়া ভরতকে বলিলেন—ভ্রাতঃ! ধর্ম্মদর্শী বন্ধুগণের এই বাক্য শ্রবণ কর। ইহারা তোমার সম্বন্ধে ও আমার সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়াছে, তাহা সম্যক্ বিচার করিয়া দেখ। মহাবাহো! তুমি ক্ষত্রিয়ের অকরণীয় প্রায়োপবেশন

(১) প্রায়োপবেশন :—যাহাকে উপরোধ করিতে হইবে, তাহার গৃহদ্বার সমীপে উদ্দেশ্যসিদ্ধি পর্য্যন্ত কুশের উপর মস্তকাবৃত অবস্থায় নিরাহারে একপার্শ্বে শয়ন করিয়া থাকা। পার্শ্ব পরিবর্ত্তনও নিষিদ্ধ।

এতচ্ছ্রোভয়ং শ্রুত্বা সম্যক্ সম্পশ্য রাঘব ।
উত্তিষ্ঠ ত্বং মহাবাহো মাঞ্চ স্পৃশ তথোদকম্ ॥২৩
অথোত্থায় জলং স্পৃষ্ট্বা ভরতো বাক্যমব্রবীৎ ।
শৃণ্বন্তু মে পরিষদো মন্ত্রিণঃ শ্রেণয়স্তথা ॥২৪
ন যাচে পিতরং রাজ্যং নানুশাসামি মাতরম্ ।
এবং পরমধর্মজ্ঞং নানুজানামি রাঘবম্ ॥২৫
যদি ত্ববশ্যং বস্তব্যং কর্তব্যঞ্চ পিতুর্বচঃ ।
অহমেব নিবৎস্যামি চতুর্দশ বনে সমাঃ ॥২৬
ধর্মাত্মা তস্য সত্যেন ভ্রাতুর্বাক্যেন বিস্মিতঃ ।
উবাচ রামঃ সম্প্রেক্ষ্য পৌর-জানপদং জনম্ ॥২৭
বিক্রীতমাহিতং ক্রীতং যৎ পিত্রা জীবতা মম ।
ন তল্লোপয়িতুং শক্যং ময়া বা ভরতেন বা ॥২৮
উপাধির্ন ময়া কার্য্যো বনবাসে জুগুপ্সিতঃ ।
যুক্তমুক্তঞ্চ কৈকয্যা পিত্রা মে সুকৃতং কৃতম্ ॥২৯
জানামি ভরতং ক্ষান্তং গুরুসৎকারকারিণম্ ।
সর্বমেবাত্র কল্যাণং সত্যসন্ধে মহাত্মনি ॥৩০
অনেন ধর্মশীলেন বনাৎ প্রত্যাগতঃ পুনঃ ।
ভ্রাত্রা সহ ভবিষ্যামি পৃথিব্যাঃ পতিরুত্তমঃ ॥৩১
বৃতো রাজা হি কৈকয্যা ময়া তদ্বচনং কৃতম্ ।
অনৃতান্মোচয়ানেন পিতরং তং মহীপতিম্ ॥৩২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে একাদশাধিকশততমঃ সর্গঃ ।

হইতে উত্থিত হও। ইহার প্রায়শ্চিত্তের জন্য আমাকে স্পর্শ কর এবং আচমনীয় জল স্পর্শ কর। অনন্তর ভরত গাত্রোত্থানপূর্বক জলস্পর্শ করিয়া বলিলেন—সভ্যগণ! মন্ত্রিগণ! জ্ঞাতিগণ! সকলেই আমার কথা শ্রবণ করুন,—আমি পিতার নিকট রাজ্যপ্রার্থনা করি নাই, তজ্জন্য মাতাকেও কোনরূপ অনুরোধ করি নাই এবং পরমধর্মজ্ঞ আর্য্য রামের বনবাসেও সম্মতি জ্ঞাপন করি নাই। ২০-২৫

তথাপি যদি বনবাসের দ্বারাই পিতার আদেশ-পালন করিতে হয়, তাহা হইলে আমিই চতুর্দশবৎসর বনে বাস করিব। ধর্মাত্মা রাম অনুজ ভরতের সত্যবাক্যে বিস্মিত হইয়া পুরবাসী ও জনপদবাসী ব্যক্তিগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন,—পিতা দশরথ জীবিতাবস্থায় যাহা বিক্রয় করিয়াছেন, যাহা দান করিয়াছেন, যাহা ক্রয় করিয়াছেন, তাহার লোপ করা আমার অথবা ভরতের উচিত হইবে না। আমি এই বনবাসে কোনরূপ কপটতা করিব না। আমি বনবাসে সমর্থ হইয়াও ভরতকে প্রতিনিধি করিলে তাহা অতিশয় নিন্দনীয়ই হইবে। কৈকেয়ীদেবী উচিত কথাই বলিয়াছেন এবং পিতৃদেবও সঙ্গত কার্য্যই করিয়াছেন। ভরত যে ক্ষমাশীল ও গুরুজনের সৎকারকারী, তাহাও আমি জানি। এই সত্যনিষ্ঠ মহাত্মা ভরতে সকল-বিষয়েই মঙ্গলসাধন সম্ভব। আমি চতুর্দশবৎসরান্তে বন হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া ধর্মশীল ভরতের সহিত পুনর্বার পৃথিবীর অধিপতিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইব। কৈকেয়ী মহারাজ দশরথের নিকট আমার বনবাসরূপ বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন এবং তোমার রাজ্যাভিষেক প্রার্থনা করিয়াছিলেন। আমি সেই অনুসারে কার্য্য করিতেছি। তুমি রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া মহারাজ পিতৃদেবকে অসত্য হইতে মুক্ত কর। ২৬-৩২

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে একাদশাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত

দ্বাদশাধিকশততমঃ সর্গঃ

[রাবণবধৈষিণামৃষীণাং ভরতং প্রত্যুপদেশঃ, রাজ্যগ্রহণার্থং রামং প্রতি ভরতস্য প্রার্থনা, ভরতং প্রতি রামস্যাশ্বাসবচনম্, তৎপ্রার্থনানুসারেণ পাদুকাদানঞ্চ।]

তমপ্রতিমতেজোভ্যাং ভ্রাতৃভ্যাং রোমহর্ষণম্।
বিস্মিতাঃ সঙ্গমং প্রেক্ষ্য সমুপেতা মহর্ষয়ঃ ॥১
অন্তর্হিতা মুনিগণাঃ স্থিতাশ্চ পরমর্ষয়ঃ।
তৌ ভ্রাতরৌ মহাভাগৌ কাকুৎস্থৌ প্রশশংসিরে ॥২
সদার্য্যৌ রাজপুত্রৌ দ্বৌ (ক) ধর্মজ্ঞৌ ধর্মবিক্রমৌ।
শ্রুত্বা বয়ং হি সম্ভাষমুভয়োঃ স্পৃহয়ামহে ॥৩
ততস্ত্বৃষিগণাঃ ক্ষিপ্রং দশগ্রীববধৈষিণঃ।
ভরতং রাজশার্দূলমিত্যূচুঃ সঙ্গতা বচঃ ॥৪
কুলে জাত মহাপ্রাজ্ঞ মহাবৃত্ত মহাযশঃ।
গ্রাহ্যং রামস্য বাক্যং তে পিতরং যদ্যবেক্ষসে ॥৫
সদানৃণমিমং রামং বয়মিচ্ছামহে পিতুঃ।
অনৃণত্বাচ্চ কৈকেয্যাঃ স্বর্গং দশরথো গতঃ ॥৬
এতাবদুক্ত্বা বচনং গন্ধর্বাঃ সমহর্ষয়ঃ।
রাজর্ষয়শ্চৈব তথা সর্বে স্বাং স্বাং গতিং গতাঃ ॥৭
হ্লাদিতস্তেন বাক্যেন শুশুভে শুভদর্শনঃ।
রামঃ সংহৃষ্টবচনস্তানৃষীনভ্যপূজয়ৎ ॥৮
ত্রস্তগাত্রস্তু ভরতঃ স বাচা সজ্জমানয়া।
কৃতাঞ্জলিরিদং বাক্যং রাঘবং পুনরব্রবীৎ ॥৯
রাম ধর্মমিমং প্রেক্ষ্য কুলধর্মানুসন্ততম্।
কর্তুমর্হসি কাকুৎস্থ মম মাতুশ্চ যাচনাম্ ॥১০

দ্বাদশাধিকশততম সর্গ

[রাবণবধাভিলাষী ঋষিগণের ভরতের প্রতি উপদেশ, রাজ্য গ্রহণের জন্য রামের প্রতি ভরতের প্রার্থনা, ভরতের প্রতি রামের আশ্বাস বচন এবং তাঁহার প্রার্থনানুসারে পাদুকাদান।]

নারদাদি মহর্ষিগণ অতুলনীয়তেজস্বী ভ্রাতৃদ্বয়ের এইপ্রকার রোমহর্ষণ (পুলকসঞ্চারী) সমাগম সন্দর্শনে বিস্মিত হইয়া সেইস্থানে আগমন করিলেন। মুনিগণ ও মহর্ষিগণ শূন্যমার্গে অদৃশ্যভাবে থাকিয়া ককুৎস্থ-বংশজাত মহাভাগ্যবান্ ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রশংসা করিতে লাগিলেন যে—এই রাজপুত্রদ্বয় ধর্মপথানুবর্ত্তী ধর্মরহস্য-বিৎ। আমরা ইহাদের উভয়ের কথোপকথন শুনিয়া প্রীতচিত্তে পুনঃ পুনঃ শুনিতে ইচ্ছা করি। অনন্তর ঋষিগণ রাবণবধাভিলাষে সকলে অবিলম্বে মিলিত হইয়া নৃপশ্রেষ্ঠ ভরতকে বলিলেন,—মহাপ্রাজ্ঞ! সচ্চরিত্র-সম্পন্ন! ভরত! তুমি মহাযশস্বী ও সৎকুলজাত। তুমি যদি পিতার দিকে দৃষ্টিপাত কর (অর্থাৎ পিতার তৃপ্তি কামনা বা স্বর্গগমন কামনা কর), তাহা হইলে রামের বাক্য গ্রহণ করাই তোমার কর্ত্তব্য।১-৫

রাম পিতার নিকট অঋণী হউন—ইহাই আমরা কামনা করি। কৈকেয়ীর নিকট ঋণমুক্ত হইয়াই রাজাদশরথ স্বর্গে গিয়াছেন। মহর্ষিগণের সহিত রাজর্ষিগণ ও গন্ধর্বগণ এইরূপ বলিয়া নিজ নিজ স্থানে প্রস্থান করিলেন। শুভদর্শন রাম মহর্ষিগণের বাক্যে আনন্দিত ও উৎফুল্ল হইলেন এবং প্রহৃষ্টবদনে ঋষিগণের সবিশেষ পূজা করিলেন। তখন ভরত কম্পিতশরীরে কৃতাঞ্জলি হইয়া স্খলিতবাক্যে রামকে পুনর্বার বলিলেন। ককুৎস্থবংশজাত! অগ্রজ! জ্যেষ্ঠই রাজ্যাধিকারী এই কুলধর্মানুসারী কর্ত্তব্য বিচার করিয়াই কার্য্য করিতে হইবে এবং আমার মাতার প্রার্থনা পূর্ণ করিতে হইবে। ৬-১০

আমি একাকী এই বিশালরাজ্য রক্ষা করিতে এবং পুরবাসী ও জনপদবাসী অনুরক্ত জনগণকে প্রতিপালন বা সন্তুষ্ট করিতে উৎসাহান্বিত হইতেছি

রক্ষিতুং সুমহদ্ রাজ্যমহমেকস্তু নোৎসহে।
পৌর-জানপদাংশ্চাপি রক্তান্ রঞ্জয়িতুং তদা ॥১১
জ্ঞাতয়শ্চাপি যোধাশ্চ মিত্রাণি সুহৃদশ্চ নঃ।
ত্বামেব হি প্রতীক্ষন্তে পর্জন্যমিব কর্ষকাঃ ॥১২
ইদং রাজ্যং মহাপ্রাজ্ঞ স্থাপয় প্রতিপদ্য হি।
শক্তিমান্ স হি কাকুৎস্থ লোকস্য পরিপালনে ॥১৩
এবমুক্ত্বাপতদ্ ভ্রাতুঃ পাদয়োর্ভরতস্তদা।
ভৃশং সম্প্রার্থয়ামাস রাঘবেঽতিপ্রিয়ং বদন্ ॥১৪
তমঙ্কে ভ্রাতরং কৃত্বা রামো বচনমব্রবীৎ।
শ্যামং নলিনপত্রাক্ষং মত্তহংসস্বরঃ স্বয়ম্ ॥১৫
আগতা ত্বামিয়ং বুদ্ধিঃ স্বজা বৈনয়িকী চ যা।
ভৃশমুৎসহসে তাত রক্ষিতুং পৃথিবীমপি ॥১৬
অমাত্যৈশ্চ সুহৃদ্ভিশ্চ বুদ্ধিমদ্ভিশ্চ মন্ত্রিভিঃ।
সর্বকার্য্যাণি সম্মন্ত্র্য মহান্ত্যপি হি কারয় ॥১৭
লক্ষ্মীশ্চন্দ্রাদপেয়াদ্ বা হিমবান্ বা হিমং ত্যজেৎ
অতীয়াৎ সাগরো বেলাং ন প্রতিজ্ঞামহং পিতুঃ ॥১৮
কামাদ্ বা তাত লোভাদ্ বা মাত্রা তুভ্যমিদং কৃতম্।
ন তন্মনসি কর্তব্যং বর্তিতব্যঞ্চ মাতৃবৎ ॥১৯
এবং ব্রুবাণং ভরতঃ কৌসল্যাসুতমব্রবীৎ।
তেজসাদিত্যসঙ্কাশং প্রতিপচ্চন্দ্রদর্শনম্ ॥২০
অধিরোহার্য্য পাদাভ্যাং পাদুকে হেমভূষিতে।
এতে হি সর্বলোকস্য যোগক্ষেমং বিধাস্যতঃ ॥২১
সোঽধিরুহ্য নরব্যাঘ্রঃ পাদুকে ব্যবমুচ্য চ।
প্রাযচ্ছৎ সুমহাতেজা ভরতায় মহাত্মনে ॥২২
স পাদুকে সম্প্রণম্য রামং বচনমব্রবীৎ।
চতুর্দশ হি বর্ষাণি জটাচীরধরো হ্যহম্ ॥২৩
ফলমূলাশনো বীর ভবেয়ং রঘুনন্দন।
তবাগমনমাকাঙ্ক্ষন্ বসন্ বৈ নগরাদ্ বহিঃ ॥২৪

না। কৃষকেরা যেমন মেঘের প্রতীক্ষা করে, সেইভাবে আমাদের জ্ঞাতিবর্গ, যোদ্ধবর্গ ও বন্ধুবর্গ সকলেই আপনার প্রতীক্ষা করিতেছে। মহাপ্রাজ্ঞ! আপনি আমার নিকট হইতে এই রাজ্য গ্রহণ করিয়া অন্য কাহারও হস্তে স্থাপন করুন। যাহাকেই এই ভার দিবেন, সেই ব্যক্তিই তাহা বহন করিতে পারিবে অর্থাৎ সকলেই প্রতিপালন করিবে। এইরূপ বলিয়া ভরত ভ্রাতার পদদ্বয়ে পতিত হইলেন এবং প্রিয়বাক্যে সম্বোধন করিয়া পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তখন মত্তহংসের ন্যায় মধুরকণ্ঠ রাম পদ্মপলাশলোচন শ্যামবর্ণ ভরতকে ক্রোড়ে লইয়া বলিতে লাগিলেন।১১-১৫

ভ্রাতঃ! তোমার যে স্বাভাবিক বিনয়সম্পন্ন বুদ্ধি হইয়াছে, তাহাতে তুমি সম্পূর্ণ পৃথিবীকেও রক্ষা করিতে সমর্থ। সুহৃৎ, অমাত্য ও বুদ্ধিমান্ মন্ত্রিগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া সমস্ত মহৎ কার্য্য সম্পাদিত কর। যদি চন্দ্র হইতে জ্যোৎস্না অপগত হয়, যদি হিমালয় হিম পরিত্যাগ করে, সমুদ্র যদি তটভূমি অতিক্রম করে, তথাপি আমি পিতৃদেবের নিকট কৃত প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিব না। ভ্রাতঃ! তোমার মাতা ইচ্ছা বা লোভের জন্য এইরূপ করিয়াছেন—ইহা তুমি মনে করিও না। মাতার প্রতি সন্তানের যেরূপ ব্যবহার কর্তব্য, তুমি তাঁহার প্রতি সেইরূপ ব্যবহারই করিও। সূর্য্যসমতেজস্বী প্রতিপদের চন্দ্রের ন্যায় লোভনীয়-দর্শন রাম এইরূপ বলিতে থাকিলে ভরত তাঁহাকে বলিলেন। ১৬-২০

আর্য্য! আপনি সুবর্ণালঙ্কৃত পাদুকাদ্বয়ে চরণ অর্পণ করুন। এই পাদুকাদ্বয় সমস্তলোকের যোগক্ষেম বিধান করিবে। তখন মহাতেজস্বী নরোত্তম রাম পাদুকাদ্বয়ে চরণ সংযোগপূর্বক তাহা মোচন করিলেন এবং মহাত্মা ভরতকে প্রদান করিলেন। পাদুকাদ্বয়কে প্রণাম করিয়া রামকে বলিলেন—বীর! রঘুনন্দন! আমি এই চতুর্দশবৎসর জটাচীরধারী হইয়া ফলমূল ভোজন করিব এবং আপনার আগমন প্রতীক্ষা করিয়া অযোধ্যানগরীর বহির্দেশে বাস করিব। রঘুশ্রেষ্ঠ! আমি আপনার পাদুকাদ্বয়ে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া এই চতুর্দশবৎসর অতিবাহিত করিব। যেদিন চতুর্দশ-বৎসর পূর্ণ হইবে, সেইদিন যদি আপনাকে দেখিতে না পাই, তাহা হইলে অগ্নিতে প্রবেশ করিব। "তথাস্তু"

তব পাদুকয়োর্ন্যস্য রাজ্যতন্ত্রং পরন্তপ।
চতুর্দশে হি সম্পূর্ণে বর্ষেঽহনি রঘূত্তম ॥২৫
ন দ্রক্ষ্যামি যদি ত্বাং তু প্রবেক্ষ্যামি হুতাশনম্।
তথেতি চ প্রতিজ্ঞায় তং পরিষ্বজ্য সাদরম্ ॥২৬
শত্রুঘ্নঞ্চ পরিষ্বজ্য বচনং চেদমব্রবীৎ।
মাতরং রক্ষ কৈকেয়ীং মা রোষং কুরু তাং প্রতি ॥২৭
ময়া চ সীতয়া চৈব শপ্তোঽসি রঘুনন্দন।
ইত্যুক্ত্বাশ্রু পরীতাক্ষো ভ্রাতরং বিসসর্জ হ ॥২৮

স পাদুকে তে ভরতঃ স্বলঙ্কৃতে
মহোজ্জ্বলে সম্পরিগৃহ্য ধর্মবিৎ।
প্রদক্ষিণং চৈব চকার রাঘবং
চকার চৈবোত্তমনাগমূর্ধনি ॥২৯

অথানুপূর্ব্যা প্রতিপূজ্য তং জনং
গুরূংশ্চ মন্ত্রীন্ প্রকৃতীস্তথানুজৌ।
ব্যসর্জয়দ্ রাঘববংশবর্ধনঃ
স্থিতঃ স্বধর্মে হিমবানিবাচলঃ ॥৩০

তং মাতরো বাষ্পগৃহীতকণ্ঠ্যো
দুঃখেন নামন্ত্রয়িতুং হি শেকুঃ।
স চৈব মাতৃরভিবাদ্য সর্বা
রুদন্ কুটীং স্বাং প্রবিবেশ রামঃ ॥৩১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে দ্বাদশাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥১১২

'তাহাই হইবে' এইরূপ স্বীকার করিয়া রাম সাদরে ভরত ও শত্রুঘ্নকে আলিঙ্গনপূর্বক বলিলেন—রঘুনন্দন! তুমি কৈকেয়ীজননীকে রক্ষা করিও, তাঁহার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিও না। এ বিষয়ে তোমার প্রতি আমার ও সীতার শপথ (দিব্য) রহিল। এইরূপে তিনি অশ্রুপূর্ণনেত্রে ভরতকে বিদায় দিলেন।২১-২৮

ধর্মজ্ঞ ভরত সেই পরম উজ্জ্বল অলঙ্কৃত পাদুকাদ্বয় গ্রহণপূর্বক রামকে প্রদক্ষিণ করিলেন। অনন্তর পাদুকাদ্বয় রাজার বাহন হস্তীর মস্তকে স্থাপন করিলেন। তখন হিমালয়ের ন্যায় স্বধর্মনিষ্ঠ রঘুবংশ-বর্ধন রাম যথাক্রমে গুরুজন, মন্ত্রিবর্গ ও অন্যান্য সমবেত সকলকে যথোচিত সংবর্ধনা করিলেন এবং অনুজদ্বয়ের সমাদর করিয়া বিদায় দিলেন। মাতৃগণ দুঃখবশতঃ বাষ্পপূর্ণকণ্ঠ হওয়ায় কেহই রামকে আমন্ত্রণ করিতে পারিল না। রাম মাতৃগণকে অভিবাদন করিয়া রোদন করিতে করিতে স্বীয় কুটীরে প্রবেশ করিলেন।২৯-৩১

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে দ্বাদশাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত

ত্রয়োদশাধিকশততমঃ সর্গঃ

[রামপাদুকে গৃহীত্বা শত্রুঘ্নেন সহ ভরতস্য অযোধ্যাভিমুখগমনম্]

ততঃ শিরসি কৃত্বা তু পাদুকে ভরতস্তদা ।
আরুরোহ রথং হৃষ্টঃ শত্রুঘ্নসহিতস্তদা ॥১
বসিষ্ঠো বামদেবশ্চ জাবালিশ্চ দৃঢ়ব্রতঃ ।
অগ্রতঃ প্রযযুঃ সর্বে মন্ত্রিণো মন্ত্রপূজিতাঃ ॥২
মন্দাকিনীং নদীং রম্যাং প্রাঙ্মুখাস্তে যযুস্তদা ।
প্রদক্ষিণঞ্চ কুর্বাণাশ্চিত্রকূটং মহাগিরিম্ ॥৩
পশ্যন্ ধাতুসহস্রাণি রম্যাণি বিবিধানি চ ।
প্রযযৌ তস্য পার্শ্বেন সসৈন্যো ভরতস্তদা ॥৪
অদূরাচ্চিত্রকূটস্য দদর্শ ভরতস্তদা ।
আশ্রমং যত্র স মুনির্ভরদ্বাজঃ কৃতালয়ঃ ॥৫

স তমাশ্রমমাগম্য ভরদ্বাজস্য বীর্য্যবান্ ।
অবতীর্য্য রথাৎ পাদৌ ববন্দে কুলনন্দনঃ ॥৬
ততো হৃষ্টো ভরদ্বাজো ভরতং বাক্যমব্রবীৎ ।
অপি কৃত্যং কৃতং তাত রামেণ চ সমাগতম্ ॥৭
এবমুক্তঃ স তু ততো ভরদ্বাজেন ধীমতা ।
প্রত্যুবাচ ভরদ্বাজং ভরতো ধর্মবৎসলঃ ॥৮
স যাচ্যমানো গুরুণা ময়া চ দৃঢ়বিক্রমঃ ।
রাঘবঃ পরমপ্রীতো বসিষ্ঠং বাক্যমব্রবীৎ ॥৯
পিতুঃ প্রতিজ্ঞাং তামেব পালয়িষ্যামি তত্ত্বতঃ ।
চতুর্দশ হি বর্ষাণি যা প্রতিজ্ঞা পিতুর্মম ॥১০

ত্রয়োদশাধিকশততম সর্গ

[রামের পাদুকাযুগল গ্রহণ করিয়া শত্রুঘ্নের সহিত ভরতের অযোধ্যাভিমুখে গমন ।]

অনন্তর ভরত পাদুকাদ্বয় মস্তকে ধারণ করিয়া হৃষ্টমনে শত্রুঘ্নের সহিত রথে আরোহণ করিলেন। তখন বশিষ্ঠ, বামদেব, জাবালি প্রভৃতি দৃঢ়ব্রত মুনিগণ ও মন্ত্রণাকুশল সম্মানভাজন মন্ত্রিগণ অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিলেন। তাঁহারা সকলে চিত্রকূটনামক বিশালপর্বতকে প্রদক্ষিণ করিয়া পূর্বাভিমুখে রমণীয় মন্দাকিনীর দিকে গমন করিলেন। রমণীয় নানাপ্রকার সহস্র সহস্র ধাতু দেখিতে দেখিতে ভরত সৈন্যগণের সহিত চিত্রকূটের উত্তরপার্শ্ব দিয়া চলিতে লাগিলেন। মহর্ষি ভরদ্বাজ অন্যান্য মুনিগণের সহিত যে * স্থানে বাস করিতেছিলেন, ভরত চিত্রকূটের অনতিদূরে অবস্থিত সেইস্থান দেখিতে পাইলেন। ১-৫

সৎকুলজাত বীর্য্যবান্ ভরত সেই আশ্রমে আসিয়া রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং মহর্ষির চরণ বন্দনা করিলেন। তখন ভরদ্বাজ হৃষ্টচিত্তে ভরতকে বলিলেন,—বৎস! রামের সহিত মিলন হওয়ায় তোমার কর্ত্তব্য সম্পন্ন হইয়াছে ত? ধীমান্ ভরদ্বাজ এইরূপ বলিলে পর ধর্মপ্রিয় ভরত তাঁহাকে প্রত্যুত্তর করিলেন,—বশিষ্ঠদেব ও আমি রামের নিকট রাজ্যপালনের প্রার্থনা পুনঃ পুনঃ করিলে রঘুনন্দন অতিপ্রীত হইয়া বশিষ্ঠদেবকে বলিলেন যে,—পিতা আমার চতুর্দশবৎসর বনবাসের জন্য যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, আমি পিতার প্রতিজ্ঞাই পালন করিব।৬-১০

বাগ্মী রাম এইরূপ বলিলে পর মহাপ্রাজ্ঞ সুবক্তা বশিষ্ঠ তাঁহাকে বলিলেন—মহাপ্রাজ্ঞ! রাম! তুমি এক্ষণে হৃষ্টমনে তোমার প্রতিনিধিস্বরূপ স্বর্ণালঙ্কৃত এই পাদুকাদ্বয় প্রদান কর এবং ইহার দ্বারাই তুমি অযোধ্যায় প্রজাগণের যোগ-ক্ষেমকারী হও। বশিষ্ঠদেব-

* ভরদ্বাজ নিজ আশ্রম ছাড়িয়া আসিয়া যমুনার দক্ষিণ তীরে সাময়িক বাসের জন্য একটি আশ্রম করিয়াছিলেন। এক্ষণে রাম ও ভরতের সংবাদ সত্বর জানিবার জন্য এই আশ্রমে আসিয়া রহিয়াছেন।

এবমুক্তো মহাপ্রাজ্ঞো বসিষ্ঠঃ প্রত্যুবাচ হ।
বাক্যজ্ঞো বাক্যকুশলং রাঘবং বচনং মহৎ ॥১১
এতে প্রযচ্ছ সংহৃষ্টঃ পাদুকে হেমভূষিতে।
অযোধ্যায়াং মহাপ্রাজ্ঞ যোগ-ক্ষেমকরো ভব ॥১২
এবমুক্তো বসিষ্ঠেন রাঘবঃ প্রাঙ্মুখঃ স্থিতঃ।
পাদুকে হেমবিকৃতে মম রাজ্যায় তে দদৌ ॥১৩
নিবৃত্তোঽহমনুজ্ঞাতো রামেণ সুমহাত্মনা।
অযোধ্যামেব গচ্ছামি গৃহীত্বা পাদুকে শুভে ॥১৪
এতচ্ছ্রুত্বা শুভং বাক্যং ভরতস্য মহাত্মনঃ।
ভরদ্বাজঃ শুভতরং মুনির্বাক্যমুদাহরৎ ॥১৫
নৈতচ্চিত্রং নরব্যাঘ্রে শীলবৃত্তবিদাং বরে।
যদার্য্যং ত্বয়ি তিষ্ঠেত্তু নিম্নোৎসৃষ্টমিবোদকম্ ॥১৬
অনৃণঃ স মহাবাহুঃ পিতা দশরথস্তব।
যস্য ত্বমীদৃশঃ পুত্রো ধর্মাত্মা ধর্মবৎসলঃ ॥১৭
তমৃষিং তু মহাপ্রাজ্ঞমুক্তবাক্যং কৃতাঞ্জলিঃ।
আমন্ত্রয়িতুমারেভে চরণাবুপগৃহ্য চ ॥১৮

কর্ত্তৃক এইরূপ কথিত হইলে রাম পূর্ব্বাভিমুখ হইয়া আমার রাজ্যরক্ষার সহায়ক স্বর্ণভূষিত পাদুকাদ্বয় আমাকে দান করিলেন। সেই জন্য আমি মহাত্মা রামের আদেশানুসারে নিবৃত্ত হইয়া শুভ পাদুকাদ্বয় গ্রহণকরত অযোধ্যায় গমন করিতেছি। মহাত্মা ভরতের এইরূপ শুভবাক্য শ্রবণ করিয়া ভরদ্বাজমুনি তাঁহাকে শুভতর বাক্যে বলিলেন। ১১-১৫

পরিত্যক্ত জল যেমন নিম্নস্থানে (জলাশয় প্রভৃতিতে) থাকে, সেইরূপ অতিপবিত্রচরিত্রবান্‌গণের শ্রেষ্ঠ তোমাতে যে আর্য্যজনোচিত গুণ থাকিবে, তাহাতে কোন আশ্চর্য্য নাই। তোমার মহাবাহু পিতা দশরথ সর্ব্বতোভাবে ঋণমুক্ত হইয়াছেন। এইরূপ ধর্মাত্মা ও ধর্মপ্রিয় তুমি যে দশরথের পুত্র, তাঁহার ঋণ থাকিতে পারে না। মহাপ্রাজ্ঞ এইরূপ বাক্য বলিলে পর ভরত কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহার পদদ্বয়গ্রহণপূর্ব্বক গমন করিবার জন্য আমন্ত্রণ (বিদায় গ্রহণ) করিলেন। অনন্তর শ্রীমান্ ভরত

ততঃ প্রদক্ষিণং কৃত্বা ভরদ্বাজং পুনঃ পুনঃ।
ভরতস্তু যযৌ শ্রীমানযোধ্যাং সহ মন্ত্রিভিঃ ॥১৯
যানৈশ্চ শকটৈশ্চৈব হয়ৈর্নাগৈশ্চ সা চমূঃ।
পুনর্নিবৃত্তা বিস্তীর্ণা ভরতস্যানুযায়িনী ॥২০
ততস্তে যমুনাং দিব্যাং নদীং তীর্ত্বোর্মিমালিনীম্।
দদৃশুস্তাং পুনঃ সর্বে গঙ্গাং শিবজলাং নদীম্ ॥২১
তাং রম্যজলসম্পূর্ণাং সন্তীর্য্য সহবান্ধবঃ।
শৃঙ্গবেরপুরং রম্যং প্রবিবেশ সসৈনিকঃ ॥২২
শৃঙ্গবেরপুরাদ্ ভূয় অযোধ্যাং স দদর্শ হ।
অযোধ্যাং তু তদা দৃষ্ট্বা পিত্রা ভ্রাত্রা বিবর্জ্জিতাম্ ॥২৩
ভরতো দুঃখসন্তপ্তঃ সারথিং চেদমব্রবীৎ।
সারথে পশ্য বিধ্বস্তা অযোধ্যা ন প্রকাশতে ॥২৪
নিরাকারা নিরানন্দা দীনা প্রতিহতস্বনা ॥২৫
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে ত্রয়োদশাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥১১৩

ভরদ্বাজকে বারংবার প্রদক্ষিণ করিয়া মন্ত্রিগণের সহিত অযোধ্যার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তখন ভরতের অনুগামী সৈন্যগণ পুনর্ব্বার নিবৃত্ত হইয়া যান, শকট, অশ্ব ও হস্তীসমূহের দ্বারা বিস্তীর্ণ হইল। ১৬-২০

অনন্তর তরঙ্গপূর্ণা রমণীয়া যমুনা উত্তীর্ণ হইয়া পুনরায় পবিত্রসলিলা ভাগীরথীকে দেখিতে পাইলেন। বন্ধুগণ ও সৈন্যগণের সহিত ভরত রমণীয় জলপূর্ণা ভাগীরথী পার হইয়া অতিরমণীয় শৃঙ্গবেরপুরে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর শৃঙ্গবেরপুর হইতে নির্গত হইয়া পুনর্ব্বার অযোধ্যাকে দর্শন করিলেন। পিতা ও ভ্রাতা-কর্ত্তৃক বিবর্জ্জিতা অযোধ্যাকে দেখিয়া দুঃখসন্তপ্ত ভরত সারথিকে বলিলেন,— সুমন্ত্র! অবলোকন কর—শোভা-রহিতা, অলঙ্কারশূন্যা, নিরানন্দা, দীনভাবযুক্তা ও আনন্দ-কোলাহলহীনা এই অযোধ্যা আর পূর্ব্বের-ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে না। ২১-২৫

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ত্রয়োদশাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত।

চতুর্দশাধিকশততমঃ সর্গঃ

[ভরতেন শ্রীরামবিরহাপগতশ্রিয়া অযোধ্যায়া রূপদর্শনম্, দশরথহীনমন্তঃপুরং দৃষ্ট্বা ভরতস্য শোকশ্চ।]

স্নিগ্ধগম্ভীরঘোষেণ স্যন্দনেনোপয়ান্ প্রভুঃ।
অযোধ্যাং ভরতঃ ক্ষিপ্রং প্রবিবেশ মহাযশাঃ ॥১
বিড়ালোলুকচরিতামালীননরবারণাম্।
তিমিরাভ্যাহতাং কালীমপ্রকাশাং নিশামিব ॥২
রাহুশত্রোঃ প্রিয়াং পত্নীং শ্রিয়া প্রজ্বলিতপ্রভাম্।
গ্রহেণাভ্যুদিতে নৈকাং রোহিণীমিব পীড়িতাম্ ॥৩
অল্পোষ্ণক্ষুব্ধসলিলাং ঘর্মতপ্তবিহঙ্গমাম্।
লীনমীন-ঝষ-গ্রাহাং কৃশাং গিরিনদীমিব ॥৪
বিধূমামিব হেমাভাং শিখামগ্নেঃ সমুত্থিতাম্।
হবিরভ্যুক্ষিতাং পশ্চাচ্ছিখাং বিপ্রলয়ং গতাম্ ॥৫
বিধ্বস্তকবচাং রুগ্নগজ-বাজি-রথ-ধ্বজাম্।
হতপ্রবীরামাপন্নাং চমূমিব মহাহবে ॥৬
সফেনাং সস্বনাং ভূত্বা সাগরস্য সমুত্থিতাম্।
প্রশান্তমারুতোদ্ধূতাং জলোর্মিমিব নিঃস্বনাম্ ॥৭
ত্যক্তাং যজ্ঞায়ুধৈঃ সর্বৈরভিরূপৈশ্চ যাজকৈঃ।
সুত্যাকালে সুনির্বৃত্তে বেদিং গতরবামিব ॥৮
গোষ্ঠমধ্যে স্থিতামার্তামচরন্তীং নবং তৃণম্।
গোবৃষেণ পরিত্যক্তাং গবাং পত্নীমিবোৎসুকাম্ ॥৯
প্রভাকরাদ্যৈঃ সুস্নিগ্ধৈঃ প্রজ্বলদ্ভিরিবোত্তমৈঃ।
বিযুক্তাং মণিভির্জাত্যৈর্নবাং মুক্তাবলীমিব ॥১০

চতুর্দশাধিকশততম সর্গ

[ভরতকর্তৃক শ্রীরামের বিরহে সৌন্দর্য্যহীনা অযোধ্যার রূপ দর্শন এবং দশরথহীন অন্তঃপুর দর্শন করিয়া ভরতের শোক।]

মহাযশস্বী প্রভু ভরত স্নিগ্ধগম্ভীরধ্বনিযুক্ত রথে আরোহণপূর্বক সত্বর অযোধ্যায় প্রবেশ করিলেন এবং দেখিলেন যে—চতুর্দিকেই বিড়াল ও পেচকসমূহ বিচরণ করিতেছে। গৃহকবাটসমূহ রুদ্ধ রহিয়াছে। অন্ধকারাবৃতা, কৃষ্ণবর্ণা ও প্রকাশরহিতা রাত্রির ন্যায় অযোধ্যার অবস্থা হইয়াছে। রাহুর শত্রু চন্দ্রমা অভ্যুদিত রাহুর দ্বারা আক্রান্ত হইলে চন্দ্রমার প্রিয়াপত্নী প্রজ্বলিত-প্রভাশালিনী রোহিণী যেমন পীড়িত হইয়া থাকে, অযোধ্যাও সেইরূপ হইয়াছে। গ্রীষ্মকালে গিরিনদীর জলরাশি রৌদ্রতাপে উষ্ণ ও কলুষিত হইলে, জলচর পক্ষীরা গ্রীষ্মপ্রভাবে উত্তপ্ত হইলে এবং মৎস্যাদি ও অন্যান্য হিংস্র জন্তুসকল বিলীন হইলে ঐ ক্ষীণদেহা নদীর যেরূপ অবস্থা হয়, অযোধ্যার তদনুরূপ অবস্থা হইয়াছে। যজ্ঞীয় ঘৃতসংস্পর্শে প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা যেমন ধূমশূন্য হইয়া স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল প্রভা ধারণ করে, পরে জলসেকের দ্বারা বিলয় প্রাপ্ত হয়, রামের বিরহে অযোধ্যার সেইরূপ দশা হইয়াছে। ১-৫

মহাযুদ্ধে বীরপুরুষসকল নিহত, কবচসমূহ ছিন্নভিন্ন এবং হস্তী অশ্ব ও রথসমূহ বিধ্বস্ত হইলে বিপন্ন সৈন্যবাহিনীর যেরূপ অবস্থা হইয়া থাকে, অযোধ্যার সেইরূপ অবস্থা হইয়াছে। সাগরের তরঙ্গ যেমন প্রবলবায়ুবেগে সশব্দে ফেনের সহিত সমুত্থিত হইয়া উপশমে মন্দপ্রবাহিত পবনের দ্বারা স্থির ও নিঃশব্দ হয়, অযোধ্যারও সেইরূপ দশা হইয়াছে। যজ্ঞের অবসানে ঋত্বিক্‌সমূহ যজ্ঞবেদী পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, স্রুক্-স্রুবাদি যজ্ঞীয় পাত্র ও উপকরণাদিসমূহ স্থানান্তরিত হইয়াছে, সেই যজ্ঞবেদী শব্দহীনা হইয়া যেমন অবস্থা প্রাপ্ত হয়, অযোধ্যার সেইরূপ অবস্থা হইয়াছে। গোষ্ঠমধ্যে বৃষভকর্তৃক পরিত্যক্তা ধেনু নূতন তৃণভক্ষণে বিরতা ও দুঃখিতা হইয়া যেমন উৎকণ্ঠায় ব্যাকুলতা প্রাপ্ত হইয়া অবস্থান করে, অযোধ্যাও সেইরূপ রহিয়াছে। সুস্নিগ্ধপ্রভাবিশিষ্ট পদ্মরাগ স্ফটিক প্রভৃতি অতিশয় উৎকৃষ্ট মণিসমূহশূন্য মুক্তাবলীর যেমন শোভাহীন হইয়া থাকে, অযোধ্যাও সেইরূপ হইয়াছে।৬-১০

সহসা চরিতাং স্থানান্মহাং পুণ্যক্ষয়াদ্ গতাম্ ।
সংহৃতদ্যুতিবিস্তারাং তারামিব দিবশ্চ্যুতাম্ ॥১১
পুষ্পনদ্ধাং বসন্তান্তে মত্তভ্রমরশালিনীম্ ।
দ্রুতদাবাগ্নিবিপ্লুষ্টাং ক্লান্তাং বনলতামিব ॥১২
সম্মূঢ়নিগমাং সর্বাং সংক্ষিপ্তবিপণাপণাম্ ।
প্রচ্ছন্নশশিনক্ষত্রাং দ্যামিবাম্বুধরৈর্যুতাম্ ॥১৩
ক্ষীণপানোত্তমৈর্ভগ্নৈঃ শরাবৈরভিসংবৃতাম্ ।
হতশৌণ্ডামিব ধ্বস্তাং পানভূমিমসংস্কৃতাম্ ॥১৪
বৃক্‌ণভূমিতলাং নিম্নাং বৃক্‌ণপাত্রৈঃ সমাবৃতাম্ ।
উপযুক্তোদকাং ভগ্নাং প্রপাং নিপতিতামিব ॥১৫
বিপুলাং বিততাং চৈব যুক্তপাশাং তরস্বিনাম্ ।
ভূমৌ বাণৈর্বিনিষ্কৃত্তাং পতিতাং জ্যামিবায়ুধাৎ ॥১৬
সহসা যুদ্ধশৌণ্ডেন হয়ারোহেণ বাহিতাম্ ।
নিহতাং প্রতিসৈন্যেন বড়বামিব পাতিতাম্ ॥১৭

ভরতস্তু রথস্থঃ সন্ শ্রীমান্ দশরথাত্মজঃ ।
বাহয়ন্তং রথশ্রেষ্ঠং সারথিং বাক্যমব্রবীৎ ॥১৮
কিন্নু খল্বদ্য গম্ভীরো মূর্চ্ছিতো ন নিশাম্যতে ।
যথাপুরমযোধ্যায়াং গীতবাদিত্রনিঃস্বনঃ ॥১৯
বারুণীমদগন্ধশ্চ মাল্যগন্ধশ্চ মূর্চ্ছিতঃ ।
চন্দনাগুরুগন্ধশ্চ ন প্রবাতি সমন্ততঃ ॥২০
যানপ্রবরঘোষশ্চ সুস্নিগ্ধহয়নিঃস্বনঃ ।
প্রমত্তগজনাদশ্চ মহাংশ্চ রথনিস্বনঃ ॥২১
নেদানীং শ্রূয়তে পুর্য্যামস্যাং রামে বিবাসিতে ।
চন্দনাগুরুগন্ধাংশ্চ মহার্হাশ্চ বনস্রজঃ ॥২২
গতে রামে হি তরুণাঃ সন্তপ্তা নোপভুঞ্জতে ।
বহির্যাত্রাং ন গচ্ছন্তি চিত্রমাল্যধরা নরাঃ ॥২৩
নোৎসবাঃ সম্প্রবর্তন্তে রামশোকার্দিতে পুরে ।
সা হি নূনং মম ভ্রাত্রা পুরস্যাস্য দ্যুতির্গতা ॥২৪

পুণ্যক্ষয়বশতঃ সহসা আকাশভ্রষ্ট পৃথিবীর অভিমুখে প্রধাবিত ক্ষীণদ্যুতি নক্ষত্রের ন্যায় অযোধ্যার শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। বসন্তকাল অতীত হইলে মত্তভ্রমরযুক্তা পুষ্পিতা লতা প্রবলদাবানলদ্বারা আক্রান্ত হইয়া যেরূপ ম্লান হইয়া যায়, সেইরূপ অযোধ্যাও ম্লান হইয়া গিয়াছে। রাজপথসমূহ জনগণের সমাগমশূন্য, পণ্যবীথি (দোকান প্রভৃতি) সমূহ সংরুদ্ধ হওয়ায় মেঘমালাদ্বারা নক্ষত্র ও চন্দ্র আবৃত হইলে আকাশের যেরূপ অবস্থা হয়, অযোধ্যা সেইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। মদ্যপানান্তে ভগ্নপাত্রপরিবৃত মদ্যপায়ীকর্তৃক পরিত্যক্ত অসংস্কৃত পানভূমির যেমন অবস্থা হয়, অযোধ্যারও সেইরূপ হইয়াছে। ভগ্নপাত্রসমূহে সমাকীর্ণ ভগ্নচত্বর নিম্নতলগর্তময় জল পানভূমি জলশূন্য হইয়া যেমন বিধ্বস্তভাবে থাকে, অযোধ্যাও সেইভাবে রহিয়াছে। ১১-১৫

বিপুল বিস্তীর্ণপাশযুক্ত জ্যা (ধনুর ছিলা) তেজস্বী পুরুষগণের বাণদ্বারা ধনু হইতে ছিন্ন হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলে যেমন অবস্থা হয়, অযোধ্যার সেইরূপ অবস্থা হইয়াছে। যুদ্ধমত্ত অশ্বারোহণকারীকর্তৃক বাহিত বড়বা (ঘোটকী) বিপক্ষ সৈন্য দ্বারা নিহত হইলে যেরূপ অবস্থা হয়, অযোধ্যারও সেইরূপ হইয়াছে। বিশালমৎস্য ও কূর্মপ্রভৃতি বহু জলচরের দ্বারা পূর্ণ, ভগ্নতীর, পদ্মশূন্য ও শুষ্কজল সরোবরের ন্যায় অযোধ্যাকে দেখা যাইতেছে। এক্ষণে অযোধ্যার সকল লোকই আনন্দশূন্য হইয়া অনুলেপনাদি পরিহার করিয়াছে। সকলের শরীর তীব্রশোকে সন্তপ্ত ও ভূষণরহিত। বর্ষাকাল সমাগমে মেঘমণ্ডলে প্রবিষ্ট নীলমেঘাবৃত সূর্য্যের প্রভার ন্যায় অযোধ্যায় যেমন গীতবাদ্যের ধ্বনি শ্রুতিগোচর হইত, এক্ষণে সেইরূপ গম্ভীর তরঙ্গিত ধ্বনি ত শ্রুতিগোচর হইতেছে না? বারুণী (একপ্রকার মদ্য) মদগন্ধ, মাল্যগন্ধ, চন্দন ও অগুরুগন্ধ চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া প্রবাহিত হইতেছে না। ১৬-২০

রাম অযোধ্যা হইতে নির্বাসিত হওয়ায় উত্তমযান (শকটাদি) শব্দ, সুস্নিগ্ধ অশ্বধ্বনি, মত্তমাতঙ্গধ্বনি ও রথচক্রের সুমহান্ শব্দ এই অযোধ্যায় শুনিতে পাওয়া যাইতেছে না। রাম বনে গমন করিয়াছেন বলিয়া অযোধ্যায় তরুণগণ শোকসন্তপ্ত হইয়া চন্দন, অগুরুগন্ধ ও মহামূল্য বনমালাসমূহ উপভোগ করিতেছেনা।

ন হি রাজত্যযোধ্যেয়ং সাসারেবার্জুনী ক্ষপা।
কদা নু খলু মে ভ্রাতা মহোৎসব ইবাগতঃ ॥২৫
জনয়িষ্যত্যযোধ্যায়াং হর্ষং গ্রীষ্ম ইবাম্বুদঃ।
তরুণৈশ্চারুবেষৈশ্চ নরৈরুন্নতগামিভিঃ ॥২৬
সম্পতদ্ভিরযোধ্যায়াং নাভিভান্তি মহাপথাঃ।
ইতি ব্রুবন্ সারথিনা দুঃখিতো ভরতস্তদা ॥২৭
অযোধ্যাং সম্প্রবিশ্যৈব বিবেশ বসতিং পিতুঃ।
তেন হীনাং নরেন্দ্রেণ সিংহহীনাং গুহামিব ॥২৮
তদা তদন্তঃপুরমুজ্ঝিতপ্রভং
সুরৈরিবোৎকৃষ্টমভাস্করং দিনম্।
নিরীক্ষ্য সর্বত্র বিভক্তমাত্মবান্
মুমোচ বাষ্পং ভরতঃ সুদুঃখিতঃ ॥২৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে চতুর্দশাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥১১৪

অযোধ্যাবাসীরা বিচিত্রমালা ধারণ করিয়া বহির্ভাগে গমন করিতেছে না। রামের শোকে অভিভূত এই অযোধ্যায় কোন উৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছে না। আমার মনে হয় আমার ভ্রাতার সহিত এই নগরীর সেই শোভা চলিয়া গিয়াছে। শরৎকালের শুক্লপক্ষীয় মনোহর রাত্রি বৃষ্টিধারায় পরিব্যাপ্ত হইলে যেমন তাহার শোভা হয় না, অযোধ্যারও সেইরূপ শোভা নাই। আমার ভ্রাতা রাম মহোৎসবের ন্যায় কবে এই অযোধ্যায় আসিবেন? এবং গ্রীষ্মকালে মেঘের ন্যায় তিনি অযোধ্যায় আসিয়া সকলের আনন্দ বিধান করিবেন? এক্ষণে অযোধ্যার রাজপথসমূহ উন্নতগমনশীল মনোহর বেশভূষা-সমন্বিত তরুণ পথিকগণদ্বারা সুশোভিত হইতেছে না—এইরূপ বলিতে বলিতে দুঃখিত ভরত সারথির সহিত অযোধ্যায় প্রবেশ করিলেন এবং প্রথমেই তিনি সিংহহীন গুহার ন্যায় দশরথরহিত পিতার গৃহে প্রবেশ করিলেন। পূর্বকালে রাহুকর্তৃক সূর্য্যদেব গ্রস্ত হইলে দিবস যেমন প্রভাহীন হইয়া দেবতাগণের শোক উৎপাদন করিয়াছিল, সেইরূপ দশরথের বিরহে জনসঞ্চারশূন্য প্রভাহীন সেই অন্তঃপুর দর্শন করিয়া দুঃখিত ভরত অশ্রুধারা পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। ২১-২৯

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে চতুর্দশাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত

পঞ্চদশাধিকশততমঃ সর্গঃ

[নন্দিগ্রামং গত্বা শ্রীরামপাদুকে রাজসিংহাসনে অভিষিচ্য তস্মৈ চ সর্বং নিবেদ্য ভরতস্য রাজ্যপরিচালনম্ ।]

ততো নিক্ষিপ্য মাতৃস্তা অযোধ্যায়াং দৃঢ়ব্রতঃ
ভরতঃ শোকসন্তপ্তো গুরূনিদমথাব্রবীৎ ॥১
নন্দিগ্রামং গমিষ্যামি সর্বানামন্ত্রয়েঽত্র বঃ ।
তত্র দুঃখমিদং সর্বং সহিষ্যে রাঘবং বিনা ॥২
গতশ্চাহো দিবং রাজা বনস্থঃ স গুরুর্মম ।
রামং প্রতীক্ষে রাজ্যায় স হি রাজা মহাযশাঃ ॥৩
এতচ্ছ্রুত্বা শুভং বাক্যং ভরতস্য মহাত্মনঃ ।
অব্রুবন্ মন্ত্রিণঃ সর্বে বসিষ্ঠশ্চ পুরোহিতঃ ॥৪
সুভৃশং শ্লাঘনীয়ঞ্চ যদুক্তং ভরত ত্বয়া ।
বচনং ভ্রাতৃবাৎসল্যাদনুরূপং তবৈব তৎ ॥৫
নিত্যং তে বন্ধুলুব্ধস্য তিষ্ঠতো ভ্রাতৃসৌহৃদে ।
মার্গমার্য্যং প্রপন্নস্য নানুমন্যেত কঃ পুমান্ ॥৬
মন্ত্রিণাং বচনং শ্রুত্বা যথাভিলষিতং প্রিয়ম্ ।
অব্রবীৎ সারথিং বাক্যং রথো মে যুজ্যতামিতি ॥৭
প্রহৃষ্টবদনঃ সর্বা মাতৃঃ সমভিভাষ্য চ ।
আরুরোহ রথং শ্রীমান্ শত্রুঘ্নেন সমন্বিতঃ ॥৮
আরুহ্য তু রথং ক্ষিপ্রং শত্রুঘ্ন-ভরতাবুভৌ ।
যযতুঃ পরমপ্রীতৌ বৃতৌ মন্ত্রি-পুরোহিতৈঃ ॥৯
অগ্রতো গুরবঃ সর্বে বসিষ্ঠপ্রমুখা দ্বিজাঃ ।
প্রযযুঃ প্রাঙ্মুখাঃ সর্বে নন্দিগ্রামো যতো ভবেৎ ॥১০
বলঞ্চ তদনাহূতং গজাশ্ব-রথসঙ্কুলম্ ।
প্রযযৌ ভরতে যাতে সর্বে চ পুরবাসিনঃ ॥১১

পঞ্চদশাধিকশততম সর্গ

[নন্দিগ্রামে যাইয়া এবং শ্রীরামের পাদুকা অভিষিক্ত করত তাঁহাকে সমস্ত নিবেদনপূর্বক ভরতের রাজকার্য্যপরিচালনা ।]

অনন্তর দৃঢ়ব্রত ভরত মাতৃগণকে অযোধ্যায় রাখিয়া শোকসন্তপ্তচিত্তে বশিষ্ঠ প্রভৃতি গুরুজনকে বলিলেন,—আমি নন্দিগ্রামে গমন করিব, সেইজন্য আপনাদিগকে আমন্ত্রণ (বিদায়সম্ভাষণ) করিতেছি। রামকে ছাড়িয়া আমি যে দুঃখ পাইয়াছি, নন্দিগ্রামে থাকিয়া সেই দুঃখ গ্রহণ করিব। হায়! মহারাজ দশরথ স্বর্গে গিয়াছেন। যিনি আমার গুরু, সেই রামও বনস্থ হইয়াছেন। আমি রামের প্রতীক্ষা করিব। তিনি মহাযশস্বী ও এই রাজ্যের উপযুক্ত রাজা। কুলপুরোহিত বশিষ্ঠ ও অন্যান্য মন্ত্রিগণ সকলেই মহাত্মা ভরতের এইরূপ শুভ-বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন,—ভরত! তুমি ভ্রাতার প্রতি বাৎসল্যবশতঃ যে কথা বলিলে, তাহা অতিশয় প্রশংসনীয়। এইরূপ কথা তোমারই উপযুক্ত। ১-৫

তুমি ভ্রাতার প্রতি সৌহার্দপ্রকাশে সর্বদা নিরত, বন্ধুগণের প্রতি অনুরাগসম্পন্ন ও সজ্জনগণের সেবিত পথ অবলম্বনকারী, অতএব কোনব্যক্তি তোমার অভিপ্রায়ে অসম্মতিপ্রকাশ করিবে? ভরত অভি-লাষানুরূপ প্রিয়বাক্য মন্ত্রীগণের মুখ হইতে শ্রবণ করিয়া সারথিকে রথ সজ্জিত করিবার আদেশ দিলেন। শ্রীমান্ ভরত শত্রুঘ্নের সহিত প্রফুল্লবদনে জননীগণকে সম্ভাষণ করিয়া রথে আরোহণ করিলেন। শত্রুঘ্ন ও ভরত উভয়ে মন্ত্রী ও পুরোহিতবৃত হইয়া রথারোহণ-পূর্বক পরমানন্দে সত্বর গমন করিতে লাগিলেন। বশিষ্ঠ প্রভৃতি গুরুগণ ও ব্রাহ্মণগণ পূর্বাভিমুখে সেই পথে চলিলেন, যে পথে নন্দিগ্রাম প্রাপ্ত হওয়া যায়।৬-১০

রথস্থঃ স তু ধর্মাত্মা ভরতো ভ্রাতৃবৎসলঃ।
নন্দিগ্রামং যযৌ তূর্ণং শিরস্যাদায় পাদুকে ॥১২
ভরতস্তু ততঃ ক্ষিপ্রং নন্দিগ্রামং প্রবিশ্য সঃ।
অবতীর্য্য রথাৎ তূর্ণং গুরূনিদমভাষত ॥১৩
এতদ্ রাজ্যং মম ভ্রাত্রা দত্তং সন্ন্যাসমুত্তমম্।
যোগক্ষেমবহে চেমে পাদুকে হেমভূষিতে ॥১৪
ভরতঃ শিরসা কৃত্বা সন্ন্যাসং পাদুকে ততঃ।
অব্রবীদ্ দুঃখসন্তপ্তঃ সর্বং প্রকৃতিমণ্ডলম্ ॥১৫
ছত্রং ধারয়ত ক্ষিপ্রমার্য্যপাদাবিমৌ মতৌ।
আভ্যাং রাজ্যে স্থিতো ধর্মঃ পাদুকাভ্যাং গুরোর্মম ॥১৬
ভ্রাত্রা তু ময়ি সন্ন্যাসো নিক্ষিপ্তঃ সৌহৃদাদয়ম্।
তমিমং পালয়িষ্যামি রাঘবাগমনং প্রতি ॥১৭
ক্ষিপ্রং সংযোজয়িত্বা তু রাঘবস্য পুনঃ স্বয়ম্।
চরণৌ তৌ তু রামস্য দ্রক্ষ্যামি সহপাদুকৌ ॥১৮
ততো নিক্ষিপ্তভারোঽহং রাঘবেণ সমাগতঃ।
নিবেদ্য গুরবে রাজ্যং ভজিষ্যে গুরুবর্তিতাম্ ॥১৯
রাঘবায় চ সন্ন্যাসং দত্ত্বেমে বরপাদুকে।
রাজ্যং চেদমযোধ্যাঞ্চ ধূতপাপো ভবাম্যহম্ ॥২০
(অভিষিক্তে তু কাকুৎস্থে প্রহৃষ্টমুদিতে জনে,
প্রীতির্মম যশশ্চৈব ভবেদ্ রাজ্যাচ্চতুর্গুণম্ ॥
এবং তু বিলপন্ দীনো ভরতঃ স মহাযশাঃ।
নন্দিগ্রামেঽকরোদ্ রাজ্যং দুঃখিতো মন্ত্রিভিঃ সহ ॥)
স বল্কলজটাধারী মুনিবেষধরঃ প্রভুঃ।
নন্দিগ্রামেঽবসদ্ বীরঃ সসৈন্যো ভরতস্তদা ॥২১

ভরতের প্রস্থানের পর পুরবাসী সকলে এবং হস্তী-অশ্ব-রথসমাকুল সৈন্যসমূহ অনাহূত হইয়াও পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। ভ্রাতৃবৎসল মহাত্মা ভরত রথস্থ হইয়া রামের পাদুকাদ্বয় নিজমস্তকে ধারণপূর্বক নন্দিগ্রামে সত্বর উপস্থিত হইলেন। তিনি অতিসত্বর নন্দিগ্রামে প্রবেশ করিয়া রথ হইতে অবতরণপূর্বক গুরুজনদিগকে বলিলেন যে—আমার ভ্রাতা রাম উত্তম এই রাজ্য আমাকে ন্যাসস্বরূপে (গচ্ছিতরূপে) অর্পণ করিয়াছেন। এই স্বর্ণভূষিত পাদুকাদ্বয় এই রাজ্যের যোগক্ষেমবহন করিবে। অনন্তর ভরত রামপ্রদত্ত পাদুকাদ্বয় মস্তকে রাখিয়া দুঃখিতচিত্তে প্রজাবর্গকে বলিলেন। ১১-১৫

আর্য্য রামের চরণস্বরূপ এই পাদুকাদ্বয়ে অবিলম্বে ছত্র ধারণ কর। আমার গুরুর পাদুকাদ্বয়ের দ্বারা এই রাজ্যে ধর্মব্যবহার স্থিরতর আছে। ভ্রাতা আমার প্রতি সৌহার্দবশতঃ ইহা ন্যস্ত করিয়াছেন। রঘুনন্দন রামের প্রত্যাগমনকাল পর্য্যন্ত আমি ইহা পালন করিব। তিনি বনবাস হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলে তৎক্ষণাৎ তাঁহার চরণযুগলে পাদুকাদ্বয় সংযোজিত করিয়া পাদুকাপরিহিত চরণযুগল দর্শন করিব। তিনি আমার উপর ভার ন্যস্ত করিয়াছেন, সেইজন্যই আমি অযোধ্যায় আসিয়াছি। তিনি ফিরিয়া আসিলে এই রাজ্যভার তাঁহাকে সমর্পণ করিয়া আমি গুরুর মত তাঁহার সেবা করিব। রামের ন্যাসস্বরূপ এই পাদুকাদ্বয় ও এই অযোধ্যার রাজ্য তাঁহাকে সমর্পণ করিয়া আমি পাপশূন্য হইব। ১৬-২০

(কাকুৎস্থ রাম অভিষিক্ত হইলে এবং সকল জনগণ আনন্দিত হইলে আমার রাজ্যলাভ অপেক্ষা চতুর্গুণপ্রীতি ও যশ হইবে। এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে অতিদীন যশস্বী ভরত মন্ত্রিগণের সহিত অতিদুঃখিত-চিত্তে নন্দিগ্রামে থাকিয়া রাজ্যপালন করিতে লাগিলেন) বল্কলজটাধারী শক্তিমান্ ভরত মুনিজনোচিত বেশ ধারণ করিয়া সসৈন্যে নন্দিগ্রামে বাস করিতে লাগিলেন। (ভ্রাতৃবৎসল ভরত রামের আগমন কামনা করিয়া ভ্রাতৃবাক্য পালন করিতে লাগিলেন এবং নিজ প্রতিজ্ঞারক্ষার জন্য পাদুকাদ্বয়ের অভিষেক করিয়া নন্দিগ্রামে বাস করিলেন।) ভরত স্বয়ং পাদুকাদ্বয়ের উপর ছত্র ও চামর ধারণ করিলেন এবং রাজ্যশাসন বৃত্তান্তসমূহ পাদুকাদ্বয়ের উদ্দেশ্যে নিবেদন করিতে লাগিলেন। তখন শ্রীভরত এইভাবে অগ্রজের পাদুকা-

(রামগমনমাকাঙ্ক্ষন্ ভরতো ভ্রাতৃবৎসলঃ।
ভ্রাতুর্বচনকারী চ প্রতিজ্ঞাপারগস্তদা।
পাদুকে ত্বভিষিচ্যাথ নন্দিগ্রামেঽবসৎ তদা ॥)
স বালব্যজনং ছত্রং ধারয়ামাস স স্বয়ম্।
ভরতঃ শাসনং সর্বং পাদুকাভ্যাং নিবেদয়ন্ ॥২২
ততস্তু ভরতঃ শ্রীমানভিষিচ্যার্য্যপাদুকে।
তদধীনস্তদা রাজ্যং কারয়ামাস সর্বদা ॥২৩

তদা হি যৎ কার্যমুপৈতি কিঞ্চি-
দুপায়নং চোপহৃতং মহার্হম্।
স পাদুকাভ্যাং প্রথমং নিবেদ্য
চকার পশ্চাদ্ ভরতো যথাবৎ ॥২৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে পঞ্চদশাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥

দ্বয়ের অভিষেক করিয়া পাদুকাদ্বয়ের অধীনতাস্বীকারপূর্বক রাজ্যপালন করিতে লাগিলেন। সেইসময় রাজ্যসংক্রান্ত যে কোন বিষয় উপস্থিত হইলে কিংবা মূল্যবান্ উপঢৌকন দ্রব্যাদি আসিলে তিনি অগ্রে পাদুকাদ্বয়ে নিবেদন করিয়া পশ্চাৎ যথাবিধি ব্যবহার করিতেন। ২১-২৪

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে পঞ্চদশাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত।

ষোড়শাধিকশততমঃ সর্গঃ

[বৃদ্ধকুলপতিনা সহ বহূনামৃষীণাং চিত্রকূটং পরিহায়ান্যত্র গমনম্।]

প্রতিযাতে তু ভরতে বসন্ রামস্তদা বনে।
লক্ষয়ামাস সোদ্বেগমথৌৎসুক্যং তপস্বিনাম্ ॥১
যে তত্র চিত্রকূটস্য পুরস্তাৎ তাপসাশ্রমে।
রামমাশ্রিত্য নিরতাস্তানলক্ষয়দুৎসুকান্ ॥২
নয়নৈর্ভ্রূকুটীভিশ্চ রামং নির্দিশ্য শঙ্কিতঃ।
অন্যোন্যমুপজল্পন্তঃ শনৈশ্চক্রুর্মিথঃ কথাঃ ॥৩
তেষামৌৎসুক্যমালক্ষ্য রামস্ত্বাত্মনি শঙ্কিতঃ।
কৃতাঞ্জলিরুবাচেদমৃষিং কুলপতিং ততঃ ॥৪

ষোড়শাধিকশততম সর্গ

[চিত্রকূটপর্বত পরিত্যাগকরত বৃদ্ধকুলপতির সহিত বহু ঋষির অন্যত্র গমন।]

এদিকে ভরত প্রতিনিবৃত্তি হইয়া অযোধ্যায় গমন করিলে পর রাম চিত্রকূটপর্বতস্থ তপোবনে বাস করিতে লাগিলেন, কিন্তু সেই স্থানে অবস্থিত তপস্বী সকলের উদ্বেগপূর্ণ ঔৎসুক্য লক্ষ্য করিলেন। যে সকল তাপসগণ চিত্রকূটপর্বতের আশ্রমে রামের আশ্রয়ে অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহারা সকলেই উৎসুক হইয়াছেন—ইহা রাম লক্ষ্য করিলেন। ঐ সময় তপস্বিবর্গ শঙ্কিত হইয়া নয়ন ও ভ্রূকুটীর দ্বারা রামকে নির্দেশ পূর্বক পরস্পর ধীরে ধীরে কথোপকথন করিতে লাগিলেন। রাম তাঁহাদিগের ঔৎসুক্য দেখিয়া স্বয়ং শঙ্কিত হইলেন এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া কুলপতি ঋষিকে বলিলেন—ভগবন্! আমার পূর্ববর্তীরাজগণের অনুরূপ আচরণে কি কোন বিকার দেখিতে পাওয়া

় কশ্চিদ্ ভগবন্ কিঞ্চিৎ পূর্ববৃত্তমিদং ময়ি।
দৃশ্যতে বিকৃতং যেন বিক্রিয়ন্তে তপস্বিনঃ ॥৫
প্রমাদাচ্চরিতং কিঞ্চিৎ কচ্চিন্নাবরজস্য মে।
লক্ষ্মণস্যর্ষিভির্দৃষ্টং নানুরূপং মহাত্মনঃ ॥৬
কচ্চিচ্ছুশ্রূষমাণা বঃ শুশ্রূষণপরা ময়ি।
প্রমদাভ্যুচিতাং বৃত্তিং সীতা যুক্তাং ন বর্ততে ॥৭
অথর্ষির্জরয়া বৃদ্ধস্তপসা চ জরাং গতঃ।
বেপমান ইবোবাচ রামং ভূতদয়াপরম্ ॥৮
কুতঃ কল্যাণসত্ত্বায়াঃ কল্যাণাভিরতেঃ সদা।
চলনং তাত বৈদেহ্যাস্তপস্বিষু বিশেষতঃ ॥৯
ত্বন্নিমিত্তমিদং তাবৎ তাপসান্ প্রতিবর্ততে।
রক্ষোভ্যস্তেন সংবিগ্নাঃ কথয়ন্তি মিথঃ কথাঃ ॥১০
রাবণাবরজঃ কশ্চিৎ খরো নামেহ রাক্ষসঃ।
উৎপাট্য তাপসান্ সর্বান্ জনস্থাননিবাসিনঃ ॥১১
ধৃষ্টশ্চ জিতকাশী চ নৃশংসঃ পুরুষাদকঃ।
অবলিপ্তশ্চ পাপশ্চ ত্বাঞ্চ তাত ন মৃষ্যতে ॥১২
ত্বং যদাপ্রভৃতি হ্যস্মিন্নাশ্রমে তাত বর্তসে।
তদাপ্রভৃতি রক্ষাংসি বিপ্রকুর্ব্বন্তি তাপসান্ ॥১৩
দর্শয়ন্তি হি বীভৎসৈঃ ক্রূরৈর্ভীষণকৈরপি।
নানারূপৈবিরূপৈশ্চ রূপৈশ্চ সুখদর্শনৈঃ ॥১৪
অপ্রশস্তৈরশুচিভিঃ সম্প্রযুজ্য চ তাপসান্।
প্রতিঘ্নন্ত্যপরান্ ক্ষিপ্রমনার্য্যাঃ পুরতঃ স্থিতান্ ॥১৫
তেষু তেষ্বাশ্রমস্থানেষ্ববুদ্ধমবলীয় চ।
রমন্তে তাপসাংস্তত্র নাশয়ন্তোঽল্পচেতসঃ ॥১৬

যাইতেছে? যাহার জন্য তপস্বিগণ এই বিকারভাব প্রাপ্ত হইতেছেন?১-৫

আমার অনুজ মহাত্মা লক্ষ্মণের প্রমাদবশতঃ কোন অন্যায় অনুপযুক্ত কার্য্য ঋষিগণ দেখিয়াছেন কি? সীতা আমার শুশ্রূষায় নিবিষ্টচিত্তা অপনাদের প্রতি প্রমাদবশতঃ কোন অনুপযুক্ত ব্যবহার করেন নাই ত? রাম ঐ আশ্রমবাসী মহর্ষিকে এইরূপ বলিলে পর তাপসবৃদ্ধ, জরাজীর্ণ ও কম্পিতদেহ ঋষি সর্বভূতে দয়ালু রামকে বলিলেন,—বৎস! শুদ্ধস্বভাবা সতত কল্যাণার্থিনী সীতার কাহারও প্রতি বিশেষতঃ তপস্বীদিগের প্রতি প্রমাদবশতঃ অনুপযুক্ত ব্যবহার কিরূপ হইতে পারে? কিন্তু তোমার নিমিত্তই তপস্বীদিগের ভয় উপস্থিত হইয়াছে। এইজন্য উদ্বিগ্ন হইয়া তাঁহারা পরস্পর ঐ প্রকার আলাপ করিতেছেন। ৬-১০

বৎস! রাবণের ভ্রাতা খরনামক দুর্দান্ত, গর্বিত, নৃশংস, নির্ভীক ও পাপিষ্ঠ এক রাক্ষস এই স্থানে জনস্থানবাসী তপস্বীদিগকে উৎপীড়ন করিতেছে এবং তোমাকেও অবজ্ঞা করিতেছে। বৎস! তুমি যে সময় হইতে এই আশ্রমে বাস করিতেছ, সেই সময় হইতেই রাক্ষসেরা তপস্বীদিগের অপকার করিতেছে। তাহারা বীভৎস, ক্রূর, ভীষণ, অসুখদর্শন ও নানাবিধ বিকটমূর্ত্তি ধারণ করিয়া মুনিগণের দৃষ্টিগোচর হইতেছে। ঐ সকল অনার্য্য রাক্ষস নানাপ্রকার পাপজনক অশুচিদ্রব্য নিক্ষেপপূর্বক তাপসগণের অনিষ্ঠ সাধন করিতেছে। ঐ অসাধু নিশাচরগণ অপেক্ষাকৃত কোমলস্বভাব মুনিগণের পীড়নের জন্য সর্বদা প্রস্তুত রহিয়াছে। অন্যের অজ্ঞাতসারে আশ্রমে আশ্রমে লুকাইয়া থাকিয়া ক্ষুদ্রবুদ্ধি রাক্ষসেরা তাপসগণকে বিনষ্ট করিয়া আনন্দিত হইতেছে।১১-১৬

যজ্ঞকার্য্য আরম্ভ হইলে স্রুক্ প্রভৃতি যজ্ঞীয় পাত্র ও উপকরণাদিসমূহ দূরে নিক্ষেপ করিতেছে। ঋষিগণ সেই দুরাত্মা রাক্ষসদিগের দৌরাত্মে উপদ্রুত আশ্রমসকল পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হইয়া অন্যত্র গমনের জন্য আমাকে অনুরোধ করিতেছেন। রাম! দুষ্ট রাক্ষসেরা এক্ষণে তাপসগণের শারীরিক অনিষ্ট সাধন করিতে প্রবৃত্ত হইতেছে, অতএব আমরা এই আশ্রম পরিত্যাগ করিব। এই আশ্রমের সন্নিকটেই বহুফলমূল সম্বলিত সুন্দর একটি আশ্রম আছে। অশ্বঋষির ঐ আশ্রমে আমি স্বজনসহিত আশ্রয় গ্রহণ করিব।১৭-২০

রাম! খরনামক রাক্ষস তোমার প্রতিও অনুচিত ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হইতেছে, যদি তোমার অভিপ্রায় হয়, তুমিও আমাদিগের সহিত এইস্থান হইতে স্থানান্তরে

অবক্ষিপন্তি স্রুগ্ভাণ্ডানগ্নীন্ সিঞ্চন্তি বারিণা।
কলসাংশ্চ প্রমর্দন্তি হবনে সমুপস্থিতে ॥১৭

তৈর্দুরাত্মভিরাবিষ্টানাশ্রমান্ প্রজিহাসবঃ।
গমনায়ান্যদেশস্য চোদয়ন্ত্যৃষয়োঽদ্য মাম্ ॥১৮

তৎ পুরা রাম শারীরীমুপহিংসাং তপস্বিষু।
দর্শয়ন্তি হি দুষ্টাস্তে ত্যক্ষ্যাম ইমমাশ্রমম্ ॥১৯

বহুমূলফলং চিত্রমবিদূরাদিতো বনম্।
অশ্বস্যাশ্রমমেবাহং শ্রয়িষ্যে সগণঃ পুনঃ ॥২০

খরস্ত্বয্যপি চাযুক্তং পুরা রাম প্রবর্ত্ততে।
সহাস্মাভিরিতো গচ্ছ যদি বুদ্ধিঃ প্রবর্ত্ততে ॥২১

সকলত্রস্য সন্দেহো নিত্যং যুক্তস্য রাঘব।
সমর্থস্যাপি হি সতো বাসো দুঃখমিহাদ্য তে ॥২২

ইত্যুক্তবন্তং রামস্তং রাজপুত্রস্তপস্বিনম্।
ন শশাকোত্তরৈর্বাক্যৈরববদ্ধুং সমুৎসুকম্ ॥২৩

অভিনন্দ্য সমাপৃচ্ছ্য সমাধায় চ রাঘবম্।
স জগামাশ্রমং ত্যক্ত্বা কুলৈঃ কুলপতিঃ সহ ॥২৪

রামঃ সংসাধ্য ঋষিগণমনুগমনাদ্
দেশাৎ তস্মাৎ কুলপতিমভিবাদ্য ঋষিম্।
সম্যক্ প্রীতৈস্তৈরনুমত উপদিষ্টার্থঃ
পুণ্যং বাসায় স্বনিলয়মুপসম্পেদে ॥২৫

আশ্রমমৃষিবিরহিতং প্রভুঃ
ক্ষণমপি ন জহৌ স রাঘবঃ।
রাঘবং হি সততমনুগতা-
স্তাপসাশ্চার্ষচরিতেধৃতগুণাঃ ॥২৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে ষোড়শাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥

চল। যদিও তুমি সর্বদা সাবধানে রহিয়াছ, রাক্ষসগণের বিনাশে তোমার শক্তি আছে, তথাপি পত্নীর সহিত এই স্থানে বাস করা সর্বথা আশঙ্কা ও দুঃখেরই হইবে। সেই তপস্বী এইরূপ বলিলে পর রাজপুত্র রাম গমনোৎসুক তপস্বীকে প্রত্যুত্তরবাক্যে (আমি আছি, সকল রাক্ষসকে দূর করিব, আপনাদের ভয়ের কোন কারণ নাই ইত্যাদি) নিবারণ করিতে পারিলেন না। কুলপতি সেই তপস্বী বিয়োগখিন্ন রামকে অভিবাদনপূর্বক আশ্বস্ত করিয়া অন্যান্য ঋষি ও স্বজনের সহিত ঐ আশ্রম ত্যাগপূর্বক গমন করিলেন। তখন রাম গমোদ্যত ঋষিগণের অনুগমন করত ঐ কুলপতি ঋষিকে অভিবাদনপূর্বক নিজ আবাসে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। প্রত্যাবর্ত্তনসময়ে ঋষিগণ সকলেই প্রীতির সহিত সম্যগ্রূপে উপদেশ দিয়া রামকে বিদায় দিলেন। শক্তিমান্ রাঘব ঋষিপরিত্যক্ত আশ্রমকে ক্ষণকালের জন্যও পরিত্যাগ করিতেন না। ঋষিজনোচিত গুণসম্পন্ন কতিপয় তপস্বী রামের সর্বদা অনুগত হওয়ায় আশ্রমান্তরে গমন করিলেন না। ২১-২৬

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ষোড়শাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তদশাধিক শততমঃ সর্গঃ

[শ্রীরামাদীনামত্রের্মুনেরাশ্রমগমনম্, অত্রিণা তেষামাতিথ্যবিধানম্, অনসূয়াদ্বারা সীতা সংবর্দ্ধিতা চ।]

রাঘবস্ত্বপযাতেষু সর্বেষ্বনুবিচিন্তয়ন্।
ন তত্রারোচয়দ্ বাসং কারণৈর্বহুভিস্তদা ॥১
ইহ মে ভরতো দৃষ্টো মাতরশ্চ সনাগরাঃ।
সা চ মে স্মৃতিরন্বেতি তান্ নিত্যমনুশোচতঃ ॥২
স্কন্ধাবারনিবেশেন তেন তস্য মহাত্মনঃ।
হয়-হস্তিকরীষৈশ্চ উপমর্দ্দঃ কৃতো ভৃশম্ ॥৩
তস্মাদন্যত্র গচ্ছাম ইতি সঞ্চিন্ত্য রাঘবঃ।
প্রাতিষ্ঠত স বৈদেহ্যা লক্ষ্মণেন চ সঙ্গতঃ ॥৪
সোঽত্রেরাশ্রমমাসাদ্য তং ববন্দে মহাযশাঃ।
তং চাপি ভগবানত্রিঃ পুত্রবৎ প্রত্যপদ্যত ॥৫
স্বয়মাতিথ্যমাদিশ্য সর্বমস্য সুসংকৃতম্।
সৌমিত্রিঞ্চ মহাভাগং সীতাঞ্চ সমসান্ত্বয়ৎ ॥৬
পত্নীঞ্চ তমনুপ্রাপ্তাং বৃদ্ধামামন্ত্র্য সৎকৃতাম্।
সান্ত্বয়ামাস ধর্মজ্ঞঃ সর্বভূতহিতে রতঃ ॥৭
অনসূয়াং মহাভাগাং তাপসীং ধর্মচারিণীম্।
প্রতিগৃহ্ণীষ বৈদেহীমব্রবীদৃষিসত্তমঃ ॥৮
রামায় চাচচক্ষে তাং তাপসীং ধর্মচারিণীম্।
দশ বর্ষাণ্যনাবৃষ্ট্যা দগ্ধে লোকে নিরন্তরম্ ॥৯
যয়া মূল-ফলে সৃষ্টে জাহ্নবী চ প্রবর্তিতা।
উগ্রেণ তপসা যুক্তা নিয়মৈশ্চাপ্যলঙ্কৃতা ॥১০
দশ বর্ষসহস্রাণি যথা তপ্তং মহৎ তপঃ।
অনসূয়াব্রতৈস্তাত প্রত্যূহাশ্চ নিবর্হিতাঃ ॥১১
দেবকার্য্যনিমিত্তঞ্চ যয়া সংত্বরমাণয়া।
দশরাত্রং কৃতা রাত্রিঃ সেয়ং মাতেব তেঽনঘ ॥১২

সপ্তদশাধিকশততম সর্গ

[শ্রীরামাদির অত্রিমুনির আশ্রমে গমন, অত্রিমুনি-কর্তৃক তাঁহাদের আতিথ্য বিধান ও অনসূয়া দ্বারা সীতা সংবর্দ্ধিতা।]

ঋষিগণ প্রায় সকলেই সেই আশ্রম হইতে চলিয়া গেলে পর রঘুনন্দন রাম সেই সময় নানা কারণে সেই আশ্রমে বাস করিতে ইচ্ছুক হইলেন না। এই স্থানে ভরতকে জননীদিগকে ও পুরবাসী লোকসকলকে দর্শন করিলাম, তাঁহাদিগের জন্য অনুশোচনা হইতে থাকায় সেই স্মৃতি সর্বদা জাগরূক হইতেছে। মহাত্মা ভরতের শিবিরস্থাপনের জন্য এই স্থান অশ্ব ও হস্তীদিগের মলমূত্রে অপবিত্র হইয়াছে। অতএব অন্যত্র গমন করিব —এইরূপ চিন্তা করিয়া রাম সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত মিলিত হইয়া সেই স্থানে হইতে গমন করিলেন। মহাযশা রাম অত্রিমুনির আশ্রমে আসিয়া তাঁহাকে বন্দনা করিলেন। ভগবান্ অত্রিও রামকে পুত্রবৎ গ্রহণ করিলেন। ১-৫

তাঁহার জন্য আতিথ্যসৎকারের সুন্দর ব্যবস্থা করিতে আদেশ দান করিয়া অত্রিমুনি মহানুভাব লক্ষ্মণ ও সীতাকে প্রিয়বাক্যের দ্বারা সন্তুষ্ট করিলেন। অনন্তর ধর্মজ্ঞ, সর্বভূতহিতকারী, ঋষিশ্রেষ্ঠ অত্রি স্বীয় অনুগামিনী, মহাভাগা, ধর্মচারিণী ও সর্বজনমান্যা অনসূয়ানাম্নী পত্নীকে আহ্বান করিয়া বলিলেন—তুমি বৈদেহীকে তোমার নিকটে লইয়া যাও। অনন্তর তিনি ধর্মচারিণী তপস্বিনী অনসূয়ার পরিচয় রামের নিকট বলিলেন যে, পূর্বে কোন এক সময় দশবৎসর যাবৎ অনাবৃষ্টি হওয়ায় সকল লোক দগ্ধ হইয়া যাইতেছিল, তখন উগ্রতপস্যা-চারিণী কঠোর নিয়মভূষিতা যে অনুসূয়া এই আশ্রমে গঙ্গাকে আনয়ন করিয়াছিলেন এবং ফলমূল সৃষ্টি করিয়াছিলেন।৬-১০

যিনি দশসহস্রবর্ষব্যাপী কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। রাম! যে অনুসূয়ার ব্রতানুষ্ঠানের প্রভাবে সকলবিঘ্ন নিবারিত হইয়াছে, যিনি দেবতাগণের কার্য্যসিদ্ধির

তামিমাং সর্বভূতানাং নমস্কার্য্যাং তপস্বিনীম্।
অভিগচ্ছতু বৈদেহী বৃদ্ধামক্রোধনাং সদা ॥১৩
এবং ব্রুবাণং তমৃষিং তথেত্যুক্ত্বা স রাঘবঃ।
সীতামালোক্য ধর্মজ্ঞামিদং বচনমব্রবীৎ ॥১৪
রাজপুত্রি শ্রুতং ত্বেতন্মুনেরস্য সমীরিতম্।
শ্রেয়োঽর্থমাত্মনঃ শীঘ্রমভিগচ্ছ তপস্বিনীম্ ॥১৫
অনসূয়েতি যা লোকে কর্মভিঃ খ্যাতিমাগতা।
তাং শীঘ্রমভিগচ্ছ ত্বমভিগম্যাং তপস্বিনীম্ ॥১৬
সীতা ত্বেতদ্ বচঃ শ্রুত্বা রাঘবস্য যশস্বিনী।
তামত্রিপত্নীং ধর্মজ্ঞামভিচক্রাম মৈথিলী ॥১৭
শিথিলাং বলিতাং বৃদ্ধাং জরাপাণ্ডুরমূর্ধজাম্।
সততং বেপমানাঙ্গীং প্রবাতে কদলীমিব ॥১৮

তাং তু সীতা মহাভাগামনসূয়াং পতিব্রতাম্।
অভ্যবাদয়দব্যগ্রা স্বং নাম সমুদাহরৎ ॥১৯
অভিবাদ্য চ বৈদেহী তাপসীং তাং দমান্বিতাম্।
বদ্ধাঞ্জলিপুটা হৃষ্টা পর্য্যপৃচ্ছদনাময়ম্ ॥২০
ততঃ সীতাং মহাভাগাং দৃষ্ট্বা তাং ধর্মচারিণীম্।
সান্ত্বয়ন্ত্যব্রবীদ্ বৃদ্ধা দিষ্ট্যা ধর্মমবেক্ষসে ॥২১
ত্যক্ত্বা জ্ঞাতিজনং সীতে মানবৃদ্ধিঞ্চ মানিনি।
অবরুদ্ধং বনে রামং দিষ্ট্যা ত্বমনুগচ্ছসি ॥২২
নগরস্থো বনস্থো বা শুভো বা যদি বা শুভঃ।
যাসাং স্ত্রীণাং প্রিয়ো ভর্তা তাসাং লোকা মহোদয়াঃ॥২৩
দুঃশীলঃ কামবৃত্তো বা ধনৈর্বা পরিবর্জিতঃ।
স্ত্রীণামার্য্যস্বভাবানাং পরমং দৈবতং পতিঃ ॥২৪

জন্য অতিত্বরান্বিতা হইয়া দশরাত্রিকে এক রাত্রিতে পরিণত করিয়াছিলেন, নিষ্পাপ! রাম! সেই অনুসূয়া মাতার ন্যায় তোমার সম্মুখে আসিয়াছেন। সকলপ্রাণীর নমস্কারযোগ্যা, তপস্বিনী, ক্রোধরহিতা ও বৃদ্ধা অনুসূয়ার নিকটে সীতাদেবী গমন করুন। অত্রিমুনি এইরূপ বলিলে পর রাম বলিলেন—"তথাস্তু" তাহাই হউক। অনন্তর ধর্মজ্ঞা সীতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া এই কথা বলিলেন যে—রাজপুত্রি! এই মুনি যাহা বলিলেন সকল কথা শুনিয়াছ ত? তুমি নিজমঙ্গলের জন্য সত্বর তপস্বিনী অনুসূয়ার অনুগামিনী হও।১১-১৫

যিনি নিজকর্মদ্বারা লোকমধ্যে অনুসূয়ানামে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, যিনি ক্রোধশূন্যা হওয়ায় সকলের আদরণীয়া, তুমি অবিলম্বে সেই এই তপস্বিনীর অনুগমন কর। রাঘবের এইরূপ বাক্য শুনিয়া যশস্বিনী মৈথিলী ধর্মজ্ঞা অত্রিপত্নীর নিকটে গমন করিলেন। অনসূয়াদেবীর বার্ধক্যবশতঃ শরীর শিথিল জরাজীর্ণ হইয়া গিয়াছে, কেশরাশি শুভ্র হইয়াছে। বায়ুর দ্বারা কম্পিত কদলীর ন্যায় তাঁহার অঙ্গসমূহ কম্পিত হইতেছে কিন্তু তিনি পতিব্রতা ও মহাভাগ্যবতী। সীতাদেবী সেই অনসূয়ার নিকট গমন করিয়া শান্তভাবে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন এবং নিজনাম উচ্চারণ করিয়া পরিচয় দিলেন। বৈদেহী সেই সংযমবতী অনসূয়াকে প্রণাম করিয়া হৃষ্টচিত্তে কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। ১৬-২০

অনন্তর বৃদ্ধা ঋষিপত্নী অনসূয়া পতিধর্মচারিণী মহাভাগ্যবতী সীতাকে সান্ত্বনা প্রদানপূর্বক বলিলেন—বৎসে! তুমি সৌভাগ্যবশতঃ ধর্ম বুঝিতে পারিয়াছ, মানিনি! তুমি সৌভাগ্যবশতঃ জ্ঞাতিজন ও সম্মান সমৃদ্ধি ত্যাগ করিয়া বনবাসকারী পতির অনুগামিনী হইয়াছ। পতি নগরস্থিত কিংবা বনস্থিত, শুভ (অনুকূল) কিংবা অশুভ (প্রতিকূল) হউন, যাঁহাদের পতিই পরমপ্রিয়তম, সেই সকল মহিলাগণের জন্যই মহাসমৃদ্ধিপূর্ণ লোক (স্বর্গাদি) সৃষ্টি হইয়াছে। পতি দুঃশীল, স্বেচ্ছাচারী কিংবা নির্ধন, যাহাই হউন—তিনি সৎস্বভাবসম্পন্না নারীদিগের পরম দেবতা। স্ত্রীলোকের নিকট স্বামী ব্যতীত অন্যকোন বিশিষ্ট বান্ধব হইতে পারে—ইহা চিন্তা করিয়াও বুঝি না। বৈদেহি! ইহলোকে ও পরলোকের জন্য অক্ষয় তপস্যার অনুষ্ঠানস্বরূপই পতি। অসতী রমণীরা কামাসক্তচিত্ত হওয়ায় ভরণপোষণের জন্যই ভর্ত্তাকে নাথ বলিয়া থাকে, তাহারা

নাতো বিশিষ্টং পশ্যামি বান্ধবং বিমৃশন্ত্যহম্।
সর্বত্র যোগ্যং বৈদেহি তপঃ কৃতমিবাব্যয়ম্ ॥২৫
নত্বেবমনুগচ্ছন্তি গুণদোষমসৎস্ত্রিয়ঃ।
কামবক্তব্যহৃদয়া ভর্তৃনাথাশ্চরন্তি যাঃ ॥২৬
প্রাপ্নুবন্ত্যযশশ্চৈব ধর্মভ্রংশঞ্চ মৈথিলি।
অকার্য্যবশমাপন্নাঃ স্ত্রিয়ো যাঃ খলু তদ্বিধাঃ ॥২৭
ত্বদ্বিধাস্তু গুণৈর্যুক্তা দৃষ্টলোকপরাবরাঃ।
স্ত্রিয়ঃ স্বর্গে চরিষ্যন্তি যথা পুণ্যকৃতস্তথা ॥২৮
তদেবমেতং ত্বমনুব্রতা সতী
পতিপ্রধানা সময়ানুবর্তিনী।
ভব স্বভর্তুঃ সহধর্মচারিণী
যশশ্চ ধর্মঞ্চ ততঃ সমাপ্স্যসি ॥২৯
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অযোধ্যাকাণ্ডে সপ্তদশাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥

এই সকল গুণ দোষ না বুঝিয়া স্বেচ্ছায় বিচরণ করিয়া থাকে। মৈথিলি! তাদৃশ স্বভাববতী রমণীরা অকার্য্য-বশীভূত হওয়ায় নিন্দা লাভ করে এবং ধর্মভ্রষ্টা হয়। কিন্তু তোমার ন্যায় যাঁহারা গুণবতী ও উৎকৃষ্ট অপকৃষ্ট-বিষয়ে জ্ঞানসম্পন্না, তাঁহারা পুণ্যশীল ব্যক্তির মতই স্বর্গে বিচরণ করিয়া থাকেন, অতএব তুমি পতির অনুগত হইয়া পতির নিয়মানুবর্ত্তনপূর্বক নিজপতির সহধর্মচারিণী হও, তাহা হইলে যশ ও ধর্ম উভয়ই প্রাপ্ত হইবে। ১১-২৯

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে সপ্তদশাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টাদশাধিকশততমঃ সর্গঃ

[সীতাঽনসূয়াসংবাদঃ, অনসূয়ায়াঃ সীতায়ৈ প্রেমোপহারদানম্, তৎপৃষ্টায়াঃ সীতায়াঃ স্বীয়স্বয়ংবরবিষয়বর্ণনঞ্চ।]

সা ত্বেবমুক্তা বৈদেহী ত্বনসূয়ানসূয়য়া।
প্রতিপূজ্য বচো মন্দং প্রবক্তুমুপচক্রমে ॥১
নৈত্যদাশ্চর্য্যমার্য্যায়াং যন্মাং ত্বমনুভাষসে।
বিদিতং তু মমাপ্যেতদ্ যথা নার্য্যাঃ পতির্গুরুঃ ॥২
যদ্যপ্যেষ ভবেদ্ ভর্তা অনার্য্যো বৃত্তিবর্জিতঃ।
অদ্বৈধমত্র বর্তব্যং তথাপ্যেষ ময়া ভবেৎ ॥৩
কিং পুনর্যো গুণশ্লাঘ্যঃ সানুক্রোশো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
স্থিরানুরাগো ধর্মাত্মা মাতৃবৎপিতৃবৎপ্রিয়ঃ ॥৪
যাং বৃত্তিং বর্ততে রামঃ কৌসল্যায়াং মহাবলঃ।
তামেব নৃপনারীণামন্যাসামপি বর্ততে ॥৫
সকৃদ্ দৃষ্টাস্বপি স্ত্রীষু নৃপেণ নৃপবৎসলঃ।
মাতৃবদ্ বর্ততে বীরো মানমুৎসৃজ্য ধর্মবিৎ ॥৬

অষ্টাদশাধিকশততম সর্গ

[সীতা ও অনসূয়ার পরস্পর আলাপ, অনসূয়া কর্ত্তৃক সীতাকে প্রেমোপহার দান এবং তাঁহার দ্বারা জিজ্ঞাসিত হইয়া সীতাদেবীর স্বীয় স্বয়ংবর বিষয় বর্ণন।]

অসূয়াশূন্যা সীতা অত্রিপত্নী অনসূয়ার বাক্য শুনিয়া তাঁহার বাক্যকে অভিনন্দিত করিয়া মৃদুমন্দভাবে বলিতে লাগিলেন,—আর্য্যে! আপনি আমাকে উপদেশ দিলেন, ইহা আপনাতে অসম্ভব নহে। পতিই যে নারীগণের গুরু, ইহা আমিও জানিয়াছি। যদি পতি অনার্য্য ও দরিদ্র হন, তথাপি তাঁহার প্রতি দ্বিধাভাব দূর করিয়া সদ্ব্যবহার করা আমার ন্যায় মহিলার অবশ্য কর্ত্তব্য। আর যে পতি প্রশংসনীয়, গুণবান্, সদয়, জিতেন্দ্রিয়, দৃঢ়প্রীতিমান্, ধার্মিক ও পিতা মাতার ন্যায় প্রিয়, তাঁহার প্রতি যে দ্বিধাশূন্য সদ্ব্যবহার থাকিবে—তাহাতে আশ্চর্য্যের কিছুই নাই। মহাবল রাম নিজ মাতা কৌশল্যার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন, অন্যান্য রাজমহিষীদের প্রতিও সেইরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন। ১-৫

আগচ্ছন্ত্যাশ্চ বিজনং বনমেবং ভয়াবহম্ ।
সমাহিতং হি মে শ্বশ্র্বা হৃদয়ে যৎ স্থিরং মম ॥৭
পাণিপ্রদানকালে চ যৎ পুরা ত্বগ্নিসন্নিধৌ ।
অনুশিষ্টং জনন্যা মে বাক্যং তদপি মে ধৃতম ॥৮
ন বিস্মৃতং তু মে সর্বং বাক্যৈঃ স্বৈর্ধর্মচারিণি ।
পরিশুশ্রূষণান্নার্য্যাস্তপো নান্যদ্ বিধীয়তে ॥৯
সাবিত্রীং পতিশুশ্রূষাং কৃত্বা স্বর্গে মহীয়তে ।
তথাবৃত্তিশ্চ যাতা ত্বং পতিশুশ্রূষয়া দিবম্ ॥১০
বরিষ্ঠা সর্বনারীণামেষা চ দিবি দেবতা ।
রোহিণী ন বিনা চন্দ্রং মুহূর্তমপি দৃশ্যতে ॥১১
এবংবিধাশ্চ প্রবরাঃ স্ত্রিয়ো ভর্তৃদৃঢ়ব্রতাঃ ।
দেবলোকে মহীয়ন্তে পুণ্যেন স্বেন কর্মণা ॥১২

ততোঽনসূয়া সংহৃষ্টা শ্রুত্বোক্তং সীতয়া বচঃ ।
শিরস্যাঘ্রায় চোবাচ মৈথিলীং হর্ষয়ন্ত্যতঃ ॥১৩
নিয়মৈর্বিবিধৈরাপ্তং তপো হি মহদস্তি মে ।
তৎ সংশ্রিত্য বলং সীতে ছন্দয়ে ত্বাং শুচিব্রতে ॥১৪
উপপন্নঞ্চ যুক্তঞ্চ বচনং তব মৈথিলি ।
প্রীতা চাস্ম্যুচিতাং সীতে করবাণি প্রিয়ঞ্চ কিম্ ॥১৫
তস্যাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা বিস্মিতা মন্দবিস্ময়া ।
কৃতমিত্যব্রবীৎ সীতা তপো-বলসমন্বিতাম্ ॥১৬
সা ত্বেবমুক্তা ধর্মজ্ঞা তয়া প্রীততরাভবৎ ।
সফলঞ্চ প্রহর্ষং তে হন্ত সীতে করোম্যহম্ ॥১৭
ইদং দিব্যং বরং মাল্যং বস্ত্রমাভরণানি চ ।
অঙ্গরাগঞ্চ বৈদেহি মহার্হমনুলেপনম্ ॥১৮

মহারাজ দশরথ একবারমাত্রও যে স্ত্রীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছেন, পিতৃবৎসল ধর্মজ্ঞ রাম অভিমান পরিত্যাগপূর্বক সেই স্ত্রীর প্রতিও মাতৃবৎ ব্যবহার করিয়া থাকেন। আমি যখন তাঁহার সহিত এই নির্জনবনে আগমন করি, তখন আমার শ্বশ্রূমাতা কৌশল্যাদেবী আপনার মতই আমাকে যে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা আমার হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে। পূর্বে আমার বিবাহসময়ে অগ্নির সম্মুখে আমার মাতা আমাকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, সেই সকল উপদেশও আমি হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখিয়াছি। ধর্মচারিণি মাতঃ! আমি আত্মীয়-গণের উপদেশও ভুলিয়া যাই নাই। পতিশুশ্রূষা ভিন্ন অন্য কোনরূপ তপস্যা রমণীগণের জন্য বিহিত হয় নাই। সাবিত্রী পতিসেবার দ্বারাই স্বর্গে পূজিতা হইতেছেন। আপনিও পতিসেবার দ্বারাই স্বর্গলাভ করিবেন। ৬-১০

সর্বরমণীশ্রেষ্ঠা স্বর্গবাসিনী দেবতা রোহিণীকে চন্দ্রকে ছাড়িয়া থাকিতে দেখা যায় না। এইরূপ শ্রেষ্ঠ নারীগণ পতির প্রতি দৃঢ়ভক্তিমতী হইয়া নিজ নিজ পুণ্যপ্রভাবে স্বর্গে পূজিত হইয়া থাকেন। সীতার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া অনসূয়া অতিশয় আনন্দিতা হইলেন এবং মস্তক আঘ্রাণ করিয়া সীতাকে আহ্লাদিত করিতে করিতে বলিলেন,—পবিত্রব্রতচারিণি! সীতে! বিবিধ নিয়মানুষ্ঠানদ্বারা উপার্জিত আমার মহতী তপস্যা আছে, আমি সেই তপস্যাশক্তিপ্রভাবে তোমাকে বরদান করিতে ইচ্ছা করি। মৈথিলি! তোমার কথাসমূহ যুক্তিযুক্ত ও পবিত্র। আমি তোমার কথা শুনিয়া প্রীতিলাভ করিয়াছি। সীতে! এক্ষণে আমি তোমার কি প্রিয় কার্য্য সাধন করিব, তাহা বল। ১১-১৫

সীতাদেবী তপস্যাশক্তিমতী অনসূয়ার ঐরূপ বচন শ্রবণ করিয়া বিস্মিতা হইলেন এবং মৃদুহাস্য করত তাঁহাকে বলিলেন,—হে দেবী! আপনার অনুগ্রহে আমার সমস্ত বাসনা পূর্ণ হইয়াছে। সীতার এইরূপ বাক্য শুনিয়া ধর্মজ্ঞা অনসূয়া সীতার লোভশূন্যতায় পূর্বাপেক্ষা অধিকতর প্রীতা হইলেন এবং সীতাকে বলিলেন—সীতে! বৎসে! আমি তোমার আনন্দকে অধিক সফল করিব। এই দিব্যমালা, উৎকৃষ্ট বস্ত্র, অলঙ্কাররাশি, অঙ্গরাগ ও মহামূল্য অনুলেপন, আমি তোমাকে প্রদান করিতেছি। এই সকল দ্রব্য তোমার দেহকে সুশোভিত করিবে। এই সকল দ্রব্য সর্বদাই অনুরূপ ও অম্লান থাকিবে। জনকনন্দিনি! লক্ষ্মী যেমন দিব্য অঙ্গরাগ শরীরে লেপন করিয়া বিষ্ণুকে সুশোভিত করেন,

ময়া দত্তমিদং সীতে তব গাত্রাণি শোভয়েৎ।
অনুরূপমসংক্লিষ্টং নিত্যমেব ভবিষ্যতি ॥১৯
অঙ্গরাগেণ দিব্যেন লিপ্তাঙ্গী জনকাত্মজে।
শোভয়িষ্যসি ভর্তারং যথা শ্রীর্বিষ্ণুমব্যয়ম্ ॥২০
সা বস্ত্রমঙ্গরাগঞ্চ ভূষণানি স্রজস্তথা।
মৈথিলী প্রতিজগ্রাহ প্রীতিদানমনুত্তমম্ ॥২১
প্রতিগৃহ্য চ তৎ সীতা প্রীতিদানং যশস্বিনী।
শ্লিষ্টাঞ্জলিপুটা ধীরা সমুপাস্ত তপোধনাম্ ॥২২
তথা সীতামুপাসীনামনসূয়া দৃঢ়ব্রতা।
বচনং প্রষ্টুমারেভে কথাং কাচিদনুপ্রিয়াম্ ॥২৩
স্বয়ংবরে কিল প্রাপ্তা ত্বমনেন যশস্বিনা।
রাঘবেণেতি মে সীতে কথা শ্রুতিমুপাগতা ॥২৪
তাং কথাং শ্রোতুমিচ্ছামি বিস্তরেণ চ মৈথিলি।
যথাভূতঞ্চ কার্ৎস্নেন তন্মে ত্বং বক্তুমর্হসি ॥২৫

এবমুক্তা তু সা সীতা তাপসীং ধর্মচারিণীম্।
শ্রূয়তামিতি চোক্ত্বা বৈ কথয়ামাস তাং কথাম্ ॥২৬
মিথিলাধিপতির্বীরো জনকো নাম ধর্মবিৎ।
ক্ষত্রকর্মণ্যভিরতো ন্যায়তঃ শাস্তি মেদিনীম্ ॥২৭
তস্য লাঙ্গলহস্তস্য কৃষতঃ ক্ষেত্রমণ্ডলম্।
অহং কিলোত্থিতা ভিত্ত্বা জগতীং নৃপতেঃ সুতা ॥২৮
স মাং দৃষ্ট্বা নরপতির্মুষ্টিবিক্ষেপতৎপরঃ।
পাংসুগুণ্ঠিতসর্বাঙ্গীং বিস্মিতো জনকোঽভবৎ ॥২৯
অনপত্যেন চ স্নেহাদঙ্কমারোপ্য চ স্বয়ম্।
মমেয়ং তনয়েত্যুক্ত্বা স্নেহো ময়ি নিপাতিতঃ ॥৩০
অন্তরিক্ষে চ বাগুক্তা প্রতিমামানুষী কিল।
এবমেতন্নরপতে ধর্মেণ তনয়া তব ॥৩১
ততঃ প্রহৃষ্টো ধর্মাত্মা পিতা মে মিথিলাধিপঃ।
অবাপ্তো বিপুলামৃদ্ধিং মামবাপ্য নরাধিপঃ ॥৩২

সেইরূপ তুমিও এই দিব্য অঙ্গরাগ লেপন করিয়া নিজ পতিকে সুশোভিত করিবে।১৬-২০

তখন সীতাদেবী অনসূয়াকর্তৃক প্রীতিপূর্বক প্রদত্ত উত্তম বস্ত্র, অঙ্গরাগ, অলঙ্কার ও মাল্যসমূহ গ্রহণ করিলেন। যশস্বিনী সীতা প্রীতিপূর্বক প্রদত্ত বস্তুসকল গ্রহণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে শান্তভাবে তপস্বিনী অনসূয়ার প্রীতিবিধানে প্রবৃত্তা হইলেন। তখন দৃঢ়নিয়মবতী অনসূয়া প্রীতিবিধানপ্রবৃত্তা সীতাকে কোন একটি প্রিয় কথা শুনিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলেন—সীতে! এইরূপ কথা আমার শ্রবণপথে আসিয়াছে যে—যশস্বী রাম তোমাকে স্বয়ংবরে লাভ করিয়াছেন। মৈথিলি! আমি সেই কথা বিস্তৃতভাবে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, সকল কথাই তুমি আমার নিকট বল। ২১-২৫

ধর্মচারিণী তপস্বিনী অনসূয়া এইরূপ বলিলে পর সীতাদেবী তাঁহাকে বলিলেন—"শ্রবণ করুন"। এইরূপ বলিয়া স্বয়ংবরবৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন—ধর্মবিৎ বীর মিথিলাপতি জনক ক্ষত্রিয়ধর্মে অনুরাগী হইয়া নীতিশাস্ত্রানুসারে পৃথিবী শাসন করিতেছেন। তিনি লাঙ্গুলহস্তে যজ্ঞের জন্য ভূমি কর্ষণ করিতে থাকিলে আমি ভূমিভেদ করিয়া তাঁহার কন্যারূপে উত্থিতা হইলাম। ক্ষেত্রকর্ষণান্তে বীজ নিক্ষেপরত (কিংবা নিম্ন ও উন্নত ভূমি সমান করিবার জন্য মৃত্তিকামুষ্টিনিক্ষেপরত) নরপতি জনক ধূলিধূসরিতাঙ্গী আমাকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তিনি সন্তানহীন বলিয়া স্নেহবশতঃ আমাকে ক্রোড়ে ধারণ করিলেন, এই কন্যা আমার কন্যা এইরূপে গ্রহণ করিয়া আমাতে কন্যাস্নেহ সমর্পণ করিলেন। ২৬-৩০

সেই সময় আকাশে মনুষ্যবাক্যসদৃশী দৈববাণী হইল যে—মহারাজ! এই কন্যা তোমার ক্ষেত্রে উৎপন্ন হইয়াছে, অতএব এই কন্যা ধর্মতঃ তোমারই কন্যা হইল। তখন আমার পিতা ধার্মিক মিথিলাপতি মহারাজ আনন্দিত হইলেন এবং আমাকে প্রাপ্ত হইয়া অতুল ঐশ্বর্য্য লাভ করিলেন। তিনি অভীষ্ট-দ্রব্যের মত আমাকে পুণ্যশীলা জ্যেষ্ঠামহিষীর নিকট প্রদান করিলেন। স্নিগ্ধহৃদয়া জ্যেষ্ঠা মহিষী মাতৃস্নেহে আমাকে পালন করিতে লাগিলেন। কিছুকাল পরে

দত্তা চাস্মীষ্টবদ্দেবৈ্য জ্যেষ্ঠায়ৈ পুণ্যকর্মণে।
তয়া সম্ভাবিতা চাস্মি স্নিগ্ধয়া মাতৃসৌহৃদাৎ ॥৩৩
পরিসংযোগসুলভং বয়ো দৃষ্ট্বা তু মে পিতা।
চিন্তামভ্যগমদ্ দীনো বিত্তনাশাদিবাধনঃ ॥৩৪
সদৃশাচ্চাপকৃষ্টাচ্চ লোকে কন্যাপিতা জনাৎ।
প্রধর্ষণমবাপ্নোতি শক্রেণাপি সমো ভুবি ॥৩৫
তাং ধর্ষণামদূরস্থাং সংদৃশ্যাত্মনি পার্থিবঃ।
চিন্তার্ণবগতঃ পারং নাসসাদাপ্লবো যথা ॥৩৬
অযোনিজাং হি মাং জ্ঞাত্বা নাধ্যগচ্ছৎ স চিন্তয়ন্।
সদৃশং চাভিরূপঞ্চ মহীপালঃ পতিং মম ॥৩৭
তস্য বুদ্ধিরিয়ং জাতা চিন্তয়ানস্য সন্ততম্।
স্বয়ংবরং তনূজায়াঃ করিষ্যামীতি ধর্মতঃ ॥৩৮
মহাযজ্ঞে তদা তস্য বরুণেন মহাত্মনা।
দত্তং ধনুর্বরং প্রীত্যা তূণী চাক্ষয্যসায়কৌ ॥৩৯
অসঞ্চাল্যং মনুষ্যৈশ্চ যত্নেনাপি চ গৌরবাৎ।
তন্ন শক্তা নময়িতুং স্বপ্নেষ্বপি নরাধিপাঃ ॥৪০
তদ্ধনুঃ প্রাপ্য মে পিত্রা ব্যাহৃতং সত্যবাদিনা।
সমবায়ে নরেন্দ্রাণাং পূর্বমামন্ত্র্য পার্থিবান্ ॥৪১
ইদঞ্চ ধনুরুদ্যম্য সজ্যং য কুরুতে নরঃ।
তস্য মে দুহিতা ভার্য্যা ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥৪২
তচ্চ দৃষ্ট্বা ধনুঃ শ্রেষ্ঠং গৌরবাদ্ গিরিসন্নিভম্।
অভিবাদ্য নৃপা জগ্মুরশক্তাস্তস্য তোলনে ॥৪৩
সুদীর্ঘস্য তু কালস্য রাঘবোঽয়ং মহাদ্যুতিঃ।
বিশ্বামিত্রেণ সহিতো যজ্ঞং দ্রষ্টুং সমাগতঃ ॥৪৪
লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা রামঃ সত্যপরাক্রমঃ।
বিশ্বামিত্রস্তু ধর্মাত্মা মম পিত্রা সুপূজিতঃ ॥৪৫
প্রোবাচ পিতরং তত্র রাঘবৌ রাম-লক্ষ্মণৌ।
সুতৌ দশরথস্যেমৌ ধনুর্দর্শনকাঙ্ক্ষিণৌ।
ধনুর্দর্শয় রামায় রাজপুত্রায় দৈবিকম্ ॥৪৬

আমার পতিমিলনযোগ্য (বিবাহোপযোগী) বয়স উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া দরিদ্রের ধনহানি হইলে যে চিন্তা উপস্থিত হয়, দীনভাবাম্বিত পিতার অতিশয় চিন্তা উপস্থিত হইল। তাহার কারণ এই যে—এই সংসারে কন্যার পিতা ইন্দ্রতুল্য হইলেও স্বতুল্য বা অপকৃষ্ট লোকের নিকট হইতে অসম্মান প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ঐরূপ অসম্মান অদূরবর্ত্তী চিন্তা করিয়া মহারাজ জনক চিন্তাসাগরে মগ্ন হইলেন। পোতহীন বণিকের ন্যায় পারে যাইতে পারিলেন না। আমি অযোনিসম্ভবা—ইহা জানিয়া চিন্তাকরত আমার স্বভাব সৌন্দর্য্য প্রভৃতির অনুরূপ পাত্র প্রাপ্ত হইলেন না। সর্বদা চিন্তা করিতে থাকায় তাঁহার এইরূপ বুদ্ধি উপস্থিত হইল যে—ধর্মানুসারে আমার কন্যার জন্য স্বয়ংবর সভা করিব। ইতিপূর্বে মহাত্মা বরুণ জনকের পূর্ববর্ত্তী দেবরাতকে যজ্ঞস্থানে আসিয়া প্রীতিপূর্বক যে মহৎ ধনু ও অক্ষয়বাণ-পূর্ণ তূণদ্বয় দান করিয়াছিলেন, অত্যন্ত ভারবশতঃ যে ধনুকে বহুলোক সযত্নেও সঞ্চালিত করেন নাই, নৃপতি-শ্রেষ্ঠগণ স্বপ্নেও ঐ ধনুকে নত করিতে পারিতেন না। ৩১-৪০

সত্যবাদী পিতৃদেব সেই ধনু প্রাপ্ত হইয়া প্রথমে রাজন্যবর্গকে আমন্ত্রণ করিলেন। অনন্তর তাঁহাদিগকে বলিলেন—যে ব্যক্তি এই ধনু উত্তোলন করিয়া ইহাতে জ্যারোপণ (গুণযোজন) করিবেন, আমার কন্যা তাহারই ভার্য্যা হইবে—ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু নরপতিগণ পর্বততুল্য ভারবিশিষ্ট উৎকৃষ্ট ধনু দেখিয়া উত্তোলন করিতে অসমর্থ হইলেন এবং অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেলেন। দীর্ঘকালপরে মহাদ্যুতি রাম বিশ্বামিত্রের সহিত যজ্ঞ দেখিবার জন্য মিথিলায় আগমন করিলেন। সত্যপরাক্রম রাম লক্ষ্মণের সহিত আমার পিতৃদেব-কর্তৃক পূজিত হইলেন, ধর্মাত্মা বিশ্বামিত্রও পূজিত হইলেন। পূজিত হইয়া তিনি বলিলেন যে, দশরথের পুত্রদ্বয় রঘুনন্দন রাম ও লক্ষ্মণ আপনার ধনু দর্শন করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। (তুমি রাজপুত্র রামকে সেই দৈবধনু দর্শন করাও।) বিশ্বামিত্র এইরূপ বলিলে পর সেই ধনু আনীত হইল। পিতৃদেব তখন রাজপুত্র রামকে সেই ধনু দেখাইলেন। বীর্য্যবান্ মহাবলবান্ রাম নিমেষমাত্রে সেই ধনু আনত করিয়া অবিলম্বে গুণ যোজনপূর্বক আকর্ষণ করিলেন। অতিবেগে আকর্ষণ

ইত্যুক্তস্তেন বিপ্রেণ তদ্ধনুঃ সমুপানয়ৎ।
তদ্ধনুর্দর্শয়ামাস রাজপুত্রায় দৈবিকম্ ॥৪৭
নিমেষান্তরমাত্রেণ তদানম্য মহাবলঃ।
জ্যাং সমারোপ্য ঝটিতি পূরয়ামাস বীর্য্যবান্ ॥৪৮
তেনাপূরয়তা বেগান্মধ্যে ভগ্নং দ্বিধা ধনুঃ।
তস্য শব্দোঽভবদ্ ভীমঃ পতিতস্যাশনের্যথা ॥৪৯
ততোঽহং তত্র রামায় পিত্রা সত্যাভিসন্ধিনা।
উদ্যতা দাতুমুদ্যম্য জলভাজনমুত্তমম্ ॥৫০
দীয়মানাং ন তু তদা প্রতিজগ্রাহ রাঘবঃ।
অবিজ্ঞায় পিতুশ্ছন্দমযোধ্যাধিপতেঃ প্রভোঃ ॥৫১

করায় সেই ধনু দুই খণ্ডে ভগ্ন হইল এবং বজ্রপতনের ন্যায় ধনুর ভঙ্গে ভয়ঙ্কর শব্দ সমুত্থিত হইল। অনন্তর সত্য-প্রতিজ্ঞ পিতা উৎকৃষ্ট জলপাত্র গ্রহণপূর্বক আমাকে রামের হস্তে দান করিতে উদ্যত হইলেন। ৪১-৫০

কিন্তু অযোধ্যাপতি শক্তিমান্ দশরথের অভিপ্রায় না বুঝিয়া আমাকে গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না।

ততঃ শ্বশুরমামন্ত্র্য বৃদ্ধং দশরথং নৃপম্।
মম পিত্রা ত্বহং দত্তা রামায় বিদিতাত্মনে ॥৫২
মম চৈবানুজা সাধ্বী ঊর্মিলা শুভদর্শনা।
ভার্য্যার্থে লক্ষ্মণস্যাপি দত্তা পিত্রা মম স্বয়ম্ ॥৫৩
এবং দত্তাস্মি রামায় তথা তস্মিন্ স্বয়ংবরে।
অনুরক্তাস্মি ধর্মেণ পতিং বীর্য্যবতাং বরম্ ॥৫৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে অষ্টাদশাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥

অনন্তর পিতা আমার শ্বশুর বৃদ্ধ দশরথ মহারাজাকে আমন্ত্রণ করিয়া আত্মজ্ঞ রামের হস্তে আমাকে প্রদান করিলেন। আমার অনুজা সাধ্বী ও সুন্দরী ঊর্মিলাকে লক্ষ্মণের হস্তে ভার্য্যারূপে দান করিলেন। এইভাবে সেই স্বয়ংবরে আমি রামের হস্তে সমর্পিতা হইয়াছি। সেই সময় হইতেই আমি বীরশ্রেষ্ঠ পতির প্রতি ধর্মানুসারে অনুরাগবতী রহিয়াছি। ৫১-৫৪

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে অষ্টাদশাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত

ঊনবিংশত্যধিক শততমঃ সর্গঃ

[অনসূয়ানুজ্ঞয়া সীতাদেব্যাস্তৎপ্রদত্ত-বস্ত্র-ভূষণানাং ধারণম্, বিভূষিতায়াস্তস্যা রামসমীপে আগমনম্, আশ্রমে রাত্রিমতিবাহ্য প্রাতরন্যত্র গমনায় শ্রীরামাদীনামামন্ত্রণঞ্চ।]

অনসূয়া তু ধর্মজ্ঞা শ্রুত্বা তাং মহতীং কথাম্।
পর্য্যষ্বজত বাহুভ্যাং শিরস্যাঘ্রায় মৈথিলীম্ ॥১
ব্যক্তাক্ষরপদং চিত্রং ভাষিতং মধুরং ত্বয়া।
যথা স্বয়ংবরং বৃত্তং তৎ সর্বঞ্চ শ্রুতং ময়া ॥২
রমেয়ং কথয়া তে তু দৃঢ়ং মধুরভাষিণি।
রবিরস্তং গতঃ শ্রীমানুপোহ্য রজনীং শুভাম্ ॥৩
দিবসং পরিকীর্ণানামাহারার্থং পতত্রিণাম্।
সন্ধ্যাকালে নিলীনানাং নিদ্রার্থং শ্রূয়তে ধ্বনিঃ ॥৪
এতে চাপ্যভিষেকার্দ্রা মুনয়ঃ কলশোদ্যতাঃ।
সহিতা উপবর্তন্তে সলিলাপ্লুতবল্কলাঃ ॥৫
অগ্নিহোত্রে চ ঋষিণা হুতে চ বিধিপূর্বকম্।
কপোতাঙ্গারুণো ধূমো দৃশ্যতে পবনোদ্ধুতঃ ॥৬
অল্পবর্ণা হি তরবো ঘনীভূতাঃ সমন্ততঃ।
বিপ্রকৃষ্টেন্দ্রিয়ে দেশে ন প্রকাশন্তি বৈ দিশঃ ॥৭
রজনীচরসত্ত্বানি প্রচরন্তি সমন্ততঃ।
তপোবনমৃগা হ্যেতে বেদিতীর্থেষু শেরতে ॥৮
সম্প্রবৃত্তা নিশা সীতে নক্ষত্রসমলঙ্কৃতা।
জ্যোৎস্নাপ্রাবরণশ্চন্দ্রো দৃশ্যতেঽভ্যুদিতোঽম্বরে ॥৯
গম্যতামনুজানামি রামস্যানুচরী ভব।
কথয়ন্ত্যা হি মধুরং ত্বয়াহমপি তোষিতা ॥১০

ঊনবিংশত্যধিকশততম সর্গ

[অনসূয়ার অনুমতিক্রমে সীতাদেবীর তৎপ্রদত্ত বসন ও ভূষণাদি ধারণ, বিভূষিতা সীতাদেবীর শ্রীরামের নিকটে আগমন এবং আশ্রমে রাত্রি অতিবাহিত করিয়া প্রাতঃকালে অন্যত্র গমনের জন্য শ্রীরামাদির বিদায় সম্ভাষণ।]

ধর্মজ্ঞা অনসূয়া এইরূপ মহতী কথা শ্রবণ করিয়া মস্তক আঘ্রাণপূর্বক বাহুদ্বয়দ্বারা সীতাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং বলিলেন—তুমি স্পষ্টাক্ষরপদযুক্ত বিচিত্র ও মধুর বাক্য বলিয়াছ, স্বয়ংবর যেভাবে হইয়াছিল, সেই সকল বৃত্তান্ত আমি শ্রবণ করিলাম। মধুরভাষিণি! আমি তোমার কথায় অতিশয় আনন্দিত হইলাম। সম্প্রতি রাত্রির আগমনে সূর্য্যদেব অস্তাচলে গমন করিতেছেন। সমস্তদিন আহারের জন্য সর্বত্র বিচরণ করিয়া সন্ধ্যাকালে নিদ্রার নিমিত্ত পক্ষীরা নিজ নিজ নীড়ে (বাসায়) ফিরিয়া আসিয়াছে, তাহাদের বিচিত্র ধ্বনি শুনা যাইতেছে। এই সকল আর্দ্রবল্কলধারী মুনিগণ অবগাহনপূর্বক সিক্তদেহে জলপূর্ণ কলস লইয়া মিলিত-ভাবে প্রত্যাবর্তন করিতেছেন।১-৫

ঋষিগণকর্তৃক বিধিমত অগ্নিহোত্র হোম হওয়ায় কপোতকণ্ঠবৎ অব্যক্তরাগ বায়ুচালিত ধূমরাশি দেখা যাইতেছে। অল্পপত্রপল্লববিশিষ্ট বৃক্ষসমূহকে অন্ধকারে ঘনীভূত হইয়া দূরবর্তী দেশে দিক্‌সমূহকে প্রকাশিত করিতেছে না। চতুর্দিকে রাত্রিচর প্রাণিগণ বিচরণ করিতেছে। তপোবনস্থিত মৃগগণ পুণ্যক্ষেত্রতুল্য বেদীর উপর শয়ন করিতেছে। সীতে! নক্ষত্ররাশিভূষিতা রাত্রি উপস্থিত হইতেছে। আকাশে চন্দ্রদেব জ্যোৎস্নাবৃত হইয়া উদিত হইতেছেন—দেখা যাইতেছে। অতএব আমি তোমাকে অনুজ্ঞা করিতেছি, তুমি এক্ষণে রামের নিকট যাইয়া সেবাপরায়ণা হও। তুমি মধুর বাক্য বলিয়া আমাকে সন্তুষ্ট করিয়াছ। মৈথিলি! তুমি আমার সাক্ষাতে নিজেকে অলঙ্কৃত কর। বৎসে! দিব্যভূষণে শোভাময়ী হইয়া তুমি আমার প্রীতিবর্ধন কর।

অলঙ্কুরু চ তাবৎ ত্বং প্রত্যক্ষং মম মৈথিলি।
প্রীতিং জনয় মে বৎসে দিব্যালঙ্কারশোভিনী ॥১১
সা তদা সমলঙ্কৃত্য সীতা সুরসুতোপমা।
প্রণম্য শিরসা পাদৌ রামং ত্বভিমুখী যযৌ ॥১২
তথা তু ভূষিতাং সীতাং দদর্শ বদতাং বরঃ।
রাঘবঃ প্রীতিদানেন তপস্বিন্যা জহর্ষ চ ॥১৩
ন্যবেদয়ৎ ততঃ সর্বং সীতা রামায় মৈথিলী।
প্রীতিদানং তপস্বিন্যা বসনাভরণ-স্রজাম্ ॥১৪
প্রহৃষ্টস্ত্বভবদ্ রামো লক্ষ্মণশ্চ মহারথঃ।
মৈথিল্যাঃ সৎক্রিয়াং দৃষ্ট্বা মানুষেষু সুদুর্লভাম্ ॥১৫
ততঃ স শর্বরীং প্রীতঃ পুণ্যাং শশিনিভাননাম্।
অর্চিতস্তাপসৈঃ সর্বৈরুবাস রঘুনন্দনঃ ॥১৬
তস্যাং রাত্র্যাং ব্যতীতায়ামভিষিচ্য হুতাগ্নিকান্।
আপৃচ্ছেতাং নরব্যাঘ্রৌ তাপসান্ বনগোচরান্ ॥১৭

দেবকন্যাসদৃশী সীতা বিচিত্র বেশভূষাদ্বারা বিভূষিতা হইয়া নিজমস্তকদ্বারা অনুসূয়ার পাদবন্দনপূর্বক রামের নিকটে গমন করিলেন। ৬-১২

বাগ্মী রাম ঐভাবে ভূষিতা সীতাকে দর্শন করিলেন। তপস্বিনী অনসূয়া প্রীতিপূর্বক ঐসকল বসনভূষণ দান করিয়াছেন জানিয়া তিনি অতিশয় আনন্দিত হইলেন। তখন মৈথিলী তপস্বিনীপ্রদত্ত বসন ভূষণ প্রভৃতির প্রাপ্তির কথা রামকে নিবেদন করিলেন। সীতার মনুষ্যলোকে দুর্লভ সৎকার দেখিয়া মহারথ রাম ও লক্ষ্মণ অতিশয় হৃষ্ট হইলেন। ১৩-১৫

অনন্তর ঋষিগণকর্তৃক অর্চিত রাম চন্দ্রমুখী সীতাকে দর্শন করিয়া প্রীত হইলেন এবং সেইস্থানে ঐ রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। রাত্রি প্রভাত হইলে পর রাম ও লক্ষ্মণ স্নানাদি সমাপ্ত করিলেন এবং যাঁহারা অগ্নি-হোত্রাদি সমাপন করিয়াছেন, সেই সকল বনবাসী তপস্বীদিগের অন্যবনে যাইবার জন্য বিদায় প্রার্থনা

তাবূচুস্তে বনচরাস্তাপসা ধর্মচারিণঃ।
বনস্য তস্য সঞ্চারং রাক্ষসৈঃ সমভিপ্লুতম্ ॥১৮
রক্ষাংসি পুরুষাদানি নানারূপাণি রাঘব।
বসন্ত্যস্মিন্ মহারণ্যে ব্যালাশ্চ রুধিরাশনাঃ ॥১৯
উচ্ছিষ্টং বা প্রমত্তং বা তাপসং ব্রহ্মচারিণম্।
অদন্ত্যস্মিন্ মহারণ্যে তান্ নিবারয় রাঘব ॥২০
এষ পন্থা মহর্ষীণাং ফলান্যাহরতাং বনে।
অনেন তু বনং দুর্গং গন্তুং রাঘব তে ক্ষমম্ ॥২১
ইতীরিতঃ প্রাঞ্জলিভিস্তপস্বিভি-
দ্বিজৈঃ কৃতস্বস্ত্যয়নঃ পরন্তপঃ।
বনং সভার্য্যঃ প্রবিবেশ রাঘবঃ
সলক্ষ্মণঃ সূর্য্য ইবাভ্রমণ্ডলম্ ॥২২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে ঊনবিংশত্যধিকশততমঃ সর্গঃ ॥

করিলেন। তখন ধর্মাচাররত বনবাসী তাপসগণ তাঁহাদের দুই ভ্রাতাকে বলিলেন—রাক্ষসগণ এই স্থানে আমাদের ফলমূলাদি সংগ্রহ ব্যাপারে অতিশয় উপদ্রব করিতেছে। রাঘব! নরমাংসভক্ষক নানারূপধারী রাক্ষসগণ ও রক্ত-পানকারী হিংস্র জন্তুসকল এই মহারণ্যে বাস করিয়া থাকে। রঘুনন্দন! এই মহারণ্যে অশুচি বা অসাবধান তপস্বী বা ব্রহ্মচারীকে তাহারা ভক্ষণ করিয়া থাকে, তুমি তাহাদিগকে নিবারণ কর। ১৬-২০

মহর্ষিগণের বনমধ্যে ফলাহরণের এই পথ দেখা যাইতেছে। তুমি এই পথে দুর্গম বনে গমন করিতে পারিবে। শত্রুদমনকারী রঘুনন্দন রাম তপস্বীসকলের দ্বারা কৃতাঞ্জলিপুটে এইরূপ কথিত হইলেন। এইরূপে তপস্বিগণ পথের নির্দেশ দান করিয়া তাঁহার স্বস্ত্যয়ন অর্থাৎ মঙ্গলাশীর্বাদ করিলেন। সূর্য্যের মেঘমণ্ডলে প্রবেশের ন্যায় সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত তিনি বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন।২১-২২,

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ঊনবিংশত্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত

অধ্যাপক শ্রীনারায়ণ গোস্বামি-ন্যায়াচার্য্যকৃত-বঙ্গভাষানুবাদসহিত বাল্মীকি-রামায়ণের

অযোধ্যাকাণ্ড সমাপ্ত

অরণ্য-কাণ্ডম্

ওঙ্কারনাথসেবক-শ্রীগোপালকৃষ্ণভট্টাচার্য্যকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্

অরণ্য-কাণ্ডম্

[ওঙ্কারনাথসেবক-শ্রীগোপালকৃষ্ণভট্টাচার্য্যকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্]

প্রথমঃ সর্গঃ

[তপস্বিনামাশ্রমে রামস্য লক্ষ্মণস্য সীতাদেব্যাশ্চ সৎকৃতিলাভঃ ।]

প্রবিশ্য তু মহারণ্যং দণ্ডকারণ্যমাত্মবান্ ।
রামো দদর্শ দুর্ধর্ষস্তাপসাশ্রমমণ্ডলম্ ॥১
কুশ-চীরপরিক্ষিপ্তং ব্রাহ্ম্যা লক্ষ্ম্যা সমাবৃতম্ ।
যথা প্রদীপ্তং দুর্দর্শং গগনে সূর্য্যমণ্ডলম্ ॥২
শরণ্যং সর্বভূতানাং সুসংমৃষ্টাজিরং সদা ।
মৃগৈর্বহুভিরাকীর্ণং পক্ষিসঙ্ঘৈঃ সমাবৃতম্ ॥৩
পূজিতং চোপনৃত্তঞ্চ নিত্যমপ্সরসাং গণৈঃ ।
বিশালৈরগ্নিশরণৈঃ স্রুগ্‌ভাণ্ডৈরজিনৈঃ কুশৈঃ ॥৪
সমিদ্ভিস্তোয়কলশৈঃ ফলমূলৈশ্চ শোভিতম্ ।
আরণ্যৈশ্চ মহাবৃক্ষৈঃ পুণ্যৈঃ স্বাদুফলৈর্বৃতম্ ॥৫
বলিহোমার্চিতং পুণ্যং ব্রহ্মঘোষনিনাদিতম্ ।
পুষ্পৈশ্চান্যৈঃ পরিক্ষিপ্তং পদ্মিন্যা চ সপদ্ময়া ॥৬
ফল-মূলাশনৈর্দান্তৈশ্চীর-কৃষ্ণাজিনাম্বরৈঃ ।
সূর্য্যবৈশ্বানরাভৈশ্চ পুরাণৈর্মুনিভির্যুতম্ ॥৭
পুণ্যৈশ্চ নিয়তাহারৈঃ শোভিতং পরমর্ষিভিঃ ।
তদ্‌ব্রহ্মভবনপ্রখ্যং ব্রহ্মঘোষনিনাদিতম্ ॥৮
ব্রহ্মবিদ্ভির্মহাভাগৈর্ব্রাহ্মণৈরুপশোভিতম্ ।
তদ্দৃষ্ট্বা রাঘবঃ শ্রীমাংস্তাপসাশ্রমমণ্ডলম্ ॥৯
অভ্যগচ্ছন্মহাতেজা বিজ্যং কৃত্বা মহদ্ধনুঃ ।
দিব্যজ্ঞানোপপন্নাস্তে রামং দৃষ্ট্বা মহর্ষয়ঃ ॥১০

প্রথম সর্গ

[তপস্বিগণের আশ্রমে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার সৎকার লাভ ।]

পরমপবিত্রাত্মা ও শত্রুগণের অজেয় রাম দণ্ডকনামক ভয়ঙ্কর অরণ্যে প্রবেশপূর্বক তপস্বিগণের বহুতর আশ্রম দর্শন করিলেন ।১

কুশ, চীর ও বল্কলপরিব্যাপ্ত সেই সকল আশ্রম ব্রহ্মবিদ্যার অভ্যাসজনিত ব্রাহ্মী শোভামণ্ডিত হইয়া গগনস্থিত দুর্নিরীক্ষ্য সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় প্রদীপ্ত ছিল ।২

সেই আশ্রম সমস্ত প্রাণীরই আশ্রয় ছিল এবং তাহা নিয়মিত পরিস্কৃতপ্রাঙ্গণে শোভিত ও নানাবিধ পশুপক্ষিগণের দ্বারা সমাবৃত ছিল। স্বর্গ-বিহারিণী অপ্সরাগণ আসিয়া নৃত্য করত নিয়ত সেই আশ্রমের গৌরববর্দ্ধন করিত। সেই পবিত্র আশ্রমসমুদয় অরণ্যজাত, সুস্বাদুফলজনক, পবিত্র ও বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষসমূহে সমাবৃত, বেদাধ্যয়নশব্দের দ্বারা মুখরিত, স্থানে স্থানে বিচিত্র পদ্মসরোবরের দ্বারা সুশোভিত, মল্লিকা-মালতীপুষ্পসমূহে পরিব্যাপ্ত এবং বিশাল অগ্নিগৃহে স্রুক্-স্রুবাদি যজ্ঞীয় উপকরণ, অজিন, কুশ, সমিধ্‌সকল, জলপূর্ণ কলস ও বিবিধ ফলসমূহে পরিশোভিত ছিল এবং সেই সকল আশ্রমে সর্ব্বদা বৈশ্বদেববলি ও বিবিধ হোম কার্য্য অনুষ্ঠিত হইত। সেই সকল আশ্রমে চীর (সন্ন্যাসীর পরিধেয় বস্ত্রখণ্ড) ও কৃষ্ণাজিন-পরিধানকারী ফলমূলভোজী এবং সূর্য্য ও অগ্নিসদৃশ-দ্যুতিশালী বৃদ্ধ মুনিগণ বাস করিতেন ।৩-৭

সেই আশ্রমসকল নিয়তাহারী পবিত্র ও শ্রেষ্ঠ ঋষিসমূহে শোভিত এবং বেদাধ্যয়ন-শব্দে প্রতিধ্বনিত হইয়া ব্রহ্মলোকের সাদৃশ্য ধারণ করিয়াছিল। মহাভাগ ও ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের দ্বারা সুশোভিত সেই তাপসাশ্রমসকল মহাতেজা, সৌন্দর্য্যশালী, রঘুনন্দন রাম দর্শনপূর্ব্বক মহাধনুর জ্যা মোচন করিয়া তদভিমুখে গমন করিলেন। সেই সকল

অভিজগ্মুস্তদা প্রীতা বৈদেহীঞ্চ যশস্বিনীম্ ।
তে তু সোমমিবোদ্যন্তং দৃষ্ট্বা বৈ ধর্মচারিণম্ ॥১১
লক্ষ্মণং চৈব দৃষ্ট্বা তু বৈদেহীঞ্চ যশস্বিনীম্ ।
মঙ্গলানি প্রযুঞ্জানাঃ প্রত্যগৃহ্নন্ দৃঢ়ব্রতাঃ ॥১২
রূপসংহননং লক্ষ্মীং সৌকুমার্য্যং সুবেশতাম্ ।
দদৃশুর্বিস্মিতাকারা রামস্য বনবাসিনঃ ॥১৩
বৈদেহীং লক্ষ্মণং রামং নেত্রৈরনিমিষৈরিব ।
আশ্চর্য্যভূতান্ দদৃশুঃ সর্বে তে বনবাসিনঃ ॥১৪
অত্রৈনং হি মহাভাগাঃ সর্বভূতহিতে রতাঃ ।
অতিথিং পর্ণশালায়াং রাঘবং সংন্যবেশয়ন্ ॥১৫
ততো রামস্য সৎকৃত্য বিধিনা পাবকোপমাঃ ।
আজহ্রুস্তে মহাভাগাঃ সলিলং ধর্মচারিণঃ ॥১৬
মঙ্গলানি প্রযুঞ্জানা মুদা পরময়া যুতাঃ ।
মূলং পুষ্পং ফলং সর্বমাশ্রমঞ্চ মহাত্মনঃ ॥১৭
নিবেদয়িত্বা ধর্মজ্ঞাস্তে তু প্রাঞ্জলয়োঽব্রুবন্ ।
ধর্মপালো জনস্যাস্য শরণ্যশ্চ মহাযশাঃ ॥১৮
পূজনীয়শ্চ মান্যশ্চ রাজা দণ্ডধরো গুরুঃ ।
ইন্দ্রস্যৈব চতুর্ভাগঃ প্রজা রক্ষতি রাঘব ॥১৯
রাজা তস্মাদ্ বরান্ ভোগান্ রম্যান্ ভুঙ্‌ক্তে নমস্কৃতঃ ।
তে বয়ং ভবতা রক্ষ্যা ভবদ্বিষয়বাসিনঃ ॥
নগরস্থো বনস্থো বা ত্বং নো রাজা জনেশ্বরঃ ॥২০
ন্যস্তদণ্ডা বয়ং রাজন্ জিতক্রোধা জিতেন্দ্রিয়াঃ ।
রক্ষণীয়াস্ত্বয়া শশ্বদ্ গর্ভভূতাস্তপোধনাঃ ॥২১
এবমুক্ত্বা ফলৈর্মূলৈঃ পুষ্পৈরন্যৈশ্চ রাঘবম্ ।
বন্যৈশ্চ বিবিধাহারৈঃ সলক্ষ্মণমপূজয়ন্ ॥২২
তথান্যে তাপসাঃ সিদ্ধা রামং বৈশ্বানরোপমাঃ ।
ন্যায়বৃত্তা যথান্যায়ং তর্পয়ামাসুরীশ্বরম্ ॥২৩

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে প্রথমঃ সর্গঃ ॥১

দৃঢ়ব্রত দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন মহর্ষিগণও জ্ঞানপ্রভাবে রাম ও যশস্বিনী বিদেহরাজ সীতাদেবী আসিতেছেন জানিতে পারিয়া প্রীতিসহকারে তাঁহাদিগের প্রত্যুদ্গমন করিলেন। পরে তাঁহারা উদয়কালীন চন্দ্রসদৃশ প্রিয়দর্শন ধর্ম্মনিরত রাম, লক্ষ্মণ ও যশস্বিনী বিদেহরাজনন্দিনী সীতাদেবীকে দর্শন করিয়া মঙ্গল আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করত তাঁহাদিগকে সম্মানিত করিলেন। ৮-১২

উক্ত বনবাসিগণ বিস্মিত হইয়া রামের অঙ্গসৌষ্ঠব, লাবণ্য, কোমলতা ও সৌন্দর্য্য দেখিতে লাগিলেন। তাঁহারা সকলেই যেন অনিমেষলোচনে সেই আশ্চর্য্য-রূপসম্পন্ন রাম, লক্ষ্মণ ও বিদেহ-রাজনন্দিনী সীতাদেবীকে অবলোকন করিতে লাগিলেন ।১৩-১৪

তারপর প্রাণিহিতনিরত মহাভাগ, ধার্ম্মিক অগ্নিতুল্যতেজস্বী মহর্ষিগণ অতিথি রঘুনন্দন রামকে পর্ণশালা-মধ্যে নিবেশিত করিয়া সমাদরপূর্ব্বক যথাবিধি অর্ঘ্য প্রদান করিলেন। অনন্তর সেই সমস্ত ধর্ম্মজ্ঞ মহর্ষিগণ মঙ্গল আশীর্ব্বাদ প্রয়োগকরত পরম আনন্দের সহিত মহাত্মা রামকে ফল, মূল ও পুষ্প প্রদানপূর্ব্বক "এ সমস্ত আশ্রমই আপনার" এইরূপ বলিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিলেন,—যিনি ধর্ম্মরক্ষা করেন এবং ধর্মের জন্য দুষ্টগণের প্রতি দণ্ডবিধান করেন, সেই যশস্বী রাজা সমস্তলোকের গুরু, মান্য ও পূজনীয় এবং তাঁহাকেই সকলে আশ্রয় করিয়া থাকে। হে রঘুনন্দন! ইন্দ্রের চতুর্থ অংশ ইহলোকে রাজা হইয়া প্রজাদিগকে রক্ষা করেন ।১৬-১৯

সেইহেতু রাজা সমস্ত প্রাণিকর্তৃক পূজিত হইয়া রমণীয় শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ বস্তুসমূহ ভোগ করেন। নগরেই থাকুন বা বনেই থাকুন, আপনিই আমাদের রাজা এবং আমরা আপনার রাজ্যেই বাস করি, অতএব আমাদিগকে রক্ষা করা আপনার কর্ত্তব্য ।২০

হে রাজন্! আমাদিগের তপস্যাই ধন এবং আমরা ক্রোধ ও ইন্দ্রিয়গণকে জয় করিয়াছি, সেইহেতু আমরা কোন জীবকে দণ্ড দান করিতে পারি না; অতএব আমরা গর্ভস্থ বালকের ন্যায় আত্মরক্ষা করিতে অসমর্থ, এই কারণে আমাদিগকে আপনার অবশ্যই রক্ষা করা কর্ত্তব্য ।২১

সেই মহর্ষিগণ ঐরূপ বলিয়া লক্ষ্মণের সহিত রঘুনন্দন রামকে পুষ্প, ফল, মূল ও অন্যান্য বিবিধ বনজাত খাদ্যদ্রব্য-দ্বারা অভ্যর্থনা করিলেন। অগ্নিতুল্য তেজস্বী, ন্যায়চরিত্র ও সিদ্ধ অন্যান্য তপস্বিগণ ভগবান্ রামচন্দ্রের যথাবিধি পূজা করিলেন ।২২-২৩

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে প্রথম সর্গ সমাপ্ত

দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ

[বনমধ্যে রামস্য, লক্ষ্মণস্য, সীতায়াশ্চোপরি দুর্দর্শবিরাধস্যাক্রমণম্]

কৃতাতিথ্যোঽথ রামস্তু সূর্য্যস্যোদয়নং প্রতি।
আমন্ত্র্য স মুনীন্ সর্বান্ বনমেবান্বগাহত ॥১
নানামৃগগণাকীর্ণমৃক্ষ-শার্দূলসেবিতম্।
ধ্বস্তবৃক্ষ-লতা-গুল্মং দুর্দর্শসলিলাশয়ম্ ॥২
নিষ্কূজমানশকুনি ঝিল্লিকাগণনাদিতম্।
লক্ষ্মণানুচরো রামো বনমধ্যং দদর্শ হ ॥৩
সীতয়া সহ কাকুৎস্থস্তস্মিন্ ঘোরমৃগাযুতে।
দদর্শ গিরিশৃঙ্গাভং পুরুষাদং মহাস্বনম্ ॥৪
গভীরাক্ষং মহাবক্ত্রং বিকটং বিকটোদরম্।
বীভৎসং বিষমং দীর্ঘং বিকৃতং ঘোরদর্শনম্ ॥৫
বসানাং চর্ম বৈয়াঘ্রং বসার্দ্রং রুধিরোক্ষিতম্।
ত্রাসনং সর্বভূতানাং ব্যাদিতাস্যমিবান্তকম্ ॥৬
ত্রীন্ সিংহাংশ্চতুরো ব্যাঘ্রান্ দ্বৌ বৃকৌ পৃষতান্ দশ।
সবিষাণং বসাদিগ্ধং গজস্য চ শিরো মহৎ ॥৭
অবসজ্যায়সে শূলে বিনদন্তং মহাস্বনম্।
স রামং লক্ষ্মণং চৈব সীতাং দৃষ্ট্বা চ মৈথিলীম্ ॥৮
অভ্যধাবংস্তু সংক্রুদ্ধঃ (ক) প্রজাঃ কাল ইবান্তকঃ।
স কৃত্বা ভৈরবং নাদং চালয়ন্নিব মেদিনীম্ ॥৯
অঙ্কেনাদায় বৈদেহীমপাক্রম্য তদাব্রবীৎ।
যুবাং জটা-চীরধরৌ সভার্য্যৌ ক্ষীণজীবিতৌ ॥১০

দ্বিতীয় সর্গ

[বনমধ্যে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার উপর ভীষণদর্শন বিরাধের আক্রমণ।]

অনন্তর সূর্য্যের উদয়কালে আতিথ্য-সৎকারে সৎকৃত রাম মুনিগণের নিকট বিদায়সম্ভাষণ গ্রহণপূর্ব্বক নানাবিধ মৃগগণে সমাকীর্ণ এবং ব্যাঘ্র ও ভল্লুকসমূহে পরিব্যাপ্ত বনে প্রবেশ করিলেন। পরে তিনি লক্ষ্মণের সহিত বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, সেই স্থান বিধ্বস্ত বৃক্ষ, লতা ও গুল্মসমূহে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে; এবং পক্ষিগণও শব্দ করিতেছে না। কেবল ঝিল্লিকসমূহই শব্দ করিতেছে। সেখানের জলাশয়গুলি নিতান্ত অপ্রিয়দর্শন হইয়াছে।১-৩

অনন্তর কাকুৎস্থ রাম সীতার সহিত হিংস্রজন্তুগণে সমাকীর্ণ সেই বনমধ্যে বিচরণ করিতে করিতে এক বিকটশব্দকারী পর্ব্বতশৃঙ্গসদৃশ রাক্ষসকে দর্শন করিলেন। সেই ঘোরদর্শন রাক্ষস দেখিতে বিকটাকার ও তাহার চক্ষু অতি গভীর, বদন অতিবৃহৎ, উদর অতিবিশাল, দেহ সুদীর্ঘ ও বিভৎস এবং অতিবিষম ছিল। সেই সুদীর্ঘাকার রাক্ষস বসার্দ্র ও রুধিরাক্ত ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান করিয়াছিল। যেরূপ মুখব্যাদনকারী যমকে দেখিলে সকলের ভয় হইয়া থাকে, সেইরূপ তাহাকে দেখিলেও সকল প্রাণীর মনে ভীতির সঞ্চার হইত।৪-৬

সেই রাক্ষস তিনটি সিংহ, চারিটি ব্যাঘ্র, দুইটি বৃক, দশটি পৃষতমৃগ এবং দন্তযুক্ত ও বসার্দ্র বৃহৎ-হস্তীমস্তক শূলে আবদ্ধ করিয়া অতীব চীৎকার করিতেছিল। পরে সেই রাক্ষস রাম, লক্ষ্মণ ও মিথিলারাজ-দুহিতা সীতাকে দেখিতে পাইয়া অতীব ক্রুদ্ধ হইয়া সংহারকালে কৃতান্ত যেমন প্রাণীদিগের প্রতি ধাবিত হন, সেইরূপ তাহাদিগের প্রতি ধাবিত হইল। সে অতি ভয়ানক শব্দদ্বারা পৃথিবী প্রকম্পিত করিয়া বিদেহরাজ দুহিতা সীতাকে ক্রোড়ে গ্রহণপূর্বক কিয়দ্দূরে যাইয়া বলিলেন —তোরা যখন জটা ও চীর ধারণ করিয়া ভার্য্যার সহিত দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয়াছিস্, আবার হস্তে ধনু, বাণ এবং অসিও ধারণ করিয়াছিস্, তখন তোদের আর জীবনের আশা নাই। তাপসদ্বয়ের এক রমণীর

পাঠান্তর :—(ক) অভ্যধাবন্ সুসংক্রুদ্ধঃ—।

প্রবিষ্টৌ দণ্ডকারণ্যং শরচাপাসিপাণিনৌ।
কথং তাপসয়োর্বাঞ্চ বাসঃ প্রমদয়া সহ ॥১১
অধর্ম্মচারিণৌ পাপৌ কৌ যুবাং মুনিদূষকৌ।
অহং বনমিদং দুর্গং বিরাধো নাম রাক্ষসঃ ॥১২
চরামি সায়ুধো নিত্যমৃষিমাংসানি ভক্ষয়ন্।
ইয়ং নারী বরারোহা মম ভার্য্যা ভবিষ্যতি ॥১৩
যুবয়োঃ পাপয়োশ্চাহং পাস্যামি রুধিরং মৃধে।
তস্যৈবং ব্রুবতো দুষ্টং বিরাধস্য দুরাত্মনঃ ॥১৪
শ্রুত্বা সগর্ব্বিতং বাক্যং সম্ভ্রান্তা জনকাত্মজা।
সীতা প্রবেপিতোদ্বেগাৎ প্রবাতে কদলী যথা ॥১৫
তাং দৃষ্ট্বা রাঘবঃ সীতাং বিরাধাঙ্কগতাং শুভাম্।
অব্রবীল্লক্ষ্মণং বাক্যং মুখেন পরিশুষ্যতা ॥১৬
পশ্য সৌম্য নরেন্দ্রস্য জনকস্যাত্মসম্ভবাম্।
মম ভার্য্যাং শুভাচারাং বিরাধাঙ্কে প্রবেশিতাম্ ॥১৭
অত্যন্তসুখসংবৃদ্ধাং রাজপুত্রীং যশস্বিনীম্।
যদভিপ্রেতমস্মাসু প্রিয়ং বরবৃতঞ্চ যৎ ॥১৮
কৈকেয্যাস্তু সুসংবৃত্তং ক্ষিপ্রমদ্যৈব লক্ষ্মণ।
যা ন তুষ্যতি রাজ্যেন পুত্রার্থে দীর্ঘদর্শিনী ॥১৯
যয়াহং সর্বভূতানাং প্রিয়ঃ প্রস্থাপিতো বনম্।
অদ্যেদানীং সকামা সা যা মাতা মধ্যমা মম ॥২০
পরস্পর্শাত্তু বৈদেহ্যা ন দুঃখতরমস্তি মে।
পিতুর্বিনাশাৎ সৌমিত্রে স্বরাজ্যহরণাত্তথা ॥২১
ইতি ব্রুবতি কাকুৎস্থে বাষ্পশোকপরিপ্লুতঃ।
অব্রবীল্লক্ষ্মণঃ ক্রুদ্ধো রুদ্ধো নাগ ইব শ্বসন্ ॥২২

সহিত এইরূপে বাস কি প্রকারে সম্ভাবিত হইতে পারে ?৭-১১

তোরা অত্যন্ত পাপী ও অধর্ম্মাচারী, তোদের দ্বারা মুনিচরিত্র দূষিত হইতেছে। তোরা কে ? আমি রাক্ষস, আমার নাম বিরাধ। আমি ঋষিদিগের মাংস ভক্ষণ করিয়া শস্ত্রধারণ করত এই দুর্গম বনে বিচরণ করি। এই পরমাসুন্দরী নারী আমার ভার্য্যা হইবে।১২-১৩

তোরা পাপাচারী, আমি যুদ্ধে তোদের রক্ত পান করিব। সেই দুরাত্মা বিরাধের উক্তপ্রকার সগর্ব্ব নিন্দিত বাক্য শ্রবণ করিয়া জনক-দুহিতা সীতাদেবী ভয়ে ব্যাকুলচিত্তা হইলেন এবং যেরূপ প্রবল বায়ুবেগে কদলীবৃক্ষ কাঁপিতে থাকে, সেইরূপ সীতাদেবীও কাঁপিতে লাগিলেন।১৪-১৫

রঘুনন্দন রাম শুভলক্ষণা সেই সীতাদেবীকে বিরাধের ক্রোড়স্থা দেখিয়া শুষ্কবদনে লক্ষ্মণকে বলিলেন, হে শুভদর্শন ! যিনি নরেন্দ্র জনকের নন্দিনী, যিনি অতিসুখে বর্দ্ধিতা রহিয়াছেন এবং যিনি আমার ভার্য্যা, দেখ, সেই যশস্বিনী রাজপুত্রী সীতাদেবী বিরাধের ক্রোড়ে অবস্থিতা হইয়াছেন। লক্ষ্মণ ! আমাদিগের প্রতি যেরূপ হওয়া কৈকেয়ীর অভিপ্রেত, যাহা তাঁহার প্রিয় ছিল এবং যে উদ্দেশ্যে তিনি বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা অতিশীঘ্র সিদ্ধ হইতে চলিল। যিনি পুত্রের নিমিত্ত রাজ্যলাভ করিয়াও সন্তুষ্ট হন নাই, সমস্ত প্রাণী আমার প্রতি প্রীতি থাকা সত্ত্বেও তিনি আমাকে বনে নির্বাসিত করিয়াছেন। অধুনা সেই মধ্যমজননী কৈকেয়ীদেবীর মনোরথ সফল হইল। হে সুমিত্রানন্দন ! রাজ্যহরণ, পিতৃবিনাশ ও বৈদেহী সীতাদেবীর অঙ্গে পরপুরুষস্পর্শ—ইহা অপেক্ষা আমার সমধিক দুঃখ আর কিছুই নাই। ১৬-২১

কাকুৎস্থ রাম এইরূপ বলিলে, লক্ষ্মণ অতীব শোকাক্রান্ত হইলেন এবং তাঁহার নয়নদ্বয় হইতে অশ্রু নির্গত হইতে লাগিল। পরে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া ক্রুদ্ধ সর্পের ন্যায় দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করত বলিলেন—হে কাকুৎস্থ ! আপনি মহেন্দ্রের ন্যায় সমস্ত প্রাণীর নাথ হইয়া বিশেষতঃ আমার ন্যায় ভৃত্য থাকিতে কি নিমিত্ত অনাথের ন্যায় পরিতাপ করিতেছেন ? আমি ক্রুদ্ধ হইয়া ঐ রাক্ষসের প্রতি শরাঘাত করিলে উহার প্রাণ বহির্গত হইবে এবং পৃথিবী তার রক্ত পান করিবে। রাজ্যলোভী ভরতের প্রতি আমার যে ক্রোধ হইয়াছিল, এই বিরাধের প্রতি আমার সেইরূপই ক্রোধ উপস্থিত হইয়াছে, সুতরাং মহেন্দ্র যেমন পর্ব্বতে বজ্র

অনাথ ইব ভূতানাং নাথস্ত্বং বাসবোপমঃ।
ময়া প্রেষ্যেণ কাকুৎস্থ কিমর্থং পরিতপ্যসে ॥২৩
শরেণ নিহতস্যাদ্য ময়া ক্রুদ্ধেন রক্ষসঃ।
বিরাধস্য গতাসোর্হি মহী পাস্যতি শোণিতম্ ॥২৪
রাজ্যকামে মম ক্রোধো ভরতে যো বভূব হ।
তং বিরাধে বিমোক্ষ্যামি বজ্রী বজ্রমিবাচলে ॥২৫
মম ভুজবলবেগবেগিতঃ
পততু শরোঽস্য মহান্মহোরসি।
ব্যপনয়তু তনোশ্চ জীবিতং
পততু ততশ্চ মহীং বিঘূর্ণিতঃ ॥২৬
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ।

ত্যাগ করেন, সেইরূপ আমিও সেই ক্রোধ বিরাধের প্রতি নিক্ষেপ করিব। অমার বাহুবলের বেগে বেগবান্ হইয়া ঐ যে তীক্ষ্ণবাণ ছুটিয়া চলিয়াছে, উহা আজ বিরাধের বিশাল বক্ষঃস্থলে গিয়া পড়িবে। শরীর হইতে উহার প্রাণকে বহিষ্কৃত করিয়া দিবে। তারপর ঐ বিরাধ ঘূর্ণিত হইয়া ধরাতলে পতিত হইবে। ২২-২৬

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে দ্বিতীয় সর্গ সমাপ্ত।

তৃতীয়ঃ সর্গঃ

[রম-বিরাধয়োর্বাক্যবিনিময়ঃ, বিরাধোপরি রাম-লক্ষ্মণয়োঃ শস্ত্রাঘাতঃ, ভ্রাতরৌ স্কন্ধেন সংবাহ্য বিরাধস্য ঘোরকান্তারপ্রবেশশ্চ।]

অথোবাচ পুনর্বাক্যং বিরাধঃ পূরয়ন্ বনম্।
পৃচ্ছতো মম হি ব্রূতং কৌ যুবাং ক্ব গমিষ্যথঃ ॥ ১
তমুবাচ ততো রামো রাক্ষসং জ্বলিতাননম্।
পৃচ্ছন্তং সুমহাতেজা ইক্ষ্বাকুকুলমাত্মনঃ ॥২
ক্ষত্রিয়ৌ বৃত্তসম্পন্নৌ বিদ্ধি নৌ বনগোচরৌ।
ত্বাং তু বেদিতুমিচ্ছাবঃ কস্ত্বং চরসি দণ্ডকান্ ॥৩
তমুবাচ বিরাধস্তু রামং সত্যপরাক্রমম্।
হন্ত বক্ষ্যামি তে রাজন্ নিবোধ মম রাঘব ॥৪
পুত্রঃ কিল জবস্যাহং মাতা মম শতহ্রদা।
বিরাধ ইতি মামাহুঃ পৃথিব্যাং সর্বরাক্ষসাঃ ॥৫
তপসা চাভিসম্প্রাপ্তা ব্রহ্মণো হি প্রসাদজা।
শস্ত্রেণাবধ্যতা লোকেঽচ্ছেদ্যাভেদ্যত্বমেব চ ॥৬

তৃতীয় সর্গ

[বিরাধ-রাক্ষস ও রামের মধ্যে বাক্য বিনিময়, বিরাধের উপর রাম ও লক্ষ্মণের শস্ত্রাঘাত এবং দুইভাইকে স্কন্ধে লইয়া বিরাধের গভীর অরণ্যে প্রবেশ।]

অতঃপর সেই বিরাধ রাক্ষস উচ্চৈঃস্বরে চীৎকারের দ্বারা সমস্ত কানন প্রতিধ্বনিকরত পুনর্বার বলিল—আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি—বল, তোরা দুইজন কে ও কোথায় যাইবি ? ১

ক্রোধে জ্বলিতবদন সেই বিরাধরাক্ষস এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে মহাতেজস্বী রাম বলিলেন,—ইক্ষ্বাকুবংশে আমরা জন্মগ্রহণ করিয়াছি। আমরা ক্ষত্রিয় এবং ক্ষত্রিয়কর্ত্তব্য কার্য্য-সকল অনুষ্ঠান করিয়া থাকি। সম্প্রতি বনে বাস করিতেছি, ইহা তুই অবগত হ। আমরাও তোকে জানিতে ইচ্ছা করি, বল্—তুই কে ? কেন এই দণ্ডকারণ্যে বিচরণ করিতেছিস ?২-৩

অনন্তর বিরাধরাক্ষস সেই সত্যপরাক্রমশালী

উৎসৃজ্য প্রমদামেনামনপেক্ষৌ যথাগতম্।
ত্বরমাণৌ পলায়েথাং ন বাং জীবিতমাদদে ॥৭
তং রামঃ প্রত্যুবাচেদং কোপসংরক্তলোচনঃ।
রাক্ষসং বিকৃতাকারং বিরাধং পাপচেতসম্ ॥৮
ক্ষুদ্র ধিক্ ত্বাং তু হীনার্থং মৃত্যুমন্বেষসে ধ্রুবম্।
রণে প্রাপ্স্যসি সংতিষ্ঠ ন মে জীবন্ বিমোক্ষ্যসে ॥৯
ততঃ সজ্জং ধনুঃ কৃত্বা রামঃ সুনিশিতান্ শরান্।
সুশীঘ্রমভিসন্ধায় রাক্ষসং নিজঘান হ ॥১০
ধনুষা জ্যাগুণবতা সপ্ত বাণান্ মুমোচ হ।
রুক্মপুঙ্খান্মহাবেগান্ সুপর্ণানিলতুল্যগান্ ॥১১

তে শরীরং বিরাধস্য ভিত্ত্বা বর্হিণবাসসঃ।
নিপেতুঃ শোণিতাদিগ্ধা ধরণ্যাং পাবকোপমাঃ ॥১২
স বিদ্ধো ন্যস্য বৈদেহীং শূলমুদ্যম্য রাক্ষসঃ।
অভ্যদ্রবৎ সুসংক্রুদ্ধস্তদা রামং সলক্ষ্মণম্ ॥১৩
স বিনদ্য মহানাদং শূলং শক্রধ্বজোপমম্।
প্রগৃহ্যাশোভত তদা ব্যাত্তানন ইবান্তকঃ ॥১৪
অথ তৌ ভ্রাতরৌ দীপ্তং শরবর্ষং ববর্ষতুঃ।
বিরাধে রাক্ষসে তস্মিন্ কালান্তকযমোপমে ॥১৫
স প্রহস্য মহারৌদ্রঃ স্থিত্বাজৃম্ভত রাক্ষসঃ।
জৃম্ভমাণস্য তে বাণাঃ কায়ান্নিষ্পেতুরাশুগাঃ ॥১৬

রামকে বলিল,—ওরে রঘুকুলজাত রাজন্! আমি তোর নিকটে আত্মবৃত্তান্ত বলিতেছি—তুই শোন্।৪

আমি জবনামক রাক্ষসের পুত্র। আমার মাতার নাম শতহ্রদা। এই পৃথিবীতে সমস্ত রাক্ষস আমাকে 'বিরাধ' বলিয়া আহ্বান করিয়া থাকে। আমি তপস্যা করিয়া ব্রহ্মার প্রসাদে "শস্ত্র দ্বারা অচ্ছেদ্য, অভেদ্য ও অবধ্য হইব" এইপ্রকার বর লাভ করিয়াছি, অতএব তোরা যুদ্ধের অপেক্ষা না করিয়া সত্বর এই রমণীকে পরিত্যাগপূর্ব্বক যে স্থান হইতে আসিয়াছিস্, সেই স্থানেই পলায়ন কর্; তাহা না হইলে তোদের জীবন পর্য্যন্ত থাকিবে না।৫-৭

রাম ক্রোধে আরক্তচক্ষু হইয়া সেই পাপিষ্ঠ বিকৃতাকার বিরাধকে এইরূপ প্রত্যুত্তর দিলেন,—রে ক্ষুদ্র! তোকে ধিক্! তোর অভিপ্রায় অতি মন্দ, তুই নিশ্চয়ই মৃত্যুর অন্বেষণ করিতেছিস্; এইক্ষণেই তাহা লাভ করিবি। দাঁড়া, আমার হাতে জীবিত অবস্থায় তোর পরিত্রাণ নাই। অনন্তর সেই রাম অতিশীঘ্র ধনুতে জ্যা আরোপণপূর্ব্বক বহুতর তীক্ষ্ণ শর সন্ধান করিয়া সেই রাক্ষসের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন।৮-১০

তারপর জ্যাযুক্ত ধনু দ্বারা স্বর্ণপুঙ্খ, অতিবেগবান্ এবং গরুড় ও বায়ুর ন্যায় দ্রুতগামী সাতটি বাণ নিক্ষেপ করিলেন। সেই সমস্ত ময়ূরপুচ্ছযুক্ত ও অগ্নিতুল্য দীপ্তিশালী বাণ বিরাধের দেহ ভেদ করত রক্তলিপ্ত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। তখন বাণবিদ্ধ সেই রাক্ষস বিদেহরাজ-দুহিতা সীতাকে ভূতলে রাখিয়া শূল উদ্যত করত সক্রোধে রাম ও লক্ষ্মণের অভিমুখে ধাবিত হইল।১১-১৩

সে অতি উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া ইন্দ্রধ্বজতুল্য সেই শূল ধারণ করত মুখব্যাদনকারী যমের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।১৪

অনন্তর সেই দুই ভ্রাতা কালান্তক যমসদৃশ বিরাধের গাত্রে তীক্ষ্ণ বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন অতি-ভয়ানক সেই রাক্ষস দণ্ডায়মান হইয়া হাস্য করত জৃম্ভণ করিল। জৃম্ভণ করিবার কালে তাহার শরীর হইতে সেই সমস্ত দ্রুতগামী বাণ বহির্গত হইয়া পতিত হইল। অনন্তর সেই বিরাধ অপরিসীম দুঃখ প্রাপ্ত হইয়াও বরপ্রভাবে জীবিত থাকিয়া শূল উদ্যত করত রঘুনন্দন রাম ও লক্ষ্মণের অভিমুখে ধাবিত হইল। তখন সেই বজ্রসদৃশ শূলের অগ্রভাগ আকাশ স্পর্শ করিয়া প্রজ্বলিত অগ্নিসম পরিদৃশ্যমান হইল। শস্ত্রধারিশ্রেষ্ঠ রাম দুইটি বাণদ্বারাই সেই শূল ছেদন করিলেন।১৫-১৮

যেরূপ বজ্রদ্বারা ভিন্ন হইয়া মেরুপর্ব্বতের বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড ভূতলে পতিত হয়, সেইরূপ রামের বাণে ছিন্ন হইয়া বিরাধের শূল ভূতলে পতিত হইল। তখন রাম ও লক্ষ্মণ অতিশীঘ্র দংশনোদ্যত কৃষ্ণসর্পের ন্যায় দুইটি

স্পর্শাত্তু বরদানেন প্রাণান্ সংরোধ্য রাক্ষসঃ।
বিরাধঃ শূলমুদ্যম্য রাঘবাবভ্যধাবত ॥১৭
তচ্ছূলং বজ্রসঙ্কাশং গগনে জ্বলনোপমম্।
দ্বাভ্যাং শরাভ্যাং চিচ্ছেদ রামঃ শস্ত্রভৃতাং বরঃ ॥১৮
তদ্রামবিশিখৈশ্ছিন্নং শূলং তস্যাপতদ্ ভুবি।
পপাতাশনিনাচ্ছিন্নং মেরোরিব শিলাতলম্ ॥১৯
তৌ খড়্গৌ ক্ষিপ্রমুদ্যম্য কৃষ্ণসর্পাবিবোদ্যতৌ।
তূর্ণমাপেততুস্তস্য তদা প্রহরতাং বলাৎ ॥২০
স বধ্যমানঃ সুভৃশং ভুজাভ্যাং পরিগৃহ্য তৌ।
অপ্রকম্প্যৌ নরব্যাঘ্রৌ রৌদ্রঃ প্রস্থাতুমৈচ্ছত ॥২১
তস্যাভিপ্রায়মাজ্ঞায় রামো লক্ষ্মণমব্রবীৎ।
বহত্বয়মলং তাবৎ পথানেন তু রাক্ষসঃ ॥২২
যথা চেচ্ছতি সৌমিত্রে তথা বহতু রাক্ষসঃ।
অয়মেব হি নঃ পন্থা যেন যাতি নিশাচরঃ ॥২৩
স তু স্ববলবীর্য্যেণ সমুৎক্ষিপ্য নিশাচরঃ।
বালাবিব স্কন্ধগতৌ চকারাতিবলোদ্ধতঃ ॥২৪
তাবারোপ্য ততঃ স্কন্ধং রাঘবৌ রজনীচরঃ।
বিরাধো বিনদন্ ঘোরং জগামাভিমুখো বনম্ ॥২৫
বনং মহামেঘনিভং প্রবিষ্টো
দ্রুমৈর্মহদ্ভির্বিবিধৈরুপেতম্।
নানাবিধৈঃ পক্ষিকুলৈর্বিচিত্রং
শিবাযুতং ব্যালমৃগৈর্বিকীর্ণম্ ॥২৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অরণ্যকাণ্ডে তৃতীয়ঃ সর্গঃ।

খড়্গ উদ্যত করিয়া রাক্ষসের দিকে ধাবিত হইলেন এবং তাহার নিকটে যাইয়া বলপূর্ব্বক খড়্গ দ্বারা তাহাকে প্রহার করিতে লাগিলেন।১৯-২০

রাম-লক্ষ্মণকর্তৃক অতীব পীড্যমান হইয়া সেই ভয়ানক রাক্ষস উভয়হস্ত দ্বারা তাঁহাদিগের দুইজনকে গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিতে ইচ্ছা করিল। কিন্তু ইহার দ্বারা তাঁহাদিগের শরীর ভয়ে কম্পিত হইল না। তারপর রাম সেই রাক্ষসের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন,—এই রাক্ষস আমাদিগকে লইয়া এই পথ দিয়া গমন করুক। হে সুমিত্রানন্দন! এই রাক্ষস যেস্থানে আমাদিগকে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করিতেছে, সেইস্থানে লইয়া যাউক; কেননা, এ যে পথ দিয়া যাইতেছে, তাহা আমাদেরও গন্তব্য পথ।২১-২৩

সেই অতিবলবান্ বিরাধরাক্ষস স্বীয় বলদ্বারা রাম ও লক্ষ্মণকে বালকদ্বয়ের ন্যায় উত্তোলনপূর্ব্বক স্কন্ধদেশে আরোপণ করত ভয়ানক বনের অভিমুখে চীৎকার করিতে করিতে যাইতে লাগিল।২৪-২৫

অনন্তর সেই রাক্ষস নানাবিধ বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষযুক্ত, বিবিধ পক্ষীসমূহে মনোহর, শৃগাল সমন্বিত, হিংস্রজন্তু-সমূহে সমাকীর্ণ ও মহামেঘ-সদৃশ নিবিড় বনে প্রবিষ্ট হইল।২৬

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত।

চতুর্থঃ সর্গঃ

[শ্রীরাম-লক্ষ্মণয়োবিরাধবধঃ ।]

হ্রিয়মাণৌ তু কাকুৎস্থৌ দৃষ্ট্বা সীতা রঘূত্তমৌ ।
উচ্চৈঃস্বরেণ চুক্রোশ প্রগৃহ্য সুমহাভুজৌ ॥১
এষ দাশরথী রামঃ সত্যবান্ শীলবান্ শুচিঃ ।
রক্ষসা রৌদ্ররূপেণ হ্রিয়তে সহলক্ষ্মণঃ ॥২
মামৃক্ষা ভক্ষয়িষ্যন্তি শার্দূলদ্বিপিনস্তথা ।
মাং হরোৎসৃজ কাকুৎস্থৌ নমস্তে রাক্ষসোত্তম ॥৩
তস্যাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা বৈদেহ্যা রাম-লক্ষ্মণৌ ।
বেগং প্রচক্রতুর্বীরৌ বধে তস্য দুরাত্মনঃ ॥৪

তস্য রৌদ্রস্য সৌমিত্রিঃ সব্যং বাহুং বভঞ্জ হ ।
রামস্তু দক্ষিণং বাহুং তরসা তস্য রক্ষসঃ ॥৫
স ভগ্নবাহুঃ সংবিগ্নঃ পপাতাশু বিমূর্চ্ছিতঃ ।
ধরণ্যাং মেঘসঙ্কাশো বজ্রভিন্ন ইবাচলঃ ॥৬
মুষ্টিভির্বাহুভিঃ পদ্ভিঃ সূদয়ন্তৌ তু রাক্ষসম্ ।
উদ্যম্যোদ্যম্য চাপ্যেনং স্থণ্ডিলে নিষ্পিপেষতুঃ ॥৭
স বিদ্ধো বহুভির্বাণৈঃ খড়্গাভ্যাঞ্চ পরিক্ষতঃ ।
নিষ্পিষ্টো বহুধা ভূমৌ ন মমার স রাক্ষসঃ ॥৮

চতুর্থ সর্গ

[শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ কর্তৃক বিরাধ বধ ।]

রাক্ষস রঘুকুলশ্রেষ্ঠ কাকুস্থ রাম ও লক্ষ্মণকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে দেখিয়া সীতাদেবী স্বীয় উত্তম বাহুদ্বয় উত্তোলন করত উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন,—ঐ ভয়ঙ্কর রূপধারী রাক্ষস সাধুস্বভাব, সত্যনিরত ও সুপবিত্র দশরথতনয় রামকে লক্ষ্মণের সহিত হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে ।১-২

অহো ! বৃক, ব্যাঘ্র প্রভৃতি জন্তুগণ আমাকে ভক্ষণ করিবে। হে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ ! আমি তোমাকে নমস্কার করিতেছি। তুমি ঐ দুই কাকুৎস্থকে পরিত্যাগ করিয়া আমাকে হরণ কর ।৩

বিদেহ-রাজদুহিতা সীতার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া বীর রাম ও লক্ষ্মণ সেই দুরাত্মা রাক্ষসের বধবিষয়ে সত্বর হইলেন। তখন রাম বলপূর্বক সেই ভয়ঙ্কর রাক্ষসের দক্ষিণবাহু এবং সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ তাহার বামবাহু ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন ।৪-৫

সেই মেঘসদৃশ রাক্ষস ভগ্নহস্ত হইয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িল এবং শীঘ্র মূর্চ্ছিত হইয়া বজ্রভিন্ন পর্বতের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল। পরে তাঁহারা সেই রাক্ষসকে হস্ত, পদ ও মুষ্টি দ্বারা আঘাত করিতে লাগিলেন এবং পুনঃপুনঃ উত্তোলনপূর্ব্বক ভূতলে নিক্ষেপ করত ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন ।৬-৭

কিন্তু সেই রাক্ষস বহুসংখ্যক বাণে বিদ্ধ, খড়্গদ্বারা আহত ও নানাভাবে ভূতলে পিষ্ট হইয়াও মরিল না ।৮

যিনি ভয়ের সময় সকলকেই অভয় দান করেন, সেই শ্রীমান্ রাম পর্ব্বতসদৃশ সেই রাক্ষসকে সর্ব্বতোভাবে অবধ্য দেখিয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন,—হে পুরুষোত্তম ! এই রাক্ষসের এরূপ তপস্যা থাকায় যুদ্ধে শস্ত্র দ্বারা ইহার পরাজয় হইতেছে না। অতএব চল আমরা ইহাকে পুঁতিয়া ফেলি ।৯-১০

লক্ষ্মণ ! যেরূপ ভয়ঙ্কর হস্তীর নিমিত্ত গর্ত্ত খনন করা হয়, সেইরূপ তুমি এই ভয়ঙ্কর তেজস্বী রাক্ষসের নিমিত্ত এই বনমধ্যে এক বৃহৎ গর্ত্ত খনন কর ।১১

বীর্য্যবান্ রাম লক্ষ্মণকে গর্ত্ত খনন করিতে বলিয়া বিরাধকে আক্রমণ করত পাদ দ্বারা তাহার কণ্ঠদেশ চাপিয়া ধরিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন ।১২

বিরাধরাক্ষস পুরুষশ্রেষ্ঠ রঘুনন্দন রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সবিনয়ে বলিল,—হে পুরুষপ্রধান !

তং প্রেক্ষ্য রামঃ সুভৃশমবধ্যমচলোপমম্ ।
ভয়েষ্বভয়দঃ শ্রীমানিদং বচনমব্রবীৎ ॥৯
তপসা পুরুষব্যাঘ্র রাক্ষসোঽয়ং ন শক্যতে ।
শস্ত্রেণ যুধি নির্জেতুং রাক্ষসং নিখনাবহে ॥১০
কুঞ্জরস্যেব রৌদ্রস্য রাক্ষসস্যাস্য লক্ষ্মণ ।
বনেঽস্মিন্ সুমহচ্ছ্বভ্রং খন্যতাং রৌদ্রবর্চসঃ ॥১১
ইত্যুক্ত্বা লক্ষ্মণং রামঃ প্রদরঃ খন্যতামিতি ।
তস্থৌ বিরাধমাক্রম্য কণ্ঠে পাদেন বীর্য্যবান্ ॥১২
তচ্ছ্রুত্বা রাঘবেণোক্তং রাক্ষসঃ প্রশ্রিতং বচঃ ।
ইদং প্রোবাচ কাকুৎস্থং বিরাধঃ পুরুষর্ষভম্ ॥১৩
হতোঽহং পুরুষব্যাঘ্র শক্রতুল্যবলেন বৈ ।
ময়া তু পূর্বং ত্বং মোহান্ন জ্ঞাতঃ পুরুষর্ষভ ॥১৪
কৌসল্যা সুপ্রজাস্তাত রামস্ত্বং বিদিতো ময়া ।
বৈদেহী চ মহাভাগা লক্ষ্মণশ্চ মহাযশাঃ ॥১৫
অভিশাপাদহং ঘোরাং প্রবিষ্টো রাক্ষসীং তনুম্ ।
তুম্বুরুর্নাম গন্ধর্বঃ শপ্তো বৈশ্রবণেন হি ॥১৬
প্রসাদ্যমানশ্চ ময়া সোঽব্রবীন্মাং মহাযশাঃ ।
যদা দাশরথী রামস্ত্বাং বধিষ্যতি সংযুগে ॥১৭
তদা প্রকৃতিমাপন্নো ভবান্ স্বর্গং গমিষ্যতি ।
অনুপস্থীয়মানো মাং স ক্রুদ্ধো ব্যাজহার হ ॥১৮
ইতি বৈশ্রবণো রাজা রম্ভাসক্তমুবাচ হ ।
তব প্রসাদান্মুক্তোঽহমভিশাপাৎ সুদারুণাৎ ॥১৯
ভবনং স্বং গমিষ্যামি স্বস্তি বোঽস্তু পরন্তপ ।
ইতো বসতি ধর্মাত্মা শরভঙ্গঃ প্রতাপবান্ ॥২০
অধ্যর্ধযোজনে তাত মহর্ষিঃ সূর্য্যসন্নিভঃ ।
তং ক্ষিপ্রমভিগচ্ছ ত্বং স তে শ্রেয়োঽভিধাস্যতি ॥২১
অবটে চাপি মাং রাম নিক্ষিপ্য কুশলী ব্রজ ।
রক্ষসাং গত সত্ত্বানামেষ ধর্মঃ সনাতনঃ ॥২২
অবটে যে নিধীয়ন্তে তেষাং লোকাঃ সনাতনাঃ ।
এবমুক্ত্বা তু কাকুৎস্থং বিরাধঃ শরপীড়িতঃ ॥২৩
বভুব স্বর্গসংপ্রাপ্তো ন্যস্তদেহো মহাবলঃ ।
তচ্ছ্রুত্বা রাঘবো বাক্যং লক্ষ্মণং ব্যাদিদেশ হ ॥২৪

মহেন্দ্রসদৃশ আপনার শক্তিতে আমি নিহত হইব। হে পুরুষোত্তম! আমি অজ্ঞানবশতঃ পূর্ব্বে আপনাকে জানিতে পারি নাই। কৌশল্যাদেবী আপনার দ্বারাই সৎপুত্রবতী হইয়াছেন। এখন জানিলাম যে, আপনিই রাম। মহাভাগ্যবতী বিদেহরাজ-দুহিতা সীতা এবং মহাযশা লক্ষ্মণকেও আমি জানিতে পারিয়াছি।১৩-১৫

আমি অভিশাপ দ্বারা এই ভয়ানক রাক্ষসশরীর প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি পূর্বে গন্ধর্ব ছিলাম, আমার নাম তুম্বুরু। আমি কুবেরকর্তৃক এইরূপ অভিশাপগ্রস্ত হইয়াছি।১৬

অভিশাপকালে আমি সেই মহাযশা কুবেরকে প্রসন্ন করিলে, তিনি আমাকে ইহা বলিয়াছিলেন যে, যখন দশরথতনয় রাম তোমাকে যুদ্ধে বধ করিবেন, তখন তুমি গন্ধর্বদেহ লাভ করিয়া স্বর্গে গমন করিবে। আমি রম্ভার প্রতি আসক্ত হইয়া যথাসময়ে ধনেশ্বর কুবেরের নিকটে উপস্থিত হই নাই বলিয়া তিনি আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া ঐরূপ অভিশাপবাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন। এখন আমি আপনার প্রসাদে সেই নিদারুণ অভিশাপ হইতে মুক্ত হইলাম।১৭-১৯

হে শত্রুতাপন! আমি নিজভবনে গমন করিব। আপনাদিগের মঙ্গল হউক। এস্থান হইতে অর্ধযোজন দূরে প্রতাপশালী এবং সূর্য্যতুল্যতেজস্বী ধর্ম্মাত্মা শরভঙ্গ নামে এক মহর্ষি বাস করেন। আপনি শীঘ্র তাঁহার নিকটে গমন করুন,তিনি আপনার মঙ্গল বিধান করিবেন।২০ ২১

হে রাম! এক্ষণে আপনি আমাকে গর্তে নিক্ষেপ করিয়া নির্ভয়চিত্তে তথায় গমন করুন। গর্তে নিক্ষিপ্ত হওয়া মৃত্যুর পর রাক্ষসদিগের সনাতন ধর্ম্ম। মৃত্যুর পর যে রাক্ষসগণ গর্ত্তে নিক্ষিপ্ত হয়, তাহারা সনাতন লোকসকল লাভ করিয়া থাকে। শরপীড়িত মহাবল সেই বিরাধ কাকুৎস্থ রামকে ঐরূপ বলিয়া দেহত্যাগ-পূর্বক স্বর্গে গমন করিল। বিরাধের বাক্য শ্রবণ করিয়া রঘুনন্দন রাম লক্ষ্মণকে আদেশ করিলেন,— লক্ষ্মণ! যেরূপ ভয়ানক হস্তীর জন্য গর্ত্ত খনন করিতে হয়, এই ভীমকর্ম্মা রাক্ষসের জন্যও সেইরূপ বৃহৎ গর্ত্ত

কুঞ্জরস্যেব রৌদ্রস্য রাক্ষসস্যাস্য লক্ষ্মণ।
বনেঽস্মিন্ সুমহান্ শ্বভ্রঃ খন্যতাং রৌদ্রকর্ম্মণঃ ॥২৫
ইত্যুক্ত্বা লক্ষ্মণং রামঃ প্রদরঃ খন্যতামিতি।
তস্থৌ বিরাধমাক্রম্য কণ্ঠে পাদেন বীর্য্যবান্ ॥২৬
ততঃ খনিত্রমাদায় লক্ষ্মণঃ শ্বভ্রমুত্তমম্।
অখনৎ পার্শ্বতস্তস্য বিরাধস্য মহাত্মনঃ ॥২৭
তং মুক্তকণ্ঠমুৎক্ষিপ্য শঙ্কুকর্ণং মহাস্বনম্।
বিরাধং প্রাক্ষিপচ্ছ্বভ্রে নদন্তং ভৈরবস্বনম্ ॥২৮
তমাহবে দারুণমাশুবিক্রমৌ
স্থিরাবুভৌ সংযতি রাম-লক্ষ্মণৌ।
মুদান্বিতৌ চিক্ষিপতুর্ভয়াবহং
নদন্তমুৎক্ষিপ্য বলেন রাক্ষসম্ ॥২৯
অবধ্যতাং প্রেক্ষ্য মহাসুরস্য তৌ
শিতেন শস্ত্রেণ তদা নরর্ষভৌ।
সমর্থ্য চাত্যর্থবিশারদাবুভৌ
বিলে বিরাধস্য বধং প্রচক্রতুঃ ॥৩০
স্বয়ং বিরাধেন হি মৃত্যুমাত্মনঃ
প্রসহ্য রামেণ যথার্থমীপ্সিতঃ।
নিবেদিতঃ কাননচারিণা স্বয়ং
ন মে বধঃ শস্ত্রকৃতো ভবেদিতি ॥৩১
তদেব রামেণ নিশম্য ভাষিতং
কৃতা মতিস্তস্য বিলপ্রবেশনে।
বিলঞ্চ তেনাতিবলেন রক্ষসা
প্রবেশ্যমানেন বনং বিনাদিতম্ ॥৩২
প্রহৃষ্টরূপাবিব রাম-লক্ষ্মণৌ
বিরাধমুর্ব্যাং প্রদরে নিপাত্য তম্।
ননন্দতুর্বীতভয়ৌ মহাবনে
শিলাভিরন্তর্দধতুশ্চ রাক্ষসম্ ॥৩৩
ততস্তু তৌ কাঞ্চনচিত্রকার্ম্মুকৌ
নিহত্য রক্ষঃ পরিগৃহ্য মৈথিলীম্।
বিজহ্রতুস্তৌ মুদিতৌ মহাবনে
দিবি স্থিতৌ চন্দ্র-দিবাকরাবিব ॥৩৪
ইত্যার্ষে বাল্মীকীয়ে শ্রীমদ্‌রামায়ণে আদিকাব্যে
অরণ্যকাণ্ডে চতুর্থঃ সর্গঃ

খনন কর। লক্ষ্মণকে গর্ত্ত খনন করিতে বলিয়া শক্তিমান্ রাম বিরাধকে আক্রমণ করিয়া পাদ দ্বারা কণ্ঠদেশে দণ্ডায়মান রহিলেন ।২২-২৬

অনন্তর লক্ষ্মণ খনিত্র দ্বারা সেই বৃহৎকায় বিরাধের পার্শ্বদেশে এক বৃহৎ গর্ত্ত খনন করিলেন। পরে রাম শঙ্কু-সদৃশ কঠিনকর্ণসমন্বিত বিরাধের সেই কণ্ঠদেশ পরিত্যাগ করিয়া তাহাকে উত্তোলনপূর্ব্বক উক্ত গর্ত্তে নিক্ষেপ করিলেন। তখন সে উচ্চৈঃস্বরে ভয়ানক চীৎকার করিতে লাগিল। যুদ্ধে স্থিরস্বভাব ও বল প্রকাশে ক্ষিপ্রহস্ত রাম ও লক্ষ্মণ উভয়ে আনন্দিত হইয়া বলপূর্ব্বক ক্রূরকর্ম্মকারী ভয়ঙ্কর সেই বিরাধরাক্ষসকে উত্তোলন করিয়া গর্ত্তে নিক্ষেপ করিলেন। সকলকার্য্যে নিপুণ সেই দুই নরোত্তম মহাসুর বিরাধ শস্ত্রদ্বারা অবধ্য—ইহা নিশ্চয় করিয়া বুদ্ধিপ্রভাবে তাহার মৃত্যুর উপায় নির্দ্ধারণপূর্ব্বক তাহাকে গর্ত্তে নিক্ষেপ করত বধ করিলেন ।২৭-৩০

বনচারী বিরাধ স্বয়ংই রামের নিকট আত্মবিনাশ কামনা করিয়া অর্থাৎ রাম হস্তে মৃত্যু কামনা করিয়া "শস্ত্র দ্বারা আমার বধ হইবে না" ইহা তাঁহার নিকট নিবেদন করিয়াছিল। সেই অতীব বলশালী রাক্ষসের উক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া রাম তাহাকে গর্ত্তে প্রোথিত করিয়া দিবার যুক্তি করিয়াছিলেন। পরে রামকর্ত্তৃক গর্ত্তে নিক্ষিপ্ত হইবার সময় সে ভীষণ চীৎকার করিয়া সমস্ত বন নিনাদিত করিয়া তুলিল। অনন্তর মহারণ্যমধ্যে রাম ও লক্ষ্মণ সেই বিরাধকে গর্ত্তে নিপাতিত করিয়া অত্যন্ত হর্ষলাভ করত আকাশস্থ সূর্য্য ও চন্দ্রের ন্যায় নির্ভয়ে বিহার করিতে লাগিলেন।

[যেরূপ বিশাল নীল আকাশে সূর্য্য ও চন্দ্র নির্ভয়ে বিহার করেন, সেইরূপ এই বিশাল নীল অরণ্যে সূর্য্যের ন্যায় প্রতাপশালী এবং চন্দ্রের ন্যায় দ্যুতিমান্ রাম ও লক্ষ্মণ বিরাধের মৃত্যুতে নির্ভয়ে বিহার করিতে লাগিলেন] ।৩১-৩৩

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে চতুর্থ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চমঃ সর্গঃ

[শ্রীরামাদীনাং মুনি-শরভঙ্গাশ্রমগমনম্, তত্র সদেবগণ-দেবরাজ-মহেন্দ্রস্য দর্শনলাভঃ, শ্রীরামাদীন্ প্রতি মুনেঃ সাদরাভ্যর্থনাসম্পাদনম্, ততো মুনের্ব্রহ্মলোকগমনঞ্চ ।]

হত্বা তু তং ভীমবলং বিরাধং রাক্ষসং বনে ।
ততঃ সীতাং পরিষ্বজ্য সমাশ্বাস্য চ বীর্য্যবান্ ॥১
অব্রবীদ্ ভ্রাতরং রামো লক্ষ্মণং দীপ্ততেজসম্ ।
কষ্টং বনমিদং দুর্গং ন চ স্মো বনগোচরাঃ ॥২
অভিগচ্ছামহে শীঘ্রং শরভঙ্গং তপোধনম্ ।
আশ্রমং শরভঙ্গস্য রাঘবোঽভিজগাম হ ॥৩
তস্য দেবপ্রভাবস্য তপসা ভাবিতাত্মনঃ ।
সমীপে শরভঙ্গস্য দদর্শ মহদদ্ভুতম্ ॥৪
বিভ্রাজমানং বপুষা সূর্য্য-বৈশ্বানরপ্রভম্ ।
রথপ্রবরমারূঢ়মাকাশে বিবুধানুগম্ ॥৫
অসংস্পৃশন্তং বসুধাং দদর্শ বিবুধেশ্বরম্ ।
সম্প্রভাভরণং দেবং বিরজোঽম্বরধারিণম্ ॥৬
তদ্বিধৈরেব বহুভিঃ পূজ্যমানং মহাত্মভিঃ ।
হরিতৈর্বাজিভির্যুক্তমন্তরিক্ষগতং রথম্ ॥৭
দদর্শাদূরতস্তস্য তরুণাদিত্যসন্নিভম্ ।
পাণ্ডুরাভ্রঘনপ্রখ্যং চন্দ্রমণ্ডলসন্নিভম্ ॥৮
অপশ্যদ্ বিমলং ছত্রং চিত্রমাল্যোপশোভিতম্ ।
চামরব্যজনে চাগ্র্যে রুক্মদণ্ডে মহাধনে ॥৯
গৃহীতে বরনারীভ্যাং ধূয়মানে চ মূর্ধনি ।
গন্ধর্বামরসিদ্ধাশ্চ বহবঃ পরমর্ষয়ঃ ॥১০
অন্তরিক্ষগতং দেবং গীর্ভিরগ্র্যাভিরৈডয়ন্ ।
সহ সম্ভাষমাণে তু শরভঙ্গেন বাসবে ॥১১

পঞ্চম সর্গ

[শ্রীরাম প্রভৃতির শরভঙ্গমুনির আশ্রমে গমন, তথায় দেবগণসহ দেবরাজ ইন্দ্রের দর্শন লাভ, শ্রীরাম প্রভৃতির প্রতি মুনির সাদর অভ্যর্থনা এবং অতঃপর মুনির ব্রহ্মলোকে গমন ।]

তেজস্বী রাম ভীমবল সেই বিরাধরাক্ষসকে বধ করিয়া (বিরাধভয়ে ভীতা) সীতাকে আলিঙ্গনপূর্বক আশ্বাস প্রদান করত দীপ্ততেজা ভ্রাতা লক্ষ্মণকে বলিলেন,—এই বন অতি কষ্টদায়ক ও দুর্গম এবং আমরাও এই বনের কোন বিষয় অবগত নহি; সেইজন্য শীঘ্র তপোধন শরভঙ্গের নিকটে গমন করিব। অনন্তর রঘুনন্দন রাম শরভঙ্গের আশ্রমাভিমুখে চলিলেন ।১-৩

পরে তিনি তপস্যাপ্রভাবে বিশুদ্ধচিত্ত ও দেবতুল্য প্রভাবশালী সেই শরভঙ্গ ঋষির আশ্রম সমীপে যাইয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার দর্শন করিলেন ।৪

সূর্য্য ও অগ্নিসম অঙ্গকান্তিতে দেদীপ্যমান দেবরাজ মহেন্দ্র প্রদীপ্ত অলঙ্কারসমূহে ভূষিত এবং নির্মলবস্ত্র পরিধান করত ভূতলস্পর্শ না করিয়া শ্যামবর্ণ অশ্বযুক্ত রথারোহণে আকাশে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার পশ্চাদ্‌ভাগে আরও অনেক দেবগণ রহিয়াছেন এবং সেইরূপ আভরণ ভূষিত অনেক মহাত্মা তাঁহার পূজা করিতেছেন। রাম দূর হইতে দেখিতে পাইলেন যে, তরুণ সূর্য্যের ন্যায় প্রভাসমন্বিত ও শ্যামবর্ণ অশ্বগণ যোজিত রথখানি অন্তরীক্ষে রহিয়াছে। তিনি আরও দেখিলেন যে, মহেন্দ্রের মস্তকের উপরে পাণ্ডুরবর্ণ ঘন-মেঘের মত বর্ণবিশিষ্ট ও বিচিত্রমাল্যসুশোভিত চন্দ্রমণ্ডলসদৃশ নির্মল ছত্র বিরাজমান রহিয়াছে। দুই উত্তমা স্ত্রী সুবর্ণনির্মিত দণ্ড-সমন্বিত দুইটি মহামূল্য উৎকৃষ্ট চামর গ্রহণ করিয়া তাঁহার মস্তকে বীজন করিতেছে এবং বহু দেবতা, গন্ধর্ব, সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ উত্তম বাক্যসমূহের দ্বারা সেই অন্তরীক্ষস্থিত দেবরাজ মহেন্দ্রকে স্তব করিতেছেন। শতযজ্ঞের অনুষ্ঠানকারী মহেন্দ্র শরভঙ্গমুনির সহিত সম্ভাষণ করিতেছেন। ৫-১১

রাম সেই আশ্রমে ইন্দ্রকে দেখিয়া এবং তাহা ভ্রাতা লক্ষ্মণকে এইরূপ অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করাইয়া বলিলেন,

দৃষ্ট্বা শতক্রতুং তত্র রামো লক্ষ্মণমব্রবীৎ।
রামোঽথ রথমুদ্দিশ্য ভ্রাতুর্দর্শয়তাদ্ভুতম্ ॥১২
অর্চিষ্মন্তং শ্রিয়া জুষ্টমদ্ভুতং পশ্য লক্ষ্মণ।
প্রতপন্তমিবাদিত্যমন্তরিক্ষগতং রথম্ ॥১৩
যে হয়াঃ পুরুহূতস্য পুরা শক্রস্য নঃ শ্রুতাঃ।
অন্তরিক্ষগতা দিব্যাস্ত ইমে হরয়ো ধ্রুবম্ ॥১৪
ইমে চ পুরুষব্যাঘ্র যে তিষ্ঠন্ত্যভিতো দিশম্।
শতং শতং কুণ্ডলিনো যুবানঃ খড়্গপাণয়ঃ ॥১৫
বিস্তীর্ণবিপুলোরস্কাঃ পরিঘায়তবাহবঃ।
শোণাংশুবসনাঃ সর্বে ব্যাঘ্রা ইব দুরাসদা ॥১৬
উরোদেশেষু সর্বেষাং হারা জ্বলনসন্নিভাঃ।
রূপং বিভ্রতি সৌমিত্রে পঞ্চবিংশতিবার্ষিকম্ ॥১৭
এতদ্ধি কিল দেবানাং বয়ো ভবতি নিত্যদা।
যথেমে পুরুষব্যাঘ্রা দৃশ্যন্তে প্রিয়দর্শনাঃ ॥১৮
ইহৈব সহ বৈদেহ্যা মুহূর্ত্তং তিষ্ঠ লক্ষ্মণ।
যাবজ্জানাম্যহং ব্যক্তং ক এষ দ্যুতিমান্ রথে ॥১৯
তমেবমুক্ত্বা সৌমিত্রিমিহৈব স্থীয়তামিতি।
অভিচক্রাম কাকুৎস্থঃ শরভঙ্গাশ্রমং প্রতি ॥২০
ততঃ সমভিগচ্ছন্তং প্রেক্ষ্য রামং শচীপতিঃ।
শরভঙ্গমনুজ্ঞাপ্য বিবুধানিদমব্রবীৎ ॥২১
ইহোপয়াত্যসৌ রামো যাবন্মাং নাভিভাষতে।
নিষ্ঠাং নয়ত তাবত্তু ততো মাং দ্রষ্টুমর্হতি ॥২২
জিতবন্তং কৃতার্থং হি তদাহমচিরাদিমম্।
কর্ম হ্যনেন কর্ত্তব্যং মহদন্যৈঃ সুদুষ্করম্ ॥২৩
অথ বজ্রী তমামন্ত্র্য মানয়িত্বা চ তাপসম্।
রথেন হয়যুক্তেন যযৌ দিবমরিন্দমঃ ॥২৪
প্রযাতে তু সহস্রাক্ষে রাঘবঃ সপরিচ্ছদঃ।
অগ্নিহোত্রমুপাসীনং শরভঙ্গমুপাগমৎ ॥২৫

—লক্ষ্মণ সন্তাপদায়ক সূর্য্যের ন্যায় জ্যোতিঃসম্পন্ন, অন্তরীক্ষস্থ, শোভাযুক্ত অদ্ভুত ঐ রথ দর্শন কর। ১২-১৩

পূর্বে আমরা বহুযজ্ঞানুষ্ঠানকারী মহেন্দ্রের অশ্বসমূহের যেরূপ বিবরণ শ্রবণ করিয়াছি; ঐ অন্তরীক্ষস্থ দিব্য অশ্ব-সকল সেইরূপই—ইহাতে সন্দেহ নাই। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! ঐ যে ব্যাঘ্রের ন্যায় দুরাক্রমণীয়, কুণ্ডলধারী ও যুবক শত শত পুরুষগণ হস্তে খড়্গধারণ করিয়া চতুর্দিকে অবস্থান করিতেছেন।১৪-১৫

তাঁহাদের বক্ষঃস্থল অতি বিশাল ও অগ্নিতুল্য জাজ্বল্যমানভূষণে ভূষিত, বাহু পরিঘের (মুদ্গর জাতীয় প্রাচীন যুদ্ধাস্ত্রের) ন্যায় আয়ত, তাঁহাদের বস্ত্র রক্তবর্ণ এবং রূপ পঞ্চবিংশতি বৎসরবয়স্ক যুবকের সদৃশ। উঁহারা নিশ্চয়ই দেবতা হইবেন। কেননা, ঐ প্রিয়দর্শন পুরুষপ্রধানগণের যাদৃশ বয়ঃক্রম অনুমিত হইতেছে, দেবতাদিগের নিত্যই ঐরূপ হইয়া থাকে। লক্ষ্মণ! ঐ রথস্থ দীপ্তিশালী মহাপুরুষ কে? যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমি ইহা নিশ্চয়রূপে জানিতে না পারি, তুমি বিদেহরাজ-দুহিতা সীতার সহিত ততক্ষণ পর্য্যন্ত এই স্থানে অবস্থান কর। সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণকে "এইস্থানে অবস্থান কর" বলিয়া কাকুৎস্থ রাম শরভঙ্গের আশ্রমাভিমুখে গমন করিলেন।১৬-২০

এদিকে শচীপতি ইন্দ্র রামকে স্বীয় অভিমুখে আসিতে দেখিয়া শরভঙ্গমুনির নিকটে যাইবার অনুমতি গ্রহণ করত দেবগণকে বলিলেন,—ঐ রাম এইদিকে আসিতেছেন; কিন্তু আমার সহিত সম্ভাষণ করিবার পূর্বে তিনিই কার্য্য সমাধা করুন, পরে আমাকে দর্শন করিবেন। (এইস্থলে মূলে যে 'মাং দ্রষ্টুমর্হতি' এই পাঠ আছে, সেইস্থলে 'মা দ্রষ্টুমর্হতি' এই পাঠ ধরিয়া —'এইজন্য তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হওয়া উচিত হইবে না' এইরূপ অর্থ কেহ কেহ করেন।) যাহা অন্যের পক্ষে অতি দুষ্কর, রাবণ-বধরূপ সেই মহৎ কার্য্য ঐ রামকেই নিষ্পাদন করিতে হইবে। রাবণকে জয় করিয়া রাম কৃতকার্য্য হইলে, আমি স্বয়ংই অবিলম্বে আসিয়া উঁহাকে দর্শন করিব। অনন্তর বজ্রধারী শত্রুদমন মহেন্দ্র সেই তপস্বী শরভঙ্গকে

তস্য পাদৌ চ সংগৃহ্য রামঃ সীতা চ লক্ষ্মণঃ।
নিষেদুস্তদনুজ্ঞাতা লব্ধবাসা নিমন্ত্রিতাঃ ॥২৬
ততঃ শক্রোপযানং তু পর্য্যপৃচ্ছৎ স রাঘবঃ।
শরভঙ্গশ্চ তৎসর্বং রাঘবায় ন্যবেদয়ৎ ॥২৭
মামেষ বরদো রাম ব্রহ্মলোকং নিনীষতি।
জিতমুগ্রেণ তপসা দুষ্প্রাপমকৃতাত্মভিঃ ॥ ২৮
অহং জ্ঞাত্বা নরব্যাঘ্র বর্তমানমদূরতঃ।
ব্রহ্মলোকং ন গচ্ছামি ত্বামদৃষ্ট্বা প্রিয়াতিথিম্ ॥২৯
ত্বয়াহং পুরুষব্যাঘ্র ধার্মিকেণ মহাত্মনা।
সমাগম্য গমিষ্যামি ত্রিদিবং চাবরং পরম্ ॥৩০
অক্ষয়া নরশার্দূল জিতা লোকা ময়া শুভাঃ।
ব্রাহ্ম্যাশ্চ নাকপৃষ্ঠ্যাশ্চ প্রতিগৃহ্ণীষ্ব মামকান্ ॥৩১

এবমুক্তো নরব্যাঘ্রঃ সর্বশাস্ত্রবিশারদঃ।
ঋষিণা শরভঙ্গেন রাঘবো বাক্যমব্রবীৎ ॥৩২
অহমেবাহরিষ্যামি সর্বাংল্লোকান্ মহামুনে।
আবাসং ত্বহমিচ্ছামি প্রদিষ্টমিহ কাননে ॥৩৩
রাঘবেণৈবমুক্তস্তু শক্রতুল্যবলেন বৈ।
শরভঙ্গো মহাপ্রাজ্ঞঃ পুনরেবাব্রবীদ্ বচঃ ॥৩১
ইহ রাম মহাতেজাঃ সুতীক্ষ্ণো নাম ধার্মিকঃ।
বসত্যরণ্যে নিয়তঃ স তে শ্রেয়ো বিধাস্যতি ॥৩৫
[সুতীক্ষ্ণমভিগচ্ছ ত্বং শুচৌ দেশে তপস্বিনম্।
রমণীয়ে বনোদ্দেশে স তে বাসং বিধাস্যতি ॥]
ইমাং মন্দাকিনীং রাম প্রতিস্রোতামনুব্রজ।
নদীং পুষ্পোড়ুপবহাং ততস্তত্র গমিষ্যসি ॥৩৬

আমন্ত্রণপূর্বক সম্মানিত করিয়া অশ্বযোজিত রথে স্বর্গ অভিমুখে গমন করিলেন।২১-২৪

সহস্রলোচন ইন্দ্র স্বর্গে গমন করিলে রঘুনন্দন রাম ভ্রাতা ও পত্নীর সহিত যে সময়ে শরভঙ্গের নিকটে গমন করিলেন, সেই সময় তিনি অগ্নিতে হোম করিতে ছিলেন। পরে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাদেবী সেই মহর্ষির চরণে প্রণত হইলেন। তিনি তাঁহাদিগের বাসস্থানের ব্যবস্থা করিয়া ও আতিথ্যগ্রহণের নিমন্ত্রণ করিয়া উপবেশন করিতে অনুমতি দিলেন এবং তাঁহারাও আজ্ঞা পাইয়া উপবিষ্ট হইলেন।২৫-২৬

অনন্তর রঘুনন্দন রাম শরভঙ্গমুনিকে মহেন্দ্রের আগমন বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তিনি তাঁহাকে তৎসমুদায় নিবেদন করিলেন। হে রাম! অবিশুদ্ধচিত্ত মানব যাহা লাভ করিতে পারে না, আমি উগ্র তপস্যার দ্বারা সেই ব্রহ্মলোক লাভ করিয়াছি। সেই ব্রহ্মলোকে লইয়া যাইবার অভিপ্রায়ে ঐ বরপ্রদ ইন্দ্র এখানে আগমন করিয়াছেন।২৭-২৮

কিন্তু হে নরশ্রেষ্ঠ! তুমি আমার নিতান্ত প্রিয় অতিথি; তুমি আমার নিকট আসিয়াছ, ইহা অবগত হইয়া আমি গমন করিলাম না।২৯

তুমি অতি মহাত্মা, ধার্মিক ও পুরুষপ্রধান। আমি তোমার সহিত সমাগত হইয়াই স্বর্গীয় উচ্চ-নীচলোক-সমূহে গমন করিব—এই অভিলাষ করিলাম।৩০

হে নরবর! আমি তপস্যা দ্বারা যে সমস্ত অক্ষয়-সুখজনক স্বর্গলোক ও ব্রহ্মলোকলাভের অধিকারী হইয়াছি, তুমি আমার তপস্যার্জ্জিত সেইলোকসমূহ প্রতিগ্রহ কর।৩১

মহর্ষি শরভঙ্গ সর্বশাস্ত্রবিশারদ, নরশ্রেষ্ঠ, রঘুনন্দন রামকে ঐরূপ বলিলে রাম তাঁহাকে প্রত্যুত্তর করিলেন,—হে মহামুনে! আমি স্বয়ংই তপঃপ্রভাবে সমস্ত লোক আহরণ করিব, আপনি আপনার উপার্জিত লোকে যাইয়া সুখভোগ করুন। অধুনা আমার ইচ্ছা এই যে, আপনি এই বনমধ্যে আমার বাসযোগ্য স্থান বলিয়া দিন।৩২-৩৩

মহামতি শরভঙ্গ ঋষি—ইন্দ্রতুল্য বলবান, রঘুনন্দন রামকর্তৃক ঐরূপ উক্ত হইয়া তাঁহাকে পুনর্বার বলিলেন,—হে রাম! এই অরণ্যমধ্যে সুতীক্ষ্ণনামে বিষয়শক্তিশূন্য, হীন ও কেবল ধর্মনিরত এক মহাতেজা মহর্ষি বাস করেন। তিনি তোমার মঙ্গলবিধান করিবেন।৩৪-৩৫

(তুমি যেখানে সুতীক্ষ্ণমুনি তপস্যা করিতেছেন, সেই রমণীয় ও পবিত্রস্থান বনপ্রদেশে গমন কর। সেই মুনিই তোমার বাসস্থানের ব্যবস্থা করিবেন।)

হে রাম! তুমি এই পুষ্পসমূহবাহিনী* মন্দাকিনী-নাম্নী নদীর স্রোতের বিপরীত দিক্ দিয়া গমন কর,

* কেহ কেহ এইরূপ অর্থ করেন—'পুষ্পনির্মিত নৌকাদ্বারা পরপারগমনযোগ্যা'।

এষ পন্থা নরব্যাঘ্র মুহূর্ত্তং পশ্য তাত মাম্ ।
যাবজ্জহামি গাত্রাণি জীর্ণাং ত্বচমিবোরগঃ ॥৩৭
ততোঽগ্নিং স সমাধায় হুত্বা চাজ্যেন মন্ত্রবৎ ।
শরভঙ্গো মহাতেজাঃ প্রবিবেশ হুতাশনম্ ॥৩৮
তস্য রোমাণি কেশাংশ্চ তদা বহ্নির্মহাত্মনঃ ।
জীর্ণাং ত্বচং তদস্থীনি যচ্চ মাংসঞ্চ শোণিতম্ ॥৩৯
স চ পাবকসঙ্কাশঃ কুমারঃ সমপদ্যত ।
উত্থায়াগ্নিচয়াত্তস্মাচ্ছরোভঙ্গো ব্যরোচত ॥৪০

তাহা হইলেই তথায় যাইতে পারিবে। হে নরবর! সেই মহর্ষির আশ্রমে যাইবার এই পথ। হে তাত! তুমি মুহূর্ত্ত-কাল আমার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করত এই স্থানে অবস্থান কর। যেরূপ সর্প জীর্ণ নির্মোক (খোলোস) পরিত্যাগ করে, আমিও সেইরূপ এই শরীর পরিত্যাগ করিব।৩৬-৩৭

অনন্তর সেই মহাতেজা শরভঙ্গ ঋষি যথাবিধি অগ্নি সমাধানপূর্বক মন্ত্রপূত ঘৃত দ্বারা যেরূপ হবন করা হয়, সেইরূপ স্বীয় আত্মার হবন করিলেন অর্থাৎ অগ্নিতে প্রবেশ করিলেন। তখন অগ্নি সেই মহাত্মার রোম, কেশ, জীর্ণত্বক্, মাংস, রক্ত ও অস্থি,—এই সমস্তই দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন।৩৮-৩৯

স লোকানাহিতাগ্নীনামৃষীণাঞ্চ মহাত্মনাম্ ।
দেবানাঞ্চ ব্যতিক্রম্য ব্রহ্মলোকং ব্যরোহত ॥৪১
সপুণ্যকর্মা ভুবনে দ্বিজর্ষভঃ
পিতামহং সানুচরং দদর্শ হ ।
পিতামহশ্চাপি সমীক্ষ্য তং দ্বিজং
ননন্দ সুস্বাগতমিত্যুবাচ হ ॥৪২
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অরণ্যকাণ্ডে পঞ্চমঃ সর্গঃ ।

দগ্ধ হইবার পর সেই মহর্ষি শরভঙ্গ অগ্নিতুল্য দ্যুতিশালী এক কুমার হইলেন, তিনি সেই অগ্নিসমূহ হইতে সমুত্থিত হইয়া অতীব শোভা ধারণপূর্বক আহিতাগ্নিদিগের লোকসকল অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন।৪০-৪১

পৃথিবীমধ্যে পুণ্যকর্মানুষ্ঠায়ী সেই দ্বিজশ্রেষ্ঠ শরভঙ্গ ঋষি পিতামহ ব্রহ্মাকে অনুচরবর্গের সহিত অবলোকন করিলেন এবং তিনিও সেই দ্বিজবরকে দর্শন করিয়া আনন্দিত হইয়া বলিলেন—'সুস্বাগতম্' তোমার আগমন পরম শুভজনক হউক।৪২

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে পঞ্চম সর্গ সমাপ্ত।

ষষ্ঠঃ সর্গঃ

[রক্ষসাং পীড়নাৎ স্বেষাং রক্ষণায় বানপ্রস্থমুনীনাং শ্রীরামচন্দ্রসমীপে প্রার্থনা, তেভো রামস্যাশ্বাসদানঞ্চ ।]

শরভঙ্গে দিবং প্রাপ্তে মুনিসঙ্ঘাঃ সমাগতাঃ ।
অভ্যগচ্ছন্ত কাকুৎস্থং রামং জ্বলিততেজসম্ ॥১
বৈখানসা বালখিল্যাঃ সংপ্রক্ষালা মরীচিপাঃ ।
অশ্মকুট্টাশ্চ বহবঃ পত্রাহারাশ্চ তাপসাঃ ॥২
দন্তোলুখলিনশ্চৈব তথৈবোন্মজ্জকাঃ পরে ।
গাত্রশয্যা অশয্যাশ্চ তথৈবানবকাশিকাঃ ॥৩
মুনয়ঃ সলিলাহারা বায়ুভক্ষাস্তথাপরে ।
আকাশনিলয়াশ্চৈব তথা স্থণ্ডিলশায়িনঃ ॥৪
তথোর্ধ্ববাসিনো দান্তাস্তথার্দ্রপটবাসসঃ ।
সজপাশ্চ তপোনিষ্ঠাস্তথা পঞ্চতপোঽন্বিতাঃ ॥৫
সর্বে ব্রাহ্ম্যা শ্রিয়া যুক্তা দৃঢ়যোগসমাহিতাঃ ।
শরভঙ্গাশ্রমে রামমভিজগ্মুশ্চ তাপসাঃ ॥৬
অভিগম্য চ ধর্মজ্ঞা রামং ধর্মভৃতাং বরম্ ।
ঊচুঃ পরমধর্মজ্ঞমৃষিসঙ্ঘাঃ সমাগতাঃ ॥৭
ত্বমিক্ষ্বাকুকুলস্যাস্য পৃথিব্যাশ্চ মহারথঃ ।
প্রধানশ্চাপি নাথশ্চ দেবানাং মঘবানিব ॥৮
বিশ্রুতস্ত্রিষু লোকেষু যশসা বিক্রমেণ চ ।
পিতৃব্রতত্বং সত্যঞ্চ ত্বয়ি ধর্মশ্চ পুষ্কলঃ ॥৯
ত্বামাসাদ্য মহাত্মানং ধর্মজ্ঞং ধর্মবৎসলম্ ।
অর্থিত্বান্নাথ বক্ষ্যামস্তচ্চ নঃ ক্ষন্তুমর্হসি ॥১০

ষষ্ঠ সর্গ

[রাক্ষসদিগের অত্যাচার হইতে নিজেদের রক্ষার জন্য বানপ্রস্থমুনিগণের শ্রীরামচন্দ্রের নিকট প্রার্থনা এবং তাঁহাদিগকে শ্রীরামচন্দ্রের আশ্বাস দান।]

শরভঙ্গ ঋষি ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইলে মুনিগণ সকলে মিলিত হইয়া দীপ্ততেজা কাকুৎস্থ রামের নিকটে গমন করিলেন।১

বৈখানস (প্রজাপতির নখজাত) বালখিল্য (প্রজাপতির লোমজাত), সংপ্রক্ষাল (ভগবানের চরণপ্রক্ষালনে উৎপন্ন), মরীচিপ (চন্দ্র ও সূর্য্যের কিরণ পান করিয়া জীবনধারণকারী), অশ্মকুট্ট (অপক্ব কুট্টিতান্ন-ভোজী), পত্রাহারী, দন্তোলূখলী (দন্তকুট্টিতান্নভোজী অর্থাৎ দন্তের দ্বারা যিনি উদূখলের কাজ করেন), উন্মজ্জক (আকণ্ঠ জলে নিমগ্ন হইয়া তপস্যাকারী), গাত্রশয্যা (ভূতলশায়ী), অশয্য (নিদ্রাপরিত্যাগী), অনবকাশিক (একপায়ে অবস্থান করিয়া সর্বদা তপস্যাকারী *) জলাহারী, বায়ুভোগী, আকাশনিলয় (অনাবৃত প্রদেশবাসী), স্থণ্ডিলশায়ী, ঊর্দ্ধবাসী (গিরিশিখর প্রভৃতি ঊর্দ্ধপ্রদেশে বাসকারী), দান্ত (ইন্দ্রিয়দমনকারী), নিয়ত আর্দ্রবস্ত্রপরিধায়ী, সদা জপশীল, নিত্যবেদাধ্যায়ী ও পঞ্চতপানুষ্ঠায়ী ঋষিসকল শরভঙ্গ ঋষির আশ্রমে রামের সমীপে গমন করিলেন। তাঁহারা সকলেই ব্রহ্মতেজঃসম্পন্ন ছিলেন এবং সুদৃঢ় যোগাভ্যাসের ফলে সকলেরই চিত্ত সমাহিত ছিল। সেই সমস্ত ধর্মজ্ঞ ঋষিগণ মিলিত হইয়া পরম ধর্মজ্ঞ ও ধার্মিকপ্রবর রামের নিকটে যাইয়া তাঁহাকে বলিলেন।২-৭

আপনি মহারথ এবং ইক্ষ্বাকুকুল ও পৃথিবীমধ্যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন। অধিক কি, যেরূপ মহেন্দ্র দেবতাদিগের নাথ, সেইরূপ আপনিও ভূতলবাসিদিগের নাথ হইয়াছেন।৮

আপনি যশঃ ও বিক্রম দ্বারা ত্রিলোকমধ্যে খ্যাতি

* কেহ কেহ বলেন—নিরন্তর কর্মানুষ্ঠানহেতু যাঁহার অবকাশ নাই।

অধর্মঃ সুমহান্নাথ ভবেত্তস্য তু ভূপতেঃ।
যো হরেদ্ বলিষড়্ভাগং ন চ রক্ষতি পুত্রবৎ ॥১১
যুঞ্জানঃ স্বানিব প্রাণান্ প্রাণৈরিষ্টান্ সুতানিব।
নিত্যযুক্তঃ সদা রক্ষন্ সর্বান্ বিষয়বাসিনঃ ॥১২
প্রাপ্নোতি শাশ্বতীং রাম কীর্ত্তিং স বহুবার্ষিকীম্।
ব্রহ্মণঃ স্থানমাসাদ্য তত্র চাপি মহীয়তে ॥১৩
যৎকরোতি পরং ধর্মং মুনির্মূলফলাশনঃ।
তত্র রাজ্ঞশ্চতুর্ভাগঃ প্রজা ধর্মেণ রক্ষতঃ ॥১৪
সোঽয়ং ব্রাহ্মণভূয়িষ্ঠো বানপ্রস্থগণো মহান্।
ত্বন্নাথো নাথবদ্ রাম রাক্ষসৈর্হন্যতে ভৃশম্ ॥১৫
এহি পশ্য শরীরাণি মুনীনাং ভাবিতাত্মনাম্।
হতানাং রাক্ষসৈর্ঘোরৈর্বহূনাং বহুধা বনে ॥১৬

পম্পানদীনিবাসানামনুমন্দাকিনীমপি।
চিত্রকূটালয়ানাঞ্চ ক্রিয়তে কদনং মহৎ ॥১৭
এবং বয়ং ন মৃষ্যামো বিপ্রকারং তপস্বিনাম্।
ক্রিয়মাণং বনে ঘোরং রক্ষোভির্ভীমকর্মভিঃ ॥১৮
ততস্ত্বাং শরণার্থঞ্চ শরণ্যং সমুপস্থিতাঃ।
পরিপালয় নো রাম বধ্যমানান্নিশাচরৈঃ ॥১৯
পরা ত্বত্তো গতির্বীর পৃথিব্যাং নোপপদ্যতে।
পরিপালয় নঃ সর্বান্ রাক্ষসেভ্যো নৃপাত্মজ ॥২০
তচ্ছ্রুত্বা তু কাকুৎস্থস্তাপসানাং তপস্বিনাম্।
ইদং প্রোবাচ ধর্মাত্মা সর্বানেব তপস্বিনঃ ॥২১
নৈবমর্হথ মাং বক্তুমাজ্ঞাপ্যোঽহং তপস্বিনাম্।
কেবলেন স্বকার্য্যেণ প্রবেষ্টব্যং বনং ময়া ॥২২

লাভ করিয়াছেন, আপনাতেই পিতৃনির্দেশ পালনরূপ ব্রত, সত্য ও চতুষ্পাদ ধর্ম প্রতিষ্ঠিত আছে।৯

আপনি মহাত্মা, ধর্মজ্ঞ ও ধর্মপ্রিয় সুতরাং আমরা প্রার্থী হইয়া আপনার নিকট কিছু নিবেদন করিব, আপনি সে জন্য ক্ষমা করিবেন।১০

হে নাথ! যিনি প্রজাগণের নিকট হইতে ছয়ভাগ বলি (কর) গ্রহণ করেন অথচ প্রজাদিগকে পুত্রের ন্যায় প্রতিপালন করেন না, সেই রাজার অতি অধর্ম হয়।১১

হে রাম! যিনি নিয়ত প্রজারক্ষণে যত্নপরায়ণ এবং সাবধান হইয়া স্বীয় প্রাণসমজ্ঞান করিয়া অথবা প্রাণাধিক প্রিয় পুত্রদিগের ন্যায় সমানজ্ঞান করিয়া সমস্ত প্রজাগণকে নিরন্তর রক্ষা করেন, সেই রাজা ইহলোকে দীর্ঘবর্ষ জীবিত থাকিয়া অক্ষয়কীর্তি লাভ করেন এবং অন্তে ব্রহ্মলোকে যাইয়া সম্মানিত হন।১২-১৩

মুনি ফলমূলভোজী হইয়া যে পরম ধর্ম উপার্জন করেন, ধর্মানুসারে প্রজারক্ষণকারী মহীপতি সেই ধর্মের চতুর্থাংশ লাভ করিয়া থাকেন।১৪

যেখানে ব্রাহ্মণই সংখ্যায় অধিক, সেই বানপ্রস্থ মহাত্মাগণ আপনি নাথ থাকিতেও অনাথের ন্যায় রাক্ষসগণ-কর্তৃক নিহত হইতেছেন। ভয়ঙ্কর রাক্ষসগণকর্তৃক নানাপ্রকারে নিহত হইয়া বিশুদ্ধচিত্ত মুনিগণের দেহসমূহ (শব বা কঙ্কাল) পতিত রহিয়াছে—আপনি আগমনপূর্বক তাহা অবলোকন করুন।১৫-১৬

পম্পা ও মন্দাকিনীনদীর তীরবাসী এবং চিত্রকূট-নিবাসী মুনিগণ রাক্ষসকর্তৃক অতীব পীড়িত হইতেছেন।১৭

আমরা ভীমকর্মা রাক্ষসগণকর্তৃক তপস্বিগণের ঐরূপ ঘোর অপকার সহ্য করিতে পারিতেছি না। অতএব আমরা আশ্রয় গ্রহণের জন্য আপনার নিকটে আসিয়াছি। হে রাম! আমরা নিশাচরগণকর্তৃক পীড়িত হইতেছি, অতএব আপনি আমাদিগকে রক্ষা করুন।১৮-১৯

হে নৃপনন্দন! এই পৃথিবী মধ্যে আপনি ভিন্ন আর আমাদের গতি নাই। অতএব হে বীর! আপনি রাক্ষসগণ হইতে আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন। সেই সমস্ত নিয়ত তপস্যানিরত তাপসদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া ধর্মাত্মা কাকুৎস্থ রাম তাঁহাদিগের সকলকে বলিলেন—হে তপস্বিগণ! আপনাদিগের আমাকে এইরূপ ভাবে বলা উচিত নয়, পরন্তু আদেশ করাই উচিত। কেবল পিতার আদেশ প্রতিপালনের জন্য আমাকে যখন বনে গমন করিতে হইতেছে, তখন আপনাদের রাক্ষসকৃত অত্যাচার অবশ্যই দমন করিব। আমি পিতার আদেশ

বিপ্রকারমপাক্রষ্টুং রাক্ষসৈর্ভবতামিমম্।
পিতুস্তু নির্দেশকরঃ প্রবিষ্টোঽহমিদং বনম্ ॥২৩
ভবতামর্থসিদ্ধ্যর্থমাগতোঽহং যদৃচ্ছয়া।
তস্য মেঽয়ং বনে বাসো ভবিষ্যতি মহাফলঃ ॥২৪
তপস্বিনাং রণে শত্রূন্ হন্তুমিচ্ছামি রাক্ষসান্।
পশ্যন্তু বীর্য্যমৃষয়ঃ সভ্রাতুর্মে তপোধনাঃ ॥২৫

দত্ত্বা বরং চাপি তপোধনানাং
ধর্মে ধৃতাত্মা সহ লক্ষ্মণেন।
তপোধনৈশ্চাপি সহার্যদত্তঃ
সুতীক্ষ্ণমেবাভিজগাম বীরঃ ॥২৬
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অরণ্যকাণ্ডে ষষ্ঠঃ সর্গঃ

পালন করিবার নিমিত্ত এই বনে প্রবেশ করিয়াছি। আমার এই বনপ্রবেশ দৈববশতঃ আপনাদিগেরও প্রয়োজন সাধক হইয়া উঠিয়াছে, অতএব আপনাদিগের সেবা করিবার সুযোগ লাভ করিয়া আমার এই বনবাস আমার পক্ষে মহাফলপ্রদ হইবে।২০-২৪

হে তপোধনগণ! আমি আপনাদের শত্রু রাক্ষসদিগকে বধ করিতে অভিলাষ করিতেছি! আপনারা আমার ও আমার ভ্রাতার বলবীর্য্য অবলোকন করুন। সেই বীর, ধর্মাত্মা ও সচ্চরিত্র রাম তপস্বিগণকে সেইরূপ আশ্বাস প্রদান করিয়া তাঁহাদিগের ও লক্ষ্মণের সহিত সুতীক্ষ্ণমুনির নিকটে গমন করিলেন।২৫-২৬

মহর্ষি বাল্মিকীপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে ষষ্ঠ সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তমঃ সর্গঃ

[সীতয়া লক্ষ্মণেন চ সহ রামস্য সুতীক্ষ্ণস্য মুনেরাশ্রমগমনম্, মুনিনা সহ তস্য কথোপকথনম্, মুনিনা সৎকৃতানাং শ্রীরাম প্রভৃতীনাং তদীয়াশ্রমে রাত্রিযাপনঞ্চ ।]

রামস্তু সহিতো ভ্রাত্রা সীতয়া চ পরন্তপঃ ।
সুতীক্ষ্ণস্যাশ্রমপদং জগাম সহ তৈর্দ্বিজৈঃ ॥১
স গত্বা দূরমধ্বানং নদীস্তীর্ত্বা বহূদকাঃ ।
দদর্শ বিমলং শৈলং মহামেরুমিবোন্নতম্ ॥২
ততস্তদিক্ষ্বাকুবরৌ সততং বিবিধৈর্দ্রুমৈঃ ।
কাননং তৌ বিবিশতুঃ সীতয়া সহ রাঘবৌ ॥৩
প্রবিষ্টস্তু বনং ঘোরং বহুপুষ্পফলদ্রুমম্ ।
দদর্শাশ্রমমেকান্তে চীরমালাপরিষ্কৃতম্ ॥৪
তত্র তাপসমাসীনং মলপঙ্কজধারিণম্ ।
রামঃ সুতীক্ষ্ণং বিধিবত্তপোধনমভাষত ॥৫
রামোঽহমস্মি ভগবন্ ভবন্তং দ্রষ্টুমাগতঃ ।
তন্মাভিবদ ধর্মজ্ঞ মহর্ষে সত্যবিক্রম ॥৬
স নিরীক্ষ্য ততো ধীরো রামং ধর্মভৃতাং বরম্ ।
সমাশ্লিষ্য চ বাহুভ্যামিদং বচনমব্রবীৎ ॥
স্বাগতং তে রঘুশ্রেষ্ঠ রাম সত্যভৃতাং বর ।
আশ্রমোঽয়ং ত্বয়াক্রান্তঃ সনাথ ইব সাম্প্রতম্ ॥৮
প্রতীক্ষমাণস্ত্বামেব নারোহেঽহং মহাযশঃ ।
দেবলোকমিতো বীর দেহং ত্যক্ত্বা মহীতলে ॥৯
চিত্রকূটমুপাদায় রাজ্যভ্রষ্টোঽসি মে শ্রুতঃ ।
ইহোপয়াতঃ কাকুৎস্থ দেবরাজঃ শতক্রতুঃ ॥১০

সপ্তম সর্গ

(সীতা ও লক্ষ্মণসহ রামের সুতীক্ষ্ণমুনির আশ্রমে গমন, মুনির সহিত রামের কথোপকথন এবং মুনিকর্তৃক সৎকৃত হইয়া তদীয় আশ্রমে শ্রীরাম প্রভৃতির রাত্রি যাপন ।)

শত্রুতাপন রাম সীতা, ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও সেই সমস্ত ব্রাহ্মণগণের সহিত সুতীক্ষ্ণ মুনির আশ্রম অভিমুখে গমন করিলেন ।১

তিনি বহু জলপূর্ণা নদী উত্তীর্ণ হইয়া ও অনেকদূর পথ অতিক্রম করিয়া সুমেরু পর্বতের ন্যায় অতি উচ্চ এক নির্মল পর্বত দেখিতে পাইলেন ।২

অনন্তর সেই দুই ইক্ষ্বাকুকুলশ্রেষ্ঠ সীতার সহিত সেই পর্বতের নিকটবর্তী নানাবিধ বৃক্ষসমূহে বিরাজিত কাননে প্রবেশ করিলেন ।৩

রাম সেই ঘোরবনে প্রবেশ করিয়া তাহার একপ্রান্তে নানাবিধ ফল-পুষ্পযুক্ত বৃক্ষসমূহে পরিব্যাপ্ত ও চীরমালা শোভিত * এক আশ্রম দর্শন করিলেন ।৪

তিনি সেই আশ্রমে নিজের পাপবিনাশের জন্য পদ্মমালা ধারণপূর্বক তপস্যানিরত তপোধন সুতীক্ষ্ণকে উপবিষ্ট দেখিয়া যথাবিধি তাঁহার নিকটে গিয়া বলিলেন—হে ভগবন্! সত্যপরাক্রম! ধর্মজ্ঞ! মহর্ষে! আমি আপনাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত এইস্থানে আগমন করিয়াছি। আপনি আমাকে সম্ভাষণ করুন ।৫-৬

অনন্তর সেই ধৈর্য্যসম্পন্ন মহর্ষি ধার্মিকপ্রধান রামকে দর্শন করিয়া বাহুদ্বয় প্রসারিত করত আলিঙ্গন পূর্বক বলিলেন,—হে রঘুনন্দন রাম! তুমি সুখে আগমন করিয়াছ ত? হে সত্যবাদিশ্রেষ্ঠ! তোমার আগমনে এই আশ্রম এক্ষণে সনাথ হইল। হে বীর! তোমার যশ ত্রিভুবন বিখ্যাত। আমি তোমারই প্রতীক্ষায় মহীতলে দেহ পরিত্যাগ করিয়া দেবলোকে আরোহণ করি নাই ।৭-৯

হে কাকুৎস্থ! শতযজ্ঞানুষ্ঠায়ী দেবরাজ ইন্দ্র এইস্থানে আগমন করিয়াছিলেন। তুমি রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া চিত্রকূটপর্বতে আসিয়া বাস করিতেছ—ইহা আমি

* বানপ্রস্থদিগের পরিধেয় অপ্রশস্ত বস্ত্র বা কৌপীনসকল কুটীরের এখানে সেখানে টাঙ্গানো রহিয়াছে। ইহা যেন পরস্পর সন্নিবদ্ধ হইয়া মালার আকার ধারণ করত আশ্রমের শোভা বৃদ্ধি করিয়াছে।

উপাগম্য চ মে দেবো মহাদেব সুরেশ্বরঃ।
সর্ব্বাল্লোঁকান্ জিতানাহ মম পুণ্যেন কর্মণা ॥১১

তেষু দেবর্ষিজুষ্টেষু জিতেষু তপসা ময়া।
মৎপ্রসাদাৎ সভার্য্যস্ত্বং বিহরস্ব সলক্ষ্মণঃ ॥১২

তমুগ্রতপসং দীপ্তং মহর্ষিং সত্যবাদিনম্।
প্রত্যুবাচাত্মবান্ রামো ব্রহ্মাণমিব বাসবঃ ॥১৩

অহমেবাহরিষ্যামি স্বয়ং লোকান্ মহামুনে।
আবাসং ত্বহমিচ্ছামি প্রদিষ্টমিহ কাননে ॥১৪

ভবান্ সর্বত্র কুশলঃ সর্বভূতহিতে রতঃ।
আখ্যানং শরভঙ্গেন গৌতমেন মহাত্মনা ॥১৫

এবমুক্তস্তু রামেণ মহর্ষিলোকবিশ্রুতঃ।
অব্রবীন্মধুরং বাক্যং হর্ষেণ মহতা যুতঃ ॥১৬

অয়মেবাশ্রমো রাম গুণবান্ রম্যতামিতি।
ঋষিসঙ্ঘানুচরিতঃ সদা মূলফলৈর্যুতঃ ॥১৭

ইমমাশ্রমমাগম্য মৃগসঙ্ঘা মহীয়সঃ।
অহত্বা প্রতিগচ্ছন্তি লোভয়িত্বাঽকুতোভয়াঃ ॥১৮

নান্যো দোষো ভবেদত্র মৃগেভ্যোঽন্যত্র বিদ্ধি বৈ।
তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য মহর্ষের্লক্ষ্মণাগ্রজঃ ॥১৯

উবাচ বচনং ধীরো বিগৃহ্য সশরং ধনুঃ।
তানহং সুমহাভাগ মৃগসঙ্ঘান্ সমাগতান্ ॥২০

হন্যাং নিশিতধারেণ শরেণানতপর্বণা।
ভবাংস্তত্রাভিষজ্যেত কিং স্যাৎ কৃচ্ছ্রতরং ততঃ ॥২১

এতস্মিন্নাশ্রমে বাসং চিরং তু ন সমর্থয়ে।
তমেবমুক্ত্বোপরমং রামঃ সন্ধ্যামুপাগমৎ ॥২২

অন্বাস্য পশ্চিমাং সন্ধ্যাং তত্র বাসমকল্পয়ৎ।
সুতীক্ষ্ণস্যাশ্রমে রম্যে সীতয়া লক্ষ্মণেন চ ॥২৩

ততঃ শুভং তাপসযোগ্যমন্নং
স্বয়ং সুতীক্ষ্ণঃ পুরুষর্ষভাভ্যাম্।
তাভ্যাং সুসৎকৃত্য দদৌ মহাত্মা
সন্ধ্যানিবৃত্তৌ রজনীং সমীক্ষ্য ॥২৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অরণ্যকাণ্ডে সপ্তমঃ সর্গঃ

তাঁহার নিকট শুনিয়াছি। সেই দেবশ্রেষ্ঠ দেবরাজ ইন্দ্র এইস্থানে আসিয়া আমাকে বলিয়াছেন যে, আমি পুণ্যকর্ম দ্বারা সমস্ত লোক জয় করিয়াছি।১০-১১

অতএব তুমি আমার প্রসাদে ভার্য্যা ও ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত মদীয় তপস্যার্জ্জিত দেবর্ষিসেবিত-লোকসমূহে যাইয়া বিহার কর।১২

ইন্দ্র যেরূপ ব্রহ্মার সহিত বাক্যালাপ করেন, অনন্তর বিশুদ্ধচিত্ত রাম উগ্রতপঃপ্রভাবে প্রদীপ্ত, সত্যবাদী, মহর্ষি সুতীক্ষ্ণকে সেইভাবে প্রত্যুত্তর করিলেন,—হে মহামুনে! আমি স্বয়ংই তপঃপ্রভাবে সমস্ত লোক আহরণ করিব। সম্প্রতি আপনি অরণ্যমধ্যে আমার বাসযোগ্য স্থান নির্দেশ করুন—ইহাই আমার একমাত্র কামনা।১৩-১৪

গৌতমবংশীয় মহাত্মা শরভঙ্গ আমাকে বলিয়াছেন যে, আপনি সর্বকার্য্যে দক্ষ ও সমস্ত প্রাণীর হিতকারী।১৫

রাম লোকবিখ্যাত মহর্ষি সুতীক্ষ্ণকে ঐরূপ বলিলে তিনি অতীব হৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে মধুরবাক্যে বলিলেন—হে রাম! এই আশ্রম অতি উৎকৃষ্ট, ইহাতে সব সময় ফলমূল পাওয়া যায় এবং অনেক ঋষি এখানে যাতায়াত ও বাস করেন। অতএব তুমি এই স্থানেই বাস করিয়া বিহার কর।১৬-১৭

এই আশ্রমে অনেক সুন্দর মৃগগণ আসিয়া নির্ভয়ে বিচরণ করত সকলকে আকৃষ্ট করিয়াও কোন ব্যক্তি কর্তৃক হত না হইয়া চলিয়া যায়।১৮

এই আশ্রমে একমাত্র মৃগের উপদ্রব ব্যতীত আর কোনও উপদ্রব নাই। লক্ষ্মণাগ্রজ ধৈর্য্যশালী রাম সেই মহর্ষির বাক্য শ্রবণ করিয়া ধনু ও শর গ্রহণপূর্বক তাঁহাকে বলিলেন,—হে মহাভাগ! আমি আনতপর্ব তীক্ষ্ণ শর দ্বারা যদি সেই সমস্ত সমাগত মৃগদিগকে হরণ করি, তবে আপনার অপমান হইবে। আমার তাহা অপেক্ষা আর অধিক কষ্ট কি হইতে পারে?১৯-২১

অতএব আমি এই আশ্রমে বহুকাল বাস করিতে ইচ্ছা করি না। এই কথা বলিয়া রাম সন্ধ্যোপাসনা করিলেন। তিনি স্বায়ংসন্ধ্যার উপাসনা করিয়া সুতীক্ষ্ণমুনির সেই রমণীয় আশ্রমে সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত বসবাস নির্ধারণ করিলেন।২২-২৩

অনন্তর সন্ধ্যাকাল অতিক্রম হওয়ার পর রাত্রি হইয়াছে দেখিয়া মহাত্মা সুতীক্ষ্ণমুনি নিজেই অতি আদরের সহিত সেই দুই শ্রেষ্ঠ পুরুষকে তপস্বিগণের ভোজনযোগ্য পবিত্র অন্ন প্রদান করিলেন।২৪

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে সপ্তম সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টমঃ সর্গঃ

[প্রাতঃ সুতীক্ষ্ণসমীপাদ্ গমনানুমতিং গৃহীত্বা সীতয়া লক্ষ্মণেন চ সহ রামস্য প্রস্থানম্]

রামস্তু সহ সৌমিত্রিঃ সুতীক্ষ্ণেণাভিপূজিতঃ।
পরিণাম্য নিশাং তত্র প্রভাতে প্রত্যবুধ্যত ॥১
উত্থায় চ যথাকালং রাঘবঃ সহ সীতয়া।
উপস্পৃশ্য সুশীতেন তোয়েনোৎপলগন্ধিনা ॥২
অথ তেঽগ্নিং সুরাংশ্চৈব বৈদেহী রাম-লক্ষ্মণৌ।
কাল্যং বিধিবদভ্যর্চ্য তপস্বিশরণে বনে ॥৩
উদয়ন্তং দিনকরং দৃষ্ট্বা বিগতকল্মষাঃ।
সুতীক্ষ্ণমভিগম্যেদং শ্লক্ষ্ণং বচনমব্রুবন্ ॥৪
সুখোষিতাঃ স্ম ভগবংস্ত্বয়া পূজ্যেন পূজিতাঃ।
আপৃচ্ছামঃ প্রযাস্যামো মুনয়স্ত্বরয়ন্তি নঃ ॥৫
ত্বরামহে বয়ং দ্রষ্টুং কৃৎস্নমাশ্রমমণ্ডলম্।
ঋষীণাং পুণ্যশীলানাং দণ্ডকারণ্যবাসিনাম্ ॥৬
অভ্যনুজ্ঞাতুমিচ্ছামঃ সহৈভির্মুনিপুঙ্গবৈঃ।
ধর্মনিত্যৈস্তপোদান্তৈর্বিশিখৈরিব পাবকৈঃ ॥৭
অবিষহ্যাতপো যাবৎ সূর্য্যো নাতিবিরাজতে।
অমার্গেণাগতাং লক্ষ্মীং প্রাপ্যেবান্বয়বর্জিতঃ ॥৮
তাবদিচ্ছামহে গন্তুমিত্যুক্ত্বা চরণৌ মুনেঃ।
ববন্দে সহসৌমিত্রিঃ সীতয়া সহ রাঘবঃ ॥৯
তৌ সংস্পৃশন্তৌ চরণাবুত্থাপ্য মুনিপুঙ্গবঃ।
গাঢ়মাশ্লিষ্য সস্নেহমিদং বচনমব্রবীৎ ॥১০

অষ্টম সর্গ

[প্রাতঃকালে সুতীক্ষ্ণমুনির নিকট হইতে বিদায় লইয়া সীতাসহ রাম-লক্ষ্মণের প্রস্থান।]

সুতীক্ষ্ণমুনি কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া রাম ও সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ তদীয় আশ্রমে রাত্রি যাপন করিয়া প্রাতঃকালে জাগরিত হইলেন।১

তারপর সেই রঘুনন্দন রাম সীতার সহিত যথাসময়ে উত্থিত হইয়া পদ্মগন্ধযুক্ত সুশীতল জলে স্নান করিলেন। অনন্তর রাম, লক্ষ্মণ ও বিদেহরাজদুহিতা সীতা ইঁহারা তপস্বিগণের আশ্রয় সেই বনে যথাবিধি অগ্নি ও অন্যান্য দেবতাগণকে পূজা করিলেন। অনন্তর নিষ্পাপ তাঁহারা সূর্য্য উদিত হইতেছেন দেখিয়া সুতীক্ষ্ণমুনির নিকটে গমন করত তাঁহাকে মধুর বাক্যে বলিলেন—হে ভগবন্! আপনি আমাদিগের পূজনীয়, পরন্তু আমরা আপনার দ্বারা পূজিত হইয়া সুখে রাত্রি যাপন করিয়াছি। এখন আমরা অন্যত্র গমন করিব, সেইজন্য আমরা আপনার অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি। এই মুনিগণ আমাদিগকে গমনের জন্য ত্বরান্বিত করিতেছেন।২-৫

আমরা এই সকল পূতচরিত্র দণ্ডকারণ্যবাসী ঋষিদিগের আশ্রমসকল দর্শন করিবার জন্য তাড়াতাড়ি করিতেছি।৬

অতএব আপনি এই সমস্ত নিয়ত ধর্মনিরত, তপস্যাদ্বারা বশীকৃতচিত্ত, মুনিশ্রেষ্ঠ ও নির্ধূম বহ্নিতুল্য তেজস্বী মহর্ষিদিগের সহিত আমাদিগকে তথায় গমন করিতে অনুমতি প্রদান করুন।৬

যে কাল পর্য্যন্ত সূর্য্যদেব অতীব তাপপ্রদ দীপ্তি ধারণ করিয়া অন্যায় পথাবলম্বনে ধনপ্রাপ্ত অসদ্বংশীয় পুরুষের উগ্রস্বভাবের ন্যায় অসহনীয় না হন, আমরা তাহার মধ্যেই সেখানে যাইতে কামনা করিতেছি। রঘুনন্দন রাম মহর্ষি সুতীক্ষ্ণকে ঐরূপ বলিয়া সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন।৭-৯

মুনিশ্রেষ্ঠ সুতীক্ষ্ণ চরণস্পর্শকারী সেই দুই ভ্রাতাকে উত্থাপনপূর্ব্বক গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া সস্নেহ বচনে বলিলেন,—হে রাম! তুমি ছায়ার ন্যায় অনুগামিনী এই সীতা ও সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণকে লইয়া নির্ব্বিঘ্নে পথে গমন কর।১০-১১

অরিষ্টং গচ্ছ পন্থানং রাম সৌমিত্রিণা সহ।
সীতয়া চানয়া সার্দ্ধং ছায়য়েবানুবৃত্তয়া ॥১১
পশ্যাশ্রমপদং রম্যং দণ্ডকারণ্যবাসিনাম্।
এষাং তপস্বিনাং বীর তপসা ভাবিতাত্মনাম্ ॥১২
সুপ্রাজ্যফলমূলানি পুষ্পিতানি বনানি চ।
প্রশস্তমৃগযূথানি শান্তপক্ষিগণানি চ ॥১৩
ফুল্লপঙ্কজখণ্ডানি প্রসন্নসলিলানি চ।
কারণ্ডববিকীর্ণানি তটাকানি সরাংসি চ ॥১৪
দ্রক্ষ্যসে দৃষ্টিরম্যাণি গিরিপ্রস্রবণানি চ।
রমণীয়ান্যরণ্যানি ময়ূরাভিরুতানি চ ॥১৫
গম্যতাং বৎস সৌমিত্রে ভবানপি চ গচ্ছতু।

হে বীর! তুমি যাইয়া তপস্যাদ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত এই সমস্ত দণ্ডকারণ্যবাসী মহর্ষিদিগের রমণীয় আশ্রমসকল দর্শন কর।১২

তুমি প্রভূত ফলমূল সমন্বিত ও পুষ্পশোভিত, প্রশস্ত মৃগসমূহে পরিব্যাপ্ত, শান্ত পক্ষিগণে পূর্ণ অনেক বন এবং বিকসিত পদ্মসমূহে বিরাজিত, নির্মল জল-সমন্বিত ও কারণ্ডবগণে (জলচর পক্ষিবিশেষ) পরিব্যাপ্ত বহুবিধ তড়াগ ও সরোবর দেখিতে পাইবে এবং নয়নরঞ্জন অনেক গিরি নির্ঝর ও ময়ূরনিনাদিত বিবিধ মনোহর অরণ্যও তোমার নয়ন গোচর হইবে। হে বৎস! অধুনা তুমি গমন কর। হে সুমিত্রানন্দন! তুমিও গমন কর; কিন্তু তোমরা সেই আশ্রমসকল দর্শন করিয়া পুনরায় এই আশ্রমে প্রত্যাগমন করিও।১৩-১৬

আগন্তব্যঞ্চ তে দৃষ্ট্বা পুনরেবাশ্রমং প্রতি ॥১৬
এবমুক্তস্তথেত্যুক্ত্বা কাকুৎস্থঃ সহলক্ষ্মণঃ।
প্রদক্ষিণং মুনিং কৃত্বা প্রস্থাতুমুপচক্রমে ॥১৭
ততঃ শুভতরে তূণী ধনুষী চায়তেক্ষণা।
দদৌ সীতা তয়োর্ভ্রাত্রোঃ খড়্গৌ চ বিমলৌ ততঃ ॥১৮
অবাধ্য চ শুভে তূণী চাপে আদায় সস্বনে।
নিষ্ক্রান্তাবাশ্রমাদ্ গন্তুমুভৌ তৌ রাম-লক্ষ্মণৌ ॥১৯
শীঘ্রং তৌ রূপসম্পন্নাবনুজ্ঞাতৌ মহর্ষিণা।
প্রস্থিতৌ ধৃতচাপাসী সীতয়া সহ রাঘবৌ ॥২০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে অষ্টমঃ সর্গঃ

সেই মহর্ষিকর্তৃক ঐরূপ উক্ত হইয়া কাকুৎস্থ রাম লক্ষ্মণের সহিত তাঁহাকে 'আচ্ছা, তাহাই হইবে' বলিয়া প্রদক্ষিণ করত প্রস্থান করিতে উদ্যুক্ত হইলেন।১৭

অনন্তর বিস্তৃতলোচনা সীতাদেবী সেই দুই ভ্রাতাকে দুইটি উত্তম তূণ, ধনু ও খড়্গ প্রদান করিলেন।১৮

তখন রাম ও লক্ষ্মণ উভয়ে সেই দুই উত্তম তূণ স্কন্ধে আবদ্ধ করিয়া টঙ্কারশব্দযুক্ত দুইটি ধনু গ্রহণ করত তথায় যাইবার জন্য সেই আশ্রম হইতে বহির্গত হইলেন।১৯

সেই দুই রূপবান্ রঘুনন্দন রাম ও লক্ষ্মণ মহর্ষিকর্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়াই অতি শীঘ্র ধনু ও খড়্গ ধারণ করত সীতার সহিত প্রস্থান করিলেন।২০

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে অষ্টম সর্গ সমাপ্ত

নবমঃ সর্গঃ

[নির্দোষপ্রাণিহননাৎ প্রতিনিবৃত্তয়ে অহিংসা-ধর্মপাপালনায় চ রামং প্রতি সীতায়া অনুরোধঃ]

সুতীক্ষ্ণেনাভ্যনুজ্ঞাতং প্রস্থিতং রঘুনন্দনম্।
হৃদ্যয়া স্নিগ্ধয়া বাচা ভর্তারমিদমব্রবীৎ ॥১
অধর্মং তু সুসূক্ষ্মেণ বিধিনা প্রাপ্যতে মহান্।
নিবৃত্তেন চ শক্যোঽয়ং ব্যসনাৎ কামজাদিহ ॥২
ত্রীণ্যেব ব্যসনান্যত্র কামজানি ভবন্ত্যুত।
মিথ্যাবাক্যং তু পরমং তস্মাদ্গুরুতরাবুভৌ ॥৩
পরদারাভিগমনং বিনা বৈরঞ্চ রৌদ্রতা।
মিথ্যাবাক্যং ন তে ভূতং ন ভবিষ্যতি রাঘব ॥৪
কুতোঽভিলষণং স্ত্রীণাং পরেষাং ধর্মনাশনম্।
তব নাস্তি মনুষ্যেন্দ্র ন চাভূত্তে কদাচন ॥৫
মনস্যপি তথা রাম ন চৈতদ্ বিদ্যতে ক্বচিৎ।
স্বদারনিরতশ্চৈব নিত্যমেব নৃপাত্মজ ॥৬
ধর্মিষ্ঠঃ সত্যসন্ধশ্চ পিতুর্নির্দেশকারকঃ।
ত্বয়ি ধর্মশ্চ সত্যঞ্চ ত্বয়ি সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥৭
তচ্চ সর্বং মহাবাহো শক্যং বোঢ়ুং জিতেন্দ্রিয়ৈঃ।
তব বশ্যেন্দ্রিয়ত্বঞ্চ ভূতানাং শুভদর্শন ॥৮
তৃতীয়ং যদিদং রৌদ্রং পরপ্রাণাভিহিংসনম্
নির্বৈরং ক্রিয়তে মোহাত্তচ্চ তে সমুপস্থিতম্ ॥৯
প্রতিজ্ঞাতস্ত্বয়া বীর দণ্ডকারণ্যবাসিনাম্।
ঋষীণাং রক্ষণার্থায় বধঃ সংযতি রক্ষসাম্ ॥১০

নবম সর্গ

[নিরপরাধ প্রাণীদিগের বধ না করিবার জন্য ও অহিংসাধর্মপালনের জন্য রামের প্রতি সীতার অনুরোধ।]

সুতীক্ষ্মমুনিকর্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া রঘুনন্দন রাম দণ্ডকারণ্যাভিমুখে প্রস্থান করিলে সীতা দেবী তাঁহার স্বামী রামকে সস্নেহে ও মনোহরবাক্যে বলিলেন—অতি সূক্ষ্মবিচার করিয়া দেখিলে তুমি মহাত্মা হইয়াও অধর্ম সঞ্চয় করিতেছ। কিন্তু তুমি যদি কামজন্য ব্যসন হইতে নিবৃত্ত হও, তবে সমস্ত অধর্ম হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। ইহলোকে কামজন্য ব্যসন ত্রিবিধ। প্রথম —মিথ্যাবাক্য, দ্বিতীয়—পরস্ত্রীগমন, তৃতীয়—শত্রুতা-ব্যতিরেকে প্রাণিহনন। প্রথমব্যসন উৎকট বটে, কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় ব্যসন তাহা অপেক্ষাও সমধিক উৎকট। হে রঘুনন্দন! তুমি কোন কারণেই মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ কর নাই এবং ভবিষ্যতেও করিবে না।-১৪

হে মনুষ্যশ্রেষ্ঠ! তোমার ধর্মনাশক পরস্ত্রীগমনের অভিলাষ নাই, কারণ, তাহা পূর্বেও ছিল না, পরেও হইবে না।৫

হে নৃপতনয় রাম! তুমি নিয়তই স্ব-স্ত্রীনিরত, তোমার মনেও পরস্ত্রীবিষয়ক অভিলাষ নাই।৬

তুমি পিতার আদেশ প্রতিপালনকারী, ধার্মিক ও সত্যপ্রতিজ্ঞ; তোমাতে ধর্ম ও সত্য সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। হে মহাবাহো! যাঁহারা ইন্দ্রিয়গণকে পরাজয় করিয়াছেন, তাঁহারা সমস্ত সদ্গুণই ধারণ করিতে সমর্থ হন। হে শুভদর্শন! তুমি যে জিতেন্দ্রিয়—ইহা আমি জানি।৭-৮

কিন্তু শত্রুতাভিন্ন মোহগ্রস্ত হইয়া পরপ্রাণ-হিংসা রূপ যে অতি ভয়ানক তৃতীয় ব্যসন, এখন তোমার তাহাই উপস্থিত হইয়াছে। হে বীর! তুমি দণ্ডকারণ্য-বাসী ঋষিদিগের রক্ষার জন্য যুদ্ধে রাক্ষসদিগকে বধ করিব—এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছ এবং সেইজন্য ভ্রাতার সহিত ধনুর্বাণ ধারণ করিয়া 'দণ্ডক' নামক বিখ্যাত কাননের অভিমুখে গমন করিয়াছ।৯-১১

তোমাকে দণ্ডকারণ্যাভিমুখে প্রস্থিত দেখিয়া এবং তোমার প্রতিজ্ঞাপালনরূপ ব্রত জানিয়া কিভাবে তোমার আত্যন্তিক কল্যাণ হইবে—এই চিন্তা করত আমার মন ব্যাকুল হইয়াছে।১২

এতন্নিমিত্তং বচনং দণ্ডকা ইতি বিশ্রুতম্।
প্রস্থিতস্ত্বং সহ ভ্রাত্রা ধৃতবাণশরাসনঃ ॥১১
ততস্ত্বাং প্রস্থিতং দৃষ্ট্বা মম চিন্তাকুলং মনঃ।
ত্বদ্বৃত্তং চিন্তয়ন্ত্যা বৈ ভবেন্নিঃশ্রেয়সং হিতম্ ॥১২
নহি মে রোচতে বীর গমনং দণ্ডকান্ প্রতি।
কারণং তত্র বক্ষ্যামি বদন্ত্যাঃ শ্রূয়তাং মম ॥১৩
ত্বং হি বাণধনুষ্পাণির্ভ্রাত্রা সহ বনং গতঃ।
দৃষ্ট্বা বনচরান্ সর্বান্ কচ্চিৎ কুর্য্যাঃ শরব্যয়ম্ ॥১৪
ক্ষত্রিয়াণামিহ ধনুর্হুতাশস্যেন্ধনানি চ।
সমীপতঃ স্থিতং তেজোবলমুচ্ছ্রয়তে ভৃশম্ ॥১৫
পুরা কিল মহাবাহো তপস্বী সত্যবাক্ শুচিঃ।
কস্মিংশ্চিদভবৎ পুণ্যে বনে রতমৃগদ্বিজে ॥১৬
তস্যৈব তপসো বিঘ্নং কর্তুমিন্দ্রঃ শচীপতিঃ।
খঙ্গপাণিরথাগচ্ছদাশ্রমং ভটরূপধৃক্ ॥১৭
তস্মিংস্তদাশ্রমপদে নিহিতঃ খঙ্গ উত্তমঃ।
স ন্যাসবিধিনা দত্তঃ পুণ্যে তপসি তিষ্ঠতঃ ॥১৮
স তচ্ছস্ত্রমনুপ্রাপ্য ন্যাসরক্ষণতৎপরঃ।
বনে তু বিচরত্যেব রক্ষন্ প্রত্যয়মাত্মনঃ ॥১৯
যত্র গচ্ছত্যুপাদাতুং মূলানি চ ফলানি চ।
ন বিনা যাতি তং খঙ্গং ন্যাসরক্ষণতৎপরঃ ॥২০
নিত্যং শস্ত্রং পরিবহন্ ক্রমেণ স তপোধনঃ।
চকার রৌদ্রীং স্বাং বুদ্ধিং ত্যক্ত্বা তপসি নিশ্চয়ম্ ॥২১
ততঃ স রৌদ্রাভিরতঃ প্রমত্তোঽধর্মকর্ষিতঃ।
তস্য শস্ত্রস্য সংবাসাজ্জগাম নরকং মুনিঃ ॥২২
এবমেতৎ পুরাবৃত্তং শস্ত্রসংযোগকারণম্।
অগ্নিসংযোগবদ্ধেতুঃ শস্ত্রসংযোগ উচ্যতে ॥২৩
স্নেহাচ্চ বহুমানাচ্চ স্মারয়ে ত্বাং তু শিক্ষয়ে।
ন কথঞ্চন সা কার্য্যা গৃহীত ধনুষা ত্বয়া ॥২৪

হে বীর! দণ্ডকারণ্যে গমন আমার অভিপ্রেত হইতেছে না। আমি তাহার কারণ বলিতেছি, আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর।১৩

যদি তুমি বাণ ও ধনুর্ধারী ভ্রাতার সহিত দণ্ডকারণ্যে যাইয়া সমস্ত বনচরদিগকে অবলোকন করিয়া শর প্রয়োগ করিয়া ফেল? কারণ, যেরূপ তৃণকাষ্ঠাদি সমস্ত বস্তু অগ্নির নিকটবর্ত্তী হইয়া অর্থাৎ তাহাতে নিক্ষিপ্ত হইয়া তাহার তেজ বৃদ্ধি করে, সেইরূপ ধনু ও অস্ত্রশস্ত্র সমস্ত ক্ষত্রিয়-দিগের সমীপবর্ত্তী হইয়াই তাঁহাদিগের তেজ বৃদ্ধি করিয়া থাকে। হে মহাবাহো! পুরাকালে পক্ষী ও মৃগসমূহে পরিব্যাপ্ত কোন এক পুণ্য অরণ্যে শুদ্ধ ও সত্যনিষ্ঠ এক তপস্বী ছিলেন।১৪-১৬

শচীপতি ইন্দ্র তাঁহার তপস্যার বিঘ্ন করিতে ইচ্ছুক হইয়া যোদ্ধার রূপ ধারণ করত খড়্গহস্তে সেই আশ্রমে আগমন করিলেন এবং সেই মুনির আশ্রমে উত্তম খড়্গ গচ্ছিতরাখার বিধি অনুসারে সেই পুণ্যজনক তপস্যানিরত তপস্বীর নিকট সেইরূপ খড়্গ গচ্ছিত রাখিলেন। অনন্তর সেই তপোধন সেই খড়্গলাভ করিয়া স্বীয় বিশ্বাস রক্ষা করত গচ্ছিতবস্তু রক্ষণে এইরূপ যত্নবান্ হইলেন যে, সেই খড়্গ ব্যতিরেকে ফল বা মূল আহরণ করিবার নিমিত্তও গমন করিতে পারিতেন না। সেই তপোধন নিয়ত শস্ত্র বহন করত ক্রমে তপস্যায় যত্নহীন হইয়া ভীষণকর্মে আসক্ত হইয়া পড়িলেন।১৫-২১

অনন্তর তিনি শস্ত্রসংযোগে প্রমত্ত, রৌদ্রকর্ম-নিরত ও অধর্মগ্রস্ত হইয়া নরকে গমন করিলেন। পূর্বে শস্ত্রসংযোগহেতু এইরূপ ঘটিয়াছিল; এই কারণে পণ্ডিতেরা শস্ত্রসংযোগ অগ্নিসংযোগের ন্যায় বিকারের কারণ বলিয়া থাকেন। তুমি আমার প্রীতিভাজন ও আদরণীয়—এইজন্য আমি তোমাকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি, শিক্ষা দিতেছি না। হে বীর! তুমি কখনও শত্রুতাব্যতিরেকে ধনুর্ধারণ করিয়া দণ্ডকারণ্যবাসী রাক্ষসদিগকে বধ করিতে যাইও না। কেননা, কোন ব্যক্তি কাহাকেও বিনা অপরাধে বধকরা যুক্তিযুক্ত মনে করে না। ধনুর্ধারণ করিয়া ক্ষত্রধর্মপরায়ণ শক্তিশালী ক্ষত্রিয়গণ আর্তব্যক্তিদিগের রক্ষার জন্য বনে বিচরণ করেন।২২-২৬

বুদ্ধিবৈরং বিনা হন্তুং রাক্ষসান্ দণ্ডকাশ্রিতান্।
অপরাধং বিনা হন্তুং লোকো বীর ন মংস্যতে ॥২৫
ক্ষত্রিয়াণাং তু বীরাণাং বনেষু নিয়তাত্মনাম্।
ধনুষা কার্য্যমেতাবদার্ত্তানামভিরক্ষণম্ ॥২৬
ক্ব চ শস্ত্রং ক্ব চ বনং ক্ব চ ক্ষাত্রং তপঃ ক্ব চ।
ব্যাবিদ্ধমিদমস্মাভির্দেশধর্মাস্তু পূজ্যতাম্ ॥২৭
কদর্য্যকলুষা বুদ্ধির্জায়তে শস্ত্রসেবনাৎ।
পুনর্গত্বা ত্বযোধ্যায়াং ক্ষত্রধর্মং চরিষ্যসি ॥২৮
অক্ষয়া তু ভবেৎ প্রীতিঃ শ্বশ্রূ-শ্বশুরয়োর্মম।
যদি রাজ্যং হি সন্ন্যস্য ভবেস্ত্বং নিরতো মুনিঃ ॥২৯

কোথায় শাস্ত্র আর কোথায় বন! কোথায় ক্ষত্রধর্ম আর কোথায় তপস্যা! আমাদিগের অনুষ্ঠেয় বিষয় পরস্পর বিরোধী হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং তপোবনানুষ্ঠেয় ধর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য, নিরন্তর শস্ত্র ব্যবহার করিলে সকলেরই বুদ্ধি হীনব্যক্তিদিগের বুদ্ধির ন্যায় ধর্মবিরোধিনী হইয়া উঠে। অতএব তুমি অযোধ্যায় যাইয়া পুনরায় ক্ষত্রধর্ম আচরণ করিও।২৭ ২৮

তুমি রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া বনে বাস করিতেছ। এক্ষণে যদি মুনিদিগের আচরণীয় ধর্ম আচরণ কর, তাহা হইলে আমার শ্বশুর ও শ্বশ্রূ প্রীত হইবেন। ধর্ম হইতে অর্থলাভ হয় এবং ধর্ম হইতে সুখলাভ হয়। অধিক কি,

ধর্মাদর্থঃ প্রভবতি ধর্মাৎ প্রভবতে সুখম্।
ধর্মেণ লভতে সর্বং ধর্মসারমিদং জগৎ ॥৩০
আত্মানং নিয়মৈস্তৈস্তৈঃ কর্ষয়িত্বা প্রযত্নতঃ।
প্রাপ্যতে নিপুণৈর্ধর্মো ন সুখাল্লভতে সুখম্ ॥৩১
স্ত্রীচাপলাদেতদুপাহৃতং মে
ধর্মঞ্চ বক্তুং তব কঃ সমর্থঃ।
বিচার্য্য বুদ্ধ্যা তু সহানুজেন
যদ্ রোচতে তৎ কুরু মাচিরেণ ॥৩২
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অরণ্যকাণ্ডে নবমঃ সর্গঃ

ধর্ম দ্বারা সকলবস্তুই লাভ করা যায়। অতএব এই জগতে ধর্মই সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তু, বিচক্ষণ মনুষ্যগণ যত্নসহকারে বিহিত নিয়মদ্বারা শরীর ক্ষীণ করিয়া ধর্মলাভ করেন। কেন না, সুখদায়ক উপায় দ্বারা প্রকৃত সুখজনক ধর্ম লাভ করা যায় না। হে সৌম্য! তুমি নিয়ত শুদ্ধচিত্ত হইয়া তপোবনানুষ্ঠেয় ধর্ম আচরণ কর। তুমি ত্রিলোকের সমস্ত বিষয়ই অবগত আছ। তোমার নিকটে ধর্মনির্দেশ করিতে কাহার সামর্থ্য আছে? আমি কেবল স্ত্রীস্বভাব-সুলভ চাপল্যবশতঃই এইরূপ বলিলাম। তুমি ভ্রাতার সহিত বিচার করিয়া যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিবে, অবিলম্বে তাহারই অনুষ্ঠান করিবে।২৯-৩২

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে নবম সর্গ সমাপ্ত।

দশমঃ সর্গঃ

[ঋষীণাং রক্ষণায় রাক্ষসবধস্য প্রতিজ্ঞাপালনে শ্রীরামস্য দার্ঢ্যেন যুক্তিপ্রদর্শনম্ ।]

বাক্যমেতত্তু বৈদেহ্যা ব্যাহৃতং ভর্তৃভক্তয়া ।
শ্রুত্বা ধর্মে স্থিতো রামঃ প্রত্যুবাচাথ জানকীম্ ॥১
হিতমুক্তং ত্বয়া দেবি স্নিগ্ধয়া সদৃশং বচঃ ।
কুলং ব্যপদিশন্ত্যা চ ধর্মজ্ঞে জনকাত্মজে ॥২
কিন্নু বক্ষ্যাম্যহং দেবি ত্বয়ৈবোক্তমিদং বচঃ ।
ক্ষত্রিয়ৈর্ধার্য্যতে চাপো নার্তশব্দো ভবেদিতি ॥৩
তে চার্তা দণ্ডকারণ্যে মুনয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ।
মাং সীতে স্বয়মাগম্য শরণ্যং শরণং গতাঃ ॥৪
বসন্তঃ কালকালেষু বনে মূল-ফলাশনাঃ ।
ন লভন্তে সুখং ভীরু রাক্ষসৈঃ ক্রূরকর্মভিঃ ॥৫
[কালে কালে চ নিরতা নিয়মৈর্বিবিধৈর্বনে ।]
ভক্ষ্যন্তে রাক্ষসৈর্ভীমৈর্নরমাংসোপজীবিভিঃ ।
তে ভক্ষ্যমাণা মুনয়ো দণ্ডকারণ্যবাসিনঃ ॥৬
অস্মানভ্যবপদ্যেতি মামূচুর্দ্বিজসত্তমাঃ ।
ময়া তু বচনং শ্রুত্বা তেষামেবং মুখাচ্চ্যুতম্ ॥৭
কৃত্বা বচনশুশ্রূষাং বাক্যমেতদুদাহৃতম্ ।
প্রসীদন্তু ভবন্তো মে হ্রীরেষা তু মমাতুলা ॥৮
যদীদৃশৈরহং বিপ্রৈরুপস্থেয়ৈরুপস্থিতঃ ।
কিং করোমীতি চ ময়া ব্যাহৃতং দ্বিজসন্নিধৌ ॥৯
সর্বৈরেব সমাগম্য বাগিয়ং সমুদাহৃতা ।
রাক্ষসৈর্দণ্ডকারণ্যে বহুভিঃ কামরূপিভিঃ ॥১০
অর্দিতাঃ স্ম ভৃশং রাম ভবান্নস্তত্র রক্ষতু ।
হোমকালে তু সম্প্রাপ্তে পর্বকালেষু চানঘ ॥১১

দশম সর্গ

(ঋষিদিগের রক্ষাকল্পে দৃঢ়তার সহিত রাক্ষসবধের প্রতিজ্ঞাপালনে শ্রীরামের যুক্তিপ্রদর্শন ।)

পতিভক্তিমতী বিদেহরাজদুহিতা সীতাদেবীর উক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া ধার্মিক রাম তাঁহাকে প্রত্যুত্তরে বলিলেন—হে ধর্মজ্ঞে ! জনকতনয়ে ! তুমি ক্ষত্রধর্ম কীর্ত্তন করত আমার প্রতি স্নেহান্বিত হইয়া ক্ষত্রিয়ের কুলধর্মের অনুরূপ হিতজনক বাক্যই বলিয়াছ ।১-২

হে দেবি ! আমি আর তোমাকে কি বলিব ? তুমি নিজেই এই বাক্য বলিয়াছ যে, যাহাতে কেহ আর্ত্ত হইয়া চীৎকার না করে, সেইজন্যই ক্ষত্রিয়গণ ধনু ধারণ করিয়া থাকেন। হে সীতে ! কঠোরব্রতাবলম্বী সেই সমস্ত দণ্ডকারণ্যবাসী মুনিগণ আর্ত্ত হইয়া আমাকে রক্ষক ভাবিয়া আমার নিকটে স্বয়ং আসিয়া শরণাগত হইয়াছেন ।৩-৪

হে ভীরু ! মুনিগণ ফল-মূলভোজন করত চিরকালই অরণ্যে বাস করেন। অধুনা ক্রূরকর্মা রাক্ষসগণকর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া সুখভোগ করিতে পারিতেছেন না ।৫

অধিক কি, তাঁহারা নরমাংসের দ্বারা জীবিকা-নির্বাহকারী ভয়ঙ্কর রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইতেছেন। রাক্ষসেরা ভক্ষণ করিতে থাকিলে সেই সমস্ত দণ্ডকারণ্যবাসী দ্বিজশ্রেষ্ঠ মুনিগণ আমার নিকটে আসিয়া তাহা বলিলেন। আমি তাঁহাদিগের মুখ হইতে সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং তাঁহাদের আজ্ঞা পালনরূপ সেবাভাব মনে লইয়া তাঁহাদিগকে বলিলাম,—আপনারা আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। আমারই আপনাদিগের নিকট গমন করা কর্ত্তব্য ছিল। কিন্তু আপনারা যে আমার নিকট আসিয়াছেন, ইহা আমার পক্ষে অত্যন্ত লজ্জার কারণ। অনন্তর আমি সেই দ্বিজশ্রেষ্ঠদিগের সমীপে ইহা বলিলাম—আমাকে কি করিতে হইবে ?৬-৯

তখন তাঁহারা সকলে মিলিত হইয়া এই কথা বলিলেন, 'হে রাম ! আমরা দণ্ডকারণ্যে থাকিয়া বহুতর ইচ্ছানুরূপ-রূপধারী রাক্ষসগণকর্ত্তৃক অত্যন্ত পীড়িত হইতেছি। তুমি দণ্ডকারণ্য গমন করিয়া আমাদিগকে রক্ষা কর। হে অনঘ ! পুরাকালে যখন আমরা হোম

ধর্ষয়ন্তি স্ম দুর্দ্ধর্ষাঃ রাক্ষসাঃ পিশিতাশনাঃ।
রাক্ষসৈর্ধর্ষিতানাঞ্চ তাপসানাং তপস্বিনাম্ ॥১২
গতিং মৃগয়মাণানাং ভবান্নঃ পরমা গতিঃ।
কামং তপঃপ্রভাবেণ শক্তা হন্তুং নিশাচরান্ ॥১৩
চিরার্জ্জিতং ন চেচ্ছামস্তপঃ খণ্ডয়িতুং বনম্।
বহুবিঘ্নং তপোনিত্যং দুশ্চরং চৈব রাঘব ॥১৪
তেন শাপং ন মুঞ্চামো ভক্ষ্যামাণাশ্চ রাক্ষসৈঃ।
তদর্দ্দ্যমানান্ রক্ষোভির্দণ্ডকারণ্যবাসিভিঃ ॥১৫
রক্ষনস্তং সহ ভ্রাত্রা ত্বন্নাথা হি বয়ং বনে।
ময়া চৈতদ্ বচঃ শ্রুত্বা কার্ৎস্ন্যেন পরিপালনম্ ॥১৬
ঋষীণাং দণ্ডকারণ্যে সংশ্রুতং জনকাত্মজে।
সংশ্রুত্য চ ন শক্ষ্যামি জীবমানঃ প্রতিশ্রবম্ ॥১৭
মুনীনামন্যথাকর্ত্তুং সত্যমিষ্টং হি মে সদা।
অপ্যহং জীবিতং জহ্যাং ত্বাং বা সীতে সলক্ষ্মণাম্ ॥১৮
ন তু প্রতিজ্ঞাং সংশ্রুত্য ব্রাহ্মণেভ্যো বিশেষতঃ।
তদবশ্যং ময়া কার্য্যমৃষীণাং পরিপালনম্ ॥১৯
অনুক্তেনাপি বৈদেহি প্রতিজ্ঞায় কথং পুনঃ।
মম স্নেহাচ্চ সৌহার্দাদিদমুক্তং ত্বয়া বচঃ ॥২০
পরিতুষ্টোঽস্ম্যহং সীতে ন হ্যনিষ্টোঽনুশাস্যতে।
সদৃশং চানুরূপঞ্চ কুলস্য তব শোভনম্ ॥
সধর্মচারিণী মে ত্বং প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সী ॥২১
ইত্যেবমুক্ত্বা বচনং মহাত্মা
সীতাং প্রিয়াং মৈথিলরাজ-পুত্রীম্।
রামো ধনুষ্মান্ সহ লক্ষ্মণেন
জগাম রম্যাণি তপোবনানি ॥২২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে দশমঃ সর্গঃ

কার্য্যে ব্যাপৃত হই, তখন মাংসভোজী দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষসগণ আমাদিগকে পীড়ন করে। আমরা নিরন্তর কেবল তপোনুষ্ঠানে ব্যাপৃত থাকি। এক্ষণে আমরা রাক্ষসগণকর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়া রক্ষাকর্ত্তার অন্বেষণ করিতেছি। তুমিই আমাদিগের পরম রক্ষক। আমরা তপস্যাপ্রভাবে স্বয়ং রাক্ষসদিগকে হনন করিতে পারি। কিন্তু বহু কালার্জ্জিত তপোবল ক্ষয় করিতে আমাদিগের ইচ্ছা হয় না। হে রঘুনন্দন! একেতো তপস্যার অনুষ্ঠানই অতি কঠিন, তাহার উপর আবার তাহাতে অনেক বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে। অতএব রাক্ষসেরা আমাদিগকে ভক্ষণ করিতে উদ্যত হইলেও আমরা তাহাদিগকে অভিশাপ প্রদান করি না। তুমিই আমাদিগের নাথ, আমরা তোমারই বলে অরণ্যে বাস করিয়া থাকি। অতএব অধুনা আমরা দণ্ডকারণ্য-বাসী রাক্ষসগণকর্ত্তৃক পীড়িত হইতেছি। তুমি ভ্রাতার সহিত আমাদিগকে রক্ষা কর; হে জনকনন্দিনি! আমি ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই সমস্ত দণ্ডকারণ্যবাসী ঋষিদিগের নিকটে তাঁহাদিগকে সর্বতোভাবে রক্ষা করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। আমি মুনিদিগের নিকটে প্রতিজ্ঞা করিয়া জীবিত থাকিতে তাহার অন্যথা করিতে পারিব না, কারণ, সর্বদা সত্যপালনই আমার অভীষ্ট ব্রত। হে সীতে! আমি তোমাকে ও লক্ষ্মণকে এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু কাহারও নিকটে বিশেষতঃ ব্রাহ্মণদিগের সমীপে প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহার অন্যথা করিতে পারি না। অতএব অবশ্যই আমাকে ঋষিদিগকে রক্ষা করিতে হইবে।১০-১৯

হে বিদেহ-রাজনন্দিনি! ঋষিগণ আমাকে না বলিলেও আমি তাঁহাদিগকে রক্ষা করিব। হে সীতে! তুমি আমার প্রতি স্নেহ ও সৌহার্দ্দ্যবশতঃ আমাকে যে তাদৃশবাক্য বলিয়াছ, তাহাতে আমি সন্তোষ লাভ করিয়াছি। কারণ, কেহই অপ্রিয় ব্যক্তিকে হিতোপদেশ করে না। হে শোভনে! তুমি আমাকে স্বীয় বংশের অনুরূপ সমুচিত বাক্যই বলিয়াছ, তুমি আমার সহধর্মচারিণী, আমি তোমাকে প্রাণ অপেক্ষাও অধিক প্রিয় মনে করি।২০-২১

সেই ধনুর্দ্ধারী মহাত্মা রাম প্রিয়া মিথিলারাজ-দুহিতা সীতাকে ঐরূপ বাক্য বলিয়া লক্ষ্মণের সহিত সেই রমণীয় তপোবনে গমন করিলেন।২২

মহর্ষি বাল্মিকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে দশম সর্গ সমাপ্ত।

একাদশঃ সর্গঃ

[পঞ্চাপ্সরতীর্থস্য মাণ্ডকর্ণেশ্চ বৃত্তান্তবর্ণনম্, বিবিধেষ্বাশ্রমেষু সমবস্থায় শ্রীরাম প্রভৃতীনাং সুতীক্ষ্ণস্যাশ্রমগমনম্, কিয়ৎকালং তত্র নিবস্য মুনেরনুজ্ঞয়া প্রাগ্ অগস্ত্যভ্রাতুস্ততোঽগস্ত্যস্যাশ্রম-গমনম্, অগস্ত্যস্য মাহাত্ম্যকীর্তনঞ্চ।]

অগ্রতঃ প্রযযৌ রামঃ সীতা মধ্যে সুশোভনা।
পৃষ্ঠতস্তু ধনুষ্পাণির্লক্ষ্মণোঽনুজগাম হ ॥১

তৌ পশ্যমানৌ বিবিধাঞ্ছৈলপ্রস্থান্ বনানি চ।
নদীশ্চ বিবিধা রম্যা জগ্মতুঃ সহ সীতয়া ॥২

সারসাংশ্চক্রবাকাংশ্চ নদীপুলিনচারিণঃ।
সরাংসি চ সপদ্মানি যুতানি জলজৈঃ খগৈঃ ॥৩

যূথবদ্ধাংশ্চ পৃষতান্ মদোন্মত্তান্ বিষাণিনঃ।
মহিষাংশ্চ বরাহাংশ্চ গজাংশ্চ দ্রুমবৈরিণঃ ॥৪

তে গত্বা দূরমধ্বানং লম্বমানে দিবাকরে।
দদৃশুঃ সহিতা রম্যং তটাকং যোজনায়ুতম্ ॥৫

পদ্মপুষ্করসংবাধং গজযূথৈরলঙ্কৃতম্।
সারসৈর্হংসকাদম্বৈঃ সঙ্কুলং জলজাতিভিঃ ॥৬

প্রসন্নসলিলে রম্যে তস্মিন্ সরসি শুশ্রুবে।
গীতবাদিত্রনির্ঘোষো ন তু কশ্চন দৃশ্যতে ॥৭

ততঃ কৌতূহলাদ্ রামো লক্ষ্মণশ্চ মহারথঃ।
মুনিং ধর্মভৃতং নাম প্রষ্টুং সমুপচক্রমে ॥৮

ইদমত্যদ্ভুতং শ্রুত্বা সর্বেষাং নো মহামুনে।
কৌতূহলং মহজ্জাতং কিমিদং সাধু কথ্যতাম্ ॥৯

[বক্তব্যং যদি চেদ্ বিপ্র নাতিগুহ্যমপি প্রভো।]
তেনৈবমুক্তো ধর্মাত্মা রাঘবেণ মুনিস্তদা।
প্রভাবং সরসঃ ক্ষিপ্রমাখ্যাতুমুপচক্রমে ॥১০

একাদশ সর্গ

[পঞ্চাপ্সর-তীর্থ ও মাণ্ডকর্ণিমুনির কথা, বিভিন্ন আশ্রমে অবস্থানপূর্বক শ্রীরাম প্রভৃতির সুতীক্ষ্ণমুনির আশ্রমে গমন, কিছুদিন তথায় অবস্থান করত মুনির আজ্ঞাক্রমে অগস্ত্য-ভ্রাতা ও তৎপর অগস্ত্যের আশ্রমে গমন এবং অগস্ত্যের মাহাত্ম্য কীর্তন।]

রাম অগ্রে অগ্রে চলিলেন, সাধুচরিতা সীতাদেবী মধ্যে থাকিয়া যাইতে লাগিলেন এবং লক্ষ্মণ ধনুর্ধারণ করিয়া তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন।১

তাঁহারা সীতার সহিত নানাবিধ গিরি-শিখর, বন ও রমণীয় নদীসকল দর্শন করত গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা যাইতে যাইতে অনেক নদীতটবিহারী সারস, চক্রবাক ও জলবিচরণকারী পক্ষিগণে বিরাজিত, পদ্মসমন্বিত সরোবর, প্রশস্তশৃঙ্গযুক্ত শ্রেণীবদ্ধ মদোন্মত্ত পৃষত, মৃগ, মহিষ, বরাহ এবং বৃক্ষবৈরী অর্থাৎ বৃক্ষভঙ্গকারী হস্তী দেখিতে পাইলেন। অনন্তর সূর্য্য পশ্চিমদিকে নামিতে থাকিলে, তাঁহারা মিলিত হইয়া বহুদূর পথ অতিক্রম করত শ্বেত ও রক্তপদ্মসমূহে পরিশোভিত, তটবিহারী গজসমূহে অলঙ্কৃত এবং জলচারী সারস ও হংসগণে পরিব্যাপ্ত একযোজনবিস্তৃত রমণীয় সরোবর দর্শন করিলেন।২-৬

সেই নির্মল জলপূর্ণ রমণীয় সরোবরের নিকট হইতে গীত ও বাদ্যধ্বনি সকলেই শ্রবণ করিতে লাগিল কিন্তু তথায় কোন ব্যক্তিকেই দেখিতে পাওয়া গেল না। পরে মহারথ রাম ও লক্ষ্মণ কৌতূহলবশতঃ ধর্মভৃতনামক মুনিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে মহামুনে! এই অদ্ভুত গীত ও বাদ্যধ্বনি শ্রবণ করিয়া আমাদিগের সকলেরই পরম কৌতূহল জন্মিয়াছে। ইহার কারণ কি? তাহা আপনি আমাদের নিকটে ভাল করিয়া বলুন।৭-৯

রঘুনন্দন রাম ধর্মাত্মা ধর্মভৃতমুনিকে ঐরূপ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি সত্বর সেই সরোবরের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতে লাগিলেন,—রাম! মাণ্ডকর্ণিনামা এক মুনি

ইদং পঞ্চাপ্সরো নাম তটাকং সর্বকালিকম্ ।
নির্মিতং তপসা রাম মুনিনা মাণ্ডকর্ণিনা ॥১১
স হি তেপে তপস্তীব্রং মাণ্ডকর্ণির্মহামুনিঃ ।
দশবর্ষসহস্রাণি বায়ুভক্ষো জলাশয়ে ॥১২
ততঃ প্রব্যথিতাঃ সর্বে দেবাঃ সাগ্নিপুরোগমাঃ ।
অব্রুবন্ বচনং সর্বে পরস্পরসমাগতাঃ ॥১৩
অস্মাকং কস্যচিৎ স্থানমেষ প্রার্থয়তে মুনিঃ ।
ইতি সংবিগ্নমনসঃ সর্বে তত্র দিবৌকসঃ ॥১৪
ততঃ কর্তুং তপোবিঘ্নং সর্বদেবৈর্নিয়োজিতাঃ ।
প্রধানাপ্সরসঃ পঞ্চ বিদ্যুচ্চলিতবর্চসঃ ॥১৫
অপ্সরোভিস্ততস্তাভির্মুনির্দৃষ্টপরাবরঃ ।
নীতো মদনবশ্যত্বং দেবানাং কার্য্যসিদ্ধয়ে ॥১৬
তাশ্চৈবাপ্সরসঃ পঞ্চ মুনেঃ পত্নীত্বমাগতাঃ ।
তটাকে নির্মিতং তাসাং তস্মিন্নন্তর্হিতং গৃহম্ ॥১৭
তত্রৈবাপ্সরসঃ পঞ্চ নিবসন্ত্যো যথাসুখম্ ।
রময়ন্তি তপোযোগান্মুনিং যৌবনমাস্থিতম্ ॥১৮

তাসাং সংক্রীড়মানানামেষ বাদিত্রনিঃস্বনঃ ।
শ্রূয়তে ভূষণোন্মিশ্রো গীতশব্দো মনোহরঃ ॥১৯
আশ্চর্য্যমিতি তস্যৈতদ্বচনং ভাবিতাত্মনঃ ।
রাঘবঃ প্রতিজগ্রাহ সহ ভ্রাত্রা মহাযশাঃ ॥২০
এবং কথয়মানঃ স দদর্শাশ্রমমণ্ডলম্ ।
কুশচীরপরিক্ষিপ্তং ব্রাহ্ম্যা লক্ষ্ম্যা সমাবৃতম্ ॥২১
প্রবিশ্য সহ বৈদেহ্যা লক্ষ্মণেন চ রাঘবঃ ।
উবাস মুনিভিঃ সর্বৈঃ পূজ্যমানো মহাযশাঃ ।
তদা তস্মিন্ স কাকুৎস্থঃ শ্রীমত্যাশ্রমমণ্ডলে ॥২২
উষিত্বা স সুখং তত্র পূজ্যমানো মহর্ষিভিঃ ।
জগাম চাশ্রমংস্তেষাং পর্য্যায়েণ তপস্বিনাম্ ॥২৩
তেষামুষিতবান্ পূর্বং সকাশে স মহাস্ত্রবিৎ ।
ক্বচিৎ পরিদশান্মাসানেকসংবৎসরং ক্বচিৎ ॥২৪
ক্বচিচ্চ চতুরো মাসান্ পঞ্চ ষট্ চ পরান্ ক্বচিৎ ।
অপরত্রাধিকান্মাসানধ্যর্ধমধিকং ক্বচিৎ ॥২৫

তপোবলে এই সরোবর নির্মাণ করিয়াছেন, ইহাতে চিরকালই জল থাকে। ইহার নাম পঞ্চাপ্সর। সেই মহামুনি মাণ্ডকর্ণি জলাশয়ে থাকিয়া বায়ু ভক্ষণ করত দশ হাজার বৎসর কঠোর তপস্যা করেন।১০-১২

সেই সময় অগ্নি প্রভৃতি সমস্ত দেবগণ অতীব ব্যথিত হইলেন এবং পরস্পরে মিলিয়া এইরূপ বলিলেন—এই মুনি অবশ্যই আমাদিগের কাহারও স্থান প্রার্থনা করিতেছেন। পরে তাঁহারা সকলে ঐ কারণে উদ্বিগ্ন হইয়া সেই মুনির তপস্যার বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে বিদ্যুৎতুল্য দ্যুতিশালিনী পাঁচটি প্রধান অপ্সরাকে নিয়োগ করিলেন।১৩-১৫

অনন্তর তাহারা দেবকার্য্যসিদ্ধির জন্য সেই পরম তত্ত্বাভিজ্ঞ মহর্ষিকেও কামবশীভূত করিয়া তুলিল এবং সেই পাঁচটি অপ্সরাই তাঁহার পত্নী হইল। এই সরোবরের মধ্যে সেই অপ্সরাদের জন্য গৃহ নির্মিত হইয়াছে। তাহারা তাহার মধ্যে বাস করত তপোবলে যৌবনপ্রাপ্ত সেই মুনির মনোরঞ্জন করিতেছে। সেই ক্রীড়াপরায়ণ অপ্সরাদিগের ভূষণশব্দযুক্ত এই মনোহর গীত ও বাদ্যধ্বনি শোনা যাইতেছে।১৬-১৯

মহাযশা রঘুনন্দন রাম ভ্রাতার সহিত সেই বিশুদ্ধচিত্ত মুনির বাক্যে বিস্মিত হইলেন। তিনি কি আশ্চর্য্য ব্যাপার—এইরূপ বলিতে বলিতে কুশচীরপরিব্যাপ্ত ও ব্রাহ্মীশোভাসমন্বিত আশ্রমমণ্ডল দেখিতে পাইলেন।২০-২১

পরে সেই কাকুৎস্থ রঘুনন্দন রাম বিদেহরাজদুহিতা সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত সেই শোভাসম্পন্ন আশ্রমে প্রবেশ করিয়া পথে রাত্রিবাস করত মহর্ষিগণকর্তৃক সাদরে অভ্যর্থিত হইয়া ক্রমে সেই সমস্ত সুশোভিত আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। তিনি তথায় মহর্ষিগণকর্তৃক অর্চিত হইয়া সুখে অবস্থান করত একে একে সকলেরই আশ্রমে গমন করিলেন। অনন্তর সর্বশস্ত্রবিৎ রাম যাঁহার নিকটে পূর্বে বাস করিয়াছিলেন, পুনরায় তাঁহাদিগের সকলেরই আশ্রমে আগমন করিলেন। তিনি কোনস্থানে দশমাস, কোনও স্থানে

ত্রীন্মাসানষ্টমাসাংশ্চ রাঘবো ন্যবসৎ সুখম্ ।
তত্র সংবসতস্তস্য মুনীনামাশ্রমেষু বৈ ॥২৬
রমতশ্চানুকূল্যেন যযুঃ সংবৎসরা দশ ।
পরিবৃত্য চ ধর্ম্মজ্ঞো রাঘবঃ সহ সীতয়া ॥২৭
সুতীক্ষ্ণস্যাশ্রমপদং পুনরেবাজগাম হ ।
স তমাশ্রমমাগম্য মুনিভিঃ পরিপূজিতঃ ॥২৮
তত্রাপি ন্যবসদ্ রামঃ কঞ্চিৎ কালমরিন্দমঃ ।
অথাশ্রমস্থো বিনয়াৎ কদাচিত্তং মহামুনিম্ ॥২৯
উপাসীনঃ স কাকুৎস্থঃ সুতীক্ষ্ণমিদমব্রবীৎ ।
অস্মিন্নরণ্যে ভগবন্নগস্ত্যো মুনিসত্তমঃ ॥৩০
বসতীতি ময়া নিত্যং কথাঃ কথয়তাং শ্রুতম্ ।
ন তু জানামি তং দেশং বনস্যাস্য মহত্তয়া ॥৩১
কুত্রাশ্রমপদং রম্যং মহর্ষেস্তস্য ধীমতঃ ।
প্রসাদার্থং ভগবতঃ সানুজঃ সহ সীতয়া ॥৩২
অগস্ত্যমধিগচ্ছেয়মভিবাদয়িতুং মুনিম্ ।
মনোরথো মহানেষ হৃদি সম্পরিবর্ত্ততে ॥৩৩
যদহন্তং মুনিবরং শুশ্রূষেয়মপি স্বয়ম্ ।
ইতি রামস্য স মুনিঃ শ্রুত্বা ধর্মাত্মনো বচঃ ॥৩৪
সুতীক্ষ্ণঃ প্রত্যুবাচেদং প্রীতো দশরথাত্মজম্ ।
অহমপ্যেতদেব ত্বাং বক্তুকামঃ সলক্ষ্মণম্ ॥৩৫
অগস্ত্যমভিগচ্ছেতি সীতয়া সহ রাঘব ।
দিষ্ট্যা ত্বিদানীমর্থেঽস্মিন্ স্বয়মেব ব্রবীষি মাম্ ॥৩৬
অয়মাখ্যামি তে রাম যত্রাগস্ত্যো মহামুনিঃ ।
যোজনান্যাশ্রমাত্তাত যাহি চত্বারি বৈ ততঃ ॥
দক্ষিণেন মহান্ শ্রীমানগস্ত্যভ্রাতুরাশ্রমঃ ॥৩৭
স্থলীপ্রায়বনোদ্দেশে পিপ্পলীবনশোভিতে ।
বহুপুষ্পফলে রম্যে নানাবিহগনাদিতে ॥৩৮
পদ্মিন্যো বিবিধাস্তত্র প্রসন্নসলিলাশয়াঃ ।

এক বৎসর, কোনও স্থানে চারি মাস, কোনও স্থানে পাঁচ মাস, কোনও স্থানে ছয়মাস, কোনও স্থানে সাত মাস, কোন স্থানে তিন মাস, কোনও স্থানে অর্দ্ধ মাসের অধিক কাল এবং কোন কোন স্থানে সংবৎসরেরও অধিক কাল পরম সুখে বাস করিলেন। সেই সমস্ত মুনিদিগের মধুর ব্যবহারে প্রীত হইয়া তিনি ঐ সকল আশ্রমে সানন্দে বাস করিতে লাগিলেন ।২২-২৬

এইরূপে তাঁহার দশ বৎসর অতীত হইল। অনন্তর সেই ধর্মজ্ঞ রঘুনন্দন রাম সীতার সহিত পুনর্ব্বার সুতীক্ষ্ণ ঋষির আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করিলেন। তিনি সেই আশ্রমে আগমনপূর্বক মুনিগণকর্তৃক পূজিত হইলেন। তথায় শত্রুতাপন রাম কিয়ৎকাল বাস করিলেন। অনন্তর কাকুৎস্থ রাম সেই আশ্রমে বাস করত কোনসময়ে মহামুনি সুতীক্ষ্ণের নিকট উপবেশন করিয়া তাঁহাকে বিনয় সহকারে বলিলেন,— হে ভগবন্! আমি কথোপকথনকারী ঋষিদিগের মুখে শ্রবণ করিয়াছি যে, এই অরণ্যমধ্যেই ঋষিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্য বাস করেন। কিন্তু এই অরণ্য অতি বিস্তৃত, এই কারণে কোন্ প্রদেশে সেই ধীমান্ মহর্ষির আশ্রম, তাহা আমি অবগত নহি। আমি সীতা ও ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত সেই ভগবান্ অগস্ত্যের অনুগ্রহ লাভের উদ্দেশে প্রণাম নিবেদনের জন্য তাঁহার নিকটে গমন করিব এবং স্বয়ং সেই মুনিশ্রেষ্ঠের সেবা করিব, আমার হৃদয়ে এইরূপ প্রবল বাসনা জাগরিত হইয়াছে। মহামুনি সুতীক্ষ্ণ দশরথতনয় রামের সেই বাক্য শ্রবণে প্রীত হইয়া তাঁহাকে প্রত্যুত্তর করিলেন, 'হে রাঘব! আমিও তোমাকে ও লক্ষ্মণকে সীতার সহিত অগস্ত্য মুনির নিকটে গমন কর' ইহা বলিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম; কিন্তু আমি না বলিতে বলিতেই ভাগ্যানুসারে এক্ষণে তুমি স্বয়ংই আমাকে তাহা বলিতেছ ।২৭-৩৬

রাম! যে প্রদেশে মহামুনি অগস্ত্য বাস করেন, আমি তোমার নিকটে তাহা বলিতেছি—বৎস! তুমি এই আশ্রম হইতে দক্ষিণ দিক দিয়া চারিযোজন পথ গমন করিলে অগস্ত্য মুনির ভ্রাতার আশ্রম পাইবে ।৩৭

বিবিধ পুষ্পফলসমন্বিত, নানাবিধ-বিহঙ্গ শব্দে প্রতিধ্বনিত, পিপ্পলীবৃক্ষসমূহে শোভিত, রমণীয়-স্থলবহুল বনমধ্যে তাঁহার আশ্রম, তথায় হংস

হংসকারণ্ডবাকীর্ণাশ্চক্রবাকোপশোভিতাঃ ॥৩৯
তত্রৈকাং রজনীং ব্যুষ্য প্রভাতে রাম গম্যতাম্ ।
দক্ষিণাং দিশমাস্থায় বনখণ্ডস্য পার্শ্বতঃ ॥৪০
তত্রাগস্ত্যাশ্রমপদং গত্বা যোজনমন্তরম্ ।
রমণীয়ে বনোদ্দেশে বহুপাদপশোভিতে ॥৪১
রংস্যতে তত্র বৈদেহী লক্ষ্মণশ্চ ত্বয়া সহ ।
স হি রম্যো বনোদ্দেশো বহুপাদপসংযুতঃ ॥৪২
যদি বুদ্ধিঃ কৃতা দ্রষ্টুমগস্ত্যং তং মহামুনিম্ ।
অদ্যৈব গমনে বুদ্ধিং রোচয়স্ব মহামতে ॥৪৩
ইতি রামো মুনেঃ শ্রুত্বা সহ ভ্রাত্রাঽভিবাদ্য চ ।
প্রতস্থেঽগস্ত্যমুদ্দিশ্য সানুজঃ সহ সীতয়া ॥৪৪
পশ্যন্ বনানি চিত্রাণি পর্বতাংশ্চাভ্রসন্নিভান্ ।
সরাংসি সরিতশ্চৈব পথি মার্গবশানুগান্ ॥৪৫
সুতীক্ষ্ণেনোপদিষ্টেন গত্বা তেন পথা সুখম্ ।
ইদং পরমসংহৃষ্টো বাক্যং লক্ষ্মণমব্রবীৎ ॥৪৬

এতদেবাশ্রমপদং নূনং তস্য মহাত্মনঃ ।
অগস্ত্যস্য মুনের্ভ্রাতুর্দৃশ্যতে পুণ্যকর্মণঃ ॥৪৭
যথা হি মে বনস্যাস্য জ্ঞাতাঃ পথি সহস্রশঃ ।
সন্নতাঃ ফলভারেণ পুষ্পভারেণ চ দ্রুমাঃ ॥৪৮
পিপ্পলীনাঞ্চ পক্বানাং বনাদস্মাদুপাগতঃ ।
গন্ধোঽয়ং পবনোৎক্ষিপ্তঃ সহসা কটুকোদয়ঃ ॥৪৯
তত্র তত্র চ দৃশ্যন্তে সংক্ষিপ্তাঃ কাষ্ঠসঞ্চয়াঃ ।
লুনাশ্চ পরিদৃশ্যন্তে দর্ভা বৈদূর্য্যবর্চসঃ ॥৫০
এতচ্চ বনমধ্যস্থং কৃষ্ণাভ্রশিখরোপমম্ ।
পাবকস্যাশ্রমস্থস্য ধূমাগ্রং সম্প্রদৃশ্যতে ॥৫১
বিবিক্তেষু চ তীর্থেষু কৃতস্নানা দ্বিজাতয়ঃ ।
পুষ্পোপহারং কুর্বন্তি কুসুমৈঃ স্বয়মর্জিতৈঃ ॥৫২
ততঃ সুতীক্ষ্ণবচনং যথা সৌম্য ময়া শ্রুতম্ ।
অগস্ত্যস্যাশ্রমো ভ্রাতুর্নূনমেষ ভবিষ্যতি ॥৫৩

এবং চক্রবাকসমূহে পরিশোভিত অনেক নির্মল সরোবর আছে। রাম তুমি সেই আশ্রমে এক রাত্রি বাস করিয়া প্রভাতে নিকটবর্তী বনের পার্শ্বভাগ দিয়া দক্ষিণদিক অবলম্বনপূর্বক একযোজন পথ গমন করিলে বিবিধ বৃক্ষশোভিত রমণীয় কাননমধ্যবর্ত্তী অগস্ত্য ঋষির আশ্রম প্রাপ্ত হইবে।৩৮-৪১

তথায় যাইলে তুমি বিদেহরাজসুতা সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত সানন্দে বিচরণ করিতে পারিবে; কারণ, সেই নানাবিধ বৃক্ষযুক্ত অরণ্যপ্রদেশ অতি রমণীয়।৪২

হে মহামতে! যখন তুমি সেই মহামুনি অগস্ত্যকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করিয়াছ, তখন অদ্যই তথায় যাইতে চেষ্টা কর।৪৩

রাম সুতীক্ষ্ণমুনির বাক্য শ্রবণপূর্বক তখনই সীতা ও ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া অগস্ত্য ঋষির আশ্রমে গমন করিলেন।৪৪

অনন্তর তিনি বিচিত্র বন, মেঘসদৃশ পর্বত, সরোবর ও নদী দর্শন করিতে করিতে সুতীক্ষ্ণঋষিকর্তৃক উপদিষ্ট সেই পথ দিয়া সুখে গমন করত অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন।৪৫-৪৬

এই যে আশ্রম দেখা যাইতেছে, ইহাতে নিশ্চয়ই সেই পুণ্যকর্মা মুনি মহাত্মা অগস্ত্যভ্রাতা বাস করেন। আমি যেরূপ সুতীক্ষ্ণমুনির নিকট বর্ণনা শ্রবণ করিয়াছি, এই বনে পথিমধ্যে তাদৃশ সহস্র সহস্র বৃক্ষ ফল-পুষ্পভারে অবনত হইয়া রহিয়াছে।৪৭-৪৮

এই বন হইতে সহসা পক্ব পিপ্পলীফলের কটু গন্ধ বায়ুকর্তৃক বাহিত হইয়া আসিতেছে। স্থানে স্থানে সঞ্চিত কাষ্ঠরাশি এবং ছিন্ন বৈদূর্য্যতুল্য প্রভাশালী কুশসমূহ দেখা যাইতেছে। এই বনমধ্যবর্ত্তী আশ্রমস্থ অগ্নিধূমের অগ্রভাগ কৃষ্ণমেঘযুক্ত পর্বত শিখরের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। এই সমস্ত নির্জন সরোবরতীর্থে ব্রাহ্মণগণ স্নান করিয়া স্বয়ং আহৃত পুষ্পসমূহ দ্বারা দেবতাদের আরাধনা করিতেছেন। হে শুভদর্শন! আমি সুতীক্ষ্ণমুনির যেসব বাক্য শ্রবণ করিয়াছি, তাহাতে বোধ হইতেছে যে, ইহা নিশ্চয়ই সেই অগস্ত্য-ভ্রাতার আশ্রম হইবে।৪৯-৫৩

নিগৃহ্য তরসা মৃত্যুং লোকানাং হিতকাম্যয়া।
যস্য ভ্রাত্রা কৃতেয়ং দিক্ শরণ্যা পুণ্যকর্মণা ॥৫৪
ইহৈকদা কিল ক্রূরো বাতাপিরপি চেল্বলঃ।
ভ্রাতরৌ সহিতাবাস্তাং ব্রাহ্মণঘ্নৌ মহাসুরৌ ॥৫৫
ধারয়ন্ ব্রাহ্মণং রূপমিল্বলঃ সংস্কৃতং বদন্।
আমন্ত্রয়তি বিপ্রান্ স শ্রাদ্ধমুদ্দিশ্য নির্ঘৃণঃ ॥৫৬
ভ্রাতরং সংস্কৃতং কৃত্বা ততস্তং মেষরূপিণম্।
তান্ দ্বিজান্ ভোজয়ামাস শ্রাদ্ধদৃষ্টেন কর্মণা ॥৫৭
ততো ভুক্তবতাং তেষাং বিপ্রাণামিল্বলোঽব্রবীৎ।
বাতাপে নিষ্ক্রমস্বেতি স্বরেণ মহতা বদন্ ॥৫৮
ততো ভ্রাতুর্বচঃ শ্রুত্বা বাতাপির্মেষবন্নদন্।
ভিত্বা ভিত্বা শরীরাণি ব্রাহ্মণানাং বিনিষ্পতৎ ॥৫৯
ব্রাহ্মণানাং সহস্রাণি তৈরেবং কামরূপিভিঃ।
বিনাশিতানি সংহত্য নিত্যশঃ পিশিতাশনৈঃ ॥৬০

অগস্ত্যেন তদা দেবৈঃ প্রার্থিতেন মহর্ষিণা।
অনুভূয় কিল শ্রাদ্ধে ভক্ষিতঃ স মহাসুরঃ ॥৬১
ততঃ সম্পন্নমিত্যুক্ত্বা দত্ত্বা হস্তেঽবনেজনম্।
ভ্রাতরং নিষ্ক্রমস্বেতি ইল্বলঃ সমভাষত ॥৬২
স তদা ভাষমাণং তু ভ্রাতরং বিপ্রঘাতিনম্।
অব্রবীৎ প্রহসন্ ধীমানগস্ত্যো মুনিসত্তমঃ ॥৬৩
কুতো নিষ্ক্রমিতুং শক্তির্ময়া জীর্ণস্য রক্ষসঃ।
ভ্রাতুস্ত মেষরূপস্য গতস্য যমসাদনম্ ॥৬৪
অথ তস্য বচঃ শ্রুত্বা ভ্রাতুর্নিধনসংশ্রিতম্।
প্রধর্ষয়িতুমারেভে মুনিং ক্রোধান্নিশাচরঃ ॥৬৫
সোঽভ্যদ্রবদ্দ্বিজেন্দ্রং তং মুনিনা দীপ্ততেজসা।
চক্ষুষানলকল্পেন নির্দগ্ধো নিধনং গতঃ ॥৬৬
তস্যায়মাশ্রমো ভ্রাতুস্তটাকবনশোভিতঃ।
বিপ্রানুকম্পয়া যেন কর্মেদং দুষ্করং কৃতম্ ॥৬৭

তাঁহার ভ্রাতা পুণ্যকর্মা অগস্ত্যঋষি মানবদিগের কল্যাণকামনায় বলপূর্বক মৃত্যুস্বরূপ বাতাপি ও ইল্বল নামক দুই অসুরকে নিগৃহীত করিয়া এই দক্ষিণ দিক্‌কে সকলের বাসযোগ্য করিয়াছেন।৫৪

এক সময় এই প্রদেশে মহাসুর বাতাপি ও ইল্বল নামে ব্রাহ্মণঘাতী ও অতিক্রূর দুই ভ্রাতা একত্র বাস করিত। সেই নির্দয় ইল্বল ব্রাহ্মণরূপ ধারণ করিয়া সংস্কৃতবাক্য প্রয়োগ করত ব্রাহ্মণদিগকে নিমন্ত্রণ করিত, এবং মেষরূপধারী স্বীয় ভ্রাতাকে যথাবিধি সংস্কৃত করিয়া শাস্ত্রবিহিত কর্ম অনুসারে সেইব্রাহ্মণদিগকে তাহার মাংস ভোজন করাইত।৫৫-৫৭

অনন্তর সেই সমস্ত ব্রাহ্মণগণ ভোজন করিয়া উঠিলে 'তুমি বহির্গত হও' ইহা বলিবার পরে বাতাপি ভ্রাতার বাক্য শ্রবণ করিয়া মেষের ন্যায় শব্দ করত ব্রাহ্মণদিগের শরীর ভেদ করিয়া বহির্গত হইত। সেই যদৃচ্ছা রূপধারী মাংসভোজী অসুরগণ এইরূপে নিত্যই সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণদিগকে বিনাশ করিত।৫৮-৬০

তখন দেবতাগণ মহর্ষি অগস্ত্যকে প্রার্থনা করিলে তিনি শ্রাদ্ধসময়ে শাকরূপধারী বাতাপি মহাসুরকে অনুভব করিয়া তাহাকে ভক্ষণ করিয়াছিলেন। অনন্তর শুদ্ধির জন্য ইল্বল তাঁহার হস্তে জল প্রদান করিয়া তাঁহাকে শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে কি? ইহা বলিয়া ভ্রাতাকে নির্গত হইতে বলিল। ৬১-৬২

বিপ্রঘাতী ইল্বল ভ্রাতাকে ঐরূপ বলিলে সেই ধীমান্ মুনিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্য হাস্য করিতে করিতে বলিলেন—আমি মেষরূপধারী তোর ভ্রাতাকে জীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছি, সে যমালয়ে গমন করিয়াছে, তাহার আর নির্গত হইবার শক্তি কোথায়?৬৩-৬৪

অনন্তর নিশাচর ইল্বল মহর্ষির উক্ত ভ্রাতৃ-নিধন-জ্ঞাপক বাক্য শ্রবণ করত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে মারিবার জন্য উদ্যত হইল। যখন ঐ রাক্ষস তাঁহার অভিমুখে ধাবিত হইয়াছিল, তখন সেই প্রদীপ্ততেজা অগস্ত্যমুনি অগ্নিতুল্য তেজসম্পন্ন স্বীয় দৃষ্টি দ্বারা তাহাকে দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। এইরূপেই সে নিহত হইয়াছিল। যিনি ব্রাহ্মণদিগের প্রতি দয়া করিয়া এই দুষ্কর কর্ম করিয়াছিলেন, সেই অগস্ত্যমুনির ভ্রাতার বহু সরোবর ও বন দ্বারা শোভিত এই আশ্রম। সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণের সহিত রাম যেসময়ে ঐরূপ কথোপকথন করিতেছেন,

এবং কথয়মানস্য তস্য সৌমিত্রিণা সহ।
রামস্যাস্তং গতঃ সূর্যঃ সন্ধ্যাকালোঽভ্যবর্ত্তত ॥৬৮
উপাস্য পশ্চিমাং সন্ধ্যাং সহ ভ্রাত্রা যথাবিধি।
প্রবিবেশাশ্রমপদং তমৃষিং চাভ্যবাদয়ৎ ॥৬৯
সম্যক্ প্রতিগৃহীতস্তু মুনিনা তেন রাঘবঃ।
ন্যবসত্তাং নিশামেকাং প্রাশ্য মূলফলানি চ ॥৭০
তস্যাং রাত্র্যাং ব্যতীতায়ামুদিতে রবিমণ্ডলে।
ভ্রাতরং তমগস্ত্যস্য আমন্ত্রয়ত রাঘবঃ ॥৭১
অভিবাদয়ে ত্বাং ভগবন্ সুখমস্ম্যুষিতো নিশাম্।
আমন্ত্রয়ে ত্বাং গচ্ছামি গুরুং তে দ্রষ্টুমগ্রজম্ ॥৭২
গম্যতামিতি তেনোক্তো জগাম রঘুনন্দনঃ।
যথোদ্দিষ্টেন মার্গেণ বনং তচ্চাবলোকয়ন্ ॥৭৩
নীবারান্ পনসান্ শালান্ বঞ্জুলাংস্তিনিশাংস্তথা।
চিরিবিল্বান্ মধূকাংশ্চ বিল্বানথ চ তিন্দুকান্ ॥৭৪
পুষ্পিতান্ পুষ্পিতাগ্রাভির্লতাভিরুপশোভিতান্।
দদর্শ রামঃ শতশস্তত্র কান্তারপাদপান্ ॥৭৫
হস্তি-হস্তৈর্বিমৃদিতান্ বানরৈরুপশোভিতান্।
মত্তৈঃ শকুনিসঙ্ঘৈশ্চ শতশঃ প্রতিনাদিতান্ ॥৭৬
ততোঽব্রবীৎ সমীপস্থং রামো রাজীবলোচনঃ।
পৃষ্ঠতোঽনুগতং বীরং লক্ষ্মণং লক্ষ্মিবর্ধনম্ ॥৭৭
স্নিগ্ধপত্রা যথা বৃক্ষা যথা ক্ষান্তা মৃগদ্বিজাঃ।
আশ্রমো নাতিদূরস্থো মহর্ষের্ভাবিতাত্মনঃ ॥৭৮
অগস্ত্য ইতি বিখ্যাতো লোকে স্বেনৈব কর্মণা।
আশ্রমো দৃশ্যতে তস্য পরিশ্রান্তশ্রমাপহঃ ॥৭৯
প্রাজ্যধূমাকুলবনশ্চীরমালাপরিষ্কৃতঃ।
প্রশান্তমৃগযূথশ্চ নানাশকুনিনাদিতঃ ॥৮০
নিগৃহ্য তরসা মৃত্যুং লোকানাং হিতকাম্যয়া।
দক্ষিণা দিক্ কৃতা যেন শরণ্যা পুণ্যকর্মণা ॥৮১

সেই সময় সূর্য্য অস্তগত হইলেন এবং সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইল। তিনি ভ্রাতার সহিত যথাবিধি স্বায়ংকালীন উপাসনা সমাপন করিয়া সেই ঋষির আশ্রমে প্রবেশপূর্বক মহর্ষির চরণে প্রণত হইলেন। অনন্তর সেই ঋষি রঘুনন্দন রামকে যথানিয়মে পাদ্যাদিদ্বারা সৎকার করিলে তিনি তাহার নিকট হইতে ফলমূল গ্রহণ করিয়া তথায় রাত্রি যাপন করিলেন।৬৭-৭০

রাত্রিশেষে সূর্য্য উদিত হইলে রঘুনন্দন রাম বিদায় লইবার জন্য অগস্ত্যভ্রাতার অনুমতি প্রার্থনা করিয়া তাহাকে বলিলেন,—হে ভগবন্! আমি আপনাকে প্রণাম করিতেছি, আমি সুখে রাত্রি যাপন করিয়াছি। সম্প্রতি পূজনীয় আপনার জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে দর্শন করিবার জন্য গমনের অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি।৭১-৭২

অনন্তর অগস্ত্যভ্রাতা রঘুনন্দন রামকে বলিলেন—আচ্ছা, গমন কর। মহর্ষির নিকট হইতে আজ্ঞা পাইয়া রঘুনন্দন রাম সুতীক্ষ্ণমুনিকর্তৃক উপদিষ্ট পথ দিয়া শোভা দর্শন করিতে করিতে যাইতে লাগিলেন ৭৩

পরে সেই পদ্মলোচন রাম অগস্ত্য ঋষির আশ্রমের নিকটবর্ত্তী হইয়া তথায় নীবার, পনস, সাল, করঞ্জ, বিল্ব, মধুক, তিন্দুক, এবং হস্তীশুণ্ডে মর্দিত, বানরগণে শোভিত, প্রমত্ত বিহঙ্গদিগের শব্দে নিনাদিত, পুষ্পসমন্বিতা লতাসমূহে সুশোভিত ও শত শত পুষ্পযুক্ত বনজাত বৃক্ষ দর্শন করিলেন, এবং সমীপস্থ পশ্চাদ্বর্ত্তী শোভাবর্দ্ধন লক্ষ্মণকে বলিলেন,—বৃক্ষসকলের পত্র যেরূপ স্নিগ্ধ ও মৃগগণ যেরূপ শান্ত দৃষ্ট হইতেছে, তাহাতে বোধ হইতেছে, সেই বিশুদ্ধচিত্ত মহর্ষি অগস্ত্যের আশ্রম আর দূরবর্ত্তী নহে। যিনি স্বীয় কর্ম দ্বারা লোকমধ্যে 'অগস্ত্য' * নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, ধূমদ্বারা ব্যাপ্ত বনমধ্যবর্ত্তী, চীরমালাসমাকীর্ণ, শান্তিযুক্তমৃগসমূহে সমাকূল এবং নানাবিধ প্রতিধ্বনিযুক্ত ও পরিশ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের শ্রমনিবারক তাঁহার ঐ আশ্রম দেখা যাইতেছে।৭৪-৮০

যিনি মানবদিগের হিতাভিলাষী হইয়া বলপূর্বক যমতুল্য অসুরকে নিগৃহীত করিয়া এই দক্ষিণদিক্‌কে মনুষ্যের বাসযোগ্য করিয়াছেন, এবং রাক্ষসগণ যাঁহার প্রভাবে সন্ত্রস্ত হইয়া এই দক্ষিণদিকে আগমন করে না,

* অগং পর্বতং স্তম্ভয়তি ইতি অগস্ত্য, যিনি অগ অর্থাৎ পর্বতকে স্তম্ভিত করেন, তিনি অগস্ত্য।

তস্যেদমাশ্রমপদং প্রভাবাদ্ যস্য রাক্ষসৈঃ।
দিগিয়ং দক্ষিণা ত্রাসাদ্ দৃশ্যতে নোপভুজ্যতে ॥৮২
যদাপ্রভৃতি চাক্রান্তা দিগিয়ং পুণ্যকর্মণা।
তদাপ্রভৃতি নির্বৈরাঃ প্রশান্তা রজনীচরাঃ ॥৮৩
নাম্না চেয়ং ভগবতো দক্ষিণা দিক্‌প্রদক্ষিণা।
প্রথিতা ত্রিষু লোকেষু দুর্ধর্ষা ক্রূরকর্মভিঃ ॥৮৪
মার্গং নিরোদ্ধুং সততং ভাস্করস্যাচলোত্তমঃ।
সন্দেশং পালয়ংস্তস্য বিন্ধ্যশৈলো ন বর্ধতে ॥৮৫
অয়ং দীর্ঘায়ুষস্তস্য লোকে বিশ্রুতকর্মণঃ।
অগস্ত্যস্যাশ্রমঃ শ্রীমান্ বিনীতমৃগসেবিতঃ ॥৮৬
এষ লোকার্চিতঃ সাধুহিতে নিত্যং রতঃ সতাম্।
অস্মানধিগতানেষ শ্রেয়সা যোজয়িষ্যতি ॥৮৭
আরাধয়িষ্যাম্যত্রাহমগস্ত্যং তং মহামুনিম্।
শেষঞ্চ বনবাসস্য সৌম্য বৎস্যাম্যহং প্রভো ॥৮৮
অত্র দেবাঃ সগন্ধর্বাঃ সিদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ।
অগস্ত্যং নিয়তাহারাঃ সততং পর্য্যুপাসতে ॥৮৯
নাত্র জীবেন্মৃষাবাদী ক্রূরো বা যদি বা শঠঃ।
নৃশংসঃ পাপবৃত্তো বা মুনিরেষ তথাবিধঃ ॥৯০
অত্র দেবাশ্চ যক্ষাশ্চ নাগাশ্চ পতগৈঃ সহ।
বসন্তি নিয়তাহারা ধর্মমারাধয়িষ্ণবঃ ॥৯১
অত্র সিদ্ধা মহাত্মানো বিমানৈঃ সূর্য্যসন্নিভৈঃ।
ত্যক্ত্বা দেহান্নবৈর্দেহৈঃ স্বর্যাতাঃ পরমর্ষয়ঃ ॥৯২
যক্ষত্বমমরত্বঞ্চ রাজ্যানি বিবিধানি চ।
অত্র দেবাঃ প্রযচ্ছন্তি ভূতৈরারাধিতাঃ শুভৈঃ ॥৯৩
আগতাঃ স্মাশ্রমপদং সৌমিত্রে প্রবিশাগ্রতঃ।
নিবেদয়েহ মাং প্রাপ্তমৃষয়ে সহ সীতয়া ॥৯৪
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অরণ্যকাণ্ডে একাদশঃ সর্গঃ ॥

দূর হইতে অবলোকন মাত্র করে, ঐ সেই পুণ্যকর্মা মহর্ষি অগস্ত্যের আশ্রম। সেই পুণ্যকর্মা অগস্ত্য যখন হইতে এইদিকে আগমন করিয়াছেন, রাক্ষসেরা তখন হইতেই শত্রুতা পরিত্যাগ করিয়া শান্তস্বভাব হইয়াছে।৮১-৮৩

এই দক্ষিণদিক্ সেই ভগবান অগস্ত্যঋষির প্রভাবে ক্রূরকর্মা রাক্ষসদিগের অধর্ষণীয় ও মানবদিগের বাসযোগ্য হইয়া ত্রিলোকমধ্যে তাঁহার নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছে। পর্বতশ্রেষ্ঠ বিন্ধ তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করত সূর্য্যের পথ রোধ করিবার জন্য আর নিরন্তর বৰ্দ্ধিত হইতেছেন না। লোকমধ্যে বিখ্যাতকর্মা সেই দীর্ঘায়ু মহর্ষি অগস্ত্যের ঐ আশ্রম নিরীহ মৃগগণে সেবিত ও শোভামণ্ডিত। আমরা সমস্ত লোকপূজিত ও নিয়ত সাধুদিগের কল্যাণসাধনে নিরত ঐ সাধুচরিত্র মহর্ষির আশ্রমে গমন করিলে উনি আমাদিগের কল্যাণ বিধান করিবেন।৮৪-৮৭

হে সুন্দরদর্শন! আমি তথায় যাইয়া সেই মহামুনি অগস্ত্যকে আরাধনা করিব এবং বনবাসের অবশিষ্ট কাল তথায় বাস করিব। ঐ আশ্রমে দেব, গন্ধর্ব ও তপস্যাসিদ্ধ মহর্ষিগণ সংযতাহার হইয়া নিরন্তর অগস্ত্য ঋষিকে উপাসনা করেন। ঐ মহর্ষি এরূপ প্রভাব-সম্পন্ন যে, উঁহার আশ্রমে মিথ্যাবাদী, ক্রূর, শঠ, নৃশংস বা পাপচারী ব্যক্তি জীবিত থাকে না।৮৮-৯০

ঐ আশ্রমে দেব, যক্ষ, নাগ ও পক্ষিগণ ধর্মচর্চার জন্য আহার সংযত করিয়া বাস করেন। সেই স্থানে যে সমস্ত মহাত্মা মহর্ষিগণ তপস্যায় সিদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহারা পুরাতন-দেহ পরিত্যাগ করিয়া নবকলেবর ধারণ করত সূর্য্যতুল্য প্রভাশালী বিমানে আরোহণপূর্বক স্বর্গে গমন করিয়াছেন।৯১-৯২

যে সমস্ত শুভকর্মকারী প্রাণীগণ ঐ আশ্রমে থাকিয়া দেবতাগণের আরাধনা করেন, তাঁহাদিগকে দেবতাগণ দেবত্ব, যক্ষত্ব বা নানাবিধ রাজ্য প্রদান করিয়া থাকেন। হে সুমিত্রাকুমার! আমরা অগস্ত্যমুনির আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছি। সম্প্রতি তুমি অগ্রে আশ্রমে প্রবেশ কর এবং আমি সীতার সহিত এখানে আগমন করিয়াছি—ইহা মহর্ষিকে নিবেদন কর।৯৩-৯৪

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে একাদশ সর্গ সমাপ্ত।

দ্বাদশঃ সর্গঃ

[শ্রীরামপ্রভৃতীনামগস্ত্যাশ্রম প্রবেশঃ, মুনিনা অতিথীনাং তেষাং সৎকারঃ, রামস্য দিব্যশস্ত্রপ্রাপ্তিশ্চ ।]

স প্রবিশ্যাশ্রমপদং লক্ষ্মণো রাঘবানুজঃ ।
অগস্ত্যশিষ্যমাসাদ্য বাক্যমেতদুবাচ হ ॥১
রাজা দশরথো নাম জ্যেষ্ঠস্তস্য সুতো বলী ।
রামঃ প্রাপ্তো মুনিং দ্রষ্টুং ভার্য্যয়া সহ সীতয়া ॥২
লক্ষ্মণো নাম তস্যাহং ভ্রাতা ত্ববরজো হিতঃ ।
অনুকূলশ্চ ভক্তশ্চ যদি তে শ্রোত্রমাগতঃ ॥৩
তে বয়ং বনমত্যুগ্রং প্রবিষ্টাঃ পিতৃশাসনাৎ ।
দ্রষ্টুমিচ্ছামহে সর্বে ভগবন্তং নিবেদ্যতাম্ ॥৪
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা লক্ষ্মণস্য তপোধনঃ ।
তথেত্যুক্ত্বাগ্নিশরণং প্রবিবেশ নিবেদিতুম্ ॥৫
স প্রবিশ্য মুনিশ্রেষ্ঠং তপসা দুষ্প্রধর্ষণম্ ।
কৃতাঞ্জলিরুবাচেদং রামাগমনমঞ্জসা ॥৬
যথোক্তং লক্ষ্মণেনৈব শিষ্যোঽগস্ত্যস্য সম্মতঃ ।
পুত্রৌ দশরথস্যেমৌ রামো লক্ষ্মণ এব চ ॥৭
প্রবিষ্টাবাশ্রমপদং সীতয়া সহ ভার্য্যয়া ।
দ্রষ্টুং ভবন্তমায়াতৌ শুশ্রূষার্থমরিন্দমৌ ॥৮
যদত্রানন্তরং তৎ ত্বমাজ্ঞাপয়িতুমর্হসি ।
ততঃ শিষ্যাদুপশ্রুত্য প্রাপ্তং রামং সলক্ষ্মণম্ ॥৯
বৈদেহীঞ্চ মহাভাগামিদং বচনমব্রবীৎ ।
দিষ্ট্যা রামশ্চিরস্যাদ্য দ্রষ্টুং মাং সমুপাগতঃ ॥১০
মনসা কাঙ্ক্ষিতং হ্যস্য ময়াপ্যাগমনং প্রতি ।
গম্যতাং সৎকৃতো রামঃ সভার্য্যঃ সহলক্ষ্মণঃ ॥১১
প্রবেশ্যতাং সমীপং মে কিমসৌ ন প্রবেশিতঃ ।
এবমুক্তস্তু মুনিনা ধর্মজ্ঞেন মহাত্মনা ॥১২

দ্বাদশ সর্গ

[শ্রীরাম প্রভৃতির অগস্ত্যাশ্রমে প্রবেশ, মুনিকর্তৃক অতিথি সৎকার ও রামের দিব্য অস্ত্র-শস্ত্রপ্রাপ্তি]।

রামানুজ লক্ষ্মণ অগ্রে আশ্রমমধ্যে প্রবেশ করিয়া অগস্ত্য ঋষির এক শিষ্যের নিকট যাইয়া বলিলেন,—রাজা দশরথের জ্যেষ্ঠপুত্র বলবান্ রাম ভার্য্যা সীতার সহিত অগস্ত্যমুনিকে দর্শন করিবার জন্য এখানে আসিয়াছেন ।১-২

আমার নাম লক্ষ্মণ, আমি তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং তাঁহার বশবর্তী, হিতকারী ও ভক্ত। আশা করি—আপনারা তাহা শ্রবণ করিয়াছেন। আমরা পিতার আদেশে অতি ভয়ঙ্কর বনে প্রবিষ্ট হইয়াছি। এক্ষণে ভগবান্ অগস্ত্যমুনিকে দর্শন করিতে অভিলাষ করিতেছি। আপনি তাঁহাকে ইহা নিবেদন করুন ।৩-৪

সেই তপোধন লক্ষ্মণের উক্ত বাক্য শ্রবণ করত 'তাঁহাকে নিবেদন করিতেছি' বলিয়া অগস্ত্যকে নিবেদন করিবার জন্য অগ্নিগৃহে প্রবেশ করিলেন ।৫

অগস্ত্য ঋষির প্রিয় শিষ্য তথায় প্রবিষ্ট হইয়া অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া তপোবলে বলীয়ান্ বলিয়া অধর্ষণীয় মুনিশ্রেষ্ঠকে লক্ষ্মণের বাক্যানুসারে রামের আগমনবার্ত্তা এইরূপে বলিলেন,—দশরথতনয় শত্রুদমন রাম ভার্য্যা সীতা ও ভ্রাতা অরিন্দম লক্ষ্মণের সহিত আপনাকে দর্শন ও সেবা করিবার জন্য আশ্রমে প্রবেশ করিয়াছেন ।৬-৮

এ বিষয়ে যাহা বক্তব্য, তাহা আপনি আদেশ করুন। অনন্তর অগস্ত্য ঋষি শিষ্যের নিকট রাম, লক্ষ্মণ ও মহাভাগ্যবতী সীতাদেবীর আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন,—সৌভাগ্যক্রমে বহু কাল পরে রাম আমাকে দর্শন করিবার জন্য আগমন করিয়াছেন ।৯-১০

আমিও মনেমনে তাঁহার আগমন আকাঙ্ক্ষা করিতেছিলাম। তুমি যাও এবং রামকে ভার্য্যা সীতা

অভিবাদ্যাব্রবীচ্ছিষ্যস্তথেতি নিয়াতাঞ্জলিঃ।
তদা নিষ্ক্রম্য সম্ভ্রান্তঃ শিষ্যো লক্ষ্মণমব্রবীৎ ॥১৩
কোঽসৌ রামো মুনিং দ্রষ্টুমেতু প্রবিশতু স্বয়ম্।
ততো গত্বাশ্রমপদং শিষ্যেণ সহ লক্ষ্মণঃ ॥১৪
দর্শয়ামাস কাকুৎস্থং সীতাঞ্চ জনকাত্মজাম্।
তং শিষ্যঃ প্রশ্রিতং বাক্যমগস্ত্যবচনং ব্রুবন্ ॥১৫
প্রাবেশয়দ্ যথান্যায়ং সৎকারার্হং সুসৎকৃতম্।
প্রবিবেশ ততো রামঃ সীতয়া সহ লক্ষ্মণঃ ॥১৬
প্রশান্তহরিণাকীর্ণমাশ্রমং হ্যবলোকয়ন্।
স তত্র ব্রহ্মণঃ স্থানমগ্নেঃ স্থানং তথৈব চ ॥১৭
বিষ্ণোঃ স্থানং মহেন্দ্রস্য স্থানং চৈব বিবস্বতঃ।
সোমস্থানং ভগস্থানং স্থানং কৌবেরমেব চ ॥১৮
ধাতুর্বিধাতুঃ স্থানঞ্চ বায়োঃ স্থানং তথৈব চ।
স্থানঞ্চ পাশহস্তস্য বরুণস্য মহাত্মনঃ ॥১৯
স্থানং তথৈব গায়ত্র্যা বসূনাং স্থানমেব চ।
স্থানঞ্চ নাগরাজস্য গরুড়স্থানমেব চ ॥২০
কার্ত্তিকেয়স্য চ স্থানং ধর্মস্থানঞ্চ পশ্যতি।
ততঃ শিষ্যৈঃ পরিবৃতো মুনিরপ্যভিনিষ্পতৎ ॥২১
তং দদর্শাগ্রতো রামো মুনীনাং দীপ্ততেজসম্।
অব্রবীদ্ বচনং বীরো লক্ষ্মণং লক্ষ্মিবর্ধনম্ ॥২২
বহির্লক্ষ্মণ নিষ্ক্রামত্যগস্ত্যো ভগবানৃষিঃ।
ঔদার্য্যেণাবগচ্ছামি নিধানং তপসামিদম্ ॥২৩
এবমুক্ত্বা মহাবাহুরগস্ত্যং সূর্য্যবর্চসম্।
জগ্রাহাপততস্তস্য পাদৌ চ রঘুনন্দনঃ ॥২৪
অভিবাদ্য তু ধর্মাত্মা তস্থৌ রামঃ কৃতাঞ্জলিঃ।
সীতয়া সহ বৈদেহ্যা তদা রামঃ স লক্ষ্মণঃ ॥২৫
প্রতিগৃহ্য চ কাকুৎস্থমর্চয়িত্বাঽসনোদকৈঃ।
কুশলপ্রশ্নমুক্ত্বা চ আস্যতামিতি সোঽব্রবীৎ ॥২৬

ও লক্ষ্মণের সহিত সসম্মানে আমার নিকটে আনয়ন কর। তুমি কেন দেখিবামাত্র তাঁহাকে এখানে প্রবেশ করিবার জন্য অভ্যর্থনা কর নাই? সেই শিষ্য ধর্ম্মজ্ঞ মহাত্মা মুনিকর্ত্তৃক ঐ রূপ উক্ত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করত কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন,—আমি এখনই তাঁহাদিগকে লইয়া আসিতেছি। পরে তিনি তথা হইতে সম্ভ্রম-সহকারে নির্গত হইয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন।১১-১৩

রাম কে? তিনি আসুন। মুনিকে দর্শন করিবার জন্য স্বয়ং প্রবেশ করুন। অনন্তর লক্ষ্মণ সেই শিষ্যের সহিত আশ্রমের প্রান্তভাগে যাইয়া তাঁহাকে কাকুৎস্থ রাম ও জনকদুহিতা সীতাকে দেখাইলেন। তখন সেই শিষ্য সৎকারযোগ্য রামের পাদ্যাদির দ্বারা সৎকার করত তাহাকে সবিনয়ে অগস্ত্যবাক্য বলিতে বলিতে সম্মানসহকারে যথানিয়মে আশ্রমের ভিতরে লইয়া গেলেন।১৪-১৬

পরে রাম সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত শান্তস্বভাব হরিণে পূর্ণ সেই আশ্রম অবলোকন করত তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি তথায় প্রবিষ্ট হইয়া ব্রহ্মা, অগ্নি, বিষ্ণু, মহেন্দ্র, সূর্য, চন্দ্র, কুবের, ধাতা, বিধাতা, বায়ু, পাশধারী মহাত্মা বরুণ, গায়ত্রীদেবী, বসুগণ, নাগরাজ বাসুকি, গরুড়, কার্ত্তিক ও ধর্মের পৃথক্ পৃথক্ স্থান দর্শন করিলেন। অনন্তর অগস্ত্যমুনি শিষ্যগণে পরিবৃত হইয়া অগ্নিগৃহ হইতে বহির্গত হইলেন।১৭-২১

বীর্য্যশালী রাম মুনিদিগের অগ্রবর্ত্তী দীপ্ততেজা অগস্ত্যমুনিকে সম্মুখে আগমন করিতে দেখিয়া শোভাবর্দ্ধন লক্ষ্মণকে বলিলেন,—লক্ষ্মণ! তপস্যার আকর ঐ ভগবান্ অগস্ত্য ঋষি বহির্দেশে আগমন করিতেছেন। এক্ষণে আমি বিনীত হইয়া তপোধনের নিকটে গমন করি।২২-২৩

মহাবাহু রঘুনন্দন রাম লক্ষ্মণকে ঐরূপ বলিয়া সূর্য্যতুল্য তেজস্বী অগস্ত্যঋষিকে আগত দেখিয়া তাঁহার চরণে প্রণাম করিলেন। ধর্মাত্মা লোকাভিরাম রাম সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন সেই অগস্ত্যঋষি কাকুৎস্থ রামকে অতি আদরের সহিত গ্রহণপূর্ব্বক আসন ও জল দ্বারা অর্চনাদি করিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন ও উপবেশন করিতে বলিলেন।২৪-২৬

অগ্নিং হুত্বা প্রদায়ার্ঘ্যমতিথীন্ প্রতিপূজ্য চ।
বানপ্রস্থেন ধর্ম্মেণ স তেষাং ভোজনং দদৌ ॥২৭

প্রথমং চোপবিশ্যাথ ধর্মজ্ঞো মুনিপুঙ্গবঃ।
উবাচ রামমাসীনং প্রাঞ্জলিং ধর্মকোবিদম্ ॥২৮

অন্যথা খলু কাকুৎস্থ তপস্বী সমুদাচরন্।
দুঃসাক্ষীব পরে লোকে স্বানি মাংসানি ভক্ষয়েৎ ॥২৯

রাজা সর্বস্য লোকস্য ধর্মচারী মহারথঃ।
পূজনীয়শ্চ মান্যশ্চ ভবান্ প্রাপ্তঃ প্রিয়াতিথিঃ ॥৩০

এবমুক্ত্বা ফলৈর্মূলৈঃ পুষ্পৈশ্চান্যৈশ্চ রাঘবম্।
পূজয়িত্বা যথাকামং ততোঽগস্ত্যস্তমব্রবীৎ ॥৩১

ইদং দিব্যং মহচ্চাপং হেমবজ্রবিভূষিতম্।
বৈষ্ণবং পুরুষব্যাঘ্র নির্মিতং বিশ্বকর্মণা ॥৩২

অমোঘঃ সূর্য্যসঙ্কাশো ব্রহ্মদত্তঃ শরোত্তমঃ।
দত্তৌ মম মহেন্দ্রেণ তূণী চাক্ষয্য-সায়কৌ ॥৩৩

সম্পূর্ণৌ নিশিতৈর্বাণৈর্জ্বলদ্ভিরিব পাবকৈঃ।
মহারজতকোশোঽয়মসির্হেমবিভূষিতঃ ॥৩৪

অনেন ধনুষা রাম হত্বা সংখ্যে মহাসুরান্।
আজহার শ্রিয়ং দীপ্তাং পুরা বিষ্ণুর্দিবৌকসাম্ ॥৩৫

তদ্ধনুস্তৌ চ তূণী চ শরং খড়্গঞ্চ মানদ।
জয়ায় প্রতিগৃহ্নীষ্ব বজ্রং বজ্রধরো যথা ॥৩৬

এবমুক্ত্বা মহাতেজাঃ সমস্তং তদ্বরায়ুধম্।
দত্ত্বা রামায় ভগবানগস্ত্যঃ পুনরব্রবীৎ ॥৩৭

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অরণ্যকাণ্ডে দ্বাদশঃ সর্গঃ।

পরে তিনি অগ্নিতে হোম করিয়া বানপ্রস্থ-ধর্মানুসারে সেই অতিথি রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাদেবীকে অর্ঘ্যপ্রদান-পূর্বক পূজা করত ভোজন দান করিলেন।২৭

অনন্তর ধর্মজ্ঞ মুনিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্য প্রথমে উপবিষ্ট হইয়া অঞ্জলিবদ্ধ ও পশ্চাতে উপবিষ্ট ধর্ম্মজ্ঞ রামকে বলিলেন।২৮

হে কাকুৎস্থ! তপস্বী যদি অতিথির প্রতি অন্য প্রকার আচরণ করে, তবে মিথ্যাসাক্ষ্যদাতা ব্যক্তির ন্যায় তাহাকে ঘোর নরকে স্বীয় মাংস ভক্ষণ করিতে হয়।২৯

তুমি মহারথ ধর্মানুষ্ঠায়ী ও সমস্তলোকের রাজা সুতরাং আমাদের প্রিয় অতিথি। তুমি এখানে আগমন করিয়াছ, অবশ্যই আমাদিগের তোমাকে পূজা ও সম্মান করা কর্ত্তব্য। অগস্ত্যঋষি রঘুনন্দন রামকে এইরূপ বলিয়া ইচ্ছানুসারে পুষ্প ফলমূল ও অন্যান্য বনদ্রব্য দ্বারা পূজা করিয়া পুনরায় বলিলেন,—পুরুষশ্রেষ্ঠ মহেন্দ্র আমাকে এই বিশ্বকর্ম্মানির্মিত স্বর্ণ ও বজ্রমণিদ্বারা বিভূষিত দিব্য মহৎ বৈষ্ণব ধনু, সূর্যসদৃশ প্রভাসম্পন্ন ও অমোঘ ব্রহ্মদত্তনামক উৎকৃষ্ট শর, স্বর্ণনির্মিত কোষস্থিত স্বর্ণভূষিত অসি এবং অগ্নিসদৃশ প্রজ্বলিত তীক্ষ্ণ শর-সমূহে পরিপূর্ণ অক্ষয়-শায়ক ও তূণদ্বয় প্রদান করিয়াছেন।৩০-৩৪

রাম! পূর্ব্বে বিষ্ণু এই ধনু দ্বারা যুদ্ধে অসুরশ্রেষ্ঠদিগকে বধ করিয়া দেবগণের দীপ্তিমতীলক্ষ্মী আহরণ করিয়াছিলেন।৩৫

হে মানদ! বজ্রধারী ইন্দ্র যেরূপ বজ্র গ্রহণ করেন, সেইরূপ তুমিও বিজয়লাভের জন্য এই ধনু, শর, খড়্গ ও তূণদ্বয় গ্রহণ কর।৩৬

মহাতেজস্বী ভগবান্ অগস্ত্যঋষি এই কথা বলিয়া রামকে সেই সমস্ত উৎকৃষ্ট অস্ত্র প্রদানপূর্বক পুনর্বার বলিতে লাগিলেন।৩৭

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে দ্বাদশ সর্গ সমাপ্ত।

ত্রয়োদশঃ সর্গঃ

[রামং প্রতি অগস্ত্যস্য প্রসন্নতা, সীতাদেবীমুদ্দিশ্য মুনীনাং সপ্রংশসমন্তব্যং পঞ্চবটীমধ্যে আশ্রমনির্মাণায় রামং প্রতি মুনীনাং নির্দেশঃ, তেন রামাদীনাং যাত্রা চ ।]

রাম প্রীতোঽস্মি ভদ্রং তে পরিতুষ্টোঽস্মি লক্ষ্মণ ।
অভিবাদয়িতুং যস্মাং প্রাপ্তৌ স্থঃ সহ সীতয়া ॥১
অধ্বশ্রমেণ বা খেদো বাধতে প্রচুরশ্রমঃ ।
ব্যক্তমুৎকণ্ঠতে বাপি মৈথিলী জনকাত্মজা ॥২
এষা চ সুকুমারী চ খেদৈশ্চ ন বিমানিতা ।
রাজ্যদোষং বনং প্রাপ্তা ভর্তৃস্নেহপ্রচোদিতা ॥৩
যথৈষা রমতে রাম ইহ সীতা তথা কুরু ।
দুষ্করং কৃতবত্যেষা বনে ত্বামভিগচ্ছতী ॥৪
এষা হি প্রকৃতিঃ স্ত্রীণামা সৃষ্টে রঘুনন্দন ।
সমস্থমনুরজ্যন্তে বিষমস্থং ত্যজন্তি চ ॥৫
শতহ্রদানাং লোলত্বং শস্ত্রাণাং তীক্ষ্ণতাং তথা ।
গরুড়ানিলয়োঃ শৈঘ্রমনুগচ্ছন্তি যোষিতঃ ॥৬
ইয়ং তু ভবতো ভার্য্যা দোষৈরেতৈর্বিবর্জিতা ।
শ্লাঘ্যা চ ব্যপদেশ্যা চ যথা দেবেষ্বরুন্ধতী ॥৭
অলঙ্কৃতোঽয়ং দেশশ্চ যত্র সৌমিত্রিণা সহ ।
বৈদেহ্যা চানয়া রাম বৎস্যসি ত্বমরিন্দম ॥৮
এবমুক্তস্তু মুনিনা রাঘবঃ সংযতাঞ্জলিঃ ।
উবাচ প্রশ্রিতং বাক্যমৃষিং দীপ্তমিবানলম্ ॥৯
ধন্যোঽস্ম্যনুগৃহীতোঽস্মি যস্য মে মুনিপুঙ্গবঃ ।
গুণৈঃ সভ্রাতৃভার্য্যস্য গুরুর্নঃ পরিতুষ্যতি ॥১০

ত্রয়োদশ সর্গ

(রামের প্রতি মহর্ষি অগস্ত্যের প্রসন্নতা, সীতাদেবীর উদ্দেশে মুনির সপ্রশংস মন্তব্য, পঞ্চবটীতে আশ্রম নির্মাণের জন্য রামের প্রতি মুনির আদেশ ও তদুদ্দেশে রাম প্রভৃতির যাত্রা)

হে রাম! তোমার মঙ্গল হউক, আমি তোমার প্রতি প্রীত হইয়াছি। লক্ষ্মণ! আমি তোমার প্রতিও সন্তুষ্ট হইয়াছি; কেননা, সীতার সহিত তোমরা আমাকে অভিবাদন করিবার জন্য এইস্থানে আসিয়াছ।১

পথ ভ্রমণের জন্য অত্যন্ত শ্রম ও তজ্জনিত ক্লেশ তোমাদিগকে পীড়িত করিতেছে, মিথিলারাজ জনকের দুহিতা সীতাদেবীও অত্যন্ত পরিশ্রান্তা হইয়া উৎকণ্ঠিতা হইয়াছেন।২

এই সুকুমারী সীতাদেবী পূর্বে কখনও এইরূপ দুঃখ-পীড়িতা হন নাই। সম্প্রতি পতিভক্তি দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া অতি কষ্টদায়ক এই বনে আগমন করিয়াছেন। রাম! এই সীতা বনেও তোমার অনুগামিনী হইয়া অতি দুষ্কর-কার্য্য করিয়াছেন। এখন যাহাতে তাঁহার চিত্তে সন্তোষ জন্মে, তুমি সেইরূপ কার্য্য কর।৩-৪

হে রঘুনন্দন! সৃষ্টিকাল হইতে স্ত্রীগণের এইরূপ স্বভাব যে, তাহারা সম্পৎসময়ে পতির প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করে এবং বিপৎসময়ে পতিকে পরিত্যাগ করে।৫

স্ত্রীগণ বিদ্যুতের চঞ্চলতা, অস্ত্রের তীক্ষ্ণতা এবং গরুড় ও বায়ুর দ্রুতগামিতার অনুসরণ করিয়া থাকে। কিন্তু তোমার এ ভার্য্যাতে সে সমস্ত দোষ নাই, ইনি দেবীগণের মধ্যে অরুন্ধতীর ন্যায় পবিত্রাদিগের অগ্রগণ্যা ও প্রশংসনীয়া।৬-৭

হে শত্রুদমন রাম! এক্ষণে এই প্রদেশ সম্যগ্‌রূপ অলঙ্কৃত হইল; কেননা, তুমি বিদেহরাজদুহিতা সীতা ও সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণের সহিত এইস্থানে বাস করিবে।৮

প্রদীপ্ত অগ্নিতুল্য দ্যুতিশালী অগস্ত্যমুনি কর্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া রঘুনন্দন রাম কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে বিনীতভাবে বলিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আপনি আমাদিগের গুরু। আপনি যখন আমাকে এবং আমার ভ্রাতা ও ভার্য্যার গুণে সন্তুষ্ট হইয়াছেন, তখন আমি আপনার অনুগ্রহভাজন ও ধন্য হইয়াছি।৯-১০

কিন্তু ব্যাদিশ মে দেশং সোদকং বহুকাননম্
যত্রাশ্রমপদং কৃত্বা বসেয়ং নিরতঃ সুখম্ ॥১১
ততোঽব্রবীন্ মুনিশ্রেষ্ঠঃ শ্রুত্বা রামস্য ভাষিতম্।
ধ্যাত্বা মুহূর্তং ধর্মাত্মা ততোবাচ বচঃ শুভম্ ॥১২
ইতো দ্বিযোজনে তাত বহুমূল-ফলোদকঃ।
দেশো বহুমৃগঃ শ্রীমান্ পঞ্চবট্যভিবিশ্রুতঃ ॥১৩
তত্র গত্বাশ্রমপদং কৃত্বা সৌমিত্রিণা সহ।
রমস্ব ত্বং পিতুর্বাক্যং যথোক্তমনুপালয়ন্ * ॥১৪
বিদিতো হ্যেষ বৃত্তান্তো মম সর্বস্তবানঘ।
তপসশ্চ প্রভাবেণ স্নেহাদ্দশরথস্য চ ॥১৫
হৃদয়স্থশ্চ তে ছন্দো বিজ্ঞাতং তপসা ময়া।
ইহ বাসং প্রতিজ্ঞায় ময়া সহ তপোবনে ॥১৬

অধুনা আপনি আমাকে কোথায় অল্লায়াসে জল পাওয়া যায়—এইরূপ একটি বহু বনশোভিত স্থান বলিয়া দিন। আমি তথায় আশ্রম নির্মাণপূর্ব্বক সুখে বাস করিব।১১

অনন্তর ধর্মাত্মা মুনিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্য রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া মুহূর্ত্তকাল ধ্যানস্থ থাকিয়া পরে তাঁহাকে এই শুভবাক্য বলিলেন,—হে তাত! এই স্থান হইতে দুই যোজন দূরে পঞ্চবটীনামে নানাবিধ ফলমূলসমন্বিত এক বিখ্যাত প্রদেশ আছে। সেইস্থানে অল্লায়াসে জল পাওয়া যায়। তুমি তথায় যাইয়া সুমিত্রানন্দন-লক্ষ্মণের সহিত আশ্রম নির্মাণ করিয়া পিতৃবাক্য যথাযথপালন করত পরম সন্তোষসহকারে বাস কর।১২-১৪

আমি তোমার প্রতি স্নেহবশতঃ পূর্ব্বেই তপঃপ্রভাবে তোমার পিতৃবাক্য পালনের জন্য বনবাস এবং রাজা

* ১৪নং শ্লোকের পর নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি কোন কোন গ্রন্থে অধিক দেখা যায়,—

[কালোঽয়ং গতভূয়িষ্ঠো যঃ কালস্তব রাঘব।
সময়ো যো নরেন্দ্রেণ কৃতো দশরথেন তে ॥
তীর্ণপ্রতিজ্ঞঃ কাকুৎস্থ সুখং রাজ্যে নিবৎসস্যতি।
ধন্যস্তে জনকো রাম।স রাজা রঘুনন্দন ॥
যৎত্বয়া জ্যেষ্ঠপুত্রেণ যয়াতিরিব তারিতঃ।]

অতশ্চ ত্বামহং ব্রুমি গচ্ছ পঞ্চবটীমিতি।
স হি রম্যো বনোদ্দেশো মৈথিলী তত্র রংস্যতে ॥১৭
স দেশঃ শ্লাঘনীয়শ্চ নাতিদূরে চ রাঘব।
গোদাবর্য্যাঃ সমীপে চ মৈথিলী তত্র রংস্যতে ॥১৮
প্রাজ্যমূলফলৈশ্চৈব নানাদ্বিজগণৈর্যুতঃ।
বিবিক্তশ্চ মহাবাহো পুণ্যো রম্যস্তথৈব চ ॥১৯
ভবানপি সদাচারঃ শক্তশ্চ পরিরক্ষণে।
অপি চাত্র বসন্ রাম তাপসান্ পালয়িষ্যসি ॥২০
এতদালক্ষ্যতে বীর মধূকানাং মহাবনম্।
উত্তরেণাস্য গন্তব্যং ন্যগ্রোধমপি গচ্ছতা ॥২১
ততঃ স্থলমুপারুহ্য পর্বতস্যাবিদূরতঃ।
খ্যাতঃ পঞ্চবটীত্যেব নিত্যপুষ্পিতকাননঃ ॥২২

দশরথের অঙ্গীকার পালনের জন্য প্রাণত্যাগরূপ সকল বৃত্তান্ত অবগত আছি, অধিকন্তু তুমি আমার সহিত এই তপোবনে বাস করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া এক্ষণে যে নিমিত্ত অন্যস্থানে বাস করিতে অভিলাষ করিতেছ, আমি তপস্যাপ্রভাবে তোমার সেই আন্তরিক ভাবও (এই স্থানে টীকাকার বলিয়াছেন—অগস্ত্যাশ্রমে রাক্ষস নাই। রাক্ষসবধ করাই রামের মুখ্য উদ্দেশ্য তাহা এই স্থানে সাধিত হইবে না, এই জন্য স্থানান্তরে চলিলেন] জানিতে পারিয়াছি, তজ্জন্যই বলিতেছি যে পঞ্চবটীতে গমন কর। সেই বনপ্রদেশ অতিরমণীয়। তথায় মিথিলা রাজদুহিতা সীতাদেবী প্রীতিলাভ করিবেন।১৫-১৭

হে রঘুনন্দন! গোদাবরীনদীর নিকটে স্থিত সেই রমণীয় প্রদেশ এই আশ্রম হইতে অধিক দূরে নহে। মিথিলারাজ-দুহিতা সীতাদেবী অবশ্যই তথায় প্রীতিলাভ করিবেন।১৮

হে মহাবাহো! প্রচুর ফলমূল সমন্বিত, নানাবিধ পক্ষিগণে সেবিত ও পুণ্যজনক সেই নির্জন স্থান অতি রমণীয়।১৯

রাম! তুমি সদাচারসম্পন্ন ও আত্মরক্ষায় সমর্থ। অধিক কি, তুমি তথায় বাস করত ঋষিগণকেও রক্ষা করিবে।২০

অগস্ত্যেনৈবমুক্তস্তু রামঃ সৌমিত্রিণা সহ।
সৎকৃত্যামন্ত্রয়ামাস তমৃষিং সত্যবাদিনম্ ॥২৩
তৌ তু তেনাভ্যনুজ্ঞাতৌ কৃতপাদাভিবন্দনৌ।
তমাশ্রমং পঞ্চবটীং জগ্মতুঃ সহ সীতয়া ॥২৪
গৃহীতচাপৌ তু নরাধিপাত্মজৌ
বিষক্তভূণী সমরেষ্বকাতরৌ।
যথোপদিষ্টেন পথা মহর্ষিণা
প্রজগ্মতুঃ পঞ্চবটীং সমাহিতৌ ॥২৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অরণ্যকাণ্ডে ত্রয়োদশঃ সর্গঃ ॥

হে বীর! ঐ যে মধূকবৃক্ষের নিকটে ঘোর বন দেখা যাইতেছে, উহার উত্তর ভাগ দিয়া তোমরা গমন করিবে। তাহা হইলে তুমি সেই প্রসিদ্ধ বটবৃক্ষের অনতিদূরে এক পর্বতের নিকটে সদা পুষ্পসমন্বিত ও বৃক্ষসমূহে পরিব্যাপ্ত কাননের মধ্যবর্ত্তী পঞ্চবটীনামে বিখ্যাত প্রদেশ পাইবে। রাম সত্যবাদী অগস্ত্যমুনি কর্ত্তৃক ঐ রূপ উক্ত হইয়া লক্ষ্মণের সহিত তাঁহাকে সম্মানিত করত তাঁহার অনুমতি গ্রহণ করিলেন।২১-২৩

অনন্তর তাঁহারা সেই মুনিকর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া সীতার সহিত তাঁহার চরণ বন্দনাপূর্বক সেই পঞ্চবটীনামক আশ্রমের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।২৪

যাঁহারা যুদ্ধে কাতরতা প্রদর্শন করেন না, সেই দুই রাজকুমার ধনুর্গ্রহণপূর্ব্বক পৃষ্ঠদেশে তূণ আবদ্ধ করিয়া সযত্নে মহর্ষি অগস্ত্যের উপদিষ্ট পথদিয়া পঞ্চবটীর অভিমুখে গমন করিলেন।২৫

মহর্ষি বাল্মীকীপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে ত্রয়োদশ সর্গ সমাপ্ত।

চতুর্দশঃ সর্গঃ

[পঞ্চবটীমভিগমনসময়ে পথি জটায়ুনা সহ শ্রীরামাদীনাং সাক্ষাৎকারঃ, রামসমীপে তস্য বিস্তৃত-বিচিত্রপরিচয়দানঞ্চ।]

অথ পঞ্চবটীং গচ্ছন্নন্তরা রঘুনন্দনঃ।
আসসাদ মহাকায়ং গৃধ্রং ভীমপরাক্রমম্ ॥১
তং দৃষ্ট্বা তৌ মহাভাগৌ বনস্থং রাম-লক্ষ্মণৌ।
মেনাতে রাক্ষসং পক্ষিং ব্রুবাণৌ কো ভবানিতি ॥২
ততো মধুরয়া বাচা সৌম্যয়া প্রীণয়ন্নিব।
উবাচ বৎস মাং বিদ্ধি বয়স্যং পিতুরাত্মনঃ ॥৩
স তং পিতৃসখং মত্বা পূজয়ামাস রাঘবঃ।
স তস্য কুলমব্যগ্রমথ পপ্রচ্ছ নাম চ ॥৪
রামস্য বচনং শ্রুত্বা কুলমাত্মানমেব চ।
আচচক্ষে দ্বিজস্তস্মৈ সর্বভূতসমুদ্ভবম্ ॥৫
পূর্বকালে মহাবাহো যে প্রজাপতয়োঽভবন্।
তান্মে নিগদতঃ সর্বানাদিতঃ শৃণু রাঘব ॥৬
কর্দমঃ প্রথমস্তেষাং বিকৃতস্তদনন্তরম্।
শেষশ্চ সংশ্রয়শ্চৈব বহুপুত্রশ্চ বীর্য্যবান্ ॥৭
স্থাণুর্মরীচিরত্রিশ্চ ক্রতুশ্চৈব মহাবল।
পুলস্ত্যশ্চাঙ্গিরাশ্চৈব প্রচেতাঃ পুলহস্তথা ॥৮
দক্ষো বিবস্বানপরোঽরিষ্টনেমিশ্চ রাঘব।
কশ্যপশ্চ মহাতেজাস্তেষামাসীচ্চ পশ্চিমঃ ॥৯
প্রজাপতেস্তু দক্ষস্য বভূবুরিতি বিশ্রুতাঃ।
ষষ্টির্দুহিতরো রাম যশস্বিন্যো মহাযশঃ ॥১০

চতুর্দশ সর্গ

[পঞ্চবটী অভিমুখে গমনসময়ে পথিমধ্যে জটায়ুর সাথে রাম প্রভৃতির সাক্ষাৎ ও রামের নিকট জটায়ুর স্বীয় বিস্তৃত ও বিচিত্র পরিচয় প্রদান।]

অনন্তর রঘুনন্দন রাম পঞ্চবটীর অভিমুখে যাইতে যাইতে পথিমধ্যে মহা পরাক্রমশালী ভয়ানক ও বৃহৎ শরীরধারী এক গৃধ্রকে প্রাপ্ত হইলেন।১

মহাভাগ রাম ও লক্ষ্মণ বনপথস্থিত ঐ পক্ষীকে দেখিয়া রাক্ষস বোধ করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—তুমি কে ?২

তখন সেই গৃধ্র কোমল ও মধুর বাক্যে রামকে প্রসন্ন করিয়া বলিলেন,—বৎস! আমি তোমার পিতার বয়স্য—ইহা তুমি অবগত হও। তখন রঘুনন্দনরাম তাঁহাকে পিতৃতুল্যজ্ঞানে পূজাকরত বিনীতভাবে তাঁহার নাম ও গোত্র জিজ্ঞাসা করিলেন।৩ ৪

রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া পক্ষী তাঁহার নিকটে স্বীয় বংশ ও নাম এবং প্রসঙ্গক্রমে সমস্ত প্রাণীর উৎপত্তিপ্রকার বলিতে লাগিলেন।৫

হে মহাভুজ রাম! পূর্বে যাঁহারা প্রজাপতি হইয়াছিলেন, আমি প্রথম হইতে ক্রমে ক্রমে তাঁহাদিগের নাম কীর্তন করিতেছি—শ্রবণ কর।৬

প্রথম প্রজাপতি হইলেন—১। কর্দম। তারপর ২। বিকৃত, ৩। শেষ, ৪। সংশ্রয়, ৫। বীর্য্যসম্পন্ন বহুপুত্রবান্, ৬। স্থাণু, ৭। মরীচি, ৮। অত্রি, ৯। ক্রতু, ১০। পুলস্ত্য, ১১। অঙ্গিরা, ১২। প্রচেতা, ১৩। পুলহ, ১৪। দক্ষ, ১৫। সূর্য্য ও ১৬। অরিষ্ট প্রজাপতি হন এবং সর্বশেষে ১৭। মহাতেজা কশ্যপ প্রজাপতি হন। হে মহাযশাঃ রাম দক্ষ প্রজাপতির যশস্বিনী লোকবিখ্যাতা ষষ্টিসংখ্যক (৬০) কন্যা জন্মগ্রহণ করে। তাহাদের মধ্যে কশ্যপ ১। অদিতি, ২। দিতি, ৩। দনু, ৪। কালকা, ৫। তাম্রা ৬। ক্রোধবশা, ৭। মনু ও ৮। আনলা—এই আটটি সুমধ্যমা কন্যার পাণিগ্রহণ করেন *। তারপর প্রীত হইয়া কশ্যপ সেই কন্যাদিগকে বলিলেন।৭-১২

* অন্যত্র 'কশ্যপায় ত্রয়োদশ' এই বচনানুসারে কশ্যপের ত্রয়োদশ পত্নীর উল্লেখ থাকায় এইস্থলে যে আটটি পত্নীর কথা বলা হইল, তাহা পুত্রবতী ও প্রধান পত্নীর কথা বুঝিতে হইবে।

কশ্যপঃ প্রতিজগ্রাহ তাসামষ্টৌ সুমধ্যমাঃ।
অদিতিঞ্চ দিতিং চৈব দনুমপি চ কালকাম্ ॥১১
তাম্রাং ক্রোধবশাং চৈব মনুং চাপ্যনলামপি।
তাস্তু কন্যাস্ততঃ প্রীতঃ কশ্যপঃ পুনরব্রবীৎ ॥১২
পুত্রাংস্ত্রৈলোক্যভর্তৄন্ বৈ জনয়িষ্যথ মৎসমান্।
অদিতিস্তন্মনা রাম দিতিশ্চ দনুরেব চ ॥১৩
কালকা চ মহাবাহো শেষাস্ত্বমনসোঽভবন্।
অদিত্যাং জজ্ঞিরে দেবাস্ত্রয়স্ত্রিংসদরিন্দম ॥১৪
আদিত্যা বসবো রুদ্রা অশ্বিনৌ চ পরন্তপ।
দিতিস্ত্বজনয়ৎ পুত্রান্ দৈত্যাংস্তাত যশস্বিনঃ ॥১৫
তেষামিয়ং বসুমতী পুরাসীৎ সবনার্ণবা।
দনুস্ত্বজনয়ৎ পুত্রমশ্বগ্রীবমরিন্দম ॥১৬
নরকং কালকং চৈব কালকাপি ব্যজায়ত।
ক্রৌঞ্চীং ভাসীং তথা শ্যেনীং ধৃতরাষ্ট্রীং তথা শুকীম্ ॥১৭
তাম্রা তু সুষুবে কন্যাঃ পঞ্চৈতা লোকবিশ্রুতাঃ।
উলূকান্ জনয়ৎ ক্রৌঞ্চী ভাসী ভাসান্ ব্যজায়ত ॥১৮
শ্যেনী শ্যেনাংশ্চ গৃধ্রাংশ্চ ব্যজায়ত সুতেজসঃ।
ধৃতরাষ্ট্রী তু হংসাংশ্চ কলহংসাংশ্চ সর্বশঃ ॥১৯
চক্রবাকাংশ্চ ভদ্রং তে বিজজ্ঞে সাপি ভামিনী।
শুকী নতাং বিজজ্ঞে তু নতায়া বিনতাসুতা ॥২০
দশক্রোধবশা রাম বিজজ্ঞেঽপ্যাত্মসম্ভবাঃ।
মৃগীঞ্চ মৃগমন্দাঞ্চ হরীং ভদ্রমদামপি ॥২১
মাতঙ্গীমথ শার্দূলীং শ্বেতাঞ্চ সুরভিং তথা।
সর্বলক্ষণসম্পন্নাং সুরসাং কদ্রুকামপি ॥২২
অপত্যং তু মৃগাঃ সর্বে মৃগ্যা নরবরোত্তম।
ঋক্ষাশ্চ মৃগমন্দায়াঃ সৃমরাশ্চমরাস্তথা ॥২৩
ততস্ত্বিরাবতীং নাম জজ্ঞে ভদ্রমদাসুতাম্।
তস্যাস্তৈরাবতঃ পুত্রো লোকনাথো মহাগজঃ ॥২৪

তোমরা আমার ন্যায় ত্রৈলোক্যপালক বহু পুত্র প্রসব করিবে। হে মহাবাহো! রাম! তখন দিতি, অদিতি, দনু ও কালকা তাদৃশ পুত্রলাভে অভিলাষিণী হন, আর তাম্রা, ক্রোধবশা, মনু, ও অনলা ইঁহারা তদ্বিষয়ে মনযোগ করেন না। হে অরিদমন! দ্বাদশ সূর্য্য, অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র ও দুই স্বর্গবৈদ্য—এই তেত্রিশ দেবতা অদিতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। হে তাত! দিতির গর্ভে অনেক যশস্বী পুত্র জন্মলাভ করে, তাহারা দৈত্য বলিয়া প্রসিদ্ধ।১৩-১৫

পূর্বে বনভূমিসহ সসাগরা পৃথিবীতে তাহাদের আধিপত্য ছিল। হে শত্রুতাপন! দনু অশ্বগ্রীবনামক এক পুত্র প্রসব করে।১৬

কালকা নরক ও কালক নামে দুই পুত্র লাভ করেন এবং তাম্রা ভাসী, ক্রৌঞ্চী, শ্যেনী, ধৃতরাষ্ট্রী ও শুকানাম্নী লোকবিখ্যাতা পাঁচটী কন্যা প্রসব করেন। ভাসী ভাসগণকে, ক্রৌঞ্চী উলুকগণকে, শ্যেনী অতি তেজস্বী গৃধ্র ও শ্যেনদিগকে, ধৃতরাষ্ট্রী হংস, কলহংস ও চক্রবাকগণকে এবং শুকী নতাকে প্রসব করিয়াছিলেন। হে রাম! তোমার মঙ্গল হউক। তুমি অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। নতার বিনাতানাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে।১৭-২০

হে রাম! ক্রোধবশা (১) মৃগী, (২) মৃগমন্দা, (৩) হরী, (৪) ভদ্রমদা, (৫) মাতঙ্গী, (৬) শার্দূলী, (৭) শ্বেতা, (৮) সুরভি, (৯) সকল শুভ লক্ষণযুক্তা সুরসা ও (১০) কদ্রুনাম্নী দশটি কন্যা উৎপাদন করেন।২১-২২

হে নরোত্তম! মৃগগণ মৃগীর গর্ভে এবং ঋক্ষ, সৃমর ও চমরগণ মৃগমন্দার গর্ভে উৎপন্ন হন। ভদ্রমদা ইরাবতী নাম্নী একটি কন্যা প্রসব করেন। সেই ইরাবতীর গর্ভে ঐরাবতনামক লোকপালক মহাগজের জন্ম হয়।২৩-২৪

সিংহ, গোলাঙ্গুল ও অন্যান্য বেগশালী বানরগণ হরীর গর্ভে জন্মলাভ করে। হে পুরুষোত্তম! শার্দূলী ব্যাঘ্রগণকে, মাতঙ্গী অন্যান্য হস্তীদিগকে এবং শ্বেতা দিগ্‌পালক হস্তীদিগকে প্রসব করে।২৫-২৬

হে রাম! তোমার মঙ্গল হউক। সুরভির রোহিণী ও গন্ধর্বী নাম্নী দুইটী যশস্বিনী কন্যা জন্মগ্রহণ করে। হে

হর্য্যাশ্চ হরয়োঽপত্যং বানরাশ্চ তপস্বিনঃ।
গোলাঙ্গুলাশ্চ শার্দূলী ব্যাঘ্রাংশ্চাজনয়ৎ সুতান্ ॥২৫
মাতঙ্গ্যাস্ত্বথ মাতঙ্গা অপত্যং মনুজর্ষভ।
দিশাগজন্তু কাকুৎস্থ শ্বেতা ব্যজনয়ৎ সুতম্ ॥২৬
ততো দুহিতরৌ রাম সুরভির্দেব্যজায়ত।
রোহিণীং নাম ভদ্রং তে গন্ধর্বীঞ্চ যশস্বিনীম্ ॥২৭
রোহিণ্যজনয়দ্ গাবো গন্ধর্বী বাজিনঃ সুতান্।
সুরসাঽজনয়ন্নাগান্ রাম কদ্রুশ্চ পন্নগান্ ॥২৮
মনুর্মনুষ্যান্ জনয়ৎ কশ্যপস্য মহাত্মনঃ।
ব্রাহ্মণান্ ক্ষত্রিয়ান্ বৈশ্যান্ শূদ্রাংশ্চ মনুজর্ষভ ॥২৯
মুখতো ব্রাহ্মণা জাতা উরসঃ ক্ষত্রিয়াস্তথা।
উরুভ্যাং জজ্ঞিরে বৈশ্যাঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রা ইতি শ্রুতিঃ॥৩০
সর্বান্ পুণ্যফলান্ বৃক্ষাননলাপি ব্যজায়ত।
বিনতা চ শুকীপৌত্রী কদ্রুশ্চ সুরসাস্বসা ॥৩১
কদ্রুর্নাগসহস্রন্তু বিজজ্ঞে ধরণীধরম্।
দ্বৌ পুত্রৌ বিনতায়াস্তু গরুড়োঽরুণ এব চ ॥৩২

তস্মাজ্জাতোঽহমরুণাৎ সম্পাতিশ্চ মমাগ্রজঃ।
জটায়ুরিতি মাং বিদ্ধি শ্যেনীপুত্রমরিন্দম ॥৩৩
সোঽহং বাসসহায়স্তে ভবিষ্যামি যদীচ্ছসি।
সীতাঞ্চ তাত রক্ষিষ্যে ত্বয়ি যাতে সলক্ষ্মণে ॥৩৪
জটায়ুষং তু প্রতিপূজ্য রাঘবো
মুদা পরিষ্বজ্য চ সন্নতোঽভবৎ।
পিতুর্হি শুশ্রাব সখিত্বমাত্মবান্
জটায়ুষা সংকথিতং পুনঃ পুনঃ ॥৩৫
স তত্র সীতাং পরিদায় মৈথিলীং
সহৈব তেনাঽতিবলেন পক্ষিণা।
জগাম তাং পঞ্চবটীং সলক্ষ্মণো
রিপূন্দিধক্ষন্ স বনানি পালয়ন্ ॥৩৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অরণ্যকাণ্ডে চতুর্দশঃ সর্গঃ।

রাম! রোহিণী গোসকলকে, গন্ধর্বী অশ্বগণকে, সুরসা নাগদিগকে এবং কদ্রু সর্পসকলকে উৎপাদন করেন।২৭-২৮

হে মানবোত্তম! মনু মহাত্মা কাশ্যপের ঔরসে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি জাতিতে বিভক্ত মনুষ্যবর্গকে সৃজন করেন।২৯

ব্রাহ্মণগণ পরম পুরুষের মুখ হইতে, ক্ষত্রিয়গণ বক্ষঃস্থল হইতে, বৈশ্যগণ উরুদ্বয় হইতে এবং শূদ্রগণ পাদদ্বয় হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন—শ্রুতিতে দেখা যায়।৩০

অনলা হইতে সমস্ত শুভ ফলজনক বৃক্ষ সঞ্জাত হইয়াছে। বিনতা শুকার পৌত্রী এবং কদ্রু সুরসার ভগিনী।৩১

কদ্রু ভূভারধারী সহস্র নাগ এবং বিনতা গরুড় ও অরুণ নামক দুই পুত্র প্রসব করেন।৩২

হে শত্রুনাশন! আমি সেই অরুণের ঔরসে শ্যেনীর গর্ভে জন্মলাভ করিয়াছি। সম্পাতি আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এবং আমার নাম হইল জটায়ু।৩৩

হে বৎস! যদি তুমি ইচ্ছা কর, তাহা হইলে আমি পঞ্চবটীবাসের সময় তোমার সহায়তা করিব। তুমি যখন লক্ষ্মণের সহিত অন্যত্র গমন করিবে, আমি তখন সীতাকে রক্ষা করিব।৩৪

ইহা শ্রবণ করিয়া রঘুনন্দন রাম আনন্দের সহিত আলিঙ্গন করিয়া বিনীতভাবে তাঁহার পূজা করিলেন। এবং পিতার সহিত তাঁহার কিভাবে বন্ধুত্ব স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা জটায়ুর মুখে পুনঃপুনঃ শুনিতে লাগিলেন। অনন্তর রামচন্দ্র অতি বলবান্ সেই পক্ষীর নিকটে মিথিলারাজকন্যা সীতার রক্ষণভার অর্পণ করিয়া অগ্নি যেরূপ পতঙ্গকে দগ্ধ করিয়া বিনাশ করে, সেইরূপ শত্রুবিনাশ করিবার জন্য জটায়ু এবং লক্ষ্মণের সহিত পঞ্চবটীবনে প্রবেশ করিলেন।৩৫-৩৬

মহর্ষি বাল্মিকীপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে চতুর্দশ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চদশঃ সর্গঃ

[রামানুজ্ঞয়া পঞ্চবট্যা মনোজ্ঞপ্রদেশে লক্ষ্মণস্য পর্ণশালানির্মাণম্, তত্র সীতয়া লক্ষ্মণেন চ সহ শ্রীরামস্য বাসশ্চ]

ততঃ পঞ্চবটীং গত্বা নানা ব্যালমৃগাযুতাম্ ।
উবাচ লক্ষ্মণং রামো ভ্রাতরং দীপ্ততেজসম্ ॥১
আগতাঃ স্ম যথোদ্দিষ্টং যং দেশং মুনিরব্রবীৎ ।
অয়ং পঞ্চবটীদেশঃ সৌম্য পুষ্পিতকাননঃ ॥২
সর্বতশ্চার্যতাং দৃষ্টিঃ কাননে নিপুণো হ্যসি ।
আশ্রমঃ কতরস্মিন্নো দেশে ভবতি সম্মতঃ ॥৩
রমতে যত্র বৈদেহী ত্বমহং চৈব লক্ষ্মণ ।
তাদৃশো দৃশ্যতাং দেশঃ সন্নিকৃষ্টজলাশয়ঃ ॥৪
বনমারণ্যকং যত্র জলমারণ্যকং তথা ।
সন্নিকৃষ্টঞ্চ যস্মিংস্তু সমিৎ-পুষ্প-কুশোদকম্ ॥৫

এবমুক্তস্তু রামেণ লক্ষ্মণঃ সংযতাঞ্জলিঃ ।
সীতাসমক্ষং কাকুৎস্থমিদং বচনমব্রবীৎ ॥৬
পরবানস্মি কাকুৎস্থ ত্বয়ি বর্ষশতং স্থিতে ।
স্বয়ং তু রুচিরে দেশে ক্রিয়তামিতি মাং বদ ॥৭
সুপ্রীতস্তেন বাক্যেন লক্ষ্মণস্য মহাদ্যুতিঃ ।
বিমৃশন্ রোচয়ামাস দেশং সর্বগুণান্বিতম্ ॥৮
স তং রুচিরমাক্রম্য দেশমাশ্রমকর্মণি ।
হস্তে গৃহীত্বা হস্তেন রামঃ সৌমিত্রিমব্রবীৎ ॥৯
অয়ং দেশঃ সমঃ শ্রীমান্ পুষ্পিতৈস্তরুভির্বৃতঃ ।
ইহাশ্রম পদং রম্যং যথাবৎ কর্তুমর্হসি ॥১০

পঞ্চদশ সর্গ

[রামের আজ্ঞায় পঞ্চবটীর মনোরমপ্রদেশে লক্ষ্মণ-কর্তৃক পর্ণকুটীর নির্মাণ ও তথায় সীতা ও লক্ষ্মণসহ শ্রীরামের বাস ।]

অনন্তর রাম নানাবিধ হিংস্রজন্তু ও হরিণাদি পরিব্যাপ্ত পঞ্চবটীতে প্রবেশ করিয়া তেজস্বী ভ্রাতা লক্ষ্মণকে বলিলেন,—হে শুভদর্শন ! মহর্ষি অগস্ত্য যে স্থানের কথা বলিয়াছিলেন, আমরা সর্বদা পুষ্পসমন্বিত-কানন দ্বারা পরিশোভিত সেই পঞ্চবটীবনে প্রবেশ করিয়াছি ।১-২

আশ্রমযোগ্য স্থান নিরূপণ করিবার অদ্ভুত নৈপুণ্য তোমাতে আছে, সেইজন্য কোন্ স্থানে আমাদিগের আশ্রম হইতে পারে—তাহা নির্ণয়ের জন্য এই কাননের চতুর্দিকে উত্তমরূপে অন্বেষণ কর । লক্ষ্মণ ! যে স্থানের নিকট রমণীয় কানন ও জলাশয় আছে, যে স্থানে সমিধ্ কুশ ও পুষ্প সুলভ এবং যে স্থানে আমি, তুমি ও বিদেহরাজকন্যা সীতা আনন্দের সহিত বাস করিতে পারি, তুমি এইরূপ স্থান অন্বেষণ কর ।৩-৫

রাম লক্ষ্মণকে এইরূপ বলিলে লক্ষ্মণ কৃতাঞ্জলিপুটে সীতাদেবীর সমীপে কাকুৎস্থ রামকে বলিলেন,—হে কাকুৎস্থ ! আপনি অনন্তকালও থাকিতে আমি স্বাধীন নহি, অতএব আপনি স্বয়ং রমণীয় স্থান নির্বাচন করিয়া আমাকে সেই স্থানে কুটীরনির্মাণ করিতে আদেশ করুন ।৬-৭

দ্যুতিমান্ রাম লক্ষ্মণের বাক্যে অতিশয় প্রীত হইয়া বিবেচনা করত এক সর্বগুণান্বিত স্থান মনোনীত করিলেন। তারপর তিনি সেই মনোহর স্থানে গমন পূর্বক হস্তদ্বারা সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণের হস্তদ্বয় ধারণ করত আশ্রম নির্মাণবিষয়ে তাঁহাকে বলিলেন ।৮-৯

এই প্রদেশ সমতল এবং পুষ্পিত বৃক্ষসমূহে পরিব্যাপ্ত ও অত্যন্ত শোভাযুক্ত। তুমি এইস্থলে যথাযথরূপে এক রমণীয় আশ্রম নির্মাণ কর। অনতিদূরে সূর্য্যতুল্য উজ্জ্বল ও সুবাসিত পদ্মসমূহের দ্বারা শোভিত ঐ এক রমণীয়া নদী দেখা যাইতেছে। যাহার উভয় তট পুষ্পসমন্বিত-বৃক্ষসমূহে পরিব্যাপ্ত, যাহার তটদেশে মৃগগণ বিচরণ করিতেছে এবং যাহা হংস ও কারণ্ডবগণে

ইয়মাদিত্যসঙ্কাশৈঃ পদ্মৈঃ সুরভিগন্ধিভিঃ।
অদূরে দৃশ্যতে রম্যা পদ্মিনী পদ্মশোভিতা ॥১১
যথাখ্যাতমগস্ত্যেন মুনিনা ভাবিতাত্মনা।
ইয়ং গোদাবরী রম্যা পুষ্পিতৈস্তরুভির্বৃতা ॥১২
হংস-কারণ্ডবকীর্ণা চক্রবাকোপশোভিতা।
নাতিদূরে ন চাসন্নে মৃগযূথনিপীড়িতা ॥১৩
ময়ূরনাদিতা রম্যাঃ প্রাংশবো বহুকন্দরাঃ।
দৃশ্যন্তে গিরয়ঃ সৌম্য ফুল্লৈস্তরুভিরাবৃতাঃ ॥১৪
সৌবর্ণৈ রাজতৈস্তাম্রৈর্দেশে দেশে তথা শুভৈঃ।
গবাক্ষিতা ইবাভান্তি গজাঃ পরমভক্তিভিঃ ॥১৫
সালৈস্তালৈস্তমালৈশ্চ খর্জ্জুরৈঃ পনসৈদ্রুমৈঃ।
নীবারৈস্তিনিশৈশ্চৈব পুন্নাগৈশ্চোপশোভিতাঃ ॥১৬
চূতৈরশোকৈস্তিলকৈঃ কেতকৈরপি চম্পকৈঃ।
পুষ্প-গুল্ম-লতোপেতৈস্তৈস্তৈস্তরুভিরাবৃতাঃ ॥১৭
স্যন্দনৈশ্চন্দনৈর্নীপৈঃ পনসৈর্লকুচৈরপি।
ধবাশ্বকর্ণখদিরৈঃ শমী-কিংশুক-পাটলৈঃ ॥১৮
ইদং পুণ্যমিদং রম্যমিদং বহুমৃগদ্বিজম্।
ইহ বৎস্যাম সৌমিত্রে সার্দ্ধমেতেন পক্ষিণা ॥১৯
এবমুক্তস্তু রামেণ লক্ষ্মণঃ পরবীরহা।
অচিরেণাশ্রমং ভ্রাতুশ্চকার সুমহাবলঃ ॥২০
পর্ণশালাং সুবিপুলাং তত্র সঙ্ঘাতমৃত্তিকাম্।
সুস্তম্ভাং মস্করৈর্দীর্ঘৈঃ কৃতবংশাং সুশোভনাম্ ॥২১
শমীশাখাভিরাস্তীর্য্য দৃঢ়পাশাবপাশিতাম্।
কুশ-কাশশরৈঃ পর্ণৈঃ সুপরিচ্ছাদিতাং তথা ॥২২
সমীকৃততলাং রম্যাং চকার সুমহাবলঃ।
নিবাসং রাঘবস্যার্থে প্রেক্ষণীয়মনুত্তমম্ ॥২৩
স গত্বা লক্ষ্মণঃ শ্রীমান্নদীং গোদাবরীং তথা।
স্নাত্বা পদ্মানি চাদায় সফলঃ পুনরাগতঃ ॥২৪
ততঃ পুষ্পবলিং কৃত্বা শান্তিঞ্চ স যথাবিধি।
দর্শয়ামাস রামায় তদাশ্রমপদং কৃতম্ ॥২৫
স তং দৃষ্ট্বা কৃতং সৌম্যমাশ্রমং সহ সীতয়া।
রাঘবঃ পর্ণশালায়াং হর্ষমাহারয়ৎ পরম্ ॥২৬

পূর্ণা এবং চক্রবাকসমূহে শোভিতা রহিয়াছে, সেই রমণীয়া নদী গোদাবরী—এই স্থানের অতি দূরবর্ত্তী বা অতি নিকটবর্ত্তী নহে, বিশুদ্ধচিত্ত অগস্ত্যমুনি ঐরূপে বর্ণনা করিয়াছিলেন।১০-১৩

সাল, তাল, তমাল, খর্জ্জুর, কাঁঠাল, তিনিশ, নীবার, পুন্নাগ, আম্র, অশোক, কেতক, চম্পক, স্যন্দন, চন্দন, কদম্প, লকুচ, ধব, অশ্বকর্ণ, খদীর, শমী ও পলাশ এই সমস্ত বৃক্ষ এবং গুল্মপরিবৃত ও লতাসমন্বিত-পুষ্পিত-বৃক্ষে পরিব্যাপ্ত, ময়ূরের শব্দে মুখরিত, বহু কন্দরযুক্ত, উচ্চ ও রমণীয় অনেক সুদৃশ্য পর্বত দৃষ্ট হইতেছে। ঐ সকল পর্বত স্থানে স্থানে সুবর্ণ, রজত ও তাম্রবর্ণ বিচিত্র রেখাযুক্ত হওয়ায় তাহার দ্বারা অলঙ্কৃতের ন্যায় শোভা পাইতেছে।১০-১৮

হে সুমিত্রানন্দন! এই স্থান রমণীয়, পুণ্যজনক এবং বিবিধ মৃগ ও পক্ষীসমূহে সেবিত, অতএব আমরা এই জটায়ু পক্ষীর সহিত এই স্থানেই বাস করিব।১৯

রাম অতিবলবান্ বীর-শত্রুহন্তা লক্ষ্মণকে এইরূপ বলিলে তিনি অল্পকালমধ্যেই রামের ইচ্ছানুরূপ এক আশ্রম নির্মাণ করিলেন।২০

তিনি রঘুনন্দন রামের জন্য সুদৃশ্য অতিউত্তম বৃহৎ পর্ণকুটীর রচনা করিলেন। সমতল ভূভাগে নির্ম্মিত, উৎকৃষ্ট-স্তম্ভযুক্ত ও দৃঢ়বদ্ধ সেই পর্ণ কুটিরের ছাদ সুদীর্ঘ বংশ দ্বারা নির্মিত। পরে শমীশাখা দ্বারা আস্তৃত এবং তদুপরি কুশ, কাস ও শর পত্র দ্বারা আচ্ছাদিত হইল।২১-২৩

অনন্তর সেই শ্রীমান্ লক্ষ্মণ গোদাবরীনদীতে যাইয়া স্নান করত অনেক পদ্ম ও বিবিধ ফল লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। পরে তিনি সেই পুষ্পাদি দ্বারা দেবতাদিগকে অর্চনাপূর্ব্বক যথাবিধি বাস্তুশান্তি করিয়া রামকে সেই পর্ণকুটীর দেখাইলেন।২৪-২৫

রঘুনন্দন রাম সীতার সহিত সেই নবনির্মিত মনোরম কুটীর দর্শন করিয়া অত্যন্ত হৃষ্ট হইলেন এবং

সুসংহৃষ্টঃ পরিষ্বজ্য বাহুভ্যাং লক্ষ্মণং তদা।
অতিস্নিগ্ধঞ্চ গাঢ়ঞ্চ বচনং চেদমব্রবীৎ ॥২৭
প্রীতোঽস্মি তে মহৎ কর্ম ত্বয়া কৃতমিদং প্রভো।
প্রদেয়ো যন্নিমিত্তং তে পরিষ্বঙ্গো ময়া কৃতঃ ॥২৮
ভাবজ্ঞেন কৃতজ্ঞেন ধর্মজ্ঞেন চ লক্ষ্মণ।
ত্বয়া পুত্রেণ ধর্মাত্মা ন সংবৃত্তঃ পিতা মম ॥২৯

লক্ষ্মণকে সস্নেহে বাহুদ্বয় দ্বারা আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,—হে সর্বকর্মনিপুণ! তুমি এই মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিয়াছ। আমি তোমার প্রতি প্রীত হইয়াছি, সেইজন্য পুরস্কার প্রদানচ্ছলে তোমাকে আলিঙ্গন করিলাম।২৬-২৮

লক্ষ্মণ! তুমি ধর্মজ্ঞ, কৃতজ্ঞ ও অভিপ্রায়জ্ঞ। যখন এতাদৃশপুত্র তুমি বর্ত্তমান আছ, তখন আমাদিগের

এবং লক্ষ্মণমুক্ত্বা তু রাঘবো লক্ষ্মিবর্ধনঃ।
তস্মিন্ দেশে বহুফলে ন্যবসৎ স সুখং সুখী ॥৩০
কঞ্চিৎ কালং স ধর্মাত্মা সীতয়া লক্ষ্মণেন চ।
অন্বাস্যমানো ন্যবসৎ স্বর্গলোকে যথামরঃ ॥৩১
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অরণ্যকাণ্ডে পঞ্চদশঃ সর্গঃ ॥

পিতা ধর্মাত্মা দশরথ মৃত হন নাই। শোভাবর্ধন সুখী রঘুনন্দন রাম লক্ষ্মণকে ঐরূপ বলিয়া সেই বহু ফলসমন্বিত প্রদেশে সুখে বাস করিতে লাগিলেন। ২৯-৩০

যেরূপ পূজিত হইয়া দেবতাগণ স্বর্গে বাস করেন, সেইরূপ রাম সীতা ও লক্ষ্মণকর্তৃক সেবিত হইয়া কিয়ৎকাল সেইস্থানে অবস্থান করিলেন।৩১

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে পঞ্চদশ সর্গ সমাপ্ত।

ষোড়শঃ সর্গঃ

[লক্ষ্মণেন হেমন্তর্ত্তোর্বর্ণনম্, ভরতস্য প্রশংসনঞ্চ, লক্ষ্মণেন সীতয়া চ সহ শ্রীরামস্য গোদাবর্য্যাং স্নানম্ ।]

বসতস্তস্য তু সুখং রাঘবস্য মহাত্মনঃ।
শরদ্ব্যপায়ে হেমন্তঋতুরিষ্টঃ প্রবর্ত্ততে ॥১
স কদাচিৎপ্রভাতায়াং শর্বর্য্যাং রঘুনন্দনঃ।
প্রযযাবভিষেকার্থং রম্যাং গোদাবরীং নদীম্ ॥২
প্রহ্বঃ কলশহস্তস্তু সীতয়া সহ বীর্য্যবান্।
পৃষ্ঠতোঽনুব্রজন্ ভ্রাতা সৌমিত্রিরিদমব্রবীৎ ॥৩
অয়ং স কালঃ সম্প্রাপ্তঃ প্রিয়ো যস্তে প্রিয়ংবদ।
অলঙ্কৃত ইবাভাতি যেন সংবৎসরঃ শুভঃ ॥৪
নীহারপুরুষো লোকঃ পৃথিবী শস্যমালিনী।
জলান্যনুপভোগ্যানি সুভগো হব্যবাহনঃ ॥৫
নবাগ্রয়ণপূজাভিরভ্যর্চ্য পিতৃদেবতাঃ।
কৃতাগ্রয়ণকাঃ কালে সন্তো বিগতকল্মষাঃ ॥৬
প্রাজ্যকামা জনপদাঃ সম্পন্নতরগোরসাঃ।
বিচরন্তি মহীপালা যাত্রার্থং বিজিগীষবঃ ॥৭
সেবমানে দৃঢ়ং সূর্য্যে দিশমন্তকসেবিতাম্।
বিহীনতিলকেব স্ত্রী নোত্তরা দিক্ প্রকাশতে ॥৮
প্রকৃত্যা হিমকোশাঢ্যো দূরসূর্য্যশ্চ সাম্প্রতম্।
যথার্থনামা সুব্যক্তং হিমবান্ হিমবান্ গিরিঃ ॥৯
অত্যন্তসুখসঞ্চারা মধ্যাহ্নে স্পর্শতঃ সুখাঃ।
দিবসাঃ সুভগাদিত্যাশ্ছায়াসলিলদুর্ভগাঃ ॥১০

ষোড়শ সর্গ।

[লক্ষ্মণকর্ত্তৃক হেমন্ত ঋতু বর্ণন ও ভরতের প্রশংসা এবং লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত শ্রীরামের গোদাবরী-নদীতে স্নান।]

মহাত্মা রঘুনন্দন রাম সেইস্থানে বাসকালীন শরৎকাল অতীত হইল ও প্রিয় হেমন্তকাল আগত হইল।১

তারপর একদিন রাত্রি প্রভাত হইলে রঘুনন্দন রাম স্নানের জন্য রমণীয়া গোদাবরী নদীতে গমন করিলেন।২

তাঁহার ভ্রাতা বীর্য্যবান্ সুমিত্রাকুমার লক্ষ্মণ হস্তে কলস ধারণপূর্ব্বক নম্র হইয়া সীতাদেবীর সহিত পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করত তাঁহাকে বলিলেন।৩

হে প্রিয়ভাষিণি! যে কাল আপনার প্রিয় এবং যাহার দ্বারা শুভ সংবৎসর অলঙ্কৃতের ন্যায় শোভা পায়, এখন সেইকাল উপস্থিত হইয়াছে।৪

এই সময় সকল লোকেরই শরীর শুষ্ক হইয়া থাকে, পৃথিবী শস্যমালায় ভূষিত হয়, জল অব্যবহার্য্য ও অগ্নি সুখসেব্য হইয়া থাকে।৫

এইকালে মানবগণ নবশস্য দ্বারা দেবতা ও পিতৃগণের পূজা করিয়া নবশস্যনিমিত্তক যাগ করত পাপ শূন্য হন।৬

এই সময়ে সমস্ত জনপদেই প্রচুর কাম্যবস্তু ও সুমধুর দুগ্ধ সুলভ হয়, সেইজন্য এই সময়েই বিজয়েচ্ছু ভূপতিগণ যুদ্ধযাত্রার জন্য গমন করেন।৭

সূর্যদেব এক্ষণে যমসেবিত দক্ষিণদিকের অতিশয় সেবা করেন, (অর্থাৎ দক্ষিণায়ন কাল) সেইজন্য উত্তর দিক সিন্দুরবিহীনা স্ত্রীর ন্যায় হতশ্রীসম্পন্ন হয়।৮

হিমালয় স্বভাবতই প্রভূত হিমের আকর। তাহাতে আবার অধুনা সূর্য্যও তাহার দূরবর্ত্তী হইয়াছেন, সুতরাং তাহার 'হিমালয়' এই নামটি সার্থক হইয়াছে।৯

সম্প্রতি দিবসের মধ্যভাগে সূর্য সুখসেব্য হন এবং ছায়া ও জল দুঃসেবনীয় হয়। আর সূর্য্যতাপসেবন ও মধ্যাহ্নে বিচরণ সুখদায়ক হয়। এই সময় সূর্য্য মৃদু হন এবং প্রভাতসময়ে হিমের আধিক্যবশতঃ অত্যন্ত ঠাণ্ডা পড়ে। এ সময়ে প্রাণীমাত্রেই জড়ীভূত হয় এবং সেইজন্য সমস্ত অরণ্য প্রাণীশূন্য বোধ হইয়া থাকে। এখন প্রাতঃকাল হিমবিকৃত হইয়া প্রকাশিত হইতেছে। এই পৌষমাসে

মৃদুসূর্য্যাঃ সুনীহারাঃ পটুশীতাঃ সমাহিতা।
শূন্যারণ্যা হিমধ্বস্তা দিবসা ভান্তি সাম্প্রতম্ ॥১১

নিবৃত্তাকাশশয়নাঃ পুষ্যনীতা হিমারুণাঃ।
শীতবৃদ্ধতরায়ামাস্ত্রিযামা যান্তি সাম্প্রতম্ ॥১২

রবিসংক্রান্তসৌভাগ্যস্তুষারারুণমণ্ডলঃ।
নিঃশ্বাসান্ধ ইবাদর্শশ্চন্দ্রমা ন প্রকাশতে ॥১৩

জ্যোৎস্না তুষারমলিনা পৌর্ণমাস্যাং ন রাজতে।
সীতেব চাতপশ্যামা লক্ষ্যতে ন চ শোভতে ॥১৪

প্রকৃত্যা শীতলস্পর্শো হিমবিদ্ধশ্চ সাম্প্রতম্।
প্রবাতি পশ্চিমো বায়ুঃ কালে দ্বিগুণশীতলঃ ॥১৫

বাষ্পচ্ছন্নান্যরণ্যানি যব-গোধূমবন্তি চ।
শোভন্তেঽভ্যুদিতে সূর্য্যে নদদ্ভিঃ ক্রৌঞ্চসারসৈঃ ॥১৬

খর্জ্জূর-পুষ্পাকৃতিভিঃ শিরোভিঃ পূর্ণতণ্ডুলৈঃ।
শোভন্তে কিঞ্চিদালম্বাঃ শালয়ঃ কণকপ্রভাঃ ॥১৭

ময়ূখৈরুপসর্পদ্ভির্হিমঃ নীহারসংবৃতৈঃ।
দূরমভ্যুদিতঃ সূর্য্যঃ শশাঙ্ক ইব লক্ষ্যতে ॥১৮

আগ্রাহ্যবীর্য্যঃ পূর্বাহ্নে মধ্যাহ্নে স্পর্শতঃ সুখঃ।
সংযুক্তঃ কিঞ্চিদাপাণ্ডুরাতপঃ শোভতে ক্ষিতৌ ॥১৯

অবশ্যায়নিপাতনে কিঞ্চিৎ প্রক্লিন্নশাদ্বলা।
বনানাং শোভতে ভূমির্নিবিষ্টতরুণাতপা ॥২০

স্পৃশন্ সুবিপুলং শীতমুদকং দ্বিরদঃ সুখম্।
অত্যন্ততৃষিতো বন্যো প্রতিসংহরতে করম্ ॥২১

এতে হি সমুপাসীনা বিহগা জলচারিণঃ।
নাবগাহন্তি সলিলমপ্রগল্‌ভা ইবাহবম্ ॥২২

অবশ্যায়তমোনদ্ধা নীহারতমসাবৃতাঃ।
প্রসুপ্তা ইব লক্ষ্যন্তে বিপুষ্পা বনরাজয়ঃ ॥২৩

বাষ্পসংছন্নসলিলা রুতবিজ্ঞেয়সারসাঃ।
হিমার্দ্রবালুকৈস্তীরৈঃ সরিতো ভান্তি সাম্প্রতম্ ॥২৪

তুষারপতনাচ্চৈব মৃদুত্বাদ্ভাস্করস্য চ।
শৈত্যাদগাগ্রস্থমপি প্রায়েণ রসবজ্জলম্ ॥২৫

জরাজর্জরিতৈঃ পত্রৈঃ শীর্ণকেশরকর্ণিকৈঃ।
নালশেষা হিমধ্বস্তা ন ভান্তি কমলাকরাঃ ॥২৬

হিমপ্রযুক্ত ধূসরবর্ণা রাত্রিতে অনাবৃতপ্রদেশে কেহই শয়ন করেনা। এক্ষণে তুষারাচ্ছন্ন রজনীসকল অতি বিস্তৃত বলিয়া অতিকষ্টে অতিবাহিত হইয়া থাকে। সম্প্রতি সূর্য্য চন্দ্রের সুখসেব্যতারূপ সৌভাগ্য অপহরণ করিয়াছেন।১০-১২

চন্দ্রমণ্ডল হিমযুক্ত ধূসর বর্ণ হওয়ায় নিশ্বাস দ্বারা মালিন্যপ্রাপ্ত দর্পণের ন্যায়প্রকাশিত হইয়াছে। চন্দ্রকিরণ নীহারে (হিম) মলিন হইয়া আতপ (রৌদ্র) প্রযুক্ত বিবর্ণা সীতাদেবীর ন্যায় হতশ্রী হইয়া শোভা পাইতেছে না।১৩-১৪

পশ্চিম দিকের বায়ু স্বভাবতই শীতল তাহাতে আবার অধুনা প্রাতঃকালে হিমযুক্ত হওয়ায় দ্বিগুণ শীতল হইয়া বহিতেছে। ক্রৌঞ্চ ও সারসগণের শব্দে মুখরিত, যব ও গোধূম সমন্বিত এবং নীহার পরিব্যাপ্ত অরণ্যসকল সূর্য্যোদয়ে শোভা পাইতেছে।১৬

সুবর্ণতুল্য প্রভাশালী ধান্য খর্জ্জুরপুষ্পাকৃতি তণ্ডুলপূর্ণ অগ্রভাগের ভারে কিঞ্চিৎ অবনত হইয়া শোভা পাইতেছে। দীর্ঘায়ত সূর্য্যকিরণ তুষারশোভা নীহারকণায় সমাচ্ছন্ন হইয়া উত্তাপশূন্য হইয়াছে এবং সেইজন্য সূর্য্যদেব ঊর্দ্ধে উত্থিত হইলেও তাঁহাকে চন্দ্রের ন্যায় দেখা যাইতেছে। অধুনা ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ আতপ (রৌদ্র) ভূতলে পতিত হইয়া শোভিত হয়। পূর্বাহ্নে উহার উত্তাপই অনুভূত হয় না, মধ্যাহ্নে তাহার স্পর্শে সুখলাভ হইয়া থাকে। প্রভাতে ঈষদার্দ্র হিমপাতে নবতৃণাচ্ছাদিত বনভূমি নবীন আতপসংযোগে অপূর্ব্ব শোভাধারণ করে।১৭-২০

এইসময় বন্যহস্তী অত্যন্ত পিপাসার্ত হইয়া অতি শীতল জল দেখিয়া আহ্লাদ সহকারে স্পর্শ করে এবং তন্মুহূর্ত্তেই শৈত্যপ্রযুক্ত শুণ্ড সঙ্কুচিত করে। সমস্ত জলচর পক্ষীগণ তীরে উপবিষ্ট রহিয়াছে, ভীরু ব্যক্তিগণ যেমন যুদ্ধে প্রবেশ করিতে পারে না, সেইরূপ ইহারা জলে প্রবেশ করিতে পারিতেছেনা। পুষ্পশূন্য অরণ্যসমূহ কুয়াসার অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়া নিদ্রিত বলিয়া মনে হইতেছে। এক্ষণে নদীসকলের জল হইতে অনবরত বাষ্প নির্গত হইতেছে এবং বালুকাময় তীরভূমি হিমাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। তাহাতে নদীসকল মনোরম শোভা ধারণ করিতেছে। নদীর জল বাষ্পাচ্ছন্ন হওয়ায় তাহার

অস্মিংস্তু পুরুষব্যাঘ্র কালে দুঃখসমন্বিতঃ।
তপশ্চরতি ধর্মাত্মা ত্বদ্ভক্ত্যা ভরতঃ পুরে ॥২৭
ত্যক্ত্বা রাজ্যঞ্চ মানঞ্চ ভোগাংশ্চ বিবিধান্ বহূন্।
তপস্বী নিয়তাহারঃ শেতে শীতে মহীতলে ॥২৮
সোঽপি বেলামিমাং নূনমভিষেকার্থমুদ্যতঃ।
বৃতঃ প্রকৃতিভির্নিত্যং প্রযাতি সরযুং নদীম্ ॥২৯
অত্যন্তসুখসংবৃদ্ধঃ সুকুমারো হিমার্দিতঃ।
কথং ত্বপররাত্রেষু সরযূমবগাহতে ॥৩০
পদ্মপত্রেক্ষণঃ শ্যামঃ শ্রীমান্নিরুদরো মহান্।
ধর্মজ্ঞঃ সত্যবাদী চ হ্রীনিষেধো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥৩১
প্রিয়াভিভাষী মধুরো দীর্ঘবাহুররিন্দমঃ।
সন্ত্যজ্য বিবিধান্ সৌখ্যানার্যং সর্বাত্মনা শ্রিতঃ ॥৩২
জিতঃ স্বর্গস্তব ভ্রাত্রা ভরতেন মহাত্মনা।
বনস্থমপি তাপস্যে যস্ত্বামনুবিধীয়তে ॥৩৩
ন পিত্র্যমনুবর্তন্তে মাতৃকং দ্বিপদা ইতি।
খ্যাতো লোকপ্রবাদোঽয়ং ভরতেনান্যথা কৃতঃ ॥৩৪
ভর্তা দশরথো যস্যাঃ সাধুশ্চ ভরতঃ সুতঃ।
কথং নু সাম্বা কৈকেয়ী তাদৃশী ক্রূরদর্শিনী ॥৩৫
ইত্যেবং লক্ষ্মণে বাক্যং স্নেহাদ্ বদতি ধার্মিকে।
পরিবাদং জনন্যাস্তমসহন্ রাঘবোঽব্রবীৎ ॥৩৬
ন তেঽম্বা মধ্যমা তাত গর্হিতব্যা কদাচন।
তামেবেক্ষ্বাকুনাথস্য ভরতস্য কথাং কুরু ॥৩৭
নিশ্চিতৈব হি মে বুদ্ধির্বনবাসে দৃঢ়ব্রতা।
ভরতস্নেহসন্তপ্তা বালিশীক্রিয়তে পুনঃ ॥৩৮
সংস্মরাম্যস্য বাক্যানি প্রিয়াণি মধুরাণি চ।
হৃদ্যান্যমৃতকল্পানি মনঃ প্রহ্লাদনানি চ ॥৩৯
কদা হ্যহং সমেষ্যামি ভরতেন মহাত্মনা।
শত্রুঘ্নেণ চ বীরেণ ত্বয়া চ রঘুনন্দন ॥৪০

মধ্যস্থিত সারস পক্ষীগণ আকাশে দেখা না যাইলেও শব্দের দ্বারা অনুমিত হইতেছে।২১-২৪

এক্ষণে পর্ব্বতের শিখরস্থিত জল তুষারপাত ও সূর্য্যকিরণের মৃদুভাবশতঃ অতীব শীতল হইয়াও রসবৎ হইয়াছে। কমলাকর সরোবরে কমলসমূহে পত্রসকল জীর্ণ এবং কেসরকর্ণিকা শীর্ণ হইয়া গিয়াছে; তাহাদের কেবল নাল অবশিষ্ট রহিয়াছে, উক্ত সরোবরসকল হিমের দ্বারা বিকৃত হইয়া হতশ্রী হইয়া গিয়াছে। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! এই সময়ে ধর্মাত্মা ভরত নগরে থাকিয়া আপনার প্রতি অনুরাগবশতঃ তপস্যাচরণ করিয়া দুঃখে সময় অতিবাহিত করিতেছেন।২৫-২৭

তিনি এক্ষণে রাজ্য, মান ও বিবিধ ভোগসমূহ পরিত্যাগ করিয়া তপস্যায় রত আছেন ও আহার সংযত করিয়া সুশীতল ভূতলে শয়ন করিতেছেন। তিনি নিত্যই এই সময়ে মন্ত্রী ও প্রজাবর্গে পরিবৃত হইয়া স্নানার্থে সরযূ-নদীতে গমন করেন। তাঁহার শরীর অতি কোমল, তিনি অত্যন্ত সুখে বর্দ্ধিত হইয়াছেন। এক্ষণে হিম পতিত হওয়ায় কি প্রকারে রাত্রিশেষে সরযূনদীতে অবগাহন করিতেছেন? আর্য্য! সেই পদ্মপলাশলোচন, শ্যামবর্ণ, সৌন্দর্য্যশালী, ধর্মজ্ঞ, জিতেন্দ্রিয়, শান্ত নিরুদর, মহান্ স্বভাব, লজ্জাশালী, দীর্ঘবাহু এবং প্রিয়ও সত্যবাদী শত্রুতাপন ভরত সমস্ত সুখ ত্যাগ করিয়া আপনাকেই সর্বপ্রকারে আশ্রয় করিয়াছেন এবং নগরে থাকিয়াও আপনার বনবাসজীবনের অনুসরণে তপস্যাকরত নিশ্চয়ই স্বর্গ জয় করিয়াছেন। দ্বিপদ মানবগণ পিতৃস্বভাবের অনুবর্ত্তী হন না, পরন্তু মাতারই স্বভাবের অনুকরণ করেন,—এইলোকবিখ্যাত প্রবাদ ভরতকর্ত্তৃক মিথ্যা প্রমাণিত হইল। রাজা দশরথ যাঁহার স্বামী এবং সাধুস্বভাব ভরত যাঁহার পুত্র, সেই মধ্যমজননী কৈকেয়ী দেবী কি প্রকারে এইরূপ নিষ্ঠুর কর্ম করিলেন? ২৮-৩৫

ধার্মিক লক্ষ্মণ স্নেহপ্রযুক্ত ঐরূপ বাক্য বলিলে রঘুনন্দন রাম মধ্যম-জননীর সেই নিন্দাবাদ সহ্য করিতে না পারিয়া বলিলেন,— ভ্রাতঃ! তুমি কোন প্রকারেই সেই মধ্যম-জননীকে নিন্দা করিও না। যদি কিছু বলিতেই হয়, তবে সেই ইক্ষ্বাকুকুলনাথ ভরতের কথা বল। যদিও বনবাস করিব—এইরূপ সঙ্কল্পই আমার দৃঢ়তর আছে, তথাপি ভরতের প্রতি স্নেহবশতঃ আমার চিত্ত সন্তপ্ত ও চঞ্চল হইতেছে। মনের প্রীতিসম্পাদক ও

ইত্যেবং বিলপংস্তত্র প্রাপ্য গোদাবরীং নদীম্।
চক্রেঽভিষেকং কাকুৎস্থঃ সানুজঃ সহ সীতয়া ॥৪১
তর্পয়িত্বাথ সলিলৈস্তৈঃ পিতৄন্ দৈবতানপি।
স্তুবন্তি স্মোদিতং সূর্য্যং দেবতাশ্চ তথানঘাঃ ॥৪২
কৃতাভিষেকঃ স ররাজ রামঃ
সীতাদ্বিতীয়ঃ সহ লক্ষ্মণেন।
কৃতাভিষেকস্ত্বগরাজপুত্র্যা
রুদ্রঃ সনন্দির্ভগবানিবেশঃ ॥৪৩

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অরণ্যকাণ্ডে ষোড়শঃ সর্গঃ ॥

অমৃতের ন্যায় হৃদয়াহ্লাদকারী সেই ভরতের প্রিয় বাক্যসকল আমার স্মৃতিপথোদিত হইতেছে। হে রঘুনন্দন! আমি তোমাকে সঙ্গে লইয়া কবে মহাত্মা ভরত ও বীর শত্রুঘ্নের সহিত মিলিত হইব? ৩৫-৪০

কাকুৎস্থ রাম এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে গোদাবরীনদীতে যাইয়া ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত তথায় স্নান করিলেন। পরে সেই নিষ্পাপ রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাদেবী জল দ্বারা দেবতা ও পিতৃগণের তর্পণ করিয়া উদিত সূর্য্য ও অপর দেবতাগণের স্তব করিলেন।৪১-৪২

স্নানের পর ভগবান্ রুদ্র পর্বতরাজকন্যা উমাদেবী এবং নন্দির সহিত মিলিত হইয়া যেরূপ শোভা ধারণ করেন, সেইরূপ স্নানান্তে দাশরথি রাম সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত শোভা পাইতে লাগিলেন।৪৩

মহর্ষি বল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে ষোড়শ সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তদশঃ সর্গঃ

[পঞ্চবটীস্থ-রামাশ্রমে শূর্পণখায়া আগমনম্, রামস্য পরিচয়লাভঃ, রামরূপহৃতচিত্তায়াস্তস্যা ভার্য্যারূপেণ স্বাং গ্রহীতুং রামং প্রতি অনুরোধশ্চ ।]

কৃতাভিষেকো রামস্তু সীতা সৌমিত্রিরেব চ ।
তস্মাদ্ গোদাবরীতীরাত্ততো জগ্মুঃ স্বমাশ্রমম্ ॥১
আশ্রমং তমুপাগম্য রাঘবঃ সহ লক্ষ্মণঃ ।
কৃত্বা পৌর্বাহ্ণিকং কর্ম পর্ণশালামুপাগমৎ ॥২
উবাস সুখিতস্তত্র পূজ্যমানো মহর্ষিভিঃ ।
স রামঃ পর্ণশালায়ামাসীনঃ সহ সীতয়া ॥৩
বিররাজ মহাবাহুশ্চিত্রয়া চন্দ্রমা ইব ।
লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা চকার বিবিধাঃ কথাঃ ॥৪
তদাসীনস্য রামস্য কথাসংসক্তচেতসঃ ।
তং দেশং রাক্ষসী কাচিদাজগাম যদৃচ্ছয়া ॥৫
সা তু শূর্পণখা নাম দশগ্রীবস্য রক্ষসঃ ।
ভগিনী রামমাসাদ্য দদর্শ ত্রিদশোপমম্ * ॥৬
দীপ্তাস্যঞ্চ মহাবাহুং পদ্মপত্রায়তেক্ষণম্ ।
গজবিক্রান্তগমনং জটামণ্ডলধারিণম্ ॥৭
সুকুমারং মহাসত্ত্বং পার্থিবব্যঞ্জনান্বিতম্ ।
রামমিন্দীবরশ্যামং কন্দর্পসদৃশপ্রভম্ ॥৮
বভূবেন্দ্রোপমং দৃষ্ট্বা রাক্ষসী কামমোহিতা ।
সুমুখং দুর্মুখী রামং বৃত্তমধ্যং মহোদরী ॥৯

সপ্তদশ সর্গ

(পঞ্চবটীতে রামের আশ্রমে শূর্পণখার আগমন, রামের পরিচয় লাভ ও স্বীয় পরিচয় দান, এবং রামের রূপে মোহিত হইয়া নিজেকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করিবার জন্য রামের প্রতি রাক্ষসী শূর্পণখার অনুরোধ ।)

রঘুনন্দন রাম, সীতা ও সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ—ইহাঁরা সকলে স্নান করিয়া সেই গোদাবরীনদীর তীর হইতে স্বীয় আশ্রমে গমন করিলেন ।১

পরে রাম লক্ষ্মণের সহিত আশ্রমে আসিয়া পূর্বাহ্ণে করণীয় কার্য্যসকল সমাধা করিয়া পর্ণশালামধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন এবং মহর্ষিগণকর্তৃক পূজিত হইয়া তথায় উপবেশন করিলেন। সেই মহাবাহু রাম পর্ণশালার মধ্যে সীতার সহিত আসীন হইয়া চিত্রা-নক্ষত্রসমন্বিত চন্দ্রের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন এবং ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত নানাবিধ কথা বলিতে লাগিলেন ।২-৪

রাম পর্ণশালায় উপবেশন করিয়া লক্ষ্মণের সহিত কথোপকথনে নিরত আছেন, এমন সময় সেই স্থানে কোন এক রাক্ষসী যদৃচ্ছাক্রমে আগমন করিল ।৫

সেই রাক্ষসীর নাম শূর্পণখা এবং দশবদন রাবণের ভগিনী। সে দেবতুল্য মনোহর রূপসম্পন্ন রামের নিকটে যাইয়া তাঁহাকে দর্শন করিল ।৬

সেই রামের দীপ্ত বদন এবং পদ্মপত্রসদৃশ বিস্তৃতলোচন দীর্ঘবাহু ও হস্তীর ন্যায় মন্থরগতি, তিনি জটামণ্ডলধারী সুকোমল, বলশালী, রাজোচিত লক্ষণসম্পন্ন, নীলকমলের ন্যায় শ্যামকান্তি, কামদেবের ন্যায় দ্যুতিমান্ ও মহেন্দ্রতুল্য প্রভাবশালী রামকে দর্শন করিয়া কাম মোহিত হইল। সেই রাক্ষসীর উদর ছিল বিশাল, সেই বিরূপাক্ষী, তাম্রকেশী, বিকৃতরূপা, ঘোরশব্দযুক্তা, অতিবৃদ্ধা, কটুভাষিণী, অতি দুর্বৃত্তা ও কুরূপা। রাক্ষসী সুন্দরবদন, ক্ষীণকটি, বিশালনয়ন, কৃষ্ণকেশ, প্রিয়রূপ, মধুরভাষী, যৌবনসম্পন্ন, অনুকূলবাদী, সচ্চরিত্র ও নয়নাভিরাম রামকে বলিল,—তুমি জটাধারী তপস্বীর বেশে ধনুর্বাণ ধারণ করত ভার্য্যার সহিত কি নিমিত্ত এই রাক্ষসসেবিত দেশে আগমন করিয়াছ? তোমার এখানে আসিবার কারণ কি, তাহা যথার্থরূপে কীর্তন কর ।৭-১৩

* কোন কোন গ্রন্থে ৬নং শ্লোকের পর নিম্নলিখিত শ্লোকটি অধিক দেখা যায়,—

সিংহোরস্কং মহাবাহুং পদ্মপত্রনিভেক্ষণম্ ।
আজানুবাহুং দীপ্তাস্যমতীব প্রিয়দর্শনম্ ॥

তৃতীয় বর্ষ, আষাঢ়, ১৩৭১] [প্রথম সংখ্যা—রথযাত্রা

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথ-প্রবর্তিত।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভ মূল্যে দেওয়া সম্ভব হইয়াছে।

---

* * *

যুগ্ম-সম্পাদক—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য

শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫·০০ টাকা] [প্রতি সংখ্যা ১·৫০ টাকা

স্বত্বাধিকার :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(জয়গুরু সম্প্রদায়)

সহ-সম্পূজকসঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ

শ্রীনারায়ণগোস্বামী ন্যায়াচার্য্য

শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্ত্তৃক শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।৩, পি, ডব্লিউ, ডি রোড, কলিকাতা—৩৫ হইতে প্রকাশিত ও ১৫বি, রায়বাগান ষ্ট্রীট্, কলিকাতা—৬ ইন্দু-নারায়ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রাপিত। ১৫ই আষাঢ়, ১৩৭১।

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রময় মাসিক পত্র। প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ।

২। এই মাসিকপত্রে শ্রীরামায়ণ-শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রীমহাভারত-শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ইত্যাদি যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। ইহার বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারত ও পাকিস্তানে সডাক ১৫.০০, প্রতি সংখ্যা ১.৫০ নঃ পঃ মাত্র; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০.০০, প্রতি সংখ্যা ২.০০ মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

৪। প্রতি বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ইহার একটি সংখ্যা প্রকাশিত হইবামাত্র গ্রাহকগণের নিকট পাঠান হয়। বাংলা মাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে উক্ত সংখ্যা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ লইয়া চতুর্থ সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতা কার্য্যালয়ে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলা মাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৫। মাসিক পত্র, বিজ্ঞাপন প্রভৃতি সংক্রান্ত যাবতীয় পত্রাদি এবং অর্থাদি "সঞ্চালক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬" এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

মনি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকের নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে অবশ্যই লিখিতে হইবে।

৬। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয়, কিন্তু প্রয়োজন না মনে করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে গ্রাহকগণকে জবাবী-পত্র অবশ্যই দিতে হইবে।

৭। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে, কার্য্যালয়ে আসিয়া বা ডাকযোগ ব্যতীত অন্যকোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৮। উল্লিখিত ৪-৭ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পত্র-পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

৯। অনিবার্য্যকারণবশতঃ যে সংখ্যা প্রকাশে বিলম্ব ঘটিয়াছে, তাহা যথাসম্ভব সত্বর প্রকাশের চেষ্টা চলিতেছে। তৎসম্পর্কে উক্ত নিয়মাবলী যথাসময়ে প্রযুজ্য বলিয়া গণ্য হইবে।

১০। এই আর্য্যশাস্ত্রের প্রথমবর্ষে মন্বাদি বিংশতি সংহিতা ও অন্যান্য দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীঠাকুর আর্য্যশাস্ত্রের বহুল প্রচার-কামনায় তাহার বার্ষিক মূল্য ১৫.০০ টাকার স্থলে ১০.০০ টাকা করিয়া দিয়াছেন।

সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।৩, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, আলমবাজার।
কলিকাতা—৩৫

৺৭শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

পুষ্করমঠ
ভরতপুর-কুঞ্জ
গৌঘাট
৮।৫।৭০

যে মায়েরা বাবারা একে (ওঙ্কারকে) সত্যসত্য ভালবাসে, তারা নিত্য আর্য্যশাস্ত্র প'ড়্বে ও প্রাণপণে আর্য্যশাস্ত্র প্রচারের চেষ্টা ক'র্‌বে। আর্য্যশাস্ত্রের সেবায় জগতের মহাকল্যাণ সাধিত হবেই হবে।

ওঙ্কার

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

অনুগ্রহ করিয়া ইহা অবশ্যই পাঠ করিবেন

১। আর্য্যশাস্ত্রকার্য্যালয় ছুটির দিন ব্যতীত প্রত্যহ বেলা ১০৷৷০টা হইতে ৫৷৷০টা পর্য্যন্ত খোলা থাকে। এই সময়ের মধ্যে না আসিলে সাক্ষাৎকার সম্ভব হয় না।

২। স্মরণ রাখিবেন আষাঢ় মাস হইতে নূতন বর্ষ আরম্ভ হইয়াছে। আপনার তৃতীয় বর্ষের গ্রাহকমূল্য এখনও যদি না দিয়া থাকেন সত্বর পাঠাইবেন। গ্রাহকমূল্য বাকী থাকিলে সাধারণতঃ স্মারকপত্র দেওয়া হয় বটে, কিন্তু আদায় না হইলে পত্রিকা পাঠান হয় না।

৩। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যা গ্রাহকগণকে ভি. পি.-যোগে পাঠাইতে হয়, কারণ ডাকবিভাগ ইহার জন্য কোন ডাকমাশুলের সুবিধা দান করেন না। অতএব ব্যয়ভার কমাইতে হইলে গ্রাহকগণ কার্য্যালয়ে আসিয়া অথবা লোকমাধ্যমে সংগ্রহ করিবেন।

৪। শ্রীশ্রীঠাকুর আর্য্যশাস্ত্রের প্রথম বর্ষের ১২টি সংখ্যা বিগত রথযাত্রার দিন পর্য্যন্ত অর্থাৎ মাত্র কয়েক মাসের জন্য এককালীন ১০৲ টাকা মূল্যে দিবার অনুমতি দিয়াছিলেন। এই সময় উত্তীর্ণ হওয়ায় এখন হইতে প্রথম বর্ষের জন্যও ১৫৲ টাকা দিতে হইবে।

৫। স্মরণ রাখিবেন অনিবার্য্যকারণবশতঃ আর্য্যশাস্ত্রের মাসিক সংখ্যাগুলি প্রায় দুইমাস পিছাইয়া প্রকাশিত হইতেছে ; সেই কারণ আষাঢ় সংখ্যাটি ভাদ্রের মাঝামাঝি পাইবেন। ইহা ঠিক করিয়া লইতে কিছু সময় লাগিবে।

৬। আর্য্যশাস্ত্রের মাসিক সংখ্যা প্রতি বাংলা মাসের মাঝামাঝি (অর্থাৎ ইংরাজি মাসের শেষে) গ্রাহকগণকে পাঠান হয়। পত্রিকা না পাইলে ঐ বাংলা মাসের মধ্যে জানাইতে হইবে। মাসাধিককাল পরে জানাইলে পত্রিকা পাঠাইবার অসুবিধা ঘটিতে পারে।

৭। গ্রাহকগণ সর্ব্বক্ষেত্রে পত্র দিবার সময় ও যে কোন ব্যাপারে গ্রাহকসংখ্যা অবশ্যই উল্লেখ করিবেন এবং গ্রাহকমূল্যের মণিঅর্ডার, পত্রিকা সম্বন্ধীয় অনুসন্ধান ও যাবতীয় পত্রালাপ ৩৮সি, বিধান সরণী, এই ঠিকানায় করিবেন।

৮। গত পৌষসংখ্যা (১৩৭০) হইতে **বাল্মীকি রামায়ণের** প্রকাশন আরম্ভ হইয়াছে এবং ইহা সম্পূর্ণ হইতে বৎসরাধিক কাল লাগিবে।

আর্য্যশাস্ত্র কার্য্যালয়
৩৮ সি, বিধান সরণী
কলিকাতা—৬

সম্পাদক, আর্য্যশাস্ত্র

বিশালাক্ষং বিরূপাক্ষী সুকেশং তাম্রমূর্দ্ধজা।
প্রিয়রূপং বিরূপা সা সুস্বরং ভৈরবস্বনা ॥১০
তরুণং দারুণা বৃদ্ধা দক্ষিণং বামভাষিণী।
ন্যায়বৃত্তং সুদুর্বৃত্তা প্রিয়মপ্রিয়দর্শনা ॥১১
শরীরজসমাবিষ্টা রাক্ষসী রামমব্রবীৎ।
জটী তাপসবেষেণ সভার্য্যঃ শরচাপধৃক্ ॥১২
আগতস্ত্বমিমং দেশং কথং রাক্ষসসেবিতম্।
কিমাগমনকৃত্যং তে তত্ত্বমাখ্যাতুমর্হসি ॥১৩
এবমুক্তস্তু রাক্ষস্যা শূর্পণখ্যা পরন্তপঃ।
ঋজুবুদ্ধিতয়া সর্বমাখ্যাতুমুপচক্রমে *॥১৪
আসীদ্দশরথো নাম রাজা ত্রিদশবিক্রমঃ।
তস্যাহমগ্রজঃ পুত্রো রামো নাম জনৈঃ শ্রুতঃ ॥১৫
ভ্রাতাঽয়ং লক্ষ্মণো নাম যবীয়ান্মামনুব্রতঃ।
ইয়ং ভার্য্যা চ বৈদেহী মম সীতেতি বিশ্রুতা ॥১৬
নিয়োগাত্তু নরেন্দ্রস্য পিতুর্মাতুশ্চ যন্ত্রিতঃ।
ধর্মার্থং ধর্মকাঙ্ক্ষী চ বনং বস্তুমিহাগতঃ ॥১৭
ত্বাং তু বেদিতুমিচ্ছামি কস্য ত্বং কাসি কস্য বা।
ত্বং হি তাবন্মনোজ্ঞাঙ্গী রাক্ষসী প্রতিভাসি মে ॥১৮
ইহ বা কিং নিমিত্তং ত্বমাগতা ব্রূহি তত্ত্বতঃ।
সাঽব্রবীদ্ বচনং শ্রুত্বা রাক্ষসী মদনার্দিতা ॥১৯
শ্রূয়তাং রাম তত্ত্বার্থং বক্ষ্যামি বচনং মম।
অহং শূর্পণখা নাম রাক্ষসী কামরূপিণী ॥২০
অরণ্যং বিচরামীদমেকা সর্বভয়ঙ্করা।
রাবণো নাম মে ভ্রাতা যদি তে শ্রোত্রমাগতঃ ॥২১
বীরো বিশ্রবসঃ পুত্রো যদি তে শ্রোত্রমাগতঃ।
প্রবৃদ্ধনিদ্রশ্চ সদা কুম্ভকর্ণো মহাবলঃ ॥২২

শত্রুদমন রামকে শূর্পণখা ঐরূপ বলিলে সরল-স্বভাববশতঃ তাহার নিকটে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন।১৪

দেবতার ন্যায় বিক্রমশালী দশরথনামে এক রাজা ছিলেন। আমি তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র। আমার নাম রাম, ইহা সকল লোকেই শুনিয়াছে। ইনি আমার অনুগত কনিষ্ঠ ভ্রাতা, ইঁহার নাম লক্ষ্মণ। ইনি আমার ভার্য্যা সীতা নামে প্রসিদ্ধা এবং বিদেহরাজের কন্যা।১৫-১৬

আমি ভূপতি পিতা ও মাতার আদেশ অনুসারে গুরুজনের আজ্ঞাপালনরূপ ধর্ম কামনা করিয়া বনে বাস করিবার জন্য এখানে আসিয়াছি।১৭

তুমি কে? কাহার কন্যা এবং কাহার ভার্য্যা? তাহা জানিতে ইচ্ছা করি। তোমার এইরকমই মনোহর রূপ যে, তোমাকে যদৃচ্ছাধারী মায়াবিনী রাক্ষসী বলিয়া আমি মনে করিতেছি।১৮

তুমি এখানে কি জন্য আগমন করিয়াছ—তাহা যথাযথরূপে বল। তখন সেই কামপীড়িতা রাক্ষসী তাঁহাকে বলিল,—রাম! আমি তোমাকে যথার্থ কথা বলিতেছি, তুমি আমার সেই কথা শ্রবণ কর। আমি কামরূপিণী রাক্ষসী এবং আমার নাম শূর্পণখা। আমি একাকিনীই সমস্ত প্রাণীর ভয় উৎপাদন করত এই অরণ্যে বিচরণ করিয়া থাকি। রাবণ আমার ভ্রাতা, আশা করি, তাহার নাম তোমার শ্রুতিগোচর হইয়াছে।১৯-২১

রাবণ বিশ্রবামুনির বীর পুত্র একথাও তুমি শুনিয়া থাকিবে। নিরন্তর নিদ্রাপরায়ণ মহাবল কুম্ভকর্ণ, রাক্ষসের আচাররহিত ধর্মাত্মা বিভীষণ এবং যুদ্ধে প্রখ্যাতবীর্য্য খর ও দূষণ আমার ভ্রাতা। হে রাম! আমি প্রথম দর্শনেই পুরুষশ্রেষ্ঠ তোমাকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করত তাঁহাদিগের মত না লইয়াই তোমার নিকট আসিয়াছি।২২-২৪

আমি পরাক্রমশালিনী, আমি বলপূর্বক স্বেচ্ছানুসারে সর্বত্র গমন করিতে পারি। তুমি আমার স্বামী হও। তুমি সীতাকে লইয়া কি করিবে? এই সীতা বিকৃতা-

*১৪নং শ্লোকের পর কোন কোন গ্রন্থে নিম্নলিখিত শ্লোকটি অধিক দেখা যায়,—

অনৃতং ন হি রামস্য কদাচিদপি সম্মতম্।
বিশেষেণাশ্রমস্থস্য সমীপে স্ত্রীজনস্য চ॥

বিভীষণস্তু ধর্মাত্মা ন তু রাক্ষসচেষ্টিতঃ।
প্রখ্যাতবীর্য্যৌ চ রণে ভ্রাতরৌ খর-দূষণৌ ॥২৩
তানহং সমতিক্রান্তা রাম ত্বা পূর্বদর্শনাৎ।
সমুপেতাস্মি ভাবেন ভর্তারং পুরুষোত্তমম্ ॥২৪
অহং প্রভাবসম্পন্না স্বচ্ছন্দবলগামিনী।
চিরায় ভব ভর্তা মে সীতয়া কিং করিষ্যসি ॥২৫
বিকৃতা চ বিরূপা চ ন সেয়ং সদৃশী তব।
অহমেবানুরূপা তে ভার্য্যারূপেণ পশ্যমাম্ ॥২৬
ইমাং বিরূপামসতীং করালাং নির্ণতোদরীম্।
অনেন সহ তে ভ্রাতা ভক্ষয়িষ্যামি মানুষীম্ ॥২৭
ততঃ পর্বতশৃঙ্গাণি বনানি বিবিধানি চ।
পশ্যন্ সহ ময়া কামী দণ্ডকান্ বিচরিষ্যসি ॥২৮
ইত্যেবমুক্তঃ কাকুৎস্থঃ প্রহস্য মদিরেক্ষণাম্।
ইদং বচনমারেভে বক্তুং বাক্যবিশারদঃ ॥২৯
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে সপ্তদশঃ সর্গঃ ॥

কারা ও বিরূপা সুতরাং তোমার যোগ্য নহে। আমিই তোমার অনুরূপা (যোগ্যা) ভার্য্যা। তুমি আমাকে ভার্য্যারূপে দেখ অর্থাৎ গ্রহণ কর।২৫-২৬

আমি তোমার ভ্রাতা এবং এই বিকৃতরূপা কৃশোদরী অসতী মানবীকে ভক্ষণ করিব ও তারপর তুমি আমার সহিত কামভোগরত হইয়া বিবিধ পর্বতশিখরে, বনে ও দণ্ডকারণ্যে বিচরণ করিবে।২৭ ২৮

বাক্যকুশলী কাকুৎস্থ রামকে সেই মত্তনয়না রাক্ষসী ঐরূপ বলিলে তিনি উচ্চহাস্য করত তাহাকে বলিতে লাগিলেন।২৯

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে সপ্তদশ সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টাদশঃ সর্গঃ

[রামেণ প্রত্যাখ্যাতায়াঃ শূর্পণখায়া লক্ষ্মণসমীপে প্রণয়ভিক্ষা, লক্ষ্মণেনাপি প্রত্যাখ্যাতায়াস্তস্যাঃ সীতাং প্রত্যাক্রমণম্, শূর্পণখায়াঃ কর্ণ-নাসাচ্ছেদনঞ্চ।]

তাং তু শূর্পণখাং রামঃ কামপাশাবপাশিতাম্।
স্বেচ্ছয়া শ্লক্ষ্ণয়া বাচা স্মিতপূর্বমথাব্রবীৎ ॥১
কৃতদারোঽস্মি ভবতি ভার্য্যেয়ং দয়িতা মম।
ত্বদ্বিধানাং তু নারীণাং সুদুঃখা সসপত্নতা ॥২
অনুজস্ত্বেষ মে ভ্রাতা শীলবান্ প্রিয়দর্শনঃ।
শ্রীমানকৃতদারাশ্চ লক্ষ্মণো নাম বীর্য্যবান্ ॥৩
অপূর্বী ভার্য্যয়া চার্থী তরুণঃ প্রিয়দর্শনঃ।
অনুরূপশ্চ তে ভর্তা রূপস্যাস্য ভবিষ্যতি ॥৪

অষ্টাদশ সর্গ

(রামকর্তৃক প্রত্যাখ্যাতা হইয়া লক্ষ্মণের নিকট শূর্পণখার প্রণয়ভিক্ষা, লক্ষ্মণ কর্তৃক পুনরায় উপেক্ষিতা হইয়া সীতাকে আক্রমণ এবং লক্ষ্মণকর্তৃক শূর্পণখার নাসা-কর্ণচ্ছেদন।)

অনন্তর রাম ঈষৎ হাস্যকরত সুমধুরবাক্যে কামপাশে আবদ্ধা সেই শূর্পণখাকে বলিলেন—আমি দারপরিগ্রহ করিয়াছি, ইনি আমার প্রিয়তমা ভার্য্যা। তোমার ন্যায় রমণীগণের সপত্নী থাকা অত্যন্ত দুঃখকর।১-২

আমার এই কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণ সুচরিত্র, শ্রীমান্, বীর্য্যবান, প্রিয়দর্শন ও যুবক। ইঁহার সহিত কোন স্ত্রী নাই, ইনি যদি দারপরিগ্রহ করিতে ইচ্ছুক থাকেন, তবে ইনিই তোমার রূপের অনুরূপ পতি হইবেন। হে বিশালনয়নে! সুন্দরি! যেরূপ সূর্য্যপ্রভা মেরুপর্বতকে ভজনা করে, সেইরূপ তুমি সপত্নীহীনা হইয়া আমার এই ভ্রাতাকে পতিরূপে ভজনা কর।৩-৫

রাম কামমোহিতা সেই রাক্ষসীকে ঐরূপ বলিলে সে তাঁহাকে পরিত্যাগপূর্বক সহসা লক্ষ্মণের সমীপে যাইয়া বলিল,—"আমি কামিনীদিগের মধ্যে উত্তমা

এনং ভজ বিশালাক্ষি ভর্ত্তারং ভ্রাতরং মম।
অসপত্না বরারোহে মেরুমর্কপ্রভা যথা ॥৫
ইতি রামেণ সা প্রোক্তা রাক্ষসী কামমোহিতা।
বিসৃজ্য রামং সহসা ততো লক্ষ্মণমব্রবীৎ ॥৬
অস্য রূপস্য তে যুক্তা ভার্য্যাহং বরবর্ণিনী।
ময়া সহ সুখং সর্বান্ দণ্ডকান্ বিচরিষ্যসি ॥৭
এবমুক্তস্তু সৌমিত্রী রাক্ষস্যা বাক্যকোবিদঃ।
ততঃ শূর্পণখীং স্মিত্বা লক্ষ্মণো যুক্তমব্রবীৎ ॥৮
কথং দাসস্য মে দাসী ভার্যা ভবিতুমিচ্ছসি।
সোঽহমার্য্যেণ পরবান্ ভ্রাতা কমলবর্ণিনি ॥৯
সমৃদ্ধার্থস্য সিদ্ধার্থা মুদিতালমবর্ণিনী।
আর্য্যস্য ত্বং বিশালাক্ষি ভার্য্যা ভব যবীয়সী ॥ ১০
এতাং বিরূপামসতীং করালাং নির্ণতোদরীম্।
ভার্যাং বৃদ্ধাং পরিত্যজ্য ত্বামেবৈষ ভজিষ্যতি ॥১১
কো হি রূপমিদং শ্রেষ্ঠং সন্ত্যজ্য বরবর্ণিনি।
মানুষীষু বরারোহে কুর্য্যাদ্ভাবং বিচক্ষণঃ ॥১২

ইতি সা লক্ষ্মণেনোক্তা করালা নির্ণতোদরী।
মন্যতে তদ্বচঃ সত্যং পরিহাসাবিচক্ষণা ॥১৩
সা রামং পর্ণশালায়ামুপবিষ্টং পরন্তপম্।
সীতয়া সহ দুর্ধর্ষমব্রবীৎ কামমোহিতা ॥১৪
ইমাং বিরূপামসতীং করালাং নির্ণতোদরীম্।
বৃদ্ধাং ভার্য্যামবষ্টভ্য্যং ন মাং ত্বং বহুমন্যসে ॥১৫
অদ্যেমাং ভক্ষয়িষ্যামি পশ্যতস্তব মানুষীম্।
ত্বয়া সহ চরিষ্যামি নিঃসপত্না যথাসুখম্ ॥১৬
ইত্যুক্ত্বা মৃগশাবাক্ষীমলাতসদৃশেক্ষণা।
অভ্যগচ্ছৎ সুসংক্রুদ্ধা মহোল্কা রোহিণীমিব ॥১৭
তাং মৃত্যুপাশপ্রতিমামাপতন্তীং মহাবলঃ।
নিগৃহ্য রামঃ কুপিতস্ততো লক্ষ্মণমব্রবীৎ ॥১৮
ক্রূরৈরনার্য্যৈঃ সৌমিত্রে পরিহাসঃ কথঞ্চন।
ন কার্য্যঃ পশ্য বৈদেহীং কথঞ্চিৎ সৌম্য জীবতীম্ ॥১৯
ইমাং বিরূপামসতীমতিমত্তাং মহোদরীম্।
রাক্ষসীং পুরুষব্যাঘ্র বিরূপয়িতুমর্হসি ॥২০

অতএব আমিই তোমার এই রূপের যোগ্য ভার্য্যা। তুমি আমার সহিত সুখে এই সমস্ত দণ্ডকারণ্যে বিচরণ কর।৬-৭

অনন্তর রাক্ষসী শূর্পণখাকর্তৃক ঐরূপ উক্ত হইয়া বাক্‌পটু সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ ঈষৎ হাস্য করত তাহাকে যুক্তিযুক্তবাক্যে বলিলেন,—হে পদ্মের মত রূপধারিণি! আমি আর্য্য জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামের চরণাশ্রিত দাস, সুতরাং তুমি কি প্রকারে আমার ভার্য্যা হইয়া দাসী হইতে অভিলাষ করিতেছ? হে বিশালনয়নে! তোমার বর্ণে অনুমাত্র মালিন্য নাই, তুমি সমৃদ্ধশালী আর্য্য রামের কনিষ্ঠ ভার্য্যা হইয়া সিদ্ধমনোরথ ও আনন্দিত হও। তাহা হইলে উনি ঐ নতোদরী, বিরূপা, বিকৃতাকারা ও বৃদ্ধা অসতী ভার্য্যাকে পরিত্যাগ করিয়া তোমাকেই ভজনা করিবেন। হে সুন্দরি! কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তোমার ন্যায় শ্রেষ্ঠ রূপবতী রমণীকে পরিত্যাগ করিয়া মানবী রমণীতে প্রণয় করিবেন? ৮-১২

লক্ষ্মণ এইরূপ বলিলে পরিহাসে অনভিজ্ঞা, কামমোহিতা, কদাকারা ও লম্বোদরী সেই রাক্ষসী ঐ বাক্যকে যথার্থ মনে করিল এবং পর্ণশালামধ্যে সীতার সহিত উপবিষ্ট দুর্জয় শত্রুতাপন রামের নিকটে যাইয়া তাঁহাকে বলিল,—তুমি এই বিরূপা, বিকৃতাকারা, নতোদরী ও বৃদ্ধা ভার্য্যার প্রতি আসক্ত হইয়া আমাকে সম্মান করিতেছ না। আমি এক্ষণেই তোমার সমক্ষে এই মানুষীকে ভক্ষণ করিব এবং সপত্নীহীনা হইয়া তোমার সহিত সুখে বিচরণ করিব।১৩-১৬

এইরূপ বলিয়া জ্বলন্ত অঙ্গারের ন্যায় আরক্তনয়না শূর্পণখা অতিশয় ক্রুদ্ধা হইয়া যেরূপ বৃহৎ উল্কা রোহিণী নক্ষত্রের প্রতি ধাবিত হয়, সেইরূপ মৃগশিশুনয়না সীতার প্রতি ধাবিতা হইল।১৭

যমপাশসদৃশী সেই রাক্ষসীকে সীতা অভিমুখে আসিতে দেখিয়া মহাবল রাম তাহাকে হুঙ্কারপূর্বক নিবৃত্ত

ইত্যুক্তো লক্ষ্মণস্তস্যাঃ ক্রুদ্ধো রামস্য পশ্যতঃ।
উদ্ধৃত্য খড়্গং চিচ্ছেদ কর্ণ-নাসে মহাবলঃ ॥২১
নিকৃত্তকর্ণনাসা তু বিস্বরং সা বিনদ্য চ।
যথাগতং প্রদুদ্রাব ঘোরা শূর্পণখা বনম্ ॥২২
সা বিরূপা মহাঘোরা রাক্ষসী শোণিতোক্ষিতা।
ননাদ বিবিধান্ নাদান্ যথা প্রাবৃষি তোয়দঃ ॥২৩
সা বিক্ষরন্তী রুধিরং বহুধা ঘোরদর্শনা।
প্রগৃহ্য বাহূ গর্জন্তী প্রবিবেশ মহাবনম্ ॥২৪
ততস্তু সা রাক্ষসসঙ্ঘসংবৃতং
খরং জনস্থানগতং বিরূপিতা।
উপেত্য তং ভ্রাতরমুগ্রতেজসং
পপাত ভূমৌ গগনাদ্ যথাঽশনিঃ ॥২৫
ততঃ সভার্য্যং ভয়-মোহমূর্চ্ছিতা
সলক্ষ্মণং রাঘবমাগতং বনম্।
বিরূপণং চাত্মনি শোণিতোক্ষিতা
শশংস সর্বং ভগিনী খরস্য সা ॥২৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অরণ্যকাণ্ডে অষ্টাদশঃ সর্গঃ ॥

করিয়া ক্রুদ্ধভাবে লক্ষ্মণকে বলিল,—হে শুভদর্শন সুমিত্রানন্দন! ক্রুরস্বভাব অনার্য্যদিগের সহিত কোনও প্রকারেই পরিহাস করা উচিত নহে। দেখ, বিদেহ-রাজদুহিতা সীতাদেবী রাক্ষসীর ভয়ে অতিকষ্টে বাঁচিয়া আছে। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! তুমি এই কামোন্মত্তা, বিরূপা, লম্বোদরী ও অসতী রাক্ষসীর রূপ বিকৃত করিয়া দাও।১৮-২০

রাম মহাপরাক্রমশালী লক্ষ্মণকে এইরূপ বলিলে লক্ষ্মণ তাঁহার সমীপেই খড়্গ উত্তোলন করিয়া সেই রাক্ষসীর কর্ণ ও নাসিকা ছেদন করিলেন।২১

তখন সেই শূর্পণখা ছিন্ন নাসাকর্ণ হইয়া ভীষণ আকার ধারণ করত বিকটস্বরে চীৎকার করিতে করিতে যেখান হইতে আসিয়াছিল, সেইদিকে ধাবিতা হইল।২২

অতি ভয়ঙ্করা বিরূপা রাক্ষসীর সর্বাঙ্গ রক্তাপ্লুত হইলে বর্ষাকালীন মেঘের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে নানাভাবে তর্জন গর্জন করিতে লাগিল। দেখিতে ভয়ঙ্করী সেই রাক্ষসীর কর্তিত (কাটা) স্থান হইতে রক্তক্ষরিত হইতেছিল, সে চীৎকার করিতে করিতে ভীষণ অরণ্যে প্রবেশ করিল। অনন্তর লক্ষ্মণের হস্তে বিরূপা হইয়া সেই শূর্পণখারাক্ষসী জনস্থাননামক স্থানে রাক্ষসগণপরিবৃত অতি ভয়ঙ্করস্বভাব ভ্রাতা খরের নিকট যাইয়া আকাশ হইতে বজ্রপতনের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল। খরের ভগিনী রাক্ষসী শূর্পণখা ভয়ে ও মোহে অচেতনপ্রায় হইয়া রক্তমাখা দেহে ভ্রাতার নিকট রঘুনন্দন রামের বনে আগমন ও স্বীয় কর্ণনাসাচ্ছেদনবৃত্তান্ত বলিল। ২৩ ২৬

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে অষ্টাদশ সর্গ সমাপ্ত।

ঊনবিংশঃ সর্গঃ

[স্বস্-মুখাৎ তদীয়দুর্দশাবৃত্তান্তং শ্রুত্বা খরস্য ভয়ঙ্কর-ক্রোধঃ রামাদীনাং বধায় খরস্য চতুর্দশ-সহস্ররাক্ষসসৈন্যপ্রেরণঞ্চ।]

তাং তথা পতিতং দৃষ্ট্বা বিরূপাং শোণিতোক্ষিতাম্।
ভগিনীং ক্রোধসন্তপ্তঃ খরঃ পপ্রচ্ছ রাক্ষসঃ ॥১
উত্তিষ্ঠ তাবদাখ্যাহি প্রমোহং জহি সম্ভ্রমম্।
ব্যক্তমাখ্যাহি কেন ত্বমেবং রূপা বিরূপিতা ॥২
কঃ কৃষ্ণসর্পমাসীনমাশীবিষমনাগসম্।
তুদত্যভিসমাপন্নমঙ্গুল্যগ্রেণ লীলয়া ॥৩
কালপাশং সমাসাদ্য কণ্ঠে মোহান্ন বুধ্যতে।
যস্ত্বামদ্য সমাসাদ্য পীতবান্ বিষমুত্তমম্ ॥৪
বলবিক্রমসম্পন্না কামগা কামরূপিণী।
ইমামবস্থাং নীতা ত্বং কেনান্তকসমাগতা ॥৫
দেব-গন্ধর্ব-ভূতানামৃষীণাঞ্চ মহাত্মনাম্।
কোঽয়মেবং মহাবীর্য্যস্ত্বাং বিরূপাং চকার হ ॥৬
ন হি পশ্যাম্যহং লোকে যঃ কুর্য্যান্মম বিপ্রিয়ম্।
অমরেষু সহস্রাক্ষং মহেন্দ্রং পাকশাসনম্ ॥৭
অদ্যাহং মার্গণৈঃ প্রাণানাদাস্যে জীবিতান্তগৈঃ।
সলিলে ক্ষীরমাসক্তং নিষ্পিবন্নিব সারসঃ ॥৮
নিহতস্য ময়া সংখ্যে শরসংকৃত্তমর্মণঃ।
সফেনং রুধিরং কস্য মেদিনী পাতুমিচ্ছতি ॥৯
কস্য পত্ররথাঃ কায়ান্মাংসমুৎকৃত্য সঙ্গতাঃ।
প্রহৃষ্টা ভক্ষয়িষ্যন্তি নিহতস্য ময়া বনে ॥১০

ঊনবিংশ সর্গ

[ভগিনী শূর্পণখার মুখে তাহার দুর্দশাবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া খরের ভয়ানক ক্রোধ এবং রাম প্রভৃতির বধের নিমিত্ত খরকর্তৃক চতুর্দশ রাক্ষসসৈন্যপ্রেরণ।]

ভগিনী শূর্পণখাকে কুরূপা ও রক্তাক্তদেহে ভূতলে পতিত দেখিয়া রাক্ষস খর ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—ভগিনি! তুমি ভূতল হইতে উঠ, মোহ ও ব্যাকুলতা ত্যাগ করিয়া কে তোমাকে এইরূপ বিরূপা করিয়াছে? সেই সমস্ত বৃত্তান্ত স্পষ্ট করিয়া বল— ।১-২

কোন ব্যক্তি সম্মুখস্থিত নিরপরাধ বিষধর কৃষ্ণসর্পকে ক্রীড়াচ্ছলে অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা পীড়া প্রদান করিতেছে? সে মোহবশতঃ কণ্ঠদেশ কালপাশে আবদ্ধ করিয়াও তাহা বুঝিতে পারিতেছে না এবং অদ্য তোমাকে পাইয়া উগ্র বিষপান করিয়াছে।৩-৪

তুমি বলবতী ও বিক্রমসম্পন্না, ইচ্ছানুসারে রূপ ধারণ করিতে ও সর্বত্র গমন করিতে তোমার সামর্থ্য আছে। তুমি যমসদৃশী হইয়াও কোন্ ব্যক্তির নিকটে যাইয়া এইরূপ দুরবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছ? ৫

দেব, ঋষি, মহাত্মা, গন্ধর্ব ও অন্যান্য প্রাণীদিগের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি এরূপ মহাবীর্য্যশালী হইয়াছে যে, তোমাকে বিরূপা করিয়াছে? দেবগণের মধ্যে সহস্রলোচন ইন্দ্র ব্যতীত আমার অপ্রিয় কার্য্য করিতে পারে, লোকমধ্যে এইরূপ কোনও ব্যক্তিই আমি দেখিতেছিনা। যেরূপ দুগ্ধপান করিতে ইচ্ছুক হংস দুগ্ধ পান করিতে উদ্যত হইয়া কেবল জলমধ্যবর্ত্তী দুগ্ধই গ্রহণ করে, সেইরূপ অদ্য আমি প্রাণভেদী বাণসমূহ দ্বারা কাহার দেহস্থিত প্রাণ গ্রহণ করিব? ৬-৮

যুদ্ধক্ষেত্রে আমার নিক্ষিপ্ত বাণসমূহে কাহার মর্ম্মস্থল বিদীর্ণ হইয়া নিহত হওয়ার পরে তাহার ফেনিল ও তপ্তরক্ত পান করিতে পৃথিবী বাসনা করিতেছে? ৯

কোন্ ব্যক্তি যুদ্ধে আমার হস্তে নিহত হইলে পক্ষিগণ মিলিত হইয়া হৃষ্টচিত্তে তাহার দেহস্থিত মাংস ছেদন করিয়া ভক্ষণ করিবে?১০

আমি ঘোর যুদ্ধে যাহাকে আক্রমণ করিব, সেই দীন ব্যক্তিকে দেব, গন্ধর্ব, পিশাচ ও রাক্ষসগণ কেহই রক্ষা করিতে পারিবে না।১১

তুমি ধীরে ধীরে সংজ্ঞা লাভ করিয়া যে দুর্বিনীত

তং ন দেবা ন গন্ধর্ব্বা ন পিশাচা ন রাক্ষসাঃ ।
ময়াঽপকৃষ্টং কৃপণং শক্তাস্ত্রাতুং মহাহবে ॥১১
উপলভ্য শনৈঃ সংজ্ঞাং তং মে শংসিতুমর্হসি ।
যেন ত্বং দুর্বিনীতেন বনে বিক্রম্য নির্জিতা ॥১২
ইতি ভ্রাতুর্বচঃ শ্রুত্বা ক্রুদ্ধস্য চ বিশেষতঃ ।
ততঃ শূর্পণখা বাক্যং সবাষ্পমিদমব্রবীৎ ॥১৩
তরুণৌ রূপসম্পন্নৌ সুকুমারৌ মহাবলৌ ।
পুণ্ডরীকবিশালাক্ষৌ চীর-কৃষ্ণাজিনাম্বরৌ ॥১৪
ফল-মূলাশনৌ দান্তৌ তাপসৌ ব্রহ্মচারিণৌ ।
পুত্রৌ দশরথস্যাস্তাং ভ্রাতরৌ রাম-লক্ষ্মণৌ ॥১৫
গন্ধর্ব্বরাজপ্রতিমৌ পার্থিবব্যঞ্জনান্বিতৌ ।
দেবৌ বা দানবাবেতৌ ন তর্কয়িতুমুৎসহে ॥১৬
তরুণী রূপসম্পন্না সর্বাভরণভূষিতা ।
দৃষ্টা তত্র ময়া নারী তয়োর্মধ্যে সুমধ্যমা ॥১৭

তাভ্যামুভাভ্যাং সম্ভূয় প্রমদামধিকৃত্য তাম্ ।
ইমামবস্থাং নীতাঽহং যথাঽনাথাঽসতী তথা ॥১৮
তস্যাশ্চানৃজুবৃত্তায়াস্তয়োশ্চ হতয়োরহম্ ।
সফেনং পাতুমিচ্ছামি রুধিরং রণমূর্ধনি ॥১৯
এষ মে প্রথমঃ কামঃ কৃতস্তত্র ত্বয়া ভবেৎ
তস্যাস্তয়োশ্চ রুধিরং পিবেয়মহমাহবে ॥২০
ইতি তস্যাং ব্রুবাণায়াং চতুর্দশ মহাবলান্ ।
ব্যাদিদেশ খরঃ ক্রুদ্ধো রাক্ষসানন্তকোপমান্ ॥২১
মানুষৌ শস্ত্রসম্পন্নৌ চীর-কৃষ্ণাজিনাম্বরৌ ।
প্রবিষ্টৌ দণ্ডকারণ্যং ঘোরং প্রমদয়া সহ ॥২২
তৌ হত্বা তাঞ্চ দুর্বৃত্তামুপাবর্তিতুমর্হথ ।
ইয়ঞ্চ ভাগিনী তেষাং রুধিরং মম পাস্যতি ॥২৩
মনোরথোঽয়মিষ্টোঽস্যা ভগিন্যা মম রাক্ষসাঃ ।
শীঘ্রং সম্পাদ্যতাং গত্বা তৌ প্রমথ্য স্বতেজসা ॥২৪

ব্যক্তি বিক্রমপ্রদর্শনপূর্বক বনমধ্যে তোমাকে পরাজিত করিয়াছে, আমার নিকটে তাহার পরিচয় প্রদান কর।১২

তারপর শূর্পণখা অত্যন্ত ক্রোধান্বিত ভ্রাতা খরের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া সাশ্রুনয়নে তাহাকে এই কথা বলিল।১৩

সুকুমার, অতি বলশালী, তরুণ, রূপবান্, পদ্মের মত বিস্তৃত নয়ন, চীর এবং কৃষ্ণমৃগের চর্ম পরিধানকারী, জিতেন্দ্রিয় ও তপস্বী রাম এবং লক্ষ্মণনামে দুই ভ্রাতা আছে, তাহারা রাজা দশরথের পুত্র।১৪-১৫

তাহারা বল্কল (গাছের ছালনির্মিত) বস্ত্র পরিধান করে ও কৃষ্ণমৃগের চর্ম উত্তরীয় (চাদর) রূপে ধারণ করে। তাহারা রাজোচিত লক্ষণসম্পন্ন ও গন্ধর্বরাজসদৃশ। তাহারা দেব কি দানব—ইহা আমি নির্ণয় করিতে পারিতেছি না।১৬

তাহাদের মধ্যে সমস্ত অলঙ্কারে সুশোভিতা সুমধ্যমা রূপবতী যুবতী স্ত্রী আছে,—ইহা আমি দেখিয়াছি।১৭

তাহারা উভয়ে মিলিত হইয়া সেই রমণীর জন্য অনাথা ও কুলটা স্ত্রীর ন্যায় আমার এইরূপ দুর্দশা করিয়াছে।১৮

যুদ্ধক্ষেত্রে তাহারা সেই কুটিলচরিত্রা রমণীর সহিত নিহত হইলে আমি তাহাদিগের সকলের ফেনসহিত রক্ত পান করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি।১৯

আমি মহাযুদ্ধে সেই রমণীর এবং দুই ভ্রাতার রক্ত পান করিব, তুমি আমার এইরূপ প্রথম অভিলাষ সফল কর।২০

শূর্পণখা ঐরূপ বলিলে খর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া যমসদৃশ মহাবলবান্ চতুর্দশ রাক্ষসকে আদেশ করিল।২১

চীর ও কৃষ্ণমৃগচর্মপরিহিত শস্ত্রধারী দুইটি মানব এক রমণীর সহিত ভয়ঙ্কর দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয়াছে।২২

তোমরা রাম-লক্ষ্মণ এই দুইজনকে ও এই দুঃশীলা রমণীকে নিহত করিয়া প্রত্যাগমন কর। আমার এই ভগিনী তাহাদের রক্তপান করিবে।২৩

রাক্ষসগণ! তোমরা শীঘ্র তথায় যাইয়া বলপূর্বক তাহাদিগকে বধ করত আমার ভগিনীর এই কামনা পূর্ণ কর।২৪

যুষ্মাভির্নিহতৌ দৃষ্ট্বা তাবুভৌ ভ্রাতরৌ রণে।
ইয়ং প্রহৃষ্টা মুদিতা রুধিরং যুধি পাস্যতি ॥২৫
ইতি প্রতিসমাদিষ্টা রাক্ষসাস্তে চতুর্দশ।

তোমরা যুদ্ধে সেই দুই ভ্রাতাকে বধ করিয়াছ দেখিলে ইনি অত্যন্ত হৃষ্ট হইবেন এবং আনন্দিত হইয়া যুদ্ধস্থলে তাহাদের রক্তপান করিবেন।২৫

তত্র জগ্মুস্তয়া সার্ধং ঘনা বাতেরিতা ইব* ॥২৬
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্ রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অরণ্যকাণ্ডে ঊনবিংশঃ সর্গঃ ॥

এইরূপে খরের আদেশে উক্ত চতুর্দশ রাক্ষস শূর্পণখার সহিত বায়ুসঞ্চালিত মেঘের ন্যায় দ্রুতবেগে তথায় গমন করিল।২৬

* কোন কোন গ্রন্থে ২৬নং শ্লোকের পর নিম্নলিখিত শ্লোকটি অধিক দেখা যায়,—

ততস্তু তে তং সমুদগ্রতেজসং তথাপি তীক্ষ্ণপ্রদরা নিশাচরাঃ।
ন শেকুরেনং সহসা প্রমর্দিতুং রণদ্বিপা দীপ্তমিবাগ্নিমুত্থিতম্।

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে ঊনবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

বিংশঃ সর্গঃ

[শ্রীরামেণ খরপ্রেরিত-চতুর্দশরাক্ষাসনাং বধঃ।]

ততঃ শূর্পণখা ঘোরা রাঘবাশ্রমমাগতা।
রাক্ষসানাচচক্ষে তৌ ভ্রাতরৌ সহ সীতয়া ॥১
তে রামং পর্ণশালায়ামুপবিষ্টং মহাবলম্।
দদৃশুঃ সীতয়া সার্ধং লক্ষ্মণেনাপি সেবিতম্ ॥২
তাং দৃষ্ট্বা রাঘবঃ শ্রীমানাগতাংস্তাংশ্চ রাক্ষসান্।
অব্রবীদ্ ভ্রাতরং রামো লক্ষ্মণং দীপ্ততেজসম্ ॥৩
মুহূর্তং ভব সৌমিত্রে সীতায়াঃ প্রত্যনন্তরঃ।
ইমানস্যা বধিষ্যামি পদবীমাগতানিহ ॥৪
বাক্যমেতত্ততঃ শ্রুত্বা রামস্য বিদিতাত্মনঃ।
তথেতি লক্ষ্মণো বাক্যং রাঘবস্য প্রপূজয়ন্ ॥৫
রাঘবোঽপি মহচ্চাপং চামীকরবিভূষিতম্।
চকার সজ্যং ধর্মাত্মা তানি রক্ষাংসি চাব্রবীৎ ॥৬

বিংশ সর্গ

[শ্রীরাম কর্তৃক খরপ্রেরিত চতুর্দ্দশ রাক্ষস বধ]

অনন্তর ভয়ঙ্করী রাক্ষসীশূর্পণখা রঘুনন্দন রামের আশ্রমে গমন করত রাক্ষসদিগকে সীতার সহিত দুইভ্রাতাকে দেখাইয়া দিল।১

সেই রাক্ষসগণ মহাবলশালী রাম পর্ণকুটীর মধ্যে সীতার সহিত উপবিষ্ট রহিয়াছেন এবং লক্ষ্মণ তাঁহার সেবায় নিযুক্ত আছেন—ইহা দেখিল। রঘুনন্দন রাম সেই রাক্ষসী ও রাক্ষসদিগকে আগত দেখিয়া অতি তেজস্বী ভ্রাতা লক্ষ্মণকে বলিলেন—হে সুমিত্রানন্দন! তুমি মুহূর্ত্তকাল সীতার নিকট অবস্থান কর। এই রাক্ষসীর সহায়করূপে আগত এই রাক্ষসগণকে আমি এখনই বধ করিব।২-৪

আত্মতত্ত্বজ্ঞ রঘুনন্দন রামের এই বাক্য শ্রবণ করত লক্ষ্মণ 'তথাস্তু' বলিয়া তাঁহার আদেশ শিরোধার্য্য করিলেন।৫

ধর্ম্মাত্মা রঘুনন্দন রামও সুবর্ণভূষিত মহাধনুতে জ্যা (গুণ) আরোপণ করিয়া সেই রাক্ষসদিগকে বলিলেন,—আমরা দুইভ্রাতা রাজাদশরথের পুত্র, আমাদের নাম রাম ও লক্ষ্মণ। আমরা সীতার সহিত এই দুর্গম দণ্ড-

পুত্রৌ দশরথস্যাবাং ভ্রাতরৌ রাম-লক্ষ্মণৌ।
প্রবিষ্টৌ সীতয়া সার্ধং দুশ্চরং দণ্ডকাবনম্ ॥৭
ফল-মূলাশনৌ দান্তৌ তাপসৌ ব্রহ্মচারিণৌ।
বসন্তৌ দণ্ডকারণ্যে কিমর্থমুপহিংসথ ॥৮
যুষ্মান্ পাপাত্মকান্ হন্তুং বিপ্রকারান্ মহাহবে।
ঋষীণাং তু নিয়োগেন সংপ্রাপ্তঃ সশরাসনঃ ॥৯
তিষ্ঠতৈবাত্র সন্তুষ্টা নোপাবর্তিতুমর্হথ।
যদি প্রাণৈরিহার্থো বো নিবর্তধ্বং নিশাচরাঃ ॥১০
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা রাক্ষসাস্তে চতুর্দশ।
ঊচুর্বাচং সুসংক্রুদ্ধা ব্রহ্মঘ্নাঃ শূলপাণয়ঃ ॥১১
সংরক্তনয়না ঘোরা রামং সংরক্তলোচনম্।
পরুষা মধুরাভাষং হৃষ্টা দৃষ্টপরাক্রমম্ ॥১২
ক্রোধমুৎপাদ্য নো ভর্তুঃ খরস্য সুমহাত্মনঃ।
ত্বমেব হাস্যসে প্রাণান্ সদ্যোঽস্মাভির্হতো যুধি ॥১৩
কা হি তে শক্তিরেকস্য বহূনাং রণমূর্ধনি।
অস্মাকমগ্রতঃ স্থাতুং কিং পুনর্যোদ্ধুমাহবে ॥১৪
এভির্বাহুপ্রযুক্তৈশ্চ পরিঘৈঃ শূলপট্টিশৈঃ
প্রাণাংস্ত্যক্ষসি বীর্যঞ্চ ধনুশ্চ করপীড়িতম্ ॥১৫
সংরব্ধা ইত্যেবমুক্ত্বা রাক্ষসাস্তে চতুর্দশ।
উদ্যতায়ুধনিস্ত্রিংশা রামমেবাভিদুদ্রুবুঃ ॥১৬
চিক্ষিপুস্তানি শূলানি রাঘবং প্রতি দুর্জয়ম্।
তানি শূলানি কাকুৎস্থঃ সমস্তানি চতুর্দশ ॥১৭
তাবদ্ভিরেব চিচ্ছেদ শরৈঃ কাঞ্চনভূষিতৈঃ।
ততঃ পশ্চান্মহাতেজা নারাচান্ সূর্যসন্নিভান্ ॥১৮
জগ্রাহ পরমক্রুদ্ধশ্চতুর্দশ শিলাশিতান্।
গৃহীত্বা ধনুরায়ম্য লক্ষ্যানুদ্দিশ্য রাক্ষসান্ ॥১৯
মুমোচ রাঘবো বাণান্ বজ্রানিব শতক্রতুঃ* ।

কারণ্যে আসিয়াছি এবং ইন্দ্রিয়সংযমপূর্বক ফল-মূল ভোজন করিয়া তপশ্চরণ করত ব্রহ্মচারী হইয়া বাস করিতেছি। দণ্ডকারণ্যবাসী আমাদের দুই ভ্রাতাকে তোরা কিজন্য হিংসা করিতেছিস ? ৬-৮

তোরা পাপাত্মা ও ঋষিদিগের অনিষ্টকারী। আমি ঋষিদিগের আজ্ঞানুসারে তোদের সকলকে বধ করিবার জন্য ধনুর্ধারণ করিয়া এই মহারণ্যে আসিয়াছি। ৯

রাক্ষসগণ! যদি তোরা যুদ্ধে সন্তুষ্ট হইতে চাস্, তবে ঐ স্থানেই অবস্থান কর্—পলাইয়া যাইবি না। অথবা যদি ইহলোকে তোদের প্রাণের প্রতি মমতা থাকে, তবে পলায়ন কর্। ১০

ভয়ঙ্কর, কর্কশভাষী, শূলধারী ও ব্রাহ্মণঘাতী সেই চতুর্দ্দশসহস্র রাক্ষস মধুরভাষী, স্নিগ্ধস্বভাব ও লোহিতলোচন রামের উক্ত বাক্য শ্রবণ করত অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও রক্তচক্ষু হইয়া রামের পরাক্রমসম্বন্ধে সমস্ত জানিয়া আনন্দের সহিত তাঁহাকে বলিল। ১১-১২

তুই আমাদের প্রভু মহাত্মা খরের ক্রোধ উৎপাদন করিয়াছিস্। আমরা তোকে বধ করিব, তুই এখনই যুদ্ধে নিহত হইবি। ১৩

তুই একাকী, আমরা বহু ; যুদ্ধের কথা দূরে থাকুক, তোর কি শক্তি আছে যে, রণভূমিতে আমাদের সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিস্ ? তুই এখনই আমাদের বাহুমুক্ত এই সমস্ত শূল, পরিঘ ও পট্টিশের আঘাতে প্রাণ হারাইবি এবং স্বীয় পরাক্রমের অভিমান ও হস্তস্থিত ধনু ত্যাগ করিবি। ক্রুদ্ধ সেই চতুর্দশ রাক্ষস ইহা বলিয়া অস্ত্র ও খড়্গ উদ্যত করত তাঁহার দিকে ধাবিত হইল। ১৪-১৬

অজেয় রঘুনন্দন রামের প্রতি সেই সমস্ত শূল নিক্ষেপ করিলে মহাতেজস্বী কাকুৎস্থ রাম সুবর্ণমণ্ডিত বাণ দ্বারা চৌদ্দটি শূল ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং অত্যন্ত ক্রোধভরে প্রস্তরশাণিত সূর্য্যসম দীপ্তিশালী চৌদ্দটি নারাচ গ্রহণ করত ইন্দ্র যেমন বজ্র ত্যাগ করে, সেইরূপ রঘুনন্দন রাম ধনু আকর্ণ আকর্ষণপূর্বক রাক্ষসদিগকে লক্ষ্য করিয়া তাহা নিক্ষেপ করিলেন। সর্প যেরূপ বল্মীক (উইঢিবি) হইতে উত্থিত হইয়া ভূতলে পতিত হয়, সেইরূপ সেই সমস্ত নারাচ সবেগে রাক্ষসদিগের বক্ষঃস্থল ভেদ করত রক্তলিপ্ত হইয়া ভূতলে

* কোন কোন গ্রন্থে ২০নং শ্লোকের মধ্যে নিম্নলিখিত শ্লোকার্দ্ধটি দেখা যায়,—
রুক্মপুঙ্খাশ্চ বিশিখা দীপ্তা হেমবিভূষিতাঃ।

তে ভিত্ত্বা রক্ষসাং বেগাদ্ বক্ষাংসি রুধিরপ্লুতাঃ ॥২০
বিনিষ্পেতুস্তদা ভূমৌ বল্মীকাদিব পন্নগাঃ ।
তৈর্ভগ্নহৃদয়া ভূমৌ ভিন্নমূলা ইব দ্রুমাঃ ॥২১
নিপেতুঃ শোণিতস্নাতা বিকৃতা বিগতাসবঃ ।
তান্ ভূমৌ পতিতান্ দৃষ্ট্বা রাক্ষসী ক্রোধমূর্চ্ছিতা ॥২২
উপগম্য খরং সা তু কিঞ্চিৎ সংশুষ্কশোণিতা ।
পপাত পুনরেবার্তা সনির্য্যাসেব বল্লরী ॥২৩
ভ্রাতুঃ সমীপে শোকার্তা সসর্জ নিনদং মহৎ ।
সস্বরং মুমুচে বাষ্পং বিবর্ণবদনা তদা ॥২৪
নিপাতিতান্ প্রেক্ষ্য রণে তু রাক্ষসান্
প্রধাবিতা শূর্পণখা পুনস্ততঃ ।
বধঞ্চ তেসাং নিখিলেন রক্ষসাং
শশংস সর্বং ভগিনী খরস্য সা ॥২৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অরণ্যকাণ্ডে বিংশতিতমঃ সর্গঃ ॥

পতিত হইল এবং রাক্ষসগণও সে সমস্ত নারাচের দ্বারা আহত হইয়া প্রবল বায়ুবেগে ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় ভিন্নহৃদয় ও রক্তাক্তদেহে প্রাণ হারাইয়া ভূতলে পতিত হইল। তাহাদিগকে ভূতলে পতিত দেখিয়া রাক্ষসী শূর্পণখা ক্রোধে অধীরা ও কাতরা হইয়া ভ্রাতা খরের নিকটে যাইয়া পুনরায় ভূতলে পতিত হইল এবং সেই সময় তাহার কাটা নাক কান হইতে নির্গত রক্ত শুষ্ক হইয়া যাওয়ায় রসনির্গত হইয়া আঠাযুক্ত লতার ন্যায় তাহাকে দেখা যাইতেছিল। ভ্রাতা খরের নিকট শোকে পীড়িতা শূর্পণখা উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল এবং কাঁদিতে কাঁদিতে বাষ্পত্যাগে তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া উঠিল। ১৭-২৪

যুদ্ধে রাক্ষসগণ রামের হস্তে নিহত হওয়ায় খরের ভগিনী শূর্পণখা তথা হইতে দ্রুতবেগে পলায়ন করিল এবং পুনরায় তাহার ভ্রাতার নিকটে যাইয়া রাক্ষসদিগের বধ বৃত্তান্ত বর্ণনা করিল। ২৫

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে বিংশ সর্গ সমাপ্ত।

একবিংশঃ সর্গঃ

[ভ্রাতুঃ খরস্য সমীপে শূর্পণখায়াঃ পুনরাগমনম্, খরপ্রেষিতানাং রক্ষসাং বধবৃত্তান্তবর্ণনম্, রামস্য শৌর্য্য-বীর্য্যকথামুল্লিখ্য যুদ্ধায় ভ্রাত্রে প্রেরণাদানঞ্চ।]

স পুনঃ পতিতং দৃষ্ট্বা ক্রোধাচ্ছূর্পণখাং পুনঃ ।
উবাচ ব্যক্তয়া বাচা তামনর্থার্থমাগতাম্ ॥১
ময়া ত্বিদানীং শূরাস্তে রাক্ষসাঃ পিশিতাসনাঃ ।
ত্বৎ প্রিয়ার্থে বিনির্দিষ্টাঃ কিমর্থং রুদ্যতে পুনঃ ॥২
ভক্তাশ্চৈবানুরক্তাশ্চ হিতাশ্চ মম নিত্যশঃ ।
হন্যমানা ন হন্যন্তে ন ন কুর্য্যুর্বচো মম ॥৩
কিমেতচ্ছ্রোতুমিচ্ছামি কারণং যৎকৃতে পুনঃ ।
হা নাথেতি বিনর্দন্তী সর্পবচ্চেষ্টসে ক্ষিতৌ ॥৪
অনাথবদ্ বিলপসি কিন্নু নাথে ময়ি স্থিতে ।
উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ মা মৈবং বৈক্লব্যং ত্যজ্যতামিতি ॥৫

একবিংশ সর্গ

[ভ্রাতা খরের নিকট শূর্পণখার পুনরাগমন ও ভ্রাতা কর্তৃক প্রেরিত সমস্ত রাক্ষসদিগের বধবৃত্তান্ত বর্ণন এবং রামের শৌর্য্য-বীর্য্যের উল্লেখপূর্বক ভ্রাতাকে যুদ্ধার্থ প্রবল প্রেরণাদান।]

অনর্থের কারণরূপে আগতা শূর্পণখাকে পুনর্বার ভূতলে পতিত দেখিয়া খর তাহাকে সক্রোধে পুনরায় স্পষ্টবাক্যে বলিল। ১

আমি তোমার প্রিয় কার্য্য সম্পাদনের জন্য পরাক্রমশালী ও মাংসভোজী রাক্ষসদিগকে আদেশ করিয়াছি তথাপি তুমি কাঁদিতেছ কেন? ২

আমি যে রাক্ষসগণকে প্রেরণ করিয়াছি, তাহারা

ইত্যেবমুক্তা দুর্ধর্ষা খরেণ পরিসান্ত্বিতা।
বিমৃজ্য নয়নে সাস্রে খরং ভ্রাতরমব্রবীৎ ॥৬
অস্মীদানীমহং প্রাপ্তা হতশ্রবণ-নাসিকা।
শোণিতৌঘপরিক্লিন্না ত্বয়া চ পরিসান্ত্বিতা ॥৭
প্রেষিতাশ্চ ত্বয়া শূরা রাক্ষসাস্তে চতুর্দশ।
নিহন্তুং রাঘবং ঘোরং মৎপ্রিয়ার্থং সলক্ষ্মণম্ ॥৮
তে তু রামেণ সামর্ষাঃ শূলপট্টিশপাণয়ঃ।
সমরে নিহতাঃ সর্বে সায়কৈর্মর্মভেদিভিঃ ॥৯
তান্ ভূমৌ পতিতান্ দৃষ্ট্বা ক্ষণেনৈব মহাজবান্।
রামস্য চ মহৎকর্ম মহাংস্ত্রাসোঽভবন্মম ॥১০

সাস্মি ভীতা সমুদ্বিগ্না বিষণ্ণা চ নিশাচর।
শরণং ত্বাং পুনঃ প্রাপ্তা সর্বতো ভয়দর্শিনী ॥১১
বিষাদনক্রাধ্যুষিতে পরিত্রাসোর্মিমালিনি।
কিং মাং ন ত্রায়সে মগ্নাং বিপুলে শোকসাগরে ॥১২
এতে চ নিহতা ভূমৌ রামেণ নিশিতৈঃ শরৈঃ।
যে চ মে পদবীং প্রাপ্তা রাক্ষসাঃ পিশিতাশনাঃ ॥১৩
ময়ি তে যদ্যনুক্রোশো যদি রক্ষঃসু তেষু চ।
রামেণ যদি শক্তিস্তে তেজো বাস্তি নিশাচর ॥১৪
দণ্ডকারণ্যনিলয়ং জহি রাক্ষসকণ্টকম্।
যদি রামমমিত্রঘ্নং ন ত্বমদ্য বধিষ্যসি ॥১৫

আমার ভক্ত, অনুরক্ত ও হিতকারী। তাহারা কোন ব্যক্তির দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হইলেও তাহাদের মৃত্যু হইবে না। তাহারা আমার কথা শুনিবে না, তাহা কখনও সম্ভব নহে।৩

তুমি কেন ক্রন্দন করিতেছ? পুনরায় কোন কারণ উপস্থিত হইয়াছে, যাহাতে তুমি 'হা নাথ'! বলিয়া চীৎকার করত সর্পের ন্যায় ভূতলে লুণ্ঠিত হইতেছ? ইহা জানিবার জন্য আমার অভিলাষ হইয়াছে। আমি তোমার রক্ষক থাকিতে তুমি অনাথের ন্যায় বিলাপ করিতেছ কেন? উঠ, উঠ, আর এইরূপ ক্রন্দন করিও না। বিহ্বলতা পরিত্যাগ কর। ৪-৫

খর ইহা বলিয়া আশ্বাস প্রদান করিলে সেই দুর্দমনীয়া রাক্ষসী স্বীয় অশ্রুসিক্ত নয়নদ্বয় মার্জ্জন করিয়া ভ্রাতাকে বলিল।৬

আমি যখন ছিন্ন নাসাকর্ণ ও রক্তমাখা শরীরে তোমার নিকটে প্রথম আসিয়াছিলাম, তুমি তখন আমাকে সর্বতোভাবে সান্ত্বনা দিয়াছিলে। তুমি আমার সন্তোষবিধানের জন্য শূল-পট্টিশধারী, নির্দয় ও ভয়ঙ্কর চতুর্দশসংখ্যক রাক্ষসকে রাম ও লক্ষ্মণের বধের জন্য প্রেরণ করিয়াছিলে "কিন্তু তাহারা সকলেই রামের মর্মভেদী বাণে নিহত হইয়াছে।৭-৯

অতি বেগবান্ সেই রাক্ষসদিগকে ক্ষণকাল মধ্যে ভূমিতলে পতিত ও রামের তাদৃশ পরাক্রম দর্শন করিয়া আমার অত্যন্ত ভয় উপস্থিত হইয়াছে।১০

হে রাক্ষস! আমি চারিদিকে বিভীষিকা দর্শন করত ভীতা, উদ্বিগ্না ও বিপন্না হইয়া পুনরায় তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি। ১১

এক্ষণে ভয়রূপ তরঙ্গ (ঢেউ) ও বিষাদরূপ কুম্ভীরাদি পূর্ণ বিশাল শোকসাগরে আমি নিমগ্না হইয়াছি। তুমি কি এই শোকসাগর হইতে আমাকে উদ্ধার করিবে না? ১২

যে সকল মাংসভোজী রাক্ষস আমার অনুগামী হইয়াছিল, রাম ভূমিতে দণ্ডায়মান থাকিয়াই তাহাদিগকে তীক্ষ্ণ বাণসমূহদ্বারা বধ করিয়াছে। ১৩

যদি আমার প্রতি ও যুদ্ধে নিহত রাক্ষসদিগের প্রতি তোমার দয়া থাকে, যদি সেই দণ্ডকারণ্যবাসী রাক্ষসদিগের কণ্টকস্বরূপ রামের সহিত যুদ্ধ করিতে তোমার শক্তি ও তেজ থাকে, তাহা হইলে তুমি তাহাকে বধ কর। যদি তুমি আজই শত্রুহন্তা সেই রামকে বধ না কর, তবে আমি তোমার সমক্ষেই প্রাণত্যাগ করিব। আমি এইরূপ ছিন্ননাসাকর্ণ হইয়া নির্লজ্জার ন্যায় বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছা করি না। আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি যে, তুমি সৈন্যগণে পরিবৃত হইলেও যুদ্ধে রামের সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিবে না। মূঢ়! তুমি নিজেকে বীর

তব চৈবাগ্রতঃ প্রাণাংস্তক্ষ্যামি নিরপত্রপা।
বুদ্ধ্যাহমনুপশ্যামি ন ত্বং রামস্য সংযুগে ॥১৬
স্থাতুং প্রতিমুখে শক্তঃ সবলোঽপি মহারণে।
শূরমানী ন শূরস্ত্বং মিথ্যারোপিতবিক্রমঃ ॥১৭
অপযাহি জনস্থানাৎ ত্বরিতঃ সহবান্ধবঃ।
জহি ত্বং সমরে মূঢ়ান্ যথা তু কুলপাংসন ॥১৮
মানুষৌ তৌ ন শক্নোষি হন্তুং বৈ রাম-লক্ষ্মণৌ।
নিঃসত্ত্বস্যাল্পবীর্য্যস্য বাসস্তে কীদৃশস্ত্বিহ ॥১৯

মনে কর, কিন্তু তুমি বীর নহ। তুমি মিথ্যা নিজেতে শৌর্য্যের আরোপ কল্পনা করিয়া থাক। ১৪-১৭

তুমি রাক্ষসকুলের কলঙ্কস্বরূপ। তুমি সবান্ধবে শীঘ্র জনস্থান হইতে পলায়ন কর। অথবা যুদ্ধ করিয়া রাম ও লক্ষ্মণকে বধ কর। ১৮

যদি মনুষ্য সেই রাম ও লক্ষ্মণকে বধ করিতে না পার, তবে হীনবীর্য্য তুমি কি প্রকারে জনস্থানে বাস করিবে? ১৯

রামতেজোঽভিভূতো হি ত্বং ক্ষিপ্রং বিনশিষ্যসি।
স হি তেজঃসমাযুক্তো রামো দশরথাত্মজঃ ॥২০
ভ্রাতা চাস্য মহাবীর্য্যো যেন চাস্মি বিরূপিতা।
এবং বিলপ্য বহুশো রাক্ষসী প্রদরোদরী ॥২১
ভ্রাতুঃ সমীপে শোকার্ত্তা নষ্টসংজ্ঞা বভূব হ।
করাভ্যামুদরং হত্বা রুরোদ ভৃশদুঃখিতা ॥২২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অরণ্যকাণ্ডে একবিংশঃ সর্গঃ।

রামের তেজে অভিভূত হইয়া তুমি শীঘ্রই বিনষ্ট হইবে, যেহেতু সেই দশরথতনয় রাম অতি তেজস্বী। ২০

যে বীর্য্যশালী আমার নাসা ও কর্ণ ছেদন করিয়া আমাকে বিরূপিতা করিয়াছে, তাহার সেই ভ্রাতাও অতীব বীর্য্যবান্। মহোদরী রাক্ষসী শূর্পণখা শোকার্ত্তা হইয়া ভ্রাতার নিকটে এইরূপ বৃত্তান্ত বলিতে বলিতে নানাবিধ বিলাপ করিয়া প্রায় সংজ্ঞাহীনা অবস্থা প্রাপ্ত হইল এবং অত্যন্ত দুঃখিতা হইয়া দুইহাতে উদরে আঘাত করত রোদন করিতে লাগিল। ২১-২২

মহর্ষি বাল্মিকীপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে একবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

দ্বাবিংশঃ সর্গঃ

[চতুর্দশসহস্ররাক্ষসসেনাভিঃ সহ খর-দূষণয়োর্জনস্থানাৎ পঞ্চবটীগমনম্।]

এবমাধর্ষিতঃ শূরঃ শূর্পণখ্যা খরস্ততঃ।
উবাচ রক্ষসাং মধ্যে খরঃ খরতরং বচঃ ॥১

তবাপমানপ্রভবঃ ক্রোধোঽয়মতুলো মম।
ন শক্যতে ধারয়িতুং লবণাম্ভ ইবোল্বণম্ ॥২

ন রামং গণয়ে বীর্য্যান্মানুষং ক্ষীণজীবিতম্।
আত্মদুশ্চরিতৈঃ প্রাণান্ হতো যোঽদ্য বিমোক্ষ্যতে ॥৩

বাষ্পঃ সন্ধার্য্যতামেষ সম্ভ্রমশ্চ বিমুচ্যতাম্।
অহং রামং সহ ভ্রাত্রা নয়ামি যমসাদনম্ ॥৪

পরশ্বধহতস্যাদ্য মন্দপ্রাণস্য ভূতলে।
রামস্য রুধিরং রক্তমুষ্ণং পাস্যসি রাক্ষসি ॥৫

সম্প্রহৃষ্টা বচঃ শ্রুত্বা খরস্য বদনাচ্চ্যুতম্।
প্রশশংস পুনর্মৌর্খ্যাদ্ ভ্রাতরং রক্ষসাং বরম্ ॥৬

তয়া পরুষিতঃ পূর্বং পুনরেব প্রশংসিতঃ।
অব্রবীদ্দূষণং নাম খরঃ সেনাপতিং তদা ॥৭

চতুর্দশ সহস্রাণি মম চিত্তানুবর্তিনাম্।
রক্ষসাং ভীমবেগানাং সমরেষ্বনিবর্তিনাম্ *॥৮

নীলজীমূতবর্ণানাং লোকহিংসাবিহারিণাম্।
সর্বোদ্যোগমুদীর্ণানাং রক্ষসাং সৌম্য কারয় ॥৯

উপস্থাপয় মে ক্ষিপ্রং রথং সৌম্য ধনূংসি চ।
শরাংশ্চ চিত্রান্ খড়্গাংশ্চ শক্তীশ্চ বিবিধাঃ শিতাঃ॥১০

অগ্রে নির্যাতুমিচ্ছামি পৌলস্ত্যানাং মহাত্মনাম্।
বধার্থং দুর্বিনীতস্য রামস্য রণকোবিদ ॥১১

দ্বাবিংশ সর্গ

[চৌদ্দহাজার রাক্ষসসেনা লইয়া খর-দূষণের জনস্থান হইতে পঞ্চবটীবনে গমন।]

এইরূপে বীর ও উগ্রস্বভাব সেই খরকে শূর্পণখা তিরস্কার করিলে খর রাক্ষসগণের মধ্যে এই কঠোরবাক্য বলিল। ১

যেরূপ লবণসমুদ্র স্বীয় উচ্ছলিত জল ধারণ করিতে পারে না, সেইরূপ আমিও তোমার অপমান হইতে উদ্ভূত এই অতুলনীয় ক্রোধ ধারণ করিতে সমর্থ নহি। ২

বীরত্ববশতঃ ক্ষীণপ্রাণ মানুষ রামকে আমি গণনাও করিনা। যে দুষ্টস্বভাব রামচন্দ্র এই দুষ্কার্য্য করিয়াছে, আজ আমার হস্তে সে নিহত হইবে। ৩

তুমি ভয়জন্য এই ব্যাকুলতা ত্যাগ কর, আর রোদন করিও না। আমি অবশ্যই ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত রামকে যমালয়ে প্রেরণ করিব। ৪

রাক্ষসী! অদ্য ক্ষীণজীবী রাম আমার পরশ্বধ অস্ত্রে নিহত হইয়া ভূতলে পতিত হইলে তুমি তাহার রুধির পান করিবে। ৫

ভ্রাতা খরের মুখনিঃসৃত বাক্য শ্রবণ করিয়া শূর্পণখা অজ্ঞানতাবশতঃ আনন্দের সহিত পুনরায় রাক্ষসশ্রেষ্ঠ খরের প্রশংসা করিল। ৬

শূর্পণখা প্রথমে খরের নিন্দা ও পরে প্রশংসা করিলে খর সেনাপতি দূষণকে বলিল—হে শুভদর্শন! যাহাদিগের বেগ অতি ভয়ঙ্কর, বর্ণ নীলমেঘসদৃশ, ও ক্রীড়া কেবল লোকহিংসা, যাহারা আমার চিত্তানুবর্ত্তী ও যুদ্ধে নিবৃত্ত হয় না, সেই দর্পোন্মত্ত চতুর্দশ সহস্র রাক্ষসকে যুদ্ধের জন্য সজ্জিত কর। ৭-৯

হে সৌম্য! তুমি আমার রথ এবং অনেক ধনুক, শর, বিচিত্র খড়্গ ও তীক্ষ্ণধার বিবিধ শক্তিসকল আনয়ন কর। হে যুদ্ধবিৎ! আমি সেই দুর্বিনীত রামকে বধ করিবার জন্য অগ্রেই পুলস্ত্যবংশজাত মহাত্মা রাক্ষসগণের আজই নির্গমন ইচ্ছা করিতেছি। ১০-১১

*৮নং শ্লোকের পর কোন কোন গ্রন্থে নিম্নলিখিত শ্লোকটি অধিক দেখা যায়,—

ঘোরাণাং ক্রূরকর্মণাং বলিনামুগ্রতেজসাম্।
তেষাং শার্দূলদর্পাণাং মহাস্যানাং মহৌজসাম্ ॥

ইতি তস্য ব্রুবাণস্য সূর্য্যবর্ণং মহারথম্।
সদশ্বৈঃ শবলৈর্যুক্তমাচচক্ষেঽথ দূষণঃ ॥১২

তং মেরুশিখরাকারং তপ্তকাঞ্চনভূষণম্।
হেমচক্রমসংবাধং বৈদূর্য্যময়কূবরম্ ॥১৩

মৎস্যৈঃ পুষ্পৈদ্রুর্মৈঃ শৈলৈশ্চন্দ্রকান্তৈশ্চ কাঞ্চনৈঃ।
মাঙ্গল্যৈঃ পক্ষিসঙ্ঘৈশ্চ তারাভিশ্চ সমাবৃতম্ ॥১৪

ধ্বজনিস্ত্রিংশসম্পন্নং কিঙ্কিনীবরভূষিতম্।
সদশ্বযুক্তং সোঽমর্ষাদারুরোহ খরস্তদা *॥১৫

খরস্তু তন্মহৎ সৈন্যং রথচর্ম্মায়ুধধ্বজম্।
নির্যাতেত্যব্রবীৎ প্রেক্ষ্য দূষণঃ সর্বরাক্ষসান্ ॥১৬

ততস্তদ্রাক্ষসং সৈন্যং ঘোরচর্ম্মায়ুধধ্বজম্।
নির্জগাম জনস্থানান্মহানাদং মহাজবম্ ॥১৭

মুদ্গরৈঃ পট্টিশৈঃ শূলৈঃ সুতীক্ষ্ণৈশ্চ পরশ্বধৈঃ।
খড়্গৈশ্চক্রৈ রথস্থৈশ্চ ভ্রাজমানৈঃ সতোমরৈঃ ॥১৮

শক্তিভিঃ পরিঘৈর্ঘোরৈরতিমাত্রৈশ্চ কার্ম্মুকৈঃ।
গদাসি-মুসলৈর্বজ্রৈর্গৃহীতৈর্ভীমদর্শনৈঃ ॥১৯

রাক্ষসানাং সুঘোরাণাং সহস্রাণি চতুর্দশ।
নির্যাতানি জনস্থানাৎ খরচিত্তানুবর্তিনাম্ ॥২০

তাংস্তু নির্ধাবতো দৃষ্ট্বা রাক্ষসান্ ভীমদর্শনান্।
খরস্যাথ রথঃ কিংচিজ্জগাম তদনন্তরম্ ॥২১

ততস্তাঞ্ছবলানশ্বাংস্তপ্তকাঞ্চনভূষিতান্।
খরস্য মতমাজ্ঞায় সারথিঃ পর্য্যচোদয়ৎ ॥২২

সঞ্চোদিতো রথঃ শীঘ্রং খরস্য রিপুঘাতিনঃ।
শব্দেনাপূরয়ামাস দিশঃ স প্রদিশস্তথা ॥২৩

প্রবৃদ্ধমন্যুস্তু খরঃ খরস্বরো
রিপোর্বধার্থং ত্বরিতো যথান্তকঃ।
অচূচুদৎ সারথিমুন্নদন্ পুন-
র্মহাবলো মেঘ ইবাশ্ম বর্ষবান্ ॥২৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অরণ্যকাণ্ডে দ্বাবিংশঃ সর্গঃ ॥

রাক্ষস খরের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া দূষণ কিয়ৎকাল পরে তাহাকে বলিল, বিচিত্র অশ্বগণে যোজিত ও সূর্য্যসদৃশবর্ণবিশিষ্ট রথ উপস্থিত হইয়াছে। ১২

তখন মেরুপর্বতের শিখরসদৃশ, তপ্তকাঞ্চনে ভূষিত, স্বর্ণচক্রযুক্ত, বৈদূর্য্যমণিময়কূবরে সজ্জিত; মৎস্য, পুষ্প, বৃক্ষ, পর্বত, চন্দ্রকান্তমণি, কাঞ্চন, মঙ্গলকর পক্ষিসমূহ ও নক্ষত্রসমূহে পরিশোভিত, পতাকা এবং খড়্গ প্রভৃতি তীক্ষ্ণশস্ত্রে পূর্ণ, কিঙ্কিণী অর্থাৎ ক্ষুদ্রঘণ্টা দ্বারা সুন্দরভাবে সজ্জিত এবং উত্তম অশ্বগণযোজিত সেই রথে খর ক্রোধভরে আরোহণ করিল। ১৩-১৫

রথ, চর্ম, অস্ত্র ও ধ্বজযুক্ত সেই মহৎ সৈন্য সজ্জিত হইয়াছে দেখিয়া খর ও দূষণ রাক্ষসদিগকে বলিল,—তোমরা নির্গত হও। পরে চর্ম, অস্ত্র ও ধ্বজযুক্ত ভয়ানক রাক্ষসসৈন্য ভয়ঙ্করশব্দ করত দ্রুতবেগে জনস্থান হইতে বহির্গত হইল।১৬-১৭

খরচিত্তানুবর্তী চতুর্দশ সহস্র সেই ভয়ঙ্কর রাক্ষস রথস্থ মুদ্গর, পট্টিশ, শূল, সুতীক্ষ্ণ পরশ্বধ, খড়্গ, দীপ্তিশালী চক্র ও প্রভাযুক্ত তোমর এবং হস্তে শক্তি, ভয়ানক পরিঘ, অতি বৃহৎ ধনু, গদা, অসি, মুষল ও দেখিতে ভয়ঙ্কর বজ্রসদৃশ অস্ত্রসমূহ লইয়া জনস্থান হইতে নির্গত হইল। দেখিতে ভয়ানক সেই রাক্ষসদিগকে ধাবিত হইতে দেখিয়া কিঞ্চিৎ পরে খরের রথ গমন করিল। অনন্তর খরের সারথি তাহার মতানুসারে সেই চিত্রবর্ণ স্বর্ণভূষিত অশ্বসকল চালনা করিল।১৮-২২

তখন শত্রুঘাতী খরের সেই রথ সারথিকর্তৃক চালিত হইয়া বেগে গমন করত সমস্ত দিক্ ও বিদিক্ শব্দে পরিপূর্ণ করিল।২৩

অতি বলবান্ সেই তীক্ষ্ণস্বর খর ক্রোধান্বিত যমের ন্যায় শত্রুবিনাশে ত্বরান্বিত হইয়া শিলাবর্ষী মেঘের ধ্বনি করত সারথিকে নিয়োগ করিল।২৪

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে দ্বাবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

* কোন কোন গ্রন্থে ১৫নং শ্লোকের পর নিম্নলিখিত শ্লোকটি অধিক দেখা যায়—
নিশাম্য তু রথস্থং তং রাক্ষসা ভীমবিক্রমাঃ।
তস্থুঃ সম্পরিবার্য্যৈনং দূষণঞ্চ মহাবলম্ ॥

ত্রয়োবিংশঃ সর্গঃ

[ভয়ঙ্করমুৎপাতং দৃষ্ট্বাপি নির্ভয়স্য সেনাপরিবৃতস্য খরস্য শ্রীরামাশ্রমমনুসন্ধাতুং গমনম্]

তৎপ্রয়াতং বলং ঘোরমশিবং শোণিতোদকম্ ।
অভ্যবর্ষন্ মহাঘোরস্তমুলো গর্দভারুণঃ ॥১
নিপেতুস্তুরগাস্তস্য রথযুক্তা মহাজবাঃ ।
সমে পুষ্পচিতে দেশে রাজমার্গে যদৃচ্ছয়া ॥২
শ্যামং রুধিরপর্য্যন্তং বভূব পরিবেষণম্ ।
অলাতচক্রপ্রতিমং প্রতিগৃহ্য দিবাকরম্ ॥৩
ততো ধ্বজমুপাগম্য হেমদণ্ডং সমুচ্ছ্রিতম্ ।
সমাক্রম্য মহাকায়স্তস্থৌ গৃধ্রঃ সুদারুণঃ ॥৪
জনস্থানসমীপে চ সমাক্রম্য খরস্বনা ।
বিস্বরান্ বিবিধান্ নাদাম্মাংসাদা মৃগপক্ষিণঃ ॥৫
ব্যাজহ্রুরভিদীপ্তায়াং দিশি বৈ ভৈরবস্বনম্ ।
অশিবং যাতুধানানাং শিবা ঘোরা মহাস্বনাঃ ॥৬
প্রভিন্নগজসঙ্কাশাস্তোয়শোণিতধারিণঃ ।
আকাশং তদনাকাশং চক্রুর্ভীমাম্বুবাহকাঃ ॥৭
বভূব তিমিরং ঘোরমুদ্ধতং রোমহর্ষণম্ ।
দিশো বা প্রদিশো বাপি সুব্যক্তং ন চকাশিরে ॥ ৮
ক্ষতজার্দ্রসবর্ণাভা সন্ধ্যা কালং বিনা বভৌ ।
খরং চাভিমুখং নেদুস্তদা ঘোরা মৃগাঃ খগাঃ ॥৯
কঙ্ক-গোমায়ু-গৃধ্রাশ্চ চুক্রুশুর্ভয়শংসিনঃ ।
নিত্যাশিবকরা যুদ্ধে শিবা ঘোরনিদর্শনাঃ ॥১০
নেদুর্বলস্যাভিমুখং জ্বালোদ্গারিভিরাননৈঃ ।
কবন্ধঃ পরিঘাভাসো দৃশ্যতে ভাস্করান্তিকে ॥১১
জগ্রাহ সূর্য্যং স্বর্ভানুরপর্বণি মহাগ্রহঃ ।
প্রবাতি মারুতঃ শীঘ্রং নিষ্প্রভোঽভূদ্দিবাকরঃ ॥১২

ত্রয়োবিংশ সর্গ

[ভয়ঙ্কর উৎপাত দেখিয়াও নির্ভীকভাবে রাক্ষসসেনার সহিত শ্রীরামের আশ্রম সন্ধানে খরের গমন ।]

যুদ্ধের জন্য প্রস্থিত সেই ভয়ঙ্কর রাক্ষসসৈন্যের উপরে গর্দভের ন্যায় ধূসরবর্ণ মেঘ তুমুল শব্দের সহিত রক্তমিশ্রিত বারি বর্ষণ করিতে লাগিল ।১

খরের রথে যোজিত দ্রুতগামী সেই অশ্বসকল হঠাৎ পুষ্পযুক্ত সমতল রাজপথে পতিত হইল ।২

সূর্য্যমণ্ডলে অঙ্গারচক্রসদৃশ গোলাকার একপ্রকার দৃশ্য সৃষ্টি হইল, তাহার বর্ণ শ্যাম ও অন্তভাগ রক্তবর্ণ ছিল। অনন্তর এক বৃহৎকায় গৃধ্র আসিয়া খরের ঊর্দ্ধগামী স্বর্ণদণ্ড ধ্বজ পাইয়া তাহা আক্রমণ করিয়া রহিল ।৩-৪

কর্কশশব্দকারী এবং মাংসভোজী পশু ও পক্ষিগণ জনস্থানের নিকটে আসিয়া নানাবিধ ভয়ঙ্কর শব্দ করিতে লাগিল ।৫

মহাশব্দকারী ভয়ঙ্কর শৃগালগণ সূর্য্যের আলোকে উদ্ভাসিত দিক্ আশ্রয় করিয়া রাক্ষসদিগের অমঙ্গলকর শব্দ করিতে লাগিল ।৬

রক্তমিশ্রিত জলে অবস্থিত মদমত্ত হস্তীর ন্যায় ভয়ঙ্কর জলধারা অল্পক্ষণও বিশ্রাম না করিয়া সেখানকার আকাশমণ্ডল আবৃত করিল ।৭

রোমহর্ষণ এইরূপ ভয়ঙ্কর ঘোর অন্ধকার হইল যে, দিক্ বা বিদিক্ সম্যগ্ রূপে প্রকাশিত হইল না ।৮

সেইজন্য অসময়েই রক্তার্দ্র বস্ত্রতুল্য সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইল। তখন ভয়ঙ্কর পশু ও পক্ষীগণ খরের দিকে লক্ষ্য করিয়া শব্দ করিতে লাগিল ।৯

কাক, শৃগাল ও গৃধ্র তাহার ভয়োৎপাদক শব্দ করিতে লাগিল। নিত্য অমঙ্গলকারক উল্কামুখ শৃগালগণ যুদ্ধে ভয়সূচনাকরত মুখদ্বারা অগ্নিশিখা উদ্গিরণ করিতে করিতে খরের সৈন্যগণের দিকে শব্দ করিতে লাগিল এবং সূর্য্যের নিকটে মুদ্গরসদৃশ কবন্ধও (কেহ বলেন—ধূমকেতু) দৃষ্ট হইল ।১০-১১

উৎপেতুশ্চ বিনা রাত্রিং তারাঃ খদ্যোতসপ্রভাঃ।
সংলীনমীনবিহগা নলিন্যঃ শুষ্কপঙ্কজাঃ ॥১৩
তস্মিন্ ক্ষণে বভূবুশ্চ বিনা পুষ্পফলৈর্দ্রুমাঃ।
উদ্ধূতশ্চ বিনা বাতং রেণুর্জলধরারুণঃ ॥১৪
চীচীকূচীতি বাশ্যন্ত্যো বভূবুস্তত্র সারিকাঃ।
উল্কাশ্চাপি সনির্ঘোষা নিপেতুর্ঘোরদর্শনাঃ ॥১৫
প্রচচাল মহী চাপি সশৈল-বন-কাননা।
খরস্য চ রথস্থস্য নর্দমানস্য ধীমতঃ ॥১৬
প্রাকম্পত ভুজঃ সব্যঃ স্বরশ্চাস্যাবসজ্জত।
সাস্রা সম্পদ্যতে দৃষ্টিঃ পশ্যমানস্য সর্বতঃ ॥১৭
ললাটে চ রুজো জাতা ন চ মোহান্ন্যবর্তত।
তান্ সমীক্ষ্য মহোৎপাতানুত্থিতান্ রোমহর্ষণান্ ॥১৮
অব্রবীদ্ রাক্ষসান্ সর্বান্ প্রহসন্ স খরস্তদা।
মহোৎপাতানিমান্ সর্বানুত্থিতান্ ঘোরদর্শনান্ ॥১৯

মহাগ্রহ রাহু অসময়ে সূর্য্যকে গ্রাস করিল। বায়ু প্রচণ্ডবেগে বহিতে লাগিল। সূর্য্য প্রভাহীন হইল। রাত্রি ব্যতিরেকেও নক্ষত্রসমূহ জোনাকীপোকার ন্যায় প্রভাযুক্ত হইয়া উদিত হইল। সে সময় বৃক্ষসকল ফল পুষ্পহীন হইল, সরোবরস্থ পক্ষী ও মৎস্যসকল স্তব্ধ হইয়া রহিল, পদ্মসকল শুষ্ক হইল এবং বায়ু না থাকা সত্ত্বেও মেঘসদৃশ ধূসরবর্ণ ধূলি উত্থিত হইল।১২-১৪

তখন সারিকা 'চীচী কুচী' এইরূপ অস্ফুট শব্দ করিতে লাগিল। দেখিতে ভয়ঙ্কর উল্কা-সকল ভীতিজনক শব্দের সহিত ভূতলে পতিত হইল। সাগর, উপবন ও মহারণ্যসকলের সহিত সমগ্র ভূমণ্ডল কম্পিত হইল। রথস্থ গর্জ্জনকারী ধীমান্ খরের বামহস্ত কম্পিত ও স্বর অবরুদ্ধ হইল এবং চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে তাহার নয়নদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইল।১৫-১৭

তাহার ললাটে ঘর্ম নির্গত হইল, তথাপি সে মোহবশতঃ নিবৃত্ত হইল না; পরন্তু সেই সমুত্থিত রোমহর্ষণ উৎকট উৎপাতসকল দর্শন করিয়া হাস্য করিতে করিতে রাক্ষসগণকে বলিল।১৮-১৯

ন চিন্তয়াম্যহং বীর্য্যাদ্ বলবান্ দুর্বলানিব।
তারা অপি শরৈস্তীক্ষ্ণৈঃ পাতয়েয়ং নভস্তলাৎ ॥২০
মৃত্যুং মরণধর্মেণ সংক্রুদ্ধো যোজয়াম্যহম্।
রাঘবং তং বলোৎসিক্তং ভ্রাতরং চাপি লক্ষ্মণম্ ॥২১
অহত্বা সায়কৈস্তীক্ষ্ণৈর্নোপাবর্তিতুমুৎসহে।
যন্নিমিত্তং তু রামস্য লক্ষ্মণস্য বিপর্য্যয়ঃ ॥২২
সকামা ভগিনী মেঽস্তু পীত্বা তু রুধিরং তয়োঃ।
ন ক্বচিৎ প্রাপ্তপূর্বো মে সংযুগেষু পরাজয়ঃ ॥২৩
যুষ্মাকমেতৎপ্রত্যক্ষং নানৃতং কথয়াম্যহম্।
দেবরাজমপি ক্রুদ্ধো মত্তৈরাবতগামিনম্ ॥২৪
বজ্রহস্তং রণে হন্যাং কিং পুনস্তৌ চ মানবৌ।
সা তস্য গর্জিতং শ্রুত্বা রাক্ষসানাং মহাচমূঃ ॥২৫
প্রহর্ষমতুলং লেভে মৃত্যুপাশাবপাশিতা।
সমেয়ুশ্চ মহাত্মানো যুদ্ধদর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ ॥২৬

যেমন বলবান্ পুরুষ দুর্বল ব্যক্তিদিগকে দেখিয়া চিন্তিত হয় না, সেইরূপ আমিও বীরত্ববশতঃ এই সমুত্থিত দেখিতে ভয়ঙ্কর ও তীব্র উৎপাৎসমূহ দর্শন করিয়া চিন্তিত হইতেছি না। আমি ক্রুদ্ধ হইলে স্ববলগর্বিত রঘুকুলোৎপন্ন সেই রাম ও তাহার ভ্রাতা লক্ষ্মণকে তীক্ষ্ণ বাণসমূহে বধ না করিয়া নিবৃত্ত হইব না। যাহার জন্য সেই রাম ও লক্ষ্মণের মৃত্যুকাল উপস্থিত হইয়াছে, আমার সেই ভগিনী তাহাদের রক্ত পান করিয়া মনোরথ পূর্ণ করুক। পূর্বে যুদ্ধে আমার কখনও কোনস্থলে পরাজয় হয় নাই, ইহা তোমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছ। আমি মিথ্যা বলিতেছি না। আমি মত্ত ঐরাবতস্থিত বজ্রধারী দেবরাজ ইন্দ্রকেও বধ করিতে পারি। সুতরাং সেই দুই মানবকে হত্যা করিব—ইহা আর আশ্চর্য্য কি বল? মৃত্যুপাশে আবদ্ধ সেই মহতী রাক্ষসসেনা খরের গর্জ্জন শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিল। তখন পুণ্যকর্মা মহাত্মা, দেব, গন্ধর্ব, সিদ্ধ, চারণ ও ঋষিগণ যুদ্ধদর্শনে অভিলাষী হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা সেইস্থানে সমাগত ও মিলিত হইয়া পরস্পর কথোপকথন করিতে লাগিলেন।২০-২৭

ঋষয়ো দেব-গন্ধর্বাঃ সিদ্ধাশ্চ সহ চারণৈঃ।
সমেত্য চোচুঃ সহিতাস্তেঽন্যোন্যং পুণ্যকর্মণঃ ॥২৭
স্বস্তি গো-ব্রাহ্মণেভ্যস্তু লোকানাং যে চ সম্মতাঃ।
জয়তাং রাঘবো যুদ্ধে পৌলস্ত্যান্ রজনীচরান্ ॥২৮
চক্রহস্তো যথা বিষ্ণুঃ সর্বানসুরসত্তমান্।
এতচ্চান্যচ্চ বহুশো ব্রুবাণাঃ পরমর্ষয়ঃ ॥২৯
জাতকৌতূহলাস্তত্র বিমানস্থাশ্চ দেবতাঃ।
দদৃশুর্বাহিনীং তেষাং রাক্ষসানাং গতায়ুষাম্ ॥৩০
রথেন তু খরো বেগাৎ সৈন্যস্যাগ্রাদ্ বিনিঃসৃতঃ।
শ্যেনগামী পৃথুগ্রীবো যজ্ঞশত্রুর্বিহঙ্গমঃ ॥৩১
দুর্জয়ঃ করবীরাক্ষঃ পরুষঃ কালকার্মুকঃ।
হেমমালী মহামালী সর্পাস্যো রুধিরাশনঃ ॥৩২
দ্বাদশৈতে মহাবীর্য্যাঃ প্রতস্থুরভিতঃ খরম্।
মহাকপালঃ স্থূলাক্ষঃ প্রমাথস্ত্রিশিরাস্তথা ॥
চত্বার এতে সেনাগ্রে দূষণং পৃষ্ঠতোঽন্বয়ুঃ ॥৩৩
সা ভীমবেগা সমরাভিকাঙ্ক্ষিণী
সুদারুণা রাক্ষসবীর-সেনা।
তৌ রাজপুত্রৌ সহসাভ্যুপেতা
মালা গ্রহাণামিব চন্দ্র-সূর্য্যৌ ॥৩৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অরণ্যকাণ্ডে ত্রয়োবিংশঃ সর্গঃ ॥

গো, ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য লোকসম্মত প্রাণীদিগের মঙ্গল হউক। যেরূপ চক্রধারী বিষ্ণু অসুরশ্রেষ্ঠদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন, সেইরূপ রঘুনন্দন রাম যুদ্ধে পুলস্ত্যবংশে জাত রাক্ষসদিগকে পরাজিত করুন।২৮-২৯

সেই প্রদেশে বিমানস্থ দেবগণ ও মহর্ষিগণ এই প্রকার কথোপকথন করত কৌতূহলের সহিত আসন্নমৃত্যু রাক্ষসগণকে অবলোকন করিলেন।৩০

তখন খর দ্রুতবেগে সৈন্যের অগ্রভাগ হইতে বহির্গত হইল। শ্যেনগামী, পৃথুগ্রীব, যজ্ঞশত্রু, বিহঙ্গম, দুর্জয়, করবীরাক্ষ, পরুষ, কালকার্মুক, মেঘমালী মহামালী, সর্পাস্য ও রুধিরাশন এই দ্বাদশ মহাবীর খরের চতুর্দিক বেষ্টন করিয়া চলিতে লাগিল। দূষণ অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিল, আর মহাকপাল, স্থূলাক্ষ, প্রমাথ ও ত্রিশিরা এই চারি বীর তাহার অনুগমন করিল।৩১-৩৩

যেরূপ সহসা সূর্য্য ও চন্দ্রের নিকটে গ্রহমালা উপস্থিত হয়, সেইরূপ যুদ্ধাভিলাষী, নিদারুণ ও ভয়ঙ্কর বেগশালী সেই রাক্ষস-বীর সৈন্যগণ রাম ও লক্ষ্মণের নিকট উপস্থিত হইল।৩৪

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে ত্রয়োবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

চতুর্বিংশঃ সর্গঃ

[মহোৎপাতান্ দৃষ্ট্বা শ্রীরামস্য লক্ষ্মণং প্রত্যুক্তিঃ, রাক্ষসানাং বিনাশঃ স্বস্য চ জয় ইতি নিশ্চিতং বুদ্ধা সীতায়া লক্ষ্মণস্য চ পর্বতগুহায়াং প্রেরণম্ ।]

আশ্রমং প্রতিযাতে তু খরে খরপরাক্রমে ।
তানেবৌৎপাতিকান্ রামঃ সহ ভ্রাত্রা দদর্শ হ ॥১
তানুৎপাতান্মহাঘোরান্ রামো দৃষ্ট্বাত্যমর্ষণঃ ।
প্রজানামহিতান্ দৃষ্ট্বা বাক্যং লক্ষ্মণমব্রবীৎ ॥২
ইমান্ পশ্য মহাবাহো সর্বভূতাপহারিণঃ ।
সমুত্থিতান্মহোৎপাতান্ সংহর্তুং সর্বরাক্ষসান্ ॥৩
অমী রুধিরধারাস্তু বিসৃজন্তে খরস্বনাঃ ।
ব্যোম্নি মেঘা নিবর্তন্তে পরুষা গর্দভারুণাঃ ॥৪
সধূমাশ্চ শরাঃ সর্বে মম যুদ্ধাভিনন্দিতাঃ ।
রুক্মপৃষ্ঠানি চাপানি বিচেষ্টন্তে বিচক্ষণ ॥৫
যাদৃশা ইহ কূজন্তি পক্ষিণো বনচারিণঃ ।
অগ্রতো নোঽভয়ং (ক) প্রাপ্তং সংশয়ো জীবিতস্য চ ॥৬
সংপ্রহারস্তু সুমহান্ ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ।
অয়মাখ্যাতি মে বাহুঃ স্ফুরমাণো মুহুর্মুহুঃ ॥৭
সন্নিকর্ষে তু নঃ শূর জয়ং শত্রোঃ পরাজয়ম্ ।
সুপ্রভঞ্চ প্রসন্নঞ্চ তব বক্ত্রং হি লক্ষ্যতে ॥৮
উদ্যতানাং হি যুদ্ধার্থং যেষাং ভবতি লক্ষ্মণ ।
নিষ্প্রভং বদনং তেষাং ভবত্যায়ুঃপরিক্ষয়ঃ ॥৯
রক্ষসাং নর্দতাং ঘোরঃ শ্রূয়তেঽয়ং মহাধ্বনিঃ ।
আহতানাঞ্চ ভেরীণাং রাক্ষসৈঃ ক্রূরকর্মভিঃ ॥১০
অনাগতবিধানং তু কর্তব্যং শুভমিচ্ছতা ।
আপদং শঙ্কমানেন (খ) পুরুষেণ বিপশ্চিতা ॥১১
তস্মাদ্ গৃহীত্বা বৈদেহীং শরপাণির্ধনুর্ধরঃ ।
গুহামাশ্রয় শৈলস্য দুর্গাং পাদপসঙ্কুলাম্ ॥১২

চতুর্বিংশ সর্গ

[মহোৎপাতসকল দর্শন করিয়া শ্রীরামের লক্ষ্মণের প্রতি উক্তি, রাক্ষসের বিনাশ ও আপনার জয় নিশ্চয় বুঝিয়া সীতা ও লক্ষ্মণকে পর্বতগুহায় প্রেরণ]

তীব্রপরাক্রমশালী খর রামের আশ্রমে উপস্থিত হইলে রামচন্দ্র ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত সেই সমস্ত উৎপাত দর্শন করিতে লাগিলেন ।১

প্রজাদিগের অশুভজনক মহাভয়ঙ্কর সেই উৎপাত-সকল দর্শন করিয়া রাম অত্যন্ত অসহিষ্ণু হইয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন ।২

হে মহাবাহো ! তুমি রাক্ষসবিনাশের জন্য সমুত্থিত এবং সর্বভূতবিনাশসূচক এই মহোৎপাতসকল দর্শন কর ।৩

ঐ মেঘসকল ভয়ঙ্কর-শব্দের সহিত রক্তধারা বর্ষণ করিতেছে এবং আকাশে গর্দভতুল্য ধূসরবর্ণ প্রচণ্ড মেঘমালা বর্তমান রহিয়াছে ।৪

হে লক্ষ্মণ ! ধূমাচ্ছন্ন আমার বাণসকল যুদ্ধের জন্য উৎফুল্ল হইয়া তূণমধ্যে স্ফুরিত হইতেছে এবং স্বর্ণপৃষ্ঠ ধনুও বিচেষ্টিত হইতেছে ।৫

এই স্থানে পক্ষিগণ যেরূপ শব্দ করিতেছে, তাহাতে মনে হয় যে, অনতিবিলম্বে ইহারা আমাদের অভয় ও রাক্ষসদিগের জীবনসংশয় সূচনা করিতেছে । ৬

হে বীর ! আমার বাহু মুহুর্মুহুঃ স্ফুরিত হইয়া ইহাই সূচনা করিতেছে যে, ইহাদের সহিত তুমুল যুদ্ধ হইবে—সেই বিষয়ে কোন সংশয় নাই । ৭

হে লক্ষ্মণ ! অদূর ভবিষ্যতে যে যুদ্ধ হইবে সেই যুদ্ধে আমাদিগের জয় ও শত্রুদিগের পরাজয় হইবে, কারণ, তোমার মুখমণ্ডলের প্রদীপ্তি ও প্রসন্নতা তাহাই বুঝাইয়া দিতেছে । ৮

হে লক্ষ্মণ ! যুদ্ধপ্রস্তুতিকালে যাহাদের মুখমণ্ডল প্রভাহীন হয়, তাহাদিগের পরমায়ু ক্ষয় নিশ্চিত জানিবে । ৯

ক্রূরকর্মপরায়ণ রাক্ষসগণের গর্জন ও তাহাদের দ্বারা বাদিত ভেরীর তুমুল নিনাদ শুনা যাইতেছে । ১০

আপদের আশঙ্কা হইলে শুভাভিলাষী বিজ্ঞপুরুষ আপদ আগমনের পূর্বেই তাহার প্রতীকার করিতে যত্নবান্ হইবেন । ১১

অতএব তুমি ধনুর্বাণ ধারণ করত বিদেহরাজদুহিতা

পাঠান্তর :—(ক) অগ্রতো নো ভয়ং— ।
(খ) আপদাশঙ্কমানেন— ।

প্রতিকূলিতুমিচ্ছামি ন হি বাক্যমিদং ত্বয়া।
শাপিতো মম পাদাভ্যাং গম্যতাং বৎস মা চিরম্ ॥১৩
ত্বং হি শূরশ্চ বলবান্ হন্যা এতান্ন সংশয়ঃ।
স্বয়ং নিহন্তুমিচ্ছামি সর্বানেব নিশাচরান্ ॥১৪
এবমুক্তস্তু রামেণ লক্ষ্মণঃ সহ সীতয়া।
শরানাদায় চাপঞ্চ গুহাং দুর্গাং সমাশ্রয়ৎ ॥১৫
তস্মিন্ প্রবিষ্টে তু গুহাং লক্ষ্মণে সহ সীতয়া।
হন্ত নির্যুক্তমিত্যুক্ত্বা রামঃ কবচমাবিশৎ ॥১৬
স তেনাগ্নিনিকাশেন কবচেন বিভূষিতঃ।
বভূব রামস্তিমিরে মহানগ্নিরিবোত্থিতঃ ॥১৭
স চাপমুদ্যম্য মহচ্ছরানাদায় বীর্য্যবান্।
সংবভূবাস্থিতস্তত্র জ্যাস্বনৈঃ পূরয়ন্ দিশঃ ॥১৮
ততো দেবাঃ সগন্ধর্বাঃ সিদ্ধাশ্চ সহ চারণৈঃ।
সমেয়ুশ্চ মহাত্মানো যুদ্ধদর্শনকাঙ্ক্ষয়া ॥১৯
ঋষয়শ্চ মহাত্মানো লোকে ব্রহ্মর্ষিসত্তমাঃ।
সমেত্য চোচুঃ সহিতাস্তেঽন্যোন্যং পুণ্যকর্মণঃ ॥২০
স্বস্তি গো-ব্রাহ্মণানাঞ্চ লোকানাং চেতি সংস্থিতা।
জয়তাং রাঘবো যুদ্ধে পৌলস্ত্যান্ রজনীচরান্ ॥২১
চক্রহস্তো যথা যুদ্ধে সর্বানসুরপুঙ্গবান্।
এবমুক্ত্বা পুনঃ প্রোচুরালোক্য চ পরস্পরম্ ॥২২
চতুর্দশ সহস্রাণি রক্ষসাং ভীমকর্মণাম্।
একশ্চ রামো ধর্মাত্মা কথং যুদ্ধং ভবিষ্যতি ॥২৩
ইতি রাজর্ষয়ঃ সিদ্ধাঃ সগণাশ্চ দ্বিজর্ষভাঃ।
জাতকৌতূহলাস্তস্থুর্বিমানস্থাশ্চ দেবতাঃ ॥২৪
আবিষ্টং তেজসা রামং সংগ্রামশিরসি স্থিতম্।
দৃষ্ট্বা সর্বাণি ভূতানি ভয়াদ্ বিব্যথিরে তদা (ক) ॥২৫
রূপমপ্রতিমং তস্য রামস্যাক্লিষ্টকর্মণঃ।
বভূব রূপং ক্রুদ্ধস্য রুদ্রস্যেব মহাত্মনঃ ॥২৬

সীতাকে লইয়া বৃক্ষে পরিপূর্ণ দুর্গম পর্বতগুহায় আশ্রয় গ্রহণ কর। ১২

বৎস! তুমি আমার এই বাক্যের অন্যথাচরণ করিও না, ইহাই আমার কামনা। আমি তোমাকে আমার পাদদ্বয়ের দিব্যি দিতেছি, তুমি গমন কর আর বিলম্ব করিও না। ১৩

তুমি বলবান্ ও শৌর্য্যশালী, সুতরাং তুমি এই রাক্ষসগণকে বধ করিতে পার—সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি স্বয়ংই এই সকল রাক্ষসকে বধ করিবার অভিলাষ করিতেছি। ১৪

রাম এই কথা বলিলে লক্ষ্মণ ধনুর্বাণ ধারণ করত সীতার সহিত দুর্গম পর্বতগুহায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।১৫

লক্ষ্মণ সীতার সহিত গুহামধ্যে প্রবেশ করিলে রাম হর্ষভরে 'আমার বাক্য শীঘ্র সাধিত হইল' এই বলিয়া কবচ ধারণ করিলেন। ১৬

তিনি অগ্নিতুল্য প্রভাশালী সেই কবচদ্বারা ভূষিত হইলেন। তখন তাঁহাকে অন্ধকারস্থিত প্রজ্বলিত মহাগ্নিসদৃশ দেখা যাইতে লাগিল। ১৭

অনন্তর বীর্য্যবান্ রাম শ্রেষ্ঠবাণ গ্রহণ করিয়া মহাধনু উত্তোলনপূর্ব্বক ধনুষ্টঙ্কারে দশদিক্ পরিপূর্ণ করত তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।১৮

অনন্তর পুণ্যকর্মা, মহাত্মা, দেব, গন্ধর্ব, সিদ্ধ, চারণ, ঋষি এবং ব্রহ্মর্ষিশ্রেষ্ঠগণ যুদ্ধদর্শনাভিলাষী হইয়া সেই স্থানে সমবেত হইলেন, এবং সেই স্থানে অবস্থান করত পরস্পর পরস্পরকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন—গো, ব্রাহ্মণ ও লোকসমূহের মঙ্গল হউক। যেরূপ চক্রধারী বিষ্ণু অসুরশ্রেষ্ঠগণকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন, সেইরূপ রঘুনন্দন রাম পুলস্ত্যবংশজাত রাক্ষসগণকে বধ করুন, এই কথা বলিয়া তাঁহারা পরস্পরের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করত পুনরায় বলিলেন—ধর্ম্মাত্মা রাম একাকী, ভীমকর্মা রাক্ষসগণ চতুর্দশসহস্র, অতএব কিরূপে যুদ্ধ হইবে? এইরূপে সেই স্থানে বিমানস্থিত দেব, সিদ্ধ, রাজর্ষি ও ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণ পরস্পর কথোপকথন করিতে করিতে কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া যুদ্ধদর্শনের জন্য অবস্থান করিতে লাগিলেন।১৯-২৪

তখন সমস্ত প্রাণীই সেই যুদ্ধস্থলে অবস্থিত মহাতেজস্বী

পাঠান্তর :—(ক) আবিষ্টং তেজসা রামং সংগ্রামশিরসি স্থিতম্।
দৃষ্ট্বা সর্বাণি ভূতানি ভয়ার্তানি প্রদুদ্রুবুঃ ॥

ইতি সম্ভাষ্যমাণে তু দেব-গন্ধর্ব-চারণৈঃ।
ততো গম্ভীরনির্হ্রাদং ঘোরচর্মায়ুধ-ধ্বজম্ ॥২৭
অনীকং যাতুধানানাং সমন্তাৎ প্রত্যপদ্যত।
বীরালাপান্ বিসৃজতামন্যোন্যমভিগচ্ছতাম্ ॥২৮
চাপানি বিস্ফারয়তাং জৃম্ভতাং চাপ্যভীক্ষ্ণশঃ।
বিপ্রঘুষ্টস্বনানাঞ্চ দুন্দুভিংশ্চাপি নিঘ্নতাম্ ॥২৯
তেষাং সুবিপুলঃ শব্দঃ পূরয়ামাস তদ্বনম্।
তেন শব্দেন বিত্রস্তাস্ত্রাসিতা বনচারিণঃ ॥৩০
দুদ্রুবুর্যত্র নিঃশব্দং পৃষ্ঠতো নাবলোকয়ন্।
তচ্চানীকং মহাবেগং রামং সমনুবর্ত্তত ॥৩১
ধৃতনানাপ্রহরণং গম্ভীরং সাগরোপমম্।
রামোঽপি চারয়ংশ্চক্ষুঃ সর্বতো রণপণ্ডিতঃ ॥৩২
দদর্শ খরসৈন্যং তদ্ যুদ্ধায়াভিমুখো গতঃ।
বিতত্য চ ধনুর্ভীমং তূণ্যাশ্চোদ্ধৃত্য সায়কান্ ॥৩৩
ক্রোধমাহারয়ত্তীব্রং বধার্থং সর্বরক্ষসাম্।
দুষ্প্রেক্ষ্যশ্চাভবৎ ক্রুদ্ধো যুগান্তাগ্নিরিব জ্বলন্ ॥৩৪
তং দৃষ্ট্বা তেজসাবিষ্টং প্রাব্যথন্ বনদেবতাঃ।
তস্য রুষ্টস্য রূপং তু রামস্য দদৃশে তদা ॥
দক্ষস্যেব ক্রতুং হন্তুমুদ্যতস্য পিনাকিনঃ ॥৩৫
তৎকার্মুকৈরাভরণৈ রথৈশ্চ
তদ্বর্মভিশ্চাগ্নিসমানবর্ণৈঃ।
বভূব সৈন্যং পিশিতাশনানাং
সূর্যোদয়ে নীলমিবাভ্রজালম্ ॥৩৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অরণ্যকাণ্ডে চতুর্বিংশঃ সর্গঃ ॥

রামকে অবলোকন করিয়া ভীত ও ব্যথিত হইলেন। যেরূপ ক্রুদ্ধ মহাত্মা রুদ্রদেবের রূপের তুলনা ছিলনা, সেইরূপ অক্লিষ্টকর্মা সেই রামের তৎকালীন রূপের কোন তুলনা ছিল না।২৫-২৬

দেব, গন্ধর্ব ও চারণগণ এইরূপে কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে ভয়ঙ্কর চর্ম, অস্ত্র এবং ধ্বজাধারী ও গম্ভীর শব্দযুক্ত রাক্ষস সৈন্যদ্বারা সেই স্থানের চতুর্দিক্ ব্যাপ্ত হইল। যুদ্ধে প্রেরণাদানের জন্য পরস্পরের প্রতি গর্জ্জনকারী, আগত রাক্ষসগণের পরস্পর বীরত্বব্যঞ্জক আলাপ, ধনুষ্টঙ্কার, বারংবার জৃম্ভন, সিংহনাদ ও দুন্দুভি বাদনের তুমুল শব্দে সেই বন পূর্ণ হইল। বনচর প্রাণীগণ সেই শব্দ শ্রবণে ভীত হইয়া পশ্চাদ্ভাগে দৃষ্টিপাত না করিয়া যেখানে শব্দ নাই, সেই স্থানে পলায়ন করিল। সাগরের ন্যায় গাম্ভীর্য্যশালী এবং নানাবিধ শস্ত্রধারী রাক্ষসসৈন্য মহাবেগে রামের নিকটে উপস্থিত হইল। তখন রামও চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে যুদ্ধে নিপুণ খরসৈন্যসমূহকে দর্শন করিলেন এবং তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য তাহাদের দিকে গমন করিলেন। তিনি সেই সমস্ত রাক্ষসবধের জন্য অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া ভয়ঙ্কর ধনু আকর্ষণপূর্বক তূণ হইতে বাণ উদ্ধৃত করিলে যুগান্তকালীন প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় দুর্দর্শনীয় হইলেন।২৭-৩৪

বনদেবতাগণ রামের সেই তেজোময় উগ্রমূর্ত্তি দর্শন করিয়া ব্যথিত হইলেন। তখন দক্ষযজ্ঞবিনাশে উদ্যত মহেশ্বরের রূপের ন্যায় ক্রোধান্বিত রামের রূপ দর্শন করিতে লাগিলেন।৩৫

যেরূপ সূর্য্যোদয়ের সময় নীলবর্ণ মেঘের শোভা হয়, সেইরূপ অগ্নিবর্ণ কঞ্চুক, ভূষণ, ধনু ও রথসমন্বিত সেই রাক্ষস সৈন্যের শোভা দৃষ্ট হইল।৩৬

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে চতুর্বিংশ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চবিংশঃ সর্গঃ

[রক্ষোভিরাক্রান্তস্য শ্রীরামচন্দ্রস্য রক্ষোবিনাশঃ ।]

অবষ্টব্ধধনুং রামং ক্রুদ্ধং তং রিপুঘাতিনম্ ।
দদর্শাশ্রমমাগম্য খরঃ সহ পুরঃসরৈঃ ॥১
তং দৃষ্ট্বা সগুণং চাপমুদ্যম্য খরনিঃস্বনম্ ।
রামস্যাভিমুখং সূতং চোদ্যতামিত্যচোদয়ৎ ॥২
স খরস্যাজ্ঞয়া সূতস্তুরগান্ সমচোদয়ৎ ।
যত্র রামো মহাবাহুরেকো ধুন্বন্ ধনুঃ স্থিতঃ ॥৩
তং তু নিষ্পতিতং দৃষ্ট্বা সর্বতো রজনীচরাঃ ।
মুঞ্চমানা মহানাদং সচিবাঃ পর্য্যবারয়ন্ ॥৪
স তেষাং যাতুধানানাং মধ্যে রথগতঃ খরঃ ।
বভুব মধ্যে তারাণাং লোহিতাঙ্গ ইবোত্থিতঃ ॥৫
ততঃ শরসহস্রেণ রামমপ্রতিমৌজসম্ ।
অর্দয়িত্বা মহানাদং ননাদ সমরে খরঃ ॥৬
ততস্তং ভীমধন্বানং ক্রুদ্ধাঃ সর্বে নিশাচরাঃ ।
রামং নানাবিধৈঃ শস্ত্রৈরভ্যবর্ষন্ত দুর্জয়ম্ ॥৭
মুদ্গরৈরায়সৈঃ শূলৈঃ প্রাসৈঃ খড়্গৈঃ পরশ্বধৈঃ ।
রাক্ষসাঃ সমরে শূরং নিজঘ্নু রোষতৎপরাঃ ॥৮
তে বলাহকসঙ্কাশা মহাকায়া মহাবলাঃ ।
অভ্যধাবন্ত কাকুৎস্থং রথৈর্বাজিভিরেব চ ॥৯
গজৈঃ পর্বতকূটাভৈ রামং যুদ্ধে জিঘাংসবঃ ।
তে রামে শরবর্ষাণি ব্যসৃজন্ রক্ষসাং গণাঃ ॥১০
শৈলেন্দ্রমিব ধারাভির্বর্ষমাণা মহাঘনাঃ ।
সর্বৈঃ পরিবৃতো রামো রাক্ষসৈঃ ক্রূরদর্শনৈঃ ॥১১
তিথিষ্বিব মহাদেবো বৃতঃ পারিষদাং গণৈঃ ।
তানি মুক্তানি শস্ত্রাণি যাতুধানৈঃ স রাঘবঃ ॥১২

পঞ্চবিংশ সর্গ

[রাক্ষসকুলকর্তৃক আক্রান্ত শ্রীরামচন্দ্রের রাক্ষসনিধন ।]

খর তাহার অগ্রগামী সৈনিকদিকের সহিত ধনুর্ধারী, ক্রুদ্ধ ও শত্রুঘাতী সেই রামচন্দ্রের আশ্রমে আসিয়া তাঁহাকে অবলোকন করিল । ১

খর রামচন্দ্রকে দর্শন করত ভয়ঙ্কর শব্দকারী জ্যাযুক্ত ধনু উত্তোলনপূর্বক সারথিকে রামের নিকটে রথ লইয়া যাইতে আদেশ করিলেন । ২

সারথি খরের আদেশে যেখানে মহাবাহু রাম অবস্থান করত ধনু কম্পিত করিতেছেন, সেই দিকে অশ্বগণকে চালনা করিল । ৩

খরকে রামের দিকে ধাবিত হইতে দেখিয়া তাহার অমাত্য রাক্ষসগণ ভয়ঙ্কর শব্দ করিতে করিতে তাহার চতুর্দ্দিকে বেস্টন করিল ।৪

যেরূপ নক্ষত্রগণের মধ্যে অবস্থান করিয়া লোহিতাঙ্গ অর্থাৎ মঙ্গলগ্রহ শোভাপ্রাপ্ত হয়, সেইরূপ রাক্ষসগণের মধ্যে রথে অবস্থান করিয়া দুর্বিনীত খরও শোভাপ্রাপ্ত হইল । ৫

অনন্তর খর যুদ্ধে অতুলনীয় তেজঃশালী রামকে সহস্র সহস্র বাণ দ্বারা পীড়িত করিয়া মহাশব্দে চীৎকার করিতে লাগিল । ৬

পরে সমস্ত রাক্ষস ক্রোধের সহিত অপরাজেয়, ভয়ঙ্কর-ধনুর্ধর ও বীর সেই রামের প্রতি নানাবিধ শস্ত্র বর্ষণ করিতে লাগিল । ৭

তাহারা ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধে তাঁহাকে লৌহময় মুদ্গর প্রাস (বর্শাতুল্য অস্ত্র), শূল, খড়্গ ও পরশ্বধ দ্বারা আঘাত করিতে লাগিল । ৮

পরে বৃহৎ বৃহৎ শরীরধারী মহাবল মেঘবর্ণ সেই রাক্ষসগণ যুদ্ধে কাকুৎস্থ রামকে বধ করিতে অভিলাষী হইয়া রথ, অশ্ব ও পর্বতশৃঙ্গসদৃশ গজসমূহে আরোহণপূর্বক তাঁহার প্রতি ধাবিত হইল এবং যেরূপ বৃহৎ মেঘসমূহ পর্বতোপরি বারিধারা বর্ষণ করে, সেইরূপ তাহারা রামের উপর বাণ-ধারা বর্ষণ করিতে লাগিল, তখন রঘুনন্দন রাম হিংস্রস্বভাব সেই সমস্ত রাক্ষসগণে পরিবেষ্টিত হইলেন । ৯-১১

যেরূপ চতুর্দশী তিথিতে পারিষদগণ পরিবৃত্ত হইয়া

প্রতিজগ্রাহ বিশিখৈর্নদ্যোঘানিব সাগরঃ।
স তৈঃ প্রহরণৈর্ঘোরৈর্ভিন্নগাত্রো ন বিব্যথে ॥১৩
রামঃ প্রদীপ্তৈর্বহুভির্বজ্রৈরিব মহাচলঃ।
স বিদ্ধঃ ক্ষতজাদিগ্ধঃ সর্বগাত্রেষু রাঘবঃ ॥১৪
বভূব রামঃ সন্ধ্যাভ্রৈর্দিবাকর ইবাবৃতঃ।
বিষেদুর্দেব-গন্ধর্বাঃ সিদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ ॥১৫
একং সহস্রৈর্বহুভিস্তদা দৃষ্ট্বা সমাবৃতম্।
ততো রামস্তু সংক্রুদ্ধো মণ্ডলীকৃতকার্মুকঃ ॥১৬
সসর্জ নিশিতান্ বাণাঞ্ছতশোঽথ সহস্রশঃ।
দুরাবারান্দুর্বিষহান্ কালপাশোপমান্ রণে ॥১৭
মুমোচ লীলয়া কঙ্কপত্রান্ কাঞ্চনভূষণান্।
তে শরাঃ শত্রুসৈন্যেষু ভুক্তা রামেণ লীলয়া ॥১৮
আদদূ রক্ষসাং প্রাণান্ পাশাঃ কালকৃতা ইব।
ভিত্ত্বা রাক্ষসদেহাংস্তাংস্তে শরা রুধিরাপ্লুতাঃ ॥১৯
অন্তরিক্ষগতা রেজুর্দীপ্তাগ্নিসমতেজসঃ।
অসংখ্যেয়াস্তু রামস্য সায়কাশ্চাপমণ্ডলাৎ ॥২০
বিনিষ্পেতুরতীবোগ্রা রক্ষঃপ্রাণাপহারিণঃ।
তৈর্ধনূংষি ধ্বজাগ্রাণি চর্মাণি কবচানি চ ॥২১
বাহূন্ সহস্তাভরণানূরূন্ করিকরোপমান্।
চিচ্ছেদ রামঃ সমরে শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥২২
হয়ান্ কাঞ্চনসন্নাহান্ রথযুক্তান্ সসারথীন্।
গজাংশ্চ সগজারোহান্ সহয়ান্ সাদিনস্তদা ॥২৩
চিচ্ছিদুর্বিভিদুশ্চৈব রামবাণা গুণচ্যুতাঃ।
পদাতীন্ সমরে হত্বা অনয়দ্ যমসাদনম্ ॥২৪
ততো নালীক-নারাচৈস্তীক্ষ্ণাগ্রৈশ্চ বিকর্ণিভিঃ।
ভীমমার্তস্বরং চক্রুশ্ছিদ্যমানা নিশাচরাঃ ॥২৫
তৎ সৈন্যং বিবিধৈর্বাণৈরর্দিতং মর্মভেদিভিঃ।
ন রামেণ সুখং লেভে শুষ্কং বনমিবাগ্নিনা ॥২৬

মহাদেব অপূর্বশোভা প্রাপ্ত হন, সেইরূপ রামও রাক্ষসগণ পরিবৃত হইয়া অপূর্ব শোভা প্রাপ্ত হইলেন। সাগর যেমন স্বীয় প্রবাহদ্বারা নদীপ্রবাহসকল প্রতিগ্রহ করে, সেইরূপ রামচন্দ্র রাক্ষসগণ প্রেরিত সেই বাণসমূহ প্রতিগ্রহ করিলেন। যেরূপ প্রদীপ্ত বহু বজ্র দ্বারা আহত হইয়া বৃহৎ বৃহৎ পর্বত কোন ব্যথা প্রাপ্ত হয় না, সেইরূপ রাম ভয়ঙ্কর অস্ত্রসমূহের দ্বারা আহত হইয়াও কোনরূপ ব্যথা পাইলেন না। সেইসময় রামচন্দ্রকে সন্ধ্যাসময় মেঘমালাপরিবৃত সূর্য্যের ন্যায় দেখা যাইতে লাগিল। তখন দেব, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ এক রামকে বহুসহস্র রাক্ষসে পরিবৃত দেখিয়া বিষণ্ণ হইলেন।১২-১৫

অনন্তর রঘুনন্দন রাম অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে ধনু মণ্ডলাকার করিলে তাহা হইতে তীক্ষ্ণ বাণসমূহ নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। সেই বাণগুলি যমের পাশের ন্যায় কেহ নিবারণ করিতে ও সহ্য করিতে পারে না। তাহা কঙ্কপত্র ও স্বর্ণদ্বারা সুশোভিত। রামচন্দ্র লীলা করিয়াই যেন শত্রুসৈন্যমধ্যে সেই বাণ ত্যাগ করিলেন। ১৬-১৮

শ্রীরামনিক্ষিপ্ত যমপাশসদৃশ বাণসমূহ সেই রাক্ষসগণের দেহ বিদীর্ণ করিয়া তাহাদের প্রাণ নাশ করিল, তখন রাক্ষসগণের দেহ রক্তাপ্লুত হইল। ১৯

তখন রামের ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত অগ্নিতুল্য অসংখ্য বাণ আকাশমণ্ডলে শোভা পাইতে লাগিল। ২০

রাক্ষসগণের প্রাণনাশী অতি উগ্র বাণসকল নির্গত হইল। তিনি সেই সমস্ত বাণদ্বারা শত শত ও সহস্র সহস্র ধনু, ধ্বজাগ্র, চর্ম, বর্ম ও আভরণযুক্ত বাহু এবং হস্তিশুণ্ডতুল্য ঊরুসকল ছেদন করিলেন। ২১-২২

তাঁহার ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত বাণসমূহ সারথির সহিত রথযোজিত স্বর্ণবর্মযুক্ত অশ্ব, আরোহীদিগের সহিত হস্তী ও অশ্বগণের সহিত অশ্বারোহীদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিল এবং পদাতিদিগকে বধ করিয়া যমালয়ে প্রেরণ করিল। ২৩-২৪

অনন্তর রামের সুতীক্ষ্ণ নালীক, নারাচ ও বিকর্ণিনামক বাণদ্বারা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া রাক্ষসগণ ভয়ানক আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। ২৫

তখন সেই রাক্ষসসৈন্যগণ মর্মভেদী বিবিধ বাণে রামকর্তৃক পীড়িত হইয়া অগ্নিতেজে শুষ্কবনের ন্যায় বিধ্বস্ত

কেচিদ্ভীমবলাঃ শূরাঃ পাশাঞ্ শূলান্ পরশ্বধান্ ।
চিক্ষিপুঃ পরমক্রুদ্ধা রামায় রজনীচরাঃ ॥২৭
তেষাং বাণৈর্মহাবাহুঃ শস্ত্রাণ্যাবার্য্য বীর্য্যবান্ ।
জহার সমরে প্রাণাংশ্চিচ্ছেদ চ শিরোধরান্ ॥২৮
তে ছিন্নশিরসঃ পেতুশ্ছিন্নচর্ম্মশরাসনাঃ ।
সুপর্ণবাতবিক্ষিপ্তা জগত্যাং পাদপা যথা ॥২৯
অবশিষ্টাশ্চ যে তত্র বিষণ্ণাস্তে নিশাচরাঃ ।
খরমেবাভ্যধাবন্ত শরণার্থং শরাহতাঃ ॥৩০
তান্ সর্বান্ ধনুরাদায় সমাশ্বাস্য চ দূষণঃ ।
অভ্যধাবৎ সুসংক্রুদ্ধঃ ক্রুদ্ধং ক্রুদ্ধ ইবান্তকঃ ॥৩১
নিবৃত্তাস্তু পুনঃ সর্বে দূষণাশ্রয়নির্ভয়াঃ ।
রামমেবাভ্যধাবন্ত সাল-তাল-শিলায়ুধাঃ ॥৩২
শূল-মুদ্গরহস্তাশ্চ পাশহস্তা মহাবলাঃ ।
সৃজন্তঃ শরবর্ষাণি শস্ত্রবর্ষাণি সংযুগে ॥৩৩
দ্রুমবর্ষাণি মুঞ্চন্তঃ শিলাবর্ষাণি রাক্ষসাঃ ।
তদ্বভূবাদ্ভুতং যুদ্ধং তুমুলং রোমহর্ষণম্ ॥৩৪
রামস্যাস্য মহাঘোরং পুনস্তেষাঞ্চ রক্ষসাম্ ।
তে সমন্তাদভিক্রুদ্ধা রাঘবং পুনরার্দয়ন্ ॥৩৫
ততঃ সর্বা দিশো দৃষ্ট্বা প্রদিশশ্চ সমাবৃতাঃ ।
রাক্ষসৈঃ সর্বতঃ প্রাপ্তৈঃ শরবর্ষাভিরাবৃতঃ ॥৩৬
স কৃত্বা ভৈরবং নাদমস্ত্রং পরমভাস্বরম্ ।
সমযোজয়দ্ গান্ধর্বং রাক্ষসেষু মহাবলঃ ॥৩৭
ততঃ শরসহস্রাণি নির্যযুশ্চাপমণ্ডলাৎ ।
সর্বা দশদিশো বাণৈরাপূর্য্যন্ত সমাগতৈঃ ॥৩৮

হইয়া পড়িল এবং তাহা দেখিয়া রাম সুখানুভব করিলেন না ।২৬

অনন্তর কোন কোন ভীমবল বীর রাক্ষস অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া রামকে ধ্বংস করিবার জন্য অনেক প্রাস, শূল ও পরশ্বধ নিক্ষেপ করিল । ২৭

রামচন্দ্রও বহুবাণে রাক্ষসগণকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত অস্ত্রসমূহ নিবারিত করিয়া তাহাদিগের মস্তক ছেদনপূর্বক প্রাণ-হরণ করিলেন । ২৮

তাহারা ছিন্নকবচ, ছিন্নধনু ও ছিন্নমস্তক হইয়া গরুড়ের পক্ষবাতে বিক্ষিপ্ত বৃক্ষসমূহের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল । ২৯

তখন সেখানে যে সকল রাক্ষস অবশিষ্ট ছিল, তাহারা রামবাণে আহত হইয়া আশ্রয় গ্রহণের জন্য খরের অভিমুখে ধাবিত হইল । ৩০

অনন্তর দূষণ সেই রাক্ষসগণকে আশ্বাস দান করত অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া ধনু গ্রহণপূর্বক ক্রুদ্ধ রামের প্রতি ক্রুদ্ধ যমের ন্যায় ধাবিত হইল । ৩১

তখন সেই সমস্ত মহাবল রাক্ষসগণ দূষণের আশ্রয় লাভ করিয়া পলায়নে প্রতিনিবৃত্ত হইল এবং নির্ভয়ে অস্ত্র, শাল,তাল,শিলা, শূল, মুদ্গর ও পাশ ধারণ করত রামের অভিমুখে ধাবিত হইল । ৩২

যুদ্ধে মহাবল রাক্ষসগণ শূল, মুদ্গর ও পাশ হস্তে করিয়া রামের প্রতি বাণ ও শস্ত্রসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিল । ৩৩

রাক্ষসগণ রামের প্রতি বৃক্ষ ও শিলা বর্ষণ করিতে লাগিল । সেইসময় রামের সহিত রাক্ষসদিগের পুনর্বার অদ্ভুত, রোমহর্ষণ, অতি ভয়ঙ্কর ও তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল । রাক্ষসগণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া চতুর্দিক হইতে রঘুনন্দন রামকে আঘাত করিতে লাগিল । তখন মহাবল রাম চতুর্দিক রাক্ষসগণে পরিপূর্ণ দেখিয়া ভীষণ শব্দকারী মহাতেজোময় গান্ধর্বনামক অস্ত্র যোজনা করিলেন । পরে তাঁহার ধনুর্মণ্ডল হইতে সহস্র সহস্র বাণ বহির্গত হইতে লাগিল এবং নিক্ষিপ্ত বাণে দিক্‌সমূহ পরিপূর্ণ হইল । বাণসমূহে পীড়িত সেই রাক্ষসগণ রামকে ভয়ঙ্কর বাণসমূহ গ্রহণ, ধনু আকর্ষণ বা উৎকৃষ্ট বাণ নিক্ষেপ করিতে দেখিতে পাইল না ।৩৪-৩৯

তখন আকাশমণ্ডল সূর্য্যের সহিত বাণের অন্ধকারে আচ্ছাদিত হইল । রাম স্থিরভাবে একস্থানে দণ্ডায়মান হইয়া নিরন্তর সেই সমস্ত বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ।৪০

তখন ভূতল একই সময়ে নিহত, পতনোদ্যত ও পতিত রাক্ষসসমূহে পূর্ণ হইয়া ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল । স্থানে স্থানে রামবাণে ছিন্ন, ভিন্ন, বিদীর্ণ, নিহত ও

নাদদানং শরান্ ঘোরান্ বিমুঞ্চন্তং শরোত্তমান্ ।
বিকর্ষমাণং পশ্যন্তি রাক্ষসাস্তে শরার্দিতাঃ ॥৩৯
শরান্ধকারমাকাশমাবৃণোৎ স দিবাকরম্ ।
বভূবাবস্থিতো রামঃ প্রক্ষিপন্নিব তাঞ্ছরান্ ॥৪০
যুগপৎপতমানৈশ্চ যুগপচ্চ হতৈর্ভৃশম্ ।
যুগপৎ পতিতৈশ্চৈব বিকীর্ণা বসুধাঽভবৎ ॥৪১
নিহতাঃ পতিতাঃ ক্ষীণাশ্ছিন্না ভিন্না বিদারিতাঃ
তত্র তত্র স্ম দৃশ্যন্তে রাক্ষসাস্তে সহস্রশঃ ॥৪২
সোষ্ণীষৈরুত্তমাঙ্গৈশ্চ সাঙ্গদৈর্বাহুভিস্তথা ।
ঊরুভির্বাহুভিশ্ছিন্নৈর্নানারূপৈর্বিভূষণৈঃ ॥৪৩
হয়ৈশ্চ দ্বিপমুখ্যৈশ্চ রথৈর্ভিন্নৈরনেকশঃ ।
চামর-ব্যজনৈশ্ছত্রৈর্ধ্বজৈর্নানাবিধৈরপি *॥৪৪
রামেণ বাণাভিহতৈর্বিচ্ছিন্নৈঃ শূলপট্টিশৈঃ ।
বিচ্ছিন্নৈঃ সমরে ভূমির্বিস্তীর্ণাঽভূদ্ভয়ঙ্করা ॥৪৫
তান্ দৃষ্ট্বা নিহতান্ সর্বে রাক্ষসাঃ পরমাতুরাঃ ।
ন তত্র চলিতুং শক্তা রামং পরপুরঞ্জয়ম্ ॥৪৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অরণ্যকাণ্ডে পঞ্চবিংশঃ সর্গঃ ॥

পতিত ক্ষীণজীবন সহস্র সহস্র রাক্ষস দৃষ্ট হইতে লাগিল ।৪১-৪২

সে সময়ে সেই যুদ্ধস্থল রামের বাণাঘাতে ছিন্ন উষ্ণীষযুক্ত (পাগড়ীবদ্ধ), ছিন্ন মস্তক, বলয় (বাহুভূষণ-বিশেষ)-সমন্বিত বাহু, হস্ত, ঊরু, নানাবিধ অলঙ্কার, অশ্ব, শ্রেষ্ঠ হস্তী, রথ, চামর, ব্যজন, ছত্র, বিবিধধ্বজা, শূল ও পট্টিশসমূহ দ্বারা পূর্ণ হইয়া ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। পরে অবশিষ্ট রাক্ষসগণ অন্যসকল রাক্ষসসৈন্যগণকে দেখিয়া অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িল। তাহারা শত্রুপুরজেতা রামের অভিমুখে আর অগ্রসর হইতে সমর্থ হইল না ।৪৩-৪৭

* ৪৪নং শ্লোকের পর নিম্নলিখিত শ্লোকটি কোন কোন গ্রন্থে অধিক দেখা যায়—
খড়্গৈঃ খণ্ডীকৃতৈঃ প্রাসৈর্বিকীর্ণৈশ্চ পরশ্বধৈঃ ।
চূর্ণিতাভিঃ শিলাভিশ্চ শরৈশ্চিত্রৈরনেকশঃ ॥

মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে পঞ্চবিংশ সর্গ সমাপ্ত ।

ষড়্বিংশঃ সর্গঃ

[শ্রীরামেণ দূষণস্য চতুর্দশসহস্ররক্ষসাঞ্চ বিনাশসাধনম্]

দূষণস্তু স্বকং সৈন্যং হন্যমানং বিলোক্য চ ।
সন্দিদেশ মহাবাহুর্ভীমবেগান্ দুরাসদান্ ॥১
রাক্ষসান্ পঞ্চসাহস্রান্ সমরেষ্বনিবর্তিনঃ ।
তে শূলৈঃ পট্টিশৈঃ খড়্গৈঃ শিলাবর্ষৈর্দ্রুমৈরপি ॥২
শরবর্ষৈরবিচ্ছিন্নং ববৃষুস্তং সমন্ততঃ ।
তদ্দ্রুমাণাং শিলানাঞ্চ বর্ষং প্রাণহরং মহৎ ॥৩
প্রতিজগ্রাহ ধর্মাত্মা রাঘবস্তীক্ষ্ণসায়কৈঃ ।
প্রতিগৃহ্য চ তদ্বর্ষং নিমীলিত ইবর্ষভঃ ॥৪

ষড়্বিংশ সর্গ

[শ্রীরামকর্তৃক দূষণ ও চৌদ্দ হাজার রাক্ষস নিধন ।]

মহাবাহু দূষণ স্বীয় সৈন্যগণকে রামের হাতে নিহত হইতে দেখিয়া যুদ্ধে কখনও নিবৃত্ত হয় না—এইরূপ ভয়ঙ্কর বেগশালী ও দুর্দ্ধর্ষ পঞ্চসহস্র রাক্ষসকে যুদ্ধে অগ্রসর হইতে আদেশ করিলেন। তাহারা চতুর্দিক্ হইতে আক্রমণ করত রামের প্রতি অবিরত শূল, পট্টিশ, খড়্গ, বৃক্ষ, প্রস্তর ও শরবর্ষণ করিতে লাগিল। ধর্মাত্মা রঘুনন্দন রাম তীক্ষ্ণ বাণসমূহে প্রাণসংহারক বৃক্ষ ও প্রস্তর বর্ষণ নিবারিত করিলেন। যেরূপ বৃষভ নিমীলিত নেত্রে বারিবর্ষণ সহ্য করে, সেইরূপ রামও রাক্ষসগণের বর্ষিত বৃক্ষ-শিলা প্রভৃতি অনায়াসে সহ্য করিলেন ।১-৪

রামঃ ক্রোধং পরং লেভে বধার্থং সর্বরক্ষসাম্ ।
ততঃ ক্রোধসমাবিষ্টঃ প্রদীপ্ত ইব তেজসা ॥৫
শরৈরভ্যকিরৎ সৈন্যং সর্বতঃ সহদূষণম্ ।
ততঃ সেনাপতিঃ ক্রুদ্ধো দূষণঃ শত্রুদূষণঃ ॥৬
শরৈরশনিকল্পৈস্তং রাঘবং সমবারয়ৎ ।
ততো রামঃ সুসংক্রুদ্ধঃ ক্ষুরেণাস্য মহদ্ধনুঃ ॥৭
চিচ্ছেদ সমরে বীরশ্চতুর্ভিশ্চতুরো হয়ান্ ।
হত্বা চাশ্বান্ শরৈস্তীক্ষ্ণৈরর্ধচন্দ্রেণ সারথেঃ ॥৮
শিরো জহার তদ্রক্ষস্ত্রিভির্বিব্যাধ বক্ষসি ।
স ছিন্নধন্বা বিরথো হতাশ্বো হতসারথিঃ ॥৯
জগ্রাহ গিরিশৃঙ্গাভং পরিঘং রোমহর্ষণম্ ।
বেষ্টিতং কাঞ্চনৈঃ পট্টৈর্দেবসৈন্যাভিমর্দনম্ ॥১০
আয়সৈঃ শঙ্কুভিস্তীক্ষ্ণৈঃ কীর্ণং পরবসোক্ষিতম্ ।
বজ্রাশনিসমস্পর্শং পরগোপুরদারণম্ ॥১১
তং মহোরগসঙ্কাশং প্রগৃহ্য পরিঘং রণে ।
দূষণোঽভ্যপতদ্ রামং ক্রূরকর্মা নিশাচরঃ ॥১২
তস্যাভিপতমানস্য দূষণস্য চ রাঘবঃ ।
দ্বাভ্যাং শরাভ্যাং চিচ্ছেদ সহস্তাভরণৌ ভুজৌ ॥১৩
ভ্রষ্টস্তস্য মহাকায়ঃ পপাত রণমূর্ধনি ।
পরিঘশ্ছিন্নহস্তস্য শক্রধ্বজ ইবাগ্রতঃ ॥১৪
করাভ্যাঞ্চ বিকীর্ণাভ্যাং পপাত ভুবি দূষণঃ ।
বিষাণাভ্যাং বিশীর্ণাভ্যাং মনস্বীব মহাগজঃ ॥১৫
দৃষ্ট্বা তং পতিতং ভূমৌ দূষণং নিহতং রণে ।
সাধু সাধ্বিতি কাকুৎস্থং সর্বভূতান্যপূজয়ন্ ॥১৬
এতস্মিন্নন্তরে ক্রুদ্ধাস্ত্রয়ঃ সেনাগ্রযায়িনঃ ।
সংহত্যাভ্যদ্রবন্ রামং মৃত্যুপাশাবপাশিতাঃ ॥১৭
মহাকপালঃ স্থূলাক্ষঃ প্রমাথী চ মহাবলঃ ।
মহাকপালো বিপুলং শূলমুদ্যম্য রাক্ষসঃ ॥১৮

তখন রাম সমস্ত রাক্ষসবধের জন্য অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। ক্রোধাবিষ্ট ও তেজোদৃপ্ত রাম সৈন্যগণের সহিত দূষণের সর্বদিক্ হইতে বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন। তারপর শত্রুনাশী সেনাপতি দূষণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বজ্রসদৃশ বাণসমূহে রামনিক্ষিপ্ত বাণ নিবারিত করিতে লাগিল। সেই সময়ে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ বীর রামচন্দ্র ক্ষুরের ন্যায় ধারাল অস্ত্রে তাহার মহাধনু ছেদন করিলেন এবং চারিটি বাণে চারিটি অশ্ব বিনাশ করিলেন। তিনি বহু সুতীক্ষ্ণ বাণে তাহার অশ্ব ধ্বংস করিয়া অর্দ্ধচন্দ্রবাণে তাহার সারথির মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন।৫-৮

পরে রামচন্দ্র তিন বাণে দূষণের হৃদয়দেশ বিদ্ধ করিলে তখন সেই রাক্ষস অশ্ব, সারথি ও ধনুবিহীন হইয়া রোমহর্ষণকারী গিরিশৃঙ্গতুল্য পরিঘনামক অস্ত্র গ্রহণ করিল। সেই অস্ত্র স্বর্ণদ্বারা বেষ্টিত এবং তাহা দেবসৈন্যকেও মর্দিত করিতে সমর্থ।৯-১০

যে অস্ত্র সুতীক্ষ্ণ, লৌহশঙ্কুসমূহে পূর্ণ ও শত্রুর মেদে আর্দ্র, যাহার স্পর্শ বজ্রসদৃশ, প্রাণনাশক যে অস্ত্র শত্রুর দ্বার বিদীর্ণ করে, ক্রূরকর্মা রাক্ষস দূষণ বৃহৎ সর্পসদৃশ সেই পরিঘ গ্রহণ করিয়া রামের অভিমুখে ধাবিত হইল।১১-১২

সেই রাক্ষস রঘুনন্দন রামের প্রতি ধাবিত হইলে তিনি দুই বাণে তাহার আভরণযুক্ত দুইটি হস্তই ছেদন করিয়া ফেলিলেন।১৩

দূষণের হস্ত ছিন্ন হইলে তাহার অগ্রে বৃহদাকার সেই পরিঘ যুদ্ধস্থলে ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় পতিত হইল।১৪

যেরূপ দুইটি দন্ত উৎপাটিত হইয়া মনস্বী মহাহস্তী ভূতলে পতিত হয়, সেইরূপ দূষণ ছিন্নহস্ত হইয়া ভূতলে পতিত হইল।১৫

যুদ্ধস্থলে দূষণকে নিহত এবং ভূতলে পতিত দেখিয়া সমস্ত প্রাণীই সাধু সাধু বলিয়া কাকুৎস্থ রামের প্রশংসা করিতে লাগিল।১৬

এই সময়ে সেনার অগ্রে গমনকারী মহাকপাল, স্থূলাক্ষ, ও মহাবল প্রমাথী এই তিন রাক্ষস মৃত্যুপাশে আবদ্ধ ও ক্রুদ্ধ হইয়া রামের অভিমুখে ধাবিত হইল। মহাকপাল এক বিশাল শূল উত্তোলন করিয়া ও স্থূলাক্ষ পট্টিশ এবং প্রমাথী পরশ্বধ লইয়া রামকে আক্রমণ করিল।

স্থূলাক্ষঃ পট্টিশং গৃহ্য প্রমাথী চ পরশ্বধম্ ।
দৃষ্ট্বৈবাপততস্তাংস্তু রাঘবঃ সায়কৈঃ শিতৈঃ ॥১৯
তীক্ষ্ণাগ্রৈঃ প্রতিজগ্রাহ সংপ্রাপ্তানতিথীনিব ।
মহাকপালস্য শিরশ্চিচ্ছেদ রঘুনন্দনঃ ॥২০
অসংখ্যেয়ৈস্তু বাণৌঘৈঃ প্রমমাথ প্রমাথিনম্ ।
স্থূলাক্ষস্যাক্ষিণী স্থূলে পূরয়ামাস সায়কৈঃ ॥২১
স পপাত হতো ভূমৌ বিটপীব মহাদ্রুমঃ ।
দূষণস্যানুগান্ পঞ্চসাহস্রান্ কুপিতঃ ক্ষণাৎ ॥২২
হত্বা তু পঞ্চসাহস্রৈরনয়দ্ যমসাদনম্ ।
দূষণং নিহতং শ্রুত্বা তস্য চৈব পদানুগান্ ॥২৩
ব্যাদিদেশ খরঃ ক্রুদ্ধঃ সেনাধ্যক্ষান্মহাবলান্,
অয়ং বিনিহতঃ সংখ্যে দূষণঃ সপদানুগঃ ॥২৪
মহত্যা সেনয়া সার্ধং যুদ্ধা রামং কুমানুষম্ ।
শস্ত্রৈর্নানাবিধাকারৈর্হনধ্বং সর্বরাক্ষসাঃ ॥২৫

এবমুক্ত্বা খরঃ ক্রুদ্ধো রামমেবাভিদুদ্রুবে ।
শ্যেনগামী পৃথুগ্রীবো যজ্ঞশত্রুর্বিহঙ্গমঃ ॥২৬
দুর্জয়ঃ করবীরাক্ষঃ পরুষঃ কালকার্মুকঃ ।
হেমমালী মহামালী সর্পাস্যো রুধিরাশনঃ ॥২৭
দ্বাদশৈতে মহাবীর্য্যা বলাধ্যক্ষাঃ সসৈনিকাঃ ।
রামমেবাভ্যধাবন্ত বিসৃজন্তঃ শরোত্তমান্ ॥২৮
ততঃ পাবকসঙ্কাশৈর্হেম-বজ্রবিভূষিতৈঃ ।
জঘান শেষং তেজস্বী তস্য সৈন্যস্য সায়কৈঃ ॥২৯
তে রুক্মপুঙ্খা বিশিখাঃ সধূমা ইব পাবকাঃ ।
নিজঘ্নুস্তানি রক্ষাংসি বজ্রা ইব মহাদ্রুমান্ ॥৩০
রক্ষসাং তু শতং রামঃ শতেনৈকেন কর্ণিনা ।
সহস্রং তু সহস্রেণ জঘান রণমূর্ধনি ॥৩১
তৈর্ভিন্নবর্মাভরণাশ্ছিন্নভিন্নশরাসনাঃ ।
নিপেতুঃ শোণিতাদিগ্ধা ধরণ্যাং রজনীচরাঃ ॥৩২

রঘুনন্দন রাম আক্রমণোদ্দেশে তাহাদিগকে আসিতে দেখিয়া সমাগত অতিথিগণের ন্যায় তাহাদের সৎকার করিলেন। তিনি সুতীক্ষ্ণাগ্র বাণসমূহে মহাকপালের মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন, এবং অসংখ্য বাণে প্রমাথীকে নিহত করিয়া বহু বাণে স্থূলাক্ষের স্থূললোচন-দ্বয় পরিপূর্ণ করিলেন ।১৭-২১

সেও নিহত হইয়া বহুশাখা সমন্বিত বৃহৎ বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল। তখন রাম ক্রুদ্ধ হইয়া ক্ষণকালমধ্যে পঞ্চ সহস্র বাণ দ্বারা দূষণের অনুগামী পঞ্চ সহস্র রাক্ষসকে নিহত করিয়া যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। অনন্তর খর, দূষণ ও তাহার অনুগামিগণের প্রাণনাশ দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া মহাবল সেনাপতিদিগকে আদেশ করিল,—হে রাক্ষসগণ! দূষণ অনুগামী মহতী সেনার সহিত মানবাধম রামের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া নিহত হইয়াছে, অতএব তোমরা বিবিধ অস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া মহতী সেনা সঙ্গে লইয়া দুষ্ট মনুষ্য রামকে বধ কর ।২২-২৫

ক্রুদ্ধ খর এইরূপ বলিয়া রামেরই অভিমুখে ধাবিত হইল এবং শ্যেনগামী, পৃথুগ্রীব, যজ্ঞশত্রু, বিহঙ্গম, দুর্জয়, করবীরাক্ষ, পামর, কালকার্মুক, হেমমালী, মহামালী, সর্পাস্য ও রুধিরাশন এই দ্বাদশ মহাবীর সেনাপতি সসৈন্যে উৎকৃষ্ট বাণসমূহ নিক্ষেপ করিতে করিতে রামের অভিমুখে ধাবিত হইল ।২৬-২৮

অনন্তর তেজস্বী রাম স্বর্ণ ও বজ্রমণিভূষিত অগ্নিসদৃশ বাণসমূহে অবশিষ্ট সৈন্যদিগকে বধ করিলেন ।২৯

যেরূপ বজ্র বৃহৎ বৃক্ষশ্রেণীকে নিহত করে, সেইরূপ রামপ্রেরিত ধূমযুক্ত, বহ্নিসদৃশ ও স্বর্ণপুঙ্খ সেই বাণসমূহ রাক্ষসদিগকে বধ করিল ।৩০

সমরস্থলে রাম একশত রাক্ষসকে একশত কর্ণিক অস্ত্র দ্বারা এবং সহস্র রাক্ষসকে সহস্র বাণদ্বারা বিনাশ করিলেন ।৩১

রাক্ষসগণ সেই সমস্ত বাণদ্বারা বিদ্ধ হইয়া রক্তাক্ত দেহে ভূতলে পতিত হইল। তাহাদিগের বর্ম, আভরণ ও ধনু সেই সকল বাণদ্বারা ছিন্ন ভিন্ন হইল ।৩২

তৈর্মুক্তকেশৈঃ সমরে পতিতৈঃ শোণিতোক্ষিতৈঃ।
বিস্তীর্ণা বসুধা কৃৎস্না মহাবেদিঃ কুশৈরিব ॥৩৩
তৎক্ষণে তু মহাঘোরং বনং নিহতরাক্ষসম্।
বভূব নিরয়প্রখ্যং মাংস-শোণিতকর্দমম্ ॥৩৪
চতুর্দশ সহস্রাণি রক্ষসাং ভীমকর্মণাম্।
হতান্যেকেন রামেণ মানুষেণ পদাতিনা ॥৩৫
তস্য সৈন্যস্য সর্বস্য খরঃ শেষো মহারথঃ।
রাক্ষসস্ত্রিশিরাশ্চৈব রামশ্চ রিপুসূদনঃ ॥৩৬

যেমন অশ্বমেধাদি যজ্ঞীয়বেদি বহু কুশদ্বারা পরিব্যাপ্ত হয়, সেইরূপ তখন সেই যুদ্ধস্থলে পৃথিবী মুক্তকেশ ও রক্তাক্তকলেবর-রাক্ষসগণে পরিব্যাপ্ত হইল।৩৩

সেই সময় বনমধ্যে যেস্থলে রাক্ষসগণ নিহত হইয়াছিল, সেইস্থল রক্ত ও মাংসদ্বারা কর্দমাক্ত হইয়া নরকের সাদৃশ্য ধারণ করত অতীব ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল।৩৪

রাম মনুষ্য ও পদাতি হইয়াও একাকীই চতুর্দশ সহস্র ভীমকর্মা রাক্ষসকে নিহত করিলেন।৩৫

শেষা হতা মহাবীর্য্যা রাক্ষসা রণমূর্ধনি।
ঘোরা দুর্বিষহাঃ সর্বে লক্ষ্মণস্যাগ্রজেন তে ॥৩৭
ততস্তু তদ্ভীমবলং মহাহবে
সমীক্ষ্য ধর্মেণ হতং বলীয়সা।
রথেন রামং মহতা খরস্ততঃ
সমাসসাদেন্দ্র ইবোদ্যতাশনিঃ ॥৩৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে ষড়্বিংশঃ সর্গঃ ॥

খরের সেই সমুদয় সৈন্যমধ্যে মহারথ খর এবং ত্রিশিরানামে রাক্ষস অবশিষ্ট রহিল ও শত্রুঘাতী রাম অবশিষ্ট রহিলেন। যুদ্ধস্থলে অন্যান্য মহাবীর, অসহ্য পরাক্রম ও ভয়ঙ্কর রাক্ষসগণ সকলেই লক্ষ্মণাগ্রজ রামকর্তৃক নিহত হইল।৩৬-৩৭

অনন্তর মহাযুদ্ধে সেই ভীমপরাক্রম সৈন্যদিগকে বলবান্ রামকর্তৃক ধর্মানুসারে নিহত দেখিয়া খর বজ্রনিক্ষেপোদ্যত ইন্দ্রের ন্যায় মহারথে আরোহণ করত রামের নিকটে যাইতে উদ্যত হইল।৩৮

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে ষড়্বিংশ সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তবিংশঃ সর্গঃ

[ত্রিশিরোরাক্ষসস্য বধঃ ।]

খরং তু রামাভিমুখং প্রয়ান্তং বাহিনীপতিঃ ।
রাক্ষসস্ত্রিশিরা নাম সন্নিপত্যেদমব্রবীৎ ॥১
মাং নিয়োজয় বিক্রান্তং ত্বং নিবর্তস্ব সাহসাৎ ।
পশ্য রামং মহাবাহুং সংযুগে বিনিপাতিতম্ ॥২
প্রতিজানামি তে সত্যমায়ুধং চাহমালভে ।
যথা রামং বধিষ্যামি বধার্হং সর্বরক্ষসাম্ ॥৩
অহং বাস্য রণে মৃত্যুরেষ বা সমরে মম ।
বিনির্বর্ত্য রণোৎসাহং মুহূর্তং প্রাশ্নিকো ভব ॥৪
প্রহৃষ্টো বা হতে রামে জনস্থানং প্রযাস্যসি ।
ময়ি বা নিহতে রামং সংযুগায় প্রযাস্যসি ॥৫
খরস্ত্রিশিরসা তেন মৃত্যুলোভাৎ প্রসাদিতঃ ।
গচ্ছ যুধ্যেত্যনুজ্ঞাতো রাঘবাভিমুখো যযৌ ॥৬

ত্রিশিরাস্তু রথেনৈব বাজিযুক্তেন ভাস্বতা ।
অভ্যদ্রবদ্ রণে রামং ত্রিশৃঙ্গ ইব পর্বতঃ ॥৭
শরধারাসমূহান্ স মহামেঘ ইবোৎসৃজন্ ।
ব্যসৃজৎ সদৃশং নাদং জলার্দ্রস্যেব দুন্দুভেঃ ॥৮
আগচ্ছন্তং ত্রিশিরসং রাক্ষসং প্রেক্ষ্য রাঘবঃ ।
ধনুষা প্রতিজগ্রাহ বিধুন্বন্ সায়কাঞ্ছিতান্ ॥৯
স সম্প্রহারস্তুমুলো রামত্রিশিরসোস্তদা ।
সংবভূবাতিবলিনোঃ সিংহ-কুঞ্জরয়োরিব ॥১০
ততস্ত্রিশিরসা বাণৈর্ললাটে তাড়িতস্ত্রিভিঃ ।
অমর্ষী কুপিতো রামঃ সংরব্ধ ইদমব্রবীৎ ॥১১
অহো বিক্রমশূরস্য রাক্ষসস্যেদৃশং বলম্ ।
পুষ্পৈরিব শরৈর্যোঽহং ললাটেঽস্মি পরিক্ষতঃ ॥১২

সপ্তবিংশ সর্গ

[ত্রিশিরা নামক রাক্ষস বধ]

খরকে রামের অভিমুখে গমন করিতে দেখিয়া সেনাপতি ত্রিশিরা তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, হে রাক্ষসরাজ ! তুমি পরাক্রমী আমাকে যুদ্ধে নিয়োগ কর এবং রামকে বধ করিবার যে সাহস করিয়াছ, তাহা হইতে নিবৃত্ত হও। যুদ্ধে মহাবাহু রামকে আমি নিহত করিয়াছি— ইহা দেখ ।১-২

আমি তোমার সম্মুখে সত্য করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি এবং এই অস্ত্র স্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি যে, সকল রাক্ষসের বধ্য রামকে আমি একাকী বধ করিব। যুদ্ধে আমিই উহাকে বিনাশ করিব, অথবা সেই আমাকে বিনাশ করিবে, তুমি মুহূর্তকাল যুদ্ধে উৎসাহ পরিত্যাগ করিয়া জয়-পরাজয়নির্ণয়কারী সাক্ষী হও ।৩-৪

আমি রামকে বধ করিলে হৃষ্ট হইয়া জনস্থানে গমন করিবে, অথবা রাম আমাকে বধ করিলে তুমি নিজে যুদ্ধের জন্য রামের নিকট যাইবে ।৫

ত্রিশিরা এইরূপে খরকে প্রসন্ন করিলে সে বলিল— যাও, যুদ্ধ কর। ত্রিশিরা ঐরূপ আদিষ্ট হইয়া রঘুনন্দন রামের অভিমুখে ধাবিত হইল ।৬

ত্রিশৃঙ্গ পর্বতসদৃশ সেই ত্রিমস্তক রাক্ষস দীপ্তিযুক্ত অশ্বযোজিত রথে রামের অভিমুখে ধাবিত হইল ।৭

যেরূপ মহামেঘ বারিধারা বর্ষণ করে, সেইরূপই রাক্ষস বাণধারা বর্ষণ করিতে লাগিল এবং জলে আর্দ্র (ভিজা) দুন্দুভির ন্যায় শব্দ করিতে লাগিল ।৮

রঘুনন্দন রাম ত্রিশিরারাক্ষসকে তাহার দিকে আক্রমণের উদ্দেশে আসিতে দেখিয়া ধনুদ্বারা তীক্ষ্ণ বাণসমূহ নিক্ষেপ করত তাহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন ।৯

তখন অতিবলবান্ সিংহ ও হস্তীর ন্যায় অতি বলবান্ রাম এবং ত্রিশিরারাক্ষসের তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল ।১০

অনন্তর ত্রিশিরারাক্ষস তিনবাণে রামের ললাট বিদ্ধ করিলে রাম অসহিষ্ণু হইয়া ক্রোধভরে তাহাকে বলিলেন, "অহো ! বিক্রমশালী বীর রাক্ষসের এইরূপ মাত্র সামর্থ্য আমার ললাটে নিঃক্ষিপ্ত শরাঘাত আমার নিকট পুষ্পনিক্ষেপের আঘাতসদৃশ মনে হইতেছে।১১-১২

মমাপি প্রতিগৃহ্ণীষ্ব শরাংশ্চাপগুণাচ্চ্যুতান্।
এবমুক্তস্তু সংবদ্ধঃ শরানাশীবিষোপমান্ ॥১৩
ত্রিশিরোবক্ষসি ক্রুদ্ধো নিজঘান চতুর্দ্দশ।
চতুর্ভিস্তুরগানস্য শরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ ॥১৪
ন্যপাতয়ত তেজস্বী চতুরস্তস্য বাজিনঃ।
অষ্টভিঃ সায়কৈঃ সূতং রথোপস্থে ন্যপাতয়ৎ ॥১৫
রামশ্চিচ্ছেদ বাণেন ধ্বজং চাস্য সমুচ্ছ্রিতম্।
ততো হতরথাত্তস্মাদুৎপতন্তং নিশাচরম্ ॥১৬
চিচ্ছেদ রামস্তং বাণৈর্হৃদয়ে সোঽভবজ্জড়ঃ।
সায়কৈশ্চাপ্রমেয়াত্মা সামর্ষাত্তস্য রক্ষসঃ ॥১৭

শিরাংস্যপাতয়ৎ ত্রীণি বেগবদ্ভিস্ত্রিভিঃ শরৈঃ।
স ধূমশোণিতোদ্গারী রামবাণাভিপীড়িতঃ ॥১৮
ন্যপতৎ পতিতৈঃ পূর্বং সমরস্থো নিশাচরঃ।
হতশেষাস্ততো ভগ্না রাক্ষসাঃ খরসংশ্রয়াঃ ॥১৯
দ্রবন্তি স্ম ন তিষ্ঠন্তি ব্যাঘ্রত্রস্তা মৃগা ইব।
তান্ খরো দ্রবতো দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ত্য রুষিতস্ত্বরন্ ॥
রামমেবাভিদুদ্রাব রাহুশ্চন্দ্রমসং যথা ॥২০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে সপ্তবিংশঃ সর্গঃ ॥

ক্রোধান্বিত রাম 'আচ্ছা, তুই এখন আমার ধনুর্গুণ হইতে মুক্ত বাণ প্রতিগ্রহ কর্' গর্বিতভাবে ঐরূপ বলিয়া ত্রিশিরার হৃদয়ে চতুর্দশ সর্প বাণ নিক্ষেপ করিলেন এবং চারিটি নতপর্ববাণে তাহার বেগবান্ চারিটি অশ্ব নিহত ও অষ্টবাণে সারথিকে রথ হইতে নিপাতিত করিলেন।১৩-১৫

একবাণে তাহার উন্নত ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর সারথি ও অশ্বগণ নিহত হওয়ায় ত্রিশিরারাক্ষস সেই রথ হইতে অবতরণ করিলে রাম বহু বাণদ্বারা তাহার হৃদয়ে আঘাত করিলেন, তাহাতে সে জড়ীভূত হইল। পরে অপ্রমেয়াত্মা রাম ক্রোধপ্রযুক্ত বেগবান্ তিন বাণে সেই রাক্ষসের তিনটি মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন যুদ্ধপ্রবৃত্ত ত্রিশিরারাক্ষস রামবাণে তাড়িত হইয়া ধূমযুক্ত রক্ত উদ্গীরণ করত পূর্ব পতিত সকলের সহিত ভূতলে পতিত হইল। অনন্তর খরের আশ্রিত হতাবশিষ্ট রাক্ষসগণ রামবাণে আহত হইয়া তথায় আর থাকিতে পারিল না, পরন্তু ব্যাঘ্রভয়ে ভীত মৃগগণের ন্যায় পলায়ন করিতে লাগিল। খর তাহাদিগকে পলায়ন করিতে দেখিয়া তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করত ক্রুদ্ধ ও ত্বরান্বিত হইয়া চন্দ্রের অভিমুখে রাহু যেমন ধাবিত হয়, সেইরূপ রামের অভিমুখে ধাবিত হইল।১৬-২০

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে সপ্তবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টাবিংশঃ সর্গঃ

[খরেণ সহ রামস্য তুমুলঃ সংগ্রামঃ ।]

নিহতং দূষণং দৃষ্ট্বা রণে ত্রিশিরসা সহ ।
খরস্যাপ্যভবৎ ত্রাসো দৃষ্ট্বা রামস্য বিক্রমম্ ॥১
স দৃষ্ট্বা রাক্ষসং সৈন্যমবিষহ্যং মহাবলম্ ।
হতমেকেন রামেণ দূষণস্ত্রিশিরা অপি ॥২
তদ্বলং হতভূয়িষ্ঠং বিমনাঃ প্রেক্ষ্য রাক্ষসঃ ।
আসসাদ খরো রামং নমুচির্বাসবং যথা ॥৩
বিকৃষ্য বলবচ্চাপং নারাচান্ রক্তভোজনান্ ।
খরশ্চিক্ষেপ রামায় ক্রুদ্ধানাশীবিষানিব ॥৪
জ্যাং বিধূন্বন্ সুবহুশঃ শিক্ষয়াস্ত্রাণি দর্শয়ন্ ।
চচার সমরে মার্গান্ শরৈরথ গতঃ খরঃ ॥৫
স সর্বাশ্চ দিশো বাণৈঃ প্রদিশশ্চ মহারথঃ ।
পূরয়ামাস তং দৃষ্ট্বা রামোঽপি সুমহদ্ধনুঃ ॥৬
স সায়কৈর্দুর্বিষহৈর্বিস্ফুলিঙ্গৈরিবাগ্নিভিঃ ।
নভশ্চকারাবিবরং পর্জন্য ইব বৃষ্টিভিঃ ॥৭
তদ্বভূব শিতৈর্বাণৈঃ খর-রামবিসর্জিতৈঃ ।
পর্য্যাকাশমনাকাশং সর্বতঃ শরসঙ্কুলম্ ॥৮
শরজালাবৃতঃ সূর্যো ন তদা স্ম প্রকাশতে ।
অন্যোন্যবধসংরম্ভাদুভয়োঃ সম্প্রযুধ্যতোঃ ॥৯
ততো নালীক-নারাচৈস্তীক্ষ্ণাগ্রৈশ্চ বিকর্ণিভিঃ ।
আজঘান রণে রামং তোত্ত্রৈরিব মহাদ্বিপম্ ॥১০
তং রথস্থং ধনুষ্পাণিং রাক্ষসং পর্য্যবস্থিতম্ ।
দদৃশুঃ সর্বভূতানি পাশহস্তমিবান্তকম্ ॥১১
হন্তারং সর্বসৈন্যস্য পৌরুষে পর্যবস্থিতম্ ।
পরিশ্রান্তং মহাসত্ত্বং মেনে রামং খরস্তদা ॥১২

অষ্টাবিংশ সর্গ

[খরের সহিত শ্রীরামের তুমুল যুদ্ধ ।]

ত্রিশিরারাক্ষসের সহিত দূষণের মৃত্যু-সংবাদ জানিয়া ও রামের বিক্রম দেখিয়া খরেরও ভয় উপস্থিত হইল ।১

রাম একাকীই অপরাজেয় মহাবলশালী রাক্ষস-সৈন্যগণের সহিত ত্রিশিরা ও দূষণকে নিহত করিয়াছেন,—ইহা অবলোকন করিল এবং তাহার বহু সৈন্য নিহত হইয়াছে দেখিয়া বিমনা হইল। তারপর যেরূপ ইন্দ্রের অভিমুখে নমুচিদানব গমন করিয়াছিল, সেইরূপ খর রামের অভিমুখে গমন করিল এবং বলপূর্বক ধনু আকর্ষণ করিয়া রামের প্রতি সর্পবিষসদৃশ রক্তভোজী বহু নারাচ নিক্ষেপ করিল। ২-৪

তারপর রাক্ষস বারংবার জ্যা আকর্ষণ করিয়া বহু বাণ নিক্ষেপ করিতে করিতে যুদ্ধ স্থলে স্বীয় অস্ত্রশিক্ষার বহু অদ্ভুত কৌশল দেখাইয়া নানা প্রকারে বিচরণ করিতে লাগিল। ৫

মহারথ খর বাণবর্ষণে সমস্ত দিগ্‌বিদিক্ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। যেরূপ মহামেঘ বারি বর্ষণ করিয়া গগনমণ্ডল সম্যগ্‌রূপে আচ্ছাদিত করে, সেইরূপ রামও তাহাকে দেখিয়া মহাধনু গ্রহণ করত অগ্নিস্ফুলিঙ্গসদৃশ অসহনীয় বাণসমূহে গগনমণ্ডল ব্যাপ্ত করিয়া ফেলিলেন। গগনমণ্ডল খর ও রামের নিক্ষিপ্ত তীক্ষ্ণবাণে এরূপ ব্যাপ্ত হইল যে, তাহাকে গগনমণ্ডল বলিয়া মনে হইল না। ৬-৮

তখন পরস্পর পরস্পরের নিধন কামনা করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত সেই উভয় বীরের বাণজালে আকাশ এইরূপ ব্যাপ্ত হইল যে, তখন স্বপ্রকাশ সূর্য্য অপ্রকাশ হইলেন। যেরূপ হস্তিপক (মাহুত) মহাহস্তীকে অঙ্কুশ দ্বারা আঘাত করে, সেইরূপ খরও তীক্ষ্ণাগ্রনালীক, নারাচ ও বিকর্ণ দ্বারা রামকে আঘাত করিতে লাগিল। ৯-১০

সেই সময় সমস্ত প্রাণীই সাবধানে রথমধ্যে অবস্থিত ধনুর্ধারী খরকে পাশধারী যমের ন্যায় দেখিতে লাগিল ।১১

যিনি পুরুষকারবলে সমস্ত সৈন্য বধ করিয়াছেন, সেই মহাবল রামকে খর পরিশ্রান্ত বলিয়া মনে করিল। ১২

তং সিংহমিব বিক্রান্তং সিংহবিক্রান্তগামিনম্।
দৃষ্ট্বা নোদ্বিজতে রামঃ সিংহঃ ক্ষুদ্রমৃগং যথা ॥১৩
ততঃ সূর্য্যনিকাশেন রথেন মহতা খরঃ।
আসসাদাথ তং রামং পতঙ্গ ইব পাবকম্ ॥১৪
ততোহস্য সশরং চাপং মুষ্টিদেশে মহাত্মনঃ।
খরশ্চিচ্ছেদ রামস্য দর্শয়ন্ হস্তলাঘবম্ ॥১৫
স পুনস্ত্বপরান্ সপ্ত-শরানাদায় মর্ম্মণি।
নিজঘান রণে ক্রুদ্ধঃ শক্রাশনিসমপ্রভান্ ॥১৬
ততঃ শরসহস্রেণ রামমপ্রতিমৌজসম্।
অর্দয়িত্বা মহানাদং ননাদ সমরে খরঃ ॥১৭
ততস্তৎপ্রহৃতং বাণৈঃ খরমুক্তৈঃ সুপর্ব্বভিঃ।
পপাত কবচং ভূমৌ রামস্যাদিত্যবর্চসম্ ॥১৮
স শরৈরর্পিতঃ ক্রুদ্ধঃ সর্বগাত্রেষু রাঘবঃ।
ররাজ সমরে রামো বিধূমোহগ্নিরিব জ্বলন্ ॥১৯

খর সিংহের ন্যায় বিক্রম প্রকাশ করিয়া বিচরণ করিতে লাগিল, কিন্তু সিংহ যেমন ক্ষুদ্র মৃগ দেখিয়া উদ্বিগ্ন হয়না, সেইরূপ রামও তাহাকে দেখিয়া উদ্বেগ বোধ করিলেন না। ১৩

অনন্তর খর সূর্য্যসদৃশ দ্যুতিশালী মহারথে আরোহণ করিয়া যেরূপ অগ্নির নিকটে পতঙ্গ ধাবিত হয়, সেইরূপ রামের নিকটে উপস্থিত হইল। ১৪

তারপর খর বাণপ্রয়োগে স্বীয় হস্তের শীঘ্রগামিতা প্রদর্শনপূর্বক মহাত্মা শ্রীরামের বাণসহিত ধনু ধারণ করিবার মুষ্টিদেশ ছেদন করিয়া ফেলিল। ১৫

ক্রোধের সহিত ইন্দ্রের বজ্রতুল্য প্রভাবশালী অপর সপ্তশরে তাঁহার মর্ম্মদেশে আঘাত করিল। ১৬

পুনরায় একসহস্র বাণে মহাতেজস্বী রামকে পীড়িত করিয়া সেই রণভূমিতে মহাশব্দে চীৎকার করিতে লাগিল। ১৭

তৎপর খর তাহার ধনু হইতে উৎকৃষ্ট পর্ববুক্ত বাণ নিক্ষেপ করিল, সেই বাণে রামের সূর্য্যসদৃশ দ্যুতিশালী কবচ ছিন্নভিন্ন হইয়া ভূতলে পতিত হইল। ১৮

খরের শরে রঘুনন্দন রামের সমস্ত শরীর বিদ্ধ হইলে

ততো গম্ভীরনির্হ্রাদং রামঃ শত্রুনিবর্হণঃ।
চকারান্তায় স রিপোঃ সজ্যমন্যম্মহদ্ধনুঃ ॥২০
সুমহদ্ বৈষ্ণবং যত্তদতিসৃষ্টং মহর্ষিণা।
বরং তদ্ধনুরুদ্যম্য খরং সমভিধাবতঃ ॥২১
ততঃ কনকপুঙ্খৈস্তু শরৈঃ সন্নতপর্ব্বভিঃ।
চিচ্ছেদ রামঃ সংক্রুদ্ধঃ খরস্য সমরে ধ্বজম্ ॥২২
স দর্শনীয়ো বহুধা বিচ্ছিন্নঃ কাঞ্চনো ধ্বজঃ।
জগাম ধরণীং সূর্য্যো দেবতানামিবাজ্ঞয়া ॥২৩
তং চতুর্ভিঃ খরঃ ক্রুদ্ধো রামং গাত্রেষু মার্গণৈঃ।
বিব্যাধ হৃদি মর্ম্মজ্ঞো মাতঙ্গমিব তোমরৈঃ ॥২৪
স রামো বহুভির্বাণৈঃ খরকার্ম্মুকনিঃসৃতৈঃ।
বিদ্ধো রুধিরসিক্তাঙ্গো বভূব রুষিতো ভৃশম্ ॥২৫
স ধনুর্ধন্বিনাং শ্রেষ্ঠঃ সংগৃহ্য পরমাহবে।
মুমোচ পরমেষ্বাসঃ ষট্ শরানভিলক্ষিতান্ ॥২৬

তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া প্রজ্বলিত ধূমশূন্য অগ্নির ন্যায় দীপ্তি ধারণ করিলেন। অনন্তর শত্রুবিনাশী রাম শত্রুবিনাশের জন্য গম্ভীর ধ্বনিযুক্ত অন্য এক বৃহৎ ধনু জ্যা (গুণ)-যুক্ত করিলেন। ১৯-২০

তিনি মহর্ষি অগস্ত্যপ্রদত্ত সেই বৈষ্ণবধনু উদ্যত করিয়া খরের প্রতি ধাবিত হইলেন। ২১

তৎপর রাম অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া নতপর্ব ও স্বর্ণপুঙ্খ বহুবাণে তাহার ধ্বজ ছেদন করিলেন।২২

সুদৃশ্য সেই সুবর্ণধ্বজ বহুধাছিন্ন হইয়া ভূতলে পতিত হইল, তাহা দেখিয়া মনে হইল যেন সূর্য্য দেবতার অনুমতিতে ভূতলগত হইয়াছেন। ২৩

অনন্তর মাহুত অঙ্কুশদ্বারা হস্তীকে যেমন আঘাত করে, সেইরূপ মর্ম্মস্থানবিশেষজ্ঞ খর চারিবাণে রামের হৃদয়ে ও অন্যান্য মর্ম্মস্থানে আঘাত করিল। ২৪

রাম খরের ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত বহুবাণে বিদ্ধ ও রক্তাক্ত কলেবর হইয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। ২৫

ধনুর্ধরশ্রেষ্ঠ মহাধনুর্ধর রাম যুদ্ধক্ষেত্রে দৃঢ়ভাবে উৎকৃষ্ট ধনু গ্রহণ করিয়া খরকে সম্যক্ লক্ষ্য করত ছয়টি বাণ নিক্ষেপ করিলেন। ২৬

শিরস্ত্বেকেন বাণেন দ্বাভ্যাং বাহ্বোরথার্পয়ৎ।
ত্রিভিশ্চন্দ্রার্ধবক্ত্রৈশ্চ বক্ষস্যভিজঘান হ ॥২৭
ততঃ পশ্চান্মহাতেজা নারাচান্ ভাস্করোপমান্।
জঘান রাক্ষসং ক্রুদ্ধস্ত্রয়োদশ শিলাশিতান্ ॥২৮
রথস্য যুগমেকেন চতুর্ভিঃ শবলান্ হয়ান্।
ষষ্ঠেন চ শিরঃ সংখ্যে চিচ্ছেদ খরসারথেঃ ॥২৯
ত্রিভিস্ত্রিবেণূন্‌বলবান্‌দ্বাভ্যামক্ষং মহাবলঃ।
দ্বাদশেন তু বাণেন খরস্য সশরং ধনুঃ ॥৩০
ছিত্ত্বা বজ্রনিকাশেন রাঘবঃ প্রহসন্নিব।
ত্রয়োদশেনেন্দ্রসমো বিভেদ সমরে খরম্ ॥৩১
প্রভগ্নধন্বা বিরথো হতাশ্বো হতসারথিঃ।
গদাপাণিরবপ্লুত্য তস্থৌ ভূমৌ খরস্তদা ॥৩২
তৎকর্ম রামস্য মহারথস্য
সমেত্য দেবাশ্চ মহর্ষয়শ্চ।
অপূজয়ন্ প্রাঞ্জলয়ঃ প্রহৃষ্টা-
স্তদা বিমানাগ্রগতাঃ সমেতাঃ ॥৩৩

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে অষ্টাবিংশঃ সর্গঃ ॥

একবাণে তাহার মস্তক, দুইবাণে তাহার বাহুদ্বয় এবং অর্দ্ধচন্দ্রের ন্যায় তিন বাণে তাহার বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন।২৭

অনন্তর মহাতেজা রঘুনন্দন রাম অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সূর্য্যতুল্য দ্যুতিশালী শিলাশাণিত ত্রয়োদশটি নারাচ গ্রহণ করত রাক্ষসকে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিলেন। ২৮

তিনি একবাণে খরের রথের যুগ (জোয়াল), চারি বাণে নানাবর্ণযুক্ত অশ্ব এবং ষষ্ঠবাণে সারথির মস্তক ছেদন করিলেন। ২৯

মহাবল রাম তিন বাণে খরের রথের জোয়ালদণ্ড, দুই বাণে চক্রদণ্ড ও দ্বাদশ বাণে বাণের সহিত ধনু ছেদন করিলেন। তারপর ইন্দ্রসদৃশ শ্রীরাম হাস্য করিতে করিতে বজ্রসদৃশ এক বাণে খরকে বিদ্ধ করিলেন। ৩০-৩১

তখন স্বীয় ধনু ছিন্ন, রথ ভগ্ন এবং সারথি ও অশ্ব সকল নিহত হইলে খর গদাহস্তে সেই রথ হইতে অবতরণ পূর্বক ভূতলে অবস্থান করিলেন। ৩২

সেই সময় মহারথ রামের সেই কর্ম অবলোকন করিয়া বিমানস্থ দেবগণ ও মহর্ষিগণ পরমহর্ষ লাভ করিলেন এবং পরস্পর মিলিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার স্তব ও পূজা করিলেন। ৩৩

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণে অরণ্যকাণ্ডে অষ্টাবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ঊনত্রিংশঃ সর্গঃ

[কঠোরভাষয়া শ্রীরাম-খরয়োরুত্তরং প্রত্যুত্তরঞ্চ, শ্রীরামেণ খরনিক্ষিপ্তায়া মহাগদায়া খণ্ডনম্ ।]

খরং তু বিরথং রামো গদাপাণিমবস্থিতম্ ।
মৃদুপূর্বং মহাতেজাঃ পরুষং বাক্যমব্রবীৎ ॥১
গজাশ্ব-রথসংবাধে বলে মহতি তিষ্ঠতা ।
কৃতং তে দারুণং কর্ম সর্বলোকজুগুপ্সিতম্ ॥২
উদ্বেজনীয়ো ভূতানাং নৃশংসঃ পাপকর্মকৃৎ ।
ত্রয়াণামপি লোকানামীশ্বরোঽপি ন তিষ্ঠতি ॥৩
কর্ম লোকবিরুদ্ধং তু কুর্বাণং ক্ষণদাচর ।
তীক্ষ্ণং সর্বজনো হন্তি সর্পং দুষ্টমিবাগতম্ ॥৪
লোভাৎ পাপানি কুর্বাণঃ কামাদ্বা যো ন বুধ্যতে ।
হৃষ্টঃ পশ্যতি তস্যান্তং ব্রাহ্মণী করকাদিব ॥৫

বসতো দণ্ডকারণ্যে তাপসান্ ধর্মচারিণঃ ।
কিন্নু হত্বা মহাভাগান্ ফলং প্রাপ্স্যসি রাক্ষস ॥৬
ন চিরং পাপকর্মাণঃ ক্রূরা লোকজুগুপ্সিতাঃ ।
ঐশ্বর্য্যং প্রাপ্য তিষ্ঠন্তি শীর্ণমূলা ইব দ্রুমাঃ ॥৭
অবশ্যং লভতে কর্তা ফলং পাপস্য কর্মণঃ ।
ঘোরং পর্যাগতে কালে দ্রুমঃ পুষ্পমিবার্তবম্ ॥৮
ন চিরাৎ প্রাপ্যতে লোকে পাপানাং কর্মণাং ফলম্ ।
সবিষাণামিবান্নানাং ভুক্তানাং ক্ষণদাচর ॥৯
পাপমাচরতাং ঘোরং লোকস্যাপ্রিয়মিচ্ছতাম্ ।
অহমাসাদিতো রাজ্ঞা প্রাণান্ হন্তুং নিশাচর ॥১০

ঊনত্রিংশ সর্গ

[শ্রীরাম খরের মধ্যে কঠোর ভাষায় উত্তরপ্রত্যুত্তর এবং শ্রীরামকর্তৃক খর নিক্ষিপ্ত মহাগদা খণ্ডন ।]

রথহীন খর গদাধারণ করিয়া ভূতলে অবস্থান করিলে মহাতেজা রাম প্রথমে কোমল ও পরে কর্কশ বাক্যে বলিলেন । ১

রে রাক্ষস ! তুই হস্তী, অশ্ব ও রথে পূর্ণ সৈন্য মধ্যে থাকিয়া সর্বলোকনিন্দিত অতি ভয়ঙ্কর কার্য্য করিয়াছিস্ । ২

যে ব্যক্তি পাপাচারী নৃশংসস্বভাব ও প্রাণিগণের উদ্বেগকারী, সেই ব্যক্তি ত্রিলোকের অধীশ্বর হইলেও বহুকাল জীবিত থাকিতে পারে না । ৩

রে নিশাচর ! লোকবিরুদ্ধ-কর্মাসক্ত ও তীক্ষ্ণস্বভাব ব্যক্তিকে সকলেই সমাগত দুষ্ট সর্পের ন্যায় বধ করে । ৪

যে লোভ বা মোহবশতঃ পরিণামে কি হইবে তাহা না জানিয়া পাপকর্মের অনুষ্ঠান করে, করকাভক্ষণ-কারিণী রক্তপুচ্ছিকার ন্যায় তাহার বিনাশ লোকে হৃষ্টচিত্তে দর্শন করিয়া থাকে । ৫

রে রাক্ষস ! তুই দণ্ডকারণ্যবাসী মহাভাগ ধর্মচারী তাপসদিগকে নিহত করিয়াছিস, এক্ষণে তাহার কি ফল প্রাপ্ত হইবি—তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না । ৬

পাপাচার ক্রূরস্বভাব ব্যক্তি লোকসকলের নিন্দা-ভাজন হইলে ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াও শীর্ণমূল বৃক্ষের ন্যায় দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না । ৭

যেমন বৃক্ষ ঋতুকালোপযোগী পুষ্প লাভ করে, সেই-রূপ কাল উপস্থিত হইলে পাপকর্মা পুরুষ পাপকর্মের ভীষণ ফল অবশ্যই লাভ করে । ৮

অরে নিশাচর ! যেরূপ বিষমিশ্রিত অন্ন ভোজন করিলে তাহার ফলভোগ করিতে বিলম্ব হয় না, সেইরূপ পাপকর্ম আচরণ করিলে তাহার ফললাভ করিতে অধিক বিলম্ব হয় না । ৯

অরে রাক্ষস ! ভয়ঙ্কর পাপকর্মকারী ও লোকের অনিষ্টকারীদিগকে বধ করিবার জন্য অযোধ্যাধিপতি দশরথ আমাকে বনে পাঠাইয়াছেন । ১০

অদ্য ভিত্ত্বা ময়া মুক্তাঃ শরাঃ কাঞ্চনভূষণাঃ।
বিদার্য্যা পিপতিষ্যন্তি বল্মীকমিব পন্নগাঃ ॥১১
যে ত্বয়া দণ্ডকারণ্যে ভক্ষিতা ধর্মচারিণঃ।
তানদ্য নিহতঃ সংখ্যে সসৈন্যোঽনুগমিষ্যসি ॥১২
অদ্য ত্বাং নিহতং বাণৈঃ পশ্যন্তু পরমর্ষয়ঃ।
নিরয়স্থং বিমানস্থা যে ত্বয়া নিহতাঃ পুরা ॥১৩
প্রহরস্ব যথাকামং কুরু যত্নং কুলাধম !
অদ্য তে পাতয়িষ্যামি শিরস্তালফলং যথা ॥১৪
এবমুক্তস্তু রামেণ ক্রুদ্ধঃ সংরক্তলোচনঃ।
প্রত্যুবাচ ততো রামং প্রহসন্ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ ॥১৫
প্রাকৃতান্ রাক্ষসান্ হত্বা যুদ্ধে দশরথাত্মজ।
আত্মনা কথমাত্মানমপ্রশংস্যং প্রশংসসি ॥১৬
বিক্রান্তা বলবন্তো বা যে ভবন্তি নরর্ষভাঃ।
কথয়ন্তি ন তে কিঞ্চিত্তেজসা চাতিগর্বিতাঃ ॥১৭
প্রাকৃতাস্ত্বকৃতাত্মানো লোকে ক্ষত্রিয়পাংসনাঃ।
নিরর্থকং বিকত্থন্তে যথা রাম বিকত্থসে ॥১৮
কুলং ব্যপদিশন্ বীরঃ সমরে কোঽভিধাস্যতি।
মৃত্যুকালে তু সম্প্রাপ্তে স্বয়মপ্রস্তবে স্তবম্ ॥১৯
সর্বথা তু লঘুত্বং তে কত্থনেন বিদর্শিতম্।
সুবর্ণপ্রতিরূপেণ তপ্তেনেব কুশাগ্নিনা ॥২০
ন তু মামিহ তিষ্ঠন্তং পশ্যসি ত্বং গদাধরম্।
ধরাধরমিবাকম্প্যং পর্বতং ধাতুভিশ্চিতম্ (ক) ॥২১
পর্য্যাপ্তোঽহং গদাপাণির্হন্তুং প্রাণান্ রণে তব।
ত্রয়াণামপি লোকানাং পাশহস্ত ইবান্তকঃ ॥২২
কামং বহ্বপি বক্তব্যং ত্বয়ি বক্ষ্যামি ন ত্বহম্।
অস্তং প্রাপ্নোতি সবিতা যুদ্ধবিঘ্নস্ততো ভবেৎ ॥২৩
চতুর্দশ সহস্রাণি রাক্ষসানাং হতানি তে।
ত্বদ্বিনাশাৎ করোম্যদ্য তেষামশ্রুপ্রমার্জনম্ ॥২৪

সর্প যেমন বল্মীক বিদারণ করিয়া বিনির্গত হয়, সেইরূপ আমার স্বর্ণভূষিত বাণসমূহ তোর দেহ বিদারণ করিয়া বিনির্গত হইবে। ১১

পূর্বে তুই দণ্ডকারণ্যবাসী ধর্মাচরণকারী তাপসদিগকে ভক্ষণ করিয়াছিস্, আজ যুদ্ধে নিহত হইয়া তুই সসৈন্যে তাহাদিগের অনুগামী হইবি। ১২

পূর্বে যাঁহারা তোর হস্তে নিহত হইয়াছেন, অদ্য সেই মহর্ষিগণ বিমানে অবস্থান করিয়া আমার বাণে তোর মৃত্যু ও তোর নরকগমন দর্শন করুন। ১৩

অরে অধম-বংশজাত ! তুই ইচ্ছানুসারে যত্নের সহিত আমাকে প্রহার কর্, অদ্য আমি তালফলের ন্যায় তোর মস্তক অবশ্যই পতিত করিব। ১৪

রাম খরকে এইরূপ বলিলে পর খর ক্রোধে মূর্ছিত-প্রায় হইয়া আরক্তনয়নে হাস্য করিতে করিতে রামকে বলিল। ১৫

অরে দশরথতনয়! তুই ক্ষুদ্র রাক্ষসদিগকে যুদ্ধে বধ করিয়া প্রকৃত প্রশংসার যোগ্য না হইয়াও স্বয়ং কিপ্রকারে আপনার প্রসংশা করিতেছিস ? ১৬

যাঁহারা বলবান্ ও বিক্রমশালী, সেই নরশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ স্বীয় তেজে গর্বিত হইয়া কিঞ্চিন্মাত্রও স্পর্দ্ধা প্রকাশ করেন না। ১৭

যেরূপ অবিশুদ্ধচিত্ত, ক্ষুদ্র স্বভাব ও অধম ক্ষত্রিয়গণ নিরর্থক শ্লাঘা (আত্মপ্রশংসা) প্রকাশ করে, সেইরূপ তুইও নিরর্থক শ্লাঘা প্রকাশ করিতেছিস্। ১৮

যুদ্ধক্ষেত্রে কোন বীর স্বীয় বংশের পরিচয় নির্দেশ করিয়া কথা বলে ? মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলেই প্রশংসার অযোগ্যবিষয়েও স্বয়ং আত্মপ্রশংসা করিয়া থাকে। যেরূপ অগ্নিতাপে পিতলের অধমত্ব প্রকাশ পায়, সেইরূপ এই শ্লাঘাবচনদ্বারা তোর নিতান্তই হীনত্ব প্রকাশিত হইল। ১৯-২০

আমাকে গদাধারণপূর্বক যুদ্ধে অবস্থিত দেখিয়া তুই কি বিবিধ ধাতুর আকর কুলাচল পর্বতের ন্যায় অকম্পনীয় বোধ করিতেছিস্ না ? ২১

আমি গদাধারী হইয়াই পাশধারী যমের ন্যায় অবলীলাক্রমে তোর, এমন কি—ত্রিলোকবাসী সমস্ত লোকের প্রাণ বিনাশ করিতে পারি। ২২

যদিও তোর সম্বন্ধে আমার আরও বক্তব্য আছে, তথাপি আমি আর কিছু বলিব না ; কেননা, সূর্য্য অস্তা-

পাঠান্তর :—(ক)—ধাতুমিশ্রিতম্।

ইত্যুক্ত্বা পরমক্রুদ্ধঃ স গদাং পরমাঙ্গদাম্।
খরশ্চিক্ষেপ রামায় প্রদীপ্তামশনিং যথা ॥২৫
খরবাহুপ্রমুক্তা সা প্রদীপ্তা মহতী গদা।
ভস্ম বৃক্ষাংশ্চ গুল্মাংশ্চ কৃত্বাঽগাত্তৎসমীপতঃ ॥২৬
তামাপতন্তীং মহতীং মৃত্যুপাশোপমাং গদাম্।
অন্তরিক্ষগতাং রামশ্চিচ্ছেদ বহুধা শরৈঃ ॥২৭
সা বিশীর্ণা শরৈর্ভিন্না পপাত ধরণীতলে।
গদা মন্ত্রৌষধিবলৈর্ব্যালীব বিনিপাতিতা ॥২৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে ঊনত্রিংশঃ সর্গঃ ॥

চলে গমন করিতেছে, তাহাতে যুদ্ধের বিঘ্ন হইবে। তুই যে চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসকে বিনাশ করিয়াছিস্, এক্ষণে তোকে আমি বিনাশ করিয়া তাহাদের শোকার্ত্ত আত্মীয়গণের নয়ন জল নিবারিত করিব। ২৩-২৪

খর এইরূপ বলিয়া বজ্রের ন্যায় প্রদীপ্তা ও উৎকৃষ্টবলয় ভূষিতা গদা রামের প্রতি নিক্ষেপ করিল। ২৫

সেই মহাগদা খরহস্তে প্রেরিত হইয়া বৃক্ষ ও গুল্মসকল ভস্ম করিতে করিতে রামের অভিমুখে গমন করিল। রাম মৃত্যুপাশতুল্য মহাগদা আকাশপথ দিয়া আপনার অভিমুখে আসিতে দেখিয়া বহু বাণে তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। ২৬-২৭

যেরূপ মন্ত্র ও ঔষধের প্রভাবে সর্পিণী ভূতলে পতিতা হয়, সেইরূপ রামের বাণে ছিন্ন ও বিদীর্ণ হইয়া খরের গদা ভূতলে পতিত হইল। ২৮

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে ঊনত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ত্রিংশঃ সর্গঃ

[শ্রীরামং প্রতি খরস্য ব্যঙ্গোক্তিঃ, রামং প্রতি সালবৃক্ষনিক্ষেপঃ, তেন তচ্ছেদনম্, রামবাণেন খরস্য পতনং মৃত্যুশ্চ, দেবৈর্মহর্ষিভিশ্চ শ্রীরামস্য সভাজনম্]

ভিত্ত্বা তু তাং গদাং বাণৈ রাঘবো ধর্ম্মবৎসলঃ।
স্ময়মান ইদং বাক্যং (ক) সংরব্ধমিদমব্রবীৎ ॥১
এতত্তে বলসর্ব্বস্বং দর্শিতং রাক্ষসাধম!
শক্তিহীনতরো মত্তো বৃথা ত্বমুপগর্জ্জসি ॥২
এষা বাণবিনির্ভিন্না গদা ভূমিতলং গতা।
অভিধানপ্রগল্‌ভস্য তব প্রত্যয়ঘাতিনী ॥৩
যত্ত্বয়োক্তং বিনষ্টানামিদমশ্রুপ্রমার্জনম্।
রাক্ষসানাং করোমীতি মিথ্যা তদপি তে বচঃ ॥৪

ত্রিংশ সর্গ

[শ্রীরামের প্রতি খরের ব্যঙ্গোক্তি ও রামের প্রতি শালবৃক্ষ নিক্ষেপ, রাম কর্ত্তৃক উহা ছেদন। শ্রীরামের বাণে খরের পতন ও মৃত্যু। দেব ও মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক শ্রীরামের প্রতি অভিনন্দন জ্ঞাপন।]

ধর্ম্মপ্রেমী রঘুনন্দন রাম বহু বাণে খরনিক্ষিপ্ত গদা ছেদন করিয়া ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে ক্রোধসূচক এই কথা বলিলেন।১

অরে রাক্ষসাধম! তোর যতটুকু ক্ষমতা আছে, তাহা ত' দেখাইলি? তুই আমা অপেক্ষা অত্যন্ত শক্তিহীন হইয়া বৃথা গর্জন করিতেছিস্।২

এই দেখ, তোর গদা আমার বাণে ছিন্ন হইয়া ভূতলে পতিত হইয়াছে। তোর এই অভিমান ছিল যে, আমি গদা দ্বারা সমস্ত প্রাণীর প্রাণ বিনাশে সমর্থ, কিন্তু আমার বাণে তোর গদা বিদীর্ণ হইয়া তোর অভিমান চূর্ণ করিয়াছে।৩

রে রাক্ষস! তুই বলিয়াছিস্—বিনষ্ট রাক্ষসগণের আত্মীয়গণের নয়নবারিপতন নিবারিত করিবি। তোর

পাঠান্তর:—স্ময়মানঃ খরং বাক্যং—।

নীচস্য ক্ষুদ্রশীলস্য মিথ্যাবৃত্তস্য রক্ষসঃ।
প্রাণানপহরিষ্যামি গরুত্মানমৃতং যথা ॥৫
অদ্য তে ভিন্নকণ্ঠস্য ফেনবুদ্‌বুদভূষিতম্।
বিদারিতস্য মদ্বাণৈর্মহী পাস্যতি শোণিতম্ ॥৬
পাংসুরূষিতসর্বাঙ্গঃ স্রস্ত-ন্যস্তভুজদ্বয়ঃ।
স্বপ্স্যসে গাং সমাশ্লিষ্য দুর্লভাং প্রমদামিব ॥৭
প্রবৃদ্ধনিদ্রে শয়িতে ত্বয়ি রাক্ষসপাংসনে।
ভবিষ্যন্তি শরণ্যানাং শরণ্যা দণ্ডকা ইমে ॥৮
জনস্থানে হতস্থানে তব রাক্ষস মচ্ছরৈঃ।
নির্ভয়া বিচরিষ্যন্তি সর্বতো মুনয়ো বনে ॥৯
অদ্য বিপ্রসরিষ্যন্তি রাক্ষস্যো হতবান্ধবাঃ।
বাষ্পার্দ্রবদনা দীনা ভয়াদন্যভয়াবহাঃ ॥১০
অদ্য শোকরসজ্ঞাস্তা ভবিষ্যন্তি নিরর্থিকাঃ।
অনুরূপকুলাঃ পত্ন্যো যাসাং ত্বং পতিরীদৃশঃ ॥১১

এই কথাও মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হইল। রাক্ষস! তুই নীচ, ক্ষুদ্রস্বভাব ও অসচ্চরিত্র। যেরূপ গরুড় অমৃত হরণ করিয়াছিল, সেইরূপ আমিও তোর প্রাণ হরণ করিব। অদ্য আমার বাণে তোর কণ্ঠ বিদীর্ণ হইলে তোর ফেন বুদ্‌বুদ্‌যুক্ত রক্ত পৃথিবী পান করিবে।৪-৬

তুই ধূলিধূসরিতাঙ্গ হইয়া পৃথিবীর উপর স্বীয় শিথিল ভুজদ্বয় অর্পণ করত দুর্লভা মহিলার ন্যায় তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া শয়ন করিবি।৭

রে রাক্ষসাধম! তুই মহানিদ্রায় শায়িত হইলে এই দণ্ডকারণ্য-শরণার্থিগণের শরণীয় স্থান হইবে।৮

অরে রাক্ষস! আমার বাণে রাক্ষসগণ নিহত হইলে রাক্ষসহীন এই জনস্থানে মুনিগণ নির্ভয়ে বিচরণ করিবেন।৯

যে সকল ভয়ঙ্করী রাক্ষসী অন্যের ভয় জন্মাইত, আজ সেই রাক্ষসগণ হতবান্ধব ও দীন হইয়া আমার ভয়ে এই-স্থান হইতে পলায়ন করিবে। ১০

দুরাচারী তুই যাহাদিগের পতি, অদ্য তোর তুল্য কুলজাত পত্নীগণ সমস্ত বাসনা হইতে বঞ্চিত হইয়া শোকের কি রস তাহা জানিতে পারিবে। ১১

নৃশংসশীল ক্ষুদ্রাত্মন্নিত্যং ব্রাহ্মণকণ্টক!
ত্বৎকৃতে শঙ্কিতৈরগ্নৌ মুনিভিঃ পাত্যতে হবিঃ ॥১২
তমেবমভিসংরব্ধং ব্রুবাণং রাঘবং বনে।
খরো নির্ভৎসয়ামাস রোষাৎ খরতরস্বরঃ ॥১৩
দৃঢ়ং খল্বলিপ্তোঽসি ভয়েষ্বপি চ নির্ভয়ঃ।
বাচ্যাবাচ্যং ততো হি ত্বং মৃত্যোর্বশ্যো ন বুধ্যসে ॥১৪
কালপাশপরিক্ষিপ্তা ভবন্তি পুরুষা হি যে।
কার্য্যাকার্য্যং ন জানন্তি তে নিরস্তষড়িন্দ্রিয়াঃ॥১৫
এবমুক্ত্বা ততো রামং সংরুধ্য ভ্রুকুটিং ততঃ।
স দদর্শ মহাসালমবিদূরে নিশাচরঃ ॥১৬
রণে প্রহরণস্যার্থে সর্বতো হ্যবলোকয়ন্।
স তমুৎপাটয়ামাস সংদষ্টদশনচ্ছদম্ ।১৭
তং সমুৎক্ষিপ্য বাহুভ্যাং বিনর্দিত্বা মহাবলঃ।
রামমুদ্দিশ্য চিক্ষেপ হতস্ত্বমিতি চাব্রবীৎ ॥১৮

নৃশংসস্বভাব ক্ষুদ্রচিত্ত রাক্ষস! ব্রাহ্মণকণ্টক, তোর জন্য মুনিগণ ভীতমনে নিত্য অগ্নিতে ঘৃতাহুতি প্রদান করেন। বনে ক্রুদ্ধ রাম এইরূপ রোষপূর্ণবাক্য ক্রুদ্ধ খরকে বলিলে সেও ক্রোধবশতঃ অতি কর্কশস্বরে রামকে ভর্ৎসনা করিল। ১২-১৩

তুই অত্যন্ত গর্বিতস্বভাব এবং ভয়জনকব্যাপারে নির্ভীক, সেই কারণেই মৃত্যুর বশীভূত হইবার যোগ্য হইয়াও কি বক্তব্য বা কি অবক্তব্য—তাহা বুঝিতে পারিতেছিস্ না। ১৪

যে সকল পুরুষ কালপাশে আবদ্ধ, তাহাদের ইন্দ্রিয়-সকল অবসন্ন হইয়া পড়ে বলিয়া তাহারা কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারে না। ১৫

নিশাচর খর রামকে ঐরূপ বলিয়া ভ্রুকুটিভঙ্গী করত অস্ত্রের জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে দৃষ্টিপাত করিয়া অনতিদূরে এক বৃহৎ শালবৃক্ষ দেখিতে পাইল। তারপর মহাবল সেই রাক্ষস ওষ্ঠদংশনপূর্বক সেই শালবৃক্ষ উৎপাটিত করিয়া বাহুযুগল দ্বারা ঊর্দ্ধে উত্তোলন করত গর্জন করিতে করিতে রামের উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করিল এবং তাঁহাকে বলিল,—এইবার তুই নিহত হইলি। ১৬-১৮

তমাপতন্তং বাণৌঘৈশ্ছিত্ত্বা রামঃ প্রতাপবান্ ।
রোষমাহারয়ত্তীব্রং নিহন্তুং সমরে খরম্ ॥১৯
জাতস্বেদস্ততো (ক) রামো রোষরক্তান্তলোচনঃ ।
নির্বিভেদ সহস্রেণ বাণানাং সমরে খরম্ ॥২০
তস্য বাণান্তরাদ্ রক্তং বহু সুস্রাব ফেনিলম্ ।
গিরেঃ প্রস্রবণেস্যেব ধারাণাঞ্চ পরিস্রবঃ ॥২১
বিকলঃ স কৃতো বাণৈঃ খরো রামেণ সংযুগে ।
মত্তো রুধিরগন্ধেন তমেবাভ্যদ্রবদ্ দ্রুতম্ ॥২২
তমাপতন্তং সংক্রুদ্ধং কৃতাস্ত্রো রুধিরাপ্লুতম্ ।
অপাসর্পদ্ দ্বিত্রিপদং কিঞ্চিত্ত্বরিতবিক্রমঃ ॥২৩
ততঃ পাবকসঙ্কাশং বধায় সমরে শরম্ ।
খরস্য রামো জগ্রাহ ব্রহ্মদণ্ডমিবাপরম্ ॥২৪
স তদ্দত্তঃ মঘবতা সুররাজেন ধীমতা ।
সন্দধে চ স ধর্মাত্মা মুমোচ চ খরং প্রতি ॥২৫

প্রতাপশালী রাম বহুবাণে তাহার উপর পতনোদ্যত বৃক্ষ ছেদন করিয়া যুদ্ধে খরকে বধ করিবার জন্য অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। ১৯

তারপর রাম ক্রোধে আরক্তনয়ন ও ঘর্মাক্ত হইয়া যুদ্ধে সহস্রবাণে খরকে আঘাত করিলেন। ২০

যেরূপ স্থলে প্রস্রবণ যুক্ত পর্বতের ঝরণা হইতে জলধারা ক্ষরিত হয়, সেইরূপ রামের বাণে সেই রাক্ষসের দেহ ছিন্ন হইলে ফেনযুক্ত বহুরক্ত ক্ষরিত হইতে লাগিল। ২১

যুদ্ধক্ষেত্রে খরও রামের বাণে ব্যাকুল হইয়া পড়িল। রক্তগন্ধে উন্মত্ত হইয়া সে রামের অভিমুখে দ্রুত ধাবিত হইল। শস্ত্রজ্ঞানী ধর্মাত্মা রাম ক্রুদ্ধ ও রক্তপ্লাবিত দেহে রাক্ষসকে আসিতে দেখিয়া নিকটে আগত তাহার দেহে বাণ নিক্ষেপের বিশেষ সুযোগ না থাকায় দুই তিন পদ মাত্র পশ্চাৎ দিকে গমন করিলেন। ২২-২৩

তারপর সংগ্রামে খরকে বধ করিবার জন্য অগ্নির ন্যায় প্রদীপ্ত ব্রহ্মদণ্ড সদৃশ অপর বাণ গ্রহণ করিলেন। ২৪

ধীমান্ দেবরাজ ইন্দ্রপ্রদত্ত সেই বাণ ধর্মাত্মা রাম খরের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। ২৫

পাঠান্তরঃ—(ক) জাতস্বেদতরো— ।

স বিমুক্তো মহাবাণো নির্ঘাতসমনিঃস্বনঃ ।
রামেণ ধনুরায়ম্য খরস্যোরসি চাপতৎ ॥২৬
স পপাত খরো ভূমৌ দহ্যমানা শরাগ্নিনা ।
রুদ্রেণেব বিনির্দগ্ধঃ শ্বেতারণ্যে যথান্ধকঃ ॥২৭
স বৃত্র ইব বজ্রেণ ফেনেন নমুচির্যথা ।
বলো বেন্দ্রাশনিহতো নিপপাত হতঃ খরঃ ॥২৮
এতস্মিন্নন্তরে দেবাশ্চারণৈঃ সহ সঙ্গতাঃ ।
দুন্দুভিশ্চাভিনিঘ্নন্তঃ পুষ্পবর্ষং সমন্ততঃ ॥২৯
রামস্যোপরি সংহৃষ্টা ববৃষুর্বিস্মিতাস্তদা ।
অর্ধাধিকমুহূর্তেন রামেণ নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥৩০
চতুর্দশ সহস্রাণি রক্ষসাং কামরূপিণাম্ ।
খর-দূষণমুখ্যানাং নিহতানি মহামৃধে ॥৩১
অহো বত মহৎ কর্ম রামস্য বিদিতাত্মনঃ ।
অহো বীর্য্যমহো দার্ঢ্যং বিষ্ণোরিব হি দৃশ্যতে ॥৩২

রাম ধনু সম্যগ্রূপে নত করিলেন, তাহার দ্বারা ধনুতে মেঘগর্জনতুল্য গর্জন হইল। তিনি সেই ধনুকে মহাবাণ যোজিত করিলেন, সেই বাণ মহাবীর খরের হৃদয়ে পতিত হইল। ২৬

যেরূপ শ্বেতারণ্যে রুদ্রক্রোধাগ্নিতে অন্ধক দগ্ধ হইয়াছিল, সেইরূপ রামের বাণাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া খর ভূতলে পতিত হইল। ২৭-২৮

যেরূপ বজ্র দ্বারা বৃত্রাসুর, ফেনদ্বারা নমুচি এবং ইন্দ্রের অশনি অর্থাৎ বজ্র দ্বারা বল হত হইয়াছিল, সেইরূপ রামচন্দ্রের বাণে খর নিহত হইয়া পতিত হইল। ২৯

এই সময়ে দেবগণ চারণগণের সহিত অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া দুন্দুভিবাদন করিতে করিতে শ্রীরামের উপরে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। ৩০

খর ও দূষণ যাহাদের প্রধান সেই কামরূপী চতুর্দশ সহস্র রাক্ষসকে রাম দেড়মুহূর্ত্তমধ্যে বধ করিলেন। কি আশ্চর্য্য! আত্মতত্ত্বজ্ঞ রামের এই কর্ম মহৎ! বিষ্ণুর ন্যায় ইঁহার আশ্চর্য্যজনক বীর্য্য ও দৃঢ়তা দেখা যাইতেছে। ৩১-৩২

ইত্যেবমুক্ত্বা তে সর্বে যযুর্দেবা যথাগতম্।
ততো রাজর্ষয়ঃ সর্বে সঙ্গতাঃ পরমর্ষয়ঃ ॥৩৩
সভাজ্য মুদিতা রামং সাগস্ত্যা ইদমব্রুবন্।
এতদর্থং মহাতেজা মহেন্দ্রঃ পাকশাসনঃ ॥৩৪
শরভঙ্গাশ্রমং পুণ্যমাজগাম পুরন্দরঃ।
আনীতস্ত্বমিমং দেশমুপায়েন মহর্ষিভিঃ ॥৩৫
এষাং বধার্থং শত্রূণাং রক্ষসাং পাপকর্মণাম্।
তদিদং নঃ কৃতং কার্য্যং ত্বয়া দশরথাত্মজ ॥৩৬
স্বধর্মং প্রচরিষ্যন্তি দণ্ডকেষু মহর্ষয়ঃ।
এতস্মিন্নন্তরে বীরো লক্ষ্মণঃ সহ সীতয়া ॥৩৭
গিরিদুর্গাদ্ বিনিষ্ক্রম্য সংবিবেশাশ্রমে সুখী।
ততো রামস্তু বিজয়ী পূজ্যমানো মহর্ষিভিঃ ॥৩৮
প্রবিবেশাশ্রমং বীরো লক্ষ্মণেনাভিপূজিতঃ।
তং দৃষ্ট্বা শত্রুহন্তারং মহর্ষীণাং সুখাবহম্ ॥৩৯
বভূব হৃষ্টা বৈদেহী ভর্ত্তারং পরিষস্বজে।
মুদা পরময়া যুক্তা দৃষ্ট্বা রক্ষোগণান্ হতান্।
রামং চৈবাব্যয়ং দৃষ্ট্বা তুতোষ জনকাত্মজা ॥৪০
ততস্তু তং রাক্ষসসঙ্ঘমর্দনং
সম্পূজ্যমানং মুদিতৈর্মহাত্মভিঃ।
পুনঃ পরিষ্বজ্য মুদান্বিতাননা
বভূব হৃষ্টা জনকাত্মজা তদা ॥৪১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্ রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে ত্রিংশঃ সর্গঃ ॥

পরস্পর এইরূপ আলাপ করিয়া যে যেখান হইতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা তথায় প্রস্থান করিলেন। অনন্তর রাজর্ষি ও মহর্ষিগণ সকলে মিলিত হইয়া অগস্ত্যঋষির সহিত আনন্দসহকারে রামকে অভিনন্দনপূর্বক বলিলেন,—এইকারণেই মহাতেজা পাকশাসন পুরন্দর ইন্দ্র শরভঙ্গঋষির পবিত্র আশ্রমে আসিয়াছিলেন। মহর্ষিগণ এই সমস্ত পাপকর্ম রাক্ষসদিগের বধের জন্য নানা উপায়ে তোমাকে এই প্রদেশে আনয়ন করাইয়াছিলেন। হে দশরথকুমার! অধুনা তুমি আমাদের এই কার্য্য সম্পাদন করিলে। ৩৩-৩৬

মহর্ষিগণ অতঃপর দণ্ডকারণ্যে থাকিয়া স্ব স্ব ধর্মকার্য্যের প্রচার করিতে পারিবেন। এই সময়ে রাক্ষসবধে সুখী বীর লক্ষ্মণ সীতার সহিত গিরিদুর্গ হইতে বহির্গত হইয়া আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর বিজয়ী ও বীর রাম লক্ষ্মণকর্তৃক পূজিত এবং মহর্ষিগণ কর্তৃক বিশেষভাবে সম্মানিত হইয়া আশ্রমে প্রবেশ করিলেন অতঃপর বিদেহরাজদুহিতা সীতাদেবী স্বামীকে শত্রুহন্তা ও ঋষিদিগের আনন্দবর্দ্ধনকারীরূপে দর্শন করত আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। রাক্ষসদিগকে নিহত ও রামকে অক্ষতদেহে অবলোকন করত তিনি আনন্দলাভ করিলেন। তারপর ঋষিগণ আনন্দিত হইয়া যাঁহাকে সম্মানিত করিয়াছেন, যিনি রাক্ষসকুলকে ধ্বংস করিয়াছেন, সেই রামচন্দ্রকে জনকাত্মজা সীতাদেবী হর্ষপূর্ণবদনে পুনরায় আলিঙ্গন করিয়া হৃষ্টা হইলেন। ৩৭-৪৩

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

একত্রিংশঃ সর্গঃ

[অকম্পনেন রাবণায় খরাদীনাং মৃত্যুসন্দেশস্য জ্ঞাপনম্, তচ্ছ্রুত্বা রাবণস্য ক্রোধঃ, উভয়োঃ কথোপকথনঞ্চ ।]

ত্বরমাণস্ততো গত্বা জনস্থানাদকম্পনঃ ।
প্রবিশ্য লঙ্কাং বেগেন রাবণং বাক্যমব্রবীৎ ॥১
জনস্থানস্থিতা রাজন্ রাক্ষসা বহবো হতাঃ ।
খরশ্চ নিহতঃ সংখ্যে কথঞ্চিদহমাগতঃ ॥২
এবমুক্তো দশগ্রীবঃ ক্রুদ্ধঃ সংরক্তলোচনঃ ।
অকম্পনমুবাচেদং নির্দহন্নিব তেজসা ॥৩
কেন ভীমং জনস্থানং হতং মম পরাত্মনা ।
কো হি সর্বেষু লোকেষু গতিং নাধিগমিষ্যতি ॥৪
ন হি মে বিপ্রিয়ং কৃত্বা শক্যং মঘবতা সুখম্ ।
প্রাপ্তুং বৈশ্রবণেনাপি ন যমেন চ বিষ্ণুনা ॥৫
কালস্য চাপ্যহং কালো দহেয়মপি পাবকম্ ।
মৃত্যুং মরণধর্মেণ সংযোজয়িতুমুৎসহে ॥৬
বাতস্য তরসা বেগং নিহন্তুমপি চোৎসহে ।
দহেয়মপি সংক্রুদ্ধস্তেজসাদিত্য-পাবকৌ ॥৭
তথা ক্রুদ্ধং দশগ্রীবং কৃতাঞ্জলিরকম্পনঃ ।
ভয়াৎ সন্দিগ্ধয়া বাচা রাবণং যাচতেঽভয়ম্ ॥৮
দশগ্রীবোঽভয়ং তস্মৈ প্রদদৌ রক্ষসাং বরঃ ।
স বিস্রব্ধোঽব্রবীদ্ বাক্যমসন্দিগ্ধমকম্পনঃ ॥৯
পুত্রো দশরথস্যাস্তে সিংহসংহননো যুবা ।
রামো নাম মহাস্কন্ধো বৃত্তায়তমহাভুজঃ ॥১০
শ্যামঃ পৃথুযশাঃ শ্রীমানতুল্যবলবিক্রমঃ ।
হতস্তেন জনস্থানে খরশ্চ সদূষণঃ ॥১১
অকম্পনবচঃ শ্রুত্বা রাবণো রাক্ষসাধিপঃ ।
নাগেন্দ্র ইব নিশ্বস্য ইদং বচনমব্রবীৎ ॥১২

একত্রিংশ সর্গ

[রাবণের নিকট অকম্পনকর্তৃক খরাদির মৃত্যু সংবাদ জ্ঞাপন, তাহা শ্রবণ করিয়া রাবণের ক্রোধ ও উভয়ের কথোপকথন ।]

অনন্তর অকম্পননামক রাক্ষস ত্বরান্বিত হইয়া জনস্থান হইতে প্রস্থানপূর্বক দ্রুতগতিতে লঙ্কায় প্রবেশ করিয়া রাবণকে এই কথা বলিল । ১

হে রাজন্! খর ও জনস্থানস্থিত বহু রাক্ষস যুদ্ধে নিহত হইয়াছে। আমি কোনপ্রকারে লঙ্কাপুরীতে আসিয়াছি । ২

অকম্পন এইরূপ বলিলে পর, ক্রোধে দশাননের নয়ন রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল এবং ক্রোধাগ্নিতে দগ্ধীভূত অকম্পনকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—কোন্ ব্যক্তি মরিবার বাসনা লইয়া আমার সেই লোকভয়প্রদ জনস্থান নষ্ট করিয়াছে ? কোন্ ব্যক্তি সমস্ত লোকে গতিলাভ করিতে পারিবে না ? ৩-৪

বিষ্ণু, ইন্দ্র, যম ও কুবের ইঁহারাও আমার অপ্রিয় কার্য্য করিয়া সুখলাভ করিতে পারেন না । ৫

আমি কালেরও কাল যমকে বিনাশ করিতে পারি, অগ্নিকেও দগ্ধ করিতে পারি, মৃত্যুকেও মৃত্যুর মুখে মুক্ত করিতে পারি । ৬

আমি আমার তেজে সূর্য্য ও অগ্নিকে দগ্ধ করিতে পারি, বায়ুর ক্ষিপ্রগতিকেও বিনষ্ট করিতে পারি । ৭

অনন্তর অকম্পন কৃতাঞ্জলি হইয়া সন্দিগ্ধবাক্যে ক্রুদ্ধ দশানন রাবণের নিকট অভয় প্রার্থনা করিল । ৮

রাক্ষসশ্রেষ্ঠ দশানন রাবণ অকম্পনকে অভয় প্রদান করিলে সে আশ্বস্ত হইয়া নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে বলিল । ৯

রাজা দশরথের রাম নামে একপুত্র আছে, তাহার দেহের গঠন সিংহতুল্য, সে নবীন যুবক, শ্যামবর্ণ, শ্রীমান্ ও যশস্বী। তাঁহার স্কন্ধ সুবৃহৎ ও হস্তদ্বয় গোল ও দীর্ঘ। অতুলনীয় বলবিক্রমশালী সেই রাম জনস্থানে আসিয়া খর ও দূষণকে বধ করিয়াছে । ১০-১১

অকম্পনের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাক্ষসাধিপতি রাবণ মহাবিষধর সর্পের ন্যায় দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করত তাহাকে এই বাক্য বলিতে লাগিল । ১২

স সুরেন্দ্রেণ সংযুক্তো রামঃ সর্বামরৈঃ সহ।
উপযাতো জনস্থানং ব্রূহি কচ্চিদকম্পন ॥১৩
রাবণস্য পুনর্বাক্যং নিশম্য তদকম্পনঃ।
আচচক্ষে বলং তস্য বিক্রমঞ্চ মহাত্মনঃ ॥১৪
রামো নাম মহাতেজাঃ শ্রেষ্ঠঃ সর্বধনুষ্মতাম্।
দিব্যাস্ত্রগুণসম্পন্নঃ পরং ধর্মং গতো যুধি ॥১৫
তস্যানুরূপো বলবান্ রক্তাক্ষো দুন্দুভিস্বনঃ।
কনীয়াঁল্লক্ষ্মণো ভ্রাতা রাকাশশিনিভাননঃ ॥১৬
স তেন সহ সংযুক্তঃ পাবকেনানিলো যথা।
শ্রীমান্ রাজবরস্তেন জনস্থানং নিপাতিতম্ ॥১৭
নৈব দেবা মহাত্মানো নাত্র কার্য্যা বিচারণা।
শরা রামেণ তূৎসৃষ্টা রুক্মপুঙ্খাঃ পতত্রিণঃ ॥১৮
সর্পাঃ পঞ্চাননা ভূত্বা ভক্ষয়ন্তি স্ম রাক্ষসান্।
যেন যেন চ গচ্ছন্তি রাক্ষসা ভয়কর্ষিতাঃ ॥১৯
তেন তেন স্ম পশ্যন্তি রামমেবাগ্রতঃ স্থিতম্।
ইত্থং বিনাশিতং তেন জনস্থানং তবানঘ ॥২০
অকম্পনবচঃ শ্রুত্বা রাবণো বাক্যমব্রবীৎ।
গমিষ্যামি জনস্থানং রামং হন্তুং সলক্ষ্মণম্ ॥২১
অথৈবমুক্তে বচনে প্রোবাচেদমকম্পনঃ।
শৃণু রাজন্ যথাবৃত্তং রামস্য বলপৌরুষম্ ॥২২
অসাধ্যঃ কুপিতো রামো বিক্রমেণ মহাযশাঃ।
আপগায়াস্তু পূর্ণায়া বেগং পরিহরেচ্ছরৈঃ ॥২৩
স তারাগ্রহনক্ষত্রং নভশ্চাপ্যবসাদয়েৎ।
অসৌ রামস্তু সীদন্তীং শ্রীমানভ্যুদ্ধরেন্মহীম্ ॥২৪
ভিত্ত্বা বেলাং সমুদ্রস্য লোকানাপ্লাবয়েদ্ বিভুঃ।
বেগং বাপি সমুদ্রস্য বায়ুং বা বিধমেচ্ছরৈঃ ॥২৫
সংহৃত্য বা পুনর্লোকান্ বিক্রমেণ মহাযশাঃ।
শক্তঃ শ্রেষ্ঠঃ স পুরুষঃ স্রষ্টুং পুনরপি প্রজাঃ ॥২৬

হে অকম্পন! বল দেখি, সেই রাম কি ইন্দ্র ও সমস্ত দেবগণের সহিত জনস্থানে আগমন করিয়াছে? রাবণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া অকম্পন তাহার নিকটে পুনরায় মহাত্মা রামের বল ও বিক্রম কীর্ত্তন করিল। ১৩-১৪

দিব্যাস্ত্রপ্রয়োগে যেরূপ গুণ থাকা প্রয়োজন—সেই সকল গুণসম্পন্ন, ধনুর্দ্ধরশ্রেষ্ঠ ও মহাতেজা রাম যুদ্ধবিষয়ে যাবতীয় রীতি উত্তমরূপে অবগত আছেন। ১৫

তাঁহার অনুরূপ বলবান্ রক্তলোচন লক্ষ্মণ নামে কনিষ্ঠ ভ্রাতা আছে। তাহার কণ্ঠস্বর দুন্দুভির তুল্য গম্ভীর ও মুখ পূর্ণচন্দ্রসদৃশ। ১৬

যেরূপ অগ্নির সহিত বায়ু মিশ্রিত হইয়া জনস্থান ভস্মীভূত করে, সেইরূপ শ্রীসম্পন্ন রাজশ্রেষ্ঠ রাম সেই ভ্রাতার সহিত মিলিত হইয়া জনস্থান বিনষ্ট করিয়াছে। ১৭

দেবতাগণ বা মহাত্মাগণ তথায় আগমন করেন না, আপনি এবিষয়ে কোন চিন্তা করিবেন না। রাম-নিক্ষিপ্ত, স্বর্ণপুঙ্খ-পক্ষিসদৃশ বাণসকল পঞ্চমুখ সর্পের ন্যায় হইয়া রাক্ষসদিগকে ভক্ষণ করিয়াছে। রাক্ষসগণ ভীত হইয়া যে যে পথ দিয়া পলায়ন করিতেছিল, তাহারা সেই সেই পথেই রামকে অগ্রভাগে অবস্থিত দেখিতে পাইয়াছিল। হে নিষ্পাপ! সেই রাম এইরূপে আপনার জনস্থান ধ্বংস করিয়াছে। ১৮-২০

অকম্পনের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাবণ বলিল,—আমি লক্ষ্মণের সহিত রামকে-বধ করিবার জন্য জনস্থানে গমন করিব। রাবণ এইরূপ বলিলে অকম্পন তাহাকে বলিল,—হে রাজন্! রামের যেরূপ বল পৌরুষ আছে, আপনি তাহা শ্রবণ করুণ। ২১-২২

মহাযশা রাম ক্রুদ্ধ হইলে বিক্রম দ্বারা তাকে পরাজিত করিতে পারে, এমন সামর্থ্য কাহারও নাই। তিনি বাণসমূহদ্বারা জলপূর্ণা-নদীর বেগ নিবারিত করিতে পারেন। শ্রীমান্ সর্বদক্ষ রাম আকাশমণ্ডল হইতে তারকা-দিগের সহিত গ্রহ ও নক্ষত্রগণকে পাতিত করিতে পারেন, পৃথিবী অবসন্না হইলে তাহাকে উদ্ধার করিতে পারেন, সমুদ্রের তীরভূমি বিদীর্ণ করিয়া লোকসমূহ প্লাবিত করিতে পারেন এবং সমুদ্র ও বায়ুর বেগ নিবারিত করিতে পারেন। ২৩-২৫

মহাযশা ও পুরুষশ্রেষ্ঠ সেই রাম বিক্রমদ্বারা

নহি রামো দশগ্রীব শক্যো জেতুং রণে ত্বয়া।
রক্ষসাং বাপি লোকেন স্বর্গঃ পাপজনৈরিব ॥২৭
ন তং বধ্যমহং মন্যে সর্বৈর্দেবাসুরৈরপি।
অয়ং তস্য বধোপায়স্তন্মমৈকমনাঃ শৃণু ॥২৮
ভার্য্যা তস্যোত্তমা লোকে সীতা নাম সুমধ্যমা।
শ্যামা সমবিভক্তাঙ্গী স্ত্রীরত্নং রত্নভূষিতা ॥২৯
নৈব দেবী ন গন্ধর্বী নাপ্সরা ন চ পন্নগী।
তুল্যা সীমন্তিনী তস্যা মানুষী তু কুতো ভবেৎ ॥৩০
তস্যাপহর ভার্য্যাং ত্বং তং প্রমথ্য মহাবনে।
সীতয়া রহিতো রামো ন চৈব হি ভবিষ্যতি ॥৩১
অরোচয়ত তদ্বাক্যং রাবণো রাক্ষসাধিপঃ।
চিন্তয়িত্বা মহাবাহুরকম্পনমুবাচ হ ॥৩২

বাঢ়ং কল্যং গমিষ্যামি হ্যেকঃ সারথিনা সহ।
আনেষ্যামি চ বৈদেহীমিমাং হৃষ্টো মহাপুরীম্ ॥৩৩
তদেবমুক্ত্বা প্রযযৌ খরযুক্তেন রাবণঃ।
রথেনাদিত্যবর্ণেন দিশঃ সর্বাঃ প্রকাশয়ন্ ॥৩৪
স রথো রাক্ষসেন্দ্রস্য নক্ষত্রপথগো মহান্।
চঞ্চূর্য্যমাণঃ শুশুভে জলদে চন্দ্রমা ইব ॥৩৫
স দূরে চাশ্রমং গত্বা তাড়কেয়মুনাগমৎ।
মারীচেনার্চিতো রাজা ভক্ষ্যভোজ্যৈরমানুষৈঃ ॥৩৬
তং স্বয়ং পূজয়িত্বা তু আসনেনোদকেন চ।
অর্থোপহিতয়া বাচা মারীচো বাক্যমব্রবীৎ ॥৩৭
কচ্চিৎ সুকুশলং রাজঁল্লোকানাং রাক্ষসাধিপ।
আশঙ্কে নাধিজানে ত্বং যতস্তূর্ণমুপাগতঃ ॥৩৮

সমস্তলোক সংহার করিয়া পুনরায় সৃষ্টি করিতে পারেন। হে দশানন! যেমন পাপী ব্যক্তিগণ স্বর্গলাভ করিতে পারে না, সেইরূপ আপনি যুদ্ধে তাহাকে পরাজিত করিতে পারিবেন না। অধিক কি, সমস্ত রাক্ষসও তাহাকে পরাজিত করিতে পারিবে না।২৬-২৭

সমস্ত দেবতা ও অসুর মিলিত হইয়াও যে তাহাকে বধ করিতে পারিবে, আমার এরূপ মনে হয়না। তাহাকে বধ করিবার এই একটি মাত্র উপায় আছে, আপনি একাগ্রচিত্ত হইয়া আমার নিকটে তাহা শ্রবণ করুন। ২৮

সেই রামের সীতা নাম্নী এক ভার্য্যা আছেন, রত্নভূষিতা সেই সীতা লোকমধ্যে উত্তমা, শ্যামা ও সুমধ্যমা, তাঁহার অঙ্গসকল সমানভাবে সুবিন্যস্ত এবং স্ত্রীগণের মধ্যে এই সীতাদেবী হইলেন স্ত্রীরত্ন।২৯

মানবীর কথা দূরে থাকুক, কোনও দেবী, গন্ধর্বী, অপ্সরা বা নাগিনীও তাঁহার সদৃশী হইতে পারে না। ৩০

রাম সেই সীতারহিত হইয়া থাকিতে পারিবেন না, অতএব আপনি সেই মহাবনে রামকে প্রতারিত করিয়া তাঁহার ভার্য্যাকে অপহরণ করুন। ৩১

অনন্তর মহাবাহু রাক্ষসাধিপতি রাবণ চিন্তাপূর্বক অকম্পনের সেই বাক্য উপযুক্ত মনে করিয়া তাহাকে বলিল,—আচ্ছা, তাহাই হইবে, কল্য আমি একাকীই সারথির সহিত তথায় যাইব এবং হৃষ্টচিত্তে বিদেহরাজ-দুহিতা সীতাকে এই মহানগরীতে আনয়ন করিব। ৩২-৩৩

রাবণ অকম্পনকে ঐরূপ বলিয়া তখনই বেগযুক্ত সূর্য্যদীপ্তিসদৃশ রথে সমস্ত দিক উদ্ভাসিত করত গমন করিল। ৩৪

অতঃপর রাক্ষসেন্দ্র রাবণের সেই বৃহৎ রথ নক্ষত্রপথে পুনঃপুনঃ বিচরণ করিতে করিতে মেঘমণ্ডলে চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। ৩৫

রাক্ষসরাজ রাবণ বহুদূরবর্ত্তী তাড়কানন্দন মারীচের আশ্রমে গমন করিলে সে, মনুষ্যগণ যাহা লাভ করিতে পারে না, সেইরূপ ভক্ষ্য-ভোজ্যদ্রব্য দ্বারা তাহার অভ্যর্থনা করিল। ৩৬

মারীচ রাবণকে আসন ও উদক প্রদান করিয়া অভ্যর্থনা করত অর্থযুক্ত এই বাক্য বলিল। ৩৭

হে রাজন! হে রাক্ষসাধিপতি! রাজ্যের সকলের কুশল ত? এখানে আপনার দ্রুত আগমনের কারণ

এবমুক্তো মহাতেজা মারীচেন স রাবণঃ।
ততঃ পশ্চাদিদং বাক্যমব্রবীদ্ বাক্যকোবিদঃ ॥৩৯
আরক্ষো মে হতস্তাত রামেণাক্লিষ্টকারিণা।
জনস্থানমবধ্যং তৎ সর্বং যুধি নিপাতিতম্ ॥৪০
তস্য মে কুরু সাচিব্যং তস্য ভার্য্যাপহারণে।
রাক্ষসেন্দ্রবচঃ শ্রুত্বা মারীচো বাক্যমব্রবীৎ ॥৪১
আখ্যাতা কেন বা সীতা মিত্ররূপেণ শত্রুণা।
ত্বয়া রাক্ষসশার্দূল কো ন নন্দতি নন্দিতঃ ॥৪২
সীতামিহানয়স্বেতি কো ব্রবীতি ব্রবীহি মে।
রক্ষোলোকস্য সর্বস্য কঃ শৃঙ্গং ছেত্তুমিচ্ছতি ॥৪৩
প্রোৎসাহয়তি যশ্চ ত্বাং স চ শত্রুরসংশয়ম্।
আশীবিষমুখাদ্ দংষ্ট্রামুদ্ধর্তুং চেচ্ছতি ত্বয়া ॥৪৪

কর্মণানেন কেনাসি কাপথং প্রতিপাদিতঃ।
সুখসুপ্তস্য তে রাজন্ প্রহৃতং কেন মূর্ধনি ॥৪৫
বিশুদ্ধবংশাভিজনোঽগ্রহস্ত-
স্তেজোমদঃ সংস্থিতদোর্বিষাণঃ।
উদীক্ষিতুং রাবণ নেহ যুক্তঃ
স সংযুগে রাঘব-গন্ধহস্তী ॥৪৬
অসৌ রণান্তঃস্থিতিসন্ধিবালো
বিদগ্ধরক্ষোমৃগহা নৃসিংহঃ।
সুপ্তস্ত্বয়া বোধয়িতুং ন শক্যঃ
শরাঙ্গপূর্ণো নিশিতাসিদংষ্ট্রঃ ॥৪৭
চাপাপহারে ভুজবেগপঙ্কে
শরোর্মিমালে সুমহাহবৌঘে।

বুঝিতে পারিতেছি না। আপনার আগমনে আমার মনে আশঙ্কার উদয় হইয়াছে। ৩৮

মারীচ এইরূপ বলিলে পর মহাতেজা ও বাকপটু রাবণ তাহাকে এই বাক্য বলিল। ৩৯

হে তাত! অক্লিষ্টকর্মা রাম আমার সীমারক্ষক খর ও দূষণকে বধ করিয়াছে, যুদ্ধে সেই সমস্ত অবধ্য জনস্থান নিপাতিত করিয়াছে। ৪০

অতএব আমি তাহার ভার্য্যা সীতাকে হরণ করিতে চাই, তুমি আমাকে এই কার্য্যে সাহায্য কর। রাক্ষসেন্দ্র রাবণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া মারীচ তাহাকে বলিল। ৪১

হে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ! মিত্ররূপধারী অথচ শত্রু এইরূপ কোন ব্যক্তি আপনার নিকট সীতার কথা বলিয়াছে? আপনার নিকট প্রীতিলাভ করিয়াও কে প্রসন্ন না হইয়া আপনাকে এইরূপ অপ্রিয় কার্য্যে প্ররোচিত করিয়াছে? ৪২

বলুন,—সীতাকে এখানে আনয়ন করার কথা কে আপনাকে বলিয়াছে? কে সমস্ত রাক্ষসলোকের শৃঙ্গ ছেদনে অভিলাষী হইয়াছে। ৪৩

যে আপনাকে এ বিষয়ে উৎসাহিত করিতেছে, সে আপনার শত্রু—ইহাতে সংশয় নাই; কেননা, সে আপনাকে তীব্র বিষধর সর্পের মুখ হইতে দন্ত উৎপাটনতুল্য ভয়ঙ্করকার্য্যে লিপ্ত করিতে ইচ্ছা করিতেছে। ৪৪

কে আপনাকে এইকর্মে লিপ্ত করিয়া কুপথে প্রবর্ত্তিত করিতেছে? হে রাজন্! সুখশয্যায় শায়িত আপনার মস্তকে কে প্রহার করিয়াছে? ৪৫

হে রাবণ! যাঁহার বিশুদ্ধবংশে জন্ম এবং সেই বিশুদ্ধবংশের যিনি রাঘবরূপী গজরাজের শুণ্ডসদৃশ, প্রভাব যাঁহার মদ, অনুকূলস্থানে অবস্থিত বাহুযুগল যাঁহার দন্ত, সেই রঘুকুলজাত রামরূপী গন্ধহস্তীকে যুদ্ধে অবলোকন করাও আপনার উচিত নহে। ৪৬

মানবদেহী শ্রীরাম সিংহতুল্য, যিনি যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থান ও সন্ধান বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ, রণে চতুর রাক্ষসরূপ মৃগদিগকে যিনি বিনাশ করিয়াছেন, যাঁহার অঙ্গ শরপূর্ণ, তীক্ষ্ণধার অসি যাঁহার দন্তস্বরূপ, সেই নিদ্রিত নরসিংহকে প্রবোধিত করা আপনার উচিত নহে। ৪৭

হে রাক্ষসরাজ! শ্রীরাম পাতাল-তলব্যাপী সাগর তুল্য, সাগরস্থ কুম্ভীর তুল্য তাহার ধনু, তাহার বাহুতে মহাবল, সমুদ্রের তরঙ্গমালার তুল্য তাহার বাণ, সুতরাং

ন রামপাতালমুখেঽতিঘোরে
প্রস্কন্দিতুং রাক্ষসরাজ যুক্তম্ ॥৪৮
প্রসীদ লঙ্কেশ্বর রাক্ষসেন্দ্র
লঙ্কাং প্রসন্নো ভব সাধু গচ্ছ।
ত্বং স্বেষু দারেষু রমস্ব নিত্যং
রামঃ সভার্য্যো রমতাং বনেষু ॥৪৯

এবমুক্তো দশগ্রীবো মারীচেন স রাবণঃ।
ন্যবর্ত্তত পুরীং লঙ্কাং বিবেশ চ গৃহোত্তমম্ ॥৫০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে একত্রিংশঃ সর্গঃ ॥

এই বাড়বানলের মুখে পতিত হওয়া আপনার উচিত নহে। হে লঙ্কেশ্বর! আপনি প্রসন্ন হউন, হে রাক্ষসেন্দ্র! আপনি প্রসন্ন হইয়া লঙ্কায় গমন করুন এবং স্বীয় ভার্য্যাতে রত হউন, রামও ভার্য্যার সহিত বনে সতত সুখে থাকুক। মারীচ এইরূপ বলিলে দশানন রাবণ লঙ্কাপুরীতে ফিরিয়া গেল এবং উত্তম গৃহে প্রবেশ করিল। ৪৮-৫০

দ্বাত্রিংশঃ সর্গঃ

[লঙ্কাপুর্য্যাং রাবণসমীপে শূর্পণখায়া গমনম্।]

ততঃ শূর্পণখা দৃষ্ট্বা সহস্রাণি চতুর্দ্দশ।
হতান্যেকেন রামেণ রক্ষসাং ভীমকর্ম্মণাম্ ॥১
দূষণঞ্চ খরঞ্চৈব হতং ত্রিশিরসং রণে।
দৃষ্ট্বা পুনর্মহানাদান্ ননাদ জলদোপমা ॥২
সা দৃষ্ট্বা কর্ম রামস্য কৃতমন্যৈঃ সুদুষ্করম্।
জগাম পরমোদ্বিগ্না লঙ্কাং রাবণপালিতাম্ ॥৩
সা দদর্শ বিমানাগ্রে রাবণং দীপ্ততেজসম্।
উপোপবিষ্টং সচিবৈর্মরুদ্ভিরিব বাসবম্ ॥৪
আসীনং সূর্য্যসঙ্কাশে কাঞ্চনে পরমাসনে।
রুক্মবেদিগতং প্রাজ্যং জ্বলন্তমিব পাবকম্ ॥৫
দেব-গন্ধর্ব-ভূতানামৃষীণাঞ্চ মহাত্মনাম্।
অজেয়ং সমরে ঘোরং ব্যাত্তাননমিবান্তকম্ ॥৬
দেবাসুরবিমর্দেষু বজ্রাশনিকৃতব্রণম্।
ঐরাবতবিষাণাগ্রৈরুৎকৃষ্টকিণবক্ষসম্ ॥৭
বিংশদ্ভুজং দশগ্রীবং দর্শনীয়পরিচ্ছদম্।
বিশালবক্ষসং বীরং রাজলক্ষণলক্ষিতম্ ॥৮

দ্বাত্রিংশ সর্গ

[লঙ্কাপুরীতে রাবণের নিকটে শূর্পণখার গমন।]

অনন্তর শূর্পণখা যুদ্ধে খর, দূষণ, ত্রিশিরা ও ভীমকর্ম্মা রাক্ষসদিগের মধ্যে চতুর্দশ সহস্র রাক্ষসকে রাম একাকী বধ করিয়াছে দেখিয়া পুনরায় মেঘের ন্যায় ভীষণ শব্দে চীৎকার করিতে লাগিলেন। ১-২

অন্য ব্যক্তিগণের পক্ষে যাহা দুঃসাধ্য, সেই কাজ রাম একাকী করিয়াছে দেখিয়া শূর্পণখা অত্যন্ত উদ্বিগ্নচিত্তে রাবণপালিত লঙ্কাপুরীতে গমন করিল। ৩

শূর্পণখা সেখানে যাইয়া দেখিল সপ্তভূমিক (সাততলা) গৃহের উপরিভাগে দীপ্ততেজা রাবণ সূর্য্যপ্রভ স্বর্ণনির্ম্মিত শ্রেষ্ঠ আসনে বসিয়া আছেন এবং স্বর্ণময়বেদিমধ্যগত ও ঘৃতসমন্বিত সমুজ্জ্বল অগ্নির সাদৃশ্য ধারণ করত দেবতাগণ পরিবৃত ইন্দ্রের ন্যায় অমাত্যগণে পরিবেষ্টিত রহিয়াছেন। ৪-৫

যিনি যুদ্ধে দেব, গন্ধর্ব, অন্যান্য প্রাণী ও মহাত্মা ঋষিদিগের অজেয় এবং মুখব্যাদানকারী ভয়ঙ্কর যমসদৃশ, দেবতা ও অসুরগণের যুদ্ধে বজ্র ও অশনির আঘাতে যাঁহার শরীর ক্ষত, ঐরাবতের দন্তাগ্রদ্বারা যাঁহার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ, যাঁহার কুড়িটি হাত ও দশটি মাথা, যাঁহার পরিচ্ছদ সুদৃশ্য, বক্ষ বিশাল, বৈদূর্য্যমণিতুল্য যাঁহার কান্তি, যিনি বীর ও রাজোচিত লক্ষণযুক্ত, তপ্ত কাঞ্চন যাঁহার ভূষণ, যাঁহার বাহু সুন্দর, শুভ্র দন্ত মুখ

নষ্টবৈদূর্য্যসঙ্কাশং তপ্তকাঞ্চনভূষণম্ ।
সুভুজং শুক্লদশনং মহাস্যং পর্বতোপমম্ ॥৯

বিষ্ণুচক্রনিপাতৈশ্চ শতশো দেবসংযুগে ।
অন্যৈঃ শস্ত্রৈঃ প্রহারৈশ্চ মহাযুদ্ধেষু তাড়িতম্ ॥১০

অহতাঙ্গৈঃ সমস্তৈস্তং দেবপ্রহরণৈস্তদা ।
অক্ষোভ্যাণাং সমুদ্রাণাং ক্ষোভণং ক্ষিপ্রকারিণম্ ॥১১

ক্ষেপ্তারং পর্বতাগ্রাণাং সুরাণাঞ্চ প্রমর্দনম্ ।
উচ্ছেত্তারঞ্চ ধর্মাণাং পরদারাভিমর্শনম্ ॥১২

সর্বদিব্যাস্ত্রযোক্তারং যজ্ঞবিঘ্নকরং সদা ।
পুরীং ভোগবতীং গত্বা পরাজিত্য চ বাসুকিম্ ॥১৩

তক্ষকস্য প্রিয়াং ভার্য্যাং পরাজিত্য জহার যঃ ।
কৈলাসং পর্বতং গত্বা বিজিত্য নরবাহনম্ ॥১৪

বিমানং পুষ্পকং তস্য কামগং বৈ জহার যঃ ।
বনং চৈত্ররথং দিব্যং নলিনীং নন্দনং বনম্ ॥১৫

বিনাশয়তি যঃ ক্রোধাদ্দেবোদ্যানানি বীর্য্যবান্ ।
চন্দ্র-সূর্য্যৌ মহাভাগাবুত্তিষ্ঠন্তৌ পরন্তপৌ ॥১৬

নিবারয়তি বাহুভ্যাং যঃ শৈলশিখরোপমঃ ।
দশবর্ষসহস্রাণি তপস্তপ্ত্বা মহাবনে ॥১৭

পুরা স্বয়ম্ভুবে ধীরঃ শিরাংস্যুপজহার যঃ ।
দেব-দানব-গন্ধর্ব-পিশাচ-পতগোরগৈঃ ॥১৮

অভয়ং যস্য সংগ্রামে মৃত্যুতো মানুষাদৃতে ।
মন্ত্রৈরভিষ্টুতং পুণ্যমধ্বরেষু দ্বিজাতিভিঃ ॥১৯

হবির্ধানেষু যঃ সোমমুপহন্তি মহাবলঃ ।
প্রাপ্তযজ্ঞহরং দুষ্টং ব্রহ্মঘ্নং ক্রূরকারিণম্ ॥২০

বিশাল ও শরীর পর্ববতত্তুল্য। দেবগণের সহিত যুদ্ধে যিনি বিষ্ণুচক্রের শত শত আঘাত পাইয়াছেন এবং মহাযুদ্ধে অন্যান্য শস্ত্রাঘাতে তাড়িত হইয়াছেন, দেবগণের সহিত যুদ্ধে যাহার অঙ্গ খণ্ডিত হয় নাই, অচঞ্চল সমুদ্রকে যিনি চঞ্চল করিয়াছেন, যিনি অতিশীঘ্র কার্য্যনির্বাহে সমর্থ।৬-১১

যিনি পর্বতের শিখর তাড়িত ক্ষেপণ করেন দেবগণকে পীড়িত করেন, যিনি ধর্মের উচ্ছেদসাধন করেন, পরস্ত্রীর সতীত্ব নষ্ট করেন, যিনি সমস্ত দিব্যাস্ত্রপ্রয়োগে সমর্থ, যিনি সদা যজ্ঞের বিঘ্ন করেন, যিনি ভোগবতী পুরীতে গমন করিয়া নাগরাজ বাসুকিকে পরাজিত করিয়াছেন, যিনি তক্ষককে পরাজিত করিয়া তাঁহার পত্নীকে হরণ করিয়াছেন, যিনি কৈলাসপর্বতে গমন করিয়া নরবাহন কুবেরকে পরাজিত করত ইচ্ছানুসারে গতিশীল পুষ্পক বিমান অপহরণ করিয়াছেন। সেই পরাক্রমশালী রাবণ ক্রোধবশতঃ কুবেরের দিব্য চৈত্ররথ বন, সুগন্ধ কুসুমযুক্ত নলিনী নাম্নীয় পুষ্করিণী, ইন্দ্রের নন্দনকানন ও দেবোদ্যান নষ্ট করিয়াছেন। পর্বত-শিখরতুল্য যিনি বাহুদ্বারা শত্রুসন্তাপক চন্দ্র ও সূর্য্যের গতি রুদ্ধ করিয়াছেন। যে ভয়ঙ্কর রাক্ষস মহাবনে দশহাজার বৎসর তপস্যা করিয়া ব্রহ্মাকে স্বীয় মস্তক উপহার দিয়াছেন। যিনি যুদ্ধে মনুষ্যজাতি ভিন্ন--দেব, দানব, গন্ধর্ব, পক্ষী, পিশাচ, সর্প প্রভৃতিকে অভয় প্রদান করিয়াছেন, দ্বিজাতিগণের বেদমন্ত্রাভিমন্ত্রিত-হবি যজ্ঞে আহুতি দানকালে যে মহাবল সোমযাগ নষ্ট করিতেন, যিনি যজ্ঞসমাপ্তিকালে যজ্ঞ নষ্ট করিতেন, যিনি দুষ্ট, ক্রূরকর্মা, ব্রহ্মঘ্ন, কর্কশস্বভাব, নিরপরাধ প্রজাগণের অহিতকারী, সর্বভূত ও সর্বলোকের ভয়ের কারণ, স্বভাবক্রুর ও মহাবল, সেই ভ্রাতা রাক্ষস রাবণকে শূর্পণখা রাক্ষসী দেখিতে পাইল। শূর্পণখা পুলস্ত্যকুলনন্দন রাক্ষসশ্রেষ্ঠ মহাভাগ রাবণকে দিব্য বস্ত্র, ভূষণ ও দিব্যমাল্যে শোভিত প্রলয়কালীন সংহারকারীতুল্য এবং আসনে উপবিষ্ট দেখিলেন। ১২-২৩

মন্ত্রিগণবেষ্টিত শত্রুহন্তা রাবণের নিকট উপস্থিত হইয়া

কর্কশং নিরনুক্রোশং প্রজানামহিতে রতম্ ।
রাবণং সর্বভূতানাং সর্বলোকভয়াবহম্ ॥২১
রাক্ষসী ভ্রাতরং ক্রূরং সা দদর্শ মহাবলম্ ।
তং দিব্যবস্ত্রাভরণং দিব্যমাল্যোপশোভিতম্ ॥২২
আসনে সূপবিষ্টং তং কালে কালমিবোদ্যতম্ ।
রাক্ষসেন্দ্রং মহাভাগং পৌলস্ত্যকুলনন্দনম্ ॥২৩
উপগম্যাব্রবীদ্ বাক্যং রাক্ষসী ভয়বিহ্বলা ।
রাবণং শত্রুহন্তারং মন্ত্রিভিঃ পারিবারিতম্ ॥২৪
তমব্রবীদ্ দীপ্তবিশাললোচনং
প্রদর্শয়িত্বা ভয়লোভমোহিতা ।
সুদারুণং বাক্যমভীতচারিণী
মহাত্মনা শূর্পণখা বিরূপিতা ॥২৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অরণ্যকাণ্ডে দ্বাত্রিংশঃ সর্গঃ ॥

ভয়বিহ্বলা রাক্ষসী বলিল—মহাত্মা লক্ষ্মণ আমার নাসা ও কর্ণ ছেদন করিয়া আমাকে বিরূপা করিয়াছে। নির্ভয়ে বিচরণকারিণী সেই শূর্পণখা ভীতা ও লোভমোহিতা হইয়া বিশাললোচনে রাবণকে তাহার অবস্থা জানাইয়া এই নিদারুণ কথা বলিল ।২৪ ২৫

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে দ্বাত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ত্রয়স্ত্রিংশঃ সর্গঃ

[রাবণং প্রতি শূর্পণখায়াস্তিরস্কারঃ ।]

ততঃ শূর্পণখা দীনা রাবণং লোকরাবণম্ ।
অমাত্যমধ্যে সংক্রুদ্ধা পরুষং বাক্যমব্রবীৎ ॥১
প্রমত্তঃ কামভোগেষু স্বৈরবৃত্তো নিরঙ্কুশঃ ।
সমুৎপন্নং ভয়ং ঘোরং বোদ্ধব্যং নাববুধ্যসে ॥২
সক্তং গ্রাম্যেষু ভোগেষু কামবৃত্তং মহীপতিম্ ।
লুব্ধং ন বহু মন্যন্তে শ্মশানাগ্নিমিব প্রজাঃ ॥৩
স্বয়ং কর্মাণি যঃ কালে নানুতিষ্ঠতি পার্থিবঃ ।
স তু বৈ সহ রাজ্যেন তৈশ্চ কার্য্যৈর্বিনশ্যতি ॥৪
অযুক্তচারং দুর্দর্শমস্বাধীনং নরাধিপম্ ।
বর্জয়ন্তি নরা দূরান্নদীপঙ্কমিব দ্বিপাঃ ॥৫
যে ন রক্ষন্তি বিষয়মস্বাধীনং নরাধিপাঃ ।
তে ন বৃদ্ধ্যা প্রকাশন্তে গিরয়ঃ সাগরে যথা ॥৬

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ

[রাবণকে শূর্পণখার তিরস্কার ।]

তারপর দীনা শূর্পণখা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া মন্ত্রিগণের মধ্যে উপবিষ্ট ও নানাভাবে সকলকে উৎপীড়ন করে বলিয়া নিখিললোকের রোদনের কারণ রাবণকে কঠোর বাক্য বলিল, তুমি স্বেচ্ছাচারী—নিরঙ্কুশ হইয়া কামভোগে মত্ত রহিয়াছ। সেইহেতু তোমার জন্য মহা ভয় উপস্থিত হইয়াছে। যাহা তোমার অবশ্য জ্ঞাতব্য, তাহাও তুমি জানিতে পারিতেছ না। ১-২

যে রাজা তুচ্ছ সুখভোখে আসক্ত, স্বেচ্ছাচারী ও লুব্ধ হয়, প্রজারা তাহাকে শ্মশানস্থিত অগ্নির ন্যায় অধিক সমাদর করে না। ৩

যে রাজা স্বয়ং কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন না, তিনি রাজ্য ও সেই সমস্ত কার্য্যের সহিত বিনষ্ট হন। ৪

যিনি রমণী প্রভৃতির অধীন, যাঁহার দর্শন অতি দুর্লভ এবং যিনি উত্তমরূপে চর নিয়োগ করেন না, হস্তী যেরূপ পঙ্কিল নদী পরিত্যাগ করে, সেইরূপ প্রজারা দূর হইতেই সেই নরপতিকে পরিত্যাগ করে। ৫

যে নরাধিপ স্বীয় অনায়ত্ত রাজ্য উপায় দ্বারা আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করে না, সাগরমধ্যবর্ত্তী পর্বতের ন্যায় তাহার বৃদ্ধি হয় না। ৬

আত্মবদ্ভির্বিগৃহ্য ত্বং দেব-গন্ধর্ব-দানবৈঃ।
অযুক্তচারশ্চপলঃ কথং রাজা ভবিষ্যসি ॥৭
ত্বং তু বালস্বভাবশ্চ বুদ্ধিহীনশ্চ রাক্ষস।
জ্ঞাতব্যং তন্ন জানীষে কথং রাজা ভবিষ্যসি ॥৮
যেষাং চারাশ্চ কোশশ্চ নয়শ্চ জয়তাং বর।
অস্বাধীনা নরেন্দ্রাণাং প্রাকৃতৈস্তে জনৈঃ সমাঃ ॥৯
যস্মাৎ পশ্যন্তি দূরস্থান্ সর্বানর্থান্ নরাধিপাঃ।
চারেণ তস্মাদুচ্যন্তে রাজানো দীর্ঘচক্ষুষঃ ॥১০
অযুক্তচারং মন্যে ত্বাং প্রাকৃতৈঃ সচিবৈর্যুতঃ।
স্বজনঞ্চ জনস্থানং নিহতং নাববুধ্যসে ॥১১
চতুর্দশ সহস্রাণি রক্ষসাং ভীমকর্মণাম্।
হতান্যেকেন রামেণ খরশ্চ সহদূষণঃ ॥১২

ঋষীণামভয়ং দত্তং কৃতক্ষেমাশ্চ দণ্ডকাঃ।
ধর্ষিতঞ্চ জনস্থানং রামেণাক্লিষ্টকারিণা ॥১৩
ত্বং তু লুব্ধঃ প্রমত্তশ্চ পরাধীনশ্চ রাক্ষস।
বিষয়ে স্বে সমুৎপন্নং যদ্ভয়ং নাববুধ্যসে ॥১৪
তীক্ষ্ণমল্পপ্রদাতারং প্রমত্তং গর্বিতং শঠম্।
ব্যসনে সর্বভূতানি নাভিধাবন্তি পার্থিবম্ ॥১৫
অতিমানিনমগ্রাহ্যমাত্মসম্ভাবিতং নরম্।
ক্রোধনং ব্যসনে হন্তি স্বজনোঽপি নরাধিপম্ ॥১৬
নানুতিষ্ঠতি কার্য্যাণি ভয়েষু ন বিভেতি চ।
ক্ষিপ্রং রাজ্যাচ্চ্যুতো দীনস্তৃণৈস্তুল্যো ভবেদিহ ॥১৭
শুষ্ককাষ্ঠৈর্ভবেৎ কার্য্যং লোষ্টৈরপি চ পাংশুভিঃ।
ন তু স্থানাৎ পরিভ্রষ্টৈঃ কার্য্যং স্যাদ্ বসুধাধিপৈঃ ॥১৮

তুমি উত্তমরূপে চর নিয়োগ করনা এবং তোমার চিত্তও চঞ্চল, অতএব তুমি আত্মতত্ত্বজ্ঞ দেব, দানব ও গন্ধর্বগণের সহিত বিরোধ করিয়া কিরূপে রাজত্ব করিবে ? ৭

রাক্ষস ! তুমি নির্বোধ এবং বালকস্বভাব, জ্ঞাতব্যবিষয় কি ? তাহাও জাননা, সুতরাং তুমি কি প্রকারে রাজা হইবে ? ৮

হে বিজয়শ্রেষ্ঠ রাক্ষসাধিপ ! যে সকল মহীপতির গুপ্তচর, ধনাগার ও রাষ্ট্রনীতি স্বীয় আয়ত্তে থাকেনা, সে সকল মহীপতি সাধারণের তুল্য। ৯

যেহেতু নরপতিগণ দূরস্থ সকলবিষয় গুপ্তচরের দ্বারা দেখিয়া থাকেন, সেইহেতু তাঁহারা দূরদর্শী বলিয়া অভিহিত হন। ১০

আমার বোধ হইতেছে যে, তুমি উত্তমরূপে চর নিয়োগ কর নাই এবং তোমার মন্ত্রিরাও স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন কেননা, জনস্থান ও সেখানে অবস্থিত আত্মীয়গণ যে নিহত হইয়াছে, তাহা তুমি জানিতে পার নাই। ১১

রাম একাকীই খর, দূষণ ও চতুর্দশসহস্র ভীমকর্মা রাক্ষসকে নিহত করিয়াছে। ১২

সেই অক্লিষ্টকর্মা রাম ঋষিদিগকে অভয় প্রদান করিয়াছে, জনস্থানে অত্যাচার করিয়াছে এবং দণ্ডকারণ্যে যে সকল বিঘ্ন হইত, তাহা দূর করিয়া শান্তি স্থাপন করিয়াছে। রাবণ ! তুমি লুব্ধ, প্রমত্ত ও পরাধীন বলিয়াই স্বীয় রাজ্যমধ্যে যে সকল উৎপাত হইতেছে, তাহা অবগত হইতে পারিতেছ না। ১৩-১৪

অল্পপ্রদাতা, তীক্ষ্ণস্বভাব, প্রমত্ত, গর্বিত ও শঠ নরপতি বিপন্ন হইলে প্রজামণ্ডলী তাহাকে রক্ষা করিতে যত্ন করে না। ১৫

যে অত্যন্ত অভিমানী ও ক্রোধী, যে মনে মনে নিজেকে অভিজ্ঞ মনে করে এবং যাহাকে কেহ অভিজ্ঞতার কথা বুঝাইতে পারে না, সেই রাজার বা কোন মনুষ্যের বিপৎকাল উপস্থিত হইলে তাহার আত্মীয়ও তাহাকে বিনাশ করে। ১৬

যে রাজা স্বয়ং কার্য্য নির্বাহ করেন না এবং ভয় উপস্থিত হইলেও ভীত হন না, তিনি শীঘ্রই রাজ্যচ্যুত ও দীন হইয়া লোকসমাজে তৃণতুল্য নগণ্য হইয়া যান। ১৭

শুষ্ক কাষ্ঠ, লোষ্ট্র ও ধূলি দ্বারাও কার্য্য নিষ্পন্ন হয়, কিন্তু স্থানভ্রষ্ট ভূপতি দ্বারা কোন কার্য্যই নিষ্পন্ন হয় না। ১৮

উপভুক্তং যথা বাসঃ স্রজো বা মৃদিতা যথা।
এবং রাজ্যাৎ পরিভ্রষ্টঃ সমর্থোঽপি নিরর্থকঃ ॥১৯
অপ্রমত্তশ্চ যো রাজা সর্বজ্ঞো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
কৃতজ্ঞো ধর্মশীলশ্চ স রাজা তিষ্ঠতে চিরম্ ॥২০
নয়নাভ্যাং প্রসুপ্তো বা জাগর্তি নয়চক্ষুষা।
ব্যক্তক্রোধপ্রসাদশ্চ স রাজা পূজ্যতে জনৈঃ ॥২১
ত্বং তু রাবণ দুর্বুদ্ধিগু‍র্ণৈরেতৈর্বিবর্জিতঃ।
যস্য তেঽবিদিতশ্চারৈ রক্ষসাং সুমহান্ বধঃ ॥২২
পরাবমন্তা বিষয়েষু সঙ্গবান্
ন দেশকালপ্রবিভাগতত্ত্ববিৎ।
অযুক্তবুদ্ধিগু‍র্ণদোষনিশ্চয়ে
বিপন্নরাজ্যো ন চিরাদ্ বিপৎস্যতে ॥২৩
ইতি স্বদোষান্ পরিকীর্তিতাংস্তয়া
সমীক্ষ্য বুদ্ধ্যা ক্ষণদাচরেশ্বরঃ।
ধনেন দর্পেণ বলেন চান্বিতো
বিচিন্তয়ামাস চিরং স রাবণঃ ॥২৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্ রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে ত্রয়স্ত্রিংশঃ সর্গঃ ॥

রাজ্যভ্রষ্ট রাজা শক্তিসম্পন্ন হইয়াও পরিত্যক্তবস্ত্র ও বিমর্দিত মালার ন্যায় নিরর্থক হন।১৯

যে রাজা সর্বদা সাবধান, রাজ্যসম্বন্ধীয় সমস্ত বিষয়ে অভিজ্ঞ, বিজিতেন্দ্রিয়, কৃতজ্ঞ ও ধর্মানুষ্ঠান নিরত, সেই রাজা রাজ্যে বহুকাল স্থিতিশীল হন। ২০

স্থূলনয়নযুগলে প্রসুপ্ত হইয়া যিনি নীতিরূপনয়নে সদা জাগ্রত থাকেন এবং যাঁহার ক্রোধ ও অনুগ্রহ কার্য্যদ্বারা ব্যক্ত হয়, সেই মহীপতিকে সকলেই পূজা করে। ২১

রাবণ! তুমি দুর্বুদ্ধি, তুমি পূর্বোক্ত গুণবর্জিত, কেননা, তুমি চরদ্বারা রাক্ষসদিগের বধবৃত্তান্ত অবগত হইতে পার নাই। ২২

তুমি অন্যের অবমাননাকারী, বিষয়াসক্ত, দেশ ও কালের বিভাগ যথার্থরূপে জাননা এবং দোষ গুণনির্ণয়ে চিত্ত সমাহিত করিতে অসমর্থ, অতএব তুমি শীঘ্রই বিপন্ন ও রাজ্যভ্রষ্ট হইবে। ২৩

ধন, সম্পদ ও বলসমন্বিত রাক্ষসাধিপতি রাবণ শূর্পণখার মুখে স্বীয় দোষ সমস্ত শুনিয়া বহুক্ষণ মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল। ২৪

মহর্ষি-বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

চতুস্ত্রিংশঃ সর্গঃ

[শূর্পণখাং প্রতি রাবণস্য প্রশ্নঃ, লক্ষ্মণস্য সীতায়াশ্চ পরিচয়ং ব্রুবত্যাঃ শূর্পণখায়াঃ রাবণং প্রতি সীতাহরণোপদেশঃ।]

ততঃ শূর্পণখাং দৃষ্ট্বা ব্রুবন্তীং পরুষং বচঃ।
অমাত্যমধ্যে সংক্রুদ্ধঃ পরিপপ্রচ্ছ রাবণঃ ॥১
কশ্চ রামঃ কথং বীর্য্যং কিং রূপঃ কিং পরাক্রমঃ।
কিমর্থং দণ্ডকারণ্যং প্রবিষ্টশ্চ সুদুস্তরম্ ॥২
আয়ুধং কিঞ্চ রামস্য যেন তে রাক্ষসা হতাঃ।
খরশ্চ নিহতঃ সংখ্যে দূষণস্ত্রিশিরাস্তথা ॥৩
তত্ত্বং ব্রূহি মনোজ্ঞাঙ্গি কেন ত্বঞ্চ বিরূপিতা।
ইত্যুক্তা রাক্ষসেন্দ্রেণ রাক্ষসী ক্রোধমূর্চ্ছিতা ॥৪
ততো রামং যথান্যায়মাখ্যাতুমুপচক্রমে।
দীর্ঘবাহুর্বিশালাক্ষশ্চীরকৃষ্ণাজিনাম্বরঃ ॥৫
কন্দর্পসমরূপশ্চ রামো দশরথাত্মজঃ।
শক্রচাপনিভং চাপং বিকৃষ্য কনকাঙ্গদম্ ॥৬
দীপ্তান্ ক্ষিপতি নারাচান্ সর্পানিব মহাবিষান্।
নাদদানং শরান্ ঘোরান্ বিমুঞ্চন্তং মহাবলম্ ॥৭
ন কার্মুকং বিকর্ষন্তং রামং পশ্যামি সংযুগে।
হন্যমানং তু তৎসৈন্যং পশ্যামি শরবৃষ্টিভিঃ ॥৮
ইন্দ্রেণেবোত্তমং সস্যমাহতং ত্বশ্মবৃষ্টিভিঃ।
রক্ষসাং ভীমবীর্য্যাণাং সহস্রাণি চতুর্দশ ॥৯
নিহতানি শরৈস্তীক্ষ্ণৈস্তেনৈকেন পদাতিনা।
অর্ধাধিকমুহূর্তেন খরশ্চ সহদূষণঃ ॥১০
ঋষীণামভয়ং দত্তং কৃতক্ষেমাশ্চ দণ্ডকাঃ ॥১১
একা কথঞ্চিন্মুক্তাহং পরিভূয় মহাত্মনা।
স্ত্রীবধং শঙ্কমানেন রামেণ বিদিতাত্মনা ॥১২

চতুস্ত্রিংশ সর্গ

[শূর্পণখার প্রতি রাবণের প্রশ্ন, লক্ষ্মণ ও সীতার পরিচয় দিয়া রাবণের প্রতি শূর্পণখার সীতাহরণের উপদেশ।]

অনন্তর মন্ত্রিগণ মধ্যে উপবিষ্ট রাবণ শূর্পণখার কর্কশ বাক্য শ্রবণ করত ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল। ১

রাম কে? তাহার বীরত্ব কিরূপ? পরাক্রম এবং রূপই বা কি প্রকার? অত্যন্ত দুর্গম দণ্ডকারণ্যে সে কিজন্য প্রবেশ করিয়াছে? ২

রামের অস্ত্রই বা কি? যাহার দ্বারা যুদ্ধে খর, দূষণ ও ত্রিশিরা প্রভৃতি রাক্ষসগণকে বধ করিয়াছে? ৩

হে কোমলাঙ্গি! কে তোমাকে বিরূপিতা করিয়াছে, তাহা যথার্থরূপে বল,—এইরূপে রাক্ষসেন্দ্র রাবণ জিজ্ঞাসা করিলে রাক্ষসী ক্রোধে অচৈতন্য হইয়া পড়িল। ৪

রাবণ রামচন্দ্রের বৃত্তান্ত জানিতে চাহিলে, তারপর শূর্পণখা রামের বৃত্তান্ত যথাযথরূপে বলিতে লাগিল। তাহার রূপ কামদেবের ন্যায়, পরিধানে বল্কল ও কৃষ্ণাজিন, বাহু দীর্ঘ এবং নয়ন বিশাল। দশরথনন্দন রাম ইন্দ্রধনুসদৃশ স্বর্ণবলয়ভূষিত ধনু আকর্ষণপূর্বক তীব্র বিষযুক্ত সর্পসদৃশ প্রাণহারী প্রদীপ্ত নারাচসকল নিক্ষেপ করে। আমি তাহাকে যুদ্ধে ভয়ঙ্কর বাণসকল গ্রহণ বা ধনু আকর্ষণ করিয়া নিক্ষেপ করিতে দেখি নাই; কেবল এইমাত্র দেখিয়াছি যে, যেরূপ ইন্দ্র শিলা বর্ষণ করিয়া উত্তম শস্য বিনষ্ট করে, সেইরূপ রামের শরবর্ষণে রাক্ষসসৈন্য বিনষ্ট হইতেছে। সে পদাতি হইয়াও একাকীই দেড় মুহূর্ত্ত—মধ্যে খর, দূষণ ও ভীমপরাক্রম চতুর্দশ সহস্র রাক্ষসকে তীক্ষ্ণ বাণসমূহ দ্বারা নিহত করিয়াছে। ৫-১০

সে ঋষিগণকে অভয় দিয়াছে এবং দণ্ডকারণ্যেও শান্তি স্থাপন করিয়াছে। সেই আত্মতত্ত্বজ্ঞ মহাত্মা রাম, স্ত্রীবধ মহাপাপ এই আশঙ্কা করিয়া কেবল আমাকেই বিরূপিতা করিয়া পরিত্যাগ করিয়াছে। ১১-১২

ভ্রাতা চাস্য মহাতেজা গুণতস্তুল্যবিক্রমঃ।
অনুরক্তশ্চ ভক্তশ্চ লক্ষ্মণো নাম বীর্য্যবান্ ॥১৩
অমর্ষী দুর্জয়ো জেতা বিক্রান্তো বুদ্ধিমান্ বলী।
রামস্য দক্ষিণো বাহুর্নিত্যং প্রাণো বহিশ্চরঃ ॥১৪
রামস্য তু বিশালাক্ষী পূর্ণেন্দুসদৃশাননা।
ধর্মপত্নী প্রিয়া নিত্যং ভর্তুঃ প্রিয়হিতে রতা ॥১৫
সা সুকেশী সুনাসোরুঃ সুরূপা চ যশস্বিনী।
দেবতেব বনস্যাস্য রাজতে শ্রীরিবাপরা ॥১৬
তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা রক্ততুঙ্গনখী শুভা।
সীতা নাম বরারোহা বৈদেহী তনুমধ্যমা ॥১৭
নৈব দেবী ন গন্ধর্বী ন যক্ষী ন চ কিন্নরী।
তথা রূপা ময়া নারী দৃষ্টপূর্বা মহীতলে ॥১৮

যস্য সীতা ভবেদ্ ভার্য্যা যঞ্চ হৃষ্টা পরিষ্বজেৎ।
অভিজীবেৎ স সর্বেষু লোকেষ্বপি পুরন্দরাৎ ॥১৯
সা সুশীলা বপুঃশ্লাঘ্যা রূপেণাপ্রতিমা ভুবি। পতির্ভবেঃ
তবানুরূপা ভার্য্যা সা ত্বঞ্চ তস্যাঃ পাতিবর্বরঃ ॥২০
তাং তু বিস্তীর্ণজঘনাং পীনোত্তুঙ্গপয়োধরাম্।
ভার্য্যার্থং তু তবানেতুমুদ্যতাহং বরাননাম্ ॥২১
বিরূপিতাস্মি ক্রূরেণ লক্ষ্মণেন মহাভুজ।
তাং তু দৃষ্ট্বাদ্য বৈদেহীং পূর্ণচন্দ্রনিভাননাম্ ॥২২
মন্মথস্য শরাণাঞ্চ ত্বং বিধেয়ো ভবিষ্যসি।
যদি তস্যামভিপ্রায়ো ভার্য্যাত্বে তব জায়তে।
শীঘ্রমুদ্ধ্রিয়তাং পাদো জয়ার্থমিহ দক্ষিণঃ ॥২৩

তাহার অনুরক্ত, ভক্ত ও বীর লক্ষ্মণ নামে এক ভ্রাতা আছে, গুণে ও বিক্রমে সে রামের সদৃশ, সে যেন তাহার দক্ষিণ বাহু কিংবা বহিশ্চর প্রাণ। সে বুদ্ধিমান, বলবিক্রমশালী, অমর্ষস্বভাব, দুর্জয় ও মহাতেজস্বী এবং জেতা অর্থাৎ শত্রুগণের ধ্বংসসাধনকারী। ১৩-১৪

সেই রামের সীতা নামে এক প্রেয়সী ধর্মপত্নী আছে, তাহার নয়ন যুগল সুদীর্ঘ, মুখমণ্ডল চন্দ্রতুল্য, সেই সীতা নিরন্তর স্বামীর প্রিয় ও হিতসাধনে তৎপর থাকে। ১৫

তাঁহার কেশ, নাসা ও উরু অতি সুন্দর এবং উত্তমরূপবতী যশোমণ্ডিতা সেই সীতা দণ্ডকারণ্যের দেবতাস্বরূপ হইয়া দ্বিতীয়া লক্ষ্মীরূপে বিরাজ করিতেছে। ১৬

তাহার তপ্তকাঞ্চনের কান্তির ন্যায় তাহার দেহের কান্তি, নখ উন্নত এবং রক্তবর্ণ। সে বিদেহরাজদুহিতা এবং তাহার নাম সীতা। তাহার কটি ক্ষীণ এবং সে অত্যন্ত সুন্দরী। আমি দেব, গন্ধর্ব যক্ষ, কিন্নর বা মানবলোকে পূর্বে এতাদৃশী রূপবতী নারী অবলোকন করি নাই। ১৭-১৮

সেই সীতা যাহার ভার্য্যা এবং হৃষ্ট হইয়া সে যাহাকে আলিঙ্গন করে, সেই ব্যক্তি সমস্ত প্রাণী, এমন কি মহেন্দ্র হইতেও সমধিক সুখে জীবন যাপন করে। ১৯

ভূমণ্ডলে সে সুশীলা, অনুপম রূপবতী ও তাহার দেহ প্রশংসাযোগ্য, সেই সীতা আপনারই ভার্য্যা হইবার যোগ্যা, আপনিই তাহার উত্তম স্বামী। যাহার বিস্তৃতজঘন বদনপ্রসন্ন এবং যাহার স্তন স্থূল ও ঈষৎ উন্নত, হে মহাভুজ! আমি আপনার ভার্য্যারূপে তাহাকে আনিবার জন্য উদ্যতা হইয়া ক্রূর লক্ষ্মণের হাতে বিরূপিতা হইয়াছি। অধুনা যদি আপনি পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় যাহার বদন সেই বিদেহরাজনন্দিনী সীতাকে দর্শন করেন, তবে নিশ্চয়ই কামবাণের লক্ষ্য হইয়া উঠিবেন। যদি তাহাকে ভার্য্যারূপে স্বীকার করিতে আপনার অভিপ্রায় হয়, তবে এই সময়ে আপনি শীঘ্রই রামকে জয় করিবার জন্য দক্ষিণপদ সঞ্চালিত করুন। হে রাক্ষসেশ্বর রাবণ! যদি আপনি আমার বাক্য উপযুক্ত বলিয়া মনে করেন, তবে নিঃশঙ্কচিত্তে আমার বাক্য-অনুযায়ী কর্য্যে প্রবৃত্ত হউন। ২০-২৪

হে মহাবল রাক্ষসরাজ! আপনি তাহাদিগকে অসমর্থ

রোচতে যদি তে বাক্যং মমৈতদ্ রাক্ষসেশ্বর।
ক্রিয়তাং নির্বিশঙ্কেন বচনং মম রাবণ* ॥২৪

বিজ্ঞায়ৈষামশক্তিঞ্চ ক্রিয়তাঞ্চ মহাবল।
সীতা তবানবদ্যাঙ্গী ভার্য্যাত্বে রাক্ষসেশ্বর ॥২৫

নিশম্য রামেণ শরৈরজিহ্মগৈ-
র্হতান্ জনস্থান-গতান্ নিশাচরান্।
খরঞ্চ দৃষ্ট্বা নিহতঞ্চ দূষণং
ত্বমদ্য কৃত্যং প্রতিপত্তুমর্হসি ॥২৬
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অরণ্যকাণ্ডে চতুস্ত্রিংশঃ সর্গঃ ॥

ও নিজেকে সমর্থ মনে করিয়া সেই অনিন্দিতদেহধারিণী সীতাকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করিতে চেষ্টা করুন। খর, দূষণ ও জনস্থানবাসী রাক্ষসগণ রামের অকুটিলগতিবাণে নিহত হইয়াছে, এই সংবাদ জানিয়া আপনি যাহা কর্ত্তব্য মনে করেন, তাহাই করুন। ২৫-২৬

* কোন কোন গ্রন্থে ২৪নং শ্লোকের পূর্বে নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি দেখা যায়,—
ক্রূরে প্রিয়ং তথা তেষাং রক্ষসাং রাক্ষসেশ্বর।
বধাত্তস্য নৃশংসস্য রামস্যাশ্রমবাসিনঃ ॥
তং শরৈর্নিশিতৈর্হত্বা লক্ষ্মণঞ্চ মহারথম্।
হতনাথাং সুখং সীতাং যথাবদুপভক্ষ্যসি ॥

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে চতুস্ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চত্রিংশঃ সর্গঃ

[রাবণস্য সমুদ্রতীরবর্তি-শোভাদর্শনম্, পুনর্মারীচসমীপে গমনঞ্চ।]

ততঃ শূর্পণখাবাক্যং তচ্ছ্রুত্বা রোমহর্ষণম্।
সচিবানভ্যনুজ্ঞায় কার্য্যং বুদ্ধা জগাম হ ॥১
তৎকার্য্যমনুগম্যান্তর্যথাবদুপলভ্য চ।
দোষাণাঞ্চ গুণানাঞ্চ সম্প্রধার্য্যং বলাবলম্ ॥২
ইতি কর্ত্তব্যমিত্যেব কৃত্বা নিশ্চয়মাত্মনঃ।
স্থিরবুদ্ধিস্ততো রম্যাং যানশালাং জগাম হ ॥৩
যানশালাং ততো গত্বা প্রচ্ছন্নং রাক্ষসাধিপঃ।
সূতং সঞ্চোদয়ামাস রথঃ সংযুজ্যতামিতি ॥৪
এবমুক্তঃ ক্ষণেনৈব সারথির্লঘুবিক্রমঃ।
রথং সংযোজয়ামাস তস্যাভিমতমুত্তমম্ ॥৫
কামগং রথমাস্থায় কাঞ্চনং রত্নভূষিতম্।
পিশাচবদনৈর্যুক্তং খরৈঃ কনকভূষণৈঃ (ক) ॥৬

পঞ্চত্রিংশ সর্গ

[রাবণের সমুদ্রতীরবর্ত্তী শোভাদর্শন ও পুনরায় মারীচের নিকটে গমন।]

অনন্তর রাক্ষসাধিপতি রাবণ শূর্পণখার সেই রোমহর্ষণ বাক্য শ্রবণ করিয়া মন্ত্রিবর্গের সহিত পরামর্শানুসারে কর্ত্তব্য স্থির করত গমন করিলেন। ১

রাবণ প্রথমে সীতাহরণরূপ কার্য্য মনে মনে স্থির করিয়া এবং তাহা প্রাপ্ত হইয়া সুক্ষ্মদৃষ্টিসহকারে তাহার দোষ, গুণ ও বলাবল অবধারণ পূর্বক মনে মনে কর্ত্তব্য-সম্বন্ধে নিশ্চয়ভাবে স্থির করত রমণীয় রথশালায় গমন করিল। তারপর রথশালায় প্রচ্ছন্নভাবে গমন করিয়া সারথিকে 'রথ যোজন কর' এইরূপ আদেশ করিল। ২-৪

রাবণের আদেশ অনুসারে দ্রুতকর্মা সারথিও ক্ষণকাল মধ্যে তাহার অভিপ্রায়ানুরূপ এক উত্তম রথ যোজনা করিল। অনন্তর কুবেরের কনিষ্ঠভ্রাতা রাক্ষসাধিপতি রাবণ স্বর্ণময়-রত্নভূষিত ও ইচ্ছানুসারে গমনে সমর্থ রথে আরোহণ করিল। মেঘের মত শব্দকারী সেই রথে যাহারা স্বর্ণ আভরণে ভূষিত এবং পিশাচের তুল্য

পাঠান্তর :—(ক) খরৈঃ কনকভূষিতৈঃ।

মেঘপ্রতিমনাদেন স তেন ধনদানুজঃ।
রাক্ষসাধিপতিঃ শ্রীমান্ যযৌ নদনদীপতিম্ ॥৭
স শ্বেতবালব্যজনঃ শ্বেতচ্ছত্রো দশাননঃ।
স্নিগ্ধবৈদূর্য্যসঙ্কাশস্তপ্তকাঞ্চনভূষণঃ ॥৮
দশাস্যো বিংশতিভুজো দর্শনীয়পরিচ্ছদঃ।
ত্রিদশারির্মুনীন্দ্রঘ্নো দশশীর্ষ ইবাদ্রিরাট্ ॥৯
কামগং রথমাস্থায় শুশুভে রাক্ষসাধিপঃ।
বিদ্যুন্মণ্ডলবান্ মেঘঃ সবলাক ইবাম্বরে ॥১০
সশৈলসাগরানূপং বীর্য্যবানবলোকয়ন্।
নানাপুষ্পফলৈর্বৃক্ষৈরনুকীর্ণং সহস্রশঃ ॥১১
শীতমঙ্গলতোয়াভিঃ পদ্মিনীভিঃ সমন্ততঃ।
বিশালৈরাশ্রমপদৈর্বেদিমন্তিরলঙ্কৃতম্ ॥১২
কদল্যটবিসংশোভং নারিকেলোপশোভিতম্।
সালৈস্তালৈস্তমালৈশ্চ তরুভিশ্চ সুপুষ্পিতৈঃ ॥১৩
অত্যন্তনিয়তাহারৈঃ শোভিতং পরমর্ষিভিঃ।
নাগৈঃ সুপর্ণৈর্গন্ধর্বৈঃ কিন্নরৈশ্চ সহস্রশঃ ॥১৪
জিতকামৈশ্চ সিদ্ধৈশ্চ চারণৈশ্চোপশোভিতম্।
আজৈর্বৈখানসৈর্মাষৈর্বালখিল্যৈর্মরীচিপৈঃ ॥১৫
দিব্যাভরণমাল্যাভির্দিব্যরূপাভিরাবৃতম্।
ক্রীড়ারতবিধিজ্ঞাভিরপ্সরোভিঃ সহস্রশঃ ॥১৬
সেবিতং দেবপত্নীভিঃ শ্রীমতীভিরুপাসিতম্।
দেব-দানবসঙ্ঘৈশ্চ চরিতং ত্বমৃতাশিভিঃ ॥১৭
হংস-ক্রৌঞ্চ-প্লবাকীর্ণং সারসৈঃ সম্প্রসাদিতম্।
বৈদূর্য্যপ্রস্তরং স্নিগ্ধং সান্দ্রং সাগরতেজসা ॥১৮
পাণ্ডুরাণি বিশালানি দিব্যমাল্যযুতানি চ।
তূর্য্যগীতাভিজুষ্টানি বিমানানি সমন্ততঃ ॥১৯
তপসা জিতলোকানাং কামগান্যভিসম্পতন্।
গন্ধর্বাপ্সরসশ্চৈব দদর্শ ধনদানুজঃ ॥২০
নির্য্যাসরসমূলানাং চন্দনানাং সহস্রশঃ।
বনানি পশ্যন্ সৌম্যানি ঘ্রাণতৃপ্তিকরাণি চ ॥২১
অগুরূণাঞ্চ জাত্যানাং ফলিনাঞ্চ সুগন্ধিনাম্ ॥২২

মুখসম্পন্ন এইরূপ গর্দভসকল যোজিত হইল। রাবণ এইরূপে রথে আরোহণ করিয়া নদ-নদীপতিসমুদ্রের তীরে গমন করিল। ৫-৭

রথের উপরিভাগে শ্বেতবর্ণ চামর ও ছত্র শোভা-পাইতে লাগিল। স্নিগ্ধ বৈদূর্য্যসদৃশ দীপ্তিশালী, তপ্ত স্বর্ণ অলঙ্কারে ভূষিত, দশানন, বিংশতিবাহু, সুদৃশ্য পরিচ্ছদ পরিহিত, দেবশত্রু, মুনিশ্রেষ্ঠহন্তা, দশমস্তক, দশশিখরযুক্ত পর্বতরাজ সদৃশ দশগ্রীব ও রাক্ষসরাজ রাবণ ইচ্ছানুসারে গমনশীল রথে আরোহণপূর্বক আকাশমণ্ডলে উত্থিত হইয়া মণ্ডলাকারবিদ্যুৎসমূহে ভূষিত এবং বলাকাসমন্বিত মেঘের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। ৮-১০

কুবেরের অনুজ ভ্রাতা রাবণ সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইয়া উহার নানাবিধ শোভা দর্শন করিল। সেই সমুদ্র-তীরে চতুর্দিকে পদ্মাকর সরোবর ছিল, তাহার জল উৎকৃষ্ট ও সুশীতল ছিল, সেই সরোবর হংস, ক্রৌঞ্চ, সারস ও ভেকগণে পূর্ণ ছিল। সরোবরের তীরে কদলীবনপরিবৃত ও বেদিযুক্ত বিশাল আশ্রমসমূহ শাল, তাল, তমাল প্রভৃতি বৃক্ষসমূহে সুশোভিত ছিল। ফল-পুষ্প সমন্বিত সহস্র সহস্র বৃক্ষ তাহার শোভা বর্দ্ধন করিত। জিতকাম, সিদ্ধ, চারণ, ব্রহ্মনন্দন, বৈখানস, মাষ, বালখিল্য, মরীচিপ প্রভৃতি অত্যন্ত নিয়তাহার মুনিগণ সেইস্থানে বিরাজ করেন, ক্রীড়া ও রতিবিষয়ে অভিজ্ঞ, দিব্য অলঙ্কারভূষিত, দিব্যমাল্যশোভিত, সহস্র সহস্র অপ্সরাগণসেবিত এবং দেবপত্নীগণ যেস্থানে উপাসনা করেন, অমৃতপায়ী দেবতা ও দানব সেইস্থানে বিচরণ করেন। বৈদূর্য্য ও প্রস্তর সমন্বিত সাগরসন্নিহিত বলিয়া শৈত্যযুক্ত, স্নিগ্ধ, বহু পর্বতে পরিব্যাপ্ত সহস্র সহস্র গন্ধর্ব, কিন্নর, নাগ ও সুপর্ণগণ শোভিত সাগরের নিকটস্থ জলবহুল প্রদেশ অবলোকন করত কিছুদূর গমন করিতে করিতে তপঃপ্রভাবে ঊর্দ্ধলোক প্রাপ্ত মহাত্মাদিগের তূর্য্যধ্বনির সহিত গীতবাদ্যের ধ্বনি শ্রবণ করিলেন এবং দেখিতে পাইলেন—সুবিস্তৃত দিব্যমাল্য ভূষিত, ইচ্ছানুসারে গমনসমর্থ পাণ্ডুরবর্ণ বহুতর বিমান, বহু গন্ধর্ব ও অপ্সরা সে স্থানে বিরাজ করিতেছে। ১১-২০

অনন্তর দেখিতে সুন্দর ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি-

পুষ্পাণি চ তমালস্য গুল্মানি মরিচস্য চ।
মুক্তানাঞ্চ সমূহানি শুষ্যমাণানি তীরতঃ ॥২৩
শৈলানি প্রবরাংশ্চৈব প্রবালনিচয়াংস্তথা।
কাঞ্চনানি চ শৃঙ্গাণি রাজতানি তথৈব চ ॥২৪
প্রস্রবাণি মনোজ্ঞানি প্রসন্নান্যদ্ভুতানি চ
ধনধান্যোপন্নানি স্ত্রীরত্নৈরাবৃতানি চ ॥২৫
হস্ত্যশ্ব-রথগাঢ়ানি নগরাণি বিলোকয়ন্।
তং সমং সর্বতঃ স্নিগ্ধং মৃদুসংস্পর্শমারুতম্ ॥২৬
অনূপে সিন্ধুরাজস্য দদর্শ ত্রিদিবোপমম্।
তত্রাপশ্যৎ স মেঘাভং ন্যগ্রোধং মুনিভির্বৃতম্ ॥২৭
সমন্তাদ্ যস্য তাঃ শাখাঃ শতযোজনমায়তাঃ।
যস্য হস্তিনমাদায় মহাকায়ঞ্চ কচ্ছপম্ ॥২৮
ভক্ষার্থং গরুড়ঃ শাখামাজগাম মহাবলঃ।
তস্য তাং সহসা শাখাং ভারেণ পতগোত্তমঃ ॥২৯
সুপর্ণঃ পর্ণবহুলাং বভঞ্জাথ মহাবলঃ।
তত্র বৈখানসা মাষা বালখিল্যা মরীচিপাঃ ॥৩০
অজা বভূবুর্ধূম্রাশ্চ সঙ্গতাঃ পরমর্ষয়ঃ।
তেষাং দয়ার্থং গরুড়স্তাং শাখাং শতযোজনাম্ ॥৩১
ভগ্নামাদায় বেগেন তৌ চোভৌ গজ-কচ্ছপৌ।
একপাদেন ধর্মাত্মা ভক্ষয়িত্বা তদামিষম্ ॥৩২
নিষাদবিষয়ং হত্বা শাখয়া পতগোত্তমঃ।
প্রহর্ষমতুলং লেভে মোক্ষয়িত্বা মহামুনীন্ ॥৩৩
স তু তেন প্রহর্ষেণ দ্বিগুণীকৃতবিক্রমঃ।
অমৃতানয়নার্থং বৈ চকার মতিমান্ মতিম্ ॥৩৪
অয়োজালানি নির্মথ্য ভিত্ত্বা রত্নগৃহং বরম্।
মহেন্দ্রভবনাদ্গুপ্তমাজহারামৃতং ততঃ ॥৩৫
তং মহর্ষিগণৈর্জুষ্টং সুপর্ণকৃতলক্ষণম্।
নাম্না সুভদ্রং ন্যগ্রোধং দদর্শ ধনদানুজঃ ॥৩৬
তং তু গত্বা পরং পারং সমুদ্রস্য নদীপতেঃ।
দদর্শাশ্রমমেকান্তে পুণ্যে রম্যে বনান্তরে ॥৩৭
তত্র কৃষ্ণাজিনধরং জটামণ্ডলধারিণম্।
দদর্শ নিয়তাহারং মারীচং নাম রাক্ষসম্ ॥৩৮

জনক সহস্র সহস্র চন্দন, উৎকৃষ্ট অগুরু, উৎকৃষ্ট ককোল ও যাহা যাহা হইতে নির্য্যাস নির্গত হয়, সেই সকল বৃক্ষের বন, উপবন, তমালের পুষ্প, মরিচের গুল্ম, সমুদ্রতীরস্থিত শুষ্ক মুক্তাসমূহ, পর্বত, উৎকৃষ্ট প্রবালনিচয়, স্বর্ণময় ও রৌপ্যময় শৃঙ্গ, মনোজ্ঞ ও অদ্ভুত চিত্তপ্রসাদক প্রস্রবণ, হস্তী, অশ্ব, রথ, ধন, ধান্য, স্ত্রীরত্নপরিবৃত বিবিধ নগর দর্শন করিতে করিতে সমুদ্রতীরে স্বর্গসদৃশ মৃদুস্পর্শ বায়ুযুক্ত সমতল স্নিগ্ধপ্রদেশে মুনিগণপরিবৃত মেঘসদৃশ দীপ্তিশালী এক বটবৃক্ষ তাহার নয়নগোচর হইল। ২১-২৭

সেই বৃক্ষের চতুর্দিকস্থ শাখাসকল শতযোজন বিস্তৃত ছিল। পক্ষিশ্রেষ্ঠ মহাবল গরুড় মহাকায় গজ ও কচ্ছপকে ভক্ষণের জন্য লইয়া আসিয়া যাহার বহুপত্রসমন্বিত শাখায় উপবেশন করত স্বীয় দেহভারে সহসা তাহা ভগ্ন করিয়াছিল। সেই শাখার নীচে ব্রহ্মনন্দন, বৈখানস, মাষ, বালখিল্য, ধূম্র ও মরীচিপ প্রভৃতি মহর্ষিগণ উপবিষ্ট ছিলেন। পক্ষিশ্রেষ্ঠ, বুদ্ধিমান্ ও ধর্মাত্মা গরুড় তাঁহাদিগের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া স্বীয় বেগে ভগ্ন শতযোজনবিস্তৃত সেই শাখা একপদে এবং অন্যপদে সেই হস্তী ও কচ্ছপকে ধারণ করত তাহাদিগের মাংস ভক্ষণপূর্বক মহর্ষিদিগকে মুক্ত করিয়াছিল এবং তাহা দ্বারা নিষাদরাজ্য বিনাশপূর্বক অনুপম হর্ষ লাভ করত দ্বিগুণ শক্তিসম্পন্ন হইয়া অমৃত আনয়নের জন্য কৃতনিশ্চয় হইল। অনন্তর লৌহনির্মিত জাল ছিন্ন ও উৎকৃষ্ট রত্ননির্মিত গৃহ ভগ্ন করিয়া মহেন্দ্রভবন হইতে সুরক্ষিত অমৃত আহরণ করিয়াছিল। ২৮-৩৫

কুবেরের কনিষ্ঠভ্রাতা রাবণ গরুড়কৃত শাখাভঙ্গচিহ্নযুক্ত ও সমাহিতচিত্ত মহর্ষিগণকর্তৃকসেবিত সুভদ্রনামক সেই বটবৃক্ষ দর্শন করিল। ৩৬

তথা হইতে নদীপতি সমুদ্রের পরপারে গমন করিয়া পবিত্র ও রমণীয় নির্জন কাননমধ্যে একপ্রান্তে এক আশ্রম দর্শন করিল। ৩৭

সেইস্থানে জটামণ্ডলধারী, ভোজনে সংযমী, কৃষ্ণমৃগের

স রাবণঃ সমাগম্য বিধিবত্তেন রক্ষসা।
মারীচেনার্চিতো রাজা সর্বকামৈরমানুষৈঃ ॥৩৯
তং স্বয়ং পূজয়িত্বা চ ভোজনেনোদকেন চ।
অর্থোপহিতয়া বাচা মারীচো বাক্যমব্রবীৎ ॥৪০
কচ্চিত্তে কুশলং রাজঁল্লঙ্কায়াং রাক্ষসেশ্বর।
কেনার্থেন পুনস্ত্বং বৈ তূর্ণমেব ইহাগতঃ ॥৪১
এবমুক্তো মহাতেজা মারীচেন স রাবণঃ।
ততঃ পশ্চাদিদং বাক্যমব্রবীদ্ বাক্যকোবিদঃ ॥৪২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে পঞ্চত্রিংশঃ সর্গঃ ॥

চর্মপরিহিত মারীচনামক রাক্ষসকে দেখিতে পাইল। রাবণ সেইস্থানে উপস্থিত হইলে মারীচরাক্ষস অমানুষভক্ষ্য সর্ববিধ কাম্যবস্তু দ্বারা তাহার অর্চনা করিল।৩৮-৩৯

মারীচ স্বয়ং তাহাকে ভোজ্য ও জল প্রদান করিয়া অভ্যর্থনা করত প্রয়োজনীয় বাক্যে জিজ্ঞাসা করিল।৪০

হে রাক্ষসাধিপতি! আপনার ও রাজধানী লঙ্কার মঙ্গল ত'? হে রাজন্! আপনি কি প্রয়োজনে পুনরায় এখানে আগমন করিয়াছেন? ৪১

মারীচ রাবণকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে তারপর বাক্‌পটু মহাতেজা রাবণ মারীচকে বলিতে লাগিল। ৪২

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে পঞ্চত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ষট্‌ত্রিংশঃ সর্গঃ

[মারীচসমীপে রাবণেন রামস্যাপরাধবর্ণনম্, তৎপত্নীং সীতাং হর্তুং সাহায্যায়ানুরোধশ্চ।]

মারীচ শ্রূয়তাং তাত বচনং মম ভাষতঃ।
আর্তোঽস্মি মম চার্তস্য ভবান্ হি পরমা গতিঃ ॥১
জানীষে ত্বং জনস্থানং ভ্রাতা যত্র খরো মম।
দূষণশ্চ মহাবাহুঃ স্বসা শূর্পণখা চ মে ॥২
ত্রিশিরাশ্চ মহাবাহু রাক্ষসঃ পিশিতাশনঃ।
অন্যে চ বহবঃ শূরা লব্ধলক্ষা নিশাচরাঃ ॥৩
বসন্তি মন্নিয়োগেন অধিবাসঞ্চ রাক্ষসাঃ।
বাধমানা মহারণ্যে মুনীন্ য ধর্মচারিণঃ ॥৪
চতুর্দশসহস্রাণি রক্ষাসং ভীমকর্মণাম্।
শূরাণাং লব্ধলক্ষাণাং খরচিত্তানুবর্তিনাম্ ॥৫
তে ত্বিদানীং জনস্থানে বসমানা মহাবলাঃ।
সঙ্গতা পরমায়ত্তা রামেণ সহ সংযুগে ॥৬

ষট্‌ত্রিংশ সর্গ

[মারীচের নিকট রাবণ কর্ত্তৃক রামের অপরাধ বর্ণন ও তৎপত্নী সীতাকে অপহরণের জন্য সহায়তা করিতে তাহাকে অনুরোধ।]

হে মারীচ! আমি বলিতেছি—তুমি আমার কথা শ্রবণ কর। হে তাত!, আমি আর্ত্ত হইয়া পড়িয়াছি, এক্ষণে তুমিই আমার পরম পতি। ১

আমার ভ্রাতা খর ও দূষণ এবং ভগিনী শূর্পণখা ও মাংসভোজী রাক্ষস মহাবাহু ত্রিশিরা এবং যাহাদের লক্ষ্য অব্যর্থ এইরূপ অন্য বহু বীর রাক্ষস আমার নির্দেশে অরণ্যবাসী ধর্মকর্মকারী মহর্ষিদিগকে পীড়িত করত জনস্থানে বাস করিত।২-৪

জনস্থানবাসী, খরচিত্তানুবর্ত্তী, যুদ্ধে উৎসাহী ও ভীমকর্মা চতুর্দশসহস্র বীর রাক্ষস মিলিত হইয়া রামের সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিল, পাদচারী মানুষ সেই রাম ক্রুদ্ধ হইয়াও কিছুমাত্র কর্কশ বাক্য না বলিয়া ধনুতে প্রযুক্ত বাণসমূহ দ্বারা খর, দূষণ, ত্রিশিরা ও চতুর্দশসহস্র উগ্রস্বভাব রাক্ষসকে নিহত করিয়া

নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ খরপ্রমুখরাক্ষসাঃ।
তেন সঞ্জাতরোষেণ রামেণ রণমূর্ধনি ॥৭
অনুক্ত্বা পরুষং কিঞ্চিচ্ছরৈর্ব্যাপারিতং ধনুঃ।
চতুর্দশসহস্রাণি রক্ষসামুগ্রতেজসাম্ ॥৮
নিহতানি শরৈর্দীপ্তৈর্মানুষেণ পদাতিনা।
খরশ্চ নিহতঃ সংখ্যে দূষণশ্চ নিপাতিতঃ ॥৯
হত্বা ত্রিশিরসং চাপি নির্ভয়া দণ্ডকাঃ কৃতাঃ।
পিত্রা নিরস্তঃ ক্রুদ্ধেন সভার্য্যঃ ক্ষীণজীবিতঃ ॥১০
স হন্তা তস্য সৈন্যস্য রামঃ ক্ষত্রিয়পাংসনঃ।
অশীলঃ কর্কশস্তীক্ষ্ণো মূর্খো লুব্ধোঽজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥১১
ত্যক্তধর্মা ত্বধর্মাত্মা ভূতানামহিতে রতঃ।
যেন বৈরং বিনারণ্যে সত্ত্বমাস্থায় কেবলম্ ॥১২
কর্ণ-নাসাপহারেণ ভগিনী মে বিরূপিতা।
অস্য ভার্য্যাং জনস্থানাৎ সীতাং সুরসুতোপমাম্ ॥১৩
আনয়িষ্যামি বিক্রম্য সহায়স্তত্র মে ভব।
ত্বয়া হ্যহং সহায়েন পার্শ্বস্থেন মহাবল ॥১৪
ভ্রাতৃভিশ্চ সুরান্ সর্বান্নাহমত্রাভিচিন্তয়ে।
তৎসহায়ো ভব ত্বং মে সমর্থো হ্যসি রাক্ষস ॥১৫
বীর্য্যে যুদ্ধে চ দর্পে চ নহ্যস্তি সদৃশস্তব।
উপায়তো মহাঞ্ছূরো মহামায়াবিশারদঃ ॥১৬
এতদর্থমহং প্রাপ্তস্ত্বৎসমীপং নিশাচর।
শৃণু তৎকর্ম সাহায্যে যৎকার্য্যং বচনান্মম ॥১৭
সৌবর্ণস্ত্বং মৃগো ভূত্বা চিত্রো রজতবিন্দুভিঃ।
আশ্রমে তস্য রামস্য সীতায়া প্রমুখে চর ॥১৮
ত্বাং তু নিঃসংশয়ং সীতা দৃষ্ট্বা তু মৃগরূপিণম্।
গৃহ্যতামিতি ভর্তারং লক্ষ্মণং চাভিধাস্যতি ॥১৯
ততস্তয়োরপায়ে তু শূন্যে সীতাং যথাসুখম্।
নিরাবাধো হরিষ্যামি রাহুশ্চন্দ্রপ্রভামিব ॥২০

দণ্ডকারণ্য ভয়শূন্য করিয়াছে। ইহার ক্রুদ্ধ পিতা ইহাকে ভার্য্যার সহিত নির্বাসিত করিয়াছে এবং ইহার জীবন ক্ষীণ হইতে চলিয়াছে। দুঃশীল, কর্কশভাষী, তীক্ষ্ণস্বভাব, মূর্খ, লুব্ধ, অজিতেন্দ্রিয়, ধর্মত্যাগী, অধর্মাত্মা, ক্ষীণজীবী ও ক্ষত্রিয়াধম রাম সমস্ত রাক্ষসসৈন্য বিনাশ করিয়াছে। রাম প্রাণিগণের অনিষ্টকারী শত্রুতার কারণ না থাকা সত্ত্বেও বলপূর্বক রাক্ষসসৈন্য বিনাশ করিয়াছে এবং আমার ভগিনী শূর্পণখার কর্ণ ও নাসিকা ছেদন করিয়া তাহাকে বিরূপা করিয়াছে বলিয়া দেবকন্যা সদৃশী তাহার ভার্য্যা সীতাকে আমি বলপূর্বক আনয়ন করিব, তুমি আমার সেই কার্য্যে সহায় হও। হে মহাবল! তুমি আমার পার্শ্বদেশে সহায়রূপে থাকিলে এবং আমার ভ্রাতারা আমার সহায় থাকিলে আমি দেবগণকেও গণ্য করি না। সেহেতু তুমি আমার সহায় হও; তুমি আমার সাহায্য করিতে সমর্থ। তুমি মহামায়ার প্রয়োগে নিপুণ ও উপায়দক্ষ, যুদ্ধে বীরত্বে বা দর্পে তোমার তুল্য কেহই নাই। হে রাক্ষস! আমি এই প্রয়োজনেই তোমার নিকটে আসিয়াছি, আমার সাহায্যার্থে তোমাকে যাহা করিতে হইবে, তাহা আমি বলিতেছি—শ্রবণ কর।৫-১৭

তুমি রজতবিন্দুসমূহে চিত্রিত স্বর্ণমৃগরূপে সেই রামের আশ্রমে গমন করিয়া সীতার সমক্ষে বিচরণ কর।১৮

সীতা মৃগরূপী তোমাকে দেখিয়া স্বামী রামকে ও দেবর লক্ষ্মণকে তোমায় গ্রহণ করিবার জন্য অবশ্যই বলিবে, ইহাতে কোনও সংশয় নাই।১৯

অনন্তর তাহারা তোমাকে ধরিবার জন্য দূরে গমন করিলে আমি আশ্রমে যাইয়া বিনা বাধায় যেরূপ রাহু চন্দ্রপ্রভা হরণ করে, সেইরূপ সীতাকে হরণ করিব।২০

তারপর রাম যখন ভার্য্যাহরণজন্য শোকে কাতর হইয়া পড়িবে, তখন আমি নির্ভয়ে কৃতার্থচিত্তে সুখে তাহাকে প্রহার করিব।২১

রাবণের মুখে রামের কথা শুনিয়া মহাত্মা মারীচের মুখ শুকাইয়া গেল এবং সে অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িল।২২

অনন্তর সেই মারীচ আর্ত ও মৃতপ্রায়সদৃশ হইয়া

ততঃ পশ্চাৎ সুখং রামে ভার্য্যাহরণকর্শিতে।
বিস্রব্ধং প্রহরিষ্যামি কৃতার্থেনান্তরাত্মনা ॥২১
তস্য রামকথাঃ শ্রুত্বা মারীচস্য মহাত্মনঃ।
শুষ্কং সমদ্ ভববক্ত্রং পরিত্রস্তো বভূব চ ॥২২
ওষ্ঠৌ পরিলিহঞ্ছুষ্কৌ নেত্রৈরনিমিষৈরিব।
মৃতভূত ইবার্তস্তু রাবণং সমুদৈক্ষত ॥২৩

অধর এবং ওষ্ঠলেহন করিতে করিতে অনিমেষনয়নে রাবণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল।২৩

মহাবনে অবস্থিত রামের পরাক্রমসম্বন্ধে অভিজ্ঞ

স রাবণং ত্রস্তবিষণ্ণচেতা
মহাবনে রামপরাক্রমজ্ঞঃ।
কৃতাঞ্জলিস্তত্ত্বমুবাচ বাক্যং
হিতঞ্চ তস্মৈ হিতমাত্মনশ্চ ॥২৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অরণ্যকাণ্ডে ষট্ত্রিংশঃ সর্গঃ

মারীচ বদ্ধাঞ্জলি হইয়া ভীত ও বিষাদিতচিত্তে রাবণকে তাহার ও নিজের হিতজনক প্রকৃত বাক্য বলিল।২৪

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে ষট্ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তত্রিংশঃ সর্গঃ

[শ্রীরামস্য গুণং প্রভাবঞ্চোক্ত্বা সীতাহরণতঃ প্রতিনিবৃত্তয়ে রাবণং প্রতি মারীচস্যোপদেশঃ।]

তচ্ছ্রুত্বা রাক্ষসেন্দ্রস্য বাক্যং বাক্যবিশারদঃ।
প্রত্যুবাচ মহাতেজা মারীচো রাক্ষসেশ্বরম্ ॥১
সুলভাঃ পুরুষা রাজন্ সততং প্রিয়বাদিনঃ।
অপ্রিয়স্য চ পথ্যস্য বক্তা শ্রোতা চ দুর্লভঃ ॥২
ন নূনং বুধ্যসে রামং মহাবীর্য্যগুণোন্নতম্।
অযুক্তচারশ্চপলো মহেন্দ্রবরুণোপমম্ ॥৩
অপি স্বস্তি ভবেত্তাত সর্বেষামপি রক্ষসাম্।
অপি রামো ন সংক্রুদ্ধঃ কুর্য্যাল্লোকানরাক্ষসান্ ॥৪
অপি তে জীবিতান্তায় নোৎপন্না জনকাত্মজা।
অপি সীতা নিমিত্তঞ্চ ন ভবেদ্ ব্যসনং মহৎ ॥৫
অপি ত্বামীশ্বরং প্রাপ্য কামবৃত্তং নিরঙ্কুশম্।
ন বিনশ্যেৎ পুরী লঙ্কা ত্বয়া সহ সরাক্ষসা ॥৬

সপ্তত্রিংশ সর্গ

[মারীচ কর্তৃক রাবণকে শ্রীরামের গুণ এবং প্রভাব শ্রবণ করাইয়া সীতাহরণ হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য উদ্যোগ।]

বাক্যপ্রয়োগে নিপুণ মহাতেজা মারীচ রাক্ষসেন্দ্র রাবণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাকে প্রত্যুত্তর প্রদান করিল।১

হে রাজন্! এইলোকে প্রিয়ভাষী ব্যক্তি নিরন্তরই সুলভ, কিন্তু অপ্রিয় অথচ হিতকর বাক্যের বক্তা ও শ্রোতা উভয়ই দুর্লভ।২

আপনি চঞ্চলস্বভাব ও চরনিয়োগে সম্যক্ প্রযত্ন করেন না, সুতরাং রাম যে মহাবীর ও গুণসম্পন্ন এবং মহেন্দ্র ও বরুণের তুল্য—ইহা বুঝিতে পারিতেছেন না, ইহা নিঃসন্দেহে মনে হয়।৩

হে তাত! সমস্ত রাক্ষসদিগের মঙ্গল হউক এবং রাম ক্রুদ্ধ হইয়া জগৎকে রাক্ষসহীন না করুন।৪

সীতার জন্ম আপনার জীবননাশের জন্য ত' হয় নাই? সুতরাং এইরূপ কিছু না হউক, যাহাতে জনক-দুহিতা সীতার জন্য আপনার মহা বিপদ উপস্থিত হয়?৫

আপনি যেরূপ স্বেচ্ছাচারী এবং আপনার প্রকৃতি যেরূপ উচ্ছৃঙ্খল, তাহাতে আপনার ন্যায় ব্যক্তিকে রাজারূপে লাভ করিয়া লঙ্কাপুরীর সহিত রাক্ষসকুল যেন

তদ্বিধঃ কামবৃত্তো হি দুঃশীলঃ পাপমন্ত্রিতঃ।
আত্মানং স্বজনং রাষ্ট্রং স রাজা হন্তি দুর্মতিঃ ॥৭
ন চ পিত্রা পরিত্যক্তো নামর্য্যাদঃ কথঞ্চন।
ন লুব্ধো ন চ দুঃশীলো ন চ ক্ষত্রিয়পাংসনঃ ॥৮
ন চ ধর্মগুণৈর্হীনঃ কৌসল্যানন্দবর্ধনঃ।
ন চ তীক্ষ্ণো হি ভূতানাং সর্বভূতহিতে রতঃ ॥৯
বঞ্চিতং পিতরং দৃষ্ট্বা কৈকয্যা সত্যবাদিনম্।
করিষ্যামিতি ধর্মাত্মা ততঃ প্রব্রজিতো বনম্ ॥১০
কৈকয্যাঃ প্রিয়কামার্থং পিতুর্দশরথস্য চ।
হিত্বা রাজ্যঞ্চ ভোগাংশ্চ প্রবিষ্টে দণ্ডকাবনম্ ॥১১
ন রামঃ কর্কশস্তাত নাবিদ্বান্ নাজিতেন্দ্রিয়ঃ।
অনৃতং ন শ্রুতং চৈব নৈব ত্বং বক্তুমর্হসি ॥১২
রামো বিগ্রহবান্ ধর্মঃ সাধুঃ সত্যপরাক্রমঃ।
রাজা সর্বস্য লোকস্য দেবানামিব বাসবঃ ॥১৩

কথং নু তস্য বৈদেহীং রক্ষিতাং স্বেন তেজসা।
ইচ্ছসি প্রসভং হর্তুং প্রভামিব বিবস্বতঃ ॥১৪
শরার্চিষমনাধৃষ্যং চাপখড়্গেন্ধনং রণে।
রামাগ্নিং সহসা দীপ্তং ন প্রবেষ্টুং ত্বমর্হসি ॥১৫
ধনুর্ব্যাদিতদীপ্তাস্যং শরার্চিষমমর্ষণঃ।
চাপ-বাণধরং তীক্ষ্ণং শত্রুসেনাপহারিণম্ ॥১৬
রাজ্যং সুখঞ্চ সন্ত্যজ্য জীবিতং চেষ্টমাত্মনঃ।
নাত্যাসাদয়িতুং তাত রামান্তকমিহার্হসি ॥১৭
অপ্রমেয়ং হি তত্তেজো যস্য সা জনকাত্মজা।
ন ত্বং সমর্থস্তাং হর্তুং রামচাপাশ্রয়াং বনে ॥১৮
তস্য বৈ নরসিংহস্য সিংহোরস্কস্য ভামিনী।
প্রাণেভ্যোঽপি প্রিয়তরা ভার্য্যা নিত্যমনুব্রতা ॥১৯
ন সা ধর্ষয়িতুং শক্যা মৈথিল্যোজস্বিনঃ প্রিয়াঃ।
দীপ্তস্যেব হুতাশস্য শিখা সীতা সুমধ্যমা ॥২০

বিনষ্ট না হয়? আপনার ন্যায় দুঃশীল, দুর্বুদ্ধি, স্বেচ্ছাচারী ও পাপীদিগের সহিত মন্ত্রণাকারী রাজা আত্মীয়বর্গ ও রাজ্যের সহিত নিজেকে বিনষ্ট করে।৬-৭

কৌশল্যার আনন্দবর্দ্ধনকারী ও সকল প্রাণীর হিতে নিরত সেই রাম প্রাণিগণের প্রতি তীক্ষ্নস্বভাব নহেন, লুব্ধ গুণসম্পন্ন, ধর্মহীন, মর্য্যাদাশূন্য ও অধম ক্ষত্রিয় নহে এবং পিতা তাঁহাকে পরিত্যাগও করেন নাই, বিশেষতঃ কৈকেয়ী পিতাকে বঞ্চনা করিতেছে দেখিয়া, পিতার বাক্যের সত্যতা প্রতিপন্ন করার অভিপ্রায়ে স্বয়ং বনে আগমন করিয়াছেন।৮-১০

তিনি পিতা দশরথ ও মাতা কৈকেয়ীর প্রিয় কার্য্য সাধনের জন্য রাজ্য ও ভোগসমুদয় পরিত্যাগ করিয়া দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয়াছেন।১১

হে তাত! তিনি অবিদ্বান, অজিতেন্দ্রিয় বা কর্কশ-স্বভাব নহেন এবং মিথ্যাচার তাঁহার শ্রবণগোচর হয় নাই, তাঁহাকে এইরূপ বলা আপনার উচিত নহে।১২

তিনি দেহধারী সাক্ষাৎ ধর্ম, সাধুস্বভাব ও সত্য-পরাক্রম, ইন্দ্র যেমন দেবগণের রাজা, সেইরূপ তিনিও সমগ্র জগতের রাজা। যেরূপ সূর্য্যের নিকট হইতে সূর্য্য-প্রভাকে পৃথক্ করা যায় না, সেইরূপ শ্রীরামরক্ষিতা সীতাকে কেহই হরণ করিতে পারিবে না। সুতরাং আপনি বলপূর্বক সীতাকে কেন হরণ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন? শ্রীরাম প্রজ্বলিত অগ্নিসদৃশ, তাঁহার বাণ সেই অগ্নির শিখা, ধনু ও খড়্গ ইন্ধন, সেই রামরূপ অপরাজেয় অনলে আপনার প্রবেশ করা উচিত নহে অর্থাৎ তাঁহার সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া আপনার উচিত নহে।১৩-১৫

হে তাত! আপনি রাজ্য, সুখ ও প্রিয়জীবন পরিত্যাগ করিয়া গুণযুক্ত ধনুই যাঁহার বিস্তৃত ও দীপ্ত বদন এবং বাণই যাঁহার শিখা যিনি ধনুর্বাণধারী, ক্রোধে পূর্ণ, শত্রুসেনাবিনাশী, সেই অমর্ষস্বভাব রামরূপ যমের নিকট গমন করিবেন না।১৬-১৭

জনকদুহিতা সেই সীতা যাঁহার পত্নী, তাঁহার তেজ অপ্রমেয়; শ্রীরামের ধনু আশ্রয় করিয়া সীতা বনে বাস করিতেছে, অতএব আপনার এমন কোন শক্তি নাই যে, আপনি সীতাকে হরণ করিতে সমর্থ হইবেন।১৮

যাঁহার বক্ষঃস্থল সিংহের বক্ষের ন্যায় উন্নত, মানব সমাজে যিনি সিংহসদৃশ পরাক্রমশালী ও তেজস্বী

কিমুদ্যমং ব্যর্থমিমং কৃত্বা তে রাক্ষসাধিপ।
দৃষ্টশ্চেৎ ত্বং রণে তেন তদন্তমুপজীবিতম্ ॥২১

জীবিতঞ্চ সুখঞ্চৈব রাজ্যঞ্চৈব সুদুর্লভম্।
যদীচ্ছসি চিরং ভোক্তুং মা কৃথা রামবিপ্রিয়ম্ ॥

স সর্বৈঃ সচিবৈঃ সার্ধং বিভীষণপুরস্কৃতৈঃ ॥২২

মন্ত্রয়িত্বা স ধর্মিষ্ঠৈঃ কৃত্বা নিশ্চয়মাত্মনঃ।
দোষাণাঞ্চ গুণানাঞ্চ সম্প্রধার্য্য বলাবলম্ ॥২৩

আত্মনশ্চ বলং জ্ঞাত্বা রাঘবস্য চ তত্ত্বতঃ।
হিতং হি তব নিশ্চিত্য ক্ষমং ত্বং কর্তুমর্হসি ॥২৪

অহং তু মন্যে তব ন ক্ষমং রণে
সমাগমং কোসল-রাজসূনুনা।
ইদং হি ভূয়ঃ শৃণু বাক্যমুত্তমং
ক্ষমঞ্চ যুক্তঞ্চ নিশাচরাধিপ ॥২৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অরণ্যকাণ্ডে সপ্তত্রিংশঃ সর্গঃ ॥

সেই রামের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা, নিয়ত অনুগতা, সুমধ্যমা, ভামিনী, মিথিলারাজদুহিতা সীতা প্রদীপ্ত অনলের শিখার ন্যায় অপরাজেয়া; আপনি তাঁহাকে বলাৎকার করিতে সমর্থ হইবেন না।১৯-২০

হে রাক্ষসরাজ! এই নিষ্ফল যত্ন করিয়া আপনার কি হইবে? রাম যদি আপনাকে যুদ্ধে দেখিতে পায়, তাহা হইলে আপনার রাজ্য, সুখ ও জীবন দুর্লভ হইবে, অর্থাৎ আপনার জীবন বিনষ্ট করিবে। যদি বহুকাল ধরিয়া বিষয়াদি ভোগ করিতে ইচ্ছুক থাকেন, তাহা হইলে আপনি রামের অপ্রিয় কার্য্য করিবেন না। আপনি বিভীষণ প্রভৃতি ধার্মিক অমাত্যদিগের সহিত মন্ত্রণা করিয়া কর্তব্যবিষয়ে নিশ্চয় করুন আপনার ও রামের বলাবল এবং দোষগুণ বিচারপূর্বক উভয়ের শক্তি বুঝিয়া যাহা হিতকর-কর্তব্য মনে করিবেন, তাহাই করুন।২১-২৩

হে রাক্ষসাধিপতে! আমি বিবেচনা করিয়া দেখিলাম, কোশলরাজতনয় রামের নিকটে যুদ্ধের জন্য গমন করা আপনার বিধেয় নহে, আমি পুনরায় আপনাকে যথোচিত যুক্তিযুক্ত বাক্য বলিতেছি, তাহা আপনি শ্রবণ করুন।২৪-২৫

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে সপ্তত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টত্রিংশঃ সর্গঃ

[অপরাধজনককার্য্যতঃ প্রতিনিবর্তনায় মারীচস্য বাধাদানম্ ।]

কদাচিদপ্যহং বীর্য্যাৎ পর্য্যটন্ পৃথিবীমিমাম্ ।
বলং নাগসহস্রস্য ধারয়ন্ পর্বতোপমঃ ॥১
নীল-জীমূতসঙ্কাশস্তপ্তকাঞ্চনকুণ্ডলঃ ।
ভয়ং লোকস্য জনয়ন্ কিরীটি পরিঘায়ুধঃ ॥২
ব্যচরন্ দণ্ডকারণ্যমৃষিমাংসানি ভক্ষয়ন্ ।
বিশ্বামিত্রোঽথ ধর্মাত্মা মদ্বিত্রস্তো মহামুনিঃ ॥৩
স্বয়ং গত্বা দশরথং নরেন্দ্রমিদমব্রবীৎ ।
অয়ং রক্ষতু মাং রামঃ পর্বকালে সমাহিতঃ ॥৪
মারীচান্মে ভয়ং ঘোরং সমুৎপন্নং নরেশ্বর ।
ইত্যেবমুক্তো ধর্মাত্মা রাজা দশরথস্তদা ॥৫
প্রত্যুবাচ মহাভাগং বিশ্বামিত্রং মহামুনিম্ ।
ঊনদ্বাদশবর্ষোঽয়মকৃতাস্ত্রশ্চ রাঘবঃ (ক) ॥৬
কামং তু মম তৎসৈন্যং ময়া সহ গমিষ্যতি ।
বলেন চতুরঙ্গেণ স্বয়মেত্য নিশাচরম্ ॥৭
বধিষ্যামি মুনিশ্রেষ্ঠ শত্রুং তব যথেপ্সিতম্ ।
এবমুক্তঃ স তু মুনী রাজানমিদমব্রবীৎ ॥৮
রামান্নান্যদ্ বলং লোকে পর্য্যাপ্তং তস্য রক্ষসঃ ।
দেবতানামপি ভবান্ সমরেষ্বভিপালকঃ ॥৯
আসীৎ তব কৃতং কর্ম ত্রিলোকবিদিতং নৃপ ।
কামমস্তি মহৎ সৈন্যং তিষ্ঠত্বিহ পরন্তপ ॥১০
বালোঽপ্যেষ মহাতেজাঃ সমর্থস্তস্য নিগ্রহে ।
গমিষ্যে রামমাদায় স্বস্তি তেঽস্তু পরন্তপ ॥১১
ইত্যেবমুক্ত্বা স মুনিস্তমাদায় নৃপাত্মজম্ ।
জগাম পরমপ্রীতো বিশ্বামিত্রঃ স্বমাশ্রমম্ ॥১২

অষ্টত্রিংশ সর্গ

[রাবণকে অপরাধজনক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে মারীচের বাধা দান ।]

এক সময়ে আমি স্বীয় পরাক্রমবশতঃ পর্বতের মত শরীর ধারণ করিয়া পৃথিবী ভ্রমণ করিয়াছিলাম, সেই সময়ে আমার শরীরে সহস্র হস্তীর বল ছিল ।১

আমার শরীর নীলমেঘের তুল্য কাল বর্ণ ছিল। আমার কর্ণে সুবর্ণ কুণ্ডল, মস্তকে কিরীট ও হাতে পরিঘ অস্ত্র ছিল, আমি জগতের ভয় উৎপাদন করিতাম ।২

আমি দণ্ডকারণ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে ঋষিদিগের মাংস ভক্ষণ করিতাম । অনন্তর ধর্মাত্মা মহামুনি বিশ্বামিত্র আমার ভয়ে ভীত হইয়া পড়িলেন, তিনি স্বয়ং নরেন্দ্র দশরথের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে বলিলেন,—হে নরেশ্বর ! মারীচ হইতে আমার ঘোরতর ভয় উপস্থিত হইয়াছে, অতএব অদ্য আমি যখন যজ্ঞ করিব, রাম তখন সতর্ক থাকিয়া আমাকে রক্ষা করুক । তিনি ধর্মাত্মা রাজা দশরথকে এইরূপ বলিলে তখন রাজা মহাভাগ মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্রকে প্রত্যুত্তরে বলিলেন । রঘুকুলনন্দন এই রামের বয়স এখনও দ্বাদশ বর্ষ পূর্ণ হয় নাই এবং সে এখনও অস্ত্রবিদ্যায় নৈপুণ্য অর্জন করে নাই । যদি আপনার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে আমি আপনার সহিত যাইতে প্রস্তুত আছি এবং আমার সহিত আমার সৈন্যও যাইবে। হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! আমি স্বয়ংই চতুরঙ্গ সৈন্যের সহিত তথায় যাইয়া আপনার যথাভিলষিত শত্রু রাক্ষসকে বধ করিব। রাজা এইরূপ বলিলে পর সেই মুনি তাঁহাকে বলিলেন ।৩-৮

রাম ভিন্ন অন্য কোন সৈন্য সেই রাক্ষসকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইবে না । হে নৃপ ! যুদ্ধে আপনি দেবগণেরও রক্ষাকর্তা, আপনার কর্মক্ষমতা ত্রিলোকে বিখ্যাত, এবং আপনার সুমহৎ সৈন্য আছে—ইহাও আমি স্বীকার করি, কিন্তু হে শত্রুতাপন ! সেই সৈন্য আপনার সহিত এখানেই থাকুক, কেননা, এই মহাতেজা রাম

পাঠান্তর :—(ক) ঊনষোড়শবর্ষোঽয়মকৃতাস্ত্রশ্চ রাঘবঃ ।

তং তথা দণ্ডকারণ্যে যজ্ঞমুদ্দিশ্য দীক্ষিতম্ ।
বুভুবোপস্থিতো রামশ্চিত্রং বিস্ফারয়ন্ ধনুঃ ॥১৩
অজাতব্যঞ্জনঃ শ্রীমান্ বালঃ শ্যামঃ শুভেক্ষণঃ ।
একবস্ত্রধরো ধন্বী শিখী কণকমালয়া ॥১৪
শোভয়ন্ দণ্ডকারণ্যং দীপ্তেন স্বেন তেজসা ।
অদৃশ্যত তদা রামো বালচন্দ্র ইবোদিতঃ ॥১৫
ততোঽহং মেঘসঙ্কাশস্তপ্তকাঞ্চনকুণ্ডলঃ ।
বলী দত্তবরো দর্পাদাজগামাশ্রমান্তরম্ ॥১৬
তেন দৃষ্টঃ প্রবিষ্টোঽহং সহসৈবোদ্যতায়ুধঃ ।
মাং তু দৃষ্ট্বা ধনুঃ রাজ্যমসম্ভ্রান্তশ্চকার হ ॥১৭
অবজানন্ন সম্মোহাদ্ বালোঽয়মিতি রাঘবম্ ।
বিশ্বামিত্রস্য তাং বেদিমভ্যধাবং কৃতত্বরঃ ॥১৮

তেন মুক্তস্ততো বাণঃ শিতঃ শত্রুনিবর্হণঃ ।
তেনাহং তাড়িতঃ ক্ষিপ্তঃ সমুদ্রে শতযোজনে ॥১৯
নেচ্ছতা তাত মাং হন্তুং তদা বীরেণ রক্ষিতঃ ।
রামস্য শরবেগেণ নিরস্তো ভ্রান্তচেতনঃ ॥২০
পতিতোঽহং তদা তেন গম্ভীরে সাগরাম্ভসি ।
প্রাপ্য সংজ্ঞাং চিরাত্তাত লঙ্কাং প্রতি গতঃ পুরীম্ ॥২১
এবমস্মি তদা ভুক্তঃ সহায়াস্তে নিপাতিতাঃ ।
অকৃতাস্ত্রেণ রামেণ বালেনাক্লিষ্টকর্মণা ॥২২
তন্ময়া বার্য্যমাণস্ত্ব যদি রামেণ বিগ্রহম্ ।
করিষ্যস্যাপদং ঘোরাং ক্ষিপ্রং প্রাপ্য ন শিষ্যসি ॥২৩
ক্রীড়া-রতিবিধিজ্ঞানাং সমাজোৎসবদর্শিনাম্ ।
রক্ষসাঞ্চৈব সন্তাপমনর্থং চাহরিষ্যসি ॥২৪

বালক হইয়াও সেই রাক্ষস নিগ্রহ করিতে সমর্থ হইবে, হে রিপুনাশন! আমি রামকেই লইয়া যাইব, আপনার পরম মঙ্গল হউক।৯-১১

মুনি বিশ্বামিত্র রাজা দশরথকে ঐরূপ বলিয়া তাঁহার পুত্র (লক্ষ্মণের সহিত) রামকে সঙ্গে লইয়া পরমানন্দে স্বীয় আশ্রমে গমন করিলেন।১২

অনন্তর তিনি দণ্ডকারণ্যে উপস্থিত হইয়া যজ্ঞ করিবার জন্য দীক্ষিত হইলেন। রাম বিচিত্রধনু বিস্ফারণ করত বিশ্বামিত্রের নিকট অবস্থান করিতে লাগিলেন। শ্রীরামের তখনও যৌবনের চিহ্নস্বরূপ শ্মশ্রু জন্মে নাই, তাঁহার বর্ণ শ্যাম, কাকপক্ষ অর্থাৎ জুলফি এবং নয়নযুগল অতি সুন্দর, পরিধানে একটিমাত্র বস্ত্র, সুন্দর শিখা, গলদেশ স্বর্ণমাল্যে ভূষিত ছিল।১৩-১৪

তখন তিনি তাঁহার স্বীয় প্রদীপ্ত তেজে দণ্ডকারণ্য শোভিত করিলেন, তাঁহাকে সদ্য উদিত বালচন্দ্রের ন্যায় দেখা যাইতে লাগিল।১৫

অনন্তর তপ্ত স্বর্ণনির্ম্মিত-কুণ্ডলধারী বলবান্ আমি মেঘের মত হইয়া অভয়প্রাপ্ত বরের দর্পে সেই আশ্রমমধ্যে গমন করিলাম।১৬

আমি অস্ত্র উদ্যত করিয়া সহসা যখন তথায় প্রবেশ করিলাম, তখন হঠাৎ রঘুনন্দন রাম আমাকে দেখিতে পাইলেন এবং আমাকে দেখিয়া অসম্ভ্রান্তভাবে ধনুতে জ্যা (গুণ) যোজন করিলেন।১৭

কিন্তু আমি মোহবশতঃ রঘুনন্দন রামকে বালক মনে করিয়া অবজ্ঞা করত ক্ষিপ্রগতিতে বিশ্বামিত্রের সেই যজ্ঞ বেদির অভিমুখে ধাবিত হইলাম।১৮

তারপর রাম শত্রুবিনাশন এক শাণিত বাণ নিক্ষেপ করিলেন। আমি তাঁহার বাণে তাড়িত হইয়া শতযোজন দূর সমুদ্রমধ্যে নিক্ষিপ্ত হইলাম।১৯

হে তাত! তখন বীর রাম ইচ্ছাপূর্বকই আমাকে বধ না করিয়া রক্ষা করিলেন। আমি তাঁহার বাণবেগে নিক্ষিপ্ত হইয়া সংজ্ঞাহীন অবস্থায় গভীর সাগর জলে পতিত হইলাম এবং বহুক্ষণ পরে সংজ্ঞালাভ করিয়া লঙ্কাপুরীতে প্রত্যাগমন করিলাম।২০-২১

হে তাত! তখন অক্লিষ্টকর্মা সেই রাম বালক ছিলেন এবং অস্ত্রচালনে তাঁহার নৈপুণ্য ছিল না। তিনি আমার সাহায্যকারীদিগকে নিহত করিয়া আমাকে রাখিয়াছেন।২২

অতএব আমি আপনাকে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে নিষেধ করিতেছি। তথাপি যদি আপনি তাঁহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, তবে শীঘ্রই ভয়ঙ্কর বিপদে পতিত হইয়া বিনষ্ট হইবেন। ক্রীড়া ও রতিবিষয়ে অভিজ্ঞ,

হর্ম্য-প্রাসাদসংবাধাং নানারত্নবিভূষিতাম্।
দ্রক্ষ্যসি ত্বং পুরীং লঙ্কাং বিনষ্টাং মৈথিলীকৃতে ॥২৫
অকুর্বন্তোঽপি পাপানি শুচয়ঃ পাপসংশ্রয়াৎ।
পরপাপৈর্বিনশ্যন্তি মৎস্যা নাগহ্রদে যথা ॥২৬
দিব্যচন্দনদিগ্ধাঙ্গান্ দিব্যাভরণভূষিতান্।
দ্রক্ষ্যস্যভিহতান্ ভূমৌ তব দোষাত্তু রাক্ষসান্ ॥২৭
হৃতদারান্ সদারাংশ্চ দশ বিদ্রবতো দিশঃ।
হতশেষানশরণান্ দ্রক্ষ্যসি ত্বং নিশাচরান্ ॥২৮
শরজালপরিক্ষিপ্তামগ্নিজ্বালাসমাবৃতাম্।
প্রদগ্ধভবনাং লঙ্কাং দ্রক্ষ্যসি ত্বমসংশয়ম্ ॥২৯
পরদারাভিমর্শাত্তু নান্যৎ পাপতরং মহৎ।
প্রমদানাং সহস্রাণি তব রাজন্ পরিগ্রহে ॥৩০
ভব স্বদারনিরতঃ স্বকুলং রক্ষ রাক্ষসান্।
মানং বৃদ্ধিঞ্চ রাজ্যঞ্চ জীবিতং চেষ্টমাত্মনঃ ॥৩১
কলত্রাণি চ সৌম্যানি মিত্রবর্গং তথৈব চ।
যদিচ্ছসি চিরং ভোক্তুং মা কৃথা রামবিপ্রিয়ম্ ॥৩২
নিবার্য্যমাণঃ সুহৃদা ময়া ভৃশং
প্রসহ্য সীতাং যদি ধর্ষয়িষ্যসি।
গমিষ্যসি ক্ষীণবলঃ সবান্ধবো
যমক্ষয়ং রামশরাস্তজীবিতঃ ॥৩৩

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অরণ্যকাণ্ডে অষ্টত্রিংশঃ সর্গঃ।

সামাজিক উৎসব দ্রষ্টা রাক্ষসদিগের অকারণ দুঃখ ও অনর্থ কেন আনিতেছেন? ২৩-২৪

হর্ম্য, ও প্রাসাদে পূর্ণ এবং নানা রত্নভূষিত লঙ্কা-নগরীকে মিথিলারাজদুহিতা সীতার জন্য বিনষ্টা দেখিতে পাইবেন।২৫

যাঁহারা অত্যন্ত পবিত্রভাবে জীবন যাপন করেন এবং কিছুমাত্র পাপাচরণ করেন না, তাঁহারাও পাপীর আশ্রয়ে থাকিয়া নাগপূর্ণ-হ্রদের মধ্যে বাসকারী মৎস্যদিগের ন্যায় পরপাপে বিনষ্ট হন।২৬

আপনি নিজের দোষে দিব্য অলঙ্কারেভূষিত ও দিব্য চন্দনলিপ্ত দেহধারী রাক্ষসদিগকে নিহত ও ভূতলে পতিত দেখিতে পাইবেন।২৭

হতাবশিষ্ট নিরাশ্রয় রাক্ষসদিগের মধ্যে অনেকে ভার্য্যা পরিত্যাগ করিয়া, অনেকে বা ভার্য্যার সহিত দশদিকে পলায়ন করিতেছে—ইহাও আপনার নয়নগোচর হইবে।২৮

আপনি লঙ্কানগরীকেও বাণজালে পূর্ণ ও অগ্নি-শিখা সমাবৃত এবং সেখানকার গৃহসকল দগ্ধ দেখিতে পাইবেন—ইহাতে সন্দেহ নাই।২৯

হে রাজন্! বলপূর্বক পরস্ত্রীগমন অপেক্ষা মহাপাতক আর নাই, আপনার গৃহে সহস্র যুবতী আছে। আপনি স্বীয় ভার্য্যাদিগের প্রতিই আসক্ত হউন, স্বীয় বংশ ও রাক্ষসকুল রক্ষা করুন এবং স্বীয় মান বৃদ্ধি করুন। নিজের জীবন, প্রিয়দর্শন ভার্য্যাসমুদয় ও মিত্রবর্গকে রক্ষা করুন।৩০-৩১

যদি বহুকাল ধরিয়া ভোগ করিবার বাসনা থাকে, তাহা হইলে আপনার অন্তঃপুরে সহস্র সহস্র সুন্দরী ভার্য্যা আছে এবং মিত্রবর্গ আছে, তাহাদিগকে ভোগ করুন, তথাপি রামের অপ্রিয় কার্য্য করিবেন না।৩২

আমি আপনার সুহৃৎ, আমি আপনাকে বারবার নিবারিত করিতেছি, তথাপি যদি আপনি বলপূর্বক সীতাকে ধর্ষণ করেন, তাহা হইলে রামের বাণে বান্ধবগণের সহিত ক্ষীণবল ও হত হইয়া যমালয়ে গমন করিবেন।৩৩

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে অষ্টত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ঊনচত্বারিংশঃ সর্গঃ

[রাবণং বোধয়িতুং মারীচস্য যত্নঃ ।]

এবমস্মি তদা মুক্তঃ কথঞ্চিত্তেন সংযুগে ।
ইদানীমপি যদ্বৃত্তং তচ্ছৃণুষ্ব যদুত্তরম্ ॥১
রাক্ষসাভ্যামহং দ্বাভ্যামনির্বিণ্ণস্তথাকৃতঃ ।
সহিতো মৃগরূপাভ্যাং প্রবিষ্টো দণ্ডকাবনে ॥২
দীপ্তজিহ্বো মহাদংষ্ট্রস্তীক্ষ্ণশৃঙ্গো মহাবলঃ ।
ব্যচরং দণ্ডকারণ্যং মাংসভক্ষো মহামৃগঃ ॥৩
অগ্নিহোত্রেষু তীর্থেষু চৈত্যবৃক্ষেষু রাবণ ।
অত্যন্তঘোরো ব্যচরং তাপসাংস্তান্ প্রধর্ষয়ন্ ॥৪
নিহত্য দণ্ডকারণ্যে তাপসান্ ধর্মচারিণঃ ।
রুধিরাণি পিবংস্তেষাং তন্মাংসানি চ ভক্ষয়ন্ ॥৫
ঋষিমাংসাশনঃ ক্রূরস্ত্রাসয়ন্ বনগোচরন্ ।
তদা রুধিরমত্তোঽহং ব্যচরং দণ্ডকাবনম্ ॥৬
তদাহং দণ্ডকারণ্যে বিচরন্ ধর্মদূষকঃ ।
আসাদয়ং তদা রামং তাপসং ধর্মমাশ্রিতম্ ॥৭
বৈদেহীঞ্চ মহাভাগাং লক্ষ্মণঞ্চ মহারথম্ ।
তাপসং নিয়তাহারং সর্বভূতহিতে রতম্ ॥৮
সোঽহং বনগতং রামং পরিভূয় মহাবলম্ ।
তাপসোঽয়মিতি জ্ঞাত্বা পূর্ববৈরমনুস্মরন্ ॥৯
অভ্যধাবং সুসংক্রুদ্ধস্তীক্ষ্ণশৃঙ্গো মৃগাকৃতিঃ ।
জিঘাংসুরকৃতপ্রজ্ঞস্তং প্রহারমনুস্মরন্ ॥১০

ঊনচত্বারিংশ সর্গ

[মারীচ কর্তৃক রাবণকে বুঝাইবার চেষ্টা]

এইরূপে আমি যুদ্ধে সেইসময় রামের হাত হইতে মুক্ত হইয়াছি, বর্তমান কালেও যাহা ঘটিয়াছে—এক্ষণে তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন ।১

হে রাবণ ! শ্রীরাম পুর্বে আমার দুর্দশা করিয়াছিল, তথাপি আমি অনুতপ্ত না হইয়া মৃগরূপী দুই রাক্ষসের সহিত দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিলাম ।২

আমার জিহ্বা অগ্নিতুল্য দীপ্ত, দন্ত বৃহৎ ও শৃঙ্গ তীক্ষ্ণ ছিল এবং শরীরে প্রভূত শক্তি ছিল। মাংসভোজী আমি মহামৃগের রূপ ধারণ করিয়া দণ্ডকারণ্যে বিচরণ করিতে লাগিলাম ।৩

আমি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করিয়া যজ্ঞাগ্নি-গৃহে, তীর্থে, ও পবিত্র-বৃক্ষে তাপসদিগকে পরাভূত করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলাম ।৪

আমি ধর্মচারী তপস্বীদিগকে বিনাশপূর্বক তাঁহাদিগের রক্তপান ও মাংসভক্ষণ করিতে লাগিলাম। ঋষিমাংসভোজী, ক্রূরস্বভাব ও রুধিরপানমত্ত আমি বনবাসীদিগের ভয় উৎপাদন করত দণ্ডকারণ্যে বিচরণ করিতে লাগিলাম ।৫-৬

আমি ধর্মবিরোধী হইয়া দণ্ডকারণ্যে বিচরণ করিতে করিতে ধর্মাশ্রয়ী রাম, মহাভাগ্যবতী সীতা ও সমস্ত প্রাণিগণের হিতে নিরত, তপস্বী এবং মহারথ লক্ষ্মণের নিকটবর্ত্তী হইলাম ।৭-৮

সেই আমি তীক্ষ্ণ-শৃঙ্গধারী মৃগের আকৃতি ধারণ করিয়া পূর্বতন শত্রুভাব ও প্রহার স্মরণ করত নির্বুদ্ধিতা-বশতঃ বনবাসী বলবান্ রামকে তাপসধর্মনিরত জানিয়া পরাভব করত বধ করিতে অভিলাষী হইয়া সক্রোধে তাঁহার অভিমুখে ধাবিত হইলাম ।৯-১০

তিনি মহাধনু আকর্ষণ পূর্বক তিনটি শাণিত বাণ পরিত্যাগ করিলেন। শত্রুবিনাশী, বায়ু ও গরুড় সদৃশ গতিশীল, বজ্রসদৃশ অতি ভয়ঙ্কর, রক্তপায়ী ও আনত-

তেন ত্যক্তাস্ত্রয়ো বাণাঃ শিতাঃ শক্রনিবর্হণাঃ।
বিকৃত্য সুমহচ্চাপং সুপর্ণানিলতুল্যগাঃ ॥১১
তে বাণা বজ্রসঙ্কাশাঃ সুঘোরা রক্তভোজনাঃ।
আজগ্মুঃ সহিতাঃ সর্বে ত্রয়ঃ সন্নতপর্বণঃ ॥১২
পরাক্রমজ্ঞো রামস্য শঠো দৃষ্টভয়ঃ পুরা।
সমুৎক্রান্তস্ততো মুক্তস্তাবুভৌ রাক্ষসৌ হতৌ ॥১৩
শরেণ মুক্তো রামস্য কথঞ্চিৎ প্রাপ্য জীবিতম্।
ইহ প্রব্রজিতো যুক্তস্তাপসোঽহং সমাহিতঃ ॥১৪
বৃক্ষে বৃক্ষে হি পশ্যামি চীর-কৃষ্ণাজিনাম্বরম্।
গৃহীতধনুষং রামং পাশহস্তমিবান্তকম্ ॥১৫
অপি রামসহস্রাণি ভীতঃ পশ্যামি রাবণ।
রামভূতমিদং সর্বমরণ্যং প্রতিভাতি মে ॥১৬
রামমেব হি পশ্যামি রহিতে রাক্ষসেশ্বর।
দৃষ্ট্বা স্বপ্নগতং রামমুদ্ভ্রামামি বিচেতনঃ ॥১৭
রকারাদীনি নামানি রামত্রস্তস্য রাবণ।
রত্নানি চ রথাশ্চৈব বিত্রাসং জনয়ন্তি মে ॥১৮
অহং তস্য প্রভাবজ্ঞো ন যুদ্ধং তেন তে ক্ষমম্।
বলিং বা নমুচিং বাপি হন্যাদ্ধি রঘুনন্দনঃ ॥১৯
রণে রামেণ যুধ্যস্ব ক্ষমাং বা কুরু রাবণ।
ন তে রামকথা কার্য্যা যদি মাং দ্রষ্টুমিচ্ছসি ॥২০
বহবঃ সাধবো লোকে যুক্তা ধর্ম্মমনুষ্ঠিতাঃ।
পরেষামপরাধেন বিনষ্টাঃ সপরিচ্ছদাঃ ॥২১
সোঽহং পরাপরাধেন বিনশেয়ং নিশাচর।
কুরু যত্তে ক্ষমং তত্ত্বমহং ত্বাং নানুযামি বৈ ॥২২
রামশ্চ হি মহাতেজা মহাসত্ত্বো মহাবনঃ।
অপি রাক্ষসলোকস্য ভবেদন্তকরোঽপি হি ॥২৩
যদি শূর্পণখাহেতোর্জনস্থানগতঃ খরঃ।

পর্ব সেই তিন বাণ মিলিত হইয়া আমাদিগের অভিমুখে আসিতে লাগিল। আমি ধূর্ত এবং পূর্বে একবার রাম হইতে ভয় পাইয়াছিলাম বলিয়া তাহার পরাক্রম বিশেষভাবে অবগত ছিলাম, সেইজন্য বাণ আসিতে দেখিয়া পলাইয়া গিয়া রক্ষা পাইলাম। কিন্তু আমার সহযাত্রী সেই রাক্ষসদ্বয় নিহত হইল।১১-১৩

হে রাবণ! আমি কোনও প্রকারে রামের বাণ হইতে মুক্ত হইয়া ও জীবনলাভ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করত এইস্থানে আসিয়া যোগোভ্যাসে সমাহিতচিত্ত হইয়া তপস্যা করিতেছি।১৪

সেই হইতে আমি পাশধারী যমের মত চীর ও কৃষ্ণাজিন পরিহিত ধনুর্ধারী সেই রামকে প্রতি বৃক্ষেই দেখিতে পাই।১৫

আমি ভীত হইয়া নিরন্তর সহস্র সহস্র রামকে দেখি, এই সমগ্র অরণ্যই যে আমার নিকটে রামময় বলিয়া বোধ হয়। হে রাক্ষসেশ্বর! রামবিহীন প্রদেশেও কেবল সেই রামকেই দেখিতে পাই। স্বপ্নেও তাহাকে দেখিয়া অচেতনের ন্যায় ইতস্তত ধাবিত হই। হে রাবণ! আপনাকে আমি আর অধিক কি বলিব? আমি রাম হইতে এইরূপ ভয় পাইয়াছি যে, রত্ন, রথ প্রভৃতি যে যে শব্দের প্রথমে রকার আছে, সেই সকল শব্দ শুনিলেও আমার ভয় হয়। আমি রঘুনন্দন রামের পরাক্রম বিশেষরূপে অবগত আছি, অতএব তাঁহার সহিত যুদ্ধ করা আপনার উচিত নহে। কারণ, তিনি ইচ্ছা করিলে বলি বা নমুচিকেও বধ করিতে পারেন।১৬-১৯

হে রাবণ! আপনি রামের সহিত যুদ্ধই করুন বা ক্ষান্তই হউন, যদি আমাকে দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আমার নিকটে তাঁহার কথা আর বলিবেন না। ইহলোকে ধর্মানুষ্ঠানরত যোগী অনেক সাধু পরের অপরাধে বান্ধববর্গের সহিত বিনষ্ট হইয়াছেন, সেইরূপ আমারও অন্যের অপরাধে বিনষ্ট হইবার আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে। হে রাক্ষসরাজ! আপনি যাহা সঙ্গত মনে করেন, তাহাই করুন, কিন্তু আমি আপনার অনুগামী হইব না।২০-২২

সেই মহাতেজা, মহাপ্রাজ্ঞ, মহাবল ও অক্লিষ্টকর্মা

অতিবৃত্তো হতঃ পূর্ব্বং রামেণাক্লিষ্টকর্মণা।
অত্র ব্রূহি যথাতত্ত্বং কো রামস্য ব্যতিক্রমঃ ॥২৪
ইদং বচো বন্ধুহিতার্থিনা ময়া
যথোচ্যমানং যদি নাভিপৎস্যসে।
সবান্ধবস্ত্যক্ষ্যসি জীবিতং রণে
হতোঽদ্য রামেণ শরৈরজিহ্মগৈঃ ॥২৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে ঊনচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥

রাম নিশ্চয়ই রাক্ষসলোকের বিনাশকারী হইবেন, এইরূপ সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। যদিও পূর্বে জনস্থানবাসী দুরাচার খর শূর্পণখার জন্য রামের হস্তে নিহত হইয়াছে, সে বিষয়ে রামের দোষ কি? তাহা আপনি যথার্থরূপে বলুন।২৩-২৪

আপনি আমার বন্ধু, সে জন্যই আমি আপনার হিতের জন্য এই যথার্থ বাক্য বলিলাম, যদি আপনি আমার কথা পালন না করেন, তাহা হইলে যুদ্ধে বান্ধববর্গের সহিত রামের অকুটিল বাণে নিহত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিবেন।২৫

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে ঊনচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

চত্বারিংশঃ সর্গঃ

[সীতাহরণে সাহায্যবিধানায় মারীচং প্রতি রাবণস্যানুরোধঃ, ভয়প্রদর্শনঞ্চ।]

মারীচস্য তু তদ্‌বাক্যং ক্ষমং যুক্তঞ্চ রাবণ।
উক্তো ন প্রতিজগ্রাহ মর্তুকাম ইবৌষধম্ ॥১
তং পথ্যহিতবক্তারং মারীচং রাক্ষসাধিপঃ।
অব্রবীৎ পরুষং বাক্যমযুক্তং কালচোদিতঃ ॥২
দুষ্কুলৈতদযুক্তার্থং মারীচ ময়ি কথ্যতে।
বাক্যং নিষ্ফলমত্যর্থং বীজমুপ্তমিবোষরে ॥৩
ত্বদ্বাক্যৈর্ন তু মাং শক্যং ভেত্তুং রামস্য সংযুগে।
মূর্খস্য পাপশীলস্য মানুষস্য বিশেষতঃ ॥৪
যস্ত্যক্ত্বা সুহৃদো রাজ্যং মাতরং পিতরং তথা।
স্ত্রীবাক্যং প্রাকৃতং শ্রুত্বা বনমেকপদে গতঃ ॥৫
অবশ্যং তু ময়া তস্য সংযুগে খরঘাতিনঃ।
প্রাণৈঃ প্রিয়তরা সীতা হর্তব্যা তব সন্নিধৌ ॥৬
এবং মে নিশ্চিতা বুদ্ধির্হৃদি মারীচ বিদ্যতে।
ন ব্যাবর্তয়িতুং শক্যা সেন্দ্রৈরপি সুরাসুরৈঃ ॥৭
দোষং গুণং বা সংপৃষ্টস্ত্বমেবং বক্তুমর্হসি।
অপায়ং বা উপায়ং বা কার্য্যস্যাস্য বিনিশ্চয়ে ॥৮

চত্বারিংশ সর্গ

[সীতাহরণের জন্য সাহায্য করিতে মারীচকে রাবণের অনুরোধ ও ভয় প্রদর্শন।]

যেরূপ মৃত্যুকামী পুরুষ ঔষধ গ্রহণ করে না, সেইরূপ কালপ্রেরিত রাক্ষসাধিপতি রাবণ মারীচের হিতকর, যুক্তিযুক্তও সমুচিত বাক্য গ্রহণ করিল না। পরন্তু তাহাকে যুক্তিবিরুদ্ধ এই রূক্ষ বাক্য বলিল।১-২

মারীচ তুমি অধমবংশে জন্মিয়াছ বলিয়াই আমাকে যুক্তিবিরুদ্ধ তাদৃশ বাক্য বলিলে। তোমার বাক্য ঊষরভূমিতে বপন করা বীজের ন্যায় নিষ্ফল। কারণ, আমি তোমার বাক্যে পাপকর্মা বিশেষতঃ মূর্খ মানব রামের সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে বিচলিত হইবার পাত্র নই।৩-৪

যে ব্যক্তি সামান্য স্ত্রীবাক্য শ্রবণ করিয়া মাতা, পিতা, রাজ্য ও বন্ধুবর্গ পরিত্যাগ করত বনে গমন করিয়াছে, যুদ্ধে খরপ্রাণহারী সেই রামের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা ভার্য্যাকে আমি তোমার সম্মুখে অপহরণ করিব।৫-৬

হে মারীচ! আমার অন্তরে এইরূপ নিশ্চিত বুদ্ধি আছে যে, ইন্দ্রাদি দেবগণ এবং অসুরগণও তাহার অন্যথা করিতে সমর্থ হইবে না।৭

যদি আমি তোমাকে এই বিষয়ে কর্তব্যনির্দ্ধারণে

সম্পৃষ্টেন তু বক্তব্যং সচিবেন বিপশ্চিতা।
উদ্যতাঞ্জলিনা রাজ্ঞো য ইচ্ছেদ্ভূতিমাত্মনঃ ॥৯
বাক্যমপ্রতিকূলং তু মৃদুপূর্বং শুভং হিতম্।
উপচারেণ বক্তব্যো যুক্তঞ্চ বসুধাধিপঃ ॥১০
সাবমর্দং তু যদ্বাক্যমথবা হিতমুচ্যতে।
নাভিনন্দেত তদ্ রাজা মানার্থী মানবর্জিতম্ ॥১১
পঞ্চ রূপাণি রাজানো ধারয়ন্ত্যমিতৌজসঃ।
অগ্নেরিন্দ্রস্য সোমস্য যমস্য বরুণস্য চ ॥১২
ঔষ্ণ্যং তথা বিক্রমঞ্চ সৌম্যং দণ্ডং প্রসন্নতাম্।
ধারয়ন্তি মহাত্মানো রাজানঃ ক্ষণদাচর ॥১৩
তস্মাৎ সর্বাস্ববস্থাসু মান্যাঃ পূজ্যাশ্চ নিত্যদা।
ত্বং তু ধর্মমবিজ্ঞায় কেবলং মোহমাশ্রিতঃ ॥১৪
অভ্যাগতং তু দৌরাত্ম্যাৎ পুরুষং বদসীদৃশম্।
গুণ-দোষৌ ন পৃচ্ছামি ক্ষয়ং চাত্মনি রাক্ষস ॥১৫

ময়োক্তমপি চৈতাবত্ত্বাং প্রত্যমিতবিক্রম।
অস্মিংস্তু স ভবান্ কৃত্যে সাহায্যং কর্তুমর্হসি ॥১৬
শৃণু তৎ কর্মসাহায্যে যৎ কার্য্যং বচনান্মম।
সৌবর্ণস্ত্বং মৃগো ভূত্বা চিত্রো রজতবিন্দুভিঃ ॥১৭
আশ্রমে তস্য রামস্য সীতায়াঃ প্রমুখে চর।
প্রলোভয়িত্বা বৈদেহীং যথেষ্টং গন্তুমর্হসি ॥১৮
ত্বাং হি মায়াময়ং দৃষ্ট্বা কাঞ্চনং জাতবিস্ময়া।
আনয়ৈনমিতি ক্ষিপ্রং রামং বক্ষ্যতি মৈথিলী ॥১৯
অপক্রান্তে চ কাকুৎস্থে দূরং গত্বাপ্যুদাহর।
হা সীতে লক্ষ্মণেত্যেবং রামবাক্যানুরূপকম্ ॥২০
তচ্ছ্রুত্বা রামপদবীং সীতয়া চ প্রচোদিতঃ।
অনুগচ্ছতি সম্ভ্রান্তং সৌমিত্রিরপি সৌহৃদাৎ ॥২১
অপক্রান্তে চ কাকুৎস্থে লক্ষ্মণে চ যথাসুখম্।
আহরিষ্যামি বৈদেহীং সহস্রাক্ষঃ শচীমিব ॥২২

দোষ, গুণ, উপায় বা ক্ষতির কথা জিজ্ঞাসা করিতাম, তবেই আমাকে এইরূপ বলা তোমার উচিত হইত।৮

যে বিজ্ঞমন্ত্রী স্বীয় ঐশ্বর্য্য কামনা করেন, নৃপ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেই তখন তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীতভাবে রাজনীতিসম্মত, মনোহর, হিতকর ও অবিরুদ্ধ বাক্য বলিবেন।৯-১০

যদি মন্ত্রী হিতকর বাক্যও অপমানজনকভাবে বলে, তাহা হইলে সম্মানাকাঙ্ক্ষী রাজা সেইরূপ অপমানজনক বাক্যের প্রতি অভিনন্দন জানান না।১১

হে নিশাচর! অমিতপরাক্রমশালী মহাত্মা নৃপগণ অগ্নি, ইন্দ্র, চন্দ্র, যম ও বরুণ এই পঞ্চদেবতার রূপ ধারণ করত উষ্ণতা, পরাক্রম, সুনির্মল দৃষ্টি, দণ্ড ও প্রসন্নতা লাভ করেন। এই কারণেই নৃপগণ সর্বদা মাননীয় ও পূজনীয়। তুমি দুরাত্মা, অত্যন্ত মোহগ্রস্ত ও ধর্ম বিষয়ে অনভিজ্ঞ, সেইজন্য তোমার গৃহে আমাকে অভ্যাগত জানিয়াও ঐরূপ কঠোর বাক্য বলিতেছ। হে অমিতবিক্রম রাক্ষস! আমি তোমাকে এ বিষয়ে দোষ গুণ বা নিজের ক্ষতিসম্বন্ধে কিছুই জিজ্ঞাসা করিতেছি না, কেবল ইহাই বলিতেছি যে, তুমি এই কার্য্যে আমাকে সাহায্য কর।১২-১৬

আমার সাহায্যের জন্য তোমাকে যে কার্য্য করিতে হইবে, তাহা বলিতেছি—শ্রবণ কর। তুমি রজতবিন্দুসমূহে চিহ্নিত স্বর্ণমৃগ হইয়া সেই রামের আশ্রমে গমন করত বিদেহরাজকন্যা সীতার সম্মুখে বিচরণ করিবে, এবং তাহাকে প্রলুব্ধ করিয়া যেস্থানে ইচ্ছা, সেইস্থানে গমন করিবে।১৭-১৮

মায়াবলে স্বর্ণমৃগ হইয়া তোমাকে বিচরণ করিতে দেখিলে সেই মিথিলারাজনন্দিনী বিস্ময়াবিষ্টা হইয়া তৎক্ষণাৎ রামকে "এই মৃগ আনয়ন কর" এইরূপ কথা বলিবে। তারপর রাম আশ্রম হইতে বহির্গত হইলে তুমি বহুদূরে গমন করত অবিকল রামের স্বরে 'হা সীতে! হা লক্ষ্মণ!' এইরূপ বলিবে।১৯-২০

সীতা তোমার সেইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া সুমিত্রাকুমার লক্ষ্মণকে রামের নিকট প্রেরণ করিবে এবং লক্ষ্মণও সৌহার্দ্যবশতঃ অতি সত্বর তাহার অনুগমন করিবে।২১

এইরূপে কাকুৎস্থ রাম ও লক্ষ্মণ স্থানান্তরে গমন

এবং কৃত্বা ত্বিদং কার্য্যং যথেষ্টং গচ্ছ রাক্ষস।
রাজ্যস্যার্ধং প্রদাস্যামি মারীচ তব সুব্রত ॥২৩

গচ্ছ সৌম্য শিবং মার্গং কার্য্যস্যাস্য বিবৃদ্ধয়ে।
অহং ত্বানুগমিষ্যামি সরথো দণ্ডকাবনম্ ॥২৪

প্রাপ্য সীতামযুদ্ধেন বঞ্চয়িত্বা তু রাঘবম্।
লঙ্কাং প্রতি গমিষ্যামি কৃতকার্য্যঃ সহ ত্বয়া ॥২৫
নো চেৎ করোষি মারীচ হন্মি ত্বামহমদ্য বৈ।
এতৎকার্য্যমবশ্যং মে বলাদপি করিষ্যসি ॥
রাজ্ঞো বিপ্রতিকূলস্থো ন জাতু সুখমেধতে ॥২৬
আসাদ্য তং জীবিতসংশয়স্তে
মৃত্যুর্ধ্রুবো হ্যদ্য ময়া বিরুধ্যতঃ।
এতদ্ যথাবৎ পরিগণ্য বুদ্ধ্যা
যদত্র পথ্যং কুরু তত্তথা ত্বম্ ॥২৭
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অরণ্যকাণ্ডে চত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥

করিলে যেরূপ ইন্দ্র শচীকে হরণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ আমিও বিদেহরাজদুহিতা সীতাকে অনায়াসে হরণ করিব।২২

উত্তম-ব্রতপালনকারিন্! নিশাচর মারীচ! তুমি এইরূপে আমার কার্য্যসম্পন্ন করিয়া যথা ইচ্ছা তথায় গমন করিও এবং ইহাও বলিতেছি যে, তোমাকে আমার রাজ্যের অর্দ্ধাংশ প্রদান করিব।২৩

হে শুভদর্শন! তুমি আমার এই কার্য্য পূর্ণ করিবার জন্য আমার কথিত শুভ উপায় অবলম্বন কর, আমি রথ লইয়া দণ্ডকারণ্যে যাইবার জন্য তোমার অনুগমন করিতেছি।২৪

আমি এইভাবে রঘুনন্দন রামকে বঞ্চনা করত বিনা যুদ্ধে সীতাকে লাভ করিয়া তোমার সহিত লঙ্কাপুরীতে গমন করিব। হে মারীচ! তোমার ইচ্ছা না থাকিলেও আমি বলপূর্বক তোমার দ্বারা এই কার্য্যসাধনের চেষ্টা করিব, তাহাতেও যদি তুমি এই কার্য্য সাধন না কর, তবে আমি তোমাকে বধ করিব। তুমি নিশ্চয় জানিও যে, কোন ব্যক্তিই রাজার প্রতিকূল আচরণ করিয়া সুখলাভ করিতে পারে না।২৫-২৬

রামের নিকট গমন করিলে তোমার জীবন হয়তো সংশয়ান্বিত হইবে। কিন্তু আমার সহিত বিরোধ করিলে এই মুহূর্তে তোমার জীবন হানি হইবে। অতঃপর স্বীয় বুদ্ধি দ্বারা যথাযথরূপে কর্ত্তব্যের বিচার করিয়া যাহা উচিত বোধ কর, তাহাই পালন কর।২৭

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে চত্বারিংশ স্বর্গ সমাপ্ত।

একচত্বারিংশঃ সর্গঃ

[বিনাশভয়ং প্রদর্শ্য রাবণং প্রতি মারীচস্য সাবধানবাক্যম্ ।]

আজ্ঞপ্তো রাবণেনেত্থং প্রতিকূলঞ্চ রাজবৎ ।
অব্রবীৎ পরুষং বাক্যং নিঃশঙ্কো রাক্ষসাধিপম্ ॥১
কেনায়মুপদিষ্টাস্তে বিনাশঃ পাপকর্মণা ।
সপুত্রস্য সরাজ্যস্য সামাত্যস্য নিশাচর ॥২
কস্ত্বয়া সুখিনা রাজন্ নাভিনন্দতি পাপকৃৎ ।
কেনেদমুপদিষ্টং তে মৃত্যুদ্বারমুপায়তঃ ॥৩
শত্রবস্তব সুব্যক্তং হীনবীর্য্যা নিশাচর ।
ইচ্ছন্তি ত্বাং বিনশ্যন্তমুপরুদ্ধং বলীয়সা ॥৪
কেনেদমুপদিষ্টং তে ক্ষুদ্রেণাহিতবুদ্ধিনা ।
যস্ত্বামিচ্ছতি নশ্যন্তং স্বকৃতেন নিশাচর ॥৫
বধ্যাঃ খলু ন বধ্যন্তে সচিবাস্তব রাবণ ।
যে ত্বামুৎপথমারূঢ়ং ন নিগৃহ্ণন্তি সর্বশঃ ॥৬
অমাত্যৈঃ কামবৃত্তো হি রাজা কাপথমাশ্রিতঃ ।
নিগ্রাহ্যঃ সর্বথা সদ্ভিঃ স নিগ্রাহ্যো ন গৃহ্যতে (ক) ॥৭
ধর্মমর্থঞ্চ কামঞ্চ যশশ্চ জয়তাং বর ।
স্বামিপ্রসাদাৎ সচিবাঃ প্রাপ্নুবন্তি নিশাচর ॥৮
বিপর্য্যয়ে তু তৎসর্বং ব্যর্থং ভবতি রাবণ ।
ব্যসনং স্বামিবৈগুণ্যাৎ প্রাপ্নুবন্তীতরে জনাঃ ॥৯
রাজমূলো হি ধর্মশ্চ যশশ্চ জয়তাং বর ।
তস্মাৎ সর্বাস্ববস্থাসু রক্ষিতব্যা নরাধিপাঃ ॥১০

একচত্বারিংশ সর্গ

[মারীচ রাবণকে তাহার বিনাশের ভয় দেখাইয়া পুনরায় সাবধান করিলেন ।]

যেরূপ রাজা আদেশ করিয়া থাকেন, সেইরূপ মারীচ রাক্ষসাধিপতি রাবণ কর্তৃক প্রতিকূল বিষয়ে আদিষ্ট হইয়াও নির্ভয়ে তাহাকে কর্কশবাক্যে বলিতে লাগিল ।১

হে রাক্ষসরাজ ! কোন্ পাপিষ্ঠ ব্যক্তি তোমার এবং তোমার পুত্র, রাজ্য, মন্ত্রিগণের বিনাশের হেতু এই বিষয় তোমাকে উপদেশ দিয়াছে ? ২

রাজন্ ! কোন্ পাপী তোমাকে সুখী দেখিয়া প্রীতি লাভ করিতে পারিতেছে না ? কোন্ ব্যক্তি তোমার নিকটে তোমার মৃত্যুর দ্বারস্বরূপ এই উপায় নির্দেশ করিয়াছে ? ৩

হে রাক্ষসেশ্বর ! তোমার দুর্বল শত্রুগণ বলবানের সহিত তোমার বিরোধ করাইয়া তোমাকে ধ্বংস করিতে অভিলাষী হইয়াছে ।৪

তোমার অহিতকারী ক্ষুদ্রস্বভাব কোন্ ব্যক্তি তোমাকে স্বকৃত কার্য্য দ্বারা বিনষ্ট করিতে উদ্যত হইয়া এই কার্য্য করিতে উপদেশ দিয়াছে ? হে রাক্ষসরাজ রাবণ ! তুমি যদি উৎপথগামী হও, তাহা হইলে যে মন্ত্রিগণ সর্বতোভাবে তোমাকে সুপথে আনয়ন করিতে চেষ্টা না করে, তাহারা তোমার বধযোগ্য বলিয়া জানিবে, কিন্তু তুমি তাহাদিগকে বধ কর না ।৫-৬

রাজা স্বেচ্ছাচারী হইয়া কুপথবর্তী হইলে সাধু অমাত্যগণ সর্বতোভাবে তাঁহাকে নিবারণ করিয়া থাকেন, আমিও তোমাকে নিবারণ করিতেছি, কিন্তু তুমি নিবৃত্ত হইতেছ না ।৭

ওহে বিজয়িগণের শ্রেষ্ঠ রাক্ষসরাজ ! অমাত্যগণ স্বামীর প্রসাদে ধর্ম, অর্থ, কাম ও যশ লাভ করিয়া থাকেন এবং স্বামী অপ্রসন্ন হইলে তাহা হইতে বঞ্চিত হন। রাজার বৈগুণ্যে প্রজারাও বিপদাপন্ন হইয়া থাকে ।৮-৯

হে বিজয়িগণের শ্রেষ্ঠ ! নরপতিগণই প্রজাবর্গের ধর্ম ও যশ প্রাপ্তির মূল, অতএব সকল অবস্থাতেই তাঁহাদিগকে রক্ষা করা উচিত ।১০

পাঠান্তর :—(ক) নিগ্রাহ্য সর্বথা সদ্ভির্ন নিগ্রাহ্যো নিগৃহ্যতে ।

রাজ্যং পালয়িতুং শক্যং ন তীক্ষ্ণেন নিশাচর।
ন চাতিপ্রতিকূলেন নাবিনীতেন রাক্ষস ॥১১
যে তীক্ষ্ণমন্ত্রাঃ সচিবা ভুজ্যন্তে সহ তেন বৈ।
বিষমেষু রথাঃ শীঘ্রং মন্দসারথয়ো যথা ॥১২
বহবঃ সাধবো লোকে যুক্তধর্ম্মমনুষ্ঠিতাঃ।
পরেষামপরাধেন বিনষ্টাঃ সপরিচ্ছদাঃ ॥১৩
স্বামিনা প্রতিকূলেন প্রজাস্তীক্ষ্ণেন রাবণ।
রক্ষ্যমাণা ন বর্দ্ধন্তে মৃগা গোমায়ুনা যথা ॥১৪
অবশ্যং বিনশিষ্যন্তি সর্বে রাবণ রাক্ষসাঃ।
যেষাং ত্বং কর্কশো রাজা দুর্বুদ্ধিরজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥১৫
তদিদং কাকতালীয়ং ঘোরমাসাদিতং ময়া।
অত্র ত্বং শোচনীয়োঽসি সসৈন্যো বিনশিষ্যসি ॥১৬

হে নিশাচর! যে রাজা প্রজাবর্গের নিতান্ত প্রতিকূলচারী, অবিনয়ী ও তীক্ষ্ণস্বভাব, হে রাক্ষস! সেই রাজা রাজ্য রক্ষা করিতে পারে না। যে রাজার মন্ত্রিগণ তীক্ষ্ণ উপায়ে মন্ত্রণাপ্রদান করিয়া থাকে, সেই রাজা বন্ধুর প্রদেশে অনুপযুক্ত সারথি চালিত রথের ন্যায় শীঘ্রই বিনষ্ট হন।১১-১২

ইহলোকে অনেক উপযুক্ত ধর্ম্মানুষ্ঠাতা সাধুচরিত্র মানবগণ অপরের অপরাধে বান্ধববর্গের সহিত বিনষ্ট হইয়াছেন। হে রাবণ! প্রজাগণকে প্রতিকূলচারী তীক্ষ্ণস্বভাব স্বামী রক্ষা করিলেও শৃগালরক্ষিত মেষগণের ন্যায় তাহারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না।১৩-১৪

রাবণ! তুমি দুর্বুদ্ধি, অজিতেন্দ্রিয় ও কর্কশ স্বভাব; সেই তুমি যাহাদিগের রাজা, সেই রাক্ষসগণ অবশ্যই বিনষ্ট হইবে। আমি হঠাৎ কাকতালীয়বৎ এতাদৃশ ভয়ঙ্কর বিপদ প্রাপ্ত হইয়াছি। এই বিষয়ে তোমারও শোক করা উচিত, অন্যথা তুমি সসৈন্যে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে।১৫-১৬

মাং নিহত্য তু রামোঽসাবচিরাৎ ত্বাং বধিষ্যতি।
অনেন কৃতকৃত্যোঽস্মি ম্রিয়ে চাপ্যরিণা হতঃ ॥১৭
দর্শনাদেব রামস্য হতং মামবধারয়।
আত্মানঞ্চ হতং বিদ্ধি হৃত্বা সীতাং সবান্ধবম্ ॥১৮
আনয়িষ্যসি চেৎ সীতামাশ্রমাৎ সহিতো ময়া।
নৈব ত্বমপি নাহং বৈ নৈব লঙ্কা ন রাক্ষসাঃ ॥১৯
নিবার্য্যমাণস্তু ময়া হিতৈষিণা
ন মৃষ্যসে বাক্যমিদং নিশাচর।
পরেতকল্পা হি গতায়ুষো নরা
হিতং ন গৃহ্ণন্তি সুহৃদ্ভিরীরিতম্ ॥২০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অরণ্যকাণ্ডে একচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥

রাম আমাকে বিনাশ করিয়া অনতিবিলম্বে তোমাকেও বিনাশ করিবেন। আমি যুদ্ধে শত্রুরূপী রামের হাতে নিহত হইয়া প্রাণত্যাগ করিব, সুতরাং তাহা দ্বারা কৃতকৃত্য হইলাম।১৭

আমি রামকে দর্শন করিয়াই বিনষ্ট হইব এবং তুমিও সীতাকে হরণ করিয়া বান্ধববর্গের সহিত বিনষ্ট হইবে, ইহা নিশ্চিতরূপে অবগত হও।১৮

যদি তুমি আমার সহিত রামের আশ্রম হইতে সীতাকে আনয়ন কর, তবে তুমি, আমি, লঙ্কা ও রাক্ষসগণ কেহই থাকিবে না।১৯

হে রাক্ষসরাজ! আমি তোমার হিতাভিলাষী হইয়া তোমাকে নিবারণ করিতেছি; কিন্তু তুমি আমার বাক্য গ্রহণ করিতেছ না; অতএব বোধ হইতেছে, তুমি শীঘ্রই বিনষ্ট হইবে; কেননা, মৃতকল্প হীনায়ু ব্যক্তিগণই বন্ধুগণের হিতবাক্য গ্রহণ করে না।২০

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে একচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

দ্বিচত্বারিংশঃ সর্গঃ

[সুবর্ণময়মৃগরূপধারি-মারীচস্য শ্রীরামস্যাশ্রমগমনম্, সীতয়া তস্য দর্শনঞ্চ]

এবমুক্ত্বা তু পরুষং মারীচো রাবণং ততঃ।
গচ্ছাবেত্যব্রবীদ্ দীনো ভয়াদ্ রাত্রিঞ্চরপ্রভো ॥১
দৃষ্টশ্চাহং পুনস্তেন শরচাপাসিধারিণা।
মদ্‌বধোদ্যতশস্ত্রেণ নিহতং জীবিতঞ্চ মে ॥২
নহি রামং পরাক্রম্য জীবন্ প্রতিনিবর্ত্ততে।
বর্ত্ততে প্রতিরূপোঽসৌ যমদণ্ডহতস্য তে ॥৩
কিন্তু কর্ত্তুং ময়া শক্যমেবং ত্বয়ি দুরাত্মনি।
এষ গচ্ছাম্যহং তাত স্বস্তি তেঽস্তু নিশাচর ॥৪
প্রহৃষ্টস্ত্বভবত্তেন বচনেন চ রাক্ষসঃ।
পরিষ্বজ্য সুসংশ্লিষ্টমিদং বচনমব্রবীৎ ॥৫
এতচ্ছৌণ্ডীর্য্যযুক্তং তে মচ্ছন্দবশবর্তিনঃ।
ইদানীমসি মারীচঃ পূর্বমন্যো হি রাক্ষসঃ ॥৬
আরুহ্যতাময়ং শীঘ্রং খগো রত্নবিভূষিতঃ।
ময়া সহ রথো যুক্তঃ পিশাচবদনৈঃ খরৈঃ ॥৭
প্রলোভয়িত্বা বৈদেহীং যথেষ্টং গন্তুমর্হসি।
তাং শূন্যে প্রসভং সীতামানয়িষ্যামি মৈথিলীম্ ॥৮
ততস্তথেত্যুবাচৈনং রাবণং তাড়কাসুতঃ।
তত রাবণ-মারীচৌ বিমানমিব তং রথম্ ॥৯
আরুহ্য যযতুঃ শীঘ্রং তস্মাদাশ্রমমণ্ডলাৎ।
তথৈব তত্র পশ্যন্তৌ পত্তনানি বনানি চ ॥১০

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ

[মারীচের সুবর্ণময় মৃগরূপ ধারণ করিয়া শ্রীরামের আশ্রমে গমন ও সীতা কর্ত্তৃক তাহা দর্শন।]

মারীচ রাবণকে এইরূপ কর্কশ বাক্য বলিয়া এবং তাহার ভয়ে ভীত হইয়া কাতরভাবে বলিল,—হে রাক্ষসরাজ! আমরা উভয়ে গমন করিব।১

সেই ধনুর্বাণধারী ও খড়্‌গধারী রাম যদি আমাকে বধ করিবার জন্য অস্ত্র উদ্যত করিয়া পুনরায় আমার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, তাহা হইলে আমার জীবন বিনষ্ট হইবে।২

হে তাত! যদিও আপনি যমদণ্ড বিফল করিয়াছেন, তথাপি তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া জীবন লইয়া প্রতিগমন করিতে পারিবেন না; কেননা, তিনি আপনার যম-স্বরূপ; কিন্তু আমি কি করিব, আপনি দুর্বুদ্ধিবশতঃ আমার কথা গ্রহণ করিলেন না। হে রাক্ষসরাজ! আপনার মঙ্গল হউক। এই আমি যাইতেছি।৩-৪

রাক্ষসরাজ রাবণ মারীচের সেই বাক্যে প্রসন্ন হইয়া তাহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করত এই বাক্যে বলিল,—তুমি আমার অভিপ্রায়ানুসারে যে বাক্য বলিলে উহাই তোমার বীরত্বের উপযুক্ত, এক্ষণেই তুমি যথার্থ মারীচ হইলে, পূর্বে তুমি অন্য রাক্ষস ছিলে।৫-৬

সম্প্রতি আমার সহিত শীঘ্র পিশাচের মত মুখ যাহাদের সেই গাধাগণে যোযিত আকাশগামী, রত্ন-বিভূষিত এই রথে আরোহণ কর।৭

পরে তথায় যাইয়া বিদেহরাজদুহিতা সীতাকে প্রলোভিত করত যেখানে ইচ্ছা প্রস্থান করিও। আমি রাম ও লক্ষ্মণশূন্য আশ্রমে প্রবেশ করিয়া বলপূর্বক মিথিলারাজকন্যা সীতাকে হরণ করিব।৮

অনন্তর তাড়কাতনয় মারীচ বলিল,—তাহাই হইবে। পরে তাহারা উভয়ে সেই বিমানসদৃশ রথে আরোহণ করিয়া উক্ত আশ্রম হইতে শীঘ্র গমন করিল এবং অনেক রাষ্ট্র, নগর, পত্তন, বন, পর্বত ও নদী অতিক্রম করত দণ্ডকারণ্যে যাইয়া রামের আশ্রম দেখিতে পাইল। তারপর রাবণ সেই স্বর্ণভূষিত রথ হইতে অবতরণ করিয়া

গিরীংশ্চ সরিতঃ সর্বা রাষ্ট্রাণি নগরাণি চ।
সমেত্য দণ্ডকারণ্যং রাঘবস্যাশ্রমং ততঃ ॥১১
দদর্শ সহ মারীচো রাবণো রাক্ষসাধিপঃ।
অবতীর্য্য রথাত্তস্মাত্ততঃ কাঞ্চনভূষণাৎ ॥১২
হস্তে গৃহীত্বা মারীচং রাবণো বাক্যমব্রবীৎ।
এতদ্ রামাশ্রমপদং দৃশ্যতে কদলীবৃতম্ ॥১৩
ক্রিয়তাং তৎ সখে শীঘ্রং যদর্থং বয়মাগতাঃ।
স রাবণবচঃ শ্রুত্বা মারীচো রাক্ষসস্তদা ॥১৪
মৃগো ভূত্বাশ্রমদ্বারি রামস্য বিচচার হ।
স তু রূপং সমাস্থায় মহদদ্ভুতদর্শনম্ ॥১৫
মণিপ্রবরশৃঙ্গাগ্রঃ সিতাসিতমুখাকৃতিঃ।
রক্তপদ্মোৎপলমুখ ইন্দ্রনীলোৎপলশ্রবাঃ ॥১৬
কিঞ্চিদভ্যুন্নতগ্রীব ইন্দ্রনীলনিভোদরঃ*।
মধূকনিভপার্শ্বশ্চ কঞ্জকিঞ্জল্কসন্নিভঃ ॥১৭
বৈদূর্য্যসঙ্কাশখুরস্তনুজঙ্ঘঃ সুসংহতঃ।
ইন্দ্রায়ুধসবর্ণেন পুচ্ছেনোর্দ্ধ্বং বিরাজিতঃ ॥১৮
মনোহরস্নিগ্ধবর্ণো রত্নৈর্নানাবিধৈঃ কৃতঃ।
ক্ষণেন রাক্ষসো জাতো মৃগঃ পরমশোভনঃ ॥১৯
বনং প্রজ্বলয়ন্ রম্যং রামাশ্রমপদঞ্চ তৎ।
মনোহরং দর্শনীয়ং রূপং কৃত্বা স রাক্ষসঃ ॥২০
প্রলোভনার্থং বৈদেহ্যা নানাধাতুবিচিত্রিতম্।
বিচরন্ গচ্ছতে শষ্পং (ক) শাদ্বলানি সমন্ততঃ ॥২১
রৌপ্যৈর্বিন্দুশতৈশ্চিত্রং ভূত্বা চ প্রিয়দর্শনঃ।
বিটপীনাং কিসলয়ান্ ভক্ষয়ন্ বিচচার হ ॥২২
কদলীগৃহকং গত্বা কর্ণিকারানিতস্ততঃ।
তমাশ্রমং মন্দগতিং সীতাসন্দর্শনং ততঃ ॥২৩
রাজীবচিত্রপৃষ্ঠঃ স বিররাজ মহামৃগঃ।
রামাশ্রমপদাভ্যাসে বিচচার যথাসুখম্ ॥২৪

মারীচকে হস্তে ধারণ করত বলিল,—সখে! কদলীবনে পরিবৃত রামের ঐ আশ্রম দেখা যাইতেছে।৯-১৩

আমরা যে কার্য্যের জন্য এখানে আসিয়াছি, অধুনা তুমি শীঘ্রই তাহা সম্পন্ন কর। তখন রাক্ষস মারীচ রাবণের উক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া দেখিতে অতি অদ্ভুত ও সুন্দর এইরূপ মৃগরূপ ধারণ করত রামের আশ্রমের নিকটে বিচরণ করিতে লাগিল।১৪-১৫

যাহার শৃঙ্গ উৎকৃষ্ট মণিসদৃশ, মুখ রক্তপদ্ম ও নীলপদ্মের মত, বদনমণ্ডল শুক্ল ও কৃষ্ণ প্রভাময়, কর্ণ ইন্দ্রনীলমণিও নীলোৎপলের সমান, গ্রীবা কিঞ্চিৎ উন্নত, উদরেরবর্ণ ইন্দ্রনীলমণি তুল্য, গাত্রবর্ণ পদ্মকেশরসদৃশ ও মনোহর চিক্কণ, উভয় পার্শ্বের বর্ণ মধূকপুষ্প সদৃশ, খুর বৈদূর্য্য মণিতুল্য, জঙ্ঘা ক্ষীণ, সন্ধিস্থল দৃঢ়নিবদ্ধ এবং পুচ্ছ ইন্দ্রধনুর ন্যায় বিচিত্র বর্ণ ও উর্দ্ধে উত্থিত। সেই রাক্ষস ক্ষণকালমধ্যে তাদৃশ বিবিধ রত্ন পরিবৃত অতীব শোভান্বিত এক মৃগ হইল এবং বিবিধ ধাতুসমূহে চিত্রিত সুদৃশ্য সেই মনোহর মৃগরূপ ধারণ পূর্বক সেই রম্যবন ও রামের আশ্রম উজ্জ্বল করিয়া বিদেহরাজদুহিতা সীতাকে প্রলোভিত করিবার জন্য নবতৃণ ভক্ষণ করিতে করিতে শাদ্বলপ্রদেশে চতুর্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিল।১৬-২১

সে শত শত রজতবিন্দুসমূহে চিত্রিত হইয়া অত্যন্ত শোভিত হইল এবং বৃক্ষপল্লব ভক্ষণ করিতে করিতে বিচরণ করিতে লাগিল। সেই আশ্রমে সীতার দর্শন কামনা করিয়া মন্দ মন্দ গতিতে কখন কদলীগৃহমধ্যে কখন বা কর্ণিকার বৃক্ষসমূহের দিকে গমন করত পদ্মসদৃশ বিচিত্রপৃষ্ঠ মহামৃগরূপে শোভিত হইয়া রামের আশ্রমের নিকটে সুখে বিচরণ করিতে লাগিল।২২-২৪

সেই মৃগরূপধারী রাক্ষস কখন ক্ষণকাল, কখন বা মুহূর্ত্ত কালের জন্য স্থানান্তরে যাইয়া পুনরায় প্রতিনিবৃত্ত হইয়া রামের আশ্রমের নিকটে ভূমিতলে ক্রীড়া করিবার ইচ্ছায় লুণ্ঠিত হইতে লাগিল এবং মৃগসমূহের অভিমুখে গমন করত দূরে যাইয়া তাহাদিগের সহিত পুনরায় প্রতিনিবৃত্ত হইয়া সীতার দর্শন আকাঙ্ক্ষা করিয়া মৃগরূপ ধারণ করত তথায় মনোহর মণ্ডলাকারে ভ্রমণ করিতে লাগিল।

* কোন কোন গ্রন্থে ১৭নং শ্লোকের মধ্যবর্তি-স্থানে নিম্নলিখিত শ্লোকার্দ্ধটি দেখা যায়,—

কুন্দেন্দুবজ্রসঙ্কাশমুদরং চাস্য ভাস্বরম্।

পাঠান্তর :—(ক) বিচরন্ গচ্ছতে সম্যক্—।

পুনর্গত্বা নিবৃত্তশ্চ বিচচার মৃগোত্তমঃ।
গত্বা মুহূর্তং ত্বরয়া পুনঃ প্রতিনিবর্ততে ॥২৫
বিক্রীড়ংশ্চ পুনর্ভূমৌ পুনরেব নিষীদতি।
আশ্রমদ্বারমাগম্য মৃগযূথানি গচ্ছতি ॥২৬
মৃগযূথৈরনুগতঃ পুনরেব নিবর্ততে।
সতীদর্শনমাকাঙ্ক্ষন্ রাক্ষসো মৃগতাং গতঃ ॥২৭
পরিভ্রমতি চিত্রাণি মণ্ডলানি বিনিষ্পতন্।
সমুদ্বীক্ষ্য চ সর্বে তং মৃগা যেঽন্যে বনেচরাঃ ॥২৮
উপগম্য সমাঘ্রায় বিদ্রবন্তি দিশো দশ।
রাক্ষসঃ সোঽপি তান্ বন্যান্ মৃগান্ মৃগবধে রতঃ ॥২৯
প্রচ্ছাদনার্থং ভাবস্য ন ভক্ষয়তি সংস্পৃশন্।
তস্মিন্নেব ততঃ কালে বৈদেহী শুভলোচনা ॥৩০
কুসুমাপচয়ে ব্যগ্রা পাদপানত্যবর্তত।
কর্ণিকরানশোকাংশ্চ চূতাংশ্চ মদিরেক্ষণা ॥৩১
কুসুমান্যপচিন্বন্তী চচার রুচিরাননা।
অনর্হা বনবাসস্য সা তং রত্নময়ং মৃগম্ ॥৩২
মুক্তা-মণিবিচিত্রাঙ্গং দদর্শ পরমাঙ্গনা।
তং বৈ রুচিরদন্তোষ্ঠং রূপ্যধাতুতনূরুহম্ ॥৩৩
বিস্ময়োৎফুল্লনয়না সস্নেহং সমুদৈক্ষত।
স চ তাং রামদয়িতাং পশ্যন্ মায়াময়ো মৃগঃ ॥৩৪
বিচচার ততস্তত্র দীপয়ন্নিব তদ্বনম্।
অদৃষ্টপূর্বং দৃষ্ট্বা তং নানারত্নময়ং মৃগম্ ॥
বিস্ময়ং পরমং সীতা জগাম জনকাত্মজা ॥৩৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অরণ্যকাণ্ডে দ্বিচত্বারিংশঃ সর্গঃ।

বনচারী মৃগসকল তাহাকে দর্শনপূর্বক তাহার নিকটে আসিয়া গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া দশদিকে ধাবিত হইতে লাগিল কিন্তু সেই রাক্ষস মৃগবিনাশী হইয়াও নিজ রাক্ষসভাব গোপন করিবার জন্য তাহাদিগকে স্পর্শ করিয়াও ভক্ষণ করিল না। সেই সময়ে খঞ্জনপক্ষীসদৃশ সুন্দর নয়নাযুক্তা মনোহর বদনসম্পন্না নারীশ্রেষ্ঠা বিদেহ-রাজদুহিতা সীতা পুষ্পচয়নে ব্যগ্র হইয়া পুষ্পচয়ন করিতে করিতে কর্ণিকার, অশোক ও আম্রবৃক্ষসকল অতিক্রম করিয়া সেই মুক্তা মণি-চিত্রিত দেহ, রজতবর্ণ রোমযুক্ত এবং মনোহর দন্ত ও ওষ্ঠবিশিষ্ট মৃগ দেখিতে পাইলেন।২৫-৩৩

সীতা বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া প্রফুল্লনয়নে স্নেহ সহকারে তাহাকে দর্শন করিতে লাগিলেন। সেই মায়াময় মৃগও রামদয়িতা সীতাকে অবলোকন করিয়া সমগ্র বন উজ্জ্বল করত তথায় বিচরণ করিতে লাগিল। জনকদুহিতা সীতা পূর্বে আর কখনও দেখেন নাই—এই রূপ রত্নময় মৃগ দর্শন করিয়া সাতিশয় বিস্মিত হইলেন।৩৪-৩৫

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে দ্বিচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ত্রিচত্বারিংশঃ সর্গঃ

[মায়ামৃগদর্শনেন লক্ষ্মণস্য সন্দেহঃ, জীবিতং বা মৃতং বা তং মৃগমানেতুং রামসমীপে সীতায়াঃ প্রার্থনা।]

সা তং সংপ্রেক্ষ্য সুশ্রোণী কুসুমানি বিচিন্বতী।
হেম-রাজতবর্ণাভ্যাং পার্শ্বাভ্যামুপশোভিতম্ ॥১
প্রহৃষ্টা চানবদ্যাঙ্গী মৃষ্টহাটকবর্ণিনী।
ভর্তারমপি চক্রন্দ লক্ষ্মণং চৈব সায়ুধম্ ॥২
আহূয়াহূয় চ পুনস্তং মৃগং সাধু বীক্ষতে।
আগচ্ছাগচ্ছ শীঘ্রং বৈ আর্য্যপুত্র সহানুজ ॥৩
তাবাহূতৌ নরব্যাঘ্রৌ বৈদেহ্যা রাম-লক্ষ্মণৌ।
বীক্ষমাণৌ তু তং দেশং তদা দদৃশতুর্ম্মৃগম্ ॥৪
শঙ্কমানস্তু তং দৃষ্ট্বা লক্ষ্মণো বাক্যমব্রবীৎ।
তমেবৈনমহং মন্যে মারীচং রাক্ষসং মৃগম্ ॥৫
চরন্তো মৃগয়াং হৃষ্টাঃ পাপেনোপাধিনা বনে।
অনেন নিহতা রাম রাজানঃ কামরূপিণা ॥৬
অস্য মায়াবিদো মায়ামৃগরূপমিদং কৃতম্।
ভানুমৎ পুরুষব্যাঘ্র গন্ধর্বপুরসন্নিভম্ ॥৭
মৃগো হ্যেবংবিধো রত্নবিচিত্রো নাস্তি রাঘব।
জগত্যাং জগতীনাথ মায়ৈষা হি ন সংশয়ঃ ॥৮
এবং ব্রুবাণং কাকুৎস্থং প্রতিবার্য্য শুচিস্মিতা।
উবাচ সীতা সংহৃষ্টা ছদ্মনা হৃতচেতনা ॥৯
আর্য্যপুত্রাভিরামোঽসৌ মৃগো হরতি মে মনঃ।
আনয়ৈনং মাহাবাহো ক্রীড়ার্থং নো ভবিষ্যতি ॥১০
ইহাশ্রমপদেঽস্মাকং বহবঃ পুণ্যদর্শনাঃ।
মৃগাশ্চরন্তি সহিতাশ্চমরাঃ সৃমরাস্তথা ॥১১
ঋক্ষাঃ পৃষতসঙ্ঘাশ্চ বানরাঃ কিন্নরাস্তথা।
বিহরন্তি মহাবাহো রূপশ্রেষ্ঠা মহাবলাঃ ॥১২

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ

[মায়ামৃগদর্শনে লক্ষ্মণের সন্দেহ। জীবিত বা মৃত অবস্থায় মৃগ আনিবার জন্য শ্রীরামের নিকট সীতার প্রার্থনা।]

সেই বিশুদ্ধ স্বর্ণবর্ণা, অনিন্দিতাঙ্গী ও সুমধ্যমা সীতা পুষ্পচয়ন করত স্বর্ণ ও রজতবর্ণ পার্শ্বদ্বয়ে শোভিত সেই মৃগকে দর্শন করিয়া অত্যন্ত হৃষ্ট হইলেন এবং স্বামীকে ও লক্ষ্মণকে অস্ত্রের সহিত আগমন করিতে আহ্বান করিলেন।১-২

আর্য্যপুত্র! ভ্রাতার সহিত শীঘ্র আগমন করুন। শীঘ্র আগমন করুন! এই বলিয়া তিনি তাঁহাদের আহ্বান করিতে লাগিলেন এবং এক একবার সেই মৃগের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। তখন সেই দুই নরশ্রেষ্ঠ রাম ও লক্ষণ বিদেহরাজদুহিতা সীতা কর্তৃক আহূত হইয়া তথায় আগমনপূর্বক চতুর্দিক্ অবলোকন করত সেই মৃগকে দেখিতে পাইলেন।৩-৪

লক্ষ্মণ সেই মৃগকে দর্শনপূর্বক মারীচের আশঙ্কা করিয়া রামকে এই বাক্য বলিলেন,—হে রাম! আমি এই মৃগকে সেই মারীচরাক্ষস বলিয়া মনে করিতেছি।৫

হর্ষের সহিত মৃগয়া করিতে অসিয়া অনেক ভূপতি বনমধ্যে স্বেচ্ছানুসারে রূপধারী এই রাক্ষসকর্তৃক নিহত হইয়াছেন।৬

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! এই মায়াবী রাক্ষসই মায়া দ্বারা ঈদৃশ গন্ধর্বনগরতুল্য রমণীয় উজ্জ্বল রূপধারণ করিয়াছে।৭

হে রঘুনন্দন! হে মহীপতে! ভূতলে এইরূপ রত্নচিত্রিত মৃগ নাই, ইহা নিশ্চয়ই মায়ার কার্য্য, ইহাতে অণুমাত্রও সংশয় নাই।৮

কাকুৎস্থ লক্ষ্মণ এইরূপ বলিলে পবিত্রহাস্যযুক্ত সীতা সেই রাক্ষসের মায়ায় বিমোহিতা হইয়া নিবারণ করত হর্ষসহকারে স্বামীকে বলিলেন, হে আর্য্যপুত্র! এই মৃগ অতি রমণীয়, আমার মন হরণ করিতেছে, অতএব হে মহাবাহো! আমাদিগের ক্রীড়ার জন্য আপনি ইহাকে আনয়ন করুন।৯-১০

ন চান্যঃ সদৃশো রাজন্ দৃষ্টঃ পূর্বং মৃগো ময়াঃ।
তেজসা ক্ষময়া দীপ্ত্যা যথায়ং মৃগসত্তমঃ ॥১৩
নানাবর্ণবিচিত্রাঙ্গো রত্নভূতো মমাগ্রতঃ।
দ্যোতয়ন্ বনমব্যগ্রং শোভতে শশিসন্নিভঃ ॥১৪
অহো রূপমহো লক্ষ্মীঃ স্বরসম্পচ্চ শোভনা।
মৃগোঽদ্ভুতো বিচিত্রাঙ্গো হৃদয়ং হরতীব মে ॥১৫
যদি গ্রহণমভ্যেতি জীবন্নেব মৃগস্তব।
আশ্চর্য্যভূতং ভবতি বিস্ময়ং জনয়িষ্যতি ॥১৬
সমাপ্তবনবাসানাং রাজ্যস্থানাঞ্চ চ নঃ পুনঃ।
অন্তঃপুরে বিভূষার্থো মৃগ এষ ভবিষ্যতি ॥১৭
ভরতস্যার্য্যপুত্রস্য শ্বশ্রূণাং মম চ প্রভো।
মৃগরূপমিদং দিব্যং বিস্ময়ং জনয়িষ্যতি ॥১৮
জীবন্ন যদি তেঽভ্যেতি গ্রহণং মৃগসত্তমঃ।
অজিনং নরশার্দূল রুচিরং তু ভবিষ্যতি ॥১৯
নিহতস্যাস্য সত্ত্বস্য জাম্বূনদময়ত্বচি।
শষ্পবৃস্যাং বিনীতায়ামিচ্ছাম্যহমুপাসিতম্ ॥২০
কামবৃত্তমিদং রৌদ্রং স্ত্রীণামসদৃশং মতম্।
বপুষা ত্বস্য সত্ত্বস্য বিস্ময়ো জনিতো মম ॥২১
তেন কাঞ্চনরোম্না তু মণিপ্রবরশৃঙ্গিণা।
তরুণাদিত্যবর্ণেন নক্ষত্রপথবর্চসা ॥২২
বভূব রাঘবস্যাপি মনো বিস্ময়মাগতম্।
ইতি সীতাবচঃ শ্রুত্বা দৃষ্ট্বা চ মৃগমদ্ভুতম্ ॥২৩
লোভিতস্তেন রূপেণ সীতয়া চ প্রচোদিতঃ।
উবাচ রাঘবো হৃষ্টো ভ্রাতরং লক্ষ্মণং বচঃ ॥২৪
পশ্য লক্ষ্মণ বৈদেহ্যাঃ স্পৃহামুল্লসিতামিমাম্
রূপশ্রেষ্ঠতয়া হ্যেষ মৃগোঽদ্য ন ভবিষ্যতি ॥২৫
ন বনে নন্দনোদ্দেশে ন চৈত্ররথসংশ্রয়ে।
কুতঃ পৃথিব্যাং সৌমিত্রে যোঽস্য কশ্চিৎ
সমো মৃগঃ ॥২৬

আমাদিগের এই আশ্রম মধ্যে চমর, সৃমর (কৃষ্ণপুচ্ছ গাভী) ও পৃষত প্রভৃতি অনেক শুভদর্শন মৃগ বিচরণ করে। হে মহাবাহো! শ্রেষ্ঠ রূপ-বিশিষ্ট বানর, ঋক্ষ ও কিন্নরগণ দলে দলে বিহার করিয়া থাকে, কিন্তু হে রাজন্! আমি পূর্বে ক্ষমা, দীপ্তি ও তেজে এই মৃগবরের সদৃশ অন্য কোন মৃগ অবলোকন করি নাই।১১-১৩

বিবিধবর্ণে বিচিত্র-দেহ চন্দ্রতুল্য নয়নমনোহর এই মৃগ সমস্ত অরণ্য শোভিত করত আমার নিকটে রত্নতুল্য হইয়া দীপ্তি পাইতেছে।১৪

আহা! এই চিত্রাঙ্গ অদ্ভুত মৃগের কি রূপ এবং কি কান্তি ও কি উৎকৃষ্ট স্বর? যেন আমার মন অপহরণ করিতেছে।১৫

যদি আপনি ইহাকে জীবিত গ্রহণ করিতে পারেন, তবে অতি আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার হইবে! এই মৃগ আমাদিগের বিস্ময় উৎপাদন করিবে।১৬

আমাদিগের বনবাস শেষ হইলে যখন রাজ্যে অবস্থান করিব, তখন এই মৃগ আমাদিগের অন্তঃপুরের শোভাবর্দ্ধক হইবে। হে প্রভো! এই মৃগের দিব্যরূপ আমার শ্বশ্রূদিগের এবং আর্য্যপুত্র ভরতেরও বিস্ময় উৎপাদন করিবে।১৭-১৮

হে নরশ্রেষ্ঠ! যদি আপনি এই মৃগবরকে জীবিত গ্রহণ করিতে নাও পারেন, তথাপি একখানি সুন্দর অজিন (মৃগচর্ম) হইবে।১৯

আপনি এই মৃগকে বিনাশ করিলে আপনি ইহার স্বর্ণময় চর্ম কুশাসনোপরি বিছাইয়া উপবেশন করিবেন, আমিও আপনার পার্শ্বে ঐ আসনে উপবেশন করিব, এইরূপ বাসনা করিতেছি। মহিলাদিগের ঈদৃশ অতি ভয়ঙ্কর স্বেচ্ছাচারিত্ব অনুচিত,—ইহা বিজ্ঞদিগের অভিমত তথাপি এই প্রাণীর দেহসৌন্দর্য্যে আমার বিস্ময় জন্মিয়াছে।২০-২১

কিন্তু এই মৃগের তরুণ সূর্য্যের মত বর্ণ, উৎকৃষ্ট মণিময়-যুক্তশৃঙ্গ, স্বর্ণময় রোম-সমন্বিত নক্ষত্রপুঞ্জের ন্যায় দীপ্তি-শালী দেহ দেখিয়া আরও অত্যন্ত বিস্ময় জন্মিয়াছে। সীতার সেই বাক্য গ্রহণ ও উক্ত অদ্ভুত মৃগ দর্শন করিয়া রঘুনন্দন রামেরও চিত্ত বিস্ময়ান্বিত হইল। তিনি সীতা কর্ত্তৃক নিয়োজিত এবং সেই মৃগরূপে শোভিত হইয়া হর্ষসহকারে ভ্রাতা লক্ষ্মণকে

প্রতিলোমানুলোমাশ্চ রুচিরা রোমরাজয়ঃ।
শোভন্তে মৃগমাশ্রিত্য চিত্রাঃ কনকবিন্দুভিঃ ॥২৭
পশ্যাস্য জৃম্ভমাণস্য দীপ্তমগ্নিশিখোপমাম্।
জিহ্বাং মুখান্নিঃসরন্তীং মেঘাদিব শতহ্রদাম্ ॥২৮
মসারগল্বর্কমুখঃ শঙ্খমুক্তানিভোদরঃ।
কস্য নামানিরূপ্যোঽসৌ ন মনো লোভয়েন্মৃগঃ ॥২৯
কস্য রূপমিদং দৃষ্ট্বা জাম্বূনদময়প্রভম্।
নানারত্নময়ং দিব্যং ন মনো বিস্ময়ং ব্রজেৎ ॥৩০
মাংসহেতোরপি মৃগান্ বিহারার্থঞ্চ ধন্বিনঃ।
ঘ্নন্তি লক্ষ্মণ রাজানো মৃগয়ায়াং মহাবনে ॥৩১
ধনানি ব্যবসায়েন বিচীয়ন্তে মহাবনে।
ধাতবো বিবিধাশ্চাপি মণিরত্নসুবর্ণিনঃ ॥৩২
তৎসারমখিলং নৃণাং ধনং নিচয়বর্দ্ধনম্।
মনসা চিন্তিতং সর্ব্বং যথা শুক্রস্য লক্ষ্মণ ॥৩৩
অর্থী যেনার্থকৃত্যেন সংব্রজত্যবিচারয়ন্।
তমর্থমর্থশাস্ত্রজ্ঞাঃ প্রাহুরর্থ্যাঃ সুলক্ষ্মণ ॥৩৪
এতস্য মৃগরত্নস্য পরার্দ্ধ্যে কাঞ্চনত্বচি।
উপবেক্ষ্যতি বৈদেহী ময়া সহ সুমধ্যমা ॥৩৫
ন কাদলী ন প্রিয়কী ন প্রবেণী ন চাবিকী।
ভবেদেতস্য সদৃশী স্পর্শেঽনেনেতি মে মতিঃ ॥৩৬
এষ চৈব মৃগঃ শ্রীমান্ যশ্চ দিব্যো নভশ্চরঃ।
উভাবেতৌ মৃগৌ দিব্যৌ তারামৃগ-মহীমৃগৌ ॥৩৭
যদি বায়ং তথা যন্মাং ভবেদ্ বদসি লক্ষ্মণ।
মায়ৈষা রাক্ষসস্যেতি কর্ত্তব্যোঽস্য বধো ময়া ॥৩৮

বলিলেন,—লক্ষ্মণ! এই মৃগটিকে লইবার জন্য বৈদেহীর কিরূপ অত্যন্ত স্পৃহা হইয়াছে, তাহা তুমি বিবেচনা কর; অদ্য এই হরিণকে এমন সুন্দর দেহ লইয়া আর ফিরিয়া যাইতে হইবে না।২২-২৫

হে সুমিত্রানন্দন! এই মৃগের সদৃশ অন্য কোন মৃগ ইন্দ্রের নন্দনবনে বা কুবেরের চৈত্ররথ বনেও নাই, পৃথিবীতে থাকিবার সম্ভাবনা কি? এই মৃগের রজত-বিন্দুসমূহে চিত্রিত মনোহর রোমরাজি অনুলোম ও বিলোমভাবে অর্থাৎ বক্র ও অবক্রভাবে বিন্যস্ত হইয়া শোভিত হইতেছে।২৬-২৭

এই মৃগ জৃম্ভণ করিলে ইহার অগ্নিশিখাসদৃশী প্রদীপ্ত জিহ্বা মুখ হইতে বহির্গত হইয়া মেঘমণ্ডলনির্গত বিদ্যুতের শোভা ধারণ করিতেছে, অবলোকন কর।২৮

ইন্দ্রনীলমণি নির্মিত চষকের (পানপাত্রের) মত যাহার বদন এবং মুক্তা ও শঙ্খের ন্যায় বর্ণযুক্ত যাহার উদর, এই অবর্ণনীয় মৃগ কোন্ ব্যক্তির মন না লোভিত করে? ২৯

স্বর্ণসদৃশ প্রভাযুক্ত বিবিধ রত্নময় এই দিব্য মৃগরূপ দর্শন করিয়া কাহার চিত্ত না বিস্ময়প্রাপ্ত হয়? ৩০

লক্ষ্মণ! নরপতিগণ মৃগয়া উপলক্ষে মহাবনে যাইয়া ধনুর্ধারণপূর্বক চর্মের ও মাংসের জন্য অনেক মৃগ বিনাশ করিয়া থাকেন এবং মহারণ্যে যত্নপূর্বক মণি, রত্ন ও সুবর্ণসম্বলিত বিবিধ ধাতুরূপ বহুধন সঞ্চয় করিয়া থাকেন।৩১-৩২

লক্ষ্মণ! যেরূপ ব্রহ্মভাব প্রাপ্তির জন্য মানুষ বনে গিয়া একাগ্রচিত্তে তাহা চিন্তা করত লাভ করিয়া সমস্ত বস্তুতেই ব্রহ্মদর্শন করিয়া ব্রহ্মভাবের বৃদ্ধি ঘটে, সেইরূপ অরণ্যমধ্যবর্তী ধনসমূহ উৎকৃষ্ট ও তাহাতেই মনুষ্যদিগের ধনাগারে ধনবৃদ্ধি ঘটে। লক্ষ্মণ! অর্থাকাঙ্ক্ষী পুরুষ যে অর্থ (প্রয়োজন) সম্পাদনের জন্য নিঃসংশয়চিত্তে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, অর্থশাস্ত্রজ্ঞ অর্থচিন্তানিরত পুরুষগণ তাহাকেই অর্থ বলিয়া থাকেন।৩৩-৩৫

সুমধ্যমা বৈদেহী এই মৃগরত্নের উৎকৃষ্ট স্বর্ণময়চর্মে আমার সহিত উপবেশন করিবেন। আমি বিবেচনা করি—কি কদল (অধোভাগে কর্বুরবর্ণ ও অগ্রভাগে নীলবর্ণ উচ্চ মৃদু রোমযুক্ত মৃগ), কি প্রিয়ক (উচ্চ, মৃদু, মসৃণ ও রোমযুক্ত মৃগ), কি প্রবেণ (ছাগ বিশেষ) কি মেষ, কাহারও চর্ম এই মৃগচর্মের ন্যায় কোমল হইবে না। পৃথিবীচারী শ্রীমান্ এই মৃগ ও আকাশচারী সেই তারাগণ মধ্যবর্তী মনোহর মৃগ—এই উভয় মৃগই দিব্য।৩৬-৩৭

অতএব হে লক্ষ্মণ! তুমি আমাকে যেরূপ বলিলে, যদি এই মৃগ সেইরূপই হয়,—মারীচরাক্ষসের মায়ার কার্য্যই হয়, তথাপি ইহাকে আমার বধ করা উচিত।৩৮

এতেন হি নৃশংসেন মারীচেনাকৃতাত্মনা।
বনে বিচরতা পূর্ব্বং হিংসিতা মুনিপুঙ্গবাঃ ॥৩৯
উত্থায় বহবো যেন মৃগয়ায়াং জনাধিপাঃ।
নিহতাঃ পরমেষ্বাসাস্তস্মাদ্ বধ্যস্ত্বয়ং মৃগঃ ॥৪০
পুরস্তাদিহ বাতাপিঃ পরিভূয় তপস্বিনঃ।
উদরস্থো দ্বিজান্ হন্তি স্বগর্ভোঽশ্বতরীমিব ॥৪১
স কদাচিচ্চিরাল্লোকে আসসাদ মহামুনিম্।
অগস্ত্যং তেজসা যুক্তং ভক্ষ্যস্তস্য বভূব হ ॥৪২
সমুত্থানে চ তদ্রূপং কর্ত্তুকামং সমীক্ষ্য তম্।
উৎস্ময়িত্বা তু ভগবান্ বাতাপিমিদমব্রবীৎ ॥৪৩
ত্বয়াবিগণ্য বাতাপে পরিভূতাশ্চ তেজসা।
জীবলোকে দ্বিজশ্রেষ্ঠাস্তস্মাদসি জরাং গতঃ ॥৪৪
তদ্রক্ষো ন ভবেদেব বাতাপিরিব লক্ষ্মণ।
মদ্বিধং যোঽতিমন্যেত ধর্ম্মনিত্যং জিতেন্দ্রিয়ম্ ॥৪৫
ভবেদ্ধতোঽয়ং বাতাপিরগস্ত্যেনেব মা গতঃ।
ইহ ত্বং ভব সন্নদ্ধো যন্ত্রিতো রক্ষ মৈথিলীম্ ॥৪৬
অস্যামায়ত্তমস্মাকং যৎকৃত্যং রঘুনন্দন।
অহমেনং বধিষ্যামি গ্রহীষ্যাম্যথবা মৃগম্ ॥৪৭
যাবদ্গচ্ছামি সৌমিত্রে মৃগমানয়িতুং দ্রুতম্।
পশ্য লক্ষ্মণ বৈদেহ্যা মৃগত্বচি গতাং স্পৃহাম্ ॥৪৮
ত্বচা প্রধানয়া হ্যেষ মৃগোঽদ্য ন ভবিষ্যতি।
অপ্রমত্তেন তে ভাব্যমাশ্রমস্থেন সীতয়া ॥৪৯
যাবৎপৃষতমেকেন সায়কেন নিহন্ম্যহম্।
হত্বৈতচ্চর্ম্ম আদায় শীঘ্রমেষ্যামি লক্ষ্মণ ॥৫০
প্রদক্ষিণেনাতিবলেন পক্ষিণা
জটায়ুষা বুদ্ধিমতা চ লক্ষ্মণ।
ভবাপ্রমত্তঃ প্রতিগৃহ্য মৈথিলীং
প্রতিক্ষণং সর্বত এব শঙ্কিতঃ ॥৫১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে ত্রিচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥

পূর্বে এই দুষ্টচিত্ত দুরাচার মারীচ বনে বিচরণ করত অনেক শ্রেষ্ঠ ঋষিদিগকে হিংসা করিয়াছে এবং মৃগয়াকালে মহাধনুর্ধারী অনেক রাজাকেও বিনাশ করিয়াছে, অতএব এই মৃগ অবশ্যই আমার বধ্য।৩৯-৪০

পূর্বে এই দণ্ডকারণ্যে বাতাপি নামে এক রাক্ষস তপস্যাকারী ব্রাহ্মণদিগের খাদ্যরূপে উদরস্থ হইয়া, অশ্বতরীগর্ভ যেরূপ অশ্বতরীকে বিনাশ করে, সেইরূপ তাঁহাদিগকে পরাভূত করিয়া বিনাশ করিত।৪১

বহুকাল পরে কোন সময়ে সে তেজস্বী অগস্ত্যকে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার ভক্ষ্য হইল।৪২

তারপর শ্রাদ্ধ শেষ হইলে সেই বাতাপিকে স্বীয় রাক্ষসরূপ ধারণ করিতে অভিলাষী দেখিয়া ভগবান্ অগস্ত্য বলিয়াছিলেন,—এই প্রাণিলোকে তুই বিচার না করিয়া বলপূর্বক শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকে বধ করিয়াছিস্, এই কারণেই জীর্ণ হইলি।৪৩-৪৪

হে লক্ষ্মণ! যে আমার ন্যায় নিয়ত ধর্মনিরত জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিকে অতিক্রম করে, বাতাপির ন্যায় সেই রাক্ষস নিশ্চয়ই জীবিত থাকে না। অতএব এই মৃগ আমার নিকটে আগত হইয়া অগস্ত্যের নিকটে বাতাপি যেরূপ নিহত হইয়াছিল, সেইরূপ নিহত হইবে। তুমি অস্ত্রাদি দ্বারা সজ্জিত হইয়া অবস্থান কর এবং সাবধানে মৈথিলীকে রক্ষা কর।৪৫-৪৬

হে রঘুনন্দন! আমাদের যাহা করণীয়, তৎসমস্তই সীতাকে রক্ষা করার অধীন। আমি ইহাকে ধরিয়া আনিব, কিংবা বধ করিব। কিন্তু যাবৎকাল আমি ইহাকে আনয়ন করিবার জন্য দ্রুত গমন করিব; হে সুমিত্রানন্দন! তুমি তাবৎকাল যুদ্ধ বর্জন করিয়া এই প্রদেশে অবস্থান করত যত্নসহকারে মিথিলারাজদুহিতা সীতাকে রক্ষা কর। লক্ষ্মণ! বিদেহরাজদুহিতা সীতার এই মৃগচর্মের অভিলাষ যে কিরূপ বলবান্, তাহা তুমি বিবেচনা কর। এই মৃগ স্বীয় উৎকৃষ্ট চর্মের জন্য অদ্য জীবিত থাকিবে না। হে লক্ষ্মণ! আমি যে পর্য্যন্ত এক বাণ দ্বারা ইহাকে বিনাশ না করি, তুমি সেই পর্য্যন্ত অপ্রমত্তভাবে সীতার সহিত আশ্রমে অবস্থান কর; আমি ইহাকে বিনাশপূর্বক চর্ম গ্রহণ করিয়া শীঘ্রই আগমন করিব।৪৭-৫০

লক্ষ্মণ! তুমি সীতাকে গ্রহণ করিয়া অতি বলবান্, বুদ্ধিমান্ ও সর্বকার্য্যদক্ষ জটায়ুর সহিত নিরন্তর সশঙ্কভাবে চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করত সাবধানে অবস্থিত হও।৪৯-৫১

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে ত্রিচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

চতুশ্চত্বারিংশঃ সর্গঃ

[শ্রীরামস্য মারীচবধঃ, মারীচস্য সীতা-লক্ষ্মণনামগ্রাহমুচ্চৈরাহ্বানং শৃণ্বতো রামস্য চিন্তা চ।]

তথা তু তং সমাদিশ্য ভ্রাতরং রঘুনন্দনঃ।
ববন্ধাসিং (ক) মহাতেজা জাম্বূনদময়ৎসরুম্ ॥১
ততস্ত্রিবিনতং চাপমাদায়াত্মবিভূষণম্।
আবধ্য চ কলাপৌ দ্বৌ জগামোদগ্রবিক্রমঃ ॥২
তং বন্যরাজো রাজেন্দ্রমাপতন্তং নিরীক্ষ্য বৈ।
বভূবান্তর্হিতস্ত্রাসাৎ পুনঃ সন্দর্শনেঽভবৎ ॥৩
বদ্ধাসির্ধনুরাদায় প্রদুদ্রাব যতো মৃগঃ।
তং স্ম পশ্যতি রূপেণ দ্যোতয়ন্তমিবাগ্রতঃ ॥৪
অবেক্ষ্যাবেক্ষ্য ধাবন্তং ধনুষ্পাণির্মহাবনে।
অতিবৃত্তমিবোৎপাতাল্লোভযানং কদাচন ॥৫
শঙ্কিতং তু সমুদ্ভ্রান্তমুৎপতন্তমিবাম্বরম্।
দৃশ্যমানমদৃশ্যঞ্চ বনোদ্দেশেষু কেষুচিৎ ॥৬
ছিন্নাভ্রৈরিব সংবীতং শারদং চন্দ্রমণ্ডলম্।
মুহূর্তাদেব দদৃশে মুহুর্দূরাৎ প্রকাশতে ॥৭
দর্শনাদর্শনেনৈব সোঽপাকর্ষত রাঘবম্।
স দূরমাশ্রমস্যাস্য মারীচো মৃগতাং গতঃ ॥৮
আসীৎ ক্রুদ্ধস্তু কাকুৎস্থো বিবশস্তেন মোহিতঃ।
অথাবতস্থে সুশ্রান্তশ্ছায়ামাশ্রিত্য শাদ্বলে ॥৯
স তমুন্মাদয়ামাস মৃগরূপো নিশাচরঃ।
মৃগৈঃ পরিবৃতোঽথান্যৈরদূরাৎ প্রত্যদৃশ্যত ॥১০

চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ

[শ্রীরাম কর্তৃক মারীচ বধ, মারীচ কর্তৃক সীতা ও লক্ষ্মণ এইরূপ চীৎকার করায় রামের চিন্তা।]

মহাতেজা তীব্রবিক্রম রাজেন্দ্র রঘুনন্দন রাম ভ্রাতা লক্ষ্মণকে এইরূপ আদেশ করিয়া স্বীয় অলঙ্কারস্বরূপ তিন স্থানে নতধনু ও তূণদ্বয় গ্রহণপূর্বক অসিধারণ করত প্রস্থান করিলেন।১-২

সেই মৃগবর রামকে নিজ অভিমুখে আসিতে দেখিয়া ভয়বশতঃ অন্তর্হিত হইয়া পুনরায় তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল।৩

তিনি ধনু ও অসিধারণ পূর্বক যেদিকে সেই মৃগ যাইতে লাগিল, সেই দিকে ধাবিত হইয়া দেখিলেন, ঐ মৃগ যেন স্বীয়রূপে বনপ্রদেশ শোভিত করত অগ্রে অবস্থান করিতেছে, কখন পশ্চাদ্‌ভাগে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে মহাবনের অভিমুখে ধাবিত হইতেছে, কখন লম্ফ প্রদানপূর্বক দূরে পলাইতেছে, কখন নিকটে আসিয়া লোভিত করিতে চেষ্টা করিতেছে, কখন শঙ্কিত হইয়া উল্লম্ফ প্রদানপূর্বক আকাশে যেন উৎপতিত হইতেছে। কখন দৃষ্টিপথে আগত এবং কখন বা নিবিড় বনমধ্যে বিলীন হইয়া দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইতেছে।৪-৬

যেরূপ বিচ্ছিন্ন মেঘসমূহে পরিব্যাপ্ত শরৎকালীন চন্দ্রমণ্ডল কখন দৃষ্ট কখন বা অদৃষ্ট হয়, সেইরূপ মৃগরূপী মারীচ মুহূর্তকাল দৃষ্ট এবং অদৃষ্ট হইয়া পুনরায় দূরে লক্ষিত হইতে লাগিল এবং মৃগরূপী মারীচ এইরূপে কখন দৃষ্ট ও অদৃষ্ট হইয়া রঘুনন্দন সেই রামকে আশ্রম হইতে বহুদূরে আকর্ষণ লইয়া গেল।৭-৮

তখন কাকুৎস্থ রাম সেই মৃগকর্তৃক মোহিত ও বশীভূত হইয়া ক্রুদ্ধ হইলেন এবং অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়া বৃক্ষচ্ছায়া আশ্রয় করত হরিদ্বর্ণনবতৃণযুক্ত প্রদেশে অবস্থান করিতে লাগিলেন।৯

এই মৃগরূপধারী রাক্ষস তাঁহাকে উন্মাদিত করিল এবং দূরে বন্য মৃগগণে পরিবৃত হইয়াও রাম কর্তৃক দৃষ্ট হইল। রাম তাহাকে গ্রহণ করিতে অভিলাষী দেখিয়া

পাঠান্তর :—(ক) দধারাসিং—।

গ্রহীতুকামং দৃষ্ট্বা তং পুনরেবাভ্যধাবত।
তৎক্ষণাদেব সন্ত্রাসাৎ পুনরন্তর্হিতোঽভবৎ ॥১১

পুনরেব ততো দূরাদ্ বৃক্ষখণ্ডাদ্ বিনিঃসৃতঃ।
দৃষ্ট্বা রামো মহাতেজাস্তং হন্তুং কৃতনিশ্চয়ঃ ॥১২

ভূয়স্তু শরমুদ্ধৃত্য কুপিতস্তত্র রাঘবঃ।
সূর্য্যরশ্মিপ্রতীকাশং জ্বলন্তমরিমর্দনম্ ॥১৩

সন্ধায় সদৃঢ়ং চাপে বিকৃষ্য বলবদ্ বলী।
তমেব মৃগমুদ্দিশ্য জ্বলন্তমিব পন্নগম্ ॥১৪

মুমোচ জ্বলিতং দীপ্তমস্ত্রং ব্রহ্মবিনির্মিতম্।
শরীরং মৃগরূপস্য বিনির্ভিদ্য শরোত্তমঃ ॥১৫

মারীচস্যৈব হৃদয়ং বিভেদাশনিসন্নিভঃ।
তালমাত্রমথোৎপ্লুত্য ন্যপতৎ স ভৃশাতুরঃ ॥১৬

ব্যনদদ্ভৈরবং নাদং ধরণ্যামল্পজীবিতঃ।
ম্রিয়মাণস্তু মারীচো জহৌ তাং কৃত্রিমাং তনুম্ ॥১৭

স্মৃত্বা তদ্বচনং রক্ষো দধ্যৌ কেন তু লক্ষ্মণম্।
ইহ প্রস্থাপয়েৎ সীতা তাং শূন্যে রাবণো হরেৎ ॥১৮

স প্রাপ্তকালমাজ্ঞায় চকার চ ততঃ স্বনম্।
সদৃশং রাঘবস্যেব হা সীতে লক্ষ্মণেতি চ ॥১৯

তেন মর্ম্মণি নির্বিদ্ধং শরেণানুপমেন হি।
মৃগরূপং তু তত্ত্যক্ত্বা রাক্ষসং রূপমাস্থিতঃ* ॥২০

চক্রে স সুমহাকায়ো মারীচো জীবিতং ত্যজন্।
তং দৃষ্ট্বা পতিতং ভূমৌ রাক্ষসং ভীমদর্শনম্ ॥২১

রামো রুধিরসিক্তাঙ্গং চেষ্টমানং মহীতলে।
জগাম মনসা সীতাং লক্ষ্মণস্য বচঃ স্মরন্ ॥২২

মারীচস্য তু মায়ৈষা পূর্বোক্তা লক্ষ্মণেন তু।
তত্তথা হ্যভবচ্চাদ্য মারীচোঽয়ং ময়া হতঃ ॥২৩

ভয়ে দৌড়াইতে দৌড়াইতে পুনরায় তখনই অন্তর্হিত হইল।১০-১১

অনন্তর বলবান্ ও মহাতেজা রঘুনন্দন রাম তাহাকে পুনরায় বৃক্ষসমূহ হইতে বহির্গত দর্শন করিয়া বিনাশ করিবার স্থির করিলেন এবং ক্রোধসহকারে সূর্য্যকিরণ-সদৃশ প্রজ্বলিত শত্রুবিনাশকারী এক বাণ গ্রহণ করিলেন। ধনুতে সেই সর্পসদৃশ জাজ্বল্যমান প্রদীপ্ত ব্রহ্মাস্ত্র দৃঢ়ভাবে যোজনাপূর্বক সবলে আকর্ষণ করিয়া সেই মৃগ উদ্দেশে নিক্ষেপ করিলেন। সেই বজ্রতুল্য উত্তম বাণ মৃগদেহ ভেদ করিয়া তন্মধ্যবর্তী মারীচের হৃদয় বিদারণ করিল। মারীচ সেই বাণের আঘাতে অত্যন্ত পীড়িত হইয়া তালবৃক্ষপ্রমাণ উচ্চ লম্ফপ্রদান করত ভূতলে পতিত হইল।১২-১৬

ক্ষীণজীবন ও ম্রিয়মাণ হইয়া মারীচ ভয়ঙ্কর শব্দে চীৎকার করিতে করিতে সেই কৃত্রিম দেহ পরিত্যাগ করিল। অনন্তর সেই রাক্ষস রাবণের বাক্য স্মরণপূর্বক কি উপায়ে সীতা লক্ষ্মণকে এইস্থানে পাঠাইবেন এবং রাবণ শূন্য আশ্রমে তাঁহাকে হরণ করিতে পারিবেন—এইরূপ চিন্তা করত তৎকালোচিত কার্য্য অবগত হইয়া রঘুনন্দন রামের স্বরে "হা সীতে! হা লক্ষ্মণ!" এইরূপ শব্দ করিল।১৭-১৯

বৃহৎকায় মারীচরাক্ষস সেই অনুপম বাণদ্বারা মর্মস্থানে বিদ্ধ হইয়া মৃগরূপ পরিত্যাগপূর্বক স্বীয় রূপ ধারণ করত উক্ত শব্দ করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিল এবং সেই সময় সে নিজ শরীর অত্যন্ত বৃহদাকার ধারণ করিল। রাম দেখিতে ভয়ঙ্কর সেই রাক্ষসকে রক্তাক্তদেহে ভূতলে পতিত এবং যন্ত্রণায় ছটফট করিতে দেখিয়া লক্ষ্মণের বাক্য স্মরণ করিয়া মনে মনে সীতার বিষয় চিন্তা করিলেন।২০-২২

অনন্তর লক্ষ্মণ পূর্বে বলিয়াছিলেন যে, ইহা মারীচ-রাক্ষসের মায়ার কার্য্য, তাহাই সত্য হইল; আমি এই মারীচকে নিহত করিলাম। এই রাক্ষস অতি উচ্চৈঃস্বরে 'হা সীতে! হা লক্ষ্মণ!' এইরূপ শব্দ করিয়া প্রাণত্যাগ করিল; সীতা ইহা শ্রবণ করিয়া কি করিবেন? এবং মহাবাহু লক্ষ্মণই বা কি অবস্থা প্রাপ্ত হইবেন? এইরূপ চিন্তা করিয়া তাঁহার গাত্র রোমাঞ্চিত হইল।২৩-২৫

* কোন কোন গ্রন্থে ২০ নং শ্লোকের পর নিম্নলিখিত শ্লোকটি অধিক দেখা যায়—
ততো বিচিত্রকেয়ূরঃ সর্বাভরণভূষিতঃ।
হেমমালী মহাদংষ্ট্রো রাক্ষসোঽভূচ্ছরাহতঃ ॥

হা সীতে লক্ষ্মণেত্যেবমাক্রুশ্য তু মহাস্বনম্ ।
মমার রাক্ষসঃ সোঽয়ং শ্রুত্বা সীতা কথং ভবেৎ ॥২৪
লক্ষ্মণশ্চ মহাবাহুঃ কামবস্থাং গমিষ্যতি ।
ইতি সংচিন্ত্য ধর্ম্মাত্মা রামো হৃষ্টতনূরুহঃ ॥২৫
তত্র রামং ভয়ং তীব্রমাবিবেশ বিষাদজম্ ।
রাক্ষসং মৃগরূপং তং হত্বা শ্রুত্বা চ তৎস্বনম্ ॥২৬
নিহত্য পৃষতং চান্যং মাংসমাদায় রাঘবঃ ।
ত্বরমাণো জনস্থানং সসারাভিমুখং তদা ॥২৭

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে চতুশ্চত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥

রঘুনন্দন রাম সেই মৃগরূপধারী রাক্ষসকে বিনাশ করত তাহার উক্ত শব্দ শ্রবণ করিয়া বিষণ্ণবদনে অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িলেন ।২৬

তখনই অন্য এক মৃগ বিনাশ পূর্বক তাহার মাংস গ্রহণ করত ত্বরান্বিত হইয়া জনস্থানের অভিমুখে প্রস্থান করিলেন ।২৭

মহর্ষি-বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ।

পঞ্চচত্বারিংশঃ সর্গঃ

[সীতায়া মর্ম্মস্পৃশা বাচা ক্ষুভিতস্যানিচ্ছতোঽপি লক্ষ্মণস্য শ্রীরামসমীপে গমনম্ ।]

আর্ত্তস্বরং তু তং ভর্ত্তুর্বিজ্ঞায় সদৃশং বনে ।
উবাচ লক্ষ্মণং সীতা গচ্ছ জানীহি রাঘবম্ ॥১
ন হি মে জীবিতং স্থানে হৃদয়ং বাবতিষ্ঠতে ।
ক্রোশতঃ পরমার্ত্তস্য শ্রুতঃ শব্দো ময়া ভৃশম্ ॥২
আক্রন্দমানং তু বনে ভ্রাতরং ত্রাতুমর্হসি ।
তং ক্ষিপ্রমভিধাব ত্বং ভ্রাতরং শরণৈষিণম্ ॥৩
রক্ষসাং বশমাপন্নং সিংহানামিব গোবৃষম্ ।
ন জগাম তথোক্তস্তু ভ্রাতুরাজ্ঞায় শাসনম্ ॥৪
তমুবাচ ততস্তত্র ক্ষুভিতা জনকাত্মজা ।
সৌমিত্রে মিত্ররূপেণ ভ্রাতুস্ত্বমসি শত্রুবৎ ॥৫
যস্ত্বমস্যামবস্থায়াং ভ্রাতরং নাভিপদ্যসে ।
ইচ্ছসি ত্বং বিনশ্যন্তং রামং লক্ষ্মণ মৎকৃতে ॥৬

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ

(সীতার মর্ম্মস্পর্শী কথায় বাধ্য হইয়া লক্ষ্মণের শ্রীরামসমীপে গমন ।)

সীতা স্বামীর স্বরের ন্যায় সেই আর্ত্তস্বর শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন,—ভাই তুমি যাও এবং রঘুনন্দন রামের বৃত্তান্ত অবগত হও ।১

রামের সেই উচ্চৈঃস্বরে আর্তনাদ শ্রবণ করিয়া আমার প্রাণ স্বস্থানে অবস্থিত হইতেছে না। প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। তোমার ভ্রাতা অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া চীৎকার করিতেছেন, আমি তাঁহার স্বর শ্রবণ করিলাম ।২

এখন বনমধ্যে চীৎকারকারী ভ্রাতাকে পরিত্রাণ করাই তোমার উচিত। তোমার ভ্রাতা সিংহাক্রান্ত বৃষভের ন্যায় রাক্ষস কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া তোমার সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন, তুমি শীঘ্র তাঁহার অভিমুখে ধাবিত হও। লক্ষ্মণ সীতা কর্তৃক সেইরূপ উক্ত হইয়াও ভ্রাতা রামের আদেশ স্মরণ করিয়া গমন করিলেন না ।৩-৪

ইহাতে জনকনন্দিনী সীতা অত্যন্ত ক্ষুভিতা হইয়া তাঁহাকে বলিলেন—হে সুমিত্রাকুমার ! যেহেতু এইরূপ অবস্থায় তুমি তাঁহার নিকটে যাইতেছ না, সেইহেতু তুমি ভ্রাতার প্রকৃত শত্রু, কিন্তু বাহিরে মিত্রভাব

লোভাত্তু মৎকৃতে নূনং নানুগচ্ছসি রাঘবম্ ।
ব্যসনং তে প্রিয়ং মন্যে স্নেহো ভ্রাতরি নাস্তি তে ॥৭
তেন তিষ্ঠসি বিস্রব্ধং তমপশ্যন্মহাদ্যুতিম্ ।
কিং হি সংশয়মাপন্নে তস্মিন্নিহ ময়া ভবেৎ ॥৮
কর্ত্তব্যমিহ তিষ্ঠন্ত্যা যৎপ্রধানস্ত্বমাগতঃ ।
এবং ব্রুবাণাং বৈদেহীং বাষ্পশোকসমন্বিতাম্ ॥৯
অব্রবীল্লক্ষ্মণস্ত্রস্তাং সীতাং মৃগবধূমিব ।
পন্নাগাসুর-গন্ধর্ব-দেব-দানব-রাক্ষসৈঃ ॥১০
অশক্যস্তব বৈদেহি ভর্ত্তা জেতুং ন সংশয়ঃ ।
দেবি দেব-মনুষ্যেষু গন্ধর্বেষু পতত্রিষু ॥১১
রাক্ষসেষু পিশাচেষু কিন্নরেষু মৃগেষু চ ।
দানবেষু চ ঘোরেষু ন স বিদ্যতে শোভনে ॥১২
যো রামং প্রতিযুধ্যেত সমরে বাসবোপমম্ ।
অবধ্যঃ সমরে রামো নৈবং ত্বং বক্তুমর্হসি ॥১৩

ন তামস্মিন্ বনে হাতুমুৎসহে রাঘবং বিনা ।
অনিবার্য্যং বলং তস্য বলৈর্বলবতামপি ॥১৪
ত্রিভির্লোকৈঃ সমুদিতৈঃ সেশ্বরৈঃ সামরৈরপি ।
হৃদয়ং নির্বৃতং তেঽস্তু সন্তাপস্ত্যজ্যতাং তব ॥১৫
আগমিষ্যতি তে ভর্ত্তা শীঘ্রং হত্বা মৃগোত্তমম্ ।
ন স তস্য স্বরো ব্যক্তং ন কশ্চিদপি দৈবতঃ ॥১৬
গন্ধর্বনগরপ্রখ্যা মায়া তস্য চ রক্ষসঃ ।
ন্যাসভূতাসি বৈদেহি ন্যস্তা ময়ি মহাত্মনা ॥১৭
রামেণ ত্বং বরারোহে ন ত্বাং ত্যক্তুমিহোৎসহে ।
কৃতবৈরাশ্চ কল্যাণি বয়মেতৈর্নিশাচরৈঃ ॥১৮
খরস্য নিধনে দেবি জনস্থানবধং প্রতি ।
রাক্ষসা বিবিধা বাচো ব্যাহরন্তি মহাবনে ॥১৯
হিংসাবিহারা বৈদেহি ন চিন্তয়িতুমর্হসি ।
লক্ষ্মণেনৈবমুক্তা তু ক্রুদ্ধা সংরক্তলোচনা ॥২০
অব্রবীৎ পরুষং বাক্যং লক্ষ্মণং সত্যবাদিনম্ ।
অনার্য্যকরুণারম্ভ নৃশংস কুলপাংসন ॥২১

অবলম্বন করিয়া আছ। লক্ষ্মণ! তুমি আমার জন্যই রঘুনন্দন রামকে বিনাশ করিতে ইচ্ছুক হইতেছ।৫-৬

তুমি আমাকে পাইবার লোভেই শ্রীরঘুনন্দনের অনুগামী হইতেছ না, আমি মনে করি, তোমার ভ্রাতা রামের প্রতি স্নেহ নাই; তাঁহার বিপদই তোমার প্রিয়।৭

সেইজন্যই তুমি মহাতেজস্বী তাঁহাকে অবলোকন না করিয়া নিশ্চিন্তে অবস্থান করিতেছ। মুখ্যতঃ তুমি যাঁহার সেবার জন্য বনে আসিয়াছ, তিনি তথায় সংশয়াপন্ন হইলে এখানে থাকিয়া আমি কি করিব? শোকাক্রান্ত হইয়া বাষ্পমোচন করিতে করিতে মৃগবধূসদৃশ ভীতা বিদেহরাজদুহিতা সীতা এইরূপ বলিলে লক্ষ্মণ তাঁহাকে বলিলেন,—হে বিদেহরাজনন্দিনি! দেব, দানব, গন্ধর্ব, অসুর, সর্প ও রাক্ষসগণ মিলিত হইয়াও আপনার স্বামীকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে না, ইহাতে সন্দেহ নাই। হে দেবি! দেব, মনুষ্য, গন্ধর্ব, পিশাচ, রাক্ষস, মৃগ, ভয়ঙ্কর দানব এবং পক্ষীদিগের মধ্যে এইরূপ কোন বীরই নাই, যিনি সেই মহেন্দ্রসদৃশ রামের সহিত প্রতি যুদ্ধ করিতে পারেন। হে শোভনে! রাম যুদ্ধে অবধ্য সুতরাং আপনার এইরূপ বাক্য বলা উচিৎ নহে। আমি রাম ব্যতিরেকে আপনাকে একাকিনী এই বনমধ্যে পরিত্যাগ করিতে পারি না। অতি বলবান্ ব্যক্তিগণও বল দ্বারা রামকে পরাভূত করিতে পারে না।৮-১৪

দিক্‌পাল ও দেবতাগণের সহিত মিলিত হইয়া ত্রিলোকবাসী প্রাণিগণ সম্যগ্‌রূপে চেষ্টা করিয়াও তাঁহার তেজ খর্ব করিতে পারিবেন না, অতএব আপনি এই সন্তাপ পরিত্যাগ করুন, আপনার চিত্ত প্রসন্ন হউক।১৫

আপনার পতি সেই মৃগশ্রেষ্ঠকে বিনাশ করিয়া শীঘ্রই আগমন করিবেন। সেই স্বর নিশ্চয়ই তাঁহার বা কোন দেবতার নহে, ইহা গন্ধর্বনগরের ন্যায় নিশ্চয়ই সেই রাক্ষসের মায়ার কার্য্য। হে সুন্দরি! মহাত্মা রাম আপনাকে আমার নিকট গচ্ছিত রাখিয়াছেন, সুতরাং আমি এইস্থানে আপনাকে পরিত্যাগ করিতে পারি না; কেননা, আমরা জনস্থানে স্থিত বন্ধুবর্গের সহিত খরকে বিনাশ করিয়া রাক্ষসদিগের সহিত শত্রুতা করিয়াছি। হে কল্যাণি! প্রাণিহিংসাই যাহাদের

অহং তব প্রিয়ং মন্যে রামস্য ব্যসনং মহৎ।
রামস্য ব্যসনং দৃষ্ট্বা তেনৈতানি প্রভাষসে ॥২২
নৈব চিত্রং সপত্নেষু পাপং লক্ষ্মণ যদ্ভবেৎ।
ত্বদ্বিধেষু নৃশংসেষু নিত্যং প্রচ্ছন্নচারিষু ॥২৩
সুদুষ্টস্ত্বং বনে রামমেকমেকোঽনুগচ্ছসি।
মম হেতোঃ প্রতিচ্ছন্নঃ প্রযুক্তো ভরতেন বা ॥২৪
তন্ন সিধ্যতি সৌমিত্রে তবাপি ভরতস্য বা।
কথমিন্দীবরশ্যামং রামং পদ্মনিভেক্ষণম্ ॥২৫
উপসংশ্রিত্য ভর্তারং কাময়েয়ং পৃথগ্‌জনম্।
সমক্ষং তব সৌমিত্রে প্রাণাংস্ত্যক্ষ্যাম্যসংশয়ম্ ॥২৬
রামং বিনা ক্ষণমপি নৈব জীবামি ভূতলে।
ইত্যুক্তঃ পরুষং বাক্যং সীতয়া রোমহর্ষণম্ ॥২৭
অব্রবীল্লক্ষ্মণঃ সীতাং প্রাঞ্জলিঃ স জিতেন্দ্রিয়ঃ।
উত্তরং নোৎসহে বক্তুং দৈবতং ভবতী মম ॥২৮
বাক্যমপ্রতিরূপং তু ন চিত্রং স্ত্রীষু মৈথিলি।
স্বভাবস্ত্বেষ নারীণামেষু লোকেষু দৃশ্যতে ॥২৯
বিমুক্তধর্মাশ্চপলাস্তীক্ষ্ণা ভেদকরাঃ স্ত্রিয়ঃ।
ন সহে হীদৃশং বাক্যং বৈদেহি জনকাত্মজে ॥৩০
শ্রোত্রয়োরুভয়োর্মধ্যে তপ্তনারাচসন্নিভম্।
উপশৃণ্বন্তু মে সর্বে সাক্ষিণো হি বনেচরাঃ ॥৩১
ন্যায়বাদী যথা বাক্যমুক্তোঽহং পরুষং ত্বয়া।
ধিক্ ত্বামদ্য বিনশ্যন্তীং যন্মামেবং বিশঙ্কসে ॥৩২
স্ত্রীত্বাদ্ দুষ্টস্বভাবেন গুরুবাক্যে ব্যবস্থিতম্।
গচ্ছামি যত্র কাকুৎস্থঃ স্বস্তি তেঽস্তু বরাননে ॥৩৩
রক্ষন্তু ত্বাং বিশালাক্ষি সমগ্রা বনদেবতাঃ।
নিমিত্তানি হি ঘোরাণি যানি প্রাদুর্ভবন্তি মে ॥
অপি ত্বাং সহ রামেণ পশ্যেয়ং পুনরাগতঃ ॥৩৪

ক্রীড়া, সেই রাক্ষসগণ মহাবনমধ্যে নানাবিধ শব্দ করিয়া থাকে। অতএব হে দেবি! আপনি চিন্তা করিবেন না। সত্যবাদী লক্ষ্মণ সীতাকে এইরূপ বলিলে অত্যন্ত ক্রোধে রক্তবর্ণা হইয়া সীতা তাঁহাকে কর্কশ বাক্যে বলিলেন, ওরে দুরাচার কুলদূষণ! তুই অনার্য্যদিগের ন্যায় দয়ার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিস্! আমি মনে করি রামের মহা বিপদ তোর প্রিয়; তুই সেইজন্যই তাঁহার বিপদ দর্শন করিয়া এইসকল বাক্য বলিতেছিস্।১৬-২২

লক্ষ্মণ! তোর মত সদা ক্রূরভাব গুপ্তশত্রুর মনে যে কদর্য্য অভিপ্রায় থাকিবে, ইহা বিচিত্র নহে! তুই অত্যন্ত দুষ্টস্বভাব। তুই ভরত কর্তৃক নিয়োজিত হইয়া কিংবা স্বয়ং নিজেই আমাকে গ্রহণ করিবার অভিপ্রায় গোপন করিয়া একাকীই বনে রামের অনুগমন করিয়াছিস্।২৩-২৪

ওরে সুমিত্রাপুত্র! তোর বা ভরতের ঐরূপ অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবে না। যিনি ইন্দীবরতুল্য শ্যামবর্ণ ও যাঁহার পদ্মের মত নয়ন, সেই স্বামী রামকে আশ্রয় করিয়া আমি কি প্রকারে অন্যজনকে কামনা করিব? ওরে সুমিত্রাতনয়! পৃথিবীমধ্যে রাম ব্যতিরেকে আমি ক্ষণকালও জীবিত থাকিব না। আমি তোর সমক্ষেই প্রাণ পরিত্যাগ করিব, ইহাতে সন্দেহ নাই। সীতা এইরূপ রোমহর্ষণ কঠোর বাক্য বলিলে জিতেন্দ্রিয় লক্ষ্মণ কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে বলিলেন,—আপনি আমার দেবতা, আমি আপনাকে ইহার উত্তর প্রদান করিতে পারি না।২৫-২৮

হে মিথিলারাজনন্দিনি! স্ত্রীদিগের এইরূপ অনুচিত বাক্য বলা বিচিত্র নহে। যেহেতু সমুদায় লোকমধ্যেই তাহাদিগের এইরূপ স্বভাব দেখা যায়।২৯

স্ত্রীগণ প্রায় চঞ্চলচিত্তা, ধর্মত্যাগিনী, উগ্রস্বভাবা ও পুত্র ভ্রাতাদিগের সহিত বিভেদকারিণী হইয়া থাকে। হে জনকতনয়ে! হে বৈদেহি! আমি কর্ণদ্বয়ের মধ্যে এইরূপ তপ্ত নারাচ-সদৃশ বাক্য সহ্য করিতে পারি না। আমি ন্যায্যবাক্য বলিয়া আপনা কর্তৃক যে কঠোরবাক্যে তিরস্কৃত হইলাম, বনবাসিগণ সকলে আমার সাক্ষী হইয়া তাহা শ্রবণ করুন। আমি গুরু রামের আদেশপালনে প্রবৃত্ত রহিয়াছি, আপনি যখন স্ত্রীগণের দুষ্ট স্বভাবানুসারে

লক্ষ্মণেনৈবমুক্তা তু রুদতী জনকাত্মজা।
প্রত্যুবাচ ততো বাক্যং তীব্রবাষ্পপরিপ্লুতা ॥৩৫
গোদাবরীং প্রবেক্ষ্যামি হীনা রামেণ লক্ষ্মণ।
আবন্ধিষ্যেঽথবা ত্যক্ষ্যে বিষমে দেহমাত্মনঃ ॥৩৬
পিবামি বা বিষং তীক্ষ্ণং প্রবেক্ষ্যামি হুতাশনম্।
ন ত্বহং রাঘবাদন্যং কদাপি পুরুষং স্পৃশে ॥৩৭
ইতি লক্ষ্মণমাশ্রুত্য সীতা শোকসমন্বিতা।
পাণিভ্যাং রুদতী দুঃখাদুদরং প্রজঘান হ ॥৩৮
তামার্তরূপাং বিমনা রুদন্তীং
সৌমিত্রিরালোক্য বিশালনেত্রাম্।
আশ্বাসয়ামাস ন চৈব ভর্তু-
স্তং ভ্রাতরং কিঞ্চিদুবাচ সীতা ॥৩৯
ততস্তু সীতামভিবাদ্য লক্ষ্মণঃ
কৃতাঞ্জলিঃ কিঞ্চিদভিপ্রণম্য।
অবেক্ষমাণো বহুশঃ স মৈথিলীং
জগাম রামস্য সমীপমাত্মবান্ ॥৪০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অরণ্যকাণ্ডে পঞ্চচত্বারিংশঃ সর্গঃ।

আমাকে এইরূপ আশঙ্কা করিতেছেন, তখন নিশ্চয়ই অন্য বিনষ্ট হইবেন, আপনাকে ধিক্! হে সুমুখি! যথায় কাকুৎস্থ রাম আছেন, আমি তথায় যাইতেছি। আপনার মঙ্গল হউক।৩০-৩৩

হে বিশালনয়নে! সমস্ত বনদেবতাগণ আপনাকে রক্ষা করুন; কেননা, আমি নিকটে যে সমস্ত ভয়ঙ্কর দুর্নিমিত্ত প্রকটিত দেখিতেছি, তাহাতে রামের সহিত প্রত্যাগত হইয়া আপনাকে দর্শন করিব, এ বিষয়ে সন্দেহ জন্মিতেছে।৩৪

লক্ষ্মণ এইরূপ বলিলে জনকদুহিতা সীতা রোদন করিতে করিতে তীব্র বাষ্পদ্বারা দেহ প্লাবিত করত এই বাক্যে তাঁহাকে প্রত্যুত্তর দিলেন।৩৫

লক্ষ্মণ! আমি রাম ব্যতিরেকে গোদাবরী নদীতে প্রবিষ্ট হইব, অথবা উদ্বন্ধনে কিংবা কোন পর্বতাদির উচ্চদেশ হইতে নিম্ন দেশে পতিত হইয়া স্বীয় দেহ বিসর্জ্জন করিব। আমি তীব্র বিষপান করিব, অথবা অগ্নিতে প্রবেশ করিব; কিন্তু রঘুনন্দন রাম ব্যতীত অন্য কোন পুরুষকে স্পর্শ করিব না।৩৬-৩৭

সীতা লক্ষ্মণকে ঐরূপ প্রতিজ্ঞাবাক্য শ্রবণ করাইয়া শোকাকুলা ও দুঃখিতা হইয়া রোদন করত দুই হস্ত দ্বারা উদরে আঘাত করিতে লাগিলেন।৩৮

সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ তখন সেই বিশালনয়না সীতাদেবীকে আর্ত্তভাবে রোদন করিতে দেখিয়া বিমনা হইয়া তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিলেন; কিন্তু সীতা সেই দেবরকে কিছুই বলিলেন না।৩৯

অনন্তর বিশুদ্ধচিত্ত লক্ষ্মণ অঞ্জলি বদ্ধ করত কিঞ্চিৎ নত হইয়া সীতাকে অভিবাদন পূর্বক বারংবার মিথিলারাজপুত্রীকে অবলোকন করিতে করিতে রামের নিকট গমন করিলেন।৪০

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ষট্‌চত্বারিংশঃ সর্গঃ

[সন্ন্যাসিরূপং পরিগৃহ্য সীতাসমীপে রাবণস্য গমনম্, অতিথিরূপেণ পরিচয়দানম্, সীতয়া তস্যাভ্যর্থনা চ।]

তথা পরুষমুক্তস্তু কুপিতো রাঘবানুজঃ।
স বিকাঙ্ক্ষন্ ভৃশং রামং প্রতস্থে নচিরাদিব ॥১
তদাসাদ্য দশগ্রীবঃ ক্ষিপ্রমন্তরমাস্থিতঃ।
অভিচক্রাম বৈদেহীং পরিব্রাজকরূপধৃক্ ॥২
শ্লক্ষ্ণকাষায়সংবীতঃ শিখী ছত্রী উপানহী।
বামে চাংসেঽবসজ্যাথ শুভে যষ্টি-কমণ্ডলু ॥৩
পরিব্রাজকরূপেণ বৈদেহীমন্ববর্ত্ত।
তামাসসাদাতিবলো ভ্রাতৃভ্যাং রহিতাং বনে ॥৪
রহিতাং সূর্য্য-চন্দ্রাভ্যাং সন্ধ্যামিব মহত্তমঃ।
তামপশ্যত্ততো বালাং রাজপুত্রীং যশস্বিনীম্ ॥৫
রোহিণীং শশিনা হীনাং গ্রহবদ্ভৃশদারুণঃ।
তমুগ্রং পাপকর্ম্মাণং জনস্থানগতা দ্রুমাঃ ॥৬
সংদৃশ্য ন প্রকম্পন্তে ন প্রবাতি চ মারুতঃ।
শীঘ্রস্রোতাশ্চ তং দৃষ্ট্বা বীক্ষন্তং রক্তলোচনম্ ॥৭
স্তিমিতং গন্তুমারেভে ভয়াদ্ গোদাবরী নদী।
রামস্য ত্বন্তরং প্রেপ্সুর্দশগ্রীবস্তদন্তরে ॥৮
উপতস্থে চ বৈদেহীং ভিক্ষুরূপেণ রাবণঃ।
অভব্যো ভব্যরূপেণ ভর্ত্তারমনুশোচতীম্ ॥৯
অভ্যবর্ত্ত বৈদেহীং চিত্রামিব শনৈশ্চরঃ।
সহসা ভব্যরূপেণ তৃণৈঃ কূপ ইবাবৃতঃ ॥১০
অতিষ্ঠৎ প্রেক্ষ্য বৈদেহীং রামপত্নীং যশস্বিনীম্।
তিষ্ঠন্ সংপ্রেক্ষ্য চ তদা পত্নীং রামস্য রাবণঃ ॥১১
শুভাং রুচিরদন্তোষ্ঠীং পূর্ণচন্দ্রনিভাননাম্।
আসীনাং পর্ণশালায়াং বাষ্পশোকাভিপীড়িতাম্ ॥১২

ষট্‌চত্বারিংশ সর্গ

(সন্ন্যাসীবেশে রাবণের সীতার নিকট গমন ও অতিথিরূপে পরিচয় দান। সীতা কর্ত্তৃক অতিথি অভ্যর্থনা।)

রঘুনন্দন রামের কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণ সীতার এইরূপ কর্কশবাক্য শ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া রামের নিকটে গমন করিতে অভিলাষ করত শীঘ্রই প্রস্থান করিলেন।১

অবকাশ পাইয়া দশানন রাবণ সত্বর সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করত বিদেহরাজদুহিতা সীতার সম্মুখে গমন করিল।২

সে মনোমোহন গৈরিকবসন পরিধান করিয়া ছত্র ও শিখাধারণ করিল এবং পাদুকা পরিহিত হইয়া বামস্কন্ধে সুন্দর যষ্টি ও কমণ্ডলু স্থাপন করত সন্ন্যাসীর বেশে তাঁহার অভিমুখে গমন করিল। অনন্তর যেমন গাঢ় অন্ধকার চন্দ্র ও সূর্য্যহীনা সন্ধ্যার নিকটবর্ত্তী হয়, সেইরূপ সেই কেতুগ্রহ সদৃশ ভয়ঙ্কর অতি বলবান্ রাক্ষস তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইয়া রোহিণীর ন্যায় যশস্বিনী, রাজনন্দিনী, বনবাসিনী ও রাম-লক্ষ্মণবিহীনা সীতাকে অবলোকন করিল। সেই উগ্রস্বভাব পাপকর্ম্মা লোহিতলোচন রাক্ষসকে দর্শন করিয়া জনস্থানস্থিত বৃক্ষসকল কম্পিত হইল না এবং বায়ুও প্রচণ্ডবেগে বহিল না। দ্রুতবাহিনী গোদাবরী নদীও রক্তলোচন রাবণ দর্শন করিতেছে দেখিয়া মন্দবেগে গমন করিতে লাগিল। রামের প্রতি প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার জন্য অবসর অন্বেষণকারী দশানন রাবণ অবসর লাভ করিয়া ভিক্ষুকের রূপধারণ করত যিনি স্বামীর শোকাকুলা, সেই সীতার নিকটে গমন করিল। যেরূপ শনি অসাধু বেশ ধারণ করত চিত্রার সমীপে উপস্থিত হইয়াছিল, সেইরূপ সেই অসাধু রাক্ষস সাধুর বেশ ধারণ করিয়া তাঁহার অদূরে উপস্থিত হইল। তারপর তৃণসমূহে আচ্ছাদিত কূপের মত সাধুরূপে আচ্ছাদিত সেই রাবণ যশস্বিনী রামপত্নী বৈদেহীকে দেখিয়া দাঁড়াইয়া রহিল এবং সেই সময় দাঁড়াইয়া

স তাং পদ্মপলাশাক্ষীং পীত-কৌশেয়বাসিনীম্।
অভ্যগচ্ছত বৈদেহীং হৃষ্টচেতা নিশাচরঃ ॥১৩
দৃষ্ট্বা কামশরাবিদ্ধো ব্রহ্মঘোষমুদীরয়ন্।
অব্রবীৎ প্রশ্রিতং বাক্যং রহিতে রাক্ষসাধিপঃ ॥১৪
তামুত্তমাং ত্রিলোকানাং পদ্মহীনামিব শ্রিয়ম্।
বিভ্রাজমানাং বপুষা রাবণঃ প্রশশংস হ ॥১৫
রৌপ্যকাঞ্চনবর্ণাভে পীতকৌশেয়বাসিনি।
কমলানাং শুভাং মালাং পদ্মিনীব চ বিভ্রতী ॥১৬
হ্রীঃ শ্রীঃ কীর্তিঃ শুভা লক্ষ্মীরপ্সরা বা শুভাননে।
ভূতির্বা ত্বং বরারোহে রতির্বা স্বৈরচারিণী ॥১৭
সমাঃ শিখরিণঃ স্নিগ্ধাঃ পাণ্ডুরা দশনাস্তব।
বিশালে বিমলে নেত্রে রক্তান্তে কৃষ্ণতারকে ॥১৮

বিশালং জঘনং পীনমূরূ করিকরোপমৌ।
এতাবুপচিতৌ বৃত্তৌ সংহতৌ সম্প্রগল্‌ভিতৌ ॥১৯
পীনোন্নতমুখৌ কান্তৌ স্নিগ্ধতালফলোপমৌ।
মণিপ্রবেকাভরণৌ রুচিরৌ তে পয়োধরৌ ॥২০
চারুস্মিতে চারুদতি চারুনেত্রে বিলাসিনি।
মনো হরসি মে রামে নদীকূলমিবাম্ভসা ॥২১
করান্তমিতমধ্যাসি সুকেশে সংহতস্তনি।
নৈব দেবী ন গন্ধর্বী ন যক্ষী ন চ কিন্নরী ॥২২
নৈবংরূপা ময়া নারী দৃষ্টপূর্বা মহীতলে।
রূপমগ্র্যঞ্চ লোকেষু সৌকুমার্য্যং বয়শ্চ তে ॥২৩
ইহ বাসশ্চ কান্তারে চিত্তমুন্মাথয়ন্তি মে।
সা প্রতিকাম ভদ্রং তে ন ত্বং বস্তুমিহার্হসি ॥২৪

দাঁড়াইয়া রামের পত্নীকে দেখিতে লাগিল। তখন সুন্দরী সীতাদেবী পর্ণশালায় উপবিষ্ট ছিলেন। সেই সীতাদেবীর দন্ত ও ওষ্ঠ মনোহর, বদন চন্দ্রসদৃশ। তিনি রামের শোকে কাতর হইয়া অশ্রু বর্ষণ করিতেছিলেন। তাঁহার নয়ন পদ্মপত্রের ন্যায় এবং তিনি পীতবর্ণ কৌষেয় বসন পরিধান করিয়াছিলেন। রাক্ষসরাজ হৃষ্টচিত্তে বিদেহরাজদুহিতা সীতার নিকট গমন করিল।১০-১৩

রাবণ সীতাকে দেখিয়া কামবাণে পীড়িত হইল। তারপর রাবণ বেদবাক্য উচ্চারণপূর্বক নির্জনস্থানে বিনীতবচনে তাঁহাকে প্রশংসা করিয়া বলিতে লাগিল।১৪

ত্রিলোকসুন্দরী সীতাদেবীর শরীর পদ্মহীনা লক্ষ্মীর ন্যায় শোভা পাইতেছিল। রাবণ তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন।১৫

পীত-কৌষেয় বস্ত্রধারিণি! তোমার বর্ণ বিশুদ্ধ সুবর্ণসদৃশ, তুমি পদ্মিনীর (লক্ষ্মীর) মত মনোজ্ঞ পদ্মমালা ধারণ করিয়াছ। হে সুন্দরি! মনে করিতেছি,—তুমি মনোহারিণী লক্ষ্মী, শ্রী, হ্রী, কীর্তি, অপ্সরা, ভূতি কিংবা স্বেচ্ছাবিহারিণী রতি হইবে।১৬-১৭

হে শুভাননে সুন্দরি! তোমার দন্তগুলি পরস্পর সমান এবং তাহাদের অগ্রভাগ কুন্দ পুষ্পের কোরকের মত পাণ্ডুবর্ণ ও মনোহর; নয়নযুগল বিশাল, নির্মল এবং কৃষ্ণবর্ণতারায় পরিশোভিত ও প্রান্তভাগ রক্তবর্ণ ছিল।১৮

তোমার কটিদেশ স্থূল ও বিস্তৃত, উরু দুইটি হস্তীশুণ্ডের ন্যায় নিবিড়ভাবে সন্নিবেশিত, তোমার স্তনদুইটি পরস্পর মিলিত, স্নিগ্ধ ও তাল ফলসদৃশ কমনীয়, সমুন্নত, উৎকৃষ্ট মণিমালায় ভূষিত, স্থূলাগ্র ও অতি মনোহর, যেন আলিঙ্গনাদি ব্যাপারে প্রগল্‌ভ।১৯-২০

হে বিলাসিনি! তোমার দন্ত, নয়ন ও ঈষৎ হাস্য অতি রমণীয়। হে রমণীয়ে! যেমন নদী জলবেগে কূলহরণ করে, সেইরূপ তুমি স্বীয়রূপে আমার চিত্তহরণ করিতেছে।২১

হে সুকেশী! হে ঘনস্তনযুক্তে! তোমার কটিদেশ এইরূপ ক্ষীণ যে, তাহা মুষ্টিদ্বারা ধরিতে পারা যায়। গন্ধর্বী, দেবী, যক্ষী, কিন্নরী ও মানবী মধ্যে এইরূপ রূপবতী নারী কখনও পূর্বে আমার দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই। তোমার এই ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ রূপ, সুকুমারতা, নবীন বয়ঃক্রম এবং এই নির্জন বনে বাস আমার চিত্তকে ক্ষুব্ধ করিতেছে। তোমার মঙ্গল হউক্, তুমি এইস্থান হইতে চলিয়া যাও। তোমার এখানে বাস করা উচিত নয়।২২-২৪

রাক্ষসানাময়ং বাসো ঘোরাণাং কামরূপিণাম্ ।
প্রাসাদাগ্রাণি রম্যাণি নগরোপবনানি চ ॥২৫
সম্পন্নানি সুগন্ধিনি যুক্তান্যাচরিতুং ত্বয়া ।
বরং মাল্যং বরং গন্ধং বরং বস্ত্রঞ্চ শোভনে ॥২৬
ভর্তারঞ্চ বরং মন্যে ত্বদ্‌যুক্তমসিতেক্ষণে ।
কা ত্বং ভবসি রুদ্রাণাং মরুতাং বা শুচিস্মিতে ॥২৭
বসূনাং বা বরারোহে দেবতা প্রতিভাসি মে ।
নেহ গচ্ছন্তি গন্ধর্বা ন দেবা ন চ কিন্নরাঃ ॥২৮
রাক্ষসানাময়ং বাসঃ কথং তু ত্বমিহাগতা ।
ইহ শাখামৃগাঃ সিংহা দ্বীপি-ব্যাঘ্র-মৃগা বৃকাঃ ॥২৯
ঋক্ষাস্তরক্ষবঃ কঙ্কাঃ কথং তেভ্যো ন বিভ্যসে ।
মদান্বিতানাং ঘোরাণাং কুঞ্জরাণাং তরস্বিনাম্ ॥৩০
কথমেকা মহারণ্যে ন বিভেষি বরাননে ।
কাসি কস্য কুতশ্চ ত্বং কিং নিমিত্তঞ্চ দণ্ডকান্ ॥৩১

ভয়ঙ্কর কামরূপী রাক্ষসদিগের ইহা বাসস্থান। সমস্ত কাম্যবস্তুপূর্ণ, সুগন্ধযুক্ত ও রমণীয় প্রাসাদ-শিখর নগর সন্নিহিত উপবন এই সকল স্থানই তোমার বাস করার যোগ্য। হে শোভনে! ঐ মাল্য শ্রেষ্ঠ, ঐ গন্ধ উত্তম এবং ঐ বস্ত্র সুন্দর, যাহা দ্বারা তোমার প্রয়োজন সাধিত হইবে। হে অসিতলোচনে! ঐ পতিকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করি, যে তোমাকে সুখপ্রদান করিয়া থাকে। তোমার মঙ্গল হউক,—তুমি এস্থান হইতে প্রস্থান কর। হে শুভহাস্যকারিণি! হে সুন্দরি! তুমি কে? তুমি রুদ্র, মরুৎ বা বসুগণের মধ্যে কাহারও ভার্য্যা হইবে বলিয়া মনে হইতেছে। দেব, গন্ধর্ব বা কিন্নরগণ এই প্রদেশে বিচরণ করেন না। ইহা রাক্ষসদিগের বাসস্থান, তবে তুমি কি প্রকারে এইস্থানে আগমন করিয়াছ? এইস্থানে অনেক বানর, সিংহ, ব্যাঘ্র, চিতা ব্যাঘ্র, মৃগ, বৃক, ভল্লুক, শের ও কঙ্ক আছে; তুমি কেন তাহাদের দ্বারা ভীত হইতেছ না? হে সুন্দরি! তুমি মহারণ্যমধ্যে একাকিনী থাকিয়াও কেন বেগসম্পন্ন মদযুক্ত ভয়ঙ্কর হস্তিগণ হইতে ভয় লাভ করিতেছ না? হে কল্যাণি! তুমি একাকিনী এই রাক্ষসসেবিত

একা চরসি কল্যাণি ঘোরান্ রাক্ষসসেবিতান্ ।
ইতি প্রশস্তা বৈদেহী রাবণেন মহাত্মনা ॥৩২
দ্বিজাতিবেষেণ হি তং দৃষ্ট্বা রাবণমাগতম্ ।
সর্বৈরতিথিসৎকারৈঃ পূজয়ামাস মৈথিলী ॥৩৩
উপানীয়াসনং পূর্বং পাদ্যেনাভিনিমন্ত্র্য চ ।
অব্রবীৎ সিদ্ধমিত্যেব তদা তং সৌম্যদর্শনম্ ॥৩৪
দ্বিজাতিবেষেণ সমীক্ষ্য মৈথিলী
সমাগতং পাত্রকুসুম্ভধারিণম্ ।
অশক্যমুদ্বেষ্টুমুপায়দর্শনা-
ন্যমন্ত্রয়দ্ ব্রাহ্মণবত্তথাগতম্ ॥৩৫
ইয়ং বৃসী ব্রাহ্মণ কামমাস্যতা—
মিদঞ্চ পাদ্যং প্রতিগৃহ্যতামিতি ।
ইদঞ্চ সিদ্ধং বনজাতমুত্তমং
ত্বদর্থমব্যগ্রমিহোপভুজ্যতাম্ ॥৩৬

ভয়ঙ্কর দণ্ডকারণ্যে কি জন্য বিচরণ করিতেছ? তুমি কে? কাহার ভার্য্যা এবং কোথা হইতে এস্থানে আগমন করিয়াছ? কেবল বেশ-ভূষায় মহাত্মা সেই রাবণ ঐরূপে প্রশংসা করিলে বিদেহরাজদুহিতা সীতা ব্রাহ্মণবেশে সমাগত সেই রাবণকে অতিথিসৎকারের সমুচিত দ্রব্য দ্বারা পূজা করিলেন।২৫-৩৩

প্রথমতঃ আসন ও পাদ্য আনয়ন পূর্বক প্রদান করত পরে ভোজনের জন্য, দেখিতে সুন্দর সেই রাবণকে নিমন্ত্রণ করিয়া বলিলেন,—হে ব্রাহ্মণ! অন্ন প্রস্তুত, গ্রহণ করুন। গেরুয়াবস্ত্র পরিধান ও কমণ্ডলুধারণ পূর্বক ব্রাহ্মণবেশে সমাগত সেই রাবণকে দর্শন করিয়া উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। সেই হেতু মিথিলারাজ-দুহিতা সীতা ব্রাহ্মণবোধে তাহাকে এইরূপে নিমন্ত্রণ করিলেন।৩৪-৩৫

হে ব্রাহ্মণ! আপনি এই কাশাসনে (চাটাইয়ে) ইচ্ছানুসারে উপবেশন করুন এবং এই পাদ ধৌতের জল গ্রহণ করুন; আপাতত এই সিদ্ধ বিশুদ্ধ উৎকৃষ্ট অন্ন শান্তভাবে আপনার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে, আপনি ইহা ভোজন করুন।৩৬

মধুরভাষিণী, মিথিলারাজ-নন্দিনী ও নরেন্দ্র রামের

নিমন্ত্র্যমাণঃ প্রতিপূর্ণভাষিণীং

নরেন্দ্রপত্নীং প্রসমীক্ষ্য মৈথিলীম্।

প্রসহ্য তস্যা হরণে দৃঢ়ং মনঃ

সমর্পয়ামাস বধায় রাবণঃ ॥৩৭

ততঃ সুবেষং মৃগয়াগতং পতিং

প্রতীক্ষমাণা সহলক্ষ্মণং তদা।

নিরীক্ষমাণা হরিতং দদর্শ

মহদ্বনং নৈব তু রাম-লক্ষ্মণৌ ॥৩৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে ষট্চত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥

পত্নী সীতা ঐরূপ বলিয়া নিমন্ত্রণ করিলে রাবণ তাঁহাকে উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করিয়া নিজবিনাশের জন্য বলপূর্বক তাঁহাকে হরণ করিতে মনে দৃঢ় নিশ্চয় করিল।৩৭

তখন সীতাও সুন্দর বেশধারী স্বামী মৃগয়া করিতে গিয়াছেন, কখন লক্ষ্মণের সহিত ফিরিয়া আসিবেন এইরূপে প্রতীক্ষা করত চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কেবল হরিতবর্ণ নিবিড় বন দেখিতে পাইলেন, রাম বা লক্ষ্মণ কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না।৩৮

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে ষট্চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তচত্বারিংশঃ সর্গঃ

[সীতয়া রাবণসমীপে স্বস্যাঃ পতেশ্চ পরিচয়দানম্, বনাগমনস্য কারণবর্ণনম্, সীতাং প্রধানমহিষীং কর্তুকামস্য রাবণস্য প্রলোভনম্, ভয়প্রদর্শনঞ্চ।

রাবণেন তু বৈদেহী তদা পৃষ্টা জিহীর্ষুণা।

পরিব্রাজকরূপেণ শশংসাত্মানমাত্মনা ॥১

ব্রাহ্মণশ্চাতিথিশ্চৈষ অনুক্তো হি শপেত মাম্।

ইতি ধ্যাত্বা মুহূর্তং তু সীতা বচনমব্রবীৎ ॥২

দুহিতা জনকস্যাহং মৈথিলস্য মহাত্মনঃ।

সীতা নাম্নাস্মি ভদ্রং তে রামস্য মহিষী প্রিয়া ॥৩

উষিত্বা দ্বাদশ সমা ইক্ষ্বাকূণাং নিবেশনে।

ভুঞ্জানা মানুষান্ ভোগান্ সর্বকামসমৃদ্ধিনী ॥৪

তত্র ত্রয়োদশে বর্ষে রাজামন্ত্রয়ত প্রভুঃ।

অভিষেচয়িতুং রামং সমেতো রাজমন্ত্রিভিঃ ॥৫

তস্মিন্ সম্ভ্রিয়মাণে তু রাঘবস্যাভিষেচনে।

কৈকেয়ী নাম ভর্তারং মমার্য্যা যাচতে বরম্ ॥৬

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ

[সীতা কর্তৃক রাবণের নিকট নিজের ও পতির পরিচয় দান, বনে আগমনের কারণ বর্ণনা, সীতাকে পাটরাণী করিবে বলিয়া রাবণের প্রলোভন দান ও সীতাকে ভয় প্রদর্শন।]

পরিব্রাজকরূপী রাবণ সীতাকে হরণ করিতে অভিলাষী হইয়া ঐরূপ জিজ্ঞাসা করিলে তখন বৈদেহী নিজে নিজের কথা বলিলেন।১

ইনি ব্রাহ্মণ, বিশেষতঃ অতিথি; অতএব আমি প্রত্যুত্তর না করিলে আমাকে অভিশাপ প্রদান করিতে পারেন, মুহূর্তকাল এইরূপ চিন্তা করিয়া তাহাকে বলিলেন।২

আপনার মঙ্গল হউক, আমি মহাত্মা জনকের দুহিতা, আমার নাম সীতা ও রামের প্রেয়সী মহিষী।৩

আমি মানুষভোগ্য বস্তুসমুদায় ভোগকরত পূর্ণ মনোরথ হইয়া ইক্ষ্বাকুবংশীয়দিগের গৃহে দ্বাদশ বৎসর বাস করিয়াছিলাম।৪

পরে ত্রয়োদশ বর্ষে প্রভু রাজা দশরথ মন্ত্রীবর্গের

পরিগৃহ্য তু কৈকেয়ী শ্বশুরং সুকৃতেন মে।
মম প্রব্রাজনং ভর্ত্তুর্ভরতস্যাভিষেচনম্ ॥৭
দ্বাবযাচত ভর্ত্তারং সত্যসন্ধং নৃপোত্তমম্।
নাদ্য ভোক্ষ্যে ন চ স্বপ্স্যে ন পাস্যে ন কদাচন ॥৮
এষ মে জীবিতস্যান্তো রামো যদাভিষিচ্যতে।
ইতি ব্রুবাণাং কৈকেয়ীং শ্বশুরো মে স পার্থিবঃ ॥৯
অযাচতার্থৈরন্বর্থৈর্ন চ যাচ্ঞাং চকার সা।
মম ভর্ত্তা মহাতেজা বয়সা পঞ্চবিংশকঃ ॥১০
অষ্টাদশ হি বর্ষাণি মম জন্মনি গণ্যতে।
রামেতি প্রথিতো লোকে সত্যবাঞ্ শীলবাঞ্ শুচিঃ॥১১
বিশালাক্ষো মহাবাহুঃ সর্বভূতহিতে রতঃ।
কামার্ত্তশ্চ মহারাজঃ পিতা দশরথঃ স্বয়ম্ ॥১২

কৈকয্যাঃ প্রিয়কামার্থং তং রামং নাভ্যষেচয়ৎ।
অভিষেকায় তু পিতুঃ সমীপং রামমাগতম্ ॥১৩
কৈকয়ী মম ভর্ত্তারমিত্যুবাচ দ্রুতং বচঃ।
তব পিত্রা সমাজ্ঞপ্তং মমেদং শৃণু রাঘব ॥১৪
ভরতায় প্রদাতব্যমিদং রাজ্যমকণ্টকম্।
ত্বয়া তু খলু বস্তব্যং নব বর্ষাণি পঞ্চ চ ॥১৫
বনে প্রব্রজ কাকুৎস্থ পিতরং মোচয়ানৃতাৎ।
তথেত্যুবাচ তাং রামঃ কৈকয়ীমকুতোভয়ঃ ॥১৬
চকার তদ্বচঃ শ্রুত্বা ভর্ত্তা মম দৃঢ়ব্রতঃ।
দদ্যান্ন প্রতিগৃহ্ণীয়াৎ সত্যং ব্রুয়ান্ন চানৃতম্ ॥১৭
এতদ্ ব্রাহ্মণ রামস্য ব্রতং ধ্রুতমনুত্তমম্।
তস্য ভ্রাতা তু বৈমাত্রো লক্ষ্মণো নাম বীর্য্যবান্ ॥১৮

সহিত সমবেত হইয়া রামকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিতে মন্ত্রণা করিলেন।৫

রঘুনন্দন রামের অভিষেকের জন্য আবশ্যকীয় দ্রব্যসমূহ সংগৃহীত হইতে থাকিলে আমার মাননীয়া শ্বশ্রূ কৈকেয়ীদেবী নিজ স্বামীর নিকটে বর প্রার্থনা করিলেন।৬

তিনি আমার শ্বশুর সত্যপ্রতিজ্ঞ নৃপবর দশরথকে বররূপসুকৃতদ্বারা বশীভূত করিয়া তাঁহার নিকটে আমার স্বামীর বনবাস ও নিজ পুত্র ভরতের রাজ্যাভিষেক—এই দুই বর প্রার্থনা করিলেন। যদি রামকে অভিষিক্ত করা হয়, তবে অদ্য হইতে আমি কখনই ভোজন, শয়ন বা পান করিব না এবং এইরূপে আমি প্রাণত্যাগ করিব। কৈকেয়ী ইহা বলিলে আমার শ্বশুর রাজা দশরথ তাঁহাকে অন্যান্য বিবিধ অর্থ গ্রহণ করিতে বলিলেন; কিন্তু তিনি তাহা প্রার্থনা করিলেন না। তখন আমার স্বামী মহাতেজস্বী রামের বয়স পঁচিশ বৎসর এবং আমার বয়স অষ্টাদশ বৎসর। মহাবাহু শ্রীরাম জগতে সত্যবাদী, সুশীল, পবিত্রস্বভাব ও সর্বভূতহিতে নিরত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছেন। তাঁহার নয়নদ্বয় ছিল বিশাল। আমার শ্বশুর মহারাজ দশরথ কামপীড়িত হইয়া কৈকেয়ীর প্রীতিবিধানের জন্য তাদৃশ গুণবান্ রামকে অভিষিক্ত করিলেন না। আমার স্বামী রাম অভিষেকের জন্য পিতার নিকট আগমন করিলে কৈকেয়ীদেবী তৎক্ষণেই তাঁহাকে এই বাক্য বলিলেন,—হে রঘুনন্দন! তোমার পিতা আমাকে যেরূপ আদেশ করিয়াছেন—তুমি শ্রবণ কর। ভরতকে এই নিষ্কণ্টক রাজ্য প্রদান করিতে হইবে এবং তোমাকে চতুর্দ্দশ বর্ষ বনে বাস করিতে হইবে।৭-১৫

অতএব হে কাকুৎস্থ! তুমি বনে যাও এবং পিতাকে অসত্য হইতে মুক্ত কর। অনন্তর আমার স্বামী অকুতোভয়, দৃঢ়সঙ্কল্প রাম কৈকেয়ীদেবীকে 'আচ্ছা, তাহাই হউক' ইহা বলিলেন এবং সেই বাক্য প্রতিপালন করিলেন। হে ব্রাহ্মণ! রাম কেবল দান করিবেন, কিন্তু কখনও প্রতিগ্রহ অর্থাৎ দানগ্রহণ করিবেন না এবং সত্য বলিবেন, কখনও মিথ্যা কথা বলিবেন না—তিনি এই উৎকৃষ্ট ব্রত গ্রহণ করিলেন। অনন্তর তিনি আমার সহিত বনে আগমন করিলে যুদ্ধের সহায়, তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা, শক্তিমান্, শত্রুনাশী পুরুষশ্রেষ্ঠ ও দৃঢ়তর লক্ষ্মণ ধনু ধারণ করত ব্রহ্মচারীর বেশে আমার সহিত বনগমনকারী রামের অনুগমন করিলেন। নিয়ত ধর্মনিরত দৃঢ়ব্রত রাম জটাধারী হইয়া তাপসবেশে আমাকে ও ভ্রাতা লক্ষ্মণকে সঙ্গে লইয়া দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমরা

রামস্য পুরুষব্যাঘ্রঃ সহায়ঃ সমরেঽরিহা।
স ভ্রাতা লক্ষ্মণো নাম ব্রহ্মচারী দৃঢ়ব্রতঃ ॥১৯
অন্বগচ্ছদ্ধনুষ্পাণিঃ প্রব্রজন্তং ময়া সহ।
জটী তাপসরূপেণ ময়া সহ সহানুজঃ ॥২০
প্রবিষ্টো দণ্ডকারণ্যং ধর্মনিত্যো দৃঢ়ব্রতঃ।
তে বয়ং প্রচ্যুতা রাজ্যাৎ কৈকেয্যাস্তু কৃতে ত্রয়ঃ ॥২১
বিচরাম দ্বিজশ্রেষ্ঠ বনং গম্ভীরমোজসা।
সমাশ্বস মুহূর্তং তু শক্যং বস্তুমিহ ত্বয়া ॥২২
আগমিষ্যতি মে ভর্তা বন্যমাদায় পুষ্কলম্।
রুরূন্ গোধান্ বরাহাংশ্চ হত্বাদায়ামিষং বহু ॥২৩
স ত্বং নাম চ গোত্রঞ্চ কুলামাচক্ষ্ব তত্ত্বতঃ।
একশ্চ দণ্ডকারণ্যে কিমর্থং চরসি দ্বিজ ॥২৪
এবং ব্রুবত্যাং সীতায়াং রামপত্ন্যাং মহাবলঃ।
প্রত্যুবাচোত্তরং তীব্রং রাবণো রাক্ষসাধিপঃ ॥২৫
যেন বিত্রাসিতা লোকাঃ সদেবাসুরমানুষাঃ।
অহং স রাবণো নাম সীতে রক্ষোগণেশ্বরঃ ॥২৬

তাং তু কাঞ্চনবর্ণাভাং দৃষ্ট্বা কৌশেয়বাসিনীম্।
রতিং স্বকেষু দারেষু নাধিগচ্ছাম্যনিন্দিতে ॥২৭
বহ্বীনামুত্তমস্ত্রীণামাহৃতানামিতস্ততঃ।
সর্বাসামেব ভদ্রং তে মমাগ্রমহিষী ভব ॥২৮
লঙ্কা নাম সমুদ্রস্য মধ্যে মম মহাপুরী।
সাগরেণ পরিক্ষিপ্তা নিবিষ্টা গিরিমূর্ধনি ॥২৯
তত্র সীতে ময়া সার্ধং বনেষু বিচরিষ্যসি।
ন চাস্য বনবাসস্য স্পৃহয়িষ্যসি ভামিনি ॥৩০
পঞ্চ দাস্যঃ সহস্রাণি সর্বাভরণভূষিতাঃ।
সীতে পরিচরিষ্যন্তি ভার্য্যা ভবসি মে যদি ॥৩১
রাবণেনৈবমুক্তা তু কুপিতা জনকাত্মজা।
প্রত্যুবাচানবদ্যাঙ্গী তমনাদৃত্য রাক্ষসম্ ॥৩২
মহাগিরিমিবাকম্প্যং মহেন্দ্রসদৃশং পতিম্।
মহোদধিমিবাক্ষোভ্যমহং রামমনুব্রতা ॥৩৩
সর্বলক্ষণসম্পন্নং ন্যগ্রোধপরিমণ্ডলম্।
সত্যসন্ধং মহাভাগমহং রামমনুব্রতা ॥৩৪

কৈকেয়ীর জন্য রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া তিন জনে তেজঃপ্রভাবে গভীর অরণ্যে বিচরণ করিতেছি। যদি আপনি এইস্থানে বাস করিতে ইচ্ছা করেন, তবে মুহূর্ত্তকাল বিশ্রাম করুন।১৬-২২

আমার স্বামী এখনই অরণ্যজাত প্রচুর ফলমূল এবং অনেক রুরু, গোধা ও বরাহ বধ করিয়া প্রভূত মাংস লইয়া আগমন করিবেন।২৩

হে দ্বিজ! আপনি কে? কোন্ বংশে উৎপন্ন হইয়াছেন? কি জন্যই বা দণ্ডকারণ্যে একাকী বিচরণ করিতেছেন এবং আপনার গোত্র কি? এ সমস্ত যথার্থরূপে বলুন।২৪

রামপত্নী সীতা ঐরূপ বলিলে মহাবল রাক্ষসরাজ রাবণ তাঁহাকে তীব্রবাক্যে প্রত্যুত্তর দিল।২৫

হে সীতে! দেব, অসুর ও মনুষ্যসেবিত সমস্ত লোক যাহাদ্বারা ভীত হইয়াছে, আমি সেই রাক্ষস-কুলাধিপতি রাবণ।২৬

হে কৌষেয়বসনপরিধারিণি! হে অনিন্দিতে! তোমার লাবণ্য কাঞ্চনসদৃশ এবং সমস্ত অবয়বও প্রশংসনীয়। তোমাকে দর্শন করিয়া আমার স্বীয় ভার্য্যাদিগের প্রতি অনুরাগ হইতেছেনা।২৭

আমি নানাস্থান হইতে অনেক উত্তমা স্ত্রী আনয়ন করিয়াছি, তুমি আমার মহিষী হইয়া তাহাদিগের সকলেরই প্রধানা হও—তোমার মঙ্গল হইবে।২৮

হে সীতে! সাগরে পরিবেষ্টিত পর্বতশৃঙ্গোপরি 'লঙ্কা' নামে আমার এক মহানগরী আছে।২৯

হে ভামিনি! তুমি তথায় বহুতর উপবনে আমার সহিত বিচরণ করিয়া এইরূপ বনবাসে অভিলাষিণী হইবে না।৩০

হে সীতে! তুমি যদি আমার ভার্য্যা হও, তবে সমস্ত আভরণে ভূষিতা পঞ্চসহস্র দাসী তোমার সেবা করিবে।৩১

রাক্ষসরাজ রাবণ অনিন্দিতাঙ্গী বিদেহরাজদুহিতা সীতাকে ঐরূপ বলিলে তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া

মহাবাহুং মহোরস্কং সিংহবিক্রান্তগামিনম্ ।
নৃসিংহং সিংহসঙ্কাশমহং রামমনুব্রতা ॥৩৫
পূর্ণচন্দ্রাননং রামং রাজবৎসং জিতেন্দ্রিয়ম্ ।
পৃথুকীর্তিং মহাবাহুমহং রামমনুব্রতা ॥৩৬
ত্বং পুনর্জম্বুকঃ সিংহীং মামিহেচ্ছসি দুর্লভাম্ ।
নাহং শক্যা ত্বয়া স্প্রষ্টুমাদিত্যস্য প্রভা যথা ॥৩৭
পাদপান্ কাঞ্চনান্নূনং বহূন্ পশ্যসি মন্দভাক্ ।
রাঘবস্য প্রিয়াং ভার্য্যাং যস্ত্বমিচ্ছসি রাক্ষস ॥৩৮
ক্ষুধিতস্য চ সিংহস্য মৃগশত্রোস্তরস্বিনঃ ।
আশীবিষস্য বদনাদ্দংষ্ট্রামাদাতুমিচ্ছসি ॥৩৯
মন্দরং পর্বতশ্রেষ্ঠং পাণিনা হর্তুমিচ্ছসি ।
কালকূটং বিষং পীত্বা স্বস্তিমান্ গন্তুমিচ্ছসি ॥৪০
অক্ষি সূচ্যা প্রমৃজসি জিহ্বয়ালেঢি চ ক্ষুরম্ ।
রাঘবস্য প্রিয়াং ভার্য্যামধিগন্তুং ত্বমিচ্ছসি ॥৪১
অবসজ্য শিলাং কণ্ঠে সমুদ্রং তর্তুমিচ্ছসি ।
সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ চোভৌ পাণিভ্যাং হর্তুমিচ্ছসি ॥৪২
যো রামস্য প্রিয়াং ভার্য্যাং প্রধর্ষয়িতুমিচ্ছসি ।
অগ্নিপ্রজ্বলিতং দৃষ্ট্বা বস্ত্রেণাহর্তুমিচ্ছসি ॥৪৩
কল্যাণবৃত্তাং যো ভার্য্যাং রামস্যাহর্তুমিচ্ছসি ।
অয়োমুখানাং শূলানামগ্রে চরিতুমিচ্ছসি ॥
রামস্য সদৃশীং ভার্য্যাং যোঽধিগন্তুং ত্বমিচ্ছসি ॥৪৪
যদন্তরং সিংহ-শৃগালয়োর্বনে
যদন্তরং স্যন্দনিকাসমুদ্রয়োঃ (ক) ।
সুরাগ্র্য-সৌবীরকয়োর্যদন্তরং
তদন্তরং দাশরথেস্তবৈব চ ॥৪৫

তাহাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন,—মহাপর্বতের ন্যায় অকম্পনীয় ও মহাসাগরের ন্যায় অক্ষোভণীয় মহেন্দ্র-তুল্য স্বামী রামের প্রতিই আমার চিত্ত অনুরক্ত রহিয়াছে ।৩২-৩৩

যিনি সমস্ত শুভলক্ষণ-সম্পন্ন, যাঁহার বটবৃক্ষ সদৃশ বিশাল দেহ, যিনি সত্যপ্রতিজ্ঞ, মহাভাগ ও মহাবাহু, যাঁহার বক্ষ বিশাল, সিংহের ন্যায় গতি ও বিক্রম, যিনি নরশ্রেষ্ঠ, জিতেন্দ্রিয় ও বিশালকীর্ত্তি, যাঁহার বদন পূর্ণচন্দ্রের মত এবং যিনি রাজকুমার সেই রামের প্রতিই আমি অনুরাগিণী রহিয়াছি । তাঁহারই অনুগামিনী হইয়া নিরন্তর তাঁহার অভিপ্রায়মত কার্য্য করিয়া থাকি এবং তাঁহার মতানুসারেই এই বনে আসিয়াছি ।৩৪-৩৬

তুই শৃগাল, আমি সিংহী ; আমাকে লাভ করিবার যোগ্যতা তোর নাই, তথাপি আমাকে লাভ করিতে ইচ্ছা করিতেছিস্। সূর্য্যপ্রভা যেমন কেহ স্পর্শ করিতে পারে না, সেইরূপ তুই আমাকে স্পর্শ করিতে পারিবিনা ।৩৭

ওরে হতভাগ্য রাক্ষস ! তুই যখন রঘুনন্দন রামের প্রিয় ভার্য্যাকে লাভ করিতে ইচ্ছা করিতেছিস্, তখন নিশ্চয়ই স্বর্ণময় বহু বৃক্ষ দেখিতেছিস্ ।৩৮

তুই রঘুনন্দন রামের প্রেয়সী ভার্য্যা আমাকে লাভ করিতে বাসনা করিয়া মৃগশত্রু, বেগবান্ ও ক্ষুধার্ত্ত সিংহ ও সর্পের মুখ হইতে দন্ত উৎপাটন করিতে ইচ্ছা করিতেছিস্ এবং হস্তদ্বয় দ্বারা পর্বতশ্রেষ্ঠ মন্দরকে উত্তোলন করিয়া লইয়া যাইতে অভিলাষী হইয়াছিস্, কালকূট বিষপান করিয়া কল্যাণসম্পন্ন হইয়া ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা করিতেছিস্ এবং সূচি দ্বারা চক্ষুমার্জন ও জিহ্বা দ্বারা ক্ষুরলেহন করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিস্ ।৩৯-৪১

রামের প্রেয়সী ভার্য্যাকে হরণ করিতে অভিলাষ করিয়া কণ্ঠে শিলা বাঁধিয়া সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছা করিতেছিস্ এবং হস্ত দ্বারা সূর্য্য ও চন্দ্রকে হরণ করিতে কামনা করিতেছিস্। তুই শুভচরিতা রামভার্য্যাকে হরণ করিতে বাসনা করিয়া, বস্ত্রদ্বারা প্রজ্বলিত অগ্নি গ্রহণ করিতে বাসনা করিতেছিস্ ।৪২-৪৩

তুই রামের অনুরূপা ও কল্যাণময় আচার পালন-কারিণী ভার্য্যাকে লাভ করিতে এবং তাহাতে অধিগমন করিতে অভিলাষী হইয়া লৌহময় শূলসমূহের উপরিভাগে বিচরণ করিতে ইচ্ছা করিতেছিস্। সিংহে ও শৃগালে, সমুদ্রে ও ক্ষুদ্র নদীতে, উৎকৃষ্ট সুরায় ও সৌবীরক মদ্যে, চন্দনে ও পঙ্কে, হস্তী ও বিড়ালে, কাঞ্চনে ও লৌহে

পাঠান্তর :—(ক) যদন্তরং চন্দন-বারিপঙ্কয়োঃ ।

যদন্তরং কাঞ্চন-সীস-লোহয়ো-
র্যদন্তরং চন্দনবারিপঙ্কয়োঃ।
যদন্তরং হস্তি-বিড়ালয়োর্বনে
তদন্তরং দাশরথেস্তবৈব চ ॥৪৬

যদন্তরং বায়স-বৈনতেয়য়ো-
র্যদন্তরং মদ্গু-ময়ূরয়োরপি।
যদন্তরং হংস-গৃধ্রয়োর্বনে
তদন্তরং দাশরথেস্তবৈব চ ॥৪৭

তস্মিন্ সহস্রাক্ষসমপ্রভাবে
রামে স্থিতে কার্মুকবাণপাণৌ।
হৃতাপি তেঽহং ন জরাং গমিষ্যে
আজ্যং যথা মক্ষিকয়াবগীর্ণম্ ॥৪৮

ইতীব তদ্বাক্যমদুষ্টভাবা
সুদুষ্টমুক্ত্বা রজনীচরং তম্।
গাত্রপ্রকম্পাদ্ ব্যথিতা বভূব
বাতোদ্ধতাসা কদলীব তন্বী ॥৪৯

তাং বেপমানামুপলক্ষ্য সীতাং
স রাবণো মৃত্যুসমপ্রভাবঃ।
কুলং বলং নাম চ কর্ম চাত্মনঃ
সমাচচক্ষে ভয়কারণার্থম্ ॥৫০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে সপ্তচত্বারিংশঃ সর্গঃ।

বা সীসায়, গরুড়ে ও কাকে, ময়ূরে ও মদগু পক্ষীতে এবং হংসে ও গৃধ্রে যেরূপ প্রভেদ আছে, রঘুনন্দন রামে ও তোতে সেইরূপ প্রভেদ আছে। ধনুর্বাণধারী মহেন্দ্রসদৃশ প্রভাবশালী সেই রাম বর্ত্তমান থাকিতে মক্ষিকা যেমন ঘৃত ভোজন করিয়া জীর্ণ (হজম) করিতে পারে না, পরন্তু মরিয়া যায়, সেইরূপ তুই আমাকে হরণ করিয়া জীর্ণ (উপভোগ) করিতে পারিবি না—নিহত হইবি।৪৪-৪৮

যাঁহার মনে কোন কুভাব নাই, সেই সীতা রাক্ষস রাবণকে এইরূপ কর্কশ বাক্য বলিয়া বায়ুবিতাড়িত কদলীবৃক্ষের ন্যায় কম্পিতা হইলেন এবং ক্ষীণাঙ্গী সীতা মনে মনে ব্যথিতা হইলেন।৪৯

মৃত্যুসদৃশ প্রভাবসম্পন্ন রাবণ সীতাকে কম্পিতা দর্শন করিয়া তাঁহার ভয় উৎপাদনের জন্য নাম, কুল, বল ও বীর্য্য বলিতে লাগিল।৫০

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে সপ্তচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টচত্বারিংশঃ সর্গঃ

[রাবণেন স্বীয়পরাক্রমস্য বর্ণনম্, তেন ক্রুদ্ধয়া সীতয়া রাবণং প্রতি ভয়প্রদর্শনঞ্চ।]

এবং ব্রুবত্যাং সীতায়াং সংরব্ধঃ পরুষং বচঃ।
ললাটে ভ্রূকুটিং কৃত্বা রাবণঃ প্রত্যুবাচ হ ॥১
ভ্রাতা বৈশ্রবণস্যাহং সাপত্নো বরবর্ণিনি।
রাবণো নাম ভদ্রং তে দশগ্রীবঃ প্রতাপবান্ ॥২
যস্য দেবাঃ সগন্ধর্বাঃ পিশাচ-পতগোরগাঃ।
বিদ্রবন্তি সদা ভীতা মৃত্যোরিব সদা প্রজাঃ ॥৩
যেন বৈশ্রবণো ভ্রাতা বৈমাত্রাঃ কারণান্তরে।
দ্বন্দ্বমাসাদিতঃ ক্রোধাদ্ রণে বিক্রম্য নির্জিতঃ ॥৪
মদ্ভয়ার্ত্তঃ পরিত্যজ্য স্বমধিষ্ঠানমৃদ্ধিমৎ।
কৈলাসং পর্বতশ্রেষ্ঠমধ্যাস্তে নরবাহনঃ ॥৫
যস্য তৎপুষ্পকং নাম বিমানং কামগং শুভম্।
বীর্য্যাদাবর্জিতং ভদ্রে যেন যামি বিহায়সম্ ॥৬
মম সঞ্জাতরোষস্য মুখং দৃষ্ট্বৈব মৈথিলি।
বিদ্রবন্তি পরিত্রস্তাঃ সুরাঃ শক্রপুরোগমাঃ ॥৭
যত্র তিষ্ঠাম্যহং তত্র মারুতো বাতি শঙ্কিতঃ।
তীব্রাংশুঃ শিশিরাংশুশ্চ ভয়াৎ সম্পদ্যতে দিবি ॥৮
নিষ্কম্পপত্রাস্তরবো নদ্যশ্চ স্তিমিতোদকাঃ।
ভবন্তি যত্র তত্রাহং তিষ্ঠামি চ চরামি চ ॥৯
মম পারে সমুদ্রস্য লঙ্কা নাম পুরী শুভা।
সম্পূর্ণা রাক্ষসৈর্ঘোরৈর্যথেন্দ্রস্যামরাবতী ॥১০
প্রাকারেণ পরিক্ষিপ্তা পাণ্ডুরেণ বিরাজিতা।
হেমকক্ষ্যা পুরী রম্যা বৈদূর্য্যময়তোরণা ॥১১
হস্ত্যশ্ব-রথসংবাধা তূর্য্যনাদবিনাদিতা।
সর্বকামফলৈর্বৃক্ষৈঃ সঙ্কুলোদ্যানভূষিতা ॥১২

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ

[রাবণ কর্তৃক স্বীয় পরাক্রম বর্ণনা এবং তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া সীতা কর্তৃক রাবণকে ভয় প্রদর্শন।]

সীতা এইরূপ কঠোরবাক্য বলিলে রাবণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ভ্রুভঙ্গী করত তাহাকে প্রত্যুত্তর দিল।১

হে সুন্দরি! আমি কুবেরের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা প্রতাপশালী দশগ্রীব, আমার নাম রাবণ। তোমার মঙ্গল হউক।২

সমস্ত লোক যেমন মৃত্যু হইতে নিয়ত ভীত হয়, সেইরূপ দেব, গন্ধর্ব, পিশাচ, পক্ষী ও সর্পগণ নিরন্তর আমা হইতে ভীত হইয়া পলায়ন করে।৩

আমি কোন কারণে ক্রুদ্ধ হইয়া বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নরবাহন কুবেরের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিয়া নিজের পরাক্রমে তাঁহাকে পরাজিত করিয়াছি।৪

তিনিও আমার ভয়ে ভীত হইয়া সমৃদ্ধিসম্পন্ন নিজ বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া কৈলাসনামে উত্তম পর্বতে গিয়া বাস করিতেছেন। আমি নিজ বলে ইচ্ছানুসারে যেখানে সেখানে গমনসমর্থ তাঁহার সেই পুষ্পক নামক মনোহর বিমান কাড়িয়া লইয়াছি। আমি তাহা দ্বারা আকাশপথে গমন করিতে পারি।৫-৬

হে মিথিলারাজনন্দিনি! ক্রোধের সময়ে আমার বদন দর্শন করিয়াই ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ ভীত হইয়া পলায়ন করে।৭

আমি যথায় অবস্থান করি, তথায় বায়ু ভীত হইয়া ধীরে ধীরে বহিতে থাকে এবং তীব্র কিরণময় সূর্য্যও ভীত হইয়া শীতল কিরণময় চন্দ্রসদৃশ হইয়া যায়।৮

আমি যেস্থানে বিচরণ করি বা অবস্থান করি, সেই স্থানের বৃক্ষপত্রসকলও কম্পিত হয় না এবং নদীর জলও স্তম্ভিত হয় অর্থাৎ স্রোতাকারে বহিয়া যায় না।৯

সমুদ্র পারে আমার লঙ্কানামে মনোহারিণী পুরী আছে। ইন্দ্রপুরী অমরাবতীর ন্যায় সেই রমণীয়া নগরী

তত্র ত্বং বস হে সীতে রাজপুত্রি ময়া সহ।
ন স্মরিষ্যসি নারীণাং মানুষীণাং মনস্বিনি ॥১৩

ভুঞ্জানা মানুষান্ ভোগান্ দিব্যাংশ্চ বরবর্ণিনি।
ন স্মরিষ্যসি রামস্য মানুষস্য গতায়ুষঃ ॥১৪

স্থাপয়িত্বা প্রিয়ং পুত্রং রাজ্যে দশরথো নৃপঃ।
মন্দবীর্য্যস্ততো জ্যেষ্ঠঃ সুতঃ প্রস্থাপিতো বনম্ ॥১৫

তেন কিং ভ্রষ্টরাজ্যেন রামেণ গতচেতসা।
করিষ্যসি বিশালাক্ষি তাপসেন তপস্বিনা ॥১৬

রক্ষ রাক্ষসভর্তারং কামাৎ স্বয়মাগতম্।
ন মন্মথশরাবিষ্টং প্রত্যাখ্যাতুং ত্বমর্হসি ॥১৭

প্রত্যাখ্যায় হি মাং ভীরু পশ্চাত্তাপং গমিষ্যসি।
চরণেনাভিহত্যেব পুরূরবসমুর্বশী ॥১৮

অঙ্গুল্যা ন সমো রামো মম যুদ্ধে স মানুষঃ।
তব ভাগ্যেন সম্প্রাপ্তং ভজস্ব বরবর্ণিনি ॥১৯

এবমুক্তা তু বৈদেহী ক্রুদ্ধা সংরক্তলোচনা।
অব্রবীৎ পরুষং বাক্যং রহিতে রাক্ষসাধিপম্ ॥২০

কথং বৈশ্রবণং দেবং সর্বদেবনমস্কৃতম্।
ভ্রাতরং ব্যপদিশ্য ত্বমশুভং কর্তুমিচ্ছসি ॥২১

অবশ্যং বিনশিষ্যন্তি সর্বে রাবণ রাক্ষসাঃ।
যেষাং ত্বং কর্কশো রাজা দুর্বুদ্ধিরজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥২২

ভয়ঙ্কর রাক্ষসগণে পূর্ণ। তাহার চতুর্দ্দিকে পাণ্ডুরবর্ণ প্রাচীরে বেষ্টিত ও শোভিত স্বর্ণময় কক্ষযুক্ত সেইপুরী রমণীয় উদ্যানসমূহে বিভূষিত, বৈদূর্য্যময় তোরণে সুশোভিত, সমস্ত অভিলষিত ফলবান্ বৃক্ষসমূহে পরিপূর্ণ, হস্তী, অশ্ব ও রথসমূহে পরিব্যাপ্ত এবং তূর্য্যবাদ্যশব্দে মুখরিত।১০-১২

হে রাজপুত্রি সীতে! তুমি আমার সহিত তথায় বাস কর। হে মনস্বিনি! তাহা হইলে তুমি আর মনুষ্যজাতীয়া নারীদিগকে স্মরণ করিবে না।১৩

হে সুন্দরি! তুমি দেব ও মনুষ্যভোগ্য সমস্ত বস্তু উপভোগ করিয়া ক্ষীণজীবী মনুষ্য রামকে স্মরণ করিবে না।১৪

রাজা দশরথ প্রিয়পুত্র ভরতকে রাজ্যে স্থাপিত করিয়া হীন-বীর্য্য জ্যেষ্ঠনন্দন রামকে অরণ্যে নির্বাসিত করিয়াছেন।১৫

হে বিশালনয়নে! তুমি সেই বুদ্ধিহীন, রাজ্যভ্রষ্ট ও তপস্যানিরত তপস্বী রামের দ্বারা কি সাধন করিবে?১৬

আমি রাক্ষসগণের রাজা, কামবাণে বিদ্ধ হইয়া স্বয়ং তোমার নিকটে আসিয়াছি, তুমি আমাকে ভজনা করিয়া রক্ষা কর—প্রত্যাখ্যান করিও না।১৭

হে ভীরু! যেরূপ উর্ব্বশী পুরূরবা রাজাকে চরণ দ্বারা আঘাত করিয়া পরে অনুতপ্তা হইয়াছিলেন, সেইরূপ তুমি আমাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া পরে অনুতাপ করিবে।১৮

সুন্দরি! সেই মনুষ্য রাম যুদ্ধে আমার অঙ্গুলিরও তুল্য হইবে না। তোমার ভাগ্যানুসারে আমি এখানে আগমন করিয়াছি, তুমি আমাকে ভজনা কর।১৯

রাম ও লক্ষ্মণরহিত আশ্রমে উপবিষ্ট বৈদেহরাজ-দুহিতা সীতাকে রাক্ষসাধিপতি রাবণ এইরূপ বলিলে তিনি অত্যন্ত ক্রোধে আরক্তনয়না হইয়া তাহাকে কর্কশবাক্যে বলিলেন।২০

তুই সর্বদেবনমস্কৃত কুবেরদেবের ভ্রাতা বলিয়া পরিচয় দিয়া কি প্রকারে এইরূপ পাপকর্ম করিতেছিস্? ২১

ওরে রাবণ! তুই নিতান্ত দুষ্টবুদ্ধিসম্পন্ন, কর্কশস্বভাব ও অজিতেন্দ্রিয়; অতএব তুই যাহাদিগের রাজা, সেই রাক্ষসগণ সকলেই বিনষ্ট হইবে—ইহাতে সন্দেহ নাই।২২

ইন্দ্রের শচীকে অপহরণ করিয়া জীবিত থাকা যাইতে পারে; কিন্তু আমি রামের ভার্য্যা,

অপহৃত্য শচীং ভার্য্যাং শক্যমিন্দ্রস্য জীবিতুম্ ।
নহি রামস্য ভার্য্যাং মামানীয় স্বস্তিমান্ ভবেৎ ॥২৩
জীবেচ্চিরং বজ্রধরস্য পশ্চা-
চ্ছচীং প্রধৃষ্যাপ্রতিরূপরূপাম্ ।
ন মাদৃশীং রাক্ষস ধর্ষয়িত্বা
পীতামৃতস্যাপি তবাস্তি মোক্ষঃ ॥২৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে অষ্টচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥

আমাকে হরণ করিয়া জীবিত থাকিতে পারিবি না। ওরে রাক্ষস! তুই বজ্রধর ইন্দ্রের ভার্য্যা অনুপম রূপবতী শচীকে ধর্ষণ করিয়াও বরং বহুকাল জীবিত থাকিতে পারিবি, তথাপি আমার ন্যায় নারীকে ধর্ষণ করিয়া অমৃত পান করিলেও তুই মৃত্যু হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিবিনা।২৩-২৪

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে অষ্টচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ঊনপঞ্চাশঃ সর্গঃ

[রাবণস্য সীতাহরণম্, সীতায়া বিলাপঃ, জটায়োর্দশনলাভশ্চ ।]

সীতায়া বচনং শ্রুত্বা দশগ্রীবঃ প্রতাপবান্ ।
হস্তে হস্তং সমাহত্য চকার সুমহদ্বপুঃ ॥১
স মৈথিলীং পুনর্বাক্যং বভাষে বাক্যকোবিদঃ ।
নোন্মত্তয়া শ্রুতৌ মন্যে মম বীর্য্য-পরাক্রমৌ ॥২
উদ্বহেয়ং ভুজাভ্যাং তু মেদিনীমম্বরে স্থিতঃ ।
আপিবেয়ং সমুদ্রঞ্চ মৃত্যুং হন্যাং রণে স্থিতঃ ॥৩
অর্কং তুদ্যাং শরৈস্তীক্ষ্ণৈর্বিভিন্দ্যাং হি মহীতলম্ ।
কামরূপেণ উন্মত্তে পশ্য মাং কামরূপিণম্ ॥৪
এবমুক্তবতস্তস্য রাবণস্য শিখিপ্রভে ।
ক্রুদ্ধস্য হরিপর্য্যন্তে রক্তে নেত্রে বভূবতুঃ ॥৫
সদ্যঃ সৌম্যং পরিত্যজ্য তীক্ষ্ণরূপং স রাবণঃ ।
স্বং রূপং কালরূপাভং ভেজে বৈশ্রবণানুজঃ ॥৬

একোনপঞ্চাশ সর্গ

[রাবণ কর্ত্তৃক সীতা হরণ, সীতার বিলাপ ও তাহার সহিত জটায়ুর সাক্ষাৎ।]

প্রতাপশালী দশগ্রীব রাবণ মিথিলারাজদুহিতা সীতার বাক্য শ্রবণ করত হস্তে হস্তে আঘাত করিয়া অতি বৃহৎ শরীর ধারণ করিল।১

বাক্‌পটু রাবণ মিথিলারাজকুমারীকে পুনরায় বলিল,—তুমি উন্মত্তা এবং আমার বীর্য্য ও পরাক্রমও শ্রবণ কর নাই—ইহা আমি মনে করি।২

আমি আকাশে অবস্থান করিয়া ভুজদ্বয় দ্বারা পৃথিবীকে উত্তোলন করিতে পারি এবং সমুদ্রও পান করিতে পারি। অধিক কি যুদ্ধে উদ্যত হইয়া যমকেও বিনাশ করিতে পারি।৩

আকাশমণ্ডলে অবস্থিত সূর্য্যকে তীক্ষ্ণ বাণসমূহে পীড়িত করিতে ও মেদিনীকে বিদীর্ণ করিতে পারি। হে উন্মত্তে! আমি ইচ্ছানুসারে রূপ ধারণ করিতে পারি। তুমি আমাকে সেইরূপে দর্শন কর।৪

ঐরূপ বলিতে বলিতে ক্রুদ্ধ রাবণের যে নয়নদ্বয়ের প্রান্তভাগ কৃষ্ণবর্ণ ছিল, তাহা অগ্নির ন্যায় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল।৫

তখন কুবেরের কনিষ্ঠভ্রাতা রাক্ষসরাজ রাবণ

সংরক্তনয়নঃ শ্রীমাংস্তপ্তকাঞ্চনভূষণঃ।
ক্রোধেন মহতাবিষ্টো নীলজীমূতসন্নিভঃ ॥৭
দশাস্যো বিংশতিভুজো বভূব ক্ষণদাচরঃ।
স পরিব্রাজকচ্ছদ্মমহাকায়ো বিহায় তৎ ॥৮
প্রতিপেদে স্বকং রূপং রাবণো রাক্ষসাধিপঃ*।
রক্তাম্বরধরস্তস্থৌ স্ত্রীরত্নং প্রেক্ষ্য মৈথিলীম্ ॥৯
স তামসিতকেশান্তাং ভাস্করস্য প্রভামিব।
বসনাভরণোপেতাং মৈথিলীং রাবণোঽব্রবীৎ ॥১০
ত্রিষু লোকেষু বিখ্যাতং যদি ভর্তারমিচ্ছসি।
মামাশ্রয় বরারোহে তবাহং সদৃশঃ পতিঃ ॥১১
মাং ভজস্ব চিরায় ত্বমহং শ্লাঘ্যঃ পতিস্তব।
নৈব চাহং ক্বচিদ্ ভদ্রে করিষ্যে তব বিপ্রিয়ম্ ॥১২

ত্যজ্যতাং মানুষো ভাবো ময়ি ভাবঃ প্রণীয়তাম্।
রাজ্যাচ্চ্যুতমসিদ্ধার্থং রামং পরিমিতায়ুষম্ ॥১৩
কৈর্গুণৈরনুরক্তাসি মূঢ়ে পণ্ডিতমানিনি।
যঃ স্ত্রিয়ো বচনাদ্ রাজ্যং বিহায় সসুহৃজ্জনম্ ॥১৪
অস্মিন্ ব্যালানুচরিতে বনে বসতি দুর্মতিঃ।
ইত্যুক্ত্বা মৈথিলীং বাক্যং প্রিয়ার্হাং প্রিয়বাদিনীম্ ॥১৫
অভিগম্য সুদুষ্টাত্মা রাক্ষসঃ কামমোহিতঃ।
জগ্রাহ রাবণঃ সীতাং বুধঃ খে রোহিণীমিব* ॥১৬
বামেন সীতাং পদ্মাক্ষীং মূর্ধজেষু করেণ সঃ।
ঊর্বোস্তু দক্ষিণেনৈব পরিজগ্রাহ পাণিনা ॥১৭
তং দৃষ্ট্বা গিরিশৃঙ্গাভং তীক্ষ্ণদংষ্ট্রং মহাভুজম্।
প্রাদ্রবন্মৃত্যুসঙ্কাশং ভয়ার্তা বনদেবতাঃ ॥১৮

অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সেই সুন্দররূপ পরিত্যাগ করত তৎক্ষণাৎ যমের ন্যায় ভয়ঙ্কর নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিল।৬

সেই সময় শ্রীমান্ রাবণের নয়ন রক্তবর্ণ ছিল সে বিশুদ্ধ স্বর্ণনির্মিত অলঙ্কারসমূহে ভূষিত ও অত্যন্ত ক্রোধে আবিষ্ট হইয়া নীলবর্ণ মেঘসদৃশ রাক্ষস মূর্ত্তি ধারণ করিল এবং ঐ বিশালকায় রাক্ষস সেই কপট ব্রাহ্মণরূপ পরিত্যাগ করিয়া দশবদন ও বিংশতি বাহুযুক্ত মূর্ত্তি ধারণ করিল।৭-৮

রাক্ষসাধিপ রাবণ স্বীয় রূপধারণ পূর্ব্বক রক্তবস্ত্র পরিধান করিয়া মহিলাদিগের মধ্যে রত্নস্বরূপা, মিথিলা-রাজদুহিতা সীতাকে অবলোকন করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কৃষ্ণবর্ণ কেশযুক্তা, বস্ত্র ও আভরণে বিভূষিতা, সূর্য্যপ্রভাসদৃশী মিথিলারাজকন্যাকে বলিল।৯-১০

হে সুন্দরি! যদি তুমি ত্রিলোকমধ্যে বিখ্যাত পুরুষকে পতিরূপে লাভ করিতে ইচ্ছা কর, তবে আমাকে আশ্রয় কর; আমিই তোমার উপযুক্ত পতি।১১

হে ভদ্রে! তুমি চিরকালের জন্য আমাকে ভজনা কর। আমিই তোমার শ্লাঘনীয় পতি। প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, কদাচ তোমার অপ্রিয় কার্য্য করিব না। হে পণ্ডিতমানিনি মূঢ়ে! যে দুর্মতি সামান্য স্ত্রীলোকের কথায় রাজ্য ও বান্ধববর্গ পরিত্যাগ করিয়া হিংস্র জন্তুগণসেবিত এই বনে বাস করিতেছে, তুমি কোন্ গুণে রাজ্যভ্রষ্ট, অসিদ্ধমনোরথ ও পরিমিতায়ু সেই রামের প্রতি অনুরক্তা রহিয়াছ? মনুষ্য রামের প্রতি প্রণয় পরিত্যাগ করিয়া আমার অনুরাগিণী হও। যিনি প্রিয়া হওয়ার যোগ্যা ও প্রিয়ভাষিণী, সেই মিথিলারাজনন্দিনী পদ্মনয়না সীতাকে ঐরূপ বলিয়া কামমোহিত দুরাত্মা রাক্ষসরাজ রাবণ আকাশে যেমন বুধ রোহিণীকে গ্রহণ করিতে দুঃসাহস করেন, সেইরূপ তাঁহাকে গ্রহণ করিল*।১২-১৬

*কোন কোন গ্রন্থে ৯নং শ্লোকের মধ্যবর্ত্তীস্থানে নিম্নলিখিত শ্লোকার্দ্ধটি দেখা যায়—

সংরক্তনয়নঃ ক্রোধাজ্জীমূতনিচয়প্রভঃ।

* এইস্থলে অভূতোপমালঙ্কার। বুধ চন্দ্রের পুত্র আর রোহিণী চন্দ্রের পত্নী। বুধ কখনও তাহার মাতা রোহিণীকে কামবশে ধরিতে দুঃসাহসী হন নাই এবং সেইরূপ করিবার শক্তিও তাঁহার নাই। এই স্থলে অভূতোপমা অলঙ্কারের দ্বারা ইহাই বুঝিতে হইবে যে, যদি কদাচিৎ বুধ কামবশে নিজ মাতা রোহিণীকে ধরিবার জন্য উদ্যত হন, তাহা হইলে তাহার যেরূপ ঘোর পাপ হইত, সেইরূপ রাবণ কামবশে সীতাকে ধরিয়া ঘোরপাপে নিমগ্ন হইল।

স চ মায়াময়ো দিব্যঃ খরযুক্তঃ খরস্বনঃ।
প্রত্যদৃশ্যত হেমাঙ্গো রাবণস্য মহারথঃ ॥১৯
ততস্তাং পরুষৈর্বাক্যৈরভিতর্জ্জ্য মহাস্বনঃ।
অঙ্কেনাদায় বৈদেহীং রথমারোহয়ত্তদা ॥২০
সা গৃহীতাতিচুক্রোশ রাবণেন যশস্বিনী।
রামেতি সীতা দুঃখার্ত্তা রামং দূরং গতং বনে ॥২১
তামকামাং স কামার্ত্তঃ পন্নগেন্দ্রবধূমিব।
বিচেষ্টমানামাদায় উৎপপাতাথ রাবণঃ ॥২২
ততঃ সা রাক্ষসেন্দ্রেণ হ্রিয়মাণা বিহায়সা।
ভৃশং চুক্রোশ মত্তেব ভ্রান্তচিত্তা যথাতুরা ॥২৩
হা লক্ষ্মণ মহাবাহো গুরুচিত্তপ্রসাদক।
হ্রিয়মাণাং ন জানীষে রক্ষসা কামরূপিণা ॥২৪
জীবিতং সুখমর্থঞ্চ ধর্ম্মহেতোঃ পরিত্যজন্।
হ্রিয়মাণামধর্ম্মেণ মাং রাঘব ন পশ্যসি ॥২৫
ননু নামাবিনীতানাং বিনেতাসি পরন্তপ।
কথমেবংবিধং পাপং ন ত্বং শাধি হি রাবণম্ ॥২৬
ননু সদ্যোঽবিনীতস্য দৃশ্যতে কর্ম্মণঃ ফলম্।
কালোঽপ্যঙ্গীভবত্যত্র শস্যানামিব পক্তয়ে ॥২৭
ত্বং কর্ম কৃতবানেতৎ কালোপহতচেতনঃ।
জীবিতান্তকরং ঘোরং রামাদ্ ব্যসনমাপ্নুহি ॥২৮
হন্তেদানীং সকামা তু কৈকেয়ী বান্ধবৈঃ সহ।
হ্রিয়েয়ং ধর্মকামস্য ধর্মপত্নী যশস্বিনঃ ॥২৯
আমন্ত্রয়ে জনস্থানে কর্ণিকারাংশ্চ পুষ্পিতান্।
ক্ষিপ্রং রামায় শংসধ্বং সীতাং হরতি রাবণঃ ॥৩০

সে বামহস্তে কমলনয়না সীতার কেশ ও দক্ষিণ হস্তে উরুদ্বয় ধারণ করিয়া তুলিয়া লইল। তখন বনদেবতাগণ সেই করাল দণ্ডযুক্ত, পর্বতশৃঙ্গসদৃশ, মহাভুজ ও যমতুল্য রাবণকে দর্শন করত ভয়ার্ত্ত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন।১৭-১৮

সেই সময় ভয়ঙ্কর শব্দকারী, স্বর্ণমণ্ডিত ও গাধাযোজিত রাবণের সেই মায়াময় দিব্যরথ দৃষ্ট হইল। অনন্তর রাবণ বিদেহরাজনন্দিনী সীতাকে কর্কশবাক্যে গম্ভীরস্বরে ভৎর্সনা করত ক্রোড়মধ্যে স্থাপনপূর্বক রথে আরোহণ করিল। যশস্বিনী সীতা রাবণকর্তৃক গৃহীতা ও দুঃখার্ত্তা হইয়া বনমধ্যে "রাম" বলিয়া দূরগত রামকে ডাকিতে লাগিলেন।১৯-২১

রাবণকে কখনও সীতা কামনা করেন নাই, সেইহেতু তিনি পলায়ন করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন কিন্তু সেই কামপীড়িত রাবণ সর্পরাজবধূর ন্যায় তাহাকে গ্রহণ করিয়া ঊর্দ্ধে উত্থিত হইল।২২

তখন রাক্ষসশ্রেষ্ঠ রাবণকর্তৃক আকাশপথে অপহৃতা সীতাদেবী উদ্‌ভ্রান্তচিত্তা হইয়া উন্মত্ত ও পীড়িত ব্যক্তির ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন।২৩

হে মহাবাহো লক্ষ্মণ! তুমি গুরুজনের মনপ্রসন্নকারী। স্বেচ্ছানুসারে রূপ ধারণ করিতে সমর্থ এই রাক্ষস যে আমাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে—ইহা তুমি জানিতে পারিতেছ না? ২৪

হে রঘুনন্দন রাম! তুমি ধর্মরক্ষার জন্য অর্থ, সুখ; এমন কি, জীবন পর্য্যন্তও পরিত্যাগ করিতে পার, কিন্তু আমি অধর্মানুসারে অপহৃতা হইতেছি, তুমি আমাকে দেখিতে পাইতেছ না? ২৫

হে শত্রুতাপন! তুমি তো নীতিবিরুদ্ধ কার্য্যকারী ব্যক্তিদিগকে শাসন কর, এইরূপ পাপাচারী রাবণকে কেন শাসন করিতেছ না? নীতিবিরুদ্ধ কার্য্যের সদ্যই ফল লাভ করিতে দেখা যায় না, যেরূপ শস্যসকলের পরিপক্বতার জন্য তাহার সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হয়, সেইরূপ কর্মসমুদায়ের ফল নিষ্পত্তি বিষয়েও তাহার সহকারী কারণ কালের অপেক্ষা করিতে হয়; এই কারণেই কি এক্ষণে উপেক্ষা করিতেছ? ওরে রাবণ! তোর চৈতন্য কালকর্তৃক বিনাশিত হইয়াছে, সেই জন্যই তুই এইরূপ কর্ম করিলি; ইহা দ্বারা রাম হইতে প্রাণান্তকারী ভয়ঙ্কর বিপদ প্রাপ্ত হইবি।২৬-২৮

হায়, আমি ধর্মকাম যশস্বী রামের ধর্মপত্নী হইয়া অপহৃতা হইতেছি! এখন কৈকেয়ী ও তাঁহার বান্ধববর্গের অভিলাষ সিদ্ধ হইল।২৯

আমি জনস্থানে পুষ্পিত কর্ণিকার বৃক্ষসকলের

হংসসারসসংঘুষ্টাং বন্দে গোদাবরীং নদীম্।
ক্ষিপ্রং রামায় শংসধ্বং সীতাং হরতি রাবণঃ* ॥৩১

দৈবতানি চ যান্যস্মিন্ বনে বিবিধপাদপে।
নমস্করোম্যহং তেভ্যো ভর্তুঃ শংসত মাং হৃতাম্ ॥৩২

যানি কানিচিদপ্যত্র সত্ত্বানি বিবিধানি চ।
সর্বাণি শরণং যামি মৃগপক্ষিগণানি বৈ ॥৩৩

হ্রিয়মাণাং প্রিয়াং ভর্তুঃ প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সীম্।
বিবশা তে হৃতা সীতা রাবণেনেতি শংসত ॥৩৪

বিদিত্বা তু মহাবাহুরমুত্রাপি মহাবলঃ
আনেষ্যতি পরাক্রম্য বৈবস্বতহৃতামপি ॥৩৫

সা তদা করুণা বাচো বিলপন্তী সুদুঃখিতা।
বনস্পতিগতং গৃধ্রং দদর্শায়তলোচনা ॥৩৬

সা তমুদ্বীক্ষ্য সুশ্রোণী রাবণস্য বংশগতা।
সমাক্রন্দদ্ ভয়পরা দুঃখোপহতয়া গিরা ॥৩৭

জটায়ো পশ্য মামার্য্য হ্রিয়মাণামনাথবৎ।
অনেন রাক্ষসেন্দ্রেণাকরুণং পাপকর্মণা ॥৩৮

নৈষ বারয়িতুং শক্যস্ত্বয়া ক্রূরো নিশাচরঃ।
সত্ববান্ জিতকাশী চ সায়ুধশ্চৈব দুর্মতিঃ ॥৩৯

রামায় তু যথাতত্ত্বং জটায়ো হরণং মম।
লক্ষ্মণায় চ তৎসর্বমাখ্যাতব্যমশেষতঃ ॥৪০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে উনপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥

নিকট প্রার্থনা করিতেছি,—তোমরা শীঘ্র রামকে এইরূপ বল যে, রাবণ সীতাকে হরণ করিতেছে।৩০

আমি হংস-সারসসেবিত গোদাবরী নদীকে বন্দনা করিতেছি, আপনি শীঘ্র রামকে বলুন—রাবণ সীতাকে হরণ করিতেছে।৩১

বিবিধ বৃক্ষে পূর্ণ বনমধ্যে যে দেবতাগণ আছেন, আমি তাঁহাদিগকে নমস্কার করিতেছি। তাঁহারা আমার স্বামীকে আমার অপহরণবার্তা প্রদান করুন।৩২

মৃগ বিহঙ্গ প্রভৃতি নানাজাতীয় যে সকল প্রাণী এইস্থানে আছেন, আমি তাঁহাদিগের সকলেরই শরণাগত হইতেছি; তাঁহারা সকলে রামকে তাঁহার প্রাণ হইতেও প্রিয়তর প্রেয়সী ভার্য্যার হরণবার্তা প্রদান করুন,—অসহায় অবস্থায় তোমার সীতাকে রাবণ হরণ করিয়াছে—ইহা বলুন।৩৩-৩৪

আমি যদি যম কর্তৃকও অপহৃত হই এবং ইহা যদি সেই মহাবল মহাবাহু রাম জানিতে পারেন, তবে যমলোকে যাইয়াও পরাক্রম প্রকাশ পূর্বক আমাকে আনয়ন করিবেন।৩৫

তখন বিশালনয়না সীতা অতীব দুঃখিতা হইয়া এইরূপ করুণাজনক বিবিধ বাক্যে বিলাপ করিতে করিতে বৃক্ষোপরি উপবিষ্ট গৃধ্ররাজ জটায়ুকে দেখিতে পাইলেন এবং ভীতা ও রাবণের বশীভূতা সেই সুমধ্যমা সীতাদেবী তাঁহাকে দর্শন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে গদ্‌গদ বাক্যে দুঃখের কথা বলিলেন।৩৬-৩৭

হে আর্য্য জটায়ো! এই পাপকর্মা রাক্ষসরাজ রাবণ আমাকে অনাথার ন্যায় নির্দয়ভাবে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে,—আপনি অবলোকন করুন।৩৮

আপনি এই ক্রূর নিশাচর রাবণকে নিবারণ করিতে পারিবেন না; কারণ, সে দুর্মতি, বলবান্ ও অস্ত্রধারী। অনেক যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া সে দুঃসাহসীও হইয়াছে। অতএব হে জটায়ো! আপনি রাম ও লক্ষ্মণের নিকটে আমার হরণবার্তা অবশ্যই বিশেষরূপে বলিবেন।৩৯-৪০

*কোন কোন গ্রন্থে ৩১ নং শ্লোকে পূর্বে নিম্নলিখিত শ্লোকটি দেখা যায়—

মাল্যবন্তং শিখরিণং শিখরিণং বন্দে প্রস্রবণং গিরিম্।
ক্ষিপ্রং রামায় শংসধ্বং সীতাং হরতি রাবণঃ ॥

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে উনপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চাশঃ সর্গঃ

[সীতাহরণরূপ দুষ্কর্মতঃ প্রতিনিবৃত্তয়ে রাবণং প্রতি জটায়োঃ সাবধানবাক্যম্, রামহস্তেন তস্য মৃত্যুরবশ্যম্ভাবীতি জ্ঞাপনম্, যুদ্ধায়ামন্ত্রণঞ্চ]

তং শব্দমবসুপ্তস্তু জটায়ুরথ শুশ্রুবে।
নিরৈক্ষন্ রাবণং ক্ষিপ্রং বৈদেহীঞ্চ দদর্শ সঃ ॥১
ততঃ পর্বতশৃঙ্গাভস্তীক্ষ্ণতুণ্ডঃ খগোত্তমঃ।
বনস্পতিগতঃ শ্রীমান্ ব্যাজহারঃ শুভাং গিরম্ ॥২
দশগ্রীব স্থিতো ধর্মে পুরাণে সত্যসংশ্রয়ঃ।
ভ্রাতস্ত্বং নিন্দিতং কর্ম কর্তুং নার্হসি সাম্প্রতম্ ॥৩
জটায়ুর্নাম নাম্নাহং গৃধ্ররাজো মহাবলঃ।
রাজা সর্বস্য লোকস্য মহেন্দ্রবরুণোপমঃ ॥৪
লোকানাঞ্চ হিতে যুক্তো রামো দশরথাত্মজঃ।
তস্যৈষা লোকনাথস্য ধর্মপত্নী যশস্বিনী ॥৫
সীতা নাম বরারোহা যাং ত্বং হর্তুমিহেচ্ছসি।
কথং রাজা স্থিতো ধর্মে পরদারান্ পরামৃশেৎ ॥৬
রক্ষণীয়া বিশেষেণ রাজদারা মহাবল।
নিবর্তয় গতিং নীচাং পরদারাভিমর্শনাৎ ॥৭
ন তৎ সমাচরেদ্ধীরো যৎপরোঽস্য বিগর্হয়েৎ।
যথাত্মনস্তথান্যেষাং দারা রক্ষ্যা বিমর্শনাৎ ॥৮
অর্থং বা যদি বা কামং শিষ্টাঃ শাস্ত্রেষ্বনাগতম্।
ব্যবস্যন্ত্যনু রাজানং ধর্মং পৌলস্ত্যনন্দন ॥৯
রাজা ধর্মশ্চ কামশ্চ দ্রব্যাণাং চোত্তমো নিধিঃ।
ধর্মঃ শুভং বা পাপং বা রাজমূলং প্রবর্ততে ॥১০
পাপস্বভাবশ্চপলঃ কথং ত্বং রক্ষসাং বর।
ঐশ্বর্য্যমভিসম্প্রাপ্তো বিমানমিব দুষ্কৃতী ॥১১
কামস্বভাবো যঃ সোঽসৌ ন শক্যস্তং প্রমার্জিতুম্।
নহি দুষ্টাত্মনামার্য্যমাবসত্যালয়ে চিরম্ ॥১২

পঞ্চাশ সর্গ

[রাবণকে সীতাহরণরূপ দুষ্কর্ম হইতে নিবৃত্ত হইতে জটায়ুর সাবধান বাক্য এবং রামের হাতে তাহার বিনাশ নিশ্চিত ইহা জ্ঞাপন এবং যুদ্ধ করিবার জন্য আমন্ত্রণ।]

তখন জটায়ু নিদ্রিত ছিলেন এবং সেই শব্দ শ্রবণে জাগরিত হইয়া বিদেহরাজদুহিতা সীতাকে দর্শন করিলেন। পক্ষীরাজ জটায়ুর শরীর সুন্দর ও পর্বত শিখরের মত উচ্চ ছিল এবং তাহার চঞ্চু অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ছিল। বৃক্ষ মধ্যে অবস্থান করিয়াই রাবণকে উদ্দেশ করিয়া তিনি এই শুভ বাক্য বলিলেন।১-২

হে ভ্রাতঃ দশানন! আমি সনাতন ধর্মনিরত, সত্যপ্রতিজ্ঞ, অতি বলবান্ ও গৃধ্রদিগের রাজা; আমার নাম জটায়ু। এক্ষণে আমার সমক্ষে তোমার এইরূপ নিন্দিতকার্য্য করা উচিত নহে। যিনি মহেন্দ্র ও বরুণের সদৃশ এবং সমুদায় লোকের ঈশ্বর ও হিতকারী, তুমি যাঁহাকে হরণ করিতে বাসনা করিতেছ, এই যশস্বিনী সুন্দরী সীতাদেবী, সেই সর্ব লোকেশ্বর দশরথতনয় রামের ধর্মপত্নী।৩-৭

হে মহাবল! রাজপত্নীগণ বিশেষরূপে রক্ষণীয়; সুতরাং ধার্মিক রাজা হইয়া কি প্রকারে অন্য স্ত্রীকে স্পর্শই বা করিবেন? নিজের স্ত্রীর ন্যায় পরস্ত্রীকেও অন্যের বলাৎকার হইতে রক্ষা করা উচিত; বিশেষতঃ অন্যে যে কার্য্যের নিন্দা করে, ধীর ব্যক্তি তাহার আচরণ করেন না। অতএব তুমি এই পরস্ত্রীধর্ষণ রূপ নীচবৃত্তি হইতে নিবৃত্ত হও। হে পৌলস্ত্যনন্দন! বীর প্রজাগণ শাস্ত্রে যাহা উল্লিখিত হয় নাই, সেই ধর্ম, অর্থ বা কাম সম্পাদনবিষয়ে রাজার অনুকরণ করিয়া থাকে, রাজা সমুদায় দ্রব্যের মধ্যে উত্তম রত্নস্বরূপ এবং প্রজাদিগের পক্ষে যেন সাক্ষাৎ ধর্ম ও কাম। রাজা হইতেই ধর্ম, অধর্ম ও কাম প্রবর্ত্তিত হয়, অতএব রাজার ধার্মিক হওয়াই উচিত।৮-১০

হে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ! তুমি নিতান্ত চঞ্চলপ্রকৃতি ও

বিষয়ে বা পুরে বা তে যদা রামো মহাবলঃ।
নাপরাধ্যতি ধর্মাত্মা কথং তস্যাপরাধ্যসি ॥১৩
যদি শূর্পণখাহেতোর্জনস্থানগতঃ খরঃ।
অতিবৃত্তো হতঃ পূর্বং রামেণাক্লিষ্টকর্মণা ॥১৪
অত্র ব্রূহি যথাতত্ত্বং কো রামস্য ব্যতিক্রমঃ।
যস্য ত্বং লোকনাথস্য হৃত্বা ভার্য্যাং গমিষ্যসি ॥১৫
ক্ষিপ্রং বিসৃজ বৈদেহীং মা ত্বা ঘোরেণ চক্ষুষা।
দহেদ্দহনভূতেন বৃত্রমিন্দ্রাশনির্যথা ॥১৬
সর্পমাশীবিষং বদ্ধা বস্ত্রান্তে নাববুধ্যসে।
গ্রীবায়াং প্রতিমুক্তঞ্চ কালপাশং ন পশ্যসি ॥১৭
স ভারঃ সৌম্য ভর্ত্তব্যো যো নরং নাবসাদয়েৎ।
তদন্নমপি ভোক্তব্যং জীর্য্যতে যদনাময়ম্ ॥১৮

পাপী ও দুষ্কার্য্যকারী; অতএব কি প্রকারে দেবতাগণের বিমান সদৃশ এইরূপ ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছ? যে ব্যক্তি স্বভাবতঃ কামুক, সে কখনই সেই স্বভাবের পরিবর্তন করিতে পারে না; কেননা, ধর্ম দুষ্টাত্মাদিগের নিকটে ক্ষণকালও অবস্থান করেন না।১১-১২

যিনি তোমার রাজ্যে বা নগরে কোন অপরাধ করেন নাই, তুমি সেই ধর্মাত্মা মহাবল রামের নিকটে কেন অপরাধী হইতেছ? ১৩

যদিও পূর্বে অক্লিষ্টকর্মা লোকনাথ রাম জনস্থান-নিবাসী অত্যাচারী খরকে শূর্পণখার জন্য বিনাশ করিয়াছেন, ইহাতে রামের অন্যায় কি যে, তুমি তাহার ভার্য্যাকে হরণ করিতে উদ্যত হইয়াছ? তাহা যথার্থরূপে বল।১৪-১৫

যেমন ইন্দ্রের বজ্র বৃত্রাসুরকে দগ্ধ করিয়াছে, সেইরূপ রামের অগ্নিতুল্য ভয়ঙ্কর নয়ন যেন তোমাকে দগ্ধ করিয়া না ফেলে; তুমি শীঘ্র বিদেহরাজদুহিতা সীতাকে পরিত্যাগ কর।১৬

তুমি যাহার দন্তে বিষ সেই সর্পকে বস্ত্রপ্রান্তে আবদ্ধ করিয়া জানিতে পারিতেছ না এবং গ্রীবাদেশে কালপাশ ক্ষিপ্ত হইয়াছে, দেখিতে পাইতেছ না। যে

যৎকৃত্বা ন ভবেদ্ধর্মো ন কীর্তির্ন যশো ধ্রুবম্।
শরীরস্য ভবেৎ খেদঃ কস্তৎ কর্ম সমাচরেৎ ॥১৯
ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি জাতস্য মম রাবণ।
পিতৃ-পৈতামহং রাজ্যং যথাবদনুতিষ্ঠতঃ ॥২০
বৃদ্ধোঽহং ত্বং যুবা ধন্বী সরথঃ কবচী শরী।
ন চাপ্যাদায় কুশলী বৈদেহীং মে গমিষ্যসি ॥২১
ন শক্তস্ত্বং বলাদ্ধর্ত্তুং বৈদেহীং মম পশ্যতঃ।
হেতুভির্ন্যায়সংযুক্তৈর্ধ্রুবাং বেদশ্রুতিমিব ॥২২
যুধ্যস্ব যদি শূরোঽসি মুহূর্ত্তং তিষ্ঠ রাবণ।
শয়িষ্যসে হতো ভূমৌ যথা পূর্বং খরস্তথা ॥২৩
অসকৃৎ সংযুগে যেন নিহতা দৈত্যদানবাঃ।
ন চিরাচ্চীরবাসাস্ত্বাং রামো যুধি বধিষ্যতি ॥২৪

ভার বহন করিতে বিশেষ কষ্ট হয় না, সে ভারই বহন করা উচিত এবং যে অন্ন বিনা ক্লেশে জীর্ণ হয়, সেই অন্নই ভক্ষণ করা উচিত।১৭-১৮

যে কর্মের অনুষ্ঠান করিলে ধর্ম, অক্ষয় যশ এবং কীর্ত্তি স্থায়ী হয় না, পরন্তু কেবল শরীরের ক্লেশ জন্মে, কোন্ ব্যক্তি সেইরূপ কর্ম অনুষ্ঠান করে?১৯

ওরে রাবণ! আমি জন্মগ্রহণ করিয়া পিতৃ-পিতামহের রাজ্যলাভ করত যথানিয়মে ষাট হাজার বৎসর পালন করিয়াছি। যদিও আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, তথাপি তুই যুবা, কবচধারী, রথারোহী ও ধনুর্বাণধারী হইয়াও আমার সমক্ষে বিদেহরাজদুহিতা সীতাকে লইয়া অক্ষত শরীরে যাইতে পারিবি না।২০-২১

যেরূপ ন্যায়সংযুক্ত হেতুবাদদ্বারা সনাতন বেদ-বাক্যের ভিন্নরূপ অর্থ করা যায় না, সেরূপ তুই আমার সমক্ষে বলপূর্বক সীতাকে অপহরণ করিতে পারিবি না।২২

ওরে রাবণ! যদি বীর হইস্, তবে মুহূর্তকাল অবস্থান করিয়া যুদ্ধ কর, তাহা হইলে পূর্বে খর যেমন নিহত হইয়া ভূতলে শয়ন করিয়াছে, সেইরূপ তুইও নিহত হইয়া ভূতলে শয়ন করিবি।২৩

যিনি যুদ্ধে বারংবার দৈত্য ও দানবদিগকে বধ

কিং নু শক্যং ময়া কর্তুং গতৌ দূরং নৃপাত্মজৌ ।
ক্ষিপ্রং ত্বং নশ্যসে নীচ তয়োর্ভীতো ন সংশয়ঃ ॥২৫
নহি মে জীবমানস্য নয়িষ্যসি শুভামিমাম্ ।
সীতাং কমলপত্রাক্ষীং রামস্য মহিষীং প্রিয়াম্ ॥২৬
অবশ্যং তু ময়া কার্য্যং প্রিয়ং তস্য মহাত্মনঃ ।
জীবিতেনাপি রামস্য তথা দশরথস্য চ ॥২৭

তিষ্ঠ তিষ্ঠ দশগ্রীব মুহূর্ত্তং পশ্য রাবণ ।
বৃন্তাদিব ফলং ত্বাং তু পাতয়েয়ং রথোত্তমাৎ ॥
যুদ্ধাতিথ্যং প্রদাস্যামি যথাপ্রাণং নিশাচর ॥২৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অরণ্যকাণ্ডে পঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥

করিয়াছেন, চীরবস্ত্রপরিধানকারী রাম শীঘ্রই তোকে যুদ্ধে বিনাশ করিবেন ।২৪

সেই দুই রাজনন্দন বহুদূরে গমন করিয়াছেন, আমি এক্ষণে আর কি করিতে পারি ? কিন্তু রে নীচস্বভাব ! তুই তাঁহাদিগের নিকটে শীঘ্রই বিনষ্ট হইবি,—সন্দেহ নাই। আমি জীবিত থাকিতেও তুই রামের প্রেয়সী মহিষী এই কমললোচনা শুভচরিত্রা সীতাকে লইয়া যাইতে পারিবি না ।২৫-২৬

জীবন পরিত্যাগ করিয়াও আমার সেই মহাত্মা দশরথের ও রামের প্রিয় কার্য্য সম্পাদন করা উচিত ।২৭

ওরে দশানন রাবণ ! দাঁড়া, দাঁড়া ! মুহূর্ত্তকাল আমাকে অবলোকন কর্। রে নিশাচর ! আমি যথাশক্তি তোকে যুদ্ধে আতিথ্যপ্রদান করিব, যেরূপ বৃন্ত (বোঁটা) হইতে ফল পতিত হয়, সেইরূপ উৎকৃষ্ট রথ হইতে তোকে পাতিত করিব ।২৮

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে পঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ।

একপঞ্চাশঃ সর্গঃ

[জটায়ু-রাবণয়োর্মহাযুদ্ধারম্ভঃ, রাবণস্য জটায়ুবধশ্চ]

ইত্যুক্তঃ ক্রোধতাম্রাক্ষস্তপ্তকাঞ্চনকুণ্ডলঃ।
রাক্ষসেন্দ্রোঽভিদুদ্রাব পতগেন্দ্রমমর্ষণঃ* ॥১

স সম্প্রহারস্তুমুলস্তয়োস্তস্মিন্ মহামৃধে।
বভূব বাতোদ্ধুতয়োর্মেঘয়োর্গগনে যথা ॥২

তদ্ বভূবাদ্ভুতং যুদ্ধং গৃধ্র-রাক্ষসয়োস্তদা।
সপক্ষয়োর্মাল্যবতোর্মহাপর্বতয়োরিব ॥৩

ততো নালীক-নারাচৈস্তীক্ষ্ণাগ্রৈশ্চ বিকর্ণিভিঃ।
অভ্যবর্ষন্মহাঘোরৈর্গৃধ্ররাজং মহাবলম্ ॥৪

স তানি শরজালানি গৃধ্রঃ পত্ররথেশ্বরঃ।
জটায়ুঃ প্রতিজগ্রাহ রাবণাস্ত্রাণি সংযুগে ॥৫

তস্য তীক্ষ্ণ-নখাভ্যাস্তু চরণাভ্যাং মহাবলঃ।
চকার বহুধা গাত্রে ব্রণান্ পতগসত্তমঃ ॥৬

অথ ক্রোধাদ্দশগ্রীবো জগ্রাহ দশ মার্গণান্।
মৃত্যুদণ্ডনিভান্ ঘোরান্ শত্রোর্নিধনকাঙ্ক্ষয়া ॥৭

স তৈর্বাণৈর্মহাবীর্য্যঃ পূর্ণমুক্তৈরজিহ্মগৈঃ।
বিভেদ নিশিতৈস্তীক্ষ্ণৈর্গৃধ্রং ঘোরৈঃ শিলীমুখৈঃ ॥৮

স রাক্ষসরথে পশ্যন্ জানকীং বাষ্পলোচনাম্।
অচিন্তয়িত্বা বাণাংস্তান্ রাক্ষসং সমভিদ্রবৎ ॥৯

ততোঽস্য সশরং চাপং মুক্তামণিবিভূষিতম্।
চরণাভ্যাং মহাতেজা বভঞ্জ পতগোত্তমঃ ॥১০

ততোঽন্যদ্ধনুরাদায় রাবণঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ।
ববর্ষ শরবর্ষাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥১১

এক পঞ্চাশ সর্গ

[জটায়ু ও রাবণের মধ্যে মহাযুদ্ধ ও রাবণ কর্তৃক জটায়ু বধ।]

পক্ষিরাজ জটায়ু এইরূপ বলিলে বিশুদ্ধ স্বর্ণনির্মিত কুণ্ডলধারী ও অমর্ষ-স্বভাব রাক্ষসরাজ রাবণ ক্রোধে আরক্তনয়ন হইয়া তাঁহার অভিমুখে দ্রুতবেগে গমন করিল।১

অনন্তর তাঁহারা উভয়ে গগনমণ্ডলে বায়ু প্রেরিত মেঘদ্বয়ের ন্যায় অতীব তুমুল যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।২

যখন গৃধ্ররাজ ও রাক্ষসরাজের অদ্ভুত সংগ্রাম হইতেছিল, সেইসময় মনে হইতে ছিল যেন, পক্ষধারী দুইটি মাল্যবান্ পর্বত যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছে।৩

তারপর রাবণ মহাবল গৃধ্ররাজের প্রতি মহা ভয়ঙ্কর সুতীক্ষ্ণাগ্র বিকর্ণি, নালিক ও নারাচ অস্ত্রসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিল।৪

মহাবল পক্ষিরাজ গৃধ্র জটায়ুও রাবণনিক্ষিপ্ত সেই সমস্ত বাণসমূহ গ্রহণ করিয়া সুতীক্ষ্ণ নখযুক্ত চরণদ্বয় দ্বারা তাহার দেহ ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিলেন।৫-৬

অনন্তর মহাবীর দশগ্রীব রাবণ শত্রুবধের জন্য সক্রোধে ধনু আকর্ষণ করত যমদণ্ডসদৃশ মহাভয়ঙ্কর দশটি বাণ নিক্ষেপ করিল এবং সেই সমস্ত সুশাণিত ও সুতীক্ষ্ণ অবক্রগামী ভয়ঙ্কর বাণ দ্বারা গৃধ্ররাজকে বিদ্ধ করিল। পক্ষীশ্রেষ্ঠ মহাতেজা জটায়ু রাক্ষসের রথমধ্যে বাষ্পপূর্ণনয়না জনকনন্দিনীকে অবলোকন করিয়া সেই সমস্ত বাণ অগ্রাহ্য করত তাঁহার অভিমুখে ধাবিত হইলেন এবং চরণদ্বয় দ্বারা বাণের সহিত তাহার মণি-মুক্তা-বিভূষিত ধনু ভগ্ন করিলেন।৭-১০

পরে রাবণ ক্রোধে অচৈতন্য হইয়া অন্য ধনু গ্রহণ পূর্বক শত সহস্র বাণ বর্ষণ করিতে লাগিল। তখন সেই যুদ্ধে পক্ষীরাজ জটায়ু রাবণের বাণসমূহে আচ্ছন্ন হইয়া নীড়স্থিত (পক্ষীর বাসাস্থিত) পক্ষীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

* কোন কোন গ্রন্থে প্রথমে নিম্নলিখিত শ্লোকটি দেখা যায়,—
ইত্যুক্তস্তু যথান্যায়ং রাবণস্তু জটায়ুষা।
ক্রুদ্ধস্ত্বাগ্নিনিভাঃ সর্বা রেজুর্বিংশতিদৃষ্টয়ঃ ॥

শরৈরাবারিতস্তস্য সংযুগে পতগেশ্বরঃ।
কুলায়মভিসম্প্রাপ্তঃ পক্ষিবচ্চ বভৌ তদা ॥১২
স তানি শরজালানি পক্ষাভ্যাং তু বিধূয় হ।
চরণাভ্যাং মহাতেজা বভঞ্জাস্য মহদ্ধনুঃ ॥১৩
তচ্চাগ্নিসদৃশং দীপ্তং রাবণস্য শরাবরম্।
পক্ষাভ্যাঞ্চ মহাতেজা ব্যধুনোৎ পতগেশ্বরঃ ॥১৪
কাঞ্চনোরশ্ছদান্ দিব্যান্ পিশাচবদনান্ খরান্।
তাংশ্চাস্য জবসম্পন্নান্ জঘান সমরে বলী ॥১৫
অথ ত্রিবেণুসম্পন্নং কামগং পাবকার্চিষম্।
মণিসোপানচিত্রাঙ্গং বভঞ্জ চ মহারথম্ ॥১৬
পূর্ণচন্দ্রপ্রতীকাশং ছত্রঞ্চ ব্যজনৈঃ সহ।
পাতয়ামাস বেগেন গ্রাহিভী রাক্ষসৈঃ সহ ॥১৭
সারথেশ্চাস্য বেগেন তুণ্ডেন চ মহচ্ছিরঃ।
পুনর্ব্যপহনচ্ছ্রীমান্ পক্ষিরাজো মহাবলঃ ॥১৮
স ভগ্নধন্বা বিরথো হতাশ্বো হতসারথিঃ।
অঙ্কেনাদায় বৈদেহীং পপাত ভুবি রাবণঃ ॥১৯

মহাতেজস্বী জটায়ু পক্ষদ্বয় দ্বারা সেই বাণসমূহ দূরে নিক্ষেপ করত চরণদ্বয় দ্বারা পুনরায় তাহার মহাধনু ভগ্ন করিলেন।১১-১৩

মহাবলবান্ পক্ষীরাজ পক্ষদ্বয় দ্বারা অগ্নিসদৃশ প্রদীপ্ত কবচ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিলেন।১৪

সেই শক্তিমান্ পক্ষীরাজ যাহারা দ্রুতগামী, যাহাদের পিশাচের ন্যায় মুখ এবং যাহারা স্বর্ণবর্মধারী, সেই দিব্য গাধাদিগকে বিনাশ করিলেন।১৫

যে রথ ত্রিবেণুসম্পন্ন, স্বেচ্ছানুসারে গমনসমর্থ, অগ্নিসদৃশ প্রভাশালী, মণি-চিত্রিত ও সোপান (সিঁড়ি) যুক্ত, সেই বিচিত্রাকার মহারথ ভগ্ন করিলেন।১৬

পক্ষীরাজ পূর্ণচন্দ্রসদৃশ ছত্র, ব্যজন ও ছত্র-ব্যজনধারী রাক্ষসদিগের সহিত পাতিত এবং বেগ সহকারে চঞ্চুদ্বারা সারথির বৃহৎ মস্তক বিদারিত করিলেন। রথ ও ধনু ভগ্ন হইলে এবং সারথি ও অশ্বগণ নিহত হইলে, রাবণ বিদেহরাজদুহিতা সীতাকে ক্রোড়ে করিয়া ভূতলে পতিত হইল।১৭-১৯

দৃষ্ট্বা নিপতিতং ভূমৌ রাবণং ভগ্নবাহনম্।
সাধু সাধ্বিতি ভূতানি গৃধ্ররাজমপূজয়ন্ ॥২০
পরিশ্রান্তং তু তং দৃষ্ট্বা জরয়া পক্ষিযূথপম্।
উৎপপাত পুনর্হৃষ্টো মৈথিলীং গৃহ্য রাবণঃ ॥২১
তং প্রহৃষ্টং নিধায়াঙ্কে রাবণং জনকাত্মজাম্।
গচ্ছন্তং খড়্গশেষঞ্চ প্রণষ্টহতসাধনম্ ॥২২
গৃধ্ররাজঃ সমুৎপত্য রাবণং সমভিদ্রবৎ।
সমাবার্য্য মহাতেজা জটায়ুরিদমব্রবীৎ ॥২৩
বজ্রসংস্পর্শবানস্য ভার্য্যাং রামস্য রাবণ।
অল্পবুদ্ধে হরস্যেনাং বধায় খলু রক্ষসাম্ ॥২৪
সমিত্রবন্ধুঃ সামাত্যঃ সবলঃ সপরিচ্ছদঃ।
বিষপানং পিবস্যেতৎ পিপাসিত ইবোদকম্ ॥২৫
অনুবন্ধমজানন্তঃ কর্মণামবিচক্ষণাঃ।
শীঘ্রমেব বিনশ্যন্তি যথা ত্বং বিনশিষ্যসি ॥২৬
বদ্ধস্ত্বং কালপাশেন ক্ব গতস্তস্য মোক্ষ্যসে।
বধায় বড়িশং গৃহ্য সামিষং জলজো যথা ॥২৭

রাবণের রথ ভগ্ন এবং তাহাকে ভূতলে পতিত দর্শন করিয়া সমস্ত প্রাণীই গৃধ্ররাজকে "সাধু! সাধু!" বলিয়া অভিনন্দন করিল।২০

অনন্তর রাবণ সেই পক্ষীযূথপতিকে বার্দ্ধক্যবশতঃ পরিশ্রান্ত দর্শন করিয়া হৃষ্টচিত্তে সীতাকে গ্রহণপূর্বক পুনরায় আকাশপথে গমন করিতে লাগিল।২১

মহাতেজা গৃধ্ররাজ জটায়ুও যুদ্ধে যাহার সমস্ত অস্ত্রাদি নষ্ট হইয়াছে এবং কেবল খড়্গমাত্র অবশিষ্ট আছে, সেই রাবণকে সীতাকে ক্রোড়ে রাখিয়া হৃষ্টচিত্তে গমন করিতে দেখিয়া আকাশে উত্থিত হইয়া তাহার অভিমুখে ধাবিত হইলেন এবং তাহাকে নিবারিত করিয়া ইহা বলিলেন,—ওরে অল্পবুদ্ধি রাবণ! এই সমস্ত রাক্ষসের বধের জন্যই সেই বজ্র-বাণধারী রামের এই ভার্য্যাকে হরণ করিতেছিস, সন্দেহ নাই।২২-২৪

তুই পিপাসিতের ন্যায় অমাত্য, মিত্র, বন্ধু, সৈন্য ও ভৃত্যগণের সহিত জলভ্রমে বিষ পান করিতেছিস্।২৫

যাহারা ফল না বুঝিয়া কার্য্য করে, সেই অভিজ্ঞ

ন হি জাতু দুরাধর্ষৌ কাকুৎস্থৌ তব রাবণ।
ধর্ষণং চাশ্রমস্যাস্য ক্ষমিষ্যেতে তু রাঘবৌ ॥২৮
যথা ত্বয়া কৃতং কর্ম ভীরুণা লোকগর্হিতম্।
তস্করাচরিতো মার্গো নৈষ বীরনিষেবিতঃ ॥২৯
যুধ্যস্ব যদি শূরোঽসি মুহূর্ত্তং তিষ্ঠ রাবণ।
শয়িষ্যসে হতো ভূমৌ যথা ভ্রাতা খরস্তথা ॥৩০
পরেতকালে পুরুষো যৎকর্ম প্রতিপদ্যতে।
বিনাশায়াত্মনোঽধর্ম্যং প্রতিপন্নোঽসি কর্ম তৎ ॥৩১
পাপানুবন্ধো বৈ যস্য কর্মণঃ কো নু তৎ পুমান্।
কুর্বীত লোকাধিপতিঃ স্বয়ম্ভূর্ভগবানপি ॥৩২
এবমুক্ত্বা শুভং বাক্যং জটায়ুস্তস্য রক্ষসঃ।
নিপপাত ভৃশং পৃষ্ঠে দশগ্রীবস্য বীর্য্যবান্ ॥৩৩
তং গৃহীত্বা নখৈস্তীক্ষ্ণৈর্বিদদার সমন্ততঃ।
অধিরূঢ়ো গজারোহে যথা স্যাদ্দুষ্টবারণম্ ॥৩৪
বিদদার নখৈরস্য তুণ্ডং পৃষ্ঠে সমর্পয়ন্।
কেশাংশ্চোৎপাটয়ামাস নখ-পক্ষমুখায়ুধঃ ॥৩৫
স তদা গৃধ্ররাজেন ক্লিশ্যমানো মুহুর্মুহুঃ।
অমর্ষস্ফুরিতোষ্ঠঃ সন্ প্রাকম্পত চ রাক্ষসঃ ॥৩৬
সম্পরিষ্বজ্য বৈদেহীং বামেনাঙ্কেন রাবণঃ।
তলেনাভিজঘানার্ত্তো জটায়ুং ক্রোধমূর্ছিতঃ ॥৩৭
জটায়ুস্তমতিক্রম্য তুণ্ডেনাস্য খগাধিপঃ।
বামবাহূন্ দশ তদা ব্যপাহরদরিন্দমঃ ॥৩৮
সংছিন্নবাহোঃ সদ্যো বৈ বাহবঃ সহসাঽভবন্।
বিষজ্বালাবলীযুক্তা বল্মীকাদিব পন্নগাঃ ॥৩৯

ব্যক্তিগণও যেরূপ শীঘ্র বিনষ্ট হইয়া থাকে, সেইরূপ তুই শীঘ্র বিনষ্ট হইবি।২৬

তুই কালপাশে আবদ্ধ হইয়াছিস্। যেমন মৎস্য বিনাশের জন্য নিক্ষিপ্ত আমিষযুক্ত বড়িশ গ্রহণ করিয়া কোন স্থানে যাইয়া মুক্তিলাভ করিতে পারে না, তুইও কোন স্থানে যাইয়া রামের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবিনা।২৭

ওরে রাবণ! সেই দুরাধর্ষবীর কাকুৎস্থবংশীয় দুই রাজকুমার রাম ও লক্ষ্মণ কখনই তোর এই আশ্রমপরাভব ক্ষমা করিবেন না।২৮

তুই রামভয়ে ভীত হইয়া যে পথ অবলম্বন করিয়া এই লোক নিন্দিতকার্য্য করিলি, এই পথ তস্করদিগের আচরিত, বীরদিগের সেবিত নহে।২৯

ওরে রাবণ! যদি তোর বীরত্ব থাকে, তবে মুহূর্ত্তকাল অবস্থান করিয়া যুদ্ধ কর। যেমন তোর ভ্রাতা খর নিহত হইয়া ভূতলশায়ী হইয়াছে, সেইরূপ তুইও নিহত হইয়া ভূতলশায়ী হইবি।৩০

যেমন মৃত্যুকালে লোক বুদ্ধিভ্রংশ হইয়া বিপরীত কার্য্য করিয়া থাকে, তুইও নিজ বিনাশের জন্য এইরূপ অধর্ম কার্য্য করিতেছিস্।৩১

যাহার ফল মন্দ, স্বয়ম্ভূব্রহ্মা বা ইন্দ্রাদি লোকপালগণও সেইরূপ কার্য্য করিতে পারেন না, অন্যে আর কে করিতে পারে? ৩২

যাহার নখ, পক্ষ ও মুখই হইল অস্ত্র, সেই বীর্য্যবান্ জটায়ু রাক্ষসরাজ দশানন রাবণকে ঐরূপ বলিয়া তাহার পৃষ্ঠে পতিত হইলেন এবং তাহাকে গ্রহণ করিয়া সুতীক্ষ্ণ নখসমূহ দ্বারা তাহার সর্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত করিয়া ফেলিলেন। যেরূপ মাহুত হস্তীতে আরোহণ করিয়া অঙ্কুশ দ্বারা তাহার মস্তক বিদীর্ণ করে, সেইরূপ তিনি তাহার পৃষ্ঠদেশে ভার রাখিয়া নখসমূহ দ্বারা তাহার মস্তক বিদারণ করিলেন এবং সমস্ত কেশ উৎপাটন করিলেন।৩৩-৩৫

গৃধ্ররাজ কর্তৃক সেইসময় রাক্ষসরাজ রাবণ বারংবার পীড্যমান হইলে ক্রোধে তাহার ওষ্ঠ ও শরীর কম্পিত হইতে লাগিল এবং আর্ত্ত ও ক্রোধে মূর্ছিত হইয়া বামক্রোড়ে সীতাকে স্থাপন করত করতল দ্বারা জটায়ুকে আঘাত করিল।৩৬-৩৭

শত্রুদমন পক্ষীরাজ জটায়ুও তাহাকে অতিক্রম করিয়া তুণ্ড (মুখ) দ্বারা তাহার বামভাগের দশবাহু ছেদন করিয়া ফেলিলেন।৩৮

যেমন বল্মীক হইতে বিষজ্বালাযুক্ত সর্পসমূহ বহির্গত হয়, সেইরূপ ছিন্নবাহু রাবণের দেহ হইতে বাহুসকল

ততঃ ক্রোধাদ্দশগ্রীবঃ সীতামুৎসৃজ্য বীর্য্যবান্ ।
মুষ্টিভ্যাং চরণাভ্যাঞ্চ গৃধ্ররাজমপোথয়ৎ ॥৪০
ততো মুহূর্তং সংগ্রামো বভূবাতুলবীর্য্যয়োঃ ।
রাক্ষসানাঞ্চ মুখ্যস্য পক্ষিণাং প্রবরস্য চ ॥৪১
তস্য ব্যায়চ্ছমানস্য রামস্যার্থে স রাবণঃ ।
পক্ষৌ পাদৌ চ পার্শ্বৌ চ খড়্গমুদ্ধৃত্য সোঽচ্ছিনৎ ॥৪২
স ছিন্নপক্ষঃ সহসা রক্ষসা রৌদ্রকর্মণা ।
নিপপাত মহাগৃধ্রো ধরণ্যামল্পজীবিতঃ ॥৪৩
তং দৃষ্ট্বা পতিতং ভূমৌ ক্ষতজার্দ্রং জটায়ুষম্ ।
অভ্যধাবত বৈদেহী স্ববন্ধুমিবদুঃখিতা ॥৪৪

তং নীলজীমূতনিকাশকল্পং
সপাণ্ডুরোরস্কমুদারবীর্য্যম্ ।
দদর্শ লঙ্কাধিপতিঃ পৃথিব্যাং
জটায়ুষং শান্তমিবাগ্নিদাবম্ ॥৪৫
ততস্তু তং পত্ররথং মহীতলে
নিপাতিতং রাবণবেগমর্দিতম্ ।
পুনশ্চ সংগৃহ্য শশিপ্রভাননা
রুরোদ সীতা জনকাত্মজা তদা ॥৪৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অরণ্যকাণ্ডে একপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥

তৎক্ষণাৎ বহির্গত হইল। অনন্তর বীর্য্যবান্ দশানন রাবণ ক্রুদ্ধ হইয়া সীতাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক মুষ্টি ও চরণদ্বয় দ্বারা গৃধ্ররাজকে পীড়িত করিতে লাগিল ।৩৯-৪০

তারপর অতুলনীয় পরাক্রমশালী গৃধ্ররাজ ও রাক্ষসরাজের মধ্যে মুহূর্তকাল তুমুল যুদ্ধ হইল ।৪১

তারপর রাবণ খড়্গ উত্তোলন করিয়া রামের জন্য যুদ্ধকারী জটায়ুর দুই পক্ষ, পদ ও পার্শ্ব ছেদন করিয়া ফেলিল। তখন সেই গৃধ্ররাজ জটায়ু ভীমকর্মা রাক্ষস কর্তৃক সহসা ছিন্নপক্ষ ও মৃতপ্রায় হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন ।৪২-৪৩

বিদেহরাজ-দুহিতা সীতা জটায়ুকে রক্তাক্তদেহে ভূতলে পতিত দর্শন করিয়া দুঃখিতচিত্তে নিজ বন্ধুর ন্যায় তাঁহার অভিমুখে দ্রুতবেগে গমন করিলেন ।৪৪

রাক্ষসাধিপতি রাবণ যাঁহার বক্ষঃস্থল পাণ্ডুরবর্ণ এবং যিনি দেখিতে নীলমেঘের মত, সেই উদারবীর্য্য জটায়ুকে ভূতলে পতিত শান্ত দাবানলের ন্যায় দর্শন করিতে লাগিল ।৪৫

তারপর চন্দ্রমুখী জনকদুহিতা সীতা রাবণের বেগে মর্দিত, ভূতলে পতিত, পক্ষীরাজকে বাহুদ্বয় দ্বারা গ্রহণ করিয়া পুনঃ পুনঃ রোদন করিতে লাগিলেন ।৪৬

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে একপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

দ্বিপঞ্চাশঃ সর্গঃ

[রাবণস্য সীতাহরণম্]

সা তু তারাধিপমুখী রাবণেন নিরীক্ষ্য তম্।
গৃধ্ররাজং বিনিহতং বিললাপ সুদুঃখিতা ॥১
নিমিত্তং লক্ষণং স্বপ্নং শকুনিস্বরদর্শনম্।
অবশ্যং সুখ-দুঃখেষু নরাণাং পরিদৃশ্যতে ॥২
ন নূনং রাম জানাসি মহদ্ব্যসনমাত্মনঃ।
ধাবন্তি নূনং কাকুৎস্থ মদর্থং মৃগপক্ষিণঃ ॥৩
অয়ং হি কৃপয়া রাম মাং ত্রাতুমিহ সঙ্গতঃ।
শেতে বিনিহতো ভূমৌ মমাভাগ্যাদ্ বিহঙ্গমঃ ॥৪
ত্রাহি মামদ্য কাকুৎস্থ লক্ষ্মণেতি বরাঙ্গনা।
সুসন্ত্রস্তা সমাক্রন্দচ্ছৃণ্বতাং তু যথান্তিকে ॥৫
তাং ক্লিষ্টমাল্যাভরণাং বিলপন্তীমনাথবৎ।
অভ্যধাবত বৈদেহীং রাবণো রাক্ষসাধিপঃ ॥৬

তাং লতামিব বেষ্টন্তীমালিঙ্গন্তীং মহাদ্রুমান্।
মুঞ্চ মুঞ্চেতি বহুশঃ প্রাপ তাং রাক্ষসাধিপঃ ॥৭
ক্রোশন্তীং রাম রামেতি রামেণ রহিতাং বনে।
জীবিতান্তায় কেশেষু জগ্রাহান্তকসন্নিভঃ ॥৮
প্রধর্ষিতায়াং বৈদেহ্যাং বভূব সচরাচরম্।
জগৎসর্বমমর্য্যাদং তমসান্ধেন সংবৃতম্ ॥৯
ন বাতি মারুতস্তত্র নিষ্প্রভোঽভূদ্দিবাকরঃ।
দৃষ্ট্বা সীতাং পরামৃষ্টাং দেবো দিব্যেন চক্ষুষা ॥১০
কৃতং কার্য্যমিতি শ্রীমান্ ব্যাজহার পিতামহঃ।
প্রহৃষ্টা ব্যথিতাশ্চাসন্ সর্বে তে পরমর্ষয়ঃ ॥১১
দৃষ্ট্বা সীতাং পরামৃষ্টাং দণ্ডকারণ্যবাসিনঃ।
রাবণস্য বিনাশঞ্চ প্রাপ্তং বুদ্ধ্বা যদৃচ্ছয়া ॥১২

দ্বিপঞ্চাশ সর্গ

[রাবণ কর্তৃক সীতা অপহরণ]

চন্দ্রমুখী সীতা রাবণকর্তৃক গৃধ্ররাজকে নিহত দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখে বিলাপ করিতে লাগিলেন।১

হে রঘুকুলনন্দন রাম! চক্ষুস্পন্দনাদি লক্ষণ, কৃষ্ণপুরুষদর্শনাদি স্বপ্ন, দক্ষিণে বা বামে পক্ষীদর্শন এবং পক্ষীর স্বর শ্রবণ,—এইসমস্ত দুর্নিমিত্ত নিশ্চয়ই মনুষ্যদিগের সুখ-দুঃখ সূচনা করে। এখন মৃগ ও পক্ষিগণ আমার জন্য তোমার অভিমুখে দ্রুতবেগে গমন করিতেছে—সন্দেহ নাই, তথাপি তুমি নিজের এই বিপদ জানিতে পারিতেছ না।২-৩

হে রাম! এই পক্ষিরাজ দয়া করিয়া আমাকে পরিত্রাণ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ নিহত হইয়া ভূতলে শয়ন করিয়াছেন। অনন্তর সীতা অত্যন্ত ভীত হইয়া নিকটস্থ ব্যক্তিগণ যাহাতে শুনিতে পায়, এইরূপ স্বরে হে কাকুৎস্থ রাম! হে লক্ষ্মণ! এখন তোমরা আমাকে পরিত্রাণ কর,—এইরূপে বিলাপ করিতে লাগিলেন।৪-৫

তারপর রাক্ষসাধিপতি রাবণ যাঁহার মালা ও ভূষণ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে এবং যিনি শোকে ও ভয়ে ক্রন্দন করিতেছেন সেই বিদেহরাজদুহিতা সীতাকে লইয়া ধাবিত হইল।৬

তখন বনমধ্যে রামবিহীনা সীতা "রাম! রাম!" বলিয়া বিলাপ করিতে করিতে বৃক্ষে বেষ্টিত লতার ন্যায় বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষসকল আলিঙ্গন করিতে থাকিলে যমসদৃশ রাক্ষসাধিপতি রাবণও তাঁহাকে ইহা "পরিত্যাগ কর, পরিত্যাগ কর' বারংবার বলিতে বলিতে তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল।* অনন্তর রাবণ নিজের বিনাশের জন্য তাঁহার কেশ ধারণ করিল।৭-৮

বিদেহরাজদুহিতা সীতাদেবী এইরূপে তিরস্কৃত হইলে স্থাবর ও জঙ্গমপ্রাণিগণসহ সমুদায় জগৎ

*কোন কোন গ্রন্থে নিম্নলিখিত শ্লোক প্রথমে দেখা যায়,—

তমল্পজীবিতং গৃধ্রং স্ফুরন্তং রাক্ষসাধিপঃ।
দদর্শ ভূমৌ পতিতং সমীপে রাঘবাশ্রমাৎ ॥
আলিঙ্গ্য গৃধ্রং নিহতং রাবণেন বলীয়সা।
বিললাপ সুদুঃখার্ত্তা সীতা শশিনিভাননা ॥

স তু তাং রাম রামেতি রুদতীং লক্ষ্মণেতি চ
জগামাদায় চাকাশং রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ ॥১৩
তপ্তাভরণবর্ণাঙ্গী পীতকৌশেয়বাসিনী ।
ররাজ রাজপুত্রী তু বিদ্যুৎসৌদামনী যথা ॥১৪
উদ্ধূতেন চ বস্ত্রেণ তস্যাঃ পীতেন রাবণং ।
অধিকং পরিবভ্রাজ গিরির্দীপ্ত ইবাগ্নিনা ॥১৫
তস্যাঃ পরমকল্যাণ্যাস্তাত্রাণি সুরভীণি চ ।
পদ্মপত্রাণি বৈদেহ্যা অভ্যকীর্য্যন্ত রাবণম্ ॥১৬
তস্যাঃ কৌশেয়মুদ্ধূতমাকাশে কনকপ্রভম্ ।
বভৌ চাদিত্যরাগেণ তাম্রমভ্রমিবাতপে ॥১৭
তস্যাস্তদ্বিমলং বক্ত্রমাকাশে রাবণাঙ্কগম্ ।
ন ররাজ বিনা রামং বিনালমিব পঙ্কজম্ ॥১৮
বভূব জলদং নীলং ভিত্ত্বা চন্দ্র ইবোদিতঃ ।
সুললাটং সুকেশান্তং পদ্মগর্ভাভমব্রণম্ ॥১৯
শুক্লৈঃ সুবিমলৈর্দন্তৈঃ প্রভাবদ্ভিরলঙ্কৃতম্ ।
তস্যাঃ সুনয়নং বক্ত্রমাকাশে রাবণাঙ্কগম্ ॥২০
রুদিতং ব্যপমৃষ্টাস্রং চন্দ্রবৎ প্রিয়দর্শনম্ ।
সুনাসং চারুতাম্রোষ্ঠমাকাশে হাটকপ্রভম্ ॥২১
রাক্ষসেন্দ্রসমাধূতং তস্যাস্তদ্বদনং শুভম্ ।
শুশুভে ন বিনা রামং দিবা চন্দ্র ইবোদিতঃ ॥২২
সা হেমবর্ণা নীলাঙ্গং মৈথিলী রাক্ষসাধিপম্ ।
শুশুভে কাঞ্চনী কাঞ্চী নীলং গজমিবাশ্রিতা ॥২৩
সা পদ্মপীতা হেমাভা রাবণং জনকাত্মজা ।
বিদ্যুদ্‌ঘনমিবাবিশ্য শুশুভে তপ্তভূষণা ॥২৪

মর্য্যাদাবিহীন ও ভয়ঙ্কর অন্ধকারে সমাবৃত হইল। তথায় বায়ুর গতি স্থির হইয়া যাইল এবং সূর্য্যও প্রভাবিহীন হইলেন, শ্রীমান্ পিতামহ ব্রহ্মা দিব্য নয়ন দ্বারা সীতাকে ধর্ষিতা অবলোকন করিয়া "কার্য্য সিদ্ধ হইল"—ইহা বলিলেন। দণ্ডকারণ্যবাসী সমস্ত মহর্ষিগণ সীতাকে ধর্ষিতা দর্শন করিয়া ব্যথিত এবং দৈবযোগে রাবণের ধ্বংস উপস্থিত—ইহা অবগত হইয়া হৃষ্ট হইলেন।৯-১২

এদিকে রাক্ষসরাজ রাবণ 'হে রাম! হে লক্ষ্মণ!' বলিয়া রোদনপরায়ণা সীতাকে গ্রহণ করিয়া আকাশপথে গমন করিল। তখন বিশুদ্ধস্বর্ণবর্ণা, পীতবর্ণকৌশেয়-বস্ত্রপরিধানকারিণী রাজনন্দিনী সীতা সুদামপর্বত হইতে প্রকটিত বিদ্যুতের ন্যায় দীপ্তি ধারণ করিলেন।১৩-১৪

রাবণও সীতার বায়ুসঞ্চালিত পীতবর্ণ বসন দ্বারা দাবানলে উদ্ভাসিত পর্বতের ন্যায় অধিক শোভা প্রাপ্ত হইল।১৫

তখন সুগন্ধ তাম্রবর্ণ পদ্মপত্রসকল পরম কল্যাণী বিদেহরাজনন্দিনী সীতার দেহ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া রাবণকে পরিব্যাপ্ত করিতে লাগিল।১৬

যেরূপ গ্রীষ্মকালে তাম্রবর্ণ মেঘ সূর্য্যতাপে শোভিত হয়, সেইরূপ আকাশে উড্ডীয়মান সীতার স্বর্ণবর্ণ কৌশেয়বস্ত্র সূর্য্যকিরণে শোভিত হইল।১৭

যেরূপ নাল ব্যতীত পদ্ম শোভা পায় না, সেইরূপ রাম ব্যতীত আকাশে রাবণ ক্রোড়ে স্থিত সীতার নির্ম্মল মুখ শোভা পাইল না। পরন্তু প্রভাযুক্ত, শুক্ল বর্ণদন্তসমূহে ভূষিত, কৃষ্ণাগ্রকেশান্বিত, প্রশস্ত ললাটযুক্ত, পদ্মগর্ভসদৃশ উৎকৃষ্ট নয়নসম্পন্ন এবং ব্রণহীন তাঁহার (সীতার) বদন নীলবর্ণ ও অন্তরালে অস্পষ্টপ্রকাশিত চন্দ্রের সাদৃশ্য ধারণ করিল।১৮-২০

যদিও তাঁহার মুখ উত্তমনাসিকা ও তাম্রবর্ণ মনোহর ওষ্ঠযুক্ত, স্বর্ণতুল্য প্রভাবিশিষ্ট, দেখিতে মনোহর চন্দ্রসদৃশ, তথাপি তখন রাক্ষসেন্দ্র রাবণ কর্তৃক সমাকৃষ্ট এবং রাম ব্যতীত রোদনপরায়ণা সীতাদেবীর সেই মুখ নয়নজলে পরিপূর্ণ হওয়ায় দিবসে উদিত চন্দ্রের ন্যায় শোভিত হইল না।২১-২২

স্বর্ণনির্মিত কাঞ্চী যেমন নীলবর্ণ হস্তীকে আশ্রয় করিয়া শোভিতা হয়, মিথিলারাজদুহিতা স্বর্ণবর্ণা সীতা নীলবর্ণ রাক্ষসরাজ রাবণকে আশ্রয় করিয়া সেইরূপ শোভিতা হইলেন।২৩

যেমন বিদ্যুৎ মেঘমধ্যে অবস্থান করিয়া শোভা প্রাপ্ত

তস্যা ভূষণঘোষেণ বৈদেহ্যা রাক্ষসেশ্বরঃ।
বভূব বিমলো নীলঃ সঘোষ ইব তোয়দঃ ॥২৫
উত্তমাঙ্গচ্যুতা তস্যাঃ পুষ্পবৃষ্টিঃ সমন্ততঃ।
সীতায়া হ্রিয়মাণায়াঃ পপাত ধরণীতলে ॥২৬
সা তু রাবণবেগেন পুষ্পবৃষ্টিঃ সমন্ততঃ।
সমাধূতা দশগ্রীবং পুনরেবাভ্যবর্তত ॥২৭
অভ্যবর্তত পুষ্পাণাং ধারা বৈশ্রবণানুজম্।
নক্ষত্রমালা বিমলা মেরুং নগমিবোন্নতম্ ॥২৮
চরণান্নূপুরং ভ্রষ্টং বৈদেহ্যা রত্নভূষিতম্।
বিদ্যুন্মণ্ডলসংকাশং পপাত ধরণীতলে ॥২৯
তরুপ্রবালরক্তা সা নীলাঙ্গং রাক্ষসেশ্বরম্।
প্রাশোভয়ত বৈদেহী গজং কক্ষ্যেব কাঞ্চনী ॥৩০

তাং মহোল্কামিবাকাশে দীপ্যমানাং স্বতেজসা।
জহারাকাশমাবিশ্য সীতাং বৈশ্রবণানুজঃ ॥৩১
তস্যাস্তান্যগ্নিবর্ণানি ভূষণানি মহীতলে।
সঘোষাণ্যবশীর্যন্ত ক্ষীণাস্তারা ইবাম্বরাৎ ॥৩২
তস্যাঃ স্তনান্তরাদ্‌ভ্রষ্টো হারস্তারাধিপদ্যুতিঃ।
বৈদেহ্যা নিপতন্ ভাতি গঙ্গেব গগনচ্যুতা ॥৩৩
উৎপাতবাতাভিরতা নানাদ্বিজগণাযুতাঃ।
মা ভৈরিতি বিধূতাগ্রা ব্যাজহ্রুরিব পাদপাঃ ॥৩৪
নলিন্যো ধ্বস্তকমলাস্ত্রস্তমীনজলেচরাঃ।
সখীমিব গতোৎসাহাং শোচন্তীব স্ম মৈথিলীম্ ॥৩৫
সমন্তাদভিসম্পত্য সিংহব্যাঘ্রমৃগদ্বিজাঃ।
অন্বধাবংস্তদা রোষাৎ সীতাচ্ছায়ানুগামিনঃ ॥৩৬

হয়, সেইরূপ স্বর্ণতুল্য কান্তিমতী, পদ্মের কেশরের ন্যায় পীতবর্ণা ও বিশুদ্ধ স্বর্ণনির্মিত অলঙ্কারসমূহে ভূষিতা বিদেরাজদুহিতা সীতা রাবণের ক্রোড়মধ্যে অবস্থান করিয়া শোভিতা হইলেন।২৪

রাক্ষসরাজ রাবণকে সীতার ভূষণের শব্দদ্বারা গর্জনকারী নীলবর্ণ নির্মল মেঘের সদৃশ মনে হইতে লাগিল।২৫

রাবণ যাঁহাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে, সেই সীতার মস্তক হইতে ক্ষরিত হইয়া পুষ্পসকল ভূতলে চতুর্দিকে পড়িতে লাগিল।২৬

সেই পুষ্পসকলই কুবেরের কনিষ্ঠভ্রাতা দশানন রাবণের গতিবেগে চতুর্দিক হইতে উত্থিত হইয়া পুনরায় তাহারই শরীর পূর্ণ করিল।২৭

যেমন নির্মল নক্ষত্রমালা উচ্চ সুমেরু পর্বতে পতিত হইয়া শোভা প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ সেই পুষ্পবৃষ্টি কুবেরানুজ রাবণের উপর পতিত হইয়া শোভিত হইল।২৮

পরে বিদেহরাজদুহিতা সীতার রত্নভূষিত বিদ্যুন্মণ্ডল-সদৃশ নূপুর চরণ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া ভূতলে পতিত হইল।২৯

যেমন স্বর্ণনির্মিত কক্ষ্যা (হস্তীর আচ্ছাদন বিশেষ) হস্তীকে শোভিত করে, সেইরূপ নবতরুপল্লবসদৃশ রক্তবর্ণা বিদেহরাজতনয়া সীতা নীলবর্ণ রাক্ষসরাজ রাবণকে শোভিত করিলেন।৩০

কুবেরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাবণ আকাশমার্গ অবলম্বন করিয়া স্বীয় তেজে দীপ্যমান মহতী উল্কার ন্যায় দীপ্যমানা সীতাকে হরণ করিয়া যাইতে লাগিল।৩১

অগ্নিবর্ণ ও ঝন্‌ঝন্ শব্দযুক্ত সেই অলঙ্কারসমূহ তাঁহার দেহ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া আকাশ হইতে ক্ষীণতারার ভূতলে পতনের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল। বিদেহরাজদুহিতা সীতার চন্দ্রসদৃশ দীপ্তিবিশিষ্ট হার তাঁহার স্তনদ্বয়ের মধ্যভাগ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পতনসময়ে গগন হইতে ভূতলে পতনোদ্যতা গঙ্গার সাদৃশ্য ধারণ করিল।৩২-৩৩

নানা পক্ষীসমূহে পরিপূর্ণ বৃক্ষসকল রাবণের প্রবল গতিবেগে উৎপন্ন বায়ু দ্বারা আন্দোলিত হইয়া তাহাদের অগ্রভাগ কম্পিত হইতে লাগিল এবং তাহা দ্বারা সীতাকে বলিতে লাগিল যেন "ভয় করিও না"।৩৪

পদ্মসকল বিধ্বস্ত এবং মৎস্য প্রভৃতি জলচারী জন্তু সকল ভীত হওয়ায় পদ্মাকর সরোবরসকল উৎসাহ-হীনা সখীবোধে মিথিলারাজদুহিতা সীতার জন্য যেন শোক করিতে লাগিল।৩৫

সিংহ, ব্যাঘ্র, মৃগ ও পক্ষিগণ রোষান্বিত হইয়া

জলপ্রপাতাস্রমুখাঃ শৃঙ্গৈরুচ্ছ্রিতবাহুভিঃ ।
সীতায়াং হ্রিয়মাণায়াং বিক্রোশন্তীব পর্বতাঃ ॥৩৭

হ্রিয়মাণাং তু বৈদেহীং দৃষ্ট্বা দীনো দিবাকরঃ ।
প্রবিধ্বস্তপ্রভঃ শ্রীমানাসীৎপাণ্ডুরমণ্ডলঃ ॥৩৮

নাস্তি ধর্ম্মঃ কুতঃ সত্যং নার্জবং নানৃশংসতা ।
যত্র রামস্য বৈদেহীং সীতাং হরতি রাবণঃ ॥৩৯

ইতি ভূতানি সর্বাণি গণশঃ পর্য্যদেবয়ন্ ।
বিত্রস্তকা দীনমুখা রুরুদুর্ম্মৃগপোতকাঃ ॥৪০

উদ্বীক্ষ্যোদ্বীক্ষ্য নয়নৈর্ভয়াদিব বিলক্ষণৈঃ ।
সুপ্রবেপিতগাত্রাশ্চ বভূবুর্বনদেবতাঃ ॥৪১

বিক্রোশন্তীং দৃঢ়ং সীতাং দৃষ্ট্বা দুঃখং তথাগতাম্ ।
তাং তু লক্ষ্মণ রামেতি ক্রোশন্তীং মধুরস্বরাম্ ॥৪২

অবেক্ষমাণাং বহুশো বৈদেহীং ধরণীতলম্ ।
স তামাকুলকেশান্তাং বিপ্রমৃষ্টবিশেষকাম্ ॥
জহারাত্মবিনাশায় দশগ্রীবো মনস্বিনীম্ ॥৪৩

ততস্তু সা চারুদতী শুচিস্মিতা
বিনাকৃতা বন্ধুজনেন মৈথিলী ।
অপশ্যতী রাঘবলক্ষ্মণাবুভৌ
বিবর্ণবক্ত্রা ভয়ভার-পীড়িতা ॥৪৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অরণ্যকাণ্ডে দ্বিপঞ্চাশঃ সর্গঃ ।

চতুর্দ্দিক হইতে সীতার ছায়ার অনুগমন করত তাঁহার অনুগামী হইল। রাবণ যখন সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছিল, তখন পর্বতসকল শৃঙ্গরূপ বাহু উত্তোলন পূর্বক নির্ঝর হইতে বহির্গত জলরূপ অশ্রু দ্বারা প্লাবিত বদনে যেন ক্রন্দন করিতে লাগিল ।৩৬-৩৭

শ্রীমান্ সূর্য্যও রাবণ কর্তৃক বিদেহরাজদুহিতা সীতাকে হরণ করিতে দেখিয়া দীন ও প্রভাহীন হইলেন এবং তাঁহার মণ্ডলও পাণ্ডুরবর্ণ হইল ।৩৮

যখন রাবণ রামের ভার্য্যা বিদেহরাজদুহিতা সীতাকে হরণ করিতেছে, তখন সমস্ত প্রাণীই দলে দলে হায় হায় ধর্ম নাই, সত্যই বা কোথায় ? সরলতা বা অনৃশংসতা কিছুই নাই—এইরূপ বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিল। মৃগশাবকগণ ভীত ও দীনমুখে রোদন করিতে লাগিল ।৩৯-৪০

বনদেবতাগণ বিলক্ষণনয়নে ঊর্দ্ধে দেখিতে দেখিতে শ্রীরামকে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বানরতা ও দুঃখিতা সীতাদেবীকে দেখিয়া যেন ভয়ে ভীত হইয়া অত্যন্ত কাঁপিতে লাগিলেন। "হা রাম! হা লক্ষ্মণ!" বলিয়া যিনি ক্রন্দন করিতেছেন, বারংবার যিনি ভূতল দর্শন করিতেছেন, যাঁহার কেশসমূহের অগ্রভাগ কম্পিত হইতেছে এবং যাঁহার কপালস্থিত তিলকচিহ্ন লুপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছে, সেই মনস্বিনী বিদেহরাজনন্দিনী সীতাকে দশানন রাবণ নিজের বিনাশের জন্য হরণ করিল ।৪১-৪৩

অনন্তর যাঁহার দন্তগুলি মনোহর ও হাস্য অতি পবিত্র, সেই বিদেহরাজদুহিতা সীতা বন্ধুগণহীনা হইয়া এবং রাম ও লক্ষ্মণকে দেখিতে না পাইয়া ভয়ে অতিশয় পীড়িতা হইলেন এবং তাঁহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল ।৪৪

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে দ্বিপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

ত্রিপঞ্চাশঃ সর্গঃ

[রাবণং প্রতি সীতায়া ধিক্কারঃ ।]

খমুৎপতন্তং তং দৃষ্ট্বা মৈথিলী জনকাত্মজা ।
দুঃখিতা পরমোদ্বিগ্না ভয়ে মহতি বর্তিনী ॥১
রোষরোদনতাম্রাক্ষী ভীমাক্ষং রাক্ষসাধিপম্ ।
রুদতী করুণং সীতা হ্রিয়মাণা তমব্রবীৎ ॥২
ন ব্যপত্রপসে নীচ কর্মণানেন রাবণ ।
জ্ঞাত্বা বিরহিতাং যো মাং চোরয়িত্বা পলায়সে ॥৩
ত্বয়ৈব নূনং দুষ্টাত্মন্ ভীরুণা হর্তুমিচ্ছতা ।
মমাপবাহিতো ভর্তা মৃগরূপেণ মায়য়া ॥৪
যো হি মামুদ্যতস্ত্রাতুং সোহপ্যয়ং বিনিপাতিতঃ ।
গৃধ্ররাজঃ পুরাণোহসৌ শ্বশুরস্য সখা মম ॥৫
পরমং খলু তে বীর্য্যং দৃশ্যতে রাক্ষসাধম ।
বিশ্রাব্য নামধেয়ং হি যুদ্ধে নাস্মি জিতা ত্বয়া ॥৬
ঈদৃশং গর্হিতং কর্ম কথং কৃত্বা ন লজ্জসে ।
স্ত্রিয়াশ্চাহরণং নীচ রহিতে চ পরস্য চ ॥৭
কথয়িষ্যন্তি লোকেষু পুরুষাঃ কর্ম কুৎসিতম্ ।
সুনৃশংসমধর্মিষ্ঠং তব শৌটীর্য্যমানিনঃ ॥৮
ধিক্ তে শৌর্য্যঞ্চ সত্ত্বঞ্চ যত্ত্বয়া কথিতং তদা ।
কুলাক্রোশকরং লোকে ধিক্ তে চারিত্রমীদৃশম্ ॥৯
কিং শক্যং কর্তুমেবং হি যজ্জবেনৈব ধাবসি ।
মুহূর্তমপি তিষ্ঠ ত্বং ন জীবন্ প্রতিযাস্যসি ॥১০

ত্রিপঞ্চাশ সর্গ

[রাবণের প্রতি সীতার ধিক্কার উক্তি]

ভয়ঙ্কর নয়নযুক্ত রাক্ষসাধিপতি রাবণ কর্তৃক নিজেকে অপহৃতা মিথিলারাজদুহিতা সীতা তাহাকে আকাশপথে গমন করিতে দেখিয়া দুঃখিতা, উদ্বিগ্না, অতিশয় ভীতা এবং রোষে ও রোদনে রক্তনয়না হইয়া রোদন করিতে করিতে করুণস্বরে বলিলেন ।১-২

রে নীচস্বভাব রাবণ! তুই এই কার্য্য করিয়া লজ্জিত হইতেছিস্ না? তুই আমাকে রাম-লক্ষ্মণ-বিহীনা জানিয়া চোরের ন্যায় অপহরণ করিয়া পলায়ন করিতেছিস্ ।৩

রে দুরাত্মন্! তুই নিতান্ত ভীরু, সেজন্যই আমাকে হরণ করিতে অভিলাষী হইয়া মায়াময় মৃগরূপ দ্বারা আমার স্বামীকে আশ্রম হইতে দূরে লইয়া গিয়াছিস্ ।৪

ওরে রাক্ষসাধম! সম্প্রতি যিনি আমাকে পরিত্রাণ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তুই আমার শ্বশুরের সখা সেই বৃদ্ধ গৃধ্ররাজকেও নিপাতিত করিয়াছিস্; রে রাক্ষসাধম! তোর এইরূপই বীরত্ব যে, নিজের নাম কীর্ত্তন করত যুদ্ধে জয় করিয়া আমাকে নিতে পারিলিনা? ৫-৬

এখন যুদ্ধে তোর অত্যন্ত শক্তি দেখিলাম (কেননা, তুই একটি বৃদ্ধ পক্ষীকে বিনাশ করিলি।) ওরে নীচ! তুই অন্যের অসমক্ষে ভার্য্যাহরণরূপ এইরূপ নিন্দিত কার্য্য করিয়াও কেন লজ্জিত হইতেছিস্ না? ৭

তুই তো নিজেকে অত্যন্ত বীর বলিয়া অভিমান করিস্। কিন্তু বীরপুরুষগণ সমস্তলোকে তোর এই কর্ম— নিন্দিত, অতি নৃশংস ও পাপপূর্ণ বলিয়া কীর্ত্তন করিবেন। তুই তখন প্রথমে যে বলবিক্রম কীর্ত্তন করিয়াছিস্, তোর সেই বলবিক্রমে ধিক্! বংশের কলঙ্কস্বরূপ তোর এইরূপ চরিত্রেও ধিক্ ।৮-৯

তুই অত্যন্ত দ্রুতবেগে পলায়ন করিতেছিস্ সুতরাং এক্ষণে আমি কি করিতে পারি? যদি মুহূর্ত্তকালও অবস্থান করিস্, তবে আর জীবন লইয়া ফিরিতে পারিবি না ।১০

ন হি চক্ষুঃপথং প্রাপ্য তয়োঃ পার্থিবপুত্রয়োঃ।
সসৈন্যোহপি সমর্থস্ত্বং মুহূর্তমপি জীবিতুম্ ॥১১
ন ত্বং তয়োঃ শরস্পর্শং সোঢ়ুং শক্তঃ কথঞ্চন।
বনে প্রজ্বলিতস্যেব স্পার্শমগ্নের্বিহঙ্গমঃ ॥১২
সাধু কৃত্বাত্মনঃ পথ্যং সাধু মাং মুঞ্চ রাবণ।
মৎপ্রধর্ষণসংক্রুদ্ধো ভ্রাত্রা সহ পতির্মম ॥১৩
বিধাস্যতি বিনাশায় ত্বং মাং যদি ন মুঞ্চসি।
যেন ত্বং ব্যবসায়েন বলান্মাং হর্তুমিচ্ছসি ॥১৪
ব্যবসায়স্তু তে নীচ ভবিষ্যতি নিরর্থকঃ।
নহ্যহং তমপশ্যন্তী ভর্তারং বিবুধোপমম্ ॥১৫
উৎসহে শত্রুবশগা প্রাণান্ ধারয়িতুং চিরম্।
ন নূনং চাত্মনঃ শ্রেয়ঃ পথ্যং বা সমবেক্ষসে ॥১৬
মৃত্যুকালে যথা মর্ত্যো বিপরীতানি সেবতে।
মুমূর্ষূণাং তু সর্বেষাং যৎ পথ্যং তন্ন রোচতে ॥১৭
পশ্যামীহ হি কণ্ঠে ত্বাং কালপাশাবপাশিতম্।
যথা চাস্মিন্ ভয়স্থানে ন বিভেষি নিশাচর ॥১৮
ব্যক্তং হিরণ্ময়াংস্ত্বং হি সম্পশ্যসি মহীরুহান্।
নদীং বৈতরণীং ঘোরাং রুধিরৌঘবিবাহিনীম্ ॥১৯
খড়্গপত্রবনঞ্চৈব ভীমং পশ্যসি রাবণ।
তপ্তকাঞ্চনপুষ্পাঞ্চ বৈদূর্য্যপ্রবরচ্ছদাম্ ॥২০
দ্রক্ষ্যসে শাল্মলীং তীক্ষ্ণামায়সৈঃ কণ্টকৈশ্চিতাম্।
ন হি ত্বমীদৃশং কৃত্বা তস্যালীকং মহাত্মনঃ ॥২১
ধারিতুং শক্ষ্যসি চিরং বিষং পীত্বেব নির্ঘৃণ।
বদ্ধস্ত্বং কালপাশেন দুর্নিবারেণ রাবণ ॥২২
ক্ব গতো লপ্স্যসে শর্ম মম ভর্তুর্মহাত্মনঃ।
নিমেষান্তরমাত্রেণ বিনা ভ্রাতরমাহবে ॥২৩
রাক্ষসা নিহতা যেন সহস্রাণি চতুর্দশ।
কথং স রাঘবো বীরঃ সর্বাস্ত্রকুশলো বলী ॥

তুই সসৈন্যে যদি সেই দুই রাজতনয়ের দৃষ্টিপথের মধ্যে পতিত হইস্, তবে মুহূর্ত্ত কালমাত্র জীবিত থাকিতে পারিবি না।১১

যেমন পক্ষী বনমধ্যে প্রজ্বলিত অগ্নিস্পর্শ সহ্য করিতে পারে না, সেইরূপ তুই যে কোন প্রকারেই তাঁহাদিগের বাণস্পর্শ সহ্য করিতে পারিবি না।১২

ওরে রাবণ! তুই এখন নিজের হিতকর কার্যে প্রবৃত্ত হ, যদি নিজের মঙ্গল চাস্, তবে আমাকে পরিত্যাগ কর। যদি আমাকে পরিত্যাগ না করিস্, তবে আমার স্বামী স্বীয় ভ্রাতার সহিত আমার অমর্যাদায় ক্রোধান্বিত হইয়া তোর বিনাশের চেষ্টা করিবেন। ওরে নীচ! তুই যে অভিপ্রায়ে বলপূর্বক আমাকে হরণ করিতে অভিলাষ করিতেছিস্, তোর সেই অভিপ্রায় নিষ্ফল হইবে, আমি সেই দেবসদৃশ স্বামীকে দর্শন না করিয়া শত্রুর বশবর্ত্তিনী হইয়া দীর্ঘকাল প্রাণধারণ করিতে বাসনা করিনা। তুই নিশ্চয়ই আত্মহিতকর পথ্যবিষয় দেখিতে পাইতেছিস্ না।১৩-১৬

যেরূপ মৃত্যুসময়ে মনুষ্য বিপরীতকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, সেইরূপ তুই বিপরীত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিস্। মুমূর্ষু ব্যক্তিগণের হিতকর পথ্যে রুচি হয় না।১৭

আমি তোর কণ্ঠদেশ কালপাশে আবদ্ধ দেখিতেছি। যেহেতু ওরে নিশাচর! তুই ভয়স্থানে ভয় করিতেছিস্ না।১৮

নিশ্চয়ই স্বর্ণময় বৃক্ষসকল, রক্তসমূহবাহিনী ভয়ঙ্করী বৈতরণী নদী এবং অসিপত্রযুক্ত বৃক্ষসমূহে পূর্ণ ভয়ঙ্কর বন দেখিতে পাইতেছিস্। রাবণ! তুই অবিলম্বে লৌহময় কণ্টকসমূহে পরিব্যাপ্ত, উত্তপ্ত স্বর্ণের ন্যায় পুষ্পসমূহ যুক্ত ও উৎকৃষ্ট বৈদূর্য্যমণির ন্যায় পত্রসমন্বিত সেই সুতীক্ষ্ণ শাল্মলীবৃক্ষ দেখিতে পাইবি। ওরে নির্দয়! যেমন কেহ বিষপান করিয়া বহুকাল জীবিত থাকিতে পারে না, সেইরূপ তুই মহাত্মা রামের এইরূপ অপ্রিয় কার্য্য করিয়া বহুকাল জীবিত থাকিতে পারিবি না। রাবণ! তুই দুর্নিবার কালপাশে বদ্ধ হইয়াছিস্।১৯-২২

আমার মহাত্মা স্বামীর অপকার করিয়া কোথায় যাইয়া সুখলাভ করিবি? যিনি যুদ্ধে ভ্রাতার সাহচর্য্য ব্যতিরেকে ও নিমেষকালমধ্যে চতুর্দশ সহস্র

ন ত্বাং হন্যাচ্ছরৈস্তীক্ষ্ণৈরিষ্টভার্য্যাপহারিণম্ ॥২৪
এতচ্চান্যচ্চ পরুষং বৈদেহী রাবণাঙ্কগা।
ভয়শোকসমাবিষ্টা করুণং বিললাপ হ ॥২৫
তদা ভৃশার্তাং বহু চৈব ভাষিণীং
বিলাপপূর্বং করুণঞ্চ ভামিনীম্।

রাক্ষসকে বিনাশ করিয়াছেন, সেই শক্তিশালী সর্বশস্ত্রকুশল রঘুনন্দন রাম অবশ্যই তোকে সুতীক্ষ্ণ বাণসমূহ দ্বারা বধ করিবেন। যেহেতু তুই তাঁহার প্রেয়সী ভার্য্যাকে হরণ করিতেছিস্।২৩-২৪

রাবণের ক্রোড়স্থিতা বিদেহরাজদুহিতা সীতা ভয়ে ও শোকে ব্যাকুল হইয়া এইরূপ বিবিধ কর্কশবাক্য বলিয়া করুণস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন।২৫

জহার পাপস্তরুণীং বিচেষ্টতীং
নৃপাত্মজামাগতগাত্রবেপথুং ॥২৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অরণ্যকাণ্ডে ত্রিপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥

সেইসময় ভামিনী সীতা অত্যন্ত দুঃখে পীড়িতা হইয়া বিলাপ করিতে করিতে বহু করুণাজনক বাক্য বলিতে লাগিলেন এবং পলাইবার জন্য বহু চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু পাপী রাবণ নৃপনন্দিনী সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া গেল। সেই সময় রাবণের দেহ অধিকভারে এবং ভয়ে কম্পিত হইতে লাগিল।২৬

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে ত্রিপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

চতুষ্পঞ্চাশঃ সর্গঃ

[পঞ্চবানরমধ্যেষু সীতায়া বস্ত্রালঙ্কারক্ষেপনম্ লঙ্কায়ামুপস্থিতেন রাবণেন অন্তঃপুরমধ্যে সীতায়াঃ স্থাপনম্, জনস্থানস্থিতরামসমীপে গুপ্তচরবৃত্তয়ে অষ্টরাক্ষসপ্রেষণঞ্চ ।]

হ্রিয়মাণা তু বৈদেহী কঞ্চিন্নাথমপশ্যতী ।
দদর্শ গিরিশৃঙ্গস্থান্ পঞ্চ বানরপুঙ্গবান্ ॥১
তেষাং মধ্যে বিশালাক্ষী কৌশেয়ং কনকপ্রভম্ ।
উত্তরীয়ং বরারোহা শুভান্যাভরণানি চ ॥২
মুমোচ যদি রামায় শংসেয়ুরিতি ভামিনী ।
বস্ত্রমুৎসৃজ্য তন্মধ্যে নিক্ষিপ্তং সহভূষণম্ ॥৩
সম্ভ্রমাত্তু দশগ্রীবস্তৎকর্ম চ ন বুদ্ধবান্ ।
পিঙ্গাক্ষাস্তাং বিশালাক্ষীং নেত্রৈরনিমিষৈরিব ॥৪
বিক্রোশন্তীং তদা সীতাং দদৃশুর্বানরোত্তমাঃ ।
স চ পম্পামতিক্রম্য লঙ্কামভিমুখঃ পুরীম্ ॥৫
জগাম মৈথিলীং গৃহ্য রুদতীং রাক্ষসেশ্বরঃ ।
তাং জহার সুসংহৃষ্টো রাবণো মৃত্যুমাত্মনঃ ॥৬
উৎসঙ্গেনৈব ভুজগীং তীক্ষ্ণদংষ্ট্রাং মহাবিষাম্ ।
বনানি সরিতঃ শৈলান্ সরাংসি চ বিহায়সা ॥৭
স ক্ষিপ্রং সমতীয়ায় শরশ্চাপাদিব চ্যুতঃ ।
তিমি-নক্রনিকেতন্তু বরুণালয়মক্ষয়ম্ ॥৮
সরিতাং শরণং গত্বা সমতীয়ায় সাগরম্ ।
সম্ভ্রমাৎ পরিবৃত্তোর্মী রুদ্ধমীনমহোরগঃ ॥৯
বৈদেহ্যাং হ্রিয়মাণায়াং বভূব বরুণালয়ঃ ।
অন্তরিক্ষগতা বাচঃ সসৃজুশ্চারণাস্তদা ॥১০

চতুপঞ্চাশ সর্গ

[সীতা কর্তৃক পাঁচটি বানরের মধ্যে নিজের বস্ত্র ও অলঙ্কার ক্ষেপণ। লঙ্কায় পৌঁছিয়া রাবণ কর্তৃক সীতাকে অন্তঃপুরে স্থাপন এবং রামস্থানে গুপ্তচর বৃত্তি করিবার জন্য আটজন রাক্ষসকে প্রেরণ।]

রাবণ যখন সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছিল, তখন বিদেহরাজতনয়া সীতা কোনও সহায়ককে দেখিতে না পাইয়া যাইতে যাইতে পর্বতশাখায় উপবিষ্ট প্রধান পাঁচটি বানরকে দর্শন করিলেন।১

তাহারা রামের নিকটে তাঁহার অপহরণের সংবাদ যাহাতে বলে, সেইজন্য বিশালনয়না সুন্দরী সীতা তাঁহাদিগের নিকট সুবর্ণপ্রভ উত্তরীয়, কৌশেয় বস্ত্র ও মনোহর অলঙ্কারসকল নিক্ষেপ করিলেন।২-৩

তিনি যে দেহ হইতে বস্ত্র ও অলঙ্কার সকল মোচন করিয়া সেই বানরদিগের নিকট নিক্ষেপ করিলেন, দশানন রাবণ সম্ভ্রমবশতঃ তাহা জানিতে পারিল না। পিঙ্গলনয়ন শ্রেষ্ঠ বানরগণ অনিমেষনয়নে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দনরতা ও বিশালনয়না সীতাকে দর্শন করিতে লাগিল। রাক্ষসেশ্বর রাবণও সেই অবস্থায় মিথিলারাজনন্দিনী সীতাকে গ্রহণ করিয়া পম্পাসরোবর অতিক্রমপূর্বক লঙ্কাপুরীর অভিমুখে গমন করিল। সে হৃষ্ট হইয়া নিজমৃত্যুস্বরূপা সীতাকে তীক্ষ্ণদন্তযুক্ত ও তীব্র-বিষপূর্ণসর্পীর ন্যায় ক্রোড়ে করিয়া লইয়া চলিল। পরে সে আকাশপথে গমন করিতে করিতে ধনুর্মুক্ত শরের ন্যায় দ্রুতগতিতে বিবিধ বন, নদী, পর্বত ও সরোবর অতিক্রমপূর্বক তিমি ও নক্রসমূহের নিবাসস্থান, নদীগণের আশ্রয় এবং বরুণের গৃহ স্বরূপ অক্ষয় সমুদ্রের নিকটে যাইয়া তাহা অতিক্রম করিল। বিদেহরাজ-দুহিতা সীতা অপহৃতা হইতেছে দেখিয়া সমুদ্র সসম্ভ্রমে নিস্তরঙ্গ হইল এবং সেখানকার মৎস্য ও বৃহৎ বৃহৎ সর্প সকল নিস্তব্ধ হইল। তখন অন্তরীক্ষস্থ চারণগণ বিবিধ বাক্য প্রয়োগ করিলেন এবং সিদ্ধগণ বলিলেন—দশানন রাবণের মৃত্যুকাল উপস্থিত হইয়াছে। দশানন রাবণও মুক্তিলাভের জন্য যিনি চেষ্টা করিতেছেন, সেই স্বীয় মৃত্যুরূপা সীতাকে ক্রোড়ে করিয়া লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করিল। সেই

এতদন্তো দশগ্রীব ইতি সিদ্ধাস্তথাব্রুবন্ ।
স তু সীতাং বিচেষ্টন্তীমঙ্কেনাদায় রাবণঃ ॥১১
প্রবিবেশ পুরীং লঙ্কাং রূপিণীং মৃত্যুমাত্মনঃ ।
সোঽভিগম্য পুরীং লঙ্কাং সুবিভক্তমহাপথাম্ ॥১২
সংরূঢ়কক্ষ্যাং বহুলাং স্বমন্তঃপুরমাবিশৎ ।
তত্র তামসিতাপাঙ্গীং শোকমোহসমন্বিতাম্ ॥১৩
নিদধে রাবণঃ সীতাং ময়ো মায়ামিবাসুরীম্ ।
অব্রবীচ্চ দশগ্রীবঃ পিশাচীর্ঘোরদর্শনাঃ ॥১৪
যথা নৈনাং পুমান্ স্ত্রী বা সীতাং পশ্যত্যসম্মতঃ ।
মুক্তা-মণি-সুবর্ণানি বস্ত্রাণ্যাভরণানি চ ॥১৫
যদ্ যদিচ্ছেত্তদেবাস্যা দেয়ং মচ্ছন্দতো যথা ।
যা চ বক্ষ্যতি বৈদেহীং বচনং কিঞ্চিদপ্রিয়ম্ ॥১৬
অজ্ঞানাদ্ যদি বা জ্ঞানান্ন তস্যা জীবিতং প্রিয়ম্ ।
তথোক্ত্বা রাক্ষসীস্তাস্তু রাক্ষসেন্দ্রঃ প্রতাপবান্ ॥১৭
নিষ্ক্রম্যান্তঃপুরাত্তস্মাৎ কিং কৃত্যমিতি চিন্তয়ন্ ।
দদর্শাষ্টৌ মহাবীর্য্যান্ রাক্ষসান্ পিশিতাশনান্ ॥১৮
স তান্ দৃষ্ট্বা মহাবীর্যো বরদানেন মোহিতঃ ।
উবাচ তানিদং বাক্যং প্রশস্য বলবীর্য্যতঃ ॥১৯
নানাপ্রহরণাঃ ক্ষিপ্রমিতো গচ্ছত সত্বরাঃ ।
জনস্থানং হতস্থানং ভূতং পূর্বং খরালয়ম্ ॥২০
তত্রাস্যতাং জনস্থানে শূন্যে নিহতরাক্ষসে ।
পৌরুষং বলমাশ্রিত্য ত্রাসমুৎসৃজ্য দূরতঃ ॥২১
বহুসৈন্যং মহাবীর্য্যং জনস্থানে নিবেশিতম্ ।
সদূষণখরং যুদ্ধে নিহতংরামসায়কৈঃ ॥২২
ততঃ ক্রোধো মমাপূর্বো ধৈর্যস্যোপরি বর্ধতে ।
বৈরঞ্চ সুমহজ্জাতং রামং প্রতি সুদারুণম্ ॥২৩
নির্যাতয়িতুমিচ্ছামি তচ্চ বৈরং মহারিপোঃ ।
নহি লপ্স্যাম্যহং নিদ্রামহত্বা সংযুগে রিপুম্ ॥২৪

লঙ্কানগরীর বৃহৎ বৃহৎ পথ বিশেষভাবে বিভক্ত ও সুবিস্তৃত ছিল। রাবণ ঘনবসতিপূর্ণ-কক্ষসমূহে বিভূষিত লঙ্কানগরীস্থিত নিজ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। ময় যেমন মূর্তিমতী আসুরী মায়াপুরী স্থাপন করিয়াছিল, সেইরূপ রাবণ যাঁহার নেত্রকোণ কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছে, যিনি শোক ও মোহ গ্রস্তা, সেই সীতাকে লঙ্কাপুরীতে স্থাপন করিল এবং দেখিতে ভয়ঙ্করী পিশাচীদিগকে বলিল।৪-১৪

পুরুষ বা স্ত্রী কেহই যেন আমার সম্মতি না লইয়া এই সীতাকে দেখিতে না পারে। ইনি মণি, মুক্তা, সুবর্ণ, বস্ত্র বা অলঙ্কার যখন যাহা ইচ্ছা করিবেন, আমার আজ্ঞা অনুসারে তোমরা তখনই ইহাঁকে তাহা প্রদান করিও। জ্ঞানে বা অজ্ঞানে যে বিদেহরাজকন্যাকে অপ্রিয় বাক্য বলিবে, তাহার জীবন প্রিয় নহে, অর্থাৎ আমি তাহাকে বিনাশ করিব। প্রতাপশালী, মহাবীর রাক্ষসরাজ রাবণ সেই রাক্ষসীদিগকে ঐরূপ বলিয়া এবং তথা হইতে বহির্গত হইয়া এক্ষণে কর্তব্য কি, ইহা চিন্তা করিতে করিতে মাংসভোজী আটটি মহাবীর রাক্ষসকে দেখিতে পাইল।১৫-১৮

ব্রহ্মার বরে মোহিত হইয়া রাবণ সেই রাক্ষসদিগের বল ও বিক্রম বিষয়ে প্রশংসা করত তাহাদিগকে এই বাক্য বলিল,—পূর্বে যথায় খরের নিবাস ছিল, সম্প্রতি রাক্ষসগণ নিহত হওয়ায় তাহা প্রেতদিগের বাসস্থান হইয়াছে, তোমরা সত্বর নানাবিধ অস্ত্র গ্রহণ করত শীঘ্র এস্থান হইতে সেই জনস্থানে গমন কর।১৯-২০

তোমরা বল ও পৌরুষ অবলম্বন পূর্বক যেস্থান রাক্ষসগণ নিহত হওয়ায় শূন্য আছে সেই জনস্থানে নির্ভয়ে বাস কর। পূর্বে আমি এই জনস্থানে খর ও দূষণসহ অতি বীর্য্যশালী বহু সৈন্য সন্নিবেশিত করিয়াছিলাম। তাহারা সকলেই রামের বাণে নিহত হইয়াছে।২১-২২

সেই কারণে আমার ক্রোধ ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রম করিয়া অতিশয় বর্দ্ধিত হইয়াছে এবং রামের প্রতি অত্যন্ত শত্রুভাব জন্মিয়াছে।২৩

আমি সেই মহাশত্রুর শত্রুতার প্রতিশোধ গ্রহণ

তং ত্বিদানীমহং হত্বা খর-দূষণঘাতিনম্।
রামং শর্ম্মোপলপ্স্যামি ধনং লব্ধ্বেব নির্ধনঃ ॥২৫

জনস্থানে বসন্তস্তু ভবন্তো রামমাশ্রিতা।
প্রবৃত্তিরুপনেতব্যা কিং করোতীতি তত্ত্বতঃ ॥২৬

অপ্রমাদাচ্চ গন্তব্যং সর্বৈরেব নিশাচরৈঃ।
কর্ত্তব্যশ্চ সদা যত্নো রাঘবস্য বধং প্রতি ॥২৭

যুষ্মাকং তু বলং জ্ঞাতং বহুশো রণমূর্ধনি।
অতশ্চাস্মিন্ জনস্থানে ময়া যূয়ং নিবেশিতাঃ ॥২৮

ততঃ প্রিয়ং বাক্যমুপেত্য রাক্ষসা
মহার্থমষ্টাবভিবাদ্য রাবণম্।
বিহায় লঙ্কাং সহিতাঃ প্রতস্থিরে
যতো জনস্থানমলক্ষ্যদর্শনাঃ ॥২৯

ততস্তু সীতামুপলভ্য রাবণঃ
সুসংপ্রহৃষ্টঃ পরিগৃহ্য মৈথিলীম্।
প্রসজ্য রামেণ চ বৈরমুত্তমং
বভূব মোহান্মুদিতঃ স রাবণঃ ॥৩০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অরণ্যকাণ্ডে চতুষ্পঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥

করিতে বাসনা করিতেছি ; অধিক কি, যুদ্ধে সেই মহাশত্রুকে বধ না করিয়া নিদ্রা লাভ করিতে পারিব না।২৪

যেমন নির্ধন পুরুষ ধনলাভ করিয়া সুখলাভ করে, সেইরূপ অধুনা আমি খরদূষণবিনাশী রামকে বিনাশ করিয়া সুখ লাভ করিব।২৫

তোমরা জনস্থানে বাস করিয়া রাম কখন কি করে, ইহা যথার্থরূপে জানিয়া আমাকে তাহা জানাইবে।২৬

রাক্ষসগণ! তোমরা তথায় সাবধান হইয়াই গমন কর এবং সেই রঘুকুলজাত রামকে বধ করিতে চেষ্টা করিও।২৭

আমি যুদ্ধস্থলে বহুবার তোমাদিগের বল অবগত হইয়াছি; সেইজন্যই তোমাদিগকে সেই জনস্থানে সন্নিবেশিত করিতেছি।২৮

অনন্তর সেই অষ্ট রাক্ষস রাবণের উক্ত প্রয়োজনপূর্ণ প্রিয়বাক্য অঙ্গীকার করিয়া তাহাকে অভিবাদন করত লঙ্কা পরিত্যাগপূর্বক মিলিতভাবে অদৃশ্য হইয়া জনস্থানের অভিমুখে প্রস্থান করিল।২৯

তারপর রাবণ বিদেহরাজ-দুহিতা সীতাকে পাইয়া অত্যন্ত হৃষ্ট হইল এবং সীতাকে হরণ করত রামের সহিত মহা শত্রুতা উৎপাদন করিয়া মোহবশতঃ আনন্দ লাভ করিল।৩০

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে চতুঃপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চপঞ্চাশঃ সর্গঃ

[রাবণেন সীতায়া অন্তঃপুরপরিদর্শনম্, ভার্য্যাত্বগ্রহণায় অনুরোধজ্ঞাপনঞ্চ ।]

সন্দিশ্য রাক্ষসান্ ঘোরান্ রাবণোঽষ্টৌ মহাবলান্ ।
আত্মানং বুদ্ধিবৈক্লব্যাৎ কৃতকৃত্যমমন্যত ॥১
স চিন্তয়ানো বৈদেহীং কামবাণৈঃ প্রপীড়িতঃ ।
প্রবিবেশ গৃহং রম্যং সীতাং দ্রষ্টুমভিত্বরন্ ॥২
স প্রবিশ্য তু তদ্বেশ্ম রাবণো রাক্ষসাধিপঃ ।
অপশ্যদ্ রাক্ষসীমধ্যে সীতাং দুঃখপরায়ণাম্ ॥৩
অশ্রুপূর্ণমুখীং দীনাং শোকভারাবপীড়িতাম্ ।
বায়ুবেগৈরিবাক্রান্তাং মজ্জন্তীং নাবমর্ণবে ॥৪
মৃগযূথপরিভ্রষ্টাং মৃগীং শ্বভিরিবাবৃতাম্ ।
অধোগতমুখীং সীতাং তামভ্যেত্য নিশাচরঃ ॥৫
তাং তু শোকবশাদ্দীনামবশাং রাক্ষসাধিপঃ ।
স বলাদ্দর্শয়ামাস গৃহং দেবগৃহোপমম্ ॥৬

হর্ম্যপ্রাসাদসম্বাধং স্ত্রীসহস্রনিষেবিতম্ ।
নানাপক্ষিগণৈর্জুষ্টং নানারত্নসমন্বিতম্ ॥৭
দান্তকৈস্তাপনীয়ৈশ্চ স্ফাটিকৈ রাজতৈস্তথা ।
বজ্রবৈদূর্য্যচিত্রৈশ্চ স্তম্ভৈর্দৃষ্টিমনোরমৈঃ ॥৮
দিব্যদুন্দুভিনির্ঘোষং তপ্তকাঞ্চনভূষণম্ ।
সোপানং কাঞ্চনং চিত্রমারুরোহ তয়া সহ ॥৯
দান্তকা রাজতাশ্চৈব গবাক্ষাঃ প্রিয়দর্শনাঃ ।
হেমজালাবৃতাশ্চাসংস্তত্র প্রাসাদপঙ্ক্তয়ঃ ॥১০
সুধামণিবিচিত্রাণি ভূমিভাগানি সর্বশঃ ।
দশগ্রীবঃ স্বভবনে প্রাদর্শয়ত মৈথিলীম্ ॥১১
দীর্ঘিকাঃ পুষ্করিণ্যশ্চ নানাপুষ্পসমাবৃতাঃ ।
রাবণো দর্শয়ামাস সীতাং শোকপরায়ণাম্ ॥১২

পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ

[রাবণ কর্তৃক সীতাকে আপন অন্তঃপুর পরিদর্শন এবং নিজের ভার্য্যা হইবার জন্য অনুরোধজ্ঞাপন ।]

রাক্ষসরাজ রাবণ সেই ভয়ঙ্কর অষ্ট রাক্ষসকে ঐরূপ আদেশ করিয়া বুদ্ধিভ্রমবশতঃ আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিল ।১

সে বিদেহরাজ-নন্দিনী সীতাকে চিন্তা করিতে করিতে কামবাণে পীড়িত হইল এবং তাহাকে দর্শন করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া সেই রমণীয় গৃহে প্রবেশ করিল ।২

রাক্ষসরাজ রাবণ সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিল যে, সীতা শোকভারে পীড়িতা ও দুঃখিতা হইয়া বসিয়া আছেন, তাঁহার মুখ অশ্রুতে পূর্ণ। সেই সীতা রাক্ষসীদিগের মধ্যে অবস্থিতা হইয়া কুকুরসমূহে পরিবৃত মৃগযূথভ্রষ্ট মৃগী ও সমুদ্র মধ্যে বায়ুবেগে আক্রান্ত হইয়া নিমজ্জিতপ্রায় নৌকার সাদৃশ্য ধারণ করিয়াছেন। অনন্তর রাক্ষসাধিপতি রাবণ শোকে দীনা, বিবশা ও অধোমুখে স্থিতা সীতাকে বলপূর্বক দেবগণের অন্তঃপুর সদৃশ স্বীয় গৃহ দেখাইল ।৩-৬

সেইগৃহ হর্ম্যপ্রাসাদসমূহে পরিব্যাপ্ত, সহস্র সহস্র মহিলায় পরিপূর্ণ, নানাবিধ রত্নে সুশোভিত, নানাবিধ পক্ষিসমূহে সেবিত ও দিব্য দুন্দুভিশব্দে মুখরিত। রাবণ তাঁহার সহিত হস্তিদন্ত, সুবর্ণ, রজত ও স্ফটিক নির্মিত ; দৃষ্টিমনোহর বজ্রমণি ও বৈদূর্য্য-মণি চিত্রিত, সুন্দর স্তম্ভসমূহে সুশোভিত ও তপ্ত-কাঞ্চন-ভূষিত কাঞ্চনময় বিচিত্র সোপান (সিঁড়ি)-সমূহে আরোহণ করিল। সেই অন্তঃপুরের চতুর্দিকে হস্তিদন্ত ও রজত নির্মিত দেখিতে সুন্দর বহু গবাক্ষ (জানালা) ছিল এবং প্রাসাদসমূহ সুবর্ণজালে সমাবৃত ছিল ।৭-১০

পরে দশানন রাবণ শোককাতরা মিথিলারাজ-দুহিতা সীতাকে অন্তঃপুরে সুধাধবলিত ও মণিচিত্রিত ভূভাগ সমুদায় দর্শন করাইয়া তীরভাগে বিবিধ পুষ্পবৃক্ষে শোভিত পুষ্করিণী ও দীর্ঘিকাসকল দর্শন

দর্শয়িত্বা তু বৈদেহীং কৃৎস্নং তদ্ভবনোত্তমম্ ।
উবাচ বাক্যং পাপাত্মা সীতাং লোভিতুমিচ্ছয়া ॥১৩
দশ রাক্ষসকোট্যশ্চ দ্বাবিংশতিরথাপরাঃ ।
বর্জয়িত্বা জরাবৃদ্ধান্ বালাংশ্চ রজনীচরান্ ॥১৪
তেষাং প্রভুরহং সীতে সর্বেষাং ভীমকর্ম্মণাম্ ।
সহস্রমেকমেকস্য মম কার্য্যপুরঃসরম্ ॥১৫
যদিদং রাজ্যতন্ত্রং মে ত্বয়ি সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্ ।
জীবিতঞ্চ বিশালাক্ষি ত্বং মে প্রাণৈর্গরীয়সী ॥১৬
বহ্বীনামুত্তমস্ত্রীণাং মম যোঽসৌ পরিগ্রহঃ ।
তাসাং ত্বমীশ্বরী সীতে মম ভার্য্যা ভব প্রিয়ে ॥১৭
সাধু কিং তেঽন্যথাবুদ্ধ্যা রোচয়স্ব বচো মম ।
ভজস্ব মাভিতপ্তস্য প্রসাদং কর্তুমর্হসি ॥১৮
পরিক্ষিপ্তা সমুদ্রেণ লঙ্কেয়ং শতযোজনা ।
নেয়ং ধর্ষয়িতুং শক্যা সেন্দ্রৈরপি সুরাসুরৈঃ ॥১৯
ন দেবেষু ন যক্ষেষু ন গন্ধর্বেষু ন ঋষু ।
অহং পশ্যামি লোকেষু যো মে বীর্য্যসমো ভবেৎ ॥২০
রাজ্যভ্রষ্টেন দীনেন তাপসেন পদাতিনা ।
কিং করিষ্যসি রামেণ মানুষেনাল্পতেজসা ॥২১
ভজস্ব সীতে মামেব ভর্তাহং সদৃশস্তব ।
যৌবনং ত্বধ্রুবং ভীরু রমস্বেহ ময়া সহ ॥২২
দর্শনে মা কৃথা বুদ্ধিং রাঘবস্য বরাননে ।
কাস্য শক্তিরিহাগন্তুমপি সীতে মনোরথৈঃ ॥২৩
ন শক্যো বায়ুরাকাশে পাশৈর্বদ্ধুং মহাজবঃ ।
দীপ্যমানস্য বাপ্যগ্নের্গ্রহীতুং বিমলাঃ শিখাঃ ॥২৪
ত্রয়াণামপি লোকানাং ন তং পশ্যামি শোভনে ।
বিক্রমেণ নয়েদ্ যস্ত্বাং মদ্বাহুপরিপালিতাম্ ॥২৫
লঙ্কায়াঃ সুমহদ্রাজ্যমিদং ত্বমনুপালয় ।
তৎপ্রেষ্যা মদ্বিধাশ্চৈব দেবাশ্চাপি চরাচরম্ ॥২৬

করাইল। সেই পাপাত্মা রাবণ বিদেহরাজদুহিতা সীতাকে প্রলোভিত করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহাকে নিজ অন্তঃপুর দর্শন করাইয়া বলিল।১১-১৩

হে সীতে! এই নগরীতে বালক ও বৃদ্ধ ব্যতিরেকে বত্রিশকোটি ভয়ঙ্করকর্মকারী রাক্ষস আছে। আমি তাহাদিগের প্রভু। একা আমারই এক সহস্র ভৃত্য আছে।১৪-১৫

হে বিশালনয়নে! এখন আমার এই সম্পূর্ণ রাজ্য ও জীবন তোমারই অধীন হইয়াছে। তুমি আমার প্রাণ অপেক্ষাও অধিক। হে প্রিয়ে! আমার বহু স্ত্রী আছে, তুমি আমার ভার্য্যা হইয়া তাহাদিগের প্রধানা হও।১৬-১৭

তুমি ইহাতে অন্যমত করিয়া কি করিবে? আমার বাক্য উত্তমরূপে গ্রাহ্য করিয়া আমাকে ভজনা কর; আমি তোমার জন্য কামপীড়িত হইতেছি; সুতরাং আমার প্রসন্নতা বিধান কর।১৮

শতযোজনবিস্তৃতা এই লঙ্কা নগরী চতুর্দিকে সমুদ্রে পরিবেষ্টিতা রহিয়াছে, ইন্দ্র সহিত দেব এবং দানব সকলেও ইহাকে উৎপীড়িত করিতে পারে না।১৯

আমি দেব, ঋষি, গন্ধর্ব ও যক্ষ প্রভৃতি ত্রিলোকবাসী প্রাণীদিগের মধ্যে ঈদৃশ কোন ব্যক্তিকেই দেখিতেছি না, যে বলে আমার তুল্য হইতে পারে।২০

হে সীতে! তুমি সেই দুর্বল, রাজ্যভ্রষ্ট, পাদচারী, তাপসধর্মাবলম্বী ও দীনভাবাপন্ন মনুষ্য রামকে লইয়া কি করিবে? ২১

হে সীতে! আমাকে ভজনা কর, আমি তোমার উপযুক্ত স্বামী হইব। হে ভীরু! যৌবন চিরস্থায়ী নহে, অতএব আমার সহিত বিহার কর।২২

হে বরাননে সীতে! তুমি সেই রঘুকুলজাত রামকে দর্শন করিবার বাসনা পরিত্যাগ কর। যেরূপ কেহ আকাশমণ্ডলে বায়ুকে পাশ দ্বারা আবদ্ধ করিতে বা প্রদীপ্ত অগ্নির নির্মল শিখা হস্তদ্বারা ধারণ করিতে পারে না, সেইরূপ সেই রাম মনোহর রথের দ্বারাও এখানে আগমন করিতে পারিবে না।২৩-২৪

হে শোভনে! তুমি আমার বাহু দ্বারা রক্ষিতা হইলে বিক্রম দ্বারা তোমাকে লইয়া যাইতে পারে, ত্রিলোক মধ্যে এইরূপ শক্তিসম্পন্ন কোন পুরুষ দেখা যায় না।২৫

রামায়ণ পাঠ করে নিশ্চয়ই আপনি আনন্দ পেয়েছেন ও পাচ্ছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর বলেন, যে-গৃহে রামায়ণ পঠিত হয় সে-গৃহে শান্তি ও শ্রী ফিরে আসে। এই কথাগুলি আপনার বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয় ও পরিজনদের মধ্যে ঘরে ঘরে পৌঁছে দিন। রামায়ণ পড়্‌তে বলুন, তাঁদের আজই আর্য্যশাস্ত্রের গ্রাহক হতে অনুরোধ করুন। আপনি শ্রীশ্রীঠাকুরের আশীর্ব্বাদ পেয়েছেন ও পাবেন। রামায়ণের প্রকাশন আরও বৎসরাধিককাল চল্‌বে।

গ্রাহক হ'তে ইচ্ছুক কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি বিশেষের নাম-ঠিকানা জানালে আমরা পত্রের দ্বারা যোগাযোগ কর্‌তে পারি।

তৃতীয় বর্ষ, শ্রাবণ, ১৩৭১]

[দ্বিতীয় সংখ্যা—শায়নীযাত্রা

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ প্রবর্তিত—

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভ মূল্যে দেওয়া সম্ভব হইয়াছে।

* * *

যুগ্ম-সম্পূজক—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য

শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫·০০ টাকা]

[প্রতি সংখ্যা ১·৫০ টাকা

স্বত্বাধিকারী :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(জয়গুরুসম্প্রদায়)

সহ-সম্পাদকসঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ

শ্রীনারায়ণগোস্বামী ন্যায়াচার্য্য

শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্তৃক শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭১৩, পি, ডব্লিউ, ডি রোড, কলিকাতা—৩৫ হইতে প্রকাশিত ও ১৫বি, রায়বাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬ ইন্দু-নারায়ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রাপিত।
১৫ই শ্রাবণ, ১৩৭১।

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রময় মাসিক পত্র। প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ।

২। এই মাসিকপত্রে শ্রীরামায়ণ-শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রীমহাভারত-শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ইত্যাদি যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। ইহার বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারত ও পাকিস্তানে সডাক ১৫·০০, প্রতি সংখ্যা ১·৫০ নঃ পঃ মাত্র; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০·০০, প্রতি সংখ্যা ২·০০ মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

৪। প্রতি বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ইহার একটি সংখ্যা প্রকাশিত হইবামাত্র গ্রাহকগণের নিকট পাঠান হয়। বাংলা মাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে উক্ত সংখ্যা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ লইয়া চতুর্থ সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতা কার্য্যালয়ে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলা মাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৫। মাসিক পত্র, বিজ্ঞাপন প্রভৃতি সংক্রান্ত যাবতীয় পত্রাদি এবং অর্থাদি "সঞ্চালক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি. বিধান সরণী, কলিকাতা—৬" এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

মণি-অর্ডার কুপণ ও পত্রাদিতে গ্রাহকের নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে অবশ্যই লিখিতে হইবে।

৬। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয়, কিন্তু প্রয়োজন না মনে করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে গ্রাহকগণকে জবাবী-পত্র অবশ্যই দিতে হইবে।

৭। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে, কার্য্যালয়ে আসিয়া বা ডাকযোগ ব্যতীত অন্যকোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৮। উল্লিখিত ৪-৭ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পত্র-পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

৯। অনিবার্য্যকারণবশতঃ যে সংখ্যা প্রকাশে বিলম্ব ঘটিয়াছে, তাহা যথাসম্ভব সত্বর প্রকাশের চেষ্টা চলিতেছে। তৎসম্পর্কে উক্ত নিয়মাবলী যথাসময়ে প্রযুজ্য বলিয়া গণ্য হইবে।

১০। এই আর্য্যশাস্ত্রের প্রথমবর্ষে মন্বাদি বিংশতি সংহিতা ও অন্যান্য দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীঠাকুর আর্য্যশাস্ত্রের বহুল প্রচার-কামনায় তাহার বার্ষিক মূল্য ১৫·০০ টাকার স্থলে ১০·০০ টাকা করিয়া দিয়াছেন।

সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।৩, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, আলমবাজার।
কলিকাতা—৩৫

৺৭শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

পুষ্করমঠ
ভরতপুর-কুঞ্জ
গৌঘাট
৮।৫।৭০

যে মায়েরা বাবারা একে (ওঙ্কারকে) সত্যসত্য ভালবাসে, তারা নিত্য আর্য্যশাস্ত্র প'ড়্বে ও প্রাণপণে আর্য্যশাস্ত্র প্রচারের চেষ্টা ক'র্বে। আর্য্যশাস্ত্রের সেবায় জগতের মহাকল্যাণ সাধিত হবেই হবে।

ওঙ্কার

বিশেষ নিবেদন

আর্য্যশাস্ত্রের গ্রাহকগণের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে,—তাঁহারা যেন প্রত্যেকে অন্ততঃপক্ষে একটি করিয়াও গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দেন।

বিনীত
সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র

অভিষেকজলক্লিন্না তুষ্টা চ রময়স্ব চ।
দুষ্কৃতং যৎ পুরা কর্ম বনবাসেন তদ্গতম্ ॥২৭
যচ্চ তে সুকৃতং কর্ম তস্যেহ ফলমাপ্নুহি।
ইহ সর্বাণি মাল্যানি দিব্যগন্ধানি মৈথিলি ॥২৮
ভূষণানি চ মুখ্যানি তানি সেব ময়া সহ।
পুষ্পকং নাম সুশ্রোণি ভ্রাতুর্বৈশ্রবণস্য মে ॥২৯
বিমানং সূর্য্যসঙ্কাশং তরসা নির্জিতং রণে।
বিশালং রমণীয়ঞ্চ তদ্বিমানং মনোজবম্ ॥৩০
তত্র সীতে ময়া সার্ধং বিহরস্ব যথাসুখম্।
বদনং পদ্মসঙ্কাশং বিমলং চারুদর্শনম্ ॥৩১
শোকার্তং তু বরারোহে ন ভ্রাজতি বরাননে।
এবং বদতি তস্মিন্ সা বস্ত্রান্তেন বরাঙ্গনা ॥৩২
পিধায়েন্দুনিভং সীতা মন্দমশ্রূণ্যবর্তয়ৎ।
ধ্যায়ন্তীং তামিবাস্বস্থাং সীতাং চিন্তাহতপ্রভাম্ ॥৩৩
উবাচ বচনং বীরো রাবণো রজনীচরঃ।
অলং ব্রীড়েন বৈদেহি ধর্মলোপকৃতেন তে ॥৩৪
আর্ষোঽয়ং দেবি নিষ্পন্দো যস্ত্বামভিভবিষ্যতি।
এতৌ পাদৌ ময়া স্নিগ্ধৌ শিরোভিঃ পরিপীড়িতৌ ॥৩৫
প্রসাদং কুরু মে ক্ষিপ্রং বশ্যো দাসোঽহমস্মি তে।
ইমাঃ শূন্যা ময়া বাচঃ শুষ্যমাণেন ভাষিতা ॥৩৬
ন চাপি রাবণঃ কাঞ্চিন্মূর্ধ্না স্ত্রীং প্রণমেত হ।
এবমুক্ত্বা দশগ্রীবো মৈথিলীং জনকাত্মজাম্ ॥
কৃতান্তবশমাপন্নো মমেয়মিতি মন্যতে ॥৩৭

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে পঞ্চপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥

তুমি এই সুমহৎ লঙ্কারাজ্য আমার সহিত পালন কর,—অভিষেকজলে দেহ ধৌত করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে আমার সহিত রমণ কর, তাহা হইলে আমি তোমার দাস হইব; দেবতাগণ এমন কি, স্থাবর জঙ্গম প্রাণিগণসহ সম্পূর্ণ জগৎই তোমার দাস হইবে। পূর্বে তোমার যে কুকর্ম ছিল, তাহা বনবাস দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে, এক্ষণে তোমার যে সুকর্ম আছে, তাহার ফল লাভ কর। হে মিথিলারাজ-নন্দিনি! এস্থানে উত্তম উত্তম বহু অলঙ্কার ও দিব্য গন্ধযুক্ত সমুদয় পুরুষই আছে; তুমি আমার সহিত তৎসমুদয় উপভোগ কর। হে সুমধ্যমে সীতে! আমার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা কুবেরের মনের ন্যায় দ্রুতগামী, বিশাল ও রমণীয় পুষ্পক নামে এক বৃহৎ বিমান ছিল; আমি যুদ্ধে বলপূর্বক তাঁহাকে পরাজয় করিয়া তাহা লাভ করিয়াছি।২৬-৩০

তুমি তাহার উপরে আরোহণ করিয়া যথাসুখে আমার সহিত বিহার কর। হে সুন্দরি! তোমার পদ্মসদৃশ নির্মল মনোহর নয়ন ও দেখিতে সুন্দর বদন শোকম্লান বলিয়া শোভা পাইতেছে না। রাবণ ঐরূপ বলিলে বরাঙ্গনা সীতা বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা চন্দ্রসদৃশ বদন আবরণপূর্বক অসুস্থতার ন্যায় মন্দ মন্দ ভাবে অশ্রুমোচন করত চিন্তায় মলিনতা প্রাপ্ত হইলেন।৩১-৩৩

তখন রাক্ষসাধিপতি বীর রাবণ তাঁহাকে পুনরায় এই বাক্য বলিল,—হে বিদেহরাজ-নন্দিনি! তুমি ধর্মলোপের আশঙ্কায় লজ্জিতা হইও না।৩৪

হে দেবি! তোমার সহিত আমার যে স্নেহ সম্বন্ধ অর্থাৎ বিবাহ হইবে, সেই বিবাহ ঋষিদিগের সম্মত। আমি মস্তকসকলের দ্বারা তোমার ঐ মনোহর চরণদ্বয়ে প্রণাম করিতেছি, তুমি শীঘ্র আমার প্রতি প্রসন্ন হও; তাহা হইলে আমি তোমার বশীভূত দাস হইব। কিন্তু অত্যন্ত কামপীড়িত হইয়াই এইরূপ বাক্যসকল বলিতেছি; এই বাক্যসকল যাহাতে নিরর্থক না হয়, তুমি তাহাই কর। রাবণ কোন স্ত্রীকে মস্তক দ্বারা প্রণাম করে না, দশানন রাবণ যমের বশীভূত হইয়া মিথিলারাজ জনকদুহিতা সীতাকে ঐরূপ বলিয়া "ইনি আমারই" এইরূপ মনে করিলেন।৩৫-৩৭

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

ষট্‌পঞ্চাশঃ সর্গঃ

[শ্রীরামং প্রতি সীতায়া অনন্যানুরাগং দৃষ্ট্বা তাং প্রতি রাবণস্য ভীতিপ্রদর্শনম্, সীতামশোকবনং নীত্বা ভীতিপ্রদর্শনায় রাক্ষসীঃ প্রতি আদেশশ্চ।]

সা তথোক্তা তু বৈদেহী নির্ভয়া শোককর্শিতা।
তৃণমন্তরতঃ কৃত্বা রাবণং প্রত্যভাষত ॥১
রাজা দশরথো নাম ধর্মসেতুরিবাচলঃ।
সত্যসন্ধঃ পরিজ্ঞাতো যস্য পুত্রঃ স রাঘবঃ ॥২
রামো নাম স ধর্মাত্মা ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতঃ।
দীর্ঘবাহুর্বিশালাক্ষো দৈবতং স পতির্মম ॥৩
ইক্ষ্বাকূণাং কুলে জাতঃ সিংহস্কন্ধো মহাদ্যুতিঃ।
লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা যস্তে প্রাণান্ বধিষ্যতি ॥৪
প্রত্যক্ষং যদ্যহং তস্য ত্বয়া বৈ ধর্ষিতা বলাৎ।
শয়িতা ত্বং হতঃ সংখ্যে জনস্থানে যথা খরঃ ॥৫
য এতে রাক্ষসাঃ প্রোক্তা ঘোররূপা মহাবলাঃ।
রাঘবে নির্বিষাঃ সর্বে সুপর্ণে পন্নগা যথা ॥৬
তস্য জ্যাবিপ্রমুক্তাস্তে শরাঃ কাঞ্চনভূষণাঃ।
শরীরং বিধমিষ্যন্তি গঙ্গাকূলমিবোর্ময়ঃ ॥৭
অসুরৈর্বা সুরৈর্বা ত্বং যদ্যবধ্যোঽসি রাবণ।
উৎপাদ্য সুমহদ্বৈরং জীবংস্তস্য ন মোক্ষ্যসে ॥৮
স তে জীবিতশেষস্য রাঘবোঽন্তকরো বলী।
পশোর্যূপগতস্যেব জীবিতং তব দুর্লভম্ ॥৯
যদি পশ্যেৎ স রামস্ত্বাং রোষদীপ্তেন চক্ষুষা।
রক্ষস্ত্বমদ্য নির্দগ্ধো যথা রুদ্রেণ মন্মথঃ ॥১০

ষট্‌পঞ্চাশ সর্গ

[শ্রীরামের প্রতি সীতার অনন্য সাধারণ অনুরাগ দেখিয়া রাবণ কর্তৃক ভয় প্রদর্শন এবং সীতাকে অশোকবনে রাখিয়া ভয় দেখাইবার জন্য রাক্ষসীগণকে আদেশ দান।]

শোকে কাতর বিদেহরাজ-দুহিতা সীতাকে রাবণ ঐরূপ বলিলে সীতা রাবণ ও তাহার মধ্যে এক গাছি তৃণ রাখিয়া নির্ভয়ে তাহাকে উত্তর দিলেন।১

রাজা দশরথ ধর্মের অচল সেতুসদৃশ ছিলেন; যিনি সত্যপ্রতিজ্ঞ ও ধর্মাত্মা বলিয়া ত্রিলোকে খ্যাত, যাঁহার বাহুদীর্ঘ, নয়নদ্বয়-বিশাল সেই রঘুকুলনন্দন রাম তাঁহার পুত্র। যিনি সিংহসদৃশ স্কন্ধবিশিষ্ট, ইক্ষ্বাকুকুলসম্ভূত ও মহাতেজস্বী, সেই রাম আমার স্বামী ও দেবতা। তিনি ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত তোর প্রাণ বিনাশ করিবেন।২-৪

যদি তুই আমাকে তাঁহার সমক্ষে বলপূর্বক অত্যাচার করিতে সমর্থ হইতিস্, তবে যেমন জনস্থানবাসী খর নিহত হইয়া ভূতলে শয়ন করিয়াছে, সেইরূপ তুইও নিহত হইয়া যুদ্ধস্থলে শয়ন করিতিস্। তুই যে ঘোররূপ মহাবল রাক্ষসদিগকে নির্দেশ করিলি, সর্পগণ যেমন গরুড়ের নিকটে হীনতেজা হয়, সেইরূপ তাহারা সকলে রঘুনন্দন রামের নিকটে হীনতেজা হইবে।৫-৬

যেরূপ গঙ্গার তরঙ্গ কূল ভেদ করে, সেইরূপ তাঁহার ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত স্বর্ণ-ভূষিত বাণসকল তাহাদিগের শরীর ভেদ করিবে।৭

ওরে রাবণ! যদিও তুই দেব এবং দানবগণের অবধ্য, তথাপি তাঁহার সহিত মহাশত্রুত্ব উৎপাদন করত জীবিত থাকিয়া মুক্তিলাভ করিতে পারিবিনা।৮

সেই বলবান্ রঘুনন্দন রাম তোর জীবন বিনাশ করিবেন, অতএব যূপে (হাড়কাটে) বদ্ধ পশুর ন্যায় তোর জীবন দুর্লভ হইয়াছে।৯

রে রাক্ষস! তিনি যদি রোষপ্রদীপ্ত নয়নে তোকে দর্শন করেন, তবে যেমন মদন মহাদেবের রোষদীপ্তনয়নে দগ্ধ হইয়াছে, সেইরূপ তুইও দগ্ধ হইবি।১০

যশ্চন্দ্রং নভসো ভূমৌ পাতয়েন্নাশয়েত বা।
সাগরং শোষয়েদ্‌ বাপি স সীতাং মোচয়েদিহ ॥১১
গতায়ুস্ত্বং গতশ্রীকো গতসত্ত্বো গতেন্দ্রিয়ঃ।
লঙ্কা বৈধব্যসংযুক্তা ত্বৎকৃতেন ভবিষ্যতি ॥১২
ন তে পাপমিদং কর্ম সুখোদর্কং ভবিষ্যতি।
যাহং নীতা বিনাভাবং পতিপার্শ্বাৎ ত্বয়া বলাৎ ॥১৩
স হি দেবরসংযুক্তো মম ভর্তা মহাদ্যুতিঃ।
নির্ভয়ে বীর্য্যমাশ্রিত্য শূন্যে বসতি দণ্ডকে ॥১৪
স তে বীর্য্যং বলং দর্পমুৎসেকঞ্চ তথাবিধম্‌।
ব্যপনেষ্যতি গাত্রেভ্যঃ শরবর্ষেণ সংযুগে ॥১৫
যদা বিনাশো ভূতানাং দৃশ্যতে কালচোদিতঃ।
তদা কার্য্যে প্রমাদ্যন্তি নরাঃ কালবশং গতাঃ ॥১৬
মাং প্রধৃষ্য স তে কালঃ প্রাপ্তোঽয়ং রাক্ষসাধম।
আত্মনো রাক্ষসানাঞ্চ বধায়ান্তঃপুরস্য চ ॥১৭
ন শক্যা যজ্ঞমধ্যস্থা বেদিঃ স্রুগ্‌ভাণ্ডমণ্ডিতা।
দ্বিজাতিমন্ত্রসম্পূতা চণ্ডালেনাবমর্দিতুম্‌ ॥১৮
তথাহং ধর্মনিত্যস্য ধর্মপত্নী দৃঢ়ব্রতা।
ত্বয়া স্প্রষ্টুং ন শক্যাহং রাক্ষসাধম পাপিনা ॥১৯
ক্রীড়ন্তী রাজহংসেন পদ্মষণ্ডেষু নিত্যশঃ।
হংসী সা তৃণমধ্যস্থং কথং দ্রক্ষ্যেত মদ্গুকম্‌ ॥২০
ইদং শরীরং নিঃসংজ্ঞং বন্ধ বা ঘাতয়স্ব বা।
নেদং শরীরং রক্ষ্যং মে জীবিতং বাপি রাক্ষস ॥২১
ন তু শক্যমপক্রোশং পৃথিব্যাং দাতুমাত্মনঃ।
এবমুক্ত্বা তু বৈদেহী ক্রোধাৎ সুপরুষং বচঃ ॥২২
রাবণং জানকী তত্র পুনর্নোবাচ কিঞ্চন।
সীতায়া বচনং শ্রুত্বা পরুষং রোমহর্ষণম্‌ ॥২৩
প্রত্যুবাচ ততঃ সীতাং ভয়সন্দর্শনং বচঃ।
শৃণু মৈথিলি মদ্বাক্যং মাসান্‌ দ্বাদশ ভামিনি ॥২৪

যিনি চন্দ্রকে আকাশমণ্ডল হইতে পতিত কিংবা বিনষ্ট করিতে পারেন বা সাগর শোষিত করিতে পারেন, সেই রাম আমাকেও এস্থান হইতে উদ্ধার করিতে পারিবেন।১১

তোর আয়ু শেষ হইয়াছে, তুই শক্তিহীন, রাজ্যলক্ষ্মীভ্রষ্ট ও দুর্বলেন্দ্রিয় হইয়াছিস্‌। লঙ্কাপুরী তোর অপরাধেই বিধবা হইবে।১২

আমার অনিচ্ছাসত্ত্বেও তুই যে বলপূর্বক আমাকে স্বামীর নিকট হইতে আনয়ন করিয়াছিস্‌, তোর এই কার্য্য ভবিষ্যতে সুখদায়ক হইবে না।১৩

দেবর লক্ষ্মণের সহিত মহাতেজস্বী আমার স্বামী রাম বীরত্বের সহিত নির্ভয়ে জনশূন্য দণ্ডকারণ্যে বাস করিতেন।১৪

তিনি যুদ্ধে বাণবর্ষণ করিয়া তোর দেহ হইতে বল, বীর্য্য, দর্প ও এইরূপ ঔদ্ধত্য দূরীভূত করিবেন।১৫

যখন প্রাণিগণের বিনাশকাল উপস্থিত দেখা যায়, তখন তাহারা সময়ের বশীভূত হইয়া কার্য্যাকার্য্যে বিবেকবিহীন হইয়া থাকে।১৬

রে রাক্ষসাধম! তুই যখন আমার উপর উৎপীড়ন করিতেছিস্‌, তখন তোর নিজের, রাক্ষসদিগের ও অন্তঃপুরের বিনাশকাল উপস্থিত হইয়াছে।১৭

রে রাক্ষসাধম! যেরূপ ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক বেদমন্ত্রসমূহে পবিত্রীকৃত স্রুক্‌ প্রভৃতি ভাণ্ডসমূহে বিভূষিত যজ্ঞবেদি চণ্ডাল অপবিত্র করিতে সমর্থ হয় না, সেইরূপ পাপী তুইও আমাকে স্পর্শ করিতে পারিবি না। কারণ, আমি নিয়ত ধর্মনিরত রামের ধর্মপত্নী এবং আমার সঙ্কল্পও অতি দৃঢ়।১৮-১৯

যে হংসী নিরন্তর রাজহংসের সহিত পদ্মসমূহের উপরি ভাগে ক্রীড়া করে, সে কি প্রকারে তৃণমধ্যবর্ত্তী মদ্‌গুপক্ষীকে দর্শন করিবে? ২০

ওরে রাক্ষস! আমার এই অচৈতন্য দেহকে তুই বন্ধন বা বিনাশ কর, আমি পৃথিবীমধ্যে নিজের কলঙ্ক বিস্তার করিতে পারিব না। বিদেহ রাজ-দুহিতা সীতা সক্রোধে রাবণকে এইরূপ কর্কশবাক্য বলিয়া পুনরায় আর কিছুই বলিলেন না। রাবণ সীতার সেই রোমহর্ষণ কর্কশবাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে ভয় দেখাইবার জন্য এই বাক্যে প্রত্যুত্তর করিল,—হে চারু-হাসিনি মিথিলারাজ-নন্দিনি! তুমি আমার বাক্য

কালেনানেন নাভ্যেষি যদি মাং চারুহাসিনি।
ততস্ত্বাং প্রাতরাশার্থং সূদাশ্ছেৎস্যন্তি লেশশঃ ॥২৫
ইত্যুক্ত্বা পরুষং বাক্যং রাবণঃ শত্রুরাবণঃ।
রাক্ষসীশ্চ ততঃ ক্রুদ্ধ ইদং বচনমব্রবীৎ ॥২৬
শীঘ্রমেব হি রাক্ষস্যো বিরূপা ঘোরদর্শনাঃ।
দর্পমস্যাপনেষ্যন্তু মাংসশোণিতভোজনাঃ ॥২৭
বচনাদেব তাস্তস্য সুঘোরা ঘোরদর্শনাঃ।
কৃতপ্রাঞ্জলয়ো ভূত্বা মৈথিলীং পর্য্যবারয়ন্ ॥২৮
স তাঃ প্রোবাচ রাক্ষসো রাবণো ঘোরদর্শনাঃ।
প্রচল্য চরণোৎকর্ষৈর্দারয়ন্নিব মেদিনীম্ ॥২৯
অশোকবনিকামধ্যে মৈথিলী নীয়তামিতি।
তত্রেয়ং রক্ষ্যতাং গূঢ়ং যুষ্মাভিঃ পরিবারিতা ॥৩০
তত্রৈনাং তর্জনৈর্ঘোরৈঃ পুনঃ সান্ত্বৈশ্চ মৈথিলীম্।
আনয়ধ্বং বশং সর্বা বন্যাং গজবধূমিব ॥৩১
ইতি প্রতিসমাদিষ্টা রাক্ষস্যো রাবণেন তাঃ।
অশোকবনিকাং জগ্মুর্মৈথিলীং পরিগৃহ্য তু ॥৩২
সর্বকামফলৈর্বৃক্ষৈর্নানাপুষ্পফলৈর্বৃতাম্।
সর্বকালমদৈশ্চাপি দ্বিজৈঃ সমুপসেবিতাম্ ॥৩৩
সা তু শোকপরীতাঙ্গী মৈথিলী জনকাত্মজা।
রাক্ষসী বশমাপন্না ব্যাঘ্রীণাং হরিণী যথা ॥৩৪
শোকেন মহতা গ্রস্তা মৈথিলী জনকাত্মজা।
ন শর্ম লভতে ভীরুঃ পাশবদ্ধা মৃগী যথা ॥৩৫
ন বিন্দতে তত্র তু শর্ম মৈথিলী
বিরূপনেত্রাভিরতীব তর্জিতা।
পতিং স্মরন্তী দয়িতং চ দেবরং
বিচেতনাভূদ্ভয়শোক-পীড়িতা ॥৩৬
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অরণ্যকাণ্ডে ষট্পঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥

শ্রবণ কর। হে ভামিনি! তুমি যদি সংবৎসর কালের মধ্যে আমার অনুগতা না হও, তবে পাচকগণ প্রাতঃকালীন আমার ভোজনের জন্য তোমাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদন করিবে।২১-২৫

তারপর শত্রুগণের প্রতি আক্রোশকারী সেই রাবণ সক্রোধে সীতাকে এইরূপ কর্কশবাক্য বলিয়া বিরূপা, দেখিতে ভয়ঙ্করী, রক্তমাংসভোজী রাক্ষসীদিগকে বলিল,—তোরা শীঘ্র ইহার অহঙ্কার চূর্ণ কর।২৬-২৭

সেই বিকটাকারা ভয়ঙ্করী রাক্ষসীগণ কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক তাহার বাক্যানুসারে সীতাকে পরিবেষ্টন করিল।২৮

পরে রাক্ষসরাজ রাবণ পদভারে ভূমণ্ডল বিদীর্ণ করিবার ন্যায় কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া ভয়ঙ্করী রাক্ষসীদিগকে বলিল,—তোরা সকলে এই মিথিলারাজ-দুহিতা সীতাকে অশোকবনমধ্যে লইয়া গিয়া ইহার চতুর্দিকে অবস্থান কর এবং ইহাকে গুপ্তভাবে রক্ষাকর, তারপর কখনও সান্ত্বনাপূর্ণ কখনও বা ভয়ঙ্কর ভৎর্সনাপূর্ণ বাক্যসমূহে বন্যহস্তিনীর ন্যায় আমার বশীভূত কর। রাক্ষসীগণ রাবণের আদেশ অনুসারে মিথিলারাজদুহিতা সীতাকে লইয়া গিয়া নিরন্তর প্রমত্ত পক্ষিগণে পরিপূর্ণ ও নানাবিধ অভিলষিত ফলপুষ্পসম্পন্ন বৃক্ষসমূহে পরিবৃত অশোকবনমধ্যে গমন করিল।২৯-৩৩

মিথিলাধিপতি জনকের কন্যা সীতার সর্ব্বাঙ্গ শোকে ব্যাপ্ত হইল। ব্যাঘ্রীদিগের মধ্যে হরিণী যেরূপ বশীভূতা হয়, সেইরূপ সীতাও রাক্ষসীদিগের বশীভূতা হইলেন।৩৪

তখন মহাশোকগ্রস্তা মিথিলারাজ জনক-দুহিতা সীতা পাশবদ্ধ মৃগীর ন্যায় ভয়ে ভীতা হইয়া সুখলাভ করিতে পারিলেন না।৩৫

মিথিলারাজতনয়া সীতা বিরূপনয়না রাক্ষসীগণ কর্তৃক অত্যন্ত ভৎর্সিত হইয়া সুখলাভ করিতে পারিলেন না। তিনি প্রিয় স্বামী ও দেবরকে স্মরণ করত ভয়ে ও শোকে পীড়িতা হইয়া চেতনা হারাইলেন।৩৬

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে ষট্পঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

প্রক্ষিপ্তঃ সর্গঃ

[ব্রহ্মাজ্ঞয়া নিদ্রয়াসহ লঙ্কাগমনপূর্ব্বকং দেবরাজস্য সীতায়ৈ দিব্যহবিঃ প্রদানং, আমন্ত্র্য প্রত্যাগমনঞ্চ।]

প্রবেশিতায়াং সীতায়াং লঙ্কাং প্রতি পিতামহঃ।
তদা প্রোবাচ দেবেন্দ্রং পরিতুষ্টং শতক্রতুম্ ॥১
ত্রৈলোক্যস্য হিতার্থায় রক্ষসামহিতায় চ।
লঙ্কাং প্রবেশিতা সীতা রাবণেন দুরাত্মনা ॥২
পতিব্রতা মহাভাগা নিত্যং চৈব সুখৈধিতা।
অপশ্যন্তী চ ভর্ত্তারং পশ্যন্তী রাক্ষসীজনম্ ॥৩
রাক্ষসীভিঃ পরিবৃতা ভর্ত্তৃদর্শনলালসা।
নিবিষ্টা হি পুরী লঙ্কা তীরে নদনদীপতেঃ ॥৪
কথং জ্ঞাস্যতি তাং রামস্তত্রস্থাং তামনিন্দিতাম্।
দুঃখং সঞ্চিন্তয়ন্তী সা বহুশঃ পরিদুর্ল্লভা ॥৫
প্রাণযাত্রামকুর্ব্বাণা প্রাণাংস্ত্যক্ষ্যত্যসংশয়ম্।
স ভূয়ঃ সংশয়ো জাতঃ সীতায়াঃ প্রাণসংক্ষয়ে ॥৬
স ত্বং শীঘ্রমিতো গত্বা সীতাং পশ্য শুভাননাম্।
প্রবিশ্য নগরীং লঙ্কাং প্রযচ্ছ হবিরুত্তমম্ ॥৭
এবমুক্তোঽথ দেবেন্দ্রঃ পুরীং রাবণপালিতাম্।
আগচ্ছন্নিদ্রয়া সার্দ্ধং ভগবান্ পাকশাসনঃ ॥৮
নিদ্রাং চোবাচ গচ্ছ ত্বং রাক্ষসান্ সংপ্রমোহয়।
সা তথোক্তা মঘবতা দেবী পরমহর্ষিতা ॥৯
দেবকার্য্যার্থসিদ্ধ্যর্থং প্রামোহয়ত রাক্ষসান্।
এতস্মিন্নন্তরে দেবঃ সহস্রাক্ষঃ শচীপতিঃ ॥১০

প্রক্ষিপ্ত সর্গ *

[ব্রহ্মার আজ্ঞায় নিদ্রাদেবীর সহিত লঙ্কায় গমনপূর্ব্বক দেবরাজ ইন্দ্রের সীতাদেবীকে দিব্য হবি প্রদান ও বিদায় লইয়া প্রত্যাগমন।]

রাবণ কর্ত্তৃক সীতাদেবী লঙ্কায় প্রবিষ্ট হইলে তখন পিতামহ ব্রহ্মা দেবরাজ ইন্দ্রকে সন্তুষ্ট করিয়া ইহা বলিলেন।১

ত্রিলোকের হিতের জন্য এবং রাক্ষসগণের বিনাশের জন্য দুরাত্মা রাবণ সীতাকে লঙ্কায় প্রবেশ করাইল। পতিব্রতা মহাভাগা সীতা সদা সুখেই পালিতা, এই সময় তিনি নিজ পতির দর্শন হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন এবং রাক্ষসীগণকর্ত্তৃক পরিবৃতা হইয়া কেবল তাহাদিগকেই দেখিতেছেন, কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে নিজ পতিকে দর্শন করিবার তীব্র বাসনা রহিয়াছে। লঙ্কানগরী সাগরের তীরে অবস্থিত।২-৪

সতীসাধ্বী সীতাদেবী লঙ্কায় রহিয়াছেন—ইহা রামচন্দ্র কিরূপে জানিতে পারিবেন? সীতা দুঃখের সহিত এইরূপ নানাপ্রকার চিন্তায় নিমজ্জিত হইলেন এবং পতির জন্য এই সময় তিনি অত্যন্ত দুর্লভ হইয়া উঠিলেন।৫

সীতাদেবী প্রাণযাত্রা অর্থাৎ কোন কিছু ভোজন করিতেছেন না, সেইজন্য মনে হইতেছে—ঐ দশায় তিনি নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিবেন। সীতার প্রাণক্ষয় হইলে আমাদের উদ্দেশ্য সফল হইবে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে।৬

অতএব তুমি শীঘ্র এই স্থান হইতে যাইয়া লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করত সুমুখী সীতাকে অবলোকন কর এবং তাঁহাকে এই উত্তম হবি প্রদান কর।৭

ব্রহ্মা ইন্দ্রকে ঐরূপ বলিলে পাকশাসন ভগবান্ ইন্দ্র নিদ্রাদেবীর সহিত রাবণপালিত লঙ্কানগরীতে আগমন করিলেন।৮

লঙ্কানগরীতে আসিয়া ইন্দ্র নিদ্রাদেবীকে

* এই সর্গ প্রসঙ্গের অনুকূল ও উত্তম। বঙ্গদেশের বাহিরে কোন কোন গ্রন্থে ইহার অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু তিলকাদি প্রসিদ্ধ টীকাতে এই সর্গ দেখা যায় না। তাঁহারা ইহা পরিত্যাগ করিয়াছেন; সেইজন্য এই সর্গকে প্রক্ষিপ্ত বলা হয়। প্রসঙ্গের অনুকূল ও ঘটনার উপযোগিতা দেখিয়া আমরাও অনুবাদের সহিত এই সর্গ প্রকাশে প্রবৃত্ত হইলাম।

আসসাদ বনস্থাং তাং বচনং চেদমব্রবীৎ।
দেবরাজোঽস্মি ভদ্রং তে ইহ চাস্মি শুচিস্মিতে ॥১১
অহং ত্বাং কার্য্যসিদ্ধ্যর্থং রাঘবস্য মহাত্মনঃ।
সাহায্যং কল্পয়িষ্যামি মা শুচো জনকাত্মজে ॥১২
মৎপ্রসাদাৎ সমুদ্রং স তরিষ্যতি বলৈঃ সহ।
ময়ৈবেহ চ রাক্ষস্যো মায়য়া মোহিতাঃ শুভে ॥১৩
তস্মাদন্নমিদং সীতে হবিষ্যান্নমহং স্বয়ম্।
স ত্বাং সংগৃহ্য বৈদেহি আগতঃ সহ নিদ্রয়া ॥১৪
এতদৎস্যসি মদ্ধস্তান্ন ত্বাং বাধিষ্যতে শুভে।
ক্ষুধা তৃষ্ণা চ রম্ভোরু বর্ষাণামযুতৈরপি ॥১৫
এবমুক্তা তু দেবেন্দ্রমুবাচ পরিশঙ্কিতা।
কথং জানামি দেবেন্দ্রং ত্বামিহস্থং শচীপতিম্ ॥১৬
দেবলিঙ্গানি দৃষ্টানি রাম-লক্ষ্মণসন্নিধৌ।
তানি দর্শয় দেবেন্দ্র যদি ত্বং দেবরাট্ স্বয়ম্ ॥১৭
সীতায়া বচনং শ্রুত্বা তথা চক্রে শচীপতিঃ।
পৃথিবীং ন স্পৃশেৎ পদ্ভ্যামনিমেষেক্ষণানি চ ॥১৮
অরজোঽম্বরধারী চ নম্লানকুসুমস্তথা।
তং জ্ঞাত্বা লক্ষণৈঃ সীতা বাসবং পরিহর্ষিতা ॥১৯
উবাচ বাক্যং রুদতী ভগবন্ রাঘবং প্রতি।
সহ ভ্রাত্রা মহাবাহুর্দিষ্ট্যা মে শ্রুতিমাগতঃ ॥২০
যথা মে শ্বশুরো রাজা যথা চ মিথিলাধিপঃ।
তথা ত্বামদ্য পশ্যামি সনাথো মে পতিস্ত্বয়া ॥২১
তবাজ্ঞয়া চ দেবেন্দ্র পয়োভূতমিদং হবিঃ।
অশিষ্যামি ত্বয়া দত্তং রঘূণাং কুলবর্দ্ধনম্ ॥২২

বলিলেন,—তুমি যাও এবং রাক্ষসগণকে মোহিত কর। ইন্দ্রের ঐরূপ আজ্ঞা পাইয়া সেই দেবী অত্যন্ত হৃষ্টা হইলেন।৯

দেবকার্য্য-সিদ্ধির জন্য তিনি সমস্ত রাক্ষসকে মোহিত করিয়া ফেলিলেন। এই সময়ের মধ্যে অর্থাৎ সকলে নিদ্রামগ্ন হইলে সহস্রলোচন শচীপতি ইন্দ্রদেব অশোক-বনস্থিত সীতাদেবীর নিকটে গিয়া এই কথা বলিলেন,—পবিত্রহাস্যযুক্তে, দেবি! আমি দেবরাজ ইন্দ্র, আপনার নিকট আসিয়াছি; আপনার মঙ্গল হউক। আমি আপনার উদ্ধারকার্য্যের সিদ্ধির জন্য মহাত্মা শ্রীরঘুনাথকে সহায়তা করিব। অতএব হে জনকনন্দিনি! আপনি শোক করিবেন না।১০-১২

শ্রীরাম আমার কৃপায় সৈন্যগণের সহিত সমুদ্র পার হইবেন। শুভে! আমি মায়া দ্বারা এই সমস্ত রাক্ষসীগণকে মোহিত করিয়াছি।১৩

হে বিদেহরাজনন্দিনি সীতে! সেইজন্য আমি স্বয়ং এই ভোজ্য ও হবিষ্যান্ন লইয়া নিদ্রাদেবীর সহিত তোমার নিকট আসিয়াছি।১৪

কদলীবৃক্ষের মত উরুভূষিতে! শুভে! যদি আপনি আমার হস্ত হইতে এই হবিষ্যান্ন গ্রহণ করিয়া ভোজন করেন, তবে সহস্র বৎসরেও আপনি ক্ষুধা এবং তৃষ্ণায় পীড়িত হইবেন না অর্থাৎ সহস্র বৎসর আপনার কোন ক্ষুধা তৃষ্ণা থাকিবে না।১৫

দেবরাজ ইন্দ্র সীতাদেবীকে এই কথা বলিলে সীতাদেবী অত্যন্ত ভীতা হইয়া তাঁহাকে বলিলেন,—আমি কি প্রকারে আপনাকে জানিব—আপনি শচীপতি ইন্দ্র এই স্থানে আগমন করিয়াছেন? ১৬

দেবরাজ! আমি শ্রীরাম ও লক্ষ্মণের নিকট দেবতাগণের সমস্ত লক্ষণ নিজ চক্ষে দেখিয়াছি। যদি আপনি সাক্ষাৎ ইন্দ্র হইয়া থাকেন, তবে সেই সমস্ত লক্ষণ আমাকে দেখান।১৭

সীতার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া শচীপতি ইন্দ্র সেইরূপ করিলেন। তিনি চরণদ্বয় দ্বারা পৃথিবী স্পর্শ না করিয়া শূন্যে দাঁড়াইয়া রহিলেন এবং চক্ষুর পলক ফেলিলেন না। তিনি যে বস্ত্র পরিধান করিয়াছিলেন, তাহাতে ধূলার স্পর্শ হয় না। তাঁহার কণ্ঠে যে পুষ্পের মাল্য ছিল, সেই পুষ্প কখনও ম্লান হয় না। এইরূপ দেবতাগণের লক্ষণ দ্বারা তাঁহাকে ইন্দ্র বলিয়া জানিয়া সীতাদেবী অত্যন্ত হৃষ্টা হইলেন।১৮-১৯

তিনি রামচন্দ্রের জন্য কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—ভগবন্! আজ আমার পরম সৌভাগ্য কি যে, ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত মহাবাহু শ্রীরামের নাম আমার কর্ণে

ন্দ্রহস্তাদ্ গৃহীত্বা তৎ পায়সং সা শুচিস্মিতা।
াবেদয়ত ভর্ত্রে সা লক্ষ্মণায় চ মৈথিলী ॥২৩
দি জীবতি মে ভর্ত্তা সহ ভ্রাত্রা মহাবলঃ।
দমস্তু তয়োর্ভক্ত্যা তদাশ্নাৎ পায়সং স্বয়ম্ ॥২৪
তীব তৎ প্রাশ্য হবির্বরাননা
জহৌ ক্ষুধাদুঃখসমুদ্ভবঞ্চ তম্।
ন্দ্রাৎ প্রবৃত্তিমুপলভ্য জানকী
কাকুৎস্থয়োঃ প্রীতমনা বভূব ॥২৫

স চাপি শক্রস্ত্রিদিবালয়ং তদা
প্রীতো যযৌ রাঘবকার্য্যসিদ্ধয়ে।
আমন্ত্র্য সীতাং স ততো মহাত্মা
জগাম নিদ্রাসহিতঃ স্বমালয়ম্ ॥২৬

ইতি অরণ্যকাণ্ডে প্রক্ষিপ্তঃ সর্গঃ ॥

বেশ করিল। আমার নিকট যেরূপ আমার শ্বশুর ন্না দশরথ এবং মিথিলাধিপতি আমার পিতা জনক, ইরূপ আপনাকে দেখিতেছি। আমার স্বামী পনার দ্বারা সনাথ হইলেন।২০-২১

হে দেবেন্দ্র! আপনি যে হবিষ্য প্রদান করিতেছেন, ই রঘুকুল বৃদ্ধিকর পায়সরূপ হবিষ্য (দুধের ক্ষীর) পনার আজ্ঞায় আমি ভোজন করিব।২২

পবিত্রহাসিনী মিথিলারাজপুত্রী সীতাদেবী ইন্দ্রের ত হইতে সেই পায়সরূপ হবিষ্য গ্রহণ করত স্বামী মচন্দ্রকে এবং লক্ষ্মণকে নিবেদন করিলেন এবং লেন।২৩

যদি ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত আমার মহাবল স্বামী জীবিত থাকেন, তাহা হইলে ভক্তিভাবে আমি এই যে হবিষ্য নিবেদন করিলাম, তাহা তাঁহারা গ্রহণ করুন। এইরূপ বলিলে পর স্বয়ং সেই পায়স ভক্ষণ করিলেন।২৪

এইরূপে হবিষ্য ভক্ষণ করিয়া সুমুখী জনকনন্দিনী সীতাদেবী ক্ষুধা ও তৃষ্ণার কষ্ট পরিত্যাগ করিলেন এবং ইন্দ্রের নিকট হইতে শ্রীরাম ও লক্ষ্মণের সমস্ত সংবাদ জানিয়া মনে মনে অত্যন্ত প্রসন্না হইলেন।২৫

তারপর নিদ্রাদেবীর সহিত মহাত্মা দেবরাজ ইন্দ্রও প্রসন্ন হইয়া সীতার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করত শ্রীরামচন্দ্রের কার্য্যসিদ্ধির জন্য স্বীয় নিবাসস্থান দেবলোকে চলিয়া গেলেন।২৬

অরণ্যকাণ্ডে প্রক্ষিপ্ত সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তপঞ্চাশঃ সর্গঃ

[রাক্ষসবধানন্তরং প্রতিনিবর্তনকালে পথে বিঘ্নসূচক শকুনিমবলোক্য শ্রীরামস্য চিন্তা, লক্ষ্মণেন সহ মার্গমধ্যে দর্শনলাভাৎ পরং সীতা বিষয়ক বিবিধশঙ্কা চ।]

রাক্ষসং মৃগরূপেণ চরন্তং কামরূপিণম্।
নিহত্য রামো মারীচং তূর্ণং পথি ন্যবর্তত ॥১
তস্য সন্ত্বরমাণস্য দ্রষ্টুকামস্য মৈথিলীম্।
ক্রূরস্বনোঽথ গোমায়ুর্বিননাদাস্য পৃষ্ঠতঃ ॥২
স তস্য স্বরমাজ্ঞায় দারুণং রোমহর্ষণম্।
চিন্তয়ামাস গোমায়োঃ স্বরেণ পরিশঙ্কিতঃ ॥৩
অশুভং বত মন্যেঽহং গোমায়ুর্বাশ্যতে যথা।
স্বস্তি স্যাদপি বৈদেহ্যা রাক্ষসৈর্ভক্ষণং বিনা ॥৪
মারীচেন তু বিজ্ঞায় স্বরমালক্ষ্য মামকম্।
বিক্রুষ্টং মৃগরূপেণ লক্ষ্মণঃ শৃণুয়াদ্ যদি ॥৫
স সৌমিত্রিঃ স্বরং শ্রুত্বা তাঞ্চ হিত্বাথ মৈথিলীম্।
তয়ৈব প্রহিতঃ ক্ষিপ্রং মৎসকাশমিহৈষ্যতি ॥৬
রাক্ষসৈঃ সহিতৈর্নূনং সীতায়া ঈপ্সিতো বধঃ।
কাঞ্চনশ্চ মৃগো ভূত্বা ব্যপনীয়াশ্রমাত্তু মাম্ ॥৭
দূরং নীত্বাঽথ মারীচো রাক্ষসোঽভূচ্ছরাহতঃ।
হা লক্ষ্মণ হতোঽস্মীতি যদ্বাক্যং ব্যাজহার হ ॥৮
অপি স্বস্তি ভবেদ্দাভ্যাং রহিতাভ্যাং ময়া বনে।
জনস্থাননিমিত্তং হি কৃতবৈরোঽস্মি রাক্ষসৈঃ ॥৯
নিমিত্তানি চ ঘোরাণি দৃশ্যন্তেঽদ্য বহূনি চ।
ইত্যেবং চিন্তয়ন্ রামঃ শ্রুত্বা গোমায়ুনিঃস্বনম্ ॥১০

সপ্তপঞ্চাশ সর্গ

[রাক্ষসবধ করিয়া ফিরিয়া আসিবার সময়ে পথিমধ্যে বিঘ্নসূচক শকুনি দেখিয়া শ্রীরামের চিন্তা এবং লক্ষ্মণের সহিত পথিমধ্যে সাক্ষাৎ হওয়ায় সীতা সম্বন্ধে অনেক আশঙ্কা প্রকাশ।]

এদিকে মৃগরূপধারী মারীচরাক্ষসকে বিনাশ করত রাম অবিলম্বে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া মিথিলারাজ-সুতা সীতাকে দর্শন করিতে অভিলাষী হইলেন। সেইজন্য বেগে ফিরিবার সময়ে শৃগাল তাঁহার পৃষ্ঠদেশে ভয়ঙ্করস্বরে শব্দ করিতে লাগিল।১-২

রাম শৃগালের শব্দে শঙ্কিত হইয়া মারীচের সেই রোমহর্ষণ শব্দ চিন্তা করত এইরূপ আশঙ্কা করিলেন যে, ঐ শৃগাল যেরূপ শব্দ করিতেছে, তাহাতে আমি বোধ করিতেছি যে, কোনও অশুভ ঘটনা ঘটিয়া থাকিবে। এক্ষণে যদি রাক্ষসগণ বিদেহরাজ-দুহিতা সীতাকে ভক্ষণ না করিয়া থাকে, তবেই মঙ্গল।৩-৪

মৃগরূপী মারীচ বিবেচনাপূর্বক আমার স্বর লক্ষ্য করিয়া যেরূপ শব্দ করিয়াছে, যদি সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ তাহা শ্রবণ করিয়া থাকে, তবে সে নিজেই মিথিলারাজ-দুহিতা সীতাকে পরিত্যাগ করিয়া অথবা সীতা সেই শব্দ শ্রবণ করিয়া থাকিলে সে যদি লক্ষ্মণকে আমার কাছে পাঠাইয়া থাকে, তাহা হইলে আমার নিকটে সে সত্বর আগমন করিতে পারে।৫-৬

রাক্ষসগণ সকলে মিলিত হইয়া সীতাকে বধ করিতে অভিলাষ করিয়াছে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। যেহেতু মারীচরাক্ষস স্বর্ণময় মৃগরূপ ধারণপূর্বক আশ্রম হইতে আমাকে বহুদূরে আনিয়া এবং আমার বাণে আহত হইয়া লক্ষ্মণকেও আনয়ন করিবার মানসে 'হা লক্ষ্মণ! আমি নিহত হইলাম", এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছে।৭-৮

আমি জনস্থানে নিবাস করিয়া রাক্ষসদিগের সহিত শত্রুতা করিয়াছি, আমি না থাকাতেও যদি তাহারা উভয়ে কুশলে থাকে তবেই মঙ্গল।৯

আজ বহু দুর্নিমিত্ত দৃষ্ট হইতেছে, বিশুদ্ধচিত্ত মহাত্মা রঘুনন্দন রাম এইজন্য নিবৃত্ত হইয়া সেই শৃগাল শব্দ শ্রবণ পূর্বক ঐরূপ চিন্তা করিতে করিতে শঙ্কান্বিত হইয়া

নিবর্তমানস্ত্বরিতো জগামাশ্রমমাত্মবান্ ।
আত্মনশ্চাপনয়নং মৃগরূপেণ রক্ষসা ॥১১
আজগাম জনস্থানং রাঘবঃ পরিশঙ্কিতঃ ।
তং দীনমানসং দীনমাসেদুর্মৃগপক্ষিণঃ ॥১২
সব্যং কৃত্বা মহাত্মানং ঘোরাংশ্চ সসৃজুঃ স্বরান্ ।
তানি দৃষ্ট্বা নিমিত্তানি মহাঘোরাণি রাঘবঃ ॥১৩
ন্যবর্তাথ ত্বরিতো জবেনাশ্রমমাত্মনঃ ।
ততো লক্ষ্মণমায়ান্তং দদর্শ বিগতপ্রভম্ ।
ততোঽবিদূরে রামেণ সমীয়ায় স লক্ষ্মণঃ ॥১৪
বিষণ্ণঃ সন্ বিষণ্ণেন দুঃখিতো দুঃখভাগিনা ।
স জগর্হেঽথ তং ভ্রাতা দৃষ্ট্বা লক্ষ্মণমাগতম্ ॥১৫
বিহায় সীতাং বিজনে বনে রাক্ষসসেবিতে ।
গৃহীত্বা চ করং সব্যং লক্ষ্মণং রঘুনন্দনঃ ॥১৬
উবাচ মধুরোদর্কমিদং পরুষমার্তবৎ ।
অহো লক্ষ্মণ গর্হ্যং তে কৃতং যত্ত্বং বিহায় তাম্ ॥১৭
সীতামিহাগতঃ সৌম্য কচ্চিৎ স্বস্তি ভবেদিতি ।
ন মেঽস্তি সংশয়ো বীর সর্বথা জনকাত্মজা ॥১৮
বিনষ্টা ভক্ষিতা বাপি রাক্ষসৈর্বনচারিভিঃ ।
অশুভান্যেব ভূয়িষ্ঠং যথা প্রাদুর্ভবন্তি মে ॥১৯
অপি লক্ষ্মণ সীতায়াঃ সামগ্র্যং প্রাপ্নুয়ামহে ।
জীবন্ত্যাঃ পুরুষব্যাঘ্র সুতায়া জনকস্য বৈ ॥২০
যথা বৈ মৃগসঙ্ঘাশ্চ গোমায়ুশ্চৈব ভৈরবম্ ।
বাশ্যন্তে শকুনাশ্চাপি প্রদীপ্তামভিতো দিশম্ ॥
অপি স্বস্তি ভবেত্তস্যা রাজপুত্র্যা মহাবল ॥২১
ইদং হি রক্ষো মৃগসন্নিকাশং
প্রলোভ্য মাং দূরমনুপ্রয়াতম্ ।

দীনমানসে ও দীনভাবে নিজের আশ্রমের দিকেই গমন করিলেন। তখন মৃগ ও পক্ষীগণ তাঁহাকে বামভাগে রাখিয়া গমন করত নানাবিধ ভয়ঙ্কর শব্দ করিতে লাগিল। রঘুনন্দন রাম সেই সমস্ত ভয়ঙ্কর দুর্নিমিত্ত দর্শন করত যাইতে যাইতে পথিমধ্যে লক্ষ্মণকে বিষণ্ণবদনে তাঁহার দিকে আগমন করিতে দর্শন করিলেন। অনন্তর লক্ষ্মণ ক্রমে রামের নিকটবর্ত্তী হইলেন।১০-১৪

তখন তাঁহারা উভয়েই দুঃখিত ও বিষণ্ণ ছিলেন। পরে রঘুনন্দন রাম স্বীয় কনিষ্ঠভ্রাতা লক্ষ্মণকে রাক্ষসসেবিত নির্জন অরণ্যমধ্যে সীতাকে পরিত্যাগ পূর্বক আসিতে দেখিয়া তাঁহার বামহস্ত ধারণ করত তাঁহাকে নিন্দা করিয়া আর্ত্তের ন্যায় এই শ্রুতিকর্কশ মধুর বাক্যে বলিলেন,—হে শুভদর্শন লক্ষ্মণ! তুমি সীতাকে পরিত্যাগ করিয়া এস্থানে আগমন করিয়াছ, তোমার এই কার্য্য অত্যন্ত নিন্দনীয়। সম্প্রতি মঙ্গল হইলেই উত্তম। হে বীর! এতক্ষণে জনকদুহিতা সীতাকে বনচারী রাক্ষসগণ বিনাশ বা ভক্ষণ করিয়া থাকিবে, এ বিষয়ে আমার অনুমাত্রও সংশয় হইতেছে না; যেহেতু আমার নিকটে অশুভ নিমিত্তসকল প্রাদুর্ভূত হইতেছে।১৫-১৯

পুরুষশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণ! আমরা কি আশ্রমে যাইয়া জনকদুহিতা (জনককন্যা) সীতাকে জীবিতা ও সম্পূর্ণ কুশলে আছেন—দেখিতে পাইব? ২০

হে মহাবল! শৃগাল, মৃগ, ও পক্ষীসমূহ সূর্য্যপ্রভা-প্রদীপ্ত সমস্ত দিক্ অবলম্বন করিয়া যাদৃশ শব্দ করিতেছে, তাহাতে কি রাজনন্দিনী সীতার কুশল সম্ভাবিত হইতে পারে? ২১

ঐ মৃগরূপধারী রাক্ষস আমাকে প্রলুব্ধ করিয়া আশ্রম হইতে বহু দূরে নিয়া আসিয়াছে। সে আমার অতিশয় পরিশ্রমে কোন

সতু সীতাং বরারোহাং লক্ষ্মণঞ্চ মহাবলম্ ।
আজগাম জনস্থানং চিন্তয়ন্নেব রাঘবঃ ॥

হতং কথঞ্চিন্মহতা শ্রমেণ
স রাক্ষসোঽভূন্ ম্রিয়মাণ এব ॥২২
মনশ্চ মে দীনমিহাপ্রহৃষ্টং
চক্ষুশ্চ সব্যং কুরুতে বিকারম্।
অসংশয়ং লক্ষ্মণ নাস্তি সীতা
হৃতা মৃতা বা পথি বর্ততে বা ॥২৩

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অরণ্যকাণ্ডে সপ্তপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥

প্রকারে নিহত হইয়া মরণকালে রাক্ষসরূপ ধারণ করিয়াছে।২২

হে লক্ষ্মণ! আমার মন দীনভাবাপন্ন ও বিষণ্ণ এবং বামচক্ষু স্পন্দিত হইতেছে। সীতা আশ্রমে নাই, সে মরিয়া গিয়াছে কিংবা হৃতা হইয়াছে—ইহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই।২৩

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে সপ্তপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টপঞ্চাশঃ সর্গঃ

[মার্গমধ্যে বহু আশঙ্ক্য লক্ষ্মণেন সহ শ্রীরামস্যাশ্রমাগমনম্, সীতামনবলোক্য দুঃখবোধশ্চ।]

স দৃষ্ট্বা লক্ষ্মণং-দীনং শূন্যং দশরথাত্মজঃ।
পর্য্যপৃচ্ছত ধর্মাত্মা বৈদেহীমাগতং বিনা ॥১
প্রস্থিতং দণ্ডকারণ্যং যা মামনুজগাম হ।
ক্ব সা লক্ষ্মণ বৈদেহী যাং হিত্বা ত্বমিহাগতঃ ॥২
রাজ্যভ্রষ্টস্য দীনস্য দণ্ডকান্ পরিধাবতঃ।
ক্ব সা দুঃখসহায়া মে বৈদেহী তনুমধ্যমা ॥৩
যাং বিনা নোৎসহে বীর মুহূর্তমপি জীবিতুম্।
ক্ব সা প্রাণসহায়া মে সীতা সুরসুতোপমা ॥৪
পতিত্বমমরাণাং হি পৃথিব্যাশ্চাপি লক্ষ্মণ।
বিনা তাং তপনীয়াভাং নেচ্ছেয়ং জনকাত্মজাম্ ॥৫
কচ্চিজ্জীবতি বৈদেহী প্রাণৈঃ প্রিয়তরা মম।
কচ্চিৎ প্রব্রাজনং বীর ন মে মিথ্যা ভবিষ্যতি ॥৬

অষ্টপঞ্চাশ সর্গ

[পথিমধ্যে বহু আশঙ্কা করিতে করিতে লক্ষ্মণের সহিত শ্রীরামের আশ্রমে আগমন ও সীতাকে না দেখিয়া বেদনাবোধ।]

দশরথতনয় ধর্মাত্মা রাম বিদেহরাজ-দুহিতা সীতাকে পরিত্যাগ করিয়া বিষণ্ণচিত্ত ও দীন লক্ষ্মণকে সমাগত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন।১

লক্ষ্মণ! আমি ভয়ঙ্কর দণ্ডকারণ্যের অভিমুখে প্রস্থান করিলেও যিনি আমার অনুগামিনী হইয়াছেন এবং তুমি যাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছ, সেই বিদেহরাজ-দুহিতা সীতা এখন কোথায় আছেন? ২

আমি রাজ্যভ্রষ্ট ও দীনভাবাপন্ন হইয়া দণ্ডকারণ্যে ভ্রমণ করিতেছি,—এইসময়েও যিনি আমার দুঃখভোগে সহায়তা করিতেছেন, সেই ক্ষীণমধ্যা বিদেহরাজ-দুহিতা সীতা এক্ষণে কোথায় আছেন? ৩

হে বীর! আমি যাঁহাকে ছাড়িয়া মুহূর্ত্তকালও জীবিত থাকিতে পারিনা, যিনি আমার প্রাণের সহায়, সেই দেবকন্যাসদৃশী সীতা এক্ষণে কোথায় আছেন? ৪

হে লক্ষ্মণ! তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় যাঁহার বর্ণ, সেই বিদেহরাজ জনকের দুহিতা সীতাকে ভিন্ন পৃথিবীর বা দেবলোকের প্রভুত্বলাভ করিতেও বাসনা করিনা। যিনি আমার প্রাণ হইতেও প্রিয়তরা, তিনি কি এখনও জীবিত আছেন? হে বীর! আমি যে উদ্দেশে নির্বাসিত হইয়াছি, তাহা কি সিদ্ধ হইবে? লক্ষ্মণ! আমি সীতার জন্য মৃত হইলে এবং

সীতানিমিত্তং সৌমিত্রে মৃতে ময়ি গতে ত্বয়ি।
কচ্চিৎ সকামা কৈকেয়ী সুখিতা সা ভবিষ্যতি ॥৭
সপুত্ররাজ্যাং সিদ্ধার্থাং মৃতপুত্রা তপস্বিনী।
উপস্থাস্যতি কৌসল্যা কচ্চিৎ সৌম্যেন কৈকয়ীম্ ॥৮
যদি জীবতি বৈদেহী গমিষ্যাম্যাশ্রমং পুনঃ।
সংবৃত্তা যদি বৃত্তা সা প্রাণাংস্ত্যক্ষ্যামি লক্ষ্মণ ॥৯
যদি মমাশ্রমগতং বৈদেহী নাভিভাষতে।
পুরঃ প্রহসিতা সীতা বিনশিষ্যামি লক্ষ্মণ ॥১০
ব্রূহি লক্ষ্মণ বৈদেহী যদি জীবতি বা ন বা।
ত্বয়ি প্রমত্তে রক্ষোভির্ভক্ষিতা বা তপস্বিনী ॥১১
সুকুমারী চ বালা চ নিত্যঞ্চাদুঃখভাগিনী।
মদ্বিয়োগেন বৈদেহী ব্যক্তং শোচতি দুর্মনাঃ ॥১২

তুমি অযোধ্যায় গমন করিলে কৈকেয়ীদেবী কি সফল মনোরথ হইয়া সুখলাভ করিবেন ? ৫-৭

তাঁহার পুত্রই রাজা থাকিবে এবং তিনি কৃতকৃত্যও হইলেন। আমার জননী তপস্বিনী কৌশল্যাদেবী মৃতপুত্রা হইয়া কি বিনীতভাবে সেই কৈকেয়ীদেবীর সেবা করিবেন ? লক্ষ্মণ! সদাচারপরায়ণা বিদেহরাজদুহিতা সীতা যদি জীবিত থাকেন, তবেই আমি পুনরায় আশ্রমে যাইব ; কিন্তু যদি তিনি জীবিত না থাকেন, তবে প্রাণ পরিত্যাগ করিব। লক্ষ্মণ! আমি আশ্রমে গমন করিলে যদি বিদেহরাজদুহিতা আমার অগ্রভাগে হাস্য করিতে করিতে আমাকে সম্ভাষণ না করেন, তবে আমি জীবিত থাকিতে পারিব না।৮-১০

লক্ষ্মণ! বিদেহরাজ জনক-দুহিতা তপস্বিনী সীতা এখনও জীবিত আছেন কিনা, তাহা তুমি বল। তুমি অসাবধান হইলে রাক্ষসগণ কি তাঁহাকে ভক্ষণ করিয়াছে ? ১১

যিনি কখনই দুঃখভোগ করেন না, সেই সুকুমারী বালিকা বিদেহরাজ-দুহিতা সীতা এখন আমার বিয়োগে দুর্মনা হইয়া শোক করিতেছেন।১২

সর্বথা রক্ষসা তেন জিহ্মেন সুদুরাত্মনা।
বদতা লক্ষ্মণেত্যুচ্চৈস্তবাপি জনিতং ভয়ম্ ॥১৩
শ্রুতশ্চ মন্যে বৈদেহ্যা স স্বরঃ সদৃশো মম।
ত্রস্তয়া প্রেষিতস্ত্বঞ্চ দ্রষ্টুং মাং শীঘ্রমাগতঃ ॥১৪
সর্বথা তু কৃতং কষ্টং সীতামুৎসৃজতা বনে।
প্রতিকর্তুং নৃশংসানাং রক্ষসাং দত্তমন্তরম্ ॥১৫
দুঃখিতাঃ খরঘাতেন রাক্ষসা পিশিতাশনাঃ।
তৈঃ সীতা নিহতা ঘোরৈর্ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥১৬
অহোঽস্মি ব্যসনে মগ্নঃ সর্বথা রিপুনাশন।
কিং ত্বিদানীং করিষ্যামি শঙ্কে প্রাপ্তব্যমীদৃশম্ ॥১৭
ইতি সীতাং বরারোহাং চিন্তয়ন্নেব রাঘবঃ।
আজগাম জনস্থানং ত্বরয়া সহলক্ষ্মণঃ ॥১৮
বিগর্হমাণোঽনুজমার্তরূপং ক্ষুধাশ্রমেণৈব পিপাসয়া চ।

সেই দুরাত্মা কুটিল রাক্ষস উচ্চৈঃস্বরে 'হা লক্ষ্মণ! বলিয়া' সর্বপ্রকারে কি তোমারও ভয় উৎপাদন করিয়াছে ? ১৩

আমি মনে করি,—বিদেহরাজ-দুহিতা সীতা আমার শব্দের মত সেই শব্দ শ্রবণ করিয়া থাকিবেন। তিনি ভীতা হইয়া তোমাকে প্রেরণ করিলে তুমি আমাকে দেখিবার জন্য শীঘ্র এখানে আগমন করিয়াছ।১৪

তুমি সীতাকে বনমধ্যে পরিত্যাগ করিয়া সর্বপ্রকারে ক্লেশকর কার্য্য করিয়াছ এবং নৃশংস রাক্ষসদিগকে প্রতিকার করিতে অবসর দিয়াছ।১৫

মাংসভোজী ভয়ঙ্কর রাক্ষসগণ খরের বিনাশে দুঃখিত হইয়াছে, অতএব তাহারা সীতাকে বিনাশ করিবে—সন্দেহ নাই।১৬

হে শত্রুনাশন! আমি সর্বতোভাবে বিপন্ন হইলাম, হায়! এক্ষণে আর কি করিব ? আমার আশঙ্কা হইতেছে যে, আমার এইরূপ বিপদ অবশ্যম্ভাবী। এইরূপে সুন্দরী সীতাকে রাম চিন্তা করিতে করিতে লক্ষ্মণের সহিত ত্বরান্বিত হইয়া জনস্থানে গমন করিলেন।১৭-১৮

বিনিঃশ্বসন্ শুষ্কমুখো বিষণ্ণঃ
প্রতিশ্রয়ং প্রাপ্য সমীক্ষ্য শূন্যম্ ॥১৯
স্বমাশ্রমং স প্রবিগাহ্য বীরো
বিহারদেশাননুসৃত্য কাংশ্চিৎ।
এতত্তদিত্যেব নিবাসভূমৌ
প্রহৃষ্টরোমা ব্যথিতো বভূব ॥২০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অরণ্যকাণ্ডে অষ্টপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥

পিপাসায় শুষ্কবদন এবং ক্ষুধা ও পরিশ্রমে বিষণ্ণ সেই রঘুনন্দন বীর রাম দুঃখার্ত্ত লক্ষ্মণকে ঐরূপ জিজ্ঞাসাপূর্বক নিন্দা করিতে করিতে দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া জনস্থানের যে স্থানে আশ্রম ছিল, তথায় আগমন করিলেন এবং আশ্রমের নিকটস্থ স্থান শূন্য দেখিয়া আশ্রমমধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাও শূন্য দেখিলেন। তিনি আশ্রম-সন্নিহিত প্রত্যেক বিহারস্থানে যাইয়া সেই সমস্ত শূন্য দেখিলেন। এই নিবাসস্থলে সীতা আমার সহিত এইরূপে ক্রীড়া করিতেন এবং এইস্থল তাঁহার ক্রীড়াভূমি, ইত্যাদি চিন্তা করিতে করিতে রোমাঞ্চিত হইলেন ও সীতাকে না দেখিয়া ব্যথিত হইলেন। ১৯-২০

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে অষ্টপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

ঊনষষ্টিতমঃ সর্গঃ

[শ্রীরাম-লক্ষ্মণয়োঃ কথোপকথনম্।]

অথাশ্রমাদুপাবৃত্তমন্তরা রঘুনন্দনঃ।
পরিপপ্রচ্ছ সৌমিত্রিং রামো দুঃখাদিদং বচঃ ॥১
তমুবাচ কিমর্থং ত্বমাগতোঽপাস্য মৈথিলীম্।
যদা সা তব বিশ্বাসাদ্ বনে বিরহিতা ময়া ॥২
দৃষ্ট্বৈবাভ্যাগতং ত্বং মে মৈথিলীং ত্যজ্য লক্ষ্মণ।
শঙ্কমানং মহৎ পাপং যৎ সত্যং ব্যথিতং মনঃ ॥৩
স্ফুরতে নয়নং সব্যং বাহুশ্চ হৃদয়ঞ্চ মে।
দৃষ্ট্বা লক্ষ্মণ দূরে ত্বাং সীতাবিরহিতং পথি ॥৪
এবমুক্তস্তু সৌমিত্রির্লক্ষ্মণঃ শুভলক্ষণঃ।
ভূয়ো দুঃখসমাবিষ্টো দুঃখিতং রামমব্রবীৎ ॥৫
ন স্বয়ং কামকারেণ তাং ত্যক্ত্বাহমিহাগতঃ।
প্রচোদিতস্তয়ৈবোগ্রৈস্ত্বৎসকাশমিহাগতঃ ॥৬

ঊনষষ্টিতম সর্গ

[শ্রীরাম ও লক্ষ্মণের মধ্যে কথাবার্ত্তা।]

অনন্তর রঘুনন্দন রাম আশ্রম হইতে আগত সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণকে দুঃখের সহিত পথিমধ্যে পুনরায় এই বাক্য জিজ্ঞাসা করিলেন।১

যখন আমি তোমার প্রতি বিশ্বাস করিয়াই বনমধ্যে বিদেহরাজ-দুহিতা সীতাকে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি, তখন তুমি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া কি প্রকারে এখানে আগমন করিয়াছ? ২

লক্ষ্মণ! মিথিলারাজ-দুহিতা সীতাকে পরিত্যাগপূর্বক তোমার আগমন দর্শন করিয়া আমার চিত্ত যে ভয়ানক অনিষ্ট আশঙ্কা করত ব্যথিত হইতেছে, তাহা সত্য; যেহেতু পথিমধ্যে দূর হইতেই তোমাকে সীতাহীন দেখিয়া আমার হৃদয়, বামহস্ত ও নয়ন কম্পিত হইতেছে।৩-৪

শুভলক্ষণসম্পন্ন সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণকে দুঃখপীড়িত রাম ঐরূপ বলিলে তিনি আরও দুঃখিত হইলেন এবং দুঃখার্ত রামকে বলিলেন,—আমি নিজের ইচ্ছাবশতঃ এস্থানে আগমন করি নাই, পরন্তু তিনি আমাকে অতি দুর্বাক্য বলিয়া পাঠাইয়াছেন, সেইজন্য তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া এখানে আপনার নিকটে আসিতে বাধ্য হইয়াছি।৫-৬

আর্য্যেণেব পরিক্রুষ্টং লক্ষ্মণেতি সুবিস্বরম্ ।
পরিত্রাহীতি যদ্বাক্যং মৈথিল্যাস্তচ্ছ্রুতিং গতম্ ॥৭
সা তমার্তস্বরং শ্রুত্বা তব স্নেহেন মৈথিলী ।
গচ্ছ গচ্ছেতি মামাশু রুদতী ভয়বিক্লবা ॥৮
প্রচোদ্যমানেন ময়া গচ্ছেতি বহুশস্তয়া ।
প্রত্যুক্তা মৈথিলী বাক্যমিদন্তৎ প্রত্যয়ান্বিতম্ ॥৯
ন তৎপশ্যাম্যহং রক্ষো যদস্য ভয়মাবহেৎ ।
নির্বৃতা ভব নাস্ত্যেতৎ কেনাপ্যেতদুদাহৃতম্ ॥১০
বিগর্হিতঞ্চ নীচঞ্চ কথামার্য্যোঽভিধাস্যতি ।
ত্রাহীতি বচনং সীতে যস্ত্রায়েৎ ত্রিদশানপি ॥১১
কিং নিমিত্তস্তু কেনাপি ভ্রাতুরালম্ব্য মে স্বরম্ ।
বিস্বরং ব্যাহৃতং বাক্যং লক্ষ্মণ ত্রাহি মামিতি ॥১২

রাক্ষসেনেরিতং বাক্যং ত্রাসাৎ ত্রাহীতি শোভনে ।
ন ভবত্যা ব্যথা কার্য্যা কুনারীজনসেবিতা ॥১৩
অলং বিক্লবতাং গন্তুং স্বস্থা ভব নিরুৎসুকা ।
ন চাস্তি ত্রিষু লোকেষু পুমান্ যে রাঘবং রণে ॥১৪
জাতো বা জায়মানো বা সংযুগে যঃ পরাজয়েৎ ।
অজেয়ো রাঘবো যুদ্ধে দেবৈঃ শক্রপুরোগমৈঃ ॥১৫
এবমুক্তা তু বৈদেহী পরিমোহিতচেতনা ।
উবাচাশ্রূণি মুঞ্চন্তী দারুণং মামিদং বচঃ ॥১৬
ভাবো ময়ি তবাত্যর্থং-পাপ এব নিবেশিতঃ ।
বিনষ্টে ভ্রাতরি প্রাপ্তুং ন চ ত্বং মামবাপ্স্যসে ॥১৭
সঙ্কেতাদ্ভরতেন ত্বং রামং সমনুগচ্ছসি ।
ক্রোশন্তং হি যথাত্যর্থং নৈনমভ্যবপদ্যসে ॥১৮

লক্ষ্মণ! আমাকে পরিত্রাণ কর—এইরূপ আপনার স্বরের তুল্য ভয়ব্যাকুল স্বর উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারিত হইলে তাহা মৈথিলী শ্রবণ করিয়াছিলেন।৭

হে আর্য্য! তিনি সেই আর্তনাদ শ্রবণ করত ভয়ে ব্যাকুল হইয়া আপনার প্রতি স্নেহবশতঃ রোদন করিতে করিতে আমাকে 'শীঘ্র যাও', 'শীঘ্র যাও'—ইহা বলিলেন।৮

মিথিলারাজ-দুহিতা আমাকে বারংবার 'গমন কর' এই বাক্য বলিলে তাঁহার বিশ্বাসজনক এই বাক্যে তাঁহাকে প্রত্যুত্তর দিয়াছিলাম—রামের ভয় উৎপাদন করিতে পারে, এইরূপ কোন রাক্ষসকে আমি দেখিতে পাইতেছি না। তাঁহার পক্ষে এইরূপ বাক্য উচ্চারণও সম্ভব নহে; অতএব এইরূপ আর্তনাদ কোনও রাক্ষস করিয়াছে—ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই; আপনি নিবৃত্ত হউন।৯-১০

সীতে! যিনি দেবতাদিগকেও পরিত্রাণ করেন, সেই আর্য্য রাম কি প্রকারে 'আমাকে পরিত্রাণ কর'। এই নীচ ও নিন্দিত বাক্য প্রয়োগ করিবেন? ১১

কোনও রাক্ষস দুরভিসন্ধিবশতঃ আমার ভ্রাতার স্বর নকল করিয়া "লক্ষ্মণ! আমাকে রক্ষা কর" এইরূপ বাক্য উচ্চারণ করিয়াছে।১২

শোভনে! 'আমাকে রক্ষা কর' এইরূপ বাক্য কোন রাক্ষস ভয়বশতঃ বলিয়াছে। আপনি নীচবংশীয় মহিলার ন্যায় ইহাতে ব্যথিতা হইবেন না।১৩

অতএব আপনি ব্যাকুলতা পরিত্যাগ করত সুস্থ হইয়া আমাকে তাঁহার নিকটে প্রেরণ করিবার অভিলাষ পরিত্যাগ করুন। কারণ, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাগণও যুদ্ধে রঘুনন্দন রামকে জয় করিতে পারিবেন না; অধিক কি, তাঁহাকে যুদ্ধে জয় করিতে পারে, ত্রিলোকমধ্যে এইরূপ কোন ব্যক্তি অতীতে জন্মগ্রহণ করে নাই, বর্ত্তমানে করিতেছে না এবং ভবিষ্যতেও করিবে না।১৪-১৫

তখন বিদেহরাজ-কন্যা সীতার চিত্ত অত্যন্ত মোহিত হইয়াছিল, সুতরাং তাঁহাকে আমি সেইরূপ বলিলে তিনি অশ্রুমোচন করিতে করিতে আমাকে এই সুদারুণ বাক্য বলিলেন।১৬

তুই আমার প্রতি অত্যন্ত পাপাভিসন্ধি করিয়াছিস্! রাম নিহত হইলে তুই আমাকে লাভ করিতে বাসনা করিতেছিস্; কিন্তু আমাকে লাভ করিতে পারিবি না। বোধ হইতেছে যে, তুই ভরতের সঙ্কেতানুসারে রামের অনুগমন করিয়াছিস্; যেহেতু তিনি আত্মরক্ষার জন্য অত্যন্ত চীৎকার করিতেছেন, তথাপি তুই তাঁহার নিকটে গমন করিতেছিস্ না।১৭-১৮

রিপুঃ প্রচ্ছন্নচারী ত্বং মদর্থমনুগচ্ছসি।
রাঘবস্যান্তরং প্রেপ্সুস্তথৈনং নাভিপদ্যসে ॥১৯
এবমুক্তস্তু বৈদেহ্যা সংরব্ধো রক্তলোচনঃ।
ক্রোধাৎ প্রস্ফুরমাণোষ্ঠ আশ্রমাদভিনির্গতঃ ॥২০
এবং ব্রুবাণং সৌমিত্রিং রামঃ সন্তাপমোহিতঃ।
অব্রবীদ্দুষ্কৃতং সৌম্য তাং বিনা ত্বমিহাগতঃ ॥২১
জানন্নপি সমর্থং মাং রক্ষসামপবারণে।
অনেন ক্রোধবাক্যেন মৈথিল্যা নির্গতো ভবান্ ॥২২
ন হি তে পরিতুষ্যামি ত্যক্ত্বা যদসি মৈথিলীম্।
ক্রুদ্ধায়াঃ পরুষং শ্রুত্বা স্ত্রিয়া সত্ত্বমিহাগতঃ ॥২৩
সর্বথা ত্বপনীতং তে সীতয়া যৎ প্রচোদিতঃ।
ক্রোধস্য বশমাগম্য নাকরোঃ শাসনং মম ॥২৪
অসৌ হি রাক্ষসঃ শেতে শরেণাভিহতো ময়া।
মৃগরূপেণ যেনাহমাশ্রমাদপবাহিতঃ ॥২৫
বিকৃষ্য চাপং পরিধায় সায়কা
সলীলবাণেন চ তাড়িতো ময়া।
মার্গীং তনুং ত্যজ্য চ বিক্লবস্বরো
বভূব কেয়ূরধরঃ স রাক্ষসঃ ॥২৬
শরাহতেনৈব তদার্তয়া গিরা
স্বরং মমালম্ব্য সুদূরসুশ্রবম্।
উদাহৃতং তদ্বচনং সুদারুণং
ত্বমাগতো যেন বিহায় মৈথিলীম্ ॥২৭

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে ঊনষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥

তুই রঘুনন্দন রামের গুপ্তশত্রু; আমাকে লাভ করিবার জন্য তাঁহার অনুগমন করিয়াছিস্ এবং ছিদ্র অন্বেষণ করিতেছিস্ সেইজন্যই এই সময়ে তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইতেছিস্ না।১৯

বিদেহরাজ-দুহিতা সীতা ঐরূপ বলিলে আমার অত্যন্ত ক্রোধ হইল; এমন কি, ক্রোধে নয়নদ্বয় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল এবং ওষ্ঠ কাঁপিতে লাগিল। পরে আমি আশ্রম হইতে বহির্গত হইয়াছি।২০

লক্ষ্মণ এইরূপ বলিলে রাম সন্তাপে মোহিত হইয়া তাহাকে বলিলেন,—হে শুভদর্শন! সে যাহা হউক, এক্ষণে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া তোমার এখানে আগমন করা অত্যন্ত অন্যায় হইয়াছে।২১

আমি রাক্ষসদিগকে নিবারণ করিতে পারি, ইহা বিশেষরূপে অবগত হইয়াও তুমি কি প্রকারে মিথিলা-রাজ-দুহিতা সীতার ঐ ক্রোধযুক্তবাক্যে আশ্রম হইতে বহির্গত হইয়াছ?২২

তুমি ক্রুদ্ধা স্ত্রীর কর্কশবাক্য শ্রবণ করিয়া মৈথিলীকে পরিত্যাগপূর্ব্বক এখানে যে আগমন করিয়াছ, তাহাতে তোমার প্রতি আমি সন্তুষ্ট হইতেছি না।২৩

তুমি সীতা কর্তৃক নিয়োজিত ও ক্রোধের বশীভূত হইয়া যে, আমার আদেশ প্রতিপালন কর নাই, তোমার এই কার্য্য সর্বতোভাবে নীতির বিরুদ্ধ।২৪

যে মৃগরূপে আমাকে আশ্রম হইতে দূরে লইয়া আসিয়াছে, ঐ দেখ, সেই রাক্ষস আমার শরে নিহত হইয়া ভূতলে শয়ন করিয়া রহিয়াছে।২৫

আমি অবলীলাক্রমে ধনু আকর্ষণপূর্ব্বক বাণসন্ধান করিয়া নিক্ষেপ করিলে তাহা দ্বারা তাড়িত হইয়া মৃগদেহ ত্যাগ করত ভয়ঙ্কর শব্দ করিয়া কেয়ূরধারী রাক্ষস হইল। তুমি যে বাক্য শ্রবণ করিয়া মিথিলারাজপুত্রী সীতাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক চলিয়া আসিয়াছ, দেখ—ঐ রাক্ষস আমার বাণে আহত হইয়া বহুদূরস্থ ব্যক্তির শ্রবণযোগ্য আমার স্বর উচ্চারণপূর্ব্বক কাতরভাবে সেই ভয়ঙ্কর বাক্য প্রয়োগ করিয়াছে।২৬-২৭

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে ঊনষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

ষষ্টিতমঃ সর্গঃ

[বিলপতো রামস্য বৃক্ষ-পশুগণসমীপে সীতাসন্দেশজিজ্ঞাসা, ভ্রান্তবদ্ রুদতো রামস্য সীতান্বেষণঞ্চ]

ভৃশমাব্রজমানস্য তস্যাধো বামলোচনম্ ।
প্রাস্ফুরচ্চাস্খলদ্ রামো বেপথুশ্চাস্য জায়তে ॥১
উপালক্ষ্য নিমিত্তানি সোঽশুভানি মুহুর্মুহুঃ ।
অপি ক্ষেমং তু সীতয়া ইতি বৈ ব্যাজহার হ ॥২
ত্বরমাণো জগামাথ সীতাদর্শনলালসঃ ।
শূন্যমাবসথং দৃষ্ট্বা বভূবোদ্বিগ্নমানসঃ ॥৩
উদ্ভ্রমন্নিব বেগেন বিক্ষিপন্ রঘুনন্দনঃ ।
তত্র তত্রোটজস্থানমভিবীক্ষ্য সমন্ততঃ ॥৪
দদর্শ পর্ণশালাঞ্চ সীতয়া রহিতাং তদা ।
শ্রিয়া বিরহিতাং ধ্বস্তাং হেমন্তে পদ্মিনীমিব ॥৫
রুদন্তমিব বৃক্ষৈশ্চ গ্লানপুষ্পমৃগদ্বিজম্ ।
শ্রিয়াবিহীনং বিধ্বস্তং সন্ত্যক্তং বনদৈবতৈঃ ॥৬
বিপ্রকীর্ণাজিনকুশং বিপ্রবিদ্ধবৃসীকটম্ ।
দৃষ্ট্বা শূন্যোটজস্থানং বিললাপ পুনঃ পুনঃ ॥৭
হৃতা মৃতা বা নষ্টা বা ভক্ষিতা বা ভবিষ্যতি ।
নিলীনাপ্যথবা ভীরুরথবা বনমাশ্রিতা ॥৮
গতা বিচেতুং পুষ্পাণি ফলান্যপি চ বা পুনঃ ।
অথবা পদ্মিনীং যাতা জলার্থং বা নদীং গতা ॥৯
যত্নান্মৃগয়মাণস্তু নাসসাদ বনে প্রিয়াম্ ।
শোকরক্তেক্ষণঃ শ্রীমানুন্মত্ত ইব লক্ষ্যতে ॥১০
বৃক্ষাদ্ বৃক্ষং প্রধাবন্ স গিরীংশ্চাপি নদীনদম্ ।
বভ্রাম বিলপন্ রামঃ শোকপঙ্কার্ণবপ্লুতঃ ॥১১
অস্তি কচ্চিত্ত্বয়া দৃষ্টা সা কদম্বপ্রিয়া প্রিয়া ।
কদম্ব যদি জানীষে শংস সীতাং শুভাননাম্ ॥১২

ষষ্টিতম সর্গ

[শ্রীরাম বিলাপ করিতে করিতে বৃক্ষ ও পশুগণের নিকট সীতার সংবাদ জিজ্ঞাসা ও ভ্রান্তের মত রোদন করিতে করিতে সীতার অনুসন্ধান ।]

অনন্তর রাম আশ্রমের অভিমুখে দ্রুতবেগে গমন করিলে তাঁহার চরণ স্খলিত হইল এবং তাঁহার বাম নয়ন স্পন্দিত ও শরীর কম্পিত হইতে লাগিল ।১

তিনি বারংবার অশুভ নিমিত্তসকল দর্শন করিয়া "সীতার কি মঙ্গল হইবে ?" এইরূপ বলিলেন এবং সীতাকে দেখিবার জন্য সত্বর আশ্রমে গমনপূর্ব্বক তাহা শূন্য দর্শন করিয়া তাঁহার চিত্ত অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল ।২-৩

রঘুনন্দন রাম হস্তবিক্ষেপের সহিত আশ্রমের চতুর্দিকে বেগে ভ্রমণ করত সেই সেই স্থান শূন্য দেখিয়া পর্ণকুটীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন এবং তাহাও হেমন্তে হিমপ্রবাহে বিধ্বস্তা শ্রীহীনা পদ্মিনীর ন্যায় সীতাশূন্য সেই পর্ণশালা শ্রীহীন দর্শন করিলেন ।৪-৫

আশ্রমমণ্ডল সীতা শূন্য হওয়ায় মনে হইতেছে, বৃক্ষসকল নিস্তব্ধ হইয়া রোদন করিতেছে, পুষ্পসকল শুকাইয়া গিয়াছে ও মৃগ-পক্ষিগণ মন-মরা হইয়া বসিয়া আছে ; ঐস্থানের সম্পূর্ণ শোভা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সমস্ত কুটীর ভগ্নপ্রায় হইয়াছে এবং বন দেবতাগণও ঐস্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন ।৬

মৃগচর্ম্ম ও কুশ বিক্ষিপ্ত আছে, মাদুর ও আসন এখানে সেখানে পড়িয়া আছে। রামচন্দ্র ঐ পর্ণশালা শূন্য দেখিয়া বারংবার বিলাপ করিতে লাগিলেন ।৭

হায়! সীতা মরিয়াছেন না কেহ অপহরণ করিয়াছে ? রাক্ষসগণ তাঁহাকে ভক্ষণ করিয়াছে না তিনি নিরুদ্দিষ্টা হইয়াছেন ? কিংবা সেই ভীরু সীতা বন আশ্রয় করিয়া লুক্কায়িতা হইয়াছেন। পুষ্পচয়ন বা ফল আহরণ করিবার জন্য কোনস্থলে গিয়াছেন ? অথবা জল আনিবার জন্য কোনও পুষ্করিণীতে বা নদীতে গমন করিয়াছেন ? ৮-৯

অনন্তর শ্রীমান্ রাম অত্যন্ত যত্নের সহিত বনমধ্যে প্রেয়সী সীতাকে অনুসন্ধান করত তাঁহাকে পাইলেন না ।

স্নিগ্ধপল্লবসঙ্কাশাং পীতকৌশেয়বাসিনীম্।
শংসস্ব যদি সা দৃষ্টা বিল্ব বিল্বোপমস্তনী ॥১৩
অথবাঽর্জুন শংস ত্বং প্রিয়াং তামর্জুনপ্রিয়াম্।
জনকস্য সুতা তন্বী যদি জীবতি বা ন বা ॥১৪
ককুভঃ ককুভোরুং তাং ব্যক্তং জানাতি মৈথিলীম্।
লতাপল্লবপুষ্পাঢ্যো ভাতি হ্যেষ বনস্পতিঃ ॥১৫
ভ্রমরৈরুপগীতশ্চ যথা দ্রুমবরো হ্যসি।
এষ ব্যক্তং বিজানাতি তিলকস্তিলকপ্রিয়াম্ ॥১৬
অশোক শোকাপনুদ শোকোপহতচেতনম্।
ত্বন্নামানং কুরু ক্ষিপ্রং প্রিয়াসন্দর্শনেন মাম্ ॥১৭

যদি তাল ত্বয়া দৃষ্টা পক্বতালোপমস্তনী।
কথয়স্ব বরারোহাং কারুণ্যং যদি তে ময়ি ॥১৮
যদি দৃষ্টা ত্বয়া জম্বো জাম্বূনদসমপ্রভা।
প্রিয়াং যদি বিজানাসি নিঃশঙ্কং কথয়স্ব মে ॥১৯
অহো ত্বং কর্ণিকারাদ্য পুষ্পিতঃ শোভসে ভৃশম্।
কর্ণিকারপ্রিয়াং সাধ্বীং শংস দৃষ্টা যদি প্রিয়া ॥২০
চূত-নীপ-মহাসালান্ পনসান্ কুরবাংস্তথা।
দাড়িমানপি তান্ গত্বা দৃষ্ট্বা রামো মহাযশাঃ ॥২১
বকুলানাথ পুন্নাগাংশ্চন্দনান্ কেতকাংস্তথা।
পৃচ্ছন্ রামো বনে ভ্রান্ত উন্মত্ত ইব লক্ষ্যতে ॥২২

সেই সময় শোকে তাঁহার চক্ষু দুইটি আরক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, তাঁহাকে তখন উন্মত্তের ন্যায় দেখাইতে লাগিল।১০

তিনি শোকরূপ পঙ্কিল সাগরমধ্যে নিমগ্ন হইয়া এবং এক বৃক্ষ হইতে অপর বৃক্ষের নিকট পর্য্যন্ত ধাবিত হইয়া ক্রন্দন করত নদ-নদী ও পর্ব্বতের মধ্যে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।১১

ওহে কদম্ব! তুমি আমার প্রেয়সী মনোহরবদনা সীতার প্রিয়, তুমি তাঁহাকে দেখিয়াছ কি? যদি তুমি তাঁহার সন্ধান কিছু জানিয়া থাক, তবে আমাকে বল।১২

বিল্ব! যাঁহার অঙ্গ মনোহর পল্লবসদৃশ কোমল, যিনি পীতবর্ণ কৌশেয়-বসন পরিধান করিয়া আছেন, সেই সীতার স্তন তোমার ফলের সদৃশ; যদি তুমি তাঁহাকে দর্শন করিয়া থাক, তবে বল।১৩

ওহে অর্জ্জুন! তুমি আমার প্রেয়সী কৃশাঙ্গী জনক-দুহিতা সীতার প্রিয়; অধুনা তিনি জীবিতা আছেন কিনা; ইহা তুমি আমার নিকটে কীর্ত্তন কর।১৪

এই কুটজ বৃক্ষ-লতা, পল্লব ও পুষ্পসমূহে পরিবৃত হইয়া অত্যন্ত শোভা পাইতেছে। হে কুটজ! তুমি বৃক্ষদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং আমার প্রিয়ার উরুদেশ তোমার মত। ভৃঙ্গনিচয় তোমাতে বসিয়া ঝঙ্কার করিতেছে; তুমি আমার প্রিয়ার সংবাদ নিশ্চয়ই জান। (অহো! এই বৃক্ষও উত্তর দিল না।) এই তিলক বৃক্ষ নিশ্চয়ই সীতাকে অবগত আছে। কারণ তিলক সীতার অত্যন্ত প্রিয় ছিল।১৫-১৬

ওহে অশোক! তুমি শোক নাশ করিয়া থাক। আমি এখন সীতার শোকে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছি; তুমি সত্বর আমার প্রিয়াকে দর্শন করাইয়া তোমার নাম যে অশোক অর্থাৎ শোকহীন, তাহাই আমাকে কর।১৭

ওহে তাল! যাঁহার স্তন তোমার পক্ব ফলের সদৃশ, যদি তুমি সেই সুন্দরী সীতাকে দর্শন করিয়া থাক এবং যদি তোমার আমার প্রতি দয়া হয়, তবে আমার নিকটে তাঁহার বৃত্তান্ত বর্ণন কর।১৮

ওহে জাম্ববৃক্ষ! যদি তুমি আমার প্রেয়সী স্বর্ণবর্ণা সীতাকে দেখিয়া থাক এবং তাঁহার বিষয় কিছু জানিয়া থাক, তবে নিঃশঙ্কচিত্তে আমাকে তাঁহার বার্ত্তা প্রদান কর।১৯

ওহে কর্ণিকার! এক্ষণে তুমি পুষ্পিত হইয়া অত্যন্ত শোভিত হইয়াছ, তুমি আমার প্রেয়সী সাধ্বী সীতার প্রিয়া, যদি তাঁহাকে অবলোকন করিয়া থাক, তবে আমার নিকটে বল।২০

মহাযশস্বী রাম বনমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে আম্র, কদম্ব, কাঁঠাল, মহাশাল, কুরব, দাড়িম, বকুল, পুন্নাগ, চন্দন ও কেতক বৃক্ষের নিকটে যাইয়া তাহাদিগকে দর্শন করত সীতার বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতে

অথবা মৃগশাবাক্ষীং মৃগ জানাসি মৈথিলীম্।
মৃগবিপ্রেক্ষণী কান্তা মৃগীভিঃ সহিতা ভবেৎ ॥২৩
গজ সা গজনাসোরুর্যদি দৃষ্টা ত্বয়া ভবেৎ।
তাং মন্যে বিদিতাং তুভ্যমাখ্যাহি বরবারণ ॥২৪
শার্দূল যদি সা দৃষ্টা প্রিয়া চন্দ্রনিভাননা।
মৈথিলী মম বিস্রব্ধঃ কথয়স্ব ন তে ভয়ম্ ॥২৫
কিং ধাবসি প্রিয়ে নূনং দৃষ্টাসি কমলেক্ষণে।
বৃক্ষৈরাচ্ছাদ্য চাত্মানং কিং মাং ন প্রতিভাষসে ॥২৬
তিষ্ঠ তিষ্ঠ বরারোহে ন তেঽস্তি করুণাময়ি।
নাত্যর্থং হাস্যশীলাসি কিমর্থং মামুপেক্ষসে ॥২৭
পীত-কৌশেয়কেনাসি সূচিতা বরবর্ণিনি।
ধাবন্ত্যপি ময়া দৃষ্টা তিষ্ঠ যদ্যস্তি সৌহৃদম্ ॥২৮

নৈব সা নূনমথবা হিংসিতা চারুহাসিনী।
কৃচ্ছ্রং প্রাপ্তং হি মাং নূনং যথোপক্ষিতুমর্হতি ॥২৯
ব্যক্তং সা ভক্ষিতা বালা রাক্ষসৈঃ পিশিতাশনৈঃ।
বিভজ্যাঙ্গানি সর্বাণি ময়া বিরহিতা প্রিয়া ॥৩০
নূনং তচ্ছুভদন্তোষ্ঠং সুনাসং শুভকুণ্ডলম্।
পূর্ণচন্দ্রনিভং গ্রস্তং মুখং নিষ্প্রভতাং গতম্ ॥৩১
সা হি চম্পকবর্ণাভা গ্রীবা গ্রৈবেয়কোচিতা।
কোমলা বিলপন্ত্যাস্তু কান্তায়া ভক্ষিতা শুভা ॥৩২
নূনং বিক্ষিপ্যমাণৌ তৌ বাহূ পল্লবকোমলৌ।
ভক্ষিতৌ বেপমানাগ্রৌ সহস্তাভরণাঙ্গদৌ ॥৩৩
ময়া বিরহিতা বালা রক্ষসাং ভক্ষণায় বৈ।
সার্থেনেব পরিত্যক্তা ভক্ষিতা বহুবান্ধবা ॥৩৪

লাগিলেন। তখন তাঁহাকে উন্মত্তের ন্যায় দেখা যাইতে লাগিল।২১-২২

ওহে মৃগ! তুমি কি আমার প্রেয়সী মৃগশিশুনয়না মিথিলারাজ-পুত্রী সীতাকে অবগত আছ? তিনি মৃগ দর্শনে ঔৎসুক্যবশতঃ মৃগীদিগের সহিত একত্র হইয়া থাকিতেন।২৩

ওহে গজবর! যাঁহার উরু তোমার শুণ্ডের সদৃশ, তুমি সম্ভবতঃ সেই সীতাকে দর্শন করিয়া থাকিবে; আমি মনে করি, তুমি নিশ্চয়ই তাঁহার বৃত্তান্ত অবগত আছ। আমার নিকটে তুমি তাঁহার কথা বল।২৪

ওহে ব্যাঘ্র! যদি তুমি আমার প্রেয়সী মিথিলা-রাজ-তনয়া চন্দ্রাননা সীতাকে দর্শন করিয়া থাক, তবে আমার নিকটে বিশ্বস্তচিত্তে তাঁহার কথা কীর্ত্তন কর, ইহা বলিতে তোমার কোনও ভয় নাই।২৫

হে প্রিয়ে! তুমি কেন ধাবিত হইতেছ? হে কমলনয়নে! আমি তোমাকে দেখিতে পাইতেছি; তুমি কি কারণে বৃক্ষমধ্যে লুক্কায়িত থাকিয়া আমাকে প্রত্যুত্তর দিতেছ না।২৬

হে সুন্দরি! (তুমি যাইও না) তুমি দাঁড়াও, দাঁড়াও, তোমার কি আমার প্রতি দয়া নাই? অয়ি চারুহাসিনি! কিজন্য আমাকে উপেক্ষা করিতেছ? অত্যধিক পরিহাস করা তো তোমার স্বভাব নহে। হে বরবর্ণিনি! আমি তোমাকে দৌড়াইতে দেখিয়াছি; আমি তোমার পীতবর্ণ কৌশেয়বসন দেখিয়া তোমাকে চিনিতে পারিয়াছি; এক্ষণে যদি আমার প্রতি তোমার ভালবাসা থাকে, তবে দাঁড়াও।২৭-২৮

না, এ-ত সেই চারুহাসিনী সীতা নহেন, কেন না, তিনি এইরূপ ক্লেশের সময় কখনই আমাকে উপেক্ষা করিতেন না। রাক্ষসগণ নিশ্চয়ই তাঁহাকে বিনাশ করিয়া থাকিবে। আমি না থাকায় মাংসভোজী রাক্ষসগণ নিশ্চয়ই আমার প্রেয়সী সরলা সীতার অঙ্গসকল বিভক্ত করিয়া ভক্ষণ করিয়াছে।২৯-৩০

মনোহর দন্ত, সুন্দর ওষ্ঠ, মনোজ্ঞ নাসিকা ও সুন্দর কুণ্ডলে অলঙ্কৃত তাঁহার সেই পূর্ণচন্দ্র সদৃশ বদন নিশ্চয়ই রাক্ষসগ্রস্ত হইয়া প্রভাহীন হইয়াছে।৩১

আমার প্রেয়সী সীতা বিলাপ করিতে থাকিলে তাঁহার উৎকৃষ্ট হার ও হাঁসুলী প্রভৃতি ভূষণ ধারণযোগ্যা চম্পকবর্ণাভা কোমলা ও মনোহারিণী গ্রীবা রাক্ষসগণ ভক্ষণ করিয়াছে। নূতন পল্লবের ন্যায় কোমল, বলয় ও অন্যান্য আভরণযুক্ত, যাহার অগ্রভাগ কম্পিত হইতেছে এবং ইতস্তত বিক্ষিপ্ত সীতার হস্তদ্বয় রাক্ষসগণ নিশ্চয়ই ভক্ষণ করিয়াছে।৩২-৩৩

যেমন বহু বান্ধবা কোন স্ত্রী বনমধ্যে সহচর

হা লক্ষ্মণ মহাবাহো পশ্যসে ত্বং প্রিয়াং ক্বচিৎ।
হা প্রিয়ে ক গতা ভদ্রে হা সীতেতি পুনঃ পুনঃ ॥৩৫
ইত্যেবং বিলপন্ রামঃ পরিধাবন্ বনাদ্ বনম্।
ক্বচিদুদ্ভ্রমতে যোগাৎ ক্বচিদ্ বিভ্রমতে বলাৎ ॥৩৬
ক্বচিন্মত্ত ইবাভাতি কান্তান্বেষণতৎপরঃ।
স বনানি নদীঃ শৈলান্ গিরিপ্রস্রবণানি চ ॥
কাননানি চ বেগেন ভ্রমত্যপরিসংস্থিতঃ ॥৩৭

তদা স গত্বা বিপুলং মহদ্ বনং
পরীত্য সর্বং ত্বথ মৈথিলীং প্রতি।
অনিষ্ঠিতাশঃ স চকার মার্গণে
পুনঃ প্রিয়ায়াঃ পরমং পরিশ্রমম্ ॥৩৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অরণ্যকাণ্ডে ষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥

কর্তৃক পরিত্যক্তা হইলে হিংস্রজন্তু তাহাকে ভক্ষণ করে, সেইরূপ সীতা বহুবান্ধবা হইলেও আমরা তাহাকে পরিত্যাগ করায় রাক্ষসগণ তাঁহাকে ভক্ষণ করিয়াছে। তবে বুঝি আমি রাক্ষসদিগের ভক্ষণের জন্যই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলাম।৩৪

হে মহাবাহো লক্ষ্মণ! তুমি কি প্রেয়সী সীতাকে কোথায়ও দেখিতে পাইতেছ? হা ভদ্রে! হা প্রিয়ে সীতে! তুমি কোথায় গিয়াছ? বারংবার এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে তিনি একবন হইতে অন্য বনে দৌড়াইতে লাগিলেন এবং প্রেয়সীর অন্বেষণে তৎপর হইয়া কখনও বেগে ভ্রমণ, কখনও বা বিভ্রান্তিবশতঃ সীতার স্বরূপ হইয়া 'রাম' বলে লম্ফ প্রদান করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহাকে উন্মত্তের ন্যায় দেখাইতে লাগিল। এইরূপে তিনি অস্থিরচিত্তে অনেক পর্ব্বত, নদী, প্রস্রবণ, কানন ও বনমধ্যে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।৩৫-৩৭

পরে তিনি এক অতি মহাবনে প্রবেশ করত সমগ্র বন ভ্রমণ করিয়াও সীতার সন্ধান পাইলেন না। তথাপি তিনি হতাশ হইলেন না; পুনরায় প্রেয়সীর অনুসন্ধানে অত্যন্ত যত্নবান্ হইলেন।৩৮

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে ষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

একষষ্টিতমঃ সর্গঃ

[শ্রীরাম-লক্ষ্মণয়োঃ সীতান্বেষণম্, তামপ্রাপ্য রামস্য ব্যাকুলতা চ ।]

দৃষ্ট্বাশ্রমপদং শূন্যং রামো দশরথাত্মজঃ ।
রহিতাং পর্ণশালাঞ্চ প্রবিদ্ধান্যাসনানি চ ॥১
অদৃষ্ট্বা তত্র বৈদেহীং সন্নিরীক্ষ্য চ সর্বশঃ ।
উবাচ রামঃ প্রাক্রুশ্য প্রগৃহ্য রুচিরৌ ভুজৌ ॥২
ক নু লক্ষ্মণ বৈদেহী কং বা দেশমিতো গতা ।
কেনাহৃতা বা সৌমিত্রে ভক্ষিতা কেন বা প্রিয়া ॥৩
বৃক্ষেণাবার্য্য যদি মাং সীতে হসিতুমিচ্ছসি ।
অলং তে হসিতেনাদ্য মাং ভজস্ব সুদুঃখিতম্ ॥৪
যৈঃ পরিক্রীড়সে সীতে বিশ্বস্তৈর্মৃগপোতকৈঃ ।
এতে হীনাস্ত্বয়া সৌম্যে ধ্যায়ন্ত্যস্রাবিলেক্ষণাঃ ॥৫
সীতয়া রহিতোঽহং বৈ নহি জীবামি লক্ষ্মণ ।
মৃতং শোকেন মহতা সীতাহরণজেন মাম্ ॥৬
পরলোকে মহারাজো নূনং দ্রক্ষ্যতি মে পিতা ।
কথং প্রতিজ্ঞাং সংশ্রুত্য ময়া ত্বমভিযোজিতঃ ॥৭
অপূরয়িত্বা তং কালং মৎসকাশমিহাগতঃ ।
কামবৃত্তমনার্য্যং বা মৃষাবাদিনমেব চ ॥৮
ধিক্ত্বামিতি পরে লোকে ব্যক্তং বক্ষ্যতি মে পিতা ।
বিবশং শোকসন্তপ্তং দীনং ভগ্নমনোরথম্ ॥৯
মামিহোৎসৃজ্য করুণং কীর্ত্তির্নরমিবানৃজুম্ ।
ক গচ্ছসি বরারোহে মা মোৎসৃজ সুমধ্যমে ॥১০

একষষ্টিতম সর্গ

[শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ কর্তৃক সীতার অনুসন্ধান এবং সন্ধান না পাওয়ায় শ্রীরামের ব্যাকুলতা ।]

দশরথতনয় রাম সমস্ত আশ্রমপ্রদেশ শূন্য, পর্ণশালা সীতারহিতা ও আসনগুলি ইতস্তত পতিত দেখিতে পাইলেন ।১

চতুর্দিক্ নিরীক্ষণ করিয়াও বিদেহরাজ-তনয়া সীতাকে দেখিতে না পাইয়া মনোহর হস্তদ্বয় উত্তোলন করত চীৎকার করিয়া বলিলেন ।২

লক্ষ্মণ ! বিদেহরাজ-নন্দিনী সীতা কোথায় ? তিনি এস্থান হইতে কোন্ স্থানে গিয়াছেন ? হে সুমিত্রানন্দন ! আমার প্রেয়সীকে কি কেহ হরণ করিয়াছে কিংবা কেহ ভক্ষণ করিয়াছে ?৩

হে সীতে ! যদি তুমি বৃক্ষমধ্যে লুক্কায়িত থাকিয়া আমার সহিত উপহাস করিতে ইচ্ছা করিয়া থাক, তবে আমি অত্যন্ত দুঃখ পাইব, অতএব তুমি আর উপহাস করিও না, শীঘ্র আমার নিকটে উপস্থিত হও ।৪

হে শুভদর্শনে সীতে ! তুমি যে সমস্ত সুবিশ্বস্ত মৃগশিশুদিগের সহিত ক্রীড়া করিতে, এখন তাহারা তোমার বিরহে অশ্রুপূর্ণনয়নে তোমাকে চিন্তা করিতেছে ।৫

লক্ষ্মণ ! আমি সীতাবিহীন হইয়া জীবন ধারণ করিতে পারিব না। সুতরাং আমি সীতাহরণজন্য শোকে মৃত হইলে নিশ্চয়ই আমার পিতা মহারাজ দশরথ পরলোকে আমাকে দর্শন করিবেন, তুমি আমার আদেশ ও আমার নিকটে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছ সেই প্রতিজ্ঞা পূরণ না করিয়া কি প্রকারে আমার নিকটে আসিয়াছ ? স্বেচ্ছাচারী মিথ্যাবাদী ও নীচ তুমি, অতএব তোমাকে ধিক্ ! নিশ্চয়ই এই কথা বলিবেন। হে সুন্দরি সীতে ! এখন আমি হতাশ, শোকসন্তপ্ত, দীনভাবাপন্ন ও অবশ হইয়া পড়িয়াছি কিন্তু কীর্ত্তি যেরূপ কুটিলচরিত্র ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করে, সেইরূপ তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিতেছ ? হে সুমধ্যমে ! তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিও না ।৬-৯

আমি তোমার বিরহে, স্বীয় জীবন পরিত্যাগ করিব। রঘুনন্দন রাম দুঃখে অতিশয় পীড়িত হইয়া জনক-তনয়া সীতার দর্শনাভিলাষে বিলাপ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সীতাকে কোথাও দেখিতে

ত্বয়া বিরহিতশ্চাহং ত্যক্ষ্যে জীবিতমাত্মনঃ।
ইতীব বিলপন্ রামঃ সীতাদর্শনলালসঃ ॥১১
ন দদর্শ সুদুঃখার্তো রাঘবো জনকাত্মজাম্।
অনাসাদয়মানং তং সীতাং শোকপরায়ণম্ ॥১২
পঙ্কমাসাদ্য বিপুলং সীদন্তমিব কুঞ্জরম্।
লক্ষ্মণো রামমত্যর্থমুবাচ হিতকাম্যয়া ॥১৩
মা বিষাদং মহাবুদ্ধে কুরু যত্নং ময়া সহ।
ইদং গিরিবনং বীর বহুকন্দরশোভিতম্ ॥১৪
প্রিয়কাননসঞ্চারা বনোন্মত্তা চ মৈথিলী।
সা বনং বা প্রবিষ্টা স্যান্নলিনীং বা সুপুষ্পিতাম্ ।১৫
সরিতং বাপি সম্প্রাপ্তা মীনবঞ্জুলসেবিতাম্।
বিত্রাসয়িতুকামা বা লীনা স্যাৎ কাননে ক্বচিৎ ॥১৬
জিজ্ঞাসমানা বৈদেহী ত্বাং মাঞ্চ পুরুষর্ষভ।
তস্যা হ্যন্বেষণে শ্রীমন্ ক্ষিপ্রমেব যতাবহে ॥১৭
বনং সর্বং বিচিনুবো যত্র সা জনকাত্মজা।
মন্যসে যদি কাকুৎস্থ মা স্ম শোকে মনঃ কৃথাঃ ॥১৮

এবমুক্তঃ স সৌহার্দাল্লক্ষ্মণেন সমাহিতঃ।
সহ সৌমিত্রিণা রামো বিচেতুমুপচক্রমে ॥১৯
তৌ বনানি গিরীংশ্চৈব সরিতশ্চ সরাংসি চ।
নিখিলেন বিচিন্বন্তৌ সীতাং দশরথাত্মজৌ ॥২০
তস্য শৈলস্য সানূনি শিলাশ্চ শিখরাণি চ।
নিখিলেন বিচিন্বন্তৌ নৈব তামভিজগ্মতুঃ ॥২১
বিচিত্য সর্বতঃ শৈলং রামো লক্ষ্মণমব্রবীৎ।
নেহ পশ্যামি সৌমিত্রে বৈদেহীং পর্বতে শুভাম্ ॥২২
ততো দুঃখাভিসন্তপ্তো লক্ষ্মণো বাক্যমব্রবীৎ।
বিচরন্ দণ্ডকারণ্যং ভ্রাতরং দীপ্ততেজসম্ ॥২৩
প্রাপ্স্যসে ত্বং মহাপ্রাজ্ঞ মৈথিলীং জনকাত্মজাম্।
যথা বিষ্ণুর্মহাবাহুর্বলিং বদ্ধা মহীমিমাম্ ॥২৪
এবমুক্তস্তু বীরেণ লক্ষ্মণেন স রাঘবঃ।
উবাচ দীনয়া বাচা দুঃখাভিহতচেতনঃ ॥২৫
বনং সুবিচিতং সর্বং পদ্মিন্যঃ ফুল্লপঙ্কজাঃ।
গিরিশ্চায়ং মহাপ্রাজ্ঞ বহুকন্দরনির্ঝরঃ ॥

পাইলেন না। হস্তী যেমন গভীর পঙ্কে পতিত হইয়া অবসন্ন হয়, সেইরূপ তিনি সীতাকে না পাইয়া শোকগ্রস্ত হইয়া অবসন্ন হইলেন তখন লক্ষ্মণ হিতকামনা করিয়া তাঁহাকে বলিলেন।১০-১৩

হে মহাবুদ্ধে! আপনি বিষণ্ণ হইবেন না। আসুন, আমরা এই বহু-কন্দরশোভিত গিরিকাননে তাঁহার অন্বেষণ করি। হে বীর! মিথিলারাজ-দুহিতা সীতা বনদর্শনে নিতান্ত উৎসুক ছিলেন এবং বনে ভ্রমণ করিতে বড়ই ভালবাসিতেন; হয়ত কোন বনে ভ্রমণ করিতে গিয়া থাকিবেন; বা কোন পুষ্পশোভিত পদ্ম সরোবরে কিংবা মৎস্য ও বঞ্জুলনামক পক্ষিশোভিত নদীতে গিয়া থাকিবেন। পুরুষশ্রেষ্ঠ! আমাদিগকে ভয় দেখাইবার জন্য কিংবা আপনি তাঁহাকে কতদূর ভালবাসেন এবং আমি তাঁহাকে কিরূপ ভক্তি করি, তাহা জানিবার অভিলাষে কোন বনে লুক্কায়িত হইয়া থাকিবেন। হে শ্রীমন্! চলুন, শীঘ্র আমরা তাঁহার অন্বেষণে যত্নবান্ হই। আপনি যদি উপযুক্ত বোধ করেন, তবে জনকতনয়া সীতা যে স্থানেই থাকুন, আমরা সকল বনেই তাঁহার অন্বেষণ করিব, অতএব হে কাকুৎস্থ! আপনি বৃথা শোকে অধীর হইবেন না।১৪ ১৮

লক্ষ্মণ সৌহার্দবশতঃ এইরূপ বলিলে রাম সাবধান হইয়া যত্ন সহকারে তাঁহার সহিত অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।১৯

তখন সেই দুই দশরথনন্দন বহু বন, পর্ব্বত, সরোবর, নদী এবং পর্ব্বতের সানু, শিখর ও সমতল-প্রদেশে অন্বেষণ করিয়াও তাঁহাকে পাইলেন না।২০-২১

রাম সমগ্র পর্ব্বত অন্বেষণ করিয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন,—লক্ষ্মণ! এই পর্ব্বতে শুভচরিতা বিদেহরাজ-দুহিতা সীতাকে দেখিতে পাইতেছি না।২২

অনন্তর লক্ষ্মণ দুঃখ-সন্তপ্ত হইয়া দণ্ডকারণ্যে বিচরণ করত দীপ্ততেজাঃ ভ্রাতা রামকে বলিলেন,—হে

ন হি পশ্যামি বৈদেহীং প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সীম্ ॥২৬
এবং স বিলপন্ রামঃ সীতাহরণকর্শিতঃ।
দীনশোকসমাবিষ্টো মুহূর্তং বিহ্বলোঽভবৎ ॥২৭
স বিহ্বলিতসর্বাঙ্গো গতবুদ্ধির্বিচেতনঃ।
বিষসাদাপুরো (?) দীনো নিঃশ্বস্যাশীতমায়তম্ ॥২৮
বহুশঃ স তু নিঃশ্বস্য রামো রাজীবলোচনঃ।
হা প্রিয়েতি বিচুক্রোশ বহুশো বাষ্পগদ্গদঃ ॥২৯
তং সান্ত্বয়ামাস ততো লক্ষ্মণঃ প্রিয়বান্ধবম্।
বহুপ্রকারং শোকার্তঃ প্রশ্রিতঃ প্রশ্রিতাঞ্জলিঃ ॥৩০
অনাদৃত্য তু তদ্বাক্যং লক্ষণোষ্ঠপুটচ্যুতম্।
অপশ্যংস্তাং প্রিয়াং সীতাং প্রাক্রোশৎ স
পুনঃ পুনঃ ॥৩১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অরণ্যকাণ্ডে একষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥

মহাপ্রাজ্ঞ! যেরূপ মহাবাহু বিষ্ণু বলিকে বন্ধন করিয়া এই পৃথিবী প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেইরূপ আপনি পৃথিবীকে বন্ধন করিয়া মিথিলারাজ-সুতা সীতাকে প্রাপ্ত হইবেন। বীর লক্ষ্মণ ঐরূপ বলিলে দুঃখে ব্যথিতচিত্ত রঘুনন্দন রাম কাতরস্বরে বলিলেন।২৩-২৫

হে মহাপ্রাজ্ঞ! সমগ্র বন, প্রস্ফুটিত পদ্ম, পদ্মাকর সরোবরসকল এবং এই বিবিধ কন্দর ও নির্ঝরসমন্বিত পর্ব্বত অন্বেষণ করা হইল, কিন্তু প্রাণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠা বিদেহরাজ-পুত্রী সীতাকে দেখিতে পাইলাম না।২৬

সীতাহরণসন্তপ্ত কমললোচন রাম দীনভাবে এইরূপ বিলাপ করত অত্যন্ত শোকগ্রস্ত হইয়া মুহূর্ত্তকাল বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। তিনি দীন, আতুর, বুদ্ধিহীন ও চৈতন্য-শূন্য হইয়া স্পন্দনহীনদেহে অতি দীর্ঘ উষ্ণ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করত অবসন্ন হইয়া পড়িলেন এবং দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বাষ্পগদ্গদ্ স্বরে বারংবার "হা প্রিয়ে"! বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।২৭-২৯

লক্ষ্মণ তখন শোকার্ত্ত হইয়া যথারীতি অঞ্জলি বন্ধনপূর্ব্বক প্রিয় ভ্রাতাকে বহুভাবে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন।৩০

কিন্তু রাম লক্ষ্মণের মুখনির্গত বাক্য অনাদর করত প্রেয়সী সীতাকে দেখিতে না পাইয়া বারংবার চীৎকার করিতে লাগিলেন।৩১

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে একষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

দ্বিষষ্টিতমঃ সর্গঃ

[শ্রীরামস্য বিলাপঃ ।]

সীতামপশ্যন্ ধর্ম্মাত্মা শোকোপহতচেতনঃ ।
বিললাপ মহাবাহু রামঃ কমললোচনঃ ॥১
পশ্যন্নিব চ তাং সীতামপশ্যন্মন্মথার্দিতঃ ।
উবাচ রাঘবো বাক্যং বিলাপাশ্রয়দুর্বচম্ ॥২
ত্বমশোকস্য শাখাভিঃ পুষ্পপ্রিয়তরা প্রিয়ে ।
আবৃণোষি শরীরং তে মম শোকবিবর্ধনী ॥৩
কদলীকাণ্ডসদৃশৌ কদল্যা সংবৃতাবুভৌ ।
ঊরূ পশ্যামি তে দেবি নাসি শক্তা নিগূহিতুম্ ॥৪
কর্ণিকারবনং ভদ্রে হসন্তী দেবি সেবসে ।
অলং তে পরিহাসেন মম বাধাবহেন বৈ ॥৫*

বিশেষেণাশ্রমস্থানে হাসোঽয়ং ন প্রশস্যতে ।
অবগচ্ছামি তে শীলং পরিহাসপ্রিয়ং প্রিয়ে ॥৬
আগচ্ছ ত্বং বিশালাক্ষি শূন্যোঽয়মুটজস্তব ।
সুব্যক্তং রাক্ষসৈঃ সীতা ভক্ষিতা বা হৃতাপি বা ॥৭
ন হি সা বিলপন্তং মামুপসংপ্রৈতি লক্ষ্মণ ।
এতানি মৃগযূথানি সাশ্রুনেত্রাণি লক্ষ্মণ ॥৮
শংসন্তীব হি মে দেবীং ভক্ষিতাং রজনীচরৈঃ ।
হা মমার্য্যে ক্ব যাতাঽসি হা সাধ্বি বরবর্ণিনি ॥৯
হা সকামাদ্য কৈকেয়ী দেবি মেঽদ্য ভবিষ্যতি ।
সীতয়া সহ নির্যাতো বিনা সীতামুপাগতঃ ॥১০

দ্বিষষ্টিতম সর্গ

[শ্রীরামের বিলাপ ।]

কমললোচন মহাবাহু ধর্ম্মাত্মা রঘুনন্দন রাম সীতাকে দেখিতে না পাইয়া শোকে ব্যাকুলচিত্ত হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন ।১

রঘুনাথ কামবাণে পীড়িত হইয়া সীতাকে দেখিতে না পাইয়াও যেন তাঁহাকে দর্শন করত কাতরভাবে বিলাপ করিতে লাগিলেন ।২

হে প্রিয়ে! পুষ্প তোমার অত্যন্ত প্রিয়, তুমি আমার শোকবর্দ্ধনের জন্য অশোকশাখাসমূহ দ্বারা নিজ শরীর আবৃত (লুক্কায়িত) করিয়াছ ।৩

হে দেবি! আমি তোমার কদলীদ্বারা আবৃত কদলীকাণ্ডসদৃশ ঊরু দেখিতে পাইতেছি, আর তুমি আত্মগোপন করিতে পারিবে না ।৪

হে ভদ্রে! তুমি হাস্য করিতে করিতে কর্ণিকার-বনে বিচরণ করিতেছ; হে দেবি! তুমি এইরূপ পরিহাস করিওনা; ইহাতে আমার অত্যন্ত কষ্ট হইতেছে ।৫

হে প্রিয়ে! আমি মনে করিতেছি যে, তোমার স্বভাব নিতান্ত পরিহাসপ্রিয়; কিন্তু এই আশ্রমে এইরূপে পরিহাস করা উচিত নহে ।৬

হে বিশালনয়নে! তোমার পর্ণকুটীর শূন্য রহিয়াছে, শীঘ্র আগমন কর। লক্ষ্মণ! রাক্ষসগণ নিশ্চয়ই সীতাকে হরণ করিয়াছে কিংবা ভক্ষণ করিয়াছে ।৭

লক্ষ্মণ! আমি বিলাপ করিতে থাকিলে তিনি কখনও পরিহাসচ্ছলেও আমাকে উপেক্ষা করিতেন না। ঐ সমস্ত হরিণ অশ্রুপূর্ণনয়নে যেন আমাকে বলিতেছে যে, রাক্ষসগণ সীতাদেবীকে ভক্ষণ করিয়াছে,—হা আর্য্যে! তুমি কোথায় গিয়াছ? হা বরবর্ণিনি! হা সাধ্বি! হায়! এক্ষণে কৈকেয়ী দেবীর মনোরথ পূর্ণ হইল। হায়! আমি সীতার সহিত অযোধ্যা হইতে নির্গত হইয়াছি, এখন তাঁহাকে ছাড়িয়া অযোধ্যানগরীতে ফিরিয়া যাইয়া কি প্রকারে নিজ

*পরিহাসেন কিং সীতে পরিশ্রান্তস্য মে প্রিয়ে।
অয়ং স পরিহাসোঽপি সাধু দেবি ন রোচতে ॥

কথং নাম প্রবেক্ষ্যামি শূন্যমন্তঃপুরং মম।
নির্বীর্য্য ইতি লোকে মাং নির্দয়শ্চেতি বক্ষ্যতি ॥১১
কাতরত্বং প্রকাশং হি সীতাপনয়নেন মে।
নিবৃত্তবনবাসশ্চ জনকং মিথিলাধিপম্ ॥১২
কুশলং পরিপৃচ্ছন্তং কথং শক্ষ্যে নিরীক্ষিতুম্।
বিদেহরাজো নূনং মাং দৃষ্ট্বা বিরহিতং তয়া ॥১৩
সুতাবিনাশসন্তপ্তো মোহস্য বশমেষ্যতি।
অথবা ন গমিষ্যামি পুরীং ভরতপালিতাম্ ॥১৪
স্বর্গোঽপি হি ত্বয়া হীনঃ শূন্য এব মতো মম।
তন্মাম্ৎস্জ্য হি বনে গচ্ছাযোধ্যাপুরীং শুভাম্ ॥১৫
ন ত্বং তাং বিনা সীতাং জীবেয়ং হি কথঞ্চন।
গাঢ়মাশ্লিষ্য ভরতো বচ্যো মদ্বচনাৎ ত্বয়া ॥১৬
অনুজ্ঞাতোঽসি রামেণ পালয়েতি বসুন্ধরাম্।
অম্বা চ মম কৈকেয়ী সুমিত্রা চ ত্বয়া বিভো ॥১৭
কৌসল্যা চ যথান্যায়মভিবাদ্যা মমাজ্ঞয়া।
রক্ষণীয়া প্রযত্নেন ভবতা সূক্তচারিণা ॥১৮
সীতায়াশ্চ বিনাশোঽয়ং মম চামিত্রসূদন।
বিস্তরেণ জনন্যা মে বিনিবেদ্যস্ত্বয়া ভবেৎ ॥১৯
ইতি বিলপতি রাঘবে তু দীনে
বনমুপগম্য তয়া বিনা সুকেশ্যা।
ভয়বিকলমুখস্তু লক্ষ্মণোঽপি
ব্যথিতমনা ভৃশমাতুরো বভুব ॥২০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে দ্বিষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥

অন্তঃপুরে প্রবেশ করিব? সকলেই আমাকে নির্দয় ও শক্তিহীন বলিবে।৮-১১

রাক্ষসগণ সীতাকে অপহরণ করায় আমার দুর্ব্বলতা প্রকাশিত হইতেছে। বনবাসান্তে যখন বিদেহরাজ-জনক আমাকে কুশল জিজ্ঞাসা করিবেন, তখন আমি তাঁহাকে কি প্রকারে দর্শন করিতে সমর্থ হইব? তিনি আমাকে সীতাবিহীন দেখিয়া এবং কন্যার বিনাশে সন্তপ্তচিত্তে অচৈতন্য হইয়া পড়িবেন; অথবা আমি ভরতপালিতা অযোধ্যানগরীতে যাইব না।১২-১৪

স্বর্গও যদি সীতারহিত হয়, তবে তাহাও আমার শূন্য বোধ হইবে, অতএব লক্ষ্মণ! তুমি আমাকে বনমধ্যে পরিত্যাগ করিয়া মনোহারিণী অযোধ্যানগরীতে গমন কর।১৫

আমি সেই সীতা ব্যতিরেকে কোনক্রমেই জীবিত থাকিব না। তুমি ভরতকে গাঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিয়া আমার বাক্যানুসারে ইহা বলিও যে, রাম তোমাকে রাজ্যপালন করিতে অনুমতি দিয়াছেন, তুমি রাজ্যপালন কর। শত্রুনাশন! তুমি আমার আজ্ঞানুসারে মাতা কৈকেয়ী, সুমিত্রা ও কৌশল্যাদেবীকে অভিবাদন করিও এবং আমার মতানুবর্ত্তী হইয়া আমার জননীর রক্ষণে যত্নবান্ হইও।১৬-১৮

হে শত্রুনাশন! তুমি বিস্তৃতভাবে আমার ও সীতার বিনাশবার্তা মাতা কৌশল্যাকে প্রদান করিও।১৯

রঘুনন্দন রাম সুকেশী সীতাব্যতিরেকে বনমধ্যে দীনভাবে ঐরূপ বিলাপ করিলে লক্ষ্মণের মুখ ভয়ে ব্যাকুলতার ভাব প্রকাশ পাইল এবং তিনি অতীব ব্যথিত হইয়া পীড়িত হইলেন।২০

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে দ্বিষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

ত্রিষষ্টিতমঃ সর্গঃ

[শ্রীরামস্য বিলাপঃ ।]

স রাজপুত্রঃ প্রিয়য়া বিহীনঃ
শোকেন মোহেন চ পীড্যমানঃ ।
বিষাদয়ন্ ভ্রাতরমার্তরূপৌ
ভূয়ো বিষাদং প্রবিবেশ তীব্রম্ ॥১

স লক্ষ্মণং শোকবশাভিপন্নং
শোকে নিমগ্নো বিপুলে তু রামঃ ।
উবাচ বাক্যং ব্যসনানুরূপ-
মুষ্ণং বিনিঃশ্বস্য রুদন্ সশোকম্ ॥২

ন মদ্বিধো দুষ্কৃতকর্মকারী
মন্যে দ্বিতীয়োঽস্তি বসুন্ধরায়াম্ ।
শোকানুশোকো হি পরম্পরায়া
মামেতি ভিন্দন্ হৃদয়ং মনশ্চ ॥৩

পূর্বং ময়া নূনমভীপ্সিতানি
পাপানি কর্মাণ্যসকৃৎকৃতানি ।
তত্রায়মদ্যাপতিতো বিপাকো
দুঃখেন দুঃখং যদহং বিশামি ॥৪

রাজ্যপ্রণাশঃ স্বজনৈর্বিয়োগঃ
পিতুর্বিনাশো জননীবিয়োগঃ ।
সর্বাণি মে লক্ষ্মণ শোকবেগ-
মাপূরয়ন্তি প্রবিচিন্তিতানি ॥৫

সর্বং তু দুঃখং মম লক্ষ্মণেদং
শান্তং শরীরে বনমেত্য ক্লেশম্ ।
সীতাবিয়োগাৎ পুনরপ্যুদীর্ণং
কাষ্ঠৈরিবাগ্নিঃ সহসোপদীপ্তঃ ॥৬

সা নূনমার্য্যা মম রাক্ষসেণ
হ্যভ্যাহৃতা খং সমুপেত্য ভীরুঃ ।
অপস্বরং সুস্বরবিপ্রলাপা
ভয়েন বিক্রন্দিতবত্যভীক্ষ্ণম্ ॥৭

ত্রিষষ্টিতম সর্গ

[শ্রীরামের বিলাপ ।]

প্রিয়াহীন রাজপুত্র রাম ভয়ে শোকে এবং মোহে পীড়িত হইলেন। তিনি স্বয়ং পীড়িত ছিলেন, আবার লক্ষ্মণকে বিষণ্ণ করত আরও অধিক বিষণ্ণ হইলেন।১

তিনি মহাশোকে মগ্ন হইয়া উষ্ণ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করত রোদন করিতে করিতে শোকাক্রান্ত লক্ষ্মণকে বিপদের অনুরূপ শোকসূচক এই কথা বলিলেন।২

আমি মনে করি যে, পৃথিবীতে আমার মত দুষ্কর্ম্মকারী ব্যক্তি আর কেহ নাই ; কেননা, পরম্পরা ক্রমে শোকের পর শোক আসিয়া আমার হৃদয় ও মন বিদ্ধ করত আমাকে আক্রমণ করিতেছে।৩

পূর্বে আমি নিশ্চয়ই স্বেচ্ছামত বারংবার বহুতর পাপজনক কর্ম অনুষ্ঠান করিয়াছি, সেইজন্য এখন তাহার ফল উপস্থিত হইয়াছে, আমি ক্রমশঃ দুঃখের সহিত আরও দুঃখ পাইতেছি।৪

লক্ষ্মণ ! রাজ্যনাশ, স্বজনবিচ্ছেদ, পিতার মৃত্যু ও জননীবিয়োগ—এই সমস্ত চিন্তা করিলে আমার শোকবেগ উচ্ছলিত হইয়া উঠিতেছে।৫

লক্ষ্মণ ! বনমধ্যে ক্লেশ অনুভব করিয়াও আমার সমস্ত দুঃখ শরীরে প্রশমিত হইয়াছিল ; কিন্তু কাষ্ঠদ্বারা অগ্নি যেমন প্রদীপ্ত হয়, সেইরূপ সীতাবিয়োগে আমার দুঃখ পুনরায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে।৬

আমার প্রিয়া শুভচরিতা ভীরু সীতাকে নিশ্চয়ই রাক্ষস আকাশপথে অপহরণ করিয়াছে। আহা, তখন সেই মধুরভাষিণী সীতা ভয়ে অতি বিকৃতস্বরে বারংবার

তৌ লোহিতস্য প্রিয়দর্শনস্য
সদোচিতাবুত্তমচন্দনস্য।
বৃত্তৌ স্তনৌ শোণিতপঙ্কদিগ্ধৌ
নূনং প্রিয়ায়া মম নাভিপাতঃ ॥৮
তস্মক্ষসুব্যক্তমৃদুপ্রলাপং
তস্যা মুখং কুঞ্চিতকেশভারম্।
রক্ষোবশং নূনমুপাগতায়া
ন ভ্রাজতে রাহুমুখে যথেন্দুঃ ॥৯
তাং হারপাশস্য সদোচিতান্তাং
গ্রীবাং প্রিয়ায়া মম সুব্রতায়াঃ।
রক্ষাংসি নূনং পরিপীতবন্তি
শূন্যে হি ভিত্বা রুধিরাশনানি ॥১০
ময়া বিহীনা বিজনে বনে সা
রক্ষোভিরাবৃত্য বিকৃষ্যমাণা।
নূনং বিনাদং কুররীব দীনা
সা মুক্তবত্যায়তকান্তনেত্রা ॥১১

ক্রন্দন করিয়াছে। আমার প্রেয়সীর প্রিয়দর্শন ও গোলাকার যে স্তনযুগল রক্তচন্দনে চর্চিত হইত, সেই স্তনযুগল নিশ্চয়ই রক্তপঙ্কে লিপ্ত হইয়াছে। কিন্তু তথাপি আমার পতন (বিনাশ) হইল না।৭-৮

যেরূপ চন্দ্র রাহুমুখে পতিত হইয়া শোভা পায় না, সেইরূপ আমার প্রিয়ার যে মুখ সুস্পষ্ট, মনোহর ও মৃদু বাক্য বলিত এবং যে মুখ কুঞ্চিতকেশভারে শোভিত হইত, সেই মুখ নিশ্চয়ই রাক্ষসের মুখে শোভা পায় নাই।৯

আমার প্রেয়সী সুব্রতা সীতার যে গ্রীবা নিরন্তর হার দ্বারা শোভিত হইত, সেই গ্রীবা রক্তপায়ী রাক্ষসগণ নিশ্চয়ই ভঙ্গ করিয়া রক্তপান করিয়াছে।১০

আমি তাঁহার নিকটে ছিলাম না বলিয়া রাক্ষস নির্জনবন হইতে যাঁহার বিস্তৃত ও মনোহর নয়ন, সেই সীতাকে যখন বলপূর্বক লইয়া যাইতেছিল, তখন সে নিশ্চয়ই চিলপক্ষীর ন্যায় দীনভাবে বিলাপ করিয়াছিল।১১

অস্মিন্ময়া সার্ধমুদারশীলা
শিলাতলে পূর্বমুপোপবিষ্টা।
কান্তস্মিতা লক্ষ্মণ জাতহাসা
ত্বমাহ সীতা বহুবাক্যজাতম্ ॥১২
গোদাবরীয়ং সরিতাং বরিষ্ঠা
প্রিয়া প্রিয়ায়া মম নিত্যকালম্।
অপ্যত্র গচ্ছেদিতি চিন্তয়ামি
নৈকাকিনী যাতি হি সা কদাচিৎ ॥১৩
পদ্মাননা পদ্মপলাশনেত্রা
পদ্মানি বানেতুমভিপ্রয়াতা।
তদপ্যযুক্তং নহি সা কদাচি-
ন্ময়া বিনা গচ্ছতি পঙ্কজানি ॥১৪
কামং ত্বিদং পুষ্পিতবৃক্ষষণ্ডং
নানাবিধৈঃ পক্ষিগণৈরুপেতম্।
বনং প্রযাতা নু তদপ্যযুক্ত-
মেকাকিনী সাতিবিভেতি ভীরুঃ ॥১৫

লক্ষ্মণ! পূর্বে এই স্থানে মনোহর হাস্যমুখী ও উদারস্বভাবা সীতা শিলাতলে পূর্বমুখে উপবিষ্টা হইয়া হাস্য করিতে করিতে তোমাকে কত কথা বলিয়াছিলেন! যে গোদাবরীনদী নদীসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠা, সে আমার প্রিয়ার নিত্য প্রিয় ছিল। আমার মনে এইরূপ চিন্তা হইতেছে যে, হয় ত বা সীতা তথায় গিয়া থাকিবেন, কিন্তু তিনি ত' একাকিনী কখনই যাইতেন না।১২-১৩

পদ্মপলাশলোচনা পদ্মমুখী সীতা হয়ত পদ্ম আনিবার জন্য গিয়া থাকিবেন, সে চিন্তাও যুক্তিযুক্ত নহে; কেননা, তিনি কখনই আমাকে ছাড়িয়া পদ্ম আনিবার জন্য যাইতেন না।১৪

ইহাও হইতে পারে যে, তিনি নানাবিধ পক্ষিগণে পূর্ণ ও পুষ্পিত-বৃক্ষশোভিত এই বনে গিয়াছেন, কিন্তু তাহাও ঠিক নহে; কেননা, তাঁহার স্বভাব অতি ভীরু, একাকিনী কোথাও যাইতে অত্যন্ত ভয় করিতেন।১৫

আদিত্য ভো লোককৃতাকৃতজ্ঞ
লোকস্য সত্যানৃত-কর্মসাক্ষিন্ ।
মম প্রিয়া সা ক গতা হৃতা বা
শংসস্ব মে শোকহতস্য সর্বম্ ॥১৬
লোকেষু সর্বেষু ন নাস্তি কিঞ্চিৎ
তেন নিত্যং বিদিতং ভবেত্তৎ ।
শংসস্ব বায়ো কুলপালিনীং তাং
মৃতা হৃতা বা পথি বর্ত্ততে বা ॥১৭
ইতীব তং শোকবিধেয়দেহং
রামং বিসংজ্ঞং বিলপন্তমেব ।
উবাচ সৌমিত্রিরদীনসত্ত্বো
ন্যায্যে স্থিতঃ কালযুতঞ্চ বাক্যম্ ॥১৮

শোকং বিসৃজ্যাদ্য ধৃতিং ভজস্ব
সোৎসাহতা চাস্তু বিমার্গণেঽস্যাঃ ।
উৎসাহবন্তো হি নরা ন লোকে
সীদন্তি কর্মস্বতি-দুষ্করেষু ॥১৯
ইতীব সৌমিত্রিমুদগ্রপৌরুষং
ব্রুবন্তমার্ত্তং রঘুবংশসত্তমঃ ।
ন চিন্তয়ামাস ধৃতিং বিমুক্তবান্
পুনশ্চ দুঃখং মহদপ্যুপাগমৎ ॥২০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে ত্রিসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥

হে আদিত্য ! সমস্ত লোক কি করে বা কি করেনা—সমস্তই তুমি জান, তুমি সমস্ত লোকের সত্য ও মিথ্যা-কর্মের সাক্ষী ; আমি নিতান্ত শোকাকুল হইয়াছি। আমার প্রেয়সী সীতা অপহৃতা হইয়াছেন বা কোথাও গিয়াছেন, তুমি সমস্ত আমার কাছে বল।১৬

হে পবন ! সমুদয় লোকমধ্যে এইরূপ কিছুই নাই, যাহা আপনি জানেন না, বলুন—কুলপালিকা সীতাকে কেহ হরণ করিয়াছে কিংবা তিনি মৃতা হইয়াছেন অথবা পথিমধ্যে কোথায়ও অবস্থান করিতেছেন।১৭

যাঁহার চিত্ত কখনও দুর্ব্বল হয় না, যিনি সর্বদা রামের অনুবর্ত্তী সেই সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ শোকাকুলচিত্ত ও চৈতন্যহীন রামকে বিলাপ করিতে দেখিয়া তৎকালোচিত এই কথা বলিয়াছিলেন।১৮

এখন আপনি শোক পরিত্যাগ করিয়া ধৈর্য্য অবলম্বন করত তাঁহার অন্বেষণে উৎসাহী হউন, যেহেতু উৎসাহী মানবগণ ইহজগতে অতি দুষ্কর কার্য্যেও অবসন্ন হন না।১৯

রঘুকুলবর্দ্ধন আর্ত্ত রাম অভিনব পৌরুষবাদী লক্ষ্মণকে এইরূপ বলিতে দেখিয়া ও তাঁহার কথার ঔচিত্য লক্ষ্য না করিয়া ধৈর্য্য পরিত্যাগ করিলেন এবং আরও অধিক দুঃখ প্রাপ্ত হইলেন।২০

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে ত্রিসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

চতুঃষষ্টিতমঃ সর্গঃ

[শ্রীরাম-লক্ষ্মণয়োঃ সীতান্বেষণম্, শ্রীরামস্য শোকাবেগবৃদ্ধিঃ, মৃগসঙ্কেতমনুস্থৃত্য ভ্রাতৃদ্বয়স্য দক্ষিণদিশি গমনম্, পর্বতং প্রতি শ্রীরামস্য ক্রোধঃ, সীতায়া অন্বেষণম্, সীতায়া অলঙ্কারচিহ্নং যুদ্ধচিহ্নঞ্চাবলোক্য দেবতাপ্রভৃতীন্ প্রতি শ্রীরামস্য ক্রোধশ্চ।]

স দীনো দীনয়া বাচা লক্ষ্মণং বাক্যমব্রবীৎ।
শীঘ্রং লক্ষ্মণ জানীহি গত্বা গোদাবরীং নদীম্ ॥১
অপি গোদাবরীং সীতা পদ্মান্যানয়িতুং গতা।
এবমুক্তস্তু রামেণ লক্ষ্মণঃ পুনরেব হি ॥২
নদীং গোদাবরীং রম্যাং জগাম লঘুবিক্রমঃ।
তাং লক্ষ্মণস্তীর্থবতীং বিচিত্বা রামমব্রবীৎ ॥৩
নৈনাং পশ্যামি তীর্থেষু ক্রোশতো ন শৃণোতি মে।
কং নু সা দেশমাপন্না বৈদেহী ক্লেশনাশিনী ॥৪
ন হি তং বেদ্মি বৈ রাম যত্র সা তনুমধ্যমা।
লক্ষ্মণস্য বচঃ শ্রুত্বা দীনঃ সন্তাপমোহিতঃ ॥৫
রামঃ সমভিচক্রাম স্বয়ং গোদাবরীং নদীম্।
স তামুপস্থিতো রামঃ ক্ব সীতেত্যেবমব্রবীৎ ॥৬
ভূতানি রাক্ষসেন্দ্রেণ বধার্হেণ হৃতামপি।
ন তাং শশংসূ রামায় তথা গোদাবরী নদী॥৭
ততঃ প্রচোদিতা ভূতৈঃ শংস চাস্মৈ প্রিয়ামিতি।
ন চ সা হ্যবদৎ সীতাং পৃষ্টা রামেণ শোচতা ॥৮
রাবণস্য চ তদ্রূপং কর্মাপি চ দুরাত্মনঃ।
ধ্যাত্বা ভয়াত্তু বৈদেহীং সা নদী ন শশংস হ ॥৯
নিরাশস্তু তয়া নদ্যা সীতায়া দর্শনে কৃতঃ।
উবাচ রামঃ সৌমিত্রিং সীতাদর্শনকর্শিতঃ ॥১০

চতুঃষষ্টিতম সর্গ

[শ্রীরাম লক্ষ্মণ কর্তৃক সীতার অনুসন্ধান, শ্রীরামের শোকাবেগ বৃদ্ধি, মৃগের সঙ্কেত অনুসারে দুই ভ্রাতার দক্ষিণদিকে গমন, পর্বতের প্রতি শ্রীরামের ক্রোধ, সীতার অনুসন্ধান, সীতার অলঙ্কারচিহ্ন ও যুদ্ধের চিহ্ন দেখিয়া দেবতা প্রভৃতির প্রতি শ্রীরামের ক্রোধ।]

দীনভাবাপন্ন রাম দীনবাক্যে লক্ষ্মণকে বলিলেন,—লক্ষ্মণ! তুমি শীঘ্র গোদাবরীনদীতে গিয়া জান, যদি সীতা পদ্ম আনিবার জন্য তথায় গিয়া থাকেন। লক্ষ্মণকে রাম এইকথা বলিলে লক্ষ্মণ ত্বরিতগতিতে পুনরায় রমণীয় তীর্থ (ঘাট)-শোভিতা গোদাবরীনদীতে গমন করিলেন এবং তথায় অন্বেষণ করিয়া প্রত্যাগমন পূর্বক তাঁহাকে বলিলেন,—আমি গোদাবরীর সমুদয় ঘাট দর্শন করিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না, অনেক চীৎকারও করিয়াছি, তথাপি তিনি শুনিতে পান নাই। যাঁহার কটিদেশ ক্ষীণ এবং যিনি ক্লেশনাশিনী, সেই সীতা কোথায় গিয়াছেন, তাহা আমি জানিতে পারিতেছি না। সন্তাপমোহিত ও দীনভাবাপন্ন রাম লক্ষ্মণের এইবাক্য শ্রবণ করিয়া নিজেই গোদাবরীনদীতে গমন করিলেন এবং তথায় উপস্থিত হইয়া তাহাকে সীতা কোথায় গিয়াছেন—ইহা জিজ্ঞাসা করিলেন। সমস্ত প্রাণী, গোদাবরীনদী প্রভৃতি কেহই তাঁহাকে ইহা বলিলেন না যে, বধযোগ্য যে রাক্ষসেন্দ্র রাবণ আপনার হাতে নিহত হইবেন, সে-ই সীতাকে হরণ করিয়াছে।১-৭

শোক প্রকাশ করিতে করিতে রাম গোদাবরীনদীকে সীতার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন কিন্তু প্রাণীগণ কর্তৃক 'ইহাকে প্রিয়ার বার্তা বল' এইরূপ নিয়োজিতা হইয়াও তিনি তাঁহাকে প্রিয়ার কথা বলিলেন না।৮

গোদাবরীনদী দুরাত্মা রাবণের তাদৃশ রূপ ও কর্ম চিন্তা করিয়া ভয়ে রামকে বিদেহরাজ-কন্যা সীতার কোন কথা বলিলেন না।৯

সীতাদর্শনে উৎসুক রাম সেই নদী কর্তৃক সীতার দর্শন হইতে নিরাশ হইয়া সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণকে বলিলেন।১০

এষা গোদাবরী সৌম্য কিঞ্চিন্ন প্রতিভাষতে।
কিং তু লক্ষ্মণ বক্ষ্যামি সমেত্য জনকং বচঃ ॥১১
মাতরং চৈব বৈদেহ্যা বিনা তমহমপ্রিয়ম্।
যা মে রাজ্যবিহীনস্য বনে বন্যেন জীবতঃ ॥১২
সর্বং ব্যপনয়চ্ছোকং বৈদেহী ক্ব নু সা গতা।
জ্ঞাতিবর্গবিহীনস্য বৈদেহীমপ্যপশ্যতঃ ॥১৩
মন্যে দীর্ঘা ভবিষ্যন্তি রাত্রয়ো মম জাগ্রতঃ।
মন্দাকিনীং জনস্থানমিমং প্রস্রবণং গিরিম্ ॥১৪
সর্বাণ্যনুচরিষ্যামি যদি সীতা হি লভ্যতে।
এতে মহামৃগা বীর মামীক্ষন্তে পুনঃ পুনঃ ॥১৫
বক্তুকামা ইহ হি মে ইঙ্গিতান্যুপলক্ষয়ে।
তাংস্তু দৃষ্ট্বা নরব্যাঘ্রো রাঘবঃ প্রত্যুবাচ হ ॥১৬
ক্ব সীতেতি নিরীক্ষন্ বৈ বাষ্পসংরুদ্ধয়া গিরা।
এবমুক্তা নরেন্দ্রেণ তে মৃগাঃ সহসোত্থিতাঃ ॥১৭
দক্ষিণাভিমুখাঃ সর্বে দর্শয়ন্তো নভঃস্থলম্।
মৈথিলী হ্রিয়মাণা সা দিশং যামভ্যপদ্যত ॥১৮
তেন মার্গেণ গচ্ছন্তো নিরীক্ষন্তে নরাধিপম্।
যেন মার্গঞ্চ ভূমিঞ্চ নিরীক্ষন্তে স্ম তে মৃগাঃ ॥১৯
পুনর্নদন্তো গচ্ছন্তি লক্ষ্মণেনোপলক্ষিতাঃ।
তেষাং বচনসর্বস্বং লক্ষয়ামাস চেঙ্গিতম্ ॥২০
উবাচ লক্ষ্মণো ধীমান্ জ্যেষ্ঠং ভ্রাতরমার্তবৎ।
ক্ব সীতেতি ত্বয়া পৃষ্টা যদি মে সহসোত্থিতাঃ ॥২১
দর্শয়ন্তি ক্ষিতিং চৈব দক্ষিণাঞ্চ দিশং মৃগাঃ।
সাধু গচ্ছাবহে দেব দিশমেতাঞ্চ নৈঋর্তীম্ ॥২২
যদি তস্যাগমঃ কশ্চিদার্য্যা বা সাহথ লক্ষ্যতে।
বাঢ়মিত্যেব কাকুৎস্থঃ প্রস্থিতো দক্ষিণাং দিশম্ ॥২৩
লক্ষ্মণানুগতঃ শ্রীমান্ বীক্ষমাণো বসুন্ধরাম্।
এবং সম্ভাষমাণৌ তাবন্যোন্যং ভ্রাতরাবুভৌ ॥২৪
বসুন্ধরায়াং পতিতপুষ্পমার্গেণ পশ্যতাম্।
পুষ্পবৃষ্টিং নিপতিতাং দৃষ্ট্বা রামো মহীতলে ॥২৫
উবাচ লক্ষ্মণং বীরো দুঃখিতো দুঃখিতং বচঃ।
অভিজানামি পুষ্পাণি তানীমানীহ লক্ষ্মণ ॥২৬

হে শুভদর্শন লক্ষ্মণ! এই গোদাবরী নদী কিছুই প্রত্যুত্তর করিতেছে না। আমি বিদেহরাজ-দুহিতা সীতাকে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার মাতার ও জনকরাজের নিকটে গিয়া কি প্রকারে এই অপ্রিয় কথা বলিব? রাজ্যভ্রষ্ট হইবার পরে বনমধ্যে বন্য ফলমূলাদি দ্বারা জীবন রক্ষা করিবার সময়েও যিনি আমার শোক বিনষ্ট করিতেন, সেই বিদেহরাজ-সুতা সীতা কোথায় গিয়াছেন? আমি জ্ঞাতিবর্গ হীন হইয়াছি, এক্ষণে সীতাকেও যদি দেখিতে না পাই, তাহা হইলে সীতার চিন্তায় জাগরণ করিতে করিতে আমার পক্ষে রাত্রি সকলও অতি বৃহৎ হইবে। মন্দাকিনী, জনস্থান ও এই প্রস্রবণনামক পর্বত—এই সকলস্থানেই আমি বিচরণ করিয়া দেখিব—সীতাকে পাই কিনা। হে বীর! ঐ মহামৃগসকল আমাকে বারংবার অবলোকন করিতেছে।১১-১৫

আমি ঐ মৃগদিগের ইঙ্গিত লক্ষ্য করিয়া বোধ করিতেছি যে, উহারা আমাকে কিছু বলিতে ইচ্ছা করিতেছে। নরোত্তম রঘুনন্দন রাম মৃগদিগকে নিরীক্ষণ করত বাষ্প গদ্গদ বাক্যে বলিলেন—সীতা কোথায়? নরেন্দ্র রাম সেই মৃগ সকলকে এইরূপ বলিলে তাহারা সহসা উত্থিত হইয়া তাঁহাকে আকাশ মণ্ডল দর্শন করাইয়া দক্ষিণাভিমুখ হইল এবং মিথিলারাজ-কন্যা সীতা যে দিক দিয়া হৃতা হইয়াছেন, সেই দক্ষিণদিক্ দিয়া গমন করত নরপতি রামকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। শব্দ পূর্বক তাহারা যে পথ দিয়া গমন করিয়া পথ ও ভূমি দেখিতেছিল, ধীমান্ লক্ষ্মণ তাহা লক্ষ্য করিলেন এবং তাহাদিগের সেই ইঙ্গিতই তাহাদের প্রত্যুত্তরবাক্য বলিয়া বুঝিতে পারিলেন।১৬-২০

বুদ্ধিমান্ লক্ষ্মণ আর্ত্তের ন্যায় জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামকে বলিলেন,—"সীতা কোথায়"? আপনি ইহা জিজ্ঞাসা করিলে ঐ মৃগসকল সহসা উত্থিত হইয়া দক্ষিণদিক্ ও ভূমি প্রদর্শন করাইতেছে। অতএব হে দেব!

অপিনদ্ধানি বৈদেহ্যা ময়া দত্তানি কাননে।
মন্যে সূর্য্যশ্চ বায়ুশ্চ মেদিনী চ যশস্বিনী ॥২৭
অভিরক্ষন্তি পুষ্পাণি প্রকুর্বন্তো মম প্রিয়ম্।
এবমুক্ত্বা মহাবাহুর্লক্ষ্মণং পুরুষর্ষভম্ ॥২৮
উবাচ রামো ধর্মাত্মা গিরিং প্রস্রবণাকুলম্।
কচ্চিৎ ক্ষিতিভৃতাং নাথ দৃষ্টা সর্বাঙ্গসুন্দরী ॥২৯
রামা রম্যে বনোদ্দেশে ময়া বিরহিতা ত্বয়া।
ক্রুদ্ধোঽব্রবীদ্ গিরিং তত্র সিংহঃ ক্ষুদ্র-মৃগং যথা ॥৩০
তাং হেমবর্ণাং হেমাঙ্গীং সীতাং দর্শয় পর্বত।
যাবৎ সানূনি সর্বাণি ন তে বিধ্বংসয়াম্যহম্ ॥৩১
এবমুক্তস্তু রামেণ পর্বতো মৈথিলীং প্রতি।
দর্শয়ন্নিব তাং সীতাং নাদর্শয়ত রাঘবে ॥৩২

ততো দাশরথী রাম উবাচ চ শিলোচ্চয়ম্।
মম বাণাগ্নিনির্দগ্ধো ভস্মীভূতো ভবিষ্যসি ॥৩৩
অসেব্যঃ সর্বতশ্চৈব নিস্তৃণ-দ্রুমপল্লবঃ।
ইমাং বা সরিতং চাদ্য শোষয়িষ্যামি লক্ষ্মণ ॥৩৪
যদি নাখ্যাতি মে সীতামদ্যচন্দ্রনিভাননাম্।
এবং প্ররুষিতো রামো দিধক্ষন্নিব চক্ষুষা ॥৩৫
দদর্শ ভূমৌ নিষ্ক্রান্তং রাক্ষসস্য পদং মহৎ।
ত্রস্তায়া রামকাঙ্ক্ষিণ্যাঃ প্রধাবন্ত্যা ইতস্ততঃ ॥৩৬
রাক্ষসেনানুসৃপ্তায়া বৈদেহ্যাশ্চ পদানি তু।
স সমীক্ষ্য পরিক্রান্তং সীতায়া রাক্ষসস্য চ ॥৩৭
ভগ্নং ধনুশ্চ তূণী চ বিকীর্ণং বহুধা রথম্।
সম্ভ্রান্তহৃদয়ো রামঃ শশংস ভ্রাতরং প্রিয়ম্ ॥৩৮

আমরা নৈঋত দিকে গমন করি। যদি তথায় আর্য্যা সীতার দর্শন পাওয়া যায় অথবা তাঁহার প্রাপ্তির কোনও উপায় নির্দ্ধারিত হয়। তখন কাকুৎস্থ রাম শ্রীমান্ লক্ষ্মণকে "তাহাই হউক" বলিয়া তাঁহার সহিত ভূমিভাগ দর্শন করত দক্ষিণদিকে প্রস্থান করিলেন সেই উভয় ভ্রাতা পরস্পর আলাপ করত যাইতে দেখিলেন যে, পথ পতিত পুষ্পসমূহে পূর্ণ রহিয়াছে। বীর রাম ভূতলে পুষ্পবৃষ্টিপতন দর্শন করত দুঃখিত হইয়া দুঃখপূর্ণবাক্য লক্ষ্মণকে বলিলেন,—লক্ষ্মণ! আমি বিশেষভাবে জানিতে পারিতেছি যে, বনমধ্যে বিদেহী সীতাকে আমি যে সমস্ত পুষ্প প্রদান করিয়াছিলাম। তিনি তাহাই অঙ্গে ধারণ করিয়াছিলেন, আমি মনে করি যে, বায়ু, সূর্য্য ও যশস্বিনী পৃথিবী আমার প্রিয় সম্পাদন করত ঐ সমস্ত পুষ্প রক্ষা করিয়াছেন। মহাবাহু ধর্মাত্মা রাম পুরুষশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণকে এইরূপ বলিয়া বহু-প্রস্রবণ নামক পর্বতকে বলিলেন—ওহে পর্বতশ্রেষ্ঠ তুমি কি রমণীয় বনমধ্যে মদ্বিরহিতা সর্বাঙ্গসুন্দরী কমনীয়া সীতাকে দর্শন করিয়াছ? পর্বতের নিকট হইতে কোন উত্তর না পাইয়া সিংহ যেমন ক্ষুদ্র মৃগকে বলে, সেইরূপ রাম ক্রুদ্ধ হইয়া পুনরায় তাহাকে বলিলেন। হে পর্ব্বত! আমি যে পর্য্যন্ত না তোমার শিখরসকল ধ্বংস না করি, সেই সময়ের মধ্যে তুমি আমাকে হেমবর্ণা হেমাঙ্গী সীতাকে দেখাইয়া দাও।২১-৩১

রঘুনন্দন রাম প্রস্রবণগিরিকে মিথিলারাজ-পুত্রী সীতাসম্বন্ধে এইরূপ বলিলে পর্বত তাঁহাকে সীতা দেখাইতে অভিলাষ করিয়াও দেখাইতে পারিলেন না।৩২

অনন্তর দশরথতনয় রাম তাঁহাকে পুনরায় বলিলেন,—রে পর্ব্বত! তুই আমার বাণানলে দগ্ধ হইয়া ভস্মীভূত হইবি।৩৩

তোর চতুর্দিকস্থ বৃক্ষ ও তৃণসকল পত্রশূন্য হইয়া সকল ব্যক্তিরই অসেবনীয় হইবে। লক্ষ্মণ! এই গোদাবরী-নদী যদি আমাকে চন্দ্রমুখী সীতার বার্ত্তা প্রদান না করেন, তবে আমি ইঁহাকেও বাণানলে শুকাইয়া ফেলিব। এইরূপে রোষদীপ্ত রাম যেন নয়নানলে দগ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে অবলোকন করিতে করিতে ভূমিতলে রাক্ষসের বৃহৎ পদচিহ্নসকল দেখিতে পাইলেন এবং রাক্ষসগণ যাঁহার অনুগমন করিতেছে, রামাভিলাষিণী রাবণভয়ে ভীতা, আত্মরক্ষার জন্য ইতস্ততঃ ধাবমান বিদেহ-রাজসুতা সেই সীতারও অনেক পদচিহ্ন তাঁহার নয়নগোচর হইল। তিনি সীতা ও রাক্ষসের পরিভ্রমণচিহ্ন, ভগ্ন ধনু, ভগ্ন

পশ্য লক্ষ্মণ বৈদেহ্যা কীর্ণাঃ কনকবিন্দবঃ।
ভূষণানাং হি সৌমিত্রে মাল্যানি বিবিধানি চ ॥৩৯
তপ্তবিন্দুনিকাশৈশ্চ চিত্রৈঃ ক্ষতজবিন্দুভিঃ।
আবৃতং পশ্য সৌমিত্রে সর্বতো ধরণীতলম্ ॥৪০
মন্যে লক্ষ্মণ বৈদেহী রাক্ষসৈঃ কামরূপিভিঃ।
ভিত্ত্বা ভিত্ত্বা বিভক্তা বা ভক্ষিতা বা ভবিষ্যতি ॥৪১
তস্যা নিমিত্তং সীতায়া দ্বয়োর্বিবদমানয়োঃ।
বভূব যুদ্ধং সৌমিত্রে ঘোরং রাক্ষসয়োরিহ ॥৪২
মুক্তামণিচিতং চেদং রমণীয়ং বিভূষিতম্।
ধরণ্যাং পতিতং সৌম্য কস্য ভগ্নং মহদ্ধনুঃ ॥৪৩
রাক্ষসানামিদং বৎস সুরাণামথবাপি বা।
তরুণাদিত্যসঙ্কাশং বৈদূর্য্যগুলিকাচিতম্ ॥৪৪
বিশীর্ণং পতিতং ভূমৌ কবচং কস্য কাঞ্চনম্।
ছত্রং শতশলাকঞ্চ দিব্যমাল্যোপশোভিতম্ ॥৪৫
ভগ্নদণ্ডমিদং সৌম্য ভূমৌ কস্য নিপাতিতম্।
কাঞ্চনোরশ্ছদাশ্চেমে পিশাচবদনাঃ খরাঃ ॥৪৬
ভীমরূপা মহাকায়াঃ কস্য বা নিহতা রণে।
দীপ্তপাবকসঙ্কাশো দ্যুতিমান্ দ্যুসমরধ্বজঃ ॥৪৭
অপবিদ্ধশ্চ ভগ্নশ্চ কস্য সাঙ্গ্রামিকো রথঃ।
রথাক্ষমাত্রা বিশিখাস্তপনীয়বিভূষণাঃ ॥৪৮
কস্যেমে নিহতা বাণাঃ প্রকীর্ণা ঘোরদর্শনাঃ।
শরাবরৌ শরৈঃ পূর্ণৌ বিধ্বস্তৌ পশ্য লক্ষ্মণ ॥৪৯
প্রতোদাভীযুহস্তোঽয়ং কস্য বা সারথির্হতঃ।
পদবী পুরুষস্যৈষা ব্যক্তং কস্যাপি রক্ষসঃ ॥৫০
বৈরং শতগুণং পশ্য মম তৈর্জীবিতান্তকম্।
সুঘোরহৃদয়ৈঃ সৌম্য রাক্ষসৈঃ কামরূপিভিঃ ॥৫১
হৃতা মৃতা বা বৈদেহী ভক্ষিতা বা তপস্বিনী।
ন ধর্মস্ত্রায়তে সীতাং হ্রিয়মাণাং মহাবনে ॥৫২

তূণদ্বয়, বহুভাবে ছিন্নভিন্ন রথ অবলোকন করিয়া তাঁহার হৃদয় অস্থির হইয়া পড়িল, তিনি প্রিয় ভ্রাতা লক্ষ্মণকে বলিলেন,—লক্ষ্মণ! ঐ দেখ, সীতার ভূষণের স্বর্ণখণ্ডসকল ও বিবিধ মালা পড়িয়া আছে।৩৪-৩৯

হে সুমিত্রানন্দন! দেখ, ভূমিতল চতুর্দিকে স্বর্ণবিন্দুর মত বিচিত্র রক্তবিন্দুসমূহে পূর্ণ রহিয়াছে।৪০

হে লক্ষ্মণ! আমি মনে করি যে, কামরূপী রাক্ষসগণ বিদেহী সীতাকে বহুভাগে ছেদন করিয়া নিজেদের মধ্যে বিভাগ করত ভক্ষণ করিয়াছে।৪১

হে সুমিত্রানন্দন! সেই সীতার জন্য বিবাদ করিয়া দুই রাক্ষসের মধ্যে এইস্থানে ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছে।৪২

হে শুভদর্শন! ভূতলে পতিত, মুক্তামণিযুক্ত সুবিভূষিত ও রমণীয় এই ভগ্ন ধনু কাহার? ৪৩

বৎস! এই তরুণসূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিশালী বৈদূর্য্যময় গুলিকা-সংযুক্ত এই ধনু রাক্ষসদিগের বা দেবতাদিগের হইবে।৪৪

ভূতলে পতিত বিশীর্ণ কাঞ্চনময় এই কবচ ও দিব্যমাল্যশোভিত শতশলাকাযুক্ত এই ছত্র কাহার? ৪৫

কাহার এই ভগ্নদণ্ড রথ ভূতলে পতিত রহিয়াছে? কাহার এই ভয়ঙ্কর রূপ, বৃহৎকায়, কাঞ্চনময় বর্ম্মপরিহিত ও পিশাচবদন গাধাসকল যুদ্ধে নিহত হইয়াছে? অগ্নিতুল্য এই প্রজ্বলিত দ্যুতিসম্পন্ন যুদ্ধধ্বজ ও সংগ্রামোপযোগী রথ ভগ্ন হইয়া পতিত রহিয়াছে—ইহাই বা কাহার? কাহার এই রথাক্ষ পরিমিত, স্বর্ণভূষিত ভয়ঙ্কর বাণসমূহ নষ্ট হইয়াছে ও ছড়াইয়া পড়িয়া আছে? লক্ষ্মণ! ঐ দেখ, বাণপূর্ণ তূণ দুইটি বিধ্বস্ত হইয়া পতিত রহিয়াছে।৪৬-৪৯

কাহার চাবুক ও লাগামধারী এই সারথি নিহত হইয়াছে? ঐ পদচিহ্ন নিশ্চয়ই কোন রাক্ষসের হইবে।৫০

হে শুভদর্শন! অতি ভয়ঙ্করহৃদয় কামরূপী রাক্ষসদিগের সহিত আমার জীবনান্তকর মহাশত্রুতা উৎপন্ন হইয়াছে—অবলোকন কর।৫১

তপস্বিনী সীতা মরিয়া গিয়াছে অথবা রাক্ষসগণ

কস্যেমে পুরুষব্যাঘ্র শয়াতে নিহতৌ যুধি।
চামরগ্রাহিণৌ (?) সৌম্য সোষ্ণীষমণিকুণ্ডলৌ ॥

ভক্ষিতায়াং হি বৈদেহ্যাং হৃতায়ামপি লক্ষ্মণ।
কে হি লোকে প্রিয়ং কর্ত্তুং শক্তাঃ সৌম্য মমেশ্বরাঃ॥৫৩
কর্তারমপি লোকানাং শূরং করুণবেদিনম্।
অজ্ঞানাদবমন্যেরন্ সর্বভূতানি লক্ষ্মণ ॥৫৪
মৃদুং লোকহিতে যুক্তং দান্তং করুণবেদিতম্।
নির্বীর্য্য ইতি মন্যন্তে নূনং মাং ত্রিদশেশ্বরাঃ ॥৫৫
মাং প্রাপ্য হি গুণো দোষঃ সংবৃত্তঃ পশ্য লক্ষ্মণ।
অদ্যৈব সর্বভূতানাং রক্ষসামভবায় চ ॥৫৬
সংহৃত্যেব শশিজ্যোৎস্নাং মহান্ সূর্য্য ইবোদিতঃ।
সংহৃত্যেব গুণান্ সর্বান্ মম তেজঃ প্রকাশতে ॥৫৭
নৈব যক্ষা ন গন্ধর্বা ন পিশাচা ন রাক্ষসাঃ।
কিন্নরা বা মনুষ্যা বা সুখং প্রাপ্স্যন্তি লক্ষ্মণ ॥৫৮

তাঁহাকে হরণ করিয়াছে বা ভক্ষণ করিয়াছে; মহাবনমধ্যে তিনি অপহৃতা হইলে ধর্ম্ম তাঁহাকে রক্ষা করিলেন না।৫২

হে শুভদর্শন লক্ষ্মণ! যদি কেহ বৈদেহী সীতাকে হরণ বা ভক্ষণ করিয়া থাকে, তবে দেবতাগণ আর আমার কি প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করিবেন?৫৩

যিনি সমস্ত লোকের সৃষ্টি, পালন ও সংহার করেন, যিনি 'ত্রিপুরবিজয়' আদি শৌর্য্যদ্বারা পরিপূর্ণ মহেশ্বর, তিনিও যখন নিজের করুণাময় স্বভাববশতঃ নিষ্ক্রিয় হইয়া থাকেন, তখন সমস্ত প্রাণী তাঁহার ঐশ্বর্য্যের কথা না জানিয়া তাঁহাকে অবমাননা করিয়া থাকে।৫৪

আমি মৃদু স্বভাব, লোকহিত নিরত ও পরম দয়ালু; এইকারণে দেবগণ আমাকে নিশ্চয়ই শক্তিহীন মনে করে। হে লক্ষ্মণ! দেখ, গুণসকল আমাতে দোষরূপে পরিণত হইল। যেমন সূর্য্য স্বীয় কিরণ দ্বারা চন্দ্রের স্নিগ্ধকিরণ সংহার করিয়া উদিত হয়, সেইরূপ অদ্য আমার তেজ সমস্ত গুণসংহার করিয়া রাক্ষসদিগের, এমন কি—সমস্ত প্রাণীর বিনাশের জন্য প্রদীপ্ত হইয়া প্রকাশিত হইল।৫৫-৫৭

লক্ষ্মণ! যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, রাক্ষস, কিন্নর বা

মমাস্ত্রবাণসম্পূর্ণমাকাশং পশ্য লক্ষ্মণ।
অসম্পাতং করিষ্যামি হ্যদ্য ত্রৈলোক্যচারিণাম্ ॥৫৯
সন্নিরুদ্ধগ্রহগণমাবারিতনিশাকরম্।
বিপ্রনষ্টানলমরুদ্ভাস্করদ্যুতিসংবৃতম্ ॥৬০
বিনির্মথিতশৈলাগ্রং শুষ্যমাণজলাশয়ম্ (ক)।
ধ্বস্তদ্রুমলতাগুল্মং বিপ্রণাশিতসাগরম্ ॥৬১
ত্রৈলোক্যং তু করিষ্যামি সংযুক্তং কালকর্মণা।
ন তে কুশলিনীং সীতাং প্রদাস্যন্তি মমেশ্বরাঃ ॥ ৬২
অস্মিন্মুহূর্তে সৌমিত্রে মম দ্রক্ষ্যন্তি বিক্রমম্।
নাকাশমুৎপতিষ্যন্তি সর্বভূতানি লক্ষ্মণ ॥৬৩
মম চাপগুণোন্মুক্তৈর্বাণজালৈর্নিরন্তরম্।
মর্দিতং মম নারাচৈর্ধ্বস্তভ্রান্তমিব দ্বিজম্ ॥৬৪
সমাকুলমমর্য্যাদং জগৎ পশ্যাদ্য লক্ষ্মণ।
আকর্ণপূর্ণৈরিষুভির্জীবলোকদুরাবরৈঃ ॥৬৫

মানব—কেহই সুখলাভ করিতে পারিবে না। লক্ষ্মণ! দেখ, আমার বাণসমূহে আকাশমণ্ডল অবিলম্বে পরিপূর্ণ হইবে। অদ্য আমি বাণসমূহে ত্রিলোকবাসী প্রাণীদিগের সমাগম রুদ্ধ করিব।৫৮-৫৯

অদ্য আমার বাণজালে গ্রহগতি রুদ্ধ হইবে, চন্দ্রোদয় নির্ণয় করা যাইবে না, অগ্নি, মরুদ্ (বায়ুগণ) সূর্য্যের তেজ নষ্ট হইবে, সাগর শুষ্ক পর্ব্বত শিখরসকল নিপতিত এবং সমুদয় কানন, বৃক্ষ, লতা ও গুল্ম বিধ্বংসিত হইলে তিনলোকই সংহার কালের সাদৃশ্য রূপ ধারণ করিবে। হে সুমিত্রানন্দন! যদি দেবতাগণ মঙ্গলে মঙ্গলে আমার সীতা প্রদান না করেন, তবে এই মুহূর্ত্তেই আমার পরাক্রম দর্শন করিবেন। লক্ষ্মণ! সমস্ত আকাশচারী প্রাণিগণ আমার ধনুর্গুণ হইতে মুক্ত বাণজালসমূহে পূর্ণ আকাশমণ্ডলে বিচরণ করিতে পারিবে না। লক্ষ্মণ! অদ্য জগৎ চারিদিকে মর্দিত, বিধ্বস্ত ও ভ্রান্ত মৃগপক্ষিসমূহে সমাবৃত, মর্য্যাদা বিহীন ও অত্যন্ত ব্যাকুল হইবে, অবলোকন কর। অদ্য আমি মিথিলারাজকুমারী সীতার জন্য মানবলোকে আবরণীয় আকর্ণ সমাকৃষ্ট

পাঠান্তর :—(ক)—শুষ্যমানঞ্চ সাগরম্

করিষ্যে মৈথিলীহেতোরপিশাচমরাক্ষসম্ ।
মম রোষপ্রযুক্তানাং বিশিখানাং বলং সুরাঃ ॥৬৬
দ্রক্ষ্যন্ত্যদ্য বিমুক্তানামমর্ষাদ্দূরগামিনাম্ ।
নৈব দেবা ন দৈতেয়া ন পিশাচা ন রাক্ষসাঃ ॥৬৭
ভবিষ্যন্তি মম ক্রোধাৎ ত্রৈলোক্যে বিপ্রণাশিতে (ক)।
দেব-দানব-যক্ষাণাং লোকা যে রক্ষসামপি ॥৬৮
বহুধা নিপতিষ্যন্তি বাণৌঘৈঃ শকলীকৃতাঃ ।
নির্ম্মর্য্যাদানিমাঁল্লোকান্ করিষ্যাম্যদ্য সায়কৈঃ ॥৬৯
হৃতাং মৃতাং বা সৌমিত্রে ন দাস্যন্তি মমেশ্বরাঃ ।
তথারূপাং হি বৈদেহীং ন দাস্যন্তি যদি প্রিয়াম্ ॥৭০
নাশয়ামি জগৎসর্ব্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ।
যাবদ্দর্শনমস্যা বৈ তাপয়ামি চ সায়কৈঃ ।৭১
ইত্যুক্ত্বা ক্রোধতাম্রাক্ষঃ স্ফুরমাণোষ্ঠসম্পুটঃ ।
বল্কলাজিনমাবদ্ধ্য জটাভারমবন্ধয়ৎ ॥৭২

বাণসমূহ দ্বারা জগৎ পিশাচ ও রাক্ষসবিহীন করিব। অদ্য দেবতাগণ আমার ক্রোধপ্রযুক্ত দূরগামী বাণসমূহের বল দর্শন করিবেন। আমার ক্রোধে ত্রৈলোক্য বিনষ্ট হইলে দেব, দৈত্য, পিশাচ বা রাক্ষস, কেহই থাকিবে না। দেব, দানব, যক্ষ ও রাক্ষসদিগের লোকসকল অদ্য আমার বাণসমূহে বিচ্ছিন্ন হইয়া খণ্ডে খণ্ডে পতিত হইবে। হে সুমিত্রানন্দন! সীতা হৃতা বা মৃতা যাহাই হইয়া থাকুন না কেন, যদি দেবতাগণ আমার প্রেয়সী তাদৃশ রূপবতী বিদেহরাজ-দুহিতা সীতাকে আমার নিকট প্রেরণ না করেন, তবে আমি তাঁহার দর্শন না পাওয়া পর্য্যন্ত বাণসমূহ দ্বারা সচরাচর ত্রৈলোক্য, এমন কি সমুদয় জগৎও বিনষ্ট করিব।৬০-৭১

ঐরূপ বলিবার পর শ্রীরামের নয়ন ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, ওষ্ঠ কম্পিত হইতে লাগিল, তিনি বল্কল ও মৃগচর্ম বন্ধন পূর্ব্বক জটাভার বন্ধন করিতে

পাঠান্তর :--(ক)—ত্রৈলোক্যেঽপি প্রণাশিতে।

তস্য ক্রুদ্ধস্য রামস্য তথাভূতস্য ধীমতঃ ।
ত্রিপুরং জঘ্নুষঃ পূর্ব্বং রুদ্রস্যেব বভৌ তনুঃ ॥৭৩
লক্ষ্মণাদথ চাদায় রামো নিষ্পীড্য কার্ম্মুকম্ ।
শরমাদায় সন্দীপ্তং ঘোরমাশীবিষোপমম্ ॥৭৪
সন্দধে ধনুষি শ্রীমান্ রামঃ পরপুরঞ্জয়ঃ ।
যুগান্তাগ্নিরিব ক্রুদ্ধ ইদং বচনমব্রবীৎ ॥৭৫
যথা জরা যথা মৃত্যুর্যথা কালো যথা বিধিঃ ।
নিত্যং ন প্রতিহন্যন্তে সর্ব্বভূতেষু লক্ষ্মণ ॥
তথাহং ক্রোধসংযুক্তো ন নিবার্য্যোঽস্ম্যসংশয়ম্ ॥৭৬
পুরেব মে চারুদতীমনিন্দিতাং
বিশন্তি সীতাং যদি নাদ্য মৈথিলীম্ ।
সদেব-গন্ধর্ব-মনুষ্য-পন্নগং
জগৎ সশৈলং পরিমর্দ্দয়াম্যহম্ ॥৭৭

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে চতুঃষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥

লাগিলেন। তখন সেই ক্রুদ্ধ ধীমান্ রামের শরীর তাদৃশ-রূপ যেন সংহার মূর্ত্তি ধারণ করিল, তাঁহাকে ত্রিপুর-বিনাশী রুদ্রের ন্যায় দেখাইতে লাগিল।৭২-৭৩

পরে তিনি লক্ষ্মণের নিকট হইতে ধনু গ্রহণপূর্ব্বক বিষধর সর্পসদৃশ ভয়ঙ্কর ও প্রজ্বলিত বাণগ্রহণ করিয়া ধনুতে সন্ধান করিলেন এবং ক্রোধে প্রলয়কালীন অগ্নিসদৃশ হইয়া বলিলেন।৭৪-৭৫

হে লক্ষ্মণ! যেমন জরা, মৃত্যু, কাল ও বিধান নিয়তই সমস্ত প্রাণীর প্রতি প্রযুক্ত হইয়া থাকে। কেহ তাহাকে বাধা দিতে পারে না, সেইরূপ আমিও ক্রুদ্ধ হইয়া অনিবারণীয় হইয়াছি, সন্দেহ নাই।৭৬

যদি দেবতাগণ আমার অগ্রে সেই মনোহরদন্তযুক্তা, অনিন্দিতা, বৈদেহী সীতাকে প্রদান না করেন, তবে আমি দেব, গন্ধর্ব্ব, মনুষ্য, সর্প ও পর্ব্বতগণের সহিত সমগ্র জগৎ ধ্বংস করিব।৭৭

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে চতুঃষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চষষ্টিতমঃ সর্গঃ

[শ্রীরামায় লক্ষ্মণস্য সান্ত্বনাদানম্]

তপ্যমানং তদা রামং সীতাহরণকর্শিতম্ ।
লোকানামভবে যুক্তং সাংবর্তকমিবানলম্ ॥১
বীক্ষমাণং ধনুঃ সজ্যং নিঃশ্বসন্তং পুনঃ পুনঃ ।
দগ্ধুকামং জগৎ সর্বং যুগান্তে চ যথা হরম্ ॥২
অদৃষ্টপূর্বং সংক্রুদ্ধং দৃষ্ট্বা রামং স লক্ষ্মণঃ ।
অব্রবীৎ প্রাঞ্জলির্বাক্যং মুখেন পরিশুষ্যতা ॥৩
পুরা ভূত্বা মৃদুর্দান্তঃ সর্বভূতহিতে রতঃ ।
ন ক্রোধবশমাপন্নঃ প্রকৃতিং হাতুমর্হসি ॥৪
চন্দ্রে লক্ষ্মীঃ প্রভা সূর্যে গতির্বায়ৌ ভুবি ক্ষমা ।
এতচ্চ নিয়তং নিত্যং ত্বয়ি চানুত্তমং যশঃ ॥৫
একস্য নাপরাধেন লোকান্ হন্তুং ত্বমর্হসি ।
নন্বু জানামি কস্যায়াং ভগ্নঃ সাংগ্রামিকো রথঃ ॥৬
কেন বা কস্য বা হেতোঃ সযুগঃ সপরিচ্ছদঃ ।
খুরনেমিক্ষতশ্চায়ং সিক্তো রুধিরবিন্দুভিঃ ॥৭
দেশো নিবৃত্তসংগ্রামঃ সুঘোরঃ পার্থিবাত্মজ ।
একস্য তু বিমর্দোঽয়ং ন দ্বয়োর্বদতাং বর ॥৮
ন হি বৃত্তং হি পশ্যামি বলস্য মহতঃ পদম্ ।
নৈকস্য তু কৃতে লোকান্ বিনাশয়িতুমর্হসি ॥৯
যুক্তদণ্ডা হি মৃদবঃ প্রশান্তা বসুধাধিপাঃ ।
সদা ত্বং সর্বভূতানাং শরণ্যঃ পরমা গতিঃ ॥১০

পঞ্চষষ্টিতম সর্গ

[শ্রীরামকে লক্ষ্মণের সান্ত্বনা দান ।]

রাম সীতাহরণশোকে কাতর ও সন্তাপিত হইয়া এবং প্রলয়কালীন অনলের ন্যায় লোকসকলের বিনাশে উদ্যত হইয়া বারংবার সগুণ ধনুদর্শন ও পুনঃ পুনঃ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করত যুগান্তকালে মহাদেবের ন্যায় সমস্ত জগৎ দগ্ধ করিতে অভিলাষ করিলে তখন তাঁহার যেরূপ ক্রোধপূর্ণ মূর্তি হইয়াছিল, লক্ষ্মণ সেইরূপ মূর্তি পূর্বে কখনও দেখেন নাই, তাই বদ্ধাঞ্জলি হইয়া শুষ্কমুখে বলিলেন ।১-৩

আপনি পূর্বে কোমলপ্রকৃতি, জিতেন্দ্রিয় ও সমস্ত প্রাণীর হিতে নিরত ছিলেন, এখন ক্রোধের বশে স্বীয় প্রকৃতি পরিত্যাগ করিতে পারেন না ।৪

চন্দ্রের সৌন্দর্য্য, সূর্য্যের প্রভা, বায়ুর গতি ও পৃথিবীর ক্ষমা,—এই সমুদয় গুণ যেমন তাঁহাদের মধ্যে নিত্য বিদ্যমান থাকে, সেইরূপ অত্যুত্তম যশ আপনাতেও নিরন্তর বিদ্যমান আছে ।৫

আমি বুঝিতে পারিতেছি যে, কাহার এই যুদ্ধোপযোগী রথ ভগ্ন হইয়া পতিত রহিয়াছে। একের অপরাধে সমুদয় লোককে বিনাশ করা আপনার উচিত হইবে না ।৬

অথবা কোন কারণে কোন্ ব্যক্তির সহিত কোন ব্যক্তির যুদ্ধ হইয়াছে ; তাই অন্যান্য যুদ্ধোপকরণের সহিত রথ ভগ্ন হইয়া পড়িয়া আছে এবং এই প্রদেশ অশ্ব খুরচিহ্ন ও রথের চক্ররেখাসমূহে পরিপূর্ণ ও রক্তবিন্দুসমূহে আর্দ্র হইয়াছে ।৭

হে বাগ্মীশ্রেষ্ঠ রাজকুমার ! এইস্থলে ভয়ঙ্কর সংগ্রাম হইয়া গিয়াছে ; কিন্তু ইহা একজনেরই সহিত একজনেরই যুদ্ধ, দুইজনের সহিত নয় ; কারণ, বহু সৈন্যের পদচিহ্ন লক্ষিত হইতেছে না ; অতএব একের জন্য সমুদয় লোক বিনাশ করা উচিত নহে ।৮-৯

ভূপতিগণ কোমল ও শান্তস্বভাব কিন্তু অপরাধ অনুযায়ী দণ্ডদান করিয়া থাকেন ; বিশেষতঃ আপনি সমস্ত প্রাণীর রক্ষক ও পরমা গতি ।১০

কো নু দারপ্রণাশং তে সাধু মন্যতে রাঘব।
সরিতঃ সাগরাঃ শৈলা দেব-গন্ধর্ব-দানবাঃ ॥১১
নালং তে বিপ্রিয়ং কর্তুং দীক্ষিতস্যেব সাধবঃ।
যেন রাজন্ হৃতা সীতা তমন্বেষিতুমর্হসি ॥১২
মদ্বিতীয়ো ধনুষ্পাণিঃ সহায়ৈঃ পরমর্ষিভিঃ।
সমুদ্রং বা বিচেষ্যামঃ পর্বতাংশ্চ বনানি চ ॥১৩
গুহাশ্চ বিবিধা ঘোরাঃ পদ্মিন্যো বিবিধাস্তথা।
দেব-গন্ধর্ব-লোকাংশ্চ বিচেষ্যামঃ সমাহিতাঃ ॥১৪
যাবন্নাধিগমিষ্যামস্তব ভার্য্যাপহারিণম্।
ন চেৎ সাম্না প্রদাস্যন্তি পত্নীং তে ত্রিদশেশ্বরাঃ ॥
কোশলেন্দ্র তত পশ্চাৎ প্রাপ্তকালং করিষ্যসি ॥১৫
শীলেন সাম্না বিনয়েন সীতাং
নয়নে ন প্রাপ্স্যসি চেন্নরেন্দ্র।
ততঃ সমুৎসাদয় হেমপুঙ্খৈ-
র্মহেন্দ্রবজ্রপ্রতিমৈঃ শরৌঘৈঃ ॥১৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে পঞ্চষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥

হে রঘুনন্দন! কে আপনার ভার্য্যাবিনাশ বা হরণ ভাল মনে করিতেছে? হে রঘুনন্দন! যেমন সাধুগণ যজ্ঞের জন্য দীক্ষিত ব্যক্তির অপ্রিয় করেন না, সেইরূপ দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, সাগর বা নদী কেহই আপনার অপ্রিয় করিতেছেন না। যে সীতাকে হরণ করিয়াছে, তাহাকেই আপনার অন্বেষণ করা উচিত। অতএব আপনি আমার সহিত মহর্ষিদিগের সাহায্য লইয়া ধনুর্ধারণ করত তার সন্ধান করুন। আমরা যে পর্য্যন্ত আপনার ভার্য্যাপহরণকারীকে প্রাপ্ত না হই, সেই সময় পর্য্যন্ত সমুদ্র, পর্বত, বন, বিবিধ ভয়ঙ্কর গুহা, পদ্মাকর সরোবর, দেবলোক ও গন্ধর্ব্বলোকসকল একান্তমনে অন্বেষণ করিব। হে কোশলেন্দ্র! যদি দেবতাগণ শান্তিপূর্ণ উপায়ে আপনার পত্নীকে প্রদান না করেন, তবে পশ্চাৎ যাহা কর্ত্তব্য মনে করিবেন—তাহাই করিবেন। হে নরেন্দ্র! যদি আপনি সাম, নীতি, ন্যায় ও বিনয়াদি সদ্ব্যবহারেও সীতাকে না পাইয়া থাকেন, তাহা হইলে পরে মহেন্দ্রের বজ্রের মত সুদৃঢ় স্বর্ণপুঙ্খ বাণসমূহে সমুদয় জগৎ ধ্বংস করিবেন।১১-১৬

মহর্ষি বাল্মিকীপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে পঞ্চষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

ষট্‌ষষ্টিতমঃ সর্গঃ

[শ্রীরামং প্রতি লক্ষ্মণস্য সান্ত্বনাবাক্যম্]

তং তথা শোকসন্তপ্তং বিলপন্তমনাথবৎ।
মোহেন মহতা যুক্তং পরিদ্যুনমচেতসম্ ॥১

ততঃ সৌমিত্রিরাশ্বাস্য মুহূর্তাদিব লক্ষ্মণঃ।
রামং সম্বোধয়ামাস চরণৌ চাভিপীড়য়ন্ ॥২

মহতা তপসা চাপি মহতা চাপি কর্মণা।
রাজ্ঞা দশরথেনাসি লব্ধোঽমৃতমিবামরৈঃ ॥৩

তব চৈব গুণৈর্বদ্ধস্ত্বদ্ বিয়োগান্ মহীপতিঃ।
রাজা দেবত্বমাপন্নো ভরতস্য যথা শ্রুতম্ ॥৪

যদি দুঃখমিদং প্রাপ্তং কাকুৎস্থ ন সহিষ্যসে।
প্রাকৃতশ্চাল্পসত্ত্বশ্চ ইতরঃ কঃ সহিষ্যতি ॥৫

আশ্বসিহি নরশ্রেষ্ঠ প্রাণিনঃ কস্য নাপদঃ।
সংস্পৃশন্ত্যগ্নিবদ্ রাজন্ ক্ষণেন ব্যপযান্তি চ ॥৬

দুঃখিতো হি ভবাঁল্লোকাংস্তেজসা যদি ধক্ষ্যতে।
আর্তাঃ প্রজা নরব্যাঘ্র ক নু যাস্যন্তি নির্বৃতিম্ ॥৭

লোকস্বভাব এবৈষ যযাতির্নহুষাত্মজঃ।
গতঃ শক্রেণ সালোক্যমনয়স্তং সমস্পৃশৎ ॥৮

মহর্ষির্যো বসিষ্ঠস্তু যঃ পিতুর্নঃ পুরোহিতঃ।
অহ্না পুত্রশতং জজ্ঞে তথৈবাস্য পুনর্হতম্ ॥৯

যা চেয়ং জগতো মাতা সর্বলোকনমস্কৃতা।
অস্যাশ্চ চলনং ভূমের্দৃশ্যতে কোশলেশ্বর ॥১০

যৌ ধর্মৌ জগতো নেত্রৌ যত্র সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্।
আদিত্য-চন্দ্রৌ গ্রহণমভ্যুপেতৌ মহাবলৌ ॥১১

ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ

[শ্রীরামের প্রতি লক্ষ্মণের সান্ত্বনা বাক্য।]

অনন্তর শোকসন্তপ্ত, মহামোহগ্রস্ত, কাতর ও চৈতন্যহীন রাম পূর্ব্ববৎ অনাথের ন্যায় বিলাপ করিতে থাকিলে সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ তাঁহার চরণ মর্দন পূর্ব্বক মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁহাকে আশ্বাসিত করিয়া এইরূপে বুঝাইতে লাগিলেন।১-২

দেবগণ যেরূপ অমৃত লাভ করিয়াছিলেন, সেইরূপ রাজা দশরথ মহা তপস্যা ও মহাযাগ দ্বারা আপনাকে পুত্ররূপে লাভ করিয়াছেন।৩

তিনি আপনার গুণে বদ্ধ হইয়া আপনার বিচ্ছেদেই দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন অর্থাৎ স্বর্গে গিয়াছেন আমি ইহা ভরতের নিকট শ্রবণ করিয়াছি।৪

হে কাকুৎস্থ! যদি আপনি এই প্রাপ্ত দুঃখ সহ্য করিতে না পারেন, তবে অল্পশক্তিসম্পন্ন সাধারণ কোন্ জীব ইহা সহ্য করিবে?৫

হে নরশ্রেষ্ঠ! আপনি আশ্বস্ত হউন, এইসংসারে কোন প্রাণীর না আপদ উপস্থিত হয়? আপদ্ অগ্নির ন্যায় সকল প্রাণীকেই স্পর্শ করে, কিন্তু ক্ষণকাল মধ্যেই দূরীভূত হয়।৬

হে নরোত্তম! যদি আপনি দুঃখিত হইয়া স্বীয় তেজে সমস্ত লোক দগ্ধ করেন, তাহা হইলে পীড়িত প্রজাগণ কাহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া শান্তি পাইবে?৭

রাজন্! স্বভাবতই প্রাণীসকলের আপদ হইয়া থাকে। দেখুন, নহুষপুত্র যযাতি ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়াও নীতি বর্জ্জিত হইয়া দুঃখ তাহাকে স্পর্শ করিয়াছে।৮

যিনি আমাদিগের পিতার পুরোহিত, সেই মহর্ষি বশিষ্ঠের একদিনে শতপুত্র জন্ম গ্রহণ করেন ও একদিনেই বিনষ্ট হন।৯

কোশলেশ্বর! এই যে জগতের মাতা ও সর্বলোক

সুমহান্ত্যপি ভূতানি দেবাশ্চ পুরুষর্ষভ।
ন দৈবস্য প্রমুঞ্চন্তি সর্বভূতানি দেহিনঃ ॥১২
শক্রাদিষ্বপি দেবেষু বর্তমানৌ নয়ানয়ৌ।
শ্রূয়েতে নরশার্দূল ন ত্বং ব্যথিতুমর্হসি ॥১৩
মৃতায়ামপি বৈদেহ্যাং নষ্টায়ামপি রাঘব।
শোচিতুং নার্হসে বীর যথান্যঃ প্রাকৃতস্তথা ॥১৪
ত্বদ্‌বিধা ন হি শোচন্তি সততং সর্বদর্শনাঃ।
সুমহৎস্বপি কৃচ্ছ্রেষু রামানির্বিণ্ণদর্শনাঃ ॥১৫
তত্ত্বতো হি নরশ্রেষ্ঠ বুদ্ধ্যা সমনুচিন্তয়।
বুদ্ধ্যা যুক্তা মহাপ্রাজ্ঞ বিজানন্তি শুভাশুভে ॥১৬
অদৃষ্টগুণদোষাণামধ্রুবাণাং তু কর্মণাম্।
নান্তরেণ ক্রিয়াং তেষাং ফলমিষ্টঞ্চ বর্ততে ॥১৭

মামেবং হি পুরা বীর ত্বমেব বহুশোক্তবান্।
অনুশিষ্যাদ্ধি কো নু ত্বামপি সাক্ষাদ্ বৃহস্পতিঃ ॥১৮
বুদ্ধিশ্চ তে মহাপ্রাজ্ঞ দেবৈরপি দুরন্বয়া।
শোকেনাভিপ্রসুপ্তং তে জ্ঞানং সম্বোধয়াম্যহম্ ॥১৯
দিব্যঞ্চ মানুষঞ্চৈবমাত্মনশ্চ পরাক্রমম্।
ইক্ষ্বাকুবৃষভাবেক্ষ্য যতস্ব দ্বিষতাং বধে ॥২০
কিং তে সর্ববিনাশেন কৃতেন পুরুষর্ষভ।
তমেব তু রিপুং পাপং বিজ্ঞায়োদ্ধর্তুমর্হসি ॥২১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে ষট্‌ষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥

যাঁহাকে নমস্কার করিয়া থাকে, এই পৃথিবীরও কম্পন দেখা যায়।১০

যাঁহারা জগতের প্রবর্ত্তক ও নেত্রস্বরূপ এবং যাঁহাদিগের উপর বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, সেই মহাবল সূর্য্য এবং চন্দ্রও রাহু গ্রাসে পতিত হন।১১

হে পুরুষোত্তম! সামান্য দেহীদিগের কথা দূরে থাকুক, দেবতা এবং অন্যান্য শ্রেষ্ঠ প্রাণিগণও দৈব হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন না।১২

হে নরোত্তম! ইন্দ্রাদি দেবগণের মধ্যেও নীতি এবং অনীতি আছে বলিয়া শুনা যায়, অতএব আপনি শোক করিবেন না।১৩

হে বীর রঘুনন্দন! বৈদেহী সীতার মৃত্যু হইলে বা তাঁহাকে অপহরণ করিলেও সাধারণ স্বভাবানুবর্ত্তী ব্যক্তির ন্যায় আপনার শোক করা উচিত নহে।১৪

হে বীর! আপনার ন্যায় সর্ববিষয়ে অভিজ্ঞ, হিতদর্শী মানবগণ মহাবিপৎপাতেও শোক করেন না।১৫

হে নরশ্রেষ্ঠ! প্রাজ্ঞগণ বুদ্ধিবলে শুভ ও অশুভ অবগত হন, আপনিও বুদ্ধি দ্বারা যথার্থরূপে শুভাশুভ বিবেচনা করুন।১৬

প্রত্যক্ষভাবে যাহাদিগের গুণ ও দোষ অবগত হওয়া যায় না এবং যাহারা ফল উৎপাদন করিয়া বিনিষ্ট হয়, সেই কর্মসমুদয়ের অনুষ্ঠান ব্যতীত সুখ বা দুঃখরূপ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না।১৭

হে বীর! পূর্বে আপনিই আমাকে অনেকবার এইরূপ বলিয়া বুঝাইয়াছিলেন। আপনাকে কে উপদেশ দিতে পারে? সাক্ষাৎ বৃহস্পতিও আপনাকে উপদেশ দিতে পারেন না।১৮

হে মহাপ্রাজ্ঞ! দেবগণও আপনার বুদ্ধির ইয়ত্তা করিতে পারেন না; আমি কেবল আপনার শোকাভিভূতচিত্ত প্রবুদ্ধ করিতেছি।১৯

হে ইক্ষ্বাকুশ্রেষ্ঠ! আপনি নিজ দিব্য পরাক্রম ও মানুষপরাক্রম বিবেচনা করিয়া শত্রুদিগের বধের জন্য চেষ্টা করুন।২০

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! আপনার সমুদয় লোক বিনাশ করিবার প্রয়োজন কি? আপনি সেই পাপাচারী শত্রুকে অবগত হইয়া সীতাকে উদ্ধার করুন।২১

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তষষ্টিতমঃ সর্গঃ

[শ্রীরাম-লক্ষ্মণাভ্যাং সহ জটায়োর্দর্শনলাভঃ, তস্যকণ্ঠধারণপূর্বকং রামস্য ক্রন্দনঞ্চ ।]

পূর্বজোঽপ্যুক্তবাক্যস্তু লক্ষ্মণেন সুভাষিতম্ ।
সারগ্রাহী মহাসারং প্রতিজগ্রাহ রাঘবঃ ॥১
স নিগৃহ্য মহাবাহুঃ প্রবৃদ্ধং রোষমাত্মনঃ ।
অবষ্টভ্য ধনুশ্চিত্রং রামো লক্ষ্মণমব্রবীৎ ॥২
কিং করিষ্যাবহে বৎস ক্ব বা গচ্ছাব লক্ষ্মণ ।
কেনোপায়েন পশ্যাবঃ সীতামিহ বিচিন্তয় ॥৩
তং তথা পরিতাপার্তং লক্ষ্মণো বাক্যমব্রবীৎ ।
ইদমেব জনস্থানং ত্বমন্বেষিতুমর্হসি ॥৪
রাক্ষসৈর্বহুভিঃ কীর্ণং নানাদ্রুমলতাযুতম্ ।
সন্তীহ গিরিদুর্গাণি নির্দরাঃ কন্দরাণি চ ॥৫
গুহাশ্চ বিবিধা ঘোরা নানামৃগগণাকুলাঃ ।
আবাসাঃ কিন্নরাণাঞ্চ গন্ধর্বভবনানি চ ॥৬
তানি যুক্তো ময়া সার্ধং সমন্বেষিতুমর্হসি ।
ত্বদ্বিধা বুদ্ধিসম্পন্না মহাত্মানো নরর্ষভাঃ ॥৭
আপৎসু ন প্রকম্পন্তে বায়ুবেগৈরিবাচলাঃ ।
ইত্যুক্তস্তদ্বনং সর্বং বিচচার সলক্ষ্মণঃ ॥৮
ক্রুদ্ধো রামঃ শরং ঘোরং সন্ধায় ধনুষি ক্ষুরম্ ।
ততঃ পর্বতকূটাভং মহাভাগং দ্বিজোত্তমম্ ॥৯
দদর্শ পতিতং ভূমৌ ক্ষতজার্দ্রং জটায়ুষম্ ।
তং দৃষ্ট্বা গিরিশৃঙ্গাভং রামো লক্ষ্মণমব্রবীৎ ॥১০
অনেন সীতা বৈদেহী ভক্ষিতা নাত্র সংশয়ঃ ।
গৃধ্ররূপমিদং ব্যক্তং রক্ষো ভ্রমতি কাননম্ ॥১১
ভক্ষয়িত্বা বিশালাক্ষীমাস্তে সীতাং যথাসুখম্ ।
এনং বধিষ্যে দীপ্তাগ্রৈঃ শরৈর্ঘোরৈরজিহ্মগৈঃ ॥১২

সপ্তষষ্টিতম সর্গ

[শ্রীরাম ও লক্ষ্মণের সহিত পক্ষিরাজ জটায়ুর সাক্ষাৎ ও তাঁহার কণ্ঠধারণপূর্বক রামের ক্রন্দন ।]

যিনি লক্ষ্মণের অগ্রজন্মা, বাক্যের সারাংশ যিনি গ্রহণ করেন, সেই মহাবাহু রামকে লক্ষ্মণ সারগর্ভ বাক্য বলিলে তিনি বাক্যের সারগ্রহণ পূর্বক বর্দ্ধিত ক্রোধ নিগৃহীত করিয়া বিচিত্র ধনুধারণ করত তাঁহাকে বলিলেন ।১-২

বৎস লক্ষ্মণ ! আমরা কি করিব, কোথায় বা যাইব এবং কি উপায়েই বা সীতাকে দেখিতে পাইব ? এবিষয়ে চিন্তা কর । অনন্তর লক্ষ্মণ অনুতপ্ত ও পীড়িত রামকে বলিলেন,—বিবিধ বৃক্ষ ও লতাসমন্বিত এবং রাক্ষস পরিপূর্ণ এই জনস্থান অন্বেষণ করিতে পারেন । এইস্থানে অনেক গিরিদুর্গ, বিদীর্ণ পাষাণখণ্ড, কন্দর, নানাবিধ মৃগগণে পূর্ণ ভয়ঙ্কর গুহা এবং কিন্নর ও গন্ধর্বদিগের নিবাস স্থান আছে ।৩-৬

আপনি আমার সহিত একাগ্রচিত্তে এই সকল অন্বেষণ করুন । যেরূপ পর্বতসমূহ বায়ুবেগে কম্পিত হয় না, সেইরূপ আপনার ন্যায় বুদ্ধিমান্ মহাত্মা নরশ্রেষ্ঠগণ বিপৎকালে বিচলিত হন্ না । ক্রুদ্ধ রামকে লক্ষ্মণ ঐরূপ বলিলে তিনি ধনুতে এক ভয়ঙ্কর ক্ষুর অস্ত্র সন্ধান করিয়া তাঁহার সহিত সেই সমগ্র বন পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন । অনন্তর তিনি পর্বত-শিখরসদৃশ, পক্ষিশ্রেষ্ঠ, মহাভাগ জটায়ুকে রক্তাক্তদেহে ভূতলে পতিত দেখিতে পাইলেন এবং সেই পর্বতশিখরসদৃশ পক্ষীকে দর্শন করিয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন,—এ নিশ্চয়ই রাক্ষস, গৃধ্ররূপ ধারণ করত বনমধ্যে ভ্রমণ করিয়া থাকে । এই বিদেহরাজ-সুতা সীতাকে ভক্ষণ করিয়াছে,—ইহাতে সন্দেহ নাই ।৭-১১

এই রাক্ষস বিশালাক্ষী সীতাকে ভক্ষণ করিয়া যথাসুখে বিশ্রাম করিতেছে, আমার প্রজ্বলিতাগ্র সরলগতি বাণসমূহ দ্বারা ইহাকে বধ করিব ।১২

ইত্যুক্ত্বাভ্যপতদ্দ্রষ্টুং সন্ধায় ধনুষি ক্ষুরম্।
ক্রুদ্ধো রামঃ সমুদ্রান্তাং চালয়ন্নিব মেদিনীম্ ॥১৩
তাং দীনদীনয়া বাচা সফেনং রুধিরং বমন্।
অভ্যভাষত পক্ষী স রামং দশরথাত্মজম্ ॥১৪
যামোষধীমিবায়ুষ্মন্নন্বেষসি মহাবনে।
সা দেবী মম চ প্রাণা রাবণেনোভয়ং হৃতম্ ॥১৫
ত্বয়া বিরহিতা দেবী লক্ষ্মণেন চ রাঘব।
হ্রিয়মাণা ময়া দৃষ্টা রাবণেন বলীয়সা ॥১৬
সীতামভ্যপন্নোঽহং রাবণশ্চ রণে প্রভো।
বিধ্বংসিতরথচ্ছত্রঃ পতিতো ধরণীতলে ॥১৭
এতদস্য ধনুর্ভগ্নমেতে চাস্য শরাস্তথা।
অয়মস্য রণে রাম ভগ্নঃ সাংগ্রামিকো রথঃ ॥১৮
অয়ং তু সারথিস্তস্য মৎপক্ষনিহতো ভুবি।
পরিশ্রান্তস্য মে পক্ষৌ ছিত্ত্বা খড়্গেন রাবণঃ ॥১৯

ক্রুদ্ধ রাম ঐরূপ বলিয়া সমুদ্রপর্য্যন্ত পৃথিবী প্রকম্পিত করত ধনুতে ক্ষুর অস্ত্র যোজনা পূর্বক তাহাকে দেখিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। সেখানে যাইয়া দেখিলেন—পক্ষিরাজ জটায়ু রক্ত বমন করিতেছে। রামকে দেখিয়া পক্ষিরাজ কাতরভাবে দীনভাবাপন্ন দশরথনন্দন রামকে বলিলেন।১৩-১৪

আয়ুষ্মন্! তুমি মহাবনে যাঁহাকে ওষধির ন্যায় অন্বেষণ করিতেছ, সেই সীতা ও আমার প্রাণ—এই উভয়ই রাবণ হরণ করিয়াছে। তুমি ও লক্ষ্মণ নিকটে না থাকায় বলবান্ রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে দেখিয়া আমি সীতাকে সাহায্য করিবার জন্য তাহার সহিত যুদ্ধ করিলাম। যুদ্ধে আমি তাহার রথ ও ছত্রভঙ্গ করিলে সে ভূতলে পতিত হইল।১৫-১৭

এই যে তাহার ভগ্নধনু, শর ও যুদ্ধোপযোগী রথ পড়িয়া আছে। এই রাবণের সারথিও আমার পক্ষাঘাতে নিহত হইয়া ভূতলে পতিত রহিয়াছে। শেষে আমি যখন শ্রান্ত হইলাম, তখন রাবণ খড়্গ দ্বারা আমার পক্ষদ্বয় ছেদন করত বিদেহরাজ-তনয়া সীতাকে লইয়া আকাশপথে গমন করিয়াছে। পূর্বেই রাক্ষস আমাকে

সীতামাদায় বৈদেহীমুৎপপাত বিহায়সম্।
রক্ষসা নিহতং পূর্বং মাং ন হন্তুং ত্বমর্হসি ॥২০
রামস্তস্য তু বিজ্ঞায় বাষ্পপূর্ণমুখস্তদা।
গৃধ্ররাজং পরিষ্বজ্য পরিত্যজ্য মহদ্ধনুঃ ॥২১
নিপপাতাবশো ভূমৌ রুরোদ সহলক্ষ্মণঃ।
দ্বিগুণীকৃততাপার্তো রামো ধীরতরোঽপি সন্ (ক)॥২২
একমেকায়নে কৃচ্ছ্রে নিঃশ্বসন্তং মুহুর্মুহুঃ।
সমীক্ষ্য দুঃখিতো রামঃ সৌমিত্রিমিদমব্রবীৎ ॥২৩
রাজ্যং ভ্রষ্টং বনে বাসঃ সীতা নষ্টা মৃতো দ্বিজঃ।
ঈদৃশীয়ং মমালক্ষ্মীর্দহেদপি হি পাবকম্ ॥২৪
সম্পূর্ণমপি চেদদ্য প্রতরেয়ং মহোদধিম্।
সোঽপি নূনং মমালক্ষ্ম্যা বিশুষ্যেৎ সরিতাং পতিঃ ॥২৫
নাস্ত্যভাগ্যতরো লোকে মত্তোঽস্মিন্ সচরাচরে।
যেনেয়ং মহতী প্রাপ্তা ময়া ব্যসনবাগুরা ॥২৬

বিনাশ করিয়াছে, এক্ষণে তোমার আর আমাকে আঘাত করা উচিত হইবে না।১৮-২০

রাম জটায়ুর নিকটে সীতাসম্বন্ধীয় প্রিয়বাক্য অবগত হইয়া মহাধনু পরিত্যাগ করত লক্ষ্মণের সহিত তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্বক অবসন্ন ও ভূতলশায়ী হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। অত্যন্ত ধৈর্য্যশালী রামেরও দুঃখ দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল, তিনি সহসা গৃধ্ররাজ জটায়ুকে অতিকষ্টকরভাবে বারংবার ঊর্দ্ধশ্বাস পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া দুঃখিত মনে সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণকে বলিলেন।২১-২৩

আমার রাজ্যচ্যুতি ও বনবাসের জন্য সীতা অপহৃতা হইয়াছেন, আমার জন্য এই পক্ষীও নিহত হইলেন, আমার এইরূপই দুর্ভাগ্য যে, মনে হয় যেন অগ্নিকেও সে ভাল দগ্ধ করিতে পারে।২৪

যদি আমি এক্ষণে জলপূর্ণ সাগর পার হইতে ইচ্ছা করি—তবে নদীপতি সমুদ্রও আমার দুর্ভাগ্যপ্রভাবে শুষ্ক হইয়া উঠিবে।২৫

চরাচর লোকমধ্যে আমা হইতে সাময়িক মন্দভাগ্য

পাঠান্তর: (ক) দ্বিগুণীকৃততাপার্তঃ সীতাসক্তাং প্রিয়াং কথাম্।

অয়ং পিতুর্বয়স্যো মে গৃধ্ররাজো মহাবলঃ।
শেতে বিনিহতো ভূমৌ মম ভাগ্যবিপর্য্যয়াৎ ॥২৭
ইত্যেবমুক্ত্বা বহুশো রাঘবঃ সহলক্ষ্মণঃ।
জটায়ুষঞ্চ পস্পর্শ পিতৃস্নেহং নিদর্শয়ন্ ॥২৮
নিকৃত্তপক্ষং রুধিরাবসিক্তং
তং গৃধ্ররাজং পরিগৃহ্য রাঘবঃ।
ক্ক মৈথিলী প্রাণসমা গতেতি
বিমুচ্য বাচং নিপপাত ভূমৌ ॥২৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অরণ্যকাণ্ডে সপ্তষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥

আর দ্বিতীয় কেহই নাই; যেহেতু আমি এই মহা বিপদ্ প্রাপ্ত হইলাম।২৬

আমার পিতার বয়স্য মহাবল এই গৃধ্ররাজ জটায়ু আমারই ভাগ্যদোষে আহত হইয়া ভূমিতলে শয়ন করিয়াছেন।২৭

রঘুনন্দন রাম বারংবার ঐরূপ বলিয়া পিতার প্রতি যেরূপ স্নেহ প্রদর্শন করা হয়, সেইরূপ তাঁহার প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করত লক্ষ্মণের সহিত তাঁহাকে স্পর্শ করিলেন।২৮

পরে তিনি সেই ছিন্নপক্ষ ও রক্তাক্তদেহ গৃধ্ররাজ জটায়ুকে আমার প্রাণসমা সীতা কোথায় গিয়াছেন?—এইরূপ জিজ্ঞাসা করিয়া ভূতলে পতিত হইলেন।২৯

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে সপ্তষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টষষ্টিতমঃ সর্গঃ

[জটায়োঃ প্রাণত্যাগঃ, শ্রীরামেণ তস্য শেষসংস্কারশ্চ ।]

রামঃ প্রেক্ষ্য তু তং গৃধ্রং ভুবি রৌদ্রেণ পাতিতম্
সৌমিত্রিং মিত্রসম্পন্নমিদং বচনমব্রবীৎ ॥১
মমায়ং নূনমর্থেষু যতমানো বিহঙ্গমঃ ।
রাক্ষসেন হতঃ সংখ্যে প্রাণাংস্ত্যজতি মৎকৃতে ॥২
অতিখিন্নঃ শরীরেঽস্মিন্ প্রাণো লক্ষ্মণ বিদ্যতে ।
তথা স্বরবিহীনোঽয়ং বিক্লবং সমুদীক্ষতে ॥৩
জটায়ো যদি শক্নোষি বাক্যং ব্যাহরিতুং পুনঃ ।
সীতামাখ্যাহি ভদ্রং তে বধমাখ্যাহি চাত্মনঃ ॥৪
কিং নিমিত্তো জহারার্য্যাং রাবণস্তস্য কিং ময়া ।
অপরাধং তু যং দৃষ্ট্বা রাবণেন হৃতা প্রিয়া ॥৫
কথং তচ্চন্দ্রসঙ্কাশং মুখমাসীন্মনোহরম্ ।
সীতয়া কানি চোক্তানি তস্মিন্ কালে দ্বিজোত্তম ॥৬
কথংবীর্য্যঃ কথংরূপঃ কিংকর্মা স চ রাক্ষসঃ ।
ক্ব চাস্য ভবনং তাত ব্রূহি মে পরিপৃচ্ছতঃ ॥৭
তমুদ্বীক্ষ্য স ধর্মাত্মা বিলপন্তমনাথবৎ ।
বাচা বিক্লবয়া রামমিদং বচনমব্রবীৎ ॥৮
সা হৃতা রাক্ষসেন্দ্রেণ রাবণেন দুরাত্মনা ।
মায়ামাস্থায় বিপুলাং বাতদুর্দিনসঙ্কুলাম্ ॥৯
পরিক্লান্তস্য মে তাত পক্ষৌ ছিত্ত্বা নিশাচরঃ ।
সীতামাদায় বৈদেহীং প্রযাতো দক্ষিণামুখঃ ॥১০
উপরুধ্যন্তি মে প্রাণা দৃষ্টির্ভ্রমতি রাঘব ।
পশ্যামি বৃক্ষান্ সৌবর্ণানুশীরকৃতমূর্ধজান্ ॥১১
যেন যাতি মুহূর্তেন সীতামাদায় রাবণঃ ।
বিপ্রনষ্টং ধনং ক্ষিপ্রং তৎস্বামী প্রতিপদ্যতে ॥১২

অষ্টষষ্টিতম সর্গ

[জটায়ুর প্রাণত্যাগ ও শ্রীরাম কর্তৃক তাঁহার অন্তিম সংস্কার]

ভয়ঙ্কর রাক্ষস গৃধ্ররাজ জটায়ুকে ভূতলে পাতিত করিয়াছে দেখিয়া রাম পরমমিত্র সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণকে বলিলেন,—এই পক্ষী আমার কার্য্যসিদ্ধির জন্য যত্নবান্ হইয়া রাক্ষসের সহিত যুদ্ধে আহত হইয়াছেন এবং আমারই জন্য প্রাণ পরিত্যাগ করিতেছেন ।১-২

লক্ষ্মণ! ইহার শরীরে এখন অতিকষ্টে প্রাণ রহিয়াছে, আসন্নমৃত্যুর ন্যায় ইঁহার স্বরভঙ্গও হইয়াছে এবং অতি দীনভাবে অবলোকন করিতেছেন ।৩

জটায়ো! আপনার মঙ্গল হউক, যদি আপনি কথা বলিতে পারেন, তবে নিজের বধ ও সীতা হরণ বৃত্তান্ত বর্ণনা করুন ।৪

রাবণ কি জন্য সীতাকে হরণ করিয়াছে? আমি তাহার নিকট এমন কি অপরাধ করিয়াছি যে, সে সীতাকে হরণ করিল ?৫

হে পক্ষিশ্রেষ্ঠ! তখন সীতার সেই চন্দ্রসদৃশ মনোহর বদন কিরূপ হইয়াছিল এবং তিনি কি কি কথাই বা বলিয়াছিলেন ? ৬

হে তাত! আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি যে,—সেই রাক্ষসের বল, বিক্রম ও রূপ কি প্রকার এবং তাহার কার্য্যই বা কি? নিবাসই বা কোথায়? আপনি তাহা বলুন। তখন ধর্মাত্মা জটায়ু অনাথের ন্যায় রোদনকারী রামকে দীনস্বরে এই বাক্য বলিলেন ।৭-৮

দুরাত্মা রাক্ষসরাজ রাবণ মহতীমায়া দ্বারা প্রবল বায়ুযুক্ত দুর্দিন সৃষ্টি করত সীতাকে হরণ করিয়াছে ।৯

হে তাত! আমি অত্যন্ত ক্লান্ত হইলে রাক্ষস রাবণ আমার পক্ষদ্বয় ছেদন করিয়া বৈদেহী সীতাকে লইয়া দক্ষিণ দিক অভিমুখে প্রস্থান করিয়াছে ।১০

হে রঘুনন্দন! আমার প্রাণবায়ু রুদ্ধ হইতেছে এবং নয়নদ্বয় ঘুরিতেছে। আমি উশীরের মত কেশযুক্ত সুবর্ণময় বৃক্ষসকল দর্শন করিতেছি ।১১

রাবণ যে মুহূর্তে সীতাকে লইয়া গমন করিয়াছে;

বিন্দো নাম মুহূর্তোঽসৌ ন চ কাকুৎস্থ সোঽবুধৎ।
ত্বৎপ্রিয়াং জানকীং হৃত্বা রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ ॥
ঝষবদ্‌বড়িশং গৃহ্য ক্ষিপ্রমেব বিনশ্যতি ॥১৩

ন চ ত্বয়া ব্যথা কার্য্যা জনকস্য সুতাং প্রতি।
বৈদেহ্যাং রংস্যসে ক্ষিপ্রং হত্বা তং রণমূর্ধনি ॥১৪
অসংমূঢ়স্য গৃধ্রস্য রামং প্রত্যনুভাষতঃ।
আস্যাৎ সুস্রাব রুধিরং ম্রিয়মাণস্য সামিষম্ ॥১৫

পুত্রো বিশ্রবসঃ সাক্ষাদ্ভ্রাতা বৈশ্রবণস্য চ।
ইত্যুক্ত্বা দুর্লভান্ প্রাণান্মুমোচ পতগেশ্বরঃ ॥১৬
ব্রূহি ব্রূহীতি রামস্য ব্রুবাণস্য কৃতাঞ্জলেঃ।
ত্যক্ত্বা শরীরং গৃধ্রস্য প্রাণা জগ্মুর্বিহায়সম্ ॥১৭
স নিক্ষিপ্য শিরো ভূমৌ প্রসার্য্য চরণৌ তথা।
বিক্ষিপ্য চ শরীরং স্বং পপাত ধরণীতলে ॥১৮

তং গৃধ্রং প্রেক্ষ্য তাম্রাক্ষং গতাসুমচলোপমম্।
রামঃ সুবহুভির্দুঃখৈর্দীনঃ সৌমিত্রিমব্রবীৎ ॥১৯

বহূনি রক্ষসাং বাসে বর্ষাণি বসতা সুখম্।
অনেন দণ্ডকারণ্যে বিশীর্ণমিহ পক্ষিণা ॥২০

অনেকবার্ষিকো যস্তু চিরকালসমুত্থিতঃ।
সোঽয়মদ্য হতঃ শেতে কালো হি দুরতিক্রমঃ ॥২১

পশ্য লক্ষ্মণ গৃধ্রোঽয়মুপকারী হতশ্চ মে।
সীতামভ্যবপন্নো হি রাবণেন বলীয়সা ॥২২

গৃধ্ররাজ্যং পরিত্যজ্য পিতৃপৈতামহং মহৎ।
মম হেতোরয়ং প্রাণান্ মুমোচ পতগেশ্বরঃ ॥২৩

সর্বত্র খলু দৃশ্যন্তে সাধবো ধর্মচারিণঃ।
শূরাঃ শরণ্যাঃ সৌমিত্রে তির্যগ্‌যোনিগতেষ্বপি ॥২৪

সীতাহরণজং দুঃখং ন মে সৌম্য তথাগতম্।
যথা বিনাশো গৃধ্রস্য মৎকৃতে চ পরন্তপ ॥২৫

রাজা দশরথঃ শ্রীমান্ মম যথা মহাযশাঃ।
পূজনীয়শ্চ মান্যশ্চ তথায়ং পতগেশ্বরঃ ॥২৬

সেই মুহূর্তে যাহার কোন ধন অপহৃত হয় সেই ব্যক্তি অবিলম্বে সেই ধন লাভ করে।১২

হে কাকুৎস্থ! সেই মুহূর্তের নাম বিন্দ; রাবণ তাহা বুঝিতে পারে নাই। যেরূপ মৎস্য ধারাল বড়িশ গ্রহণ করিয়া শীঘ্রই বিনষ্ট হয়, সেইরূপ সেও অবিলম্বে বিনাশপ্রাপ্ত হইবে।১৩

তুমি জনকদুহিতা বৈদেহী সীতার জন্য কোন দুঃখ করিও না। যুদ্ধে রাবণকে নিহত করিয়া শীঘ্রই তাঁহার সহিত বিহার করিবে।১৪

অনন্তর রামের সহিত আলাপরত সেই অবিমূঢ়চিত্ত অর্থাৎ যিনি বেহুঁস হন নাই এবং মরণোন্মুখ গৃধ্ররাজ জটায়ুর মুখ হইতে মাংসযুক্ত রক্ত ক্ষরিত হইতে লাগিল।১৫

তারপর সেই পক্ষিরাজ রাবণ বিশ্রবার পুত্র এবং কুবেরের ভ্রাতা,—এইমাত্র বলিয়াই দুর্লভ প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন।১৬

রাম কৃতাঞ্জলি পূর্বক "আরও বলুন, আরও বলুন" এইরূপ বলিতে থাকিলে গৃধ্ররাজের প্রাণ শরীর পরিত্যাগ করত আকাশে উত্থিত হইল।১৭

তিনি ভূমিতলে মস্তক নিক্ষেপ করিয়া চরণদ্বয় প্রসারিত করিলেন ও নিজ শরীর বিক্ষিপ্ত করত ভূতলে পতিত হইলেন।১৮

রাম সেই তাম্র-নয়ন পর্বত-সদৃশ গৃধ্ররাজ জটায়ুকে গতজীবন অর্থাৎ মৃত দেখিয়া বহুদুঃখে দীনভাবাপন্ন সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণকে বলিলেন।১৯

এই পক্ষিরাজ রাক্ষসদিগের আবাসভূমি দণ্ডকারণ্যে বহুবর্ষ যাবৎ সুখে বাস করিয়া এখন দেহ বিসর্জ্জন করিলেন।২০

বহুবর্ষ পূর্বে ইহার জন্ম হইয়াছে,—ইনি অত্যন্ত

সৌমিত্রে হর কাষ্ঠানি নির্মথিষ্যামি পাবকম্।
গৃধ্ররাজং দিধক্ষ্যামি মৎকৃতে নিধনং গতম্ ॥২৭
নাথং পতগলোকস্য চিতিমারোপয়াম্যহম্।
ইমং ধক্ষ্যামি সৌমিত্রে হতং রৌদ্রেণ রক্ষসা ॥২৮
যা গতির্যজ্ঞশীলানামাহিতাগ্নেশ্চ যা গতিঃ।
অপরাবর্তিনাং যা চ যা চ ভূমিপ্রদায়িনাম্ ॥২৯
ময়া ত্বং সমনুজ্ঞাতো গচ্ছ লোকাননুত্তমান্।
গৃধ্ররাজ মহাসত্ত্ব সংস্কৃতশ্চ ময়া ব্রজ ॥৩০
এবমুক্ত্বা চিতাং দীপ্তামারোপ্য পতগেশ্বরম্।
দদাহ রামো ধর্মাত্মা স্ববন্ধুমিব দুঃখিতঃ ॥৩১

রামোঽথ সহসৌমিত্রির্বনং গত্বা স বীর্য্যবান্।
স্থূলান্ হত্বা মহারোহীননুতস্তার তং দ্বিজম্ ॥৩২
রোহিমাংসানি চোদ্ধৃত্য পেশীকৃত্বা মহাযশাঃ।
শকুনায় দদৌ রামো রম্যে হরিতশাদ্বলে ॥৩৩
যত্তৎপ্রেতস্য মর্ত্ত্যস্য কথয়ন্তি দ্বিজাতয়ঃ।
তৎস্বর্গগমনং পিত্র্যং তস্য রামো জজাপ হ ॥৩৪
ততো গোদাবরীং গত্বা নদীং নরবরাত্মজৌ।
উদকং চক্রতুস্তস্মৈ গৃধ্ররাজায় তাবুভৌ ॥৩৫
শাস্ত্রদৃষ্টেন বিধিনা জলং গৃধ্রায় রাঘবৌ।
স্নাত্বা তৌ গৃধ্ররাজায় উদকং চক্রতুস্তদা ॥৩৬

প্রাচীন ছিলেন। এখন নিহত হইয়া ভূতলে শয়ন করিতেছেন; কালের প্রভাব কেহই অতিক্রম করিতে পারে না।২১

লক্ষ্মণ! দেখ, আমার উপকারী এই গৃধ্ররাজ জটায়ু সীতাকে মোচন করিতে উদ্যত হইয়া বলবান্ রাবণের হাতে নিহত হইয়াছেন।২২

ইনি আমার জন্য পিতৃপিতামহ প্রাপ্ত মহৎ গৃধ্ররাজ্য ও প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। হে সুমিত্রানন্দন! জ্ঞানী জীবদিগের কথা দূরে থাকুক, পক্ষিযোনি জীবদিগের মধ্যেও দুর্ব্বলের আশ্রয়, শৌর্য্যশালী ধর্ম্মানুষ্ঠায়ী সাধুসকল দৃষ্ট হইয়া থাকে।২৩-২৪

হে শত্রুনাশন প্রিয়দর্শন লক্ষ্মণ! এই গৃধ্ররাজ আমার জন্য নিহত হওয়ায় আমার যেরূপ দুঃখ হইতেছে, সীতাহরণে আমার সেইরূপ দুঃখ হইতেছে না।২৫

মহাযশস্বী শ্রীমান্ দশরথ আমার যেরূপ পূজনীয় ও মাননীয়, এই পক্ষিরাজও সেইরূপ পূজনীয় ও মাননীয়।২৬

হে সুমিত্রানন্দন! তুমি কাষ্ঠ আহরণ কর, আমি অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া এই গৃধ্ররাজকে দগ্ধ করিবার ইচ্ছা করি; কেননা, ইনি আমার জন্য মৃত্যুবরণ করিয়াছেন।২৭

হে সুমিত্রানন্দন! ভয়ঙ্কর রাক্ষস কর্ত্তৃক নিহত এই পক্ষীরাজকে আমি চিতায় আরোপণ করিয়া দগ্ধ করিব।২৮

হে মহাবল গৃধ্ররাজ! যাঁহারা নিরন্তর যজ্ঞানুষ্ঠান করেন, যাঁহারা অগ্নিহোত্রী, যাঁহারা সংগ্রামে কখনও নিবৃত্ত হন না এবং যাঁহারা ভূমিদাতা—ইঁহাদিগের যে যে লোকে গতি হয়, আপনি আমার হস্তে দাহাদি সংস্কারে সংস্কৃত হইয়া ও মৎকর্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া সেই সমুদয় উৎকৃষ্ট লোকে গমন করুন।২৯-৩০

ধর্ম্মাত্মা রাম ঐরূপ বলিয়া দুঃখিতচিত্তে নিজ বন্ধুর ন্যায় গৃধ্ররাজকে প্রজ্বলিত চিতামধ্যে আরোপণপূর্ব্বক দগ্ধ করিলেন।৩১

পরে মহাযশস্বী ও শক্তিশালী রাম সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণের সহিত বনে যাইয়া স্থূলকায় মৃগসকল বিনাশ করত সেই পক্ষিরাজের উদ্দেশে রমণীয় হরিতবর্ণ শাদ্বল-প্রদেশে কুশ আস্তরণ করিলেন। অনন্তর তিনি মৃগমাংস ছেদনপূর্ব্বক পিণ্ড প্রস্তুত করিয়া বিস্তৃত কুশোপরি তাঁহার উদ্দেশ্যে ঐ মাংসপিণ্ড প্রদান করিলেন এবং ব্রাহ্মণগণ যে মন্ত্রজপকে প্রেতব্যক্তির স্বর্গসাধন বলিয়া থাকেন, সেই মন্ত্র জপ করিলেন।৩২-৩৪

তারপর রাজনন্দন রাম ও লক্ষ্মণ গোদাবরীনদীতে যাইয়া গৃধ্ররাজ জটায়ুকে জল প্রদান করিলেন।৩৫

তখন সেই দুই রঘুনন্দন স্নান করিয়া শাস্ত্রবিহিত

সগৃধ্ররাজঃ কৃতবান্ যশস্করং
সুদুষ্করং কর্ম রণে নিপাতিতঃ।
মহর্ষিকল্পেন চ সংস্কৃতস্তদা
জগাম পুণ্যাং গতিমাত্মনঃ শুভাম্ ॥৩৭
কৃতোদকৌ তাবপি পক্ষিসত্তমে
স্থিরাঞ্চ বুদ্ধিং প্রণিধায় জগ্মতুঃ।
প্রবেশ্য সীতাধিগমে ততো মনো
বনং সুরেন্দ্রাবিব বিষ্ণু-বাসবৌ ॥৩৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অরণ্যকাণ্ডে অষ্টষষ্টিতমঃ সর্গঃ।

বিধি অনুসারে তাঁহার তর্পণ করিলেন। গৃধ্ররাজ জটায়ু যুদ্ধে যশোবর্ধক ও অত্যন্ত দুষ্কর কার্য্য করিয়া এবং মহর্ষিতুল্য রাম কর্তৃক সংস্কৃত হইয়া স্বীয় কল্যাণদায়িনী পুণ্যগতি প্রাপ্ত হইলেন।৩৬-৩৭

রাম ও লক্ষ্মণ তাঁহার প্রতি পিতৃতুল্য বুদ্ধি স্থির রাখিয়া তাঁহার তর্পণ করত সীতাকে লাভ করিবার জন্য মনোনিবেশ করিলেন এবং সুরশ্রেষ্ঠ বিষ্ণু ও ইন্দ্রের ন্যায় উভয়ে বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন।৩৮

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে অষ্টষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

ঊনসপ্ততিতমঃ সর্গঃ

[লক্ষ্মণস্য অয়োমুখ্যৈ দণ্ডদানম্, কবন্ধবাহুবন্ধনপতিত-রামলক্ষ্মণয়োশ্চিন্তা চ।]

কৃত্বৈবমুদকং তস্মৈ প্রস্থিতৌ রাঘবৌ তদা।
অবেক্ষন্তৌ বনে সীতাং জগ্মতুঃ পশ্চিমাং দিশম্ ॥১
তাং দিশং দক্ষিণাং গত্বা শর-চাপাসিধারিণৌ।
অবিপ্রহতমৈক্ষ্বাকৌ পন্থানং প্রতিপেদতুঃ ॥২
গুল্মৈর্বৃক্ষৈশ্চ বহুভির্লতাভিশ্চ প্রবেষ্টিতম্।
আবৃতং সর্বতো দুর্গং গহনং ঘোরদর্শনম্ ॥৩
ব্যতিক্রম্য তু বেগেন গৃহীত্বা দক্ষিণাং দিশম্।
সুভীমং তন্মহারণ্যং ব্যতিযাতৌ মহাবলৌ ॥৪
ততঃ পরং জনস্থানাৎ ত্রিক্রোশং গম্য রাঘবৌ।
ক্রৌঞ্চারণ্যং বিবিশতুর্গহনং তৌ মহৌজসৌ ॥৫
নানামেঘঘনপ্রখ্যং প্রহৃষ্টমিব সর্বতঃ।
নানাবর্ণৈঃ শুভৈঃ পুষ্পৈর্মৃগপক্ষিগণৈর্যুতম্ ॥৬

ঊনসপ্ততিতম সর্গ

[লক্ষ্মণের অয়োমুখীকে দণ্ডদান ও কবন্ধের বাহু বন্ধনে পতিত শ্রীরাম লক্ষ্মণের চিন্তা।]

ইক্ষ্বাকুনন্দন রাম ও লক্ষ্মণ পক্ষিরাজের তর্পণ করত ধনু, বাণ ও অসিধারণপূর্বক পশ্চিমদিক্ অভিমুখে সীতাকে অন্বেষণ করিতে করিতে যাইতে লাগিলেন।১

তাঁহারা সেই দিক্ হইতে দক্ষিণদিক্ অভিমুখে গমন করত চতুর্দিকে বহু বৃক্ষ, গুল্ম ও লতাসমূহে পরিবৃত, অগম্য, ভীষণ এবং জনসমাগম চিহ্নশূন্য অরণ্যপথ প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর সেই দুই মহাবল রঘুনন্দন দক্ষিণদিক্ দিয়া সবেগে উক্ত পথ অতিক্রম করত সেই ভয়ঙ্কর মহারণ্য অতিক্রম করিলেন। তারপর সেই দুই মহাতেজস্বী জনস্থান হইতে তিন ক্রোশ দূরে যাইয়া ক্রৌঞ্চনামক নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিলেন।২-৫

তাঁহারা সীতাহরণে দুঃখিত হইয়া সীতার দর্শনাভিলাষে স্থানে স্থানে অবস্থানপূর্বক প্রফুল্লিত বিবিধ নিবিড় মেঘসদৃশ চতুর্দিক্, শ্যামবর্ণ, মনোহর পুষ্পসমূহে

দিদৃক্ষমাণৌ বৈদেহীং তদ্বনং তৌ বিচিক্যতুঃ।
তত্র তত্রাবতিষ্ঠন্তৌ সীতাহরণদুঃখিতৌ ॥৭
ততঃ পূর্বেণ তৌ গত্বা ত্রিক্রোশং ভ্রাতরৌ তদা।
ক্রৌঞ্চারণ্যমতিক্রম্য মতঙ্গাশ্রমমন্তরে ॥৮
দৃষ্ট্বা তু তদ্বনং ঘোরং বহুভীমমৃগদ্বিজম্।
নানাবৃক্ষসমাকীর্ণং সর্বং গহনপাদপম্ ॥৯
দদৃশাতে গিরৌ তত্র দরীং দশরথাত্মজৌ।
পাতালসমগম্ভীরাং তমসা নিত্যসংবৃতাম্ ॥১০
আসাদ্য চ নরব্যাঘ্রৌ দর্য্যাস্তস্যাবিদূরতঃ।
দদর্শতুর্মহারূপাং রাক্ষসীং বিকৃতাননাম্ ॥১১
ভয়দামল্পসত্ত্বানাং বীভৎসাং রৌদ্রদর্শনাম্।
লম্বোদরীং তীক্ষ্ণদংষ্ট্রাং করালীং পরুষত্বচম্ ॥১২
ভক্ষয়ন্তীং মৃগান্ভীমান্ বিকটাং মুক্তমূর্ধজাম্।
অবৈক্ষতাং তু তৌ তত্র ভ্রাতরৌ রাম-লক্ষ্মণৌ ॥১৩
সা সমাসাদ্য তৌ বীরৌ ব্রজন্তং ভ্রাতুরগ্রতঃ।
এহি রংস্যাবহেত্যুক্ত্বা সমালম্ভত লক্ষ্মণম্ ॥১৪

উবাচ চৈনং বচনং সৌমিত্রিমুপগুহ্য চ।
অহং ত্বয়োমুখী নাম লাভস্তে ত্বমসি প্রিয়ঃ ॥১৫
নাথ পর্বতদুর্গেষু নদীনাং পুলিনেষু চ।
আয়ুশ্চিরমিদং বীর ত্বং ময়া সহ রংস্যসে ॥১৬
এবমুক্তস্তু কুপিতঃ খড়্গমুদ্ধৃত্য লক্ষ্মণঃ।
কর্ণনাসস্তনং তস্যা নিচকর্তারিসূদনঃ ॥১৭
কর্ণনাসে নিকৃত্তে তু বিস্বরং বিননাদ সা।
যথাগতং প্রদুদ্রাব রাক্ষসী ঘোরদর্শনা ॥১৮
তস্যাং গতায়াং গহনং ব্রজন্তৌ বনমোজসা।
আসেদতুরমিত্রঘ্নৌ ভ্রাতরৌ রাম-লক্ষ্মণৌ ॥১৯
লক্ষ্মণস্তু মহাতেজাঃ সত্ত্ববান্ শীলবান্ শুচিঃ।
অব্রবীৎ প্রাঞ্জলির্বাক্যং ভ্রাতরং দীপ্ততেজসম্ ॥২০
স্পন্দতে মে দৃঢ়ং বাহুরুদ্বিগ্নমিব মে মনঃ।
প্রায়শশ্চাপ্যনিষ্টানি নিমিত্তান্যুপলক্ষয়ে ॥২১
তস্মাৎ সজ্জীভবার্য ত্বং কুরুস্ব বচনং মম।
মমৈব হি নিমিত্তানি সদ্যঃ শংসন্তি সম্ভ্রমম্ ॥২২

পরিপূর্ণ, মৃগ ও পক্ষীসমূহে ব্যাপ্ত সেই ক্রৌঞ্চারণ্যে স্থানে স্থানে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।৬-৭

অনন্তর রাম ও লক্ষ্মণ দুই ভ্রাতা ক্রৌঞ্চারণ্য অতিক্রম করিয়া পূর্বদিকে তিনক্রোশ দূরে যাইয়া মতঙ্গ মুনির আশ্রমে প্রবেশ করিলেন।৮

সেই আশ্রমে ভয়ঙ্কর মৃগ-পক্ষীসমূহে ও বিবিধ বৃক্ষসমূহে পূর্ণ, অতি নিবিড়, ভীষণ বন দর্শন করত এক পর্বতমধ্যে পাতালসদৃশ গম্ভীর, নিরন্তর অন্ধকারে সমাবৃত কন্দর দেখিতে পাইলেন।৯-১০

রাম-লক্ষ্মণ দুই ভ্রাতা সেই গুহার প্রায় নিকটে আসিয়া দেখিলেন—যাহার উদর অতি বৃহৎ ও দন্তগুলি ভয়ঙ্কর, যে দেখিতে ভীষণ এবং দুর্বলদিগের ভয়দায়িনী, যে কঠিন চর্ম্মদ্বারা আচ্ছাদিত, যাহার মুখ বিকৃত ও রূপ বিকট এবং যে ভয়ঙ্করী ও মুক্তকেশী—এইরূপ এক রাক্ষসী মৃগসকল ভক্ষণ করিতেছে।১১-১৩

সেই রাক্ষসীও তাঁহাদিগের নিকটে যাইয়া ভ্রাতা রামের অগ্রগামী সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণকে বলিল—আইস, আমরা উভয়ে বিহার করি। ইহা বলিয়া আহ্বান করত তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্বক এই বাক্য বলিল,—হে নাথ! আমার নাম আয়োমুখী, তোমার পরম লাভ হইল,—তুমি আমার প্রিয় হইলে। হে বীর! তুমি দীর্ঘকাল জীবিত থাকিয়া পর্বত, দুর্গ ও নদীপুলিন মধ্যে আমার সহিত বিহার করিবে।১৪-১৬

শত্রুনাশন লক্ষ্মণকে রাক্ষসী ঐরূপ বলিলে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া খড়্গ উত্তোলন করত তাহার কর্ণ, নাসিকা ও স্তন ছেদন করিলেন।১৭

নাসিকা ও কর্ণ ছিন্ন হইলে সেই ঘোরদর্শনা রাক্ষসী বিকটস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল এবং যেদিক হইতে আসিয়াছিল, সেইদিকে ধাবিতা হইল।১৮

সে গমন করিলে, শত্রুনাশন রাম ও লক্ষ্মণ উভয় ভ্রাতা বেগে গমন করত এক নিবিড় বন প্রাপ্ত হইলেন। ধৈর্য্যশীল, পবিত্রস্বভাব ও মহাতেজস্বী লক্ষ্মণ

এষ বঞ্জুলকো নাম পক্ষী পরমদারুণঃ।
আবয়োর্বিজয়ং যুদ্ধে শংসন্নিব বিনর্দতি ॥২৩
তয়োরন্বেষতোরেবং সর্বং তদ্‌বনমোজসা।
সংজজ্ঞে বিপুলঃ শব্দঃ প্রভঞ্জন্নিব তদ্বনম্ ॥২৪
সংবেষ্টিতমিবাত্যর্থং গহনং মাতরিশ্বনা।
বনস্য তস্য শব্দোঽভূদ্ বনমাপূরয়ন্নিব ॥২৫
তং শব্দং কাঙ্ক্ষমাণস্তু রামঃ খড়্গী সহানুজঃ।
দদর্শ সুমহাকায়ং রাক্ষসং বিপুলোরসম্ ॥২৬
আসেদতুশ্চ তদ্রক্ষস্তাবুভৌ প্রমুখে স্থিতম্।
বিবৃদ্ধমশিরোগ্রীবং কবন্ধমুদরেমুখম্ ॥২৭
রোমভির্নিশিতৈস্তীক্ষ্ণৈর্মহাগিরিমিবোচ্ছ্রিতম্।
নীলমেঘনিভং রৌদ্রং মেঘস্তনিতনিঃস্বনম্ ॥২৮
অগ্নিজ্বালানিকাশেন ললাটস্থেন দীপ্যতা।
মহাপক্ষ্মেণ পিঙ্গেন বিপুলেনায়তেন চ ॥২৯
একেনোরসি ঘোরেণ নয়নেন সুদর্শিনা।
মহাদংষ্ট্রোপপন্নং তং লেলিহানং মহামুখম্ ॥৩০
ভক্ষয়ন্তং মহাঘোরান্ ঋক্ষ-সিংহ-মৃগ-দ্বিজান্।
ঘোরৌ ভুজৌ বিকুর্বাণমুভৌ যোজনমায়তৌ ॥৩১
করাভ্যাং বিবিধান্ গৃহ্য ঋক্ষান্ পক্ষিগণান্ মৃগান্।
আকর্ষন্তং বিকর্ষন্তমনেকান্ মৃগযূথপান্ ॥৩২
স্থিতমাবৃত্য পন্থানং তয়োর্ভ্রাত্রোঃ প্রপন্নয়োঃ।
অথ তং সমতিক্রম্য ক্রোশমাত্রং দদর্শতুঃ ॥৩৩
মহান্তং দারুণং ভীমং কবন্ধং ভুজসংবৃতম্।
কবন্ধমিব সংস্থানাদতিঘোরপ্রদর্শনম্ ॥৩৪
স মহাবাহুরত্যর্থং প্রসার্য্য বিপুলৌ ভুজৌ।
জগ্রাহ সহিতাবেব রাঘবৌ পীড়য়ন্ বলাৎ ॥৩৫
খড়্গিনৌ দৃঢ়ধন্বানৌ তিগ্মতেজৌ মহাভুজৌ।
ভ্রাতরৌ বিবশং প্রাপ্তৌ কৃষ্যমাণৌ মহাবলৌ ॥৩৬
তত্র ধৈর্য্যাচ্চ শূরস্তু রাঘবো নৈব বিব্যথে।
বাল্যাদনাশ্রয়াচ্চৈব লক্ষ্মণস্ত্বভিবিব্যথে ॥৩৭

কৃতাঞ্জলিপুটে অতি তেজস্বী ভ্রাতা রামকে বলিলেন,—হে আর্য্য! আমার বামবাহু অত্যন্ত স্পন্দিত হইতেছে; মনও যেন উদ্বিগ্ন হইতেছে এবং প্রায়ই অনিষ্টজনক নিমিত্তসকল দেখিতে পাইতেছি; অতএব আপনি আমার বাক্য রক্ষা করুন, সজ্জীভূত হউন। হে রাম! আমার নিকটে দুর্নিমিত্ত সকল সত্বই ভয় সম্ভাবনা সুচনা করিতেছে।১৯-২২

পরন্তু ঐ অতি ভয়ানক বঞ্জুলপক্ষী যেন আমাদিগের যুদ্ধে বিজয় কীর্ত্তন করত শব্দ করিতেছে।২৩

অনন্তর রাম ও লক্ষ্মণ সেই সমগ্র বন অন্বেষণ করিতে থাকিলে তখন এক বিকট শব্দ উত্থিত হইয়া সমস্ত বনপ্রদেশ যেন ভগ্ন করিয়া ফেলিল। সেই গহন বন হঠাৎ প্রচণ্ড বায়ুতে বেষ্টিত হইয়া উঠিল এবং তন্মধ্যে এক শব্দ সমগ্র বন যেন পূর্ণ করিয়া ফেলিল। রাম লক্ষ্মণের সহিত অসি ধারণপূর্বক সেই শব্দের উৎপত্তিস্থান অবগত হইতে অভিলাষী হইয়া ভ্রমণ করত এক বিশালবক্ষা বৃহৎকায় রাক্ষসকে দেখিতে পাইলেন এবং তাহার নিকটে গমন করিলেন।২৪-২৬

কবন্ধরাক্ষসের দেহ সুতীক্ষ্ণাগ্র রোমসমূহে পরিপূর্ণ, নীলমেঘের মত বর্ণ, অতি বৃহৎ, ভয়ঙ্কর ও মেঘের ন্যায় শব্দকারী। তাহার মস্তক ও গ্রীবা নাই, কেবল উদরে একটি মুখ আছে।২৭-২৮

দেখিতে বিশাল সেই রাক্ষস লোককে গ্রাস করিবার জন্য সর্বদাই মুখমণ্ডল ব্যাদান করিয়া রাখিয়াছে। তার মুখে একটি মাত্র চক্ষু বহ্নিশিখার ন্যায় যেন প্রজ্বলিত রহিয়াছে, সেই চক্ষুর পক্ষ্মগুলি অতি বৃহৎ, এই রাক্ষস সেই বিশালচক্ষুর সাহায্যে দূরস্থিত বস্তুসকল সম্যগ্‌রূপে দেখিতে সমর্থ হয়।২৯-৩০

সে একযোজন দীর্ঘ ভয়ঙ্কর উভয় হস্ত পরিচালনা করিতে করিতে মহা ভয়ঙ্কর সিংহ, ভল্লুক, মৃগ ও পক্ষীদিগকে ভক্ষণ করিতেছিল এবং উভয় হস্ত দ্বারা বিবিধ পক্ষী, ভল্লুক ও মৃগসমূহ গ্রহণপূর্বক আকর্ষণ করিতেছিল।৩১-৩২

সে রাম ও লক্ষ্মণ উভয় ভ্রাতার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। অনন্তর তাঁহারা একক্রোশ মাত্র পথ অতিক্রম করিয়া সেই অতি ভয়ঙ্করাকার, ঘোরদর্শন, বৃহৎকায়, হস্তদ্বারা বিবিধ জন্তু আকর্ষণকারী ও আকারে কবন্ধসদৃশ কবন্ধকে উত্তমরূপে দেখিতে পাইলেন।

উবাচ চ বিষণ্ণঃ সন্ রাঘবং রাঘবানুজঃ।
পশ্য মাং বিবশং বীর রাক্ষসস্য বশংগতম্ ॥৩৮
ময়ৈকেন তু নির্যুক্তঃ পরিমুচ্যস্ব রাঘব।
মাং হি ভূতবলিং দত্ত্বা পলায়স্ব যথাসুখম্ ॥৩৯
অধিগন্তাসি বৈদেহীমচিরেণেতি মে মতিঃ।
প্রতিলভ্য চ কাকুৎস্থ পিতৃপৈতামহীং মহীম্ ॥৪০
তত্র মাং রাম রাজ্যস্থঃ স্মর্তুমর্হসি সর্বদা।
লক্ষ্মণেনৈবমুক্তস্তু রামঃ সৌমিত্রিমব্রবীৎ ॥৪১
মা স্ম ত্রাসং বৃথা বীর নহি ত্বাদৃগ্ বিষীদতি।
এতস্মিন্নন্তরে ক্রূরৌ ভ্রাতরৌ রাম-লক্ষ্মণৌ ॥৪২
তাবুবাচ মহাবাহুঃ কবন্ধো দানবোত্তমঃ।
কৌ যুবাং বৃষভস্কন্ধৌ মহাখড়্গধনুর্ধরৌ ॥৪৩

ঘোরং দেশমিমং প্রাপ্তৌ দৈবেন মম চাক্ষুষৌ।
বদতং কার্য্যমিহ বাং কিমর্থং চাগতৌ যুবাম্ ॥৪৪
ইমং দেশমনুপ্রাপ্তৌ ক্ষুধার্তস্যেহ তিষ্ঠতঃ।
সবাণ-চাপ-খড়্গৌ চ তীক্ষ্ণশৃঙ্গাবিবর্ষভৌ ॥৪৫
মাং তূর্ণমনুসম্প্রাপ্তৌ দুর্লভং জীবিতং হি বাম্।
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা কবন্ধস্য দুরাত্মনঃ ॥৪৬
উবাচ লক্ষ্মণং রামো মুখেন পরিশুষ্যতা।
কৃচ্ছ্রাৎ কৃচ্ছ্রতরং প্রাপ্য দারুণং সত্যবিক্রম ॥৪৭
ব্যসনং জীবিতান্তায় প্রাপ্তমপ্রাপ্য তাং প্রিয়াম্।
কালস্য সুমহদ্বীর্য্যং সর্বভূতেষু লক্ষ্মণ ॥৪৮
ত্বাঞ্চ মাঞ্চ নরব্যাঘ্র ব্যসনৈঃ পশ্য মোহিতৌ।
ন হি ভারোঽস্তি দৈবস্য সর্বভূতেষু লক্ষ্মণ ॥৪৯

তখন মহাবাহু কবন্ধও বিপুল হস্তদ্বয় প্রসারণপূর্বক রঘুনন্দন রাম ও লক্ষ্মণকে বলপূর্বক পীড়ন করত একসঙ্গে উভয়কেই গ্রহণ করিল।৩৩-৩৫

কবন্ধ দৃঢ়ধনু ও খড়্গধারী, মহাতেজস্বী, মহাশক্তিধর এবং মহাভুজ সেই উভয় ভ্রাতাকে আকর্ষণ করিলে উভয়ে অবশ হইয়া পড়িল। তখন শৌর্য্যশালী রঘুনন্দন রাম ধৈর্য্যবলে ব্যথিত হইলেন না; কিন্তু তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণ বালকবুদ্ধি বলিয়া ধৈর্য্যের আশ্রয় গ্রহণ না করায় ব্যথিত হইলেন এবং বিষণ্ণ হইয়া রঘুনন্দন রামকে বলিলেন,—হে বীর! দেখুন,—আমি বিবশ হইয়া রাক্ষসের বশীভূত হইয়াছি, আপনি কেবল আমাকে ইহার ভোগ্য মত প্রদান করিয়া এই রাক্ষসের কবল হইতে মুক্ত হউন, আমাকে ইহার নিকট বলি প্রদান করিয়া স্বচ্ছন্দে পলায়ন করুন।৩৬-৩৯

হে কাকুৎস্থ রাম! আমার বোধ হইতেছে যে, আপনি অবিলম্বে বৈদেহী সীতাকে লাভ করিবেন। আপনি পিতৃ-পিতামহ হইতে প্রাপ্ত ভূমণ্ডল লাভপূর্বক রাজ্যে অবস্থান কালে নিরন্তর আমাকে মনে রাখিবেন। রাম সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণের ঐরূপ বাক্য শুনিয়া তাঁহাকে বলিলেন।৪০-৪১

হে বীর! তোমার ন্যায় ব্যক্তিগণ এইরূপ বিষণ্ণ হন্ না, তুমি বৃথা ভয় করিও না। এই সময়ে নির্দয়, মহাবাহু ও দানবশ্রেষ্ঠ সেই কবন্ধ রাম ও লক্ষ্মণ উভয় ভ্রাতাকে বলিল,—ওরে বৃষস্কন্ধ, খড়্গ-ধনুর্ধারী মানবদ্বয়! তোরা কে?৪২-৪৩

তোরা দৈবানুসারেই এই ভয়ঙ্করপ্রদেশে আসিয়া আমার নয়নগোচর হইয়াছিস্। আমি ক্ষুধার্ত হইয়া এইস্থানে অবস্থান করিতেছি, তোরা ধনু, বাণ ও খড়্গ ধারণপূর্বক তীক্ষ্ণশৃঙ্গ, বৃষভের সদৃশ হইয়া শীঘ্র এখানে আগমন করিয়াছিস্; তোরা কেন এখানে আসিয়াছিস্,—তোদের আসিবার প্রয়োজন কি বল্? যখন তোরা আমার নিকটে আসিয়াছিস্, তখন নিশ্চয়ই তোদের জীবন দুর্লভ হইয়াছে। দুরাত্মা কবন্ধের উক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া রাম শুষ্কবদনে লক্ষ্মণকে বলিলেন,—হে সত্যবিক্রম! আমি প্রেয়সী সীতাকে পাইলাম না, পরন্তু আরও অত্যধিক ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়া জীবনান্তকর দারুণ বিপদে পতিত হইলাম। হে নরোত্তম লক্ষ্মণ! সমুদয় প্রাণী হইতে কালই সমধিক শক্তিশালী। দেখ, আমরাই কালের প্রভাবে বিপদে মোহিত হইলাম, হে লক্ষ্মণ! প্রাণিগণকে দুঃখ প্রদান করিতে কালের কিছুই ভার (কঠিন) নাই।৪৪-৪৯

যেরূপ বালুকাময় সেতুসকল তরঙ্গাঘাতে বিদীর্ণ হয়,

শূরাশ্চ বলবন্তশ্চ কৃতাস্ত্রাশ্চ রণাজিরে।
কালাভিপন্নাং সীদন্তি যথা বালুকসেতবঃ ॥৫০
ইতিব্রুবাণো দৃঢ়সত্যবিক্রমো
মহাযশা দাশরথিঃ প্রতাপবান্।
অবেক্ষ্য সৌমিত্রিমুদগ্রবিক্রমঃ
স্থিরাং তদা স্বাং মতিমাত্মনাঽকরোৎ ॥৫১
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অরণ্যকাণ্ডে ঊনসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥

সেইরূপ শৌর্য্যশালী, বলবান্ ও অস্ত্রপ্রয়োগনিপুণ ব্যক্তিগণও কালপ্রেরিত হইয়া যুদ্ধে অবসন্ন হন।৫০

এইকথা বলিয়া দৃঢ়-সত্যপরাক্রম, সুদৃঢ়বিক্রমী, প্রতাপশালী, দশরথনন্দন রাম সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণকে অবলোকন করত স্বয়ংই নিজ চিত্ত স্থির করিলেন।৫১

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে ঊনসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

সপ্ততিতমঃ সর্গঃ

[সংমন্ত্র্য শ্রীরাম-লক্ষ্মণয়োঃ কবন্ধস্য হস্তদ্বয়চ্ছেদনম্। তেন তয়োঃ স্বাগতসম্ভাষণঞ্চ।]

তৌ তু তত্র স্থিতৌ দৃষ্ট্বা ভ্রাতরৌ রাম-লক্ষ্মণৌ।
বাহুপাশপরিক্ষিপ্তৌ কবন্ধো বাক্যমব্রবীৎ ॥১
তিষ্ঠতঃ কিং নু মাং দৃষ্ট্বা ক্ষুধার্তং ক্ষত্রিয়র্ষভৌ।
আহারার্থং তু সন্দিষ্টৌ দৈবেন হতচেতনৌ ॥২
তচ্ছ্রুত্বা লক্ষ্মণো বাক্যং প্রাপ্তকালং হিতং তদা।
উবাচাতিসমাপন্নো বিক্রমে কৃতনিশ্চয়ঃ ॥৩
ত্বাঞ্চ মাঞ্চ পুরা তূর্ণামাদত্তে রাক্ষসাধমঃ।
তস্মাদসিভ্যামস্যাশু বাহূ ছিন্দ্বাবহে গুরূ ॥৪
ভীমনোঽয়ং মহাকায়ো রাক্ষসো ভুজবিক্রমঃ।
লোকং হ্যতিজিতং কৃত্বা হ্যাবাং হন্তুমিহেচ্ছতি ॥৫
নিশ্চেষ্টানাং বধো রাজন্ কুৎসিতো জগতীপতেঃ।
ক্রতুমধ্যোপনীতানাং পশূনামিব রাঘব ॥৬
এতৎ সঞ্জল্পিতং শ্রুত্বা তয়োঃ ক্রুদ্ধস্তু রাক্ষসঃ।
বিদার্য্যাস্যং ততো রৌদ্রং তৌ ভক্ষয়িতুমারভৎ ॥৭
ততস্তৌ দেশ-কালজ্ঞৌ খড়্গাভ্যামেব রাঘবৌ।
অচ্ছিন্দতাং সুসংহৃষ্টৌ বাহূ তস্যাংসদেশয়োঃ ॥৮

সপ্ততিতম সর্গ

[শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ পরস্পর আলোচনান্তে কবন্ধের দুই হাত ছেদন ও কবন্ধ কর্তৃক তাহাদের স্বাগত সম্ভাষণ]

দানব কবন্ধ নিজ বাহুবলে আবদ্ধ সেই দুই ভ্রাতা রাম ও লক্ষ্মণকে সেইস্থানে অবস্থিত দেখিয়া বলিল।১

অরে ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ! আমি ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছি, তোরা আমাকে দেখিয়া কি বৃথা অবস্থান করিতেছিস্? তোরা দৈববলে মোহিত হইয়া আমার আহার্য্যরূপে আনীত হইয়াছিস্।২

লক্ষ্মণ সেই বাক্য শ্রবণ করত দুঃখিত হইলেন এবং বিক্রমপ্রকাশে কৃতনিশ্চয় হইয়া রামকে তৎকালোচিত হিতকর এই বাক্য বলিলেন।৩

এই রাক্ষসাধম অতি শীঘ্র আপনাকে ও আমাকে ভক্ষণ করিবে, আসুন,—আমরা ইহারমধ্যে শীঘ্রই অসিদ্বারা ইহার গুরুতর হস্তদ্বয় ছেদন করি।৪

এই ভয়ঙ্কর বৃহৎকায় রাক্ষসের সমগ্র পরাক্রম (বল) ভুজে অর্থাৎ হস্তে নিহিত আছে, এই রাক্ষস সমুদয় লোক পরাজিত করিয়া আপনাকে ও আমাকে বধ করিতে ইচ্ছা করিতেছে। হে পৃথিবীপালক রঘুনন্দন! নিশ্চেষ্ট থাকিয়া যজ্ঞের পশুর ন্যায় বধ হওয়া রাজার পক্ষে নিতান্ত গর্হিত।৫-৬

রাক্ষস উক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া রাম ও লক্ষ্মণের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া বদন বিস্তার পূর্বক তাঁহাদিগকে ভক্ষণ করিতে উপক্রম করিল।৭

তখন দেশ-কালোচিত কার্য্যবিধানে নিপুণ সেই দুই রঘুনন্দন হৃষ্টচিত্তে অনায়াসে তাহার বাহুযুগল ছেদন

দক্ষিণো দক্ষিণং বাহুমসক্তমসিনা ততঃ।
বিচ্ছেদ রামো বেগেন সব্যং বীরস্তু লক্ষ্মণঃ ॥৯
স পপাত মহাবাহুশ্ছিন্নবাহুর্মহাস্বনঃ।
খঞ্চ গাঞ্চ দিশশ্চৈব নাদয়ঞ্জলদো যথা ॥১০
স নিকৃত্তৌ ভুজৌ দৃষ্ট্বা শোণিতৌঘপরিপ্লুতঃ।
দীনঃ পপ্রচ্ছ তৌ বীরৌ কৌ যুবামিতি দানবঃ ॥১১
ইতি তস্য ব্রুবাণস্য লক্ষ্মণঃ শুভলক্ষণঃ।
শশংস তস্য কাকুৎস্থং কবন্ধস্য মহাবলঃ ॥১২
অয়মিক্ষ্বাকুদায়াদো রামো নাম জনৈঃ শ্রুতঃ।
তস্যৈবাবরজং বিদ্ধি ভ্রাতরং মাঞ্চ লক্ষ্মণম্ ॥১৩
মাত্রা প্রতিহতে রাজ্যে রামঃ প্রব্রাজিতো বনম্।
ময়া সহ চরত্যেষ ভার্য্যয়া চ মহদ্বনম্ ॥১৪

অস্য দেবপ্রভাবস্য বসতো বিজনে বনে।
রক্ষসাপহৃতা ভার্য্যা যামিচ্ছন্তাবিহাগতৌ ॥১৫
তং তু কো বা কিমর্থং বা কবন্ধসদৃশে বনে।
আস্যেনোরসি দীপ্তেন ভগ্নজঙ্ঘো বিচেষ্টসে ॥১৬
এবমুক্তঃ কবন্ধস্তু লক্ষ্মণেনোত্তরং বচঃ।
উবাচ বচনং প্রীতস্তদিন্দ্রবচনং স্মরন্ ॥১৭
স্বাগতং বাং নরব্যাঘ্রৌ দিষ্ট্যা পশ্যামি বামহম্।
দিষ্ট্যা চেমৌ নিকৃত্তৌ মে যুবাভ্যাং বাহুবন্ধনৌ ॥১৮
বিরূপং যচ্চ মে রূপং প্রাপ্তং হ্যবিনয়াদ্ যথা।
তন্মে শৃণু নরব্যাঘ্র তত্ত্বতঃ শংসতস্তব ॥১৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অরণ্যকাণ্ডে সপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥

করিলেন, সুদক্ষ রাম তাঁহার দক্ষিণ ভাগে থাকিয়া দক্ষিণ হস্ত ছেদন করিলেন এবং লক্ষ্মণ বাম ভাগে থাকিয়া তাহার বামহস্ত ছেদন করিলেন।৮-৯

পরে মহাবাহু রাক্ষস ছিন্নবাহু হইয়া মেঘের ন্যায় ভয়ঙ্কর শব্দ করত আকাশ, পৃথিবী ও দিক্ সকল প্রতিধ্বনিত করিয়া পতিত হইল। অনন্তর সেই দানব রক্তাক্তদেহে নিজ হস্তদ্বয় ছিন্ন দেখিয়া দীনভাবে সেই বীরদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিল,—তোমরা কে? ১০-১১

কবন্ধ এইরূপ বলিলে, মহাবল শুভলক্ষণ লক্ষ্মণ কাকুৎস্থ রামকে উদ্দেশ্য করিয়া কবন্ধকে বলিলেন—ইনি ইক্ষ্বাকুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ইঁহার নাম রাম, ইনি এই নামে বিখ্যাত। আমি ইঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, আমার নাম লক্ষ্মণ, ইহা তুই অবগত হ।১২-১৩

বিমাতা কৈকেয়ী ইঁহার রাজ্যপ্রাপ্তির বিঘ্ন সৃষ্টি করায় ইনি বনে প্রব্রাজিত হইয়াছেন এবং আমার সহিত ও ভার্য্যার সহিত মহাবনে বিচরণ করিতেছেন।১৪

বনবাসকালে এই দেবতুল্য প্রভাবশালী রামের ভার্য্যাকে রাবণ হরণ করিয়াছে। আমরা তাঁহার অনুসন্ধানের অভিলাষে এখানে আসিয়াছি।১৫

তুই কে? তোর সমুজ্জ্বল বক্ষঃস্থলে আমরা আসিলাম কিরূপে? কেন বা তোর জঙ্ঘা ভগ্ন হইল এবং তুই কেন কবন্ধ সদৃশ হইলি? ১৬

কবন্ধকে লক্ষ্মণ এইকথা বলিলে সে ইন্দ্রের সেই বাক্য স্মরণ করত প্রীতিপূর্ব্বক তাঁহাকে এইরূপ প্রত্যুত্তর দিল।১৭

হে নরশ্রেষ্ঠদ্বয়! আপনাদের আগমন শুভ তো? আমি ভাগ্যানুসারে আপনাদিগকে দর্শন করিলাম। আমার ভাগ্যানুসারেই আপনারা আমার বন্ধনস্বরূপ হস্তদ্বয় ছেদন করিলেন।১৮

হে নরশ্রেষ্ঠ রাম! আমি এই যে বিকৃতরূপ লাভ করিয়াছি, তাহা আমার ঔদ্ধত্যের ফল—এই বিষয়ে আপনার নিকটে সত্যরূপে বলিতেছি, শ্রবণ করুন।১৯

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে সপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

একসপ্ততিতমঃ সর্গঃ

[কবন্ধস্য স্বীয়বৃত্তান্ত কথনম্, স্বশরীরদগ্ধানন্তরং সীতান্বেষণে সহায়তাবিধানায় শ্রীরামায় কবন্ধস্যাশ্বাসদানঞ্চ।]

পুরা রাম মহাবাহো মহাবলপরাক্রমম্।
রূপমাসীন্মমাচিন্ত্যং ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্ ॥১
যথা সূর্য্যস্য সোমস্য শক্রস্য চ যথা বপুঃ।
সোঽহং রূপমিদং কৃত্বা লোকবিত্রাসনং মহৎ ॥২
ঋষীন্ বনগতান্ রাম ত্রাসয়ামি ততস্ততঃ।
ততঃ স্থূলশিরা নাম মহর্ষিঃ কোপিতো ময়া ॥৩
স চিন্বন্ বিবিধং বন্যং রূপেণানেন ধর্ষিতঃ।
তেনাহমুক্তঃ প্রেক্ষ্যৈবং ঘোরশাপাভিধায়িনা ॥৪
এতদেবং নৃশংসং তে রূপমস্তু বিগর্হিতম্।
স ময়া যাচিতঃ ক্রুদ্ধঃ শাপস্যান্তো ভবেদিতি ॥৫
অভিশাপকৃতস্যেতি তেনেদং ভাষিতং বচঃ।
যদা ছিত্ত্বা ভুজৌ রামস্ত্বাং দহেদ্ বিজনে বনে ॥৬
তদা ত্বং প্রাপ্স্যসে রূপং স্বমেব বিপুলং শুভম্।
শ্রিয়া বিরাজিতং পুত্রং দনোস্ত্বং বিদ্ধি লক্ষ্মণ ॥৭
ইন্দ্রকোপাদিদং রূপং প্রাপ্তমেবং রণাজিরে।
অহং হি তপসোগ্রেণ পিতামহমতোষয়ম্ ॥৮
দীর্ঘমায়ুঃ স মে প্রাদাত্ততো মাং বিভ্রমোঽস্পৃশৎ।
দীর্ঘমায়ুর্ময়া প্রাপ্তং কিং মাং শক্রঃ করিষ্যতি ॥৯
ইত্যেবং বুদ্ধিমাস্থায় রণে শক্রমধর্ষয়ম্।
তস্য বাহুপ্রমুক্তেন বজ্রেণ শতপর্বণা ॥১০

একসপ্ততিতম সর্গ

[কবন্ধের আত্মকথা, আপনার শরীর দগ্ধ হইবার পর শ্রীরামকে সীতার অন্বেষণের জন্য সহায়তা করিতে কবন্ধের আশ্বাস দান]

হে মহাবাহো রাম! পূর্বে আমার মহা বল ও মহাপরাক্রম ছিল এবং ত্রিলোক-বিখ্যাত ও অচিন্তনীয় রূপ ছিল।১

সূর্য্য ইন্দ্র ও চন্দ্রের ন্যায় কমনীয় রূপ ছিল, পরে আমি এই প্রকার লোকভয়ঙ্কর বিকটরূপ ধারণ করত বনবাসী ঋষিদিগকে ভয় দেখাইতাম। রাম! একদা আমি এই রূপ ধারণ করিয়া বিবিধ বন্যদ্রব্য সঞ্চয়কারী স্থূলশিরা নামক মহর্ষিকে ভয় দেখাইতে গিয়া তাঁহার কোপোৎপাদন করিয়াছিলাম। পরে তিনি আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া "তোর এই লোকনিন্দিত নৃশংস রূপই থাকুক" এই বলিয়া অভিসম্পাত করিলেন। তখন আমি সেই ক্রুদ্ধ ঋষিকে প্রসন্ন করিয়া বলিলাম,—আমি আপনার নিকট অপরাধী বলিয়া আপনি আমাকে যে অভিশাপ প্রদান করিলেন, অনুগ্রহ করিয়া আমাকে ঐ অভিশাপ হইতে মুক্ত করুন। তখন তিনি বলিলেন,—রাম যখন তোর মুণ্ড ছেদনপূর্বক নির্জন বনমধ্যে তোকে দগ্ধ করিবেন, তখন তুই স্বীয় সুবিপুল মনোহর রূপ লাভ করিবি। হে লক্ষ্মণ! আমি দনুর পুত্র, পূর্বে অতীব সুন্দর ছিলাম।২-৭

আমার যে এইরূপ বিকৃত রূপ, ইহা যুদ্ধস্থলে ইন্দ্রের ক্রোধ হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি তপস্যা দ্বারা পিতামহ ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করিলাম, তিনি আমাকে দীর্ঘ আয়ু প্রদান করিলেন। তারপর আমার বিভ্রম ঘটিল, আমি দীর্ঘ আয়ু লাভ করিয়াছি। ইন্দ্র আমার কি করিতে পারেন, এই মনে করিয়া যুদ্ধে তাঁহাকে পরাভব করিতে গেলাম। অনন্তর তাঁহার বাহুমুক্ত শতপর্ব বজ্র দ্বারা আমার জঙ্ঘাদ্বয় ভগ্ন হইলেও মস্তক শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। আমার এখনই মৃত্যু বিধান করুন—আমি এইরূপ

সক্থিনী চ শিরশ্চৈব শরীরে সম্প্রবেশিতম্ ।
স ময়া যাচ্যমানঃ সন্নানয়দ্ যমসাদনম্ ॥১১
পিতামহবচঃ সত্যং তদস্ত্বিতি মমাব্রবীৎ ।
অনাহারঃ কথং শক্তো ভগ্নসক্থিশিরোমুখঃ ॥১২
বজ্রিণাভিহতঃ কালং সুদীর্ঘমপি জীবিতুম্ ।
স এবমুক্তঃ শক্রো মে বাহূ যোজনমায়তৌ ॥১৩
তদা চাস্যঞ্চ মে কুক্ষৌ তীক্ষ্ণদংষ্ট্রমকল্পয়ৎ ।
সোঽহং ভুজাভ্যাং দীর্ঘাভ্যাং সংক্ষিপ্যাস্মিন্ বনেচরান্ ॥১৪
সিংহ-দ্বীপি-মৃগ-ব্যাঘ্রান্ ভক্ষয়ামি সমন্ততঃ ।
স তু মামব্রবীদিন্দ্রো যদা রামঃ সলক্ষ্মণঃ ॥১৫
ছেৎস্যতে সমরে বাহূ তদা স্বর্গং গমিষ্যসি ।
অনেন বপুষা তাত বনেঽস্মিন্ রাজসত্তম ॥১৬
যদ্ যৎ পশ্যামি সর্বস্য গ্রহণং সাধু রোচয়ে ।
অবশ্যং গ্রহণং রামো মন্যেঽহং সমুপৈষ্যতি ॥১৭
ইমাং বুদ্ধিং পুরস্কৃত্য দেহন্যাসকৃতশ্রমঃ ।
স ত্বং রামোঽসি ভদ্রং তে নাহমন্যেন রাঘব ॥১৮
শক্যো হন্তুং যথা তত্ত্বমেবমুক্তং মহর্ষিণা ।
অহং হি মতিসাচিব্যং করিষ্যামি নরর্ষভ ॥১৯
মিত্রং চৈবোপদেক্ষ্যামি যুবাভ্যাং সংস্কৃতোঽগ্নিনা ।
এবমুক্তস্তু ধর্মাত্মা দনুনা তেন রাঘবঃ ॥২০
ইদং জগাদ বচনং লক্ষ্মণস্য চ পশ্যতঃ ।
রাবণেন হৃতা ভার্য্যা সীতা মম যশস্বিনী ॥২১
নিষ্ক্রান্তস্য জনস্থানাৎ সহ ভ্রাত্রা যথাসুখম্ ।
নামমাত্রং তু জানামি ন রূপং তস্য রক্ষসঃ ॥২২
নিবাসং বা প্রভাবং বা বয়ং তস্য ন বিদ্মহে ।
শোকার্তানামনাথানামেবং বিপরিধাবতাম্ ॥২৩
কারুণ্যং সদৃশং কর্তুমুপকারেণ বর্ততাম্ ।
কাষ্ঠান্যানীয় ভগ্নানি কালে শুষ্কাণি কুঞ্জরৈঃ ॥২৪

প্রার্থনা করিলে মহেন্দ্র আমাকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন ।৮-১১

তিনি এই কথা বলিলেন যে, পিতামহের সেই বাক্য সত্য হউক। তখন আমি তাঁহাকে বলিলাম—হে বজ্রধর! বজ্রাঘাতে আমার জঙ্ঘা, গ্রীবা ও মুখ ভগ্ন হইয়াছে, আমি কি প্রকারে অনাহারে সুদীর্ঘকাল জীবিত থাকিব? আমি ইহা বলিলে তিনি আমার ঐ যোজনায়ত হস্তদ্বয় ও পেটের মধ্যে এই ভয়ঙ্কর দন্তযুক্ত মুখ বসাইয়া দিলেন। আমি সেই অবধি ঐ সুদীর্ঘ ভুজদ্বয় দ্বারা এই বনচারী সিংহ, ব্যাঘ্র, চিতাব্যাঘ্র ও মৃগ সমস্ত আকর্ষণ পূর্বক ভক্ষণ করিয়া থাকি। তখন ইন্দ্র আমাকে বলিয়াছিলেন যে, যখন যুদ্ধে রাম ও লক্ষ্মণ তোমার বাহুদ্বয় ছেদন করিবেন, তখন তুমি স্বর্গ প্রাপ্ত হইবে। হে তাত! হে নৃপোত্তম! আমি তখন হইতেই এইরূপ শরীর ধারণ করত এই বনমধ্যে থাকিয়া যাহা দেখিতে পাই, তাহাই গ্রহণ করি। আমি মনে করিতেছি যে, রাম অবশ্যই আমাকে গ্রহণ করিবেন। আমি ঐ স্থির নিশ্চয় করিয়া দেহ ত্যাগের জন্য নিরন্তর চেষ্টা করিতেছি। হে রঘুনন্দন! আপনার মঙ্গল হউক; আপনি নিশ্চয়ই সেই রাম; কেননা আমাকে, অন্য কেহ বিনাশ করিতে পারিবেনা—ইহাতে সন্দেহ নাই, যেহেতু সেই মহর্ষি এইরূপ কথা বলিয়াছিলেন। হে নরশ্রেষ্ঠ! আপনারা আমাকে অগ্নিতে দগ্ধ করুন, আমি আপনাদিগের কর্তব্যবিষয়ে মন্ত্রণা দিয়া সহায়তা করিব এবং এক্ষণে আপনাদিগের যাঁহার সহিত মিত্রতা করা উচিত, তাহা বলিব। ধর্মাত্মা রঘুনন্দন রামকে দানব ঐরূপ বলিলে রাম লক্ষ্মণের সমীপে তাঁহাকে এই কথা বলিলেন,—আমি ভ্রাতার সহিত জনস্থান হইতে নির্গত হইলে রাবণ আমার ভার্য্যা যশস্বিনী সীতাকে অনায়াসে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে, আমি সেই রাক্ষসের নামমাত্র জানি, তাহার রূপ জানিনা ।১২-২২

আমরা তাহার নিবাস বা প্রভাব কিছুই জানি না। সীতার শোকে পীড়িত হইয়া অনাথের ন্যায় এইভাবে এখানে সেখানে ভ্রমণ করিতেছি। তুমি সমুচিত করুণা করিয়া আমাদিগের উপকার কর।

ধক্ষ্যামস্ত্বাং বয়ং বীরঃ শ্বভ্রে মহতি কল্পিতে।
স ত্বং সীতাং সমাচক্ষ্ব যেন বা যত্র বা হৃতা ॥২৫
কুরু কল্যাণমত্যর্থং যদি জানাসি তত্ত্বতঃ।
এবমুক্তস্তু রামেণ বাক্যং দনুরনুত্তমম্ ॥২৬
প্রোবাচ কুশলো বক্তা বক্তারমপি রাঘবম্।
দিব্যমস্তি ন মে জ্ঞানং নাভিজানামি মৈথিলীম্ ॥২৭
যস্তাং বক্ষ্যতি তং বক্ষ্যে দগ্ধঃ স্বং রূপমাস্থিতঃ।
যোঽভিজানাতি তদ্রক্ষস্তদ্বক্ষ্যে রাম তৎপরম্ ॥২৮
অদগ্ধস্য হি বিজ্ঞাতুং শক্তিরস্তি ন মে প্রভো।
রাক্ষসং তু মহাবীর্য্যং সীতা যেন হৃতা তব ॥২৯
বিজ্ঞানং হি মহদ্ভ্রষ্টং শাপদোষেণ রাঘব।
স্বকৃতেন ময়া প্রাপ্তং রূপং লোকবিগর্হিতম্ ॥৩০

কিং তু যাবন্ন যাত্যস্তং সবিতা শ্রান্তবাহনঃ।
তাবন্মামবটে ক্ষিপ্ত্বা দহ রাম যথাবিধি ॥৩১
দগ্ধস্ত্বয়াঽহমবধে ন্যায়েন রঘুনন্দন।
বক্ষ্যামি তং মহাবীর যস্তং বেৎস্যতি রাক্ষসম্ ॥৩২
তেন সখ্যঞ্চ কর্তব্যং ন্যায্যবৃত্তেন রাঘব।
কল্পয়িষ্যতি তে বীর সাহায্যং লঘুবিক্রম ॥৩৩
ন হি তস্যাস্ত্যবিজ্ঞাতং ত্রিষু লোকেষু রাঘব।
সর্বান্ পরিবৃতো লোকান্ পুরা বৈ কারণান্তরে ॥৩৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অরণ্যকাণ্ডে একসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥

হে বীর! আমরা হস্তিগণ দ্বারা ভগ্ন শুষ্ক কাষ্ঠসকল আনয়ন পূর্বক স্বয়ং গর্ত খনন তাহার মধ্যে তোমাকে দগ্ধ করব। যদি তুমি যথার্থরূপে অবগত থাক, তবে সীতাকে যে অপহরণ করিয়াছে ও যেখানে সীতা আছে, তাহা বলিয়া দিয়া আমাদিগের পরম উপকার কর। রঘুনন্দন দানবকে এইরূপ বলিলে, সেই সুবক্তা দানবশ্রেষ্ঠ বাগ্মী রামকে এই উৎকৃষ্ট বাক্য বলিল,—এখন আমার দিব্য জ্ঞান নাই, সেইজন্য মিথিলারাজ-নন্দিনী সীতা যে এক্ষণে কোথায় আছেন, তাহা আমি জানি না। হে রাম! অগ্রে আপনি আমাকে দাহ করুন, আমি স্বীয় রূপ লাভ করি, পরে যিনি সেই রাক্ষসকে অবগত আছেন এবং আপনাকে সীতার বার্ত্তা প্রদান করিবেন, তাহা আমি আপনার নিকট বলিব। হে প্রভো! আমি দগ্ধ না হইলে যে মহাবীর রাক্ষস আপনার সীতাকে হরণ করিয়াছে, তাহাকে অবগত হইতে পারিব না।২৩-২৯

রঘুনন্দন! অভিশাপদোষে আমার উৎকৃষ্ট দিব্যজ্ঞান নষ্ট হইয়াছে, আমি স্বীয় কার্য্যদোষে এই লোকনিন্দিত রূপ লাভ করিয়াছি।৩০

রাম! যেপর্য্যন্ত সূর্য্য পরিশ্রান্ত বাহন হইয়া অস্তাচলে গমন না করেন, আপনি সেই সময়ের মধ্যেই আমাকে গর্তমধ্যে নিক্ষিপ্ত করিয়া যথাবিধি দগ্ধ করুন।৩১

হে মহাবীর রঘুনন্দন! আপনি আমাকে গর্তমধ্যে যথাবিধি দগ্ধ করিলে যিনি সেই রাক্ষসকে অবগত আছেন, আপনার নিকটে তাঁহার নাম কীর্তন করিব।৩২

হে রঘুনন্দন! আপনি অল্পক্ষণেই বিক্রম প্রকাশ করিতে পারেন। সদাচারী তাঁহার সহিত আপনাকে সখ্য করিতে হইবে; তিনি আপনার সাহায্য করিবেন। হে রঘুনন্দন! পূর্বে তিনি কোন কারণবশতঃ সমুদয় লোক পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন, ত্রিলোকমধ্যে কোন স্থানই তাঁহার অবিদিত নাই।৩৩-৩৪

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে একসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

দ্বিসপ্ততিতমঃ সর্গঃ

[শ্রীরাম-লক্ষ্মণাভ্যাং চিতামধ্যে কবন্ধস্য দাহঃ তস্য দিব্যরূপলাভঃ, সুগ্রীবেণ সহ মিত্রতাবিধানায় কবন্ধস্য পরামর্শদানঞ্চ।]

এবমুক্তৌ তু তৌ বীরৌ কবন্ধেন নরেশ্বরৌ।
গিরিপ্রদরমাসাদ্য পাবকং বিসসর্জতুঃ ॥১
লক্ষ্মণস্তু মহোল্কাভির্জ্বলিতাভিঃ সমন্ততঃ।
চিতামাদীপয়ামাস সা প্রজজ্বাল সর্বতঃ ॥২
তচ্ছরীরং কবন্ধস্য ঘৃতপিণ্ডোপমং মহৎ।
মেদসা পচ্যমানস্য মন্দং দহত পাবকঃ ॥৩
স বিধূয় চিতামাশু বিধূমোঽগ্নিরিবোত্থিতঃ।
অরজে বাসসী বিভ্রন্মাল্যং দিব্যং মহাবলঃ ॥৪
ততশ্চিতায়া বেগেন ভাস্বরো বিরজাম্বরঃ।
উৎপপাতাশু সংহৃষ্টঃ সর্বপ্রত্যঙ্গভূষণঃ ॥৫

বিমানে ভাস্বরে তিষ্ঠন্ হংসযুক্তে যশস্করে।
প্রভয়া চ মহাতেজা দিশো দশ বিরাজয়ন্ ॥৬
সোঽন্তরিক্ষগতো বাক্যং কবন্ধো রামমব্রবীৎ।
শৃণু রাঘব তত্ত্বেন যথা সীতামবাপ্স্যসি ॥৭
রাম ষড়্ যুক্তয়ো লোকে যাভিঃ সর্বং বিমৃশ্যতে।
পরিভূষ্টো দশান্তেন দশাভাগেন সেব্যতে ॥৮
দশাভাগগতো হীনস্ত্বং হি রাম সলক্ষ্মণঃ।
যৎকৃতে ব্যসনং প্রাপ্তং ত্বয়া দারপ্রধর্ষণম্ ॥৯
তদবশ্যং ত্বয়া কার্য্যঃ স সুহৃৎ সুহৃদাং বর।
অকৃত্বা নহি তে সিদ্ধিমহং পশ্যামি চিন্তয়ন্ ॥১০

দ্বিসপ্ততিতম সর্গ

[শ্রীরাম-লক্ষ্মণ কর্তৃক চিতার উপরে কবন্ধের দাহ ও তাহার দিব্যরূপ লাভ এবং সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা করিবার পরামর্শ দান।]

কবন্ধ সেই দুই বীর নরশ্রেষ্ঠকে এইরূপ বলিলে রাম ও লক্ষ্মণ কোন এক নিকটবর্ত্তী পর্বতগহ্বর মধ্যে তাহার শরীর নিক্ষেপ করত তথায় অগ্নি প্রদান করিলেন।১

লক্ষ্মণ প্রজ্বলিত মহোল্কাসমূহ দ্বারা চতুর্দিকে চিতা প্রজ্বলিত করিলে সেই চিতা সকলদিক্ দিয়া জ্বলিয়া উঠিল।২

অগ্নি ঘৃতপিণ্ডসদৃশ মেদপরিপূর্ণ সেই কবন্ধের শরীর মন্দভাবে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। পরে মহাবল কবন্ধ শীঘ্র চিতা কম্পিত করত নির্মল বস্ত্র পরিধান ও দিব্য মাল্য ধারণপূর্বক ধূমবিহীন অগ্নির ন্যায় উত্থিত হইল।৩-৪

তখন সেই মহাতেজা কবন্ধ নির্মল বস্ত্র পরিধানপূর্বক সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ভূষণধারণ করিয়া আনন্দিতচিত্তে চিতা হইতে উত্থিত হইল।৫

তারপর হংসযোজিত, যশস্কর ও প্রদীপ্ত বিমানে আরোহণ করিয়া স্বীয় প্রভাদ্বারা দশদিক্ শোভিত করত আকাশে অবস্থানপূর্বক রামের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল,—হে রঘুনন্দন! আপনি যে প্রকারে সীতাকে লাভ করিবেন, আমি তাহা যথার্থরূপে বলিতেছি, শ্রবণ করুন।৬-৭

হে রাম! লোক মধ্যে সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধীভাব ও সমাশ্রয়—এই ছয় প্রকার উপায় আছে; নরপতিগণ এই ছয়টি উপায় অবলম্বনপূর্বক সমস্ত বিষয় বিচার করিয়া থাকেন। হে রাম! দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তিকে অন্য দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তি সেবা ও সাহায্য করিয়া থাকে (ইহাই জগতিক নিয়ম)। আপনিও লক্ষ্মণের সহিত সুদশাহীন হইয়া দুর্দশাগ্রস্ত হইয়াছেন; সেইজন্যই এই ভার্য্যাহরণরূপ বিপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন।৮-৯

হে সুহৃৎশ্রেষ্ঠ! আমি চিন্তা করিয়াও আপনার তাঁহার সহিত সখ্য করা ব্যতীত স্বকার্য্য সিদ্ধির অন্য উপায় দেখিতেছি না; অতএব অবশ্যই তাঁহার সহিত আপনার সখ্য করা উচিৎ।১০

শ্রূয়তাং রাম বক্ষ্যামি সুগ্রীবো নাম বানরঃ।
ভ্রাত্রা নিরস্তঃ ক্রুদ্ধেন বালিনা শক্রসূনুনা ॥১১
ঋষ্যমূকে গিরিবরে পম্পাপর্য্যন্তশোভিতে।
নিবসত্যাত্মবান্ বীরশ্চতুর্ভিঃ সহ বানরৈঃ ॥১২
বানরেন্দ্রো মহাবীর্য্যস্তেজোবানমিতপ্রভঃ।
সত্যসন্ধো বিনীতশ্চ ধৃতিমান্ মতিমান্ মহান্ ॥১৩
দক্ষঃ প্রগল্ভো দ্যুতিমান্ মহাবলপরাক্রমঃ।
ভ্রাত্রা বিবাসিতো বীর রাজ্যহেতোর্মহাত্মনা ॥১৪
স তে সহায়ো মিত্রঞ্চ সীতায়াঃ পরিমার্গণে।
ভবিষ্যতি হি তে রাম মা চ শোকে মনঃ কৃথাঃ ॥১৫
ভবিতব্যং হি তচ্চাপি ন তচ্ছক্যমিহান্যথা।
কর্তুমিক্ষ্বাকুশার্দ্দুল কালো হি দুরতিক্রমঃ ॥১৬
গচ্ছ শীঘ্রমিতো বীর সুগ্রীবং তং মহাবলম্।
বয়স্যং তং কুরু ক্ষিপ্রমিতো গত্বাঽদ্য রাঘব ॥১৭
অদ্রোহায় সমাগম্য দীপ্যমানে বিভাবসৌ।
ন চ তে সোঽবমন্তব্যঃ সুগ্রীবো বানরাধিপঃ ॥১৮
কৃতজ্ঞঃ কামরূপী চ সহায়ার্থী চ বীর্য্যবান্।
শক্তৌ হ্যদ্য যুবাং কর্তুং কার্য্যং তস্য চিকীর্ষিতম্ ॥১৯
কৃতার্থো বাঽকৃতার্থো বা তব কৃত্যং করিষ্যতি।
স ঋক্ষরজসঃ পুত্রঃ পম্পামটতি শঙ্কিতঃ ॥২০
ভাস্করস্যৌরসঃ পুত্রো বালিনা কৃতকিল্বিষঃ।
সন্নিধায়ায়ুধং ক্ষিপ্রমৃষ্যমূকালয়ং কপিম্ ॥২১
কুরু রাঘব সত্যেন বয়স্যং বনচারিণম্।
স হি স্থানানি কার্ৎস্ন্যেন সর্বাণি কপিকুঞ্জরঃ ॥২২
নরমাংসাশিনাং লোকে নৈপুণ্যাদধিগচ্ছতি।
ন তস্যা বিদিতং লোকে কিঞ্চিদস্তি হি রাঘব ॥২৩
যাবৎ সূর্য্যঃ প্রতপতি সহস্রাংশুঃ পরন্তপ।
স নদীর্বিপুলান্ শৈলান্ গিরিদুর্গাণি কন্দরান্ ॥২৪

রাম! আমি তাঁহার বৃত্তান্ত বলিতেছি—শ্রবণ করুন। তাঁহার নাম বানর সুগ্রীব তাঁহাকে স্বীয় ভ্রাতা ইন্দ্রনন্দন ক্রুদ্ধ বালী রাজ্য হইতে দূর করিয়া দিয়াছেন। মনস্বী বানরশ্রেষ্ঠ বীর সুগ্রীব পম্পা সরোবর পর্য্যন্ত শোভিত ঋষ্যমূকনামক শ্রেষ্ঠপর্বতে বানরচতুষ্টয়ের সহিত অবস্থান করিতেছেন। রাম! সেই তেজস্বী, মহাবীর, অমিততেজা, সত্যপ্রতিজ্ঞ, বিনীতস্বভাব, ধৈর্য্যশীল, বুদ্ধিমান্, মহান্, সুদক্ষ, অতি প্রগল্ভ, মহাবল, তীব্র পরাক্রম বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীবকে রাজ্যের জন্য স্বীয় ভ্রাতা মহাত্মা বালি নির্বাসিত করিয়াছেন। অতএব তিনি অবশ্যই আপনার মিত্র হইয়া সীতার অন্বেষণে সহায়তা করিবেন, অতএব মনকে শোকাভিভূত করিবেন না।১১-১৫

হে ইক্ষ্বাকুশ্রেষ্ঠ! ইহলোকে যাহা অবশ্যম্ভাবী, তাহা অন্যথা করিতে কাহারও সামর্থ্য নাই, কেননা, কালকে কেহ অতিক্রম করিতে পারে না।১৬

হে বীর রঘুনন্দন! আপনি এই স্থান হইতে শীঘ্রই বানররাজ মহাবল-সুগ্রীবের নিকট গমন করত তাঁহার সহিত মিত্রতা করুন। আপনি অদ্যই শীঘ্র এইস্থান হইতে গমন করিয়া ভবিষ্যতে পরস্পর কাহারও দ্বারা কখন কাহারও অপকার না ঘটে, অগ্নিসাক্ষী করত এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হউন এবং আপনি তাঁহাকে কখনও অবজ্ঞা করিবেন না।১৭-১৮

সুগ্রীব কৃতজ্ঞ, বীর্য্যবান্ ও কামরূপী। তিনি বালির নিগ্রহের জন্য সাহায্যও প্রার্থনা করিতেছেন। আপনারা দুই ভ্রাতা তাঁহার অভিপ্রেত কার্য্য-সাধনে সমর্থ্য। তিনিও নিজ কার্য্যের সিদ্ধি হউক বা না হউক অবশ্যই আপনার কার্য্যে সহায়তা করিবেন। তিনি ঋক্ষরাজার (ক্ষেত্রজ) পুত্র, পম্পাসরোবরে ভ্রমণ করিতেছেন।১৯-২০

তিনি ঋক্ষরাজার পত্নীর গর্ভে ভাস্করের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সম্প্রতি বালি কর্তৃক দূরীকৃত হইয়া ভীতচিত্তে পম্পাতীরে ভ্রমণ করিতেছেন। হে রঘুনন্দন! আপনি শীঘ্র তথায় যাইয়া অস্ত্র দ্বারা শপথ করত সেই বনচারী ঋষ্যমূক পর্বতনিবাসী বানররাজের সহিত সখ্য করুন; কেননা, তিনি ইহলোকে নরমাংসভোজী রাক্ষসদিগের সমুদয় নিবাসস্থান উত্তমরূপে অবগত আছেন। অধিক কি, ইহলোকে তাঁহার কোন স্থানই অবিদিত নাই।২১-২৩

হে শত্রুনাশন রঘুনন্দন! সহস্রকিরণ সূর্য্য যে পর্য্যন্ত

অস্মিন্ বানরৈঃ সার্দ্ধং পত্নী-স্তেহধিগমিষ্যতি।
বানরাংশ্চ মহাকায়ান্ প্রেষয়িষ্যতি রাঘব ॥২৫

দিশো বিচেতুং তাং সীতাং ত্বদ্বিয়োগেন শোচতীম্।

অন্বেষ্যতি বরারোহাং মৈথিলীং রাবণালয়ে ॥২৬

স মেরুশৃঙ্গাগ্রগতামনিন্দিতাং
প্রবিশ্য পাতালতলেঽপি বাশ্রিতাম্।
প্লবঙ্গমানামৃষভস্তব প্রিয়াং
নিহত্য রক্ষাংসি পুনঃ প্রদাস্যতি ॥২৭

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অরণ্যকাণ্ডে দ্বিসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥

প্রকাশিত না হন, সেইপর্য্যন্ত যত নদী, বৃহৎ পর্বত, গিরিদুর্গ ও কন্দর আছে, তিনি বানরগণ দ্বারা তৎসমুদয় অন্বেষণ করত আপনার ভার্য্যাকে জানিতে পারিবেন। হে রঘুনন্দন! তিনি বৃহৎকায় বানরদিগকে আপনার শোকগ্রস্তা সুন্দরী মৈথিলী সীতার অন্বেষণের জন্য চতুর্দিকে ও রাবণের নিবাসস্থানে প্রেরণ করিবেন। আপনার প্রেয়সী অনিন্দিতা সীতা মেরুপর্বতশিখরের অগ্রভাগেই থাকুন বা পাতালেই থাকুন, কপিরাজ সুগ্রীব সেইস্থানে যাইয়াও রাক্ষসদিগকে বিনাশপূর্বক আপনার নিকট তাঁহাকে প্রদান করিবেন।২৪-২৭

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে দ্বিসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

ত্রিসপ্ততিতমঃ সর্গঃ

[দিব্যরূপধর-কবন্ধেন শ্রীরাম-লক্ষ্মণয়ো সমীপে ঋষ্যমূকপর্বতস্য পম্পাসরোবরস্য চ পরিচয়কথনম্, মতঙ্গমুনের্ব নস্যাশ্রমস্য চ পরিচয়দানানন্তরং প্রস্থানঞ্চ।]

দর্শয়িত্বা তু রামায় সীতায়াঃ পরিমার্গণে।
বাক্যমন্বর্থমর্থজ্ঞঃ কবন্ধঃ পুনরব্রবীৎ ॥১
এষ রাম শিবঃ পন্থা যত্রৈতে পুষ্পিতা দ্রুমাঃ।
প্রতিচীং দিশমাশ্রিত্য প্রকাশন্তে মনোরমাঃ ॥২
জম্বূ-প্রিয়াল-পনসা ন্যগ্রোধ-প্লক্ষ-তিন্দুকাঃ।
অশ্বত্থাঃ কর্ণিকারাশ্চ চূতাশ্চান্যে চ পাদপাঃ ॥৩
ধন্বনা নাগবৃক্ষাশ্চ তিলকা নক্তমালকাঃ।
নীলাশোকাঃ কদম্বাশ্চ করবীরাশ্চ পুষ্পিতাঃ ॥৪
অগ্নিমুখ্যা অশোকাশ্চ সুরক্তাঃ পারিভদ্রকাঃ।
নানারুহ্যাথবা ভূমৌ পাতয়িত্বা চ তান্ বলাৎ ॥৫
ফলান্যমৃতকল্পানি ভক্ষয়িত্বা গমিষ্যথঃ।
তদতিক্রম্য কাকুৎস্থ বনং পুষ্পিতপাদপম্ ॥৬

ত্রিসপ্ততিতম সর্গ

[দিব্যরূপধারী কবন্ধ কর্তৃক শ্রীরাম ও লক্ষ্মণের নিকট ঋষ্যমূকপর্বত ও পম্পাসরোবরের পথের সন্ধান-জ্ঞাপন এবং মতঙ্গমুনির বন ও আশ্রমের পরিচয়দানান্তে তাঁহার প্রস্থান।]

অর্থবেত্তা কবন্ধ রামকে সীতার অন্বেষণের উপায় বলিয়া পুনরায় তাঁহাকে এই যুক্তিযুক্ত বাক্য বলিল।১

হে রাম! এই পথ দিয়া অতি সহজে পম্পার পশ্চিমদিগ্‌বর্ত্তী ঐ প্রদেশে যাওয়া যায়, যাহার চতুর্দিক পুষ্পযুক্ত মনোহর বৃক্ষসমূহে আবৃত রহিয়াছে।২

যেস্থানে জাম, পিয়াল পাকুড়, বট, প্লক্ষ, তিন্দুক, অশ্বত্থ, কর্ণিকার, আম্র এবং অন্যান্য বৃক্ষ, নাগকেসর, করঞ্জ, তিলক, নক্তমাল, নীল অশোক, কদম্ব, পুষ্পিত করবীর, রক্তচন্দন, রক্ত অশোক ও পারিজাত বৃক্ষ আছে। আপনারা তাহাদিগকে বলপূর্বক ভূতলে পাতন বা তাহাদিগের উপরি আরোহণ করিয়া অমৃতের ন্যায়

নন্দনপ্রতিমং ত্বা ন্যৎ কুরবস্তূত্তরা ইব।
সর্বকালফলা যত্র পাদপা মধুরস্রবাঃ ॥৭
সর্বে চ ঋতবস্তত্র বনে চৈত্ররথে যথা।
ফলভারনতাস্তত্র মহাবিটপধারিণঃ ॥৮
শোভন্তে সর্বতস্তত্র মেঘপর্বতসন্নিভাঃ।
তানারুহ্যাথবা ভূমৌ পাতয়িত্বাথবা সুখম্ ॥৯
ফলান্যমৃতকল্পানি লক্ষ্মণস্তে প্রদাস্যতি।
চংক্রমন্তৌ বরান্ শৈলান্ শৈলাচ্ছৈলং বনাদ্ বনম্ ॥১০
ততঃ পুষ্করিণীং বীরৌ পম্পাং নাম গমিষ্যথঃ।
অশর্করামবিভ্রংশাং সমতীর্থামশৈবলাম্ ॥১১
রাম সঞ্জাতবালুকাং কমলোৎপলশোভিতাম্।
তত্র হংসাঃ প্লবাঃ ক্রৌঞ্চাঃ কুররাশ্চৈব রাঘব ॥১২
বল্গুস্বরা নিকূজন্তি পম্পাসলিলগোচরাঃ।
নোদ্বিজন্তে নরান্ দৃষ্ট্বা বধস্যাকোবিদাঃ শুভাঃ ॥১৩
ঘৃতপিণ্ডোপমান্ স্থূলাংস্তান্ দ্বিজান্ ভক্ষয়িষ্যথঃ।
রোহিতাংশ্চক্রতুণ্ডাংশ্চ নলমীনাংশ্চ রাঘব ॥১৪
পম্পায়ামিষুভির্মৎস্যাংস্তত্র রাম বরান্ হতান্।
নিস্ত্বক্পক্ষানয়স্তপ্তান্ কৃশানৈককণ্টকান্ ॥১৫
তব ভক্ত্যা সমাযুক্তো লক্ষ্মণঃ সম্প্রদাস্যতি।
ভৃশং তান্ খাদতো মৎস্যান্ পম্পায়াঃ পুষ্পসঞ্চয়ে ॥১৬
পদ্মগন্ধি শিবং বারি সুখশীতমনাময়ম্।
উদ্ধৃত্য স তদা ক্লিষ্টং রূপ্য-স্ফটিকসন্নিভম্ ॥১৭
অথ পুষ্করপর্ণেন লক্ষ্মণঃ পায়য়িষ্যতি।
স্থূলান্ গিরিগুহাশয্যান্ বানরান্ বনচারিণঃ ॥১৮
সায়াহ্নে বিচরন্ রাম দর্শয়িষ্যতি লক্ষ্মণঃ।
অপাং লোভাদুপবৃত্তান্ বৃষভানিব নর্দতঃ ॥১৯
স্থূলান্ পীতাংশ্চ পম্পায়াং দ্রক্ষ্যসি ত্বং নরোত্তম।
সায়াহ্নে বিচরন্ রাম বিটপী মাল্যধারিণঃ ॥২০

ফল ভক্ষণ করত গমন করিবেন। হে কাকুস্থ! সেই বন অতিক্রম করিয়া নন্দনকানন ও উত্তরকুরুসদৃশ বিবিধ পুষ্পিত-বৃক্ষসমূহে পূর্ণ অন্য এক বন প্রাপ্ত হইবেন। সেইস্থানের বৃক্ষসকল সকলসময়েই মধুর ফল চৈত্ররথবনের ন্যায় তথায় সর্বদা সকল ঋতুই বর্তমান থাকে, সেইজন্য সেখানকার বৃক্ষসকল সর্বদা ফল ভারে নত থাকে।৩-৮

তথায় চতুর্দিকেই মেঘ ও পর্বতসদৃশ সুবৃহৎ শাখাযুক্ত বৃক্ষসকল ফলভারে অবনত হইয়া শোভিত রহিয়াছে। লক্ষ্মণ তাহাদিগকে ভূতলে শোয়াইয়া বা তাহাদিগের উপরি আরোহণ করিয়া যথাসুখে অমৃতময় ফল আহরণ পূর্বক আপনাকে প্রদান করিবেন। হে বীরদ্বয়! আপনারা এক পর্বত হইতে অন্য পর্বতে ও এক বন হইতে অন্যবনে ভ্রমণ করত অনেক পর্বত এবং বন অতিক্রম করিয়া পদ্মসমূহে পূর্ণা পম্পাপুষ্করিণী গমন করিবেন। হে রাম! সেখানে কাঁকর নাই এবং সেইস্থান পিছলও নহে। সু-সমরূপে তীর্থ (ঘাট) আছে, সুতরাং পতনের সম্ভাবনা নাই। সেখানকার সোপান (সিঁড়ি) গুলি সুন্দরভাবে অবস্থিত। সেই পুষ্করিণী বালুবনপরিবৃতা, শ্বেত ও নীল পদ্মসমূহে শোভিতা এবং শৈবাল (শেওলা) শূন্যা। পম্পার জলমধ্যে ক্রৌঞ্চ, হংস, কুরর ও প্লবনামক পক্ষিগণ বিচরণ করত মনোহর স্বরে শব্দ করিয়া থাকে। হে রঘুনন্দন! সেখানকার পক্ষিকে কখনও কেহ বধ করেনা, এইজন্য সেই পক্ষিগণ মনুষ্য দেখিয়া ভীত হয় না।৯-১৩

আপনারা সেই স্থূলকায় ঘৃতপিণ্ডসদৃশ পক্ষীদিগকে এবং রোহিত, বক্রতুণ্ড ও নলমীননামক মৎস্যসকল অনায়াসে ভক্ষণ করিবেন। হে রাম! আপনার উপর ভক্তিমান্ লক্ষ্মণ বাণসমূহের দ্বারা অনেক স্থূলকায় উৎকৃষ্ট বহু কন্টকযুক্ত মৎস্য বধ করিয়া পক্ষ ও ত্বক উন্মোচন করত সেই সলাকায় বিদ্ধ করিয়া অগ্নির তাপে পাককরত আপনাকে প্রদান করিবেন অনন্তর আপনি সেই সমস্ত মৎস্য ভক্ষণ করিবার জন্য যখন পম্পার পুষ্পরাশির নিকট গমন করিবেন, তখন তিনি স্ফটিক সদৃশ স্বচ্ছ, পদ্মগন্ধযুক্ত, সুখদায়ক, শীতল, আরোগ্যজনক, ক্লেশনিবারক ও মনোহর পম্পার জল আনয়ন করিয়া আপনাকে পান করাইবেন। হে রাম! সায়ংকালে তিনি বিচরণ করত আপনাকে অনেক স্থূলকায় গিরিগুহাশায়ী বনচারী বানর দেখাইবেন। হে

শিবোদকঞ্চ পম্প্যায়াং দৃষ্ট্বা শোকং বিহাস্যসি।
সুমনোভিশ্চিতাস্তত্র তিলকা নক্তমালকাঃ ॥২১
উৎপলানি চ ফুল্লানি পঙ্কজানি চ রাঘব।
ন তানি কশ্চিন্মাল্যানি তত্রারোপয়িতা নরঃ ॥২২
ন চ বৈ ম্লানতাং যান্তি ন চ শীর্য্যন্তি রাঘব।
মতঙ্গশিষ্যাস্তত্রাসন্ ঋষয়ঃ সুসমাহিতাঃ ॥২৩
তেষাং ভারাভিতপ্তানাং বন্যমাহরতাং গুরোঃ।
যে প্রপেতুর্মহীং তূর্ণং শরীরাৎ স্বেদবিন্দবঃ ॥২৪
তানি মাল্যানি জাতানি মুনীনাং তপসা সদা।
স্বেদবিন্দুসমুত্থানি ন বিনশ্যন্তি রাঘব ॥২৫
তেষাং গতানামদ্যাপি দৃশ্যতে পরিচারিণী।
শ্রমণী শবরী নাম কাকুৎস্থ চিরজীবিনী ॥২৬
ত্বাং তু ধর্মে স্থিতা নিত্যং সর্বভূতনমস্কৃতম্।
দৃষ্ট্বা দেবোপমং রাম স্বর্গলোকং গমিষ্যতি ॥২৭

নরোত্তম! আপনি জললোভে সমাগত, স্থূলকায় বৃক্ষগণসদৃশ গম্ভীর নিনাদকারী বানরদিগকে পম্পানদীতে জলপান করিতে দেখিবেন। হে রাম! আপনি সায়ংকালে বিচরণ করত পুষ্পসমূহে শোভিত বৃক্ষসকল ও পম্পানদীর মনোহর জল দর্শন করিয়া শোক ত্যাগ করিবেন। হে রঘুনন্দন! সেই প্রদেশে তিলক ও করঞ্জবৃক্ষসকল পুষ্পসমূহে পূর্ণ রহিয়াছে এবং প্রস্ফুটিত শ্বেত ও নীল পদ্মসকল বিদ্যমান আছে। হে রঘুনন্দন! তথায় কোন ব্যক্তিই সেই সমস্ত মাল্য ধারণ করেনা; কিন্তু তথাপি তাহারা শীর্ণ অথবা মলিন হয়না। পূর্বে তথায় মতঙ্গমুনির শিষ্য সমাহিতচিত্ত অনেক ঋষি বাস করিতেন।১৪-২৩

একদা তাঁহারা গুরুর জন্য বিবিধ বন্যদ্রব্য আহরণ করত ভারাক্রান্ত হইয়া শ্রান্ত হইলে, তাঁহাদিগের শরীর হইতে যে সমস্ত ঘর্মবিন্দু ভূতলে পতিত হয়, তাঁহাদিগের তপঃপ্রভাবে সেই বিন্দু সকল মাল্যরূপে পরিণত হইয়াছে। হে রঘুনন্দন! তাঁহাদিগের ঘর্মবিন্দুজাত সেই মাল্যসকল কখনও নষ্ট হয় না।২৪-২৫

হে কাকুৎস্থ! তাঁহারা স্বর্গে গিয়াছেন কিন্তু

ততস্তদ্ রাম পম্পায়াস্তীরমাশ্রিত্য পশ্চিমম্।
আশ্রমস্থানমতুলং গুহ্যং কাকুৎস্থ পশ্যসি ॥২৮
ন তত্রাক্রমিতুং নাগাঃ শক্নুবন্তি তদাশ্রমে।
ঋষেস্তস্য মতঙ্গস্য বিধানাত্তচ্চ কাননম্ *॥২৯
মতঙ্গবনমিত্যেব বিশ্রুতং রঘুনন্দন।
তস্মিন্ নন্দনসঙ্কাশে দেবারণ্যোপমে বনে ॥৩০
নানাবিহগসঙ্কীর্ণে রংস্যসে রাম নির্বৃতঃ।
ঋষ্যমূকস্তু পম্পায়াঃ পুরস্তাৎ পুষ্পিতদ্রুমঃ ॥৩১
সুদুঃখারোহণশ্চৈব শিশুনাগাভিরক্ষিতঃ।
উদারো ব্রহ্মণা চৈব পূর্বকালেঽভিনির্মিতঃ ॥৩২
শয়ানঃ পুরুষো রাম তস্য শৈলস্য মূর্ধনি।
যঃ স্বপ্নং লভতে চিত্তং তৎপ্রবুদ্ধোঽধিগচ্ছতি ॥৩৩
যস্ত্বেনং বিষমাচারঃ পাপকর্মাধিরোহতি।
তত্রৈব প্রহরন্ত্যেনং সুপ্তমাদায় রাক্ষসাঃ ॥৩৪

অদ্যাপি তথায় তাঁহদিগের শবরীনাম্নী তপস্বিনী চিরজীবিনী পরিচারিণীকে দেখা গিয়া থাকে। রাম! আপনি দেবতাদিগের ন্যায় সমস্ত প্রাণিগণ কর্তৃক নমস্কৃত; আপনাকে দর্শন করিয়াই নিয়ত ধর্ম আচারণে নিরতা সেই শবরী স্বর্গে গমন করিবেন।২৬-২৭

হে কাকুৎস্থ রাম! তারপর আপনি পম্পার পশ্চিমতীরে অনুপম সেই গুপ্ত আশ্রম অবলোকন করিবেন। হে রঘুনন্দন! মতঙ্গঋষির প্রভাবে তথায় হস্তীগণ আক্রমণ করিতে পারে না। হে রাম! সেই বন মতঙ্গ বন নামে বিখ্যাত। বিবিধ পক্ষিগণে পূর্ণ সেই কানন নন্দনকানন ও অন্যান্য দেবকানন-সদৃশ; অতএব আপনি তথায় সন্তুষ্টচিত্ত হইয়া বিহার করিবেন। সর্প ও গজশিশুসমূহে রক্ষিত, বিবিধ পুষ্পিত বৃক্ষসমূহে সুশোভিত, ব্রহ্মা কর্তৃক নির্মিত এবং যাঁহাতে আরোহণ করা অতি দুঃসাধ্য, সেই ঋষ্যমূকপর্বত পম্পাতীরবর্তী মতঙ্গ ঋষির আশ্রমের সমুখে বিদ্যমান আছে।২৮-৩২

হে রাম! ধার্মিক পুরুষ সেই পর্বতশৃঙ্গে শয়ন

* এই শ্লোকের মধ্যবর্তী স্থানে নিম্নলিখিত শ্লোকার্দ্ধটি কোন কোন গ্রন্থে দেখা যায়—
বিবিধাস্তত্র বৈ নাগা যেন তস্মিংশ্চপর্বতে ॥

তত্রাপি শিশুনাগানামাক্রন্দঃ শ্রূয়তে মহান্ ।
ক্রীড়তাং রাম পম্পায়াং মতঙ্গাশ্রমবাসিনাম্ ॥৩৫
সক্তা রুধিরধারাভিঃ সংহত্য পরমদ্বিপাঃ ।
প্রচরন্তি পৃথক্কীর্ণা মেঘবর্ণাস্তরস্বিনঃ ॥৩৬
তে তত্র পীত্বা পানীয়ং বিমলং চারু শোভনম্ ।
অত্যন্তসুখসংস্পর্শং সর্বগন্ধসমন্বিতম্ ॥৩৭
নির্বৃত্তাঃ সংবিগাহন্তে বনানি বনগোচরাঃ ।
ঋক্ষাংশ্চ দীপিনশ্চৈব নীলকোমলকপ্রভান্ ॥৩৮
রুরূনপেতানজয়ান্ দৃষ্ট্বা শোকং প্রহাস্যসি ।
রাম তস্য তু শৈলস্য মহতী শোভতে গুহা ॥৩৯
শিলাপিধানা কাকুৎস্থ দুঃখং চাস্যাঃ প্রবেশনম্ ।
তস্যা গুহায়াঃ প্রাগ্দ্বারে মহান্ শীতোদকো হ্রদঃ ॥৪০
বহুমূলফলো রম্যো নানানগসমাকুলঃ ।
তস্যাং বসতি ধর্মাত্মা সুগ্রীবঃ সহ বানরৈঃ ॥৪১
কদাচিচ্ছিখরে তস্য পর্বতস্যাপি তিষ্ঠতি ।
কবন্ধস্ত্বনুশাস্যৈবং তাবুভৌ রাম-লক্ষ্মণৌ ॥৪২
স্রগ্বী ভাস্করবর্ণাভঃ খে ব্যরোচত বীর্যবান্ ।
তং তু খস্থং মহাভাগং তাবুভৌ রাম-লক্ষ্মণৌ ॥৪৩
প্রস্থিতৌ ত্বং ব্রজস্বেতি বাক্যমূচতুরন্তিকে ।
গম্যতাং কার্য্যসিদ্ধ্যর্থমিতি তাবব্রবীৎ স চ ॥৪৪
সুপ্রীতৌ তাবনুজ্ঞাপ্য কবন্ধঃ প্রস্থিতস্তদা ॥৪৫
স তৎকবন্ধঃ প্রতিপদ্য রূপং
বৃতঃ শ্রিয়া ভাস্বরসর্বদেহঃ ।
নিদর্শয়ন্ রামমবেক্ষ্য খস্থঃ
সখ্যং কুরুস্বেতি তদাভ্যুবাচ ॥৪৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
অরণ্যকাণ্ডে ত্রিসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥

করিয়া স্বপ্নে যে ধনলাভ করেন, জাগরিত হইয়া অবশ্যই সেই ধন প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যদি কোন অধর্মানুষ্ঠানকারী পাপকর্মা পুরুষ তথায় আরোহণ করে, তবে সে নিদ্রিত হইলে রাক্ষসগণ তাহাকে ধারণপূর্বক প্রহার করিয়া থাকে।৩৩-৩৪

হে রাম! পম্পাপুষ্করিণীতে ক্রীড়ারত এবং মতঙ্গাশ্রমের নিকটে অবস্থিত শিশুহস্তীগণের তুমুল শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। যাহাদিগের মদধারা ক্ষরিত হইতেছে ও যাহারা মেঘবর্ণ—এইরূপ বৃহৎ বৃহৎ হস্তিগণ কখনও দলবদ্ধ হইয়া কখন বা দলচ্যুত হইয়া পম্পাতীরে বিচরণ করিয়া থাকে। তাহারা পম্পার অতীব সুখস্পর্শ, অতীব সুগন্ধযুক্ত, মনোহর ও সুনির্মল জলপান করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইয়া বনমধ্যে প্রবেশ করে। তথায় ঋক্ষ, নীলমণি-সদৃশ কোমল কান্তিবিশিষ্ট হস্তী ও বধশঙ্কাহীন, পলায়নে অনুদ্যত রুরু মৃগদিগকে দেখিলে আপনার শোক দূরীভূত হইবে। হে কাকুৎস্থ রাম! সেই পর্বতের উপরিভাগে সুবৃহৎ প্রস্তরে আচ্ছাদিতা এক মহতী গুহা আছে; তাহাতে প্রবেশ করা অত্যন্ত কষ্টকর; কেননা, তাহার দ্বারের সম্মুখেই চতুর্দিকে বিবিধ মূল ও ফলশালী নানা বৃক্ষসমূহে পরিবৃত শীতল জলপূর্ণ এক রমণীয় হ্রদ আছে। ধর্মাত্মা সুগ্রীব বানরদিগের সহিত সেই গুহাতে বাস করেন।৩৫-৪১

সেই সুগ্রীব কখন কখন পর্বতের শিখরদেশেও অবস্থান করেন। সূর্য্য-সদৃশ প্রদীপ্ত, মাল্যধারী ও বীর্য্যশালী কবন্ধ ভ্রাতৃদ্বয় রাম ও লক্ষ্মণের নিকটে এইরূপ নির্দেশ করিয়া আকাশে অবস্থান করত শোভিত হইল। তখন রাম ও লক্ষ্মণ উভয়ে পম্পার অভিমুখে প্রস্থানোদ্যত হইয়া স্বরূপপ্রাপ্ত সেই মহাভাগ দানবকে 'তুমি গমন কর' এই বলিয়া বিদায় দিলেন। কবন্ধও তখন সন্তুষ্টচিত্তে উভয় ভ্রাতাকে "আপনারাও কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত যাত্রা করুন"—ইহা বলিল এবং তাঁহাদিগের অনুমতি গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিল।৪২-৪৫

কবন্ধ স্বীয় পূর্বরূপ লাভ করিয়া অদ্ভুত শোভা ধারণ করিল এবং রামের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে পথ প্রদর্শনকরত "সুগ্রীবের সহিত সখ্য করুন" ইহা বলিল।৪৬

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে ত্রিসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

চতুঃসপ্ততিতমঃ সর্গঃ

[শ্রীরাম-লক্ষ্মণয়োঃ শবর্য্যাঃ পম্পাসরোবরতটস্থ-মতঙ্গবনস্থিতাশ্রমগমনম্, তস্য আতিথ্যগ্রহণম্, তয়া সহ মতঙ্গবনদর্শনঞ্চ শবর্য্যা আত্মাহুতিঃ দিব্যে ধাম্নি প্রস্থানঞ্চ ।]

তৌ কবন্ধেন তং মার্গং পম্পায়া দর্শিতং বনে ।
আতস্থতুর্দিশং গৃহ্য প্রতীচীং নৃবরাত্মজৌ ॥১

তৌ শৈলেষ্বাচিতানেকান্ ক্ষৌদ্রপুষ্পফলদ্রুমান্ ।
বীক্ষন্তৌ জগ্মতুর্দ্রষ্টুং সুগ্রীবং রাম-লক্ষ্মণৌ ॥২

কৃত্বা তু শৈলপৃষ্ঠে তু তৌ বাসং রঘুনন্দনৌ ।
পম্পায়াঃ পশ্চিমং তীরং রাঘবাবুপতস্থতুঃ ॥৩

তৌ পুষ্করিণ্যাঃ পম্পায়াস্তীরমাসাদ্য পশ্চিমম্ ।
অপশ্যতাং ততস্তত্র শবর্য্যা রম্যমাশ্রমম্ ॥৪

তৌ তমাশ্রমমাসাদ্য দ্রুমৈর্বহুভিরাবৃতম্ ।
সুরম্যমভিবীক্ষন্তৌ শবরীমভ্যুপেয়তুঃ ॥৫

তৌ দৃষ্ট্বা তু তদা সিদ্ধা সমুত্থায় কৃতাঞ্জলিঃ ।
পাদৌ জগ্রাহ রামস্য লক্ষ্মণস্য চ ধীমতঃ ॥৬

পাদ্যমাচমনীয়ঞ্চ সর্বং প্রাদাদ্ যথাবিধি ।
তামুবাচ ততো রামঃ শ্রমণীং ধর্মসংস্থিতাম্ ॥৭

কচ্চিত্তে নির্জ্জিতা বিঘ্নাঃ কচ্চিত্তে বর্ধতে তপঃ ।
কচ্চিত্তে নিয়তঃ কোপ আহারশ্চ তপোধনে ॥৮

কচ্চিত্তে নিয়মাঃ প্রাপ্তাঃ কচ্চিত্তে মনসঃ সুখম্ ।
কচ্চিত্তে গুরুশুশ্রূষা সফলা চারুভাষিণি ॥৯

রামেণ তাপসী পৃষ্টা সা সিদ্ধা সিদ্ধসম্মতা ।
শশংস শবরীবৃদ্ধা রামায় প্রত্যবস্থিতা ॥১০

অদ্য প্রাপ্তা তপঃসিদ্ধিস্তব সন্দর্শনান্ময়া ।
অদ্য মে সফলং জন্ম গুরবশ্চ সুপূজিতাঃ ॥১১

অদ্য মে সফলং তপ্তং স্বর্গশ্চৈব ভবিষ্যতি ।
ত্বয়ি দেববরে রাম পূজিতে পুরুষর্ষভ ॥১২

চতুঃসপ্ততিতম সর্গ

[শ্রীরাম ও লক্ষ্মণের পম্পা সরোবরের তটস্থ মতঙ্গবনস্থিত শবরীর আশ্রমে গমন ও তাহার আতিথ্য গ্রহণ এবং তাহার সহিত মতঙ্গবন দর্শন। শবরীর আত্মাহুতি ও দিব্যধামে প্রস্থান।]

অনন্তর রঘুনন্দন রাম ও লক্ষ্মণ কবন্ধ প্রদর্শিত পথ অবলম্বনপূর্বক পম্পার পশ্চিম প্রদেশ অভিমুখে যাত্রা করিলেন ।১

শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ সুগ্রীবের দর্শনের জন্য পর্বত-শিখরস্থিত পুষ্পিত ও মধুসদৃশ মধুর ফলসমন্বিত বৃক্ষসকল দর্শন করত যাইতে লাগিলেন ।২

পথিমধ্যে এক পর্বতশিখরে রাত্রি যাপন করিয়া প্রভাতে পুনরায় গমন করিলেন এবং পদ্মশোভিতা পম্পার পশ্চিমতীরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। পরে তাঁহারা তথায় যাইয়া শবরীর রমণীয় আশ্রম দেখিতে পাইলেন ।৩-৪

বিবিধ বৃক্ষসমূহে পূর্ণ ও রমণীয় সেই আশ্রম দর্শন করত তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া শবরীর নিকট উপস্থিত হইলেন। তখন তপঃসিদ্ধা শবরী ধীমান্ রাম ও লক্ষ্মণকে দর্শন করিয়া উত্থান করত কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাদিগের চরণে প্রণাম করিলেন ।৫-৬

শবরী তাঁহাদিগকে যথাবিধি পাদ্য ও আচমনীয় প্রভৃতি অতিথিসৎকারযোগ্যদ্রব্য প্রদান করিলেন*। অনন্তর রাম সেই ধর্মনিরতা তপস্বিনীকে বলিলেন ।৭

হে তপোধনে! তোমার বিঘ্নসকল নিবারিত হইয়াছে ত? তোমার তপস্যা বৃদ্ধি পাইতেছে ত? তুমি ক্রোধ ও আহার সংযম করিয়াছ? যথাবিহিত নিয়মসকল সম্যক্ অনুষ্ঠিত হইতেছে? তোমার চিত্ত ত নিরুদ্বেগ

* শবরী যেভাবে রাম-লক্ষ্মণের পূজা করিয়াছিলেন, পদ্মপুরাণে তাহার বিবরণ দেখা যায়, যথা—

প্রত্যুদগম্য প্রণম্যাথ নিবেশ্য কুশবিষ্টরে ।
পাদপ্রক্ষালনং কৃত্বা তত্তোয়ং পাপনাশনম্ ॥
শিরসা ধার্য্য পীত্বা চ বন্যৈঃ পুষ্পৈরথার্চয়ৎ ।
ফলানি চ সুপক্কানি মূলানি মধুরাণি চ ॥
স্বয়মাস্বাদ্য মাধুর্য্যং পরীক্ষ্য পরিভক্ষ্য চ ।
পশ্চান্নিবেদয়ামাস রাঘবাভ্যাং দৃঢ়ব্রতা ।
ফলান্যাস্বাদ্য কাকুৎস্থৌ তস্যৈ মুক্তিং পরাং দদৌ ॥

তবাহং চক্ষুষা সৌম্য পূতা সৌম্যেন মানদ।
গমিষ্যাম্যক্ষয়াংল্লোঁকাংস্ত্বৎ প্রসাদাদরিন্দম ॥১৩
চিত্রকূটং ত্বয়ি প্রাপ্তে বিমানৈরতুলপ্রভৈঃ।
ইতস্তে দিবমারূঢ়া যানহং পর্য্যচারিষম্ ॥১৪
তৈশ্চাহমুক্তা ধর্মজ্ঞৈর্মহাভাগৈর্মহর্ষিভিঃ।
আগমিষ্যতি তে রামঃ সুপুণ্যমিমমাশ্রমম্ ॥১৫
স তে প্রতিগ্রহীতব্যঃ সৌমিত্রিসহিতোঽতিথিঃ।
তঞ্চ দৃষ্ট্বা বরাঁল্লোকানক্ষয়াংস্ত্বং গমিষ্যসি ॥১৬
এবমুক্তা মহাভাগৈস্তদাহং পুরুষর্ষভ।
ময়া তু সঞ্চিতং বন্যং বিবিধং পুরুষর্ষভ ॥১৭
তবার্থে পুরুষব্যাঘ্র পম্পায়াস্তীরসম্ভবম্।
এবমুক্তঃ স ধর্মাত্মা শবর্য্যা শবরীমিদম্ ॥১৮
রাঘবঃ প্রাহ বিজ্ঞানে তাং নিত্যমবহিষ্কৃতাম্।
দনোঃ সকাশাৎ তত্ত্বেন প্রভাবং তে মহাত্মনাম্ ॥১৯
শ্রুতং প্রত্যক্ষমিচ্ছামি সংদ্রষ্টুং যদি মন্যসে।
এতত্তু বচনং শ্রুত্বা রামবক্ত্রবিনিঃসৃতম্ ॥২০
শবরী দর্শয়ামাস তাবুভৌ তদ্বনং মহৎ।
পশ্য মেঘঘনপ্রখ্যং মৃগ-পক্ষিসমাকুলম্ ॥২১
মতঙ্গবনমিত্যেব বিশ্রুতং রঘুনন্দন।
ইহ তে ভাবিতাত্মানো গুরবো মে মহাদ্যুতে ॥
জুহুবাংশ্চক্রিরে নীড়ং মন্ত্রবন্মন্ত্রপূজিতম্ ॥২২
ইয়ং প্রত্যক্স্থলী বেদী যত্র তে মে সুসৎকৃতাঃ।
পুষ্পোপহারং কুর্বন্তি শ্রমাদুদ্বেপিভিঃ
করৈঃ ॥২৩

প্রসন্ন থাকে? হে চারুভাষিণি! তোমার গুরুশুশ্রূষা ফলবতী হইয়াছে ত? সিদ্ধসম্মত তপঃসিদ্ধা বৃদ্ধা শবরীকে রাম এইভাবে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি রামের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন।৮-১০

হে রাম! অদ্য তোমার দর্শন লাভ করায় আমার তপস্যা সিদ্ধ হইয়াছে। অদ্য গুরুগণও সুপূজিত হইলেন এবং অদ্য আমার জন্ম সফল হইল। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! অদ্য তোমার পূজা সম্পন্ন হওয়ায় আমার জন্ম, গুরুসেবা ও তপস্যাচরণ সার্থক হইল। অদ্যই আমি স্বর্গ লাভের অধিকারিণী হইলাম।১১-১২

হে মানদ! শুভদর্শন! অদ্য আমার প্রতি আপনার শুভদৃষ্টি নিপতিত হওয়ায় আমি পরম পবিত্রতা লাভ করিয়াছি। শত্রুদমন! আপনার প্রসাদে অক্ষয় লোকসকল লাভ করিব। আপনি যখন চিত্রকূটপর্বতে বাস করিতেছিলেন, তখন আমি যাঁহাদিগের পরিচর্য্যা করিতাম, তাঁহারা অনুপম প্রভাযুক্ত বিমানে আরোহণপূর্বক স্বর্গে গমন করিয়াছেন।১৩-১৪

স্বর্গগমনকালে সেই ধর্মজ্ঞ মহাভাগ মহর্ষিগণ আমাকে ইহা বলিয়া গিয়াছেন যে, রাম লক্ষ্মণের সহিত তোমার এই পুণ্যজনক আশ্রমে শুভাগমন করিবেন। তুমি সেই দুই প্রিয় অতিথিকে সমাদরের সহিত পূজা করিও। তুমি শ্রীরামকে দর্শন করিয়া অক্ষয় উৎকৃষ্ট লোকসকল লাভ করিবে।১৫-১৬

হে পুরুষোত্তম! তখন সেই মহাভাগগণ আমাকে এইকথা বলিয়াছিলেন; অতএব হে পুরুষোত্তম! আমি আপনার জন্য পম্পাতীরজাত ও সুখাদ্য বিবিধ বন্যদ্রব্য সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছি। শবরী (জাতিতে বর্বরা হইলেও) বিজ্ঞানে বহিষ্কৃতা ছিলেন না—তিনি পরমাত্মাতত্ত্বজ্ঞানের অধিকারিণী ছিলেন। ধর্মাত্মা রঘুনন্দন রাম শবরীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—আমি দনুপুত্রের মুখে তোমার সেই গুরু মহাত্মাগণের প্রভাব যথার্থরূপে শ্রবণ করিয়াছি। যদি তোমার মত হয়, তাহা হইলে সেই প্রভাব প্রত্যক্ষ করিতে ইচ্ছা করি। শবরী রামের মুখনির্গত সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগের উভয়কে সেই বৃহৎ বন প্রদর্শন করত বলিলেন,—হে রঘুনন্দন! আপনি মৃগ ও পক্ষীসমূহে পূর্ণ, নিবিড় মেঘসদৃশ 'মতঙ্গবন' নামে বিখ্যাত এই বন দর্শন করুন। হে মহাদ্যুতে, শ্রীরাম! এই স্থানে বিশুদ্ধচিত্ত আমার গুরুগণ বাস করিতেন। তাঁহারা এই স্থানে গায়ত্রীমন্ত্র জপ করিয়া বিশুদ্ধিলাভের পর মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক অগ্নিমধ্যে নিজ নিজ দেহ আহুতি দিয়াছেন।১৭-২২

এই বেদীর নাম প্রত্যক্স্থলী, যেস্থানে পরম পূজনীয় গুরুগণ শ্রমপ্রযুক্ত কম্পিত হস্ত দ্বারা এই স্থানে দেবতাদিগের পূজা করিতেন।২৩

তেষাং তপঃপ্রভাবেণ পশ্যাদ্যাপি রঘূত্তম।
দ্যোতয়ন্তী দিশঃ সর্বাঃ শ্রিয়া বেদ্যতুলপ্রভা ॥২৪
অশক্নুবদ্ভিস্তৈর্গন্তুমুপবাসশ্রমালসৈঃ।
চিন্তিতেনাগতান্ পশ্য সমেতান্ সপ্ত সাগরান্ ॥২৫
কৃতাভিষেকৈস্তৈর্নস্তা বল্কলাঃ পাদপেম্বিহ।
অদ্যাপি ন বিশুষ্যন্তি প্রদেশে রঘুনন্দন ॥২৬
দেবকার্য্যাণি কুর্বদ্ভির্যানীমানী কৃতানি বৈ।
পুষ্পৈঃ কুবলয়ৈঃ সার্দ্ধং ম্লানত্বং ন তু যান্তি বৈ ॥২৭
কৃৎস্নং বনমিদং দৃষ্টং শ্রোতব্যঞ্চ শ্রুতং ত্বয়া।
তদিচ্ছাম্যভ্যনুজ্ঞাতা ত্যক্ষ্যাম্যেতৎ কলেবরম্ ॥২৮
তেষামিচ্ছাম্যহং গন্তুং সমীপং ভাবিতাত্মনাম্।
মুনীনামাশ্রমো যেষামহঞ্চ পরিচারিণী ॥২৯
ধর্মিষ্ঠং তু বচঃ শ্রুত্বা রাঘবঃ সহলক্ষ্মণঃ।
প্রহর্ষমতুলং লেভে আশ্চর্য্যমিতি চাব্রবীৎ ॥৩০

তমুবাচ ততো রামঃ শবরীং সংশিতব্রতাম্।
অর্চিতোঽহং ত্বয়া ভদ্রে গচ্ছ কামং যথাসুখম্ ॥৩১
ইত্যেবমুক্তা জটিলা চীরকৃষ্ণাজিনাম্বরা।
অনুজ্ঞাতা তু রামেণ হুত্বাত্মানং হুতাশনে ॥৩২
জ্বলৎপাবকসঙ্কাশা স্বর্গমেব জগাম হ।
দিব্যাভরণসংযুক্তা দিব্যমাল্যানুলেপনা ॥৩৩
দিব্যাম্বরধরা তত্র বভূব প্রিয়দর্শনা।
বিরাজয়ন্তী তং দেশং বিদ্যুৎ সৌদামনী যথা ॥৩৪
যত্র তে সুকৃতাত্মানো বিহরন্তি মহর্ষয়ঃ।
তৎপুণ্যং শবরীস্থানং জগামাত্মসমাধিনা ॥৩৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে চতুঃসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥

হে রঘুশ্রেষ্ঠ! এই অনুপম প্রভাসমন্বিতা বেদী তাঁহাদিগের তপস্যাপ্রভাবে অদ্যাপি স্বীয় প্রভা দ্বারা দিক্‌সমূহ উদ্ভাসিত করিতেছে—অবলোকন করুন।২৪

একদা উপবাসে দুর্বল সেই গুরুগণ তপস্যা করিবার জন্য গমন করিতে অসমর্থ হইয়া চিন্তা করিলে, চিন্তামাত্রেই ঐ স্থানে সপ্তসাগর আসিয়া মিলিত হইয়াছেন—ইহা দর্শন করুন।২৫

হে রঘুনন্দন! তাঁহারা স্নান করিয়া এই প্রদেশে বৃক্ষসকলের উপরে বল্কল রাখিতেন, অদ্যাপি সেই বল্কলসমূহ শুষ্ক হয় নাই।২৬

তাঁহারা দেবগণের উদ্দেশে নীলপদ্ম, অন্যান্য পুষ্প ও যে যে দ্রব্য প্রদান করিয়াছেন, সেই সমস্ত কোন কিছুই মলিন হয় নাই।২৭

যাহা যাহা শ্রবণ করিতে হয়, আপনি তৎসমুদয় শ্রবণ করিয়াছেন এবং এই সমগ্র বনও অবলোকন করিলেন; এখন আপনার অনুমতিক্রমে আমার এই শরীর পরিত্যাগ করিতে অভিলাষ করিতেছি।২৮

আমি যাঁহাদিগের পরিচারিকা এবং এই আশ্রমে যাঁহারা বাস করিতেন, আমি সেই বিশুদ্ধচিত্ত ঋষিদিগের নিকটে যাইতে বাসনা করিতেছি।২৯

রঘুনন্দন রাম লক্ষ্মণের সহিত শবরীর এই ধর্মোচিত বাক্য শ্রবণপূর্বক অতুলনীয় আনন্দ লাভ করিলেন এবং বলিলেন—ইহা অতি আশ্চর্য্য।৩০

তারপর রাম কঠোর ব্রতচারিণী সেই শবরীকে বলিলেন,—হে ভদ্রে! তুমি সম্যগ্‌রূপে আমার সৎকার করিয়াছ, অতএব তুমি যথাসুখে অভিলষিতপ্রদেশে গমন কর।৩১

রাম চীর ও কৃষ্ণমৃগচর্মপরিহিতা জটাধারিণী শবরীকে ঐরূপ অনুমতি করিলে শবরী প্রজ্বলিত অগ্নিমধ্যে নিজ দেহ আহুতি দিলেন। তারপর দিব্য অনুলেপন (চন্দনাদি) ও মাল্যধারিণী, দিব্য বস্ত্রপরিহিতা, দিব্য আভরণসমূহে বিভূষিতা, প্রজ্বলিত পাবকসদৃশ দীপ্তিমতী ও প্রিয়দর্শনা হইলেন এবং সুদামনন্দিনী বিদ্যুতের ন্যায় সেই প্রদেশ উদ্ভাসিত করত স্বর্গে গমন করিলেন।৩২-৩৪

যে স্থানে সেই বিশুদ্ধচিত্ত মহর্ষিগণ বিহার করিতেছেন, শবরী আত্ম-সমাধিপ্রভাবে সেই বহু পুণ্যলভ্য স্থানে গমন করিলেন।৩৫

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে চতুঃসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চসপ্ততিতমঃ সর্গঃ

[শ্রীরাম-লক্ষ্মণয়োঃ কথোপকথনম্, ভ্রাতৃদ্বয়স্য পম্পাসরোবিরতটগমনঞ্চ]

দিবং তু তস্যাং যাতায়াং শবর্য্যাং স্বেন তেজসা।
লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা চিন্তয়ামাস রাঘবঃ ॥১
চিন্তয়িত্বা তু ধর্মাত্মা প্রভাবং তং মহাত্মনাম্।
হিতকারিণমেকাগ্রং লক্ষ্মণং রাঘবোঽব্রবীৎ ॥২
দৃষ্টো ময়াশ্রমঃ সৌম্য বহ্বাশ্চর্য্যঃ কৃতাত্মনাম্।
বিশ্বস্তমৃগ-শার্দ্দূলো নানাবিহগসেবিতঃ ॥৩
সপ্তানাঞ্চ সমুদ্রাণাং তেষাং তীর্থেষু লক্ষ্মণ।
উপস্পৃষ্টঞ্চ বিধিবৎ পিতরশ্চাপি তর্পিতাঃ ॥৪
প্রনষ্টমশুভং যন্নঃ কল্যাণং সমুপস্থিতম্।
তেন ত্বেতৎ প্রহৃষ্টং মে মনো লক্ষ্মণ সম্প্রতি ॥৫
হৃদয়ে মে নরব্যাঘ্র শুভমাবির্ভবিষ্যতি।
তদাগচ্ছ গমিষ্যাবঃ পম্পাং তাং প্রিয়দর্শনাম্ ॥৬
ঋষ্যমূকো গিরির্যত্র নাতিদূরে প্রকাশতে।
যস্মিন্ বসতি ধর্মাত্মা সুগ্রীবোঽংশুমতঃ সুতঃ ॥৭
নিত্যং বালিভয়াৎ ত্রস্তশ্চতুর্ভিঃ সহ বানরৈঃ।
অহং ত্বরে চ তং দ্রষ্টুং সুগ্রীবং বানরর্ষভম্ ॥৮
তদধীনং হি মে কার্য্যং সীতায়াঃ পরিমার্গণম্।
ইতি ব্রুবাণং তং বীরং সৌমিত্রিরিদমব্রবীৎ ॥৯
গচ্ছাবস্ত্বরিতং তত্র মমাপি ত্বরতে মনঃ।
আশ্রমাত্তু ততস্তস্মান্নিষ্ক্রম্য স বিশাংপতিঃ ॥১০
আজগাম ততঃ পম্পাং লক্ষ্মণেন সহ প্রভুঃ।
সমীক্ষমাণঃ পুষ্পাঢ্যং সর্বতো বিপুলদ্রুমম্ (১) ॥১১
কোযষ্টিভিশ্চার্জুনকৈঃ শতপত্রৈশ্চ কীচকৈঃ।
এতৈশ্চান্যৈশ্চ বহুভির্নাদিতং তদ্বনং মহৎ* ॥১২

পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ

[শ্রীরাম ও লক্ষ্মণের কথোপকথন দুই ভ্রাতার পম্পাসরোবর তীরে গমন।]

শবরী নিজ তপস্যাপ্রভাবে স্বর্গ গমন করিলে রাম ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত চিন্তা করিতে লাগিলেন।১

ধর্মাত্মা রাম কিয়ৎকাল তাঁহাদিগের প্রভাব চিন্তা করিয়া একাগ্রচিত্ত ও হিতকারী লক্ষ্মণকে বলিলেন।২

হে শুভদর্শন! সেই বিশুদ্ধচিত্ত মহর্ষিদিগের এই বিশ্বস্ত মৃগ ও ব্যাঘ্রগণে পরিব্যাপ্ত বিবিধ পক্ষিসেবিত, বহু আশ্চর্য্যময় ব্যাপারে পূর্ণ, আশ্রম দেখিলাম।৩

লক্ষ্মণ! আমি সেই সপ্ত সরোবরের তীর্থে (ঘাটে) স্নান পূর্বক পিতৃগণের তর্পণ করিয়াছি। লক্ষ্মণ! আমাদিগের অশুভ নষ্ট হইয়াছে, শুভ উপস্থিত হইয়াছে; সেইজন্যই আমার মন হৃষ্ট হইতেছে।৪-৫

হে নরোত্তম! আমার হৃদয়ে বোধ হইতেছে যে, শীঘ্রই শুভ ঘটিবে, অতএব এস—আমরা সেই শুভদর্শনা পম্পাতে গমন করি।৬

সূর্য্যপুত্র ধর্মাত্মা সুগ্রীব বালীর ভয়ে ভীত হইয়া বানরচতুষ্টয়ের সহিত যথায় সতত বাস করিতেছেন, সেই ঋষ্যমূকপর্বত পম্পানদীর অনতিদূরে শোভা পাইতেছে। আমি বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীবকে দর্শন করিতে ত্বরান্বিত হইয়াছি; কেননা, সীতার অন্বেষণরূপ আমার কার্য্য তাঁহারই অধীনে। রাম এইরূপ বলিলে, সুমিত্রা-নন্দন লক্ষ্মণ তাঁহাকে বলিলেন,—আমারও চিত্ত ব্যগ্র হইতেছে, অতএব চলুন—আমরা উভয়ে গমন করি। অনন্তর সুদক্ষ নরপতি রাম লক্ষ্মণের সহিত সেই আশ্রম হইতে বহির্গত হইয়া পম্পানদীর পুষ্পশোভিত চতুর্দিকে নানাবিধ বৃক্ষ দেখিতে দেখিতে তাহার অভিমুখে রওনা হইলেন।৭-১১

তিনি কোড়া, মোরী, কাঠঠোকরা, শুক ও অন্যান্য

(১) ১১নং শ্লোকের পর কোন কোন গ্রন্থে নিম্নলিখিত শ্লোকার্দ্ধটি অধিক দেখা যায়—

সমাজগ্মতুরব্যগ্রৌ রাঘবৌ সুসমাহিতৌ।

* পণ্ডিত গোবিন্দরাজ ১২ নং শ্লোক হইতে যেভাবে এই সর্গের পৃথক্ পাঠ করিয়াছেন, তাহা পৃথক্ ভাবে সর্গ শেষে প্রদর্শিত হইল।

সমাজগ্মতুরব্যগ্রৌ রাঘবৌ সুসমাহিতৌ
স রামো বিবিধান্ বৃক্ষান্ সরাংসি বিবিধানি চ।
পশ্যন্ কামাভিসন্তপ্তো জগাম পরমং হ্রদম্ ॥১৩
স তামাসাদ্য বৈ রামো দূরাৎ পানীয়বাহিনীম্।
মতঙ্গসরসং নাম হ্রদং সমবগাহত ॥১৪
তত্র জগ্মতুরব্যগ্রৌ রাঘবৌ হি সমাহিতৌ।
স তু শোকসমাবিষ্টো রামো দশরথাত্মজঃ ॥১৫
বিবেশ নলিনীং রম্যাং পঙ্কজৈশ্চ সমাবৃতাম্।
তিলকাশোক-পুন্নাগ-বকুলোদ্দাল-কাশিনীম্ ॥১৬
রম্যোপবনসংবাধাং রম্যসংপীড়িতোদকাম্।
স্ফটিকোপমতোয়াং তাং শ্লক্ষ্ণবালুকসন্ততাম্ ॥১৭
মৎস্য-কচ্ছপসংবাধাং তীরস্থদ্রুমশোভিতাম্।
সখীভিরেব সংযুক্তাং লতাভিরনুবেষ্টিতাম্ ॥১৮
কিন্নরোরগ-গন্ধর্ব-যক্ষ-রাক্ষসসেবিতাম্।
নানাদ্রুমলতাকীর্ণাং শীতবারিনিধিং শুভাম্ ॥১৯
পদ্মসৌগন্ধিকৈস্তাম্রাং শুক্লাং কুমুদমণ্ডলৈঃ।
নীলাং কুবলয়োদ্ঘাটৈর্বহুবর্ণাং কুথামিব ॥২০
অরবিন্দোৎপলবতীং পদ্মসৌগন্ধিকায়ুতাম্।
পুষ্পিতাম্রবণোপেতাং বর্হিণোদ্ঘুষ্টনাদিতাম্ ॥২১
স তাং দৃষ্ট্বা ততঃ পম্পাং রামঃ সৌমিত্রিণা সহ।
বিললাপ চ তেজস্বী রামো দশরথাত্মজঃ* ॥২২
তিলকৈর্বীজপুরৈশ্চ বটৈঃ শুক্লদ্রুমৈস্তথা।
পুষ্পিতৈঃ করবীরৈশ্চ পুন্নাগৈশ্চ সুপুষ্পিতৈঃ ॥২৩
মালতী-কুন্দ-গুল্মৈশ্চ ভণ্ডীরৈর্নিচুলৈস্তথা।
অশোকৈঃ সপ্তপর্ণৈশ্চ কতকৈরতিমুক্তকৈঃ ॥২৪
অন্যৈশ্চ বিবিধৈর্বৃক্ষৈঃ প্রমদামিবশোভিতাম্।
অস্যাস্তীরে তু পূর্বোক্তঃ পর্বতো ধাতুমণ্ডিতঃ ॥২৫
ঋষ্যমূক ইতি খ্যাতশ্চিত্রপুষ্পিতপাদপঃ।
হরির্ঋক্ষরজোনাম্নঃ পুত্রস্তস্য মহাত্মনঃ ॥২৬

বিবিধ পক্ষিসকলের শব্দে মুখরিত, চতুর্দিকে বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষসমূহে পরিব্যাপ্ত, বিবিধ পুষ্পে পূর্ণ বন এবং বিবিধ বৃক্ষ ও সরোবর দর্শন করত যাইতে যাইতে সীতার কথা মনে উদিত হওয়ায় কামবাণে তাপিত হইয়া উত্তম হ্রদের সমীপে উপস্থিত হইলেন।১২-১৩

অনন্তর তিনি পানযোগ্য মধুর-জল বাহিনী পম্পার নিকট দূর হইতে আসিয়া সেই মতঙ্গসরোবরনামক হ্রদে স্নান করিলেন। তারপর সেই দুই-রঘুনন্দন একাগ্রচিত্তে ও যত্ন সহকারে তথায় গমন করিতে লাগিলেন। সীতাশোকে মগ্ন দশরথনন্দন রাম নদী-তীরস্থ তিলক, অশোক, পুন্নাগ, বকুল, উদ্দাল ও অন্যান্য বিবিধ বৃক্ষসমূহে বিভূষিতা, সুন্দর লতাসমূহে পরিবেষ্টিতা, রমণীয় বনসমূহে পরিবৃতা, পদ্মসমূহে পরিপূর্ণ, শ্লক্ষ্ণ বালুকাযুক্তা, যাহার জলপ্রান্তভাগ স্ফটিকসদৃশ নির্মল ও মধ্যভাগে পদ্মসমূহে পূর্ণ এবং যথায় গন্ধর্ব, কিন্নর, সর্প যক্ষ ও রাক্ষসগণ বিচরণ করিয়া থাকে, সেই মৎস্য ও কচ্ছপসমূহে ব্যাপ্তা, শীতলজলা, রমণীয়া ও মনোহারিণী পম্পার জলে প্রবেশ করিলেন। কহ্লার এবং শ্বেত, রক্ত ও নীলবর্ণ পদ্মসমূহে পরিপূর্ণ, পুষ্পিত আম্রবনসমূহে সমাবৃত হইয়া তাম্রবর্ণা, কোথাও নীলপদ্ম সমূহে পূর্ণ হইয়া নীলবর্ণা, কোথাও বা কুমুদসমূহে পূর্ণ হইয়া শুক্লবর্ণা হইয়াছে এবং নানাবর্ণ সমাহিত চিত্রকালের সাদৃশ্য ধারণ করিয়াছে।১৪-২১

তেজস্বী দশরথনন্দন সত্যবিক্রম রাম সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণের সহিত অলঙ্কারসমূহে ভূষিতা রমণীর ন্যায় অলঙ্কারস্বরূপ তীরস্থ তিলক, অশোক, বট, বীজপুর, লোধ্র, পুষ্পিত করবী, পুষ্পমুক্ত পুন্নাগ, মালতীলতা, কুণ্ড, ভাণ্ডীর, নিচুল, সপ্তপর্ণ, কেতকী, মাধবীলতা ও অন্যান্য বৃক্ষসমূহে বিভূষিতা পম্পা দর্শন করিয়া কিয়ৎক্ষণ বিলাপ করিলেন। পরে এই নদীর পূর্বতীরে সেই পূর্বোক্ত বিবিধ বিচিত্র পুষ্পিত বৃক্ষসমূহে পরিবৃত, বিবিধ ধাতুসমূহে অলঙ্কৃত, 'মুক নামে বিখ্যাত পর্বত আছে। হে পুরুষ-শ্রেষ্ঠ! মহাত্মা ঋক্ষ রাজার ক্ষেত্রজ-পুত্র 'সুগ্রীব' নামে

* কোন কোন গ্রন্থে ২২নং শ্লোকের মধ্যবর্তী স্থানে নিম্নলিখিত শ্লোকার্দ্ধটি দেখা যায়—
স তামাসাদ্য পম্পাঞ্চ বিষসাদ মহামনাঃ।

অধ্যাস্তে তু মহাবীর্য্যঃ সুগ্রীব ইতি বিশ্রুতঃ।
সুগ্রীবমভিগচ্ছ ত্বং বানরেন্দ্রং নরর্ষভ ॥২৭
ইত্যুবাচ পুনর্বাক্যং লক্ষ্মণং সত্যবিক্রমঃ।
কথং ময়া বিনা সীতাং শক্যং লক্ষ্মণ জীবিতুম্ ॥২৮
ইত্যেবমুক্ত্বা মদনাভিপীড়িতঃ
স লক্ষ্মণং বাক্যমনন্যচেতনঃ।
বিবেশ পম্পাং নলিনীং মনোরমাং
তমুত্তমং শোকমুদীরয়াণঃ ॥২৯

বিখ্যাত সেই মহাবীর বানররাজ তথায় বাস করেন; তুমি তাঁহার নিকট গমন কর।২২-২৭

লক্ষ্মণকে এই বাক্য বলিয়া তিনি পুনরায় তাঁহাকে বলিলেন,—লক্ষ্মণ! আমি সীতা ব্যতিরেকে কি প্রকারে জীবন ধারণে সমর্থ হইব? রাম সীতাগতচিত্ত ও মদনবাণে পীড়িত হইয়া লক্ষ্মণকে এইকথা বলিয়া অত্যন্ত শোক প্রকাশ করত পদ্মে পরিপূর্ণ মনোরমা সেই পম্পার গর্ভে প্রবেশ করিলেন।২৮-২৯

ক্রমেণ গত্বা প্রবিলোকয়ন্ বনং
দদর্শ পম্পাং শুভদর্শকাননাম্।
অনেকনানাবিধপক্ষিসঙ্কুলাং
বিবেশ রামঃ সহ লক্ষ্মণেন ॥৩০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে পঞ্চসপ্ততিতমঃ সর্গঃ॥

তিনি লক্ষ্মণের সহিত মতঙ্গবন হইতে বহির্গত হইয়া বিবিধ বন দর্শনপূর্বক গমন করত ক্রমে নানাবিধ পক্ষীসমূহে পূর্ণা প্রিয়দর্শনকাননপরিবৃতা পম্পা দেখিতে পাইলেন এবং তাহার গর্ভে প্রবেশ করিলেন।৩০

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

অরণ্যকাণ্ড সম্পূর্ণ।

গোবিন্দরাজসম্মতঃ পাঠঃ—

স দদর্শ ততঃ পুণ্যামুদারজনসেবিতাম্।
নানাদ্রুমলতাকীর্ণাং পম্পাং পানীয়বাহিনীম্ ॥১২
পৈদ্মঃ সৌগন্ধিকৈস্তাম্রাং শুক্লাং কুমুদমণ্ডলৈঃ ॥
নীলাং কুবলয়োদ্ঘাটৈর্বহুবর্ণাং কুথামিব ॥১৩
স তামাসাদ্য বৈ রামো দূরাদুদকবাহিনীম্।
মতঙ্গসরসং নাম হ্রদং সমবগাহত ॥১৪
অরবিন্দোৎপলবতীং পদ্মসৌগন্ধিকাযুতাম্।
পুষ্পিতাম্রবনোপেতাং বর্হিণোদ্ঘুষ্টনাদিতাম্ ॥১৫
তিলকৈর্বীজপূরৈশ্চ ধবৈঃ শুক্লদ্রুমৈস্তথা।
পুষ্পিতৈঃ করবীরৈশ্চ পুন্নাগৈশ্চ সুপুষ্পিতৈঃ ॥১৬
মালতী-কুন্দ-গুল্মৈশ্চ ভাণ্ডীরৈর্নিচুলৈস্তথা।
অশোকৈঃ সপ্তপর্ণৈশ্চ কেতকৈরতিমুক্তকৈঃ ॥১৭
অন্যৈশ্চ বিবিধৈর্বৃক্ষৈঃ প্রমদামিব ভূষিতাম্।
সমীক্ষমাণৌ পুষ্পাঢ্যং সর্বতো বিপুলদ্রুমম্ ॥১৮
কোযষ্টিকৈশ্চার্জুনকৈঃ শতপত্রৈশ্চ কীরকৈঃ।
এতৈশ্চান্যৈশ্চ বিহগৈর্নাদিতং তু বনং মহৎ ॥১৯
ততো জগ্মতুরব্যগ্রৌ রাঘবৌ সুসমাহিতৌ ॥
তদ্বনং চৈব সরসঃ পশ্যন্তৌ শকুনৈর্যুতম্ ॥২০
স দদর্শ ততঃ পম্পাং শীতবারিনিধিং শুভাম্।
প্রহৃষ্টনানাশকুনাং পাদপৈরুপশোভিতাম্ ॥
(তিলকাশোক-পুন্নাগ-বকুলোদ্দালকাশিনীম্।) ॥২১

স রামো বিবিধান্ বৃক্ষান্ সরাংসি বিবিধানি চ।
পশ্যন্ কামাভিসন্তপ্তো জগাম পরমং হ্রদম্ ॥২২
পুষ্পিতোপবনোপেতাং-সাল চম্পকশোভিতাম্।
ষট্পদৌঘসমাবিষ্টাং শ্রীমতীমতুলপ্রভাম্ ॥২৩
স্ফটিকোপমতোয়াঢ্যাং শ্লক্ষ্ণবালুকসন্ততাম্।
স তাং দৃষ্ট্বা পুনঃ পম্পাং পদ্মসৌগন্ধিকৈর্যুতাম্ ॥২৪
অস্যাস্তীরে তু পূর্বোক্তঃ পর্বতো ধাতুমণ্ডিতঃ।
ঋষ্যমূক ইতি খ্যাতঃ পুণ্যঃ পুষ্পিতপাদপঃ ॥২৫
হরেঋক্ষরজোনাম্নঃ পুত্রস্তস্য মহাত্মনঃ।
অধ্যাস্তে তং মহাবীর্য্যঃ সুগ্রীব ইতি বিশ্রুতঃ ॥২৬
সুগ্রীবমভিগচ্ছ ত্বং বানরেন্দ্রং নরর্ষভ।
ইত্যুবাচ পুনর্বাক্যং লক্ষ্মণং সত্যবিক্রমম্ ॥২৭
রাজ্যভ্রষ্টেন দীনেন তস্যামাসক্তচেতসা।
কথং ময়া বিনা শক্যং সীতাং লক্ষ্মণ জীবিতুম্ ॥২৮
ইত্যেবমুক্ত্বা মদনাভিপীড়িতঃ
স লক্ষ্মণং বাক্যমনন্যচেতসম্।
বিবেশ পম্পাং নলিনীং মনোহরাং
রঘূত্তমঃ শোকবিষাদমন্ত্রিতঃ ॥২৯
ততো মহদ্বর্ত্ম সুদূরসংক্রমঃ
ক্রমেণ গত্বা প্রতিকূলয়ন্ বনম্।
দদর্শ পম্পাং শুভদর্শকাননা-
মনেকনানাবিধপক্ষিজালকাম্ ॥৩০

অরণ্যকাণ্ডং সমাপ্তম্ ॥

অরণ্যকাণ্ডং সম্পূর্ণম্।

কিষ্কিন্ধা-কাণ্ডম্

ওঙ্কারনাথসেবক-শ্রীগোপালকৃষ্ণভট্টাচার্য্যকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্

কিষ্কিন্ধ্যা-কাণ্ডম্

[ওঙ্কারনাথসেবক-শ্রীগোপালকৃষ্ণভট্টাচার্য্যকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্]

প্রথমঃ সর্গঃ

[পম্পাসরোবরদর্শনেন শ্রীরামস্য ব্যাকুলতা, শ্রীরামেণ লক্ষ্মণসমীপে পম্পাশোভায়াঃ কামোদ্দীপক-বিবিধদ্রব্যাণাং বর্ণনম্, লক্ষ্মণেন শ্রীরামায় সান্ত্বনাদানম্, ঋষ্যমূকপর্বতমভি আগতৌ ভ্রাতরৌ দৃষ্ট্বা সুগ্রীবস্যান্যেষাঞ্চ বানরাণাং ভীতিশ্চ ।]

স তাং পুষ্করিণীং গত্বা পদ্মোৎপল-ঝষাকুলাম্ ।
রামঃ সৌমিত্রিসহিতো বিললাপ কুলেন্দ্রিয়ঃ ॥১
তত্র দৃষ্ট্বৈব তাং হর্ষাদিন্দ্রিয়াণি চকম্পিরে ।
স কামবশমাপন্নঃ সৌমিত্রিমিদমব্রবীৎ ॥২
সৌমিত্রে শোভতে পম্পাবৈদূর্য্যবিমলোদকা ।
ফুল্লপদ্মোৎপলবতী শোভিতা বিবিধৈর্দ্রুমৈঃ ॥৩
সৌমিত্রে পশ্য পম্পায়াঃ কাননং শুভদর্শনম্ ।
যত্র রাজন্তি শৈলা বা দ্রুমাঃ সশিখরা ইব ॥৪
মাং তু শোকাভিসন্তপ্তমাধয়ঃ পীড়য়ন্তি বৈ ।
ভরতস্য চ দুঃখেন বৈদেহ্যা হরণেন চ ॥৫
শোকার্ত্তস্যাপি মে পম্পা শোভতে চিত্রকাননা ।
ব্যবকীর্ণা বহুবিধৈঃ পুষ্পৈঃ শীতোদকা শিবা ॥৬
নলিনৈরপিসংচ্ছন্না হ্যত্যর্থশুভদর্শনা ।
সর্প-ব্যালানুচরিতা মৃগ-দ্বিজসমাকুলা ॥৭
অধিকং প্রবিভাত্যেতন্নীলপীতং তু শাদ্বলম্ ।
দ্রুমাণাং বিবিধৈঃ পুষ্পৈঃ পরিস্তোমৈরিবার্পিতম্ ॥৮

প্রথম সর্গ

[পম্পাসরোবর দর্শনে শ্রীরামের ব্যাকুলতা, শ্রীরাম কর্তৃক লক্ষ্মণের নিকট পম্পার শোভা ও কাম উদ্দীপক দ্রব্য সামগ্রীর বর্ণন, লক্ষ্মণ কর্তৃক শ্রীরামকে সান্ত্বনা দান, ও দুই ভ্রাতাকে ঋষ্যমূক পর্বতের দিকে আগমন করিতে দেখিয়া সুগ্রীব ও অন্যান্য বানরের ভয় ।]

রাম সুমিত্রাপুত্র লক্ষ্মণের সহিত পদ্ম, উৎপল ও মৎস্য সমূহে পূর্ণা পম্পাপুষ্করিণীতে গমন করত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন এবং বিলাপ করিতে লাগিলেন ।১

তথায় পম্পাকে দর্শন করিয়া তাঁহার ইন্দ্রিয়গণ আনন্দ লাভ করত চঞ্চল হইয়া উঠিল ; তিনি কামবশীভূত হইয়া সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণকে বলিলেন ।২

হে সৌমিত্রে! নানাবিধ বৃক্ষশ্রেণী দ্বারা পম্পাসরোবর কেমন অপূর্ব শোভা ধারণ করিয়াছে, ইহার জল বৈদূর্য্যমণির ন্যায় নির্মল এবং তাহাতে বহুতর কমল ও উৎপল বিকসিত হইয়া রহিয়াছে ।৩

লক্ষ্মণ ! যেইস্থানে বৃক্ষসকল শিখরবান্ পর্বত-সমূহের ন্যায় শোভিত হইতেছে, তুমি পম্পাতীরস্থিত সেই রমণীয় কানন দর্শন কর ।৪

আমি অতিশয় শোকে আক্রান্ত হইয়াছি ;— নানাবিধ মানসিক পীড়া আমাকে নিরন্তর পীড়িত করিতেছে ; এখন আমি ভরতের দুঃখ স্মরণ হওয়ায় ও সীতা হৃতা হওয়ায় শোকে অত্যন্ত পীড়িত হইলেও সর্প, হিংস্র, পশু, মৃগ ও পক্ষীসমূহে পরিপূর্ণা, প্রস্ফুটিত বিবিধ পুষ্পসমূহে শোভিতা, সুশীতল জলে পূর্ণা, পদ্মসমূহে সমাবৃতা, মনোহারিণী, অত্যন্ত প্রিয়দর্শনা, পম্পাপুষ্করিণী আমার নিকটে অতিশয় শোভা পাইতেছে ।৫-৭

নীল ও পীতবর্ণ নব তৃণযুক্ত এই প্রদেশ বৃক্ষ-

পুষ্পভারসমৃদ্ধানি শিখরাণি সমন্ততঃ।
লতাভিঃ পুষ্পিতাগ্রাভিরুপগূঢ়ানি সর্ব্বতঃ ॥৯
সুখানিলোঽয়ং সৌমিত্রে কালঃ প্রচুরমন্মথঃ।
গন্ধবান্ সুরভির্মাসো জাতপুষ্পফলদ্রুমঃ ॥১০
পশ্য রূপাণি সৌমিত্রে বনানাং পুষ্পশালিনাম্।
সৃজতাং পুষ্পবর্ষাণি বর্ষং তোয়মুচামিব ॥১১
প্রস্তরেষু চ রম্যেষু বিবিধাঃ কাননদ্রুমাঃ।
বায়ুবেগপ্রচলিতাঃ পুষ্পৈরবকিরন্তি গাম্ ॥১২
পতিতৈঃ পতমানৈশ্চ পাদপস্থৈশ্চ মারুতঃ।
কুসুমৈঃ পশ্য সৌমিত্রে ক্রীড়তীব সমন্ততঃ ॥১৩
বিক্ষিপন্ বিবিধাঃ শাখা নগানাং কুসুমোৎকটাঃ।
মারুতশ্চলিতঃ স্থানৈঃ ষট্পদৈরনুগীয়তে ॥১৪
মত্তকোকিলসন্নাদৈর্নর্ত্তয়ন্নিব পাদপান্।
শৈলকন্দরনিষ্ক্রান্তঃ প্রগীত ইব চানিলঃ ॥১৫
তেন বিক্ষিপতাঽত্যর্থং পবনেন সমন্ততঃ।
অমী সংসক্তশাখাগ্রা গ্রথিতা ইব পাদপাঃ ॥১৬
স এব সুখসংস্পর্শো বাতি চন্দনশীতলঃ।
গন্ধমভ্যবহন্ পুণ্যং শ্রমাপনয়নোঽনিলঃ ॥১৭
অমী পবনবিক্ষিপ্তা বিনদন্তীব পাদপাঃ।
ষট্পদৈরনুকূজদ্ভির্বনেষু মধুগন্ধিষু ॥১৮
গিরিপ্রস্থেষু রম্যেষু পুষ্পবদ্ভির্মনোরমৈঃ।
সংসক্তশিখরাঃ শৈলা বিরাজন্তি মহাদ্রুমৈঃ ॥১৯
পুষ্পসংছন্নশিখরা মারুতোৎক্ষেপচঞ্চলাঃ।
অমী মধুকরোত্তংসাঃ প্রগীতা ইব পাদপাঃ ॥২০
সুপুষ্পিতাংস্তু পশ্যৈতান্ কর্ণিকারান্ সমন্ততঃ।
হাটকপ্রতিসংছন্নান্নরান্ পীতাম্বরানিব ॥২১
অয়ং বসন্তঃ সৌমিত্রে নানাবিহগনাদিতঃ।
সীতয়া বিপ্রহীনস্য শোকসন্দীপনো মম ॥২২

সকলের পতিত বিবিধ পুষ্পসমূহে পূর্ণ হইয়া যেন গালিচা দ্বারা আবৃত রহিয়াছে এবং অতিশয় শোভিত হইতেছে।৮

ঐস্থানের চতুর্দিকে নানাবিধ বৃক্ষসমূহের অগ্রভাগ পুষ্পিতাগ্র লতাসমূহে পূর্ণ হইয়া পুষ্পসমূহ দ্বারা অত্যন্ত শোভাধারণ করিয়াছে।৯

হে সুমিত্রাকুমার! এই সৌরভপরিপূর্ণ বসন্তকাল কামোদ্দীপক; কারণ, এইসময়ে বৃক্ষসকল পুষ্প ও ফলসমূহে শোভান্বিত হয়, চতুর্দিক্ পুষ্পাদির সুগন্ধপূর্ণ, এবং সুখসেব্য বায়ু বহিতে থাকে। সৌমিত্রে! মেঘ যেমন বারিবর্ষণ করে, সেইরূপ যথায় ঐ পুষ্পিত বিবিধ বৃক্ষসকল পুষ্পবর্ষণ করিতেছে, তুমি ঐ অরণ্যরাজির শোভা দর্শন কর।১০-১১

রমণীয় প্রস্তরসমূহস্থিত বিবিধ বনবৃক্ষসকল বায়ুবেগে আন্দোলিত হইয়া পুষ্পসকল দ্বারা পৃথিবীকে পূর্ণ করিতেছে।১২

হে সুমিত্রানন্দন! বায়ু চতুর্দিকে বৃক্ষস্থিত এবং বৃক্ষ হইতে পতিত ও পতমান কুসুমসমূহ লইয়া যেন ক্রীড়া করিতেছে—ইহা দেখ।১৩

পুষ্পিত বৃক্ষশাখাসকল বায়ু কর্ত্তৃক বিক্ষিপ্ত হওয়ায় স্থানভ্রষ্ট ভ্রমরগণ যেন বায়ুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করত গান করিতেছে। বায়ু গিরিকন্দর হইতে বহির্গত হইয়া প্রমত্ত কোকিলকুলের ধ্বনিচ্ছলে গান করিয়া বৃক্ষদিগকে যেন নৃত্যবিষয়ে শিক্ষা দিতেছে।১৪-১৫

পবনদেব প্রথমে বৃক্ষদিগকে চালিত করত তাহাদিগের শাখায় শাখায় সংলগ্ন করিয়া দিয়া যেন গ্রথিত করিতেছেন।১৬

চন্দনতুল্য সুশীতল শ্রমনিবারক এই সুখসেব্য বসন্ত-বায়ু উত্তম গন্ধ বহন করত প্রবাহিত হইতেছে।১৭

এই মধুগন্ধযুক্ত বৃক্ষসকল বনমধ্যে বায়ু কর্ত্তৃক চালিত হইয়া ভ্রমরগুঞ্জনচ্ছলে যেন অব্যক্ত শব্দ করিতেছে।১৮

রমণীয় গিরিপ্রস্থমধ্যে সমুৎপন্ন মনোরম ও সুবৃহৎ বৃক্ষরাজি দ্বারা শিখরবিশিষ্ট হইয়া যেন এই সমস্ত পর্বত বিদ্যমান আছে।১৯

এই শব্দায়মান মধুকরগণে ব্যাপ্ত, পুষ্পসমূহে পরিপূর্ণ বৃক্ষসকলকে বায়ু পরিচালিত করায় যেন নৃত্য ও গান করিতেছে।২০

চারিদিকে এই সুপুষ্পিত কর্ণিকার বৃক্ষসমূহ

মাং হি শোকসমাক্রান্তং সন্তাপয়তি মন্মথঃ।
হৃষ্টং প্রবদমানশ্চ সমাহ্বয়তি কোকিলঃ ॥২৩
এষ দাত্যূহকো হৃষ্টো রম্যে মাং বননির্ঝরে।
প্রনদন্ মন্মথাবিষ্টং শোষয়িষ্যতি লক্ষ্মণ ॥২৪
শ্রুত্বৈতস্য পুরা শব্দমাশ্রমস্থা মম প্রিয়া।
মামাহূয় প্রমুদিতা পরমং প্রত্যনন্দত ॥২৫
এবং বিচিত্রাঃ পতগা নানারাববিরাবিনঃ।
বৃক্ষ-গুল্মলতাঃ পশ্য সম্পতন্তি সমন্ততঃ ॥২৬
বিমিশ্রা বিহগাঃ পুংভিরাত্মব্যূহাভিনন্দিতাঃ।
ভৃঙ্গরাজপ্রমুদিতাঃ সৌমিত্রে মধুরস্বরাঃ ॥২৭
অস্যাঃ কূলে প্রমুদিতাঃ সঙ্ঘশঃ শকুনাস্ত্বিহ।
দাত্যূহরতিবিক্রন্দৈঃ পুংস্কোকিলরুতৈরপি ॥২৮
স্বনন্তি পাদপাশ্চেমে মমানঙ্গপ্রদীপকাঃ।
অশোকস্তবকাঙ্গারঃ ষট্‌পদস্বননিস্বনঃ ॥২৯
মাং হি পল্লবতাম্রার্চির্বসন্তাগ্নিঃ প্রধক্ষ্যতি।
নহি তাং সূক্ষ্মপক্ষ্মাক্ষীং সুকেশীং মৃদুভাষিণীম্ ॥৩০
অপশ্যতো মে সৌমিত্রে জীবিতেঽস্তি প্রয়োজনম্।
অয়ং হি রুচিরস্তস্যাঃ কালো রুচিরকাননঃ ॥৩১
কোকিলাকুলসীমান্তে দয়িতায়া মমানঘ।
মন্মথায়াসসংভূতো বসন্তগুণবর্ধিতঃ ॥৩২
অয়ং মাং ধক্ষ্যতি ক্ষিপ্রং শোকাগ্নির্নচিরাদিব।
অপশ্যতস্তাং বনিতাং পশ্যতো রুচিরান্ দ্রুমান্ ॥৩৩
মমায়মাত্মপ্রভবো ভূয়স্ত্বমুপযাস্যতি।
অদৃশ্যমানা বৈদেহী শোকং বর্দ্ধয়তীহ মে ॥৩৪

স্বর্ণভূষিত ও পীতবর্ণবস্ত্র পরিহিত মানবগণের সাদৃশ্য ধারণ করিয়াছে।২১

হে সুমিত্রাকুমার! একে আমি সীতাবিহীন হইয়া শোকগ্রস্ত রহিয়াছি, তাহাতে আবার বিবিধ শব্দপূর্ণ এই বসন্তকাল আমার আরও শোক উদ্দীপিত করিতেছে।২২

আমার এইরূপ শোকসময়েও কাম আমাকে সন্তাপিত করিতেছে। ঐ কোকিল সহর্ষে কূজন করত যেন স্পর্দ্ধাপূর্বক আমাকে আহ্বান করিতেছে।২৩

লক্ষ্মণ! আমি কামবাণে অত্যন্ত বিদ্ধ হইয়াছি, পরন্তু ঐ রমণীয় কানন নির্ঝরমধ্যবর্ত্তী জলকুক্কুটপক্ষী (ডাকপাখী) হৃষ্ট হইয়া ধ্বনি করত আমাকে আরও অধিক শোকদান করিবে।২৪

কেননা, পূর্বে আশ্রমমধ্যে অবস্থিতা আমার প্রেয়সী সীতা ইহার শব্দ করিয়া হর্ষভরে আমাকে আহ্বান করত অতিশয় আনন্দিত করিতেন।২৫

হে সুমিত্রানন্দন! ঐ চতুর্দিকে বহুপ্রকার বিচিত্র পক্ষীসকল নানাবিধ ধ্বনি করত বৃক্ষ, গুল্ম ও লতাসমূহের উপরে পতিত হইতেছে।২৬

হে সৌমিত্রে! পম্পাতীরে মধুরস্বরবতী ভ্রমরীগণ ভ্রমরদিগের সহিত মিলিতা হইয়া ও ভ্রমরগণদ্বারা প্রমোদান্বিতা হইয়া স্বজাতীয়াগণের মধ্যে অভিনন্দিতা হইতেছে এবং বিবিধ পক্ষী প্রমোদিত হইয়া যূথে যূথে এখানে সেখানে বিচরণ করিতেছে। ঐ বৃক্ষসকল রতিকালে শব্দকারী ডাকপক্ষী ও পুংস্কোকিলগণ দ্বারা যেন ধ্বনি করত আমার কাম উদ্দীপন করিতেছে। হে সুমিত্রাতনয়! অশোক-স্তবকসকল যাহার প্রদীপ্ত অঙ্গারস্বরূপ, তাম্রবর্ণ কোমলপল্লবসকল যাহার শিখাস্বরূপ, ভ্রমরশব্দ যাহার ধ্বনিস্বরূপ, সেই কান্তরূপ অগ্নি আমাকে দগ্ধ করিবে। যাঁহার চক্ষুপক্ষ (পাতা) অতি সুন্দর, সেই মৃদুভাষিণী সুকেশী সীতাকে দেখিতে না পাওয়ায় আমার আর জীবনে প্রয়োজন নাই। হে নিষ্পাপ! এই বসন্তকাল আমার প্রেয়সীর অত্যন্ত প্রিয়, এইকালে বনসকল কোকিলগণে পূর্ণ হইয়া অতিশয় রমণীয় হয়। কামপীড়াসম্ভূত এই শোকাগ্নি মন্দ-বায়ুবহনাদিরূপ বসন্তগুণসমূহ দ্বারা বিবর্দ্ধিত হইয়া অনতিবিলম্বে আমাকে দগ্ধ করিবে। বনিতা সীতাকে দেখিতে না পাইয়া মনোহর বৃক্ষসকল অবলোকন করত আমার এই শোক ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। অধুনা সীতার অদর্শন ও এই মন্দ-পবন দ্বারা ঘর্মনিবারক বসন্তকালের দর্শন—আমার শোক বৃদ্ধি

দৃশ্যমানো বসন্তশ্চ স্বেদসংসর্গদূষকঃ।
মাং হি সা মৃগশাবাক্ষীচিন্তাশোকবলাৎকৃতম্ ॥৩৫
সন্তাপয়তি সৌমিত্রে ক্রূরশ্চৈত্রবনানিলঃ।
অমী ময়ূরাঃ শোভন্তে প্রনৃত্যন্তস্ততস্ততঃ ॥৩৬
স্বৈঃ পক্ষৈঃ পবনোদ্ধূতৈর্গবাক্ষৈঃ স্ফাটিকৈরিব।
শিখিনীভিঃ পরিবৃতাস্ত এতে মদমূর্চ্ছিতাঃ ॥৩৭
মন্মথাভিপরীতস্য মম মন্মথবর্দ্ধনাঃ
পশ্য লক্ষ্মণ নৃত্যন্তং ময়ূরমুপনৃত্যতি ॥৩৮
শিখিনী মন্মথার্ত্তৈষা ভর্ত্তারং গিরিসানুনি।
তামেব মনসা রামাং ময়ূরোঽপ্যনুধাবতি ॥৩৯
বিতত্য রুচিরৌ পক্ষৌ রুতৈরুপহসন্নিব।
ময়ূরস্য বনে নূনং রক্ষসা ন হৃতা প্রিয়া ॥৪০
তস্মান্নৃত্যতি রম্যেষু বনেষু সহ কান্তয়া।
মম ত্বয়ং বিনা বাসঃ পুষ্পমাসে সুদুঃসহঃ ॥৪১

করিতেছে। হে সুমিত্রানন্দন! আমি একে চিন্তা ও শোকে আক্রান্ত হইয়াছি, তাহাতে আবার মৃগশিশু-নয়না সীতার অদর্শন ও বনের বসন্ত কালীন বায়ু আমাকে আরও সন্তাপিত করিতেছে। স্থানে স্থানে ঐ ময়ূরগণ নৃত্য করিতেছে এবং উহাদিগের স্ফটিকমণিচিত্রিত গবাক্ষ (জানালা) সদৃশ বিন্দু জালসমন্বিত পক্ষসকল মন্দ বায়ু-বেগে অত্যন্ত কম্পিত হওয়ায় অতিশয় শোভাধারণ করিয়াছে। একে আমি কামবাণে আক্রান্ত হইয়াছি, তাহাতে তাহারা ময়ূরীগণে পরিবৃত ও মদনমোহিত হইয়া আমার আরও কাম বৃদ্ধি করিতেছে। লক্ষ্মণ ঐ দেখ,—গিরিসানুমধ্যে ময়ূরী কামার্ত্তা হইয়া নৃত্যরত ময়ূরের নিকটে নৃত্য করিতেছে; ময়ূরও মনোহর পক্ষ বিস্তারপূর্ব্বক ধ্বনি করিয়া যেন আমাকে উপহাস করত প্রেয়সীর নিকট গমন হইতেছে। ঐ ময়ূরের প্রেয়সীকে নিশ্চয়ই কোন রাক্ষস হরণ করে নাই।২৭-৪০

সেইজন্যই তাহারা রমণীয় বনমধ্যেও প্রিয়ার সহিত নৃত্য করিতেছে। লক্ষ্মণ! এই চৈত্রমাসে অর্থাৎ বসন্তকালে সীতার বিরহে বাস করা আমার পক্ষে অত্যন্ত দুঃসহ হইয়া উঠিতেছে।৪১

পশ্যলক্ষ্মণ সংরাগস্তির্য্যগ্‌যোনিগতেষ্বপি।
অধুনা শিখিনী কামাদ্ভর্ত্তারমভিবর্ত্ততে ॥৪২
মমাপ্যেবং বিশালাক্ষী জানকী জাতসম্ভ্রমা।
মদনেনাভিবর্ত্তেত যদি নাপহৃতা ভবেৎ ॥৪৩
পশ্য লক্ষ্মণ পুষ্পাণি নিষ্ফলানি ভবন্তি মে।
পুষ্পভারসমৃদ্ধানাং বনানাং শিশিরাত্যয়ে ॥৪৪
রুচিরাণ্যপি পুষ্পাণি পাদপানামতিশ্রিয়া।
নিষ্ফলানি মহীং যান্তি সমং মধুকরোৎকরৈঃ ॥৪৫
নদন্তি কামং শকুনা মুদিতাঃ সঙ্ঘশঃ কলম্।
আহ্বয়ন্ত ইবান্যোন্যং কামোন্মদকরা মম ॥৪৬
বসন্তো যদি তত্রাপি যত্র মে বসতি প্রিয়া।
নূনং পরবশা সীতা সাপি শোচত্যহং যথা ॥৪৭
নূনং ন তু বসন্তস্তং দেশং স্পৃশতি যত্র সা।
কথং হ্যসিতপদ্মাক্ষী বর্ত্তয়েৎ সা ময়া বিনা ॥৪৮

হে লক্ষ্মণ! এখন পক্ষিপ্রভৃতি তির্য্যক্‌জাতিরও মদনানুরাগ জন্মিয়া থাকে; দেখ—ময়ূরীও কামার্ত্তা হইয়া ময়ূরের নিকটে গমন করিতেছে।৪২

যদি বিশালনয়না জনকদুহিতা সীতা হৃতা না হইতেন, তবে তিনিও কামবশীভূতা হইয়া এইরূপে আমার অনুগমন করিতেন।৪৩

লক্ষ্মণ! দেখ,—এই বসন্তকালে পুষ্পসমৃদ্ধিশালী বনসকলের পুষ্পসমূহ আমার নিকটে সীতার অভাবে নিষ্ফল বোধ হইতেছে।৪৪

ভ্রমরগণে পূর্ণ মনোহর, অত্যন্ত শোভাযুক্ত, বৃক্ষসমূহের পুষ্পসকল নিরর্থক ভূতলে পতিত হইতেছে।৪৫

পক্ষিসকল আমার কাম উদ্দীপন করত হৃষ্টান্তঃকরণে দলে দলে মনোহর শব্দ করিয়া পরস্পরকে আহ্বান করিতেছে।৪৬

এখন আমার প্রেয়সী সীতা যেস্থানে বাস করিতেছেন, সেইস্থানেও যদি বসন্তকাল উপস্থিত হইয়া থাকে, তবে তিনিও কামার্ত্তা হইয়া আমার ন্যায় শোক

অথবা বর্ত্ততে তত্র বসন্তো যত্র মে প্রিয়া
কিং করিষ্যতি সুশ্রোণি সা তু নির্ভৎ´সিতাপরৈঃ ॥৪৯
শ্যামা পদ্মপলাশাক্ষী মৃদুভাষা চ মে প্রিয়া।
নূনং বসন্তমাসাদ্য পরিত্যক্ষতি জীবিতম্ ॥৫০
দৃঢ়ং হি হৃদয়ে বুদ্ধির্মম সম্পরিবর্ত্ততে।
নালং বর্ত্তয়িতুং সীতা সাধ্বী মদ্বিরহং গতা ॥৫১
ময়ি ভাবো হি বৈদেহ্যাস্তত্ত্বতো বিনিবেশিতঃ।
মমাপি ভাবঃ সীতায়াং সর্ব্বথা বিনিবেশিতঃ ॥৫২
এষ পুষ্পবহো বায়ুঃ সুখস্পর্শো হিমাবহঃ।
তাং বিচিন্তয়তঃ কান্তাং পাবকপ্রতিমো মম ॥৫৩
সদা সুখমহং মন্যে যং পুরা সহ সীতয়া।
মারুতঃ স বিনা সীতাং শোকসংজননো মম ॥৫৪
তাং বিনাঽথ বিহঙ্গোঽসৌ পক্ষী প্রণদিতস্তদা।
বায়সঃ পাদপগতঃ প্রহৃষ্টমভিকূজতি ॥৫৫
এষ বৈ তত্র বৈদেহ্যা বিহগঃ প্রতিহারকঃ।
পক্ষী মাং তু বিশালাক্ষ্যাঃ সমীপমুপনেষ্যতি ॥৫৬
পশ্য লক্ষ্মণ সন্নাদং বনে মদবিবর্দ্ধনম্।
পুষ্পিতাগ্রেষু বৃক্ষেষু দ্বিজানামবকূজতাম্ ॥৫৭
বিক্ষিপ্তাং পবনেনৈতামসৌ তিলকমঞ্জরীম্।
ষট্পদঃ সহসাভ্যেতি মদোদ্ধুতামিব প্রিয়াম্ ॥৫৮
কামিনাময়মত্যন্তমশোকঃ শোকবর্দ্ধনঃ।
স্তবকৈঃ পবনোৎক্ষিপ্তৈস্তর্জয়ন্নিব মাং স্থিতঃ ॥৫৯
অমী লক্ষ্মণ দৃশ্যন্তে চূতাঃ কুসুমশালিনঃ।
বিভ্রমোৎসিক্তমনসঃ সাঙ্গরাগা ময়া ইব ॥৬০
সৌমিত্রে পশ্য পম্পায়াশ্চিত্রাসু বনরাজিষু।
কিন্নরা নরশার্দ্দূল বিকরন্তি যতস্ততঃ ॥৬১
ইমানি শুভগন্ধীনি পশ্য লক্ষ্মণ সর্ব্বশঃ।
নলিনানি প্রকাশন্তে জলে তরুণসূর্য্যবৎ ॥৬২

করিতেছেন—সন্দেহ নাই। সেই নীলোৎপলনয়না যেস্থানে অবস্থান করিতেছেন, বোধ হয়—সেইস্থানে বসন্তকাল উপস্থিত হয় নাই; তাহা না হইলে তিনি কি প্রকারে আমার বিরহে অবস্থান করিবেন? ৪৭-৪৮

অথবা আমার প্রেয়সী সুমধ্যমা সীতা যথায় আছেন, যদি তথায় বসন্তকাল উপস্থিত হইয়া থাকে, তথাপি সে কিছুই করিতে পারিবে না; যেহেতু এখন তিনি শত্রুগণ কর্তৃক পীড়িতা রহিয়াছেন।৪৯

আমার প্রেয়সী মৃদুভাষিণী, পদ্মনয়না, শ্যামা সীতা বসন্তকাল উপস্থিত হওয়ায় নিশ্চয়ই জীবন পরিত্যাগ করিবেন। আমার হৃদয়ে এইরূপ দৃঢ় নিশ্চয় আছে যে, পতিব্রতা বিদেহরাজসুতা সীতা আমার বিরহে কখনই জীবনধারণে সমর্থা হইবেন না; কারণ, আমার অন্তঃকরণ তাঁহাতে এবং তাঁহার অন্তঃকরণ আমাতে সর্বতোভাবে অনুরক্ত রহিয়াছে।৫০-৫২

আমি প্রেয়সী সীতার জন্য চিন্তিত রহিয়াছি; সেইজন্যই এই পুষ্পগন্ধবাহী, সুখস্পর্শ এবং সুশীতল বায়ুও আমার নিকটে বহ্নির ন্যায় মনে হইতেছে।৫৩

পূর্বে প্রিয়াসহযোগে আমি যে বসন্তবায়ুকে অত্যন্ত সুখকর বোধ করিতাম, এখন সীতার বিরহে সেই বসন্ত বায়ু আমার শোক উৎপাদন করিতেছে।৫৪

ঐ সুন্দর পক্ষবিশিষ্ট বায়স আমাকে সীতাবিহীনা দেখিয়া প্রথমতঃ আকাশে উৎপতন পূর্বক লোক-প্রকাশস্থলে ধ্বনি করিয়া পরে বৃক্ষোপরি অবস্থান করত আমার অভিমুখে সহর্ষে ধ্বনি করিতেছে। তাহাতে বোধ হইতেছে যে, যেন আমার বার্তাবহ হইয়া বৈদেহী বিশালনয়না সীতার নিকটে যাইবে এবং আমাকে তথায় উপনীত করিবে অর্থাৎ তাঁহাকে আমার বার্তা প্রদান করিবে।৫৫-৫৬

লক্ষ্মণ! পুষ্পশোভিত বৃক্ষসমূহের উপরে অবস্থিত কলরবকারী পক্ষীগণের কামোদ্দীপক ঐ মনোহর ধ্বনি শ্রবণ কর। ঐ মধুকর সহসা কামোন্মাদিনী প্রেয়সীর ন্যায় বায়ুবেগে সঞ্চালিত তিলকবৃক্ষের মঞ্জরীর নিকট আগমন করিতেছে।৫৭-৫৮

কামিনীগণের অতিশয় শোকবর্দ্ধক এই অশোকবৃক্ষ বায়ুবেগে বিক্ষিপ্ত স্তবকসমূহ দ্বারা যেন আমাকে অত্যন্ত তর্জ্জন করিতেছে।৫৯

লক্ষ্মণ! এই পুষ্পিত আম্রবৃক্ষসকল শৃঙ্গাররসে

এষা প্রসন্নসলিলা পদ্মনীলোৎপলাযুতা।
হংসকারণ্ডবাকীর্ণা পম্পা সৌগন্ধিকাযুতা ॥৬৩
জলে তরুণসূর্য্যাভৈঃ ষট্পদাহতকেশরৈঃ।
পঙ্কজৈঃ শোভতে পম্পা সমন্তাদভিসংবৃতা ॥৬৪
চক্রবাকযুতা নিত্যং চিত্রপ্রস্থবনান্তরা।
মাতঙ্গমৃগযূথৈশ্চ শোভতে সলিলার্থিভিঃ ॥৬৫
পবনাহতবেগাভিরূর্ম্মিভির্বিমলেঽম্ভসি।
পঙ্কজানি বিরাজন্তে তাড্যমানানি লক্ষ্মণ ॥৬৬
পদ্মপত্রবিশালাক্ষীং সততং প্রিয়পঙ্কজাম্।
অপশ্যতো মে বৈদেহীং জীবিতং নাভিরোচতে ॥৬৭
অহো কামস্য বামত্বং যো গতামপি দুর্লভাম্।
স্মারয়িষ্যতি কল্যাণীং কল্যাণতরবাদিনীম্ ॥৬৮

শক্যো ধারয়িতুং কামো ভবেদভ্যাগতো ময়া।
যদি ভূয়ো বসন্তো মাং ন হন্যাৎ পুষ্পিতদ্রুমঃ ॥৬৯
যানি স্ম রমণীয়ানি তয়া সহ ভবন্তি মে।
তান্যেবারমণীয়ানি জায়ন্তে মে তয়া বিনা ॥৭০
পদ্মকোশ-পলাশানি দ্রষ্টুং দৃষ্টির্হি মন্যতে।
সীতায়া নেত্রকোশাভ্যাং সদৃশানীতি লক্ষ্মণ ॥৭১
পদ্মকেসরসংসৃষ্টো বৃক্ষান্তরবিনিঃসৃতঃ।
নিঃশ্বাস ইব সীতায়া বাতি বায়ুর্মনোহরঃ ॥৭২
সৌমিত্রে পশ্য পম্পায়া দক্ষিণে গিরিসানুষু।
পুষ্পিতাং কর্ণিকারস্য যষ্টিং পরমশোভিতাং ॥৭৩
অধিকং শৈলরাজোঽয়ং ধাতুভিস্তু বিভূষিতঃ।
বিচিত্রং সৃজতে রেণুং বায়ুবেগবিঘট্টিতম্ ॥৭৪

মত্ত হইয়া চন্দনাদিবিলেপনে বিলিপ্ত হইয়া মনুষ্যদিগের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে।৬০

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ সুমিত্রাকুমার! পম্পাতীরবর্ত্তী বিচিত্র কাননসমূহমধ্যে কিন্নরগণ এখানে সেখানে বিচরণ করিতেছে। লক্ষ্মণ! দেখ,—চতুর্দিকে এই সুগন্ধ রক্তপদ্ম-সকল তরুণসূর্য্যের ন্যায় শোভিত হইতেছে।৬১-৬২

স্বচ্ছসলিলপূর্ণা, শ্বেত ও নীল পদ্মসমূহে সমাবৃতা, হংস ও কারণ্ডবগণে পরিপূর্ণা, ভ্রমরগণ কর্তৃক আহত-কেশরবিশিষ্ট ও তরুণ সূর্য্য-সদৃশবর্ণ বিশিষ্ট চতুর্দিকস্থিত রক্তপদ্মসমূহে সুশোভিতা, জলার্থী মাতঙ্গ, মৃগ ও চক্রবাকসমূহে পরিপূর্ণা বিচিত্র-কানন মধ্যস্থিতা পম্পা অতিশয় শোভা পাইতেছে।৬৩-৬৫

লক্ষ্মণ! পম্পার নির্ম্মল জলমধ্যে পদ্মসমস্ত বায়ুর আঘাতে বেগবান্ তরঙ্গসমূহ দ্বারা আন্দোলিত হইয়া অতিশয় শোভা ধারণ করিতেছে।৬৬

পদ্মসমূহ যাঁহার অত্যন্ত প্রিয়, পদ্মসদৃশ বিশালনয়না সেই বিদেহরাজ-নন্দিনী সীতাকে না দেখিয়া আমি জীবন ধারণ করিতে ইচ্ছা করিনা।৬৭

এখন যিনি অজ্ঞাতস্থানে নীতা হইয়াছেন এবং যাঁহাকে লাভ করা অসম্ভব, কন্দর্প আমার সেই হিতকারিণী কল্যাণী সীতাকে স্মরণ করাইতেছে, তাহার কি কুটিলতা।৬৮

যদি নানাবিধ পুষ্পিত বৃক্ষসমূহে শোভিত এই বসন্তকাল আমাকে পীড়ন না করে, তবে আমি এই উপস্থিত কামবেগ সহ্য করিতে পারি।৬৯

পূর্বে সীতার সহিত যখন বাস করিতেছিলাম, তখন যে সমস্ত বস্তু আমার নিকটে রমণীয় বলিয়া বোধ হইত, এখন সীতা বিরহে সেই সমুদয়ই আমার নিকট অরমণীয় বোধ হইতেছে।৭০

লক্ষ্মণ! ঐ পদ্মপলাশগুলি সীতার নয়নতুল্য বলিয়া ঐদিকে আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতেছে। ঐ বৃক্ষসমূহ-মধ্য হইতে বিনির্গত এবং পদ্মকেশর সংসর্গে সুবাসিত এই মনোহর বায়ু, সীতার নিঃশ্বাসের ন্যায় প্রবাহিত হইতেছে।৭১-৭২

সুমিত্রানন্দন! পম্পার দক্ষিণভাগে ঐ গিরিসানু-মধ্যে পরম শোভান্বিত ও সুপুষ্পিত কর্ণিকার বৃক্ষের শাখা অবলোকন কর।৭৩

গৈরিকাদি ধাতুসমূহে অত্যধিক বিভূষিত ঐ শৈল-রাজ হইতে বিবিধ বর্ণের ধূলিপটল বায়ু-চালিত হইয়া ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হইতেছে। হে সুমিত্রাকুমার! চতুর্দিকে

গিরিপ্রস্থাস্তু সৌমিত্রে সর্ব্বতঃ সম্প্রপুষ্পিতৈঃ।
নিষ্পত্রৈঃ সর্ব্বতো রম্যৈঃ প্রদীপ্তা ইব কিংশুকৈঃ ॥৭৫
পম্পাতীররুহাশ্চেমে সংসিক্তা মধুগন্ধিনঃ।
মালতী-মল্লিকা-পদ্ম-করবীরাশ্চ পুষ্পিতাঃ ॥৭৬
কেতক্যঃ সিন্দুবারাশ্চ বাসন্ত্যশ্চ সুপুষ্পিতাঃ।
মাধব্যো গন্ধপূর্ণাশ্চ কুন্দগুল্মাশ্চ সর্ব্বশঃ ॥৭৭
চিরিবিল্বা মধুকাশ্চ বঞ্জুলা বকুলাস্তথা।
চম্পকাস্তিলকাশ্চৈব নাগবৃক্ষাশ্চ পুষ্পিতাঃ* ॥৭৮
পদ্মকাশ্চৈব শোভন্তে নীলাশোকাশ্চ পুষ্পিতাঃ।
লোধ্রাশ্চ গিরিপৃষ্ঠেষু সিংহকেশর-পিঞ্জরাঃ ॥৭৯
অঙ্কোলাশ্চ কুরণ্ডাশ্চ চূর্ণকাঃ পারিভদ্রকাঃ।
চূতাঃ পাটলয়শ্চাপি কোবিদারাশ্চ পুষ্পিতাঃ ॥৮০
মুচুকুন্দার্জ্জুনাশ্চৈব দৃশ্যন্তে গিরিসানুষু।
কেতকোদ্দালকাশ্চৈব শিরীষাঃ শিংশপা ধবাঃ ॥৮১
শাল্মল্যঃ কিংশুকাশ্চৈব রক্তাঃ কুরবকাস্তথা।
তিনিশা নক্তমালাশ্চ চন্দনাঃ স্যন্দনাস্তথা ॥৮২
হিন্তালাস্তিলকাশ্চৈব নাগবৃক্ষাশ্চ পুষ্পিতাঃ।
পুষ্পিতান্ পুষ্পিতাগ্রাভির্লতাভিঃ পরিবেষ্টিতান্ ॥৮৩
দ্রুমান্ পশ্যেহ সৌমিত্রে পম্পায়া রুচিরান্ বহূন্।
বাতবিক্ষিপ্তবিটপান্ যথাসন্নান্ দ্রুমানিমান্ ॥৮৪
লতাঃ সমনুবর্ত্তন্তে মত্তা ইব বরস্ত্রিয়ঃ।
পাদপাৎ পাদপং গচ্ছন্ শৈলাৎ শৈলং বনাদ্ বনম্ ॥৮৫
বাতি নৈকরসাস্বাদসম্মোদিত ইবানিলঃ।
কেচিৎ পর্য্যাপ্তকুসুমাঃ পাদপা মধুগন্ধিনঃ ॥৮৬
কেচিন্ মুকুলসংবীতাঃ শ্যামবর্ণা ইবাবভুঃ।
ইদং মৃষ্টমিদং স্বাদু প্রফুল্লমিদমিত্যপি ॥৮৭
রাগরক্তো মধুকরঃ কুসুমেষ্বেবলীয়তে।
নিলীয় পুনরুৎপত্য সহসান্যত্র গচ্ছতি ॥৮৮
মধুলুব্ধো মধুকরঃ পম্পাতীরদ্রুমেষ্বসৌ।
ইয়ং কুসুমসংঘাতৈরুপস্তীর্ণা সুখাকৃতা।
স্বয়ং নিপতিতৈর্ভূমিঃ শয়নপ্রস্তরৈরিব ॥৮৯

পত্ররহিত অতি রমণীয় কিংশুকবৃক্ষসমূহ কুসুমিত হওয়ায় পর্বতপ্রস্থসকল যেন প্রজ্বলিত হইতেছে বলিয়া মনে হইতেছে। পম্পাতটে জলসিক্ত মধুগন্ধযুক্ত স্থলপদ্ম, মালতী, মল্লিকা, করবী, সিন্ধুবার, কেতকী, বাসন্তী, গন্ধপূর্ণ মাধবী, কুন্দ-গুল্ম, করঞ্জ, মধূক, বঞ্জুল, বকুল, চম্পক, তিলক, নাগেশ্বর, পদ্মক ও নীল অশোকবৃক্ষসকল পুষ্পসমূহে পরিপূর্ণ হইয়া শোভা পাইতেছে। গিরি-প্রস্থসমূহে পুষ্পিত বকুল, নাগকেশর, লোধ্র, অঙ্কোক, নীলঝিটী, চূর্ণক, মন্দার, আম্র, পাটলী, কোবিদার, মুকুন্দ, অর্জুন, কেতক, উদ্দালক, শিরীষ, শিংশপা, ধব, শাল্মলী, কিংশুক, রক্তকুরবক, তিনিশ, করঞ্জ, চন্দন, স্যন্দন, হিন্তাল, পুন্নাগ ও তিলক বৃক্ষসকল দৃষ্ট হইতেছে।

হে সুমিত্রানন্দন! পম্পাতীরে পুষ্পিতাগ্র লতাসমূহে পরিবেষ্টিত ও সুপুষ্পিত মনোহর বৃক্ষসকল অবলোকন কর। যেমন প্রমত্তা বারাঙ্গনা স্বামীর অনুবর্তিনী হয়, সেইরূপ লতাসমূহ বায়ুদ্বারা কম্পিতাগ্র হইয়া বৃক্ষসকলের অনুবর্তিনী হইতেছে। এই বায়ু বন হইতে বনান্তরে বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে ও পর্বত হইতে পর্বতান্তরে বিচরণ করিতে করিতে বিবিধ রস আস্বাদনপূর্বক যেন প্রমোদাবিষ্ট হইয়া বায়ুর ন্যায় প্রবাহিত হইতেছে। অনেক বৃক্ষ পর্য্যাপ্তরূপে পুষ্প ও মধুগন্ধযুক্ত এবং অনেক বৃক্ষ মুকুলে-পরিপূর্ণ ও শ্যামবর্ণপুরুষ-সদৃশ হইয়া শোভিত হইতেছে। ইহা প্রফুল্লিত, ইহা সুস্বাদু ও ইহা অতি সুন্দর, এইরূপ বিবেচনা করিয়া অনুরক্ত মধুকর (ভ্রমর) কুসুমসমূহে বিলীন হইতেছে, তারপর কিছুক্ষণ এক পুষ্পমধ্যে বিলীন থাকিয়া পরে তথা হইতে উৎপতন পূর্বক অন্যত্র গমন করত পম্পা-তীরবর্তী পদ্মসমূহের উপরে বিচরণ করিতেছে। ঐ

---

*কোন কোন গ্রন্থে ৭৮নং শ্লোকের মধ্যবর্তী স্থানে নিম্নলিখিত শ্লোকার্দ্ধটি দেখা যায়,—

নীপাশ্চ বরনাশ্চৈব খর্জ্জুরাশ্চ সুপুষ্পিতা।

বিবিধা বিবিধৈঃ পুষ্পৈস্তৈরেব নগসানুষু।
বিস্তীর্ণাঃ পীতরক্তাভাঃ সৌমিত্রে প্রস্তরাঃ কৃতাঃ ॥৯০
হিমান্তে পশ্য সৌমিত্রে বৃক্ষাণাং পুষ্পসম্ভবম্।
পুষ্পমাসে হি তরবঃ সঙ্ঘর্ষাদিব পুষ্পিতাঃ ॥৯১
আহ্বয়ন্ত ইবান্যোন্যং নগাঃ ষট্‌পদনাদিতাঃ।
কুসুমোত্তংসবিটপাঃ শোভন্তে বহু লক্ষ্মণ ॥৯২
এষ কারণ্ডবঃ পক্ষী বিগাহ্য সলিলং শুভম্।
রমতে কান্তয়া সার্দ্ধং কামমুদ্দীপয়ন্নিব ॥৯৩
মন্দাকিন্যাস্তু যদিদং রূপমেতন্মনোরমম্।
স্থানে জগতি বিখ্যাতা গুণাস্তস্যা মনোরমাঃ ॥৯৪
যদি দৃশ্যেত সা সাধ্বী যদি চেহ বসেমহি।
স্পৃহয়েয়ং ন শক্রায় নাযোধ্যায়ৈ রঘূত্তম ॥৯৫
নহ্যেবং রমণীয়েষু শাদ্বলেষু তয়া সহ।
রমতো মে ভবেচ্চিন্তা ন স্পৃহান্যেষু বা ভবেৎ ॥৯৬
অমী হি বিবিধৈঃ পুষ্পৈস্তরবো বিবিধচ্ছদাঃ।
কাননেঽস্মিন্ বিনা কান্তাং চিন্তামুৎপাদয়ন্তি মে ॥৯৭
পশ্য শীতজলাং চেমাং সৌমিত্রে পুষ্করায়ুতাম্।
চক্রবাকানুচরিতাং কারণ্ডবনিষেবিতাম্ ॥৯৮
প্লবৈঃ ক্রৌঞ্চৈশ্চ সম্পূর্ণাং মহামৃগনিষেবিতাম্।
অধিকং শোভতে পম্পা বিকূজদ্ভির্বিহঙ্গমৈঃ ॥৯৯
দীপয়ন্তীব মে কামং বিবিধা মুদিতা দ্বিজাঃ।
শ্যামাং চন্দ্রমুখীং স্মৃত্বা প্রিয়াং পদ্মনিভেক্ষণাম্ ॥১০০
পশ্য সানুষু চিত্রেষু মৃগীভিঃ সহিতান্ মৃগান্।
মাং পুনর্মৃগশাবাক্ষ্যা বৈদেহ্যা বিরহীকৃতম্।
ব্যথয়ন্তীব মে চিত্তং সঞ্চরন্তস্ততস্ততঃ ॥১০১
অস্মিন্ সানুনি রম্যে হি মত্তদ্বিজগণাকুলে।
পশ্যেয়ং যদি তাং কান্তাং ততঃ স্বস্তি ভবেন্মম ॥১০২
জীবেয়ং খলু সৌমিত্রে ময়া সহ সুমধ্যমা।
সেবেত যদি বৈদেহী পম্পায়াঃ পবনং শুভম্ ॥১০৩

প্রদেশ স্বয়ং পতিত কুসুমসমূহে পূর্ণ হইয়া শয্যা সদৃশ সুখকর হইয়াছে।৭৪-৮৯

হে সুমিত্রানন্দন! নানাবর্ণ বিবিধ পুষ্পসমূহ দ্বারা পর্ব্বতসানু (শিখর)-সমূহে পীত-রক্তপ্রভৃতি নানাবর্ণের সুবিস্তৃত, নানাবিধ শয্যা নির্মিত রহিয়াছে।৯০

সৌমিত্র! হিমঋতুর পর বসন্ত ঋতু আগমন করায় বৃক্ষগণ কিরূপ পুষ্পিত হইয়াছে দেখ। চৈত্রমাসে বৃক্ষগণ যেন পরস্পর স্পর্দ্ধা করিয়াই পুষ্পিত হইয়াছে।৯১

লক্ষ্মণ! বৃক্ষসকল পুষ্পসমূহের ভূষণে শোভিত হইতেছে, মধুকরগণের গুঞ্জনে সেইস্থলপূর্ণ রহিয়াছে। মনে হইতেছে—যেন পরস্পর পরস্পরকে আহ্বান করত বিরাজিত রহিয়াছে।৯২

ঐ কারণ্ডব পক্ষী পম্পার স্বচ্ছ জলমধ্যে কান্তাসহ বিহার করত আমার কামবর্দ্ধন করিতেছে।৯৩

যাহার সৌন্দর্য্য প্রভৃতি মনোহর গুণ সমগ্র জগতে বিখ্যাত, সেই মন্দাকিনীনদীর রূপসদৃশ মনোহর এই পম্পানদীর রূপও তাদৃশ মনোহর।৯৪

রঘুকুলতিলক! যদি সাধ্বী সীতাকে দেখিতে পাই এবং তাহার সহিত একস্থানে বাস করিতে পাই, তবে ইন্দ্রনগরী এবং অযোধ্যানগরীতেও গমন করিতে আমার অভিলাষ হয় না।৯৫

সুদৃশ্য ও রমণীয় নবতৃণ পূর্ণ প্রদেশে সীতাসহ বিহার করিতে থাকিলে আমার কোন চিন্তা থাকে না এবং অন্যত্র গমনেও বাসনা হয় না।৯৬

ঐ কাননমধ্যবর্ত্তী বিবিধ পর্ব্বত পুষ্পসমন্বিত বৃক্ষসকল সীতার বিরহ প্রযুক্তই আমার চিন্তা উৎপাদন করিতেছে।৯৭

হে সুমিত্রানন্দন! ক্রৌঞ্চ, চক্রবাক, কারণ্ডব ও অন্যান্য জলচর পক্ষীসমূহে ব্যাপ্ত শীতলজলপূর্ণা যাহার জল পান করে, সেই পদ্মযুক্তা পম্পাকে দর্শন কর; এই নদী মনোহর ধ্বনিকারী বিবিধ বিহঙ্গগণে পরিপূর্ণা হইয়া সমধিক শোভিত হইতেছে।৯৮-৯৯

আনন্দে নিমগ্ন পক্ষিগণ যেন প্রেয়সী পদ্মনয়না চন্দ্রমুখী শ্যামা সীতাকে আমার স্মৃতিপথে উদিত করিয়া কাম উদ্দীপন করিতেছে।১০০

বিচিত্র পর্ব্বতের সানুমধ্যে প্রিয়া সহ বিচরণরত মৃগদিগের আনন্দ ও মৃগশিশুনয়না বিদেহরাজ-সুতা সীতার বিরহে আমার দুঃখ অবলোকন কর; উহারা

পদ্মসৌগন্ধিকবহং শিবং শোকবিনাশনম্।
ধন্যা লক্ষ্মণ সেবন্তে পম্পায়া বনমারুতম্ ॥১০৪
শ্যামা পদ্মপলাশাক্ষী প্রিয়া বিরহিতা ময়া।
কথং ধারয়তি প্রাণান্ বিবশা জনকাত্মজা ॥১০৫
কিং নু বক্ষ্যামি ধর্ম্মজ্ঞং রাজানং সত্যবাদিনম্।
জনকং পৃষ্টসীতং তং কুশলং জনসংসদি ॥১০৬
যা মামনুগতা মন্দং পিত্রা প্রস্থাপিতং বনম্।
সীতা ধর্ম্মং সমাস্থায় ক্ব নু সা বর্ত্ততে প্রিয়া ॥১০৭
তয়া বিহীনঃ কৃপণঃ কথং লক্ষ্মণ ধারয়ে।
যা মামনুগতা রাজ্যাদ্ ভ্রষ্টং বিহতচেতসম্ ॥১০৮
তচ্চার্বঞ্চিতপদ্মাক্ষং সুগন্ধি শুভমব্রণম্।
অপশ্যতো মুখং তস্যাঃ সীদতীব মতির্মম ॥১০৯

স্মিতহাস্যান্তরযুতং গুণবন্মধুরং হি তম্।
বৈদেহ্যা বাক্যমতুলং কদা শ্রোষ্যামিলক্ষ্মণ ॥১১০
প্রাপ্য দুঃখং বনে শ্যামা মাং মন্মথবিকর্শিতম্।
নষ্টদুঃখেব হৃষ্টেব সাধ্বী সাধ্বভ্যভাষত ॥১১১
কিং নু বক্ষ্যাম্যযোধ্যায়াং কৌশল্যাং হি নৃপাত্মজ।
ক্ব সা স্নুষেতি পৃচ্ছন্তীং কথং চাপি মনস্বিনীম্ ॥১১২
গচ্ছ লক্ষ্মণ পশ্য ত্বং ভরতং ভ্রাতৃবৎসলম্।
নহ্যহং জীবিতুং শক্তস্তামৃতে জনকাত্মজাম্ ॥১১৩
ইতি রামং মহাত্মানং বিলপন্তমনাথবৎ।
উবাচ লক্ষ্মণো ভ্রাতা বচনং যুক্তমব্যয়ম্ ॥১১৪
সংস্তম্ভ রাম ভদ্রং তে মা শুচঃ পুরুষোত্তম।
নেদৃশানাং মতির্মন্দা ভবত্যকলুষাত্মনাম্ ॥১১৫

প্রিয়ার সহিত ইতস্তত বিচরণ করিয়া আমার চিত্ত ব্যথিত করিতেছে।১০১

প্রমত্ত পক্ষিগণে পূর্ণ এই গিরিসানুমধ্যে যদি প্রেয়সী সীতাকে দেখিতে পাই, তবেই মঙ্গল।১০২

হে সুমিত্রানন্দন! যদি বৈদেহী সীতা আমার সহিত পম্পাতীরে মনোহর বায়ু সেবন করেন, তাহা হইলে জীবন ধারণ করিতে পারি।১০৩

লক্ষ্মণ! যাঁহারা প্রিয়া সহ পম্পাতীরবর্ত্তী কাননমধ্যে পদ্মের সৌরভবাহী ও শোকবিনাশক মনোহরবায়ু সেবন করেন, তাঁহারাই ধন্য।১০৪

এখন আমার প্রেয়সী বৈদেহী পদ্মপলাশনয়না সুন্দরী সীতা আমাকে ত্যাগ করত অবসন্ন হইয়া কি প্রকারে জীবন ধারণ করিতেছেন? ১০৫

যখন সত্যবাদী ধর্মজ্ঞ বিদেহরাজ জনক বহু লোকের সমক্ষে আমাকে সীতার কথা জিজ্ঞাসা করিবেন, তখন আমি তাঁহার নিকটে কিরূপ কুশল সমাচার দিব?১০৬

পিতা আমাকে বনে নির্বাসিত করিলে যিনি ধর্ম আশ্রয় করিয়া আমার অনুগামিনী হইয়াছেন, আমার সেই সীতা এখন কোথায়?১০৭

লক্ষ্মণ! আমি রাজ্যভ্রষ্ট ও শোকগ্রস্ত হইলেও যিনি আমার অনুগামিনী হইয়াছেন, আমি তাঁহার বিরহে কাতর হইয়া দীনভাবে কি প্রকারে জীবনধারণ করিব? ১০৮

সীতার সেই ব্রণহীন, পদ্মশোভিত সুগন্ধি মনোহর বদন দেখিতে না পাইয়া আমার চিত্ত অত্যন্ত বিষণ্ণ হইতেছে। লক্ষ্মণ! আমি কবে জনকনন্দিনীর অনুপম মনোহর প্রসাদগুণসমন্বিত, মধুস্মিত বাক্য শ্রবণ করিব? ১০৯-১০

আমি কামবাণে তাপিত হইলে সুন্দরী পতিব্রতা সীতা বনমধ্যে দুঃখ পাইয়াও যেন দুঃখহীনা এবং হৃষ্টা হইয়া আমাকে মনোহর বাক্য বলিতেন।১১১

হে লক্ষ্মণ! আমি অযোধ্যানগরীতে বাস করিলে যশস্বিনী জননী কৌশল্যাদেবী যখন বধূ সীতা কোথায়—ইহা জিজ্ঞাসা করিবেন, তখন আমি কি উত্তর দিব? ১১২

লক্ষ্মণ! আমি জনকনন্দিনী সীতার বিরহে জীবনধারণ করিতে পারিলাম না, তুমি অযোধ্যানগরীতে যাও, তথায় ভ্রাতৃবৎসল ভ্রাতা ভরতকে গিয়া দেখ।১১৩

মহাত্মা রাম অনাথের ন্যায় বিলাপ করিতে থাকিলে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা এই যুক্তিযুক্ত সার্থক বাক্য বলিলেন।১১৪

হে পুরুষোত্তম রাম! আপনার মঙ্গল হউক, আপনি

স্মৃত্বা বিয়োগজং দুঃখং ত্যজ স্নেহং প্রিয়ে জনে।
অতিস্নেহপরিষঙ্গাদ্ বর্ত্তিরার্দ্রাপি দহ্যতে ॥১১৬
যদি গচ্ছতি পাতালং ততোঽভ্যধিকমেব বা।
সর্ব্বথা রাবণস্তাত ন ভবিষ্যতি রাঘব ॥১১৭
প্রবৃত্তির্লভ্যতাং তাবত্তস্য পাপস্য রক্ষসঃ।
ততো হাস্যতি বা সীতাং নিধনং বা গমিষ্যতি ॥১১৮
যদি যাতি দিতের্গর্ভং রাবণং সহ সীতয়া।
তত্রাপ্যেনং হনিষ্যামি ন চেদ্দাস্যতি মৈথীলিম্ ॥১১৯
স্বাস্থ্যং ভদ্রং ভজস্বার্য্য ত্যজ্যতাং কৃপণা মতিঃ।
অর্থো হি নষ্টকার্য্যার্থৈরযত্নেনাধিগম্যতে ॥১২০
উৎসাহো বলবানার্য্য নাস্ত্যুৎসাহাৎ পরং বলম্।
সোৎসাহস্য হি লোকেষু ন কিঞ্চিদপি দুর্লভম্ ॥১২১
উৎসাহবন্তঃ পুরুষা নাবসীদন্তি কর্ম্মসু।
উৎসাহমাত্রমাশ্রিত্য প্রতিলপ্স্যাম জানকীম্ ॥১২২

ত্যজ্যতাং কামবৃত্তত্বং শোকং সন্ন্যস্য পৃষ্ঠতঃ।
মহাত্মানং কৃতাত্মানমাত্মানং নাববুধ্যসে ॥১২৩
এবং সম্বোধিতস্তেন শোকোপহতচেতনঃ।
ত্যজ্য শোকঞ্চ মোহঞ্চ রামো ধৈর্য্যমুপাগতম্ ॥১২৪
সোঽভ্যতিক্রামদব্যগ্রস্তামচিন্ত্যপরাক্রমঃ।
রামঃ পম্পাং সুরুচিরাং রম্যাং পারিপ্লবদ্রুমাম্ ॥১২৫
নিরীক্ষমাণঃ সহসা মহাত্মা
সর্ব্বং বনং নির্ঝর-কন্দরঞ্চ।
উদ্বিগ্নচেতাঃ সহ লক্ষ্মণেন
বিচার্য্য দুঃখোপহতঃ প্রতস্থে ॥১২৬
তং মত্তমাতঙ্গবিলাসগামী
গচ্ছন্তমব্যগ্রমনা মহাত্মা।
স লক্ষ্মণো রাঘবমিষ্টচেষ্টো
ররক্ষ ধর্ম্মেণ বলেন নৈব ॥১২৭
তাবৃষ্যমূকস্য সমীপচারী
চরন্ দদর্শাদ্ভুতদর্শনীয়ৌ।

মনস্থির করিয়া শোক সম্বরণ করুন। আপনার ন্যায় বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিদিগের কখনও ঈদৃশ চিত্তমালিন্য হয়না? ১১৫

আপনি প্রিয়জনের বিয়োগ দুঃখ মনে করিয়া প্রিয়জনের প্রতি স্নেহ পরিত্যাগ করুন; যেহেতু অধিক শোক অতি সন্তাপকর; দেখুন, অধিক স্নেহ (তৈল)-সংযোগে আর্দ্র বর্তিকা (পল্‌তে) ও দগ্ধ হইয়া থাকে।১১৬

হে রঘুনন্দন! যদি রাবণ পাতালে বা তাহারও অধিক নিম্ন প্রদেশেও গমন করে, তথাপি বিনাশ প্রাপ্ত হইবে, সন্দেহ নাই।১১৭

হে অগ্রজ! এখন পাপাত্মা সেই রাক্ষসের নিবাসস্থান অনুসন্ধান করুন, তাহা হইলে সে সীতাকে পরিত্যাগ করিবে, কিংবা বিনাশ প্রাপ্ত হইবে।১১৮

রাবণ যদি মিথিলারাজ-দুহিতা সীতাকে প্রদান না করিয়া তাঁহার সহিত অসুরজননী দিতির গর্ভেও প্রবেশ করে, তথাপি আমি তথায় যাইয়া তাহাকে হত্যা করিব।১১৯

হে আর্য্য, সাধুস্বভাব রাম! প্রয়োজনীয় বস্তু অপহৃত হইলে যদি যত্ন না করা যায়, তবে কখনই পুনরায় তাহা লাভ করা যায় না। অতএব আপনি সুস্থ হইয়া এই দীনবুদ্ধি পরিত্যাগ করুন।১২০

হে আর্য্য! উৎসাহই পরম বল, তাহা হইতে আর উৎকৃষ্ট বল নাই; কেননা উৎসাহসম্পন্ন জীবগণের লোকমধ্যে কিছুই দুর্লভ হয় না।১২১

তাঁহারা উৎসাহবলে কোন কার্য্যেই অবসন্ন হন্ না। আমরা কেবল উৎসাহ অবলম্বন করিয়াই জানকী সীতাকে পুনরায় লাভ করিব।১২২

আপনি যে বিশুদ্ধচিত্ত ও মহাত্মা, কেন তাহা বুঝিতে পারিতেছেন না। এখন শোক সংবরণপূর্বক কামজন্য চিত্ত-ব্যাকুলতা দূর করুন।১২৩

শোকগ্রস্তচিত্ত ও অচিন্তনীয় পরাক্রমশালী রামকে লক্ষ্মণ এইরূপ সম্যক্ প্রবোধিত করিলে রাম শোক ও মোহ পরিত্যাগ পূর্বক ধৈর্য্যধারণ করিলেন।১২৪

রাম স্থিরচিত্ত হইয়া বায়ুবিক্ষিপ্ত ও তীরস্থ বৃক্ষসমূহে শোভান্বিতা, রমণীয়া এবং মনোমোহিনী পম্পাকে অতিক্রম করিলেন। তখন যদিও তাঁহার চিত্ত নিতান্ত দুঃখাক্রান্ত ছিল, তথাপি তিনি বিবেচনার সহিত সহসা

শাখামৃগাণামধিপস্তরস্বী
বিতত্রসে নৈব বিচেষ্টচেষ্টাম্ ॥১২৮
স তৌ মহাত্মা গজমন্দগামী
শাখামৃগস্তত্র চরংশ্চরন্তৌ।
দৃষ্ট্বা বিষাদং পরমং জগাম
চিন্তাপরীতো ভয়ভারভগ্নঃ ॥১২৯

তমাশ্রমং পুণ্যসুখং শরণ্যং
সদৈব শাখামৃগসেবিতান্তম্ ।
ত্রস্তাশ্চ দৃষ্ট্বা হরয়োঽভিজগ্মু-
র্মহৌজসৌ রাঘব-লক্ষ্মণৌ তৌ ॥১৩০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে প্রথমঃ সর্গঃ ॥

ধৈর্য্য অবলম্বনপূর্বক লক্ষ্মণের সহিত বন, নির্ঝর ও কন্দর সমস্ত দর্শন করত উদ্বিগ্নচিত্তে ঋষ্যমূখ পর্বত অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।১২৫-২৬

মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় বিলাসগতিতে গমনকারী লক্ষ্মণ রঘুনন্দন রামের অনুগমন করিলেন। তাঁহার ইষ্টসম্পাদনে নিরত মহাত্মা লক্ষ্মণ একাগ্রচিত্ত হইয়া নীতি ও বীর্য্যবলে তাঁহাকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। ১২৭

অনন্তর ঋষ্যমূকপর্বতে বিচরণকারী বেগশালী বানরাধিপতি সুগ্রীব বিচরণ করত প্রিয়দর্শন রাম ও লক্ষ্মণকে দর্শন করিলেন এবং ভীত হইয়া ভোজনাদি ইষ্ট বিষয়ে চেষ্টারহিত হইলেন। গজের ন্যায় মন্দগামী সেই মহাত্মা বানরাধিপতি বিচরণ করিতে করিতে তাঁহাদিগকে তথায় বিচরণ করিতে দেখিয়া অত্যন্ত বিষণ্ণ, চিন্তিত ও ভীত হইলেন।১২৮-২৯

অনন্তর বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীব ও তাঁহার মন্ত্রিমণ্ডলী বালীর অগম্য বলিয়া অন্যান্য বানরগণ সেবিত, সর্বপ্রাণি-শরণ্য, অতি সুখজনক, সেই মতঙ্গাশ্রম-সন্নিহিত কাননমধ্যে মহাবীর্য্যবান্ রাম ও লক্ষ্মণকে ভ্রমণ করিতে দেখিয়া ভীত হইলেন এবং তাঁহাদিগকে বালিপ্রেরিত মনে করিয়া সেইস্থান হইতে অন্যত্র প্রস্থান করিলেন।১৩০

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে প্রথম সর্গ সমাপ্ত।

দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ

[রাম-লক্ষ্মণদর্শনেন সুগ্রীবস্য বানরাণাঞ্চ ভীতিঃ হনুমতাঽভয়দানম্, রাম-লক্ষ্মণয়োঃ পরিচয়ং জ্ঞাতুকামেন সুগ্রীবেণ তয়োঃ সমীপে হনুমতঃ প্রেরণঞ্চ।]

তৌ তু দৃষ্ট্বা মহাত্মানৌ ভ্রাতরৌ রাম-লক্ষ্মণৌ।
বরায়ুধ-ধরৌ বীরৌ সুগ্রীবঃ শঙ্কিতোঽভবৎ ॥১
উদ্বিগ্নহৃদয়ঃ সর্ব্বা দিশঃ সমবলোকয়ন্।
ন ব্যতিষ্ঠত কস্মিংশ্চিদ্দেশে বানরপুঙ্গবঃ ॥২
নৈব চক্রে মনঃ স্থাতুং বীক্ষমাণৌ মহাবলৌ।
কপেঃ পরমভীতস্য চিত্তং ব্যবসসাদ হ ॥৩
চিন্তয়িত্বা স ধর্ম্মাত্মা বিমৃশ্য গুরুলাঘবম্।
সুগ্রীবঃ পরমোদ্বিগ্নঃ সর্ব্বৈস্তৈর্বানরৈঃ সহ ॥৪
ততঃ স সচিবেভ্যস্তু সুগ্রীবঃ প্লবগাধিপঃ।
শশংস পরমোদ্বিগ্নঃ পশ্যংস্তৌ রাম-লক্ষ্মণৌ ॥৫
এতৌ বনমিদং দুর্গং বালিপ্রণিহিতৌ ধ্রুবম্।
ছদ্মনা চীরবসনৌ প্রচরন্তাবিহাগতৌ ॥৬
ততঃ সুগ্রীবসচিবা দৃষ্ট্বা পরমধন্বিনৌ।
জগ্মুর্গিরিতটাত্তস্মাদন্যচ্ছিখরমুত্তমম্ ॥৭
তে ক্ষিপ্রমভিগম্যাথ যূথপা যূথপর্ষভম্।
হরয়ো বানরশ্রেষ্ঠং পরিবার্য্যোপতস্থিরে ॥৮
এবমেকায়নগতাঃ প্লবমানা গিরেগিরিম্।
প্রকম্পয়ন্তো বেগেন গিরীণাং শিখরাণি চ ॥৯
ততঃ শাখামৃগাঃ সর্ব্বে প্লবমানা মহাবলাঃ।
বভঞ্জুশ্চ নগাংস্তত্র পুষ্পিতান্ দুর্গমাশ্রিতান্ ॥১০

দ্বিতীয় সর্গ

[রাম লক্ষ্মণ দর্শনে সুগ্রীব ও বানরগণের ভয়, হনুমান্ কর্তৃক অভয়দান, রাম লক্ষ্মণের পরিচয় জানিবার জন্য সুগ্রীব কর্তৃক হনুমানকে তাহাদের নিকট প্রেরণ।]

বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীব উত্তম অস্ত্রধারী, মহাত্মা ও মহাবীর রাম এবং লক্ষ্মণ উভয় ভ্রাতাকে দর্শন করত ভীত হইলেন।১

বানরপ্রধান সুগ্রীব উদ্বিগ্নচিত্তে চতুর্দিক্ নিরীক্ষণ করত কোন স্থানেই বেশী সময় থাকিতে পারিলেন না।২

তিনি মহাবলবান্ রাম ও লক্ষ্মণকে দেখিয়া একস্থানে অবস্থান করিতে পারিলেন না। তখন সেই অতি ভয়াতুর বানরাধিপের চিত্ত অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়িল।৩

অনন্তর বানরাধিপতি ধর্ম্মাত্মা সুগ্রীব অত্যন্ত উদ্বিগ্ন-মানসে অবস্থান ও প্রস্থান বিষয়ে উৎকর্ষ ও অপকর্ষ চিন্তা করত স্বীয় অমাত্য বানরগণের সঙ্গে তাহা পরামর্শ করিবার উদ্দেশ্যে অত্যন্ত উদ্বেগের সহিত তাঁহাদিগকে রাম ও লক্ষ্মণকে প্রদর্শন পূর্বক বলিলেন।৪-৫

এই দুইজনকে নিশ্চয়ই বালী এই অগম্য কানন মধ্যে প্রেরণ করিয়াছে, তাহারা চীরবস্ত্র পরিধান করিয়া ছদ্মবেশে বিচরণ করত এই স্থানে আগমন করিয়াছে। অতএব আমাদিগের এইস্থান পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।৬

তারপর সুগ্রীবের অমাত্য যূথপতি বানরপ্রধানগণ রাম ও লক্ষ্মণকে পরম ধনুর্ধারী দর্শন করিয়া সেই গিরিশিখর হইতে এই উৎকৃষ্ট শৃঙ্গোপরি গমন করিলেন এবং শীঘ্র তথায় যাইয়া যূথপতি বানররাজ সুগ্রীবকে বেষ্টনপূর্বক অবস্থান করিলেন।৭-৮

সেই সময় সুগ্রীবের অমাত্য মহাবল বানরগণ সকলে একরূপ গতি গ্রহণপূর্বক দ্রুতবেগে পর্বতের শিখর-সমূহ কম্পিত করত এক পর্বত হইতে অন্য পর্বতে প্রস্থান করিতে লাগিলেন।৯

সেই মহাপর্বতের চতুর্দিকে বিচরণপূর্বক তাঁহারা

আপ্লবন্তো হরিবরাঃ সর্ব্বতস্তং মহাগিরিম্ ।
মৃগ-মার্জ্জার-শার্দ্দূলাংস্ত্রাসয়ন্তো যযুস্তদা ॥১১
ততঃ সুগ্রীবসচিবাঃ পর্বতেন্দ্রে সমাহিতাঃ ।
সংগম্য কপিমুখ্যেন সর্ব্বে প্রাঞ্জলয়ঃ স্থিতাঃ ॥১২
ততস্তু ভয়সন্ত্রস্তং বালিকিল্বিষশঙ্কিতম্ ।
উবাচ হনুমান্ বাক্যং সুগ্রীবং বাক্যকোবিদঃ ॥১৩
সম্ভ্রমস্ত্যজ্যতামেষ সর্ব্বৈর্বালিকৃতে মহান্ ।
মলয়োঽয়ংগিরিবরো ভয়ং নেহাস্তি বালিনঃ ॥১৪
যস্মাদুদ্বিগ্নচেতাস্ত্বং বিদ্রুতো হরিপুঙ্গব ।
তং ক্রূরদর্শনং ক্রূরং নেহ পশ্যামি বালিনম্ ॥১৫
যস্মাত্তব ভয়ং সৌম্যং পূর্ব্বজাৎ পাপকর্ম্মণঃ ।
স নেহ বালী দুষ্টাত্মা নতে পশ্যাম্যহং ভয়ম্ ॥১৬
অহো শাখামৃগত্বং তে ব্যক্তমেব প্লবঙ্গম ।
লঘুচিত্ততয়াত্মানং ন স্থাপয়সি যো মতৌ ॥১৭
বুদ্ধিবিজ্ঞানসম্পন্ন ইঙ্গিতৈঃ সর্ব্বমাচর ।
নহ্যবুদ্ধিং গতোরাজা সর্ব্বভূতানি শাস্তি হি ॥১৮
সুগ্রীবস্তু শুভং বাক্যং শ্রুত্বা সর্ব্বং হনুমতঃ ।
ততঃ শুভতরং বাক্যং হনুমন্তমুবাচ হ ॥১৯
দীর্ঘবাহূ বিশালাক্ষৌ শর-চাপাসিধারিণৌ ।
কস্য ন স্যাদ্ভয়ং দৃষ্ট্বা হ্যেতৌ সুরসুতোপমৌ ॥২০
বালিপ্রণিহিতাবেব শঙ্কেঽহং পুরুষোত্তমৌ ।
রাজানো বহুমিত্রাশ্চ বিশ্বাসো নাত্র হি ক্ষমঃ ॥২১
অরয়শ্চ মনুষ্যেণ বিজ্ঞেয়াশ্ছদ্মচারিণঃ ।
বিশ্বস্তানামবিশ্বস্তাশ্ছিদ্রেষু প্রহরন্ত্যপি ॥২২
কৃত্যেষু বালী মেধাবী রাজানো বহুদর্শিনঃ ।
ভবন্তি পরহন্তারস্তে জ্ঞেয়াঃ প্রাকৃতৈর্নরৈঃ ॥২৩
তৌ ত্বয়া প্রাকৃতেনেব গত্বা জ্ঞেয়ৌ প্লবঙ্গম ।
ইঙ্গিতানাং প্রকারৈশ্চ রূপব্যাভাষণেন চ ॥২৪

দুর্গম প্রদেশস্থিত পুষ্পিত বৃক্ষসকল ভগ্ন করিয়া এবং মৃগ বিড়াল ও ব্যাঘ্রদিগকে ত্রাসিত করত যাইতে লাগিলেন ।১০-১১

অনন্তর তাঁহারা সেই পর্বতের শিখরে গমন করিয়া এবং বানররাজ সুগ্রীবের নিকটে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া একাগ্রচিত্তে অবস্থান করিলেন। তারপর সময়োচিত বাক্যপ্রয়োগবিদ্ হনুমান্ বালীর পাপাচরণ আশঙ্কায় শঙ্কিত ও ভয়ে ভীত বানররাজ সুগ্রীবকে বলিলেন ।১২-১৩

আপনারা সকলে বালীর পাপাচরণ শঙ্কাজনিত ভয় পরিত্যাগ করুন ; কেননা, এই মলয়পর্বতে বালী হইতে ভয়ের কোন সম্ভাবনা নাই। হে বানরশ্রেষ্ঠ! আপনি যাহার ভয়ে উদ্বিগ্ন হইয়া পলায়ন করিতে সমুদ্যত হইয়াছেন, আমি এইস্থানে তো সেই ভীমদর্শন ক্রূর বালীকে দেখিতে পাইতেছি না ।১৪-১৫

হে প্রিয়দর্শন! আপনি যাহাকে ভয় করেন, আপনার অগ্রজ, পাপকর্মা ও দুষ্টাত্মা সেই বালী তো এইস্থানে নাই ; অতএব বর্তমানে আপনার কিছুমাত্র ভয়ের কারণ দেখিতেছি না ।১৬

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আপনি এইসময় নিজ বানরোচিত চপলতা প্রকাশ করিতেছেন। হে কপি (বানর) প্রধান! আপনার চিত্ত চঞ্চল হওয়ায় বুদ্ধি স্থির করিতে পারিতেছেন না ।১৭

আপনি বুদ্ধি ও বিজ্ঞানসম্পন্ন হইয়া ইঙ্গিত দ্বারা সমুদয় কার্য্য নির্বাহ করুন ; কেননা, রাজা বুদ্ধিহীন হইয়া প্রজাদিগকে শাসন করিতে পারেন না ।১৮

হনুমানের এই শুভজনক বাক্য সম্পূর্ণরূপে শ্রবণ করিয়া সুগ্রীব তাহাকে এইরূপ অতিশয় শুভজনক বাক্য বলিলেন,—ধনু, বাণ ও অসিধারী, বিশাল-নয়ন, দীর্ঘবাহু এবং দেবকুমারতুল্য এই দুই পুরুষপ্রধানকে দর্শন করিলে কাহার না ভয় জন্মে ? ১৯-২০

আমার সন্দেহ জাগিতেছে যে, বালী ইঁহাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন। রাজাদিগের বহুর সহিত মিত্রতা থাকে ; অতএব ইঁহাদিগের উপরে আমাদিগের বিশ্বাস স্থাপন করা কর্ত্তব্য নহে ।২১

বিশ্বাসের অযোগ্য ছদ্মবেশী রিপুদিগকে বিশ্বাস করিলে তাহারা ছিদ্র পাইয়া বিশ্বাসকারীদিগকে প্রহার করিয়া থাকে ; অতএব সকলেরই তাদৃশ রিপুদিগকে বিশেষভাবে অবগত হওয়া উচিত ।২২

বালীরও কর্তব্যবিষয়ে উত্তম জ্ঞান আছে ; ভূপতিগণ

লক্ষয়স্ব তয়োর্ভাবং প্রহৃষ্টমনসৌ যদি।
বিশ্বাসয়ন্ প্রশংসাভিরিঙ্গিতৈশ্চ পুনঃ পুনঃ ॥২৫
মমৈবাভিমুখং স্থিত্বা পৃচ্ছ ত্বং হরিপুঙ্গব।
প্রয়োজনং প্রবেশস্য বনস্যাস্য ধনুর্ধরৌ ॥২৬
শুদ্ধাত্মানৌ যদি ত্বেতৌ জানীহি ত্বং প্লবঙ্গম।
ব্যাভাষিতৈর্বা রূপৈর্বা বিজ্ঞেয়া দুষ্টতানয়োঃ ॥২৭
ইত্যেবং কপিরাজেন সন্দিষ্টো মারুতাত্মজঃ।
চকার গমনে বুদ্ধিং যত্র তৌ রাম-লক্ষ্মণৌ ॥২৮

তথেতি সম্পূজ্য বচস্তু তস্য
কপেঃ সুভীতস্য দুরাসদস্য।
মহানুভাবো হনুমান্ যযৌ তদা
স যত্র রামোঽতিবলী সলক্ষ্মণঃ ॥২৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ ॥

শত্রুধ্বংস করিবার বিবিধ উপায় জানেন এবং তাহারা শত্রু বিনাশে সমর্থ; অতএব সাধারণ বেশধারী চারের দ্বারা তাঁহাদিগের অভিপ্রায় অবগত হওয়া আবশ্যক।২৩

অতএব হে বানরশ্রেষ্ঠ! তুমি সাধারণবেশে তথায় যাইয়া আকার, ইঙ্গিত ও উক্তি প্রত্যুক্তি দ্বারা তাঁহাদিগের অভিপ্রায় অবগত হও।২৪

তুমি ইঙ্গিত ও বারংবার প্রশংসা দ্বারা ইহাদিগকে বিশ্বস্ত করত ইহাদিগের অভিপ্রায় লক্ষ্য কর। হে বানরশ্রেষ্ঠ! যদি ঐ দুই ধনুর্ধারীর চিত্ত হৃষ্ট—ইহা তোমার বোধ হয়, তবে তুমি আমার দিকে থাকিয়া তাহাদিগের এই বনে আসিবার কি প্রয়োজন তাহা জিজ্ঞাসা করিও।২৫-২৬

হে বানরপ্রধান! যদি তুমি সাধারণ ভাবে আলাপ করিয়া তাহাদিগকে সরলহৃদয় বলিয়া মনে কর, তথাপি আকার, ইঙ্গিত, ও উক্তি প্রত্যুক্তি দ্বারা তাহারা যে দুষ্ট নহেন,—তাহা বিশেষভাবে অবগত হইও।২৭

বানররাজ সুগ্রীব হনুমানকে এই প্রকার আদেশ করিলে বায়ুনন্দন হনুমান্ যেস্থানে রাম ও লক্ষ্মণ আছেন, সেইস্থানে যাইতে ইচ্ছা করিলেন।২৮

অত্যন্ত ভীত দুর্জয় বানর সুগ্রীবের উক্ত বাক্যের প্রতি অভিনন্দন প্রদর্শন করত, আচ্ছা, তাহাই হউক ইহা বলিয়া যেস্থানে অতিবলবান্ রাম, লক্ষ্মণের সহিত ভ্রমণ করিতেছেন, সেইস্থানে মহাত্মা হনুমান্ গমন করিলেন।২৯

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে দ্বিতীয় সর্গ সমাপ্ত।

তৃতীয়ঃ সর্গঃ

[হনুমতা রাম-লক্ষ্মণসমীপে তয়োর্বনাগমনকারণজিজ্ঞাসা, স্বস্য সুগ্রীবস্য চ পরিচয়দানম্, শ্রীরামেণ তস্য বাক্যস্য প্রশংসা, তেন সহালপনায় লক্ষ্মণং প্রতি আদেশঃ, রামানুজ্ঞয়া হনুমতা সহ লক্ষ্মণস্যালাপঃ, তেন হনুমত আনন্দশ্চ।]

বচো বিজ্ঞায় হনুমান্ সুগ্রীবস্য মহাত্মনঃ।
পর্ব্বতাদৃষ্যমূকাত্তু পুপ্লুবে যত্র রাঘবৌ ॥১

কপিরূপং পরিত্যজ্য হনুমান্ মারুতাত্মজঃ।
ভিক্ষুরূপং ততো ভেজে শঠবুদ্ধিতয়া কপিঃ ॥২

ততশ্চ হনুমান্ বাচা শ্লক্ষ্ণয়া সুমনোজ্ঞয়া।
বিনীতবদুপাগম্য রাঘবৌ প্রণিপত্য চ ॥৩

আবভাষে চ তৌ বীরৌ যথাবৎ প্রশশংস চ।
সম্পূজ্য বিধিবদ্ বীরৌ হনুমান্ বানরোত্তমঃ ॥৪

উবাচ কামতো বাক্যং মৃদু সত্যপরাক্রমৌ।
রাজর্ষিদেবপ্রতিমৌ তাপসৌ সংশিতব্রতৌ ॥৫

দেশং কথমিমং প্রাপ্তৌ ভবন্তৌ বরবর্ণিনৌ।
ত্রাসয়ন্তৌ মৃগগণানন্যাংশ্চ বনচারিণঃ ॥৬

[পম্পাতীররুহান্ বৃক্ষান্ বীক্ষমাণৌ সমন্ততঃ।
ইমাং নদীং শুভজলাং শোভয়ন্তৌ তরস্বিনৌ ॥৭

ধৈর্য্যবন্তৌ সুবর্ণাভৌ কৌ যুবাং চীরবাসসৌ।
নিঃশ্বসন্তৌ বরভুজৌ পীড়য়ন্তাবিমাঃ প্রজাঃ ॥৮

সিংহবিপ্রেক্ষিতৌ বীরৌ মহাবলপরাক্রমৌ।
শক্রচাপনিভে চাপে গৃহীত্বা শত্রুনাশনৌ ॥৯

শ্রীমন্তৌ রূপসম্পন্নৌ বৃষভশ্রেষ্ঠবিক্রমৌ।
হস্তিহস্তোপমভুজৌ দ্যুতিমন্তৌ নরর্ষভৌ ॥১০

তৃতীয় সর্গ

[হনুমান্ কর্তৃক রাম লক্ষ্মণকে বনে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা এবং নিজের ও সুগ্রীবের পরিচয় দান। শ্রীরাম কর্তৃক তাহার বাক্যের প্রশংসা, তাহার সহিত আলাপ করিবার জন্য লক্ষ্মণকে আদেশ দান। রামের আদেশে লক্ষ্মণ কর্তৃক হনুমানের সহিত আলাপ এবং হনুমানের আনন্দ।]

হনুমান্ মহাত্মা সুগ্রীবের বাক্য অবগত হইয়া ঋষ্যমূকপর্বত হইতে যেস্থানে রঘুনন্দন রাম ও লক্ষ্মণ আছেন, সেইস্থানে গমন করিলেন।১

তারপর পবনপুত্র হনুমান্ শঠতা করিয়া নিজ বানররূপ পরিত্যাগপূর্বক সন্ন্যাসীর রূপ ধারণ করিলেন।২

অনন্তর হনুমান্ তথায় উপস্থিত হইয়া সবিনয়ে সেই দুই রঘুনন্দনের সমীপে গমন করিলেন ও তাঁহাদিগকে প্রণামপূর্বক সমুচিত প্রশংসা করিয়া অতি সুমধুর বাক্যে বলিলেন,—তখন বানরপ্রধান হনুমান্ বীর্য্যবান্ ও সত্য পরাক্রমশালী রাম এবং লক্ষ্মণকে যথাবিধি সম্মান প্রদর্শন করত ইচ্ছানুযায়ী মধুর বাক্যে বলিলেন,—আপনারা তপস্যানিরত, ব্রহ্মচারী, বীর, অতি কঠোর ব্রতধারী এবং আপনারা রাজর্ষি ও দেবসদৃশ।৩-৫

আপনাদের দেহের কান্তি অতিশয় সুন্দর, আপনারা উভয়ে এই অরণ্য প্রদেশে কি কারণে আগমন করিয়াছেন? বনচারী মৃগ ও অন্যান্য জীবসমূহকে কেন ভীত করিতেছেন? ৬

[আপনারা পম্পাসরোবরের তীরবর্তী বৃক্ষসকল দর্শন করিতে করিতে নির্মলজলপূর্ণা এই পম্পা নদীর শোভা বর্ধন করিতেছেন। আপনাদের উভয়কে খুব বেগবান্ বলিয়া মনে হইতেছে, আপনারা কে? আপনাদের শরীর হইতে যেন সুবর্ণপ্রভাতুল্য প্রভা বিনির্গত হইতেছে। আপনাদিগকে ধৈর্য্যবান্ বলিয়া মনে হইতেছে। আপনারা উভয়েই বল্কল পরিহিত। আপনাদের নিঃশ্বাসে শোকের লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে।

প্রভয়া পর্ব্বতেন্দ্রোঽসৌ যুবয়োরবভাসিতঃ।
রাজ্যার্হাবমরপ্রখ্যৌ কথং দেশমিহাগতৌ ॥১১
পদ্মপত্রেক্ষণৌ বীরৌ জটামণ্ডলধারিণৌ।
অন্যোন্যসদৃশৌ বীরৌ দেবলোকাদিহাগতৌ ॥১২
যদৃচ্ছয়েব সম্প্রাপ্তৌ চন্দ্র-সূর্য্যৌ বসুন্ধরাম্।
বিশালবক্ষসৌ বীরৌ মানুষৌ দেবরূপিণৌ ॥১৩
সিংহস্কন্ধৌ মহোৎসাহৌ সমদাবিব গোবৃষৌ।
আয়তাশ্চ সুবৃত্তাশ্চ বাহবঃ পরিঘোপমাঃ ॥১৪
সর্বভূষণভূষার্হাঃ কিমর্থং ন বিভূষিতাঃ।
উভৌ যোগ্যাবহং মন্যে রক্ষিতুং পৃথিবীমিমাম্ ॥১৫
সসাগরবনাং কৃৎস্নাং বিন্ধ্যমেরুবিভূসিতাম্।
ইমে চ ধনুষী চিত্রে শ্লক্ষ্ণে চিত্রানুলেপনে ॥১৬

প্রকাশেতে যথেন্দ্রস্য বজ্রে হেমবিভূষিতে।
সম্পূর্ণাশ্চ শিতৈর্বাণৈস্তূণাশ্চ শুভদর্শনাঃ ॥১৭
জীবিতান্তকরৈর্ঘোরৈ র্জ্বলদ্ভিরিব পন্নগৈঃ।
মহাপ্রমাণৌ বিপুলৌ তপ্তহাটকভূষণৌ ॥১৮
খড়্গাবেতৌ বিরাজেতে নির্মুক্তভুজগাবিব।
এবং মাং পরিভাষন্তং কস্মাদ্ বৈ নাভিভাষতঃ ॥১৯
সুগ্রীবো নাম ধর্ম্মাত্মা কশ্চিদ্ বানরপুঙ্গবঃ।
বীরো বিনিকৃতো ভ্রাত্রা জগদ্ভ্রমতিদুঃখিতঃ ॥২০
প্রাপ্তোঽহং প্রেষিতস্তেন সুগ্রীবেণ মহাত্মনা।
রাজ্ঞা বানরমুখ্যানাং হনুমান্ নাম বানরঃ ॥২১
যুবাভ্যাং স হি ধর্ম্মাত্মা সুগ্রীব সখ্যমিচ্ছতি।
তস্য মাং সচিবং বিত্তং বানরং পবনাত্মজম্ ॥২২

আপনাদের বাহু বিশাল, কি কারণে আপনারা এই বন্য পশুদিগকে উৎপীড়িত করিতেছেন? আপনাদের কি পরিচয়? আপনাদের উভয়ের দৃষ্টি সিংহের তুল্য, আপনাদের বল ও বিক্রম প্রভূত। আপনারা ইন্দ্রধনুর ন্যায় ধনুধারণ করিয়া নিজ শত্রুবিনাশে সমর্থ।৭-৯

আপনাদের শরীর রূপ ও কান্তিতে পরিপূর্ণ, বিশালকায় বৃষের ন্যায় আপনাদের গতি মন্থর। আপনাদের উভয়ের বাহুসকল হস্তীর শুণ্ডের তুল্য, মনে হয়—আপনারা মনুষ্যমধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং তেজস্বী।১০

আপনাদের উভয়ের প্রভায় ঋষ্যমূকপর্বত উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। আপনারা দেবসদৃশ পরাক্রমশালী, ও রাজ্যভোগের যোগ্য অধিকারী, অতএব বলুন—এই দুর্গমবনে কেন আগমন করিয়াছেন? হে বীরযুগল! আপনাদের নয়নদ্বয় যেন প্রস্ফুটিত পদ্মতুল্য, আপনারা উভয়েই বীর এবং উভয়েই মস্তকে জটা ধারণ করিয়াছেন, আপনারা এক অন্যের সদৃশ, কি জন্য আপনারা দেবলোক হইতে এখানে আগমন করিয়াছেন? ১১-১২

আপনাদের উভয়কে দর্শন করিলে মনে হয়, যেন সূর্য্য ও চন্দ্র ইচ্ছানুসারে ভূতলে আগমন করিয়াছেন। আপনাদের বক্ষঃস্থল বিশাল, আপনারা বীর, মানুষ অথচ আপনাদিগকে দেবতার ন্যায় দেখা যাইতেছে।১৩

সিংহস্কন্ধতুল্য আপনাদের স্কন্ধ, মহাউৎসাহে আপনাদের চিত্তপরিপূর্ণ। আপনাদিগকে মদমত্ত বৃষের ন্যায় দেখিতেছি, আপনাদের বাহুসকল দীর্ঘ ও সুন্দর এবং এইরূপ সুবর্ত্তুল (অত্যন্ত গোলাকার) যে, তাহা দেখিলে পরিঘ (মুদ্গরজাতীয় প্রাচীন যুদ্ধাস্ত্র বিশেষ) তুল্য সুদৃঢ় মনে হয়; আপনারা ভূষণে ভূষিত হইবার যোগ্য হইয়াও ভূষণহীন কেন? আমার মনে হয়, আপনারা উভয়ে বিন্ধ্য ও সুমেরু পর্বতশোভিতা সসাগরা পৃথিবী-রক্ষা করিতে সমর্থ। নানাবর্ণে চিত্রিত আপনাদের ধনু দুইটি ইন্দ্রের স্বর্ণ ভূষিত ধনুর তুল্য দেখা যায়। জীবন-নাশে সমর্থ ও সর্পের ন্যায় ভয়ঙ্কর তীক্ষ্ণবাণে পরিপূর্ণ তূণীর দুইটি বড়ই মনোরম দেখাইতেছে। আপনাদের উভয়ের হস্তে শোভিত, বিশুদ্ধ স্বর্ণভূষিত, বিশাল খড়্গদ্বয় নির্মুক্ত সর্পের সদৃশ বিরাজ করিতেছে। আমি পুনঃ পুনঃ আপনাদিগের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়াছি, আপনারা আমাকে কিছুই বলিতেছেন না কেন? ১৪-১৯

সুগ্রীব নামক কোন ধর্মাত্মা বীর্য্যসম্পন্ন বানর প্রধানকে অগ্রজ কর্তৃক রাজ্য হইতে দূরীকৃত করায়

ভিক্ষুরূপপ্রতিচ্ছন্নং সুগ্রীবপ্রিয়কারণাৎ।
ঋষ্যমূকাদিহ প্রাপ্তং কামগং কামচারিণম্ ॥২৩
এবমুক্ত্বা তু হনুমাংস্তৌ বীরৌ রাম-লক্ষ্মণৌ।
বাক্যজ্ঞো বাক্যকুশলঃ পুনর্নোবাচ কিঞ্চন ॥২৪
এতচ্ছ্রুত্বা বচস্তস্য রামো লক্ষ্মণমব্রবীৎ।
প্রহৃষ্টবদনঃ শ্রীমান্ ভ্রাতরং পার্শ্বতঃ স্থিতম্ ॥২৫
সচিবোঽয়ং কপীন্দ্রস্য সুগ্রীবস্য মহাত্মনঃ।
তমেব কাঙ্ক্ষমাণস্য মমান্তিকমিহাগতঃ ॥২৬
তমভ্যভাষ সৌমিত্রে সুগ্রীবসচিবং কপিম্।
বাক্যজ্ঞং মধুরৈর্বাক্যৈঃ স্নেহযুক্তমরিন্দমম্ ॥২৭
নানৃগ্বেদবিনীতস্য নাযজুর্বেদধারিণঃ।
নাসামবেদবিদুষঃ শক্যমেবং বিভাষিতুম্ ॥২৮

দুঃখিতভাবে বনমধ্যে ভ্রমণ করিতেছে। আমি বানর, আমার নাম হনুমান্; সেই বানররাজ মহাত্মা সুগ্রীব আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন বলিয়াই আমি এইস্থানে আসিয়াছি। তিনি আপনাদিগের সহিত সখ্য করিতে অভিলাষ করিতেছেন। আমি ধর্মাত্মা সুগ্রীবের মন্ত্রী; বায়ুদেবের ঔরসে বানরীর গর্ভে আমার জন্ম হইয়াছে, ইহা আপনারা অবগত হউন। আমি অভিলষিত রূপ-ধারণে ও ইচ্ছানুরূপ গমনে সমর্থ। এখন সুগ্রীবের প্রিয়ানুষ্ঠান মানসে সন্ন্যাসীর রূপ ধারণপূর্বক ঐ ঋষ্যমূক পর্বত হইতে এইস্থানে আগমন করিয়াছি।২০-২৩

যিনি দেশ, কাল ও পাত্র বিবেচনা করিয়া বাক্য-প্রয়োগ করিতে জানেন, সেই বাক্পটু হনুমান্ রাম-লক্ষ্মণকে এইরূপ বলিয়া পুনরায় আর কিছুই বলিলেন না। তাঁহার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীমান্ রাম হৃষ্টবদনে পার্শ্বভাগে অবস্থিত ভ্রাতা লক্ষ্মণকে বলিলেন।২৪-২৫

সুমিত্রানন্দন! আমি যাঁহার দর্শনলাভের আকাঙ্খা করিতেছি, সেই বানররাজ মহাত্মা সুগ্রীবের অমাত্য এই কপিবর (বানরশ্রেষ্ঠ) আমার নিকটে আসিয়াছেন। তুমি এই সুগ্রীবের মন্ত্রী শত্রুনাশী বাক্পটু কপিবরকে স্নেহসহকারে সুমধুর বাক্যে প্রত্যুত্তর দাও।২৬-২৭

ঋগ্বেদজ্ঞ, যজুর্বেদজ্ঞ বা সামবেদজ্ঞ পুরুষ ব্যতীত

নূনং ব্যাকরণং কৃৎস্নমনেন বহুধা শ্রুতম্।
বহুব্যাহরতানেন ন কিঞ্চিদপশব্দিতম্ ॥২৯
ন মুখে নেত্রয়োশ্চাপি ললাটে চ ভ্রুবোস্তথা।
অন্যেষ্বপি চ সর্ব্বেষু দোষঃ সংবিদিতঃ ক্বচিৎ ॥৩০
অবিস্তরমসংদিগ্ধমবিলম্বিতমব্যথম্।
উরঃস্থং কণ্ঠগং বাক্যং বর্ত্ততে মধ্যমস্বরম্ ॥৩১
সংস্কারক্রমসম্পন্নামদ্ভুতামবিলম্বিতাম্।
উচ্চারয়তি কল্যাণীং বাচং হৃদয়হর্ষিণীম্ ॥৩২
অনয়া চিত্রয়া বাচা ত্রিস্থানব্যঞ্জনস্থয়া।
কস্য নারাধ্যতে চিত্তমুদ্যতাসেররেরপি ॥৩৩
এবং বিধো যস্য দূতো ন ভবেৎ পার্থিবস্য তু।
সিধ্যন্তি হি কথং তস্য কার্য্যাণাং গতয়োঽনঘ ॥৩৪

অপর কেহ ঈদৃশ বাক্য প্রয়োগ করিতে পারেন না। ইনি অনেক কথা বলিয়াছেন, কিন্তু একটিও অশুদ্ধপদ প্রয়োগ করেন নাই, অতএব বোধ হইতেছে যে, নিশ্চয়ই সমগ্র ব্যাকরণ গ্রন্থ বহুবার অধ্যয়ন করিয়াছেন। ২৮-২৯

বাক্যপ্রয়োগকালে ইঁহার মুখে, নয়নে, ললাটে, ভ্রূমধ্যে বা অপর কোন অবয়বেই অণুমাত্রও বিকার দৃষ্ট হয় নাই।৩০

ইনি মধ্যমা (বক্ষঃস্থল) বৈখরী (কণ্ঠগত) ও মধ্যম-স্বর অবলম্বন পূর্বক পদবিন্যাস ক্রম অতিক্রম না করিয়া এবং অতি উচ্চৈঃস্বরে বা অতিবিস্তার না করিয়া সন্দেহহীন অর্থ ও অক্ষরযুক্ত, শ্রুতিকটু-দোষশূন্য বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন।৩১

ইঁহার বাক্য সংক্ষিপ্ত অথচ সরল, বুঝিতে কাহারও সন্দেহ হয় না। ইনি পদবিন্যাস ক্রম অতিক্রম না করিয়া সংস্কারযুক্ত ব্যাকরণের নিয়মে হৃদয়ের আনন্দ-দায়ক মনোহর অদ্ভুত বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন।৩২

হৃদয়, কণ্ঠ ও মূর্দ্ধা প্রভৃতি তিন স্থানে উচ্চারিত স্বরে ঐ বিচিত্র বাক্য দ্বারা কাহার না চিত্ত প্রসন্ন হয়? খড়্গ উত্তোলন পূর্বক বিনাশোদ্যত শত্রুরও চিত্ত তাহার দ্বারা প্রসন্ন হইয়া থাকে। হে নিষ্পাপ লক্ষ্মণ! যে

এবং গুণগণৈর্যুক্তা যস্য স্যুঃ কার্য্যসাধকাঃ।
তস্য সিধ্যন্তি সর্ব্বেঽর্থাদূতবাক্যপ্রচোদিতাঃ ॥৩৫
এবমুক্তস্তু সৌমিত্রিঃ সুগ্রীবসচিবং কপিম্।
অভ্যভাষত বাক্যজ্ঞো বাক্যজ্ঞং পবনাত্মজম্ ॥৩৬
বিদিতা নৌ গুণা বিদ্বন্ সুগ্রীবস্য মহাত্মনঃ।
তমেব চাবাং মার্গাবঃ সুগ্রীবং প্লবগেশ্বরম্ ॥৩৭
যথা ব্রবীষি হনুমন্ সুগ্রীববচনাদিহ।
তত্তথা হি করিষ্যাবো বচনাত্তব সত্তম ॥৩৮

তত্তস্য বাক্যং নিপুণং নিশম্য
প্রহৃষ্টরূপঃ পবনাত্মজঃ কপিঃ।
মনঃ সমাধায় জয়োপপত্তৌ
সখ্যং তদা কর্ত্তুমিয়েষ তাভ্যাম্ ॥৩৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে তৃতীয় সর্গঃ ॥

রাজার এইরূপ দূত না থাকে, তাঁহার কার্য্যসকল কি প্রকারে সিদ্ধ হয়? ৩৩-৩৪

যাঁহার ঈদৃশ বিবিধ গুণযুক্ত দূত আছে, তাঁহার দূত-বাক্য দ্বারাই সমস্ত কার্য্য সিদ্ধি হয়।৩৫

বাকপটু সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণকে রাম ঐরূপ বলিলে লক্ষ্মণ সুগ্রীবের অমাত্য (মন্ত্রী) কপীশ্বর পবননন্দন সুবক্তা হনুমান্‌কে বলিলেন।৩৬

হে বিদ্বন্! মহাত্মা বানররাজ সুগ্রীবের গুণসমস্ত আমরা জানিতে পারিয়াছি। আমরা তাঁহাকেই অন্বেষণ করিতেছি। হে সাধুপ্রবর হনুমান্! তুমি সুগ্রীবের বাক্যানুসারে আমাদিগের নিকটে যাহা বলিলে, আমরা তোমার কথানুসারে অবশ্যই তাহা সম্পাদন করিব। পবননন্দন কপিবর হনুমান্ লক্ষ্মণের ঐ সমুচিত-বাক্য শ্রবণ করত আনন্দিত হইয়া সুগ্রীবের জয়লাভ-বিষয়ে চিত্ত নিবিষ্ট করিলেন ও তাঁহাদিগের সহিত সখ্য সম্পাদন করিতে যত্নবান্ হইলেন।৩৭-৩৯

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত।

চতুর্থঃ সর্গঃ

[লক্ষ্মণেন হনুমৎসমীপে শ্রীরামস্য বনাগমনবৃত্তান্তস্য সীতাহরণবৃত্তান্তস্য চ বর্ণনম্, সীতোদ্ধারায় সুগ্রীবস্য সহায়তাপ্রয়োজনকথনম্, হনুমতা তত্রাশ্বাসদানম্, ভ্রাতৃদ্বয়ং সংবাহ্য সুগ্রীবসমীপে হনুমতো গমনঞ্চ।]

ততঃ প্রহৃষ্টো হনুমান্ কৃত্যবানিতি তদ্বচঃ।
শ্রুত্বা মধুরভাবঞ্চ সুগ্রীবং মনসা গতঃ ॥১

ভাব্যো রাজ্যাগমস্তস্য সুগ্রীবস্যমহাত্মনঃ।
যদয়ং কৃত্যবান্ প্রাপ্তঃ কৃত্যং চৈতদুপাগতম্ ॥২

ততঃ পরমসংহৃষ্টো হনুমান্ প্লবগোত্তমঃ।
প্রত্যুবাচ ততো বাক্যং রামং বাক্যবিশারদঃ ॥৩

কিমর্থং ত্বং বনং ঘোরং পম্পাকাননমণ্ডিতম্।
আগতঃ সানুজো দুর্গং নানাব্যালমৃগযুতম্ ॥৪

তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা লক্ষ্মণো রামচোদিতঃ।
আচচক্ষে মহাত্মানং রামং দশরথাত্মজম্ ॥৫

রাজা দশরথো নাম দ্যুতিমান্ ধর্মবৎসলঃ।
চাতুর্বর্ণ্যং স্বধর্মেণ নিত্যমেবাভিপালয়ন্ ॥৬

ন দ্বেষ্টা বিদ্যতে তস্য স তু দ্বেষ্টি ন কঞ্চন।
স তু সর্ব্বেষু ভূতেষু পিতামহ ইবাপরঃ ॥৭

অগ্নিষ্টোমাদিভির্যজ্ঞৈরিষ্টবানাপ্তদক্ষিণৈঃ।
তস্যায়ং পূর্ব্বজঃ পুত্রো রামো নাম জনৈঃ শ্রুতঃ ॥৮

শরণ্যঃ সর্ব্বভূতানাং পিতুর্নির্দেশপারগঃ।
জ্যেষ্ঠো দশরথস্যায়ং পুত্রাণাং গুণবত্তর ॥৯

রাজলক্ষণসংযুক্তঃ সংযুক্তো রাজ্যসম্পদা।
রাজ্যাদ্ ভ্রষ্টো ময়া বস্তুং বনে সার্ধমিহাগতঃ ॥১০

ভার্য্যয়া চ মহাভাগ সীতয়ানুগতো বশী।
দিনক্ষয়ে মহাতেজাঃ প্রভয়েব দিবাকরঃ ॥১১

চতুর্থ সর্গ

[লক্ষ্মণকর্তৃক হনুমৎসকাশে শ্রীরামের বনে আগমন ও সীতা হরণ বৃত্তান্ত বর্ণন এবং সীতার উদ্ধারের জন্য সুগ্রীবের সহযোগিতার প্রয়োজনকথন, হনুমৎ কর্তৃক তৎসম্বন্ধে আশ্বাদ প্রদান ও উভয় ভ্রাতাকে লইয়া সুগ্রীবের নিকট আগমন।]

শ্রীরামের বাক্যে সুগ্রীবসম্বন্ধে তাঁহার অভিপ্রায় মঙ্গলজনক জানিতে পারিয়া এবং নিজকার্য্য সিদ্ধির জন্য সুগ্রীব ইঁহাদের নিতান্তই প্রয়োজন—ইহা বুঝিতে পারিয়া হনুমান্ মনে মনে আনন্দ বোধ করিল।১

হনুমান্ মনে মনে ভাবিলেন—নিশ্চয়ই মহাত্মা সুগ্রীবের রাজ্য প্রাপ্তি হইবে; কেননা, এই দুই মহানুভব তাঁহাদের কার্য্যসাধনের জন্য সুগ্রীবের সহায়তা আবশ্যক মনে করিতেছে; অতএব ইঁহাদের দ্বারা সুগ্রীবেরও কার্য্য সিদ্ধ হইবে।২

তাহারপর বাক্‌পটু বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান্ অত্যন্ত আনন্দের সহিত শ্রীরামচন্দ্রকে এই কথা বলিলেন।৩

আপনি অনুজ ভ্রাতার সহিত কিজন্য পম্পার তীরবর্তী কাননরাজিসুশোভিত ও নানাবিধ হিংস্র পশু-সমূহে পূর্ণ এই দুর্গম ভয়ঙ্কর বনে আগমন করিয়াছেন? ৪

হনুমানের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাত্মা দশরথনন্দন রাম লক্ষ্মণকে উত্তরপ্রদানের অনুমতি করিলে, তিনি তাঁহার নিকটে নিজের বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন।৫

দশরথনামে প্রসিদ্ধ অতি তেজস্বী ও ধার্মিক রাজা ছিলেন, তিনি স্বধর্মানুসারে নিরন্তর ব্রাহ্মণ প্রভৃতি চারিবর্ণের প্রজাদিগকে রক্ষা করিতেন। কোন ব্যক্তিই তাঁহাকে দ্বেষ করিত না, তিনিও কোন ব্যক্তিকে দ্বেষ করিতেন না অধিকন্তু পিতামহ ব্রহ্মার ন্যায় সকল প্রাণীকেই দয়া করিতেন।৬-৭

তিনি প্রভূত দক্ষিণা দান করিয়া অগ্নিষ্টোম প্রভৃতি বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন, ইনি তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র, ইঁহার নাম রাম; সকলেই ইঁহাকে এই রামনামে অবগত আছে।৮

তথাপি ইনি সকল প্রাণীরই আশ্রয় স্বরূপ ও পিতার

অহমস্যাবরো ভ্রাতা গুণৈর্দাস্যমুপাগতঃ।
কৃতজ্ঞস্য বহুজ্ঞস্য লক্ষ্মণো নাম নামতঃ ॥১২
সুখার্হস্য মহার্হস্য সর্ব্বভূতহিতাত্মনঃ।
ঐশ্বর্য্যেণ বিহীনস্য বনবাসে রতস্য চ ॥১৩
রক্ষসাপহৃতা ভার্য্যা রহিতে কামরূপিণা।
তচ্চ ন জ্ঞায়তে রক্ষঃ পত্নী যেনাস্য বা হৃতা ॥১৪
দনুর্নাম দিতেঃ পুত্রঃ শাপাদ্ রাক্ষসতাং গতঃ।
আখ্যাতস্তেন সুগ্রীবঃ সমর্থো বানরাধিপঃ ॥১৫
স জ্ঞাস্যতি মহাবীর্য্যস্তব ভার্য্যাপহারিণম্।
এবমুক্ত্বা দনুঃ স্বর্গং ভ্রাজমানো দিবং গতঃ ॥১৬
এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং যাথাতথ্যেন পৃচ্ছতঃ।
অহঞ্চৈব চ রামশ্চ সুগ্রীবং শরণং গতৌ ॥১৭

আজ্ঞাপালনকারী। হে মহাভাগ! এই রাম রাজা দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্র, গুণেও তাঁহার সকল পুত্র হইতে ইনি শ্রেষ্ঠ।৯

ইঁহার শরীরে সর্বপ্রকার রাজলক্ষণ বিদ্যমান আছে; কিন্তু রাজ্যপ্রাপ্তিকালে কোন কারণবশতঃ রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া ইনি আমার সহিত ও ভার্য্যা সীতার সহিত বনে বাস করিবার জন্য দিনের শেষে প্রভার সহিত মহাতেজা সূর্য্যের অস্তাচলে প্রবিষ্ট হওয়ার ন্যায় বনমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। আমি এই বহু-শাস্ত্রজ্ঞ কৃতজ্ঞ রামের কনিষ্ঠ ভ্রাতা পরন্তু ইঁহার গুণে দাসের ন্যায় ইঁহার পরিচর্য্যা করি; আমার নাম লক্ষ্মণ।১০-১২

বনবাসী ঐশ্বর্য্যহীন নিরন্তর সুখানুভবযোগ্য মহাপুরুষপূজ্য সমস্ত প্রাণীর হিতানুষ্ঠানে নিরত রামের ভার্য্যাকে আমাদিগের অসাক্ষাতে কামরূপী রাক্ষস অপহরণ করিয়াছে। যে রাক্ষস ইহার ভার্য্যাকে হরণ করিয়াছে, আমরা তাহাকে বিশেষরূপে অবগত নহি।১৩-১৪

ঋষির অভিশাপে রাক্ষসত্বপ্রাপ্ত দিতিপুত্র দনু রামকে বলিয়াছে যে, মহাবীর বানররাজ সুগ্রীবই এই রাক্ষসের বিষয় জানিতে সমর্থ; তিনিই আপনার ভার্য্যাপহারী রাক্ষসকে অবগত হইবেন। স্বীয় তেজে

এষ দত্ত্বা চ বিত্তানি প্রাপ্য চানুত্তমং যশঃ।
লোকনাথঃ পুরা ভূত্বা সুগ্রীবং নাথমিচ্ছতি ॥১৮
সীতা যস্য স্নুষা চাসীচ্ছরণ্যো ধর্ম্মবৎসলঃ।
তস্য পুত্রঃ শরণ্যস্য সুগ্রীবং শরণং গতঃ ॥১৯
সর্ব্বলোকস্য ধর্ম্মাত্মা শরণ্যঃ শরণং পুরা।
গুরুর্মে রাঘবঃ সোঽয়ং সুগ্রীবং শরণং গতঃ ॥২০
যস্য প্রসাদে সততং প্রসীদেয়ুরিমাঃ প্রজাঃ।
স রামো বানরেন্দ্রস্য প্রসাদমভিকাঙ্ক্ষতে ॥২১
যেন সর্বগুণোপেতাঃ পৃথিব্যাং সর্ব্বপার্থিবাঃ।
মানিতাঃ সততং রাজ্ঞা সদা দশরথেন বৈ ॥২২
তস্যায়ং পূর্ব্বজঃ পুত্রস্ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতঃ।
সুগ্রীবং বানরেন্দ্রং তু রামঃ শরণমাগতঃ ॥২৩

দীপ্তিমান্ দনু এইরূপ বলিয়া স্বর্গে গমন করিবার জন্য আকাশে উড্ডীয়মান হইল। হে হনুমান্! তুমি যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, আমি সেইসমস্ত যথার্থরূপে বলিলাম। রাম ও আমি অর্থাৎ আমরা উভয়ে সুগ্রীবের শরণাগত হইলাম।১৫-১৭

পূর্বে ইনি সকল প্রাণিগণের আশ্রয় স্বরূপ ছিলেন, নানাবিধ অর্থ বিতরণ করিয়া অনুত্তম যশও লাভ করিয়াছেন, এখন সুগ্রীবের আশ্রয় কামনা করিতেছেন। সীতা যাঁহার পুত্রবধূ এবং যিনি অতিশয় ধার্মিক ও সকললোকের আশ্রয় স্বরূপ, সেই রাজা দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম সুগ্রীবের শরণাগত হইয়াছেন।১৮-১৯

সর্বলোকের শরণ্য ধর্মাত্মা, ও আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রঘুনন্দন রাম পূর্বে সকল লোকের আশ্রয় স্বরূপ ছিলেন; এখন সুগ্রীবের শরণাগত হইলেন।২০

হায়! পূর্বে প্রজাগণ যাঁহার প্রসাদে সর্বদা প্রসন্ন হইত, সুতরাং যাঁহার প্রসন্নতা আকাঙ্ক্ষা করিত, সেই রাম এক্ষণে বানররাজ সুগ্রীবের প্রসাদ কামনা করিতেছেন।২১

পৃথিবীতে রাজোচিত গুণসম্পন্ন যত রাজা আছেন, যে রাজা দশরথ নিরন্তর তাঁহাদিগের সমুচিত সম্মান করিতেন, সেই রাজা দশরথের জ্যেষ্ঠপুত্র ত্রিলোকবিখ্যাত এই রাম বানররাজ সুগ্রীবের শরণাগত হইলেন।২২-২৩

শোকাভিভূতে রামে তু শোকার্ত্তে শরণং গতে।
কর্ত্তুমর্হতি সুগ্রীবঃ প্রসাদং সহ যূথপৈঃ ॥২৪
এবং ব্রুবাণং সৌমিত্রিং করুণং সাশ্রুপাতনম্।
হনুমান্ প্রত্যুবাচেদং বাক্যং বাক্যবিশারদঃ ॥২৫
ঈদৃশা বুদ্ধিসম্পন্না জিতক্রোধা জিতেন্দ্রিয়াঃ।
দ্রষ্টব্যা বানরেন্দ্রেণ দিষ্ট্যা দর্শনমাগতাঃ ॥২৬
স হি রাজ্যাচ্চ বিভ্রষ্টঃ কৃতবৈরশ্চ বালিনা।
হৃতদারো বনে ত্রস্তো ভ্রাত্রা বিনিকৃতো ভৃশম্ ॥২৭
করিষ্যতি স সাহায্যং যুবয়োর্ভাস্করাত্মজঃ।
সুগ্রীবঃ সহ চাস্মাভিঃ সীতায়াঃ পরিমার্গণে ॥২৮
ইত্যেবমুক্ত্বা হনুমান্ শ্লক্ষ্ণং মধুরয়া গিরা।
বভাষে সাধু গচ্ছামঃ সুগ্রীবমিতি রাঘবম্ ॥২৯
এবং ব্রুবন্তং ধর্ম্মাত্মা হনুমন্তং স লক্ষ্মণঃ।
প্রতিপূজ্য যথান্যায়মিদং প্রোবাচ রাঘবম্ ॥৩০
কপিঃ কথয়তে হৃষ্টো যথায়ং মারুতাত্মজঃ।
কৃত্যবান্ সোঽপি সম্প্রাপ্তঃ কৃতকৃত্যোঽসি রাঘব ॥৩১
প্রসন্নমুখবর্ণশ্চ ব্যক্তং হৃষ্টশ্চ ভাষতে।
নানৃতং বক্ষ্যতে বীরো হনুমান্ মারুতাত্মজঃ ॥৩২
ততঃ স সুমহাপ্রাজ্ঞো হনুমান্ মারুতাত্মজঃ।
জগামাদায় তৌ বীরৌ হরিরাজায় রাঘবৌ ॥৩৩
ভিক্ষুরূপং পরিত্যজ্য বানরং রূপমাস্থিতঃ।
পৃষ্ঠমারোপ্য তৌ বীরৌ জগাম কপিকুঞ্জরঃ ॥৩৪
স তু বিপুলযশাঃ কপিপ্রবীরঃ
পবনসুতঃ কৃতকৃত্যবৎ প্রহৃষ্টঃ।
গিরিবরমুরুবিক্রমঃ প্রয়াত
স শুভমতিঃ সহ রাম-লক্ষ্মণাভ্যাম্ ॥৩৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে চতুর্থঃ সর্গঃ ॥

শোকাভিভূত রাম শোকপীড়িত হইয়া বানররাজ সুগ্রীবের শরণ গ্রহণ করিলে রামের প্রতি দয়া করুন। সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ অশ্রুমোচন করিতে করিতে ঐরূপ সকরুণ বাক্য বলিলে বাক্যপ্রয়োগনিপুণ হনুমান্ অনুরূপ বাক্যে তাঁহাকে প্রত্যুত্তর করিলেন।২৪-২৫

বানরেন্দ্র সুগ্রীবেরও জিতেন্দ্রিয় জিতক্রোধ ও এইরূপ জ্ঞানবান্ আপনাদিগের সহিত মিলন আবশ্যক হইয়াছে, পরন্তু আপনারা তাঁহার ভাগ্যানুসারেই নয়নগোচর হইয়াছেন।২৬

সুগ্রীবও রাজ্যভ্রষ্ট এবং বালীভয়ে ভীত হইয়া এই বনে বাস করিতেছেন। কোন কারণে জ্যেষ্ঠভ্রাতা বালীর সহিত তাঁহার বিরোধ বাধিয়াছে, সেইজন্য সে তাঁহাকে রাজ্য হইতে বিতাড়িত করিয়া তাঁহার ভার্য্যাকে হরণ করিয়াছে।২৭

সীতান্বেষণ-বিষয়ে সূর্য্যপুত্র সুগ্রীব আমাদিগের সহিত নিশ্চয়ই আপনাদিগকে সাহায্য করিবেন।২৮

হনুমান্ ঐরূপ মনোহর বাক্য বলিয়া রঘুনন্দন লক্ষ্মণকে পুনরায় মধুর বাক্যে বলিলেন যে, চলুন,—আমরা সুগ্রীবের নিকট গমন করি। তিনি এইরূপ বলিলে ধর্ম্মাত্মা লক্ষ্মণ তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়া রঘুনন্দন রামকে বলিলেন,—হে রঘুনন্দন! কপিবর মহাবীর হনুমান্ হৃষ্ট হইয়া যেরূপ বলিলেন, তাহাতে মনে হইতেছে যে, সুগ্রীবেরও আপনার দ্বারা কোন করণীয় কার্য্য আছে, অতএব আপনি কৃতকার্য্য হইবেন।২৯-৩১

পবনকুমার হনুমানের মুখবর্ণ দেখিয়া মনে হইতেছে, ইনি প্রকৃত হৃষ্ট হইয়াই বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন; অতএব ইঁহার বাক্য কখনই মিথ্যা হইবে না।৩২

অনন্তর রঘুনন্দন রাম সম্মত হইলে, মহাপ্রাজ্ঞ কপিবর হনুমান্ সেই দুই মহাবীর রঘুনন্দনকে সঙ্গে লইয়া কপিরাজ সুগ্রীবের নিকটে গমন করিলেন।৩৩

তিনি ভিক্ষুক বেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বীয় বানররূপ অবলম্বন করত সেই দুই বীরকে পৃষ্ঠদেশে বসাইয়া গমন করিলেন। অনন্তর মহাযশস্বী, শুভমতি, প্রবলপরাক্রম ও বানরপ্রধান সেই পবননন্দন হনুমান্ কৃতকার্য্য পুরুষের ন্যায় অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া রাম ও লক্ষ্মণের সহিত পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ ঋষ্যমূকপর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন।৩৪-৩৫

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে চতুর্থ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চমঃ সর্গঃ

[শ্রীরাম-সুগ্রীবয়োর্মিত্রতা, বালি-বধায় শ্রীরামস্য প্রতিজ্ঞা চ ।]

ঋষ্যমূকাৎ তু হনুমান্ গত্বা তং মলয়ং গিরিম্ ।
আচচক্ষে তদা বীরৌ কপিরাজায় রাঘবৌ ॥১

অয়ং রামো মহাপ্রাজ্ঞ সম্প্রাপ্তো দৃঢ়বিক্রমঃ ।
লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা রামোঽয়ং সত্যবিক্রমঃ ॥২

ইক্ষ্বাকূণাং কুলে জাতো রামো দশরথাত্মজঃ ।
ধর্ম্মে নিগদিতশ্চৈব পিতুর্নির্দেশকারকঃ ॥৩

রাজসূয়াশ্বমেধৈশ্চ বহ্নির্যেনাভিতর্পিতঃ ।
দক্ষিণাশ্চ তথোৎসৃষ্টা গাবঃ শতসহস্রশঃ ॥৪

তপসা সত্যবাক্যেন বসুধা যেন পালিতা ।
স্ত্রীহেতোস্তস্য পুত্রোঽয়ং রামোঽরণ্যং সমাগতঃ ॥৫

তস্যাস্য বসতোঽরণ্যে নিয়তস্য মহাত্মনঃ ।
রাবণেন হৃতা ভার্য্যা স ত্বাং শরণমাগতঃ ॥৬

ভবতা সত্যকামৌ তৌ ভ্রাতরৌ রাম-লক্ষ্মণৌ ।
প্রগৃহ্য চার্চয়স্বৈতৌ পূজনীয়তমাবুভৌ ॥৭

শ্রুত্বা হনুমতো বাক্যং সুগ্রীবো বানরাধিপঃ ।
দর্শনীয়তমো ভূত্বা প্রীত্যোবাচ চ রাঘবম্* ॥৮

ভবান্ ধর্ম্মাবনীতশ্চ সুতপাঃ সর্ব্ববৎসলঃ ।
আখ্যাতা বায়ুপুত্রেণ তত্ত্বতো মে ভবদ্গুণাঃ ॥৯

তন্মমৈবৈষ সৎকারো লাভশ্চৈবোত্তমঃ প্রভো ।
যত্ত্বমিচ্ছসি সৌহার্দং বানরেণ ময়া সহ ॥১০

রোচতে যদি মে সখ্যং বাহুরেষ প্রসারিতঃ ।
গৃহ্যতাং পাণিনা পাণির্মর্য্যাদা বধ্যতাং ধ্রুবা ॥১১

পঞ্চম সর্গ

[শ্রীরাম ও সুগ্রীবের মিত্রতা এবং বালিকে বধ করিবার জন্য শ্রীরামের প্রতিজ্ঞা ।]

অনন্তর হনুমান ঋষ্যমূকপর্বতে আরোহণ করিয়া সেই পর্বতেরই একদেশস্থিত 'মলয়' নামে বিখ্যাত পর্বতে গমনপূর্বক কপিরাজ সুগ্রীবের নিকটে সেই দুই মহাবীর রঘুনন্দনের বৃত্তান্ত এইরূপে কীর্তন করিলেন ।১

হে মহাপ্রাজ্ঞ ! এই মহাপরাক্রমশালী সত্যবিক্রম রাম ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত আপনার নিকটে আসিয়াছেন। পিতার আজ্ঞাপালক ও অতি ধার্মিক দশরথনন্দন রাম ইক্ষ্বাকুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ।২-৩

যিনি রাজসূয়, অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা অগ্নিকে সম্যগ্‌রূপে তৃপ্ত করিয়াছেন, যিনি শত সহস্র গো দক্ষিণা প্রদান করিয়াছেন এবং সত্যবাক্য ও তপস্যা প্রভাবে যিনি ভূমণ্ডল রক্ষা করিয়াছেন, সেই ভূপতি দশরথ পত্নী-কৈকেয়ীকে বরপ্রদান করায় তাঁহার পুত্র রাম পিতৃদত্ত বর প্রতিপালন করিবার জন্য অরণ্যে আগমন করিয়াছেন ।৪-৫

তাঁহাদের বনবাসকালে রাবণ জিতেন্দ্রিয়-রামের ভার্য্যাকে হরণ করিয়াছে, এইজন্য তিনি আপনার শরণাগত হইয়াছেন ।৬

সত্যকাম রাম ও লক্ষ্মণ এই উভয় ভ্রাতা আপনার সহিত সখ্য করিতে অভিলাষ করিয়াছেন, ইঁহারা পূজ্যতম, আপনি ইঁহাদিগের সহিত সখ্য করিয়া ইঁহাদিগগের পূজা করুন ।৭

বানররাজ সুগ্রীব হনুমানের বাক্য শ্রবণ করত স্বেচ্ছায় দর্শনীয় রূপ ধারণ করিয়া প্রীতিসহকারে রঘুনন্দন রামকে বলিলেন ।৮

আপনি ধার্মিক, তপস্বী ও সর্বলোক প্রিয়। বায়ুপুত্র হনুমান্ আমার নিকটে আপনার গুণসকল যথার্থরূপে কীর্তন করিয়াছেন ।৯

হে প্রভো ! আমি বানর, আপনি যে আমার সহিত

---

*ভয়ঞ্চ রাঘবাদ্ ঘোরং প্রজহৌ বিগতজ্বর ।
দর্শনীয়তমো ভূত্বা প্রীত্যোবাচ চ রাঘবম্ ॥

এতত্তু বচনং শ্রুত্বা সুগ্রীবস্য সুভাষিতম্।
সম্প্রহৃষ্টমনা হস্তং পীড়য়ামাস পাণিনা ॥১২
হৃষ্টঃ সৌহৃদমালম্ব্য পর্য্যম্বজত পীড়িতম্।
ততো হনুমান্ সন্ত্যজ্য ভিক্ষুরূপমরিন্দমঃ ॥১৩
কাষ্ঠয়োঃ স্বেন রূপেণ জনয়ামাস পাবকম্।
দীপ্যমানং ততো বহ্নিং পুষ্পৈরভ্যর্চ্য সংকৃতম্ ॥১৪
তয়োর্মধ্যে তু সুপ্রীতো নিদধৌ সুসমাহিতঃ।
ততোঽগ্নিং দীপ্যমানং তৌ চক্রতুশ্চ প্রদক্ষিণম্ ॥১৫
সুগ্রীবো রাঘবশ্চৈব বয়স্যত্বমুপাগতৌ।
ততঃ সুপ্রীতমনসৌ তাবুভৌ হরি-রাঘবৌ ॥১৬
অন্যোন্যমভিবীক্ষন্তৌ ন তৃপ্তিমভিজগ্মতুঃ।
ত্বং বয়স্যোঽসি হৃদ্যো মে হ্যেকং দুঃখং সুখঞ্চ নৌ ॥১৭
সুগ্রীবো রাঘবং বাক্যমিত্যুবাচ প্রহৃষ্টবৎ।
ততঃ সুপর্ণবহুলাং ভঙ্‌ক্ত্বা শাখাং সুপুষ্পিতাম্ ॥১৮
সালস্যাস্তীর্য্য সুগ্রীবো নিষসাদ স রাঘবঃ।
লক্ষ্মণায়াথ সংহৃষ্টো হনুমান্ মারুতাত্মজঃ ॥১৯
শাখাং চন্দনবৃক্ষস্য দদৌ পরমপুষ্পিতাম্।
ততঃ প্রহৃষ্টঃ সুগ্রীবঃ শ্লক্ষ্ণং মধুরয়া গিরা ॥২০
প্রত্যুবাচ তদা রামং হর্ষব্যাকুললোচনঃ।
অহং বিনিকৃতো রাম চরামীহ ভয়ার্দিতঃ ॥২১
হৃতভার্য্যো বনে ত্রস্তো দুর্গমেতদুপাশ্রিতঃ।
সোঽহং ত্রস্তো বনে ভীতো বসাম্যুদ্‌ভ্রান্তচেতনঃ ॥২২
বালিনা নিকৃতো ভ্রাত্রা কৃতবৈরশ্চ রাঘব।
বালিনো মে মহাভাগ ভয়ার্ত্তস্যাভয়ং কুরু ॥২৩

সখ্য করিতে বাসনা করিতেছেন, ইহা আমার পরম লাভ ও পরম সম্মান।১০

আমি এই হস্ত প্রসারণ করিলাম; যদি আমার সহিত সখ্য করিতে আপনার অভিলাষ হইয়া থাকে, তবে স্বীয় হস্ত দ্বারা আমার হস্ত ধারণ করিয়া অক্ষয় প্রীতিবন্ধন করুন।১১

সুগ্রীবের সুমধুর বাক্য শ্রবণ করত শ্রীরাম অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিয়া নিজ হস্তদ্বারা সুগ্রীবের হস্ত ধারণপূর্বক সৌহৃদ্য স্থাপন করিলেন এবং প্রীতিসহকারে গাঢ়ভাবে সুগ্রীবকে আলিঙ্গন করিলেন; তারপর শত্রুনাশন হনুমান্ ভিক্ষুরূপ পরিত্যাগ করিয়া স্বাভাবিক বানররূপ ধারণ করত কাষ্ঠদ্বয়ের ঘর্ষণে অগ্নি প্রজ্বালিত করিলেন। অনন্তর পুষ্পদ্বারা প্রজ্বলিত অগ্নির অর্চনা করিয়া অতিসমাহিতচিত্তে প্রীতিসহকারে শ্রীরাম ও সুগ্রীবের মধ্যস্থলে ঐ অগ্নি স্থাপন করিলে শ্রীরাম ও সুগ্রীব উভয়ে সেই প্রজ্বলিত অগ্নিকে প্রদক্ষিণ করিলেন। এইভাবে রাম এবং সুগ্রীবের মধ্যে মিত্রতা স্থাপিত হইল। তারপর মিত্রদ্বয় রাম ও সুগ্রীব এইরূপ আনন্দ লাভ করিলেন যে, হৃষ্টচিত্তে পরস্পর পরস্পরকে বারংবার দর্শন করিয়াও যেন পরিপূর্ণ তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন না। এই সময়ে সুগ্রীব আনন্দিত হইয়া শ্রীরামকে বলিলেন—আজ হইতে তুমি আমার প্রিয় মিত্র, আমরা উভয়ে পরস্পরের সুখে ও দুঃখে সমান ভাগী হইব। ইহার পর সুগ্রীব বহু পত্র ও পুষ্পে পরিপূর্ণ শালবৃক্ষের একটি শাখা ভঙ্গ করিয়া তাহার উপরে উভয়ে উপবেশন করিলেন। অনন্তর পবনপুত্র হনুমান্ অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া চন্দনবৃক্ষের বহু পুষ্পযুক্ত একটি শাখা ভঙ্গ করত লক্ষ্মণকে উপবেশন করিবার জন্য দিলেন। অনন্তর হৃষ্টচিত্ত সুগ্রীব হর্ষোৎফুল্লনয়নে শান্তভাবে শ্রীরামকে মধুরবাক্যে বলিলেন—হে রাম! শত্রু আমাকে রাজ্যচ্যুত করায় ভয়ে কাতর হইয়া এই বনে বিচরণ করিতেছি। শত্রু আমার ভার্য্যা অপহরণ করিলে ভীত হইয়া দুর্গম পর্বতে আশ্রয় লইয়াছি। হে রাঘব! আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা বালী আমাকে গৃহ হইতে বিতাড়িত করিয়া আমার সহিত শত্রুতা করিয়াছে; তাহার ভয়ে ভীত ও উদ্‌ভ্রান্তচিত্ত হইয়া আমি এই বনে বাস করিতেছি। হে মহাভাগ! আমি বালীর ভয়ে ভীত, আপনি আমাকে অভয় প্রদান করুন। হে কাকুৎস্থ! আপনি এইরূপ কার্য্য করুন, যাহাতে বালীর ভয়ে আমাকে ভীত হইতে না হয়। সুগ্রীব শ্রীরামকে এইকথা বলিলে পরমধর্মজ্ঞ ধর্মবৎসল শ্রীরাম হাসিতে হাসিতে সুগ্রীবকে বলিলেন,—হে মহাকপে! মিত্র উপকাররূপ

কর্ত্তুমর্হসি কাকুৎস্থ ভয়ং মে ন ভবেদ্ যথা।
এবমুক্তস্তু তেজস্বী ধর্মজ্ঞো ধর্ম্মবৎসলঃ ॥২৪
প্রত্যভাষত কাকুৎস্থঃ সুগ্রীবং প্রহসন্নিব।
উপকারফলং মিত্রং বিদিতং মে মহাকপে ॥২৫
বালিনং তং বধিষ্যামি তব ভার্য্যাপহারিণম্।
অমোঘাঃ সূর্য্যসঙ্কাশা মমেমে নিশিতাঃ শরাঃ ॥২৬
তস্মিন্ বালিনি দুর্বৃত্তে নিপতিষ্যন্তি বেগিতাঃ।
কঙ্কপত্রপ্রতিচ্ছন্না মহেন্দ্রাশনিসন্নিভাঃ ॥২৭
তীক্ষ্ণাগ্রা ঋজুপর্বাণঃ সরোষা ভুজগা ইব।
তমদ্য বালিনং পশ্য তীক্ষ্ণৈরাশীবিষোপমৈঃ ॥২৮
শরৈর্বিনিহতং ভূমৌ প্রকীর্ণমিব পর্ব্বতম্।
স তু তদ্বচনং শ্রুত্বা রাঘবস্যাত্মনো হিতম্ ॥
সুগ্রীবঃ পরমপ্রীতঃ পরমং বাক্যমব্রবীৎ ॥২৯
তব প্রসাদেন নৃসিংহ বীর
প্রিয়াঞ্চ রাজ্যং সমাপ্নুয়ামহম্।
তথা কুরু ত্বং নরদেব বৈরিণং
যথা ন হিংস্যাৎ সপুনর্মমাগ্রজম্ ॥৩০
সীতা-কপীন্দ্র-ক্ষণদাচরাণাং
রাজীব-হেম-জ্বলনোপমানি।
সুগ্রীব-রামপ্রণয়প্রসঙ্গে
বামানি নেত্রাণি সমং স্ফুরন্তি ॥৩১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে পঞ্চমঃ সর্গঃ ॥

ফলদাতা—ইহা আমার জানা আছে। তোমার ভার্য্যাপহারী বালীকে আমি বিনাশ করিব। আমার বাণ সূর্য্যতুল্য প্রভাশালী এবং সেইগুলি কঙ্কপক্ষীর পক্ষদ্বারা আচ্ছাদিত আছে। এই বাণগুলির অগ্রভাগ অত্যন্ত তীক্ষ্ণ এবং পর্ব সরল, ক্ষুব্ধ হইয়া নিক্ষিপ্ত হইলে এই বাণগুলিও যেন ক্রোধের সহিত সর্পের ন্যায় বেগে ধাবিত হয়। ইন্দ্রের বজ্রের তুল্য আমার এই বাণ দুরাচার বালীকে অবশ্যই নিহত করিবে। দেখ মিত্র! আমার এই বিষধর সর্পসদৃশ তীক্ষ্ণবাণ বালীকে নিপাতিত করিয়া ইন্দ্রবাণে বিদীর্ণ পর্বতের ন্যায় ভূতলশায়ী করিবে। সুগ্রীব শ্রীরামের এই আত্মহিতকর বাক্য শ্রবণ করিয়া পরম প্রীতিলাভ করত তাঁহাকে বলিলেন।১২-২৯

হে নরোত্তম! হে বীর! যে ভাবে আমি আমার রাজ্য ও ভার্য্যা প্রাপ্ত হইতে পারি, আপনি সেইরূপ কার্য্য করুন। হে নরদেব! আপনি এইরূপ কার্য্য করুন, যাহাতে আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আর কখনও শত্রুতা করিতে না পারে।৩০

সুগ্রীব ও শ্রীরামের মধ্যে মিত্রতাস্থাপন কালে সীতার নয়নযুগল প্রফুল্লিত হইল, সুগ্রীবের নয়ন স্বুবর্ণ সদৃশ হইল, রাবণের নয়ন প্রজ্বলিত অগ্নিতুল্য হইল এবং বামভাগের নেত্রসমূহ স্ফুরিত হইতে লাগিল।৩১

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডের পঞ্চম সর্গ সমাপ্ত।

ষষ্ঠঃ সর্গঃ

[সুগ্রীবেণ সীতায়া অলঙ্কারপ্রদর্শনম্, তদ্দর্শনেন শ্রীরামস্য শোকঃ, রোষপূর্ণোক্তিশ্চ ।]

পুনরেবাব্রবীৎ প্রীতো রাঘবং রঘুনন্দনম্ ।
অয়মাখ্যাতি তে রাম সেবকো মন্ত্রিসত্তমঃ ॥১
হনুমান্ যন্নিমিত্তং ত্বং নির্জনং বনমাগতঃ ।
লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা বসতশ্চ বনে তব ॥২
রক্ষসাপহৃতা ভার্য্যা মৈথিলী জনকাত্মজা ।
ত্বয়া বিযুক্তা রুদতী লক্ষ্মণেন চ ধীমতা ॥৩
অন্তরং প্রেপ্সুনা তেন হত্বা গৃধ্রং জটায়ুষম্ ।
ভার্য্যাবিয়োগজং দুঃখং প্রাপিতস্তেন রক্ষসা ॥৪
ভার্য্যাবিয়োগজং দুঃখং নচিরাৎ ত্বং বিমোক্ষ্যসে ।
অহং তামানয়িষ্যামি নষ্টাং দেবশ্রুতীমিব ॥৫
রসাতলে বা বর্ত্তন্তীং বর্ত্তন্তীং বা নভস্তলে ।
অহমানীয় দাস্যামি তব ভার্য্যামরিন্দম ॥৬
ইদং তথ্যং মম বচস্ত্বমবেহি চ রাঘব ।
ন শক্যা সা জরয়িতুমপি সৈন্দ্রৈঃ সুরাসুরৈঃ ॥৭
তব ভার্য্যা মহাবাহো ভক্ষ্যং বিষকৃতং যথা ।
ত্যজ শোকং মহাবাহো তাং কান্তামানয়ামি তে ॥৮
অনুমানাত্তু জানামি মৈথিলী সা ন সংশয়ঃ ।
হ্রিয়মাণা ময়া দৃষ্টা রক্ষসা রৌদ্রকর্ম্মণা ॥৯
ক্রোশন্তী রাম-রামেতি লক্ষ্মণেতি চ বিস্বরম্ ।
স্ফুরন্তী রাবণস্যাঙ্কে পন্নগেন্দ্রবধূর্যথা ॥১০

ষষ্ঠ সর্গ

[সুগ্রীব কর্ত্তৃক শ্রীরামকে সীতার অলঙ্কার প্রদর্শন ও তদ্দর্শনে শ্রীরামের শোক ও রোষপূর্ণ উক্তি ।]

সুগ্রীব প্রীতির সহিত পুনরায় রঘুনন্দন রামকে বলিলেন,—হে রাম ! আপনি যে জন্য ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত এই নির্জন বনে আগমন করিয়াছেন এবং বনবাস কালে রাক্ষস রাবণ যে উপায় দ্বারা আপনাকে ও লক্ষ্মণকে আশ্রম হইতে দূর লইয়া যাইয়া অবসর লাভ করত গৃধ্ররাজ জটায়ুকে বিনাশ পূর্ব্বক আপনার ভার্য্যা মিথিলারাজ জনকদুহিতা ক্রন্দনপরায়ণা সীতাকে হরণ করিয়া আপনাকে ভার্য্যা বিয়োগজন্য দুঃখে নিক্ষেপ করিয়াছে, তাহা আপনার সেবক এই মন্ত্রিপ্রবর হনুমান্ আমার নিকট সমস্ত বলিয়াছেন ।১-৪

আপনি শীঘ্রই ভার্য্যা বিয়োগজন্য দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করিবেন । যেরূপ বিষ্ণু অসুর কর্ত্তৃক অপহৃতা ও ব্রহ্মমুখ হইতে নির্গতা শ্রুতি (বেদ)—কে উদ্ধার করিয়াছেন, সেইরূপ আমি রাক্ষস কর্ত্তৃক অপহৃতা আপনার ভার্য্যাকে উদ্ধার করিব । হে শত্রুদমন রাঘব ! আপনার ভার্য্যা রসাতলেই থাকুন বা আকাশেই থাকুন, আমি তাঁহাকে আনিয়া দিব ।৫-৬

আপনি আমার এই বাক্য যথার্থ অর্থাৎ সত্য বলিয়া মনে করুন । হে মহাবাহো ! যেমন কোন ব্যক্তিই বিষ-মিশ্রিত অন্ন ভক্ষণ করিয়া জীর্ণ (হজম) করিতে পারে না, সেইরূপ ইন্দ্র প্রভৃতি দেব এবং দানবগণও আপনার ভার্য্যা সীতাকে হরণ করিয়া জীর্ণ (উপভোগ) করিতে পারিবেন না । আমি অবশ্যই আপনার প্রেয়সীকে আনয়ন করিব, আপনি শোক পরিত্যাগ করুন ।৭-৮

হে মহাবাহো ! কয়েক দিবস পূর্ব্বে এক ভয়ানক রাক্ষস এক রমণীকে হরণ করিয়া আকাশপথে গমন করিতেছে,— আমি ইহা দেখিয়াছি । এক্ষণে অনুমানে বুঝিতে পারিলাম যে, তিনিই মিথিলারাজনন্দিনী সীতা হইবেন,—ইহাতে সন্দেহ নাই, কেননা, তখন তিনি সেই রাক্ষস রাবণের ক্রোড়ে নাগরাজ বধূর ন্যায় ছট্ফট্ করিতে করিতে বিকট স্বরে 'হা-রাম ! হা-লক্ষ্মণ !' বলিয়া রোদন করিতেছিলেন ।৯-১০

আত্মনা পঞ্চমং মাং হি দৃষ্ট্বা শৈলতলে স্থিতম্।
উত্তরীয়ং তয়া ত্যক্তং শুভান্যাভরণানি চ ॥১১
তান্যস্মাভির্গৃহীতানি নিহিতানি চ রাঘব।
আনয়িষ্যাম্যহং তানি প্রত্যভিজ্ঞাতুমর্হসি ॥১২
তমব্রবীৎ ততো রামঃ সুগ্রীবং প্রিয়বাদিনম্।
আনয়স্ব সখে শীঘ্রং কিমর্থং প্রবিলম্বসে ॥১৩
এবমুক্তস্তু সুগ্রীবঃ শৈলস্য গহনাং গুহাম্।
প্রবিবেশ ততঃ শীঘ্রং রাঘবপ্রিয়কাম্যয়া ॥১৪
উত্তরীয়ং গৃহীত্বা তু স তান্যাভরণানি চ।
ইদং পশ্যেতি রামায় দর্শয়ামাস বানরঃ ॥১৫
ততো গৃহীত্বা বাসস্তু শুভান্যাভরণানি চ।
অভবদ্ বাষ্পসংরুদ্ধো নীহারেণেব চন্দ্রমাঃ ॥১৬
সীতাস্নেহপ্রবৃত্তেন স তু বাষ্পেণ দূষিতঃ।
হা প্রিয়েতি রুদন্ ধৈর্য্যমুৎসৃজ্য ন্যপতৎ ক্ষিতৌ ॥১৭
হৃদি কৃত্বা স বহুশস্তমলঙ্কারমুত্তমম্।
নিঃশশ্বাস ভৃশং সর্পো বিলস্থ ইব রোষিতঃ ॥১৮
অবিচ্ছিন্নাশ্রুবেগস্তু সৌমিত্রিং প্রেক্ষ্য পার্শ্বতঃ।
পরিদেবয়িতুং দীনং রামঃ সমুপচক্রমে ॥১৯
পশ্য লক্ষ্মণ বৈদেহ্যা সংত্যক্তং হ্রিয়মাণয়া।
উত্তরীয়মিদং ভূমৌ শরীরাদ্ভূষণানি চ ॥২০
শাদ্বলিন্যাং ধ্রুবং ভূম্যাং সীতয়া হ্রীয়মাণয়া।
উৎসৃষ্টং ভূষণমিদং তথা রূপং হি দৃশ্যতে ॥২১
এবমুক্তস্তু রামেণ লক্ষ্মণো বাক্যমব্রবীৎ।
নাহং জানামি কেয়ূরে নাহং জানামি কুণ্ডলে ॥২২
নূপুরে ত্বভিজানামি নিত্যং পাদাভিবন্দনাৎ।
ততস্তু রাঘবো বাক্যং সুগ্রীবমিদমব্রবীৎ ॥২৩
ব্রূহি সুগ্রীব কং দেশং হ্রিয়ন্তী লক্ষিতা ত্বয়া।
রক্ষসা রৌদ্ররূপেণ মম প্রাণপ্রিয়া হৃতা ॥২৪

সেই সময়ে মন্ত্রীচতুষ্টয়ের সহিত আমি—এই পাঁচজনে পর্বতশিখরে উপবিষ্ট ছিলাম। সেই রমণী আমাদিগকে দেখিয়া উত্তরীয় ও সুন্দর অলঙ্কার সমূহ উপর হইতে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন।১১

হে রঘুনন্দন! আমরা সেই সমস্ত অলঙ্কারাদি গ্রহণ করিয়া রক্ষা করিয়াছি। এক্ষণে আনয়ন করিতেছি, আপনি দেখিলে বোধ হয় চিনিতে পারিবেন।১২

অনন্তর রাম সেই প্রিয়ভাষী সুগ্রীবকে বলিলেন যে, হে সখে! শীঘ্র সেই অলঙ্কারসকল আনয়ন কর। তুমি তাহা কিজন্য আনিতে বিলম্ব করিতেছ? ১৩

রঘুনন্দন রাম এইরূপ বলিলে সুগ্রীব রামের প্রীতি-সম্পাদনের জন্য শীঘ্রই দুর্গম পর্বতগুহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং সেই উত্তরীয় ও অলঙ্কারসকল লইয়া আসিয়া রামকে "ইহা দর্শন করুন" বলিয়া সেই সমস্ত দেখাইলেন।১৪-১৫

রাম সেই উত্তরীয় ও সুন্দর অলঙ্কারসমূহ গ্রহণ করিয়া বাষ্পসমাবৃত হইলেন, তখন তাঁহাকে হিম-পরিবৃত চন্দ্রের ন্যায় দেখা যাইতে লাগিল।১৬

তিনি সীতার প্রতি স্নেহবশত অশ্রুধারায় সিক্ত হইয়া ধৈর্য্য পরিত্যাগপূর্বক 'হা প্রিয়ে!' এই বলিয়া রোদন করিতে করিতে ভূমিতলে পতিত হইলেন।১৭

পরে তিনি উত্থিত হইয়া বারংবার সেই উৎকৃষ্ট অলঙ্কারসমস্ত বক্ষঃস্থলে ধারণ করত গর্তস্থিত ক্রুদ্ধ সর্পের ন্যায় বারংবার দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।১৮

তখন তাঁহার নয়নযুগল হইতে অবিচ্ছিন্নধারায় অশ্রু নির্গত হইতে লাগিল। অনন্তর তিনি পার্শ্বভাগে অবস্থিত দুঃখার্দ্রহৃদয় সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন।১৯

লক্ষ্মণ! যখন রাক্ষস সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া যায়, তখন বিদেহরাজকন্যা সীতা দেহ হইতে এই উত্তরীয় ও ভূষণসমূহ উন্মোচন পূর্বক ভূতলে নিক্ষেপ করিয়াছেন—তাহা অবলোকন কর।২০

এই অলঙ্কার যেমন, তেমনই রহিয়াছে; অতএব মনে হইতেছে, তিনি সেইসময় নিশ্চয়ই প্রভূত নবতৃণময় ভূমিতে এই অলঙ্কারসকল নিক্ষেপ করিয়াছেন।২১

রাম ঐরূপ বলিলে লক্ষ্মণ তাঁহাকে বলিলেন,—আমি

ক বা বসতি তদ্রক্ষো মহদ্ব্যসনদং মম।
যন্নিমিত্তমহং সর্ব্বান্নাশয়িষ্যামি রাক্ষসান্ ॥২৫
হরতা মৈথিলীং যেন মাঞ্চ রোষয়তা ধ্রুবম্।
আত্মনো জীবিতান্তায় মৃত্যুদ্বারমপাবৃতম্ ॥২৬
মম দয়িততমা হৃতা বনাদ্
রজনিচরেণ বিমথ্য যেন সা।
কথয় মম রিপুং তমদ্য বৈ
প্লবগপতে যমসন্নিধিং নয়ামি ॥২৭

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে ষষ্ঠঃ সর্গঃ ॥

প্রতিদিন সীতার চরণ বন্দন করিতাম, সুতরাং এই দুইটি নূপুর মাত্র চিনিলাম; কিন্তু কেয়ূর ও কুণ্ডল চিনিতে পারিলাম না। কেননা, তাঁহার চরণ ব্যতীত অন্য কোন অবয়ব কখনও অবলোকন করি নাই। অনন্তর রঘুনন্দন রাম সুগ্রীবকে বলিলেন,—হে সুগ্রীব! আমার প্রাণপ্রিয়া সীতাকে হরণ করিয়া ভয়ঙ্কর রূপধারী রাক্ষসকে কোন্‌দেশে গমন করিতে তুমি দেখিয়াছ,—তাহা বল।২২-২৪

যে আমাকে এইরূপ মহাদুঃখ প্রদান করিয়াছে, সেই রাক্ষস কোথায় বাস করে? ঐ রাক্ষসের দুষ্কার্য্যের দণ্ডস্বরূপ আমি সমস্ত রাক্ষস বিনাশ করিব।২৫

সেই রাক্ষস নিশ্চয়ই নিজ জীবন বিসর্জন দিবার জন্যই সীতাকে হরণ করিয়া আমাকে ক্রোধান্বিত করত তাহার মৃত্যুদ্বার উন্মুক্ত করিতেছে।২৬

বানররাজ! যে আমাদিগকে বঞ্চনা করিয়া আমার প্রিয়তমা সীতাকে বন হইতে হরণ করিয়াছে, আমার শত্রু সেই রাক্ষস কোথায় আছে, তাহা তুমি বল। আমি অদ্যই তাহাকে যমালয়ে প্রেরণ করিব।২৭

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে ষষ্ঠ সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তমঃ সর্গঃ

[শ্রীরামায় সুগ্রীবস্য সান্ত্বনাদানম্, সুগ্রীবায়াপি শ্রীরামস্য কার্য্যসিদ্ধেরাশ্বাসদানঞ্চ।]

এবমুক্তস্তু সুগ্রীবো রামেণার্ত্তেন বানরঃ।
অব্রবীৎ প্রাঞ্জলির্বাক্যং সবাষ্পং বাষ্পগদ্গদঃ ॥১
ন জানে নিলয়ং তস্য সর্ব্বথা পাপরক্ষসঃ।
সামর্থ্যং বিক্রমং বাপি দৌষ্কুলেয়স্য বা কুলম্ ॥২
সত্যং তু প্রতিজানামি ত্যজ শোকমরিন্দম।
করিষ্যামি তথা যত্নং যথা প্রাপ্স্যসি মৈথিলীম্ ॥৩
রাবণং সগণং হত্বা পরিতোষ্যাত্মপৌরুষম্।
তথাহস্মি কর্ত্তা নচিরাদ্ যথা প্রীতো ভবিষ্যসি ॥৪
অলং বৈক্লব্যমালম্ব্য ধৈর্য্যমাত্মগতং স্মর।
ত্বদ্বিধানাং ন সদৃশমীদৃশং বুদ্ধিলাঘবম্ ॥৫
ময়াপি ব্যসনং প্রাপ্তং ভার্য্যাবিরহজং মহৎ।
নাহমেবং হি শোচামি ধৈর্য্যং ন চ পরিত্যজে ॥৬
নাহং ত্বামনুশোচামি প্রাকৃতো বানরোঽপি সন্।
মহাত্মা চ বিনীতশ্চ কিং পুনর্ধৃতিমান্ মহান্ ॥৭
বাষ্পমাপতিতং ধৈর্য্যান্নিগৃহীতুং ত্বমর্হসি।
মর্য্যাদাং সত্ত্বযুক্তানাং ধৃতিং নোৎস্রষ্টুমর্হসি ॥৮
ব্যসনে বার্থকৃচ্ছ্রে বা ভয়ে বা জীবিতান্তগে।
বিমৃশংশ্চ স্বয়া বুদ্ধ্যা ধৃতিমান্নাবসীদতি ॥৯
বালিশস্তু নরো নিত্যং বৈক্লব্যং যোঽনুবর্ত্ততে।
স মজ্জত্যবশঃ শোকে ভারাক্রান্তেব নৌর্জলে ॥১০

সপ্তম সর্গ

[সুগ্রীব কর্ত্তৃক শ্রীরামকে সান্ত্বনা দান ও শ্রীরাম কর্ত্তৃক সুগ্রীবের কার্য্যসিদ্ধির আশ্বাসদান]

শোকার্ত্ত রাম এইরূপ বলিলে বানরাধিপতি সুগ্রীব কৃতাঞ্জলি হইয়া বাষ্পগদ্গদ কণ্ঠে তাঁহাকে বলিলেন।১

হে শত্রুনাশন! সেই অধম বংশজাত পাপাচারী রাক্ষসের গৃহ কোথায়?—তাহা আমি জানিনা। সে কোন বংশজাত এবং তাঁহার পরাক্রম ও সামর্থ কিরূপ তাহাও অবগত নহি।২

হে শত্রুদমন! আমি আপনার নিকট শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আপনি যাহাতে মিথিলারাজ-সুতা সীতাকে প্রাপ্ত হন, সেইবিষয়ে যত্ন করিব। আপনি শোক পরিত্যাগ করুন।৩

আপনার সন্তোষের জন্য আমি রাবণকে সসৈন্যে বিনাশ করিতে আমি এইরূপ নিজ পুরুষকার প্রকাশ করিব যে, যাহাতে আপনি অতিশীঘ্র প্রসন্ন হইয়া যাইবেন।৪

আপনি স্বীয় আত্মগত ধৈর্য্য স্মরণ করিয়া এই ব্যাকুলতা পরিত্যাগ করুন; কারণ আপনার ন্যায় ব্যক্তিদিগের এইরূপ অধীর হওয়া উচিত নহে।৫

আমিও ভার্য্যা বিরহজন্য মহাদুঃখ প্রাপ্ত হইয়াছি, কিন্তু ধৈর্য্য পরিত্যাগ করি নাই এবং এইরূপ শোকও করি নাই।৬

আমি হীনজাতি বানর হইয়াও প্রিয়ার জন্য এইরূপ শোক করি নাই; কিন্তু আপনি মহাত্মা, অত্যন্ত ধীর এবং জ্ঞানী হইয়াও কি প্রকারে এইরূপ শোক করিতেছেন? ৭

আপনি ধৈর্য্য ধারণপূর্বক স্বীয় বিগলিত অশ্রুবেগ সংবরণ করুন; কারণ, সত্ত্বগুণাবলম্বী ব্যক্তিগণ যে ধৈর্য্যবলে অবিচলিতভাবে ন্যায়পথে অবস্থান করেন, সেই ধৈর্য্য পরিত্যাগ করা আপনার উচিত হইবে না।৮

(আত্মীয় বিয়োগাদি) মহবিপদ, অর্থনাশ ও জীবনান্তকর ভয় উপস্থিত হইলে যদি ধৈর্য্যবান্ পুরুষ নিজ বুদ্ধিবলে তাহা নিবারণের উপায় স্থির করেন, তাহা হইলে তিনি দুঃখভোগ করেন না।৯

যে মূঢ় ব্যক্তি সদা শোকাদিতে অভিভূত হইয়া পড়ে এবং তাহার বশবর্ত্তী হয়, সেইব্যক্তি অতিশয় ভারাক্রান্ত নৌকার ন্যায় অবশ হইয়া শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়া যায়।১০

এষোঽঞ্জলির্ময়া বদ্ধঃ প্রণয়াৎ ত্বাং প্রসাদয়ে।
পৌরুষং শ্রয় শোকস্য নান্তরং দাতুমর্হসি ॥১১
যে শোকমনুবর্ত্তন্তে ন তেষাং বিদ্যতে সুখম্।
তেজশ্চ ক্ষীয়তে তেষাং ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥১২
শোকেনাভিপ্রপন্নস্য জীবিতে চাপি সংশয়ঃ।
স শোকং ত্যজ রাজেন্দ্র ধৈর্য্যমাশ্রয় কেবলম্ ॥১৩
হিতং বয়স্যভাবেন ব্রূহি নোপদিশামি তে।
বয়স্যতাং পূজয়ন্মে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥১৪
মধুরং সান্ত্বিতস্তেন সুগ্রীবেণ স রাঘবঃ।
মুখমশ্রুপরিক্লিন্নং বস্ত্রান্তেন প্রমার্জ্জয়ৎ ॥১৫
প্রকৃতিস্থস্তু কাকুৎস্থঃ সুগ্রীববচনাৎ প্রভুঃ।
সংপরিষ্বজ্য সুগ্রীবমিদং বচনমব্রবীৎ ॥১৬

আমি প্রণয়বশতঃ কৃতাঞ্জলি হইয়া আপনাকে অনুরোধ করিতেছি যে, আপনি পৌরুষ অবলম্বন করুন, এখন আর শোককে প্রভাববিস্তারের সুযোগ দেওয়া আপনার উচিত হইবে না।১১

যাহারা শোকের অনুসরণ করে, তাহারা সুখ লাভ করিতে পারেনা এবং তাহাদের তেজও ক্ষীণ হইয়া পড়ে, এইকারণে আপনার শোক করা উচিত নয়।১২

হে রাজেন্দ্র! অত্যন্ত শোকাক্রান্ত পুরুষের জীবনেও সংশয় উপস্থিত হয়, অতএব আপনি একমাত্র ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্বক শোক পরিত্যাগ করুন।১৩

আমি আপনাকে উপদেশ দিতেছিনা, কেবল সখ্য-ভাবে আপনার হিতজনক বাক্যই বলিতেছি, আপনি আমার সখ্যভাবের সমাদর করিয়া শোক পরিত্যাগ করুন।১৪

সুগ্রীব এইরূপ মধুর বাক্যে সান্ত্বনা প্রদান করিলে রাম বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা অশ্রুপরিব্যাপ্ত বদন মার্জনা করিলেন এবং সুগ্রীবের বাক্যানুসারে প্রকৃতিস্থিত হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্বক এই কথা বলিলেন।১৫-১৬

হে সুগ্রীব! বয়স্যের শোকবিনাশের জন্য হিতৈষী স্নেহশীল বয়স্যের যেরূপ কার্য্য করা উচিত,

কর্ত্তব্যং যদ্ বয়স্যেন স্নিগ্ধেন চ হিতেন চ।
অনুরূপঞ্চ যুক্তঞ্চ কৃতং সুগ্রীব তত্ত্বয়া ॥১৭
এষ চ প্রকৃতিস্থোঽহমনুনীতস্ত্বয়া সখে।
দুর্লভোহীদৃশো বন্ধুরস্মিন্ কালে বিশেষতঃ ॥১৮
কিন্তু যত্নস্ত্বয়া কার্য্যো মৈথিল্যাঃ পরিমার্গণে।
রাক্ষসস্য চ রৌদ্রস্য রাবণস্য দুরাত্মনঃ ॥১৯
ময়া চ যদনুষ্ঠেয়ং বিস্রব্ধেন তদুচ্যতাম্।
বর্ষাস্বিব চ সুক্ষেত্রে সর্ব্বং সম্পদ্যতে তব ॥২০
ময়া চ যদিদং বাক্যমভিমানাৎ সমীরিতম্।
তত্ত্বয়া হরিশার্দ্দূল তত্ত্বমিত্যুপধার্য্যতাম্ ॥২১
অনৃতং নোক্তপূর্ব্বং মে ন চ বক্ষ্যে কদাচন।
এতৎ তে প্রতিজানামি সত্যেনৈব শপাম্যহম্ ॥২২

তুমি সেইরূপ যুক্তিযুক্ত কার্য্যই করিয়াছ। হে সখে! আমি তোমার সান্ত্বনায় প্রকৃতিস্থ হইলাম। এইরূপ বিপৎকালে তোমার ন্যায় বন্ধু নিতান্ত দুর্লভ।১৭-১৮

কিন্তু এখন মৈথিলী সীতা ও দুরাত্মা ভীমকর্মা রাক্ষস রাবণের অন্বেষণ বিষয়ে যত্ন করা কর্তব্য।১৯

সম্প্রতি আমাকেও তোমার যে কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে, তুমি কোন শঙ্কা না করিয়া বিশ্বস্তভাবে তাহা বল। যেমন বর্ষাকালে উৎকৃষ্টক্ষেত্রে রোপিত বীজ ফলদায়ক হয়, সেইরূপ তুমি আমার নিকটে যাহা বলিবে—তাহা সফল হইবে।২০

হে কপিবর! আমি অহঙ্কারপূর্ণ এই যে বাক্য বলিলাম, তাহা তুমি যথার্থ বলিয়া মনে কর।২১

আমি তোমার নিকটে সত্য দ্বারা শপথ করত প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি যে, আমি পূর্বে কখনও মিথ্যা কথা বলি নাই এবং ভবিষ্যতেও কখনও তাহা বলিব না।২২

রঘুনন্দন রামের প্রতিজ্ঞাপূর্ণ ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া, সুগ্রীব বানরমন্ত্রিগণসহ অত্যন্ত হৃষ্ট হইলেন।২৩

অনন্তর নরশ্রেষ্ঠ রাম ও বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীব উভয়ে মিত্ররূপে একান্তভাবে মিলিত হইয়া পরস্পরের

ততঃ প্রহৃষ্টঃ সুগ্রীবো বানরৈঃ সচিবৈঃ সহ।
রাঘবস্য বচঃ শ্রুত্বা প্রতিজ্ঞাতং বিশেষতঃ ॥২৩
এবমেকান্তসংপৃক্তৌ ততস্তৌ নর-বানরৌ।
উভাবন্যোন্যসদৃশং সুখং দুঃখমভাষতাম্ ॥২৪
মহানুভাবস্য বচো নিশম্য
হরির্নৃপাণামধিপস্য তস্য।
কৃতং স মেনে হরিবীরমুখ্য-
স্তদা চ কার্য্যং হৃদয়েন বিদ্বান্ ॥২৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে সপ্তমঃ সর্গঃ ॥

অনুরূপ সুখ ও দুঃখ বিষয়ক কথোপকথন করিতে লাগিলেন।২৪

তখন বানরবীরগণের প্রধান ও বিদ্বান্ সুগ্রীব নরপতিগণের অধিপতি মহানুভব রামের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে স্বীয় কার্য্য সুসিদ্ধ হইয়াছে—এইরূপ মনে করিলেন।২৫

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে সপ্তম সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টমঃ সর্গঃ

[রামসমীপে সুগ্রীবস্যাত্মদুঃখজ্ঞাপনম্, শ্রীরামস্য সুগ্রীবায়াশ্বাসদানম্, ভ্রাতৃদ্বয়স্য শত্রুতায়াঃ কারণজিজ্ঞাসা চ।]

পরিতুষ্টস্তু সুগ্রীবস্তেন বাক্যেন হর্ষিতঃ।
লক্ষ্মণস্যাগ্রজং শূরমিদং বচনমব্রবীৎ ॥১
সর্ব্বথাহমনুগ্রাহ্যো দেবতানাং ন সংশয়ঃ।
উপপন্নো গুণোপেতঃ যথা যস্য ভবান্মম ॥২
শক্যং খলু ভবেদ্ রাম সহায়েন ত্বয়াঽনঘ।
বররাজ্যমপি প্রাপ্তুং স্বরাজ্যং কিমুত প্রভো ॥৩
সোঽহং সভাজ্যো বন্ধূনাং সুহৃদাং চৈব রাঘব।
যস্যাগ্নিসাক্ষিকং মিত্রং লব্ধং রাঘববংশজম্ ॥৪
অহমপ্যনুরূপস্তে বয়স্যো জ্ঞাস্যসে শনৈঃ।
ন তু বক্তুং সমর্থোঽহং ত্বয়ি আত্মগতান্ গুণান্ ॥৫
মহাত্মনাং তু ভূয়িষ্ঠং ত্বদ্বিধানাং কৃতাত্মনাম্।
নিশ্চলা ভবতি প্রীতির্ধৈর্য্যমাত্মবতাং বর ॥৬
রজতং বা সুবর্ণং বা শুভান্যাভরণানি চ।
অবিভক্তানি সাধূনামবগচ্ছন্তি সাধবঃ ॥৭
আঢ্যো বাপি দরিদ্রো বা দুঃখিতঃ সুখিতোঽপি বা।
নির্দ্দোষশ্চ সদোষশ্চ বয়স্যঃ পরমা গতিঃ ॥৮
ধনত্যাগঃ সুখত্যাগো দেশত্যাগোঽপি বাঽনঘ।
বয়স্যার্থে প্রবর্ত্তন্তে স্নেহং দৃষ্ট্বা তথাবিধম্ ॥৯
তত্তথেত্যব্রবীদ্ রামঃ সুগ্রীবং প্রিয়দর্শনম্।
লক্ষ্মণস্যাগ্রতো লক্ষ্ম্যা বাসবস্যেব ধীমতঃ ॥১০
ততো রামং স্থিতং দৃষ্ট্বা লক্ষ্মণঞ্চ মহাবলম্।
সুগ্রীবঃ সর্ব্বতশ্চক্ষুর্বনে লোলমপানয়ৎ ॥১১
স দদর্শ ততঃ সালমবিদূরে হরীশ্বরঃ।
সুপুষ্পমীষৎপত্রাঢ্যং ভ্রমরৈরুপশোভিতম্ ॥১২

অষ্টম সর্গ

[সুগ্রীব কর্তৃক শ্রীরাম সমীপে আত্মদুঃখ জ্ঞাপন এবং শ্রীরাম কর্তৃক সুগ্রীবকে আশ্বাস দান ও ভ্রাতৃদ্বয়ের বৈরিতার কারণ জিজ্ঞাসা।]

সুগ্রীব লক্ষ্মণের অগ্রজ ভ্রাতা বিক্রমশালী রামের আমি কখনও মিথ্যা কথা বলি নাই ও বলিব না এইরূপ বাক্যে হর্ষলাভ করত পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বলিলেন,— যাহার সমুদয় গুণে বিভূষিত আপনি সখা তখন নিঃসংশয়ে আমি দেবগণের অনুগ্রহের পাত্র হইয়াছি।১-২

হে নির্দোষ রাম! হে প্রভো! আপনি সহায় হইলে দেবরাজ্যও অনায়াসে লাভ করা যাইতে পারে, সুতরাং স্বরাজ্য লাভ করার কথা আর কি বলিব? ৩

রঘুনন্দন! আপনি সুপ্রসিদ্ধ রঘুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আমি অগ্নিকে সাক্ষী করত আপনাকে মিত্ররূপে লাভ করিয়া নিশ্চয়ই সুহৃৎ ও বান্ধবদিগের প্রশংসাভাজন হইয়াছি। (আত্মপ্রশংসা নিতান্ত নিন্দিত কার্য্য, এইজন্যই) আমি আপনার নিকটে আত্ম গুণ সকল কীর্তন করিতে অসমর্থ হইতেছি; কিন্তু আপনি ক্রমে জানিতে পারিবেন যে, আমিও আপনার অনুরূপ বয়স্য।৪-৫

হে মনস্বিপ্রধান! আপনার ন্যায় বিশুদ্ধচিত্ত মহাত্মাগণের ধৈর্য্য ও প্রণয় অবিচলিত থাকে।৬

সাধুগণ সাধুমিত্র ও সুবর্ণ কিংবা রজতাদি শুভ আভরণ সকলকে এক বলিয়াই মনে করেন।৭

ধনী দরিদ্র, সুখী দুঃখী, নির্দোষ বা দোষযুক্ত সখা সখার পরম আশ্রয়স্বরূপ।৮

হে নিষ্পাপ! সজ্জনব্যক্তি নিজ মিত্রের অনুপম স্নেহলাভ করিয়া তাহার জন্য ধন, সুখ ও দেশ ত্যাগ করিয়া থাকেন।৯

দিব্যকান্তি শ্রীরাম ইন্দ্রতুল্য তেজস্বী বুদ্ধিমান্

তস্যৈকাং পর্ণবহুলাং শাখাং ভঙ্‌ক্ত্বা সুশোভিতাম্।
রামস্যাস্তীর্য্য সুগ্রীবো নিষসাদ স রাঘবঃ ॥১৩
তাবাসীনৌ ততো দৃষ্ট্বা হনুমানপি লক্ষ্মণম্।
শালশাখাং সমুৎপাট্য বিনীতমুপবেশয়ৎ ॥১৪
সুখোপবিষ্টং রামং তু প্রসন্নমুদধিং যথা।
সালপুষ্পাবসঙ্কীর্ণে তস্মিন্ গিরিবরোত্তমে ॥১৫
ততঃ প্রহৃষ্টঃ সুগ্রীবঃ শ্লক্ষ্ণয়া শুভয়া গিরা।
উবাচ প্রণয়াদ্ রামং হর্ষব্যাকুলিতাক্ষরম্ ॥১৬
অহং বিনিকৃতো ভ্রাতা চরাম্যেষ ভয়ার্দিতঃ।
ঋষ্যমূকং গিবিবরং হৃতভার্য্যঃ সুদুঃখিতঃ ॥১৭
সোঽহং ত্রস্তো ভয়ে মগ্নো বনে সম্ভ্রান্তচেতনঃ।
বালিনা নিকৃতো ভ্রাত্রা কৃতবৈরশ্চ রাঘব ॥১৮
বালিনো মে ভয়ার্ত্তস্য সর্ব্বলোকাভয়ঙ্কর।
মমাপি ত্বমনাথস্য প্রসাদং কর্ত্তুমর্হসি ॥১৯
এবমুক্তস্তু তেজস্বী ধর্ম্মজ্ঞ ধর্ম্মবৎসলঃ।
প্রত্যুবাচ স কাকুৎস্থঃ সুগ্রীবং প্রহসন্নিব ॥২০
উপকারফলং মিত্রমপকারোঽরিলক্ষণম্।
অদ্যৈব তং বধিষ্যামি তব ভার্য্যাপহারিণম্ ॥২১
ইমে হি মে মহাভাগ পত্রিণস্তিগ্মতেজসঃ।
কার্ত্তিকেয়বনোদ্ভূতাঃ শরা হেমবিভূষিতাঃ ॥২২
কঙ্কপত্রপরিচ্ছন্না মহেন্দ্রাশনিসন্নিভাঃ।
সুপর্বাণঃ সুতীক্ষ্ণাগ্রাঃ সরোষা ভুজগা ইব ॥২৩
বালিসংজ্ঞমমিত্রং তে ভ্রাতরং কৃতকিল্বিষম্।
শরৈর্বিনিহতং পশ্য বিকীর্ণমিব পর্ব্বতম্ ॥২৪

লক্ষ্মণের সম্মুখে প্রিয়বাদী সুগ্রীবকে বলিলেন,—সখে! তোমার কথা সম্পূর্ণ সত্য।১০

অনন্তর সুগ্রীব কোনও একদিন মহাবলশালী শ্রীরাম এবং লক্ষ্মণকে দণ্ডায়মান দেখিয়া বনের চতুর্দিকে চঞ্চল-নয়নে দৃষ্টিপাত করিলেন। এমন সময় বানররাজ সুগ্রীব তাঁহার নিকটে একটি শালবৃক্ষ দেখিতে পাইলেন, সেই বৃক্ষটি পুষ্প ও পত্রে সুশোভিত ছিল এবং ভ্রমরগণ মধুপানের জন্য তথায় উপবেশন করিয়া তাহার শোভা বর্দ্ধন করিয়াছিল। সুগ্রীব সেই বৃক্ষের বহু পত্র-পুষ্প শোভিত একটি শাখা ভগ্ন করিয়া শ্রীরামকে উপবেশন করিবার জন্য দিলেন এবং নিজেও শ্রীরামের সহিত সেই শাখার উপরে উপবেশন করিলেন।১১-১৩

শ্রীরাম ও সুগ্রীবকে সেই শাখার উপরে উপবিষ্ট দেখিয়া হনুমান্ শালবৃক্ষের একটি শাখা ভগ্ন করিয়া বিনম্রস্বভাব লক্ষ্মণকে উপবেশন করাইলেন।১৪

অনন্তর রাম শালপুষ্পে পূর্ণ পর্বতশ্রেষ্ঠ ঋষ্যমূকে পরমসুখে উপবেশন করিলে সুগ্রীব তাঁহার শান্ত সাগর-সদৃশ প্রশান্তমূর্তি দর্শন করিয়া আনন্দিত হইলেন এবং তাঁহাকে প্রণয়কাতর হর্ষ গদ্‌গদস্বরে এই মনোহরবাক্য বলিলেন।১৫-১৬

হে রঘুনন্দন! অগ্রজ বালী আমার ভার্য্যা হরণ করিয়া আমাকে রাজ্য হইতে বিতাড়িত করিয়াছে। আমি তাহার ভয়ে কাতর হইয়া দুঃখিতভাবে এই পর্বতশ্রেষ্ঠ ঋষ্যমূকের উপরই বিচরণ করিয়া থাকি। জ্যেষ্ঠভ্রাতা বালী আমাকে রাজ্য হইতে বিতাড়িত করিয়া আমার সহিত শত্রুতা করিয়াছে। আমি নিরন্তর ভ্রান্তচিত্ত ও অত্যন্ত ভীত হইয়া ভয়মগ্ন হইয়াছি।১৭-১৮

আপনি সকলপ্রাণীকেই অভয় প্রদান করিয়া থাকেন, আমিও বালীর ভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়াছি এবং আপনি ভিন্ন আমাকে রক্ষা করে, এমন আর কেহই নাই; আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া এই ভয় হইতে আমাকে পরিত্রাণ করুন।১৯

সুগ্রীব এইরূপ বলিলে ধর্মজ্ঞ, ধর্মবৎসল ও তেজস্বী কাকুৎস্থ রাম যেন ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে তাঁহাকে বলিলেন। উপকার দ্বারা মিত্রতা এবং অপকার দ্বারা শত্রুতা জন্মিয়া থাকে, অতএব আমি অদ্যই তোমার ভার্য্যাপহারী শত্রু বালীকে বিনাশ করিব।২০-২১

হে মহাভাগ! আমার তেজদীপ্ত বাণসমূহ কার্তিকেয়ের জন্মভূমি শরবন হইতে উৎপন্ন এবং সেই বাণসকল সুবর্ণবেষ্টিত, কঙ্কপত্রসমাচ্ছাদিত ও তাহাদিগের অগ্রভাগ অতিশয় তীক্ষ্ণ। মহেন্দ্রের বজ্রের ন্যায়

রাঘবস্য বচঃ শ্রুত্বা সুগ্রীবো বাহিনীপতিঃ।
প্রহর্ষমতুলং লেভে সাধু সাধ্বিতি চাব্রবীৎ ॥২৫
রাম শোকাভিভূতোঽহং শোকার্ত্তানাং ভবান্ গতিঃ।
বয়স্য ইতি কৃত্বা হি ত্বয্যহং পরিদেবয়ে ॥২৬
তং হি প্রাণিপ্রদানেন বয়স্যো মেঽগ্নিসাক্ষিকম্।
কৃতঃ প্রাণৈর্বহুমতঃ সত্যেন চ শপাম্যহম্ ॥২৭
বয়স্য ইতি কৃত্বা চ বিস্রব্ধঃ প্রবদাম্যহম্।
দুঃখমন্তর্গতং তন্মে মনো হরতি নিত্যশঃ ॥২৮
এতাবদুক্ত্বা বচনং বাষ্পদূষিতলোচনঃ।
বাষ্পদূষিতয়া বাচা নোচ্চৈঃ শক্নোতি ভাষিতুম্ ॥২৯
বাষ্পবেগং তু সহসা নদীবেগমিবাগতম্।
ধারয়ামাস ধৈর্য্যেণ সুগ্রীবো রামসন্নিধৌ ॥৩০
স নিগৃহ্য তু তং বাষ্পং প্রমৃজ্য নয়নে শুভে।
বিনিঃশ্বস্য চ তেজস্বি রাঘবং পুনরুচিবান্ ॥৩১
পুরাঽহং বালিনা রাম রাজ্যাৎ স্বাদবরোপিতঃ।
পরুষাণি চ সংশ্রাব্য নির্ধূতোঽস্মি বলীয়সা ॥৩২
হৃতা ভার্য্যা চ মে তেন প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সী।
সুহৃদশ্চ মদীয়া যে সংযতা বন্ধনেষু তে ॥৩৩
যত্নবাংশ্চ স দুষ্টাত্মা মদ্বিনাশায় রাঘব।
বহুশস্তৎপ্রযুক্তাশ্চ বানরা নিহতা ময়া ॥৩৪
শঙ্কয়াত্বেত যাহঞ্চ দৃষ্ট্বা ত্বামপি রাঘব।
নোপসর্পাম্যহং ভীতো ভয়ে সর্ব্বে হি বিভ্যতি ॥৩৫
কেবলং হি সহায়া মে হনুমৎপ্রমুখাস্ত্বিমে।
অতোঽহং ধারয়াম্যদ্য প্রাণান্ কৃচ্ছ্রগতোঽপি সন্ ॥৩৬

ও ক্রুদ্ধ বিষধর সর্পের তুল্য আমার বাণসকলের দ্বারা তোমার অগ্রজ ও অপকারকারী পরমশত্রু বালী অদ্যই বিনিহত হইয়া বিদীর্ণ পর্বতশৃঙ্গের ন্যায় ভূমিতলে পতিত হইবে,—তাহা তুমি অবলোকন কর।২২-২৪

বানররাজ সুগ্রীবকে রঘুনন্দন রাম এইকথা বলিলে সুগ্রীব অতুলনীয় আনন্দ লাভ করিলেন এবং তাঁহাকে বারংবার সাধুবাদ দিতে লাগিলেন।২৫

হে রাম! আপনি শোকার্তদিগের পরম গতি। আমি শোকে অতিশয় অভিভূত হইয়াছি, সেইজন্য বয়স্যবোধে আপনার নিকট শোক প্রকাশ করিতেছি।২৬

আমি অগ্নিসাক্ষী করিয়া আপনাকে সখা করিয়াছি; আপনি আমার প্রাণ অপেক্ষাও সমধিক প্রিয়, ইহা আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি।২৭

আমার অন্তর সতত যে জন্য ব্যথিত হইতেছে, যে সকল দুঃখ আমার মনকে ব্যাকুলিত করিতেছে, সখাবোধে বিশ্বস্তচিত্তে আপনার নিকট সেই দুঃখ সকল বলিতেছি। এইরূপ বলিতে বলিতে সুগ্রীবের নয়নদ্বয় বাষ্পপূর্ণ ও স্বর অবরুদ্ধ হওয়ায় তিনি আর কিছুই বলিতে পারিলেন না। সুগ্রীব রামের সমীপে ধৈর্য্য ধারণ করিয়া নদীপ্রবাহের ন্যায় সহসা সমাগত সেই অশ্রুবেগ সম্বরণ করিলেন।২৮-৩০

অশ্রুবেগ সম্বরণপূর্বক সুন্দর নয়নদ্বয় মার্জন করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করত পুনরায় তাঁহাকে বলিলেন,—হে রাম! বালী আমাকে অত্যন্ত কর্কশ-বাক্যে ভর্ৎসনা করত রাজ্য হইতে বিতাড়িত করিয়া আমার জীবন অপেক্ষা প্রিয়তমা ভার্য্যাকে অপহরণ করিয়াছে এবং আমার আত্মীয়বর্গকে কারাগারে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে।৩১-৩৩

হে রঘুনন্দন! (সেই দুরাত্মা এইরূপ করিয়াও ক্ষান্ত হয় নাই,) আমার জীবনবিনাশ করিবার জন্য নিরন্তর যত্ন করিতেছে। সে আমাকে বিনাশ করিবার জন্য অনেকবার অনেক বানরকে এখানে পাঠাইয়াছিল, আমি তাহাদিগকে নিহত করিয়াছি।৩৪

হে রাম! এই আশঙ্কা করিয়া আমি আপনাকে দেখিয়াও ভীত হইয়াছিলাম, সেইজন্যই আপনার নিকট গমন করি নাই; কারণ, উৎকট ভয়ে প্রাণিমাত্রেরই সর্বদা ভয় জন্মিয়া থাকে।৩৫

কেবল এই হনুমান্ প্রভৃতি চারিজন বানর আমার সহায় আছেন; তাই আমি এইরূপ বিপন্ন হইয়াও কেবল ইঁহাদিগের বুদ্ধি ও বিক্রমবলেই এই পর্য্যন্ত জীবিত রহিয়াছি।৩৬

এতে হি কপয়ঃ স্নিগ্ধা মাং রক্ষন্তি সমন্ততঃ।
সহ গচ্ছন্তি গন্তব্যে নিত্যং তিষ্ঠন্তি চাস্থিতে ॥৩৭
সংক্ষেপস্ত্বেষ মে রাম কিমুক্ত্বা বিস্তরং হি তে।
স মে জ্যেষ্ঠো রিপুর্ভ্রাতা বালী বিশ্রুতপৌরুষঃ ॥৩৮
তদ্বিনাশেঽপি মে দুঃখং প্রমৃষ্টং স্যাদনন্তরম্।
সুখং মে জীবিতঞ্চৈব তদ্বিনাশনিবন্ধনম্ ॥৩৯
এষ মে রাম শোকান্তঃ শোকার্ত্তেন নিবেদিতঃ।
দুঃখিতঃ সুখিনো বাপি সখ্যুর্নিত্যং সখা গতিঃ ॥৪০
শ্রুত্বৈতচ্চ বচো রামঃ সুগ্রীবমিদমব্রবীৎ।
কিং নিমিত্তমভূদ্ বৈরং শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ॥৪১
সুখং হি কারণং শ্রুত্বা বৈরস্য তব বানর।
আনন্তর্য্যাদ্ বিধাস্যামি সম্প্রধার্য্য বলাবলম্ ॥৪২
বলবান্ হি মমামর্ষঃ শ্রুত্বা ত্বামবমানিতম্।
বর্দ্ধতে হৃদয়োৎকম্পী প্রাবৃড়্বেগ ইবাম্ভসঃ ॥৪৩
হৃষ্টঃ কথয় বিস্রব্ধো যাবদারোপ্যতে ধনুঃ।
সৃষ্টশ্চ হি ময়া বাণো নিরস্তশ্চ রিপুস্তব ॥৪৪
এবমুক্তস্তু সুগ্রীবঃ কাকুৎস্থেন মহাত্মনা।
প্রহর্ষমতুলং লেভে চতুর্ভিঃ সহ বানরৈঃ ॥৪৫
ততঃ প্রহৃষ্টবদনঃ সুগ্রীবো লক্ষ্মণাগ্রজে।
বৈরস্য কারণং তত্ত্বমাখ্যাতুমপচক্রমে ॥৪৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে অষ্টমঃ সর্গঃ ॥

এই বানরগণ আমাকে বড়ই ভালবাসেন, এই কারণে আমাকে সর্বতোভাবে রক্ষা করিয়া থাকেন। আমি যেখানে গমন করি, ইঁহারা আমার সহিত সেখানে গমন করেন এবং যেখানে অবস্থিত হই, আমার সহিত সেখানে অবস্থান করেন।৩৭

হে রাম! আপনার নিকটে বিস্তারিতরূপে বর্ণনা করিবার আবশ্যক কি? সংক্ষেপে আমার বৃত্তান্ত এই যে, জগতের মধ্যে বিখ্যাতপরাক্রমশালী জ্যেষ্ঠভ্রাতা বালী আমার পরম শত্রু। এক্ষণে সে বিনষ্ট হইলেই আমার দুঃখ দূর হইবে, তাহার বিনাশই আমার জীবনে সুখলাভের কারণ হইয়াছে।৩৮-৩৯

হে রাম! সখা দুঃখিতই থাকুন বা সুখীই থাকুন, সখা সকলসময়েই সখার দুঃখমোচনে যত্ন করিয়া থাকে, অতএব আমি অত্যন্ত শোকার্ত হইয়া আপনার নিকটে নিজ দুঃখনিবারণের উপায় বলিলাম।৪০

রাম সুগ্রীবের এইবাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন,—হে বানররাজ! কি কারণে বালীর সহিত তোমার শত্রুতা জন্মিয়াছে? তাহা আমি যথার্থরূপে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি।৪১

হে বানররাজ! বালীর সহিত তোমার শত্রুতা জন্মিবার কারণ শ্রবণ করিয়া আমি নিজের ও তোমার শত্রুর বলাবল নির্ণয়পূর্বক যাহা করণীয়, তাহাই করিব। তুমি অপমানিত হইয়াছ, ইহা শুনিয়াই আমার অত্যন্ত ক্রোধবেগ বর্ষাকালীন নদীবেগের ন্যায় পরিবর্ধিত হইতেছে এবং আমার হৃদয় কম্পিত হইতেছে। যতক্ষণ না আমি ধনুতে জ্যা (গুণ) আরোপণ করি, ততক্ষণ তোমার শত্রু বালী জীবিত থাকিবে; আমি অস্ত্র পরিত্যাগ করিলেই সে নিহত হইবে। অতএব তুমি হৃষ্টচিত্তে বিশ্বস্তভাবে আমার নিকটে তাহার সহিত শত্রুতা জন্মিবার কারণ বল।৪২-৪৪

মহাত্মা কাকুৎস্থ রাম এইরূপ বলিলে সুগ্রীব ও সহচর বানরচতুষ্টয় অতুল আনন্দ প্রাপ্ত হইলেন এবং অত্যন্ত হৃষ্টমুখে লক্ষ্মণাগ্রজ রামের নিকটে বালীর শত্রুতা জন্মিবার কারণ বলিতে আরম্ভ করিলেন।৪৫-৪৬

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে অষ্টম সর্গ সমাপ্ত।

নবমঃ সর্গঃ

[সুগ্রীবস্য শ্রীরামসমীপে বালিনা সহ স্বস্য শত্রুতায়াঃ কারণবর্ণনম্ ।]

বালী নাম মম ভ্রাতা জ্যেষ্ঠঃ শত্রুনিষূদনঃ ।
পিতুর্বহুমতো নিত্যং মম চাপি তথা পুরা ॥১
পিতর্য্যুপরতে তস্মিন্ জ্যেষ্ঠোঽয়মিতি মন্ত্রিভিঃ ।
কপীনামীশ্বরো রাজ্যে কৃতঃ পরমসম্মতঃ ॥২
রাজ্যং প্রশাসতস্তস্য পিতৃপৈতামহং মহৎ ।
অহং সর্ব্বেষু কালেষু প্রণতঃ প্রেষ্যবৎ স্থিতঃ ॥৩
মায়াবী নাম তেজস্বী পূর্ব্বজো দুন্দুভেঃ সুতঃ ।
তেন তস্য মহদ্ বৈরং বালিনঃ স্ত্রীকৃতং পুরা ॥৪
স তু সুপ্তে জনে রাত্রৌ কিষ্কিন্ধাদ্বারমাগতঃ ।
নর্দতি স্ম সুসংরব্ধো বালিনং চাহ্বয়দ্ রণে ॥৫
প্রসুপ্তস্তু মম ভ্রাতা নর্দতো ভৈরবস্বনম্ ।
শ্রুত্বা ন মমৃষে বালী নিষ্পপাত জবাত্তদা ॥৬
স তু বৈ নিঃসৃতঃ ক্রোধাত্তং হন্তুমসুরোত্তমম্ ।
বার্য্যমাণস্ততঃ স্ত্রীভির্ময়া চ প্রণতাত্মনা ॥৭
স তু নির্ধূয় তাঃ সর্ব্বা নির্জগাম মহাবলঃ ।
ততোঽহমপি সৌহার্দান্নিঃসৃতো বালিনা সহ ॥৮
স তু মে ভ্রাতরং দৃষ্ট্বা মাঞ্চ দূরাদবস্থিতম্ ।
অসুরো জাতসন্ত্রাসঃ প্রদুদ্রাব তদা ভৃশম্ ॥৯
তস্মিন্ দ্রবতি সন্ত্রস্তে হ্যাবাং দ্রুততরং গতৌ ।
প্রকাশোঽপি কৃতো মার্গশ্চন্দ্রেণোদ্‌গচ্ছতা তদা ॥১০

নবম সর্গ

[সুগ্রীব কর্তৃক শ্রীরাম সমীপে বালীর সহিত তাহার শত্রুতার কারণ বর্ণন ।]

সুগ্রীব বলিলেন,—আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা শত্রুবিনাশী সেই বালী পিতার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন, আমিও পূর্বে তাহাকে অতিশয় ভক্তি করিতাম ।১

অনন্তর পিতা পরলোকে গমন করিলে মন্ত্রিগণ সকলের সম্মতিক্রমে জ্যেষ্ঠ বলিয়া তাহাকে বানররাজ্যের রাজা করিলেন ।২

সে পিতৃ-পিতামহ প্রাপ্ত সুবৃহৎ বানররাজ্য শাসন করিতে থাকিলে আমি দাসের ন্যায় তাঁহার নিকটে সর্বদা প্রণত থাকিতাম ।৩

দুন্দুভিনামক অসুরের জ্যেষ্ঠপুত্র মায়াবীনামক অসুরের সহিত বালীর স্ত্রীর জন্য শত্রুতা জন্মিয়াছিল ।৪

এই সময়ে একদিন রাত্রিকালে সকলে নিদ্রিত হইলে সেই অসুর কিষ্কিন্ধানগরীর দ্বারে আসিয়া ক্রুদ্ধভাবে গর্জন করিতে করিতে বালীকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করিল ।৫

সেইসময় আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা বালী নিদ্রিত ছিলেন, তিনি অসুরের ভয়ঙ্কর গর্জনে জাগরিত হইলেন এবং সেই গর্জন সহ্য করিতে না পারিয়া দ্রুতগতিতে গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন ।৬

তারপর আমি এবং তাঁহার ভার্য্যাগণ তাঁহাকে গমন করিতে নিষেধ করিলে তিনি তাহা অগ্রাহ্য করিয়া ক্রোধভরে সেই অসুরশ্রেষ্ঠ মায়বীকে বধ করিবার জন্য নির্গত হইলেন ।৭

মহাবল বালী আমাদের সকলকে অপসারিত করিয়া পুরী হইতে নির্গত হইলেন । তারপর আমিও সৌহার্দ-বশতঃ তাহার সহিত নির্গত হইলাম ।৮

সেই মায়াবী অসুর দূর হইতে আমাকে ও আমার ভ্রাতাকে অবস্থিত দেখিয়া অত্যন্ত ভীত হইল এবং অতিবেগে পলায়ন করিতে লাগিল ।৯

তখন চন্দ্রের আলোকে পথ অতিশয় আলোকিত

স তৃণৈরাবৃতং দুর্গং ধরণ্যা বিবরং মহৎ।
প্রবিবেশাসুরো বেগাদাবামাসাদ্য বিষ্ঠিতৌ ॥১১
তং প্রবিষ্টং রিপুং দৃষ্ট্বা বিলং রোষবশং গতঃ।
মামুবাচ ততো বালী বচনং ক্ষুভিতেন্দ্রিয়ঃ ॥১২
ইহ তিষ্ঠাদ্য সুগ্রীব বিলদ্বারি সমাহিতঃ।
যাবদত্র প্রবিশ্যাহং নিহন্মি সমরে রিপুম্ ॥১৩
ময়া ত্বেতদ্বচঃ শ্রুত্বা যাচিতঃ স পরন্তপঃ।
শাপয়িত্বা চ মাং পদ্ভ্যাং প্রবিবেশ বিলং ততঃ ॥১৪
তস্য প্রবিষ্টস্য বিলং সাগ্রঃ সংবৎসরো গতঃ।
স্থিতস্য চ বিলদ্বারি স কালো ব্যত্যবর্ত্তত ॥১৫
অহং তু নষ্টং তং জ্ঞাত্বা স্নেহাদাগতসম্ভ্রমঃ।
ভ্রাতরং ন প্রপশ্যামি পাপশঙ্কি চ মে মনঃ ॥১৬

অথ দীর্ঘস্য কালস্য বিলাত্তস্মাদ্ বিনিঃসৃতম্।
সফেনং রুধিরং দৃষ্ট্বা ততোঽহং ভৃশদুঃখিতঃ ॥১৭
নর্দতামসুরাণাঞ্চ ধ্বনির্মে শ্রোত্রমাগতঃ।
ন রতস্য চ সংগ্রামে ক্রোশতোঽপি স্বনো গুরোঃ ॥১
অহং ত্ববগতো বুদ্ধ্যা চিহ্নৈস্তৈর্ভ্রাতরং হতম্।
পিধায় চ বিলাদ্বারং শিলয়া গিরিমাত্রয়া ॥১৯
শোকার্ত্তশ্চোদকং কৃত্বা কিষ্কিন্ধামাগতঃ সখে।
গূহমানস্য মে তত্ত্বং যত্নতো মন্ত্রিভিঃ শ্রুতম্ ॥২০
ততোঽহং তৈঃ সমাগম্য সমেতৈরভিষেচিতঃ।
রাজ্যং প্রশাসতস্তস্য ন্যায়তো মম রাঘব ॥২১
আজগাম রিপুং হত্বা দানবং স তু বানরঃ।
অভিষিক্তং তু মাং দৃষ্ট্বা ক্রোধাৎ সংরক্তলোচনঃ ॥২

ছিল। সে ভীত হইয়া দ্রুতপদে ধাবিত হইলে আমরাও দ্রুতবেগে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলাম। অনন্তর সেই অসুর তৃণাবৃত দুর্গম এক বৃহৎ ভূমির—গর্ত্তমধ্যে অতি বেগে প্রবেশ করিল, আমরাও তাহার দ্বারদেশে যাইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।১০-১১

শত্রুকে গর্ত্তমধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া বালী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং আমাকে বলিলেন,—সুগ্রীব! আমি এই গর্ত্তমধ্যে প্রবেশ করিতেছি যতকাল পর্য্যন্ত যুদ্ধে শত্রুকে বিনাশ না করি, তুমি ততকাল এইস্থানে সাবধান হইয়া অবস্থান কর।১২-১৩

শত্রুনাশন বালীর উক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া আমি তাঁহার সহিত গর্ত্তমধ্যে গমন করিতে প্রার্থনা করিলাম; কিন্তু তিনি চরণের দিব্য দিয়া আমাকে নিবারণপূর্ব্বক স্বয়ংই গর্ত্তমধ্যে প্রবেশ করিলেন।১৪

তিনি গর্ত্তমধ্যে প্রবেশ করিলে ক্রমে এক বৎসরকাল অতীত হইল, আমিও তাবৎকাল গর্ত্তদ্বারে অবস্থিত রহিলাম।১৫

সংবৎসর অতীত হইলেও যখন আমি ভ্রাতা বালীকে দেখিতে পাইলাম না, তখন আমার চিত্ত তাঁহার অনিষ্ট আশঙ্কা করিতে লাগিল। আমি তাহাকে মৃত মনে করিয়া স্নেহবশতঃ অত্যন্ত বিহ্বল হইয়া পড়িলাম।১৬

অনন্তর দীর্ঘকাল পরে সেই গর্ত্ত হইতে ফেনযুক্ত রক্ত নির্গত হইতে লাগিল। ইহা দর্শন করিয়া আমি অতিশয় দুঃখিত হইলাম; কেননা, তখন কেবল গর্জ্জনকারী অসুরদিগের গর্জ্জন শব্দই আমার কর্ণগোচর হইল, কিন্তু আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বালী গর্জ্জন করিতে থাকিলেও তাহা আমার কর্ণগোচর হইল না।১৭-১৮

হে সখে! আমি সেই সমস্ত চিহ্ন দ্বারা ভ্রাতা বালীকে নিহত মনে করিয়া এক পর্ব্বত প্রমাণ প্রস্তরখণ্ড দ্বারা গর্ত্তদ্বার রুদ্ধ করিলাম।১৯

তারপর শোকার্ত্ত হইয়া তাঁহার তর্পণাদি সম্পাদন করত কিষ্কিন্ধানগরীতে ফিরিয়া আসিলাম। হে সখে! আমি যত্নের সহিত প্রকৃত বৃত্তান্ত গোপন করিতে থাকিলেও মন্ত্রিগণ তাহা শ্রবণ করিল।২০

তখন সকলে মিলিত হইয়া আমাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। হে রঘুনন্দন! তদনন্তর আমি যথারীতি রাজ্য পালন করিতে থাকিলে বানরশ্রেষ্ঠ বালী দানবকে বিনাশ করিয়া গৃহে আগমন করিলেন এবং আমাকে রাজ্যে অভিষিক্ত দেখিয়া ক্রোধে আরক্ত চক্ষু হইয়া আমার মন্ত্রীদিগকে বন্ধনপূর্ব্বক কর্কশবাক্যে ভর্ৎসনা

মদীয়ান্ মন্ত্রিণো বদ্ধা পরুষং বাক্যমব্রবীৎ।
নিগ্রহে চ সমর্থস্য তং পাপং প্রতি রাঘব ॥২৩
ন প্রাবর্ত্তত মে বুদ্ধির্ভ্রাতৃগৌরবযন্ত্রিতা।
হত্বা শত্রুং স মে ভ্রাতা প্রবিবেশ পুরং তদা ॥২৪
মানয়ন্তং মহাত্মানং যথাবচ্চাভিবাদয়ম্।
উক্তাশ্চ নাশিষস্তেন প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা ॥২৫
নত্বা পাদাবহং তস্য মুকুটেনাস্পৃশং প্রভো।
অপি বালী মম ক্রোধান্ন প্রসাদং চকার সঃ ॥২৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে নবমঃ সর্গঃ ॥

করিতে লাগিলেন। যখন আমার সেই পাপাচারী ভ্রাতা বালী শত্রুকে নিহত করিয়া পুরীমধ্যে প্রবেশ করিলেন, তখন আমি তাঁহাকে পরাস্ত করিতে পারিতাম, কিন্তু জ্যেষ্ঠভ্রাতা বলিয়া তাহা করিলাম না।২১-২৪

অধিকন্তু তাহাকে সমুচিত সম্মান করিয়া অভিবাদন করিলাম। কিন্তু তিনি হৃষ্টচিত্তে আমাকে আশীর্বাদ করিলেন না।২৫

হে প্রভো! আমি মুকুট দ্বারা তাঁহার চরণ স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলাম, তথাপি তিনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইলেন না—কুপিত হইয়াই রহিলেন।২৬

মহর্ষি বাল্মিকীপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে নবম সর্গ সমাপ্ত।

দশমঃ সর্গঃ

[ভ্রাতা সহ শক্রতায়াঃ কারণজ্ঞাপনম্, প্রসঙ্গেন বলিনে সম্মানদানস্য চ স্বীয়বিতাড়নস্য বৃত্তান্ত কথনম্ ।]

ততঃ ক্রোধসমাবিষ্টং সংরব্ধং তমুপাগতম্ ।
অহং প্রসাদয়াঞ্চক্রে ভ্রাতরং হিতকাম্যয়া ॥১
দিষ্ট্যাসি কুশলী প্রাপ্তো নিহতশ্চ ত্বয়া রিপুঃ ।
অনাথস্য হি মে নাথস্ত্বমেকোঽনাথনন্দন ॥২
ইদং বহুশলাকং তে পুর্ণচন্দ্রমিবোদিতম্ ।
ছত্রং সবালব্যজনং প্রতীচ্ছস্ব ময়া ধৃতম্ ॥৩
আর্ত্তস্তস্য বিলদ্বারি স্থিতঃ সংবৎসরং নৃপ ।
দৃষ্ট্বা চ শোণিতং দ্বারি বিলাচ্চাপি সমুত্থিতম্ ॥৪
শোকসংমগ্নহৃদয়ো ভৃশং ব্যাকুলিতেন্দ্রিয়ঃ ।
অপিধায় বিলদ্বারং শৈলশৃঙ্গেণ তত্তদা ॥৫
তস্মাদ্দেশাদপাক্রম্য কিষ্কিন্ধাং প্রাবিশং পুনঃ ।
বিষাদাত্ত্বিহ মাং দৃষ্ট্বা পৌরৈর্মন্ত্রিভিরেব চ ॥৬
অভিষিক্তো ন কামেন তন্মে ক্ষন্তুং ত্বমর্হসি ।
ত্বমেব রাজা মানার্হঃ সদা চাহং যথা পুরা ॥৭
রাজা ভাবে নিয়োগোঽয়ং মম ত্বদ্‌বিরহাৎ কৃতঃ ।
সামাত্যপৌরনগরং স্থিতং নিহতকণ্টকম্ ॥৮
ন্যাসভূতমিদং রাজ্যং তব নির্যাতয়াম্যহম্ ।
মা চ রোষং কৃথাঃ সৌম্য মম শক্রনিষূদন ॥৯
যাচে ত্বাং শিরসা রাজন্ ময়া বদ্ধোঽয়মঞ্জলিঃ ।
বলাদস্মিন্ সমাগম্য মন্ত্রিভিঃ পুরবাসিভিঃ ॥১০

দশম সর্গ

[ভ্রাতার সহিত শক্রতার কারণ জ্ঞাপন ও প্রসঙ্গক্রমে সুগ্রীব কর্তৃক বালীর সম্মানদানের কথা ও বালী কর্তৃক স্বীয় বিতাড়ন বৃত্তান্ত জ্ঞাপন ।]

অনন্তর আমি তাঁহার হিতকামনা করিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ সমাগত ভ্রাতাকে প্রসন্ন করিবার জন্য বলিলাম ।১

হে প্রভো ! আপনি সৌভাগ্যক্রমে কুশলে সমাগত হইলেন এবং আপনার হস্তে শক্র নিহত হইয়াছে। আপনি অনাথের আনন্দ বর্ধন করিয়াছেন। আমি অনাথ, আপনিই আমার একমাত্র রক্ষাকর্তা ।২

আমি এতদিন আপনার এই নবোদিত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় বহু শলাকাসমন্বিত চামর ব্যজনের সহিত শ্বেতচ্ছত্র মস্তকে ধারণ করিয়াছিলাম, এক্ষণে অর্পণ করিতেছি, আপনি গ্রহণ করুন ।৩

হে রাজন্ ! আমি আপনার চিন্তায় কাতর হইয়া সংবৎসরকাল সেই গর্ত দ্বারে অবস্থিত ছিলাম। অনন্তর একদিন গর্তের মধ্য হইতে দ্বারদেশে রক্তধারা নির্গত হইতে দেখিলাম। এইভাবে রক্তধারা নির্গত হইতেছে দেখিয়া আমার হৃদয় শোকে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল এবং আমার ইন্দ্রিয়সকল ব্যাকুল হইয়া পড়িল। পরে আমি এক পর্বতশৃঙ্গ দ্বারা সেই গর্তদ্বার আচ্ছাদনপূর্বক তথা হইতে প্রস্থান করত পুনরায় কিষ্কিন্ধানগরীতে প্রবেশ করিলাম। আমি বিষণ্ণ হইয়া একাকী পুরীমধ্যে প্রবেশ করিলাম। আমাকে একাকী দেখিয়া অমাত্য ও পৌরগণ আমাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছেন, আমি কিন্তু স্বেচ্ছাবশতঃ অভিষিক্ত হই নাই। তথাপি আমার যে অপরাধ হইয়াছে, তাহা আপনি ক্ষমা করুন। আপনিই রাজা ও আমার সম্মান-ভাজন, আমি পূর্বে যেমন দাসের ন্যায় আপনার সেবা করিতাম, এখনও সেইরূপে সেবা করিব ।৪-৭

কেবল আপনার বিনাশ আশঙ্কা করিয়াই পুরবাসিগণ এবং অমাত্যগণ আমাকে রাজ্যপালনে নিয়োগ করিয়াছেন। হে শক্রনাশন ! মন্ত্রিগণ, পুরবাসিগণ ও নগর সমেত নিষ্কণ্টক আপনার এই রাজ্য আমার নিকট গচ্ছিতধনের ন্যায় রক্ষিত ছিল ; আপনাকে তাহা প্রত্যর্পণ করিলাম।

রাজভাবে নিযুক্তোঽহং শূন্যদেশজিগীষয়া।
স্নিগ্ধমেবং ব্রুবাণং মাং স বিনির্ভর্ৎস্য বানরঃ ॥১১
ধিক্ ত্বামিতি চ মামুক্ত্বা বহু তত্তদুবাচ হ।
প্রকৃতাশ্চ সমানীয় মন্ত্রিণশ্চৈব সম্মতান্ ॥১২
মামাহ সুহৃদাং মধ্যে বাক্যং পরমগর্হিতম্।
বিদিতং বো ময়া রাত্রৌ মায়াবী স মহাসুরঃ ॥১৩
মাং সমাহ্বয়ত ক্রুদ্ধো যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী তদা পুরা।
তস্য তন্নাসিতং শ্রুত্বা নিঃসৃতোঽহং নৃপালয়াৎ ॥১৪
অনুজাতশ্চ মাং তূর্ণময়ং ভ্রাতা সুদারুণঃ।
স তু দৃষ্ট্বৈব মাং রাত্রৌ সদ্বিতীয়ং মহাবলঃ ॥১৫
প্রাদ্রবত্তয়সন্ত্রস্তো বীক্ষ্যাবাং সমুপগতৌ।
অভিদ্রুতস্তু বেগেন বিবেশ স মহাবিলম্ ॥১৬
তং প্রবিষ্টং বিদিত্বা তু সুঘোরং সুমহদ্বিলম্।
অয়মুক্তোঽথ মে ভ্রাতা ময়া তু ক্রূরদর্শনঃ ॥১৭
অহত্বা নাস্তি মে শক্তিঃ প্রতিগন্তুমিতঃ পুরীম্।
বিলদ্বারি প্রতীক্ষ ত্বং যাবদেনং নিহন্ম্যহম্ ॥১৮
স্থিতোঽয়মিতি মত্বাহং প্রবিষ্টস্তু দুরাসদম্।
তং মে মার্গয়তস্তত্র গতঃ সংবৎসরস্তদা ॥১৯
স তু দৃষ্টো ময়া শত্রুরনির্বেদাদ্ভয়াবহঃ।
নিহতশ্চ ময়া সদ্যঃ স সর্বৈঃ সহ বন্ধুভিঃ ॥২০
তস্যাস্যাত্তু প্রবৃত্তেন রুধিরৌঘেণ তদ্বিলম্।
পূর্ণমাসীদ্দুরাক্রামং স্তনতস্তস্য ভূতলে ॥২১
সূদয়িত্বা তু তং শত্রুং বিক্রান্তং তমহং সুখম্।
নিষ্ক্রামং নেহ পশ্যামি বিলস্য পিহিতং মুখম্ ॥২২

এতকাল পর্য্যন্ত এই রাজ্যে অরাজকতা দোষজনিত কোন অত্যাচার ঘটে নাই। হে প্রিয়দর্শন! আমি কৃতাঞ্জলিপুটে অবনতমস্তকে আপনার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি, আপনি আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইবেন না। হে রাজন্! মন্ত্রী ও পৌরগণ সকলে মিলিত হইয়া রাজ্য অরাজক হওয়ায় পাছে কোন শত্রু এই রাজ্য আক্রমণ করিয়া বসে, এই ভয়ে বলপূর্বক আমাকে রাজ্যপালনে নিয়োগ করিয়াছেন। আমি শান্তভাবে ঐরূপ বলিলে বানর-শ্রেষ্ঠ বালী আমাকে ভর্ৎসনা করত 'তোকে ধিক্' ইহা বলিয়া নানাপ্রকার আরও কর্কশবাক্য বলিল এবং অনুগত মন্ত্রী ও পৌরদিগকে আনয়ন পূর্বক তাহাদিগের সমক্ষে আমাকে উদ্দেশ করিয়া এই অতিশয় গর্হিত-কথা বলিতে লাগিল,—তোমরা জ্ঞাত আছ যে, পূর্বে রাত্রিকালে অতি ক্রূর মহাসুর মায়াবী আমার সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিয়া আমাকে আহ্বান করিয়াছিল এবং আমিও তাহার গর্জনধ্বনি শ্রবণ করিয়া রাজগৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছিলাম। তখন অতি দারুণ-স্বভাব আমার এই ভ্রাতা আমার অনুগামী হইয়াছিল। অনন্তর সেই প্রবলপরাক্রম অসুর রাত্রিকালে আমাকে সহায়সম্পন্ন দেখিয়া অতিশয় ভীত হইয়া ধাবিত হইল এবং আমাদিগকেও পশ্চাৎ ধাবিত দেখিয়া অতিবেগে দৌড়াইয়া গিয়া এক বৃহৎ গর্তমধ্যে প্রবেশ করিল।৯-১৬

সে অতি ভয়ঙ্কর বৃহৎ গর্তমধ্যে প্রবেশ করিতেছে দেখিয়া আমি এই ক্রূরদর্শন ভ্রাতাকে বলিলাম যে, ইহাকে বধ না করিয়া এস্থান হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে আমার ইচ্ছা নাই, অতএব যে পর্য্যন্ত আমি ইহাকে বিনাশ করিতে না পারি, সেই পর্য্যন্ত তুমি এইস্থানে আমার জন্য অপেক্ষা কর।১৭-১৮

এই ভ্রাতা দ্বারদেশে আছে, এই মনে করিয়া আমি সেই দুর্গম গর্তমধ্যে প্রবেশ করিলাম এবং তথায় প্রবেশ করিয়া ভয়াবহ শত্রুকে অন্বেষণ করিতে করিতে আমার সংবৎসর কাল অতীত হইল।১৯

আমি বিরত না হইয়া তাহাকে অন্বেষণ করিতে লাগিলাম। অনেক অনুসন্ধানের পর তাহাকে দেখিতে পাইলাম এবং তখনই তাহাকে ও তাহার বান্ধবদিগকে বিনাশ করিলাম।২০

তারপর আমি তাহাকে ভূতলে পতিত করিলে তাহার মুখ ও বক্ষ হইতে প্রভূত রক্ত ক্ষরিত হওয়ায় গর্ত পরিপূর্ণ হইল এবং সেই গর্ত দুর্গম হইয়া উঠিল।২১

আমি সেই বিক্রমশালী অসুরকে ধ্বংস করত হৃষ্টচিত্তে দ্বারদেশে আসিয়া বাহির হইবার পথ দেখিতে

বিক্রোশমানস্য তু মে সুগ্রীবেতি পুনঃ পুনঃ।
যতঃ প্রতিবচো নাস্তি ততোঽহং ভৃশদুঃখিতঃ ॥২৩
পাদপ্রহারৈস্তু ময়া বহুভিঃ পরিপাতিতম্।
ততোঽহং তেন নিষ্ক্রাম্য পথা পুরমুপাগতঃ ॥২৪
তত্রানেনাস্মি সংরুদ্ধো রাজ্যং মৃগয়তাত্মনঃ।
সুগ্রীবেণ নৃশংসেন বিস্মৃত্য ভ্রাতৃসৌহৃদম্ ॥২৫
এবমুক্ত্বা তু মাং তত্র বস্ত্রেণৈকেন বানরঃ।
তদা নির্বাসয়ামাস বালী বিগতসাধ্বসঃ ॥২৬
তেনাহমপবিদ্ধশ্চ হৃতদারশ্চ রাঘব।
তদ্ভয়াচ্চ মহীং সর্ব্বাং ক্রান্তবান্ সবনার্ণবাম্ ॥২৭
ঋষ্যমূকং গিরিবরং ভার্য্যাহরণদুঃখিতঃ।
প্রবিষ্টোঽস্মি দুরাধর্ষং বালিনঃ কারণান্তরে ॥২৮
এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং বৈরানুকথনং মহৎ।
অনাগসা ময়া প্রাপ্তং ব্যসনং পশ্য রাঘব ॥২৯

পাইলাম না, গর্ত্তের দ্বার রুদ্ধ ছিল, অনন্তর আমি সুগ্রীব! সুগ্রীব! এই বলিয়া বারংবার চীৎকার করিয়াও কোন প্রত্যুত্তর না পাইয়া অতিশয় দুঃখিত হইলাম। আমি বহু পদাঘাতে সেই প্রস্তরখণ্ড অপসারিত করিলাম, পরে আমি সেই পথ দিয়া বহির্গত হইয়া নগরীতে আগমন করিয়াছি।২২-২৪

এই নৃশংস সুগ্রীব রাজ্যাভিলাষী হইয়া ভ্রাতৃসৌহার্দ ভুলিয়া গিয়া আমাকে সেই গর্ত্তে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। বানরশ্রেষ্ঠ বালী সভামধ্যে নির্ভয়ে ঐরূপ বলিয়া আমাকে একবস্ত্রে নির্বাসিত করিয়াছে।২৫-২৬

হে রঘুনন্দন! সে আমাকে রাজ্য হইতে বিতাড়িত করিয়া আমার ভার্য্যাকে হরণ করিয়াছে, আমি তাহার ভয়ে সাগর ও বনপরিবৃত সমগ্র ভূমণ্ডল পরিভ্রমণ করিয়াছি।২৭

আমি ভার্য্যাহরণজন্য দুঃখে দুঃখিত হইয়া ঋষ্যমূকনামক শ্রেষ্ঠ পর্বতে প্রবেশ করিয়াছি। কোন কারণবশতঃ বালীর এস্থানে আসিয়া আক্রমণ করা অত্যন্ত কঠিন।২৮

হে রঘুনন্দন! আমি আপনার নিকটে বালীর সহিত শত্রুতা জন্মিবার এই সুমহৎ বৃত্তান্ত বলিলাম। আমি বিনা অপরাধে বিপন্ন হইয়াছি—ইহা দেখুন।২৯

বালিনশ্চ ভয়াত্তস্য সর্ব্বলোকভয়াপহ।
কর্ত্তুমর্হসি মে বীর প্রসাদং তস্য নিগ্রহম্ ॥৩০
এবমুক্তঃ স তেজস্বী ধর্ম্মজ্ঞো ধর্ম্মসংহিতম্।
বচনং বক্তুমারেভে সুগ্রীবং প্রহসন্নিব ॥৩১
অমোঘাঃ সূর্য্যসঙ্কাশা নিশিতা মে সরা ইমে।
তস্মিন্ বালিনি দুর্বৃত্তে পতিষ্যন্তি রুষান্বিতাঃ ॥৩২
যাবত্তং নহি পশ্যেয়ং তব ভার্য্যাপহারিণম্।
তাবৎ স জীবেৎ পাপাত্মা বালী চারিত্রদূষকঃ ॥৩৩
আত্মানুমানাৎ পশ্যামি মগ্নস্ত্বং শোকসাগরে।
তামহং তারয়িষ্যামি বাঢ়ং প্রাপ্স্যসি পুষ্কলম্ ॥৩৪
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা হর্ষপৌরুষবর্ধনম্।
সুগ্রীবঃ পরমপ্রীতঃ সুমহদ্ বাক্যমব্রবীৎ ॥৩৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে দশমঃ সর্গঃ ॥

হে বীর! আপনি সকলপ্রাণীরই ভয় নিবারণ করেন, আমি বালীর ভয়ে কাতর হইয়াছি; এক্ষণে আপনি তাহাকে নিহত করিয়া আমাকে শান্তি দান করুন।৩০

তেজস্বী ও ধর্মজ্ঞ রামকে সুগ্রীব এইকথা বলিলে তিনি ঈষৎ হাস্য করত তাঁহাকে এই ধর্মযুক্ত বাক্য বলিলেন,—আমার সূর্য্যসদৃশ প্রদীপ্ত এবং সুশাণিত এই অমোঘ বাণসকল ক্রোধের সহিত সেই দুরাচার বালীর উপর পতিত হইবে। আমি তোমার ভার্য্যাপহারী দুশ্চরিত্র পাপাত্মা বালীকে যেপর্য্যন্ত দেখিতে না পাইব, সেই পর্য্যন্তই সে জীবিত থাকিবে।৩১-৩৩

আমি নিজ অবস্থা অনুমান করিয়াই বুঝিতে পারিতেছি যে, তুমি শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়াছ। আমি নিশ্চয়ই তোমাকে উদ্ধার করিব, তুমি পরম সুখলাভ করিবে। হর্ষ ও পৌরুষ-বর্দ্ধনকারী রামের ঐ বাক্য শ্রবণ করত সুগ্রীব পরম প্রীত হইয়া তাঁহাকে অতি উৎকৃষ্ট কথা বলিলেন।৩৪-৩৫

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে দশম সর্গ সমাপ্ত।

একাদশঃ সর্গঃ

[সুগ্রীবস্য বালি পরাক্রমবর্ণনম্, বালিনা দুন্দুভিদৈত্যস্য বিনাশঃ, তদীয়মৃতদেহস্য মতঙ্গমুনেরাশ্রমে নিক্ষেপঃ, মতঙ্গমুনের্বালিনে অভিশাপদানম্, শ্রীরামস্য দুন্দুভেরস্থ্নাং দূরে নিক্ষেপঃ, সুগ্রীবেণ শ্রীরামস্য সালবৃক্ষভেদনে উৎসাহবর্দ্ধনস্য চেষ্টা চ।]

রামস্য বচনং শ্রুত্বা হর্ষপৌরুষবর্ধনম্।
সুগ্রীবঃ পূজয়াঞ্চক্রে রাঘবং প্রশশংস চ ॥১
অসংশয়ং প্রজ্বলিতৈস্তীক্ষ্ণৈর্মর্মাতিগৈঃ শরৈঃ।
ত্বং দহেঃ কুপিতো লোকান্ যুগান্ত ইব ভাস্করঃ ॥২
বালিনঃ পৌরুষং যদ্যচ্চ বীর্য্যং ধৃতশ্চ যা।
তন্মমৈকমনাঃ শ্রুত্বা বিধৎস্ব যদনন্তরম্ ॥৩
সমুদ্রাৎ পশ্চিমাৎ পূর্ব্বং দক্ষিনাদপি চোত্তরম্।
ক্রামত্যনুদিনে সূর্য্যে বালী ব্যপগতক্লমঃ ॥৪
অগ্রাণ্যারুহ্য শৈলানাং শিখরাণি মহান্ত্যপি।
ঊর্দ্ধমুৎপাত্যতরসা প্রতিগৃহ্লাতি বীর্যবান্ ॥৫
বহবঃ সারবন্তশ্চ বনেষু বিবিধা দ্রুমাঃ।
বালিনা তরসা ভগ্না বলং প্রথয়তাত্মনঃ ॥৬
মহিষো দুন্দুভির্নাম কৈলাসশিখরপ্রভঃ।
বলং নাগসহস্রস্য ধারয়ামাস বীর্য্যবান্ ॥৭
স বীর্য্যোৎসেকদুষ্টাত্মা বরদানেন মোহিতঃ।
জগাম স মহাকায়ঃ সমুদ্রং সরিতাং পতিম্ ॥৮
ঊর্ম্মিমন্তমতিক্রম্য সাগরং রত্নসঞ্চয়ম্।
মম যুদ্ধং প্রযচ্ছেতি তমুবাচ মহার্ণবম্ ॥৯
ততঃ সমুদ্রো ধর্ম্মাত্মা সমুত্থায় মহাবলঃ।
অব্রবীদ্ বচনং রাজন্নসুরং কালচোদিতম্ ॥১০

একাদশ সর্গ

[সুগ্রীব কর্তৃক বালীর পরাক্রম বর্ণন, বালী কর্তৃক দুন্দুভিদৈত্য নিধন ও তাহার মৃতদেহ মতঙ্গমুনির আশ্রমে নিক্ষেপ, মতঙ্গমুনি কর্তৃক বালীকে অভিশাপ প্রদান, শ্রীরাম কর্তৃক দুন্দুভির অস্থি দূরে নিক্ষেপ এবং সুগ্রীব কর্তৃক তাঁহার সাল ভেদ করিবার জন্য আগ্রহ বর্দ্ধনের চেষ্টা।]

সুগ্রীব রামের এইরূপ হর্ষ ও পৌরুষোদ্দীপক বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে পূজাপূর্বক প্রশংসা করিতে লাগিলেন।১

আপনি ক্রুদ্ধ হইলে মর্মভেদী, সমুজ্জ্বল, ও সুতীক্ষ্ণ বাণসমূহ দ্বারা প্রলয়কালীন সূর্য্যের ন্যায় সমগ্র পৃথিবী দগ্ধ করিতে পারেন,—ইহাতে সন্দেহ নাই।২

পরন্তু বালীর যেরূপ পৌরুষ, ধৈর্য্য ও বীর্য্য আছে, আপনি একাগ্রচিত্তে তাহা শ্রবণ করুন এবং যাহা কর্ত্তব্য মনে করেন, তাহাই করুন।৩

বালী অতিশয় বলবান্; তাঁহার কোন কার্য্যেই পরিশ্রম বোধ হয় না। সে সূর্য্য উদিত হইতে না হইতেই প্রতিদিন অক্লেশে পশ্চিম-সাগর হইতে পূর্ব-সাগর ও দক্ষিণ-সাগর হইতে উত্তর সাগর পর্য্যন্ত ভ্রমণ করে।৪

সেই শক্তিশালী বালী পর্বতের শিখরদেশে আরোহণ করিয়া বলপূর্বক বৃহৎ বৃহৎ শিখর সকল উৎপাটিত করত ঊর্দ্ধে নিক্ষেপণ পূর্বক পুনরায় স্বহস্তে গ্রহণ করিতে পারে।৫

নিজের বল জানাইবার জন্য বনমধ্যে অতিশয় সুদৃঢ় এবং বৃহৎ নানাজাতীয় বৃক্ষসকল বলপূর্বক ভগ্ন করে।৬

পুরাকালে দুন্দুভিনামে এক অসুর ছিল, তাহাকে মহিষের মত দেখাইত। সে উচ্চতায় কৈলাস পর্বত-তুল্য ছিল; পরাক্রমশালী দুন্দুভি নিজ শরীরে সহস্র মত্ত হস্তীর বল ধারণ করিত।৭

একদা সেই বৃহৎকায় অসুর বরলাভে মোহিত হইয়া ও বলগর্বে গর্বিত হইয়া নদীপতি সমুদ্রের নিকটে গমন করিল।৮

তরঙ্গপূর্ণ বিবিধ রত্নসমূহের আকর সাগর অতিক্রম

সমর্থো নাস্মি তে দাতুং যুদ্ধং যুদ্ধবিশারদ।
শ্রূয়তাং ত্বভিধাস্যামি যস্তে যুদ্ধং প্রদাস্যতি ॥১১
শৈলরাজো মহারণ্যে তপস্বিশরণং পরম্।
শঙ্করশ্বশুরো নাম্না হিমবানিতি বিশ্রুতঃ ॥১২
মহাপ্রস্রবণোপেতো বহুকন্দরনির্ঝরঃ।
স সমর্থস্তব প্রীতিমতুলাং কর্ত্তুমর্হতি ॥১৩
তং ভীতমিতি বিজ্ঞায় সমুদ্রমসুরোত্তমঃ।
হিমবদ্বনমাগম্য শরশ্চাপাদিব চ্যুতঃ ॥১৪
ততস্তস্য গিরেঃ শ্বেতা গজেন্দ্রপ্রতিমাঃ শিলাঃ।
চিক্ষেপ বহুধা ভূমৌ দুন্দুভির্বিননাদ চ ॥১৫
ততঃ শ্বেতাম্বুদাকারঃ সৌম্যঃ প্রীতিকরাকৃতিঃ।
হিমবানব্রবীদ্ বাক্যং স্ব এব শিখরে স্থিতঃ ॥১৬
ক্লেষ্টুমর্হসি মাং ন ত্বং দুন্দুভে ধর্ম্মবৎসল।
রণকর্ম্মস্বকুশলস্তপস্বিশরণো হ্যহম্ ॥১৭

তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা গিরিরাজস্য ধীমতঃ।
উবাচ দুন্দুভির্বাক্যং ক্রোধাৎ সংরক্তলোচনঃ ॥১৮
যদি যুদ্ধেঽসমর্থস্ত্বং মদ্ভয়াদ্ বা নিরুদ্যমঃ।
তমাচক্ষ্ব প্রদদ্যান্মে যো হি যুদ্ধং যুযুৎসতঃ ॥১৯
হিমবানব্রবীদ্ বাক্যং শ্রুত্বা বাক্যবিশারদঃ।
অনুক্তপূর্ব্বং ধর্ম্মাত্মা ক্রোধাত্তমসুরোত্তমম্ ॥২০
বালী নাম মহাপ্রাজ্ঞঃ শক্রপুত্রঃ প্রতাপবান্।
অধ্যাস্তে বানরঃ শ্রীমান্ কিষ্কিন্ধামতুলপ্রভাম্ ॥২১
স সমর্থো মহাপ্রাজ্ঞস্তব যুদ্ধবিশারদঃ।
দ্বন্দ্বযুদ্ধং স দাতুং তে নমুচেরিব বাসবঃ ॥২২
তং শীঘ্রমভিগচ্ছ ত্বং যদি যুদ্ধমিহেচ্ছসি।
স হি দুর্দ্ধর্ষণো নিত্যং শূরঃ সমরকর্ম্মণি ॥২৩
শ্রুত্বা হিমবতো বাক্যং কোপাবিষ্টঃ স দুন্দুভিঃ।
জগাম তাং পুরীং তস্য কিষ্কিন্ধাং বালিনস্তদা ॥২৪

পূর্বক মহাসাগরে যাইয়া তাহার অধিষ্ঠিতা বরুণদেবকে উদ্দেশ্য করত বলিল,— আমাকে যুদ্ধ প্রদান কর অর্থাৎ আমার সহিত যুদ্ধ কর।৯

হে রাজন্! অনন্তর ধর্মাত্মা মহাবলশালী সমুদ্রাধিষ্ঠাতা বরুণদেব উত্থিত হইয়া বলগর্বিত ও কাল প্রেরিত—সেই অসুরকে বলিলেন, হে যুদ্ধবিশারদ! আমি তোমার সহিত যুদ্ধ করিতে অসমর্থ; যিনি তোমার সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ, আমি তাঁহার কথা বলিতেছি শ্রবণ কর।১০-১১

যিনি তপস্বীদিগের পরম আশ্রয়দাতা দেবদেব শঙ্করের শ্বশুর, যেস্থানে নানাবিধ বৃহৎ প্রস্রবণ, বহু গহ্বর ও নির্ঝর আছে এবং যিনি হিমালয়নামে বিখ্যাত, সেই পর্বতরাজ মহারণ্যমধ্যে অবস্থান করিতেছেন; তিনিই তোমাকে যুদ্ধ প্রদান করিতে পারিবেন এবং তিনি যুদ্ধ করিয়া তোমার অতুল প্রীতি সম্পাদন করিতেও পারিবেন।১২-১৩

অনন্তর অসুরশ্রেষ্ঠ দুন্দুভি সমুদ্রাধিপতি বরুণদেবকে ভীত বিবেচনা করিয়া ধনুর্মুক্ত বাণের ন্যায় অতি সত্বর হিমালয়সন্নিহিত বনে গমন করত বারংবার পর্বতের শ্বেতবর্ণ ঐরাবতসদৃশ প্রস্তরখণ্ডসকল ভূমিতলে নিক্ষেপ করত গর্জন করিতে লাগিল।১৪-১৫

পরে শ্বেতবর্ণ মেঘসদৃশ সুন্দরদেহ প্রিয়দর্শন হিমালয় নিজ শিখরদেশে অবস্থিত হইয়া তাহাকে বলিলেন।১৬

ধর্মপ্রিয় দুন্দুভি! আমি যুদ্ধে নিপুণ নহি, আমাকে ক্লেশ প্রদান করা তোমার উচিত নহে; আমি শান্তি-পরায়ণ তপস্বীদিগের আশ্রয় স্থল।১৭

মতিমান্ পর্বতরাজের এই বাক্য শুনিয়া দুন্দুভি ক্রোধে আরক্তনয়ন হইয়া তাঁহাকে বলিল, যদি তুই আমার সহিত যুদ্ধ করিতে না পারিস্ ও আমার ভয়ে ভীত হইয়া পড়িস্, তাহা হইলে বল—কে আমাকে যুদ্ধ প্রদান করিতে সমর্থ হইবে; যেহেতু এক্ষণে আমার বড়ই যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা জাগিয়াছে।১৮-১৯

বাক্যনিপুণ ধর্মাত্মা হিমালয় অসুরশ্রেষ্ঠ দুন্দুভির বাক্য শ্রবণ পূর্বক অত্যন্ত ক্রোধের সহিত যেরূপ কথা কখনও মুখে উচ্চারিত হয় নাই, তাহাকে সেইরূপ বলিলেন।২০

মহামতি প্রতাপবান্ ইন্দ্রপুত্র বানরাধিপতি শ্রীমান্ বালী অতিশয় মনোরম কিষ্কিন্ধানগরীতে নিবাস

ধারয়ন্মাহিষং বেশং তীক্ষ্ণশৃঙ্গো ভয়াবহঃ।
প্রাবৃষীব মহামেঘস্তোয়পূর্ণো নভস্তলে ॥২৫
ততস্তু দ্বারমাগম্য কিষ্কিন্ধায়া মহাবলঃ।
ননর্দ কম্পয়ন্ ভূমিং দুন্দুভির্দুন্দুভির্যথা ॥২৬
সমীপজান্ দ্রুমান্ ভঞ্জন্ বসুধাং দারয়ন্ খুরৈঃ।
বিষাণেনোল্লিখন্ দর্পাত্তদ্দ্বারং দ্বিরদো যথা ॥২৭
অন্তঃপুরগতো বালী শ্রুত্বা শব্দমমর্ষণঃ।
নিষ্পপাত সহ স্ত্রীভিস্তারাভিরিব চন্দ্রমাঃ ॥২৮
মিতং ব্যক্তাক্ষরপদং তমুবাচ স দুন্দুভিম্।
হরীণামীশ্বরো বালী সর্ব্বেষাং বনচারিণাম্ ॥২৯
কিমর্থং নগরদ্বারমিদং রুদ্ধ্বা বিনর্দসে।
দুন্দুভে বিদিতো মেঽসি রক্ষ প্রাণান্ মহাবল ॥৩০
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা বানরেন্দ্রস্য ধীমতঃ।
উবাচ দুন্দুভির্বাক্যং ক্রোধাৎ সংরক্তলোচনঃ ॥৩১
ন ত্বং স্ত্রীসন্নিধৌ বীর বচনং বক্তুমর্হসি।
মম যুদ্ধং প্রযচ্ছাদ্য ততো জ্ঞাস্যামি তে বলম্ ॥৩২
অথবা ধারয়িষ্যামি ক্রোধমদ্য নিশামিমাম্।
গৃহ্যতামুদয়ঃ স্বৈরং কামভোগেষু বানর ॥৩৩
দীয়তাং সম্প্রদানঞ্চ পরিষ্বজ্য চ বানরান্।
সর্ব্বশাখামৃগেন্দ্রস্ত্বং সংসাধয় সুহৃজ্জনম্ ॥৩৪
সুদৃষ্টাং কুরু কিষ্কিন্ধাং কুরুষ্বাত্ মসমং পুরে।
ক্রীড়স্ব চ সমং স্ত্রীভিরহং তে দর্পশাসনঃ ॥৩৫
যো হি মত্তং প্রমত্তং বা ভগ্নং বা রহিতং কৃশম্।
হন্যাৎ স ভ্রূণহা লোকে ত্বদ্বিধং মদমোহিতম্ ॥৩৬
স প্রহস্যাব্রবীন্ মন্দং ক্রোধাত্তমসুরেশ্বরম্।
বিসৃজ্য তাঃ স্ত্রিয়ঃ সর্ব্বাস্তারাপ্রভৃতিকাস্তদা ॥৩৭
মত্তোঽয়মিতি মা মংস্থা যদ্যভীতোঽসি সংযুগে।
মদোঽয়ং সম্প্রহারেঽস্মিন্ বীরপানং সমর্থ্যতাম্ ॥৩৮
তমেবমুক্ত্বা সংক্রুদ্ধো মালামুৎক্ষিপ্য কাঞ্চনীম্
পিত্রা দত্তাং মহেন্দ্রেণ যুদ্ধায় ব্যবতিষ্ঠত ॥৩৯
বিষাণয়োর্গৃহীত্বা তং দুন্দুভিং গিরিসন্নিভম্।
অবিধ্যত তদা বালী বিনদন্ কপিকুঞ্জরঃ ॥৪০

করিতেছেন, দেবেন্দ্র যেমন নমুচিকে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ দান করিয়াছিলেন, সেইরূপ মহাপ্রাজ্ঞ যুদ্ধকুশলী বানররাজ বালীই তোমাকে বাহু যুদ্ধপ্রদানে সমর্থ।২১-২২

যুদ্ধে কেহই তাহাকে পরাজিত করিতে পারে নাই; এক্ষণে যদি তোমার একান্ত যুদ্ধ করিতে অভিলাষ জন্মিয়া থাকে, তবে সত্বর তাঁহার নিকটে গমন কর।২৩

দুন্দুভি পর্বতরাজ হিমালয়ের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রুদ্ধভাবে তৎক্ষণাৎ বালিপালিতা সেই কিষ্কিন্ধানগরীর অভিমুখে গমন করিল।২৪

পরে সেই মহাবল দুন্দুভিনামক অসুর তীক্ষ্ণদন্ত-বিশিষ্ট মহিষরূপ ধারণ করত বর্ষাকালীন জলপূর্ণ মেঘের ন্যায় ভয়প্রদ হইয়া কিষ্কিন্ধানগরীর দ্বারে উপস্থিত হইল, সেখানে আসিয়া নিকটস্থ বৃক্ষসকল ভগ্ন ও খুর দ্বারা ভূমিতল বিদীর্ণ করত হস্তীর ন্যায় দর্প সহকারে শৃঙ্গ দ্বারা (১) দ্বারদেশ বিদীর্ণ করত দুন্দুভিধ্বনির ন্যায় শব্দ করিতে লাগিল। তাহার সেই শব্দে পৃথিবী কাঁপিয়া উঠিল।২৫-২৭

তখন বালী অন্তঃপুরে ছিল, দুন্দুভির গর্জন শ্রবণ করিয়া অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল; তখন সে তারাগণ পরিবৃত চন্দ্রের ন্যায় পুরস্ত্রীগণ পরিবৃত হইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইল এবং স্পষ্টাক্ষরে অতি সংক্ষেপে দুন্দুভিকে বলিল, আমি বনচারী বানরগণের অধীশ্বর; আমার নাম বালী; তুই কিজন্য আমার নগরীর দ্বার রোধ করিয়া গর্জন করিতেছিস্? মহাবল! আমি জানিতে পারিয়াছি, তুই দুন্দুভিনামক অসুর; এক্ষণে বলপ্রকাশ করিয়া জীবন রক্ষা কর।২৮-৩০

দুন্দুভি ধীমান্ বানরেন্দ্র বালীর ঐ বাক্য শ্রবণ পূর্বক ক্রোধে আরক্তনয়ন হইয়া তাঁহাকে বলিল,—ওরে বানররাজ! স্ত্রীগণের নিকটে কথায় গর্ব প্রকাশ করা তোর উচিত নহে। এখন আমার সহিত যুদ্ধ কর, তাহা হইলে তোর বল জানিতে পারিব।

বালী ব্যাপাদয়াঞ্চক্রে ননর্দ্দ চ মহাস্বনম্ ।
শ্রোত্রাভ্যামথ রক্তং তু তস্য সুস্রাব পাত্যতঃ ॥৪১

তয়োস্তু ক্রোধসংরম্ভাৎ পরস্পরজয়ৈষিণোঃ ।
যুদ্ধং সমভবদ্ ঘোরং দুন্দুভের্বালিনস্তথা ॥৪২

অযুধ্যত তদা বালী শক্রতুল্যপরাক্রমঃ ।
মুষ্টিভির্জানুভিঃ পদ্ভিঃ শিলাভিঃ পাদপৈস্তথা ॥৪৩

পরস্পরং ঘ্নতোস্তত্র বানরাসুরয়োস্তদা ।
আসীদ্ধীনোঽসুরো যুদ্ধেশক্রসূনুর্ব্যবর্ধত ॥৪৪

তং তু দুন্দুভিমুদ্যম্য ধরণ্যামভ্যপাতয়ৎ ।
যুদ্ধে প্রাণহরে তস্মিন্নিষ্পিষ্টো দুন্দুভিস্তদা ॥৪৫

শ্রোতোভ্যো বহু রক্তং তু তস্য সুস্রাব পাত্যতঃ ।
পপাত চ মহাবাহুঃ ক্ষিতৌ পঞ্চত্বমাগতঃ ॥৪৬

তং তোলয়িত্বা বাহুভ্যাং গতসত্ত্বমচেতনম্ ।
চিক্ষেপ বেগবান্ বালী বেগেনৈকেন যোজনম্ ॥৪৭

তস্য বেগপ্রবিদ্ধস্য বক্ত্রাৎ ক্ষতজবিন্দবঃ ।
প্রপেতুর্মারুতোৎক্ষিপ্তা মতঙ্গস্যাশ্রমং প্রতি ॥৪৮
তান্ দৃষ্ট্বা পতিতাংস্তত্র মুনিঃ শোণিতবিপ্রুষঃ ।
ক্রুদ্ধস্তস্য মহাভাগ চিন্তয়ামাস কো ন্বয়ম্ ॥৪৯
যেনাহং সহসা স্পৃষ্টঃ শোণিতেন দুরাত্মনা ।
কোঽয়ং দুরাত্মা দুর্বুদ্ধিরকৃতাত্মা চ বালিশঃ ॥৫০
ইত্যুক্ত্বা স বিনিষ্ক্রম্য দদৃশে মুনিসত্তমঃ ।
মহিষং পর্ব্বতাকারং গতাসুং পতিতং ভুবি ॥৫১
স তু বিজ্ঞায় তপসা বানরেণ কৃতং হি তৎ ।
উৎসসর্জ মহাশাপং ক্ষেপ্তারং বানরং প্রতি ॥৫২
ইহ তেনাপ্রবেষ্টব্যং প্রবিষ্টস্য বধো ভবেৎ ।
বনং মৎসংশ্রয়ং যেন দূষিতং রুধিরস্রবৈঃ ॥৫৩
ক্ষিপতা পাদপাশ্চেমে সম্ভগ্নাশ্চাসুরীং তনুম্ ।
সমন্তাদাশ্রমং পূর্ণং যোজনং মামকং যদি ॥৫৪
আক্রমিষ্যতি দুর্বুদ্ধির্ব্যক্তং স ন ভবিষ্যতি ।
যে চাস্য সচিবাঃ কেচিৎ সংশ্রিতা মামকং বনম্ ॥৫৫

অথবা তুই অদ্য রাত্রিতে রমণীগণের সহিত বিহার কর, আমি সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত ক্রোধবেগ ধারণ করিয়া থাকিব, তোকে কিছু বলিব না ।৩১-৩৩

তুই বানরগণের রাজা, প্রিয় বানরদিগকে আলিঙ্গন পূর্বক অভিলষিত পুরস্কার দানে বান্ধবদিগকে সম্মানিত করিস্, উত্তমরূপে কিষ্কিন্ধানগরীকে অবলোকন করিয়া নে, সকল পুরবাসীকেই আত্মতুল্য সুখী কর, আর মহিলাগণের সহিত ইচ্ছানুরূপ বিহার করিয়া নে, কল্য প্রাতে আমি তোর দর্প চূর্ণ করিব ।৩৪-৩৫

যে তোর মত মদমত্ত, সুপ্ত, শরণাগত, পলায়নোদ্যত, অস্ত্রহীন ও ক্ষীণবল ব্যক্তিকে বিনাশ করে, সে ভ্রূণহত্যাকারী বলিয়া লোকমধ্যে কথিত হয় ।৩৬

তখন বালী কুপিত হইয়া তারা প্রভৃতি স্ত্রীগণকে বিদায় দিয়া হাস্য করত ধীরে ধীরে সেই অসুরকে বলিল,—তুই আমাকে প্রমত্ত বোধ করিস্‌না, আমার এই মদ্যপান বীরগণের যুদ্ধকালীন মদ্যপান মনে কর এবং যদি যুদ্ধ করিতে ভীত না হইয়া থাকিস্, তবে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ ।৩৭-৩৮

বানরাধিপতি বালী দুন্দুভিকে এইকথা বলিয়া পিতা ইন্দ্র কর্ত্তৃক প্রদত্ত কাঞ্চনমালা কণ্ঠে ধারণপূর্বক যুদ্ধের জন্য উদ্যত হইয়া গর্জন করত তাহার শৃঙ্গদ্বয় ধারণ করিয়া পর্বততুল্য দুন্দুভিকে আঘাত করিল ।৩৯-৪০

বালী ভীষণ শব্দ করিতে করিতে দুন্দুভিকে ভূতলে পাতিত করিলে দুন্দুভির কর্ণদ্বয় হইতে রক্ত নির্গত হইল। তখন বালী ও দুন্দুভি ক্রোধের সহিত পরস্পরকে জয় করিতে অভিলাষী হইয়া ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ করিল। পরাক্রমে ইন্দ্রসদৃশ বালী মুষ্টি, জানু, পদ, প্রস্তর ও বৃক্ষসমূহ দ্বারা যুদ্ধ করিতে লাগিল। এইরূপে তাহারা পরস্পরকে প্রহার করিতে থাকিলে ক্রমে অসুরশ্রেষ্ঠ দুন্দুভি হীনবল হইয়া পড়িল কিন্তু তখনও বানরশ্রেষ্ঠ বালীর বল বর্ধিত হইতেছিল। এই সময় বালী দুন্দুভিকে ঊর্দ্ধে উত্তোলিত করিয়া

ন চ তৈরিহ বস্তব্যং শ্রুত্বা যান্তু যথাসুখম্।
তেঽপি বা যদি তিষ্ঠন্তি শপিষ্যে তানপি ধ্রুবম্ ॥৫৬

বনেঽস্মিন্ মামকে নিত্যং পুত্রবৎ পরিরক্ষিতে।
পত্রাঙ্কুরবিনাশায় ফল-মুলাভবায় চ ॥৫৭

দিবসশ্চাদ্য মর্য্যাদা যং দ্রষ্টা শ্বোঽস্মি বানরম্।
বহুবর্ষসহস্রাণি স বৈ শৈলো ভবিষ্যতি ॥৫৮

ততস্তে বানরাঃ শ্রুত্বা গিরং মুনিসমীরিতাম্।
নিশ্চক্রমুর্বনাত্তস্মাত্তান্ দৃষ্ট্বা বালিরব্রবীৎ ॥৫৯

কিং ভবন্তঃ সমস্তাশ্চ মতঙ্গবনবাসিনঃ।
মৎসমীপমনুপ্রাপ্তা অপি স্বস্তি বনৌকসাম্ ॥৬০

ততস্তে কারণং সর্ব্বং তথা শাপঞ্চ বালিনঃ।
শশংসর্বানরাঃ সর্ব্বে বালিনে হেমমালিনে ॥৬১

এতচ্ছ্রুত্বা তদা বালী বচনং বানরেরিতম্।
স মহর্ষিং সমাসাদ্য যাচতে স্ম কৃতাঞ্জলিঃ ॥৬২

মহর্ষিস্তমনাদৃত্য প্রবিবেশাশ্রমং প্রতি।
শাপধারণভীতস্তু বালী বিহ্বলতাং গতঃ ॥৬৩

ভূমিতলে নিক্ষেপ করিল। সেই প্রাণহানিকর যুদ্ধে মহাবাহু দুন্দুভি বালীদ্বারা ভূতলে পাতিত ও নিষ্পেষিত হইয়া প্রাণহীনদেহে নিশ্চেষ্টভাবে পড়িয়া রহিল; তাহার মুখ প্রভৃতি নবদ্বার হইতে অধিক পরিমাণে রক্ত ক্ষরিত হইতে লাগিল।৪১-৪৬

অনন্তর বেগবান্ বালী বাহুদ্বয় দ্বারা জীবনহীন অচেতন দুন্দুভিকে উত্তোলন পূর্বক বেগে একেবারে এক যোজন দূরে নিক্ষেপ করিল।৪৭

অতিশয় বেগে নিক্ষিপ্ত দুন্দুভির মুখ হইতে নির্গত রক্তবিন্দুসকল বায়ু কর্তৃক সঞ্চালিত হইয়া মতঙ্গমুনির আশ্রমে পতিত হইল।৪৮

হে মহাভাগ! সেই সময় মহর্ষি মতঙ্গ আশ্রম মধ্যে ছিলেন। তিনি তথায় রক্তবিন্দুপাত দর্শন করিয়া যে রক্তবিন্দু নিক্ষেপ করিয়াছে, তাহারা প্রতি কুপিত হইয়া চিন্তা করিলেন, কে ইহা নিক্ষেপ করিয়াছে?৪৯

যে দুরাত্মা আমার শরীরে রক্তবিন্দু নিক্ষেপ করিয়াছে, সেই অজিতেন্দ্রিয়, দুর্বুদ্ধি ও জ্ঞানহীন পুরুষ কে? ইহা বলিয়া মুনিবর মতঙ্গ আশ্রম হইতে বহির্গত হইয়া এক পর্বতাকার মৃত মহিষকে ভূতলে পতিত দেখিলেন এবং তপস্যাপ্রভাবে—ইহা বানরের কার্য্য। জানিতে পারিয়া সেই অসুর দেহনিক্ষেপকারী বানরকে এই কঠোর অভিশাপ দান করিলেন।৫০-৫১

যে এই অসুরকে নিক্ষেপ করিয়া রক্ত বিন্দুতে আমার নিবাস স্থান ও বন দূষিত করিয়াছে, সে কখনও আর এই প্রদেশে প্রবেশ করিতে পারিবে না। যদি প্রবেশ করে, তাহা হইলে তাহার মৃত্যু হইবে।৫২

যে এই আশ্রমে অসুরের দেহ নিক্ষেপ করিয়াছে এবং বৃক্ষসকল ভগ্ন করিয়াছে, যদি সেই দুর্বুদ্ধি আমার আশ্রমের চতুর্দিকে একযোজন মধ্যে আগমন করে, তবে সে নিশ্চয়ই বিনাশপ্রাপ্ত হইবে এবং তাহার যে সমস্ত মন্ত্রী আমার এই বনে বাস করিতেছে, তাহাদিগেরও এইস্থানে বাস করা উচিত নহে। তাহারা আমার বাক্য শ্রবণ করিয়া স্বচ্ছন্দে অন্যস্থানে গমন করুক। তথাপি যদি তাহারা এইস্থানে অবস্থান করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে অভিশাপ প্রদান করিব। যদি তাহারা আমার পুত্রবৎ প্রতিপালিত হইয়া এই বনে থাকে, তবে আমি তাহাদিগকেও অভিশাপ প্রদান করিব; কেননা, তাহারা পত্র, অঙ্কুর, ফল ও মূল নষ্ট করিয়া থাকে।৫৩-৫৭

এইস্থানে থাকিবার অদ্যই তাহাদিগের শেষ দিন; অতঃপর আমি এইস্থানে যে বানরকে দর্শন করিব, সে বহু বৎসর প্রস্তর হইয়া থাকিবে।৫৮

তারপর বানরগণ, মতঙ্গঋষির বাক্য শ্রবণপূর্বক তাঁহার বন হইতে বহির্গত হইয়া বালীর নিকটে গমন করিল। বালী তাহাদিগকে সমাগত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—হে বানরগণ! তোমরা মতঙ্গবনে

ততঃ শাপভয়াদ্ভীতো ঋষ্যমূকং মহাগিরিম্ ।
প্রবেষ্টুং নেচ্ছতি হরির্দ্রষ্টুং বাঽপি নরেশ্বর ॥৬৪

তস্যাপ্রবেশং জ্ঞাত্বাহমিদং রাম মহাবনম্ ।
বিচরামি সহামাত্যো বিষাদেন বিবর্জ্জিতঃ ॥৬৫

এষোঽস্থিনিচয়স্তস্য দুন্দুভেঃ সম্প্রকাশতে ।
বীর্য্যোৎসেকান্নিরস্তস্য গিরিকূটনিভো মহান্ ॥৬৬

ইমে চ বিপুলাঃ সালাঃ সপ্তশাখাবলম্বিনঃ ।
যত্রৈকং ঘটতে বালী নিষ্পত্রয়িতুমোজসা ॥৬৭

এতদস্যা সমং বীর্য্যং ময়া রাম প্রকাশিতম্ ।
কথং তং বালিনং হন্তুং সমরে শক্ষ্যসে নৃপ ॥৬৮

তথা ব্রুবাণং সুগ্রীবং প্রহসঁল্লক্ষ্মণোঽব্রবীৎ ।
তস্মিন্ কর্ম্মণি নির্বৃত্তে শ্রদ্দধ্যা বালিনো বধম্ ॥৬৯

তমুবাচাথ সুগ্রীবঃ সপ্তসালানিমান্ পুরা ।
এবমেকৈকশো বালী বিব্যাধাথ স চাসকৃৎ ॥৭০

রামো নির্দারয়েদেষাং বাণেনৈকেন চ দ্রুমম্ ।
বালিনং নিহতং মন্যে দৃষ্ট্বা রামস্য বিক্রমম্ ॥৭১

হতস্য মহিষস্যাস্থি পাদেনৈকেন লক্ষ্মণ ।
উদ্যম্য প্রক্ষিপেচ্চাপি তরসা দ্বে ধনুঃশতে ॥৭২

এবমুক্ত্বা তু সুগ্রীবো রামং রক্তান্তলোচনঃ ।
ধ্যাত্বা মুহূর্ত্তং কাকুৎস্থং পুনরেব বচোঽব্রবীৎ ॥৭৩

বাস করিতে, এখন কি জন্য সকলে মিলিত হইয়া আমার নিকটে আগমন করিয়াছ? বনবাসীদিগের কুশল তো ? ৫৯-৬০

বানরগণ এইভাবে জিজ্ঞাসিত হইয়া স্বর্ণমাল্যধারী বালীর নিকটে আসিবার সমস্ত কারণ ও তাহার প্রতি মতঙ্গমুনিপ্রদত্ত অভিশাপের কথা বলিল ।৬১

তাহাদিগের কথিত বাক্য শ্রবণ করিয়া বালী তখনই সেই মহর্ষির নিকটে যাইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে শাপমোচন প্রার্থনা করিল ; কিন্তু মহর্ষি তাহার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিয়া আশ্রমমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বালীও শাপ প্রাপ্ত হইয়া শাপ ভয়ে ভীত ও বিচলিত হইল ।৬২-৬৩

হে নরোত্তম ! সেই সময় হইতেই সে শাপভয়ে ভীত হইয়া এই ঋষ্যমূকপর্বতে আগমন করেনা এবং দূর হইতে ইহাকে দর্শন করিতেও অভিলাষ করে না ।৬৪

হে রাম ! এই মহাবনে সে প্রবেশ করিতে পারিবে না—ইহা জানিয়াই আমি মন্ত্রিগণের সহিত বিষাদ শূন্য হইয়া এস্থানে বিচরণ করিয়া থাকি ।৬৫

বালীর হস্তে বলদর্পে নিহত দুন্দুভিদানবের গিরিশৃঙ্গতুল্য প্রকাণ্ড অস্থিনিচয় ঐস্থানে রহিয়াছে ।৬৬

ঐ যে প্রভূত শাখাসম্পন্ন সুবৃহৎ সাতটি শালবৃক্ষ রহিয়াছে, বালী বেগদ্বারা যুগপৎ ঐ সাতটি বৃক্ষই পত্ররহিত করিতে পারিত ।৬৭

হে রাজেন্দ্র রাম ! আমি আপনার নিকটে বালীর এইরূপ অমিতপরাক্রম প্রকাশ করিলাম ; আপনি কি প্রকারে যুদ্ধে তাহাকে নিহত করিতে সমর্থ হইবেন ? ৬৮

সুগ্রীব এই প্রকার বলিলে লক্ষ্মণ হাস্য করত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, রাম কি কার্য্য করিলে তুমি বিশ্বাস করিতে পার যে,—ইনি বালী বধ করিতে পারিবেন ?৬৯

অনন্তর সুগ্রীব তাঁহাকে বলিলেন,—হে লক্ষ্মণ ! পূর্বে বালী অনেকবার এই সাতটি শালবৃক্ষই এক একটি করিয়া পত্রশূন্য করিয়াছিল ; যদি রাম সাতটি বৃক্ষের মধ্যে একটি শালবৃক্ষও এক বাণে বিদ্ধ করেন এবং এক চরণ দ্বারা এই নিহত মহিষরূপধারী দুন্দুভির অস্থি রাশি উত্তোলন পূর্বক সবেগে দুই শত ধনু দূরে নিক্ষেপ করিতে পারেন, তবেই বুঝিতে পারিব রাম পরাক্রমী এবং বালীকে নিহত করিতে পারিবেন ।৭০-৭২

সুগ্রীব লক্ষ্মণকে এইকথা বলিয়া মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করত রক্তলোচন কাকুৎস্থ শ্রীরামচন্দ্রকে পুনরায় বলিলেন ।৭৩

ততঃ শাপভয়াদ্ভীতো ঋষ্যমূকং মহাগিরিম্ ।
প্রবেষ্টুং নেচ্ছতি হরির্দ্রষ্টুং বাঽপি নরেশ্বর ॥৬৪

তস্যাপ্রবেশং জ্ঞাত্বাহমিদং রাম মহাবনম্ ।
বিচরামি সহামাত্যো বিষাদেন বিবর্জ্জিতঃ ॥৬৫

এষোঽস্থিনিচয়স্তস্য দুন্দুভেঃ সম্প্রকাশতে ।
বীর্য্যোৎসেকান্নিরস্তস্য গিরিকূটনিভো মহান্ ॥৬৬

ইমে চ বিপুলাঃ সালাঃ সপ্তশাখাবলম্বিনঃ ।
যত্রৈকং ঘটতে বালী নিষ্পত্রয়িতুমোজসা ॥৬৭

এতদস্যা সমং বীর্য্যং ময়া রাম প্রকাশিতম্ ।
কথং তং বালিনং হন্তুং সমরে শক্ষ্যসে নৃপ ॥৬৮

তথা ব্রুবাণং সুগ্রীবং প্রহসঁল্লক্ষ্মণোঽব্রবীৎ ।
তস্মিন্ কর্ম্মণি নির্ব্বৃত্তে শ্রদ্দধ্যা বালিনো বধম্ ॥৬৯

তমুবাচাথ সুগ্রীবঃ সপ্তসালানিমান্ পুরা ।
এবমেকৈকশো বালী বিব্যাথাথ স চাসকৃৎ ॥৭০

রামো নির্দারয়েদেষাং বাণেনৈকেন চ দ্রুমম্ ।
বালিনং নিহতং মন্যে দৃষ্ট্বা রামস্য বিক্রমম্ ॥৭১

হতস্য মহিষস্যাস্থি পাদেনৈকেন লক্ষ্মণ ।
উদ্যম্য প্রক্ষিপেচ্চাপি তরসা দ্বে ধনুঃশতে ॥৭২

এবমুক্ত্বা তু সুগ্রীবো রামং রক্তান্তলোচনঃ ।
ধ্যাত্বা মুহূর্ত্তং কাকুৎস্থং পুনরেব বচোঽব্রবীৎ ॥৭৩

বাস করিতে, এখন কি জন্য সকলে মিলিত হইয়া আমার নিকটে আগমন করিয়াছ? বনবাসীদিগের কুশল তো? ৫৯-৬০

বানরগণ এইভাবে জিজ্ঞাসিত হইয়া স্বর্ণমাল্যধারী বালীর নিকটে আসিবার সমস্ত কারণ ও তাহার প্রতি মতঙ্গমুনিপ্রদত্ত অভিশাপের কথা বলিল ।৬১

তাহাদিগের কথিত বাক্য শ্রবণ করিয়া বালী তখনই সেই মহর্ষির নিকটে যাইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে শাপমোচন প্রার্থনা করিল; কিন্তু মহর্ষি তাহার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিয়া আশ্রমমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বালীও শাপ প্রাপ্ত হইয়া শাপ ভয়ে ভীত ও বিচলিত হইল ।৬২-৬৩

হে নরোত্তম! সেই সময় হইতেই সে শাপভয়ে ভীত হইয়া এই ঋষ্যমূকপর্বতে আগমন করেনা এবং দূর হইতে ইহাকে দর্শন করিতেও অভিলাষ করে না ।৬৪

হে রাম! এই মহাবনে সে প্রবেশ করিতে পারিবে না—ইহা জানিয়াই আমি মন্ত্রিগণের সহিত বিষাদ শূন্য হইয়া এস্থানে বিচরণ করিয়া থাকি ।৬৫

বালীর হস্তে বলদর্পে নিহত দুন্দুভিদানবের গিরিশৃঙ্গতুল্য প্রকাণ্ড অস্থিনিচয় ঐস্থানে রহিয়াছে ।৬৬

ঐ যে প্রভূত শাখাসম্পন্ন সুবৃহৎ সাতটি শালবৃক্ষ রহিয়াছে, বালী বেগদ্বারা যুগপৎ ঐ সাতটি বৃক্ষই পত্ররহিত করিতে পারিত ।৬৭

হে রাজেন্দ্র রাম! আমি আপনার নিকটে বালীর এইরূপ অমিতপরাক্রম প্রকাশ করিলাম; আপনি কি প্রকারে যুদ্ধে তাহাকে নিহত করিতে সমর্থ হইবেন? ৬৮

সুগ্রীব এই প্রকার বলিলে লক্ষ্মণ হাস্য করত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, রাম কি কার্য্য করিলে তুমি বিশ্বাস করিতে পার যে,—ইনি বালী বধ করিতে পারিবেন? ৬৯

অনন্তর সুগ্রীব তাঁহাকে বলিলেন,—হে লক্ষ্মণ! পূর্বে বালী অনেকবার এই সাতটি শালবৃক্ষই এক একটি করিয়া পত্রশূন্য করিয়াছিল; যদি রাম সাতটি বৃক্ষের মধ্যে একটি শালবৃক্ষও এক বাণে বিদ্ধ করেন এবং এক চরণ দ্বারা এই নিহত মহিষরূপধারী দুন্দুভির অস্থিরাশি উত্তোলন পূর্বক সবেগে দুই শত ধনু দূরে নিক্ষেপ করিতে পারেন, তবেই বুঝিতে পারিব রাম পরাক্রমী এবং বালীকে নিহত করিতে পারিবেন ।৭০-৭২

সুগ্রীব লক্ষ্মণকে এইকথা বলিয়া মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করত রক্তলোচন কাকুৎস্থ শ্রীরামচন্দ্রকে পুনরায় বলিলেন ।৭৩

তৃতীয় বর্ষ, ভাদ্র, ১৩৭১] [তৃতীয় সংখ্যা—দক্ষিণপাশ্বিকা যাত্রা

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ প্রবর্তিত—

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভ মূল্যে দেওয়া সম্ভব হইয়াছে।

* * *

যুগ্ম-সম্পাদক—
মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য
শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫'০০ টাকা] [প্রতি সংখ্যা ১'৫০ টাকা

স্বত্বাধিকারী :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(জয়গুরুসম্প্রদায়)

সহ-সম্পূজকসঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ

শ্রীনারায়ণগোস্বামী ন্যায়াচার্য্য

শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্তৃক শ্রীসীতারাম-বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।৩, পি, ডব্লিউ, ডি রোড, কলিকাতা—৩৫ হইতে প্রকাশিত ও ১৫বি, রায়বাগান ষ্ট্রীট্, কলিকাতা—৬ ইন্দু-নারায়ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রাপিত।
১৫ই ভাদ্র, ১৩৭১।

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রময় মাসিক পত্র। প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ।

২। এই মাসিকপত্রে প্রথমবর্ষে ও দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম ছয় মাসে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা ও প্রজাপতি-স্মৃতি প্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে শ্রীরামায়ণ প্রকাশিত হইতেছে। তারপর শ্রীবিষ্ণুপুরাণ-শ্রীমহাভারত-শ্রীমদ্ভাগবত ইত্যাদি যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। ইহার বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারত ও পাকিস্তানে সডাক ১৫'০০, প্রতি সংখ্যা ১'৫০ পঃ মাত্র; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০'০০, প্রতি সংখ্যা ২'০০ মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

৪। প্রতি বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ইহার একটি সংখ্যা প্রকাশিত হইবামাত্র গ্রাহকগণের নিকট পাঠান হয়। বাংলা মাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে উক্ত সংখ্যা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ লইয়া চতুর্থ সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতা কার্য্যালয়ে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলা মাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৫। মাসিক পত্রসংক্রান্ত যাবতীয় পত্রাদি এবং অর্থাদি "সঞ্চালক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬" এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

মণি-অর্ডার কুপণ ও পত্রাদিতে গ্রাহকের নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে অবশ্যই লিখিতে হইবে।

৬। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয়, কিন্তু প্রয়োজন না মনে করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে গ্রাহকগণকে জবাবী-পত্র অবশ্যই দিতে হইবে।

৭। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে, কার্য্যালয়ে আসিয়া বা ডাকযোগ ব্যতীত অন্যকোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৮। উল্লিখিত ৪-৭ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পত্র-পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

৯। অনিবার্য্যকারণবশতঃ যে দুইটি সংখ্যা প্রকাশে বিলম্ব ঘটিয়াছে, তাহা পূরণ করিয়া লইতে কিছু সময় লাগিবে। তৎসম্পর্কে উক্ত নিয়মাবলী যথাসময়ে প্রযুজ্য বলিয়া গণ্য হইবে।

সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।৩, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, আলমবাজার।
কলিকাতা—৩৫

৺৭শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

পুষ্করমঠ
ভরতপুর-কুঞ্জ
গৌঘাট
৮।৫।৭০

যে মায়েরা বাবারা একে (ওঙ্কারকে) সত্যসত্য ভালবাসে, তারা নিত্য আর্য্যশাস্ত্র প'ড়্‌বে ও প্রাণপণে আর্য্যশাস্ত্র প্রচারের চেষ্টা ক'র্‌বে। আর্য্যশাস্ত্রের সেবায় জগতের মহাকল্যাণ সাধিত হবেই হবে।

ওঙ্কার

বিশেষ নিবেদন

আর্য্যশাস্ত্রের গ্রাহকগণের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে,—তাঁহারা যেন প্রত্যেকে অন্ততঃপক্ষে একটি করিয়াও গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দেন। যাঁহারা তৃতীয় বর্ষের বার্ষিক উপায়ন বাবদ ১৫·০০ টাকা পাঠান নাই, তাঁহাদের উক্ত টাকা সত্বর পাঠাইতে অনুরোধ জানাইতেছি।

বিনীত
সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র

শূরশ্চ শূরমানী চ প্রখ্যাতবল-পৌরুষঃ।
বলবান্ বানরো বালী সংযুগেষ্বপরাজিতঃ ॥৭৪
দৃশ্যন্তে চাস্য কর্ম্মাণি দুষ্করাণি সুরৈরপি।
যানি সঞ্চিন্ত্য ভীতোঽহমৃষ্যমূকমুপাশ্রিতঃ ॥৭৫
তমজয্যমধৃষ্যঞ্চ বানরেন্দ্রমমর্ষণম্।
বিচিন্তয়ন্নমুং চাপি ঋষ্যমূকমমুং ত্বহম্ ॥৭৬
উদ্বিগ্নঃ শঙ্কিতশ্চাহং বিচরামি মহাবনে।
অনুরক্তৈঃ সহামাত্যৈর্হনুমৎপ্রমুখৈর্বরৈঃ ॥৭৭
উপলব্ধঞ্চ মে শ্লাঘ্যং সন্মিত্রং মিত্রবৎসল।
ত্বামহং পুরুষব্যাঘ্র হিমবন্তমিবাশ্রিতঃ ॥৭৮
কিং তু তস্য বলজ্ঞোঽহং দুর্ভ্রাতুর্বলশালিনঃ।
অপ্রত্যক্ষং তু মে ধার্য্যং সমরে তব রাঘব ॥৭৯
ন খল্বহং ত্বাং তুল্যে নাবমন্যে ন ভীষয়ে।
কর্ম্মভিস্তস্য ভীমৈশ্চ কাতর্য্যং জনিতং মম ॥৮০

বানরশ্রেষ্ঠ বালী বলবান্, শৌর্য্যসম্পন্ন ও শৌর্য্যাভিমানী; তাহার বিক্রম ও বল লোকমধ্যে বিখ্যাত আছে। সে অদ্যাবধি যুদ্ধে কখনও পরাজিত হয় নাই, তাহাকে এমন সমস্ত দুষ্কর কার্য্যসকল করিতে দেখিয়াছি, যাহা দেবতাগণও করিতে পারেন না। আমি তাহার সেই সমস্ত কর্মের কথা চিন্তা করত তাহার ভয়ে ভীত হইয়া এই ঋষ্যমূক পর্বতে বাস করিতেছি।৭৪-৭৫

আমি সেই অসহনশীল, অজেয় ও দুর্ধর্ষ বানরাধিপতি বালীর পরাক্রম চিন্তা করত এই ঋষ্যমূক পর্বত পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না। পরন্তু উদ্বিগ্ন ও শঙ্কিতচিত্তে হনুমান্ প্রভৃতি প্রধান মন্ত্রিগণের সহিত কেবল এই পর্বত সন্নিহিত মহাবনমধ্যেই ভ্রমণ করিয়া থাকি।৭৬-৭৭

হে মিত্রবৎসল! আপনি হিমালয় পর্বত সদৃশ অটল; আপনাকে যখন মিত্ররূপে লাভ করিয়াছি, তখন আমার বালী-কৃত নিগ্রহও প্রশংসনীয় বোধ হইতেছে। হে রঘুনন্দন! আমি সেই প্রভূতবলশালী দুষ্টস্বভাব ভ্রাতা বালীর বল যুদ্ধকালে দর্শন করিয়াছি; কিন্তু যুদ্ধকালীন আপনার পরাক্রম দর্শন করি নাই, সেইজন্যই এইরূপ কথা বলিতেছি।৭৮-৭৯

আমি তাহার সহিত আপনার তুলনা করিতেছি না এবং আপনাকে অপমানিত বা ভয়প্রদর্শনও করিতেছি না। কিন্তু তাহার অতি ভয়ঙ্কর কার্য্যসকল চিন্তা করত আমার চিত্ত অতিশয় কাতর হইয়া পড়িতেছে। হে রাম! আপনি যে বালীকে বিনাশ করিতে পারিবেন, এ বিষয়ে আপনার বাক্যই যথেষ্ট প্রমাণ। আপনার আকার, ধৈর্য্য ও মহান্‌তেজ আপনাকে ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় বোধ করাইতেছে।৮০-৮১

কামং রাঘব তে বাণীপ্রমাণং ধৈর্য্যমাকৃতিঃ।
সূচয়ন্তি পরং তেজো ভস্মচ্ছন্নমিবানলম্ ॥৮১
তস্য তদ্বচনম্ শ্রুত্বা সুগ্রীবস্য মহাত্মনঃ।
স্মিতপূর্বমতো রামঃ প্রত্যুবাচ হরিং প্রতি ॥৮২
যদি ন প্রত্যয়োঽস্মাসু বিক্রমে তব বানর।
প্রত্যয়ং সমরে শ্লাঘ্যমহমুৎপাদয়ামি তে ॥৮৩
এবমুক্ত্বা তু সুগ্রীবং সান্ত্বয়ঁল্লক্ষ্মণাগ্রজঃ।
রাঘবো দুন্দুভেঃ কায়ং পাদাঙ্গুষ্ঠেন লীলয়া ॥৮৪
তোলয়িত্বা মহাবাহুশ্চিক্ষেপ দশযোজনম্।
অসুরস্য তনুং শুষ্কাং পাদাঙ্গুষ্ঠেন বীর্য্যবান্ ॥৮৫
ক্ষিপ্তং দৃষ্ট্বা ততঃ কায়ং সুগ্রীবঃ পুনরব্রবীৎ।
লক্ষ্মণস্যাগ্রতো রামং তপন্তমিব ভাস্করম্ ॥
হরীণামগ্রতো বীরমিদং বচনমর্থবৎ ॥৮৬

মহাত্মা রাম সুগ্রীবের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া ঈষৎ হাস্য করত তাঁহাকে প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—হে বানররাজ! যদি আমার পরাক্রমে তোমার বিশ্বাস না হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমি যুদ্ধকালে যাহা প্রশংসার যোগ্য সেইরূপ কার্য্য করিয়া এখনই তোমার বিশ্বাস উৎপাদন করিব।৮২-৮৩

অনন্তর বীর্য্যবান্ মহাবাহু রঘুনন্দন রাম সুগ্রীবকে

আর্দ্রঃ সমাংসঃ প্রত্যগ্রঃ ক্ষিপ্তঃকায়ঃ পুরা সখে।
পরিশ্রান্তেন মত্তেন ভ্রাতা মে বালিনা তদা ॥৮৭
লঘুঃ সম্প্রতিনির্মাংসস্তৃণভূতশ্চ রাঘব।
ক্ষিপ্ত এবং প্রহর্ষেণ ভবতা রঘুনন্দন ॥৮৮
নাত্র শক্যং বলং জ্ঞাতুং তব বা তস্য বাঽধিকম্।
আর্দ্রং শুষ্কমিতি হ্যেতৎ সুমহদ্ রাঘবান্তরম্ ॥৮৯
স এব সংশয়স্তাত তব তস্য চ যদ্বলম্।
সালমেকং বিনির্ভিদ্য ভবেদ্ ব্যক্তির্বলাবলে ॥৯০
কৃত্বৈতৎ কার্ম্মুকং সজ্যং হস্তিহস্তমিবাপরম্।
আকর্ণপূর্ণমায়ম্য বিসৃজস্ব মহাশরম্ ॥৯১

এইকথা বলিয়া সান্ত্বনা করত অবলীলাক্রমে পদাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দুন্দুভি অসুরের অস্থিমাত্রাবশিষ্ট দেহ উত্তোলন পূর্বক পাদাঙ্গুষ্ঠ দ্বারাই দশযোজন দূরে নিক্ষেপ করিলেন। মধ্যাহ্নকালীন প্রখর সূর্য্যতুল্য রাম দুন্দুভির দেহ দূরে নিক্ষেপ করিলেন,—ইহা দেখিয়াও সুগ্রীব রামের পরাক্রম বিষয়ে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না—পরন্তু সন্দিহান হইয়া লক্ষ্মণ ও বানরগণের সমক্ষে তাঁহাকে এই সমুচিত বাক্যে বলিলেন।৮৪-৮৬

হে সখে! যখন দুন্দুভির শরীর আমার অগ্রজ বালী নিক্ষেপ করে, তখন সে মদমত্ত ও পরিশ্রান্ত হইয়াছিল এবং দুন্দুভির শরীরও আর্দ্র, মাংস ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যুক্ত ছিল; এক্ষণে ইহা মাংসরহিত হইয়া লঘু, এমন কি তৃণতুল্য হইয়াছে, তাহাতে আবার সুস্থ অবস্থায় আপনি ইহা নিক্ষেপ করিলেন; অতএব এই কার্য্য দ্বারা আপনার ও বালীর মধ্যে কাহার বল অধিক, তাহা কিরূপে জানিতে পারিব? কারণ, আর্দ্র ও শুষ্ক—এই উভয়ের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে।৮৭-৮৯

ইমং হি সালং প্রহিতস্ত্বয়া শরো
ন সংশয়োঽত্রাস্তি বিদারয়িষ্যতি।
অলং বিমর্দ্দেন মম প্রিয়ং ধ্রুবং
কুরুষ্ব রাজন্ প্রতিশাপিতো ময়া ॥৯২
যথা হি তেজঃসু বরঃ সদা রবি
র্যথা হি শৈলো হিমবান্ মহাদ্রিষু।
যথা চতুষ্পাৎসু চ কেসরীবর-
স্তথা নরাণামসি বিক্রমে বরঃ ॥৯৩

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে একাদশঃ সর্গঃ ॥

হে তাত! সুতরাং আপনার ও বালীর যে কিরূপ বল আছে, সেই বিষয়ে আমার সংশয় জন্মিতেছে। অতএব আপনি ধনুতে জ্যা (গুণ) আরোপণ করিয়া আকর্ণ আকর্ষণ পূর্বক হস্তিশুণ্ড সদৃশ এক উত্তম বাণ নিক্ষেপ করুন, যাহাতে সেই নিক্ষিপ্ত বাণ এই শালবৃক্ষ ভেদ করিয়া আপনার বলাবল প্রকাশ করিতে পারে।৯০-৯১

এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে,—আপনি বাণ নিক্ষেপ করিলে সেই বাণ এই শালবৃক্ষ বিদীর্ণ করিয়া ফেলিবে। হে রাজন্! আপনাকে আমি শপথ দিতেছি, আপনি এই প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করুন, ইহাতে বিচার করিবার আবশ্যক নাই।৯২

যেমন তেজস্বীগণের মধ্যে সূর্য্য, মহাপর্বত-সকলের মধ্যে হিমালয় এবং চতুষ্পদ প্রাণীদিগের মধ্যে সিংহ শ্রেষ্ঠ, তেমনি আপনি পরাক্রমে মানবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।৯৩

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে একাদশ সর্গ সমাপ্ত।

দ্বাদশঃ সর্গঃ

[শ্রীরামেণ সপ্তানাং তালবৃক্ষাণাং ভেদঃ, তদনুজ্ঞয়া সুগ্রীবস্য কিষ্কিন্ধাগমনম্, বালিনা সহ যুদ্ধারম্ভঃ, যুদ্ধে পরাজিতস্য সুগ্রীবস্য মতঙ্গস্য মুনেরাশ্রমে পলায়নম্, শ্রীরামস্য পুনরাশ্বাসদানম্, গজপুষ্পীমাল্যং পরিধাপ্য পুনঃ সুগ্রীবস্য যুদ্ধায় প্রেষণঞ্চ ।]

এতচ্চ বচনং শ্রুত্বা সুগ্রীবস্য সুভাষিতম্ ।
প্রত্যয়ার্থং মহাতেজা রামো জগ্রাহ কার্ম্মুকম্ ॥১
স গৃহীত্বা ধনুর্ঘোরং শরমেকঞ্চ মানদঃ ।
সালমুদ্দিশ্য চিক্ষেপ পূরয়ন্ স রবৈর্দিশঃ ॥২
সবিসৃষ্টো বলবতা বাণঃ স্বর্ণপরিষ্কৃতঃ ।
ভিত্ত্বা তালান্ গিরিপ্রস্থং সপ্তভূমিং বিবেশ হ ॥৩
সায়কস্তু মুহূর্ত্তেন তালান্ ভিত্ত্বা মহাজবঃ ।
নিষ্পত্য চ পুনস্তূণং তমেব প্রবিবেশ হ ॥৪
তান্ দৃষ্ট্বা সপ্ত নির্ভিন্নান্ সালান্ বানরপুঙ্গবঃ ।
রামস্য শরবেগেন বিস্ময়ং পরমং গতঃ ॥৫
স মূর্দ্ধ্না ন্যপতদ্ ভূমৌ প্রলম্বীকৃতভূষণঃ ।
সুগ্রীবঃ পরমঃ প্রীতো রাঘবায় কৃতাঞ্জলিঃ ॥৬
ইদং চোবাচ ধর্ম্মজ্ঞং কর্ম্মণা তেন হর্ষিতঃ ।
রামং সর্ব্বাস্ত্রবিদুষাং শ্রেষ্ঠং শূরমবস্থিতম্ ॥৭
সেন্দ্রানপি সুরান্ সর্ব্বাংস্ত্বং বাণৈঃ পুরুষর্ষভ ।
সমর্থঃ সমরে হন্তুং কিং পুনর্বালিনং প্রভো ॥৮
যেন সপ্ত মহাতালা গিরিভূমিশ্চ দারিতাঃ ।
বাণেনৈকেন কাকুৎস্থ স্থাতা তে কো রণাগ্রতঃ ॥৯
অদ্য মে বিগতঃ শোকঃ প্রীতিরদ্য পরা মম ।
সুহৃদং ত্বাং সমাসাদ্য মহেন্দ্রবরুণোপমম্ ॥১০

দ্বাদশ সর্গ

[শ্রীরাম কর্ত্তৃক সাতটি শালবৃক্ষ ভেদ, শ্রীরামের আজ্ঞায় সুগ্রীবের কিষ্কিন্ধাগমন ও বালীর সহিত যুদ্ধারম্ভ এবং যুদ্ধে পরাজিত সুগ্রীবের মতঙ্গমুনির আশ্রমে পলায়ন, শ্রীরাম কর্ত্তৃক পুনরায় আশ্বাস প্রদান গজপুষ্পীর মালা গলে পরিধান করাইয়া তাহাকে পুনরায় যুদ্ধার্থে প্রেরণ ।]

সুগ্রীবের উত্তম বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাতেজস্বী রাম তাঁহার বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য হস্তে ধনু গ্রহণ করিলেন ।১

যিনি অন্যকে সম্মান প্রদান করেন, সেই শ্রীরাম ভয়ঙ্কর ধনু ও এক বাণ গ্রহণ করিয়া তাহার টঙ্কার-ধ্বনিতে দিক্‌সকল পূর্ণ করত সাতটি শালবৃক্ষে ঐ বাণ নিক্ষেপ করিলেন ।২

বলশালী শ্রীরাম কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত ও স্বর্ণভূষিত সেই বাণ একবারেই সাতটি শালবৃক্ষ ছেদন করিল। তারপর পর্বত বিদীর্ণ করিয়া পৃথ্বীতলে প্রবেশ করিল এবং মুহূর্তমধ্যে মহাবেগশালী বাণ আবার তূণমধ্যে প্রবেশ করিল। শ্রীরামের বাণে সাতটি শালবৃক্ষ বিদীর্ণ হওয়ায় বানরপ্রধান সুগ্রীব অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন ।৩-৫

সুগ্রীব অত্যন্ত প্রীতিলাভ করত ভূমিতলে লুণ্ঠিত হইয়া শ্রীরামকে মস্তকদ্বারা প্রণিপাত করিলেন। প্রণামকালীন তাঁহার অলঙ্কারসমূহ ভূতলে লম্বিত ছিল। রামের ঐ কর্মে আনন্দিত হইয়া তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে ধর্মজ্ঞ শ্রীরামকে বলিলেন,—আপনি অস্ত্রবিদ্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং বীর। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! হে প্রভো! আপনি যুদ্ধক্ষেত্রে ইন্দ্রাদি দেবগণকেও বিনাশ করিতে পারেন সুতরাং বালীকে বধ করা আপনার পক্ষে আর অধিক কি? হে কাকুৎস্থ! আপনি যখন এক বাণে সাতটি শালবৃক্ষ ও পৃথিবী ভেদ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তখন

তমদ্যৈব প্রিয়ার্থং মে বৈরিণং ভ্রাতৃরূপিণম্।
বালিনং জহি কাকুৎস্থ ময়া বদ্ধোঽয়মঞ্জলিঃ ॥১১
ততো রামঃ পরিষ্বজ্য সুগ্রীবং প্রিয়দর্শনম্।
প্রত্যুবাচ মহাপ্রাজ্ঞো লক্ষ্মণানুগতং বচঃ ॥১২
অস্মাদ্ গচ্ছাম কিষ্কিন্ধাং ক্ষিপ্রং গচ্ছ ত্বমগ্রতঃ।
গত্বা চাহ্বয় সুগ্রীব বালিনং ভ্রাতৃগন্ধিনম্ ॥১৩
সর্ব্বে তে ত্বরিতং গত্বা কিষ্কিন্ধাং বালিনঃ পুরীম্।
বৃক্ষৈরাত্মানমাবৃত্য হ্যতিষ্ঠন্ গহনে বনে ॥১৪
সুগ্রীবোঽপ্যনদদ্ ঘোরং বালিনো হ্বানকরণাৎ।
গাঢ়ং পরিহিতো বেগান্নাদৈর্ভিন্দন্নিবাম্বরম্ ॥১৫
তং শ্রুত্বা নিনদং ভ্রাতুঃ ক্রুদ্ধো বালী মহাবলঃ।
নিষ্পপাত সুসংরব্ধো ভাস্করোঽস্ততটাদিব ॥১৬

ততঃ সুতুমুলং যুদ্ধং বালি-সুগ্রীবয়োরভূৎ।
গগনে গ্রহয়োর্ঘোরং বুধাঙ্গারকয়োরিব ॥১৭
তলৈরশনিকল্পৈশ্চ বজ্রকল্পৈশ্চ মুষ্টিভিঃ।
জঘ্নতুঃ সমরেঽন্যোন্যং ভ্রাতরৌ ক্রোধমূর্চ্ছিতৌ ॥১৮
ততো রামো ধনুষ্পাণিস্তাবুভৌ সমুদৈক্ষত।
অন্যোন্যসদৃশৌ বীরাবুভৌ দেবাবিবাশ্বিনৌ ॥১৯
যন্নাবগচ্ছৎ সুগ্রীবং বালিনং বাপি রাঘবঃ।
ততো ন কৃতবান্ বুদ্ধিং মোক্তুমন্তকরং শরম্ ॥২০
এতস্মিন্নন্তরে ভগ্নঃ সুগ্রীবস্তেন বালিনা।
অপশ্যন্ রাঘবং নাথমৃষ্যমূকং প্রদুদ্রুবে ॥২১
ক্লান্তো রুধিরসিক্তাঙ্গঃ প্রহারৈর্জর্জ্জরীকৃতঃ।
বালিনাভিদ্রুতঃ ক্রোধাৎ প্রবিবেশ মহাবনম্ ॥২২

যুদ্ধক্ষেত্রে আপনার সম্মুখে আর কে দণ্ডায়মান থাকিতে সমর্থ হইবে ? ৬-৯

যখন মহেন্দ্র ও বরুণতুল্য আপনাকে আমি মিত্ররূপে প্রাপ্ত হইয়াছি, তখন নিশ্চয়ই আমার দুঃখের অবসান হইয়াছে এবং অত্যন্ত আনন্দের দিন উপস্থিত হইয়াছে।১০

আমি কৃতাঞ্জলি হইয়া আপনার নিকটে প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনি আজই আমার শত্রু বালীকে বধ করিয়া আমার পরম উপকার সাধন করুন।১১

অনন্তর মহাপ্রাজ্ঞ রাম লক্ষ্মণ সদৃশ অনুগত ও প্রিয়দর্শন সুগ্রীবকে আলিঙ্গনপূর্বক প্রত্যুত্তরে বলিলেন যে, আমরা এইস্থান হইতে কিষ্কিন্ধানগরীতে গমন করিতে ইচ্ছা করিতেছি। তুমি আমাদিগের অগ্রে চল এবং তথায় যাইয়া ভ্রাতা বালীকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান কর।১২-১৩

তাঁহারা সকলে অতিশীঘ্র বালীর পুরী কিষ্কিন্ধানগরীতে গমন করিয়া তাঁহার গহন বনমধ্যে বৃক্ষসমূহের অন্তরালে গুপ্তভাবে অবস্থিত রহিলেন।১৪

তখন সুগ্রীব দৃঢ়রূপে বস্ত্রদ্বারা কটিদেশ আবদ্ধ করিয়া তথা হইতে নগরীর নিকটে গমন করত বালীকে যুদ্ধে আহ্বান করিবার জন্য যেন আকাশ বিদীর্ণ করিয়া ভয়ঙ্কর গর্জন করিতে লাগিলেন।১৫

মহাবল বালী ভ্রাতার সেই গর্জনধ্বনি শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধভাবে অস্তাচল হইতে সূর্য্যের বহির্গমনের ন্যায় অতিদ্রুত নগরী হইতে বহির্গত হইল।১৬

অনন্তর যেমন আকাশমণ্ডলে বুধ ও মঙ্গলের তুমুল যুদ্ধ হয়, সেইরূপ ভূমণ্ডলে বালী ও সুগ্রীবের তুমুল যুদ্ধ হইতে থাকিল।১৭

বালী ও সুগ্রীব উভয় ভ্রাতা ক্রোধে অধীর হইয়া বজ্রসদৃশ হস্ততল ও বজ্রসদৃশ মুষ্টিদ্বারা পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিল।১৮

রঘুনন্দন রাম ধনুর্ধারণপূর্বক সেই বীর্য্যবান্ উভয় ভ্রাতাকে দর্শন করিতে লাগিলেন। কিন্তু অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের ন্যায় উভয়ের আকৃতি একইপ্রকার দেখিয়া কে বালী ও কে সুগ্রীব—তাহা নির্ধারণ করিতে সক্ষম হইলেন না এবং সেইজন্য জীবনান্তকর বাণ নিক্ষেপ করিতে পারিলেন না।১৯-২০

ইতিমধ্যে সুগ্রীবকে বালী আহত করিলে সুগ্রীব রঘুনন্দন রামকে রক্ষকরূপে দেখিতে না পাইয়া ঋষ্যমূক পর্বতের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। বালীও ক্রোধবশতঃ

তং প্রবিষ্টং বনং দৃষ্ট্বা বালী শাপভয়াত্ততঃ।
মুক্তো হ্যসি ত্বমিত্যুক্ত্বা স নিবৃত্তো মহাবনঃ ॥২৩
রাঘবোঽপি সহ ভ্রাত্রা সহ চৈব হনুমতা।
তদেব বনমাগচ্ছৎ সুগ্রীবো যত্র বানরঃ ॥২৪
তং সমীক্ষ্যাগতং রামং সুগ্রীবঃ সহলক্ষ্মণম্।
হ্রীমান্ দীনমুবাচেদং বসুধামবলোকয়ন্ ॥২৫
আহ্বয়স্বেতি মামুক্ত্বা দর্শয়িত্বা চ বিক্রমম্।
বৈরিণা ঘাতয়িত্বা চ কিমিদানীং ত্বয়া কৃতম্ ॥২৬
তামেব বেলাং বক্তব্যং ত্বয়া রাঘব তত্ত্বতঃ।
বালিনং ন নিহন্মীতি ততো নাহমিতো ব্রজে ॥২৭
তস্য চৈবং ব্রুবাণস্য সুগ্রীবস্য মহাত্মনঃ।
করুণং দীনয়া বাচা রাঘবঃ পুনরব্রবীৎ ॥২৮
সুগ্রীব শ্রূয়তাং তাত ক্রোধশ্চ ব্যপনীয়তাম্।
কারণং যেন বাণোঽয়ং স ময়া ন বিসর্জিতঃ ॥২৯
অলঙ্কারেণ বেষেণ প্রমাণেন গতেন চ।
ত্বঞ্চ সুগ্রীব বালী চ সদৃশৌ স্থঃ পরস্পরম্ ॥৩০
স্বরেণ বর্চসা চৈব প্রেক্ষিতেন চ বানর।
বিক্রমেণ চ বাক্যৈশ্চ ব্যক্তিং বাং নোপলক্ষয়ে ॥৩১
ততোঽহং রূপসাদৃশ্যান্ মোহিতো বানরোত্তম।
নোৎসৃজামি মহাবেগং শরং শত্রুনিবর্হণম্ ॥৩২
জীবিতান্তকরং ঘোরং সাদৃশ্যাত্তু বিশঙ্কিতঃ।
মূলঘাতো ন নৌ স্যাদ্ধি দ্বয়োরিতি কৃতো ময়া ॥৩৩
ত্বয়ি বীর বিপন্নে হি অজ্ঞানাল্লাঘবান্ ময়া।
মৌঢ্যঞ্চ মম বাল্যঞ্চ খ্যাপিতং স্যাৎ কপীশ্বর ॥৩৪

তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল। সুগ্রীব বালীর নানাপ্রকার প্রহারে জর্জরিত ও ক্লান্ত হইয়া রক্তাক্তদেহে অতিবেগে ঋষ্যমূক পর্বতের সমীপস্থিত মতঙ্গবনে প্রবেশ করিলেন। সুগ্রীব মতঙ্গবনে প্রবেশ করিলে মহাবল বালী অভিশাপভয়ে সেই বনে প্রবেশ করিতে না পারিয়া তাঁহাকে 'অদ্য কোনরূপে মুক্তি পাইলি' বলিয়া তথা হইতে নিবৃত্ত হইল।২১-২৩

রঘুনন্দন রামও ভ্রাতা লক্ষ্মণ এবং কপিবর হনুমানের সহিত যেস্থানে সুগ্রীব আছেন, সেই বনে গমন করিলেন।২৪

সুগ্রীব রামকে লক্ষ্মণের সহিত সমাগত দেখিয়া লজ্জায় অধোদিকে দৃষ্টিপাত করত তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, —হে রঘুনন্দন! আপনি পূর্বে বিক্রম প্রদর্শন পূর্বক আমাকে 'বালীকে আহ্বান কর' এইরূপ বলিয়া পরে শত্রুদ্বারা আমাকে আহত করাইয়া এ কি কার্য্য করিলেন? ২৫-২৬

সেই সময়েই আপনার যথার্থরূপে বলা উচিত ছিল যে, আমি বালীকে বিনাশ করিব না, তাহা হইলে আমি কখনই এইস্থান হইতে তথায় যাইতাম না।২৭

মহাত্মা সুগ্রীব করুণস্বরে এইকথা বলিলে রঘুনন্দন রাম মন্দস্বরে তাঁহাকে বলিলেন,—সুগ্রীব! তুমি ক্রোধ পরিত্যাগ কর। যে কারণে আমি বালীর দেহে প্রাণনাশী বাণ নিক্ষেপ করি নাই, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর।২৮-২৯

হে কপিবর! বালীর ও তোমার আকার, অলঙ্কার, বেশ ও গমন একপ্রকার। আমি দেহলাবণ্য, কটাক্ষ-বিক্ষেপ, স্বর, বিক্রম বা বাক্য দ্বারা তোমাদের কিছুমাত্র প্রভেদ উপলব্ধি করিতে পারি নাই, সুতরাং তোমাদিগের রূপসাদৃশ্যে মোহিত হইয়া অতি বেগগামী ও শত্রুবিনাশ-কর বাণ নিক্ষেপ করি নাই। আমি তোমাদিগের রূপসাদৃশ্যে শঙ্কিত হইয়া পাছে সীতা উদ্ধারের উপায়ের মূলস্বরূপ তোমাকে বিনাশ করিয়া ফেলি—এইরূপ বিবেচনা করত প্রাণান্তকর ভয়ঙ্কর বাণ পরিত্যাগ করি নাই।৩০-৩৩

হে বীর কপিরাজ! যদি আমি চিত্তের দৌর্বল্য ও অজ্ঞানতাবশতঃ তোমাকে নিহত করিতাম, তবে ইহকালে আমার অবিজ্ঞতা ও মূঢ়তা বিখ্যাত হইত এবং অভয়প্রদান পূর্বক বধজন্য অদ্ভুত ও ভীষণ পাতক আমাকে আক্রমণ করিত। এখন সুন্দরী সীতা, লক্ষ্মণ ও আমি এবং আমাদিগের সুখস্বাচ্ছন্দ্য প্রভৃতি সমস্তই তোমার অধীন হইয়াছে। এই বনবাসকালে তুমিই আমাদিগের আশ্রয়, তোমার অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়াই

দত্তাভয়বধো নাম পাতকং মহদদ্ভুতম্।
অহঞ্চ লক্ষ্মণশ্চৈব সীতা চ বরবর্ণিনী ॥৩৫
ত্বদধীনা বয়ং সর্ব্বে বনেঽস্মিন্ শরণং ভবান্।
তস্মাদ্ যুধ্যস্ব ভূয়স্ত্বং মা মা শঙ্কীশ্চ বানর ॥৩৬
এতন্মুহূর্ত্তে তু ময়া পশ্য বালিনমাহবে।
নিরস্তমিষুণৈকেন চেষ্টমানং মহীতলে ॥৩৭
অভিজ্ঞানং কুরুষ্ব ত্বমাত্মনো বানরেশ্বর।
যেন ত্বামভিজানীয়াং দ্বন্দ্বযুদ্ধমুপাগতম্ ॥৩৮
গজপুষ্পীমিমাং ফুল্লামুৎপাট্য শুভলক্ষণাম্।
কুরু লক্ষ্মণ কণ্ঠেঽস্য সুগ্রীবস্য মহাত্মনঃ ॥৩৯

ততো গিরিতটে জাতামুৎপাট্য কুসুমাযুতাম্ ॥
লক্ষ্মণো গজপুষ্পীং তাং তস্য কণ্ঠে ব্যসর্জয়ৎ ॥৪০
স তয়া শুশুভে শ্রীমান্ লতয়া কণ্ঠসক্তয়া।
বিপরীত ইবাকাশে সূর্য্যো নক্ষত্রমালয়া।
মালয়েব বলাকানাং সসন্ধ্য ইব তোয়দঃ ॥৪১
বিভ্রাজমানো বপুষা রামবাক্যসমাহিতঃ।
জগাম সহ রামেণ কিষ্কিন্ধাং পুনরাপ সঃ ॥৪২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে দ্বাদশঃ সর্গঃ ॥

বাণ পরিত্যাগ করি নাই; তুমি আমার প্রতি অন্যথা আশঙ্কা করিও না, পরন্তু পুনরায় বালীর সহিত যুদ্ধ করিতে গমন কর; এই মুহূর্ত্তেই তোমাদিগের যুদ্ধসময়ে আমার এক বাণে নিহত বালীকে ভূতলে পতিত ও লুণ্ঠিত হইতে দর্শন করিবে।৩৪-৩৭

হে বানরেশ্বর! তুমি বালীর সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলে যাহা দ্বারা আমি তোমাকে চিনিতে পারি, এখন তুমি সেইরূপ অর্থাৎ কোন অভিজ্ঞান চিহ্ন ধারণ কর।৩৮

লক্ষ্মণ! তুমি এই প্রস্ফুটিত গজপুষ্পীনাম্নী লতা উৎপাটিত করিয়া মহাত্মা সুগ্রীবের কণ্ঠদেশে ধারণ করাইয়া দাও। অনন্তর লক্ষ্মণ সেইস্থানে উৎপন্না সুপুষ্পিতা গজপুষ্পীনাম্নী লতা উৎপাটন পূর্ব্বক সুগ্রীবের কণ্ঠদেশে পরিধান করাইলেন।৩৯-৪০

সন্ধ্যারাগরঞ্জিত বৃহৎ মেঘমণ্ডল যেমন বলাকামালায় বিভূষিত হইয়া শোভিত হয়, সেইরূপ শ্রীমান্ সুগ্রীব সেই কণ্ঠলগ্ন লতা দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়া শোভিত হইলেন এবং রামের বাক্যানুসারে উদ্‌যুক্ত হইয়া গজপুষ্পীমাল্যে সুশোভিত শরীরে শ্রীরামের সহিত পুনরায় কিষ্কিন্ধায় গমন করিলেন।৪১-৪২

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে দ্বাদশ স্বর্গ সমাপ্ত।

ত্রয়োদশঃ সর্গঃ

[মার্গমধ্যে বৃক্ষ-নানাবিধজন্তু-তড়াগ-সপ্তজনপদাশ্রমান্ পশ্যতাং শ্রীরামপ্রভৃতীনাং পুনঃ কিষ্কিন্ধাগমনম্ ।]

ঋষ্যমূকাৎ স ধর্ম্মাত্মা কিষ্কিন্ধাং লক্ষ্মণাগ্রজঃ ।
জগাম সহসুগ্রীবো বালী বিক্রমপালিতাম্ ॥১
সমুদ্যম্য মহচ্চাপং রামঃ কাঞ্চনভূষিতম্ ।
শরাংশ্চাদিত্যসঙ্কাশান্ গৃহীত্বা রণসাধকান্ ॥২
অগ্রতস্তু যযৌ তস্য রাঘবস্য মহাত্মনঃ ।
সুগ্রীবঃ সংহতগ্রীবো লক্ষ্মণস্য মহাবলঃ ॥৩
পৃষ্ঠতো হনুমান্ বীরো নলো নীলশ্চ বীর্য্যবান্ ।
তারশ্চৈব মহাতেজা হরিযূথপযূথপঃ ॥৪
তে বীক্ষমাণা বৃক্ষাংশ্চ পুষ্পভারাবলম্বিনঃ ।
প্রসন্নাম্বুবহাশ্চৈব সরিতঃ সাগরঙ্গমাঃ ॥৫
কন্দরাণি চ শৈলাংশ্চ নির্দরাণি গুহাস্তথা ।
শিখরাণি চ মুখ্যানি দরীশ্চ প্রিয়দর্শনাঃ ॥৬
বৈদূর্য্যবিমলৈস্তোয়ৈঃ পদ্মৈশ্চাকোশকুড্মলৈঃ ।
শোভিতান্ সজলান্ মার্গে তটাকাংশ্চাবলোকয়ন্ ॥৭
কারণ্ডৈঃ সারসৈর্হংসৈর্বঞ্জুলৈর্জলকুক্কুটৈঃ ।
চক্রবাকৈস্তথা চান্যৈঃ শকুনৈঃ প্রতিনাদিতান্ ॥৮
মৃদুশষ্পাঙ্কুরাহারান্নির্ভয়ান্ বনচারিণাম্ ।
চরতাং সর্ব্বতঃ পশ্যন্ স্থলীষু হরিণান্ স্থিতান্ ॥৯
তটাকবৈরিণশ্চাপি শুক্লদন্তবিভূষিতান্ ।
ঘোরানেকচরান্ বন্যান্ দ্বিরদান্ কূলঘাতিনঃ ॥১০
মত্তান্ গিরিতটোদ্‌ঘুষ্টান্ পর্ব্বতানিব জঙ্গমান্ ।
বানরান্ দ্বিরদপ্রক্ষান্ মহীরেণুসমুক্ষিতান্ ॥১১
বনে বনচরাংশ্চান্যান্ খেচরাংশ্চ বিহঙ্গমান্ ।
পশ্যন্তস্ত্বরিতং জগ্মুঃ সুগ্রীববশবর্ত্তিনঃ ॥১২

ত্রয়োদশ সর্গ

[শ্রীরাম প্রভৃতি পথিমধ্যে বৃক্ষ, বিবিধ জন্তু, জলাশয় ও সপ্তজন আশ্রম দর্শন করিতে করিতে পুনরায় কিষ্কিন্ধায় আগমন]

ধর্মাত্মা লক্ষ্মণাগ্রজ-রাম স্বর্ণভূষিত সুমহৎ ধনুঃ উদ্যত করিয়া সূর্য্যতুল্য প্রভান্বিত যুদ্ধোপযোগী কয়েকটি বাণ গ্রহণ পূর্বক সুগ্রীবের সহিত ঋষ্যমূকপর্বত হইতে বালী-বিক্রমপালিতা কিষ্কিন্ধানগরী অভিমুখে গমন করিলেন ।১-২

তখন মহাবল দৃঢ়ভাবে বদ্ধগ্রীব সুগ্রীব লক্ষ্মণ ও মহাত্মা রঘুনন্দন রামের অগ্রগমন করিতে লাগিলেন এবং বানর-যূথপতিদিগের যূথপতি তার, নল, নীল ও হনুমান্ তাঁহাদিগের অনুগমন করিলেন ।৩-৪

তাঁহারা যাইতে যাইতে পথে দেখিতে পাইলেন যে, বহুবৃক্ষ পুষ্পভারে অবনত হইয়া আছে, বহু নদী নির্মলজল বহন করিতে করিতে সাগরের দিকে গমন করিতেছে, বহু কন্দর, পর্বত, শিলাবিবর, শিখর ও নয়নানন্দকর অসংখ্য দুর্গম গুহা বিদ্যমান আছে ।৫-৬

আরও দেখিতে পাইলেন যে, বৈদূর্য্যমণির প্রভাসদৃশ নির্মল জলপূর্ণ বহু সরোবরের পদ্মমুকুল শোভা পাইতেছে। কারণ্ডব, সারস, হংস, বঞ্জুল, জলকুক্কুট, চক্রবাক এবং অন্যান্য পক্ষিগণের অব্যক্তশব্দে সেই সরোবর প্রতিধ্বনিত হইতেছে ।৭-৮

আবার স্থলে দেখিতে পাইলেন যে, কোমল তৃণাঙ্কুরভোজী বনচারী বহু হরিণ নির্ভয়ে বিচরণ করিতেছে এবং কোথায়ও বা তাহারা স্থিরভাবে অবস্থান করিতেছে। আরও দেখিতে পাইলেন, শুভ্রদন্তবিভূষিত একাকী বিচরণশীল ভয়ঙ্কর বহু হস্তী দন্তদ্বারা সরোবরের তটভূমি বিদীর্ণ করিয়া তাহার সহিত বৈরিতা করিতেছে। গমনাগমন সময়ে দেখিতে পর্বতসদৃশ— এইরূপ অরণ্যচারী দুইটিদন্তযুক্ত মদমত্ত বহু হস্তী পর্বতের প্রান্তভাগ বিদীর্ণ করিতেছে। হস্তীর ন্যায়

তেষাং তু গচ্ছতাং তত্র ত্বরিতং রঘুনন্দনঃ।
দ্রুমখণ্ডবনং দৃষ্ট্বা রামঃ সুগ্রীবমব্রবীৎ ॥১৩
এষ মেঘ ইবাকাশে বৃক্ষখণ্ডঃ প্রকাশতে।
মেঘসঙ্ঘাতবিপুলং পর্য্যন্তকদলীবৃতম্ ॥১৪
কিমেতজ্জ্ঞাতুমিচ্ছামি সখে কৌতূহলং মম।
কৌতূহলাপনয়নং কর্ত্তুমিচ্ছাম্যহং ত্বয়া ॥১৫
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা রাঘবস্য মহাত্মনঃ।
গচ্ছন্নেবাচচক্ষেঽথ সুগ্রীবস্তন্মহদ্বনম্ ॥১৬
এতদ্ রাঘব বিস্তীর্ণমাশ্রমং শ্রমনাশনম্।
উদ্যানবনসম্পন্নং স্বাদুমূলফলোদকম্ ॥১৭
অত্র সপ্তজনা নাম মুনয়ঃ শংসিতব্রতাঃ।
সপ্তৈবাসন্নধঃশীর্ষা নিয়তং জলশায়িনঃ ॥১৮

বৃহদাকার, ধূলিধূসরিত বনের বহু বনচর, অন্যান্য জীবজন্তু ও আকাশে বিচরণশীল পক্ষিসমূহ দেখিতে দেখিতে সুগ্রীবের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা দ্রুতবেগে গমন করিলেন।৯-১২

কিষ্কিন্ধানগরীর অভিমুখে দ্রুত গমনকালে রঘুনন্দন রাম পথিমধ্যে বৃক্ষসুশোভিত এক কানন দর্শন করিয়া সুগ্রীবকে বলিলেন—হে সখে! এই কাননের বৃক্ষসমূহ আকাশের মেঘের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে, ইহার কারণ কি? শেষপ্রান্তে কদলীবৃক্ষসমূহে পূর্ণ নিবিড় মেঘসদৃশ এই বনমধ্যে পূর্বে কি ছিল, তাহা আমার জানিবার বাসনা হইতেছে। এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত ঔৎসুক্য জন্মিয়াছে। এখন তুমি এই বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিয়া আমার ঔৎসুক্য অপনয়ন কর—ইহাই আমার বাসনা।১৩-১৫

মহাত্মা রঘুনন্দন রামের এই কথা শ্রবণ করিয়া সুগ্রীব গমন করিতে করিতে তাঁহার নিকটে সেই বনের বৃত্তান্ত বর্ণনা করিতে লাগিলেন।১৬

হে রঘুনন্দন! সুস্বাদু মূল, ফল ও জলপূর্ণ এবং বিবিধ উদ্যানে শোভিত এই সুবিস্তীর্ণ বনে পূর্বে এক শ্রমনিবারক আশ্রম ছিল। পূর্বে এই আশ্রমে কঠোর-ব্রত পালনরত "সপ্তজন" নামে বিখ্যাত সপ্ত মহর্ষি

সপ্তরাত্রে কৃতাহারা বায়ুনাচলবাসিনঃ।
দিবং বর্ষশতৈর্যাতাঃ সপ্তভিঃ সকলেবরাঃ ॥১৯
তেষামেতৎ প্রভাবেণ দ্রুমপ্রাকারসংবৃতম্।
আশ্রমং সুদুরাধর্ষমপি সেন্দ্রৈঃ সুরাসুরৈঃ ॥২০
পক্ষিণো বর্জয়ন্ত্যেতত্তথান্যে বনচারিণঃ।
বিশন্তি মোহাদ্ যেঽপ্যত্র ন নিবর্ত্তন্তি তে পুনঃ ॥২১
বিভূষণরবাশ্চাত্র শ্রূয়ন্তে সকলাক্ষরাঃ।
তূর্য্যগীতস্বনশ্চাপি গন্ধো দিব্যশ্চ রাঘব ॥২২
ত্রেতাগ্নয়োঽপি দীপ্যন্তে ধূমো হ্যেষ প্রদৃশ্যতে।
বেষ্টয়ন্নিব বৃক্ষাগ্রান্ কপোতাঙ্গারুণো ঘনঃ ॥২৩
এতে বৃক্ষাঃ প্রকাশন্তে ধূমসংসক্তমস্তকাঃ।
মেঘজালপ্রতিচ্ছন্না বৈদূর্য্যগিরয়ো যথা ॥২৪

ছিলেন। তাঁহারা অধোমস্তক হইয়া নিয়মপালন করত জলমধ্যে শায়িত থাকিতেন, তাঁহারা সপ্ত দিবস পরে বায়ুমাত্র ভোজন করিতেন এবং একস্থানে অচল-ভাবে থাকিতেন। তপস্যারত জলশায়ী মহর্ষিগণ সপ্তশত বৎসরান্তে সশরীরে স্বর্গে গমন করিয়াছেন। চতুর্দিকে বৃক্ষরূপ প্রাচীরে পরিবেষ্টিত এই আশ্রম তাঁহাদিগের তপস্যাপ্রভাবে অদ্যাপি ইন্দ্রসহিত দেবতা ও অসুরগণের নিকট দুর্দ্ধর্ষ হইয়াছে।১৭-২০

পক্ষী ও অন্যান্য বনচারী প্রাণীগণ এই আশ্রম বর্জন করিয়াছে। যাহারা মোহবশতঃ ইহার মধ্যে প্রবেশ করে, তাহারা আর ফিরিয়া আসে না।২১

রাঘব এইস্থানে মধুর অক্ষরযুক্তা বাণীর সহিত অলঙ্কারের শব্দ শুনা যায়, বাদ্য ও গীতের ধ্বনি কর্ণগোচর হয় এবং দিব্য গন্ধেরও অনুভব হয়।২২

বোধ হয় যেন আহবনীয় আদি ত্রিবিধ অগ্নিই প্রজ্বলিত হইতেছে, কপোতের অঙ্গের ন্যায় ধূসরবর্ণ নিবিড় ধূম উঠিতেছে এবং ঐ ধূম যেন বৃক্ষের অগ্রভাগ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে।২৩

বৃক্ষসকলের শিরোভাগ ধূমে পরিপূর্ণ হওয়ায় ঐ সমস্ত বৃক্ষ মেঘজালে সমাবৃত বৈদূর্য্যমণিময় পর্বতের ন্যায় প্রকাশিত হইতেছে।২৪

কুরু প্রণামং ধর্ম্মাত্মংস্তেষামুদ্দিশ্য রাঘব।
লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা প্রযতঃ সংহতাঞ্জলিঃ ॥২৫
প্রণমন্তি হি যে তেষামৃষীণাং ভাবিতাত্মনাম্।
ন তেষামশুভং কিঞ্চিচ্ছরীরে রাম বিদ্যতে ॥২৬
ততো রামঃ সহ ভ্রাত্রা লক্ষ্মণেন কৃতাঞ্জলিঃ।
সমুদ্দিশ্য মহাত্মানস্তানৃষীনভ্যবাদয়ৎ ॥২৭
অভিবাদ্য চ ধর্ম্মাত্মা রামো ভ্রাতা চ লক্ষ্মণঃ।
সুগ্রীবো বানরাশ্চৈব জগ্মুঃ সংহৃষ্টমানসাঃ ॥২৮
তে গত্বা দূরমধ্বানং তস্মাৎ সপ্তজনাশ্রমাৎ।
দদৃশুস্তাং দুরাধর্ষাং কিষ্কিন্ধাং বালিপালিতাম্ ॥২৯
ততস্তু রামানুজরামবানরাঃ
প্রগৃহ্য শস্ত্রাণ্যুদিতোগ্রতেজসঃ।
পুরীং সুরেশাত্মজবীর্য্যপালিতা
বধায় শত্রোঃ পুনরাগতাস্ত্বিহ ॥৩০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে ত্রয়োদশঃ সর্গঃ ॥

হে ধার্মিক রঘুনন্দনরাম! আপনি ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত সংযতচিত্তে কৃতাঞ্জলি হইয়া সেই মহাত্মা মহর্ষিগণের উদ্দেশে প্রণাম করুন; যাঁহারা তাঁহাদিগের উদ্দেশে প্রণাম করেন, তাঁহাদিগের শরীরে কিঞ্চিন্মাত্রও অশুভ থাকে না।২৫-২৬

অনন্তর রাম ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত বদ্ধাঞ্জলি হইয়া সেই মহাত্মা মহর্ষিগণের উদ্দেশে প্রণাম করিলেন।২৭

ধর্মাত্মা রাম, তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীব এবং অন্যান্য বানরগণ তাঁহাদিগের উদ্দেশে প্রণাম করত অত্যন্ত হৃষ্টচিত্তে গমন করিতে লাগিলেন।২৮

তাঁহারা সেই সপ্তজননামক আশ্রম হইতে বহির্গত হইয়া বহুদূর পথ অতিক্রম পূর্বক বালি-পালিতা দুর্দ্ধর্ষ কিষ্কিন্ধানগরী দেখিতে পাইলেন। অনন্তর রাম তাঁহার কনিষ্ঠভ্রাতা লক্ষ্মণ ও সুগ্রীব প্রভৃতি বানরগণ স্ব স্ব তেজে দীপ্ত হইয়া অস্ত্রগ্রহণ পূর্বক সুগ্রীবের শত্রু ইন্দ্রপুত্র বালীকে বধ করিবার জন্য তাহার বাহুবলপালিতা কিষ্কিন্ধানগরীতে উপস্থিত হইলেন।২৯-৩০

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডের ত্রয়োদশ সর্গ সমাপ্ত।

চতুর্দ্দশঃ সর্গঃ

[বালিবধে শ্রীরামত আশ্বাসং প্রাপ্য সুগ্রীবস্যোৎকটগর্জনম্]

সর্ব্বে তে ত্বরিতং গত্বা কিষ্কিন্ধাং বালিনঃ পুরীম্।
বৃক্ষৈরাত্মানমাবৃত্য ব্যতিষ্ঠন্ গহনে বনে ॥১
বিসার্য্য সর্ব্বতো দৃষ্টিং কাননে কাননপ্রিয়ঃ।
সুগ্রীবো বিপুলগ্রীবঃ ক্রোধমাহারয়দ্ভৃশম্ ॥২
ততস্তু নিনদং ঘোরং কৃত্বা যুদ্ধায় চাহ্বয়ৎ।
পরিবারৈঃ পরিবৃতো নাদৈর্ভিন্দন্নিবাম্বরম্ ॥৩
গর্জ্জন্নিব মহামেঘো বায়ুবেগপুরঃসরঃ।
অথ বালার্কসদৃশো দৃপ্তসিংহগতিস্ততঃ ॥৪
দৃষ্ট্বা রামং ক্রিয়াদক্ষং সুগ্রীবো বাক্যমব্রবীৎ।
হরিবাগুরয়া ব্যাপ্তাং তপ্তকাঞ্চনতোরণাম্ ॥৫
প্রাপ্তাঃ স্ম ধ্বজযন্ত্রাঢ্যাং কিষ্কিন্ধাং বালিনঃ পুরীম্।
প্রতিজ্ঞা যা কৃতা বীর ত্বয়া বালিবধে পুরা ॥৬
সফলাং কুরু তাং ক্ষিপ্রং লতাং কাল ইবাগতঃ।
এবমুক্তস্তু ধর্ম্মাত্মা সুগ্রীবেণ স রাঘবঃ ॥৭
তমেবোবাচ বচনং সুগ্রীবং শত্রুসূদনঃ।
কৃতাভিজ্ঞানচিহ্নস্ত্বমনয়া গজসাহ্বয়া ॥৮

চতুর্দশ সর্গ

[বালী বধের জন্য শ্রীরাম হইতে আশ্বাসপ্রাপ্ত সুগ্রীবের বিকট গর্জন।]

রাম, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীব প্রভৃতি বানরবৃন্দ অতিশীঘ্র বালিপালিতা কিষ্কিন্ধানগরীতে গমন পূর্বক নিবিড় বনমধ্যে বৃক্ষসমূহ দ্বারা স্ব স্ব দেহ আবৃত করত অবস্থান করিলেন।১

তখন কাননপ্রিয় ও বিপুলগ্রীবাযুক্ত সুগ্রীব চতুর্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করত অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং অমাত্য (মন্ত্রি)-গণে পরিবৃত হইয়া বালীকে আহ্বান করিবার জন্য ভয়ঙ্কর শব্দ করিতে লাগিলেন। তাঁহার গর্জনশব্দে আকাশমণ্ডল যেন বিদারিত হইতে লাগিল।২-৩

তখন সুগ্রীবকে বায়ুবেগের সহিত গর্জনকারী ঘনমেঘের ন্যায় মনে হইতেছিল, তাঁহার অঙ্গকান্তি প্রাতঃকালীন সূর্য্যসদৃশ এবং তাঁহার গতিও দর্পভরে গমনকারী সিংহের ন্যায় ছিল।৪

তিনি যুদ্ধকার্য্যকুশল রামের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করত তাঁহাকে বলিলেন—হে বীর! তপ্তকাঞ্চনে যাহার তোরণ নির্মিত হইয়াছে, যন্ত্র ও ধ্বজসমূহে যেইস্থান পূর্ণ, বাগুরাস্বরূপ বানরগণপরিবৃতা, বালী পালিতা, এই কিষ্কিন্ধানগরীতে আমরা আগমন করিয়াছি। আপনি পূর্বে বালী বধের জন্য যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, এখন ঋতুবিশেষ যেমন লতাবিশেষকে ফলবতী করে, সেইরূপ শীঘ্র সেই প্রতিজ্ঞা ফলবতী (পূর্ণ) করুন। শত্রুনাশন ধর্মাত্মা রঘুনন্দন রামকে সুগ্রীব এইকথা বলিলে রাম তাহাকে বলিলেন,—হে বীর! গজপুষ্পীনাম্নী এই লতা উৎপাটন পূর্বক লক্ষ্মণ তোমার গলদেশে ধারণ করাইয়াছেন, ইহা আমার বোধের পক্ষে উৎকৃষ্ট চিহ্ন হইয়াছে। তুমি এই

লক্ষ্মণেন সমুৎপাট্য এষা কণ্ঠে কৃতা তব।
শোভসেঽপ্যধিকং বীর লতয়া কণ্ঠসক্তয়া ॥৯
বিপরীত ইবাকাশে সূর্য্যো নক্ষত্রমালয়া।
অদ্য বালিসমুত্থং তে ভয়ং বৈরঞ্চ বানর ॥১০
একেনাহং প্রমোক্ষ্যামি বাণমোক্ষেণ সংযুগে।
মম দর্শয় সুগ্রীব বৈরিণং ভ্রাতৃরূপিণম্ ॥১১
বালী বিনিহতো যাবদ্ বনে পাংশুষু চেষ্টতে।
যদি দৃষ্টিপথং প্রাপ্তো জীবন্ স বিনিবর্ততে ॥১২
ততো দোষেণ মা গচ্ছেৎ সদ্যো গর্হেচ্চ মাং ভবান্।
প্রত্যক্ষং সপ্ত তে সালা ময়া বাণেন দারিতাঃ ॥১৩
তেনাবেহি বলেনাদ্য বালিনং নিহতং রণে।
অনৃতং নোক্তপূর্ব্বং মে চিরং কৃচ্ছ্রেঽপি তিষ্ঠতা ॥১৪
ধর্ম্মলোভপরীতেন ন চ বক্ষ্যে কথঞ্চন।
সফলাঞ্চ করিষ্যামি প্রতিজ্ঞাং জহি সম্ভ্রমম্ ॥১৫
প্রসূতং কলমক্ষেত্রং বর্ষেণেব শতক্রতুঃ।
তদাহ্বাননিমিত্তঞ্চ বালিনো হেমমালিনঃ ॥১৬
সুগ্রীব কুরু তং শব্দং নিষ্পতেদ্ যেন বানরঃ।
জিতকাশী জয়শ্লাঘী ত্বয়া চাধর্ষিতঃ পুরাৎ ॥১৭
নিষ্পতিষ্যত্যসঙ্গেন বালী স প্রিয়সংযুগঃ।
রিপূণাং ধর্ষিতং শ্রুত্বা মর্ষয়ন্তি ন সংযুগে ॥১৮
জানন্তস্তু স্বকং বীর্য্যং স্ত্রীসমক্ষং বিশেষতঃ।
স তু রামবচঃ শ্রুত্বা সুগ্রীবো হেমপিঙ্গলঃ ॥১৯
ননর্দ ক্রূরনাদেন বিনির্ভিন্দন্নিবাম্বরম্।
তত্র শব্দেন বিত্রস্তা গাবো যান্তি হতপ্রভাঃ ॥২০

গললগ্ন লতা দ্বারা অতিশয় শোভাপ্রাপ্ত হইয়াছ। যদি আকাশমণ্ডলে এইরূপ বিপরীত অবস্থা দেখা দেয় যে, সূর্য্যমণ্ডল নক্ষত্রমালা দ্বারা বিরাজিত হইতেছে, তবেই তোমার রূপের সহিত তুলনা হইতে পারে। হে বানররাজ সুগ্রীব! অদ্য আমি যুদ্ধক্ষেত্রে একমাত্র বাণ নিক্ষেপ করিয়াই বালীর সহিত তোমার বিরোধ এবং বালী হইতে তোমার যে ভয় এই দুইটিই দূর করিব। এখন তুমি আমাকে তোমার শত্রুরূপী ভ্রাতা বালীকে দেখাইয়া দাও, তাহা হইলেই আমি তাহাকে বিনাশ করিয়া এই বনে ধূলায় লুণ্ঠিত করাইব। যদি এবারে সে আমার দৃষ্টিপথে আসিয়াও জীবন লইয়া প্রতিগমন করিতে পারে, তবে তুমি অবিলম্বে আমাকে দোষী বিবেচনা করত ভৎর্সনা করিও। আমি তোমার সমক্ষে যে একবাণে সেই সাতটি শালবৃক্ষ বিদারণ করিয়াছি, ইহা তুমি নিশ্চয়ই মনে জানিও যে—আমার সেই বাণেই অদ্য বালী যুদ্ধে নিহত হইয়াছে। আমি অত্যন্ত বিপদে নিমগ্ন হইয়াও পূর্বে কখনও মিথ্যা কথা বলি নাই এবং ভবিষ্যতেও বলিব না। কারণ আমার মনে ধর্মের লোভ রহিয়াছে। যেমন শত অশ্বমেধযাজী মহেন্দ্র বৃষ্টি দ্বারা ধান্যবৃক্ষসকল ফলপূর্ণ করেন, সেইরূপ আমি অবশ্যই নিজ প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিব। তুমি স্বীয় বিহ্বলতা ত্যাগ কর, হে সুগ্রীব! স্বর্ণমালাভূষিত বানরশ্রেষ্ঠ বালী যেরূপ শব্দ শ্রবণ করিলে নগরী হইতে বহির্গত হয়, তুমি সেইপ্রকার শব্দ করিয়া তাহাকে আহ্বান কর। বালী অত্যন্ত যুদ্ধপ্রিয়, শত্রুবিজয়ে গর্বিত ও বিজয়চিহ্নে শোভিত, অতএব যদি এখন মহিলা সন্নিধানেও থাকে, তাহা হইলেও যুদ্ধের জন্য তোমার আহ্বান শুনিলে অবশ্যই সে মহিলাসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া পুরী হইতে বহির্গত হইবে। কেননা, শৌর্য্যশালী বীরগণ স্ব স্ব বীর্য্য স্মরণ করত শত্রুগণের যুদ্ধবিষয়ক আহ্বানধ্বনি শ্রবণ করিয়া তাহা সহ্য করিতে পারেন না। বিশেষতঃ মহিলাগণের সমক্ষে তাহা কখনই সহ্য হয় না। স্বর্ণসদৃশ পিঙ্গলবর্ণ সুগ্রীব রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া যেন নভোমণ্ডল বিদারণ করত ভয়ঙ্কর গর্জন করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার সেই গর্জনধ্বনি শ্রবণ করিয়া মহা মহা বৃষভগণ ভীত ও শক্তিরহিত হইয়া রাজদোষে পরপুরুষাক্রান্তা ব্যাকুলিতহৃদয়া কুলমহিলাদিগের ন্যায়

রাজদোষপরামৃষ্টাঃ কুলস্ত্রিয় ইবাকুলাঃ।
দ্রবন্তি চ মৃগাঃ শীঘ্রং ভগ্না ইব রণে হয়াঃ॥
পতন্তি চ খগা ভূমৌ ক্ষীণপুণ্যা ইব গ্রহাঃ॥২১
ততঃ স জীমূতকৃতপ্রণাদো
নাদং হ্যমুঞ্চ ত্বরয়াপ্রতীতঃ।
সূর্য্যাত্মজঃ শৌর্য্যবিবৃদ্ধতেজাঃ
সরিৎপতির্বানিলচঞ্চলোর্ম্মিঃ॥২২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে চতুর্দ্দশঃ সর্গঃ॥

চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিল। মৃগগণ যুদ্ধে আহত অশ্বগণের ন্যায় বেগে গমন করিতে লাগিল এবং পক্ষিগণ ক্ষীণপুণ্য গ্রহগণের ন্যায় ভূতলে পতিত হইতে লাগিল।৫-২১

অনন্তর সূর্য্যনন্দন সুগ্রীব, রাম এবারে অবশ্যই বালীকে বধ করিবেন,—হৃদয়ে এইরূপ বিশ্বাস স্থাপন করিয়া পরাক্রম প্রকাশের জন্য তেজোদীপ্ত হইয়া বায়ুবেগে সঞ্চালিত নিবিড় মেঘসদৃশ ও তরঙ্গমালা শোভিত সাগরের ন্যায় ভীষণ শব্দ করিতে লাগিলেন।২২

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডের চতুর্দ্দশ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চদশঃ সর্গঃ

[সুগ্রীবগর্জনং শ্রুত্বা যুদ্ধায় গৃহাদ্ বহির্গতং বালিনং নিবার্য্য সুগ্রীবেণ শ্রীরামেণ চ সহ মিত্রতাস্থাপনায় তারায়া অনুরোধঃ।]

অথ তস্য নিনাদং তং সুগ্রীবস্য মহাত্মনঃ।
শুশ্রাবান্তঃপুরগতো বালী ভ্রাতুরমর্ষণঃ ॥১
শ্রুত্বা তু তস্য নিনদং সর্ব্বভূতপ্রকম্পনম্।
মদশ্চৈকপদে নষ্টঃ ক্রোধশ্চাপাদিতো মহান্ ॥২
ততো রোষপরীতাঙ্গো বালী স কনকপ্রভঃ।
উপরক্ত ইবাদিত্যঃ সদ্যো নিষ্প্রভতাং গতঃ ॥৩
বালী দংষ্ট্রাকরালস্তু ক্রোধাদ্দীপ্তাগ্নিলোচনঃ।
ভাত্যুৎপতিতপদ্মাভঃ সমৃণাল ইব হ্রদঃ ॥৪
শব্দং দুর্মর্ষণং শ্রুত্বা নিষ্পপাত ততো হরিঃ।
বেগেন চ পদন্যাসৈর্দারয়ন্নিব মেদিনীম্ ॥৫

তং তু তারা পরিষ্বজ্য স্নেহাদ্দর্শিতসৌহৃদা।
উবাচ ত্রস্তসম্ভ্রান্তা হিতোদর্কমিদং বচঃ ॥৬
সাধু ক্রোধমিমং বীর নদীবেগমিবাগতম্।
শয়নাদুত্থিতঃ কাল্যং ত্যজ ভুক্তামিব স্রজম্ ॥৭
কাল্যমেতেন সংগ্রামং করিষ্যসি চ বানর।
বীর তে শত্রুবাহুল্যং ফল্গুতা বা ন বিদ্যতে ॥৮
সহসা তব নিষ্ক্রামো মম তাবন্ন রোচতে।
শ্রূয়তামভিধাস্যামি যন্নিমিত্তং নিবার্য্যতে ॥৯
পূর্ব্বমাপতিতঃ ক্রোধাৎ স ত্বামাহ্বয়তে যুধি।
নিষ্পত্য চ নিরস্তস্তে হন্যমানো দিশো গতঃ ॥১০

পঞ্চদশ সর্গ

[সুগ্রীবের গর্জন শুনিয়া যুদ্ধার্থে গৃহ হইতে বিনির্গত বালীকে নিবারণ করিয়া সুগ্রীব ও শ্রীরামের সহিত মিত্রতা করিবার জন্য তারার অনুরোধ।]

অনন্তর অন্তঃপুরে অবস্থিত অসহনশীল বালী নিজ ভ্রাতা মহাত্মা সুগ্রীবের সেই গর্জনধ্বনি শ্রবণ করিল।১

যাহা শ্রবণ করিলে সকল প্রাণীর শরীর কম্পিত হইয়া উঠে, সুগ্রীবের সেইরূপ গর্জনধ্বনি শ্রবণ করিয়া তখনই তাহার প্রমত্তভাব কাটিয়া গেল ও অত্যন্ত ক্রোধ উপস্থিত হইল।২

সেইসময় করালদন্ত স্বর্ণবর্ণ বালী এইরূপ ক্রুদ্ধ হইল যে, তাহার নয়নদ্বয় রক্তবর্ণ হইয়া প্রজ্বলিত অগ্নির সাদৃশ্যরূপ ধারণ করিল; কিন্তু সে রাহুগ্রস্ত সূর্য্যের ন্যায় এবং প্রভাহীন ও শোভাহীন পদ্মের মৃণালমাত্র পূর্ণ হ্রদের ন্যায় শ্রীভ্রষ্ট হইল। তথাপি বীরগণের নিতান্ত অসহনীয় সেইরূপ গর্জনধ্বনি সহ্য করিতে না পারিয়া সবেগে পাদবিক্ষেপ দ্বারা যেন পৃথিবী বিদারণ করত সেই শব্দ উদ্দেশে গমন করিতে উদ্যত হইলে তাহার পত্নী তারা স্নেহবশতঃ ভীতা ও ব্যাকুলচিত্তা হইয়া প্রণয় প্রদর্শন করত তাহাকে বাহুযুগল দ্বারা আলিঙ্গন পূর্বক এই হিতকর বাক্য বলিল।৩-৬

হে বীর! যেমন প্রভাতে শয্যা হইতে উত্থিত হইয়া উপভুক্ত মাল্য পরিত্যাগ করিয়া থাক, সেইরূপ নদীর বেগের ন্যায় সমাগত এই ক্রোধ সম্যক্‌রূপে পরিত্যাগ কর।৭

হে বীর্য্যবান্ বানররাজ! তুমি কল্য প্রভাতে সুগ্রীবের সহিত যুদ্ধ করিও। যদিও তোমার শত্রু তোমা হইতে অধিক বীর্য্যবান্ নহে এবং তুমিও শত্রু হইতে হীনবীর্য্য নহ, তথাপি তোমার সহসা বহির্গমন আমার রুচিসম্মত হইতেছে না। আমি যে কারণে তোমাকে গমন করিতে নিষেধ করিতেছি, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর।৮-৯

সুগ্রীব কয়েকদিন পূর্বে ক্রোধপূর্বক সমাগত হইয়া তোমাকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করিলে তুমি নগরী হইতে

তয়া তস্য নিরস্তস্য পীড়িতস্য বিশেষতঃ।
ইহৈত্য পুনরাহ্বানং শঙ্কাং জনয়তীব মে ॥১১
দর্পশ্চ ব্যবসায়শ্চ যাদৃশস্তস্য নর্দতঃ।
নিনাদস্য চ সংরম্ভো নৈতদল্পং হি কারণম্ ॥১২
নাসহায়মহং মন্যে সুগ্রীবং তমিহাগতম্।
অবষ্টব্ধসহায়শ্চ যমাশ্রিত্যৈষ গর্জতি ॥১৩
প্রকৃত্যা নিপুণশ্চৈব বুদ্ধিমাংশ্চৈব বানরঃ।
নাপরিক্ষিতবীর্য্যেণ সুগ্রীবঃ সখ্যমেষ্যতি ॥১৪
পূর্ব্বমেব ময়া বীর শ্রুতং কথয়তো বচঃ।
অঙ্গদস্য কুমারস্য বক্ষ্যাম্যদ্য হিতং বচঃ ॥১৫
অঙ্গদস্তু কুমারোঽয়ং বনান্তমুপনির্গতঃ।
প্রবৃত্তিস্তেন কথিতা চারৈরাসীন্নিবেদিতা ॥১৬
অযোধ্যাধিপতেঃ পুত্রৌ শূরৌ সমরদুর্জয়ৌ।
ইক্ষ্বাকূণাং কুলে জাতৌ প্রথিতৌ রাম-লক্ষ্মণৌ ॥১৭
সুগ্রীবং প্রিয়কামার্থং প্রাপ্তৌ তত্র দুরাসদৌ।
স তে ভ্রাতুর্হি বিখ্যাতঃ সহায়ো রণকর্ম্মণি ॥১৮
রামঃ পরবলামর্দী যুগান্তাগ্নিরিবোত্থিতঃ।
নিবাসবৃক্ষঃ সাধূনামাপন্নানাং পরা গতিঃ ॥১৯
আর্ত্তানাং সংশ্রয়শ্চৈব যশসশ্চৈকভাজনম্।
জ্ঞান-বিজ্ঞানসম্পন্নো নিদেশে নিরতঃ পিতুঃ ॥২০
ধাতূনামিব শৈলেন্দ্রো গুণানামাকরো মহান্।
তৎক্ষমো ন বিরোধস্তে সহ তেন মহাত্মনা ॥২১
দুর্জেয়েনাপ্রমেয়েণ রামেণ রণকর্ম্মণি।
শূর বক্ষ্যামি তে কিঞ্চিন্ন চেচ্ছাম্যভ্যসূয়িতুম্ ॥২২
শ্রূয়তাং ক্রিয়তাং চৈব তব বক্ষ্যামি যদ্ধিতম্।
যৌবরাজ্যেন সুগ্রীবং তূর্ণং সাধ্বভিষেচয় ॥২৩
বিগ্রহং মা কৃথা বীর ভ্রাত্রা রাজন্ যবীয়সা।
অহং হি তে ক্ষমং মন্যে তেন রামেণ সৌহৃদম্ ॥২৪

বহির্গত হইয়া তাহাকে পরাজিত করিয়াছিলে এবং তোমার নিকট প্রহার প্রাপ্ত হইয়া পলায়নের জন্য দশদিক্ আশ্রয় করিয়াছিল।১০

পূর্বে তাহাকে তুমি বিশেষরূপে পীড়িত ও নিরাকৃত করিয়াছিলে, তথাপি সে যখন পুনরায় আসিয়া তোমাকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করিতেছে, তাহাতে আমার অতিশয় ভয় জন্মিয়াছে।১১

তাহার গর্জনশব্দে যেরূপ উদ্যোগ, দর্প ও উৎসাহ দেখা যাইতেছে, সেইরূপ উদ্যোগ, দর্প ও উৎসাহ যে সামান্য কারণে হইয়াছে, ইহা কখনই মনে হয় না।১২

আমি বিচার করিয়া দেখিলাম যে, সুগ্রীব কখনই সহায়শূন্য হইয়া এইস্থানে আগমন করে নাই। সে নিশ্চয়ই সহায়সম্পন্ন হইয়াছে এবং তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াই এইরূপ গর্জন করিতেছে।১৩

বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীব স্বভাবতই অতি কার্য্যদক্ষ এবং অত্যন্ত বুদ্ধিমান্; সে শক্তি পরীক্ষা না করিয়া কখনই সখ্য স্থাপন করে নাই।১৪

হে বীর! ইতিপূর্বে আমি কুমার অঙ্গদের মুখ হইতে যাহা শ্রবণ করিয়াছি, তাহা তোমার হিতের জন্য বলিতেছি, শ্রবণ কর।১৫

অদ্য কুমার অঙ্গদ বনমধ্যে গিয়াছিল। তখন গুপ্তচরগণ তাহার নিকটে এই বিবরণ নিবেদন করিয়াছে যে, অযোধ্যাধিপতি দশরথের দুই বীর পুত্র, যাঁহারা রাম ও লক্ষ্মণ নামে প্রসিদ্ধ; ইঁহারা ইক্ষ্বাকুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং যুদ্ধে অজেয়।১৬-১৭

এই দুই দুর্জয়বীর সুগ্রীবের প্রিয়কার্য্যসাধনের জন্য ঋষ্যমূকপর্বতে আগমন করিয়াছেন। যিনি সাধুগণের আশ্রয়বৃক্ষস্বরূপ ও বিপন্ন ব্যক্তিদিগের পরম গতি, যিনি যুগান্তকালীন প্রজ্বলিত অগ্নিসদৃশ ও শত্রুবলনাশী, সেই লোকবিখ্যাত রাম তোমার ভ্রাতার যুদ্ধবিষয়ে সহায় হইয়াছেন।১৮-১৯

সমরে অতুলনীয় ও অপরাজেয় মহাত্মা রাম জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পন্ন, পিতার আদেশানুবর্ত্তী, শত্রু কর্তৃক বিপন্ন ব্যক্তিদিগের আশ্রয় এবং যেমন মহাপর্বত ধাতুসমূহের আধার, সেইরূপ তিনি গুণরাজির আধার; এইকারণে সেই মহাত্মার সহিত তোমার বিরোধ

সুগ্রীবেণ চ সম্প্রীতিং বৈরমুৎসৃজ্য দূরতঃ।
লালনীয়ো হি তে ভ্রাতা যবীয়ানেষ বানরঃ ॥২৫
তত্র বা সন্নিহিতস্থো বা সর্ব্বথা বন্ধুরেব তে।
ন হি তেন সমং বন্ধুং ভুবি পশ্যামি কঞ্চন ॥২৬
দান-মানাদিসৎকারৈঃ কুরুষ্ব প্রত্যনন্তরম্।
বৈরমেতৎ সমুৎসৃজ্য তব পার্শ্বে স তিষ্ঠতু ॥২৭
সুগ্রীবো বিপুলগ্রীবো মহাবন্ধুর্মতস্তব।
ভ্রাতৃসৌহৃদমালম্ব্য নান্যা গতিরিহাস্তি তে ॥২৮
যদি তে মৎপ্রিয়ং কার্য্যং যদি চাবৈষি মাং হিতাম্।
যাচ্যমানঃ প্রিয়ত্নেন সাধু বাক্যং কুরুষ্ব মে ॥২৯

করা উচিত নহে। হে বীর! আমি তোমাকে এইরূপ কথা বলিতেছি বলিয়া তুমি সে বিষয়ে অসূয়া প্রকাশ করিও না;—ইহা আমার বাসনা। যাহা তোমার মঙ্গলজনক, আমি তাহাই বলিতেছি, তুমি ইহা শ্রবণ করিয়া সমুচিত কার্য্য কর। সুগ্রীবকে শীঘ্র যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত কর।২০-২৩

হে বীর! হে রাজন্! আর কনিষ্ঠভ্রাতা সুগ্রীবের সহিত বিরোধ করিও না; শত্রুভাব দূরে পরিত্যাগ করিয়া সুগ্রীব ও রামের সহিত তোমার সখ্য স্থাপন করাই উপযুক্ত বলিয়া আমার বোধ হইতেছে। কারণ সুগ্রীব তোমার কনিষ্ঠভ্রাতা, সুতরাং তাহাকে বিশেষরূপে তোমার লালন করাই উচিত।২৪-২৫

সে দূরে অর্থাৎ ঋষ্যমূক পর্বতেই থাকুক, বা নিকটেই অর্থাৎ কিষ্কিন্ধাতেই থাকুক, সর্বতোভাবে সে তোমার পরম বন্ধু,—আমি পৃথিবী মধ্যে তোমার এইরূপ কোন বন্ধুকেই দেখিতেছি না, যিনি তাহার তুল্য হইতে পারেন।২৬

অতএব তুমি বিপুলগ্রীব সুগ্রীবকে পূর্ববৎ অধিকার প্রদান ও সম্মান প্রভৃতি যথোচিত সৎকার দ্বারা সকল বিষয়ে আত্মতুল্য সুখী কর অর্থাৎ যুবরাজ কর। সেও তোমার পরম বন্ধুরূপে বৈরভাব পরিত্যাগ পূর্বক ভ্রাতৃসৌহার্দ অবলম্বন করত তোমার নিকটে থাকুক। এখন ইহা ব্যতীত তোমার জীবন রক্ষার আর কোন উপায় নাই।২৭-২৮

প্রসীদ পথ্যং শৃণু জল্পিতং হি মে
ন রোষমেবানুবিধাতুমর্হসি।
ক্ষমো হি তে কোশলরাজসূনুনা
ন বিগ্রহঃ শক্রসমানতেজসা ॥৩০
তদা হি তারা হিতমেব বাক্যং
তং বালিনঃ পথ্যমিদং বভাষে।
ন রোচতে তদ্বচনং হি তস্য
কালাভিপন্নস্য বিনাশকালে ॥৩১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে পঞ্চদশঃ সর্গঃ ॥

যদি তুমি আমাকে হিতকারিণী মনে কর এবং আমার প্রিয় কার্য্যসাধনে অভিলাষী হও, তবে এই সময় আমার কথা রক্ষা কর। আমি প্রণয়বশতঃই তোমার নিকট এইরূপ প্রার্থনা করিতেছি।২৯

তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও এবং আমার হিতবাক্য শ্রবণ কর। এখন তুমি ক্রোধের বশবর্ত্তী হইও না, যেহেতু ইন্দ্রসমতেজস্বী কোশলরাজপুত্র রামের সহিত বিরোধ করা তোমার উচিত হইবে না।৩০

সেইসময় তারা বালীর হিতকর ও অবশ্য পালনীয় ঐরূপ বাক্য বলিলেও মৃত্যুকাল উপস্থিত হওয়ায়, বালী কালের বশীভূত হইয়াছিল বলিয়া তাহা তাহার রুচিকর হইল না।৩১

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডের পঞ্চদশ সর্গ সমাপ্ত।

ষোড়শঃ সর্গঃ

[গর্বেণ সহ বালিনা তারায়াঃ প্রত্যাখানম্, সুগ্রীবেণ সহ যুদ্ধারম্ভঃ, শ্রীরামবাণেন বালিনো ভূতলে শয়নঞ্চ।]

তামেবং ব্রুবতীং তারাং তারাধিপনিভাননাম্।
বালী নির্ভৎ সয়ামাস বচনং চেদমব্রবীৎ ॥১
গর্জতোঽস্য সুসংরব্ধং ভ্রাতুঃ শত্রোর্বিশেষতঃ।
মর্ষয়িষ্যামি কেনাপি কারণেন বরাননে ॥২
অধর্ষিতানাং শূরাণাং সমরেষ্বনিবর্ত্তিনাম্।
ধর্ষণামর্ষণং ভীরু মরণাদতিরিচ্যতে ॥৩
সোঢ়ুং ন চ সমর্থোঽহং যুদ্ধকামস্য সংযুগে।
সুগ্রীবস্য চ সংরম্ভং হীনগ্রীবস্য গর্জিতম্ ॥৪
ন চ কার্য্যো বিষাদস্তে রাঘবং প্রতি মৎকৃতে।
ধর্ম্মজ্ঞশ্চ কৃতজ্ঞশ্চ কথং পাপং করিষ্যতি ॥৫
নিবর্ত্তস্ব সহ স্ত্রীভিঃ কথং ভূয়োঽনুগচ্ছসি।
সৌহৃদং দর্শিতং তাবন্ময়ি ভক্তিস্ত্বয়া কৃতা ॥৬
প্রতিযোৎস্যাম্যহং গত্বা সুগ্রীবং জহি সম্ভ্রমম্।
দর্পং চাস্য বিনেষ্যামি ন চ প্রাণৈর্বিযোক্ষ্যতে ॥৭
অহং হ্যাজিস্থিতস্যাস্য করিষ্যামি যদীপ্সিতম্।
বৃক্ষৈর্মুষ্টিপ্রহারৈশ্চ পীড়িতঃ প্রতিযাস্যতি ॥৮
ন মে গর্ব্বিতমায়স্তং সহিষ্যতি দুরাত্মবান্।
কৃতং তারে সহায়ত্বং দর্শিতং সৌহৃদং ময়ি ॥৯
শাপিতাঽসি মম প্রাণৈর্নিবর্ত্তস্ব জনেন চ।
অলং জিত্বা নিবর্ত্তিষ্যে তমহং ভ্রাতরং রণে ॥১০

ষোড়শ সর্গ

[বালী কর্তৃক তারাকে সদম্ভে প্রত্যাখ্যান এবং সুগ্রীবের সহিত যুদ্ধ ও শ্রীরামের বাণে ভূতলে শয়ন।]

চন্দ্রমুখী তারা এইকথা বলিলে বালী তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিল,—হে সুবদনে! আমি কি কারণে ঐ গর্জনকারী পরমশত্রু কনিষ্ঠভ্রাতার ক্রোধপূর্ণ ঔদ্ধত্য সহ্য করিব? ১-২

অয়ি ভীরু! যাঁহারা কখনও পরাভূত হন নাই এবং পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়া যুদ্ধে নিবৃত্ত হন নাই, সেইরূপ বীরগণের পক্ষে শত্রুর উৎপীড়ন সহ্য করা মৃত্যু হইতেও অধিক ক্লেশকর।৩

অতএব আমি ঐ যুদ্ধাভিলাষী হীনগ্রীব সুগ্রীবের যুদ্ধবিষয়ক ঔদ্ধত্য সহ্য করিতে পারিব না।৪

তুমি রঘুনন্দন রাম হইতে ভয়সম্ভাবনা করিয়া আমার জন্য বিষাদ করিও না; কারণ তিনি ধর্মজ্ঞ ও কর্ত্তব্যবিষয়ে অধিক জ্ঞানবান্, তিনি কি প্রকারে অকারণে আমার বধরূপ পাপকার্য্য করিবেন? ৫

আমার প্রতি তোমার যেরূপ সৌহার্দ ও ভক্তি আছে, তাহা প্রদর্শন করা হইয়াছে; তুমি আর কেন আমার অনুগামিনী হইতেছ? এখন মহিলাগণের সহিত নিবৃত্তা হও।৬

আমি তথায় যাইয়া সুগ্রীবের সহিত যুদ্ধ করত তাহার অহঙ্কার চূর্ণ করিব। কিন্তু তাহার জীবন বিনাশ করিব না। তুমি এই ভয়ব্যাকুলতা পরিত্যাগ কর। আমি যুদ্ধের জন্য অবস্থিত দুরাত্মা সুগ্রীবের অভীপ্সিত সম্পাদন করিব। সে কখনই আমার দর্প ও সুদৃঢ় প্রহার সহ্য করিতে পারিবে না। সে আমার বৃক্ষ ও মুষ্টিপ্রহারে পীড়িত হইয়া প্রস্থান করিবে সন্দেহ নাই। হে তারে! আমার প্রতি তোমার সৌহার্দ প্রদর্শন করা ও আমার কার্য্যে সাহায্য করা যথেষ্ট হইয়াছে; তোমাকে আমি আমার প্রাণের দিব্য দিতেছি, তুমি পরিজনগণের সহিত নিবৃত্তা হও; আমি যুদ্ধে ভ্রাতা সুগ্রীবকে পরাজয় করিয়া এখনই প্রত্যাগমন করিব।৭-১০

তং তু তারা পরিষ্বজ্য বালিনং প্রিয়বাদিনী।
চকার রুদতী মন্দং দক্ষিণা সা প্রদক্ষিণম্ ॥১১
ততঃ স্বস্ত্যয়নং কৃত্বা মন্ত্রবিদ্ বিজয়ৈষিণী।
অন্তঃপুরং সহ স্ত্রীভিঃ প্রবিষ্টা শোকমোহিতা ॥১২
প্রবিষ্টায়াং তু তারায়াং সহ স্ত্রীভিঃ স্বমালয়ম্।
নগর্য্যা নির্যযৌ ক্রুদ্ধো মহাসর্প ইব শ্বসন্ ॥১৩
স নিঃশ্বস্য মহারোষো বালী পরমবেগবান্।
সর্বতশ্চারয়ন্ দৃষ্টিং শত্রুদর্শনকাঙ্ক্ষয়া ॥১৪
স দদর্শ ততঃ শ্রীমান্ সুগ্রীবং হেমপিঙ্গলম্।
সুসংবীতমবষ্টব্ধং দীপ্যমানমিবানলম্ ॥১৫
তং স দৃষ্ট্বা মহাবাহুঃ সুগ্রীবং পর্য্যবস্থিতম্।
গাঢ়ং পরিদধে বাসো বালী পরমকোপনঃ ॥১৬
স বালী গাঢ়সংবীতো মুষ্টিমুদ্যম্য বীর্য্যবান্।
সুগ্রীবমেবাভিমুখো যযৌ যোদ্ধুং কৃতক্ষণঃ ॥১৭

শ্লিষ্টং মুষ্টিং সমুদ্যম্য সংরব্ধতরমাগতঃ।
সুগ্রীবোঽপি সমুদ্দিশ্য বালিনং হেমমালিনম্ ॥১৮
তং বালী ক্রোধতাম্রাক্ষং সুগ্রীবং রণকোবিদম্।
আপতন্তং মহাবেগমিদং বচনমব্রবীৎ ॥১৯
এষ মুষ্টির্মহান্ বদ্ধো গাঢ়ং সুনিয়তাঙ্গুলিঃ।
ময়া বেগবিমুক্তস্তে প্রাণানাদায় যাস্যতি ॥২০
এবমুক্তস্তু সুগ্রীবঃ ক্রুদ্ধো বালিনমব্রবীৎ।
তব চৈষ হরন্ প্রাণান্ মুষ্টিঃ পততু মূর্ধনি ॥২১
তাড়িতস্তেন তং ক্রুদ্ধঃ সমভিক্রম্য বেগতঃ।
অভবচ্ছোণিতোদ্গারী সাপীড় ইব পর্ব্বতঃ ॥২২
সুগ্রীবেণ তু নিঃশঙ্কং সালমুৎপাট্য তেজসা।
গাত্রেষ্বভিহতো বালী বজ্রেণেব মহাগিরিঃ ॥২৩
স তু বৃক্ষেণ নির্ভগ্নঃ সালতাড়নবিহ্বলঃ।
গুরুভারভরাক্রান্তা নৌঃ সসার্থেব সাগরে ॥২৪

অনন্তর প্রিয়বাদিনী ও সরল হৃদয়া তারা মন্দ মন্দ রোদন করত বালীকে আলিঙ্গন পূর্বক প্রদক্ষিণ করিলেন এবং পতির জয় বাসনা করত মন্ত্রানুসারে তাহার স্বস্ত্যয়ন করিয়া শোকাকুলিতচিত্তে পরিচারিণীগণসহ অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন।১১-১২

পরিচারিণীগণের সহিত তিনি নিজ ভবনে প্রবিষ্টা হইলে শ্রীমান্ বালী অত্যন্ত ক্রোধভরে মহাসর্পের ন্যায় দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে নগরী হইতে মহাবেগে নির্গত হইল এবং দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক শত্রুর সন্ধানে চতুর্দিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে করিতে দেখিল যে, স্বর্ণের ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ সুগ্রীব দৃঢ়রূপে বস্ত্র পরিধান করত যুদ্ধাভিলাষে দৃঢ়ভাবে অবস্থিত হইয়া প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় শোভা পাইতেছে।১৩-১৫

সুগ্রীবকে যুদ্ধের জন্য অবস্থিত দেখিয়া অতিশয় কোপনস্বভাব মহাবাহু বীর্য্যবান্ বালী দৃঢ়রূপে বস্ত্র বন্ধন করত গাত্রে মুষ্টি উত্তলন পূর্বক তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে অভিলাষী হইয়া সতর্কতার সহিত তাহার অভিমুখে ধাবিত হইল ১৬-১৭

যুদ্ধকৌশলে অভিজ্ঞ সুগ্রীবও দৃঢ়বদ্ধ মুষ্টি উত্তোলন পূর্বক স্বর্ণমালাপরিহিত বালীর উদ্দেশে সক্রোধে বেগে অগ্রসর হইলেন।১৮

তিনি ক্রোধে রক্তনয়ন হইয়া বালীর অভিমুখে মহাবেগে গমন করিতে থাকিলে সে তাহাকে এই কথা বলিল যে, আমার এই সুদৃঢ়বদ্ধ সংহতাঙ্গুলি মুষ্টিবেগ তোর উপর পতিত হইয়া তোর প্রাণ গ্রহণ করিয়া নিবৃত্ত হইবে।১৯-২০

বালী সুগ্রীবকে এইকথা বলিলে সে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে বলিল,— আমার মুষ্টিই তোর প্রাণ হরণ করিবার জন্য তোর মস্তকে পতিত হউক। তারপর বালী সবেগে তাঁহাকে আক্রমণ করত প্রহার করিলে তাঁহার মুখদিয়া রক্ত ক্ষরিত হইল। তখন তাঁহাকে ঝরণাযুক্ত পর্বতের তুল্য দেখা যাইতে লাগিল। তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া বেগের সহিত একটি শালবৃক্ষ উৎপাটন করিয়া ইন্দ্র যেমন বজ্র দ্বারা পর্বতকে আহত করেন, সেইরূপ সেই শালবৃক্ষ দ্বারা বালার সমস্ত মর্মস্থানে আঘাত করিলেন।২১-২৩

বালী শালবৃক্ষ প্রহারে জর্জরিত হইয়া বিবিধ

তৌ ভীমবলবিক্রান্তৌ সুপর্ণসমবেগিতৌ।
প্রযুদ্ধৌ ঘোরবপুসৌ চন্দ্র-সূর্য্যাবিবাম্বরে ॥২৫
পরস্পরমমিত্রঘ্নৌ ছিদ্রান্বেষণতৎপরৌ।
ততোঽবর্ধত বালী তু বলবীর্য্যসমন্বিতঃ ॥২৬
সূর্য্যপুত্রো মহাবীর্য্যঃ সুগ্রীবঃ পরিহীয়ত।
বালিনা ভগ্নদর্পস্তু সুগ্রীবো মন্দবিক্রমঃ ॥২৭
বালিনং প্রতি সামর্ষো দর্শয়ামাস রাঘবম্।
বৃক্ষৈঃ সশাখৈঃ শিখরৈর্বজ্রকোটিনিভৈর্নখৈঃ ॥২৮
মুষ্টিভির্জানুভিঃ পদ্ভির্বাহুভিশ্চ পুনঃ পুনঃ।
তয়োর্যুদ্ধমভূদ্ ঘোরং বৃত্র-বাসবয়োরিব ॥২৯
তৌ শোণিতাক্তৌ যুধ্যেতাং বানরৌ বনচারিণৌ।
মেঘাবিব মহাশব্দৈস্তর্জমানৌ পরস্পরম্ ॥৩০
হীয়মানমথাপশ্যৎ সুগ্রীবং বানরেশ্বরম্।
প্রেক্ষমাণং দিশশ্চৈব রাঘবঃ স মুহুর্মুহুঃ ॥৩১

ততো রামো মহাতেজা আর্ত্তং দৃষ্ট্বা হরীশ্বরম্।
সশরং বীক্ষতে বীরো বালিনো বধকাঙ্ক্ষয়া ॥৩২
ততো ধনুষি সন্ধায় শরমাশীবিষোপমম্।
পূরয়ামাস তচ্চাপং কালচক্রমিবান্তকঃ ॥৩৩
তস্য জ্যাতলঘোষেণ ত্রস্তাঃ পত্ররথেশ্বরাঃ।
প্রদুদ্রুবুর্মৃগাশ্চৈব যুগান্ত ইব মোহিতাঃ॥৩৪
মুক্তস্তু বজ্রনির্ঘোষঃ প্রদীপ্তাশনিসন্নিভঃ।
রাঘবেন মহাবাণো বালিবক্ষসি পাতিতঃ ॥৩৫
ততস্তেন মহাতেজা বীর্য্যযুক্তঃ কপীশ্বরঃ।
বেগেনাভিহতো বালী নিপপাত মহীতলে ॥৩৬
ইন্দ্রধ্বজ ইবোদ্ধৃতঃ পৌর্ণমাস্যাং মহীতলে।
আশ্বযুক্সময়ে মাসি গতসত্ত্বো বিচেতনঃ ॥
বাষ্পসংরুদ্ধকণ্ঠস্তু বালী চার্ত্তস্বরঃ শনৈঃ ॥৩৭

শস্যাদি পূর্ণ গুরুতরভারে আক্রান্ত সাগর মধ্যবর্ত্তিনী নৌকার ন্যায় ব্যাকুল হইল।২৪

এই দুই ভ্রাতার বল ও পরাক্রম ভয়ঙ্কর ছিল এবং গরুড়সদৃশ বেগ ছিল। উভয়ে ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করত পরস্পর শত্রু বিনাশে সমুদ্যত হইয়া পরস্পরের ছিদ্র অন্বেষণ পূর্বক আকাশমণ্ডলে সূর্য্য ও চন্দ্রের ন্যায় যুদ্ধ করিতে থাকিলে, ক্রমে বালী বলবীর্য্য সমন্বিত হইয়া অধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল এবং সূর্য্যপুত্র মহাবীর সুগ্রীব হীনবল হইতে থাকিলেন। এইরূপে সুগ্রীব বালী অপেক্ষায় অতিশয় হীনপরাক্রম হইলেন এবং বালী তাঁহার দর্প চূর্ণ করিল।২৫-২৭

তখন সুগ্রীব বালীর প্রতি ক্রোধবশতঃ রঘুনন্দন রামকে তাহার অবস্থা প্রদর্শন করাইলেন। সেই সময়ে ইন্দ্র ও বৃত্রাসুরের ন্যায় সুগ্রীব ও বালীর মুষ্টি জানু, পদ, বাহু, শাখাযুক্ত বৃক্ষ, পর্বতশিখর ও কোটি-বজ্রসদৃশ নখসমূহ দ্বারা ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইতে লাগিল। সেই দুই বনচারী বানর-প্রধান রক্তাক্তকলেবরে মহামেঘদ্বয়ের ন্যায় উৎকট ধ্বনি করত পরস্পর পরস্পরকে ভৎর্সনা করিতে করিতে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।২৮-৩০

অতঃপর রাম বানরেশ্বর সুগ্রীবকে অতিশয় হীনবল ও পীড়িত হইয়া বারংবার দশদিক অবলোকন করিতে দেখিলেন। তখন মহাতেজস্বী মহাবীর রঘুনন্দন রাম বানররাজ সুগ্রীবকে দুর্দ্দশাগ্রস্ত দেখিয়া সর্পসদৃশ প্রাণনাশী এক বাণের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন।৩১-৩২

তারপর রাম ধনুতে সেই বাণ যোজনা করিয়া যম যেমন কালচক্রনামক শরাসন (ধনু) আকর্ষণ করেন, সেইরূপ ধনু আকর্ষণ করিলেন।৩৩

তখন পক্ষী ও মৃগসকল তাঁহার ধনুষ্টঙ্কার শব্দে ভীত ও যুগান্তকালে প্রাণিগণ যেমন মোহিত হয়, সেইপ্রকার মোহিত হইয়া কর্ত্তব্যনির্ণয়ে অসমর্থ হইয়া পড়িল। তারপর শ্রীরাম বালীর হৃদয়দেশ লক্ষ্য করিয়া বজ্রসদৃশ গম্ভীরধ্বনিকারী ও প্রজ্বলিত অশনিতুল্য মহাবাণ নিক্ষেপ করিলে তাহা বালীর বক্ষঃস্থলে পতিত হইল।৩৪-৩৫

বীর্য্যবান্ মহাতেজা বানররাজ বালী সেই অতিবেগশালী বাণপ্রহারে ভূমিতলে নিপতিত হইল।৩৬

আশ্বিনমাসে পূর্ণিমাতিথিতে সমুত্থাপিত ইন্দ্রধ্বজ যেরূপ ভূতলে পতিত হয়, সেইরূপ বালী সংজ্ঞাহী-

নরোত্তমঃ কাল যুগান্তকোপমং
শরোত্তমং কাঞ্চনরূপ্যভূষিতম্ ।
সসর্জ দীপ্তং তমমিত্রমর্দনম্
সধূমমগ্নিং মুখতো যথা হরঃ ॥৩৮
অথোক্ষিতঃ শোণিততোয়বিস্রবৈঃ
সুপুষ্পিতাশোক ইবানিলোদ্ধতঃ ।
বিচেতনো বাসবসূনুরাহবে
প্রভ্রংশিতেন্দ্রধ্বজবৎ ক্ষিতিং গতঃ ॥৩৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে ষোড়শঃ সর্গঃ ॥

হইয়া বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে ও ভগ্নস্বরে ধীরে ধীরে ভূতলে লুণ্ঠিত হইল।৩৭

যেরূপ মহাদেব তাঁহার শত্রু কামদেবকে বিনাশ করিবার জন্য মুখ হইতে অর্থাৎ মুখমণ্ডলান্তর্গত ললাটস্থিত নেত্র হইতে ধূমের সহিত অগ্নি সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেইরূপ নরোত্তম শ্রীরাম সুগ্রীবের শত্রু বিনাশ করিবার জন্য যুগান্তকারী যমসদৃশ কাঞ্চন ও রজতমণ্ডিত প্রজ্বলিত শ্রেষ্ঠ বাণ নিক্ষেপ করিলেন।৩৮

যুদ্ধক্ষেত্রে ইন্দ্রপুত্র বালীর শরীর হইতে জলধারার-সদৃশ রক্তধারা প্রবাহিত হইল। বালী বায়ুচালিত এবং সুপুষ্পিত অশোকবৃক্ষের ন্যায় ও আকাশ হইতে ভূপতিত ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় ধরাশায়ী হইল।৩৯

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে ষোড়শ সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তদশঃ সর্গঃ

[বালিনঃ শ্রীরামং প্রতি ভর্ৎসনবাক্যম্ ।]

ততঃ শরেণাভিহতো রামেণ রণকর্কশঃ ।
পপাত সহসা বালী নিকৃত্ত ইব পাদপঃ ॥১
স ভূমৌ ন্যস্তসর্ব্বাঙ্গস্তপ্তকাঞ্চনভূষণঃ ।
অপতদ্দেবরাজস্য মুক্তরশ্মিরিব ধ্বজঃ ॥২
অস্মিন্নিপতিতে ভূমৌ হর্য্যৃক্ষাণাং গণেশ্বরে ।
নষ্টচন্দ্রমিব ব্যোম ন ব্যরাজত মেদিনী ॥৩
ভূমৌ নিপতিতস্যাপি তস্যদেহং মহাত্মনঃ ।
ন শ্রীর্জহাতি ন প্রাণা ন তেজো ন পরাক্রমঃ ॥৪
শক্রদত্তা বরা মালা কাঞ্চনী রত্নভূষিতা ।
দধার হরিমুখ্যস্য প্রাণাংস্তেজঃ শ্রিয়ঞ্চ সা ॥৫
স তয়া মালয়া বীরো হৈময়া হরিযূথপঃ ।
সন্ধ্যানুগতপর্য্যন্তঃ পয়োধর ইবাভবৎ ॥৬
তস্য মালা চ দেহশ্চ মর্ম্মঘাতী চ যঃ শরঃ ।
ত্রিধেব রচিতা লক্ষ্মীঃ পতিতস্যাপি শোভতে ॥৭
তদস্ত্রং তস্য বীরস্য স্বর্গমার্গপ্রভাবনম্ ।
রামবাণাসনক্ষিপ্তমাবহৎ পরমাং গতিম্ ॥৮
তং তথা পতিতং সংখ্যে গতার্চিষমিবানলম্ ।
যযাতিমিব পুণ্যান্তে দেবলোকাদিহ চ্যুতম্ ॥৯
আদিত্যমিব কালেন যুগান্তে ভুবি পাতিতম্ ।
মহেন্দ্রমিব দুর্ধর্ষমুপেন্দ্রমিবদুঃসহম্ ॥১০
মহেন্দ্রপুত্রং পতিতং বালিনং হেমমালিনম্ ।
ব্যূঢ়োরস্কং মহাবাহুং দীপ্তাস্যং হরিলোচনম্ ॥১১

সপ্তদশ সর্গ

[বালী কর্তৃক শ্রীরামকে র্ভৎসনা]

অনন্তর যুদ্ধে কঠোর কর্মকারী বালী রামনিক্ষিপ্তবাণে আহত হইয়া সহসা ছিন্নমূলবৃক্ষের ন্যায় ধরাতলে পতিত হইল ।১

তপ্তকাঞ্চন-নির্মিত ভূষণসমূহে অলঙ্কৃত সমস্ত শরীর বালী ভূমিতলে লুণ্ঠিত করিয়া বন্ধনরজ্জুমুক্ত ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় নিপতিত ছিল ।২

বানর ও ভল্লুকগণের অধিপতি বালী ধরাশায়ী হইলে পৃথিবী যেন চন্দ্রবিহীন আকাশমণ্ডলের ন্যায় শ্রীভ্রষ্ট হইল ।৩

মহাত্মা বালী ভূমিতলে লুণ্ঠিত হইলেও তাহার প্রাণ, শোভা, তেজ ও পরাক্রম দেহকে পরিত্যাগ করিল না ; কারণ, তখনও নানাপ্রকার ইন্দ্রপ্রদত্তা, বিবিধ রত্নভূষিতা সেই স্বর্ণনির্মিতামালা বালীর প্রাণ তেজ ও সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়াছিল ।৪-৫

বানররাজ বালী সেই স্বর্ণমাল্যদ্বারা, দিবাশেষে সন্ধ্যারাগে রঞ্জিত মেঘমণ্ডলের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইয়াছিল ।৬

বালী ভূতলে পতিত হইলেও তাহার দেহকান্তি যেন দেহ, মালা ও মর্মঘাতী বাণ—এই তিন অংশে বিভক্ত হইয়া শোভা পাইতে থাকিল ।৭

রামের শরাসন (ধনু) মুক্ত সেই অস্ত্র বীর্য্যবান্ বালীকে স্বর্গগমনের পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়া পরম গতিলাভের অধিকারী করিল ।৮

অনন্তর যাহার বাহু দীর্ঘ, বক্ষ বিশাল, চক্ষু পিঙ্গলবর্ণ ও মুখ দীপ্তিমান্, সেই স্বর্ণমাল্যধারী ইন্দ্রপুত্র বালী যুদ্ধস্থলে পতিত হইয়া শিখাহীন অগ্নি, পুণ্য ক্ষয় হওয়ায়

লক্ষ্মণানুচরো রামো দদর্শোপসসর্প চ।
তং তথা পতিতং বীরং গতার্চিষমিবানলম্ ॥১২
বহুমান্য চ তং বীরং বীক্ষমাণং শনৈরিব।
উপযাতৌ মহাবীর্য্যৌ ভ্রাতরৌ রাম-লক্ষ্মণৌ ॥১৩
তং দৃষ্ট্বা রাঘবং বালী লক্ষ্মণঞ্চ মহাবলম্।
অব্রবীৎ পরুষং বাক্যং প্রশ্রিতং ধর্ম্মসংহিতম্ ॥১৪
স ভূমাবল্পতেজোঽসুর্নিহতো নষ্টচেতনঃ।
অর্থসংহিতয়া বাচা গর্বিতং রণগর্বিতম্ ॥১৫
ত্বং নরাধিপতেঃ পুত্রঃ প্রথিতঃ প্রিয়দর্শনঃ।
পরাঙ্মুখবধং কৃত্বা কোঽত্র প্রাপ্তস্ত্বয়া গুণঃ।
যদহং যুদ্ধসংরব্ধস্ত্বৎকৃতে নিধনং গতঃ ॥১৬
কুলীনঃ সত্ত্বসম্পন্নস্তেজস্বী চরিতব্রতঃ।
রামঃ করুণবেদী চ প্রজানাঞ্চ হিতে রতঃ ॥১৭

দেবলোক হইতে ভূর্লোকে পতিত যযাতি এবং মহাপ্রলয়কালে কাল কর্ত্তৃক ভূতলে নিপাতিত সূর্য্য সদৃশ মনে হইতেছিল। সে ইন্দ্রের ন্যায় দুর্জয় ও উপেন্দ্রের ন্যায় দুঃসহ ছিল।৯-১১

লক্ষ্মণকে সঙ্গে লইয়া রাম এইরূপে বালীকে দেখিলেন এবং তাহার সমীপে গমন করিলেন। তারপর জ্বালারহিত অগ্নিসদৃশ এবং ভূলুণ্ঠিত বালীও ধীরে ধীরে তাঁহাদিগকে দেখিতে লাগিলেন। মহাপরাক্রমশালী রাম ও লক্ষ্মণ দুই ভ্রাতা বীর বালীকে বহু সম্মান প্রদর্শন করত তাহার পার্শ্বে উপস্থিত হইলেন।১২-১৩

বালী রঘুনন্দন রাম ও মহাবল লক্ষ্মণকে দর্শন করিয়া ধর্ম ও বিনয়পূর্ণ অথচ শ্রুতিকর্কশ বাক্য বলিল। তখন সে বাণে আহত হইয়াছিল, বলহীন, অল্পপ্রাণ এবং অচেতনপ্রায় ছিল, তথাপি ধৈর্য্যধারণ করত রণগর্বিত ও গর্বিত রামকে এইরূপ অর্থযুক্ত বাক্যে বলিল।১৪-১৫

তুমি রাজা দশরথের সুবিখ্যাত পুত্র, দেখিতে সকলের প্রিয়। আমি অন্যের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত থাকা অবস্থায় তুমি আমাকে বধ করিয়াছ। তুমি যুদ্ধে পরাঙ্মুখ ব্যক্তিকে বধ করিয়া কি খ্যাতিলাভ করিলে? হে

সানুক্রোশো মহোৎসাহঃ সময়জ্ঞো দৃঢ়ব্রতঃ।
ইত্যেতৎ সর্ব্বভূতানি কথয়ন্তি যশো ভুবি ॥১৮
দমঃ শমঃ ক্ষমা ধর্ম্মো ধৃতিঃ সত্যং পরাক্রমঃ।
পার্থিবানাং গুণা রাজন্ দণ্ডশ্চাপ্যপকারিষু ॥১৯
তান্ গুণান্ সংপ্রধার্য্যাহমগ্র্যং চাভিজনং তব।
তারয়া প্রতিষিদ্ধঃ সন্ সুগ্রীবেণ সমাগতঃ ॥২০
ন মামন্যেন সংরব্ধং প্রমত্তং বেদ্ধুমর্হসি।
ইতি মে বুদ্ধিরুৎপন্না বভূবাদর্শনে তব ॥২১
স ত্বাং বিনিহতাত্মানং ধর্ম্মধ্বজমধার্মিকম্।
জানে পাপসমাচারং তৃণৈঃ কূপমিবাবৃতম্ ॥২২
সতাং বেষধরং পাপং প্রচ্ছন্নমিব পাবকম্।
নাহং ত্বামভিজানাসি ধর্মচ্ছদ্মাভিসংবৃতম্ ॥২৩
বিষয়ে বা পুরে বা তে যদা পাপং করোম্যহম্।
ন চ ত্বামবজানেঽহং কস্মাত্ত্বং হংস্যকিল্বিষম্ ॥২৪

রঘুনন্দন! পৃথিবীমধ্যে সকল প্রাণীই তোমার এইরূপ যশ কীর্ত্তন করিয়া থাকে যে, রাম বিশুদ্ধরাজবংশে উৎপন্ন, সত্ত্বগুণসম্পন্ন, বলবান্ এবং ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি নানাবিধ ব্রতানুষ্ঠানকারী, সকল জীবের হিতকারী, দয়াপ্রকাশে সুদক্ষ, পরম দয়ালু, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, মহান্ উৎসাহী এবং কোন সময়ে কি কর্ত্তব্য ও কোন সময়ে কি অকর্ত্তব্য—সেই বিষয়ে অভিজ্ঞ। বিশেষতঃ শম, দম, ধর্ম ধৈর্য্য, ক্ষমা, বল, পরাক্রম ও অপরাধী ব্যক্তিকে সমুচিত দণ্ডপ্রদান,—এইসমস্ত রাজাদিগের স্বাভাবিক গুণ, সুতরাং তুমি যখন পবিত্র রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তখন তোমারও নিশ্চয়ই সেই সকল গুণ আছে,—এই প্রকার বিবেচনা করিয়া তারা আমাকে নিষেধ করিলেও আমি সুগ্রীবের সহিত যুদ্ধ করিতে সমাগত হইয়াছিলাম।১৬-২০

তোমাকে পূর্বে দেখি নাই বলিয়া আমার এইরূপ বুদ্ধি হইয়াছিল যে, আমি অন্যের সহিত ক্রোধপূর্বক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া অসাবধান থাকিলে তুমি কখনই আমাকে আঘাত করিবে না।২১

আমি পূর্বে তোমাকে পাপাচারী, ধার্ম্মিক বেশধারী তৃণাবৃত কূপের ন্যায় গুপ্তভাবে অনিষ্টকারী বলিয়া

ফলমূলাশনং নিত্যং বানরং বনগোচরম্।
মামিহাপ্রতিযুধ্যন্তমন্যেন চ সমাগতম্ ॥২৫
ত্বং নরাধিপতেঃ পুত্রঃ প্রতীতঃ প্রিয়দর্শনঃ।
লিঙ্গমপ্যস্তি তে রাজন্ দৃশ্যতে ধর্ম্মসংহিতম্ ॥২৬
কঃ ক্ষত্রিয়কুলে জাতঃ শ্রুতবান্নষ্টসংশয়ঃ।
ধর্ম্মলিঙ্গপ্রতিচ্ছন্নঃ ক্রূরং কর্ম্ম সমাচরেৎ ॥২৭
ত্বং রাঘবকুলে জাতো ধর্ম্মবানিতি বিশ্রুতঃ।
অভব্যো ভব্যরূপেণ কিমর্থং পরিধাবসে ॥২৮
সাম দানং ক্ষমা ধর্ম্মঃ সত্যং ধৃতিপরাক্রমৌ।
পার্থিবানাং গুণা রাজন্ দণ্ডশ্চাপ্যপকারিষু ॥২৯

বয়ং বনচরা রাম মৃগা মূলফলাশিনঃ।
এষা প্রকৃতিরস্মাকং পুরুষস্ত্বং নরেশ্বর ॥৩০
ভূমির্হিরণ্যং রূপঞ্চ বিগ্রহে কারণানি চ।
তত্র কস্তে বনে লোভো মদীয়েষু ফলেষু বা ॥৩১
নয়শ্চ বিনয়শ্চোভৌ নিগ্রহানুগ্রহাবপি।
রাজবৃত্তিরসঙ্কীর্ণা ন নৃপাঃ কামবৃত্তয়ঃ ॥৩২
ত্বং তু কামপ্রধানশ্চ কোপনশ্চানবস্থিতঃ।
রাজবৃত্তেষু সংকীর্ণঃ শরাসনপরায়ণঃ ॥৩৩
ন তেঽস্ত্যপচিতিধর্ম্মে নার্থে বুদ্ধিরবস্থিতা।
ইন্দ্রিয়ৈঃ কামবৃত্তঃ সন্ কৃষ্যসে মনুজেশ্বর ॥৩৪

জানিতে পারি নাই। এখন জানিতে পারিলাম যে, তুমি বাস্তবিক অধার্মিক, ধার্মিক চিহ্নমাত্রধারী, পাপকর্মপরায়ণ, সাধুদিগের প্রাণঘাতক এবং ভস্মসমাচ্ছন্ন অগ্নির ন্যায় গুপ্তভাবে অনিষ্টকারী ।২২-২৩

আমি তোমাকে অবজ্ঞাও করি নাই, আর তোমার রাজ্যে বা নগরে অল্পমাত্রও পাপাচরণ করি নাই এবং তোমার সহিত যুদ্ধ করিতেও প্রবৃত্ত হই নাই; অন্যের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত ছিলাম, তবে তুমি বিনা অপরাধে কেন আমায় হিংসা করিলে? হে রাজন্! তুমি নরপতি দশরথের পুত্র, প্রিয়দর্শন ও সকল জীবের বিশ্বাসভাজন এবং তোমাতে ধার্মিকতাসূচক চিহ্নও দেখা যাইতেছে; আর আমি ফলমূলভোজী বানর, বনমধ্যে বাস করিয়া থাকি; আমার সহিত তোমার বিরোধ জন্মিবার সম্ভাবনাই নাই। যিনি ক্ষত্রিয়বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং যথাবিধি বেদ অধ্যয়ন করত সংশয়হীন হইয়াছেন, এইরূপ কোন্ ব্যক্তি ধার্মিকতাসূচক চিহ্ন ধারণ পূর্বক ক্রূরজনোচিত কার্য্য করিয়া থাকেন? ২৪-২৭

তুমি প্রসিদ্ধ রঘুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ এবং ধার্মিক বলিয়াও লোকমধ্যে খ্যাতিলাভ করিয়াছ, কিন্তু কিজন্য বাস্তবিক অশান্তপ্রকৃতির হইয়া শান্তপ্রকৃতির চিহ্নধারণ করত বিচরণ করিতেছ? হে রাজন্! সাম, দান, ধৈর্য, সত্য, ধর্ম, পরাক্রম, ক্ষমা ও অপরাধীদিগকে সমুচিত দণ্ড-প্রদান, এই সমস্ত রাজাদিগের প্রকৃতিসিদ্ধ গুণ ।২৮-২৯

হে নরনাথ রাম! আমরা ফলমূলভোজী বনবাসী মৃগ, ইহাই আমাদিগের স্বভাব। তুমি পুরুষপ্রধান, সুতরাং আমাদিগের বন ও ফলমূল প্রভৃতি যে সমস্ত বিষয় আছে, তোমার কোন মতেই সেই সকল বিষয়ে লোভ জন্মিতে পারে না। কারণ, ভূমি, স্বর্ণ ও রজত এই তিনটি বিষয়ই কলহের নিদান ।৩০-৩১

হে রাম! নীতি ও বিনয় এবং অনুগ্রহ ও নিগ্রহ এইগুলি রাজধর্ম, অর্থাৎ নরপতি নীতির অনুবর্তন করিবার স্থলে অনীতির অনুবর্তন বা অনীতির অনুবর্তন করিবার স্থলে নীতির অনুবর্তন করেন না এবং অনুগ্রহ করিবার স্থলে নিগ্রহ বা নিগ্রহ করিবার স্থলে অনুগ্রহ করেন না; যেহেতু তাঁহারা ইচ্ছানুসারে কোন কার্য্যেই প্রবৃত্ত হন না ।৩২

বস্তুত ক্ষাত্রধর্মানুসারেই সকলকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, কিন্তু তুমি ক্ষাত্রধর্মে অনাস্থাবান্, কামপ্রধান, ক্রোধনস্বভাব, অনবস্থিতচিত্ত, রাজব্যবহারে বিপরীতাচারী ও কেবল ধনুর্ধারী এবং তোমার বুদ্ধি অর্থসাধনবিষয়েও

হত্বা বাণেন কাকুৎস্থ মামিহানপরাধিনম্।
কিং বক্ষ্যসি সতাং মধ্যে কর্ম্ম কৃত্বা জুগুপ্সিতম্॥৩৫
রাজহা ব্রহ্মহা গোঘ্নশ্চোরঃ প্রাণিবধে রতঃ।
নাস্তিকঃ পরিবেত্তা চ সর্ব্বে নিরয়গামিনঃ॥৩৬
সূচকশ্চ কদর্য্যশ্চ মিত্রঘ্নো গুরুতল্পগঃ।
লোকং পাপাত্মনামেতে গচ্ছন্তে নাত্র সংশয়ঃ॥৩৭
অধার্য্যং চর্ম্ম মে সদ্ভী রোমাণ্যস্থি চ বর্জ্জিতম্।
অভক্ষ্যাণি চ মাংসানি ত্বদ্বিধৈর্ধর্ম্মচারিভিঃ॥৩৮
পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্ষ্যা ব্রহ্মক্ষত্রেণ রাঘব।
শল্যকঃ শ্বাবিধো গোধা শশঃ কূর্ম্মশ্চ পঞ্চমঃ॥৩৯
চর্ম্ম চাস্থি চ মে রাম ন স্পৃশন্তি মনীষিণঃ।
অভক্ষ্যাণি চ মাংসানি সোঽহং পঞ্চনখো হতঃ॥৪০
তারয়া বাক্যমুক্তোঽহং সত্যং সর্ব্বজ্ঞয়া হিতম্।
তদতিক্রম্য মোহেন কালস্য বশমাগতঃ॥৪১

ত্বয়া নাথেন কাকুৎস্থ ন সনাথা বসুন্ধরা।
প্রমদা শীলসম্পূর্ণা পত্যেব চ বিধর্ম্মণা॥৪২
শঠো নৈষ্কৃতিকঃ ক্ষুদ্রো মিথ্যা প্রশ্রিতমানসঃ।
কথং দশরথেন ত্বং জাতঃ পাপো মহাত্মনা॥৪৩
ছিন্নচারিত্র্যকক্ষেণ সতাং ধর্ম্মাতিবর্ত্তিনা।
ত্যক্তধর্ম্মাঙ্কুশেনাহং নিহতো রামহস্তিনা॥৪৪
অশুভং চাপ্যযুক্তঞ্চ সতাং চৈব বিগর্হিতম্।
বক্ষ্যসে চেদৃশং কৃত্বা সদ্ভিঃ সহ সমাগতঃ॥৪৫
উদাসীনেষু যোঽস্মাসু বিক্রমোঽয়ং প্রকাশিতঃ।
অপকারিষু তে রাম নৈবং পশ্যামি বিক্রমম্॥৪৬
দৃশ্যমানস্তু যুধ্যেথা ময়া যুধি নৃপাত্মজ।
অদ্য বৈবস্বতং দেবং পশ্যেস্ত্বং নিহতো ময়া॥৪৭
ত্বয়াদৃশ্যেন তু রণে নিহতোঽহং দুরাসদঃ।
প্রসুপ্তঃ পন্নগেনৈব নরঃ পাপবশং গতঃ॥৪৮

উপযুক্ত নহে; তুমি কেবল কামচারী হওয়ায় ইন্দ্রিয়গণ তোমাকে ইচ্ছানুসারে আকর্ষণ করিতেছে।৩৩-৩৫

হে কাকুৎস্থ! তুমি বিনা অপরাধে আমাকে বাণ দ্বারা হত্যা করত অতিনিন্দিত কার্য্য করিয়া সাধুদিগের নিকটে কি বলিবে? ৩৪

ব্রাহ্মণঘাতী, রাজবিনাশী, গোহত্যাকারী, তস্কর, প্রাণিগণহিংসক, গুরুপত্নীগামী, নাস্তিকতা, জ্যেষ্ঠসত্বে দার-পরিগ্রহকারী, দুঃশীল, মিত্রঘাতক ও পরাপকারক, এই সকল পাপাত্মাদিগের নরকে গমন হয়—এই বিষয়ে সন্দেহ নাই। হে রঘুনন্দন! তোমার ন্যায় সাধুচরিত্র ধার্মিকগণের আমার মাংস অভক্ষ্য এবং অস্থি, চর্ম ও রোম সকলও অব্যবহার্য্য; কারণ; শশক, গণ্ডার, শল্লকী, গোধা ও কূর্ম—এই পাঁচটি পঞ্চনখ পশুই ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়-গণের ভক্ষ্য; ইহা ছাড়া অন্য পঞ্চনখ পশুমাত্রই অভক্ষ্য। অধিক কি, মনীষিগণ আমার চর্ম ও অস্থি স্পর্শ করেন না; আমার মাংসও অভক্ষ্য, তথাপি তুমি কোন্ প্রয়োজনে আমাকে হত্যা করিলে? ৩৬-৪০

এখন মনে হইতেছে, তারার ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সকল বিষয়েই জ্ঞান আছে; তিনি আমাকে যে হিতকর-বাক্য বলিয়াছিলেন, তাহা সত্য! হায়! আমি তাঁহার বাক্য অতিক্রম করিয়াই কালের বশীভূত হইলাম।৪১

হে কাকুৎস্থ! যেমন সুশীলা মহিলা বিধর্মাবলম্বী স্বামী দ্বারা নাথবতী হন না; সেইরূপ তোমার দ্বারা পৃথিবী-দেবীও সনাথা নহেন।৪২

তুমি ক্ষুদ্রস্বভাব, নীচ, শঠ, প্রতারক ও পাপাচারী এবং তোমার চিত্তও সত্যই প্রশান্ত নহে; তুমি কি প্রকারে মহাত্মা দশরথের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছ? ৪৩

হায়! যে সাধুচরিত্ররূপ কক্ষা ছেদন করিয়াছে এবং ধর্মরূপ অঙ্কুশবিহীন হইয়াছে, রামরূপ তাদৃশ হস্তী আমাকে নিহত করিয়াছে।৪৪

তুমি এইরূপ যুক্তিবিরুদ্ধ, সাধুগণ নিন্দিত অশুভ কার্য্য করিয়া সাধুগণের সহিত মিলিত হইয়া কি বলিবে? ৪৫

হে রাম! আমি তোমার অপকারী নহি, তথাপি আমার প্রতি তুমি যেরূপ বিক্রম প্রকাশ করিয়াছ, যে তোমার অপকার করিয়াছে, তাহার প্রতি তো তোমাকে বিক্রম প্রকাশ করিতে দেখিতেছি না।৪৬

হে রাজকুমার! যদি তুমি আমার নয়নগোচর হইয়া

সুগ্রীবপ্রিয়কামেন যদহং নিহতস্ত্বয়া।
মামেব যদি পূর্বং ত্বমেতদর্থমচোদয়ঃ ॥৪৯
মৈথিলীমহমেকাহ্না তব চানীতবান্ ভবেঃ।
রাক্ষসঞ্চ দুরাত্মানং তব ভার্য্যাপহারিণম্।
কণ্ঠে বদ্ধা প্রদদ্যাং তেঽনিহতং রাবণং রণে ॥৫০
ন্যস্তাং সাগরতোয়ে বা পাতালে বাঽপি মৈথিলীম্।
আনয়েয়ং তবাদেশাচ্ছ্বেতামশ্বতরীমিব ॥৫১
যুক্তং যৎ প্রাপ্নুয়াদ্রাজ্যং সুগ্রীবঃ স্বর্গতে ময়ি।
অযুক্তং যদধর্ম্মেণ ত্বয়াঽহং নিহতো রণে ॥৫২

আমার সহিত যুদ্ধ করিতে, তবে নিশ্চয়ই আমার হাতে নিহত হইয়া অদ্যই যমলোক দর্শন করিতে। সর্প যেরূপ অদৃশ্যভাবে অবস্থান করিয়া গভীর নিদ্রায় সমাচ্ছন্ন মানবকে নিহত করে, সেইরূপ তুমি অদৃশ্যভাবে অবস্থান করত আমার ন্যায় দুর্জ্জয় বীরকে নিহত করিয়া পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইয়াছ।৪৭-৪৮

তুমি যে উদ্দেশ্যসাধনের জন্য সুগ্রীবের প্রিয় কামনা করিয়া আমাকে বধ করিয়াছ, পূর্বে যদি আমাকে সেই বিষয় সম্পাদনের জন্য আদেশ করিতে, তবে আমি একদিনেই তোমার সীতাকে আনয়ন করিতাম।৪৯

আমি তোমার ভার্য্যাপহারী দুরাত্মা রাক্ষস রাবণকে যুদ্ধে বধ না করিয়া মধুকৈটভনামক দৈত্য শ্বেতাশ্বতরী শ্রুতি অপহরণ করিলে পর ভগবান্ হয়গ্রীব যেরূপ তাহা উদ্ধার করিয়াছিলেন, সেইরূপ জীবিতাবস্থাতেই কণ্ঠদেশে রজ্জু বন্ধনাবস্থায় তাহাকে তোমার নিকটে সমর্পণ করিতাম।৫০

কামমেবংবিধো লোকঃ কালেন বিনিযুজ্যতে।
ক্ষমং চেদ্ভবতা প্রাপ্তমুত্তরং সাধু চিন্ত্যতাম্ ॥৫৩
ইত্যেবমুক্ত্বা পরিশুষ্কবক্ত্রং
শরাভিঘাতাদ্ ব্যথিতো মহাত্মা।
সমীক্ষ্য রামং রবিসন্নিকাশং
তূষ্ণীং বভৌ বানররাজসূনুঃ ॥৫৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে সপ্তদশঃ সর্গঃ ॥

রাবণ মিথিলারাজপুত্রী সীতাকে অপহরণ করিয়া সমুদ্রজলেই রাখুন আর পাতালেই রাখুন, আমি তোমার আদেশানুসারে তাঁহাকে তথা হইতে আনয়ন করিতাম।৫১

আমি স্বর্গে গমন করিলে সুগ্রীব রাজ্য লাভ করিবে, ইহা যুক্তিযুক্ত; কিন্তু তুমি যে তাহার রাজ্যলাভের জন্য অধর্মানুসারে আমাকে যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত করিলে—ইহা নিতান্তই অযুক্ত।৫২

দেহিগণ প্রাকৃতিক নিয়মবশতই কালের কবলিত হয়, সেইজন্য আমার দেহবিয়োগে দুঃখ হইতেছে না। সে যাহা হউক, যদি তুমি মনে করিয়া থাক যে, উপযুক্ত কার্য্যই করিয়াছ, তবে আমার প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর চিন্তা কর।৫৩

বানররাজপুত্র মহাত্মা বালী, সূর্য্যসদৃশ রামকে এইরূপ বলিয়া বাণের আঘাতে ব্যথিত ও শুষ্কবদন হইয়া তাঁহার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করত তাঁহাকে দর্শন করিয়া মৌনাবলম্বন করিল।৫৪

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে সপ্তদশ সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টাদশঃ সর্গঃ

[শ্রীরামেণ বালিবাক্যস্যোত্তরদানম্, তৎপ্রতি দণ্ডদানস্যৌচিত্যজ্ঞাপনম্, তচ্ছ্রুত্বা শ্রীরামসমীপে বালিনঃ স্বীয়মপরাধস্য ক্ষমাপ্রার্থনা, অঙ্গদং রক্ষিতুং স্বাভিপ্রায়জ্ঞাপনম্, বালিনে শ্রীরামস্যাশ্বাসদানঞ্চ]

ইত্যুক্তঃ প্রশ্রিতং বাক্যং ধর্ম্মার্থসহিতং হিতম্।
পরুষং বালিনা রামো নিহতেন বিচেতসা ॥১
তং নিষ্প্রভমিবাদিত্যং মুক্ততোয়মিবাম্বুদম্।
উক্তবাক্যং হরিশ্রেষ্ঠমুপশান্তমিবানলম্ ॥২
ধর্ম্মার্থগুণসম্পন্নং হরীশ্বরমনুত্তমম্।
অধিক্ষিপ্তস্তদা রামঃ পশ্চাদ্ বালিনমব্রবীৎ ॥৩
ধর্ম্মমর্থঞ্চ কামঞ্চ সময়ং চাপি লৌকিকম্।
অবিজ্ঞায় কথং বাল্যান্মামিহাদ্য বিগর্হসে ॥৪
অপৃষ্ট্বা বুদ্ধিসংম্পন্নান্ বৃদ্ধানাচার্য্যসম্মতান্।
সৌম্য বানরচাপল্যাত্ত্বং মাং বক্তুমিহেচ্ছসি ॥৫
ইক্ষ্বাকূণামিয়ং ভূমিঃ সশৈল-বন-কাননা।
মৃগপক্ষিমনুষ্যাণাং নিগ্রহানুগ্রহেষ্বপি ॥৬
তাং পালয়তি ধর্ম্মাত্মা ভরতঃ সত্যবানৃজুঃ।
ধর্ম্ম-কামার্থতত্ত্বজ্ঞো নিগ্রহানুগ্রহে রতঃ ॥৭
নয়শ্চ বিনয়শ্চোভৌ যস্মিন্ সত্যঞ্চ সুস্থিতম্।
বিক্রমশ্চ যথা দৃষ্টঃ স রাজা দেশ-কালবিৎ ॥৮
তস্য ধর্ম্মকৃতাদেশা বয়মন্যে চ পার্থিবাঃ।
চরামো বসুধাং কৃৎস্নাং ধর্ম্মসন্তানমিচ্ছবঃ ॥৯
তস্মিন্ নৃপতিশার্দ্দূলে ভরতে ধর্ম্মবৎসলে।
পালয়ত্যখিলাং পৃথ্বীং কশ্চরেদ্ধর্ম্মবিপ্রিয়ম্ ॥১০

অষ্টাদশ সর্গ

[শ্রীরাম কর্তৃক বালীর বাক্যের উত্তর দান এবং তাহার প্রতি এই দণ্ড দানের ঔচিত্য জ্ঞাপন। তাহা শুনিয়া শ্রীরামসমীপে স্বীয় অপরাধের জন্য বালীর ক্ষমা প্রার্থনা ও অঙ্গদকে রক্ষা করার জন্য স্বাভিপ্রায় জ্ঞাপন ও শ্রীরাম কর্তৃক বালীকে আশ্বাস দান।]

বানররাজ বালী রামের বাণের আঘাতে আহত ও অচেতনপ্রায় হইয়া, রাহুগ্রস্ত প্রভাহীন সূর্য্য, জলবিহীন মেঘ ও নির্বাণোন্মুখ অনলের সাদৃশ্য ধারণ করত তাঁহাকে ব্যাকুলচিত্তে ধর্ম ও অর্থযুক্ত, বিনয়পূর্ণ, হিতকর, অথচ শ্রুতিকটু বাক্য বলিল। বালী রামকে সেইরূপ ভর্ৎসনা করিলে রাম তাহাকে এই ধর্ম, অর্থ ও গুণসমন্বিত উৎকৃষ্ট বাক্য বলিলেন।১-৩

হে বানররাজ। তুমি ধর্ম, অর্থ, কাম এবং সদাচার বিশেষরূপে অবগত না হইয়া কি জন্য বালকের ন্যায় অজ্ঞানবশতঃ আমার নিন্দা করিতেছ? ৪

যাঁহারা কুলাচারের বিষয় শিক্ষাদান করিয়া থাকেন, এইরূপ বৃদ্ধ বুদ্ধিমান্ সম্মানযোগ্য আচার্য্যদিগকে ধর্মবিষয়ক জিজ্ঞাসা না করিয়াই কেবল বানরজাতির স্বভাবসিদ্ধ চাপল্যবশতঃই আমাকে সচ্চরিত্র জানিয়াও এইরূপ বলিতে ইচ্ছা করিতেছ।৫

পর্বত, বন ও কানন সহিত এই সমগ্র ভূমণ্ডলই ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজাদিগের। তাঁহারা মনুষ্য, মৃগ ও পক্ষী প্রভৃতি সমস্ত জীবের প্রতিই নিগ্রহ এবং অনুগ্রহ করিতে পারেন।৬

যাঁহাতে সত্য স্থিরভাবে বর্তমান এবং ধর্ম, পালন ও দণ্ডপ্রদান বিষয়ক জ্ঞান বিশেষরূপে আছে, যিনি দেশ ও কাল বিষয়ে অভিজ্ঞ এবং যাঁহার প্রভূত পরাক্রম আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে, এখন সেই ধর্মাত্মা সরলস্বভাব সত্যনিরত ভরত এই পৃথিবীর রাজা। দুষ্টের প্রতি নিগ্রহ ও শিষ্টের প্রতি অনুগ্রহ করত পৃথিবী পরিপালন করিতেছেন।৭-৮

আমি ও অপরাপর অনেক রাজা তাঁহার আদেশানুসারে ধর্মপ্রচারে অভিলাষী হইয়া সমগ্র

তে বয়ং মার্গবিভ্রষ্টং স্বধর্ম্মে পরমে স্থিতাঃ ॥
ভরতাজ্ঞাং পুরস্কৃত্য নিগৃহ্লীমো যথাবিধি ॥১১
ত্বং তু সংক্লিষ্টধর্ম্মশ্চ কর্ম্মণা চ বিগর্হিতঃ।
কামতন্ত্রপ্রধানশ্চ ন স্থিতো রাজবর্ত্মনি ॥১২
জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা পিতা বাপি যশ্চ বিদ্যাং প্রযচ্ছতি।
ত্রয়স্তে পিতরো জ্ঞেয়া ধর্ম্মে চ পথিবর্ত্তিনঃ ॥১৩
যবীয়ানাত্মনঃ পুত্রঃ শিষ্যশ্চাপি গুণোদিতঃ।
পুত্রবত্তে ত্রয়শ্চিন্ত্যা ধর্ম্মশ্চৈবাত্র কারণম্ ॥১৪
সূক্ষ্মঃ পরমদুর্জ্ঞেয়ঃ সতাং ধর্ম্মঃ প্লবঙ্গম।
হৃদিস্থঃ সর্ব্বভূতানামাত্মা বেদ শুভাশুভম্ ॥১৫
চপলশ্চপলৈঃ সার্ধং বানরৈরকৃতাত্মভিঃ।
জাত্যন্ধ ইব জাত্যন্ধৈর্মন্ত্রয়ন্ প্রেক্ষসে নু কিম্ ॥১৬
অহং তু ব্যক্ততামস্য বচনস্য ব্রবীমি তে।
ন হি মাং কেবলং রোষাত্ত্বং বিগর্হিতুমর্হসি ॥১৭
তদেতৎকারণং পশ্য যদর্থং ত্বং ময়া হতঃ।
ভ্রাতুর্বর্ত্তসি ভার্য্যায়াং ত্যক্ত্বা ধর্ম্মং সনাতনম্ ॥১৮
অস্য ত্বং ধরমাণস্য সুগ্রীবস্য মহাত্মনঃ।
রুমায়াং বর্ত্তসে কামাৎ স্নুষায়াং পাপকর্ম্মকৃৎ ॥১৯
তদ্ব্যতীতস্য তে ধর্ম্মাৎ কামবৃত্তস্য বানর।
ভ্রাতৃভার্য্যাভিমর্শেঽস্মিন্ দণ্ডোঽয়ং প্রতিপাদিতঃ ॥২০
ন হি লোকবিরুদ্ধস্য লোকবৃত্তাদপেয়ুষঃ।
দণ্ডাদন্যত্র পশ্যামি নিগ্রহং হরিযূথপ ॥২১
ন চ তে মর্ষয়ে পাপং ক্ষত্রিয়োঽহং কুলোদ্গতঃ।
ঔরসীং ভগিনীং বাপি ভার্য্যাং বাপ্যনুজস্য যঃ ॥২২

ভূমণ্ডলমধ্যে বিচরণ করিতেছি। সেই ধর্মাত্মা নরপতিশ্রেষ্ঠ ভরত সমগ্র পৃথিবী পালন করিতেছেন, অতএব এখন কোন্ ব্যক্তি ধর্মবিরুদ্ধ কার্য্য করিতে সমর্থ হইবেন? আমরা ভরতের আদেশানুযায়ী স্বীয় পরম ধর্মপথে থাকিয়া ধর্মপথভ্রষ্ট ব্যক্তিকে যথাবিধি দণ্ডপ্রদান করিয়া থাকি। তুমিও রাজার আচরণীয় ধর্মপথে অবস্থান কর নাই, প্রধানতঃ কামাচারী হইয়া অত্যন্ত নিন্দিতকার্য্যের অনুষ্ঠান করত ধর্মের পীড়াদায়ক হইয়াছিলে।৯-১২

যিনি ধর্মপথে অবস্থান করেন তিনি, জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা ও বিদ্যাপ্রদাতা—এই তিনজনকেই পিতার ন্যায় মনে করিবেন এবং পুত্র, কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও সদ্গুণসম্পন্ন শিষ্য—এই তিনজনকে পুত্রবৎ বিবেচনা করিবেন এবিষয়ে ধর্মজ্ঞানই কারণ।১৩-১৪

বানর! সাধুগণের অনুষ্ঠিত ধর্ম পরম সূক্ষ্ম ও দুর্জ্ঞেয়; সমস্ত জীবের হৃদয়মধ্যে অবস্থিত পরমাত্মাই কেবল কি ধর্ম ও কি অধর্ম,—তাহা জানেন।১৫

তুমি নিজে চঞ্চলস্বভাব এবং চঞ্চলপ্রকৃতি ও অবিশুদ্ধচিত্ত বানরদিগের সহিতই মন্ত্রণা করিয়া থাক, সুতরাং যেমন আজন্ম অন্ধব্যক্তি আজন্ম অন্ধব্যক্তির সহিত মন্ত্রণা করত কিছুই অবগত হইতে পারে না, সেইরূপ তুমিও ধর্ম অবগত হইতে পার নাই।১৬

আমি তোমার নিকটে এই কথার সারমর্ম প্রকাশ করিয়া বলিতেছি, কেবল ক্রোধবশতঃ তোমার আমাকে নিন্দা করা উচিত নহে।১৭

আমি তোমাকে যে জন্য বধ করিয়াছি, এই সেই কারণ দেখ,—তুমি সনাতনধর্ম পরিত্যাগ করিয়া কনিষ্ঠভ্রাতার ভার্য্যাতে অভিগমন করিতেছ।১৮

এই মহাত্মা সুগ্রীব তোমার কনিষ্ঠভ্রাতা সুতরাং ইঁহার পত্নী রুমা তোমার পুত্রবধূ সদৃশী; তুমি সুগ্রীবকে জয় করত কামবশবর্তী হইয়া ইঁহার ভার্য্যাতে উপগত হইতেছ। হে বানররাজ! তুমি নিতান্ত কামপরতন্ত্র, সনাতনধর্মভ্রষ্ট ও পাপাচারী হইয়া কনিষ্ঠভ্রাতৃ-ভার্য্যাগমন করিয়াছ, সেই অপরাধে আমি তোমাকে এইরূপ দণ্ড প্রদান করিয়াছি।১৯-২০

হে কপিনায়ক! তুমি লৌকিকাচার পরিত্যাগী, লোক-বিরোধী, অতএব আমি তোমার ন্যায় ব্যক্তির এতাদৃশ দণ্ড ব্যতীত অন্য কোন দণ্ড যথাযোগ্য বলিয়া মনে করি না।২১

কারণ, যে ব্যক্তি কামতাড়নায় সহোদরা ভগিনী, কন্যা ও কনিষ্ঠভ্রাতৃ-ভার্য্যাতে গমন করে, তাহার বিনাশই প্রকৃত দণ্ড,—ইহা শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, এইজন্যই তোমাকে বিনাশ করিয়াছি। আমি বিশুদ্ধ

প্রচরেত নরঃ কামাত্তস্য দণ্ডো বধঃ স্মৃতঃ।
ভরতস্তু মহীপালো বয়ং ত্বাদেশবর্ত্তিনঃ ॥২৩
ত্বঞ্চ ধর্ম্মাদতিক্রান্তঃ কথং শক্যমুপেক্ষিতুম্।
গুরুধর্ম্মব্যতিক্রান্তং প্রাজ্ঞো ধর্ম্মেণ পালয়ন্ ॥২৪
ভরতঃ কামমুক্তানাং নিগ্রহে পর্য্যবস্থিতঃ।
বয়ং তু ভরতাদেশাবধিং কৃত্বা হরীশ্বর ॥
ত্বদ্বিধান্ ভিন্নমর্য্যাদান্নিগ্রহীতুং ব্যবস্থিতাঃ ॥২৫
সুগ্রীবেণ চ মে সখ্যং লক্ষ্মণেন যথা তথা।
দার-রাজ্যনিমিত্তঞ্চ নিঃশ্রেয়সকরঃ স মে ॥২৬
প্রতিজ্ঞা চ ময়া দত্তা তদা বানরসন্নিধৌ।
প্রতিজ্ঞা চ কথং শক্যা মদ্বিধেনানবেক্ষিতুম্ ॥২৭
তদেভিঃ কারণৈঃ সর্ব্বৈর্মহদ্ভির্ধর্ম্মসংশ্রিতৈঃ।
শাসনং তব যদ্ যুক্তং তদ্ভবাননুমন্যতাম্ ॥২৮
সর্ব্বথা ধর্ম্ম ইত্যেব দ্রষ্টব্যস্তব নিগ্রহঃ।
বয়স্যস্যোপকর্ত্তব্যং ধর্ম্মমেবানুপশ্যতা ॥২৯
শক্যং ত্বয়াঽপি তৎকার্য্যং ধর্ম্মমেবানুবর্ত্ততা।
শ্রূয়তে মনুনা গীতৌ শ্লোকৌ চারিত্রবৎসলৌ।
গৃহীতৌ ধর্ম্মকুশলৈস্তথা তচ্চরিতং তয়া ॥৩০
রাজভির্ধৃতদণ্ডাশ্চ কৃত্বা পাপানি মানবাঃ।
নির্ম্মলাঃ স্বর্গমায়ান্তি সন্তঃ সুকৃতিনো যথা ॥৩১
শাসনাদ্ বাপি মোক্ষাদ্ বা স্তেনঃ পাপাৎ প্রমুচ্যতে।
রাজা ত্বশাসন্ পাপস্য তদবাপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥৩২
আর্য্যেণ মম মান্ধাত্রা ব্যসনং ঘোরমীপ্সিতম্।
শ্রমণেন কৃতে পাপে যথা পাপং কৃতং ত্বয়া ॥৩৩
অন্যৈরপি কৃতং পাপং প্রমত্তৈর্বসুধাধিপৈঃ।
প্রায়শ্চিত্তঞ্চ কুর্ব্বন্তি তেন তচ্ছাম্যতে রজঃ ॥৩৪

ক্ষত্রিয়বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি; সুতরাং তোমার এইরূপ পাপ ক্ষমা করিতে পারি না। ভরত পৃথিবীর রাজা, আমরা তাঁহার আদেশানুবর্ত্তী এবং তুমিও ধর্ম-ভ্রষ্ট, সুতরাং তোমাকে কি প্রকারে উপেক্ষা করিতে পারি? হে কপিরাজ! জ্ঞানী ভরত যে ব্যক্তিগণ মহান্ ধর্মকে অতিক্রম করিয়া থাকে, সেই অধার্মিকগণকে ধর্মানুসারে বধ করিয়া অর্থাৎ সাধুদিগের প্রতি অনুগ্রহ ও অসাধুদিগের প্রতি নিগ্রহ করিতে সমুদ্যত হইয়া ধার্মিকদিগকে পালন ও অধার্মিকদিগকে দণ্ড প্রদান করিতেছেন এবং আমরাও তাঁহার আদেশ অবলম্বন করিয়া তোমার ন্যায় ধর্মমর্য্যাদালঙ্ঘনকারী ব্যক্তিকে নিগ্রহ করিতে সমুদ্যত রহিয়াছি।২২-২৫

লক্ষ্মণের সহিত আমার যেরূপ সখ্যভাব আছে, রাজ্য ও ভার্য্যার জন্য সুগ্রীবের প্রতিও আমার সেইরূপ সখ্যভাব জন্মিয়াছে। যখন তিনি আমার ইষ্ট-সম্পাদনে অঙ্গীকার করিয়াছেন এবং আমিও বানরগণ সমক্ষে তাঁহার ইষ্টসম্পাদনে অঙ্গীকার করিয়াছি, তখন আমার ন্যায় ব্যক্তি কি প্রকারেই বা অঙ্গীকার পালনে পরাঙ্মুখ হইতে পারে? ২৬-২৭

এই সমস্ত ধর্মযুক্ত সুমহৎ কারণে আমি তোমার প্রতি যে দণ্ড বিধান করিয়াছি, তাহা তুমি যথোপযুক্ত মনে কর।২৮

যিনি ধার্মিক, বয়স্যের উপকার করা তাঁহার অবশ্য কর্তব্য, তোমার এই নিগ্রহ ধর্মানুসারেই হইয়াছে এইরূপ বোধ করাই তোমার উচিত; তুমিও আমার আদেশ পালনরূপ ধর্মের অনুবর্তন করত আমার সেই কার্য্য সম্পাদন করিতে পারিতে সত্য, কিন্তু তুমি আমার আশ্রণীয় নহ, যদি মানবগণ পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া রাজদণ্ডে দণ্ডিত হয়, তবে নিষ্পাপ হইয়া সুকৃতিদিগের ন্যায় স্বর্গে গমন করে। চৌর প্রভৃতি পাপাচার ব্যক্তিগণ রাজদণ্ডে দণ্ডিতই হউক অথবা কোন কারণে রাজদণ্ড হইতে বিমুক্তই হউক, উভয়স্থলেই পাপ হইতে মুক্তিলাভ করে। কিন্তু যদি তাহাকে সমুচিত দণ্ডপ্রদান না করা হয়, তাহা হইলে রাজা তাহার পাপের ফলভাগী হন—প্রজাপতি মনু এই যে দুই শ্লোক কীর্তন করিয়াছেন, ধর্মকুশল নরপতিগণও এই দুই শ্লোকের মর্ম গ্রহণ করত কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। আমিও তদনুরূপ কার্য্যই করিয়াছি।২৯-৩২

তদলং পরিতাপেন ধর্ম্মতঃ পরিকল্পিতঃ।
বধো বানরশার্দূল ন বয়ং স্ববশে স্থিতাঃ ॥৩৫
শৃণু চাপ্যপরং ভূয়ঃ কারণং হরিপুঙ্গব।
তচ্ছ্রুত্বা হি মহদ্বীর ন মন্যুং কর্ত্তুমর্হসি ॥৩৬
ন মে তত্র মনস্তাপো ন মন্যুর্হরিপুঙ্গব।
বাগুরাভিশ্চ পাশৈশ্চ কূটৈশ্চ বিবিধৈর্নরাঃ ॥৩৭
প্রতিচ্ছন্নাশ্চ দৃশ্যাশ্চ গৃহ্নন্তি সুবহূন্ মৃগান্।
প্রধাবিতান্ বা বিত্রস্তান্ বিস্রব্ধানতিবিষ্ঠিতান্ ॥৩৮
প্রমত্তানপ্রমত্তান্ বা নরা মাংসাশিনো ভৃশম্।
বিধ্যন্তি বিমুখাংশ্চাপি ন চ দোষোঽত্র বিদ্যতে ॥৩৯
যান্তি রাজর্ষয়শ্চাত্র মৃগয়াং ধর্ম্মকোবিদাঃ।
তস্মাত্ত্বং নিহতো যুদ্ধে ময়া বাণেন বানর।
অযুধ্যন্ প্রতিযুধ্যন্ বা যস্মাচ্ছাখামৃগো হ্যসি ॥৪০

দুর্লভস্য চ ধর্ম্মস্য জীবিতস্য শুভস্য চ।
রাজানো বানরশ্রেষ্ঠ প্রদাতারো ন সংশয়ঃ ॥৪১
তান্ন হিংস্যান্ন চাক্রোশেন্নাক্ষিপেন্নাপ্রিয়ং বদেৎ।
দেবা মানুষরূপেণ চরন্ত্যেতে মহীতলে ॥৪২
ত্বং তু ধর্ম্মমবিজ্ঞায় কেবলং রোষমাস্থিতঃ।
বিদূষয়সি মাং ধর্ম্মে পিতৃপৈতামহে স্থিতম্ ॥৪৩
এবমুক্তস্তু রামেণ বালী প্রব্যথিতো ভৃশম্।
ন দোষং রাঘবে দধ্যৌ ধর্ম্মেঽধিগতনিশ্চয়ঃ ॥৪৪
প্রত্যুবাচ ততো রামং প্রাঞ্জলির্বানরেশ্বরঃ।
যত্ত্বমাত্থ নরশ্রেষ্ঠ তত্তথৈব ন সংশয়ঃ ॥৪৫
প্রতিবক্তুং প্রকৃষ্টে হি নাপকৃষ্টস্তু শক্নুয়াৎ।
যদযুক্তং ময়া পূর্ব্বং প্রমাদাদ্ বাক্যমপ্রিয়ম্ ॥৪৬
তত্রাপি খলু মাং দোষং কর্ত্তুং নার্হসি রাঘব।

পূর্বে জৈনধর্মাবলম্বী কোন ব্যক্তি তোমার ন্যায় ইচ্ছানুরূপ ঘোর পাপকর্ম করিলে আর্য্য মান্ধাতাও তাহাকে ভয়ঙ্কর দণ্ড প্রদান করিয়াছিলেন এবং অন্যান্য রাজগণও কোনব্যক্তি অনবধানতাবশতঃ পাপকার্য্য করিলে তাহার দণ্ড বিধান করিয়া থাকেন। যদি সেই পাপী রাজদণ্ডের পর পুনরায় যথাবিধি প্রায়শ্চিত্ত করে, তাহাতেই তাহার পূর্বকৃত পাপের শান্তি হয়।৩৩-৩৪

হে বানরশ্রেষ্ঠ! আমরা নিয়ত রাজধর্মের বশবর্তী; স্বাধীন নই, সুতরাং সেই ধর্মানুসারেই তোমার বিনাশ-সাধন করিয়াছি, অতএব অকারণ পরিতাপ করিও না।৩৫

বানরোত্তম! এবিষয়ে আরও অন্য মহৎ কারণ আছে—তাহা শ্রবণ করিয়া মানসিক দুঃখ পরিত্যাগ কর। দেখ, মাংসপ্রিয় মনুষ্যগণ তৃণলতাদি দ্বারা প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়াই হউক, আর প্রকাশ্যভাবেই হউক ধাবিত, বিশ্বস্তভাবে দণ্ডায়মান, সতর্ক, অসতর্ক ও বিমুখ মৃগগণকে বাগুরা (বৃহদ্ জাল) পাশ ও বিবিধ কূট উপায় দ্বারা বিনাশ করিয়া থাকেন, সুতরাং প্রচ্ছন্নভাবে তোমাকে বধ করিয়া আমার মনস্তাপ বা শোক হয় নাই এবং ধর্মজ্ঞ রাজর্ষিগণও ঐরূপ মৃগয়ায় গমন করিয়া থাকেন, অতএব ইহাতে কোনও দোষ বিবেচনা করি না। তুমি শাখামৃগ, এজন্য প্রতিযুদ্ধ করিয়াই হউক বা যুদ্ধ না করিয়াই হউক বাণদ্বারা যুদ্ধে তোমাকে নিহত করিয়াছি। হে বানরেন্দ্র! ভূপতিগণই দুর্লভ ধর্মজীবন ও অভ্যুদয় প্রদান করিয়া থাকেন, অতএব তাঁহাদিগকে হিংসা, নিন্দা ও অপমান করা বা অপ্রিয় বলা উচিত নহে। ইহা জানিও যে—দেবতাবৃন্দই মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়া মহীতলে নরপতিরূপে বিচরণ করিয়া থাকেন।৩৬-৪৩

আমি পিতৃ-পিতামহ আচরিত ধর্মনিরত, তুমি ধর্ম না জানিয়া কেবল ক্রোধমাত্র আশ্রয় করত আমার নিন্দা করিতেছ।৪৪

রাম বালীকে এইরূপ বলিলে ধর্মতত্ত্বজ্ঞ বালী অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং শ্রীরামকে দোষী করিলেন না। অনন্তর বানরাধিপতি বালী কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রত্যুত্তর করিলেন,—হে নরোত্তম! আপনি যাহা বলিলেন, তাহা সত্য, আমার ন্যায় নিকৃষ্ট প্রাণী আপনার ন্যায় মহান্ ব্যক্তিকে প্রত্যুত্তর দিতে সমর্থ নহে। প্রমাদবশতঃ পূর্বে যাহা অযুক্তিযুক্ত বাক্য বলিয়াছি, তদ্বিষয়ে সামান্য দোষও গ্রহণ করিবেন না। আপনি ধর্মতত্ত্ব

ত্বং হি দৃষ্টার্থতত্ত্বজ্ঞঃ প্রজানাঞ্চ হিতে রতঃ।
কার্য্য-কারণসিদ্ধৌ চ প্রসন্না বুদ্ধিরব্যয়া ॥৪৭
মামপ্যবগতং ধর্ম্মাদ্ ব্যতিক্রান্তপুরস্কৃতম্।
ধর্ম্মসংহিতয়া বাচা ধর্ম্মজ্ঞ পরিপালয় ॥৪৮
বাষ্পসংরুদ্ধকণ্ঠস্তু বালী সার্ত্তরবঃ শনৈঃ।
উবাচ রামং সম্প্রেক্ষ্য পঙ্কলগ্ন ইব দ্বিপঃ ॥৪৯
ন চাত্মানমহং শোকো ন তারা নাপি বান্ধবান্।
যথা পুত্রং গুণজ্যেষ্ঠমঙ্গদং কনকাঙ্গদম্ ॥৫০
স মমাদর্শনাদ্দীনো বাল্যাৎ প্রভৃতি লালিতঃ।
তটাক ইব পীতাম্বুরুপশোষং গমিষ্যতি ॥৫১
বালশ্চাকৃতবুদ্ধিশ্চ একপুত্রশ্চ মে প্রিয়ঃ।
তারেয়ো রাম ভবতা রক্ষণীয়ো মহাবলঃ ॥৫২
সুগ্রীবে চাঙ্গদে চৈব বিধৎস্ব মতিমুত্তমাম্।
ত্বং হি গোপ্তা চ শাস্তা চ কার্য্যাকার্য্যবিধৌ স্থিতঃ ॥৫৩
যা তে নরপতে বৃত্তির্ভরতে লক্ষ্মণে চ যা।
সুগ্রীবে চাঙ্গদে রাজংস্তাং চিন্তয়িতুমর্হসি ॥৫৪
মদ্দোষকৃতদোষাং তাং যথা তারাং তপস্বিনীম্।
সুগ্রীবো নাবমন্যেত তথাঽবস্থাতুমর্হসি ॥৫৫
ত্বয়া হ্যনুগৃহীতেন শক্যং রাজ্যমুপাসিতুম্।
ত্বদ্বশে বর্ত্তমানেন তব চিত্তানুবর্ত্তিনা ॥৫৬
শক্যং দিবং চার্জয়িতুং বসুধাং চাপি শাসিতুম্।
ত্বত্তোঽহং বধমাকাঙ্ক্ষন্ বার্য্যমাণোঽপি তারয়া ॥৫৭
সুগ্রীবেণ সহ ভ্রাত্রা দ্বন্দ্বযুদ্ধমুপাগতঃ।
ইত্যুক্ত্বা বানরো রামং বিররাম হরীশ্বর ॥৫৮
স তমাশ্বাসয়দ্ রামো বালিনং ব্যক্তদর্শনম্।
সাধুসম্মতয়া বাচা ধর্ম্মতত্ত্বার্থযুক্তয়া ॥৫৯
ন বয়ং ভবতা চিন্ত্যা নাপ্যাত্মা হরিসত্তম।
বয়ং ভবদ্বিশেষেণ ধর্ম্মতঃ কৃতনিশ্চয়ঃ ॥৬০
দণ্ডে যঃ পাতয়েদ্দণ্ড দণ্ড্যো যশ্চাপি দণ্ড্যতে।
কার্য্যকারণসিদ্ধার্থাবুভৌ তৌ নাবসীদতঃ ॥৬১
তদ্ভবান্ দণ্ডসংযোগাদস্মাদ্ বিগতকল্মষঃ।
গতঃ স্বাং প্রকৃতিং ধর্ম্ম্যাং দণ্ডদিষ্টেন বর্ত্মনা ॥৬২

জানিয়া প্রজাগণের হিত অভিলাষ করত নির্মল বুদ্ধি দ্বারা পাপ ও দণ্ড উভয়ের নিশ্চয় করিয়াছেন। হে ধর্মজ্ঞ! আমি অধার্মিকদের অগ্রগণ্য, অতএব ধর্মসঙ্গত বাক্যে আমাকে পরিত্রাণ করুন। বালী সমীপস্থিত রামকে দর্শন করিয়া পঙ্ক-মগ্ন হস্তীর ন্যায় আর্তস্বরে ও বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে ধীরে ধীরে বলিল,—আমি আমার নিজের জন্য বা তারা প্রভৃতি বান্ধবগণের জন্য শোক করিতেছি না, কিন্তু অঙ্গে স্বুবর্ণালঙ্কারধারী সর্বগুণশালী পুত্র অঙ্গদের জন্য শোক করিতেছি।৪৫-৫০

রাম! বাল্যাবধি লালিত-পালিত অঙ্গদ আমার অদর্শনে জলহীন সরোবর সদৃশ দিন দিন ক্ষীণ হইয়া পড়িবে। অতএব আপনি সেই বালক, অপরিপক্ক-বুদ্ধি তারাগর্ভসম্ভূত ও মহাবল আমার একমাত্র প্রিয়পুত্র অঙ্গদকে রক্ষা করিবেন। আপনি সুগ্রীব ও অঙ্গদের উত্তম বুদ্ধি স্থাপন করিবেন, কারণ; তাহাদিগের কর্তব্যাকর্তব্য বিষয়ে একমাত্র আপনিই শাসক ও রক্ষক।৫১-৫২

হে নরেশ্বর! আপনি ভরত ও লক্ষ্মণের প্রতি যেপ্রকার ব্যবহার করিয়া থাকেন, সুগ্রীব ও অঙ্গদকে ভ্রাতার ন্যায় চিন্তা করত তাহাদের প্রতি সেইপ্রকার ব্যবহার করিবেন।৫৩-৫৪

আমারই অপরাধে অপরাধিনী পতিব্রতা ও তপস্বিনী তারাকে সুগ্রীব যাহাতে কোনরূপ অপমান না করেন, তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিবেন।৫৫

আপনার অনুগৃহীত ব্যক্তিই এই বানররাজ্য শাসন করিতে পারেন, এমনকি, আপনার বশবর্তী হইয়া অভিপ্রায় অনুসারে কার্য্য করিলে স্বর্গরাজ্যলাভ করিয়া সমগ্র পৃথিবী শাসন করিতে সমর্থ হয়। তারা আমাকে নিবারিত করিলেও আমি আপনার দ্বারা বধের অভিলাষেই ভ্রাতা সুগ্রীবের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। কপীশ্বর বালী এইকথা বলিয়া বিরত হইলে, রাম ধর্মার্থপূর্ণ সাধুসম্মত বাক্যে তীক্ষ্ণ জ্ঞানসম্পন্ন বালীকে আশ্বাসদান করত বলিলেন,—হে কপীশ্বর! তুমি স্বয়ং জ্ঞানী এবং আমরাও

ত্যজ শোকঞ্চ মোহঞ্চ ভয়ঞ্চ হৃদয়ে স্থিতম্।
ত্বয়া বিধানং হর্য্যগ্র্য ন শক্যমতিবর্ত্তিতুম্ ॥৬৩
যথা ত্বয্যঙ্গদো নিত্যং বর্ত্ততে বানরেশ্বর।
তথা বর্ত্তেত সুগ্রীবে ময়ি চাপি ন সংশয়ঃ ॥৬৪
স তস্য বাক্যং মধুরং মহাত্মনঃ
সমাহিতং ধর্ম্মপথানুবর্ত্তিতম্।
নিশম্য রামস্য রণাবমর্দিনো
বচঃ সুযুক্তং নিজগাদ বানরঃ ॥৬৫
শরাভিতপ্তেন বিচেতসা ময়া
প্রভাসিতস্ত্বং যদজানতা বিভো।
ইদং মহেন্দ্রোপমভীমবিক্রম
প্রসাদিতস্ত্বং ক্ষম মে হরীশ্বর ॥৬৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে অষ্টাদশঃ সর্গঃ ॥

রাজধর্মে অভিজ্ঞ; অতএব আমাদিগের এই কার্য্য অন্যায়রূপে করা হইয়াছে, এইরূপ বিচার করিও না। যেহেতু যিনি দণ্ডযোগ্য ব্যক্তির দণ্ডবিধান করেন এবং যে দোষানুযায়ী দণ্ডপ্রাপ্ত হয়, উভয়ই স্বীয় কর্ত্তব্য কার্য্য করিয়া অবসন্ন হয় না। তুমি রাজদণ্ডবিধান হেতু পাপশূন্য হইয়া দণ্ডবিধায়ক শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট মতানুসারে ধর্মসম্মত স্বকীয় নির্মলভাব প্রাপ্ত হইলে।৫৬-৬২

হৃদয়স্থিত শোক, ভয় ও মোহ পরিত্যাগ কর; যেহেতু পূর্বজন্মার্জিত কর্ম অতিক্রম করা কিছুতেই তোমার উচিত হইবে না। অঙ্গদের প্রতি তুমি যেরূপ ব্যবহার করিতে, সুগ্রীব ও আমি সেইরূপই ব্যবহার করিব—সন্দেহ নাই।৬৩-৬৪

বানররাজ বালী যুদ্ধে অপরাজেয় মহাত্মা রামের ধর্মসম্মত, শান্ত, যুক্তিযুক্ত ও মধুর বাক্য শ্রবণ করত বলিলেন।৬৫

ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী পৃথ্বীশ্বর! আমি বাণের আঘাতে পীড়িত ও চৈতন্য হারাইয়া অজ্ঞানবশতঃ যাহা বলিয়াছি, আপনি প্রসন্ন হইয়া তাহা ক্ষমা করিবেন।৬৬

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে অষ্টাদশ সর্গ সমাপ্ত।

ঊনবিংশঃ সর্গঃ

[পত্যুর্বালিনো মৃত্যুবার্ত্তাং শ্রুত্বা তারায়াঃ শোকঃ, পুত্রেণ সহ রণস্থলে মৃত-পতিসমীপে গমনঞ্চ।]

স বানরমহারাজঃ শয়ানঃ শরপীড়িতঃ।
প্রত্যুক্তো হেতুমদ্বাক্যৈর্নোত্তরং প্রতিপদ্যতে ॥১
অশ্মভিঃ পরিভিন্নাঙ্গঃ পাদপৈরাহতো ভৃশম্।
রামবাণেন চাক্রান্তো জীবিতান্তে মুমোহ সঃ ॥২
তং ভার্য্যা বাণমোক্ষেণ রামদত্তেন সংযুগে।
হতং প্লবগশার্দূলং তারা শুশ্রাব বালিনম্ ॥৩
সা সপুত্রাঽপ্রিয়ং শ্রুত্বা বধং ভর্ত্তুঃ সুদারুণম্।
নিষ্পপাত ভৃশং তস্মাদুদ্বিগ্না গিরিকন্দরাৎ ॥৪
যে ত্বঙ্গদপরীবারা বানরা হি মহাবলাঃ।
তে সকার্ম্মুকমালোক্য রামং ত্রস্তাঃ প্রদুদ্রুবুঃ ॥৫
সা দদর্শ ততস্ত্রস্তান্ হরীনাপততো দ্রুতম্।
যূথাদেব পরিভ্রষ্টান্ মৃগান্নিহতযূথপান্ ॥৬
তানুবাচ সমাসাদ্য দুঃখিতান্ দুঃখিতা সতী।
রামবিত্রাসিতান্ সর্ব্বাননুবদ্ধানিবেষুভিঃ ॥৭
বানরা রাজসিংহস্য যস্য যূয়ং পুরঃসরাঃ।
তং বিহায় সুবিত্রস্তাঃ কস্মাদ্ দ্রবত দুর্গতাঃ ॥৮
রাজ্যহেতোঃ স চেদ্ ভ্রাতা ভ্রাত্রা ক্রূরেণ পাতিতঃ।
রামেণ প্রহিতৈর্দূরান্ মার্গণৈর্দূরপাতিভিঃ ॥৯
কপিপত্ন্যা বচঃ শ্রুত্বা কপয়ঃ কামরূপিণঃ।
প্রাপ্তকালমবিশ্লিষ্টমূচুর্বচনমঙ্গনাম্ ॥১০
জীবপুত্রে নিবর্ত্তস্ব পুত্রং রক্ষস্ব চাঙ্গদম্।
অন্তকো রামরূপেণ হত্বা নয়তি বালিনম্ ॥১১
ক্ষিপ্তান্ বৃক্ষান্ সমাবিধ্য বিপুলাশ্চ তথা শিলাঃ।
বালী বজ্রসমৈর্বাণৈর্বজ্রেণেব নিপাতিতঃ ॥১২

ঊনবিংশ সর্গ

[স্বামী বালীর মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া তারার শোক প্রকাশ এবং পুত্রের সহিত যুদ্ধস্থলে মৃত পতির নিকট গমন।]

বাণাঘাতে পীড়িত হইয়া ভূমিতে শায়িত বানরাধিপতি বালী রামের সমীপে এইরূপ যুক্তিপূর্ণ বাক্যে উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া কোন উত্তর করিতে পারিলেন না।১

বালী রামবাণে তাড়িত, প্রস্তরাঘাতে ভগ্নাঙ্গ ও বৃক্ষ দ্বারা আহত হইয়া প্রাণত্যাগকালে সংজ্ঞাহীন হইলেন।২

বালীপত্নী মহারাণী তারা কপিরাজ বালী সমরে রামবাণে নিহত হইয়াছেন শ্রবণ করিলেন।৩

সেইসময় পুত্র অঙ্গদ তাঁহার নিকটে ছিল, পুত্রের সহিত তিনি স্বামীর এতাদৃশ বধরূপ নিদারুণ বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্নচিত্তে কিষ্কিন্ধার পর্বতকন্দর হইতে পতিত হইলেন। সেইসময়ে যে সকল অঙ্গদ-পক্ষীয় মহাবল বানরগণ ছিল, তাহারা ধনুর্ধারী রামকে দর্শন করিয়া ভীতচিত্তে পলায়ন করিতে লাগিল।৪

যূথ(দল)পতি বিনাশপ্রাপ্ত হইলে যেরূপ যূথহীন মৃগগণ চারিদিকে ধাবিত হয়, সেইরূপ বালীবধে ভীত হইয়া বানরগণ সত্বর পলায়ন করিতে লাগিল।৫

পতিব্রতা তারা দুঃখিতা হইয়া রামভয়ে ভীত কপিসকলের নিকটে আসিয়া বলিলেন,—হে বানরগণ! তোমরা যে রাজশ্রেষ্ঠের সহচর ছিলে, তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া ভীত ও দুর্গতি প্রাপ্ত হইয়া কোন্‌স্থানে প্রস্থান করিতেছ? রাজ্যলোভে ক্রূরমতি ভ্রাতা সুগ্রীব দূরস্থিত রাম কর্ত্তৃক প্রেরিত দূরগামী বাণদ্বারা তাঁহাকে নিহত করিয়াছে বলিয়া তোমরা কেন পলায়ন করিতেছ? ৬-৯

বালীপত্নী তারার কথা শুনিয়া ইচ্ছানুসারে রূপধারী বানরগণ সর্ববাদিসম্মত সময়োচিত বাক্যে তাঁহাকে বলিল যে, হে পুত্রবতি! এখনও তোমার পুত্র জীবিত আছে, এইসময়ে তুমি নিবৃত্তা হও এবং পুত্র অঙ্গদকে রক্ষা

অভিভূতমিদং সর্ব্বং বিদ্রুতং বানরং বলম্ ।
অস্মিন্ প্লবগশার্দূলে হতে শক্রসমপ্রভে ॥১৩
রক্ষতাং নগরী শূরৈরঙ্গদশ্চাভিষিচ্যতাম্ ।
পদস্থং বালিনঃ পুত্রং ভজিষ্যন্তি প্লবঙ্গমাঃ ॥১৪
অথবা রুচিরং স্থানমিহ তে রুচিরাননে ।
আবিশন্তি চ দুর্গাণি ক্ষিপ্রমদ্যৈব বানরাঃ ॥১৫
অভার্য্যাঃ মহভার্য্যাশ্চ সন্ত্যত্র বনচারিণঃ ।
লুব্ধেভ্যো বিপ্রলব্ধেভ্যস্তেভ্যো নঃ সুমহদ্ভয়ম্ ॥১৬
অল্পান্তরগতানাং তু শ্রুত্বা বচনমঙ্গনা ।
আত্মনঃ প্রতিরূপং সা বভাষে চারুহাসিনী ॥১৭
পুত্রেণ মম কিং কার্য্যং রাজ্যেনাপি কিমাত্মনা ।
কপিসিংহে মহাভাগে তস্মিন্ ভর্ত্তরি নশ্যতি ॥১৮
পাদমূলং গমিষ্যামি তস্যৈবাহং মহাত্মনঃ ।
যোঽসৌ রামপ্রযুক্তেন শরেণ বিনিপাতিতঃ ॥১৯
এবমুক্ত্বা প্রদুদ্রাব রুদতী শোকমূর্চ্ছিতা ।
শিরশ্চোরশ্চ বাহুভ্যাং দুঃখেন সমভিঘ্নতী ॥২০
সা ব্রজন্তী দদর্শাথ পতিং নিপতিতং ভুবি ।
হন্তারং বানরেন্দ্রাণাং সমরেষ্বনিবর্ত্তিনাম্ ॥২১
ক্ষেপ্তারং পর্বতেন্দ্রাণাং বজ্রাণামিব বাসবম্ ।
মহাবাতসমাবিষ্টং মহামেঘৌঘনিঃস্বনম্ ॥২২
শক্রতুল্যপরাক্রান্তং বৃষ্ট্বেবোপরতং ধনম্ ।
নর্দন্তং নর্দতাং ভীমং শূরং শূরেণ পাতিতম্ ॥২৩
শার্দূলেনামিষস্যার্থে মৃগরাজমিবাহতম্ ।

কর ; কারণ,—যম রামরূপে বালীকে বিনাশ করিয়া লইয়া যাইতেছে ।১০-১১

বালীনিক্ষিপ্ত প্রচুর শিলা ও বহুবিধ বৃক্ষ বিদীর্ণ করিয়া বজ্রাঘাতের ন্যায় বজ্রসম কঠিন বাণে রাম বালীকে নিপাতিত করিয়াছে ।১২

ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী বানরশ্রেষ্ঠ বালী নিহত হওয়ায় এই বানরসৈন্যসকল ভয়ে অভিভূত হইয়া পলায়ন করিতেছে ।১৩

তোমরা বীরবানরগণদ্বারা নগরী রক্ষা করিয়া অঙ্গদকে রাজ্যে অভিষিক্ত কর। বালীর পুত্র অঙ্গদ বানররাজে অভিষিক্ত ও অধিষ্ঠিত হইলে বানরগণ তাহার সেবা করিবে ।১৪

অথবা হে চারুমুখি! ইহাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেই বা কি হইবে? যেহেতু রাম ও সুগ্রীবাদি বানরগণ অদ্যই দুর্গ ও তোমার অভিলষিত স্থানসকল অধিকার করিবে ।১৫

সুগ্রীবপক্ষীয় সস্ত্রীক ও স্ত্রীরহিত যে সকল বনচর বানর এখানে অবস্থান করিতেছে, তাহাদিগকে পূর্বে আমরা বঞ্চিত করিয়াছিলাম, অধুনা তাহারা রাজ্যাভিলাষী হইয়াছে, অতএব তাহাদিগের নিকট হইতেও আমাদের সুমহৎ ভয়ের সম্ভাবনা আছে। চারুহাসিনী তারা নিজ আত্মীয়গণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করত তৎকালোচিত স্বীয় কর্তব্য ব্যক্ত করিয়া বলিলেন,—যখন কপিশ্রেষ্ঠ মহাভাগ স্বামী নিহত হইয়াছেন, তখন পুত্র, রাজ্য ও শরীরে আমার প্রয়োজন কি? অতএব আমি রামনিক্ষিপ্ত বাণে নিপতিত সেই মহাত্মার চরণপ্রান্তসমীপে গমন করিব ।১৬-১৮

এইকথা বলিয়া শোকাভিভূতা তারা ক্রন্দন করিতে করিতে বক্ষে ও মস্তকে করাঘাত করিতে লাগিলেন এবং বেগে ধাবিত হইলেন। তিনি যাইতে যাইতে দেখিতে পাইলেন—যে বালী যুদ্ধে নিবৃত্ত হইত না, যে দৈত্যরাজগণকে বিনাশ করিতে সমর্থ ছিল, সেই স্বামী বালী রামের বাণে ভূমিতে পতিত রহিয়াছে ।১৯-২১

ইন্দ্রের বজ্রতুল্য বৃহৎ বৃহৎ পর্বত যে নিক্ষেপ করিত, যে বায়ুতুল্য বেগগামী, যাহার গর্জন মহামেঘসমূহের ন্যায় গম্ভীর, ইন্দ্রসম পরাক্রমশালী এবং মহাগর্জনশীল সেই মহাবীর পতিকে ভূতলে শায়িত দেখিয়া তাঁহার বোধ হইল, মহামেঘ যেন বর্ষণান্তে স্থিরভাব ধারণ করিয়াছে, এক শার্দূল (ব্যাঘ্র) অন্য শার্দূলকে মাংসের জন্য সংহার করিয়াছে ।২২-২৩

অর্চ্চিতং সর্ব্বলোকস্য সপতাকং সবেদিকম্।
নাগহেতোঃ সুপর্ণেন চৈত্যমুন্মথিতং যথা ॥২৪
অবষ্টভ্যাবতিষ্ঠন্তং দদর্শ ধনুরূর্জ্জিতম্।
রামং রামানুজঞ্চৈব ভর্ত্তুশ্চৈব তথানুজম্ ॥২৫
তানতীত্য সমাসাদ্য ভর্ত্তারং নিহতং রণে।
সমীক্ষ্য ব্যথিতা ভূমৌ সম্ভ্রান্তা নিপপাত হ ॥২৬

যাহা সর্বজন পূজিত ও পতাকাশোভিত, যাহাতে দেবতার বেদী শোভা পাইতেছে, সেই পবিত্র বৃক্ষকে যদি গরুড় সর্পের জন্য মথিত করে, তাহা হইলে ঐ বৃক্ষের যেরূপ অবস্থা হয়, বালীর অবস্থাও সেইরূপ হইয়াছে। (তারা এইরূপ দেখিতে পাইলেন।) আরও দেখিতে পাইলেন যে, অনুজ লক্ষ্মণের সহিত তেজস্বী ধনুর্ধারী রাম ও স্বামীর অনুজ সুগ্রীব স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া আছে। তারা তাঁহাদিগকে অতিক্রম করিয়া যুদ্ধে নিহত পতির নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে দেখিয়া ব্যথিতা ও ব্যাকুলিতা হইয়া ভূমিতলে পতিতা হইলেন।২৪-২৬

সুপ্তেব পুনরুত্থায় আর্য্যপুত্রেতি বাদিনী।
রুরোদ সা পতিং দৃষ্ট্বা সংবীতং মৃত্যুদামভিঃ ॥২৭
তামবেক্ষ্য তু সুগ্রীবঃ ক্রোশন্তীং কুররীমিব।
বিষাদমগমৎ কষ্টং দৃষ্ট্বা চাঙ্গদমাগতম্ ॥২৮
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে ঊনবিংশ সর্গঃ ॥

কিছুক্ষণ নিদ্রিতার ন্যায় থাকিয়া পুনরায় উত্থিতা হইয়া 'হা আর্য্যপুত্র' এইকথা বলিয়া মৃত্যুরূপ রজ্জুবদ্ধ স্বামীকে দর্শন করত রোদন করিতে লাগিলেন।২৭

তাঁহাকে কুররীপক্ষীর ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে ও অঙ্গদকে সেখানে আসিতে দেখিয়া সুগ্রীব অতিশয় দুঃখ প্রাপ্ত হইলেন।২৮

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে ঊনবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

বিংশঃ সর্গঃ

[তারায়া বিলাপঃ।]

রামচাপবিসৃষ্টেন শরেণান্তকরেণ তম্।
দৃষ্ট্বা বিনিহতং ভূমৌ তারা তারাধিপাননা ॥১
সা সমাসাদ্য ভর্ত্তারং পর্য্যম্বজত ভামিনী।
ইষুণাভিহতং দৃষ্ট্বা বালিনং কুঞ্জরোপমম্ ॥২
বানরং পর্ব্বতেন্দ্রাভং শোকসন্তপ্তমানসা।
তারা তরুমিবোন্মূলং পর্য্যদেবয়তাতুরা ॥৩
রণে দারুণবিক্রান্ত প্রবীর প্লবতাং বর।
কিমিদানীং পুরোভাগামদ্য ত্বং নাভিভাষসে ॥৪
উত্তিষ্ঠ হরিশার্দূল ভজস্ব শয়নোত্তমম্।
নৈবংবিধাঃ শেরতে হি ভূমৌ নৃপতিসত্তমাঃ ॥৫
অতীব খলু তে কান্তা বসুধা বসুধাধিপ।
গতাসুরপি তাং গাত্রৈর্মাং বিহায় নিষেবসে॥৬
ব্যক্তমদ্য ত্বয়া বীর ধর্ম্মতঃ সম্প্রবর্ত্ততা।
কিষ্কিন্ধেব পুরী রম্যা স্বর্গমার্গে বিনির্ম্মিতা ॥৭
যান্যস্মাভিস্ত্বয়া সার্দ্ধং বনেষু মধুগন্ধিষু।
বিহৃতানি ত্বয়া কালে তেষামুপরমঃ কৃতঃ ॥৮
নিরানন্দা নিরাশাহং নিমগ্না শোকসাগরে।
ত্বয়ি পঞ্চত্বমাপন্নে মহাযূথপযূথপে ॥৯
হৃদয়ং সুস্থিতং মহ্যং দৃষ্ট্বা নিপতিতং ভুবি।
যন্ন শোকাভিসন্তপ্তং স্ফুটতেঽদ্য সহস্রধা ॥১০
সুগ্রীবস্য ত্বয়া ভার্য্যা হৃতা স চ বিবাসিতঃ
যত্তত্তস্য ত্বয়া ব্যুষ্টিঃ প্রাপ্তেয়ং প্লবগাধিপ ॥১১
নিঃশ্রেয়সপরা মোহাত্ত্বয়া চাহং বিগর্হিতা।
যথাব্রুবং হিতং বাক্যং বানরেন্দ্র হিতৈষিণী ॥১২

বিংশ সর্গ

[তারার বিলাপ]

কুপিতা সেই চন্দ্রমুখী তারা রামধনুর্মুক্ত প্রাণনাশক শরে নিহত পতিকে ভূমিতে পতিত দেখিয়া তাহার সমীপে গমন পূর্বক আলিঙ্গন করত সুমেরু পর্বত দেহধারী এবং হস্তীসদৃশ বানর বালীকে বাণে নিহত ও ছিন্নমূল তরুর ন্যায় পতিত দেখিয়া শোকসন্তপ্ত চিত্তে এইরূপ বিলাপ করিতে লাগিল।১-৩

মহাপরাক্রমশালিন্ মহাবীর বানরশ্রেষ্ঠ! অদ্য আমি তোমার নিকটে আসিয়াছি। অধুনা তুমি আমার সহিত কিজন্য আলাপ করিতেছ না? ৪

হে বানরশ্রেষ্ঠ! গাত্রোত্থান কর, উত্তমশয্যায় শয়ন কর; তোমার ন্যায় প্রবীণ নৃপতিগণ ভূমিতলে শয়ন করেন না।৫

হে পৃথিপতে! বোধ হয়, পৃথিবী তোমার অতিশয় প্রিয়া, কেন না তুমি প্রাণহীন হইয়াও আমাকে পরিত্যাগ করিয়া সর্বাঙ্গদ্বারা তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়াছ।৬

হে বীর! তুমি ধর্মানুসারে যুদ্ধ করিয়াছ, সেইজন্য স্পষ্টই অনুভূত হইতেছে যে, তোমার জন্য স্বর্গমার্গে কিষ্কিন্ধার সদৃশ আর একটি মনোহর পুরী নির্মিত হইয়াছে।৭

মধুগন্ধে আমোদিত বনমধ্যে তোমার সহিত যে সকল বিহার করিয়াছি, বর্ত্তমানে সেই সকল বিহারকে নিঃশেষ করিলে।৮

হে মহাযূথপতিশ্রেষ্ঠ! আপনার মৃত্যুদশা উপস্থিত হওয়ায় আমি আনন্দ ও আশাশূন্য হইয়া শোকসাগরে নিমগ্না হইলাম।৯

আপনাকে ভূমিতলে পতিত দেখিয়াও আমার

রূপ-যৌবনদৃপ্তানাং দক্ষিণানাঞ্চ মানদ।
নূনমপ্সরসামার্য্য চিত্তানি প্রমথিষ্যসি ॥১৩
কালো নিঃসংশয়ো নূনং জীবিতান্তকরস্তব।
বলাদ্ যেনাবপন্নোঽসি সুগ্রীবস্যাবশো বশম্ ॥১৪
অস্থানে বালিনং হত্বা যুধ্যমানং পরেণ চ।
ন সন্তপ্যতি কাকুৎস্থঃ কৃত্বা কর্ম্ম সুগর্হিতম্ ॥১৫
বৈধব্যং শোকসন্তাপং কৃপণাকৃপণা সতী।
অদুঃখোপচিতা পূর্ব্বং বর্ত্তয়িষ্যাম্যনাথবৎ ॥১৬
লালিতশ্চাঙ্গদো বীরঃ সুকুমারঃ সুখোচিতঃ।
বৎস্যতে কামবস্থাং মে পিতৃব্যে ক্রোধমূর্চ্ছিতে ॥১৭
কুরুষ্ব পিতরং পুত্র সুদৃষ্টং ধর্ম্মবৎসলম্।
দুর্লভং দর্শনং তস্য তব বৎস ভবিষ্যতি ॥১৮
সমাশ্বাসয় পুত্রং ত্বং সন্দেশং সন্দিশস্ব মে।
মূর্দ্ধ্নি চৈনং সমাঘ্রায় প্রবাসং প্রস্থিতো হ্যসি ॥১৯
রামেণ হি মহৎ কর্ম্ম কৃতং ত্বামভিনিঘ্নতা।
আনৃণ্যং তু গতং তস্য সুগ্রীবস্য প্রতিশ্রবে ॥২০
সকামো ভব সুগ্রীব রুমাং ত্বং প্রতিপৎস্যসে।
ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যমনুদ্বিগ্নঃ শস্তো ভ্রাতা রিপুস্তব ॥২১
কিং মামেবং প্রলপতীং প্রিয়াং ত্বং নাভিভাষসে।
ইমাঃ পশ্য বরা বহ্ব্যো ভার্য্যাস্তে বানরেশ্বর ॥২২
তস্যা বিলপিতং শ্রুত্বা বানর্য্যঃ সর্ব্বতশ্চ তাঃ।
পরিগৃহ্যাঙ্গদং দীনা দুঃখার্ত্তাঃ প্রতিচুক্রুশুঃ ॥২৩
কিমঙ্গদং সাঙ্গদবীরবাহো!
বিহায় যাতোঽসি চিরং প্রবাসম্।

শোকসন্তপ্ত হৃদয় যখন সহস্রধা বিদীর্ণা হয় নাই, তখন বোধ হয়, আমার হৃদয় অতিশয় কঠিন।১০

হে বানরেশ্বর! পূর্বে আপনি সুগ্রীবের ভার্য্যাহরণ করত তাঁহাকে নির্বাসিত করিয়াছিলেন অদ্য প্রাণনাশরূপ তাঁহার পরিণাম ফল প্রাপ্ত হইলেন।১১

আপনার মঙ্গল ইচ্ছা করিয়া আমি আপনাকে হিতজনক বাক্য বলিলে মোহপ্রযুক্ত আপনি আমার বাক্যে অনাদর করিয়া আমাকে তিরস্কার করিয়াছিলেন।১২

হে আর্য্য! হে মানপ্রদ। (যিনি অন্যকে মানদান করেন।) আপনি দেবলোকে গমন করত রূপ ও যৌবন দর্পিতা কেলিকলানিপুণা অপ্সরাগণেরও মন মদন-পীড়ায় পীড়িত করিবেন।১৩

বোধ হয় জীবনান্তকর কালই আপনার প্রাণনাশ করিয়াছে, এ বিষয়ে সংশয় নাই, কারণ আপনি সুগ্রীবের অধীন নহেন, তথাপি কাল আপনাকে বলপূর্বক সুগ্রীবের বশীভূত করিয়াছে। কাকুৎস্থ রাম অন্যের সহিত যুদ্ধ-পরায়ণ বালীকে অন্যায়রূপে বধ করত গর্হিত কার্য্য করিয়া ও যে সন্তাপ করিতেছেন না, ইহা অত্যন্ত নিন্দনীয়।১৪-১৫

পূর্বে দুঃখ ভোগ না করিয়া বর্ধিত হইয়াছিলাম, অধুনা অতিশয় দুঃখে পতিত হইয়া অনাথার ন্যায় শোক ও বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করিব।১৬

সুকুমার বীর অঙ্গদ আমার দ্বারা সুখেই প্রতিপালিত হইয়াছে, এক্ষণে পিতৃব্য ক্রোধাবিষ্ট হইলে জানিনা তাহার কি অবস্থা হইবে।১৭

হে বৎস, পুত্র! তোমার ধর্মবৎসল পিতাকে একবার জন্মের মত শুভদর্শন কর; যেহেতু পরে আর তাঁহার দর্শন পাইবে না।১৮

হে প্রিয়তম! পুত্রের মস্তক আঘ্রাণ করিয়া প্রবাসে আসিয়াছিলে, অতএব তাহাকে আশ্বাসিত এবং প্রিয়বাক্যে উপদেশ কর।১৯

রাম তোমাকে সংহার করিয়া অতি সুমহৎ কার্য্য করিয়াছেন, কারণ, তিনি সুগ্রীবের সহিত প্রতিশ্রুতিরূপ ঋণ হইতে মুক্ত হইয়াছেন।২০

হে সুগ্রীব! তোমার মনোভিলাষ পূর্ণ হইল, যেহেতু তোমার শত্রু ভ্রাতা বিনষ্ট হইয়াছেন, অতএব নিরুদ্বিগ্ন হইয়া রাজ্যভোগ ও রুমার সহিত বিহার করিতে পারিবে।২১

হে বানরেশ্বর! আমি তোমার প্রিয়া শোকে অভিভূতা হইয়া এইপ্রকার বিলাপ করিতেছি। তথাপি আমার সহিত কি জন্য সম্ভাষণ করিতেছ না, দেখ তোমার

ন যুক্তমেবং গুণসন্নিকৃষ্টং
বিহায় পুত্রং প্রিয়চারুবেষম্ *॥২৪

যদ্যপ্রিয়ং কিঞ্চিদসম্প্রধার্য্য
কৃতং ময়া স্যাত্তবদীর্ঘবাহো।

ক্ষমস্ব মে তদ্ধরিবংশনাথ
ব্রজামি মূর্দ্ধ্না তব বীর পাদৌ ॥২৫

প্রধানা ভার্য্যাসকল আসিয়াছেন, তুমি তাহাদিগকে অবলোকন কর। দুঃখিতা সেই বানরীগণ তাঁহার ঈদৃশ বিলাপ শ্রবণে দুঃখার্ত্তা হইয়া সর্বদিক্ হইতে অঙ্গদকে গ্রহণ করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল।২২-২৩

অঙ্গদ অলঙ্কারেশোভিত বীরবাহো! অভিলষিত অলঙ্কারাদি দ্বারা চারুবেশসম্পন্ন গুণবান্ পুত্র অঙ্গদকে

*কোন কোন গ্রন্থে ২৪নং শ্লোকের পর নিম্নলিখিত শ্লোকটি অধিক দেখা যায়,—

কিমপ্রিয়ং তে প্রিয়চারুবেষং ময়াকৃতং নাথ সুতেন বা তে।
সহাঙ্গদাং মাং স বিহায় বীর যৎপ্রস্থিতো দীর্ঘমিতঃ প্রবাসম্ ॥

তথা তু তারা করুণং রুদন্তী
ভর্ত্তুঃ সমীপে সহ বানরীভিঃ।

ব্যবস্যত প্রায়মনিন্দ্যবর্ণা
উপোপবেষ্টুং ভুবি যত্র বালী ॥২৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে বিংশঃ সর্গঃ ॥

পরিত্যাগ করিয়া চিরপ্রবাসে যাওয়া তোমার উচিত হইবেনা।২৪

হে নাথ! না জানিয়া তোমার কাছে যদি কিছু অপরাধ করিয়া থাকি, তবে মস্তকদ্বারা তোমার চরণস্পর্শ পূর্বক প্রার্থনা করিতেছি, তাহা ক্ষমা কর।২৫

প্রশংসনীয় রূপধারিণী তারা এইভাবে করুণস্বরে রোদন করিতে করিতে যে স্থানে বালী পতিত আছেন, সেইস্থানে বানরীগণের সহিত প্রায়োপবেশন করিবে বলিয়া স্থির নিশ্চয় করিল।২৬

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে বিংশ সর্গ সমাপ্ত।

একবিংশঃ সর্গঃ

[হনূমতস্তারায়ৈ সান্ত্বনাদানম্, তস্যাঃ পত্যাসহানুগমনে সিদ্ধান্তশ্চ ।]

ততো নিপতিতাং তারাং চ্যুতাং তারামিবাম্বরাৎ ।
শনৈরাশ্বাসয়ামাস হনূমান্ হরিযূথপঃ ॥১
গুণদোষকৃতং জন্তুঃ স্বকর্ম্মফলহেতুকম্ ।
অব্যগ্রস্তদবাপ্নোতি সর্ব্বং প্রেত্য শুভাশুভম্ ॥২
শোচ্যা শোচসি কং শোচ্যং দীনং দীনানুকম্পসে ।
কশ্চ কস্যানুশোচ্যোঽস্তি দেহেঽস্মিন্ বুদ্বুদোপমে ॥৩
অঙ্গদস্তু কুমারোঽয়ং দ্রষ্টব্যো জীবপুত্রয়া ।
আয়ত্যাঞ্চ বিধেয়ানি সমর্থান্যস্য চিন্তয় ॥৪
জানাস্যনিয়তামেবং ভূতানামাগতিং গতিম্ ।
তস্মাচ্ছুভং হি কর্ত্তব্যং পণ্ডিতে নেহ লৌকিকম্ ॥৫
যস্মিন্ হরিসহস্রাণি শতানি নিযুতানি চ ।
বর্ত্তয়ন্তি কৃতাশানি সোঽয়ং দিষ্টান্তমাগতঃ ॥৬
যদয়ং ন্যায়দৃষ্টার্থঃ সাম-দান-ক্ষমাপরঃ ।
গতো ধর্ম্মজিতাং ভূমিং নৈনং শোচিতুমর্হসি ॥৭
সর্ব্বে চ হরিশার্দূলাঃ পুত্রশ্চায়ং তবাঙ্গদঃ ।
হর্য্যৃক্ষপতিরাজ্যঞ্চ ত্বৎসনাথমনিন্দিতে ॥৮
তাবিমৌ শোকসন্তপ্তৌ শনৈঃ প্রেরয় ভামিনি ।
ত্বয়া পরিগৃহীতোঽয়মঙ্গদঃ শাস্তু মেদিনীম্ ॥৯
সন্ততিশ্চ যথা দৃষ্টা কৃত্যং যচ্চাপি সাম্প্রতম্ ।
রাজ্ঞস্তৎক্রিয়তাং সর্ব্বমেষ কালস্য নিশ্চয়ঃ ॥১০

একবিংশ সর্গ

[হনুমান্ কর্তৃক তারাকে সান্ত্বনা দান এবং তারার পতির অনুগমনের সিদ্ধান্ত ।]

অনন্তর বানরযূথপতি হনুমান্ অম্বরতল হইতে মৃদুভাবে ভ্রষ্ট তারার ন্যায় তারাকে আশ্বাস দান করিতে লাগিলেন ।১

শম দম ও রাগাদি দ্বারা কৃত স্বর্গ-নরকাদি ফলপ্রদ যে সকল কর্ম আছে, প্রাণিগণ ইহলোকে আগমন করিয়া অব্যগ্রচিত্তে সেই সকল শুভাশুভ কর্মসমূহের ফলভোগ করিয়া থাকে ।২

এখন তুমিও কর্মফলানুযায়ী স্বীয় ভর্তার জন্য শোক করিতেছ? স্বকর্মফলেই তুমি দুঃখভাগিনী হইয়াছ; অতএব কর্মানুসারে দুঃখভাগী পুত্রাদির জন্য কেন বৃথা দয়াপরবশ হইতেছ? জলবিন্দুতুল্য ক্ষণমাত্র স্থায়ী এই দেহে কেহ কাহারও শোচ্য হইতে পারে না ।৩

অতিশয় সুকুমার তোমার পুত্র অঙ্গদ জীবিত আছে। যাহাতে সে শোক হইতে নিবৃত্ত হয়, তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়া ভবিষ্যৎ উন্নতি বিধায়ক কর্তব্য কর্ম সম্পাদন কর ।৪

প্রাণিগণের এইপ্রকার অস্থির যাতায়াতের বিষয় তো আপনি জ্ঞাত আছেন, অতএব হে বিদুষি! যাহাতে এক্ষণে স্বামীর সদ্‌গতি হয়, তাহাই কর্তব্য। লৌকিক রোদন করা উচিত নহে ।৫

জীবিতাবস্থায় যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া শত শত, সহস্র সহস্র, নিযুত নিযুত বানর সৌভাগ্যভাজন হইয়াছিল, অদ্য তাঁহারও পরমায়ুর শেষ হইল ।৬

ইনি সাম, দান ও ক্ষমাপরায়ণ হইয়া নীতিঅনুযায়ী রাজকার্য্যসকল অনুষ্ঠান করত ধার্মিক রাজাদিগের গতি লাভ করিয়াছেন; অতএব ইঁহার জন্য আপনার শোক করা উচিত নহে ।৭

হে অনিন্দিতে, সতি! শ্রেষ্ঠ বানরসকল, আপনার পুত্র অঙ্গদ এবং ভল্লুকগণ ও বানরাধিপতির রাজ্য এসকলের আপনিই এখন একমাত্র অধিশ্বরী ।৮

অতএব হে ভামিনি! শোক-সন্তপ্ত অঙ্গদ ও সুগ্রীব উভয়কে সম্প্রতি সময়োচিত কার্য্যসম্পাদনের জন্য নিয়োগ

সংস্কার্য্যো হরিরাজস্তু অঙ্গদশ্চাভিষিচ্যতাম্।
সিংহাসনগতং পুত্রং পশ্যন্তী শান্তিমেষ্যসি ॥১১
সা তস্য বচনং শ্রুত্বা ভর্তৃব্যসনপীড়িতা।
অব্রবীদুত্তরং তারা হনুমন্তমবস্থিতম্ ॥১২
অঙ্গদপ্রতিরূপাণাং পুত্রাণামেকতঃ শতম্।
হতস্যাপ্যস্য বীরস্য গাত্রসংশ্লেষণং বরম্ ॥১৩
ন চাহং হরিরাজ্যস্য প্রভবাম্যঙ্গদস্য বা।
পিতৃব্যস্তস্য সুগ্রীবঃ সর্ব্বকার্য্যেষ্বনন্তরঃ ॥১৪
নহ্যেষা বুদ্ধিরাস্থেয়া হনুমন্নঙ্গদং প্রতি।
পিতা হি বন্ধুঃ পুত্রস্য ন মাতা হরিসত্তম ॥১৫
ন হি মম হরিরাজসংশ্রয়াৎ
ক্ষমতরমস্তি পরত্র চেহ বা।
অভিমুখহতবীরসেবিতং
শয়নমিদং মম সেবিতুং ক্ষমম্ ॥১৬
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে একবিংশঃ সর্গঃ ॥

করুন। অঙ্গদ আপনার অধীন হইয়া মেদিনী শাসন করুন।৯

রাজার পারলৌকিক হিতকর যে সমস্ত কর্ম পুত্রের কর্ত্তব্য, সম্প্রতি তাহা সম্পাদন করুন, তাহাই উচিত কার্য্য।১০

বানররাজ বালীর অন্ত্যেষ্টিসংস্কার কর্ম সম্পাদন করিয়া অঙ্গদকে রাজ্যে অভিষিক্ত করুন। আপনি পুত্র অঙ্গদকে সিংহাসনস্থ দেখিয়া শান্তিলাভ করিতে পারিবেন।১১

স্বামীর মৃত্যুরূপ বিপদ প্রাপ্ত হইয়া তারা সম্মুখে অবস্থিত হনুমানের বাক্য শ্রবণ করত উত্তর করিলেন।১২

অঙ্গদসদৃশ শতপুত্র অপেক্ষাও এই নিহতবীরের গাত্র আলিঙ্গন আমার পক্ষে শ্রেষ্ঠ।১৩

অঙ্গদের পিতৃব্য সুগ্রীব বর্তমান থাকিতে অঙ্গদ ও বানররাজ্য এই দুইটিতে আমার প্রভুত্ব হইতে পারে না; যেহেতু সুগ্রীব সর্বকার্য্যেই আমা অপেক্ষা সমর্থ ও নিকটবর্তী। হে কপিবর! অঙ্গদের রাজ্যাভিষেক বিষয়ে বিচার করা আমার উচিত নয়। যেহেতু পিতাই পুত্রের বন্ধু, মাতা কখন বন্ধু হইতে পারে না।১৪-১৫

সম্প্রতি সম্মুখ সংগ্রামে নিহত বীর বালীর অনুগমন করাই আমার পক্ষে ইহলোক ও পরলোকের শ্রেষ্ঠ কর্তব্য, স্বামীর চিতাশয্যায় আরোহণই আমার যোগ্য কর্ম।১৬

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে একবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

দ্বাবিংশঃ সর্গঃ

[সুগ্রীবমঙ্গদঞ্চোদ্দিশ্য স্বগতং কথয়তো বালিনঃ প্রাণত্যাগঃ ।]

বীক্ষমাণস্তু মন্দাসুঃ সর্ব্বতো মন্দমুচ্ছ্বসন্ ।
আদাবেব তু সুগ্রীবং দদর্শানুজমগ্রতঃ ॥১
তং প্রাপ্তবিজয়ং বালী সুগ্রীবং প্লবগেশ্বরম্ ॥
আভাষ্যব্যক্তয়া বাচা সস্নেহমিদমব্রবীৎ ॥২
সুগ্রীব দোষেণ ন মাং গন্তুমর্হসি কিল্বিষাৎ ।
কৃষ্যমাণং ভবিষ্যেণ বুদ্ধিমোহেন মাং বলাৎ ॥৩
যুগপদ্ বিহিতং তাত ন মন্যে সুখমাবয়োঃ ।
সৌহার্দং ভ্রাতৃযুক্তং হি তদিদং জাতমন্যথা ॥৪
প্রতিপদ্য ত্বমদ্যৈব রাজ্যমেষাং বনৌকসাম্ ।
মামপ্যদ্যৈব গচ্ছন্তং বিদ্ধি বৈবস্বতক্ষয়ম্ ॥৫
জীবিতঞ্চ হি রাজ্যঞ্চ শ্রিয়ঞ্চ বিপুলাং তথা ।
প্রজহাম্যেষ বৈ তূর্ণমহং চাগর্হিতং যশঃ ॥৬
অস্যাং ত্বহমবস্থায়াং বীর বক্ষ্যামি যদ্বচঃ ।
যদ্যপ্যসুকরং রাজন্ কর্ত্তুমেব ত্বমর্হসি ॥৭
সুখার্হং সুখসংবৃদ্ধং বালমেনমবালিশম্ ।
বাষ্পপূর্ণমুখং পশ্য ভূমৌ পতিতমঙ্গদম্ ॥৮
মম প্রাণৈঃ প্রিয়তরং পুত্রং পুত্রমিবৌরসম্ ।
ময়া হীনমহীনার্থং সর্ব্বতঃ পরিপালয় ॥৯
ত্বমপ্যস্য পিতা দাতা পরিত্রাতা চ সর্ব্বশঃ ।
ভয়েষ্বভয়দশ্চৈব যথাহং প্লবগেশ্বর ॥১০
এষ তারাত্মজঃ শ্রীমাংস্ত্বয়া তুল্যপরাক্রমঃ ।
রক্ষসাঞ্চ বধে তেষামগ্রতস্তে ভবিষ্যতি ॥১১

দ্বাবিংশ সর্গ

[সুগ্রীব ও অঙ্গদকে উদ্দেশ করিয়া আপন মনে কথা বলিতে বলিতে বালীর প্রাণত্যাগ]

বালীর প্রাণবায়ু যখন ধীরে ধীরে শিথিল হইতে লাগিল, তখন সে ধীরে ধীরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগকালে প্রথমে অনুজ সুগ্রীবকে সম্মুখে দেখিলেন ।১

অনন্তর বিজয়ী বানরাধিপতি বালী সুগ্রীবকে সম্বোধন করিয়া সুস্পষ্টবাক্যে স্নেহের সহিত বলিলেন ।২

সুগ্রীব ! পুরাকৃত দুষ্কৃতি ও অবশ্যম্ভাবী মোহ আমাকে বলপূর্বক আকৃষ্ট করিয়াছে, সে কারণে পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের জন্যে আমাকে তোমার অপকারক বলিয়া বিবেচনা করা উচিত নহে ।৩

হে ভ্রাতঃ ! বোধ হয় আমার ভ্রাতৃসৌহার্দ ও রাজ্য-সুখ যুগপৎ বিহিত হয় নাই, যুগপৎ বিহিত হইলে সেই সৌহার্দ ও রাজ্যভোগ-জনিত সুখ কখনই বিনষ্ট হইত না। যাহা হউক, আজই তুমি এই বনবাসীদিগের রাজ্য গ্রহণ কর। গ্রাম, রাজ্য, প্রিয়বস্তু বিপুল রাজলক্ষ্মীও অনিন্দনীয় যশ,—এইসকল শীঘ্র ত্যাগ করিয়া অদ্যই আমি যমালয়ে গমন করিব ।৪-৬

অতএব জানিও, এই অবস্থায় আমি যাহা বলিব তাহা দুষ্কর হইলেও সমাধান করা উচিত ।৭

হে বীর ! সুখে বর্দ্ধিত সুখভোগের যোগ্য বুদ্ধিমান্ বালক অঙ্গদ বাষ্পপরিপূর্ণ মুখ হইয়া ভূতলে পতিত আছে, অবলোকন কর ।৮

অঙ্গদ বালক, অদ্যাপি তাহার কোন প্রয়োজন পূর্ণ হয় নাই। আমার অবর্ত্তমানে আমার প্রাণতুল্য ঐ প্রিয়তম পুত্রকে তুমি আপন ঔরসপুত্রের ন্যায় সকল বিষয়ে পরিপালন করিও ।৯

হে কপিরাজ ! আমি যেমন ইহার পিতা, সকল বিষয়ে রক্ষাকর্ত্তা এবং ভয়ে অভয়দাতা ছিলাম, তুমিও সেইরূপ থাকিবে ।১০

তোমার তুল্য পরাক্রমশালী, শ্রীমান্ অঙ্গদ

অনুরূপাণি কর্ম্মাণি বিক্রম্য বলবান্ রণে।
করিষ্যত্যেষ তারেয়স্তেজস্বী তরুণোঽঙ্গদঃ ॥১২
সুষেণ দুহিতা চেয়মর্থসূক্ষ্মবিনিশ্চয়ে।
ঔৎপাতিকে চ বিবিধে সর্ব্বতঃ পরিনিষ্ঠিতা ॥১৩
যদেষা সাধ্বিতি ব্রুয়াৎ কার্য্যং তন্মুক্তসংশয়ম্।
নহি তারামতং কিঞ্চিদন্যথা পরিবর্ত্ততে ॥১৪
রাঘবস্য চ তে কার্য্যং কর্ত্তব্যমবিশঙ্কয়া।
স্যাদধর্ম্মো হ্যকরণে ত্বাঞ্চ হিংস্যাদমানিতঃ ॥১৫
ইমাঞ্চ মালামাধৎস্ব দিব্যাং সুগ্রীব কাঞ্চনীম্।
উদারা শ্রীঃ স্থিতা হ্যস্যাং সম্প্রজহ্যান্মৃতে ময়ি ॥১৬
ইত্যেবমুক্তঃ সুগ্রীবো বালিনা ভ্রাতৃসৌহৃদাৎ।
হর্ষং ত্যক্ত্বা পুনর্দীনো গ্রহগ্রস্ত ইবোড়ুরাট্ ॥১৭
তদ্বালিবচনাচ্ছান্তঃ কুর্ব্বন্ যুক্তমতন্দ্রিতঃ।
জগ্রাহ সোঽভ্যনুজ্ঞাতো মালাং তাঞ্চৈব কাঞ্চনীম্ ॥১৮

তাং মালাং কাঞ্চনীং দত্ত্বা দৃষ্টা চৈবাত্মজংস্থিতম্।
সংসিদ্ধঃ প্রেত্যভাবায় স্নেহাদঙ্গদমব্রবীৎ ॥১৯
দেশকালৌ ভজস্বাদ্য ক্ষমমাণঃ প্রিয়াপ্রিয়ে।
সুখদুঃখসহঃ কালে সুগ্রীববশগো ভব ॥২০
যথা হি ত্বং মহাবাহো লালিতঃ সততং ময়া।
ন তথা বর্ত্তমানং ত্বাং সুগ্রীবো বহু মন্যতে ॥২১
নাস্যামিত্রৈর্গতং গচ্ছের্মা শত্রুভিররিন্দম।
ভর্ত্তুরর্থপরো দান্তঃ সুগ্রীববশগো ভব ॥২২
ন চাতিপ্রণয়ঃ কার্য্যঃ কর্ত্তব্যোঽপ্রণয়শ্চ তে।
উভয়ং হি মহাদোষং তস্মাদন্তরদৃগ্ ভব ॥২৩
ইত্যুক্ত্বাথ বিবৃত্তাক্ষঃ শরসংপীড়িতো ভৃশম্।
বিবৃতৈর্দশনৈর্ভীমৈর্বভূবোৎক্রান্তজীবিতঃ ॥২৪
ততো বিচুক্রুশুস্তত্র বানরা হতযূথপাঃ।
পরিদেবয়মানাস্তে সর্ব্বে প্লবগসত্তমাঃ ॥২৫

রাক্ষসগণের সংহার সময়ে তোমার অগ্রগামী হইবে।১১

তারাগর্ভসম্ভূত, তেজস্বী ও বলবান্ অঙ্গদ যুবক, সুতরাং সে যুদ্ধে বিক্রম প্রকাশপূর্ব্বক আমার অনুরূপই কার্য্য করিবে। হে ভ্রাতঃ! এই সুষেণদুহিতা তারা কার্য্যের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম ও উৎপাতজনক বিবিধ বিষয় নির্ণয়ে নিপুণা।১২-১৩

ইনি যাহা বলিবেন, তাহা উত্তম জ্ঞান করিয়া অসন্দিগ্ধচিত্তে সম্পাদন করিবে; তারার অভিমত বিষয় কিছুমাত্র কখন অন্যথা হয় না।১৪

তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে রামের কার্য্য করিবে, যদি না কর, অধম হইবে এবং তিনি অবমানিত হইলে আমার ন্যায় তোমাকেও সংহার করিবেন।১৫

হে সুগ্রীব! এক্ষণে এই স্বর্গীয় কাঞ্চনময়ী মালা গ্রহণ কর; কারণ ইন্দ্রের প্রসাদে ইহাতে বিজয়লক্ষ্মী বিরাজ করিতেছেন; আমার মৃত্যু হইলে শবস্পর্শ করত সেই বিজয়লক্ষ্মী ইহাকে পরিত্যাগ করিবেন।১৬

বালী সুগ্রীবকে ভ্রাতৃস্নেহপ্রযুক্ত এইকথা বলিলে সুগ্রীব হর্ষ ত্যাগ করত রাহুগ্রস্ত শশধরের ন্যায় কাতর হইলেন।১৭

বালীর সেই বাক্যে সুগ্রীবের শত্রুভাব শান্ত হইল, সুগ্রীব সতর্কভাবে বালীর প্রতি যথোচিত কর্তব্য সম্পাদন করিল এবং জ্যেষ্ঠভ্রাতার আজ্ঞানুসারে কাঞ্চনময়ী মালা গ্রহণ করিল।১৮

সুগ্রীবকে সুবর্ণমাল্যদানের পর বালীর মনে হইল তাহার মৃত্যু নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, তখন সে সম্মুখে অবস্থিত স্বীয় পুত্র অঙ্গদকে স্নেহবশতঃ বলিল হে পুত্র! দেশ এবং কালসম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়া কোন সময়ে কি করা কর্তব্য তাহা স্থিরভাবে সিদ্ধান্ত করত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইও। সুখ দুঃখ ও প্রিয় অপ্রিয় যখন যাহা উপস্থিত হইবে, তাহা সহ্য করিও, সর্বদা ক্ষমাশীল হইও এবং সুগ্রীবের বশীভূত থাকিও।১৯-২০

হে মহাবাহো! আমি বাল্যকাল হইতে তোমাকে যেভাবে পালন করিয়াছি, তুমি সেইভাবে ব্যবহার করিলে সুগ্রীব তোমাকে সমাদর করিবে না।২১

হে অরিন্দম! সুগ্রীবের অনুপকারী ব্যক্তি ও শত্রুর

কিষ্কিন্ধা হ্যদ্য শূন্যা চ স্বর্গতে বানরেশ্বরে ।
উদ্যানানি চ শূন্যানি পর্ব্বতাঃ কাননানি চ ॥২৬
হতে প্লবগশার্দ্দূলে নিষ্প্রভা বানরাঃ কৃতাঃ ।
যস্য বেগেন মহতা কাননানি বনানি চ ॥২৭
পুষ্পৌঘেনানুবদ্ধ্যন্তে করিষ্যতি তদদ্যকঃ ।
যেন দত্তং মহদ্‌যুদ্ধং গন্ধর্ব্বস্য মহাত্মনঃ ॥২৮
গোলভস্য মহাবাহোর্দশবর্ষাণি পঞ্চ চ ।
নৈব রাত্রৌ ন দিবসে তদ্‌যুদ্ধমুপশাম্যতি ॥২৯
ততঃ ষোড়শমে বর্ষে গোলভো বিনিপাতিতঃ ।
তং হত্বা দুর্বিনীতন্তু বালী দংষ্ট্রাকরালবান্ ।
সর্ব্বাভয়ঙ্করোঽস্মাকং কথমেষ নিপাতিতঃ ॥৩০

হতে তু বীরে প্লবগাধিপে তদা
বনেচরাস্তত্র ন শর্ম্ম লেভিরে ।
বনেচরাঃ সিংহযুতে মহাবনে
যথা হি গাবো নিহতে গবাং পতৌ ॥৩১
ততস্তু তারা ব্যসনার্ণবপ্লুতা
মৃতস্য ভর্ত্তুর্বদনং সমীক্ষ্য সা ।
জগাম ভূমিং পরিরভ্য বালিনং
মহাদ্রুমং ছিন্নমিবাশ্রিতা লতা ॥৩২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে দ্বাবিংশঃ সর্গঃ ॥

সহিত মিত্রতা করিবে না। ইন্দ্রিয়কে বশীভূত রাখিয়া প্রভু সুগ্রীবের কার্য্যসাধনে সচেষ্ট হইবে।২২

কাহারও সহিত অতি প্রণয় বা অপ্রীতিভাব করিবে না, কারণ—উভয়ই দোষাবহ, এইহেতু মধ্যভাবে অবস্থিত থাকিবে।২৩

এইরূপ বলিবার পর শরাঘাতে নিদারুণপীড়িত বালীর নয়নদ্বয় ঘূর্ণায়মান হইল এবং ভয়ঙ্কর দশনাবলী প্রকাশ পূর্বক প্রাণত্যাগ করিল।২৪

যূথ (দল)পতি নিহত হইলে বানরশ্রেষ্ঠগণ বেদনাবিভূত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে বলিতে লাগিল হায়! বানরেশ্বর বালী স্বর্গে চলিয়া যাওয়ায় আজ কিষ্কিন্ধাপুরী, উদ্যান, পর্বত ও কাননসকল শূন্য হইল এবং বানররাজ বিনষ্ট হওয়ায় বানরগণও প্রভাহীন হইল। যাঁহার মহাপ্রতাপে কানন ও বন পুষ্পসমূহে সংযুক্ত থাকিত, আজ তিনি না থাকায় কে তাহা করিবে? যিনি মহাবাহু মহাপ্রাণ গন্ধর্ব গোলভের সহিত পঞ্চদশ-বর্ষব্যাপী সুমহান্ যুদ্ধ করিয়াছিলেন, দিবারাত্রি মধ্যে যে যুদ্ধের নিবৃত্তি হয় নাই, তদনন্তর ষোড়শবর্ষে গোলভ-গন্ধর্বকে বালী যুদ্ধে বিনাশ করিয়াছিলেন। তীক্ষ্ণদশন বালী সেই দুর্বিনীত গন্ধর্বকে সংহার করিয়া আমাদের অভয়দাতা হইয়াও অধুনা কেন নিহত হইলেন? ২৫-৩০

সিংহাশ্রিত বনে গোযূথপতি বিনষ্ট হইলে যেমন বনচারী গোসকল কিছুতেই সুখলাভ করিতে পারে না, সেইপ্রকার বানরাধিপতি বিনিহিত হওয়ায় বনচারী বানরগণ সেইসময়ে কোনপ্রকারেই সুখলাভ করিতে পারিল না।৩১

মহাদ্রুমাশ্রিতা লতা যেমন মহাদ্রুম ছিন্ন হইলে তাহার অনুগামিনী হয়, সেইরূপ শোকসাগরে মগ্না তারা মৃতপতির মুখাবয়বদর্শন পূর্বক তাহার দেহ আলিঙ্গন করত ভূতলশায়িনী হইল।৩২

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে দ্বাবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ত্রয়োবিংশঃ সর্গঃ

[তারায়া বিলাপঃ ।]

ততঃ সমুপজিঘ্রন্তী কপিরাজস্য তন্মুখম্ ।
পতিং লোকশ্রুতা তারা মৃতং বচনমব্রবীৎ ॥১
শেষে ত্বং বিষমে দুঃখমকৃত্বা বচনং মম ।
উপলোপচিতে বীর সুদুঃখে বসুধাতলে ॥২
মত্তঃ প্রিয়তরা নূনং বানরেন্দ্র মহী তব ।
শেষে হি তাং পরিষ্বজ্য মাঞ্চ ন প্রতিভাষসে ॥৩
সুগ্রীবস্য বশং প্রাপ্তো বিধিরেষ ভবত্যহো ।
সুগ্রীব এব বিক্রান্তো বীর সাহসিকপ্রিয় ॥৪
ঋক্ষ-বানরমুখ্যাস্ত্বাং বলিনং পর্য্যুপাসতে ।
তেষাং বিলপিতং কৃচ্ছ্রমঙ্গদস্য চ শোচতঃ ॥৫
মম চেমা গিরঃ শ্রুত্বা কিং ত্বং ন প্রতিবুধ্যসে ।
ইদং তদ্ বীর শয়নং তত্র শেষে হতো যুধি ॥৬
শায়িতা নিহতা যত্র ত্বয়ৈব রিপবঃ পুরা ।
বিশুদ্ধসত্ত্বাভিজন প্রিয়যুদ্ধ মম প্রিয় ॥৭
মামনাথাং বিহায়ৈকাং গতস্ত্বমসি মানদ ।
শূরায় ন প্রদাতব্যা কন্যা খলু বিপশ্চিতা ॥৮
শূরভার্য্যাং হতাং পশ্য সদ্যো মাং বিধবাং কৃতাম্ ।
অবভগ্নশ্চ মে মানো ভগ্না মে শাশ্বতী গতিঃ ॥৯
অগাধে চ নিমগ্নাস্মি বিপুলে শোকসাগরে ।
অশ্মসারময়ং নূনমিদং মে হৃদয়ং দৃঢ়ম্ ॥১০

ত্রয়োবিংশ সর্গ

[তারার বিলাপ]

তাহার পর লোকপ্রসিদ্ধা তারা কপিরাজের মুখ আঘ্রাণ করত মৃতস্বামীর প্রতি এই বাক্য বলিল ।১

হে বীর ! অত্যন্ত দুঃখের কথা যে আপনি আমার কথা না শুনিয়া প্রস্তরময় ক্লেশদায়ক উচ্চনীচ ভূমিশয্যায় শায়িত আছেন ।২

হে বানরেন্দ্র ! মনে হয় ভূমি আমা অপেক্ষা তোমার প্রিয়তরা ; এজন্য অবশেষে তাহাকেই আলিঙ্গন করিয়া শায়িত আছ এবং আমাকে কোন উত্তরও দিতেছ না ।৩

হে সাহসিকপ্রিয় বীর ! রামরূপী বিধাতা সুগ্রীবের বশীভূত হইয়াছে তখন ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্য আর কি আছে ? সুগ্রীব অতিশয় পরাক্রমশালী সুগ্রীবই এইরাজ্যে আসীন হইবে ।৪

যে সমস্ত প্রধান প্রধান বলবান্ ভল্লুক এবং বানর তোমার উপাসনা করিত, আজ শোকসন্তপ্ত তাহাদের ও অঙ্গদের এবং আমার এই শোকসূচক বিলাপবাক্য শুনিয়া কেন তুমি জাগ্রত হইতেছ না ? পূর্বে শত্রু সকলকে যুদ্ধে বিনাশ করিয়া যে স্থলে শয়ান করাইয়াছিলে অধুনা তুমি যুদ্ধে নিহত হইয়া সেই রণশয্যায় স্বয়ং শয়ন করিয়াছ। হে বিশুদ্ধবংশোৎপন্ন যুদ্ধপ্রিয় মানপ্রদ প্রিয় ! আমি অনাথা, আমাকে একাকিনী রাখিয়া তুমি কোথায় গমন করিলে ? জ্ঞানবান্ কোনব্যক্তিই বীরপুরুষকে আর কন্যা দান করিবেন না, কারণ, দেখ আমি বীরভার্য্যা হইয়াও সহসা বিধবা হইয়া মৃতা হইলাম, রাজপত্নী হেতু আমার যে অভিমান ও চিরস্থায়ী যে সুখ ছিল তাহা বিনষ্ট হইল, আমি অগাধ ও বিশাল শোক-সাগরে নিমগ্না হইলাম। হায় ! আমার হৃদয় প্রস্তরসদৃশ কঠিন, যেহেতু অত্য স্বামীকে নিহত দেখিয়াও তাহা শতধা বিদীর্ণা হইতেছে না। আমার সুহৃদ, স্বভাবত প্রিয়ভর্তা শূর হইয়াও যুদ্ধে শত্রুদ্বারা আক্রান্ত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। যে নারী পতিবিহীনা, তিনি ধনধান্যে সমৃদ্ধিসম্পন্না এবং পুত্রবতী হইলেও

ভর্ত্তারং নিহতং দৃষ্ট্বা যন্নাদ্য শতধা কৃতম্ ।
সুহৃচ্চৈব চ ভর্ত্তা চ প্রকৃত্যা চ মম প্রিয়ঃ ॥১১
প্রহারে চ পরাক্রান্তঃ শূরঃ পঞ্চত্বমাগতঃ ।
পতিহীনা তু যা নারী কামং ভবতু পুত্রিণী ॥১২
ধন-ধান্যসমৃদ্ধাপি বিধবেত্যুচ্যতে জনৈঃ ।
স্বগাত্রপ্রভবে বীর শেষে রুধিরমণ্ডলে ॥১৩
কৃমিরাগপরিস্তোমে স্বকীয়ে শয়নে যথা ।
রেণুশোণিতসংবীতং গাত্রং তব সমন্ততঃ ॥১৪
পরিরব্ধুং ন শক্নোমি ভুজাভ্যাং প্লবগর্ষভ ।
কৃতকৃত্যোঽদ্য সুগ্রীবো বৈরেঽস্মিন্নতিদারুণে ॥১৫
যস্য রামবিমুক্তেন হৃতমেকেষুণা ভয়ম্ ।
শরেণ হৃদিলগ্নেন গাত্র সংস্পর্শনে তব ॥১৬
বার্য্যামি ত্বাং নিরীক্ষন্তী ত্বয়ি পঞ্চত্বমাগতে ।
উদ্বর্হ শরং নীলস্তস্য গাত্রগতং তদা ॥১৭
গিরিগহ্বরসংলীনং দীপ্তমাশীবিষং যথা ।
তস্য নিষ্ক্রম্যমাণস্য বাণস্যাপি বভৌ দ্যুতিঃ ॥১৮
অস্তমস্তকসংরুদ্ধরশ্মের্দিনকরাদিব ।
পেতুঃ ক্ষতজধারাস্তু ব্রণেভ্যস্তস্য সর্ব্বশঃ ॥১৯
তাম্রগৈরিকসম্পৃক্তা ধারা ইব ধরাধরাৎ ।
অবকীর্ণং বিমার্জন্তী ভর্ত্তারং রণরেণুনা ॥২০
অস্রৈর্নয়নজৈঃ শূরং সিষেচাস্ত্রসমাহতম্ ।
রুধিরোক্ষিতসর্ব্বাঙ্গং দৃষ্ট্বা বিনিহিতং পতিম্ ॥২১
উবাচ তারা পিঙ্গাক্ষং পুত্রমঙ্গদমঙ্গনা ।
অবস্থাং পশ্চিমাং পশ্য পিতুঃ পুত্র সুদারুণাম্ ॥২২
সম্প্রসক্তস্য বৈরস্য গতোঽন্তঃ পাপকর্ম্মণা ।
বালসূর্য্যোজ্জ্বলতনুং প্রযাতং যমসাদনম্ ॥২৩
অভিবাদয় রাজানং পিতরং পুত্র মানদম্ ।
এবমুক্তঃ সমুত্থায় জগ্রাহ চরণৌ পিতুঃ ॥২৪
ভুজাভ্যাং পীনবৃত্তাভ্যামঙ্গদোঽহমিতি ব্রুবন্ ।
অভিবাদয়মানং ত্বামঙ্গদং ত্বং যথা পুরা ॥২৫
দীর্ঘায়ুর্ভব পুত্রেতি কিমর্থং নাভিভাষসে ।
অহং পুত্রসহায়া ত্বামুপাসে গতচেতনম্ ॥

ইহলোকে পণ্ডিতেরা তাঁহাকে 'বিধবা' অর্থাৎ অনাথা বলিয়া থাকেন। হে নাথ! তুমি ইন্দ্রগোপ নামক কীট-বর্ণবিশিষ্ট আস্তরণে আচ্ছাদিত শয্যায় শয়ন করিতে,—কিন্তু এইসময়ে নিজ দেহক্ষরিত রুধিরমণ্ডলে শয়ান রহিয়াছ; হে বানররাজ! তোমার দেহ শোণিত ও ধূলিদ্বারা চারিদিক আবৃত থাকায় আমি বাহুদ্বারা তোমাকে আলিঙ্গন করিতে পারিতেছি না। কপিবর! এই নিদারুণ সমরে রাম প্রেরিত একমাত্র বাণদ্বারা সুগ্রীবের ভয় দূরীভূত হওয়ায় সুগ্রীবই অদ্য কৃতকার্য্য হইলেন,—আর তুমি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে। আমি তোমাকে দেখিতেছি, অথচ তোমার হৃদয়দেশে বাণ নিহিত থাকায় তোমার শরীরসংস্পর্শে বঞ্চিত হইতেছি। এমনসময়ে নীল তাঁহার এইরূপ বিলাপধ্বনি শুনিয়া পর্বত-গহ্বর-প্রবিষ্ট প্রজ্বলিত-বদন সরিসৃপের ন্যায় শরীরপ্রবিষ্ট বাণ উত্তোলন করিল। অস্তাচলগমন সময়ে সূর্য্যের প্রভা যেমন মৃদুভাবে প্রকাশ পায়, সেই নিষ্ক্রম্যমাণ বাণের প্রভা তৎকালে সেইরূপ প্রকাশিত হইল। পর্বত হইতে তাম্রবর্ণ গৈরিকধাতুমিশ্রিত ধারা যেমন ক্ষরিত হয়, সেইপ্রকার বালীর ক্ষতস্থান হইতে শোণিতধারা পতিত হইতে লাগিল, তখন তারা রণধূলি সমাকীর্ণ ও অস্ত্র-সমাহত বীর ভর্তা বালীর দেহ হস্তদ্বারা মার্জন করিয়া নেত্রজলে অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন, হত পতিকে রুধিরাপ্লুত দেখিয়া পিঙ্গল-লোচন অঙ্গদকে বলিলেন, পুত্র! অধুনা তোমার পিতার নিদারুণ শেষ অবস্থা দেখ, পূর্বকৃত পাপকর্ম-সমুৎপন্ন শক্রতার অবসান হইল, বাল-সূর্য্যসদৃশ উজ্জ্বল যাঁহার দেহ, যিনি মানদাতা, তিনি যমালয়ে যাইতেছেন, তুমি তোমার সেই পিতাকে অভি-বাদন কর। তারা অঙ্গদকে এইরূপ বলিলে সে গাত্রোত্থান-পূর্বক আমি 'অঙ্গদ' এইকথা বলিয়া স্থূল অথচ গোলাকার বাহুদ্বয়দ্বারা চরণদ্বয় গ্রহণ করিলেন। তখন তারা বলিলেন, হে নাথ! তোমার অভিবাদনকারী অঙ্গদকে তুমি পূর্বের ন্যায় 'হে পুত্র! দীর্ঘায়ু হও' এইরূপ সস্নেহ ও

সিংহেন পাতিতং সদ্যো গৌঃ সবৎসেব গোবৃষম্ ॥২৬
ইষ্ট্বা সংগ্রামযজ্ঞেন রামপ্রহরণাম্ভসা।
তস্মিন্নবভৃথে স্নাতঃ কথং পত্ন্যা ময়া বিনা ॥২৭
যা দত্তা দেবরাজেন তব তুষ্টেন সংযুগে।
শাতকৌম্ভীং প্রিয়াং মালাং তান্তে
পশ্যামি নেহ কিম্ ॥২৮
রাজ্যশ্রীর্ন জহাতি ত্বাং গতাসুমপি মানদ।

প্রীতিপূর্ণসম্ভাষণ করিতেছ না কেন ? তুমি অচেতনাবস্থায় ভূমিতলে পতিত আছ, সবৎসা গাভী যেমন সিংহ কর্তৃক সদ্যপাতিত গোবৃষের সমীপবর্তিনী হয়, সেইরূপ পুত্রসহায়া আমি তোমার নিকটে অবস্থান করিতেছি।৫-২৬

যুদ্ধরূপ যজ্ঞে রামের প্রহরণরূপ বারিদ্বারা পত্নী-ব্যতীত কি প্রকারে যজ্ঞান্ত স্নান করিলে ? ২৭

দেবরাজ ইন্দ্র যুদ্ধে তোমার প্রতি তুষ্ট হইয়া যে কাঞ্চনমালা প্রদান করিয়াছিলেন, আজ সেই প্রিয়তরা মালা কেন অবলোকন করিতেছ না ?২৮

সূর্য্যস্যাবর্ত্তমানস্য শৈলরাজমিব প্রভা ॥২৯
ন মে বচঃ পথ্যমিদং ত্বয়া কৃতং
ন চাস্মি শক্তা হি নিবারণে তব।
হতা সপুত্রাস্মি হতেন সংযুগে
সহ ত্বয়া শ্রীর্বিজহাতি মামপি ॥৩০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে ত্রয়োবিংশঃ সর্গঃ ॥

হে মানদ! সূর্য্য অস্তমিত হইলেও তাহার প্রভা যেমন গিরিরাজকে ত্যাগ করেনা, সেইরূপ তুমি প্রাণশূন্য হইলেও রাজলক্ষ্মী তোমাকে ত্যাগ করিতেছে না।২৯

পূর্বে আমি হিতজনক উপদেশ প্রদান করিলে তুমি তদনুযায়ী কর্ম করিলেনা, আমিও তোমার নিবারণে সমর্থা হই নাই ; তুমি যুদ্ধে নিহত হওয়ায় আমিও পুত্রের সহিত বিনষ্টা হইলাম এবং রাজলক্ষ্মী তোমার সহিত আমাকে পরিত্যাগ করিল।৩০

মহর্ষি বাল্মিকীপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে ত্রয়োবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

চতুর্বিংশঃ সর্গঃ

[প্রাণত্যাগায় শোকসাগরমগ্ন-সুগ্রীবস্য শ্রীরামসমীপে অনুজ্ঞাপ্রার্থনম্, স্বীয়বধায় রামসমীপে তারায়া প্রার্থনা, তস্যৈ শ্রীরামস্য সান্ত্বনাদানঞ্চ।]

তামাশুবেগেন দুরাসদেন
ত্বভিপ্লুতাং শোকমহার্ণবেন।
পশ্যংস্তদা বাল্যনুজস্তরস্বী
ভ্রাতুর্বধেনাপ্রতিমেন তেপে ॥১

সবাষ্পপূর্ণেন মুখেন পশ্যন্
ক্ষণেন নির্বিণ্ণমনা মনস্বী।
জগাম রামস্য শনৈঃ সমীপং
ভৃত্যৈর্বৃতঃ সম্পরিদূয়মানঃ ॥২

স তং সমাসাদ্য গৃহীতচাপ-
মুদাত্তমাশীবিষতুল্যবাণম্।
যশস্বিনং লক্ষণলক্ষিতাঙ্গ-
মবস্থিতং রাঘবমিত্যুবাচ ॥৩

যথা প্রতিজ্ঞাতমিদং নরেন্দ্র
কৃতং ত্বয়া দৃষ্টফলঞ্চ কর্ম।
মমাদ্য ভোগেষু নরেন্দ্রসূনো
মনো নিবৃত্তং হতজীবিতেন ॥৪

অস্যাং মহিষ্যাং তু ভৃশং রুদত্যাং
পুরেঽতি বিক্রোশতি দুঃখতপ্তে।
হতে নৃপে সংশয়িতেঽঙ্গদে চ
ন রাম রাজ্যে রমতে মনো মে ॥৫

ক্রোধাদমর্ষাদতিবিপ্রধর্ষাদ্
ভ্রাতুর্বধো মেঽনুমতঃ পুরস্তাৎ।
হতে ত্বিদানীং হরিযূথপেঽস্মিন্
সুতীক্ষ্ণমিক্ষ্বাকুবর প্রতপ্স্যে ॥৬

চতুর্বিংশ সর্গ

[শোকসাগরমগ্ন সুগ্রীব কর্তৃক প্রাণত্যাগের জন্য শ্রীরামের অনুমতি প্রার্থনা, তারা কর্তৃক স্বীয় বধের জন্য শ্রীরাম সমীপে প্রার্থনা এবং শ্রীরাম কর্তৃক তাহাকে সান্ত্বনা দান।]

তারাকে দুঃসহ শোক মহার্ণবে নিমগ্না দেখিয়া মহাবলশালী মনস্বী বালীর সহোদর সুগ্রীব ভ্রাতৃ-বধহেতু নিরতিশয় অনুতপ্ত হইলেন। সুগ্রীব তারাকে ক্ষণমাত্র নেত্রজলে অভিষিক্তা দেখিয়াই দুঃখিতান্তঃকরণে অনুতাপ করিতে করিতে ভৃত্য সমভিব্যাহারে ধীরে ধীরে রামের নিকটে গমন করিলেন।১-২

যাঁহার বাণ আশীবিষতুল্য ভয়ঙ্কর, যাঁহার স্বভাব সরল ও যিনি যশস্বী, সুলক্ষণ সুশোভিত সেই রাঘবের সমীপে যাইয়া সুগ্রীব বলিলেন।৩

হে নরেশ্বর! আপনি আমাকে রাজ্যলাভ করাইবার জন্য যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, সে অনুযায়ী কার্য্যও করিয়াছেন। এই কার্য্যের রাজ্য-লাভরূপ ফলও প্রত্যক্ষ করিয়াছি। কিন্তু আমার জীবন অতি ঘৃণিত; এজন্য আমার মন রাজ্যভোগে অভিলাষী নহে।৪

হে রাম! বানররাজ বালী নিহত হওয়ায় রাজমহিষী তারা অতিশয় রোদনপরায়ণা হইয়াছেন এবং রাজপুত্র অঙ্গদ স্বীয় জীবন সম্বন্ধে সংশয়াপন্ন হইয়াছে, রাজপুরস্থ সকলেই দুঃখসন্তপ্ত হইয়া নিরতিশয় ক্রন্দন করিতেছে, তাহা দেখিয়া, আমার মন রাজ্যভোগে অভিলাষী হইতেছে না।৫

হে ইক্ষ্বাকুবংশধর! জ্যেষ্ঠভ্রাতা বালী আমাকে বহু তিরস্কার করায় ক্রোধ ও অসহিষ্ণুতা বশতঃ পূর্বে

শ্রেয়োঽদ্য মন্যে মম শৈলমুখ্যে
তস্মিন্ হি বাসশ্চিরমৃষ্যমূকে।
যথা তথা বর্ত্তয়তঃ স্ববৃত্ত্যা
নেমং নিহত্য ত্রিদিবস্য লাভঃ ॥৭
ন ত্বা জিঘাংসামি চরেতি যন্মা-
ময়ং মহাত্মা মতিমানুবাচ।
তস্যৈব তদ্ রাম বচোঽনুরূপ-
মিদং বচঃ কর্ম্ম চ মেঽনুরূপম্ ॥৮
ভ্রাতা কথং নাম মহাগুণস্য
ভ্রাতুর্বধং রাম বিরোচয়েত
রাজ্যস্য দুঃখস্য চ বীর সারং
বিচিন্তয়ন্ কামপুরস্কৃতোঽপি ॥৯
বধো হি মে মতো নাসীৎ স্বমাহাত্ম্যব্যতিক্রমাৎ।
মমাসীদ্‌বুদ্ধিদৌরাত্ম্যাৎ প্রাণহারী ব্যতিক্রমঃ ॥১০
দ্রুমশাখাবভগ্নোঽহং মুহূর্ত্তং পরিনিষ্টনন্।
সান্ত্বয়িত্বা ত্বনেনোক্তো ন পুনঃ কর্ত্তুমর্হসি ॥১১
ভ্রাতৃত্বমার্য্যভাবশ্চ ধর্ম্মশ্চানেন রক্ষিতঃ।
ময়া ক্রোধশ্চ কামশ্চ কপিত্বঞ্চ প্রদর্শিতম্ ॥১২
অচিন্তনীয়ং পরিবর্জনীয়-
মনীপ্সনীয়ং স্বনবেক্ষণীয়ম্।
প্রাপ্তোঽস্মি পাপ্মানমিদং বয়স্য
ভ্রাতুর্বধাত্ত্বাষ্ট্রবধাদিবেন্দ্রঃ ॥১৩
পাপ্মানমিন্দ্রস্য মহী জলঞ্চ
বৃক্ষাশ্চ কামং জগৃহুঃ স্ত্রিয়শ্চ।
কো নাম পাপ্মানমিমং সহেত
শাখামৃগস্য প্রতিপত্তুমিচ্ছেৎ ॥১৪
নার্হামি সম্মানমিমং প্রজানাং
ন যৌবরাজ্যং কুত এব রাজ্যম্।

আপনাকে আমি ভ্রাতৃবধ করিবার অনুমতি প্রদান করিয়াছিলাম। কিন্তু এখন হরিযূথপতি জ্যেষ্ঠভ্রাতা সেই বালী নিহত হওয়ায় আমি অতিশয় অনুতপ্ত হইতেছি। মনে হয় জীবিতকাল পর্য্যন্ত আমার এই দুঃখ থাকিবে।৬

এইসময়ে বিচার করিতেছি,—যে কোনপ্রকারে স্বজাতীয় বৃত্তি দ্বারা জীবিকানির্বাহ পূর্বক সেই শৈলপ্রবর ঋষ্যমূকে চিরদিন বাস করাই আমার শ্রেয়; জ্যেষ্ঠভ্রাতা বিনাশ করিয়া স্বর্গলাভও আমার পক্ষে শ্রেয় নহে।৭

সেই মতিমান্ মহাত্মা যদি আমাকে বলিতেন, আমি তোমাকে বিনাশ করিতে ইচ্ছা করি না, তুমি এখান হইতে অন্যত্র গমন কর, তাঁহার ঐরূপ কথা তাঁহারই অনুরূপ হইত এবং আমারও এইকর্ম এবং বাক্য আমারই অনুরূপ হইয়াছে।৮

হে বীর রাম! কোন ভ্রাতা কামনার বশবর্তী হইয়া রাজ্যভোগ জনিত সুখ এবং ভ্রাতৃবধ-জনিত দুঃখ এই উভয়ের শুভাশুভ এবং তারতম্য বিচার করিয়া, মহাগুণসম্পন্ন ভ্রাতার প্রাণবিনাশে কি প্রকারে অভিলাষী হইতে পারে? ৯

তাঁহার মাহাত্ম্যের ব্যতিক্রম হওয়ার আশঙ্কায় (অর্থাৎ বালী অনুচিত কর্ম করিয়াছে লোকে এইরূপ অযশপ্রসঙ্গ করে) আমাকে বিনাশ করিতে তাঁহার ইচ্ছা হয় নাই; কিন্তু আমি হীনবুদ্ধি, সেকারণে তাঁহার প্রাণনাশ করিবার জন্য আমার বুদ্ধির ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল।১০

আমি বৃক্ষশাখা ভগ্ন করিয়া মুহূর্তকাল চীৎকার পূর্বক দৌরাত্ম্য প্রকাশ করিলে তিনি আমাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিতেন, তুমি আমার সহিত যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা করিও না, ফিরিয়া যাও।১১

তিনি ভ্রাতৃভাব, আর্য্যভাব এবং ধর্মভাব রক্ষা করিতেন, কিন্তু আমি ক্রোধভাব, কামভাব এবং বানর-ভাব প্রদর্শন করিলাম।১২

হে মিত্র! যেমন ইন্দ্র ত্বষ্টার পুত্র বৃত্রাসুরকে বিনাশ করিয়া পাপভাগী হইয়াছিলেন, আমিও ভ্রাতৃবধ করত সেইপ্রকার পাপভাগী হইলাম। যে ভ্রাতৃবধের কথা চিন্তাকরাও অনুচিত এবং যে ভ্রাতৃবধের চিন্তা সর্বথা বর্জনীয়, যাহা অভিলাষ করা ও দর্শন করা অকর্ত্তব্য।১৩

পৃথিবী, জল, বৃক্ষ এবং স্ত্রীগণ ইন্দ্রের পাপ স্বেচ্ছায়

অধর্ম্মযুক্তং কুলনাশযুক্ত-
মেবংবিধং রাঘব কর্ম্ম কৃত্বা ॥১৫
পাপস্য কর্ত্তাস্মি বিগর্হিতস্য
ক্ষুদ্রস্য লোকাপকৃতস্য লোকে।
শোকো মহান্ মামভিবর্ত্ততেঽয়ং
বৃষ্টের্যথা নিম্নমিবাম্বুবেগঃ ॥১৬
সোদর্যঘাতাপরগাত্রবালঃ
সন্তাপহস্তাক্ষিশিরোবিষাণঃ।
এনোময়ো মামভিহন্তি হস্তী
দৃপ্তো নদীকূলমিব প্রবৃদ্ধঃ ॥১৭
অংহো বতেদং নৃবরাবিষহ্যং
নিবর্ত্ততে মে হৃদি সাধুবৃত্তম্।
অগ্নৌ বিবর্ণং পরিতপ্যমানং
কিট্টং যথা রাঘব জাতরূপম্ ॥১৮

মহাবলানাং হরিযূথপানা-
মিদং কুলং রাঘব মন্নিমিত্তম্।
অস্যাঙ্গদস্যাপি চ শোকতাপা-
দর্ধস্থিত প্রাণমিতীব মন্যে ॥১৯
সুতঃ সুলভ্যঃ সুজনঃ সুবশ্যঃ
কুতস্তু পুত্রঃ সদৃশোঽঙ্গদেন।
ন চাপি বিদ্যেত স বীর দেশো
যস্মিন্ ভবেৎ সোদরসন্নিকর্ষঃ ॥২০
অদ্যাঙ্গদো বীরবরো ন জীবে-
জ্জীবেত মাতা পরিপালনার্থম্।
বিনা তু পুত্রং পরিতাপদীনা
সা নৈব জীবেদিতি নিশ্চিতং মে ॥২১
সোঽহং প্রবেক্ষ্যাম্যতিদীপ্তমগ্নিং
ভ্রাত্রা চ পুত্রেণ চ সখ্যমিচ্ছন্।

গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু এই বানরের পাপ, কে সহ্য করিবে অথবা কে গ্রহণ করিবে? ১৪

হে রঘুনন্দন! আমি কুলনাশক অধর্মযুক্ত কর্ম করিয়া প্রজাগণের সম্মানভাজন হইবার যোগ্য কি? যৌবরাজ্য পাইবারও যোগ্য নহি; রাজ্য প্রাপ্তির তো কথা হইতেই পারে না, সুতরাং সর্বপ্রকারেই আমি রাজ্যভোগের অনুপযুক্ত।১৫

আমি লোক-নিন্দিত অত্যন্ত পাপকার্য্য করিয়াছি; যাহা নীচ পুরুষের যোগ্য ও জগতের হানিকর। যেমন—বর্ষাকালে জলবেগ নিম্নপ্রদেশে গমন করে, সেইরূপ ভ্রাতৃবধজনিত মহাশোক আমাকে আক্রমণ করিয়া নিম্নগামী করিয়াছে।১৬

যেমন পাপরূপী মত্তহস্তী নদীকূলে আঘাত করে, সেইরূপ আমার কৃত সহোদর বধরূপ অর্ধ শরীরবিশিষ্ট এবং সন্তাপরূপ শুণ্ড, চক্ষু, মস্তক ও দন্তযুক্ত অপরার্ধ শরীর বিশিষ্ট হস্তী আমাকে সম্যকরূপে আঘাত করিতেছে? হে নরেন্দ্র! সুবর্ণের বর্ণ মলিন হইলে অগ্নির উত্তাপে যেমন তাহার মলিনতা বিদূরিত হয় সেইরূপ আমার হৃদয়ে অসহনীয় এক ভয়ানক সন্তাপ উপস্থিত হইয়াছে যে, মনে হয় যেন আমার সদাচার সকল বিলীন হইয়া গিয়াছে।১৭-১৮

আমার এই কার্য্যের জন্য অঙ্গদের বিষম শোক ও সন্তাপ উপস্থিত হইয়াছে এবং মহাবল বানরকুলের জীবনের অর্ধাংশ মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে।১৯

হে বীর! অঙ্গদের তুল্য বশীভূত সুজন সুপুত্র কোথায় পাওয়া যায়? আর যে প্রদেশে সহোদরের সান্নিধ্য প্রাপ্ত হওয়া যায় এমন প্রদেশই বা কোথায় আছে? ২০

আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে; বীরবর অঙ্গদ আজ আর জীবিত থাকিবে না। মাতার জীবন, পুত্রের প্রতি স্নেহনিবন্ধন তাহার প্রতিপালনার্থ রক্ষিত হয়, সুতরাং পুত্রের জীবন ব্যতিরেকে শোককাতরা দীনা তারা কখনই জীবিতা থাকিবেন না।২১

হে মনুজেন্দ্রপুত্র! আমার অলক্ষ্যেও আপনার সমস্ত কার্য্য সিদ্ধ হইবে। হে রাম! আমি কুলহন্তা অপরাধী, সেইহেতু এই সংসারে জীবন ধারণের যোগ্য নহি। আপনি আমাকে অনুমতি দান করুন, আমি ভ্রাতা ও পুত্রের সহিত প্রজ্বলিত অগ্নিতে প্রবেশ করি; আপনার

ইমে বিচেষ্যন্তি হরিপ্রবীরাঃ
সীতাং নিদেশে পরিবর্ত্তমানাঃ ॥২২
কৃৎস্নং তু তে সেৎস্যতি কার্য্যমেত-
ন্ময্যপ্যতীতে মনুজেন্দ্রপুত্র।
কুলস্য হন্তারমজীবনার্হং
রামানুজানীহি কৃতাগসং মাম্ ॥২৩
ইত্যেবমার্ত্তস্য রঘুপ্রবীরঃ
শ্রুত্বা বচো বালিজঘন্যজস্য।
সঞ্জাতবাষ্পঃ পরবীরহন্তা
রামো মুহূর্ত্তং বিমনা বভূব ॥২৪
তস্মিন্ ক্ষণেঽভীক্ষ্ণমবেক্ষ্যমাণঃ
ক্ষিতিক্ষমাবান্ ভুবনস্য গোপ্তা।
রামো রুদন্তীং ব্যসনে নিমগ্নাং
সমুৎসুকঃ সোঽথ দদর্শ তারাম ॥২৫
তাং চারুনেত্রাং কপিসিংহনাথাং
পতিং সমাশ্লিষ্য তদা শয়ানাম্।
উত্থাপয়ামাসুরদীনসত্ত্বাং
মন্ত্রিপ্রধানাঃ কপিরাজপত্নীম্ ॥২৬
সা বিস্ফুরন্তী পরিরভ্যমাণা
ভর্ত্তুঃ সমীপাদপনীয়মানা।
দদর্শ রামং শরচাপপাণিং
স্বতেজসা সূর্য্যমিব জ্বলন্তম্ ॥২৭
সুসংবৃতং পার্থিবলক্ষণৈশ্চ
তং চারুনেত্রং মৃগশাবনেত্রা।
অদৃষ্টপূর্ব্বং পুরুষপ্রধান-
ময়ং স কাকুৎস্থ ইতি প্রজজ্ঞে ॥২৮
তস্যেন্দ্রকল্পস্য দুরাসদস্য
মহানুভাবস্য সমীপমার্য্যা।
আর্ত্তাতিতূর্ণং ব্যসনং প্রপন্না
জগাম তারা পরিবিহ্বলন্তী ॥২৯
তং সা সমাসাদ্য বিশুদ্ধসত্ত্বং
শোকেন সম্ভ্রান্তশরীরভাবা।

আজ্ঞানুসারে এই সকল প্রধান প্রধান বানরবীরগণ সীতার অন্বেষণ করিবে।২২-২৩

শত্রুভাবাপন্ন বীরগণের সংহারকারী রঘুবীর রাম শোককাতর সুগ্রীবের এইকথা শুনিয়া বাষ্পাকুলিত নেত্রে মুহূর্তকাল বিমনা হইলেন।২৪

যিনি ক্ষিতির ন্যায় ক্ষমাশীল, যিনি বিশ্বের রক্ষাকর্তা, সেই শ্রীরাম সমুৎসুক দৃষ্টিতে ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতে করিতে সিংহতুল্য পরাক্রমশালী বানররাজ বালীর উদারচেতা মনোহরনয়না শোকাভিভূতা পত্নী তারাকে মৃতপতির দেহ আলিঙ্গন করিয়া ভূমিতে পতিত থাকিতে দেখিতে পাইলেন এবং আরও দেখিলেন যে, প্রধান প্রধান বানরগণ তাহাকে ভূমি হইতে উত্তোলন করাইতেছে।২৫-২৬

তারাকে স্বামীর নিকট হইতে অপসারিত করার সময়ে তাহাদের শরীরে কম্পন উপস্থিত হইল, এ সময়ে মৃগশাবকনয়না তারা, স্বীয় তেজে সূর্য্যের ন্যায় সমুজ্জ্বল ধনুর্বাণধারী রাজলক্ষণ-সমন্বিত অদৃষ্টপূর্ব পুরুষপ্রধান মনোহর-লোচন বিশিষ্ট রামকে দর্শন করিয়া ইনিই সেই কাকুৎস্থ-বংশোদ্ভব রাম—ইহা জানিতে পারিল।২৭-২৮

শোককাতরা মানিনী আর্য্যা তারা, বিহ্বলা হইয়া মহেন্দ্রতুল্য দুর্জ্জয় বীর ও মহানুভব রামের সমীপে দ্রুতবেগে গমন করিলেন।২৯

তখন শোকে রাজপত্নীর চেতনা বিলুপ্ত হইয়াছিল; রণে সর্বাপেক্ষা অব্যর্থরূপে লক্ষ্য ভেদী বিশুদ্ধসত্ত্ব রামকে তারা বলিতে লাগিল।৩০

হে বীর! তুমি দেশ কালের অপরিচ্ছেদ্য দুর্লভ, তুমি জিতেন্দ্রিয় এবং পুরুষোত্তমদিগের যে ধর্ম, তোমাতে সেই সকল ধর্ম বর্তমান আছে; তোমার কীর্ত্তি অক্ষয়; তুমি বিচক্ষণ দূরদর্শী এবং ক্ষিতির ন্যায় ক্ষমাশীল এবং সুলক্ষণসম্পন্ন পুরুষদিগের যেরূপ রক্তবর্ণ চক্ষু হইয়া থাকে, তোমার চক্ষুও তদ্রূপ রক্তবর্ণ। তুমি মহাবলবান্ এবং তোমার শরীর দৃঢ়, তুমি মনুষ্যদেহভোগ্য অভ্যুদয় পরিত্যাগ পূর্বক দিব্য-দেহ ভোগ্য অভ্যুদয় সংযুক্ত

মনস্বিনী বাক্যমুবাচ তারা
রামং রণোৎকর্ষণলব্ধলক্ষ্যম্ ॥৩০
ত্বমপ্রমেয়শ্চ দুরাসদশ্চ
জিতেন্দ্রিয়শ্চোত্তমধর্মকশ্চ ।
অক্ষীণকীর্ত্তিশ্চ বিচক্ষণশ্চ
ক্ষিতিক্ষমাবান্ ক্ষতজোপমাক্ষঃ ॥৩১
ত্বমাত্তবাণাসনবাণপাণি-
র্মহাবলঃ সংহননোপপন্নঃ ।
মনুষ্যদেহাভ্যুদয়ং বিহায়
দিব্যেন দেহাভ্যুদয়েন যুক্তঃ ॥৩২
যেনৈব বাণেন হতঃ প্রিয়ো মে
তেনৈব বাণেন হি মাং জহীহি ।
হতা গমিষ্যামি সমীপমস্য
ন মাং বিনা বীর রমেত বালী ॥৩৩
স্বর্গেঽপি পদ্মামলপত্রনেত্র
সমেত্য সম্প্রেক্ষ্য চ মামপশ্যন্ ।
ন হ্যেষ উচ্চাবচতাম্রচূড়া
বিচিত্রবেষাপ্সরসোঽভজিষ্যৎ ॥৩৪
স্বর্গেঽপি শোকঞ্চ বিবর্ণতাঞ্চ
ময়া বিনা প্রাপ্স্যতি বীর বালী ।
রম্যে নগেন্দ্রস্য তটাবকাশে
বিদেহকন্যারহিতো যথা ত্বম্ ॥৩৫
ত্বং বেত্থ তাবদ্ বনিতাবিহীনঃ
প্রাপ্নোতি দুঃখং পুরুষঃ কুমারঃ ।
তত্ত্বং প্রজানঞ্জহি মাং ন বালী
দুঃখং মমাদর্শনজং ভজেত ॥৩৬
যচ্চাপি মন্যেত ভবান্ মহাত্মা
স্ত্রীঘাতদোষস্তু ভবেন্ন মহ্যম্ ।
আত্মেয়মস্যেতি হি মাং জহি ত্বং
ন স্ত্রীবধঃ স্যান্মনুজেন্দ্রপুত্র ॥৩৭
শাস্ত্রপ্রয়োগাদ্ বিবিধাচ্চ বেদা-
দনন্যরূপাঃ পুরুষস্য দারাঃ ।
দারপ্রদানাদ্ধি ন দানমন্যৎ
প্রদৃশ্যতে জ্ঞানবতাং হি লোকে ॥৩৮
ত্বং চাপি মাং তস্য মম প্রিয়স্য
প্রদাস্যসে ধর্ম্মমবেক্ষ্য বীর ।
অনেন দানেন ন লপ্স্যসে ত্ব-
মধর্ম্মযোগং মম বীর ঘাতাৎ ॥৩৯
আর্ত্তামনাথামপনীয়মানা-
মেবং গতাং নার্হসি মামহন্তুম্ ।

হইয়াছ ; অতএব হে বীর ! তুমি যে বাণদ্বারা আমার প্রিয়স্বামী বালীকে নিহত করিয়াছ, ধনুর্ধারী হইয়া সেই বাণদ্বারা আমাকেও নিহত কর ; আমি নিহতা হইয়া পতির নিকটে গমন করি, কারণ, তিনি পরলোকে আমা ব্যতিরেকে অন্য কাহারও সহিত ক্রীড়া করিবেন না ।৩১-৩৩

হে নির্মলপদ্মপত্রলোচন ! তিনি স্বর্গে গমন করিয়াছেন, কিন্তু সেখানে আমাকে দেখিতে না পাইয়া বিচিত্র বেশধারিণী তাম্রবর্ণ মুকুটাদি নানাবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা অপ্সরাগণকেও ইচ্ছা করিবেন না ।৩৪

তুমি যেরূপ মনোরম গিরিবরের তটপ্রদেশে বিদেহ-রাজনন্দিনী ব্যতীত শোকার্ত্ত ও বিবর্ণ হইয়াছ, সেইরূপ তিনিও স্বর্গে আমা ব্যতীত শোকার্ত্ত এবং বিবর্ণ হইবেন ।৩৫

যুবাপুরুষ বনিতা-বিহীন হইলে যে দুঃখ প্রাপ্ত হয়, তাহা তুমি সকলই অবগত আছ ; অতএব আমার স্বামী বালী আমার অদর্শনজন্য যেন দুঃখপ্রাপ্ত না হন, সেইজন্য তুমি আমাকে বধ কর ।৩৬

হে মহাত্মন্ ! যদি তুমি এখন মনে কর যে, স্ত্রীবধজন্য পাপ তোমাকে স্পর্শ করিবে, তাহা হইলে এই আত্মা বালীর ইহা মনে করিয়া আমাকে নিহত কর । মনুজেন্দ্রপুত্র ! তাহাতে তোমার স্ত্রীবধ-জনিত কোন দোষ অর্থাৎ পাপ হইবে না ।৩৭

অহং হি মাতঙ্গবিলাসগামিনা
প্লবঙ্গমানামৃষভেণ ধীমতা ॥৪০
বিনা বরাহোত্তম-হেমমালিনা
চিরং ন শক্ষ্যামি নরেন্দ্র জীবিতুম্ ।
ইত্যেবমুক্তস্তু বিভুর্মহাত্মা
তারাং সমাশ্বাস্য হিতং বভাষে ॥৪১
মা বীরভার্য্যে বিমতিং কুরুষ্ব
লোকে হি সর্ব্বো বিহিতো বিধাত্রা ।
তং চৈব সর্ব্বং সুখদুঃখযোগং
লোকোঽব্রবীত্তেন কৃতং বিধাত্রা ॥৪২
ত্রয়োঽপি লোকা বিহিতং বিধানং
নাতিক্রমন্তে বশগা হি তস্য ।
প্রীতিং পরাং প্রাপ্স্যসি তাং তথৈব
পুত্রশ্চ তে প্রাপ্স্যতি যৌবরাজ্যম্ ॥৪৩
ধাত্রা বিধানং বিহিতং তথৈব
ন শূরপত্ন্যঃ পরিদেবয়ন্তি ।
আশ্বাসিতা তেন মহাত্মনা তু
প্রভাবযুক্তেন পরন্তপেন ॥
সা বীরপত্নী ধ্বনতা মুখেন
সুবেষরূপা বিররাম তারা ॥৪৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে চতুর্বিংশঃ সর্গঃ ॥

শাস্ত্রীয় যজ্ঞাদি কর্মে পতির সহিত পত্নীর সম্যক্‌রূপে বিবিধ অধিকার এবং বেদেও পত্নী পতির শরীরের অর্ধভাগ বলিয়া কথিত হইয়াছে, এজন্য পত্নী পুরুষের অভিন্ন রূপ, সেইহেতু আমাকে বধ করিলে স্ত্রীবধ জন্য কোন পাপ হইবে না। অধিকন্তু জ্ঞানবান্‌দিগের মতে জগতে পত্নীদানের তুল্য উত্তমদান আর দৃষ্ট হয় না ।৩৮

অতএব হে বীর! তুমি ধর্মানুসারে আমাকে প্রিয়-উদ্দেশেই দান করিবে, তাহাতে আমার বিনাশহেতু স্ত্রীবধজন্য তোমাকে অধর্ম অর্থাৎ পাপ স্পর্শ করিতে পারিবে না ।৩৯

আমি অনাথা, আর্তা ও পতির নিকট হইতে স্থানান্তরিতা হইয়াছি। আমি হস্তিসদৃশ মন্থরগতি, ধীমান্, বানরশ্রেষ্ঠ ও উত্তম কাঞ্চনমাল্যধারী সেই পতি ব্যতীত কখনই জীবিত থাকিতে পারিব না, সেইজন্য তুমি আমার প্রাণবিনাশ কর। বালীপত্নী তারা এইকথা বলিলে, মহাত্মা বিভু তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করত এবম্বিধ হিতবাক্য বলিলেন,—হে বীরভার্য্যে! তুমি শোকে বিহ্বলা হইও না,— মৃত্যুকামনা পরিত্যাগ কর। সকল প্রাণীকেই সুখ দুঃখে সংযুক্ত করিয়া বিধাতা সৃষ্টি করিয়াছেন, ত্রিভুবন মধ্যে কেহই বিধাতৃ-বিহিত বিধানকে অতিক্রম করিতে পারে না, সকলেই তাঁহার বিধানের বশীভূত ।৪০-৪২

তুমি সুগ্রীব হইতে পরমাপ্রীতি লাভ করিবে এবং তোমার পুত্র যৌবরাজ্য প্রাপ্ত হইবে, বিধাতা এইরূপই বিধান করিয়াছেন। আর দেখ, বীর পত্নীগণ মৃত পতির নিমিত্ত বিলাপ করেন না ।৪৩

শত্রুসন্তাপকারী প্রভাবশালী মহাত্মা শ্রীরাম এই প্রকার সান্ত্বনা প্রদান করিলে সুন্দরবেশধারিণী বীরপত্নী তারা বিলাপে নিবৃত্তা হইল ।৪৪

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে চতুর্বিংশ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চবিংশঃ সর্গঃ

[সলক্ষ্মণ-শ্রীরামস্য তারা-সুগ্রীবাঙ্গদেভ্যঃ সান্ত্বনাদানম্, বালিনোঽন্ত্যেষ্টিক্রিয়ানিষ্পাদনায়ানুজ্ঞা-প্রদানঞ্চ, বালিনো মৃতদেহং গৃহীত্বা বানরাণাং তারায়াশ্চ শ্মশানভূমিগমনম্, অঙ্গদেন তস্য দাহসংস্কারসাধনম্, তর্পণঞ্চ।]

স সুগ্রীবঞ্চ তারাঞ্চ সাঙ্গদাং সহলক্ষ্মণঃ।
সমানশোকঃ কাকুৎস্থঃ সান্ত্বয়ন্নিদমব্রবীৎ ॥১
ন শোকপরিতাপেন শ্রেয়সা যুজ্যতে মৃতঃ।
যদত্রানন্তরং কার্য্যং তৎ সমাধাতুমর্হথ ॥২
লোকবৃত্তমনুষ্ঠেয়ং কৃতং বো বাষ্পমোক্ষণম্।
ন কালাদুত্তরং কিঞ্চিৎ কর্ম্ম শক্যমুপাসিতুম্ ॥৩
নিয়তিঃ কারণং লোকে নিয়তিঃ কর্ম্মসাধনম্।
নিয়তিঃ সর্ব্বভূতানাং নিয়োগেম্বিহ কারণম্ ॥৪
ন কর্ত্তা কস্যচিৎ কশ্চিন্নিয়োগে নাপি চেশ্বরঃ।
স্বভাবে বর্ত্ততে লোকস্তস্য কালঃ পরায়ণম্ ॥৫
ন কালঃ কালমত্যেতি ন কালঃ পরিহীয়তে।
স্বভাবঞ্চ সমাসাদ্য ন কিঞ্চিদতিবর্ত্ততে ॥৬
ন কালস্যাস্তি বন্ধুত্বং ন হেতুর্ন পরাক্রমঃ।
ন মিত্রজ্ঞাতিসম্বন্ধঃ কারণং নাত্মনো বশঃ ॥৭
কিং তু কালপরীণামো দ্রষ্টব্যঃ সাধু পশ্যতা।
ধর্ম্মশ্চার্থশ্চ কামশ্চ কালক্রমসমাহিতাঃ ॥৮

পঞ্চবিংশ সর্গ

[লক্ষ্মণের সহিত শ্রীরামের সুগ্রীব, তারা ও অঙ্গদকে সান্ত্বনা দান এবং বালীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য অনুমতি প্রদান। তারা এবং বানরসকল কর্তৃক বালীর মৃতদেহ লইয়া শ্মশানভূমিতে গমন, অঙ্গদ কর্তৃক তাঁহার দাহসংস্কারকরণ ও জলাঞ্জলি প্রদান।]

লক্ষ্মণের সহিত কাকুৎস্থ রাম তারা, সুগ্রীব ও অঙ্গদের সমান শোকসম্পন্ন হইলেন, রাম শোকার্ত হইয়াও তারা, সুগ্রীব ও অঙ্গদকে সান্ত্বনা দান করিয়া বলিতে লাগিলেন।১

নিহত ব্যক্তির জন্য লোকাচারসম্মত নেত্রবাষ্প মোচনাদি যাহা করণীয়, তাহা করা হইয়াছে। এইসময়ে যাহা কর্তব্যকর্ম—তাহাই কর। কারণ নির্দিষ্টকাল অতিক্রম করত কোনকার্য্য করা উচিত নহে। শোকতাপ করিলে মৃতব্যক্তির শ্রেয় হয় না, অতএব ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য যাহা করিতে হয়, তাহা সম্পন্ন করিতে তোমরা যত্নবান্ হও।২-৩

এইজগতে নিয়তি অর্থাৎ অদৃষ্টই সকল ঘটনার কারণ; নিয়তিই সর্বপ্রাণীর কার্য্যে নিযুক্তির কারণ এবং নিয়তিই সমুদয় কর্মেরও সাধন।৪

কেহ কোন কর্মেরই কর্তা নহে। কেহ কাহাকেও কোন কর্মে নিযুক্তকরারও কর্তা নহে। সমস্তলোক-ব্যবহার স্বভাবাধীন অর্থাৎ নিয়তি-সাপেক্ষ হইয়াই প্রবৃত্ত হয় এবং কালকে আশ্রয় করিয়াছি, সেই স্বভাব কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে।৫

কালও স্বয়ং কালের ব্যবস্থা লঙ্ঘন করিতে পারে না। স্বভাব অর্থাৎ প্রারব্ধকর্মের হাত হইতে কেহই নিষ্কৃতি (মুক্তি) পায় না।৬

কাহারও সহিত কালের বন্ধুতা নাই, তাঁহার কেহ কারণ নাই, কোন পরাক্রমই তাঁহাকে পরাজয় করিতে সমর্থ হয় না এবং কাহারও সহিত তাঁহার মিত্র কি জ্ঞাতি, কোনরূপ সম্বন্ধ নাই এবং তিনি নিজেরও বশীভূত নহেন।৭

সাধুদর্শী বিবেকী ব্যক্তি সমস্তই কালের পরিণাম বলিয়া জানেন। সুখ-দুঃখাদি ও ধর্ম-অর্থ-কাম সমস্তই স্বকর্মজন্য কালক্রমানুসারেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে।৮

ইতঃ স্বাং প্রকৃতিং বালী গতঃ প্রাপ্তঃ ক্রিয়াফলম্।
সামদানার্থসংযোগৈঃ পবিত্রং প্লবগেশ্বরঃ ॥৯
স্বধর্ম্মস্য চ সংযোগাজ্জিতস্তেন মহাত্মনা।
স্বর্গঃ পরিগৃহীতশ্চ প্রাণানপরিরক্ষতা ॥১০
এষা বৈ নিয়তিঃ শ্রেষ্ঠা যাং গতো হরিযূথপঃ।
তদলং পরিতাপেন প্রাপ্তকালমুপাস্যতাম্ ॥১১
বচনান্তে তু রামস্য লক্ষ্মণঃ পরবীরহা।
অবদৎ প্রশ্রিতং বাক্যং সুগ্রীবং গতচেতসম্ ॥১২
কুরু ত্বমস্য সুগ্রীব প্রেতকার্য্যমনন্তরম্।
তারাঙ্গদাভ্যাং সহিতো বালিনো দহনং প্রতি ॥১৩
সমাজ্ঞাপয় কাষ্ঠানি শুষ্কানি চ বহূনি চ।
চন্দনানি চ দিব্যানি বালিসংস্কারকারণাৎ ॥১৪
সমাশ্বাসয় দীনং ত্বমঙ্গদং দীনচেতসম্।
মা ভূর্বালিশবুদ্ধিস্ত্বং ত্বদধীনমিদং পুরম্ ॥১৫

বানরাধিপতি বালী সাম দান ও অর্থ প্রভৃতির সমুচিত প্রয়োগ করিয়া স্বকীয় পবিত্র কর্মফল প্রাপ্ত হইয়াছেন।৯

মহাত্মা বালী পূর্বে স্বধর্মানুষ্ঠান দ্বারা স্বর্গ জয় করিয়াছিলেন, বর্তমানে প্রাণ পরিত্যাগ পূর্বক স্বর্গে গমন করিলেন। হরি (বানর)শ্রেষ্ঠ বালী কালকৃত ব্যবস্থানুযায়ী উত্তম গতিলাভ করিয়াছেন, এইকারণে তাঁহার নিমিত্ত পরিতাপ করা বৃথা। এক্ষণে যথোচিত সময়ে তাহার অন্তিমক্রিয়া সমাপ্ত কর।১০-১১

রামের বাক্যশেষ হইলে শত্রু-হন্তা লক্ষ্মণ শোকবশতঃ বিবেকরহিত সুগ্রীবকে বিনীতবাক্যে বলিলেন, সুগ্রীব! তুমি তারা ও অঙ্গদকে লইয়া বালীর দাহাদি অন্তিমকার্য্য সম্পাদন কর।১২-১৩

এই রাজপুরী এখন তোমারই অধীনে, অতএব দুঃখকাতরচিত্ত অঙ্গদকে প্রবোধিত এবং আশ্বাসিত কর, শোকগ্রস্ত হইয়া অজ্ঞানব্যক্তির ন্যায় আচরণ করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। ভৃত্যগণকে আজ্ঞা কর, তাহারা বালীর দেহ সংস্কারের জন্য বহু শুষ্ককাষ্ঠ এবং দিব্যচন্দন আনয়ন করুক।১৪-১৫

অঙ্গদস্ত্বানয়েন্মাল্যং বস্ত্রাণি বিবিধানি চ।
ঘৃতং তৈলমথো গন্ধান্ যচ্চাত্র সমনন্তরম্ ॥১৬
ত্বং তার শিবিকাং শীঘ্রমাদায়গচ্ছ সম্ভ্রমাৎ।
ত্বরা গুণবতী যুক্তা হ্যস্মিন্ কালে বিশেষতঃ ॥১৭
সজ্জীভবন্তু প্লবগাঃ শিবিকাবাহনোচিতাঃ।
সমর্থা বলিনশ্চৈব নির্হরিষ্যন্তি বালিনম্ ॥১৮
এবমুক্ত্বা তু সুগ্রীবং সুমিত্রানন্দবর্ধনঃ।
তস্থৌ ভ্রাতৃসমীপস্থো লক্ষ্মণঃ পরবীরহা ॥১৯
লক্ষ্মণস্য বচঃ শ্রুত্বা তারং সম্ভ্রান্তমানসঃ।
প্রবিবেশ গুহাং শীঘ্রং শিবিকাসক্তমানসঃ ॥২০
আদায় শিবিকাং তারঃ স তু পর্য্যাপতৎ পুনঃ।
বানরৈরুহ্যমানাং তাং শূরৈরুদ্বহনোচিতৈঃ ॥২১
দিব্যাং ভদ্রাসনযুতাং শিবিকাং স্যন্দনোপমাম্।
পক্ষিকর্ম্মভিরাচিত্রাং দ্রুমকর্ম্মবিভূষিতাম্ ॥২২

অঙ্গদ পুষ্পমাল্য, গন্ধ, ঘৃত, তৈল ইত্যাদি প্রয়োজনীয় দ্রব্যসকল আনয়ন করুক।১৬

অহে তার! তুমি শীঘ্র শিবিকা লইয়া আইস, এইসময়ে বিশেষরূপে সত্বরতার অনেক গুণ আছে, সেইহেতু আর বিলম্ব করিও না।১৭

যাহারা শিবিকা বহনে উপযুক্ত, বলবান্ ও সমর্থ—এইরূপ বানরসকল বালীকে বহন করিতে সজ্জিত হইয়া তাহারা শীঘ্র বালীকে শ্মশানভূমিতে লইয়া যাউক।১৮

সুমিত্রানন্দন শত্রুবীর-হন্তা লক্ষ্মণ সুগ্রীবকে এইকথা বলিয়া ভ্রাতৃ-সন্নিধানে অবস্থান করিতে লাগিলেন।১৯

পরে তারনামক সচিব লক্ষ্মণের এইবাক্য শুনিয়া শিবিকা আনিবার জন্য ব্যস্তচিত্তে সত্বর পর্বত গুহায় প্রবেশ করিল।২০

তার শিবিকা লইয়া তাহার বহনযোগ্য বীর বানরবৃন্দ দ্বারা তাহা বহন করাইয়া শীঘ্র ফিরিয়া আসিল।২১

দিব্যরথ তুল্য সেই শিবিকা পক্ষী, বৃক্ষলতাদি নানাবিধ কৃত্রিম চিত্রে চিত্রিত, সিদ্ধগণের বিমানের ন্যায় জলসদৃশ বাতায়নে সমন্বিত, শিল্পনিপুণ ব্যক্তিগণ কর্তৃক উত্তমরূপে কাষ্ঠ-ময় পর্বতশোভিত, বিচিত্র কারুকার্য্যে

আচিতাং চিত্রপত্তীভিঃ সুনিবিষ্টাং সমন্ততঃ।
বিমানমিব সিদ্ধানাং জালবাতায়নাযুতাম্ ॥২৩
সুনিযুক্তাং বিশালাঞ্চ সুকৃতাং শিল্পিভিঃ কৃতাম্
দারুপর্ব্বতকোপেতাং চারুকর্ম্মপরিষ্কৃতাম্ ॥২৪
বরাভরণহারৈশ্চ চিত্রমাল্যোপশোভিতাম্।
গুহাগহনসঞ্ছন্নাং রক্তচন্দনভূষিতাম্ ॥২৫
পুষ্পৌঘৈঃ সমভিচ্ছন্নাং পদ্মমালাভিরেব চ।
তরুণাদিত্যবর্ণাভির্ভ্রাজমানাভিরাবৃতাম্ ॥২৬
ঈদৃশীং শিবিকাং দৃষ্ট্বা রামো লক্ষ্মণমব্রবীৎ।
ক্ষিপ্রং বিনীয়তাং বালী প্রেতকার্য্যং বিধীয়তাম্ ॥২৭
ততো বালিনমুদ্যম্য সুগ্রীবঃ শিবিকাং তদা।
আরোপয়ত বিক্রোশন্নঙ্গদেন সহৈব তু ॥২৮
আরোপ্য শিবিকায়াঞ্চৈব বালিনং গতজীবিতম্।
অলঙ্কারৈশ্চ বিবিধৈর্মাল্যৈর্বস্ত্রৈশ্চ ভূষিতম্ ॥২৯
আজ্ঞাপয়ত্তদা রাজা সুগ্রীবঃ প্লবগেশ্বরঃ।
ঔর্দ্ধদেহিকমার্য্যস্য ক্রিয়তামনুকূলতঃ ॥৩০
বিশ্রাণয়ন্তো রত্নানি বিবিধানি বহূনি চ।
অগ্রতঃ প্লবগা যান্তু শিবিকা তদনন্তরম্ ॥৩১
রাজ্ঞামৃদ্ধিবিশেষা হি দৃশ্যন্তে ভুবি যাদৃশাঃ।
তাদৃশৈরিহ কুর্বন্তু বানরা ভর্তৃসৎক্রিয়াম্ ॥৩২
তাদৃশং বালিনঃ ক্ষিপ্রং প্রাকুর্ব্বন্নৌর্দ্ধদেহিকম্।
অঙ্গদং পরিরভ্যাশু তারপ্রভৃতয়স্তথা ॥৩৩
ক্রোশন্তঃ প্রযযুঃ সর্ব্বে বানরা হতবান্ধবাঃ।
ততঃ প্রণিহিতাঃ সর্ব্বা বানর্য্যোঽস্য বশানুগাঃ ॥৩৪
চুক্রুশুর্বীরবীরেতি ভূয়ঃ ক্রোশন্তি তাঃ প্রিয়ম্।
তারাপ্রভৃতয়ঃ সর্ব্বা বানর্য্যো হতবান্ধবাঃ ॥৩৫
অনুজগ্মুশ্চ ভর্ত্তারং ক্রোশন্ত্যঃ করুণস্বনাঃ।
তাসাং রুদিতশব্দেন বানরীণাং বনান্তরে ॥৩৬
বনানি গিরয়শ্চৈব বিক্রোশন্তীব সর্ব্বতঃ।
পুলিনে গিরিনদ্যাস্তু বিবিক্তে জলসংবৃতে ॥৩৭
চিতাং চক্রুঃ সুবহবো বানরা বনচারিণঃ।
অবরোপ্য ততঃ স্কন্ধাচ্ছিবিকাং বানরোত্তমাঃ ॥৩৮

পরিবৃত, উত্তম আভরণ, হার ও বিচিত্রমাল্যে উপশোভিত, গুহা ও নিবিড়বনের দৃশ্যে সুসজ্জিত, সুচারু কারুকার্য্য হেতু উজ্জ্বল পুষ্পাদিতে আচ্ছাদিত, তরুণ সূর্য্যসদৃশ বর্ণের ন্যায় দীপ্যমান পদ্ম মালাসমূহে পরিবেষ্টিত; তন্মধ্যে রাজোপযুক্ত বিস্তৃত মহার্হ আসনে সংযুক্ত, রক্তচন্দনে ভূষিত ও অতিবিশাল ছিল।২২-২৬

রাম এইরূপ শিবিকা দেখিয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন,—ভ্রাতঃ! বালীকে শীঘ্র দাহস্থানে লইয়া গিয়া তাহার অন্ত্যেষ্টিকর্ম্ম করাইবার জন্য উদ্‌যোগ কর।২৭

অনন্তর অঙ্গদের সহিত সুগ্রীব রোদন করিতে করিতে বালীকে শিবিকায় আরোহণ করাইলেন।২৮

মৃত বালীকে শিবিকায় আরোহণ করাইয়া বিবিধ বস্ত্র ও মাল্য দ্বারা উত্তমরূপে ভূষিত করিলেন।২৯

তখন বানররাজ সুগ্রীব বলিলেন—আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আর্য্যের ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া শাস্ত্রানুযায়ী সম্পন্ন কর। বানরগণ অগ্রে অগ্রে নানাবিধ রত্ন বিতরণ করিতে করিতে গমন করুক তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ শিবিকা যাইবে।৩০-৩১

পৃথিবীমধ্যে রাজাগণের ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া যে ভাবে সম্পন্ন হয় বানরদিগেরও তদনুসারেই তাহাদের প্রভুর শরীর সৎকার করা কর্ত্তব্য।৩২

বালীর ঔর্দ্ধদেহিক তাঁহার ঐশ্বর্য্য মতই সম্পাদিত হইতে আরম্ভ হইল, তার প্রভৃতি বানরগণ বালীর ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সুসম্পন্ন করিবার আয়োজন করিল। যাহাদের বান্ধব বালী নিহত হইয়াছে, তাহারা সকলে অঙ্গদকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া রোদন করিতে করিতে দ্রুত শবানুগমন করিতে লাগিল। বালীর অনুগত বানরীসকল "হা বীর! হা বীর!" বলিয়া চীৎকার করিয়া রোদন করিতে লাগিল।৹ বানরবৃন্দ প্রিয় বালীর নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ ক্রন্দন করিতে লাগিল। তারা প্রভৃতি বানরীসকল হতবান্ধব হইয়া করুণস্বরে রোদন করত পতির অনুগমন করিতে লাগিল। বনমধ্যে

তস্থুরেকান্তমাশ্রিত্য সর্ব্বে শোকপরায়ণাঃ।
ততস্তারা পতিং দৃষ্ট্বা শিবিকাতলশায়িনম্ ॥৩৯
আরোপ্যাঙ্কে শিরস্তস্য বিললাপ সুদুঃখিতা।
হা বানর মহারাজ হা নাথ মম বৎসল ॥৪০
হা মহার্হ মহাবাহো হা মম প্রিয় পশ্য মাম্।
জনং ন পশ্যসীমং ত্বং কস্মাচ্ছোকাভিপীড়িতম্ ॥৪১
প্রহৃষ্টমিহ তে বক্ত্রং গতাসোরপি মানদ।
অস্তার্কসমবর্ণঞ্চ দৃশ্যতে জীবতো যথা ॥৪২
এষ ত্বাং রামরূপেণ কালঃ কর্ষতি বানর।
যেন স্ম বিধবা সর্ব্বাঃ কৃতা একেষুণা রণে ॥৪৩
ইমাস্তাস্তব রাজেন্দ্র বানর্য্যোঽপ্লবগাস্তব।
পাদৈর্বিকৃষ্টমধ্বানমাগতাঃ কিং ন বুধ্যসে ॥৪৪

তবেষ্টা নন্বু চৈবেমা ভার্য্যাশ্চন্দ্রনিভাননাঃ।
ইদানীং নেক্ষসে কস্মাৎ সুগ্রীবং প্লবগেশ্বরঃ ॥৪৫
এতে হি সচিবা রাজংস্তারপ্রভৃতয়স্তব।
পুরবাসিজনশ্চায়ং পরিবার্য্য বিষীদতি ॥৪৬
বিসর্জয়ৈনান্ সচিবান্ যথা পুরমরিন্দম।
ততঃ ক্রীড়ামহে সর্ব্বা বনেষু মদনোৎকটাঃ ॥৪৭
এবং বিলপতীং তারাং পতিশোকপরীবৃতাম্।
উত্থাপয়ন্তি স্ম তদা বানর্য্যঃ শোককর্শিতাঃ ॥৪৮
সুগ্রীবেণ ততঃ সার্দ্ধং সোঽঙ্গদঃ পিতরং রুদন্।
চিতামারোপয়ামাস শোকেনাভিপ্লুতেন্দ্রিয়ঃ ॥৪৯
ততোঽগ্নিং বিধিবদ্দত্ত্বা সোঽপসব্যং চকার হ।
পিতরং দীর্ঘমধ্বানং প্রস্থিতং ব্যাকুলেন্দ্রিয়ঃ ॥৫০

সেইসকল বানরীদিগের রোদন ধ্বনিতে মনে হইল যেন তাহাদের চারিদিকের বন ও পর্বতসকল রোদনকরিতেছে। বনে বিচরণকারী বানরসমূহ গিরি-সন্নিহিত ও চতুর্দিক জলবেষ্টিত নদীতটে নির্জনস্থানে চিতা প্রস্তুত করিল। শোকাভিভূত শিবিকাবাহক সেই বানরসকল নির্জনস্থানে উপস্থিত হইয়া স্কন্ধ হইতে শিবিকা অবতরণ করত শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে অবস্থান করিতে লাগিল। অনন্তর তারা পতিকে শিবিকামধ্যে শায়িত দেখিয়া দুঃখিতান্তঃকরণে স্বীয়ক্রোড়ে তাঁহার মস্তক রাখিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন,—হা বানরাধিপতি মহারাজ! হা নাথ! হা প্রীতিভাজন! হা মহার্হ! হা আমার প্রিয়বল্লভ! শোকপরিপীড়িতা এই অধীনার প্রতি কেন দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছ না? ৩৩-৪১

হে মানপ্রদ! তুমি গতপ্রাণ হইলে অস্তাচলাবলম্বিত সূর্য্যপ্রভাসদৃশ তোমার মুখ জীবিতব্যক্তির ন্যায় হর্ষান্বিত দেখিতেছি।৪২

হে বানরেন্দ্র! কাল-ই রামরূপে তোমাকে কর্ষণ করিলেন, তিনি সমরে একবাণে সকলকেই বিধবা করিলেন।৪৩

হে রাজেন্দ্র! তোমার সেই প্রিয় বানরীগণ দ্রুতপদে এই দূরপথে আসিয়াছে, তুমি কি কারণে তাহাদিগকে চিনিতে পারিতেছ না? হে বানররাজ! তোমার এইসকল চন্দ্রবদনা প্রিয়া ভার্য্যাদিগকে এবং সুগ্রীবকে এইসময়ে তুমি কি হেতু নিরীক্ষণ করিতেছ না? ৪৪-৪৫

হে রাজন্! তার প্রভৃতি তোমার সচিবগণ এবং পুরবাসিগণ বিষণ্ণ হইয়া তোমাকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন।৪৬

হে শত্রুদমন! তুমি পূর্বের মত এই সচিবদিগকে বিদায় করিয়া দাও, আমি ও তোমার অপরাপর ভার্য্যা সকল এই বনে কামোন্মত্ত হইয়া ক্রীড়া করি।৪৭

তারা এইপ্রকারে বিলাপ করিতে থাকিলে, শোককাতরা অন্য বানরীসকল তাঁহাকে উঠাইল।৪৮

অনন্তর অঙ্গদ শোকাভিভূত হইয়া সুগ্রীবের সহিত রোদন করিতে করিতে পিতাকে চিতায় আরোহণ করাইলেন।৪৯

ব্যাকুলিতচিত্তে অঙ্গদ মৃত পিতাকে বিধিপূর্বক অগ্নিপ্রদান করত দগ্ধ চিতা পরিক্রমণ করিলেন। এইরূপে বালীর সৎকার সম্পাদন পূর্বক প্রধান বানরগণের সহিত মিলিত হইয়া উদকক্রিয়া (তর্পণ) করিবার

সংস্কৃত্য বালিনং তং তু বিধিবৎ প্লবগর্ষভাঃ।
আজগ্মুরুদকং কর্ত্তুং নদীং শুভজলাং শিবাম্ ॥৫১
ততস্তে সহিতাস্তত্র হ্যঙ্গদং স্থাপ্য চাগ্রতঃ।
সুগ্রীবতারাসহিতাঃ সিষিচুর্বানরা জলম্ ॥৫২
সুগ্রীবেণেব দীনেন দীনো ভূত্বা মহাবলঃ।
সমানশোকঃ কাকুৎস্থঃ প্রেতকার্য্যাণ্যকারয়ৎ ॥৫৩

ততোঽথ তং বালিনমগ্র্যপৌরুষং
প্রকাশমিক্ষ্বাকুবরেষুণা হতম্।
প্রদীপ্য দীপ্তাগ্নিসমৌজসং তদা
সলক্ষ্মণং রামমুপেয়িবান্ হরিঃ ॥৫৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে পঞ্চবিংশঃ সর্গঃ ॥

নিমিত্ত পবিত্র তুঙ্গভদ্রা নদীর নির্ম্মলজলে আগমন করিলেন।৫০-৫১

তদনন্তর সুগ্রীব, তারা ও অন্যান্য শ্রেষ্ঠবানরসকল অঙ্গদকে অগ্রে রাখিয়া জলপ্রদানক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন।৫২

মহাবলবান্ রঘুনন্দন রাম দীনভাবাপন্ন সুগ্রীবের সহিত সমশোকাহত ও দীনভাবে আক্রান্ত হইয়া বালীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করাইলেন।৫৩

অনন্তর বানর সুগ্রীব ইক্ষ্বাকুবংশশিরোমণি রামের বাণে নিহত পরাক্রমী শ্রেষ্ঠ বালীকে অগ্নিদ্বারা সৎকার করাইয়া প্রদীপ্ত অগ্নিতুল্য তেজস্বী রাম ও লক্ষ্মণের সমীপে গমন করিলেন।৫৪

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে পঞ্চবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ষড়্‌বিংশঃ সর্গঃ

[সুগ্রীবাভিষেকায় হনুমতঃ শ্রীরামসমীপে কিষ্কিন্ধ্যাগমনপ্রার্থনম্। পুরীমপ্রবিশ্য শ্রীরামস্য কেবলমভিষেকানুমতিদানম্। ততঃ সুগ্রীবাঙ্গদয়োরভিষেকশ্চ।]

ততঃ শোকাভিসন্তপ্তং সুগ্রীবং ক্লিন্নবাসসম্।
শাখামৃগমহামাত্রাঃ পরিবার্য্যোপতস্থিরে ॥১
অভিগম্য মহাবাহুং রামমক্লিষ্টকারিণম্।
স্থিতাঃ প্রাঞ্জলয়ঃ সর্ব্বে পিতামহমিবর্ষয়ঃ ॥২
ততঃ কাঞ্চনশৈলাভস্তরুণাকনিভাননঃ।
অব্রবীৎ প্রাঞ্জলির্বাক্যং হনুমান্ মারুতাত্মজঃ ॥৩
ভবৎ প্রসাদাৎ কাকুৎস্থ পিতৃপৈতামহং মহৎ।
বানরাণাং সুদংষ্ট্রাণাং সম্পন্নবলশালিনাম্ ॥৪
মহাত্মনাং সুদুষ্প্রাপং প্রাপ্তং রাজ্যমিদং প্রভো।
ভবতা সমনুজ্ঞাতঃ প্রবিশ্য নগরং শুভম্ ॥৫
সংবিধাস্যতি কার্য্যাণি সর্ব্বাণি স সুহৃদ্গণঃ।
স্নাতোহয়ং বিবিধৈর্গন্ধৈরৌষধৈশ্চ যথাবিধি ॥৬
অর্চয়িষ্যতি মাল্যৈশ্চ রত্নৈশ্চ ত্বাং বিশেষতঃ।
ইমাং গিরিগুহাং রম্যামভিগন্তুং ত্বমর্হসি ॥৭
কুরুষ্ব স্বামিসম্বন্ধং বানরান্ সম্প্রহর্ষয়।
এবমুক্তো হনুমতা রাঘবঃ পরবীরহা ॥৮
প্রত্যুবাচ হনুমন্তং বুদ্ধিমান্ বাক্যকোবিদঃ।
চতুর্দ্দশ সমাঃ সৌম্য গ্রামং বা যদি বা পুরম্ ॥৯
ন প্রবেক্ষ্যামি হনুমন্ পিতুর্নির্দ্দেশপালকঃ।
সুসমৃদ্ধাং গুহাং দিব্যাং সুগ্রীবো বানরর্ষভঃ ॥১০

ষড়্‌বিংশ সর্গ

[হনুমান্ কর্তৃক সুগ্রীবের অভিষেকের জন্য শ্রীরামচন্দ্রের নিকট কিষ্কিন্ধা গমনে প্রার্থনা। শ্রীরাম কর্তৃক পুরীমধ্যে প্রবেশ না করিয়া কেবল অভিষেকের অনুমতি দান। তৎপর সুগ্রীব ও অঙ্গদের অভিষেক।]

অতঃপর বানরসেনাসমূহের অগ্রগণ্য বানরগণ শোকাগ্নি সন্তপ্ত আর্দ্র বসন পরিহিত সুগ্রীবের চতুর্দিক পরিবেষ্টন করিয়া রহিল।১

তদনন্তর সুগ্রীবের সহিত তাহারা ব্রহ্মার সমীপে ঋষিগণের গমনের ন্যায় অক্লিষ্টকর্মা মহাবাহু রামের সমীপে গমন পূর্বক তাঁহার সম্মুখে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া অবস্থান করিল।২

পরে কাঞ্চন পর্বতের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন, তরুণ-সূর্য্যবৎ লোহিতামুখ পবনপুত্র হনুমান কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিলেন—।৩

হে প্রভো কাকুৎস্থ! পিতৃ পিতামহ সম্বন্ধীয় এই বিশাল রাজ্য যাহা বিশালদন্ত মহাবীর-বানরদিগেরও দুষ্প্রাপ্য, আপনার প্রসাদে সুগ্রীব তাহা লাভ করিলেন। এইক্ষণে সুহৃদ্‌গণের সহিত সুগ্রীব আপনার অনুজ্ঞা পাইয়া সুন্দরনগরে প্রবেশ পূর্বক সমুদয় রাজকার্য্য সম্পাদন করিবেন, সুগ্রীব যথাবিধি ওষধি ও বিবিধ গন্ধদ্রব্যদ্বারা অভিষিক্ত হইয়া মাল্য ও রত্ন দ্বারা আপনাকে বিশেষরূপে পূজা করিবেন। আপনি এই রমণীয় গিরিগুহা মধ্যে কৃপা পূর্বক প্রবেশ করিয়া সুগ্রীবকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করত বানরদিগের হর্ষ উৎপাদন করুন। হনুমান্ শত্রুহন্তা ও বীর রঘুনন্দন রামকে ঐরূপ বলিলেন।৪-৮

বাক্যকোবিদ্ ও বুদ্ধিমান্ রাম হনুমান্‌কে বলিলেন,—হে সৌম্য হনুমন্! আমি পিতার আজ্ঞাবহ, সেইকারণে আমি চতুর্দশ বৎসর কোনগ্রামে, কি নগরে প্রবেশ করিব না। বানরশ্রেষ্ঠ বীর সুগ্রীব সুসমৃদ্ধি-সম্পন্ন দিব্য গুহাতে প্রবেশ করিয়া অবিলম্বে রাজ্যে অভিষিক্ত

প্রবিষ্টো বিধিবদ্ বীরঃ ক্ষিপ্রং রাজ্যেঽভিষিচ্যতাম্।
এবমুক্ত্বা হনুমন্তং রামঃ সুগ্রীবমব্রবীৎ ॥১১
বৃত্তজ্ঞো বৃত্তসম্পন্নমুদারবলবিক্রমম্।
ইমমপ্যঙ্গদং বীরং যৌবরাজ্যেঽভিষেচয় ॥১২
জ্যেষ্ঠস্য হি সুতো জ্যেষ্ঠঃ সদৃশো বিক্রমেণ চ।
অঙ্গদোঽয়মদীনাত্মা যৌবরাজ্যস্য ভাজনম্ ॥১৩
পূর্ব্বোঽয়ং বার্ষিকো মাসঃ শ্রাবণঃ সলিলাগমঃ।
প্রবৃত্তাঃ সৌম্য চত্বারো মাসা বার্ষিকসংজ্ঞিতাঃ ॥১৪
নায়মুদ্যোগসময়ঃ প্রবিশ ত্বং পুরীং শুভাম্।
অস্মিন্ বৎস্যাম্যহং সৌম্য পর্ব্বতে সহলক্ষ্মণঃ ॥১৫
ইয়ং গিরিগুহা রম্যা বিশালা যুক্তমারুতা।
প্রভূতসলিলা সৌম্য প্রভূতকমলোৎপলা ॥১৬
কার্ত্তিকে সমনুপ্রাপ্তে ত্বং রাবণবধে যত।
এষ নঃ সময়ঃ সৌম্য প্রবিশ ত্বং স্বমালয়ম্ ॥১৭
অভিষিঞ্চস্ব রাজ্যে চ সুহৃদঃ সম্প্রহর্ষয়।
ইতি রামাভ্যনুজ্ঞাতঃ সুগ্রীবো বানরর্ষভঃ ॥১৮

প্রবিবেশ পুরীং রম্যাং কিষ্কিন্ধাং বালিপালিতাম্।
তং বানরসহস্রাণি প্রবিষ্টং বানরেশ্বরম্ ॥১৯
অভিবার্য্য প্রবিষ্টানি সর্ব্বতঃ প্লবগেশ্বরম্।
ততঃ প্রকৃতয়ঃ সর্ব্বা দৃষ্ট্বা হরিগণেশ্বরম্ ॥২০
প্রণম্য মূর্দ্ধ্না পতিতা বসুধায়াং সমাহিতাঃ।
সুগ্রীবঃ প্রকৃতীঃ সর্ব্বাঃ সম্ভাষ্যোত্থাপ্য বীর্য্যবান্ ॥২১
ভ্রাতুরন্তঃপুরং সৌম্যং প্রবিবেশ মহাবলঃ।
প্রবিষ্টং ভীমবিক্রান্তং সুগ্রীবং বানরর্ষভম্ ॥২২
অভ্যষিঞ্চন্ত সুহৃদঃ সহস্রাক্ষমিবামরাঃ।
তস্য পাণ্ডুরমাজহ্রুশ্ছত্রং হেমপরিষ্কৃতম্ ॥২৩
শুক্লে চ বালব্যজনে হেমদণ্ডে যশস্করে।
তথা রত্নানি সর্ব্বাণি সর্ব্ববীজৌষধানি চ ॥২৪
সক্ষীরাণাঞ্চ বৃক্ষাণাং প্ররোহান্ কুসুমানি চ।
শুক্লানি চৈব বস্ত্রাণি শ্বেতং চৈবানুলেপনম্ ॥২৫
সুগন্ধীনি চ মাল্যানি স্থলজান্যম্বুজানি চ।
চন্দনানি চ দিব্যানি গন্ধাংশ্চ বিবিধান্ বহূন্ ॥২৬

হউন। রাম হনুমান্‌কে এইরূপ বলিয়া সুগ্রীবকে বলিলেন— ।৯-১১

সুগ্রীব! তুমি সদাচার বিষয়ে অভিজ্ঞ, অতএব সদাচারী, উদার-বলবিক্রমশালী, বীর অঙ্গদকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত কর।১২

তোমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা বালীর জ্যেষ্ঠপুত্র অঙ্গদ, তাহার হৃদয় অতি মহান্ এবং তত্তুল্য বিক্রমশালী, সে যৌব-রাজ্যের উপযুক্ত পাত্র।১৩

শুভদর্শন! চারিমাস বারিবর্ষণকাল বর্ষাকাল বলিয়া কথিত আছে, তাহার প্রথমমাস শ্রাবণ আরম্ভ হইয়াছে।১৪

হে সৌম্য! এখন আমাদের সীতা উদ্ধারের জন্য উদ্‌যোগের সময় নহে, সুতরাং তুমি এইসময়ে মনোরম পুরীতে প্রবেশ কর, আমিও লক্ষ্মণের সহিত এই পর্বতে বাস করি।১৫

এই গিরিগুহা প্রশস্ত ও মনোহর, ইহাতে বায়ুর গমনাগমন হইয়া থাকে, এই স্থানের সমীপবর্ত্তী প্রভূত জলসম্পন্ন প্রচুর কমলোৎপল—শোভিত জলাশয় আছে।১৬

সৌম্য! বর্ষা নিবৃত্ত হইলে কার্তিকমাসে রাবণ বধের জন্য তুমি উদ্‌যোগী হইবে, এখন তাহার সময় নয়, অতএব এই সময়ে তুমি নিজস্থানে গমনপূর্বক রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া সুহৃদ্‌গণকে আনন্দিত কর। বানরেন্দ্র সুগ্রীবকে রাম এইপ্রকার আদেশ করিলে সুগ্রীব বালি-পালিতা মনোরমা কিষ্কিন্ধাপুরীতে প্রবেশ করিলেন। সেইসময় সহস্র সহস্র বানর বানরেন্দ্র সুগ্রীবকে পরিবেষ্টন করত পুরীমধ্যে প্রবেশ করিল। অনন্তর প্রজাসকল সমাহিত-চিত্তে মস্তক অবনত করিয়া দণ্ডবৎ হইয়া ভূমিতলে পতিত হইলে মহাবলবান্ ও বীর্য্যবান্ সুগ্রীব সেই সমস্ত প্রজাবর্গকে সম্ভাষণ পূর্বক উত্তোলন করাইয়া ভ্রাতার মনোরম অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। তাহার পর দেবগণ যেমন দেবরাজকে

অক্ষতং জাতরূপঞ্চ প্রিয়ঙ্গুং মধুসর্পিষী।
দধি চর্ম্ম চ বৈয়াঘ্রং পরার্ধ্যৌ চাপ্যুপানহৌ ॥২৭
সমালম্ভনমাদায় গোরচনং মনঃশিলাম্।
আজগ্মুস্তত্র মুদিতা বরাঃ কন্যাশ্চ ষোড়শ ॥২৮
ততস্তে বানরশ্রেষ্ঠমভিষেক্তুং যথাবিধি
রত্নৈর্বস্ত্রৈশ্চ ভক্ষ্যৈশ্চ তোষয়িত্বা দ্বিজর্ষভান্ ॥২৯
ততঃ কুশপরিস্তীর্ণং সমিদ্ধং জাতবেদসম্।
মন্ত্রপূতেন হবিষা হুত্বা মন্ত্রবিদো জনাঃ ॥৩০
ততো হেমপ্রতিষ্ঠানে বরাস্তরণসংবৃতে।
প্রাসাদশিখরে রম্যে চিত্রমাল্যোপশোভিতে ॥৩১
প্রাঙ্‌মুখং বিধিবন্মন্ত্রৈঃ স্থাপয়িত্বা বরাসনে।
নদী-নদেভ্যঃ সংহৃত্য তীর্থেভ্যশ্চ সমন্ততঃ ॥৩২
আহৃত্য চ সমুদ্রেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যো বানরর্ষভাঃ।
অপঃ কনককুম্ভেষু নিধায় বিমলং জলম্ ॥৩৩
শুভৈর্ঋষভশৃঙ্গৈশ্চ কলসৈশ্চৈব কাঞ্চনৈঃ।
শাস্ত্রদৃষ্টেন বিধিনা মহর্ষি-বিহিতেন চ ॥৩৪
গয়ো গবাক্ষো গবয়ঃ শরভো গন্ধমাদনঃ।
মৈন্দশ্চ দ্বিবিদশ্চৈব হনুমান্ জাম্ববাংস্তথা ॥৩৫
অভ্যষিঞ্চত সুগ্রীবং প্রসন্নেন সুগন্ধিনা।
সলিলেন সহস্রাক্ষং বসবো বাসবং যথা ॥৩৬
অভিষিক্তে তু সুগ্রীবে সর্ব্বে বানরপুঙ্গবাঃ।
প্রচুক্রুশুর্মহাত্মানো হৃষ্টাঃ শতসহস্রশঃ ॥৩৭
রামস্য তু বচঃ কুর্ব্বন্ সুগ্রীবো বানরেশ্বরঃ।
অঙ্গদং সম্পরিষ্বজ্য যৌবরাজ্যেঽভ্যষেচয়ৎ ॥৩৮
অঙ্গদে চাভিষিক্তে তু সানুক্রোশাঃ প্লবঙ্গমাঃ।
সাধু সাধ্বিতি সুগ্রীবং মহাত্মানো হ্যপূজয়ন্ ॥৩৯
রামঞ্চৈব মহাত্মানং লক্ষ্মণঞ্চ পুনঃ পুনঃ।
প্রীতাশ্চ তুষ্টুবুঃ সর্ব্বে তাদৃশে তত্র বর্ত্তিনি ॥৪০

অভিষিক্ত করিয়াছিলেন, সেইপ্রকার সুহৃদগণ পুরপ্রবিষ্ট ভীমবিক্রম বানরপ্রধান সুগ্রীবকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিতে উদ্‌যোগ করিল। তারপর স্বর্ণ-ভূষিত পাণ্ডুরবর্ণ ছত্র, সুবর্ণদণ্ড-যুক্ত যশস্কর মূল্যবান্ ব্যজনদ্বয়, সকলপ্রকার রত্ন, সর্বৌষধি, বটবৃক্ষের অধঃস্থলের শাখা ও পুষ্প, বহুমূল্য বস্ত্র, শ্বেত অনুলেপন, সুগন্ধিবহুল মাল্য, স্থলপদ্ম ও জলপদ্মসমূহ, দিব্যচন্দন, নানাবিধ গন্ধদ্রব্য, অক্ষত (আতপ চাউল), স্বর্ণ, প্রিয়ঙ্গু, মধু, ঘৃত, দধি, ব্যাঘ্রচর্ম ও মূল্যবান্ পাদুকাযুগল,—এইসকল দ্রব্য অভিষেকের জন্য সংগ্রহ করা হইল।১৭-২৭

পরমাসুন্দরী ষোড়শ কন্যা হৃষ্টচিত্তে অনুলেপন দ্রব্য, গোরোচনা ও মনঃশীলা লইয়া তথায় আগমন করিল। অনন্তর বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীবের অভিষেকের জন্য রত্ন, বস্ত্র ও বিবিধ ভক্ষ্য দ্বারা দ্বিজশ্রেষ্ঠগণের সন্তোষসাধন করিয়া মন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণ কুশপূর্ণ জ্বলন্ত অগ্নিতে মন্ত্রপূত হবিঃ দ্বারা আহুতি-প্রদান করিল।২৮-৩০

অনন্তর গয়, গবাক্ষ, গবয়, শরভ, গন্ধমাদন, মৈন্দ, দ্বিবিদ, হনুমান্ ও জাম্বুবান্ প্রভৃতি বানরবৃন্দ সুগ্রীবকে মনোহর ও চিত্রিত মাল্যশোভিত প্রাসাদ শিখরেস্থিত উত্তম আস্তরণবৃত স্বর্ণ সিংহাসনে যথাবিধি মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক পূর্বমুখে উপবেশন করাইয়া চতুর্দিকস্থ সমস্ত নদ, নদী ও সাগর হইতে আনীত বিমলজলসমূহ স্বর্ণকুম্ভে স্থাপন করিয়া বৃষশৃঙ্গ ও কাঞ্চনময়কলস দ্বারা মহর্ষিগণ বিহিত শাস্ত্রবিধি অনুযায়ী নির্মল সুগন্ধি তীর্থজল দ্বারা, দেবগণ কর্তৃক বাসবের অভিষেকের ন্যায় সুগ্রীবের অভিষেক সম্পাদন করিল।৩১-৩৬

সুগ্রীব বানর-রাজ্যে অভিষিক্ত হইলে শতসহস্র মহাতেজস্বী বানরবৃন্দ অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া আনন্দধ্বনি করিতে লাগিল।৩৭

বানরাধীশ সুগ্রীব রামের আদেশানুসারে অঙ্গদকে আলিঙ্গন করিয়া যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন।৩৮

অঙ্গদ যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইলে মহাত্মা দয়ার্দ্র-হৃদয় বানরগণ সুগ্রীবকে 'সাধু সাধু' বলিয়া প্রশংসা করিতে লাগিলেন।৩৯

হৃষ্টপুষ্টজনাকীর্ণা পতাকাধ্বজশোভিতা।
বভূব নগরী রম্যা কিষ্কিন্ধা গিরিগহ্বরে ॥৪১

নিবেদ্য রামায় তদা মহাত্মনে
মহাভিষেকং কপিবাহিনীপতিঃ।
রুমাঞ্চ ভার্য্যামুপলভ্য বীর্য্যবান্
অবাপ রাজ্যং ত্রিদশাধিপো যথা ॥৪২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে ষড়্বিংশঃ সর্গঃ ॥

সুগ্রীব ও অঙ্গদ কিষ্কিন্ধায় তাদৃশরূপে অবস্থিত হইলে সকলেই মহাত্মা রাম ও লক্ষ্মণের প্রতি প্রীতিলাভ করিয়া সন্তোষ প্রকাশ পূর্ব্বক স্তুতি করিতে লাগিলেন।৪০

তখন গিরিগহ্বরস্থিত কিষ্কিন্ধানগরী হৃষ্টপুষ্ট-জনগণে পরিপূর্ণ ও ধ্বজপতাকাদিতে সুশোভিত হইয়া অতি রমণীয় শোভা ধারণ করিল।৪১

কপি (বানর)-বাহিনীপতি বীর্য্যবান্ সুগ্রীব মহাত্মা রামকে আপন অভিষেকের সকল বিষয় জ্ঞাপন করত ভার্য্যা রুমাকে লাভ করিয়া ত্রিদিবেশ্বর ইন্দ্রের ন্যায় রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন।৪২

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে ষড়্বিংশ সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তবিংশঃ সর্গঃ

[প্রস্রবণগিরিশিখরে রাম-লক্ষ্মণয়োঃ কথোপকথনম্ ।]

অভিষিক্তে তু সুগ্রীবে প্রবিষ্টে বানরে গুহাম্ ।
আজগাম সহ ভ্রাত্রা রামঃ প্রস্রবণং গিরিম্ ॥১
শার্দূলমৃগসঙ্ঘুষ্টং সিংহৈর্ভীমরবৈর্বৃতম্ ।
নানাগুল্মলতাগূঢ়ং বহুপাদপসঙ্কুলম্ ॥২
ঋক্ষ-বানর-গোপুচ্ছৈর্মার্জারৈশ্চ নিষেবিতম্ ।
মেঘরাশিনিভং শৈলং নিত্যং শুচিকরং শিবম্ ॥৩
তস্য শৈলস্য শিখরে মহতীমায়তাং গুহাম্ ।
প্রত্যগৃহ্নীত বাসার্থং রামঃ সৌমিত্রিণা সহ ॥৪
কৃত্বা চ সময়ং রামঃ সুগ্রীবেণ সহানঘঃ ।
কালযুক্তং মহদ্বাক্যমুবাচ রঘুনন্দনঃ ॥৫
বিনীতং ভ্রাতরং ভ্রাতা লক্ষ্মণং লক্ষ্মীবর্দ্ধনম্ ।
ইয়ং গিরিগুহা রম্যা বিশালা যুক্তমারুতা ॥৬
অস্যাং বৎস্যাম সৌমিত্রে বর্ষরাত্রমরিন্দম ।
গিরিশৃঙ্গমিদং রম্যমুত্তমং পার্থিবাত্মজ ॥৭
শ্বেতাভিঃ কৃষ্ণতাম্রাভিঃ শিলাভিরুপশোভিতম্ ।
নানাধাতুসমাকীর্ণং নদীদর্দুরসংযুতম্ ॥৮
বিবিধৈর্বৃক্ষষণ্ডৈশ্চ চারুচিত্রলতাযুতম্ ।
নানাবিহগসঙ্ঘুষ্টং ময়ূরবরনাদিতম্ ॥৯
মালতীকুন্দগুল্মৈশ্চ সিন্দুবারৈঃ শিরীষকৈঃ ।
কদম্বার্জ্জুনসর্জৈশ্চ পুষ্পিতৈরুপশোভিতম্ ॥১০
ইয়ঞ্চ নলিনী রম্যা ফুল্লপঙ্কজমণ্ডিতা ।
নাতিদূরে গুহায়া নৌ ভবিষ্যতি নৃপাত্মজ ॥১১
প্রাগুদক্প্রবণে দেশে গুহা সাধু ভবিষ্যতি ।
পশ্চাচ্চৈবোন্নতা সৌম্য নিবাতেয়ং ভবিষ্যতি ॥১২

সপ্তবিংশ সর্গ

[প্রস্রবণ গিরিশিখরে শ্রীরাম ও লক্ষ্মণের মধ্যে পরস্পরের কথোপকথন ।]

সুগ্রীব কিষ্কিন্ধারাজ্যে অভিষিক্ত হইলে এবং বানরগণ নিজ নিজ গুহায় প্রবেশ করিলে রঘুনন্দন রাম ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত প্রস্রবণনামক পর্বতে আগমন করিলেন ।১

সেই প্রস্রবণপর্বত মৃগ ও ব্যাঘ্রের গর্জনে এবং ভয়ঙ্কর শব্দকারী সিংহগণে পরিপূর্ণ। ঋক্ষ, বানর, গোপুচ্ছ ও বিড়াল প্রভৃতি পশুসমূহ তথায় বাস করে এবং তাহা নানাবিধ গুল্ম ও লতাজালে সমাচ্ছাদিত, বহু বৃক্ষে পূর্ণ, মেঘরাশি সদৃশ সুদৃশ্য, পবিত্র ও শুভপ্রদ ।২-৩

অতঃপর রাম লক্ষ্মণের সহিত সেই পর্বতে অবস্থান করিবার জন্য তাহার শিখরে অতিবিস্তৃত এক গুহা অবলম্বন করিলেন ।৪

নিষ্পাপ রঘুনন্দন রাম সুগ্রীবের সহিত পূর্বোক্তপ্রকার নিয়মাবদ্ধ বিনীত ভ্রাতা লক্ষ্মীবর্ধন লক্ষ্মণকে অকালোচিত এইরূপ মহৎ বাক্য বলিলেন— হে সুমিত্রানন্দন! এই গিরিগুহা অতি মনোরম ও বিস্তৃত, ইহাতে বিশুদ্ধ বায়ু প্রবাহিত হইয়া থাকে, অতএব বর্ষার কয়েকরাত্রি এইস্থানে অতিবাহিত করিব। এই গিরিশিখর অতি উৎকৃষ্ট ও আনন্দজনক, ইহার কোন কোন স্থান শ্বেত, কৃষ্ণ এবং তাম্রবর্ণ শিলা দ্বারা সুশোভিত, আবার কোনস্থান নানাবিধ ধাতু পরিব্যাপ্ত, কোথাও বা বিবিধ বৃক্ষসমূহ মনোহর চিত্রিত লতাজালে সমাচ্ছাদিত, কোন কোন স্থান নদীতীরস্থিত ভেকগণে পরিপূর্ণ, আবার কোনস্থানে বিবিধ পক্ষিগণ

গুহাদ্বারে চ সৌমিত্রে শিলা সমতলা শিবা।
কৃষ্ণা চৈবায়তা চৈব ভিন্নাঞ্জনচয়োপমা ॥১৩
গিরিশৃঙ্গমিদং তাত পশ্য চোত্তরতঃ শুভম্।
ভিন্নাঞ্জনচয়াকারমম্ভোধরমিবোদিতম্ ॥১৪
দক্ষিণস্যামপি দিশি স্থিতং শ্বেতমিবাম্বরম্।
কৈলাসশিখরপ্রখ্যং নানাধাতুবিরাজিতম্ ॥১৫
প্রাচীনবাহিনীং চৈব নদীং ভৃশমকর্দমাম্।
গুহায়াঃ পরতঃ পশ্য ত্রিকূটে জাহ্নবীমিব ॥১৬
চন্দনৈস্তিলকৈঃ সালৈস্তমালৈরতিমুক্তকৈঃ।
পদ্মকৈঃ সরলৈশ্চৈব অশোকৈশ্চৈব শোভিতাম্ ॥১৭
বানীরৈস্তিমিদৈশ্চৈব বকুলৈঃ কেতকৈরপি।
হিন্তালৈস্তিনিশৈর্নীপৈর্বেতসৈঃ কৃতমালকৈঃ ॥১৮
তীরজৈঃ শোভিতা ভাতি নানারূপৈস্ততস্ততঃ।
বসনাভরণোপেতা প্রমদেবাভ্যলঙ্কৃতা ॥১৯
শতশঃ পক্ষিসঙ্ঘৈশ্চ নানানাদবিনাদিতা।
একৈকমনুরক্তৈশ্চ চক্রবাকৈরলঙ্কৃতা ॥২০
পুলিনৈরতিরম্যৈশ্চ হংস-সারসসেবিতা।
প্রহসন্ত্যেব ভাত্যেষা নানারত্নসমন্বিতা ॥২১
ক্বচিন্নীলোৎপলৈশ্ছন্না ভাতি রক্তোৎপলৈঃ ক্বচিৎ।
ক্বচিদাভাতি শুক্লৈশ্চ দিব্যৈঃ কুমুদকুড্মলৈঃ ॥২২
পারিপ্লবশতৈর্জুষ্টা বর্হি-ক্রৌঞ্চবিনাদিতা।
রমণীয়া নদী সৌম্য মুনিসঙ্ঘনিষেবিতা ॥২৩
পশ্য চন্দনবৃক্ষাণাং পঙ্‌ক্তীঃ সুরুচিরা ইব।
ককুভানাঞ্চ দৃশ্যন্তে মনসৈবোদিতাঃ সমম্ ॥২৪

দ্বারা শব্দিত, কোথাও বা ময়ূর রবে নিনাদিত এবং কোন কোন স্থানে পুষ্পিত মালতী, কুন্দ, গুল্ম, সিন্ধুবার, শিরীষ, কদম্ব, অর্জুন ও সর্জ প্রভৃতি বৃক্ষসকল সুশোভিত রহিয়াছে।৫-১০

হে নৃপাত্মজ! এই যে প্রস্ফুটিত পদ্মসমূহে পূর্ণ রমণীয় সরোবর দেখিতেছ, ইহার জল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে আমাদের গুহার নিকটবর্তী হইবে। আর এই গুহার পূর্বোত্তর দিক্ অবনত এবং পশ্চিমপ্রান্ত উন্নত থাকায় বাসের পক্ষে অতিশয় সুখকর হইবে। ১১-১২

সুমিত্রাসুত! এই গুহাদ্বারে বিদলিত অঞ্জন (কাজল)রাশি তুল্য, কৃষ্ণবর্ণ, দীর্ঘ ও সমতল যে একখণ্ড শিলা রহিয়াছে। (তাহা আমাদের উপবেশনের উপযোগী হইবে)।১৩

বৎস! এই গিরিশৃঙ্গের উত্তরভাগ বিদলিত অঞ্জনাকার মেঘের ন্যায় উদিত হইয়াছে এবং দক্ষিণভাগ নানাধাতু বিরাজিত কৈলাসশিখরসদৃশ শ্বেতবর্ণ বস্ত্রের ন্যায় অবস্থিত রহিয়াছে।১৪-১৫

লক্ষ্মণ! আরও দেখ, গুহার অগ্রভাগে চিত্রকূট-শিখরস্থিত জাহ্নবীসদৃশ সুনির্মল পূর্ববাহিনী নদী, চন্দন, তিলক, শাল, তমাল, পুণ্ড্রক, পদ্মক, সরল (পীতবৃক্ষ) জলবেতস, তিমি, বকুল, কেতক, হিন্তাল, তিনিশ কদম্ব, বেতস, কৃতমালক, অশোক প্রভৃতি উভয় তীর-জাত বহুবিধ বৃক্ষসমূহ বিভূষিতা হইয়া বিচিত্রা বসন ও আভরণসমূহে অলঙ্কৃতা প্রমদার ন্যায় সুন্দর শোভা পাইতেছে।১৬-১৯

শত শত পক্ষীদিগের নানাবিধ ধ্বনি দ্বারা নিনাদিত, পরস্পর অনুরক্ত চক্রবাকসমূহে সুশোভিত, অতি রমণীয় পুলিন সমন্বিত, হংস ও সারস সকলে পূর্ণ এবং বহুবিধ রত্নে বিভূষিত হইয়া ইহা যেন হাস্য করিতেছে।২০-২১

কোন স্থান নীলোৎপল দ্বারা ও আবার কোনস্থান রক্তোৎপল দ্বারা সমাচ্ছন্ন হইয়া শোভা পাইতেছে; কোন কোন স্থানে বা দিব্য শুক্লবর্ণ দিব্য কুমুদমুকুল দ্বারা আবৃত হইয়া পরমরমণীয় শোভা বিস্তার করিতেছে।২২

আরও এই শুভদর্শনা নদী শত শত পারিপ্লব পক্ষীগণে পূর্ণা, ময়ূর ও ক্রৌঞ্চ প্রভৃতির রবে মুখরিতা এবং মুনিবৃন্দে ব্যাপ্তা হইয়া অধিকতর শোভিতা হইয়াছে।২৩

হে শত্রুনাশন সুমিত্রাকুমার! দেখ, এই সকল

অহো সুরমণীয়োঽয়ং দেশঃ শত্রুনিষূদন।
দৃঢ়ং রংস্যাব সৌমিত্রে সাধ্বত্র নিবসাবহে ॥২৫
ইতশ্চ নাতিদূরে সা কিষ্কিন্ধা চিত্রকাননা।
সুগ্রীবস্য পুরী রম্যা ভবিষ্যতি নৃপাত্মজ ॥২৬
গীত-বাদিত্রনির্ঘোষঃ শ্রূয়তে জয়তাং বর।
নদতাং বানরাণাঞ্চ মৃদঙ্গাড়ম্বরৈঃ সহ ॥২৭
লব্ধ্বা ভার্য্যাং কপিবরঃ প্রাপ্য রাজ্যং সুহৃদ্বৃতঃ।
ধ্রুবং নন্দতি সুগ্রীবঃ সম্প্রাপ্য মহতীং শ্রিয়ম্ ॥২৮
ইত্যুক্ত্বা ন্যবসত্তত্র রাঘবঃ সহলক্ষ্মণঃ।
বহুদৃশ্যদরীকুঞ্জে তস্মিন্ প্রস্রবণে গিরৌ ॥২৯
সুসুখে হি বহুদ্রব্যে তস্মিন্ হি ধরণীধরে।
বসতস্তস্য রামস্য রতিরল্পাঽপি নাভবৎ ॥৩০
হৃতাং হি ভার্য্যাং স্মরতঃ প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সীম্।
উদয়াভ্যুদিতং দৃষ্ট্বা শশাঙ্কঞ্চ বিশেষতঃ ॥৩১
আবিবেশ ন তং নিদ্রা নিশাসু শয়নং গতম্।
তৎসমুত্থেন শোকেন বাষ্পোপহতচেতনম্ ॥৩২
তং শোচমানং কাকুৎস্থং নিত্যং শোকপরায়ণম্।
তুল্যদুঃখোঽব্রবীদ্ ভ্রাতা লক্ষ্মণোঽনুনয়ং বচঃ ॥৩৩
অলং বীর ব্যথাং গত্বা ন ত্বং শোচিতুমর্হসি।
শোচতো হ্যবসাদস্তি সর্বথা বিদিতং হি তে ॥৩৪
ভবান্ ক্রিয়াপরো লোকে ভবান্ দেবপরায়ণঃ।
আস্তিকো ধর্ম্মশীলশ্চ ব্যবসায়ী চ রাঘবঃ ॥৩৫
ন হ্যব্যবসিতঃ শত্রুং রাক্ষসং তং বিশেষতঃ।
সমর্থস্ত্বং রণে হন্তুং বিক্রমে জিহ্মকারিণম্ ॥৩৬
সমুন্মূলয় শোকং ত্বং ব্যবসায়ং স্থিরীকুরু।
ততঃ সপরিবারং তং রাক্ষসং হন্তুমর্হসি ॥৩৭
পৃথিবীমপি কাকুৎস্থ সসাগরবনাচলাম্।
পরিবর্তয়িতুং শক্তঃ কিং পুনস্তং হি রাবণম্ ॥৩৮

মনোরম চন্দন ও ককুভ্ বৃক্ষশ্রেণী কেমন মনের অভিলাষ মতই যেন উন্নত হইয়া দৃষ্ট হইতেছে। এইস্থান অত্যন্ত আশ্চর্য্যজনক ও অতিশয় রমণীয়; সুতরাং এইস্থানে আমরা সুখে অবস্থান করত সম্যগ্রূপে প্রীতিলাভ করিব।২৪-২৫

রাজকুমার! বিচিত্র কানন-সমন্বিতা মনোমোহিনী সুগ্রীবের পুরী কিষ্কিন্ধানগরীও ইহার সমীপবর্তিনী হইবে।২৬

হে বিজয়িশ্রেষ্ঠ! মৃদঙ্গ বাদ্যের সহিত গীতকারী বানরজনের গীত ও বাদিত্র শব্দ শোনা যাইতেছে ইহা দ্বারা বুঝা যায়—কপিপ্রবর সুগ্রীব ভার্য্যা, রাজ্য ও মহতী সম্পত্তিলাভ করত সুহৃদ্বর্গে পরিবৃত হইয়া সতত আনন্দ প্রাপ্ত হইতেছে।২৭-২৮

রঘুনন্দন রাম এইকথা বলিয়া ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত সেই দৃশ্য, বহুল গুহা ও কুঞ্জসমন্বিত প্রস্রবণ নামক পর্বতে নিবাস করিতে লাগিলেন।২৯

কিন্তু বহু দ্রব্যসমন্বিত অতি সুখকর সেই প্রস্রবণ পর্বতে থাকিয়াও রাম প্রাণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠা রাবণ কর্তৃক অপহৃতা ভার্য্যা সীতাকে স্মরণ করিতে করিতে কিঞ্চিন্মাত্রও সুখলাভ করিতে পারিলেন না, বিশেষতঃ উদয়াচলে শশধর (চন্দ্র) উদিত হইয়াছে দেখিয়া রাত্রিকালে শয়ন করিয়াও নিদ্রাবিষ্ট হইতে পারিলেন না। সীতার বিরহে অশ্রুভারাক্রান্ত হৃদয়ে অচেতন হইয়া পড়িতেন। সর্বদা শোক-পরায়ণ কাকুৎস্থ রামকে এইপ্রকার শোক করিতে দেখিয়া সমদুঃখভাগী ভ্রাতা লক্ষ্মণ সানুনয়ে তাঁহাকে বলিলেন।৩০-৩৩

হে বীর! আপনি বৃথা ব্যথিত হইবেন না এবং শোক করাও আপনার উচিত হইতেছে না; কারণ, আপনি জানেন যে, পুরুষ শোক-কাতর হইলে তাহার সমস্ত কর্তব্য নষ্ট হইয়া যায়।৩৪

হে রঘুনন্দন! আপনি ক্রিয়াবান্, দেবপরায়ণ, আস্তিক, ধর্মশীল এবং উদ্‌যোগী পুরুষ হইয়াও এইসময়ে শোকহেতু এইরূপ উৎসাহহীন হইলে—বিক্রমবিষয়ে কুটিলমতি সেই শত্রু রাক্ষস-রাবণকে যুদ্ধে বিনাশ করিতে সমর্থ হইবেন না।৩৫-৩৬

আপনি সর্বতোভাবে শোক পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় অধ্যবসায়কে অচলভাবে রক্ষা করুন। তাহা হইলেই সেই শত্রু রাক্ষসকে সপরিবারে নিহত করিতে

শরৎকালং প্রতীক্ষস্ব প্রাবৃট্কালোঽয়মাগতঃ।
ততঃ সরাষ্ট্রং সগণং রাবণং তং বধিষ্যসি ॥৩৯

অহং তু খলু তে বীর্য্যং প্রসুপ্তং প্রতিবোধয়ে।
দীপ্তৈরাহুতিভিঃ কালে ভস্মাচ্ছন্নমিবানলম্ ॥৪০

লক্ষ্মণস্য হি তদ্বাক্যং প্রতিপূজ্য হিতং শুভম্।
রাঘবঃ সুহৃদং স্নিগ্ধমিদং বচনমব্রবীৎ ॥৪১

বাচ্যং যদনুরক্তেন স্নিগ্ধেন চ হিতেন চ।
সত্যবিক্রমযুক্তেন তদুক্তং লক্ষ্মণ ত্বয়া ॥৪২

এষ শোকঃ পরিত্যক্তঃ সর্ব্বকার্য্যাবসাদকঃ।
বিক্রমেষ্বপ্রতিহতং তেজঃ প্রোৎসাহয়াম্যহম্ ॥৪৩

শরৎকালং প্রতীক্ষিষ্যে স্থিতোঽস্মি বচনে তব।
সুগ্রীবস্য নদীনাঞ্চ প্রসাদমনুপালয়ন্ ॥৪৪

উপকারেণ বীরস্তু প্রতিকারেণ যুজ্যতে।
অকৃতজ্ঞোঽপ্রতিকৃতো হন্তি সত্ত্ববতাং মনঃ ॥৪৫

তদেব যুক্তং প্রণিধায় লক্ষ্মণঃ
কৃতাঞ্জলিস্তৎ প্রতিপূজ্য ভাষিতম্।
উবাচ রামং স্বভিরামদর্শনং
প্রদর্শয়ন্ দর্শনমাত্মনঃ শুভম্ ॥৪৬

যথোক্তমেতত্তব সর্ব্বমীপ্সিতং
নরেন্দ্র কর্ত্তা নচিরাত্তু বানরঃ।
শরৎপ্রতীক্ষঃ ক্ষমতামিমং ভবান্
জলপ্রপাতং রিপুনিগ্রহে ধৃতঃ ॥৪৭

নিয়ম্য কোপং পরিপাল্যতাং শরৎ
ক্ষমস্ব মাসাংশ্চতুরো ময়া সহ।
বসাচলেঽস্মিন্ মৃগরাজসেবিতে
সংবর্ত্তয়ন্ শত্রুবধে সমর্থঃ ॥৪৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে সপ্তবিংশঃ সর্গঃ ॥

পারিবেন। আপনি সাগর, কানন ও পর্বত-সমন্বিতা এই পৃথিবীকেও পরিবর্তিত করাইতে পারেন সেইস্থলে রাবণের কথা কি বলিব ? ৩৭-৩৮

যাহা হউক, এখন প্রাবৃট্ (বর্ষা)কাল সমাগত হইয়াছে; শরৎকালের প্রতীক্ষা করুন, তাহা হইলেই রাষ্ট্র ও বান্ধববর্গের সহিত রাবণকে বধ করিতে পারিবেন।৩৯

যেমন হোমকালে প্রদীপ্ত আহুতি প্রদান করিলে ভস্মাচ্ছাদিত অনল প্রজ্বলিত হয়, সেইরূপ আমি এতাদৃশ বীররসোদ্দীপক বাক্যসহায়ে আপনার প্রসুপ্ত বীর্য্যকে উদ্বোধিত করিতেছি।৪০

রঘুনন্দন রাম লক্ষ্মণ কথিত মঙ্গলজনক ও হিতকর সেই বাক্য সাদরে গ্রহণপূর্বক প্রিয়তর সুহৃদ্ লক্ষ্মণকে এইকথা বলিলেন।৪১

হে লক্ষ্মণ! অনুরক্ত, প্রিয় ও হিতকারী ব্যক্তির যাহা বক্তব্য, সত্য-বিক্রমসম্পন্ন তুমি তাহাই বলিয়াছ।৪২

অতঃপর আমি সর্বকর্ম্মের অবসাদক এই শোক পরিত্যাগ করিয়া বিক্রমে অপ্রতিহত তেজকে প্রকৃষ্টরূপে উৎসাহিত করিতেছি।৪৩

তোমার বাক্যের বশবর্ত্তী হইয়া সুগ্রীবের চিত্তপ্রসাদ ও নদীসকলের প্রসাদ অর্থাৎ নির্মলজলত্বরূপ প্রসন্নতা স্মরণ করিতে করিতে শরৎকালের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।৪৪

সেইসময়ে মনে হয়, সুগ্রীব আমায় সাহায্য করিবেন; কারণ—বীরপুরুষগণ উপকৃত হইলে অবশ্যই প্রত্যুপকার করিয়া থাকে। যদ্যপি তাহারা অকৃতজ্ঞ হয় এবং প্রত্যুপকার না করে, তাহা হইলে সাধুগণের চিত্ত কখনই আর তাহাতে প্রবৃত্ত হইবে না।৪৫

লক্ষ্মণ 'রামের বাক্যই উপযুক্ত' এইরূপ সমাধান করত কৃতাঞ্জলি হইয়া সেই বাক্যের সম্মাননা করিলেন এবং আপনার শুভদর্শিত্ব প্রদর্শনপূর্বক প্রিয়দর্শন রামকে বলিতে লাগিলেন।৪৬

হে নরেন্দ্র! আপনার যাহা অভিলষিত, তাহা আপনি ব্যক্ত করিলেন, কপিপ্রবর সুগ্রীবও অচিরাৎ তাহা সম্পাদন করিতে সমর্থ হইবেন; এইহেতু আপনি শত্রুনিগ্রহে স্থিরনিশ্চয় হইয়া শরৎকালের প্রতীক্ষা করত উপস্থিত বর্ষাকালের কয়েকমাস সহ্য করুন।৪৭

আপনি ক্রোধ সংবরণ পূর্বক শরৎকালের প্রতীক্ষায় চারিমাস সহ্য করিয়া আমার সহিত মৃগরাজসেবিত এই পর্বতে অবস্থান করুন, তাহা হইলেই শত্রুবধে সমর্থ হইবেন।৪৮

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে সপ্তবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টাবিংশঃ সর্গঃ

[শ্রীরামেণ বর্ষর্তোর্বর্ণনম্।]

স তদা বালিনং হত্বা সুগ্রীবমভিষিচ্য চ।
বসন্ মাল্যবতঃ পৃষ্ঠে রামো লক্ষ্মণমব্রবীৎ ॥১
অয়ং স কালঃ সম্প্রাপ্তঃ সময়োঽদ্য জলাগমঃ।
সম্পশ্য ত্বং নভো মেঘৈঃ সংবৃতং গিরিসন্নিভৈঃ ।২
নবমাসধৃতং গর্ভং ভাস্করস্য গভস্তিভিঃ।
পীত্বা রসং সমুদ্রাণাং দ্যৌঃ প্রসূতে রসায়নম্ ॥৩
শক্যমম্বরমারুহ্য (ক) মেঘসোপানপঙ্ক্তিভিঃ।
কুটজার্জুনমালাভিরলঙ্কর্ত্তুং দিবাকরঃ ॥৪
সন্ধ্যারাগোত্থিতৈস্তাম্রৈরন্তেষ্বপি চ পাণ্ডুভিঃ।
স্নিগ্ধৈরভ্রপটচ্ছেদৈর্বদ্ধব্রণমিবাম্বরম্ ॥৫
মন্দমারুতিনিঃশ্বাসং সন্ধ্যাচন্দনরঞ্জিতম্।
আপাণ্ডুজলদং ভাতি কামাতুরমিবাম্বরম্ ॥৬
এষা ধর্ম্মপরিক্লিষ্টা নববারিপরিপ্লুতা।
সীতেব শোকসন্তপ্তা মহী বাষ্পং বিমুঞ্চতি ॥৭
মেঘোদরবিনির্মুক্তাঃ কর্পূরদলশীতলাঃ।
শক্যমঞ্জলিভিঃ পাতুং বাতাঃ কেতকগন্ধিনঃ ॥৮
এষ ফুল্লার্জ্জুনঃ শৈলঃ কেতকৈরভিবাসিতঃ।
সুগ্রীব ইব শান্তারির্ধারাভিরভিষিচ্যতে ॥৯
মেঘকৃষ্ণাজিনধরা ধারাযজ্ঞোপবীতিনঃ।
মারুতাপূরিতগুহাঃ প্রাধীতা ইব পর্ব্বতাঃ ॥১০

অষ্টাবিংশ সর্গ

[শ্রীরাম কর্তৃক বর্ষাঋতু বর্ণন।]

রাম এইরূপে বালীবধের পর সুগ্রীবকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া মাল্যবান্ পর্বতের উপরিভাগে অবস্থান করত লক্ষ্মণকে বলিলেন ।১

লক্ষ্মণ! দেখ—এই সেই বর্ষাকাল উপস্থিত, অদ্য পর্বতাকারমেঘসমূহ দ্বারা নভোমণ্ডল পরিবেষ্টিত হইয়াছে ।২

নভোমণ্ডলরূপতরুণী কার্তিকাবধি আষাঢ় পর্য্যন্ত নয়মাস সূর্য্যরশ্মি দ্বারা সমুদ্রের রস পান করিয়া এতাবৎকাল উদরে ধারণ করত বর্ষাসমূহ উপস্থিত হইলে উদরস্থিত সেই সলিল বিসর্জন করে ।৩

গিরিমল্লিকা ও অর্জুনবৃক্ষ সকল মেঘরূপ সোপান পঙ্ক্তি, দ্বারা গগনমার্গে আরোহণ পূর্বক যেন সূর্য্যকে মাল্যাকৃত করিতে উদ্যত হইয়াছে ।৪

(ক) অত্র 'শক্যো হ্যম্বরমাসাদ্য' ইতি পাঠো যুক্তঃ।
'শক্য অঞ্জলিভিঃ' ইতি তু স্বচ্ছঃ পাঠঃ ॥

অম্বর (আকাশ)তল সন্ধ্যারাগে তাম্রবর্ণ এবং তাহার অভ্যন্তরে পাণ্ডুবর্ণ ও কিঞ্চিৎ জলসংসর্গে স্নিগ্ধ মেঘরূপ বস্ত্র দ্বারা অম্বরতলকে বদ্ধব্রণের সদৃশ মনে হইতেছে ।৫

আরও অম্বরতল প্রবাহিত মন্দ মন্দ বায়ুকে তাহার নিঃশ্বাসের মত মনে হইল এবং সন্ধ্যাকালীন রক্তিম-বর্ণরূপ রক্তচন্দনচর্চিত ও ঈষৎ পাণ্ডুরবর্ণ জলদজালে পরিবৃত হওয়ায় সেই অম্বরতলকে কামাতুরের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে ।৬

গ্রীষ্মতাপসন্তপ্তা ঘর্মাক্তা এই পৃথিবী অধুনা নব বারিধারায় পরিপ্লুতা হইয়া শোকসন্তপ্তা সীতার ন্যায় অশ্রুবারি বিমোচন করিতেছে ।৭

মেঘগর্ভ হইতে বিনির্মুক্ত, কর্পূরসংসিক্তজলবৎ শীতল, কেতক পুষ্পের গন্ধবাহী এই বাতাসকে অঞ্জলিদ্বারা পান করিবার যোগ্য বোধ হইতেছে ।৮

কেতকপুষ্প সুবাসিত ও পুষ্পিত অর্জুনবৃক্ষসমন্বিত এই গিরিবর বিনষ্টশত্রু সুগ্রীবসদৃশ জলধারায় অভিষিক্ত হইতেছে ।৯

কশাভিরিব হৈমীভির্বিদ্যুদ্ভিরভিতাড়িতম্ ।
অন্তঃস্তনিতনির্ঘোষং সবেদনমিবাম্বরম্ ॥১১
নীলমেঘাশ্রিতা বিদ্যুৎ স্ফুরন্তী প্রতিভাতি মে ।
স্ফুরন্তী রাবণস্যাঙ্কে বৈদেহীব তপস্বিনী ॥১২
ইমাস্তা মন্মথবতাং হিতাঃ প্রতিহতা দিশঃ ।
অনুলিপ্তা ইব ঘনৈর্নষ্টগ্রহনিশাকরাঃ ॥১৩
ক্বচিদ্ বাষ্পাভিসংরুদ্ধান্ বর্ষাগমসমুৎসুকান্ ।
কুটজান্ পশ্য সৌমিত্রে পুষ্পিতান্ গিরিসানুষু ।
মম শোকাভিভূতস্য কামসন্দীপনান্ স্থিতান্ ॥১৪
রজঃ প্রশান্তং সহিমোঽদ্য বায়ু-
নিদাঘদোষপ্রসরাঃ প্রশান্তাঃ ।
স্থিতা হি যাত্রা বসুধাধিপানাং
প্রবাসিনো যান্তি নরাঃ স্বদেশান্ ॥১৫

মেঘরূপ কৃষ্ণাজিনধারী ও বারিধারারূপ যজ্ঞোপবীত-শালী পর্বতসকলের গুহাসমস্ত বায়ুপূর্ণ হওয়ায় ঐ পর্বত-সকল যেন উচ্চৈঃস্বরে বেদপাঠক ব্রাহ্মণগণের ন্যায় লক্ষিত হইতেছে।১০

স্বর্ণনির্মিত যে বিদ্যুৎপুঞ্জ কশার (চাবুকের) ন্যায় গগনমণ্ডলকে পীড়িত করিতেছে এবং সেই মেঘ শব্দরূপ কাতরতা সূচক শব্দে যেন আপনাকে বেদনাভিভূত বলিয়া জানাইতেছে।১১

নবীন-নীলমেঘাশ্রিত বিদ্যুৎ স্ফুরিত হইয়া যেন রাবণের ক্রোড়স্থিতা তপস্বিনী বিদেহরাজনন্দিনী সীতা সদৃশ আমার নিকট প্রকাশ পাইতেছে।১২

এই পূর্বাদি দিক্‌সকল মেঘজালে সমাচ্ছন্ন, এজন্য গ্রহ নক্ষত্রাদি-বিহীন অন্ধকারময় হওয়ায় কোন্ দিক্ পূর্ব ও কোন্ দিক্ পশ্চিম, কিছুই জানা যাইতেছে না; সেইহেতু ইহা সস্ত্রীক কামাসক্ত ব্যক্তিগণের সুখপ্রদ হইয়া উঠিয়াছে।১৩

হে সুমিত্রাকুমার! দেখ, এই পর্বতশিখরে বর্ষাকালহেতু সমুচ্ছ্রিত, নবজলসংসর্গে ভূমি হইতে সমুদ্গত, বাষ্পনিচয়ে সংরুদ্ধ ও পুষ্পিত কুটজবৃক্ষ সমস্ত আমি শোকে অভিভূত হওয়ায় আমার কামোদ্দীপন করত অবস্থিত রহিয়াছে।১৪

সম্প্রস্থিতা মানসবাসলুব্ধাঃ
প্রিয়ান্বিতাঃ সম্প্রতি চক্রবাকাঃ ।
অভীক্ষ্ণবর্ষোদকবিক্ষতেষু
যানানি মার্গেষু ন সম্পতন্তি ॥১৬
ক্বচিৎ প্রকাশং ক্বচিদপ্রকাশং
নভঃ প্রকীর্ণাম্বুধরং বিভাতি ।
ক্বচিৎ ক্বচিৎ পর্ব্বতসন্নিরুদ্ধং
রূপং যথা শান্তমহার্ণবস্য ॥১৭
ব্যামিশ্রিতং সর্জ-কদম্বপুষ্পৈ-
র্নবং জলং পর্ব্বতধাতুতাম্রম্ ।
ময়ূরকেকাভিরনুপ্রয়াতং
শৈলাপগাঃ শীঘ্রতরং বহন্তি ॥১৮

ধূলিসকল স্থির হইয়াছে, সুশীতল সমীরণ (বায়ু) প্রবাহিত হইতেছে এবং গ্রীষ্মদোষ তাপাদি প্রশান্ত হইয়া গিয়াছে। বসুধাধিপতি রাজগণের যুদ্ধযাত্রা নিবৃত্ত হইয়াছে এবং প্রবাসী পুরুষগণ প্রিয়াবিরহে বিদেশে অবস্থান করিতে অশক্ত হইয়া স্বদেশে আগমন করিতেছে।১৫

এখন চক্রবাকসমূহ মানস-সরোবরে বাস করিতে অভিলাষী হইয়া প্রিয়ার সহিত গমন করিতেছে, অতিশয় বর্ষাবারি দ্বারা পথসকল কর্দমাক্ত হইয়া কষ্টকর হওয়ায় রথাদি যানসকল যাতায়াত করিতেছে না।১৬

মেঘসমূহ বিক্ষিপ্ত থাকায় নভোমণ্ডল কোথাও প্রকাশ এবং কোথাও অপ্রকাশ হইয়া, স্থানে স্থানে পর্বত দ্বারা অবরুদ্ধ তরঙ্গবিহীন মহাসাগরের ন্যায় রূপধারণ করত সুশোভিত হইতেছে।১৭

এই সময় পার্বত্য নদীসকলের বর্ষাকালীন নূতন জলের অধিক বেগ উপস্থিত হইয়াছে, ঐ জলে সর্জ ও কদম্বফুল মিশ্রিত হইয়াছে৭ পর্বতে গৈরিক প্রভৃতি রক্তবর্ণ রং ও ময়ূরের কেকারব তাহার কল কল নাদের অনুসরণ করিয়া দ্রুতগতিতে বহিয়া যাইতেছে।১৮

রসাকুলং ষট্‌পদসন্নিকাশং
প্রভুজ্যতে জম্বুফলং প্রকামম্।
অনেকবর্ণং পবনাবধূতং
ভূমৌ পতত্যাম্রফলং বিপকম্ ॥১৯
বিদ্যুৎপতাকাঃ সবলাকমালাঃ
শৈলেন্দ্রকূটাকৃতিসন্নিকাশাঃ।
গর্জ্জন্তি মেঘাঃ সমুদীর্ণনাদা
মত্তা গজেন্দ্রা ইব সংযুগস্থাঃ ॥২০
বর্ষোদকাপ্যায়িতশাদ্বলানি
প্রবৃত্তনৃত্তোৎসববর্হিণানি।
বনানি নির্বৃষ্টবলাহকানি
পশ্যাপরাহ্লেষ্বধিকং বিভান্তি ॥২১
সমুদ্বহন্তঃ সলিলাতিভারং
বলাকিনো বারিধরা নদন্তঃ।
মহৎসু শৃঙ্গেষু মহীধরাণাং
বিশ্রম্য বিশ্রম্য পুনঃ প্রয়ান্তি ॥২২
মেঘাভিকামা পরিসম্পতন্তী
সম্মোদিতা ভাতি বলাকপঙ্‌ক্তিঃ।
বাতাবধূতা বরপৌণ্ডরীকী
লম্বেব মালা রুচিরাম্বরস্য ॥২৩
বালেন্দ্রগোপান্তরচিত্রিতেন
বিভাতি ভূমির্নবশাদ্বলেন।
গাত্রানুপৃক্তেন শুকপ্রভেণ
নারীব লাক্ষোক্ষিতকম্বলেন ॥২৪
নিদ্রা শনৈঃ কেশবমভ্যুপৈতি
দ্রুতং নদী সাগরমভ্যুপৈতি।
হৃষ্টা বলাকা ঘনমভ্যুপৈতি
কান্তা সকামা প্রিয়মভ্যুপৈতি ॥২৫
জাতা বনান্তাঃ শিখিসুপ্রনৃত্তা
জাতাঃ কদম্বাঃ সকদম্বশাখাঃ।
জাতা বৃষা গোষু সমানকামা
জাতা মহী শস্যবনাভিরামা ॥২৬
বহন্তি বর্ষন্তি নদন্তি ভান্তি
ধ্যায়ন্তি নৃত্যন্তি সমাশ্বসন্তি।

সকল লোক ভ্রমরের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ ও সরস জম্বুফল ইচ্ছানুসারে ভোজন করিতেছে এবং নানাবিধ বর্ণের পক্ক আম্রফল বায়ু দ্বারা সঞ্চালিত হইয়া ভূমিতলে পতিত হইতেছে।১৯

বিদ্যুৎপতাকাবিশিষ্ট বলাকাশ্রেণীমাল্য শোভিত গিরীন্দ্রশিখরাকার ঘোরশব্দযুক্ত মেঘসমূহ যুদ্ধস্থিত মত্ত মহামাতঙ্গ সদৃশ গর্জন করিতেছে।২০

দেখ, ঐ কাননমধ্যে মেঘসকল প্রচুর বর্ষাবারি দ্বারা তৃণসমূহকে পরিতৃপ্ত করায় ও ময়ূরসকল নৃত্যোৎসবে প্রবৃত্ত হওয়ায় এই কানন অপরাহ্ণকালে অত্যধিক শোভা পাইতেছে।২১

মেঘসকল বকপঙ্‌ক্তিতে পরিবেষ্টিত হইয়া অতিশয় সলিলভার বহন পূর্বক গর্জন করিতে করিতে সুমহান্ পর্বতসমূহের শিখরদেশে একবার বিশ্রাম করিয়া পুনর্বার গমন করিতেছে।২২

বলকাপঙ্‌ক্তি গর্ভধারণের জন্য মেঘের নিকট কামনা করিয়া হর্ষভরে অন্তরীক্ষমার্গে বিচরণ করত গগন-মণ্ডলে বায়ুবেগে কম্পিত, লম্বমান ও মনোরম পুণ্ডরীক-মালার তুল্য শোভা পাইতেছে।২৩

ছোট ছোট ইন্দ্রগোপ (রক্তবর্ণ পোকা বিশেষ) দ্বারা অভ্যন্তরে চিত্রিতা ও নবতৃণশোভিতা এই ভূমি মধ্যদেশে লাক্ষাবিন্দু-চিত্রিত, গাত্রসংলগ্ন ও শুকপক্ষিবর্ণ কম্বলে আবৃতা নারীর ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে।২৪

এই সময়ে নিদ্রা (বিষ্ণু যে চারি মাস শয়ন করিয়া থাকেন) অল্পে অল্পে কেশবের সন্নিহিত হইতেছে, নদীসকল দ্রুতবেগে সমুদ্র অভিমুখে গমন করিতেছে, বলাকা হৃষ্ট হইয়া গর্ভধারণে জন্য মেঘের নিকটবর্তী হইতেছে ও বারাঙ্গনাগণ কামবশীভূত হইয়া স্বীয় পতির নিকট গমন করিতেছে। বনের প্রান্তভাগ ময়ূরগণের নৃত্যস্থান হইয়াছে, কদম্ববৃক্ষ পুষ্পিত পল্লব-পুঞ্জে পরিবৃত হইতেছে, গো ও বৃষসকল পরস্পর তুল্যরূপে কামবশীভূত হইয়াছে; পৃথ্বীমণ্ডল শস্য ও বন-রাজি দ্বারা রমণীয় হইয়াছে।২৫-২৬

এদিকে নদীসকল প্রবাহিতা হইতেছে, জলধর(মেঘ)গণ বর্ষণ করিতেছে, মত্ত-মাতঙ্গসকল উচ্চৈঃস্বরে শব্দ করিতেছে,

নদ্যো ঘনা মত্তগজা বনান্তাঃ
প্রিয়াবিহীনাঃ শিখিনঃ প্লবঙ্গমাঃ ॥২৭
প্রহর্ষিতাঃ কেতকিপুষ্পগন্ধ-
মাঘ্রায় মত্তা বননির্ঝরেষু।
প্রপাতশব্দাকুলিতা গজেন্দ্রাঃ
সার্ধং ময়ূরৈঃ সমদা নদন্তি ॥২৮
ধারানিপাতৈরভিহন্যমানাঃ
কদম্বশাখাসু বিলম্বমানাঃ।
ক্ষণার্জিতং পুষ্পরসাবগাঢ়ং
শনৈর্মদং ষট্চরণাস্ত্যজন্তি ॥২৯
অঙ্গারচূর্ণোৎকরসন্নিকাশৈঃ
ফলৈঃ সুপর্য্যাপ্তরসৈঃ সমৃদ্ধৈঃ।
জম্বূদ্রুমাণাং প্রবিভান্তি শাখা
নিপীয়মানা ইব ষট্পদৌঘৈঃ ॥৩০
তড়িৎপতাকাভিরলঙ্কৃতানা-
মুদীর্ণগম্ভীরমহারবাণাম্।
বিভান্তি রূপাণি বলাহকানাং
রণোৎসুকানামিব বারণানাম্ ॥৩১
মার্গানুগঃ শৈলবনানুসারী
সম্প্রস্থিতো মেঘরবং নিশম্য।
যুদ্ধাভিকামঃ প্রতিনাদশঙ্কী
মত্তো গজেন্দ্রঃ প্রতি সন্নিবৃত্তঃ ॥৩২
ক্বচিৎ প্রগীতা ইব ষট্পদৌঘৈঃ
ক্বচিৎ প্রনৃত্তা ইব নীলকণ্ঠৈঃ।
ক্বচিৎ প্রমত্তা ইব বারণেন্দ্রৈ-
র্বিভান্ত্যনেকাশ্রয়িণো বনান্তাঃ ॥৩৩
কদম্বসর্জার্জুনকন্দলাঢ্যা
বনান্তভূমির্মধুবারিপূর্ণা।
ময়ূরমত্তাভিরুতপ্রনৃত্তৈ-
রাপানভূমিপ্রতিমা বিভাতি ॥৩৪
মুক্তাসমাভং সলিলং পতদ্ বৈ
সুনির্মলং পত্রপুটেষু লগ্নম্।
হৃষ্টা বিবর্ণচ্ছদনা বিহঙ্গাঃ
সুরেন্দ্রদত্তং তৃষিতাঃ পিবন্তি ॥৩৫
ষট্পাদতন্ত্রীমধুরাভিধানং
প্লবঙ্গমোদীরিতকণ্ঠতালম্।

বনের প্রান্তভাগ সুশোভিত হইতেছে, প্রিয়াহীন পুরুষগণ চিন্তামগ্ন হইয়াছে, শিখি (ময়ূর)কুল আনন্দ সহকারে নৃত্য করিতেছে, প্লবঙ্গম(বানর)গণ সুগ্রীবের রাজলাভ হেতু আশ্বাসিত হইতেছে।২৭

কাননস্থিত নির্ঝর সমীপে ক্রীড়ারত কেতকপুষ্প-গন্ধের আঘ্রাণে হৃষ্ট মদমত্ত মাতঙ্গগণ নির্ঝরশব্দে আকুলিত হইয়া ময়ূরগণের সঙ্গে নিনাদ করিতেছে।২৮

কদম্বশাখাবস্থিত ভ্রমরসমূহ বর্ষার ধারানিপাতে অভিহত হইয়া উৎসব সহকারে অর্জিত পুষ্পসমূহের রসাস্বাদ হেতু প্রবৃদ্ধ মদ মন্দ বিসর্জন করিতেছে।২৯

পিণ্ডাকার-অঙ্গারচূর্ণ সদৃশ বহুল সুস্বাদু প্রচুর রসপূর্ণ ফল দ্বারা জম্বুবৃক্ষের শাখাসমূহ যেন ভ্রমরগণ কর্তৃক ভক্ষিত হইতেছে।৩০

বিদ্যুৎপতাকাশোভিত, গম্ভীর ও ভয়ঙ্কর নিনাদী মেঘসমূহের আকৃতিও রণে রণোৎসুক পতাকাযুক্ত বানরগণের আকৃতির ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে।৩১

অপর পর্বতবনে গমনোদ্যত মত্তমাতঙ্গগণ যুদ্ধাভিলাষে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পশ্চাতে মেঘধ্বনি শ্রবণ পূর্বক শত্রুধ্বনি শঙ্কা করত পথিমধ্যে ফিরিয়া দাঁড়াইতেছে।৩২

সমস্ত বনানীর প্রান্তভাগে কোন স্থানে ভ্রমর সকলের সহিত যেন সঙ্গীত, কোন স্থানে ময়ূরগণের সহিত যেন নৃত্য করায় এবং কোন স্থানে বারাঙ্গনাদিগের সহিত যেন প্রমত্ত হওয়ায় বহুল রতিভাব প্রকাশিত হইতেছে।৩৩

মধুসদৃশ বারিদ্বারা পরিপূর্ণ, কদম্ব, শাল, অর্জুন, ও স্থলপদ্ম বৃক্ষ-সমন্বিত বনের অভ্যন্তরস্থ ভূমি ময়ূরগণের মত্ততা, ধ্বনি ও নৃত্য দ্বারা মধুশালার ন্যায় মনে হইতেছে।৩৪

আবিষ্কৃতং মেঘমৃদঙ্গনাদৈ-
র্বনেষু সঙ্গীতমিব প্রবৃত্তম্ ॥৩৬

ক্বচিৎ প্রনৃত্তৈঃ ক্বচিদুন্নদদ্ভিঃ
ক্বচিচ্চ বৃক্ষাগ্রনিষণ্ণকায়ৈঃ।
ব্যালম্ববর্হাভরণৈর্ময়ূরৈ-
র্বনেষু সঙ্গীতমিব প্রবৃত্তম্ ॥৩৭

স্বনৈর্ঘনানাং প্লবগাঃ প্রবুদ্ধা
বিহায় নিদ্রাং চিরসন্নিরুদ্ধাম্।
অনেকরূপাকৃতিবর্ণনাদা
নবাম্বুধারাভিহতা নদন্তি ॥৩৮

নদ্যঃ সমুদ্বাহিতচক্রবাকা-
স্তটানি শীর্ণান্যপবাহয়িত্বা।
দৃপ্তা নবপ্রাবৃতপূর্ণভোগা-
দ্রুতং সভর্ত্তারমুপোপযান্তি ॥৩৯

নীলেষু নীলা নববারিপূর্ণা
মেঘেষু মেঘাঃ প্রতিভান্তি সক্তাঃ।
দবাগ্নিদগ্ধেষু দবাগ্নিদগ্ধাঃ
শৈলেষু শৈলা ইব বদ্ধমূলাঃ ॥৪০

প্রমত্তসন্নাদিতবর্হিণানি
সশক্রগোপাকুলশাদ্বলানি।
চরন্তি নীপার্জুনবাসিতানি
গজাঃ সুরম্যাণি বনান্তরাণি ॥৪১

নবাম্বুধারাহতকেসরাণি
দ্রুতং পরিত্যজ্য সরোরুহাণি।
কদম্বপুষ্পাণি সকেসরাণি
নবানি হৃষ্টা ভ্রমরাঃ পিবন্তি ॥৪২

মত্তা গজেন্দ্রা মুদিতা গবেন্দ্রা
বনেষু বিক্রান্ততরা মৃগেন্দ্রাঃ।
রম্যা নগেন্দ্রা নিভৃতা নরেন্দ্রাঃ
প্রক্রীড়িতো বারিধরৈঃ সুরেন্দ্রঃ ॥৪৩

মেঘাঃ সমুদ্ভূতসমুদ্রনাদা-
মহাজলৌঘৈর্গগনাবলম্বাঃ।

জলসেক বশতঃ বিবর্ণপক্ষ তৃষিত পক্ষিসকল হৃষ্ট হইয়া মেঘ হইতে পতিত, সুরেন্দ্রপ্রদত্ত, পত্রপুট সংলগ্ন মুক্তাসম উজ্জ্বল, সুনির্মল সলিল পান করিতেছে।৩৫

মেঘধ্বনিরূপ মৃদঙ্গ বাদ্যের সহিত ভ্রমরধ্বনিরূপ মধুর বীণাশব্দ ও ভেকগণের উচ্চারিত শব্দ কণ্ঠতালরূপে আবিষ্কৃত হওয়ায় বনমধ্যে যেন সঙ্গীত আরম্ভ হইয়াছে।৩৬

আর অরণ্যের কোন কোন স্থানে লম্বমান বর্হাভরণে বিভূষিত ময়ূরগণ মনোরম নৃত্যে ও কোনস্থানে উচ্চৈঃস্বরে শব্দ করায় এবং কোথাও বা বৃক্ষের অগ্রভাগে শরীর সংলগ্ন করিয়া থাকায় অনুমিত হয় যেন অরণ্যে নৃত্যগীত আরম্ভ হইয়াছে।৩৭

মেঘ গর্জন-শ্রবণে প্রবুদ্ধ বহুরূপাকৃতি নানাবিধবর্ণ ও বিচিত্র শব্দকারী ভেকসমূহ নববারিধারায় অভিষিক্ত হইয়া দীর্ঘকালের নিদ্রা পরিবর্জনপূর্বক উচ্চৈঃস্বরে শব্দ করিতেছে।৩৮

নদীসকল কামাতুরা কামিনীগণের ন্যায় উদ্ধতভাবে জীর্ণ বেলাভূমিরূপ বৃদ্ধাদিগকে উপেক্ষা করত চক্রবাকরূপ স্তনমণ্ডল উচ্চ করিয়া পূর্ণভোগ সমাদৃত, পুষ্পাদি উপহারে আচ্ছাদিত স্বীয় স্বামীর নিকট গমন করিতেছে।৩৯

নববারি-পরিপূর্ণ মেঘজাল নীলমেঘে সংসক্ত হইয়া কখনও বদ্ধমূল নীলমেঘের ন্যায় প্রকাশিত হইতেছে এবং দাবাগ্নিদগ্ধ-পর্বতে সংলগ্ন হইয়া সেই পর্বতের ন্যায়ই প্রতিভাত হইয়াছে।৪০

এদিকে প্রমত্ত ময়ূরগণের কেকাধ্বনিতে মুখরিত, ইন্দ্রগোপ-কীটে আচ্ছাদিত, নবতৃণ সমন্বিত, অর্জুন ও কদম্ব-পুষ্পদ্বারা সুবাসিত এবং সুরম্য কাননমধ্যে হস্তিসমূহ বিচরণ করিতেছে।৪১

ভ্রমরসকল নববারিধারায় ছিন্নকেশর-পদ্মসমূহকে দ্রুত পরিত্যাগ করিয়া কেশরসমন্বিত নূতন কদম্ব-পুষ্পের মধু আনন্দ সহকারে পান করিতেছে।৪২

নদীস্তটাকানি সরাংসি বাপী
মহীঞ্চ কৃৎস্নামপবাহয়ন্তি ॥৪৪

বর্ষপ্রবেগাঃ বিপুলাঃ পতন্তি
প্রবান্তি বাতাঃ সমুদীর্ণবেগাঃ।
প্রণষ্টকূলাঃ প্রবহন্তি শীঘ্রং
নদ্যো জলং বিপ্রতিপন্নমার্গাঃ ॥৪৫

নরৈর্নরেন্দ্রা ইব পর্ব্বতেন্দ্রাঃ
সুরেন্দ্রদত্তৈঃ পবনোপনীতৈঃ।
ঘনাম্বুকুম্ভৈরভিষিচ্যমানা
রূপং শ্রিয়ং স্বামিব দর্শয়ন্তি ॥৪৬

ঘনোপগূঢ়ং গগনং ন তারা
ন ভাস্করোদর্শনমভ্যুপৈতি।
নবৈর্জলৌঘৈর্ধরণী বিতৃপ্তা
তমোবিলিপ্তা ন দিশঃ প্রকাশাঃ ॥৪৭

মহান্তি কূটানি মহীধরাণাং
ধারাবিধৌতান্যধিকং বিভান্তি।
মহাপ্রমাণৈর্বিপুলৈঃ প্রপাতৈ-
র্মুক্তাকলাপৈরিব লম্বমানৈঃ ॥৪৮

শৈলোপলপ্রস্খলমানবেগাঃ
শৈলোত্তমানাং বিপুলাঃ প্রপাতাঃ।
গুহাসু সন্নাদিতবর্হিণাসু
হারা বিকীর্য্যন্ত ইবাবভান্তি ॥৪৯

শীঘ্রপ্রবেগা বিপুলাঃ প্রপাতা
নির্ধৌতশৃঙ্গোপতলা গিরীণাম্।
মুক্তাকলাপপ্রতিমাঃ পতন্তো
মহাগুহোৎসঙ্গতলৈর্ধ্রিয়ন্তে ॥৫০

সুরতামর্দবিচ্ছিন্নাঃ স্বর্গস্ত্রীহারমৌক্তিকাঃ।
পতন্তি চাতুলা দিক্ষু তোয়ধারাঃ সমন্ততঃ ॥৫১

অরণ্যে হস্তিশ্রেষ্ঠসকল মত্ত হইয়াছে, বৃষভগণ আনন্দিত রহিয়াছে, সিংহসমূহ প্রভূত বিক্রম প্রকাশ করিতেছে, পর্বতবৃন্দ অত্যন্ত সৌন্দর্য্য প্রাপ্ত হইতেছে, নরেন্দ্রবর্গ প্রচ্ছন্ন হইয়াছে এবং সুরপতি ইন্দ্র মেঘসকলের সঙ্গে ক্রীড়া করিতেছেন।৪৩

সমুদ্র হইতেও অধিক গর্জনকারী এবং গগনাবলম্বী মেঘসমূহ স্বীয় প্রচণ্ডবারিপ্রবাহদ্বারা নদী, তট, সরোবর, বাপী এবং সমস্ত পৃথিবীকে প্লাবিত করিতেছে।৪৪

বিপুলবেগে বৃষ্টি পতিত হইতেছে, প্রচণ্ড বেগে বায়ু প্রবাহিত হইতেছে এবং অতিশয় বেগবতী নদীসকল সমস্ত কূল ভগ্ন ও রাজমার্গ প্লাবিত করত অতিক্রুত বহিয়া যাইতেছে।৪৫

নরগণ দ্বারা অভিষিক্ত নরেন্দ্রের ন্যায় নগেন্দ্রসকল বায়ুকর্ত্তৃক উপনীত সুরেন্দ্রদত্ত মেঘরূপ জলকুম্ভ দ্বারা যেন অভিষিক্ত হইয়া স্বীয় সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিতেছে।৪৬

আরও দেখ, নভোমণ্ডল মেঘজালে সমাবৃত হওয়ায় নক্ষত্র বা দিবাকর (সূর্য্য) দৃষ্ট হইতেছে না এবং দিক্‌সকল নিবিড় অন্ধকারে বিলিপ্ত হওয়ায় প্রকাশ পাইতেছে না। কেবলমাত্র পৃথিবী নববারি-বর্ষণে অতিশয় তৃপ্তিলাভ করিতেছে এবং বারিধারাধৌত পর্বতসমূহের অতি মহৎ শিখরসমস্ত লম্বমান বৃহৎ মুক্তকলাপসদৃশ বিপুল নির্ঝরসমূহে অত্যন্ত শোভান্বিত হইতেছে।৪৭-৪৮

পর্বতের পাষাণ বেগে স্খলিত হওয়ায় প্রচণ্ড বৃহৎ পর্বতসমূহে নিপতিত নির্ঝরজলধ্বনি ময়ূরধ্বনির ন্যায় ধ্বনি করিতে করিতে গুহামধ্যে বিক্ষিপ্ত হইয়া মুক্তামালার ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে।৪৯

যাহার বেগ শীঘ্রগামী, যাহা সংখ্যায় অধিক এবং পর্বতশিখরের নিম্নপ্রদেশ ধৌত করত স্বচ্ছ করিয়া দিয়াছে, যাহা দেখিতে মুক্তামালার ন্যায়, সেই পর্বতের ঝরণাসমূহ বৃহদ্ বৃহদ্ গুহাদ্বারা ক্রোড়ে ধৃত হইতেছে।৫০

দিব্য স্ত্রীসকলের সুরতক্রীড়াকালীন পরস্পর-দেহ আলিঙ্গন দ্বারা বিচ্ছিন্নহারস্থিত মুক্তাসমূহের ন্যায় অনুপম বারিধারা চারিদিকে নিক্ষিপ্ত হইতেছে।৫১

বিলীয়মানৈর্বিহগৈর্নিমীলদ্ভিশ্চ পঙ্কজৈঃ।
বিকসন্ত্যা চ মালত্যা গতোঽস্তং জ্ঞায়তে রবিঃ ॥৫২
বৃত্তা যাত্রা নরেন্দ্রাণাং সেনা পথ্যেব বর্ত্ততে।
বৈরাণি চৈব মার্গাশ্চ সলিলেন সমীকৃতাঃ ॥৫৩
মাসি প্রৌষ্ঠপদে ব্রহ্ম ব্রাহ্মণানাং বিবক্ষতাম্।
অয়মধ্যায়সময়ঃ সামগানামুপস্থিতঃ ॥৫৪
বিবৃত্তকর্ম্মাযতনো নূনং সঞ্চিতসঞ্চয়ঃ।
আষাঢ়ীমভ্যুপগতো ভরতঃ কোসলাধিপঃ ॥৫৫
নূনমাপূর্য্যমাণায়াঃ সরয্বা বর্ধতে রয়ঃ।
মাং সমীক্ষ্য সমায়ান্তমযোধ্যায়া ইব স্বনঃ ॥৫৬
ইমাঃ স্ফীতগুণা বর্ষাঃ সুগ্রীবঃ সুখমশ্নুতে।
বিজিতারিঃ সদারশ্চ রাজ্যে মহতি চ স্থিতঃ ॥৫৭
অহং তু হৃতদারশ্চ রাজ্যাচ্চ মহতশ্চ্যুতঃ।
নদীকুলমিব ক্লিন্নমবসীদামি লক্ষ্মণ ॥৫৮
শোকশ্চ মম বিস্তীর্ণো বর্ষাশ্চ ভৃশদুর্গমাঃ।
রাবণশ্চ মহাঞ্ছত্রুরপারঃ প্রতিভাতি মে ॥৫৯
অযাত্রাঞ্চৈব দৃষ্ট্বেমাং মার্গাংশ্চ ভৃশদুর্গমান্।
প্রণতে চৈব সুগ্রীবে ন ময়া কিঞ্চিদীরিতম্ ॥৬০
অপি চাপি পরিক্লিষ্টং চিরাদ্দারৈঃ সমাগতম্।
আত্মকার্য্যগরীয়স্ত্বাদ্ বক্তুং নেচ্ছামি বানরম্ ৬১
স্বয়মেব হি বিশ্রম্য জ্ঞাত্বা কালমুপাগতম্।
উপকারঞ্চ সুগ্রীবো বেৎস্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥৬২
তস্মাৎ কালপ্রতীক্ষোঽহং স্থিতোঽস্মি শুভলক্ষণ।
সুগ্রীবস্য নদীনাঞ্চ প্রসাদমভিকাঙ্ক্ষয়ন্ ॥৬৩

পক্ষিগণ বৃক্ষশাখায় বিলীন হওয়ায়, পদ্মসকল নিমীলিত হওয়ায় এবং মালতীমুকুল বিকসিত হওয়ায় মনে হইতেছে যেন সূর্য্য অস্ত গিয়াছেন।৫২

বারিবর্ষণবশতঃ রাজগণের যুদ্ধযাত্রা নিবৃত্ত হইয়া গিয়াছে, সেনাসকল যুদ্ধে গমন করিয়াও পথিমধ্যেই অবস্থিত রহিয়াছে এবং শত্রুমার্গ-সকল রুদ্ধ হইয়াছে—এইরূপে বৈর ও মার্গ (পথ) একই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে।৫৩

আর ভাদ্রমাসে যেসকল বেদাধ্যায়ন বিলাসী সামবেদী ব্রাহ্মণগণ গুরু-সন্নিধানে সংস্কার পূর্বক বেদপাঠ করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের এই সেই অধ্যয়নকাল উপস্থিত হইয়াছে।৫৪

কোশলরাজ ভরত আষাঢ় মাসের দিবস প্রাপ্ত হইয়া যজ্ঞস্থানের আচ্ছাদনাদি কার্য্য সমস্ত সম্পাদন পূর্বক নিশ্চয়ই প্রজাবর্গের জীবনোপায় সঞ্চয় করিয়া কৃতকৃত্য হইয়াছেন।৫৫

লক্ষ্মণ! যে সময়ে আমি অযোধ্যানগরী হইতে বনে আগমন করি, তখন আমাকে বনগামী দেখিয়া অযোধ্যাবাসী জনগণের যেরূপ কোলাহলধ্বনি উত্থিত হইয়াছিল; বোধ করি, অধুনা জল-পরিপূর্ণা সরযূরও সেইরূপ স্রোতঃশব্দ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে।৫৬

লক্ষ্মণ! সুগ্রীব শত্রুজয় করিয়া এই বর্ষাকালে সুমহৎ রাজ্যমধ্যে ভার্য্যা সহিত অবস্থান করত সুখভোগ করিতেছেন।৫৭

কিন্তু আমার ভার্য্যা হৃতা হইয়াছেন এবং রাজ্য হইতেও আমি ভ্রষ্ট হইয়াছি, সেইজন্য জলবেগগলিত নদীকূলের ন্যায় আমি অবসন্ন হইতেছি।৫৮

আমার শোক বৃদ্ধি হওয়ায় এবং অতি দুর্গম বর্ষা উপস্থিত হওয়ায় মহান্ শত্রু রাবণ অজেয়রূপে আমার নিকট প্রতিভাত হইতেছে।৫৯

আমি অপরিমিত বর্ষাহেতু পথসকল অতিশয় দুর্গম বোধ করিয়া সুগ্রীব কার্য্যানুরোধে প্রণত হইলেও সীতার অন্বেষণের জন্য তাহাকে কোন কিছু বলি নাই।৬০

সুগ্রীবকে অতিশয় দুঃখিত ও বহুকালের পর ভার্য্যার সহিত সমাগত জানিয়া এবং আত্মকার্য্য অল্পায়াস বা অল্পকালসাধ্য নহে বলিয়াই সেইসময় তাহাকে কিছু বলি নাই।৬১

এক্ষণে সুগ্রীব বিশ্রাম করিয়া স্বয়ং উপস্থিত সময় বিবেচনাপূর্বক প্রত্যুপকার করিতে ইচ্ছা করিবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই।৬২

শুভলক্ষণ! আমি সেইজন্যই সুগ্রীবের প্রসন্নতা ও

উপকারেণ বীরো হি প্রতীকারেণ যুজ্যতে।
অকৃতজ্ঞোঽপ্রতিকৃতো হন্তি সত্ত্ববতাং মনঃ ॥৬৪
অথৈবমুক্তঃ প্রণিধায় লক্ষ্মণঃ
কৃতাঞ্জলিস্তৎ প্রতিপূজ্য ভাষিতম্।
উবাচ রামং স্বভিরামদর্শনং
প্রদর্শয়ন্ দর্শনমাত্মনঃ শুভম্ ॥৬৫

যদুক্তমেতত্তব সর্ব্বমীপ্সিতং
নরেন্দ্র কর্ত্তা ন চিরাদ্ধরীশ্বরঃ।
শরৎপ্রতীক্ষঃ ক্ষমতামিদং ভবান্
জলপ্রপাতং রিপুনিগ্রহে ধৃতঃ ॥৬৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে অষ্টাবিংশঃ সর্গঃ ॥

নদীসকলের জলের স্বচ্ছতা অপেক্ষা করত শরৎকাল প্রতীক্ষা করিয়া রহিলাম।৬৩

বীরপুরুষগণ উপকৃত হইলে অবশ্যই প্রত্যুপকার করিয়া থাকে, যদ্যপি তাহারা অকৃতজ্ঞ হইয়া প্রত্যুপকার না করে, তাহা হইলে সাধুদিগের চিত্তও তদ্বিষয়ে আর কখনই প্রবৃত্ত হইবে না।৬৪

অতঃপর লক্ষ্মণ রাম কর্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া বিচার পূর্বক কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার বাক্য সম্মানিত করিয়া স্বীয় শুভ দৃষ্টির পরিচয় দানকরত প্রিয়দর্শন রামকে বলিলেন,—হে নরশ্রেষ্ঠ! আপনার যাহা অভিলষিত, আপনি তাহা ব্যক্ত করিলেন। বানরেন্দ্র সুগ্রীবও তাহা শীঘ্রই সম্পাদন করিতে সমর্থ হইবেন। অতএব আপনি শত্রুকে ধ্বংস করিতে স্থিরনিশ্চয় হইয়া শরৎকাল প্রতীক্ষা করত উপস্থিত এই বর্ষাকাল অতিবাহিত করুন।৬৫-৬৬

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে অষ্টাবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ঊনত্রিংশঃ সর্গঃ

[হনুমতা প্রবুদ্ধস্য সুগ্রীবস্য বানরসৈন্যানামেকত্র স্থাপনায় নীলং প্রতি আদেশঃ।]

সমীক্ষ্য বিমলং ব্যোম গতবিদ্যুদ্-বলাহকম্।
সারসাকুলসঙ্ঘুষ্টং রম্যজ্যোৎস্নানুলেপনম্ ॥১
সমৃদ্ধার্থঞ্চ সুগ্রীবং মন্দধর্মার্থসংগ্রহম্।
অত্যর্থং চাসতাং মার্গমেকান্তগতমানসম্ ॥২
নিবৃত্তকার্য্যং সিদ্ধার্থং প্রমদাভিরতং সদা।
প্রাপ্তবন্তমভিপ্রেতান্ সর্বানেব মনোরথান্ ॥৩
স্বাঞ্চ পত্নীমভিপ্রেতাং তারাং চাপি সমীপ্সিতাম্।
বিহরন্তমহোরাত্রং কৃতার্থং বিগতজ্বরম্ ॥৪
ক্রীড়ন্তমিব দেবেশং গন্ধর্বাপ্সরসাং গণৈঃ।
মন্ত্রিষু ন্যস্তকার্য্যঞ্চ মন্ত্রিণামনবেক্ষকম্ ॥৫
উচ্ছিন্নরাজ্যসন্দেহং কামবৃত্তমিব স্থিতম্।
নিশ্চিতার্থোঽর্থতত্ত্বজ্ঞঃ কালধর্মবিশেষবিৎ ॥৬
প্রসাদ্য বাক্যৈর্বিবিধৈর্হেতুমদ্ভির্মনোরমৈঃ।
বাক্যবিদ্ বাক্যতত্ত্বজ্ঞং হরীশং মারুতাত্মজঃ ॥৭
হিতং তথ্যঞ্চ পথ্যঞ্চ সাম-ধর্মার্থ-নীতিমৎ।
প্রণয়প্রীতিসংযুক্তং বিশ্বাসকৃতনিশ্চয়ম্ ॥৮
হরীশ্বরমুপাগম্য হনূমান্ বাক্যমব্রবীৎ।
রাজ্যং প্রাপ্তং যশশ্চৈব কৌলী শ্রীরভিবর্ধিতা ॥৯
মিত্রাণাং সংগ্রহঃ শেষস্তদ্ ভবান্ কর্ত্তুমর্হতি।
যো হি মিত্রেষু কালজ্ঞঃ সততং সাধু বর্ত্ততে ॥১০

ঊনত্রিংশ সর্গ

[হনুমানের দ্বারা প্রবুদ্ধ হইয়া সুগ্রীব কর্তৃক বানর সৈন্যগণকে একত্র করিবার জন্য নীলকে আদেশ দান।]

যিনি শাস্ত্রের নিশ্চিত সিদ্ধান্ত জানিতেন, কোন্ কর্ম করণীয় বা কোন্ কর্ম পরিত্যাজ্য এইসমস্ত বিষয়ে যাঁহার যথার্থ জ্ঞান ছিল, কোন্ সময়ে কোন্ বিশেষ ধর্মের অনুষ্ঠান করিতে হয়, ইহাও যাঁহার সম্যগ্‌রূপে জানা আছে, যিনি বাক্যপ্রয়োগে নিপুণ, সেই বায়ুপুত্র হনুমান্ বিদ্যুৎ ও মেঘহীন বিমল, রমণীয় শ্বেতচন্দনরূপ জ্যোৎস্নাপরিবৃত এবং মধুর কলরবকারী সারস-সমূহে পরিপূর্ণ নভোমণ্ডল দর্শন করিয়া বানরাধিপতি সুগ্রীব সমীপে গমনপূর্বক তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন,—তুমি সমৃদ্ধিশালী হইয়া ধর্ম ও অর্থসংগ্রহে অযত্নবান্ হইয়াছ, তোমার চিত্ত অসৎপথে অতিশয় আসক্ত হইয়াছে, তুমি 'বালীবধকার্য্য সম্পাদন ও রাজ্যলাভ করিয়া প্রমদাগণের সহিত সর্বদা রমণ করিতেছ। তুমি গন্ধর্বী ও অপ্সরাদিগের সহিত ক্রীড়াপরায়ণ দেবরাজের ন্যায় মনোভিলষিতা পত্নী রুমা ও তারার সহিত নিশ্চিন্তচিত্তে অহোরাত্র বিহার করত কৃতার্থ হইতেছ। সমস্ত রাজকার্য্যের ভার মন্ত্রিহস্তে অর্পণ করত মন্ত্রিকার্য্য কিছুই দেখিতেছ না এবং রাজ্যপালনে নিঃসন্দেহ হইয়া কামবৃত্তি অবলম্বনপূর্বক সুখে অবস্থান করিতেছ। হনুমান্ বাক্যের যিনি যথার্থ মর্ম বুঝিতে পারেন, সেই বানররাজ সুগ্রীবের নিকট যাইয়া তাঁহাকে এইপ্রকার হেতুসম্বলিত মনোজ্ঞ নানাবিধ বাক্য দ্বারা প্রসাদিত করিয়া পুনরায় সত্য অথচ হিতজনক এবং সাম, ধর্ম, অর্থ, শাস্ত্রবিশ্বাসী পুরুষের সুদৃঢ়নিশ্চয় ও প্রেমপূর্ণ ও নীতিযুক্ত এইরূপ বাক্য বলিলেন যে, হে ভূমিপ ! তুমি রাজ্য ও যশ প্রাপ্ত হইয়াছ এবং তোমার কুলপরম্পরা শ্রীও বর্ধিত হইয়াছে। পরন্তু তোমার মিত্রের যে কার্য্য অবশিষ্ট আছে, তাহা তোমার অবশ্য করণীয়; যেহেতু যে ব্যক্তি মিত্রগণের কার্য্য কখন কি করিতে হয়—ইহা জানে, সেই কালজ্ঞ সততই সুখে অবস্থান করেন এবং তাঁহার রাজ্য, কীর্তি ও প্রতাপ ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে

তস্য রাজ্যঞ্চ কীর্তিশ্চ প্রতাপশ্চাপি বর্ধতে।
যস্য কোশশ্চ দণ্ডশ্চ মিত্রাণ্যাত্মা চ ভূমিপ।
সমান্যেতানি সর্বাণি স রাজ্যং মহদশ্নুতে ॥১১
তত্ত্ববান্ বৃত্তসম্পন্নঃ স্থিতঃ পথি নিরত্যয়ে*।
মিত্রার্থমভিনীতার্থং যথাবৎ কর্তুমর্হতি ॥১২
সন্ত্যজ্য সর্বকর্মাণি মিত্রার্থে যো ন বর্ততে।
সম্ভ্রমাদ্ বিকৃতোৎসাহঃ সোহনর্থেনাবরুধ্যতে ॥১৩
যো হি কালব্যতীতেষু মিত্রকার্য্যেষু বর্ততে।
স কৃত্বা মহতোহপ্যর্থান্ ন মিত্রার্থেন যুজ্যতে ॥১৪
তদিদং মিত্রকার্য্যং নঃ কালাতীতমরিন্দম।
ক্রিয়তাং রাঘবস্যৈতদ্ বৈদেহ্যাঃ পরিমার্গণম্ ॥১৫
ন চ কালমতীতং তে নিবেদয়তি কালবিৎ।
ত্বরমাণোহপি স প্রাজ্ঞস্তব রাজন্ বশানুগঃ ॥১৬
কুলস্য হেতুঃ স্ফীতস্য দীর্ঘবন্ধুশ্চ রাঘবঃ।
অপ্রমেয়প্রভাবশ্চ স্বয়ং চাপ্রতিমো গুণৈঃ ॥১৭
তস্য ত্বং কুরু বৈ কার্য্যং পূর্বং তেন কৃতং তব।
হরীশ্বর কপিশ্রেষ্ঠানাজ্ঞাপয়িতুমর্হসি ॥১৮
ন হি তাবদ্ ভবেৎ কালো ব্যতীতশ্চোদনাদৃতে।
চোদিতস্য হি কার্য্যস্য ভবেৎ কালব্যতিক্রমঃ ॥১৯
অকর্তুরপি কার্য্যস্য ভবান্ কর্তা হরীশ্বর।
কিং পুনঃ প্রতিকর্তুস্তে রাজ্যেন চ বধেন চ ॥২০
শক্তিমানতিবিক্রান্তো বানরর্ক্ষগণেশ্বর।
কর্তুং দাশরথেঃ প্রীতিমাজ্ঞায়াং কিং নু সজ্জসে ॥২১
কামং খলু শরৈঃ শক্তঃ সুরাসুর-মহোরগান্।
বশে দাশরথিঃ কর্তুং ত্বৎপ্রতিজ্ঞামবেক্ষতে ॥২২

থাকে। যে ব্যক্তি কোশ, দণ্ড, মিত্র ও আত্মা এই সমস্তকে সমভাব বোধ করেন, তিনিই মহৎ রাজ্য ভোগ করিয়া থাকেন।১-১১

আপনি সদাচারসম্পন্ন ও নিত্য সনাতনধর্ম-পথাবলম্বী; এইহেতু আপনি মিত্রের জন্য পূর্বে যেরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা যথাযথরূপে পরিপালন করুন। যিনি স্বীয় কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া উৎসাহপূর্বক অতি শীঘ্র মিত্রকার্য্য সম্পাদনের জন্য প্রবৃত্ত না হন, তাঁহার নানাপ্রকার অনর্থ ঘটিয়া থাকে।১২-১৩

যিনি কার্য্যোচিত কাল অতিক্রম করিয়া মিত্রকার্য্য সাধনের জন্য যত্নবান্ হন, তিনি মহৎ কার্য্য করিলেও তাঁহার মিত্র কার্য্য করা হয় না।১৪

হে শত্রুনাশন! যদি তুমি মিত্র কার্য্য সাধনের জন্য কাল অতিক্রম না কর, তবে এক্ষণে রঘুনন্দন রামের সীতা অন্বেষণ কার্য্যে প্রবৃত্ত হও।১৫

রাজন! তোমার যে সেই কাল অতীত হয় নাই, তাহা তোমার একান্ত বশংবদ প্রাজ্ঞ ও কালবিৎ এই হনুমান্ ত্বরান্বিত হইয়া নিবেদন করিতেছে।১৬

হে বানরেশ্বর! অপরিমিত প্রভাবশালী স্বয়ং রাম ও লক্ষ্মণ তোমার মহদ্বংশের বৃদ্ধির কারণ, চিরকালের বন্ধু ও অপ্রতিমগুণশালী। রাম পূর্বে তোমার কার্য্য সাধন করিয়াছেন। এখন তুমি তাহার সীতান্বেষণরূপ কার্য্য সম্পাদন কর। আপনি শ্রেষ্ঠবানরগণকে সীতা অন্বেষণের জন্য আদেশ দান করুন।১৭-১৮

শ্রীরামচন্দ্র আমাদিগকে বলিবার পূর্বেই আমরা যদি সীতা অন্বেষণে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে তোমাকে কালাতিক্রম জন্য দোষে দূষিত হইতে হইবে না; যেহেতু আদেশানুসারে কার্য্যানুবর্তী হইলেই কালের ব্যতিক্রম হয়। হে বানরেন্দ্র! যাহারা কখন কাহারও উপকার করে না, তুমি সেইরূপ ব্যক্তিগণেরও উপকার করিয়া থাক। কিন্তু রাম তোমার উপকারী, তাঁহার প্রত্যুপকার না করিলে তোমার রাজ্য বা ধনে কি হইবে? তুমি শক্তিমান্, বিক্রমসম্পন্ন এবং বানর ও ঋক্ষ সকলের প্রভু, তবে কি কারণে দশরথপুত্র রামের কার্য্য-সাধনের জন্য বানরগণকে আদেশ দান করিতে বিলম্ব করিতেছ? ১৯-২১

*কোন কোন গ্রন্থে নিম্নলিখিত শ্লোকার্দ্ধটি অধিক দেখা যায়,—

তদিদং বীরকার্য্যং তে কালাতীতমরিন্দম।

প্রাণাত্যাগাবিশঙ্কেন কৃতং তেন মহৎ প্রিয়ম্।
তস্য মার্গাম বৈদেহীং পৃথিব্যামপি চাম্বরে ॥২৩
দেব-দানব-গন্ধর্বা অসুরাঃ সমরুদ্গণাঃ।
ন চ যক্ষা ভয়ং তস্য কুর্য্যুঃ কিমিব রাক্ষসাঃ ॥২৪
তদেবং শক্তিযুক্তস্য পূর্বং প্রতিকৃতস্তথা।
রামস্যার্হসি পিঙ্গেশ কর্তুং সর্বাত্মনা প্রিয়ম্ ॥২৫
নাধস্তাদবনৌ নাপ্সু গতির্নোপরি চাম্বরে।
কস্যচিৎ সজ্জতেহস্মাকং কপীশ্বর তবাজ্ঞয়া ॥২৬
তদা জ্ঞাপয় কঃ কিং তে কুতো বাপি ব্যবস্যতু।
হরয়ো হ্যপ্রধৃষ্যাস্তে সন্তি কোট্যগ্রতোহনঘ ॥২৭
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা কালে সাধু নিরূপিতম্।
সুগ্রীবঃ সত্ত্বসম্পন্নশ্চকার মতিমুত্তমাম্ ॥২৮
সন্দিদেশাতিমতিমান্ নীলং নিত্যকৃতোদ্যমম্।
দিক্ষু সর্বাসু সর্বেষাং সৈন্যানামুপসংগ্রহে ॥২৯
যথা সেনা সমগ্রা মে যূথপালাশ্চ সর্বশঃ।
সমাগচ্ছন্ত্যসঙ্গেন সেনাগ্র্যেণ তথা কুরু ॥৩০
যে ত্বন্তপালাঃ প্লবগাঃ শীঘ্রগা ব্যবসায়িনঃ।
সমানয়ন্তু তে শীঘ্রং ত্বরিতাঃ শাসনান্মম।
স্বয়ং চানন্তরং কার্য্যং ভবানেবানুপশ্যতু ॥৩১
ত্রি-পঞ্চরাত্রাদূর্ধ্বং যঃ প্রাপ্নুয়াদিহ বানরঃ।
তস্য প্রাণান্তিকো দণ্ডো নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥৩২
হরীংশ্চ বৃদ্ধানুপযাতু সাঙ্গদো-
ভবান্ মমাজ্ঞামধিকৃত্য নিশ্চিতম্।
ইতি ব্যবস্থাং হরিপুঙ্গবেশ্বরো-
বিধায় বেশ্ম প্রবিবেশ বীর্য্যবান্ ॥৩৩

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে ঊনত্রিংশঃ সর্গঃ ॥

দশরথনন্দন রাম সমরে বাণদ্বারা সুর, অসুর ও নাগগণকে অনায়াসে বশীভূত করিতে পারেন; কিন্তু তিনি তোমার অঙ্গীকার দেখিতেছেন ।২২

পৃথিবী ও অন্তরীক্ষের মধ্যে রামের সীতা অন্বেষণ করিয়া দিবে বলিয়া রাম মিত্রকার্য্যকর্তব্যজ্ঞানে নিরপরাধী বালীর প্রাণসংহার বিষয়েও অধর্মে শঙ্কাশূন্য হইয়া তোমার প্রিয়কার্য্য সাধন করিয়াছেন ।২৩

রাক্ষসের তো কথাই নাই—সমরে দেব, দানব, গন্ধর্ব, অসুর, মরুদ্গণ এবং যক্ষগণও সেই রামের ভয় উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় না ।২৪

বানরাধীশ! এইরূপ সেই শক্তিশালী রাম কর্তৃক উপকৃত হইয়াও তাঁহার প্রিয়কার্য্য-সাধনে সর্বপ্রকারে তোমার যত্ন করা উচিত ।২৫

হে কপীন্দ্র! আমাদিগের মধ্যে যে বানরগণ তোমার আজ্ঞা প্রতিপালন করিবেনা, তাহারা পৃথিবীর অধোভাগে—জলমধ্যে, পাতালে কিংবা অন্তরীক্ষ মধ্যেও স্থান পাইবেনা ।২৬

হে নিষ্পাপ! আপনার অধীনে কোটি সংখ্যারও অধিক বানর আছে, তাহাদের মধ্যে কাহাকে কোন্ কোন্ কার্য্য কিরূপে করিতে হইবে, তাহা অনুজ্ঞা করুন ।২৭

যথাকালে নিরূপিত হনুমানের সেই সাধুবাক্যসকল শ্রবণ করিয়া সত্ত্বগুণাবলম্বী সুগ্রীবের প্রকৃত বুদ্ধির উদয় হইল। অতিমনস্বী সুগ্রীব দিগ্‌দিগন্তে সৈন্যসংগ্রহের জন্য নিত্যোদ্‌যোগী নীলকে আদেশ করিলেন যে, যূথপতি ও সেনাপতিসকল শ্রেণীবদ্ধ হইয়া সেনাসকল অগ্রে করত যাহাতে আগমন করে, তাহা কর ।২৮-৩০

তন্মধ্যে যাহারা দিগন্তরক্ষক, শীঘ্রগামী এবং যুদ্ধে সুনিপুণ বানর, আমার শাসনানুসারে তাহাদিগকে শীঘ্র আনয়ন কর। তাহার পরে যাহা করণীয়, তুমি স্বয়ং সেই কার্য্যের অনুষ্ঠান কর ।৩১

পঞ্চদশ দিবসের পরে যে সকল বানর সমাগত হইবে, তাহাদিগের প্রাণদণ্ড করিতে আজ্ঞা দিবে—ইহাতে কোন বিচার করিবে না ।৩২

আমার আদেশানুযায়ী তুমি অঙ্গদের সহিত প্রাচীন বানরগণের নিকটে গমন কর। বীর্য্যবান্ কপীরাজ সুগ্রীব এইপ্রকার ব্যবস্থার বিধান করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন ।৩৩

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে ঊনত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ত্রিংশঃ সর্গঃ

[শরদৃতোর্বর্ণনম্, সুগ্রীবসমীপে গমনায় লক্ষ্মণং প্রতি শ্রীরামস্যাদেশশ্চ ।]

গৃহং প্রবিষ্টে সুগ্রীবে বিমুক্তে গগনে ঘনৈঃ ।
বর্ষরাত্রে স্থিতো রামঃ কামশোকাভিপীড়িতঃ ॥১
পাণ্ডুরং গগনং দৃষ্ট্বা বিমলং চন্দ্রমণ্ডলম্ ।
শারদীং রজনীং চৈব দৃষ্ট্বা জ্যোৎস্নানুলেপনাম্ ॥২
কামবৃত্তঞ্চ সুগ্রীবং নষ্টাঞ্চ জনকাত্মজাম্ ।
দৃষ্ট্বা কালমতীতঞ্চ মুমোহ পরমাতুরঃ ॥৩
স তু সংজ্ঞামুপাগম্য মুহূর্তান্মতিমান্নৃপঃ ।
মনঃস্থামপি বৈদেহীং চিন্তয়ামাস রাঘবঃ ॥৪
দৃষ্ট্বা চ বিমলং ব্যোম গতবিদ্যুদ্ বলাহকম্ ।
সারসারাবসজ্ঘুষ্টং বিললাপার্তয়া গিরা ॥৫
আসীনঃ পর্বতস্যাগ্রে হেমধাতুবিভূষিতে ।
শারদং গগনং দৃষ্ট্বা জগাম মনসা প্রিয়াম্ ॥৬
সারসারাবসন্নাদৈঃ সারসারাবনাদিনী ।
যাশ্রমে রমতে বালা সাদ্য মে রমতে কথম্ ॥৭
পুষ্পিতাংশ্চাসনান্ দৃষ্ট্বা কাঞ্চনানিব নির্মলান্ ।
কথং সা রমতে বালা পশ্যন্তী মামপশ্যতী ॥৮
যা পুরা কলহংসানাং কলেন কলভাষিণী ।
বুধ্যতে চারু সর্বাঙ্গী সাদ্য মে রমতে কথম্ ॥৯
নিঃস্বনং চক্রবাকানাং নিশম্য সহচারিণাম্ ।
পুণ্ডরীকবিশালাক্ষী কথমেষা ভবিষ্যতি ॥১০
সরাংসি সরিতো বাপীঃ কাননানি বনানি চ ।
তাং বিনা মৃগশাবাক্ষীং চরন্নাদ্য সুখং লভে ॥১১
অপি তাং মদ্বিয়োগাচ্চ সৌকুমার্য্যাচ্চ ভামিনীম্ ।
সুদূরং পীড়য়েৎ কামঃ শরদ্গুণনিরন্তরঃ ॥১২

ত্রিংশ সর্গ

[শরদ্ ঋতুর বর্ণনা, সুগ্রীবের নিকট যাইবার জন্য লক্ষ্মণকে শ্রীরামের আদেশ দান ।]

অতঃপর সুগ্রীব অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলে ও আকাশমণ্ডল মেঘশূন্য হইলে বর্ষারাত্রে অবস্থিত, কামশোক-পীড়িত রাম পাণ্ডুরবর্ণ আকাশ, বিমল চন্দ্রমণ্ডল এবং জ্যোৎস্নারূপ চন্দনলিপ্তা শারদীয়া রজনী অবলোকনপূর্বক জনকনন্দিনী সীতাকে অপহৃতা ও সুগ্রীবকে কামাসক্ত এবং সময় অতীত হইতেছে মনে করিয়া অতিশয় ব্যথিত হইয়া মোহিত হইলেন ।১-৩

কিন্তু সেই মতিমান্ নৃপতি রঘুনন্দন রাম মুহূর্তকাল পরে সংজ্ঞা লাভ করিয়া বিদেহরাজনন্দিনী সীতা মনোমধ্যে অবস্থান করিলেও তাঁহার জন্য চিন্তিত হইলেন ।৪

পরে রাম হেমবর্ণ ধাতু দ্বারা বিভূষিত পর্বতশিখরে উপবিষ্ট হইয়া বিদ্যুৎ ও বলাহক-হীন, মধুর কলকল-শব্দকারী সারসগণে পূর্ণ বিমল নভোমণ্ডলের শারদীয় সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া মনে মনে প্রিয়া সীতাকে স্মরণ করত করুণাপূর্ণ বাক্যে এইরূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন যে,—সারস-রব সদৃশ শব্দকারিণী যে বালা সারস-রব দ্বারা আশ্রমে ক্রীড়া করিতেন, আমার সেই প্রিয়া সীতা অদ্য কিরূপে ক্রীড়া করিবেন ? ৫-৭

যিনি কাঞ্চন-কুসুমের ন্যায় নির্মল ও পুষ্পিত অসন-নামক বৃক্ষ দর্শন করিয়া মুগ্ধচিত্তে বারংবার তাহাকেই দর্শন করিতেন, তিনি আমাকে ও সেই বৃক্ষসকলকে না দেখিয়া কিপ্রকারে ক্রীড়া করিবেন ? ৮

মধুরভাষিণী যে সীতার সমস্ত অঙ্গ মনোহর ছিল, যে সীতা পূর্বে কলহংসের মধুর রবে জাগরিত হইয়া ক্রীড়া করিতেন, তিনি আজ কিরূপে ক্রীড়া করিবেন ? ৯

যাঁহার বিশালনয়ন প্রফুল্ল পদ্মপুষ্পের ন্যায় শোভা পাইত, সেই সীতা সহচর চক্রবাকসমূহের শব্দ শ্রবণ

এবমাদি নরশ্রেষ্ঠো বিললাপ নৃপাত্মজঃ।
বিহঙ্গ ইব সারঙ্গঃ সলিলং ত্রিদশেশ্বরাৎ ॥১৩
ততশ্চঞ্চূর্য্য রম্যেষু ফলার্থী গিরিসানুষু।
দদর্শ পর্য্যুপাবৃত্তো লক্ষ্মীবাঁল্লক্ষ্মণোঽগ্রজম্ ॥১৪
স চিন্তয়া দুঃসহয়া পরীতং
বিসংজ্ঞমেকং বিজনে মনস্বী।
ভ্রাতুর্বিষাদাত্ত্বরিতোঽতিদীনঃ
সমীক্ষ্য সৌমিত্রিরুবাচ দীনম্ ॥১৫
কিমার্য্য কামস্য বশংগতেন
কিমাত্ম্যপৌরুষ্যপরাভবেন।
অয়ং হ্রিয়া সংহ্রিয়তে সমাধিঃ
কিমত্র যোগেন নিবর্ততে ন ॥১৬
ক্রিয়াভিযোগং মনসঃ প্রসাদং
সমাধিযোগানুগতঞ্চ কালম্
সহায়সামর্থ্যমদীনসত্ত্বঃ
স্বকর্মহেতুঞ্চ কুরুষ্ব তাত ॥১৭
ন জানকী মানববংশনাথ
ত্বয়া সনাথা সুলভা পরেণ।
ন চাগ্নিচূড়াং জ্বলিতামুপেত্য
ন দহ্যতে বীরবরার্হ কশ্চিৎ ॥১৮
সলক্ষ্মণং লক্ষ্মণমপ্রধৃষ্যং
স্বভাবজং বাক্যমুবাচ রামঃ।
হিতঞ্চ পথ্যঞ্চ নয়প্রসক্তং
সসাম-ধর্মার্থ-সমাহিতঞ্চ ॥১৯
নিঃসংশয়ং কার্য্যমবেক্ষিতব্যং
ক্রিয়াবিশেষোঽপ্যনুবর্তিতব্যঃ।
ন তু প্রবৃদ্ধস্য দুরাসদস্য
কুমার বীর্য্যস্য ফলঞ্চ চিন্ত্যম্ ॥২০

করিতেন, অদ্য তিনি কি প্রকারে শান্তিলাভ করিবেন? আমি সরোবর, নদী, বাপী, কানন ও উদ্যান মধ্যে ভ্রমণ পূর্বক আজ সেই মৃগনয়না সীতাবিরহে কোনস্থানে সুখলাভ করিতেছি না।১০-১১

কাম শারদীয় গুণসমূহের সহিত নিরন্তর অবস্থান করিয়া সেই ভামিনী সীতাকে অতিশয় পীড়িতা করিতেছে, কারণ প্রথমত আমার বিরহ, আবার তিনি অত্যন্ত সুকুমারী।১২

ত্রিদশেশ্বর ইন্দ্রের সমীপে জলাকাঙ্ক্ষী চাতক পক্ষীর ন্যায় নরশ্রেষ্ঠ নৃপসুত রাম এইরূপে বিলাপ করিতে লাগিলেন।১৩

সেইসময় লক্ষ্মীবান্ লক্ষ্মণ ফল আনিতে গিয়াছিলেন, তিনি রম্য গিরিগুহায় ভ্রমণ করত তথায় যখন প্রত্যাবৃত্ত হইলেন, তখন তাঁহাকে ঐরূপ বিলাপরত দর্শন করিলেন।১৪

প্রশান্তমনা সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ রামকে নির্জনস্থানে দুঃসহচিন্তাযুক্ত ও অচেতনপ্রায় দেখিয়া ভ্রাতার বিষাদে তৎক্ষণাৎ অতিশয় দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে দীনভাবে বলিলেন।১৫

হে আর্য্য! আপনি কামবশবর্তী হইয়া কি হেতু স্বীয় পৌরুষ হানি করিতেছেন? এই লজ্জাকর শোকের জন্য আপনার চিত্তের একাগ্রতা নষ্ট হইয়া যাইতেছে। অতএব যোগপথ অবলম্বন করিলে কি আপনার এইসমস্ত চিন্তা নিবারণ হইবে না? ১৬

হে ভ্রাতঃ! আপনি চিত্তপ্রসাদ ও শৌচ স্নানাদি কর্মযোগের অনুষ্ঠান পূর্বক অনুক্ষণ অক্ষীণচিত্তে সমাধি অবলম্বন করত স্বীয় পৌরুষ বৃদ্ধির হেতুভূত সহায় ও সামর্থ্যপ্রদ দেবার্চনাদি কার্য্যের আচরণ করুন।১৭

হে মানববংশ নাথ! হে শ্রেষ্ঠবীরাগ্রগণ্য! আপনার দ্বারা সনাথা সেই জানকীকে কেহই গ্রহণ করিতে সক্ষম হইবে না, কারণ প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা স্পর্শে কে না দগ্ধ হইবে? ১৮

শুভলক্ষণ-সম্পন্ন লক্ষ্মণ প্রগল্‌ভতাশূন্য হইয়া এইরূপ স্বাভাবিক বাক্য বলিতে থাকিলে, রাম তাঁহাকে বলিলেন যে, তুমি যাহা বলিলে, তাহা হিত, সত্য, রাজনীতি সম্বলিত, সামসহিত ও ধর্মার্থসঙ্গত, অতএব তোমার মুখনির্গত বাক্য নিঃসংশয়রূপে প্রতিপালন পূর্বক আমার কর্মযোগানুবর্তী হওয়া অবশ্য কর্তব্য, নতুবা কর্ম ও

অথ পদ্মপলাশাক্ষীং মৈথিলীমনুচিন্তয়ন্ ।
উবাচ লক্ষ্মণং রামো মুখেন পরিশুষ্যতা ॥২১
তর্পয়িত্বা সহস্রাক্ষঃ সলিলেন বসুন্ধরাম্ ।
নির্বর্তয়িত্বা শস্যানি কৃতকর্মা ব্যবস্থিতঃ ॥২২
দীর্ঘগম্ভীরনির্ঘোষাঃ শৈল-দ্রুমপুরোগমাঃ ।
বিসৃজ্য সলিলং মেঘাঃ পরিশান্তা নৃপাত্মজঃ ॥২৩
নীলোৎপলদলশ্যামাঃ শ্যামীকৃত্বা দিশো দশ ।
বিমদা ইব মাতঙ্গাঃ শান্তবেগাঃ পয়োধরাঃ ॥২৪
জলগর্ভা মহাবেগাঃ কুটজার্জুনগন্ধিনঃ ।
চরিত্বা বিরতাঃ সৌম্য বৃষ্টিবাতাঃ সমুদ্যতাঃ ॥২৫
ঘনানাং বারণানাঞ্চ ময়ূরাণাঞ্চ লক্ষ্মণ ।
নাদঃ প্রস্রবণানাঞ্চ প্রশান্তঃ সহসানঘ ॥২৬
অভিবৃষ্টা মহামেঘৈর্নির্মলাশ্চিত্রসানবঃ ।
অনুলিপ্তা ইবাভান্তি গিরয়শ্চন্দ্ররশ্মিভিঃ ॥২৭
শাখাসু সপ্তচ্ছদপাদপানাং
প্রভাসু তারার্ক-নিশাকরাণাম্ ।
লীলাসু চৈবোত্তমবারণানাং
শ্রিয়ং বিভজ্যাদ্য শরৎ প্রবৃত্তা ॥২৮
সম্প্রত্যনেকাশ্রয়চিত্রশোভা
লক্ষ্মীঃ শরৎকালগুণোপপন্না ।
সূর্য্যাগ্রহস্তপ্রতিবোধিতেষু
পদ্মাকরেষ্বভ্যধিকং বিভাতি ॥২৯
সপ্তচ্ছদানাং কুসুমোপগন্ধী
ষট্পাদবৃন্দৈরনুগীয়মানঃ ।
মত্তদ্বীপানাং পবনানুসারী
দর্পং বিনেষ্যন্নধিকং বিভাতি ॥৩০
অভ্যাগতৈশ্চারুবিশালপক্ষৈঃ
স্মরপ্রিয়ৈঃ পদ্মরজোঽবকীর্ণৈঃ ।
মহানদীনাং পুলিনোপযাতৈঃ
ক্রীড়ন্তি হংসাঃ সহ চক্রবাকৈঃ ॥৩১
মদপ্রগল্‌ভেষু চ বারণেষু
গবাং সমূহেষু চ দর্পিতেষু ।

জ্ঞানযোগ পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃষ্টরূপে বর্ধিত, দুরতিক্রমণীয় ও বীর্য্যবান্ কর্মের ফলানুসন্ধান করা উচিত হইবে না।১৯ ২০

অতঃপর রাম পদ্মপলাশ-নয়না মৈথিলী সীতাকে স্মরণ করত শুষ্কবদনে লক্ষ্মণকে বলিলেন।২১

হে নৃপাত্মজ! সহস্রলোচন ইন্দ্র জলদ্বারা বসুন্ধরাকে পরিতৃপ্ত করিয়া শস্যসকল উৎপন্ন করত কৃতকার্য্য হইয়া অবস্থান করিতেছেন।২২

দীর্ঘগম্ভীর-শব্দকারী মেঘসকল বৃক্ষ ও শৈলাদি আচ্ছাদন পূর্বক সলিল বিসর্জন করত সর্বতোভাবে পরিশ্রান্ত হইয়াছে।২৩

নীলোৎপলদলের ন্যায় শ্যামবর্ণ বেগহীন মেঘসমূহ দশদিক্ শ্যামবর্ণ করিয়া মদহীন মাতঙ্গগণের ন্যায় শান্তভাবে অবস্থান করিতেছে। হে সৌম্য! বর্ষাসময় জলগর্ভ, কূটজ ও অর্জুনবৃক্ষের গন্ধসমন্বিত, মহাবেগশালী বায়ু উদ্ভূত হইয়া সঞ্চরণ পূর্বক সম্প্রতি বিরত হইতেছে।২৪-২৫

নিষ্পাপ লক্ষ্মণ! মেঘ, হস্তী, ময়ূর ও প্রস্রবণ সকলের ধ্বনি সহসা অত্যন্ত শান্ত হইয়া গিয়াছে। বিচিত্র শিখির-সুশোভিত নির্মল পর্বতসকল মহামেঘ দ্বারা ধৌত হওয়ায় যেন চন্দ্ররশ্মি দ্বারা অনুলিপ্ত হইয়া প্রতিভাত হইতেছে। অদ্য শরৎঋতু সপ্তচ্ছদ বৃক্ষশাখায়, নক্ষত্র, সূর্য্য ও চন্দ্রের প্রভায় এবং উৎকৃষ্ট হস্তীসকলের লীলায় স্বীয় সৌন্দর্য্য বিভাগ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে।২৬ ২৮

সম্প্রতি শরদ্-গুণসম্পন্না লক্ষ্মী যদিও অনেক আশ্রয়ে বিভক্ত হইয়া বিচিত্র শোভা ধারণ করিয়াছে, তথাপি সূর্য্যকিরণে বিকশিত পদ্মাকরে সাতিশয় প্রকাশ পাইতেছে।২৯

সপ্তচ্ছদবৃক্ষের কুসুমগন্ধশালী শরৎকাল স্বভাবতঃ ঋতুর অনুসরণ করিতেছে, ভ্রমরকুল তাহার গুণগান করিতেছে এবং সে মত্ত মাতঙ্গগণের দর্প সংবর্ধিত করত অধিকতর শোভিত হইতেছে।৩০

লক্ষ্মণ! দেখ, এই শরৎকালে মনোহর ও বিশাল পক্ষসমন্বিত, কামক্রীড়াপ্রিয়, পদ্মপরাগে আচ্ছাদিত ও মহানদীর পুলিনে অভ্যাগত, চক্রবাক্ সমূহের সহিত হংসসকল ক্রীড়া করিতেছে।৩১

প্রসন্নতোয়াসু চ নিম্নগাসু
বিভাতি লক্ষ্মীর্বহুধা বিভক্তা ॥৩২
নভঃ সমীক্ষ্যাম্বুধরৈর্বিমুক্তং
বিমুক্তবর্হাভরণা বনেষু।
ক্রিয়াস্বরক্তা বিনিবৃত্তশোভা
গতোৎসবা ধ্যানপরা ময়ূরাঃ ॥৩৩
মনোজ্ঞগন্ধৈঃ প্রিয়কৈরনল্পৈঃ
পুষ্পাতিভারাবনতাগ্রশাখৈঃ।
সুবর্ণগৌরৈর্নয়নাভিরামৈ-
রুদ্যোতিতানীব বনান্তরাণি ॥৩৪
প্রিয়ান্বিতানাং নলিনীপ্রিয়াণাং
বনে প্রিয়াণাং কুসুমোদ্গতানাম্।
মদোৎকটানাং মদলালসানং
গজোত্তমানাং গতয়োঽদ্য মন্দাঃ ॥৩৫
ব্যক্তং নভঃ শস্ত্রবিধৌতবর্ণং
কৃশপ্রবাহানি নদীজলানি।
কহ্লারশীতাঃ পবনাঃ প্রবান্তি
তমো বিমুক্তাশ্চ দিশঃ প্রকাশাঃ ॥৩৬

সূর্য্যাতপক্রামণনষ্টপঙ্কা
ভূমিশ্চিরোদ্‌ঘাটিতসান্দ্ররেণুঃ।
অন্যোন্যবৈরেণ সমাযুতানা-
মুদ্যোগকালোঽদ্য নরাধিপানাম্ ॥৩৭
শরদ্গুণাপ্যায়িতরূপশোভাঃ
প্রহর্ষিতাঃ পাংসুসমুখিতাঙ্গাঃ।
মদোৎকটাঃ সম্প্রতিযুদ্ধলুব্ধা
বৃষা গবাং মধ্যগতা নদন্তি ॥৩৮
সমন্মথা তীব্রতরানুরাগা
কুলান্বিতা মন্দগতিঃ করেণুঃ।
মত্তান্বিতং সম্পরিবার্য্য যান্তং
বনেষু ভর্তারমনুপ্রয়াতি ॥৩৯
ত্যক্ত্বা বরাণ্যাত্মবিভূষিতানি
বর্হাণি তীরোপগতা নদীনাম্।
নির্ভর্ৎস্যমানা ইব সারসৌঘৈঃ
প্রয়ান্তি দীনা বিমনা ময়ূরাঃ ॥৪০

মদপ্রগল্‌ভ হস্তী, দর্পিত গোসমূহ ও নির্ম্মল জলপূর্ণ নদী প্রভৃতিতে শারদীয় সৌন্দর্য্য বহুধা বিভক্ত হইয়া প্রতিভাত হইতেছে।৩২

মেঘহীন নভোমণ্ডল দর্শন করত ময়ূরগণ উৎসব-বিহীন, সৌন্দর্য্যরহিত ও প্রিয়াতে অনাসক্ত হইয়া পুচ্ছরূপ অলঙ্কার পরিত্যাগপূর্ব্বক ধ্যান করিতে করিতে অরণ্যমধ্যে অবস্থান করিতেছে।৩৩

মনোভিরাম গন্ধ-সমন্বিত, পুষ্পভারে অবনত, সুবর্ণের ন্যায় গৌরবর্ণ এবং নয়নরঞ্জন প্রিয়কনামক বৃক্ষসমূহ দ্বারা বনপ্রান্ত যেন সুশোভিত হইয়া রহিয়াছে।৩৪

প্রিয়া হস্তিনীসমূহে পরিবেষ্টিত, নলিনীপ্রিয়, বনস্বামী, সপ্তচ্ছদ কুসুমগন্ধে উদ্ধত, মদোৎকট ও মদ-লালস হস্তিশ্রেষ্ঠগণের গতি অদ্য মন্দ হইয়া গিয়াছে।৩৫

আকাশমণ্ডল শাণিত শস্ত্রের ন্যায় ধৌত হইয়া প্রকাশিত হইতেছে, নদীর জল ক্ষীণপ্রবাহে প্রবাহিত হইতেছে, সমীরণ কহ্লার গন্ধে সুবাসিত ও সুশীতল হইয়া সঞ্চরণ করিতেছে এবং দিক্‌সকল অন্ধকারহীন হইয়া প্রকাশ পাইতেছে।৩৬

এই ভূমি সূর্য্যতাপ-সংসর্গে পঙ্কবিহীন ও বহু কালের ঘনীভূত ধূলি সমন্বিত হওয়ায় অদ্য পরস্পর-বৈরযুক্ত নরপতিবর্গের যুদ্ধে উদ্‌যোগকাল উপস্থিত হইয়াছে।৩৭

সম্প্রতি ধূলিধূসরিত মদোদ্ধত বৃষসকল শরদ্‌গুণবর্দ্ধিত রূপ-সৌন্দর্য্য-যুক্ত হইয়া গোগণের মধ্যে অবস্থান করত হৃষ্টচিত্তে যুদ্ধে বাদ্যধ্বনির ন্যায় ধ্বনি করিতেছে।৩৮

কামাসক্তা, তীব্রতর অনুরাগযুক্তা ও মন্দগামিনী হস্তিনী পরিবারবর্গে বেষ্টিত হইয়া বনাভিমুখে প্রস্থিত ও মদমত্ত ভর্ত্তাকে শুণ্ড দ্বারা দৃঢ়তর আলিঙ্গন করত পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতেছে।৩৯

ময়ূরসকল স্বীয় অলঙ্কারপুচ্ছ সমস্ত পরিত্যাগ পূর্ব্বক নদীতীরে গমন করত সারসবৃন্দ কর্তৃক যেন ভর্ৎসিত হইয়া ও বিমনা হইয়া দীনভাবে প্রস্থান করিতেছে।৪০

বিত্রাস্য কারণ্ডবচক্রবাকান্
মহারবৈর্ভিন্নকটা গজেন্দ্রাঃ।
সরস্সু বদ্ধাম্বুজভূষণেষু
বিক্ষোভ্য বিক্ষোভ্য জলং পিবন্তি ॥৪১
ব্যপেতপঙ্কাসু সবালুকাসু
প্রসন্নতোয়াসু সগোকুলাসু।
সসারসারাববিনাদিতাসু
নদীষু হংসা নিপতন্তি হৃষ্টাঃ ॥৪২
নদীঘনপ্রস্রবণোদকানা-
মতিপ্রবৃদ্ধানিলবর্হিণানাম্।
প্লবঙ্গমানাঞ্চ গতোৎসবানাং
ধ্রুবং রবাঃ সম্প্রতি সম্প্রণষ্টাঃ ॥৪৩
অনেকবর্ণাঃ সুবিনষ্টকায়া
নবোদিতেষ্বম্বুধরেষু নষ্টাঃ।
ক্ষুধার্দিতা ঘোরবিষা বিলেভ্য-
শ্চিরোষিতা বিপ্রসরন্তি সর্পাঃ ॥৪৪
চঞ্চচ্চন্দ্রকরস্পর্শহর্ষোন্মীলিততারকা।
অহো রাগবতী সন্ধ্যা জহাতি স্বয়মম্বরম্ ॥৪৫
রাত্রিঃ শশাঙ্কোদিতসৌম্যবক্ত্রা
তারাগণোন্মীলিতচারুনেত্রা।
জ্যোৎস্নাংশুকপ্রাবরণা বিভাতি
নারীব শুক্লাংশুকসংবৃতাঙ্গী ॥৪৬
বিপক্বশালিপ্রসবানি ভুক্ত্বা
প্রহর্ষিতা সারসচারুপঙ্‌ক্তিঃ।
নভঃ সমাক্রামতি শীঘ্রবেগা
বাতাবধূতা গ্রথিতেব মালা ॥৪৭
সুপ্তৈকহংসং কুমুদৈরুপেতং
মহাহ্রদস্থং সলিলং বিভাতি।
ঘনৈর্বিমুক্তং নিশি পূর্ণচন্দ্রং
তারাগণাকীর্ণমিবান্তরিক্ষম্ ॥৪৮
প্রকীর্ণহংসাকুলমেখলানাং
প্রবুদ্ধপদ্মোৎপলমালিনীনাম্।
বাপ্যুত্তমানামধিকাদ্য লক্ষ্মী-
র্বারাঙ্গনানামিব ভূষিতানাম্ ॥৪৯
বেণুস্বরব্যঞ্জিততূর্য্যমিশ্রঃ
প্রত্যূষকালেঽনিলসংপ্রবৃত্তঃ।

বিকসিত কমলমালার অলঙ্কারে বিভূষিত সরোবর মধ্যে ভিন্ন-গণ্ডস্থল হস্তিশ্রেষ্ঠ উৎকটশব্দ দ্বারা কারণ্ডব ও চক্রবাক্ সকলকে ভীত ও বারংবার নদীজল আলোড়িত করত পান করিতেছে।৪১

হংসসমুদয় পঙ্কবিহীন বালুকাযুক্ত নির্মল জলপূর্ণ গোসমূহে পরিব্যাপ্ত ও সারসরবে নিনাদিত নদীমধ্যে হৃষ্টান্তঃকরণে নিপতিত হইতেছে।৪২

সম্প্রতি নদী, মেঘ, প্রস্রবণ, জল, অতিবেগশালী বায়ু, ময়ূর ও উৎসবহীন ভেকসমূহের ধ্বনি নিশ্চয় বিনষ্ট হইয়াছে। বিবিধবর্ণ তীক্ষ্ণ বিষধর সর্পসকল নূতন মেঘের আগমনকালে বহু দিবস উপবাস করিয়া ও আহারাভাবে শরীরযাত্রা নষ্ট হইয়া বিবরমধ্যে অবস্থান করত সম্প্রতি ক্ষুধার্ত হইয়া আহার অন্বেষণের জন্য বিবর (গর্ত) হইতে বহির্গত হইতেছে।৪৩-৪৪

লক্ষ্মণ! একটি আশ্চর্য্যের বিষয় দেখ, যেমন অনুরাগিণী কোন নায়িকা নায়কের সুন্দর করস্পর্শে আনন্দিত হইয়া নয়নতারা ঈষৎ নিমীলিত করত স্বয়ংই বসনগ্রন্থি বিমোচন করিয়া থাকে, সেইরূপ এই লোহিত-বর্ণা সন্ধ্যা সুন্দর চন্দ্রকিরণস্পর্শে হৃষ্ট হইয়া নয়ন-তারারূপ তারকাসমস্ত ঈষৎ প্রকাশিত করিয়া স্বয়ং বস্ত্রস্বরূপ অম্বর (আকাশ)তল পরিত্যাগ করিতেছে।৪৫

গগনে উদিত শশাঙ্ক মনোহর মুখস্বরূপ, তারাগণ উন্মীলিত সুচারু নয়নস্বরূপ এবং জ্যোৎস্না বস্ত্রাবরণস্বরূপ হওয়ায় রাত্রি যেন শুক্লবসন দ্বারা সমস্ত অঙ্গ আবৃতা নারীর ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে।৪৬

সুচারু সারসশ্রেণী সুপক্ক ব্রীহি (আউশধান) শস্য ভোজন করিতে করিতে হর্ষভরে, বায়ু সঞ্চালিত ও গ্রথিত পুষ্পমালার ন্যায় দ্রুতবেগে গগনমণ্ডল অতিক্রম করিতেছে।৪৭

নিদ্রিত হংসসমন্বিত ও কুমুদযুক্ত মহাহ্রদস্থিত

সম্মূর্চ্ছিতো গর্গরগোবৃষাণা-
মন্যোন্যমাপূরয়তীব শব্দঃ ॥৫০
নবৈর্নদীনাং কুসুমপ্রহাসৈ-
র্ব্যাধূয়মানৈর্মৃদুমারুতেন।
ধৌতামলক্ষৌমপটপ্রকাশৈঃ
কূলানি কাশৈরুপশোভিতানি ॥৫১
বনপ্রচণ্ডা মধুপানশৌণ্ডাঃ
প্রিয়ান্বিতা ষট্চরণাঃ প্রহৃষ্টাঃ।
বনেষু মত্তাঃ পবনানুযাত্রাং
কুর্বন্তি পদ্মাসনরেণুগৌরাঃ ॥৫২
জলং প্রসন্নং কুসুমপ্রহাসং
ক্রৌঞ্চস্বনং শালিবনং বিপক্কম্।
মৃদুশ্চ বায়ুর্বিমলশ্চ চন্দ্রঃ
শংসন্তি বর্ষব্যপনীতকালম্ ॥৫৩
মীনোপসন্দর্শিতমেখলানাং
নদীবধূনাং গতয়োঽদ্য মন্দাঃ।
কান্তোপভুক্তালসগামিনীনাং
প্রভাতকালেম্বিব কামিনীনাম্ ॥৫৪
সচক্রবাকানি সশৈবলানি
কাশৈর্দুকূলৈরিব সংবৃতানি।
সপত্ররেখাণি সরোচনানি
বধূমুখানীব নদীমুখানি ॥৫৫
প্রফুল্লবাণাসনচিত্রিতেষু
প্রহৃষ্টষট্পাদনিকূজিতেষু।
গৃহীতচাপোদ্যতদণ্ডচণ্ডঃ
প্রচণ্ডচাপোঽদ্য বনেষু কামঃ ॥৫৬
লোকং সুবৃষ্ট্যা পরিতোষয়িত্বা
নদীস্তটাকানি চ পূরয়িত্বা।
নিষ্পন্নশস্যাং বসুধাঞ্চ কৃত্বা
ত্যক্ত্বা নভস্তোয়ধরাঃ প্রণষ্টাঃ ॥৫৭
দর্শয়ন্তি শরন্নদ্যঃ পুলিনানি শনৈঃ শনৈঃ।
নবসঙ্গমসব্রীড়া জঘনানীব যোষিতঃ ॥৫৮

জল রাত্রিকালে মেঘহীন পূর্ণচন্দ্র সুশোভিত তারাগণপূর্ণ গগণমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতেছে।৪৮

ইতস্ততঃ বিস্তৃত হংসস্বরূপ মেখলা দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং প্রফুল্লকমল ও উৎপল মালায় সুশোভিত অনুত্তম বাপীসকল অদ্য বিবিধভূষণ দ্বারা বিভূষিত বরাঙ্গনাগণের ন্যায় শোভা পাইতেছে।৪৯

প্রভাতসময়ে বেণুস্বরের ন্যায় প্রকাশমান বাদ্যধ্বনি শব্দ, বায়ুদ্বারা উৎপন্ন গিরিগুহাশব্দ ও বন্য গোগনের শব্দ সর্বতোভাবে ব্যাপ্ত হইয়া যেন পরস্পরের শব্দকে পরিপূরণ করিতেছে।৫০

নদীকুল মৃদু মারুত দ্বারা, কম্পিত ও প্রস্ফুটিত নবকুসুম দ্বারা এবং বিমল ও ধৌত পট্টবস্ত্র-সদৃশ কাশরাশি দ্বারা সুশোভিত হইতেছে।৫১

প্রগল্ভ, মধুপানে মত্ত, পদ্ম ও পুষ্পের পরাগে পীতবর্ণ, হৃষ্ট, প্রিয়াযুক্ত ভ্রমসমূহ বনমধ্যে মত্ত হইয়া বায়ুর অনুগমন করিতেছে।৫২

লক্ষ্মণ! সলিলসমস্ত নির্মল, কুসুম সকল বিকশিত, ক্রৌঞ্চের রবশ্রুত, শালিবন অতিশয় পক্ক, বায়ু মৃদুগামী ও চন্দ্রমণ্ডল সুনির্মল হওয়ায় বর্ষণবিহীন শরৎকালের সমাগম প্রকাশ করিতেছে। কান্তোপভোগে প্রাতঃকালীন অলসগামিনী কামিনীগণের মন্থর গতির ন্যায় সমীপে লক্ষিত মীনরূপ মেখলাধারিণী নদীসকলের অদ্য মন্দগতি হইয়াছে এবং সমস্ত নদীমুখ ও চক্রবাক, শৈবাল ও কাশ দ্বারা পরিবৃত হওয়ায় গোরচনার্চ্চিত, পত্রলেখা দ্বারা চিত্রিত, বস্ত্র সংবৃত বধূমুখের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে। অদ্য কন্দর্প প্রফুল্ল-কুসুম-শরাসন (পুষ্পধনু) দ্বারা চিত্রিত ও প্রহৃষ্ট ভ্রমরকুল দ্বারা শব্দিত বনমধ্যে প্রচণ্ড চাপ উদ্যত করিয়া বিরহিগণকে দণ্ড দিবার জন্য উগ্রভাব ধারণ করিয়াছে। মেঘসকল বৃষ্টি দ্বারা লোক সকলকে সন্তুষ্ট করিয়া এবং নদী ও তড়াগপরিপূর্ণ বসুন্ধরাকে শস্যশালিনী করিয়া সম্প্রতি নভোমণ্ডল পরিত্যাগ করত বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। আর উপস্থিত শরৎসময়ে নবসঙ্গমলজ্জিতা রমণীগণ জঘনদেশের ন্যায় নদীসকল ক্রমে ক্রমে পুলিন সমস্ত প্রদর্শন করিতেছে।৫৩-৫৮

প্রসন্নসলিলাঃ সৌম্য কুররাভিবিনাদিতাঃ ।
চক্রবাকগণাকীর্ণা বিভান্তি সলিলাশয়াঃ ॥৫৯

অন্যোন্যবদ্ধবৈরাণাং জিগীষূণাং নৃপাত্মজ ।
উদ্যোগসময়ঃ সৌম্য পার্থিবানামুপস্থিতঃ ॥৬০

ইয়ং সা প্রথমা যাত্রা পার্থিবানাং নৃপাত্মজ ।
ন চ পশ্যামি সুগ্রীবমুদ্যোগঞ্চ তথাবিধম্ ॥৬১

অসনাঃ সপ্তপর্ণাশ্চ কোবিদারাশ্চ পুষ্পিতাঃ ।
দৃশ্যন্তে বন্ধুজীবাশ্চ শ্যামাশ্চ গিরিসানুষু ॥৬২

হংস-সারস-চক্রাহ্বৈঃ কুররৈশ্চ সমন্ততঃ ।
পুলিনান্যবকীর্ণানি নদীনাং পশ্য লক্ষ্মণ ॥৬৩

চত্বারো বার্ষিকা মাসা গতা বর্ষশতোপমাঃ ।
মম শোকাভিতপ্তস্য তথা সীতামপশ্যতঃ ॥৬৪

চক্রবাকীব ভর্তারং পৃষ্ঠতোঽনুগতা বনম্ ।
বিষমং দণ্ডকারণ্যমুদ্যানমিব চাঙ্গনা ॥৬৫

প্রিয়াবিহীনে দুঃখার্তে হৃতরাজ্যে বিবাসিতে ।
কৃপাং ন কুরুতে রাজা সুগ্রীবো ময়ি লক্ষ্মণ ॥৬৬

অনাথো হৃতরাজ্যোঽহং রাবণেন চ ধর্ষিতঃ ।
দীনো দূরগৃহঃ কামী মাং চৈব শরণং গতঃ ॥৬৭

ইত্যেতৈঃ কারণৈঃ সৌম্য সুগ্রীবস্য দুরাত্মনঃ ।
অহং বানররাজস্য পরিভূতঃ পরন্তপঃ ॥৬৮

স কালং পরিসংখ্যায় সীতায়াঃ পরিমার্গণে ।
কৃতার্থঃ সময়ং কৃত্বা দুর্মতির্নাববুধ্যতে ॥৬৯

স কিষ্কিন্ধাং প্রবিশ্য ত্বং ব্রূহি বানরপুঙ্গবম্ ।
মূর্খং গ্রাম্যসুখে সক্তং সুগ্রীবং বচনান্মম ॥৭০

অর্থিনামুপপন্নানাং পূর্বং চাপ্যুপকারিণাম্ ।
আশাং সংশ্রুত্য যো হন্তি স লোকে পুরুষাধমঃ ॥৭১

শুভং বা যদি বা পাপং যো হি বাক্যমুদীরিতম্ ।
সত্যেন পরিগৃহ্ণাতি স বীরঃ পুরুষোত্তমঃ ॥৭২

কৃতার্থা হ্যকৃতার্থানাং মিত্রাণাং ন ভবন্তি যে ।
তান্মৃতানপি ক্রব্যাদাঃ কৃতঘ্নান্ নোপভুঞ্জতে ॥৭৩

নূনং কাঞ্চনপৃষ্ঠস্য বিকৃষ্টস্য ময়া রণে ।
দ্রষ্টুমিচ্ছসি চাপস্য রূপং বিদ্যুদ্গণোপমম্ ॥৭৪

হে শুভদর্শন! সমস্ত জলাশয়ই নির্মলজলসম্পন্ন, চক্রবাকসমূহে পূর্ণ এবং কুররপক্ষীসমূহে নিনাদিত হইয়া সুশোভিত হইতেছে।৫৯

হে নৃপনন্দন! পরস্পরের প্রতি শত্রুতাবশতঃ বিজিগীষু ভূপতিদিগের অদ্য উদ্যোগ সময় উপস্থিত হইয়াছে এবং ইহাই পার্থিবগণের যুদ্ধযাত্রার প্রথম সময়, কিন্তু সুগ্রীবকে সেরূপ উদ্যোগী দেখিতেছি না।৬০-৬১

পর্বতশিখরে অসন, সপ্তপর্ণ, কোবিদার, বন্ধুজীব ও তমাল প্রভৃতি বৃক্ষসমস্ত পুষ্পিত দেখিতেছি। লক্ষ্মণ! দেখ, সমস্ত নদীতীর হংস, সারস, চক্রবাক এবং কুররপক্ষী দ্বারা সর্বতোভাবে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে।৬২-৬৩

আমি সীতার অদর্শনজন্য শোকে সন্তপ্ত হওয়ায় ও তাঁহাকে দেখিতে না পাওয়ায় বর্ষার চারিমাস যেন আমার শতবর্ষ পরিমাণে গত হইয়াছে। যেমন উদ্যানমধ্যে চক্রবাকী নিজ স্বামী চক্রবাকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুগমন করে, সেইরূপ অঙ্গনা সীতা দুর্গম দণ্ডকারণ্যে আমার অনুগামিনী হইয়াছিলেন। লক্ষ্মণ! আমি প্রিয়াহীন, দুঃখার্ত্ত, রাজ্যচ্যুত ও বিবাসিত হইয়াছি বলিয়া বানররাজ সুগ্রীব আমার প্রতি কৃপা করিতেছে না। আমি অনাথ, আমার রাজ্য হৃত হইয়াছে, রাবণ আমাকে তিরস্কার করিয়াছে, আমি দীন, আমার গৃহ এইস্থান হইতে বহু দূরে, আমি কামাসক্ত এবং আমি সুগ্রীবের শরণাগত, সে এইরূপ বোধ করিয়াছে।৬৪-৬৭

হে সৌম্য! শত্রুনাশন! এই সমস্ত কারণেই আমি সেই দুরাত্মা বানররাজ সুগ্রীব কর্তৃক অবজ্ঞাত হইতেছি। সেই দুর্মতি সুগ্রীব সময় নিশ্চিত করিয়া সীতার অন্বেষণ বিষয়ে যেরূপ অঙ্গীকার করিয়াছিল, এখন কৃতার্থ হইয়া তাহা বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে।৬৮-৬৯

অতএব তুমি কিষ্কিন্ধায় গমন করিয়া আমার বাক্যানুসারে গ্রাম্যসুখে আসক্ত ও মূর্খ সেই বানরেন্দ্র সুগ্রীবকে বল—যে ব্যক্তি পূর্বের উপকারী, বলবান্ অথচ বীর্য্যশালী প্রার্থীদিগের আশাপূরণে প্রতিশ্রুত হইয়া তাহা পূরণ না করে, লোকে তাহাকে অধমপুরুষ বলে।৭০-৭১

যিনি শুভ বা অশুভ নিজ স্বীকৃত বাক্য সত্যরূপে প্রতিপালন করেন, লোকে তাঁহাকে বীর ও উত্তম-পুরুষ বলিয়া থাকে। যাহারা স্বয়ং কৃতকার্য্য হইয়া অকৃতার্থ মিত্রদিগের কার্য্যসাধনে যত্নবান্ না হয়, তাহাদিগকে কৃতঘ্ন বলিয়া জানিবে। তাহারা মৃত

ঘোরং জ্যাতলনির্ঘোষং ক্রুদ্ধস্য মম সংযুগে।
নির্ঘোষমিব বজ্রস্য পুনঃ সংশ্রোতুমিচ্ছসি ॥৭৫
কামমেবংগতোঽপ্যস্য পরিজ্ঞাতে পরাক্রমে।
ত্বৎসহায়স্য মে বীর ন চিন্তা স্যান্নৃপাত্মজ ॥৭৬
যদর্থময়মারম্ভঃ কৃতঃ পরপুরঞ্জয়।
সময়ং নাভিজানাতি কৃতার্থঃ প্লবগেশ্বরঃ ॥৭৭
বর্ষাঃ সময়কালং তু প্রতিজ্ঞায় হরীশ্বরঃ।
ব্যতীতাংশ্চতুরো মাসান্ বিহরন্নাববুধ্যতে ॥৭৮
সামাত্যপরিষৎক্রীড়ন্ পানমেবোপসেবতে।
শোকদীনেষু নাস্মাসু সুগ্রীবঃ কুরুতে দয়াম্ ॥৭৯
উচ্যতাং গচ্ছ সুগ্রীবস্ত্বয়া বীর মহাবল।
মম রোষস্য যদ্রূপং ব্রূয়াশ্চৈনমিদং বচঃ ॥৮০
ন স সঙ্কুচিতঃ পন্থা যেন বালী হতো গতঃ।
সময়ে তিষ্ঠ সুগ্রীব মা বালিপথমন্বগাঃ ॥৮১
এক এব রণে বালী শরেণ নিহতো ময়া।
ত্বাং তু সত্যাদতিক্রান্তং হনিষ্যামি সবান্ধবম্ ॥৮২
যদেবং বিহিতে কার্য্যে যদ্ধিতং পুরুষর্ষভ।
তত্তদ্ ব্রূহি নরশ্রেষ্ঠ ত্বর কালব্যতিক্রমঃ ॥৮৩
কুরুষ্ব সত্যং মম বানরেশ্বর
প্রতিশ্রুতং ধর্ম্মমবেক্ষ্য শাশ্বতম্।
মা বালিনং প্রেতগতো যমক্ষয়ে
ত্বমদ্য পশ্যের্মম চোদিতঃ শরৈঃ ॥৮৪
স পূর্বজং তীব্রবিবৃদ্ধকোপং
লালপ্যমানং প্রসমীক্ষ্য দীনম্।
চকার তীব্রাং মতিমুগ্রতেজা
হরীশ্বরে মানবংশবর্দ্ধনঃ ॥৮৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে ত্রিংশঃ সর্গঃ ॥

হইলে কুক্কুরাদিও তাহাদিগকে ভক্ষণ করে না। আরও বলিবে যে, তুমি আকৃষ্ট কাঞ্চনপৃষ্ঠ ধনুর বিদ্যুৎস্বরূপ রূপ দর্শন এবং আমি ক্রুদ্ধ হইলে যুদ্ধস্থলে বজ্রধ্বনিসদৃশ আমার ধনুর ভয়ঙ্কর জ্যা-শব্দ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছ কি ? ৭২-৭৫

হে বীর নৃপকুমার ! এইরূপে তোমাকর্তৃক আমার পরাক্রমসকল সুগ্রীবের নিকট প্রকাশিত হইলে তাহার মনে কি এই চিন্তা হইবে না যে, লক্ষ্মণকে সহায় করিয়া রাম যখন বালী বধ করিয়াছেন, তখন আমাকেও বধ করিতে পারেন।৭৬

হে শত্রুনগরজয়কারিন্ ! সীতার উদ্ধারের জন্য মিত্রতাস্থাপন এবং বালীকে বধ করিয়া যে সুগ্রীবকে রাজ্যাভিষিক্তকরণ প্রভৃতি যে সকল আয়োজন করিলাম, মনোরথ সিদ্ধ হওয়ায় সে তাহা কি বিস্মৃত হইয়া গেল ? যে বানরেশ্বর সুগ্রীব বর্ষাকালের পরেই সীতার অন্বেষণ-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, সম্প্রতি সে নারীগণের সহিত বিহার করত এমন তন্ময় হইয়া গিয়াছে যে, চারিমাস অতিক্রান্ত হইয়াছে, তাহাও বুঝিতে পারে. নাই। আমরা শোকাকুল রহিয়াছি জানিয়াও মন্ত্রী এবং অন্যান পরিজনগণের সহিত বিহার ও মদ্যপান করত আমাদিগের প্রতি সুগ্রীবের দয়া হইতেছে না। অতএব হে মহাবল লক্ষ্মণ ! তুমি সুগ্রীবের নিকট গমন করিয়া আমার এই সকল ক্রোধের কথা বলিবে,—সুগ্রীব ! তোমার ভ্রাতা বালী হত হইয়া যে পথে গমন করিয়াছে, অদ্যাপি সে পথ রুদ্ধ হয় নাই ; অতএব তুমি স্থির-প্রতিজ্ঞ হও, বালীর পথে গমন করিও না।৭৭-৮১

আমি একবাণে একমাত্র বালীকে নিহত করিয়াছি, কিন্তু তুমি সত্য হইতে বিনষ্ট হইলে তোমাকে সবান্ধবে বিনস্ট করিব। হে পুরুষোত্তম ! সুগ্রীবকে এইরূপ বলিলে সে যদি বিহিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে তাহাকে বলিবে, তুমি কালাতিক্রম না করিয়া শীঘ্র শুভকার্য্যের অনুষ্ঠান কর।৮২-৮৩

আরও বলিবে যে, হে বানরেশ্বর ! তুমি যেরূপ সত্যে প্রতিশ্রুত আছ, সনাতনধর্ম স্মরণ করিয়া তাহা প্রতিপালন কর ; কিন্তু আমার বাণে বিদ্ধ হইয়া অদ্য যমালয়ে গমন করত প্রেতরূপে তুমি বালীকে দর্শন করিও না।৮৪

নরশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণ এইরূপে রাম কর্তৃক কথিত হইয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে অতিশয় ক্রুদ্ধ, বিলাপশীল ও অতিদীন দর্শন করত সুগ্রীবের প্রতি অত্যন্ত ক্রোধ প্রকাশ করিলেন।৮৫

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে ত্রিংশঃ সর্গ সমাপ্ত।

একত্রিংশঃ সর্গঃ

[সুগ্রীবং প্রতি লক্ষ্মণস্য ক্রোধঃ, কিষ্কিন্ধায়া দ্বারদেশং গত্বা সুগ্রীব সমীপে লক্ষ্মণেনাঙ্গদস্য প্রেষণম্, বানরাণাং ভীতিঃ, সুগ্রীবং প্রতি লক্ষ্মণস্যোপদেশশ্চ ।]

স কামিনং দীনমদীনসত্ত্বং
শোকাভিপন্নং সমুদীর্ণকোপম্ ।
নরেন্দ্রসূনুর্নরদেবপুত্রং
রামানুজঃ পূর্বজমিত্যুবাচ ॥১

ন বানরঃ স্থাস্যতি সাধুবৃত্তে
ন মন্যতে কর্মফলানুষঙ্গান্ ।
ন ভোক্ষ্যতে বানররাজ্যলক্ষ্মীং
তথা হি নাতিক্রমতেঽস্য বুদ্ধিঃ ॥২

মতিক্ষয়াদ্ গ্রাম্যসুখেষু সক্ত-
স্তব প্রসাদাৎ প্রতিকারবুদ্ধিঃ ।
হতোঽগ্রজং পশ্যতু বীর বালিনং
ন রাজ্যমেবং বিগুণস্য দেয়ম্ ॥৩

ন ধারয়ে কোপমুদীর্ণবেগং
নিহন্মি সুগ্রীবমসত্যমদ্য ।
হরিপ্রবীরৈঃ সহ বালিপুত্রো
নরেন্দ্রপুত্র্যা বিচয়ং করোতু ॥৪

তমাত্তবাণাসনমুৎপতন্তং
নিবেদিতার্থং রণচণ্ডকোপম্ ।
উবাচ রামঃ পরবীরহন্তা
স্ববীক্ষিতং সানুনয়ঞ্চ বাক্যম্ ॥৫

ন হি বৈ তদ্বিধো লোকে পাপমেবং সমাচরেৎ ।
কোপমার্য্যেণ যো হন্তি স বীরঃ পুরুষোত্তমঃ ॥৬
নেদমত্র ত্বয়া গ্রাহ্যং সাধুবৃত্তেন লক্ষ্মণ ।
তাং প্রীতিমনুবর্তস্ব পূর্ববৃত্তঞ্চ সঙ্গতম্ ॥৭
সামোপহিতয়া বাচা রূক্ষাণি পরিবর্জয়ন্ ।
বক্তুমর্হসি সুগ্রীবং ব্যতীতং কালপর্য্যয়ে ॥৮
সোঽগ্রজেনানুশিষ্টার্থো যথাবৎ পুরুষর্ষভঃ ।
প্রবিবেশ পুরীং বীরো লক্ষ্মণঃ পরবীরহা ॥৯

একত্রিংশ সর্গ

[সুগ্রীবের প্রতি লক্ষ্মণের ক্রোধ, কিষ্কিন্ধার দ্বারদেশে যাইয়া সুগ্রীবের নিকট লক্ষ্মণ কর্তৃক অঙ্গদকে প্রেষণ, বানরগণের ভীতি ও সুগ্রীবের প্রতি লক্ষ্মণের উপদেশ ।]

রাজকুমার রামানুজ লক্ষ্মণ সীতাকে লাভ করিতে ইচ্ছুক, দুঃখী, উদারহৃদয়, শোকাভিভূত, বর্দ্ধিতক্রোধ, জ্যেষ্ঠভ্রাতা দাশরথি রামচন্দ্রকে বলিলেন যে, সুগ্রীব বানর, সে যে আপনার সহিত চিরপ্রণয়রূপ সদ্‌ভাব রক্ষা করিবে, তাহা অনুমিত হয় না। সে নিশ্চয় বুঝিতেছে না যে, তাহার এই নিষ্কণ্টক রাজ্যভোগ আপনার সহিত বন্ধুত্বস্থাপনাদি কর্মের ফল, যাহাই হউক, তাহার বুদ্ধি যখন আপনার সহিত বন্ধুত্বরক্ষণে উৎসুক নয়, তখন সে নিশ্চয়ই বানররাজ্যলক্ষ্মী ভোগ করিতে পারিবে না।১-২

হতবুদ্ধি সুগ্রীব আপনার প্রসাদে গ্রাম্যসুখভোগে ও বিহারে আসক্ত রহিয়াছে। প্রত্যুপকারে তাহার বুদ্ধি নাই, হে বীর! সুগ্রীব নিহত হইয়া তাহার অগ্রজ বালীকে দর্শন করুক। হে প্রভো! এইরূপ গুণহীন বানরকে রাজ্যাধিকারী করা যুক্তিযুক্ত হয় নাই।৩

আমি বর্দ্ধিত ক্রোধবেগ সংবরণ করিতে পারিতেছি না। আমি মিথ্যাশ্রয়ী সুগ্রীবকে অদ্যই নিহত করিব, তারপর বালীপুত্র অঙ্গদ বীর বানরগণের সহিত নরেন্দ্রনন্দিনী সীতার অন্বেষণ করুক।৪

যুদ্ধে প্রচণ্ডকোপ পরায়ণ, ধনুর্ধারী সুমিত্রাতনয় লক্ষ্মণ এইরূপে নিবেদন করিয়া শীঘ্র গমন করিতে উদ্যত হইলে শত্রুবীরহন্তা রঘুনন্দন রাম তাঁহাকে সান্ত্বনা পূর্বক বিনয়সহকারে বলিলেন।৫

এই মর্তলোকে তোমার ন্যায় ধর্মজ্ঞ ব্যক্তিগণ মিত্রবধরূপ পাপকার্য্য করেন না; যেহেতু বিবেক বলে যিনি ক্রোধকে সংহার করিতে পারেন, তিনিই বীর এবং শ্রেষ্ঠপুরুষ।৬

হে লক্ষ্মণ! তুমি সচ্চরিত্র, অতএব মিত্রবধে প্রবৃত্ত না হইয়া সেই সুগ্রীবের সহিত পূর্ববৎ প্রীতি স্থাপন কর এবং রূঢ় বাক্য পরিত্যাগ করিয়া প্রণয়পূর্ণ বচনে তাঁহাকে

ততঃ শুভমতিঃ প্রাজ্ঞো ভ্রাতুঃ প্রিয়হিতে রতঃ।
লক্ষ্মণঃ প্রতিসংরব্ধো জগাম ভবনং কপেঃ ॥১০
শক্রবাণাসনপ্রখ্যং ধনুঃ কালান্তকোপমম্।
প্রগৃহ্য গিরিশৃঙ্গাভং মন্দরঃ সানুমানিব ॥১১
যথোক্তকারী বচনমুত্তরঞ্চৈব সোত্তরম্।
বৃহস্পতিসমো বুদ্ধ্যা মত্বা রামানুজস্তদা ॥১২
কামক্রোধসমুত্থেন ভ্রাতুঃ ক্রোধাগ্নিনা বৃতঃ।
প্রভঞ্জন ইবাপ্রীতঃ প্রযযৌ লক্ষ্মণস্ততঃ ॥১৩
সাল-তালাশ্চকর্ণাংশ্চ তরসা পাতয়ন্ বলাৎ।
পর্য্যস্যন্ গিরিকূটানি দ্রুমানন্যাংশ্চ বেগিতঃ ॥১৪
শিলাশ্চ শকলীকুর্বন্ পদ্ভ্যাং গজ ইবাংশুগঃ।
দূরমেকপদং ত্যক্ত্বা যযৌ কার্য্যবশাদ্ দ্রুতম্ ॥১৫
তামপশ্যদ্ বলাকীর্ণাং হরিরাজমহাপুরীম্।
দুর্গামিক্ষ্বাকুশার্দ্দূলঃ কিষ্কিন্ধাং গিরিসঙ্কটে ॥১৬
রোষাৎ প্রস্ফুরমাণোষ্ঠঃ সুগ্রীবং প্রতি লক্ষ্মণঃ।
দদর্শ বানরান্ ভীমান্ কিষ্কিন্ধায়াং বহিশ্চরান্ ॥১৭
তং দৃষ্ট্বা বানরাঃ সর্বে লক্ষ্মণং পুরুষর্ষভম্।
শৈলশৃঙ্গাণি শতশঃ প্রবৃদ্ধাংশ্চ মহীরুহান্ ॥
জগৃহুঃ কুঞ্জরপ্রখ্যা বানরাঃ পর্বতান্তরে ॥১৮
তান্ গৃহীতপ্রহরণান্ সর্বান্ দৃষ্ট্বা তু লক্ষ্মণঃ।
বভূব দ্বিগুণং ক্রুদ্ধো বহ্নিরিন্ধন ইবানলঃ ॥১৯
তং তে ভয়পরীতাঙ্গাঃ ক্ষুব্ধং দৃষ্ট্বা প্লবঙ্গমাঃ।
কালমৃত্যুযুগান্তাভং শতশো বিদ্রুতা দিশঃ ॥২০
ততঃ সুগ্রীবভবনং প্রবিশ্য হরিপুঙ্গবাঃ।
ক্রোধমাগমনঞ্চৈব লক্ষ্মণস্য ন্যবেদয়ন্ ॥২১
তারয়া সহিতঃ কামী সক্তঃ কপিবৃষস্তদা।
ন তেষাং কপিসিংহানাং শুশ্রাব বচনং তদা ॥২২

বলিবে যে, বহুকাল অতীত হইয়াছে, তথাপি তুমি মৌন রহিয়াছ কেন? শক্রবীরনাশী পুরুষশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণ অগ্রজ রাম কর্তৃক যথাবিধি শিক্ষিত হইয়া সুগ্রীবের পুরীতে প্রবেশ করিলেন।৭-৯

অনন্তর ভ্রাতৃহিতৈষী জ্ঞানবান্ শুভমতি লক্ষ্মণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কালান্তকের ন্যায় ভয়ঙ্কর, পর্বতশৃঙ্গসদৃশ বিশাল ও ইন্দ্রধনুতুল্য তেজস্বী ধনু ধারণ পূর্বক শিখরসমন্বিত মন্দরপর্বতের ন্যায় গমন করত কপিশ্রেষ্ঠ সুগ্রীবের অভিমুখে গমন করিলেন।১০-১১

তখন বৃহস্পতি সদৃশ প্রজ্ঞাবান্ জ্যেষ্ঠের আজ্ঞানুবর্তী রামানুজ লক্ষ্মণ সুগ্রীবের প্রতি নিজ বক্তব্য ও সুগ্রীবের প্রত্যুত্তর এবং তাহার উত্তরবাক্য—এইসকল মনে মনে সমালোচনা পূর্বক ভ্রাতার কামজন্য ক্রোধসমুত্থিত অনলে সমাবৃত হইয়া অপ্রসন্নচিত্তে বায়ুর ন্যায় বেগে গমন করিতে লাগিলেন।১২-১৩

লক্ষ্মণ বলপূর্বক বেগ দ্বারা শাল, তাল, অশ্বকর্ণ প্রভৃতি বৃক্ষসকল এবং গিরিশিখর সমস্ত ভগ্ন করত রহিয়াছ [illegible] সমূহ খণ্ড খণ্ড করিয়া কার্য্যবশতঃ এক বিহার ও মদ্যপান ক[illegible]নিক্ষেপপূর্বক দ্রুতগামী গজেন্দ্রের মহর্ষি[illegible]গিলেন।১৪-১৫

পরে ইক্ষ্বাকুকুলতনয় লক্ষ্মণ বানর সেনায় পরিব্যাপ্ত, পর্বতমধ্যবর্তী সেই কপিশ্রেষ্ঠ সুগ্রীবের দুর্গম মহাপুরী কিষ্কিন্ধা দর্শন পূর্বক তাহার প্রতি ক্রোধবশতঃ ওষ্ঠ প্রস্ফুরিত করিয়া কিষ্কিন্ধামধ্যে বহির্ভাগে বিচরণকারী ভয়ঙ্কর বানরগণকে দর্শন করিলেন। হস্তিসদৃশ বানরসকল সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণকে আসিতে দেখিয়া পর্বতের মধ্যবর্তী বৃহৎ বৃহৎ শৃঙ্গ ও শত শত বৃক্ষশাখায় আরোহণ করিল। পরন্তু লক্ষ্মণ সেই বানরসকলকে অস্ত্রধারী দেখিয়া বহু ইন্ধনযুক্ত অনলের ন্যায় দ্বিগুণতর ক্রোধে উদ্দীপ্ত হইলেন। বানরগণ প্রলয় ও মৃত্যুস্বরূপ লক্ষ্মণকে অবলোকন করত ভীত হইয়া নানাদিকে পলায়ন করিল।১৬-২০

অতঃপর প্রধান প্রধান বানরগণ সুগ্রীবের ভবনে প্রবেশ করত লক্ষ্মণের ক্রোধ ও আগমন বৃত্তান্ত নিবেদন করিলে তিনি তারার সহিত বিহারসুখে আসক্ত থাকায় তাহাদিগের সেই বাক্য শুনিতে পাইলেন না।২১-২২

পরে গিরি ও কুঞ্জরসম সেই রোমহর্ষণ বানরগণ সচিব কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া নগর হইতে নির্গত হইল। তন্মধ্যে কেহ কেহ নখ ও দন্তরূপ অস্ত্রধারী, মহাবীর ও ভীমদর্শন,

ততঃ সচিবসন্দিষ্টা হরয়ো রোমহর্ষণাঃ।
গিরিকুঞ্জরমেঘাভা নগরান্নির্যযুস্তদা ॥২৩
নখদংষ্ট্রায়ুধাঃ সর্বে বীরা বিকৃতদর্শনাঃ।
সর্বে শার্দূলদংষ্ট্রাশ্চ সর্বে বিবৃতদর্শনাঃ ॥২৪
দশনাগবলাঃ কেচিৎ কেচিদ্দশগুণোত্তরাঃ।
কেচিন্নাগসহস্রস্য বভূবুস্তুল্যবর্চসঃ ॥২৫
ততস্তৈঃ কপিভির্ব্যাপ্তাং দ্রুমহস্তৈর্মহাবলৈঃ।
অপশ্যল্লক্ষ্মণঃ ক্রুদ্ধঃ কিষ্কিন্ধাং তাং দুরাসদাম্ ॥২৬
ততস্তে হরয়ঃ সর্বে প্রাকারপরিখান্তরাৎ।
নিষ্ক্রম্যোদগ্রসত্ত্বাস্তু তস্থুরাবিষ্কৃতং তদা ॥২৭
সুগ্রীবস্য প্রমাদঞ্চ পূর্বজস্যার্থমাত্মবান্।
দৃষ্ট্বা ক্রোধবশং বীরঃ পুনরেব জগাম সঃ ॥২৮
স দীর্ঘোষ্ণমহোচ্ছ্বাসঃ কোপসংরক্তলোচনঃ।
বভূব নরশার্দূলঃ সধূম ইব পাবকঃ ॥২৯
বাণশল্যস্ফুরজ্জিহ্বঃ সায়কাসনভোগবান্।
স্বতেজোবিষসম্ভূতঃ পঞ্চাস্য ইব পন্নগঃ ॥৩০
তং দীপ্তমিব কালাগ্নিং নাগেন্দ্রমিব কোপিতম্।
সমাসাদ্যাঙ্গদস্ত্রাসাদ্ বিষাদমগমৎ পরম্ ॥৩১
সোঽঙ্গদং রোষতাম্রাক্ষঃ সন্দিদেশ মহাযশাঃ।
সুগ্রীবঃ কথ্যতাং বৎস মমাগমনমিত্যুত ॥৩২
এষ রামানুজঃ প্রাপ্তস্ত্বৎসকাশমরিন্দম।
ভ্রাতুর্ব্যসনসন্তপ্তো দ্বারি তিষ্ঠতি লক্ষ্মণঃ ॥৩৩
তস্য বাক্যং যদি রুচিঃ ক্রিয়তাং সাধু বানর।
ইত্যুক্ত্বা শীঘ্রমাগচ্ছ বৎস বাক্যমরিন্দম ॥৩৪
লক্ষ্মণস্য বচঃ শ্রুত্বা শোকাবিষ্টোঽঙ্গদোঽব্রবীৎ।
পিতুঃ সমীপমাগম্য সৌমিত্রিরয়মাগতঃ ॥৩৫
অথাঙ্গদস্তস্য সুতীব্রবাচা
সম্ভ্রান্তভাবঃ পরিদীনবক্ত্রঃ।
নির্গত্য পূর্বং নৃপতেস্তরস্বী
ততো রুমায়াশ্চরণৌ ববন্দে ॥৩৬
সংগৃহ্য পাদৌ পিতুরুগ্রতেজা
জগ্রাহ মাতুঃ পুনরেব পাদৌ।

কেহ কেহ ব্যাঘ্রদন্ততুল্য-বিশালদন্ত-সমন্বিত, বিকট দর্শন, কেহ কেহ দশাধিক-শত নাগসম বলবান, আবার কেহ বা সহস্র সহস্র নাগসম তেজস্বী, লক্ষ্মণ সেইসকল বৃক্ষহস্ত মহাবীর বানরবৃন্দ দ্বারা পরিব্যাপ্ত দুর্গম কিষ্কিন্ধাকে দর্শন করত অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন।২৩-২৬

পরে তখন তাহারা প্রাকারের বহিঃস্থিত পরিখা হইতে বহির্গত হইয়া ভীষণ মূর্তি ধারণ পূর্বক অবস্থিত হইল। বীর লক্ষ্মণ সুগ্রীবের প্রমাদ ও অগ্রজ রামের অর্থসিদ্ধির বিষয় বিচার পূর্বক পুনর্বার ক্রোধবশবর্তী হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। তিনি দীর্ঘ উষ্ণশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন এবং ক্রোধে তাঁহার চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। ঐ সময় পুরুষশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণ ধূমহীন অগ্নির সমান প্রতিভাত হইতে লাগিল।২৭-২৯

তৎকালে তাঁহার বাণ ও শল্য স্ফুরিত জিহ্বার ন্যায়, ধনুর্মণ্ডল ফনামণ্ডলের ন্যায় ও স্বীয় তেজ বিষের ন্যায় প্রতিভাত হওয়ায় তিনি যেন পঞ্চমুখ সর্প-সদৃশ দীপ্যমান হইতে থাকিলেন। অঙ্গদ তাঁহাকে প্রজ্বলিত কালানল এবং রাগান্বিত নাগেন্দ্রের ন্যায় অবলোকন করত ভীত হইয়া অত্যন্ত বিষাদপ্রাপ্ত হইলেন। রোষরক্তনয়ন মহাযশা লক্ষ্মণ অঙ্গদের নিকটবর্তী হইয়া তাঁহাকে বলিলেন যে,—বৎস! তুমি সুগ্রীবকে আমার আগমনবার্তা জ্ঞাপন কর। হে অরিদমন! তুমি তাঁহাকে এইরূপ বলিবে যে,—রামানুজ লক্ষ্মণ ভ্রাতৃবিপদে সন্তপ্ত হইয়া তোমার সমীপে আগমন করত দ্বারদেশে অবস্থান করিতেছেন; যদি আপনার অভিলাষ হয়, তবে আপনি তাঁহার বাক্যসফল অর্থাৎ আজ্ঞা পালন করুন। বৎস! তুমি তাঁহাকে এই কথা বলিয়া শীঘ্র তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান কর।৩০-৩৪

অনন্তর লক্ষ্মণের বাক্যশ্রবণে শোকসন্তপ্ত অঙ্গদ তাঁহার সুতীব্র-বাক্যে সম্ভ্রান্তহৃদয় ও ম্লানবদন হইয়া তাঁহার নিকট হইতে প্রত্যাবর্তন করত পিতৃব্য সমীপে আগমন করিয়া প্রথমতঃ তাঁহার চরণ বন্দনা পূর্বক সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণের আগমন বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। পরে রুমার পদদ্বয় বন্দনা করিয়া পুনর্বার পিতৃব্য, মাতা ও রুমার চরণদ্বয় বন্দনা পূর্বক উক্ত বাক্য বিস্তার পূর্বক নিবেদন করিতে লাগিলেন। তখন সুগ্রীব নিদ্রাবশতঃ ক্লান্তিযুক্ত এবং মদমত্ত কাম কর্তৃক বিমোহিত থাকায় অঙ্গদের বাক্য অবগত হইতে

পাদৌ রুমায়াশ্চ নিপীড়য়িত্বা
নিবেদয়ামাস ততস্তদর্থম্ ॥৩৭
স নিদ্রাক্লান্তসংবীতো বানরো ন বিবুদ্ধবান্।
বভূব মদমত্তশ্চ মদনেন চ মোহিতঃ ॥৩৮
ততঃ কিলকিলাং চক্রুর্লক্ষ্মণং প্রেক্ষ্য বানরাঃ।
প্রসাদয়ন্তস্তং ক্রুদ্ধং ভয়মোহিতচেতসঃ ॥৩৯
তে মহৌঘনিভং দৃষ্ট্বা বজ্রাশনিসমস্বনম্।
সিংহনাদং সমং চক্রুর্লক্ষ্মণস্য সমীপতঃ ॥৪০
তেন শব্দেন মহতা প্রত্যবুধ্যত বানরঃ।
মদবিহ্বলতাম্রাক্ষো ব্যাকুলঃ স্রগ্বিভূষণঃ ॥৪১
অথাঙ্গদবচঃ শ্রুত্বা তেনৈব চ সমাগতৌ।
মন্ত্রিণৌ বানরেন্দ্রস্য সম্মতোদারদর্শনৌ ॥৪২
প্লক্ষশ্চৈব প্রভাবশ্চ মন্ত্রিণাবর্থ-ধর্ম্ময়োঃ।
বক্তুমুচ্চাবচং প্রাপ্তং লক্ষ্মণং তৌ শশংসতুঃ ॥৪৩
প্রসাদয়িত্বা সুগ্রীবং বচনৈঃ সার্থনিশ্চিতৈঃ।
আসীনং পর্য্যুপাসীনৌ যথা শক্রং মরুৎপতিম্ ॥৪৪

সত্যসন্ধৌ মহাভাগৌ ভ্রাতরৌ রাম-লক্ষ্মণৌ।
মনুষ্যভাবং সম্প্রাপ্তৌ রাজ্যার্হৌ রাজ্যদায়িনৌ ॥৪৫
তয়োরেকো ধনুষ্পাণির্দ্বারি তিষ্ঠতি লক্ষ্মণঃ।
যস্য ভীতাঃ প্রবেপন্তো নাদান্ মুঞ্চন্তি বানরাঃ ॥৪৬
স এষ রাঘবভ্রাতা লক্ষ্মণো বাক্যসারথিঃ।
ব্যবসায়রথঃ প্রাপ্তস্তস্য রামস্য শাসনাৎ ॥৪৭
অয়ঞ্চ তনয়ো রাজংস্তারায়া দয়িতোঽঙ্গদঃ।
লক্ষ্মণেন সকাশং তে প্রেষিতস্ত্বরয়ানঘ ॥৪৮
সোঽয়ং রোষপরীতাক্ষো দ্বারি তিষ্ঠতি বীর্য্যবান্।
বানরান্ বানরপতে চক্ষুষা নির্দহন্নিব ॥৪৯
তস্য মূর্দ্ধা প্রণামং ত্বং সপুত্রঃ সহবান্ধবঃ।
গচ্ছ শীঘ্রং মহারাজ রোষো হ্যদ্যোপশাম্যতাম্ ॥৫০
যথা হি রামো ধর্ম্মাত্মা তৎকুরুষ্ব সমাহিতঃ।
রাজংস্তিষ্ঠ স্বসময়ে ভব সত্যপ্রতিশ্রবঃ ॥৫১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে একত্রিংশঃ সর্গঃ ॥

সমর্থ হইলেন না। এদিকে বানরগণ ক্রুদ্ধ লক্ষ্মণকে দর্শন করত ভয়মোহিতচিত্তে তাঁহাকে প্রসন্ন করত কিলকিল শব্দ করিতে লাগিল। বানরযূথ লক্ষ্মণের সমীপে মহাপ্রবাহের বজ্র ও অশনি-শব্দতুল্য সিংহনাদ সদৃশ শব্দ করিতে থাকিলে মদবিহ্বল, রক্তনয়ন পুষ্পমালায় বিভূষিত ও নিদ্রিত সুগ্রীব সেই মহৎশব্দে জাগরিত হইলেন।৩৫-৪১

অনন্তর বানররাজ সুগ্রীবের ধর্ম্ম ও অর্থ বিষয়ের মন্ত্রী প্লক্ষ ও প্রভাবনামক উদারদর্শন মন্ত্রিদ্বয় অঙ্গদের বাক্য শ্রবণ করত তাঁহারা সুগ্রীবের সমীপে আগমন করিল এবং তাঁহারা সুগ্রীবকে হিতাহিত বাক্য বলিবার জন্য লক্ষ্মণের আগমন-বৃত্তান্ত বিবৃত করিতে লাগিল, মন্ত্রিগণ সুগ্রীবকে নিশ্চিন্ত কদর্থযুক্ত বচনে সন্তুষ্ট করত শক্রসম সুগ্রীবের নিকট উপবিষ্ট হইয়া বলিলেন যে, তোমার রাজ্যপ্রদ, রাজ্যার্হ, সত্যসন্ধ ও মহাভাগ্যবান্ যে দুই ভ্রাতা রাম ও লক্ষ্মণ মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তন্মধ্যে ধনুর্দ্ধারী লক্ষ্মণ একাকী দ্বারে অবস্থান করিয়া রহিয়াছেন; বানরবৃন্দ তাঁহারই ভয়ে কম্পিত হইয়া শব্দ করিতেছে।৪২-৪৬

সেই রামানুজ লক্ষ্মণ রামের আজ্ঞানুসারে এখানে আসিয়াছেন। শ্রীরামের নির্দ্দেশবাক্যই সারথিরূপে কর্ত্তব্যবিষয়ে স্থিরতারূপ রথ দ্বারা এইস্থানে তাঁহাকে আনয়ন করিয়াছে। হে অনঘ রাজন্! তিনিই তারার প্রিয়তনয় অঙ্গদকে আপনার সমীপে পাঠাইয়াছেন। বানরাধিপতে! সেই বীর্য্যশালী লক্ষ্মণ রোষপূর্ণ নয়নদ্বারা বানরগণকে যেন দগ্ধ করত দ্বারদেশে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন; অতএব আপনি পুত্র ও বান্ধবগণের সহিত তাঁহার নিকট শীঘ্র গমন করিয়া মস্তক অবনত করিয়া তাঁহাকে প্রণাম পূর্ব্বক তাঁহার ক্রোধ শান্তি করুন।৪৭-৫০

ধর্ম্মাত্মা রাম যাহা আদেশ করিয়াছেন, আপনি সমাহিত হইয়া সেই আদেশ পালন করত শপথ পালনকরিবার জন্য সত্যপ্রতিজ্ঞ হউন।৫১

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে একত্রিংশঃ সর্গ সমাপ্ত।

দ্বাত্রিংশঃ সর্গঃ

[সুগ্রীবং প্রতি হনুমত উপদেশবাক্যম্]

অঙ্গদস্য বচঃ শ্রুত্বা সুগ্রীবঃ সচিবৈঃ সহ।
লক্ষ্মণং কুপিতং শ্রুত্বা মুমোচাসনমাত্মবান্ ॥১
স চ তানব্রবীদ্ বাক্যং নিশ্চিত্য গুরুলাঘবম্।
মন্ত্রজ্ঞান্ মন্ত্রকুশলো মন্ত্রেষু পরিনিষ্ঠিতঃ ॥২
ন মে দুর্ব্যাহৃতং কিঞ্চিন্নাপি মে দুরনুষ্ঠিতম্।
লক্ষ্মণো রাঘবভ্রাতা ক্রুদ্ধঃ কিমিতি চিন্তয়ে ॥৩
অসুহৃদ্ভির্মমামিত্রৈর্নিত্যমন্তরদর্শিভিঃ।
মম দোষানসম্ভূতান্ শ্রাবিতো রাঘবানুজঃ ॥৪
অত্র তাবদ্ যথাবুদ্ধিঃ সর্বৈরেব যথাবিধি।
ভাবস্য নিশ্চয়স্তাবদ্ বিজ্ঞেয়ো নিপুণং শনৈঃ ॥৫
ন খল্বস্তি মম ত্রাসো লক্ষ্মণান্নাপি রাঘবাৎ।
মিত্রং স্বস্থানকুপিতং জনয়ত্যেব সম্ভ্রমম্ ॥৬
সর্বথা সুকরং মিত্রং দুষ্করং প্রতিপালনম্।
অনিত্যত্বাত্তু চিত্তানাং প্রীতিরল্পেঽপি ভিদ্যতে ॥৭
অতো নিমিত্তং ত্রস্তোঽহং রামেণ তু মহাত্মনা।
যন্মমোপকৃতং শক্যং প্রতিকর্তুং ন তন্ময়া ॥৮
সুগ্রীবেণৈবমুক্তে তু হনুমান্ হরিপুঙ্গবঃ।
উবাচ স্বেন তর্কেণ মধ্যে বানরমন্ত্রিণাম্ ॥৯
সর্বথা নৈতদাশ্চর্য্যং যৎ ত্বং হরিগণেশ্বর।
ন বিস্মরসি সুস্নিগ্ধমুপকারং কৃতং শুভম্ ॥১০
রাঘবেণ তু বীরেণ ভয়মুৎসৃজ্য দূরতঃ।
ত্বৎপ্রিয়ার্থং হতো বালী শক্রতুল্যপরাক্রমঃ ॥১১
সর্বথা প্রণয়াৎ ক্রুদ্ধো রাঘবো নাত্র সংশয়ঃ।
ভ্রাতরং সংপ্রহিতবাঁল্লক্ষ্মণং লক্ষ্মিবর্ধনম্ ॥১২

দ্বাত্রিংশ সর্গ

[সুগ্রীবের প্রতি হনুমানের উপদেশ বাক্য।]

অনন্তর মনস্বী সুগ্রীব অঙ্গদের বাক্য ও লক্ষ্মণের ক্রোধবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া সচিবগণের সহিত আসন হইতে উঠিলেন।১

মন্ত্রণাপটু ও মন্ত্রণা বিষয়ে বিদ্বান সুগ্রীব গুরুলাঘব বিবেচনা না করিয়া মন্ত্রজ্ঞ মন্ত্রিগণকে বলিলেন যে, আমি রামকে কোন দুর্বাক্য বলি নাই এবং তাঁহার কোন দুঃখকর দুষ্কার্য্যও করি নাই, তবে কি জন্য রামের ভ্রাতা লক্ষ্মণ আমার উপর ক্রুদ্ধ হইলেন? অতএব আমি বিবেচনা করি যে, আমার প্রতি অশুদ্ধ হৃদয়, আমার অপকারী ও ছিদ্রান্বেষী সেই লক্ষ্মণকে আমার অসম্ভূত দোষ কেহ শ্রবণ করাইয়া থাকিবে যাহা হউক, এক্ষণে যাহার যেরূপ জ্ঞান, তদনুসারে সকলেরই ক্রমান্বয়ে লক্ষ্মণের ক্রোধের নিশ্চয় করা কর্ত্তব্য।২-৫

রাম বা লক্ষ্মণ হইতে আমার ভয় নাই সুনিশ্চিত, কিন্তু মিত্র অকারণ ক্রুদ্ধ হইলে ভয় উৎপাদন করিয়া থাকে।৬

মিত্রতা অনায়াসে লাভ সম্ভব, কিন্তু তাহা প্রতিপালন করা দুষ্কর; কেননা, চিত্তের চাঞ্চল্য হেতু অল্প কারণেই প্রীতির হানি হইয়া থাকে।৭

কিন্তু আমি এইজন্য ভীত হইতেছি যে, মহাত্মা রাম আমার যেরূপ উপকার করিয়াছেন, আমি তাদৃশ কোন প্রত্যুপকার করিতে পারি নাই।৮

সুগ্রীব এইরূপ বলিলে পর বানরমন্ত্রিগণের সম্মুখে বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান্ স্বীয় যুক্তি অনুসারে তাঁহাকে বলিলেন যে,—হে কপীশ্বর! রাম স্নেহপরায়ণ হইয়া আপনার যে উপকার করিয়াছেন, তাহা যে আপনি বিস্মৃত হন নাই, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।৯-১০

মহাবলবান্ রঘুনন্দন রাম আপনার প্রিয়কার্য্য সাধনের জন্য ভীত না হইয়া ইন্দ্রতুল্য-পরাক্রমশালী বালীকে নিহত করিয়াছেন।১১

তিনি প্রণয়বশতঃ আপনার উপর কুপিত

ত্বং প্রমত্তো ন জানীষে কালং কালবিদাং বর।
ফুল্লসপ্তচ্ছদশ্যামা প্রবৃত্তা তু শরচ্ছুভা ॥১৩
নির্ম্মলগ্রহনক্ষত্রা দ্যৌঃ প্রণষ্টবলাহকা।
প্রসন্নাশ্চ দিশঃ সর্ব্বাঃ সরিতশ্চ সরাংসি চ ॥১৪
প্রাপ্তমুদ্যোগকালং তু নাবৈষি হরিপুঙ্গব।
ত্বং প্রমত্ত ইতি ব্যক্তং লক্ষ্মণোহয়মিহাগতঃ ॥১৫
আর্ত্তস্য হৃতদারস্য পরুষং পুরুষান্তরাৎ।
বচনং মর্ষণীয়ং তে রাঘবস্য মহাত্মনঃ ॥১৬
কৃতাপরাধস্য হি তে নান্যৎ পশ্যাম্যহং ক্ষমম্।
অন্তরেণাঞ্জলিং বদ্ধা লক্ষ্মণস্য প্রসাদনাৎ ॥১৭
নিযুক্তৈর্মন্ত্রিভির্বাচ্যো হ্যবশ্যং পার্থিবো হিতম্।
ইত এব ভয়ং ত্যক্ত্বা ব্রবীম্যবধৃতং বচঃ ॥১৮

অভিক্রুদ্ধঃ সমর্থো হি চাপমুদ্যম্য রাঘবঃ।
সদেবাসুরগন্ধর্ব্বং বশে স্থাপয়িতুং জগৎ ॥১৯
ন স ক্ষমঃ কোপয়িতুং যঃ প্রসাদ্যঃ পুনর্ভবেৎ।
পূর্ব্বোপকারং স্মরতা কৃতজ্ঞেন বিশেষতঃ ॥২০
তস্য মূর্দ্ধা প্রণম্য ত্বং সপুত্রঃ সসুহৃজ্জনঃ।
রাজংস্তিষ্ঠ স্বসময়ে ভর্ত্তুর্ভার্য্যেব তদ্বশে ॥২১
ন রাম রামানুজশাসনং ত্বয়া
কপীন্দ্র যুক্তং মনসাপ্যপোহিতুম্।
মনো হি তে জ্ঞাস্যতি মানুষং বলম্
সরাঘবস্যাস্য সুরেন্দ্রবর্চসঃ ॥২২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে দ্বাত্রিংশঃ সর্গঃ ॥

হইয়াছেন। সেইহেতু নিজ ভ্রাতা শোভাবর্দ্ধন লক্ষ্মণকে আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন।১২

হে কালজ্ঞগণশ্রেষ্ঠ! প্রস্ফুটিত সপ্তচ্ছদ পুষ্প দ্বারা শ্যামবর্ণ শুভলক্ষণ শরৎকাল সমাগত, আপনি প্রমত্ত হইয়া তাহা জানিতে পারিতেছেন না।১৩

মেঘহীন নভোমণ্ডল নির্ম্মল গ্রহনক্ষত্র দ্বারা বিভূষিত হইয়াছে; সরোবর, নদী ও দিক্‌সকল নির্ম্মল হইয়াছে। হে বানরোত্তম! আপনি প্রমত্তভাবে থাকিয়া এই উপস্থিত উদ্যোগকাল জানিতে পারেন নাই, সেইজন্য লক্ষ্মণ আপনাকে তাহা জানাইবার জন্য এখানে আসিয়াছেন।১৪-১৫

লক্ষ্মণ আর্ত্ত, হৃতদার ও মহাত্মা সেই রাঘবের কথিত কর্কশ বাক্য যাহা বলিবেন, আপনার তাহা সহ্য করা উচিত।১৬

রাজন্! আপনি রামের সমীপে অপরাধী হইয়াছেন, অতএব কৃতাঞ্জলি হইয়া লক্ষ্মণের প্রসন্নতা বিধান ভিন্ন আপনার অন্য কোন উপায় দেখিতেছি না।১৭

হিতার্থী মন্ত্রিগণের ভূপতিদিগের হিতকরবাক্য বলাই উচিত। এইজন্য আমি নির্ভয়ে আপনাকে এই নিশ্চিত বাক্য বলিতেছি।১৮

রাম কুপিত হইয়া শরাসন ধারণপূর্ব্বক দেব, অসুর ও গন্ধর্ব্বগণ-সমন্বিত এই জগৎ বশীভূত করিতে পারেন।১৯

আপনি কৃতজ্ঞতা সহকারে রামকৃত পূর্ব্ব উপকার স্মরণ করত তাঁহার ক্রোধ নিবারণ করিবার জন্য যত্নবান্ হউন। কেননা, যাঁহাকে প্রসন্ন করিতে হইবে, তাঁহাকে ক্রোধান্বিত করা যুক্তিযুক্ত নহে। বিশেষতঃ আপনি কৃতজ্ঞ,—অতএব হে রাজন্! আপনি পুত্র ও সুহৃদগণের সহিত অবনতমস্তকে তাঁহাকে প্রণাম পূর্ব্বক স্বীয় স্বীকৃত বিষয়ে অবস্থানকরত পতিবশবর্তিনী ভার্য্যার ন্যায় তাঁহার বশবর্ত্তী হউন।২০-২১

হে বানররাজ! আপনি মনে মনেও রাম এবং রামানুজ লক্ষ্মণের শাসন উল্লঙ্ঘন করিতে পারিবেন না; যেহেতু আপনার মন সেই সুরেন্দ্রতুল্য তেজস্বী রাম ও লক্ষ্মণের মনুষ্যলোকাতীত বল জানা আছে।২২

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে দ্বাত্রিংশ স্বর্গ সমাপ্ত।

ত্রয়স্ত্রিংশঃ সর্গঃ

[অঙ্গদমুখেন স্ব-গমনবিষয়ে প্রত্যুত্তরং প্রাপ্য কিষ্কিন্ধানগর্য্যাঃ শোভাং পশ্যতো লক্ষ্মণস্য সুগ্রীবান্তঃপুর-প্রবেশঃ, ক্রোধেন ধনুষ্টঙ্কারদানম্, তেন ভীতেন সুগ্রীবেণ লক্ষ্মণং প্রশাময়িতুং তৎসমীপে তারায়াঃ প্রেষণম্, তারায়া লক্ষ্মণায় সান্ত্বনাদানম্, অন্তঃপুরানয়নঞ্চ।]

অথ প্রতিসমাদিষ্টো লক্ষ্মণঃ পরবীরহা।
প্রবিবেশ গুহাং রম্যাং কিষ্কিন্ধাং রামশাসনাৎ ॥১
দ্বারস্থা হরয়স্তত্র মহাকায়া মহাবলাঃ।
বভূবুর্লক্ষ্মণং দৃষ্ট্বা সর্বে প্রাঞ্জলয়ঃ স্থিতাঃ ॥২
নিঃশ্বসন্তং তু তং দৃষ্ট্বা ক্রুদ্ধং দশরথাত্মজম্।
বভূবুর্হরয়স্ত্রস্তা ন চৈনং পর্য্যবারয়ন্ ॥৩
স তাং রত্নময়ীং দিব্যাং শ্রীমান্ পুষ্পিতকাননাম্।
রম্যাং রত্নসমাকীর্ণাং দদর্শ মহতীং গুহাম্ ॥৪
হর্ম্যপ্রাসাদসম্বাধাং নানারত্নোপশোভিতাম্।
সর্বকামফলৈর্বৃক্ষৈঃ পুষ্পিতৈরুপশোভিতাম্ ॥৫
দেবগন্ধর্বপুত্রৈশ্চ বানরৈঃ কামরূপিভিঃ।
দিব্যমাল্যাম্বরধরৈঃ শোভিতাং প্রিয়দর্শনৈঃ ॥৬
চন্দনাগুরুপদ্মানাং গন্ধৈঃ সুরভিগন্ধিতাম্।
মৈরেয়াণাং মধূনাঞ্চ সম্মোদিতমহাপথাম্ ॥৭
বিন্ধ্যমেরুগিরিপ্রখ্যৈঃ প্রাসাদৈর্নৈকভূমিভিঃ।
দদর্শ গিরিনদ্যশ্চ বিমলাস্তত্র রাঘবঃ ॥৮
অঙ্গদস্য গৃহং রম্যং মৈন্দস্য দ্বিবিদস্য চ।
গবয়স্য গবাক্ষস্য গয়স্য শরভস্য চ ॥৯
বিদ্যুন্মালেশ্চ সম্পাতেঃ সূর্য্যাক্ষস্য হনূমতঃ।
বীরবাহোঃ সুবাহোশ্চ নলস্য চ মহাত্মনঃ ॥১০

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ

[অঙ্গদমুখে, গমন বিষয়ে প্রত্যুত্তর প্রাপ্ত হইয়া কিষ্কিন্ধাপুরীর শোভা দর্শন করিতে করিতে সুগ্রীবের অন্তঃপুরে লক্ষ্মণের প্রবেশ ও ক্রোধপূর্বক ধনুতে টঙ্কার দান, তাহাতে ভীত সুগ্রীব কর্তৃক লক্ষ্মণকে শান্ত করিবার জন্য তাহার সমীপে তারাকে প্রেরণ, তারা কর্তৃক লক্ষ্মণকে সান্ত্বনা দান ও অন্তঃপুরে আনয়ন।]

অনন্তর শত্রুবীরহন্তা লক্ষ্মণ অঙ্গদের মুখে গমন করিতে অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া রামের আদেশানুযায়ী পরম রমণীয় গুহামধ্যবর্তী কিষ্কিন্ধানগরে প্রবেশ করিলেন।১

লক্ষ্মণ গুহামধ্যে প্রবিষ্ট হইলে দ্বারস্থিত বৃহদাকার মহাবল পরাক্রম বানরগণ তাঁহাকে দর্শন করত সকলেই কৃতাঞ্জলি হইয়া অবস্থান করিতে লাগিল।২

কিন্তু তাঁহাকে ক্রোধবশতঃ ঘন ঘন নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া ভীত হইয়া চতুর্দিকে পরিবেষ্টন করত তাঁহার সহিত গমন করিতে পারিল না।৩

শ্রীমান্ লক্ষ্মণ রত্নময়, পুষ্পিত-কানন সমন্বিত, প্রকাণ্ড দিব্য গুহামধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, সেই গুহা পরস্পর সমীপবর্তী হর্ম ও প্রাসাদসমূহে পূর্ণ, নানারত্ন সুশোভিত এবং সর্বপ্রকার অভিলষিত ফলপ্রদ পুষ্পিত বৃক্ষরাজীতে শোভাপ্রাপ্ত হইতেছে।৪-৫

দেব ও গন্ধর্বগণের ঔরসজাত, দিব্যমাল্য ও দিব্যবস্ত্র পরিধানকারী, স্বেচ্ছানুসারে রূপধারী এবং প্রিয়দর্শন বানরগণ দ্বারা সেই গুহা শোভিত। তাহা চন্দন, অগুরু ও পদ্মগন্ধে সুবাসিত হইয়া রহিয়াছে। তাহার পথ সকলও মৈরেয় নামক মদ্যগন্ধে এবং বিশেষ মধুগন্ধে আমোদিত হইয়াছে।৬-৭

রঘুবংশসম্ভূত লক্ষ্মণ এইরূপ গুহার সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া তথায় বিন্ধ্য ও মেরু গিরিসম প্রভৃত প্রাসাদ, পর্বত ও নদীসমূহ দর্শন করত রাজমার্গে অঙ্গদ, মৈন্দ, দ্বিবিদ, গবয়, গবাক্ষ, গয়, শরভ, বিদ্যুন্মালি,

কুমুদস্য সুষেণস্য তার-জাম্ববতোস্তথা।
দধিবক্ত্রস্য নীলস্য সুপাটলসুনেত্রয়োঃ ॥১১
এতেষাং কপিমুখ্যানাং রাজমার্গে মহাত্মনাম্।
দদর্শ গৃহমুখ্যানি মহাসারাণি লক্ষ্মণঃ ॥১২
পাণ্ডুরাভ্রপ্রকাশানি গন্ধমাল্যযুতানি চ।
প্রভূতধনধান্যানি স্ত্রীরত্নৈঃ শোভিতানি চ ॥১৩
পাণ্ডুরেণ তু শৈলেন পরিক্ষিপ্তং দুরাসদম্।
বানরেন্দ্রগৃহং রম্যং মহেন্দ্রসদনোপমম্ ॥১৪
শুক্লৈঃ প্রাসাদশিখরৈঃ কৈলাসশিখরোপমৈঃ।
সর্বকামফলৈর্বৃক্ষৈঃ পুষ্পিতৈরুপশোভিতম্ ॥১৫
মহেন্দ্রদত্তৈঃ শ্রীমদ্ভির্নীলজীমূতসন্নিভৈঃ।
দিব্যপুষ্পফলৈর্বৃক্ষৈঃ শীতচ্ছায়ৈর্মনোরমৈঃ ॥১৬
হরিভিঃ সংবৃতদ্বারং বলিভিঃ শাস্ত্রপাণিভিঃ।
দিব্যমাল্যাবৃতং শুভ্রং তপ্তকাঞ্চনতোরণম্ ॥১৭
সুগ্রীবস্য গৃহং রম্যং প্রবিবেশ মহাবলঃ।
অবার্য্যমাণঃ সৌমিত্রির্মহাভ্রমিব ভাস্করঃ ॥১৮

সম্পাতি, সূর্যাক্ষ, হনুমান্, বীরবাহু, সুবাহু, নল, কুমুদ, সুষেণ, তার, জাম্ববান্, দধিবক্ত্র, নীল, সুনেত্র ও সুপাটল প্রভৃতি মহাতেজা বানরশ্রেষ্ঠগণের পাণ্ডুরবর্ণ মেঘসদৃশ প্রভান্বিত, গন্ধমাল্যযুক্ত, প্রভূত ধনধান্য সমন্বিত ও স্ত্রীরত্নে সুশোভিত অত্যুত্তম গৃহসমূহ দর্শন করিলেন।৮-১৩

অতঃপর ধর্মাত্মা লক্ষ্মণ পাণ্ডুরবর্ণ স্ফটিকমণিখচিত-প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত, ইন্দ্র প্রাসাদসদৃশ, কৈলাস শিখরসম শুক্লবর্ণ প্রাসাদশিখর দ্বারা সুশোভিত, সর্বপ্রকার অভিলষিত ফলপ্রদ ও পুষ্পিত নীল মেঘসদৃশ সৌন্দর্য্যশালী, অনুপম ফলপুষ্প সমন্বিত, শীতল ছায়াযুক্ত দেবরাজপ্রদত্ত কল্পবৃক্ষসমূহে বিস্তৃত, দ্বারদেশে শস্ত্রপাণি মহাবল বানরগণে সমাবৃত, দিব্যমাল্য সুশোভিত, তপ্তকাঞ্চননির্মিত-তোরণসমন্বিত সুগ্রীবের রমণীয় গৃহে মহামেঘমধ্যে প্রবিষ্ট সূর্য্যসদৃশ অবাধে প্রবেশ করিলেন।১৪-১৮

স সপ্ত কক্ষ্যা ধর্মাত্মা যানাসনসমাবৃতাঃ।
দদর্শ সুমহদ্ গুপ্তং দদর্শান্তঃপুরং মহৎ ॥১৯
হৈমরাজতপর্য্যঙ্কৈর্বহুভিশ্চ বরাসনৈঃ।
মহার্হাস্তরণোপেতৈস্তত্র তত্র সমাবৃতম্ ॥২০
প্রবিশন্নেব সততং শুশ্রাব মধুরস্বনম্।
তন্ত্রীগীতসমাকীর্ণং সমতালপদাক্ষরাম্ ॥২১
বহ্বীশ্চ বিবিধাকারা রূপযৌবনগর্বিতাঃ।
স্ত্রিয়ঃ সুগ্রীবভবনে দদর্শ স মহাবলঃ ॥২২
দৃষ্ট্বাভিজনসম্পন্নাস্তত্র মাল্যকৃতস্রজঃ।
বরমাল্যকৃতব্যগ্রা ভূষণোত্তমভূষিতাঃ ॥২৩
নাতৃপ্তান্নাতি চাব্যগ্রান্নানুদাত্তপরিচ্ছদান্।
সুগ্রীবানুচরাংশ্চাপি লক্ষয়ামাস লক্ষ্মণঃ ॥২৪
কূজিতং নূপুরাণাঞ্চ কাঞ্চীনাং নিঃস্বনং তথা।
স নিশম্য ততঃ শ্রীমান্ সৌমিত্রির্লজ্জিতোঽভবৎ॥২৫
রোষবেগপ্রকুপিতঃ শ্রুত্বা চাভরণস্বনম্।
চকার জ্যাস্বনং বীরো দিশঃ শব্দেন পূরয়ন্ ॥২৬

যান ও আসন দ্বারা সমাবৃত সপ্তকক্ষ অতিক্রম করত কাঞ্চন ও রজতনির্মিত মহামূল্য পর্য্যঙ্ক ও উৎকৃষ্ট আসন দ্বারা পরিবৃত সুগ্রীবের একান্ত গুপ্ত অন্তঃপুর দর্শন করিলেন।১৯-২০

লক্ষ্মণ সেই অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিয়াই সমতাল, পদ ও অক্ষর সংযুক্ত তন্ত্রীগীতে পরিপূর্ণ মধুর ধ্বনি শুনিতে পাইলেন।২১

মহাবল লক্ষ্মণ সেইস্থানে নানারূপধারিণী রূপ যৌবন-গর্বিতা সুন্দরী স্ত্রীসকল দর্শন করিলেন।২২

লক্ষ্মণ অন্তঃপুরমধ্যে মহদ্বংশসঞ্জাত উৎকৃষ্ট মাল্য-গ্রন্থনে নিযুক্ত এবং উত্তম মাল্য ও ভূষণ দ্বারা বিভূষিত রমণীগণকে দর্শন করত তথায় অতিশয় সন্তোষশীল, পরিচর্য্যা বিষয়ে যথোপযুক্ত, ত্বরান্বিত ও প্রশস্ত অলঙ্কার-হীন সুগ্রীবের অনুচরবর্গকে দেখিতে পাইলেন।২৩-২৪

তদনন্তর মহাবীর শ্রীমান্ সুমিত্রাতনয় নূপুর এবং কাঞ্চীরব শ্রবণে লজ্জিত ও রোষভরে অতিশয়

চারিত্রেণ মহাবাহুরপকৃষ্টঃ স লক্ষ্মণঃ।
তস্থাবেকান্তমাশ্রিত্য রামকোপসমন্বিতঃ ॥২৭
তেন চাপস্বনেনাথ সুগ্রীবঃ প্লবগাধিপঃ।
বিজ্ঞায়াগমনং ত্রস্তঃ স চচাল বরাসনাৎ ॥২৮
অঙ্গদেন যথা মহ্যং পুরস্তাৎ প্রতিবেদিতম্।
সুব্যক্তমেষ সম্প্রাপ্তঃ সৌমিত্রির্ভ্রাতৃবৎসলঃ ॥২৯
অঙ্গদেন সমাখ্যাতো জ্যাস্বনেন চ বানরঃ।
বুবুধে লক্ষ্মণং প্রাপ্তং মুখং চাস্যে ব্যশুষ্যত ॥৩০
ততস্তারাং হরিশ্রেষ্ঠঃ সুগ্রীবঃ প্রিয়দর্শনাম্।
উবাচ হিতমব্যগ্রস্ত্রাসসম্ভ্রান্তমানসঃ ॥৩১
কিন্নু রুট্‌কারণং সুভ্রু প্রকৃত্যা মৃদুমানসঃ।
সরোষ ইব সম্প্রাপ্তো যেনায়ং রাঘবানুজঃ ॥৩২
কিং পশ্যসি কুমারস্য রোষস্থানমনিন্দিতে।
ন খল্বকারণে কোপমাহরেন্নরপুঙ্গবঃ ॥৩৩
যদ্যস্য কৃতমস্মাভির্বুধ্যসে কিঞ্চিদপ্রিয়ম্।
তদ্‌বুদ্ধ্যা সম্প্রধার্য্যাশু ক্ষিপ্রমেবাভিধীয়তাম্ ॥৩৪
অথবা স্বয়মেবৈনং দ্রষ্টুমর্হসি ভামিনি।
বচনৈঃ সান্ত্বযুক্তৈশ্চ প্রসাদয়িতুমর্হসি ॥৩৫
ত্বদ্দর্শনে বিশুদ্ধাত্মা ন স্ম কোপং করিষ্যতি।
ন হি স্ত্রীষু মহাত্মানঃ ক্বচিৎ কুর্বন্তি দারুণম্ ॥৩৬
ত্বয়া সান্ত্বৈরুপক্রান্তং প্রসন্নেন্দ্রিয়মানসম্।
ততঃ কমলপত্রাক্ষং দ্রক্ষ্যাম্যহমরিন্দমম্ ॥৩৭
সা প্রস্খলন্তী মদবিহ্বলাক্ষী
প্রলম্বকাঞ্চী গুণহেমসূত্রা।
সলক্ষণা লক্ষ্মণসন্নিধানং
জগাম তারা নমিতাঙ্গযষ্টিঃ ॥৩৮
স তাং সমীক্ষ্যৈব হরীশপত্নীং
তস্থাবুদাসীনতয়া মহাত্মা।

কুপিত হইয়া জ্যা-শব্দে সমস্তদিক্ পরিপূরিত করিলেন।২৫-২৬

মহাবাহু লক্ষ্মণ রামের কার্য্যসাধনে সুগ্রীবের ঔদাসীন্য দর্শন করত কুপিত হইলেও সদাচারবশতঃ অন্তঃপুর-প্রাসাদ প্রবেশে নিরস্ত হইয়া একান্তে অবস্থিত রহিলেন।২৭

অনন্তর বনরাধিপতি সুগ্রীব ধনুশব্দে লক্ষ্মণের আগমন জ্ঞাত হইয়া ভীতভাবে সিংহাসন পরিত্যাগ করত দণ্ডায়মান হইলেন।২৮

তারপর মনে মনে বিচার করিলেন যে, পূর্বে অঙ্গদ আমাকে যাঁহার বিষয়ে আবেদন করিয়াছিল, সেই ভ্রাতৃবৎসল সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ সত্যই আগমন করিয়াছেন।২৯

বানররাজ সুগ্রীব পূর্বে অঙ্গদের সমীপে লক্ষ্মণের আগমন বিষয় যাহা শ্রবণ করিয়াছিলেন, এখন জ্যাশব্দে তাহা নিশ্চিত হওয়ায় ভয়ে তাঁহার মুখ শুকাইয়া গেল। অনন্তর বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীব ভয়ের কারণে মনে মনে অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িলেন, সেইজন্য কোনরূপে ধৈর্য্য ধারণ করত প্রিয়দর্শনা তারাকে বলিলেন।৩০-৩১

হে শুভ্রু! এই মৃদুস্বভাব লক্ষ্মণ যে ক্রুদ্ধ হইয়া আগমন করিয়াছেন, তাহার কারণ কি? তুমি কুমার লক্ষ্মণের ক্রোধের কারণ কিছু বুঝিয়াছ? হে অনিন্দিতে! আমার বোধ হয়, নরশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণ অল্পকারণে ক্রোধ করেন নাই।৩২-৩৩

যদি আমি ইঁহার কোন অপ্রিয়-কার্য্য করিয়া থাকি—ইহা বুঝিতে পার, তবে তুমি বিশেষরূপে বিবেচনা পূর্বক শীঘ্র তাহা আমার সমীপে বল অথবা হে ভামিনি! তুমি স্বয়ংই এই লক্ষ্মণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সান্ত্বনাবাক্য দ্বারা ইঁহাকে প্রসন্ন কর।৩৪-৩৫

বিশুদ্ধস্বভাব লক্ষ্মণ তোমাকে দর্শন করিয়া কুপিত হইবেন না; যেহেতু মহাত্মাগণ স্ত্রীলোকের প্রতি কখনই নিষ্ঠুর আচরণ করেন না।৩৬

অতএব তুমি তাঁহার নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন কর; তাঁহার চিত্ত প্রসন্ন হইলে আমি সেই অরিদমন কমললোচন লক্ষ্মণের সহিত সাক্ষাৎ করিব।৩৭

যাঁহার অঙ্গযষ্টি কৃশ (পাতলা) বলিয়া স্বভাবতঃ সঙ্কোচ ও বিনয়ে অবনত, মদজন্য অলসতায় নয়নযুগল ব্যাকুলিত, পাদক্ষেপস্খলিত, সর্ব শুভলক্ষণ-সম্পন্না এবং লম্বমানা কাঞ্চী ও হেমসূত্রধারিণী

অবাঙ্‌মুখোঽভূন্মনুজেন্দ্রপুত্রঃ
স্ত্রীসন্নিকর্ষাদ্ বিনিবৃত্তকোপঃ ॥৩৯
সা পানযোগাচ্চ নিবৃত্তলজ্জা
দৃষ্টিপ্রসাদাচ্চ নরেন্দ্রসূনোঃ।
উবাচ তারা প্রণয়প্রগল্‌ভং
বাক্যং মহার্থং পরিসান্ত্বরূপম্ ॥৪০
কিং কোপমূলং মনুজেন্দ্রপুত্র
কস্তে ন সন্তিষ্ঠতি বাঙ্‌নিদেশে।
কঃ শুষ্কবৃক্ষং বনমাপতন্তং
দাবাগ্নিমাসীদতি নির্বিশঙ্কঃ ॥৪১
স তস্যা বচনং শ্রুত্বা সান্ত্বপূর্বমশঙ্কিতঃ।
ভূয়ঃ প্রণয়দৃষ্টার্থং লক্ষ্মণো বাক্যমব্রবীৎ ॥৪২
কিময়ং কামবৃত্তস্তে লুপ্তধর্মার্থসংগ্রহঃ।
ভর্ত্তা ভর্ত্তৃহিতে যুক্তে ন চৈনমববুধ্যসে ॥৪৩
ন চিন্তয়তি রাজ্যার্থং সোঽস্মান্ শোকপরায়ণান্।
সামাত্যপরিষৎ তারে কামমেবোপসেবতে ॥৪৪
স মাসাংশ্চতুরঃ কৃত্বা প্রমাণং প্লবগেশ্বরঃ।
ব্যতীতাংস্তান্ মদোদগ্রো বিহরন্নাববুধ্যতে ॥৪৫
নহি ধর্মার্থসিদ্ধ্যর্থং পানমেবং প্রশস্যতে।
পানাদর্থশ্চ কামশ্চ ধর্মশ্চ পরিহীয়তে ॥৪৬
ধর্মলোপো মহাংস্তাবৎ কৃতে হ্যপ্রতিকুর্বতঃ।
অর্থলোপশ্চ মিত্রস্য নাশে গুণবতো মহান্ ॥৪৭
মিত্রং হ্যর্থগুণশ্রেষ্ঠং সত্যধর্মপরায়ণম্।
তদ্দ্বয়ং তু পরিত্যক্তং ন তু ধর্মে ব্যবস্থিতম্ ॥৪৮
তদেবং প্রস্তুতে কার্য্যে কার্য্যমস্মাভিরুত্তরম্।
তৎকার্য্যং কার্য্যতত্ত্বজ্ঞে ত্বমুদাহর্তুমর্হসি ॥৪৯
সা তস্য ধর্মার্থসমাধিযুক্তং
নিশম্য বাক্যং মধুরস্বভাবম্।
তারা গতার্থে মনুজেন্দ্রকার্য্যে
বিশ্বাসযুক্তং তমুবাচ ভূয়ঃ ॥৫০
ন কোপকালঃ ক্ষিতিপালপুত্র
ন চাপি কোপঃ স্বজনে বিধেয়ঃ।

সেই তারা সুগ্রীবের আদেশানুসারে লক্ষ্মণের নিকট গমন করিলেন।৩৮

মনুজেন্দ্রপুত্র মহাত্মা লক্ষ্মণ বানর-বনিতা তারাকে দর্শন করিয়া উদাসীনভাবে অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। স্ত্রীলোকের সান্নিধ্যবশতঃ তখন তাঁহার ক্রোধবেগ ছিল না এবং মদ্যপানজন্য লজ্জাবিহীনা হইয়া তারা প্রসন্নদৃষ্টি রাজপুত্র লক্ষ্মণকে মহান্ অর্থসম্বলিত সান্ত্বনাযুক্ত বাক্যে বলিলেন।৩৯ ৪০

হে নরেন্দ্রপুত্র! আপনার কোপের কারণ কি? কোন্ ব্যক্তি আপনার আদেশের অধীন হইয়া অবস্থান করিতেছে না? অতএব কোন্ ব্যক্তি শুষ্ক বৃক্ষ-সমন্বিত বনমধ্যে সমুপস্থিত দাবানল দর্শন করিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে অবস্থান করিতে পারে? ৪১

নিঃশঙ্কচিত্ত লক্ষ্মণ তারার সান্ত্বনাযুক্ত তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনরায় প্রণয়পূর্ণ বাক্যে বলিলেন।৪২

হে ভর্ত্তৃ-হিতকারিণি! তোমার স্বামী সুগ্রীব কামবৃত্তি অবলম্বন করিয়া যে ধর্ম ও অর্থ লোপ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহা কি তুমি জানিতেছ না? ৪৩

তিনি রাজ্যের স্থিরতার জন্য সামাত্য পরিষদবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া সর্বদাই কামসেবা করিতেছেন; কিন্তু আমরা যে শোকে নিমগ্ন আছি, তাহা একবারও চিন্তা করিতেছেন না।৪৪

পরন্তু সেই বানরাধিরাজ সুগ্রীব এইরূপ স্বীকার করিয়াছিলেন যে, 'চারিমাস পরে সীতার অন্বেষণে নিযুক্ত হইব; কিন্তু এক্ষণে তিনি সুরাপানে মত্ত হইয়া বিহার করত সেই সময় যে অতীত হইয়া গিয়াছে, তাহা বোধ করিতেছেন না।৪৫

ধর্ম ও অর্থসিদ্ধি বিষয়ে সুরাপান প্রশস্ত নহে; যেহেতু সুরাপানে ধর্ম, অর্থ ও কাম-- এই ত্রিবর্গের হানি হইয়া থাকে।৪৬

উপকারীর প্রত্যুপকার না করিলে মহান্ ধর্ম লোপ হয় এবং গুণবান্ মিত্রের সহিত মিত্রতাবিনষ্ট করিলে মহান্ অর্থ লোপ হয়।৪৭

যে মিত্র সত্যধর্মপরায়ণ এবং মিত্র কার্য্যসাধন করিবার জন্য তৎপরতারূপ উৎকৃষ্ট গুণে অলঙ্কৃত, তিনিই প্রকৃত মিত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ হন; কিন্তু সুগ্রীব সেই

ত্বদর্থকামস্য জনস্য তস্য
প্রমাদমপ্যর্হসি বীর সোঢ়ুম্ ॥৫১
কোপং কথং নাম গুণপ্রকৃষ্টঃ
কুমার কুর্য্যাদপকৃষ্টসত্ত্বে।
কস্ত্বদ্বিধঃ কোপবশং হি গচ্ছেৎ
সত্ত্বাবরুদ্ধস্তপসঃ প্রসূতিঃ ॥৫২
জানামি কোপং হরিবীরবন্ধো-
র্জানামি কার্য্যস্য চ কালসঙ্গম্।
জানামি কার্য্যং ত্বয়ি যৎকৃতং ন-
স্তচ্চাপি জানামি যদত্র কার্য্যম্ ॥৫৩
তচ্চাপি জানামি তথা বিষহ্যং
বলং নরশ্রেষ্ঠ শরীরজস্য।
জানামি যস্মিংশ্চ জনেঽববদ্ধং
কামেন সুগ্রীবমসক্তমদ্য ॥৫৪

ন কামতন্ত্রে তব বুদ্ধিরস্তি
ত্বং বৈ যথা মন্যুবশং প্রপন্নঃ।
ন দেশ-কালৌ হি যথার্থধর্মা-
ববেক্ষতে কামরতির্মনুষ্যঃ ॥৫৫
ন কামবৃত্তং মম সন্নিকৃষ্টং
কামাভিযোগাচ্চ বিমুক্তলজ্জম্।
ক্ষমস্ব তাবৎ পরবীরহন্ত-
স্তদ্ভ্রাতরং বানরবংশনাথম্ ॥৫৬
মহর্ষয়ো ধর্ম্মতপোঽভিরামাঃ
কামানুকামাঃ প্রতিবদ্ধমোহাঃ।
অয়ং প্রকৃত্যা চপলঃ কপিস্তু
কথং ন সজ্জেত সুখেষু রাজা ॥৫৭
ইত্যেবমুক্ত্বা বচনং মহার্থং
সা বানরী লক্ষ্মণমপ্রেয়ম্।

সত্যপালন ও মিত্রকার্য্যসাধনে তৎপরতারূপ উভয় মিত্র-গুণকেই পরিত্যাগ করিয়া ধর্মভ্রষ্ট হইয়াছেন।৪৮

যাহা হউক, তুমি হিতাহিত কার্য্যবিধানে দক্ষ, অতএব উপস্থিত কার্য্য সিদ্ধির জন্য আমাদিগকে যাহা করিতে হইবে, তাহা তুমি উপদেশ কর।৪৯

তারা লক্ষ্মণের ধর্ম, অর্থ ও নিয়মযুক্ত মধুরবাক্য শ্রবণ করিয়া মনুজেন্দ্র রামের প্রয়োজনীয় কার্য্যবিষয়ে পুনরায় বিশ্বাসযোগ্য বাক্যে বলিলেন।৫০

হে ক্ষিতিপালপুত্র! আপনার ক্রোধের সময় নয় এবং আত্মীয় জনের প্রতি আপনার ক্রোধ করা যুক্তিযুক্ত নহে, অতএব আপনার প্রয়োজন-সিদ্ধ বিষয়ে একান্ত অভিলাষী সেই সুগ্রীব যে অপরাধ করিয়াছেন, তাহা আপনার মার্জনা করা উচিত।৫১

কেননা, এমন কোন্ ব্যক্তি প্রশস্তগুণসম্পন্ন হইয়া আপন অপেক্ষা অপকৃষ্ট-ব্যক্তির প্রতি কোপ করিয়া থাকে এবং সেইরূপ কোন্ তপঃপরায়ণ ব্যক্তি স্বকীয় স্বাভাবিক সত্ত্বগুণ পরিত্যাগ করিয়া ক্রোধের বশীভূত হইয়া থাকেন? ৫২

হে নরশ্রেষ্ঠ! বানরবীরবন্ধু রামের ক্রোধ, সীতার অনুসন্ধান কার্য্যের বিলম্ব, তুমি আমাদিগের যাহা উপকার করিয়াছ, সেইবিষয়ে আমাদিগের যাহা কর্তব্য, কামদেবের সেই অবিসহ্য বল (বেগ) এবং সুগ্রীব কামাসক্ত হইয়া যে প্রিয়জনে আবদ্ধ হইয়াছেন, এ সমস্ত বৃত্তান্তই আমি জানি।৫৩-৫৪

পরন্তু হে কুমার! আপনার বুদ্ধি কখনই কামতন্ত্রে প্রবৃত্ত হয় নাই বলিয়াই সুগ্রীবকে কামাসক্ত দেখিয়া আপনি ক্রোধপরবশ হইয়াছেন। মনুষ্যগণ কামাসক্ত হইলে তখন দেশ, কাল, ধর্ম ও অর্থ বিষয়ে বিবেচনা করিতে অসমর্থ হয়।৫৫

এমন কি যখন ধর্ম এবং তপোনিষ্ঠ মহর্ষিগণও কামাভিলাষী হইয়া ভার্য্যাসুখে বিমোহিত হন, তখন স্বভাবতঃ চঞ্চল এই বানরজাতি কপিরাজ সুগ্রীব বনিতা-ভোগসুখে কেন আসক্ত না হইবেন? অতএব হে পরবীরঘাতিন্! নিজ ভ্রাতার ন্যায় কামাসক্ত, কামবশতঃ নিয়ত আমার নিকটে অবস্থিত ও কামাবেশ জন্য নির্লজ্জ সেই বানরবংশনাথ সুগ্রীবের প্রতি ক্ষমা করুন।৫৬-৫৭

মত্ততা-হেতু চঞ্চলনয়না বানররাজপত্নী তারা অপরিমিত বলশালী লক্ষ্মণকে এইরূপ মহান্ অর্থযুক্ত

পুনঃ সখেদং মদবিহ্বলাক্ষী
ভর্ত্তুর্হিতং বাক্যমিদং বভাষে ॥৫৮
উদ্যোগস্তু চিরাজ্ঞপ্তঃ সুগ্রীবেণ নরোত্তম।
কামস্যাপি বিধেয়েন তবার্থপ্রতিসাধনে ॥৫৯
আগতা হি মহাবীর্য্যা হরয়ঃ কামরূপিণঃ।
কোটীঃ শতসহস্রাণি নানানগনিবাসিনঃ ॥৬০
তদাগচ্ছ মহাবাহো চারিত্রং রক্ষিতং ত্বয়া।
অচ্ছলং মিত্রভাবেন সতাং দারাবলোকনম্ ॥৬১
তারয়া চাপ্যনুজ্ঞাতস্ত্বরয়া বাপি চোদিতঃ।
প্রবিবেশ মহাবাহুরভ্যন্তরমরিন্দমঃ ॥৬২
ততঃ সুগ্রীবমাসীনং কাঞ্চনে পরমাসনে।
মহার্হাস্তরণোপেতে দদর্শাদিত্যসন্নিভম্ ॥৬৩

বাক্য বলিয়া পুনরায় আক্ষেপ করিতে করিতে স্বামীর হিতজনক এই কথা বলিলেন।৫৮

হে নরোত্তম! সুগ্রীব কামপরতন্ত্র হইলেও আপনার আগমনের পূর্বেই মন্ত্রিগণকে আপনাদের কার্য্যসাধনের জন্য উদ্‌যোগ করিতে আদেশ করিয়াছেন।৫৯

স্বেচ্ছায় বহুরূপধারী, নানা পর্বতনিবাসী, মহাবীর, লক্ষ এবং কোটিসংখ্যক বানরগণ আগমন করিয়াছে।৬০

হে মহাবাহো! আপনার চরিত্র বিশুদ্ধ বলিয়া বিখ্যাত আছে এবং সাধুপুরুষগণ অকপটমিত্ররূপেই প্রমদাগণকে দেখিয়া থাকেন; অতএব আপনি আমার সহিত অন্তঃপুরমধ্যে সুগ্রীবের সন্নিকট আগমন করুন।৬১

দিব্যাভরণচিত্রাঙ্গং দিব্যরূপং যশস্বিনম্।
দিব্যমাল্যাম্বরধরং মহেন্দ্রমিব দুর্জয়ম্ ॥৬৪
দিব্যাভরণমাল্যাভিঃ প্রমদাভিঃ সমাবৃতম্।
সংরব্ধতররক্তাক্ষো বভূবান্তকসন্নিভঃ ॥৬৫
রুমাং তু বীরঃ পরিরভ্য গাঢ়ং
বরাসনাস্থো বরহেমবর্ণঃ।
দদর্শ সৌমিত্রিমদীনসত্ত্বং
বিশালনেত্রঃ স বিশালনেত্রম্ ॥৬৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে ত্রয়স্ত্রিংশঃ সর্গঃ ॥

মহাবাহু অরিদমন লক্ষ্মণ তারার আগ্রহ বাক্য এবং কর্মের শীঘ্রতায় প্রেরিত হইয়া অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিয়া কাঞ্চন-নির্মিত ও মহামূল্য আস্তরণযুক্ত উৎকৃষ্ট আসনে উপবিষ্ট, দিব্য আভরণ দ্বারা ভূষিত, দিব্য মাল্য ও বস্ত্রধারী, রূপবান্, যশস্বী এবং মহেন্দ্রের ন্যায় প্রমদাগণে পরিবেষ্টিত সূর্য্যসম সুগ্রীবকে দর্শন করিয়াই যমের ন্যায় কুপিত হইলেন এবং তাঁহার নয়নদ্বয় ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল।৬২-৬৫

সিংহাসনস্থ উত্তমবর্ণ বিশালনেত্রবীর সুগ্রীব রুমাকে গাঢ়রূপে আলিঙ্গন করিয়া উদারহৃদয় বিশাললোচন সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণকে অবলোকন করিলেন।৬৬

মহর্ষি বাল্মিকীপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

চতুস্ত্রিংশঃ সর্গঃ

[লক্ষ্মণসমীপে সুগ্রীবস্য গমনম্, তস্মৈ লক্ষ্মণস্য ধিক্কারদানঞ্চ।]

তমপ্রতিহতং ক্রুদ্ধং প্রবিষ্টং পুরুষর্ষভম্।
সুগ্রীবো লক্ষ্মণং দৃষ্ট্বা বভূব ব্যথিতেন্দ্রিয়ঃ ॥১
ক্রুদ্ধং নিঃশ্বসমানং তং প্রদীপ্তমিব তেজসা।
ভ্রাতুর্ব্যসনসন্তপ্তং দৃষ্ট্বা দশরথাত্মজম্ ॥২
উৎপপাত হরিশ্রেষ্ঠো হিত্বা সৌবর্ণমাসনম্।
মহান্ মহেন্দ্রস্য যথা স্বলঙ্কৃত ইব ধ্বজঃ ॥৩
উৎপতন্তমনূৎপেতু রুমাপ্রভৃতয়ঃ স্ত্রিয়ঃ।
সুগ্রীবং গগনে পূর্ণং চন্দ্রং তারাগণা ইব ॥৪
সংরক্তনয়নঃ শ্রীমান্ সঞ্চচার কৃতাঞ্জলিঃ।
বভূবাবস্থিতস্তত্র কল্পবৃক্ষো মহানিব ॥৫
রুমাদ্বিতীয়ং সুগ্রীবং নারীমধ্যগতং স্থিতম্।
অব্রবীল্লক্ষ্মণঃ ক্রুদ্ধঃ সতারং শশিনং যথা ॥৬
সত্ত্বাভিজনসম্পন্নঃ সানুক্রোশো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
কৃতজ্ঞঃ সত্যবাদী চ রাজা লোকে মহীয়তে ॥৭
যস্তু রাজা স্থিতোঽধর্মে মিত্রাণামুপকারিণাম্।
মিথ্যা প্রতিজ্ঞাং কুরুতে কো নৃশংসতরস্ততঃ ॥৮
শতমশ্বানৃতে হন্তি সহস্রং তু গবানৃতে।
আত্মানং স্বজনং হন্তি পুরুষঃ পুরুষানৃতে ॥৯
পূর্বং কৃতার্থো মিত্রাণাং ন তৎপ্রতি করোতি যঃ।
কৃতঘ্নঃ সর্বভূতানাং স বধ্যঃ প্লবগেশ্বরঃ ॥১০
গীতোঽয়ং ব্রহ্মণা শ্লোকঃ সর্বলোকনমস্কৃতঃ।
দৃষ্ট্বা কৃতঘ্নং ক্রুদ্ধেন তন্নিবোধ প্লবঙ্গম ॥১১
গোঘ্নে চৈব সুরাপে চ চৌরে ভগ্নব্রতে তথা।
নিষ্কৃতির্বিহিতা সদ্ভিঃ কৃতঘ্নে নাস্তি নিষ্কৃতিঃ ॥১২

চতুস্ত্রিংশ সর্গ

[লক্ষ্মণের নিকট সুগ্রীবের গমন এবং লক্ষ্মণ কর্তৃক তাহাকে ধিক্কার দান।]

সুগ্রীব পুরুষশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণকে সহসা অবারিতভাবে অন্তঃপুরমধ্যে প্রবিষ্ট এবং তাঁহাকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া সুগ্রীবের সমস্ত ইন্দ্রিয় ব্যথিত হইয়া উঠিল।১

ক্রুদ্ধ, ভ্রাতার বিপদে সন্তপ্ত ও দশরথতনয় সেই লক্ষ্মণ যেন স্বীয় তেজে প্রদীপ্ত হইয়া ঘন ঘন দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন,—ইহা দেখিয়া সুগ্রীব ব্যথিতহৃদয়ে সুবর্ণনির্মিত সিংহাসন পরিত্যাগ পূর্বক সুন্দর ও অলঙ্কৃত সুদীর্ঘ ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় উত্থিত হইলেন।২-৩

যেমন তারাগণ সমুদিত পূর্ণচন্দ্রের পশ্চাৎ উদিত হয়, সেইরূপ সুগ্রীব উত্থিত হইলে রুমা প্রভৃতি মহিলাগণ পশ্চাৎ উত্থিত হইল।৪

অনন্তর রক্তনেত্র শ্রীমান্ সুগ্রীব কৃতাঞ্জলি পূর্বক মহান্ কল্পবৃক্ষের ন্যায় অবস্থিত লক্ষ্মণের নিকট গমন করিলেন।৫

লক্ষ্মণ তারাগণ মধ্যবর্তী শশাঙ্কের ন্যায় নারীগণ মধ্যগত রুমার সহিত সুগ্রীবকে দর্শন করত কুপিত হইয়া বলিলেন।৬

যে রাজা বীর্য্যবান্, বলসম্পন্ন, দয়ালু, ইন্দ্রিয়সংযমী, কৃতজ্ঞ ও সত্যবাদী হন্, তিনি ইহলোকে মহত্ব লাভ করিয়া থাকেন।৭

আর যে রাজা উপকারী মিত্রদিগের উপকার করিতে অস্বীকার করিয়া প্রতিপালন না করে, সে অধার্মিক, তাহা হইতে নৃশংসতর আর কেহই নাই।৮

পুরুষ একটি অশ্বদানে প্রতিশ্রুত হইয়া তাহা দান না করিলে শত অশ্ববধের পাপভাগী হয়, একটি গো-দানে প্রতিশ্রুত হইয়া দান না করিলে সহস্র গোবধের পাপভাগী হয় এবং পুরুষের উপকারের জন্য প্রতিশ্রুত হইয়া সেই প্রতিজ্ঞা পালন না করিলে আত্মবধ ও স্বজনবধের দোষভাগী হয়।৯

হে বানররাজ! যে ব্যক্তি প্রথমতঃ মিত্রের দ্বারা কৃতকার্য্য হইয়া পরে মিত্রকার্য্য সম্পাদন না করে, সেই

অনার্য্যস্ত্বং কৃতঘ্নশ্চ মিথ্যাবাদী চ বানর।
পূর্ব্বং কৃতার্থো রামস্য ন তৎপ্রতিকরোষি যৎ ॥১৩
ননু নাম কৃতার্থেন ত্বয়া রামস্য বানর।
সীতায়া মার্গণে যত্নঃ কর্তব্যঃ কৃতমিচ্ছতা ॥১৪
স ত্বং গ্রাম্যেষু ভোগেষু সক্তো মিথ্যাপ্রতিশ্রবঃ।
ন ত্বাং রামো বিজানীতে সর্পং মণ্ডুকরাবিণম্ ॥১৫
মহাভাগেন রামেণ পাপঃ করুণবেদিনা।
হরীণাং প্রাপ্রিতো রাজ্যং ত্বং দুরাত্মা মহাত্মনা ॥১৬
কৃতং চেন্নাভিজানীষে রাঘবস্য মহাত্মনঃ।
সদ্যস্ত্বং নিশিতৈর্বাণৈর্হতো দ্রক্ষ্যসি বালিনম্ ॥১৭
ন স সঙ্কুচিতঃ পন্থা যেন বালী হতো গতঃ।
সময়ে তিষ্ঠ সুগ্রীব মা বালীপথমন্বগাঃ ॥১৮
ন নূনমিক্ষ্বাকুবরস্য কার্ম্মুকা-
চ্ছরাংশ্চ তান্ পশ্যসি বজ্রসন্নিভান্।
ততঃ সুখং নাম বিষেবসে সুখী
ন রামকার্য্যং মনসাঽপ্যবেক্ষসে ॥১৯
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে চতুস্ত্রিংশং সর্গঃ ॥

ব্যক্তি কৃতঘ্ন এবং সকল প্রাণীর বধ্য। ব্রহ্মা সকল লোকের শিরোধার্য্য—এই শ্লোক কীর্তন করিয়াছেন। পরন্তু রাম তোমাকে কৃতঘ্ন মনে করিয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর।১০-১১

পণ্ডিতগণ গোঘ্ন, মদ্যপায়ী, ভগ্নব্রত ব্যক্তিগণেরও নিষ্কৃতির বিধান করিয়াছেন; কিন্তু কৃতঘ্ন পুরুষের নিষ্কৃতির বিধান দেন নাই।১২

হে বানর! তুমি যখন রামকর্তৃক কৃতার্থ হইয়া তাহার প্রতিকার করিতেছ না, সুতরাং তুমি অনার্য্য কৃতঘ্ন ও মিথ্যাবাদী।১৩

হে সুগ্রীব! তোমার প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়াছে; ইহার পর যদি রামের প্রত্যুপকার করাই ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে সীতার অন্বেষণে তোমার যত্ন করা উচিত।১৪

যেমন মণ্ডুক (ব্যাঙ্) গ্রহণাভিলাষী সর্প মণ্ডুকের ন্যায় শব্দ করিতে থাকিলে লোকে তাহা সর্প বলিয়া বোধ করে না, সেইরূপ তুমি যে গ্রাম্যসুখে মত্ত হইয়া মিথ্যাপ্রতিজ্ঞ হইবে, রাম এইরূপ তোমাকে জানিতে পারেন নাই। তুমি দুরাত্মা ও বানরাধম, মহাত্মা করুণাময় রাম তোমাকে এইরূপ না জানিয়াই তোমাকে বানর-রাজ্য দিয়াছেন।১৫-১৬

যদ্যপি তুমি মহাত্মা রঘুনন্দন রামের কৃত উপকার স্বীকার না কর, তাহা হইলে সদ্যই শাণিত অস্ত্রশস্ত্রদ্বারা নিহত হইয়া বালীকে দর্শন করিবে।১৭

পরন্তু বালী নিহত হইয়া যে পথ প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই পথ এখনও সঙ্কুচিত হয় নাই, অতএব তুমি প্রতিজ্ঞাপথ অবলম্বন কর, বালীর পথে যাইও না।১৮

হে সুগ্রীব! তুমি নিশ্চয়ই ইক্ষ্বাকুশ্রেষ্ঠ রামের শরাসন (ধনু) চ্যুত বজ্রসম বাণসমূহ অবলোকন কর নাই, সেইজন্য তুমি গ্রাম্যসুখে সুখী হইয়া তাহাই ভোগ করিতেছ এবং রামকার্য্য মনেও বিচার করিতেছ না।১৯

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে চতুস্ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চত্রিংশঃ সর্গঃ

[যুক্তিযুক্তবাক্যেন তারায়া লক্ষ্মণায় শান্তিদানম্ ।]

তথা ব্রুবাণং সৌমিত্রিং প্রদীপ্তমিব তেজসা ।
অব্রবীল্লক্ষ্মণং তারা তারাধিপনিভাননা ॥১
নৈবং লক্ষ্মণ বক্তব্যো নায়ং পরুষমর্হতি ।
হরীণামীশ্বরঃ শ্রোতুং তব বক্ত্রাদ্ বিশেষতঃ ॥২
নৈবাকৃতজ্ঞঃ সুগ্রীবো ন শঠো নাপি দারুণঃ ।
নৈবানৃতকথো বীর ন জিহ্মশ্চ কপীশ্বরঃ ॥৩
উপকারং কৃতং বীরো নাপ্যয়ং বিস্মৃতঃ কপিঃ ।
রামেণ বীর সুগ্রীবো যদন্যৈর্দুষ্করং রণে ॥৪
রামপ্রসাদাৎ কীর্তিঞ্চ কপিরাজ্যঞ্চ শাশ্বতম্ ।
প্রাপ্তবানিহ সুগ্রীবো রুমাং মাঞ্চ পরন্তপ ॥৫
সদুঃখশায়িতঃ পূর্বং প্রাপ্যেদং সুখমুত্তমম্ ।
প্রাপ্তকালং ন জানীতে বিশ্বামিত্রো যথা মুনিঃ ॥৬
ঘৃতাচ্যাং কিল সংসক্তো দশ বর্ষাণি লক্ষ্মণ ।
অহোঽমন্যত ধর্মাত্মা বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ ॥৭
স হি প্রাপ্তং ন জানীতে কালং কালবিদাং বরঃ ।
বিশ্বামিত্রো মহাতেজাঃ কিং পুনর্যঃ পৃথগ্জনঃ ॥৮
দেহধর্মগতস্যাস্য পরিশ্রান্তস্য লক্ষ্মণ ।
অবিতৃপ্তস্য কামেষু রামঃ ক্ষন্তুমিহার্হতি ॥৯
ন চ রোষবশং তাত গন্তুমর্হসি লক্ষ্মণ ।
নিশ্চয়ার্থমবিজ্ঞায় সহসা প্রাকৃতো যথা ॥১০

পঞ্চত্রিংশ সর্গ

[যুক্তিযুক্ত বাণীদ্বারা লক্ষ্মণকে তারার শান্তি প্রদান ।]

সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ ক্রুদ্ধ হওয়ায় স্বীয় তেজ দ্বারা প্রজ্বলিত হইয়া সুগ্রীবকে সেইরূপ কর্কশ বাক্য বলিতে থাকিলে চন্দ্রবদনা তারা তাঁহাকে বলিলেন ।১

লক্ষ্মণ ! তোমার সুগ্রীবকে এইপ্রকার রূঢ়বাক্য বলা উচিত নয়, কারণ,—ইনি বানরগণের অধিপতি, কর্কশভাষার যোগ্য নন্ । বিশেষতঃ সুগ্রীবের তোমার-মুখ-নির্গত এইরূপ রূঢ়বাক্য শ্রবণ করাও কর্তব্য নয় ।২

বীর ! সুগ্রীব অকৃতজ্ঞ, শঠ, দারুণ (ক্রুর) মিথ্যাবাদী বা কুটিল নহেন ।৩

হে বীর লক্ষ্মণ ! রাম বালীকে যুদ্ধে বধ করিয়া সুগ্রীবের যে অসাধারণ সাধ্য উপকার করিয়াছেন, এই বীর তাহাও বিস্মৃত হন্ নাই ।৪

হে পরন্তপ ! সুগ্রীব রামের প্রসাদেই কীর্তি, শাশ্বত বানরাজ্য, স্বীয়বনিতা রুমা ও আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন ।৫

সুগ্রীব পূর্বে অতিশয় দুঃখভোগ করিয়াছেন, অধুনা এই অনুত্তম সুখলাভ পূর্বক মহামুনি বিশ্বামিত্রের ন্যায় এমনই আসক্ত হইয়া পড়িয়াছেন যে, সীতা অন্বেষণের সময় আগত হইলেও জানিতে পারেন নাই ।৬

লক্ষ্মণ ! ধর্মাত্মা মহামুনি বিশ্বামিত্র যখন অপ্সরা ঘৃতাচী(মেনকা)তে আসক্ত হইয়া দশবর্ষকে একদিন মনে করিয়াছিলেন,—কালজ্ঞগণের শ্রেষ্ঠ মহাতেজস্বী বিশ্বামিত্র যখন ভোগাসক্ত হইয়া কালসম্বন্ধে কিছুই বুঝিতে পারেন নাই, তখন অন্য সাধারণ জীবের পক্ষে কি করিয়া সম্ভব হইবে ? ৭-৮

হে লক্ষ্মণ ! পশুধর্মগত, পরিশ্রান্ত এবং কামভোগে অতৃপ্ত,—এই সুগ্রীবকে রামের ক্ষমা করা উচিত । হে তাত লক্ষ্মণ ! কর্তব্যকার্য্যের নিশ্চয় না করিয়া প্রাকৃত পুরুষের ন্যায় সহসা তোমার ক্রোধ করা উচিত নহে ।৯-১০

সাবযুক্তা হি পুরুষাস্ত্বদ্বিধাঃ পুরুষর্ষভ।
অবিমৃশ্য ন রোষস্য সহসা যান্তি বশ্যতাম্ ॥১১

প্রসাদয়ে ত্বাং ধর্মজ্ঞ সুগ্রীবার্থং সমাহিতা
মহান্ রোষসমুৎপন্নঃ সংরম্ভস্ত্যজ্যতাময়ম্ ॥১২

রুমাং মাং চাঙ্গদং রাজ্যং ধন-ধান্য-পশূনি চ।
রামপ্রিয়ার্থং সুগ্রীবস্ত্যজেদিতি মতির্মম ॥১৩

সমানেষ্যতি সুগ্রীবঃ সীতয়া সহ রাঘবম্।
শশাঙ্কমিব রোহিণ্যা হত্বা তং রাক্ষসাধমম্ ॥১৪

শতকোটিসহস্রাণি লঙ্কায়াং কিল রক্ষসাম্।
অযুতানি চ ষট্‌ত্রিংশৎ সহস্রাণি শতানি চ ॥১৫

অহত্বা তাংশ্চ দুর্ধর্ষান্ রাক্ষসান্ কামরূপিণঃ।
ন শক্যো রাবণো হন্তুং যেন সা মৈথিলী হৃতা ॥১৬

তে ন শক্যা রণে হন্তুমসহায়েন লক্ষ্মণ।
রাবণঃ ক্রূরকর্মা চ সুগ্রীবেণ বিশেষতঃ ॥১৭

এবমাখ্যাতবান্ বালী স হ্যভিজ্ঞো হরীশ্বরঃ।
আগমস্তু ন মে ব্যক্তঃ শ্রবাত্তস্য ব্রবীম্যহম্ ॥১৮

ত্বৎসহায়নিমিত্তং হি প্রেষিতা হরিপুঙ্গবাঃ।
আনেতুং বানরান্ যুদ্ধে সুবহূন্ হরিপুঙ্গবান্ ॥১৯

তাংশ্চ প্রতীক্ষমাণোঽয়ং বিক্রান্তান্ সুমহাবলান্।
রাঘবস্যার্থসিদ্ধ্যর্থং ন নির্যাতি হরীশ্বরঃ ॥২০

কৃতা সুসংস্থা সৌমিত্রে সুগ্রীবেণ পুরা যথা।
অদ্য তৈর্বানরৈঃ সর্বৈরাগন্তব্যং মহাবলৈঃ ॥২১

ঋক্ষকোটিসহস্রাণি গোলাঙ্গুলশতানি চ।
অদ্য ত্বামুপযাস্যন্তি জহি কোপমরিন্দম ॥

পুরুষশ্রেষ্ঠ! তোমার ন্যায় সাত্ত্বিক পুরুষগণ বিবেচনা না করিয়া সহসা কখনই ক্রোধের বশীভূত হন্ না।১১

অতএব হে ধর্মজ্ঞ! আমি সুগ্রীবের জন্য সমাহিত হইয়া তোমাকে প্রসন্ন করিতেছি, তুমি সন্তুষ্ট হইয়া এই রোষোৎপন্ন সুমহান্ ক্ষোভ পরিত্যাগ কর।১২

সুগ্রীব রামের প্রিয়কার্য্য সাধনের জন্য আমাকে এবং রুমা, অঙ্গদ, ধন, ধান্য ও পশু প্রভৃতি সমস্ত রাজ্য পরিত্যাগ করিতে পারেন—আমার এইরূপ নিশ্চিত বোধ আছে।১৩

সুগ্রীব সেই রাক্ষসাধম রাবণকে নিহত করিয়া রোহিণীর সহিত শশাঙ্কের ন্যায় সীতার সহিত রামকে লইয়া আসিবেন।১৪

কিন্তু লঙ্কামধ্যে একশতহাজার কোটি, ছত্রিশ অযুত, ছত্রিশহাজার এবং ছত্রিশ শত রাক্ষসসৈন্য অবস্থান করিতেছে, সেই কামরূপী দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষসগণকে বিনষ্ট না করিলে সীতাহরণকারী রাবণও বিনষ্ট হইবে না।১৫-১৬

সুগ্রীবও অসহায় হইয়া একাকী সেই রাক্ষসসকল এবং ক্রূরকর্মা রাবণকে বিনাশ করিতে পারিবে না।১৭

আমি রাবণের সৈন্যবল বিষয়ে যাহা বলিতেছি, তাহা আমার কখন দৃষ্টিগোচর হয় নাই; কিন্তু সর্বজ্ঞ বানররাজ বালী আমাকে এইরূপ বলপ্রাপ্তির বিষয় বলিয়াছিলেন।১৮

সুগ্রীব (এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করত নিজেকে একাকী রাবণবধে অসমর্থ বোধ করিয়া) তোমাদিগের যুদ্ধের সাহায্যের জন্য, রাবণসৈন্য অপেক্ষা বহুগুণ বানরসৈন্য সংগ্রহ করিবার জন্য প্রধান প্রধান বানরগণকে পাঠাইয়াছেন।১৯

বানররাজ সেই মহাবল-পরাক্রম বানরগণের প্রতীক্ষা করিয়াই রামের প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য যুদ্ধ করিতে বাহির হইতেছেন না।২০

হে সুমিত্রানন্দন! সুগ্রীব মিত্রগণকে এইরূপ আদেশ করিয়াছেন যে, সহস্রকোটি ঋক্ষ, শতকোটি গোলাঙ্গুল এবং বহুকোটি দীপ্ততেজা বানরসৈন্য সংগ্রহ করিয়া শীঘ্র আনিবে। ইনি পূর্ব্বে যেরূপ ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন, সেই মতই অদ্য বহুকোটি সৈন্য আসিবে এবং অদ্যই

কোট্যোঽনেকাস্তু কাকুৎস্থ
কপীনাং দীপ্ততেজসাম্ ॥২২

তব হি মুখমিদং নিরীক্ষ্য কোপাৎ
ক্ষতজসমে নয়নে নিরীক্ষমাণাঃ।

হরিবরবনিতা ন যান্তি শান্তিং
প্রথমভয়স্য হি শঙ্কিতাঃ স্ম সর্বাঃ ॥২৩

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে পঞ্চত্রিংশঃ সর্গঃ ॥

তোমার সহিত গমন করিবে; অতএব তুমি ক্রোধ পরিত্যাগ কর।২১-২২

লক্ষ্মণ! বানরবনিতাগণ পূর্বে বালীবধে যেরূপ ভীত হইয়াছিল, অদ্য তোমার এই ক্রোধারক্ত-নেত্রসহ বদনমণ্ডল দর্শন করিয়া সেইরূপ ভয়ের আশঙ্কা করিতেছে।২৩

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে পঞ্চত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ষট্‌ত্রিংশঃ সর্গঃ

[সুগ্রীবস্য স্বলাঘব-রামগৌরবকথনম্, লক্ষ্মণসমীপে ক্ষমাপ্রার্থনম্, লক্ষ্মণেন সুগ্রীবস্য প্রশংসা, রামসমীপে গমনানুরোধশ্চ।]

ইত্যুক্তস্তারয়া বাক্যং প্রশ্রিতং ধর্ম্মসংহিতম্।
মৃদুস্বভাবঃ সৌমিত্রিঃ প্রতিজগ্রাহ তদ্বচঃ ॥১
তস্মিন্ প্রতিগৃহীতে তু বাক্যে হরিগণেশ্বরঃ।
লক্ষ্মণাৎ সুমহত্ত্রাসং বস্ত্রং ক্লিন্নমিবাত্যজৎ ॥২
ততঃ কণ্ঠগতং মাল্যং চিত্রং বহুগুণং মহৎ।
চিচ্ছেদ বিমদশ্চাসীৎ সুগ্রীবো বানরেশ্বরঃ ॥৩
স লক্ষ্মণং ভীমবলং সর্ববানরসত্তমঃ।
অব্রবীৎ প্রশ্রিতং বাক্যং সুগ্রীবঃ সংপ্রহর্ষয়ন্ ॥৪
প্রণষ্টা শ্রীশ্চ কীর্ত্তিশ্চ কপিরাজ্যঞ্চ শাশ্বতম্।
রামপ্রসাদাৎ সৌমিত্রে পুনশ্চাপ্তমিদং ময়া ॥৫
কঃ শক্তস্তস্য দেবস্য খ্যাতস্য স্বেন কর্ম্মণা।
তাদৃশং প্রতিকুর্বীত অংশেনাপি নৃপাত্মজ ॥৬
সীতাং প্রাপ্স্যতি ধর্মাত্মা বধিষ্যতি চ রাবণম্।
সহায়মাত্রেণ ময়া রাঘবঃ স্বেন তেজসা ॥৭
সহায়কৃত্যং কিং তস্য যেন সপ্ত মহাদ্রুমাঃ।
গিরিশ্চ বসুধা চৈব বাণেনৈকেন দারিতাঃ ॥৮
ধনুর্বিস্ফারমাণস্য যস্য শব্দেন লক্ষ্মণ।
সশৈলা কম্পিতা ভূমিঃ সহায়ৈঃ কিন্নু তস্য বৈ ॥৯
অনুযাত্রাং নরেন্দ্রস্য করিষ্যেঽহং নরর্ষভ।
গচ্ছতো রাবণং হন্তুং বৈরিণং সপুরঃসরম্ ॥১০
যদি কিঞ্চিদতিক্রান্তং বিশ্বাসাৎ প্রণয়েন বা।
প্রেষ্যস্য ক্ষমিতব্যং মে ন কশ্চিন্নাপরাধ্যতি ॥১১
ইতি তস্য ব্রুবাণস্য সুগ্রীবস্য মহাত্মনঃ।
অভবল্লক্ষ্মণঃ প্রীতঃ প্রেম্ণা চেদমুবাচ হ ॥১২

ষট্‌ত্রিংশ সর্গ

[সুগ্রীব কর্তৃক নিজের লঘুত্ব ও রামের গুরুত্ব কথন এবং লক্ষ্মণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা, লক্ষ্মণ কর্তৃক সুগ্রীবের প্রশংসা ও রামসমীপে গমনের জন্য অনুরোধ।]

শান্তপ্রকৃতি সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ তারার এইরূপ ধর্মসম্বলিত বিনয়যুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহা স্বীকার করিয়া লইলেন। লক্ষ্মণ কর্তৃক সেই বাক্যে স্বীকৃত হইলে বানরগণাধিপতি সুগ্রীব মলিন বস্ত্রের ন্যায় লক্ষ্মণ হইতে সুমহদ্ ভয় পরিত্যাগ করিলেন।১-২

অনন্তর বানরেশ্বর সুগ্রীব স্বীয় কণ্ঠস্থিত বহু-গুণযুক্ত মনোহর মাল্য ছেদন পূর্বক মদশূন্য হইলেন সর্ববানরশ্রেষ্ঠ সেই সুগ্রীব ভীমবল লক্ষ্মণকে আনন্দিত করত সবিনয়ে বলিতে লাগিলেন।৩-৪

হে সুমিত্রাতনয়! পূর্বে আমার যে সকল সম্পত্তি কীর্তি ও শাশ্বত রাজ্য বিনষ্ট হইয়াছিল, এক্ষণে আমি রামের প্রসাদে সেই সকল পুনরায় প্রাপ্ত হইয়াছি।৫

হে নৃপনন্দন! ধনুর্ভঙ্গ ও বালীবধরূপ কর্ম দ্বারা বিখ্যাত এবং তেজস্বী সেই রামের একাংশেও সেইরূপ প্রত্যুপকার করিতে কেহ সমর্থ হইবে না।৬

কেবল আমি সহায়মাত্র হইব, ধর্মাত্মা রাম নিজ তেজ দ্বারাই রাবণকে নিহত করিয়া সীতাকে প্রাপ্ত হইবেন।৭

হে লক্ষ্মণ! যিনি একবাণে প্রকাণ্ড সাতটি বৃক্ষ, পর্বত ও পৃথিবী বিদারণ করিয়াছেন এবং যাঁহার বিস্ফারিত শরাশন(ধনু)-শব্দে পর্বতের সহিত পৃথিবী কম্পিত হয়, তাঁহার সহায়ের প্রয়োজন কি? ৮-৯

হে নরশ্রেষ্ঠ! মনুজেন্দ্র রাম যুদ্ধে অগ্রগামী সৈন্যগণের সহিত শত্রু রাবণকে বিনাশ করিতে যাইবেন, তখন আমি তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিব।১০

অতএব বিশ্বাস বা প্রণয়বশতঃ এই দাসের যদি কিছু অপরাধ হইয়া থাকে, তবে তাহা ক্ষমা করিবেন; কেননা সেবক কখনই প্রভুর অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত হয় না।১১

সর্বথা হি মম ভ্রাতা সনাথো বানরেশ্বর।
ত্বয়া নাথেন সুগ্রীব প্রশ্রিতেন বিশেষতঃ ॥১৩
যস্তে প্রভাবঃ সুগ্রীব যচ্চ তে শৌচমীদৃশম্।
অর্হস্ত্বং কপিরাজ্যস্য শ্রিয়ং ভোক্তুমনুত্তমাম্ ॥১৪
সহায়েন চ সুগ্রীব ত্বয়া রামঃ প্রতাপবান্।
বধিষ্যতি রণে শত্রূনচিরান্নাত্র সংশয়ঃ ॥১৫
ধর্মজ্ঞস্য কৃতজ্ঞস্য সংগ্রামেষ্বনিবর্তিনঃ।
উপপন্নঞ্চ যুক্তঞ্চ সুগ্রীব তব ভাষিতম্ ॥১৬
দোষজ্ঞঃ সতি সামর্থ্যে কোঽন্যো ভাষিতুমর্হতি।
বর্জয়িত্বা মম জ্যেষ্ঠং ত্বাঞ্চ বানরসত্তম ॥১৭
সদৃশশ্চাসি রামেণ বিক্রমেণ বলেন চ।
সহায়ো দৈবতৈর্দত্তশ্চিরায় হরিপুঙ্গব ॥১৮
কিং তু শীঘ্রমিতো বীর নিষ্ক্রম ত্বং ময়া সহ।
সান্ত্বয়স্ব বয়স্যঞ্চ ভার্য্যাহরণদুঃখিতম্ ॥১৯
যচ্চ শোকাভিভূতস্য শ্রুত্বা রামস্য ভাষিতম্।
ময়া ত্বং পরুষাণ্যুক্তস্তৎ ক্ষমস্ব সখে মম ॥২০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে ষট্‌ত্রিংশ সর্গঃ ॥

মহাত্মা সুগ্রীব এই কথা বলিলে পর লক্ষ্মণ তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে প্রেমপূর্ণবাক্যে কহিলেন।১২

হে বানরেশ্বর! বিশেষতঃ তোমার ন্যায় বিনয়ী-ব্যক্তি বয়স্য হওয়ায় আমার ভ্রাতা রাম সর্বতোভাবে সহায়বান্ হইয়াছেন। সুগ্রীব! তোমার যাদৃশ পরাক্রম এবং হৃদয় যেরূপ পবিত্র তাহাতেই তুমি বানররাজ্যের অতি উৎকৃষ্ট সম্পত্তি ভোগ করিবার অধিকারী।১৩-১৪

হে সুগ্রীব! প্রতাপশালী রাম তোমাকে সহায় করিয়া অতি শীঘ্র শত্রু রাবণকে সংহার করিবেন—ইহাতে কোন সংশয় নাই।১৫

তুমি ধর্মজ্ঞ, কৃতজ্ঞ এবং সংগ্রামে অপরাঙ্মুখ; এইহেতু তুমি যে বাক্য বলিয়াছ, তাহা যুক্তিযুক্ত ও উচিত বোধ হইতেছে। হে বানরোত্তম! তুমি বা রাম ভিন্ন কোন্ বিদ্বান্ সামর্থ্য-সত্ত্বেও তোমার ন্যায় এইরূপ বাক্য বলিতে সমর্থ হয়? তুমি বল-বিক্রমে রামের সমান বলিয়া দৈবই তোমাকে রামের চিরবন্ধু করিয়া দিয়াছেন। অতএব তুমি শীঘ্র এইস্থান হইতে আমার সহিত নিষ্ক্রান্ত হইয়া ভার্য্যাহরণের জন্য দুঃখিত নিজ বয়স্য রামকে সান্ত্বনা কর।১৬-১৯

সখে! আমি শোকাচ্ছন্ন রামের বিলাপ বাক্য শুনিয়া তোমাকে যে সকল পরুষ (কর্কশ) বাক্য বলিয়াছি, তাহা তুমি ক্ষমা কর।২০

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে ষট্‌ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তত্রিংশঃ সর্গঃ

[বানরসেনাসংগ্রাহায় হনুমন্তং প্রতি দূতপ্রেষণে সুগ্রীবস্য নির্দেশঃ,
বানরসৈন্যানাং কিষ্কিন্ধায়ামাগমনঞ্চ ।]

এবমুক্তস্তু সুগ্রীবো লক্ষ্মণেন মহাত্মনা ।
হনুমন্তং স্থিতং পার্শ্বে বচনং চেদমব্রবীৎ ॥১
মহেন্দ্র-হিমবদ্-বিন্ধ্য-কৈলাসশিখরেষু চ ।
মন্দরে পাণ্ডুশিখরে পঞ্চশৈলেষু যে স্থিতাঃ ॥২
তরুণাদিত্যবর্ণেষু ভ্রাজমানেষু নিত্যশঃ ।
পর্বতেষু সমুদ্রান্তে পশ্চিমস্যাং তু যে দিশি ॥৩
আদিত্যভবনে চৈব গিরৌ সন্ধ্যাভ্রসন্নিভে ।
পদ্মাচলবনং ভীমাঃ সংশ্রিতা হরিপুঙ্গবাঃ ॥৪
অঞ্জনাম্বুদসঙ্কাশাঃ কুঞ্জরেন্দ্রমহৌজসঃ ।
অঞ্জনে পর্বতে চৈব যে বসন্তি প্লবঙ্গমাঃ ॥৫
মহাশৈলগুহাবাসা বানরাঃ কনকপ্রভাঃ ।
মেরুপার্শ্বগতাশ্চৈব যে চ ধূম্রগিরিং শ্রিতাঃ ॥৬
তরুণাদিত্যবর্ণাশ্চ পর্বতে যে মহারুণে ।
পিবন্তো মধু মৈরেয়ং ভীমবেগাঃ প্লবঙ্গমাঃ ॥৭
বনেষু চ সুরম্যেষু সুগন্ধিষু মহৎসু চ ।
তাপসাশ্রমরম্যেষু বনান্তেষু সমন্ততঃ ॥৮
তাংস্তাংস্ত্বমানয় ক্ষিপ্রং পৃথিব্যাং সর্ববানরান্ ।
সামদানাদিভিঃ কল্পৈর্বানরৈর্বেগবত্তরৈঃ ॥৯
প্রেষিতাঃ প্রথমং যে চ ময়াজ্ঞাতা মহাজবাঃ ।
ত্বরণার্থং তু ভূয়স্ত্বং সম্প্রেষয় হরীশ্বরান্ ॥১০
যে প্রসক্তাশ্চ কামেষু দীর্ঘসূত্রাশ্চ বানরাঃ ।
ইহানয়স্ব তান্ শীঘ্রং সর্বানেব কপীশ্বরান্ ॥১১
অহোভির্দশভির্যে চ নাগচ্ছন্তি মমাজ্ঞয়া ।
হন্তব্যাস্তে দুরাত্মানো রাজশাসনদূষকাঃ ॥১২

সপ্তত্রিংশ সর্গ

[সুগ্রীব কর্তৃক বানরসেনা সংগ্রহের জন্য হনুমানের প্রতি দূত প্রেরণে নির্দেশ, বানর সেনাগণের কিষ্কিন্ধায় আগমন।]

লক্ষ্মণ সুগ্রীবকে এইরূপ বলিলে সুগ্রীব পার্শ্ববর্তী হনুমান্‌কে এইকথা বলিলেন।১

হিমালয়, মহেন্দ্র, বিন্ধ্য, কৈলাস ও মন্দরে যে সকল বানর বাস করিতেছে, যাহারা তরুণ সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশমান, যাহারা পর্বতমধ্যে, সমুদ্রান্তে এবং পশ্চিম-দিকে অবস্থান করিতেছে; যাহারা সায়ংকালে উদয়াচল, অস্তাচল এবং পদ্মাচল পর্বত আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, অঞ্জন (কাজল) ও মেঘসদৃশ রূপধারী এবং প্রশস্ত কুঞ্জরতুল্য মহাবলবান্, যে সকল বানর অঞ্জন পর্বতে অবস্থান করিতেছে; কাঞ্চনবর্ণ যে সকল বানর মহাশৈলের গুহায় বসবাস করিয়া রহিয়াছে এবং মেরু-পর্বত পার্শ্বস্থিত যে সকল বানর মৈরেয় মধু পান করত মত্ত হইয়া মহারুণপর্বতে অবস্থান করিতেছে, যাহারা সুরম্য ও সুগন্ধযুক্ত মহারণ্যে এবং রমণীয় তাপসাশ্রমে বাস করিতেছে, তুমি অতিশয় বেগবান্ বানরগণ দ্বারা সাম ও দানাদি উপায় অনুসারে সেই সেই বানরসকলকে শীঘ্র আনয়ন কর। আর পূর্বে মহাবেগবান্ যে সকল দূত সৈন্য সংগ্রহের জন্য পাঠান হইয়াছে, তাহাদিগকে আমি বিশেষভাবে জানি; সেই দূতসকলের সত্বর আগমন জন্য দূত পাঠাও।২-১০

যে সকল বানর কামাসক্ত এবং দীর্ঘসূত্র, সেইসকল বানরশ্রেষ্ঠগণকে শীঘ্র এইস্থানে আনয়ন কর।১১

যাহারা আমার আজ্ঞানুসারে দশ দিনের মধ্যে না আসিবে, সেই রাজশাসন উল্লঙ্ঘনকারী দুরাত্মা বানরগণকে বিনাশ করিবে।১২

আর আমার নির্দেশবর্তী বানরগণের মধ্যে শত, সহস্র ও কোটী পরিমিত বানরসৈন্য আমার আদেশানুসারে অদ্য গমন করুক। মেঘ ও পর্বতসদৃশ ঘোরদর্শন বানররাজগণ গগনতল আচ্ছাদন করিয়া এই স্থান হইতে গমন করুক।

শতান্যথ সহস্রাণি কোট্যশ্চ মম শাসনাৎ।
প্রয়াস্তু কপিসিংহানাং নিদেশে মম যে স্থিতাঃ ॥১৩
মেঘপর্বতসঙ্কাশাশ্ছাদয়ন্ত ইবাম্বরম্।
ঘোররূপাঃ কপিশ্রেষ্ঠা যান্তু মচ্ছাসনাদিতঃ ॥১৪
তে গতিজ্ঞা গতিং গত্বা পৃথিব্যাং সর্ব্বানরাঃ।
আনয়ন্তু হরীন্ সর্বাংস্ত্বরিতাঃ শাসনান্মম ॥১৫
তস্য বানররাজস্য শ্রুত্বা বায়ুসুতো বচঃ।
দিক্ষু সর্বাসু বিক্রান্তান্ প্রেষয়ামাস বানরান্ ॥১৬
তে পদং বিষ্ণুবিক্রান্তং পতত্রিজ্যোতিরধ্বগাঃ।
প্রযাতাঃ প্রহিতা রাজ্ঞা হরয়স্তু ক্ষণেন বৈ ॥১৭
তে সমুদ্রেষু গিরিষু বনেষু চ সরঃসু চ।
বানরা বানরান্ সর্বান্ রামহেতোরচোদয়ন্ ॥১৮
মৃত্যুকালোপমস্যাজ্ঞাং রাজরাজস্য বানরাঃ।
সুগ্রীবস্যাযয়ুঃ শ্রুত্বা সুগ্রীবভয়শঙ্কিতাঃ ॥১৯
ততস্তেঽঞ্জনসঙ্কাশা গিরেস্তস্মান্মহাবলাঃ।
তিস্রঃ কোট্যঃ প্লবঙ্গানাং নির্যযুর্যত্র রাঘবঃ ॥২০

নানাদেশজ্ঞ বানরগণ পৃথিবীমধ্যে নানাস্থানে গমন করত আমার আদেশানুক্রমে সত্বর সমস্ত বানরবৃন্দকে আনয়ন করুক।১৩-১৫

বায়ুনন্দন হনুমান্ বানররাজ সুগ্রীবের আদেশ বাক্য শ্রবণ করিয়া বলসম্পন্ন বানরগণকে বিভিন্নদিকে পাঠাইলেন। নক্ষত্র ও বিহঙ্গ পথগামী সেই বানরসকল রাজ কর্তৃক প্রেরিত হইয়া ক্ষণকাল মধ্যে আকাশপথে গমন করিয়া সমুদ্র, পর্বত, বন ও সরোবর মধ্যস্থিত বানরদিগকে রামকার্য্য সাধনের জন্য পাঠাইতে লাগিল। বানরগণ দূতমুখে কাল ও মৃত্যুস্বরূপ মহারাজ সুগ্রীবের আদেশবার্তা শুনিয়া এবং সুগ্রীবের ভয়ে ভীত হইয়া সকলে দ্রুত আসিতে আরম্ভ করিল।১৬-১৯

অনন্তর অঞ্জন পর্বত হইতে অঞ্জনবর্ণ মহাবল পরাক্রম তিন কোটি বানর রামের সমীপে গমন করিল। সহস্রাংশু সূর্য্য যে পর্বতে অস্ত যান, সেই অস্তাচলস্থিত তপ্ত কাঞ্চনবর্ণ দশকোটি বানর উপস্থিত হইল।

অস্তং গচ্ছতি যত্রার্কস্তস্মিন্ গিরিবরে রতাঃ।
সন্তপ্তহেমবর্ণাভাস্তস্মাৎ কোট্যো দশ চ্যুতাঃ ॥২১
কৈলাসশিখরেভ্যশ্চ সিংহকেসরবর্চসাম্।
ততঃ কোটিসহস্রাণি বানরাণাং সমাগমন্ ॥২২
ফলমূলেন জীবন্তো হিমবন্তমুপাশ্রিতাঃ।
তেষাং কোটিসহস্রাণাং সহস্রং সমবর্তত ॥২৩
অঙ্গারকসমানানাং ভীমানাং ভীমকর্মণাম্।
বিন্ধ্যাদ্ বানরকোটীনাং সহস্রাণ্যপতন্ দ্রুতম্ ॥২৪
ক্ষিরোদবেলানিলয়াস্তমালবনবাসিনঃ।
নারিকেলাশনাশ্চৈব তেষাং সংখ্যা ন বিদ্যতে ॥২৫
বনেভ্যো গহ্বরেভ্যশ্চ সরিদ্ভ্যশ্চ মহাবলাঃ।
আগচ্ছদ্ বানরী সেনা পিবন্তীব দিবাকরম্ ॥২৬
যে তু ত্বরয়িতুং যাতা বানরাঃ সর্ববানরান্।
তে বীরা হিমবচ্ছৈলে দদৃশুস্তং মহাদ্রুমম্ ॥২৭
তস্মিন্ গিরিবরে পুণ্যে যজ্ঞো মাহেশ্বরঃ পুরা।
সর্বদেবমনস্তোষো বভূব সুমনোরমঃ ॥২৮

সিংহকেশরসদৃশবর্ণ সহস্র কোটী বানর কৈলাস শিখর হইতে আগমন করিল।২০-২২

যাহারা হিমালয়ে থাকিয়া ফলমূল ভোজন করিয়া জীবনধারণ করে, সেখান হইতেও পদ্ম-পরিমিত বানরসৈন্যগণ আসিল। বিন্ধ্যাচল হইতে অঙ্গারকবর্ণ ভীমকর্মা ভয়ঙ্কর সহস্রকোটি বানর দ্রুতবেগে উপনীত হইল। তমালবন ও ক্ষীরোদসমুদ্রের বেলাভূমি হইতে নারিকেল ফলভোজী অসংখ্য বানর উপস্থিত হইল। আর বন, গহ্বর ও নদীতীর হইতে মহাবল বানরসৈন্যসকল সূর্য্যকে যেন গ্রাস করত আসিতে লাগিল।২৩-২৬

অনন্তর পূর্বে মহাদেব পুণ্যজনক গিরিশ্রেষ্ঠ হিমালয়ের যে বৃক্ষমূলে দেবতাসকলের হৃদয় সন্তোষজনক মনোরম যজ্ঞ করিয়াছিলেন, বানরগণ সৈন্যদিগের ত্বরা জন্য হনুমান কর্তৃক প্রেষিত হইয়া হিমালয়ে গমন পূর্বক সেই প্রসিদ্ধ মহাবৃক্ষ দর্শন করিল এবং সেখানে ক্ষরিত যজ্ঞীয় ঘৃতাদি হইতে সঞ্জাত অমৃতের ন্যায় স্বাদযুক্ত ফলমূল সমস্ত দর্শন করিল। যে কোন ব্যক্তি একবার সেই

অন্নানিস্যন্দজাতানি মূলানি চ ফলানি চ।
অমৃতস্বাদুকল্পানি দদৃশুস্তত্র বানরাঃ ॥২৯
তদন্নসম্ভবং দিব্যং ফলমূলং মনোহরম্।
যঃ কশ্চিৎ সকৃদশ্নাতি মাসং ভবতি তর্পিতঃ ॥৩০
তানি মূলানি দিব্যানি ফলানি চ ফলাশনাঃ।
ঔষধানি চ দিব্যানি জগৃহুর্হরিপুঙ্গবাঃ ॥৩১
তস্মাচ্চ যজ্ঞায়তনাৎ পুষ্পাণি সুরভীণি চ।
আনিন্যুর্বানরাঃ গত্বা সুগ্রীবপ্রিয়কারণাৎ ॥৩২
তে তু সর্বে হরিবরাঃ পৃথিব্যাং সর্ববানরান্।
সঞ্চোদয়িত্বা ত্বরিতং যূথানাং জগ্মুরগ্রতঃ ॥৩৩

যজ্ঞীয় ঘৃতাদি সম্ভূত মনোরম দিব্য ফলমূল ভোজন করে, সে একমাস ক্ষুধাতৃষ্ণা শূন্য হইয়া পরিতৃপ্ত থাকে।২৭-৩০

ফলমূলভোজী কপিযূথপতি বানরসকল সেই যজ্ঞালয় হইতে সুগ্রীবের সন্তুষ্টির জন্য সুরভিগন্ধ সমন্বিত নানাবিধ পুষ্প, দিব্য ফলমূল ও সঞ্জীবনী ঔষধ প্রভৃতি ঔষধ সমস্ত আনয়ন করিল। সেই বানরশ্রেষ্ঠ বানরগণ পৃথিবীস্থ বানরসকলকে সুগ্রীবের নিকট পাঠাইয়া দ্রুতবেগে তাহাদিগের আসিবার পূর্ব্বে গমন করিল।

তে তু তেন মুহূর্তেন কপয়ঃ শীঘ্রচারিণঃ।
কিষ্কিন্ধাং ত্বরয়া প্রাপ্তাঃ সুগ্রীবো যত্র বানরঃ ॥৩৪
তে গৃহীত্বৌষধীঃ সর্বাঃ ফলমূলঞ্চ বানরাঃ।
তং প্রতিগ্রাহয়ামাসুর্বচনং চেদমব্রুবন্ ॥৩৫
সর্বে পরিসৃতাঃ শৈলাঃ সরিতশ্চ বনানি চ।
পৃথিব্যাং বানরাঃ সর্বে শাসনাদুপযান্তি তে ॥৩৬
এবং শ্রুত্বা ততো হৃষ্টঃ সুগ্রীবঃ প্লবগাধিপঃ।
প্রতিজগ্রাহ চ প্রীতস্তেষাং সর্বমুপায়নম্ ॥৩৭

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে সপ্তত্রিংশঃ সর্গঃ ॥

পরে সেই শীঘ্রগামী কপিগণ ত্বরান্বিত হইয়া মুহূর্তকাল মধ্যে কিষ্কিন্ধায় সুগ্রীবের নিকট গমন করত উপহার স্বরূপ সেই ফল, মূল ও ঔষধ তাঁহাকে দিয়া এই কথা বলিল, আমরা সমস্ত পর্বত ও কানন মধ্যে যাইয়া আপনার শাসনানুসারে পৃথিবীস্থ সমস্ত বানরগণকেই আপনার নিকট আনিয়াছি।৩১-৩৬

বানরাধিপতি সুগ্রীব তাহাদিগের এইরূপ বাক্য শ্রবণে প্রীত হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে সমস্ত উপহার গ্রহণ করিলেন।৩৭

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে সপ্তত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টাত্রিংশঃ সর্গঃ

[লক্ষ্মণেন সহাগম্য শ্রীরামচরণে সুগ্রীবস্য প্রণামজ্ঞাপনম্, তস্মৈ শ্রীরামস্যোপদেশদানম্, সুগ্রীবেণ কৃতানাং সৈন্যসংগ্রহণাদিকর্ম্মণাং বিজ্ঞাপনঞ্চ ।]

প্রতিগৃহ্য চ তৎ সর্ব্বমুপায়নমুপাহৃতম্ ।
বানরান্ সান্ত্বয়িত্বা চ সর্বানেব ব্যসর্জয়ৎ ॥১
বিসর্জয়িত্বা স হরীন্ সহস্রান্ কৃতকর্মণঃ ।
মেনে কৃতার্থমাত্মানং রাঘবঞ্চ মহাবলম্ ॥২
স লক্ষ্মণো ভীমবলং সর্ববানরসত্তমম্ ।
অব্রবীৎ প্রশ্রিতং বাক্যং সুগ্রীবং সম্প্রহর্ষয়ন্ ॥৩
কিষ্কিন্ধায়া বিনিষ্ক্রাম যদি তে সৌম্য রোচতে ।
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা লক্ষ্মণস্য সুভাষিতম্ ॥৪
সুগ্রীবঃ পরমপ্রীতো বাক্যমেতদুবাচ হ ।
এবং ভবতু গচ্ছাম স্থেয়ং ত্বচ্ছাসনে ময়া ॥৫

তমেবমুক্ত্বা সুগ্রীবো লক্ষ্মণং শুভলক্ষণম্ ।
বিসর্জয়ামাস তদা তারাদ্যাশ্চৈব যোষিতঃ ॥৬
এহীত্যুচ্চৈর্হরিবরান্ সুগ্রীবঃ সমুদাহরৎ ।
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা হরয়ঃ শীঘ্রমাযযুঃ ॥৭
বদ্ধাঞ্জলিপুটাঃ সর্বে যে স্যুঃ স্ত্রীদর্শনক্ষমাঃ ।
তানুবাচ ততঃ প্রাপ্তান্ রাজার্কসদৃশপ্রভঃ ॥৮
উপস্থাপয়ত ক্ষিপ্রং শিবিকাং মম বানরাঃ ।
শ্রুত্বা তু বচনং তস্য হরয়ঃ শীঘ্রবিক্রমাঃ ॥৯
সমুপস্থাপয়ামাসঃ শিবিকাং প্রিয়দর্শনাম্ ।
তামুপস্থাপিতাং দৃষ্ট্বা শিবিকাং বানরাধিপঃ ॥১০

অষ্টত্রিংশ সর্গ

[লক্ষ্মণের সহিত আগমন পূর্বক শ্রীরামচরণে সুগ্রীবের প্রণাম জ্ঞাপন, সুগ্রীবের প্রতি শ্রীরামের উপদেশ দান, সুগ্রীব কর্তৃক স্বীয় কৃত কর্ম সৈন্য সংগ্রহাদি বিজ্ঞাপন ।]

সুগ্রীব বানরগণের দেওয়া সমস্ত উপহার গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে মধুরবাক্যে সান্ত্বনা করত সকলকেই বিদায় দিলেন ।১

তিনি সেই কৃতকর্মা সহস্র বানরগণকে বিদায় দিয়া মহাবলশালী রঘুনন্দন রামকে ও আপনাকে কৃতার্থ মনে করিলেন ।২

তখন লক্ষ্মণ ভীমবল সমস্তবানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীবের হর্ষবর্দ্ধন করিয়া বিনয়পূর্ণ বাক্যে বলিলেন,—হে শুভদর্শন ! যদি আমার সহিত তোমার যাইবার ইচ্ছা হয়, তবে তুমি কিষ্কিন্ধা হইতে বহির্গত হও। সুগ্রীব লক্ষ্মণের এইরূপ মধুর বাক্য শ্রবণ করত পরম প্রীত হইয়া তাহাকে এই কথা বলিলেন,—আচ্ছা, তাহাই হউক, চলুন আমরা গমন করি ; কারণ, আপনার শাসনাধীন থাকাই আমার কর্তব্য ।৩-৫

সুগ্রীব শুভ লক্ষণ-সম্পন্ন লক্ষ্মণকে এইকথা বলিয়া তারা প্রভৃতি ভার্য্যাদিগকে অন্তঃপুরে পাঠাইয়া দিলেন ।৬

তারপর তিনি 'আগমন কর, আগমন কর' এইরূপে বানরশ্রেষ্ঠগণকে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিলেন। তাহারা সুগ্রীবের আহ্বানবাক্য শুনিয়া তন্মধ্যে যাহারা রাজমহিষীদিগের নিকটে অবস্থান করত তাঁহাদিগকে দর্শন করিতে সক্ষম, তাহারা সকলে কৃতাঞ্জলি হইয়া শীঘ্র সুগ্রীবের নিকট আসিল। সূর্য্য-সদৃশ প্রভাশালী বানররাজ সুগ্রীব সেই সমাগত বানরগণকে সত্বর শিবিকা আনিতে আদেশ করিলেন। তাহারা সুগ্রীবের বাক্য শ্রবণ করত তাঁহার জন্য সুসজ্জিত শিবিকা শীঘ্র আনিয়া উপস্থিত করিল। তিনি শিবিকা সেইস্থানে উপস্থিত দর্শন করিয়া সুমিত্রা-নন্দন লক্ষ্মণকে সত্বর আরোহণ করিতে বলিয়া লক্ষ্মণের সহিত কাঞ্চননির্মিত সূর্য্যসদৃশ অতি উজ্জ্বল ও বহু বানরবাহক যুক্ত সেই শিবিকায় উঠিলেন। সুগ্রীব লক্ষ্মণের সহিত শিবিকায় আরোহণ করিয়া মস্তোকোপরি পাণ্ডুরবর্ণ ছত্র, ইতস্ততঃ সঞ্চালিত শুক্লবর্ণ বালব্যজন (চামর), শঙ্খনিনাদ, ভেরী শব্দ এবং বন্দীগণের স্তুতি

লক্ষণারুহ্যতাং শীঘ্রমিতি সৌমিত্রিমব্রবীৎ ।
ইত্যুক্ত্বা কাঞ্চনং যানং সুগ্রীবঃ সূর্য্যসন্নিভম্ ॥১১
বহুভির্হরিভির্যুক্তমারুরোহ সলক্ষ্মণঃ ।
পাণ্ডুরেণাতপত্রেণ ধ্রিয়মাণেন মূর্ধনি ॥১২
শুক্লৈশ্চ বালব্যজনৈর্ধূয়মানৈঃ সমন্ততঃ ।
শঙ্খ-ভেরীনিনাদৈশ্চ বন্দিভিশ্চাভিনন্দিতঃ ॥১৩
নির্যযৌ প্রাপ্য সুগ্রীবো রাজ্যশ্রিয়মনুত্তমাম্ ।
স বানরশতৈস্তীক্ষ্ণৈর্বহুভিঃ শস্ত্রপাণিভিঃ ॥১৪
পরিকীর্ণো যযৌ তত্র যত্র রামো ব্যবস্থিতঃ ।
স তং দেশমনুপ্রাপ্য শ্রেষ্ঠং রামনিষেবিতম্ ॥১৫
অবাতরন্মহাতেজাঃ শিবিকায়াঃ সলক্ষ্মণঃ ।
আসাদ্য চ ততো রামং কৃতাঞ্জলিপুটোঽভবৎ ॥১৬
কৃতাঞ্জলৌ স্থিতে তস্মিন্ বানরাশ্চাভবংস্তথা ।
তটাকমিব তং দৃষ্ট্বা রামঃ কুড্মলপঙ্কজম্ ॥১৭
বানরাণাং মহৎ সৈন্যং সুগ্রীবে প্রীতিমানভূৎ ।
পাদয়োঃ পতিতং মূর্দ্ধ্না তমুত্থাপ্য হরীশ্বরম্ ॥১৮
প্রেম্না চ বহুমানাচ্চ রাঘবঃ পরিষস্বজে ।
পরিষ্বজ্য চ ধর্মাত্মা নিষীদেতি ততোঽব্রবীৎ ॥১৯

নিষণ্ণং তং ততো দৃষ্ট্বা ক্ষিতৌ রামোঽব্রবীত্ততঃ ।
ধর্ম্মমর্থঞ্চ কামঞ্চ কালে যস্তু নিষেবতে ॥২০
বিভজ্য সততং বীর স রাজা হরিসত্তম ।
হিত্বা ধর্মং তথার্থঞ্চ কামং যস্তু নিষেবতে ॥২১
স বৃক্ষাগ্রে যথা সুপ্তঃ পতিতঃ প্রতিবুধ্যতে ।
অমিত্রাণাং বধে যুক্তো মিত্রাণাং সংগ্রহে রতঃ ॥২২
ত্রিবর্গফলভোক্তা চ রাজা ধর্মেণ যুজ্যতে ।
উদ্যোগসময়স্ত্বেষ প্রাপ্তঃ শত্রুনিষূদনঃ ॥২৩
সঞ্চিন্ত্যতাং হি পিঙ্গেশ হরিভিঃ সহ মন্ত্রিভিঃ ।
এবমুক্তস্তু সুগ্রীবো রামং বচনমব্রবীৎ ॥২৪
প্রণষ্টা শ্রীশ্চ কীর্তিশ্চ কপিরাজ্যঞ্চ শাশ্বতম্ ।
ত্বৎপ্রসাদান্মহাবাহো পুনঃ প্রাপ্তমিদং ময়া ॥২৫
তব দেব প্রসাদাচ্চ ভ্রাতুশ্চ জয়তাং বর ।
যৎ কৃতং ন প্রতিকুর্য্যাঃ পুরুষাণাং হি দূষকঃ ॥২৬
এতে বানরমুখ্যাশ্চ শতশঃ শত্রুসূদন ।
প্রাপ্তাশ্চাদায় বলিনঃ পৃথিব্যাং সর্ববানরান্ ॥২৭
ঋক্ষাশ্চ বানরাঃ শূরা গোলাঙ্গুলাশ্চ রাঘব ।
কান্তার-বনদুর্গাণামভিজ্ঞা ঘোরদর্শনাঃ ॥২৮

পাঠ দ্বারা অনুত্তম রাজ্যশ্রী লাভ করিয়া প্রফুল্লচিত্তে কিষ্কিন্ধানগরী হইতে বাহির হইলেন। পরে লক্ষ্মণের সহিত সুগ্রীব, শস্ত্রপাণি উগ্রস্বভাব শত শত বানরগণে পরিবৃত হইয়া যেস্থানে রাম বাস করিতেছেন, সেইস্থানে গমন করিলেন। রামচন্দ্র সেবিত সেই শ্রেষ্ঠ স্থান প্রাপ্ত হইয়া শিবিকা হইতে অবতরণ পূর্বক কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থান করিতে লাগিলেন ।৭-১৬

বানরগণ সুগ্রীবকে কৃতাঞ্জলিরূপে অবস্থান করিতে দেখিয়া তাহারাও সেইভাবে করজোড়ে অবস্থান করিতে লাগিল। রাম মুকুলিত পঙ্কজরাজি সুশোভিত তড়াগের ন্যায় মহৎ বানরসৈন্য দর্শন করিয়া সুগ্রীবের প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। পরে বানররাজ সুগ্রীব অবনতমস্তকে রামের পদতলে নিপতিত হইলে ধর্মাত্মা রাম প্রেম ও বহুমানবশতঃ তাহাকে তুলিয়া আলিঙ্গন করত উপবেশন করিতে বলিলেন ।১৭-১৯

অতঃপর রাম সুগ্রীবকে ক্ষিতিতলে উপবেশন করিতে দেখিয়া তাঁহাকে বলিলেন, হে বীর ! বানরোত্তম ! যিনি ধর্ম, অর্থ ও কামকে সময়োচিত বিভাগ করিয়া সতত সেবা করিয়া থাকেন, তিনিই রাজ্যভোগে সমর্থ হন। যে ব্যক্তি ধর্ম ও অর্থ পরিত্যাগ করিয়া সততই কামসেবায় অনুরক্ত হয়, তাহাকে বৃক্ষাগ্রে নিদ্রিত ব্যক্তির ন্যায় জানিবে, সে বৃক্ষ হইতে পতিত হইলে তাহার চক্ষু উন্মিলিত হইবে। আর যিনি শত্রুবধে উদ্যুক্ত, মিত্র-সংগ্রহে রত এবং ধর্ম, অর্থ ও কাম,—এই ত্রিবর্গ যথাকালে বিভাগ করিয়া তাহার ফলভোগে আসক্ত হন, সেই রাজাই ধর্মযুক্ত হইয়া থাকেন। হে শত্রুনাশন বানরেশ্বর! সীতার অনুসন্ধানের সময় উপস্থিত হইয়াছে, অতএব তুমি মন্ত্রিগণের সহিত তাহার উপায় চিন্তা কর। রাম সুগ্রীবকে এইরূপ বলিলে তিনি রামকে

দেবগন্ধর্বপুত্রাশ্চ বানরাঃ কামরূপিণঃ।
স্বৈঃ স্বৈঃ পরিবৃতাঃ সৈন্যৈর্বর্ত্তন্তে পথি রাঘব ॥২৯
শতৈঃ শতসহস্রৈশ্চ বর্তন্তে কোটিভিস্তথা।
অযুতৈশ্চাবৃতা বীর শঙ্কুভিশ্চ পরন্তপ ॥৩০
অর্বুদৈরর্বুদশতৈর্মধ্যৈশ্চান্ত্যৈশ্চ বানরাঃ।
সমুদ্রাশ্চ পরার্ধাশ্চ হরয়ো হরিযূথপাঃ ॥৩১
আগমিষ্যন্তি তে রাজন্ মহেন্দ্রসমবিক্রমাঃ।
মেঘপর্বতসঙ্কাশা মেরুবিন্ধ্যকৃতালয়াঃ ॥৩২

তে ত্বামভিগমিষ্যন্তি রাক্ষসং যোদ্ধুমাহবে।
নিহত্য রাবণং যুদ্ধে হ্যানয়িষ্যন্তি মৈথিলীম্ ॥৩৩
ততঃ সমুদ্যোগমবেক্ষ্য বীর্য্যবান্
হরিপ্রবীরস্য নিদেশবর্তিনঃ।
বভূব হর্ষাদ্ বসুধাধিপাত্মজঃ
প্রবুদ্ধনীলোৎপলতুল্যদর্শনঃ ॥৩৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে অষ্টাত্রিংশঃ সর্গঃ ॥

বলিলেন,—হে মহাবাহো! আমার যে সম্পত্তি, কীর্তি ও বানররাজ্য নষ্ট হইয়াছিল, আপনার প্রসাদেই আমি সেই সমস্ত পুনরায় প্রাপ্ত হইয়াছি।২০-২৫

হে বিজয়গণশ্রেষ্ঠ! দেব! যখন আপনার প্রসাদে ও ভ্রাতা লক্ষ্মণের প্রসাদে আমি এই প্রণষ্ট রাজ্য পুনরায় পাইয়াছি, তখন আপনার প্রত্যুপকারে পরাঙ্মুখ হইলে পুরুষগণ মধ্যে ধর্মের দূষক বলিয়া পরিগণিত হইতে হইবে; অর্থাৎ যে ব্যক্তি উপকারী মিত্রগণের প্রত্যুপকার না করে, তাহাকে লোকে অধার্মিক বলিয়া থাকে। অতএব হে শত্রুনাশন! আপনার কার্য্যসাধনের জন্য এই শত শত শ্রেষ্ঠ বানরগণ আমার আদেশানুসারে পৃথিবীস্থিত সমস্ত মহাবলবান্ বানরসৈন্য সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে।২৬-২৭

হে রাঘব! ঋক্ষ, বানর ও গোলাঙ্গুল প্রভৃতি এই সমাগত সৈন্যসকল দুর্গম বন ও দুর্গমস্থানে গমন করিবার উপায় বিশেষরূপে অবগত আছে এবং ইহারা দেখিতেও অতি ভয়ঙ্কর।২৮

রঘুনন্দন! দেব ও গন্ধর্বদিগের ঔরসজাত যথেচ্ছরূপধারী বানরগণ নিজ নিজ বহুসংখ্যক সৈন্যসমূহে পরিবেষ্টিত হইয়া পথিমধ্যে বর্ত্তমান রহিয়াছে। হে রাজন্! মেরু ও বিন্ধ্যাচলনিবাসী, মেঘ ও পর্বতের ন্যায় বৃহদাকার, ইন্দ্রসম-বিক্রমশালী সমুদ্র এবং পরার্ধ পরিমিত বানর-যূথপথিসকল কেহ শত, কেহ শত সহস্র, কেহ বা কোটি, কেহ অযুত এবং কেহ শঙ্কু, কেহ অর্বুদ, কেহ বা অর্বুদশত, কেহ মধ্য, ও কেহ বা অন্ত্যসংখ্যক সৈন্য পরিবৃত হইয়া আসিবে এবং সংগ্রামে রাক্ষসদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য আপনার অনুগমন করিবে। তাহারা নিশ্চয়ই রাবণকে নিহত করিয়া মিথিলা রাজদুহিতা সীতাকে আনয়ন করিবে।২৯-৩৩

বসুধাধিপতি দশরথনন্দন মহাবীর রাম আজ্ঞানুবর্তী বানররাজ সুগ্রীবের এইরূপ উদ্যোগ দর্শন করিয়া আনন্দে প্রফুল্লনীলোৎপলের ন্যায় প্রফুল্ল হইয়া উঠিলেন।৩৪

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে অষ্টত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ঊনচত্বারিংশঃ সর্গঃ

[সুগ্রীবং প্রতি শ্রীরামস্য কৃতজ্ঞতাপ্রকাশঃ, স্বীয়সৈন্যৈঃ সহ সুগ্রীবস্য পুনঃ রামসমীপে আগমনঞ্চ ।]

ইতি ব্রুবাণং সুগ্রীবং রামো ধর্মভৃতাং বরঃ ।
বাহুভ্যাং সম্পরিষ্বজ্য প্রত্যুবাচ কৃতাঞ্জলিম্ ॥১
যদিন্দ্রো বর্ষতে বর্ষং ন তচ্চিত্রং ভবিষ্যতি ।
আদিত্যোঽসৌ সহস্রাংশুঃ কুর্য্যাদ্ বিতিমিরং নভঃ ॥২
চন্দ্রমা রজনীং কুর্য্যাৎ প্রভয়া সৌম্য নির্মলাম্ ।
ত্বদ্বিধো বাপি মিত্রাণাং প্রীতিং কুর্য্যাৎ পরন্তপ ॥৩
এবং ত্বয়ি ন তচ্চিত্রং ভবেৎ যৎ সৌম্য শোভনম্ ।
জানাম্যহং ত্বাং সুগ্রীব সততং প্রিয়বাদিনম্ ॥৪
ত্বৎসনাথঃ সখে সংখ্যে জেতাস্মি সকলানরীন্ ।
ত্বমেব মে সুহৃন্মিত্রং সাহায্যং কর্তুমর্হসি ॥৫
জহারাত্মবিনাশায় মৈথিলীং রাক্ষসাধমঃ ।
বঞ্চয়িত্বা তু পৌলোমীমনুহ্লাদো যথা শচীম্ ॥ ৬
নচিরাত্তং বধিষ্যামি রাবণং নিশিতৈঃ শরৈঃ ।
পৌলম্যাঃ পিতরং দৃপ্তং শতক্রতুরিবারিহা ॥৭
এতস্মিন্নন্তরে চৈব রজঃ সমভিবর্তত ।
উষ্ণতীব্রাং সহস্রাংশোশ্ছাদয়দ্ গগনে প্রভাম্ ॥৮
দিশঃ পর্য্যাকুলাশ্চাসংস্তমসা তেন দূষিতাঃ ।
চচাল চ মহী সর্বা সশৈল-বন-কাননা ॥৯
ততো নগেন্দ্রসঙ্কাশৈস্তীক্ষ্ণদংষ্ট্রৈর্মহাবলৈঃ ।
কৃৎস্না সঞ্ছাদিতা ভূমিরসংখ্যেয়ৈঃ প্লবঙ্গমৈঃ ॥১০

ঊনচত্বারিংশ সর্গ

[সুগ্রীবের প্রতি শ্রীরামের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও স্বীয় সৈন্যগণের সহিত পুনরায় রামসমীপে আগমন ।]

সুগ্রীব কৃতাঞ্জলি হইয়া এইরূপ বলিতে থাকিলে ধার্মিকগণশ্রেষ্ঠ রাম তাঁহাকে বাহুদ্বয় দ্বারা গাঢ়রূপে আলিঙ্গন করত প্রত্যুত্তরে বলিলেন ।১

হে সৌম্য ! ইন্দ্র যে বারিবর্ষণ করিয়া থাকেন, সহস্রাংশু সূর্য্য যে গগনমণ্ডল অন্ধকারশূন্য করিয়া থাকেন, চন্দ্রমা যে রজনীকে স্বীয় প্রভার দ্বারা প্রকাশিত করিয়া থাকেন, তাহা যেমন আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, সেইরূপ তোমার ন্যায় মিত্র যে প্রত্যুপকারের জন্য সৈন্যসংগ্রহরূপ সুন্দর কার্য্য করিবে, তাহা আর আশ্চর্য্য কি ? সখে সুগ্রীব ! তুমি যে সততই প্রিয় বাক্য বলিয়া থাক এবং তুমিই যে আমার একমাত্র সুহৃৎ, তাহা আমি জানি। আমি তোমাকে সহায় করিয়া যুদ্ধে সমস্ত শত্রুগণকেই সংহার করিতে পারিব। তুমিই আমার একমাত্র সুহৃৎ, সেইজন্য আমাকে তোমার সাহায্য করা উচিত ।২-৫ ।

যেমন অনুহ্লাদ নিজ বিনাশের জন্য শচীপতিকে বঞ্চনা করত পুলোমের অনুমতি লইয়া পুলোমাদুহিতা শচীকে অপহরণ করিয়াছিল, সেইরূপ সেই রাক্ষসাধম রাবণ স্বীয় ধ্বংসের জন্যই আমাকে বঞ্চনা করিয়া মিথিলারাজ-নন্দিনী সীতাকে হরণ করিয়াছে। পরে শত্রুনাশী শতক্রতু ইন্দ্র যেমন গর্বিত পৌলমীর পিতা পুলোমকে ও অনুহ্লাদকে বিনাশ করিয়াছিলেন, সেইরূপ আমি তীক্ষ্ণ বাণ দ্বারা সেই রাক্ষসরাজ রাবণকে সংহার করিব ।৬-৭*

রাম সুগ্রীবের সহিত যখন এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, সেই অবকাশে সৈন্যগণের পদরেণু সহস্ররশ্মি সূর্য্যের তীব্রতর উষ্ণপ্রভা আচ্ছাদন করিয়া আকাশে উত্থিত হইল। পরে সেই ধূলিদ্বারা দিক্‌সকল কলুষিত হইল এবং সৈন্যগণের পদনিক্ষেপে অখিল অরণ্যের সহিত সসাগরা বসুন্ধরা কম্পিতা হইতে লাগিল ।৮-৯

অনন্তর নদী, পর্বত, সমুদ্র ও অপরাপর অরণ্যবাসী পর্বত-সদৃশ, তীক্ষ্ণদন্তশালী, মেঘের ন্যায় গর্জনকারী, মহাবলবান্ বানরযূথপতিসকল নিজ নিজ অসংখ্য

*পুলোমনামক দানবের কন্যা শচী দেবরাজ ইন্দ্রের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। কিন্তু অনুহ্লাদ পুলোমকে চাতুর্য্যের দ্বারা স্বপক্ষে আনিয়া তাহার অনুমতিতে শচীকে হরণ করে। তারপর ইন্দ্র এই সংবাদ পাইয়া অনুমতিদাতা পুলোমকে ও অপহরণকারী অনুহ্লাদকে সংহার করত শচীকে স্বীয় অন্তঃপুরে আনিয়াছিলেন—ইহাই রামায়ণতিলক কথিত পুরাণবার্তা।

নিমেষান্তরমাত্রেণ ততস্তৈর্হরিযূথপৈঃ।
কোটীশতপরীবারৈর্বানরৈর্হরিযূথপৈঃ ॥১১
নাদেয়ৈঃ পার্বতেয়ৈশ্চ সামুদ্রৈশ্চ মহাবলৈঃ।
হরিভির্মেঘনির্হ্রাদৈরন্যৈশ্চ বনবাসিভিঃ ॥১২
তরুণাদিত্যবর্ণৈশ্চ শশিগৌরৈশ্চ বানরৈঃ।
পদ্মকেসরবর্ণৈশ্চ শ্বেতৈর্হেমকৃতালয়ৈঃ ॥১৩
কোটীসহস্রৈর্দশভিঃ শ্রীমান্ পরিবৃতস্তদা।
বীরঃ শতবলির্নাম বানরঃ প্রত্যদৃশ্যত ॥১৪
ততঃ কাঞ্চনশৈলাভস্তারায়া বীর্য্যবান্ পিতা।
অনেকৈর্বহুসাহস্রৈঃ কোটিভিঃ প্রত্যদৃশ্যত ॥১৫
তথাপরেণ কোটীনাং সহস্রেণ সমন্বিতঃ।
পিতা রুমায়াঃ সম্প্রাপ্তঃ সুগ্রীবশ্বশুরো বিভুঃ ॥১৬
পদ্মকেসরসঙ্কাশস্তরুণার্কনিভাননঃ।
বুদ্ধিমান্ বানরশ্রেষ্ঠঃ সর্ববানরসত্তমঃ ॥১৭
অনেকৈর্বহুসাহস্রৈর্বানরাণাং সমন্বিতঃ।
পিতা হনুমতঃ শ্রীমান্ কেসরী প্রত্যদৃশ্যত ॥১৮
গোলাঙ্গুলমহারাজো গবাক্ষো ভীমবিক্রমঃ।
বৃতঃ কোটিসহস্রেণ বানরাণামদৃশ্যত ॥১৯
ঋক্ষাণাং ভীমবেগানাং ধূম্রঃ শত্রুনিবর্হণঃ।
বৃতঃ কোটিসহস্রাভ্যাং দ্বাভ্যাং সমভিবর্ত্তত ॥২০
মহাচলনিভৈর্ঘোরৈঃ পনসো নাম যূথপঃ।
অদৃশ্যত মহাকায়ঃ কোটিভিস্তিসৃভির্বৃতঃ ॥২১
নীলাঞ্জনচয়াকারো নীলো নামৈষ যূথপঃ।
আজগাম মহাবীর্য্যঃ কোটিভির্দশভির্বৃতঃ ॥২২
ততঃ কাঞ্চনশৈলাভো গবয়ো নাম যূথপঃ।
আজগাম মহাবীর্য্যঃ পঞ্চভিঃ কোটিভির্বৃতঃ ॥২৩
দরীমুখশ্চ বলবান্ যূথপোঽভ্যাযযৌ তদা।
বৃতঃ কোটিসহস্রেণ সুগ্রীবং সমবস্থিতঃ ॥২৪
মৈন্দশ্চ দ্বিবিদশ্চোভাবশ্বিপুত্রৌ মহাবলৌ।
কোটিকোটিসহস্রেণ বানরাণামদৃশ্যতাম্ ॥২৫
গজশ্চ বলবান্ বীরস্তিসৃভিঃ কোটিভির্বৃতঃ।
আজগাম মহাতেজাঃ সুগ্রীবস্য সমীপতঃ ॥২৬
ঋক্ষরাজো মহাতেজা জাম্ববান্নাম নামতঃ।
কোটিভির্দশভির্ব্যাপ্তঃ সুগ্রীবস্য বশে স্থিতঃ ॥২৭
রুমণো নাম তেজস্বী বিক্রান্তৈর্বানরৈর্বৃতঃ।
আগতো বলবাংস্তূর্ণং কোটীশতসমাবৃতঃ ॥২৮
ততঃ কোটিসহস্রাণাং সহস্রেণ শতেন চ।
পৃষ্ঠতোঽনুগতঃ প্রাপ্তো হরিভির্গন্ধমাদনঃ ॥২৯
ততঃ পদ্মসহস্রেণ বৃতঃ শঙ্কুশতেন চ।
যুবরাজোঽঙ্গদঃ প্রাপ্তঃ পিতুস্তুল্য পরাক্রমঃ ॥৩০

সৈন্যগণে পরিবৃত হইয়া নিমেষমাত্রে সুগ্রীবের নিকট আসিয়া সমস্ত ভূমি আচ্ছাদিত করিল।১০-১২

পরে সুগ্রীব দেখিলেন যে, শতবলিনামে এক বীর বানর নবোদিত সূর্য্যসদৃশ রক্তবর্ণ, চন্দ্রের ন্যায় গৌরবর্ণ, পদ্মকেশরের ন্যায় পীতবর্ণ ও হিমালয়বাসী এককোটি দশসহস্র (কেহ বলেন দশ অর্বুদ) সৈন্য পরিবৃত হইয়া আসিয়াছে। কাঞ্চনপর্বত-প্রতিম বীর্য্যবান্ তারার পিতা বহু সহস্র ও বহু কোটি এবং রুমার পিতা সুগ্রীবের শ্বশুর সহস্রকোটি সৈন্য লইয়া আসিয়াছে। পদ্মকেশরসদৃশ প্রভাসম্পন্ন, তরুণ-সূর্য্যের ন্যায় বদনসমন্বিত, বুদ্ধিমান, সর্ববানরশ্রেষ্ঠ ও হনুমানের পিতা কেশরী বহুসহস্র সৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া আসিয়াছে।১৩-১৮

গোলাঙ্গুলাধিপতি ভীমপরাক্রম গবাক্ষনামক বানর কোটিসহস্র সৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া আসিয়াছে।১৯

মহাবেগবান্ ঋক্ষগণের অধিপতি ও শত্রুনাশন ধূম্র দুই সহস্র কোটি ঋক্ষসৈন্যে পরিবৃত হইয়া উপনীত হইয়াছে। বিশালদেহধারী যূথপতি পনস যে তিন কোটি সৈন্যে সমাবৃত হইয়া উপস্থিত হইয়াছে, সেইসকল সৈন্য দেখিতে ভয়ঙ্কর ও পর্বততুল্য ছিল।২০-২১

নীলকজ্জল পর্বতাকার, দীর্ঘদেহী, শক্তিমান্ ও যূথপতি নীল দশ কোটি সৈন্যে পরিবৃত হইয়া আগমন করিয়াছে। কাঞ্চনপর্বততুল্যবর্ণ মহাবীর ও যূথপতি গবয় পঞ্চ কোটি সৈন্যের সহিত আসিয়াছে।২২-২৩

যূথপতি মহাবল দরীমুখ সহস্রকোটি সৈন্যে সজ্জিত হইয়া সুগ্রীবের সেবার জন্য উপস্থিত হইয়াছে।২৪

ততস্তারাদ্যুতিস্তারো হরিভির্ভীমবিক্রমৈঃ।
পঞ্চভির্হরিকোটিভির্দ্বৃতঃ পর্য্যদৃশ্যত ॥৩১

ইন্দ্রজানুঃ কবির্বীরো যূথপঃ প্রত্যদৃশ্যত।
একাদশানাং কোটীনামীশ্বরস্তৈশ্চ সংবৃতঃ ॥৩২

ততো রম্ভস্ত্বনুপ্রাপ্তস্তরুণাদিত্যসন্নিভঃ।
অযুতেন বৃতশ্চৈব সহস্রেণ শতেন চ ॥৩৩

ততো যূথপতির্বীরো দুর্মুখো নাম বানরঃ।
প্রত্যদৃশ্যত কোটীভ্যাং দ্বাভ্যাং পরিবৃতো বলী ॥৩৪

কৈলাসশিখরাকারৈর্বানরৈর্ভীমবিক্রমৈঃ।
বৃতঃ কোটিসহস্রেণ হনুমান্ প্রত্যদৃশ্যত ॥৩৫

নলশ্চাপি মহাবীর্য্যঃ সংবৃতো দ্রুমবাসিভিঃ।
কোটীশতেন সম্প্রাপ্যঃ সহস্রেণ শতেন চ ॥৩৬

ততো দধীমুখঃ শ্রীমান্ কোটিভির্দশভির্বৃতঃ।
সম্প্রাপ্তোঽভিনদংস্তস্য সুগ্রীবস্য মহাত্মনঃ ॥৩৭

শরভঃ কুমুদো বহ্নির্বানরো রম্ভ এব চ।
এতে চান্যে চ বহবো বানরাঃ কামরূপিণঃ।
আবৃত্য পৃথিবীং সর্বাং পর্বতাংশ্চ বনানি চ ॥৩৮

যূথপাঃ সমনুপ্রাপ্তা যেষাং সংখ্যা নবিদ্যতে।
আগতাশ্চ নিবিষ্টাশ্চ পৃথিব্যাং সর্ব বানরাঃ ॥৩৯

আপ্লবন্তঃ প্লবন্তশ্চ গর্জন্তশ্চ প্লবঙ্গমাঃ।
অভ্যবর্তন্ত সুগ্রীবং সূর্য্যমভ্রগণা ইব ॥৪০

কুর্বাণা বহুশব্দাংশ্চ প্রকৃষ্টা বাহুশালিনঃ।
শিরোভির্বানরেন্দ্রায় সুগ্রীবায় ন্যবেদয়ন্ ॥৪১

অশ্বিপুত্র মহাবীর মৈন্দ ও দ্বিবিধ উভয়কে দশ অর্বুদ সৈন্যের সহিত দেখা যাইতে লাগিল। মহাতেজস্বী, বলবান্ ও বীর গজ তিনকোটি সৈন্যের সহিত সুগ্রীবের নিকটে আসিলেন এবং মহাতেজা ঋক্ষরাজ জাম্ববান্ দশ কোটি সৈন্য সহ সমাগত হইয়া সুগ্রীবের অধীনে অবস্থান করিতে লাগিলেন।২৫-২৭

বানরাধিপতি, মহাবলবান্ ও মহাতেজা রুমণ অতিশয় পরাক্রমশালী শতকোটি বানর সৈন্যের সহিত অতি দ্রুতগতিতে উপস্থিত হইয়াছে।২৮

তাহার পশ্চাতে গন্ধমাদন এক পদ্মসংখ্যক সৈন্য লইয়া আগমন করিয়াছে।২৯

অনন্তর পিতৃতুল্য পরাক্রমশালী যুবরাজ অঙ্গদ সহস্র পদ্ম ও শতশঙ্কু (একপদ্ম) সৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া আগমন করিলেন।৩০

তারার ন্যায় দীপ্তিমান্ মহাবীর তার ভয়ঙ্কর বলবিক্রম-সম্পন্ন পঞ্চকোটি বানর-সৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া দূর হইতে আসিতেছে দৃষ্ট হইল।৩১

যূথপতি মহাবীর ইন্দ্রজানু অতিশয় বিদ্বান্ ছিলেন, তিনি একাদশ কোটি সৈন্যে সমাবৃত হইয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি ঐসকল সৈন্যের রাজা ছিলেন।৩২

তরুণ সূর্য্যসদৃশরক্তবর্ণ রম্ভ এক অযুত, এক সহস্র ও একশত সৈন্যে সমাবৃত হইয়া উপস্থিত হইলেন।৩৩

বীর, যূথপতি ও মহাবলবান্ দুর্মুখ নামে বানর দুই কোটি সৈন্যে পরিবৃত হইয়া আসিলেন।৩৪

কৈলাস-শিখরাকার, ভীমবিক্রম, সহস্রকোটি বানরসৈন্যে পরিব্যাপ্ত হনুমান্‌কে দেখা যাইতে লাগিল।৩৫

মহাবীর নল দ্রুমবাসী একশতকোটি একহাজার একশত সৈন্যর সহিত আগমন করিলেন।৩৬

দধিমুখ দশ কোটিসৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া সিংহনাদ করিতে করিতে মহাত্মা সুগ্রীবের সমীপে আগমন করিলেন।৩৭

এইরূপে বানরদল (যূথ)পতি শরভ, কুমুদ, বহ্নি, রম্ভ ও অন্যান্য ইচ্ছানুসারে রূপধারী অসংখ্য বানরবৃন্দ সমস্ত পৃথিবী, কানন এবং পর্বতসকল আচ্ছাদিত করিয়া গর্জন পূর্ব্বক লম্ফ দিতে দিতে আগমন করত মেঘমণ্ডল যেমন সূর্য্যকে পরিবেষ্টন করে, সেইরূপ তাহারা সুগ্রীবকে বেষ্টন করিল।৩৮-৪০

মহাভুজ, বিখ্যাতনামা সেই বানরবৃন্দ বানররাজ

অপরে বানরশ্রেষ্ঠাঃ সঙ্গম্য চ যথোচিতম্।
সুগ্রীবেণ সমাগম্য স্থিতাঃ প্রাঞ্জলয়স্তদা ॥৪২
সুগ্রীবস্ত্বরিতো রামে সর্বাংস্তান্ বানরর্ষভান্।
নিবেদয়িত্বা ধর্মজ্ঞঃ স্থিতঃ প্রাঞ্জলিরব্রবীৎ ॥৪৩
যথাসুখং পর্বতনির্ঝরেষু
বনেষু সর্বেষু চ বানরেন্দ্রাঃ।
নিবেশয়িত্বা বিধিবদ্ বলানি
বলং বলজ্ঞঃ প্রতিপত্তুমীষ্টে ॥৪৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে ঊনচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥

সুগ্রীবকে প্রণাম করিয়া বহুবিধ শব্দ করিতে করিতে নিজ নিজ আগমন নিবেদন করিতে লাগিল।৪১

অন্যান্য প্রধানবানরগণ আগমনপূর্বক সুগ্রীবের সহিত মিলিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দাঁড়াইলেন।৪২

সুগ্রীব সত্বর দণ্ডায়মান হইয়া রামের নিকট শ্রেষ্ঠবানরগণের পরিচয় প্রদানপূর্বক অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া বলিলেন।৪৩

শ্রেষ্ঠবানরবৃন্দ পর্বতনির্ঝর এবং সমস্ত বনভূমিতে যথাবিধানে সৈন্যসমাবেশ করিয়া অবস্থিত রহিয়াছেন। আপনি বলবিষয়ে অভিজ্ঞ, অতএব আপনি উঁহাদের বলাবল সম্বন্ধে নির্ণয় করিতে পারেন।৪৪

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে ঊনচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

চত্বারিংশঃ সর্গঃ

[শ্রীরামানুজ্ঞয়া সীতান্বেষণায় সুগ্রীবস্য পূর্বদিশি বানরাণাং প্রেষণম্, বিবিধস্থানানাং বর্ণনঞ্চ।]

অথ রাজা সমৃদ্ধার্থঃ সুগ্রীবঃ প্লবগেশ্বরঃ।
উবাচ নরশার্দূলং রামং পরবলার্দনম্ ॥১
আগতা বিনিবিষ্টাশ্চ বলিনঃ কামরূপিণঃ।
বানরেন্দ্রা মহেন্দ্রাভা যে মদ্বিষয়বাসিনঃ ॥২
ত ইমে বহুবিক্রান্তৈর্বলিভির্ভীমবিক্রমৈঃ।
আগতা বানরা ঘোরা দৈত্য-দানবসন্নিভাঃ ॥৩
খ্যাতকর্মাপদানাশ্চ বলবন্তো জিতক্লমাঃ।
পরাক্রমেষু বিখ্যাতা ব্যবসায়েষু চোত্তমাঃ ॥৪
পৃথিব্যম্বুচরা রাম নানানগনিবাসিনঃ।
কোট্যোঘাশ্চ ইমে প্রাপ্তা বানরাস্তব কিঙ্করাঃ ॥৫
নিদেশবর্তিনঃ সর্বে সর্বে গুরুহিতে স্থিতাঃ।
অভিপ্রেতমনুষ্ঠাতুং তব শক্ষ্যন্ত্যরিন্দম ॥৬
ত ইমে বহুসাহস্রৈরনেকৈর্বহুবিক্রমৈঃ।
আগতা বানরা ঘোরা দৈত্য-দানবসন্নিভাঃ ॥৭
যন্মন্যসে নরব্যাঘ্র প্রাপ্তকালং তদুচ্যতাম্।
তৎসৈন্যং ত্বদ্বশে যুক্তমাজ্ঞাপয়িতুমর্হসি ॥৮
কামমেষামিদং কার্য্যং বিদিতং মম তত্ত্বতঃ।
তথাপি তু যথাযুক্তমাজ্ঞাপয়িতুমর্হসি ॥৯
তথা ব্রুবাণং সুগ্রীবং রামো দশরথাত্মজঃ।
বাহুভ্যাং সম্পরিষ্বজ্য ইদং বচনমব্রবীৎ ॥১০

চত্বারিংশ সর্গ

[শ্রীরামের আজ্ঞানুসারে সীতান্বেষণের জন্য সুগ্রীব কর্তৃক বানরগণকে পূর্বদিকে প্রেরণ এবং বিভিন্ন স্থানের বর্ণনা প্রদান।]

অনন্তর সমৃদ্ধশালী বানররাজ রাজা সুগ্রীব শত্রুবল বিনাশকারী নরশ্রেষ্ঠ রামকে বলিলেন।১

হে অরিন্দম! যাহারা আমার রাজ্যে বাস করে, ইন্দ্রতুল্য বিক্রমসম্পন্ন, ইচ্ছানুসারে রূপধারণে সমর্থ ও বলবান্, সেই বানরশ্রেষ্ঠগণ এইস্থানে আসিয়া আমার অধীনে অবস্থান করিতেছে।২

যাহারা এইস্থানে আসিয়াছে, তাহারা দৈত্য-দানবের ন্যায় ভীমদর্শন, মহাবলবান্ ও যুদ্ধস্থলে বহু বিক্রম এবং বহু পুরুষাকার প্রদর্শন করিয়াছে।৩

ঐ বানরেন্দ্রগণ বহুযুদ্ধে প্রভূত বিক্রম প্রকাশ করিয়াছেন এবং সকলেই বলশালী, ক্লান্তিহীন ও উত্তম অধ্যাবসায়যুক্ত।৪

আর এই যে নানা পর্বতনিবাসী স্থলচর ও জলচর কোটি কোটি বানরযূথ উপস্থিত রহিয়াছেন, ইঁহারা আপনার কিঙ্কর।৫

ইঁহারা সকলেই আজ্ঞানুবর্তী ও গুরুহিতৈষী; সুতরাং আপনার অভিপ্রেত অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হইবেন।৬

হে নরেন্দ্র! দৈত্য ও দানব সদৃশ ভয়ঙ্কর এই বানরগণ প্রভূতবিক্রমসম্পন্ন বহু সহস্র সৈন্যে সমাবৃত হইয়া আগমন করিয়াছেন।৭

ইঁহারা আপনারই সৈন্য এবং আপনারই বশবর্তী; অতএব উপস্থিতসময়ে আপনার যাহা ইচ্ছা হয়, তাহা ইঁহাদিগের প্রতি আদেশ করুন।৮

আমি ইঁহাদিগের কার্য্যাদি বিশেষরূপে জ্ঞাত আছি, সেইহেতু আপনি আপনার যুক্তি অনুসারে আদেশ করুন।৯

সুগ্রীব এইরূপ বলিতে লাগিলে দশরথতনয় রাম তাঁহাকে বাহুদ্বয় দ্বারা গাঢ়রূপে আলিঙ্গন করিয়া এই কথা বলিলেন।১০

তৃতীয় বর্ষ, আশ্বিন, ১৩৭১]

[চতুর্থ সংখ্যা—বামপার্শ্বিকা যাত্রা

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ প্রবর্তিত—

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভমূল্যে দেওয়া সম্ভব হইয়াছে।

---

*　　*　　*

যুগ্ম-সম্পাদক—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য

শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫'০০ টাকা]

[প্রতি সংখ্যা ১'৫০ টাকা

স্বত্বাধিকারী :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(জয়গুরুসম্প্রদায়)

সহ-সম্পাদকসঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ

শ্রীনারায়ণগোস্বামী ন্যায়াচার্য্য

শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্তৃক শ্রীসাতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।৩, পি, ডব্লিউ, ডি রোড, কলিকাতা—৩৫ হইতে প্রকাশিত ও ১৫বি, রায়বাগান ষ্ট্রীট্, কলিকাতা—৬ ইন্দু-নারায়ণ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রাপিত। ১৫ই আশ্বিন, ১৩৭১।

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রময় মাসিক পত্র। প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ।

২। এই মাসিকপত্রে প্রথমবর্ষে ও দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম ছয় মাসে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা ও প্রজাপতি-স্মৃতি প্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে শ্রীরামায়ণ প্রকাশিত হইতেছে। তারপর শ্রীবিষ্ণুপুরাণ-শ্রীমহাভারত-শ্রীমদ্ভাগবত ইত্যাদি যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। ইহার বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারত ও পাকিস্তানে সডাক ১৫·০০, প্রতি সংখ্যা ১·৫০ পঃ মাত্র; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০·০০, প্রতি সংখ্যা ২·০০ মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

৪। প্রতি বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ইহার একটি সংখ্যা প্রকাশিত হইবামাত্র গ্রাহকগণের নিকট পাঠান হয়। বাংলামাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে উক্ত সংখ্যা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ লইয়া চতুর্থ সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতা কার্য্যালয়ে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৫। মাসিকপত্রসংক্রান্ত যাবতীয় পত্রাদি এবং অর্থাদি "সঞ্চালক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি. বিধান সরণী, কলিকাতা—৬" এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

মণি-অর্ডার কুপণ ও পত্রাদিতে গ্রাহকের নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে অবশ্যই লিখিতে হইবে।

৬। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয়, কিন্তু প্রয়োজন না মনে করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে গ্রাহকগণকে জবাবী-পত্র অবশ্যই দিতে হইবে।

৭। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে, কার্য্যালয়ে আসিয়া বা ডাকযোগ ব্যতীত অন্যকোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৮। উল্লিখিত ৪-৭ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পত্র-পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

৯। অনিবার্য্যকারণবশতঃ যে দুইটি সংখ্যা প্রকাশে বিলম্ব ঘটিয়াছে, তাহা পূরণ করিয়া লইতে কিছু সময় লাগিবে। তৎসম্পর্কে উক্ত নিয়মাবলী যথাসময়ে প্রযুজ্য বলিয়া গণ্য হইবে।

সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।৩, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, আলমবাজার।
কলিকাতা—৩৫

৺৭শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

পুষ্করমঠ
ভরতপুর-কুণ্ড
গৌঘাট
৮।৫।৭০

যে মায়েরা বাবারা একে (ওঙ্কারকে) সত্যসত্য ভালবাসে, তারা নিত্য আর্য্যশাস্ত্র প'ড়্‌বে ও প্রাণপণে আর্য্যশাস্ত্র প্রচারের চেষ্টা ক'র্‌বে। আর্য্যশাস্ত্রের সেবায় জগতের মহাকল্যাণ সাধিত হবেই হবে।

ওঙ্কার

৺বিজয়াসম্ভাষণ

করুণাঘন শ্রীভগবান্ ও আর্য্যশাস্ত্রপ্রবর্তক শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীমৎসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ মহারাজের শ্রীচরণকমলে ৺বিজয়াবিহিত প্রণাম নিবেদন করিয়া আমরা আর্য্যশাস্ত্রের গ্রাহক, অনুগ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ী ব্যক্তিগণকে ৺বিজয়াদশমীর আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি। শ্রীমতী জগদম্বিকা জগতের কল্যাণ করুন।

বিশেষ নিবেদন

আর্য্যশাস্ত্রের গ্রাহকগণের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে,—তাঁহারা যেন প্রত্যেকে অন্ততঃপক্ষে একটি করিয়াও গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দেন। যাঁহারা তৃতীয় বর্ষের বার্ষিক উপায়ন বাবদ ১৫'০০ টাকা পাঠান নাই, তাঁহাদের উক্ত টাকা সত্বর পাঠাইতে অনুরোধ জানাইতেছি।

বিনীত
সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র

জ্ঞায়তাং সৌম্য বৈদেহী যদি জীবতি বা ন বা।
স চ দেশো মহাপ্রাজ্ঞ যস্মিন্ বসতি রাবণঃ ॥১১
অভিগম্য তু বৈদেহীং নিলয়ং রাবণস্য চ।
প্রাপ্তকালং বিধাস্যামি তস্মিন্ কালে সহ ত্বয়া ॥১২
নাহমস্মিন্ প্রভুঃ কার্য্যে বানরেন্দ্র ন লক্ষ্মণঃ।
ত্বমস্য হেতুঃ কার্য্যস্য প্রভুশ্চ প্লবগেশ্বর ॥১৩
ত্বমেবাজ্ঞাপয় বিভো মম কার্য্যবিনিশ্চয়ম্।
ত্বং হি জানাসি মে কার্য্যং মম বীর ন সংশয়ঃ ॥১৪
সুহৃদ্দ্বিতীয়ো বিক্রান্তঃ প্রাজ্ঞঃ কালবিশেষবিৎ।
ভবানস্মদ্ধিতে যুক্তঃ সুহৃদাপ্তোঽর্থবিত্তমঃ ॥১৫
এবমুক্তস্তু সুগ্রীবো বিনতং নাম যূথপম্।
অব্রবীদ্ রামসান্নিধ্যে লক্ষ্মণস্য চ ধীমতঃ ॥১৬
শৈলাভং মেঘনির্ঘোষমূর্জিতং প্লবগেশ্বরম্।
সোম-সূর্য্যনিভৈঃ সার্ধং বানরৈর্বানরোত্তম ॥১৭
দেশ-কাল-নয়ৈর্যুক্তো বিজ্ঞঃ কার্য্যবিনিশ্চয়ে।
বৃতঃ শতসহস্রেণ বানরাণাং তরস্বিনাম্ ॥১৮
অধিগচ্ছ দিশং পূর্বাং সশৈল-বন-কাননাম্।
তত্র সীতাঞ্চ বৈদেহীং নিলয়ং রাবণস্য চ ॥১৯
মার্গধ্বং গিরিদুর্গেষু বনেষু চ নদীষু চ।
নদীং ভাগীরথীং রম্যাং সরয়ূং কৌশিকীং তথা ॥২০
কালিন্দীং যমুনাং রম্যাং যামুনঞ্চ মহাগিরিম্।
সরস্বতীঞ্চ সিন্ধুঞ্চ শোণং মণিনিভোদকম্ ॥২১
মহীং কালমহীং চাপি শৈল-কাননশোভিতাম্।
ব্রহ্মমালান্ বিদেহাংশ্চ মালবান্ কাশিকোসলান্॥২২
মাগধাংশ্চ মহাগ্রামান্ পুণ্ড্রাংস্ত্বঙ্গাংস্তথৈব চ।
ভূমিঞ্চ কোশকারাণাং ভূমিঞ্চ রজতাকরাম্ ॥২৩
সর্বঞ্চ তদ্বিচেতব্যং মার্গয়দ্ভিস্ততস্ততঃ।
রামস্য দয়িতাং ভার্য্যাং সীতাং দশরথস্নুষাম্ ॥২৪

হে মহাপ্রজ্ঞ সুগ্রীব! বিদেহরাজ-নন্দিনী সীতা জীবিত আছেন কি না এবং রাক্ষস রাবণ যে স্থানে অবস্থান করে, ইহা তুমি সবিশেষ জ্ঞাত হও।১১

বৈদেহীর জীবন বৃত্তান্ত এবং রাবণের বাসস্থান অগ্রে জানিয়া আমি তোমার সহিত তৎকালোচিত কার্য্য-বিধানে রত হইব।১২

হে বানরেন্দ্র! আমি এবং লক্ষ্মণ উভয়েই সীতার অন্বেষণের জন্য বানরগণকে পাঠাইতে সমর্থ নই, বানররাজ! তুমিই এই কার্য্যের হেতু ও প্রভু।১৩

অতএব তুমিই আমার এই কার্য্য বিশেষভাবে করিতে বানরগণকে আদেশ কর। হে হরীশ্বর! তুমি যে আমার কর্ত্তব্য কর্মজ্ঞাত আছ,—ইহা নিঃসন্দেহ।১৪

হে বীর! তুমি সুহৃদ্গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, বিক্রমশালী, প্রাজ্ঞ, কালবিশেষজ্ঞ, সুতরাং তুমিই আমার একমাত্র প্রয়োজনজ্ঞাতা ও আমাদিগের হিতৈষী।১৫

রাম সুগ্রীবকে এইরূপ বলিলে পর, তিনি রাম ও লক্ষ্মণের নিকট পর্বতসদৃশ অতি বৃহৎ শরীরধারী, মেঘের ন্যায় গর্জনকারী, মহাবিক্রম বানরযূথপতি বিনতনামে বানরকে সম্বোধন পূর্বক বলিলেন, হে বানরোত্তম! তুমি দেশ, কাল ও নীতিবিষয়ে অভিজ্ঞ এবং কর্মদক্ষ। অতএব তুমি চন্দ্র ও সূর্য্যসদৃশ বানরসকলের সহিত শত সহস্র বলশালী বানরসৈন্যের সহিত সমাবৃত হইয়া বিদেরাজ-নন্দিনী সীতা ও রাবণের বাসস্থান অন্বেষণ করিবার জন্য পর্বত ও কানন সমন্বিত পূর্বদিকে অগ্রসর হও। সেই পূর্বদিকে যে সমস্ত পর্বত, বন ও কানন আছে, সেই সেই স্থানে অনুসন্ধান করিবে। পর্বতের যে সমস্ত দুর্গম স্থান ও নদী আছে এবং ভাগীরথী, রমণীয়া সরয়ূ, কৌশিকী, কালিন্দী, যমুনা ও যমুনানদী যাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সেই মহাগিরি যামুন, সরস্বতী, সিন্ধু, মণিসম স্বচ্ছজল পূর্ণ শোণ, পর্বত ও কানন সমূহে সুশোভিত মহী ও কালমহী প্রভৃতি এই সমস্ত নদী এবং ব্রহ্ম, মাল, বিদেহ, মালব, কাশি, কোশল, মগধ, মহাগ্রাম, পুণ্ড্র ও অঙ্গ প্রভৃতি এই সকল দেশ; কোশকার ভূমি অর্থাৎ রজতের খনি এই সকল স্থানে অনুসন্ধিৎসু হইয়া ইতস্তত দশরথের পুত্রবধূ, রামের প্রিয়-ভার্য্যা সীতার অনুসন্ধান করিবে।১৬-২৪

সমুদ্রেমবগাঢ়াংশ্চ পর্বতান্ পত্তনানি চ।
মন্দরস্য চ যে কোটিং সংশ্রিতাঃ কেচিদালয়াঃ ॥২৫
কর্ণপ্রাবরণাশ্চৈব তথা চাপ্যোষ্ঠকর্ণকাঃ।
ঘোরলোহমুখাশ্চৈব জবনাশ্চৈকপাদকাঃ ॥২৬
অক্ষয়া বলবন্তশ্চ তথৈব পুরুষাদকাঃ।
কিরাতাস্তীক্ষ্ণচূড়াশ্চ হেমাভাঃ প্রিয়দর্শনাঃ ॥২৭
আমমীনাশনাশ্চাপি কিরাতা দ্বিপবাসিনঃ।
অন্তর্জলচরা ঘোরা নরব্যাঘ্রা ইতি স্মৃতাঃ ॥২৮
এতেষামাশ্রয়াঃ সর্বে বিচেয়াঃ কাননৌকসঃ।
গিরিভির্যে চ গম্যন্তে প্লবনেন প্লবেন চ ॥২৯
যত্নবন্তো যবদ্বীপং সপ্তরাজ্যোপশোভিতম্।
সুবর্ণ-রূপ্যকদ্বীপং সুবর্ণ-করমণ্ডিতম্ ॥৩০
যবদ্বীপমতিক্রম্য শিশিরো নাম পর্বতঃ।
দিবং স্পৃশতি শৃঙ্গেণ দেবদানবসেবিতঃ ॥৩১
এতেষাং গিরিদুর্গেষু প্রপাতেষু বনেষু চ।
মার্গধ্বং সহিতাঃ সর্বে রামপত্নীং যশস্বিনীম্ ॥৩২
ততো রক্তজলং প্রাপ্য শোণাখ্যং শীঘ্রবাহিনম্।
গত্বা পারং সমুদ্রস্য সিদ্ধচারণসেবিতম্ ॥৩৩
তস্য তীর্থেষু রম্যেষু বিচিত্রেষু বনেষু চ।
রাবণঃ সহ বৈদেহ্যা মার্গিতব্যস্ততস্ততঃ ॥৩৪
পর্বতপ্রভবা নদ্যঃ সুভীমবহুনিষ্কুটাঃ।
মার্গিতব্যা দরীমন্তঃ পর্বতাশ্চ বনানি চ ॥৩৫
ততঃ সমুদ্রদ্বীপাংশ্চ সুভীমান্ দ্রষ্টুমর্হথ।
ঊর্মিমন্তং মহারৌদ্রং ক্রোশন্তমনিলোদ্ধতম্ ॥৩৬
তত্রাসুরা মহাকায়াশ্ছায়াং গৃহ্ণন্তি নিত্যশঃ।
ব্রহ্মণা সমনুজ্ঞাতা দীর্ঘকালং বুভুক্ষিতা ॥৩৭
তং কালমেঘপ্রতিমং মহোরগনিষেবিতম্।
অভিগম্য মহানাদং তীর্থেনৈব মহোদধিম্ ॥৩৮

পরে সমুদ্রের অন্তর্গত পর্বত, সমুদ্রদ্বীপবর্তী নগর, মন্দরপর্বতের কোটিস্থিত গ্রামসকল এবং যাহাদিগের কর্ণ অতিশয় বিশাল; যাহাদিগের কর্ণ ওষ্ঠ পর্য্যন্ত, মুখ লৌহের ন্যায় কঠিন, যাহারা একপাদে দ্রুতবেগে গমনক্ষম, যাহাদিগের সন্তান অক্ষয় ও যাহার মহা-পরাক্রমশালী, সেই কৃষ্ণবর্ণ নরমাংসভোজী প্রধান রাক্ষসের এবং যাহাদিগের কেশপাশ অতিশয় সূক্ষ্ম; যাহারা সুবর্ণকান্তি ও সুন্দর দর্শন, যাহারা অপক্ক-মৎস্য ভক্ষণকারী, জলমধ্যে বিচরণকারী ও ঘোরদর্শন, যাহাদিগের অধোভাগ মনুষ্যের ন্যায় ও ঊর্ধ্বভাগে ব্যাঘ্রাকার বলিয়া নরব্যাঘ্র নামে প্রসিদ্ধ—এই সমস্ত দ্বীপবাসী নরশ্রেষ্ঠ কিরাতদিগের আশ্রম এবং যে যে দেশে পর্বত লঙ্ঘন পূর্বক অথবা ভেলার দ্বারা যাওয়া যায়, সেই সেই দেশ অন্বেষণ করিবে।২৫-২৯

অনন্তর তোমরা যত্নসহকারে সপ্তরাজ্যে পরিবেষ্টিত যবদ্বীপ, স্বর্ণকারসমূহে সুশোভিত সুবর্ণদ্বীপ ও রূপদ্বীপ অন্বেষণ করিবে।৩০

পরে যবদ্বীপ অতিক্রম করিয়া দেব ও দানবগণ নিষেবিত, গগনস্পর্শী, শিখরশোভিত শিশিরনামক পর্বত ও যে সমস্ত দ্বীপ অবস্থিত এবং উক্ত গিরি, দুর্গ, প্রপাত ও বনসমূহে সকলে একত্রিত হইয়া যশস্বিনী রামপত্নীর অনুসন্ধান করিবে।৩১-৩২

পরে সমুদ্র অতিক্রম করিয়া সিদ্ধ ও চারণগণ সেবিত, শীঘ্রগামী ও রক্তবর্ণ জলপূর্ণ শোণনদে যাইয়া তাহারা সুরম্য তীর্থ (ঘাট) ও বিচিত্র কানন মধ্যে বিদেহাধিপতিনন্দিনী সীতা ও রাবণের অন্বেষণ করিবে।৩৩-৩৪

যাহার তীরে ভয়ঙ্কর যবনসকল বসবাস করিয়া থাকে, সেই পর্বতসম্ভূত নদীসকল এবং প্রশস্ত গুহা-সমন্বিত পর্বত ও অরণ্যসমূহ অনুসন্ধান করিবে।৩৫

অনন্তর তরঙ্গযুক্ত, বায়ুতাড়িত, মহাশব্দকারী ও ভয়ঙ্কর ইক্ষুনামক মহাসমুদ্রের নিকটবর্তী সুপ্রশস্ত দ্বীপ সন্ধান করিবে।৩৬

সেই সমুদ্র-সন্নিকট মহাকায় অসুরসকল বহুকাল বুভুক্ষিত থাকিয়া ব্রহ্মার বরে সর্বদা প্রাণিগণের ছায়া আকর্ষণ করত তাহাদিগকে ভোজন করিয়া থাকে।৩৭

ততো রক্তজলং ভীমং লোহিতং নাম সাগরম্ ।
গত্বা প্রেক্ষ্যথ তাং চৈব বৃহতীং কূটশাল্মলীম্ ॥৩৯
গৃহঞ্চ বৈনতেয়স্য নানারত্নবিভূষিতম্ ।
তত্র কৈলাসসঙ্কাশং বিহিতং বিশ্বকর্মণা ॥৪০
তত্র শৈলনিভা ভীমা মন্দেহা নাম রাক্ষসাঃ ।
শৈলশৃঙ্গেষু লম্বন্তে নানারূপা ভয়াবহাঃ ॥৪১
তে পতন্তি জলে নিত্যং সূর্য্যস্যোদয়নং প্রতি ।
অভিতপ্তাস্মঃ সূর্য্যেণ লম্বন্তে স্ম পুনঃ পুনঃ ॥৪২
নিহতা ব্রহ্মতেজোভিরহন্যহনি রাক্ষসাঃ ।
ততঃ পাণ্ডুরমেঘাভং ক্ষিরোদং নাম সাগরম্ ॥৪৩
গত্বা দ্রক্ষ্যথ দুর্দ্ধর্ষা মুক্তাহারামিবোর্মিভিঃ ।
তস্য মধ্যে মহান্ শ্বেতো ঋষভো নাম পর্বতঃ ॥৪৪
দিব্যগন্ধৈঃ কুসুমিতৈরাচিতৈশ্চ নগৈর্বৃতঃ ।
সরশ্চ রাজতৈঃ পদ্মৈর্জ্বলিতৈর্হেমকেসরৈঃ ॥৪৫
নাম্না সুদর্শনং নাম রাজহংসৈঃ সমাকুলম্ ।
বিবুধাশ্চারণা যক্ষাঃ কিন্নরাশ্চাপ্সরোগণাঃ ॥৪৬
হৃষ্টাঃ সমধিগচ্ছন্তি নলিনীং তাং রিরংসবঃ ।
ক্ষীরোদং সমতিক্রম্য তদা দ্রক্ষ্যথ বানরাঃ ॥৪৭
জলোদং সাগরং শীঘ্রং সর্বভূতভয়াবহম্ ।
তত্র তৎকোপজং তেজঃ কৃতং হয়মুখং মহৎ ॥৪৮
অস্যাহুস্তন্মহাবেগমোদনং সচরাচরম্ ।
তত্র বিক্রোশতাং নাদো ভূতানাং সাগরৌকসাম্ ।
শ্রূয়তে চাসমর্থানাং দৃষ্ট্বাভূদ্ বড়বামুখম্ ॥৪৯
স্বাদূদস্যোত্তরে তীরে যোজনানি ত্রয়োদশ ।
জাতরূপশিলো নাম সুমহান্ কনকপ্রভঃ ॥৫০
তত্র চন্দ্রপ্রতীকাশং পন্নগং ধরণীধরম্ ।
পদ্মপত্রবিশালাক্ষং ততো দ্রক্ষ্যথ বানরাঃ ॥৫১

কৃষ্ণবর্ণ-মেঘতুল্য শ্রেষ্ঠসর্পপরিপূর্ণ, ভীষণ-শব্দকারী সেই মহাসাগর যে কোন উপায় দ্বারা অতিক্রম করিয়া রক্তবর্ণ-জলশালী ভয়ঙ্কর লোহিত সাগরে গমন পূর্বক শাল্মলীদ্বীপের এক প্রকাণ্ড চিহ্নস্বরূপ কূট শাল্মলী বৃক্ষ দেখিতে পাইবে ।৩৮-৩৯

সেই বৃক্ষসমীপে বিশ্বকর্মা বিনতাপুত্র গরুড়ের জন্য নানারত্নে বিভূষিত কৈলাস-সদৃশ এক গৃহ নির্মাণ করিয়াছেন ।৪০

পর্বতোপম দেহধারী ভীমদর্শন, নানারূপবান্ ভয়ঙ্কর মন্দেহনামক রাক্ষসসকল সেই গৃহের নিকটবর্তী শৈলের শৃঙ্গ অবলম্বন করিয়া থাকে ।৪১

তাহারা সূর্য্যোদয় সময়ে সূর্য্যমণ্ডলবর্তী ব্রহ্মতেজ দ্বারা সন্তপ্ত ও নিহত হইয়া জলমধ্যে নিপতিত হয় এবং জলমধ্যে জীবন প্রাপ্ত হইয়া পুনর্বার সেই সেই শৈলশৃঙ্গ অবলম্বন করে ।৪২

হে দুর্দ্ধর্ষ বানরগণ ! তোমরা লোহিতসাগরে গমন করিয়া তাহাতে শ্বেতবর্ণ, দিব্যগন্ধযুক্ত, পুষ্পিত বৃক্ষসমূহে পরিব্যাপ্ত ঋষভনামক যে মহাপর্বত এবং উজ্জ্বল স্বর্ণবর্ণ কেশর সমন্বিত, রজতবর্ণ পদ্মনিকরে পরিবৃত, রাজহংস-সমূহে পূর্ণ সুদর্শননামক যে সরোবর দেখিতে পাইবে, সেখানে সন্ধান করিবে। দেব, চারণ, যক্ষ, কিন্নর ও অপ্সরাগণ রমণেচ্ছু হইয়া প্রফুল্লচিত্তে সেই সরোবরে আসিয়া থাকেন, পরে ক্ষীরোদসাগর অতিক্রম করিয়া সকল জীবের ভয়াবহ জলোদসাগর শীঘ্র দেখিতে পাইবে। সেই জলোদসাগরে ব্রহ্মা ব্রহ্মর্ষিঔর্বের কোপজ বড়বামুখ নামক সুমহৎ তেজ বিদ্যমান আছে ।৪৩-৪৮

সেই সাগরে অদ্ভুত মহাবেগবান্ যে জল আছে, তাহাই ঐ বড়বার আহার—ইহা উক্ত হইয়াছে। ঐ তেজ চরাচর প্রাণীর সহিত সেই সাগরে বড়বামুখ দর্শন করিয়া তাহাতে পতনভয়ে উচ্চ করুণস্বরে শব্দায়মান, আত্মরক্ষণে অসমর্থ ও সাগরবাসী প্রাণিগণের শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। সুস্বাদুজলসম্পন্ন সেই সাগরের উত্তর তীরে কনকসদৃশপ্রভাশালী জাতরূপশীল নামক ত্রয়োদশ যোজন পরিব্যাপ্ত মহৎ এক পর্বত আছে ।৪৯-৫০

বানরগণ ! তথায় শশাঙ্কের ন্যায় শ্বেতবর্ণ ও পদ্মপলাশ-সমবিশালনেত্র ধরণীধর সর্পকে দেখিতে পাইবে ।৫১

আসীনং পর্বতস্যাগ্রে সর্বদেবনমস্কৃতম্ ।
সহস্রশিরসং দেবমনন্তং নীলবাসসম্ ॥৫২
ত্রিশিরাঃ কাঞ্চনঃ কেতুস্তালস্তস্য মহাত্মনঃ ।
স্থাপিতঃ পর্বতস্যাগ্রে বিরাজতি সবেদিকঃ ॥৫৩
পূর্বস্যাং দিশি নির্মাণং কৃতং তৎ ত্রিদশেশ্বরৈঃ ।
ততঃ পরং হেমময়ঃ শ্রীমানুদয়পর্বতঃ ॥৫৪
তস্য কোটির্দিবং স্পৃষ্ট্বা শতযোজনমায়তা ।
জাতরূপময়ী দিব্যা বিরাজতি সবেদিকা ॥৫৫
সালৈস্তালৈস্তমালৈশ্চ কর্ণিকারৈশ্চ পুষ্পিতৈঃ ।
জাতরূপময়ৈর্দিব্যৈঃ শোভতে সূর্য্যসন্নিভৈঃ ॥৫৬
তত্র যোজনবিস্তারমুচ্ছ্রিতং দশযোজনম্ ।
শৃঙ্গং সৌমনসং নাম জাতরূপময়ং ধ্রুবম্ ॥৫৭
তত্র পূর্বং পদং কৃত্বা পুরা বিষ্ণুস্ত্রিবিক্রমে ।
দ্বিতীয়ং শিখরে মেরোশ্চকার পুরুষোত্তমঃ ॥৫৮

তিনি সেই পর্বতের অগ্রভাগে অবস্থিত, তাঁহার সহস্র মস্তক, তিনি নীলবস্ত্রপরিধারী ও সর্বদেব-নমস্কৃত, তাঁহার নাম অনন্তদেব ।৫২

পর্বতের উপর সেই মহাত্মা অনন্তদেবের সুবর্ণময় ত্রিশীরা যুক্ত তালধ্বজ বিরাজ করিতেছে এবং ঐ ধ্বজার নিম্নভাগে বেদি শোভা পাইতেছে ।৫৩

পূর্বদিগ্বর্তী ঐ ধ্বজ দর্শন করিলে বোধ হয় যেন দেবতাগণ অনন্তদেবের চিহ্ন স্বরূপ ঐ ধ্বজদণ্ড নির্মাণ করিয়া রাখিয়াছেন ।৫৪

অনন্তর কাঞ্চনময় শ্রীমান্ উদয়াচল দেখিতে পাইবে ; তাহার স্বর্ণবর্ণ সূর্য্য-সদৃশজ্যোতি-সম্পন্ন পুষ্পিত অলৌকিক শাল, তাল, তমাল ও কর্ণিকার বৃক্ষে সুশোভিত, শতযোজন পরিব্যাপ্ত পর্বতময় বেদিসমন্বিত ও সুন্দর কাঞ্চনময় শিখরদেশ যেন স্বর্গলোক স্পর্শ করিয়া বিরাজ করিতেছে ।৫৫-৫৬

সেই পর্বতের এক যোজন-বিস্তৃত, দশ যোজন উন্নত, স্বর্ণময় সৌমনসনামক এক শৃঙ্গ আছে ।৫৭

পূর্বে ত্রিপাদদ্বারা ত্রিলোক আক্রমণ সময়ে পুরুষোত্তম বিষ্ণু সেইখানে প্রথম পদ প্রদান করিয়া সুমেরুর শিখরে দ্বিতীয় পদ দিয়াছিলেন ।৫৮

উত্তরেণ পরিক্রম্য জম্বূদ্বীপং দিবাকরঃ ।
দৃশ্যো ভবতি ভূয়িষ্ঠং শিখরং তন্মহোচ্ছ্রয়ম্ ॥৫৯
তত্র বৈখানসা নাম বালখিল্যা মহর্ষয়ঃ ।
প্রকাশমানা দৃশ্যন্তে সূর্য্যবর্ণাস্তপস্বিনঃ ॥৬০
অয়ং সুদর্শনো দ্বীপঃ পুরো যস্য প্রকাশতে ।
তস্মিংস্তেজশ্চ চক্ষুশ্চ সর্বপ্রাণভৃতামপি ॥৬১
শৈলস্য তস্য পৃষ্ঠেষু কন্দরেষু বনেষু চ ।
রাবণঃ সহ বৈদেহ্যা মার্গিতব্যস্ততস্ততঃ ॥৬২
কাঞ্চনস্য চ শৈলস্য সূর্য্যস্য চ মহাত্মনঃ ।
আবিষ্টা তেজসা সন্ধ্যা পূর্বা রক্তা প্রকাশতে ॥৬৩
পূর্ব্বমেতৎ কৃতং দ্বারং পৃথিব্যা ভুবনস্য চ ।
সূর্য্যস্যোদয়নং চৈব পূর্বা হ্যেষা দিগুচ্যতে ॥৬৪
তস্য শৈলস্য পৃষ্ঠেষু নির্ঝরেষু গুহাসু চ ।
রাবণঃ সহ বৈদেহ্যা মার্গিতব্যস্ততস্ততঃ ॥৬৫

তাহার উত্তরভাগে জম্বুদ্বীপ ; দিবাকর সেই জম্বুদ্বীপ পরিভ্রমণ করত অতিশয় উন্নত সেই সৌমনস শিখরে অবস্থিত হইলে জম্বুদ্বীপবাসী প্রাণিগণের প্রকৃষ্টরূপে গোচরীভূত হন ।৫৯

সেই স্থানেই সূর্য্য-সম দীপ্তিমান্ তপস্বী বৈখানস ও বালখিল্য প্রভৃতি মহর্ষিগণকে দেখিতে পাওয়া যায় ।৬০

তাহারই অগ্রভাগে পূর্বোক্ত সুদর্শন নামক সরোবর-চিহ্নিত দ্বীপ বর্তমান রহিয়াছে। সেই সৌমনস-শিখরে সূর্য্য উদিত হইলে সকল প্রাণিগণেরই তেজ ও চক্ষু প্রকাশিত হয় ।৬১

সেই শৈলের পশ্চাদ্দেশবর্তী কন্দর ও অরণ্যে ইতস্তত বৈদেহী সীতা ও রাবণের সন্ধান করিবে ।৬২

পূর্বদিক্ মহাত্মা সূর্য্য ও কাঞ্চন শৈলের প্রভার দ্বারা রক্তবর্ণ হইয়া প্রকাশিত হইয়া থাকে ।৬৩

ঐ দিক্ ভুবনের প্রথম-দ্বারস্বরূপ এবং সূর্য্যের উদয় স্থান হওয়ায় উহা পূর্বদিক্ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে ।৬৪

সেই শৈলের পৃষ্ঠদেশে যে গুহা ও নির্ঝর আছে, সেখানে রাবণ ও সীতার অনুসন্ধান করিবে ।৬৫

ততঃ পরমগম্যা স্যাদ্দিক্পূর্বা ত্রিদশাবৃতা।
রহিতা চন্দ্রসূর্যাভ্যামদৃশ্যা তমসাবৃতা ॥৬৬
শৈলেষু তেষু সর্বেষু কন্দরেষু নদীষু চ।
যে চ নোক্তা ময়োদ্দেশা বিচেয়া তেষু জানকী ॥৬৭
এতাবদ্ বানরৈঃ শক্যং গন্তুং বানরপুঙ্গবাঃ।
অভাস্করমমর্যাদং ন জানীমস্ততঃ পরম্ ॥৬৮
অভিগম্য তু বৈদেহীং নিলয়ং রাবণস্য চ।
মাসে পূর্ণে নিবর্তধ্বমুদয়ং প্রাপ্য পর্বতম্ ॥৬৯
ঊর্ধ্বং মাসান্ন বস্তব্যং বসন্ বধ্যো ভবেন্মম।
সিদ্ধার্থাঃ সন্নিবর্তধ্বমধিগম্য চ মৈথিলীম্ ॥৭০
মহেন্দ্রকান্তাং বনষণ্ডমণ্ডিতাং
দিশং চরিত্বা নিপুণেন বানরাঃ।
অবাপ্য সীতাং রঘুবংশজপ্রিয়াং
ততো নিবৃত্তাঃ সুখিনো ভবিষ্যথ ॥৭১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে চত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥

তাহার পর আর পূর্বদিকে গমন করিতে পারা যায় না; যেহেতু সেই পূর্বদিক্ দেবগণের দ্বারা সমাবৃত, চন্দ্রসূর্য্যরহিত ও অন্ধকারাবৃত সুতরাং দেখিতে না পাওয়ায় কেহই সেখানে গমন করিতে সক্ষম হয় না।৬৬-৬৭

অতএব হে বানররাজগণ! আমি যে সমস্ত শৈল, গুহা, কানন ও নদীর কথা বলিলাম, আর যাহা বলিতে বিস্মৃত হইয়াছি, তোমরা সেই সমস্ত স্থান অন্বেষণ করিবে এবং এই স্থান পর্য্যন্তই গমন করিতে সমর্থ হইবে। পরন্তু যে স্থানে সূর্য্য প্রকাশিত না হন, সে স্থানে তোমরা গমন করিতে পারিবে না এবং তাহার পর আমিও আর জানি না। অতএব তোমরা উদয়াচল পর্য্যন্ত সন্ধান করিয়া মাস পূর্ণ হইলেই প্রত্যাগমন করিবে। এক মাসের ঊর্দ্ধ বসবাস করিলে তোমাদিগের প্রাণদণ্ড হইবে; অতএব সীতার বৃত্তান্ত অবগত ও কৃতকার্য্য হইয়া ফিরিয়া আসিবে।৬৮-৭০

বানরগণ! বনসমূহে বিভূষিত মহেন্দ্রপ্রিয়া পূর্বদিক্ ভ্রমণ করত রঘুবংশ-সম্ভূত রামের প্রিয়ভার্য্যা সীতার অন্বেষণ পূর্বক আগমন করিয়া সুখী হইবে।৭১

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

একচত্বারিংশঃ সর্গঃ

[সুগ্রীবেণ দক্ষিণদিক্‌স্থিতস্থানসমূহানাং পরিচয়জ্ঞাপনম্, তত্র প্রধান-বীর-বানরাণাং নিয়োগশ্চ ।]

ততঃ প্রস্থাপ্য সুগ্রীবস্তন্মহদ্বানরং বলম্ ।
দক্ষিণাং প্রেষয়ামাস বানরানভিলক্ষিতান্ ॥১
নীলমগ্নিসুতং চৈব হনূমন্তঞ্চ বানরম্ ।
পিতামহসুতং চৈব জাম্ববন্তং মহৌজসম্ ॥২
সুহোত্রঞ্চ শরারিঞ্চ শরগুল্মং তথৈব চ ।
গজং গবাক্ষং গবয়ং সুষেণং বৃষভং তথা ॥৩
মৈন্দঞ্চ দ্বিবিদং চৈব সুষেণং গন্ধমাদনম্ ।
উল্কামুখমনঙ্গঞ্চ হুতাশনসুতাবুভৌ ॥৪
অঙ্গদপ্রমুখান্ বীরান্ বীরঃ কপিগণেশ্বরঃ ।
বেগবিক্রমসম্পন্নান্ সন্দিদেশ বিশেষবিৎ ॥৫
তেষামগ্রেসরং চৈব বৃহদ্বলমথাঙ্গদম্ ।
বিধায় হরিবীরাণামাদিশদ্দক্ষিণাং দিশম্ ॥৬
যে কেচন সমুদ্দেশাস্তস্যাং দিশি সুদুর্গমাঃ ।
কপীশঃ কপিমুখ্যানাং স তেষাং সমুদাহরৎ ॥৭
সহস্রশিরসং বিন্ধ্যং নানাদ্রুমলতাযুতম্ ।
নর্মদাঞ্চ নদীং রম্যাং মহোরগনিষেবিতাম্ ॥৮
ততো গোদাবরীং রম্যাং কৃষ্ণবেণীং মহানদীম্ ।
বরদাঞ্চ মহাভাগাং মহোরগনিষেবিতাম্ ॥৯
মেকলানুৎকলাংশ্চৈব দশার্ণনগরাণ্যপি
আব্রবন্তীমবন্তীঞ্চ সর্বমেবানুপশ্যত ।
বিদর্ভানৃষ্টিকাংশ্চৈব রম্যান্মাহিষকানপি ॥১০
তথা বঙ্গান্ কলিঙ্গাংশ্চ কৌশিকাংশ্চ সমন্ততঃ ।
অন্বীক্ষ্য দণ্ডকারণ্যং সপর্বত-নদী-গুহম্ ॥১১
নদীং গোদাবরীং চৈব সর্বমেবানুপশ্যত ।
তথৈবান্ধ্রাংশ্চ পুণ্ড্রাংশ্চ চোলান্
পাণ্ড্যাংশ্চ কেরলান্ ॥১২
অয়োমুখশ্চ গন্তব্যঃ পর্বতো ধাতুমণ্ডিতঃ ।
বিচিত্রশিখরঃ শ্রীমাংশ্চিত্রপুষ্পিতকাননঃ ॥১৩

একচত্বারিংশ সর্গ

[সুগ্রীব কর্তৃক দক্ষিণদিক্‌স্থিত স্থান সমূহের পরিচয় জ্ঞাপন এবং সেইদিকে প্রধান প্রধান বীরবানরগণকে নিয়োজন ।]

অনন্তর বানরাধিপতি সুগ্রীব পূর্বদিকে সেই মহাবল বানরসৈন্য পাঠাইয়া কার্য্যদক্ষরূপে নির্ণীত অগ্নিপুত্র নীল, হনুমান্, পিতামহসুত মহাতেজা জাম্ববান্, সুহোত্র, শরারি শরগুল্ম, গজ, গবাক্ষ, গবয়, সুষেণ*, বৃষভ, মৈনদ দ্বিবিদ, গন্ধমাদন, অগ্নিসুত উল্কামুখ ও অনঙ্গ এবং অঙ্গদ প্রভৃতি বেগ ও পরাক্রমসম্পন্ন বীরগণকে দক্ষিণ দিকে পাঠাইতে ইচ্ছা করিলেন ।১-৫

পরে বানরেশ্বর সুগ্রীব প্রভৃত বিক্রমসম্পন্ন অঙ্গদকে হরি(বানর)বীরবর্গের শ্রেষ্ঠ সেনাপতি করিয়া দক্ষিণদিকে অন্বেষণ করিবার জন্য আদেশ করিলেন ।৬

সেই দক্ষিণদিকের যে সমস্ত স্থান ভয়ঙ্কর ও দুর্গম, বানররাজ সুগ্রীব তাহা শ্রেষ্ঠ বানরগণকে বলিতে লাগিলেন ।৭

তিনি হরিগণকে বলিলেন যে, সহস্রশিখর-সমন্বিত নানাবিধ বৃক্ষ ও লতাসমূহে আচ্ছাদিত বিন্ধ্য-গিরি এবং মহাসর্প-নিষেবিত রমণীয় নর্মদা, গোদাবরী, মহানদী, কৃষ্ণবেণী প্রভৃতি নদীসকল অনুসন্ধান করিবে ।৮-৯

পরে মেকল, উৎকল, দশার্ণ নগর, আব্রবন্তী, অবন্তী, বিদর্ভ, ঋষ্টিক, সুন্দর মাহিষিক, মৎস্য, কলিঙ্গ, কৌশিক প্রভৃতি দেশসকল অন্বেষণ করত পর্বত, নদী ও গুহাসমন্বিত দণ্ডকারণ্য, গোদাবরী নদী এবং দণ্ডকারণ্যবর্ত্তী গোদাবরী প্রদেশ, অন্ধ্র, পুণ্ড্র, চোল, পাণ্ড্য ও কেরল প্রভৃতি স্থানসমূহ সন্ধান করিবে ।১০-১২

পরে গৈরিকাদি ধাতুসমূহে বিভূষিত, বিচিত্র শিখর-

* 'সুষেণ' দুইজন ছিলেন । এক—তারার পিতা, দুই—অন্য বানরযূথপতি ।

(ক) অতঃপর দক্ষিণদিকের যে সকল বিভাগ বর্ণিত হইবে, কিষ্কিন্ধা হইতে না হইয়া তাহা আর্য্যাবর্ত্ত হইতে হইবে ; কারণ, পূর্ব সমুদ্র হইতে পশ্চিম সমুদ্র এবং হিমালয় হইতে বিন্ধ্যগিরি যাবৎ স্থানকে আর্য্যাবর্ত্ত বলে । সুগ্রীব দক্ষিণ দিকের যে সব বিভাগের পরিচয় দিবেন, তাহার আর্য্যাবর্ত্ত হইতেই সঙ্গতি হয় ।

সুচন্দনবনোদ্দেশো মার্গিতব্যো মহাগিরিঃ।
ততস্তামাপগাং দিব্যাং প্রসন্নসলিলাশয়াম্ ॥১৪
তত্র দ্রক্ষ্যথ কাবেরীং বিহৃতামপ্সরোগণৈঃ।
তস্যাসীনং নগস্যাগ্রে মলয়স্য মহৌজসম্ ॥১৫
দ্রক্ষ্যথাদিত্যসঙ্কাশমগস্ত্যমৃষিসত্তমম্।
ততস্তেনাভ্যনুজ্ঞাতাঃ প্রসন্নেন মহাত্মনা ॥১৬
তাম্রপর্ণীং গ্রাহজুষ্টাং তরিষ্যথ মহানদীম্।
সা চন্দনবনৈশ্চিত্রৈঃ প্রচ্ছন্নদ্বীপবারিণী ॥১৭
কান্তেব যুবতী কান্তং সমুদ্রমবগাহতে।
ততো হেমময়ং দিব্যং মুক্তামণিবিভূষিতম্ ॥১৮
যুক্তং কবাটং পাণ্ড্যানাং গত্বা দ্রক্ষ্যথ বানরাঃ।
ততঃ সমুদ্রমাসাদ্য সম্প্রধার্য্যার্থনিশ্চয়ম্ ॥১৯
অগস্ত্যেনান্তরে তত্র সাগরে বিনিবেশিতঃ।
চিত্রসানুনগঃ শ্রীমান্ মহেন্দ্রঃ পর্বতোত্তমঃ ॥২০
জাতরূপময়ঃ শ্রীমানবগাঢ়ো মহার্ণবম্।
নানাবিধৈর্নগৈঃ ফুল্লৈর্লতাভিশ্চোপশোভিতম্ ॥২১
দেবর্ষি-যক্ষপ্রবরৈরপ্সরোভিশ্চ শোভিতম্।
সিদ্ধ-চারণসঙ্ঘৈশ্চ প্রকীর্ণং সুমনোরমম্ ॥২২
তমুপৈতি সহস্রাক্ষঃ সদা পর্বসু পর্বসু।
দ্বীপস্তস্যাপরে পারে শতযোজনবিস্তৃতঃ ॥২৩
অগম্যো মানুষৈর্দীপ্তস্তং মার্গধ্বং সমন্ততঃ।
তত্র সর্বাত্মনা সীতা মার্গিতব্যা বিশেষতঃ ॥২৪
স হি দেশস্তু বধ্যস্য রাবণস্য দুরাত্মনঃ।
রাক্ষসাধিপতের্বাসঃ সহস্রাক্ষসমদ্যুতেঃ ॥২৫
দক্ষিণস্য সমুদ্রস্য মধ্যে তস্য তু রাক্ষসী।
অঙ্গারকেতি বিখ্যাতা ছায়ামাক্ষিপ্য ভোজিনী ॥২৬
এবং নিঃসংশয়ান্ কৃত্বা সংশয়ান্নষ্টসংশয়াঃ।
মৃগয়ধ্বং নরেন্দ্রস্য পত্নীমমিততেজসঃ ॥২৭

সমন্বিত, বিবিধ পুষ্পিত কাননে সুশোভিত এবং পরম রমণীয় অয়োমুখপর্বতে গমন পূর্বক তাহার চন্দন-বনদেশবর্ত্তী মহাগিরি মলয়কে অনুসন্ধান করিবে। সেখানে অপ্সরাগণের বিহারভূমি স্বচ্ছ জলপূর্ণা যে কাবেরী নদী আছে, তাহা অন্বেষণ করিবে। সেই মলয়পর্বতের অগ্রভাগে সমাসীন সূর্য্যতুল্য প্রভাবযুক্ত শ্রেষ্ঠ ঋষি অগস্ত্যকে দর্শন করিবে। মহাত্মা অগস্ত্য সন্তুষ্ট হইলে তাঁহার আজ্ঞানুক্রমে হিংস্রজন্তুসমূহেপূর্ণ মহানদী তাম্রপর্ণা উত্তীর্ণ হইবে। যেমন কোন যুবতী রমণী নিজ কান্তাকে আলিঙ্গন করে, সেইরূপ বিচিত্র চন্দনবনদ্বারা আচ্ছন্ন-দ্বীপধারিণী সেই তরঙ্গিণী তাম্রপর্ণা সমুদ্রকে আলিঙ্গন করিতেছে। হে কপিগণ! তোমরা সেই নদী অতিক্রম করিয়া পাণ্ড্যনগরে প্রবেশ পূর্বক প্রাকার-পরিবেষ্টিত, পূর্বোক্ত নগরের পুরদ্বারস্থিত, মুক্তামণি-বিভূষিত ও সুবর্ণ-নির্মিত কপাট দর্শন করিবে; পরে সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী হইয়া তাহার সন্তরণের উপায় অবধারণ করিবে।১৩-১৯

সেই সমুদ্রমধ্যে মহাত্মা অগস্ত্য কর্তৃক নিবেশিত বিচিত্র সানুসমন্বিত, স্বর্ণময় ও পরম সৌন্দর্য্যশালী মহেন্দ্র-পর্বত সাগরে অবগাহন পূর্বক অবস্থান করিতেছে। নানাবিধ পুষ্পিত বৃক্ষ ও লতাপুঞ্জে সমাবৃত দেব, ঋষি, যক্ষ, অপ্সর, সিদ্ধ ও চারণগণে সুশোভিত সেই সুরম্য পর্বত মধ্যে প্রতি পর্ব দিবসে সহস্রনয়ন ইন্দ্র আসিয়া থাকেন। সমুদ্রের অপরপারে শতযোজন-বিস্তৃত অতিশয় প্রভাবযুক্ত মনুষ্যদিগের অগম্য এক দ্বীপ আছে; সেই দ্বীপের চতুর্দিকে বিশেষ করিয়া সীতার অন্বেষণ করিবে।২০-২৪

কেননা, সেই স্থানেই আমাদিগের বধ্য, সুরেন্দ্রসম-তেজস্বী, দুরাত্মা রাক্ষসরাজ রাবণ বসবাস করিয়া থাকেন।২৫

সেই দক্ষিণ সমুদ্রে রাবণের অনুচরী অঙ্গারকা নামে এক রাক্ষসী আছে, সে প্রাণিদিগের ছায়া আকর্ষণ করত তাহাদিগকে ভোজন করিয়া থাকে। এইরূপ সংশয়াকুল দেশসমূহে সংশয়বিহীন হইয়া অমিততেজা নরোত্তম রামের বনিতা সীতাকে অনুসন্ধান করিবে।২৬-২৭

তমতিক্রম্য লক্ষ্মীবান্ সমুদ্রে শতযোজনে।
গিরিঃ পুষ্পিতকো নাম সিদ্ধ-চারণ-সেবিতঃ ॥২৮
চন্দ্র-সূর্য্যাংশুসঙ্কাশঃ সাগরাম্বুসমাশ্রয়ঃ।
ভ্রাজতে বিপুলৈঃ শৃঙ্গৈরম্বরং বিলিখন্নিব ॥২৯
তস্যৈকং কাঞ্চনং শৃঙ্গং সেবতে যং দিবাকরঃ।
শ্বেতং রাজতমেকঞ্চ সেবতে যন্নিশাকরঃ।
ন তং কৃতঘ্নাঃ পশ্যন্তি ন নৃশংসা ন নাস্তিকাঃ ॥৩০
প্রণম্য শিরসা শৈলং তং বিমার্গথ বানরাঃ।
তমতিক্রম্য দুর্দ্ধর্ষং সূর্য্যবান্নাম পর্বতঃ ॥৩১
অধ্বনা দুর্বিগাহেন যোজনানি চতুর্দশ।
ততস্তমপ্যতিক্রম্য বৈদ্যুতো নাম পর্বতঃ ॥৩২
সর্বকামফলৈর্বৃক্ষৈঃ সর্বকালমনোহরৈঃ।
তত্র ভুক্ত্বা বরার্হাণি মূলানি চ ফলানি চ ॥৩৩
মধূনি পীত্বা জুষ্টানি পরং গচ্ছত বানরাঃ।
তত্র নেত্র-মনঃক্রান্তঃ কুঞ্জরো নাম পর্বতঃ ॥৩৪

অগস্ত্যভবনং যত্র নির্মিতং বিশ্বকর্মণা।
তত্র যোজনবিস্তারমুচ্ছ্রিতং দশযোজনম্ ॥৩৫
শরণং কাঞ্চনং দিব্যং নানারত্নবিভূষিতম্।
তত্র ভোগবতী নাম সর্পাণামালয়ঃ পুরী ॥৩৬
বিশালরথ্যা দুর্দ্ধর্ষা সর্বতঃ পরিরক্ষিতা।
রক্ষিতা পন্নগৈর্ঘোরৈস্তীক্ষ্ণদংষ্ট্রৈর্মহাবিষৈঃ ॥৩৭
সর্পরাজো মহাঘোরো যস্যাং বসতি বাসুকিঃ
নির্য্যায় মার্গিতব্যা চ সা চ ভোগবতী পুরী ॥৩৮
তত্র চানন্তরোদ্দেশা যে কেচন সমাবৃতাঃ।
তঞ্চ দেশমতিক্রম্য মহানৃষভসংস্থিতিঃ ॥৩৯
সর্বরত্নময়ঃ শ্রীমানৃষভো নাম পর্বতঃ।
গোশীর্ষকং পদ্মকঞ্চ হরিশ্যামঞ্চ চন্দনম্ ॥৪০
দিব্যমুৎপদ্যতে যত্র তচ্চৈবাগ্নিসমপ্রভম্।
ন তু তচ্চন্দনং দৃষ্ট্বা স্প্রেষ্টব্যং তু কদাচন ॥৪১

অনন্তর শতযোজন সমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী সেই দ্বীপ অতিক্রম করিয়া দেখিতে পাইবে,—সমুদ্র-জলমধ্যে সিদ্ধ ও চারণগণ নিষেবিত এবং চন্দ্র ও সূর্য্যের ন্যায় প্রভাবসম্পন্ন পুষ্পিতক নামে পর্বত আছে; সেই পর্বত বিশালশৃঙ্গ দ্বারা যেন স্বর্গকে বিদারণ করত প্রকাশ পাইতেছে। ২৮-২৯

দিবাকর তাহার সুবর্ণময় একটী শৃঙ্গ আশ্রয় করিয়া থাকেন। কৃতঘ্ন, নৃশংস বা নাস্তিকগণ সেই শৈলকে দেখিতে পায় না।৩০

তোমরা সেই দুর্দ্ধর্ষ শ্রেষ্ঠ পর্বতকে প্রণাম করিয়া সীতার অনুসন্ধান করিবে। পরে সেই পর্বত অতিক্রম করিয়া সূর্য্যবান্ নামে এক পর্বত দেখিবে।৩১

উহার বিস্তার চতুর্দশ যোজন এবং উহার পথসকল অতি দুর্গম। তারপর ঐ সূর্য্যবান্ পর্বত অতিক্রম করিয়া সর্বকাম-ফলপ্রদ, বৃক্ষসমূহে পরিব্যাপ্ত এবং সর্বকালে মনোহর বৈদ্যুত নামক পর্বতে আসিবে। তথায় উৎকৃষ্ট ফলমূল সমস্ত ভক্ষণকরত মনস্তুষ্টি করিয়া মধুপান পূর্বক নয়ন ও মনের আনন্দজনক কুঞ্জরনামক পর্বতে যাইবে।৩২-৩৪

সেই কুঞ্জরপর্বতে একযোজন বিস্তৃত এবং দশ-যোজন-উন্নত বিশ্বকর্মা-নির্মিত অগস্ত্যের বাসগৃহ আছে। নানারত্নে বিভূষিত সেই দিব্য গৃহ সুবর্ণময় এবং সকলের আশ্রয় স্বরূপ; তথায় বিশালমার্গসমন্বিত, অধর্ষণীয় এবং মহাবিষধর তীক্ষ্ণদন্তশালী ভয়ঙ্কর সর্পসমূহ দ্বারা পরিরক্ষিত ভোগবতী নাম্নী পুরী আছে।৩৫-৩৭

সেই পুরীমধ্যে সর্পরাজ বাসুকি বাস করিয়া থাকেন। তোমরা সেই পুরীমধ্যে প্রবেশ করিয়া সীতার অনুসন্ধান করিবে।৩৮

তাহার নিকটবর্ত্তী যে সকল গুপ্তস্থান আছে, তাহা অন্বেষণ করিয়া সর্ব রত্নময় এবং পরম সৌন্দর্য্যশালী ঋষভ পর্বতে যাইবে। তাহাতে অগ্নিসমপ্রভা-যুক্ত গোশীর্ষক, পদ্মক, হরিশ্যাম প্রভৃতি যে সকল বিবিধ দিব্য চন্দন উৎপন্ন হইয়া থাকে, তোমরা তাহাদিগকে দর্শন করিবে কদাচ স্পর্শ করিবে না।৩৯-৪১

রোহিতা নাম গন্ধর্বা ঘোরং রক্ষন্তি তদ্বনম্।
তত্র গন্ধর্ব্যপতয়ঃ পঞ্চ সূর্যসমপ্রভাঃ ॥৪২
শৈলুষো গ্রামণীঃ শিক্ষঃ শুকো বভ্রুস্তথৈব চ।
রবি-সোমাগ্নিবপুষাং নিবাসঃ পুণ্যকর্মণাম্ ॥৪৩
অন্তে পৃথিব্যা দুর্ধর্ষাস্ততঃ স্বর্গজিতঃ স্থিতাঃ।
ততঃ পরং ন বঃ সেব্যঃ পিতৃলোকঃ সুদারুণঃ ॥৪৪
রাজধানী যমস্যৈষা কষ্টেন তমসাবৃতা।
এতাবদেব যুস্মাভির্বীরা বানরপুঙ্গবাঃ ॥
শক্যং বিচেতুং গন্তুং বা নাতো গতিমতাং গতিঃ ॥৪৫
সর্বমেতৎ সমালোক্য যচ্চান্যদপি দৃশ্যতে।
গতিং বিদিত্বা বৈদেহ্যাঃ সন্নিবর্তিতুমর্হথ ॥৪৬
যশ্চ মাসান্নিবৃত্তোঽগ্রে দৃষ্টা সীতেতি বক্ষ্যতি।
মত্তুল্যবিভবো ভোগৈঃ সুখং স বিহরিষ্যতি ॥৪৭
ততঃ প্রিয়তরো নাস্তি মম প্রাণাদ্ বিশেষতঃ।
কৃতাপরাধো বহুশো মম বন্ধুর্ভবিষ্যতি ॥৪৮
অমিতবলপরাক্রমা ভবন্তো
বিপুলগুণেষু কুলেষু চ প্রসূতাঃ।
মনুজপতিসুতাং যথা লভধ্বং
তদধিগুণং পুরুষার্থমারভধ্বম্ ॥৪৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে একচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥

কারণ, রোহিত নামক গন্ধর্বগণ সেই ভয়ঙ্কর চন্দন-বন রক্ষা করিয়া থাকেন। আর সূর্য্যসম প্রভাযুক্ত শৈলূষ, গ্রামণী, শিক্ষ, শুক ও বভ্রু—এই পাঁচজন গন্ধর্বপতি তথায় বাস করেন। সেই পর্বতের পর পৃথিবীর শেষ সীমায় যে স্থানে সূর্য্য, চন্দ্র ও অগ্নিতুল্য দেহধারী পুণ্যবান্ ব্যক্তিগণ বাস করেন, সেই স্থানেই দুর্দ্ধর্ষ স্বর্গবিজয়ী ব্যক্তিবর্গের বাসস্থান।

অনন্তর পিতৃলোক, সেই সুদারুণ পিতৃলোকে তোমরা গমন করিতে পারিবে না; কারণ, কষ্টপ্রদ অন্ধকারাচ্ছন্ন সেই পিতৃলোক, ইহাই পিতৃপতি যমের রাজধানী বলিয়া খ্যাত আছে। হে মহাবীর বানররাজগণ! তোমরা দক্ষিণদিকের এই পর্য্যন্তই গমন করিবে এবং সেইস্থানে সীতার অন্বেষণ করিবে। ইহার পর আর প্রাণিগণের গতি (যাতায়াত) নাই।৪২-৪৫

তোমরা পিতৃলোক ভিন্ন অন্যান্য স্থানসমূহ এবং যাহা তোমরা সেইখানে দেখিতে পাইবে, সেই সেইস্থানসমূহ অন্বেষণ পূর্বক বিদেহরাজ-নন্দনী সীতার বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ফিরিয়া আসিবে।৪৬

যে ব্যক্তি মাসমধ্যে বা তাহারও অগ্রে আগমন করিয়া 'আমি সীতাকে দর্শন করিয়াছি' এই কথা বলিবে; সে আমার মত বিভবসম্পন্ন হইয়া বহুবিধ ভোগ দ্বারা সুখে বিহার করিবে।৪৭

অন্য কেহই তাহা হইতে আমার প্রিয়তম হইবে না; এমন কি, সে আমার প্রাণাপেক্ষাও প্রিয় হইবে এবং বহু শত অপরাধ করিলেও আমার বন্ধু হইবে।৪৮

হে বানরগণ! তোমরা অপরিমিত বল ও পরাক্রম-শালী এবং বিপুল গুণযুক্ত বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ; অতএব জনকদুহিতা সীতাকে যেরূপে লাভ করিতে পার, তদনুরূপ পরম পৌরুষ প্রকাশ করিতে যত্নবান্ হও।৪৯

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে একচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

দ্বিচত্বারিংশঃ সর্গঃ

[সুগ্রীবেণ পশ্চিমদিক্‌স্থিতস্থানসমূহানাং বর্ণনম্, তত্র সুষেনাদীনাং বানরাণাং প্রেষণঞ্চ ।]

অথ প্রস্থাপ্য স হরীন্ সুগ্রীবো দক্ষিণাং দিশম্ ।
অব্রবীন্মেঘসঙ্কাশং সুষেণং নাম বানরম্ ॥১
তারায়াঃ পিতরং রাজা শ্বশুরং ভীমবিক্রমম্ ।
অব্রবীৎ প্রাঞ্জলির্বাক্যমভিগম্য প্রণম্য চ ॥২
মহর্ষিপুত্রং মারীচমর্চ্চিষ্মন্তং মহাকপিম্ ।
বৃতং কপিবরৈঃ শূরৈর্মহেন্দ্রসদৃশদ্যুতিম্ ॥৩
বুদ্ধিবিক্রমসম্পন্নং বৈনতেয়সমদ্যুতিম্ ।
মরীচিপুত্রান্মারীচানর্চির্মাল্যান্মহাবলান্ ॥৪
ঋষিপুত্রাংশ্চ তান্ সর্বান্ প্রতীচীমাদিশদ্দিশম্ ।
দ্বাভ্যাং শতসহস্রাভ্যাং কপীনাং কপিসত্তমাঃ ॥৫
সুষেণপ্রমুখা যূয়ং বৈদেহীং পরিমার্গথ ।
সৌরাষ্ট্রান্ সহবাহ্লীকাংশ্চন্দ্রচিত্রাংস্তথৈব চ ॥৬
স্ফীতাঞ্জনপদান্ রম্যান্ বিপুলানি পুরাণি চ ।
পুন্নাগগহনং কুক্ষিং বকুলোদ্দালকাকুলম্ ॥৭
তথা কেতকখণ্ডাংশ্চ মার্গধ্বং হরিপুঙ্গবাঃ ।
প্রত্যক্‌স্রোতোবহাশ্চৈব নদ্যঃ শীতজলাঃ শিবাঃ ॥৮
তাপসানামরণ্যানি কান্তারগিরয়শ্চ যে ।
তত্র স্থলীর্মরুপ্রায়া অত্যুচ্চশিশিরাঃ শিলাঃ ॥৯
গিরিজালাবৃতাং দুর্গাং মার্গিত্বা পশ্চিমাং দিশম্ ।
ততঃ পশ্চিমমাগম্য সমুদ্রং দ্রষ্টুমর্হথ ॥১০
তিমি-নক্রাকুলজলং গত্বা দ্রক্ষ্যথ বানরাঃ ।
ততঃ কেতকখণ্ডেষু তমালগহনেষু চ ॥১১
কপয়ো বিহরিষ্যন্তি নারিকেলবনেষু চ ।
তত্র সীতাঞ্চ মার্গধ্বং নিলয়ং রাবণস্য চ ॥১২

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ

[সুগ্রীব কর্তৃক পশ্চিমদিক্‌স্থিত স্থানসমূহের বর্ণনা ; সেইদিকে সুষেণাদি বানরগণকে প্রেরণ ।]

সুগ্রীব বানরগণকে দক্ষিণদিকে পাঠাইয়া করজোড়ে ও অবনতমস্তকে তারার পিতা স্বীয় শ্বশুর ভীমবিক্রম মেঘসম নীলদেহধারী সুষেণকে এবং মহর্ষি পুত্র, মহাতেজস্বী সুরেন্দ্র সদৃশ দীপ্তিশালী, শূরবর-কপিগণে সমাবৃত, বুদ্ধি ও বলসম্পন্ন, গরুড়ের ন্যায় দ্যুতিমান্ মারীচ ও অর্চ্চিস্মৎ নামে প্রসিদ্ধ মরীচপুত্র বানররাজকে এবং অন্যান্য অর্চির্মাল্য নামক মরীচিপুত্র মহাবল বানরগণ ও ঋষিপুত্র বানরগণকে সীতার অনুসন্ধানের জন্য পশ্চিমদিকে যাইতে আদেশ করিলেন।

তিনি সুষেণ প্রভৃতি বানররাজগণকে সম্বোধন পূর্বক বলিলেন যে, প্রধানবানরগণ! তোমরা দুই শত সহস্র বানরসৈন্যে পরিবৃত হইয়া বাহ্লীক, সৌরাষ্ট্র, চন্দ্রচিত্র ও অতিশয় বিস্তৃত পরম রমণীয় অন্যান্য জনপদ, বিশাল নগর, পুন্নাগ, বকুল ও উদ্দালক প্রভৃতি বৃক্ষসমূহে সমাচ্ছন্ন কুক্ষিদেশ এবং কেতকখণ্ড সমন্বিত অন্যান্য দেশসকল পরিভ্রমণ করত সীতার অন্বেষণ করিবে। পরে সুশীতল ও সুনির্মল জলপূর্ণ পশ্চিমবাহিনী নদীসমূহ, তপস্বিগণের অরণ্য সমূহ, অরণ্যযুক্ত গিরিসকল, সেখানকার মরুভূমি, অতিশয় উচ্চ ও শীতল শীলাসকল এবং পর্বতমালাবৃত দুর্গম স্থানসমূহ অনুসন্ধান করিয়া পশ্চিমদিকে আসিবে। বানরগণ! তথা হইতে পশ্চিমাভিমুখে কিয়দ্দূর গমন করিয়া তিমি ও নক্র প্রভৃতি জলজন্তুসমূহে পরিপূর্ণ সমুদ্র দেখিতে পাইবে। তাহার পর তোমরা কেতক-বিটপি-সমন্বিত ও তমাল-তরুসমূহে দুর্গম বনে বিহার করত তথায় এবং নারিকেল বনসকল-মধ্যে সীতা ও রাবণের আলয় অনুসন্ধান করিবে।১-১২

বেলাতলনিবিষ্টেষু পর্বতেষু বনেষু চ।
মুরবীপত্তনং চৈব রম্যং চৈব জটাপুরম্ ॥১৩

অবন্তীমঙ্গলেপাঞ্চ তথা চালক্ষিতং বনম্।
রাষ্ট্রাণি চ বিশালানি পত্তনানি ততস্ততঃ ॥১৪

সিন্ধু-সাগরয়োশ্চৈব সঙ্গমে তত্র পর্বতঃ।
মহান্ সোমগিরির্নাম শতশৃঙ্গো মহাদ্রুমঃ ॥১৫

তত্র প্রস্থেষু রম্যেষু সিংহাঃ পক্ষগমাঃ স্থিতাঃ।
তিমি-মৎস্য-গজাংশ্চৈব নীড়ান্যারোপয়ন্তি তে ॥১৬

তানি নীড়ানি সিংহানাং গিরিশৃঙ্গগতাশ্চ যে।
দৃপ্তাস্তৃপ্তাশ্চ মাতঙ্গাস্তোয়দস্বননিঃস্বনাঃ ॥১৭

বিচরন্তি বিশালেঽস্মিংস্তোয়পূর্ণে সমন্ততঃ।
তস্য শৃঙ্গং দিবস্পর্শং কাঞ্চনং চিত্রপাদপম্ ॥১৮

সর্বমাশু বিচেতব্যং কপিভিঃ কামরূপিভিঃ।
কোটিং তত্র সমুদ্রস্য কাঞ্চনীং শতযোজনাম্ ॥১৯

দুর্দর্শাং পারিযাত্রস্য গত্বা দ্রক্ষ্যথ বানরাঃ।
কোট্যস্তত্রশ্চতুর্বিংশদ্গান্ধর্বাণাং তপস্বিনাম্ ॥২০

বসন্ত্যগ্নিনিকাশানাং ঘোরাণাং কামরূপিণাম্।
পাবকার্চিঃপ্রতীকাশাঃ সমবেতাঃ সমন্ততঃ ॥২১

নাত্যাসাদয়িতব্যাস্তে বানরৈর্ভীমবিক্রমৈঃ।
নাদেয়ঞ্চ ফলং তস্মাদ্দেশাৎ কিঞ্চিৎ প্লবঙ্গমৈঃ ॥২২

দুরাসদা হি তে বীরাঃ সত্ত্ববন্তো মহাবলাঃ।
ফলমূলানি তে তত্র রক্ষন্তে ভীমবিক্রমাঃ ॥২৩

তত্র যত্নশ্চ কর্তব্যো মার্গিতব্যা চ জানকী।
ন হি তেভ্যো ভয়ং কিঞ্চিৎ কপিত্বমনুবর্ততাম্ ॥২৪

তত্র বৈদূর্য্যবর্ণাভো বজ্রসংস্থানসংস্থিতঃ।
নানাদ্রুমলতাকীর্ণো বজ্রো নাম মহাগিরিঃ ॥২৫

শ্রীমান্ সমুদিতস্তত্র যোজনানং শতং সমম্।
গুহাস্তত্র বিচেতব্যাঃ প্রযত্নেন প্লবঙ্গমাঃ ॥২৬

সমুদ্রতীরবর্তী পর্বত ও বনসমূহে অন্বেষণ করিবে। মুরবীপত্তন, সুরম্য জটাপুর, অবন্তী ও অঙ্গলেপা, অলক্ষিত অরণ্য প্রভৃতিতে এবং বিশালরাজ্য ও নগর সকলের ইতস্তত অনুসন্ধান করিবে।১৩-১৪

যে স্থলে সিন্ধু ও সাগরের সঙ্গম হইয়াছে, তথায় শতশৃঙ্গবিশিষ্ট ও বিশাল বৃক্ষসমূহে পরিপূর্ণ সোম নামক মহাগিরি রহিয়াছে দেখিতে পাইবে।১৫

তাহার রমণীয় প্রান্তভাগে সিংহ নামক পক্ষিগণ বাস করে এবং তাহারা তিমি, মৎস্য, হস্তী প্রভৃতি বৃহদাকার জন্তুসকলকে স্বীয় বাসায় আনিয়া থাকে।১৬

পরন্তু যখন সেই পর্বতের প্রান্তভাগ সম্যগ্‌রূপে জলদ্বারা প্লাবিত হয়, তখন মেঘসদৃশ গর্জনকারী, উদ্ধত ও তুষ্ট মাতঙ্গগণ পর্বতের শিখরদেশে উত্থিত হইয়া সেই পক্ষী সকলের কুলায়ে (বাসায়) বিচরণ করে। হে কামরূপী বানরগণ! তোমরা অনতিবিলম্বে সেই পর্বতের সুবর্ণবর্ণ মনোহর বৃক্ষপূর্ণ গগনস্পর্শী শৃঙ্গসকল অন্বেষণ করিবে। পরন্তু তোমরা সেই পর্বত হইতে গমন করত সমুদ্রমধ্যে পারিযাত্র পর্বতের শতযোজন পরিমিত দুর্দর্শ সুবর্ণময় শৃঙ্গ (শিখর) দেখিতে পাইবে। তথায় চতুর্বিংশতিকোটি অগ্নিসম তেজস্বী ভীমকর্মা, শত্রুসংহারক, তপোবল-সম্পন্ন এবং ইচ্ছানুসারে রূপধারী গন্ধর্বগণ বসবাস করিয়া থাকে।১৭-২১

ভীমবিক্রম বানরগণ অগ্নিশিখার ন্যায় অতিউজ্জ্বল সেই সমবেত গন্ধর্বগণের কোন অপকার যেন না করে এবং সেই স্থান হইতে ফলমূলাদি কিছুই যেন গ্রহণ না করে।২২

কারণ, সেখানে সেই ভয়ঙ্কর, মহাবল, ধৈর্য্যশালী, ও ভীমবিক্রম গন্ধর্বসকল ফলমূলসমূহ রক্ষা করিয়া থাকে। তোমরা তথায় বিশেষ যত্নপূর্বক সীতার অনুসন্ধান করিবে; তোমরা বানরজাতি গন্ধর্বগণ হইতে তোমাদিগের কিছুমাত্র ভয় নাই।২৩-২৪

হে প্লবঙ্গম(বানর)গণ! সেখানে বৈদূর্য্যমণির-ন্যায় নীলবর্ণ, বজ্রের ন্যায় কঠিন, নানাবিধ বৃক্ষ ও লতাজালে আবৃত এবং পরম সৌন্দর্য্য-যুক্ত বজ্র নামে এক মহাগিরি আছে।২৫

ঐ সুন্দর পর্বত শতযোজন বিস্তৃত এবং তাহার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ সমান। তাহার গুহানিচয়ে তোমরা যত্নসহকারে জানকীর অনুসন্ধান করিবে।২৬

আর সমুদ্রের চতুর্থভাগে চক্রবান্ নামে যে এক পর্বত আছে, তথায় বিশ্বকর্মা সহস্র-অরসমন্বিত এক

চতুর্ভাগে সমুদ্রস্য চক্রবান্নাম পর্বতঃ।
তত্র চক্রং সহস্রারং নির্মিতং বিশ্বকর্মণা ॥২৭
তত্র পঞ্চজনং হত্বা হয়গ্রীবঞ্চ দানবম্।
আজহার ততশ্চক্রং শঙ্খঞ্চ পুরুষোত্তমঃ ॥২৮
তস্য সানুষু রম্যেষু বিশালাসু গুহাসু চ।
রাবণঃ সহ বৈদেহ্যা মার্গিতব্যস্ততস্ততঃ ॥২৯
যোজনানি চতুঃষষ্টির্বরাহো নাম পর্বতঃ।
সুবর্ণশৃঙ্গঃ সুমহানগাধে বরুণালয়ে ॥৩০
তত্র প্রাগ্‌জ্যোতিষং নাম জাতরূপময়ং পুরম্।
যস্মিন্ বসতি দুষ্টাত্মা নরকো নাম দানবঃ ॥৩১
তত্র সানুষু রম্যেষু বিশালাসু গুহাসু চ।
রাবণঃ সহ বৈদেহ্যা মার্গিতব্যস্ততস্ততঃ ॥৩২
তমতিক্রম্য শৈলেন্দ্রং কাঞ্চনান্তরদর্শনম্।
পর্বতঃ সর্বসৌবর্ণো ধারা-প্রস্রবণাযুতঃ ॥৩৩
তং গজাশ্চ বরাহাশ্চ সিংহা ব্যাঘ্রাশ্চ সর্বতঃ।
অভিগর্জন্তি সততং তেন শব্দেন দর্পিতাঃ ॥৩৪

যস্মিন্ হরিহয়ঃ শ্রীমান্মহেন্দ্রঃ পাকশাসনঃ।
অভিষিক্তঃ সুরৈ রাজা মেঘো নাম স পর্বতঃ ॥৩৫
তমতিক্রম্য শৈলেন্দ্রং মহেন্দ্রপরিপালিতম্।
ষষ্টিং গিরিসহস্রাণি কাঞ্চনানি গমিষ্যথ ॥৩৬
তরুণাদিত্যবর্ণানি ভ্রাজমানানি সর্বতঃ।
জাতরূপময়ৈর্বৃক্ষৈঃ শোভিতানি সুপুষ্পিতৈঃ ॥৩৭
তেষাং মধ্যে স্থিতো রাজা মেরুরুত্তমপর্বতঃ।
আদিত্যেন প্রসন্নেন শৈলো দত্তবরঃ পুরা ॥৩৮
তেনৈবমুক্তঃ শৈলেন্দ্রঃ সর্ব এব ত্বদাশ্রয়াঃ।
মৎপ্রসাদাদ্ভবিষ্যন্তি দিবারাত্রৌ চ কাঞ্চনাঃ ॥৩৯
ত্বয়ি যে চাপি বৎস্যন্তি দেব-গন্ধর্ব-দানবাঃ।
তে ভবিষ্যন্তি ভক্তাশ্চ প্রভয়া কাঞ্চনপ্রভাঃ ॥৪০
বিশ্বেদেবাশ্চ বসবো মরুতশ্চ দিবৌকসঃ।
আগত্য পশ্চিমাং সন্ধ্যাং মেরুমুত্তমপর্বতম্ ॥৪১
আদিত্যমুপতিষ্ঠন্তি তৈশ্চ সূর্য্যোঽভিপূজিতঃ।
অদৃশ্যঃ সর্বভূতানামস্তং গচ্ছতি পর্বতম্ ॥৪২

চক্র নির্মাণ করিয়াছেন। ঐ পর্বতে অশ্বের ন্যায় গ্রীবাসম্পন্ন পঞ্চজন নামক দানব ছিল। পুরুষোত্তম শ্রীভগবান্ সেই পঞ্চজন ও হয়গ্রীব নামক দানবকে নিহত করিয়া সেখান হইতে তাহার ঐ চক্র ও শঙ্খ আনিয়াছিলেন।২৭-২৮

তোমরা সেই পর্বতের সুরম্য সানুসমূহ ও বিশাল গুহা মধ্যে বৈদেহীসহ রাবণের অনুসন্ধান করিবে।২৯

পরে অতলস্পর্শ বরুণালয় সমুদ্রমধ্যে চতুঃষষ্টি-যোজন বিস্তৃত ও সুবর্ণশৃঙ্গ বিশিষ্ট বরাহনামক মহাপর্বত দেখিতে পাইবে।৩০

তথায় প্রাগ্‌জ্যোতিষ নামে সুবর্ণনির্মিত পুরী রহিয়াছে; সেই পুরীমধ্যে নরকনামা দুষ্টাত্মা দানব বাস করিয়া থাকে।৩১

সেই পর্বতের সুরম্য সানু ও বিশাল গুহামধ্যে বৈদেহী সহ রাবণের অন্বেষণ করিবে।৩২

যাহার মধ্যভাগ দেখিতে সুবর্ণের ন্যায় সেই শ্রেষ্ঠ পর্বত বরাহকে অতিক্রম করিয়া নির্ঝরধারা ও প্রস্রবণযুক্ত এবং সর্বাঙ্গ কাঞ্চনময় একপর্বত দেখিতে পাইবে।৩৩

সেখানকার হস্তী, বরাহ, সিংহ ও ব্যাঘ্রসকল সদা গর্জন করে এবং নিজ নিজ প্রতিশব্দে দর্পিত হইয়া চতুর্দিকে দৌড়াইতে থাকে।৩৪

সেই পর্বতের নাম মেঘ, যেখানে হরিতবর্ণ অশ্বশালী পাকশাসন শ্রীমান্ ইন্দ্র দেবতাগণ কর্তৃক অভিষিক্ত হইয়াছিলেন।৩৫

তোমরা মহেন্দ্র-প্রতিপালিত সেই গিরিরাজ মেঘ পর্বতকে অতিক্রম করিয়া অগ্র গমন করিবে, তাহা হইলে তরুণ সূর্য্যসদৃশ প্রভা সমন্বিত, দেদীপ্যমান, সুন্দর পুষ্পযুক্ত, সুবর্ণময় বৃক্ষসমূহে সুশোভিত ও সুবর্ণময় ষাট হাজার পর্বত দেখিতে পাইবে।৩৬-৩৭

সেই পর্বতসমূহের মধ্যভাগে পর্বতরাজ মেরু বিরাজমান আছে। পুরাকালে সূর্য্য তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাহাকে এইরূপ বর প্রদান করিয়াছিলেন যে, দিবারাত্র তোমার আশ্রয়ে যাহারা থাকিবে, আমার বরপ্রভাবে তাহার দেহ স্বর্ণময় হইয়া যাইবে।৩৮-৩৯

যোজনানাং সহস্রাণি দশ তানি দিবাকরঃ।
মুহূর্তার্ধেন তং শীঘ্রমভিযাতি শিলোচ্চয়ম্ ॥৪৩
শৃঙ্গে তস্য মহদ্দিব্যং ভবনং সূর্যসন্নিভম্।
প্রাসাদগণসম্বাধং বিহিতং বিশ্বকর্মণা ॥৪৪
শোভিতং তরুভিশ্চিত্রৈর্নানাপক্ষিসমাকুলৈঃ।
নিকেতং পাশহস্তস্য বরুণস্য মহাত্মনঃ ॥৪৫
অন্তরা মেরুমস্তঞ্চ তালো দশশিরা মহান্।
জাতরূপময়ঃ শ্রীমান্ ভ্রাজতে চিত্রবেদিকঃ ॥৪৬
তেষু সর্বেষু দুর্গেষু সরস্সু চ সরিৎসু চ।
রাবণঃ সহ বৈদেহ্যা মার্গিতব্যস্ততস্ততঃ ॥৪৭
যত্র তিষ্ঠতি ধর্মজ্ঞস্তপসা স্বেন ভাবিতঃ।
মেরুসাবর্ণিরিত্যেষ খ্যাতো বৈ ব্রহ্মণা সমঃ ॥৪৮

প্রষ্টব্যো মেরুসাবর্ণির্মহর্ষিঃ সূর্য্যসন্নিভঃ।
প্রণম্য শিরসা ভূমৌ প্রবৃত্তিং মৈথিলীং প্রতি ॥৪৯
এতাবজ্জীবলোকস্য ভাস্করো রজনীক্ষয়ে।
কৃত্বা বিতিমিরং সর্বমস্তং গচ্ছতি পর্বতম্ ॥৫০
এতাবদ্ বানরৈঃ শক্যং গন্তুং বানরপুঙ্গবাঃ।
অভাস্করমমর্যাদং ন জানীমস্ততঃ পরম্ ॥৫১
অবগম্য তু বৈদেহীং নিলয়ং রাবণস্য চ।
অস্তং পর্বতমাসাদ্য পূর্ণে মাসে নিবর্তত ॥৫২
ঊর্ধ্বং মাসান্ন বস্তব্যং বসন্ বধ্যো ভবেন্মম।
সহৈব শূরো যুষ্মাভিঃ শ্বশুরো মে গমিষ্যতি ॥৫৩
শ্রোতব্যং সর্বমেতস্য ভবদ্ভির্দিষ্টকারিভিঃ।
গুরুরেষ মহাবাহুঃ শ্বশুরো মে মহাবলঃ ॥৫৪

দেব, দানব ও গন্ধর্ব যে কেহ তোমাতে বাস করিবেন, তাঁহারা আমার ভক্ত হইবেন এবং সুবর্ণের ন্যায় দীপ্তি লাভ করিবেন।৪০

বিশ্বদেব, বসু ও মরুদ্‌গণ এবং অন্যান্য দেবতাগণ সন্ধ্যাকালীন সেই উত্তম পর্বত মেরুতে আগমন পূর্বক সূর্য্যের উপাসনা করিয়া থাকেন। সূর্য্য দেবগণ কর্তৃক পূজিত ও সর্বপ্রাণীর অদৃশ্য হইয়া সেই পর্বতে অস্তমিত হন।৪১-৪২

মেরু পর্বত হইতে অস্তাচল পর্বত দশ সহস্র যোজন দূর কিন্তু সূর্য্য তাহা অতি সত্বর অর্দ্ধমুহূর্ত মধ্যে অতিক্রম করিয়া থাকেন।৪৩

বিশ্বকর্ম্মা সেই পর্বতের শৃঙ্গোপরি সূর্য্যের ন্যায় কান্তিযুক্ত বহুপ্রাসাদে পূর্ণ এবং মহৎ দিব্য ভবন প্রস্তুত করিয়াছেন।৪৪

বিচিত্র তরুনিকরে সুশোভিত, নানাবিধ পক্ষীসমূহে পূর্ণ সেই ভবনে পাশধারী মহাত্মা বরুণদেব বাস করিয়া থাকেন, সেজন্য তাহাকে বরুণালয় কহে।৪৫

সেই মেরু ও অস্তাচল মধ্যে বিচিত্র বেদিসমন্বিত, সুবর্ণময়, দশস্কন্ধ, পরম সৌন্দর্য্যশালী একটি তালবৃক্ষ বিরাজ করিতেছে।৪৬

তোমরা পূর্বোক্ত সমস্ত দুর্গম স্থানে এবং সরোবর ও নদী মধ্যে সর্বত্র বৈদেহী সীতার সহিত রাবণের অন্বেষণ করিবে।৪৭

সেই মেরুপর্বতে ধর্মজ্ঞ, নিজ তপস্যায় উচ্চ অবস্থায় উপনীত এবং প্রজাপতিসম খ্যাতিমান্ মেরুসাবর্ণি নামে একমহর্ষি বাস করিয়া থাকেন।৪৮

সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী সেই ঋষিকে ভূমিতলে মস্তক স্থাপন পূর্বক প্রণাম করিয়া মিথিলারাজ-দুহিতা সীতার বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিবে।৪৯

দিবাকর রাত্রিশেষে উদয়াচল হইতে মেরুপর্বত পর্য্যন্ত সমস্ত জীবলোকের অন্ধকার নাশ করিয়া অর্থাৎ তাহা প্রকাশিত করিয়া অবশেষে মেরু পর্বতে অস্ত যান।৫০

হে শ্রেষ্ঠ বানরগণ! তোমরা এই স্থান পর্য্যন্ত গমন করিতে সমর্থ হইবে, ইহার পর আর সূর্য্যের গতি ও সীমা নির্দিষ্ট নাই এবং তাহার পর আমিও কিছু জানিনা। তোমরা অস্তাচলে যাইয়া সেখানে রাবণের আলয় ও বিদেহরাজনন্দিনী সীতার বৃত্তান্ত অবগত হইয়া মাসমধ্যে তথা হইতে নিবৃত্ত হইবে।৫১-৫২

মাসের অধিক বাস করিতে পারিবে না; যদ্যপি এক মাস অতীত হয়, তাহা হইলে তোমাদিগের প্রাণদণ্ড হইবে।৫৩

আমার শ্বশুর বীরবর সুষেণ তোমাদিগকে সঙ্গে

ভবন্তশ্চাপি বিক্রান্তাঃ প্রমাণং সর্ব এব হি।
প্রমাণমেনং সংস্থাপ্য পশ্যধ্বং পশ্চিমাং দিশম্ ॥৫৫
দৃষ্টায়াং তু নরেন্দ্রস্য পত্ন্যামমিততেজসঃ।
কৃতকৃত্যা ভবিষ্যামঃ কৃতস্য প্রতিকর্ম্মণা ॥৫৬
অতোঽন্যদপি যৎকার্য্যং কার্য্যস্যাস্য প্রিয়ং ভবেৎ।
সম্প্রধার্য্য ভবদ্ভিশ্চ দেশ-কালার্থসংহিতম্ ॥৫৭

ততঃ সুষেণপ্রমুখাঃ প্লবঙ্গাঃ
সুগ্রীববাক্যং নিপুণং নিশম্য।
আমন্ত্র্য সর্বে প্লবগাধিপং তে
জগ্মুর্দিশং তাং বরুণাভিগুপ্তাম্ ॥৫৮
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে দ্বিচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥

লইয়া যাইবেন। তোমরা ইঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া তাঁহার আদেশ পালন করিবে; কারণ, এই মহাবাহু ও মহাবল সুষেণ আমার শ্বশুর এবং গুরুজন।৫৪

হে বিক্রমশালী কপি(বানর)গণ! তোমরা সকলেই কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যবিচারে সক্ষম হইলেও এই সুষেণকে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারকরূপে রাখিয়া পশ্চিম দিক্ অন্বেষণ করিবে।৫৫

আমরা সীতার অনুসন্ধান দ্বারা রামকৃত উপকারের প্রত্যুপকার করিয়া কৃতকৃত্য হইব। সেইজন্য এই কার্য্যের অনুকূল যাহা হইবে, তাহা দেশ, কাল ও অর্থ অনুসারে বিবেচনাপূর্বক সম্পাদন করিবে।৫৬-৫৭

অনন্তর সুষেণ প্রভৃতি বানরগণ সুগ্রীবের বাক্য সম্যগ্‌রূপে অবগত হইয়া সকলেই বানরাধিপতি সুগ্রীবের নিকট অনুমতি লইয়া বরুণপালিত পশ্চিম দিকে গমন করিল।৫৮

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে দ্বিচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ত্রিচত্বারিংশঃ সর্গঃ

[সুগ্রীবেণ উত্তরদিক্‌স্থিতস্থানসমূহানাং বর্ণনম্, তত্র শতবলিপ্রভৃতীনাং বানরাণাং প্রেষণঞ্চ।]

ততঃ সন্দিশ্য সুগ্রীবঃ শ্বশুরং পশ্চিমাং দিশম্।
বীরং শতবলিং নাম বানরং বানরেশ্বরঃ ॥১
উবাচ রাজা সর্বজ্ঞঃ সর্ববানরসত্তমঃ।
বাক্যমাত্মহিতং চৈব রামস্য চ হিতং তদা ॥২
বৃতঃ শতসহস্রেণ ত্বদ্বিধানাং বনৌকসাম্।
বৈবস্বতসুতৈঃ সার্দ্ধং প্রবিষ্টঃ সর্বমন্ত্রিভিঃ ॥৩
দিশং হ্যুদীচীং বিক্রান্ত হিমশৈলাবতাংসিকাম্।
সর্বতঃ পরিমার্গধ্বং রামপত্নীং যশস্বিনীম্ ॥৪
অস্মিন্ কার্য্যে বিনির্বৃত্তে কৃতে দাশরথেঃ প্রিয়ে।
ঋণান্মুক্তা ভবিষ্যামঃ কৃতার্থার্থবিদাং বরাঃ ॥৫
কৃতং হি প্রিয়মস্মাকং রাঘবেণ মহাত্মনা।
তস্য চেৎ প্রতিকারোঽস্তি সফলং জীবিতং ভবেৎ ॥৬
অর্থিনঃ কার্য্যনির্বৃত্তিমকর্ত্তুরপি যশ্চরেৎ।
তস্য স্যাৎ সফলং জন্ম কিং পুনঃ পূর্বকারিণঃ ॥৭
এতাং বুদ্ধিং সমাস্থায় দৃশ্যতে জানকী যথা।
তথা ভবদ্ভিঃ কর্তব্যমস্মৎপ্রিয়হিতৈষিভিঃ ॥৮
অয়ং হি সর্বভূতানাং মান্যস্তু নরসত্তমঃ।
অস্মাসু চ গতঃ প্রীতিং রামঃ পরপুরঞ্জয়ঃ ॥৯
ইমানি বহুদুর্গাণি নদ্যঃ শৈলান্তরাণি চ।
ভবন্তঃ পরিমার্গন্তু বুদ্ধি-বিক্রমসম্পদা ॥১০
তত্র ম্লেচ্ছান্ পুলিন্দাংশ্চ শূরসেনাংস্তথৈব চ।
প্রস্থলান্ ভরতাংশ্চৈব কুরূংশ্চ সহ মদ্রকৈঃ ॥১১
কাম্বোজ-যবনাংশ্চৈব শকানাং পত্তনানি চ*।

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ

[সুগ্রীব কর্তৃক উত্তরদিক্‌স্থিত স্থানসমূহের বর্ণন, সেইদিকে শতবলি বানরগণকে প্রেরণ।]

অনন্তর সকল বানরগণের শ্রেষ্ঠ, সর্বজ্ঞ বানরাধিরাজ সুগ্রীব নিজ শ্বশুর সুষেণকে পশ্চিমদিকে পাঠাইয়া মহাবীর শতবলনামা বানরকে আপনার ও রামের হিতজনক এই বাক্য বলিলেন যে, তুমি তোমার ন্যায় বনবাসী শতসহস্র (এক লক্ষ) বানরসৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া যম-প্রভৃতি মন্ত্রিগণের সহিত শিরোভূষণস্বরূপ হিমালয়-সমন্বিত উত্তর দিকে প্রবেশ করত যশস্বিনী রামপত্নী সীতাকে অন্বেষণ করিবে।১-৪

স্বীয় প্রয়োজনাভিজ্ঞ বানরগণ! দশরথতনয় রামের পরম প্রিয়া সীতার অন্বেষণ কার্য্য তোমাদের দ্বারা নিষ্পন্ন হইলে আমরা ঋণ হইতে মুক্ত হইব এবং কৃতকৃত্য হইব।৫

মহাত্মা রাম আমাদিগের অতিশয় উপকার করিয়াছেন। যদি কোনরূপ তাঁহার এই প্রত্যুপকার করা যায়, তাহা হইলে আমাদিগের জীবন সার্থক হইবে।৬

যিনি পূর্বে উপকার করেন নাই, এইরূপ প্রয়োজনার্থী পুরুষের উপকার করিলে যখন উপকারী ব্যক্তির জন্ম সফল হয়, তখন যিনি পূর্বে উপকার করিয়াছেন, তাঁহার প্রত্যুপকার করিলে যে কি হয়, তাহা বলা যায় না।৭

হে বানরগণ! তোমরা আমার প্রিয় ও হিতৈষী, অতএব যে উপায়ে জনকদুহিতা সীতাকে দেখিতে পাও, তাহাই তোমাদিগের অবশ্য করণীয়।৮

কেননা, এই শত্রুপুরবিজয়ী নরোত্তম অখিল প্রাণিগণের মাননীয় রাম আমাদিগকে পরম প্রিয় বোধ করিয়া থাকেন।৯

অতএব আমি তোমাদিগের যে সমস্ত দুর্গ, নদী ও

---

* কোন গ্রন্থে ১২ শ্লোকের পর নিম্নলিখিত শ্লোকটি অধিক দেখা যায়,—

বাহ্লীকানৃষিকাংশ্চৈব পৌরবানথ টঙ্কনান্।
চীনান্ পরমচীনাংশ্চ নীহারাংশ্চ পুনঃ পুনঃ ॥

অন্বীক্ষ্য বরদাংশ্চৈব হিমবন্তং বিচিন্বথ ॥১২
লোধ্র-পদ্মকখণ্ডেষু দেবদারুবনেষু চ।
রাবণঃ সহ বৈদেহ্যা মার্গিতব্যস্ততস্ততঃ ॥১৩
ততঃ সোমাশ্রমং গত্বা দেব-গন্ধর্বসেবিতম্।
কালং নাম মহাসানুং পর্বতং তং গমিষ্যথ ॥১৪
মহৎসু তস্য শৈলেষু পর্বতেষু গুহাসু চ।
বিচিন্বত মহাভাগাং রামপত্নীমনিন্দিতাম্ ॥১৫
তমতিক্রম্য শৈলেন্দ্রং হেমগর্ভং মহাগিরিম্।
ততঃ সুদর্শনং নাম পর্বতং গন্তুমর্হথ ॥১৬
ততো দেবসখো নাম পর্বতঃ পতগালয়ঃ।
নানাপক্ষিসমাকীর্ণো বিবিধদ্রুমভূষিতঃ ॥১৭
তস্য কাঞ্চনখণ্ডেষু নির্ঝরেষু গুহাসু চ।
রাবণঃ সহ বৈদেহ্যা মার্গিতব্যস্ততস্ততঃ ॥১৮

পর্বতসকলের বিবরণ বলিতেছি, তোমরা বুদ্ধি অনুসারে সেই সেই স্থানে সীতার অন্বেষণ করিবে।১০

আর সেই উত্তরদিকে ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ, শূরসেন, প্রস্থল, ভরত, কুরু, মদ্র, কম্বোজ, যবন ও বরদ প্রভৃতি দেশ সকল এবং ম্লেচ্ছদিগের গৃহসমূহ দেখিয়া অবশেষে হিমালয় অনুসন্ধান করিবে।১১-১২

হিমালয়ের লোধ্র ও পদ্মকানন সমন্বিত প্রদেশে এবং দেবদারু-বনমধ্যে বৈদেহীসহ রাবণের অন্বেষণ করিবে।১৩

অতঃপর দেব ও গন্ধর্বগণ নিষেবিত সোমাশ্রমে গমন করত সেখানে উৎকৃষ্ট সানুসমন্বিত কালনামক পর্বত পাইবে।১৪

ঐ পর্বতের শাখাভূত ছোট বড় পর্বত এবং গুহামধ্যে মহাভাগা রামবনিতা সীতাকে অন্বেষণ করিবে।১৫

পরে হেমগর্ভ, মহাগিরি ও শ্রেষ্ঠ পর্বত সেই কালনামক শৈল (পর্বত)কে অতিক্রম করিয়া সুদর্শনপর্বতে যাইতে হইবে।১৬

সেখান হইতে নানাবিধ পক্ষীসমূহে ও বিবিধ-বৃক্ষ সকলে ভূষিত পতঙ্গগণের আবাসভূত দেবসখা নামক পর্বতে যাইয়া তাহার সুবর্ণময় কানন, নির্ঝর ও গুহামধ্যে ইতস্ততঃ বৈদেহীসহ রাবণের অন্বেষণ করিবে।১৭-১৮

তমতিক্রম্য চাকাশং সর্বতঃ শতযোজনম্।
অপর্বতনদীবৃক্ষং সর্বসত্ত্ববিবর্জিতম্ ॥১৯
তত্তু শীঘ্রমতিক্রম্য কান্তারং রোমহর্ষণম্।
কৈলাসং পাণ্ডুরং প্রাপ্য হৃষ্টা যূয়ং ভবিষ্যথ ॥২০
তত্র পাণ্ডুরমেঘাভং জাম্বূনদপরিষ্কৃতম্।
কুবেরভবনং রম্যং নির্মিতং বিশ্বকর্মণা ॥২১
বিশালা নলিনী যত্র প্রভূতকমলোৎপলা।
হংস-কারণ্ডবাকীর্ণা অপ্সরোগণসেবিতা ॥২২
তত্র বৈশ্রবণো রাজা সর্বলোকনমস্কৃতঃ।
ধনদো রমতে শ্রীমান্ গুহ্যকৈঃ সহ যক্ষরাট্ ॥২৩
তস্য চন্দ্রনিকাশেষু পর্বতেষু গুহাসু চ।
রাবণঃ সহ বৈদেহ্যা মার্গিতব্যস্ততস্ততঃ ॥২৪
ক্রৌঞ্চং তু গিরিমাসাদ্য বিলং তস্য সুদুর্গমম্।
অপ্রমত্তৈঃ প্রবেষ্টব্যং দুষ্প্রবেশং হি তৎ স্মৃতম্ ॥২৫

তাহা অতিক্রম করিয়া চতুর্দিকে শতযোজন বিস্তৃত এবং পর্বত, নদী, বৃক্ষ ও সর্বপ্রাণিবর্জিত শূন্য প্রদেশে গমন করিবে।১৯

তাহা সত্বর অতিক্রম করত দুর্গম, রোমহর্ষণকারী ও পাণ্ডুরবর্ণ কৈলাসপর্বতে যাইয়া তোমরা আনন্দিত হইবে। সেই কৈলাসপর্বতে কুবেরের মেঘের ন্যায় পাণ্ডুরবর্ণ কান্তিযুক্ত, জাম্বুনদনামক স্বর্ণে বিভূষিত ও বিশ্বকর্মা-নির্মিত সুরম্য ভবন আছে।২০-২১

তাহার নিকটে প্রভূত কমল ও উৎপল সমন্বিত হংস ও কারণ্ডবে পূর্ণ এবং অপ্সরাগণ সেবিত অতি বিস্তৃত এক সরোবর আছে।২২

সর্বলোকনমস্কৃত, বিশ্রবামুনিপুত্র, ধনাধ্যক্ষ, যক্ষরাজ শ্রীমান্ কুবের গুহ্যকগণের সহিত সেখানে নিত্য বিহার করিয়া থাকেন।২৩

তোমরা সেই সরোবর ও কৈলাসের নিকটবর্তী শশাঙ্কসদৃশ ক্ষুদ্র শৈল এবং গুহামধ্যে ইতস্ততঃ বৈদেহীসহ রাবণের অন্বেষণ করিবে।২৪

বসন্তি হি মহাত্মানস্তত্র সূর্য্যসমপ্রভাঃ।
দেবৈরভ্যর্থিতাঃ সম্যগ্ দেবরূপা মহর্ষয়ঃ ॥২৬
ক্রৌঞ্চস্য তু গুহাশ্চান্যাঃ সানূনি শিখরাণি চ।
নির্দ্দরাশ্চ নিতম্বাশ্চ বিচেতব্যাস্ততস্ততঃ ॥২৭
অবৃক্ষং কামশৈলঞ্চ মানসং বিহগালয়ম্।
ন গতিস্তত্র ভূতানাং দেবানাং ন চ রক্ষসাম্ ॥২৮
স চ সর্ব্বৈর্বিচেতব্যঃ সসানু-প্রস্থ-ভূধরঃ।
ক্রৌঞ্চং গিরিমতিক্রম্য মৈনাকো নাম পর্বতঃ ॥২৯
ময়স্য ভবনং তত্র দানবস্য স্বয়ংকৃতম্।
মৈনাকস্তু বিচেতব্যঃ সসানু-প্রস্থ-কন্দরঃ ॥৩০
স্ত্রীণামশ্বমুখীনাং তু নিকেতস্তত্র তত্র তু।
তং দেশং সমতিক্রম্য আশ্রমঃ সিদ্ধসেবিতম্ ॥৩১

সিদ্ধা বৈখানসা তত্র বালখিল্যাশ্চ তাপসাঃ।
বন্দিতব্যাস্ততঃ সিদ্ধাস্তপসা বীতকল্মষাঃ ॥৩২
প্রষ্টব্যা চাপি সীতায়াঃ প্রবৃত্তির্বিনয়ান্বিতৈঃ।
হিমপুষ্করসঞ্ছন্নং তত্র বৈখানসং সরঃ ॥৩৩
তরুণাদিত্যসঙ্কাশৈর্হংসৈর্বিচরিতং শুভৈঃ।
ঔপবাহ্যঃ কুবেরস্য সার্বভৌম ইতি স্মৃতঃ ॥৩৪
গজঃ পর্য্যেতি তং দেশং সদা সহ করেণুভিঃ।
তৎ সরঃ সমতিক্রম্য নষ্টচন্দ্রদিবাকরম্।
অনক্ষত্রগণং ব্যোম নিষ্পয়োদমনাদিতম্ ॥৩৫
গভস্তিভিরিবার্কস্য স তু দেশঃ প্রকাশ্যতে।
বিশ্রাম্যদ্ভিস্তপঃ সিদ্ধৈর্দেবকল্পৈঃ স্বয়ম্প্রভৈঃ ॥৩৬

পরে ক্রৌঞ্চগিরি পাইয়া সাবধানে তাহার অতি দুর্গম গুহামধ্যে প্রবেশ করিবে, কারণ তথায় সহজে প্রবেশ করা যায় না।২৫

ঐ গুহাতে সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী, দেবগণের পূজনীয়, দেবরূপী মহাত্মা মহর্ষিগণ তথায় বাস করিয়া থাকেন।২৬

পরন্তু সেই ক্রৌঞ্চপর্বতের অন্যান্য গুহা, সানু, শিখর, নিতম্ব ও সেখানকার গ্রামসকল বিশেষ করিয়া অন্বেষণ করিবে।২৭

সেই ক্রৌঞ্চ পর্বতের সমীপবর্ত্তী বৃক্ষশূন্য কামশৈল এবং পক্ষিগণের আলয় মানসনামক যে পর্বত দেখিতে পাইবে, কি মনুষ্য, কি রাক্ষস এমন কি দেবতাগণও সেই পর্বতে গমন করিতে পারেন না; অতএব তোমরা সকলে একত্রিত হইয়া সেই মানসপর্বতের সানু, প্রস্থ (চত্বর) এবং তাহার নিকটবর্ত্তী পর্বতসমস্ত অন্বেষণ করিবে। পরে ক্রৌঞ্চপর্বত অতিক্রম পূর্ব্বক মৈনাকপর্বতে গমন করিয়া সেখানকার স্ব নির্মিত ময়দানবের ভবন এবং মৈনাকের শিখর, প্রস্থ ও পর্বতসমুদয় অনুসন্ধান করিবে।২৮-৩০

যে প্রদেশে অশ্বমুখী কিন্নরীগণের আলয় আছে, তোমরা সেই সকল স্থল অনুসন্ধান করিবে তারপর তাহা অতিক্রম করত সিদ্ধগণসেবিত আশ্রম পাইবে।৩১

সেই স্থানে সিদ্ধ, বৈখানস ও বালখিল্য প্রভৃতি পুণ্যাত্মা তপস্বিগণ বাস করিয়া থাকেন, সেই পুণ্যাত্মা তপস্বিগণকে বন্দনা পূর্ব্বক বিনয়সহকারে সীতার বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিবে। ঐ সিদ্ধাশ্রমে স্বর্ণপদ্মপুঞ্জে পরিবৃত এবং তরুণ সূর্য্যের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট ও সুন্দর হংসসমূহে পূর্ণ বৈখানস নামক সরোবর আছে। যক্ষরাজ কুবেরের বাহন সার্বভৌমনামক গজরাজ হস্তিনীদিগের সহিত সর্বসময় সেই সরোবরে বিহার করিয়া থাকে। তোমরা সেই সরোবর অতিক্রম করিয়া চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র ও মেঘহীন প্রদেশে যাইবে। সেখানে কোন মেঘাদির গর্জন শুনিতে পাইবে না।৩২-৩৫

সেই প্রদেশ সূর্য্যপ্রভার ন্যায় স্বয়ম্প্রভ, দেবতুল্য ও বিশ্রামকারী তপস্বী সিদ্ধগণ দ্বারা প্রকাশ পাইতেছে। পরে সেই স্থান অতিক্রম করিয়া শৈলোদা নাম্নী নদী দেখিতে পাইবে; সেই নদীর উভয়তীরে কীচক-নামে যে সকল বেণু আছে, সিদ্ধগণ সেই বেণু দ্বারা নদীর পরপারে যাতায়াত করিয়া থাকেন।

তং তু দেশমতিক্রম্য শৈলোদা নাম নিম্নগা।
উভয়োস্তীরয়োস্তস্যাঃ কীচকা নাম বেণবঃ ॥৩৭
তে নয়ন্তি পরং তীরং সিদ্ধান্ প্রত্যানয়ন্তি চ।
উত্তরকুরবস্তত্র কৃতপুণ্যপ্রতিশ্রয়াঃ ॥৩৮
ততঃ কাঞ্চনপদ্মাভিঃ পদ্মিনীভিঃ কৃতোদকাঃ।
নীলবৈদূর্য্যপত্রাঢ্যা নদ্যস্তত্র সহস্রশঃ ॥৩৯
রক্তোৎপলবনৈশ্চাত্র মণ্ডিতাশ্চ হিরণ্ময়ৈঃ।
তরুণাদিত্যসঙ্কাশা ভান্তি তত্র জলাশয়াঃ ॥৪০
মহার্হমণিপত্রৈশ্চ কাঞ্চনপ্রভকেসরৈঃ।
নীলোৎপলবনৈশ্চিত্রৈঃ স দেশঃ সর্বতো বৃতঃ ॥৪১
নিস্তলাভিশ্চ মুক্তাভির্মণিভিশ্চ মহাধনৈঃ।
উদ্ধৃতপুলিনাস্তত্র জাতরূপৈশ্চ নিম্নগাঃ ॥৪২
সর্বরত্নময়ৈশ্চিত্রৈরবগাঢ়া নগোত্তমৈঃ।
জাতরূপময়ৈশ্চাপি হুতাশনসমপ্রভৈঃ ॥৪৩
নিত্যপুষ্পফলাস্তত্র নগাঃ পত্ররথাকুলাঃ।
দিব্যগন্ধরসস্পর্শাঃ সর্বকামান্ স্রবন্তি চ ॥৪৪

নানাকারাণি বাসাংসি ফলন্ত্যন্যে নগোত্তমাঃ।
মুক্তাবৈদূর্যচিত্রাণি ভূষণানি তথৈব চ।
স্ত্রীণাং যান্যনুরূপাণি পুরুষাণাং তথৈব চ ॥৪৫
সর্বর্তুসুখসেব্যানি ফলন্ত্যন্যে নগোত্তমাঃ।
মহার্হমণিচিত্রাণি ফলন্ত্যন্যে নগোত্তমাঃ ॥৪৬
শয়নানি প্রসূয়ন্তে চিত্রাস্তরণবন্তি চ।
মনঃকান্তানি মাল্যানি ফলন্ত্যত্রাপরে দ্রুমাঃ ॥৪৭
পানানি চ মহার্হাণি ভক্ষ্যাণি বিবিধানি চ।
স্ত্রিয়শ্চ গুণসম্পন্না রূপযৌবনলক্ষিতাঃ ॥৪৮
গন্ধর্বাঃ কিন্নরাঃ সিদ্ধা নাগা বিদ্যাধরাস্তথা।
রমন্তে সততং তত্র নারীভির্ভাস্বরপ্রভাঃ ॥৪৯
সর্বে সুকৃতকর্মাণঃ সর্বে রতিপরায়ণাঃ।
সর্বে কামার্থসহিতা বসন্তি সহ যোষিতঃ ॥৫০
গীতবাদিত্রনির্ঘোষঃ সোৎকৃষ্টহসিতস্বনঃ।
শ্রূয়তে সততং তত্র সর্বভূতমনোরমঃ ॥৫১

উত্তরকুরুদেশ সেই নদীর নিকটে অবস্থিত, সেই দেশে পুণ্যবান্ ব্যক্তিগণ বাস করিয়া থাকেন।৩৬-৩৮

সেখানে সুবর্ণময় পদ্মসংযুক্ত, পদ্মিনীসমূহে অলঙ্কৃত ও নীল বৈদূর্য্য মণিময় পদ্মপত্রদ্বারা বিভূষিত সহস্র সহস্র নদী এবং হিরণ্ময় রক্তোৎপল দ্বারা সুশোভিত তরুণ সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিসমন্বিত জলাশয়সকল শোভা পাইতেছে।৩৯-৪০

পরন্তু সেই দেশ মহামূল্য মণি ও রত্ন দ্বারা এবং স্বর্ণপ্রভ কেসরশালী মনোহর নীলোৎপলবন দ্বারা চতুর্দিকে পরিবেষ্টিত হইয়া রহিয়াছে।৪১

সেখানকার নদীসকল গোলাকার সুন্দর মুক্তা, মহামূল্য মণি ও কাঞ্চনময় পুলিনে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে এবং তাহার জলে সর্বরত্নময় ও অগ্নিসদৃশ প্রভাবান্ সুবর্ণময় মনোহর শ্রেষ্ঠ পর্বতসকল নিহিত হইয়া আছে।৪২-৪৩

সেই নদীসমূহের তীরস্থিত বৃক্ষসকল সর্বদা ফলপুষ্প সমন্বিত, নানাবিধ পক্ষীসমূহে পরিব্যাপ্ত ও দিব্য গন্ধ-রস-স্পর্শবিশিষ্ট এবং তাহারা সকলের অভিলাষ পূরণ করিয়া থাকে।৪৪

অন্যান্য বৃক্ষসকল স্ত্রী ও পুরুষদিগের সৌন্দর্য্যের অনুরূপ নানাবিধ বস্ত্র, মুক্তা ও বৈদূর্য্যমণি খচিত বিচিত্র ভূষণরূপ ফল প্রসব করিয়া থাকে।৪৫

কোন বৃক্ষ সকল ঋতুতে সুখে সেবনযোগ্য ফলদান করে, আবার কোন বৃক্ষ বহুমূল্য মণিসদৃশ বিচিত্র ফল উৎপন্ন করিয়া থাকে।৪৬

কোন কোন বৃক্ষ বিচিত্র আস্তরণসমন্বিত শয্যা এবং মনোভিলষিত মাল্য প্রসব করিয়া থাকে। কোন কোন বৃক্ষ মহামূল্য পেয় বস্তু, বিবিধ ভক্ষ্যদ্রব্য এবং রূপযৌবনসম্পন্না উৎকৃষ্টগুণশালিনী স্ত্রী প্রসব করিয়া থাকে।৪৭-৪৮

তথায় অতিশয় ভাস্বর-প্রভাশালী গন্ধর্ব, কিন্নর, সিদ্ধ, নাগ ও বিদ্যাধরগণ রমণীর সহিত ক্রীড়া-বিহার করিয়া থাকেন।৪৯

সুকৃতকর্মশালী রতিপরায়ণ ও কামার্থসম্পন্ন

তত্র নামুদিতঃ কশ্চিন্নাত্র কশ্চিদসৎপ্রিয়ঃ।
অহন্যহনি বর্ধন্তে গুণাস্তত্র মনোরমাঃ ॥৫২

সমতিক্রম্য তং দেশমুত্তরঃ পয়সাং নিধিঃ।
তত্র সোমগিরির্নাম মধ্যে হেমময়ো মহান্ ॥৫৩

ইন্দ্রলোকগতা যে চ ব্রহ্মলোকগতাশ্চ যে।
দেবাস্তং সমবেক্ষন্তে গিরিরাজং দিবং গতাঃ ॥৫৪

স তু দেশো বিসূর্য্যোঽপি তস্য ভাসা প্রকাশতে।
সূর্য্যলক্ষ্যাভিবিজ্ঞেয়স্তপতেব বিবস্বতা ॥৫৫

ভগবাংস্তত্র বিশ্বাত্মা শম্ভুরেকাদশাত্মকঃ।
ব্রহ্মা বসতি দেবেশো ব্রহ্মর্ষিপরিবারিতঃ ॥৫৬

ন কথঞ্চন গন্তব্যং কুরূণামুত্তরেণ বঃ।
অন্যেষামপি ভূতানাং নানুক্রামতি বৈ গতিঃ ॥৫৭

স হি সোমগিরির্নাম দেবানামপি দুর্গমঃ।
তমালোক্য ততঃ ক্ষিপ্রমুপাবর্তিতুমর্হথ ॥৫৮

এতাবদ্ বানরৈঃ শক্যং গন্তুং বানরপুঙ্গবাঃ।
অভাস্করমমর্য্যাদং ন জানীমস্ততঃ পরম্ ॥৫৯

সর্বমেতদ্ বিচেতব্যং যন্ময়া পরিকীর্তিতম্।
যদন্যদপি নোক্তঞ্চ তত্রাপি ক্রিয়তাং মতিঃ ॥৬০

ততঃ কৃতং দাশরথের্মহৎ প্রিয়ং
মহৎপ্রিয়ং চাপি ততো মম প্রিয়ম্।
কৃতং ভবিষ্যত্যনিলানলোপমা
বিদেহজাদর্শনজেন কর্মণা ॥৬১

ততঃ কৃতার্থাঃ সহিতাঃ সবান্ধবা
ময়ার্চিতাঃ সর্বগুণৈর্মনোরমৈঃ।
চরিষ্যথোর্বীং প্রতি শান্তশত্রবঃ
সহপ্রিয়া ভূতধরাঃ প্লবঙ্গমাঃ ॥৬২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে ত্রিচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥

ব্যক্তিগণ নিজ নিজ স্ত্রীগণের সহিত সেখানে বাস করেন ।৫০

সেখানে সকল প্রাণীর মনোরম উৎকৃষ্ট হাস্যস্বরযুক্ত গীত ও বাদিত্র শব্দ সর্বদাই শোনা যায়। সেই স্থানে অসন্তুষ্ট বা অসদ্ বস্তুপ্রিয় কোন ব্যক্তি বিদ্যমান নাই; পরন্তু সেখানে থাকিলে প্রতিদিন মনোরম গুণসকল বৃদ্ধি হইয়া থাকে ।৫১-৫২

পরে সেই গিরিরাজ মৈনাক পর্বত অতিক্রম করিয়া উত্তরসমুদ্রের মধ্যবর্তী কাঞ্চনময় সুমহান্ সোমগিরি দর্শন করিবে। যাহারা স্বর্গে গমন করিয়াছে, তাহারা এবং ইন্দ্রলোক ও ব্রহ্মলোকেস্থিত দেবতাগণ ঐ সোমগিরিকে দর্শন করিতে পারে। সেই স্থান সূর্য্যহীন হইলেও পর্বতের প্রভা দ্বারা এইরূপ প্রকাশিত হয়, যেন সূর্য্যেরই প্রভায় প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছে ।৫৩-৫৫

সেই সোমপর্বতে বিশ্বব্যাপী ভগবান্ বিষ্ণু, একাদশ রুদ্ররূপী শম্ভু এবং ব্রহ্মর্ষি পরিবেষ্টিত দেবেশ ব্রহ্মা বাস করিয়া থাকেন ।৫৬

তোমরা উত্তর কুরুর সোমগিরি পর্য্যন্ত যাইয়া আর কদাচ অগ্র গমন করিও না, তোমাদের ন্যায় অপর কোন প্রাণীই সেখানে গমন করিতে সমর্থ হয় না ।৫৭

কেননা, সেই সোমগিরি দেবগণেরও দুর্গম; অতএব সেই পর্বত দূর হইতে দর্শন করিয়া ফিরিয়া অসিবে। হে বানররাজগণ! তোমরা এই পর্য্যন্তই গমন করিতে পারিবে, তারপর যে স্থান আছে, তাহা সূর্য্য বিহীন ও অসীম, সেই সকল স্থানের বিষয় আমারও জানা নাই ।৫৮-৫৯

আমি তোমাদিগের নিকট যে সকল স্থানের বিবরণ বলিলাম, তাহা অনুসন্ধান করিবে, আর যাহা বলিতে বিস্মৃত হইয়াছি, তাহাও অনুসন্ধান করিতে ইচ্ছা করিবে। অনিল ও অনলসদৃশ তেজস্বী এবং বলশালী বানরগণ! তোমরা বিদেহদুহিতা সীতার অনুসন্ধানরূপ কার্য্য করিলে রঘুনন্দন রামের অতিশয় প্রিয় কার্য্য সম্পন্ন হইবে এবং আমারও প্রিয় কার্য্য পূর্ণ হইবে ।৬০-৬১

বানরগণ! তোমরা রামচন্দ্রের প্রিয় কার্য্য করিয়া ফিরিয়া আসিলে আমি তোমাদিগকে সবান্ধবে মনোরম সর্বগুণ-সম্পন্ন ভোগ্য বস্তু দ্বারা সম্মানিত করিব। তারপর তোমরা সমস্ত শত্রু সংহার করিয়া কৃত্যকৃত্য হইলে সকলের আশ্রয়স্বরূপ হইয়া প্রিয়ার সহিত পরমনন্দে পৃথিবীমধ্যে বিচরণ করিবে ।৬২

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে ত্রিচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

চতুশ্চত্বারিংশঃ সর্গঃ

[অঙ্গুরীয়কং প্রদায় শ্রীরামেণ হনূমতঃ প্রেষণম্ ।]

বিশেষেণ তু সুগ্রীবো হনূমত্যর্থমুক্তবান্ ।
স হি তস্মিন্ হরিশ্রেষ্ঠে নিশ্চিতার্থোঽর্থসাধনে ॥১
অব্রবীচ্চ হনূমন্তং বিক্রান্তমনিলাত্মজম্ ।
সুগ্রীবঃ পরমপ্রীতঃ প্রভুঃ সর্ববলোকসাম্ ॥২
ন ভূমৌ নান্তরীক্ষে বা নাম্বরে নামরালয়ে ।
নাপ্সু বা গতিসঙ্গং তে পশ্যামি হরিপুঙ্গব ॥৩
সাসুরাঃ সহগন্ধর্বাঃ সনাগনরদেবতাঃ ।
বিদিতাঃ সর্বলোকাস্তে সসাগর-ধরাধরাঃ ॥৪
গতির্বেগশ্চ তেজশ্চ লাঘবঞ্চ মহাকপে ।
পিতুস্তে সদৃশং বীর মারুতস্য মহৌজসঃ ॥৫
তেজসা বাপি তে ভূতং ন সমং ভুতি বিদ্যতে ।
তদ্‌যথা লভ্যতে সীতা তৎ ত্বমেবানুচিন্তয় ॥৬
ত্বয্যেব হনুমন্নস্তি বলং বুদ্ধিঃ পরাক্রমঃ ।
দেশকালানুবৃত্তিশ্চ নয়শ্চ নয়পণ্ডিত ॥৭
ততঃ কার্য্যসমাসঙ্গমবগম্য হনূমতি ।
বিদিত্বা হনুমন্তঞ্চ চিন্তয়ামাস রাঘবঃ ॥৮
সর্বথা নিশ্চতার্থোঽয়ং হনূমতি হরীশ্বরঃ।
নিশ্চিতার্থতরশ্চাপি হনূমান্ কার্য্যসাধনে ॥৯
তদেব প্রস্থিতস্যাস্য পরিজ্ঞাতস্য কর্মভিঃ ।
ভর্ত্রা পরিগৃহীতস্য ধ্রুবঃ কার্য্যফলোদয়ঃ ॥১০
তং সমীক্ষ্য মহাতেজা ব্যবসায়োত্তরং হরিম্ ।
কৃতার্থ ইব সংহৃষ্টঃ প্রহৃষ্টেন্দ্রিয়মানসঃ ॥১১
দদৌ তস্য ততঃ প্রীতঃ স্বনামাঙ্কোপশোভিতম্ ।
অঙ্গুলীয়মভিজ্ঞানং রাজপুত্র্যাঃ পরন্তপঃ ॥১২

চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ

[অঙ্গুরী প্রদান করিয়া শ্রীরাম কর্তৃক হনুমান্‌কে প্রেরণ ।]

অনন্তর বনবাসিদিগের প্রভু সুগ্রীব সীতার অন্বেষণরূপ অভিপ্রেত প্রয়োজনসাধনের জন্য হনুমান্‌কেই নির্দিষ্ট করিয়া পরম প্রীতিসহকারে বায়ুপুত্র বিপুলবিক্রমসম্পন্ন হরিশ্রেষ্ঠ হনুমানের প্রতি সীতার অন্বেষণের বিষয় বিশেষ করিয়া বলিলেন ।১-২

হে হরিপুঙ্গব ! পৃথিবী, জল, আকাশ বা স্বর্গমধ্যে কোনস্থলে তোমায় গমনের বাধা বিপত্তি দেখিতে পাওয়া যায় না, সর্বত্রই তুমি গমন করিতে সক্ষম এবং অসুর, গন্ধর্ব, নাগ, মনুষ্য, সুরলোক, সাগর ও পর্বতসহ সমস্ত লোক তোমার জানা আছে ।৩-৪

হে বীর ! মহাকপে ! তোমার গতি, বেগ, বল ও লঘুত্ব এই সমস্ত সদ্‌গুণ স্বীয় পিতা মহাতেজা পবনদেবের সদৃশ। পৃথিবীমধ্যে তোমার তুল্য তেজস্বী কেহই নাই, অতএব যেরূপে সীতাকে লাভ করিতে পারা যায়, তুমি তাহার উপায় চিন্তা কর ।৫-৬

কারণ, হে হনুমান্ ! তুমি নীতিশাস্ত্রে পণ্ডিত। তোমাতেই বল, বুদ্ধি, পরাক্রম, দেশকালোচিত কর্মানুষ্ঠান এবং নীতি একত্র রহিয়াছে ।৭

রাম সুগ্রীবের বাক্যানুসারে হনুমানে কার্য্যসাধন-সম্বন্ধ এবং স্বয়ংও তাঁহার সামর্থ্যাদি দর্শনে তাঁহাকে কার্য্যসাধনে সক্ষম বোধ করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন ।৮

এই সুগ্রীব যখন হনুমান্‌কেই কার্য্যসাধনসক্ষম এবং ইহার দ্বারাই সীতার অনুসন্ধান কার্য্য সর্বতোভাবে সম্পন্ন হইবে—এইরূপ বোধ করিয়াছেন, তখন কার্য্যদ্বারা পরীক্ষিত প্রধানরূপে পরিগণিত এই হনুমান্ বানররাজ সুগ্রীব কর্তৃক প্রেরিত হইয়া অবশ্যই কার্য্য সফল করিতে পারিবেন ।৯-১০

মহাতেজা শত্রুতাপন রাম হরিবীরপ্রধান হনুমানকে

অনেন তাং হরিশ্রেষ্ঠ চিহ্নেন জনকাত্মজা।
মৎসকাশাদনুপ্রাপ্তমনুদ্বিগ্নানুপশ্যতি ॥১৩
ব্যবসায়শ্চ তে বীর সত্ত্বযুক্তশ্চ বিক্রমঃ।
সুগ্রীবস্য চ সন্দেশঃ সিদ্ধিং কথয়তীব মে ॥১৪
স তদ্ গৃহ্য হরিশ্রেষ্ঠঃ কৃত্বা মূর্দ্ধ্নি কৃতাঞ্জলিঃ।
বন্দিত্বা চরণৌ চৈব প্রস্থিতঃ প্লবগর্ষভঃ ॥১৫
স তৎ প্রকর্ষন্ হরীণাং মহদ্ বলং
বভূব বীরঃ পবনাত্মজঃ কপিঃ।
গতাম্বুদে ব্যোম্নি বিশুদ্ধমণ্ডলঃ
শশীব নক্ষত্রগণোপশোভিতঃ ॥১৬
অতিবল বলমাশ্রিতস্তবাহং
হরিবর বিক্রম বিক্রমৈরনল্পৈঃ।
পবনসুত যথাধিগম্যতে সা
জনকসুতা হনুমংস্তথা কুরুষ্ব ॥১৭

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে চতুশ্চত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥

কার্য্যসাধন সক্ষম—এইরূপ মনে মনে সমালোচনা করিয়া কৃতার্থের ন্যায় মনে মনে অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন।১১

পরে রাম একান্ত প্রীত হইয়া মিথিলারাজ-দুহিতা সীতার অভিজ্ঞানের জন্য হনুমান্‌কে স্বনামাঙ্কিত অতি সুশোভন অঙ্গুরীয়ক প্রদান করিয়া বলিলেন।১২

হে হরিশ্রেষ্ঠ! সীতা এই অঙ্গুরীয়কের অভিজ্ঞান দ্বারা তুমি যে আমার নিকট হইতে গমন করিয়াছ—ইহা জানিয়া নিরুদ্বেগে তোমাকে দর্শন করিবেন।১৩

হে বীর! তোমার উদ্যোগ, সত্ত্বগুণযুক্ত বিক্রম এবং সুগ্রীবের সন্দেশবাক্য যেন আমাকে কার্য্যসিদ্ধির বিষয় প্রকাশ করিয়া দিতেছে।১৪

অনন্তর পবনতনয় হরিশ্রেষ্ঠ হনুমান্ কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক সেই অঙ্গুরীয়ক গ্রহণ করিলেন এবং রামের চরণদ্বয় বন্দনা করত মহাবল বানরসৈন্যসকল চালনা করিয়া বলাহকবিহীন আকাশাঙ্গনে উঠিয়া তারাগণে পরিবেষ্টিত বিশুদ্ধমণ্ডলসমন্বিত সুধাকরচন্দ্রের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। (রাম গগনাঙ্গনে উত্থিত হনুমান্‌কে বলিলেন)।১৫-১৬

অত্যন্ত বলবান্ কপিশ্রেষ্ঠ পবননন্দন! আমি তোমার বলের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম; অতএব জনকসুতা সীতাকে যেরূপে পাওয়া যায়, তুমি সেইরূপ তোমার বিপুলবিক্রমে অতিশয় যত্ন কর (আচ্ছা, এস।)।১৭

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চচত্বারিংশঃ সর্গঃ

[নানাদিক্ষু গমনকারিণাং বানরাণাং সুগ্রীবসমীপে উৎসাহসূচক-বাক্যকথনম্ ।]

সর্বাংশ্চাহূয় সুগ্রীবঃ প্লবগান্ প্লবগর্ষভঃ ।
সমস্তাংশ্চাব্রবীদ্ রাজা রামকার্য্যার্থসিদ্ধয়ে ॥১

এবমেতদ্ বিচেতব্যং ভবদ্ভির্বানরোত্তমৈঃ ।
তদুগ্রশাসনং ভর্তুর্বিজ্ঞায় হরিপুঙ্গবাঃ ॥২

শলভা ইব সঞ্ছাদ্য মেদিনীং সম্প্রতস্থিরে ।
রামঃ প্রস্রবণে তস্মিন্ন্যবসৎ সহ লক্ষ্মণঃ ॥৩

প্রতীক্ষমাণস্তং মাসং সীতাধিগমনে কৃতঃ ।
উত্তরাং তু দিশং রম্যাং গিরিরাজসমাবৃতাম্ ॥৪

প্রতস্থে সহসা বীরো হরিঃ শতবলিস্তদা ।
পূর্বাং দিশং প্রতিযযৌ বিনতো হরিযূথপঃ ॥৫

তারাঙ্গদাদিসহিতঃ প্লবগঃ পবনাত্মজঃ ।
অগস্ত্যাচরিতামাশাং দক্ষিণাং হরিযূথপঃ ॥৬

পশ্চিমাঞ্চ দিশং ঘোরাং সুষেণঃ প্লবগেশ্বরঃ ।
প্রতস্থে হরিশার্দূলো দিশং বরুণপালিতাম্ ॥৭

ততঃ সর্বা দিশো রাজা চোদয়িত্বা যথাতথম্ ।
কপিসেনাপতির্বীরো মুমোদ সুখিতঃ সুখম্ ॥৮

এবং সঞ্চোদিতাঃ সর্বে রাজ্ঞা বানরযূথপাঃ ।
স্বাং স্বাং দিশমভিপ্রেত্য ত্বরিতাঃ সম্প্রতস্থিরে ॥৯

নদন্তশ্চোন্নদন্তশ্চ গর্জন্তশ্চ প্লবঙ্গমাঃ ।
ক্ষ্বেড়ন্তো ধাবমানাশ্চ বিনদন্তো মহাবলাঃ ॥১০

এবং সঞ্চোদিতাঃ সর্বে রাজ্ঞা বানরযূথপাঃ ।
আনয়িষ্যামহে সীতাং হনিষ্যামশ্চ রাবণম্ ॥১১

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ

[বিভিন্ন দিকে গমনকারী বানরগণ কর্তৃক সুগ্রীবের নিকট উৎসাহসূচক বাক্য কথন ।]

অনন্তর বানরাধিপতি সুগ্রীব রামের কার্য্য সিদ্ধির জন্য সমস্ত বানরগণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন ।১

হে বানরগণ ! আমি তোমাদিগকে যেরূপ আদেশ করিয়াছি, তোমরা তদনুসারে সীতার অনুসন্ধান করিবে। বানরশ্রেষ্ঠগণ সুগ্রীবের সেই উগ্রতর শাসন জ্ঞাত হইয়া পতঙ্গসমূহের ন্যায় পৃথিবীকে আচ্ছাদন করিয়া যাইতে লাগিল। তখন রাম সীতার সমাচার-প্রাপ্তিবিষয়ে সুগ্রীবকর্তৃক নির্দিষ্ট মাসপরিমিত বানরগণের প্রত্যাগমন কাল প্রতীক্ষাকরত লক্ষ্মণের সহিত সেই প্রস্রবণপর্বতে বাস করিতে লাগিলেন। পরে সুগ্রীবের আদেশানুসারে মহাবীর শতবলি , গিরিরাজ হিমালয় পরিবেষ্টিত উত্তরদিকে, হরিযূথপতি কপিবর বিনত পূর্বদিকে, পবননন্দন হনুমান্ তার ও অঙ্গদ প্রভৃতি বানরগণের সহিত অগস্ত্যাশ্রিত দক্ষিণদিকে এবং প্লগব (বানর)পতি সুষেণ বরুণপালিত পশ্চিমদিকে গমন করিতে উদ্যত হইলেন ।২-৭

কপিসেনাপতি মহাবীর সুগ্রীব এইরূপে সীতার অন্বেষণের জন্য বানর সেনাগণকে যথাযথরূপে চতুর্দিকে পাঠাইয়া পরম সুখলাভ করিলেন এবং মনে মনে আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন ।৮

বানরযূথপতিগণ রাজা সুগ্রীবকর্তৃক সম্যগ্‌রূপে প্রেরিত হইয়া নিজ নিজ গন্তব্য দিক্‌সকল লক্ষ্য করিয়া অতিসত্বর প্রস্থান করিতে আরম্ভ করিল ।৯

ঐ সমস্ত মহাবল বানর এবং বানর যূথপতিগণ রাজা সুগ্রীব কর্তৃক প্রেরিত হইয়া শব্দ করিতে করিতে, উচ্চৈঃস্বরে গর্জন করিতে করিতে, দৌড়াইতে দৌড়াইতে, কিল্‌কিল্ করিতে করিতে এবং কোলাহল করিতে করিতে বলিতে লাগিল—রাবণকে নিহত করিয়া সীতাকে লইয়া আসিব। কেহবা ‘তোমরা

অহমেকো বধিষ্যামি প্রাপ্তং রাবণমাহবে।
ততশ্চোন্মথ্য সহসা হরিষ্যে জনকাত্মজাম্ ॥১২
বেপমানাং শ্রমেণাদ্য ভবদ্ভিঃ স্থীয়তামিতি।
এক এবাহরিষ্যামি পাতালদপি জানকীম্ ॥১৩
বিধমিষ্যাম্যহং বৃক্ষান্ দারয়িষ্যাম্যহং গিরীন্।
ধরণীং দারয়িষ্যামি ক্ষোভয়িষ্যামি সাগরান্ ॥১৪
অহং যোজনসংখ্যায়ঃ প্লবেয়ং নাত্র সংশয়ঃ।
শতযোজনসংখ্যায়াঃ শতং সমধিকং হ্যহম্ ॥১৫
ভূতলে সাগরে বাপি শৈলেষু চ বনেষু চ।
পাতালস্যাপি বা মধ্যে ন মমাচ্ছিদ্যতে গতিঃ ॥১৬
ইত্যেকৈকস্তদা তত্র বানরা বলদর্পিতাঃ।
ঊচুশ্চ বচনং তস্য হরিরাজস্য সন্নিধৌ ॥১৭

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে পঞ্চচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥

স্থির হও' আমি একাকীই সমরে শত্রু রাবণকে সংহার করিয়া রাবণভয়ে কম্পিতা সীতাকে লইয়া আসিব। কেহবা 'আমি একাকীই বৃক্ষসকল ভগ্ন, পর্বত ও পৃথিবী বিদারণ এবং সাগরসকল ক্ষোভিত করিয়া পাতাল হইতেও সীতাকে আনয়ন করিব।১০-১৪

কেহবা 'আমি এক যোজন লম্ফ প্রদান করিতে পারি—ইহাতে সংশয় নাই' এই কথা বলিল। কেহ বা আমি একশত যোজন ও তাহার অধিক লম্ফ প্রদান করিব, পৃথিবী, সাগর, শৈল, অরণ্য বা পাতালমধ্যে কোথাও আমার গতিরোধ নাই,—এই কথা বলিতে লাগিল।১৫-১৬

বলদর্পিত বানরগণ একে একে সুগ্রীবের নিকট পরস্পর স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিয়া চতুর্দিকে প্রস্থান করিল।১৭

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ষট্‌চত্বারিংশঃ সর্গঃ

[শ্রীরামসমীপে সুগ্রীবস্য স্বীয়ভূমণ্ডলভ্রমণবৃত্তান্তকথনম্।]

গতেষু বানরেন্দ্রেষু রামঃ সুগ্রীবমব্রবীৎ।
কথং ভবান্ বিজানীতে সর্বং বৈ মণ্ডলং ভুবঃ ॥১
সুগ্রীবশ্চ ততো রামমুবাচ প্রণতাত্মবান্।
শ্রূয়তাং সর্বমাখ্যাস্যে বিস্তরেণ বচো মম ॥২
যদা তু দুন্দুভিং নাম দানবং মহিষাকৃতিম্।
প্রতিকালয়তে বালী মলয়ং প্রতি পর্বতম্ ॥৩
তদা বিবেশ মহিষো মলয়স্য গুহাং প্রতি।
বিবেশ বালী তত্রাপি মলয়ং তজ্জিঘাংসয়া ॥৪
ততোঽহং তত্র নিক্ষিপ্তো গুহাদ্বারি বিনীতবৎ।
ন চ নিষ্ক্রামতে বালী তদা সংবৎসরে গতে ॥৫
ততঃ ক্ষতজবেগেন আপুপূরে তদা বিলম্।
তদহং বিস্মিতো দৃষ্ট্বা ভ্রাতুঃ শোকবিষাদিতঃ ॥৬
অথাহং গতবুদ্ধিস্তু সুব্যক্তং নিহতো গুরুঃ।
শিলা পর্বতসঙ্কাশা বিলদ্বারি ময়া কৃতা ॥৭
অশক্নুবন্নিষ্ক্রমিতুং মহিষো বিনশিষ্যতি।
ততোঽহমাগাং কিষ্কিন্ধাং নিরাশস্তস্য জীবিতে ॥৮
রাজ্যঞ্চ সুমহৎ প্রাপ্য তারাঞ্চ রুময়া সহ।
মিত্রৈশ্চ সহিতস্তত্র বসামি বিগতজ্বরঃ ॥৯
আজগাম ততো বালী হত্বা তং বানরর্ষভঃ।
ততোঽহমদদাং রাজ্যং গৌরবাদ্ভয়যন্ত্রিতঃ ॥১০
স মাং জিঘাংসুর্দুষ্টাত্মা বালী প্রব্যথিতেন্দ্রিয়ঃ।
পরিকালয়তে বালী ধাবন্তং সচিবৈঃ সহ ॥১১
ততোঽহং বালিনা তেন সোঽনুবদ্ধঃ প্রধাবিতঃ।
নদীশ্চ বিবিধাঃ পশ্যন্ বনানি নগরাণি চ ॥১২

ষট্‌চত্বারিংশ সর্গ

[শ্রীরাম সমীপে সুগ্রীব কর্তৃক স্বীয় ভূমণ্ডল ভ্রমণ বৃত্তান্ত কথন।]

বানরেন্দ্রগণ সীতার অন্বেষণের জন্য নিজ নিজ গন্তব্য দিকে গমন করিলে, রাম সুগ্রীবকে বলিলেন, তুমি কিরূপে সমস্ত ভূমণ্ডলের পরিচয় জানিলে, তাহা আমার নিকট সবিস্তারে বর্ণনাকর।১

সুগ্রাব প্রণত হইয়া রামকে বলিলেন,—আমি যেরূপে সমস্ত ভূমণ্ডল জ্ঞাত হইয়াছি, তৎসমুদয় আপনার নিকট সবিস্তারে বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন।২

যখন বালী দুন্দুভিনামক দানবের পুত্র মহিষকে মলয়পর্বতে আনেন, তখন মহিষ তাঁর ভয়ে ভীত হইয়া মলয়পর্বতের গুহা মধ্যে প্রবেশ করিলে বালীও তাহার বিনাশের জন্য ঐ গুহা মধ্যে প্রবেশ করেন।৩-৪

পরে আমি সেই গুহাদ্বারে বিনীতভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া সংবৎসর গত হইলেও যখন বালী সেখান হইতে বাহির হইলেন না এবং সেই গুহা শোণিত দ্বারা পরিপূর্ণ হইতে থাকিল, তখন তাহা দেখিয়া বিস্মিত ও ভ্রাতৃশোকবিষে পীড়িত হইলাম।৫-৬

অনন্তর আমি ভ্রাতা নিহত হইয়াছেন—এইরূপ স্থির করিয়া যাহাতে মহিষ গুহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে না পারিয়া বিনষ্ট হয়, এইজন্য সেই গুহাদ্বারে পর্বতাকার শিলা স্থাপন করিলাম। পরে আমি ভ্রাতার জীবনে নিরাশ হইয়া তথা হইতে কিষ্কিন্ধানগরে ফিরিয়া আসিয়া সুমহৎ রাজ্য ও রুমা সহ তারাকে লাভ করত তাঁহার সচিবগণের সহিত নিশ্চিন্তমনে বাস করিতে লাগিলাম।৭-৯

অনন্তর বানররাজ বালী সেই মহিষকে নিহত

আদর্শতলসঙ্কাশা ততো বৈ পৃথিবী ময়া।
অলাতচক্রপ্রতিমা দৃষ্টা গোষ্পদবৎ কৃতা ॥১৩
পূর্বাং দিশং ততো গত্বা পশ্যামি বিবিধান্ দ্রুমান্।
পর্বতান্ সদরীন্ রম্যান্ সরাংসি বিবিধানি চ ॥১৪
উদয়ং তত্র পশ্যামি পর্বতং ধাতুমণ্ডিতম্।
ক্ষীরোদং সাগরং চৈব নিত্যমপ্সরসালয়ম্ ॥১৫
পরিকাল্যমানস্তদা বালিনাভিদ্রুতো হ্যহম্।
পুনরাবৃত্য সহসা প্রস্থিতোঽহং তদা বিভো ॥১৬
দিশস্তস্যাস্ততো ভূয়ঃ প্রস্থিতো দক্ষিণাং দিশম্।
বিন্ধ্যপাদপসঙ্কীর্ণাং চন্দনদ্রুমশোভিতাম্ ॥১৭
দ্রুমশৈলান্তরে পশ্যন্ ভূয়ো দক্ষিণতোঽপরাম্।
অপরাঞ্চ দিশং প্রাপ্তো বালিনা সমভিদ্রুতঃ ॥১৮
স পশ্যন্ বিবিধান্ দেশানস্তঞ্চ গিরিসত্তমম্।
প্রাপ্য চাস্তং গিরিশ্রেষ্ঠমুত্তরং সম্প্রধাবিতঃ ॥১৯
হিমবন্তঞ্চ মেরুঞ্চ সমুদ্রঞ্চ তথোত্তরম্।
যদা ন বিন্দে শরণং বালিনা সমভিদ্রুতঃ ॥২০
ততো মাং বুদ্ধিসম্পন্নো হনুমান্ বাক্যমব্রবীৎ।
ইদানীং মে স্মৃতং রাজন্ যথা বালী হরীশ্বরঃ ॥২১
মতঙ্গেন তদা শপ্তো হ্যস্মিন্নাশ্রমমণ্ডলে।
প্রবিশেদ্ যদি বৈ বালী মূর্ধাস্য শতধা ভবেৎ ॥২২
তত্র বাসঃ সুখোঽস্মাকং নিরুদ্বিগ্নো ভবিষ্যতি।
ততঃ পর্বতমাসাদ্য ঋষ্যমুকং নৃপাত্মজ।
ন বিবেশ তদা বালী মতঙ্গস্য ভয়াত্তদা ॥২৩
এবং ময়া তদা রাজন্ প্রত্যক্ষমুপলক্ষিতম্।
পৃথিবীমণ্ডলং সর্বং গুহামস্যাগতস্ততঃ ॥২৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে ষট্‌চত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥

করিয়া কিষ্কিন্ধায় আসিলে ভয় এবং গৌরববশত আমি তাঁহাকে রাজ্য প্রদান করিলাম।১০

তথাপি সেই দুষ্টস্বভাব বালী 'আমাকে বিনাশ করিবার জন্য সুগ্রীব গুহাদ্বার বন্ধ করিয়া দিয়াছিল' এইরূপে ব্যথিতচিত্ত হইয়া আমাকে বিনষ্ট করিতে অভিলাষী হইলেন; পরে আমি তাঁহার ভয়ে সচিববর্গের সহিত পলায়ন করিতে থাকিলেও বালী আমার পশ্চাতে পশ্চাতে যাইতে লাগিলেন। বালী আমার পশ্চাতে যাইতে থাকিলে আমি নানাবিধ নদী, বন, অরণ্য ও নগরসকল দর্শন করিয়া প্রাণভয়ে নানাদেশ পরিভ্রমণ করিয়াছিলাম।১১-১২

আমি এই সসাগরা বসুন্ধরা গোষ্পদবৎ মনে করিয়া ভ্রমণ করিয়াছিলাম। পলায়নকালে পৃথ্বী অলাতচক্র ও দর্পণের ন্যায় আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। আমি প্রথমতঃ পূর্বদিকে পলায়ন করিয়া তথায় নানাবিধ বৃক্ষ, কন্দর সমন্বিত শৈল, বিবিধ সুরম্য সরোবর, ধাতুসমূহে বিভূষিত উদয়াচল, ক্ষীরোদসাগর ও অপ্সরোগণের নিত্যধাম দর্শন করি।১৩-১৫

প্রভো! পরে যখন সেস্থান পর্য্যন্তও বালী আমার অনুসরণ করিলেন, তখন আমি সেই পূর্বদিক্ পরিত্যাগ করিলাম। সেখান হইতে পুনরায় বিন্ধ্যগিরির নানাবিধ বৃক্ষ ও চন্দন বৃক্ষসমূহে পূর্ণ দক্ষিণ দিকে প্রস্থান করিলাম।১৬-১৭

পুনরায় সেখানে শৈল ও বৃক্ষাভ্যন্তরে বালীকে দর্শন করিয়া তথা হইতে পশ্চিমদিকে পলায়ন করিলাম। সেই পশ্চিম দিকে নানাবিধ দেশ ও অস্তাচল দর্শনকরত সেখান হইতে উত্তর দিকে গমন করিয়া হিমালয়, সুমেরু ও উত্তর সমুদ্র দর্শন করিলাম। পরে আমি এইরূপে সমস্ত দিক্ পরিভ্রমণ করত যখন কোথাও স্থান পাইলাম না, তখন মহাপ্রাজ্ঞ হনুমান্ আমাকে বলিলেন,—রাজন্ সম্প্রতি আমার স্মরণ হইল যে, আমরা মতঙ্গাশ্রমে গমন করিলে বালী সেখানে যাইতে পারিবেন না; কারণ, মহাত্মা মতঙ্গ বালীকে এইরূপ শাপ প্রদান করিয়াছিলেন যে, বালী আমার আশ্রমে প্রবেশ করিলে তাহার মস্তক শতধাবিদীর্ণ হইবে, অতএব সে স্থানে আমরা নিরুদ্বিগ্নচিত্তে সুখে বাস করিতে পারিব। হে নৃপনন্দন! আমি হনুমানের বাক্যানুসারে যখন ঋষ্যমূক পর্বত আশ্রয় করিলাম, তখন আর বালী মতঙ্গের ভয়ে তথায় প্রবেশ করিতে পারিলেন না।১৮-২৩

রাজন্! তৎকালে আমি এইরূপে সমস্ত ভূমণ্ডল প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া তারপর এই ঋষ্যমূকের গুহা আশ্রয় করিয়াছিলাম।২৪

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে ষট্‌চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তচত্বারিংশঃ সর্গঃ

[পূর্বাদিদিক্ত্রয়ং গত্বা তত্র চান্বিষ্য বিফলমনোরথানাং বানরাণাং প্রত্যাবর্তনম্ ।]

দর্শনার্থং তু বৈদেহ্যাঃ সর্বতঃ কপিকুঞ্জরাঃ ।
ব্যাদিষ্টাঃ কপিরাজেন যথোক্তং জগ্মুরঞ্জসা ॥১
তে সরাংসি সরিৎকক্ষানাকাশং নগরাণি চ ।
নদীদুর্গাংস্তথা দেশান্ বিচিন্বন্তি সমন্ততঃ ॥২
সুগ্রীবেণ সমাখ্যাতাঃ সর্বে বানরযূথপাঃ ।
তত্র দেশান্ বিচিন্বন্তি সশৈল-বন-কাননান্ ॥৩
বিচিত্য দিবসং সর্বে সীতাধিগমনে ধৃতাঃ ।
সমায়ান্তি স্ম মেদিন্যাং নিশাকালেষু বানরাঃ ॥৪
সর্বর্তুকাংশ্চ দেশেষু বানরাঃ সফলদ্রুমান্ ।
আসাদ্য রজনীং শয্যাং চক্রুঃ সর্বেষ্বহঃসু তে ॥৫
তদহঃ প্রথমং কৃত্বা মাসে প্রস্রবণং গতাঃ ।
কপিরাজেন সঙ্গম্য নিরাশাঃ কপিকুঞ্জরাঃ ॥৬
বিচিত্য তু দিশং পূর্বাং যথোক্তাং সচিবৈঃ সহ ।
অদৃষ্ট্বা বিনতঃ সীতামাজগাম মহাবলঃ ॥৭
দিশমপ্যুত্তরাং সর্বাং বিচিত্য স মহাকপিঃ ।
আগতঃ সহ সৈন্যেন ভীতঃ শতবলিস্তদা ॥৮
সুষেণঃ পশ্চিমামাশাং বিবিচ্য সহ বানরৈঃ ।
সমেত্য মাসে পূর্ণে তু সুগ্রীবমুপচক্রমে ॥৯
তং প্রস্রবণপৃষ্ঠস্থং সমাসাদ্যাভিবাদ্য চ ।
আসীনং সহ রামেণ সুগ্রীবমিদমব্রুবন্ ॥১০
বিচিতাঃ পর্বতাঃ সর্বে বনানি গহনানি চ ।
নিম্নগাঃ সাগরান্তাশ্চ সর্বে জনপদাশ্চ যে ॥১১
গুহাশ্চ বিচিতাঃ সর্বা যাশ্চ তে পরিকীর্তিতাঃ ।
বিচিতাশ্চ মহাগুল্মা লতাবিততসন্ততা ॥১২

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ

[পূর্বাদি দিক্ত্রয়ে গমন করিয়া ও সেইস্থানে অন্বেষণ করিয়া বিফল মনোরথে বানরগণের প্রত্যাবর্তন ।]

এদিকে কপীন্দ্রগণ বিদেহরাজদুহিতা সীতার অন্বেষণের জন্য বানররাজ সুগ্রীব কর্তৃক বিশেষরূপে আদিষ্ট হইয়া সত্বর নিজ নিজ গন্তব্যদিকে গমন করিল। তাহারা সরোবর, নদীসমূহ, আকাশমার্গ, নগর-সকল ও নদীপ্রবাহ দ্বারা দুর্গম্য দেশসকল অনুসন্ধান করিতে লাগিল ।১-২

তৎকালে সেই বানরসেনাপতিগণ সীতার অন্বেষণের জন্য সমুদ্যত হইয়া সুগ্রীবের আদেশমত নিজ নিজ দিকে দিবাভাগে শৈল, বন ও কাননসমন্বিত নানা দেশ অন্বেষণ করিয়া রাত্রিকালে সকলে একত্র মিলিত হইত এবং সর্ব ঋতুতে অভিলষিত ফলদায়ী বৃক্ষতলে সমাগত হইয়া তাহার ফল ভোজন পূর্ব্বক প্রতি রাত্রিতে পৃথিবীতলে শয়ন করিত ।৩-৫

কপিকুঞ্জর সেনাপতিসকল প্রস্থানদিবস হইতে একমাস কাল এইরূপে অনুসন্ধান করত মাস পূর্ণ হইলে এক নিরাশ হইয়া সুগ্রীবের সমীপে প্রস্রবণপর্বতে প্রত্যাবর্তন করিতে লাগিল ।৬

মহাবলী বিনত সচিবগণের সহিত সুগ্রীবের বাক্যানুরূপ পূর্বদিক্ অনুসন্ধান করত সীতাকে দেখিতে না পাইয়া ফিরিয়া আসিল। মহাকপি শতবলি সৈন্যগণের সহিত উত্তর দিক্ অনুসন্ধান পূর্ব্বক ভীত হইয়া আগমন করিল ।৭-৮

সুষেণ বানরগণের সহিত পশ্চিম দিক্ অন্বেষণ করিয়া মাস পূর্ণ হইলে সুগ্রাবের নিকট উপস্থিত হইল ।৯

পরে বানরগণ প্রস্রবণপর্বতে রামের সহিত উপবিষ্ট সুগ্রীবের নিকট আসিয়া অভিবাদন-পূর্বক তাঁহাকে বলিল ।১০

আপনি আমাদের নিকট যে সকল স্থান কীর্তন করিয়াছিলেন, আমরা সেই সমস্ত পর্বত, সাগরপর্য্যন্ত

গহনেষু চ দেশেষু দুর্গেষু বিষমেষু চ ।
সত্ত্বান্যতিপ্রমাণানি বিচিতানি হতানি চ ।
যে চৈব গহনা দেশা বিচিতাস্তে পুনঃপুনঃ ॥১৩
উদারসত্ত্বাভিজনো হনুমান্
স মৈথিলীং জ্ঞাস্যতি বানরেন্দ্র !
দিশং তু যামেব গতা তু সীতা
তামাস্থিতো বায়ুসুতো হনুমান্ ॥১৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে সপ্তচত্বারিংশঃ সর্গঃ

নদীসকল, (সরোবর, সাগর,) গহনকানন, নানাজনপদ, গুহা, মহাগুল্ম ও লতামণ্ডপ অনুসন্ধান করিয়াছি।১১-১২

এবং যে সকল দুষ্প্রবেশ্য, দুর্গম ও বিষমস্থানে দুষ্ট প্রাণীরা বাস করিত, সেই সমস্ত স্থান পুনঃপুনঃ অনুসন্ধান করিয়াছি ও তাহাদিগকে বিনষ্ট করিয়াছি। যে দেশসমূহ অতি দুর্গম, তাহাও পুনঃ পুনঃ সন্ধান করিয়াছি। (কিন্তু আমরা কোন স্থানে মৈথিলীকে দেখিতে পাই নাই)।১৩

হে বানরেন্দ্র ! বায়ুনন্দন হনুমান্ মহাশক্তিশালী এবং উচ্চবংশজাত। তিনিই মৈথিলীর বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন ; কারণ, যেদিকে তিনি গিয়াছেন, সেই দিকেই সীতাদেবী প্রস্থিত হইয়াছেন।১৪

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে সপ্তচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টচত্বারিংশঃ সর্গঃ

[দক্ষিণদিক্‌প্রস্থিতানাং বানরাণাং সীতান্বেষণারম্ভঃ।]

সহ তারাঙ্গদাভ্যাং তু সহসা হনুমান্ কপিঃ।
সুগ্রীবেণ যথোদ্দিষ্টং গন্তুং দেশং প্রচক্রমে ॥১
স তু দূরমুপাগম্য সর্বৈস্তৈঃ কপিসত্তমৈঃ।
ততো বিচিত্য বিন্ধ্যস্য গুহাশ্চ গহনানি চ ॥২
পর্বতাগ্র-নদীদুর্গান্ সরাংসি বিপুলদ্রুমান্।
বৃক্ষখণ্ডাংশ্চ বিবিধান্ পর্বতান্ বনপাদপান্ ॥৩
অন্বেষমাণাস্তে সর্বে বানরাঃ সর্বতো দিশম্।
ন সীতাং দদৃশুর্বীরা মৈথিলীং জনকাত্মজাম্ ॥৪
তে ভক্ষয়ন্তো মূলানি ফলানি বিবিধান্যপি।
অন্বেষমাণা দুর্ধর্ষা ন্যবসংস্তত্র তত্র হ ॥৫
স তু দেশো দুরন্বেষো গুহাগহনবান্ মহান্।
নির্জলং নির্জনং শূন্যং গহনং ঘোরদর্শনম্ ॥৬
তাদৃশান্যপ্যরণ্যানি বিচিত্য ভৃশপীড়িতাঃ।
স তু দেশশ্চ দুরন্বেষ্যো গুহাগহনবান্ মহান্ ॥৭
ত্যক্ত্বা তু তং ততো দেশং সর্বে বৈ হরিযূথপাঃ।
দেশমন্যং দুরাধর্ষং বিবিশুশ্চাকুতোভয়াঃ ॥৮
যত্র বন্ধ্যফলা বৃক্ষা বিপুষ্পা পর্ণবর্জিতাঃ।
নিস্তোয়াঃ সরিতো যত্র মূলং যত্র সুদুর্লভম্ ॥৯
ন সন্তি মহিষা যত্র ন মৃগা ন চ হস্তিনঃ।
শার্দূলাঃ পক্ষিণো বাপি যে চান্যে বনগোচরাঃ ॥১০
ন চাত্র বৃক্ষা নৌষধ্যো ন বল্ল্যো নাপি বীরুধঃ।
স্নিগ্ধপত্রাঃ স্থলে যত্র পদ্মিন্যঃ ফুল্লপঙ্কজাঃ ॥১১
প্রেক্ষণীয়াঃ সুগন্ধাশ্চ ভ্রমরৈশ্চ বিবর্জিতাঃ।
কণ্ডুর্নাম মহাভাগঃ সত্যবাদী তপোধনঃ ॥১২

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ

[দক্ষিণদিকেগত বানরগণের সীতান্বেষণ আরম্ভ।]

এদিকে মহাবলবান্ হনুমান্ সহসা তার ও অঙ্গদের সহিত সুগ্রীব কর্তৃক যথার্থরূপে কথিত সেই দক্ষিণ-দিক্‌স্থিত দেশে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন।১

তিনি তার প্রভৃতি বীর ও শ্রেষ্ঠবানরগণের সহিত কিয়দ্দূর গমন করিয়া বিন্ধ্যগিরির গুহা ও গহনকানন সমস্ত অনুসন্ধান করত সেই পর্বতের শিখরস্থিত নদী, দুর্গমস্থান, সরোবর, বিশাল বৃক্ষসমূহ, লতাদি পরিব্যাপ্ত বিবিধ বৃক্ষ ও বনবৃক্ষসমূহ, নিকটবর্তী অন্যান্য পর্বত এবং নিবিড় অরণ্যসকল অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।২-৩

পরে তাঁহারা সকলেই সেই স্থান এবং অন্যান্যস্থানও সর্বতোভাবে অনুসন্ধান করত সেখানে মিথিলাপতি জনকনন্দিনী সীতাকে দেখিতে পাইলেন না।৪

তখন তাঁহারা বিবিধ ফলমূল ভক্ষণ পূর্বক অন্বেষণ করিতে করিতে সেই সেই স্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন। বিন্ধ্যপর্বতের সেইসব মহান্ দেশ বহু গুহা ও ঘন জঙ্গলে পূর্ণ, সেইজন্য সেখানেও অন্বেষণ করা অতি কঠিন ছিল। নির্জন, দেখিতে ভয়ঙ্কর ও দুর্গম, জলশূন্য এবং শূন্য প্রদেশ; এই বানরগণ তাদৃশ অরণ্যমধ্যে প্রবেশ পূর্বক সেই সমস্ত স্থান অনুসন্ধান করিয়া অতিশয় পীড়িত হইলেন। ঐ সকল মহান্ প্রদেশ ঘন বন ও গুহাসমূহে পরিব্যাপ্ত থাকায় নিতান্ত দুষ্প্রবেশ্য বলিয়া সকলে সেখানে অনুসন্ধান করিতে পারেন নাই।৫-৭

অনন্তর বানরযূথপতিসকলে সেই স্থান পরিত্যাগ পূর্বক নির্ভয়ে পুনরায় অন্য একটি ভয়ঙ্কর স্থানে প্রবেশ করিলেন। বানরগণ যে স্থানে প্রবেশ করিলেন, সেই স্থানের বৃক্ষসকল পত্র, পুষ্প ও ফলহীন, নদীসকল জল

মহর্ষিঃ পরমামর্ষী নিয়মৈর্দুষ্প্রধর্ষণঃ।
তস্য তস্মিন্ বনে পুত্রো বালকো দশবার্ষিকঃ ॥১৩
প্রণষ্টো জীবিতান্তায় ক্রুদ্ধস্তেন মহামুনিঃ।
তেন ধর্মাত্মনা শপ্তং কৃৎস্নং তত্র মহদ্বনম্ ॥১৪
অশরণ্যং দুরাধর্ষং মৃগ-পক্ষিবিবর্জিতম্।
তস্য তে কাননান্তাংস্তু গিরীণাং কন্দরাণি চ ॥১৫
প্রভবাণি নদীনাঞ্চ বিচিন্বন্তি সমাহিতাঃ।
তত্র চাপি মহাত্মানো নাপশ্যঞ্জনকাত্মজাম্ ॥১৬
হর্তারং রাবণং বাঽপি সুগ্রীব প্রিয়কারিণঃ।
তে প্রবিশ্য তু তং ভীমং লতাগুল্মসমাবৃতম্ ॥১৭
দদৃশুর্ভীমকর্মাণমসুরং সুরনির্ভয়ম্।
তং দৃষ্ট্বা বানরা ঘোরং স্থিতং শৈলমিবাসুরম্ ॥১৮
গাঢ়ং পরিহিতাঃ সর্বে দৃষ্ট্বা তং পর্বতোপমম্।
সোঽপি তান্ বানরান্ সর্বান্নষ্টাঃ স্থেত্যব্রবীদ্ বলী ॥১৯

অভ্যধাবত সংক্রুদ্ধো মুষ্টিমুদ্যম্য সঙ্গতম্।
তমাপতন্তং সহসা বালিপুত্রোঽঙ্গদস্তথা ॥২০
রাবণোঽয়মিতি জ্ঞাত্বা তলেনাভিজঘান হ।
স বালিপুত্রাভিহতো বক্ত্রাচ্ছোণিতমুদ্বমন্ ॥২১
অসুরো ন্যপতদ্ভূমৌ পর্যস্ত ইব পর্বতঃ।
তে তু তস্মিন্নিরুচ্ছ্বাসে বানরা জিতকাশিনঃ ॥২২
বিচিন্বন্ প্রায়শস্তত্র সর্বং তে গিরিগহ্বরম্।
বিচিতং তু ততঃ সর্বং সর্বে তে কাননৌকসঃ ॥২৩
অন্যদেবাপরং ঘোরং বিবিশুর্গিরিগহ্বরম্।
তে বিচিত্য পুনঃ খিন্না বিনিষ্পত্য সমাগতাঃ ॥
একান্তে বৃক্ষমূলে তু নিষেদুর্দীনমানসঃ ॥২৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে অষ্টচত্বারিংশঃ সর্গঃ

শূন্য, তথায় মূল অতি দুর্লভ। সেই স্থানে মহিষ, মৃগ, মাতঙ্গ ও শার্দূল প্রভৃতি পশু এবং অন্যান্য বনবাসী পক্ষীসকল বাস করে না।৮-১০

সেখানে বৃক্ষ, লতা, বল্লী ও ওষধি দেখা যায় না; পদ্মিনী (পুষ্করিণী) সকল স্নিগ্ধপত্রহীন এবং তাহাতে সুন্দরগন্ধযুক্ত পদ্ম ভ্রমরের সহিত প্রস্ফুটিত দৃষ্ট হয় না। সেই অরণ্যে অতিশয় অমর্ষবশতাপন্ন দৃঢ়তর নিয়ম দ্বারা দুর্দ্ধর্ষ সত্যবাদী তপোধন কুণ্ড নামক মহর্ষি বাস করিয়া থাকেন। তাঁহার দশ বৎসরের বালক পুত্র আয়ুঃশেষে মৃত্যুগ্রস্ত হওয়ায় সেই ধর্মাত্মা মহর্ষি কুপিত হইয়া অরণ্যে এইরূপ অভিশাপ দিয়াছিলেন। কোন প্রাণীই এই অরণ্যে আশ্রয় করিবে না এবং ইহা মৃগ-পক্ষী বর্জিত হইবে। সুগ্রীবের মঙ্গলকামী মহাত্মা বানরসকল সমবেত হইয়া সেই অরণ্যের প্রান্তভাগ, গিরিগুহা এবং নদীসকল অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। সেখানেও সীতা ও সীতা অপহরণকারী রাবণকে দেখিতে পাইলেন না। পরে তাঁহারা লতাগুল্ম দ্বারা সমাচ্ছাদিত সেই ভয়ঙ্কর স্থানে প্রবেশ করিলেন।১১-১৭

সেখানে দেবগণ হইতেও নির্ভীক এবং ভীমকর্মা এক অসুরকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহারা পর্বতের ন্যায় অবস্থিত ভীষণাকার সেই অসুরকে দেখিয়া নিজ নিজ বস্ত্র দৃঢ়ভাবে বন্ধন করিলেন এবং তাহাকে নিগৃহীত করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। সেই অসুরও তাঁহাদিগকে "বিনিষ্ট হও" এই কথা বলিল এবং ক্রোধান্বিত হইয়া মুষ্টি উত্তোলন করত অকস্মাৎ তাঁহাদিগের প্রতি ধাবিত হইলে তখন বালীপুত্র অঙ্গদ অগ্রসর হইলেন।১৮-২০

তিনি সেই অসুরকে রাবণ বিবেচনা করিয়া তল দ্বারা তাহাকে আহত করিলেন। অসুর বালীপুত্র অঙ্গদ কর্তৃক আহত হইয়া মুখ হইতে রক্ত বমন করিতে করিতে বিপর্য্যস্ত পর্বতের ন্যায় ভূমিতলে পতিত হইল। অনন্তর সেই অসুরের প্রাণপাখী উড়িয়া যাইলে জয়শীল বানরগণ সেখানকার প্রায় সমস্ত গিরিগহ্বর অনুসন্ধান করিলেন। তারপর সেই বনবাসী বানরসকল সেখানে সমস্তই অন্বেষণ করিয়া তাহা হইতেও দুর্গম এক গিরিগহ্বরে প্রবেশ করিলেন এবং সেখানে অনুসন্ধান করত খিন্ন হইয়া তথা হইতে বাহির হইয়া আসিলেন ও এক নির্জন বৃক্ষমূলে দুঃখিতচিত্তে সদলে উপবিষ্ট হইলেন। ২১-২৪

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে অষ্টচত্বারিংশ স্বর্গ সমাপ্ত।

ঊনপঞ্চাশঃ সর্গঃ

[অঙ্গদ-গন্ধমাদনত আশ্বাসং লব্ধ্বা পুনরুৎসাহেন বানরাণাং সীতান্বেষণে প্রবৃত্তিঃ।]

অথাঙ্গদস্তথা সর্বান্ বানরানিদমব্রবীৎ।
পরিশ্রান্তো মহাপ্রাজ্ঞঃ সমাশ্বাস্য শনৈর্বচঃ ॥১
বনানি গিরয়ো নদ্যো দুর্গাণি গহনানি চ।
দরী গিরিগুহাশ্চৈব বিচিতাঃ সর্বমন্ততঃ ॥২
তত্র তত্র সহাস্মাভির্জানকী ন চ দৃশ্যতে।
তথা রক্ষোঽপহর্তা চ সীতায়াশ্চৈব দুষ্কৃতী ॥৩
কালশ্চ নো মহান্ যাতঃ সুগ্রীবশ্চোগ্রশাসনঃ।
তস্মাদ্ভবন্তঃ সহিতা বিচিন্বন্তু সমন্ততঃ ॥৪
বিহায় তন্দ্রীং শোকঞ্চ নিদ্রাং চৈব সমুত্থিতাম্।
বিচিনুধ্বং তথা সীতাং পশ্যামো জনকাত্মজাম্ ॥৫
অনির্বেদঞ্চ দাক্ষ্যঞ্চ মনসশ্চাপরাজয়ম্।
কার্য্যসিদ্ধিকরাণ্যাহুস্তস্মাদেতদ্ ব্রবীম্যহম্ ॥৬
অদ্যাপীদং বনং দুর্গং বিচিন্বন্তু বনৌকসঃ।
খেদং ত্যক্ত্বা পুনঃ সর্বং বনমেব বিচিন্বতাম্ ॥৭
অবশ্যং কুর্বতাং তস্য দৃশ্যতে কর্মণঃ ফলম্।
পরং নির্বেদমাগম্য নহি নোন্মীলনং ক্ষমম্ ॥৮
সুগ্রীবঃ ক্রোধনো রাজা তীক্ষ্ণদণ্ডশ্চ বানরাঃ।
ভেতব্যঃ তস্য সততং রামস্য চ মহাত্মনঃ ॥৯
হিতার্থমেতদুক্তং বঃ ক্রিয়তাং যদি রোচতে।
উচ্যতাং হি ক্ষমং যত্তৎ সর্বেষামেব বানরাঃ ॥১০
অঙ্গদস্য বচঃ শ্রুত্বা বচনং গন্ধমাদনঃ।
উবাচ ব্যক্তয়া বাচা পিপাসাশ্রমখিন্নয়া ॥১১
সদৃশং খলু বো বাক্যমঙ্গদো যদুবাচ হ।
হিতং চৈবানুকূলঞ্চ ক্রিয়তামস্য ভাষিতম্ ॥১২

ঊনপঞ্চাশ সর্গ

[অঙ্গদ এবং গন্ধমাদন হইতে আশ্বাস পাইয়া পুনরায় উৎসাহের সহিত বানরগণের সীতান্বেষণে প্রবৃত্তি।]

অনন্তর মহাপ্রাজ্ঞ অঙ্গদ পরিশ্রান্ত হইয়া সেইসময় বানরগণকে আশ্বাস দান করত ধীরে ধীরে এই কথা বলিলেন।১

আমরা বন, পর্বত, নদী, দুর্গম স্থান, ঘন বন, কন্দর ও গিরিগুহা প্রভৃতির সকল স্থানই অন্বেষণ করিলাম।২

কিন্তু কোথাও জনকদুহিতা সীতা ও সীতাহরণকারী দুষ্কর্মা রাক্ষসরাজ রাবণ আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হইল না। আমাদিগের সময় অধিক গত হইয়াছে। রাজা সুগ্রীবের শাসন অতিশয় ভয়ঙ্কর, অতএব আপনারা একত্র মিলিত হইয়া চতুর্দিকে সীতার অন্বেষণ করুন।৩-৪

আলস্য, শোক ও আগত নিদ্রা পরিত্যাগ পূর্বক এইরূপে অন্বেষণ করুন, যাহাতে সত্বর জনকসুতা সীতাকে দেখিতে পাওয়া যায়।৫

কারণ, পণ্ডিতগণ অনির্বেদ (উৎসাহ), সামর্থ্য ও কার্য্যকালে চিত্তের অপরাঙ্মুখতা, এই সমস্তকে কার্য্য-সিদ্ধিকর বলিয়া থাকেন, সেইজন্যই আমি এইরূপ বলিতেছি।৬

হে বনবাসী বানরগণ! আপনারা খেদ পরিত্যাগ করিয়া আজ এই সমস্ত দুর্গম বন পুনরায় অনুসন্ধান করুন।৭

যত্ন সহকারে যে কার্য্য করা যায়, তাহার ফল অবশ্যই দেখা গিয়া থাকে; অতএব অতিশয় খিন্ন হইয়া উদ্‌যোগবিহীন হওয়া আপনাদের উচিত হইতেছে না।৮

বানরগণ! সুগ্রীব অত্যন্ত ক্রোধী, তাঁহার দণ্ডও অতি কঠোর, সুতরাং তাঁহার এবং মহাত্মা রামের প্রতি ভয় করা কর্তব্য। হে বানরগণ! আমি আপনাদের মঙ্গলের জন্যই এই কথা বলিলাম। যদি আপনাদের ইহা ইচ্ছা হয়, তবে পালন করুন কিংবা আমাদের যাহা করণীয়, তাহা ব্যক্ত করুন।৯-১০

গন্ধমাদন অঙ্গদের বাক্য শুনিয়া পিপাসা ও শ্রমবশতঃ

পুনর্মার্গামহে শৈলান্ কন্দরাংশ্চ শিলাস্তথা।
কাননানি চ শূন্যানি গিরিপ্রস্রবণানি চ ॥১৩
যথোদ্দিষ্টানি সর্বাণি সুগ্রীবেণ মহাত্মনা।
বিচিন্বন্তু বনং সর্বে গিরিদুর্গাণি সঙ্গতাঃ ॥১৪
ততঃ সমুত্থায় পুনর্বানরাস্তে মহাবলাঃ।
বিন্ধ্যকাননসঙ্কীর্ণাং বিচেরুর্দক্ষিণাং দিশম্ ॥১৫
তে শারদাভ্রপ্রতিমং শ্রীমদ্রজতপর্বতম্।
শৃঙ্গবন্তং দরীবন্তমধিরুহ্য চ বানরাঃ ॥১৬
তত্র লোধ্রবনং রম্যং সপ্তপর্ণবনানি চ।
বিচিন্বন্তো হরিবরাঃ সীতাদর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ ॥১৭
তস্যাগ্রমধিরূঢ়াস্তে শ্রান্তা বিপুলবিক্রমাঃ।
ন পশ্যন্তি স্ম বৈদেহীং রামস্য মহিষীং প্রিয়াম্ ॥১৮
তে তু দৃষ্টিগতং দৃষ্ট্বা তং শৈলং বহুকন্দরম্।
অধ্যারোহন্ত হরয়ো বীক্ষমাণাঃ সমন্ততঃ ॥১৯
অবরুহ্য ততো ভূমিং শ্রান্তা বিগতচেতসঃ।
স্থিতা মুহূর্তং তত্রাথ বৃক্ষমূলমুপাশ্রিতাঃ ॥২০
তে মুহূর্তং সমাশ্বস্তাঃ কিঞ্চিদ্ভগ্নপরিশ্রমাঃ।
পুনরেবোদ্যতাঃ কৃৎস্নাং মার্গিতুং দক্ষিণাং দিশম্ ॥২১
হনুমৎপ্রমুখাস্তাবৎ প্রস্থিতাঃ প্লবগর্ষভাঃ।
বিন্ধ্যমেবাদিতঃ কৃত্বা বিচেরুশ্চ সমন্ততঃ ॥২২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে ঊনপঞ্চাশঃ সর্গঃ।

মৃদুভাবাপন্ন হইলেও সুস্পষ্ট বাক্যে বলিল,—অঙ্গদ যে বাক্য বলিলেন, তাহা আপনাদিগের যোগ্য, হিতকর ও অনুকূল; অতএব ইঁহার বাক্য প্রতিপালন করুন।১১-১২

আমরা পুনরায় শৈল, কন্দর, শূন্য, ও পর্বতের প্রস্রবণ (ঝরণা) সমূহ অন্বেষণ করিব।১৩

আপনারাও সকলে একত্র হইয়া মহাত্মা সুগ্রীব কর্তৃক আদিষ্ট সমস্ত অরণ্য ও গিরিদুর্গ অনুসন্ধান করুন।১৪

তদনন্তর সেই মহাবল বানরসকল গন্ধমাদনের বাক্যানুসারে বৃক্ষমূল হইতে উঠিয়া বিন্ধ্যাচলের কানন-সমূহে পরিব্যাপ্ত দক্ষিণদিকে পুনরায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। পরে সেই সীতা-দর্শনাকাঙ্ক্ষী শ্রেষ্ঠ বানরসকল শারদীয় মেঘের ন্যায় সৌন্দর্য্যশালী, শৃঙ্গ ও গুহাসমন্বিত রজতপর্বতে আরোহণ করিয়া সেখানকার রমণীয় লোধ্র ও সপ্তচ্ছদ-বনসমূহ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।১৫-১৭

পরন্তু বিপুল-বিক্রম শ্রান্ত বানরসকল সেই রজত-পর্বতের শিখরে আরোহণ করিয়া অন্বেষণ করত শ্রান্ত হইয়া সেখানে রামমহিষী সীতাকে দেখিতে পাইলেন না। বহু কন্দর-সমন্বিত পর্বতে দৃষ্টিপাত করত ইতস্তত নিরীক্ষণ করিতে করিতে সেখান হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন।১৮-১৯

তাঁহারা ভূমিতলে অবতরণ পূর্বক শ্রান্ত ও চেতনাশূন্য হইয়া পড়িলেন এবং বৃক্ষমূল আশ্রয় করিয়া সেখানে মুহূর্তকাল বসিয়া রহিলেন।২০

পুনঃ বিক্রমশালী সেই বানরসকল মুহূর্তকাল আশ্বস্ত হইয়া থাকায় তাঁহাদিগের কিছু পরিশ্রম লাঘব হইল। তারপর তাঁহারা পুনরায় সমগ্র দক্ষিণদিক্ অন্বেষণ করিতে উদ্যত হইলেন।২১

হনুমান্ প্রভৃতি প্লবঙ্গম(বানর)গণ বৃক্ষমূলে কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়া পুনরায় প্রস্থিত হইলেন এবং বিন্ধ্যাচলের প্রথমাবধি সমস্ত প্রদেশে ইতস্তত অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।২২

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে ঊনপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চাশঃ সর্গঃ

[ক্ষুৎ-পিপসার্ত্তানাং বানরাণাং কস্যাঞ্চিদ্ গুহায়াং প্রবেশঃ, তত্র দিব্যবৃক্ষ-সরোবর-ভবনানাং কস্যাশ্চিদ্ বৃদ্ধায়াস্তপস্বিন্যা দর্শনম্, হনূমতে বৃদ্ধাসমীপে তদীয়পরিচয়জিজ্ঞাসা চ।]

সহ তারাঙ্গদাভ্যাং তু সঙ্গম্য হনুমান্ কপিঃ।
বিচিনোতি চ বিন্ধ্যস্য গুহাশ্চ গহনানি চ ॥১
সিংহ-শার্দূলজুষ্টাশ্চ গুহাশ্চ পরিতস্তদা।
বিষমেষু নগেন্দ্রস্য মহাপ্রস্রবণেষু চ ॥২
আসেদুস্তস্য শৈলস্য কোটিং দক্ষিণপশ্চিমাম্।
তেষাং তত্রৈব বসতাং স কালো ব্যত্যবর্তত ॥৩
স হি দেশো দুরন্বেষ্যো গুহাগহনবান্মহান্।
তত্র বায়ুসুতঃ সর্বং বিচিনোতি স্ম পর্বতম্ ॥৪
পরস্পরেণ রহিতা অন্যোন্যস্যাবিদূরতঃ।
গজো গবাক্ষো গবয়ঃ শরভো গন্ধমাদনঃ ॥৫
মৈন্দশ্চ দ্বিবিদশ্চৈব হনুমান্ জাম্ববানপি।
অঙ্গদো যুবরাজস্য তারশ্চ বনগোচরঃ ॥৬
গিরিজালাবৃতান্ দেশান্ মার্গিত্বা দক্ষিণাং দিশম্।
বিচিন্বন্তস্ততস্তত্র দদৃশুর্বিবৃতং বিলম্ ॥৭
দুর্গমৃক্ষবিলং নাম দানবেনাভিরক্ষিতম্।
ক্ষুৎপিপাসাপরীতাস্তু শ্রান্তাস্তু সলিলার্থিনঃ ॥৮
অবকীর্ণং লতাবৃক্ষৈর্দদৃশুস্তে মহাবিলম্।
তত্র ক্রৌঞ্চাশ্চ হংসাশ্চ সারসাশ্চাপি নিষ্ক্রমন্ ॥৯
জলার্দ্রাশ্চক্রবাকাশ্চ রক্তাঙ্গাঃ পদ্মরেণুভিঃ।
ততস্তদ্বিলমাসাদ্য সুগন্ধি দুরতিক্রমম্ ॥১০
বিস্ময়ব্যগ্রমনসো বভূবুর্বানরর্ষভাঃ।
সঞ্জাতপরিশঙ্কাস্তে তদ্বিলং প্লবগোত্তমাম্ ॥১১
অভ্যপদ্যন্ত সংহৃষ্টাস্তেজোবন্তো মহাবলাঃ।
নানাসত্ত্বসমাকীর্ণং দৈত্যেন্দ্রনিলয়োপমম্ ॥১২
দুর্দর্শমিব ঘোরঞ্চ দুর্বিগাহঞ্চ সর্বশঃ।
ততঃ পর্বতকূটাভো হনুমান্মারুতাত্মজঃ ॥১৩
অব্রবীদ্ বানরান্ ঘোরান্ কান্তারবনকোবিদঃ।
গিরিজালাবৃতান্ দেশান্ মার্গিত্বা দক্ষিণাং দিশম্ ॥১৪

পঞ্চাশ সর্গ

[ক্ষুধা ও পিপাসায় পীড়িত বানরগণের কোন এক গুহায় প্রবেশ, দিব্যবৃক্ষ, সরোবর, ভবন ও এক বৃদ্ধা রমণীর দর্শন, হনুমান্ কর্তৃক তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা।]

হনুমান্ তারা ও অঙ্গদের সহিত মিলিত হইয়া বিন্ধ্যাচলের গুহা ও দুর্গমকাননসকল অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। সেখানে সিংহ ও শার্দূল (ব্যাঘ্র) সেবিত গুহা, তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহ এবং বিষমপ্রদেশ ও প্রস্রবণস্থান অন্বেষণ করিলেন।১-২

তারপর সেই পর্বতের নৈঋতদিক্স্থিত শৃঙ্গের উপরিভাগে উপস্থিত হইলেন এবং সেখানে অবস্থানকালীন তাঁহাদিগের সুগ্রীবনির্দ্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হইল।৩

গুহা ও গহনকাননসমন্বিত সেই পার্বত্য প্রদেশ দুরন্বেষ্য ছিল, কিন্তু বায়ুপুত্র হনুমান্ সেখানের সমস্ত স্থান অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। পরে গজ, গবাক্ষ, সরভ, গন্ধমাদন, মৈনদ, দ্বিবিদ, হনুমান, জাম্ববান্, যুবরাজ অঙ্গদ ও তারা প্রভৃতি কপিগণ পরস্পর সমীপবর্ত্তী ও পৃথগ্‌ভূত হইয়া শৈলসমূহে সমাবৃত স্থানসকল অন্বেষণ করিয়া দক্ষিণদিক্ অনুসন্ধান করত সেখানে অনাবৃত-দ্বার এক মহৎ বিল দেখিতে পাইলেন।৪-৭

অনন্তর সেই ক্ষুৎপিপাসা-সমন্বিত পরিশ্রান্ত বানর-সকল জলার্থী হইয়া লতা ও বৃক্ষসমূহে সমাবৃত ময়দানব দ্বারা পরিপালিত, দুর্গম, সেই ঋক্ষ বিল নামক মহাবিলের নিকট যাইয়া দেখিলেন,—ক্রৌঞ্চ, হংস ও সারস সকল এবং পদ্মরেণু রঞ্জিত রক্তবর্ণধারী ও জলার্দ্র চক্রবাকসমূহ সেই বিল হইতে বাহির হইয়া আসিতেছে। পরে ঐ শ্রেষ্ঠ বানরগণ দিব্য গন্ধযুক্ত এবং দুরতিক্রমণীয় সেই বিল পাইয়া বিস্ময়াপন্ন ও ব্যগ্রচিত্ত হইলেন এবং উহাতে জললাভের সম্ভাবনা করিলেন।৮-১১

মহাবল তেজস্বী বানরগণ হৃষ্ট হইয়া নানাবিধ প্রাণিসমূহে পরিপূর্ণ, দৈত্যরাজের নিবাসস্থান পাতাল সদৃশ দুর্দর্শ ও দুর্গম সেই ভয়ঙ্কর বিলদ্বারে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর পর্বত-শিখরপ্রতিম পবনকুমার হনুমান্ কান্তার ও

বয়ং সর্বে পরিশ্রান্তা ন চ পশ্যাম মৈথিলীম্।
অস্মাচ্চাপি বিলাদ্ধংসাঃ ক্রৌঞ্চাশ্চ সহ সারসৈঃ ॥১৫
জলার্দ্রাশ্চক্রবাকাশ্চ নিষ্পতন্তি স্ম সর্বশঃ।
নূনং সলিলবানত্র কূপো বা যদি বা হ্রদঃ ॥১৬
তথা চেমে বিলদ্বারে স্নিগ্ধাস্তিষ্ঠন্তি পাদপাঃ।
ইত্যুক্তাস্তদ্বিলং সর্বে বিবিশুস্তিমিরাবৃতম্ ॥১৭
অচন্দ্রসূর্য্যং হরয়ো দদৃশূ রোমহর্ষণম্।
নিশাম্য তস্মাৎ সিংহাশ্চ তাংস্তাংশ্চ মৃগপক্ষিণঃ ॥১৮
প্রবিষ্টা হরিশার্দূলা বিলং তিমিরসংবৃতম্।
ন তেষাং সজ্জতে দৃষ্টির্ন তেজো ন পরাক্রমঃ ॥১৯
বায়োরিব গতিস্তেষাং দৃষ্টিস্তমসি বর্ততে।
তে প্রবিষ্টাস্তু বেগেন তদ্বিলং কপিকুঞ্জরাঃ ॥২০
প্রকাশং চাভিরামঞ্চ দদৃশুর্দেশমুত্তমম্।
ততস্তস্মিন্ বিলে ভীমে নানাপাদপসঙ্কুলে ॥২১
অন্যোন্যং সম্পরিষ্বজ্য জগ্মুর্যোজনমন্তরম্।
তে নষ্টসংজ্ঞাস্তৃষিতাঃ সম্ভ্রান্তাঃ সলিলার্থিনঃ ॥২২
পরিপেতুর্বিলে তস্মিন্ কঞ্চিৎ কালমতন্দ্রিতাঃ।
তে কৃশা দীনবদনাঃ পরিশ্রান্তাঃ প্লবঙ্গমাঃ ॥২৩
আলোকং দদৃশুর্বীরা নিরাশা জীবিতে যদা।
ততস্তং দেশমাগম্য সৌম্যা বিতিমিরং বনম্ ॥২৪
দদৃশুঃ কাঞ্চনান্ বৃক্ষান্ দীপ্তবৈশ্বানরপ্রভান্।
শালাংস্তালাংস্তমালাংশ্চ পুন্নাগান্ বঞ্জুলান্ ধবান্ ॥২৫
চম্পকান্নাগবৃক্ষাংশ্চ কর্ণিকারাংশ্চ পুষ্পিতান্।
স্তবকৈঃ কাঞ্চনৈশ্চিত্রৈ রক্তৈঃ কিশলয়ৈস্তথা ॥২৬
আপীড়ৈশ্চ লতাভিশ্চ হেমাভরণভূষিতান্।
তরুণাদিত্যসঙ্কাশান্ বৈদূর্য্যময়বেদিকান্ ॥২৭
বিভ্রাজমানান্ বপুষা পাদপাংশ্চ হিরণ্ময়ান্।
নীলবৈদূর্য্যবর্ণাশ্চ পদ্মিনীঃ পতগৈর্বৃতাঃ ॥২৮

বন গমনে সমর্থ সেই মহাবীর বানরগণকে বলিলেন—আমরা গিরিসমূহে সমাবৃত নানাদেশ এবং সমস্ত দক্ষিণদিক্ অনুসন্ধান করিয়া যাহার পর নাই পরিশ্রান্ত হইয়াছি কিন্তু মিথিলারাজ-দুহিতা সীতাকে কোথাও দেখিতে পাইলাম না। পরন্তু যখন সারসসহ ক্রৌঞ্চ-সকল এবং সলিলার্দ্র চক্রবাকসমস্ত (পদ্মরেণু দ্বারা রঞ্জিত হইয়া) এই বিল হইতে বাহির হইতেছে, তখন বোধ হয়, এই বিলমধ্যে জলপূর্ণ কূপ বা হ্রদ অবশ্যই থাকিবে; কারণ এই বিলের দ্বারস্থিত পাদপ (বৃক্ষ)-সকল রসাল রহিয়াছে।

কপিগণ হনুমানের এই বাক্য শুনিয়া চন্দ্র-সূর্য্য-হীন, অন্ধকারাচ্ছন্ন ও রোমাঞ্চকারী সেই বিলমধ্যে প্রবেশ করিয়া সেখান হইতে সিংহ প্রভৃতি পশু ও মৃগপক্ষী সমস্ত বাহির হইতেছে দেখিবেন।১১-১৮

বানরেন্দ্রগণ অন্ধকারাচ্ছন্ন সেই বিলমধ্যে প্রবেশ করিলে তাঁহাদিগের দৃষ্টি, তেজ ও পরাক্রম কোথাও রুদ্ধ হইল না।১৯

প্রত্যুত অন্ধকারমধ্যে বায়ুবেগের ন্যায় তাঁহাদিগের দৃষ্টি সঞ্চার হইতে লাগিল। পরে তাঁহারা সেই বিলমধ্যে দ্রুতবেগে প্রবেশ করিলেন। তারপর তাঁহারা নানা বৃক্ষ-সমূহে সমাকুল সেই ভয়ঙ্কর বিলে পরম রমণীয়রূপে প্রকাশমান স্থান দর্শন করিয়া পরস্পর আনন্দে আলিঙ্গন পূর্বক এক যোজন ভিতরে যাইলেন। সলিলার্থী সম্ভ্রান্তচিত্ত তৃষিত কপিগণ সেই বিলমধ্যে কিয়দ্দূর গমন করত সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িলেন।২০-২২

কিছুকাল পরে অতিশয় কৃশ, শুষ্কবদন, পরিশ্রান্ত সেই বানরসকল তন্দ্রাবিহীন হইয়া অগ্রগমন করিলেন। তারপর সেই বীরগণ যখন জীবনে নিরাশ হইলেন, তখন তাঁহারা অনতিদূরে একটি আলোক দেখিতে পাইলেন। পরে তাঁহারা সেই অন্ধকারশূন্য বন প্রদেশে যাইয়া দেখিলেন যে, সেখানে প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় প্রভাশালী, সুবর্ণময়, পুষ্পিত, কাঞ্চন-পুষ্পস্তবক-সংযুক্ত, রক্তবর্ণ রমণীয় কিসলয়সমন্বিত, স্তবকের শেখর ও লতাসমূহে সমাচ্ছাদিত, স্বর্ণাভরণে বিভূষিত, সুবর্ণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-শোভায় সন্দীপিত এবং বৈদূর্য্য-মণিময় বেদিকার উপরিভাগে সংস্থিত শাল, তাল, তমাল,

মহদ্ভিঃ কাঞ্চনৈর্বৃক্ষৈর্বৃতং বালার্কসন্নিভৈঃ।
জাতরূপময়ৈর্মৎস্যৈর্মহদ্ভিশ্চাথ পঙ্কজৈঃ ॥২৯

নলিনীস্তত্র দদৃশুঃ প্রসন্নসলিলাযুতাঃ।
কাঞ্চনানি বিমানানি রাজতানি তথৈব চ ॥৩০

তপনীয়গবাক্ষাপি মুক্তাজালাবৃতানি চ।
হৈম-রাজত-ভৌমানি বৈদূর্য্যমণিমন্তি চ ॥৩১

দদৃশুস্তত্র হরয়ো গৃহমুখ্যানি সর্বশঃ।
পুষ্পিতান্ ফলিনো বৃক্ষান্ প্রবালমণিসন্নিভান্ ॥৩২

কাঞ্চনভ্রমরাংশ্চৈব মধূনি চ সমন্ততঃ।
মণিকাঞ্চনচিত্রাণি শয়নান্যাসনানি চ ॥৩৩

বিবিধানি বিশালানি দদৃশুস্তে সমন্ততঃ।
হৈম-রাজত-কাংস্যানাং ভাজনানাঞ্চ রাশয়ঃ ॥৩৪

অগুরূণাঞ্চ দিব্যানাং চন্দনানাঞ্চ সঞ্চয়ান্।
শুচীন্যভ্যবহারাণি মূলানি চ ফলানি চ ॥৩৫

মহার্হাণি চ যানানি মধূনি রসবন্তি চ।
দিব্যানামম্বরাণাঞ্চ মহার্হাণাঞ্চ সঞ্চয়ান্ ॥৩৬

কম্বলানাঞ্চ চিত্রাণামজিনানাঞ্চ সঞ্চয়ান্।
তত্র তত্র চ বিন্যস্তান্ দীপ্তান্ বৈশ্বানরপ্রভান্ ॥৩৭

দদৃশুর্বানরাঃ শুভ্রান্ জাতরূপস্য সঞ্চয়ান্।
তত্র তত্র বিচিন্বন্তো বিলে তত্র মহাপ্রভাঃ ॥৩৮

দদৃশুর্বানরাঃ শূরাস্ত্রিয়ং কাঞ্চিদদূরতঃ।
তাঞ্চ তে দদৃশুস্তত্র চীর-কৃষ্ণাজিনাম্বরাম্ ॥৩৯

তাপসীং নিয়তাহারাং জ্বলন্তীমিব তেজসা।
বিস্মিতা হরয়স্তত্র ব্যবতিষ্ঠন্ত সর্বশঃ ॥

পপ্রচ্ছ হনুমাংস্তত্র কাসি ত্বং কস্য বা বিলম্ ॥৪০

ততো হনুমান্ গিরিসন্নিকাশঃ
কৃতাঞ্জলিস্তামভিপদ্য বৃদ্ধাম্।
পপ্রচ্ছ কা ত্বং ভবনং বিলঞ্চ
রত্নানি চেমানি বদস্ব কস্য ॥৪১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে পঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥

পুন্নাগ, বকুল, ধব, চম্পক, নাগকেশর ও কর্ণিকার প্রভৃতি বৃক্ষসকল তরুণ সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে। এবং নীল-বৈদূর্য্যমণিবৎ নীলবর্ণ পদ্মিনী (পুষ্করিণী)-সকল পতঙ্গপুঞ্জে পরিবৃত হইয়া রহিয়াছে।২৩ ২৮

নির্ম্মল সলিলযুক্ত সরোবরসমুদয় কাঞ্চনময় ও তরুণসূর্য্যবর্ণ প্রকাণ্ড বৃক্ষ এবং অতি বৃহৎ সুবর্ণময় মৎস্য ও পঙ্কজ সমূহে শোভা পাইতেছে দেখিলেন। রজত ও কাঞ্চন নির্ম্মিত বিমানসকল বিরাজিত হইতেছে। মুক্তাজালে সমাবৃত, সুবর্ণ-গঠিত গবাক্ষ সমন্বিত, হেম ও রজত দ্বারা নির্ম্মিত বৈদূর্য্যমণিখচিত অতি উৎকৃষ্ট গৃহসকল অতিশয় সৌন্দর্য্য বিস্তার করিতেছে। কাঞ্চনময় ভ্রমরসকল প্রবালমণিসমফলপুষ্পান্বিত বৃক্ষমধ্যে ইতস্তত সঞ্চরণ করত মধুপান করিতেছে। তন্মধ্যে মণি ও কাঞ্চন দ্বারা চিত্রিত অতি বিশাল বিবিধ শয্যা ও আসন সমস্ত পড়িয়া রহিয়াছে।. স্বর্ণ, রজত ও কাংস্য নির্ম্মিত সুপ্রশস্ত বিবিধ ভোজনপাত্র রহিয়াছে দেখিলেন।২৯-৩৪

মনোহর অগুরু চন্দনরাশি, মধুর ও রসাল ভোজনীয় ফলমূল, মহামূল্যশিবিকাদি যানসমস্ত, অতি মূল্যবান্ উৎকৃষ্ট বসনসকল, বিচিত্র কম্বল ও মৃগচর্ম্মসমস্ত ইতস্তত সন্নিবেশিত হইয়া রহিয়াছে এবং সেইসকল দীপ্ত অগ্নির ন্যায় প্রভায় উদ্দীপিত রহিয়াছে।৩৫-৩৭

মহাপ্রভাবসম্পন্ন শূরবর বানরসকল সেখানে ইতস্তত অনুসন্ধান করিয়া শুভ্র স্বর্ণের খনি এবং অনতিদূরে চীর ও কৃষ্ণাজিন পরিধায়িনী, নিয়তাহারা, তেজদ্বারা যেন প্রজ্বলিতা এক তপস্বিনী নারীকে দেখিয়া সবিস্ময়ে সেখানে দণ্ডায়মান রহিলেন এবং সেই সময় হনুমান্ জিজ্ঞাসা করিলেন,—দেবি! আপনি কে? এই বিল কাহার? ৩৮-৪০

পরে পর্বতোপম হনুমান্ কৃতাঞ্জলি হইয়া সেই বৃদ্ধা তপস্বিনীকে অভিবাদন করত জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তপস্বিনি! আপনি কে এবং এই গৃহ ও রত্নসকল কাহার? আপনি (কৃপা করিয়া) ইহা আমার নিকট বলুন।৪১

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে পঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

একপঞ্চাশঃ সর্গঃ

[হনুমতা জিজ্ঞাসিতায়াস্তাপস্যাঃ স্বস্যা দিব্য-স্থানস্য চ পরিচয়দানম্, বানরান্ প্রতি ভোজননির্দেশশ্চ ।]

ইত্যুক্ত্বা হনুমাংস্তত্র চীরকৃষ্ণাজিনাম্বরাম্ ।
অব্রবীৎ তাং মহাভাগাং তাপসীং ধর্মচারিণীম্ ॥১
ইদং প্রবিষ্টাঃ সহসা বিলং তিমিরসংবৃতম্ ।
ক্ষুৎ-পিপাসাপরিশ্রান্তাঃ পরিখিন্নাশ্চ সর্বশঃ ॥২
মহদ্ধরণ্যা বিবরং প্রবিষ্টাঃ স্ম পিপাসিতাঃ ।
ইমাংস্তেবংবিধান্ ভাবান্ বিবিধানদ্ভুতোপমান্ ॥৩
দৃষ্ট্বা বয়ং প্রব্যথিতাঃ সম্ভ্রান্তা নষ্টচেতসঃ ।
কস্যৈতে কাঞ্চনা বৃক্ষাস্তরুণাদিত্যসন্নিভাঃ ॥৪
শুচীন্যভ্যবহারাণি মূলানি চ ফলানি চ ।
কাঞ্চনানি বিমানানি রাজতানি গৃহাণি চ ॥৫
তপনীয়গবাক্ষাপি মণিজালাবৃতানি চ ।
পুষ্পিতাঃ ফলবন্তশ্চ পুণ্যাঃ সুরভিগন্ধয়ঃ ॥৬
ইমে জাম্বূনদময়াঃ পাদপাঃ কস্য তেজসা ।
কাঞ্চনানি চ পদ্মানি জাতানি বিমলে জলে ॥৭
কথং মৎস্যাশ্চ সৌবর্ণা দৃশ্যন্তে সহ কচ্ছপৈঃ ।
আত্মনস্ত্বনুভাবাদ্ বা কস্য বৈতত্তপোবলম্ ॥৮
অজানতাং নঃ সর্বেষাং সর্বমাখ্যাতুমর্হসি ।
এবমুক্তা হনুমতা তাপসী ধর্মচারিণী ॥৯
প্রত্যুবাচ হনুমন্তং সর্বভূতহিতে রতা ।
ময়ো নাম মহাতেজা মায়াবী বানরর্ষভ ॥১০
তেনেদং নির্মিতং সর্বং মায়য়া কাঞ্চনং বনম্ ।
পুরা দানবমুখ্যানাং বিশ্বকর্মা বভূব হ ॥১১
যেনেদং কাঞ্চনং দিব্যং নির্মিতং ভবনোত্তমম্ ।
স তু বর্ষসহস্রাণি তপস্তপ্ত্বা মহদ্বনে ॥১২

একপঞ্চাশ সর্গ

[হনুমানের জিজ্ঞাসানন্তর তাপসী কর্তৃক নিজের এবং ঐ দিব্য স্থানের পরিচয়দান ও বানরগণের প্রতি ভোজননির্দেশ ।]

হনুমান্ সেখানে চীর (সন্ন্যাসিপরিধেয় বস্ত্রখণ্ডবিশেষ) ও কৃষ্ণমৃগচর্মধারিণী, ধর্মপরায়ণা ও মহাভাগা তপস্বিনীকে 'আপনি কে ?' ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিয়া পুনরায় বলিলেন ।১

আমরা ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় নিতান্ত কাতর ও সর্বপ্রকার পরিশ্রান্ত হইয়া সহসা এই অন্ধকারাচ্ছন্ন বিলে প্রবিষ্ট হইয়াছি ।২

আমরা পিপাসিত হইয়া এই মহৎ বিলমধ্যে প্রবেশ পূর্বক এই সমস্ত নানাবিধ অদ্ভুত পদার্থ দেখিয়া উদ্বিগ্নচিত্তে অতিশয় ব্যথিত হইতেছি এবং পরে হতজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলাম । হে তপস্বিনি ! এই তরুণ সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশমান কাঞ্চনময় বৃক্ষ, সুখাদ্য ফলমূল, কনক ও রৌপ্যনির্মিত বিমান এবং মণিজালাবৃত সুবর্ণগঠিত গবাক্ষ(জানালা)যুক্ত গৃহসকল কাহার ? এই সকল সুগন্ধি-পুষ্প ও ফলযুক্ত সুবর্ণময় বৃক্ষ, বিমল-সলিলস্থিত হেমময় পদ্ম ও কচ্ছপসহ সুবর্ণময় মৎস্য কাহার তেজঃপ্রভাবে উৎপন্ন হইয়াছে ? (হে ধর্মচারিণি !) এই সমস্ত আপনার নিজের প্রভাবে, কি অন্য কাহারও তপোবলে উৎপন্ন হইয়াছে ? ৩-৮

ইহা তো আমরা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। অতএব আপনি ইহার সবিশেষ বৃত্তান্ত আমাদের নিকট কীর্ত্তন করুন। হনুমান্ এইরূপ বলিলে সর্বলোক-হিতৈষিণী ও ধর্মচারিণী সেই তপস্বিনী হনুমান্‌কে বলিলেন যে, হে বানরেন্দ্র ! মহাতেজস্বী মায়াবী ময় নামক এবং দানব মায়াবলে এই কাঞ্চনময় বন নির্মাণ করিয়াছেন। তিনি পূর্বে শ্রেষ্ঠ দানবগণের বিশ্বকর্মা ছিলেন। যাহাদ্বারা কাঞ্চনময় দিব্য স্বীয় ভবন নির্মাণ করিয়াছেন তিনি এই অরণ্যমধ্যে সহস্র বৎসর তপস্যা করিয়া পিতামহ ব্রহ্মার নিকট শুক্রাচার্য্যপ্রণীত শিল্পশাস্ত্রের জ্ঞান ও সৃষ্টি-সামর্থ্যরূপ বর লাভ করিয়াছিলেন।

পিতামহাদ্ বরং লেভে সর্বমৌশনসং ধনম্ ।
বিধায় সর্বং বলবান্ সর্বকামেশ্বরস্তদা ॥১৩
উবাস সুখিতঃ কালং কঞ্চিদস্মিন্ মহাবনে ।
তমপ্সরসি হেমায়াং সক্তং দানবপুঙ্গবম্ ॥১৪
বিক্রম্যৈবাশনিং গৃহ্য জঘানেশঃ পুরন্দরঃ ।
ইদঞ্চ ব্রহ্মণা দত্তং হেমায়ৈ বনমুত্তমম্ ॥১৫
শাশ্বতঃ কামভোগশ্চ গৃহং চেদং হিরণ্ময়ম্ ।
দুহিতা মেরুসাবর্ণেরহং তস্যাঃ স্বয়ম্প্রভা ॥১৬
ইদং রক্ষামি ভবনং হেমায়া বানরোত্তম ।
মম প্রিয়সখী হেমা নৃত্য-গীতবিশারদা ॥১৭

তয়াদত্তবরা চাস্মি রক্ষামি ভবনং মহৎ ।
কিং কার্য্যং কস্য বা হেতোঃ কান্তারাণি প্রপদ্যথ ॥১৮

কথং চেদং বনং দুর্গং যুষ্মাভিরুপলক্ষিতম্ ।
শুচীন্যভ্যবহারাণি মূলানি চ ফলানি চ ॥
ভুক্ত্বা পীত্বা চ পানীয়ং সর্বং মে বক্তুমর্হসি ॥১৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে একপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥

সেই সৃষ্টিসামর্থ্যবান্ এবং নিজ ভোগাবিষয়ের ভোক্তা ময়দানব সমস্ত বস্তু নির্মাণ করিয়া এই মহাবনে কিছুকাল সুখে বাস করত হেমানাম্নী অপ্সরাতে আসক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন ।৯-১৪

তাহা দেখিয়া দৈত্যপুর-বিদারণকারী ইন্দ্র সংগ্রাম করত বজ্র-দ্বারা তাঁহাকে নিহত করিয়াছিলেন ।

তৎকালে ব্রহ্মা হেমাকে এই অনুত্তম হিরণ্ময় বন, গৃহ ও শাশ্বত কামভোগ্যদ্রব্যসকল দিয়াছিলেন । হে বানরোত্তম ! আমি মেরু সাবর্ণির দুহিতা, আমার নাম সয়ম্প্রভা ; আমার প্রিয় সখী সেই নৃত্যগীত-নিপুণা হেমা এই গৃহের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আমার প্রতি ভার দেওয়ায় আমিই তাঁহার ভবন রক্ষা করিতেছি ।১৫-১৮

কিন্তু তোমরা কি কার্য্য করিতে বা কি উদ্দেশে এই ঘোর বনে বিচরণ করিতেছ ? হে কপিবর ! তোমরা এই সমস্ত সুখাদ্য ফলমূল ভোজন এবং উৎকৃষ্ট জলপান পূর্ব্বক (শ্রান্তি দূর করিয়া) তোমাদিগের এখানে কি প্রয়োজন এবং কি জন্যই বা তোমরা এই দুর্গম বনে আসিয়াছ, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর ।১৯

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে একপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ।

দ্বিপঞ্চাশঃ সর্গঃ

[তাপসীজিজ্ঞাসিতেন হনুমতা স্বেষাং বৃত্তান্তকথনম্, ততস্তস্যা দিব্যপ্রভাবেণ গুহাতো নিষ্ক্রান্তানাং বানরাণাং সমুদ্রতীরে গমনঞ্চ]

অথ তানব্রবীৎ সর্বান্ বিশ্রান্তান্ হরিযূথপান্ ।
ইদং বচনমেকাগ্রা তাপসী ধর্মচারিণী ॥১
বানরা যদি বঃ খেদং প্রণষ্টঃ ফলভক্ষণাৎ ।
যদি চৈতন্ময়া শ্রাব্যং শ্রোতুমিচ্ছসি তাং কথম্ ॥২
তস্যাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা হনুমান্মারুতাত্মজঃ ।
আর্জবেন যথাতত্ত্বমাখ্যাতুমুপচক্রমে ॥৩
রাজা সর্বস্য লোকস্য মহেন্দ্র-বরুণোপমঃ ।
রামো দাশরথিঃ শ্রীমান্ প্রবিষ্টো দণ্ডকাবনম্ ॥৪
লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা বৈদেহ্যা সহ ভার্য্যয়া ।
তস্য ভার্য্যা জনস্থানাদ্ রাবণেন হৃতা বলাৎ ॥৫
বীরস্তস্য সখা রাজ্ঞঃ সুগ্রীবো নাম বানরঃ ।
রাজা বানরমুখ্যানাং যেন প্রস্থাপিতা বয়ম্ ॥৬
অগস্ত্যচরিতামাশাং দক্ষিণাং যমরক্ষিতাম্ ।
সহৈভির্বানরৈর্মুখ্যৈরঙ্গদপ্রমুখৈর্বয়ম্ ॥৭
রাবণং সহিতাঃ সর্বে রাক্ষসং কামরূপিণম্ ।
সীতয়া সহ বৈদেহ্যা মার্গধ্বমিতি চোদিতাঃ ॥৮
বিচিত্য তু বনং সর্বং সমুদ্রং দক্ষিণাং দিশম্ ।
বয়ং বুভুক্ষিতাঃ সর্বে বৃক্ষমূলমুপাশ্রিতাঃ ॥৯
বিবর্ণবদনাঃ সর্বে সর্বে ধ্যানপরায়ণাঃ ।
নাধিগচ্ছামহে পারং মগ্নাশ্চিন্তামহার্ণবে ॥১০
চারয়ন্তস্ততশ্চক্ষুর্দৃষ্টবন্তো মহদ্বিলম্ ।
লতাপাদপসম্পন্নং তিমিরেণ সমাবৃতম্ ॥১১
অস্মাদ্ধংসা জলক্লিন্নাঃ পক্ষৈঃ সলিলরেণুভিঃ ।
কুররা সারসাশ্চৈব নিষ্পতন্তি পতত্রিণঃ ॥১২

দ্বিপঞ্চাশ সর্গ

[তাপসী কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া হনুমানের স্ববৃত্তান্ত কথন, তারপর তাঁহার দিব্যপ্রভাবে বিল হইতে বহির্গত বানরগণের সমুদ্রতীরে গমন ।]

অনন্তর একাগ্রচিত্তা, ধর্মচারিণী ও তপস্বিনী স্বয়ম্প্রভা ভোজনের পর বিশ্রান্ত হরিযূথপতি সেই বানরসকলকে বলিলেন ।১

হে বানরগণ! যদি ফলমূলাদি ভোজন করিয়া তোমাদিগের শ্রম দূর হইয়া থাকে এবং তোমরা যে জন্য এই স্থানে আসিয়াছ, সেই বৃত্তান্ত আমাকে শুনাইবার কোন প্রতিবন্ধক না থাকে, তাহা হইলে আমি সেই সমস্ত কথা শুনিতে ইচ্ছা করি ।২

বায়ুনন্দন হনুমান্ তপস্বিনীর সেইরূপ বাক্য শুনিয়া অকপটে যথাযথরূপে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন ।৩

মহেন্দ্র ও বরুণ সদৃশ তেজস্বী সর্বলোকাধিপতি দশরথ-নন্দন শ্রীমান্ রাম স্বীয় বনিতা বিদেহরাজদুহিতা সীতা ও ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত দণ্ডকারণ্যে আসিয়াছিলেন রাবণ বলপূর্বক জনস্থান হইতে তাঁহার ভার্য্যাকে (রাম-লক্ষ্মণের অগোচরে) অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে ।৪-৫

রামের (প্রিয়) সখা বানরগণের অধিপতি বীর সুগ্রীব সীতাপহরণকারী কামরূপী রাক্ষস রাবণ ও বিদেহরাজনন্দিনী সীতার অন্বেষণের জন্য অঙ্গদ প্রভৃতি এই বানরসকলের সহিত আমাকে যমপরিপালিত ও অগস্ত্যাশ্রিত দক্ষিণ দিকে পাঠাইয়াছেন ৬-৮

আমরা তাঁহার আদেশানুসারে সমস্ত বন ও সমুদ্র অনুসন্ধান করত অতিশয় বুভুক্ষিত হইয়া বৃক্ষমূলে অবস্থান করিতে থাকি ।৯

পরে সকলেই বিষণ্ণ-বদন ও চিন্তাসাগরে মগ্ন হইয়া তাহার পারের উপায় জ্ঞাত হইতে পারিলাম না ।১০

পরে ইতস্তত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া লতাপাদপ-সমন্বিত ও তিমিরাবৃত এই বিল দর্শন করিলাম এবং ইহার নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলাম যে, জল ও পদ্মরেণু সংযুক্ত

সাধ্বত্র প্রতিশামেতি ময়া তূক্তাঃ প্লবঙ্গমাঃ।
তেষামপি হি সর্বেষামনুমানমুপাগতম্ ॥১৩
অস্মিন্নিপতিতাঃ সর্বেহপ্যথ কার্য্যত্বরান্বিতাঃ।
ততো গাঢ়ং নিপতিতা গৃহ্য হস্তৈঃ পরম্পরম্ ॥১৪
ইদং প্রবিষ্টাঃ সহসা বিলং তিমিরসংবৃতম্।
এতন্নঃ কার্য্যমেতেন কৃতেন বয়মাগতাঃ ॥১৫
ত্বাং চৈবোপগতাঃ সর্বে পরিদ্যূনা বুভুক্ষিতাঃ।
আতিথ্যধর্মদত্তানি মূলানি চ ফলানি চ ॥১৬
অস্মাভিরুপযুক্তানি বুভুক্ষাপরিপীড়িতৈঃ।
যত্ত্বয়া রক্ষিতাঃ সর্বে ম্রিয়মাণা বুভুক্ষয়া ॥১৭
ব্রূহি প্রত্যুপকারার্থং কিং তে কুর্বন্তু বানরাঃ।
এবমুক্তা তু সর্বজ্ঞা বানরৈস্তৈঃ স্বয়ম্প্রভা ॥১৮
প্রত্যুবাচ ততঃ সর্বানিদং বানরযূথপান্।
সর্বেষাং পরিতুষ্টাস্মি বানরাণাং তরস্বিনাম্ ॥১৯

চরন্ত্যা মম ধর্মেণ ন কার্য্যমিহ কেনচিৎ।
এবমুক্তঃ শুভং বাক্যং তাপস্যা ধর্মসংহিতম্ ॥২০
উবাচ হনুমান্ বাক্যং তামনিন্দিতলোচনাম্।
শরণং ত্বাং প্রপন্নাঃ স্মঃ সর্বে বৈ ধর্মচারিণীম্ ॥২১
যঃ কৃতঃ সময়োহস্মাসু সুগ্রীবেণ মহাত্মনা।
স তু কালো ব্যতিক্রান্তো বিলে চ পরিবর্ততাম্ ॥২২
সা ত্বমস্মাদ্ বিলাদস্মানুত্তারয়িতুমর্হসি।
তস্মাৎ সুগ্রীববচনাদতিক্রান্তান্ গতায়ুষঃ ॥২৩
ত্রাতুমর্হসি নঃ সর্বান্ সুগ্রীবভয়শঙ্কিতান্।
মহচ্চ কার্য্যমস্মাভিঃ কর্তব্যং ধর্মচারিণি ॥২৪
তচ্চাপি ন কৃতং কার্য্যমস্মাভিরিহ বাসিভিঃ।
এবমুক্তা হনুমতা তাপসী বাক্যমব্রবীৎ ॥২৫
জীবিতা দুষ্করং মন্যে প্রবিষ্টেন নিবর্তিতুম্।
তপসঃ সুপ্রভাবেণ নিয়মোপার্জিতেন চ ॥২৬

জলার্দ্রপক্ষ হংস, কুরর ও সারস প্রভৃতি বিহঙ্গসকল এই বিল হইতে বাহির হইতেছে। সেই পক্ষীসকলকে দেখিয়া এই বিবরমধ্যে জল আছে, সকলেরই এইরূপ জ্ঞান হওয়ায় আমি তাহা সাধু বিবেচনা করিয়া তাহাদিগকে প্রবেশ করিতে বলিলাম।১১-১৩

অনন্তর আমরা কার্য্যানুরোধে ত্বরান্বিত হইয়া এই বিলমধ্যে প্রবেশ করিলাম এবং সহসা এই অন্ধকারাচ্ছন্ন বিলমধ্যে পড়িয়া পরস্পর দৃঢ়ভাবে হস্তগ্রহণপূর্বক অগ্রগমনে নিরত হইলাম।১৪

হে তপস্বিনি! ইহাই হইল আমাদিগের কার্য্য এবং সেইজন্যই আমরা এইস্থানে আসিয়াছি।১৫

আমরা ভোজনের জন্য ব্যাকুল ও দুর্বল হইয়া পড়ায় আপনার শরণ লইয়াছি। আপনি অতিথিসৎকারের জন্য ধর্মতঃ আমাদিগকে যে ফলমূল দিয়াছিলেন, আমরা ক্ষুধার্ত্ত হইয়া সে সমস্তই ভোজন করিয়াছি। পরন্তু ক্ষুধায় ম্রিয়মাণ এই বানরগণকে আপনি যেরূপ রক্ষা করিয়াছেন, আপনার সেইরূপ প্রত্যুপকারের জন্য বানরগণকে কি করিতে হইবে, আপনি তাহা অনুমতি করুন। সেই বানরগণ সয়ম্প্রভাকে এইরূপ বলিলে তিনি তাহাদিগকে বলিলেন,—আমি বেগশালী বানরগণের প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি।১৬-১৯

পরন্তু আমি ধর্মচারিণী, আমার কোন প্রত্যুপকারের প্রয়োজন নাই। তপস্বিনী সয়ম্প্রভা এইরূপ ধর্মসম্বলিত শুভ বাক্য বলিলে পর হনুমান্ সেই অনিন্দিতনয়না সয়ম্প্রভাকে বলিলেন,—হে ধর্মচারিণি! আমরা সকলেই আপনার শরণাপন্ন হইলাম।২০-২১

কি মহাত্মা সুগ্রীব আমাদিগের প্রতি যে সময়ের সীমা নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, আমরা এই বিলমধ্যে অবস্থান করায় আমাদিগের সেই নিয়মিত সময় অতীত হইতেছে। সুগ্রীবের বাক্য অতিক্রম করিলে আমাদিগের প্রাণ নাশ হইবে। আমরা সুগ্রীবের ভয়ে অতিশয় ভীত হইতেছি; অতএব আপনি অনুগ্রহ পূর্বক আমাদিগের এই বিল হইতে উত্তীর্ণ করিয়া রক্ষা করুন। হে ধর্মচারিণি! আমাদিগকে যে মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে, আমরা এখানে থাকিলে আমাদের দ্বারা সেই কার্য্য কোন ক্রমেই সম্পন্ন হইবে না। তপস্বিনী

সর্বানেব বিলাদস্মাত্তারয়িষ্যামি বানরান্।
নিমীলয়ত চক্ষূংষি সর্বে বানরপুঙ্গবাঃ ॥২৭
নহি নিষ্ক্রমিতুং শক্যমনিমীলিতলোচনৈঃ।
ততো নিমীলিতাঃ সর্বে সুকুমারাঙ্গুলৈঃ করৈঃ ॥২৮
সহসা পিদধুর্দৃষ্টিং হৃষ্টা গমনকাঙ্ক্ষয়া।
বানরাস্তু মহাত্মানো হস্তরুদ্ধমুখাস্তদা ॥২৯
নিমেষান্তরমাত্রেণ বিলাদুত্তারিতাস্তয়া।
উবাচ সর্বাংস্তাংস্তত্র তাপসী ধর্মচারিণী ॥৩০
নিঃসৃতান্ বিষমাত্তস্মাৎ সমাশ্বাস্যেদমব্রবীৎ।
এষ বিন্ধ্যো গিরিঃ শ্রীমান্নানাদ্রুমলতাযুতঃ ॥৩১
এষ প্রস্রবণঃ শৈলঃ সাগরোঽয়ং মহোদধিঃ।
স্বস্তি বোঽস্তু গমিষ্যামি ভবনং বানরর্ষভাঃ।
ইত্যুক্ত্বা তদ্বিলং শ্রীমৎ প্রবিবেশ স্বয়ম্প্রভা ॥৩২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে দ্বিপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥

সয়ম্প্রভা হনুমানের বাক্য শুনিয়া তাঁহাকে বলিলেন।২২-২৫

এখানে প্রবেশ করিলে প্রাণিগণের বাহির হওয়া দুষ্কর মনে করিতেছি; পরন্তু নিয়ম দ্বারা উপার্জিত স্বীয় তপঃপ্রভাবে আমি এই বিল হইতে সমস্ত বানরগণকে নিষ্ক্রামণ করিতেছি। অতএব হে বানরগণ! তোমরা সকলে চক্ষু নিমীলিত কর।২৬-২৭

কারণ, অনিমীলিতলোচনে নিষ্ক্রান্ত হইতে পারিবে না। অনন্তর বানরগণ গমনবাসনায় আনন্দিত হইয়া চক্ষু মুদ্রিত করত সুকোমল অঙ্গুলিসমন্বিত হস্ত দ্বারা সহসা চক্ষু আচ্ছাদন করিলেন। তখন সেই মহাত্মাবানরগণ হস্ত দ্বারা মুখ আচ্ছাদিত করিলে, ধর্মপরায়ণা তপস্বিনী নিমেষমধ্যে বিল হইতে তাহাদিগকে নিঃসারিত করিয়া আশ্বাস প্রদানপূর্বক বলিলেন যে, তোমরা সেই বিষম বিল হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছ। এই সেই বিবিধ বৃক্ষ ও লতাসমূহে পরিপূর্ণ শ্রীমান্ বিন্ধ্যাচল; এই প্রস্রবণপর্বত ও মহাসাগর দর্শন কর। হে বানররাজগণ! তোমাদিগের মঙ্গল হউক; আমি নিজ ভবনে প্রবেশ করি। শ্রীমতী সয়ম্প্রভা বানরগণকে এই কথা বলিয়া বিলমধ্যে প্রবেশ করিলেন।২৮-৩২

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে দ্বিপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

ত্রিপঞ্চাশঃ সর্গঃ

[বিলাৎ প্রত্যাবর্তনানন্তরং সময়ো ব্যতিক্রান্তঃ কার্য্যসিদ্ধেরভাবশ্চেতি দৃষ্ট্বা অঙ্গদাদিবানরাণাং প্রায়োপবেশননিশ্চয়ঃ]

ততস্তে দদৃশুর্ঘোরং সাগরং বরুণালয়ম্ ।
অপারমভিগর্জন্তং ঘোরৈরূর্মিভিরাকুলম্ ॥১

ময়স্য মায়াবিহিতং গিরিদুর্গং বিচিন্বতাম্ ।
তেষাং মাসো ব্যতিক্রান্তো যো রাজ্ঞা সময়ঃ কৃতঃ ॥২

বিন্ধ্যস্য তু গিরেঃ পাদে সম্প্রপুষ্পিতপাদপে ।
উপবিশ্য মহাত্মানশ্চিন্তামাপেদিরে তদা ॥৩

ততঃ পুষ্পাতিভারাগ্রাংল্লতাশতসমাবৃতান্ ।
দ্রুমান্ বাসন্তিকান্ দৃষ্ট্বা বভূবুর্ভয়শঙ্কিতাঃ ॥৪

তে বসন্তমনুপ্রাপ্তং প্রতিবেদ্য পরস্পরম্ ।
নষ্টসন্দেশকালার্থা নিপেতুর্ধরণীতলে ॥৫

ততস্তান্ কপিবৃদ্ধাংশ্চ শিষ্টাংশ্চৈব বনৌকসঃ ।
বাচা মধুরয়াভাষ্য যথাবদনুমান্য চ ॥৬

স তু সিংহ-বৃষস্কন্ধঃ পীনায়তভুজঃ কপিঃ ।
যুবরাজো মহাপ্রাজ্ঞ অঙ্গদো বাক্যমব্রবীৎ ॥৭

শাসনাৎ কপিরাজস্য বয়ং সর্বে বিনির্গতাঃ ।
মাসঃ পূর্ণো বিলস্থানাং হরয়ঃ কিং ন বুধ্যত ॥৮

বয়মাশ্বয়ুজে মাসি কালসংখ্যা ব্যবস্থিতাঃ ।
প্রস্থিতাঃ সোঽপি চাতীতঃ কিমতঃ কার্য্যমুত্তরম্ ॥৯

ভবন্তঃ প্রত্যয়ং প্রাপ্তা নীতিমার্গবিশারদাঃ ।
হিতেষ্বভিরতা ভর্তুর্নিসৃষ্টাঃ সর্বকর্মসু ॥১০

কর্মস্বপ্রতিমঃ সর্বে দিক্ষু বিশ্রুতপৌরুষাঃ ।
মাং পুরস্কৃত্য নির্যাতাঃ পিঙ্গাক্ষপ্রতিচোদিতাঃ ॥১১

ইদানীমকৃতার্থানাং মর্তব্যং নাত্র সংশয়ঃ ।
হরিরাজস্য সন্দেশমকৃত্বা কঃ সুখী ভবেৎ ॥১২

অস্মিন্নতীতে কালে তু সুগ্রীবেণ কৃতে স্বয়ম্ ।
প্রায়োপবেশনং যুক্তং সর্বেষাঞ্চ বনৌকসাম্ ॥১৩

তীক্ষ্ণঃ প্রকৃত্যা সুগ্রীবঃ স্বামীভাবে ব্যবস্থিতঃ ।
ন ক্ষমিষ্যতি নঃ সর্বানপরাধকৃতো গতান্ ॥১৪

ত্রিপঞ্চাশ সর্গ

[বিল হইতে প্রত্যাবর্তনের পর সময় অতিক্রান্ত ও কার্য্যসিদ্ধির অভাব দেখিয়া অঙ্গদাদি বানরগণের প্রায়োপবেশন করিতে নিশ্চয় ।]

অনন্তর বানরগণ চক্ষু উন্মীলন করিয়া ভয়ঙ্কর ঊর্মি(তরঙ্গ)মালাসমাকুল ভীষণ গর্জনকারী অপার বরুণালয় সাগর দেখিল ।১

ময়দানবের মায়ানির্মিত পুরী, গিরি ও দুর্গ সমস্ত অনুসন্ধান করিতে করিতে বানরগণের সুগ্রীব কৃত সময় অতীত হওয়ায় তাহারা পুষ্পিতবৃক্ষে পূর্ণ বিন্ধ্যগিরির পাদদেশে চিন্তা করিতে লাগিল ।২-৩

পরে লতাসমূহে সমাবৃত, বসন্তকালীন ফলবান্ ও শত শত লতাপরিবৃত (আম্রাদি) বৃক্ষসকল পুষ্পভারে অবনত দেখিয়া ভয়ে অতিশয় শঙ্কিত হইয়া উঠিল ।৪

বসন্তসময় উপস্থিত প্রায় বিবেচনা করিয়া সুগ্রীবের আদিষ্ট নিয়মিত সময় অতীত হইল বোধে তাহারা সকলেই ভয়ে পৃথিবীতলে পতিত হইল ।৫

তখন সিংহ ও বৃষসম মাংসল স্কন্ধসম্পন্ন, স্থূল (মোটা) ও দীর্ঘবাহুশালী, মহাপ্রাজ্ঞ, যুবরাজ অঙ্গদ ভয়বশতঃ ভূতলে নিপতিত বৃদ্ধ, অন্যান্য শিষ্ট ও শ্রেষ্ঠ বনবাসী বানরসকলকে যথাবৎ সম্ভাষণ ও সম্মান প্রদর্শন পূর্বক মধুর বাক্যে বলিতে লাগিলেন ।৬-৭

হে কপিগণ ! আমরা সকলে সীতার অন্বেষণের জন্য বানররাজ সুগ্রীবের আদেশানুসারে বিনির্গত হইয়া বিলমধ্যেই বাস করায় আমাদিগের যে মাস পূর্ণ হইল, তাহা কি তোমরা বুঝিতে পারিতেছ না ? একমাস মধ্যে ফিরিয়া আসিতে হইবে—এইরূপ সময় নির্দিষ্ট করিয়া সুগ্রীব যে আশ্বিন মাসে পাঠাইয়াছিলেন, তাহাও অতীত হইল। অতঃপর আমাদিগের কর্তব্য কি ? ৮-৯

হে কপিগণ ! তোমরা সকলেই নীতি-বিশারদ, প্রভুহিতৈষী, তোমাদিগের সদৃশ কার্য্যকর কেহই

অপ্রবৃত্তৌ চ সীতায়াঃ পাপমেব করিষ্যতি।
তস্মাৎ ক্ষমমিহাদ্যৈব গন্তুং প্রায়োপবেশনম্ ॥১৫

ত্যক্ত্বা পুত্রাংশ্চ দারাংশ্চ ধনানি চ গৃহাণি চ।
ধ্রুবং নো হিংসতে রাজা সর্বান্ প্রতিগতানিতঃ ॥১৬

বধেনাপ্রতিরূপেণ শ্রেয়ান্মৃত্যুরিহৈব নঃ।
ন চাহং যৌবরাজ্যেন সুগ্রীবেণাভিষেচিতঃ ॥১৭

নরেন্দ্রেণাভিষিক্তোঽস্মি রামেণাক্লিষ্টকর্মণা।
ন পূর্বং বদ্ধবৈরো মাং রাজা দৃষ্ট্বা ব্যতিক্রমম্ ॥১৮

ঘাতয়িষ্যতি দণ্ডেন তীক্ষ্ণেন কৃতনিশ্চয়ঃ।
কিং মে সুহৃদ্ভির্ব্যসনং পশ্যদ্ভির্জীবিতান্তরে।
ইহৈব প্রায়মাসিষ্যে পুণ্যে সাগররোধসি ॥১৯

এতচ্ছ্রুত্বা কুমারেণ যুবরাজেন ভাষিতম্।
সর্বে তে বানরশ্রেষ্ঠাঃ করুণং বাক্যমব্রুবন্ ॥২০

তীক্ষ্ণঃ প্রকৃত্যা সুগ্রীবঃ প্রিয়ারক্তশ্চ রাঘবঃ।
সমীক্ষ্যাকৃতকার্য্যাংস্তু তস্মিংশ্চ সময়ে গতে ॥২১

অদৃষ্টায়াঞ্চ বৈদেহ্যাং দৃষ্ট্বা চৈব সমাগতান্।
রাঘবপ্রিয়কামায় ঘাতয়িষ্যত্যসংশয়ম্ ॥২২

ন ক্ষমং চাপরাদ্ধানাং গমনং স্বামিপার্শ্বতঃ।
প্রধানভূতাশ্চ বয়ং সুগ্রীবস্য সমাগতাঃ ॥২৩

নাই। তোমাদিগের পৌরুষ সর্বত্রই প্রথিত আছে। সুগ্রীব সমস্ত কার্য্যের ভারই তোমাদিগের প্রতি দিয়া থাকেন, তোমরা সীতার অনুসন্ধানের জন্য রাজনিয়োগ প্রাপ্ত হইয়া আমাকে পুরবর্ত্তী করত কপিললোচন কপিরাজ সুগ্রীবকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছ।১০-১১

সম্প্রতি তোমরা যদি কৃতকার্য্য হইতে না পার, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমাদিগকে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইবে; কেননা, তাঁহার আদেশ প্রতিপালন না করিয়া কে সুখী হইতে পারে? পরন্তু যখন সুগ্রীবকৃত উক্ত সময় অতীত হইল, তখন আমাদিগের প্রাণ পরিত্যাগের জন্য প্রায়োপবেশন করাই যুক্তিযুক্ত বোধ হইতেছে।১২-১৩

সুগ্রীব স্বভাবতই কঠোর, বর্ত্তমানে তিনি আবার রাজপদে অধিষ্ঠিত আছেন। যখন আমরা অপরাধ করিয়া তাঁহার সম্মুখে যাইব, তখন তিনি আমাদের কখনই ক্ষমা করিবেন না।১৪

তিনি সীতার সমাচার না পাইলে হয়তো আমাদের বিনাশসাধন করিবেন। সেইহেতু অদ্য আমরা এইস্থানে স্ত্রী, পুত্র, ধনসম্পত্তি এবং গৃহসকলের মমতা ত্যাগ করিয়া প্রায়োপবেশন (মরণান্ত উপবাস) আরম্ভ করিলাম। আমরা এখান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে রাজা সুগ্রীব নিশ্চয়ই আমাদের বধ করিবেন।১৫-১৬

অনুচিতবধের অপেক্ষা এইস্থানে প্রায়োপবেশনে মৃত্যু আমাদের সকলেরপক্ষে শ্রেয়স্কর বলিয়া জানিবে। সুগ্রীব আমাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেন নাই।১৭

অনায়াসে মহৎ কর্ম্মানুষ্ঠায়ী নরপতি শ্রীরাম ঐ পদে আমাকে অভিষিক্ত করিয়াছেন। রাজা সুগ্রীব পূর্ব হইতেই আমার প্রতি শত্রুভাবাপন্ন আছেন, সুতরাং বর্ত্তমানে আজ্ঞালঙ্ঘনরূপ আমার এই অপরাধ দেখিয়া পূর্বোক্ত নিশ্চয় অনুসারে তীক্ষ্ণ দণ্ডদ্বারা আমাকে বধ করিবেন। জীবিতকালমধ্যে আমার এই ব্যসন (রাজহস্তে মৃত্যু) অবলোকনকারী সুহৃদ্গণের দ্বারা আমার প্রয়োজন কি? অতএব আমি এই পুণ্য সাগরতীরে প্রায়োপবেশন করিব।১৮-১৯

যুবরাজ বালিকুমার অঙ্গদের এই বাক্য শুনিয়া সেই সমস্ত শ্রেষ্ঠ বানরগণ করুণস্বরে বলিলেন।২০

সত্যই সুগ্রীবের স্বভাব অতি কঠোর। এদিকে শ্রীরামচন্দ্র নিজ প্রিয়পত্নী সীতার প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত। নির্দিষ্ট কালমধ্যে অন্বেষণ করিয়া যে পর্য্যন্ত না প্রত্যাবর্ত্তন করি, সুগ্রীব সেই সময় পর্য্যন্ত নিশ্চিন্ত আছেন। আমরা যদি সীতাকে না পাইয়া অকৃতকার্য্য হইয়া ফিরিয়া যাই, তাহা হইলে তিনি আমাদিগকে দেখিয়া এবং বৈদেহী সীতাকে দর্শন না করিয়া শ্রীরামচন্দ্রের প্রীতি বিধানের

ইহৈব সীতামন্বীক্ষ্য প্রবৃত্তিমুপলভ্য বা।
নো চেদ্ গচ্ছাম তং বীরং গমিষ্যামো যমক্ষয়ম্ ॥২৪
প্লবঙ্গমানাং তু ভয়ার্দিতানাং
শ্রুত্বা বচস্তার ইদং বভাষে।
অলং বিষাদেন বিলং প্রবিশ্য
বসাম সর্ব্বে যদি রোচতে বঃ ॥২৫
ইদং হি মায়াবিহিতং সুদুর্গমং
প্রভূতপুষ্পোদকভোজ্যপেয়ম্।
ইহাস্তি নো নৈব ভয়ং পুরন্দরা-
ন্ন রাঘবাদ্ বানররাজতোঽপি বা ॥২৬
শ্রুত্বাঙ্গদস্যাপি বচোঽনুকূল-
মূচুশ্চ সর্ব্বে হরয়ঃ প্রতীতাঃ।
যথা ন হন্যেম তথা বিধান-
মসক্তমদ্যৈব বিধীয়তাং নঃ ॥২৭

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে ত্রিপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥

জন্য নিশ্চয়ই আমাদের বধ করিবেন—এই বিষয়ে কোন সংশয় নাই।২১-২২

অপরাধী ব্যক্তিগণের প্রভুর পার্শ্বে গমন করা যুক্তিযুক্ত হইবে না। আমরা সুগ্রীবের প্রধান সহযোগী অর্থাৎ সেবক হেতু তৎকর্তৃক প্রেষিত হইয়া সমাগত হইয়াছি।২৩

যদি এখন সীতাকে দর্শন করিয়া কিংবা তাঁহার সমাচার অবগত হইয়া সুগ্রীবের নিকট না যাই, তাহা হইলে অবশ্যই আমাদের যমালয়ে যাইতে হইবে।২৪

ভয়পীড়িত বানরগণের এই বাক্য শুনিয়া তার নামক এক বানর বলিল—এইস্থানে বসিয়া বিষাদ করিলে কোন লাভ হইবে না। যদি তোমাদের সকলের অভিরুচি হয়, তাহা হইলে চল আমরা সকলে ঐ গুহায় প্রবেশ করিয়া বাস করিতে থাকি।২৫

এই গুহা মায়াদ্বারা নির্ম্মিত হওয়ায় অত্যন্ত দুর্গম। সেখানে ফল, পুষ্প, জল এবং আহারোপযোগী অন্যান্য বস্তুর প্রাচুর্য্য আছে। এই স্থানে অবস্থান করিলে ইন্দ্র, রামচন্দ্র এবং বানররাজ সুগ্রীবের নিকট হইতে আমাদের কোন ভয় থাকিবে না।২৬

অঙ্গদের অনুকূল তারের পূর্ব্বোক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া সকল বানরগণের সেইকথায় বিশ্বাস জন্মিল এবং তাহারা তখন বলিতে লাগিল যে, আমাদের এইরূপ কার্য্য অবিলম্বে আরম্ভ করা উচিত, যাহাতে আমরা মৃত্যুমুখে পতিত না হই।২৭

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে ত্রিপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

চতুঃপঞ্চাশঃ সর্গঃ

[ভেদনীত্যা স্বপক্ষং বানরানানীয় হনুমতঃ স্বেন সহ গন্তুমঙ্গদং বোধয়িতুমুদ্যমঃ।]

তথা ব্রুবতি তারে তু তারাধিপতিবর্চসি।
অথ মেনে হৃতং রাজ্যং হনুমানঙ্গদেন তৎ ॥১
বুদ্ধ্যা হ্যষ্টাঙ্গয়া যুক্তং চতুর্বলসমন্বিতম্।
চতুর্দশগুণং মেনে হনুমান্ বালিনঃ সুতম্ ॥২
আপূর্য্যমাণং শশ্বচ্চ তেজো-বল-পরাক্রমৈঃ।
শশিনং শুক্লপক্ষাদৌ বর্ধমানমিব শ্রিয়া ॥৩
বৃহস্পতিসমং বুদ্ধ্যা বিক্রমে সদৃশং পিতুঃ।
শুশ্রূষমাণং তারস্য শুক্রস্যেব পুরন্দরম্* ॥৪
ভর্তুরর্থে পরিশ্রান্তং সর্বশাস্ত্রবিশারদঃ।
অভিসন্ধাতুমারেভে হনুমানঙ্গদং ততঃ ॥৫
স চতুর্ণামুপায়ানাং দ্বিতীয়মুপবর্ণয়ন্।
ভেদয়ামাস তান্ সর্বান্ বানরান্ বাক্যসম্পদা ॥৬

চতুঃপঞ্চাশ সর্গ

[হনুমান্ কর্তৃক ভেদনীতিদ্বারা স্বপক্ষে বানরগণকে আনয়নপূর্বক অঙ্গদকে নিজসঙ্গে যাইবার জন্য বুঝাইবার চেষ্টা।]

তারাপতি চন্দ্রের ন্যায় তেজস্বী তার ঐরূপ বাক্য বলিলে হনুমান্ মনে করিলেন—অঙ্গদ সুগ্রীবের রাজত্ব হরণ করিয়া লইবে (কারণ, অঙ্গদের বাক্য সকলে মানিয়া লওয়ায় প্রধান বানরগণ অঙ্গদের পক্ষ হইল। কালবশে যদি যুদ্ধ হয়, তখন সহায়হীন সুগ্রীবকে পরাভূত করিয়া অঙ্গদ ঐ রাজ্য কাড়িয়া লইবে—হনুমানের মনে মনে এইরূপ বুদ্ধি জাগিল)।১

কারণ, হনুমান্ জানিতেন যে, বালিপুত্র অঙ্গদ অষ্টগুণযুক্তা (শ্রবণেচ্ছা, শ্রবণ করান, শুনিয়া সারাংশ গ্রহণ করা, ঐ সারাংশ গ্রহণ করিয়া তাহা ধারণ করা, তর্ক বিতর্ককরা, অর্থ ও তাৎপর্য্যের প্রকৃত বোধ এবং তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন হওয়া বুদ্ধির এই অষ্ট গুণ) বুদ্ধি, চারিপ্রকার বল (সাম, দান, ভেদ এবং দণ্ড—এই চারিটি বল। কেহ কেহ বলেন বল শব্দে বাহুবল, মনোবল, উপায়বল এবং বন্ধুবল—এই চারিপ্রকার বলকে বুঝায়।) এবং চতুর্দ্দশ গুণসম্পন্ন। (১৪টি গুণ যথা, দেশ ও কালের জ্ঞান, দৃঢ়তা, সমস্ত ক্লেশ সহ্য করিবার ক্ষমতা, সমস্ত বিষয়ের জ্ঞানলাভকরা, চতুরতা উৎসাহ ও বল, মন্ত্রণাবিষয় গোপন রাখা, পরস্পর বিরোধবাক্য না বলা, বীরত্ব, নিজের এবং শত্রুর শক্তি সম্বন্ধে জ্ঞান, শরণাগতবাৎসল্য, অমর্ষশীলতা এবং অচঞ্চলতা অর্থাৎ স্থিরতা ও গম্ভীরতা)।২

অঙ্গদ তেজ, বল এবং পরাক্রমে সদা পরিপূর্ণ। শুক্লপক্ষের আরম্ভ হইতে চন্দ্রের শ্রী যেমন দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে থাকে, সেইরূপ অঙ্গদেরও শ্রী দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে।৩

যে বুদ্ধিতে বৃহস্পতিসদৃশ এবং পরাক্রমে নিজপিতৃ-তুল্য সেই অঙ্গদ, যেরূপ ইন্দ্র বৃহস্পতির মুখ হইতে নীতিকথা শ্রবণ করেন, সেইরূপ তারের বাক্য শুনিতে লাগিলেন।৪

নিজ প্রভু সুগ্রীবের কার্য্য সিদ্ধি করিতে যাইয়া এই অঙ্গদ বর্তমানে পরিশ্রান্ত; সর্বশাস্ত্রবিশারদ হনুমান্ সেই অঙ্গদকে তার আদি বানরবৃন্দের পক্ষ হইতে বিভেদ করিতে কৃতপ্রযত্ন হইলেন।৫

তিনি সাম, দান, ভেদ এবং দণ্ডের এই চারিপ্রকার উপায় মধ্যে তৃতীয় উপায় 'ভেদ' বর্ণনা করিতে করিতে নিজ যুক্তিযুক্ত বাক্যবৈভবে সমস্ত বানরগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিলেন।৬

* 'শুক্রস্যেব পুরন্দরম্' অত্র বিপরীতোপদেশগ্রহে উপমৈষা। শুক্রশব্দোঽত্র বৃহস্পতিপর ইতি কশ্চিৎ। ইতি তিলকটীকা।

তেষু সর্বেষু ভিন্নেষু ততোঽভীষয়দঙ্গদম্।
ভীষণৈর্বিবিধৈর্বাক্যৈঃ কোপোপায়সমন্বিতৈঃ ॥৭
ত্বং সমর্থতরঃ পিত্রা যুদ্ধে তারেয় বৈ ধ্রুবম্।
দৃঢ়ং ধারয়িতুং শক্তঃ কপিরাজ্যং যথা পিতা ॥৮
নিত্যমস্থিরচিত্তা হি কপয়ো হরিপুঙ্গব।
নাজ্ঞাপ্যং বিসহিষ্যন্তি পুত্রদারং বিনা ত্বয়া ॥৯
ত্বাং নৈতে হ্যনুরজ্যেয়ুঃ প্রত্যক্ষং প্রবদামি তে।
যথায়ং জাম্ববান্নীলঃ সুহোত্রশ্চ মহাকপিঃ ॥১০
নহ্যহং তে ইমে সর্বে সাম-দানাদিভির্গুণৈঃ।
দণ্ডেন ন ত্বয়া শক্যাঃ সুগ্রীবাদপকর্ষিতুম্ ॥১১
বিগৃহ্যাসনমপ্যাহুর্দুর্বলেন বলীয়সা।
আত্মরক্ষাকরস্তস্মান্ন বিগৃহ্ণীত দুর্বলঃ ॥১২

যখন ঐ সকল বানর পরস্পর ভিন্ন হইয়া পড়িল, তখন হনুমান্ দণ্ডরূপ চতুর্থ উপায়যুক্ত নানা প্রকার ভয়দায়ক বাক্য দ্বারা অঙ্গদকে সন্ত্রস্ত করিতে লাগিলেন।৭

হে তারাপুত্র! তুমি যুদ্ধে নিজ পিতৃসদৃশ অত্যন্ত শক্তিশালী,—ইহা নিশ্চিতরূপে সকলেই জ্ঞাত আছে। যেরূপ তোমার পিতা বানররাজ্য প্রতিপালন করিতে সমর্থ ছিলেন, সেইরূপ তুমিও এই রাজ্য দৃঢ়তা সহকারে ধারণ করিতে সমর্থ।৮

বানরোত্তম! এই বানরগণ চঞ্চলচিত্ত, ইহারা স্বীয় স্ত্রী-পুত্রাদি পরিত্যাগ করত পৃথগ্‌ভাবে তোমার আজ্ঞা পালনে নিরত থাকিতে পারিবে না।৯

আমি তোমার সম্মুখে বলিতেছি যে, কোন বানর সুগ্রীবের সহিত বিরোধ করিয়া তোমার প্রতি অনুরক্ত থাকিতে পারিবে না। যেরূপ এই জাম্ববান্, নীল এবং বানরোত্তম সুহোত্র, সেইরূপ আমাকেও জানিবে। আমি এবং এই সব বানরগণ সাম-দান প্রভৃতি উপায় দ্বারা সুগ্রীব হইতে পৃথক্ হইয়া যাইতে পারিব না। তুমি দণ্ড দ্বারা আমাদের সকলকে সুগ্রীব হইতে দূরে রাখিতে পারিবে, ইহাও সম্ভব নয়। (অতএব সুগ্রীব তোমা অপেক্ষা প্রবল)।১০-১১

দুর্বলের সহিত বিরোধ করিয়া বলবান্ পুরুষ স্থির-ভাবে (চুপচাপ) বসিয়া থাকে—ইহা তো সম্ভব। পরন্তু বলবান্ ব্যক্তির সহিত শত্রুতা করিয়া দুর্বল পুরুষ কোন প্রকারেই সুখে বাস করিতে পারে না। অতএব আত্মরক্ষাকারী দুর্বল পুরুষ কখনও বলবানের সহিত যুদ্ধ করিতে যাইবে না। (ইহাই নীতিজ্ঞ পুরুষের বাক্য)।১২

যাং চেমাং মন্যসে ধাত্রীমেতদ্ বিলমিতি শ্রুতম্।
এতল্লক্ষ্মণবাণানামীষৎকার্য্যং বিদারণম্ ॥১৩
স্বল্পং হি কৃতমিন্দ্রেণ ক্ষিপতা হ্যশনিং পুরা।
লক্ষ্মণো নিশিতৈর্বাণৈর্ভিন্দ্যাৎ পত্রপুটং যথা ॥১৪
লক্ষ্মণস্য চ নারাচা বহবঃ সন্তি তদ্বিধাঃ।
বজ্রাশনিসমস্পর্শা গিরীণামপি দারকাঃ ॥১৫
অবস্থানং যদৈব ত্বমাসিষ্যসি পরন্তপ।
তদৈব হরয়ঃ সর্বে ত্যক্ষ্যন্তি কৃতনিশ্চয়াঃ ॥১৬
স্মরন্তঃ পুত্রদারাণাং নিত্যোদ্বিগ্না বুভুক্ষিতাঃ।
খেদিতা দুঃখশয্যাভিস্ত্বাং করিষ্যন্তি পৃষ্ঠতঃ ॥১৭
স ত্বং হীনঃ সুহৃদ্ভিশ্চ হিতকামৈশ্চ বন্ধুভিঃ।
তৃণাদপি ভৃশোদ্বিগ্নঃ স্পন্দমানাদ্ভবিষ্যসি ॥১৮

তুমি এইরূপ মনে করিতেছ যে, এই গুহা স্বীয় মাতার ন্যায় আমাদিগকে নিজ ক্রোড়ে লুকাইয়া রাখিবেন। ইহাতে আমরা সকলে রক্ষা পাইব এবং এই বিলের অভেদ্যতার বিষয় যাহা তুমি তারের মুখ হইতে শুনিয়াছ, তৎ সমস্তই ব্যর্থ; কারণ, এই গুহা বিদীর্ণ করা লক্ষ্মণের বাণসমূহের অতি তুচ্ছ কার্য্য।১৩

পুরাকালে বজ্রের প্রহারে ইন্দ্র এই গুহার ঈষৎ ক্ষতিসাধন করিয়াছিলেন, কিন্তু লক্ষ্মণ নিজ শাণিত বাণদ্বারা পত্রপুট বিদীর্ণ করার ন্যায় অনায়াসে এই গুহা বিদীর্ণ করিয়া ফেলিবেন।১৪

লক্ষ্মণের নিকট এইরূপ বহু নারাচ অস্ত্র আছে, যাহার স্পর্শই (ইন্দ্রহস্তস্থিত) বজ্র ও (মেঘস্থিত) অশনিতুল্য। সেই সকল অস্ত্র পর্বত বিদীর্ণ করিতে সক্ষম।১৫

হে পরন্তপ! তুমি যখনই এই গুহায় বাস করিতে

অত্যুগ্রবেগা নিশিতা ঘোরা লক্ষ্মণসায়কাঃ।
অপাবৃত্তং জিঘাংসন্তো মহাবেগা দুরাসদা ॥১৯
অস্মাভিস্তু গতং সার্ধং বিনীতবদুপাস্থিতম্।
আনুপূর্ব্যাত্তু সুগ্রীবো রাজ্যে ত্বাং স্থাপয়িষ্যতি ॥২০
ধর্মরাজঃ পিতৃব্যস্তে প্রীতিকামো দৃঢ়ব্রতঃ।
শুচিঃ সত্যপ্রতিজ্ঞশ্চ স ত্বাং জাতু ন নাশয়েৎ ॥২১
প্রিয়কামশ্চ তে মাতুস্তদর্থং চাস্য জীবিতম্।
তস্যাপত্যঞ্চ নাস্ত্যন্যৎ তস্মাদঙ্গদ গম্যতাম্ ॥২২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে চতুঃপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥

আরম্ভ করিবে, তখনই এই বানরগণ তোমাকে ত্যাগ করিয়া যাইবে; কারণ, ইহারা এইরূপ করিবারই নিশ্চয় করিয়াছে।১৬

এই বানরগণ স্বীয় পুত্র-কলত্রাদির কথা স্মরণ করিতে করিতে সর্বদা উদ্বিগ্ন থাকিবে। যখন ইহাদের ভোজন কষ্ট হইবে, দুঃখদায়ক শয্যায় শয়ন করিবে এবং এই দুরবস্থার জন্য মনের মধ্যে খেদ উপস্থিত হইবে, তখনই তোমাকে পশ্চাতে ফেলিয়া চলিয়া যাইবে।১৭

এতাদৃশ অবস্থায় তুমি হিতৈষী বন্ধু ও সুহৃদ্গণের সহযোগিতা হইতে বঞ্চিত হইয়া কম্পিত তৃণ অপেক্ষা অধিক কম্পিতমনে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া বাস করিবে।১৮

লক্ষ্মণের বাণ ভয়ঙ্কর, মহাবেগশালী এবং দুর্জয়। তিনি শ্রীরামের কার্য্যবিমুখ তোমাকে বিনাশ না করিয়া কদাপি থাকিতে পারিবেন না। যদি তুমি আমার সহিত যাইয়া বিনীত ব্যক্তির ন্যায় তাঁহাদিগের সেবা করিবার মানসে উপস্থিত হও, তাহা হইলে সুগ্রীব তোমাকে ক্রমশঃ বানররাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিবেন।১৯-২০

তোমার পিতৃব্য (কাকা) সুগ্রীব ধর্মপথে অবস্থানকারী রাজা। তিনি সর্বদা তোমার প্রীতি কামনা করেন। তিনি দৃঢ়ব্রত, পবিত্র এবং সত্যপ্রতিজ্ঞ। অতএব কদাপি তোমাকে বিনাশ করিবেন না।২১

অঙ্গদ! তাঁহার মনে সর্বদা তোমার মাতার প্রিয় কার্য্য করিতে ইচ্ছা বর্তমান এবং তোমার মাতাকে প্রসন্ন করিতেই তিনি জীবনধারণ করিতেছেন। সুগ্রীবের অন্য কোন সন্তানাদিও নাই, অতএব তুমি তাঁহার নিকট গমন কর।২২

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে চতুঃপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চপঞ্চাশঃ সর্গঃ

[অঙ্গদেন সহ বানরাণাং প্রায়োপবেশনম্ ।]

শ্রুত্বা হনুমতো বাক্যং প্রশ্রিতং ধর্মসংহিতম্ ।
স্বামিসৎকারসংযুক্তমঙ্গদো বাক্যমব্রবীৎ ॥১
স্থৈর্য্যমাত্ম-মনঃশৌচমানৃশংসমথার্জবম্ ।
বিক্রমশ্চৈব ধৈর্য্যঞ্চ সুগ্রীবে নোপপদ্যতে ॥২
ভ্রাতুর্জ্যেষ্ঠস্য যো ভার্য্যাং জীবতো মহিষীং প্রিয়াম্ ।
ধর্মেণ মাতরং যস্তু স্বীকরোতি জুগুপ্সিতঃ ॥৩
কথং স ধর্ম জানীতে যেন ভ্রাতা দুরাত্মনা ।
যুদ্ধায়াভিনিযুক্তেন বিলস্য পিহিতং মুখম্ ॥৪
সত্যাৎ পাণিগৃহীতশ্চ কৃতকর্মা মহাযশাঃ ।
বিস্মৃতো রাঘবো যেন স কস্য সুকৃতং স্মরেৎ ॥৫
লক্ষ্মণস্য ভয়েনেহ নাধর্মভয়ভীরুণা ।
আদিষ্টা মার্গিতুং সীতা ধর্মশ্চাস্মিন্ কথং ভবেৎ ॥৬
তস্মিন্ পাপে কৃতঘ্নে তু স্মৃতিভিন্নে চলাত্মনি ।
আর্য্যঃ কো বিশ্বসেজ্জাতু তৎকুলীনো বিশেষতঃ ॥৭
রাজ্যে পুত্রং প্রতিষ্ঠাপ্য সগুণো নির্গুণোঽপি বা ।
কথং শত্রুকুলীনং মাং সুগ্রীবো জীবয়িষ্যতি ॥৮
ভিন্নমন্ত্রোঽপরাদ্ধশ্চ ভিন্নশক্তিঃ কথং হ্যহম্ ।
কিষ্কিন্ধাং প্রাপ্য জীবেয়মনাথ ইব দুর্বলঃ ॥৯
উপাংশুদণ্ডেন হি মাং বন্ধনেনোপপাদয়েৎ ।
শঠঃ ক্রূরো নৃশংসশ্চ সুগ্রীবো রাজ্যকারণাৎ ॥১০

পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ

[অঙ্গদের সহিত বানরগণের প্রায়োপবেশন ।]

হনুমানের বিনয়পূর্ণ, ধর্মানুকূল এবং প্রভুর প্রতি সম্মান প্রদর্শনযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া অঙ্গদ বলিতে লাগিলেন ।১

আমি রাজা সুগ্রীবে স্থিরতা, শরীর ও মনের পবিত্রতা, অক্রূরতা, সরলতা, পরাক্রম এবং ধৈর্য্য দেখিতে পাই না ।২

যে ব্যক্তি জীবিত অবস্থায় নিজ জ্যেষ্ঠভ্রাতার অত্যন্ত প্রিয়তমা পত্নী—যিনি ধর্মতঃ তাঁহার মাতৃতুল্য, সেই মহারাণীকে কুৎসিতভাবনায় গ্রহণ করিয়াছে, যে দুরাত্মা যুদ্ধে নিযুক্ত নিজ ভ্রাতা কর্তৃক গুহাদ্বার রক্ষা করিবার ভার পাইয়া সেই দ্বার প্রস্তর দ্বারা বন্ধ করিয়া দেয়, সেই ব্যক্তি কিরূপে ধর্মকে জানিতে পারিবে, অর্থাৎ তাঁহাকে ধর্মজ্ঞ বলিয়া কিরূপ স্বীকার করিব ? ৩-৪

যিনি সত্যকে সাক্ষী রাখিয়া বন্ধুভাবে ইহার হস্ত গ্রহণ করেন এবং প্রথমে তাহার কার্য্যসিদ্ধি করিয়া দেন, সেই মহাযশস্বী রঘুকুলনন্দন শ্রীরামকেই যে ভুলিয়া গিয়াছে, সেই ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির উপকার স্মরণ রাখিবে ? ৫

যে অধর্মের ভয়ে ভীত হইয়া নয়, লক্ষ্মণের ভয়ে ভীত হইয়া আমাদিগকে সীতার অন্বেষণে পাঠাইয়াছে, তাহাতে ধর্মের সম্ভাবনা কোথায় ? ৬

সেই পাপী, কৃতঘ্ন, স্মৃতিশক্তিহীন এবং চঞ্চলচিত্ত সুগ্রীবোপরি কোন শ্রেষ্ঠ পুরুষ, বিশেষতঃ যাঁহারা উত্তম কুলোৎপন্ন, তাঁহারা কেহই কোনরূপে বিশ্বাস রাখিতে পারিবেন না ।৭

নিজ পুত্র গুণবান্ হউক অথবা গুণহীন হউক, তাহাকে স্বীয় রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করা উচিত,—এইরূপ ধারণাযুক্ত সুগ্রীব শত্রুকুলজাত আমাকে কিরূপে জীবিত রাখিবে ? ৮

সুগ্রীব হইতে পৃথগ্‌ভাবে বাস করিব—এইরূপ গূঢ় বিচার আমার ছিল, কিন্তু আজ তাহা প্রকাশিত হইয়া পড়িল। তারপর তাহার আজ্ঞা পালন না করায় আমি অপরাধী। শুধু ইহাই নহে,—আমার শক্তিও ক্ষীণ

বন্ধনাচ্চাবসাদান্মে শ্রেয়ঃ প্রায়োপবেশনম্।
অনুজানন্তু মাং সর্বে গৃহং গচ্ছন্তু বানরাঃ ॥১১
অহং বঃ প্রতিজানামি ন গমিষ্যাম্যহং পুরীম্।
ইহৈব প্রায়মাসিষ্যে শ্রেয়ো মরণমেব মে ॥১২
অভিবাদনপূর্বং তু রাজা কুশলমেব চ।
অভিবাদনপূর্বং তু রাঘবৌ বলশালিনৌ ॥১৩
বাচ্যস্তাতো যবীয়ান্মে সুগ্রীবো বানরেশ্বরঃ।
আরোগ্যপূর্বং কুশলং বাচ্যা মাতা রুমা চ মে ॥১৪
মাতরং চৈব মে তারামাশ্বাসয়িতুমর্হথ।
প্রকৃত্যা প্রিয়পুত্রা সা সানুক্রোশা তপস্বিনী ॥১৫
বিনষ্টমিহ মাং শ্রুত্বা ব্যক্তং হাস্যতি জীবিতম্।
এতাবদুক্ত্বা বচনং বৃদ্ধাংস্তানভিবাদ্য চ ॥১৬

বিবেশ চাঙ্গদো ভূমৌ রুদন্ দর্ভেষু দুর্মুখঃ।
তস্য সংবিশতস্তত্র রুদন্তো বানরর্ষভাঃ ॥১৭
নয়নেভ্যঃ প্রমুমুচুরুষ্ণং বৈ বারি দুঃখিতাঃ।
সুগ্রীবং চৈব নিন্দন্তঃ প্রশংসন্তশ্চ বালিনম্ ॥১৮
পরিবার্য্যাঙ্গদং সর্বে ব্যবসন্ প্রায়মাসিতুম্।
তদ্বাক্যং বালিপুত্রস্য বিজ্ঞায় প্লবগর্ষভাঃ ॥১৯
উপস্পৃশ্যোদকং সর্বে প্রাঙ্মুখাঃ সমুপাবিশন্।
দক্ষিণাগ্রেষু দর্ভেষু উদক্তীরং সমাশ্রিতাঃ ॥২০
মুমূর্ষবো হরিশ্রেষ্ঠা এতৎক্ষমমিতি স্ম হ।
রামস্য বনবাসঞ্চ ক্ষয়ং দশরথস্য চ ॥২১
জনস্থানবধং চৈব বধং চৈব জটায়ুষঃ।

হইয়া পড়িয়াছে, আমি অনাথের ন্যায় দুর্বল, অতএব এইরূপ অবস্থায় কিষ্কিন্ধায় যাইয়া কিরূপে বাঁচিয়া থাকিব? ৯

সুগ্রীব শঠ, ক্রূর এবং নির্দয়। রাজ্যের জন্য সে আমাকে গুরুতর দণ্ড দান করিবে অথবা যাবজ্জীবন বন্ধন করিয়া রাখিবে।১০

সেইরূপ বন্ধনজনিত কষ্টভোগ অপেক্ষা উপবাস দ্বারা প্রাণত্যাগ করা আমার পক্ষে অতি শ্রেয়স্কর। অতএব সকল বানরগণ আমাকে এখানে থাকিবার আজ্ঞা দিয়া নিজ নিজ গৃহে গমন করুন।১১

আমি আপনাদের নিকট প্রতিজ্ঞা পূর্বক বলিতেছি যে, আমি কিষ্কিন্ধানগরীতে ফিরিয়া যাইব না, এখানে মরণান্ত উপবাস করিব। কারণ, মরণই এখন আমার শ্রেয়।১২

আপনারা রাজা সুগ্রীবকে প্রণাম করিয়া আমার কুশল সমাচার দিবেন। বলবান্ রঘুকুলনন্দন দুই ভ্রাতা রাম-লক্ষ্মণকে আমার প্রণাম নিবেদন করিয়া তাঁহাদিগকেও আমার কুশল সমাচার জানাইবেন।১৩

আমার কনিষ্ঠপিতা বানররাজ সুগ্রীব এবং মাতা রুমাকে আমার আরোগ্যপূর্বক কুশল সমাচার জানাইবেন। আমার মাতা তারাকেও আশ্বাস দান করিবেন; কারণ, সে স্বভাবতঃ দয়ালু, স্বধর্মপালিনী এবং পুত্রের উপর অত্যন্ত স্নেহশীলা।১৪-১৫

মাতা আমার মৃত্যুর সংবাদ শুনিয়া নিশ্চয়ই স্বীয় প্রাণত্যাগ করিবেন। এই কথা বলিয়া অঙ্গদ সেই সকল বৃদ্ধ বানরগণকে প্রণাম করিয়া দুঃখিত মনে রোদন করিতে করিতে ভূমিতে পাতিত কুশোপরি মরণান্ত উপবাসে উপবিষ্ট হইলেন। তাহাকে এইরূপে বসিতে দেখিয়া শ্রেষ্ঠ বানরগণ দুঃখিতান্তঃকরণে ক্রন্দন করিতে করিতে উষ্ণ অশ্রুত্যাগ করিয়া সুগ্রীবে নিন্দা এবং বালীর প্রশংসা করিতে লাগিলেন।১৬-১৮

সেই শ্রেষ্ঠ বানরগণ বালিপুত্র অঙ্গদের উক্ত বাক্য বিচার করিয়া তাহাকে বেষ্টন পূর্বক প্রায়োপবেশন করিতে নিশ্চয় করিলেন।১৯

তাঁহারা সকলে জলস্পর্শ (আচমন) করিয়া সমুদ্রের উত্তরতীর আশ্রয় করত দক্ষিণাগ্র কুশ বিছাইয়া পূর্বমুখে উপবেশন করিলেন।২০

মুমূর্ষু সেই প্রধান বানরগণ নিজেদের মৃত্যুই

হরণং চৈব বৈদেহ্যা বালিনশ্চ বধং তথা ॥
রামকোপঞ্চ বদতাং হরীণাং ভয়মাগতম্ ॥২২
স সংবিশদ্ভির্বহুভির্মহীধরো
মহাদ্রিকূটপ্রতিমৈঃ প্লবঙ্গমৈঃ ।

যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন। রামের বনবাস, রাজা দশরথের মৃত্যু, জনস্থানবাসী রাক্ষসগণের বিনাশ, জটায়ুর মরণ, বৈদেহী সীতার হরণ, বালীর মৃত্যু এবং শ্রীরামের ক্রোধের চর্চা করিতে করিতে সেই বানরগণের ভয় উপস্থিত হইল।২১-২২

বভূব সংনাদিতনির্দরান্তরো
ভৃশং নদদ্ভির্জলদৈরিবাম্বরম্ ॥২৩
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে পঞ্চপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥

মহান্ পর্বতশিখরের ন্যায় দেহধারী এবং উপবিষ্ট সেই বহু সংখ্যক বানরগণ ভয়ে এইরূপে উচ্চৈঃস্বরে শব্দ করিতে লাগিলেন যে, সেই পর্বত-কন্দরসমূহের অভ্যন্তর প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। তাহা দ্বারা মনে হইল যেন, এই শব্দ গর্জনকারী মেঘের শব্দ।২৩

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

ষট্‌পঞ্চাশঃ সর্গঃ

[সম্পাতিসমীপাদ্ বানরাণাং ভীতিঃ, তেষাং মুখতো জটায়ুষো মৃত্যুসন্দেশং শ্রুত্বা সম্পাতেঃ শোকঃ, গিরিশিখরাদবতারয়িতুং বানরাণাং সমীপে অনুরোধশ্চ।]

উপবিষ্টাস্তু তে সর্বে যস্মিন্ প্রায়ং গিরিস্থলে।
হরয়ো গৃধ্ররাজশ্চ তং দেশমুপচক্রমে ॥১
সম্পাতির্নাম নাম্না তু চিরজীবী বিহঙ্গমঃ।
ভ্রাতা জটায়ুষঃ শ্রীমান্ বিখ্যাতবল-পৌরুষঃ ॥২
কন্দরাদভিনিষ্ক্রম্য স বিন্ধ্যস্য মহাগিরেঃ।
উপবিষ্টান্ হরীন্ দৃষ্ট্বা হৃষ্টাত্মা গিরমব্রবীৎ ॥৩
বিধিঃ কিল নরং লোকে বিধানেনানুবর্ততে।
যথায়ং বিহিতো ভক্ষ্যশ্চিরান্ মহ্যমুপাগতঃ ॥৪
পরম্পরাণাং ভক্ষিষ্যে বানরাণাং মৃতং মৃতম্।
উবাচৈতদ্বচঃ পক্ষী তান্নিরীক্ষ্য প্লবঙ্গমান্ ॥৫
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা ভক্ষ্যলুব্ধস্য পক্ষিণঃ।
অঙ্গদঃ পরমায়স্তো হনুমন্তমথাব্রবীৎ ॥৬
পশ্য সীতাপদেশেন সাক্ষাদ্ বৈবস্বতো যমঃ।
ইমং দেশমনুপ্রাপ্তো বানরাণাং বিপত্তয়ে ॥৭
রামস্য ন কৃতং কার্য্যং ন কৃতং রাজশাসনম্।
হরীণামিয়মজ্ঞাতা বিপত্তিঃ সহসাগতা ॥৮
বৈদেহ্যাঃ প্রিয়কামেন কৃতং কর্ম জটায়ুষা।
গৃধ্ররাজেন যত্তত্র শ্রুতং বস্তদশেষতঃ ॥৯
তথা সর্বাণি ভূতানি তির্য্যগ্‌যোনিগতান্যপি।
প্রিয়ং কুর্বন্তি রামস্য ত্যক্ত্বা প্রাণান্ যথা বয়ম্ ॥১০

ষট্‌পঞ্চাশ সর্গ

[সম্পাতি হইতে বানরগণের ভয়, তাহাদের মুখে জটায়ুর মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া সম্পাতির শোক প্রকাশ এবং গিরিশিখর হইতে তাহাকে নিম্নে নামাইবার জন্য বানরগণের নিকট অনুরোধ।]

পর্বতের যে স্থানে ঐ বানরগণ প্রায়োপবিষ্ট আছে, এক গৃধ্ররাজ সেই স্থানে উপস্থিত হইল।১

সেই পক্ষী চিরজীবী, তাহার নাম সম্পাতি এবং সে পক্ষিরাজ জটায়ুর ভ্রাতা। এই শ্রীমান্ সম্পাতির বল এবং পৌরুষ সর্বত্র প্রসিদ্ধ ছিল।২

শ্রেষ্ঠপর্বত বিন্ধ্যের কন্দর হইতে নির্গত হইয়া সম্পাতি যখন উপবিষ্ট সেই সব বানরগণকে দেখিল, তখন তাহার অন্তর আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিল এবং সে এই কথা বলিল।৩

যেরূপ জগতে পূর্বজন্মকৃত কর্মানুসারে মনুষ্যগণ তাহার ফল স্বতঃই পাইয়া থাকে, সেইরূপ দীর্ঘকালের পর এইস্থানে আমি নিজ ভক্ষ্য স্বতঃই প্রাপ্ত হইলাম, অবশ্যই ইহা আমার কোন কর্মের ফল হইবে। এই বানরগণের পরস্পর যে যখন মৃত্যুমুখে পতিত হইবে, আমি তখনই ক্রমশঃ তাহাদের সকলকে ভক্ষণ করিব। সেই পক্ষী বানরগণকে লক্ষ্য করিয়া এক কথা বলিতে লাগিল।৪-৫

ভোজনলুব্ধ সেই পক্ষীর উক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া অঙ্গদ অত্যন্ত দুঃখিত হইল এবং হনুমানকে বলিল।৬

দেখুন—সীতাকে নিমিত্ত করিয়া বানরগণকে বিপদে ফেলিবার জন্য সাক্ষাৎ সূর্য্যপুত্র যম এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছে।৭

বানরগণের রামকার্য্য করা হইল না এবং রাজা সুগ্রীবের আজ্ঞাও পালিত হইল না। ইহারি মধ্যে সহসা তাহাদের অজ্ঞাত এক বিপদ আসিয়া উপস্থিত হইল।৮

বৈদেহী সীতার প্রিয় কর্মকারী গৃধ্ররাজ জটায়ু যে

অন্যোন্যমুপকুর্ব্বন্তি স্নেহ-কারুণ্যযন্ত্রিতাঃ।
ততস্তস্যোপকারার্থং ত্যজতাত্মানমাত্মনা ॥১১
প্রিয়ং কৃতং হি রামস্য ধর্ম্মজ্ঞেন জটায়ুষা।
রাঘবার্থে পরিশ্রান্তা বয়ং সংত্যক্তজীবিতাঃ ॥১২
কান্তারাণি প্রপন্নাঃ স্ম ন চ পশ্যাম মৈথিলীম্।
স সুখী গৃধ্ররাজস্তু রাবণেন হতো রণে ॥
মুক্তশ্চ সুগ্রীবভয়াদ্ গতশ্চ পরমাং গতিম্ ॥১৩
জটায়ুষো বিনাশেন রাজ্ঞো দশরথস্য চ।
হরণেন চ বৈদেহ্যাঃ সংশয়ং হরয়ো গতাঃ ॥১৪
রাম-লক্ষ্মণয়োর্বাসমরণ্যে সহ সীতয়া।
রাঘবস্য চ বাণেন বালিনশ্চ তথা বধম্ ॥১৫
রামকোপাদশেষাণাং রক্ষসাঞ্চ তথা বধম্।
কৈকয্যা বরদানেন ইদঞ্চ বিকৃতং কৃতম্ ॥১৬

(সাহসপূর্ণ) কর্ম করিয়াছিল, তাহা আপনারা সকলে বিশেষভাবে শ্রবণ করিয়াছেন।৯

সমস্ত প্রাণী এবং পশু-পক্ষী প্রভৃতি তির্য্যগ্-যোনিজাত এমন কেহই উৎপন্ন হয় নাই, যে আমাদের ন্যায় প্রাণত্যাগ করিয়া রামকার্য্য করিবে।১০

শিষ্টব্যক্তি স্নেহ ও করুণার বশীভূত হইয়া পরস্পরের উপকার সাধন করিয়া থাকেন। অতএব আপনারা শ্রীরামের উপকার করিবার জন্য নিজ শরীর পরিত্যাগ করুন।১১

ধর্মজ্ঞ জটায়ু শ্রীরামের প্রিয় কার্য্য সাধন করিয়াছেন। আমরাও রামের জন্য নিজ জীবনের মোহ ত্যাগ করত পরিশ্রান্ত হইয়া এই দুর্গম বনে প্রবিষ্ট হইয়াছি, কিন্তু মিথিলারাজদুহিতা সীতার দর্শন পাইলাম না। গৃধ্ররাজ জটায়ু সুখী ; কারণ, তিনি যুদ্ধে রাবণ কর্তৃক হত হইয়াছেন এবং পরম গতি লাভ করিয়াছেন। তিনি সুগ্রীবের ভয় হইতেও মুক্ত হইয়াছেন।১২-১৩

রাজা দশরথের মৃত্যু, জটায়ুর বিনাশ এবং বৈদেহীর (সীতার) অপহরণ—এই সকল ঘটনা দ্বারা বানরগণের জীবন আজ সংশয়গ্রস্ত।১৪

সীতার সহিত রাম-লক্ষ্মণের বনমধ্যে বাস,

তদসুখমনুকীর্তিতং বচো
ভুবি পতিতাংশ্চ নিরীক্ষ্য বানরান্।
ভৃশচকিতমতির্মহামতিঃ
কৃপণমুদাহৃতবান্ স গৃধ্ররাজঃ ॥১৭
তত্তু শ্রুত্বা তথা বাক্যমঙ্গদস্য মুখোদ্গতম্।
অব্রবীদ্ বচনং গৃধ্রস্তীক্ষ্ণতুণ্ডো মহাস্বনঃ ॥১৮
কোঽয়ং গিরা ঘোষয়তি প্রাণৈঃ প্রিয়তরস্য মে।
জটায়ুষো বধং ভ্রাতুঃ কম্পয়ন্নিব মে মনঃ ॥১৯
কথমাসীজ্জনস্থানে যুদ্ধং রাক্ষস-গৃধ্রয়োঃ।
নামধেয়মিদং ভ্রাতুশ্চিরস্যাদ্য ময়া শ্রুতম্ ॥২০
ইচ্ছেয়ং গিরিদুর্গাচ্চ ভবদ্ভিরবতারিতুম্।
যবীয়সো গুণজ্ঞস্য শ্লাঘনীয়স্য বিক্রমৈঃ ॥২১

রামচন্দ্রের বাণে বালীর বিনাশ এবং রামের কোপে অসংখ্য রাক্ষসগণের সংহার—এই সমস্ত ঘটনা কৈকেয়ীকে বরদানের ফলে বিকৃতরূপে সংঘটিত হইয়াছে।১৫-১৬

বানরগণ দ্বারা পুনঃ পুনঃ কথিত এই দুঃখময় বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং তাহাদিগকে ভূমিতলে পতিত দেখিয়া অতিশয় বুদ্ধিমান্ গৃধ্ররাজ সম্পাতির হৃদয় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল এবং দীন বাক্যে বলিতে লাগিল।১৭

অঙ্গদের মুখনির্গত ঐ সব বাক্য শ্রবণ করিয়া তীক্ষ্ণ-চঞ্চু সেই গৃধ্র উচ্চৈঃস্বরে এইরূপ বলিতে আরম্ভ করিল।১৮

আমার প্রাণ হইতেও অত্যন্ত প্রিয় ভ্রাতা জটায়ুর নিধন সংবাদ বলিতেছে—কে এই ব্যক্তি? ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার হৃদয় যেন কম্পিত হইতেছে।১৯

জনস্থানে রাক্ষসের সহিত ভ্রাতা গৃধ্রের কেন যুদ্ধ হইয়াছিল? বহুদিনের পর আজ স্বীয় ভ্রাতার নাম কর্ণে শ্রবণ করিলাম।২০

জটায়ু আমার অনুজ (ছোট) ভ্রাতা। সে গুণজ্ঞ এবং পরাক্রমশালী বলিয়া প্রশংসার যোগ্য ছিল। দীর্ঘকালের পর আজ তাহার নাম শুনিয়া আমার মন

অতিদীর্ঘস্য কালস্য পরিতুষ্টোঽস্মি কীর্তনাৎ।
তদিচ্ছেয়মহং শ্রোতুং বিনাশং বানরর্ষভাঃ ॥২২

ভ্রাতুর্জটায়ুষস্তস্য জনস্থাননিবাসিনঃ।
তস্যৈব চ মম ভ্রাতুঃ সখা দশরথঃ কথম্‌ ॥২৩

যস্য রামঃ প্রিয়ঃ পুত্রো জ্যেষ্ঠো গুরুজনপ্রিয়ঃ।
সূর্য্যাংশুদগ্ধপক্ষত্বান্ন শক্নোমি বিসর্পিতুম্‌ ॥
ইচ্ছেয়ং পর্বতাদস্মাদবতর্তুমরিন্দমাঃ ॥২৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে ষট্‌পঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥

অত্যন্ত তুষ্ট হইয়াছে। আমি তোমাদের নিকট কামনা করিতেছি যে, তোমরা আমাকে নিম্নে নামাইয়া দাও; কারণ, হে শ্রেষ্ঠ বানরগণ! আমি ভ্রাতার বিনাশের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি।২১-২২

আমার ভ্রাতা জটায়ু জনস্থানে বাস করে। গুরুজন-প্রিয় শ্রীরামচন্দ্র যাঁহার জ্যেষ্ঠ এবং প্রিয় পুত্র, সেই রাজা দশরথ জটায়ুর সখা কিরূপে হইল? হে শত্রুদমন বীরগণ! আমার পক্ষ সূর্য্যের কিরণে দগ্ধ হইয়া গিয়াছে, সেইজন্য উড়িতে পারি নাই। কিন্তু এখন আমি এই পর্বতের নিম্নে অবতরণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি।২৩-২৪

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে ষট্‌পঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তপঞ্চাশঃ সর্গঃ

[অঙ্গদেন পর্বতশিখরাৎ সম্পাতেরবতারণম্, জটায়ুষো বধবৃত্তান্তকথনম্, বালিবধস্য রাম-সুগ্রীবয়োশ্চ মিত্রতায়াঃ কথাজ্ঞাপনম্, স্বস্যামরণোপবাসবিষয়নিবেদনঞ্চ ।]

শোকাদ্ ভ্রষ্টস্বরমপি শ্রুত্বা বানরযূথপাঃ ।
শ্রদ্দধুর্নৈব তদ্বাক্যং কর্মণা তস্য শঙ্কিতাঃ ॥১
তে প্রায়মুপবিষ্টাস্তু দৃষ্ট্বা গৃধ্রং প্লবঙ্গমাঃ ।
চক্রুর্বুদ্ধিং তদা রৌদ্রাং সর্বান্নো ভক্ষয়িষ্যতি ॥২
সর্বথা প্রায়মাসীনান্ যদি নো ভক্ষয়িষ্যতি ।
কৃতকৃত্যা ভবিষ্যামঃ ক্ষিপ্রং সিদ্ধিমিতো গতাঃ ॥৩
এতাং বুদ্ধিং ততশ্চক্রুঃ সর্বে তে হরিযূথপাঃ ।
অবতার্য্য গিরেঃ শৃঙ্গাদ্ গৃধ্রমাহাঙ্গদস্তথা ॥৪
বভূবর্ক্ষরজো নাম বানরেন্দ্রঃ প্রতাপবান্ ।
মমার্য্যঃ পার্থিবঃ পক্ষিন্ ধার্মিকৌ তস্য চাত্মজৌ ॥৫
সুগ্রীবশ্চৈব বালী চ পুত্রৌ ঘনবলাবুভৌ ।
লোকে বিশ্রুতকর্মাভূদ্ রাজা বালী পিতা মম ॥৬
রাজা কৃৎস্নস্য জগত ইক্ষ্বাকূণাং মহারথঃ ।
রামো দাশরথিঃ শ্রীমান্ প্রবিষ্টো দণ্ডকাবনম্ ॥৭
লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা বৈদেহ্যা সহ ভার্য্যয়া ।
পিতুর্নিদেশনিরতো ধর্ম্যং পন্থানমাশ্রিতঃ ॥৮
তস্য ভার্য্যা জনস্থানাদ্ রাবণেন হৃতা বলাৎ ।
রামস্য তু পিতুর্মিত্রং জটায়ুর্নাম গৃধ্ররাট্ ॥৯
দদর্শ সীতাং বৈদেহীং হ্রিয়মাণাং বিহায়সা ।

সপ্তপঞ্চাশ সর্গ

[অঙ্গদ কর্তৃক পর্বতশিখর হইতে সম্পাতিকে নিম্নে আনয়ন, জটায়ুর বধ বৃত্তান্ত কথন, বালি বধ ও রাম-সুগ্রীবের মিত্রতার কথা জ্ঞাপন এবং নিজের আমরণ উপবাসের কথা নিবেদন ।]

শোকবশতঃ সম্পাতির কণ্ঠস্বর বিকৃত হইয়া যাইলেও তাহার সেই কথিত বাক্য শ্রবণ করিয়া বানর-যূথপতিগণের তাহাতে বিশ্বাস হইল না; কারণ, তৎকালীন তাহার কর্মে বানরগণ ভীত হইয়া পড়িয়াছিল ।১

আমরণ উপবাসে উপবিষ্ট বানরগণ সেই সময় ঐ গৃধ্রকে দেখিয়া তাহার প্রতি এইরূপ ভয়ঙ্কর বুদ্ধি হইল যে, ঐ পক্ষী আমাদিগকে ভক্ষণ করিবে ।২

আমরা সকলে মৃত্যু কামনা করিয়া সর্বপ্রকারে প্রায়োপবিষ্ট আছি। এই সময় যদি ঐ পক্ষী আমাদিগকে ভক্ষণ করে, তাহা হইলে আমরা কৃতকৃত্য হইব এবং শীঘ্র আমাদের সকল কার্য্য সিদ্ধ হইবে ।৩

তারপর সেই বানরযূথপতিগণ ইহাই নিশ্চয় করিল। তখন অঙ্গদ ঐ গৃধ্রকে গিরিশৃঙ্গ হইতে নামাইয়া তাহাকে বলিল ।৪

পক্ষিরাজ! পূর্বে এক প্রতাপশালী বানররাজ ছিলেন, তাঁহার নাম ঋক্ষরজা। রাজা ঋক্ষরজা আমার পিতামহ। তাঁহার দুই ধর্মাত্মা পুত্র ছিল, তাঁহাদের নাম বালী ও সুগ্রীব। তাঁহারা দুইজনেই অতিশয় বলবান্ ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে রাজা বালী আমার পিতা। নিজ পরাক্রমের জন্য তিনি জগতে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ছিলেন ।৫-৬

কয়েক বর্ষ পূর্বে সম্পূর্ণ জগতের রাজা, ইক্ষ্বাকুবংশের মহারথী, বীর, দশরথপুত্র, শ্রীমান্ রামচন্দ্র পিতার আদেশপালনে তৎপর হইয়া ধর্মমার্গ আশ্রয় করত দণ্ডকারণ্যে আসিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত তাঁহার ধর্মপত্নী বিদেহরাজকুমারী সীতা এবং অনুজ ভ্রাতা লক্ষ্মণও ছিলেন ।৭-৮

জনস্থানে আসিলে সেখান হইতে রামের ভার্য্যা সীতাকে রাবণ বলপূর্বক হরণ করিয়া লইয়া যায়। রামের পিতা দশরথের বন্ধু গৃধ্ররাজ জটায়ু দেখিতে

রাবণং বিরথং কৃত্বা স্থাপয়িত্বা চ মৈথিলীম্ ॥
পরিশ্রান্তশ্চ বৃদ্ধশ্চ রাবণেন হতো রণে ॥১০
এবং গৃধ্রো হতস্তেন রাবণেন বলীয়সা।
সংস্কৃতশ্চাপি রামেণ জগাম গতিমুত্তমম্ ॥১১
ততো মম পিতৃব্যেণ সুগ্রীবেণ মহাত্মনা।
চকার রাঘবঃ সখ্যং সোঽবধীৎ পিতরং মম ॥১২
মম পিত্রা নিরুদ্ধো হি সুগ্রীবঃ সচিবৈঃ সহ।
নিহত্য বালিনং রামস্ততস্তমভিষেচয়ৎ ॥১৩
স রাজ্যে স্থাপিতস্তেন সুগ্রীবো বানরেশ্বরঃ।
রাজা বানরমুখ্যানাং তেন প্রস্থাপিতা বয়ম্ ॥১৪
এবং রামপ্রযুক্তাস্তু মার্গমাণাস্ততস্ততঃ।
বৈদেহীং নাধিগচ্ছামো রাত্রৌ সূর্য্যপ্রভামিব ॥১৫

পাইলেন—রাবণ আকাশমার্গে বিদেহরাজপুত্রী সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে। ইহা দেখিয়া তিনি রাবণের উপর পতিত হইয়া তাহার রথ নষ্ট করিয়া ফেলিলেন এবং মিথিলারাজকন্যা সীতাকে সুরক্ষিত ভাবে ভূমিতে নামাইয়া দিলেন। তারপর সেই বৃদ্ধ জটায়ু রাবণের সহিত যুদ্ধে পরিশ্রান্ত হইলে রাবণ তাহাকে বধ করে।৯-১০

এইরূপে মহাবলশালী রাবণ কর্তৃক গৃধ্ররাজ জটায়ু নিহত হয়। স্বয়ং শ্রীরামচন্দ্র তাঁহার দাহাদি সংস্কার করেন এবং তিনি তাহাতে উত্তম গতি লাভ করেন।১১

তারপর রামচন্দ্র আমার পিতৃব্য মহাত্মা সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা করেন এবং সুগ্রীবের কথানুসারে তিনি আমার পিতা বালীকে বধ করেন।১২

আমার পিতা মন্ত্রিগণের সহিত সুগ্রীবকে রাজ্য-সুখ হইতে বঞ্চিত করিয়াছিলেন। সেইজন্য শ্রীরামচন্দ্র পিতা বালীকে বিনাশ করিয়া তাঁহাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছেন। তিনি সুগ্রীবকে বালীর রাজ্যে স্থাপিত করেন। তারপর সুগ্রীব এখন বানরগণের রাজা। তিনি প্রধান বানরগণেরও রাজা। সেই বানররাজ সীতাকে অন্বেষণ করিবার জন্য আমাদিগকে পাঠাইয়াছেন।১৩-১৪

তে বয়ং দণ্ডকারণ্যং বিচিত্য সুসমাহিতাঃ।
অজ্ঞানাত্তু প্রবিষ্টাঃ স্ম ধরণ্যা বিবৃতং বিলম্ ॥১৬
ময়স্য মায়াবিহিতং তদ্বিলঞ্চ বিচিন্বতাম্।
ব্যতীতস্তত্র নো মাসো যো রাজ্ঞা সময়ঃ কৃতঃ ॥১৭
তে বয়ং কপিরাজস্য সর্বে বচনকারিণঃ।
কৃতাং সংস্থামতিক্রান্তা ভয়াৎ প্রায়মুপাসিতাঃ ॥১৮
ক্রুদ্ধে তস্মিংস্তু কাকুৎস্থে সুগ্রীবে চ সলক্ষ্মণে।
গতানামপি সর্বেষাং তত্র নো নাস্তি জীবিতম্ ॥১৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে সপ্তপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥

আমরা এইদিকে রাম কর্তৃক এই দিকে প্রেরিত হইয়া সেই সেই স্থানে সীতাকে অন্বেষণ করিয়াছি, কিন্তু তথাপি বৈদেহীকে প্রাপ্ত হই নাই। যেরূপ রাত্রিকালে সূর্য্যের কিরণ দেখিতে পাওয়া যায় না, সেইরূপ এই বনে সীতার দর্শন পাইলাম না।১৫

আমরা একাগ্রচিত্তে দণ্ডকারণ্যের সর্বত্র অন্বেষণ করিয়া অজ্ঞানবশতঃ পৃথিবীর এক বিস্তৃত বিলের (গহ্বর, গুহা) মধ্যে প্রবিষ্ট হইলাম।১৬

ঐ বিবর (গুহা) ময়াসুরের মায়া দ্বারা নির্মিত। যে মাসের মধ্যে সীতার সংবাদ লইয়া আমাদের ফিরিয়া যাইবার কথা ছিল, তাহাতে অন্বেষণ করিতে করিতে আমাদের একমাস অতিক্রান্ত হইল।১৭

আমরা সকলে কপিরাজ সুগ্রীবের আজ্ঞাপালনকারী, কিন্তু আমাদের তৎকর্তৃক নির্দ্দিষ্ট সীমা অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। সেইজন্য তাঁহার ভয়ে আমরা প্রায়োপবেশন করিয়াছি।১৮

আমরা সীতার সংবাদ না লইয়া যদি ফিরিয়া যাই, তাহা হইলে লক্ষ্মণের সহিত সেই কাকুৎস্থ শ্রীরাম ও সুগ্রীব ক্রুদ্ধ হইবেন এবং তখন আমাদের আর প্রাণ থাকিবে না।১৯

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে সপ্তপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টপঞ্চাশঃ সর্গঃ

[সম্পাতেঃ স্বীয়পক্ষজ্বলনবৃত্তান্তকথনম্, সীতায়া রাবণস্য চ সন্দেশজ্ঞাপনম্, বানারাণাং সহায়েন সমুদ্রতীরং গত্বা ভ্রাত্রে জলাঞ্জলিদানঞ্চ।]

ইত্যুক্তঃ করুণং বাক্যং বানরৈস্ত্যক্তজীবিতৈঃ।
সবাষ্পো বানরান্ গৃধ্রঃ প্রত্যুবাচ মহাস্বনঃ ॥১

যবীয়ান্ স মম ভ্রাতা জটায়ুর্নাম বানরাঃ।
যমাখ্যাত হতং যুদ্ধে রাবণেন বলীয়সা ॥২

বৃদ্ধভাবাদপক্ষত্বাচ্ছৃণ্বংস্তদপি মর্ষয়ে।
ন হি মে শক্তিরস্ত্যদ্য ভ্রাতুর্বৈরবিমোক্ষণে ॥৩

পুরা বৃত্রবধে বৃত্তে স চাহঞ্চ জয়ৈষিণৌ।
আদিত্যমুপযাতৌ খে জ্বলন্তং রশ্মিমালিনম্ ॥৪

আবৃত্যাকাশমার্গেণ জবেন স্বর্গতৌ ভৃশম্।
মধ্যং প্রাপ্তে তু সূর্য্যে তু জটায়ুরবসীদতি ॥৫

তমহং ভ্রাতরং দৃষ্ট্বা সূর্য্যরশ্মিভিরর্দিতম্।
পক্ষাভ্যাং ছাদয়ামাস স্নেহাৎ পরমবিহ্বলম্ ॥৬

নির্দগ্ধপক্ষঃ পতিতো বিন্ধ্যেঽহং বানরর্ষভাঃ।
অহমস্মিন্ বসন্ ভ্রাতুঃ প্রবৃত্তিং নোপলক্ষয়ে ॥৭

জটায়ুষস্তে বিমুক্তো ভ্রাত্রা সম্পাতিনা তদা।
যুবরাজো মহাপ্রাজ্ঞঃ প্রত্যুবাচাঙ্গদস্তদা ॥৮

জটায়ুষো যদি ভ্রাতা শ্রুতং তে গদিতং ময়া।
আখ্যাহি যদি জানাসি নিলয়ং তস্য রক্ষসঃ ॥৯

অদীর্ঘদর্শিনং তং বৈ রাবণং রাক্ষসাধমম্।
অন্তিকে যদি বা দূরে যদি জানাসি শংস নঃ ॥১০

অষ্টপঞ্চাশ সর্গ

[সম্পাতি কর্তৃক স্বীয় পক্ষজ্বলনবৃত্তান্ত কথন, সীতা ও রাবণের সংবাদ জ্ঞাপন এবং বানরগণের সাহায্যে সমুদ্রতীরে যাইয়া ভ্রাতার উদ্দেশে জলাঞ্জলি দান।]

জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া প্রায়োপবিষ্ট সেই বানরগণের মুখ হইতে করুণাজনক বাক্য শ্রবণ করিয়া গৃধ্র সম্পাতির চক্ষু হইতে অশ্রু নির্গত হইতে লাগিল। তিনি উচ্চৈঃস্বরে উত্তর দিলেন।১

হে বানরগণ! তোমরা মহাবলবান্ রাবণ কর্তৃক যুদ্ধে যাহার নিহত হওয়ার কথা বলিলে, সেই জটায়ু আমার ছোট ভাই।২

আমি বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি এবং আমার পক্ষও নষ্ট ইয়া গিয়াছে, সেইজন্য নিজ ভ্রাতার শত্রুর প্রতি প্রতিশোধ লইবার শক্তি আজ আমার নাই; এই কারণে তোমাদের মুখ হইতে অপ্রিয় সংবাদ শুনিয়া সব কিছু সহ্য করিতে হইতেছে।৩

বহু পূর্বের কথা, যখন ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে বধ করিয়াছে, তখন জটায়ু ও আমি সেই ইন্দ্রকে জয় করিতে ইচ্ছা করিয়া আকাশমার্গ দ্বারা অতি বেগে স্বর্গলোকে উপস্থিত হইলাম। ইন্দ্রকে জয় করিবার পর ফিরিয়া আসিবার সময় স্বর্গপ্রকাশিতকারী ও কিরণমাল্যধারী সূর্য্যের নিকট যাইলাম। আমা অপেক্ষা জটায়ু সূর্য্যের মধ্যাহ্নকালের প্রখর তেজে অবসন্ন হইয়া পড়িল।৪-৫

ভ্রাতাকে সূর্য্যকিরণে পীড়িত এবং অত্যন্ত ব্যাকুল দেখিয়া স্নেহবশতঃ আমি আমার পক্ষ দুইটি দ্বারা তাকে আচ্ছাদন করিলাম।৬

হে বানর শিরোমণিগণ! সেই সময় আমার দুইটি পক্ষই দগ্ধ হইয়া যাইল এবং আমি বিন্ধ্যপর্বতে নিপতিত হইলাম। আমি এই স্থানে থাকিয়া ভ্রাতার কোন সমাচারই রাখিতে পারি নাই। (আজ প্রথম তোমাদের মুখে তাহার মৃত্যু সংবাদ জানিতে পারিলাম)।৭

জটায়ুর ভ্রাতা সম্পাতি সেই সময় এইরূপ কথা বলিলে পর বুদ্ধিমান্ যুবরাজ অঙ্গদ তাহাকে প্রত্যুত্তরে বলিলেন।৮

যদি আপনি জটায়ুর ভ্রাতা হইয়া থাকেন, যদি

ততোঽব্রবীন্মহাতেজা ভ্রাতা জ্যেষ্ঠো জটায়ুষঃ।
আত্মানুরূপং বচনং বানরান্ সংপ্রহর্ষয়ন্ ॥১১
নির্দগ্ধপক্ষো গৃধ্রোঽহং গতবীর্য্যঃ প্লবঙ্গমাঃ।
বাঙ্‌মাত্রেণাপি রামস্য করিষ্যে সাহ্যমুত্তমম্ ॥১২
জানামি বারুণাঁল্লোকান্ বিষ্ণোস্ত্রৈবিক্রমানপি।
দেবাসুরবিমর্দাংশ্চ হ্যমৃতস্য বিমন্থনম্ ॥১৩
রামস্য যদিদং কার্য্যং কর্তব্যং প্রথমং ময়া।
জরয়া চ হৃতং তেজঃ প্রাণাশ্চ শিথিলা মম ॥১৪
তরুণী রূপসম্পন্না সর্বাভরণভূষিতা।
হ্রিয়মাণা ময়া দৃষ্টা রাবণেন দুরাত্মনা ॥১৫
ক্রোশন্তী রাম রামেতি লক্ষ্মণেতি চ ভামিনি।
ভূষণান্যপবিধ্যন্তী গাত্রাণি চ বিধুন্বতি ॥১৬
সূর্য্যপ্রভেব শৈলাগ্রে তস্যাঃ কৌশেয়মুত্তমম্।
অসিতে রাক্ষসে ভাতি যথা বিদ্যুদিবাম্বরে (ক) ॥১৭
তাং তু সীতামহং মন্যে রামস্য পরিকীর্তনাৎ।
শ্রূয়তাং মে কথয়তো নিলয়ং তস্য রক্ষসঃ ॥১৮
পুত্রো বিশ্রবসঃ সাক্ষাদ্ ভ্রাতা বৈশ্রবণস্য চ।
অধ্যাস্তে নগরীং লঙ্কাং রাবণো নাম রাক্ষসঃ ॥১৯
ইতো দ্বীপে সমুদ্রস্য সম্পূর্ণে শতযোজনে।
তস্মিংল্লঙ্কাপুরী রম্যা নির্মিতা বিশ্বকর্মণা ॥২০
জাম্বূনদময়ৈর্দ্বারৈশ্চিত্রৈঃ কাঞ্চনবেদিকৈঃ।
প্রাসাদৈর্হেমবর্ণৈশ্চ মহদ্ভিঃ সুসমাকৃতা ॥২১
প্রাকারেণার্কবর্ণেন মহতা চ সমন্বিতা।
তস্যাং বসতি বৈদেহী দীনা কৌশেয়বাসিনী ॥২২

আপনি মৎকথিত বাক্য শুনিয়া থাকেন এবং যদি সেই রাক্ষসের নিবাসস্থান আপনার জানা থাকে, তবে আমাদিগকে তাহা বলুন।৯

অদূরদর্শী নীচ রাক্ষস রাবণ এইস্থান হইতে দূরে কিংবা নিকটে আছে? আপনি যদি তাহা জানেন, তবে আমাদিগকে বলুন।১০

তখন জটায়ুর অগ্রজ ভ্রাতা মহাতেজস্বী সম্পাতি বানরগণের হর্ষবর্ধন করিতে করিতে স্বীয় অনুরূপ বাক্য বলিতে লাগিলেন।১১

বানরগণ! আমার পক্ষ পুড়িয়া গিয়াছে। আমি পক্ষহীন গৃধ্র এবং আমার শক্তিও নষ্ট প্রায় (সুতরাং আমি শরীর ও শক্তি দ্বারা তোমাদের কোন সহায়তা করিতে পারিব না) সেইজন্য কেবল বাক্য দ্বারা শ্রীরামের সাহায্য অবশ্যই করিব।১২

আমি বরুণলোকসকলকে জানি। বামনাবতারে ভগবান্ বিষ্ণু যে যে স্থানে আপনার তিন পদ (বিক্রম) স্থাপন করিয়াছিলেন—সেই স্থানও আমি জানি। অমৃত মন্থন এবং দেবাসুর সংগ্রামও আমার দেখা ও জানা ঘটনা।১৩

যদিও বার্দ্ধক্য আমার সমস্ত তেজ নষ্ট করিয়া দিয়াছে, তাহাতে প্রাণশক্তি শিথিল হইয়া গিয়াছে, তথাপি শ্রীরামচন্দ্রের এই কার্য্য আমার প্রথমেই কর্তব্য।১৪

একদিন আমি দেখিতে পাইলাম যে, দুরাত্মা রাবণ সকল অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা ও রূপবতী এক যুবতীকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে।১৫

ঐ মানিনী দেবী 'হা রাম! হা রাম! হা লক্ষ্মণ!' ইহা বলিতে বলিতে নিজ আভরণসকল ফেলিতে লাগিলেন এবং শরীরের সকল কাঁপাইতে কাঁপাইতে ছট্‌ফট্ করিতেছিলেন।১৬

তাঁহার সুন্দর রেশমী পীতবর্ণ বস্ত্র উদয়াচলের শিখরে সূর্য্যের প্রভার ন্যায় সুশোভিত হইতেছিল। তিনি সেই সময় রাক্ষস রাবণের নিকট বর্ষাকালে মেঘে চমকিত বিদ্যুতের ন্যায় প্রকাশিত হইতেছিলেন।১৭

শ্রীরামের নাম গ্রহণ করায় আমি বুঝিতে পারিলাম, তিনি সীতা ছিলেন। আমি এখন সেই রাক্ষসের বাসস্থানে কথা বলিতেছি—শ্রবণ কর।১৮

রাবণনামক রাক্ষস মহর্ষি বিশ্বশ্রবার পুত্র এবং সাক্ষাৎ কুবেরের ভ্রাতা। সে লঙ্কানাম্নী নগরীতে বাস করিতেছে।১৯

এখান হইতে চারিশত ক্রোশ দূরে সমুদ্রের এক

পাঠান্তর:—(ক)—যথা বা তড়িদম্বুদে।

রাবণান্তঃপুরে রুদ্ধা রাক্ষসীভিঃ সুরক্ষিতা।
জনকস্যাত্মজাং রাজ্ঞস্তস্যাং দ্রক্ষ্যথ মৈথিলীম্ ॥২৩
লঙ্কায়ামথ গুপ্তায়াং সাগরেণ সমন্ততঃ।
সম্প্রাপ্য সাগরস্যান্তং সম্পূর্ণং শতযোজনম্ ॥২৪
আসাদ্য দক্ষিণং তীরং ততো দ্রক্ষ্যথ রাবণম্।
তত্রৈব ত্বরিতাঃ ক্ষিপ্রং বিক্রমধ্বং প্লবঙ্গমাঃ ॥২৫
জ্ঞানেন খলু পশ্যামি দৃষ্ট্বা প্রত্যাগমিষ্যথ।
আদ্যঃ পন্থাঃ কুলিঙ্গানাং যে চান্যে ধান্যজীবিনঃ ॥২৬
দ্বিতীয়ো বলিভোজানাং যে চ বৃক্ষফলাশনাঃ।
ভাসাস্তৃতীয়ং গচ্ছন্তি ক্রৌঞ্চাশ্চ কুররৈঃ সহ ॥২৭
শ্যেনাশ্চতুর্থং গচ্ছন্তি গৃধ্রা গচ্ছন্তি পঞ্চমম্।
বলবীর্য্যোপপন্নানাং রূপ-যৌবনশালিনাম্ ॥২৮
ষষ্ঠস্তু পন্থা হংসানাং বৈনতেয়গতিঃ পরা।
বৈনতেয়াচ্চ নো জন্ম সর্বেষাং বানরর্ষভাঃ ॥২৯
গর্হিতং তু কৃতং কর্ম যেন স্মঃ পিশিতাশিনঃ।
প্রতিকার্য্যঞ্চ মে তস্য বৈরং ভ্রাতৃকৃতং ভবেৎ ॥৩০
ইহস্থোঽহং প্রপশ্যামি রাবণং জানকীং তথা।
অস্মাকমপি সৌপর্ণং দিব্যং চক্ষুর্বলং তথা ॥৩১
তস্মাদাহারবীর্য্যেণ নিসর্গেণ চ বানরাঃ।
আ যোজনশতাৎ সাগ্রাদ্ বয়ং পশ্যাম নিত্যশঃ ॥৩২

দ্বীপ আছে। সেই স্থানে বিশ্বকর্মা রমণীয়া ঐ লঙ্কাপুরী নির্ম্মাণ করিয়াছেন।২০

ঐ পুরীর বিচিত্র দ্বারসমূহ স্বর্ণে নির্মিত। সেখানকার বৃহৎ বৃহৎ প্রাসাদসমূহ স্বর্ণদ্বারা রচিত এবং কাঞ্চনময় বেদিদ্বারা সুশোভিত।২১

সেই নগরীর চতুর্দ্দিকস্থিত প্রাচীরসকল অতি বৃহৎ এবং সূর্য্য প্রভাসদৃশ। তাহাতে কৌশেয় বস্ত্রধারিণী বিদেহরাজকন্যা সীতা দুঃখের সহিত বাস করিতেছেন। তিনি রাবণের অন্তঃপুরে নজরবন্দিনী হইয়া আছেন, বহু রাক্ষসী তাঁহাকে সর্বতোভাবে রক্ষা করিতেছে। তোমরা সেই স্থানে গমন করিলে রাজা জনকের কন্যা মৈথিলীকে দেখিতে পাইবে।২২-২৩

লঙ্কানগরী চতুর্দিকে সমুদ্র দ্বারা সুরক্ষিত। পূর্ণ একশত যোজন সমুদ্র পার হইয়া তাহার দক্ষিণতীরে উপস্থিত হইলে তোমরা রাবণের সাক্ষাৎকার লাভ করিবে। তোমরা অতি দ্রুত সমুদ্র পার হইয়া ত্বরিত-পূর্বক নিজ নিজ পরাক্রমের পরিচয় দান কর।২৪-২৫

আমি জ্ঞান দৃষ্টি দ্বারা ইহা নিশ্চয় দেখিতে পাইতেছি যে, তোমরা (সেখানে) সীতাকে দর্শন করিয়া ফিরিয়া আসিবে। আকাশের এই যে প্রথম মার্গ, ইহা কুলিঙ্গ ও ধান্যভক্ষণ দ্বারা প্রাণধারী অন্যান্য পারাবতাদি পক্ষিগণের।২৬

আকাশের দ্বিতীয় মার্গ—কাক, যাহারা বৃক্ষের ফল ভোজন করে, সেই শুকপক্ষী প্রভৃতির। উহার যে তৃতীয় মার্গ—তাহা ভাস, ক্রৌঞ্চ এবং কুরর প্রভৃতি পক্ষিগণের।২৭

বাজপক্ষী উহার চতুর্থমার্গ এবং গৃধ্র (শকুনি) উহার পঞ্চমমার্গ দিয়া গমন করে। বল ও পরাক্রমসম্পন্ন এবং রূপ-যৌবনসুশোভিত হংসগণের আকাশের ষষ্ঠ মার্গ। তাহা হইতেও ঊর্দ্ধপথে গরুড়পক্ষী গমন করে। প্রধান বানরগণ! আমাদের সকলের জন্ম সেই গরুড়পক্ষী হইতে হইয়াছে।২৮-২৯

কিন্তু পূর্বজন্মে আমরা এইরূপ কোন নিন্দিত কর্ম করিয়াছি, যাহার ফলে বর্তমানে মাংসাহারী হইয়া পড়িয়াছি। তোমাদের সকলের সহায়তা করিয়া আমি রাবণের প্রতি নিজ ভ্রাতৃকৃত শত্রুতার প্রতিশোধ লইব।৩০

আমি এইস্থানে থাকিয়াই রাবণ এবং সীতাকে দেখিতেছি। কারণ, আমাদিগেরও গরুড়ের ন্যায় বহুদূর পর্য্যন্ত দেখিবার দিব্য শক্তি আছে।৩১

বানরগণ! সেইজন্য আমরা ভোজনজনিত শক্তি এবং স্বাভাবিক শক্তিতেই সদা শতযোজন ও উহার অগ্রভাগ (আগে) পর্য্যন্ত দেখিতে পাইয়া থাকি।৩২

অস্মাকং বিহিতা বৃত্তির্নিসর্গেণ চ দূরতঃ।
বিহিতা বৃক্ষমূলে তু বৃত্তিশ্চরণযোধিনাম্ ॥৩৩
উপায়ো দৃশ্যতাং কশ্চিল্লঙ্ঘনে লবণাম্ভসঃ।
অভিগম্য তু বৈদেহীং সমৃদ্ধার্থা গমিষ্যথ ॥৩৪
সমুদ্রং নেতুমিচ্ছামি ভবদ্ভির্বরুণালয়ম্।
প্রদাস্যাম্যুদকং ভ্রাতুঃ স্বর্গতস্য মহাত্মনঃ ॥৩৫

ততো নীত্বা তু তং দেশং তীরে নদনদীপতেঃ।
নির্দগ্ধপক্ষং সম্পাতিং বানরাঃ সুমহৌজসঃ ॥৩৬
তং পুনঃ প্রাপয়িত্বা চ তং দেশং পতগেশ্বরম্।
বভূবুর্বানরা হৃষ্টাঃ প্রবৃত্তিমুপলভ্য তে ॥৩৭

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে অষ্টপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥

জাতীয় স্বভাবানুসারে আমাদিগের নিজ জীবিকাবৃত্তি দূর হইতে ভক্ষ্যবিশেষে দেখিতে পাইবার শক্তি বিধাতা কর্তৃক নির্দিষ্ট হইয়াছে। কুক্কুট আদি পক্ষিগণের দৃষ্টি শক্তি বিধাতা কর্তৃক স্বীয় আবাসস্থান বৃক্ষের মূলদেশ পর্য্যন্ত সীমিত অর্থাৎ তাহারা কেবল বৃক্ষস্থিত বাসা হইতে বৃক্ষের তলদেশস্থিত ভক্ষ্য বিশেষকেই দেখিতে পায়।৩৩

এখন তোমরা এই লবণসমুদ্র লঙ্ঘন করিবার কোন একটি উপায় চিন্তা কর, তারপর বৈদেহী সীতার নিকট গমন করত সফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিবে।৩৪

বর্ত্তমানে আমি তোমাদের সহায়তার জন্য সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত যাইতে ইচ্ছা করিতেছি। সেই স্থানে আমার ভ্রাতা মহাত্মা জটায়ুর তর্পণ করিব।৩৫

এই কথা শুনিয়া মহাপরাক্রমী বানরবৃন্দ দগ্ধপক্ষ পক্ষিরাজ সম্পাতিকে সেই স্থান হইতে সমুদ্রতীরে লইয়া যাইলেন, তারপর তর্পণ-ক্রিয়াশেষে তাহাকে পুনরায় যে স্থানে তাহার বাসস্থান, সেই স্থানে লইয়া আসিলেন। সম্পাতির নিকট হইতে সীতাদেবীর বার্তা জানিয়া উক্ত বানরগণ অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন।৩৬-৩৭

মহর্ষি বাল্মীকি প্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে অষ্টপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

ঊনষষ্টিতমঃ সর্গঃ

[স্বপুত্র-সুপার্শ্বসমীপতঃ সীতা-রাবণদর্শনবৃত্তান্তমবগম্য সম্পাতেস্তদ্বর্ণনম্ ।]

ততস্তদমৃতাস্বাদং গৃধ্ররাজেন ভাষিতম্ ।
নিশম্য বদতো হৃষ্টাস্তে বচঃ প্লবগর্ষভাঃ ॥১
জাম্ববান্ বানরশ্রেষ্ঠঃ সহ সর্বৈঃ প্লবঙ্গমৈঃ ।
ভূতলাৎ সহসোত্থায় গৃধ্ররাজানমব্রবীৎ ॥২
ক্ব সীতা কেন বা দৃষ্টা কো বা হরতি মৈথিলীম্ ।
তদাখ্যাতু ভবান্ সর্বং গতির্ভব বনৌকসাম্ ॥৩
কো দাশরথিবাণানাং বজ্রবেগনিপাতিনাম্ ।
স্বয়ং লক্ষ্মণমুক্তানাং ন চিন্তয়তি বিক্রমম্ ॥৪

স হরীন্ প্রতিসম্মুক্তান্ সীতাশ্রুতিসমাহিতান্ ।
পুনরাশ্বাসয়ন্ প্রীত ইদং বচনমব্রবীৎ ॥৫
শ্রূয়তামিহ বৈদেহ্যা যথা মে হরণং শ্রুতম্ ।
যেন চাপি মমাখ্যাতং যত্র চায়তলোচনা ॥৬
অহমস্মিন্ গিরৌ দুর্গে বহুযোজনমায়তে ।
চিরান্নিপতিতো বৃদ্ধঃ ক্ষীণপ্রাণপরাক্রমঃ ॥৭
তং মামেবংগতং পুত্রঃ সুপার্শ্বো নাম নামতঃ ।
আহারেণ যথাকালং বিভর্তি পততাং বরঃ ॥৮

ঊনষষ্টিতম সর্গ

[নিজ পুত্র সুপার্শ্বের নিকট হইতে সীতা ও রাবণের দর্শন বৃত্তান্ত অবগত হইয়া সম্পাতি কর্তৃক তৎসমস্ত বর্ণন] ।

তারপর সেই সময় বার্তালাপকারী গৃধ্ররাজ কর্তৃক কথিত ও অমৃততুল্য স্বাদিষ্ট বচন শ্রবণ করত ঐ শ্রেষ্ঠ বানরগণ হৃষ্ট হইলেন ।১

বানরগণ মধ্যে প্রধান জাম্ববান্ সমস্ত বানরবৃন্দের সহিত সহসা ভূতল হইতে উত্থিত হইয়া গৃধ্ররাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন ।২

পক্ষিরাজ! সীতাদেবী কোথায় আছেন? কোন ব্যক্তিই বা তাঁহাকে দেখিয়াছেন? এবং কেহই বা মিথিলা রাজকুমারীকে অপহরণ করিয়াছে? আপনি এই সমস্ত বার্তা আমাদিগকে বলুন ও বনবাসী আমাদিগের আশ্রয়দাতা হউন ।৩

কে এইরূপ ধৃষ্ট যে, বজ্রতুল্য বেগ দ্বারা ভূতলে নিপাতকারী দশরথপুত্র-রামের বাণসকলের এবং স্বয়ং লক্ষ্মণ কর্তৃক নিক্ষিপ্ত বাণসকলের পরাক্রমের কথা চিন্তাই করে না? ৪

ঐ সময় উপবাস পরিত্যাগ করিয়া উপবিষ্ট এবং সীতাদেবীর কথা শুনিতে একাগ্রচিত্ত বানরগণকে প্রসন্ন-মনে পুনরায় আশ্বাস দান করিতে করিতে সম্পাতি তাহাদিগকে বলিলেন ।৫

বানরগণ! বৈদেহী সীতা যেরূপে অপহৃতা হইয়াছেন, বিশাললোচনা সীতা এই সময় যে স্থানে অবস্থান করিতেছেন, যে আমাকে এই সব বৃত্তান্ত বলিয়াছে এবং যেরূপে আমি তাহা শুনিয়াছি—তৎসমস্ত বলিতেছি, শ্রবণ কর ।৬

এই যে দুর্গম বহু যোজনবিস্তৃত পর্বত (সূর্য্যকিরণে আমার পক্ষ দগ্ধ হওয়ায়) আমি ইহাতে দীর্ঘকাল ধরিয়া পতিত রহিয়াছি। আমার প্রাণশক্তি ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে এবং আমি বৃদ্ধ হইয়াছি। এইরূপ অবস্থায় পক্ষিপ্রবর সুপার্শ্ব নামে আমার পুত্র যথাসময়ে আহারাদি দিয়া আমার ভরণ-পোষণ করিয়া থাকে ।৭-৮

তীক্ষ্ণকামাস্তু গন্ধর্বাস্তীক্ষ্ণকোপা ভুজঙ্গমাঃ।
মৃগাণাং তু ভয়ং তীক্ষ্ণং ততস্তীক্ষ্ণক্ষুধা বয়ম্ ॥৯
স কদাচিৎ ক্ষুধার্তস্য মমাহারাভিকাঙ্ক্ষিণঃ।
গতসূর্য্যেঽহনি প্রাপ্তো মম পুত্রো হ্যনামিষঃ ॥১০
স ময়াহারসংরোধাৎ পীড়িতঃ প্রীতিবর্ধনঃ।
অনুমান্য যথাতত্ত্বমিদং বচনমব্রবীৎ ॥(ক)১১
অহং তাত যথাকালমামিষার্থী মমাপ্লুতঃ।
মহেন্দ্রস্য গিরের্দ্বারমাবৃত্য সুসমাশ্রিতঃ ॥১২
তত্র সত্ত্বসহস্রাণাং সাগরান্তরচারিণাম্।
পন্থানমেকোঽধ্যবসং সংনিরোদ্ধুমবাঙ্মুখঃ ॥১৩
তত্র কশ্চিন্ময়া দৃষ্টঃ সূর্য্যোদয়সমপ্রভাম্।
স্ত্রিয়মাদায় গচ্ছন্ বৈ ভিন্নাঞ্জনচয়োপমঃ ॥১৪

সোঽহমভ্যবহারার্থং তৌ দৃষ্ট্বা কৃতনিশ্চয়ঃ।
তেন সাম্না বিনীতেন পন্থানমনুযাচিতঃ ॥১৫
নহি সামোপপন্নানাং প্রহর্তা বিদ্যতে ভুবি।
নীচেষ্বপি জনঃ কশ্চিৎ কিমঙ্গ বত মদ্বিধঃ ॥১৬
স জাতস্তেজসা ব্যোম সংক্ষিপন্নিব বেগিতঃ।
অথাহং খেচরৈর্ভূতৈরভিগম্য সভাজিতঃ ॥১৭
দিষ্ট্যা জীবতি সীতেতি অব্রুবন্মাং মহর্ষয়ঃ।
কথঞ্চিৎ সকলত্রোঽহং তৈঃ সিদ্ধৈঃ পরমশোভনৈঃ।
স চ মে রাবণো রাজা রক্ষসাং প্রতিবেদিতঃ ॥১৮
পশ্যন্ দাশরথের্ভার্য্যাং রামস্য জনকাত্মজাম্।
ভ্রষ্টাভরণকৌশেয়াং শোকবেগপরাজিতাম্ ॥১৯

যেরূপ গন্ধর্বগণের কামভাব অতিশয় তীব্র, সর্পগণের ক্রোধ অতি উগ্র এবং মৃগগণের ভয় অধিক দেখা যায়, সেইরূপ আমাদিগের ক্ষুধা অতিশয় তীব্র বলিয়া জানিবে।৯

সে একদিনের কথা, আমি ক্ষুধা পীড়িত হইয়া আহার করিতে চাহিলে আমার পুত্র আমার জন্য খাদ্য অন্বেষণে বাহির হয়, কিন্তু সূর্য্যাস্ত হইবার পর শূন্যহস্তে ফিরিয়া আসে, সেইদিন কোন মাংস সে সংগ্রহ করিতে পারে নাই।১০

আমি ভোজন না পাওয়ায় অতি কঠোর বাক্য শুনাইয়া আমার প্রীতিবর্দ্ধনকারী ঐ পুত্রকে বহু পীড়া দিয়াছিলাম, কিন্তু সে বিনয়সহকারে আমাকে আদর করিতে করিতে এইরূপ যথার্থ বাক্য বলিয়াছিল।১১

তাত! আমি মাংসপ্রাপ্তির ইচ্ছাতে যথাসময়ে আকাশে উড়িতে ছিলাম এবং মহেন্দ্র পর্বতের দ্বারদেশ আবৃত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।১২

সেইস্থানে আমার চঞ্চু (ঠোঁট) নীচু করিয়া আমি সমুদ্রের মধ্যে বিচরণকারী সহস্র প্রাণীর মার্গ অবরোধ করিবার জন্য একাই অবস্থান করিতে লাগিলাম।১৩

তখন আমি দেখিলাম,—খণ্ডিত কজ্জলসমূহের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ কোন এক পুরুষ সূর্য্যোদয়কালীন সূর্য্য-প্রভাতুল্য বর্ণযুক্তা এক স্ত্রীকে লইয়া গমন করিতেছে।১৪

ঐ স্ত্রী এবং পুরুষকে দেখিয়া আমি তাহাদিগকে আপনার ভোজনের জন্য লইয়া আসিবার নিশ্চয় করিলাম, কিন্তু ঐ পুরুষ বিনয়ের সহিত মধুরবচনে আমার নিকটে তাহার গমনের পথ যাচ্ঞা করিল।১৫

হে পিতঃ! ভূতলে এইরূপ কোন নীচ পুরুষ নাই, যে এইরূপ বিনয়পূর্ণ মধুর ভাষীর উপর প্রহার করিতে উদ্যত হয়? সেইস্থলে আমার ন্যায় মহান্ পুরুষের পক্ষে কিরূপে তাহা সম্ভব হইতে পারে—বলুন? ১৬

আমি পথ ছাড়িয়া দিলে সে স্বীয় তেজে আকাশ ব্যাপ্ত করিতে করিতে সবেগে চলিয়া যাইল। সে চলিয়া যাইবার পর গগনচারী প্রাণী সিদ্ধচারণ প্রভৃতি আমার নিকট আসিয়া আমাকে অতিশয় সম্মানিত করিলেন।১৭

সেই মহর্ষিগণ আমাকে বলিলেন—সৌভাগ্যের কথা যে, সীতা অদ্যাপি জীবিতা আছেন। তোমার দৃষ্টিমধ্যে

পাঠান্তরঃ—(ক) ক্ষুৎপিপাসাপরীতেন কুমারঃ পততাং বরঃ।
স মমাহারসংরোধাৎ পীড়িতঃ প্রীতিবর্ধনঃ ॥

পশ্যন্ দাশরথের্ভার্য্যাং রামস্য জনকাত্মজাম্ ।
ভ্রষ্টাভরণকৌশেয়াং শোকবেগপরাজিতাম্ ॥২০

রাম-লক্ষ্মণয়োর্নাম ক্রোশন্তীং মুক্তমূর্দ্ধজাম্ ।
এষ কালাত্যয়স্তাত ইতি বাক্যবিদাং বরঃ ॥২১

এতদর্থং সমগ্রং মে সুপার্শ্বঃ প্রত্যবেদয়ৎ ।
তচ্ছ্রুত্বাপি হি মে বুদ্ধির্নাসীৎ কাচিৎ পরাক্রমে ॥২২

অপক্ষো হি কথং পক্ষী কর্ম কিঞ্চিৎ সমারভেৎ ।
যত্তু শাক্যং ময়া কর্ত্তুং বাগ্‌বুদ্ধিগুণবর্তিনা ॥২৩

শ্রূয়তাং তত্র বক্ষ্যামি ভবতাং পৌরুষাশ্রয়ম্ ।
বাঙ্মতিভ্যাং হি সর্বেষাং করিষ্যামি প্রিয়ং হি বঃ ॥২৪

যদ্ধি দাশরথেঃ কার্য্যং মম তন্নাত্র সংশয়ঃ ।
তদ্ভবন্তো মতিশ্রেষ্ঠা বলবন্তো মনস্বিনঃ ॥২৫

প্রহিতাঃ কপিরাজেন দেবৈরপি দুরাসদাঃ ।
রাম-লক্ষ্মণবাণাশ্চ বিহিতাঃ কঙ্কপত্রিণঃ ॥২৬

ত্রয়াণামপি লোকানাং পর্য্যাপ্তাস্ত্রাণনিগ্রহে ।
কামং খলু দশগ্রীবস্তেজোবলসমন্বিতঃ ॥
ভবতাং তু সমর্থানাং ন কিঞ্চিদপি দুষ্করম্ ॥২৭

তদলং কালসঙ্গেন ক্রিয়তাং বুদ্ধিনিশ্চয়ঃ ।
ন হি কর্মসু সজ্জন্তে বুদ্ধিমন্তো ভবদ্বিধাঃ ॥২৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে ঊনষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥

পতিত হইয়াও স্ত্রীর সহিত গমনকারী ঐ পুরুষ কোনরূপে বাঁচিয়া গিয়াছে ; এইজন্য নিশ্চয়ই তোমার কল্যাণ হইবে। এইরূপ বলিয়া উক্ত পরমশোভন সিদ্ধ পুরুষগণ আমাকে ইহা জানাইলেন যে, ঐ (কৃষ্ণবর্ণ) পুরুষ রাক্ষসগণের রাজা রাবণ ।১৮

তাত ! দশরথনন্দন শ্রীরামের পত্নী জনকনন্দিনী সীতা শোকের বেগে পরাজিত (অভিভূত) হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার আভরণ সকল স্খলিত হইতেছিল এবং রেশমী বস্ত্রও পতিত হইতেছিল। তাঁহার কেশ শ্লথ হইয়া পড়িয়াছিল এবং তিনি শ্রীরাম ও লক্ষ্মণের নাম ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিতেছিলেন। আমি তাঁহার ঐ দয়নীয় দশা দেখিতেছিলাম, এইজন্য আমার আসিতে বিলম্ব হইয়াছে। এইরূপে কথাবার্তা বলিয়া বাক্য-প্রয়োগে নিপুণগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আমার পুত্র সুপার্শ্ব সীতার সমাচার আমাকে জানাইয়াছিল। ইহা শুনিয়া আমার হৃদয়ে পরাক্রম দেখাইবার কোন বিচার উদিত হয় নাই। পক্ষহীন পক্ষী আমি, সুতরাং আমি কিরূপে নিজ পরাক্রম দেখাইতে পারি ? সেইজন্য স্বীয় বাক্য ও বুদ্ধি দ্বারা সাধ্য যে উপকাররূপ গুণ, তাহাই করিতে আমার স্বভাবের স্ফুরণ হইল ।১৯-২৩

ঐ স্বভাবের দ্বারা আমি যাহা কিছু করিতে সক্ষম, তাহাই তোমাদিগকে বলিতেছি,—শ্রবণ কর। ঐ কার্য্য তোমরা সকলে নিজ নিজ পুরুষার্থ দ্বারা সিদ্ধ করিতে পারিবে। আমি বাক্য এবং বুদ্ধির দ্বারা তোমাদের সকলের প্রিয় কার্য্য অবশ্যই করিব ; যেহেতু দশরথনন্দন শ্রীরামের যে কার্য্য, তাহা আমারই—ইহাতে কোন সংশয় নাই। তোমরা উত্তম বুদ্ধিমান্, বলশালী, মনস্বী ও দেবতাগণেরও দুর্জয় ; সেইহেতু বানররাজ সুগ্রীব এই কার্য্য সাধনের জন্য তোমাদিগকে পাঠাইয়াছেন। শ্রীরাম ও লক্ষ্মণের কঙ্কপত্রযুক্ত যে বাণ, তাহা সাক্ষাৎ বিধাতা কর্তৃক নির্মিত হইয়াছে। ঐ বাণ ত্রিলোক-সংরক্ষণে এবং দমনে সমর্থ। তোমাদের শত্রু দশগ্রীব অত্যন্ত তেজস্বী এবং বলবান্, কিন্তু তোমরা যেরূপ সামর্থ্যশালী বীর, তাহাতে ঐ রাবণকে পরাজয় করা দুষ্কর হইবে না ।২৪-২৭

সেইহেতু এখন অধিক সময় নষ্ট করিবার প্রয়োজন নাই। নিজ নিজ বুদ্ধির দ্বারা দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া সীতাকে দর্শন করিবার জন্য উদ্যোগ কর ; কারণ, তোমাদের ন্যায় বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ কার্য্যসিদ্ধির জন্য অকারণ বিলম্ব করেন না ।২৮

মহর্ষিবাল্মীকি প্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে ঊনষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ।

ষষ্টিতমঃ সর্গঃ

[সম্পাতেরাত্মকথা ।]

ততঃ কৃতোদকং স্নাতং তং গৃধ্রং হরিযূথপাঃ ।
উপবিষ্টা গিরৌ রম্যে পরিবার্য্য সমন্ততঃ ॥১
তমঙ্গদমুপাসীনং তৈঃ সর্বৈর্হরিভির্বৃতম্ ।
জনিতপ্রত্যয়ো হর্ষাৎ সম্পাতিঃ পুনরব্রবীৎ ॥২
কৃত্বা নিঃশব্দমেকাগ্রাঃ শৃণ্বন্তু হরয়ো মম ।
তথ্যং সঙ্কীর্তয়িষ্যামি যথা জানামি মৈথিলীম্ ॥৩
অস্য বিন্ধ্যস্য শিখরে পতিতোঽস্মি পুরানঘ ।
সূর্য্যতাপপরীতাঙ্গো নির্দগ্ধঃ সূর্য্যরশ্মিভিঃ ॥৪
লব্ধসংজ্ঞস্তু ষড্রাত্রাদ্ বিবশো বিহ্বলন্নিব ।
বীক্ষমাণো দিশঃ সর্বা নাভিজানামি কিঞ্চন ॥৫
ততস্তু সাগরান্ শৈলান্নদীঃ সর্বাঃ সরাংসি চ ।
বনানি চ প্রদেশাংশ্চ নিরীক্ষ্য মতিরাগতা ॥৬
হৃষ্টপক্ষিগণাকীর্ণঃ কন্দরোদরকূটবান্ ।
দক্ষিণস্যোদধেস্তীরে বিন্ধ্যোঽয়মিতি নিশ্চিতঃ ॥৭
আসীচ্চাত্রাশ্রমং পুণ্যং সুরৈরপি সুপূজিতম্ ।
ঋষির্নিশাকরো নাম যস্মিন্নুগ্রতপাঽভবৎ ॥৮

ষষ্টিতম সর্গ

[সম্পাতির আত্মকথা]

তারপর যখন সম্পাতি নিজ ভ্রাতার তর্পণ করিয়া স্নান শেষ করিলেন, তখন ঐ রমণীয় পর্বতোপরি উক্ত বানরযূথপতিগণ তাহার চতুর্দিকে বেষ্টন করিয়া উপবিষ্ট হইলেন ।১

ঐ সমস্ত বানর কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া অঙ্গদ সম্পাতির পার্শ্বে বসিয়াছিলেন। সম্পাতি পূর্বোক্ত বাক্য দ্বারা তাহাদের হৃদয়ে বিশ্বাসোৎপাদন করিয়া পুনরায় হর্ষভরে বলিতে লাগিলেন ।২

হে বানরগণ! তোমরা একাগ্রচিত্ত এবং মৌন হইয়া আমার বাক্য শ্রবণ কর। আমি মিথিলারাজকুমারীকে যেরূপ অবগত আছি, তৎসমস্ত যথার্থরূপে তোমাদিগকে জানাইতেছি ।৩

নিষ্পাপ অঙ্গদ! আমি বহুপূর্বে সূর্য্যের তাপে দগ্ধ হইয়া এই বিন্ধ্যপর্বতের শিখরোপরি নিপতিত হইয়াছিলাম। সেই সময় সূর্য্যের প্রচণ্ড তাপে আমার সমস্ত অঙ্গ পুড়িয়া গিয়াছিল ।৪

ছয় রাত্রির পর যখন আমার জ্ঞান সঞ্চার হইল, তখন অবশ ও বিহ্বল হইয়া দশদিকে নিরীক্ষণ করিয়াও কিছুই চিনিতে পারিলামনা ।৫

তারপর যখন ধীরে ধীরে সমুদ্র, পর্বত, সমস্ত নদী, সরোবর, বন এবং এই স্থানের বিভিন্ন প্রদেশের দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম, তখন আমার স্মরণ শক্তি ফিরিয়া আসিল ।৬

পুনরায় আমি নিশ্চয় করিলাম যে, ইহা সমুদ্রের দক্ষিণ তীরস্থিত বিন্ধ্যপর্বত; যে স্থানে হর্ষোৎফুল্ল পক্ষিগণ সর্বত্র ব্যাপ্ত রহিয়াছে। এইস্থানে বহু কন্দর গুহা ও শিখর রহিয়াছে ।৭

পূর্বে এইস্থানে এক পবিত্র আশ্রম ছিল, যাহাকে দেবতাগণও অত্যন্ত সম্মানিত করিতেন। ঐ আশ্রমে নিশাকর (চন্দ্র)নামধারী এক ঋষি থাকিতেন, যিনি অতি উগ্রতপস্বী ছিলেন। সেই ধর্মজ্ঞ নিশাকর মুনি এখন স্বর্গবাসী হইয়াছেন। ঐ ঋষি বিনা এই পর্বতে আমার বাস আট হাজার বৎসর ব্যতীত হইয়াছে।

অষ্টৌ বর্ষসহস্রাণি তেনাস্মিন্নৃষিণা গিরৌ।
বসতো মম ধর্মজ্ঞে স্বর্গতে তু নিশাকরে ॥৯

অবতীর্য্য চ বিন্ধ্যাগ্রাৎ কৃচ্ছ্রেণ বিষমাচ্ছনৈঃ।
তীক্ষ্ণদর্ভাং বসুমতীং দুঃখেন পুনরাগতঃ ॥১০

তমৃষিং দ্রষ্টুকামোঽস্মি দুঃখেনাভ্যাগতো ভৃশম্।
জটায়ুষা ময়া চৈব বহুশোঽধিগতো হি সঃ ॥১১

তদাশ্রমপদাভ্যাশে ববুর্বাতাঃ সুগন্ধিনঃ।
বৃক্ষো নাপুষ্পিতঃ কশ্চিদফলো বা ন বিদ্যতে ॥১২

উপেত্য চাশ্রমং পুণ্যং বৃক্ষমূলমুপাশ্রিতঃ।
দ্রষ্টুকামঃ প্রতীক্ষে চ ভগবন্তং নিশাকরম্ ॥১৩

অথ পশ্যামি দূরস্থমৃষিং জ্বলিততেজসম্।
কৃতাভিষেকং দুর্ধর্ষমুপাবৃত্তমুদঙ্মুখম্ ॥১৪

তমৃক্ষাঃ সৃমরা ব্যাঘ্রাঃ সিংহা নানাসরীসৃপাঃ।
পরিবার্য্যোপগচ্ছন্তি দাতারং প্রাণিনো যথা ॥১৫

ততঃ প্রাপ্তমৃষিং জ্ঞাত্বা তানি সত্ত্বানি বৈ যযুঃ।
প্রবিষ্টে রাজনি যথা সর্বং সামাত্যকং বলম্ ॥১৬

ঋষিস্তু দৃষ্ট্বা মাং তুষ্টঃ প্রবিষ্টশ্চাশ্রমং পুনঃ।
মুহূর্তমাত্রান্নির্গম্য ততঃ কার্য্যমপৃচ্ছত ॥১৭

সৌম্য বৈকল্যতাং দৃষ্ট্বা রোম্নাং তে নাব্যগমতে।
অগ্নিদগ্ধাবিমৌ পক্ষৌ প্রাণাশ্চাপি শরীরকে ॥১৮

জ্ঞান ফিরিয়া আসার পর বিন্ধ্যপর্বতের উচ্চাবচ (উঁচু-নীচু) শিখর হইতে ধীরে ধীরে অতি কষ্টের সহিত ভূমিতলে নামিয়া আসিয়াছি। ঐ সময় এইরূপ স্থানে আসিয়া পড়িলাম, যেস্থানে তীক্ষাগ্র কুশসকল রহিয়াছে। পুনরায় সেই স্থান হইতে অতি দুঃখের সহিত এখানে আসিলাম।৮-১০

আমি ঐ মহর্ষিকে দর্শন করিবার অভিলাষবশতঃ অত্যন্ত কষ্টে উঠিয়া সেই আশ্রমে গমন করিলাম। প্রথমে অর্থাৎ ইহার পূর্বে ভ্রাতা জটায়ু ও আমি ইঁহাকে বহুবার দর্শন করিয়াছি।১১

তাঁহার আশ্রমের নিকটে সদা সুগন্ধযুক্ত বায়ু বহিতে থাকে এবং সেখানে কোন বৃক্ষ ফল কিংবা পুষ্পহীন ছিল—ইহা দেখা যাইত না।১২

ঐ পবিত্র আশ্রমে উপস্থিত হইয়া আমি এক বৃক্ষের নীচেতে আশ্রয় গ্রহণ করত ভগবান্ নিশাকরকে দর্শন করিবার ইচ্ছায় প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। অনন্তর কিয়ৎকাল পরে মহর্ষি দূর হইতে আসিতেছেন—দেখিলাম। তিনি স্বীয় তেজে দেদীপ্যমান ছিলেন এবং স্নান করিয়া উত্তরদিক্ হইতে আসিতে ছিলেন। তাঁহাকে কেহই পরাস্ত করিতে পারিতনা।

যেরূপ অর্থী জীব দাতাকে বেষ্টিত করিয়া থাকে, সেইরূপ তাঁহাকে ভল্লুক, হরিণ, সিংহ, ব্যাঘ্র এবং নানা প্রকার সর্পসকল বেষ্টিত করিয়া আসিতেছিল।১৩-১৫

তারপর যেরূপ রাজা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলে মন্ত্রিগণের সৈন্যসকল নিজ নিজ বিশ্রামস্থানে চলিয়া যায়, সেইরূপ ঋষি আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছেন—ইহা জানিয়া সেই সকল প্রাণিগণ ফিরিয়া যাইল।১৬

ঋষি আমাকে দেখিয়া অত্যন্ত প্রসন্ন হইলেন এবং আশ্রমমধ্যে প্রবেশ করত এক মুহূর্ত পরেই পুনরায় বাহির হইয়া আসিলেন। তারপর আমার নিকট আসিয়া এখানে আগমনের প্রয়োজন কি—জিজ্ঞাসা করিলেন। সৌম্য! তোমার রোমসকল উঠিয়া গিয়াছে এবং পক্ষ দুইটি দগ্ধ হইয়া গিয়াছে, ইহার কারণ বুঝিতে পারিলাম না। এইরূপ অবস্থায় তোমার শরীরে প্রাণ রহিয়াছে অর্থাৎ এখনও তুমি জীবিত আছ। আমি প্রথমে বায়ুতুল্য বেগশালী দুইটি গৃধ্রকে দেখিয়াছিলাম। তাহারা দুইজন পরস্পর ভ্রাতা ছিল এবং ইচ্ছানুসারে রূপ ধারণ করিতে পারিত। তাহাদের সহিত গৃধ্রগণের রাজাও ছিলেন।

গৃধ্রৌ দ্বৌ দৃষ্টপূর্বৌ মে মাতরিশ্বসমৌ জবে।
গৃধ্রাণাং চৈব রাজানৌ ভ্রাতরৌ কামরূপিণৌ ॥১৯

জ্যেষ্ঠোঽবিতস্ত্বং সম্পাতে জটায়ুরনুজস্তব।
মানুষং রূপমাস্থায় গৃহীতাং চরণৌ মম ॥২০

কিং তে ব্যাধিসমুত্থানং পক্ষয়োঃ পতনং কথম্।
দণ্ডো বায়ং ধৃতঃ কেন সর্বমাখ্যাহি পৃচ্ছতঃ ॥২১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে ষষ্টিতমঃ সর্গঃ

হে সম্পাতে! আমি তোমাকে জানিতে পারিয়াছি। তুমি সেই দুই ভ্রাতার মধ্যে অগ্রজ ছিলে এবং জটায়ু তোমার অনুজ ভ্রাতা। তোমরা দুইজনে মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়া আমার চরণদ্বয় স্পর্শ করিতেছিলে। এখন তোমার কি কোন রোগ উপস্থিত হইয়াছে? তোমার পক্ষ দুইটি পতিত হইতেছে কেন? অথবা তোমাকে কেহ দণ্ড প্রদান করিয়াছে? আমি যাহা জিজ্ঞাসা করিলাম, এই সমস্ত বৃত্তান্ত আমাকে বল।১৭-২১

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে ষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

একষষ্টিতমঃ সর্গঃ

[সম্পাতিনা নিশাকরসমীপে স্বীয়দগ্ধবৃত্তান্তস্য কথনম্।]

ততস্তদ্দারুণং কর্ম দুষ্করং সহসা কৃতম্।
আচচক্ষে মুনেঃ সর্বং সূর্য্যানুগমনং তথা ॥১

ভগবান্ ব্রণযুক্তত্বাল্লজ্জয়া চাকুলেন্দ্রিয়ঃ।
পরিশ্রান্তো ন শক্নোমি বচনং পরিভাষিতুম্ ॥২

অহং চৈব জটায়ুশ্চ সঙ্ঘর্ষাদ্ গর্বমোহিতৌ।
আকাশং পতিতৌ দূরাজ্জিজ্ঞাসন্তৌ পরাক্রমম্ ॥৩

কৈলাসশিখরে বদ্ধ্বা মুনীনামগ্রতঃ পণম্।
রবিঃ স্যাদনুযাতব্যো যাবদস্তং মহাগিরিম্ ॥৪

অপ্যাবাং যুগপৎ প্রাপ্তাবপশ্যাব মহীতলে।
রথচক্রপ্রমাণানি নগরাণি পৃথক্ পৃথক্ ॥৫

ক্বচিদ্ বাদিত্রঘোষশ্চ ক্বচিদ্ ভূষণনিঃস্বনঃ।
গায়ন্তীঃ স্মাঙ্গনা বহ্বীঃ পশ্যাবো রক্তবাসসঃ ॥৬

একষষ্টিতম সর্গ

[সম্পাতি কর্তৃক নিশাকর মুনির নিকট স্বীয় পক্ষজ্বলন বৃত্তান্ত কথন।]

নিশাকর মুনি ইহা জিজ্ঞাসা করিলে আমি সূর্য্যের অনুগমনরূপ যে দুষ্কর এবং দারুণ কর্ম করিয়াছিলাম, তৎসমস্ত তাঁহাকে বলিলাম।১

আমি বলিলাম,—ভগবন্! আমার শরীরে ক্ষতযুক্ত ব্রণ হইয়াছে এবং আমার ইন্দ্রিয়সকলও লজ্জায় ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে, সেইজন্য আমি অত্যন্ত পরিশ্রান্ত, এখন যথার্থভাবে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিতে পারিব না।২

আমি এবং ভ্রাতা জটায়ু উভয়েই যুদ্ধে দেবগণকে পরাজিত করায় গর্বে মোহিত হইয়াছিলাম, সেই হেতু নিজ নিজ পরাক্রম বুঝিবার জন্য দূর পর্যন্ত পৌঁছাইবার উদ্দেশে আমরা আকাশে উড়িতে লাগিলাম।৩

তূর্ণমুৎপত্য চাকাশমাদিত্যপদমাস্থিতৌ।
আবামালোকয়াবস্তদ্বনং শাদ্বলসংস্থিতম্ ॥৭
উপলৈরিব সঞ্ছন্না দৃশ্যতে ভূঃ শিলোচ্চয়ৈঃ।
আপগাভিশ্চ সংবীতা সূত্রৈরিব বসুন্ধরা ॥৮
হিমবাংশ্চৈব বিন্ধ্যশ্চ মেরুশ্চ সুমহাগিরিঃ।
ভূতলে সম্প্রকাশন্তে নাগা ইব জলাশয়ে ॥৯
তীব্রঃ স্বেদশ্চ খেদশ্চ ভয়ং চাসীৎ তদাবয়োঃ।
সমাবিশত মোহশ্চ ততো মূর্চ্ছা চ দারুণা ॥১০

ন চ দিগ্‌জ্ঞায়তে যাম্যা ন চাগ্নেয়ী ন বারুণী।
যুগান্তে নিয়তো লোকো হতো দগ্ধ ইবাগ্নিনা ॥১১
মনশ্চ মে হতং ভূয়শ্চক্ষুঃ প্রাপ্য তু সংশ্রয়ম্।
যত্নেন মহতা হ্যস্মিন্মনঃ সন্ধায় চক্ষুষী ॥১২
যত্নেন মহতা ভূয়ো ভাস্করঃ প্রতিলোকিতঃ।
তুল্যপৃথ্বীপ্রমাণেন ভাস্করঃ প্রতিভাতি নৌ ॥১৩
জটায়ুর্মামনাপৃচ্ছ্য নিপপাত মহীং ততঃ।
তং দৃষ্ট্বা তূর্ণমাকাশাদাত্মানং মুক্তবানহম্ ॥১৪

কৈলাসপর্বতের শিখরে মুনিগণের সম্মুখে আমরা দুই জনে পণ রাখিয়াছিলাম যে, সূর্য্য অস্তাচল গমনের পূর্বেই আমরা তাঁহার নিকট পৌঁছিয়া যাইব।৪

এইরূপ নিশ্চয় করিয়া আমরা উভয়েই আকাশ পথে গমন করিলাম। সেখান হইতে ভূতলের পৃথক্ পৃথক্ নগরসমূহ রথচক্র প্রমাণ মনে হইতেছিল।৫

ঊর্দ্ধলোকের কোনস্থানে বাদ্যের মধুর ধ্বনি ও কোনস্থানে ভূষণের ঝন্ ঝন্ শব্দ হইতেছে এবং কোথাও বা রক্তবস্ত্রপরিহিতা বহু সুন্দরী রমণী স্নান করিতেছে,—ইহা স্বচক্ষে দেখিতে লাগিলাম।৬

তাহা হইতেও ঊর্দ্ধলোকে গমন করিয়া আমরা অতিদ্রুত সূর্য্যের গতিপথে আসিয়া পৌঁছিলাম। সেখান হইতে নিম্নদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলাম,—সমস্ত বন হরিতবর্ণ তৃণে পূর্ণ।৭

ভূমণ্ডলে পর্বতসমূহ অবস্থান করায় মনে হইতেছিল পর্বতাবৃত সমস্ত স্থান প্রস্তরে আচ্ছন্ন এবং ভূমিভাগের উপর নদী বহিয়া যাওয়ায় মনে হইতেছিল, সুতার দাগের ন্যায় নদীসকল পৃথিবীকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে।৮

পৃথিবীর উপর হিমালয়, মেরু এবং বিন্ধ্য আদি বৃহৎ বৃহৎ পর্বতসকল সরোবরে দণ্ডায়মান হস্তীর ন্যায় প্রতীত হইতেছিল।৯

সেই সময় আমাদের দুই ভ্রাতার শরীর হইতে বহু ঘর্ম (ঘাম) নির্গত হইতেছিল, আমাদের অত্যন্ত কষ্ট অনুভব হইতে লাগিল এবং তখন ভীত হইয়া পড়িলাম, পরক্ষণেই আমরা মোহ এবং ভয়ানক মূর্চ্ছায় আক্রান্ত হইলাম।১০

ঐ সময় আমাদের না দক্ষিণ দিক্, না অগ্নিকোণ এবং না পশ্চিম দিক্ অর্থাৎ কোন দিকেরই জ্ঞান ছিল না। যদিও জগৎ নিয়মিতরূপে স্থিত, তথাপি তখন মনে হইতেছিল,—যেন যুগান্তকালীন অগ্নি দ্বারা সমস্ত জগৎ দগ্ধ হইয়া গিয়াছে।১১

আমার মন নেত্ররূপী আশ্রয় পাইয়াও পুনরায় হতপ্রায় হইয়া পড়িল। অর্থাৎ সূর্য্যের তেজে তাহার দর্শন শক্তি নষ্ট হইয়া যাইল। তখন আমি অতি উদ্যমের সহিত পুনরায় মন এবং চক্ষু দুইটিকে সূর্য্যদেবে নিবেশিত করিলাম। এইরূপে বিশেষ যত্নের দ্বারা পুনঃ সূর্য্যদেবের দর্শন পাইলাম। তখন সূর্য্যদেব আমাদের নিকট পৃথিবী প্রমাণ বলিয়া মনে হইতেছিল।১২-১৩

তারপর জটায়ু আমাকে জিজ্ঞাসা না করিয়াই ভূতলে নামিয়া আসিল। তাহাকে নীচেতে নামিয়া যাইতে দেখিয়া আমিও অতিশীঘ্র নিজেকে আকাশ হইতে নীচের দিকে নিরালম্ব হইয়া ছাড়িয়া দিলাম।১৪

আমি স্বীয় পক্ষ দ্বারা জটায়ুকে ঢাকিয়া রাখিয়াছিলাম, তাই সে দগ্ধ হয় নাই। কিন্তু অসাবধানের জন্য আমি দগ্ধ হইয়া যাইলাম। বায়ুপথের নীচেতে পতিত হইবার সময় আমার এইরূপ আশঙ্কা হইল যে,

পক্ষাভ্যাঞ্চ ময়া গুপ্তো জটায়ুর্ন প্রদহ্যত।
প্রমাদাত্তত্র নির্দগ্ধঃ পতন্ বায়ুপথাদহম্ ॥১৫

আশঙ্কে তং নিপতিতং জনস্থানে জটায়ুষম্।
অহং তু পতিতো বিন্ধ্যে দগ্ধপক্ষো জড়ীকৃতঃ ॥১৬

রাজ্যাচ্চ হীনো ভ্রাত্রা চ পক্ষাভ্যাং বিক্রমেণ চ।
সর্বথা মর্তুমেবেচ্ছন্ পতিষ্যে শিখরাদ্ গিরেঃ ॥১৭

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে একষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥

জটায়ু জনস্থানে পতিত হইয়াছে। আমি এই বিন্ধ্য পর্বতে পতিত হইলাম। আমার পক্ষদুইটি পুড়িয়া গিয়াছে এবং আমি জড়বৎ হইয়া পড়িয়াছি।১৫-১৬

আমি রাজ্য, ভ্রাতা, পক্ষ এবং পরাক্রম হীন হইয়া পড়ায় সর্বপ্রকারে মরিবার ইচ্ছা করিয়া পর্বতের শিখর হইতে পতিত হইবার চেষ্টা করিলাম।১৭

মহর্ষি বাল্মীকি প্রণীতআদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে একষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

দ্বিষষ্টিতমঃ সর্গঃ

[মুনের্নিশাকরস্য সম্পাতয়ে সান্ত্বনাদানম্, রামকার্য্যস্য সহায়তাবিধানায় জীবিতুমাদেশশ্চ।]

এবমুক্ত্বা মুনিশ্রেষ্ঠমরুদং ভৃশদুঃখিতঃ।
অথ ধ্যাত্বা মুহূর্তঞ্চ ভগবানিদমব্রবীৎ ॥১

পক্ষৌ চ তে প্রপক্ষৌ চ পুনরন্যৌ ভবিষ্যতঃ।
চক্ষুষী চৈব প্রাণাশ্চ বিক্রমশ্চ বলঞ্চ তে ॥২

পুরাণে সুমহৎকার্য্যং ভবিষ্যং হি ময়া শ্রুতম্।
দৃষ্টং মে তপসা চৈব শ্রুত্বা চ বিদিতং মম ॥৩

রাজা দশরথো নাম কশ্চিদিক্ষ্বাকুবর্ধনঃ।
তস্য পুত্রো মহাতেজা রামো নাম ভবিষ্যতি ॥৪

অরণ্যঞ্চ সহ ভ্রাত্রা লক্ষ্মণেন গমিষ্যতি।
তস্মিন্নর্থে নিযুক্তঃ সন্ পিত্রা সত্যপরাক্রমঃ ॥৫

নৈর্ঋতো রাবণো নাম তস্য ভার্য্যাং হরিষ্যতি।
রাক্ষসেন্দ্রো জনস্থানে অবধ্যঃ সুর-দানবৈঃ ॥৬

দ্বিষষ্টিতম সর্গ

[নিশাকর মুনিকর্তৃক সম্পাতিকে সান্ত্বনাদান এবং শ্রীরামচন্দ্রের কার্য্যের সহায়তা করিবার জন্য জীবিত থাকিতে আদেশ দান।]

হে বানরগণ! আমি ঐ মুনিশ্রেষ্ঠকে এইরূপ বলিয়া অত্যন্ত দুঃখিতান্তঃকরণে ক্রন্দন করিতে লাগিলাম। তারপর আমার কথা শুনিয়া মুহূর্তকাল ধ্যান করত ভগবান্ নিশাকর আমাকে বলিলেন।১

(সম্পাতে! তুমি চিন্তা করিও না।) তোমার ছোট এবং বড় দুইটি অন্য পক্ষ নূতনভাবে উদ্গত হইবে, তুমি দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পাইবে, নষ্ট প্রাণশক্তি পুনরায় উজ্জীবিত হইবে এবং বল ও বিক্রম লাভ করিবে।২

আমি পুরাণে ভবিষ্যতের সুমহৎ কার্য্যসকল শুনিয়াছি। শ্রবণ করত তপস্যা দ্বারা সেই সকল বাক্য প্রত্যক্ষ করিয়াছি এবং জ্ঞাত হইয়াছি।৩

ইক্ষ্বাকুবংশের গৌরববর্দ্ধনকারী দশরথ নামে এক প্রসিদ্ধ রাজা জন্মগ্রহণ করিবেন। তাঁহার এক মহাতেজস্বী পুত্র হইবে, যাঁহার নাম জগতে রাম বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিবে।৪

সত্যপরাক্রমী শ্রীরামচন্দ্র পিতা কর্তৃক বনবাসে

সা চ কামৈঃ প্রলোভ্যন্তী ভক্ষ্যৈর্ভোজ্যৈশ্চ মৈথিলী।
ন ভোক্ষ্যতি মহাভাগা দুঃখমগ্না যশস্বিনী ॥৭

পরমান্নঞ্চ বৈদেহ্যা জ্ঞাত্বা দাস্যতি বাসবঃ।
যদন্নমমৃতপ্রখ্যং সুরাণামপি দুর্লভম্ ॥৮

তদন্নং মৈথিলী প্রাপ্য বিজ্ঞায়েন্দ্রাদিদং ত্বিতি।
অগ্রমুদ্ধৃত্য রামায় ভূতলে নির্বপিষ্যতি ॥৯

যদি জীবতি মে ভর্ত্তা লক্ষ্মণো বাঽপি দেবরঃ।
দেবত্বং গচ্ছতোর্বাঽপি তয়োরন্নমিদং ত্বিতি ॥১০

এষ্যন্তি প্রেষিতাস্তত্র রামদূতাঃ প্লবঙ্গমাঃ।
আখ্যেয়া রামমহিষী ত্বয়া তেভ্যো বিহঙ্গমঃ ॥১১

সর্বথা তু ন গন্তব্যমীদৃশঃ ক্ব গমিষ্যসি।
দেশ-কালৌ প্রতীক্ষস্ব পক্ষৌ ত্বং প্রতিপৎস্যতে ॥১২

উৎসহেয়মহং কর্তুমদ্যৈব ত্বাং সপক্ষকম্।
ইহস্থস্ত্বং হি লোকানাং হিতং কার্য্যং করিষ্যসি ॥১৩

ত্বয়াঽপি খলু তৎকার্য্যং তয়োশ্চ নৃপপুত্রয়োঃ।
ব্রাহ্মণানাং গুরূণাঞ্চ মুনীনাং বাসবস্য চ ॥১৪

ইচ্ছাম্যহমপি দ্রষ্টুং ভ্রাতরৌ রাম-লক্ষ্মণৌ।
নেচ্ছেচ্চিরং ধারয়িতুং প্রাণাংস্ত্যক্ষ্যে কলেবরম্।
মহর্ষিস্ত্বব্রবীদেবং দৃষ্টতত্ত্বার্থদর্শনঃ ॥১৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে দ্বিষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥

নিযুক্ত হইয়া নিজ পত্নী সীতা এবং ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত বনে আগমন করিবেন।৫

বনবাসকালে রাম যখন জনস্থানে অবস্থান করিবেন, সেই সময় রাক্ষসগণের রাজা রাবণনামক এক অসুর তাঁহার পত্নী সীতাকে হরণ করিবে। সেই রাবণ দেবতা ও দানবগণের অবধ্য বলিয়া জানিবে।৬

মিথিলারাজনন্দিনী সীতা যশস্বিনী এবং সৌভাগ্যবতী ছিলেন। যদিও রাক্ষসরাজের আজ্ঞায় তাঁহাকে প্রভূত ভক্ষ্য এবং ভোজ্য দিয়া প্রলোভন দেখান হইত, তথাপি তিনি কখনও তাহা ভক্ষণ করিতেন না। কেবল পতির জন্য চিন্তিত হইয়া দুঃখমগ্ন থাকিতেন।৭

সীতা রাক্ষসের অন্ন গ্রহণ করিবেন না,—ইহা জানিয়া ইন্দ্র তাঁহার জন্য 'যে অন্ন অমৃত তুল্য এবং দেবগণেরও দুর্লভ,' সেই পরমান্ন বৈদেহীকে নিবেদন করিবেন।৮

সেই অন্ন ইন্দ্র দিয়াছেন, ইহা জানিয়া মৈথিলী তাহা গ্রহণ করিবেন এবং অন্নের অগ্রভাগ ভূতলে রাখিয়া শ্রীরামচন্দ্রের উদ্দেশে অর্পণ করিবেন।৯

সীতা সেই সময় এইরূপ বলিবেন যে, যদি আমার স্বামী রামচন্দ্র এবং দেবর লক্ষ্মণ জীবিত থাকেন, কিংবা তাঁহারা দেবভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তবে মৎপ্রদত্ত এই অন্ন তাঁহারা প্রাপ্ত হউন।১০

পক্ষিরাজ! শ্রীরাম কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া অনেক দূত বানর এইস্থানে আসিবে, তুমি তাহাদিগকে রামমহিষী সীতার বার্ত্তা জ্ঞাপন করিবে।১১

তুমি এই স্থান হইতে কোনরূপে অন্য স্থানে যাইবে না, এই দশাতে তুমি যাইবেই বা কোথায়? দেশ এবং কালের প্রতীক্ষা কর, তুমি পুনরায় নূতনপক্ষ লাভ করিবে। আমি অদ্যই তোমাকে পক্ষযুক্ত করিতে পারিতাম, কিন্তু এইজন্য তাহা করিলাম না যে, তুমি এই স্থানে থাকিলে লোকসকলের হিতকর কার্য্য করিতে পারিবে।১২-১৩

তুমি নিশ্চয়ই সেই রাজপুত্রদ্বয়ের সহায়তা করিবে, কারণ, সেই কার্য্য শুধু রামচন্দ্রের নহে, পরন্তু তাহা ব্রাহ্মণ, গুরুজন এবং মুনিগণের ও দেবরাজ ইন্দ্রেরও।১৪

যদ্যপি আমিও সেই দুই ভ্রাতা রাম-লক্ষ্মণের দর্শন ইচ্ছা করিতেছি, তথাপি বহুকাল পর্য্যন্ত এই শরীর ধারণ করিতে বাসনা নাই। সেইহেতু ঐ সময় আসিবার পূর্বেই আমি প্রাণ পরিত্যাগ করিব। সেই তত্ত্বদর্শী মহর্ষি নিশাকর আমাকে এইরূপ বলিয়াছিলেন।১৫

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে দ্বিষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

ত্রিষষ্টিতমঃ সর্গঃ

[সম্পাতেঃ পক্ষলাভঃ, তস্য বানরেভ্য উৎসাহদানম্, ততস্তস্মাৎ স্থানাদ্ বানরাণাং দক্ষিণদিশি গমনঞ্চ ।]

এতৈরন্যৈশ্চ বহুভির্বাক্যৈর্বাক্যবিশারদঃ ।
মাং প্রশস্যাভ্যনুজ্ঞাপ্য প্রবিষ্টঃ স স্বমালয়ম্ ॥১
কন্দরাত্তু বিসর্পিত্বা পর্বতস্য শনৈঃ শনৈঃ ।
অহং বিন্ধ্যং সমারুহ্য ভবতঃ প্রতিপালয়ে ॥২
অদ্য ত্বেতস্য কালস্য বর্ষং সাগ্রশতং গতম্ ।
দেশকালপ্রতীক্ষোঽস্মি হৃদি কৃত্বা মুনের্বচঃ ॥৩
মহাপ্রস্থানমাসাদ্য স্বর্গতে তু নিশাকরে ।
মাং নির্দহতি সন্তাপো বিতর্কৈর্বহুভির্বৃতম্ ॥৪
উদিতাং মরণে বুদ্ধিং মুনিবাক্যৈর্নিবর্তয়ে ।
বুদ্ধির্যা তেন মে দত্তা প্রাণানাং রক্ষণে মম ॥৫
সা মেঽপনয়তে দুঃখং দীপ্তেবাগ্নিশিখা তমঃ ।
বুধ্যতা চ ময়া বীর্য্যং রাবণস্য দুরাত্মনঃ ॥৬
পুত্রঃ সন্তর্জিতো বাগ্‌ভির্ন ত্রাতা মৈথিলী কথম্ ।
তস্যা বিলপিতং শ্রুত্বা তৌ চ সীতা বিযোজিতৌ ॥৭
ন মে দশরথস্নেহাৎ পুত্রেণোৎপাদিতং প্রিয়ম্ ।
তস্য ত্বেবং ব্রুবাণস্য সংহতৈর্বানরৈঃ সহ ॥৮

ত্রিষষ্টিতম সর্গ

[সম্পাতির পক্ষলাভ, তৎকর্তৃক বানরগণকে উৎসাহ দান এবং সেই স্থান হইতে বানরগণের দক্ষিণদিকে প্রস্থান ।]

সেই বাক্য বিশারদ মুনিবর এইরূপ ও অন্য বহুবিধ উপদেশ বাক্য দ্বারা আমাকে বুঝাইয়া ভাবি-রামকার্য্যে সহায়তার জন্য আমার প্রশংসা করত সম্মতি গ্রহণ পূর্বক আলয়ে প্রবেশ করিলেন ।১

পরন্তু আমি পর্বতকন্দর হইতে ধীরে ধীরে নির্গত হইয়া বিন্ধ্যপর্বতের শিখরে আরোহণ করত তোমাদিগের অপেক্ষা করিতেছি ।২

মুনির নির্দেশ কাল হইতে অদ্য প্রায় অষ্ট সহস্র বৎসরেরও অধিক কাল বিগত হইয়াছে, তথাপি আমি তাঁহার বাক্য হৃদয়ে ধারণ করত দেশ কালের প্রতীক্ষা করিতেছি* ।৩

ঋষি নিশাকর (কেদারাচল হইতে হিমালয় গমন করিয়া) জীবনত্যাগ করত স্বর্গে গমন করিলেন, সেই অবধি আমি বহুবিধ তর্ক বিতর্কে আবৃত ও নিরন্তর দুঃখাদি সন্তাপে দগ্ধ হইতেছি ।৪

যখনই হৃদয়ে মৃত্যুবাসনা উপস্থিত হয়, তখনই তাঁহার বাক্যসকল স্মরণ করিয়া সেই মরণেচ্ছা নিবৃত্ত করিয়া থাকি। তিনি প্রাণধারণের জন্য আমাকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, প্রদীপ্ত অগ্নি শিখা যেমন অন্ধকার নাশ করে, সেইরূপ ঐ উপদেশবাক্যই আমার দুঃখরাশি নাশ করিতেছে। দুরাত্মা রাবণ আমার পুত্র অপেক্ষা হীনবীর্য্য—ইহা অবগত ছিলাম বলিয়া পুত্রকে এইরূপ তিরস্কার করিয়াছিলাম। সীতার বিলাপ আর অদ্য হইতে রাম ও লক্ষ্মণ সীতা বিরহিত হইলেন—এই বাক্য শুনিয়া এবং আমার প্রতি দশরথের স্নেহের কথা স্মরণ করিয়া পুত্র প্রিয় কার্য্য সম্পাদন না করায় আমি প্রীতি হইতে পারিলাম না। বানরগণের সহিত এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে তাহাদিগের সম্মুখেই পুনরায় সম্পাতির পক্ষদ্বয় উদ্‌গত হইল। পরে তিনি অরুণবর্ণ পক্ষ দ্বারা নিজদেহ আবৃত দেখিয়া অত্যন্ত হৃষ্ট হইলেন এবং বানরদিগকে বলিলেন যে,

* এই শ্লোকের মূলে আছে সাগ্রশত অর্থাৎ সওয়া শতবর্ষের অধিক কাল গত হইয়াছে, কিন্তু ষষ্টি সর্গের নবম শ্লোকে আট হাজার বৎসর গত হওয়ার কথা বলা হইয়াছে, সেইহেতু উভয় বাক্যের একবাক্যতার জন্য সাগ্রশত পদে আট হাজারের উপলক্ষণ জানিতে হইবে ।

উৎপেততুস্তদা পক্ষৌ সমক্ষং বনচারিণাম্ ।
স দৃষ্ট্বা স্বাং তনুং পক্ষৈরুদ্গতৈর্বরুণচ্ছদৈঃ ॥৯
প্রহর্ষমতুলং লেভে বানরাংশ্চেদমব্রবীৎ ।
নিশাকরস্য রাজর্ষেঃ প্রসাদাদমিতৌজসঃ ॥১০
আদিত্যরশ্মিনির্দগ্ধৌ পক্ষৌ পুনরুপস্থিতৌ ।
যৌবনে বর্তমানস্য মমাসীদ্ যঃ পরাক্রমঃ ॥১১
তমেবাদ্যাবগচ্ছামি বলং পৌরুষমেব চ ।
সর্বথা ক্রিয়তাং যত্নঃ সীতামধিগমিষ্যথ ॥১২
পক্ষলাভো মমায়ং বঃ সিদ্ধিপ্রত্যয়কারকঃ ।
ইত্যুক্ত্বা তান্ হরীন্ সর্বান্ সম্পাতিঃ পতগোত্তমঃ ॥১৩
উৎপপাত গিরেঃ শৃঙ্গাজ্জিজ্ঞাসুঃ খগমো গতিম্ ।
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা প্রতিসংহৃষ্টমানসাঃ ॥
বভূবুর্হরিশার্দূলা বিক্রমাভ্যুদয়োন্মুখাঃ ॥১৪

অথ পবনসমানবিক্রমাঃ
প্লবগবরাঃ প্রতিলব্ধপৌরুষাঃ ।
অভিজিদভিমুখাং দিশং যযু-
র্জনকসুতাপরিমার্গণোন্মুখাঃ ॥১৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে ত্রিষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥

অমিততেজা রাজর্ষি নিশাকরপ্রসাদে আমার সূর্য্যরশ্মিদগ্ধ পক্ষদ্বয় পুনঃ উদ্ভূত হইল। যৌবনকালে আমার যেরূপ পরাক্রম ছিল, অদ্য সেই পরাক্রম, বল ও পৌরুষ সকলই লাভ করিলাম। অতএব তোমরা সর্বপ্রকারে যত্নবান্ হও, অবশ্যই সীতাদেবীর দর্শন পাইবে।৫-১২

আমার পক্ষলাভই তোমাদিগের কার্য্যসিদ্ধির বিষয়ে বিশ্বাস আনয়ন করিবে। পরে আকাশচারী পক্ষিরাজ সম্পাতি বানরসকলকে এইরূপ বলিয়া পূর্ববৎ গতিশক্তি লাভ হইয়াছে কি না—ইহা জানিতে ইচ্ছুক হইয়া গিরিশৃঙ্গ হইতে উড়িয়া যাইলেন। শ্রেষ্ঠ বানরগণ তাঁহার বাক্য শ্রবণ করত প্রফুল্লচিত্তে যে প্রকারে সীতাকে লাভ করা যায়, সে বিষয়ে উদ্যোগী হইলেন।১৩-১৪

অনন্তর পবনসদৃশ বিক্রমশালী প্রধান বানরগণ বিস্মৃত পৌরুষ লাভ করিলেন ও সীতার অনুসন্ধানে উদ্যোগী হইয়া অভিজিৎ নক্ষত্রযুক্তদক্ষিণ দিকে গমন করিলেন।১৫

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে ত্রিষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

চতুঃষষ্টিতমঃ সর্গঃ

[সমুদ্রস্য বিশালতাং দৃষ্ট্বা বানরাণাং বিষাদঃ, অঙ্গদস্য তেভ্য আশ্বাসদানম্, সমুদ্রলঙ্ঘনায় পৃথগ্-ভাবেন সমেষাং সবিধে শক্তিজিজ্ঞাসা চ।]

আখ্যাতা গৃধ্ররাজেন সমুৎপ্লুত্য প্লবঙ্গমাঃ।
সঙ্গতাঃ প্রীতিসংযুক্তা বিনেদুঃ সিংহবিক্রমাঃ ॥১
সম্পাতের্বচনং শ্রুত্বা হরয়ো রাবণক্ষয়ম্।
হৃষ্টাঃ সাগরমাজগ্মুঃ সীতাদর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ ॥২
অভিগম্য তু তং দেশং দদৃশুর্ভীমবিক্রমাঃ।
কৃৎস্নং লোকস্য মহতঃ প্রতিবিম্বমবস্থিতম্ ॥৩
দক্ষিণস্য সমুদ্রস্য সমাসাদ্যোত্তরাং দিশম্।
সংনিবেশং ততশ্চক্রুর্হরিবীরা মহাবলাঃ ॥৪
প্রসুপ্তমিব চান্যত্র ক্রীড়ন্তমিব চান্যতঃ।
ক্বচিৎ পর্বতমাত্রৈশ্চ জলরাশিভিরাবৃতম্ *॥৫
সঙ্কুলং দানবেন্দ্রৈশ্চ পাতালতলবাসিভিঃ।
রোমহর্ষকরং দৃষ্ট্বা বিষেদুঃ কপিকুঞ্জরাঃ ॥৬
আকাশমিব দুষ্পারং সাগরং প্রেক্ষ্য বানরাঃ।
বিষেদুঃ সহিতাঃ সর্বে কথং কার্য্যমিতি ব্রুবন্ ॥৭
বিষণ্ণাং বাহিনীং দৃষ্ট্বা সাগরস্য নিরীক্ষণাৎ।
আশ্বাসয়ামাস হরীন্ ভয়ার্তান্ হরিসত্তমঃ ॥৮
ন বিষাদে মনঃ কার্য্যং বিষাদো দোষবত্তরঃ।
বিষাদো হন্তি পুরুষং বালং ক্রুদ্ধ ইবোরগঃ ॥৯
যো বিষাদং প্রসহতে বিক্রমে সমুপস্থিতে।
তেজসা তস্য হীনস্য পুরুষার্থো ন সিধ্যতি ॥১০

চতুঃষষ্টিতম সর্গ।

[সমুদ্রের বিশালতা দেখিয়া বানরগণের বিষাদ, অঙ্গদ কর্তৃক তাহাদিগকে আশ্বাসদান এবং সমুদ্র লঙ্ঘনের জন্য পৃথক্ পৃথক্ ভাবে সকলের নিকট শক্তি জিজ্ঞাসা।]

গৃধ্ররাজ এইরূপ বলিলে সিংহসদৃশ বিক্রমসম্পন্ন বানরগণ সকলে মিলিত হইয়া প্রীতচিত্তে উল্লম্ফন দিতে দিতে গর্জন করিতে লাগিলেন।১

গৃধ্ররাজ সম্পাতির মুখে সীতার বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া সীতাদেবীকে দর্শন করিবার জন্য সাগরমধ্যে স্থিত রাবণনিলয়ের উদ্দেশে সমুদ্রতীরে আগমন করিলেন।২

সেই ভীমবিক্রম কপিগণ সাগরতীরে উপনীত হইয়া দেখিলেন যে, সেই সমুদ্রে বিরাট্ বিশ্বের সম্পূর্ণ প্রতিবিম্ব অবস্থিত রহিয়াছে।৩

তারপর দক্ষিণ সমুদ্রের উত্তরতীরে যাইয়া ঐ মহাবলী বীর বানরগণ সেখানে আশ্রয় লইলেন।৪

ঐ সমুদ্রের কোন স্থান স্তিমিত ভাবে রহিয়াছে, কোন স্থান-যেন নৃত্য করিতেছে, কোথায় বা পর্বত-পরিমিত ঊর্মি(তরঙ্গ)-সকল উত্থিত হইয়া তাহাকে আবৃত করিতেছে।৫

অনন্তর প্রধান হরিবীরগণ পাতালবাসী দানবেন্দ্রগণে পরিবেষ্টিত সেই রোমাঞ্চকারী সাগর দর্শন করিয়া বিষাদগ্রস্ত হইলেন।৬

পরে তাহারা সকলে মিলিত হইয়া আকাশের ন্যায় দুষ্পার সমুদ্রদর্শন পূর্বক আমাদিগের এখন কি করা কর্তব্য—এই কথা বলিয়া বিষণ্ণতা প্রাপ্ত হইলেন।৪-৭

অনন্তর হরিসত্তম অঙ্গদ বানরসেনাগণকে সাগর সন্দর্শনে বিষণ্ণ ও ভয়াকুল দেখিয়া আশ্বাসিত করিতে লাগিলেন।৮

হে কপিগণ! বিষাদে মনোনিবেশ করা উচিত নহে; কেননা, বিষাদ অধিকতর দূষণীয়; যেরূপ ক্রুদ্ধ বিষধর সর্প শিশুকে নিহত করে, সেইরূপ বিষাদই পুরুষকে বিনাশ করিয়া থাকে।৯

*কোন কোন গ্রন্থে ৫নং শ্লোকের নিম্নলিখিত শ্লোক দুইটি দেখা যায়;—

সর্বৈর্মহদ্ভির্বিস্তৃতৈঃ ক্রীড়দ্ভির্বিবিধৈর্জলে।
ব্যত্তৈস্তৈঃ সুমহৎকায়ৈরূর্মিভিশ্চ সমাকুলম্ ॥

তান্ বিষাদেন মহতা বিষণ্ণান্ বানরর্ষভান্।
উবাচ মতিমান্ কালে বালিসূনুর্মহাবলঃ ॥

তস্যাং রাত্র্যাং ব্যতীতায়ামঙ্গদো বানরৈঃ সহ।
হরিবৃদ্ধৈঃ সমাগম্য পুনর্মন্ত্রমমন্ত্রয়ৎ ॥১১
সা বানরাণাং ধ্বজিনী পরিবার্য্যাঙ্গদং বভৌ।
বাসবং পরিবার্য্যেব মরুতাং বাহিনী স্থিতা ॥১২
কোঽন্যস্তাং বানরীং সেনাং শক্তঃ স্তম্ভয়িতুং ভবেৎ।
অন্যত্র বালিতনয়াদন্যত্র চ হনূমতঃ ॥১৩
ততস্তান্ হরিবৃদ্ধাংশ্চ তচ্চ সৈন্যমরিন্দমঃ।
অনুমান্যাঙ্গদঃ শ্রীমান্ বাক্যমর্থবদব্রবীৎ ॥১৪
ক ইদানীং মহাতেজা লঙ্ঘয়িষ্যতি সাগরম্।
কঃ করিষ্যতি সুগ্রীবং সত্যসন্ধমরিন্দমম্ ॥১৫
কো বীরো যোজনশতং লঙ্ঘয়েত প্লবঙ্গমঃ।
ইমাংশ্চ যূথপান্ সর্বান্ মোচয়েৎ কো মহাভয়াৎ ॥১৬
কস্য প্রাসাদাদ্দারাংশ্চ পুত্রাংশ্চৈব গৃহাণি চ।
ইতো নিবৃত্তাঃ পশ্যেম সিদ্ধার্থাঃ সুখিনো বয়ম্ ॥১৭
কস্য প্রসাদাদ্ রামঞ্চ লক্ষ্মণঞ্চ মহাবলম্।
অভিগচ্ছেম সংহৃষ্টাঃ সুগ্রীবঞ্চ বনৌকসম্ ॥১৮
যদি কশ্চিৎ সমর্থো বঃ সাগরপ্লবনে হরিঃ।
স দদাত্বিহ নঃ শীঘ্রং পুণ্যামভয়দক্ষিণাম্ ॥১৯
অঙ্গদস্য বচঃ শ্রুত্বা ন কশ্চিৎ কিঞ্চিদব্রবীৎ।
স্তিমিতেবাভবৎ সর্বা সা তত্র হরিবাহিনী ॥২০
পুনরেবাঙ্গদঃ প্রাহ তান্ হরীন্ হরিসত্তমঃ।
সর্বে বলবতাং শ্রেষ্ঠা ভবন্তো দৃঢ়বিক্রমাঃ ॥২১
ব্যপদেশকুলে জাতাঃ পূজিতাশ্চাপ্যভীক্ষ্ণশঃ।
নহি বো গমনে সমঃ কদাচিৎ কস্যচিদ্ ভবেৎ।
ব্রুবধ্বং যস্য যা শক্তিঃ প্লবনে প্লবগর্ষভাঃ ॥২২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে চতুঃষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥

যে পুরুষ পরাক্রমপ্রকাশসময়ে বিষাদগ্রস্ত হয়, সে তাহাতে তেজোহীন হওয়ায় কখনও তাহার পুরুষার্থ সিদ্ধ হয় না।১০

এইরূপে সেই রাত্রি বিগত হইলে অঙ্গদ প্রধান বানরদিগের সহিত মিলিত হইয়া পুনরায় মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন।১১

তখন ইন্দ্রকে বেষ্টন করিয়া যেমন দেববাহিনী শোভা পায়, সেইরূপ বানরসেনা অঙ্গদকে পরিবেষ্টন করিয়া শোভা পাইতে লাগিল।১২

সেনাগণ অঙ্গদকে সম্বোধনপূর্বক বলিল যে, বালিতনয় অঙ্গদ ও হনুমান্ ছাড়া অন্য কে এই বানরসেনা সংযত করিতে সমর্থ হইবে? ১৩

অনন্তর অরিদমন শ্রীমান্ অঙ্গদ বৃদ্ধ বানরগণ ও সৈন্যগণকে অভিনন্দন পূর্বক এইরূপ অর্থযুক্ত বাক্য বলিলেন।১৪

হে বানরগণ! কোন্ মহাতেজা এক্ষণে সাগর লঙ্ঘন করিবে? কেই বা অরিদমন সুগ্রীবকে সত্যপ্রতিজ্ঞ করিতে সমর্থ হইবে? কোন্ বীর শতযোজন সমুদ্র উত্তরণ করিবে? কেই বা এই যূথপতিদিগকে মহাভয় হইতে পরিত্রাণ করিতে সক্ষম হইবে। কোন্ ব্যক্তির অনুগ্রহে কার্য্য শেষ করত আমরা সুখে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পুত্র, কলত্র ও গৃহসকল নিরীক্ষণ করিতে পারিব? কাহার অনুকম্পায় আমরা আনন্দিত হইয়া মহাবল রাম ও লক্ষ্মণ এবং বননিবাসী সুগ্রীবের নিকট যাইব? ১৫-১৮

হে যূথপতিগণ! যদি আপনাদিগের মধ্যে কেহ সমুদ্র উত্তরণে সমর্থ হন, তবে তিনি শীঘ্রই আমাদিগের পুণ্যজনক অভয় দক্ষিণা প্রদান করুন।১৯

অঙ্গদের বাক্য শ্রবণ করিয়া কেহ কিছুই উত্তর করিলেন না। সেই বানরসেনা তৎকালে জড়প্রায় হইয়া রহিলেন।২০

পরে কপিসত্তম অঙ্গদ বানরদিগকে পুনরায় বলিলেন যে, হে বানরগণ! আপনারা সকলেই বলবান্, বিক্রমশালী ও মহৎ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া সতত সম্মানিত হইয়াও থাকেন; সেইজন্য কাহারও দ্বারা আপনাদিগের গতিরোধ হইবার কোন আশঙ্কা নাই। অতএব আপনাদিগের মধ্যে সাগরউত্তরণে যাহার যতদূর শক্তি, তাহা প্রকাশ করিয়া বলুন।২১-২২

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে চতুঃষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চষষ্টিতমঃ সর্গঃ

[বীর-বানরাণাং স্ব-স্বগমনশক্তিবর্ণনম্, অঙ্গদ-জাম্ববতোঃ কথোপকথনম্, হনূমন্তং প্রেষয়িতুং তৎসমীপে গমনঞ্চ।]

অথাঙ্গদবচঃ শ্রুত্বা তে সর্বে বানরর্ষভাঃ।
স্বং স্বং গতৌ সমুৎসাহমূচুস্তত্র যথাক্রমম্ ॥১
গজো গবাক্ষো গবয়ঃ শরভো গন্ধমাদনঃ।
মৈন্দশ্চ দ্বিবিদশ্চৈব অঙ্গদো জাম্ববাংস্তদা ॥২
আবভাষে গজস্তত্র প্লবেয়ং দশযোজনম্।
গবাক্ষো যোজনান্যহং গমিষ্যামীতি বিংশতিম্ ॥৩
শরভো বানরস্তত্র বানরাংস্তানুবাচ হ।
চত্বারিংশদ্গমিষ্যামি যোজনানাং ন সংশয়ঃ ॥৪
বানরাংস্তু মহাতেজা অব্রবীদ্ গন্ধমাদনম্।
যোজনানাং গমিষ্যামি পঞ্চাশত্তু ন সংশয়ঃ ॥৫
মৈন্দস্তু বানরস্তত্র বানরাংস্তানুবাচ হ।
যোজনানাং পরং ষষ্টিমহং প্লবিতুমুৎসহে ॥৬
ততস্তত্র মহাতেজা দ্বিবিদঃ প্রত্যভাষত।
গমিষ্যামি ন সন্দেহঃ সপ্ততিং যোজনান্যহম্ ॥৭
সুষেণস্তু মহাতেজাঃ সত্ত্ববান্ কপিসত্তমঃ।
অশীতিং প্রতিজানেঽহং যোজনানাং পরাক্রমে ॥৮
তেষাং কথয়তাং তত্র সর্বাংস্তাননুমান্য চ।
ততো বৃদ্ধতমস্তেষাং জাম্ববান্ প্রত্যভাষত ॥৯
পূর্বমস্মাকমপ্যাসীৎ কশ্চিদ্ গতিপরাক্রমঃ।
তে বয়ং বয়সঃ পারমনুপ্রাপ্তাঃ স্ম সাম্প্রতম্ ॥১০
কিং তু নৈবং গতে শক্যমিদং কার্য্যমুপেক্ষিতুম্।
যদর্থং কপিরাজশ্চ রামশ্চ কৃতনিশ্চয়ৌ ॥১১
সাম্প্রতং কালমস্মাকং যা গতিস্তাং নিবোধত।
নবতিং যোজনানাং তু গমিষ্যামি ন সংশয়ঃ ॥১২

পঞ্চষষ্টিতম সর্গ

[সমস্ত বীর বানরগণের স্ব স্ব গমনশক্তি বর্ণন, অঙ্গদ ও জাম্ববানের কথোপকথন এবং হনুমানকে পাইবার জন্য তাহার নিকট জাম্ববানের গমন।]

অনন্তর অঙ্গদের বাক্য শুনিয়া গয়, গবাক্ষ, গবয়, শরভ, গন্ধমাদন, মৈনদ, দ্বিবিদ ও জাম্বুবান্ প্রভৃতি প্রধান বানরগণ নিজ গতিশক্তির বিষয় ক্রমে ক্রমে বর্ণন করিতে লাগিলেন।১-২

তাহাদের মধ্যে প্রথমে গজ বলিলেন,—বানরগণ! আমি দশযোজন লম্ফ প্রদান করিতে পারি। পরে গবাক্ষ বলিলেন,—আমি বিংশতি যোজন, শরভ বলিলেন,—আমি ত্রিংশদ্ যোজন, ঋষভ বলিলেন,—চত্বারিংশদ্-যোজন, মহাতেজা গন্ধমাদন বলিলেন,—আমি নিঃসন্দেহে পঞ্চাশদ্ যোজন, মৈন্দ বলিলেন,—আমি ষষ্টি যোজন, মহাবলশালী দ্বিবিদ বলিলেন,—আমি সপ্ততি যোজন এবং ধৈর্য্যবান্ তেজস্বী সুষেণ বলিলেন,—আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি অশীতি যোজন লম্ফ দান পূর্বক যাইতে পারি। অনন্তর কপিগণের মধ্যে বৃদ্ধতম জাম্ববান্ এইরূপে কথোপকথনকারী বানরগণের অনুমতি লইয়া তাহাদিগকে বলিলেন।৩-১০

পূর্বে যুবাবস্থায় আমারও অনির্বচনীয় গতিশক্তি ছিল, কিন্তু এখন যৌবনকাল অতিক্রম করিয়া বৃদ্ধাবস্থায় পৌঁছিয়াছি।১১

কপিরাজ সুগ্রীব ও রাম উভয়েই আমরা এই কার্য্যসিদ্ধি করিব বলিয়া দৃঢ়নিশ্চয় করিয়াছেন, অতএব এই কার্য্যে আমার উপেক্ষা করা কোন মতে উচিত হইবে না।১২

আমার এ-অবস্থায় যতদূর যাইবার ক্ষমতা আছে, শ্রবণ করুন; আমি এখনও নিঃসন্দেহে নবতি যোজন গমন করিতে পারি।১৩

তাংশ্চ সর্বান্ হরিশ্রেষ্ঠান্ জাম্ববানিদমব্রবীৎ ।
ন খল্বেতাবদেবাসীদ্ গমনে মে পরাক্রমঃ ॥১৩
ময়া বৈরোচনে যজ্ঞে প্রভবিষ্ণুঃ সনাতনঃ ।
প্রদক্ষিণীকৃতঃ পূর্বং ক্রমমাণস্ত্রিবিক্রমঃ ॥১৪
স ইদানীমহং বৃদ্ধঃ প্লবনে মন্দবিক্রমঃ ।
যৌবনে চ তদাসীন্মে বলমপ্রতিমং পরম্ ॥১৫
সম্প্রত্যেতাবদেবাদ্য শক্যং মে গমনে স্বতঃ ।
নৈতাবতা চ সংসিদ্ধিঃ কার্য্যস্যাস্য ভবিষ্যতি ॥১৬
অথোত্তরমুদারার্থমব্রবীদঙ্গদস্তদা ।
অনুমান্য তদা প্রাজ্ঞো জাম্ববন্তং মহাকপিম্ ॥১৭
অহমেতদ্ গমিষ্যামি যোজনানাং শতং মহৎ ।
নিবর্তনে তু মে শক্তিঃ স্যান্ন বেতি ন নিশ্চিতম্ ॥১৮
তমুবাচ হরিশ্রেষ্ঠং জাম্ববান্ বাক্যকোবিদঃ ।
জ্ঞায়তে গমনে শক্তিস্তব হর্য্ৃক্ষসত্তম ॥১৯

পরে জাম্ববান্ প্রধান প্রধান বানরদিগকে বলিলেন, হে বানরগণ! আমার এতাবৎ মাত্রই যে গমনশক্তি ছিল, তাহা নহে ।১৪

পূর্বকালে সনাতন বিষ্ণু বিরোচননন্দন বলির যজ্ঞে ত্রিবিক্রম-মূর্ত্তি ধারণপূর্বক যখন স্বর্গ, মর্ত্ত ও পাতাল অধিকার করেন, তৎকালে আমি তাঁহার সেই বিরাট্ মূর্তিও প্রদক্ষিণ করিয়াছিলাম ।১৫

যৌবনকালে আমার উৎকৃষ্টতম অপরিসীম বল ছিল; সেই আমি এখন বৃদ্ধ হইয়াছি, গমনে তাদৃশ শক্তি নাই ।১৬

স্বাভাবিক শক্তি অনুসারে এখন আমি এই পর্য্যন্ত গমন করিতে পারি; কিন্তু ইহা দ্বারা উপস্থিত কার্য্য সিদ্ধ হইতেছে না ।১৭

তখন বিবেকী অঙ্গদ কপিবর জাম্ববানের অনুমতি গ্রহণ করত উদারতাপূর্ণ প্রত্যুক্তি করিলেন ।১৮

শতযোজন বিস্তীর্ণ বিপুলতর এই মহাসমুদ্র আমি পার হইতে পারি। কিন্তু প্রত্যাবর্তন করিতে আমার শক্তি আছে কি না, তাহা নিশ্চিত বলিতে পারি না ।১৯

কামং শতসহস্রং বা নহ্যেষ বিধিরুচ্যতে ।
যোজনানাং ভবান্ শক্তো গন্তুং প্রতিনিবর্তিতুম্ ॥২০
ন হি প্রেষয়িতা তাত স্বামী প্রেষ্যঃ কথঞ্চন ।
ভবতাহয়ং জনঃ সর্বঃ প্রেষ্যঃ প্লবগসত্তম ॥২১
ভবান্ কলত্রমস্মাকং স্বামিভাবে ব্যবস্থিতঃ ।
স্বামী কলত্রং সৈন্যস্য গতিরেকা পরন্তপ ॥২২
অপি বৈ তস্য কার্য্যস্য ভবান্ মূলমরিন্দম ।
তস্মাৎ কলত্রবত্তাত প্রতিপাল্যঃ সদা ভবান্ ॥২৩
মূলমর্থস্য সংরক্ষ্যমেষ কার্য্যবিদাং নয়ঃ ।
মূলে হি সতি সিধ্যন্তি গুণাঃ সর্বে ফলোদয়াঃ ॥২৪
তদ্ভবানস্য কার্য্যস্য সাধনং সত্যবিক্রম ।
বুদ্ধিবিক্রমসম্পন্নো হেতুরত্র পরন্তপ ॥২৫
গুরুশ্চ গুরুপুত্রশ্চ ত্বং হি নঃ কপিসত্তম ।
ভবন্তমাশ্রিত্য বয়ং সমর্থা হ্যর্থসাধনে ॥২৬

পরে বাক্য-বিশারদ জাম্ববান্ হরিশ্রেষ্ঠ অঙ্গদকে বলিলেন,—বানর ও ভল্লুকগণশ্রেষ্ঠ, যুবরাজ! আপনার যে গমনের শক্তি বিলক্ষণ আছে, তাহা আমাদের জানা আছে ।২০

আপনি একলক্ষ যোজনও অনায়াসে যাইতে পারেন এবং প্রতিনিবৃত্ত হইতেও পারেন, কিন্তু তাহা আমাদের কর্তব্য নহে ।২১

হে তাত বানরশিরোমণি! ইহারা আপনার ভৃত্য সুতরাং ইহাদিগকে আপনি পাঠাইতে পারেন, কিন্তু ভৃত্যগণ কখনও আপনাকে পাঠাইতে পারে না ।২২

হে শত্রুতাপন! আপনি যখন আমাদের প্রভুভাবে অবস্থিত রহিয়াছেন, তখন আমাদিগের কলত্রস্বরূপ আপনাকে প্রাণপণে রক্ষা করা কর্তব্য। ফলতঃ জগতের এই নিয়ম যে, প্রভু সৈন্যগণের কলত্রবৎ প্রতিপালনীয় ।২৩

আপনিই ঐ কার্য্যের মূল কারণ, অতএব আপনাকে জায়ার ন্যায় সেনাগণের সর্বদা রক্ষা করা উচিত। হে অরিদমন! কার্য্যের মূল রক্ষা করা অবশ্য কর্তব্য, ইহাই

উক্তবাক্যং মহাপ্রাজ্ঞং জাম্ববন্তং মহাকপিঃ ।
প্রত্যুবাচোত্তরং বাক্যং বালিসূনুরথাঙ্গদঃ ॥২৭
যদি নাহং গমিষ্যামি নান্যো বানরপুঙ্গবঃ
পুনঃ খল্বিদমাস্মভিঃ কার্য্যং প্রায়োপবেশনম্ ॥২৮
নহ্যকৃত্বা হরিপতেঃ সন্দেশং তস্য ধীমতঃ ।
তত্রাপি গত্বা প্রাণানাং ন পশ্যে পরিরক্ষণম্ ॥২৯
স হি প্রসাদে চাত্যর্থকোপে চ হরিরীশ্বরঃ ।
অতীত্য তস্য সন্দেশং বিনাশো গমনে ভবেৎ ॥৩০
তত্তথা হ্যস্য কার্যস্য ন ভবত্যন্যথা গতিঃ ।
তদ্ ভবানেব দৃষ্টার্থঃ সংচিন্তয়িতুমর্হতি ॥৩১

কার্য্যকুশল ব্যক্তিদিগের নিয়ম। মূল (কারণ) রক্ষিত হইলেই সেইগুণ(কাব্য) ফলোন্মুখ হইয়া সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে। হে শক্রতাপন সত্যবিক্রম! আপনি অতিশয় বিক্রমশালী ও বুদ্ধিমান্, অতএব আপনি এই কার্য্যসাধনের কেবল হেতুমাত্র হইবেন। কপিসত্তম! আপনি আমাদিগের গুরু ও গুরুপুত্র, সুতরাং আপনাকে অবলম্বন করিয়াই আমরা এই কার্য্যসাধনে সমর্থ হইব।২৪-২৭

যখন পরম বুদ্ধিমান্ জাম্ববান্ এইরূপে বাক্য বলিলেন, তখন বালিনন্দন কপিবর অঙ্গদ উত্তরে বলিলেন।২৮

যদি আমি না যাই এবং অন্য কোন কপিপুঙ্গব না যান, তবে অনশনে প্রাণত্যাগ করাই আমাদিগের উচিত।২৯

যেহেতু সেই ধীমান্ সুগ্রীবের আদেশ প্রতিপালন না করিয়া কিষ্কিন্ধায় ফিরিয়া যাইলে আমাদের জীবন রক্ষা হইবে না।৩০

সোঽঙ্গদেন তদা বীরঃ প্রত্যুক্তঃ প্লবগর্ষভঃ ।
জাম্ববানুত্তমং বাক্যং প্রোবাচেদং ততোঽঙ্গদম্ ॥৩২
তস্য তে বীর কার্য্যস্য ন কিঞ্চিৎ পরিহাস্যতে ।
এষ সঞ্চোদয়াম্যেনং যঃ কার্য্যং সাধয়িষ্যতি ॥৩৩
ততঃ প্রতীতং প্লবতাং বরিষ্ঠ-
মেকান্তমাশ্রিত্য সুখোপবিষ্টম্ ।
সঞ্চোদয়ামাস হরিপ্রবীরো
হরিপ্রবীরং হনুমন্তমেব ॥৩৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে পঞ্চষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥

তিনি আমাদিগের প্রতি অধিকতর অনুগ্রহ প্রকাশ করিতে ও কুপিত হইয়া তদপেক্ষা অধিক দণ্ড বিধান করিতে সমর্থ; অতএব তাঁহার আদেশ অন্যথা করিয়া কিষ্কিন্ধায় যাইলে অবশ্যই নিধন প্রাপ্ত হইব। সুতরাং এক্ষণে যাহাতে সীতাদর্শনরূপ এই কার্য্য সিদ্ধির ব্যাঘাত না হয়, তাহার উপায় চিন্তা করুন; কেননা, আপনি সকলবিষয়ের তত্ত্বার্থ জ্ঞাত আছেন ৩১-৩২

অঙ্গদ এইরূপ বলিলে বীরবানরশিরোমণি জাম্ববান্ তাঁহাকে এই উত্তম বাক্য বলিলেন।৩৩

হে বীর! আপনার এই কার্য্যের কিছুমাত্র হানি হইবে না; আমি এই কার্য্যে এমন বীরকে পাঠাইব যিনি তাহা সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইবেন। পরে হরিশ্রেষ্ঠ জাম্ববান্ নিভৃতস্থানে সুখোপবিষ্ট বিখ্যাত বানরবীর হনুমান্‌কে উক্ত কার্য্যে নিযুক্ত করিতে উদ্যুক্ত হইলেন।৩৪

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে পঞ্চষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

ষট্‌ষষ্টিতমঃ সর্গঃ

[হনুমত উৎপত্তিবর্ণনম্, ততঃ সমুদ্রলঙ্ঘনে জাম্ববতা তস্মৈ উৎসাহদানঞ্চ।]

অনেকশতসাহস্রীং বিষণ্ণাং হরিবাহিনীম্।
জাম্ববান্ সমুদীক্ষ্যৈবং হনূমন্তমথাব্রবীৎ ॥১

বীর বানরলোকস্য সর্বশাস্ত্রবিদাং বর।
তূষ্ণীমেকান্তমাশ্রিত্য হনূমন্ কিং ন জল্পসি ॥২

হনূমন্ হরিরাজস্য সুগ্রীবস্য সমো হ্যসি।
রাম-লক্ষ্মণয়োশ্চাপি তেজসা চ বলেন চ ॥৩

অরিষ্টনেমিনঃ পুত্রো বৈনতেয়ো মহাবলঃ।
গরুত্মানিব বিখ্যাত উত্তমঃ সর্বপক্ষিণাম্ ॥৪

বহুশো হি ময়া দৃষ্টঃ সাগরে স মহাবলঃ।
ভুজঙ্গানুদ্ধরন্ পক্ষী মহাবাহুর্মহাবলঃ ॥৫

পক্ষয়োর্যদ্ বলং তস্য ভুজবীর্য্যবলং তব।
বিক্রমশ্চাপি তেজশ্চ ন তে তেনাপহীয়তে ॥৬

বলং বুদ্ধিশ্চ তেজশ্চ সত্ত্বঞ্চ হরিপুঙ্গব।
বিশিষ্টং সর্বভূতেষু কিমাত্মানং ন সজ্জসে ॥৭

অপ্সরাঽপ্সরসাং শ্রেষ্ঠা বিখ্যাতা পুঞ্জিকস্থলা।
অঞ্জনেতি পরিখ্যাতা পত্নী কেসরিণো হরেঃ ॥৮

বিখ্যাতা ত্রিষু লোকেষু রূপেণাপ্রতিমা ভুবি।
অভিশাপাদভূত্তাত কপিত্বে কামরূপিণী(ক) ॥৯

দুহিতা বানরেন্দ্রস্য কুঞ্জরস্য মহাত্মনঃ।
মানুষং বিগ্রহং কৃত্বা রূপ-যৌবনশালিনী ॥১০

ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ

[হনুমানের উৎপত্তিবর্ণন এবং সমুদ্র লঙ্ঘন করিতে জাম্ববান্ কর্তৃক তাঁহাকে উৎসাহদান।]

অনন্তর জাম্ববান্ বিষাদগ্রস্ত অসংখ্য বানরসেনার প্রতি লক্ষ্য করিয়া হনুমান্‌কে বলিলেন।১

হে সর্বশাস্ত্রজ্ঞশ্রেষ্ঠ হনুমন্! বানরমণ্ডলীর মধ্যে তুমিই প্রধানবীর, অতএব তুমি মৌন অবলম্বন পূর্বক কিজন্য নির্জনে অবস্থান করিতেছ; আর কেনই বা কথা বলিতেছনা? ২

হে হনুমন্! তুমি বিক্রমে বানরপতি সুগ্রীবের সদৃশ এবং বলে ও তেজে রাম-লক্ষ্মণের তুল্য।৩

অরিষ্টনেমির (কশ্যপের) পুত্র মহাবল বৈনতেয় গরুড় যেমন সকল পক্ষিজাতির শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ তুমিও সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও বিখ্যাত।৪

হে মহাবল! সেই পক্ষিবরের শারীরিক বল ও পক্ষ বল উৎকৃষ্ট; কেননা, আমি তাহাকে বহুবার সমুদ্র হইতে বলপূর্বক সর্পসকলকে উদ্ধৃত করিতে দেখিয়াছি। তাহার পক্ষদ্বয়ের যেরূপ বল, তোমার বাহুবলও সেইরূপ; তুমি তেজে ও বিক্রমে তাহা অপেক্ষা কম হইবে না।৫-৬

হে হরিবর! তুমি সকল প্রাণী অপেক্ষা বল, বুদ্ধি, বিক্রম ও তেজে উৎকৃষ্ট হইয়াও সমুদ্র লঙ্ঘনের জন্য কি জন্য সজ্জিত হইতেছ না? ৭

অপ্সরাজাতির মধ্যে পরম রূপবতী পুঞ্জিকস্থলা নাম্নী লোকবিখ্যাত এক অপ্সরা ছিলেন, তিনি কপিবর কেশরীর পত্নী এবং অঞ্জনানামে বিখ্যাতা ছিলেন।৮

হে বৎস! অতিশয় রূপবতী বলিয়া তিনি ত্রিলোক-প্রখ্যাতা ছিলেন; ঋষি-অভিশাপে কামরূপিণী বানরী হইয়া ভূতলে জন্মগ্রহণ করেন।৯

বানরপতি মহাত্মা-কুঞ্জরদুহিতা রূপযৌবনসম্পন্না অঞ্জনা কোন সময়ে মনুষ্যশরীর-ধারণ পূর্বক বিচিত্র মাল্য,

---

পাঠান্তর:—(ক)—কপিত্বে চারুসর্বাঙ্গী কদাচিৎ কামরূপিণী।

বিচিত্রামাল্যাভরণা কদাচিৎ ক্ষৌমধারিণী।
অচরৎ পর্বতস্যাগ্রে প্রাবৃড়ম্বুদসন্নিভে ॥১১
তস্যা বস্ত্রং বিশালাক্ষ্যাঃ পীতং রক্তদশং শুভম্‌।
স্থিতায়াঃ পর্বতস্যাগ্রে মারুতোঽপহরচ্ছনৈঃ ॥১২
স দদর্শ ততস্তস্যা বৃত্তাবূরূ সুসংহতৌ।
স্তনৌ চ পীনৌ সহিতৌ সুজাতং চারু চাননম্‌ ॥১৩
তাং বলাদায়তশ্রোণীং তনুমধ্যাং যশস্বিনীম্‌।
দৃষ্ট্বৈব শুভসর্বাঙ্গী পবনঃ কামমোহিতঃ ॥১৪
স তাং ভুজাভ্যাং দীর্ঘাভ্যাং পর্য্যস্বজত মারুতঃ।
মন্মথাবিষ্টসর্বাঙ্গো গতাত্মা তামনিন্দিতাম্‌ ॥১৫
সা তু তত্রৈব সম্ভ্রান্তা সুব্রতা বাক্যমব্রবীৎ।
একপত্নীব্রতমিদং কো নাশয়িতুমিচ্ছতি ॥১৬
অঞ্জনায়া বচঃ শ্রুত্বা মারুতঃ প্রত্যভাষত।
ন ত্বাং হিংসামি সুশ্রোণি মা ভূৎ তে মনসো ভয়ম্‌ ॥১৭

আভরণ ও ক্ষৌমবসন পরিয়া বর্ষাকালীন মেঘতুল্য শ্যামবর্ণ পর্বতশিখরে ক্রীড়া করিতেছিলেন।১০-১১

পরে পবন পর্বতাগ্রস্থিতা সেই বিশালনয়নার রক্তবর্ণ-দশা(পাড়)সমন্বিত পবিত্র পীতবস্ত্র ধীরে ধীরে অপহরণ করিলেন।১২

অনন্তর পরস্পরসংশ্লিষ্ট বর্ত্তুল (গোলাকার) উরুযুগল, উভয়ে সংযুক্ত বিশাল স্তনদ্বয় ও সুগঠিত মনোহর বদন দর্শন করিলেন।১৩

পরে পবনদেব সেই যশস্বিনীর শোভন অঙ্গসকল, বিপুল নিতম্ব ও কটির ক্ষীণতা দেখিয়া একেবারে কামমোহিত হইয়া পড়িলেন।১৪

সুদীর্ঘ বাহুযুগল দ্বারা সেই অনিন্দিতাকে বলপূর্বক আলিঙ্গন করিলে কামভাবে তাঁহার অঙ্গসকল আবিষ্ট হইয়া যাইল এবং চিত্তও তাহার উপর সংসক্ত হইয়া পড়িল।১৫

অনন্তর সাধুচরিত্রা অঞ্জনা সম্ভ্রান্তচিত্তে বলিলেন, কে আমার এই পাতিব্রত্যধর্ম বিনাশ করিতে ইচ্ছা করিল? ১৬

মনসাঽস্মি গতো যৎ ত্বাং পরিষ্বজ্য যশস্বিনী।
বীর্য্যবান্‌ বুদ্ধিসম্পন্নস্তব পুত্রো ভবিষ্যতি ॥১৮
মহাসত্ত্বো মহাতেজা মহাবলপরাক্রমঃ।
লঙ্ঘনে প্লবনে চৈব ভবিষ্যতি ময়া সমঃ।১৯
এবমুক্তা ততস্তুষ্টা জননী তে মহাকপে।
গুহায়াং ত্বাং মহাবাহো প্রজজ্ঞে প্লবগর্ষভ ॥২০
অভ্যুত্থিতং ততঃ সূর্য্যং বালো দৃষ্ট্বা মহাবনে।
ফলং চেতি জিঘৃক্ষুস্ত্বমুৎপ্লুত্যাভ্যুৎ পতো দিবম্‌ ॥২১
শতানি ত্রীণি গত্বাথ যোজনানাং মহাকপে।
তেজসা তস্য নির্ধূতো ন বিষাদং গতস্ততঃ ॥২২
ত্বামপ্যুপগতং তূর্ণমন্তরিক্ষং মহাকপে।
ক্ষিপ্তমিন্দ্রেণ তে বজ্রং কোপাবিষ্টেন তেজসা ॥২৩
তদা শৈলাগ্রশিখরে বামো হনুরভজ্যত।
ততোঽভিনামধেয়ং তে (ক)হনুমানিতি কীর্তিতম্‌ ॥২৪

পরে পবন অঞ্জনার বাক্য শুনিয়া উত্তর করিলেন, হে সুশ্রোণি! আমি তোমার একপত্নী-ব্রত নষ্ট করি নাই; অতএব তোমার মনের ভয় অপনীত হউক।১৭

হে যশস্বিনি! তোমাকে আলিঙ্গন করিয়া মনে মনে যে তোমাতে গমন করিয়াছি, তাহাতেই তোমার বুদ্ধিসম্পন্ন ও বীর্য্যবান্‌ এক পুত্র হইবে। অতি ধৈর্য্যবান্‌, মহাতেজস্বী ও প্রবল পরাক্রমশালী ঐ পুত্র অতিক্রমণ ও উল্লম্ফন বিষয়ে আমার তুল্য হইবে।১৮-১৯

হে মহাবাহু কপিবর! অনন্তর তোমার জননী পবনদেবের ঐ কথা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলেন এবং পরে তোমাকে এক গুহায় প্রসব করিলেন। একদিন তুমি নিতান্ত শিশু অবস্থাতেই মহাবনে সূর্য্যকে উদিত হইতে দেখিয়া ফল মনে করত গ্রহণাভিলাষী হইয়া উল্লম্ফনপূর্বক শূন্যপথে উত্থিত হইয়াছিলে।২০-২১

হে কপিশ্রেষ্ঠ! তিনশতযোজন যাইয়া তাঁহার তেজে নিক্ষিপ্ত হইয়াও কিছুমাত্র বিষাদপ্রাপ্ত হইলে না।২২

কপিবর! তৎকালে ইন্দ্র তোমাকে ক্ষিপ্র গতিতে

পাঠান্তর :—(ক) ততো হি নামধেয়ং তে—।

ততস্তং নিহতং দৃষ্ট্বা বায়ুর্গন্ধবহঃ স্বয়ম্।
ত্রৈলোক্যং ভৃশসংক্রুদ্ধো ন ববৌ বৈ প্রভঞ্জনঃ ॥২৫
সম্ভ্রান্তাশ্চ সুরাঃ সর্বে ত্রৈলোক্যে ক্ষুভিতে সতি।
প্রসাদয়ন্তি সংক্রুদ্ধং মারুতং ভুবনেশ্বরাঃ ॥২৬
প্রসাদিতে চ পবনে ব্রহ্মা তুভ্যং বরং দদৌ।
অশস্ত্রবধ্যতাং তাত সমরে সত্যবিক্রম ॥২৭
বজ্রস্য চ নিপাতেন বিরুজং ত্বাং সমীক্ষ্য চ।
সহস্রনেত্রঃ প্রীতাত্মা দদৌ তে বরমুত্তমম্ ॥২৮
স্বচ্ছন্দতশ্চ মরণং তব স্যাদিতি বৈ প্রভো।
স ত্বং কেসরিণঃ পুত্রঃ ক্ষেত্রজো ভীমবিক্রমঃ ॥২৯
মারুতস্যৌরসঃ পুত্রস্তেজসা চাপি তৎসমঃ।
ত্বং হি বায়ুসুতো বৎস প্লবনে চাপি তৎসমঃ ॥৩০

বয়মদ্যগতপ্রাণা ভবানস্মাসু সাম্প্রতম্।
দক্ষ্যো বিক্রমসপন্নঃ কপিরাজ ইবাপরঃ ॥৩১
ত্রিবিক্রমে ময়া তাত সশৈল-বন-কাননা।
ত্রিঃসপ্তকৃত্বঃ পৃথিবী পরিক্রান্তা প্রদক্ষিণম্ ॥৩২
তদা চোষধয়োঽস্মাভিঃ সঞ্চিতা দেবশাসনাৎ।
নির্মথ্যমমৃতং যাভিস্তদানীং নো মহদ্বলম্ ॥৩৩
স ইদানীমহং বৃদ্ধঃ পরিহীনপরাক্রমঃ।
সাম্প্রতং কালমস্মাকং ভবান্ সর্বগুণান্বিতঃ ॥৩৪
তদ্ বিজৃম্ভস্ব বিক্রান্ত প্লবতামুত্তমো হ্যসি।
ত্বদ্বীর্য্যং দ্রষ্টুকামা হি সর্বা বানরবাহিনী ॥৩৫
উত্তিষ্ঠ হরিশার্দূল লঙ্ঘয়স্ব মহার্ণবম্।
পরাহি সর্বভূতানাং হনুমতা গতিস্তব ॥৩৬

অন্তরীক্ষে যাইতে দেখিয়া ক্রোধপরবশ হইয়া বলপূর্বক তোমার প্রতি বজ্র নিক্ষেপ করিলেন।২৩

তাহাতে তোমার বামহনু ভগ্ন হইয়া পর্বতশিখরে পড়ে, সেই অবধি তুমি হনুমান্ নামে অভিহিত হইতেছ।২৪

অনন্তর গন্ধবাহী প্রভঞ্জন বায়ু তোমাকে নিহত দেখিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং স্বর্গ, মর্ত্ত ও পাতাল-লোকে স্বীয় প্রবহন বন্ধ করিয়া দিলেন। তখন ত্রৈলোক্য ক্ষুভিত হইতে থাকিলে লোকপাল দেবতাগণ সসম্ভ্রমে ক্রোধপরবশ বায়ুর প্রসন্নতাসম্পাদন করিতে লাগিলেন ২৫-২৬

হে বৎস, সত্যবিক্রম! পবনদেব দেবগণের স্তবে তুষ্ট হইয়া প্রসন্ন হইলে ব্রহ্মা তোমাকে এই বর প্রদান করিলেন যে, সমরে তোমার শস্ত্রাঘাতে মৃত্যু হইবে না।২৭

প্রভো! সহস্রলোচন ইন্দ্র বজ্রপাতেও তোমার শরীর অক্ষত রহিল দেখিয়া প্রীত হইলেন এবং 'নিজের ইচ্ছানুসারে তোমার মৃত্যু হইবে', এই উৎকৃষ্ট বর তোমাকে দিয়াছিলেন। হে বৎস! এইরূপে তুমি কেশরীর ক্ষেত্রজ সন্তান ও বায়ুর ঔরস পুত্র, তেজ ও বেগে তৎসদৃশ এবং ভীমবিক্রমশালী, তুমি স্বীয় পিতা বায়ুতুল্য উল্লম্ফনেও সক্ষম।২৮-৩০

অদ্য আমরা জীবন্মৃত হইয়াছি, তুমিই এখন আমাদিগের মধ্যে দ্বিতীয় কপিরাজের ন্যায় দাক্ষিণ্য ও বিক্রমসম্পন্ন রহিয়াছ।৩১

হে বৎস! ত্রিবিক্রম অবতার সময়ে আমি শৈল ও কাননসহ পৃথিবীকে একুশবার প্রদক্ষিণ করিয়াছিলাম। সমুদ্রমন্থন সময়ে দেবতাগণের আজ্ঞায় যে ওষধিসকল সঞ্চয় করিয়া সাগরে নিক্ষেপ করিয়াছিলাম; তাহা মথিত হইয়া অমৃতরূপে উৎপন্ন হয়। তৎকালে আমার অতিশয় বল ছিল, এক্ষণে বৃদ্ধ হইয়া পরাক্রম বিহীন হইয়াছি। এখন তুমি আমাদিগের মধ্যে সর্বগুণান্বিত ও বানরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। বিক্রমশালিন্! অতএব তুমি স্বীয় বল প্রকাশ কর; যেহেতু এই বানরবাহিনী তোমার বীর্য্য দেখিবার জন্য সমুৎসুক হইয়াছে।৩২-৩৫

হে বানরোত্তম হনুমন্! উত্থিত হও এবং মহাসাগর অতিক্রম কর; তোমার সমুদ্রপারে গমন সর্বপ্রাণীরই কল্যাণকর হইবে।৩৬

বিষণ্ণা হরয়ঃ সর্বে হনুমন্ কিমুপেক্ষসে ।
বিক্রমস্ব মহাবেগ বিষ্ণুস্ত্রীন্ বিক্রমানিব ॥৩৭
ততঃ কপিনামৃষভেন চোদিতঃ
প্রতীতবেগঃ পবনাত্মজঃ কপিঃ ।

হে মহাবেগশালিন্, হনুমন্! বানরসকল বিষণ্ণবদনে অবস্থিতি করিতেছে; তুমি কেন তাহাদিগকে উপেক্ষ করিতেছ? ত্রিবিক্রম বিষ্ণুর ন্যায় তুমিও স্বীয় বিক্রম প্রকাশ কর ।৩৭

প্রহর্ষয়ংস্তাং হরিবীরবাহিনীং
চকার রূপং পবনাত্মজস্তদা ॥৩৮
ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে ষট্ষষ্টিতমঃ সর্গ ॥

অনন্তর পবননন্দন কপিবর হনুমান্ বানরসত্তম জাম্ববানকর্তৃক প্রেরণা পাইয়া ও স্বীয় বল অবগত হইয়া বানরসৈন্যগণকে আনন্দিত করত তদনুরূপ রূপ ধারণ করিলেন ।৩৮

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে ষট্ষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ।

সপ্তষষ্টিতমঃ সর্গঃ

[সমুদ্রলঙ্ঘনে হনুমত উৎসাহঃ, লম্ফনায় মহেন্দ্রপর্বতে আরোহণঞ্চ ।]

তং দৃষ্ট্বা জৃম্ভমাণং তে ক্রমিতুং শতযোজনম্ ।
বেগেনাপূর্য্যমাণঞ্চ সহসা বানরোত্তমম্ ॥১
সহসা শোকমুৎসৃজ্য প্রহর্ষেণ সমন্বিতাঃ ।
বিনেদুস্তুষ্টুবুশ্চাপি হনূমন্তং মহাবলম্ ॥২
প্রহৃষ্টা বিস্মিতাশ্চাপি তে বীক্ষন্তে সমন্ততঃ ।
ত্রিবিক্রমং কৃতোৎসাহং নারায়ণমিব প্রজাঃ ॥৩
সংস্তূয়মানো হনুমান্ ব্যবর্ধত মহাবলঃ ।
সমাবিধ্য চ লাঙ্গূলং হর্ষাদ্ বলমুপেয়িবান্ ॥৪
তস্য সংস্তূয়মানস্য বৃদ্ধৈর্বানরপুঙ্গবৈঃ ।
তেজসা পূর্য্যমাণস্য রূপমাসীদনুত্তমম্ ॥৫
যথা বিজৃম্ভতে সিংহো বিবৃতে গিরিগহ্বরে ।
মারুতস্যৌরসঃ পুত্রস্তথা সম্প্রতি জৃম্ভতে ॥৬
অশোভত মুখং তস্য জৃম্ভমাণস্য ধীমতঃ ।
অম্বরীষোপমং দীপ্তং বিধূম ইব পাবকঃ ॥৭
হরীণামুত্থিতো মধ্যাৎ সম্প্রহৃষ্টতনূরুহঃ ।
অভিবাদ্য হরীন্ বৃদ্ধান্ হনুমানিদমব্রবীৎ ॥৮

সপ্তষষ্টিতম সর্গ

[সমুদ্র লঙ্ঘনে হনুমানের উৎসাহ ও লম্ফনের জন্য মহেন্দ্রপর্বতে আরোহণ ।]

অনন্তর বানরগণ মহাবলসম্পন্ন বানরোত্তম হনুমান্কে শতযোজন লঙ্ঘনার্থ সহসা বর্ধমান ও মহাবেগসম্পন্ন হইতে দেখিয়া শোক পরিহারপূর্বক হর্ষসহকারে আনন্দধ্বনি করত হনুমান্কে প্রসংসা করিতে লাগিল ।১-২

পূর্বকালে প্রজাগণ ত্রিপাদদ্বারা ত্রিলোক আক্রমণে উদ্যত নারায়ণকে যেমন অবলোকন করিয়াছিল, সেইরূপ তাহারা বিস্মিত হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে তাঁহার চতুর্দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিল ।৩

মহাবল হনুমান্ নিজ প্রশংসা শুনিয়া শরীরকে আরও বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। হর্ষের সহিত স্বীয় লাঙ্গুল ঘুরাইতে ঘুরাইতে নিজের বল স্মরণ করিতে লাগিলেন ।৪

তারপর বৃদ্ধ বানরশ্রেষ্ঠগণ তাঁহার স্তব করিতে থাকিলে, তেজে পরিপূর্ণ হইয়া তাঁহার অনুত্তম রূপ হইল ।৫

তৎকালে ধীমান্ মারুতাত্মজ হনুমান্ সুবিস্তৃত

আরুজন্ পর্বতাগ্রাণি হুতাশনসখোঽনিলঃ।
বলবানপ্রমেয়শ্চ বায়ুরাকাশগোচরঃ ॥৯
তস্যাহং শীঘ্রবেগস্য শীঘ্রগস্য মহাত্মনঃ।
মারুতস্যৌরসঃ পুত্রঃ প্লবনেনাস্মি তৎসমঃ ॥১০
উৎসহেয়ং হি বিস্তীর্ণমালিখন্তমিবাম্বরম্।
মেরুং গিরিমসঙ্গেন পরিগন্তুং সহস্রশঃ ॥১১
বাহুবেগপ্রণুন্নেন সাগরেণাহমুৎসহে।
সমাপ্লাবয়িতুং লোকং সপর্বত-নদী-হ্রদম্ ॥১২
মমোরুজঙ্ঘাবেগেন ভবিষ্যতি সমুত্থিতঃ।
সমুত্থিতমহাগ্রাহঃ সমুদ্রো বরুণালয়ঃ ॥১৩
পন্নগাশনমাকাশে পতন্তং পক্ষিসেবিতম্।
বৈনতেয়মহং শক্তঃ পরিগন্তুং সহস্রশঃ ॥১৪
উদয়াৎ প্রস্থিতং বাপি জ্বলন্তং রশ্মিমালিনম্।
অনস্তমিতমাদিত্যমহং গন্তুং সমুৎসহে ॥১৫
ততো ভূমিমসংস্পৃষ্ট্বা পুনরাগন্তুমুৎসহে।
প্রবেগেণৈব মহতা ভীমেন প্লবগর্ষভাঃ ॥১৬
উৎসহেয়মতিক্রান্তুং সর্বানাকাশগোচরান্।
সাগরান্ শোষয়িষ্যামি দারয়িষ্যামি মেদিনীম্ ॥১৭
পর্বতাংশ্চূর্ণয়িষ্যামি প্লবমানঃ প্লবঙ্গমঃ।
হরিষ্যাম্যূরুবেগেণ প্লবমানো মহার্ণবম্ ॥১৮
লতানাং বিবিধং পুষ্পং পাদপানাঞ্চ সর্বশঃ।
অনুযাস্যতি মামদ্য প্লবমানং বিহায়সা ॥১৯
ভবিষ্যতি হি মে পন্থা স্বাতেঃ পন্থা ইবাম্বরে।
চরন্তং ঘোরমাকাশমুৎপতিষ্যন্তমেব চ ॥২০

গিরিগহ্বর মধ্যবর্ত্তী সিংহের ন্যায় মুখব্যাদান করিতে থাকিলেন।৬

তাঁহার মুখমণ্ডল সেই সময়ে যেন প্রদীপ্ত ভর্জন-পাত্রবৎ প্রকাশ পাইল এবং স্বয়ং নির্ধূম অগ্নির ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিলেন।৭

পরে হনুমান্ হর্ষবেশে রোমাঞ্চিত কলেবর হইয়া বানর-সভামধ্যে উত্থিত হওত বৃদ্ধ বানরদিগকে অভিবাদন পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন।৮

হুতাশনসখ মহাবল পবনদেব পর্ব্বতাগ্রসকল ভেদ করিয়া থাকেন, যিনি অপ্রমেয় বলশালী ও আকাশগামী, সেই প্রবলবেগ ত্বরিতপতি মহাত্মা মরুতের আমি ঔরসপুত্র, অতএব আমি তৎসদৃশ উল্লম্ফন করিতে পারিব।৯-১০

আমি কুত্রাপি বিশ্রাম না করিয়াও গগনস্পর্শী অতিবিস্তীর্ণ সুমেরু গিরিকে সহস্রবার অতিক্রম করিতে পারি।১১

আমি বাহুবলে মহাসমুদ্রকে আলোড়িত করত তদ্দ্বারা পর্ব্বত, নদী ও হ্রদাদি সমন্বিত অখিললোক সংপ্লাবিত করিতে সক্ষম।১২

বরুণালয় সমুদ্র আমার জঙ্ঘাবেগে বেলাভূমি অতিক্রম করিবে এবং মহাগ্রহসকল তাহা হইতে উত্থিত হইবে। সর্পভক্ষক পক্ষিরাজ বৈনতেয় গরুড় আকাশে উড়িতে থাকিলে তাহাকেও আমি সহস্রবার অতিক্রম করিতে পারি।১৩-১৪

এমনকি উদয়াচল হইতে প্রস্থিত এবং প্রজ্বলিত রশ্মিমালী আদিত্যকেও অস্তাচলগত না হইবার পূর্ব্বেই স্পর্শ করিতে পারি এবং সেই উদ্যমে সূর্য্যমণ্ডল হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ভূমিস্পর্শ না করিয়াই প্রবলতর ভীমবেগ সহকারে পুনরায় সূর্য্যাভিমুখে গমন করিতে পারি।১৫-১৬

হে বানরসকল! আমি আকাশগামী গ্রহণসকলকেও অতিক্রম করিয়া গমন করিতে উৎসাহ রাখি এবং সাগরকে শোষণ ও মেদিনীকেও বিদারণ করিতে পারি। হে কপিগণ! আমি যখন লম্ফ প্রদান করিব, তখন পর্ব্বতসকল চূর্ণ করিয়া ফেলিব এবং যখন আমি গুরুতরবেগে উল্লম্ফন পূর্ব্বক মহাসাগর অতিক্রম করিতে থাকিব, তখন লতা ও বৃক্ষের বিবিধ পুষ্পসকল সেই বিপুলবেগে আকৃষ্ট হইয়া আকাশমার্গে অদ্য আমার অনুগমন করিবে।১৭-১৯

সেই পুষ্পসকল গগনপথে গমন করিতে থাকিলে ছায়াপথ যেমন বহুনক্ষত্রে আচ্ছন্ন থাকে, সেইরূপ ঐ

দ্রক্ষ্যন্তি নিপতন্তঞ্চ সর্বভূতানি বানরাঃ।
মহামেরুপ্রতীকাশং মাং দ্রক্ষ্যধ্বং প্লবঙ্গমাঃ ॥২১
দিবমাবৃত্য গচ্ছন্তং গ্রসমানমিবাম্বরম্।
বিধমিষ্যামি জীমূতান্ কম্পয়িষ্যামি পর্বতান্ ॥
সাগরং শোষয়িষ্যামি প্লবমানঃ সমাহিতঃ ॥২২
বৈনতেয়স্য যা শক্তির্মম বা মারুতস্য বা।
ঋতে সুপর্ণরাজানং মারুতং বা মহাবলম্ ॥
ন তদ্ ভূতং প্রপশ্যামি যন্মাং প্লুতমনুব্রজেৎ ॥২৩
নিমেষান্তরমাত্রেণ নিরালম্বনমম্বরম্।
সহসা নিপতিষ্যামি ঘনাদ্ বিদ্যুদিবোত্থিতা ॥২৪
ভবিষ্যতি হি মে রূপং প্লবমানস্য সাগরম্।
বিষ্ণোঃ প্রক্রমমাণস্য তদা ত্রীন্ বিক্রমানিব ॥২৫
বুদ্ধ্যা চাহং প্রপশ্যামি মনশ্চেষ্টা চ মে তথা।
অহং দ্রক্ষ্যামি বৈদেহীং প্রমোদধ্বং প্লবঙ্গমাঃ ॥২৬

মারুতস্য সমো বেগে গরুড়স্য সমো জবে।
অযুতং যোজনানাং তু গমিষ্যামীতি মে মতিঃ ॥২৭
বাসবস্য সবজ্রস্য ব্রহ্মণো বা স্বয়ম্ভুবঃ।
বিক্রম্য সহসা হস্তাদমৃতং তদিহানয়ে ॥২৮
লঙ্কাং বাপি সমুৎক্ষিপ্য গচ্ছেয়মিতি মে মতিঃ।
তমেবং বানরশ্রেষ্ঠং গর্জন্তমমিতপ্রভম্ ॥২৯
প্রহৃষ্টা হরয়স্তত্র সমুদৈক্ষন্ত বিস্মিতাঃ।
তচ্চাস্য বচনং শ্রুত্বা জ্ঞাতীনাং শোকনাশনম্ ॥৩০
উবাচ পরিসংহৃষ্টো জাম্ববান্ প্লবগেশ্বরঃ।
বীর কেসরিণঃ পুত্র বেগবন্ মারুতাত্মজ ॥৩১
জ্ঞাতীনাং বিপুলঃ শোকস্ত্বয়া তাত প্রণাশিতঃ।
তব কল্যাণরুচয়ঃ কপিমুখ্যাঃ সমাগতাঃ ॥৩২
মঙ্গলান্যর্থসিদ্ধ্যর্থং করিষ্যন্তি সমাহিতাঃ।
ঋষীণাঞ্চ প্রসাদেন কপিবৃদ্ধমতেন চ ॥৩৩

পুষ্পসকলে আমারও পথ আচ্ছন্ন থাকিবে। তখন বানরগণ ও প্রাণীসকল আমাকে ঘোরতর আকাশপথে বিচরণ পূর্বক উত্থিত ও পরপারে নিপতিত হইতে দেখিবে। হে বানরগণ! আমি যেন অম্বরতলকে গ্রাস করিয়া আচ্ছাদন করত মহামেরুর ন্যায় গমন করিব, ইহা তোমরা অবলোকন করিবে। আমি যখন সমাহিত হইয়া উৎপ্লবন করিব, তখন মেঘবৃন্দ ছিন্নভিন্ন, পর্বতসকল কম্পিত ও সাগরকে শোষিত করিব।২০-২২

বিনতানন্দন গরুড়, আমি ও মারুত; এই তিন জনেরই শক্তি লোকাতিশায়িনী। মহাবল বায়ু ও সুপর্ণরাজ গরুড় ব্যতীত এমন প্রাণী দেখিনা যে, আমি গমন করিলে আমার অনুগমন করিতে সমর্থ হয়? ২৩

মেঘবৃন্দের উপর বিদ্যুৎ যমন নিমেষকাল মাত্র চমকিত হয়, সেইরূপ আমি নিমেষমধ্যে নিরালম্ব আকাশে উত্থিত হইব। বামন অবতারে ত্রিবিক্রমপ্রকাশে বিষ্ণুর যেরূপ রূপ হইয়াছিল, সাগর-প্লবনসময়ে আমার'ও সেইরূপ ভয়ঙ্কর রূপ হইবে।২৪

আমার মনের গতি ও বুদ্ধিদ্বারা অবগত হইয়াছি যে, আমি বৈদেহীর দর্শন লাভ করিব। অতএব হে বানরগণ! তোমরা সকলে হর্ষান্বিত হও।২৫-২৬

আমার বেগ গরুড় ও বায়ুসদৃশ, অতএব অযুত-যোজন অনায়াসে গমন করিতে পারিব—ইহা আমার বিশ্বাস আছে।২৭

আমার অভিলাষ হইতেছে যে, বজ্রধারী বাসব অথবা স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার হস্ত হইতে সহসা বিক্রম পূর্বক দেবভোগ্য অমৃত এখানে আনয়ন করি, কিংবা লঙ্কানগরী উৎপাটন পূর্বক গ্রহণ করিয়া এই স্থানে উপস্থিত হই। তখন বানরগণ প্রহৃষ্ট ও বিস্মিত হইয়া এইরূপে গর্জনকারী সেই অমিততেজস্বী হনুমান্‌কে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। অনন্তর বানরোত্তম জাম্ববান্ জ্ঞাতিগণের শোক-বিনাশন তাঁহার সেই বচনাবলী-শ্রবণে হৃষ্ট হইয়া বলিলেন, হে মারুততনয়! বেগশালিন্, কেশরিপুত্র, বৎস, বীর হনুমন্! তুমি জ্ঞাতিগণের বিপুলতর শোক বিনাশ করিলে, অতএব প্রধান প্রধান কোপীগণ তোমার কল্যাণ অভিলাষী হইয়া সকলে সমবেত ও সমাহিত হওত কার্য্য-সিদ্ধির জন্য মাঙ্গল্য কার্য্যসকল সম্পাদান করিবেন।

গুরূণাঞ্চ প্রসাদেন সংপ্লব ত্বং মহার্ণবম্‌ ।
স্থাস্যামশ্চৈকপাদেন যাবদাগমনং তব ॥৩৪
ত্বদ্‌গতানি চ সর্ব্বেষাং জীবনানি বনৌকসাম্‌ ।
ততশ্চ হরিশার্দ্দূলস্তানুবাচ বনৌকসঃ ॥৩৫
কোঽপি লোকে ন মে বেগং প্লবনে ধারয়িষ্যতি ।
এতানীহ নগস্যাস্য শিলাসঙ্কটশালিনঃ ॥৩৬
শিখরাণি মহেন্দ্রস্য স্থিরাণি চ মহান্তি চ ।
যেষু বেগং গমিষ্যামি মহেন্দ্রশিখরেষ্বহম্‌ ॥৩৭
নানাদ্রুমবিকার্ণেষু ধাতুনিষ্পন্দশোভিষু ।
এতানি মম বেগং হি শিখরাণি মহান্তি চ ॥৩৮
প্লবতো ধারয়িষ্যন্তি যোজনানামিতঃ শতম্‌ ।
ততস্তু মারুতপ্রখ্যঃ স হরির্মারুতাত্মজঃ ।
আরুরোহ নগশ্রেষ্ঠং মহেন্দ্রমরিমর্দ্দনঃ ॥৩৯

বৃতং নানাবিধৈঃ পুষ্পৈর্ম্মৃগসেবিতশাদ্বলম্‌ ।
লতাকুসুমসম্বাধং নিত্যপুষ্পফলদ্রুমম্‌ ॥৪০
সিংহশার্দ্দূলসহিতং মত্তমাতঙ্গসেবিতম্‌
মত্তদ্বিজগণোদ্‌ঘুষ্টং সলিলোৎপীড়সঙ্কুলম্‌ ॥৪১
মহদ্ভিরুচ্ছ্রিতং শৃঙ্গৈর্মহেন্দ্রং স মহাবলঃ ।
বিচচার হরিশ্রেষ্ঠো মহেন্দ্রসমবিক্রমঃ ॥৪২
বাহুভ্যাং পীড়িতস্তেন মহাশৈলো মহাত্মনা ।
ররাস সিংহাভিহতো মহান্‌ মত্ত ইব দ্বিপঃ ॥৪৩
মুমোচ সলিলোৎপীড়ান্‌ বিপ্রকীর্ণশিলোচ্চয়ঃ ।
বিত্রস্তমৃগ-মাতঙ্গঃ প্রকম্পিতমহাদ্রুমঃ ॥৪৪
নানাগন্ধর্ব্বমিথুনৈঃ পানসংসর্গকর্কশৈঃ ।
উৎপতদ্ভির্বিহঙ্গৈশ্চ বিদ্যাধরগণৈরপি ॥৪৫
ত্যজ্যমানমহাসানুঃ সন্নিলীনমহোরগঃ ।
শৈলশৃঙ্গশিলোৎপাতস্তদাভূৎ স মহাগিরিঃ ॥৪৬

ঋষি ও প্রজাগণের প্রসাদে এবং বৃদ্ধ বানরগণের আশীর্ব্বাদে তুমি এই মহাসমুদ্র উত্তরণ করিবে। তুমি যে পর্য্যন্ত না প্রত্যাগমন করিবে, সেই অবধি আমরা একপাদে অবস্থান পূর্ব্বক তপস্যাচরণ করিব ; কেননা বনবাসী বানরসকলের জীবন তোমার অধীন হইয়া রহিয়াছে। পরে হরি-শ্রেষ্ঠ হনুমান্‌ বন-বিহারী বানরদিগকে বলিলেন ।২৮-৩৫

হে কপিগণ! আমি লম্ফ প্রদান করিতে উদ্যত হইলে এই জগতে কেহই আমার বেগ ধারণ করিতে সমর্থ হইবে না। ইহলোকে কেবল শিলাময় মহেন্দ্র পর্ব্বতের এই শৃঙ্গসকল দৃঢ় ও বৃহৎ ; অতএব নানা তরু-রাজি সুশোভিত ও ধাতু-মণ্ডিত ইহার শিখরে অবস্থান পূর্ব্বক সবেগে প্রস্থান করিব। আমি ইহা হইতে শত যোজন লঙ্ঘন করিতে উদ্যত হইলে এই বিস্তৃত শিখর-সকলই আমার বেগ ধারণ করিতে সক্ষম হইবে। অনন্তর অরিদমন মারুতনন্দন বায়ুসদৃশ বলশালী হনুমান্‌ বিবিধ কুসুম-সমাকীর্ণ পর্ব্বতরাজ মহেন্দ্রপর্ব্বতে আরোহণ করিলেন ।৩৬-৩৯

ঐ পর্বত শিখরের সকল স্থান তৃণে পরিপূর্ণ, তাহাতে মৃগকুল বিচরণ করিতেছে ; উহা সর্ব্বদা ফলপুষ্প শোভিত তরুরাজি, লতা ও কুসুমসমূহে পরিব্যাপ্ত এবং সিংহ, ব্যাঘ্র ও মত্ত মাতঙ্গসমূহে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। স্থানে স্থানে নির্ঝর হইতে সলিল নির্গত হইতেছে ও মত্ত বিহঙ্গকুল কূজন করিতেছে ।৪০-৪১

ইন্দ্রসদৃশ বিক্রমসম্পন্ন মহাবল হরিবর হনুমান্‌ সেই অত্যুন্নত সুবিস্তীর্ণ মহেন্দ্র পর্ব্বতের শৃঙ্গসমূহে বিচরণ করিতে লাগিলেন ।৪২

সেই মহান্‌ মহেন্দ্র পর্ব্বত মহাত্মা বায়ু-তনয়ের পাদদ্বারা পীড়িত হইলে সেখানকার প্রাণিগণ ভীষণরব করিতে লাগিল এবং শিলাসকল বিকীর্ণ, মাতঙ্গ ও মৃগকুল সন্ত্রস্ত, বৃহদ্‌ বৃহদ্‌ বৃক্ষসকল কম্পিত ও সলিলসকল উৎক্ষিপ্ত হইতে থাকিল। অত্যন্ত মধু পানে উদ্ধতচিত্ত বিবিধ গন্ধর্ব্বমিথুন, উড্ডীয়মান বিহঙ্গকুল ও বিদ্যাধরগণ তাহার সানুদেশ পরিত্যাগ করিল। মহাসর্পসকল বিবরে লীন এবং শৃঙ্গনিচয়ের শিলাসমূহ পতিত হইতে লাগিল ।৪৩-৪৬

নিঃশ্বসদ্ভিস্তদা তৈস্তু ভুজগৈরর্ধনিঃসৃতৈঃ।
সপতাক ইবাভাতি স তদা ধরণীধরঃ ॥৪৭
ঋষিভিস্ত্রাসসম্ভ্রান্তৈস্ত্যজ্যমানঃ শিলোচ্চয়ঃ।
সীদন্মহতি কান্তারে সার্থহীন ইবাধ্বগঃ ॥৪৮
স বেগবান্ বেগসমাহিতাত্মা
হরিপ্রবীরঃ পরবীরহন্তা।
মনঃ সমাধায় মহানুভাবো
জগাম লঙ্কাং মনসা মনস্বী ॥৪৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে সপ্তষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥

সেই সময় ভুজঙ্গসকল অর্দ্ধ নিঃসৃত হইয়া ফণা-বিস্তারপূর্বক নিশ্বাস ত্যাগ করিতে থাকিলে ঐ ধরণীধর যেন উচ্ছ্রিত পতাকারাজি দ্বারাই শোভা পাইতে লাগিলেন।৪৭

পথিকগণ ভীষণ দুর্গম পথে সঙ্গিবিহীন হইয়া যেমন অবসন্ন হয়, সেইরূপ ভীত ও বিচকিত ঋষিগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হওয়ার ঐ পর্বতেরও তাদৃশ অবস্থা লক্ষিত হইল।৪৮

পরে শত্রুবীরহন্তা, বানরবীর, মহানুভব, মনস্বী ও বেগশালী হনুমান্‌ও গতিবেগ-বিষয়ে স্থির নিশ্চয় হইয়া মনোভিনিবেশ পূর্বক মনে-মনে লঙ্কার স্মরণ করিলেন।৪৯

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে সপ্তষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীঠাকুরসীতারামদাসোঙ্কারনাথ-পাদপঙ্কেরুহমধুপায়ি-
শ্রীগোপালকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যকৃত বঙ্গভাষানুবাদসহিতং
কিষ্কিন্ধাকাণ্ডং সম্পূর্ণম্ ॥

সুন্দর-কাণ্ডম্

পণ্ডিতপ্রবর-শ্রীযাদবেন্দ্রনাথরায় ন্যায়-তর্কতীর্থ-কৃত-

বঙ্গভাষানুবাদসহিতম্

সুন্দর-কাণ্ডম্

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযাদবেন্দ্রনাথন্যায়তর্কতীর্থকৃত-বঙ্গভাষানুবাদসহিতম্

প্রথমঃ সর্গঃ

[সীতায়া অন্বেষণায় লঙ্কাগমনেচ্ছু-হনূমতো মহেন্দ্রপর্বতশিখরাল্লম্ফপ্রদানম্, সাগরানুনয়েন তস্য মৈনাকপর্বতস্য তদীয়শিখরে বিশ্রামায় তস্মৈ প্রার্থনানিবেদনম্, করতলস্পর্শেন মৈনাকং সম্মান্য পুনঃ প্লবনম্, তস্য বলং বুদ্ধিঞ্চ পরীক্ষিতুং দেবতাভিঃ সুরসাদেব্যাঃ প্রেষণম্, মুখব্যাদনপূর্বকমপেক্ষমাণায়া নিশাচররূপিণ্যাঃ সুরসায়া উদরে সূক্ষ্মরূপেণ হনূমতঃ প্রবেশো বহির্গমনঞ্চ, পুনরেবম্ভূতেন মুখব্যাদানপূর্বকং গ্রাসমুদ্যতায়াঃ সিংহিকানাম্ন্যা রাক্ষস্যা উদরে সূক্ষ্মরূপেণ প্রবিশ্যোদরঞ্চ বিদীর্য্য বহির্গমনম্, হনূমতো লঙ্কাদর্শনম্, গগনমার্গা-ল্লম্বগিরিশিখরে নিপতনঞ্চ।]

ততো রাবণনীতায়াঃ সীতায়াঃ শত্রুকর্ষণঃ।
ইয়েষ পদমন্বেষ্টুং চারণাচরিতে পথি ॥১

দুষ্করং নিষ্প্রতিদ্বন্দ্বং চিকীর্ষন্ কর্ম্ম বানরঃ।
সমুদগ্রশিরোগ্রীবো গবাং পতিরিবাবভৌ ॥২

অথ বৈদূর্য্যবর্ণেষু শাদ্বলেষু মহাবলঃ।
ধীরঃ সলিলকল্পেষু বিচচার যথাসুখম্ ॥৩

দ্বিজান্ বিত্রাসয়ন্ ধীমানুরসা পাদপান্ হরন্।
মৃগাংশ্চ সুবহূন্নিঘ্নন্ প্রবৃদ্ধ ইব কেশরী ॥৪

নীল-লোহিত-মাঞ্জিষ্ঠ-পদ্মবর্ণৈঃ সিতাসিতৈঃ।
স্বভাবসিদ্ধৈর্বিমলৈর্ধাতুভিঃ সমলঙ্কৃতম্ ॥৫

কামরূপীভিরাবিষ্টমভীক্ষ্ণং সপরিচ্ছদৈঃ।
যক্ষ-কিন্নর-গন্ধর্বৈর্দেবকল্পৈঃ সপন্নগৈঃ ॥৬

সুন্দর-কাণ্ড

সুন্দরে সুন্দরে কাণ্ডে রসভাব সমুজ্জ্বলে।
বঙ্গভাষানুবাদায় সীতারামং নমাম্যহম ॥

[সীতান্বেষণে লঙ্কায় গমনেচ্ছু হনুমান্ মহেন্দ্র পর্বতের শিখরদেশ হইতে লম্ফ প্রদান, সাগরের অনুনয়ে জলমধ্য হইতে উত্থিত মৈনাক পর্বত কর্তৃক তাহার শিখরে বিশ্রামের জন্য প্রার্থনা নিবেদন। করতল স্পর্শপূর্বক মৈনাককে সম্মানিত করিয়া হনুমানের গমন, তাঁহার বল পরীক্ষার ও বুদ্ধি জন্য দেবগণ কর্তৃক সুরসাদেবীকে প্রেরণ মুখব্যাদানপূর্বক অপেক্ষমাণা নিশাচররূপধারিণী সুরসার উদরে সূক্ষ্মরূপে হনুমানের প্রবেশ ও বহির্গমন। পুনরায় সেইপ্রকারে মুখব্যাদান পূর্বক গ্রাসসমুদ্যতা সিংহিকানাম্নী রাক্ষসীর উদরে সূক্ষ্মরূপে প্রবেশ করিয়া উদর বিদীর্ণ করত বহির্গমন, হনুমানের লঙ্কা দর্শন এবং আকাশ হইতে লম্বগিরিশিখরে নিপতন।]

প্রথম সর্গ

অনন্তর (জাম্ববান্ কর্তৃক প্রোৎসাহিত হইয়া নিজপরাক্রম স্মরণানন্তর) শত্রুবিমর্দনসমর্থ হনুমান্ রাবণ কর্তৃক অপহৃতা সীতার অন্বেষণের জন্য সিদ্ধ-চারণগণ যে পথে বিচরণ করেন, সেই গগনপথে গমনের ইচ্ছা করিলেন। অনন্যসাধারণ সেই দুষ্কর কর্মসম্পাদনে অভিলাষী হইয়া গ্রীবা মস্তক সমুন্নত করিলে তিনি গোপতি বৃষভের ন্যায় শোভাধারণ করিলেন।১-২

সেই মহাবলশালী বীর তখন সমুদ্রের জলের ন্যায় নির্মল ও শ্যামল এবং বৈদূর্য্যমণিসদৃশ আর্দ্র ও কোমল গিরিসন্নিহিত তৃণভূমিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন।৩

সেই বুদ্ধিমান্ বিহগকুলের ভীতি উৎপাদন পূর্বক বক্ষঃস্থল দ্বারা বৃক্ষসকল বিদীর্ণ করিয়া প্রবৃদ্ধ সিংহের ন্যায় মৃগসমূহের হননে প্রবৃত্ত হইলেন।৪

(পর্বতের) স্বাভাবিক নীল, লোহিত, পাটল, পদ্মরাগবর্ণ, শ্বেতকৃষ্ণ মিশ্রিত (কল্মাষ), পাণ্ডুর বর্ণ নির্মলধাতু সমূহে সমলঙ্কৃত হইয়া পরিবার সমন্বিত

স তস্য গিরিবর্য্যস্য তলে নাগবরায়ুতে।
তিষ্ঠন্ কপিবরস্তত্র হ্রদে নাগ ইবাবভৌ ॥৭
স সূর্য্যায় মহেন্দ্রায় পবনায় স্বয়ম্ভুবে।
ভূতেভ্যশ্চাঞ্জলিং কৃত্বা চকার গমনে মতিম্ ॥৮
অঞ্জলিং প্রাঙ্মুখং কুর্ব্বন্ পবনায়াত্মযোনয়ে।
ততো হি ববৃধে গন্তুং দক্ষিণো দক্ষিণাং দিশম্ ॥৯
প্লবগপ্রবরৈর্দৃষ্টঃ প্লবেন কৃতনিশ্চয়ঃ।
ববৃধে রামবৃদ্ধ্যর্থং সমুদ্র ইব পর্ব্বসু ॥১০
নিষ্প্রমাণশরীরঃ সন্ লিলঙ্ঘয়িষুরর্ণবম্।
বাহুভ্যাং পীড়য়ামাস চরণাভ্যাঞ্চ পর্ব্বতম্ ॥১১
স চচালাচলশ্চাশু মুহূর্ত্তং কপিপীড়িতঃ।
তরূণাং পুষ্পিতাগ্রাণাং সর্ব্বং পুষ্পমশাতয়ৎ ॥১২
তেন পাদপমুক্তেন পুষ্পৌঘেন সুগন্ধিনা।
সর্ব্বতঃ সংবৃতঃ শৈলো বভৌ পুষ্পময়ো যথা ॥১৩

তেন চোত্তমবার্য্যেণ পীড্যমানঃ স পর্ব্বতঃ।
সলিলং সংপ্রসুস্রাব মদমত্ত ইব দ্বিপঃ ॥১৪
পীড্যমানস্তু বলিনা মহেন্দ্রস্তেন পর্ব্বতঃ।
রীতির্নির্বতয়ামাস কাঞ্চনাঞ্জনরাজতীঃ ॥১৫
মুমোচ চ শিলাঃ শৈলো বিশালাঃ সমনঃ শিলাঃ।
মধ্যমেনার্চিষা জুষ্টো ধূমরাজিরিবানলঃ ॥১৬
হরিণা পীড্যমানেন পীড্যমানানি সর্ব্বতঃ।
গুহাবিষ্টানি সত্ত্বানি বিনেদুর্বিকৃতৈঃ স্বরৈঃ ॥১৭
স মহাসত্ত্বসন্নাদঃ শৈলপীড়ানিমিত্তজঃ।
পৃথিবীং পূরয়ামাস দিশশ্চোপবনানি চ ॥১৮
শিরোভিঃ পৃথুভির্নাগা ব্যক্তস্বস্তিকলক্ষণৈঃ ॥১৯
বমন্তঃ পাবকং ঘোরং দদংশুর্দশনৈঃ শিলাঃ ॥
তাস্তদা সবিষৈর্দষ্টাঃ কুপিতৈস্তৈর্মহাশিলাঃ।
জজ্বলুঃ পাবকোদ্দীপ্তা বিভিদুশ্চ সহস্রধা ॥২০

ইচ্ছানুরূপ বিগ্রহধারী দেবতুল্য যক্ষ, কিন্নর, গন্ধর্ব ও পন্নগকুল কর্তৃক নিরন্তর পরিসেবিত শ্রেষ্ঠ নাগসঙ্ঘে পরিব্যাপ্ত সেই মহেন্দ্র পর্বতের তলদেশে অবস্থান পূর্বক কপিরাজ হ্রদমধ্যবর্তী হস্তীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। সূর্য্য, মহেন্দ্র, পবন, ব্রহ্মাও ভূত (দেবযোনি)-সমূহকে কৃতাঞ্জলি পূর্বক (প্রণাম করিয়া) তিনি (গগনে) গমনের জন্য মনস্থ করিলেন। (ইহাদ্বারা বিঘ্ননিবারণের জন্য ইষ্টদেবতার নিকট প্রার্থনা পূর্বক যাত্রা করা উচিত—এই সদাচার সূচিত হইতেছে)।৫-৮

সর্বকার্য্যকুশল হনুমান্ স্বীয় জনক পবনদেবকে পূর্বাভিমুখে অঞ্জলি (পূর্বক প্রণাম) করিয়া দক্ষিণদিকে গমনের জন্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিলেন।৯

রামচন্দ্রের অভ্যুদয়ের জন্য সমুদ্র লঙ্ঘনে কৃতনিশ্চয় হইলে পর্ব (পূর্ণিমা-অমাবস্যাদি) কালীন সমুদ্রের ন্যায় তাঁহার শরীর যে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল—তাহা প্রধান প্রধান বানরগণ কর্তৃক পরিদৃষ্ট হইল।১০

(যে শরীরের পরিমাণ অবধারণ করা যায়না, সেইরূপ) প্রমাণপরিশূন্য শরীর ধারণপূর্বক হনুমান্ সমুদ্র উলঙ্ঘনে অভিলাষী হইয়া বাহু ও চরণদ্বারা পর্বতকে নিপীড়ন করিতে লাগিলেন।১১

হনুমান্ কর্তৃক নিপীড়িত হইয়া ক্ষণকালের মধ্যে পর্বত সহসা কম্পিত হইয়া উঠিল; তাহাতে পুষ্পিতাগ্র তরুরাজির পুষ্পসকল পতিত হইতে লাগিল।১২

বৃক্ষ হইতে পতিত সুগন্ধ পুষ্পসমূহে পরিব্যাপ্ত মহেন্দ্র পর্বত পুষ্প(ময়) পর্বতরূপে সুশোভিত হইল।১৩

মহাবীর্য্যবান্ হনুমান্ কর্তৃক নিপীড়িত পর্বত মদমত্ত হস্তীর ন্যায় জলধারা বর্ষণ করিতে লাগিল।১৪

সেই বলবান্ কপিশ্রেষ্ঠ কর্তৃক নিপীড়িত মহেন্দ্র-পর্বতে (বিদীর্ণ হওয়ায়) সুবর্ণ, অঞ্জন ও রজতের তুল্য প্রভাশালী রেখাসমূহ প্রকাশিত হইল।১৫

এবং সেই পর্বত মনঃশিলার সহিত বিশাল শিলাসকল মোচন করিতে লাগিল। তাহাতে (সেই পর্বত) চতুর্দিকে ধূমরাজি ও মধ্যস্থলে শিখা পরিব্যাপ্ত বহ্নির ন্যায় প্রতীত হইল। বানররাজ কর্তৃক নিপীড়িত হওয়ায় সেই পর্বতের গুহাশ্রিত প্রাণিগণও নিপীড়িত হইয়া বিকৃতস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল।১৬-১৭

সেই মহাপ্রাণিসকলের উচ্চনিনাদ পৃথিবী, দিক্সমূহ ও উপবন সকল পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিল।১৮

ভুজঙ্গমগণ (ফণাস্থিত অর্ধচন্দ্রাকৃতি নীলরেখাযুক্ত)

যানি ত্বৌষধজালানি তস্মিঞ্জাতানি পর্ব্বতে।
বিষঘ্নান্যপি নাগানাং ন শেকুঃ শমিতুং বিষম্ ॥২১
ভিদ্যতেহয়ং গিরিভূ'তৈরিতি মত্বা তপস্বিনঃ।
ত্রস্তা বিদ্যাধরাস্তস্মাদুৎপেতুঃ স্ত্রীগণৈঃ সহ ॥২২
পানভূমিগতং হিত্বা হৈমমাসনভাজনম্।
পাত্রাণি চ মহার্হাণি করকাংশ্চ হিরণ্ময়ান্ ॥২৩
লেহ্যানুচ্চাবচান্ ভক্ষ্যান্মাংসানি বিবিধানিচ।
আর্ষভাণি চ চর্ম্মাণি খড়্গাংশ্চ কনকৎসরূন্ ॥২৪
কৃতকণ্ঠগুণাঃ ক্ষীবা রক্তমাল্যানুলেপনাঃ।
রক্তাক্ষাঃ পুষ্করাক্ষাশ্চ গগনং প্রতিপেদিরে ॥২৫
হার-নূপুর-কেয়ূর-পারিহার্য্যধরাস্ত্রিয়ঃ।
বিস্মিতাঃ সস্মিতাস্তস্থুরাকাশে রমণৈঃ সহ ॥২৬
দর্শয়ন্তো মহাবিদ্যাং বিদ্যাধর-মহর্ষয়ঃ।
সহিতাস্তস্থুরাকাশে বীক্ষাঞ্চক্রুশ্চ পর্বতম্ ॥২৭
শুশ্রুবুশ্চ তদা শব্দমৃষীণাং ভাবিতাত্মনাম্।
চারণানাঞ্চ সিদ্ধানাং স্থিতানাং বিমলেহম্বরে ॥২৮
এষ পর্ব্বতসঙ্কাশো হনুমান্ মারুতাত্মজঃ।
তিতীর্ষতি মহাবেগঃ সমুদ্রং বরুণালয়ম্ ॥২৯
রামার্থে বানরার্থে চ চিকীর্ষন্ কর্ম্ম দুষ্করম্।
সমুদ্রস্য পরং পারং দুষ্প্রাপং প্রাপ্তুমিচ্ছতি ॥৩০
ইতি বিদ্যাধরা বাচঃ শ্রুত্বা তেষাং তপস্বিনাম্।
তমপ্রমেয়ং দদৃশুঃ পর্ব্বতে বানরর্ষভম্ ॥৩১
দুধুবে চ স রোমাণি চকম্পে চানলোপমঃ।
ননাদ চ মহানাদং সুমহানিব তোয়দঃ ॥৩২

বিশাল মস্তক হইতে ভয়ঙ্কর অগ্নিবমন করিতে করিতে শিলাসকল দংশন করিতে লাগিল।১৯

বিষধর ক্রুদ্ধ সর্পগণ কর্তৃক দষ্ট হইয়া সুবৃহৎ শিলাগুলি অগ্নিপ্রদীপ্তের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল এবং সহস্র সহস্র খণ্ডে বিদীর্ণ হইতে লাগিল।২০

যে সকল বিষনাশক ঔষধি সেই পর্বতে উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহারা ভুজঙ্গকুলের এই (তীব্র) বিষ প্রশমিত করিতে পারিল না।২১

(ব্রহ্মরাক্ষস প্রভৃতি) ভূতগণ কর্তৃক এই পর্বত বিদীর্ণ হইতেছে মনে করিয়া তপস্বিগণ ও রমণীগণের সহিত বিদ্যাধরগণ সন্ত্রস্ত হইয়া তথা হইতে উৎপতিত হইলেন।২২

রক্তমাল্য ও (গন্ধদ্রব্যাদি) অনুলেপনে লিপ্ত, কণ্ঠমাল্যধারী, রক্তনেত্র, পদ্মলোচন, মদ্যপানমত্ত বিদ্যাধরগণ (মদ্য) পান ভূমিতে সমানীত সুবর্ণময় আসন, হিরণ্ময় আসবাবপত্র, মহামূল্য অন্যান্য পাত্র, স্বর্ণনির্মিত কমণ্ডলু, নানাবিধ লেহ্য (যাহা জিহ্বাদ্বারা চাটিয়া খাওয়া যায়), ভক্ষ্য, বিবিধ মাংস, ঋষভচর্মসমাচ্ছাদিত ফলক ও কণকমুষ্টিযুক্ত খড়্গ পরিত্যাগ করিয়া গগনমার্গে উত্থিত হইলেন।২৩-২৫

উৎকৃষ্ট হার, নূপুর ও কেয়ূরধারিণী বিদ্যাধরপত্নীগণ বিস্মিত ও ঈষৎ হাস্যযুক্ত হইয়া স্বামিগণের সহিত গগনমণ্ডলে অবস্থান করিলেন।২৬

তখন মহর্ষি ও বিদ্যাধরগণ পরস্পর সম্মিলিত হইয়া (নিরবলম্বন নভোমণ্ডলে অবস্থানশক্তিরূপ) মহাবিদ্যা প্রদর্শন পূর্বক গগনমণ্ডলে অবস্থান করত সেই মহেন্দ্রপর্বত অবলোকন করিতে লাগিলেন এবং নির্মল নভস্তলে বিরাজমান বিমলচিত্ত ঋষি, সিদ্ধ ও চারণগণের (অধোবর্ণিত) শব্দ (বাণী) শ্রবণ করিলেন। পবনতনয় মহাবেগশালী পর্বতপ্রমাণ এই হনুমান্ বরুণালয় সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে অভিলাষী হইয়াছেন। ইনি রাম ও বানরগণের জন্য এই দুষ্কর কর্মসাধনে ইচ্ছুক হইয়া দুষ্প্রাপ্য সমুদ্রের পরপার প্রাপ্ত হওয়ার অভিলাষ করিতেছেন।২৭-৩০

তপস্বিগণের উক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া বিদ্যাধরগণ অপরিমিতপ্রভাবসম্পন্ন বানররাজাকে সেই পর্বতে দর্শন করিলেন। পাবকপ্রতিম পবননন্দন তখন নিজ শরীর এদিক ওদিক দুলাইতেছিলেন, রোমসকল কাঁপাইতেছিলেন ও সুবিশাল মেঘের ন্যায় মহানিনাদ করিতে লাগিলেন।৩১-৩২

আনুপূর্ব্ব্যাচ্চ বৃত্তং তল্লাঙ্গুলং লোমভিশ্চিতম্ ।
উৎপতিষ্যন্ বিচিক্ষেপ পক্ষিরাজ ইবোরগম্ ॥৩৩
তস্য লাঙ্গুলমাবিদ্ধমতিবেগস্য পৃষ্ঠতঃ ।
দদৃশে গরুড়েনেব হ্রিয়মাণো মহোরগঃ ॥৩৪
বাহূ সংস্তম্ভয়ামাস মহাপরিঘসন্নিভৌ ।
আসসাদ কপিঃ কট্যাং চরণৌ সংচুকোচ চ ॥৩৫
সংহৃত্য চ ভুজৌ শ্রীমাংস্তথৈব চ শিরোধরাম্ ।
তেজঃ সত্ত্বং তথা বীর্য্যমাবিবেশ স বীর্য্যবান্ ॥৩৬
মার্গমালোকয়ন্ দূরাদূর্ধ্বপ্রণিহিতেক্ষণঃ ।
রুরোধ হৃদয়ে প্রাণানাকাশমবলোকয়ন্ ॥৩৭
পদ্ভ্যাং দৃঢ়মবস্থানং কৃত্বা স কপিকুঞ্জরঃ ।
নিকুচ্য কর্ণৌ হনুমানুৎপতিষ্যন্মহাবলঃ ॥৩৮
বানরান্ বানরশ্রেষ্ঠ ইদং বচনমব্রবীৎ ।
যথা রাঘবনির্মুক্তঃ শরঃ শ্বসনবিক্রমঃ ॥৩৯

এবং উৎপতন অভিলাষে পক্ষিরাজ গরুড় কর্তৃক বিষধরবিক্ষেপের ন্যায় লোমপরিব্যাপ্ত, ক্রমবর্ত্তুল সেই (সুমহান্ প্রসিদ্ধ) লাঙ্গুল (গুচ্ছ) বিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ।৩৩

অত্যন্ত বেগবান্ হনুমানের পৃষ্ঠদেশে লাঙ্গুল আস্ফালিত হইতে থাকিলে তাহা গরুড়কর্তৃক হ্রিয়মাণ মহাসর্পের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল ।৩৪

বীর্য্যশালী শ্রীমান্ হনুমান্ মহাপরিঘ (অস্ত্রবিশেষ)-সদৃশ বাহুদ্বয় পর্বত পৃষ্ঠে দৃঢ়ভাবে সংস্থাপন পুর্বক পাদদ্বয় হস্তদ্বয় ও গ্রীবা সঙ্কুচিত করিয়া কটিদেশে সংলগ্ন (সংযুক্ত) করিলেন ; শরীর সংপ্রসারণ জন্য কৃশ হইতে হইতে তেজ, বল ও বীর্য্যে আবিষ্ট হইলেন ।৩৫-৩৬

উৎপতনের অভিপ্রায়ে মহাবলশালী সেই কপিশ্রেষ্ঠ হনুমান্ ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে দূর হইতে আকাশাভিমুখে গমন পথে দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্বক কর্ণদ্বয় সঙ্কুচিত করত পাদদ্বয় দ্বারা দৃঢ়ভাবে অবস্থিত হইয়া হৃদয়ে প্রাণবায়ুর সন্নিরোধ করিলেন এবং বানরগণকে বলিলেন—যেরূপ রামচন্দ্রের নিক্ষিপ্ত শর বায়ুবেগে গমন করে, সেইরূপ আমিও রাবণপালিতা লঙ্কানগরীতে গমন করিব ! যদি লঙ্কায়

গচ্ছেত্তদ্বদ্গমিষ্যামি লঙ্কাং রাবণপালিতাম্ ।
নহি দ্রক্ষ্যামি যদি তাং লঙ্কায়াং জনকাত্মজাম্ ॥৪০
অনেনৈব হি বেগেন গমিষ্যামি সুরালয়ম্ ।
যদি বা ত্রিদিবে সীতাং ন দ্রক্ষ্যামি কৃতশ্রমঃ ॥৪১
বদ্ধ্বা রাক্ষসরাজানমানয়িষ্যামি রাবণম্ ।
সর্ব্বথা কৃতকার্য্যোঽহমেষ্যামি সহ সীতয়া ॥৪২
আনয়িষ্যামি বা লঙ্কাং সমুৎপাট্য সরাবণাম্ ।
এবমুক্ত্বা তু হনুমান্ বানরান্ বানরোত্তমঃ ॥৪৩
উৎপপাতাথ বেগেন বেগবানবিচারয়ন্ ।
সুপর্ণমিব চাত্মানং মেনে স কপিকুঞ্জরঃ ॥৪৪
সমুৎপততি বেগাত্তু বেগাত্তে নগরোহিণঃ ।
সংহৃত্য বিটপান্ সর্ব্বান্ সমুৎপেতুঃ সমন্ততঃ ॥৪৫
স মত্তকোযষ্টিভকান্ পাদপান্ পুষ্পশালিনঃ ।
উদ্বহন্নূরুবেগেন জগাম বিমলেঽম্বরে ॥৪৬

সেই জনকদুহিতা সীতাকে দেখিতে না পাই, তবে আমি এইরূপ পবনবেগেই সর্গে গমন করিব। কৃতপ্রযত্ন হইয়াও যদি স্বর্গলোকে সীতাকে দেখিতে না পাই, তবে রাক্ষসরাজ রাবণকে বাঁধিয়া লইয়া আসিব। সর্বতো-ভাবে কৃতকার্য্য হইয়া আমি সীতার সহিত প্রত্যাবর্ত্তন করিব অথবা রাবণ সহ লঙ্কাপুরী সমূলে উৎপাটন করিয়া আনিব। বেগবান্ বানররাজ হনুমান্ বানরদিগকে এই প্রকার বলিয়া সমুদ্রলঙ্ঘনক্লেশ তুচ্ছ মনে করত সবেগে উৎপতিত হইলেন এবং আপনাকে গরুড়ের ন্যায় মনে করিলেন ।৩৭-৪৪

তিনি সবেগে উৎপতিত হইলে তদীয় বেগে সমাকৃষ্ট সেই পর্বতস্থিত বৃক্ষসকল শাখাপুঞ্জকে লইয়া নিপতিত হইল ।৪৫

স্বীয় বেগে প্রমত্ত হনুমান্ কোযষ্টিকা (কোড়া)-পক্ষিকুল সমাশ্রিত কুসুমশোভিত পাদপসমূহ বহন করিয়া প্রবলবেগে নির্মল গগনে গমন করিলেন ।৪৬

বান্ধবগণ যেমন দীর্ঘপথযাত্রী স্বীয় বন্ধুর অনুগমন করে, সেইরূপ প্রবলবেগে সমুত্থিত বৃক্ষসকলও ক্ষণকালের

ঊরুবেগোত্থিতা বৃক্ষা মুহূর্তে কপিমন্বয়ুঃ।
প্রস্থিতং দীর্ঘমধ্বানং স্ববন্ধুমিব বান্ধবাঃ ॥৪৭
তমূরুবেগোন্মথিতাঃ শালাশ্চান্যে নগোত্তমাঃ।
অনুজগ্মুর্হনূমন্তং সৈন্যা ইব মহীপতিম্ ॥৪৮
সুপুষ্পিতাগ্রৈর্বহুভিঃ পাদপৈরন্বিতঃ কপিঃ।
হনূমান্ পর্ব্বতাকারো বভূবাদ্ভুতদর্শনঃ ॥৪৯
সারবন্তোঽথ যে বৃক্ষা ন্যমজ্জঁল্লবণাম্ভসি।
ভয়াদিব মহেন্দ্রস্য পর্ব্বতা বরুণালয়ে ॥৫০
স নানাকুসুমৈঃ কীর্ণঃ কপিঃ সাঙ্কুরকোরকৈঃ।
শুশুভে মেঘসঙ্কাশঃ খদ্যোতৈরিব পর্ব্বতঃ ॥৫১
বিমুক্তাস্তস্য বেগেন মুক্ত্বা পুষ্পাণি তে দ্রুমাঃ।
ব্যবশীর্য্যন্ত সলিলে নিবৃত্তাঃ সুহৃদো যথা ॥৫২

জন্য সেই কপিবরের অনুগমন করিল। সৈন্যগণ যেমন রাজার অনুগমন করে, বিশালবেগে সমুত্থিত শাল ও অন্যান্য উত্তম বৃক্ষসমূহও সেইরূপে হনুমানের অনুগমন করিল।৪৭-৪৮

অগ্রভাগে সুন্দর সুন্দর পুষ্পশোভিত পাদপকুলে সমলঙ্কৃত হনুমান্ পর্বতের ন্যায় অদ্ভুত দর্শনীয় হইলেন।৪৯

অনন্তর পর্বতসমূহ যেমন মহেন্দ্রের ভয়ে বরুণালয় সমুদ্রে নিমজ্জিত হইয়াছিল, সেইরূপ গুরুভারযুক্ত বৃক্ষ-সমূহও যেন মহেন্দ্রপর্বতের ভয়ে লবণসমুদ্রে নিমগ্ন হইতে লাগিল।৫০

পর্বত যেমন (সমাকীর্ণ) খদ্যোত (জোনাকীপোকা)-মালায় পরিশোভিত হয়, সেইরূপ, বানররাজও অঙ্কুরিত, প্রস্ফুটিত ও মুকুলিত বিবিধ প্রসূন (পুষ্প)-সম্ভারে সমাকীর্ণ হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন।৫১

(দূরপথযাত্রী বন্ধুর অনুগমনকারী) বান্ধবগণ যেমন (উদকান্তং স্নিগ্ধং জনমনুব্রজেৎ—জলসমীপবর্তি-স্থান হইতে স্বগৃহে) প্রতিনিবৃত্ত হন, সেইরূপ বানরের বেগ-চালিত বৃক্ষসমূহ পুষ্পমোচন পূর্বক সমুদ্রের জলে বিশীর্ণ হইয়া পড়িল।৫২

লঘুত্বেনোপপন্নং তদ্বিচিত্রং সাগরেঽপতৎ।
দ্রুমাণাং বিবিধং পুষ্পং কপিবায়ুসমীরিতম্ ॥৫৩
(তারাচিতমিবাকাশং প্রবভৌ স মহার্ণবঃ।)
পুষ্পৌঘেণ সুগন্ধেন নানাবর্ণেন বানরঃ।
বভৌ মেঘ ইবোদ্যন্ বৈ বিদ্যুদ্গণবিভূষিতঃ ॥৫৪
তস্য বেগসমুদ্ভূতৈঃ পুষ্পৈস্তোয়মদৃশ্যত।
তারাভিরিব রামাভিরুদিতাভিরিবাম্বরম্ ॥৫৫
তস্যাম্বরগতৌ বাহূ দদৃশাতে প্রসারিতৌ।
পর্বতাগ্রাদ্ বিনিষ্ক্রান্তৌ পঞ্চাস্যাবিব পন্নগৌ ॥৫৬
পিবন্নিব বভৌ চাপি সোর্মিজালং মহার্ণবম্।
পিপাসুরিব চাকাশং দদৃশে স মহাকপিঃ ॥৫৭

তরুরাজির বিবিধ বিচিত্র পুষ্পসম্ভার লঘুত্ব (হাল্কা)-নিবন্ধন হনুমানের দ্রুত গমনজনিত পবনবেগে উৎপতিত হইল ও সাগরে নিপতিত হইল।৫৩

(সেই সমুদ্র তখন নক্ষত্রখচিত গগনের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইল।) নানাবিধ সুগন্ধি পুষ্পরাজি বিরাজিত বানররাজ (তৎকালে) বিদ্যুদ্দামবিমণ্ডিত সমুদিত জলধরের ন্যায় শোভিত হইলেন।৫৪

গগনমণ্ডল যেরূপ তারকাশ্রেণীর দ্বারা সুশোভিত হয়, সেইরূপ সাগরসলিলও হনুমানের বেগসমুত্থিত পুষ্পপুঞ্জে শোভা পাইতে লাগিল।৫৫

তখন গগনতলগত হনুমানের সুপ্রসারি-বাহুদ্বয় পর্বতশিখর হইতে বিনিষ্ক্রান্ত পঞ্চশীর্ষ ভুজঙ্গমের ন্যায় দৃষ্ট হইল।৫৬

সেই মহাকপি অধোমুখে ঊর্মিমালার সহিত মহাসমুদ্রকে এবং ঊর্দ্ধমুখে আকাশকে যেন পিপাসুর ন্যায় পান করিতেছেন,—এইভাবে শোভমান ও দৃশ্যমান হইতে লাগিলেন।৫৭

বায়ুমার্গে বিচরণশীল হনুমানের বিদ্যুৎপ্রভাসদৃশ নয়নযুগল শৈলশিখরস্থিত দাবানলদ্বয়ের ন্যায় প্রকাশিত হইল।৫৮

তস্য বিদ্যুৎপ্রভাকারে বায়ুমার্গানুসারিণঃ।
নয়নে বিপ্রকাশেতে পর্বতস্থাবিবানলৌ ॥৫৮
পিঙ্গে পিঙ্গাক্ষমুখস্য বৃহতী পরিমণ্ডলে।
চক্ষুষী সম্প্রকাশেতে চন্দ্র-সূর্য্যাবিব স্থিতৌ ॥৫৯
মুখং নাসিকয়া তস্য তাম্রয়া তাম্রমাবভৌ।
সন্ধ্যয়া সমভিস্পৃষ্টং যথা স্যাৎ সূর্য্যমণ্ডলম্ ॥৬০
লাঙ্গূলঞ্চ সমাবিদ্ধং প্লবমানস্য শোভতে।
অম্বরে বায়ুপুত্রস্য শক্রধ্বজ ইবোচ্ছ্রিতম্ ॥৬১
লাঙ্গূলচক্রো হনুমান্ শুক্লদংষ্ট্রোঽনিলাত্মজঃ।
ব্যরোচত মহাপ্রাজ্ঞঃ পরিবেষিতভাস্করঃ ॥৬২
স্ফিগ্‌দেশেনাতিতাম্রেণ ররাজ স মহাকপিঃ।
মহতা দারিতেনেব গিরির্গৈরিকধাতুনা ॥৬৩
তস্য বানরসিংহস্য প্লবমানস্য সাগরম্।
কক্ষান্তরগতো বায়ুর্জীমূত ইব গর্জতি ॥৬৪
খে যথা নিপতত্যুল্কা উত্তরান্তাদ্ বিনিঃসৃতা।
দৃশ্যতে সানুবন্ধা চ তথা স কপিকুঞ্জরঃ ॥৬৫
পতৎপতঙ্গসঙ্কাশো ব্যায়তঃ শুশুভে কপিঃ।
প্রবৃদ্ধ ইব মাতঙ্গঃ কক্ষয়া বধ্যমানয়া ॥৬৬
উপরিষ্টাচ্ছরীরেণ ছায়য়া চাবগাঢ়য়া।
সাগরে মারুতাবিষ্টা নৌরিবাসীত্তদা কপিঃ ॥৬৭
যং যং দেশং সমুদ্রস্য জগাম স মহাকপিঃ।
স তু তস্যাঙ্গবেগেন সোন্মাদ ইব লক্ষ্যতে ॥৬৮
সাগরস্যোর্মিজালানামুরসা শৈলবর্ষ্মণা।
অভিঘ্নংস্তু মহাবেগঃ পুপ্লুবে স মহাকপিঃ ॥৬৯
কপিবাতশ্চ বলবান্মেঘবাতশ্চ নির্গতঃ।
সাগরং ভীমনির্হ্রাদং কম্পয়ামাসতুর্ভৃশম্ ॥৭০
বিকর্ষন্নূর্মিজালানি বৃহন্তি লবণাম্ভসি।
পুপ্লুবে কপিশার্দূলো বিকিরন্নিব রোদসি ॥৭১

সেই পিঙ্গাক্ষ বানররাজের পিঙ্গলবর্ণ গোলাকার বিশাল নেত্রদ্বয় একই পর্বতে উদয়কালে বদ্ধ প্রভামণ্ডল পিঙ্গলবর্ণ চন্দ্র-সূর্য্যের ন্যায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।৫৯

তাম্রবর্ণ নাসিকা সমন্বিত তাঁহার তাম্রবর্ণ মুখমণ্ডল সন্ধ্যারাগরঞ্জিত সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় পরিশোভিত হইল।৬০

আকাশগামী পবনপুত্র হনুমানের ঊর্ধ্ব বিক্ষিপ্ত-লাঙ্গূল শক্রধ্বজের ন্যায় শোভমান হইল।৬১

শুভ্রদন্ত, মহাপ্রাজ্ঞ, চক্রাকার লাঙ্গূলবিশিষ্ট পবননন্দন হনুমান্ পরিবেষ (মণ্ডল)যুক্ত ভাস্করের ন্যায় দীপ্যমান হইলেন।৬২

তাঁহার নিতম্বের স্থূল মাংসপিণ্ডদ্বয় (পাছা) সমধিক তাম্রবর্ণ থাকায়, তিনি বিদারিত উৎকৃষ্ট গৈরিক ধাতুযুক্ত গিরির ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইলেন।৬৩

সমুদ্রলঙ্ঘন সময়ে বানররাজের কুক্ষিমধ্যগত বায়ু মেঘের ন্যায় গর্জন করিতে লাগিল।৬৪

সেই কপিকুঞ্জর উত্তরোর্ধদিক্ হইতে বিনির্গত পুচ্ছাকৃতিতেজোবিশেষবিশিষ্ট পতনোন্মুখ উল্কার ন্যায় দৃষ্ট হইলেন।৬৫

সেই সময়ে চলমান সূর্য্যের ন্যায় দীর্ঘাকৃতি হনুমান্ মধ্যদেশে বন্ধনরজ্জুযুক্ত হস্তীর ন্যায় শোভিত হইলেন।৬৬

গগনবিলম্বী শরীরের ছায়া সমুদ্রসলিলে প্রতিবিম্বিত হওয়ায় তিনি বায়ুচালিত পালতোলা নৌকার ন্যায় শোভাপ্রাপ্ত হইলেন।৬৭

সেই মহাকপি সমুদ্রের যে যে স্থানে গমন করিলেন, সেই সেই স্থান (সমুদ্রাংশ) তদায় শরীর বেগে উন্মত্তের ন্যায় দৃষ্টিগোচর হইল (অপস্মার রোগীর ন্যায় সেই সেই স্থান (সমুদ্রাংশ) ফেনযুক্ত হইয়া অত্যন্ত শব্দ করিতে লাগিল)।৬৮

তিনি পর্বতপরিমিত বক্ষঃস্থল দ্বারা সমুদ্রের তরঙ্গমালা প্রতিহত করিয়া সমুদ্র লঙ্ঘন করিতে লাগিলেন।৬৯

তদানীং কপিবেগসমুত্থিত প্রবলবায়ু ও মেঘমণ্ডলগত বায়ু নির্গত হইয়া ভয়ঙ্কর নিনাদকারী সমুদ্রকে অত্যন্ত কম্পিত করিতে লাগিল।৭০

কপিরাজ লবণসমুদ্রের উত্তাল ঊর্মিমালা আকর্ষণ

মেরুমন্দরসঙ্কাশানুদ্গতান্ সুমহার্ণবে।
অত্যক্রামন্মহাবেগস্তরঙ্গান্ গণয়ন্নিব ॥৭২
তস্য বেগসমুদ্ঘুষ্টং জলং সজলদং তদা।
অম্বরস্থং বিবভ্রাজে শরদভ্রমিবাততম্ ॥৭৩
তিমি-নক্র-ঝষাঃ কূর্ম্মা দৃশ্যন্তে বিবৃতাস্তদা।
বস্ত্রাপকর্ষণেনেব শরীরাণি শরীরিণাম্ ॥৭৪
ক্রমমাণং সমীক্ষ্যাথ ভুজগাঃ সাগরঙ্গমাঃ।
ব্যোম্নি তং কপিশার্দূলং সুপর্ণমিব মেনিরে ॥৭৫
দশযোজনবিস্তীর্ণা ত্রিংশদ্যোজনমায়তা।
ছায়া বানরসিংহস্য জবে চারুতরাভবৎ ॥৭৬
শ্বেতাভ্রঘনরাজীব বায়ুপুত্রানুগামিনী।
তস্য সা শুশুভে ছায়া পতিতা লবণাম্ভসি ॥৭৭
শুশুভে স মহাতেজা মহাকায়ো মহাকপিঃ।
বায়ুমার্গে নিরালম্বে পক্ষবানিব পর্ব্বতঃ ॥৭৮
যেনাসৌ যাতি বলবান্ বেগেন কপিকুঞ্জরঃ।
তেন মার্গেণ সহসা দ্রোণীকৃত ইবার্ণবঃ ॥৭৯
আপাতে পক্ষিসঙ্ঘানাং পক্ষিরাজ ইব ব্রজন্।
হনুমান্মেঘজালানি প্রকর্ষন্মারুতো যথা ॥৮০
পাণ্ডুরারুণবর্ণানি নীলমাঞ্জিষ্ঠকানি চ।
কপিনাকৃষ্যমাণানি মহাভ্রাণি চকাশিরে ॥৮১
প্রবিশন্নভ্রজালানি নিষ্পতংশ্চ পুনঃ পুনঃ।
প্রচ্ছন্নশ্চ প্রকাশশ্চ চন্দ্রমা ইব দৃশ্যতে ॥৮২
প্লবমানন্তু তং দৃষ্ট্বা প্লবগং ত্বরিতং তদা।
ববৃষুস্তত্র পুষ্পাণি দেব-গন্ধর্ব্ব-দানবাঃ ॥৮৩

পূর্ব্বক যেন স্বর্গ ও পৃথিবীকে বিক্ষিপ্ত করিতে করিতে সমুদ্র লঙ্ঘন করিতে লাগিলেন।৭১

মেরু ও মন্দরসদৃশ সমুদ্রসমুদ্ভূত তরঙ্গমালা গণনা করিতে করিতে যেন তিনি মহাবেগে সমুদ্র অতিক্রম করিতে লাগিলেন।৭২

সেই সময়ে সমুদ্রসলিল তাঁহার বেগে গগনমণ্ডল পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধে সমুৎক্ষিপ্ত হইয়া নভস্তলে শরৎকালীন সুবিস্তৃত শুভ্র মেঘের ন্যায় দীপ্যমান হইল।৭৩

এবং তিমি, নক্র, মৎস্য ও কচ্ছপসকল উন্মুক্তদেহ হইয়া মনুষ্যাদি প্রাণিগণের বস্ত্রবিহীন শরীরের ন্যায় দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল।৭৪

সমুদ্রমধ্যবর্ত্তী সর্পগণ গগনপথে সমুদ্রলঙ্ঘনকারী সেই কপিশার্দ্দূল হনুমান্‌কে গরুড়ের ন্যায় মনে করিল।৭৫

বেগে গমনকালে সেই বানররাজের দশযোজন বিস্তীর্ণ ও ত্রিংশৎযোজন দীর্ঘ ছায়া অতীব রমণীয় হইল।৭৬

বায়ুপুত্রের অনুগমণকারিণী সেই ছায়া লবণসমুদ্রে নিপতিত হইয়া শুভ্র মেঘমালার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।৭৭

মহাতেজা মহাকায় সেই বানররাজ অলম্বনশূন্য পবনপথে পক্ষসমন্বিত পর্বতের ন্যায় শোভমান হইতে লাগিলেন।৭৮

এই কপিকুঞ্জর বলশালী হনুমান্ বেগসহকারে যে যে পথে গমন করিতে লাগিলেন, সেই সেই পথেই সমুদ্র যেন সহসা (প্রাসাদাদিতে) জলনির্গমনার্থ কাষ্ঠ-যন্ত্রের ন্যায় জলধারা যন্ত্ররূপে পরিণত হইল। (হনুমানের গাত্রাঘাতে মেঘ হইতে জলস্রাব হওয়ায় সমুদ্র দ্রোণীর ন্যায় হইয়াছিল)।৭৯

এই প্রকারে পক্ষিসমূহের গমনপথে পক্ষিরাজ গরুড়ের ন্যায় গমন করিতে থাকায় হনুমান্ যেন মেঘমালা আকর্ষণকারী বায়ুর ন্যায় হইয়া পড়িলেন।৮০

(বায়ুসমাকৃষ্টের ন্যায়) কপি-সমাকৃষ্ট সুবৃহৎ মেঘসকল পাণ্ডুর, অরুণ, নীল ও মঞ্জিষ্ঠাবর্ণে শোভমান হইতে লাগিল।৮১

মেঘসমূহের মধ্যে পুনঃ পুনঃ প্রবেশপূর্ব্বক প্রচ্ছন্ন ও (মেঘমালা হইতে) নির্গমনপূর্ব্বক সুপ্রকাশ হইতে থাকায় তিনি মেঘমালা মধ্যে পুনঃ পুনঃ প্রবেশ ও বহির্গমনকারী চন্দ্রমার ন্যায় পরিলক্ষিত হইতে লাগিলেন।৮২

সেইসময়ে সেই প্লবগরাজকে ত্বরিতগতিতে

ততাপ নহি তং সূর্য্যঃ প্লবন্তং বানরেশ্বরম্ ।
সিষেবে চ তদা বায়ু রামকার্য্যার্থসিদ্ধয়ে ॥৮৪
ঋষয়স্তুষ্টুবুশ্চৈনং প্লবমানং বিহায়সা ।
জগুশ্চ দেব-গন্ধর্ব্বাঃ প্রশংসন্তো বনৌকসম্ ॥৮৫
নাগাশ্চ তুষ্টুবুর্যক্ষা রক্ষাংসি বিবিধানি চ ।
প্রেক্ষ্য সর্ব্বে কপিবরং সহসা বিগতক্লমম্ ॥৮৬
তস্মিন্ প্লবগশার্দূলে প্লবমানে হনুমতি ।
ইক্ষ্বাকুকুলমানার্থী চিন্তয়ামাস সাগরঃ ॥৮৭
সাহায্যং বানরেন্দ্রস্য যদি নাহং হনূমতঃ ।
করিষ্যামি ভবিষ্যামি সর্ব্ববাচ্যো বিবক্ষতাম্ ॥৮৮
অহমিক্ষ্বাকুনাথেন সাগরেণ বিবর্ধিতঃ ।
ইক্ষ্বাকুসচিবশ্চায়ং তন্নার্হত্যবসাদিতুম্ ॥৮৯

তথা ময়া বিধাতব্যং বিশ্রমেত যথা কপিঃ ।
শেষঞ্চ ময়ি বিশ্রান্তঃ সুখী সোঽতিতরিষ্যতি ॥৯০
ইতি কৃত্বা মতিং সাধ্বীং সমুদ্রশ্ছন্নমম্ভসি ।
হিরণ্যনাভং মৈনাকমুবাচ গিরিসত্তমম্ ॥৯১
ত্বমিহাসুরসঙ্ঘানাং দেবরাজ্ঞা মহাত্মনা ।
পাতালনিলয়ানাং হি পরিঘঃ সন্নিবেশিতঃ ॥৯২
ত্বমেষাং জ্ঞাতবীর্য্যাণাং পুনরেবোৎপতিষ্যতাম্ ।
পাতালস্যাপ্রমেয়স্য দ্বারমাবৃত্য তিষ্ঠসি ॥৯৩
তির্য্যগূর্দ্ধ্বমধশ্চৈব শক্তিস্তে শৈল বর্ধিতুম্ ।
তস্মাৎ সঞ্চোদয়ামি ত্বামুত্তিষ্ঠ গিরিসত্তম ॥৯৪
স এষ কপি শার্দূলস্ত্বামুপর্য্যেতি বীর্য্যবান্ ।
হনূমান্ রামকার্য্যার্থী ভীমকর্মা খমাপ্লুতঃ ॥৯৫

সমুদ্র লঙ্ঘন করিতে দেখিয়া দেব, গন্ধর্ব ও দানবগণ তথায় পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন ।৮৩

সূর্য্যদেব সমুদ্রলঙ্ঘকারী সেই বানরাধিপতিকে স্বীয় তাপ প্রদান করিলেন না এবং পবনদেবও রামের কার্য্যসিদ্ধির জন্য মন্দগতিতে প্রবহমান থাকিয়া শ্রমাপনোদনরূপে তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন ।৮৪

ঋষিগণ গগনপথচারী সেই বনবাসী কপিবরের স্তব করিতে লাগিলেন এবং দেবতা ও গন্ধর্বগণ তাঁহার প্রশংসাগান করিতে লাগিলেন ।৮৫

নাগ, যক্ষ ও রাক্ষসগণ সেই কপিরাজকে (অন্যের অসাধ্য সমুদ্রলঙ্ঘন অনায়াসে করায়) সহসা বিগতশ্রম দেখিয়া তাঁহার স্তব (প্রশংসা) করিতে লাগিলেন ।৮৬

সেই প্লবগরাজ সমুদ্রলঙ্ঘন করিতে থাকিলে সাগর (স্বকীয় জন্মদাতা) ইক্ষ্বাকুবংশের সম্মান প্রদর্শনের জন্য চিন্তা করিতে লাগিলেন ।৮৭

যদি আমি বানররাজ হনুমানের সাহায্য না করি, তাহা হইলে আমি সমালোচক জনগণের নিন্দাভাজন হইব ।৮৮

আমি ইক্ষ্বাকুনাথ সগর কর্তৃক পরিবর্ধিত হইয়াছি ; এই হনুমান্ সেই ইক্ষ্বাকু (বংশীয় রামচন্দ্রের) সচিব, সুতরাং ইহাকে কষ্ট দেওয়া আমার উচিত নহে। এই কপি যাহাতে বিশ্রামলাভ করিতে পারেন, তাহাই সম্পাদন করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য এবং আমার উপরে (অবস্থান পুর্বক) বিশ্রাম লাভ করিয়া যাহাতে অবশিষ্ট পথ সুখে অতিক্রম করিতে পারেন, আমার তদনুরূপ বিধান করা উচিত ।৮৯-৯০

এই প্রকার সাধু সঙ্কল্প করিয়া সমুদ্র স্বীয় সলিলে আত্মগোপনকারী সুবর্ণময় গিরিরাজ মৈনাককে বলিলেন ।৯১

মহাত্মা দেবরাজ তোমাকে পাতালবাসী অসুরসমূহের (পথনিরোধক) পরিঘরূপে এই স্থানে স্থাপন করিয়াছেন ।৯২

তুমিও পুনরায় উৎপতিষ্যমান বিজ্ঞাতপরাক্রম সেই অসুরগণের অপ্রমেয় পাতালদ্বার অবরোধ করিয়া অবস্থিতি করিতেছ ।৯৩

হে শৈল ! ঊর্দ্ধ, অধঃ ও পার্শ্বভাগে বর্ধিত হইবার তোমার সামর্থ আছে। অতএব হে পর্বতসত্তম ! আমি তোমাকে নিয়োগ করিতেছি—তুমি ঊর্দ্ধ দিকে উত্থিত হও ।৯৪

রামকার্য্যসাধক, ভীমকর্মা, নভোবিহারী, বীর্য্যবান্

(অস্য সাহ্যং ময়া কার্য্যমিক্ষ্বাকুকূলবর্ত্তিনঃ।
মম ইক্ষ্বাকবঃ পূজ্যাঃ পরং পূজ্যতমাস্তব॥
কুরু সাচিব্যমস্মাকং ন নঃ কার্য্যমতিক্রমেৎ।
কর্ত্তব্যমকৃতং কার্য্যং সতাং মন্যুমুদীরয়েৎ॥
সলিলাদূর্দ্ধ্বমুত্তিষ্ঠ তিষ্ঠত্বেষ কপিস্ত্বয়ি।
অস্মাকমতিথিশ্চৈব পূজ্যশ্চ প্লবতাং বর॥
চামীকরমহানাভ দেব গন্ধর্বসেবিত।
হনুমাংস্ত্বয়ি বিশ্রান্তস্ততঃ শেষং গমিষ্যতি॥)
কাকুৎস্থস্যানৃশংস্যঞ্চ মৈথিল্যাশ্চ বিবাসনম্।
শ্রমঞ্চ প্লবগেন্দ্রস্য সমীক্ষ্যোত্থাতুমর্হসি॥৯৫

হিরণ্যগর্ভো মৈনাকো নিশম্য লবণাম্ভসঃ।
উৎপপাত জলাত্তূর্ণং মহাদ্রুমলতাবৃতঃ॥৯৬
স সাগরজলং ভিত্ত্বা বভূবাত্যুচ্ছ্রিতস্তদা।
যথা জলধরং ভিত্ত্বা দীপ্তরশ্মির্দিবাকরঃ॥৯৭
স মহাত্মা মুহূর্ত্তেন পর্বতঃ সলিলাবৃতঃ।
দর্শয়ামাস শৃঙ্গাণি সাগরেণ নিয়োজিতঃ॥৯৮
শাতকুম্ভময়ৈঃ শৃঙ্গৈঃ সকিন্নর-মহোরগৈঃ।
আদিত্যোদয়সঙ্কাশৈরুল্লিখদ্ভিরিবাম্বরম্॥৯৯
তস্য জাম্বূনদৈঃ শৃঙ্গৈঃ পর্বতস্য সমুত্থিতৈঃ।
আকাশং শস্ত্রসঙ্কাশমভবৎ কাঞ্চনপ্রভম্॥১০০

কপিবর হনুমান্ তোমার উপরিভাগে সমুপস্থিত হইয়াছেন [ইক্ষ্বাকুবংশের অনুকূল এই হনুমানের সাহায্য আমার করা উচিত। ইক্ষ্বাকুবংশীয়েরা আমার পূজ্য, তোমার অত্যন্ত পূজ্যতম। আমাদের সহযোগিতা কর। আমাদের কার্য্য লঙ্ঘন করিও না। কর্তব্য কার্য্য অনুষ্ঠিত না হইলে সজ্জনগণের ক্রোধ উৎপন্ন হয়। অতএব তুমি জল হইতে ঊর্দ্ধে উত্থিত হও। এই কপি তোমাতে অধিষ্ঠিত হউন। এই প্লবগরাজ আমাদের অতিথি ও পূজ্য! হে সুবর্ণনাভ! হে দেবগন্ধর্বসেবিত! হনুমান্ তোমাতে বিশ্রামলাভপূর্বক অবশিষ্ট পথ গমন করিবে। কাকুৎস্থ রামচন্দ্রের দয়ার্দ্রভাব, মৈথিলির নির্বাসন] এবং প্লবগরাজের শ্রম অবলোকন করিয়া তোমার উত্থিত হওয়া উচিত।৯৫

লবণসমুদ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ ও লতারাজিসমাবৃত হিরণ্যনাভ মৈনাক অবিলম্বে জল হইতে উত্থিত হইলেন।৯৬

জলধর ভেদ করিয়া দীপ্তরশ্মি দিবাকরের ন্যায় মৈনাক সমুদ্র ভেদ করিয়া অত্যন্ত সমুন্নত হইয়া উঠিলেন।৯৭

সমুদ্র কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়া সলিলসমাচ্ছন্ন সেই মহানুভব পর্বত মুহূর্তমধ্যে শৃঙ্গসকল প্রদর্শন করাইলেন।৯৮

পর্বতের সুবর্ণময়, কিন্নর ও মহাসর্প সংশ্লিষ্ট, উদয়-কালীন সূর্য্যসদৃশ, গগনস্পর্শী, সমুত্থিত সেই হিরণ্ময় শৃঙ্গগুলি দ্বারা শস্ত্রতুল্য (নীলবর্ণ) আকাশ কাঞ্চনপ্রভা-সমন্বিত হইল।৯৯-১০০

মহাপ্রভাশালী দীপ্যমান সুবর্ণময় শৃঙ্গসকলদ্বারা সেই গিরিরাজ মৈনাক শতসূর্য্যের ন্যায় তেজোদীপ্ত হইয়া উঠিলেন।১০১

লবণসমুদ্রমধ্যে পুরোভাগে সহসা সমুত্থিত সেই পর্বতকে হনুমান্ বিঘ্নস্বরূপ নিশ্চয় করিলেন এবং বেগবান্ পবন যেরূপ মেঘকে নিপাতিত করে, সেইরূপ বেগবান্ পবনপুত্র সেই অত্যুন্নত শৃঙ্গের সহিত মৈনাককে বক্ষঃস্থলের দ্বারা সমধিকবেগে নিপাতিত করিলেন। ১০২-৩

কপিপ্রবর হনুমান্ কর্ত্তৃক অধঃপাতিত পর্বতবর মৈনাক সেই হনুমানের বেগদর্প অবগত হইয়া সানন্দে শব্দ করিতে লাগিলেন।১০৪

প্রীত ও হৃষ্টচিত্ত পর্বত আকাশে সমুপস্থিত হইয়া আকাশস্থিত হনুমান্‌কে বলিতে লাগিলেন।১০৫

হে বানরোত্তম! তুমি এই দুষ্করকর্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছ। (অতএব) মানুষের রূপ ধারণ করিয়া আমার শিখরে অবস্থান করিতেছ। আমার শৃঙ্গে নিপতিত হইয়া বিশ্রামপূর্বক সুখে গমন কর। রামচন্দ্রের কুলজাত পূর্বপুরুষ সগররাজ কর্ত্তৃক সমুদ্র পরিবর্ধিত হইয়াছিলেন।

জাতরূপময়ৈঃ শৃঙ্গৈর্ভ্রাজমানৈর্মহাপ্রভৈঃ।
আদিত্যশতসঙ্কাশঃ সোঽভবদ্ গিরিসত্তমঃ॥১০১
সমুত্থিতমসঙ্গেন হনূমানগ্রতঃ স্থিতম্।
মধ্যে লবণতোয়স্য বিঘ্নোঽয়মিতি নিশ্চিতঃ॥১০২
স তমুচ্ছ্রিতমত্যর্থং মহাবেগো মহাকপিঃ।
উরসা পাতয়ামাস জীমূতমিব মারুতঃ॥১০৩
স তদা সাদিতস্তেন কপিনা পর্বতোত্তমঃ।
বুদ্ধ্বা তস্য হরের্বেগং জহর্ষ চ ননাদ চ॥১০৪
তমাকাশগতং বীরমাকাশে সমুপস্থিতঃ।
প্রীতো হৃষ্টমনা বাক্যমব্রবীৎ পর্বতঃ কপিম্॥১০৫
মানুষং ধারয়ন্ রূপমাত্মনঃ শিখরে স্থিতঃ।
দুষ্করং কৃতবান্ কর্ম ত্বমিদং বানরোত্তম॥১০৬
নিপত্য মম শৃঙ্গেষু সুখং বিশ্রম্য গম্যতাম্।
রাঘবস্য কুলে জাতৈরুদধিঃ পরিবর্ধিতঃ॥১০৭
স ত্বাং রামহিতে যুক্তং প্রত্যর্চয়তি সাগরঃ।
কৃতে চ প্রতিকর্ত্তব্যমেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ॥১০৮
সোঽয়ং তৎপ্রতিকারার্থী ত্বত্তঃ সম্মানমর্হতি।
ত্বন্নিমিত্তমনেনাহং বহুমানাৎ প্রচোদিতঃ॥১০৯
যোজনানাং শতং চাপি কপিরেষ খমাপ্লুতঃ।
তব সানুষু বিশ্রান্তঃ শেষং প্রক্রমতামিতি॥১১০
তিষ্ঠ ত্বং হরিশার্দূল ময়ি বিশ্রম্য গম্যতাম্।
তদিদং গন্ধবৎ স্বাদু কন্দ-মূল-ফলং বহু॥১১১
তদাস্বাদ্য হরিশ্রেষ্ঠ বিশ্রান্তোঽথ গমিষ্যসি।
অস্মাকমপি সম্বন্ধঃ কপিমুখ্য ত্বয়াস্তি বৈ॥
প্রখ্যাতস্ত্রিষু লোকেষু মহাগুণপরিগ্রহঃ॥১১২
বেগবন্তঃ প্লবন্তো যে প্লবগা মারুতাত্মজ।
তেষাং মুখ্যতমং মন্যে ত্বামহং কপিকুঞ্জর॥১১৩

সেই সমুদ্র রামহিতসাধনে নিযুক্ত তোমার প্রতিপূজা করিতেছেন। উপকারের প্রত্যুপকার করাই সনাতনধর্ম; সেই রঘুবংশজাত সাগর রঘুবংশের প্রত্যুপকারপ্রার্থী। অতএব তাঁহার এই সম্মানপ্রদর্শন তোমার আতিথ্য-স্বীকার গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। তিনি তোমার সম্মান করার জন্য বহুমানপূর্বক আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন যে, এই হনুমান্ শতযোজন সাগর অতিক্রম করার জন্য গগনমার্গে গমন করিতেছেন। তিনি তোমার সানুপ্রদেশে বিশ্রামপূর্বক অবশিষ্ট পথ অতিক্রম করুন।১০৬-১০

অতএব হে কপিশ্রেষ্ঠ! তুমি আমার সানুদেশে অবস্থান ও বিশ্রাম করিয়া গমন কর। হে হরিশ্রেষ্ঠ! আমার সানুদেশে যে সমস্ত সুগন্ধি এবং সুস্বাদু কন্দ, মূল ও ফল রহিয়াছে, তাহা আস্বাদন করিয়া বিশ্রামান্তে গমন করিবে। হে কপিমুখ্য! তোমার সহিত আমার ত্রিভুবন বিখ্যাত মহাগুণসম্পন্ন সম্বন্ধ রহিয়াছে।১১১-১২

হে পবননন্দন! কপিকুঞ্জর! ইহলোকে যেসকল বেগবান্ প্লবনকারী প্লবগ বানর আছে, তাহাদের মধ্যে তোমাকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করি।১১৩

বিজ্ঞ ধর্মজিজ্ঞাসুর নিকট প্রাকৃত সাধারণ অতিথিও অবশ্য পূজ্য; তোমার ন্যায় বিশিষ্ট অতিথি যে সবিশেষ পূজ্য, সে বিষয়ে কোন বক্তব্য থাকিতে পারে না।১১৪

কপিপ্রবর! তুমি দেবশ্রেষ্ঠ মহাত্মা মারুতের পুত্র এবং বেগেও তাঁহারই তুল্য। ধর্মজ্ঞ তুমি; তোমার পূজা করিলে পবনদেবের পূজা করা হয়; অতএব তুমি আমার পূজনীয়, এ বিষয়ে অন্য কারণও বলিতেছি—শ্রবণ কর।১১৫-১৬

পূর্বে সত্যযুগে পর্বতসকল পক্ষযুক্ত ছিলেন। তাঁহারা গরুড়ের ন্যায় সবেগে সকল দিকেই গমন করিতেন। তাঁহারা গমন করিতে থাকিলে মহর্ষির সহিত দেবগণ ও ভূতগণ তাঁহাদের পতনের আকাঙ্ক্ষায় ভীত হইয়া পড়িলেন। ক্রুদ্ধ সহস্রাক্ষ শতযজ্ঞকারী দেবরাজ বজ্রদ্বারা তাহাদের শত শত সহস্র সহস্র পক্ষ ছেদন করিতে লাগিলেন। ক্রুদ্ধ শতক্রতু বজ্র উত্তোলন পূর্বক আমার নিকট উপস্থিত হইলে মহাত্মা পবনদেব কর্ত্তৃক, আমি সহসা অতি ঊর্ধ্বে নিক্ষিপ্ত হই; হে প্লবগরাজ! অনন্তর এই লবণসমুদ্রের জলে নিপতিত হইয়া

অতিথিঃ কিল পূজার্হঃ প্রাকৃতোহপি বিজানতা।
ধর্মং জিজ্ঞাসমানেন কিং পুনর্যাদৃশো ভবান্ ॥১১৪
ত্বং হি দেববরিষ্ঠস্য মারুতস্য মহাত্মনঃ।
পুত্রস্তস্যৈব বেগেন সদৃশঃ কপিকুঞ্জর ॥১১৫
পূজিতে ত্বয়ি ধর্মজ্ঞে পূজাং প্রাপ্নোতি মারুতঃ।
তস্মাৎ ত্বং পূজনীয়ো মে শৃণু চাপ্যত্র কারণম্ ১১৬
পূর্বং কৃতযুগে তাত পর্বতাঃ পক্ষিণোহভবন্।
তেহপি জগ্মুর্দিশঃ সর্বা গরুড়া ইব বেগিনঃ ॥১১৭
ততস্তেষু প্রয়াতেষু দেবসঙ্ঘাঃ সহর্ষিভিঃ।
ভূতানি চ ভয়ং জগ্মুস্তেষাং পতনশঙ্কয়া ॥১১৮
ততঃ ক্রুদ্ধঃ সহস্রাক্ষঃ পর্বতানাং শতক্রতুঃ।
পক্ষাংশ্চিচ্ছেদ বজ্রেণ ততঃ শতসহস্রশঃ ॥১১৯
স মামুপগতঃ ক্রুদ্ধো বজ্রমুদ্যম্য দেবরাট্।
ততোহহং সহসা ক্ষিপ্তঃ শ্বসনেন মহাত্মনা ॥১২০
অস্মিংল্লবণতোয়ে চ প্রক্ষিপ্তঃ প্লবগোত্তম।
গুপ্তপক্ষঃ সমগ্রশ্চ তব পিত্রাভিরক্ষিতঃ ॥১২১
ততোহহং মানয়ামি ত্বাং মান্যোহসি মম মারুতে।
ত্বয়া মমৈষ সম্বন্ধঃ কপিমুখ্য মহাগুণঃ ॥১২২
অস্মিন্নেবংগতে কার্য্যে সাগরস্য মমৈব চ।
প্রীতিং প্রীতমনাঃ কর্তুং ত্বমর্হসি মহামতে ॥১২৩
শ্রমং মোক্ষয় পূজাঞ্চ গৃহাণ হরিসত্তম।
প্রীতিঞ্চ মম মান্যস্য প্রীতোহস্মি তব দর্শনাৎ ॥১২৪
এবমুক্তঃ কপিশ্রেষ্ঠস্তং নগোত্তমমব্রবীৎ।
প্রীতোহস্মি কৃতমাতিথ্যং মন্যুরেষোহপনীয়তাম্ ॥১২৫
ত্বরতে কার্য্যকালো মে অহশ্চাপ্যতিবর্ত্ততে।
প্রতিজ্ঞা চ ময়া দত্তা ন স্থাতব্যমিহান্তরা ॥১২৬
ইত্যুক্ত্বা পাণিনা শৈলমালভ্য হরিপুঙ্গবঃ।
জগামাকাশমাবিশ্য বীর্য্যবান্ প্রহসন্নিব ॥১২৭

এইভাবে পক্ষসমূহের দ্বারা আমি তোমার পিতা কর্ত্তৃক সর্বতোভাবে রক্ষিত হইয়াছি। হে পবনপুত্র! তুমি সম্মাননীয়, অতএব আমি তোমার সম্মান প্রদর্শন করিতেছি। তোমার সহিত এই সম্বন্ধ আমার স্বকীয় জীবনরক্ষকের পুত্রত্বরূপে অত্যন্ত শ্লাঘ্যগুণযুক্ত।১১৭-২২

হে মহামতে! প্রত্যুপকার সাধনের অবসর উপস্থিত। অতএব তোমাকেও প্রীতচিত্তে আমার এবং সাগরের প্রীতি সাধন করিতে হইবে।১২৩

হে হরিসত্তম! তুমি শ্রমাপনোদন ও সম্পূজন গ্রহণ পূর্বক আমার প্রীতি উৎপাদন কর। আমিও তোমার সম্মানেই এবং তোমার দর্শনে প্রীত হইয়াছি।১২৪

কপিরাজ এইপ্রকার সম্ভাষিত হইয়া নগরাজ মৈনাককে বলিলেন,—তোমার সমনুষ্ঠিত আতিথ্যে আমি প্রীত হইয়াছি, অধিক আতিথ্য গ্রহণ করিতে পারিতেছি না বলিয়া দুঃখ করিওনা। কার্য্যকাল আমাকে ত্বরান্বিত করিতেছে। এদিকে দিনও শেষ হইয়া আসিতেছে। মধ্যস্থলে কোনও বিশ্রাম করিবনা বলিয়া সর্বসমক্ষে প্রতিজ্ঞাও করিয়া আসিয়াছি।১২৫-২৬

এই কথা বলিয়া বীর্যবান্ হরীশ্বর হস্তদ্বারা শৈলেশ্বর মৈনাককে স্পর্শ করিয়া হাসিতে হাসিতে গগনপথ অবলম্বন পূর্বক গমন করিতে লাগিলেন।১২৭

এইরূপে পর্বত ও সমুদ্র কর্ত্তৃক বহুমান পুরঃসর অবলোকিত, পূজিত ও যথাযোগ্য আশীর্বচন দ্বারা অভিনন্দিত হইয়া হনুমান্ শৈল ও মহাসমুদ্রকে পরিত্যাগপূর্বক আরও ঊর্ধ্বদেশে বায়ুপথে সুনির্মল গগনে গমন করিতে লাগিলেন।১২৮-২৯

পুনরায় সমধিক ঊর্ধ্বে গতিবেগ বর্ধিত করিয়া সেই পর্বতকে দেখিতে দেখিতে অলম্বনশূন্য পবনপুত্র হনুমান্ চলিতে লাগিলেন।১৩০

দেব, সিদ্ধ ও পরমর্ষিগণ সকলেই হনুমানের সেই দ্বিতীয় পর্বতে বিশ্রাম না করা (সুদারুণ কর্ম) (প্রথম সুদারুণ কর্ম শতযোজন সমুদ্র লঙ্ঘন) অবলোকন পূর্বক তাহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন ১৩১

মৈনাকপর্বতে ও নভোমণ্ডলে অবস্থিত দেবগণ

স পর্ব্বত-সমুদ্রাভ্যাং বহুমানাদবেক্ষিতঃ।
পূজিতশ্চোপপন্নাভিরাশীভিরভিনন্দিতঃ ॥১২৮
অথোর্দ্ধং দূরমাগত্য হিত্বা শৈল-মহার্ণবৌ।
পিতুঃ পন্থানমাসাদ্য জগাম বিমলেঽম্বরে ॥১২৯
ভূয়শ্চোর্ধ্বং গতিং প্রাপ্য গিরিং তমবলোকয়ন্।
বায়ুসূনুর্নিরালম্বো জগাম কপিকুঞ্জরঃ ॥১৩০
তদ্দ্বিতীয়ং হনুমতো দৃষ্ট্বা কর্ম সুদুষ্করম্।
প্রশশংসুঃ সুরাঃ সর্বে সিদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ ॥১৩১
দেবতাশ্চাভবন্ হৃষ্টাস্তত্রস্থাস্তস্য কর্মণা।
কাঞ্চনস্য সুনাভস্য সহস্রাক্ষশ্চ বাসবঃ ॥১৩২
উবাচ বচনং ধীমান্ পরিতোষাৎ সগদ্গদম্।
সুনাভং পর্বতশ্রেষ্ঠং স্বয়মেব শচীপতিঃ ॥১৩৩
হিরণ্যনাভ শৈলেন্দ্র পরিতুষ্টোঽস্মি তে ভৃশম্।
অভয়ং তে প্রযচ্ছামি গচ্ছ সৌম্য যথাসুখম্ ॥১৩৪

সাহ্যং কৃতং তে সুমহদ্ বিশ্রান্তস্য হনূমতঃ।
ক্রমতো যোজনশতং নির্ভয়স্য ভয়ে সতি ॥১৩৫
রামস্যৈষ হিতায়ৈব যাতি দাশরথেঃ কপিঃ।
সৎক্রিয়াং কুর্বতা শক্ত্যা তোষিতোঽস্মি দৃঢ়ং ত্বয়া॥১৩৬
স তৎপ্রহর্ষমলভদ্ বিপুলং পর্বতোত্তমঃ।
দেবতানাং পতিং দৃষ্ট্বা পরিতুষ্টং শতক্রতুম্ ॥১৩৭
স বৈ দত্তবরঃ শৈলো বভূবাবস্থিতস্তদা।
হনূমাংশ্চ মুহূর্ত্তেন ব্যতিচক্রাম সাগরম্ ॥১৩৮
ততো দেবাঃ সগন্ধর্বাঃ সিদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ।
অব্রুবন্ সূর্য্যসঙ্কাশাং সুরসাং নাগমাতরম্ ॥১৩৯
অয়ং বাতাত্মজঃ শ্রীমান্ প্লবতে সাগরোপরি।
হনুমান্নাম তস্য ত্বং মুহূর্ত্তং বিঘ্নমাচর ॥১৪০
রাক্ষসং রূপমাস্থায় সুঘোরং পর্বতোপমম্।
দংষ্ট্রাকরালং পিঙ্গাক্ষং বক্ত্রং কৃত্বা নভঃস্পৃশম্ ॥১৪১

অতিশোভনমধ্যভাগসম্পন্ন সুবর্ণময় মৈনাকের সদাচরণ-কৃত্যে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। অনন্তর সহস্রাক্ষ বুদ্ধিমান্ শচীপতি বাসব স্বয়ং পরিতুষ্ট হইয়া সেই সুশোভনমধ্যসমন্বিত মৈনাককে গদ্গদস্বরে বলিতে লাগিলেন,—হে হিরণ্যনাভ! শৈলশ্রেষ্ঠ! সৌম্য! যেহেতু শতযোজনগমনকারী নির্ভীক হনুমান্ পাছে ক্লান্ত হইয়া ভীত হন, সেই ভয়ে তুমি তাঁহার বিপুল সাহায্য করিয়াছ, সেইহেতু আমি তোমার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি এবং তোমাকে অভয় প্রদান করিতেছি যে, তুমি যথাসুখে বিচরণ কর।১৩২-৩৫

এই কপিবর দশরথনন্দন রামচন্দ্রের মঙ্গলসাধনের জন্যই যাইতেছেন, তুমি যথাশক্তি তাঁহার সৎকার করিয়া আমাকে নিরতিশয় পরিতুষ্ট করিয়াছ।১৩৬

ভূধরশ্রেষ্ঠ মৈনাক দেবরাজ শতক্রতু ইন্দ্রকে সন্তুষ্ট দেখিয়া পরমা প্রীতিলাভ করিলেন এবং তাঁহার নিকট হইতে বর লাভ করিয়া যথাস্থানে অবস্থিত রহিলেন; হনুমান্ও মুহূর্ত্তকাল মধ্যে মৈনাকপর্বতের সমাশ্রিত সমুদ্রপ্রদেশ অতিক্রম করিলেন।১৩৭-৩৮

অনন্তর দেব, গন্ধর্ব, সিদ্ধ এবং মহর্ষিগণ সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিশালিনী নাগমাতা সুরসাকে বলিলেন—এই বায়ুনন্দন শ্রীমান্ হনুমান্ সাগরের উপরিভাগ দিয়া প্লবন (গমন) করিতেছেন। তুমি রাক্ষসরূপ ধারণপূর্বক ভয়ঙ্কর-দর্শন, পিঙ্গলবর্ণনয়ন, গগনস্পর্শী বদনবিশিষ্ট অতি ভয়ঙ্কর পর্বতপ্রমাণ রাক্ষসরূপ ধারণপূর্বক মুহূর্ত্তকালের জন্য ইঁহার গমনে বিঘ্ন উৎপাদন কর। তিনি তোমাকে কোন উপায় অবলম্বন করিয়া জয় করেন অথবা বিষণ্ণ হইয়া পড়েন, আমরা তাঁহার সেই বুদ্ধিবল ও পরাক্রম জানিতে ইচ্ছা করি।১৩৯-৪২

দেবগণ সৎকার পূর্বক এই কথা বলিলে নাগজননী সুরসাদেবী সমুদ্রমধ্যে বিকৃত, বিরূপ ও সর্বলোকভয়াবহ রাক্ষসদেহ ধারণ পূর্বক গমনোদ্যত হনুমানের পথ অবরোধ করিয়া তাহাকে বলিলেন,—হে বানরশ্রেষ্ঠ! দেবগণ তোমাকে আমার ভক্ষরূপে নির্দিষ্ট করিয়াছেন। আমি তোমাকে ভক্ষণ করিব। তুমি আমার মুখমধ্যে প্রবেশ কর। বিধাতা পূর্বে আমায় এই বর প্রদান করিয়াছেন,—এই বলিয়া ত্বরান্বিতা সুরসা হনুমানের

বলমিচ্ছামহে জ্ঞাতুং ভূয়শ্চাস্য পরাক্রমম্ ।
ত্বাং বিজেষ্যত্যুপায়েন বিষাদং বা গমিষ্যতি ॥১৪২

এবমুক্তা তু সা দেবী দৈবতৈরভিসংকৃতা ।
সমুদ্রমধ্যে সুরসা বিভ্রতী রাক্ষসং বপুঃ ॥১৪৩

বিকৃতঞ্চ বিরূপঞ্চ সর্বস্য চ ভয়াবহম্ ।
প্লবমানং হনূমন্তমাবৃত্যেদমুবাচ হ ॥১৪৪

মম ভক্ষ্যঃ প্রদিষ্টস্ত্বমীশ্বরৈর্বানরর্ষভঃ ।
অহং ত্বাং ভক্ষয়িষ্যামি প্রবিশেদং মমাননম্ ॥১৪৫

বর এষ পুরা দত্তো মম ধাত্রেতি সত্বরা ।
ব্যাদায় বক্ত্রং বিপুলং স্থিতা সা মারুতেঃ পুরঃ ॥১৪৬

এবমুক্তঃ সুরসয়া প্রহৃষ্টবদনোঽব্রবীৎ ।
রামো দাশরথির্নাম প্রবিষ্টো দণ্ডকাবনম্ ॥
লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা বৈদেহ্যা চাপি ভার্য্যয়া ॥১৪৭

অন্যকার্য্যবিষক্তস্য বদ্ধবৈরস্য রাক্ষসৈঃ ।
তস্য সীতা হৃতা ভার্য্যা রাবণেন যশস্বিনী ॥১৪৮

তস্যাঃ সকাশং দূতোঽহং গমিষ্যে রামশাসনাৎ ।
কর্তুর্মহসি রামস্য সাহ্যং বিষয়বাসিনি ॥১৪৯

অথবা মৈথিলীং দৃষ্ট্বা রামং চাক্লিষ্টকারিণম্ ।
আগমিষ্যামি তে বক্ত্রং সত্যং প্রতিশৃণোমি তে ॥১৫০

এবমুক্তাহনুমতা সুরসা কামরূপিণী ।
অব্রবীন্নাতিবর্তেন্মাং কশ্চিদেষ বরো মম ॥১৫১

তং প্রয়ান্তং সমুদ্বীক্ষ্য সুরসা বাক্যমব্রবীৎ ।
বলং জিজ্ঞাসমানা সা নাগমাতা হনূমতঃ ॥১৫২

নিবিশ্য বদনং মেঽদ্য গন্তব্যং বানরোত্তম ।
বর এষ পুরা দত্তো মম ধাত্রেতি সত্বরা ॥১৫৩

ব্যাদায় বিপুলং বক্ত্রং স্থিতা সা মারুতেঃ পুরঃ ।
এবমুক্তঃ সুরসয়া ক্রুদ্ধো বানরপুঙ্গবঃ ॥১৫৪

সমক্ষে মুখব্যাদনপূর্বক অবস্থান করিলেন। সুরসার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া হনুমান্ হৃষ্টান্তঃকরণে তাঁহাকে বলিলেন,—দশরথনন্দন রাম ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও সহধর্মিণী বৈদেহীর সহিত দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। কোন কার্য্যবশতঃ রাক্ষসগণের সহিত তাঁহার শত্রুতা উৎপন্ন হওয়ায় রাক্ষসরাজ রাবণ তাঁহার যশস্বিনী ভার্য্যা সীতাকে হরণ করিয়াছে। হে রামরাজ্যনিবাসিনি! আমি রামচন্দ্রের আদেশে তাঁহার নিকট দূত হইয়া যাইতেছি। অতএব তোমারও রামচন্দ্রের সাহায্য করা উচিত।১৪৩-৪৯

অথবা মৈথিলীকে এবং অক্লিষ্টকর্মা রামচন্দ্রকে দর্শন করিয়া আমি তোমার মুখে প্রবেশ করিব,—তোমার নিকট সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়া যাইতেছি।১৫০

হনুমান্ এইরূপ বলিলে কামরূপিণী সুরসা বলিলেন,—কেহ আমাকে অতিক্রম করিতে পারিবে না—এই বরই আমি পাইয়াছি। অনন্তর হনুমান্‌কে অতিক্রম করিয়া যাইতে দেখিয়া হনুমানের পরাক্রম জানিবার অভিপ্রায়ে নাগমাতা সুরসা বলিলেন,—হে বানরসত্তম! আজ তোমাকে আমার মুখে প্রবেশ করিয়া যাইতে হইবে; বিধাতা আমাকে পূর্বে এই বর দিয়াছেন। এই কথা বলিয়া ত্বরান্বিতা সুরসা হনুমৎ-সমক্ষে তদীয় বিশালবদনব্যাদন পূর্বক অবস্থান করিলেন। সুরসা কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া ক্রুদ্ধ কপিরাজ বলিলেন,—যাহাতে তুমি আমাকে গ্রাস করিতে পার সেই ভাবে তোমার বদন ব্যাদন কর। দশযোজন-বিস্তৃতা সুরসাকে ক্রুদ্ধ পবনপুত্র এই কথা বলিয়া স্বয়ং তৎক্ষণাৎ দশযোজন বিস্তৃত হইলেন। জলদোপম দশযোজন বিস্তৃত হনুমান্‌কে দেখিয়া সুরসাও স্বীয় বদন বিংশতি যোজন বিস্তৃত করিলেন। (তদানীং ক্রুদ্ধ হনুমান্ ত্রিংশদ্ যোজন বিস্তৃত হইলে সুরসা স্বীয় বদন চত্বারিংশদ্ যোজন বিস্তৃত করিলেন। মহাবীর হনুমান্ তখন পঞ্চাশদ্‌যোজন মুখ ঔন্নত্য ধারণ করিলেন; সুরসা ষষ্টিযোজন বিস্তৃত বদন ধারণ করিলেন। তৎক্ষণাৎ বীর হনুমান্ সপ্ততি যোজন বিস্তৃতি ধারণ করিলে সুরসা অশীতিযোজন বিস্তৃতিযুক্ত বদন ধারণ করিলেন। অনলোপম পবননন্দন নবতি যোজন বিস্তৃত হইলেন।

অব্রবীৎ কুরু তে বক্ত্রং যেন মাং বিষহিষ্যসি।
ইত্যুক্ত্বা সুরসাং ক্রুদ্ধো দশযোজনমায়তাম্ ॥১৫৫
দশযোজনবিস্তারো হনুমানভবত্তদা।
তং দৃষ্ট্বা মেঘসঙ্কাশং দশযোজনমায়তম্
চকার সুরসাপ্যাস্যং বিংশদ্‌যোজনমায়তম্ ॥১৫৬
(হনূমাংস্তু ততঃ ক্রুদ্ধঃ ত্রিংশদ্‌যোজনমায়তঃ।
চকার সুরসা বক্ত্রং চত্বারিংশত্তথোচ্ছ্রিতম্ ॥
বভূব হনুমান্ বীরঃ পঞ্চাশদ্‌যোজনোচ্ছ্রিতঃ।
চকার সুরসা বক্ত্রং ষষ্টিং যোজনমুচ্ছ্রিতম্ ॥
তদৈব হনুমান্ বীরঃ সপ্ততিং যোজনোচ্ছ্রিতঃ।
চকার সুরসা বক্ত্রমশীতিং যোজনোচ্ছ্রিতম্ ॥
হনুমাননলপ্রখ্যো নবতীং যোজনোচ্ছ্রিতঃ।
চকার সুরসা বক্ত্রং শতযোজনমায়তম্ ॥)

অনন্তর সুরসা স্বীয় বদন শতযোজন বিস্তৃত করিলেন।) বায়ুপুত্র মহাবল বুদ্ধিমান্ হনুমান্ নরকের ন্যায় অতি ভয়ঙ্কর সুদীর্ঘ রসনাযুক্ত সুরসার বিস্তারিত বদন অবলোকন পূর্ব্বক মেঘমালার ন্যায় স্বীয় কলেবর সঙ্কুচিত করিয়া তন্মুহূর্ত্তেই অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ হইলেন এবং সুরসা দেবীর বদনবিবরমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক তথা হইতে নির্গত হইয়া অন্তরীক্ষে অবস্থিত হইলেন এবং বলিতে লাগিলেন দাক্ষায়ণি! আপনাকে নমস্কার। আমি আপনার বদনমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছি এবং আপনার বরও সত্য হইয়াছে। এখন আমি বৈদেহীর নিকট গমন করিব। রাহুমুখবিমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় হনুমান্‌কে স্বীয়বদন বিমুক্ত দেখিয়া দেবী সুরসা নিজরূপ ধারণ পূর্ব্বক বানরকে বলিলেন ১৫১-৬১

হে সৌম্য! হরীশ্বর! তুমি তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সুখে গমন কর এবং মহামতি রামের নিকট সীতাকে আনয়ন কর।১৬২

তখন প্রাণিগণ হনুমানের সেই তৃতীয় (সুরসাবক্ত্র নির্গমনরূপ) দুষ্কর কার্য্য দেখিয়া সাধু সাধু বলিয়া প্রশংসা করিতে লাগিল।১৬৩

তদ্‌দৃষ্ট্বা ব্যাদিতং ত্বাস্যং বায়ুপুত্রঃ স বুদ্ধিমান্।
দীর্ঘজিহ্বং সুরসয়া সুভীমং নরকোপমম্ ॥১৫৭
স সংক্ষিপ্যাত্মনঃ কায়ং জীমূত ইব মারুতিঃ।
তস্মিন্মুহূর্ত্তে হনূমান্ বভূবাঙ্গুষ্ঠমাত্রকঃ ॥১৫৮
সোঽভিপদ্যাথ তদ্বক্ত্রং নিষ্পত্য চ মহাবলঃ।
অন্তরীক্ষে স্থিতঃ শ্রীমানিদং বচনমব্রবীৎ ॥১৫৯
প্রবিষ্টোঽস্মি হি তে বক্ত্রং দাক্ষায়ণি নমোঽস্তু তে।
গমিষ্যে যত্র বৈদেহী সত্যশ্চাসীদ্ বরস্তব ॥১৬০
তং দৃষ্ট্বা বদনান্মুক্তং চন্দ্রং রাহুমুখাদিব।
অব্রবীৎ সুরসা দেবী স্বেন রূপেণ বানরম্ ॥১৬১
অর্থসিদ্ধ্যৈ হরিশ্রেষ্ঠ গচ্ছ সৌম্য যথাসুখম্।
সমানয় চ বৈদেহীং রাঘবেণ মহাত্মনা ॥১৬২
তৎ তৃতীয়ং হনুমতো দৃষ্ট্বা কর্ম্ম সুদুষ্করম্।
সাধু সাধ্বিতি ভূতানি প্রশশংসুস্তদা হরিম্ ॥১৬৩

হনুমান্‌ও আকাশমার্গ অবলম্বন পূর্ব্বক বরুণালয় সমুদ্রের উপরিভাগ দিয়া গরুড়ের ন্যায় দ্রুতবেগে যাইতে লাগিলেন।১৬৪

পবনতনয় হনুমান্ জলধারাসেবিত বিহগকুল পরিব্যাপ্ত, কৈশিকীরাগাভিজ্ঞ সঙ্গীতবিদ্যাকুশল তুম্বুরু প্রমুখ গন্ধর্ব্ববর্গ ও ঐরাবতসঞ্চরণ শোভিত, সিংহ-হস্তী-ব্যাঘ্র-পক্ষী ও উরগবাহন বিচরণশীল সমুজ্জ্বল বিমানসমূহ সমলঙ্কৃত, বজ্রসংঘাতজাত বহ্নি পরিব্যাপ্ত, পুণ্যকারী স্বর্গবিজয়ী মহাত্মগণ কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত, হব্যবাহী বহ্নি-পরিশোভিত, গ্রহ-নক্ষত্র-চন্দ্র-সূর্য্য ও তারাগণ বিভূষিত, মহর্ষি (সিদ্ধ)গণ-গন্ধর্ব-নাগ-যক্ষ সমাকুল, নির্ম্মল বিশ্বের আশ্রয়ে বিশ্বাবসু গন্ধর্বরাজ কর্ত্তৃক নিষেবিত, (পুণ্ডরীক-প্রমুখ) দেবরাজ হস্তিসমূহ সমাক্রান্ত, চন্দ্র ও সূর্য্যের পবিত্রপথে ব্রহ্মবিনির্ম্মিত জাবলোকের নির্ম্মল বিতান (সামিয়ানা) স্বরূপ বীরবিদ্যাধরগণ সুশোভিত ও পরিবেষ্টিত গগনপথে গরুড়ের ন্যায় চলিতে লাগিলেন। হনুমান্ বায়ুর ন্যায় কৃষ্ণাগুরু সমবর্ণ, রক্ত, পীত ও শ্বেতবর্ণ মেঘজাল আকর্ষণ করিলেন। তাহাতে সেই মেঘমালা হনুমদাকৃষ্ট হইয়া অপূর্ব শোভা ধারণ করিল।

স সাগরমনাধৃষ্যমভ্যেত্য বরুণালয়ম্।
জগামাকাশমাবিশ্য বেগেন গরুড়োপমঃ ॥১৬৪
সেবিতে বারিধারাভিঃ পতগৈশ্চ নিষেবিতে।
চরিতে কৈশিকাচার্য্যৈরৈরাবতনিষেবিতে ॥১৬৫
সিংহ-কুঞ্জর-শার্দ্দূল-পতগোরগবাহনৈঃ।
বিমানৈঃ সম্পতদ্ভিশ্চ বিমলৈঃ সমলঙ্কৃতে ॥১৬৬
বজ্রাশনিসমস্পর্শৈঃ পাবকৈরিব শোভিতে।
কৃতপুণ্যৈঃ মহাভাগৈঃ স্বর্গজিদ্ভিরধিষ্ঠিতে ॥১৬৭
বহতা হব্যমত্যন্তং সেবিতে চিত্রভানুনা।
গ্রহ-নক্ষত্র-চন্দ্রার্ক-তারাগণবিভূষিতে ॥১৬৮
মহর্ষিগণ-গন্ধর্ব্ব-নাগ-যক্ষসমাকুলে।
বিবিক্তে বিমলে বিশ্বে বিশ্বাবসুনিষেবিতে ॥১৬৯
দেবরাজ-গজাক্রান্তে চন্দ্র-সূর্য্যপথে শিবে।
বিতানে জীবলোকস্য বিমলে ব্রহ্মনির্ম্মিতে ॥১৭০
বহুশঃ সেবিতে বীরৈর্বিদ্যাধরগণৈর্বৃতে।
জগাম বায়ুমার্গে চ গরুত্মানিব মারুতিঃ ॥১৭১
হনুমান্ মেঘজালানি প্রাকর্ষন্ মারুতো যথা।
কালাগুরুসবর্ণানি রক্ত-পীত-সিতানি চ ॥১৭২
কপিনা কৃষ্যমাণানি মহাভ্রাণি চকাশিরে।
প্রবিশন্নভ্রজালানি নিষ্পতংশ্চ পুনঃ পুনঃ ॥১৭৩
প্রাবৃষীন্দুরিবাভাতি নিষ্পতন্ প্রবিশংস্তদা।
প্রদৃশ্যমানঃ সর্ব্বত্র হনুমান্ মারুতাত্মজঃ ॥১৭৪
ভেজেঽম্বরং নিরালম্বং পক্ষযুক্ত ইবাদ্রিরাট্।
প্লবমানং তু তং দৃষ্ট্বা সিংহিকা নাম রাক্ষসী ॥১৭৫
মনসা চিন্তয়ামাস প্রবৃদ্ধা কামরূপিণী।
অদ্য দীর্ঘস্য কালস্য ভবিষ্যাম্যহমাশিতা ॥১৭৬
ইদং মম মহাসত্ত্বং চিরস্য বশমাগতম্।
ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা ছায়ামস্য সমাক্ষিপৎ ॥১৭৭
ছায়ায়াং গৃহ্যমানায়াং চিন্তয়ামাস বানরঃ।
সমাক্ষিপ্তোঽস্মি সহসা পঙ্গুকৃতপরাক্রমঃ ॥১৭৮
প্রতিলোমেন বাতেন মহানৌরিব সাগরে।
তির্য্যগূর্ধ্বমধশ্চৈব বীক্ষমাণস্তদা কপিঃ ॥১৭৯

বর্ষাকালে কখনও মেঘমধ্যে বিলীন এবং কখনও বা মেঘমণ্ডল হইতে নির্গত হইলে চন্দ্র যেরূপ শোভা প্রাপ্ত হন, হনুমান্‌ও কখনও অভ্রজালমধ্যে প্রবিষ্ট ও তথা হইতে বিনির্গত হইয়া চলিতে থাকায় তদনুরূপ শোভা ধারণ করিলেন। পবনপুত্র হনুমান্ শূন্যমার্গে পক্ষযুক্ত পর্বতরাজের ন্যায় সর্বত্র পরিদৃষ্ট হইয়া চলিতে লাগিলেন। সেইসময় কামরূপিণী বিশালদেহধারিণী সিংহিকা নাম্নী রাক্ষসী তাঁহাকে আকাশপথ লঙ্ঘন করিতে দেখিয়া মনে মনে চিন্তা করিল, দীর্ঘকাল পরে আজ এক বিশাল প্রাণী আমার আয়ত্তে আসিয়াছে, দীর্ঘকাল পরে আমি ভোজন করিব। মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া সে হনুমানের ছায়া আকর্ষণ করিল।১৬৫-৭৭

রাক্ষসী ছায়া আকর্ষণ করিলে হনুমান্ চিন্তা করিলেন,—সহসা সমাক্রান্ত হওয়ায় আমার পরাক্রম নিস্তেজ হইয়া আসিতেছে। সাগরের প্রতিকূল বায়ু কর্তৃক সমাকৃষ্ট মহানৌকায় ন্যায় আমি হীনতেজাঃ হইতেছি, ইতস্ততঃ ঊর্দ্ধ অধঃ দৃষ্টিপাত করিয়া কপিবর লবণসমুদ্র হইতে কোন এক মহাপ্রাণীকে সমুত্থিত হইতে দেখিলেন। সেই বিকৃতবদনাকে দেখিয়া পবনপুত্র চিন্তা করিলেন,—কপিরাজ সুগ্রীব যে অদ্ভুতদর্শন মহাবলশালী ছায়া আকর্ষণকারী প্রাণীর কথা বলিয়াছিলেন, এই সেই ছায়াগ্রাহী প্রাণী তাহাতে সন্দেহ নাই।১৭৮-৮১

প্রত্যভিজ্ঞানুসারে তাহাকে সিংহিকা নিশ্চয় করিয়া বুদ্ধিমান হনুমান্ বর্ষাকালীন মেঘের ন্যায় স্বীয়কলেবর অতিমাত্র বর্দ্ধিত করিলেন।১৮২

মহাকপির কলেবর বর্ধিত হইতে দেখিয়া সিংহিকা আকাশ-পাতালের মধ্যভাগসদৃশ স্বীয় বদন প্রসারিত করিল এবং মেঘমালার ন্যায় গর্জন করিতে করিতে তাহার দিকে ধাবিত হইল। মেধাবী মহাকপি তাহার বিশালবদন, দেহায়তন ও মর্ম্মস্থানগুলি দেখিলেন। বজ্রের ন্যায় কঠিন-শরীর মহাকপি নিজদেহকে পুনঃ

দদর্শ স মহাসত্ত্বমুত্থিতং লবণাম্ভসি।
তদ্দৃষ্ট্বা চিন্তয়ামাস মারুতির্বিকৃতাননাম্ ॥১৮০
কপিরাজ্ঞা যথাখ্যাতং সত্ত্বমদ্ভুতদর্শনম্।
ছায়াগ্রাহি মহাবীর্য্যং তদিদং নাত্র সংশয়ঃ ॥১৮১
স তাং বুদ্ধ্বাহর্থতত্ত্বেন সিংহিকাং মতিমান্ কপিঃ।
ব্যবর্দ্ধত মহাকায়ঃ প্রাবৃষীব বলাহকঃ ॥১৮২
তস্য সা কায়মুদ্বীক্ষ্য বর্ধমানং মহাকপেঃ।
বক্ত্রং প্রসারয়ামাস পাতালাম্বরসন্নিভম্ ॥১৮৩
ঘনরাজীব গর্জন্তী বানরং সমভিদ্রবৎ।
স দদর্শ ততস্তস্যা বিকৃতং সুমহন্মুখম্ ॥১৮৪
কায়মাত্রঞ্চ মেধাবী মর্ম্মাণি চ মহাকপিঃ।
স তস্যা বিকৃতে বক্ত্রে বজ্রসংহননঃ কপিঃ ॥১৮৫
সংক্ষিপ্য মুহুরাত্মানং নিপপাত মহাকপিঃ।
আস্যে তস্যা নিমজ্জন্তং দদৃশুঃ সিদ্ধচারণাঃ ॥১৮৬
গ্রস্যমানং যথা চন্দ্রং পূর্ণং পর্ব্বণি রাহুণা।
ততস্তস্যা নখৈস্তীক্ষ্ণৈর্মর্ম্মাণ্যুৎকৃত্য বানরঃ ॥১৮৭
উৎপপাতাথ বেগেন মনঃসম্পাতবিক্রমঃ।
তাং তু দিষ্ট্যা চ ধৃত্যা চ দাক্ষিণ্যেন নিপাত্য সঃ ॥১৮৮
কপিপ্রবীরো বেগেন ববৃধে পুনরাত্মবান্।
হৃতহৃৎ সা হনুমতা পপাত বিধুরাম্ভসি ॥
স্বয়ম্ভুবৈব হনুমান্ সৃষ্টস্তস্যা নিপতনে ॥১৮৯
তাং হতাং বানরেণাশু পতিতাং বীক্ষ্য সিংহিকাম্।
ভূতান্যাকাশচারীণি তমূচুঃ প্লবগোত্তমম্ ॥১৯০
ভীমমদ্য কৃতং কর্ম্ম মহৎ সত্ত্বং ত্বয়া হতম্।
সাধয়ার্থমভিপ্রেতমরিষ্টং প্লবতাং বর ॥১৯১
যস্য ত্বেতানি চত্বারি বানরেন্দ্র যথা তব।
ধৃতির্দৃষ্টির্মতির্দাক্ষ্যং স কর্ম্মসু ন সীদতি ॥১৯২

পুনঃ সঙ্কুচিত করিয়া সেই রাক্ষসীর বিকৃত মুখগহ্বরে নিপতিত হইলেন। সিদ্ধচারণগণ পূর্ণিমা তিথিতে রাহুকবলিত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় কপিবরকে রাক্ষসী মুখমধ্যে গ্রস্ত হইতে দেখিলেন। অনন্তর মনের ন্যায় বেগগামী বানর সুতীক্ষ্ণ নখ-সমূহ দ্বারা সিংহিকার মর্ম্মস্থান বিদীর্ণ করিয়া উৎপতিত হইলেন। সূক্ষ্মদৃষ্টি, ধৈর্য্য এবং তৎকালোচিত কর্মনৈপুণ্যে তাহাকে নিপাতিত করিয়া পুনরায় সবেগে স্বীয় শরীর বর্ধিত করিতে লাগিলেন। সিংহিকাও সেই কপিপ্রবর কর্ত্তৃক ছিন্নহৃদয়া ও নিপীড়িতা হইয়া সমুদ্রজলে নিপতিতা হইল। তাহার সংহারের জন্য ব্রহ্মাই হনুমান্‌কে সৃষ্টি করিয়াছিলেন।১৮৩-৮৯

কপি কর্ত্তৃক সত্বর নিহতা সিংহিকাকে নিপতিতা দেখিয়া আকাশচারী প্রাণীরা সেই প্লবগরাজকে বলিলেন, হে কপীন্দ্র! অদ্য তুমি এই বৃহৎ প্রাণীটিকে বধ করিয়া এক ভয়ঙ্কর কর্ম সম্পাদন করিয়াছ। এখন নির্বিঘ্নে তোমার অভিপ্রেত কর্ম সম্পন্ন কর। হে বানরেন্দ্র! তোমার ন্যায় যাঁহার ধৈর্য্য, সূক্ষ্মদর্শিতা, বুদ্ধি ও নিপুণতা এই চারিটি গুণ আছে, তাঁহার কোন কার্য্যসম্পাদনে ক্লেশ হয় না।১৯০-৯২

প্রয়োজনসাধনে কৃতনিশ্চয় পূজনীয় হনুমান্ সেই গগনচারিগণ কর্ত্তৃক সম্পূজিত হইয়া গরুড়ের ন্যায় আকাশ অবলম্বন করিয়া চলিতে লাগিলেন। পরপারের প্রায় সমীপবর্ত্তী হইয়া শাখামৃগরাজ চতুর্দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ পূর্বক যাইতে যাইতে শতযোজনান্তে বৃক্ষশ্রেণী বিবিধ বনরাজিবিরাজিত এক দ্বীপ এবং মলয়াচলস্থিত উপবন-সকল দেখিতে পাইলেন।১৯৩-৯৫

তিনি আরও দেখিলেন (দক্ষিণ মহা) সমুদ্র, সমুদ্রের জলের সমীপবর্ত্তী (কচ্ছ) প্রদেশ, সেই কচ্ছ-প্রদেশে জাত বৃক্ষসমূহ এবং সাগরে প্রবেশকারিণী নদীগুলির সঙ্গম স্থল।১৯৬

আত্মতত্ত্বজ্ঞ মহামতি হনুমান্ মহামেঘের ন্যায় গগনাবরোধী নিজদেহ দেখিয়া মনে করিলেন,—রাক্ষসগণ আমার দেহবৃদ্ধি ও গমনবেগ দর্শন করিয়া আমার সম্বন্ধে কৌতূহলী হইতে পারে। এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি পর্বতপ্রমাণ নিজ শরীর সঙ্কুচিত করিয়া

স তৈঃ সম্পূজিতঃ পূজ্যঃ প্রতিপন্নপ্রয়োজনৈঃ।
জগামাকাশমাবিশ্য পন্নগাশনবৎ কপিঃ ॥১৯৩
প্রাপ্তভূয়িষ্ঠপারস্তু সর্ব্বতঃ পরিলোকয়ন্।
যোজনানাং শতস্যান্তে বনরাজীং দদর্শ সঃ ॥১৯৪
দদর্শ চ পতন্নেব বিবিধদ্রুমভূষিতম্।
দ্বীপং শাখামৃগশ্রেষ্ঠো মলয়োপবনানি চ ॥১৯৫
সাগরং সাগরানূপান্ সাগরানূপজান্ দ্রুমান্।
সাগরস্য চ পত্নীনাং মুখান্যপি বিলোকয়ন্ ॥১৯৬
স মহামেঘসঙ্কাশং সমীক্ষ্যাত্মানমাত্মবান্।
নিরুন্ধন্তমিবাকাশং চকার মতিমান্মতিম্ ॥১৯৭
কায়বৃদ্ধিং প্রবেগঞ্চ মম দৃষ্ট্বৈব রাক্ষসাঃ।
ময়ি কৌতূহলং কুর্য্যুরিতি মেনে মহামতিঃ ॥১৯৮
ততঃ শরীরং সংক্ষিপ্য তন্মহীধরসন্নিভম্।
পুনঃ প্রকৃতিমাপেদে বীতমোহ ইবাত্মবান্ ॥১৯৯
তদ্রূপমতিসংক্ষিপ্য হনুমান্ প্রকৃতৌ স্থিতঃ।
ত্রীন্ ক্রমানিব বিক্রম্য বলি-বীর্য্যহরো হরিঃ ॥২০০
স চারুনানাবিধরূপধারী
পরং সমাসাদ্য সমুদ্রতীরম্।
পরৈরশক্যং প্রতিপন্নরূপঃ
সমীক্ষিতাত্মা সমবেক্ষিতার্থঃ ॥২০১
ততঃ স লম্বস্য গিরেঃ সমৃদ্ধে
বিচিত্রকূটে নিপপাত কূটে
সকেতকোদ্দালক-নারিকেলে
মহাভ্রকূটপ্রতিমো মহাত্মা ॥২০২
ততস্তু সম্প্রাপ্য সমুদ্রতীরং
সমীক্ষ্য লঙ্কাং গিরিবর্য্যমূর্দ্ধি।
কপিস্তু তস্মিন্নিপপাত পর্ব্বতে
বিধূয় রূপং ব্যথয়ন্ মৃগ-দ্বিজান্ ॥২০৩
স সাগরং দানব-পন্নগাযুতং
বলেন বিক্রম্য মহোর্মি-মালিনম্।
নিপত্য তীরে চ মহোদধেস্তদা
দদর্শ লঙ্কামমরাবতীমিব ॥২০৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
সুন্দরকাণ্ডে প্রথমঃ সর্গঃ ॥

মোহশূন্য জীবন্মুক্তি যোগীর ন্যায় পুনরায় প্রকৃতিস্থ হইলেন।১৯৭-৯৯

বামনাবতার হরি যেরূপ পদত্রয় বিক্ষেপ পূর্বক বলির বীর্য্য হরণ করিয়া পুনরায় প্রকৃতিস্থ হইয়াছিলেন, তিনিও সেইরূপ স্বীয়রূপ অতিমাত্র সঙ্কুচিত করিয়া পূর্বরূপ ধারণ করিলেন।২০০

তিনি বিবিধ মনোহররূপ ধারণ পূর্বক অন্যজনের অশক্য সমুদ্রের পরপার প্রাপ্ত হইয়া অনন্তরকর্তব্য বিবেচনা করত প্রয়োজন সাধনোপযোগী স্বল্প দেহধারণ করিলেন। অনন্তর মহামেঘকূট-সদৃশ মহাত্মা মারুতি বিচিত্র শৃঙ্গশোভিত, সুসমৃদ্ধ এবং কেতক, উদ্দালক (শ্লেষ্মাতক—চালতাগাছ) ও নারিকেলবৃক্ষ পরিব্যাপ্ত লম্বনামক পর্বতের শিখরদেশে অবতরণ করিলেন। এইভাবে সমুদ্র তীর প্রাপ্ত হইয়া তিনি চিত্রকূট গিরি-শিখরে লঙ্কানগরী নিরীক্ষণ ও পূর্বরূপ সংবরণ পূর্বক মৃগও বিহগকুলের ভীতি উৎপাদন করিতে করিতে এই পর্বতে নিপতিত হইলেন। সেই সময়ে দানব ও পন্নগসমূহ পরিব্যাপ্ত মহাতরঙ্গশালী বিশালসমুদ্রকে বলপূর্বক অতিক্রম করিয়া হনুমান্ সমুদ্রের তীরদেশে অমরাবতীর ন্যায় লঙ্কানগরী অবলোকন করিলেন।২০১-২

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে প্রথম সর্গ সমাপ্ত।

দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ

[রক্ষোগণপরিরক্ষিতলঙ্কায়া দুষ্প্রবেশত্বং বিচিন্তয়তঃ স্বদেহঞ্চ সঙ্কোচয়তো হনুমতশ্চন্দ্রোদয়সময়ে লঙ্কায়াং প্রবেশঃ ।]

স সাগরমনাধৃষ্যমতিক্রম্য মহাবলঃ ।
ত্রিকূটস্য তটে লঙ্কা স্থিতঃ স্বস্থো দদর্শ হ ॥১
ততঃ পাদপমুক্তেন পুষ্পবর্ষেণ বীর্য্যবান্ ।
অভিবৃষ্টস্ততস্তত্র বভৌ পুষ্পময়ো হরিঃ ॥২
যোজনানাং শতং শ্রীমাংস্তীর্ত্বাঽপ্যুত্তমবিক্রমঃ ।
অনিঃশ্বসন্ কপিস্তত্র ন গ্লানিমধিগচ্ছতি ॥৩
শতান্যহং যোজনানাং ক্রমেয়ং সবহূন্যপি ।
কিং পুনঃ সাগরস্যান্তং সঙ্খ্যাতং শতযোজনম্ ॥৪
স তু বীর্য্যবতাং শ্রেষ্ঠঃ প্লবতামপি চোত্তমঃ ।
জগাম বেগবাঁল্লঙ্কাং লঙ্ঘয়িত্বা মহোদধিম্ ॥৫
শাদ্বলানি চ নীলানি গন্ধবন্তি বনানি চ ।
মধুমন্তি চ মধ্যেন জগাম নগবন্তি চ ॥৬
শৈলাংশ্চ তরুসঞ্ছন্নান্ বনরাজীশ্চ পুষ্পিতাঃ ।
অভিচক্রাম তেজস্বী হনুমান্ প্লবগর্ষভঃ ॥৭
স তস্মিন্নচলে তিষ্ঠন্ বনান্যুপবনানি চ ।
স নগাগ্রে স্থিতাং লঙ্কাং দদর্শ পবনাত্মজঃ ॥৮
সরলান্ কর্ণিকারাংশ্চ খর্জূরাংশ্চ সুপুষ্পিতান্ ।
প্রিয়ালান্ মুচুলিন্দাংশ্চ কুটজান্ কেতকানপি ॥৯
প্রিয়ঙ্গূন্ গন্ধপূর্ণাংশ্চ নীপান্ সপ্তচ্ছদাংস্তথা ।
অসনান্ কোবিদারাংশ্চ করবীরাংশ্চ পুষ্পিতান্ ॥১০
পুষ্পভারনিবদ্ধাংশ্চ তথা মুকুলিতানপি ।
পাদপান্ বিহগাকীর্ণান্ পবনাধূতমস্তকান্ ॥১১
হংস-কারণ্ডবাকীর্ণা বাপী পদ্মোৎপলাবৃতাঃ ।
আক্রীড়ান্ বিবিধান্ রম্যান্ বিবিধাংশ্চ জলাশয়ান্ ॥১২

দ্বিতীয় সর্গ

[রাক্ষসগণ কর্তৃক পরিরক্ষিত লঙ্কার দুষ্প্রবেশ্যা চিন্তাপূর্বক হনুমানের নিজদেহ সঙ্কুচিতকরণ ও চন্দ্রোদয়সময়ে লঙ্কায় প্রবেশ।]

প্রবলবলশালী মহাবীর হনুমান্ দুর্লঙ্ঘ্য সমুদ্র লঙ্ঘন পূর্বক ত্রিকূটপর্বতের সানুপ্রদেশে সুস্থভাবে অবস্থান করত লঙ্কাপুরী দর্শন করিলেন ।১

অনন্তর পাদপমুক্ত পুষ্পবর্ষণে অভিবৃষ্ট হইয়া সেই স্থানে পুষ্পময় বানরের ন্যায় শোভিত হইলেন। বিশাল-বিক্রম হনুমান্ শতযোজন অতিক্রম করিয়াও শ্রমজনিত দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন না বা গ্লানিপ্রাপ্ত হইলেন না ।২-৩

পরন্তু চিন্তা করিতে লাগিলেন—আমি বহুশত যোজন অতিক্রম করিতে পারি; শত যোজনমাত্র সংখ্যাগণিত সাগরের পরপারে যাওয়া ত' অতি তুচ্ছ কর্ম ।৪

বলশালিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই প্লবগরাজ অতিবেগে সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া লঙ্কায় উপনীত হইলেন ।৫

তেজস্বী কপিরাজ ভূরি ভূরি শ্যামল শাদ্বলক্ষেত্র মধুসমন্বিত সুগন্ধি বনরাজি, বৃক্ষসমাচ্ছন্ন পর্বতশ্রেণী, কুসুমিত কাননমালা অতিক্রম করিলেন। সেই লম্ব-পর্বতে অবস্থান পূর্বক অদূর শিখরদেশে অবস্থিতা লঙ্কা-নগরী ও তত্রত্য বন ও উপবনসমূহ সন্দর্শন করিলেন ।৬-৮

সরল কর্ণিকার, সুপুষ্পিত খর্জুর, পিয়াল, মুচুলিন্দ, কুটজ, কেতকী, সুগন্ধিপ্রিয়ঙ্গু, নীপ (কদম্ব), সপ্তচ্ছদ, অসন, কবিদার ও কুসুমিত করবীর এবং পুষ্পভারনিবদ্ধ, মুকুলিত, বিহগ-সমাচ্ছন্ন, পবনকম্পিতাগ্র অন্যান্য বৃক্ষ-সমূহ; হংসকারণ্ডব পরিব্যাপ্ত ও পদ্মোৎপলপরিপূর্ণ বাপীসমূহ, রমণীয় বিবিধ ক্রীড়াপর্বত ও জলাশয় এবং সকল ঋতুজাত ফল ও পুষ্পসমন্বিত নানাজাতীয় বৃক্ষে সমাচ্ছন্ন, মনোজ্ঞ উদ্যানসমূহও তাঁহার দৃষ্টিগোচর

সন্তান্ বিবিধৈর্বৃক্ষৈঃ সর্ব্বর্তুফলপুষ্পিতৈঃ।
উদ্যানানি চ রম্যাণি দদর্শ কপিকুঞ্জরঃ ॥১৩
সমাসাদ্য চ লক্ষ্মীবাঁল্লঙ্কাং রাবণপালিতাম্।
পরিখাভিঃ সপদ্মাভিঃ সোৎপলাভিরলঙ্কৃতাম্ ॥১৪
সীতাপহরণাত্তেন রাবণেন সুরক্ষিতাম্।
সমন্তাদ্ বিচরদ্ভিশ্চ রাক্ষসৈরুগ্রধন্বভিঃ ॥১৫
কাঞ্চনেনাবৃতাং রম্যাং প্রাকারেণ মহাপুরীম্।
গৃহৈশ্চ গিরিসঙ্কাশৈঃ শারদাম্বুদসন্নিভৈঃ ॥১৬
পাণ্ডুরাভিঃ প্রতোলীভিরুচ্চাভিরভিসংবৃতাম্।
অট্টালকশতাকীর্ণাং পতাকা-ধ্বজশোভিতাম্ ॥১৭
তোরণৈঃ কাঞ্চনৈর্দিব্যৈর্লতাপঙ্‌ক্তিবিরাজিতৈঃ।
দদর্শ হনুমাঁল্লঙ্কাং দেবো দেবপুরীমিব ॥১৮
গিরিমূর্দ্ধ্নি স্থিতাং লঙ্কাং পাণ্ডুরৈর্ভবনৈঃ শুভৈঃ।
দদর্শ স কপিঃ শ্রীমান্ পুরীমাকাশগামিব ॥১৯
পালিতং রাক্ষসেন্দ্রেণ নির্ম্মিতাং বিশ্বকর্ম্মণা।
প্লবমানামিবাকাশে দদর্শ হনুমান্ কপিঃ ॥২০

বপ্রপ্রাকারজঘনাং বিপুলাম্বুবনাম্বরাম্।
শতঘ্নীশূলকেশান্তামট্টালকাবতংসকাম্ ॥২১
মনসেব কৃতাং লঙ্কাং নির্ম্মিতাং বিশ্বকর্ম্মণা।
দ্বারমুত্তরমাসাদ্য চিন্তয়ামাস বানরঃ ॥২২
কৈলাসনিলয়প্রখ্যামলিখন্তমিবাম্বরম্।
ধ্রিয়মাণমিবাকাশমুচ্ছ্রিতৈর্ভবনোত্তমৈঃ ॥২৩
সম্পূর্ণাং রাক্ষসৈর্ঘোরৈর্নাগৈর্ভোগবতীমিব।
অচিন্ত্যাং সুকৃতাং স্পষ্টাং কুবেরাধ্যুষিতাং পুরা ॥২৪
দংষ্ট্রাভির্বহুভিঃ শূরৈঃ শূল-পট্টিশ পাণিভিঃ।
রক্ষিতাং রাক্ষসৈর্ঘোরৈর্গুহামাশীবিষৈরিব ॥২৫
তস্যাশ্চ মহতীং গুপ্তিং সাগরঞ্চ নিরীক্ষ্য সঃ।
রাবণঞ্চ রিপুং ঘোরং চিন্তয়ামাস বানরঃ ॥২৬
আগত্যাপীহ হরয়ো ভবিষ্যন্তি নিরর্থকাঃ।
নহি যুদ্ধেন বৈ লঙ্কা শক্যা জেতুং সুরৈরপি ॥২৭
ইমাং ত্ববিষমাং লঙ্কাং দুর্গাং রাবণপালিতাম্।
প্রাপ্যাপি সুমহাবাহুঃ কিং করিষ্যতি রাঘবঃ ॥২৮

হইল। লক্ষ্মীবান্ কপিবর সমীপবর্ত্তী হইয়া পদ্ম ও উৎপলসমূহে পরিব্যাপ্ত পরিখালঙ্কৃতা, সীতাহরণবশতঃ ভীত রাবণ কর্ত্তৃক চতুর্দিকে বিচরণকারী ভীষণ ধনুর্বাণধারী রাক্ষসগণকর্ত্তৃক সুরক্ষিতা, কাঞ্চনময়প্রাকারে পরিবেষ্টিতা, পর্বতের ন্যায় উচ্চ শারদমেঘবর্ণ গৃহসমূহে সমলঙ্কৃতা, পাণ্ডুর বর্ণ সমুন্নত রথ্যা (পথ)-সমূহে সুশোভিতা, শত শত অট্টালিকা সমাকীর্ণা, ধ্বজ ও পতাকাসমূহে শোভিতা, লতাপঙ্‌ক্তিসম্বদ্ধ সুরম্য কণকময় তোরণসমূহ বিভূষিতা এবং রাবণপালিতা মহাপুরী লঙ্কানগরীকে অক্ষুব্ধচিত্তে দেবেন্দ্রের অমরাবতী দর্শনের ন্যায় দর্শন করিতে লাগিলেন।৯-১৮

পর্বতশিখরে প্রতিষ্ঠিত পাণ্ডুরবর্ণ মঙ্গলময় গৃহসমূহ-সমন্বিত লঙ্কানগরীকে শ্রীমান্ কপি গগনগামিনী পুরীর ন্যায় অবলোকন করিলেন।১৯

রাক্ষসরাজ রাবণ কর্ত্তৃক পালিত ও বিশ্বকর্মা কর্ত্তৃক নির্মিত এই পুরীকে যেন আকাশে ভাসমানরূপে দেখিতে পাইলেন।২০

বপ্র ও প্রাকারসমূহ তার জঘন, সমুদ্র ও বনরাজি তাহার বদন, শতঘ্নী ও শূল তাহার কেশাগ্র এবং অট্টালিকাসমূহ তাহার অবতংস; বিশ্বকর্মার মানসসঙ্কল্প নির্মিতা লঙ্কানগরীর উত্তরদ্বারে উপস্থিত হইয়া বানর চিন্তা করিলেন।২১-২২

কৈলাসনিলয়সদৃশ গগনস্পর্শী উত্তরদ্বার সমুচ্ছ্রিত উৎকৃষ্ট ভবনসমূহ দ্বারা যেন আকাশমণ্ডলকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে। নাগকুলদ্বারা ভোগবতীর ন্যায় ও আশীবিষ পরিকীর্ণ পর্বতগুহার ন্যায় ভয়ঙ্কর রাক্ষসগণে পরিব্যাপ্তা, পূর্বে কুবেররাজ কর্ত্তৃক অধ্যুষিতা, শূলপটিশধারী বীরসমূহ কর্ত্তৃক অতিমাত্র সুরক্ষিতা লঙ্কা ও বিস্তীর্ণ সমুদ্র অবলোকন পূর্বক রাবণকে ভয়াবহ শত্রু বিবেচনা করিয়া বানরশ্রেষ্ঠ চিন্তা করিতে লাগিলেন।২৩-২৬

বানরগণ এস্থানে আসিয়াও প্রয়োজন সাধন করিতে পারিবে না যেহেতু দেবগণও যুদ্ধ করিয়া লঙ্কা জয় করিতে পারেন নাই।২৭

অবকাশো ন সান্নস্তু রাক্ষসেম্বভিগম্যতে।
ন দানস্য ন ভেদস্য নৈব যুদ্ধস্য দৃশ্যতে ॥২৯
চতুর্ণামেব হি গতির্বানরাণাং তরস্বিনাম্।
বালিপুত্রস্য নীলস্য মম রাজ্ঞশ্চ ধীমতঃ ॥৩০
যাবজ্জানামি বৈদেহীং যদি জীবতি বা ন বা।
তত্রৈব চিন্তয়িষ্যামি দৃষ্ট্বা তাং জনকাত্মজাম্ ॥৩১
ততঃ সঞ্চিন্তয়ামাস মুহূর্ত্তং কপিকুঞ্জরঃ।
গিরেঃ শৃঙ্গে স্থিতস্তস্মিন্ রামস্যাভ্যুদয়ং ততঃ ॥৩২
অনেন রূপেণ ময়া ন শক্যা রক্ষসাং পুরী।
প্রবেষ্টুং রাক্ষসৈর্গুপ্তা ক্রূরৈর্বলসমন্বিতৈঃ ॥৩৩
মহৌজসো মহাবীর্য্যা বলবন্তশ্চ রাক্ষসাঃ।
বঞ্চনীয়া ময়া সর্ব্বে জানকী পরিমার্গতা ॥৩৪
লক্ষ্যালক্ষ্যেণ রূপেণ রাত্রৌ লঙ্কাপুরী ময়া।
প্রাপ্তকালং প্রবেষ্টুং মে কৃত্যং সাধয়িতুং মহৎ ।৩৫

তাং পুরীং তাদৃশীং দৃষ্ট্বা দুরাধর্ষো সুরাসুরৈঃ।
হনূমাংশ্চিন্তয়ামাস বিনিঃশ্বস্য মুহুর্মুহুঃ ।৩৬
কেনোপায়েন পশ্যেয়ং মৈথিলীং জনকাত্মজাম্।
অদৃষ্টো রাক্ষসেন্দ্রেণ রাবণেন দুরাত্মনা ॥৩৭
ন বিনশ্যেৎ কথং কার্য্যং রামস্য বিদিতাত্মনঃ।
একামেকস্তু পশ্যেয়ং রহিতে জনকাত্মজাম্ ॥৩৮
ভূতাশ্চার্থা বিনশ্যন্তি দেশকালবিরোধিতাঃ।
বিক্লবং ভূতমাসাদ্য তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা ॥৩৯
অর্থানর্থান্তরে বুদ্ধির্নিশ্চিতাঽপি ন শোভতে।
ঘাতয়ন্তীহ কার্য্যাণি দূতাঃ পণ্ডিতমানিনঃ ॥৪০
ন বিনশ্যেৎ কথং কার্য্যং বৈক্লব্যং ন কথং ভবেৎ।
লঙ্ঘনঞ্চ সমুদ্রস্য কথং তু ন ভবেদ্ বৃথা ॥৪১
ময়ি দৃষ্টে তু রক্ষোভী রামস্য বিদিতাত্মনঃ।
ভবেদ্ ব্যর্থমিদং কার্য্যং রাবণানর্থমিচ্ছতঃ ॥৪২

অত্যন্ত বৈষম্যশালিনী রাবণরক্ষিতা দুর্গমা লঙ্কাপুরীতে আসিয়া মহাবল রঘুনন্দনই বা কি করিবেন? ২৮

রাক্ষসকুলে সাম, দান, ভেদ বা যুদ্ধের অবকাশ দেখা যাইতেছে না। বালিতনয় অঙ্গদ, নীল, বুদ্ধিমান্ বানররাজ সুগ্রীব ও আমি মাত্র এই চারিজন বেগশালী বানরেরই এস্থানে গমন-সামর্থ্য আছে।২৯-৩০

যাহাই হউক, বিদেহরাজনন্দিনী জানকী বাঁচিয়া আছেন কিনা ইহাই এখন জানা উচিত। তাঁহাকে জীবিতা দেখিতে পাইলে এবিষয়ে চিন্তা করিব। অনন্তর হনুমান্ সেই পর্বতশিখরে অবস্থান পূর্বক মুহূর্ত্তকাল শ্রীরামচন্দ্রের ইষ্টসাধন চিন্তায় নিবিষ্ট হইলেন। মহাবলসম্পন্ন ক্রুর প্রকৃতি রাক্ষসগণরক্ষিতা এই পুরীতে এইরূপে আমার প্রবেশ করা উচিত হইবে না। যেহেতু জানকীর অন্বেষণের জন্য এই সকল মহাবীর্য্য অতি-বলশালী ও মহাতেজস্বী রাক্ষসগণকে বঞ্চনা করিতে হইবে। অতএব অলক্ষ্যভাবে রাত্রিতে আমার লঙ্কাপুরী লক্ষ্য করা উচিত। সম্প্রতি এই সুমহৎ কার্য্য সাধনের জন্য আমার এই ভাবেই লঙ্কায় প্রবেশ করা কর্ত্তব্য।

সুর ও অসুরগণের অধর্ষণীয়া লঙ্কানগরীকে হনুমান্ এইভাবে দর্শনপূর্বক পুনঃ পুনঃ দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে চিন্তা করিতে লাগিলেন।৩১-৩৬

দুরাত্মা রাক্ষসেন্দ্র রাবণের দৃষ্টিপথে না পড়িয়া, কি উপায়ে আমি মিথিলারাজদুহিতা সীতাকে দেখিতে পাইব? আত্মতত্ত্বজ্ঞ রামের কার্য্য কি উপায়ে বিনষ্ট হইবে না; নির্জনে একাকিনী জনকদুহিতাকে একাকী আমি কি উপায়ে দেখিতে পাইব? অবশ্যম্ভাবী কার্য্যসকল অনুচিতদেশ এবং অনুপযুক্ত কালবিশেষে বিবেকবিহীন দূতানুগত হইয়া সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারের ন্যায় বিনাশ প্রাপ্ত হয়।৩৭-৩৯

কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য বিষয়ে স্থিরা বুদ্ধিও শোভা পায় না, যেহেতু পণ্ডিতাভিমানী দূতেরা কার্য্যসকল নষ্ট করিয়া দেয়। কি উপায়ে কার্য্যহানি হইবে না, কি উপায়ে কার্য্যের বৈকল্য হইবে না এবং কি উপায়েই বা এই সমুদ্র লঙ্ঘন বৃথা হইবে না।৪০-৪১

রাক্ষসগণ আমাকে দেখিতে পাইলে রাবণের অনিষ্টাভিলাষী আত্মজ্ঞ রামের এই কার্য্য নষ্ট হইবে।৪২

নহি শক্যং ক্বচিৎ স্থাতুমবিজ্ঞাতেন রাক্ষসৈঃ।
অপি রাক্ষসরূপেণ কিমুতান্যেন কেনচিৎ ॥৪৩
বায়ুরপ্যত্র নাজ্ঞাতশ্চরেদিতি মতির্মম।
ন হ্যত্রাবিদিতং কিঞ্চিদ্ রক্ষসাং ভীমকর্ম্মণাম্ ॥৪৪
ইহাহং যদি তিষ্ঠামি স্বেন রূপেণ সংবৃতঃ।
বিনাশমুপযাস্যামি ভর্তুরর্থশ্চ হাস্যতি ॥৪৫
তদহং স্বেন রূপেণ রজন্যাং হ্রস্বতাং গতঃ।
লঙ্কামভিপতিষ্যামি রাঘবস্যার্থসিদ্ধয়ে ॥৪৬
রাবণস্য পুরীং রাত্রৌ প্রবিশ্য সুদুরাসদাম্।
প্রবিশ্য ভবনং সর্ব্বং দ্রক্ষ্যামি জনকাত্মজাম্ ॥৪৭
ইতি নিশ্চিন্ত্য হনুমান্ সূর্য্যস্যাস্তময়ং কপিঃ।
আচকাঙ্ক্ষে তদা বীরো বৈদেহ্যা দর্শনোৎসুকঃ ॥৪৮
সূর্য্যে চাস্তং গতে রাত্রৌ দেহং সংক্ষিপ্য মারুতিঃ।
বৃষদংশকমাত্রোঽথ বভূবাদ্ভুতদর্শনঃ ॥৪৯

প্রদোষকালে হনুমাংস্তূর্ণমুৎপত্য বীর্য্যবান্।
প্রবিবেশ পুরীং রম্যাং প্রবিভক্তমহাপথাম্ ॥৫০
প্রাসাদমালাবিততাং স্তম্ভৈঃ কাঞ্চনসন্নিভৈঃ।
শাতকুম্ভনিভৈর্জালৈর্গন্ধর্ব্বনগরোপমাম্ ॥৫১
সপ্তভৌমাষ্টভৌমৈশ্চ স দদর্শ মহাপুরীম্।
স্থলৈঃ স্ফটিকসঙ্কীর্ণৈঃ কার্তস্বরবিভূষিতৈঃ ॥৫২
বৈদূর্য্যমণিচিত্রৈশ্চ মুক্তাজালবিভূষিতৈঃ।
তৈস্তৈঃ শুশুভিরে তানি ভবনান্যত্র রক্ষসাম্ ॥৫৩
কাঞ্চনানি বিচিত্রাণি তোরণানি চ রক্ষসাম্।
লঙ্কামুদ্যোতয়ামাসুঃ সর্ব্বতঃ সমলঙ্কৃতাম্ ॥৫৪
অচিন্ত্যামদ্ভুতাকারাং দৃষ্ট্বা লঙ্কাং মহাকপিঃ।
আসীদ্ বিষণ্ণো হৃষ্টশ্চ বৈদেহ্যা দর্শনোৎসুকঃ ॥৫৫
স পাণ্ডুরাবিদ্ধবিমানমালিনীং
মহার্হজাম্বূনদজালতোরণাম্।

অন্য কোন দেহধারণের কথা দূরে থাকুক—রাক্ষস-দেহ ধারণ করিয়াও রাক্ষসগণের অজ্ঞাত অবস্থায় এই প্রদেশের কোনস্থানে অবস্থান-সম্ভব নহে। আমার মনে হয়,—এই প্রদেশে ভীমকর্মা রাক্ষসগণের অবিজ্ঞাত কিছুই নাই; এমন কি বায়ুও এস্থানে অজ্ঞাত অবস্থায় বিচরণ করিতে পারেন না। এস্থানে যদি আমি নিজস্বরূপ (ভয়ঙ্কর বানরদেহে) অবস্থান করি, তাহা হইলে স্বয়ং বিনষ্ট হইবই এবং প্রভু (রামচন্দ্রে)র ঈপ্সিত প্রয়োজনও বিনিষ্ট হইবে। অতএব আমি শ্রীরামচন্দ্রের কার্য্যসিদ্ধির জন্য স্বীয় রূপেই ক্ষুদ্রতা প্রাপ্ত হইয়া দুষ্প্রবেশ্য রাবণের পুরী লঙ্কানগরীতে প্রবেশ করিব এবং রাত্রিকালে সমস্ত গৃহে প্রবেশ পূর্বক জনকরাজ-নন্দিনীকে অন্বেষণ করিব।৪৩-৪৭

তদানীং এই প্রকার চিন্তাপূর্বক মহাবীর হনুমান্ বৈদেহীর দর্শনে উৎসুক হইয়া সূর্য্যদেবের অস্তগমন আকাঙ্ক্ষা করিলেন।৪৮

অনন্তর সূর্য্য অস্তগমন করিলে তিনি শরীর সঙ্কুচিত করিয়া মার্জার (বিড়াল) সদৃশ ক্ষুদ্রকায় ও অদ্ভুতদর্শন হইলেন।৪৯

সেই প্রদোষসময়ে বীর্য্যবান্ পবনপুত্র দ্রুতগতিতে গমন পূর্বক সর্বতোভাবে সুবিভক্ত মহাপথসমূহে সুগন্ধিত পরম রমণীয় লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করিলেন এবং দেখিলেন—কাঞ্চনময়স্তম্ভরাজি ও সুবর্ণময় গবাক্ষশ্রেণী-সজ্জিত-বিস্তৃত-প্রাসাদমালাসমন্বিত-মহাপুরী স্ফটিক-সংমিশ্রিত, স্বর্ণখচিত, বৈদূর্য্যমণিবিচিত্রিত, মুক্তাফল-বিভূষিত, সপ্ততল ও অষ্টতল সমন্বিত, বিচিত্র কাঞ্চন-তোরণ সংশ্লিষ্ট রাক্ষসগণের ভবনসমূহ গন্ধর্বনগরের (১)

(১) নানারত্নখচিত তোরণপ্রাসাদাদিযুক্ত নগরের ন্যায় বিরাজমান মেঘচিত্রবিশেষকে গন্ধর্বনগর বলে। যখন এরূপ দেখা যায়, তখন পৃথিবী রণক্ষেত্রে হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যের রক্তপান করেন। গোবিন্দরাজটীকাতে দেখা যায়:—

অনেন রক্তাকৃতি-খে বিরাজতে
পুরং পতাকাধ্বজ-তোরণান্বিতম্।
যদা তদা হস্তি-মনুষ্য-বাজিনাং
পিবত্যসৃগ্ ভূরি রণে বসুন্ধরা॥

যশস্বিনীং রাবণবাহুপালিতাং
ক্ষপাচরৈর্ভীমবলৈঃ সুপালিতাম্ ॥৫৬

চন্দ্রোঽপি সাচিব্যমিবাস্য কুর্বং-
স্তারাগণৈর্মধ্যগতো বিরাজন্।

জ্যোৎস্নাবিতানেন বিতত্য লোকা-
নুত্তিষ্ঠতেঽনেক-সহস্ররশ্মিঃ ॥৫৭

শঙ্খপ্রভং ক্ষীরমৃণালবর্ণ-
মুদ্গচ্ছমানং ব্যবভাসমানম্।

দদর্শ চন্দ্রং স কপিপ্রবীরঃ
পোপ্লূয়মানং সরসীব হংসম্ ॥৫৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
সুন্দরকাণ্ডে দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ ॥

ন্যায় লঙ্কানগরীকে সর্বপ্রকার উদ্ভাসিত করিয়া শোভা পাইতেছে।৫০-৫৪

অচিন্ত্যবিভবশালী অদ্ভুতাকার লঙ্কানগরীকে দেখিয়া বৈদেহীর দর্শনে উৎসুক কপীন্দ্র (অচিন্ত্যবিভবগৃহপুঞ্জের মধ্যে কোথায় সীতা আছেন চিন্তা করিয়া) বিষণ্ণ হইলেন ও অদ্ভুতাকার নগরী দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন।৫৫

যশস্বিনী রাবণভুজপালিতা, মহাবল রাক্ষসগণ কর্তৃক পরিসেবিতা, পরস্পরসংশ্লিষ্টা, বিমানমালামণ্ডিতা, মহামূল্য সুবর্ণময় তোরণসমূহবিভূষিতা লঙ্কানগরী এক অদ্ভুত দর্শনীয়া হইয়া রহিয়াছে। তখন নভোমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী সহস্রকিরণ-চন্দ্র ও জ্যোৎস্নারূপ চন্দ্রাতপ দ্বারা পৃথিবীকে সমুদ্ভাষিত করিয়া যেন হনুমানের সাহায্য করার জন্যই তারাগণসহ উদিত হইলেন। কপিপ্রবর শঙ্খতুল্য, দুগ্ধ ও মৃণালবর্ণ বিদ্যোতিত উদীয়মান চন্দ্রকে সরোবরে সন্তরণশীল হংসের ন্যায় অবলোকন করিলেন।৫৬-৫৮

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদরামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে দ্বিতীয় সর্গ সমাপ্ত।

তৃতীয়ঃ সর্গঃ

[রাত্রৌ লঙ্কাপ্রবেশকারী-হনুমৎসমীপে লঙ্কাভিমানিন্যা মহারাক্ষস্যা আবির্ভাবঃ, তং করতলেন আহত্য লঙ্কাপ্রবেশে নিষেধঃ, নারীতি হেতোর্হনুমতো বামমুষ্ট্যাঘাতেন বিহ্বলায়া রক্ষস্যাস্তল্লঙ্কাপ্রবেশানুমোদনঞ্চ ।]

স লম্বশিখরে লম্বে লম্বতোয়দসন্নিভে ।
সত্ত্বমাস্থায় মেধাবী হনুমান্ মারুতাত্মজ ॥১
নিশি লঙ্কাং মহাসত্ত্বো বিবেশ কপিকুঞ্জরঃ ।
রম্যকাননতোয়াঢ্যাং পুরীং রাবণপালিতাম্ ॥২
শারদাম্বুধরপ্রখ্যৈর্ভবনৈরুপশোভিতাম্ ।
সাগরোপমনির্ঘোষাং সাগরানিলসেবিতাম্ ॥৩
সুপুষ্টবলসম্পুষ্টাং যথৈব বিটপাবতীম্ ।
চারুতোরণনির্য্যূহাং পাণ্ডুরদ্বারতোরণাম্ ॥৪
ভুজগাচরিতাং গুপ্তাং শুভাং ভোগবতীমিব ।
তাং সবিদ্যুদ্‌ঘনাকীর্ণাং জ্যোতির্গণনিষেবিতাম্ ॥৫
চণ্ডমারুতনির্হ্রাদাং যথা চাপ্যমরাবতীম্ ।
শাতকুম্ভেন মহতা প্রাকারেণাভিসংবৃতাম্ ॥৬
কিঙ্কিনীজালঘোষাভিঃ পতাকাভিরলঙ্কৃতাম্ ।
আসাদ্য সহসা হৃষ্টঃ প্রাকারমভিপেদিবান্ ॥৭
বিস্ময়াবিষ্টহৃদয়ঃ পুরীমালোক্য সর্ব্বতঃ ।
জাম্বূনদময়ৈর্দ্বারৈর্বৈদূর্য্যকৃতবেদিকৈঃ ॥৮
মণি-স্ফটিক-মুক্তাভির্মণিকুট্টিমভূষিতৈঃ ।
তপ্তহাটকনির্য্যূহৈ রাজতামলপাণ্ডুরৈঃ ॥৯
বৈদূর্য্যকৃতসোপানৈঃ স্ফটিকান্তরপাংসুভিঃ ।
চারুসঞ্জবনোপেতৈঃ খমিবোৎপতিতৈঃ শুভৈঃ ॥১০

তৃতীয় সর্গ

[রাত্রিতে লঙ্কা-প্রবেশকারী হনুমান্‌সমীপে লঙ্কাভিমানিনী মহারাক্ষসীর আবির্ভাব, তাঁহাকে স্বীয় করতল দ্বারা আঘাত করিয়া লঙ্কায় প্রবেশ করিতে নিষেধ, নারী বলিয়া বামমুষ্টিদ্বারা হনুমান্ কর্ত্তৃক আঘাতে বিহ্বলা রাক্ষসীর পুনঃ প্রবেশ অনুমোদন ।]

মেধাবী মহাসত্ত্বসম্পন্ন পবনতনয় হনুমান্ অত্যুচ্চ-শিখরসম্পন্ন ও লম্বমান জলদতুল্য লম্বপর্বতে অবস্থান-পূর্বক সত্ত্বগুণ আশ্রয় করিয়া রজনীসমাপনে রমণীয় কানন ও জলাশয় এবং শরৎকালীন মেঘমালা সুশোভিতা, রাবণপালিতা, রাক্ষসসনে পুরীমধ্যে জলধিসম গর্জ্জন কারিণী, সমুদ্রবায়ুসেবিতা, সুপুষ্ট রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক পরিরক্ষিতা, মত্তবারণযুক্ত পরমরমণীয় তোরণসংযুক্তা, দ্বারদেশে সুধাধবল তোরণরমণীয়া, কুবের নগরী অলকা সদৃশী, ভুজঙ্গমগণপরিরক্ষিতা, গুপ্তা, মঙ্গলময়ী ভোগবতীর ন্যায় সবিশেষ সুরক্ষিতা, লঙ্কানগরীতে প্রবেশ করিলেন। নিরন্তর রাক্ষসগণের কোলাহল এবং সুবর্ণাদির শোভা চতুর্দিকে বিস্ফুরিত হওয়ায় যেন প্রচণ্ড বায়ুশব্দবিশিষ্ট বিদ্যুৎগর্ভজলদ পরিপূর্ণ ও জ্যোতিষ্কমণ্ডলী পরিবৃত অমরাবতীর ন্যায় বিরাজমানা, চতুঃসীমার স্বর্ণময় সুবিশাল প্রাচীরসমূহ পরিবেষ্টিতা এবং কিঙ্কিনীজালপ্রতিধ্বনিত পতাকাসকলে অত্যন্ত শোভা-সমন্বিতা সেই লঙ্কানগরীতে প্রবেশ পূর্বক প্রাচীরাভিমুখে গমন করিয়া সেই স্থান হইতে চতুর্দিক্ নিরীক্ষণপূর্বক বিস্ময়াবিষ্টহৃদয় হইলেন। লঙ্কানগরীর দ্বারসমূহও স্বর্ণময়; বেদীগুলি বৈদূর্য্যমণিময়, তাহাতে আবার মণি, স্ফটিক ও মুক্তাসমন্ধ কুট্টিম (মেঝে)গুলি মণিময়, তাহা আবার তপ্তকাঞ্চনশোভিত রজতনির্মিত নির্য্যূহ (মত্তবারণ-নামক গৃহধারক অংশবিশেষ)গুলি নির্মল পাণ্ডুরবর্ণ; উপরিদেশ নির্মল বৈদূর্য্যময়; সোপানশ্রেণী স্ফটিকবদ্ধ ধূলি-শূন্য; এইগুলির প্রভাপটলে গগনস্পর্শীরূপে প্রতীয়মান, ক্রৌঞ্চ, ও ময়ূর নিনাদিতা, রাজহংসনিষেবিতা,

ক্রৌঞ্চ/বর্হিণসজ্ঘুষ্টৈ রাজহংসনিষেবিতৈঃ।
তূর্য্যাভরণনির্ঘোষৈঃ সর্ব্বতঃ পরিনাদিতাম্ ॥১১
বস্বোকসারপ্রতিমাং সমীক্ষ্য নগরীং ততঃ।
খমিবোৎপতিতাং লঙ্কাং জহর্ষ হনুমান্ কপিঃ ॥১২
তাং সমীক্ষ্য পুরীং লঙ্কাং রাক্ষসাধিপতেঃ শুভাম্।
অনুত্তমামৃদ্ধিমতীং চিন্তয়ামাস বীর্য্যবান্ ॥১৩
নেয়মন্যেন নগরী শক্যা ধর্ষয়িতুং বলাৎ।
রক্ষিতা রাবণবলৈরুদ্যতায়ুধপাণিভিঃ ॥১৪
কুমুদাঙ্গদয়োর্বাপি সুষেণস্য মহাকপেঃ।
প্রসিদ্ধেয়ং ভবেদ্ভূমির্মৈন্দ-দ্বিদয়োরপি ॥১৫
বিবস্বতস্তনূজস্য হরেশ্চ কুশপর্বণঃ।
ঋক্ষস্য কপিমুখ্যস্য মম চৈব গতির্ভবেৎ ॥১৬
সমীক্ষ্য চ মহাবাহো রাঘবস্য পরাক্রমম্।
লক্ষ্মণস্য চ বিক্রান্তমভবৎ প্রীতিমান্ কপিঃ ॥১৭
তাং রত্নবসনোপেতাং গোষ্ঠাগারাবতংসিকাম্।
যন্ত্রাগারস্তনীমৃদ্ধাং প্রমদামিব ভূষিতাম্ ॥১৮
তাং নষ্টতিমিরাং দীপৈর্ভাস্বরৈশ্চ মহাগ্রহৈঃ।
নগরীং রাক্ষসেন্দ্রস্য স দদর্শ মহাকপিঃ ॥১৯
অথ সা হরিশার্দূলং প্রবিশন্তং মহাকপিম্।
নগরী স্বেন রূপেণ দদর্শ পবনাত্মজম্ ॥২০
সা তং হরিবরং দৃষ্ট্বা লঙ্কা রাবণপালিতা।
স্বয়মেবোত্থিতা তত্র বিকৃতাননদর্শনা ॥২১
পুরস্তাত্তস্য বীরস্য বায়ুসূনোরতিষ্ঠত।
মুঞ্চমানা মহানাদমব্রবীৎ পবনাত্মজম্ ॥২২
কস্ত্বং কেন চ কার্য্যেণ ইহ প্রাপ্তো বনালয়।
কথয়স্বেহ যত্তত্ত্বং যাবৎ প্রাণা ধরন্তি তে ॥২৩
ন শক্যং খল্বিয়ং লঙ্কা প্রবেষ্টুং বানর ত্বয়া।
রক্ষিতা রাবণবলৈরভিগুপ্তা ততস্ততঃ ॥২৪
অথ তামব্রবীদ্ বীরো হনূমানগ্রতঃ স্থিতাম্।
কথয়িষ্যামি তত্তত্ত্বং যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসে ॥২৫
কা ত্বং বিরূপনয়না পুরদ্বারেঽবতিষ্ঠসে।
কিমর্থং চাপি মাং ক্রোধান্নির্ভর্ৎসয়সি দারুণে ॥২৬

তূর্য্য এবং আভরণাদির শব্দে চতুর্দিকে পরিনাদিতা, বসু অষ্টবসুদেবের গৃহের তুল্যা ও যেন আকাশের উপরিভাগে সংস্থিতা সেই লঙ্কাপুরী দেখিয়া অত্যন্ত হর্ষান্বিত হইলেন। রাক্ষসাধিপতির সেই অত্যুৎকৃষ্ট সমৃদ্ধিশালিনী মঙ্গলময়ী লঙ্কাপুরী নিরীক্ষণ করিয়া বীর্য্যসম্পন্ন কপিবর চিন্তা করিতে লাগিলেন।১-১৩

অন্য কাহারও বলপূর্বক পক্ষে সমুদ্যতশস্ত্রহস্ত রাবণসৈন্যগণ কর্তৃক সুরক্ষিতা এই নগরী ধর্ষণ করা সম্ভব নহে। কুমুদ, যুবরাজ অঙ্গদ, মহাকপি সুষেণ, মৈন্দ, দ্বিবিদ, সূর্য্যাপুত্র বানররাজ সুগ্রীব, কুশপর্বততুল্য রোমযুক্ত কপিবর ঋক্ষ এবং আমার এস্থানে এই প্রসিদ্ধ ভূমিতে আসিবার সামর্থ রহিয়াছে। সেই কপিবর মহাবাহু রঘুনন্দন রাম ও লক্ষ্মণের পরাক্রম বিবেচনা করিয়া প্রীত হইলেন।১৪-১৭

তিনি রত্নাকর (সমুদ্র) বসনোপেতা, গোষ্ঠাগার (গোগৃহ) রূপ অবতংস (শিরোভূষণ বা কর্ণভূষণ) যুক্তা, যন্ত্রাগার (প্রাকারোপরিস্থাপিত ক্ষেপণী প্রভৃতির গৃহ)রূপ স্তনসমৃদ্ধা, অত্যুজ্জ্বল প্রদীপ ও দীপ্তিমান্ মহাগৃহসমূহের প্রভা দ্বারা সমুদ্ভাষিতা এবং সমৃদ্ধিশালিনী রাক্ষসেন্দ্রনগরী লঙ্কাপুরীকে সমলঙ্কৃতা রমণীর ন্যায় অবলোকন করিলেন।১৮-১৯

অনন্তর লঙ্কা স্বয়ং মূর্তিমতী হইয়া হরিশ্রেষ্ঠ মহাকপি পবনপুত্রকে লঙ্কায় প্রবেশ করিতে দেখিলেন। বিকৃতবদনা বিকৃতদর্শনা রাবণপালিতা লঙ্কা হনুমদ্দর্শনে স্বয়ং সমুত্থিতা হইয়া সেই মহাবীর বায়ুপুত্রের সমক্ষে অবস্থান করিলেন এবং ভীষণ গর্জ্জনপূর্বক পবনপুত্রকে বলিলেন।২০-২২

হে বনবাসিন্! বানর! যাবৎদেহে প্রাণ আছে, সত্য করিয়া বল তুমি কে? কি উদ্দেশ্যে এস্থানে আসিয়াছ? তুমি এই লঙ্কায় কোনমতেই প্রবেশ করিতে পারিবেনা। রাবণের সৈন্যগণ ইহার চতুর্দিকে সর্বতোভাবে রক্ষা করিতেছে।২৩-২৪

হনূমদ্‌বচনং শ্রুত্বা লঙ্কা সা কামরূপিণী।
উবাচ বচনং ক্রুদ্ধা পরুষং পবনাত্মজম্ ॥২৭
অহং রাক্ষসরাজস্য রাবণস্য মহাত্মনঃ।
আজ্ঞাপ্রতীক্ষা দুর্ধর্ষা রক্ষামি নগরীমিমাম্ ।২৮
ন শক্যং মামবজ্ঞায় প্রবেষ্টুং নগরীমিমাম্।
অদ্য প্রাণৈঃ পরিত্যক্তঃ স্বপ্স্যসে নিহতো ময়া ॥২৯
অহং হি নগরী লঙ্কা স্বয়মেব প্লবঙ্গম।
সর্ব্বতঃ পরিরক্ষামি অতস্তে কথিতং ময়া ॥৩০
লঙ্কায়া বচনং শ্রুত্বা হনুমান্ মারুতাত্মজঃ।
যত্নবান্ স হরিশ্রেষ্ঠঃ স্থিতঃ শৈল ইবাপরঃ ॥৩১
স তাং স্ত্রীরূপবিকৃতাং দৃষ্ট্বা বানরপুঙ্গবঃ।
আবভাষেঽথ মেধাবী সত্ত্ববান্ প্লবগর্ষভঃ ॥৩২
দ্রক্ষ্যামি নগরীং লঙ্কাং সাট্টপ্রাকারতোরণাম্।
ইত্যর্থমিহ সম্প্রাপ্তঃ পরং কৌতূহলং হি মে ॥৩৩
বনান্যুপবনানীহ লঙ্কায়াঃ কাননানি চ।
সর্ব্বতো গৃহমুখ্যানি দ্রষ্টুমাগমনং হি মে ॥৩৪
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা লঙ্কা সা কামরূপিণী।
ভূয় এব পুনর্বাক্যং বভাষে পরুষাক্ষরম্ ॥৩৫
মামনির্জিত্য দুর্ব্বুদ্ধে রাক্ষসেশ্বরপালিতাম্।
ন শক্যং হ্যদ্য তে দ্রষ্টুং পুরীয়ং বানরাধম ॥৩৬
ততঃ স হরিশার্দূলস্তামুবাচ নিশাচরীম্।
দৃষ্ট্বা পুরীমিমাং ভদ্রে পুনর্যাস্যে যথাগতম্ ॥৩৭
ততঃ কৃত্বা মহানাদং সা বৈ লঙ্কা ভয়ঙ্করম্।
তলেন বানরশ্রেষ্ঠং তাড়য়ামাস বেগিতা ॥৩৮
ততঃ স হরিশার্দূলো লঙ্কয়া তাড়িতো ভৃশম্।
ননাদ সুমহানাদং বীর্য্যবান্ মারুতাত্মজঃ ॥৩৯
ততঃ সংবর্তয়ামাস বামহস্তস্য সোঽঙ্গুলীঃ।
মুষ্টিনাঽভিজঘানৈনাং হনুমান্ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ ॥৪০

মহাবীর হনুমান্ লঙ্কাপুরীকে বলিলেন—তোমার জিজ্ঞাসার যথার্থ উত্তর পরে দিতেছি। কিন্তু হে বিকৃতনয়নে! তুমি কে পুরদ্বারে অবস্থান করিতেছ? এবং কি কারণেই বা আমাকে ক্রোধের সহিত ভর্ৎসনা করিতেছ? হনুমানের বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রুদ্ধা কামরূপিণী লঙ্কা কর্কশবাক্যে পবনপুত্রকে বলিলেন,—আমি মহাত্মা রাক্ষসরাজ রাবণের আজ্ঞাপালনকারিণী দুর্ধর্ষা; এই লঙ্কানগরী রক্ষা করিতেছি। আমায় অবজ্ঞা করিয়া এই নগরীমধ্যে প্রবেশ করার সাধ্য নাই। তুমি অদ্য আমাকর্তৃক নিহত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগপূর্বক মহানিদ্রা প্রাপ্ত হইবে। হে কপিবর! আমি লঙ্কার সাক্ষাৎ অধিষ্ঠাত্রী। সর্বতোভাবে সর্বদা ইহাকে রক্ষা করিতেছি, এইজন্যই তোমাকে এই কথা বলিলাম।২৫-৩০

কপিসত্তম পবনপুত্র হনুমান্ লঙ্কার এই বাক্য শ্রবণপূর্বক জয় কামনায় যত্নবান্ হইয়া দ্বিতীয় অচলের ন্যায় অবস্থান করিলেন। অনন্তর মেধাবী বীর্য্যবান্ প্লবগশ্রেষ্ঠ কপিরাজ সেই বিকৃতকলেবরা স্ত্রীরূপধারিণীকে অবলোকন পূর্বক বলিলেন,—প্রাকার, তোরণ ও অট্টালিকাসমৃদ্ধা লঙ্কানগরীকে অত্যন্ত কৌতূহলবশতঃ দর্শন করিবার জন্য আমি এস্থানে উপস্থিত হইয়াছি। লঙ্কার বন, উপবন, কানন ও অত্রত্য উৎকৃষ্ট ভবনসমূহ দর্শন বাসনায় আমার আগমন।৩১-৩৪

কপিবরের এই কথা শুনিয়া কামরূপিণী লঙ্কা পুনরায় সমধিক কর্কশবাক্যে বলিলেন;—হে বানরাধম! দুর্বুদ্ধে! আমাকে পরাজিত না করিয়া রাক্ষসেশ্বর রাবণপালিতা এই পুরী দেখিতে পারিবেনা। অতঃপর হরিশ্রেষ্ঠ সেই রাক্ষসরূপধারিণী লঙ্কাকে বলিলেন,—এই পুরী দর্শন করিয়া আমি যথাস্থানে চলিয়া যাইব।৩৫-৩৭

তখন সেই লঙ্কা বিকট চীৎকার করিয়া বেগের সহিত করতল দ্বারা হনুমানকে আঘাত করিল। পবনাত্মজ বলবান্ ক্রোধাকুল হরিমুখ্য লঙ্কা কর্তৃক অত্যন্ত আহত হইয়া ভীষণ চীৎকার করিলেন এবং বাম হস্তের অঙ্গুলীগুলি একত্র সম্বলিত মুষ্টিদ্বারা তাহাকে প্রহার করিলেন। রমণীবোধে স্বয়ং অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন না। সেই প্রহারে বিহ্বলগাত্রী নিশাচরী সহসা বিকৃতদর্শনা হইয়া ভূমিতে নিপতিতা হইল। অনন্তর তেজস্বী হনুমান্ তাহাকে নিপতিতা দেখিয়া নারীজাতি বলিয়া

স্ত্রী চেতি মন্যমানেন নাতি ক্রোধঃ স্বয়ং কৃতঃ।
সা তু তেন প্রহারেণ বিহ্বলাঙ্গী নিশাচরী ॥
পপাত সহসা ভূমৌ বিকৃতাননদর্শনা ।৪১

ততস্তু হনুমান্ বীরস্তাং দৃষ্ট্বা বিনিপাতিতাম্।
কৃপাং চকার তেজস্বী মন্যমানঃ স্ত্রিয়ঞ্চ তাম্ ॥৪২

ততো বৈ ভৃশমুদ্বিগ্না লঙ্কা সা গদ্গদাক্ষরম্।
উবাচাগর্বিতং বাক্যং হনূমন্তং প্লবঙ্গমম্ ॥৪৩

প্রসীদ সুমহাবাহো ত্রায়স্ব হরিসত্তম।
সময়ে সৌম্য তিষ্ঠন্তি সত্ত্ববন্তো মহাবলাঃ ॥৪৪

অহং তু নগরী লঙ্কা স্বয়মেব প্লবঙ্গম।
নির্জিতাহহং ত্বয়া বীর বিক্রমেণ মহাবল ॥৪৫

ইদঞ্চ তথ্যং শৃণু মে ব্রুবন্ত্যা বৈ হরীশ্বর।
স্বয়ং স্বয়ম্ভুবা দত্তং বরদানং যথা মম ॥৪৬

যদা ত্বাং বানরঃ কশ্চিদ্ বিক্রমাদ্ বশমানয়েৎ।
তদা ত্বয়া হি বিজ্ঞেয়ং রক্ষসাং ভয়মাগতম্ ॥৪৭

স হি মে সময়ঃ সৌম্য প্রাপ্তোঽদ্য তব দর্শনাৎ।
স্বয়ম্ভূবিহিতঃ সত্যো ন তস্যাস্তি ব্যতিক্রমঃ ॥৪৮

সীতানিমিত্তং রাজ্ঞস্তু রাবণস্য দুরাত্মনঃ।
রক্ষসাং চৈব সর্বেষাং বিনাশঃ সমুপাগতঃ ॥৪৯

তৎ প্রবিশ্য হরিশ্রেষ্ঠ পুরীং রাবণপালিতাম্।
বিধৎস্ব সর্বকার্য্যাণি যানি যানীহ বাঞ্ছসি ॥৫০

প্রবিশ্য শাপোপহতাং হরীশ্বরঃ
পুরীং শুভাং রাক্ষসমুখ্যপালিতাম্।
যদৃচ্ছয়া ত্বং জনকাত্মজাং সতীং
বিমার্গ সর্বত্র গতো যথাসুখম্ ॥৫১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে
সুন্দরকাণ্ডে তৃতীয়ঃ সর্গঃ ॥

কৃপাপরবশ হইলেন। অনন্তর লঙ্কা অত্যন্ত উদ্বিগ্না হইয়া অগর্বিতবাক্যেগদ্গদস্বরে হনুমান্‌কে বলিলেন,—হে সৌম্য প্রিয়দর্শন মহাভুজ! হরিসত্তম! প্রসন্ন হও; পরিত্রাণ কর; বলবান্ পুরুষ প্রার্থনাকালে কৃপাপ্রদর্শন করিয়া থাকেন, হে বীর প্লবঙ্গম! আমি স্বয়ং লঙ্কানগরী, আজ তোমা কর্তৃক বিক্রমে পরাভূত হইলাম। হে বানরশ্রেষ্ঠ! স্বয়ং স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা আমাকে যে বর প্রদান করিয়াছিলেন তাহা বলিতেছি,—শ্রবণ কর। তিনি বলিয়াছিলেন, যখন কোন বানর বিক্রমপ্রদর্শন পূর্বক তোমাকে বশীভূত করিবে, তখন তুমি জানিবে রাক্ষসগণের ভয় উপস্থিত হইয়াছে। (ক) হে সৌম্য! আজ তোমার দর্শনে সেই সময় উপস্থিত বলিয়া বুঝিতেছি; ব্রহ্মার বিধান সত্যই, তাহার ব্যতিক্রম হইতে পারে না। সীতার নিমিত্ত দুরাত্মা রাক্ষসরাজ রাবণ ও রাক্ষসগণের বিনাশকাল উপস্থিত হইয়াছে। অতএব হে হরিশ্রেষ্ঠ! তুমি সেই রাবণপালিতা নগরীতে প্রবেশপূর্বক স্বেচ্ছানুসারে সমুদয় কার্য্য সম্পাদন কর। রাবণরাজপালিতা বিশুদ্ধা নগরী অভিশাপগ্রস্তা হইয়াছে। তুমি ইহাতে প্রবেশপূর্বক সর্বত্র স্বীয় ইচ্ছানুসারে যথাস্থানে গমনপূর্বক পতিব্রতা জনকদুহিতা সীতার অন্বেষণ কর।৩৮-৫১

(ক) রাবণের দিগ্‌বিজয়কালে নন্দীকেশ্বর 'লঙ্কা বিনষ্ট হউক' বলিয়া অভিশাপ প্রদান করিলে লঙ্কা স্বয়ং ব্রহ্মার নিকট গিয়া আত্মরক্ষার প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন। তখন ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন—তোমার সাক্ষাদ্ বিনাশ হইবে না বটে, তবে যেদিন বানরের নিকট তুমি অভিভূত হইবে, সেদিন তোমার বিনাশ অবশ্যই হইবে এই কথা উদ্গীত হয় বলিয়া টীকাকার গোবিন্দরাজ বলিয়াছেন।

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত।

চতুর্থঃ সর্গঃ

[প্রথমতো বামপদনিক্ষেপপূর্বকং হনূমতো লঙ্কাপ্রবেশঃ, তত্র নগরমধ্যে বাদিতবাদ্যধ্বনিং শ্রুত্বা নানায়ুধধারি মূলসৈন্যাবলোকন-পূর্বকঞ্চান্তঃপুর প্রবেশশ্চ।]

স নির্জিত্য পুরীং লঙ্কাং শ্রেষ্ঠাং তাং কামরূপিণীম্।
বিক্রমেণ মহাতেজা হনূমান্ কপিসত্তমঃ ॥১
অদ্বারেণ মহাবীর্য্যঃ প্রাকারমবপুপ্লুবে।
নিশি লঙ্কাং মহাসত্ত্বো বিবেশ কপিকুঞ্জরঃ ॥২
প্রবিশ্য নগরীং লঙ্কাং কপিরাজ হিতঙ্করঃ।
চক্রেহথ পাদং সব্যঞ্চ শত্রূণাং স তু মূর্ধনি ॥৩
প্রবিষ্টঃ সত্ত্বসম্পন্নো নিশায়াং মারুতাত্মজঃ।
স মহাপথমাস্থায় মুক্তপুষ্পবিরাজিতম্ ॥৪
ততস্তু তাং পুরীং লঙ্কাং রম্যামভিযযৌ কপিঃ।
হসিতোৎকৃষ্টনিনদৈস্তূর্য্যঘোষপুরস্কৃতৈঃ ॥৫
বজ্রাঙ্কুশনিকাশৈশ্চ বজ্রজালবিভূষিতৈঃ।
গৃহমেঘৈঃ পুরী রম্যা বভাসে দ্যৌরিবাম্বুদৈঃ ॥৬
প্রজজ্বাল তদা লঙ্কা রক্ষোগণগৃহৈঃ শুভৈঃ।
সিতাভ্রসদৃশৈশ্চিত্রৈঃ পদ্মস্বস্তিকসংস্থিতৈঃ ॥৭
বর্ধমানগৃহৈশ্চাপি সর্ব্বতঃ সুবিভূষিতৈঃ।
তাং চিত্রমাল্যাভরণাং কপিরাজহিতঙ্করঃ ॥৮
রাঘবার্থে চরঞ্ শ্রীমান্ দদর্শ চ ননন্দ চ।
ভবনাদ্ভবনং গচ্ছন্ দদর্শ কপিকুঞ্জরঃ ॥৯
বিবিধাকৃতিরূপাণি ভবনানি ততস্ততঃ।
শুশ্রাব রুচিরং গীতং ত্রিস্থানস্বরভূষিতম্ ॥১০

চতুর্থ সর্গ

[প্রথমতঃ বাম পদ নিক্ষেপ পূর্বক হনুমানের লঙ্কায় প্রবেশ, সেখানে নগরের মধ্যে বাদ্যমান নানাবিধ বাদিত্র ধ্বনি শুনিয়া এবং নানাপ্রকার অস্ত্রধারী মূল সৈন্য অবলোকন পূর্বক অন্তঃপুরে প্রবেশ।]

মহাবল মহাতেজা বীর্য্যবান্ কপিসত্তম হনুমান্ পরাক্রম প্রকাশ পূর্বক কামরূপিণী শ্রেষ্ঠা লঙ্কাপুরীকে পরাজিত করিয়া দ্বাররহিত উৎপথে রজনী সমাগমে প্রাচীর লঙ্ঘন করত লঙ্কায় প্রবেশ করিলেন। কপিরাজ (সুগ্রীব) হিতকারী তিনি লঙ্কানগরীতে প্রবেশ করিয়া বামপদ শত্রুদের মস্তকে স্থাপন করিলেন।১-৩

(টীকাকার বলেন—অদ্বারেণ প্রবিশেচ্ছত্রুবিনাশায়। আর, প্রয়াণকালে স্বগৃহপ্রবেশে বিবাহকালে চ দক্ষিণাঙ্ঘ্রিম্ কৃত্বাগ্রতঃ শত্রুপুরপ্রবেশে বামং নিদধ্যাচ্চরণং নৃপালঃ।" ইহা দ্বারা বিজয়সূচিত হইতেছে।)

মহাবলশালী মরুতাত্মজ রাত্রিতে লঙ্কায় প্রবেশ করিয়া বিক্ষিপ্ত পুষ্পশোভিত রাজপথ অবলম্বন পূর্বক চলিতে চলিতে দেখিতে পাইলেন—গগনমণ্ডল যেমন মেঘমালা দ্বারা সুশোভিত হয়, সেইরূপ রম্যা পুরী তূর্য্যধ্বনি-মিশ্রিত সুমধুর হাস্যশব্দে মুখরিত হীরকচালিত বাতায়নসংযুক্ত বজ্র ও অঙ্কুশসদৃশ (ঐরাবতসদৃশ) গৃহরূপ মেঘসমূহে বিরাজিতা হইয়া দীপ্যমানা রহিয়াছে। সেই সময় (রাত্রিকালে) সেই লঙ্কানগরী শুভ্র মেঘতুল্য বিচিত্রিত পদ্মাকার (দক্ষিণ দ্বার বিরহিত পূর্ব, পশ্চিম এবং উত্তরদ্বার সমন্বিত) ও স্বস্তিকাকার (পূর্বদ্বার বিরহিত উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিমদ্বার সমন্বিত) বর্ধমান নামক গৃহসমূহ দ্বারা প্রদীপিত হইতেছে।৪-৭

বানররাজ (সুগ্রীবের) হিতাকাঙ্ক্ষী শ্রীমান্ কপিশ্রেষ্ঠ রঘুনন্দন শ্রীরামচন্দ্রের অভিলষিত কার্য্যসিদ্ধির জন্য বিচরণ করিতে করিতে বিচিত্র মাল্য ও আভরণে ভূষিতা সেই নগরী দর্শন করিলেন ও আনন্দিত হইলেন এবং এক ভবন হইতে ভবনান্তরে প্রবেশ পূর্বক ক্রমে-ক্রমে বিবিধ অকৃত্রিমরূপ গৃহসকল দেখিতে লাগিলেন। মহাত্মাগণের (শ্রেষ্ঠ রক্ষোগণের) গৃহে স্বর্গলোকে অপ্সরোগণের গীতের ন্যায় উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিতস্বরে কণ্ঠাদি স্থান সমুত্থিত কামমোহিতা রমণীগণের

স্ত্রীণাং মদনবিদ্ধানাং দিবি চাপ্সরসামিব।
শুশ্রাব কাঞ্চীনিনদং নূপুরাণাঞ্চ নিঃস্বনম্ ॥১১

সোপাননিনদাংশ্চাপি ভবনেষু মহাত্মনাম্।
আস্ফোটিতনিনাদাংশ্চ ক্ষ্বেড়িতাংশ্চ ততস্ততঃ ॥১২

শুশ্রাব জপতাং তত্র মন্ত্রান্ রক্ষোগৃহেষু বৈ।
স্বাধ্যায়নিরতাংশ্চৈব যাতুধানান্ দদর্শ সঃ ॥১৩

রাবণস্তবসংযুক্তান্ গর্জতো রাক্ষসানপি।
রাজমার্গে সমাবৃত্য স্থিতং রক্ষোগণং মহৎ ॥১৪

দদর্শ মধ্যমে গুল্মে রাক্ষসস্য চরান্ বহূন্।
দিক্ষিতাঞ্জটিলান্মুণ্ডান্ গোজিনাম্বরবাসসঃ ॥১৫

দর্ভমুষ্টিপ্রহরণানগ্নিকুণ্ডায়ুধাংস্তথা।
কূট-মুদ্গরপাণীংশ্চ দণ্ডায়ুধধরানপি ॥১৬

একাক্ষানেকবর্ণাংশ্চ চলদেকপয়োধরান্।
করালান্ ভুগ্নবক্ত্রাংশ্চ বিকটান্ বামনাংস্তথা ॥১৭

ধন্বিনঃ খড়্গিনশ্চৈব শতঘ্নী মুসলায়ুধান্।
পরিঘোত্তমহস্তাংশ্চ বিচিত্রকবচোজ্জ্বলান্ ॥১৮

নাতিস্থূলান্নাতিকৃশান্নাতিদীর্ঘাতিহ্রস্বকান্।
নাতিগৌরান্নাতিকৃষ্ণান্নাতিকুব্জান্ন বামনান্ ॥১৯

বিরূপান্ বহুরূপাংশ্চ সুরূপাংশ্চ সুবর্চসঃ।
ধ্বজিনঃ পতাকিনশ্চৈব দদর্শ বিবিধায়ুধান্ ॥২০

শক্তি-বৃক্ষায়ুধাংশ্চৈব পট্টিশাশনিধারিণঃ।
ক্ষেপণী-পাশহস্তাংশ্চ দদর্শ স মহাকপিঃ ॥২১

স্রগ্বিণস্ত্বনুলিপ্তাংশ্চ বরাভরণভূষিতান্।
নানাবেষসমাযুক্তান্ যথাস্বৈবচরান্ বহূন্ ॥২২

তীক্ষ্ণশূলধরাংশ্চৈব বজ্রিণশ্চ মহাবলান্।
শতসাহস্রমব্যগ্রমারক্ষং মধ্যমং কপিঃ ॥২৩

রক্ষোধিপতিনির্দিষ্টং দদর্শান্তঃপুরাগ্রতঃ।
স তদা তদ্গৃহং দৃষ্ট্বা মহাহাটকতোরণম্ ॥২৪

রাক্ষসেন্দ্রস্য বিখ্যাতমদ্রিমূর্ধ্নি প্রতিষ্ঠিতম্।
পুণ্ডরীকাবতংসাভিঃ পরিখাভিঃ সমাবৃতম্ ॥২৫

প্রাকারাবৃতমত্যন্তং দদর্শ স মহাকপিঃ।
ত্রিবিষ্টপনিভং দিব্যং দিব্যনাদবিনাদিতম্ ॥২৬

সুললিত সঙ্গীত, কাঞ্চী, নূপুরের অব্যক্ত মধুরধ্বনি ও সোপান আরোহণশব্দ এবং ইতস্তত বাহুর আস্ফোট, সিংহনাদ, মন্ত্রজপধ্বনিও রাক্ষসগণের গৃহে শুনিতে পাইলেন।৮-১২

তিনি স্বাধ্যায়পাঠনিরত রাবণের স্তুতিপাঠরত ও পূজাসক্ত নিশাচরগণকে দর্শন করিলেন। রাজপথ অবরোধপূর্বক মধ্যম কক্ষমধ্যে অবস্থিত সুমহৎ রাক্ষসগণ এবং বহু রাক্ষসচরও দেখিলেন।১৩-১৪

(কপিবর সেই চরগণের মধ্যে কাহাকে) দীক্ষিত, মুণ্ডিতমস্তক, জটাধারী, গোচর্ম ও মৃগচর্ম পরিধানকারী কুশমুষ্টি ও অগ্নিকুণ্ড রূপ (অভিচারিক ক্রিয়ার) অস্ত্রধারী কূট, মুদগর ও দণ্ডহস্ত, দণ্ডায়ুধধারী ; কাহারও একটী মাত্র দোদুল্যমান পয়োধর, ভয়ঙ্কর বক্রমুখধারী, বিকটাকৃতি এবং খর্বাকৃতি ; কেহ খড়গধারী, কেহ ধনুর্ধারী, শতঘ্নী ও মুষলায়ুধযুক্ত, কেহ উত্তম পরিঘহস্ত, কেহ বিচিত্র কবচ পরিধানে সমুজ্জ্বল, কেহ নাতি স্থূল (অত্যন্ত স্থূল নহে), অত্যন্ত কৃষ্ণবর্ণ নহে, অতিদীর্ঘ বা অতিকৃশ নহে, কেহ নাতিগৌরব, নাতিকৃষ্ণ, অত্যন্ত কুব্জ বা বামন নহে, কেহ বিকৃতরূপ, কেহ বহুরূপ, দেহ সুন্দর-রূপ, কেহ তেজস্বী, কেহ ধ্বজ, কেহ পতাকা, কেহ বা বিবিধায়ুধধারী, কেহ শক্তি, কেহ বৃক্ষায়ুধ, কেহ পট্টিশ ও অশনিধারী, কেহ ক্ষেপণী (ভিন্দিপাল) এবং পাশ হস্ত, কেহ মাল্যধারী চন্দনাদি অনুলিপ্তগাত্র, দিব্যালঙ্কারালঙ্কৃত, বিবিধ বেশবিন্যস্তগাত্র চরগণকে এবং তীক্ষ্ণশূল ও বজ্রাদি অস্ত্রধারী মহাবলসম্পন্ন, যথেচ্ছ পর্য্যটনকারী সেনানায়ক-গণকে রাক্ষসাধিপতি রাবণের আদেশে মধ্যম কক্ষায় বিচরণ করিতে দেখিলেন এবং অন্তঃপুরের পরোভাগে মধ্যমকক্ষায় অবস্থিত শতসহস্র রক্ষক পরিবৃত পর্বত-শিখরে সুপ্রতিষ্ঠিত সুবর্ণনির্মিত উৎকৃষ্ট তোরণসমলঙ্কৃত সুবিখ্যাত রাবণের অন্তঃপুরও দেখিতে লাগিলেন।